Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

الموسوعة الاسلامية
باللغة البنغالية
المجلد الرابع

ইসলামী বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড

ইনজীল—ইমরোয

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড) (পৃষ্ঠা ৮০০)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের
আওতায় সংকলিত ও প্রকাশিত

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৫১
ইফাবা প্রকাশনা ঃ১৩২৫/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৩
ISBN : 984-06-1101-1

প্রথম প্রকাশ
জুমাদা'ল-উলা ১৪০৬
মাঘ ১৩৯২
জানুয়ারী ১৯৮৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০০
ভাদ্র ১৪০৭
জুমাদা'ল আখিরা ১৪২১

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৩
জুমাদা'ল-উলা ১৪২৭
জুন ২০০৬

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
গ্রাফিক আর্টস (জু.)
২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা মাত্র

Islami Bishwakosh (4th Volume) 2nd ed. (The Encyclopaedia of Islam in Bengali) Edited by the Board of Editors and published by A. S. M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. Phone : 9551902 June 2006

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 590.00 ; US $ 30

সম্পাদনা পরিষদ (১ম সংস্করণ)

জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী	সভাপতি
ডঃ সিরাজুল হক	সদস্য
জনাব আহমদ হোসাইন	”
ডঃ মোহাম্মদ এছহাক	”
ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী	”
জনাব এম. আকবর আলী	”
ডঃ ছৈয়দ লুৎফুল হক	”
অধ্যাপক শাহেদ আলী	”
জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	”
ডঃ কে.টি. হোসাইন	”
ডঃ এস. এম. শরফুদ্দীন	”
জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	”
ডঃ শমশের আলী	”
জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	”
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদনা পরিষদ (২য় সংস্করণ)

জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সদস্য
প্রফেসর মো. আবদুল মান্নান	”
ড. মুহম্মদ আবুল কাসেম	”
ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন	”
ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক	”
ড. শব্বির আহমদ	”
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম	”
মাওলানা ইমদাদুল হক	”
ড. হাফেজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ	”
ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন	”
মাও. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	”
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

আমাদের কথা

বিশ্বকোষ বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ হইল ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামের ব্যাপক বিষয়াবলী ইসলামী বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নহে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি অনুপম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়াছে একটি নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে আমরা পাইয়াছি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জ্বল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব।

সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান সকল কিছুর শীর্ষে। জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে উহার বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আর সেইজন্যই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক।

ইসলামের এই ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজে ইহার ব্যাপক সাড়া ও চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কালে পঁচিশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে ষোলতম খণ্ড দুই ভাগে এবং চব্বিশতম খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মোট ২৮ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ এই প্রকাশনার কাজটি ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে উহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাদের জ্ঞানগবেষণা চালাইয়া যাইতে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই বৃহত্তর প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ অপ্রতুল থাকিয়া যায়, আবার তথ্য ও উপাত্ত না পাওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ আশানুরূপ সমৃদ্ধশালী করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই আরও সমৃদ্ধ আকারে ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্বকোষেরই ধর্ম।

ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ইহার সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করানো হইয়াছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখা হইয়াছে।

এইরূপে আজ ইসলামী বিশ্বকোষ চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার সহিত জড়িত লেখক, সম্পাদক, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য তাহাদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলকেই তাহাদের এই কষ্টের বিনিময়ে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো কোটি হ'াম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি, পেশ করিতেছি অসংখ্য রুকূ ও সিজদা। কেবল তিনিই তওফীক দানকারী এবং তাঁহার বান্দাদেরকে মনযিলে মকসূদে পৌঁছাইতে একমাত্র তিনিই সাহায্যকারী। এতদসঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল-মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল-মুযনিবীন আহ'মাদ মুজতাবা মুহ'াম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিসীম কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি আর পৃথিবীর মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ সঠিক জীবনবোধ।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক তাহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন। বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরাজী, আরবী, ফারসী ও উর্দূসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় একুশ কোটি বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক বিশ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রমও গ্রহণ করে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ (পঁচিশ) খণ্ডে উন্নীত হয়।

১৯৮২ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলে আগ্রহী পাঠক ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর পাঠকদের নিরন্তর তাকীদ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের আলোকে আরও ৬৯টি নিবন্ধ সহযোগে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পরম আনন্দের বিষয়, প্রকাশের অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণটিও নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইহাও সমাপ্তির পথে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রতি পাঠক সমাজের এই বিপুল আগ্রহ যেমন আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে তেমনি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশে উৎসাহিত করে, নিরন্তর পরিশ্রমে করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আর ইহারই ফলে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে ইহার সর্বশেষ খণ্ড হিসাবে ২৬ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৬তম খণ্ডটি ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ) ও ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ) এবং ২৪তম খণ্ডটি ২৪তম খণ্ড (১ম ভাগ) ও ২৪তম খণ্ড (২য় ভাগ) নামে দুই অংশে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার জগতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে ইহাকে অনন্য নজীরই বলিতে হইবে। স্মর্তব্য, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অন্যথায় আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" (দা.মা.ই.) সংকলন ও প্রকাশনায় ৪০ বৎসরের মত সময় লাগিয়াছে।

পরম আনন্দ ও সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ও সচেতন পাঠক সমাজ কর্তৃক আমাদের এই উদ্যোগ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত ইহার সমুদয় কপি দ্রুত নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি নিঃশেষ হইবার ফলে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে ইহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এধরনের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই ২০০০-২০০৫ সালের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে গৃহীত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ-এর কাজ শুরু হয় এবং ইহার আওতায় ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রাথমিকভাবে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদের নিকট ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই পরিষদ কর্তৃক ১ম ও ২য় খণ্ড সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই সংকলিত বিশ্বকোষটি অধিকতর সমৃদ্ধ নির্ভুল করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫টি সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। আর এই পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি পরিপূর্ণ অবস্থায় এক্ষণে আমাদের আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমরা পুনরায় আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে অশেষ হ'াম্দ ও শোকর আদায় করিতেছি।

নব পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)-এর চতুর্থ খণ্ড সংকলন ও প্রকাশের পেছনে যাহাদের অনস্বীকার্য অবদান রহিয়াছে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। বিশেষ করিয়া বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক, শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী, বিশ্বকোষ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমরা তাহাদের জন্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে ইহার উপযুক্ত বিনিময় কামনা করি এবং তিনি ইহা তাঁহার শান মুতাবিক দিবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

সম্পাদনা পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি আমরা আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান খণ্ডের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। এতদসঙ্গে সম্মানিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের প্রতিও আমরা আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বর্তমান খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যিনি নানাভাবে উৎসাহ দিয়া এবং ইহার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়া ইহার প্রকাশকে সহজ করিয়াছেন। এতদসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব জনাব বদরুদ্দোজা, অর্থ পরিচালক জনাব লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক জনাব আবদুর রব, লাইব্রেরিয়ান জনাব সিরাজ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জনাব নূরুল আমীন-এর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু অত্র বিভাগে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, গবেষণা সহকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ আমার সকল সহকর্মীর প্রতি তাহাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। অতঃপর মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্সকে কম্পোজ ও আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সকে মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং প্রুফ রীডারবৃন্দকে ইহার নির্ভুল প্রকাশে সহযোগিতা দানের জন্য জানাইতেছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দিন, ইহাই আমাদের একান্ত মুনাজাত।

পরিশেষে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতে চাই, বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। আল্লাহর অপার রহমত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দু'আ ও সহযোগিতা আমাদের সম্বল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইহার নানা পর্যায়ে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সতর্ক ও সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়িবে। তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমাদের বিনীত আবেদন, মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিবেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য করিবেন।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বকোষ বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বলা হয়; Encyclopaedia গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) Paideia (শিক্ষা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহ।

জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় যে গ্রন্থে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয় তাহাকে প্রায়শ সাধারণ বিশ্বকোষ বলা হয়। তেমনি কোন এক বা একাধিক সমজাতীয় জ্ঞানশাখার তথ্য সংকলনকে সেই বিশেষ জ্ঞানশাখার বিশ্বকোষ নাম দেওয়া হয়। সন্ধানকার্যে সুবিধার জন্য বর্তমানে বিশ্বকোষের প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অভিধানের শব্দ বিন্যাসের মত বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং "হাওয়ালা" (reference)-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে শ্রেণীক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রাচীন বিশ্বকোষগুলির প্রায় সবই শেষোক্ত ধরনের অর্থাৎ শ্রেণীক্রমে বিন্যস্ত এবং সাধারণত বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর শিষ্যদ্বয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus, আনু. ৩৩৯ খৃ. পূ.) এবং এরিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খৃ. পূ.) উভয়েরই বিশ্বকোষ প্রণেতা বলিয়া খ্যাতি আছে। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষের কিছু খণ্ডিত অংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা এরিস্টোটল স্বীয় শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী বিষয় পরম্পরানুক্রমে কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভ্যারো (Marcus Terentius Varro, ১১৬-২৭ খৃ. পূ.) সাহিত্য, অলংকার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত Disciplinarum Libri IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাঁহার দর্শন বিষয়ক De Farma Philosophiae Libri III এবং সাত শত গ্রীক ও রোমানের জীবনী সংকলন গ্রন্থ Imagines বিশেষ প্রসিদ্ধ। রোমের "সবজান্তা" পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Naturalis নামে একটি বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে সংকলন করেন। ইহাতে কয়েক শত গ্রন্থকারের রচনা হইতে সংগৃহীত বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত আধুনিক বিশ্বকোষ রচনা ধারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মধ্যযুগে সেভিলের (Seville) বিশপ Isidore (আনু. ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Originum sive Etymologiarum Libri XX গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাদি সংকলন করেন। ঈসা ইব্ন য়াহ্'য়া আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) প্রাচ্যের অন্যতম খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদ। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে আরবীতে "আল-মিআঃ ফি'স্-স'না 'আতিত'-তি'ব্বিয়্যা" নামে এক শত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইব্ন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) ও আল-বীরূনীর (খৃ. ৯৩৭-১০৪৮) শিক্ষক ছিলেন। ফরাসী দেশীয় Vincent of Beauvais (আনু. ১২৬৪ খৃ.) তাঁহার রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতাব্দীর সমুদয় বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। William Caxton-এর Myrrour of The World (১৪২২-১৪৯১ খৃ.) উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইহা সর্বপ্রাচীন ইংরাজী বিশ্বকোষগুলির অন্তর্ভুক্ত। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী Brunetto Latini (আনু. ১২১২-১২৯৪ খৃ.) ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ইতালীয় অনুবাদ Li Livers don Tresor।

সর্বপ্রথম যেসব গ্রন্থের নামে Encyclopaedia শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৬৩৮ খৃ.)-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত Encyclopaedia Septemtomis Distincta তাহাদের অন্যতম। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতক ও ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বকোষ রচনার ধারা বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Johann Jacob Hofmann-এর Lexicon Universal (১৬৭৭-১৬৮৩ খৃ.)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ হইতেছে John Harris (আনু. ১৬৬৭-১৭১৯ খৃ.) কৃত Lexicon Technicum (১৭০৪-১৭১০ খৃ.)। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ হিসাবে Ephraim Chambers's Cyclopaedia

(১৭২৮ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বহু বিশেষজ্ঞের রচিত প্রবন্ধ সংকলনের পদ্ধতি এবং প্রতি-বরাত (cross reference) সংযোজনের নীতি গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নত ভাষাসমূহে অসংখ্য সাধারণ ও বিশিষ্ট বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে। সবদিক দিয়া বিচার করিলে ইংরাজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের বহু সাধারণ বিশ্বকোষের মধ্যে Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২ খৃ., প্রথম সংস্করণ ৩ খণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশিষ্ট বিশ্বকোষগুলির মধ্যে Encyclopaedia of Religion and Ethics, 12 vols. & Index, ed. James Hastings; Oxford Companion to English Literature, ed. Paul Harvey; Encyclopaedia of World Art, e. Massimo Pallotion; Encyclopaedia of the Social Sciences, 15 vols., ed. Edwin R. A. Seligman; Encyclopaedia of World Politics, ed. Walter Theimer; Pears Medical Encyclopaedia, ed. J.A.C Brown; The Universal Encyclopaedia of Mathematics with Foreword by Jamesdia R. Newman; Larouse Encyclopaedia of World Geography; Larouse Encyclopaedia of Earth, of Astronomy, of Pre-Historic and Ancient Art, of Byzantine and Medieval Art, of Renaissance and Baroque Art, of Ancient and Medieval History, of Modern History, of Mythology বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

কুরআন মাজীদ বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানের এবং আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছে। ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-তাপসগণের অনেকেই বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইসলামী দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং 'আরবী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ (দাইরাতু'ল-মা 'আরিফ বা মাওসূ'আত - موسوعات) রচনা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিকিৎসক আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযী (২৫১ হি./৮৬৫ খৃ.-৩১৩ হি./৯২৫ খৃ.) 'কিতাবু'ল-হাবী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানির ৩য় সংস্করণ ১৯৫৫ খৃ. হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) ছাপা হয়। কার্ডোভাবাসী আবূ 'উমার মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী (২৪৫ হি./৮৬০ খৃ.-৩২৮ হি./৯৪০ খৃ.) "আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড এক একটি মণিমুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা, কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন তারখান আবূ'ন-নাস্'র আল-ফারাবী (২৬০ হি./৮৭৩ খৃ.-৩৩৮ হি./৯৫০ খৃ.) "ইহ্'স'াউ'ল-'উলূম" নামে একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইহাতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩২ খৃ. সংশোধিত আকারে ছাপা হয়। "রাসাইল ইখওয়ানি'স'-স'াফা" গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার বিশ্বকোষ। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৫২টি পুস্তিকার সমষ্টি এবং আনু. ৩৫০ হি./৯৬১ খৃ. বহু জ্ঞান-গুণীর রচনা-সম্ভারে সংকলিত। ইরাকের মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক' ইব্ন আবী য়া'কূ'ব আন-নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খৃ.) "ফিহ্রিস্ত আল-'উলূম" (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ বিবরণী প্রণয়ন করেন।

আবূ'ল-ফারাজ 'আলী ইবনু'ল-হু'সায়ন আল-ইস'ফাহানী (২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৭ খৃ.) রচিত "কিতাবু'ল-আগ'ানী" মুখ্যত সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানিতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত রচিত যত আরবী কবিতায় সুর সংযোজিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধৃতি রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী ইত্যাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম ২০ খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. ও একবিংশ খণ্ড ১৮৮৮ খৃ. মিসরে ছাপা হয়।

আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আল-কাতিব আল্-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৩৮৭ হি. ৯৯৭ খৃ.) অন্যতম প্রাচীন মুসলিম বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি "মাফাতীহু'ল-'উলূম" নামে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে চর্চিত জ্ঞানের ১৫টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার অনেকাংশে গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত তথ্যের সংযোগ ঘটিয়াছে। ১৮৯৫ খৃ. লাইডেন হইতে Van Vloten ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ হ'ায়্যান 'আলী আত-তাওহ'ীদী (মৃ. ৪১৪ হি./১০২৩ খৃ.) "আল-মুক'াবাসাত" নামে একটি বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিদ্যা-সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের আলোচনা করেন। গ্রন্থখানি বোম্বাই, শীরায ও কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

ইসমা'ঈল আল-জুরজানী (মৃ. ৫৩১ হি./১১৩৯ খৃ.) রচিত "য'াখীরা আল-খাওয়ারিয্ম শাহী" ৯ খণ্ডে বিভক্ত চিকিৎসা বিষয়ক ফারসী বিশ্বকোষ; উহাতে পরে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। সিসিলীর মুসলিম পণ্ডিত আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-ইদ্রীসী (৪৯৪ হি./১১০০ খৃ.-৫৬২ হি./১১৬৬ খৃ.) 'নুযহাতু'ল-মুশ্তাক' ফী ইখ্তিরাকি'ল-আফাক'' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত

ভূগোল বিশেষজ্ঞ য়াকূত ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-হামাবী (৫৭৫ হি./১১৭৯ খৃ.-৬২৭ হি./১২১৯ খৃ.) ও "মু'জামু'ল-বুলদান" নামে একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৮৬৬ খৃ. লাইপ্‌যিগে (Laipzig) ছাপা হয়। এই গ্রন্থকারের "মু'জামু'ল-উদাবা" (বা ইরশাদু'ল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একখানি বিশ্বকোষও রহিয়াছে। ইহা ১৯১৬ খৃ. Margoliouth কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইব্‌নু'ল-কিফতী (৫৬৮ হি./১২৪৮ খৃ.) তাঁহার "কিতাব ইখবারি'ল-'উলামা বিআখবারি'ল-হুকামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে পূর্ববর্তী ৪১৪ জন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু বিদ্যাবিশারদ নাসীরুদ্দীন মুহাম্মাদ আত-তূসী (৫০৮ হি./১২০১ খৃ.-৬৭৩ হি./১২৭৪ খৃ.) খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুলাগু খাঁর আদেশে তিনি মারাগাতে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে "আত-তায্‌কিরাতুন-নাসীরিয়্যাঃ" নামে একখানি বিশ্বকোষ সদৃশ গ্রন্থ রচনা করেন। পারস্যের ভূগোলবিদ যাকারিয়্যা আল-কায্‌বীনী (আনু. ৬৮৩ হি./১২০৩ খৃ.-৬৮২ হি./ ১২৮৩) দুইখানা বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ ('আজাইবু'ল-মাখলূকাত ওয়া গারাইবুল মাওজূদাত ও 'আজাইবু'ল-বুল্‌দান) রচনা করেন।

মিসর দেশের আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহ্‌মাদ আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩৩ হি./১৩৩১ খৃ.) মিসরের মামলূক বংশীয় খ্যাতনামা বাদশাহ্ আন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্‌ন কালাউনের রাজত্বকালে (খৃ. ১২৯৩-৯৪, ১২৯৮-১৩০৮, ১৩০৯-১২৪০) উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "নিহায়াতু'ল-আরাব ফী ফুনূনি'ল-আদাব" নামক ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থটি 'আল্লামা নুওয়ায়রীর বিরাট কীর্তি। গ্রন্থখানি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্তঃ (১) জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; (২) মানবজাতি, তাহাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ; (৩) প্রাণীজগৎ; (৪) উদ্ভিদ জগৎ (দ্রব্যগুণ আলোচনাসহ) ও (৫) ইতিহাস। শামসুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান (৬০৮ হি./ ১২১১ খৃ.-৬৮১ হি./১২৮২ খৃ.) একটি জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ (ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আনাবাইয-যামান) সংকলন করেন। ইহাতে ৬৮৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। দামিশকবাসী ইব্‌ন ফাদ্‌লিল্লাহ আল-'উমারী (৭০০হি./১৩০১ খৃ.-৭৪৯ হি./ ১৩৪৯ খৃ.) মিসরের সুলতান কালাউনের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত বিশ্বকোষ "মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসার" সুপরিচিত। "মাশাহীর মামালিক 'উব্বাদ আস-সালীব" তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। ফিলিস্তীনী পণ্ডিত সালাহু'দ-দীন খালীল আস-সাফাদী (৬৯৬ হি./১২৯৭ খৃ.-৭৬৪ হি./১৩৬৩ খৃ.) তাঁহার 'আল-ওয়াফী বি'ল-ওফায়াত' নামক গ্রন্থে চৌদ্দ হাজারেরও অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিসরীয় বিজ্ঞানী আদ-দামীরী (১৩৪৪-১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ (কিতাব হায়াতি'ল-হায়াওয়ান) রচনা করিয়াছেন। মিসরীয় পণ্ডিত আহ্‌মাদ আল-কালকাশান্দী (৭৫৬ হি./১৩৫৫ খৃ.-৮২১ হি./১৪১৮ খৃ.) ইতিহাস, ভূগোল ও প্রশাসন সম্পর্কে "সুব্‌হু'ল-আ'শা ফী সিনাই'ল-ইন্‌শা" নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা কায়রো হইতে ১৪ খণ্ডে (১৯১৩-২খৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী পণ্ডিত হাজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬১ হি./১৬৫৮ খৃ.) তাঁহার "কাশ্‌ফু'জ-জুনূন" পুস্তকের জন্য বিখ্যাত। এই পুস্তকে ঐ সময়ে জ্ঞাত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বুত্‌রুস আল-বুস্তানী (১২৩৪ হি./১৮১৯ খৃ.-১৩০০ হি./১৮৮৩ খৃ.) তৎপুত্র সালীম আল-বুস্তানী (১২৬৩ হি./১৮৪৭ খৃ.-১৩০১ হি./১৮৮৪ খৃ.) প্রমুখ পণ্ডিত ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ" নামক একখানি বিশ্বকোষের ১১ খণ্ড 'উছমানিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। পরে ফুআদ আকরাম বাকী অংশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। খৃ. বিংশ শতাব্দীতে মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী "দাইরাতু মা'আরিফ আল-কারনি'ল-'ইশ্‌রীন" নামে আরবী ভাষায় আর একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া তিনি এই ধরনেরই "কানযু'ল-'উলূম ওয়াল-লুগাত" নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষাতেও কয়েকখানি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস্ কেরী (Felix Carey) 'বিদ্যাহারাবলী' নামে বিশ্বকোষের দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড (শারীরস্থান ঃ Anatomy) ১৮১৯ খৃ. ১ অক্টোবর ও দ্বিতীয় খণ্ড (স্মৃতিশাস্ত্র) ১৮২১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের এক কপি Indian National Library-তে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইনিই বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। Encyclopaedia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠা ইংরেজী অন্য পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় রচিত। ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রোমের ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ২য় খণ্ড জ্যামিতি, প্রথম ভাগ; ৩য় খণ্ড বিবিধ, প্রথম ভাগ; ৪র্থ খণ্ড রোমের ইতিহাস, ২য় ভাগ; ৫ম খণ্ড জীবনী সংগ্রহ, ১ম ভাগ; ৬ষ্ঠ খণ্ড মিসর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক মৌলিক আর কতক অনুবাদ।

২২ খণ্ডে সমাপ্ত "বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী ২১ খণ্ড ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৩৪২-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির কয়েক খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাধারণ বিশ্বকোষ "জ্ঞান ভারতী" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খৃ. "নবজ্ঞান ভারতী" নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে সংযোজনী খণ্ডসহ ১১ খণ্ডে বিষয়ানুক্রমে ছেলে-মেয়েদের বিশ্বকোষ "শিশু ভারতী" প্রকাশ করেন। কলিকাতাস্থ বংগীয় সাহিত্য পরিষদ "ভারত কোষ" নামে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছে; ইহার প্রথম খণ্ড ডঃ সুনীল কুমার দের সম্পাদনায় ১৯৬৪ খৃ. এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম 'বাংলা বিশ্বকোষ'-এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ সনে, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৩ সনে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় এবং ঢাকাস্থ ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর তত্ত্বাবধানে রচিত।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১০ খণ্ডে শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ১ম খণ্ড 'জ্ঞানের কথা' নামে ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সার্থক ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে The Royal Netherlands Academy; ১৯০৮ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ (চারি খণ্ডে সমাপ্ত) Leiden হইতে প্রকাশ করে। এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ ও উহার পরিশিষ্ট হইতে ইসলামী শারী'আত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংকোচন, সংশোধন ও সংযোজনসহ "Shorter Encyclopaedia of Islam" নামে ১৯৫৩ খৃ. লাইডেন হইতেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি The Royal Netherlands Academy-এর পক্ষ হইতে H.A.R. Gibb ও J.H. Kramers কর্তৃক সম্পাদিতও E.J. Brill, Leiden কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

লাইডেন হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam-এর 'আরবী অনুবাদ মিসরে ১৯৩৩ খৃ. হইতে "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুহ'াম্মাদ ছা'বিত আল-ফান্দী, আহ'মাদ শান্‌শারী, ইব্‌রাহীম যাকী খুরশীদ ও 'আব্‌দু'ল-হ'ামীদ য়ূনুস এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে মূল প্রবন্ধগুলির অনুবাদে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে তুর্কী ভাষায় "Islam Ansiklopedisi" নামে একখানি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা শুরু হয়। এই গ্রন্থখানি লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-কে ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও সম্পাদক ইহাকে বহু মূল্যবান সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দূ ভাষাও এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-এর উর্দূ অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনসহ "দাইরা মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" নামে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ

বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে বাংলা একাডেমী লাইডেন হইতে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ উপসংঘ গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সদস্য সমবায়ে এই উপসংঘ পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত উপসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৯৫৮ সন হইতে এই উপসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদ কর্ম শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সনে উপসংঘ এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করে। তাঁহাদের পাণ্ডুলিপিতে মোট ৬৯১ টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ছিল Shorter Encyclopaedia of Islam হইতে ৫০৮টি নিবন্ধের অনুবাদ, উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দাইরা-ই-মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া) হইতে ৩৫টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং ৩৭টি মৌলিক নিবন্ধ। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইহার প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন জনাব শাইখ শরফুদ্দীন ও মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন।

নানা কারণে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিবন্ধ গুলি নূতনভাবে নিরীক্ষার জন্য ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ প্রতিটি নিবন্ধ পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিকর, অসংগত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন বা বর্জন করে, প্রয়োজনবোধে বহু স্থানে সংযোজন করে। অধিকন্তু ৪২টি নূতন প্রবন্ধ পরিষদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। প্রধানত Shorter Encyclopaedia of Islam এবং উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া ইহার নিরীক্ষা কার্য চলে; তবে খান বাহাদুর

আবদুল হাকিম সম্পাদিত "বাংলা বিশ্বকোষ" এবং The Encyclopaedia of Islam (Luzac, New Edition) ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যও পর্যাপ্ত গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৯৫ টি নিবন্ধ সহযোগে ইহা "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে অতিরিক্ত ৬৯টি নিবন্ধ সংযোজন করিয়া "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-পরিশিষ্ট" ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান মতামত, সমালোচনা এবং পরামর্শ সুধী পাঠক মহলের নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে সেইগুলি আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিয়া ২০ (বিশ) খণ্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রণয়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতঃপর ফাউন্ডেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের উপর ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। পরিষদ দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের সহায়তায় এই কার্য শুরু করে। অনূদিত নিবন্ধসমূহের ক্ষেত্রে পরিষদ লাইডেন (Leiden) হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam (পুরাতন ও নূতন সংস্করণ) এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দা. মা. ই.) গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। প্রয়োজনবোধে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ E.J. Brill, Leiden, পাঞ্জাব ইউনির্ভারসিটি এবং ফ্রাংকলীন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহারই দরবারে আমাদের গভীর শুকরিয়া পেশ করিতেছি। এতদ্‌সঙ্গে আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইলে অবশিষ্ট খণ্ডগুলিও পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতে সক্ষম হইব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বকোষ প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইতেছে। বর্তমান খণ্ডে মোট ৭৬৩টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে মৌলিক নিবন্ধ ১৯০, ইংরাজী হইতে অনুবাদ ৪৫৩, উর্দূ হইতে ৫৬, ইংরেজী/উর্দূ হইতে অনুবাদ ১০, বাংলা বিশ্বকোষ হইতে ৪৫ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ হইতে ১৯টি।

ইসলামী বিশ্বকোষের এই বৃহত্তর খণ্ডে বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের মুসলিম মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মসাধক এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কিত স্থান ও ব্যক্তিবর্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংরাজী ও উর্দূ বিশ্বকোষে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাহাবায় কিরামের জীবনী না থাকায় ইহার প্রতি আমরা বিশেষ জোর দিয়াছি এবং শুধু 'আ' বর্ণেই মোট ১১০ জন সাহাবীর জীবনচরিত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিশ (২০) খণ্ডে প্রকাশিতব্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ইহা ১ম খণ্ড। আশা করা যায়, ইসলামী বিশ্বকোষ একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলমানগণের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানানুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হইবে, অন্যদিকে অমুসলিমগণও ইহা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবেন। বিশেষত যাঁহারা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আগ্রহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁহাদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার্য হইবে এবং তদ্দরুন এই ধরনের রচনা ও গবেষণা উৎসাহ লাভ করিবে। ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে।

সাধারণত বিশ্বকোষ ও অভিধান জাতীয় গ্রন্থ কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন হইতে পারে না। বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের প্রত্যাশা, এইবারও তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ দান করিবেন এবং ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে সহায়তা করিবেন।

ইসলামী বিশ্বকোষ

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

أ = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
ا = ই i	چ = চ c	ژ = ঝ· zh	غ = গ· gh	ن = দ n
أ = উ u	ح = হ h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক' k.q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স· s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত r	ڈ = ড d	ض = দ·/য- d	گ = গ g	ے = ে ay
ث = ছ· th	ذ = য dh	ط = ত· t	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ· z		
	ڑ = ড় ŕ			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (َ) আ , ا = احد = আহ্'দ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = ا حلال = হ'লাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক'াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দাা,

যের (ِ) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = ঈসাা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ (ُ) উ / ু احد = উহু'দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = له = লাহূ

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু'ঊদ, موسى = মূসাা,

যবর ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যু حى = হ'ায়্যু, যবর ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স'াওওয়ারা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত وّ = ব্বি' مصوّر = মুসাব্বির / মুসাব্বির পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাস'াওউফ, যবরের পর أ = সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর أ সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর أ সাকিন مؤمن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى = ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وتر = বি'ত্র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ (উযূ'-);

খাড়া যবর = ا قتل = ক'াতালা, اوى = আাওয়া,

খাড়া যের = ী, ربه = রব্বিহী, يحيى = য়ুহ'য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جنة = জান্নাঃ; জান্নাঃ, عائشة = 'আাইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন = হ الله = আল্লাহ্ نامه = নামাহ।

ع = و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ	عبد = 'আব্দ	وِ = বি'	وتر = বি'ত্র
ع = 'ই	علم = 'ইল্ম	و = ـہ	وحى = 'ওয়াহ্'য়ি
ع = 'উ	عثمان = 'উছ'মান	وُ = উ	وضوْ = উদূ'(উযূ')
عا = 'আ	عابد = 'আবিদ	و + الف = ওয়া	واجب = ওয়াজিব
عى = 'ঈ	عيد = 'ঈদ	وُ + عْ = ওয়া'	وعظ = ওয়া'জ'
عو = 'ঊ	عود = 'ঊদ		
وَ = ওয়া	ولد = ওয়ালাদ	و + ى = ওয়ায়	ويل = ওয়ায়ল

ىَ = য়া يهود = য়াহূদ ىُ + و = য়ূ يوسف = য়ূসুফ ىَ + ىْ = য়ায় ييئس = য়ায়'আস্

a এ = া, আ I= ী ঈ U= = ঊ

অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে

ব্যতিক্রম

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল 'আরবী, শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মনযিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহমত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজদা, সুন্নত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

অনু. .... অনুবাদ, অনূদিত
'আ .... 'আরবী
আনু. .... আনুমানিক
আবি. .... আবির্ভাব
('আ) .... 'আলায়হিস্-সালাম
ই. .... ইত্যাদি
ইং. .... ইংরাজী
ঐ. .... ib. ibid, و هى كتاب
খৃ. খ্রী. .... খৃষ্টাব্দ, খ্রীষ্টাব্দে, ع
খৃ. পূ. .... খৃষ্টপূর্ব

জ. .... জন্ম
ড. ডঃ. .... ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ. .... ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি. .... তারিখবিহীন n.d.
তু. .... তুলনীয় cf. قب
দ্র. .... দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. ر ك بيان
নং .... নম্বর, No.
প. .... পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. ببعد
পরি. .... পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ডু. .... পাণ্ডুলিপি, MS.
পূ. গ্র. .... পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. كتاب مذكور
পূ. স্থা. .... পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব.ব. .... বহুবচন
বি. স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র. .... মুদ্রণ
মূ. ধা. .... মূল ধাতু
মৃ. .... মৃত, মৃত্যু = م
(র). .... রাহ্মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা). .... রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু
(স). .... সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং .... সংস্করণ
সম্পা. .... সম্পাদিত, ed.
স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে, passim, بمواضع كثيره
হি. .... হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র. .... পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক. .... id. Idem, وهى مصنف
শা/ধা. .... section mark, فصل
শিরো, ধাতু. .... শিরোনামে, بذيل مادة s.v.
পত্র, পত্রক. .... fols.
তথা. .... Sc.
মূ. পা. .... Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র. .... Line. লাইন, س
ক. .... a
খ. .... b
১খ. ৪০ .... প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ ঃ ৭ .... সূরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)
৪৫০/১০৫৮......... হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

'আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগ ানী[১] অথবা[২] অথবা[৩]= আবুল ফারাজ আল-ইস ফাহানী, আল-আগ ানী, বূলাক ১২৮৫ হি.; [২] কায়রো ১৩২৩ হি.; [৩] কায়রো ১৩৪৫ হি.।

আগ ানী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par 1. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।

আগ ানী, Brunnow=কিতাবুল-আগানী, ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।

আবুল-ফিদা, তাক 'বীম=তাক 'বীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা, তাক 'বীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আন্‌বারী, নুযহা=নুযহাতু'ল-আলিব্বা ফী ত 'বাক 'াতি'ল-উদাবা , কায়রো ১২৯৪ হি.।
'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগ্‌রাফিয়া লুগাতি, ইস্‌তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।
ইদরীসী, মাগ 'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।
ইব্‌ন কু 'তায়বা, আশ-শি'র=ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।
ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার=কিতাবুল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, বূলাক ১২৮৪ হি.।
ইব্‌ন খালদূন, মুক 'াদ্দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।
ইব্‌ন খালদূন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ.।
ইব্‌ন খালদূন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।
ইব্‌ন খাল্লিকান=ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বাউ আবনাই'য্‌-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies).
ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক=the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।
ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফায়াতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ.।
ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ্=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।
ইব্‌ন তাগ 'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজূমুয-যাহিরা ফী মুলূক মিস 'র ওয়াল-ক 'াহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.
ইব্‌ন তাগ 'রীবিরদী, কায়রো=the Same, সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প.।
ইব্‌ন বাত্‌তূত 'া=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ.।
ইব্‌ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স -সি 'লা ফী আখবার আইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।
ইব্‌ন রুসতা=আল-আ'লাকু 'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।
ইব্‌ন সা'দ=আত '-ত 'াবাক 'াতুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ.।
ইব্‌ন হ 'াওক 'াল=কিতাব সূ 'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।
ইব্‌ন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1859-60.
ইব্‌নু'ল-আছ্‌ 'ীর=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ.।
ইব্‌নুল-আছীর, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.
ইব্‌নুল-আব্বার=কিতাব তাকমিলাতি'স -সি 'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।
ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায 'রাত=শায 'রাতু'য-য 'াহাব ফী আখবার মান য 'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries).
ইব্‌নুল-ফাক 'ীহ=মুখতাস 'ার কিতাব আল-বুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।
য়াকূ 'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI).
য়াকূ 'ত=মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)
য়া'কূ 'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.
য়া'কূ 'বী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII).
ইস্‌ত 'াখরী=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।
কুতুবী, ফাওয়াত= ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি.।
খাওয়ানদামীর=হ 'াবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।
ছা'আলিবী, য়াতীম=য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র ফী মাহ 'াসিনিল-'আস 'র, দামিশক ১৩০৪ হি.।
জুওয়ায়নী=তারীখ-ই জিহান গুশা, সম্পা. মুহ 'াম্মাদ ক 'াযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)
তা-'আ. (TA), তাজুল-'আরূস, মুহ 'াম্মাদ মুরতাদা 'া ইব্‌ন মুহ 'াম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।
ত 'াবারী=তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.

তারীখ-ই গুযীদা=হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-ক'াযবীনী, তারীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.

তারীখ দিমাশক'=ইব্‌ন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।

তারীখ বাগদাদ=আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।

দাওলাত শাহ=তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।

দাব্‌বী=বুগ্‌য়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহলিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).

দামীরী=হায়াতুল-হায়াওয়ান (quoted according to title of articles).

ফারহাংগ=র'যমারা ও ন'ওতাগ, ফারহাং-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।

ফিরিশ্‌তা=মুহাম্মদ ক'াসিম ফিরিশ্‌তা, গুলশান-ই ইব্‌রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।

বালাযু'রী, আনসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ., ৫খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein, জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।

বালাযু'রী, ফুতূহ'=ফুতূহ'ল-বুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

মাককারী, Analects=নাফহ'ত্‌-তীব ফী গুস্‌নিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la littereature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।

মাস'উদী, তানবীহ = কিতাবুত-তান্‌বীহ্ ওয়াল-ইশ্‌রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).

মাস্'উদী, মুরূজ = মুরূজুয'-য'াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।

মীর খাওয়ানদ=রাওদ'াতু'স'-স'াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।

মুক'াদ্দাসী=আহ'সানুত-তাক'াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক'ালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).

মুনাজ্জিম বাশি=স'াহ'াইফুল-আখবার, ইস্‌তাম্বুল ১২৮৫ হি.।

যাহাবী, হু'ফ্‌ফাজ'=আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফ্‌ফাজ', ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।

যুবায়রী, নাসাব=মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।

লি. 'আ. (LA)=লিসানুল-'আরাব।

শাহরাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান্-নিহ'াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।

সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্‌সাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).

সার্‌কীস=মু'জামুল মাত'বূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।

সিজিল্ল-ই'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।

সুয়ূত'ী, বুগ'য়া=বুগ্‌য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।

হ'াজ্জী খালীফা=কাশ্‌ফুজ'-জু'নূন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।

হ'াজ্জী খালীফা, জিহান্‌নুমা=ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।

হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্‌ফুজ' জু'নূন, Leipzig 1835-58.

হামদানী= সি'ফাতু জাযীরাতিল 'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Leiden 1884-91.

হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কু'লূব, সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)

হু'দূদুল 'আলাম=The Regions of the World, অনু. V. Minorsky, London 1937 (Gms, N. S. Xi).

Abbreviated Titles
Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.

Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV vc XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.

Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold, Turkestan^2=the same, 1st edition, London 1958.

Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.

Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.

Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.

Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.

Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Sa'di, London 1908.

Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.

Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.

Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.

Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.

Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.

Dozy, Recherches[8]=Recherches sur l'lristoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.

Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).

Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.

Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.

Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.

Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.

Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90

Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.

Goldziher, Vorlesungen[2]=2nd ed., Heidelberg 1925.

Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.

Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.

Hammer-Purgstall Gor[2]=the same, 2nd ed., Pest 1840.

Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.

Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.

Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.

Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.

Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.

Lane=E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).

Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.

Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.

Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.

Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.

Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.

Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.

Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).

Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.

Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.

Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.

Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.

Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.

Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.

Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.

Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.

Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.

Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.

Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.

Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.

Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.

Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.

Snouck Hukrgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.

Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.

Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.

Spuler, Iran=B. Spuler. Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.

Spuler, Mongolen[2]=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.

Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.

Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.

Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.

Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.

Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.

Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.

Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).

Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen,

Abh.K.M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr, Ak. W.=Abhandlungen der preussischen AKademir der Wissenschaften.

Afr.Fr.-Bulletin de Comite de l'Afrique francaise.

AIEO Alger=Annales de l'Institut d'Etudes Orientale de l'Universite d'Alger N.S. from 1964.

AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.

AO=Acta Orientalia.

ArO=Archiv Orientalni.

ARW=Archiv Fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaeological Survey of India.

ASI, NIS=ditto, New Inperial Series.

ASI, AR-ditto, Annual reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.

BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.

BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).

BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Francais de damas.

BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.

BIE=Bulletin de l'Institut d'Egypte.

BIFAO-Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale de Caire.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.

BSE^2=the same, 2nd ed.

BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.

BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.
COC=Cahiers de l› Orient Contemporain.
CT=Cahiers de Tunisie.
EI[1]=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.
EIM=Epigraghia Indo-Moslemica.
ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.
GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.
GMS=Gibb Memorial Series.
Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.
IA=Islam Ansiklopedisi.
IBLA=Revue de 1' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.
IC=Islamic Culture.
IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.
IHQ=Indian Historical Qurateriy.
IQ=The Islamic Quarterly.
Isl.=Der Islam.
JA=Journal Asiatique.
JAfr. S=Journal of the African Coeiety.
JAOS=Journal of the American Oriental Society.
JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JE=Jewish Encyclopaedia.
JESHO=Journal of the Economic and Social Historyt of the Orient.
J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.
JNES=Jouranal of Near Eastern Studies.
JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.
JQR=Jewish Quarterly Review.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.
J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.
JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.
JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.
JSS=Journal of Semitic Studies.
KCA=Korosi Csoma Archivum.
KS=Keleti Szemle (Oriental Review).
KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).
LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).
MDOG=Mitteillungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.
MEA=Middle Eastern Affairs.
MEJ=Middle East Journal.

MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de 1' Universite St. Joseph de Beyrouth.

MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.

MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.

MIDEO =Milanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.

MIE-Memoires de 1' Institut d'Egypte.

MIFAO=Memoires publics par les membres de 1' Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire.

MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.

MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.

MO=Le monde Oriental.

MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.

MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).

MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.

MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.

MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.

MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orentalische Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.

MW=The Muslim World.

NC=Numismatic Chronicle.

NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

OC=Oriens Christianus

OLZ=Orientalistische Literaturzietung.

OM=Oriente Moderno.

PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,

Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.

QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAfr.=Revue Africaine.

RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraghie arabe.

REJ=Revue des Etudes Juives.

Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

REI=Revue des Etudes Islamiques.

RHE=Revue de 1'Histoire des Religions.

RIMA=Revue de 1'Institut des Manuscrits Arabes.

RMM=Revue Monde Musulman.

RO=Rocznik Orientalistyczny.

ROC=Revue de 1"Orient Chretien.

ROL=Revue de 1'Orient Latin.

RSO=Rivista degli Studi Orientali.

RT=Revue Tunisienne.

SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akadekemie der Wissenschaften.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.

SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physixalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der dizinischen Sozietat in Erlangen.

SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl.-Studia Islamica.

S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).

TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi Instituta Etnografiy(Works of the Institute of Ethnograpgy).

TM=Turkiyat Mecmuasi.

TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.

Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.

Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI'n. s.=The same, new series.

Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.

ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.

ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

ইসলামী বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড

সূচীপত্র

Contents

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ ০৯/ইবিপ্র/২য় সং./১/২০০৬ (উন্নয়ন)/৩২৫০

ইসলামী বিশ্বকোষ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ইনজীল (انجيل) ঃ খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, কু'রআনে অনেকবার ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

নাম ও নামের কারণঃ ইন্‌জীল শব্দটিকে সাধারণভাবে একটি গ্রীক শব্দরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, যাহার আসল রূপ Euangellion (Oxford dictionary, Evangel শীর্ষক নিবন্ধ) অথবা Evangelium (Chamber's dictionary, উল্লিখিত নিবন্ধ; Encyclo. Brit, ১৯৫০ খৃ., ১০খ, ৫৩৬, Gospel শীর্ষক নিবন্ধ)। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ সুসংবাদ, সুসমাচার। Oxford Dictionary-তে ইহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ইন্‌জীল" শব্দটি গ্রীক শব্দ anggelos হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার অর্থ পয়গাম্বর।

কোন কোন ভাষাবিদ "ইন্‌জীল" শব্দটিকে 'আরবী শব্দ ধরিয়া (ن-ج-ل)-কে ইহার মূল ধাতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন نجل الشىء (فى الكتاب) অর্থ-ইহাকে প্রকাশিত ও আলোকিত করিয়াছে এবং ينجله نجلا অর্থ মূল, ভিত্তি এবং কোন কিছু বাহির বা নির্গত করাও হইয়া থাকে (তাহা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তু. আস্‌-সিজিস্তানী, গারীবু'ল-কু'রআন, সম্পা. মুহ'াম্মাদ 'আলী, মিসর, পৃ. ২৯)। কিন্তু তাজু'ল-আরূস গ্রন্থের লেখক (৮খ, ১৩৮) উৎপত্তি সম্পর্কীয় উক্ত মতটিকে قيل (বলা হইয়াছে) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করিয়া মতটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মুনতাহা'ল-'আরাব গ্রন্থের লেখকও উৎপত্তি সম্পর্কীয় উক্ত মতটিকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করেন না। 'আরবী ভাষায় "ইন্‌জীল" শব্দের একটি পাঠ আন্‌জীলও রহিয়াছে। আন্‌জীল শব্দের অর্থ ব্যাপক ও প্রশস্ত। ইহার ভিত্তিতে আল-আস্‌'মা'ঈ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আন্‌জীল শব্দ আফ'ঈল-এর সমরূপী এবং আন্‌জীল সেই গ্রন্থকে বলা হয়, যাহাতে বহু ছত্র রহিয়াছে (তাজু'ল-আরূস, ৮খ, ১৩৮)। ইহাও শব্দটি অনারবী হওয়ার একটি দলীল। কেননা আফ'ঈল 'আরবী ভাষার শব্দরূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে (আল-কাশ্‌শাফ, ১খ, ৩৩৫, ৩৩৬, মিসর ১৩৬৫/১৯৪৬)। হ'াদীছ' শারীফেও শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) সা'হাবীগণ সম্পর্কে বর্ণনা করেন; صدورهم انا جيلهم অর্থাৎ সা'হাবীগণ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই কুরআন মুখস্থ পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু আহ্‌লে কিতাব পাণ্ডুলিপির সাহায্য ব্যতীত তাহাদের কিতাব পাঠ করিতে পারে না (লিসান, نجل শীর্ষক নিবন্ধ)।

আল-খাফাজী (মৃ. ১০৬৯/১৬৫৯) শিফাউল-'আলীল গ্রন্থে শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (অধিকন্তু দ্র. আবূ মানসূ'র আল-জাওয়ালীকী, আল-মুরাব)। প্রাচীন মুফাসসিরগণের মধ্যে উচ্চ মানের ভাষাবিদ জারুল্লাহ আয-যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮/১১৪৩) শব্দটিকে অনারবী বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন (আল- কাশ্‌শাফ, ১খ., ৩৩৬)। আল্লামা বায়দ'াবী (মৃ. ৬৮৫/১২৮৬) আনওয়ারুত-তান্‌যীল (পৃ. ৬২) ও আধুনিক কালের তাফ্‌সীরকার মুফতী মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু (মৃ. ১৩২৩/১৯০৫) তাফসীর (সম্পা. সায়্যিদ রাশীদ রিদা, ৩খ, ১৫৮)-ও একই মত পোষণ করেন। যেহেতু ইন্‌জীল ও ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রাচীন অনুবাদ সুরয়ানী ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় করা হইয়াছে (Encyclo. Britt., ৩খ, ৫১৭, Bible শীর্ষক নিবন্ধ, Encyclopaedia of Islam, Leiden, প্রথম সংস্করণ, ইন্‌জীল শীর্ষক নিবন্ধ)। সুতরাং মূল গ্রীক শব্দটি সুরয়ানী ভাষার মাধ্যমে 'আরবী ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই অধিকতর সম্ভাব্য ও যুক্তিসংগত। সুরয়ানী ভাষায় লিখিত ইন্‌জীলসমূহও Evangelion নামেই প্রকাশিত হইয়াছে (তু. F. C. Burkitt, সং. লণ্ডন ১৯০৪ খৃ.)। একটি বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, "ইন্‌জীল" শব্দটি সুরয়ানী ভাষা হইতে উদ্ভূত (তাজু'ল 'আরূস, ৮খ, ১৩৮)। আবিসিনীয় ভাষায় Wangel শব্দটি ইন্‌জীলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইব্‌ন মানজূ'র-এর মতে "ইনজীল" শব্দটি হিব্রু অথবা সুরয়ানী ভাষার একটি বিশেষ্য (লিসান, নিবন্ধ)। হযরত 'ঈসা (আ) ও তাঁহার শিষ্যগণ ধর্মীয় ও বংশগত দিক দিয়া ইস্‌রাঈলী ছিলেন। তাঁহাদের ধর্মীয় ও মাতৃভাষা ছিল হিব্রু অথবা আরামী (Ency. Britt. ৩খ, ৫২২, ২য় স্তম্ভ)। তাহা সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ স্বীয় ধর্মগ্রন্থ, তদুপরি ধর্মে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন, উহার নাম হিব্রু ভাষার পরিবর্তে গ্রীক ভাষায় কেন রাখা হইল? ইহার সঠিক উত্তর তখনই পাওয়া যাইবে, যখন আমরা ইন্‌জীল মূলত কোন্‌ ভাষায় ছিল, ইহা চিহ্নিত করিতে পারিব। মূল ভাষা যদি হিব্রু হইয়া থাকে এবং পরবর্তী কালে যদি গ্রীক ভাষায় ইহাকে অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে, গ্রন্থটির নাম ইন্‌জীল হইবে না। কেননা ইহা একটি গ্রীক শব্দ। কিন্তু যেহেতু হিব্রু ইন্‌জীল আমাদের নিকট বিদ্যমান নাই, সেইজন্য ইহার মূল নামটিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইন্‌জীলকে এইজন্য সুসংবাদ বলা হইয়াছে যে, হযরত "ঈসা (আ) সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ (স') [যাঁহার একটি নাম আহ'মাদ-ও ছিল]-এর আগমনের সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ

"আমার পরে আহ'মাদ নামে যে রাসূল আসিবে, আমি তাঁহার সুসংবাদদাতা" (৬১ ঃ ৬)।

অন্যপক্ষে স্বয়ং 'ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সুসংবাদের ভিত্তিতে হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে খৃষ্টানগণ ইন্‌জীলকে New Testament (নববিধান) নামে নামকরণ করে (Jewish Ency., ix, 246)।

বাইবেল (Bible) শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে, যাহা গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহার অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। ল্যাটিন ভাষার শব্দটি একবচন স্ত্রীলিঙ্গ। এইভাবে শব্দটি ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রীক ভাষা হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহা আসমানী বাণীসমূহের সংকলন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আজকাল খৃস্টানদের নিকট ইনজীল শব্দ মূলত সেই চারটি গ্রন্থকে বুঝায়, যাহা ঈসা (আ)-এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলী প্রচারের ইতিকাহিনী এবং শত্রুদের চক্রান্তে শূলবিদ্ধ হওয়ার অলীক কাহিনী সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই চারিটি গ্রন্থ ঈসা (আ)-এর চারিজন শিষ্য ST. Mathew (মথি), ST. mark (মার্ক) ST. Luke (লূক) ও ST. John (যোহন) কর্তৃক রচিত। খৃস্টীয় প্রাথমিক যুগে অনেক ইনজীল বিদ্যমান ছিল, কিন্তু Athanasius- এর প্রচেষ্টায় (২৯৭-৩৭১ খৃ.) খৃস্টান ধর্মাধিকরণদের (Nicaea) বৈঠকের (৩২৫ খৃ.) পর ইন্‌জীলের সমস্ত পাণ্ডুলিপি হইতে কেবল চারিটি পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হয় এব বাকী সবকয়টিকে পরিহার করা হয়। এই পরিত্যক্ত ইনজীলসমূহকে ইংরেজী ভাষায় Apocryphal অর্থাৎ অপ্রামাণ্য অংশরূপে অভিহিত করা হয়।

ইন্‌জীল সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ঃ খৃস্টীয় সাহিত্যে নিম্নলিখিত ইনজীলসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ Gospel of Byhood (মমি রচিত), Gospel of Peter (প্রচলিত), Gospel of John I,Gospel of John II, Gospel of Andrew, Gospel of Philip, Gospel of Bartholos, Gospel of Boyhood I, (থমাস রচিত), Gospel of Boyhood II (থমাস রচিত), Gospel of Jacob Gospel of Matheu, Gospel of Mark, (মিসরীয়দের) Gospel of Mark (প্রচলিত), Gospel of Paul, Gospel of Besilidies, Gospel of Barnabas, Gospel of Matthi, Gospel of Judus, Gospel of Marcion, Gospel of Perfection, Gospel of Truth, Gospel of Nesserian, Gospel of Jhonns, Gospel of Yhaddaeus, Gospel of Virgin Mery.

উল্লিখিত ইন্‌জীলসমূহ ছাড়াও শিষ্যদের রচিত বহু সংখ্যক চিঠি রহিয়াছে এবং প্রতিটি দল নিজেদের ধ্যান-ধারণার সমর্থনে এইগুলি পেশ করিত। এই সকল চিঠির সংখ্যা ১১৩ বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে Andrew, John, Paul, Peter, Thomas প্রমুখ শিষ্যের ক্রিয়াকর্ম ও দীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভীষণ মতভেদও লক্ষ্য করা যায়। উহাদের সংকলন পদ্ধতি ও কাল নির্ণয়ের ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করা হয় না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Jewish Ency., ix, 247।

নূতন নিয়ম (New Testament)-কে একখানি পবিত্র ও আসমানী গ্রন্থরূপে প্রতিপন্ন করার ধারণা খৃস্টানগণ য়াহূদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে (Ency. of Reli. and Ethics, ii, 588)। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সহচরদের বাইবেল ছিল আদি পুস্তক (Old Testament)। যতদূর জানা যায়, হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সহচরগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় আদি পুস্তককে নিজেদের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। এইজন্য ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর বিশ বৎসর পর পর্যন্ত কেহই নূতন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। যখন প্রয়োজন দেখা দিল, তখন আদি পুস্তককে সামনে রাখিয়া, যাহার নমুনা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, ধীরে ধীরে ইন্‌জীল সংকলনের কাজ আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে ইহাই নূতন নিয়মের রূপ লাভ করে (Encyclopaedia Brittania, একাদশ সংস্করণ, ৩খ, New Testament শীর্ষক নিবন্ধ)।

বর্তমান ইন্‌জীলসমূহের বিন্যাসের স্বরূপ ঃ প্রাথমিক খৃস্টান ইতিহাসে Athanasius (মৃ. ৩৭৩ খৃ.)-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ৩২৫ খৃ. অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ Nicea সম্মেলনেরও তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায়ই মীমাংসা হইয়াছিল, ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল ঐশী ও পার্থিব জগতের সমন্বয়। নূতন নিয়মের সংগ্রহ ও সংকলনেও তাহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ৩৬৭ খৃ. তিনি নূতন নিয়ম (New Testament)-কে বর্তমান রূপ দান করেন এবং ৩৮২ খৃ. ইহার বর্তমান বিন্যাসটি চূড়ান্ত ফায়সালা লাভ করে। সেই সনে রোমে পোপ Damasus (৩৬৬-৩৮৪ খৃ.)-এর নেতৃত্বে খৃস্টান ধর্মাধিকরণদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে Athanasius-এর অনুমোদিত পাঠটি স্বীকৃতি লাভ করে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহার বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ ঃ (ক) চারিটি ইনজীল ((Gospel), (খ) শিষ্যগণের কার্যাবলী, (গ) Paul- এর তেরটি পত্র, (ঘ) হিব্রুদের নামে লিখিত চিঠি ঃ ইহার লেখক কে ছিলেন, জানা যায় না। অনেকের ধারণা, এই চিঠিখানাও ছিল Paul-এর লিখিত, কিন্তু অধিকাংশ গবেষকের মতে এই চিঠিখানা Paul-এর একজন শিষ্যের লিখিত ছিল; (ঙ) য়া'কূব (Jacob), পিটারস (Peter), জন (John)1 এবং যেহোবার আটটি পত্র এবং সর্বশেষে (চ) জনের অলৌকিক কার্যাবলী। এই সকল পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি দিয়া অন্য সকল ইনজীল ও পত্রাবলীকে পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৪৮২ খৃ. রোমে অনুষ্ঠিত ধর্মাধিকরণদের সম্মেলনে যে সকল পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল, পোপ Gelasius (৪৯২-৪৯৬ খৃ.) ইহার সমর্থন করেন এবং এইগুলির প্রামাণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমদিকে এমন কোন প্রসিদ্ধ চিঠি ছিল না যাহার পরে কোন পুস্তিকা নূতন নিয়মে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এবং মনে করা হইত যে, নববিধানের পাণ্ডুলিপিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার নির্দিষ্ট রূপ লাভ করিতে আরও এক শত বৎসর সময় লাগে। পরবর্তী দুইটি শতাব্দী এইভাবে অতিবাহিত হয় যে, কোন অধ্যায়কে ইহার অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আবার কোন অধ্যায়কে পাণ্ডুলিপি হইতে বাদ দেওয়া হয় অথবা কোন সম্প্রদায় একটি সংকলন প্রস্তুত করিত এবং অন্য একটি সম্প্রদায় ইহার বিপরীতে অপর একটি ভিন্ন সংকলন উপস্থিত করিত। চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে বাইবেল একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সুরয়ানী ভাষায় লিখিত বাইবেলটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে ৬৯২ খৃ. খৃস্টান বিশ্বের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ একটি পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের ব্যাপারে একমত হন। তবে বর্তমান কালেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাইবেল অধ্যায়ের সংখ্যা বিভিন্ন। যেমন ক্যাথলিকদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৭২ এবং প্রোটেস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৬৬। উক্ত বাইবেলের নববিধানটি নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহের সমন্বয়ে গঠিত ঃ Mathew, Mark, Luke ও John-এর Gospel, শিষ্যগণের কার্যাবলী, পত্রাবলী এবং জন (John)-এর অলৌকিক কার্যাবলী। এইগুলি

সেই সকল অধ্যায়, ৩৮২ খৃ. অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যেইগুলি গৃহীত হইয়াছিল এবং পঞ্চম শতাব্দীতে পোপ Gelasius যেইগুলিকে প্রমাণ্যরূপে সমর্থন দিয়াছিলেন। এই সকল Gospel-এর জন্য দ্র. (১) Encyclopaedia of Religion and Ethics, (2) Jewish Encyclopaedia; (৩) Encyclopaedia Brit. ইহা ছাড়া (৪) E. W. Barnes, The Rise of Christianity, (৫) de Wette, Introduction to the New Testament, ১৯২৬ খৃ. ; (৬) F. G. Kenyon, Our Bible and the Ancient Mss, 1897; (৭) A. Harnack, the Origin of the New Testament.

ইন্জীলে রদবদল ঃ খৃস্টান পণ্ডিতগণ নূতন নিয়মের পাঠ সংশোধনের জন্য বিগত শতাব্দীগুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের আশা ছিল যে, এই সকল চেষ্টা গবেষণার ফলে ইনজীলের যে কোন একটি পাঠের উপর তাহারা সর্বকালের জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন; কিন্তু ফল হইল বিপরীত। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Dr. Mill নববিধানের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পরস্পর পরীক্ষা করিলে ত্রিশ হাজার পার্থক্য গণনা করেন। John James ও বাতাসতীন বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরও অধিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পরস্পর তুলনা করিলে দশ লক্ষ পার্থক্য দেখিতে পান। এই সকল পার্থক্যের অধিকাংশই ছিল পঠন ও লিখন সংক্রান্ত, কিন্তু এইগুলির মধ্যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও ছিল, যাহার ফলে সত্য ও মিথ্যা এবং আসল ও নকল পাঠ ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। কোন কোন অংশ ছিল সম্পূর্ণ সংযোজিত। কোন পাণ্ডুলিপিতে কোন অংশ কম, আবার কোনটিতে পাঠ পরিবর্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিসমূহের এইরূপ বিভিন্নতার ফলে ইন্জীলের পাঠ সংক্রান্ত বহু জটিলতা সৃষ্টি হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়ায় যে, ইনজীলে রদবদল করা হয়। ১৭০৭ খৃ. Mill ও ১৭৫১ খৃ. Wetstein বহু গবেষণা করিয়া প্রমাণ করেন যে, নববিধানে অনেক বড় রকমের ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। Encyclopaedia Brittanica-এর Bible শীর্ষক নিবন্ধকার F. C. Burkit লিখিয়াছেন যে, Mill ও Wetstein সর্বকালের জন্য প্রমাণ করেন যে, নববিধানে যে সকল বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, 'যাহাদের মধ্যে কোন কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এইগুলি প্রথম দিকেই সৃষ্টি হইয়াছিল" (Ency. Brit, iii, 522)। প্রাথমিক খৃস্টান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে Marcion ও Tatien বাইবেলের রদবদলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ইনজীলের রদবদল সম্পর্কে য়াহূদী দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, খৃস্টানদের প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল চালচলন ও রীতিনীতি লেখকগণকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করিয়াছে। বিভিন্ন ইন্জীলসমূহে বর্ণনার যে পারস্পরিক বৈপরীত্য বিদ্যমান, উহার কারণও ইহাই অনুমান করা হয় (Jewish Ency., ix, 947)। নিবন্ধকার ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে ইনজীলসমূহের পরস্পর বিরোধী বর্ণনার বহু উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার নিশ্চিত কোন কারণ জানা যায় না।

বাইবেলের রদবদলের কারণ কি ? পাদ্রী Horne তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বাইবেল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভূমিকা", ২খ, ৩১৭-এ ইহার চারিটি যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

১. **লিপিকারদের অসতর্কতা** ঃ (ক) গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় কয়েকটি বর্ণধ্বনি ও আকৃতিতে একে অপরের সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহার ফলে কোন অসতর্ক ও অজ্ঞ লিপিকার কোন একটি শব্দ বা বর্ণের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ বা বর্ণ লিখিয়া ফেলিয়াছে। ফলে বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। (খ) প্রথমদিকে বড় হস্তাক্ষরে লেখা হইত এবং শব্দ তথা ছত্রের মধ্যে কোন ফাঁক রাখা হইত না। ফলে কোথাও শব্দের অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং কোথাও অন্য শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া লিখিয়া ফেলা হইয়াছে; (গ) প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহে সংক্ষেপণের বহু চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, অসতর্ক লিপিকারগণ ইহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। (ঘ) প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহে ইহার লেখক ও পাঠকগণ বিভিন্ন ভাষ্যমূলক শব্দ ও শ্লোক নিজেরা লিখিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় দুই ছত্রের মধ্যে অথবা প্রান্তভাগে জটিল স্থানসমূহের টীকা লেখার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল; পরবর্তী কালে এইগুলিকে মূল পাঠের অংশরূপে মনে করা হয়।

২. **অশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি হইতে অনুলিপি প্রস্তুতকরণ** ঃ এই অশুদ্ধতার পশ্চাতেও বহুবিধ কারণ রহিয়াছে যেমন। (ক) লিখন সংক্রান্ত ত্রুটি; (খ) কোন কোন বর্ণ অস্পষ্ট হইয়া যাওয়া অথবা অপঠনযোগ্য হওয়া; (গ) চামড়া, বল্কলে এবং কাগজের প্রকারভেদেও এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির সৃষ্টি হইয়াছে। যথা চামড়া অথবা কাগজ হাল্কা হওয়ায় এক পার্শ্বের লেখা অপর পার্শ্বে দৃশ্যমান হয়। ফলে ইহাকে অপর পার্শ্বের বর্ণ মনে করা হইয়াছে।

৩. মূল পাঠের বিভিন্নতার ইহাও একটি কারণ যে, ত্রুটি অন্বেষণকারিগণ মূল পাঠকে উত্তম ও বিশুদ্ধ করার উদ্দেশে নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করিত। মেকল্স বর্ণনা করেন, ইন্জীল (New Testament)-এর বহু স্থানে যে সকল সংশয়পূর্ণ অংশের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ এই যে, যে সকল স্থানে একই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে এইরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহাতে একটি ঘটনা অপর ঘটনার সহিত আরও অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। ইহাতে ইন্জীল (Gospel) চতুষ্টয়ের বিশেষ ক্ষতিসাধিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে ওয়ালগ্যাটকৃত ল্যাটিন অনুবাদের সহিত মিলাইবার উদ্দেশে ইহার পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তন সাধন করেন।

৪. ইহা একটি স্বীকৃত বিষয় যে, কেহ কেহ সংশয় নিরসনের উদ্দেশে ইন্জীলে পরিবর্তন সাধন করেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইহাতে তাহাদের সমর্থিত বিষয়টি আরও জোরদার হইবে অথবা বিষয়টি সম্পর্কে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা দূর হইবে।

ইন্জীলের পরিবর্তনের কারণস্বরূপ ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক যুগে লেখার সরঞ্জামাদি খুবই কম এবং অপ্রতুল ছিল। অনেক সময় পূর্বতন লেখা মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে নূতন কিছু লেখা হইত। কখনও কখনও একই বস্তুর উপর চার-পাঁচবার অনুরূপ লেখার কাজ চলিত। ইন্জীল লেখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ফলে পূর্বতন লেখার কোন কোন অংশ পরবর্তী কালে স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইন্জীলের পাঠের সঙ্গে সংযোজিত হইয়া পড়ে। বাইবেল সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য লেখক F. C. Burkitt এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (৩খ., ৫১৮, ১৯০০ খৃ.)-এ পরিবর্তন সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নমুনা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইন্জীল (Gospel) চতুষ্টয়ের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় (১) বায়যান্টীয়, (২) আলেকজান্দ্রীয় ও (৩) পাশ্চাত্য। এই পাণ্ডুলিপিসমূহের বহু স্থানে খুবই বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

সম্রাট প্রথম জেমস ১৬১১ খৃস্টাব্দে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বাইবেলকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহাতে এমন বহু অংশ রহিয়াছে,

যাহাকে সাতাইশজন খ্যাতনামা খৃষ্টান পণ্ডিতের একটি দল সংযোজন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

ইন্‌জীল সম্পর্কে খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গী ঃ ইন্‌জীল সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) সনাতনপন্থী সাধারণ খৃষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গী। এই পন্থার অনুসারিগণ সম্পূর্ণ বাইবেলকে আল্লাহ্‌র নির্ভুল বাণীরূপে মনে করে। এই বিষয়টি তাহাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে, Old Testament (আদি পুস্তক) এবং New Testament (নববিধান) আল্লাহ্‌র বাণী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অনুগত জিব্‌রীল ফেরেশতা দ্বারা তাঁহার বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিষয়বস্তুই কেবল আসমানী নয়, বরং ইহার বাক্যগুলিও আসমানী সূত্রে প্রাপ্ত। বাইবেলে উল্লিখিত নবীদের নিকট যে ফেরেশ্‌তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী ও খৃষ্টান প্রচারকগণের কাছেও সেই ফেরেশ্‌তা আবির্ভূত হইতেন। ইন্‌জীল লেখকগণ যাহারাই হউন না কেন, বস্তুত তাহারা আল্লাহ্‌র হাতের ক্রীড়নকস্বরূপ ছিলেন। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে Philo ও Gosephus এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন (Ency. Brit, iii, 500, 1950)।

(২) সেই সকল খৃষ্টান পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী, যাঁহারা আধুনিক কালের গবেষণার রীতি পদ্ধতির অনুসারী। এই সঙ্গে তাঁহারা ধর্মেরও অনুসারী। এই দলটির সাধারণ অভিমত এই যে, ঐতিহাসিক আবিষ্কার, প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে বাইবেলের কোন সম্পর্ক নাই। এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য কেবল বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের। অন্য গ্রন্থাবলীর ন্যায় ইহাও পক্ষপাতহীন মন লইয়া অধ্যয়ন করা উচিত এবং সাধারণ সমালোচনা রীতি-পদ্ধতি বাইবেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (Ency. Brit, iii, 501, 1950)। তাঁহাদের মতে (New Testament) প্রামাণিকতার দিক দিয়া আইন পুস্তকের অনুরূপ প্রামাণ্যরূপে প্রতিপাদ্য নহে, যাহার অনুসরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিবার্য ও অবধারিত। New Testament-এর অলৌকিক কাহিনীসমূহ যাহা বর্তমান কাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের আশ্রয়স্থলরূপে মনে করা হইত, এমন সব জটিলতার সৃষ্টি করে, যাহার ফলে জওয়াবদিহি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তদুপরি কেবল অলৌকিক কাহিনীসমূহই নহে, বরং ইহার ঐতিহাসিক অংশও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অধিকন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আধুনিক দার্শনিকগণ প্রকৃত ওয়াহ্'য়ির জন্য শর্তারোপ করেন যে, ওয়াহ্‌য়ি এইরূপ পন্থায় স্বীয় ভাব প্রকাশ করিবে, যাহা একজন মধ্যম স্তরের সরল লোকের মনে, ব্যক্তিগতভাবে সে যে মতের অনুসারীই হউক না কেন, বিশ্বাসের দৃঢ়তার সৃষ্টি করিবে এবং এই মাপকাঠির ভিত্তিতে New Testament-এর আসমানী হওয়ার প্রামাণিক হয় না (Ency. Brit, 1950, iii, 522-24)। পরবর্তী কালে এমন সব Gospel প্রকাশিত হইতে থাকে, যাহাকে আধুনিক চিন্তাধারার নিকটবর্তী করার জন্য নূতন ছাচে গঠন করা হয়। ইহাকে নূতনভাবে চিত্রিত করার পশ্চাতেও একই চিন্তা ক্রিয়াশীল। প্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক হারংক, যিনি জার্মানীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রোশিয়ার রয়্যাল একাডেমীর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, উক্ত দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন, "ইহা সত্য যে, চতুর্থ Gospel -এর ন্যায় প্রথম তিনটি Gospel-ও কোনরূপ ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু যেভাবে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশে ইহা রচিত হয় নাই, বরং এই সকল গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, "ইহাদের দ্বারা খৃষ্ট ধর্মের সুসংবাদ দেওয়া হইবে" (তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদঃ What is Christianity)। এই দলের মতে কেবল Gospel-সমূহের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, শব্দ ও ঘটনাবলী তেমন গুরুত্ববহ নহে এবং ইহা আসমানী নহে।

(৩) সেই সকল স্বাধীন চিন্তার অনুসারী খৃষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি যাহাদের অধিকাংশই সত্যানুরাগী এবং কিছু সংখ্যক ধর্মহীন। এই প্রকার সত্যানুরাগীদের একটি দল "টোবিংগেন স্কুল" নামে প্রসিদ্ধ। এই দলের চিন্তাধারার সারমর্ম এই, New Testament-এর গ্রন্থাদির অধিকাংশই Paul-এর চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি। ফিলিপ ডেবীন তাঁহার গ্রন্থ The Church and Modern Thought-এ ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, New Testament সেই সকল রচয়িতাদের রচনা, যাঁহারা মনে করিতেন যে, তাঁহারা এমন এক যুগে বাস করিতেছেন, যাহা দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং শীঘ্রই প্রলয় সংঘটিত হইবে। তাঁহারা স্বীয় সন্তানদের লালন-পালন করিলেও ভবিষ্যত বংশধরদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এইজন্য বিবাহ-শাদীর ব্যাপারেও তাঁহারা নিরুৎসাহিত করিতেন। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। লৌকিক রীতিনীতির ব্যাপারে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং জাগতিক কাজকর্মে তাঁহাদের আকর্ষণ ছিল না। New Testament-এ এই সকল বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বের চারিপার্শ্বে আবর্তিত; কিন্তু তাঁহার জীবন সম্পর্কিত আলোচনা খুবই অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমত তাঁহার সমস্ত জীবনকালের কেবল তিন বৎসরের সময়কালকে নির্বাচন করা হয় এবং এই তিন বৎসরের ঘটনাবলীও খুবই অপর্যাপ্ত।

ইন্‌জীল কোন্ ভাষায় রচিত ঃ হযরত ঈসা (আ) বংশ, ধর্ম ও দেশের বিচারে ইসরাঈলী ছিলেন। মাতার দিক দিয়াও তাঁহার বংশপরম্পরা হযরত দাঊদ (আ)-এর সহিত মিলিত হয় (মথি, ১খ, ১)। এইভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্মীয় ভাষা ছিল হিব্রু। Renen ইহাকে হিব্রুমিশ্রিত সুরয়ানী ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Jesus, পৃ. ৪৮)। অধিকন্তু বলা যায় যে, তাঁহার ভাষা ছিল আরামী অথবা আরামী ভাষার কোন শাখা। Encyclopaedia Brittanica (1950, iii, 22)-এর নিবন্ধকার লিখিয়াছেন যে, ঈসা (আ) ও তাঁহার শিষ্যগণ আরামী ভাষায় কথা বলিতেন। Dr. Mosses Buttenwise যিনি Cincinnati (আমেরিকা)-এর ইউনিয়ন কলেজের হিব্রু ভাষার অধ্যাপক ছিলেন, লিখিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনকালে আরামী ভাষা বলা হইত (Jewish Ency., xiii, 505, Messiah শীর্ষক নিবন্ধ)। ইহার পর এই বিষয়ে কোন সম্ভাবনা নাই যে, ঈসা (আ) (তু. Moffit-এর অনুবাদ, New Testament Un-educated) গ্রীক ভাষা জানিতেন এবং তাঁহার প্রাথমিক শিষ্য ও অনুসারীদেরও একই অবস্থা ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক Papias বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহকে কোন ঐতিহাসিক কালক্রম ছাড়া মথি হিব্রু অথবা (আরামী ভাষায়) সংকলন করিয়াছিলেন (Jewish Ency., ix, 249-এর বরাত)। তিনি বর্ণনা করেন যে, মার্ক বিচ্ছিন্নভাবে পিটার (Peter) হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই সংকলন করিয়াছিলেন (পূ. গ্র.-এর বরাতে) এবং পিটারের ভাষাও গ্রীক নহে, বরং

হিব্রু, সুরয়ানী অথবা আরামী ছিল। মথি ও মার্ক সম্পর্কেও জানা যায় যে, এই দুইটি পুস্তিকাও মূলত-গ্রীক ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল না। কোন কোন গবেষক John-এর Gospel-কে আরামী ভাষায় রচিত বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন (Alfred Loiscy, The Birth of Chri, Religion, পৃ. ৩৬৬, টীকা ৬০)। Gospel-সমূহের বরাত সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায়শই "Q"-এর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং F.C. Burkitt খুবই প্রজ্ঞার সঙ্গে এই সম্ভাবনা প্রকাশ করেন যে,"Q" -এর মূল পাণ্ডুলিপি প্রকৃতপক্ষে আরামী ভাষায় ছিল (Ency. Brit, iii, 524, ed.1950)।। পরিবর্তিত খৃষ্টান সাহিত্যে Jesus-এর gospel রহিয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য আরামী ভাষায় রচিত ছিল এবং এই gospelটি খৃষ্টানদের প্রাথমিক দলগুলির Nazerien ও Ebionites শাখাদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৫০ খৃ.) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এই দলসমূহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই Gospel-টিও বিলুপ্ত হইয়া যায়।, Ency. Brit., Apocryphel Literature শীর্ষক নিবন্ধ)।

কাশফু'জ-জুনূন গ্রন্থের গ্রন্থকার ইনজীল সম্পর্কিত আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, মূল ইন্‌জীল সুরয়ানী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। খৃষ্টান সোসাইটি, ওয়াচ টাওয়ার (Watch Tower)-এর মুদ্রিত বাইবেলের (নিউ ইয়র্ক সংস্করণ) ভূমিকায় (পৃ. viii) এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করা হইয়াছে। একদিকে ইহা যেমন সত্য, অপরদিকে দেখা যায় যে, New Testament-এর যে সকল প্রাচীন অংশ এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের কোনটিই হিব্রু, সুরয়ানী অথবা আরামী ভাষায় রচিত নহে, বরং সবকয়টিই গ্রীক ভাষায় রচিত এবং সবই Gospel গ্রীক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মূল ইনজীল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান গ্রীক পাণ্ডুলিপিসমূহ ও ইহার অনুবাদসমূহ মূল গ্রন্থ হইতে চয়নকৃত ও ইহার অনুবাদ অথবা ইহার অনুবাদের অনুবাদ।

মূলকথা এই যে, অল্পকালের মধ্যেই ইন্‌জীল ফিলিস্তীন ও আরামী ভাষাভাষী অঞ্চল পরিত্যাগ করে এবং আন্তর্দেশীয় ধর্ম হওয়ার কারণে তদানীন্তন আন্তর্দেশীয় ভাষা গ্রীক গ্রহণ করে। এই সময় রোমেও এই ভাষা প্রচলিত ছিল (Ency. of Religion and Ethics, ii, 584)। হিব্রু ও আরামী ভাষার পরিবর্তে গ্রীক অনুবাদ পাওয়া যাওয়ার ইহাও কারণ যে, প্রাথমিক কালে (১৫০-১৭০ খৃ.) সমগ্র খৃষ্টান জগত গ্রীক ভাষাভাষী রোমানদের শাসনাধীন ছিল (Ency. Brit,1950, ii, 516)। আধুনিক কালের গ্রীক ভাষা প্রাচীন গ্রীক ভাষার বিকৃত রূপ। কিন্তু বর্তমান কালে প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীক ভাষায় এতদূর পার্থক্য বিরাজমান যে, ইহাদেরকে দুইটি পৃথক ভাষা বলা যায়। Maxinus Calliergi সেই ভাষা হইতে New Testament-কে ভাষান্তরিত করেন। এই অনুবাদটি ১৬৩৮ খৃ. জেনোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। এক কলামে মূল গ্রীক অনুবাদ রহিয়াছে এবং অপর কলামে আধুনিক গ্রীক ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে।

ইন্‌জীলের অনুবাদ ঃ খৃষ্টান বিশ্বে New Testament-এর গ্রীক অনুবাদটি বর্তমান কালে মূলরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গ্রীক ভাষা হইতে ল্যাটিন ও সুরয়ানী ভাষায় অনূদিত হয়। ইহার পর সুরয়ানী ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় ইন্‌জীলের অনুবাদ হয়। ইহা চতুর্থ শতাব্দীর শেষাংশের ঘটনা (Ency. Brit,1950, iii, 517)। ইব্‌নু'ল 'ইব্‌রী লিখিয়াছেন যে, খৃ. ৬৩১ ও ৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আম্‌র ইব্‌ন সা'দের নির্দেশে পোপ জন একটি অনুবাদ প্রস্তুত করেন। লাইপযিগ-এ সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ইন্‌জীলের 'আরবী অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। ইহাও সুরয়ানী ভাষা হইতে অনূদিত। এই অনুবাদটি ৭৫০ খৃ. ও ৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে করা হইয়াছে (E.I., ইনজীল শীর্ষক নিবন্ধ)। ১৬৭১ খৃ. রোমে সর্বপ্রথম 'আরবী বাইবেল প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে ১৫৯০-১৫৯১ খৃ. রোমে Gospel চতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায়ই ইন্‌জীলের অনুবাদ হইয়াছে। এই সকল অনুবাদের জন্য দ্র. (১) Watt, Fourhundred Tongues; (২) Monle ও Darlow, Gospel in Many Years; (৩) West Cott, History of the English Bible. ইংরেজী ভাষায় New Testament-এর প্রভাব সম্পর্কে দ্র. (১) R. G. Moulton, The Literary Study of the Bible, 1901; (২) J. H. Gardiner, The Bible as English Literature, 1906; (৩) H. H. Mellone, The N. T. and Modern Life, 1921; (৪) E. von Dobschitz. The Influence of the Bible on Civilization, 1913; (৫) A.S. Cook, Biblical Quotations in Old English Prose Writers. 1898-1903; (৬) C. Wordsworth, Shakespeare's Knowledge and use of the Bible, 1864.

New Testament-এর অনুবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা জানা যায় যে, ৬০০ খৃ. পর্যন্ত ইহা অথবা ইহার অংশসমূহ আটটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা বিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া অনূদিত ভাষার সংখ্যা একাত্তরে পৌঁছে। ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৬। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ৮৫৬টি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ইন্‌জীলের ভাষ্যসমূহ ঃ খৃষ্টান ধর্মাধিকরণেদের ভাষ্যসমূহের বেশীর ভাগই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে, উহাকে একত্র ও সংকলিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে (তু. A. Souter, The Commentary Religious on the Epp. of Parul, 1907)। নস্টিকগণ Gostics New Testament-এর সর্বপ্রথম ভাষ্য লেখেন। মধ্যযুগের ভাষ্যকারদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (১) Walafsid of Strabo ও Nicolaus of Lyra, সাম্প্রতিক কালের ভাষ্যকারদের মধ্যে Meyer de Wette. J. P. Lange. Josiars Bunsen Speaker, J. Sexell, Dean Spence (Pulpit Commentary), Haltzmann, Driver, Plummer, Briggs (International Critical Commentary), Robertson Nicoll (Expositor's Bible)-এর বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। তাহাদের ভাষ্যগুলি যথাক্রমে ১৮৩২, ১৮৩৬, ১৮৫৭, ১৮৭১, ১৮৮০, ১৮৮৯, ১৮৯৫, ১৯০৩ ও ১৯০৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইন্‌জীলের ভাষ্যসমূহের জন্য দ্র. (১) F. W. Farrer, History of Interpretation, ১৮৮৫ খৃ. প.; (২) G. H. Giloert, Interpretation of the Bible 1908। এই ভাষ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য কি, এইগুলি কোন প্রভাব এবং কি উদ্দেশে রচিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকারদের দৃষ্টিভংগি কি ছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে এইগুলি আলোচনা করা সম্ভব নয়।

বাইবেল সোসাইটি ঃ বাইবেল এবং New Testament--কে বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত করা এবং ইহার প্রকাশ ও প্রসারের উদ্দেশে যে সকল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাদের জন্য দ্র. (১) G. Browne, History of the Bible Society, 1859; (২) R. Kilgon, Gospel in Many Years, 1925; (৩) W. Canton History of the Brit. And For. Bible Society, পাঁচ খণ্ডে, ১৯০৪ খৃ.; (৪) T. H. Darlaw ও H. F. Monle, Historical Catalogue of the Printed Edition of the Scripture, চার খণ্ডে, ১৯০৩ খৃ.।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সনে কূট কৌশলের আশ্রয় লইয়া বি. বি. এস. (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি?) কর্তৃক বাইবেল নূতন নিয়মে কিছু ইসলামী পরিভাষা সংযোজন করিয়া ইঞ্জীল শরীফ শিরোনামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইনজীল ও তাওরাত ঃ New Testament ও Old Testament-এর মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক? য়াহূদী দৃষ্টিভঙ্গীতে New Testament কোন আসমানী এবং ধর্মীয় পুস্তিকা নহে। তাহারা ইহার পবিত্রতাও স্বীকার করে না (মথি, ৫খ, ১৭, আরও দ্র. Ency. Brit., 1950, iii, 500 এবং Ency. of Religion and Ethics, iii, 582)। তাওরাত ও ইন্‌জীল-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভংগী এই যে, তাওরাতের সমর্থকরূপে ইন্‌জীল নাযিল হইয়াছিল। যেমন কু'রআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ.

"পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের সমর্থকরূপে" (৫ ঃ ৪৬)। খোদ হযরত 'ঈসা (আ)-ও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছিলেন (মথি, ৫খ, ১৭, ১৮)। আরও দ্র. ৫ ঃ ৬৬, ৬৮, অধিকন্তু তাওরাত শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইন্‌জীল ও কুরআন ঃ হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো" (৫ ঃ ৫৬)। অতঃপর কুরআন ঈমানের যে মৌল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহা এইঃ "তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে" (এই কু'রআন তাহাদের জন্য পথনির্দেশ, ২ ঃ ৪)। এখানে পূর্বে নাযিল গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাওরাত ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর সংগে ইন্‌জীলও অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কু'রআনে ইন্‌জীলে যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে "ইন্‌জীল" শব্দ দ্বারা সেই গ্রন্থকে বুঝান হইয়াছে, যাহা হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল। হযরত 'ঈসা (আ)-এর অনুসারিগণ পরবর্তী কালে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং হযরত 'ঈসা (আ)-এর জীবনী ও উক্তিসমূহ একত্র করত সঠিকরূপে অথবা ভ্রান্তিপূর্ণভাবে যে সকল সংকলন প্রস্তুত করা হয়, যেগুলিকে খৃস্টানগণ মথি (Mathew), মার্ক (Mark), লুক (Luke) এবং যোহন (John) Gospel-এর নামে অভিহিত করেন, সেইগুলি কুরআনে উল্লিখিত ইন্‌জীল নহে। ইমাম কু'রতু'বী আল-আ'লাম গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিয়াছেন এবং ইমাম রাযীও একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা ইন্‌জীলের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এবং ঐতিহাসিক কালসমূহ ইহার পরিক্রমণের বর্ণনা দিয়া উল্লেখ করেন, "সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ ইন্‌জীল বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার মধ্যে কেবল কিছু অংশ বাকী থাকে" (আল-ই'লাল, ২খ, ২-৩৯)।

কুর'আনে যে 'ইন্‌জীল' শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে, এই সম্পর্কে ইসলামে প্রাথমিক যুগের মনীষীদের অভিমত কি ছিল? কা'তাদা ইবন জা'ফার, ইব্‌ন হু'মাইদ প্রমুখ তাবি'ঈদের উক্তির মাধ্যমে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, "ইন্‌জীল" শব্দ দ্বারা সেই গ্রন্থ বা আসমানী বাণীকে বুঝায়, যাহা ওয়াহ্'য়ি-র মাধ্যমে হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছে (ইব্‌ন জারীর, ১খ, ১০৩, ১৭২; ২খ, ১৫৩)। সাম্প্রতিক কালে 'আল্লামা রাহ্'মাতুল্লাহ কীরানবী 'আলিমগণের ফাত্ওয়ার আলোকে বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কু'রআনে উল্লিখিত ইন্‌জীল দ্বারা সেই মূল গ্রন্থকে বুঝায়, যাহা হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর ওয়াহ্‌য়ি করা হইয়াছিল এবং এই New Testament হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ ইন্‌জীল নহে। শী'আ মুজতাহিদগণও একই অভিমত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, "প্রচলিত ইন্‌জীল আল্লাহ্‌র বাণী নহে, কাজেই ইহা কোন প্রামাণ্য দলীল নহে।" মাওলানা 'আবদু'ল-হা'ক্ক হা'ক্কানী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় মূল তাওরাত ও ইন্‌জীল বর্তমান ছিল না। বর্তমান কালের সংকলনসমূহকে আসল তাওরাত ও ইন্‌জীল বলিয়া বর্ণনা করা জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক (ফাতহু'ল-মান্নান, ৪খ, লাহোর ১৩৪৬ হি.)। 'আল্লামা রাশীদ রিদা মিস্‌রী (র) লিখেন, চতুর্থ খৃ. শতকে বহু সংখ্যক ইন্‌জীল বিদ্যমান ছিল, ইহাদের মধ্যে চারিটিকে বাছাই করিয়া বর্তমানে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই গ্রন্থগুলিকে আমরা সেই ইন্‌জীল বলিতে পারি না, কুরআনের প্রতিটি স্থানে যাহাকে একবচনে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহা হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল (তাফ্‌সীরু'ল-মানার, ৩খ, ৪৯, ১৫৮, মিসর ১২৩৪ হি.)।

ইন্‌জীল ও মুসলিম লেখক ঃ প্রাচীন মুসলিমদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ইন্‌জিল সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান রাখিতেন। 'ইব্‌রানী খৃস্টানদেরও মক্কায় কিছু কিছু আনাগোনা ছিল। ইহার ফলে তাহারা স্বীয় ভূমিতে বায়তুল্লাহ্‌র নমুনায় একটি গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাকে নাজ্‌রানের কা'বা বলা হইত। ইহার পর য়ামানে 'আল-কালীস' নামক একটি গির্জা নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ৫৭০-৫৭১ খৃ. আবরাহা বায়তুল্লাহ আক্রমণের মনস্থ করে। এই প্রসংগে প্রাথমিক যুগের সা'হাবীগণ ইন্‌জীল ও উহার শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত ছিলেন। মদীনার যুগের 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের বাইবেল সম্পর্কিত জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পায়। হা'দীছ' ও তাফসীরে তাবি'ঈ ও তাব' তাবি'ঈগণের বরাতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদের মধ্যে আল-য়া'কূবী ইন্‌জীল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁহার তা'রীখে (৩৫৯/১৩৫৮ খৃ., পৃ. ৫৬) চতুষ্টয়ের সারমর্ম দিয়াছেন। তিনি ইন্‌জীল ও কুরআনের বর্ণনায় পার্থক্য সম্পর্কেও গবেষণা করিয়াছেন। আল-মাস্'ঊদী (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) কিভাবে নাসি'রা-র একটি গির্জায় গমন করিয়াছিলেন ও সেখানে ইন্‌জীল সম্পর্কে যেসব কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি নিজে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি দুইবার Peter ও Paul-এর হত্যার উল্লেখ করিয়াছেন। শিষ্য Thomas সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যে, Thomas-ই ভারতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় Thomas "যিনি ১২ জন শিষ্যের একজন ছিলেন, যীশুর বাণীর দাওয়াত লইয়া ভারতে গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।" মাস্'ঊদী খৃস্ট ধর্মের শুরু এবং ইহার দীর্ঘকালীন ইতিহাস সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খৃস্টানদের বিশ্বাস এবং তাহাদের ইন্‌জীলের পরস্পর বিরোধী ও

সন্দেহজনক অংশসমূহ সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন (মুরূজুয-যাহাব, ২খ., ২৯৭ প.)। ইন্‌জীল সম্পর্কে আল-বীরূনী (মৃ. ৪৪০/১০৪৮)-র জ্ঞান আল-মাস্‌'ঊদী অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। স্বীয় গ্রন্থ আল-আছারু'ল-বাকি'য়্যা রচনা প্রসংগে তিনি নেস্টোরীয় (Nestorian) খৃষ্টানদের সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি Jesudod-এর ভাষ্য সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা রচনা করেন। তিনি বহু গবেষণার পর উল্লেখ করেন যে, Gospel চতুষ্টয় (মথি, মার্ক, লুক ও যোহন) প্রকৃতপক্ষে ইন্‌জীলের চারিটি পাণ্ডুলিপি। তিনি য়াহূদী, খৃষ্টান ও সামিরীদের নিকট রক্ষিত New Testament-এর পাণ্ডুলিপিগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া এই মন্তব্য করেন। তিনি Necea সম্মেলনে পরিত্যক্ত বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহেরও উল্লেখ করেন। তিনি Gospel-সমূহের পারস্পরিক বিভিন্নতা সম্পর্কেও উল্লেখ করেন এবং মথি (১খ, ১-১৭) ও লুক (৩খ, ২৩) যীশুর যে বিভিন্ন বংশ তালিকার বর্ণনা দিয়াছেন, ইহাদের বিভিন্নতার বর্ণনা দিয়া প্রশ্ন করেন, খৃষ্টানগণ কিভাবে এই সব বিভিন্নতার সমাধান দিয়া থাকেন? অতঃপর তিনি লিখেন যে, এইসব বিভিন্নতার আলোকে Gospel-সমূহকে আসমানী গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আল্লামা ইব্‌ন হায্‌ম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) New Testament সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টান-বিশ্বাস ('আক'ীদা) সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল খুবই ব্যাপক। তিনি বাইবেলর রদবদল সম্পর্কে খুবই মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (আল-ফিস'াল, ২খ, ২-৩৯)। ইখ্‌ওয়ানু'স-স'াফা' (৩৭৩/৯৮৩), আল-কিন্‌দী (মৃ. আনু. ২৬০/৮৭৩), আল-গাযালী (মৃ.৪৭৮/১০৮৫) ও আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ গ্রন্থের রচয়িতা সুহ্‌রাওয়ার্দী (মৃ. ৬৩২/১২৩৪)-এর রচনাবলী দ্বারাও ইন্‌জীল সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উল্লেখ্য যে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এবং প্রাথমিক যুগের ইন্‌জীলের অনুবাদের অপ্রতুলতা হেতু ইহার বেশী প্রসার হয় নাই। উক্ত রচয়িতাগণ ইন্‌জীল সম্পর্কে যে সকল বরাত উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের অধিকাংশই ভাবার্থস্বরূপ এবং যেহেতু ইন্‌জীলসমূহে ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রদবদল সাধিত হইতেছে, সেইহেতু উক্ত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত বরাতসমূহও পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও বিশেষ পরিবর্তিতরূপে দেখা যায়।

শিহাবুদ্‌-দীন আল-কারাফী (মৃ. ৬৮৪/১২৮৫) খৃষ্টানদের জওয়াবে আল-আযবি'বাতু'ল-ফাখিরা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর 'আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (৭২৮/১৩২৫) কথোপকথনের রীতিতে 'আল-জাওয়াবু'স-সাহ'ীহ ফীমান্ বাদ্দালা দীনা'ল- মাসীহ'' 'নামক একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহার তৃতীয় খণ্ডে খৃষ্ট ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স')-এর "আবির্ভাবের পূর্বেই খৃষ্ট ধর্ম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রমাণ হিসাবে স'াহীহ মুসলিমের এই হ'াদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আহলে কিতাবগণ আসমানী গ্রন্থের অর্থ ও হালাল-হ'ারাম সম্পর্কিত নির্দেশসমূহের পরিবর্তন করে এবং সত্য-মিথ্যাকে (হাক'ক' ও বাতি'লকে) এমনভাবে মিশাইয়া ফেলে যে, উহার বিষয়বস্তু হইতে মূল শিক্ষাকে পৃথক করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।" তাহা ছাড়া তিনি লিখিয়াছেন যে, খোদ খৃষ্টানগণও স্বীকার করে যে, তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থে ভুলক্রমেই হউক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই হউক, পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র 'আল্লামা ইব্‌ন ক'য়্যিম (মৃ. ৭৫১হি.)-এর রচিত গ্রন্থ; যথা হিদায়াতু'ল- হুবারাও খুবই উল্লেখযোগ্য। হ'াজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬৮/১৬৫৮) তাঁহার গ্রন্থ কাশ্‌ফুজ জুনূন-এর ইন্‌জীল শীর্ষক নিবন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ইন্‌জীলসমূহ রদবদলে পরিপূর্ণ। ১২৭০/১৮৫৪ সালে 'আল্লামা রাহ্‌মাতুল্লাহ কীরানাবী মুহাজির মাক্কী ইযহারে হ'াক'ক' ও ইযালা-তু'শ-শুকূক গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন (মাদ্রাজ ১২৮৮ হি.)। অনুরূপভাবে শায়খ 'আবদু'ল-হ'াক'ক দিহ্‌লাবী স্বীয় তাফ্‌সীর গ্রন্থ ফাত্‌হু'ল মান্নান (লাহোর ১৩৬৪ হি.)-র বিভিন্ন প্রায়াজনীয় আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স')-এর সময়ে মূল ইন্‌জীল বিদ্যমান ছিল না (৪খ, ৪৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. W. Farrar, History of Interpretation, ১৮৮৫ খৃ. প.; (২) H. S. Nazh, History of the Higher Criticism of the N. T., ১৯০০ খৃ.; (৩) M. Dods, The Bible, its Origin and Nature, ১৯০৫ খৃ.; (৪) J. Chapman, History of the Vulgate Gospels, ১৯০৮ খৃ.; (৫) W. F. Adeney, How to read the Bible, ১৮৯৬ খৃ.; (৬) J. Owen, History of the Origin and the First ten years of the Band F. B. Soc.,১৮১৬ খৃ.; (৭) J. G. Watt, Four Hundred Tongues, ১৮৯৯ খৃ., বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ সম্পর্কে; (৮) F. G. Kenyon, Our Bible and the Ancient Mss, ১৮৯৭ খৃ.; (৯) B. F. West Cott, Canon of the N. T., ১৮৫৫ খৃ.; (১০) H. F. Monle ও T. H. Darlow, Historical Catalogue of the Printed Edition of Holy Scripture, ১৯০৩ খৃ.; (১১) R. Kilgon, Gospel in many years, ১৯২৫ খৃ.; (১২) E. Von Dobschitz, The Influcnce of the Bible on Civilization, ১৯১৩ খৃ.; (১৩) S. H. Mollone, The N. T. and Modern Life, ১৯২১ খৃ; (১৪) R. G. Moulton. The Literary Study of The Bible, ১৯০১ খৃ.; (১৫) G. Washington Moon, The Reviser's English, ১৮৮২ খৃ.; (১৬) J. B. Lightfoot, On a fresh Revision of the English N. T.,১৮৯১ খৃ.; (১৭) West Cott, History of the English Bible; (১৮) G. G. Montefiore, The Synaptic Gospel, ১৯২৭ খৃ.; (১৯) J. Moffatt, An Introduction to the Literature of the N. T., ১৯১৮ খৃ.; (২০) F. C. Burkitt, Beginning of Christianity; (২১) G. Dalman, The Words of Jesus, ১৯০৫ খৃ., ইংরেজী অনু.; (২২) A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus (ইংরেজী অনু. ১৯১০ খৃ.); (২৩) B. F. West Cott, The N. T. in the Original Greek, 1881-1896; (২৪) B. H. Streeter, The Four Gospels, ১৯২৪ খৃ.; (২৫) A. S. Lewis, The old Syriac Gospels, ১৯১০ খৃ.; (২৬) B. F. West Cott, General Survey of the History of the Canon of the N. T.,১৮৭৪ খৃ.; (২৭) A. Souter, The Text and Canon of The N. T., ১৯১৩ খৃ.; (২৮) A. Harnack ,The Origin of the N. T., ১৯২৫ খৃ.; (২৯) H. E. Perkins, Principles Suggested for

the Revision of the Urdu Bible; (৩০) H. U. Weitbrecht, The Urdu New Testament, লণ্ডন, ১৯০০ খৃ.; (৩১) The Bible of Every Land, Bagstero, ১৮৬০ খৃ.; (৩২) Bible in India, ইংরেজী অনু. এলাহাবাদ ১৯১৬ খৃ.; (৩৩) H. U. Weitbrecht, The Urdu New Testament, ১৯০০ খৃ.; (৩৪) সায়্যিদ নাওওয়াব 'আলী, সু'হুফ সামাবী; (৩৫) স্যার সায়্যিদ আহ্‌'মাদ খান, তাবয়ীনু'ল-ক'লাম, গ'াযীপুর ১৮৬২ খৃ.; (৩৬) নু'মান খায়রু'দ-দীন আলূসী, আল-জাওয়াবু'ল-ফাসীহ'.; (৩৭) ইব্‌ন ক'ায়্যিম, হিদায়াতু'ল-হ'বারা লি-আজবি'বাতি'ল-য়াহূদ ওয়ান-নাস'ারা; (৩৮) রাহ'মাতুল্লাহ্‌ কীরানাবী, ইজ'হারু'ল-হাক্ক; (৩৯) ঐ লেখক, ই'জায ই'সাবী; (৪০) আবু'ল বাকা ও সালিহ', তাখজীলু'ল আনাজীল; (৪১) মূসা জারুল্লাহ, আস্‌'-সুহু'ফু'স্‌-সামাবি'য়্যা।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইন্ডিয়া ঃ (দ্র. হিন্দ)

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (Indian National Congress) ঃ ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছিল ইংরেজী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ভারতীয় হিন্দু, পারসিক ও মুসলিমগণের একটি সমাবেশ। এই সমাবেশে তাঁহারা একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। উপস্থিত ৭৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তারূপে Allen O. Hume নামক একজন সিভিলিয়ানের উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল Lord Duffrin-ও এই সংগঠনের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন।

"ভারতের জাতীয় পরিষদ" হিসাবে গঠিত হইয়া ভারতীয় আইন-সভার বুনিয়াদ হিসাবে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং বৃটিশ প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ দাবি করে। কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছিল, ইহা একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) সংগঠন যাহা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করে। মুসলমানরা এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইহা তাহাদেরও দাবি-দাওয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। কংগ্রেস বিশেষ করিয়া এই দাবি বাস্তাবায়নে প্রয়াসী হয়।

কংগ্রের-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মুসলমানরা দুই পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল মনে করিতেন, হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে অপর দল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ও বৈপরীত্য দেখিতে পান। প্রথম চিন্তাধারার অনুসারিগণ বাদ্‌রু'দ-দীন তায়্যিবজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেসকে "সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংগঠন" হিসাবে গণ্য করিবার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতায় উৎসাহ দান করেন এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সহিত একাত্মতা ঘোষণার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তথাপি কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসব্যাপী ডক্টর এম. এ. আন্‌সারী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ডক্টর যাকির হুসায়ন প্রমুখ প্রখ্যাত মুসলিম এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার চালাইয়া যান। তাঁহাদের মতে ইসলামী জীবনাদর্শ ও কংগ্রেসের সদস্যপদ অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। যাহা হউক, অধিকাংশ মুসলিম কংগ্রেসের সংশ্রব পরিহার করেন। তাঁহারা স্যার সায়্যিদ আহ্‌'মাদ খানের এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন যে, কংগ্রেস কেবল হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গঠিত একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদের এই আশংকার সহিতও ঐকমত্য পোষণ করিতেন যে, কংগ্রেস এমন একটি হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় হইবে মাত্র একটি বঞ্চিত সংখ্যালঘু।

কংগ্রেস উহার বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানে মুসলিম সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সম্মেলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট আপত্তিকর বিষয়সমূহ আলোচনা হইতে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অধিকন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনপ্রিয় বিক্ষোভের প্রতিও কংগ্রেস ইহার দলীয় অনুমোদন প্রদান করে নাই। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এই বিক্ষোভটির মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের আর্য সমাজ পরিচালিত মুসলিম বিরোধী তৎপরতা, মুসলিম বিরোধী জঙ্গী শিবাজী-উৎসব, মহারাষ্ট্রের গো-রক্ষা আন্দোলন প্রভৃতির প্রতিও কংগ্রেস সমর্থন প্রদান করে নাই; তথাপি অধিকাংশ মুসলিম কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু মানসিকতা দেখিতে পান। যেহেতু মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জনে, নূতন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে এবং রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে হিন্দুদের তুলনায় অধিকতর পশ্চাতে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের এই পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হন এবং সংখ্যালঘুর বিশেষ অধিকারের দাবি জানাইয়া তাঁহাদের স্বার্থ অর্জন ত্বরান্বিত করিতে উদগ্রীব হন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৯ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও কংগ্রেস অব্যাহতভাবে দাবি করে, ইহাই ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি।

সংক্ষিপ্ত কালের জন্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় যৌথভাবে ১৯১৬ সালে "Home-rule League"-এর প্রতি সমর্থন জানায় এবং ১৯২০ সালে খিলাফত ও আইন ভঙ্গ আন্দোলনে সহযোগিতা করে। কিন্তু যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-আলোচনা না করিয়া গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন পরিহার করা হয় এবং কামাল আতাতুর্ক যখন খিলাফতের অবসান ঘোষণা করেন—এই কারণে যখন খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়ে, তখন মসলমানরা নিরাশ ও হতোদ্যম হইয়া যান এবং হিন্দু-মুসলমানদের সাময়িক সমঝোতা অনৈক্য ও পারস্পরিক বিরোধিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্ট কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের অস্বীকৃতি মুসলিম লীগের মতে কংগ্রেস শাসনে মুসলিম সম্প্রদায় একটি বঞ্চিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে, এই আশংকার প্রমাণ হিসাবে মুসলিম লীগ ইহাকে গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেসর জয়লাভ এবং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সভা গঠনের পর মুসলিম প্রতিনিধি গ্রহণের প্রশ্নে যখন কংগ্রেস এই শর্তে কেবল কংগ্রেস যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী সভায় মুসলিম প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারে যদি তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইহাতে মুসলিম লীগের আশংকা আরও ঘনীভূত হয়।

কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার শাসনামলে মুসলিমগণের প্রতি অসম আচরণের যে অভিযোগ স্বরাজ (স্বায়ত্তশাসন) আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া তোলে, একদিকে মিঃ নেহেরু সেই অভিযোগকে গৌণ ও মামুলী ব্যাপার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, অন্য দিকে মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ মুসলিম সম্প্রদায়কে মুসলিম লীগের ছায়াতলে একত্রীভূত করেন এবং তাহাদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ারী প্রদান করেন যে, তথাকথিত স্বরাজের অর্থ হইল হিন্দুরাজ। কংগ্রেস মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকার অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, যেহেতু হিন্দুগণ মুসলমানদের অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত, অধিকতর সমৃদ্ধ ও উদ্যোগী, সুতরাং সম-অধিকারের অর্থ হইবে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী হীনমন্যতা ও আর্থ-রাজনৈতিক অত্যাচার। একদিকে কংগ্রেস মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সহনশীলতার নিশ্চয়তা প্রদান করে, অপরদিকে মুসলিম লীগ মুসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দেয় যে, হিন্দুত্বে বিলীন হইয়া তাহাদের নিজস্ব সত্তা হারাইয়া ফেলিবার আশংকা রহিয়াছে। অতএব যে মুসলিম লীগে শামিল হইবে না সে ইসলামের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। এতদসত্ত্বেও কংগ্রেস কিছু সংখ্যক মুসলিমকে ইহার আওতায় আনিল যাঁহাদের অনেকে কংগ্রেস পার্টিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯৪০ খৃ. পর্যন্ত মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ অধিকার অর্জন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রাম চালায়। ১৯৪০ সাল হইতে মুসলিম লীগ জোর দাবি জানায় যে, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি পৃথক জাতি, মুসলিম লীগই মুসলমানদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ঃ মুসলিমদের জন্য জাতীয় আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা। জাতীয়তাবাদের সহিত ধর্মকে সমান গুরুত্ব প্রদানের বিষয়কে প্রত্যাখ্যানপূর্বক কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করে। যাহা হউক, ১৯৪৫ খৃ. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান প্রশস্ত করে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়া এই বিরোধ চরম পরিণতি লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লাজপাত রায়, ইয়ং ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক ১৯১৭; (২) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, A Nation in Making, লণ্ডন ১৯২৫; (৩) বি. পি. সিতারামিয়্যা, History of Indian National Congress, মাদ্রাজ ১৯৩৫; (৪) W. C. Smith, Modern Islam in India, লাহোর ১৯৪৩; (৫) H. Bolitho, জিন্নাহ, লণ্ডন ১৯৫৪; (৬) আবু'ল-কালাম আযাদ, India Wins Freedom, কলিকাতা, ১৯৫৯; (৭) রাম গোপাল, Indian Muslims ১৮৫৮-১৯৪৭, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৯; (৮) C. H. Philips (সম্পা.), The Evolution of India and Pakistan, লণ্ডন ১৯৬২; (৯) 'আযী'য আহ্‌মাদ, Studies in Islamic Culture in the Indian environment, লণ্ডন ১৯৬৪; (১০) ঐ লেখক, Islamic Modernism in India and Pakistan ১৮৫৭-১৯৬৪, অক্সফোর্ড ১৯৬৭; (১১) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ., শিরোনাম ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ঢাকা ১৯৭১ খৃ.।

D. Argov (E.I.[2])/মুঃ মকবুলুর রহমান

ইন্‌তিহা' (انتهاء) ঃ 'সমাপ্তি' বা 'উপসংহার' অলংকারশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কায্‌বীনী-র তাল্‌খীসু'ল-মিফতাহ', (মাতানু'ত-তাল্‌খীস' শিরোনামে প্রকাশিত, কায়রো তা.বি., পৃ. ১২৬-৭)। ইহার বর্ধিত সংস্করণ 'ঈদাহ' (সম্পা. মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-মুন্‌ইম খাফাজী, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ৬খ, ১৫৩-৪)। তালখীস-ভিত্তিক বিভিন্ন রচনায় এবং পূর্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রন্থে 'ইন্‌তিহা' পদটি ইব্‌তিদা' পদের সাথে উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্‌তিদা' অর্থ সূচনা, প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ। তাখাললুস অর্থাৎ সাময়িক পরিবর্তনকে কোন কাব্য বা গদ্য রচনার তিনটি অংশের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয় (কেহ কেহ খুতবা বা উপদেশরও উল্লেখ করিয়াছেন) যেইগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। লেখকের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতা কিংবা লেখার পরিসমাপ্তি শ্রোতার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করিবে। সুতরাং উহা পূর্বেকার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করিতে পারে এবং তাহা আবার খুব সফল একটি রচনাকে নষ্টও করিতে পারে। রচয়িতাকে শুধু তাহার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ শৈলী প্রদর্শন করিলে চলিবে না, বরং তাহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে যে, তাহার রচনার বিষয়বস্তুর আর কোন পরিস্ফুটন হইবে না। তাহার বিষয়বস্তুর উপসংহার এমন একটি প্রার্থনা বা দু'আকে অনুসঙ্গী করিয়া এই লক্ষ্য হাসিল করা যাইতে পারে যে, দু'আর শব্দাবলী কামুলা (كمل) বা 'খাতামা' (ختم)-এর অর্থজ্ঞাপক হইবে। কামাল অর্থ পরিপূর্ণতা এবং খাতামার তাৎপর্য, পরিসমাপ্তি বা সীল করা ইত্যাদি (পরবর্তী কালের কতিপয় পুস্তিকা অনুসারে' উদাহরণ হিসাবে দেখুন ইব্‌ন হি'জ্জা-র খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো ১৩০৪/১৮৮৬, পৃ. ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৬)। অন্যবিধ উপায়েও রচনার পরিসমাপ্তি টানা যায় এবং সেই উপায় বা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নহে।

প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে আবূ হিলাল আল-'আস্‌কারী (যেমন কিতাবু'স্‌-সি'না'আতায়ন, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, পৃ. ৪৪৩-৫) কবিতার পরিসমাপ্তিতে প্রবাদ বাক্য প্রয়োগের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন রাশীক মনে করেন যে, প্রার্থনা বা দু'আ কেবল রাজা-বাদশাহ্‌র প্রশস্তিমূলক কবিতার উপসংহারে ব্যবহার করা উচিত (ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 'দু'আ-ই তা'বীদ, [শাসকের] "দীর্ঘায়ু কামনা" রাশীদ উ'দ্‌-দীন ওয়াত'ওয়াত কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, হা'দাইকু'স-সিহ্‌'র, সম্পা. 'আব্বাস ই'কবাল, তেহরান তা. বি., পৃ. ৩৩)। কেহ কেহ কাব্যকলি হইতে অতিশয়োক্তি-মূলক উদাহরণ সহযোগে তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। অধিকাংশ গ্রন্থকার নির্দেশ করেন যে, তাখাল্লুসের মত ইন্‌তিহা পরবর্তী কালের কবিদের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে।

ইন্‌তিহা'. বা উপসংহার মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচিত হইয়াছে। যেমন হু'স্‌নু'ল-মাক্‌'তা বারা'আতু'ল-মাক্‌'তা' (এই ক্ষেত্রে মাক্‌'তাকে কবিতার শেষ পংক্তি অর্থে ব্যবহৃত একই পদ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত মনে করিতে হইবে), হুস্‌নুল-খাতিমা ইত্যাদি।

পবিত্র কু'রআনে ইন্‌তিহা'র উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু কাযবীনীর অনুসরণে বিজ্ঞ আলিমগণ পবিত্র সূরাসমূহের শেষাংশের শৈলী-সুষমা সম্যক উপলব্ধি করার জন্য অভিজ্ঞতা অপরিহার্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী-আল-জুরজানী, আল-ওয়াসা'তা বায় না'ল্‌-মুতানাব্বী ওয়া খুসূ'মিহ, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ১৪; (২) ইব্‌ন রাশীক', উমদা, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ১খ, ১৪৫, ১৮৯- ৯১; (৩) ইব্‌ন আবি'ল-ইস্‌'বা, তাহ'রীরু'ত্‌-তাহ'বীর, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩, পৃ.

৬১৬-২৩; (৪) ঐ লেখক, বাদী'উ'ল-কু'রআন, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৩৪৩-৫৩; (৫) বাদরু'দ্-দীন ইব্‌ন মালিক, মিস্‌বাহ্‌, কায়রো ১৩৪১/১৯২৩, পৃ. ১২৬-৮; (৬) শাম্‌সু'দ্‌-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স আর্‌-রাযী, আল-মু'জাম ফী মা'আইরি'ল-আশ'আরি'ল-'আজাম, লন্ডন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৩৭৯-৮১; (৭) শুরূহু'ত-তালখীস, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ৪খ, ৫৪৩-৭; (৮) তাফ্‌তাযানী, আশ্‌-শারহু'ল মুতাওওয়াল, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১১, পৃ. ৪৮১-২; (৯) সুয়ূতী, 'উকূদু'ল জুমান, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ১৭৫-৬; (১০) 'আব্‌বাসী, মা'আহিদ, কায়রো ১৩৬৬-৭/১৯৪৭-৮, ৪খ., ২৬৮-৭৪; (১১) A.F. Mehren. Die Rhetorik der Araber, ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ১৪৬-৭; (১২) Ruckert-Pertsch, Grammatik, Poetik und Rhetorik, der Perser, গোথা ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ৩৫৯।

S. A. Bonebakker (E. I. 2) সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

ইন্‌তিহার (انتحار) ঃ "আত্মহত্যা", কণ্ঠনালী বিদ্ধ বা ছেদন করিয়া আত্মহত্যা, হাদীছে'ও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মহত্যা বুঝাইবার জন্য শব্দটি কোন সময় হইতে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা জানা যায় না। ইহা সম্ভবত সুপ্রাচীন কাল হইতে এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায়ও শব্দটি আত্মহত্যার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আল-কু'রআনে এমন কয়েকটি আয়াত রহিয়াছে (৪ ঃ ৬৬, ১৮ ঃ ৬) যাহাতে আত্মহত্যার অর্থ বুঝায়। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হইল ঃ "আর নিজদেরকে (আনফুসাকুম) হত্যা করিও না" (৪ ঃ ২৯)। প্রখ্যাত তাফসীরকারগণ আয়াতটিকে পারস্পরিক হত্যা সম্পর্কিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা সূরা বাক'ারার ৮৫ নং আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে আনফুসাকুম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই আয়াতেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মত পোষণ করেন।

ইহা নিশ্চিত যে, মহানবী (স) আত্মহত্যা অবৈধ ও মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কতিপয় হাদীছ হইতে সন্দেহাতীতভাবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। যে কোন অবস্থায়ই হউক না কেন, আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। কথিত আছে, মহানবী (স) জনৈক আত্মহত্যাকারীর জানাযা সালাত পড়াইতে অস্বীকার করেন। আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয-যাহাবী, কাবাইর, কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ১১৯ প., অধ্যায় ২৯; ইব্‌ন হাজার-আল-হায়ছামী, যাওয়াজির, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, ২খ, ৮৯ প.)। ইহা হত্যা অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক বলিয়া বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে (ইব্‌ন কু'তায়বা, 'উয়ূন, কায়রো ১৩৪৩-৪৯ হি. ৩খ, ২১৭; ইব্‌ন 'আরাবী', ফুতূহাত, কায়রো ১৩২৯ হি., ২খ, ২৩৪, অধ্যায় ১৪৭; ৪খ, ৪৬৩ প., অধ্যায় ৯৬০; তু. কাদীখান, ফাতাবী, কলিকাতা ১৮৩৫ খৃ., ৪খ., ১৯৮ প.)।

আত্মহত্যাকারীর জানাযা সালাত সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইমাম ব্যতীত অন্য কেহ তাহার জানাযা পড়াইবে। দামিশকের আমীনিয়্যা মাদ্‌রাসার অন্ধ অধ্যাপক 'ঈসা ইব্‌ন য়ূসুফ আল-'ইরাকী ৬০২/১২০৬ সনে আত্মহত্যা করিলে জনগণ তাঁহার জানাযা পড়িতে অস্বীকার করে। কিন্তু শাফি'ঈ মাযহাবের জনৈক 'আলিম তাঁহার জানাজা পড়ান (ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, কায়রো ১৩৫১-৫৮ হি., ১৩ খ., ৪৪, আবূ শামা হইতে)। ফাকীহগণ আত্মহত্যার মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। যেমন এইরূপ ক্ষেত্রে 'আকি'লা (দ্র.)-এর অপ্রযোজ্যতা বিষয়ে আইন (ইব্‌ন আবী যায়দ, রিসালা, সম্পা. ও অনু. L. Berchet, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ২৪৬)। সংগম দ্বারা বিবাহকে বিধিসিদ্ধ করার পূর্বে যে স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে তাহার মাহ্‌র (দ্র.)-এর বিলি-বন্দোবস্তের বিষয় (দ্র. আশ-শায়বানী, আল-জামি'উস-সাগীর, বুলাক ১৩০২ হি.; আবূ য়ূসুফ, খারাজ, পৃ. ৩৭-এর হাশিয়া; কাদীখান, ১খ., ৪৩৬)। যে ব্যক্তি একটি কূপ খনন বা অনুরূপ কোন কার্য দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে কাহারও পক্ষে আত্মহত্যা সম্ভব করিয়া তোলে তাহার সম্পর্কে মাসআলা (কাদীখান, ৪খ, ১৩৪, ৪৬৪)। জ্ঞাতসারে কাহাকেও আত্মহত্যার জন্য সমর্থ করিয়া তুলিলে যে নৈতিকতার সমস্যার উদ্ভব হয়, তৎসম্পর্কে মু'তাযিলী মতবাদ, (তু. 'আবদু'ল জাব্‌বার, মুগনী, ১১ খ., কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫, ২৩২ প. এবং তু. ইব্‌ন কায়্যিম-আল জাওযিয়্যা, মিফতাহ দারি'স-সা'আদা, কায়রো তা. বি., ২খ, ৫৩) কিংবা হালের শী'আ বিধানমতে আত্মহত্যাকারীর বৈধতা উহার সম্পাদনকালের উপরে নির্ভর করিবে (A.A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, কলিকাতা ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০৬)। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে স্বেচ্ছায় ভয়ংকর বিপদের মুখে নিক্ষেপের বিষয়টি রূপক অর্থে আত্মহত্যার পর্যায়ে পড়ে কিংবা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ সালাত পাঠ বা সিয়াম পালন রূপক অর্থে আত্মহত্যা নামে অভিহিত (তু. আল-মুহাসিবী, খালওয়া, সম্পা., দামিশক ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩৩; আস্‌-সারাখ্‌সী, উসূল, কায়রো ১৩৭২-৭৩ হি., ১খ, ১২০; B. Reinert, Die Lehre vom tawakkul, বার্লিন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৬৭ প.) অথবা বিচক্ষণতাশূন্য বাচালতাকে (আস-সুলামী, তাবাকাত, সম্পা. J. Pedersen, লাইডেন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২১)। অতিমাত্রার প্রচেষ্টার জন্যও রূপকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম কবিগণ আত্মহত্যা শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন (যেমন 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ, দীওয়ান, সম্পা. P. Schwarz, নং ১২৭; আগানী ৩, ১খ, ১৫৮; তামীম ইব্‌নু'ল মু'ইয্‌য্, দীওয়ান, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৫০, ২৫১; আছ-ছা'আলিবী, য়াতীমা, ১খ, ৩২২ এবং তু. য়াকূ'ত, উদাবা, ২খ, ১৮৮, আল-'ইমার্দ আল-ইসফাহানী, খারীদা, সিরীয় কবিবৃন্দ, দামিশক ১৩৭৫/১৯৫৫, ১খ, ৫৫৬; আল-ইব্‌শীহী, মুসতাত্‌রাফ, বুলাক ১২৬৮ হি, ১খ, ২২৯; আর-রাগিব, মুহাদারাত, কায়রো ১২৮৭ হি., ১খ, ১৫২; আস-সাফাদী, গায়ছ, কায়রো ১৩০৫ হি, ২খ, ২৬২ প.)।

৩য়/৯ম ও ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত সমাজের মধ্যে আত্মহত্যা শব্দটির অর্থের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্ভবত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় (তু. আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, কায়রো ১৩২৩-২৫ হি., ২খ, ৯৯, ১১৪ অথবা ইব্‌ন আবী তাহির তায়ফূর মানছূ'র পাণ্ডু., কায়রো, আদাব ৫৮১, পত্রক ৮৮ বি-তে উল্লিখিত আত্মহত্যার উদ্দেশে রচিত কবিতাবলী)। আবূ হায়্যান আত-তাওহীদীর দলের কোন কোন বিতর্ক আলোচনার বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, নৈতিক উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারিলেই কেবল মানব জীবনের মূল্য বজায় থাকে; নহিলে বাঁচিয়া থাকা নিকৃষ্ট ত্রুটিপূর্ণ জীবনের সমাপ্তি ঘটানো হয়, তবে তাহাতে কিছুই আসে যায় বলিয়া মনে হয় না। নিঃসঙ্গতা, হতাশা, পরিস্থিতির মুকাবিলায় ব্যর্থতা এবং যে প্রেমঘটিত পরিস্থিতি কাহারও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়, সেই রকম অবস্থা মানুষকে আত্মহত্যায় বাধ্য করে। সাময়িক ও উপলক্ষগতভাবে অযৌক্তিক মানসিক প্রবণতার প্রভাব

বৃদ্ধি পাইলে আত্মহত্যার কারণ ঘটে। কেননা মনের তিন রকম প্রভাবের সমন্বিত ফলেই মানুষের স্বভাব গড়িয়া উঠে। কেবল ধর্মীয় ঐতিহ্যের বলেই নহে, বরং আত্মহত্যা এমন একটা অযৌক্তিক কার্য, যাহা সম্পাদন করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে বলিয়াই নিন্দার যোগ্য। তবে সময় বিশেষে লোকে উহা এড়াইতে পারে না (মুক'াবাসাত, কায়রো ১৩৪৭ হি., পৃ. ২১৫ প., তু. JAOS, lxvi, ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ২৪৮ প.; আত-তাওহীদী ও মিস্‌কাওয়ায়হ, হাওয়ামিল, সম্পা. এ. আমীন ও এ সা'ক'র, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ১৫০ প., তু. এতদ্ভিন্ন মৃত্যুভয় ও মৃত্যুর আশংকা সম্পর্কিত যথাক্রমে ৭২ প. ও ১৮৭ প., তবে আল-বীরূনী আত্মহত্যার নিন্দা করিতে গ্রীক সূত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন (India, সম্পা. E. Sachau, পৃ. ২৪৮, অনু. ২খ, ১৭১)।

বরাত গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় সংঘটিত অনেক ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এমনকি আত্মহত্যাকারীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যাদিও প্রাসঙ্গিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে (য়াকূত, উদাবা, ৭খ, ১৪৬; ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ১৩খ, ৪১ (?); ইব্‌ন হাজার, দুরার, হ'ায়দরাবাদ ১৩৪৮-৫০ হি., ৩খ., ৩৯২)। যেহেতু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সূত্র হইতেই আমরা প্রধানত আমাদের তথ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, সেহেতু ইহাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই যে, শত্রু হস্তে নিশ্চিত বন্দী বা মৃত্যুর আশংকার ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে অপমানিত ও হৃতমান হওয়া এবম্বিধ বিপদ হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা আত্মহত্যার সাধারণ কারণ বলিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি। ধর্মীয় কারণে ঘৃণা সহকারে আত্মহত্যাকে পরিহার উপলক্ষে রাজনৈতিক হত্যাকে আত্মহত্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ আমলাদের মৃত্যুতে আত্মহত্যার অসমর্থিত গুজবের কথাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। ধর্মমতে গোঁড়া সন্দেহে অকারণ আত্মহত্যার জন্য দোষারোপ করা হইয়াছে। যেমনটি ঘটিয়াছে কবি আবু'ল-'আলা' আল-মা'আররীর বেলায় (য়াকূ'ত, উদাবা, ১খ., ১৯৪প.)। রাষ্ট্রীয় অমর্যাদা, শাস্তির ভয়, অসহ্য রোগযন্ত্রণা (তু. ইব্‌ন গুহায়দের ব্যাপারটি—তবে তিনি কেবল আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করেন ঃ ইব্‌ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, কায়রো ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৮৪; ইব্‌ন বাস্‌সাম, য'াখীরা, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, ১/I, পৃ. ২৮২, Ch. Pellat, ইব্‌ন শুহায়দ, 'আম্মান ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৬৭-৮)। উন্মত্ততা, পাপযুক্ত মনোভাব ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে আত্মহত্যার কারণ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

অর্থবহ পরিসংখ্যান না থাকায় এই বিষয়ে কোন সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হঠকারিতার কাজ হইবে। যেমন মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দাম্পত্য সমস্যাদির সাধারণ উদ্দেশ্য এই ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা পালন করিয়াছে, অথচ উহা কি তথ্যাদির অভাবের জন্য, না ইসলাম ধর্মের প্রভাবের সৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের জন্য, তাহা সঠিক বুঝা যায় না। শারী'আতজ্ঞ 'আলিমদের আত্মহত্যার বিবরণ কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেই সকল 'আলিমের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপকে তাহাদের আত্মহত্যার কারণের তালিকা হইতে সম্ভবত বাদ দেওয়া চলে, তাহারা হইতেছেন ঃ ৬০২ হি., প্রাগুক্ত আল-'ইরাকী; ৬৬৯ হি. খামখেয়ালি ইব্‌ন সাবঈন (দ্র.); ৬৯৮ হি. 'আবদু'র-রাহ'ীম ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-জাযারী আন-নাহ'বী; ৭৩১ হি. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-আশক'র (ইব্‌ন হ'াজার, দুরার, ৩খ, ৩৯২); ৭৮৮ হি. আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আয্‌-যারকাশী; ৮০১ হি. 'আবদু'ল-ক'াদির আল-হ'াম্বালী (আস-সাখাবী, দাও, ৪খ, ৩০০) অথবা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে W. Ivanow কর্তৃক Satpanth, লাইডেন, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., Collectanea, ১খ, ১৮-তে উল্লিখিত ঘটনা। যাহা হউক, মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে জীবনের ঘটনাবলীতে আত্মহত্যাও যে স্থান লাভ করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে আত্মহত্যার বহু ঘটনা হয়ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তবে ইহা যে একটি গর্হিত কাজ বলিয়া গণ্য হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলে আত্মহত্যা সেই কালে কদাচিৎ ঘটিত। মনে হয় ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে জনসাধারণ আত্মহত্যা হইতে বিরত রহিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) T.P. Hughes, A dictionary of Islam, লন্ডন ১৮৮৫ খৃ., Suicide; (২) O. Rescher, in Isl. (সাময়িকী DER Islam ১৯১৯১ খৃ.), ৯খ, ৫৫ প. (আরব্য উপন্যাস); (৩) W. M. Patton, Encyclopaedia of Religion and Ethics, নিউ ইয়র্ক ১৯২২ খৃ., ১২খ., ৩৮; (৪) মুসতাফা জাওয়াদ, আল-মুনতাহিরূন ফিল-জাহিলিয়্যা ওয়াল- ইসলাম, আল-হিলাল, ৪২ সংখ্যা (১৯৩৪ খৃ.), পৃ. ৪৭৫-৯; (৫) L. Nemoy, A tenth Century disquisition on Suicide (য়া'কূব আল-কি'রকি'সানী, Journal of Biblical Literature, ৫৭ সংখ্যা (১৯৩৮ খৃ.), পৃ. ৪১১-২০; (৬) F. Rosenthal, on Suicide in Islam, in JAOS, ১৯৪৬ খৃ., ৬৬ সংখ্যা, পৃ. ২৩৯-২৫৯; ইহাতে পূর্ববর্তী আত্মহত্যা সম্পর্কিত সাহিত্যের অধিকাংশই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে; (৭) H. Ritter, Das Meer der Seele, Wiesbaden ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৪৭, ২৩৯, ৩৫৯, ৪১০, ৪৬৭, ৫১৭, ৫৩৩ [উছ'মানী সুলত'ান ১ম বায়াযীদ (দ্র.) আত্মহত্যা করেন—এই অত্যন্ত সন্দেহজনক ঐতিহ্য সম্পর্কে দ্র. M.F. Koprulu, Bell,১/২ (১৯৩৭ খৃ.) ও মুকরিমিন হালিল-যিনা-নাস, ২খ., ৩৮৮-৯]।

F. Rosenthal (E.I.^{2})/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইন্দোচীন (Indochina) ঃ (সেখানে ইসলাম)। ইন্দোচীন ইউনিয়ন ১৮৮৭ খৃ. ১৯ অক্টোবর তারিখে ফরাসী সরকারের জারীকৃত একটি ডিক্রীর মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছিল। উহা Paul Doumer গভর্নর থাকাকালে (ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭–মার্চ ১৯০২) চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং সংগঠিত হয়। ৭,৪০,০০০ বর্গকিলোমিটারের বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত এই ভূখণ্ডের কোন ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না, বিস্তৃত ছিল চীন দেশ হইতে শ্যাম দেশ, থাইল্যাণ্ড পর্যন্ত, একদিকের সীমান্তে ছিল প্রশান্ত মহাসাগর এবং অপর দিকে ভারত মহাসাগর। ১৯৪৫ খৃ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে এই ইন্দোচীন ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া তিনটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে কম্বোডিয়া (বর্তমান কাম্পুচিয়া), উত্তর-পশ্চিমে লাওস এবং পূর্বে ভিয়েতনাম।

২০শ শতাব্দীর শুরুতে এই সমগ্র অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুমিত হইয়াছিল প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ, অতঃপর সেই সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০ খৃ. কম্বোডীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫,০০,০০০, লাওসীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০,০০,০০০ এবং ভিয়েতনামী ছিল ১,৭০,০০,০০০; তন্মধ্যে ৭৫,০০,০০০ টংকিনে, ৫০,০০,০০০ আন্নামে এবং ৪৫,০০,০০০ কোচিন চীনে বাস করিত। ১৯শ শতাব্দীতে এই তিনটি দেশ মিলিয়া ভিয়েতনাম সাম্রাজ্য গঠিত হয় (এই নামটি দেওয়া হয় ১৮০৪ খৃ.)। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না; তবে সাধারণভাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ১৯৬৯ খৃ. কাম্পুচিয়াতে প্রায় ৪০ লক্ষ অধিবাসী ছিল, লাওসে ছিল ২৫

লক্ষ, ভিয়েতনামে ছিল কমপক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ। এই সংখ্যার মধ্যে রহিয়াছে ৫ লক্ষ চীনা বা চীনা বংশোদ্ভূত লোক, আর ২০ লক্ষের কিছু কম লোক উপজাতীয় সংখ্যালঘু [ইহাদেরকে প্রায়শ ভুলক্রমে লাওসীয়রা বলে খা, ভিয়েতনামীরা বলে মোই, আর কম্বোডীয়রা বলে নোঙ (Pnong)। এগুলির অর্থ হয় যথাক্রমে "শূকর, পাহাড়ী, জংলী মানুষ"]। বিভিন্ন দেশে ইহারা নানা রকমভাবে বিভক্ত। চীনারা বাস করে শহর কেন্দ্রগুলিতে আর সংখ্যালঘুরা মালভূমি অঞ্চলে।

প্রধান প্রধান ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এখন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসীবাদ ও তাওবাদ। কম্বোডিয়া (বা কাম্পুচিয়া) এবং লাওসে (হীনায়ান) বৌদ্ধ ধর্মই রাষ্ট্রীয় ধর্ম, ইহাই ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। ভিয়েতনামে আত্মাপূজাই (Spirit worship) প্রকৃতপক্ষে মূল ধর্ম, আর মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, যদিও অধিকাংশ অধিবাসী ইহার প্রতি আকৃষ্ট তথাপি প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রে ইহার যে ঐক্য ও অবিকৃত রূপ রহিয়াছে এখানে তাহা নাই। তদুপরি ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভিয়েতনামীদের যে সহনশীল ও আপোষমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহার কারণে সেখানকার অধিবাসিগণ বিভিন্ন উৎস-উদ্ভূত ধর্মীয় দর্শনকে সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। তাহার একটি উদাহরণ হইতেছে ১৯২৫ খৃ. সেখানে কাওডাই ধর্মের উদ্ভব। উহার উদ্দেশ্য ছিল এক অভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্বাধীনে বাদবাকী সকল ধর্মাবলম্বীকে একত্রীভূত করা। ১৯৭৯ খৃ. এই নূতন ধর্মানুরাগীদের সংখ্যা হইয়াছিল ২০ লক্ষ এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামী। রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদেরও অধিকাংশ ভিয়েতনামী; উহাদের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। প্রকৃতি পূজারীরা প্রায় সকলেই উপজাতীয় সংখ্যালঘু। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দু ধর্ম কম্বোডিয়াতে দশ শতাব্দী কাল যাবত বিকাশ লাভ করে, এখনও এই ধর্ম পালন করা হয়; তবে এই ধর্মের রূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে শুধু সংখ্যালঘু তামিল ও বাঙ্গালীরা হিন্দু ধর্ম পালন করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া ভিয়েতনামের চামদের (উচ্চারণ করা হয় তায়াম, দ্র. চাম) অধিকাংশই হিন্দু, আর বাকী কাম্পুচিয়ার চাম, মালয় এবং কিছু সংখ্যক তামিল অধিবাসী মুসলমান।

এমনকি শামপার (দ্র. স'নক) গৌরবের দিনেও ইসলাম ইন্দোচীনে কখনও সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া চামগণ প্রধানত হিন্দু ধর্ম পালন করিত আর অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় পালন করিত বৌদ্ধ ধর্ম। অনেক সময়ে আবার এই উভয়ের মিশ্রিত ধর্ম রূপও পালন করিত। কিন্তু যে সকল ধর্মীয় রূপ প্রায় বর্জিতই হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে কম্বোডিয়ার প্রায় সকল চাম ও মধ্যভিয়েতনামের দক্ষিণাংশে বসবাসকারী অধিবাসিগণের প্রায় অর্ধেকই মুসলমান। ইহার নিজেদেরকে "আদি চাম" বলিয়া দাবি করে।

শামপাতে প্রথম কবে ইসলাম আসিয়াছিল তাহার সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, 'আরব সওদাগরগণ ১ম/৭ম শতাব্দীতে সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল আর এইরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে, 'আরব হইতে চীনে গমনাগমনের কালে তাহারা অন্নারের উপকূলেও যাইত। হইতে পারে সেই সময়ে তাহারা কিছু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। E. Huber (in Bulletin de l'Ecole Francaise d'-Extreme-Orient, iii, 55, no. 1) এই মতের সমর্থনে "Annals of the Song" হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছে। সেখানে দেবতার বা আত্মার উদ্দেশে একটি মহিষ বলি দিবার কালে উচ্চারণ করা হইয়াছিল 'আলো-হো কি-পা' অর্থ 'শীঘ্রই ইহার আবার পুনর্জন্ম হউক' এই কথাগুলি। উহা ছিল মুসলমানগণের "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) কথাটির অনুকরণ। শামপার দুইটি কূফী শিলালিপি, একটির তারিখ "১০২৫ খৃ. ও ১০৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং অপরটির তারিখ ১০৩৯ খৃ. (দ্র. P. Ravaisse, JA-তে প্রকাশিত, ২০/২, ২১৯২ খৃ., ২৮৭) হইতে ধারণা করা যায় যে, মুসলিমগণ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে শামপার দক্ষিণে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও কোন চামকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার কথা উল্লেখ করার মত ভিত্তি পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক তথ্যাবলী বা জনশ্রুতি কোন কিছু হইতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে চামদের রাজ্যটি ভিয়েতনামীদের দ্বারা দখল করিয়া নিবার পূর্বে তাহারা ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরিয়া নেওয়া যায়, ইসলাম ১৫ম শতাব্দীতে কম্বোডিয়ার চাম শরণার্থীদের মধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং এই ধর্ম তাহাদের জাতিগত ভ্রাতা মালয়দের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল। এই মালয়রা খৃ. ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে সেই দেশে বারংবার গমনাগমন অব্যাহত রাখে এবং খুব সম্ভব কম্বোডিয়ার এই মুসলিম চামরাই মধ্যভিয়েতনামে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করে। তবে তাহারা খুব বেশী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়।

কম্বোডিয়ার মুসলিম চামগণ ও মালয়গণ ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত কাল বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে, লোকদের ইসলামের ছায়াতলে আনয়ন করে এবং দেশের রাজনীতিতেও কিছু অংশগ্রহণ করে। এই সকল কর্মতৎপরতার ফলেই ১৮২০ খৃ. তাহাদের মধ্যে একজন তুয়ান সাইত আহ্‌মিত (শায়খ আহ্‌মাদ) রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে শত্রুগণের চক্রান্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ১৮৬৩ খৃ. ইন্দোচীন ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইলে তখন তাহারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের ন্যায় কম্বোডিয়াতেও (চাউ-ডক, সায়গন, পান-থিয়েট) বেশ দৃঢ়বদ্ধ সমাজ গঠন করে এবং অন্যান্য কম্বোডীয় অধিবাসী হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে থাকে।

তাহারা যে ইসলাম ধর্ম পালন করে তাহাতে তাহাদের নিজস্ব মৌলিকত্ব বলিয়া কোন কিছু আলাদাভাবে উল্লেখ করিবার নাই। চাম ও মালয়দের যে ধর্মবিশ্বাস, তাহাদেরও সেইরূপ। সকলেই উযূ করে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, ১৫ বৎসর বয়সে ছেলেদের খতনা করান, শূকর, কুকুর, কচ্ছপ, কুমীর, হাতী, ময়ূর, শকুন, ঈগল পাখী ও কাকের গোশ্ত খান না, কোন কড়া বা চোলাই মদ পান করেন না। কেহ কখনও অদ্ভুত কোন মূর্তির পূজা করিলে বা উপাসনা করিলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ মক্কাতে হজ্জ করিতে যান অথবা হজ্জের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা অপর একজনকে হজ্জে বাদল করিতে পাঠান। কম্বোডিয়াতে মসজিদ সচরাচর কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয় এবং বেশ প্রকাশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়। সর্বাপেক্ষা সুন্দর মসজিদগুলি বিশাল খোলা কক্ষসম্বলিত; ঐগুলির পিছনে মিম্বার তৈরি করা হয়। যে মাদুর বিছাইয়া সালাত আদায় করা হয় সেগুলি পরে গুটাইয়া বরগার উপরে রাখিয়া দেওয়া হয়। মসজিদের প্রবেশ পথের বাম দিকে সাধারণত একটি বড় পিপা লাল রঙ্গে রাঙাইয়া রাখা হয় (চাম ভাষায় উহাকে বলা হয় গানং, মালয়ী ভাষায় গেনডাঙ, জাভার ভাষায় বলা হয় কেনডাঙ)। বাহিরে উযূ করিবার জন্য একটি পাকা হাওয থাকে।

মসজিদের এলাকার ভিতরে ইমাম সাহেব ছেলেমেয়েদেরকে 'আরবী পড়ান এবং পবিত্র কু'রআন শিক্ষা দেন। কমপক্ষে ৪০ জন মুসল্লী না হইলে জুমু'আর জামা'আত হয় না। রমযান মাসে প্রত্যেকে বাধ্যতামূলকভাবে রোযা রাখে। ধর্মভীরু পরিবারগুলিতে এই সময় অত্যন্ত সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা হয়। সোমবার কেহ সহবাস করে না।

কম্বোডিয়ার চামগণ বুলান ওক হা'জ্জী (হা'জ্জীগণের রোযার মাস)-তে ধর্মীয় উৎসবও পালন করেন। ইহা বুলান ওক্তলাহ (আল্লাহ্‌র মাস) নামেও পরিচিত, রমযান মাসের দুই মাস পরে এই যি'ল-হাজ্জ মাস আসে। তাঁহারা মৌলুদ অনুষ্ঠানও পালন করেন, ইহাকে মোলোত বা মেলুত ('আরবী মাওলূদ) বলা হয়। এই উপলক্ষে ৩ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মাথার এক গোছা চুল কাটা হয় এবং তাহাকে একটি ধর্মীয় নাম দেওয়া হয়। পুত্রগণকে দেওয়া হয় 'আবদুল্লাহ্ বা মুহাম্মাদ নাম আর কন্যাগণকে দেওয়া হয় ফওয়াতিমোহ (ফাতিমাঃ) নাম। যে বাড়ীতে এই অনুষ্ঠান হয় সেখানে অন্তত চার জন ধর্মীয় ইমামকে দাওয়াত করা হয়। এই চুল কাটার রীতি সম্ভবত কম্বোডীয়দের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আসিয়া থাকিবে।

তামাত অনুষ্ঠান ('আরবী তাম্মা) প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কোন ছেলে যখন হাফিজে কু'রআন হয় তখন করা হয় এই অনুষ্ঠান। আর যে সময় বালকটিকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া সারা গ্রামের চর্তুদিকে ঘুরাইয়া আনা হয়, নারী-পুরুষ সকলে তাহাকে অভিনন্দন জানায়। সে দেশে অবশ্য কু'রআনের হা'ফিজে'র সংখ্যা খুবই কম। তরুন হাফিজকে সেদিন অতি সুন্দর কাপড় পরান হয়, আর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

সূরাহ' (অনুসরণ) অনুষ্ঠান করা হয় প্রথম চাম মাসে। সেই উপলক্ষে দুই দিন রোযা রাখা হয়। এই অনুষ্ঠান তাহারা করে রাসূলুল্লাহ (স')-এর হিজরত উপলক্ষে। বৃদ্ধ লোকেরা যে তওবা করে তাহাকে এখানে বলা হয় তাপাত, আর আন্নামের চামরা বলে তুবাহ, এই উপলক্ষে নামাযের পরে তওবাকারী ব্যক্তির গায়ে পানি ছিঁটাইয়া দেওয়া হয়। কম্বোডিয়াতে মালয়দের ও চামদের একই ধর্মীয় কর্মকর্তা রহিয়াছে। পদ অনুযায়ী তাঁহাদের নাম এই রকমঃ

মালয়	চাম	দায়িত্ব
১। মুফতি	মোফাতি	ধর্ম বিষয়ক আইনবেত্তা
২। তুয়ান কাদলি	তুহ' কালিক	বিচারক
৩। রায়া কাদলি	রাজক কালিক	বিচারক
৪। তুয়ান পাকিহ	তুয়ান পাকে	ধর্মবিষয়ক আইনবেত্তা
৫। হাকিম	হাকেম	চিকিৎসক
৬। কেতিপ	কাতিপ	ধর্ম প্রচারক, খাতীব
৭। বিলাল	বিলাল	মু'আয্‌যি'ন
৮। লেবাই	লেবেই	ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী

ইহাদের সকলের জন্যই সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কর মওকুফ। প্রথমোক্ত চারজনের কম্বোডীয় নাম হইতেছে যথাক্রমে (১) ওকানা রাচা কোলি, (২) ওকানা রায়া কোলি, (৩) ওকানা টোক কোলি এবং (৪) ওকানা পাকে। স্বয়ং রাজা তাঁহাদের নিযুক্ত করেন, তাঁহারা রাজার পরিষদের সদস্য এবং কম্বোডিয়ার মুসলমানদের মুরুব্বীস্বরূপ। দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ মনে করেন যে, তাঁহারা হইতেছেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চার খলীফার প্রতিনিধি স্থানীয়, সে কারণেই তাঁহারা যথেষ্ট আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বও ভোগ করিয়া থাকেন।

ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণত সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হইয়া থাকেন। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহাদেরকে ইমাম করা হয়। এই সকল বংশের কন্যাদেরকে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয় যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত স্ত্রী হইতে পারেন।

কম্বোডিয়ার মুসলমানরা ওয়ালী-দরবেশগণের মাযারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ মাযারকে তাঁহারা বলে তা-লাক। তাহারা ভূত-প্রেত, অশুভ আত্মা, যাদু-টোনা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন এবং কিছু কিছু কৃষিজ রীতিনীতি পালন করিয়া থাকেন। সেগুলি আবার প্রতিবেশী দেশসমূহেও দেখা যায়। যেমন কম্বোডীয় ও আন্নামীদের অঞ্চলে এইগুলি সকলই প্রাচীন প্রকৃতি পূজাযুগের স্মৃতি বহন করিতেছে।

কম্বোডিয়ার মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। পিতার কর্তৃত্ব খুবই বেশী। স্ত্রীর প্রতি তাহারা যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করে এবং স্ত্রীকে সম্মানের চোখে দেখে। কিন্তু স্ত্রী ও কন্যাকে তাহারা কড়াকড়িভাবে বাড়ীর ভিতরে রাখে। মেয়েরা বেশ অল্প বয়সেই ঘর-সংসারের কাজ শিক্ষা করে। তাহারা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। একমাত্র মুসলিম ছাড়া আর কোন ধর্মাবলম্বীকে বিবাহ করা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। মুসলিম চামগণ কম্বোডীয়গণের নিকট হইতে একটি রীতি গ্রহণ করিয়াছে যে, মেয়েদের বয়স ১৫ বৎসর হইলেই তাহাদের দাঁত রঙ করাইয়া দেয়, সেই সময়ে ইমাম সাহেব দু'আ'-দরূদ পাঠ করেন এবং মেয়ের মাথায় যমযমের পানি ছিটাইয়া দেন।

বিবাহের রীতি সাধারণভাবে মুসলিম রীতিই। ১৮ বৎসরের আগে ছেলেদের এবং ১৫ বৎসরের আগে মেয়েদের বিবাহ সাধারণত হয় না। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিরাট খানাপিনার আয়োজন হইয়া থাকে। তালাক আছে, তবে খুবই কদাচিৎ; স্ত্রী যদি তা'লাক' দাবি করে তবে (চাম ভাষায় সাকাভিন, মালয় ভাষায় মাসকাবিন) বিবাহের সময়ে স্থিরীকৃত কাবিনের অর্থ (মাহ্‌র) সে আর পায় না।

কাফন-দাফনের রীতি খুবই সহজ সরল। লাশ প্রথমে দুইবার জুজুব পাতা জ্বাল দেওয়া পানি দিয়া ধোয়ানো হয়। কখনও বেনজয়েন মিশানো পানি দিয়া ধোয়ানো হয়। তারপরে আবার পরিষ্কার পানি দিয়া গোসল করানো হয়। অতঃপর সাদা কাফনের কাপড় পরাইয়া মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ মুর্দার মুখ কা'বামুখী করিয়া কবর দেওয়া হয়। মাটি দিয়া উপরে কাঁটা-গুল্ম গাঁথিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শৃগাল বা অন্য কোন বন্য প্রাণী লাশ না নিয়া যাইতে পারে। পরে কবরের মাথার কাছে অথবা পায়ের কাছে ছোট, চেপ্টা আকারের সমাধি ফলক স্থাপন করা হয় উহাতে আবার কখনও কখনও অলংকরণও করা হয়, নানা রকম নকশাও করা হয়। উহাকে বলা হয় কুত (সংস্কৃত কুট?)। মৃত্যুর পরে তৃতীয়, সপ্তম, দশম, ত্রিশতম, চল্লিশতম ও শততম দিবসে ইমামগণকে দাওয়াত করা হয়, তাঁহাদের সঙ্গে পরিবারের সকলে কবরস্থানের নিকটে বসিয়া খাবার খায় এবং অতঃপর দু'আ করা হয়। আন্নামের চামরা যে কবর হইতে পুনরায় লাশ উত্তোলন করে সেই রীতি ইহাদের মধ্যে নাই।

স্ত্রী মারা গেলে স্বামী ৪০ দিন পর্যন্ত সাদা কাপড় পরিয়া থাকিয়া শোক প্রকাশ করে, আর স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী তিন মাস দশ দিন পর্যন্ত শোকের চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পরে ১০০ দিন পার না হইলে সেই বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না।

আন্নামের চামদের মধ্যে আচরিত ইসলামের রূপটি আবার ভিন্নতর। সেখানে যেন শী'আ প্রভাবই বেশী লক্ষণীয়। আচান (হাসান) [রা], আচাই (হুসায়ন) [রা], ইহাদের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করা হয়। আন্নামে এখন পর্যন্ত যে স্বল্প সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে সেগুলির বিষয়বস্তুতেও তাহাদের গুরুত্ব বেশী লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার কাহিনী, জনশ্রুতি ইত্যাদিতেও তাহাদের যথেষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। তবে সেখানকার সমাজে পূর্বেকার প্রকৃতি পূজা ও হিন্দু বিশ্বাস এবং রীতিনীতি যথেষ্ট অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সেইগুলি ইসলামী রীতিনীতি ও আচার-আচরণের পাশাপাশি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। আন্নামের মুসলিম চামদেরকে যে মুসলিমরূপে গণ্য করা হয় তাহা প্রধানত তাহাদের এই সহজ-সরল বিশ্বাসটির কারণে যে, তাহারা মুসলিম। তাহারা স্বদেশবাসী হিন্দুদেরকে অকপটেই কাফির বলিয়া আখ্যা দেয়। তাহাতে কোন প্রকার অপমানাত্মক মনোভাব থাকে না, আর নিজদেরকে বলে বানী বা ধর্মের সন্তান অথবা চাম আসালাম (ইসলাম) অর্থাৎ ইসলামের চাম। তাহারা ঘোষণা করে যে, একমাত্র উপাস্য অবলাহ্ (আল্লাহ) কিন্তু আবার তাহারা পো দেবতা থওর (চভোর) সংস্কৃত দেবতা স্বর্গ "দেবহা স্বর্গের প্রভু" এই নামও উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া কতকগুলি কৃষিজ অনুষ্ঠানে তাহারা উপহার প্রদান করে। যেমন পো আলওয়াহ' গাক' আলাকে (পাতালপুরীর রহস্যময় দেবতা) তাহারা দুইটি ডিম, এক পেয়ালা ভাতের তাড়ি ও তিনটি পান দিয়া থাকে। বস্তুত তাহারা কিন্তু আল্লাহ তা'আলা, এই মুসলিম প্রকাশ ধ্বনি হইতেই উক্ত দেবতা বা শক্তিকে কল্পনা করিয়া নিয়াছে। তাহারা আবার ব্রাহ্মণ দেবতা পো ইনো নোগার-এর দেশের মাতা (উমা, ভগবতী) এবং তাহার স্বামী পো ইয়াঙ আমো) = হা'ওয়া- এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করে অর্থাৎ এই যে উমা, ভগবতী ও মহাপ্রভু শিব, ইহারা তাহাদের ধারণায় আদি মাতা-পিতা হা'ওয়া ও আদাম (আ) ব্যতীত আর কেহই নহেন।

আন্নামের কাফির চামগণ উহার সহনশীলতার সঙ্গে পো ওভলাহ্ (আল্লাহ)-এর নামে নিরাকার সর্বশক্তিমানের কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তিনি পো রাচুল্লাকের (রাসূলুল্লাহ) এবং পো লাতিলার (ﻻ ﺍﻟﻪ। লা-ইলাহা) স্রষ্টা. তিনি মোকা (মক্কা) হইতে অধিষ্ঠান করেন এবং তাঁহার স্রষ্টা পো ওভলাহ্'ক (ﻻ ﺍﻟﻪ। আল্লাহ্)। তিনি হইলেন নবি মাহ'মাত (=নবী মুহ'াম্মাদ)-এর পিতা। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, এক বিভ্রান্তিজনক ধারণা হইতে কাফিরগণ তিন উপাস্যের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহ'াম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

বনি আন্নামের নবী মাহামাত অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (স') সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত উচ্চ কিন্তু বিভ্রান্তিজনক। কু'রআন শারীফকে তাহারা মনে করে তাপুক (কিতাব) নবী মাহ'মাত-নবী মুহ'াম্মাদ (স')-এর কিতাব বলিয়া; কু'রআনকে তাহারা তাপুক আসালাম (কিতাবু'ল-ইসলাম) অর্থাৎ ইসলাম-গ্রন্থ, কিতাব আলামাদু (কিতাবু'ল-হ'ামদ) অর্থাৎ প্রশংসার গ্রন্থ, তাপুক চাকারাই অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য গ্রন্থও বলিয়া থাকে। কোন সময়েই তাহারা কুরআন শারীফ কথাটি বলে না। তদুপরি এক খণ্ড কু'রআন শারীফও তাহাদের নিকটে আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। যে স্বল্প সংখ্যক খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলিরও পাঠ শুদ্ধ নহে। চীনা কাগজের উপরে তুলি দিয়া লেখা, কালি-কলম দিয়া নহে। বানিগণ আবার এক অধ্যাত্মবাদী বিষয় ধর্মীয় সারসংক্ষেপের আদেশ-নিষেধও পালন করিয়া থাকে। জাবানীদের প্রিমবোনের সঙ্গে উহার মিল আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা সেই গ্রন্থকে বলে নুরশাভান। ধর্মীয় নেতাগণ শুধু রমযান মাসে (রামাদান) এই খানির অনুলিপি তৈরি করিয়া থাকেন এবং প্রতি খণ্ডের জন্য একটি করিয়া সাহিত্য পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন।

আন্নামের চামগণ শুধু শুক্রবার দিন এবং রমযান মাসে পাঁচ ভাহ' বা ভাকতু (ওয়াক্ত) স'ালাত আদায় করিয়া থাকে। সেই ভাকতুগুলির নাম তাহারা বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে চাবাহিক, চোবাহিক (সুব্হ) "ফজরের সালাত"; ভাহ'চারিক (জুহর) যুহরের স'ালাত; আসারিক (আস্‌র) আসরের স'ালাত'; মোগারিপ (মাগ'রিব) মাগরিবের স'ালাত; ইহসা (ইশা)। ইশার স'ালাতে তাহারা যে সূরা পাঠ করে তাহাতে তাহাদের নিজেদের ভাষাগত সংমিশ্রণের ফলে উচ্চারণ বিকৃতি খুব বেশী হয়, যে কারণে অনেক সময়ে বুঝিতেই অসুবিধা হয়। যেমন বিসমিল্লাহির রাহ'মানির রাহ'ীমকে তাহারা পড়ে "আবিহ সিমিল্লা হয়োর রাহ' মোনয়োর রাহ হিমিক'"। আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে তাহারা পড়ে "দুলাহু আক্কাবার; লা ইলাহা ইল্লাওয়াহুক উউওয়াহুক আক্কাবার।"

উযু তাহারা কদাচিতই করে; তবে উযুর মত করিয়া কতগুলি ইশারা করে। দেখিয়া মনে হয় যেন মাটির মধ্যে কোন গর্ত আছে, সেই গর্ত হইতে পানি নিয়া তাহারা উযু করিতেছে। ছেলেদের খাতনা করাইবার রীতিও কতকটা প্রতীকধর্মী। ছেলেদের ১৫ বৎসর বয়সে অবশ্যই বিবাহের আগে এই খাতনা করানো হয়। ইমাম সাহেব একটি কাঠের ছুরি নিয়া খাতনা করাইবার ভান করেন। তাহাতেই খাতনা হইয়া গেল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। তখন ছেলেটিকে নূতন নাম দেওয়া হয় (আওওয়াল-আওয়াল)। সাধারণত 'আলী বা মুহ'াম্মাদ সহযোগে সেই নাম রাখা হয়। বানিয়া মক্কাতে হজ্জ করিতে যায় না। তাহারা যদিও শূকরের মাংস খায় না, কিন্তু ইমাম সমেত প্রায় সকলেই ভাতের তাড়ি পান করে, অন্যান্য নেশাকারক পানীয়ও পান করে। মসজিদে অবশ্য কেহই কোন প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় বা শরাব পান করে না। শুক্রবার জুমু'আর স'ালাতের সময়ে মসজিদে যদি ৪০ জন লোক জমায়েত না হয় তবে অনুপস্থিত জনদের স্থলে পিঠা বা কেক স্থাপন করিয়া নেওয়া হয়, খাবারের পরে সালাত আরম্ভ হয়।

রমযান মাসে লোকেরা মাত্র ৩ দিন সিয়াম পালন করে, তবে ইমামগণ গোটা সমাজের পক্ষ হইতে পুরা তিরিশটিই পালন করেন। সিয়ামের সময়ে ইমামগণ মসজিদের মধ্যে আবদ্ধই থাকেন, তাহাদের সঙ্গে থাকে ওয়াজীফার বই, ত'াসবীহ, চায়ের পাত্র, ঘুমাইবার মাদুর, পিতলের পিকদানী ও পান-সুপারীর বাটা। গোসলের জন্য ব্যতীত এই সময়ে তাহারা বস্তুত মসজিদ হইতে বাহিরে আসেন না এবং ই'তিকাফে থাকেন। অন্যান্য প্রয়োজন তাঁহারা মসজিদের ছাদের নীচেই নির্মিত সংলগ্ন কক্ষসমূহে সমাধা করিয়া থাকেন। মসজিদকে তাহারা বলে সাঙ মোজিক (সামোজিক, সামগ্রিক; তু. Ach. mosogil)। কা'বামুখী করিয়া তৈরী মসজিদগুলি সাধারণত বাঁশের বেড়া দেয়া খড়ের চালযুক্ত হয়।

সেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের নামগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, ইসলাম আন্নামে যথেষ্ট বিকৃত হইয়াছে। সকলের উপরে রহিয়াছেন পোগ্রু অথবা ওঙ গুরু (সংস্কৃত গরু)। তাঁহার নীচে রহিয়াছেন ইমামগণ, তাঁহাদের মধ্য হইতেই ওঙ গুরু নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতঃপর রহিয়াছেন কাতিপগণ (খাতীব), তাঁহারা মসজিদে খুতবা পাঠ করেন; অতঃপর মোদিন (মুআয্'যিন)-গণ; আচারগণ

(সংস্কৃত আচার্য)। তাহারা মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ধর্ম শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। সাধারণভাবে আন্নামে আচার কথাটি দিয়া মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনকারীকেই বুঝানো হইয়া থাকে, ইহার সমতুল্য হইতেছে হিন্দু বাচাইহ্‌'গণ অর্থাৎ পুরোহিতগণ।

আন্নামের সকল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই তাঁহাদের মাথার চুল ও মুখের দাড়ি-গোঁফ চাঁচিয়া ফেলেন। তদুপরি আবার কম্বোডিয়াতে সাদাসিধা সাদা রঙের ফেয টুপির উপরে তাহারা এক বিশাল আকারের পাগড়ি পরেন। উহাতে সোনালী, লাল বা খয়েরী রঙের নক্সী করা ফিতার কিনারা থাকে। তাঁহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই নক্সী করা ফিতা দীর্ঘ বা খাটো হয়। হিন্দু পুরোহিতদের মত তাঁহারা একটি লম্বা বেতের লাঠি হাতে রাখেন, সেই বেতের গোড়ার দিকে যে শিকড় থাকে সেগুলিকে বুনিয়া একটি ছোট ঝুড়ির আকারের করা হয়, এইরূপ লাঠি শুধু ওঙ গ্রু রাখিতে পারেন। তাহাদের পোশাক একটি সাদা সারোঙ অর্থাৎ একটি দীর্ঘ সাদা জোব্বা, উহার চারিদিক আটকানো, শুধু গলায় বোতাম থাকে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে মসজিদের মিম্বার এবং ভিতরের সকল স্থানে সাদা কাপড় বিছানো হয়। এই সকল দিবস উপলক্ষে তাঁহারা পাগড়ী বদল করিয়া বিনিময়ে এক প্রকার থালা গ্রহণ করেন। সেইটির মাঝখানে ছিদ্র করিয়া এক টুকরা ফিতা দিয়া ফেয টুপির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন। তখন সব কিছু মিলাইয়া তাঁহাকে যেন একজন বিচারপতির মত দেখায়। এই ধর্মীয় নেতাগণের জ্ঞান বস্তুতপক্ষে তাঁহাদের অজ্ঞ অনুসারীদের অপেক্ষা খুব বেশী নহে। 'আরবী তাহারা সামান্য পড়িতে পারেন, ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশুনাও কমই করেন। কয়েকটি মাত্র সূরা তাহারা মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারেন। "পিতা-পিতামহগণও পড়িতেন, তাই তাঁহারাও পড়িয়া থাকেন।" তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খাজনা আদায় করা হয় না। তাঁহাদের জন্য কোনরূপ শ্রম বাধ্যতামূলক নহে। জনসাধারণ তাঁহাদেরকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে। বিদ্যা যত কমই থাকুক না কেন, তাঁহারাই সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী। যেহেতু তাহারা কতকটা উদাসীন ও সহনশীল প্রকৃতির, কাজেই কোন বিশ্বাসী যখন পো ইয়াঙ-এর নিকটে বা বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর নিকটে কোন উপহার বা উপাচার নিয়া আসে তখন তাঁহারা কোনরূপ খারাপ ধারণা করেন না, বরং ভূত-প্রেত ইত্যাদি দূর করিবার উদ্দেশে এমন কিছু কিছু কৃষিজ আচার-অনুষ্ঠান বা যাদু-টোনা ইত্যাদি করেন যাহার সঙ্গে ইসলাম বা মুসলিম ঐতিহ্যের কোন সম্পর্কই নাই। হিন্দু বাচাইহদের সঙ্গে তাঁহারা যথার্থ সুসম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলেন, নিজেদের ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে তাহাদেরকে দাওয়াত করেন, নিজেরাও তাহাদের কাছ হইতে দাওয়াত পান। তবে ইমাম-এর খাবার অবশ্যই কোন মুসলিম মেয়ে রান্না করিয়া দেয় এবং একে অন্যকে যথেষ্ট সম্মান দিয়া থাকে। পারস্পরিক সহনশীলতার কারণেই সেখানকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কেহ শূকর বা গরুর গোশত খায় না।

শুধু হিন্দুদের শবদাহের অনুষ্ঠান হইতে মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ কৌশলে অনুপস্থিত থাকেন এবং বলা হইয়া থাকে যে, অতীতে মৃতদেহের এই ভয়াবহ ধর্মীয় ব্যবস্থার কারণেই একমাত্র মুসলিম ইমামগণই রাজপ্রাসাদে প্রবেশের অধিকার পাইতেন; সেখানে প্রসূতির জন্য দু'আ করিতে পারিতেন এবং রাজার অনুপস্থিতিতে তাহার পত্নী ও ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করিবার দায়িত্বে থাকিতে পারিতেন।

হয় সুপ্রাচীন রীতির ফলে অথবা মালয়-পলিনেশীয় মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে অথবা আন্নামের হিন্দুদের সাহচর্যের ফলে যাহাদের মধ্যে নাকি পাজাউ নাম্নী পূজারিণী রহিয়াছে—আন্নামের মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে নারী ধর্মনেত্রী রহিয়াছেন। তাঁহাদেরকে বলা হয় রাজা বা রিজা। পরিবারের কোন সদস্যের রোগমুক্তির জন্য বা কেহ দূরের পথে যাত্রা করিলে বা শুভ মুহূর্ত দেখিয়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ আরম্ভ করিলে তখন সর্বপ্রথম ইমাম কয়েকটি দু'আর বাণী পাঠ করেন। অতঃপর রাজা-প্রায়শ স্বয়ং গৃহকর্ত্রীই রাজা হইয়া থাকেন—সেদিনের অর্থাৎ গায়িকাদের গান ও ঢোল বাজানোর সঙ্গে রীতিসিদ্ধ এক প্রকার নাচে অংশ গ্রহণ করেন অথবা এক প্রকার উত্তেজনাকর অবস্থা প্রদর্শন করেন যাহাতে নাকি দেবী বা প্রেতাত্মা বশীভূত থাকে। সেই একই সময়ে আবার উক্ত শক্তির নামে পশু হত্যাও করা হয়। এইরূপ অনুষ্ঠানের পরে সাধারণত বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। রাজাগণ অবশ্যই বধ করা শূকর বা গুঁই সাপের গোশত খাইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা বিরাট বাৎসরিক উৎসবে প্রধান ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসব সম্ভবত মালয় বা ইন্দোনেশীয় প্রাচীন রীতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। অনুষ্ঠান হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে। সে সময়ে জাভা নামটি বারবার উচ্চারণ করা হয় এবং মুসলিম চামগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের "পূর্বপুরুষদের নববর্ষ অনুষ্ঠান"।

অনুষ্ঠান চলে দুই দিন ও তিন রাত্রি ধরিয়া। একটি চতুর্দিক ঘেরা স্থানের মধ্যে মস্ত বড় এক অস্থায়ী চালাঘর তৈরি করা হয়। যথাসম্ভব নূতন সরঞ্জাম দিয়াই নির্মাণ করা হয়, ভিতরে সাদা সূতী কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। একটা বেদী করা হয়; উহা হইল সাদাসিধা বড় একটা খাঞ্চা। তাহাতে থালা থাকে, সেগুলিতে খাবার ও পান -সুপারী দেওয়া হয়। থালাগুলির কিনারাতে মোমবাতি জ্বালানো হয়, চর্তুদিকে রঙ-বেরঙের সূতা দিয়াও বাঁধা হয়। দুইটি থাম হইতে টানা দিয়া একটি ঝুলনা ঝুলানো হয়, উহা রাজার জন্য, তাঁহাকে সাহায্য করেন তিনজন ইমাম ও মোদিন। তিনি নিজে মাদল দ্বারা একটি সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে একটি ক্লারিওনেট, একটি বেহালা, করতাল ও ঢোল (গানঙ)। এই উৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর খানাপিনার ব্যবস্থা থাকে। উদ্বোধন করা হয় বিসমিল্লাহ বলিয়া। অতঃপর পর্বত ও বনভূমির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বন্দনা গাওয়া হয়, সাগরের পরপারে যে দৈব শক্তি থাকে তাহার বন্দনা গাওয়া হয়, তবে তাহার নাম ধরিয়া নহে। সবশেষে ৩৮ জন দৈব শক্তির বন্দনা করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকের নামে ইমামগণ দু'আ পাঠ করেন। এই উৎসবের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময় অংশ শুরু হয় দ্বিতীয় দিনে শুকতারা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মোদিন প্রথমে দৈব শক্তিসমূহের বন্দনা করেন। অতঃপর রাজা তাহাদের তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ এক নৃত্য প্রদর্শন করেন। অতঃপর তাঁহারা এক কাঠের তৈরী একটি নৌকাতে আরোহণ করেন। বলা হয় যে, সেই নৌকা খাজনা তোলার জন্য জাভা হইতে বা চীন দেশ হইতে আসে। যে বাড়ীতে অনুষ্ঠান হয় সেই বাড়ীর মালিক এমন ভাব দেখান যেন তিনি জাভানী ভাষা কিছুই বুঝিতে পারেন না। আর মোদিন তখন দোভাষী হইয়া সব বুঝাইয়া দেন। চতুর্দিকে হাসিঠাট্টা চলিতে থাকে। ডিম, কেক আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগানো একটি বানরের মূর্তি নৌকাতে তোলা হয়। অংশ গ্রহণকারীরা তখন সেই অস্থায়ী ঘরের দেওয়াল, ছাদ সব ভাঙ্গিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া কেকের জন্য মারামারি করিতে থাকে। তৃতীয় দিনে রাজা তাঁহার কর্মকর্তাবৃন্দ ও সঙ্গীতজ্ঞদের লইয়া নদীতে যান এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে বানরের মূর্তি সমেত নৌকাটি পানিতে ভাসাইয়া দেন। অতঃপর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আন্নামের বানিগণের মধ্যে যে খাতনা করানো হয় তাহা শুধু প্রতীক ধরনের কাঠের ছুরি দিয়া খাতনা করিবার ইশারামাত্র করা হয়; প্রকৃতপক্ষে চামড়া কাটা হয় না। সেখানকার বৃদ্ধ লোকেরা যে তত্ত্ব করে তাহা কম্বোডিয়ার অনুরূপ। আর কারোহ (শাব্দিক অর্থ বন্ধ করা) করা অর্থ কোন মেয়ে যে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে তাহা ঘোষণা করা। তাহার পূর্বে কোন মেয়ে চুল বাঁধিতে পারে না বা বিবাহ করিতে পারে না। ততদিন পর্যন্ত মেয়েরা তাবুঙ থাকে অর্থাৎ কোন ছেলে তাহার নিকটে বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে পারে না। কেহ অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের সঙ্গে সেইরূপ ইচ্ছা লইয়া মেলামেশা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান হয় ওঙ গ্রুর সভাপতিত্বে এবং দুইজন ইমামের উপস্থিতিতে। একেক বারে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ের বিষয় বিবেচনা করা হয়। অনুষ্ঠান দুই দিন স্থায়ী হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় আল্লাহর 'ইবাদাত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা দ্বারা। অতঃপর হিন্দু দেবদেবিগণের নাম লওয়া হয় এবং পূর্বপুরুষদের নাম নেওয়া হয়, সবশেষে খানাপিনা হয়। তখন ইমামগণ আলাদা আলাদাভাবে খানাপিনা করেন। দুইটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়, একটি অনুষ্ঠানের জন্য এবং অপরটি মেয়েদের সাজঘর হিসাবে, যেখানে মেয়েরা চারজন পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে ঘুমায়। ইমামগণ সারা রাত 'ইবাদাত করেন। সকাল ৭-০ টার সময় মেয়েরা সর্বাপেক্ষা ভাল পোশাক পরিয়া, সুন্দর অলংকার পরিয়া আবির্ভূত হয়। তখন তাহাদের খোলা চুল একটি ত্রিকোণাকার মুকুট দ্বারা ঢাকা থাকে। তাহাদের সামনে একজন বৃদ্ধ মহিলা এবং সাদা কাপড় পরা একজন লোক যায়। লোকটি এক বৎসরের একটি শিশু কোলে করিয়া লইয়া যায়। বাচ্চাটির পোশাক হয় হুবহু সেই মেয়েদেরই মত। শুধু মাথার মুকুটটি থাকে না। ওঙ গ্রু ইমামদের সামনে যাইয়া তাহারা নত হইয়া বসে। ওঙ গ্রু তখন শিশুটির মুখে একদানা লবণ দেয়, তাহার মাথার এক গোছা চুল কাটিয়া নেয় এবং একটু পানি খাইতে দেয়। মেয়েদেরও ঠিক তাহাই করে। অতঃপর মেয়েরা সারিবদ্ধ হইয়া আবার ঘরের ভিতরে চলিয়া যায়। কোন মেয়ে যদি ইতোমধ্যে পুরুষ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া থাকে তবে তাহার ঘাড় হইতে চুলের গোছা কাটিয়া লজ্জা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার আর এক দফা খানাপিনা হয়। তখন ইমামগণ সমবেত মুসলমানদের আগে খাবার খাইয়া লয় এবং তাহা দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

আন্নামের বানিদের মধ্যে যে জন্মোৎসবের রীতি তাহা কাফিরদেরই (Kaphir) অনুরূপ। তফাৎ এই যে, বানিরা শিশুর জন্য উপলক্ষে কোন পশু যবেহ করে না বা কোন দেবদেবীর উদ্দেশে পশু হত্যা করে না। কেহ কোন মেয়েকে প্ররোচিত করিতে চাহিলেও তাহাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়। ১৭-১৮ বৎসর বয়স্ক না হইলে কোন যুবক বিবাহ করে না। পানরাঙে—স্পষ্টতই প্রাচীন মালয়-মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে উহার আরও অন্যান্য নিদর্শন রহিয়াছে। যেমন মেয়েদের উত্তরাধিকার ও মায়ের মাধ্যমে বংশের পরিচয় খোঁজা এবং পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় পদ্ধতিসমূহ পালন করা। বিবাহের রীতি এই যে, মেয়েরা নিজেরা তাহাদের উপযুক্ত তরুণ যুবকের সন্ধান করে, অথচ ইন্দোচীনের অন্যত্র ইহার বিপরীত রীতিই প্রচলিত। বিবাহ (চাম ভাষায় খিলাহ', 'আরবী নিকাহ') উপলক্ষে দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়বহুল উৎসব হইয়া থাকে। সাধারণত ইহার পরিবর্তে প্রকাশ্যে একত্রে বাস করে, তাহাতে কোনরূপ বদনাম উত্থাপিত হয় না। পরে তাহারা যখন সমর্থ হয় তখন ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। আর এমনও দেখা যায় যে, কোন স্বামী-স্ত্রী তাহাদের বিবাহের খানাপিনার আয়োজন করে এত পরে যে, তাহাদের দুই তিনটি ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে এবং তাহারাও উহাতে যোগদান করে। কাফিরগণ অপেক্ষা বানিগণ এই উৎসব অনেক বেশী বড় আকারে করিয়া থাকে। তখন ইমামগণ বারবার দু'আ' পাঠ করেন। ওঙ গ্রু স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিনিধি হইয়া ফাতিমারূপী কনেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আলী প্রদত্ত উপহার সে গ্রহণ করিল কিনা। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিরাট খানাপিনার আয়োজন হইয়া থাকে। যৌতুকের সম্পদাদি স্ত্রীর নিকট থাকে। কোথাও তালাকের ঘটনা ঘটিলে তখন স্ত্রী সেগুলি লইয়া যায়। তালাক দেওয়া সহজ কিন্তু সেক্ষেত্রে উভয়ের যৌথ সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই স্ত্রীর অংশে পড়ে। মিশ্র ধর্মীয় বিবাহের ঘটনা প্রায় বিরল। আর সেক্ষেত্রে সন্তানেরা নিজ নিজ মায়ের ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কখনও এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, মুসলিম কোন মহিলা হিন্দু স্বামী গ্রহণ করিয়াছে।

বানিদের মধ্যে লাশের দাফন-কাফনের রীতি অতি সহজ। কিন্তু কাফিরদের মধ্যে যথেষ্ট বিস্তারিত রীতিনীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। লাশে সাদা কাপড়ের কাফন পরানো হয় এবং একটি ছোট কুড়ে ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেখানে ওঙ গ্রু ও ইমামগণ দু'আ দরূদ পাঠ করিতে থাকেন। রাত্রি হইলে তখন প্রায় গোপনে লাশ দাফন করা হয়। সে সময়ে চারজন ইমাম উপস্থিত থাকেন। লাশ উত্তর শিয়র এবং কা'বামুখী করিয়া দাফন করা হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা তখন মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি প্রার্থনা জানায়, যেন তাহাদের কাহারও প্রতি আসিয়া ভর না করে। মৃত্যুর ৩য়, ৭ম, ১০ম, ৩০ম, ৪০মত, ১০০তম দিবসে এবং মৃত্যুবার্ষিকীতে গোরস্তানের পাশে "পাবি" অনুষ্ঠান হয় অর্থাৎ সেখানে দু'আ-খায়র হয়, লোকজনকে খাওয়ানো হয়, ইমামগণকে উপহার দেওয়া হয়। এসব দিবসের মধ্যে আবার ৭ম ও ৪০তম দিবসের অনুষ্ঠান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ পরবর্তী কোন মৃত্যু বার্ষিকীতে অবশ্যই একবার কবর হইতে উঠানো হইয়া থাকে। হাড়গোড় ও দেহের সোনার বা রূপার অলংকারাদি সব একটি ছোট কফিনে ভরা হয় এবং তাহা কোন একটি বিশেষ স্থানে কবর দিয়া রাখা হয়। সেই স্থানটিকে তাহারা পবিত্র বলিয়া মনে করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কম্বোডিয়াতে ইসলাম মোটামুটি নিষ্কলুষ ও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। আর আন্নামে নানা প্রকার রীতিনীতি ও আচার-আচরণাদি আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কিছু আসিয়াছে প্রকৃতি পূজারীদের মধ্য হইতে আর কিছু আসিয়াছে হিন্দুদের মধ্য হইতে। তবে চামগণ নিঃসন্দেহে ভাল মুসলিম হইতে চায়। দীর্ঘ কালের অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত আচরণই তাহাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য দায়ী। মালয়ী হাজ্জীগণ দ্বীপপুঞ্জ হইতে অথবা কম্বোডিয়া হইতে তাবলীগে আসিয়া বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনেক গ্রামে দেবদেবীদের উদ্দেশে বলি দানের প্রথা রহিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহারা ভাতের তাড়ি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই।

ইন্দোচীনব্যাপী আধুনিকতার ও পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়িবার ফলে উল্লিখিত এই সকল আচার-আচরণ পালনের মনোভাব এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক গুরুত্বহীন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগের জীবনধারার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সকল রীতিনীতি আস্তে আস্তে আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

ফরাসী প্রশাসন খুব জবরদস্তিমূলকভাবে না হইলেও চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে চামগণ সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হইয়া না যায় এবং একটি আলাদা

জাতিগত অস্তিত্ব না হারায়। ২০শ শতাব্দীর শুরুতে তাহাদের সেইরূপ সকল স্বকীয়তা হারাইয়া অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবার আশংকা দেখা দিয়াছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলে তাহাদের নির্মিত সৌধসমূহের মধ্যে যেগুলি তখনও পর্যন্ত টিকিয়া ছিল সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় এবং অধিবাসিগণের আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়া আসে। তাহাদের ভবিষ্যত তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে, আর তাহা খুবই অনিশ্চিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. aymonier, Les Tchams et leurs religious, প্যারিস ১৮৯১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Legendes historiques des chams, Excursions et reconnaissances-এ প্রকাশিত, ১৪খ, নং ৩২; (৩) ঐ লেখক, Grammaire de la langue Chame, সায়গন ১৮৮৯ খৃ.; (৪) Aymonier ও Cabaton, Dictionnaire cam-Francais, introduction La Langue chame, প্যারিস ১৯০৬ খৃ.; (৫) Cabaton, Notes sur l'Islam dans l'Indochine Francaise, RMM- এ প্রকাশিত, ১খ, ২৭-৪৭; (৬) ঐ লেখক, Les Chams musulmans de l Indochine Francaise, ঐ, পৃ. ১২৯-১৮০; (৭) ঐ লেখক, Nouvelles recherches sur Les Chams, প্যারিস ১৯০১ খৃ.; (৮) R. P. Durand, Les Chams Banis, Bulletin de l'Ecole francaise d Extreme-Orient, ৩খ, ৫৪-৬২, ৪৪৭-৫৪, ৫৯৭-৬০৩, ৫খ, ৩৬৮-৮৬; (৯) এ লেখক, Notes sur les Chams, Revue Indochinoise-এ প্রকাশিত, নং ৭৯; (১০) Jeanne Leuba, Les Chams d'autrefois et d' ajiourd hui, হ্যানয় ১৯১৫ খৃ.; Un Royaume disparu, Les Chams it leur art নামে পুনঃপ্রকাশিত, সম্পা. Van Oest, ১৯২৩ খৃ.; (১১) Gearges Maspero Le royaume de Champa, সম্পা. Van Oest, ১৯২৮ খৃ.; (১২) দ্র. Champa শীর্ষক প্রবন্ধ, Bulletin de l'Ecole Fracncaise d' Extreme-Orient, ২১খ, ২, সাধারণ নির্ঘন্ট হইতে ১-২০খ এবং পরবর্তী খণ্ডসমূহের বর্ণনামূলক নির্দেশিকাতে প্রদত্ত একই প্রবন্ধ।

A. Cabaton [G. Meillon] (E.I.²) / হুমায়ুন খান

ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) ঃ এশিয়া মহাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ নিয়া গঠিত, জন সংখ্যায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র।

১। **ভূগোল** ঃ ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র দ্বীপপুঞ্জের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়া গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে শুরু করিয়া পূর্বমুখে প্রসারিত হইয়াছে এবং ভারত মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসগরকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে; একই সঙ্গে ইহা এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যে কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে এই দ্বীপপুঞ্জ ৩,৪০০ মাইল বিস্তৃত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ইহার বিস্তার প্রায় ১,২৫০ মাইল (এই দেশটি ৯২° ও ১৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশর মধ্যে এবং ৬° উত্তর হইতে ১১° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত)। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের সর্বমোট দ্বীপের সংখ্যা প্রায় ৩,০০০। সেগুলি আকার, আয়তন, বৈশিষ্ট্য ও সম্পদের দিক হইতে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়। জনপ্রিয় ভৌগোলিক ভাষাতাত্ত্বিক দিক হইতে এগুলিকে চার শ্রেণীর বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সুনদা রাজ্য বা বৃহৎ সুন্দা দ্বীপসমূহ; তন্মধ্যে চারিটি বড় দ্বীপ সুমাত্রা, জাভা (জাওয়া), সেলিবিস (সুলাওয়েসি) এবং কালিমানতানের বৃহদংশ নিয়া দেশের কেন্দ্রীয় অংশ গঠিত। বাহিরের আয়তন, বিস্তৃতি, জনসংখ্যার পরিমাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির দিক হইতেই সেগুলিকে ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্র বলা যায়। নুসতেঙ্গারা বা ছোট সুনদা ছোট কতগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত এবং তাহা বালী হইতে পশ্চিম তিমুর পর্যন্ত বিস্তৃত (এই শেষোক্ত দ্বীপের পূর্বদিকের অর্ধাংশ পর্তুগালের নিয়ন্ত্রণাধীন)। তৃতীয় দ্বীপমালা মালুকু নামে পরিচিত এবং উহার অন্তর্গত কতকগুলি বৃত্তাকারের দ্বীপশ্রেণী; সেগুলি পূর্ব ছোট সুন্দার উত্তর দিকে এবং সেলিবিসের পূর্বদিকে অবস্থিত। ইরিয়ান বারাত বা নিউগিনি দ্বীপের পশ্চিমের অর্ধাংশ সাম্প্রতিক কালে (১৯৬৩ খৃ.) ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভক্ত হয়। যে কোন দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উহাই দেশের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত এলাকা।

ভূ-গঠনের দিক দিয়া ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে তিনটি প্রধান উপাদান সামগ্রীর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। উহাদের প্রতিটির গঠনরূপ পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। পশ্চিম বালিয়াড়ি ও সাহুল বালিয়াড়ি নামে পরিচিত; এইগুলি সুপ্রাচীন শক্ত পূর্বাঞ্চলীয় শিলাভূমির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভূ-প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে অবরোহী এবং সমুদ্রও তুলনামূলকভাবে অগভীর। এই শিলাভূমিগুলির মধ্যে এবং আংশিকভাবে চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে অনেক কয়টি পর্বতমালা রহিয়াছে। এইগুলি ভূতাত্ত্বিকগণের মতে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট। বর্তমানে মানচিত্রে এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপরূপে দেখান হয়। কিন্তু গঠনগতভাবে পরস্পর সংযুক্ত একটানা দ্বীপচক্র। একটি আর একটি হইতে গভীর অর্ধ-মহাসাগরিক অববাহিকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহাদের ভূতত্ত্বগত ইতিহাস হইতে যেরূপ ধারণা করা যায়, এই দ্বীপচক্রগুলি ঠিক সেরূপ দৃঢ় গড়নের নহে। এখানে প্রায়শই ভূমিকম্প হয়; তবে কম্পনের তীব্রতা খুব বেশী হয় না, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত খুবই ব্যাপক। পূর্বাঞ্চলীয় (Continental) ভূ-সমতায় এই গঠনগত ভূমিসংস্থানের উপরিভাগে পললভূমির আবরণ রহিয়াছে। ফলে এই সকল স্থানে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি দেখা যায়। অন্যান্য স্থানে ঢাল যথেষ্ট গভীর এবং সমতল অঞ্চল খুবই সামান্য। সর্বোপরি, এই গঠনগত শিলা ও ভূমিরূপসমূহ বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদের উৎস, বিশেষ করিয়া পেট্রোলিয়াম, টিন, বিভিন্ন মানের কয়লা ও বকসাইট। এই সবই সুনদা বালিয়াড়ি ও উহার প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে পাওয়া যায়। নিম্নমানের লোহার খনি রহিয়াছে বোর্নিও ও সেলিবিস দ্বীপে। অন্যত্র পাওয়া যায় সামান্য পরিমাণে কিন্তু উচ্চ মানের চুম্বক লোহার খনি এবং অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ এক শ্রেণীর লোহার (hematite haematite, Fe 203) খনি। অন্যান্য যেসব খনিজ পদার্থ স্ব স্ব পরিমাণে উত্তোলন করা হইতেছে তন্মধ্যে রহিয়াছে সেলিবিস দ্বীপে নিকেল, জাভা দ্বীপে ম্যাঙ্গানিজ, ফসফেট বা এক জাতীয় লবণ, গন্ধক (সালফার) ও আয়োডিন এবং সুমাত্রা ও পশ্চিম জাভাতে সোনা ও রূপা।

ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই এখানকার আবহাওয়া মোটামুটিভাবে বিষুবীয়। সূর্যতাপের প্রখরতা ও স্থায়িত্বের তারতম্য অতি সামান্য হয়। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতায় তাপমাত্রা সর্বত্র একইরূপ অধিক ও স্থায়ী হয়। বার্ষিক গড় তাপমাত্রার হেরফের খুবই সামান্য। সাধারণত ৫০ ফারেনহাইট, দৈনিক হেরফের উহার তিন গুণ পর্যন্ত হয়। ঋতু পরিবর্তন, অঞ্চলভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও পরিমাণ নির্ভর করে অবস্থানের উপর

এবং ঋতুভেদে পরিবর্তনশীল বায়ু প্রবাহের ধরনের উপর। বায়ু প্রবাহ এখানে পূর্বাঞ্চলীয় ভূমিরূপের উপরে বিষুবীয় অঞ্চলের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্র বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেখানে প্রায় ৮০ ইঞ্চি, ধাপ-অঞ্চলে উত্তর গোলার্ধে প্রবহমান ঈষদোষ্ণ। আর্দ্র বায়ুস্রোত বিরাজিত থাকিবার কারণে গ্রীষ্মকালব্যাপী বৃষ্টিপাত কিছুটা বেশী হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বারিসান পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত পাদাঙে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৭৭ ইঞ্চি। জাভা ও নুসা তেঙ্গারা-এর পূর্বদিকের অর্ধাংশে ইহার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। ইন্দোনেশীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া উহা অস্ট্রেলিয়ার বিরান এলাকার আবহাওয়ার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। ফলে সেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৬০ ইঞ্চিরও কম হয়। সমগ্র দেশের মধ্যে ইহাই একমাত্র অঞ্চল, যেখানে লক্ষণীয়ভাবে শুষ্ক ঋতু অনুভূত হইয়া থাকে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৃষ্টিপাত সর্বত্রই ভারীভাবে হয় এবং তুলনামূলকভাবে বৃষ্টির স্থায়িত্ব কম হয়।

উচ্চ তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে একমাত্র সাম্প্রতিক কালে পলল দ্বারা সৃষ্ট বা আগ্নেয়গিরি ছাই দ্বারা সৃষ্ট স্থানসমূহ ব্যতীত সর্বত্র ভূমি শক্ত এবং তাহাতে লোহার পরিমাণ বেশী। তাই এখানে কৃষি-অর্থনীতিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হইতেছে প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা কম উর্বরতা। প্রাথমিক যুগে বস্তুত সমগ্র দেশই অত্যন্ত সতেজ বিষুবীয় বনভূমি দ্বারা আবৃত ছিল। আর উহার মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ, ভারী বৃষ্টিপ্রধান বনভূমি হইতে শুরু করিয়া উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন, মিঠা পানির ভিজা মাটির বন, চুনা পাথরের মিশ্রণ এবং পার্বত্য উদ্ভিদ। শত শত বৎসর যাবত মানুষের বসতি থাকিবার কারণে এই সকল বনভূমির পরিমাণ ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের এক-পঞ্চমাংশের কম অংশে প্রাথমিক যুগের বনভূমি রহিয়াছে বা পরিমাণ ও ধরনটা উহার কাছাকাছি কিছু হইবে। আর সেই বনাঞ্চল অসমভাবে সমগ্র দেশব্যাপীই বিস্তৃত। ইরিয়ান বারাত ও পূর্ব কালিমানতানের চার-পঞ্চমাংশ যেখানে বনাবৃত, উহার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে জাভা ও নুসাতেঙ্গারার বনভূমি স্ব স্ব অঞ্চলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

বাস্তু-সংস্থানের সহিত খাপ খাওয়ানোর দিক হইতে এবং সমসাময়িক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈপরীত্যস্বরূপ দেখান যায় যে, ইন্দোনেশীয় দুনিয়াতে প্রধান যে শ্রেণীবিভাগ, তাহার একদিকে রহিয়াছে জাভা দ্বীপ এবং অপরদিকে দেশের বাদবাকী অংশ অর্থাৎ তথাকথিত বহিঃদ্বীপসমূহ এবং এই তফাৎ কৃষিজ ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্যে যতটা লক্ষ্য করা যায়, ততটা আর কোন ক্ষেত্রেই নহে। ঐতিহ্যগতভাবে এই অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথমটি প্রধানত (যদিও কোনরূপেই একান্তভাবে নহে) গাছপালা কাটিয়া পোড়াইয়া এক স্থানে চাষাবাদ করা এবং পুনরায় অন্যত্র গিয়া একই পদ্ধতিতে চাষ করার সূক্ষ্ম পরিবেশগত ভারসাম্য (কৃষিবিদগণের নিকটে Swidden নামে পরিচিত) জাভার মূল ভূ-খণ্ডে চিরস্থায়ী শস্যক্ষেত্রের আর্দ্র জমিতে চাষাবাদের স্থায়ী ভারসাম্যের সহিত জড়িত। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষির পদ্ধতিগত এই পার্থক্য কতকটা অস্পষ্ট হয় যখন উভয় অঞ্চলেই নূতন শস্যের আবাদ শুরু করা হয়। যেমন ইক্ষু, তামাক, কফি ও পরবর্তীতে রাবার। এই অস্পষ্টতার আরও একটি কারণ এই যে, জাভাতে পুরুষানুক্রমে ঔপনিবেশিক রীতির সরকারের এক কৃষিশিল্প ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন (যাহা একেবারে গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্রে পেশাগত কৃষিকার্যের অসমতা রক্ষার শক্তিতে অনুপ্রবেশ করে) ফলে জাভাবাসী কৃষি-শ্রমিক অনেক সময়ে পেশাগতভাবে বিভিন্নমুখী হইয়া পড়ে। যেমন একজন একই সময়ে কৃষিকাজও করিত, আবার কুলির কাজও করিত।

জনসংখ্যার দিক হইতে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম দেশ এবং প্রথম মুসলিম দেশ, বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি Ency, Brt, Y. B. 1985)। ইহাদের মধ্যে আনুমানিক দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে জাভা ও মাদুরাতে, অথচ আয়তনের দিক হইতে এই দুইটি মিলিয়া স্থলভাগের পরিমাণ সমগ্র দেশের সাত শতাংশ। জনবসতির গড় হিসাবে জাভা দ্বীপে প্রতি বর্গমাইলে ১,২০০ জনের মত লোক বাস করে, আর বহিঃদ্বীপসমূহে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে মাত্র ৬২ জন (এই সংখ্যা হইতে অবশ্য অঞ্চলটির বিভিন্ন অংশের গড়ের যে ব্যাপক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না, যেমন বালীতে প্রতি বর্গমাইলে বসবাসকারী জনসংখ্যার গড় ৭৫০; সুমাত্রাতে ৮০, কালিমানতান-এ ১৮, আর ইরিয়ান বারাত-এ মাত্র ৬)। Clifford Geertz- এর ভাষায়, জনসংখ্যা বিস্তৃতির অসমতার প্রধান কারণ হইতেছে সময় সাপেক্ষ ধরনের ভিজা মাটিতে চাষাবাদের প্রণালী ও উদ্ভিদের ধরনকে ঔপনিবেশিক জাভাতে কেন্দ্রীভূত ব্যবসায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূতকরণ। স্থান পরিবর্তন করিয়া Swidd'en পদ্ধতির উদ্ভিজ্জ প্রজাতির ভারসাম্য রক্ষার যে বিচ্ছিন্ন, অপ্রসারণশীল কৃষি ব্যবস্থা, তাহার ফলে বিপুল সংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের জাভা হইতে আপাত স্ব স্ব জন অধ্যুষিত বহিঃদ্বীপসমূহে চলিয়া যাওয়া শুধু যে অজনপ্রিয় হইত তাহাই নহে, বরং কার্যকারিতাহীনও হইত যদি না ভারসাম্য রক্ষার রীতিতেও বড় পরিবর্তন সাধিত হইত।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণ বসতি স্থাপনের স্তর অনুযায়ী বাস করে, স্তরের নিম্ন পর্যায়ে রহিয়াছে অগণিত গ্রাম আর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রহিয়াছে রাজধানী জাকার্তা। জাকার্তা ৩০ লক্ষ অধিবাসী সমেত আয়তনে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সুরাবায়র দ্বিগুণ। তবে এখানে ক্রমউন্নয়নশীল শহর উহা আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা অর্থনৈতিকভাবে বর্ধিষ্ণু শহরের বৈশিষ্ট্য। ইহা সাবেক ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডের অন্যান্য বহু বৃহৎ শহরের ন্যায় নহে। বস্তুত বৃহত্তর যে ধারণা তাহা বরং বহিঃদ্বীপসমূহের প্রতিই অধিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়, সেখানে কোন কোন উন্নত মানের নগর কেন্দ্র সেই অঞ্চলের পরবর্তী বৃহৎ শহর অপেক্ষা প্রায় চার গুণ বেশী জনবহুল। নগরায়ন ইন্দোনেশিয়ার অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা জাভাতে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। বহিঃদ্বীপসমূহে এই নগররায়ন যেন অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসরমান কয়েক স্তরের নগরায়নের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বিভিন্ন শ্রেণীর নগর রূপ, ঐতিহ্যগত আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় প্রকাশ রূপ হইতে শুরু করিয়া ব্যবসায়িক-প্রশাসনিক অবদানসমূহ, যেগুলি ঔপনিবেশিক যুগে প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ প্রধানত শিল্পায়ন-পূর্ব যুগের দ্রুত গড়িয়া তোলা বাজার-শহর হইতে আধুনিক শিল্পপ্রধান বন্দর-নগরে রূপ লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Charles A. Fisher, South -East Asia: A social economic and political geography, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ.। গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ইন্দোনেশিয়ার ভূদৃশ্য ও আবহাওয়া সম্বন্ধে লিখিত একটি চমৎকার ভূমিকা রহিয়াছে। যে সকল গ্রন্থের রচনা বা প্রকাশকাল বর্তমানে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নির্দেশ করা হইয়া থাকে, যদিও ধারাগত কারণে যতটা যথার্থ তথ্যগত কারণে ততটা নহে—সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ (২) Charles Robequain সাধারণ গবেষণা Le monde malais, প্যারিস

১৯৪৬ খৃ. এবং (৩) C. Braak, Klimakunde von Hinterindien und Insulinde (Band iv, Teil R. of W. Koppen and R. Geiger, eds, Handbuch der Klimatologie, Berlin 1931) । ইন্দোনেশিয়ার কৃষি ব্যবস্থার গঠন সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (৪) Karl J. Pelzer, The agricultural foundation, Ruth T. M. Vey সম্পা.) Indonesia-তে নিউ হ্যাভেন, ২য় মুদ্রণ (সংশোধিত) ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১১৮-১৫৪; বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (৫) C. J. J. van Hall ও C. Van de Koppel, De landbouw in de Indische archipel, দি হেগ ১৯৪৬-৫০ খৃ.; (৬) Clifford Geertz কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলির বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহার Agricultural involution, The Process of ecological change in Indonesia গ্রন্থে, বার্কলে ও লস এঞ্জেলস ১৯৬৩ খৃ.। ঔপনিবেশিক যুগের শেষভাগে ইন্দোনেশিয়ার শহরগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেনঃ (৭) W.F Wertheim et al, The Indonesian town. Studies in sociology গ্রন্থে, দি হেগ ও বানদুঙ ১৯৫৮ খৃ.। সাম্প্রতিক কালের পরিবর্তনগুলি দেখান হইয়াছে ঃ (৮) Pauline D. Milone, Urban areas in Indonesia administrative and census concepts গ্রন্থে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, Institute of International Studies, গবেষণা সিরিজ নং ১০, বার্কলে-ক্যালিফোর্নিয়া ১৯৬৬ খৃ.। একটি অতি প্রয়োজনীয় সমসাময়িক মানচিত্র হইতেছে ঃ (৯) Atlas Nasional Seluruh Dunia untuk Sekolah Landjutan,-জার্কাতা, বানদুঙ, গানাকো ১৯৬০ খৃ.; (১০) Atlas van tropisch Nederland, বাটাভিয়া ১৯৩৮ খৃ.; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেকার অবস্থার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও চমৎকার মানচিত্রের প্রামাণ্য দলীল।

P. Wheatley (E.I.[2]) হুমায়ুন খান

২। **নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস** ঃ ইন্দোনেশিয়ার কয়েক শত বিভিন্ন জাতীয় মানুষের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য অত্যন্ত চমকপ্রদ বিভিন্নতার মাঝেও অন্তর্নিহিত যে একটি সাধারণ রূপ রহিয়াছে তাহা লক্ষণীয়। কিন্তু উহাকে বৈশিষ্ট্যময়ভাবে চিহ্নিত করা বড় কঠিন। এই কারণেই ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণ ও তাহাদের সাংস্কৃতির কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ করা বা বিভিন্ন রূপভেদে বিন্যস্ত করিবার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। অনেকটা অযথার্থ হইলেও চলনসই একটি শ্রেণীবিভাগ এইরূপ হইতে পারে (ক) এমন সব সমাজ, যেখানে রাজনৈতিক সংগঠন প্রধানত অঞ্চলভিত্তিক; (খ) এমন সব সমাজ, যেগুলি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত; কিন্তু বিভিন্ন স্থানীয় শাসক বা গোত্রীয় প্রধানগণেরও রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতা রহিয়াছে; (গ) এমন সকল সমাজ, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা একান্তভাবেই স্থানীয় শাসক বা গোত্রীয় প্রধানগণের হাতে ন্যস্ত (বা অনুরূপ গোত্র বা দলের স্থানীয় কোন অংশের হাতে ন্যস্ত)।

'ক' গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবর্গই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য গঠন করিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ভূমিকা পালন করিয়াছে। এইগুলির উদাহরণ হইতেছে জাভা ও বালির রাজ্যসমূহ, পূর্ব সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের মালয় রাজ্যসমূহ এবং দক্ষিণ সেলিবিসের বুগিস-মাকাস্সারের সালতানাতসমূহ। কোনরূপ ব্যতিক্রমবিহীনভাবে তাহারা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—ইসলাম। কিন্তু বালী দ্বীপে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের একটি মিশ্রিত রূপ রহিয়াছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রহিয়াছে (অথবা বলা যায় ছিল— ইন্দোনেশিয়াতে এই রাজ্যগুলি উহাদের অর্ধ-স্বাধীন সত্তা, যাহা মালয়েশিয়াতে রক্ষিত হইয়াছে তাহা হারাইয়াছে) প্রতিষ্ঠিত রাজবংশসমূহের হাতে। তাহাদের সহায়ক হইলেন সভাসদগণ, প্রশাসকগণ ও আঞ্চলিক সর্দারগণ। তাঁহারাই অভিজাত শ্রেণী গঠন করিয়াছেন এবং (জাভার ক্ষেত্রে) শাসক কর্তৃক মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাদেরকে মঞ্জুরিকৃত জেলা-এলাকা হইতে আদায়কৃত খাজনার একটি অংশ হইতে তাঁহারা নিজেদের বৃত্তি ভোগ করিতেন। শাসকগণকে ও তাঁহাদের সুলতানী বা রাজকীয় চিহ্নসমূহকে গঠন কেন্দ্র বা শক্তিকেন্দ্র, আধ্যাত্মিকতার উৎস এবং রাজ্যের কল্যাণের প্রতীক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। এখানকার সমাজে আত্মীয়তার বা রক্তসম্পর্কীয় সংগঠনসমূহ সাধারণত দ্বিপাক্ষিক (জ্ঞাতিগত) ধরনের। উহার ভিত্তি হইল একক পরিবারের এক-একটি সংসার। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, কৃষি (ধান উৎপাদিত হয় ব্যাপকভাবে সেচ দেয়া কৃষি জমিতে), পশুপালন ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়, কিছু পরিমাণ ব্যবসা একাধিক দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে পরিচালিত হয়।

'খ' শ্রেণীভুক্ত সমাজের (যেমন সুমাত্রার বাটাক ও মিনাংকাবাউগণ) মধ্যে কিছু মাত্রায় কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সরকার রহিয়াছে বা ছিল, কিন্তু গোত্রীয় যেসব দল (গোত্র বা বংশ) রহিয়াছে সেগুলির সদস্যগণের উপরে যথেষ্ট কর্তৃত্ব রহিয়াছে। এই ধরনের রক্তসম্পর্ক মাতার দিক (যেমন মিনাংকাবাউদের মধ্যে) বা পিতার দিক উভয় ধারা হইতেই স্থাপিত হইতে পারে। উহাদের মধ্যে এরূপ একটি প্রবণতা রহিয়াছে যে, এক গোত্র বংশের লোকেরা অন্য একটি বিশেষ গোত্র বা বংশের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকে। আর সেখানে মেয়ের পিতৃপক্ষ সাধারণত ছেলের পিতৃপক্ষ হইতে উঁচু ঘরের হয়। এই ধরনের সামাজিক গঠনরীতি সকল প্রকার সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিভাগেরই সঙ্গে যুক্ত থাকে। তন্মধ্যে পুরুষ/নারী, উপরের স্তর/নীচের স্তর ও উন্নত/হীন, এইরূপ দুই অংশের বিভাগ থাকে এবং সেখানে সংখ্যাতত্ত্ব ও গাত্রবর্ণের হিসাবে আনুমানিক শ্রেণীবিভাগ থাকে। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায় সেই সব বাটাক গোত্রের লোকদের মধ্যে, যাহারা এখনও ইসলাম বা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাই।

ধান চাষ (পানি সেচ দেয়া কৃষিক্ষেত্রে এবং কতকটা জুম চাষ ধরনের, স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া, গাছ-আগাছা পোড়াইয়া, জমি কোপাইয়া সেখানে ফসল উৎপাদন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসলও (যেমন কফি, রাবার)একইরূপ গুরুত্বপূর্ণ। এই দলভুক্ত বা শ্রেণীর লোকেরা আধুনিক ইন্দোনেশিয়াতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ক' দলের লোকদের অপেক্ষা কম প্রভাবশালী নহে।

সবশেষে "গ" শ্রেণীর যে সমাজ, তাহা দেখা যায় ছোট ছোট দ্বীপ এবং বড় দ্বীপের গভীর অঞ্চলে। যেমন বোর্নিও দ্বীপের দায়াক অধিবাসীরা, সেলিবিস দ্বীপের টোরাজা অধিবাসীরা ও অন্যান্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও তাহাদের আদি ধর্মের প্রতি আসক্ত বা অতি সাম্প্রতিক কালে মাত্র ইসলাম ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন যে ধর্ম, তাহা প্রধানত পূর্বপুরুষ পূজা—সেখানে প্রায়শ ভোজ উৎসব ইত্যাদি হয়, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উপাসনা (যেরূপ দায়কদের মধ্যে প্রচলিত) করা হয়,

পুরোহিততান্ত্রিক এক প্রকার ধর্মতত্ত্ব সেখানে যথেষ্ট উন্নত, পৌরাণিক কাহিনী খুবই সমৃদ্ধ; এখানেই "খ" দলের ন্যায় একই রূপ শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরন পিতা-মাতা উভয় দিককার উত্তরাধিকারকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহা বিভিন্ন রকমের হয়। এখানে কৃষিরই প্রাধান্য (শুষ্ক চাষের মাধ্যমে ধান, ভুট্টা, সাগু ইত্যাদি উৎপাদন)। বৈদেশিক বাণিজ্য এখনও একেবারে প্রাথমিক স্তরে রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর অধিবাসীরা ইন্দোনেশিয়ার জন্য এক প্রকট সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র দেশটি যেখানে আধুনিকতা ও সাধারণ, সম্মিলিত সংস্কৃতির পথে দ্রুত অগ্রসরমান, সেখানে তাহাদের চিরাচরিত এই সকল জীবন যাপন পদ্ধতি কতটা সংরক্ষিত হইবে অথবা আদৌ সংরক্ষিত হওয়া উচিত কি?

গ্রন্থপঞ্জী : R Kennedy, bibliography of Indonesian Peoples and cultures, সংশোধিত সংস্করণ, ২ খণ্ডে, নিউ হ্যাভেন ১৯৫৫ খৃ.।

P. E. de Josselin de Jong (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

৩। ভাষা : ইন্দোনেশিয়াতে যে সকল স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত, সেগুলি সবই অস্ট্রোনেশীয় (Austronesian) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রোনেশীয় গোষ্ঠীর ভাষা মাদাগাস্কার, ভিয়েতনামের দক্ষিণাংশ, তাইওয়ান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া/নিউগিনি, প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেশীয়, মাইক্রোনেশীয় ও পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিল্যাণ্ডে প্রচলিত। এ ধরনের একটি ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা সেই ১৭৮০ সালেই William Marsden স্বীকার করিয়া নিলেও ১৮৩৬ খৃ. W. von Humboldt আরও ঘনিষ্ঠভাবে এগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রমাণ প্রদান করেন এবং নাম দেন 'মালয়-পলিনেশীয়' ভাষা। পরবর্তী এক শত বৎসর পর্যন্ত উল্লিখিত দেশসমূহের এই সকল ভাষা তাঁহার দেয়া এই নামেই পরিচিত ছিল। ১৮৯৯ খৃ. Wilhelm Schmidt এইগুলির নূতন নামকরণ করেন অস্ট্রোনেশীয় ভাষা (austronesian), বর্তমানে এই নামই প্রচলিত। অস্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীতে সর্বমোট প্রায় ৫০০ ভাষা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা ইন্দোনেশীয়, পলিনেশীয় ও মেমরানেশীয়। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক মাইক্রোনেশীয়কেও একটি চতুর্থ শ্রেণী বলিয়া মনে করেন। এই অঞ্চলের যে সকল লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সকলেই ইন্দোনেশীয় গোত্রের ভাষায় কথা বলেন। কাজেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলাম সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া মালয়, জাভা, সুনদানী, আকীনী, মিনাংকাবাউ, বুগিনী ও মাকাসসারীর ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই ভাষাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যথার্থ তথ্য-প্রমাণের অভাবহেতু অবশ্য অস্ট্রোনেশীয় ভাষাভাষিগণের আদিম ও প্রাথমিক যুগের ইতিহাস প্রায় অনুমান ভিত্তিক। তাহাদের যে সম্ভাব্য আদি বাসভূমি, তাহা অবশ্যই ইন্দোনেশীয় অধিবাসিগণেরও পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি—সেই স্থান আনুমানিকভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে তারতারী (Tartary) হইতে ইন্দোচীন অঞ্চল এবং দক্ষিণ চীন হইতে মেলানেশিয়া বা তাইওয়ান পর্যন্ত।

ইন্দোনেশিয়ার সকল ভাষাই ইন্দোনেশীয় ভাষা শাখার অন্তর্ভুক্ত নহে। অ-ইন্দোনেশীয় ভাষায় কথা বলে এমন অধিবাসীরা বাস করে উত্তর হালমাহেরা, তারনাতে (Ternate), তিদেরা (Tidore) ও হরিয়ান বারাত-এ (পূর্বনাম পশ্চিম নিউ গিনি)। এগুলি ছাড়া দেশে কথিত বাহিরের ভাষার কথাও উল্লেখ করা উচিত, যেমন চীনা ভাষা (প্রধানত হোককিয়েন, খেহ ও ক্যান্টনী ভাষা), ওলন্দাজ ভাষা, ইংরাজী ও 'আরবী।

অপর দিকে আবার ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক সীমানার বাহিরেও বেশ কিছু এলাকাতে ইন্দোনেশীয় শাখার ভাষা কথিত হয়। মালয়েশিয়াতে, দক্ষিণ থাইল্যাণ্ড ও ব্রুনাইয়ে মালয় ভাষা এবং এই শাখার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষা কথিত হয় পূর্ব মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ও সাবাহতে, তাইওয়ানে, মাদাগাস্কারে, ফিলিপাইনে ও পর্তুগালীয় তিমুরে। তদুপরি, ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসী, যাহারা সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুরিনাম ও নেদারল্যাণ্ডে বাস করে তাহারাও মালয় ভাষা বা অন্যান্য ইন্দোনেশীয় ভাষায় কথা বলে।

ইন্দোনেশিয়াতে কথিত সর্বমোট ভাষার সংখ্যা কত, সে বিষয়ে কোন সাধারণ ঐকমত্য নাই। ভাষার সংজ্ঞা বিষয়ে সর্বসম্মত স্বীকৃত মত নাই, সে কারণেই অধিকাংশ অঞ্চলের কোন বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয় নাই। সাধারণভাবে বলা হয় যে, ইন্দোনেশিয়াতে ২৫০টি বিভিন্ন ভাষা রহিয়াছে কিন্তু সম্ভবত কেহ কেহ ধারণা করেন যে, সর্বমোট ভাষার সংখ্যা ২০০ বা তাহারও কিছু কম, উহাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য। কোন একটি বিশেষ ভাষায় কত সংখ্যক লোকে কথা বলে তাহা ৫ কোটি (যেমন জাভাবাসী) হইতে ৪০,০০০ বা তাহার কাছাকাছি হইতে পারে, যেমন অপ্রধান ভাষাভাষী অধিবাসিগণ। প্রধান প্রধান ভাষাভাষী এলাকার একটি ধারণা করা যাইবে সংশ্লিষ্ট ভাষা-মানচিত্র হইতে। উহাতে প্রদত্ত কিছু কিছু তথ্যগত সংশোধনের জন্য যেসব পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে দ্র. I. Dyen, A Lexicostatistical classification of the Austronesian Languages, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৪৮-৫০। খুবই স্বাভাবিক যে, এই স্কেলে আঁকা একটি মানচিত্রে জনসংখ্যার স্থানান্তর গমনের কারণে মূল কথ্য এলাকার বাহিরে গড়িয়া উঠা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাভাষিগণকে দেখান সম্ভব হয় না। ওলন্দাজ পণ্ডিত J.L.A. Brandes ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহকে পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয়—এভাবে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে বিভাগ কালের ধোপে টিকে নাই।

উৎকীর্ণ লিপিসামগ্রী : ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতির উপরে সর্বপ্রাচীন চূড়ান্ত বৈদেশিক প্রভাব সন্দেহাতীতভাবে ভারতবর্ষীয় এবং এখন পর্যন্ত সর্বপ্রাচীন যে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তন্মধ্যে একটি কালেমানতান দ্বীপের (পূর্ব নাম বোর্নিও দ্বীপ) কুতেই-এর নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটি আনুমানিক খৃ. পূ. ৪০০ সালের বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। উহাতে অধিকৃত একটি রাজ্যের উপরে মূলাবর্মণ নামক জনৈক রাজার শাসনের বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। মালয় উপদ্বীপের সর্বপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ, বৌদ্ধ ধর্মীয় পাঠসমূহ এবং পশ্চিম জাভায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলালিপির যে নমুনা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সবই অনুরূপভাবে এই একই সময়পর্বের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

এই এলাকার নিজস্ব লিপিতে, উহার উৎকীর্ণকরণ কাল হইতেছে ৬৮২ খৃস্টাব্দ এবং লিখিত বিষয়বস্তু শ্রী-বিজয় রাজ্যের। উহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও মূল যে ভাষা উহার সঙ্গে শেষ যুগের মালয় ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে, পরে সেই ভাষার নাম হয় প্রাচীন মালয়। প্রাচীন জাভার উৎকীর্ণ লিপিসমূহ উহার মাত্র এক শতাব্দী কাল পরে পাওয়া গিয়াছে (আনু. ৭৮৬ খৃ.)। এই ভাষায় লিখিত পরবর্তীকালীন দ্রব্যাদি প্রাচীন মালয়

ভাষায় প্রাপ্ত দ্রব্যাদি অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; ১২শ/১৮শ শতককালের তাম্রশাসন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ইন্দোনেশীয় ভাষা, প্রাচীন বালী ভাষার লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা ৮৮২ খৃষ্টাব্দের। পরবর্তী দুই শতাব্দীরও অধিক কাল যাবত লিখিত বা উৎকীর্ণ উক্ত ভাষার নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, তিনটি ভাষাতেই যে লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষীয় ভাষারই কোন না কোন লিপির রূপ। প্রাথমিক যুগের লিপিসমূহে অবশ্য ইসলামের কোন উল্লেখ নাই।

মালয় ও ইন্দোনেশীয় ভাষা ঃ মালয় ভাষার উৎপত্তি সম্ভবত সুমাত্রাতে, উহা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াব্যাপী বিস্তার লাভ করে। এখানে বহু শতাব্দী কালব্যাপী ইহাই অধিবাসিগণের মুখের ভাষা ছিল। বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে ইহার উপযোগিতা থাকাহেতু এই ভাষা অন্যান্য ইন্দোনেশীয় ভাষা হইতে অনেক বেশী বিদেশী উপযোগিতা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। ১১শ-১৩শ-১৭শ/১৯শ শতকে রচিত যথেষ্ট সংখ্যক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের ভাষা ছিল ইহা। মালয়েশিয়ার সরকারী ভাষা মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার সরকারী ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (নিম্নে দ্র.)। এই উভয় ভাষাই সরাসরি এই মালয় ভাষার প্রাচীনতম রূপ হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে বলিতে গেলে, মালয় ভাষা ও বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে আদৌ দুইটি ভিন্ন ভাষা বলাই যায় না। দুইটি ভিন্ন নাম দ্বারা ইন্দোনেশীয় সাংস্কৃতিক বিভাগের এলাকার রাজনৈতিক প্রতিফলনকেই রূপায়িত করে। সেই রাজনৈতিক বিভাগ ১২৩৯/১৮২৪ সালেরই ইন্দো-ওলন্দাজ চুক্তির পরে বাস্তবায়িত হয়। মালয় ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ ইন্দোনেশীয় বাহাসা ভাষা সম্বন্ধেও একই রকমভাবে প্রয়োগ সিদ্ধ।

প্রথমে আমরা সাধারণভাবে ইন্দোনেশীয় ভাষার কোন কোন দিকের কথা বলিব যেগুলি একই সঙ্গে মালয় ভাষার প্রতিও প্রযোজ্য হয়। পর্যবেক্ষকগণ ইন্দোনেশীয় উপ-গোত্রের ভাষাসমূহের মধ্যে দৃশ্যমান কতকগুলি পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বরধ্বনির সংখ্যা সীমিত, মূলত (আ). (ই). (উ) এবং (এ)-এর মধ্যে, কখনও কখনও সেগুলির উচ্চারণে ধ্বনিভেদ হয়, যেমন (ই) হয় (এ), (উ) হয় (ও) ইত্যাদি। স্বরধ্বনি যখন উচ্চারণ করা হয় তখন উহার উচ্চারণ দীর্ঘতারও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধারণ যুগ্মধ্বনি হইতেছে (অই) বা (ঐ), (অউ) বা (ঔ) এবং উই)। ব্যঞ্জন পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ। হাম্‌যা-এর ব্যবহার খুব বেশী হয়। একক স্বরধ্বনির ব্যবহারই বেশী হয়, যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের শুরুতে বা শেষে উভয় ক্ষেত্রেই বর্জন করা হয়। কিন্তু কতগুলি দুই ব্যনয়ুক্ত রূপ, বিশেষ করিয়া নাসিকা-যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি, যেমন মব, নড ইত্যাদির ব্যবহার শব্দের মাঝখানেও হইয়া থাকে। ফলে ইন্দোনেশীয় "শব্দ নির্মাণে"র একটি সাধারণ রূপ যাহা দুই সিলেবলের হওয়া স্বাভাবিক হইবে—এ রকমঃ ব্যঞ্জনধ্বনি/স্বরধ্বনি/ ব্যঞ্জনধ্বনি/স্বরধ্বনি/ ব্যঞ্জনধ্বনি।

ইন্দোনেশীয় ভাষার যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যয় উপসর্গ ও অনুসর্গ যোগ, তাহার সর্বোত্তম উদাহরণ দেখান যায় মালয় অংশীয় ভাষা হইতে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মালয় ভাষায় যদিও বা অনুপ্রবেশের (infixation) রীতি ছিল, তথাপি এখন আর তাহার ব্যবহার নাই। খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, মালয় ভাষায় ক্রিয়া বিশেষণের রূপ হিসাবে 'বের' অথবা 'বার', 'মে-পে', (র) অথবা 'পা' (র) এবং 'তের' অথবা 'তার' ব্যবহৃত হয়। আর অনুসর্গ হইতেছে 'ই' এবং কান; ক্রিয়াপদ কোনরূপ প্রত্যয় বা উপসর্গ ছাড়াই ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে একযোগে দুইটি প্রত্যয় বা উপসর্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার একই শব্দে উপসর্গ ও অনুসর্গ দুইটিই একযোগে ব্যবহৃত হয়। সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে যে সকল উপসর্গ যোগ করিয়া সাধারণত বিশেষ্য বা হওয়া ক্রিয়া গঠন করা হয় সেগুলি হইল 'কে'-বা 'কা'-'পে-বা 'পো' এবং পার,-'আর' 'আন' হইতেছে সচরাচর ব্যবহৃত অনুসর্গ (ইহা আবার সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে একটি অনুসর্গ সমেত ব্যবহৃত হইতে পারে)।

তদুপরি লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ্য বা হওয়া ক্রিয়ার (Substantives) কোন ব্যাকরণগত পুরুষ-রূপ নাই এবং সাধারণত সেগুলির কারক বা বচনের জন্য কোনরূপ গঠনগত পরিবর্তন করা হয় না। 'মাতা' শব্দটির আর কোনরূপ গুণবাচক রূপ না দিলে উহা দ্বারা চক্ষু বা চক্ষুসমূহ এই উভয়ই বুঝান যায়। বিশেষ্য বা হইয়া ক্রিয়ার 'দ্বিত্ব'রূপ প্রদান ইন্দোনেশীয় ভাষায় একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উহা বহুবচনের রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু তাহা আবার সব সময়ে হয় না। মালয় ভাষার যে একটি বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্ভবত উল্লেখ করা উচিত, তাহা এই যে, বিশেষণীয় বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়।

ইন্দোনেশীয় ভাষার উপর বাহিরের ভাষার প্রভাব ঃ ঐতিহাসিক সময়কালে যে সকল ভাষা এই অঞ্চলে প্রচলিত হয় সেগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সংস্কৃতই সর্বপ্রথম সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃত ভাষাযুক্ত প্রস্তর ও তাম্রলিপির সন্ধান যে পাওয়া গিয়াছে তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। জাভার ভাষা ও মালয় ভাষাই, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত এই অঞ্চলের অন্যান্য ভাষাতে প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতই এই সকল ভাষাকে সাধারণ প্রত্যয় ও উপসর্গ ও অনুসর্গসমূহ দান করিয়াছ এবং তদুপরি ধর্মের ক্ষেত্রে বহু শব্দসম্ভার প্রদান করিয়াছে (যেমন আগামা, দোষা ইত্যাদি); ধারণার ক্ষেত্রেও অনেক শব্দ দিয়াছে (যেমন বোধি, জীব ইত্যাদি); রাজসভা, দরবারের রীতিনীতির ভাষা দিয়াছে (যেমন উপকারা দক্ষিণা ইত্যাদি); রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দও দিয়াছে (যেমন দূত, দ্রোহক ইত্যাদি); বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তসম্পর্কের শব্দ দিয়াছে (যেমন স্বামী, পুত্র ইত্যাদি)। এই রকম আরও বহু উদাহরণ রহিয়াছে; মূল সংস্কৃত শব্দ স্থানীয় ভাষায় গৃহীত হইবার পরে গ্রহণশীলতার প্রয়োজনে উহাদের রূপের যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ইন্দোনেশীয় ভাষার উপরে দীর্ঘকালব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এরূপ অপর ভাষা হইতেছে 'আরবী। মালয় ভাষার উপরেই ইহার প্রভাব পড়িয়াছে সর্বাধিক এবং এই মালয়ের মাধ্যমেই 'আরবীর প্রভাব অন্যান্য ভাষাতেও পড়িয়াছে। মালয় ভাষার বাক্য গঠন রীতিতেই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, অন্তত ধর্মীয় লেখাতে, 'জনপ্রিয়' শব্দকোষে এবং পণ্ডিতগণের ব্যবহৃত শব্দকোষে, যদিও বোধগম্য কারণেই শেষোক্ত ধরনের গুলিতে প্রভাব অধিকতর। প্রাত্যহিক দিনের মালয় ভাষাতে 'আরবী হইতে গৃহীত শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেলঃ আসল (আস্‌ল), ফাসাল (ফাস্‌ল), হাল (হ'াল), ইলমু ('ইল্‌ম), মুঙ্গকিন (মুমকিন), পেরলু (ফারদ), সেবাব (সাবাব), সেলামত (সালামা), তওবাত (তাওবা) ইত্যাদি। বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের পূর্বে 'আরবের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা হইত প্রধানত ভারতবর্ষের মাধ্যমে। ইন্দোনেশীয় ভাষাতে 'আরবী

ভাষার যে শব্দসমূহ ধার করা হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতীয় ভাষার শব্দ এবং ফার্সী ভাষার অনেক শব্দও অনুপ্রবেশ করে। সম্ভবত ইহা হইতেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, কেন মালয়ের ইসলামী ধর্মীয় ভাষাতেও আকস্মিকভাবে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত শব্দ পাওয়া যায়। কাজেই বেহেশ্‌ত বুঝাইতে তাহারা শুর্গ (সংস্কৃত স্বর্গ), 'আরবী সামা' বলে না; দোযখ বুঝাইতে বলে নরক (সংস্কৃত নরক), 'আরবী জাহান্নাম বা আন-নার বলে না; সাওম পালন করাকে বলে প্রয়াসা (সংস্কৃত উপবাস) 'আরবী সা'ওম বলে না। পর্যায়ক্রমে— এবং ইহাই অধিক সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়—এই সংস্কৃতজ শব্দসমূহের ব্যবহার এই কারণে হইয়া থাকিবে যে, মুসলিমগণ এই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মান্তরকরণের এই স্থানটিতে ইতিমধ্যেই প্রচলিত কিছু কিছু শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল।

মালয় ও অন্যান্য ইন্দোনেশীয় ভাষার উপর সংস্কৃত ও আরবী ভাষার প্রভাব সৃষ্টির তুলনামূলক অবস্থানকে সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপিত করা যায়ঃ ৭ম/১৩শ শতক কাল পর্যন্ত এখানকার ভাষাতে প্রভাব ছিল সংস্কৃতের। সে সময়ে সকল শিলালিপি ও তাম্রলিপিতে ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও ব্যবহৃত হইত এবং বাস্তবিক অবিমিশ্রভাবে সংস্কৃত ভাষা শুধু কখনও কখনও ব্যবহৃত হইত। তাই ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শুরুতে ইসলাম এই দ্বীপপুঞ্জে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ভাষার উপরে আরবীর প্রভাব যথার্থভাবে অনুভূত হইতে থাকে। সেই শতাব্দীতেই পরিষ্কার ইসলামী মালয় ভাষা শিলালিপি দেখিতে পাই। উহা ট্রেঙ্গানু পাথর নামে পরিচিত; উহা আবার 'আরবীর অনুকৃত হরফে লিখিত। তখন হইতে ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের স্থলে 'আরবী ক্রমেই অধিকতর স্থান অধিকার করিতে থাকে। শিলালিপি ও তাম্রলিপির সংস্কৃত ভাষা বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। অপর দিকে 'আরবী একবার ভাষাতে সংযোজিত হইবার পর হইতে সেই ভাষায় রচিত লিপিসমূহ তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক অক্ষত রহিয়াছে। 'আরবী ভাষার অবস্থান যে ক্রমেই মযবুত হইয়াছে তাহা অবশ্যই কু'রআন ও মাদ্রাসাসমূহে প্রদত্ত ধর্মীয় শিক্ষার শক্তিবলে এবং 'আরবী ভাষার পাণ্ডুলিপিসমূহ ইন্দোনেশিয়াতে আনিবার এবং ইন্দোনেশিয়াতেই রচিত হইবারও কারণে। সম্ভবত একমাত্র বালী দ্বীপ ব্যতীত আর কোনখানেই তুলনীয় হইবার মত সংস্কৃত অব-সংস্কৃত নাই। তবে ১৯৪২ খৃ. হইতে ইন্দোনেশীয় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ প্রায়শই বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষার জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষার উপরেই নির্ভর করিতেছেন।

অন্যান্য আর যে সকল অ-ইন্দোনেশীয় ভাষা মালয় ও বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেগুলি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন এবং সেগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই চলিবে। এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বহু শতাব্দী, সেই তুলনায় চীনা ভাষার প্রভাব ছিল সামান্যই। তবে কথ্য ভাষার প্রভাব কিছুটা অধিক লক্ষণীয়। ইহাতে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দী, ফার্সী, উর্দূ ও তামিল ভাষার বেশ কিছু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। যে তিনটি য়ূরোপীয় ভাষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য সেগুলি হইল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজী। তন্মধ্যে শেষোক্ত ভাষাই ইন্দোনেশিয়াতে বিদেশী ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। ইহাই বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে বলিয়া ধারণা করা যায়। অবশ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে।

লিপিঃ মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা হইতে যে ধরনের প্রভাবের বিষয় উত্থিত হইয়াছে তাহা ইন্দোনেশিয়াতে ব্যবহৃত যে কোন লিপি বিষয়ক আলোচনাতেই প্রতিফলিত হইবে। প্রাচীনতম সংস্কৃত শিলালিপি ও তাম্রলিপিসমূহ পাল্লভ (Pallava) হরফে লিখিত হইয়াছিল এবং ইহার বিকশিত রূপ পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য শিলালিপি ও পুঁথিপত্রে ব্যবহৃত হয় ঃ প্রাচীন জাভার ভাষা (উহা হইতে আধুনিক জাভার লিপি আহৃত হইয়াছে এবং উহা সুমাত্রার প্রাচীন মালয় লিপির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ), বালীর ভাষা, মাদুরী ভাষা, সুন্দানী ভাষা; ইহা ছাড়া সুমাত্রার ভাষাসমূহের মধ্যে বাটক, রেদজাং ও লামপং এবং অন্যান্য ভাষা। বাহ্যিকভাবে খুবই ভিন্ন হইলেও বুনিস ও মাকাস্‌সার লিপির সঙ্গে উল্লিখিতগুলির নিশ্চিত মিল রহিয়াছে। বস্তুত H. Kern ও অন্যগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাথমিক যুগের সকল লিপিই ভারতবর্ষীয় লিপিসমূহ হইতে উদ্ভূত, তাহা খণ্ডন করিবার মত কোন যুক্তি এখন পর্যন্ত আমাদের নিকটে নাই।

কোন কোন ভাষার ক্ষেত্রে (মালয় ভাষা অন্যতম উদাহরণ) যদিও অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে নহে, ইসলামের বিকাশের ফলে নূতন 'আরবী ধরনের লিপি গৃহীত হয়। মালয় ভাষার ক্ষেত্রে বস্তুত সামগ্রিকভাবেই 'আরবীকৃত লিপি গৃহীত হয় এবং উপরে উল্লিখিত লিপিশ্রেণীর বস্তু ব্যতীত প্রাক-'আরবী আর কোন লিপিই পাওয়া যায় না। অন্যান্য ভাষার বিষয়ে বলা যায় যে, নূতন লিপি সেগুলির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নরকমভাবে গৃহীত হইয়াছিল। জাভা ভাষায় 'আরবীকৃত লিপিতে বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইত, (Bugis) বুগিস ও মাকাস্‌সারী ভাষার ক্ষেত্রে এই লিপি কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত, আবার আকেনী (Achenese) ও মিনাংকাবাউ ভাষায় সচরাচর এই 'আরবীকৃত লিপিই ব্যবহৃত হইত। মালয় ভাষার ধ্বনিগত কারণে যে প্রধান প্রধান সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় তাহা ছিল 'আরবীতে নাই এরূপ ধ্বনিগুলির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণসমূহ গ্রহণ ঃ (চ ch বুঝাইবার জন্য; = ng বুঝাইবার জন্য; = প বুঝাইবার জন্য; = গ বুঝাইবার জন্য এবং = ny বুঝাইবার জন্য। মালয় বর্ণমালাতে (ইহাতে এই বিষয়ে ফার্সী 'আরবী উদ্ভূত অন্য বর্ণমালা অপেক্ষা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ)-এর আগে = ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের চিহ্ন, যথা ফাতহা, কাসরা ও দাম্‌মা (যবর, যের ও পেশ) কদাচিত ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নগুলির মালয় নাম যথাক্রমে বারিস দিয়াতাস বা উপরে টান, বারিস দিবাওয়াহ বা নীচে টান এবং বারিস দিহাদাপান বা সামনে টান; এইগুলি ফার্সী ভাষার সমতুল্য নামগুলির কথা মনে করাইয়া দেয়। এই লিপির হরফগুলি বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষায় হুরূফ 'আরব নামে পরিচিত, কিন্তু মালয় ভাষায় বলা হয় জাবী (Jawi)। মালয়েশিয়াতে এই লিপির ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতে ইহা প্রায় নাই বলিলেই চলে, শুধু ধর্মীয় বিষয়াদি লিখিতে ব্যবহৃত হয়। 'আরবীকৃত লিপির স্থান অধিকার করিয়াছে রোমানকৃত লিপি। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে খৃষ্টান মিশনারীগণ য়ূরোপ হইতে উহা আনিয়া প্রচলন করেন। ফলে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত অন্যান্য ভাষাতে, যেমন জাভার ভাষাতে, বর্তমানে বিভিন্ন প্রকাশনার জন্য রোমানকৃত হরফ ব্যবহার করা হয়। বাহসা ইন্দোনেশিয়া ও মালয় ভাষাতে রোমানীকৃত উচ্চারণ যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ইংরেজী বর্ণশুদ্ধি অনুযায়ী হইবার কারণে উভয়ের মধ্যকার ভিন্নতাকেই যেন জোর দিয়া প্রকাশ করিতে চায়। যাহা হউক, ২৭ জুন, ১৯৬৭ সালে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে একটি নূতন

অভিন্ন উচ্চারণ রূপ ব্যবহার করা হইবে। যে হরফগুলি পূর্বেকার দুই ভাষাতেই সমভাবে ব্যবহৃত হইত সেগুলিকে নূতন বানানেও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ ব, দ, ফ, গ, হ, ক, ল, ম, ন, প, র, স, ত.ওয়া,য; যুক্ত বর্ণ, যেমন 'নগ' এবং বিদেশী ধার করা শব্দে ব্যবহৃত হয় এরূপ কয়েকটি হরফও, ক, ভ ও খ বা এক্স (x) রাখা হইয়াছে। পূর্বেকার দুই ভাষাতে ইন্দোনেশীয় ও মালয়েশীয়, যে যে ক্ষেত্রে বর্ণশুদ্ধিগত পার্থক্য ছিল সে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা হয় ঃ

	পূর্বেকার মালয় উচ্চারণ	পূর্বেকার বাহাসা ইন্দোনেশীয় উচ্চারণ	নূতন গৃহীত উচ্চারণ
	চ (ch)	তজ (ti)	স (c)
	জ (j)	দজ (dj)	জ (j)
	য় (y)	জ (j)	য় (y)
	নয় (ny)	নজ (nj)	নয় (ny)
'আরবী হইতে উদ্ভূত শব্দের জন্য	খ (kh)	চ (ch)	খ (kh)
	গ' (gh)	গ (g)	গ' (gh)
	শ (sh)	স্জ (sj)	সয় (sy)

স্বর বর্ণের জন্য উভয় পক্ষের গৃহীত নূতন নূতন প্রতীক বা বর্ণগুলি হইতেছে অ, ই, এ, আই, ও এবং উ (ফলে বস্তুত পড়ার অভ্যাসের জন্য ব্যতীত হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ ঈ-এর মধ্যে এখন হইতে আর কোন পার্থক্য থাকিবে না)। যুক্তবর্ণসমূহ (বা diphthongs), যেমন অই, অউ, ওই) রাখা হইয়াছে। নূতন বানানরীতি যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়াব্যাপী সাধারণভাবে গৃহীত হইবে সে বিষয়ে এখনও কোন নিশ্চয়তা নাই।

বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ঃ আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন জাভার ভাষা ও প্রাচীন মালয় এই উভয়ই প্রাথমিক যুগের শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলিতে উভয় ভাষারই বিকাশ সাধিত হইয়াছে এবং উভয় ভাষাই দ্বীপপুঞ্জের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে, জাভার ভাষা মধ্য ও পূর্ব জাভার মার্জিত জনদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাষারূপে এবং মালয় বন্দর-রাজ্য ও সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষারূপে। জাভার সৃষ্টি অগণিত সাহিত্যকর্মের জন্য এবং এই এলাকার জাভাবাসিগণের সাংস্কৃতিক মর্যাদার কারণে জাভার ভাষাই ইন্দোনেশিয়ার ভাষা হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। যাহা হউক, অংশত সম্ভবত জাভার ভাষার বিন্যাস হইতে উদ্ভূত জটিলতার কারণে এবং অংশত দ্বীপসমূহ মালয় ভাষার ভৌগোলিকভাবে বিক্ষিপ্ত হইবার কারণে স্বাধীনতা লাভের পরে নূতন জাতির রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় মালয় ভাষা। মালয় ভাষার আধুনিক ইন্দোনেশীয় রূপের নাম বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (শাব্দিক অর্থ 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া')। বিদেশী লেখকগণ সাধারণত এই শব্দটি দ্বারাই ইন্দোনেশীয় ভাষাকে বুঝাইয়া থাকেন, শুধু 'ইন্দোনেশীয়' কথাটি দ্বারা অর্থ পরিচ্ছন্ন হয় না। ভাষা ইন্দোনেশিয়াকে যে দেশের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হইবে তাহা বস্তুত ১৯৪৯ খৃ. ওলন্দাজ শাসন অবসান হইবার পূর্বেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন মহল হইতে ওলন্দাজ ভাষাকে প্রাথমিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও এবং অন্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও এরূপ ভুল ধারণা থাকা সত্ত্বেও যে, ভাষা ইন্দোনেশিয়া সম্ভবত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারী ভাষারূপে কার্যকর হইতে পরিবে না, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদিগণের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণে বিষয়টির মীমাংসা হয় এবং ভাষা ইন্দোনেশিয়াই তাহাদের জাতীয় ইচ্ছা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহন হয়। ১৯২৮ খৃ. জাতীয়তাবাদী যুব আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৪২ খৃ. জাপানী বাহিনী কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিজ দখল করিবার পরিণামে ওলন্দাজ ভাষাকে দমন করিবার ফলে ভাষা ইন্দোনেশিয়ার পথ হইতে অপর একটি বাধা অপসারিত হয়। ১৯৪৫ খৃ. ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের গৃহীত সংবিধানে ইহাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র বেতারে, সংবাদপত্রে ও বই-পুস্তকে ভাষা ইন্দোনেশিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংবাদপত্রে ও বই-পুস্তকে ভাষা ইন্দোনেশিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল ইন্দোনেশিয়াই এই ভাষায় কথা বলে এবং এই ভাষা বুঝে, একমাত্র সামান্য ব্যতিক্রম মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ। এই ভাষাতেই এখন যেহেতু সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সকল স্কুলে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে—কাজেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, আগামী এক পুরুষ সময় কালের মধ্যে ইহাই সকল ইন্দোনেশিয়াবাসীর অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসীরও মুখের ভাষ হইবে। ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী একই সঙ্গে অপর একটি আঞ্চলিক ভাষাতেও কথা বলিবে এবং পঠন-পাঠন করিতে থাকিবে, (যেমন জাভার ভাষা, সুনদানী ভাষা ইত্যাদি), সেগুলিই হইবে তাহাদের মাতৃভাষা। বয়োবৃদ্ধ শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়গণ এখন পর্যন্ত ওলন্দাজ ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু দ্রুত তাহা অপসারিত হইতেছে এবং হইতে বাধ্য। ইংরাজী এখন বহুলাংশে ওলন্দাজ ভাষার স্থান অধিকার করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বৃহত্তর অর্থে ইন্দোনেশীয় ভাষার একটি জরীপের জন্য দ্র. (১) A. Capell, Oceanic Linguistics today, Current Anthropology-তে প্রকাশিত, ৩/৪ খ. (অক্টোবর ১৯৬২), পৃ. ৩৭১-৯৬ এবং সেখানে বিষয়টি সম্বন্ধে অন্যদের মন্তব্যও দ্র.। আরও দ্র. (২) C. F. ও F. M. Voegelin, Languages of the world: Indo-Pacific, Anthropological Linguisties-এ প্রকাশিত, ৬/৪ খ. (১৯৬৪ খৃ.) ও ৭/২ খ. (১৯৬৫ খৃ.)। "Proto-Austronesian" বিষয়ের জন্য দ্র. ঃ (৩) O. DempWolff, Vergleichende Lautlehre des Austronesischen wortschatzes, ৩ খণ্ডে, বার্লিন ১৯৩৪-৮ খৃ. এবং (৪) R. Brandstetter, Wurzel, und Wort in den Indonesischen Sprachen, লুসান ১৯১০ খৃ. এবং (৫) Brandstetter-কৃত অন্য সন্দর্ভসমূহ (তন্মধ্যে চারটি অনুবাদ করিয়াছেন C. O. Blagden, সেগুলি An Introduction to Indonesian Linguistics-এর অন্তর্ভুক্ত, লণ্ডন ১৯১৬ খৃ.)। "Austronesian homeland"বা অস্ট্রোনেশীয় আদি বাসভূমির মতবাদ বিষয়ক একটি মূল্যবান জরীপ ও সেই সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে; (৬) J. C. Anceaux, BTLV-তে প্রকাশিত, deel 121 (১৯৬৫ খৃ.), পৃ. ৪১৭-৩২। (৭) J. Gonda, sandkint in Indonesia (নাগপুর ১৯৫২ খৃ.) গ্রন্থে উহার নামকরণ হইতে যতটা ধারণা করা যায় তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী তথ্য রহিয়াছে; (৮) এই পণ্ডিতের রচিত ইন্দোনেশিয়ার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে BTLV, Lingua-তে এবং অন্যত্র।

মালয় ভাষার উপরে 'আরবীর প্রভাব সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. (৯) Ph. S.van Ronkel, Over Invloed der Arabische Syntaxis op de Maleische, TBG-তে প্রকাশিত, deel 41

(১৮৯৯ খৃ.), পৃ. ৪৯৮-৫২৮; (১০) C. Skinner, The influence of Arabic upon Modern Malay, Intisari-তে প্রকাশিত, সিঙ্গাপুর, ২/১ খ., ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৩৪-৪৭। লিপিসমূহের নিদর্শনের জন্য দ্র. ঃ (১১) K.F. Holle, Tabel van Oud-en Nieuw-Indische Alphabettin, দি হেগ ১৮৮২ খৃ., উহা ব্যতীত (নিম্ন) আরাকিন (Arakin) দ্র.। বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ভাষার অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনটিই উন্নত মানের বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

ইন্দোনেশীয় ভাষা সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনা পাওয়া যাইবে ঃ (১২) V.D. Arakin, Indondzyskie Yazuiki, মস্কো ১৯৬৫ খৃ., উহাতে বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হইয়াছে। ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে একখানি সমালোচনামূলক মূল্যবান সিরিজ প্রকাশিত হইতেছে লাইডেন হইতে, প্রকাশ করিতেছে Koninklijk Instiuut voor Taal, Land-en vlkin-kunde; এই পর্যন্ত যেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি হইল ঃ (১৩) P. Voouhoeve, Critical survey of studies in the Languages of Sumatra, ১৯৫৫ খৃ.; (১৪) A. A. Cense ও E. M. Uhlen-beck, Critical survey of studies on the Languages of Borneo, ১৯৫৮ খৃ.; (১৫) A. Teeuw (তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছেন H. W. Emanuels), A critical survey of studies on Malay and Bahasa Indonesia, ১৯৬১ খৃ.; (১৬) E. M. Uhlinbeck, A critical survey of studies on the Languages of Java and Madura, ১৯৬৪ খৃ.। ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রের ব্যাপক সংগ্রহের জন্য দ্র. ঃ (১৭) Richar Salzner, Sprachenatlas des Indopazifischen Raumes, ২ খণ্ডে, Wiesbaden ১৯৬০ খৃ.।

Russell Jones (E.I. ^{2}) হুমায়ুন খান

৪। **ইতিহাস ঃ [ক] ইসলামী আমল ঃ** মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে সম্ভাব্য মুসলিম বসতি স্থাপনের সর্বপ্রাচীন যে তথ্য আমরা পাই তাহা হইল পূর্ব সুমাত্রাতে (সান-ফু-চি, শ্রীবিজয়, পালেমবাঙ) ৫৫/৬৭৪ সালে, জনৈক 'আরব সর্দার কর্তৃক বসতি স্থাপনের বিবরণ। দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপকভাবে মুসলিম বসতি স্থাপনের নিশ্চিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আল-মাস'ঊদী। তিনি লিখিয়াছেন যে, ২৬৫/৮৭৮ সালে প্রধানত ('আরব ও পারস্যবাসী) মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়ী যাহারা খানফু (ক্যান্টন)-তে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় ১,২০,০০০ বা ২,০০,০০০ লোক নিহত হয়। তেং সম্রাট হি-সুঙ-এর শাসনামলে (২৬৫/৮৭৮–২৭৬/৮৮৯ সাল) দক্ষিণ চীনে এক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে পরিণতিতে সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। অতঃপর বিপুল সংখ্যক মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়ী ক্যান্টন হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালাহ (কেদাহ)-তে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়িগণের সেই ব্যাপক স্থানান্তর গমনের ফলে চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় বন্দর ক্যান্টন হইতে কেদাহ-তে স্থানান্তরিত হয়। যথার্থভাবেই আমরা ধরিয়া নিতে পারি যে, মুসলমানদের যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক বসতি ক্যান্টনে ছিল (সেই বসতি স্থাপন ১ম/৭ম শতক হইতেই শুরু হইয়াছিল) এবং তাহারা যথেষ্ট ধর্মীয় অধিকার ও সামাজিক মান-মর্যাদা ভোগ করিত; কাজেই কেদাহ-তেও তাহারা নিজেদের বসতি স্থাপনের ধরন-ধারণ এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ অক্ষুণ্ন ও প্রচলিত রাখিয়াছিল। কেদাহ ব্যতীত তাহারা পালেমবাং-এ এক রকমভাবেই গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই ঘটনাই দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের সূচনা করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কম্বোডিয়ার দক্ষিণ চাম্পার ফান্‌রাং অঞ্চলে ৪৩১/১০৩৯ সালে বা তাহারও আগে মুসলিম বসতি স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব জাভার গ্রেসিনের নিকটবর্তী লেরান শিলাপিলি (৪৭৫/১০৮২) হইতে এই অঞ্চলের আরও পূর্বেকার মুসলিম বসতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আকেহনীয় (Achehnese) [মালয়] ইতিহাস অনুযায়ী সুমাত্রার সর্বোত্তর প্রান্তে জনৈক 'আরব ধর্মপ্রচারক সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন ৫০৬/১১১২ সালে বা উহার কাছাকাছি কোন সময়ে। তাঁহার নাম ছিল শায়খ 'আবদুল্লাহ 'আরিফ। তাঁহার জনৈক অনুসারী শায়খ বুরহানু'দ-দীন পরবর্তী কালে ইসলাম প্রচার কার্য পশ্চিম উপকূলের প্রায়ামান (Priaman) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। উত্তর সুমাত্রাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে ৬০১/১২০৪ সাল; তখন জুহান শাহ এখানকার প্রথম সুলতান হন। হিকায়াত রাজা-রাজা পাসাই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, মক্কার শারীফ ৭ম/১৩শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনৈক শায়খ ইসমা'ঈলকে একটি প্রচার দলের প্রধান করিয়া উত্তর সুমাত্রাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উত্তর সুমাত্রার পাসাই অঞ্চল পেরলাক ও সামুদ্রা রাজ্য নিয়া গঠিত ছিল এবং ৬৮২/১২৮২ সালের মধ্যেই উহা মুসলিম অঞ্চলে পরিণত হয়। সেখানকার সুলতান আল-মালিক আস-সালিহ ৬৯৭/১২৯৭ সালে বা ৭০৭/১৩০৭ সালে মারা যান। মালয় উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ট্রেঙ্গানুতে অবস্থিত কুয়ালা বেরাং-এ ৭০২/১৩০২ সালের তারিখযুক্ত একটি পাথরের ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে সেই অঞ্চলে প্রাথমিক মুসলিম বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুলুর অন্তর্গত জোলো দ্বীপের বুদ দাতো-তে প্রাপ্ত একটি মুসলিম মাযার ফলক হইতে জানা যায় যে, মুসলিমগণ সম্ভবত চীনের সঙ্গে তাহাদের বাণিজ্য সম্পর্ক সূত্রে প্রায়শ সেই অঞ্চলে গমনাগমন করিত।

৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষদিকে মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাভা হইতে পলাইয়া গিয়া পালেমবাং রাজবংশের পরমেশ্বর নামক জনৈক রাজপুত্র সেই রাজ্য স্থাপন করেন এবং তুমাসিক (সিঙ্গাপুর) হইতে স্বল্পকারের জন্য রাজ্য শাসন করেন। এরূপ হওয়া সম্ভব যে, মালাক্কার উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ মুসলিমগণ আরও আগে হইতেই তাহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। কেননা দেখা যাইতেছে যে, অনেক আগেই তাহারা কেদাহতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ৮১২/১৪০৯ সালের মধ্যে মালাক্কার শাসক সেখানকার মুসলিম ধর্মীয় প্রচারকগণের প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পাসাইয়ের সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পাসাই এবং মালাক্কা–এই উভয় স্থানই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপিয়া ইসলাম প্রচারকার্য চলিতেছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দীকাল যাবত যে ইসলামীকরণের কর্মধারা চলিতে থাকে তাহাতে প্রধান ভূমিকাটি পালনের কৃতিত্ব ছিল সূফীবাদের। দ্বীপপুঞ্জের সকল এলাকার ও 'আরব হইতে আগত বিদ্বান ('আলিম) ব্যক্তিগণ ও ধর্ম

প্রচারকগণ এই দুই কেন্দ্রে মিলিত হইয়া ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জাভা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন, তুবান হইতে আগত সুনান বোনাং ও সুনান গিরি পরবর্তীকালে সূফী দরবেশ হইয়াছিলেন। জাভাতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সেখানে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন।

আল-মালিকু'স-সালিহ-এর পৌত্র আল-মালিকু'জ-জাহির-এর রাজত্বকালে (৮ম/১৪শ শতকের শুরু) পাসাই ছিল দ্বীপপুঞ্জের সর্বপ্রাচীন ইসলাম চর্চার কেন্দ্র। ৭৪৬/১৩৪৫৭৪৭/১৩৪৬ সালে ইব্ন বাত্তূতা যখন পাসাই সফর করেন তখন দেখিতে পান যে, সুলতান ধর্মীয় আলোচনায় খুবই উৎসাহী এবং বিজয়ের মাধ্যমে চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহনে অত্যন্ত আগ্রহী ও নিরলস। ৮১৯/১৪১৬ সালের মধ্যে আরূ, সামুদ্রা, পেদির ও লামব্রি-র লোকেরা সকলেই আতজেহ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং আতজেহ-এর শক্তি ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হয়। সুলুর বিশিষ্ট পরিবারসমূহের একটি বংশানুক্রমিক বিবরণী তারসিলা (বা সিলসিলা) অনুযায়ী সেখানে ইসলামের প্রথম পরিচয় করান ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শারীফ আওলিয়া কারীম আল-মাখদূম নামক জনৈক 'আরব দরবেশ, পরবর্তী কালে মালাক্কা নামে বিখ্যাত স্থান হইতে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। মালাক্কাতেও তিনি স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ৭৮২/১৩৮০ সালে সুলু-তে গিয়া পৌঁছেন বলিয়া কথিত আছে। সেখানে তিনি জোলোর নিকটবর্তী বওয়াসা-তে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী প্রচারকও ছিলেন একজন 'আরব, নাম সায়্যিদ আবূ বাক্র; তিনিও সেই একই এলাকা হইতে আসেন এবং সম্ভবত সুমাত্রা হইতেই আসিয়া উপনীত হন। তিনি বওয়ানসার মুসলিম শাসক মিনাংকাবাউ বংশীয় রাজা বাগিনদার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্বশুরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সুলুর প্রথম সুলতান হন।

জাভাতে 'আরব ও ইরানের দরবেশগণ ৮০৩/১৪০০ সাল হইতেই ইসলাম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত ওয়ালী, সায়্যিদ মাওলানা মালিক ইব্রাহীম ৮২২/১৪১৯ সালে গ্রেসিক-এ ইনতিকাল করেন। তিনি মাজাপাহিতের রাজা বিক্রম-বর্ধনকে (রাজত্বকাল ৭৮৮/১৩৮৬-৮৩৩/১৪২৯ সাল) ইসলাম কবূল করাইতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত কীর্তিবিজয়ের রাজত্বকালে (দ্রে তুমাপেল, ৮৫১/১৪৪৭-৮৫৫/১৪৫১ সাল) মাজাপাহিতের রাজদরবারে ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার সূচনা করেন চাম্পার জনৈক দরবেশের পুত্র রাদেন রাহমাত সেখানে আগমন করিয়া। তিনি যে জাভাকে ইসলামীকরণের কাজ চূড়ান্তভাবে সুসম্পন্ন করিবেন তাহা পূর্ব হইতেই জাভার অপর একজন দরবেশ শায়খ মাওলানা জুমাদা আল-কুবরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন বলিয়া কথিত। রাদেন রাহমাত, আমপেল (সুরাবায়া)-এ তাঁহার আস্তানা স্থাপন করেন, অত্যন্ত সাফল্যজনক কর্মতৎপরতার জন্য জাভাবাসিগণ পরে তাঁহাকে জাভার ওয়ালী-এ আ'জামরূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁহাকে সুনান আমপেন উপাধি প্রদান করে। জাভার অপর একজন বিখ্যাত সায়্যিদ ধর্মপ্রচারক ছিলেন পাসাইয়ের মাওলানা ইসহাক। পাসাইয়ের সুলতান তাঁহাকে জাভার সর্বপূর্ববর্তী অঞ্চল বালামবাঙ্গানোর অধিবাসীদেরকে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আনিবার দায়িত্ব প্রদান করেন। সুনান আমপেল-এর পুত্র সুনান বোনাঙ্গ এবং তিনি মাজাপাহিতের সুলতানের যে কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার গর্ভজাত পুত্র রাদেন পাকু (সুনান গিরি) উভয়ে মালাক্কা ও পাসাইয়ে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সুনান আমপেল-এর মৃত্যুর পরে (৮৭২/১৪৬৭) সুনান গিরি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আমপেল-কে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করিয়া এবং জাভাতে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র করিয়া উহাকে আরও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলেন। সুনান আমপেল-এর অপর এক পুত্রও ওয়ালী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন এবং তিনি সিদাইয়ু-র সুনান দ্রাজাত নামে পরিচিত হন। মাদুরা দ্বীপে পাঙেরান শারীফ (খলীফা হুসায়ন নামেও পরিচিত) ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ৮৮৩/১৪৭৮ সালে মাজাপাহিতের পতনের সঙ্গে রাদেন পাতাহ-এর নাম ঐতিহ্যগতভাবে জড়িত হইয়া আসিয়াছে, তিনি ছিলেন রাজারই পুত্র এবং আর্যদামার-এর পোষ্য পুত্র। এই আর্য দামার ছিলেন পালেমবাং-এর মাজাপাহিত গভর্নর। তিনি ৮৪৪/১৪৪০ সালের পূর্বে কোন সময়ে রাদেন রাহমাত-এর নিকট ইসলাম কবূল করেন। রাদেন পাতাহ বিনতারাতে (দেমাক) বসতি স্থাপন করেন, সেখানে তিনি একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন। উহার নির্মাণ কাজ ৮৯৪/১৪৮৮ সালে সমাপ্ত হয়। মস্জিদটি অদ্যাবধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দিমাকও জাভা দ্বীপে ইসলামের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান হইতে আর একজন বিখ্যাত ওয়ালী সুনান কালিজাগা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ওয়াইয়াং বা থিয়েটারকে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সুমাত্রার দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামীকরণের কাজ শুরু হয় ৯ম/১৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শুরু হইতে সমগ্র অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত হইয়া যায়। মিনাংকাবাউয়ের কোন কোন এলাকাও সেই সময়ের মধ্যে ইসলামের আওতাভুক্ত হইয়া যায়। পালেমবাং ইসলামীকৃত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় প্রথমত রাদেন রাহমাত এবং আর্য দামার-এর প্রভাবের ফলে। আনুমানিক ৮৪৪/১৪৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণের লামপুং অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয় বানতেম-এর প্রভাবের ফলে, সেখানে ইসলাম শিকড় গাড়িয়াছিল ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে। বলা হইয়া থাকে যে, লামপুং-এর রাজা মিনাক কমল বুমী (ভূমি) নিজে বানতেমে গমন করেন, সেখানে তিনি ইসলাম কবূল করেন। মক্কা শরীফে গিয়া হজ্জ পালন করিয়া লামপুং-এ প্রত্যাবর্তন করিবার পর নিজ রাজ্যে তিনি ইসলামের প্রসার ঘটান।

দক্ষিণ বোর্নিওর বানজারমাসিনে ইসলাম প্রচার করেন জাভা (দেমাক) হইতে আগত দরবেশগণ ৯ম/১৫ম শতাব্দীতে। দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত ব্রুনাই ইসলামীকৃত হয় আরও আগে, সুলুর সমসাময়িক কালে (উপরে দ্র.)। মোলাক্কাসেও ইসলামের প্রথম পরিচিতি ঘটে ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে। এই দ্বীপগুলি অতঃপর প্রধানত তেরনাতি, তিডোর, গিলোলো ও বাটজানের রাজপরিবারসমূহের অধীনে আসে। আর সেগুলির অন্তর্গত হইতেছে হালমাহেরা, সেলিবিস, আমবোন, বান্দা, নিউ গিনির পশ্চিম উপকূল এবং সেরাম, বাটজান ও ওবি দ্বীপসমূহের মধ্যে অবস্থিত কিছু সংখ্যক দ্বীপ। এই সকল দ্বীপের মধ্যে প্রধান দ্বীপ তেরনাতিতে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। এখানকার প্রথম সুলতানই সর্বপ্রথম গ্রেসিকে ইসলাম কবূল করেন ৯০১/১৪৯৫ সালে। নিজ রাজ্যে তিনি ইসলামের প্রসার ঘটান আমবোনের অন্তর্গত হিতুর জনৈক পতি পুতাহ-এর সহায়তায়, ইনিও জাভাতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ৯২৮/১৫২১ সালের ৫০ বৎসরের বেশী আগে হইবে না যে, তিডোরের রাজা, গিলোলো এবং বাতজানের রাজাগণের ন্যায়, ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন।

৯১৭/১৫১১ সালে রাদেন পাতাহ-এর পুত্র পাতি য়ূনুস জাপারা জয় করেন এবং দেমাকের প্রথম সুলতানরূপে ঘোষিত হন। এই সময়ে সুনান গুনুং জাতি উপাধিধারী জাভার অপর একজন ওয়ালী সুনানদী (পশ্চিম) জাভাতে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। তজিরেবন হইতে তিনি তাঁহার এক পুত্র মাওলানা হ'াসানুদ-দীনকে পশ্চিম জাভার বানতেমে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। ৯৩৩/১৫২৬ সালের মধ্যে বানতেম ও জাকার্তার অধিবাসিগণ ইসলাম কবূল করে এবং সুনান গুনুং জাতি বানতেমের প্রথম সুলতান হন (রাজত্বকাল ৯৩৩/১৫২৬-৯৬০/১৫৫২ সাল)। এই সুনান ছিলেন ভবিষ্যত তজিরেবন রাজপুরুষগণের এবং বানতেম সুলতানগণের যে রাজবংশ উহাদের পূর্বপুরুষ। রাদেন ততেঙ্গানার রাজত্বকালে পাতি য়ূনুস-এর ভাই, যিনি দেমাকের (পশ্চিম জাভা) সুলতানরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ইসলাম কবূল করেন। পূর্ব জাভার হিন্দু-জাভানী রাজ্য সিঙ্গাসারি (তুম পেল) স্বীয় ধর্মীয় সত্তা বজায় রাখিয়া চলিতে থাকে। উহার ব্যর্থ সমর্থন প্রদান করে তখনও পর্যন্ত অমুসলিম রাজ্য কেদিরি ও মতারাম, বালামবাঙ্গানে, পানারুকানও পাসুরুয়ান স্বাধীন রাজ্য দুইটি বালীর শিবাই রাজপুত্রের ক্ষমতাধীনে ছিল। তিনি নিজ শক্তিকেন্দ্র মাতজান পুতিহ হইতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। রাদেন ত্রেনঙ্গানা সিঙ্গাসারি ও মাতরাম বিজয় সম্পন্ন করেন এবং পাসুরুয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতে থাকাকালীন আনুমানিক ৯৫৩/১৫৪৬ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ত্রেনঙ্গানার মৃত্যুর পরে কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার পুত্রগণ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকার কারণে বিভ্রান্তিজনক অবস্থা বিরাজমান ছিল। অতঃপর পূর্ব জাভার পাজাঙে নিযুক্ত প্রতিনিধি আদি বিজয় পরিস্থিতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনেন এবং তাঁহার শাসনাধীনে দশটি জেলা সমবায়ে গঠিত পাজাং রাজ্যের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। জেলাগুলি শাসন করিতেন গভর্নরগণ, তাঁহারা সুলতানের নিকটে দায়ী থাকিতেন। ১০ম/১৬শ শতকের শেষদিকে মাতারামের গভর্নর সুলত'ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে পরিণামে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। মাতারামের গভর্নর সূতাবিজয় (সত্যবিজয়?), যিনি রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি নামে পরিচিত ছিলেন, সেই যুদ্ধে বিজয়ী হন এবং মাতারাম সালত'নাতের প্রতিষ্ঠা করেন (৯৯০/১৫৮২-১০১০/ ১৬০১)। তাঁহার মৃত্যুর পরে (১০১০/১৬০১) এই রাজ্য সমগ্র জাভা ব্যাপিয়া এবং পশ্চিমদিকে তজিরেবনের অন্তর্গত গালুহ পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে প্রায় সমগ্র বালামাবাঙ্গান পর্যন্ত মোট ২৫টি জেলা জুড়িয়া বিস্তৃত হয়।

মালয় উপদ্বীপের মধ্যে প্রথম মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় মালাক্কাতে। উহা সব সময়ই জাভা এবং সর্বপূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে ইসলাম প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ৮৮০/১৪৭৫ সালে জনৈক সায়্যিদ ও তাঁহার পত্নী জনৈকা মালাক্কীয় শাহযাদীর পুত্র শারীফ মুহাম্মাদী কাবুংসুয়ান সেখান হইতে ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ে গমন করেন এবং সেখানে ইসলামের বাণী সর্বপ্রথম প্রচার করেন। মালয় ও 'আরব দরবেশগণ ও প্রচারকগণ, যাঁহারা সুমাত্রা ও মালাক্কা হইতে পালের জাহাজযোগে মোলুক্কাসে গমন করিতেন, তাঁহারাও সেলিবিসের অন্তর্গত মাকাসসারের অধিবাসিগণকে ইসলামীকরণে অংশগ্রহণ করেন (৯১১/১৫০৫)। একজন বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন খাত'ীব তুনঙ্গাল, তিনি ছিলেন মিনানকাবাং-এর অধিবাসী, তাঁহার মাযার এখনও গওয়ার উত্তরে অবস্থিত তাল্লাতে বর্তমান রহিয়াছে। মাকাসসারগণ বুগি অধিবাসিগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ইহারা প্রথমে খুব ধীর গতিতে নূতন ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু একবার মুসলমান হওয়ার পর নিউগিনি ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে পরিচালিত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সূত্রে অন্যদের ইসলামের আওতার মধ্যে আনিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাহাদের চেষ্টার ফলেই দক্ষিণের ফলোরেস দ্বীপরাজ্য ধীরে ধীরে ইসলামী অঞ্চলে পরিণত হয়। সেলিবিস হইতে মাকাসসার প্রচারকগণই ইসলামের বাণী নিয়া যায় সুমাবাওয়াতে ও সম্ভবত লমবকেও এবং সেই প্রচারকার্যের সময়কাল ছিল ৯৪৭/১৫৪০ ও ৯৫৭/১৫৫০ সাল।

মালয় উপদ্বীপ কেদাহ প্রচারকগণের প্রচেষ্টার ফলে ৮৭৯/১৪৭৪ সালের মধ্যে মুসলিম অঞ্চলে পরিণত হয়। উপদ্বীপের বাকী সমগ্র অংশে কিভাবে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না, কিন্তু প্রচারকার্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; প্রচারকগণের কেন্দ্র ছিল মালাক্কা ও পাসাই।

দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্নিওর সুকাদানা ইসলাম প্রভাবিত হয় 'আরব ও মালয়গণ দ্বারা, প্রধানত তাঁহারা ছিলেন পালেমবাং-এর প্রচারক। ১০০০/১৫৯১ সালের মধ্যে বোর্নিওর সকল উপকূলবর্তী অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত হইয়া যায়।

লুযন দ্বীপসমূহ ও ম্যানিলা, সেবু, ওতোন এবং অন্য জেলাসমূহে ইসলাম প্রচার করেন ব্রুনাই ও আতজেহ হইতে গমনকারী প্রচারকগণ, মিনদানাও ও সুলুতেও তাঁহারাই ইসলাম প্রচার করেন। ১০০৯/১৬০০ সালের দিকে জাভার ইসলাম প্রচারকগণ দ্বীপপুঞ্জের সুদূর পূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকার্যে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বৃহত্তর আতজেহ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সুলত'ান 'আলী মুগায়াত শাহ (মৃ. ৯৩৭/১৫৩০)-এর অধীনে আতজেহ দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য জয় করেন। তাঁহার পুত্র সুলত'ান আলাউদ-দীন রি'আয়াত শাহ আল-কাহ্হ'ার (মৃ. ৯৭৬/১৫৬৮) তুরস্ক, আবিসিনিয়া, গুজরাট ও মালাবার হইতে সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে ৯৪৪/১৫৩৭ সালে মধ্যসুমাত্রা (বাটক অঞ্চল) জয় করেন। বাটক অধিবাসিগণের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আরও অনেক পরে মুসলিমগণ সেখানে সর্বোচ্চ প্রচারকের সাফল্য অর্জন করেন, যখন ১৩১৫/১৮৯৭ সালে সেখানে খৃস্টান প্রটেস্ট্যান্ট পাদ্রিগণ আগমন করেন। নিঃসন্দেহে উহার অন্যতম কারণ ছিল ওয়াহ্হাবী ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'াজ্জীগণের শিক্ষা ও প্রচার কার্যের ফল। তাঁহারা ১২১৮/১৮০৩ সালে এক ধর্মীয় পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলনের প্রেরণা সৃষ্টি করেন (দ্র. পাদ্রী প্রবন্ধ)। ৯৮৩/১৫৭৫ সালে ও ৯৯০/১৫৮২ সালে আতজেহতে মক্কা, য়ামান ও গুজরাট হইতে কিছু সংখ্যক আলিম আগমন করেন। তাঁহারা সেখানে তাসাওউফ ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা ৯ম/১৫শ শতকের শুরুতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চিন্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে প্রসারিত হইয়া সেই সকল আলোচনা মালয়ে স্বতঃস্ফূর্ত গ্রন্থাদি রচিত হইবার প্রেরণা সৃষ্টি করে। সেই ঢেউ পরবর্তী দুই শত বৎসরের বেশী কাল যাবত মানুষের প্রজ্ঞাগত ও চিন্তা-ভাবনার আগ্রহ জাগরূক রাখে। তাঁহাদের গুরুত্ব ছিল এই যে, তাঁহারা দ্বীপপুঞ্জের ইসলামীকরণের প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গুরুত্বকে বুঝাইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া সুমাত্রা ও জাভার ক্ষেত্রে। এই সকল গ্রন্থ রচনার কিছু কিছু প্রকৃষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত উদাহরণ হইতেছে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উপরে মালয়

সূফী কবি ও লেখক হামযা ফানসূরী (দ্র.)। তিনি কাদিরিয়্যা তারীকার অনুসারী ছিলেন এবং সুলতান আলাউদ-দীন রিআয়াত শাহ্-এর শাসনামলে (সায়্যিদু'ল-মুকাম্মাল, ৯৯৮-১০১৩/১৫৮৯-১৬০৪ সালে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুলতান ইসকানদার মুদা-র রাজত্বকালে (১০১৬-৪৬/১৬০৭-৩৬) আতজেহ সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তিতে গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। "দুনিয়ার মুকুট" (মাহকোটা 'আলাম) উপাধিধারী ইসকান্দার মুদাপেরাক জয় করেন, জোহোর লুণ্ঠন করেন এবং একমাত্র জাভা ও দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাঞ্চল ব্যতীত বাকী সমগ্র অঞ্চলের উপরে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার শাসনামলে অপর একজন বিখ্যাত মালয় সূফী আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ছিল শামসুদ্দীন আস-সুমাত্রানী (মৃ. ১০৪০/১৬৩০ দ্র.)। তিনি ছিলেন আতজেহ-এর শায়খু'ল-ইসলাম। ৯ম/১৫ম শতকে যে আলোচনা এবং উজুদিয়া অধ্যাত্মবাদের বাহাছ বা বিতর্ক শুরু হইয়াছিল তাহা আতজেহ-এর আধ্যাত্মিক আবহাওয়াকে (আতজেহ-এর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড সমগ্র দ্বীপপুঞ্জেরই তাপমান যন্ত্রস্বরূপ ছিল) সার্বিকভাবে ১০৪৭/১৬৩৭ সালে নূরু'দ-দীন আর-রানিরী (মৃ. ১০৭৭/ ১৬৬৬ দ্র.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সচল রাখিয়াছিল। আর-রানিরীর অসাধারণ বিতর্ক ও স্বতঃস্ফূর্ত লেখা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে উজুদিয়া অধ্যাত্মবাদের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাকে প্রায় মুসলিম দর্শনের উপরে আল-গাযালী (র)-এর প্রভাবের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। আর-রানিরী ১০৫৪/১৬৪৪ সাল পর্যন্ত আতজেহ (Atjeh)-তে অবস্থান করেন এবং সুলতান ২য় ইসকান্দার-এর শাসনামলে (১০৪৭-৫১/১৬৩৭-৪১) রাজ্যের প্রাধান কাদীর পদ অলংকৃত করেন। এই আমলের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মালয় ভাষায় কু'রআন শারীফের অনুবাদ। আল-বায়দাবীর টীকা ও ব্যাখ্যাসমেত অনুবাদ করেন 'আবদু'র-রাউফ আস-সিন্কিলী [জ. আনু. ১০৩০/১৬২০ সাল ও মৃ. ১১০৪/১৬৯৩ সালের পরে (দ্র.)]। তিনি ছিলেন শাত্তারিয়্যা তারীকার অনুসারী এবং যে চারজন রাণী ১০৫১/১৬৪১ হইতে ১১১১/১৬৯৯ সাল পর্যন্ত আতজেহ শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমজন সুলতান তাজু'ল-'আলাম আস-সাফিয়্যাতু'দ দীন শাহ-এর শাসনামলে (১০৫১/১৬৪১-১০৮৬/১৬৭৫) আবির্ভূত হন। আতজেহ-এর সুলতানগণের বংশধারা ১৩২১/১৯০৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল (দ্র.আতজেহ)।

সেলিবিস দ্বীপে মিনাহাস্সার পূর্বে অবস্থিত উপদ্বীপের উত্তর বোলাআং-মঙোনদৌ (Bolaang-Mongondou) রাজ্য ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাবাধীনে আসে 'আরব, বুগী ও অন্যান্য স্থানীয় মুসলিম সূফী ও প্রচারকের কর্মতৎপরতার ফলে। ১০৯৮/১৬৮৬ সাল ও ১১২১/১৭০৯ সালের মধ্যে এই রাজ্য সবপ্রথম খৃস্টান রাজা জ্যাকোবাস ম্যানোপো কর্তৃক শাসিত হয়। ১২৬০/১৮৪৪ সালের মধ্যে রাজ্যের শেষ খৃস্টান রাজা জ্যাকোবাস মানুয়াল ম্যানোপো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলের খ্যাতনামা প্রচারক ছিলেন হাকীম বাগূস ও ইমাম তুওয়েকো। বাতযান (Batjan)-এর সুলতান যায়নু'ল-'আবিদীন-এর শাসনামলে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শুরুতে নিউগিনির কিছু সংখ্যক পাপুয়াবাসী এবং উহার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপের যে সকল অধিবাসী তাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। নিউগিনির পশ্চিম উপকূলে আরও অনেক আগে ১০১৫/১৬০৬ সাল হইতেই ইসলাম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। অগ্রগতি বেশী ছিল না, যদিও ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে আরব ও স্থানীয় প্রচারকগণ আবার নূতন করিয়া প্রচার তৎপরতা শুরু করেন। যাহা হউক, সামগ্রিকভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণই ইসলাম কবূল করে, অভ্যন্তরভাগের অধিবাসিগণ এখন পর্যন্ত অর্ধসভ্য প্রকৃতি পূজারীই রহিয়া গিয়াছে। মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বিস্তার ও ইসলামীকরণের কাজ এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রায় চলিয়া আসিতেছে।

উপরের বিবরণে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের যে কালানুক্রমিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, মালয়-ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের জীবনে যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা রহিয়াছে, তাহারও অতি সামান্য বর্ণনাই এখানে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের ইতিহাসের ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই। দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে কবে প্রথম ইসলামের আলো প্রবেশ করিয়াছিল তাহার সঠিক তারিখসমূহ জানা না থাকিবার ফলে উপরে যে সকল তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলিকে আরও পিছাইয়া দেওয়াও সম্ভব হইতে পারে। দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রচলন ও বিস্তার সম্বন্ধে এবং ইসলাম কি উপায়ে প্রসার লাভ করিয়াছিল সেই সম্বন্ধেও কয়েকটি মত প্রচালিত রহিয়াছে। মালয়-ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীগণের ইতিহাসে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদানের মূল্যায়ন করিবার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। বিভিন্ন যে সকল প্রধান মত প্রচলিত, সেগুলির প্রতিটিতেই এককভাবে এগুলির ভূমিকার প্রাধান্যের কথা বলা হইয়াছে ঃ (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রেই সর্বপ্রথম ইসলাম এই দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিল; (খ) ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের ভূমিকা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ছিল শাহবানদারগণ (দ্র.), পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন দ্বারাও ইসলাম প্রসার লাভ করে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্তর দ্রুততর হয়; (গ) মুসলিম-খৃস্টান ধর্ম প্রচারকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ইসলাম বিস্তার দ্রুততর হয়, বিশেষ করিয়া ৯ম/১৫শ ও ১১শ/১৭শ শতাব্দী কালের মধ্যে সেই বিস্তার বেশী হয়—মুসলিম প্রচারকগণ এখানে ইহাকে খৃস্টান-মুসলিম ক্রুসেড যুদ্ধেরই চলমান নবরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; (ঘ) ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিরও সহায়ক ছিল; (ঙ) ইসলামের আদর্শগত মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বই আধিবাসিগণের ইসলামীকরণের পিছনে সর্বাপেক্ষা বড় কারণস্বরূপ ছিল এবং (চ) সূফীবাদ ও ইহার বিভিন্ন তারীকার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তিস্বরূপ ছিল। উল্লিখিত সকল মতামতের সমালোচনার জন্য এবং এই দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে নূতন সাধারণ এক মতের বিষয়ে জানিবার জন্য (দ্র.) (১) এস. এম. এন. আল-আত্তাস, The mysticism of Hamzah Fansuri, ২ খণ্ডে, অক্সফোর্ড ও কুয়ালা লামপুর; (২) ঐ লেখক, Islamic Culture in Malaysia, কুয়ালা লামপুর ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১২৩-৩০; (৩) ঐ লেখক, The Origin of the Malay sha'ir, কুয়ালা লামপুর ১৯৬৮ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, A general theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago, কুয়ালা লামপুর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে জানিবার জন্য মালয়, জাভানী ও অন্যান্য মূল তথ্য-উৎস সমসাময়িক অমুসলিম তথ্য-উৎস হইতে অনুবাদ ভিত্তিক এবং প্রধানত ওলন্দাজ পণ্ডিতগণের গবেষণার উপরে ভিত্তি করিয়া সংগৃহীত। সর্বোত্তম ভাল

বিবরণমূলক গ্রন্থ হইতেছে ঃ (১) T. W. Arnold-এর The Preaching of Islam, লণ্ডন ১১৩৫ খৃ., অধ্যায় ১২। দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের ইতিহাসের সাধারণ বা বিশেষ অঞ্চলের বিবরণ রহিয়াছে বহু মুসলিম এবং অন্যান্য তথ্য-উৎসে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ (২) হি'কায়াত রাজা-রাজ্য পাসাই (পাসাই রাজবংশের ইতিহাস), সম্পা. A. H. Hill, JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩৩খ, ১৯৬০ খৃ.; (৩) হি'কায়াত আতজেহ (আচেই-এর ইতিহাস), সম্পা. টি. ইস্কান্দার, দি হেগ ১৯৫৯ খৃ.; (৪) আর-রানিরীকৃত, বুস্তানু'স-সালাতীন, পাণ্ডু. Or. 1971 ও Or. 5303, লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত; (৫) সেজারাহ মেলায়ু (মালয়ের ইতিকাহিনী), সম্পা. টি. সিতুমোরাং ও এ. তীইউ, জাকার্তা ১৯৫৮ খৃ.; (৬) সেজারাহ বানতেন (বানতেনের ইতিকাহিনী), সম্পা. আর. এইচ. জাজাদিনিগ্রাত, হারলেম ১৯১৩ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, Critisch over-zicht...maleische...gegevens over de geschiedenis v. h. Socltanaat van Atjeh, VTLB-তে প্রকাশিত, ৬৫খ, ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৩৫-২৬৫; (৮) বাবাদ তানাহ জাবি' (জাভার ইতিহাস), জাভানী ভাষা হইতে অনুবাদ ও সম্পাদনা W. L. Olthoff, দি হেগ ১৯৪১ খৃ.; (৯) T. Pires, Suma Oriental, পর্তুগীজ ভাষা হইতে অনুবাদ A. Cortesao, লণ্ডন ১৯৪৪ খৃ., ২খ; (১০) C. Snouck Hurgronje, De Atjehers (The Achehnese-আতেহর-গণ), বাটাভিয়া (জাকার্তা) ১৮৯৩-৯৪ খৃ., ২ খণ্ডে, ইংরাজী অনু. A. W. S. O'Sullivan, লাইডেন ১৯০৬ খৃ.; (১১) এস. এ. হু'যায়্যিন, Arabia and the Far East, their commercial and cultural relations in Graeco-Roman and Irano-Arabian times, কায়রো ১৯৪২ খৃ.; (১২) F. Hirth ও W. W. Rockhill, Chau ju-Kua; his works on the Chinese and Arab trade in the 12th and 13th centuries, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১১ খৃ.; (১৩) H. A. R. Gibb, Travels of Ibn Battuta in Asia and Africa, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ.; (১৪) এম. সালীবী (M. Saleeby), Studies in Moro history, law and religion, ম্যানিলা ১৯০৫ খৃ.; (১৫) ঐ লেখক, History of Sulu, ম্যানিলা ১৯০৮ খৃ.; (১৬) W. P. Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago and Malacca, compiled from Chinese sources, VBCKW-তে প্রকাশিত, ১৮৮০ খৃ., ৩৯খ. পৃ. ১৪-১৫।

মালয় উপদ্বীপে ইসলামের প্রসার সম্বন্ধে R. J. Wilkinson ও Sir Richard Winstedt-এর বিভিন্ন লেখা রহিয়াছে, সেগুলি JMBRAS ও JSBRS-এ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রথম আগমন ও বিস্তার বিষয়ে বিভিন্ন মত সম্বন্ধে দ্র. (১৭) R. A. Kern, De verbreiding van den Islam, Geechiedinis van Nederlandsch Indie-তে প্রকাশিত, আমস্টারডাম ১৯৩৮ খৃ., ১খ.; (১৮) ঐ লেখক, Verspreide Geschriften, দি হেগ ১৯১৭ খৃ., ৬খ.; (১৯) C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, বন-লাইপযিগ ১৯২৪ খৃ., ৪খ.; (২০) F. W. Stapel, Geschiedenis van Nederlansch Indie, আমস্টারডাম ১৯৩৮-৪০ খৃ., ৫ খণ্ডে; (২১) W. F. Stutterheim, De Islam en zijn komst in den Archipel (ইসলাম ও দ্বীপপুঞ্জে উহার আমগন), ২য় সংস্করণ, Groningen ১৯৫২ খৃ.; (২২) J. B. O. Schrieke, Indonesian sociological studies, দি হেগ ১৯৫৫-৭ খৃ., ২ খণ্ডে; (২৩) J. C. van Leur, Indonesian trade and society, দি হেগ ১৯৫৫ খৃ.; (২৪) W. F. Wrtheim, Indonesian society in transition, দি হেগ ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৯৫-২৩৫; (২৫) A. H. Johns, Sufism as a category in Indonesian Literature and history, JSEAH-এ প্রকাশিত, ১/২ খ. (জুলাই, ১৯৬১)। ইন্দোনেশিয়ার হিন্দুপুর্ব যুগ, হিন্দু যুগ এবং ১৭০৫ খৃ. পর্যন্ত ইসলামের ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য দ্র. ঃ (২৬) B. H. M. Vlekke, Nusantara—a history of indonesia, দি হেগ ১৯৫৯ খৃ., অধ্যায় ১-৮।

দ্বীপপুঞ্জের ইসলামের আগমন ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সমালোচনামূলক আলোচনার জন্য দ্র. ঃ (২৭) এস. এইচ. আলাতাস (S. H. Alatas), Reconstruction of Malaysian history, RSEA-তে প্রকাশিত, ১৯৬২ খৃ., নং ৩, ২১৯-৪৫; (২৮) সি. এ. মাজুল (C. A. Majul), Theories on the introduction and expansion of Islam in Malaysia, International Association of Historians of Asia, 2nd Biennial Conference Proceedings, অক্টোবর ১৯৬২ খৃ., তাইওয়ান, পৃ. ৩৩৯-৯৭; (২৯) এস. কিউ. ফাতি'মী, Islam comes to Malaysia, মালয়েশীয় সমাজতান্ত্রিক গবেষণা ইন্সটিটিউট, সিঙ্গাপুর ১৯৬৩ খৃ.।

দ্বীপপুঞ্জে সূ'ফীবাদের প্রভাব সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. ঃ (৩০) R. Le Roy Archer, Muhammadan mysticism in Sumatra, হার্টফোর্ড ১৯৩৫ খৃ.; (৩১) G. W. J. Drewes, Drie Javaansche Goeroe's Hun leven, onderricht en Messiasprediking, লাইডেন ১৯২৫ খৃ.; (৩২) D. A. Rinkes, Abdoerraoef van Singkel Bijdrage tot de kennis van de mystiek op Sumatra en Java, Heerenveen ১৯০৯ খৃ.; (৩৩) ঐ লেখক, De Heiligen van Java, VBGKW-তে প্রকাশিত, ৫২খ., ১৯১০ খৃ., পৃ. ৫৫৬ প.; ৫৩খ. (১৯১১ খৃ.), ১৭ প.; ২৬৯ প.; ৪৩৫ প.; ৫৪ খ. (১৯১২ খৃ.), ১৩৫; ৫৫খ. (১৯১৩ খৃ.), ২০১; (৩৪) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Shamsu '1-Din van pasai, লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (৩৫) A. H. Johns, Malay Sufism, JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩০খ. (১৯৫৭ খৃ.); (৩৬) P. J. Zoetmulder, Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-Litteratuur, নিজমেজেন ১৯৩৫ খৃ.; (৩৭) এস. এম. এন. আল-আত্তাস, Raniri and the Wujudiyyah of 17th century Acheh, MMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩খ., ১৯৬৬ খৃ.।

নাম সংক্ষেপসমূহ ঃ JMBRAS=Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society;

JSBRAS= Journal of the Straits branch of the Royal Asiatic Society; JSEAH=Journal of Southeast Asian History; MMBRAS =Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society; RSEA=Revue du sud-ost asiatique (Institut de Sociologie, Universite libre de Bruxelles); VBGKW=Verhandelingen van het (Koninklijk); Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetcn-schappen.;

এস. এম. এন. আল-আত্তাস (E.I.[2]) হুমায়ুন খান

(খ) **ঔপনিবেশিক যুগ ঃ** ওলন্দাজ বণিকগণ ১৫৯৬ খৃ. জাভাতে পৌছিয়া জানিতে পারে যে, অভ্যন্তরভাগে একটি বড় রাজ্য রহিয়াছে। সেখানে জাভাতে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে শেষ প্রধান হিন্দু-বৌদ্ধ রাজা মাজাপাহিতের পতনের পরে প্রায় শতাব্দীকাল যাবত বিরাজিত বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে তখন ইসলামী রাষ্ট্র মাতরামের উত্থান ঘটিতেছিল। মাতারাম কর্তৃত্ব উত্তর উপকূলে বন্দর রাজ্যসমূহ এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাজ্যের উপরে বিস্তৃত হইতেছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ মাতারাম শাসক ছিলেন সুলতান আগুং (১৬১৩-১৬৪৫ খৃ.)। তিনি ১৬২৫ খৃ. সুরাবাজা জয় করিয়া সমগ্র জাভার উপরে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬১৯ খৃ. একটি সাবেক সুন্দানী বন্দরে তাহাদের প্রধান ঘাঁটি নির্মাণ করে এবং উহার নাম দেয় 'বাটাভিয়া'। সুলতান আগুং এই ওলন্দাজ ঘাঁটি নির্মাণ সহ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই ১৬২৮ খৃ. ও ১৬২৯ খৃ. ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি ওলন্দাজ ঘাঁটি দখল করিতে পারেন নাই। জাভার পরবর্তী মাসকগণের মধ্যে আর কেহ কখনও সেখানকার ওলন্দাজদেরকে আক্রমণ করেন নাই।

পরের কয়েক দশক ধরিয়া একদিকে ওলন্দাজ বাণিজ্য বাটাভিয়া হইতে বিস্তৃত হইয়া বাহিরের দিকে এশিয়ার সাগরগুলির সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, অপর দিকে আতজেহ (দ্র.) ও মাকস্সার (দ্র.)-এর ন্যায় নৌশক্তিসম্পন্ন রাজ্যগুলিরও পতন ঘটিতে থাকে, মাতারাম রাজ্যও নানা অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়। কিছু সঙ্কট ছিল আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর শক্তিশালী ইসলামী ও ঐতিহ্যধারী জাভানী সমাজের সানত্রি ও আবাঙ্গানদের মধ্যকার টানাপোড়েন সম্পর্কের কারণে। এই সকল উত্তেজনাকর অবস্থা আবার অঞ্চলগত বিরোধ ও রাজবংশগত বিবাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে ১৬৭৫ খৃ. সমগ্র রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে। বিদ্রোহী ত্রুনাজাজা বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী দল-উপদলগুলিকে একত্রীভূত করেন এবং ১৬৭৭ খৃ. রাজধানী অধিকার করিয়া নেন। ঠিক এই সময়ে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমবারের মত "ন্যায়সঙ্গত" শাসকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে হস্তক্ষেপ করে এবং মাতারাম বংশীয় শাসককে সিংহাসন লাভে সহায়তা করে।

অতঃপর আশি বৎসর যাবত রাজ্যটিতে বিদ্রোহ আর বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজিত থাকে, আর সেই পরিস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গত "দাবিদারগণ" তাঁহাদের উত্তরাধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশে ওলন্দাজদেরকে নিয়োজিত করেন। কোম্পানীকে জাভার উত্তর উপকূলে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধমান অধিকার প্রদান করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করা হইতে থাকে। অবশেষে সপ্তদশ শতকের শেষভাগের মধ্যে তাহারা জাভার সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে এবং প্রায় অর্ধের শাসন ক্ষমতা লাভ করে, যাহার বলে তাহারা বিপুল পরিমাণে রফতানী শস্য, যথা কফি, চিনি ও মরিচ সংগ্রহ করিতে থাকে। বস্তুত সেসব সামগ্রী তাহারা কতকটা উপঢৌকনস্বরূপই লাভ করিতে থাকে। অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী ক্রমেই বর্ধিতরূপে জাভাতে কেন্দ্রীভূতভাবে অর্থনৈতিক শোষণ চালাইতে থাকে এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপে এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে তাহাদের বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বৎসরগুলি ব্যাপিয়া ওলন্দাজগণ ক্রমেই বেশী করিয়া জাভানী রাজদরবারী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে, তাহারা বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিত এবং একই সময়ে তাহারা জাভানী সমাজের বিভিন্ন স্তরে সর্বসাধারণের ভাবপ্রবণতার কেন্দ্রবিন্দুও হইয়া উঠে।

১৭৫৫ খৃ. ওলন্দাজরা নয় বৎসরব্যাপী চলিতে থাকা এক ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত শাসককে রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া এক অংশ বিদ্রোহীদেরকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদেরকে শান্ত করিতে সম্মত করায়। এভাবেই রাজ্যটি দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অংশ সুরাকার্তা হইতে সুসুহুনানগণ শাসন করিতে থাকে এবং অপর অংশ জোগজাকার্তা হইতে শাসন করেন সুলতান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাভানী শাসকগণ এই নূতন পরিস্থিতিকেই আইনসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে এবং সেখানে স্থিতিশীলতা আনয়ন করিতে সচেষ্ট হন, আর সেই কাজে ওলন্দাজরা ক্রমে অধিক মাত্রায় বাহ্যিক আবরণী শক্তিরূপে জড়িত থাকে। কারণ রাজন্যবর্গের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে।

ইতোমধ্যে ওলন্দাজ বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। উহার সূচনা হয় ইসলামী সচেতনতাবোধ দ্বারা এবং জাভার দুই শাসকেরই বিরোধী দলীয় বিদ্রোহিগণ দ্বারা। এই দুই ধারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিদেশীদেরকে বিতাড়িত করিয়া বিভক্ত রাজ্যকে পুনরায় একত্রীভূত করিবার জন্য একটি আন্দোলন গড়িয়া তোলে। সূরাকার্তাতে ১৭৯০ খৃ. এইরূপ একটি প্রচেষ্টা করা হইলে ওলন্দাজ ও জোগজাকার্তা যৌথভাবে উহা প্রতিরোধ করে। ইসলামী ও স্বদেশী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ সেই দলটির পরবর্তী বড় প্রচেষ্টা হইয়াছিল ১৮১০-১৮৩০ খৃ. সময়ের মধ্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ সময়কালে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়ে। মাতারাম বিভক্তির পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক ব্যয়ভার অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্যিক আয়ও হ্রাস পায়। ১৭৫০ খৃ. কোম্পানীর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) গিল্ডারে, চল্লিশ বৎসর পরে সেই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) গিল্ডারে। য়ুরোপে বিপ্লবী যুদ্ধ চলাকালীন নেদারল্যাণ্ড হইতে ইন্দোনেশিয়া যোগসূত্রবিহীন হইয়া পড়ে। ফলে পরিস্থিতি তিক্ততর হয় এবং ১৭৯৫ খৃ. ফরাসী বাহিনী কর্তৃক নেদারল্যাণ্ড অধিকৃত হইলে কোম্পানীর বিষয়াদি প্রথমে একটি কমিটির উপরে ন্যস্ত করা হয়, অতঃপর একটি কাউন্সিল অব এশিয়াটিক পজেশন-এর উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১ জানুয়ারী, ১৮০০ খৃ. কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং উহার সম্পদাদির মালিকানা নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়।

ইন্দোনেশিয়াতে সংস্কার আনয়নের জন্য বিপ্লবাত্মক নীতি প্রণয়ন করা হইলে একটি সরকারী কমিশন সেগুলির বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। ১৮০২

খৃ. গঠিত উক্ত কমিশন এক নূতন ঔপনেবিশিক সনদ রচনা করে কিন্তু তাহারা এক অবর্ণনীয় সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে, তদুপরি রফতানী শস্যের "বাধ্যতামূলক আদায়ী"র ও "শর্তমূলক প্রদেয়"-এর উপরে ভিত্তি করিয়া যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল উহাকে চালু রাখিবারও ব্যবস্থা হয়। গভর্নর জেনারেল হারমান উইলেম ডায়েনডেলস (Daendels)-এর আমলে (১৮০৮-১১ খৃ.) প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং ইন্দোনেশীয় রাজপ্রতিধিনিগণ বা জাভার উত্তর-পূর্ব উপকূলের শাসকগণকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ওলন্দাজ কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। জাভার যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া জাভার সুদীর্ঘ যে ডাক সড়ক ছিল উহার উন্নয়ন সাধন করা হয়। ইহা করা হয় সম্ভাব্য বৃটিশ অভিযানের আশংকা চিন্তা করিয়া। বৃটিশ নৌবহর কর্তৃক বাটাভিয়া ও দ্বীপের অন্যান্য বন্দর অবরুদ্ধ হইলে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮১১ খৃ. জাভা ও উহার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ বৃটিশ শক্তির দখলে আসে এবং অতঃপর পাঁচ বৎসরব্যাপী অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন চালু হয়—প্রধানত লেফটেন্যান্ট গভর্নর টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ'লস-এর অধীনে (১৮১১-১৬ খৃ.)। একটি আমূল সংস্কার দ্বারা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় ও কৃষিকাজ করানোর প্রথাকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করা হয়, পরিবর্তে চাষ ব্যবস্থার মুক্তি এবং মুদ্রা অর্থনীতি ভিত্তিক একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল সংস্কারের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জমির ব্যবস্থা, যদ্দারা জাভানী কৃষকগণ তাহাদের উৎপাদিত ধানের একটা নির্দিষ্ট অংশ বাৎসরিক কর হিসাবে দিবে, হয় ধান দিয়া নতুবা নগদ টাকায়। এই পদ্ধতি চালু করা হয় উত্তর-পূর্ব জাভাতে; কিন্তু পশ্চিম জাভার প্রিয়ঙ্গান অঞ্চলে নহে। কেননা সেখানে বাধ্যতামূলক কফি চাষ প্রচলিত ছিল। গভর্নর র‍্যাফল্স তাঁহার পূর্ববর্তী ডায়েনডেলস-এর সংস্কারকে আরও অগ্রবর্তী করেন এবং রাজপ্রতিনিধিগণের অধিকারসমূহ বাতিল করিয়া দিয়া পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন। তিনি মধ্যজাভার রাজ্যসমূহের বিষয়াদিকে আরও শক্ত ভিত্তির উপরে স্থাপন করেন।

১৮১৬ খৃ. ইন্দোনেশীয় সম্পদ নেদারল্যাণ্ডকে প্রত্যর্পণ করা হইলে সাবেক শাসনামলের উদারনৈতিক পদ্ধতি চালু করিবার প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত হয়, অবশ্য পূর্বেকার অসুবিধাগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন অন্তে। জমির খাজনা নির্ধারণের ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির ফলে গ্রাম ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহাও ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট হয় নাই। নিস্তেজ অর্থনীতিকে চাঙা করিয়া তুলিবার জন্য ১৮২৪ খৃ. একটি নূতন বাণিজ্যিক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল, ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ওলন্দাজদের হাতে রাখা, কিন্তু কোম্পানী (Nederlandsche handel maatschappij) সেই প্রত্যাশা পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহ সামরিক ব্যয়ভার বহনের কারণে গুরুতর হয়। জাভা যুদ্ধ (১৮২৫-৩০খৃ.) ও তথাকথিত পাদ্রিস যুদ্ধের (১৮২১-৩১ খৃ.) দরুন সেই ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ সংঘটিত হয় মধ্যসুমাত্রার মেনাংকাবাউ অঞ্চলে (দ্র.)। উল্লিখিত উভয় যুদ্ধই ছিল অংশত ইন্দোনেশীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ইতিপূর্বে উল্লিখিত সানত্রি বা গোঁড়াপন্থী ইসলাম অনুসারিগণ এবং আবাংগান বা ঐতিহ্যবাহিগণের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনাই ছিল উহার মূল কারণ। সানত্রি বা গোঁড়া মুসলিমগণের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রধানত ঐতিহ্যধারী শাসকশ্রেণী কর্তৃক আবাংগান কৃষক শ্রেণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়, সেই শাসকশ্রেণীর বড় সমর্থক ছিল তাঁহাদের ওলন্দাজ মিত্রগণ। এই দুই বিরোধ আবার মূর্তিপূজারী ও খৃস্টানগণের বিরুদ্ধে উপনিবেশবিরোধী সংঘর্ষের আকারেও দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজদের বিজয় দ্বারা তাহাদের ও অধিকাংশ ঐতিহ্যধারী ইন্দোনেশীয় অভিজাত মহলের (জাভাতে তাহারা প্রিজাজি নামে পরিচিত) স্বার্থের অভিন্নতাকে মযবুত করিয়া তোলে, সেই স্বার্থ ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

জাভা যুদ্ধ ও পাদ্রিস যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের জন্য ঔপনিবেশিক ঋণের বোঝা বাড়ে। তদুপরি বেলজিয়ামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফলে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত জোহানেস ভ্যানডেন বশ-কে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। তাহার প্রতি নির্দেশ ছিল যে, ঔপনিবেশকে ব্যয়ভার বহন করাইতে হইবে। ভ্যানডেন বশ (১৮৩০-৩৪ খৃ.) তথাকথিত কালচার পদ্ধতি (Culture system, Cultuur stelsel) প্রবর্তনের সূচনা করেন। সেই কুখ্যাত ও নির্যাতনমূলক পদ্ধতির অধীনে বিশ্ববাজারে রফতানীর উদ্দেশে জাভার বিস্তীর্ণ আবাদী জমিতে কফি, ইক্ষু, নীল ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন শুরু করা হয়। সংস্কারের অংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্য প্রতিনিধিগণের (প্রিজাজী) অনেক ক্ষমতাই পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কালচার পদ্ধতির প্রথম দশ বৎসরে জাভার রফতানী ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেগুলি বহন করে তখনকার সমৃদ্ধিশালী নেদারল্যাণ্ডস ট্রেডিং কোম্পানী। এই সকল রফতানী হইতে যে পরিমাণ আয় হইত তাহা সবই নেদারল্যাণ্ড-এর কোষাগারে জমা হইত এবং হল্যাণ্ডের করভার লাঘব করিবার কাজে ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহে ব্যয়িত হইত। কালচার পদ্ধতি হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল যাবত (১৮৩০-৭৭ খৃ.) অর্থ প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে আনুমানিক ৮৩২ মিলিয়ন (৮৩ কোটি ২০ লক্ষ) গিল্ডার গিয়াছিল ইন্দোনেশিয়া হইতে। নেদারল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের উদারপন্থী সদস্যগণ সেই কুখ্যাত পদ্ধতিটি বিলোপ করিয়া দিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন, পার্লামেন্ট তখন ক্রমেই অধিকতরভাবে ঔপনিবেশিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিত। ইহা ব্যতীত E. Douwes Dekker-এর ন্যায় মানবতাবাদী লেখকগণও উহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস Max Havelaar-এ সেই শোষণমূলক কুখ্যাত পদ্ধতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮৬৩ খৃ. হইতে শুরু করিয়া একের পর এক সরকার আসিয়া সেই পদ্ধতির নির্মম শোষণ হইতে জাভাবাসিগণকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে তাহারা সেই কালচার পদ্ধতিটিকে উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এতকাল যাবত যে সকল শস্যের উপর সরকারের একচেটিয়া শোষণের অধিকার ছিল, যেমন মরিচ, নীল ও চা, সেগুলিতে ব্যবসায়িগণকে ও পুঁজিপতিগণকে অধিকার প্রদান করা হয়। তবে অধিকতর লাভজনক একচেটিয়া বিষয়গুলি, যেমন আফিম বিক্রয় এবং চিনি ও কফি উৎপাদন আরও বহু বৎসর পর্যন্ত তাহাদেরই হাতে থাকিয়া যায়। সর্বশেষেও কফি উৎপাদন বিদেশীদের হাতে ছিল, ১৯১৭ খৃস্টাব্দের পরে কফি উৎপাদন ও বিক্রয়ের অধিকার জাভাবাসিগণ লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দোনেশিয়াতে বিদেশীদের শক্তি আরও সম্প্রসারিত হয়। জাভার বাহিরের দ্বীপসমূহেও ক্রমে তাহাদের শাসন বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সবই ওলন্দাজ শাসনাধীনে আসে। ১৮৬৩

খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাহাদের এই কার্যকলাপ বুঝা যাইতেছিল, আর প্রথমদিকে তাহা ছিল একান্তভাবেই সরকারী পর্যায়ের বিষয়। প্রাথমিকভাবে ইহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে এবং যে সকল স্বাধীনতাকামী শক্তি ওলন্দাজ অধিকৃত এই সকল অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইবে, তাহাদেরকে প্রতিহত করা। ওলন্দাজগণ এখানে এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা স্থানীয় ইন্দোনেশীয় শাসকগণের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করিত, যাহার বলে এই স্থানীয় শাসকগণ নিজেদের রাজ্যকে নেদারল্যাণ্ড-ইন্ডিয়ার অংশ বলিয়া মানিয়া লইতেন। কখনও কখনও যেমন বালীতে ১৮৪৬ খৃ. ও ১৮৪৯ খৃ. ঘটিয়াছিল, ঐ ধরনের চুক্তির পরিণামে সামরিক অভিযানের ও ওলন্দাজ রেসিডেন্ট রাখিবার প্রয়োজনও দেখা দিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন ১৮৫১ খৃ. টিন খনির দ্বীপ বিল্লিটনে ঘটিয়াছিল, পুরাপুরি অধিকার এবং প্রশাসন পরিচালনা করিতে হয়। তবে অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু কাগজে-কলমে ওলন্দাজ আধিপত্য মানিয়া নিলেই চলিত।

তথাকথিত 'উদারনৈতিক' যুগ শুরু হইবার পরে এই সরকারী পর্যায়ের কার্যকলাপকে বাহিরের দ্বীপসমূহ ব্যাপিয়া অধিকতর জোরদার ও প্রবল করা হয়, এবারে বেসরকারী ওলন্দাজ এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও পুঁজির আকাঙ্ক্ষিগণ অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে কৃষিজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ শোষণের প্রতি ধাবিত হয়। বহু উদাহরণ হইতেই ব্যাপক আকারের জমিদারী বা জোতদারী চাষের প্রক্রিয়া চালু করিবার উল্লেখ করা যাইতে পারে, আর উহার শুরু হয় সুমাত্রার পূর্ব উপকূলের রেসিডেন্সিতে তামাকের চাষ দ্বারা। ইহার আংশিক কারণ এই যে, ১৮৬৩ খৃ. সম্পাদিত সিয়াক (Siak) তামাক চুক্তি ছিল এই সকল বেসরকারী উদ্যোগের অন্যতম বৃহৎ ও আদি, আর আংশিক কারণ হইতেছে সেগুলির ফলে ওলন্দাজ ও আকেহনীগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। শেষোক্তগণ লীজ দেয়া তামাক চাষের জমির উপরে নিজেদের সার্বিক অধিকার দাবি করে।

আত্জেহ (Atjeh) যুদ্ধ (১৮৭৩-১৯০৪) দীর্ঘস্থায়ী, শক্তি সাধ্য, ফলে ওলন্দাজদের জন্য ইহা অর্থনৈতিকভাবে সর্বনাশা হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছিল যে, সে আকেহনাগণ এত দৃঢ়তার সঙ্গে ওলন্দাজ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে ও নিজেদের স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়াছিল, তাহারা দীর্ঘ ঐতিহ্যসূত্রে ছিল এক ইসলামী সমাজের লোক। মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই যুদ্ধ দ্বারা উপনিবেশবাদী সরকারের ইসলাম বিরোধী নীতিই জাগ্রত হয়। এই যুদ্ধের ফলে দুইজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন : Snouck Hurgronje, তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং ১৮৯০ খৃ. হইতে সরকারের ইসলাম বিষয়ক উপদেষ্টা এবং Van Heutsz, তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা ও প্রশাসক। Snouck Hurgronje নীতিগতভাবে যে সকল মুসলিম নেতা ওলন্দাজ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং ওলন্দাজ প্রশাসনের অধীনে ইসলামের প্রাত্যহিক ধর্মীয় বিধান ও রীতিনীতিসমূহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নিপীড়নমূলক ধর্মীয় নীতির প্রথম অংশ বাস্তবায়নের ভার দেওয়া হয় Van Heutsz-এর উপরে। তিনি শুধু আতজেহ-এর যুদ্ধই সমাপ্ত করেন নাই, বরং গভর্নর জেনারেল হিসাবে (১৯০৪-১৯০৯ খৃ.) বাহিরের বাদবাকী সব দ্বীপকেই সরাসরি ওলন্দাজ শাসনাধীনে নিয়া আসেন।

বিশ শতক শুরু হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র অংশ অর্থাৎ সব দ্বীপেই ওলন্দাজ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) কোম্পানীর জাহাজসমূহ বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে চলাচল করিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ১৮৮৮ খৃ. সরকারী সহায়তায় উক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শতকেই আমরা দেখিতে পাই যে, এক নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটিয়াছে, উহার মূল আচরণীয় হইতেছে 'নৈতিকতা'। এই নীতির উদ্দেশ্য শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নই ছিল না, বরং ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের কল্যাণ সাধনও উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩০ খৃ. 'culture stelsel' পদ্ধতি চালু করিবার পর হইতে হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া হইতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে যে সকল 'সম্মানজনক ঋণ' গ্রহণ করিয়াছিল সেগুলিও প্রত্যর্পণের নীতি গৃহীত হয়। এই পটভূমি হইতেই আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়বাদের বিকাশ ঘটে।

বিশ শতকের আগে পাশ্চাত্য রীতিনীতি ইন্দোনেশীয়গণের গ্রহণশীলতার প্রধান প্রধান প্রবক্তা ছিলেন 'প্রগতিশীল রাজপুরুষগণ' এবং কিছু সংখ্যক আধুনিক চিন্তার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহারা ঐতিহ্যধারী সম্ভ্রান্ত সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অধিকতর যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে ওলন্দাজগণের মুকাবিলা করিবার আহ্বান জানান। শতাব্দীর শুরুতে নূতন নূতন এবং আরও চরমপন্থী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। তাহারা আধুনিক ধারায় ইন্দোনেশীয় সমাজে গ্রহণশীলতার কথা বলে।

প্রথমে যে সংগঠনের মাধ্যমে এই নূতন বিষয়সমূহের কথা বলা হইতে থাকে তাহা ছিল বুদি উতোমো (মহৎ প্রচেষ্টা)। ১৯০৮ খৃ. জাভার ছাত্রদের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই ছিল ছোটখাট জমিদার-তালুকদার পরিবারের সন্তান এবং সকলেই ছিল ওলন্দাজ ধরনে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। উহার উদ্দেশ্য ছিল জাভানী সংস্কৃতির রূপান্তরের মাধ্যমে সামাজিক আধুনিকতায় উত্তরণ। ইহা ছিল একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি, সেখানে সংস্কৃতিসম্পন্ন ঔপনিবেশিক প্রশাসন আর স্থানীয় অভিজাত সমাজের প্রগতিশীল সদস্যগণ একযোগে কাজ করিয়া যাইতেন। বুদি উতোমো-এর পরে বহিঃদ্বীপসমূহে পরপর কয়েকটি 'তরুণ সমাজে' আন্দোলন গড়িয়া উঠে, যেমন জোং-সুমাত্রা, জোংমিনাহাসা ইত্যাদি। এগুলির সবই ছিল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর, কিন্তু তথাপি ইহাদের সদস্যগণ চিন্তা করিতেন গতানুগতিক ধারাতেই।

অল্পদিনের মধ্যেই বুদি উতোমোর অনুসরণে আরও অন্যান্য আন্দোলন গড়িয়া উঠে। সেগুলি ছিল আরও চরমপন্থী এবং আবেদনের দিক হইতে অনেক জনপ্রিয়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সারেকাত ইসলাম বা ইসলামী ইউনিয়ন। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ খৃ.। প্রথমে ইহা জাভানী বাটিক (ছাপা কাপড়) ব্যবসায়িগণের সমিতি ছিল, সেই ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই ছিলেন সানত্রি। কিন্তু চীনা সংখ্যালঘুদের ক্রমবর্ধমান ব্যবসায় প্রতিযোগিতার মুকাবিলা করিবার জন্য এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকগণের কার্যাবলীর প্রতিহতকরণ ও প্রতিকার কর্মে তাঁহারা একত্রীভূত হইয়া এই সমিতি গঠন করেন। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সারেকাত ইসলাম ব্যাপক গণঅসন্তোষের সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। ইহা অংশত ঐতিহ্য অনুসারী মুক্তিকামী দল এবং অংশত একটি আধুনিক রাজনৈতিক দল।

১৯১২ খৃ. ও ১৯২২ খৃ.-এর মধ্যবর্তী দশক ছিল ইন্দোনেশিয়াতে রাজনৈতিক ইসলামের সর্বাধিক গৌরবের কাল। সারেকাত ইসলাম ছিল

সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ইন্দোনেশীয় সংগঠন। ইহাতে আঞ্চলিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া একটি স্বকীয় সত্তার জনপ্রিয় সচেতনতার ক্রমবর্ধমান প্রতিফলন ঘটিয়াছিল এবং এই বৃহত্তর ঐক্যকে দেখা হইয়াছিল ইন্দোনেশিয়াবাসিগণের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইবার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

মালয়ে বৃহত্তর আঞ্চলিক জাগরণের ফলে ইসলামের স্থায়ী পরিচিতির সঙ্গে মালয় মনোভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল; কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় সেই যোগাযোগটি ছিল স্বল্পস্থায়ী। সারেকাত সাংগঠনিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করিতে এবং দেশবাসীর জীবন ধারণের অবস্থার উন্নয়ন সাধনের মত শক্তিশালী অবস্থায় ছিল না, সে কারণে ইহার অনুসারিগণ ছিল অস্থিতিশীল ও ভাসমান ধরনের, কোন কোন অঞ্চলে দুর্বল হইয়া পড়িত, আবার নূতন নূতন অঞ্চলে, যেখানে ইতিপূর্বে সংগঠন ছিল না বা ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয় নাই, সেখানে নূতনভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিত। কিন্তু এ ধরনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অবশ্যই শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাপক নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া সমাপ্তি লাভ করে। তদুপরি ১৯২০ খৃ. প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান সরকারী চাপের মুখে সারেকাত ইসলামের নেতাগণের ওলন্দাজ শাসনবিরোধী প্রচার ও কার্যক্রম কমিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে পরেই তাঁহারা ইন্দোনেশিয়া কম্যুনিস্ট পার্টি (PKI)-কে নিজেদের সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সেই পার্টি ততদিন পর্যন্ত বৃহত্তর সংগঠনের ও আন্দোলনের মধ্যে থাকিয়াই একটি উপদলরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ইতিমধ্যে যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত সরেকাত ইসলাম সংগঠনের একটা বড় অংশ চলিয়া যায়। ফলে ইন্দানেশিয়ার বৃহত্তম জন-সাংগঠনিক ক্ষমতাও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের হাতে চলিয়া যায়।

PKI ও সারেকাত ইসলাম এই দুইয়ের মধ্যকার যে বিরোধ, তাহা অংশত সান্ত্রি-আবাংগান সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণেও ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ১৯২০ খৃস্টাব্দের দিকে মধ্যজাভা ও পশ্চিম সুমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী কম্যুনিস্ট আন্দোলনও গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর ১৯২৬-২৭ খৃ. কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান যে এলাকা (বানতেন ও পশ্চিম সুমাত্রা), সেগুলি ছিল শক্তিশালী মুসলিম অঞ্চল। তদুপরি বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার পরে পরে যে সকল কম্যুনিস্ট নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হাজ্জী অথবা ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে PKI ও সারেকাত ইসলামের অনুসারিগণের দল নির্বাচনের যে মূল ভিত্তি বা অভিন্ন কারণ, তাহা ছিল বিদেশী শাসনের জোয়াল কাঁধ হইতে অপসারণের দাবি। সারেকাত ইসলামের সর্বাধিক অসন্তুষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ছোটখাট ব্যবসায়ী, বড় সওদাগর ও ধনী কৃষক ছিলেন। হতাশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের বিদ্রোহ হইতে হাজার রকমের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যে সকল সারেকাত ইসলাম অনুসারী কোনভাবেই কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই তাঁহাদের অধিকাংশই (বিতৃষ্ণাবশত) রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়ান। বাদবাকিগণ, যাঁহারা অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তা ভোগ করিতেছিলেন এবং সীমিত অথবা অরাজনৈতিক ধরনের সংগঠন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারাই শেষ পর্যন্ত সারেকাত ইসলাম ও উহার উত্তরাধিকারী সংগঠনের মধ্যে থাকিয়া যান।

নেদারল্যান্ড ইণ্ডিজ সরকার একটি আধুনিক শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর উত্থান ও উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার দ্বারা ইন্দোনেশীয় সমাজের পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টার বিষয়ে অসতর্ক ছিল না। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তাহারা স্থির করিতে পারে নাই যে, তাহারা কি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক গঠনরীতিকেই সমর্থন দিয়া যাইবে এবং ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ অর্থনৈতিক আধুনিকতাবাদ দ্বারা যে নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে উহাকে দমন করিয়া রাখিবে যাহাতে নাকি তখনকার স্থিতাবস্থা বজায় রাখা যায়, নাকি তাহারা দেশটির বিভিন্ন আধুনিকতার ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয়গণের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাই বৃদ্ধি করিবে, বিশেষ করিয়া অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা অগ্রগামী হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদেরকে ভবিষ্যত দেশীয় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিবে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবেই সমাজে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তথাকথিত নৈতিকতাবাদী নীতির প্রবক্তাগণ শেষোক্ত পথটি সমর্থন করেন, উহাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সাফল্য ছিল বিভিন্ন দল গঠন করা এবং ১৯২৬ খৃ. Volksraad স্থাপন করা। উহা ছিল একটি উপদেষ্টা পরিষদ, যাহাতে কিছু সংখ্যক ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি থাকিবেন আর সীমিত সংখ্যক ইন্দোনেশীয় ভোটাধিকারী থাকিবেন। যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দোনেশীয় ও ওলন্দাজ উভয় পক্ষের নিকটেই প্রতিভাত হয় যে, স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগের পরিমাণ ও গতি উভয় সম্বন্ধেই তাহাদের যে ধারণা, তাহা অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের এবং তাঁহাদের যে অভীষ্ট ফল লাভের আশা ছিল, তাহা যে কতটা গ্রহণযোগ্য হইবে সেই বিষয়টা ক্রমেই বেশী করিয়া প্রশ্নের বিষয় হইয়া দেখা দেয়। ১৯১৯ খৃ. সারেকাত ইসলাম একটি জনসমর্থিত গোলযোগে জড়িত হইয়া পড়িলে নৈতিকতাবাদিগণের ধারণার উপরে এক মারাত্মক আঘাত আসে এবং ১৯২৬-২৭ খৃ. একটি কম্যুনিস্ট বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রচেষ্টা Coup de grace-এর ভয়ংকরতা লইয়া আসে। অতঃপর ওলন্দাজ নীতি এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের উপরে জোর দিয়া গৃহীত হয় যে, ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বই যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কোন ইন্দোনেশীয় রাজনীতিবিদ যাহাতে বড় রকমের কোন গণসমর্থন লাভ না করিতে পারে সেজন্য কঠোর দমননীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়।

কাজেই আধুনিক শিক্ষিত ক্ষুদ্র অভিজাত মহলের জন্য রাজনীতি করা পুনরায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যে সকল মহলের কেন্দ্র ছিল প্রধানত জাভার বড় বড় শহরে, এই সকল দলই তখন পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্রাকার ও সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন সংখ্যালঘু জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল। তবে এগুলি ছিল চরমপন্থী দল এবং ইহাদের সদস্যগণ নিজেদের পিতা- পিতামহের ধ্যান-ধারণার জগত হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া আসিয়াছিলেন। আঞ্চলিক সংস্কৃতি যে তাঁহাদের আত্মপরিচিতির প্রথম নিদর্শন, তাহা তাঁহারা বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকটে অতীত ঐতিহ্য ছিল এক মস্ত বড় বোঝাস্বরূপ। উহাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দোনেশীয় অধিবাসিগণকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে এবং কার্যকরভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, এই ছিল তাঁহাদের মত ও পথ। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল একটি আধুনিক ইন্দোনেশীয় জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা, সারেকাত ইসলাম ও PKI যে আন্তর্জাতিক আদর্শগত লক্ষ্য নিয়া দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল তাহাকে ইহারা যথেষ্ট উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

এক সকল জাতীয়বাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে যুক্ত থাকিতেন, কিন্তু অধিকাংশই একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন বা সে ধরনের সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার একটি কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্যমুখিতা এবং অতঃপর

ধর্মনিরপেক্ষতা। আধুনিক ইন্দোনেশীয় অভিজাত শ্রেণিগণ তাহাই ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট ইসলাম যেন কতকটা অতীতের ঐতিহ্যগত দুনিয়ার একটি বিষয় ছিল, তদুপরি তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন প্রিজাজি-উদ্ভূত। এই কারণেই তাঁহারা সান্ত্রি-আবাংগান সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্যের মধ্যে আবাংগান অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রিজাজি ভীতির শরীক ছিলেন, যে ইসলাম হইতেছে জনগণের আনুগত্যের ভিন্নতর জ্যোতির কেন্দ্র এবং সে কারণেই সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্য এক সম্ভাবনাময় উৎস।

ইহার পর হইতে ইন্দোনেশীয় রাজনীতি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে এক সুগভীর ফাটল দ্বারা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইসলামী দিকে সারেকাত ইসলামী সমর্থকগণ যখন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তাঁহাদের চরম বিরুদ্ধবাদ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহারা মূলে যাঁহাদের দ্বারা সংগঠনটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই জাভানী ব্যবসায়ী ও ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একতাবদ্ধ হইয়া যান। এইগুলি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে ছিল আধুনিকতাবাদী ও মুহাম্মাদিয়্যা নামক ১৯১২ খৃ. জোগজাকার্তায় স্থাপিত একটি সামাজিক ও শিক্ষামূলক জনকল্যাণমুখী সংগঠনের মধ্যে সেই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। মুহাম্মাদিয়্যার আধুনিকতাবাদী সদস্যগণ ১৯২০-এর দশকের সারেকাত ইসলামে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং উহাকে প্যান-ইসলামী প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে জড়িত করেন। উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অধিকতর ঐতিহ্যবাদী জাভানী মুসলিমগণ ১৯২৬ খৃ. 'নাহদাতু'ল-'উলামা' নামে এক নূতন ইসলামী সংগঠন স্থাপন করেন। এই নূতন সংগঠন প্রায় এলাকার জনগণের মতামতের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিল, সেই সকল অঞ্চলের ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অবস্থাপন্ন গৃহসমাজ হইতেই ইহার নেতাগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দুই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সংগঠনের কোনটি বা উহাদের যে সামাজিক ভিত্তি ছিল তাহা জাতীয়তাবাদিগণের নিকটে আকর্ষণীয় ছিল না। শেষোক্তদের সকলেই ছিলেন ঐতিহ্যগতভাবে অভিজাত আমলাতান্ত্রিক পরিবার হইতে আগত। অপরদিকে মুসলিম দলসমূহ ধর্মনিরপেক্ষ দলের ক্ষমতাবান হইয়া উঠিবার প্রবণতাকে সঙ্গত কারণেই বিশেষ আশংকার চোখে দেখিত।

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দলসমূহের মধ্যেও আবার এক অধিকতর বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রবণতা ছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে সেই বিবাদ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে এবং কখন কোন্ কৌশল অবলম্বন করা হইবে তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কোন মৌলিক আদর্শগত বিভেদের রূপ লাভ করে নাই। সর্বাধিক মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল দুই পক্ষের মধ্যে। এক পক্ষ মনে করিত যে, ওলন্দাজ সরকার যতটুকু প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিয়াছিল তাহাই গ্রহণ করা উচিত। অপর পক্ষ মনে করিত যে, ওলন্দাজ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করা শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলাইবারই শামিল। অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনকারী দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ইন্দোনেশীয় জাতীয়বাদী দল (Indonesian Nationalist Party-PNI)। ১৯২৭ খৃ. এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার নেতৃত্ব করিতেছিলেন ভবিষ্যত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রপতি আহ্‌মাদ সুকর্ন। ১৯৩০ খৃ. নেতাকে বন্দী করা হইলে এই দলের অস্তিত্ব লোপ পায়। অতঃপর আরও দুইটি সংগঠন উহার স্থান গ্রহণ করে। সেই দুইটিও ছিল জাতীয়তাবাদী তবে উহারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে—ইন্দোনেশীয় পার্টি (Indonesian Party=Partindo), ইহা জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেই সময়ে যতটুকু গণসমর্থন আদায় করা যায় সেদিকে প্রচেষ্টা চালায়, এবং 'নূতন' PNI দল ইহার নেতৃত্ব করেন হাত্তা ও জাহরির (Sjahrir—)। আদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণী গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

বিভিন্ন গোত্রগত দুর্বলতা ও সাধারণভাবে অসহযোগের অসারত্ব সম্বন্ধে সচেতন, ১৯৩০ দশকের জাতীয়তাবাদিগণ একটা একত্রীকরণ কামনা করিতেছিলেন, প্রথমে ১৯৩০ খৃ. বৃহত্তর দ্বীপের পার্টির সঙ্গে (Greater Island Party=Parindra-) এবং পরে ১৯৩৭ খৃ. আরও চরমপন্থী ইন্দোনেশীয় গণআন্দোলন পার্টির সঙ্গে (Indonesian People's Movement=Gerindo)। তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার যে প্রচেষ্টা, উহার ফলে ইসলামী সংগঠনগুলিতেও পরিবর্তন আসে। আধুনিকতাবাদী ও ঐতিহ্যবাদিগণ একতাবদ্ধ হইয়া ১৯৩৭ খৃ. অখণ্ড ইন্দোনেশীয় ইসলামী কাউন্সিল (All-Indonesian Islamic Council=M.I.A.I.) গঠন করেন। অবশেষে ধর্মীয় মতাবলম্বী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহ একত্র হইয়া ১৯৩৯ খৃ. ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক ঐক্য ফ্রন্ট (Indonesian Political Coalition-=G. A. P. I.) গঠন করেন।

ঐক্যের এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা বা উগ্রপন্থিগণ কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন বর্জন কোনটি দ্বারাই ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনয়ন সম্ভব হয় নাই। নৈতিকতাপরবর্তী (Post-ethical) নির্যাতনমূলক নীতি ওলন্দাজ শাসকদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনকভাবে কার্যকর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সংযুক্ত ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলিও দুর্বল ছিল এবং উহাদের গোলযোগকারী নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় নতুবা তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। পরিণামে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, আর রাজনৈতিক জটিলতাকে ঘাঁটিয়া ভাগ্যের উপরে দুর্বিপাক না আনাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। ওলন্দাজ শাসনের শেষ বৎসরগুলিতে, এমনকি অত্যন্ত মধ্যপন্থী ইন্দোনেশীয় জাতীয়বাদিগণের নিকটও ঔপনিবেশিক শাসন সংস্কার বিষয়ে কোন আশার আলো প্রতিভাত হয় নাই। ওলন্দাজ উপস্থিতিতেও তাঁহারা যে সংকটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছেন সেরূপ বোধ করিবার মত খুব সামান্যই কারণ ছিল। আর ১৯৪২ খৃ. জাপানীরা উপনিবেশটি অধিকার করিয়া লইবার পরেও ওলন্দাজদের আবার ফিরিয়া আসিবার মত ভীতির অনেক কিছুই ছিল।

R. B. McC (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

(গ) ১৯৪২ খৃ. পরবর্তী আমল (দ্র. 'দুস্তুর' প্রবন্ধ; 'হিয্‌ব' প্রবন্ধ)।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ঃ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম আসিয়াছিল বাহির হইতে আগত তিনটি কম বা বেশী বিশাল প্রভাবের যে উপর্যুপরি ঢেউ, তাহাদের দ্বিতীয় ঢেউ হিসাবে। তিনটি ঢেউয়ের মধ্যে একমাত্র এই ঢেউটিই সাধারণভাবে সমগ্র দেশটিকে প্লাবিত করিয়া দেয় এবং ইন্দোনেশীয়দের চিন্তাধারা ও কর্মের উপর অত্যন্ত দৃশ্যমান ছাপ অঙ্কন করিতে সক্ষম হয়। তাহা সত্ত্বেও বিশাল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র সেই প্রভাব সমভাবে পড়ে নাই, বেশ উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক তফাত ছিল। অপর পক্ষে ইন্দোনেশিয়া স্পষ্টত ইসলামী দুনিয়ার একেবারে বাহিরের প্রান্তে অবস্থিত। এখানে ইসলামের অনেক কিছুই আঞ্চলিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বিপরীতক্রমে আবার ইসলামে স্থানীয়

যথার্থ অবদানের পরিমাণ খুবই নগণ্য, আদর্শগতভাবেই হউক বা আচরণগতভাবেই হউক, ইহা এমনকি সুদূর মূল ইন্দোনেশিয়াতে ঘটিয়াছে।

কোন কালপঞ্জী বা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রসারের প্রকৃতি, কোনটিই সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ইসলাম প্রসারের যুগ সম্বন্ধে একথা অধিক যথার্থ। যেভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে দুইটি পদ্ধতির মিশ্রণের কথা প্রায়ই বর্ণনা করা হইয়া থাকে। জনসাধারণ (এককভাবে বা সপরিবারে) ক্রমে ক্রমে ইসলাম কবূল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কখনও বা এই প্রসার অত্যন্ত দ্রুত ঘটিয়াছিল, তখন সমগ্র সমাজ একযোগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, যেমন পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণের চাপ সৃষ্টির সময়ে বা অন্য কোনরূপ জটিল সমস্যার কালে ঘটিয়াছে। শেষোক্ত ধরনের পরিস্থিতির কালে মুসলিম চাপ সৃষ্টি অনেক সময়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। কচিৎ কখনও শক্তি প্রয়োগের বিষয় উল্লিখিত দেখা যায় কিন্তু উহা কোন স্বাভাবিক গৃহীত রীতি ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিস্তারের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম গিয়া পৌঁছিয়াছিল এক পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠা জীবন বিধানরূপে; এই ধর্মের আচার-আচরণ বা রীতি-পদ্ধতিতে ইন্দোনেশীয় অবদানের কোন প্রয়োজনই ছিল না। ঐতিহাসিক কালে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস একের পর এক তিনটি বহিরাগত প্রভাবের তরঙ্গ প্রবাহ দ্বারা অনেকখানি চিহ্নিতযোগ্য হয়। একটি আসিয়াছে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশ হইতে, উহার প্রকাশ ঘটিয়াছে সেই দেশের ধর্ম ও দর্শন দ্বারা, বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা। দ্বিতীয় ঢেউটি ছিল ইসলামের; উহাও প্রথমে আসিয়াছিল উক্ত উপমহাদেশ হইতেই, কিন্তু পরে ইসলামের প্রেরণার মূল উৎস মধ্যপ্রাচ্যে স্থানান্তরিত হয়। তৃতীয় ঢেউটি ছিল য়ুরোপীয়, বিশেষ করিয়া ওলন্দাজ ঢেউ; উহা ছিল খৃস্টান প্রভাব কিন্তু ধর্মীয় দিকটি কোন সময়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় নাই। চতুর্থ আর একটি বহিঃপ্রভাব ছিল ইন্দোনেশিয়ায় যুগ যুগ ধরিয়া চীনাগণের উপস্থিতি। তিনটি ঢেউয়ের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কম বেশী নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি পূর্ণ বেগে চলমান থাকিবার সময়েই ইতিমধ্যে তৃতীয় ঢেউটি আগাইয়া আসিতেছিল। পরে ইসলামের যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও খৃস্ট ধর্ম সেখানে কিছুটা স্থান করিয়া নিতে থাকে।

উল্লিখিত ঢেউগুলির প্রতিটিই যখন আসিয়াছে তখন ইন্দোনেশিয়া দেশের আঞ্চলিক বিভাগ সাম্প্রতিক কালের ন্যায় ছিল না। কাজেই এই শক্তিগুলি যে 'ইন্দোনেশিয়াতে' গিয়া আঘাত করিয়াছিল, এরূপভাবে উহাদের আলোচনা করা বোধ হয় ঠিক হইবে না; তথাপি একটি বর্ণনামূলক পদ্ধতি হিসাবে ইহা খুব আপত্তিজনকও হইবে না, বিশেষ করিয়া চারটি কারণেঃ (১) ইরিয়ান বা নিউ গিনি সত্যিকারের অর্থে বর্তমান বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয় না; (২) ফিলিপাইনে ইসলাম পৌঁছিয়াছিল ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিয়া, এই ফিলিপাইন সব সময়ই একটি আলাদা দেশ ছিল; (৩) মালয়কে সম্পূর্ণ বিবেচনা বহির্ভূত করিয়া রাখা যায় না, কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার শুধু উল্লেখ করিয়া গেলেই চলিবে; (৪) দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপের অংশবিশেষ যেগুলি ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের অংশ নহে; যেমন উত্তর কালিমানতান (বোর্নিও) বা তিমুরের অর্ধেক অংশ, সেগুলি ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম বিষয়ে আলোচনাতে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় নয়।

এই তিনটি ঢেউয়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, প্রতিটিই প্রথমে আসিয়াছিল বাণিজ্য উপলক্ষে। প্রথম দুইটি হইতে তৃতীয়টির পার্থক্য ছিল এখানে যে, উহা ধীরে ধীরে একটি বিদেশী জাতি কর্তৃক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিজয়ের রূপ নেয়, অবশেষে একটি ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। তিনটি ঢেউয়ের আগমন ও অবস্থিতির মধ্যে আরও একটি বিষয়ে মিল রহিয়াছে যে, উহাদের কোনটিরই আগমন দ্বারা ইন্দোনেশীয় ধারাবাহিকতা বিপর্যস্ত হয় নাই। কিন্তু সেই তিনটির মধ্যে আবার পার্থক্য রহিয়াছে এখানে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী ঢেউয়ের বাহকগণ ক্রমে ক্রমে নূতন ইন্দোনেশীয় পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল, আর পাশ্চাত্যের ঢেউ বহনকারিগণ সুচিন্তিতভাবে এবং ক্রমেই বেশী করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। তদুপরি প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ইসলাম এখন ইন্দোনেশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। আর প্রথমটির দৃশ্যমানতা ও গুরুত্ব উভয় দিক হইতেই অনেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে।

ইসলাম প্রসারের কালপঞ্জী বিষয়ে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রথম স্থান লাভ করে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। চীনের সঙ্গে মুসলমানগণের বাণিজ্যের ইতিহাস উত্থান-পতন ও ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনায় পূর্ণ, কিন্তু খৃস্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলাম সেখানে সাফল্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় রহিয়াছে। এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, কখনও কখনও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে এই কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মসলা ব্যবসায়ের কথা আসিয়া যায়, প্রধানত মলুক্কাস এলাকাতে ঐ ব্যবসা জমজমাট ছিল। ১২৯২ খৃ. ভেনিসের বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপলো উত্তর সুমাত্রার পেরলাক, সামুদ্রা ও লাম্বরি বন্দরসমূহ সফর করেন এবং প্রথমোক্ত দুইটি বন্দরকে চতুর্দিকে জড়-উপাসকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুসলিম বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাম্বেতে (গুজরাট) তৈরী ৬৯৬/১২৯৭ সালের তারিখযুক্ত একটি প্রস্তর নির্মিত আবরণ সামুদ্রাপাসেতে শাসক মালিকু'স-সালিহ-এর মাযারের উপরে রহিয়াছে, এই শাসক অবশ্যই একজন মুসলিম ছিলেন। অপর বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পর্যটক মরক্কোর ইব্ন বাতূতা ৭৪৬/১৩৪৫-৪৬ সালে এই অঞ্চল সফর করেন, তিনিও এই উপমহাদেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে ধরনের একটি অবস্থান হইতে প্রসারের গতি যেখানে শ্লথ হইবারই কথা ছিল, সেখানে উপকূলীয় রাজ্য মালাক্কা ইসলামের ভাবাধীনে আসিবার ফলে উহা এক বিরাট শক্তি লাভ করে; সেই মালাক্কা রাজ্য আদিতে (আনু. ১৪০০ খৃস্টাব্দের দিকে) ছিল জনৈক জাভানী বসতি স্থাপনকারীর সৃষ্টি। অত্যন্ত সফল নৌশক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্য এই মালাক্কা চতুর্দিকে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারের কেন্দ্রস্বরূপ হয়। ক্যাম্বেতেই তৈরী অপর একটি প্রস্তরনির্মিত মাযার ও শিলালিপি হইতে জনৈক মালিক ইব্রাহীম-এর নাম পাওয়া যায়, তিনি পূর্ব জাভার গ্রেসিকে ৮২২/১৪১৯ সালে ইনতিকাল করেন। মালয় উপদ্বীপ ও উত্তর-পূর্ব সুমাত্রার বিভিন্ন অংশের উপকূল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। ১০ম/১৬শ শতকের প্রথম দিকে জাভার উত্তর উপকূলে কয়েকটি ছোট ছোট মুসলিম রাজ্য বর্তমান ছিল। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক নির্ধারণী শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয় পর্তুগালীয়দের ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধের চেতনাশক্তি হইতে। ১৪৯৮ খৃ. উহাদের প্রথম আগমন ঘটে

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, অতঃপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের পূর্বাভিমুখী প্রসার শুরু হয় এবং ১৫১১ খৃ. পর্তুগালীয়রা ইতোমধ্যে মুসলিম রাজ্যে পরিণত মালাক্কা অধিকার করিয়া নেয়। তৃতীয় ঢেউটি যখন ইন্দোনেশিয়াতে গিয়া পৌঁছায় তখন উহা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এভাবে ইসলামের পরবর্তী অধিকতর বিস্তৃতিতে একটি মাত্রাবিহীন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক কৌশলগত বিষয় যুক্ত হয়।

সুমাত্রাতে ১০ম/১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লামপুঙ ও বেঙ্কুলের এলাকা ইসলামীকৃত হয়, কিন্তু দক্ষিণ সুমাত্রার অভ্যন্তরভাগের শেষ আদি অধিবাসিগণ মাত্র ১৯১৯ খৃ. মুসলমান হয়। মিনাঙকাবাউ ইসলামীকৃত হয় উত্তর সুমাত্রা হইতে আগত লোকদের নিকটে মালাক্কার পতন ঘটিবার পরে। সেই বিজয়ী লোকেরা ছিল আতজেহ রাজ্যের এবং তাহারা মসলার ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। বাস্তবিক ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে চিরচলমান মসলার ব্যবসায় একটি উপলক্ষস্বরূপ ছিল, উহার আচ্ছাদনের অন্তরালেই দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি প্রধান বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ঘটনা আবর্তিত হইত। উত্তর সুমাত্রার মধ্যবর্তী বাটাক অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ বিলম্বিত হয়। দক্ষিণের বাঁক এলাকা ইসলামীকৃত হয় ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশে ক্রমে ক্রমে খৃস্ট ধর্ম বিস্তার লাভ করে। সুমাত্রার পশ্চিমের দ্বীপসমূহ নিয়াস, কোন কারণে ইসলামের আবেদন বহির্ভূত থাকিয়া যায়, খৃস্ট ধর্মও সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই।

কালিমানতান (বোর্নিও)-এর অভ্যন্তরীণ এলাকায় বর্তমান সময় পর্যন্ত জড়বাদী প্রকৃতি পূজা ও আদিম ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে। উহার উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে জনবসতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই অঞ্চল ব্যাপকভাবে ইসলামীকৃত হইয়াছে। এই ইসলামীকরণের কাজ করিয়াছেন দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা, বিশেষ করিয়া উত্তর ও পশ্চিমাংশে চীনা মুসলমানরা ও হাদ্‌রামী 'আরবগণ যথেষ্ট প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। নূতন নূতন উদ্ভূত বিভিন্ন রাজ্য অবধারিতভাবে মুসলিম পরিচয়, কখনও কখনও হাদ্‌রামী মুসলিম পরিচয় বহন করিত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্য হইতেছে বাঞ্জারমাসিন, কুতাই ও পোন্তিয়ানাক। প্রথমোক্তটি ১০ম/১৬শ শতকের মধ্যভাগ হইতে খৃ. ১৯শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল হুলু সুঙ্গাই এলাকা।

সেলিবিস দ্বীপের (সুলাবেসী) মধ্যভাগে প্রধানত প্রকৃতি পূজারীই রহিয়া গিয়াছিল, শুধু সেখানকার তোরাজা সম্প্রদায় খৃস্টান হইয়াছিল। ইহার উত্তরের প্রান্তবর্তী অঞ্চল খৃস্টানপ্রধান হয়। কিন্তু ইহার দক্ষিণের দুই প্রান্তবর্তী অঞ্চল, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-শক্তির এলাকা ছিল মসলা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ—ইসলামীকৃত হইয়াছিল প্রধানত জাভা হইতে পরিচালিত প্রচারকার্যের ফলে ১১শ/১৭শ শতকে। কিন্তু এখানকার ইসলাম প্রচারকার্য বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়।

মোলুক্কাসে অংশত পর্তুগীজ প্রচেষ্টার ফলে খৃস্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। পরে ওলন্দাজ চাপের কারণে সেখানকার খৃস্টানগণ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু খৃ. ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে তেরানতে রাজ্য (Terante) পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অভিমুখে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল।

ছোট সুন্দা দ্বীপসমূহে ইসলাম প্রচার কিভাবে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহার আর এক পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে দুর্গম এই সকল অঞ্চলেও নূতন নূতন উত্থিত রাজ্য কিভাবে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা দ্বারা যে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা দৃশ্যমান রহিয়াছে। এভাবে বালী দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চল এবং লোম্বোক দ্বীপ ও সুম্বাওয়া দ্বীপ সেই কোন্ সময়ে ব্যাপকভাবে ইসলামীকৃত হইয়াছে, অথচ একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও বাদবাকী দ্বীপগুলিতে ইসলামের স্পর্শ নামমাত্র লাগিয়াছে।

জাভায় ইসলমীকরণের রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির ছাপ বরং আরও বেশী লক্ষণীয়। উল্লিখিত মুসলিম উপকূলীয় রাজ্যসমূহ প্রথমে অভ্যন্তরভাগের বৃহত্তর হিন্দু-বৌদ্ধ রাজ্যসমূহের করদরূপে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে আধিপত্যের পরিবর্তন ঘটে। দেমাক রাজ্যের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইবার পরে মুসলিম শক্তি অধিকতর প্রবল হয়। ১০ম/১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে জাভার সমগ্র অংশ এবং মাদুরা প্রথাগতভাবেই ইসলামীকৃত হয়, রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকাসমূহে ধীর গতিতে।

ইন্দোনেশিয়া ও ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহের মধ্যে সরাসরি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার ইসলামের ক্ষেত্রে একটি পর্যায়ক্রমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। কেহ কেহ এরূপ তর্ক উত্থাপন করেন যে, এই যে প্রক্রিয়া যাহা সম্ভবত ১৮৭৫ খৃ. দিকে শুরু হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে গোঁড়াপন্থী ইসলামের পুনরারোপ। উহার লক্ষ্য হইতেছে প্রাথমিক যুগের ইন্দোনেশীয়কৃত রূপের ইসলামের স্থলে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রতিষ্ঠা করা। বহু স্থানেই এই বিশুদ্ধ আন্দোলনের ফলে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা বহুলাংশে বিঘ্নিত হইয়া গিয়া থাকিবে। একই সঙ্গে আবার উহার ফলে সেই সময়কার সংস্কারমূলক ও আধুনিক তাবাদিগণের মিশ্রিত চিন্তার দরজাও খুলিয়া গিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইতে ইসলামী পরিচিতির সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের উপর নূতন করিয়া জোর দেওয়া হয়। উল্লিখিত এলাকাগুলির কোনটির বিষয়েই একেবারে সঠিক কোন তথ্য নাই। তথাপি একটি বিষয় সত্য যে, জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পর হইতে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর হইতে (আগস্ট ১৯৪৫ খৃ.) ইন্দোনেশিয়ার তখন পর্যন্ত প্রকৃতিপূজারী লোকদেরকে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে আনিবার চেষ্টা অধিকতর জোরদার হয়। দীর্ঘকাল যাবত নিজেদের প্রকৃতিপূজারী অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিবার পর এখন তাহাদের আপাতপ্রয়োজন ইন্দোনেশীয় জাতীয়তার মধ্যে সংহত হওয়া। ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়া তাহাদের সেই প্রয়োজন ও নূতন আলোকপ্রাপ্তি উভয় উদ্দেশ্যই এবং উপকার সাধিত হয়।

ইসলামের আবেদন ইন্দোনেশিয়ায় কিভাবে গৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রাচীনতম বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমদিকে উত্তর সুমাত্রায়। ইসলামী পাণ্ডুলিপিসমূহ ও ওলন্দাজ চাক্ষুষ দেখা বিবরণ রহিয়াছে। এই এলাকাটি পরিষ্কারই তখন পর্যন্ত ইসলামের আলোক বিচ্ছুরণের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। তথ্যাদি হইতে মনে হয় যেন এখানে সূফী তাত্ত্বিকগণের অনুসারীই বেশী ছিল এবং বিভিন্ন তারীকা গোঁড়াপন্থী ইসলামের মাযহাবের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণ তুলনামূলকভাবে কতটা সহজভাবে এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম কবূল করিয়াছিল এ প্রশ্নটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা রহিয়াছে; কি কিভাবে তাহারা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিয়াও

আলোচনা হইয়াছে। কোন কোন আলোচনা ঐতিহাসিক সমান্তরলতা অনুসরণ করিয়াছে। এরূপও ধারণা করা হইয়াছে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাব দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অংশে লক্ষণীয় বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হইবার পরে অপর একটি রূপভেদ লাভ করিতে থাকে অর্থাৎ অস্তিত্বশীল কিন্তু পরিবর্তনশীল একটি শক্তি কাঠামোর আনুষ্ঠানিক যথার্থতা লাভ। বস্তুত পুরোহিতের যে কাজ ছিল তাহারও প্রচলন প্রাচীন ইন্দোনেশিয়াতে পূর্ব হইতেই ছিল। তদুপরি এরূপও আন্দাজ করা হইয়াছে যে, তুলনামূলক উপায়ে ইসলামী রীতি-প্রকৃতিসমূহ ইন্দোনেশিয়ার এখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকা মুসলিম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে স্থাপন করা হয় এবং তাহাও প্রতিযোগিগণের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত বা উদীয়মান শক্তিসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এ ধরনের ধারণা দুর্বল বলিয়াই মনে হয়, কেননা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করিবার জন্য একজন মাওলাবীর অভাবে বা যথাযথ ধর্মীয় আচার-আচরণে বা রীতিনীতি জানা না থাকিবার কারণে ইসলামের উপযোগিতা তাহাদের নিকট কিছু কম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা নয়। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে মুসলিম বিস্তৃতির এক সংকটজনক সময়ে ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ সিংহাসনের আড়ালে অবস্থিত সিদ্ধান্তকারী শক্তিরূপে কাজ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ জাভায় নয়জন ওয়ালী ইসলামের বাণী বহন করিয়া নিয়া যান বলিয়া স্মরণীয় ও কৃতী হইয়া রহিয়াছেন এবং সুমাত্রায় অন্তত একজন সূফী ছিলেন যিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রভাবের ঢেউ এই দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় (অর্থাৎ সাংস্কৃতিক) উভয়ভাবেই অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং তাহা করিয়াছে ইসলামের প্রভাবের বিরুদ্ধে। ফলে ইন্দোনেশীয়গণ হয়তো আত্মরক্ষার জন্যই কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করিবার সুযোগ নেয়। কিন্তু খৃস্ট ধর্ম হয়তো কোন সময়েই ইসলামের মত আকর্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কেননা পাশ্চাত্য হইতে আগত এই ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয় ক্রমাগতই তাহাদের মধ্যে অসংহত অবস্থায় ছিল। বিদেশী বস্তুরূপে থাকিয়া ইহা কখনোই সংশোধনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে নাই। গির্জার কর্তৃপক্ষ সচরাচর খৃস্ট ধর্মের সম্প্রদায়গত এবং প্রায় ক্ষেত্রে স্থানীয় আবেদনগত দিক উপেক্ষা করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অপর পক্ষে মুসলমানদের বিষয়ে বলা যায় যে, তাহারা খৃস্ট ধর্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসা একটি অতিক্রান্ত ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সংরক্ষিত মর্যাদার ধর্ম বলিয়া মনে করে। কাজেই স্বভাবতই কোন মুসলমান খৃস্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না।

এই সব কিছুর পরিণামে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় মানচিত্রে দেখা যাইবে যে, খৃস্ট ধর্ম কেবল সেই সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়, যেখানে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রকৃতিপূজারীরা বাস করিত (যেমন মোলুক্কাসের অংশ বিশেষ, উত্তর সেলিবিস, সুমাত্রার বাটাক অঞ্চলের অংশবিশেষ), আর যেখানে নগরবাসী মিশ্র অধিবাসী হিসাবে বাস করিয়া থাকে। সেই মানচিত্রে দেখা যাইবে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ অধিবাসিগণ যেন একটি বিশেষ এলাকাতে সীমিত হইয়া রহিয়াছে (বালী দ্বীপের মধ্য ও পূর্ব অঞ্চল)। দেখা যাইবে যে, প্রকৃতিপূজারী আদিম লোকেরা এখনও বিভিন্ন দ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। মানচিত্রে আরও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মই জয়ী হইয়াছে এমনকি ১৯৫০-এর দশকে এবং ১৯৬০-এর দশকের রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে সাময়িকভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাব কিছুটা কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও মানচিত্রে উহার ব্যাপক স্থান দখল অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। বলা হইয়া থাকে, বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৯০% মুসলিম। পরিসংখ্যাণগতভাবে এই তথ্য প্রমাণিত করা সম্ভব নহে, তবে ইহাকে সাধারণ অনুমান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সর্বমোট ১৬,১৫,৭৯,৫০০ জন (Ency. Brt. Y. B., ১৯৮৬ খৃ.)। সাড়ে ১৫ কোটি অধিবাসী নিয়া ইন্দোনেশিয়া আজকের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ।

এইভাবে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র বিস্তৃত এবং এখনও বিকাশমান ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এতই কঠিন যে, উহা নিয়া বারবার বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মতবিরোধ ও বিবাদ হইয়াছে মুসলিম ও অ-মুসলিম পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে এই নিয়া যে, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা কতটুকু সত্যিকারের মুসলমান। এই প্রশ্নটি যাঁহারা না-সূচক উত্তর দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ইসলাম এখানে আসলে একটি বাহ্যিক আবরণমাত্র, উহার নীচে আসলে যে মযবুত ভিত্তি, তাহা জড়বাদ বা আদিম প্রকৃতিপূজারী প্রতিভূ, যাহার উপরের স্তরে এখানে সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধবাদের আচরণ রহিয়াছে এবং সেগুলি খুবই সম্পষ্ট। ইহাতে যদি সত্য থাকিয়াও থাকে, তথাপি ইহা ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের মুসলিম হিসাবে পরিচিতির ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নাই। এখনও সব বস্তুর যৌক্তিকতা ও আইনগত স্বীকৃতি রহিয়াছে যেগুলি সম্ভবত উৎপত্তি বা ধারণার দিক হইতে প্রাক-ইসলামী, অথচ সেইগুলিও সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত রহিয়াছে এবং সেইগুলিই ইন্দোনেশীয়গণের জন্য সাধারণত যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আইনের বিষয়ে শাফি'ঈ মাযহাবেরই প্রাধান্য সর্বত্র বিরাজমান এবং অন্যান্য মাযহাবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহার প্রাধান্যের এখনও অবনতি ঘটে নাই। তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি অধিকতর জটিল বলিয়া চিহ্নিত, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ঔপনিবেশিক শাসন এ ধরনের ইসলামের মৌলিক আইন এবং স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আইনের মধ্যকার পার্থক্যকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং উস্‌কাইয়া দিয়াছে। বাস্তবিক দীর্ঘকাল যাবত তিনটি প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির মধ্যে ইসলামী আইনেই সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্ব লাভ করিয়া আসিয়াছে। যথা প্রচলিত আইন, যেগুলির সংখ্যা অনেক এবং দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে এই আইনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। ওলন্দাজ আইন (শাসনতান্ত্রিক ও ফৌজদারী, দেওয়ানী আইন নহে), ইহা ক্রমেই অধিকতরভাবে প্রয়োগ করিয়া প্রশাসনকে সুষ্ঠ করিবার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায় এবং ইসলামী আইন, যাহা ইন্দোনেশীয়গণ কিছু সংখ্যক সীমিত প্রয়োজনের জন্য মাত্র গ্রহণ করিয়াছে এবং স্থান-কালভেদে এই প্রয়োগের পরিমাণের হেরফের হইয়া থাকে। উপরিউক্ত প্রতিটি আইন-পদ্ধতির স্ব স্ব প্রায়োগিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইসলামের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগের জন্য ইসলামী বিদ্বান ব্যক্তিগণ, যথা 'উলামা' বা 'কিয়াহিগণের স্থান সর্বাগ্রে। এই একটি পথে ইসলামের সকল বিদ্বান ব্যক্তি ঔপনিবেশিক যুগেরও আগে মুসলিম বিস্তৃতির প্রাথমিক যুগ হইতে নিজের গুরুত্বের কিছুটা অংশ শুধু রক্ষা করিয়া যে আসিতেছিলেন তাহাই নহে, ইহার দরুনই তাঁহারা প্রাক-ইসলামী যুগের অভিজাত শ্রেণীর (জাভাতে এই বিশিষ্ট শ্রেণীটি প্রিজাজি নামে পরিচিত) বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃতভাবে হইলেও যথেষ্ট কার্যকরভাবে সংস্থিত হন। অপরপক্ষে এই প্রতিযোগিতাই ইন্দোনেশিয়াতে

তাঁহাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা হইতে দূরে রাখিয়াছে— যেমন ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহে মুফতী ও ক'াদীগণের ন্যায় ধর্মীয় প্রধানগণের ভূমিকা। তবে যাহা মনে হয় তাহা যেন বিদ্বানগণের একটি ভিন্ন রকমের কতকটা কম ঐতিহ্যগত প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা। রাজনৈতিকভাবে কার্যকর বিদ্বান ব্যক্তিগণই সম্ভবত ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহের রাজনৈতিক কাঠামো এবং ইন্দোনেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে—যে ঐতিহ্য, এখানে বা সেখানে, হিন্দু-বৌদ্ধ রীতি দ্বারা প্রভাবিত—প্রধান সাধারণ সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। একই সঙ্গে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম প্রবেশের পর হইতে তাঁহারা সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শাসকের শাসনের পশ্চাতে তাঁহারাই ক্ষমতার অধিকারী, রাষ্ট্রের ইসলামী রূপটিকে তাঁহারাই দৃশ্যমান করিয়া রাখেন এবং সেই রূপটির বাস্তবায়নের জন্যও দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য রাষ্ট্রের রূপ ও পরিচালনা পদ্ধতি যদি বিশেষ ধরনের ও ঐতিহ্যগত ইন্দোনেশীয় ধারণা অনুযায়ী হয়ও, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই তাঁহাদের উপরেই — যেমন জাভার নয়জন ওয়ালীর সমবায়ে গঠিত, কিংবদন্তীপ্রায়-পদ্ধতি-ইন্দোনেশিয়ার ইসলামীকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত। আধুনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশে কথা বলিবার অধিকার লাভের পরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিষয়ে অবশ্য পালনীয় বা অ-পালনীয় কথাগুলি বলিবার দায়িত্ব তাঁহাদের উপরে আসে। তাঁহারাই পুনরায় মুসলমানদের সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক সংস্থাসমূহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন।

ইসলামের আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ওয়াক্'ফ-এর কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওয়াক্'ফ সাধারণভাবে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র প্রচলিত থাকিলেও ইহার কোন নির্দিষ্ট ইন্দোনেশীয় ধরনের ব্যবহার বা প্রয়োগ নাই। তবে মনে করা হইয়া থাকে যে, এখানে ওয়াক্'ফ বাবদ যে পরিমাণ সম্পত্তি আলাদা করিয়া দেওয়া হয় তাহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশ অপেক্ষা কম। অন্য সব জায়গার মত এখানেও অভিভাবকত্ব বা পরিচালন বিষয়ক জটিলতা রহিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দুইটি প্রধান পদ্ধতির কথা আলাদা করিয়া বলিতে হয়। একটি ঐতিহ্যগত বোর্ডিং স্কুল বা পেসানত্রেন (Pesantren), মাদরাসাও বলা হইয়া থাকে; অপরটি হইল আরও আধুনিক শিক্ষা, যাহা আদিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে—যেমন মুহাম্মাদিয়ায় প্রদান করা হইত। এই শেষোক্ত ধরনের শিক্ষা এখন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত পদ্ধতির কোন কোন বৈশিষ্ট্য অদ্যাবধি ইরান বা তুরস্কের দরবেশগণের পরিচালিত গৃহশিক্ষা ব্যবস্থার কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু পেসানত্রেনের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবত ভারতীয় আশ্রমের রীতি হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ ইহা বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র। নিকটবর্তী এলাকার ছাত্রগণ এবং আশ্রম বিখ্যাত হইলে দূরবর্তী এলাকার ছাত্রগণও সেখানে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যায়। যিনি পরিচালক, তাঁহাকে বলা হয় 'কিয়াহি'। তিনিই প্রধান পণ্ডিত, ছাত্রগণের উপরে তাহার বিশেষ কর্তৃত্ব রহিয়াছে, পাস করিবার পরে তাহাদেরকে শিক্ষক হইয়া শিক্ষা দান করিবার ইজাযাত প্রদান করিবার জন্য তিনি তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। সব সময়ের জন্য তিনিই তাহাদের আধ্যাত্মিক নেতা ও শিক্ষাগুরু। শিক্ষকের ধারণাতে ভারতবর্ষে উস্তাদের যে স্থান, ইন্দানেশিয়ায় ইসলামী পরিবেশে 'আলিম-এরও সেই স্থান। এই সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে মক্কা ও কায়রোর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের ঐতিহ্যগত যোগাযোগ রহিয়াছে, এই যোগাযোগ খুব সুসংগঠিত নহে, কিন্তু মোটামুটি নিয়মিত। শেষোক্ত স্থানগুলিতে যে বিদ্যার চর্চা হইত, এখানকার শিক্ষায়তনগুলিতে সময়ের ব্যবধানে তাহারই প্রতিফলন ঘটাইবার চেষ্টা করা হয়। ঔপনিবেশিক যুগে ও তাহার পরেও এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা সামগ্রিকভাবে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শিক্ষার জন্য অনিষ্টকর হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নামকরণ করা হইয়াছে মাদ্রাসা এবং সেগুলিকে আরও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হইয়াছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এগুলির তিনটি স্তর ছিলঃ প্রাথমিক (১৩০৫৭ টি স্কুল), প্রাথমিক পরবর্তী (৭৭৬ টি) ও মাধ্যমিক (১৬টি)।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্থাপত্য শিল্প। কয়েকটি মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যতিক্রমধর্মী ভবন ব্যতীত (এগুলি 'আরব রীতির অনুকরণ, যেমন মেদান, কেবাজোরান) ইন্দোনেশিয়ার মসজিদগুলিতে যে নির্মাণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলিতে ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতে ইসলামী যুগে প্রবেশের ধারাবাহিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কুদ্সের (Al-Quds) মসজিদের ন্যায় অন্যান্য কয়েকটি মসজিদে হিন্দু-জাভানী নির্মাণ রীতি লক্ষ্য করা যায়, যদিও সেইগুলিকে এখন ইসলামী ভবন বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ স্বীকৃতি দিয়া থাকেন। এইগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তিন বা চার স্তরে নির্মিত ছাদ, প্রায় প্যাগোডারই মত দেখিতে, সেইগুলির ফাঁক দিয়া যথেষ্ট বিশুদ্ধ টাটকা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। একান্তভাবেই একটি ইন্দোনেশীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে বেদুগ বা বিশাল গোলাকৃতির ড্রামের ব্যবহার, আযানের শব্দ যাহাতে ভালভাবে শোনা যায়, সেইজন্য এই বেদুগের মধ্যে দিয়া বড় আওয়াজ প্রচার করিয়া সালাতের আহ্বান পৌঁছান হয়। অপরপক্ষে মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যকার শ্রেণীবিভাগ দেশের সর্বত্র প্রায় একই রূপ।

ধর্ম পালনের বিষয়ে ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে তেমন ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সালাত অবশ্যই পড়া হয়, দুনিয়ার অন্য সব দেশে যেমন পড়া হয়; যাকাত প্রদান বিশৃঙ্খল ধরনের। ধর্মীয় আচার-আচরণের পবিত্রতা রক্ষায় ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমগণ অপেক্ষাকৃত অধিক কড়াকড়ি অবলম্বন করিয়া থাকেন। হ'াজ্জও সব সময়েই তাহাদের নিকটে আকর্ষণীয়— ইন্দোনেশিয়াবাসী ইহাকে চ্যালেঞ্জরূপেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। সুযোগ-সুবিধা পাইলেই অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ইন্দোনেশীয় (তন্মধ্যে অনেক নারীও) হ'াজ্জ পালন করিতে থাকেন। হ'াজ্জীগণ তাঁহাদের সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়া যান। হ'াজ্জী যদি ছোট কোন প্রত্যন্ত এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি সেখানকার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন এবং তাঁহার মতামতকে অনেক মূল্য দেওয়া হয়। অবশ্য শুধু হ'াজ্জ করিলেই যথেষ্ট হয় না, হ'াজ্জী সাহেবের যদি ইসলামী বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান না থাকে তবে তিনি সমাজে তেমন বড় সম্মান ভোগ করিতে পারেন না। হ'াজ্জযাত্রা বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা বেশী নিরাপদ হইবার ফলে এবং এখন অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোক হ'াজ্জে যাইবার ব্যয় বহনেও সক্ষম বলিয়া তাহাদের মূল্যায়নটা এইরূপ হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে প্রধানত পাশ্চাত্যবাসিগণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে বলিয়া। হ'াজ্জের প্রতি ইন্দোনেশিয়াবাসীর আকর্ষণবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অর্থ ঋণ গ্রহণ করিবার প্রবণতার মধ্যে যদিও উহা স্পষ্টতই ইসলামী নির্দেশের বিরোধী।

উল্লেখ্য ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে এই কথা প্রায় সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, হজ্জের আরবরা তাহাদের বিবাহ হইবার বিয়টি একটি সামাজিক বিধান সর্বজনস্বীকৃত।

অধ্যাত্মবাদ বা সূফীবাদ এই দেশে অনেককাল যাবত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উত্তর সুমাত্রায় উহার প্রভাব ২০শে শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। দক্ষিণ সেলিবিসে অধ্যাত্মবাদ অবশ্যই প্রায় জাপানী অধিকারের সময়কাল পর্যন্ত থাকিবার কথা। এই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন সূফী তারীকার নানা অস্তিত্বের পরিচয় এখনও রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহে উদ্ভূত বিভিন্ন তারীকাও ছিল। তারীকাপন্থী বা ভ্রাতৃসমাজের নামগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। যেমন শাযিলিয়্যা, কাদিরিয়্যা, নাক্শবান্দিয়্যা, খালওয়াতিয়্যা, সাম্মানিয়্যা, রিফা'ইয়্যা, তিজানিয়া। তবে তাহাদের সেই সব ধর্মীয় সংগঠনের কোন ব্যবহারোপযোগী তথ্যাদি নাই, কার্যাবলীর বর্ণনা বা বিবরণ তো নাই-ই। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাহাদের কর্মতৎপরতা কতটুকু ছিল বা সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নেই বা তাহাদের ভূমিকা কতটুকু ছিল, তাহাও এখন আর সঠিকভাবে জানা যায় না।

উল্লিখিত দুইটি অঞ্চল ছাড়াও সূফীগণ কর্তৃক প্রভাবিত তৃতীয় আর একটি অঞ্চল জাভা, যাহা একটি বড় বিষয়ে উপরিউক্ত দুইটি হইতে ভিন্নতর। জাভানী ইসলামী সূফীতাত্ত্বিক রচনাবলীতে সূফী ভাবধারা গ্রহণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুমাত্রার সূফীগণ যখন ভারতবর্ষীয় সূফীগণের স্থান অধিকার করেন তখন তাহাদের ভাবধারা বিকাশেও ধর্মীয় কর্মতৎপরতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু এখানে অধ্যাত্মবাদের আবহাওয়ায় এক পুরাপুরি পরিবর্তন ঘটে। অপরপক্ষে এই বিশেষভাবেই জাভানী সূফীতত্ত্ব অন্য কোন দ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

সর্বত্রই এখন গোড়াপন্থী ইসলামী শিক্ষা ক্রমে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করিতেছে। তবে দুঃখের বিষয় যে, এই প্রক্রিয়া এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা হয় নাই। সে কারণেই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে অজ্ঞেয়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী ধরনের (কেবাতিনান) অসংখ্য ধর্মীয় সংস্থা জাগিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক কয়টিই বিখ্যাত সূফীবাদী ইখওয়ান বা ভ্রাতৃসমাজের নামধারী এবং সেগুলির প্রতি বেশ কিছু শহরবাসী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকও যখন আকর্ষণ বোধ করিয়া সমবেত হইয়াছে, তখন তাহা যেন কতকটা বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়।

আরও কয়েকটি অপ্রধান বৈশিষ্ট্যও আছে। তন্মধ্যে প্রথম এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইতেছে স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু শী'আঃ প্রভাবের রক্ষণ। হাসান-হুসায়ন অনুষ্ঠান, যাহা বস্তুত কোনভাবেই শী'আ মতবাদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কিত নহে, পশ্চিম সুমাত্রার মেনাংকাবাউ অঞ্চলে পালন করা হয়। সেই অঞ্চলে মাতৃপ্রধান ধরনের আইন থাকিবার ফলে এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যেগুলিতে ইসলামী আইনের কতকটা প্রকাশ্য ভূমিকা ছিল।

আর একটি বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া মধ্যজাভার বৈশিষ্ট্য হইতেছে তথাকথিত 'ওঙ পুতিহান' Nong putihan) বা 'সাদা (ধার্মিক অর্থে) মানুষ'। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম এই ব্যক্তিগণকে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ইসলামের প্রতি (গোঁড়াপন্থী ইসলাম) ইঁহাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত গভীর। সাধারণত ইঁহারা কোন মসজিদের নিকটে জমায়েত হইয়া থাকেন।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের মোটামুটি ঐতিহ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তালিকাভুক্ত করিবার পরে এখন সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক বিকাশসমূহের কথা বলা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার পরিণাম অবশ্যই ঘটিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের বিভিন্ন কেন্দ্রের গুরুত্ব এই পরিস্থিতি দ্বারা ক্ষুণ্ন হয় যে, ওলন্দাজ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে এই দ্বীপপুঞ্জের সকল কার্যকলাপের কেন্দ্র জাভা দ্বীপের এতকাল পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বসম্পন্ন বন্দর জাকার্তায় (বাটাভিয়া) স্থানান্তরিত হয়। জাকার্তাই তখন হয় সকল কিছুর মূল কেন্দ্র। আবার ওলন্দাজ সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হইতেছিল, তাহার প্রকাশ বিভিন্নরূপেই দেখা দিতেছিল (তন্মধ্যে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষও হইত, যেমন জাভায় ১৮২৫-৩০ খৃ.ব্যাপী সংঘটিত দিপো নগোরোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ), সেই সকল প্রতিরোধের পিছনে ছিল মুসলিম শক্তি। ওলন্দাজপ্রভাব ও ক্রমবর্ধমান ইন্দোনেশীয় আত্মপ্রকাশের মধ্যকার মেরুকরণ দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ইসলামী রূপের একটা প্রতিক্রিয়া দ্রুততর হয়। সেই প্রবণতা বিশ শতকের গোড়ার দিকে দুই আকারে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমটি ছিল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সেই সশস্ত্র প্রতিরোধ করা হইত ইসলামের নামে। পরেরটির কথা আমরা নীচে উল্লেখ করিব, উহা ছিল রাজনৈতিক সংগঠন, সাধারণত উহার মূল উদ্দেশ্যের বিষয় সশস্ত্র প্রতিরোধবিহীনভাবেই প্রকাশ করিত, কিন্তু সেই প্রকাশটি করিত ইসলামের নামে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইসলাম দেখা দেয় প্রধান পরিচালিকা শক্তিরূপে, জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক ধরনের যৌক্তিকতা হিসাবে; ঠিক ইসলামী পরিভাষায় উহার প্রকাশ ঘটুক বা না ঘটুক।

এক অর্থে পরিবর্তনটি সূচিত হয় ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যেই উহার নীতি গ্রহণের কালে। উহা আবার একই সময়ে ছিল এতকাল পর্যন্ত বস্তুতপক্ষে নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কিছু সংখ্যক দ্বীপে কার্যকর ওলন্দাজ-ইন্ডিজ প্রশাসন চালু করিবারও কাল। সেই নীতিটির প্রতিবাদে গৃহীত সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য মুসলিম প্রতিরোধ ছিল ১৮৭৩ খৃ. হইতে শুরু করিয়া ১৯০৪ খৃ. পর্যন্ত পরিচালিত বিখ্যাত আতজেহ যুদ্ধ এবং এই সময়েই আবার ওলন্দাজ-ইণ্ডিজ কর্তৃপক্ষ বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ইসলামতত্ত্ববিদ C. Snouck Hurgronje-এর পরামর্শ অনুযায়ী এক নূতন নীতি গ্রহণ করে। উহার লক্ষ্য ছিল, শেষ উপায় হিসাবে, প্রতিরোধ শক্তিরূপে ইসলামী প্রচেষ্টাকে বিদূরিত করিয়া অধিকতর কার্যকরভাবে ওলন্দাজ শাসন কায়েম করা। আরও পরিষ্কারভাবে কথাটা বলিতে গেলে, যথার্থ বিরুদ্ধ শক্তি যাহাই থাকুক না কেন, সে সমস্তকে পরোয়া না করিয়া শাসন ক্ষমতা চালাইয়া যাওয়া। কেননা ইন্দোনেশিয়াতে মুসলিম বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী মানুষের সংখ্যা অনেক।

মোটামুটিভাবে প্রায় একই সময়ে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রেও কয়েক প্রকারের প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য যে কোন বিরোধ বা বিপ্লবের সময়ে অনুরূপ সাময়িক ধরনের মতভেদ দেখা দিয়া থাকে। প্রথমেই বলা যায় যে, ইসলামের কেন্দ্রভূমির বিভিন্ন দেশে যে সকল সংস্কারমূলক বা প্রগতিবাদী প্রবণতা দেখা দিয়াছে, সেগুলি প্রতিচ্ছায়া বা প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার উপরে পড়িয়াছে যদিও বা ভারতের মত উপমহাদেশে আবির্ভূত প্রগতিবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন, সেরূপ চিন্তাবিদ ইন্দোনেশিয়াতে কেহ আবির্ভূত হন নাই, এখানে এমন কি এই প্রবণতাপন্থী

দুইটি অংশের যে বিভাজন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বিশেষ রূপটিও ইন্দোনেশিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। একটির পরিসমাপ্তি ঘটে প্রধান রাজনৈতিক ধরনের একটি মুসলিম আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারবোধে, অপরটি সমাপ্ত হয় একান্তভাবেই ইন্দোনেশীয় ধরনের, স্থানীয় উগ্র স্বাদেশিকতার নীতিতে। প্রথমোক্ত ধারাটি সম্বন্ধে আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শেষোক্তটির বাস্তব ও কার্যকর প্রকাশ ঘটিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। উহা প্রকটিত হয় জাপানী অভিযান অধিকৃতির পরে, প্রথমে দক্ষিণ উপকূলের নিকটে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মধ্য ও পশ্চিম জাভার মাঝামাঝি এলাকাতে, চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দেশরূপে। নেগারা দারুল-ইসলাম নামে সেই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করেন কার্তোসুবিরাইও (Kartoshwiryo) (কার্তোসূর্য?) ১৯৪৮ খৃ.(১৯৬২ খৃ. তাঁহাকে দমন করা হয়) এবং অতঃপর দ্বিতীয় ধারাটি দক্ষিণ সেলিবিস ও কালিমানতানের ন্যায় অঞ্চলসমূহে সামরিক অভিযানরূপে (১৯৪৯ খৃ.) প্রকাশ পায়। ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র ইহাকে দমন করিয়াছিল; কিন্তু নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। কেননা ইহার প্রকৃত প্রেরণা বাঁচিয়া ছিল।

দ্বিতীয়ত একের পর এক ধর্মসম্পৃক্ত আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সে সময়ে এগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই। একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় যে, এগুলি ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় নূতন করিয়া প্রদানের উদ্দেশ্যেই টিকিয়া ছিল। তথাপি ইহাদের উদ্দেশ্য জীবনের কোন সম্পর্ণতা নির্ধারণ করা ছিল বলিয়া মনে হয় না, বরং প্রতিকূল পরিবেশে প্রয়োজনীয় আশ্রয় প্রদানই সম্ভবত ইহাদের লক্ষ্য ছিল। এই ধর্মসম্পৃক্ততাবোধের কিছু কিছু দিক ইসলামী দুনিয়ার ভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও ওয়াহ্হাবী আন্দোলন (দ্র. ওয়াহ্হাবিয়্যা) পূর্ববর্তী পথ-নির্দেশকরূপে কাজ করিয়াছিল। সুমাত্রায় তাহার প্রভাব পড়িয়াছিল এবং ১২শ/১৮শ শতকের শেষভাগ নাগাদ জাভাতেও তাহা প্রভাবিত হয়। ভারত হইতে আহমাদিয়্যা আন্দোলনের প্রচারকরাও জাপানী অধিকারের পূর্বে ও পরে স্বল্পকালের জন্য এখানে প্রচার কার্য চালাইয়াছিল। কিন্তু এই চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা অতি নগণ্য সংখ্যক মাত্র লোককে নিজেদের মতবাদে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিল এবং তাহাও প্রধানত শহর অঞ্চলে। কালক্রমে এই আহমাদিয়্যাদেরই ন্যায় অন্যান্য আরও কয়েকটি ধর্মীয় মতবাদ ইন্দোনেশিয়াতে উদ্ভূত হয় (প্রাচীন ইন্দোনেশিয়া প্রকৃতি পূজা, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শনেরও রীতি-প্রকৃতির ও শিক্ষার মিশ্রিত রূপ)। সেগুলিতে আত্মিক তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য কিছু কিছু আধ্যাত্মিক বা এমন কি যাদুমন্ত্র ইত্যাদিও মিশ্রিত ছিল। সমসাময়িক কেবাতিনান আন্দোলনের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আবার ইন্দোনেশিয়ার কিছু কিছু এলাকা অন্যান্য এলাকা হইতে স্পষ্টতই কিছুটা বেশী উর্বর। তবে সব সময়েই দেখা গিয়াছে যে, এই ধরনের সম্প্রদায়গত আন্দোলন প্রায় ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এই ধরনের সম্প্রদায়গত আন্দোলনের নেতাগণকে 'কেয়াহি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইন্দোনেশিয় ভাষায় এই শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা আলিম বা ইসলামী বিজ্ঞানে পণ্ডিত বা শাস্ত্রীয় বিদ্বান বুঝায়।

তৃতীয়ত রহিয়াছে ঐ ক্ষেত্র যেখানে রাজনৈতিক কর্মসূচীর জন্য আদর্শগত সমর্থন হিসাবে ইসলামকে কাজে লাগান হয়। ইহার দ্বারা ইসলাম ধর্ম অনেকটা বিদঘুটে পরিস্থিতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জাতীয়তাবাদ যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সচেষ্ট হয়, তাহা তিনটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিত্তির একটি হিসাবে ইসলামকে দেখান হয়। ইহার অপরটি হইতেছে মার্কসবাদ, কড়াকড়িভাবে (রুশ বা চীন-কম্যুনিস্ট আকারেই হউক বা আর একটু তরলীকৃত সমাজতান্ত্রিক সংশোধিত উপস্থাপনারূপেই হউক) তৃতীয়টি হইতেছে একেবারে সহজ সরল জাতীয়তাবাদ, যাহা পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং নিজ অধিকার বলেই যথেষ্ট আদর্শস্বরূপ প্রতিভাত হয় ঃ শেষ আশ্রয়রূপে উহা প্রতিআদর্শবাদস্বরূপ প্রতিপন্ন হয় যাহার নিদর্শন দেখা গিয়াছে ডঃ সুকর্নর পরিচালিত বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে। এখানে একটি মতাদর্শ তিনটি মৌলিক অবস্থানের অন্যতম হিসাবে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, বরং অপর দুইটিকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, যদিও বা তাহা পুরা পরিষ্কারভাবে না হইলেও সীমিত পরিমাণে হইয়া থাকে। বিষয়টি হইতে এই যে, তিনটি মূলনীতি যেখানে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সে কারণে ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, একই সঙ্গে সেগুলি আবার অবশ্যই বোধগম্য এই অর্থে যে, প্রতিটি অন্যগুলির কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে যাহাতে জনগণের আবেদন হইতে বঞ্চিত না হইতে হয়। আর যাহাই হউক না কেন, ইহাদের প্রতিটিই নিজস্ব মান অনুযায়ী এক-একটি আন্দোলন যাহা সমগ্র জাতিকে জড়িত করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। বাস্তবিকই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের আগে সকল প্রয়োজনে এগুলি সবই এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের চার দশককালে তিনটি প্রবণতার যে সদ্য উল্লিখিত প্রকাশ দেখা গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠানগত রূপ ও যোগাযোগ পদ্ধতি গ্রহণ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। এই সময়েই বহু বিভিন্ন ধরনের মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটে। কখনও কখনও (যেমন অধিকাংশ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে) সেগুলি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সেগুলি আবার সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করিতে সচেষ্ট হয় এবং তাহাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনও করে।

সর্বপ্রথম একেবারে যথার্থ ইন্দোনেশীয় সংস্থাটি (Association) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খৃ.। উহা ছিল একটি জাভানী সংস্থা বা সমিতি। উহার উদ্দেশ্য ছিল মূলত শিক্ষার অগ্রগতি সাধন। উহার পরে পরে ১৯১১ খৃ. সর্বপ্রথম বিশেষভাবে মুসলিম সংস্থা 'সারেকাত দাগাং ইসলাম' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ইহার নাম হয় শুধু 'সারেকাত ইসলাম।' পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণের সমিতিরূপে প্রথম ইহা গঠিত হইয়াছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে উহার লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়িগণের অর্থনৈতিক বিষয়াদির স্বার্থ রক্ষা করা, ঠিক রাজনৈতিক নহে এবং যে পর্যায়ে উহা ছিল বস্তুত যতটা ওলন্দাজবিরোধী তাহা অপেক্ষা বেশী চীনাবিরোধী। পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহা সম্ভবত তখন পর্যন্ত ছিল কিছুটা ধর্মীয়ভাবে নীতি নির্ধারিত এবং 'কেয়াহি' প্রভাবিত। কিন্তু অতঃপর উহা একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং স্পষ্টতই একটি জাতীয়তাবাদী রূপ লাভ করে।

১৯১২ খৃ. কতকটা ভিন্ন ধরনের একটি সংস্থা মুহাম্মাদিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কে. এইচ, দাহ্লান-এর ন্যায় ব্যক্তিগণের পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্দোনেশীয় মুসলিমগণের মধ্যে তৎকালে মিসর ও ভারতবর্ষের ন্যায় আধুনিকতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইন্দোনেশীয়ার তৎকালীন পটভূমিতে এই আন্দোলন সম্ভবত অন্যান্য স্থানীয় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বেশি গোঁড়াপন্থী ছিল এবং সম্ভবত শিক্ষা বিস্তারের প্রতিও অধিকতর মনোযোগী

ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, এগুলি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি করিয়া অঙ্গ সংস্থাও চালু রাখিয়াছিল, সেগুলির মাধ্যমে উহারা বিশেষ শ্রেণীর লোকের কাছে, যেমন নারী সমাজের কাছে বা তরুণদের কাছে তাহাদের আবেদন পৌঁছাইয়া দিত।

তৃতীয় আর একটি সংস্থার উদ্ভব ঘটে ১৯২৬ খৃ., উহার নাম ছিল নাহ্‌দাতু'ল-'উলামা। উহার উদ্দেশ্য ছিল অধিকাংশ বিখ্যাত ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত অধিকতর ঐতিহ্যবাহী ও গোঁড়াপন্থী চিন্তাধারাসমূহের মযবুত ঘাঁটিরূপে কাজ করিয়া যাওয়া। কিন্তু জনসমর্থন লাভের জন্য অপর দুইটি সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করা হইতে দূরে থাকিতে না পারিয়া উহা মৌলবাদী (Fundamentalist) হইতে পারে নাই, যেমন পারে নাই আরও পরবর্তীকালে দারু'ল-ইসলাম আন্দোলন।

তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কের মধ্যেও কোন মজবুত ও সদাবিদ্যমান সুসম্পর্ক ছিল না। জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ফলে এক ধরনের ঐক্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন স্বার্থ থাকিবার কারণে সেই ঐক্য শক্তিশালী হয়। এই সংগঠনগুলি একযোগে কর্মসূচী গ্রহণ করিবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন ধরনের অধিবাসী একটি নব-উত্থিত জাতিতে পরিণত হয়, যে জাতি ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনে সকলে এক হইয়া আত্মপ্রত্যয় লাভ করে, সেই ঐক্যবোধ যতটুকু অগ্রগতিমুখীন হইয়া থাকুক না কেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাহারা মুসলিম হিসাবেই সমধিক অভিন্ন ছিল। অপরপক্ষে পাশাপাশি আবার গুরুত্বপূর্ণ অমুসলিম দল ও সংগঠনও থাকিবার কারণে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের নামে ঘটিত রাজনৈতিক ঐক্যেরও সীমাবদ্ধতা ছিল।

১৯৩৭ খৃ. সংস্থা ও সংগঠনগত ঐক্যবোধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয় যখন মুহ'ম্মাদিয়া ও নাহ্‌দাতু'ল-'উলামা একযোগে 'মাজলিসু'ল-ইসলামি'ল-আ'লা ইন্দোনেশিয়া' (MIAI) নামে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ ইসলামী কাউন্সিল গঠন করে। ইহার সঙ্গে তৃতীয় সংগঠনটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে, যাহার নাম ছিল 'পারটাই সারেকাত ইসলাম ইন্দোনেশিয়া'। অবশেষে ১৯৩৯ খৃ. উহারা একত্রীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ১৯৩৮ খৃ. নূতনভাবে 'পারটাই ইসলাম ইন্দোনেশিয়া' গঠিত হয়, উহা কতকটা পূর্বেকার জোং ইসলামিয়েতেন বণ্ড (Young Muslims Association) হইতেই গঠিত হয়।

জাপানী অধিকারকাল ঃ ১৯৪২-৪৫ খৃ. ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের জন্য দ্বিগুণ গুরুত্ব বহন করিয়া আনে। ঘটনার দীর্ঘকাল পরে পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা দ্বারা এমন এক প্রকারে ঔপনিবেশিকতা হইতে মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হইয়াছিল যাহার সঙ্গে জাপানীদের উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্কই ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, শাসক কর্তৃপক্ষের ইসলামী নীতিতে উহা এক গুরুতর পরিবর্তন আনিয়াছিল। আর সে পরিবর্তন জাভার ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়াছিল দেশের অন্যান্য স্থানে সেরূপ হয় নাই।

জাপানী বাহিনীর যে ইসলামী নীতি, তাহা ছিল তুলনামূলকভাবে সুপরিকল্পিত দ্বিমুখী প্রচেষ্টা যেন এক সঙ্গে দুইটি সমস্যার সমাধান করা যায়ঃ মুসলিম বিরোধিতাকে গোড়াতেই নির্মূল করা এবং যে সকল মুসলিম নেতার প্রতি জনসমর্থন রহিয়াছে, তাহাদেরকে দিয়া জাপানী পক্ষ সমর্থন করাইয়া জনগণের আস্থাভাজন হওয়া। এই কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাপানী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল। একদিকে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কার্যকর ছিল, সেগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং চেষ্টার পরে চেষ্টা চলিতে থাকে যেন সেগুলির পরিবর্তে এমন একটি সংস্থা গঠন করা যায় যাহার কর্মকর্তাগণ জাপানী নির্দেশ মান্য করিয়া চলিবে। অপর দিকে কেয়াহি শ্রেণীর সংগঠনের মতবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাহারা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিবার উদ্দেশে তাহারা বিশেষ শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করিয়া নেয়। এই বিষয়ে করণীয় ও কৃত কার্যাবলীর প্রতি সমর্থন দানের জন্য সমগ্র এলাকাব্যাপী অফিসার নিয়োগ করা হয়। ইতোপূর্বে ওলন্দাজরা যেরূপ স্থানীয় বিষয়াদি লক্ষ্য করিবার জন্য একটি দফতর সৃষ্টি করিয়াছিল, জাপানীদের ব্যবস্থা ছিল যেন উহারই এক ধাপ অগ্রবর্তী অপর এক বিকৃত রূপ। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও জাপানী ইসলামী নীতিতে মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল, যাহার ফলে ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন এক শক্তির সৃষ্টি হয় যে, যে কোন বহিঃশক্তির চাপ অস্বীকার করিয়া তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করিতে পারে এবং যাহা তাহাদের সেই উপলব্ধিকে সোচ্চার করিবার লক্ষ্যে তেমন কোন কিছু করিতে পারে নাই।

১৯৪৫ খৃ. আগস্ট মাসে জাপানী অধিকার শেষ হইলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সূচিত হয় এবং তাহা সম্পন্ন হয় দুইটি স্তরে। ১৭ আগস্ট তারিখে জরুরীভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে (দ্র. দুসতূর) ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি হয়। বস্তুত প্রথমে তাহা জাভা দ্বীপের একাংশে মাত্র বাস্তব রূপ লাভ করে এবং সেই নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রকে উপনিবেশবাদী ওলন্দাজগণের সঙ্গে তাহাদের এক নূতন ইন্দোনেশিয়া দেশ গঠনের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে হয়। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সরকারীভাবে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের নিকটে হস্তান্তরিত করা হয় ১৯৪৯ খৃ.। উহাতে অন্তবর্তীকালীন সময়ে কর্তৃত্বের জন্য প্রচেষ্টারত দুইটি শক্তিই মুসলমানদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে মুসলমানরা প্রধানত নিজেদের উদ্যোগে জাপানিগণ কর্তৃক চাপাইয়া দেওয়া নানা সংস্থা এবং চিন্তাধারার ধ্বংসাত্মক অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম জনজীবনে প্রধানত দুইটি ভূমিকা পালন করিয়াছে। একদিকে ইহা পরিচিতির অন্যতম প্রধান পথ এবং বাস্তবিক জাতীয় আদর্শেরও পন্থা। পঞ্চশীলা বা জাতীয় আদর্শের পাঁচ দফা অতি কৌশলের সঙ্গে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে মুসলমানগণ উহাকে নিজস্ব বলিয়াই দাবী করিতে পারে, আবার অমুসলমানদেরকেও যেন ভিন্ন সত্তা বলিয়া দূরে সরাইয়া না দিতে হয়। পাঁচ দফার অন্যতম দফা হইতেছে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা; তথাপি আদর্শগত পালনীয় হিসাবে সেই স্বীকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শকেও সমর্থন করে যাহা শেষ পর্যন্ত জাতীয় আদর্শের সঙ্গে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক হইয়া দাঁড়ায়; তবে সেই আদর্শকে ঘিরিয়া খৃস্টান ও অন্য দলও একতাবদ্ধ হয়। এই সব কিছুই অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক আওতায় প্রতিফলিত হয়। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব ইসলামী নীতি (যাহা অবশ্যই ওলন্দাজ ও জাপানী নীতি হইতে ভিন্নতর হইবে) নূতনভাবে গড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের অংশবিশেষ হিসাবে রূপায়িত হইতে থাকে। এই মন্ত্রণালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন ধর্মাবলম্বীর সামাজিক প্রয়োজনের

প্রতি লক্ষ্য রাখা। তবে এই মন্ত্রণালয় অবধারিতভাবে অত্যধিক মুসলিম রূপ লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে কেয়াহি বৈশিষ্ট্য যুক্ত রহিয়াছে।

অপরদিকে ইসলাম দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম হইয়াছে এই অর্থে যে, ইসলামের পরিচয় দ্বারা কেহ চিহ্নিত হইয়া জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব। আর সেই রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বা একান্তভাবেই যে ইসলামী ধরনের হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহাকে কখনও কখনও ওলন্দাজ রাজনৈতিক পদ্ধতিতে যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, তাহারই পরিণতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়তো পাওয়া যাইবে ইন্দোনেশীয়গণের আত্মপরিচয়ের রূপ দানে ইসলামের যে ঐতিহ্যগত ভূমিকা রহিয়াছে তাহাতে। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে ১৯৪৫ খৃ. জুন মাসে সংঘটিত পিয়াগাম জাকার্তা। উহা ছিল শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক দলীলস্বরূপ। উহাতে উল্লিখিত ছিল যে, ইন্দোনেশিয়ার সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হইবে। রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইসলাম ইতিপূর্বে উল্লিখিত অপর দুইটি শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জড়িত হয়, একটি কম্যুনিজম ও অপরটি জাতীয়তাবাদ। এই সকল অবস্থাধীনে এমন কোন জরুরী প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ একান্তই ইসলামী ধরনের তুলনামূলকভাবে মহত্তর ধারণার বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইবেন। কার্যত মুসলমানদের যুদ্ধ-পূর্বকালীন যে একান্তই রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ধরন ছিল তাহাই আবার ফিরিয়া আসে, শুধু নামগুলির সংশোধন করা হয়—ইহাও জাপানী হস্তক্ষেপের কারণে এবং সেই একই অমযবুত পারস্পরিক সম্পর্ক তখনও বর্তমান ছিল।

জাপানিগণ কর্তৃক MIAI-এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত মাশুমি (Mashumi= মাজলিস শূরা মুসলমীন ইন্দোনেশিয়া) প্রথমে পারটাই পলিটিক ইসলাম ইন্দোনেশিয়া নামে পুনর্গঠিত হয় (দ্র. হি্যব) এবং মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু সংস্থাটি দীর্ঘকাল সেরূপ থাকে নাই। পারটাই সারেকাত ইসলামী ইন্দোনেশিয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ফলে উহা একেবারে সেই ১৯১২ খৃ. হইতে উজ্জীবিত থাকিবার গৌরবময় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে এবং পূর্বেকার কয়েকটি ভাঙনের ঘটনা থাকা সত্ত্বেও (১৯২৩ খৃ., ১৯৩২ খৃ., ১৯৩৬ খৃ., ১৯৩৮ খৃ.) অটুট অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। মেনাংকাবাউ (সুমাত্রা)-এর মোটামুটিভাবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পারটাই ইসলাম, “পারসাতুয়ান তারবিয়াহ ইসলামিয়্যা' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫২ খৃ. নাহদাতু'ল-'উলামা, মাশুমি হইতে রচিত হইয়া যায় এবং নিজেরা স্বাধীনভাবে একটি দল গঠন করে। ফলে ১৯২৬ খৃ. যে ঐতিহ্যের শুরু হইয়াছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক চাপের মুখে মাশুমি ও PSII-কে দমন করা হয় এবং ১৯৫৯ খৃ. বাদবাকী রাজনৈতিক দলগুলির একত্রীকরণের চেষ্টা করা হয়। ড. সুকর্নর শাসনামলের অবসানে ১৯৬৭ খৃ. আরও একটি ইসলামী পার্টি আত্মপ্রকাশ করে, উহার নাম পারটাই মুসলিমিন ইন্দোনেশিয়া। এই কয়েকটি পার্টির রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সাদৃশ্য এরূপ যে, তাহাদের মধ্যে কোনটি যে গোঁড়া ইসলামপন্থী আর কোনটি আধুনিকতাবাদী তাহা বাস্তবিকই খুব পরিষ্কার নহে। প্রতি দলেরই দাবী যে, তাহা সমগ্র দেশের মুসলিমগণের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। ফলে তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বিরাজমান ছিল।

এই পরিস্থিতিতে ইসলামী জীবনধারার অপর একটি দিক সম্বন্ধেও আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইল সচেতনভাবে ধর্মভীরু মুসলমানদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশ মুতাবিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডে জীবনকে দেখা এবং গঠন করিতে পারার প্রয়োজনীয়তা। এখন পর্যন্ত এই প্রয়োজনীয়তার কিছুটা ইতোপূর্বে উল্লিখিত কেবাতিনান আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে (কিন্তু বাস্তবায়ন সামান্যই হইয়াছে)। কিন্তু রাজনৈতিক দলসমূহ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যেগুলির রহিয়াছে, সেগুলির পক্ষে ইহার জন্য সন্তোষজনক কিছু করার প্রস্তুতি সামান্যই আছে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Snouck Hurgronje. Verspreide Geschriften. ৪খ., বন ১৯২৪; (২) G. F. Pijper. Fragmenta Islamica. Studien over het Islamisme in Nederlandsch-Indie. লাইডেন ১৯৩৪ খৃ.; (৩) G. H. Bousquet, Introduction a l'etude de l' Islam indonesien. REI-তে প্রকাশিত ১৯৩৮ খৃ., ১২খ, পৃ. ১৩৫-২৫৯; (৪) এ ছালীম, Riwajat kedatangan Islam di Indonesia. জাকার্তা ১৯৪১ খৃ.; (৫) R. A. Kern, De Islam in Indonesie, দি হেগ ১৯৪৭ খৃ.; (৬) J. Prins, Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesie, দি হেগ ১৯৪৮ খৃ.; (৭) G. W. J. Drewes, Indonesia ঃ mysticism and activism, in G.E. von grunebaum (সম্পা), Unity and variety in Muslim civilization-এ প্রকাশিত, শিকাগো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২৮৪-৩১০; (৮) J. C. van Leur, Indonesian trade and society, essays in Asian social and economic history, দি হেগ ১৯৫৫ খৃ.; বিশেষ করিয়া ১১০ পৃ. হইতে; (৯) এইচ. জে. বেনদা, The Crescent and the rising sun, Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945 দি হেগ ১৯৫৮ খৃ.; (১০) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Aspects of Islam in post-colonial Indonesia, দি হেগ ১৯৫৮খৃ.; (১১) B. Schrieke, Indonesian sociological studies, দি হেগ ১৯৫৭ খৃ.; ২খ., বিশেষ করিয়া ২৩০ পৃ. হইতে।

C. A. O. van Nieuwenhuijze (E.I.^{2})/হুমায়ুন খান

৬। **সাহিত্য** ঃ ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ বিশাল এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত। সেখানে দুই শতেরও বেশী ভাষা কথিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আমরা সাহিত্যের বিরাট বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। এই ভাষাসমূহ যেহেতু মুসলমানদেরই কথিত ভাষা (দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন এলাকা এখনও ইসলামীকৃত হয় নাই), কাজেই সকল ভাষার সাহিত্যও ইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত—কোনটি বেশী, কোনটি কম। এই প্রভাব ছিল দ্বিমুখী; একদিকে ইসলামের কারণে পূর্বেকার অনেক সাহিত্যকর্মই, বিশেষ করিয়া ধর্মসম্পৃক্ত সাহিত্য অপসৃত হইয়া যায়; অপর দিকে ইসলাম নূতন রীতি সৃষ্টি করিয়া এবং সাহিত্যের স্থানে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া সেই সকল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। একই সঙ্গে পূর্বেকার কিছু কিছু সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে এই নূতন ধারার সাহিত্য যুক্ত হইয়াও অবদানের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করে।

এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনা ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ইসলাম সম্পৃক্ত অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব। ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে ইসলামের যতটুকু প্রভাব, তাহা মূলত ধর্ম হিসাবে ইসলামেরই প্রভাব। ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় অনুবাদে, 'আরবী ও ফার্সী সাহিত্য অবলম্বনে রচিত সাহিত্যে, যেগুলি শিক্ষার প্রয়োজনে এবং সৌকর্যের প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল ঃ আরবী পাঠ্য বই, ব্যাকরণ, কুরআন শরীফের অনুবাদ, টীকা, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ, ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ, ধর্মতত্ত্ব, আইন ও অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক গ্রন্থ অর্থাৎ সংক্ষেপে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ ও মা'রিফাত্ বিষয়ক যে কোন বিষয়ে রচিত হইয়াছিল। আদাব সাহিত্য, যাহা ইসলামী সভ্যতার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কবিতা ও সাধারণভাবে রম্যরচনা জাতীয় সাহিত্য খাঁটি ধর্মীয় সাহিত্যের তুলনায় পরিমাণে কম। ইসলামী বিজ্ঞান বিষয়ক, প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক এবং ভূগোল ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য অর্থাৎ সে সব বইয়ের নাম আঙ্গুলে গণনা করা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জোড়া ইসলামের বিরাট ও দৃশ্যমান প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সেই প্রভাব ছিল সীমিত এবং প্রধানত ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ইহার একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই ঘটনা হইতে যে, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত ছিল ইসলামী সভ্যতার বাহিরে বা একেবারে শেষ প্রান্তে। তদুপরি ঐতিহাসিক পটভূমিতে দেখিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম আসিয়াছিল বিলম্বে এবং ইসলামীকরণের প্রক্রিয়াও কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, সেই প্রক্রিয়া বস্তুত আজকের দিন পর্যন্ত চলিতেছে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত (৭ম/১৩ম শতাব্দী হইতে একেবারে ১১শ/১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত) ইন্দোনেশিয়া ও 'আরবের মধ্যে যোগাযোগ ছিল দুরূহ এবং খুবই সামান্য। যে সকল ব্যক্তি ইসলামের আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক জীবনের কেন্দ্রভূমিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সুদীর্ঘ ও বিপজ্জনক সমুদ্রপথ পাড়ি দিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই যাইতেন হাজ্জ করিতে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য পবিত্র স্থান যিয়ারাতে। তবে তাঁহাদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সে সকল স্থানে দীর্ঘতর সময় অবস্থান করিতেন, হয়তো বা কয়েক বৎসর ধরিয়াই অবস্থান করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান লাভ করিতেন। সেখানে তাহারা যে সকল কিতাব পাঠ করিতেন সেগুলির অনুলিপি করিয়া সঙ্গে লইয়া নিজেদের দেশে আসিতেন, সে সব কিতাবের প্রায় সবই ছিল ধর্ম বিষয়ক পাঠ্য বই।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য। এই ব্যবসার প্রয়োজনে অনেক বিদেশী বণিক-'আরব, পারস্যবাসী বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্দরসমূহ হইতে আগমনকারী বণিকগণ এই দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করিতেন এবং এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহারা নিজেদের বাণিজ্যসম্ভার ছাড়া সাংস্কৃতিক দ্রব্যসম্ভারও বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তন্মধ্যে থাকিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম, যেমন গল্প-কাহিনী, রোমাঞ্চ ইত্যাদি যেগুলি পরবর্তীতে মালয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং ক্রমেই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। বন্দর-নগরীগুলি ছিল এরূপ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিচ্ছুরণ কেন্দ্র। সেখানকার জনসংখ্যা ছিল মিশ্র শ্রেণীর এবং বহু পূর্ব হইতেই আন্তর্জাতিক ধরনের। আন্তঃএশীয় বাণিজ্যে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দ্বিভাষিক। কেহ কেহ, এমন কি দুইটিরও বেশী ভাষা জানিতেন এবং সেই গুণটির কারণেই দ্বীপপুঞ্জে ইসলামী সাহিত্যের অনুবাদ ও ভাষানুবাদ যথেষ্ট হয় এবং ইসলামী সাহিত্যের প্রসার ঘটে।

ইসলাম প্রসারের জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহৃত হয় তাহা ছিল মালয় ভাষা। মালয় ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যাবলী যদিও খুবই সামান্য, তথাপি ধরিয়া লওয়া যায় যে, দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম আসিয়া পৌছিবার আগে ইতোপূর্বেই এই ভাষাটি এই অঞ্চলের জনগণের ভাব বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম ছিল। ভাষাটির উপরে যে নূতন দায়িত্ব আরোপিত হয় তাহার ফলে মালয় ভাষার উপরে উহার বহু প্রভাব পড়ে। বিপুল 'আরবী শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে শুধু যে মালয় ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাই নহে, বরং তদুপরি (কিন্তু ইহা সম্ভবত বহুকাল পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল) শব্দ গঠনতত্ত্বের দিক বিবেচনা করিলে মালয় ভাষাতে এক সহজীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহার ফলে মালয় ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (= ভাষা ইন্দোনেশিয়া) ভাষাতে পরিবর্তিত হইয়া বিকাশ লাভ করিতে থাকে যাহা পরে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। দীর্ঘকাল যাবত আদি ভারতীয় ইন্দোনেশীয় লিপি 'আরবী-ফার্সী লিপির পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, যাহা মালয় বর্ণ শুদ্ধির প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্তটি পশ্চাতে পড়িয়া যায় এবং শেষোক্তটি উহার স্থান অধিকার করিয়া লয়। যথার্থভাবেই বলা যায় যে, জাভানী ইত্যাদি সাহিত্যের অনুরূপ মালয় সাহিত্য বস্তুত ইসলামী সাহিত্য। এই মালয় ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল এবং প্রধানত সে কারণেই সেই সকল ভাষাভাষী লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

মালয় ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞাত লেখক ও কবিগণের রচনা (আর এই কথা দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে সমভাবে সত্য) অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা বা সম্পাদকগণের নাম জানা যায় না। গ্রন্থসমূহের রচনাকালও জানা যায় না অর্থাৎ গ্রন্থগুলি যে কোন্ বৎসর বা এমন কি কোন্ আমলে রচিত হইয়াছিল তাহা আদৌ কোন নিশ্চয়তার সঙ্গে নিরূপণ করা যায় না। ইহা অবশ্যই এক মস্ত বড় অসুবিধার বিষয়। ইহার ফলে মালয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা—যাহাতে অতীত যুগের সাহিত্যের বিকাশের বিষয় আলোচিত থাকিবে, তাহা অত্যন্ত কঠিন কাজ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, আপাতত সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক পদ্ধতি হইতেছে মালয় সাহিত্যের অনুরূপ গ্রন্থসমূহকে, যেগুলি ইসলামী প্রভাবের আমলে রচিত হইয়াছে, সেগুলিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া। সব না হইলেও নিম্নের উল্লিখিত অনেক গ্রন্থই দ্বীপপুঞ্জে অন্যান্য ভাষাতে পাওয়া যায়, যেমন আকেহ্নী, জাভানী, সুনদানী-মাকাস্সারী, বুগিনী ইত্যাদি ভাষা। নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলি বৈশিষ্ট্যময় ঃ

(১) কুর'আনের কাহিনী বা কুরআনে উল্লিখিত নবীগণের ও অন্যান্য মানুষের কাহিনী। এসবের মধ্যে কিছু কিছু কাহিনী নবীগণের কাহিনীর সংকলন ঃ হি'কাজাত আম্বিয়া (হি'কায়াত আম্বিয়া)। অন্যগুলি বিশেষ বিশেষ নবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিতঃ হিকাজাত জুসুফ (য়ূসুফ), হিকাজাত নবী মূসা মুনাজাত, হিকাজাত ওয়াসিজ্জাত লুক'মানু'ল-হাকিম হিকাজাত যাকারিয়া (যাকারিয়্যা), হিকাজাত রাজা ফিরাউন ইত্যাদি। একদিকে এই সকল কাহিনীর বিশাল সকল চরিত্র রহিয়াছে, অপরদিকে এইগুলির উদ্দেশ্য হইতেছে কু'রআনে উল্লিখিত কোন কোন কাহিনী পরিপূর্ণ করা এবং ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো। সে হিসাবে এইগুলি কু'রআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ, মূলত ধর্মতাত্ত্বিক অর্থে নহে যদিও, কিন্তু ঐতিহাসিক ও সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়োজনে অবশ্যই। এই সকল কাহিনীর বিষয়বস্তু সাধারণত 'আরবী ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন রহিয়াছে কু'রআনের বিখ্যাত সব টীকা

গ্রন্থে, আল-বায়দা'বীর ভাষ্যে বা আল-জালালায়ন-এর ভাষ্যে ও আল-কিসা'ঈর কিতাব ক'াসাসু'ল-আম্বিয়াতে। এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যেমন ছিল হি'কাজাত রাজা জুম্‌জুমাহ—যেখানে 'ঈসা নবী ও জনৈক কাফির রাজার নরমুণ্ডের মধ্যকার জাহান্নামের শাস্তি সম্বন্ধে কথোপকথন বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু হইতেছে স্বয়ং রাসূল (স)-এর জীবনের নানা কাহিনী। বিষয়বস্তু অবশ্যই 'আরব হইতে আহরিত, কিন্তু সেগুলি পারস্যের মধ্য দিয়া অর্থাৎ ফার্সী অনুবাদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেগুলিতে রাসূল (স)-এর জীবন, তাঁহার জন্মের পূর্বেকার ঘটনাবলী, তাঁহার জন্মবিষয়ক নানা কিংবদন্তী, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রদর্শিত আশ্চর্য ঘটনাবলীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একটি সুবিখ্যাত বই হইতেছে হিকাজাত নূর এবং উহার আধ্যাত্মিক প্রবণতা অত্যধিক। এরূপ বুঝানো হইয়াছে যে, বিশ্বজগত সৃষ্টি হইবার পূর্বেই নবীগণের মধ্যে রহস্যময় আলোকের অস্তিত্ব ছিল, অতঃপর সেই আলোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে। আলোকের রহস্যময় প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন সূফী তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত হইয়াছে। এই হিকাজাত নূর আবার হিকাজাত মুহ'াম্মাদ হানাফিজ্জাহ (নিম্নে দ্র.) গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপির প্রথম অধ্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিকাজাত নাবীবেরতুজ্জুকুর নামক গ্রন্থখানিও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইহার বিষয়বস্তু ছিল জিবরাঈল (আ) কর্তৃক রাসূল (স)-এর মাথার চুল কামানো। এই গ্রন্থখানির পাঠকের সংখ্যা যথেষ্ট, উপরন্তু ইহা কয়েকবারই মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিলে নানা রকম রোগ ও বালা-মুসিবত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া এবং মৃত্যুর পরে কবরে মুনকার ও নাকীর ফিরিশতাদ্বয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দানে সক্ষম হওয়া যায় বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। হিকাজাত নাবী মিরাজ গ্রন্থের পাণ্ডু.-সংখ্যাও অনেক। এইগুলিতে রাসূল (স)-এর মিরাজ গমনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একটু ভিন্ন ধরনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে হিকাজাত নাবী মেনগাজার আনাক্‌নুজা ফাতিমাহ [রাসূল (স) কর্তৃক তাঁহার কন্যা ফাতিমা (রা)-কে প্রদত্ত উপদেশাবলী] গ্রন্থখানি নারী সমাজের জন্য আয়নাস্বরূপ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি কি, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং হিকাজাত নবী মেনগাজার 'আলী [রাসূল (স) কর্তৃক হযরত 'আলীকে প্রদত্ত উপদেশাবলী] গ্রন্থখানি হইতেছে ধর্মের চারি পথ, শারী'আত, তারীক'াত, হ'াকীক'াত ও মা'রিফাত বিষয়ক আধ্যাত্মিক ধরনের। রাসূল (স)-এর অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে পাই হিকাজাত বুলান বেরেবেলাহ; এই গ্রন্থটিতে রাসূল (স) কর্তৃক অঙ্গুলির নির্দেশে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিবার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পাঠের উদ্দেশ্য হইতেছে পাঠক-পাঠিকাগণের নৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং মহৎ জীবন যাপনে সাহায্য করা। 'হিকাজাত ইবলিস দান নাবী মুহ'াম্মাদ' গ্রন্থে হযরত (স) ও ইবলীসের মধ্যে কথোপকথনের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। হি'কাজাত তাতকালা রাসূল আল্লাহ মেমবেরি সিদিকাহ কেপাদা সেওরাং দিরবেসজ [রাসূল (স) কর্তৃক দরবেশকে ভিক্ষা দানের কাহিনী] এবং হিকাজাত নাবী দান ওরাং মিসকীন [রাসূল (স) ও দরিদ্র ব্যক্তি] সেই শ্রেণীর গ্রন্থ; শেষোক্ত দুইখানি দরিদ্র সাধারণের প্রতি মানুষের করুণা ও ঔদার্য প্রদর্শনের উদ্দেশে রচিত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবনভিত্তিক কাহিনীর প্রসঙ্গে দুইখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতেই হয়ঃ হিকাজাত (হিকায়াত) ওফাত নাবী [নবী (স)-এর ওফাতের কাহিনী], এই গ্রন্থটিতে ফার্সী গ্রন্থ অবলম্বনে পুনর্লিখিত এবং হি'কাজাত মলুদ (মৌলুদ, মৌলিদ) অর্থাৎ নবী (স)-এর জন্ম কাহিনী বর্ণনা। পূর্বেও ইহা সুপরিচিত ছিল এবং এখনও সেরূপই সুবিখ্যাত রহিয়াছে। আর একখানি গ্রন্থ, নাম মুলুদ বারজানজী [এই গ্রন্থটিতে মূল ভারতীয় লেখক বারজানজী কর্তৃক নবী (স)-এর জন্ম কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে], নবী (স)-এর জন্মদিনের অর্থাৎ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীতে পাঠোপযোগী বিষয়বস্তু ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদুপরি এই প্রসঙ্গে আল-বুসীরী রচিত সুপরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ বুরদা (দ্র.)-এর উল্লেখ করিতেই হয়, সেই গ্রন্থটিতে কখনও কখনও ফাঁকে ফাঁকে মালয় অনুবাদও দেওয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে রাসূল (স)-এর সমসাময়িক ব্যক্তিগণ—সাহ'াবীগণের এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদিগণেরও জীবনভিত্তিক কাহিনীসমূহ। প্রথমত আমরা উল্লেখ করিব হিকাজাত রাজা খান্দাক (হিন্দিক, উন্দুক, 'আরবী খান্দাক-পরিখা) গ্রন্থখানির কথা। এইখানিতে রাসূল (স)-এর খন্দক যুদ্ধের কাহিনী অতি রোমাঞ্চকরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মূল ইতিহাস হইতে ইহার কাহিনী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। 'আরবী খান্দাক (পরিখা) শব্দটি এখানে জনৈক ব্যক্তির নাম হইয়া গিয়াছে। বদর এই স্থান— নামটির ক্ষেত্রেও একই রূপ ঘটিয়াছে। এই কাহিনীতে বদর হইতেছে রাজা খন্দকের পুত্রের নাম। এই কাহিনীতে রাজা খন্দক হযরত 'আলী (রা)-র নিকটে পরাজিত হয়। দেখা যায় যে, আলী (রা) জনৈক রাজা ইফতির-এর সঙ্গে এবং অপর জনৈক রাজা ফিরিঙ্গী অর্থাৎ খৃস্টান রাজার সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। এই ধরনের অন্যান্য কাহিনী হইতেছে হিকাজাত রাজা খায়বার এবং হি'কাজাত রাজা পাণ্ডিতা র'াগিব। এইগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি হইতেছে রাসূল (স)-এর খায়বার বিজয়, কিন্তু এই সকল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের একমাত্র যোগাযোগ হইতেছে শুধু খায়বার নামটি। বস্তুত এগুলি অত্যন্ত কল্পনাপ্রসূত রোমান্টিক কাহিনী এবং 'আরব ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হইতে অনেকটা বিচ্যুত। এগুলি অবশ্যই ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। হিকাজাত সামাউন-এর কাহিনী এই একই রূপ। 'হিকাজাত সামা'উন'-এর প্রধান প্রধান চরিত্র হইতেছে কপটীয় (Coptic) মারিয়া ও সামা'উন। শেষোক্ত জনকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাবীর খালিদ ইব্‌নু'ল ওয়ালীদ (রা)-এর পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাহিনীটির এমন কি একটি 'আরবী সংস্করণও রহিয়াছে। উহাও অবশ্যই এই দ্বীপপুঞ্জেই রচিত হইয়া থাকিবে, সম্ভবত অ-স্থানীয় কোন 'আরবী ভাষাভাষী সে গ্রন্থটি 'আরবীতে অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। এগুলি ব্যতীত হিকাজাত তামিমুদ্দারি বইখানির নামও উল্লেখ করিতেই হয়। অবিশ্বাস্য কাল্পনিক কাহিনীতে ঠাসা, উল্লিখিত নামের দুঃসাহসিক জীবন কাহিনী। তিনি প্রথমে খৃস্টান ছিলেন, পরে রাসূল (স)-এর আমলে ইসলাম কবুল করেন। এই কাহিনীটির একটি 'আরবী সংস্করণও রহিয়াছে, কিন্তু মালয় উপাখ্যান পারস্য-ভারতীয় সংস্করণের সমকালীন প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

এই কাহিনীর শ্রেণী বিভাগের শেষোক্ত কাহিনীগুলির উল্লেখ করিতে হয়, সেগুলি রাসূল (স')-এর বংশের ব্যক্তিগণের জীবনের নানা ঘটনাভিত্তিক। হযরত 'আলী (রা) , হযরত ফাতিমা (রা), তাঁহাদের সন্তান, হ'াসান (রা) ও হু'সায়ন (রা) এবং তাঁহাদের সৎভাই মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যা সেগুলির মূল চরিত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত রোমান্স বা কাহিনী কাব্য রহিয়াছে, নাম হিকাজাত মুহ'াম্মাদ হ'ানাফিজ্জাহ, সেইখানি হি'কাজাত 'আলী হানাফিজ্জাহ নামেও প্রচলিত। এই

কাব্যের যে সকল পাঠ রহিয়াছে সেগুলির অধিকাংশেরই পাণ্ডুলিপি নুরুন-নুবুওয়ার কাহিনী দ্বারা শুরু করা হইয়াছে, অতঃপর কাহিনীর প্রধান যে চরিত্র, তাহার ঘটনাবলী অনুসরণ করিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনার বৈপরীত্যক্রমে দেখানো হইয়াছে যে, তিনি য়াযীদ-এর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। কিন্তু কাহিনীর শেষভাগে দেখা যায় যে, তিনি যুদ্ধ-সংঘাত হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অনেকটা গুপ্ত ইমামের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন এবং যথাসময়ে তিনি আবার আবির্ভূত হইবেন। এই হি‘কাজাতখানির মূল নিঃসন্দেহে ফার্সী ছিল। ইমাম হু‘সায়ন (রা)-এর শাহাদাতের স্মৃতিবাহী কাহিনী হইতেছে হি‘কাজাত তাবুত (কাফনের কাহিনী)। এইরূপ নামকরণের কারণ এই যে, আগেকার দিনে পাদাং ও বেংকোলেনে একটি কাফন সজ্জিত করিয়া বিভিন্ন রাস্তা দিয়া বহন করিয়া নিয়া যাওয়া হইত। এই কাহিনীটিতে শী‘আ প্রভাব দৃশ্যমান, কিন্তু তাহা বাহিত হইয়াছিল সম্ভবত স্বল্পকালীন ইংরাজ অধিকারকালীন যে সকল ভারতীয় সৈন্য সেখানে রাখা হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছে ইসলামের বিরাট কর্মময় জীবনের অধিকারী বীরগণের জীবনীভিত্তিক কাহিনীগুলি। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়া এখানে আমরা কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিব মাত্র ঃ ‘হি‘কাজাত ইস্‌কান্‌দার যু‘ল-কারনায়ন’ (মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের কাহিনী), ইন্দোনেশিয়ার বাহিরে অন্যান্য অসংখ্য ভাষাতেও এই কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। মালয় কাহিনীটি সম্ভবত একটি সামঞ্জস্যকৃত ‘আরবী-ফার্সী সংস্করণের অনুবাদ। ‘হি‘কাজাত আমীর হামযা’ এই গ্রন্থেও মূল ফার্সী ভাষার কাহিনী অবলম্বনে মালয় ভাষাতে পুনরায় রূপ দান করা হয়। কিন্তু মালয় ভাষাতে কাহিনীর পরিবর্ধন করা হইয়াছে। ‘হি‘কাজাত সায়ফ যু‘ল-জাযান’, দক্ষিণ ‘আরবের আধা কিংবদন্তীর ও আধা ঐতিহাসিক শাসকের জীবন কাহিনীভিত্তিক, ‘আরবী হইতে অনূদিত। সর্বশেষে ‘হি‘কাজাত সুলতা‘ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদহাম’, ইসলামী জগতের এই অতি বিখ্যাত দরবেশের জীবন কাহিনীভিত্তিক গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ।

(৫) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীর পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থ রহিয়াছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে ‘কিতাব’ সাহিত্য নামে চিহ্নিত করিলেই যথার্থ বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হইবে। ধর্মীয় ও আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং ইসলামী জ্ঞানের তিনটি বিশেষ বিভাগের গ্রন্থ, তথা ‘ইলমু’ল-কালাম, ‘ইলমু’ল-ফিক্‘হ ও ‘ইলমু’ত-তাস‘াওউফ এবং সেই সঙ্গে এইগুলি পালনের রীতি বিষয়ক গ্রন্থ। উপরে উল্লিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যেকার এবং এই কিতাব সাহিত্যের মাঝখানে সম্ভবত আর একখানি গ্রন্থের নাম করা যায়, হি‘কাজাত (বা কিতাব সেরিবু মাস্য‘আলাহ (এক হাজার প্রশ্নের গ্রন্থ)। ইহা বিশ্ব-সাহিত্যে সুপরিচিত এবং (কু‘রআন সমেত) বিভিন্ন য়ূরোপীয় ভাষায় অনূদিত প্রাথমিককালের ‘আরবী গ্রন্থের অন্যতম ছিল। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জেও এই গ্রন্থখানির পাঠক-পাঠিকা বিপুল সংখ্যক। গদ্যে সম্পাদিত রূপ ছাড়াও অন্তত একখানি পদ্য সংস্করণ পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে খায়বারের য়াহূদী পণ্ডিত ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (?) কর্তৃক রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসিত কিছু সংখ্যক প্রশ্ন (জগত ও মহাজগত সম্বন্ধে প্রশ্ন, জীবন, মরণ ও পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্ন, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ে প্রশ্ন এবং জাগতিক জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন) এবং রাসূল (স) সে সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলে তখন সেই য়াহূদী যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, সেই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপ কিতাব সাহিত্য অতি ব্যাপক। বস্তুত ইহা একটি বিশেষ ধরনের সাহিত্য, এগুলি লিখিত হইয়াছে এক শ্রেণীর লোকের পঠন-পাঠনের জন্য, যেমন ধর্মপ্রবণ মানুষ, বিশেষ করিয়া ধর্মতাত্ত্বিকগণ ও ধর্ম শিক্ষা দানকারী ব্যক্তিদের জন্য। ভাষা মালয় কিন্তু তাহা বহু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত এবং বাক্য গঠনরীতি ও শব্দাবলী এই উভয় দিক দিয়াই ‘আরবী প্রভাবিত। এই শ্রেণীর সাহিত্যই মালয় ভাষাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিয়াছে। এই সাহিত্যের অধিকাংশই ‘আরবীর পুনর্লিখিত রূপ বা ‘আরবীর অনুবাদ। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, পুনর্লিখন বা অনুবাদ কাজ করা হইয়াছে মক্কা শরীফে বা মদীনা শরীফে, অনুবাদ করিয়াছিলেন ইন্দোনেশিয়ার লেখকরাই তাঁহাদের স্বদেশবাসী ‘আরবী জ্ঞানহীন লোকদের উপকারার্থে। এই ধরনের কয়েকটি গ্রন্থেরই লেখক ও অনুবাদকের নাম জানা যায়, আর এইখানেই মালয় সাহিত্যের স্বাভাবিক অজ্ঞাত রচনার বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে। ‘আরবী রীতি অনুযায়ী এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ স্ব স্ব নামের সঙ্গে নিজেদের জন্মস্থানের নামও যুক্ত করিয়াছেন, যে কারণে তাহাদের নামের সঙ্গে এই শব্দগুলিও পাওয়া যায়। যেমন আল-পালিমবানী,আল-বানজারী, আস-সামাতরা‘ঈ,আল-ফানসূরী, আল-বূনী, আল-মাকাসারী, আল-কালানতানী, আল-ফাতানী ইত্যাদি। এই কিতাব সাহিত্যের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট বৈচিত্র্য রহিয়াছে। ধর্ম হিসাবে ইসলামের সকল দিকই বস্তুত এখানে রূপায়িত করা হইয়াছেঃ কু‘রআন, তাফসীর, তাজবীদ, হ‘াদীছ, আরকানু’ল-ইসলাম, ফিক্‌হ এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে উসূলু’ল-ফিক্‘হ। এইগুলির মধ্যে কোন কোনটি আকারে বিশাল, অন্যগুলি আকারে ছোট এবং কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়া লিখিত হইয়াছে। যেমন ‘ইবাদাত ও স‘ালাত, বিবাহ বা উত্তরাধিকার আইনের কোন বিশেষ দিক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বইয়ের সংখ্যাও অনেক (যেমন ‘ইলমু সূ‘ফী, ‘ইলমু তাস‘াওউফ), তেমনই সূ‘ফী তা‘রীক‘াসমূহ, যি‘কর সম্বন্ধীয়, রাওয়াতিব বা মুনাজাত পদ্ধতি এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় নোট ধরনের বইও যথেষ্ট। দু‘আর সংগ্রহও অনেক। “জিমাত” সংগ্রহের ও (‘আরবী ‘আজীমা; শব্দজাত) একটি বিশেষ শ্রেণী রহিয়াছে। এইগুলি ছোট ছোট পুস্তিকা, বিষয়বস্তু, দু‘আ-কালাম ও ঝাড়-ফুঁক, অনেক সময়ে খুবই অশুদ্ধ ‘আরবীতে লিখিত। সে সব দু‘আ’ শত্রুর দুশমনীকে বিফল করিবার জন্য এবং রোগ-বালাই হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

১১শ/১৭শ শতাব্দীতে উত্তর সুমাত্রায় যখন আতজেহ সালতানাত সমৃদ্ধি লাভ করিতেছিল তখন চারিজন সুবিখ্যাত ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তী দীর্ঘকালব্যাপী সমগ্র ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে তাঁহাদের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। তাঁহাদের নাম হ‘ামযা ফানসূরী-শাম্‌সুদ্দীন আস-সামাতরাই, নূরুদ্দীন আর-রানীরী ও ‘আবদু’র-রাউফ আল-সিন্‌কিলী। আকিনী রাজদরবার ১১শ/১৭শ শতকে মালয় ধর্মীয় সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সে সময়ে আকেহতে এক মিশ্র ধরনের সূফীবাদ বিকাশ লাভ করে। উহার ভিত্তি ছিল সত্তার সাতটি স্তর। উহাকে বলা হইত উজূদিয়্যা (ইব্‌নু’ল-আরাবী, ‘আবদু’ল-ক‘াদির জীলানী)। হ‘ামযা ফানসূরী (দ্র.) তাঁহার আধ্যাত্মিক সজাইর-এর জন্য বিখ্যাত (মালয় কবিতার একটি বিশেষ ধারা, ছন্দের মাত্রা ক ক ক ক/খ খ খ খ। ইহার কাব্যিক শক্তি যথেষ্ট। মালয় সাহিত্যে ইহার সাহিত্য মূল্যও অনেক। যেমন সজাইর দাগাঙ (ভবঘুরের কবিতা), সজাইর বুরাং পিংগাই (পিংগাই পাখীর কবিতা) ও সজাইর পেরাহ (জাহাজের কবিতা)। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকটি গদ্য

রচনাও রহিয়াছে। যেমন শারাবু'ল-'আশিকীন, ইহার সাতটি অধ্যায়। প্রথম চার অধ্যায় চারটি ধর্মীয় পন্থা নিয়া রচিত, (শারী'আ, ত'রীকা, হ'কীকা ও মা'রিফা)। পরের দুই অধ্যায় (উজুদ) ও আল্লাহ্র গুণাবলী (সি'ফাত) নিয়া রচিত। আর শেষ অধ্যায় রচিত বেরাহি দান সজুকুর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উদ্দীপনাবোধ লইয়া। তাঁহার রচিত একখানি গদ্যগ্রন্থের নাম আসরারু'ল-'আরিফীন ফী বায়ান 'ইলমু'স-সুলুক ওয়াত-তাওহীদ, উহাও অধ্যাত্মবাদী বিষয়বস্তু নিয়া রচিত। হ'মযার কয়েকখানি গ্রন্থের উপরে টীকা রচনা করেন শায়খ শামসুদ্দীন আস-সামাতরাঈ। তিনি শামসুদ্দীন পাসাই নামেও পরিচিত। শামসুদ্দীন ১০৩৯/১৬৩০ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি নিজেও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার নামে প্রচলিত সকল গ্রন্থই তাঁহার রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহার কিছু কিছু গ্রন্থ 'আরবীতে রচিত, যেমন জাওহারু'ল-হাক'াইক, কিছু গ্রন্থ 'আরবী ও মালয় এই উভয় ভাষায় রচিত, যেমন নূরু'দ-দাক'াইক, আর কিছু শুধু মালয় ভাষায় রচিত, যেমন মিরআতু'ল-মু'মিন, এইটি প্রশ্নোত্তরে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার বই।

নূরুদ্দীন আর-রানীরী (মৃ. ১০৬৮/১৬৫৮, ভারতবর্ষে) ভারতের রানীরে জন্মগ্রহণ করেন (যাহা তাঁহার নিসবা হইতেও বুঝা যায়)। অতএব, তাঁহাকে মালয় বলা যায় না। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত লেখক ছিলেন। আতজেহতে তুলনামূলকভাবে স্বল্পকাল অবস্থানের সময়ে (১০৪৭/১৬৩৭-১০৫৪/১৬৪৪) তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি বিশাল বড় আকারের এবং 'আরবী ও মালয় উভয় ভাষাতেই রচিত। কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বাহিরে বসিয়া রচনা করেন। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়াপন্থী শায়খ। সেই কারণেই তিনি হ'ামযা ফানসূরী ও শামসুদ্দীন-এর আধ্যাত্মিক বা সূফীতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে এবং তাঁহাদের অনুসারিগণকে লেখার মাধ্যমে আক্রমণ করিতেন। উজুদিয়া-এর বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক ও আক্রমণাত্মক তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিব্য়ান ফী মা'রিফাতি'ল-আদ্য়ান; ইহার দুইবাব, প্রথম বাবে নবী ঈসা (আ) হইতে শুরু করিয়া মুহ'াম্মাদ (স) পর্যন্ত কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় বাবে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক আচরিত বিভিন্ন রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য তাঁহার হু'জ্জাতু'স-সি'দ্দী লি দাফ'ইয়-যিন্দীক এবং তদুপরি হ'াল্লুল-জিল্ল ও শিফাউ'ল-কু'লূব। বহুল পরিচিত এবং এখন পর্যন্ত পঠিত তাঁহার গ্রন্থ হইতেছে সি'রাতু'ল-মুসতাকী'ম (ইন্দোনেশীয় রীতি অনুযায়ী প্রথম অংশ বাদ দিয়া নামটি রাখা হইয়াছে)। ইহা 'আরবী হইতে অনূদিত এবং তাঁহার বিপুলায়তন গ্রন্থ আখবারু'ল-আখিরা ফী আহ'ওয়ালি'ল-কি'য়ামা জীবন, জগত ও আখিরাত বিষয়ক গ্রন্থ, বিভিন্ন 'আরবী উৎস-গ্রন্থ হইতে সংকলিত। আর-রানীরী শেষ যে গ্রন্থখানি রচনা শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু আতজেহ হইতে চলিয়া যাইবার কারণে রচনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহার নাম জাওয়াহিরু'ল-'উলূম ফী কাশফিল-মালু'ম। পরে তাঁহার জনৈক ছাত্র গ্রন্থখানির রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, ইহাতে আর-রানীরী বিস্তারিতভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে তাঁহার ধর্মতত্ত্ববিষয়ক মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিরাটাকার বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থ বুস্তানু'স-সালাতী'ন বিষয়ে জানিবার জন্য নিম্নে দ্র.।

সিংকেল-এর 'আবদু'র-রাউফ তাঁহার মৃত্যুর পরে আতজেহতে টেঙ্কুডি কুয়ালা নামে পরিচিতি লাভ করেন (তিনি সম্ভবত ১২শ শতকের শুরু/১৭শ শতকের শেষভাগে মারা যান)। তিনি দীর্ঘ ১৯ বৎসর যাবত 'আরব দেশে শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন আহ'মাদ আল-কুশাশী ও মাওলা ইব্রাহীম। শেষোক্ত জনের কাছ হইতে ইজাযত পাইয়া তিনি আতজেহতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি শাততারিয়্যা তারীক'া পরিচিত করান, পরে বহুকাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়াতে এই ত'রীক'া অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শাত্'ত'ারিয়্যা ত'রীক'া অবশ্য 'আবদু'র-রাউফের প্রচেষ্টা ছাড়াও ভিন্নভাবে ইন্দোনেশিয়াতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'উমদাতু'ল-মুহ'তাজীন ইলা সুলুক মাসলাকি'ল-মুফরাদীন বাস্তব সূফীবাদের একখানি পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাতে যি'ক্র করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। রাওয়াতিব বা মুনাজাত ও দু'আ-দরূদের রীতিনীতি এবং কখন কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে, সে সব যিকরের সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঠিক রীতি ইত্যাদি চিত্রসমেত দেওয়া রহিয়াছে, যাহাতে পাঠক-পাঠিকাগণ সূফীতত্ত্বের কোন কোন গূঢ় সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন। 'আবদু'র-রাউফও একজন স্বতঃস্ফূর্ত লেখক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল-বায়দ'াবী কু'রআন শারীফের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি তাহার অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। উহার মিসরে মুদ্রিত সংস্করণ অদ্যাবধি সুমাত্রা ও মালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত Voorhaeve- এর প্রবন্ধসমূহ দ্র.।

উপরে উল্লিখিত অধ্যাত্মবাদের গ্রন্থসমূহ ব্যতীত আরও বিপুল পরিমাণ পুরাতন বিষয়ক গোঁড়াপন্থী বই রহিয়াছে। এখানে আমরা সেইগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। ব্যাপকভাবে পঠিত হইত এইরূপ গ্রন্থ হইতেছে, বিদায়াতু'ল-হিদায়া, ইমাম আল-গ'াযালীর গ্রন্থ; নিজের সংযোজিত অংশসমেত মালয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন 'আবদু'স-স'ামাদ আল- পালিমবানী। তিনিই আল-গ'াষালীর চতুর্থ গ্রন্থ ইহ্'য়া 'উলূমিদ্দীন ও মালয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, নাম সায়রু'স-সালিকীন ইলা 'ইবাদাত রাব্বি'ল-'আলামীন। 'আবদু'স-স'ামাদ 'আরব দেশে বাস করিবার সময়ে এই উভয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন। প্রশ্নোত্তরে ধর্ম শিক্ষার বই অনেক রহিয়াছে, তন্মধ্যে জনপ্রিয় মাসাইলু'ল-মুহতাদী লি ইখওয়ানি'ল-মুবতাদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার বহু পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে এবং বহুবার মুদ্রিতও হইয়াছে।

ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে তথাকথিত রিসালাতও ওয়াসি'য়্যাতের ('আরবী ওয়াসি'য়া শব্দজাত)। এগুলি বিভিন্ন সময়ে কোন গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা বা দুর্যোগের পরে, যেমন বন্যা বা ভূমিকম্প, রচিত হইয়াছে। এইসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল লোকদেরকে তাহাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলা এবং তাহাদেরকে ধর্মপানে ফিরিয়া আসার আহবান জানানো। রচনারীতি সাধারণত গতানুগতিক হইয়া থাকে। লেখক বলেন, নবী (স) স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া নির্দেশ দেন যে, অমুক অমুক সংবাদ যেন তাঁহার অনুসারী উম্মাতগণের নিকটে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

সবশেষে দুইটি শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ করিতেই হয়। সেইগুলি ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় ইসলামের ও জনপ্রিয় বিশ্বাসের, যথা ঃ কিতাব তি'ব্ব এবং দরবেশগণের ও বিভিন্ন ত'রীক'ার প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবন-কাহিনীর ঘটনাবলী। কিতাব তি'ব্ব-এ প্রকৃতই চিকিৎসার বিধান দেওয়া রহিয়াছে, কিন্তু অপরপক্ষে সেগুলিতে আবার যাদু-টোনা ধরনের বিষয়ও রহিয়াছে। কারণ দু'আ-দরূদ ও কু'রআনের কালামসমেত অন্যান্য দু'আ কয়েকবার পাঠ করিলে রোগ-বালাই ভাল হইয়া যায় বলিয়া লোকেরা

বিশ্বাস করিয়া থাকে। রোগ মুক্তির অপর একটি উপায় হইতেছে রোগীর নাম লিখিতে যে আরবী অক্ষরগুলির প্রয়োজন হয় সেগুলির প্রতিটির প্রতীক যে সংখ্যা সেগুলি ধরিয়া হিসাব করিয়া চিকিৎসার বিধান দেওয়া। অতীতের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা ও দরবেশগণের বিষয়ে এবং তা'রীক'ার প্রতিষ্ঠাতাগণের বিষয়ে যে সকল কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলিকে সঠিক অর্থে জীবনী বলা চলে না, বরং গল্পই বলা উচিত। কেননা সেখানে প্রধান প্রধান চরিত্রের অত্যাশ্চর্য কাহিনীসমূহ বর্ণিত হইয়াছে; কারামাত বা অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা সেই ব্যক্তির পাক-পবিত্র জীবন ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দরবেশগণের বিষয়ে এ সব কাহিনী ও কিংবদন্তী যে প্রচলিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করা। এইরূপ প্রধান প্রধান গ্রন্থের উদাহরণ হইতেছে হি'কাজাত সজয়ক 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী ('আরবী শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী) ও হিকাজাত সজয়ক মুহ'াম্মাদ সাম্মান।

রম্য রচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই দুইখানি গুরুত্বপূর্ণ পাঠের উল্লেখ করিতে হয়। উভয়টি ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে আকেহনী সুলত'ানগণের জন্য রচিত হয়। প্রথমখানির নাম তাজুস-সালাত'ীন; ইহার লেখক বুখারী জোহোরী (বা জাওহারী), তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই পাঠ, রাজপুরুষগণের আয়না, ১০১২/১৬০৩ সালে নিঃসন্দেহে মূল ফার্সীর অনুসরণে রচিত হয়। দ্বিতীয়খানি আর-রানীরীর বুস্তানুস-সালাতীন, রচনাকাল ১০৪৭/১৬৩৮ সাল। ইহা বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থ এবং ইসলামী জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার, একটি অধ্যায় রহিয়াছে আকেহনী সুলত'ানগণ সম্বন্ধে এবং সুলত'ানগণের বংশ তালিকাও সেখানে দেওয়া রহিয়াছে। এগুলি ছাড়াও ইহাতে গদ্য ও পদ্যে বহু সংখ্যক রোমান্স রহিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালের রচনা, ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে ও বিশেষ করিয়া ১৩শ/১৯শ শতাব্দীতে রচিত। এগুলি নামেমাত্র ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত; শুধু বাহ্যিক রূপ ও বিষয়বস্তুটুকুই আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য হইতে গৃহীত অর্থাৎ সেগুলির যে পারিপার্শ্বিকতা, তাহা ইসলামের মূল ভূমিসমূহে সংক্ষেপিত। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে: (পদ্যে) সজাইর তাজু'ল-মুলক, সজাইর সিত্তি যুবায়দাহ, সজাইর হিকাজাত রাজা দামসজিক এবং (গদ্যে) হিকাজাত কোমালা বাহ'রায়ন, হিকাজাত শাহী মার্দান (=হিকাজাত বিক্রম দিতজা জাজা), হিকাজাত আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ, হিকাজাত জাওহার মানিকাম, হিকাজাত 'আবদু'র-রাহ'মান দান 'আবদুর-রাহ'ীম, হিকাজাত রাজা দামসাজিক, হিকাজাত তাওয়াদ্দুদ ও অন্যান্য অনেক।

আকেহনী, মাকাস্সারী ও বুগিনী সাহিত্য সম্বন্ধেও (মাকাস্সারী ও বুগিনীগণ, জাভানীগণের ন্যায় নিজেদের মৌলিক লিপিমালা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন) মালয় সাহিত্যের ন্যায় একই কথা বলা যায়। যদিও এই সকল ভাষায় ইসলামী সাহিত্য কমই রচিত হইয়াছে; কিন্তু অপর পক্ষে এই সকল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও মালয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যাপক প্রচার ছিল। বিস্তারিত জানিবার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত গ্রন্থাবলীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন।

জাভানী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা মালয় সাহিত্যের ন্যায় একই রূপ পাই 'আরবী পাঠ্য বই, কু'রআনের অনুবাদ ও টীকা এবং ইসলামের পবিত্র ইতিহাস বিষয়ে রচিত গ্রন্থ, রাসূল (স') ও তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী, ইসলামের ইতিহাসের মহানবীগণের কাহিনী ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই হইতেছে মালয় ভাষা হইতে অনুবাদ এবং মূল মালয়ের ন্যায়ই এগুলির মূল রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। জাভানী অনুবাদ ও পুনর্লিখিত বইসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, এগুলি বর্ধিত করা হইয়াছে এবং নিয়মানুযায়ী জাভানী সাহিত্যিক রুচিবোধ অনুযায়ী এগুলির কাব্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। হ'াময়ার কাহিনী এখানে বিরাটাকার লাভ করিয়াছে এবং অত্যন্ত প্রিয় "মেনাক" সাহিত্য ধারাতে পরিণত হইয়াছে। হযরত য়ুসুফ (আ)-এর যে কাহিনী তাহা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, জাভাতে ও মাদুরাতে এই কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই গ্রন্থখানি তালপাতার উপরে (লোনতার) জাভানী ভাষায় লেখা। জাভার একজন সুপরিচিত গোঁড়াপন্থী ধর্মতত্ত্ববিদ ও কয়েকখানি বহুল পঠিত গ্রন্থের লেখক ছিলেন পেকালাংগানের কালি সালাকের অধিবাসী আহ'মাদ রিপাংগী (রিফাঈ)।

জাভানী ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুসারে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন ওয়ালীগণ ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে। এই ওয়ালীগণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁহারা সাধারণত নয়জনের এক একদল করিয়া প্রচারকার্যে বাহির হইতেন। তাঁহাদেরকে তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রের কীর্তিমান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহারাই জাভাতে ওয়েআং বা ছায়ানাটকের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং আজকের দিনে অতি সুপরিচিত জাভার যে বাদ্যযন্ত্র গামেলান, উহাও প্রথম পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। এই ওয়ালীগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে ও সত্তার ঐক্য বিষয়ে এক মিশ্র ধরনের আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচার করিতেন। সেই মতবাদ সুলুক নামে এক অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, তাহার মধ্য দিয়া সূ'ফীতাত্ত্বিক ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, কখনও ছাত্র কর্তৃক উস্তাদকে জিজ্ঞাসিত বা পুত্র কর্তৃক পিতাকে জিজ্ঞাসিত বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের এবং সেগুলির উত্তরের মাধ্যমে। ভাষা প্রায়ই রহস্যময় ধরনের। কোন কোনটি খুবই গীতি-কবিতাধর্মী জাভানী সাহিত্যে উহা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। সমগ্র জাভা জুড়িয়া সেগুলি যে বহুল প্রচলিত, তাহা সম্ভবত এই কারণে যে, ছাত্র বা শিষ্যগণ এক কিয়াহির (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) নিকট হইতে আরেক জনের নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বিরাটাকার রোমান্টিক কাহিনীর যে আবর্তন, যেমন তজাবোলাং, তজেনতিনি, জাতিওয়ারা ইত্যাদি সম্ভবত একই নামীয় সুলুকের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এইগুলি ভ্রমণ কাহিনীরূপে পরিকল্পিত, প্রধান প্রধান চরিত্র একে অপরকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়; বিশ্রাম-স্থলে প্রায়শ বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শিক্ষকের (কিয়াহি) বাড়িতে প্রায় তাবত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় হইতে অতি উচ্চ মানের গভীর ও গূঢ় বিষয়বস্তু, তন্মধ্যে গভীর ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণাসমূহ।

'আরবী লিপি জাভানী লিপিকে স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই, যদিও একেবারে বিশেষভাবে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী জাভানী ভাষায় এক ধার করা 'আরবী লিপিতে তথাকথিত পেগোন লিপিতে লিখিত হইয়াছিল।

স্থানীয় সাহিত্য ব্যতীত বাহির হইতে আমদানী করা বিপুল পরিমাণ 'আরবী সাহিত্যও ছিল। এই সাহিত্য বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে। জাকার্তার পুসাত যাদুঘরে (পূর্ব নাম The Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences)-এ সকল পাঠের একটি বিরাট সংগ্রহ রহিয়াছে। এই ধরনের অন্যান্য পাণ্ডুলিপি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও রক্ষিত আছে। সেগুলি প্রধানত Professor Snouck Hurgronje-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে

লওয়া। নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগগুলি বৈশিষ্ট্যময় কু'রআন, হ'াদীছ, ধর্মতত্ত্ব, আইন, ইসলামের পবিত্র ইতিহাস ও জীবনী, ভাষাতত্ত্ব এবং (যদিও শুধু সংখ্যায় খুবই কম) কাব্য ও কাহিনী। বিস্তারিত জানিবার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থপঞ্জী দেখিতে পারেন।

ইসলামের আধুনিক বিকাশরূপসমূহ ইন্দোনেশীয় ও মালয় সাহিত্যের উপরে বস্তুত কোন দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা লোকায়ত সাহিত্য, অবশ্য যদিও সেখানে হামকা (হ'াজ্জী 'আবদু'ল-মালিক কারীম আমরুল্লাহ)-এর ন্যায় ইসলামী বলিয়া চিহ্নিত লেখকগণও রহিয়াছেন। তিনি সুমাত্রাতে জন্মগ্রহণকারী একজন ইন্দোনেশীয় লেখক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ গ্রন্থসমূহ (১) C. Snouck Hurgronje, The Achenese, ২ খণ্ডে, লাইডেন, ১৯০৬ খৃ., বিশেষ করিয়া দ্র. ২খ, অধ্যায় ২; (২) ঐ লেখক, Brieven van een wedono-pensioen Verspreide Geschriften- এ প্রকাশিত, বন ও লাইপযিগ ১৯২৪ খৃ., ৪/১, প. ১১১-২৪৮; (৩) R.O. Winstedt, A history of Malay literature, with a chapter on modern developmenst by Zaba (যায়নু'ল-আবিদীন ইব্ন আহ'মাদ), JMBRAS-এ প্রকাশিত, ১৭খ, ১৯৪০ খৃ.; (৪) ইহা A History of Classical Malay literature- এ পুনর্মুদ্রিত হয় (Zaba-এর অংশটুকু বাদে) উক্ত একই পত্রিকাতে, ৩১খ, ১৯৫৮; (৫) A. Teeuw, Modern Indonesian literature, দি হেগ ১৯৬৭ খৃ.।

ক্যাটালগসমূহ ঃ (৬) B. F. Matthes, Kort Verslag aangaande... Makassaarsche en Boegiensche Handschriften আমস্টারডাম ১৮৭৫ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, Vervolg op het Kort Verslag, আমস্টারডাম ১৮৮১.; (৮) P. friederich ও L. W. C. van den Berg, Codicum Arabicorum in Bibliotheca Societatis Artium et Scientiarum quae Bataviaw floret asservatorum Catalogus, বাটাভিয়া/ দি হেগ ১৮৮৩ খৃ.; (৯) Ph. S. van Ronkel, Supplement to the Catalogue of the Arabic manuscripts preserved in the Museum of the Batavia Society of Art and Sciences, বাটাভিয়া/দি হেগ ১৯১৩ খৃ.; (১০) H. H. Juynboll, Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften der Leidsche Universiteit-bibliotheek, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (১১) Ph. S. van Ronkel, Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, vol. lvii, ১৯০৯ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, Supplement -catalogus der Maleische en Minangk abausche Handschriften in de Leidsche Universiteits-bibliotheek, লাইডেন, ১৯২১ খৃ.; (১৩) P. Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts (ইহাতে বহু 'আরবী পাণ্ডুলিপি এবং সেগুলির ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে মালয় ও জাভানী ভাষায় অনুবাদসমেত তালিকা রহিয়াছে); (১৪) Th. G. Th. Pigeaud, Literature of Java, ৩ খণ্ডে, দি হেগ ১৯৬৭-৭০ খৃ.।

গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ ঃ (১৫) Ph. S. van Ronkel, De Roman Van Amir Hamzah (গবেষণা সন্দর্ভ), লাইডেন ১৮৯৫ খৃ.; (১৬) D. A. Rinkes, Abdoerraoef van Singkel (গবেষণা সন্দর্ভ), হীরেনভীন ১৯০৯ খৃ.; (১৭) B. J. O. Schrieke, Het boek van Bonang (গবেষণা সন্দর্ভ), উতরেখ্ট ১৯১৬ খৃ.; (১৮) H. Kraemer, Een Javaansche Primbon uit de Zestiende Eeuw ((গবেষণা সন্দর্ভ), লাইডেন ১৯২১ খৃ.; (১৯) G. F. Pijper, Het Boek der Duizend Vragen (গবেষণা সন্দর্ভ), লাইডেন ১৯২৪ খৃ.: (২০) G. W. J. Drewes, Drie Javansche Goeroe's, hun leven, onderricht en Messiasprediking B (গবেষণা সন্দর্ভ) লাইডেন ১৯২৫ খৃ.; (২১) J. Doorenbos, De Geschriften van Hamzah Pansoeri (গবেষণা সন্দর্ভ) লাইডেন ১৯৩৩ খৃ.; (২২) P. J. Zoetmulder, Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur (গবেষণা সন্দর্ভ), নিজমিগিন ১৯৩৫ খৃ.: (২৩) R. Le Roy Archer, Muhammedan mysticism in sumatra (গবেষণা সন্দর্ভ), JMBRAS- এ প্রকাশিত , ১৫খ. ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১-১২৬; (২৪) P.J. van Leeuwen, De Maleische Alexanderroman (গবেষণা সন্দর্ভ) মেপেল ১৯৩৮ খৃ.; (২৫) J. Edel, Hikajat Hasanoeddin (গবেষণা সন্দর্ভ), মেপেল ১৯৩৮ খৃ.; (২৬) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Samsu l-Din van Pasai(গবেষণা সন্দর্ভ) লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (২৭) Ph. van Akkeren, Een gedrocht en toch de volmaakt mens. De Javaansche suluk Gatolotjo (গবেষণা সন্দর্ভ) দি হেগ ১৯৫১ খৃ.; (২৮) G. W. J. Drewes, Een javaansche primbon uit de zestiende eeuw, opnieuw uitgegeven en vertaald, লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (২৯) P.Voorhoeve. Twee Maleise Geschriften van Nuruddin ar-Raniri, লাইডেন ১৯৫৫ খৃ.(এইখানি তিবয়ান ফী মা'রিফাতি'ল-আদয়ান এবং হু'জাতু'স সিদ্দীক লি-দাফ'ই'ল যিনদীক-এর প্রতিলিপি সংস্করণ); (৩০) A.H. Johns, Malay Sufism as illustrated in an anonymous collection of 17th century tracts (গবেষণা সন্দর্ভ), JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩০খ, ১৯৫৭ খৃ.; (৩১) ঐ লেখক, The Gift addressed to the Spirit of the Prophet. ক্যানবেরা ১৯৬৫ খৃ.; (৩২) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ নাগিব আল-আত্তাস, Raniri and the Wujudiyyah of 17th century Acheh, MBRAS- এর সন্দর্ভ নং ৩, ১৯৬৬ খৃ.; (৩৩) G.W.J. Drewes, The admonitions of Seh bari, দি হেগ ১৯৬৯ খৃ.,।

প্রবন্ধ ঃ (৩৪) Ph. S. van Ronkel, Het verhaal van de held Sama'un en van Mariah de Koptische (হিকাজাত সমাথউন), TILV-তে প্রকাশিত, ৪৩ খ. (১৯০১ খ.) পৃ. ৪৪১-৮১; (৩৫) D. A. Rinkes, De Heiligen van Java, TILV- তে প্রকাশিত ৫২খৃ. (১৯১০ খৃ.), পৃ. ৫৫৬-৮৯; ৫৩খ (১৯১১খৃ.), পৃ. ১৭-৫৬, ২৬৯-৯৩, ৪৩৫-৮৮১; ৫৪খ) ১৯১২ খৃ.), পৃ. ১৩৫-২০৭; ৫৫খ, (১৯১৩ খৃ.), পৃ. ১-২০১; (৩৬) Th. G. Th. Pigeaud, De Serat Tjabolang en de Serat Tjentini, Verhandelingen Bataviaansch Genootschap, ৭২ খ., (১৯৩৩খৃ.), (৩৭) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Nur al-Din al-Raniri als bestrijder der Wugudiya, BTLV-তে প্রকাশিত, ১০৪খ., (১৯৪৮ খৃ.), পৃ. ৩৩৭-৪১৪ (৩৮) Th. G. Th Pigeaud, The Romance of Amir Hamza in Java, Bingkisan Budi (Festschrift Ph. S. Van Ronkel) লাইডেন ১৯৫০ খৃ., পৃ. ২৩৫-৪০; (৩৯) P. Voorhoeve, Van en over, Nuruddin ar-Raniri, BTLV- তে প্রকাশিত, ১০৭ খ, (১৯৫১ খৃ.), পৃ. ৩৫৭-৬৮; (৪০) ঐ লেখক, Bajan Tadjalli, Gegevens voor een nadere studie over Abdurrauf van Singkel, TILV-তে প্রকাশিত, ৮৫খ, (১৯৫২ খৃ.), পৃ. ৮৭-১১৭; (৪১) ঐ লেখক, Lijst de geschriften van Raniri en Apparatus Criticus bij de takst van twee verhandelingen, BTLV- তে প্রকাশিত ১১১খ, (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ১৫২-৬১; (৪২) G. W. J. Drewes, De herkomst van Nuruddin ar-Raniri, BTLV- তে প্রকাশিত, ১১১খ. (১৯৫৫ খৃ.), ১৩৭-৫১; (৪৩) ঐ লেখক, Een 16e eeuwse Maleise vertaling van de Burda van al-Busiri, VTLV- তে প্রকাশিত, ১৮খ, (১৯৫৫ খৃ.); (৪৪) ঐ লেখক, The struggle betwen Javanism and Islam as illustrated by the Serat Dermagandul, BTLV- তে প্রকাশিত, ১২২খ, (১৯৬৬খ.) পৃ. ৩০৯-৬৫; (৪৫) ঐ লেখক, Javanese poems dealing with or attributed to the saint of Bonan, BTLV-তে প্রকাশিত, ১২৪ খ., (১৯৬৮ খৃ.), পৃ. ২০৯-৩৯; (৪৬) সায়্যিদ নাগিব আল্ আত্তাস, New light on the life of Hamzah Fansuri, JMBRAS- এ প্রকাশিত, ৪০খ., (১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৪২-৫১।

R. Roolvink (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

সংযোজন

ইন্দোনেশিয়া ঃ ইন্দোনেশিয়ার মোট আয়তন ৪,৮৫,৪২৭ বর্গমাইল (২০,৩৪,২৫৫ বর্গ কিলোমিটার), জনসংখ্যা ১৯৮০ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী ছিল ১৪, ৭৪,৯০,২৯৮। ১৯৮৩ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৫, ৮০,০০,০০০ ও ১৯৮৫ খৃ. ১৬,১৫,৭৯,৫০০ (আনু.)। জনসংখ্যার দিক হইতে ইহা বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। দেশটি পূর্বপশ্চিমে প্রায় ৩, ২০০ মাইল জোড়াবিস্তৃত বলিয়া এখানে ১ ঘণ্টা সময় ব্যবধান ধরিয়া তিনটি সময় মান (Standard time) নির্ধারিত রহিয়াছে ঃ পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম। প্রধান প্রধান দ্বীপের নাম সুমাত্রা, জাভা ও মাদুরা, সুলাবেসী (সেলিবি'স), কালিমানতান (বোর্নিও), নুসা তেঙ্গারা (ছোট সুনদা), মালুকু, (মলুক্কাস), ওইরিয়ান জায়া (নিউগিনির পশ্চিমার্ধ)। এছাড়া আরও প্রায় ৩,০০০ ছোট বড় দ্বীপ রহিয়াছে। সমগ্র দেশ ২৭ টি প্রদেশে বিভক্ত। সেগুলি সুমাত্রা, জাওয়া ও মাদুরা কালিমানতান, সুলাবেসী, পালাউ ইত্যাদি। রাজধানী জাকার্তার জনসংখ্যা ৭৫,৮৫,৪৪৯ লক্ষ, উহা জাল দ্বীপে (জাকার্তা রায়া প্রদেশে) অবস্থিত। অন্য প্রধান প্রধান শহর হইতেছে সুরাবায়া (জাওয়াতিমুর প্রদেশে), জনসংখ্যা ৩,০৮,৬৮,৭০০ (১৯৮৪ খৃ.), বান্দুং (জাওয়া বারাত প্রদেশ), জনসংখ্যা ৩,০৩,৯৫,৭২৫ (১৯৮৪ খৃ.) সেমারাং (জাওয়াতাং প্রদেশ) জনসংখ্যা ২,৬৯,৯৭, ৫০০ (১০৮৪ খৃ.) মেদান (সুমাতেরা উতারা প্রদেশ), জনসংখ্যা ৯২,৩১,৭০০ (১৯৮৪ খৃ.) পালেমবাং (সুমাতেরা সেলতান প্রদেশ), জনসংখ্যা ৫২,৫৯,২০০ (১৯৮৪ খৃ.) এবং যোগযাকার্তা, (যোগযাকার্তা প্রদেশ), জনসংখ্যা ২৮,৬৫,২০০ (সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মোট জনসংখ্যা দেখানো হইয়াছে)। পন্তিয়ানাক, বানজারমাসিন, সমারিন্দা মেনাদো, তেলানাইপুরা, তানজুংকারাং, মালাং, সুরাকার্তা, বোগের ও কেদিরী। দেশের প্রধান প্রধান জনগোত্র হইতেছে সুমাত্রায় আসেহ, বাটক ও মিনাংকাবাউগণ, জাভায় জাভানী ও সুনদানীগণ, মাদুরায় মাদুরীগণ, বালীতে বালীনীগণ, লম্বকে সামাকগণ, সুলাবেলীতে (সেলিবিস), মেনাদোনী, মিনাহা, তোরাজা ও বুগিনীগণ, কালিমানতানে দায়াকগণ, ইরিয়ান জায়াতে ইরয়ানীগণ, মলুককাসে আমবোনীগণ ও তিমর তিমুরে তিমরীগণ।

ইন্দোনেশিয়া বিষুব রেখার উপরে অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সাধারণভাবে আবহাওয়া সেইরূপ। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শুষ্ক মওসুম, অক্টোবর হইতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত বৃষ্টির মওসুম সারা বৎসরব্যাপীই বেশ অনুভূত হয়। রাজধানী জাকার্তায় জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা ৭৮° ফারেন হাইট, আবার জুলাই মাসের গড় তাপমাত্রাও ৭৮ ফারেনহাইট; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭১" ইঞ্চি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত তটভূমির প্রকৃতি ও বায়ু প্রবাহের উপরে নির্ভরশীল, আর ব্যাপক অঞ্চল ব্যাপিয়া অবস্থিত বলিয়া বিভিন্ন দ্বীপের আঞ্চলিক যে আবহাওয়া ও উষ্ণতা, তাহাতে অনেক বৈচিত্র্য রহিয়াছে। আবহাওয়ার দুই প্রধান নিয়ন্ত্রক হইতেছে বিষুবীয় উত্তাপ এবং দ্বীপাঞ্চল বলিয়া সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহ।

মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের ৯০% মুসলিম। বাকী অধিবাসিগণ খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও প্রকৃতি পূজারী। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই শাফি'ঈ মাযহাবপন্থী সুন্নী মুসলিম। ১৯৭৯ খৃ. সমগ্র দেশে মসজিদের সংখ্যা ছিল ৪,২৩, ৫৭০। রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রহিয়াছে। সমগ্র দেশে অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত। প্রধান ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতেছে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (ভাষা ইন্দোনেশিয়া)। ইহার সমগোত্রীয় নিকটতম ভাষা হইতেছে মালয়। এই ভাষাতে বিদেশের দুইটি ভাষার—সংস্কৃত ও আরবী প্রভাব সমধিক।

ইন্দোনেশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধান কৃষিজ উৎপাদন ধান, ১৯৮২ খৃ. মোট উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টন। অন্যান্য উৎপাদিত শস্যের মধ্যে প্রধান প্রধান হইতেছে ইক্ষু, নারিকেল, চা, কফি, তামাক, গোল মরিচ, পাম তৈল, রাবার ও কুইনীন। দেশে গরু(১৯৮২ খৃ. মোট সংখ্যা ৬৪,৫০,০০০), মহিষ (মোট সংখ্যা ২৫,০৬,০০০), ঘোড়া

(মোট সংখ্যা ৬,১৬,০০০), ভেড়া (মোট সংখ্যা ৪১,৯৬,০০০) ও বকরী (মোট সংখ্যা, ৭৯,৮৫,০০) পালিত হয়।

উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের উভয়েরই আধিক্য হেতু দেশে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। অনেক দ্বীপেই অতি দুর্ভেদ্য অরণ্য রহিয়াছে, সেগুলিতে বন্য জীবজন্তুর বৈচিত্র্যও অনেক। বন হইতে বিপুল পরিমাণ কাঠ আহরিত হয়। ১৯৮১ খৃ. গোলাকার কাঠের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ২,৭৩,০০,০০০ ঘন মিটার। দেশের বিভিন্ন দ্বীপেই সমুদ্র হইতে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৭৮ খৃ. সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬,৫৫,০০০ টন।

খনিজ সম্পদে ইন্দোনেশিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। বিভিন্ন পদার্থের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আরও অনেক খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। প্রধান খনিজ দ্রব্য তৈল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশ। ইহা ওপেক (OPEC) সদস্যভুক্ত দেশ এবং উৎপাদনের দিক হইতে ইহার স্থান দশম। তৈলের খনিগুলি সুমাত্রা, কালিমানতান (ইন্দোনেশিয়া বোর্নিও) ও জাভা দ্বীপে অবস্থিত। উৎপাদন ও আমদানীতে প্রধান স্বার্থ রহিয়াছে বৃটিশ, ওলন্দাজ ও মার্কিন কোম্পানীগুলির। ১৯৮২ খৃ. মোট উৎপাদন ছিল ৪৮,৮০,০০,০০০ ব্যারেল। ১৯৭২ খৃ. হইতে দেশে গ্যাস উৎপাদিত হইতেছে। অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে টিন (অন্যতম প্রধান), ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, রূপা, নিকেল, এলুমিনিয়াম, বক্সাইট ও স্বর্ণ (বার্ষিক উৎপাদন ২৩৩.৯ কিলোগ্রাম)।

দেশে তিনটি বড় আকারের পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্প রহিয়াছে ঃ জাভা দ্বীপের জাতিলুহুর নদীতে ও ব্রানতাস নদীতে এবং সুমাত্রার আসাহান নদীতে। ১৯৫২ খৃ. দেশের এই সকল বিদ্যুৎ প্রকল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

প্রধান প্রধান রফতানী দ্রব্য তৈল, কফি, রাবার, পাম তৈল, নারিকেল তৈল, টিন, চা, তামাক ও কাঠ। বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় পরিশোধিত তৈল, চাউল, ব্যবহারিক দ্রব্যাদি, সার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সুতা, লোহা, ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি।

ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রার নাম রূপীয়া বা রূপী ((RP), ১০০ সেন-এ এক রূপী হয়। মোটামুটিভাবে ১,৪৭৭ রূপী ১ স্টার্লিং পাউণ্ড এবং ৯৯৩ রূপী ১ মার্কিন ডলার (১৯৮৪ খৃ.মুদ্রামান অনুযায়ী)। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক ইন্দোনেশিয়া, পূর্বে ইহার নাম ছিল জাভা ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক নেগারা ইন্দোনেশিয়া দেশের অন্যতম স্টেট ব্যাঙ্ক। দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্দেশে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ঋণসমূহ এই ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হয়, আর কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ও খনি প্রকল্পের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে ব্যাঙ্ক পেমবাঙ্গুনাম ইন্দোনেশিয়া। দেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৯-৮৪ খৃ.) সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে কৃষিজ উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সেজন্য ভাতের উপরে নির্ভরশীলতা কমাইয়া অন্যান্য খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন আঞ্চলিক ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সমগ্র অঞ্চলে একটি সাধারণ ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য ১৯২৩ খৃ. মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৮ খৃ. হইতে মেট্রিক পদ্ধতি সার্বিকভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন পদ্ধতিগুলির মধ্যে জনপ্রিয় একটি রূপ ছিলঃ (ওজনের জন্য) কাত্তি, ১০০কাত্তি=১ পিকোল; (জমির মাপের জন্য) বাউ=১.৭৫ একর, বর্গ পাল=৫৬১ একর; (দৈর্ঘ্যের জন্য) জেঙ্কল=৪ গজ, পাল= ১,৫০৬ মিটার।

স্বাধীনতার পরে ইন্দোনেশিয়ায় শিল্পকারখানার অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও দেশটি খুব বেশী উন্নত নহে। জাকার্তা, রায়া, সুরাবায়া, সেমারাং ও আম্বোইনাতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা রহিয়াছে। বড়-ছোট কাপড় বয়ন কারখানা অনেক। ১৯৭৮ -৭৯ খৃ. মোট উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১,৪০০ মিলিয়ন মিটার। বাটিক নামে এই দেশে বিশেষভাবে যে ছাপা কাপড় তৈরি হয় তাহার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দেশে একটি বড় কাগজের কল আছে, ১৯৭৭-৭৮ খৃ. উহার মোট উৎপাদন ছিল ৮৩,৪৯৬ টন। ইহা ছাড়া দিয়াশলাই কারখানা, মোটর গাড়ি ও সাইকেল সংযোজন কারখানা, টায়ার নির্মাণ কারখানা, কাচের দ্রব্যাদি নির্মাণ কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত কারখানা, সিমেন্ট কারখানা ও সার কারখানা রহিয়াছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় বাধা বিভিন্ন দ্বীপের মাঝে বিরাজমান বিপুল বারিরাশি; তথাপি সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। ট্রান্স সুমাত্রা রাজপথের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইলে উত্তরে আসেহ-এর সঙ্গে দক্ষিণে লামপুং-এর সংযোজন স্থাপিত হইবে। ১৯৭৪ খৃ. পেকানবারুতে কাম্পার নদীর উপরে সেতু নির্মাণ করিয়া পশ্চিমে সুমাত্রার সঙ্গে বিরাট রিয়াউ প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ১৯৮০ খৃ. সমগ্র দেশে রেল পথের পরিমাণ ছিল ৬,৮৭৭ কিলোমিটার। রেল লাইন প্রধানত সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে স্থাপিত হইয়াছ। ইন্দোনেশীয় জাতীয় বিমান ব্যবস্থার নাম GIA (গারুদা ইন্দোনেশীয় এয়ার ওয়েজ)। ১৯৪৯ খৃ. ওলন্দাজ KLM প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্ধেক মূলধনের ভিত্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৯৫৪ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার KLM-এর অংশ কিনিয়া নেয় এবং GIA নামে সমগ্র সংস্থাটিকে জাতীয়করণ করে। গারুদা বর্তমানে একটি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা। ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় জাহাজ কোম্পানীর নাম পেলাজারান নাসিওনাল ইন্দোনেশীয় (PELNI)। ইহার অধীনস্থ জাহাজসমূহ দেশের অগণিত দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এবং দ্বীপ হইতে দ্বীপে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাকার্তা লয়েড জাকার্তার সঙ্গে য়ুরোপীয় বিভিন্ন দেশের বন্দরের যোগাযোগ রক্ষা ও পণ্যসামগ্রী পরিবহন করে।

ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় বেতারের নাম রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া। উহা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন, সমগ্র দেশে মোট ২৬টি বেতার কেন্দ্র রহিয়াছে। টেলিভিশন ব্যবস্থা ৭২,১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী সম্প্রচার করিয়া থাকে, ১৯৭৯ খৃ. দেশে মোট ৮২টি প্রচার কেন্দ্র ছিল।

১৯৭৩ খৃ. সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে বিভিন্ন প্রচার ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ১১৭টি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সাময়িকীর সংখ্যা ছিল ২৭০ টি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৬১ সাল হইতে উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বিভাগ খোলা হইলে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ খৃ. সমগ্র দেশের সাধারণ ও মাদরাসার প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে পাঠরত বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯,৭,৯৪,৮০০ ও ৩০,৩২,০০০। অতঃপর উভয় ক্ষেত্রে নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,৯৫,৯৯৪ জন। দেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১টি, তন্মধ্যে ২৩টি বেসরকারী। মাতৃভাষা ও আরবীর পরে সেখানে বর্তমানে বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ইন্দোনেশীয়ার নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠিত

হয় ১৯৫৫ খৃ.। ১৯৬৭ খৃ. স্থল বাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও পুলিস বাহিনীকে একত্রীভূত করিয়া প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগ গঠন করা হয়। দেশে সামরিক বাহিনীতে যোগদান কাহারও জন্য বাধ্যতামূলক নহে। জাতীয় পতাকা সাদা পশ্চাদপটের উপরে লম্বালম্বিভাবে লাল রেখা। জাতীয় সঙ্গীতকে বলা হয় ইন্দোনেশিয়া রায়া, ইহা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

ইন্দোনেশীয়ার বিচার বিভাগে কিছুটা বৈচিত্র্য রহিয়াছে। উচ্চতর পর্যায়ে প্রতিটি প্রদেশের রাজধানীতে একটি করিয়া হাই কোর্ট-এর শাখা রহিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব সমগ্র দেশব্যাপী, উহা রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। দেওয়ানী মামলার আইন প্রয়োগের জন্য দেশের সমগ্র জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিবেচনা করা হয়; যথা ঃ (১) ইন্দোনেশীয়; (২) য়ুরোপীয় ও (৩) প্রাচ্য দেশীয় বিদেশী। ইহাদের প্রতিটি শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন আইন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ফৌজদারী আইন অবশ্য উক্ত তিন শ্রেণীর সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন আইনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খাস ইন্দোনেশীয়গণের জন্য এক ধরনের সামাজিক আইনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহাকে বলা হয় আদত আইন, উহা প্রধানত অবিধিবদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটিলে অতঃপর ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে ড. আহমাদ সুকর্ন (শুকারনো) ও ড. হাত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুমাত্রা, জাভা ও মাদুরায় নিজেদের স্বাধিকার দাবী করেন। নেদারল্যাণ্ড বা ওলন্দাজ সরকার পুনরায় ইন্দোনেশীয়ার উপরে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এই সময়ে তাহারা যুদ্ধে বন্দী জাপানী সৈনিকদেরকেও ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী মিত্র শক্তি আবার জাতীয়তাবাদী সরকারকে সমর্থন দান করে। স্বাধীনতা ঘোষণার পরে ড. সুকর্ন ইন্দোনেশীয়ার প্রেসিডেন্ট ও ড. হাত্তা ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন। ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী ওলন্দাজগণ ড. সুকর্নকে জাপানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিবার অভিযোগে দায়ী করিতেও সচেষ্ট হয়। অবশেষে জাতিসঙ্ঘ ইন্দোনেশীয়ার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নির্ধারণে আগাইয়া আসে। ১৯৪৯ খৃ. ২৮ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘের দি হেগ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইন্দোনেশীয় স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। নূতন রাষ্ট্রের নাম হয় "সম্মিলিত ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র" (ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্দোনেশীয়)। কিন্তু তখনও ১৫টি ওলন্দাজ সমর্থনপুষ্ট রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫০ খৃ. ড. আহমাদ সুকর্ন ইন্দোনেশীয় ফেডারেশন গঠন করিলে তখন ওলন্দাজ আনুগত্য বস্তুত নামে মাত্র থাকিয়া যায়। ১৯৫৬ খৃ. ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে এই রাষ্ট্রের নাম ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত (Republic Indonesia)। সম্ভাবনাময় একটি নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে ড. আহমাদ সুকর্ন সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন এবং স্বদেশ ও বিদেশে; বিশেষ করিয়া মুসলিম দুনিয়ায় জনপ্রিয় ও সম্মানিত নেতারূপে পরিচিত হন। তিনিই ছিলেন এই রাষ্ট্রটির প্রধান স্থপতি। তাঁহার পরিশ্রম ও পরিচালনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশীয় একটি সম্পদশালী ও শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্ররূপে দ্রুত অগ্রসরমান হইতে থাকে। ১৯৫৫ খৃ. এপ্রিল মাসে বান্দুং শহরে বিখ্যাত আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাই ছিল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সর্বপ্রথম আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলন এবং সেখানে উভয় মহাদেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ মানবাধিকারের প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সমর্থন প্রদান করেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্নমুখী নানা শক্তির তৎপরতায় এবং বিদেশী বৃহৎ শক্তির মধ্যকার টানাপোড়েনের কারণে একে একে বিশৃংখলা দেখা দিতে থাকে। ১৯৫৫ খৃ. দেশের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ন তখন ১৯৫৪ খৃ. সনদ পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং শাসন বিভাগকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করেন। ১৯৬১ খৃ. যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে (Non-aligned Conference) ইন্দোনেশিয়া যোগদান করে। এই সময় হইতেই চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া যোগদান করে। এই সময় হইতেই চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়। চীন সে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর শত্রু ছিল। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়ায় পাশ্চাত্য প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতে থাকে। ইংল্যান্ড কর্তৃক সমর্থিত মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং উহার একাংশে নিজ অধিকার দাবী করিয়া বিরোধিতা করিয়া যাইতে থাকে। ইন্দোনেশীয়ায় সকল বৃটিশ ব্যাঙ্ক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করিয়া লওয়া হয়। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ব হইতেই ছিল এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের যথার্থ ভূমিকাও ছিল। দেশের এই পাশ্চাত্যবিরোধী ভূমিকা চলাকালীন সমগ্র ইন্দোনেশীয়াব্যাপী তাহাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ খৃ. সেনাবাহিনীর একটি দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিতে চেষ্টা করে, সেই অভ্যুত্থানের কালে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান আহমাদ জানি নিহত হন। অতঃপর লেঃ জেনারেল সুহার্তোকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ খৃ. সেনাবাহিনীর একটি দল কম্যুনিস্ট তৎপরতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার উদ্দেশে দেশে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করে। ইহার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল। সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল (পরে জেনারেল) সুহার্তো (জন্ম ১৯২১ খৃ.) শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করিয়া প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুবান্দ্রিওকে ফাঁসি দেন। অতঃপর সমগ্র দেশব্যাপী যে ব্যাপক কম্যুনিস্টবিধ্বংসী অভিযান চলে তাহার ফলে সৃষ্ট মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধে প্রায় ৮০,০০০-এরও বেশী লোক হতাহত হয়। জেনারেল সুহার্তো ১৯৬৭ খৃ. সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আহমাদ সুকর্নকে পদচ্যুত করিয়া নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হন। সুকর্নের বিচারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে দেশেই অন্তরীণ করা হয়। ১৯৭০ খৃ. অন্তরীণ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

বর্তমানে ইন্দোনেশীয়ার সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে Peoples Consultative Assembly, ইহার সদস্যগণই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করিয়া থাকেন। ইহার সদস্য সংখ্যা ৯২০ জন, অধিবেশন প্রতি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ন্যূনপক্ষে একবার বসিয়া থাকে। গণপ্রতিনিধি সংসদের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৬০ জন, তন্মধ্যে ৩৬০ জন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন আর বাকী ১০০ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনয়ন দ্বারা সদস্য হন। প্রত্যেকে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি সংসদের শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮২ খৃ.। ৩৬০টি নির্বাচনী আসনের মধ্যে অধিকাংশগুলি লাভ করে গোলকার পার্টি। ক্ষমতাসীন না হইলেও দেশে ইসলামী পার্টির প্রভাব ক্রমবর্ধমান ও সম্প্রসারণশীল। তাহাদের দাবী দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করা। ক্ষমতা গ্রহণের পর হইতে জেনারেল সুহার্তো কঠোরতার সঙ্গে দেশটি শাসন করিয়া আসিতেছেন। তিনিই একাধারে

দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বস্তুত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। Peopleas Consulttive Assembly কর্তৃক তিনি ১৯৬৮ খৃ., ১৯৭৩ খৃ. এবং পুনরায় ১৯৮৩ খৃ. রাষ্ট্র প্রধানরূপে নির্বাচিত হন। বর্তমানে দেশে বিদেশী শক্তির মধ্যে মার্কিন প্রভাব সর্বাধিক।

ইন্দোনেশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্যভুক্ত দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঙ্গ সংস্থা ASEAN-এরও সদস্য। তাহা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থারও (OIC) সদস্য রাষ্ট্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস কর্তৃক সংকলিত, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউজ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., প্রবন্ধ ইন্দোনেশিয়া; (২) Florence Elliatt, Dictionary of Politics, Penguin Books Ltd. ইংল্যাণ্ড ১৯৬৯ খৃ., প্রবন্ধ ইন্দোনেশিয়া, সুকারনো আহমাদ; সুহার্তো জেনারেল, আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স, (৩) Statesmans year Book, 1984-85, ম্যাকমিলান প্রেস, লণ্ডন, ১৯৮৩ খৃ., প্রবন্ধ ইন্দোনেশিয়া।

হুমায়ুন খান

সংযোজন

ইন্দোনেশিয়া (اندونيشيا) ঃ ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) ঃ নূতন তথ্য (সংযোজন)

ইন্দোনেশিয়া ঃ ভূগোল

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ পেট্রোলিয়াম, টিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, নিকেল, কাঠ, বক্সাইট তামা, উর্বর মৃত্তিকা, কয়লা, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

ভূমির ব্যবহার ঃ আবাদযোগ্য ভূমি ঃ ১১.৩২%

স্থায়ী শস্য ঃ ৭.২৩%

অন্যান্য ঃ ৮১.৪৪% (২০০১ খৃ.)

আবাদকৃত ভূমি ঃ ৪৮,১৫০ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯৮ খৃ. আনু.)

পরিবেশ চলতি ইস্যুসমূহ ঃ ক্রম হ্রাসমান বনজ সম্পদ; শিল্প বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাষণে জল-দূষণ, শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণ এবং বনজ দাবানল সৃষ্ট ধোঁয়া ও কুয়াশা।

জনগোষ্ঠী ঃ

জনসংখ্যা ঃ ২৪১,৯৭৩,৮৭৯, (জুলাই ২০০৫ খৃ. আনু.)।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ঃ ১.৪৫% (২০০৫ খৃ. আনু.)

জন্ম হার ঃ ২০.৭১ টি জন্ম/১,০০০ জন সংখ্যা (২০০৫ খৃ. আনু.)

মৃত্যু হার ঃ ৬.২৫ টি মৃত্যু/১,০০০ জনে (২০০৫ খৃ. আনু.)।

গড় আয়ু ঃ ৬৯.৫৭ বৎসর

পুরুষ ঃ ৬৭.১৩ বৎসর

মহিলা ঃ ৭২.১৩ বৎসর (২০০৫ খৃ. আনু.)

জাতীয়তা ঃ ইন্দোনেশীয়।

নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহ ঃ

যবদ্বীপ বাসী ৪৫%

সুদানীজ ১৪%

মাদুরীজ ৭.৫%

উপকূলীয় মালয়গণ ৭.৫%

অন্যান্য ২৬%

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী ঃ

মুসলিম ৮৮%

প্রোটেস্ট্যান্ট ৫%

রোমান ক্যাথলিক ৩%

হিন্দু ২%

বৌদ্ধ ১%

অন্যান্য ১% (১৯৯৮ খৃ.)।

ভাষাসমূহ ঃ বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (দাফতরিক) মালয় ভাষার রূপান্তরিত ধরন, ইংরেজী, ওলন্দাজ ভাষা এবং স্থানীয় ভাষাসমূহ, যাহার মধ্যে যবদ্বীপের ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বাক্ষরতা ঃ সংজ্ঞা ঃ বয়স ১৫ ও তদূর্ধ্ব লিখিতে ও পড়িতে পারে।

মোট জনসংখ্যা ঃ ৮৭.৯%

পুরুষ ঃ ৯২.৫%

মহিলা ৮৩.৪% (২০০২ খৃ.)।

সরকার ঃ

দেশের নাম ঃ আনুষ্ঠানিক পূর্ণাঙ্গ নামঃ ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র; ভূতপূর্বঃ নেদারল্যাণ্ডস ইস্ট ইন্ডিজ ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ।

ইন্দোনেশিয়ার সরকার বিষয়ক তথ্যের বরাত। (CIA-The World Factbook Indonesia, 21 May 2005, in the internet, google search)

প্রশাসনিক বিভাগসমূহ ঃ ৩০টি প্রদেশ (প্রপিনসি-প্রপিনসি, একবচন প্রপিনসি), ২টি বিশেষ অঞ্চল এবং একটি বিশেষ রাজধানী শহর; জেলা ঃ আচেহ, বালি, বানতেন, বেনগকুলু, গোরোনতালো, ইরিয়ান জায়া, বারাত, জাকার্তা রায়া, জামবি, জাওআ বারাত, জাওয়া তেনগাহ, জাওয়া তিমুর, কালিমানতান বারাত, কালিমানতান সেলাতান, কালিমানতান তেনগাহ, কালিমানতান তিমুর, কেপুলাউয়ান বানগকা বেলিতুং, কেপুলাউয়ান রিয়াউ, লামপুং, মালুকু, মালুকু উতারা, নুসা তেনগগারা বারাত, নুসা তেনগগারা তিমুর, পাপুয়া, রিয়াউ, সুলাওয়েসি বারাত, সুলাওয়েসি সেলাতান, সুলাওয়েসি তেনগাহ, সুলাওয়েসি তেনগগারা, সুলাওয়েসি উতারা, সুমাতেরা বারাত, সুমাতেরা সেলাতান, সুমাতেরা উতারা এবং যোগ জাকার্তা। (জানুয়ারী ১, ২০০১ খৃস্টাব্দে)

বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে, ৩৫৭টি জেলা বা রিজেন্সি অধিকাংশ সরকারী সেবা প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত মূল প্রশাসনিক একক হিসাবে বিবেচিত হয় (প্রাগুক্ত)।

ইন্দোনেশিয়ার প্রশাসনিক বিভাগসমূহের বরাত। (CIA-The World Factbook Indonesia, 21 May 2005, in the internet, google search)

স্বাধীনতা ঃ ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খৃ. (স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়); ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খৃ. ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

সংবিধান ঃ আগস্ট ১৯৪৫ খৃ., ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের ফেডারেল সংবিধান ও ১৯৫০ খৃস্টাব্দের সাময়িক সংবিধান দ্বারা বাতিলকৃত, অতঃপর ৫ জুলাই ১৯৫৯ খৃ. পুনঃপ্রবর্তিত।

আইন ব্যবস্থা ঃ রোমান -ডাচ আইন ভিত্তিক যাহা স্থানীয় ধ্যান-ধারণা, নূতন ফৌজদারী কার্যবিধি এবং নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ইত্যাদি দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিমার্জিত হইয়াছে।

ভোটাধিকার ঃ ১৭ বৎসর বয়সে; বিশ্বজনীন এবং বিবাহিত ব্যক্তিবর্গ বয়স নির্বিশেষে।

সরকার প্রধান ঃ প্রেসিডেন্ট সুসিলো বামবাঙ য়ুধোয়োনো (২০ অক্টোবর ২০০৪ খৃ. হইতে) এবং উপ-রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ য়ুসুফ কাললা (২০ অক্টোবর ২০০৪ খৃ. হইতে)।

ক্যাবিনেট ঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রীসভা নিয়োজিত হয়।

নির্বাচন ঃ দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন যাহা সর্বশেষ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় (পরবর্তী নির্বাচন সেপ্টেম্বর ২০০৯ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইবে।

বিধান সভা ও উহার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ এক কক্ষ বিশিষ্ট প্রতিনিধি পরিষদ বা Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (৫৫০টি আসন; সদস্যগণ পাঁচ বৎসর মেয়াদে নির্বাচিত হন)। আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ (Dewan Perwakilan Daerah বা DPD) বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহের সমন্বয়ে DPR-এর নিকট প্রস্তাব উত্থাপনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। গণ পরামর্শ পরিষদ (Majelis Permusya waratan Rakyat বা MPR) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন ও সংবিধান সংশোধন করিতে পারে। MPR ও DPD-এর জনপ্রিয় নির্বাচিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত MPR জাতীয় নীতি-নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে না।

নির্বাচন ঃ সর্বশেষ ৫ এপ্রিল ২০০৪ খৃ. অনুষ্ঠিত হয় (পরবর্তী নির্বাচন এপ্রিল ২০০৯ খৃ. অনুষ্ঠিত হইবে)।

বিচার ব্যবস্থা ঃ সুপ্রীম কোর্ট বা মাহ্‌কামাহ আগুঙ (আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত প্রার্থীদের একটি তালিকা হইতে রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিযুক্ত করেন)। ১৬ আগস্ট ২০০৩ খৃস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি একটি পৃথক সাংবিধানিক আদালত বা মাহ্‌কামা কনসটিটুসি স্থাপন করেন। মে ২০০৪ খৃস্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট, বিচার ও মানবাধিকার মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে নিম্ন আদালত ব্যবস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

পতাকা বিবরণ ঃ উপরে এবং নীচে সাদা রঙের দুইটি আনুভূমিক ব্যান্ড যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ২ ঃ ৩।

অর্থনীতি ঃ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ঃ বহুভাষার দেশ ইন্দোনেশিয়া অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপন করিয়াছে এবং এশীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় হইতে সহনীয় পর্যায়ের রাজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। তথাপি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কিছু সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। যেমনঃ উচ্চ বেকারত্বের হার, ভঙ্গুর ব্যাংকিং খাত, দুর্নীতি, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, বিনিয়োগের অনুৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ, অঞ্চলসমূহের মধ্যে সম্পদের অসম বন্টন ইত্যাদি। ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন এবং নূতন অনুসন্ধান বিনিয়োগের অপর্যাপ্ততার কারণে ২০০৪ খৃ. ইন্দোনেশিয়া তৈল আমদানীকারক একটি দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহার ফলে জাকার্তা বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান তৈলের উচ্চ মূল্যের সুফল আহরণে ব্যর্থ হয়। তৎসহ ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জ্বালানীর মূল্যের উপর ভর্তুকি দিতে হওয়ায় বাজেটের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ অনুভূত হয়। এই পটভূমিতে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক উপযোগগুলির মধ্যে রহিয়াছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ খৃ. এক প্রলয়ঙ্করী সুনামীতে ২,৩৭, ০০০ এর অধিক ইন্দোনেশীয় নিহত হন এবং নজিরবিহীন এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সহায়- সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। (প্রাগুক্ত)

অনুকূল রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ২০০৪ খৃ. ইন্দোনেশিয়ার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। ২০০৩ খৃ. দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.১%, যাহা ২০০২ খৃ. ছিল ৩.৭৭%। ২০০২ খৃ. ১০% মুদ্রাস্ফীতি ২০০৩ খৃ. ৫.৬%-এ নামিয়া যায়। ২০০৩ খৃ. রফতানী মূল্য ৬১.০২৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় যাহা ২০০২ খৃস্টাব্দে তুলনায় ৬.৭৬% বেশী। জানুয়ারী-মে ২০০৪ খৃ. রফতানী ২৫.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, যাহা ২০০৩ খৃ. একই সময়কালের তুলনায় ২.১১% বেশী ছিল। জানুয়ারী- এপ্রিল ২০০৪ খৃ. আমদানী মূল্য পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ১০.২০% বাড়িয়া ১০.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হইতে ১২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। দেশটির আমদানী পণ্যের মধ্যে রহিয়াছে যন্ত্রপাতি ও জৈব রাসায়নিক মালামাল, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ইন্দোনেশিয়ার আমদানী ও রফতানী অংশীদারগণের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ১৫,০০০ ব্যাংক অফিস সমন্বিত ইন্দোনেশিয়াতে ২০০৪ খৃ. প্রথম চতুর্থাংশে ৯ মার্চ, ২০০৪ খৃ.০ ব্যাংকগুলির সর্বমোট সম্পদ ছিল ১, ১৫০.০ ট্রিলিয়ন রুপি।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP ঃ ক্রয় ক্ষমতা তুল্যতা -৮২৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ. আনু.)।

GDP.- প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হার ঃ ৪.৯% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

GDP. মাথা পিছু আয় ঃ

ক্রয় ক্ষমতা তুল্যতা - ৩,৫০০ মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ. আনু.)।

GDP. খাত ভিত্তিক অবদান ঃ

কৃষি ঃ ১৪.৬%

শিল্প ঃ ৪৫%

সেবা ঃ ৪০.৪% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বিনিয়োগ (মোট নির্ধারিত) ঃ

GDP.-এর ১৬.৬% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

দারিদ্র্য সীমার নিম্নে জন সংখ্যা ঃ ২৭% (১৯৯৯ খৃ. আনু.)।

পারিবারিক আয়ের বিতরণ)গিনি (Gini) সূচকঃ ৩৭ (২০০১ খৃ.)।

মুদ্রাস্ফীতির হার (ভোক্তা মূল্য) ঃ ৬.১% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

শ্রম শক্তি ঃ ১১১.৫ মিলিয়ন (২০০৪ খৃ. আনু.)।

শ্রম শক্তি পেশা অনুসারে ঃ কৃষি ৪৫%, শিল্প ১৬%, সেবা ৩৯% (১৯৯৯ খৃ. আনু.)।

বেকারত্বের হার ঃ ৯.২% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বাজেট ঃ রাজস্ব ঃ ৫২. ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ব্যয় ঃ ৫৫. ৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মূলধন ব্যয়সহ ২০০৪ খৃ. আনু.)।

জনগণের ঋণ ঃ ৫৬.২% GDP.-এর। ২০০৪ খৃ. আনু.।

শিল্প ঃ পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, টেক্সটাইল, পোশাক, পাদুকা, খনি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন শিল্প, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, প্লাইউড, রাবার, খাদ্য ও পর্যটন।

শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধি হার ঃ ১০.৫% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ ১১০.২ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (২০০৩ খৃ.)।

বিদ্যুতের ব্যবহার ঃ ৯২.৩৫ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (২০০৩ খৃ.)।

বিদ্যুৎ আমদানী ও রফতানী ঃ ০ কিলোওয়াট ঘন্টা (২০০২ খৃ.)

তৈল -উৎপাদন ঃ ৯৭১,০০০ ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ. আনু.)।

তৈল-ব্যবহার ঃ ১.১৮৩ মিলিয়ন ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ. আনু.)।

তৈল-রফতানী ঃ ৫১৮,১০০ ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ.)।

তৈল আমদানী ঃ ৩৭০,৫০০ ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ.)।

তৈল প্রমাণিত মজুদ ঃ ৪.৯ বিলিয়ন ব্যারেল (২০০৪ খৃ. আনু.)।

প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদন ঃ ৭৭.৬ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)

প্রাকৃতিক গ্যাস-ব্যবহার ঃ ৫৫.৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)।

প্রাকৃতিক গ্যাস-রফতানী ঃ ৩৯.৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)।

প্রাকৃতিক গ্যাস-আমদানী ঃ ০ কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)

প্রাকৃতিক গ্যাস- প্রমাণিত মজুদ ঃ ২.৫৪৯ ট্রিলিয়ন মিটার (২০০৪ খৃ. আনু.)।

রফতানী ঃ ৬৯.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।

রফতানী-দ্রব্যাদি ঃ তেল ও গ্যাস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্লাইউড, টেক্সটাইল ও রাবার।

রফতানী অংশীদারগণ ঃ জাপান ২২.৩%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২.১%, সিঙ্গাপুর ৮.৯%, দক্ষিণ কোরিয়া ৭.১%, চীন ৬.২%, (২০০৪ খৃ.)।

আমদানী ঃ ৪৫.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।

আমদানী-অংশীদারগণ ঃ জাপান ১৩%, সিঙ্গাপুর, ১২.৮%, চীন ৯.১%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮.৩%, থাইল্যাণ্ড ৫.২%, অস্ট্রেলিয়া, ৫.১%, দক্ষিণ কোরিয়া ৪.৭%, সৌদি আরব ৪.৬% (২০০৩ খৃ.)।

বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণের মজুদ ঃ ৩৫.৮২% বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪খৃ.)।

বৈদেশিক ঋণ ঃ ১৪১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।

অর্থনৈতিক সহায়তা-গ্রহণকারী ঃ ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

নোট ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কর্মসূচী সমাপ্ত করে। তৎসত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার উপদেষ্টা গ্রুপ (CGI)-এর মাধ্যমে দেশটি ২০০৪ খৃ. এবং ২০০৫ খৃষ্টাব্দের জন্য ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মঞ্জুরী এবং ঋণের আকারে দ্বিপক্ষীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জন করে। ২০০৪ খৃষ্টাব্দে সুনামীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর নিকট হইতে ইন্দোনেশিয়া প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। এই আর্থিক সহায়তায় সুনামী বিধ্বস্ত আচেহ প্রদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

প্রচলিত মুদ্রা ঃ ইন্দোনেশীয় রুপি ঃ (IDR) চলতি মুদ্রা কোড ঃIDR.

প্রাগুক্ত ও Indonisia's rupiah breaches 10,000 level, AFP, Kualalampur 21 August 2005.

যানবাহন ঃ

রেলপথ ঃ মোট ঃ ৬,৪৫৮ কিলোমিটার

ন্যারো গেজ ঃ ৫,৯৬১ কিলোমিটার, ১.০৬৭ মিটার গেজ (১২৫ কিলোমিটার বিদ্যুৎতায়িত); ৪৯৭ কিলোমিটার ০.৭৫০ মিটার গেজ (২০০৩ খৃ.)।

মহাসড়ক ঃ মোট ঃ ৩৪২, ৭০০ কিলোমিটার

পাকা ঃ ১৫৮, ৬৭০ কিলোমিটার

কাঁচা ঃ ১৮৪,০৩০ কিলোমিটার (১৯৯৯ খৃ.)।

জলপথ ঃ ২১, ৫৭৯ কিলোমিটার সুমাত্রা ৫, ৪৭১ কিলোমিটার, জাভা ও মাদুরা ৮২০ কিলোমিটার, কালিমানতান ১০,৪৬০ কিলোমিটার, সুলাওয়েসি (সেলিবিস) ২৪১ কিলোমিটার, ইরিয়ান জায়া ৪, ৫৮৭ কিলোমিটার (২০০৪ খৃ.)।

বন্দর ও পোতাশ্রয় ঃ চিলাচাপ, চিরেবন, জাকার্তা, কুমপাং, মাকাসসার, পালেমবাং, সেমারাং এবং সুরাবায়া।

সামুদ্রিক বাণিজ্য বহর ঃ মোট ঃ ৭২৮টি জাহাজ (১,০০০ টন GRT বা তদূর্ধ্ব) ৩, ১৯২, ৮৪৭ GRT/৪,৩১৯, ৭৩৯, DWT.

শ্রেণী অনুসারে ঃ মালবাহী ৩৫, কার্গো ৪০৯, রাসায়নিক ট্যাংকার, ১৯ কনটেনার ৩৬, তরলীকৃত গ্যাস ৭, পশুসম্পদ বাহী ১, যাত্রীবাহী ৪১, যাত্রীবাহী/কার্গো ৩৬, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার, ১২৫, হিমাগারযুক্ত কার্গো ২টি, রোল অন। রোল অফ ১৩, বিশেষায়িত ট্যাংকার ২ এবং কতকগুলি যানবাহন বহনকারী জাহাজ।

বিদেশী মালিকানা ঃ ১৯ (ফ্রান্স ১, জাপান ৩, ফিলিপাইন ১, সিঙ্গাপুর ১১, সুইজারল্যান্ড ১, যুক্তরাজ্য ২)।

অন্যান্য দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ঃ ১১৩ টি (২০০৬ খৃ.)।

বিমান বন্দর ঃ ৬৬৭টি (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বিমানবন্দর-পাকা রানওয়েসহ ঃ মোট ঃ ১৫৪টি।

বিমানবন্দরের সংখ্যা-কাঁচা রানওয়েসহ ঃ মোট ঃ ৫১৩।

হেলিপোর্ট-এর সংখ্যা ঃ ২২ (২০০৪ খৃ.)।

সামরিক বিভাগ (সেনাবাহিনী) ঃ

শাখাসমূহ ঃ ইন্দোনেশীয় সশস্ত্র বাহিনী (TNI): সেনাবাহিনী (TNI-AD), নৌ-বাহিনী (TNI-AL, মেরিন এবং নৌ বিমান শাখাসহ), বিমান বাহিনী (TNI-AU).

জনবল ঃ স্থলবাহিনী ২৭৪,০৬১, নৌবাহিনী ৫৫, ৫৪১, এবং বিমান বাহিনী ২৫, ৭৩২ জন (এপ্রিল ২০০৪ খৃ.)।

সামরিক ব্যয়ভার ঃ ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।

সামরিক ব্যয়ভার জিডিপি (GDP)-র শতকরা ঃ ৩% (২০০৪ খৃ.)।

শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ ঃ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ (IDPs)-এর সংখ্যাঃ ৫৩৫,০০০ (আচেহতে বিদ্রোহ দমনে সরকারী বাহিনী সামরিক অভিযানে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ শরণার্থী আচেহ, কেন্দ্রীয় কালিমানতান, মালাকু এবং কেন্দ্রীয় সুলাওয়েমি প্রদেশে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে)। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ খৃ. সুনামীতে ৪৪১, ০০০ ব্যক্তি তাহাদের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পদ হারাইয়া শরণাথী শিবিরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অবৈধ মাদক ব্যবসায় ঃ বিশেষত অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্যানাবিস (cannabis)- এর অবৈধ উৎপাদনকারী ইন্দোনেশিয়া গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হিরোইনের জন্য যাত্রাপথ পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধিকর ভূমিকা পালন করিতেছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ঃ ২০০৪ খৃ., দেশটিতে ৮৫০ কোটি ডলার মূল্যের সিগারেট বিক্রি হয়। সেখানে ধূমপায়ীর সংখ্যা বাড়িয়া ১৪ কোটি ১০ লক্ষে পৌছে। ২০০৫ খৃ. ইহা আরও ৫% বৃদ্ধি পায়। ২০০৪ খৃ. এই খাত হইতে সরকারের আয় ছিল ৩৩০ কোটি ডলার।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস ঃ

ধারণা করা হয় যে, প্লেইটোসিন যুগে (খৃ. পূ ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার অস্তিত্ব ছিল। এ

সময় সেখানে হোমোনিভদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এই সময় অধুনা ইন্দোনেশিয়া নামক পরিচিত ভূ-খণ্ডে "জাভা মানব" বসতি স্থাপন করিয়া থাকিবে। ইউজিন দুবোইস জাভা দ্বীপে ফসিলকৃত জাভা মানবের সন্ধান পান এবং উহার বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন Pithecanthropus erectus; এই জাভা মানবই ইন্দোনেশিয়ার প্রথম বাসিন্দা।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের বরাত (Indonesia 2004, 35th Official handbook, National Information Agency, জাকার্তা ২০০৪ খৃ., পৃ. ১৭-১৮)।

উত্তর ইউরোপ এবং আমেরিকাতে বরফ স্তর গলিয়া যাওয়ার কারণে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভব ঘটে। এই সময়ে (খৃ. পূ. ৩০০০-৫০০ বৎসর) এশিয়া হইতে আগত উপ-মঙ্গোলীয় অভিবাসিগণ ইন্দোনেশিয়াতে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তাহারা দ্বীপ পুটির আদিবাসীদের সহিত আন্ত-বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আরও পরে তাহাদের সহিত মিশ্রণ ঘটে দক্ষিণ এশীয় ভারত উপমহাদেশ হইতে আগত ইন্দো-আর্য অভিবাসীদের (১০০০ খৃ. পূ.)।

খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রথম ভারতীয় অভিবাসীরা ইন্দোনেশিয়াতে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের গুজরাট হইতে আগত। ৭৮ খৃ. ভারতীয় যুবরাজ আজি কাকা কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা এবং পল্লব লিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়াতে কাকা আমলের গোড়াপত্তন ঘটে। ইন্দোনেশিয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত প্রস্তর ও তাম্র লিপিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সময় পল্লব রীতি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার দেবনাগরী লিপির প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে উভয় লিপিমালারই ইন্দোনেশিয়া-করণ ঘটে, যাহার ফলশ্রুতিতে "কাওই" ভাষার উৎপত্তি হয়, যেখানে কতকগুলি অতিরিক্ত জাভানীজ শব্দ ও বাগধারা ভাষাটিতে সংযুক্ত হয়। দক্ষিণ ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রাথমিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন সুমাত্রাকে "স্বর্ণদ্বীপ" নামে অভিহিত করা হয়। জাভাকে "যব দ্বীপ" বা ধানের দ্বীপ নামকরণ করা হয়। অপর পক্ষে বোর্ণিও (কালিমানতান)-এ অবস্থিত হিন্দু রাজ্যের নাম রাখা হয় কুতাই। ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্ক শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে বৌদ্ধ রাজ্য শ্রী জয়া এবং দক্ষিণ ভারতের নালন্দার মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

১ম হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীদের আগমন অব্যাহত থাকে। এইভাবে দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে ইন্দোনেশিয়া নামের উৎপত্তি ঘটে ঃ "ইন্দো" অর্থাৎ ভারত এবং "নেশিয়া" অর্থাৎ দ্বীপপুঞ্জ।

ইন্দোনেশিয়ার ৭ম-২০তম শতাব্দীর ইতিহাস ঃ ইন্দোনেশিয়ার ভূগোল, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, ভাষা, ইসলামী আমল, ঔপনিবেশিক যুগ, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ., ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৪২৮-৪৬৩।

বেঙ্গল গভর্নর জেনারেলের শাসনাধীনে ইন্দোনেশিয়া ঃ

ইউরোপে নেপোলিয়ন যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স যখন হল্যান্ড দখল করে তখন ইন্দোনেশিয়া বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে চলিয়া যায় (১৮১১-১৮১৬ খৃ.)। স্যার টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলসকে জাবা ও উহার অধীনস্থ অঞ্চল সমূহের লেফটেন্যান্ট গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করত কলিকাতাস্থ বেঙ্গল গভর্নর জেনারেলের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এইভাবে একদা সিঙ্গাপুরকেও কলিকাতাস্থ বেঙ্গল গভর্নরশীপের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশ হইতে ঐসব দেশের দূরত্বের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলেও ঐ সময় দেশগুলির সুশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়।

হল্যাণ্ড ফরাসী দখলমুক্ত হওয়ার পর বৃটিশ এবং ডাচ সরকার ১৩ আগস্ট, ১৮১৪ খৃ. লণ্ডনে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তিমতে ইন্দোনেশিয়া পুনরায় ডাচ শাসনাধীনে চলিয়া যায়। অতঃপর ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খৃ. দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস ঃ

ইন্দোনেশিয়া ইতিপূর্বে নেদারল্যান্ডস ইষ্ট ইন্ডিস নামে পরিচিত ছিল। ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ দখল শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে উহা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করে। ২০তম শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে মার্চ ১৯৪২ খৃ. হইতে এলাকাটি জাপানীদের দখলে চলিয়া যায়। ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে, জাপানীদের আত্মসমর্পণের তিন দিন পরে, জাতীয়তাবাদীদের একটি গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্ব-ঘোষিত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডঃ আহমাদ সুকর্ণ। তিনি ১৯২০ খৃ. এর দশক হইতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন। নেদারল্যান্ড এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় নাই। সে দ্বীপ পুঞ্জটিতে তাহার যুদ্ধ-পূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাইতে থাকে। চার বৎসর যাবৎ লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহ এবং আলাপ-আলোচনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে জাতীয়তাবাদিগণ এবং ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খৃ. ইন্দোনেশিয়া আইনগতভাবে স্বাধীনতা লাভ করে এবং সুকর্ণ রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। প্রাথমিকভাবে দেশটির একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্র ছিল, যদ্বারা ইহার ১৬টি উপাদান-কল্প অঞ্চলকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। আগস্ট ১৯৫০ খৃস্টাব্দে ফেডারেশনের বিলোপ সাধন করিয়া দেশটি একক ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা চুক্তিতে পশ্চিম নিউ গিনি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে পশ্চিম নিউ গিনির নূতন নাম হয় ইরিয়ান জায়া, যাহা ১ জানুয়ারী, ২০০২ হইতে পাপুয়া নামে পরিচিত হয়। পাপুয়া ১৯৬২ খৃ. পর্যন্ত ওলন্দাজ শাসনাধীনে ছিল, অতঃপর স্বল্পকাল জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে থাকার পর ১৯৬৩ খৃ. ইহা ইন্দোনেশিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়।

সুকর্ণ চরম জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁহার শাসনামল একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তাঁহার বৈদেশিক নীতি গণচীনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। অবশ্য তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেও নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাপক দুর্নীতির ফলে সুকর্ণের সরকারের প্রতি জনরোষ দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, সেখানে ইন্দোনেশীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (PKI) সক্রিয় হাত ছিল। ইহার প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক দল ও উহার সমর্থকদিগকে গণহারে হত্যা করা হয়। মার্চ ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে সুকর্ণো জরুরী নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বাধীন সেনাপতিদের নিকট হস্তান্তর করেন। সুহার্তো সমাজতান্ত্রিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ খৃ. সুকার্ণো সুহার্তোর নিকট সর্বময় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মার্চ মাসে গণপরামর্শক এসেম্বলী

(MPR) সুকার্ণোকে অপসারণ করত সুহার্তোকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করে। তিনি অক্টোবর ১৯৬৭ খৃ. প্রধানমন্ত্রী হন; MPR কর্তৃক নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মার্চ ১৯৬৮ খৃ. তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। জুলাই ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কার্যকরী গ্রুপসমূহের যুগ্ম সচিবালয় বা গোলকার প্রতিনিধি পরিষদে (DPR) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মার্চ ১৯৭৩ খৃ. সুহার্তো পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সুহার্তোর নূতন আদেশ ঃ

সুহার্তোর 'নূতন আদেশ' অনুসারে প্রকৃত ক্ষমতা আইন পরিষদ ও মন্ত্রী পরিষদের নিকট হইতে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার নিকট চলিয়া যায়। বাম দলের রাজনীতিকে দমন করত একটি উদার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়। মে ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে গোলকার পার্টি আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মার্চ ১৯৭৮ খৃ. সুহার্তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সরকারের সমালোচনা সত্ত্বেও মে ১৯৮২-র নির্বাচনে গোলকার বর্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মার্চ ১৯৮৩ খৃ. সুহার্তো পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সুহার্তোর পঞ্চশিলা ও মুসলিম বৈরিতা ঃ ১৯৮৪ খৃ. সুহার্তো সকল রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পঞ্চশিলা নীতির ভিত্তিতে আইন সভা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে তাহা মুসলিমদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পঞ্চশিলা নামক উক্ত অপরিহার্য রাষ্ট্র-দর্শনের মূল ভিত্তি ছিলঃ

১. সর্ব শক্তিমান একক আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাস'

২. মানবতা;

৩. জাতীয় ঐক্য;

৪. গণজোটের মাধ্যমে গণতন্ত্র. এবং

৫. সামাজিক ন্যায়বিচার

জাকার্তা এবং উহার আশেপাশে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লাগাতার বোমা হামলা ও ব্যাপক লুটতরাজ দেখা দেয়। এজন্য প্রস্তাবিত সংবিধানের বিরোধী মুসলিমগণকে সন্দেহ করা হয়। অনেক মুসলমান ধর্মাবলম্বীকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জুন ১৯৮৫ খৃ. গণ- সংগঠন বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং জুলাই মাস নাগাদ সকল রাজনৈতিক দল পঞ্চশীলা নীতি মানিয়া নেয়। এপ্রিল ১৯৮৭-র সাধারণ নির্বাচনে, দুর্নীতি ও পূর্ব তিমুরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অব্যাহত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গোলকার দল প্রতিনিধি পরিষদের ৫০০ আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসন লাভ করে। অধিকন্তু প্রথমবারের মত দলটি ইন্দোনেশিয়ার ২৭টি প্রদেশের প্রতিটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

দ্বৈত সামরিক এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ঃ ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনীসমূহের (ABRI) দ্বৈত (অর্থাৎ সামরিক এবং আর্থ-সামাজিক) কার্যক্রম পুনর্বহাল করা হয়। মার্চ মাসে সুহার্তো পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে, পূর্ববর্তী পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটাইয়া, সুহার্তো কোন প্রার্থীর অনুকূলে সুপারিশ করা হইতে নিবৃত থাকেন, কিন্তু তিনি MPR-কে উক্ত পদে মনোনয়ন দানে উৎসাহিত করেন। যাহা হউক, লে. জে (অব.) সুধর্মনো, গোলকার দলের চেয়ারম্যান এবং ডঃ জাইলানি নারো, সংযুক্ত উন্নয়ন পার্টির (PPP) নেতা উভয়েই পদটির জন্য মনোনীত হইলে জেনারেল সুহার্তো সুধর্মনোর অনুকূলে তাঁহার সমর্থন ব্যক্ত করেন, নারো তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন, ফলে সুধর্মনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ABRI সুধর্মনোর নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ গোলকার-এর সভাপতি হিসাবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে দলীয়করণে সামরিক প্রধানের ব্যাদুত হয় এবং তাঁহাকে বাম দলের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে সন্দেহ করা হয়। অক্টোবরে সুধর্মনো গোলকার-এর চেয়ারম্যান পদ হইতে পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন জেনারেল (অব.) ও আহনো,যিনি ABRI এবং উদীয়মান আমলাতান্ত্রিক উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হন। (Artical Indonesia in the Europa World Yearbook, লন্ডন ২০০৩ খৃ., পৃ. ২০৬৬)।

জাভা এবং সুমবাওয়া দ্বীপের অস্থিরতা ঃ ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে ভূমি বিরোধ হইতে উদ্ভূত চাপা উত্তেজনাকে কেন্দ্র করিয়া জাভা ও সুমবাওয়া দ্বীপ বাশি এবং লমবকের পূর্বে), নুসা টেঙ্গারা-এর তিনটি এলাকাতে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্থদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই সরকারীভাবে ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রথমবারের মত ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনী ছাত্র-বিক্ষোভ দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। ইতোমধ্যে সুহার্তোর উত্তরসুরী কে হইবেন, সে বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। মে ১৯৮৯ সনে সুহার্তো সরকারী কর্মকর্তাগণকে এইরূপ জল্পনা-কল্পনা হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ দেন এবং সেপ্টেম্বরে, যখন ইন্দোনেশীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (PDI) তাহার অনুকূলে সমর্থন দেয়, তখন ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ষষ্ঠ বারের মত নির্বাচনে প্রার্থী হইবেন। আগস্ট ১৯৯০ সনে ৫৮ জন গণ্যমান্য ইন্দোনেশীয় নাগরিক তাঁহার বর্তমান মেয়াদান্তে রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণের গণদাবী উত্থাপন করেন এবং ইন্দোনেশিয়াতে বৃহত্তর গণতন্ত্রের সুযোগ দানের আবেদন করেন।

শ্রমিক অসন্তোষ ঃ ১৯৯১ সনে রাজনৈতিক উন্মুক্ততার জন্য বর্ধিত দাবীর প্রেক্ষিতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কতিপয় নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে গ্রেফতার এবং রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানীর মাধ্যমে অসন্তোষ দমনের চেষ্টা করা হয়। ছাত্রদের অস্থিরতা দূরীকরণার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সুহার্তো গোলকার-এর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে অপসারণ করেন, যাহাদের ৯ জুন ১৯৯২-র সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল।

মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা ঃ ১৯৯৩ খৃ. রাস্ট্রপতি নির্বাচনে প্রস্তুতির লক্ষ্যে সরকার মুসলমান ভোটারদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ খৃ. একটি আইন পাশের মাধ্যমে ইসলামী আদালতের রায়কে বেসামরিক আদালতের সমর্থনের মাধ্যমে নিশ্চিতকরণের প্রথা রহিত করা হয়। ১৯৯০ খৃ. রাষ্ট্রপতি নবগঠিত ইন্দোনেশীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী এসোসিয়েশন (ICMI)-এর একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যাহা ইসলামিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক বিষয়াদির সমন্বয় সাধন করে। ১৯৯১ খৃ. সুহার্তো মক্কা শরীফে তাঁহার জীবনের প্রথম হজ্জ পালন করেন, ইসলামিক দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে কতিপয় সংস্কার

প্রস্তাব মানিয়া নেন এবং একটি ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেন। ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি স্থিতিশীলতার পরিপন্থী হইবে এই বিবেচনায় ABRI, ICMI- এর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করেন।

ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক রাজনৈতিক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ ঃ প্রতিনিধি পরিষদ বা DPR-এর স্থানীয় সরকার ও পরিষদে নির্বাচনের লক্ষ্যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত চার সপ্তাহের প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলিকে ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা যাহা জাতীয় ঐক্যের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ প্রচারণা হইতে বিরত রাখা হয়।

১৯৯২-র সাধারণ নির্বাচন ঃ ৯ জুন ১৯৯২-তে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি পরিষদ, DPR-এর নির্বাচনে ৯০.৪% ভোটার অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে সরকারী দল গোলকার ৬৮% জোটসহ আরও একবার বিজয় লাভ করে। ৪০০ আসনের মধ্যে গোলকার দল ২৮২ টি, PPP ৬২টি এবং DPI ৫৬টি আসন লাভ করে।

প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিম নেতৃত্বের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীতাঃ অক্টোবর ১৯৯২ খৃ. সুহার্তো সরকারী দল গোলকার, PPP, PDI এবং ABRI কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন মতে ষষ্ঠ বারের মত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এইভাবে মার্চ ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁহার বিজয় নিশ্চিত হয়। অতঃপর উপ-রাষ্ট্রপতি পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কথিত আছে যে, এই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুহার্তো ইন্দোনেশীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিম নেতা, গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রফেসর ড. বুচারুদ্দিন জুসুফ (বি, জে.) হাবিবীর অনুকূলে তাঁহার সমর্থন ব্যক্ত করেন। অবশ্য, পরবর্তীতে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী সমর্থিত প্রার্থী সুত্রঞ্চ উপ-রাষ্টপতি পদে নির্বাচিত হন। ইহার মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রতিনিধি পরিষদে তাহাদের জন্য নির্ধারিত ১০০ আসনের বিতর্কিত অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

মন্ত্রী পরিষদে মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আধিক্য ঃ মার্চে ঘোষিত সুহার্তোর মন্ত্রী সভায়, ২২ জন নব-নিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১১ হইতে ৮-এ হ্রাস করা হয় এবং প্রভাব বিস্তারকারী রুদিনী এবং মুরাদানীকে বাদ দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত খৃষ্টান মন্ত্রীবর্গ প্রফেসর ড. জোহানস বি. সুমারলিন, এড্রিয়ানুস মূঙ্গ ও রাদিয়াস প্রাইরো, যাহারা ১৯৮৮ খৃ. হইতে দেশটির অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তাহাদিগকে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং মাত্র তিনজন খৃষ্টানকে মন্ত্রী সভাতে বহাল রাখা হয়। নূতন তালিকায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কতিপয় সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করত হাবিবীর নেতৃত্বাধীন দলকে অগ্রগামী করা হয়। সুহার্তো ঘোষণা করেন যে, নূতন সরকার অধিকতর গণতন্ত্র ও মুক্ত রাজনীতির লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে। ১৯৯৩ খৃ. সুহার্তো ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং মানবাধিকার বিষয়ক একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঃ জুন ১৯৯৩ খৃ. যুক্তরাষ্ট্র, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে শ্রমিক অধিকার উন্নয়নের একটি সময়সীমা বাঁধিয়া দেয়। অন্যথায় ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য সুবিধা হারাইবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরকার একমাত্র দাফতরিকভাবে স্বীকৃত নিখিল ইন্দোনেশিয়া শ্রমিক ইউনিয়নে কতিপয় সংস্কার সাধন করে, ন্যূনতম মজুরীর উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটায় এবং ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম আইনের বিলোপ সাধন করা হয়। নূতন ন্যূনতম মজুরী পরিশোধে নিয়োগকর্তাদের অভিযুক্ত করত উন্নততর কর্ম পরিবেশের দাবীতে শ্রমিকগণ ধর্মঘটে চলিয়া যায়। এপ্রিল ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে মেদান এবং সুমাত্রাতে দাঙ্গা বাঁধিয়া যায়। ইহার প্রেক্ষিতে অনেক চীনা সম্পত্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়। দাঙ্গা দমনে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ইসলামিক স্টেট অব ইন্দোনেশিয়া ঃ অক্টোবর ১৯৯৫ খৃ. চরম ডানপন্থী গ্রুপ, ইসলামিক স্টেট অব ইন্দোনেশিয়ার ৩০ জন সদস্যকে পশ্চিম জাভাতে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁহারা 'ইন্দোনেশিয়ার একনায়কতান্ত্রিক সরকার'-কে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। ঐ সময় এইরূপ আশঙ্কা করা হয় যে, ইসলামের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া সুহার্তো সেনাবাহিনীর প্রভাবের সহিত যে ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা করেন, তাহাতে ধর্মীয় নীতির সাথে অসঙ্গতি দেখা দিবে। রাজনৈতিক সমালোচকগণ ইন্দোনেশীয় ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘের (ICMI) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত সংবাদপত্র 'রিপাবলিক' এবং ইহার সাময়িকী 'উম্মাত'-কে ধর্মীয় আবেগ তাড়িত গোলযোগ সৃষ্টির জন্য দোষারোপ করেন। এই সময় জীবনযাত্রার মানে অসঙ্গতির জন্যও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৯৬ খৃ. বান্দুর এবং পশ্চিম জাভাতে হাজার হাজার লোক অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ধনবান উপজাতীয় চীনাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে।

উপেক্ষিত ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃ. সুহার্তো নজিরবিহীনভাবে তাঁহার মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত করেন। সে সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত অধ্যাপক ডঃ বুদিয়ার্দজো য়ুদোনোকে বরখাস্ত করত মন্ত্রণালয়টিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহিত একীভূত করা হয়। এইভাবে হাবিবীর একজন ঘনিষ্ঠজনের বরখাস্ত, বিশেষত উত্তরোত্তর শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘের চেয়ারম্যান পদে হাবিবীর পুনর্নির্বাচনের পূর্ব দিনে, গোলযোগের ইঙ্গিত বহন করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণের মতে, এই কার্যপদ্ধতির দ্বারা সুহার্তো হাবিবীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করার প্রয়াস পান।

ধর্মীয় উদ্বেগ ও সামাজিক অস্থিরতা ঃ ১৯৯৬ খৃ. ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সামাজিক অস্থিরতা ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দেও অব্যাহত থাকে। ইহার কারণ হিসাবে ধর্মীয় উদ্বেগ, সামাজিক এবং উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আয় বৈষম্য এবং ১৯৭১ খৃ. সূচিত আন্ত অভিবাসন কর্মসূচীকে চিহ্নিত করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৯৬ খৃ. পশ্চিম কালিমানবতানে সবচেয়ে মারাত্মক সহিংসতার ঘটনাটি ঘটে। মুসলিম যুবকগণ কর্তৃক স্থানীয় বিদ্যালয়গামী ছাত্রীদের উপর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আদিবাসী দায়াক উপজাতীয় গোত্রের লোকেরা শত শত আন্ত অভিবাসীকে হত্যা করে। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ খৃ. একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও মার্চ মাস অবধি সংঘর্ষ চলে এবং হাজার হাজার লোককে স্থানচ্যুত করা হয়।

দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী দল মুহাম্মদিয়া ঃ আগস্ট ১৯৯৭ খৃ. দুইজন প্রধান মুসলিম ধর্মীয় নেতা, আবদুর রাহমান ওয়াহিদ এবং আমিয়েন রাইস, দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী দল মুহাম্মদিয়ার নেতা, গণপরামর্শক সভা (MPR)- এ নিয়োজিত ৫০০ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া যান। ইরিয়ান জায়া (বর্তমানে পাপুয়া)-তে অবস্থিত

বিতর্কিত ফ্রিপোর্ট খনির বিষয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনার জন্য ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘের বিশেষজ্ঞ বোর্ড হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে আমিয়েন রাইসকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমাবেশ ঃ আগস্ট ও অক্টোবর ১৯৯৭ খৃ.-এর মধ্যে ইন্দোনেশীয় মুদ্রার ব্যাপক অবমূল্যায়ন ঘটে। তখন সুহার্তো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) প্রদত্ত এক উদ্ধার কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু সুহার্তো আই. এম. এফ. কর্তৃক প্রত্যাশিত সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি মনে করেন যে, সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গের স্বার্থের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে। উল্লেখ্য যে, তাঁহার স্বজনেরা দীর্ঘকাল যাবৎ লোভনীয় একচেটিয়া ব্যবসায় ও করমুক্ত কারবারের সুবিধা লাভ করিয়া আসিতেছিল। ডিসেম্বর ১৯৯৭ খৃ. সুহার্তোর স্বাস্থ্য হানির ব্যাপক গুজবে ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির উপর আস্থাহীনতার সঙ্কট বৃদ্ধি পায়। এই মাসের শেষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীবিগণের এক নজিরবিহীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সংঘের সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারিগণ সুহার্তোর নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাষ্টপতি পদপ্রার্থী আমিয়েন রাইসের অনুকূলে তাঁহাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সুহার্তের পদত্যাগ দাবীর প্রতি ওয়াহিদ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ কন্যা মেঘবর্তী সুকর্নপুত্রীও সমর্থন ব্যক্ত করেন। অতঃপর মেঘবতী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। আই এম এফ প্রস্তাবিত সংস্কার, বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, নিষ্ফল বাজেট, মুদ্রার দ্রুত অবমূল্যায়ন ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দাঙ্গা ইত্যাদি সত্ত্বেও গোলকার-এর মনোনয়নক্রমে সুহার্তো ১০ মার্চ ১৯৯৮-এর রাষ্টপতি নির্বাচনে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে পুনর্নির্বাচিত হন। উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনি হাবিবীর মনোনয়নের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

সহিংসতা ও সুহার্তোর পদত্যাগ ঃ সুহার্তোর মন্ত্রীসভায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যবর্গের অর্ন্তর্ভুক্তি ও আই.এম.এফ.-এর সুপারিশমালার প্রতি অবজ্ঞার কারণে সুহার্তোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ছাত্ররা তাঁহার পদত্যাগ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দাবী করে। এই অবস্থায় জ্বালানী তেলের মূল্য ৭০% বৃদ্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ৫ মে ১৯৯৮ খৃ. জাকার্তায় দাঙ্গা বাঁধিয়া যায়। পরবর্তী দিনগুলিতে সহিংসতা ও অস্থিরতা সমগ্র দেশটিকে গ্রাস করে। ১২ মে, ১৯৯৮ তারিখে ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভে সেনাবাহিনী ৬ জন ছাত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ধারণা করা হয় যে, ১২-১৫ মে, ১৯৯৮ তারিখের মধ্যে রাজধানীতে ৫০০ লোককে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্য স্থানে আরও ৭০০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার গ্রুপের মতে শুধু মাত্র জাকার্তাই ১,১৮৮ ব্যক্তি প্রাণ হারান। হাজার হাজার ভবন ও যানবাহনের ধ্বংস সাধন করা হয় এবং কিছু কিছু লুটপাটকারী জ্বলন্ত ভবনের অভ্যন্তরে আটকা পড়িয়া মারা যায়। ইন্দোনেশিয়ার উপজাতীয় চীনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হামলার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়। অজ্ঞাত সংখ্যক চীনাকে হত্যা করা হয়, চীনা মহিলাদিগকে ধর্ষণ করা হয় এবং তাহাদের ঘরবাড়ীতে ও ব্যবসা কেন্দ্রে লুটপাট করা হয়। অব্যাহত গণঅসন্তোষ ও রাজনৈতিক চাপের মুখে ২১ মে ১৯৯৮ খৃ. সুহার্তো পদত্যাগ করেন এবং তদস্থলে উপ-রাষ্ট্রপতি হাবিবীর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মুসলিম ও ক্যাথলিকদের দাঙ্গা ঃ নূতন প্রশাসনের অধীনে পরিবর্তনের শ্লথ গতি, মারাত্মক খাদ্য সঙ্কট এবং বিভিন্ন উপজাতীয় ও ধর্মীয় দলগুলির মধ্যে বিরাজিত উদ্বেগ-উত্তেজনার কারণে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ ব্যাপী দেশময় অসন্তোষ ও দাঙ্গা অব্যাহত থাকে। ২২ মে নভেম্বর ক্যাথলিক খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় ১৪ ব্যক্তি প্রাণ হারান। এ সময় গীর্জা এবং খৃস্টান বিদ্যালয়গুলি আক্রান্ত হয়।

আমবন দ্বীপের মুসলিম-খৃস্টান সংঘর্ষ ঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃ. সমগ্র ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে উত্তাল অস্থিরতা বিরাজ করিতে থাকে। এই সময় মালুকু প্রদেশের অন্তর্গত আমুবন দ্বীপে খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫৯ ব্যক্তি নিহত হন। ইহার প্রভাবে অন্যত্রও অনেকে নিহত হন। আসন্ন আইন সভার নির্বাচনের জন্য প্রচারণা ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধের মুখ্য রাজনৈতিক আলোচ্যসূচী হইলেও হাবিবীর সরকার এই সময়ে ব্যাপক সংস্কার কর্ম অব্যাহত রাখে। এই সময় অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করা হয়।

ইসলামিক পার্টি সমর্থিত রাষ্ট্রপতি ঃ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর সহিত ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ১৪ মে, ১৯৯৯ তারিখে হাবিবীকে রাষ্ট্রপতি পদে গোলকার পার্টির একক প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দান করা হয়। ৭ জুন, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মেঘবতী ও হাবিবী রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হন। ২০ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে গণ পরামর্শক পরিষদ (MPR) কর্তৃক প্রেসিডেন্ট হিসাবে হাবিবীর গোপন রেকর্ড পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন। অপর প্রার্থী মেঘবতী, ইসলামিক পার্টিসমূহ ও গোলকার-এর সমর্থনপুষ্ট প্রার্থী আবদুর রহমান ওয়াহিদের নিকট নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন। অতঃপর মেঘবতীকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করত মন্ত্রী পরিষদে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী উভয় শ্রেণীর সদস্যগণের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উহাকে শক্তিশালী করা হয়।

ওয়াহিদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরবর্তীতে দ্বীপপুঞ্জটিতে আরও সহিংসতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। মালুকু প্রদেশের আম্বন দ্বীপে মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় ৭৫০ ব্যক্তি প্রাণ হারায় এবং ইহার প্রভাবে আরও সহস্রাধিক ব্যক্তি উক্ত এলাকা হইতে পলায়ন করে। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান ওয়াহিদ এবং উপ-রাষ্ট্রপতি মেঘবতী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়কে শান্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। তথাপি, সংঘর্ষ ও প্রাণহানি অব্যাহত থাকায় উক্ত এলাকায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত আরও ২,৫০০ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। মালাকুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলির সমন্বয়ে ১৯৯৯ খৃ. নবগঠিত উত্তর মালাকু প্রদেশ গঠন করা সত্ত্বেও উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই। সংঘর্ষ অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে এবং হালমাহেরা দ্বীপে খৃস্টান-মুসলিম সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৬৫ ব্যক্তি নিহত হন।

৩১ জানুয়ারী, ২০০০ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার মানবাধিকার কমিশন তিমুর-লিসতি প্রদেশে সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করে। ইহাতে প্রাক্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল উইরানতো সহ তেত্রিশ জন সেনা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়। আগস্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুহার্তোকে তাঁহার ৩০ বৎসর শাসনামলের দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত করা হয়। জুলাই ২০০১ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি সায়াফি উদ্দীন কারতাসাসমিতা অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হন। উল্লেখ্য,

ইতোপূর্বে তিনি সুহার্তোর কনিষ্ঠ পুত্র হুতুমু মানদালা পুত্রাকে দুর্নীতির দায়ে ১৮ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার এড়াইয়া পলায়ন করে। এই বিচারপতি হত্যার দায়ে হুতুমু মানদালা পুত্রাকে ১৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান ওয়াহিদ তাঁহার কর্মপথে আর্থিক কেলেঙ্কারীর দায়ে সেন্সর-এর সম্মুখীন হন। তিনি ভুল স্বীকারে বিরত থাকেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁহার মেয়াদ পূর্ণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মার্চ ২০০১ খৃ. জাকার্তা শহরে ১২,০০০ ছাত্রের এক বিক্ষোভ মিছিলে তাঁহার পদত্যাগ দাবী করা হয়। ওয়াহিদের অনুসারিগণও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু গণ পরামর্শক পরিষদের নিন্দা ও সেনাবাহিনীর অসহযোগিতার মুখে ২৩ জুলাই ২০০১ খৃ. তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতা মোকাবিলায় রাষ্ট্রপতি মেঘবতী সুকর্ণপুত্রীঃ উপ-রাষ্ট্রপতি মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী ২৩ জুলাই, ২০০১ খৃ. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আবদুর রহমান ওয়াহিদের নিকট হইতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০২ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার যে সকল মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল সন্ত্রাসবাদের উত্থান। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে বালি দ্বীপের কুতা পর্যটন কেন্দ্রে দুইটি বোমা বর্ষণের ঘটনা ঘটে। ইহার একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ২০০-এর অধিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। বোমাটি একটি নৈশ ক্লাবের বহিরাঙ্গনে বিস্ফোরিত হয়। নিহতদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পর্যটক, বেশীরভাগই অস্ট্রেলীয় নাগরিক। ইন্দোনেশীয় সরকার উহার প্রথম স্বীকারোক্তিতে বলে যে, ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠি দেশটির অভ্যন্তরে সক্রিয় আছে; তাহারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র আল-কায়দার সহযোগিতায় আক্রমণটি পরিচালনা করিয়া থাকিবে। সন্ত্রাস মুকাবিলায় গণপরিষদ দুই জরুরী আইন পাশ করে; ইতোপূর্বে বিলম্বিত অনেকগুলি সন্ত্রাস বিরোধী ব্যবস্থা কার্যকর করে এবং বিনা অভিযোগে সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণকে সাত দিন পর্যন্ত আটক রাখার আইন প্রবর্তন করে। বোমা বর্ষণ ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে মুসলিম ধর্মবিদ আবূ বকর বশীরকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ছিলেন ইন্দোনেশীয় মুজাহিদীন কাউন্সিলের কমান্ডার। তাঁহাকে আঞ্চলিক ইসলামী সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান জেমাহ ইসলামিয়াহ-এর আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁহাকে আটক করা হয়। ইতিপূর্বে ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে আল-কায়দার সহিত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিনি পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হন, কিন্তু কোন অভিযোগপত্র ছাড়াই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘ জেমাহ ইসলামিয়াহকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করত তাহাদের সকল সম্পদ জব্দ করে। তদন্তের অগ্রযাত্রায় পুলিশ আরও অনেককে গ্রেফতার করে এবং নভেম্বরে আমরোজি নামক একজন সন্দেহভাজন তাহার সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে, জেমাহ ইসলামিয়াহ-এর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা এবং বোমা হামলায় অন্যদের জড়িত থাকার কথা সে স্বীকার করে। একই সাথে বোমা হামলা ঘটনার সংগঠক সন্দেহে ইমাম সমুদ্রকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তাঁহার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি জেমাহ ইসলামিয়াহ-এর সদস্য এবং তিনি ইতিপূর্বে সংঘটিত আরও কয়েকটি বোমা হামলার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সেই গুলির মধ্যে ছিল ডিসেম্বর ২০০০ খৃষ্টাব্দে পরিচালিত দেশব্যাপী গীর্জাসমূহে বোমা হামলা। এই কাজে তাঁহার সহযোগী ছিলেন সংস্থার অপারেশন লীডার রিদুয়ান ইসামুদ্দীন, যিনি হাম্বলী নামেও পরিচিত। ডিসেম্বর মাসে আলী গুফরান নামে পরিচিত মুখলাসকেও গ্রেফতার করা হয়, তিনি দৃশ্যত হাম্বলীর উত্তরসূরী হিসাবে অপারেশন লীডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বালি দ্বীপে বোমা বিস্ফোরণ পরিকল্পনায় তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। জানুয়ারী ২০০৩ নাগাদ বালি বিস্ফোরণ ঘটনায় সন্দেহভাজন ও আটককৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত হয়। মে মাসে ইহাদের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে আবূ বকর বশীরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে গীর্জাসমূহে সংঘটিত কতিপয় বোমা বিস্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

২০০০ খৃ. হইতে আবদুর রহমান ওয়াহিদ এবং সুকর্ণপুত্রী সরকারসমূহ যে পর্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, সেইগুলির মধ্যে একটি হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তৎসহ ছিল আচেহ এবং পাপুয়ার মত বিভিন্ন আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। মধ্য ২০০০ খৃ. নাগাদ মাশাকু এবং উত্তর মাশুকুর মুসলিম-খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত দাঙ্গায় ৪০০০ ব্যক্তি নিহত ও ৩০০,০০০ ব্যক্তি গৃহহারা হন। সেনাবাহিনীর একাংশ সংঘাতে জড়াইয়া পড়িলে তাহাদিগকে বদলী করা হয়। সংঘাতে অংশগ্রহণার্থে বিবাদমান মুসলিম আধা-সামরিক গোষ্ঠী লশকর জিহাদের আগমন ঘটে, যাহাদের সহিত সেনাবাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ইহাও অভিযোগ করা হয় যে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী খৃষ্টানদের উপরে মুসলমানগণের আক্রমণে সহায়তা দান করে। ১৮ ডিসেম্বর বড় দিনের প্রাক্কালে জাকার্তাসহ নয়টি শহরের গীর্জায় একটি সিরিজ বোমা বর্ষণের ঘটনায় ৯ ব্যক্তি নিহত ও ৮০ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। জুন ২০০২ খৃ. জনৈক ইরাকী নাগরিক 'উমার আল-ফারূককে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনাগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবান-বন্দী দিয়াছেন।

ফেব্রুয়ারী ২০০১ খৃ. কেন্দ্রীয় কালিমানতানে মাদুরীস আন্ত অভিবাসী ও দোয়াক উপজাতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে ৪২৮ জন মাদুরীসকে হত্যা করা হয়। ডিসেম্বর ২০০১ খৃ. খৃষ্টান যাত্রীবাহী একটি নৌকায় বিস্ফোরণে সাতজন যাত্রীর প্রাণহানিকে কেন্দ্র করিয়া মালুকুর আমবানে দাঙ্গা বাঁধিয়া যায়। খৃষ্টান সম্প্রদায় আক্রমণটির জন্য মুসলিমদিগকে অভিযুক্ত করে। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় বন্দুকধারিগণ একটি ফেরীতে ভ্রমণকারী নয়জন খৃষ্টানকে হত্যা এবং অন্য দুই ব্যক্তিকে আহত করে।

ফেব্রুয়ারী ২০০২ খৃষ্টাব্দে মালুকু এবং উত্তর মামুকুতে বিবাদমান খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার সূত্র ধরিয়া সহিংসতা প্রশমনের লক্ষ্যে মালমো ২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে লশকর জিহাদের মত বহিরাগত দলগুলিকে বহিষ্কারের সংস্থান রাখা হয়। চুক্তিতে উপনীত হওয়ার অল্পকাল পরেই আম্বন শহরে একটি সিরিজ বোমা বিস্ফোরিত হয়। সরকার বোমা বিস্ফোরণের নিন্দা করে এবং বলে যে, এই ঘটনা চুক্তির ব্যর্থতা নির্দেশ করে না। এপ্রিল মাসে আরও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং গভর্নর হাউজে অগ্নি সংযোগ করা হয়। একই মাসে আরেকটি সহিংসতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে যাহার ধারাবাহিকতায় মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্ট নামক খৃষ্টান বিচ্ছিন্নবাদী সংগঠনের নেতা আলেক্স মানুপুত্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি দক্ষিণ মালুকু প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ৫২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে একটি পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা করেন। ২৫ মে

এপ্রিলে মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্ট দিবসটি উৎযাপনের জন্য আম্বনে পতাকা উত্তোলন করিলে এলাকার মুসলমানদের নিকট ঘটনাটি উস্কানিমূলক হিসাবে প্রতিভাত হয়।

ইহার প্রেক্ষিতে লশকর জিহাদের নেতা জাফর 'উমর ছালিব খৃস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধ পুনরায় শুরু করার জন্য এলাকার মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। অল্পকাল পরেই আম্বনে উদ্ভূত সংঘর্ষে ১৪ জন খৃস্টান মারা যায়। মে মাসে জা'ফর 'উমর ছালিবকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি সহিংসতাকে অনুপ্রাণিত করার প্রেক্ষিতে খৃস্টানরা হত্যাযজ্ঞের শিকার হন। ছালিব গ্রেফতার থাকাকালে উপ-রাষ্ট্রপতি হামযা হাজ্জ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎটি ব্যাপক সমালোচিত হয় এবং বলা হয় যে, উপ-রাষ্ট্রপতি মুসলিম জঙ্গী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। একই মাসে রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক সমন্বয়কারী মন্ত্রী মুসিলো বামবাং ইউবোধইয়োনো ঘোষণা করেন যে, সরকার কিছু মুসলিম জঙ্গীকে এল্যাকা হইতে বহিষ্কারের এবং মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

জুলাই ২০০২ খৃ. আম্বনের একটি খৃস্টান এলাকায় দুইটি বিস্ফোরণে ৫০ জনেরও অধিক ব্যক্তি আহত হন। আগস্টে আলেক্স মানুপুত্তি ও অন্য আরেকজন খৃস্টান নেতা স্যামুয়েল ওয়াইলেরুনির বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার কার্য শুরু করা হয়। তৎসহ লশকর জিহাদ নেতা জাফর উমর ছালিবকেও আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়; তাঁহার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। পরবর্তী মাসে মালাকুর সাপারুয়া দ্বীপে তিনজন মুসলিম মহিলাকে হত্যা করা হয় এবং উত্তেজিত মুসলিম জনতা খৃস্টানদের বহনকারী একটি ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করে। অক্টোবর মাসে বালি দ্বীপে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর লশকর জিহাদ দ্বীপটি হইতে উহার সামরিক কার্যক্রম গুটাইয়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করে। জাফর 'উমর ছালিব বলেন যে, তাঁহার দলের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি বালি দ্বীপে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার সহিত তাঁহার দলের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেন। একই মাসে মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্টের ১৪ জন নেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জানুয়ারী ২০০৩-এর শেষের দিকে খৃস্টান নেতা আলেক্স মানুপুত্তি ও স্যামুয়েল ওয়াইলেরুনিকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জাফর 'উমর ছালিবকে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

২০০১ খৃ. শেষের দিকে সুলাওয়েশি প্রদেশেও দাঙ্গা দেখা দেয়, সেখানে পূর্ববর্তী দুইটি বৎসরের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় আনুমানিক ১,০০০ ব্যক্তি নিহত হন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সশস্ত্র খৃস্টান-ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় কমপক্ষে সাত ব্যক্তি প্রাণ হারায় এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি গৃহহারা হইয়া পড়ে। ধারণা করা হয় যে, দ্বীপটিতে লশকর জিহাদের আগমন সংবাদে সহিংসতা দানা বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেখানে ২০০০-এর বেশী পুলিশ ও সেনা মোতায়েন করা হয়। রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক মুখ্য মন্ত্রী এলাকাটি পরিদর্শন করেন। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আল-কায়েদার সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া বর্ণিত গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭৩)।

আচেহ বিচ্ছিন্নতাবাদ ও শান্তিচুক্তি : স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে আচেহকে ইন্দোনেশিয়ার একটি পূর্ণ প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হইলেও পরবর্তী কালে তাহা প্রত্যাহার করত উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও শিক্ষা বিষয়ক স্বায়ত্তশাসনসহ ইহাকে একটি বিশেষ এলাকা (দায়েরাহ ইসতিমেত্তয়াহ) তে রূপান্তর করা হয়। ইহাতে সেখানে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ আরও ঘণীভূত হয় যখন কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করত এলাকাটির স্থানীয় উন্নয়নে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকে। ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য এলাকা হইতে আচেহতে বসতিস্থাপন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রম বর্ধমান নিয়ন্ত্রণের মুখে আচেহর আত্ম-নিয়ণাধিকার হুমকীর মুখে পতিত হয়। এই পর্যায়ে ১৯৭৬ খৃ. হাসান দি তিরো স্বাধীন আচেহ আন্দোলন বা GAM প্রতিষ্ঠা করত ১৯৭৭ খৃ. স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহকে দ্রুততার সহিত দমন করা হয়। যাহা হউক, তিরো পরবর্তীতে সুইডেনে এক প্রবাসী সরকার গঠন করেন।

১৯৮৯ খৃ. কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পুনরায় বিক্ষোভ দানা বাঁধে। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট আচেহ সুমাত্রা ইহার নেতৃত্ব দান করে। ১৯৯০ খৃ. এলাকাটিকে একটি সামরিক অপারেশন অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইহাতে বিক্ষোভ দমনে সামরিক বাহিনীকে আরও স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ১৯৯১ খৃ. বিদ্রোহ বহুলাংশে দমন করা হয়। ১৯৯৩ খৃ. এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাবমতে ১৯৮৯ খৃ. হইতে কমপক্ষে ২০০০ আচেহবাসী সামরিক বাহিনীর বাড়াবাড়ি ও নির্বিচার শক্তি প্রয়োগের ফলে প্রাণ হারান।

আচেহর সামরিক অপারেশন অঞ্চলের মর্যাদা : ১৯৯৮ খৃ. রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর পতনের প্রেক্ষিতে প্রত্যাহার করা হয়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে সংঘটিত দাঙ্গার প্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত সেনা অপসারণটি আর ঘটে নাই। ১৯৯৯ খৃ. স্বাধীনতার দাবীতে সেখানে অসন্তোষ ও সহিংসতা চলিতে থাকে। মে ২০০০ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার ও আচেহর বিদ্রোহীরা অস্ত্র সম্বরণে সম্মত হন। জানুয়ারী ২০০১ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার ও আচেহ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শান্তি আলোচনায় বসিতে ঐকমত্যে উপনীত হয়। তৎসত্ত্বেও ২০০২ খৃ. অবাধ সহিংসতা অব্যাহত থাকে। ৯ ডিসেম্বর সরকার ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জেনেভাতে এক শান্তি চুক্তিতে উপনীত হন। অস্ত্র সম্বরণ ছাড়াও চুক্তিটিতে ২০০৪ খৃ. একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এইভাবে আচেহ স্বাধীন না হইলেও সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এইভাবে আচেহতে শান্তি ও সংঘর্ষের পালা বদল চলিতে থাকে ১৫ আগস্ট ২০০৫ খৃ. অবধি, যখন ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে সরকার জিএএমের প্রতিনিধিরা অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হইয়া এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট মুসিলো ইয়ুধোইয়োনো দিনটিকে খুবই আনন্দের ও ঐতিহাসিক দিন হিসাবে অভিহিত করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে ২৯ বৎসর স্থায়ী বৈরিতার অবসান ঘটে। চুক্তিতে উভয় পক্ষ বেশ কিছু ছাড় দেয়। আচেহর বিচ্ছিন্নবাদীরা পূর্ণ স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবী হইতে সরিয়া আসিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রস্তাব মানিয়া নেন। চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ হইতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির অঙ্গীকার করা হইয়াছে। সাবেক বিদ্রোহীদের

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিতে সহায়তা হিসাবে তাহাদের কৃষি জমিরও সংস্থান রাখা হয়। আচেহ হইতে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহার এবং যৌথ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এশীয় পর্যবেক্ষণ দল কর্তৃক সমগ্র প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়।

ডিসেম্বর ২০০৪ খৃ. ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সুনামিতে জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ আচেহ প্রদেশ ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়। এ সময় ৪৩ লাখ মানুষের বাসভূমির ব্যবস্থার জন্য জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত কাঙ্ক্ষিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনা যাহাতে আচেহর সাধারণ মানুষ সরাসরি প্রত্যেক্ষ করিতে পারেন সেজন্য প্রাদেশিক রাজধানী বান্দা আচেহর একটি প্রধান মসজিদে স্থানীয়রা এই চুক্তি যাহাতে শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় তাহার জন্য দীর্ঘসময়ের একটি প্রার্থনার আয়োজন করেন।

পূর্ব তিমুর ঃ ১৯৭৪ খৃ. পর্তুগালে বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী দেড় বৎসর যাবৎ পূর্ব তিমুরে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ খৃ. পর্তুগীজ সেনাবাহিনী দ্বীপটি ত্যাগ করিলে বামপন্থী এক সেনাবাহিনী রাজধানী দিলির কর্তৃত্ব দখল করে। স্বাধীনতা প্রত্যাশী (ফ্রিটিলিনের) এই বাহিনী যাহাতে সমগ্র এলাকাটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে না পারে সেজন্য ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে সেখানে একটি প্রাদেশিক সরকার স্থাপন করা হয়। সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধকল্পে যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানায়। জুলাই ১৯৭৬ খৃ. পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ ঘোষণা করা হয়। মানবাধিকার সংস্থাসমূহের হিসাব মতে এই সংযুক্তির প্রাক্কালে দ্বীপটির আনুমানিক ২০০,০০০ ব্যক্তি ইন্দোনেশীয় সশস্ত্র বাহিনীর হাতে নিহত হন। ইন্দোনেশীয় সরকার এই জবর দখলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে। ১৯৮৩ খৃ. জাতিসংঘ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইয়া একটি প্রস্তাব পাশ করে। নভেম্বর ১৯৯০ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার ফ্রিটিলিনের অধিনায়ক, জোসে আলেকজান্ডার (জান্না) গুসামাও প্রদত্ত নিঃশর্ত শান্তি আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯২ খৃ. জাতিসংঘ পূর্ব তিমুরে মানবাধিকার লংঘনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৯৮ খৃ. সুহার্তোর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৯৮ খৃ. সুহার্তোর পতন ও হাবিবীর উত্থানে পূর্ব তিমুরের জন্য কিছুটা আশার আলো সঞ্চর করে। ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের আগস্টে গণভোটে পূর্ব তিমুরীরা ইন্দোনেশিয়ার স্বায়ত্তশাসনের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী স্বাধীনতাপন্থী পূর্ব তিমুরীদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান শুরু করে। এরপর অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর হস্তক্ষেপে সেখানে শান্তি-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০০ খৃ. পশ্চিম তিমুরে জাতিসংঘের তিনজন ত্রাণকর্মীর নিহত হওয়ার ঘটনায় ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ডিসেম্বর ২০০১ খৃষ্টাব্দে ১০জন জাকার্তা পন্থী জঙ্গীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় যে, তাহারা ১৯৯৯ খৃ. পূর্ব তিমুরে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতার গণভোটকে কেন্দ্র করিয়া মানবতার পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত হয়। পরিশেষে ২০ মে, ২০০২ খৃ. দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

ইন্দোনেশিয়ার বিদ্বান সমাজ ঃ সাধারণ ঃ (১) Jajasan Kerja-Sama Kelbudajaan (সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ফাউন্ডেশন) বান্দুং। ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমঝোতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করিয়া থাকে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ঃ (২) ইন্দোনেশিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, জাকার্তা। স্থাপিত ১৯৫৪ খৃ.)।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ (৩) I Katan Dokter Indonesia (ইন্দোনেশিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন)। প্রকাশনাঃ

Majalah Kedokeran Indonesia (মাসিক), BIDI (বৎসরে ২৬ টি সংখ্যা)। এসোসিয়েশনটি জাকার্তা শহরে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সাধারণ ঃ (৪) UNESCO Office Jakarta and Regional Science Bureau for Asia and the Pacific জাকার্তা ১০০০২। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের জন্য ক্লাস্টার অফিস হিসাবে স্থাপিত।

ভৌত বিজ্ঞান ঃ (৫) এস্ট্রোলজিক্যাল এসোসিয়েশন অব ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা। মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধনে ১৯২০ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

প্রযুক্তি ঃ (৬) ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, জাকার্তা। সদস্য সংখ্যা ২৭,০০০।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ (১) অঁলিয়স ফ্রসেস, বানদুং ৪০১১৭। প্রতিষ্ঠানটি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য -সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎসহ ইহা ফ্রান্সের সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় উৎসাহিত করিয়া থাকে। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শহরে অঁলিয়স ফ্রসেসের কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র রহিয়াছে; কেন্দ্রগুলি বালিকপাপান, বোগোর, ডেনপাসসার জাতি, পাদাং, মাকাসসার, মানাদো, মেদান, সেমারাং এবং যোগজাকার্তাতে অবস্থিত।

(২) বৃটিশ কাউন্সিল, জাকার্তা ১২১৯০। ইহা একটি শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে ইংরেজী ভাষা এবং বৃটিশ সংস্কৃতির বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তৎসহ, প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাজ্যের সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীকে বিকশিত করিয়া থাকে। সুরাবায়াতে বৃটিশ কাউন্সিলের একটি শাখা রহিয়াছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ১৮,০০০।

(৩) গোয়েথ ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১০৩৫০। প্রতিষ্ঠানটি জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। জার্মানীর সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রচার ও প্রসারও ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বান্দুং-এ ইহার একটি শাখা আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ১১,০০০; সাময়িকী ৪০।

ইন্দোনেশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

সাধারণ ঃ ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস, জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৬৭ খৃ. প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রহিয়াছেঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা ও সহযোগিতা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা এবং জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সুসংগঠিত করা। এখানে ১৫০,০০০ গ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার আছে। প্রকাশনা ঃ ৩টি ষান্মাসিক ও একটি বার্ষিক গবেষণা পত্রিকা।

কৃষি মৎস্য ও পশু বিজ্ঞান ঃ

(১) বন গবেষণা ও উন্নয়ন এজেন্সি, জাকার্তা ঃ স্থাপিত ১৯৮৩ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যাঃ ২৫,০০০। প্রকাশনা ঃ বন গবেষণা ও উন্নয়ন

পত্রিকা, বন গবেষণা ও উন্নয়নের খবর, বন গবেষণা বুলেটিন; বনজদ্রব্য গবেষণা জার্নাল এবং যোগাযোগ, বনজদ্রব্য গবেষণা।

(২) কৃষি ভিত্তিক শিল্প কেন্দ্র, বোগোর ঃ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত এই কেন্দ্রটি ১৯০৯ খৃ. স্থাপিত হয়। কৃষি ভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্রে ইহার সেবার ক্ষেত্রগুলি হইতেছে ঃ প্রশিক্ষণ পরামর্শ প্রদান, রাসায়নিক এবং অনুজীব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন, সার্টিফিকেশন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং ক্যালিব্রেশন। প্রকাশনা ঃ কৃষি ভিত্তিক শিল্প জার্নাল, ইহা একটি ষান্মাসিক পত্রিকা।

(৩) পশু বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন এজেন্সি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বোগোর। ১৯০৮ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত বিভাগ সমূহের সমন্বয়ে গঠিত ঃ জীবাণুবিদ্যা, রোগতত্ত্ববিদ্যা, মহামারীবিদ্যা, বিষক্রিয়া বিজ্ঞান, ছত্রাকবিজ্ঞান, অনুজীববিজ্ঞান, ভাইরাস বিজ্ঞান ও ইন্দোনেশিয়ার ভেটেনারি কালচার সংগ্রহ।

প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ১২,৫৪৫টি পুস্তক ও সাময়িকী আছে। প্রকাশকঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ লেটার (ষান্মাসিক)।

(৪) কেন্দ্রীয় উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাকার্তা। প্রতিষ্ঠানটি উদ্যানতত্ত্ব ভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন করিয়া থাকে।

(৫) অলঙ্কারিক পুষ্প গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাকার্তা।

(৬) শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, লেমব্যাঙ্গ।

(৭) ফল গবেষণা ইনস্টিটিউট, সুমাতেরা বারাত।

(৮) কেন্দ্রীয় পশু বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পশ্চিম জাভা; ১৯৫০ খৃ. স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে খামারের পশু ও উহাদের রোগ ব্যাধি বিষয়ে গবেষণা করা হয়। ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে ১৪,০০০ গ্রন্থ ও ১,১৯৯টি সাময়িকী আছে। প্রকাশনাঃ দুইটি ষান্মাসিক পত্রিকা ও জাতীয় সেমিনারের কার্যবিবরণী (বার্ষিক)।

(৯) কেন্দ্রীয় খাদ্য শস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, (CRIFC) বোগোর। খাদ্য শস্য গবেষণা ও উন্নয়নকল্পে ১৯৬১ খৃ. প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ইহার গ্রন্থাগারে ৩,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। প্রকাশনাঃ Contribution of CRIFC (বৎসরে ইহার ৪-৬ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়)।

(১০) CRIFC-এর অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহ-

i. জলাভূমি অঞ্চলের খাদ্যশস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কালিমানতান সেলানতান। প্রকাশনা ঃ বৎসরে ২-৪টি সংখ্যা। ii. খাদ্য শস্যের বায়োটেকনোলজী গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রকাশনা ঃ কৃষি গবেষণা, বৎসরে ৩-৪ টি সংখ্যা; গবেষণা বুলেটিন, বৎসরে ৩-৪টি সংখ্যা। iii. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাওয়া বারাত। গবেষণা প্রকাশনা ঃ বৎসরে ২-৪টি সংখ্যা বিশিষ্ট একটি পত্রিকা। iv. ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্য শস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সুলাওয়েসি সেলাতান তেলপ। প্রকাশনা ঃ কৃষি গবেষণা বুলেটিন, বৎসরে ২-৪টি সংখ্যা।

(১১) ইন্দোনেশীয় পাম তৈল গবেষণা ইনস্টিটিউট মেদান। এই জাতীয় কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯১৬ খৃ. প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সদস্য-সংখ্যা ৫০০। ইহার গ্রন্থাগারে ১১,০০০ বই ও ২০,০০০ সাময়িকী আছে। গবেষণা প্রকাশনা ঃ ত্রৈমাসিক বুলেটিন, বার্ষিক প্রতিবেদন, পাম তেল পরিসংখ্যান, ইত্যাদি।

(১২) ইন্দোনেশীয় ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাসুরুয়ান। স্থাপিত ১৮৮৭ খৃ.। ইহার গ্রন্থাগারে ১৫,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। প্রকাশনা ঃ ত্রৈমাসিক ইস্যু জার্নাল, যোগাযোগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি।

(১৩) মৃত্তিকা এবং কৃষি আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, বোগোর। ১৯০৫ খৃ. স্থাপিত এই কেন্দ্রে ৫,০০০ বই আছে।

(১৪) Indonesian Biotechnology Research Unit for Estate Crops, bogor, ১৯৩৩ খৃ. স্থাপিত। প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ১২,০০০ পুস্তক, এবং ১,৫৩৩টি সাময়িকী আছে। গবেষণা প্রকাশনাঃ ১টি বার্ষিক ও একটি ষান্মাসিক পত্রিকা।

স্থাপত্যবিদ্যা ও নগর পরিকল্পনা ঃ মানব বসতি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জাতিসংঘের মানব বসতি গবেষণা কেন্দ্র, বানদুং। আবাসিক ভবনাদি ও ইহার নির্মাণের উপর গবেষণা করার জন্য ১৯৫৩ খৃ. প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। ইহার গ্রন্থাগারে ২৯,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। প্রকাশনা ঃ দুইটি ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল ও একটি সাময়িকী।

অর্থনীতি, আইন ও রাজনীতি ঃ

(১) BPS পরিসংখ্যান ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা ১০৭১০। ১৯২০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ৬০,০০০ পুস্তক ও ১,১০০ সাময়িকী আছে।

(২) কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র, জাকার্তা। ১৯৫১ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ২৫,০০০ পুস্তক আছে। এখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণী গবেষণা করা হয়। এ লক্ষ্যে শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, আইন ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদগ্ধ সুধী সমাজের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। প্রকাশনা ঃ একটি ত্রৈমাসিক সাময়িকী।

(৩) আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ইন্দোনেশীয় ইনস্টিটিউট, জার্কাতায় অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

(৪) লোক প্রশাসন ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১০১১০। ১৯৫৮ খৃ. প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ৫০,২৬২টি পুস্তক আছে। প্রকাশনাঃ লোক প্রশাসন বিষয়ক সাময়িকী।

(৫) প্রেস ও জনমত ইনস্টিটিউট, তথ্য মন্ত্রণালয়, জাকার্তা, ১৯৫৩ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি প্রেস, চলচ্চিত্র ও রেডিও বিষয়ে জনমত গবেষণা করিয়া থাকে; ইহার গ্রন্থাগারে ৪,৫০০ পুস্তক আছে।

ইতিহাস, ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্ব ঃ

(১) ভূগোল ইনস্টিটিউট, জাকার্তা।

(২) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর, জাকার্তা।

(৩) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র, জাকার্তা; প্রতিষ্ঠানটির অনেকগুলি শাখা রহিয়াছে; গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১৫,০০০। প্রকাশনা ঃ বুলেটিন, রিপোর্ট, মনোগ্রাফ ইত্যাদি।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষা কেন্দ্র, জাকার্তা। ১৯৭৫ খৃ. স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ৮০,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। কেন্দ্রটির কর্মক্ষেত্রঃ ভাষা পরিকল্পনা নীতিমালা, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, অভিধান প্রণয়ন, ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের সমন্বয় সাধন এবং তত্ত্বাবধান, ভাষা শিক্ষায় প্রায়োগিক গবেষণা ইত্যাদি। গবেষণা প্রকাশনা ঃ দুইটি ষান্মাসিক এবং একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

ঔষধ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ঃ

(১) কেন্দ্রীয় কুষ্ঠ গবেষণা ইনস্টিটিউট; ১৯৩৫ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটে একটি ক্লিনিক ও একটি ল্যাব আছে। ইহা জাকার্তা শহরে অবস্থিত।

(২) ঔষধ, মাদক ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ মহাপরিদফতর, জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৬৩খৃ.। অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান ঃ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে, জাকার্তায় স্থাপিত খাদ্য ও পানীয় নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর।

(৩) রোগতাত্ত্বিক ল্যাব, স্থাপন মন্ত্রণালয়; ১৯০৬ খৃ. স্থাপিত; মেদানে অবস্থিত। ছোঁয়াচে ও মহামারী রোগ-বালাইয়ের অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে ৩,০০০ পুস্তক আছে।

(৪) Eijhman Institute; ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অনুষদ কর্তৃক ১৮৮৮ খৃ. জাকার্তায় স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে bacteriological Serological, রাসায়নিক এবং ভাইরাস বিভাগসমূহ রহিয়াছে।

(৫) ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জাকার্তা।

(৬) স্বাস্থ্য সেবা ও প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র; ১৯৭৫ খৃ. সুরাবায়াতে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে ১৩১১৯ টি বই ও ৭৫১ টি জার্নাল আছে। গবেষণা প্রকাশনাঃ একটি ষান্মাসিক ও একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

(৭) পুষ্টি ইনস্টিটিউট; ১৯৩৭ খৃ. ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ ঃ

সাধারণ ঃ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১২৭৩০; স্থাপিত ১৯৪৪ খৃ.। কর্মক্ষেত্র ঃ ভূগোল, কৃষি, বনায়ন, নৃতত্ত্ব, মৎস্য, বিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি।

জীব বিজ্ঞান ঃ জীব বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বোগোর; স্থাপিত ১৮১৭ খৃ. সদস্য সংখ্যা ১৪৬; গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা সাময়িকী ১৪,৯৯৫। কেন্দ্রটির কতকগুলি গবেষণা প্রকাশনা রহিয়াছে।

অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

i. উদ্ভিদ বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বোগোর, স্থাপিত ১৮৮৪ খৃ.।

ii. অণু জীব বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বোগোরে স্থাপিত ১৮৮৪ খৃ.।

iii. প্রাণীবিদ্যা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বোগোর।

iv. বোগোর বোটানিকাল গার্ডেনস; স্থাপিত ১৮১৭ খৃ.; ইহার কতকগুলি গবেষণা প্রকাশনা রহিয়াছে।

ভৌত বিজ্ঞানসমূহ ঃ

(১) আবহাওয়া এবং ভূতত্ত্ব পদার্থবিদ্যা এজেন্সি, জাকার্তা।

(২) জিওডেটিক শাখা, সেনাবাহিনীর স্থান বিবরণ বিষয়ক সার্ভিস, বানদুং, স্থাপিত ১৮৫৫ খৃ.। ইহার গ্রন্থাগারে ২০০০ পুস্তক ও ২,৫০০ সাময়িকী রহিয়াছে।

(৩) Bosscha মানমন্দির, স্থাপিত ১৯২৫ খৃ. জাভাতে অবস্থিত। প্রকাশনা ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ও ২টি অনিয়মিত গবেষণা পত্রিকা।

(৪) ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বানদুং স্থাপিত ১৯৭৯ খৃ.। প্রকাশনা ঃ কতকগুলি বার্ষিক প্রতিবেদন, জার্নাল, নিউজ লেটার।

(৫) সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, জাকার্তা, স্থাপিত ১৯০৫ খৃ। ইহার গ্রন্থাগারে ২,০০০ পুস্তক ও ২৫০টি সাময়িকী রহিয়াছে। প্রকাশনা ঃ ২টি অনিয়মিত ও ১টি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা।

(৬) জাতীয় আণবিক শক্তি এজেন্সি, জাকার্তা ১২০৪৩।

প্রযুক্তি ঃ (১) চর্ম প্রযুক্তি একাডেমি যোগজাকার্তা।

(২) চর্ম, রাবার এবং প্লাস্টিক কেন্দ্র (CLRP); যোগজাকার্তা। ১৯২৭ খৃ. স্থাপিত এই কেন্দ্রে ৪.০০০ পুস্তক রহিয়াছে।

(৩) ফটোগ্রামেট্রি ইনস্টিটিউট, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাকার্তা। স্থাপিত ১৯৩৭ খৃ., এই কেন্দ্রে ফটোগ্রামেট্রি, ও স্থান বিবরণ-সম্বন্ধীয় মানচিত্রাদির বিষয়ে গবেষণা করা হয়। ইহার গ্রন্থাগারে আনুমানিক ১.৫০০ পুস্তক ও সাময়িকী রহিয়াছে।

(৪) বাটিক এবং হস্তশিল্প গবেষণা ইনস্টিটিউট, যোগজাকার্তা। ১৯৫১ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট গবেষণা, পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট এই গবেষণা কেন্দ্রে ১,৭৯২ টি পুস্তক রহিয়াছে।

(৫) ইন্দোনেশীয় নৌবাহিনীর মহাসমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণা দফতর, জাকার্তা। ১৯৪৭ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই দফতরের মাধ্যমে দেশটির সমুদ্রতাত্ত্বিক জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। প্রকাশনা ঃ জোয়ার ভাটার তালিকা ইত্যাদি।

(৬) ১৯২৩ খৃ. প্রতিষ্ঠিত আবহাওয়া পরিদফতর বানদুং। (৭) বস্ত্র প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বানদুং। স্থাপিত ১৯২২ খৃ.।

(৮) ইন্দোনেশীয় স্ট্যান্ডার্ডস ইনসিইটউট; বানদুং স্থাপিত ১৯২০ খৃ।

(৯) মিলিটারী ল্যাবরেটরী গবেষণা ও বস্তু পরীক্ষা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বানদুং। ১৮৬৫ খৃ. স্থাপিত এই গবেষণাগারে ১,৫০০ পুস্তক রহিয়াছে।

(১০) পানি সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বানদুং। গবেষণা ও উন্নয়ন এজেন্সি, ভূবাসন ও আঞ্চলিক অবকাঠামো মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৬ খৃ. স্থাপিত হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে জরিপ, অনুসন্ধান এবং গেবষণা চালানো প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব। এতদুদ্দেশ্যে ইহার কতকগুলি পরীক্ষামূলক স্টেশন রহিয়াছে, যেখানে পানি বিজ্ঞান, পানি সম্পদ, পরিবেশ, হাইড্রোলিক কাঠামো, ভূ-প্রযুক্তি, সেচ, জলাশয় ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং নদী বিষয়ে গবেষণা করা হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৬,০০০, প্রতিবেদন ৩,০০০ এবং সাময়িকী ৯,০০০। প্রকাশনা ঃ ২টি ষান্মাসিক এবং ১টি গবেষণা পত্রিকা।

গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা ঃ

বানদুং ঃ (১) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বানদুং প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বানদুং; স্থাপিত ১৯২০ খৃ। গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান, চারুকলা এবং প্রযুক্তির পুস্তকসংখ্যা ২১৯,০০০; সাময়িকী ৭৫০টি, বাঁধাইকৃত ভল্যুম ৪০,০০০ ইন্দোনেশিয়ার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক-পুস্তিকা এবং চারুকলার সংগ্রহ রহিয়াছে। প্রকাশনা ঃ ITB Proceedings.

(২) ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, বানদুং। এই গ্রন্থাগারে ১১,০০০ বই, ৯০৪ সাময়িকী, ৪৬০৯ মানচিত্র, ১১০২১ রিপোর্ট এবং ৪০০ মাইক্রোফিচ রহিয়াছে।

গ্রন্থাগার ঃ (৩) কেন্দ্রীয় সামরিক গ্রন্থাগার, বানদুং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ৩৬,০০০ পুস্তক আছে।

বোগোর ঃ (১) কৃষি গ্রন্থাগার ও গবেষণা যোগাযোগ কেন্দ্র; বোগোর স্থাপিত ১৮৪২ খৃ.। পুস্তক সংখ্যা ৪০০,০০০। প্রকাশনাঃ কয়েকটি বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক ও অনিয়মিত জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা। গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানার বরাত ঃ (Indonesia, in the World of Learning 2005, 4th edition, ১খ., লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ২০০৪ খৃ., পৃ. ৮৩৬-৮৩৭)।

(২) বোগোর কৃষি বিশ্বদ্যিালয় গ্রন্থাগার, বোগোর; স্থাপিত ১৯৬৩ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১৫৯,০০০; সাময়িকী ৩.৫০০। প্রকাশনাঃ ২টি জার্নাল।

জাকার্তা ঃ (১) জাতীয় আর্কাইভস, জাকার্তা; স্থাপিত ১৮৯২ খৃ.। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের মধ্যে রহিয়াছে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে দলীল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংরক্ষণ; জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও জীবন যাত্রার ইতিহাসকে ধারণ ও সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক আর্কাইভের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ব্যবহার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। এখানে আছে ঃ ৮৪৩৭ টি পুস্তক ও অন্যান্য প্রকাশনাঃ ৪৮,০০০ ফিল্ম; ১০,০০০ ভিডিও রেকর্ড, ৪০০০ কথ্য ইতিহাস রেকর্ড এবং ১, ৬০০,০০০ ছবি। প্রকাশনাঃ একটি ষান্মাষিক ও কয়েকটি অনিয়মিত পত্র-পত্রিকা।

(২) তথ্য মন্ত্রালয়ের কেন্দ্রীয় ডুকুমেনটেশন ও গ্রন্থাগার; স্থাপিত ঃ ১৯৪৫ খৃ.। গণযোগাযোগ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে গ্রন্থাগারটি আঞ্চলিক শাখা দফতরসমূহের জন্য ইন্দোনেশীয় পত্র-পত্রিকার প্রেস কাটিং সার্ভিস চালু করিয়াছে। পুস্তক সংখ্যা ১০,০০০।

(৩) রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থাগার, জাকার্তা, স্থাপিত ১৯৪২ খৃ.। জাতীয় গ্রন্থ বিবরণী কেন্দ্রকে ইহার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারটির পুস্তক সংখ্যা ৬৫,০০০। প্রকাশনা একটি মাসিক বুলেটিন ও গ্রন্থাগার বিষয়ক ২টি পত্রিকা।

(৪) ড. তজিবতো মানগুনকুসুমো হাসপাতাল গ্রন্থাগার, জাকার্তা। এখানে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে ৩,০০০ পুস্তক আছে।

(৫) ইন্দোনেশীয় সংসদ গ্রন্থাগার, জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৪৬ খৃ.; পুস্তক সংখ্যা ২০০,০০০।

(৬) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার, জাকার্তা। ১৯৮০ খৃ. চারটি গ্রন্থাগারকে একীভূত করিয়া ইহা স্থাপন করা হয়। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৭৫০,০০০। বিশেষ সংগ্রহঃ ১৮১০ খৃ. হইতে ইন্দোনেশীয় সংবাদপত্র; ১৮৭৯ খৃ. হইতে সাময়িকী, ১৭শ শতাব্দী হইতে ইন্দোনেশীয় মানচিত্রসমূহ এবং ১৭শ শতাব্দী হইতে ইন্দোনেশীয় অভিসন্দর্ভ, ইতিবৃত্ত, ইত্যাদি। প্রকাশনা ঃ ২টি ত্রৈমাসিক ও বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ বিবরণী ক্যাটালগ ইত্যাদি। (পূ. গ্র. পৃ. ৮৩৭)।

(৭) বৈজ্ঞানিক ডকুমেন্টেশন ও তথ্য কেন্দ্র, ইন্দোনেশীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১২০৪২ টি, স্থাপিত ১৯৬৫ খৃ.। কেন্দ্রের সংগ্রহ ঃ পুস্তক সংখ্যা ৫৮,৫৫২, সাময়িকী ৪৭৮৩ টি, অভিসন্দর্ভ ১৪,০২২ টি, মাইক্রোফম ৭৫,০০০, গবেষণা প্রতিবেদন ৩২,৯১ টি এবং প্যাটেন্ট ৪,৬৭৯টি। প্রকাশনা ঃ ৭টি নিয়মিত ও অনিয়মিত পত্র-পত্রিকা।

(৮) গ্রন্থাগার ও পরিসংখ্যান বিষয়ক ডকুমেন্টেশন, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাকার্তা। পুস্তক সংখ্যাঃ ৬০,০০০।

উজুং পানদাং ঃ (১) হাসানুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উজুং পানদাং; স্থাপিত ১৯৫৬ খৃ.। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই গ্রন্থাগারে আছে পুস্তক ১২২,০০০; সাময়িকী ৩৮২১ ও অভিসন্দর্ভ ২৩,৪২১টি। প্রকাশনা ঃ ২টি সাময়িকী। (২) মাকাসসার গণগ্রন্থাগার, উজুং পানদাং, স্থাপিত ১৯৬৯ খৃ.। গ্রন্থাগারটি সমগ্র দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশে অবস্থিত শাখাসমূহে ঋণভিত্তিক গ্রন্থাগার সার্ভিস তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত কর্মসূচী; বিদেশী বিভিন্ন ভাষার কোর্স, শিশুদের গ্রন্থাগার সার্ভিস এবং প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করাও ইহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পুস্তক সংখ্যা ঃ ৪২,০০০।

যোগজাকার্তা ঃ (১) ইসলামিক গ্রন্থাগার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, যোগজাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৪২ খৃ.। পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও সাময়িকীর সংখ্যা ঃ ৭০,০০০। (২) হাততা ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, যোগজাকার্তা, পুস্তক সংখ্যা ঃ ৪৩,০০০। (৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, যোগজাকার্তা ঃ স্থাপিত ১৯৪৯ খৃ. পুস্তক সংখ্যা ঃ ১২০,০০০।

জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী ঃ

ডেন পাসার ঃ বালী জাদুঘর, বালী, স্থাপিত ১৯৩২ খৃ.। এখানে বালী দ্বীপের সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি প্রদর্শন করা হয়। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ঃ পুস্তক ১৯৭০ টি, ম্যাগাজিন ১৬০৫ টি ও তাল পাতার পুঁথি ১,০২৩ টি। প্রকাশনা ঃ সাময়িকী, প্রতিবেদন ইত্যাদি।

জাকার্তা ঃ জাতীয় জাদুঘর, জাকার্তা পুসাত; স্থাপিত ঃ ১৭৭৮ খৃ.। ইতিপূর্বে পুসাব জাদুঘর নামে পরিচিত এই জাতীয় জাদুঘরের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৩৬০,০০০ (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের অংশ বিশেষ)। এখানে চীনা মাটি, নৃতত্ত্ব, প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, পাণ্ডুলিপি ও শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগসমূহ রহিয়াছে। প্রকাশনা ঃ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাটালগ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৭)।

ইন্দোনেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরসমূহ ঃ ২০০৩ খৃষ্টাব্দের ২০ নং আইনানুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মকুল পূর্ব ও মৌলিক শিক্ষা; ২ বৎসর
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৬ বৎসর
৩. জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ৩ বৎসর
৪. সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ৩/৪ বৎসর
৫. উচ্চ শিক্ষা। স্নাতক ৪ বৎসর, স্নাতকোত্তর আরও ৩ বৎসর।

২০০২/২০০৩ খৃ. শিক্ষাবর্ষে ১৬৯,১৪৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; ছাত্র সংখ্যা ঃ ২৯,০৫০,৮৩৪ ও শিক্ষক সংখ্যা ঃ ১,২৩৪,৯২৭ ছিল।

২০০২/২০০৩ খৃ. জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২,৩২২টি, ছাত্র সংখ্যা ৯, ৯৩৬,৬৪৭ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৩৭৬, ৫১২ জন ছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৭)।

২০০২/২০০৩ খৃ. শিক্ষাবর্ষে সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮,০৩৬টি, শিক্ষক সংখ্যা ২৬১-৮৯ ও ছাত্র সংখ্যা ৩,১৪৩, ৭৩৩ জন ছিল।

২০০২/২০০৩ খৃ. শিক্ষাবর্ষে বৃত্তিমূলক

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪,৯৪৩ খৃ.; শিক্ষক সংখ্যা ৯৬,৬৭২ এবং ছাত্র সংখ্যা ২,০৯৯,৭৫৩ জন ছিল।

ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ২,৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে ইব্‌ন খালদূন বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, লুসানতারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিআউ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর সুমাত্রা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মোহাম্মাদিজাহ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ঃ (৮১টি, ২০০৪ খৃ.)

উল্লেখ্য ঃ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাধ্যম ইন্দোনেশিয়ান।

(১) এয়ারলাংগা বিশ্ববিদ্যালয় সুরাবায়া, স্থাপিত ১৯৫৪ খৃ.।ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০৫৯৩, শিক্ষক সংখ্যা ১,৪৩১। অনুষদ সংখ্যা ঃ ১৫।

(২) আন্দালাস বিশ্ববিদ্যালয়; পশ্চিম সুমাত্রা; স্থাপিত ১৯৫৬ খৃ.। অনুষদ ঃ শিক্ষক ১৩৯৬ জন, ছাত্র-ছাত্রী ১৩,০০৯ জন।

(৩) বানদুং ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বানদুং। স্থাপিত ১৯২০ খৃ.। ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদদ্বয়কে একীভূতকরণের মাধ্যমে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়টি

বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। শিক্ষক সংখ্যা; ১২৬৩; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫,০৩১ প্রকাশনাঃ ১৩টি জার্নাল। অনুষদসমূহের সংখ্যা ঃ ৬টি।

(৪) বেংকুলু বিশ্ববিদ্যালয়, বেংকুলু; স্থাপিত ঃ ১৯৮২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ২০,৬০০; শিক্ষক সংখ্যা ঃ ৪৪৪; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ ৩,৩২০।

(৫) বোগোর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ঃ ১৯৬৩ খৃ.। বিদেশী ভিজিটিং প্রফেসরদের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইংরেজীতে বক্তৃতার সুযোগ রহিয়াছে। শিক্ষক সংখ্যা ঃ ১,৩২৭; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯,৪৪০; প্রকাশনা ঃ ১২টি জার্নাল। অনুষদ ঃ ৮টি।

(৬) ব্রাওইজায়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৬৩ খৃ.; শিক্ষক-শিক্ষিকা; ১,৪৩৯ জন; ছাত্র-ছাত্রী. ২৮,৩৪৪ জন। প্রকাশনা ঃ ১৬টি জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা। অনুষদ ঃ ১২টি।

(৭) চেনদেরাওয়াসিহ বিশ্ববিদ্যালয়, পাপুয়া ৯৯৩৫৮; স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৫৬,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকা ৫১৯ জন; ছাত্র-ছাত্রী ৬৭৮৯ জন। প্রকাশনা ঃ ২টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৮টি।

(৮) দিপোনেগোরো বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জাভা, স্থাপিত ঃ ১৯৫৬ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ১৯৪, ৮৬০। শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ঃ ১,৫৫৫; ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ ২৯,৭১০। প্রকাশনা ঃ ৩৮ টি গবেষণা সাময়িকী, নিউজ লেটার ও বুলেটিন। অনুষদ ঃ ১০টি।

(৯) গাডজাহ মাদা বিশ্ববিদ্যালয়, যোগজাকার্তা ৫৫২৮১, স্থাপিত ঃ ১৯৪৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ২২৭৭; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৪৪,৭৮৭। প্রকাশনা ঃ ১৮টি জার্নাল। অনুষদ ১৮টি।

(১০) হালুয়োলিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়, টেংগারা ৯৩২৩২, স্থাপিত ঃ ১৯৮১ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৪৩,৩৪২। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৪৫২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৯০২৯। প্রকাশনা ঃ ৫টি জার্নাল। অনুষদ ঃ ৪টি।

(১১) হাসানুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়, উজুং পানদাং, স্থাপিত ঃ ১৯৫৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ১,৬৮৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ২০,৮১৬। অনুষদ ঃ ১২টি।

(১২) ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ঃ ১৯৫০। বিশ্ববিদ্যালয়টি জাকার্তা পুসাত-এ অবস্থিত। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ২৪৩৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৩৫,০০০। প্রকাশনা ঃ ৪টি জার্নাল এবং বিভিন্ন অনুষদের বুলেটিন। অনুযদ ঃ ১৩টি।

(১৩) জাম্বি বিশ্ববিদ্যালয়, জাম্বি, স্থাপিত ঃ ১৯৬৩ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৯৯,০০০। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৫৬৭; ছাত্র- ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৬,০০০। প্রকাশনা ঃ ১টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৫টি।

(১৪) জেম্বার বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব জাভা ৬৮১২, স্থাপিত ঃ ১৯৬৪ খৃ.। ইংরেজী ও ফরাসী। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ১১৭,৪৪১। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৭৮৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১২,৯৩৩। প্রকাশনা ঃ ২টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৮টি।

(১৫) জেনদেরাল সোয়েদিরমান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জাভা; স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৭৫০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১৩,০০০। প্রকাশনা ঃ ২টি জার্নাল। অনুযদ ৬টি।

(১৬) লামপুং মাংকুরাত বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ-কালী মানতান; স্থাপিত ঃ ১৯৫৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৮৩০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১০,৭৩৪। প্রকাশনা ঃ ৪টি গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ ঃ ৯টি।

(১৭) লামপুং বিশ্ববিদ্যালয়, লামপুং, স্থাপিত ঃ ১৯৬৫ খৃ.। ইংরেজী ও চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৯৬৯; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ২৩,৯৩৪। প্রকাশনাঃ ২টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৬টি।

(১৮) মাতারাম বিশ্ববিদ্যালয়, নুসা টেংগারা বারাত, স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৭৩,১৫৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৮৫১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ১১,৫৪১। প্রকাশনাঃ ৩টি জার্নাল। অনুষদ ঃ ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ঃ ১১টি।

(১৯)। মুলাও আরমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব কালিমানতান ৭৫,১১৯: স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৪,৬০৩; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৫৪০। প্রকাশনা ঃ একটি ষান্মাসিক সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৬টি।

(২০) নুসা চেনদানা বিশ্ববিদ্যালয়, নুসা টেংগারা তিমুর, স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৮১৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৫২০৭। অনুষদ ঃ ৬টি।

(২১) পাদজাদজারান বিশ্ববিদ্যালয়, জাভা, স্থাপিত ঃ ১৯৫৭ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ১৭৮,৪৪১। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৪০,৪৮২। প্রকাশনা ঃ ৭টি জার্নাল। অনুষদ ঃ ১১টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট ঃ ২টি।

(২২) পালাংকারায়া বিশ্ববিদ্যালয়, কালিমানতান, তেনগাহ ৭৩১১২; স্থাপিত ঃ ১১৬৩ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৫০১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৫২৬০৫। প্রকাশনা ঃ ৪টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ মাত্র ৩টি। অর্থনীতি, শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কৃষি।

(২৩) রিআউ বিশ্ববিদ্যালয়, সুমাত্রা; স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৯১৯; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১৪,২২৩। প্রকাশনাঃ ১০টি জার্নাল ও বুলেটিন। অনুষদ ঃ ৭টি।

(২৪) সাম রাতুলাঙ্গি বিশ্ববিদ্যালয়, সুলাওয়েসি ৯৫১১৫; স্থাপিত ঃ ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম ইন্দোনেশিয়ান। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ১৪৯৬ ; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ১২,৫২৬। অনুষদ ঃ ১০টি।

(২৫) সেবেলাম মারেত বিশ্ববিদ্যালয়, মুরাকারতা ৫৭১২৬; স্থাপিত ঃ ১৯৭৬ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ১৪০, ৬১২। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১৯৭৩২; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ১৪১৮ । প্রকাশনা ৩টি জার্নাল ও বুলেটিন। অনুষদ ঃ ১০টি।

(২৬) শ্রীওইজায়া বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ সুমাত্রা, স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৫৪০ জন পূর্ণকালীন, ৬১৭ জন খণ্ডকালীন; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৮,৪২৭ জন। প্রকাশনা ঃ ২টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট ৩টিঃ গবেষণা ইনস্টিটিউট; সমাজসেবা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বোর্ড।

(২৭) উত্তর সুমাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়, মেদান ২০১৫৫; স্থাপিত ঃ ১৯৫২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সংখ্যা ঃ ১৬৫০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ২৬,০০০। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। অনুষদ ঃ ১১টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট সংখ্যা ৩টি।

(২৮) সয়ইআহ বুআলা বিশ্ববিদ্যালয়, বান্দা আচেহ, স্থাপিত ঃ ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম ঃ ইন্দোনেশিয়ান। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১০৯৫; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ১১,০৬৮। প্রকাশনা ঃ ২টি সাময়িকীঃ অনুষদঃ ৮টি।

(২৯) তাদুলাকো বিশ্ববিদ্যালয়, সুলাওয়েসি, স্থাপিত ঃ ১৯৮১ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৩০০৪২; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৬৬০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৬৫০০। আনুষদ ঃ ৬টি।

(৩০) তানজুংপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, পনতিআনাক; স্থাপিত ঃ ১৯৫৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৭৩৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৯৩০৫। অনুষদ ঃ ৬টি।

(৩১) ইন্দোনেশীয় উন্মুক্ত শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্কাতা, স্থাপিত ঃ ১৯৮৪ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৩০,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৭৬৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ২২৫,২০৩। প্রকাশনা ঃ ৬টি জার্নাল। অনুষদঃ ৪টি।

(৩২) আর্টস যোগজাকার্তা ইন্দোনেশিয়া ইনস্টিটিউট, যোগজাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৮৪ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ২১,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ২৯৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ২,৬৪৪। প্রকাশনা ঃ ২টি জার্নাল। অনুষদ ৩টি।

(৩৩) সেপুলুহ নপেম্বর টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, পূর্ব জাভা; স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৪৫,৯৯৪; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ১০৪৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ১৭,৩৮৪। প্রকাশনা ঃ Berita ITS ও বিভিন্ন অনুষদীয় বুলেটিন। অনুষদ ঃ ৫টি। ইনস্টিটিউট ও পলিটেকনিক ৩টি।

(৩৪) উদায়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, বালি; স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ১৭০২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১০,৮৫৩। প্রকাশনা ঃ ২টি ত্রৈমাসিক ও একটি মাসিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদঃ ৯টি।

উল্লেখ্য, ইন্দোনেশিয়ার ৮১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০২/২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ২,৯৩৫,৮৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছিল। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ঃ ১৪৩,০৯৬ টি।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ঃ (২,৩৯৯টি, ২০০৪ খৃ.)

(১) বিশ্ববিদ্যালয়, মেদান, স্থাপিত ঃ ১৯৫৮ খৃ.। অনুষদঃ ৬টি। Universitas 17 Augustus 1945, Surabaya (Private Universities of Indonesia, in the World of Learning 2005, ৫৪তম সং, ১খ., লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ২০০৪ খৃ., পৃ. ৮৪৬)।

(২) Batak Christian Protestant Church (HKBP) নমমেনসেন বিশ্ববিদ্যালয়, মেদান, স্থাপিত ঃ ১৯৫৪ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৩১০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৭৫৪৯। অনুষদঃ ৮টি।

(৩) ইব্‌ন খালদূন বিশ্ববিদ্যালয়, তিমুর, স্থাপিত ঃ ১৯৫৬ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম রূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজী ও আরবীও চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ১১৫; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৩,০০০। প্রকাশনাঃ Media UIC। অনুষদ ঃ ৬টি।

(৪) ইব্‌ন খালদূন বোগোর বিশ্ববিদ্যালয়, বোগোর, স্থাপিত ঃ ১৯৬১ খৃ.। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৪২৯৩ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৩০০। প্রকাশনাঃ ২টি ইসলামিক জার্নাল। ৬টি অনুষদ ঃ শিক্ষা, অর্থনীতি, আইন, ইসলাম শিক্ষা, প্রকৌশল ও স্নাতকোত্তর ইসলাম শিক্ষা।

(৫) ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাভা, স্থাপিত ঃ ১৯৪৫। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৭৩,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৩৬৫; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১৮,৩৭৫। প্রকাশনা UTI News (মাসিক)। অনুষদ ৮টি।

(৬) চিরেবন-এ অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; স্থাপিতঃ ১৯৫১ খৃ.। ৩টি অনুষদ ঃ আইন, অর্থনীতি ও ধর্মতত্ত্ব।

(৭) নুসানতারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বানদুং স্থাপিত ঃ ১৯৫৯ খৃ. নাহদাতু'ল-'উলামা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৭৬ খৃ. বর্তমান নাম ধারণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৪০২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৬৫৭৪, অনুষদ ৭টি। প্রকাশনা সুআরা UNINUS (ত্রৈমাসিক) ও Literat (ত্রৈমাসিক)।

(৮) রিআউ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিআউ, স্থাপিত ঃ ১৯৬২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যাঃ ৫,১৫০ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যাঃ ৫,১৫০। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৬৬০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৭,৩৯১। প্রকাশনাঃ ২টি ত্রৈমাসিক ও ৩টি ষান্মাষিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউটঃ ৭টি।

(৯) উত্তর সুমাত্রা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুমাত্রা, স্থাপিত ঃ ১৯৫২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৮০৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১০,০০০। প্রকাশনাঃ ৩টি ইসলামিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ ১১টি।

(১০) জায়াবায়া বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা, তিমুর, স্থাপিত ঃ ১৯৫৮ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৭৮২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ১৫, ০০০। অনুষদ ৬টি। গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪টি।

(১১) ক্যাথোলিক ইন্দোনেশিয়া আত্মা জায়া বিশ্ববিদ্যালয়; জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খৃ.। প্রকাশনাঃ ৮টি জার্নাল। অনুষদঃ ৮টি। সংলগ্ন কেন্দ্র ৯টি।

(১২) পারাহেয়ানগান ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বানদুং, স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ১৩২১ ; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৯৭৮১। প্রকাশনাঃ ১০টি জার্নাল। অনুষদ ঃ ৮টি; সংলগ্ন ইনস্টিটিউটঃ ২টি।

(১৩) কৃষ্ণদ্বিপাজানা বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৫২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ১২৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ২,০০০। অনুষদ ঃ ৪টি।

(১৪) ইন্দোনেশিয়ার খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা ১৩৬৩০; স্থাপিত ঃ ১৯৫৩ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৭৩৯; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৮,০০০। প্রকাশনা ঃ ৮টি জার্নাল, বুলেটিন ইত্যাদি। অনুষদ ঃ ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট ৮টি।

(১৫) মারানার্থা খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়, বানদুং, স্থাপিত ঃ ১৯৬৫ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৮৫০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৭০০০। প্রকাশনা ঃ ৩টি বিজ্ঞান, যোগাযোগ ও মেডিসিন বিষয়ক জার্নাল। অনুষদ ঃ ৫টি।

(১৬) সত্য ও আচানা খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জাভা, স্থাপিত ঃ ১৯৫৬ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম প্রধানত ইন্দোনেশিয়ান, তবে শুধু বিশেষ কার্যক্রমের জন্য ইংরেজী চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৩০৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৯৩২৫। প্রকাশনাঃ বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৪টি সাময়িকী। অনুষদ ঃ ১৫টি। ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাপনা বিদ্যা ও পেশাগত কর্মসূচীসহ।

(১৭) মোহাম্মাদিজাহ বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা। অনুষদ ৭টি।

(১৮) মালাং-এর মুহাম্মাদিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব জাভা, স্থাপিত ঃ ১৯৬৬ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৮১৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ২০,২৭৪। প্রকাশনা ১টি জার্নাল ও ১টি মাসিক ট্যাবলয়েড পত্রিকা। অনুষদ ঃ ১০টি।

(১৯) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৪৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৬১১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্য ঃ ৫৫০০। প্রকাশনা ঃ একটি মাসিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ ঃ ৮টি।

(২০) পাকুআন বিশ্ববিদ্যালয়, বোগোর, স্থাপিত ঃ ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ঃ ৬০। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৩৫০। অনুষদ ঃ ৪টি।

(২১) পঞ্চশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা সেলাতান, স্থাপিত ঃ ১৯৬৬ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৩০, ৯০৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৮৬০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১২,০১৭। প্রকাশনাঃ ৫টি জার্নাল ও সাময়িকী। অনুষদ ঃ ৪টি।

(২২) পেট্রা খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব জাভা, স্থাপিত ঃ ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম রূপ ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ১০৪,১৩৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৭৫৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ১০,১৬১। প্রকাশনাঃ ১১টি জার্নাল এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৬টি অনুষদ ও ৪টি ইনিস্টিটিউট আছে।

(২৩) ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৬৫ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ২,৪০৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৩১,৬২৬। প্রকাশনাঃ ১টি মাসিক পত্রিকা। সংলগ্ন ইনস্টিটিউটঃ ২টি সংলগ্ন মহাবিদ্যালয় ও একাডেমি ৫টি।

(২৪) ভেটারান রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইজুং পানদাং। অনুষদ ৩টি। ইতিহাস আইন ও শিক্ষা।

শিল্পকলা ও সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

(১) ইন্দোনেশিয়া শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়, জাওয়া তেনগাহ; স্থাপিত ১৯৬৪ খৃ.। এখানে ডিপ্লোমা, মাস্টার্স ও স্নাতকোত্তর কর্মসূচী চালু রহিয়াছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৩৬, ৫৮৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ২০৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাঃ ৮৫২। বিভাগসমূহ সঙ্গীত, পুতুলশিল্প, নৃত্য ও চারুকলা।

(২) চিরায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য একাডেমি, সুমাতেরা বারাত, স্থাপিত ১৯৬৬ খৃ.। এখানে ব্যালে, নৃত্য ও সঙ্গীতে ডিপ্লোমা কোর্স চালু রহিয়াছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৬, ১৯৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৬২। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৪২৮। ৩টি বিভাগঃ চিরায়ত সঙ্গীত চিরায়ত নৃত্য ও সঙ্গীত বিদ্যালয়।

(৩) ইন্দোনেশিয়া শিল্পকলা ইনস্টিটিউট, সিয়োন, যোগ জাকার্তা।

(৪) ইন্দোনেশিয়া শিল্পকলা একাডেমি, জাওয়া বারাত; স্থাপিত ১৯৭০ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ঃ ৪,১১৩। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাঃ ৭৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ ৩৪২। বিভাগ ৩টি ঃ নৃত্য, চিরায়ত সঙ্গীত ও থিয়েটার। এখানে চিরায়ত সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পে ডিগ্রী কোর্সসমূহ চালু আছে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেস ঃ

আগস্ট ১৯৯০ খৃস্টাব্দে সরকার ঘোষণা করে যে, স্থানীয় ও বিদেশী উভয় প্রেসের সেন্সরশীপ শিথিল করা হইবে। তৎসহ আরও বলা হয় যে, প্রেস নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা লঙ্ঘনকারী সংবাদ পত্রসমূহের লাইসেন্স বাতিল করা হইতে সরকার বিরত থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেসের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়। জুন ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে সরকার তিনটি প্রধান সংবাদপত্রের প্রকাশনা লাইসেন্স বাতিল করে। এই সংবাদ সাময়িকীগুলি ছিল যথাক্রমে Tempo, Editor ও Detik, মে ১৯৯৮ খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পদত্যাগের পরে নূতন সরকার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে De Tik ম্যাগাজিনটি নূতন Detak নাম ধারণ করিয়া জুলাই মাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হয়; অতঃপর Tempo ম্যাগাজিনের প্রকাশনা অক্টোবরে পুনর্বহাল হয়।

প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ ঃ (২২.৮ টি প্রতি ১,০০০ জনে)

বালি ঃ The Harian Pagi Unum : (বালি পোস্ট) ঃ ডেনপাসার ৮০২৩২; স্থাপিত ঃ ১৯৪৮ খৃ.; দৈনিক (ইন্দোনেশীয় সংস্করণ), সাপ্তাহিক (ইংরেজী সংস্করণ, প্রচার সংখ্যা ২৫,০০০।

(১) The Angkatan Bersenjata : জাকার্তা পুসাত।

(২) দি বানদুং পোস্ট ঃ বানদু স্থাপিত ঃ ১৯৭৯ খৃ.।

(৩) The Berita Buana : জাকার্তা স্থাপিত ঃ ১৯৭০ খৃ. পুনঃ প্রতিষ্ঠা ১৯৯০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০।

(৪) The Berita Yudha : জাকার্তা; ইন্দোনেশীয়: প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(৫) The Bisnis Indonesia : জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৮৫ খৃ; ইন্টারনেটেও দৃশ্যমান: ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৬০,০০০।

(৬) The Harian Berita Sore : জাকার্তা; ইন্দোনেশীয়।

(৭) The Harian Indonesia : জাকার্তা ; স্থাপিত ঃ ১৯৬৬ খৃ.; (চীনা ভাষায়) প্রচার সংখ্যা ৪২,০০০।

(৮) The Harian Terbit : জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৭২ খৃ; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১২৫,০০০।

(৯) The HarianUmum AB : জাকার্তা পুসাত; স্থাপিত ঃ ১৯৬৫ খৃ.; সশস্ত্র বাহিনীর দাপ্তরিক জার্নাল; প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০।

(১০) দি ইন্দোনেশিয়া টাইমস ঃ জাকার্তা, তিমুর; স্থাপিত ঃ ১৯৭৪ খৃ.; প্রচার সংখ্যা ৩৫,০০০।

(১১) দি ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার ঃ জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খৃ; ইংরেজী; স্বাধীন; প্রচার সংখ্যা ২৫,০০০।

(১২) দি জাকার্তা পোস্ট ঃ জাকার্তা ১০২৭০; স্থাপিত ঃ ১৯৮৩ খৃ.; ইংরেজী ইংরেজী; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(১৩) The Jawa Pos : সুরাবায়া, স্থাপিত ঃ ১৯৪৯ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচারসংখ্যা ১২০,০০০।

(১৪) The Jepara Pos : জেপায়া; ইন্দোনেশীয়; স্থাপিত ঃ ১৯৪৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; স্বতন্ত্র; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(১৫) The Kedaulatan Rakyat : যোগজাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৪৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; স্বতন্ত্র; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(১৬) The Kompas : জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৬৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫২৩, ৪৫৩।

(১৭) The Media Indonesia Daily : জাকার্তা স্থাপিত ১৯৮৯ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ২০,০০।

(১৮) The Merdeca : সেলাতান স্থাপিত ঃ ১৯৪৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৩০,০০০।

(১৯) The Neraca : জাকার্তা।

(২০) The Pelita : জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৭৪ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; (মুসলিম ভাবধারার বাহক, প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০।

(২১) The Pewarta Surabaya : সুরাবায়া; স্থাপিত ১৯০৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়ং; প্রচার সংখ্যা ১০,০০০।

(২২) The Pikiran Rakyat : বান্দুং; স্থাপিত ১৯৫০ খৃ.; ইন্দোনেশীয় স্বতন্ত্র; প্রচারসংখ্যা ১৫০,০০০।

(২৩) The Pos Kota : জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৭০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫০০,০০০।

(২৪) The Republika : জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৯৩ খৃ।

(২৫) The Sinar Pagi : জাকার্তা, সেলাতান।

(২৬) The Suara Karya : জাকার্তা সেলাতান; স্থাপিত ১৯৭১ খৃ; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১০০,০০০।

(২৭) The Suara Merdeka : সেমারাং স্থাপিত ঃ ১৯৫০ খৃ; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ২০০,০০০।

(২৮) The Suara Pembaruan : জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে The Sinar Harapan : নামে প্রচলিত ইহার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়; প্রচার সংখ্যা ২০০,০০০।

(২৯) The Surabaya Post : সুরাবায়া; স্থাপিত ১৯৫৩ খৃ; স্বতন্ত্র; প্রচারসংখ্যা ১১৫,০০০।

(৩০) The Uawasan : মেদান; স্থাপিত ১৯৮৬ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচারসংখ্যা ৬৫,০০০।

কালিমানতান ঃ (১) The Bangarmasin Post : বানজারমাস্বিন; স্থাপিত ১৯৭১ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচারসংখ্যা ৫০,০০০। (২) The Gawi Manuntung : বানজারমাস্বিন; স্থাপিত ঃ ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫,০০০। (৩) The Harian Umum Akeaya : পনতিয়ানাক। (৪) The Lampung Post : লামপুং। (৫) The Manuntung : বালিকপাপান পূর্ব বোর্নিয়োর গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা।

মালাকু ঃ (১) The Pos Maluku : আমবন (২) The Suara Maluku : টারনেট।

পাপুয়া ঃ (১) The Berita Karya : জায়াপুরা। (২) The Cendrawasih Post : জায়াপুয়া। (৩) The Teropong : জায়াপুরা।

রিআউ ঃ The Riau Pos : রিআউ।

সুলাওয়েসি ঃ (১) The Bulletin Sulut : সুলাওয়েসি উতারা। (২) The Cahaya Siang : সুলাওয়েসি উতারা। (৩) ফজর (উষা) মাকাসসার; প্রচার সংখ্যার; স্থাপিত ১৯৪৭ খৃ; স্বতন্ত্র; প্রচারসংখ্যা ঃ ৩০,০০০। (৫) The Suluh Merdeka : মানাদো ৯৫১১০। (৬) The Tegas মাকাসসার। (৭) The Wenang Post : মানাদো ৯৫১১৫; সাপ্তাহিক। (৮) The Manado Post : মানাদো।

সুমাত্রা ঃ (১) The Harian Analisa : মেদান; স্থাপিত ঃ ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৭৫,০০০। (২) The Harian Haluan পানদাং; স্থাপিত ঃ ১৯৪৮ খৃ.; প্রচার সংখ্যা ৪০,০০০। (৩) Harian Umum Nasional Waspada : মেদান ঃ ২০১৫১; ইন্দোনেশীয়। (৪) The Mimbar Umum : মেদান; স্থাপিত ৫৫,০০০। (৫) Serambi Indonesia : বান্দা আচেহ। (৬) The Sinar Indonesia Baru : মেদান ২০১৫১; স্থাপিত ঃ ১৯৭০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০। (৭) The Suara Rakyat Semesta : পালেমবাং, ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১০,০০০। (৮) The Waspada : মেদান স্থাপিত ১৯৪৭ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৬০,০০০ (দৈনিক)।

প্রধান প্রধান সাময়িকী ঃ

(১) আমানাহ ঃ জাকার্তা; পাক্ষিক; মুসলিম চলতি ঘটনাপ্রবাহ; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৮০,০০০।

(২) বেরিতা নেগারা ঃ জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৫১ খৃ.; সপ্তাহে ২টি সংখ্যা; দাপ্তরিক গেজেট।

(৩) বোবো ঃ জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৭৩ খৃ.; সাপ্তাহিক; শিশুতোষ পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ২৪০,০০০।

(৪) বোলা ঃ জাকার্তা, সপ্তাহে ২টি সংখ্যা; মঙ্গলবার ও শুক্রবার ক্রীড়া পত্রিকা; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৭১৫,০০০।

(৫) বুয়ানা মিঙগু ঃ জাকার্তা পুসাত, সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় পত্রিকা; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৯৪, ৪৫০।

(৬) বিজনেস নিউজ ঃ জাকার্তা; স্থাপিত ঃ ১৯৫৬ খৃ.; সপ্তাহে ৩টি সংখ্যা (ইন্দোনেশীয় সংস্করণ); সপ্তাহে ২টি সংখ্যা (ইংরেজী সংস্করণ); প্রচার সংখ্যা ১৫,০০০।

(৭) চিতরা ঃ জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৯০ খৃ.; টিভি, চলচ্চিত্র কর্মসূচী, সঙ্গীত এবং সংবাদ শিরোনাম সম্বলিত সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ২৩৯,০০০।

(৮) ডেপথ নিউজ ঃ ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা, স্থাপিত ঃ ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশিয়ার প্রেস ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(৯) দুনিয়া ওয়ানিতা ঃ মেদান; স্থাপিত ঃ ১৯৪৯ খৃ.; পাক্ষিক ইন্দোনেশীয় মহিলা টাবলয়েড; প্রচার সংখা ১০,০০০।

(১০) ইকোনমিক রিভিউ ঃ জাকার্তা, স্থাপিত ১৯৬৬ খৃ.; ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকা।

(১১) ইকোনমি ইন্দোনেশিয়া ঃ জাকার্তা; মাসিক ইংরেজী অর্থনৈতিক জার্নাল; প্রচার সংখ্যা ঃ ২০,০০০।

(১২) একসেকুতিফঃ জাকার্তা।

(১৩) ফেমিলা ঃ জাকার্তা সেলামান; স্থাপিত ঃ ১৯৭২ খৃ.; মহিলাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ঃ ১৩০,০০০।

(১৪) ফোরামঃ জাকার্তা।

(১৫) গাদিস ম্যাগাজিন স্থাপিত ঃ ১৯৭৩ খৃ.; প্রতি ১০ দিনে প্রকাশিত কিশোর পত্রিকা; ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রচার সংখ্যা ঃ ১০০,০০০।

(১৬) গামমা জাকার্তা; ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে টেমপো ও গাতরা পত্রিকার সাবেক কর্মিগণ ইহা স্থাপন করেন।

(১৭) সুগাত (অভিযোগ) ঃ রাজনীতি, আইন ও অপরাধ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা। সুরাবায়া হইতে প্রকাশিত। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ২৫০,০০০।

(১৮) হাইঃ জাকার্তা, ১০২৭০; ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত যুব পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ৭০,০০০।

(১৯) ইন্দোনেশিয়া বিজনেস নিউজঃ জাকার্তা ১১৪১০; ইংরেজী পত্রিকা।

(২০) ইন্দোনেশিয়া বিজনেস উইকলিঃ জাকার্তা ১১৪১০; ইংরেজী পত্রিকা।

(২১) ইন্দোনেশিয়া ম্যাগাজিন ঃ জাকার্তা; ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে স্থাপিত মাসিক ইংরেজী পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ১৫,০০০।

(২২) ইনতিসারি (ডাইজেস্ট); জাকার্তা, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে স্থাপিত ইন্দোনেশীয় মাসিক পত্রিকা; জনপ্রিয় বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি পত্রিকাটির উপজীব্য বিষয়বস্তু; প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০।

(২৩) জাকার্তা জাকার্তা ঃ জাকার্তা; ১৯৮৫ খৃ. স্থাপিত সাপ্তাহিক পত্রিকা; খাদ্য, কৌতুক, ফ্যাশন ও তারকাদের খবর পত্রিকাটির উপজীব্য বিষয়বস্তু; প্রচার সংখ্যা ৭০,০০০।

(২৪) কেলুআরগা ঃ জাকার্তা; মহিলাদের পাক্ষিক পারিবারিক পত্রিকা।

(২৫) মাজালাহ ইকোনমিস ঃ জাকার্তা; মাসিক ইংরেজী ব্যবসায় পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ২০,০০০।

(২৬) মাজালাহ কেদোকতেরান ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের জার্নাল)ঃ জাকার্তা; ১৯৫১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত মাসিক পত্রিকা; ইন্দোনেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত।

(২৭) ম্যাঙ্গল ঃ বান্দুং; ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে স্থাপিত সুদানীজ পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ৭৪,০০০।

(২৮) মাতরা ঃ জাকার্তা; ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত মাসিক ম্যাগাজিন; সাধারণ জ্ঞাতব্য ও চলতি ঘটনা প্রবাহ পত্রিকাটির উপজীব্য বিষয়বস্তু; প্রচার সংখ্যা ঃ ১০০,০০০।

(২৯) মিমবার কাবিনেত পেমবানগুনান ঃ জাকার্তা; ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত মাসিক ইন্দোনেশীয় পত্রিকা; তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

(৩০) মুতিয়ারা ঃ জাকার্তা তিমুর; সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সম্বলিত পত্রিকা।

(৩১) নোভা ঃ জাকার্তা সাপ্তাহিক; ইন্দোনেশীয় ভাষায় পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৬১৮,২৬৭।

(৩২) অপোসিসি; জাকার্তা; রাজনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৪০০,০০০।

(৩৩) অটোমেটিভ ঃ জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৯০ খৃ.; যানবাহন সংক্রান্ত বিশেষায়িত সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড, প্রচার সংখ্যা ২১৫,৭৬৩।

(৩৪) পেরারবা ঃ যোগজাকার্তা; সাপ্তাহিক ইন্দোনেশীয় ও জাভানীজ রোমান ক্যাথলিক পত্রিকা।

(৩৫) পারতনি পিটি ঃ জাকার্তা সেলাতান; স্থাপিত ঃ ১৯৭৪ খৃ. মাসিক ইন্দোনেশীয় কৃষি পত্রিকা।

(৩৬) পেতিসি ঃ সুরাবায়া হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিকী।

(৩৭) রাজাওয়ালী ঃ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ে জাকার্তা হইতে ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রকাশিত মাসিক।

(৩৮) সিলেকাটাঃ জাকার্তা হইতে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক; প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০।

(৩৯) সিমপানি ঃ জাকার্তা; ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে Detik (নিষিদ্ধ ঘোষিত ১৯৯৪-৯৮ খৃ.) পত্রিকার প্রাক্তন কর্মিগণ পত্রিকাটি চালু করেন।

(৪০) সিনার জায়া ঃ জাকার্তা সেলাতান হইতে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক পাক্ষিক।

(৪১) সওআসেমবাদা ঃ জাকার্তা।

(৪২) টেমপো ঃ জাকার্তা ১৯৭১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত সাপ্তাহিক।

(৪৩) তিআরা ঃ জাকার্তা ১০২৭০; স্থাপিত ১৯৯০ খৃ; জীবনাচরণ, ফিচার এবং তারকাদের সংবাদসম্বলিত পাক্ষিক পত্রিকা।

(৪৪) উম্মাত ঃ ICMI-এর পৃষ্ঠপোষকতায় জাকার্তা হইতে প্রকাশিত ইসলামী পত্রিকা।

প্রধান প্রধান সাময়িকীসমূহের বরাত ঃ Principal Periodicals, in the Europa World Year Book, লন্ডন ২০০৩ খৃ. পৃ. ২০৯২।

নিউজ এজেন্সিসমূহ ঃ

(১) আনতারা (ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি)ঃ জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৩৭ খৃ.; ২০টি রেডিও, ৭টি টেলিভিশন, ৯৬টি সংবাদপত্র, ৮টি বিদেশী সংবাদপত্র, ৭টি ট্যাবলয়েড, ৭টি মাগাজিন, ২টি নিউজ এজেন্সি, ৯টি দূতাবাস এবং ৭টি ডটকম গ্রাহক (২০০১ খৃ.); ইন্দোনেশিয়াতে ২৬ টি শাখা, বিদেশে ৬টি শাখা/করেসপেন্ডেন্ট; ৪টি ইন্দোনেশীয় এবং ১টি ইংরেজী বুলেটিন; বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারসমূহের মনিটরিং সার্ভিস; ফটো সার্ভিস ইত্যাদি ইহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(২) কানতোরবেরিতা নেসিওন্যাল ইন্দোনেশিয়া (KNI নিউজ সার্ভিস)ঃ জাকার্তা তিমুর স্থাপিত ১৯৬৬ খৃ.; স্বাধীন জাতীয় নিউজ সার্ভিস; প্রতিষ্ঠানটি ইন্দোনেশীয় ভাষায় দেশ-বিদেশের খবর পরিবেশন করিয়া থাকে।

প্রেস এসোসিয়েশনসমূহ ঃ

(১) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (স্বাধীন সাংবাদি সমিতি)ঃ স্থাপিত ১৯৯৪ খৃ, বেসরকারী এই প্রতিষ্ঠানটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করিয়া থাকে। ইহা জাকার্তা শহরে অবস্থিত।

(২) ইন্দোনেশিয়ান জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনঃ জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৪৬ খৃ. সরকার নিয়ন্ত্রিত।

(৩) ইন্দোনেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশক এসোসিয়েশন (SPS)ঃ জাকার্তা।

(৪) ইন্দোনেশিয়ার প্রেস ফাউন্ডেশনঃ জাকার্তা ১৩০১০; স্থাপিত ১৯৬৭ খৃ.।

ইন্দোনেশিয়ার প্রকাশনা ব্যবস্থা ঃ

ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় এক শত পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এইগুলি দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রকাশনাগুলির তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত খৃস্টীয় ধর্মীয় ও শিশুতোষ পুস্তক প্রকাশক যোগজাকার্তার কনিসিনে পাবলিশার্স দেরেসানং ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সুবারায়ের ধর্ম দর্শন ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদির প্রকাশক জায়াবায়া এবং ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠত জাকার্তার ইসলাম ও ইতিহাস বিষয়ক প্রকাশনায় তিন ভাষায় ইন্দোনেশিয়া সর্বপ্রচীন প্রকাশনালয়। অবশিষ্ট প্রকাশনালয়গুলি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত। ইন্দোনেশীয় ভাষা ছাড়া পূর্বসূরীর বেশ কিছু উন্নত ভাষার পুস্তকও এদেশে প্রকাশিত হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ও মুদ্রণালয়টি রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। সরকারী নানা বিষয়ের প্রকাশনা ছাড়াও কলা, সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির গ্রন্থাদিও এ মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

২০০১ - ২০০৪ খৃ. ইন্দোনেশিয়া ঃ

সাধারণ নির্বাচন ঃ ইন্দোনেশিয়াতে এ যাবৎ নয়টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের বৎসরগুলি ছিল যথাক্রমে ঃ ১৯৫৫, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৯৭, ১৯৯৯ ও সাম্প্রতিককাল ২০০৪ খৃ.। এ নির্বাচনে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর জেনারেল সুসিলো বামবাং ইউধোইয়োনো জয় লাভ করিয়া জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রেসিডেন্ট সুসিলো দেশের ৩২টি প্রদেশের মধ্যে ২৯টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। তাঁহার জনপ্রিয়তা দেশব্যাপী ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সংমিশ্রণ রহিয়াছে। ৫৫০ সদস্যবিশিষ্ট সংসদে প্রেসিডেন্টের নব গঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির রহিয়াছে মাত্র ৫৮টি আসন। তাই তিনি সংসদে তাঁহার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইউসুফ কাল্লার 'গোলকার' দলের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতিগণ

ক্রমিক নং	নাম	শাসনামল
১.	আহমদ সুকর্ন	১৯৫৫ - ১৯৬৭ খৃ.
২.	সুহার্তো	১৯৬৭ - ১৯৯৮ খৃ.
৩.	বি. জে. হাবিবী	১৯৯৮ - ১৯৯৯ খৃ.
৪.	আবদুর রহমান ওয়াহিদ	১৯৯৯ - ২০০১ খৃ.
৫.	মেঘবর্তী সুকর্নপুত্রী	২০০১- ২০০৪ খৃ.
৬.	সুসিলো বামবাং ইউধোইয়োনো	২০০৪ খৃ.

মানবাধিকার ঃ ২০০০ খৃস্টাব্দের ২৬ নং আইন দ্বারা মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠা করত রোম সংবিধির ধারাসমূহের আত্মীকরণ করা হয়। শেযোক্ত সংবিধিতে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বিধৃত আছে।

মুসলিম জনসংখ্যার ক্রমোন্নতি ঃ সুমাত্রা দ্বীপের সর্বউত্তরাংশে অবস্থিত আচেহ-তে আগত গুজরাটী ও পারস্য দেশীয় মুসলমান বণিকগণ দ্বীপটিতে ইসলাম ধর্মের গোড়াপত্তন করেন। এইভাবে জাভা দ্বীপের বানতেন ও দেমাকে প্রচার লাভের পূর্বেই ইসলাম আচেহতে বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ প্রথমে উপকূলীয় এলাকা হইতে ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরে ইহার অগ্রযাত্রা সাধিত হয়, বিশেষত জাভাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নয়জন বুযুর্গ বা ওয়ালীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সে সময় হইতে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭১ কৃ. আদম শুমারী মতে দেশটির ৮৭.৫১% জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান যাহা ২০০০ খৃ. আদমশুমারী মতে ৮৮.২২%-তে উন্নীত হয় অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১.৮৬%। ইহার ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশিয়ার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। উল্লেখ্য যে, জাকার্তাতে অবস্থিত ইসতিকলাল মসজিদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ। দেমাক মসজিদ ইন্দোনেশিয়ার সর্বপ্রাচীন মসজিদ।

ইন্দোনেশিয়ার ইসলাম ধর্মীয় কার্যক্রম ঃ ইন্দোনেশিয়াতে দাপ্তরিকভাবে স্বীকৃত ছয়টি ধর্মমত রহিয়াছে, যথা ঃ ইসলাম, ক্যাথোলিক, প্রটেসট্যান্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু ও কনফুসিয়াস-এর ধর্ম।

১৯৯৯-২০০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ঃ সকল ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা ও সেবার মান উন্নয়ন, ধর্মীয় শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় শিক্ষায়তনসমূহের উন্নয়ন এবং প্রথাগত ধর্মীয় বিদ্যালয়-সমূহের সম্প্রসারণ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় নীতি নির্ধারণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করিয়া থাকে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সেবার মানোন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মসজিদের সংস্কার ও সংরক্ষণ, হজ্জ ব্যবস্থাপনা, মুসলিম বিবাহের জন্য কাযী অফিসসমূহের স্থাপন ও ধর্মীয় বই-পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার।

সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায় মুসল্লিদের জন্য আরও মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাহাদের নামাযের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নিরন্তর প্রচেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্য মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইসলামী জ্ঞানের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার অনুবাদসহ ইসলামী গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইন্দোনেশীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া এ সকল রচনা ও প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদেরকে সার্বিকভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ লক্ষ্যে বহু বহু বই-পুস্তক মৌলিক ও অনুবাদ এই উভয় প্রকারের বই প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়।

বিবাহ সুষ্ঠুভিত্তিক করণার্থে বিবাহ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে পারিবারিক কল্যাণ বিধান ও পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরও দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

মানবিক কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দান, অনুদান ও দাতব্য কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হয়। এই লক্ষ্যে সকল প্রদেশেই কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য হাজার হাজার লোককে মানোন্নয়ন কোর্সের মাধ্যমে পাঠ দান করা হইয়াছে।

মসজিদ, মন্দির, বিহার ও গীর্জা স্থাপনের জন্য ২০০১ খৃ. ১.৯৭১ টি এবং ২০০২ খৃ. ২,১৯৩ টি এবং ২০০৩ খৃ. ৫,৯৩০ টি প্লট রেজিস্ট্রি করা হয়। এই সময়ে ইসলামী অনুদান ব্যবস্থাপনার জন্য ১,০৫৭ ব্যক্তিকে মানোন্নয়নের উপর সংক্ষিপ্ত কোর্সে পাঠ দান করা হয় এবং সামাজিক-ধর্মীয় তহবিলসমূহের ব্যবস্থাপনা-পুস্তক বিতরণ করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার হজ্জ ব্যবস্থাপনা ঃ ইন্দোনেশিয়ার হজ্জযাত্রীদের কল্যাণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। হজ্জযাত্রীদের জন্য পুরাতন বোর্ডিং হাউসগুলির সংস্কারের পাশাপাশি অনেক নূতন ভবনও নির্মাণ করা হইয়াছে। হজ্জের আয়োজনকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স ও বিধিবিধানসম্বলিত পুস্তকাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২০০১-২০০৩ খৃ. সময়কালে হজ্জযাত্রীদের ২৫৫টি দলকে নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশীয় হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ২০০২ খৃ. ১৮২,০৬২ জন এবং ২০০৩ খৃ. ২০১,৩১৯ জন ইন্দোনেশীয় মোট হাজীদের ৪৬%.৭৮% ছিলেন জাভা হইতে আগত, ১৫.১৪% আসেন সুমাত্রা দ্বীপ হইতে এবং বাকীরা ছিলেন অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসী।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কার্যক্রম ঃ ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্মীয় আদর্শের বিকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি জোরদারকরণের লক্ষ্যে ইন্দোনেশীয় সরকার একটি আইন পাশের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার আওতায় সহস্রাধিক লোককে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান করা

হয়। প্রায়শই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে।

ধর্মীয় সংঘাত বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে সংহতির অন্তরায়। এজন্য ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিটি ধর্মের প্রখ্যাত নেতাদের মধ্যে আন্তঃসংলাপের আয়োজন করত সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এইভাবে ১৮টি দেশ হইতে প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে জাকার্তা শহরে ইসলাম, খৃস্টান আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আরও আলোকপাত করা হয়ঃ ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মালিনদো ১ ও ২ সন্ধি ঘোষণা (মালিনদোর বৈরী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ঘোষণা) ইত্যাদি।

ইসলাম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে যোগ জাকার্তায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গবেষণা ইনস্টিটিউ স্থাপন করা হইয়াছে। মেদান ও আমবনে ইহার শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী বুদ্ধিজীবিগণ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করত উহার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় খুঁজিয়া বাহির করেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে ইন্দোনেশীয় 'উলামা পরিষদ নাহদাতু'ল-'উলামা ইন্দোনিশিয়া (MUI) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পরিষদটি যেসব ভ্রাতৃপ্রতীম সংস্থাসমূহের সহযোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়াস পায় সেগুলির মধ্যে আছে ঃ

- ইন্দোনেশীয় গীর্জা এসোসিয়েশন (PGI)
- ইন্দোনেশীয় ক্যাথলিক গীর্জা কনফারেন্স (KWI)
- ইন্দোনেশীয় হিন্দু ধর্ম পরিষদ (PHDI)
- ইন্দোনেশীয় বুদ্ধ এসোসিয়েশন (ওয়ালুবি) এবং ইন্দোনেশীয় কনফুসীয় উচ্চ পরিষদ (মাতাকিন)

প্রধান ইসলামী বিদ্যালয় ব্যবস্থায় মানোন্নয়ন ঃ এই কার্যক্রমের আওতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় ক্যারিকুলাম উন্নয়ন, ধর্মীয় শিক্ষকদের দক্ষতার মান নির্ধারণ এবং উন্নততর ইসলামী আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকে। ইহার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষকগণ মানোন্নয়ন কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, এমন কি দেশ-বিদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদেরকে শিক্ষা কার্যক্রমবহির্ভূত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণেও উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল বিষয়সহ ইসলামিক রেফারেন্স জার্নাল ও পুস্তকাদিও সরবরাহ করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষা ঃ ইন্দোনেশিয়াতে স্কুল-পূর্ব এবং মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদরাসা শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। অপর পক্ষে সানাওইয়াহ মাদরাসাগুলিতে সাধারণ জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানের শিক্ষাক্রম পরিচালিত হইয়া থাকে। মাদরাসাগুলি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে।

পূর্ব জাভার ফিদিরী জেলায় আমাদের দেশের কওমী মাদরাসা ধরনের বেসরকারী একটি বিশাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে—যাহার ছাত্র সংখ্যা ৫/৬ হাজার। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ 'উলামা প্রতিনিধিদল ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সফর করিলে আমাদের জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, তদানীন্তন গণভবন মসজিদের খতীব মওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী প্রমুখ কয়েকজন সদস্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন শায়খ উস্তাদ মাহরূস আলীর বিশেষ দাওয়াতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি মিসরের আল-আযহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাই প্রতি বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ আল-আযহারে ভর্তির সুযোগ পাইয়া থাকেন।

ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী উৎসব ও অনুষ্ঠানমালা ২০০৫ ঃ

গ্রীবেগ সুরো ঃ মুহাররাম মাসের প্রথম দিনে জাভার মুসলমানগণ নববর্ষ পালন করেন। অনুষ্ঠানমালার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ১১শ জাতীয় রিওগ উৎসব, যাহা পনোরোগো শহরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিখ্যাত রিওগ অনুষ্ঠানমালার চিত্তাকর্ষক আয়োজনের মধ্যে আছে একটি বিশাল মুখোশযুক্ত আকৃতির বাঘ যাহার মাথা ও ময়ূরপুচ্ছ সজ্জিত দেহটির ওজন ৪০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইয়া থাকে। একটি ভাবাবেগপূর্ণ অনুষ্ঠানে ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে আছে শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানমালা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও কুটির শিল্পসামগ্রীর কেনা-বেচা।

ফেব্রুয়ারী তাবুক ঃ পশ্চিম সুমাত্রার পারিয়ামানে মুহাররাম মাসের দশ তারিখে ইসলাস ধর্মের আদর্শ রক্ষার্থে কারবালার যুদ্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দৌহিত্র হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত দিবসে আশুরা উপলক্ষে দিনটি পালিত হয়। "বোরাক" নামক একটি স্বর্গীয় প্রাণী বা নারী মুন্ড বিশিষ্ট পঙ্খীরাজ ঘোড়া হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর আত্মাকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তাযিয়ার মিছিলে নৃত্য-গীত পরিশেষে উহাকে সমুদ্র বক্ষে বিসর্জন দেওয়া হয়। ধর্মপ্রাণ দর্শকগণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ঐ বিসর্জিত তাযিয়ার কিছু অংশ সংগ্রহের প্রয়াস পান। এই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রহিয়াছে ঘোড় দৌড়, সমুদ্র সৈকত অনুষ্ঠান ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনী।

সেকাতেন উৎসব ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী সপ্তাহসমূহে ইহা পালিত হইয়া থাকে। সেকাতেন উৎসব শুরু হয় মধ্যরাত্রে; তখন রাজপ্রাসাদের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে দুই সেট প্রাচীন বাদ্য যন্ত্রসহ একটি শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। সমগ্র সপ্তাহে শুধু বৃহস্পতিবার রাত্রে এবং শুক্রবারের সকাল ব্যতীত ঐ দুই সেট বাদ্যযন্ত্র দিবা-রাত্র পালাক্রমে বাজানো হয়। সেকাতেন উপলক্ষে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি মেলাও বসে; সেখানে যাবতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী ও লোকজ শিল্প দ্রব্যের বেচাকেনা হয়। শোভাযাত্রা সহকারে বাদ্যযন্ত্রের সেট দ্বয়কে ক্রাতনে ফিরাইয়া নেওয়ার মাধ্যমে সেকাতন উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। আলন আলন উতারা ক্রাতন, যোগজাকার্তার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

তাবুত উৎস, বেংকুলু ঃ মুসলমান সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে লালন, বিশেষত ইসলাম ধর্মকে রক্ষা ও ইহার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরার জন্য ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা) ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মোৎসর্গকে উপলক্ষে করিয়া অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিম সুমাত্রায় উদ্‌যাপিত তাবুইক উৎসবের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সেকাতেন মেলা, সুরাকার্তা পৌরসভা, কেন্দ্রীয় জাভা ঃ হিজরী রাবীউল আউয়াল মাসে অর্থাৎ জাভার মৌলুদ মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাটি আলুন- আলুন উতারা (কাসুনানান রাজপ্রাসাদের উত্তর প্রাঙ্গণে) অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দর্শকদের জন্য দিবা-রাত্র খোলা থাকে। এখানে ঐতিহ্যগত খাদ্যসামগ্রী, কুটির শিল্পজাত খেলনা ইত্যাদি নানাবিধ পর্যটক আকর্ষণীয়

দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। রাজকীয় পরিবারের শোভাযাত্রার মাধ্যমে মেলা সূচিত হয়। তাহারা বিশাল দুই সেট বাদ্যযন্ত্র সুনান রাজপ্রাসাদ হইতে প্রার্থনার বড় মসজিদের উত্তর প্রাঙ্গণে আনয়ন করেন। "গ্রেবেগ মৌলুদ"-এর মাধ্যমে সেকাতেন মেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঈদুল আযহা ঃ ইহা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে পালিত হয়। মুসলমানগণ এই দিনে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে মসজিদে ও শহরের উন্মুক্ত স্থানে ঈদের নামায আদায় করত গরু-ছাগল কোরবানী করেন। প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে কোরবানীর গোশতের বিলি-বণ্টন করা হয়। ইহা একটি সরকারী ছুটির দিন।

গ্রেবেগ বেনার উৎসব ঃ মহান আল্লাহতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উদ্দেশে উৎসবটি পালিত হয়। মুসলমানগণ এই দিনে দান-খয়রাত করেন, গরু-ছাগল কোরবানী করেন এবং গরীব দুঃস্থদের মধ্যে কোরবানীর গোশত বিতরণ করেন। মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কোরবানী করার উদ্যোগ নেন। উৎসবটি গ্রেবেগ শাওয়ালের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। পর্বটির মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈলের সেই আত্মোৎসর্গকে স্মরণ করা হয়।

রবক রবক, পন্তিয়ানাক, পশ্চিম কালিমানতান ঃ জাভার দিনপঞ্জী মতে সফর মাসের শেষ বুধবারে পান্তিয়ানাকে রবক রবক নামক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। উৎসবটি আমানতুবিল্লাহ রাজতন্ত্রের একটি চিরায়ত প্রথা হিসাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষ্যে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর নৃত্যের আয়োজন করা হয়।

গ্রেবেগ মৌলুদ মুসলিম ধর্মীয় উৎসব ঃ গ্রেবেগ দ্বারা প্রাসাদ নিরাপত্তা কর্মীদের শোভাযাত্রা বুঝায়। জাভানীজ ভাষা হইতে চয়নকৃত এই শব্দটির অর্থ গোলযোগপূর্ণ শোরগোলের উৎসব হিসাবে দর্শনার্থীদের কোলাহল অথবা রাজপ্রাসাদ হইতে মসজিদগামী শোভাযাত্রার সহগামী রাজকীয় গার্ডদের কুচকাওয়াজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শব্দ আরও জোরালো হয় যখন শোভাযাত্রা হইতে রাজকীয় গার্ড বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গুলি ফোটায়। সুলতানের প্রাসাদ হইতে এই উৎসবটির আয়োজন করা হয়।

মাওদু লামপোয়া, চিকোয়াঙ গ্রাম, তাকালার, দক্ষিণ সুলাওয়েসি ঃ মহানবী (স)-এর জন্মদিন উপলক্ষে এখানে বিভিন্ন আকর্ষণীয় আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে আছে সুসজ্জিত নৌকা বাইচ, শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ইত্যাদি।

উয়া পুয়া, বিমা পশ্চিম নুসা টেংগারা ঃ মৌলুদ নবী মুহাম্মাদ (স) অর্থাৎ তাঁহার জন্মদিন পালন উপলক্ষে বিমানীজ জনগণ বীমা প্রাসাদে এই সাংস্কৃতিক উৎসবটির আয়োজন করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে অনেক ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান, খেলা ও প্রার্থনা-উৎসবের আয়োজন করা হয়।

ইস্রা (মি'রাজ) ঃ মহানবী (স) কর্তৃক সপ্ত আসমান পাড়ি দিয়া আল্লাহর দীদার লাভের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইন্দোনেশিয়াব্যাপী দিনটি পালিত হয়। ইহা একটি সরকারী ছুটির দিন।

মালিমান শ্রীওয়েদারি/"সেলিকোরান" উৎসব সুরাকার্তা পৌর-সভা/কেন্দ্রীয় জাভা ঃ পবিত্র রমযান মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল উপলক্ষে শ্রীওয়েদারি পার্কে এই " নৈশ উৎসব"-টি পালিত হয়। ২১ রমযান তারিখে সন্ধ্যা ৬টায় কাসুনান রাজপ্রাসাদ হইতে রাজকীয় পরিবারবর্গের শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। রাত ৮টায় শোভাযাত্রাটি শ্রীওয়েদারি পার্কে পৌঁছানোর পর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুটিরশিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

গ্রেবেগ শওয়াল উৎসব, আলুন-আলুন উতারা ক্রাতন যোগজাকার্তা ঃ পবিত্র রমযান মাসে সিয়ামব্রত পালনান্তে মুসলমানগণ আল্লাহর প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার উদ্দেশে উৎসবটি পালিত হইয়া থাকে। সকাল ৮ ঘটিকায় ক্রাতন গার্ডদের শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সূচিত হয়। ওয়িরোব্রোজ, দায়েং, কেতাংগুং, যোগাকারিও, পাওয়িরোতোমো ও মন্ত্রীজিরো পরিহিত তাহাদের ক্রেতা দুরস্ত ইউনিফর্ম দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে দেন সেনাবাহিনী প্রধান। মার্চ পার্টি অনুষ্ঠানটি ঘিতি হিংগিল হইতে শুরু হয় উহা পেজলারান-এর উপর দিয়া দক্ষিণ প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া শোভাযাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

ঈদুল ফিতর (লিবারান) ঃ পবিত্র রমযানের সিয়ামব্রত পালনান্তে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানগণ ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করেন। ইহা একটি সরকারী ছুটির দিন। ঈদুল ফিতর-এর জামাত মসজিদ ও উন্মুক্ত মাঠসমূহে সকাল ৮টা হইতে শুরু হয়। তাহারা তাহাদের সবচেয়ে ভাল পোশাকগুলি পরিধান করেন এবং বিগত বৎসরের ভুল-ত্রুটির জন্য একে অপরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাত্রে উৎসবমুখর পরিবেশে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

রমযানের পিঠা উৎসব/মেলা ঃ বানজারমাসিন, দক্ষিণ কালিমানতান, সমগ্র রমযানের রোযার মাসব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় বানজার জনগোষ্ঠী তাহাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকেন। মেলাটি প্রতিদিন বেলা ৩ টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে।

পুকুল সাপু (ঈদুল ফিতরের সাতদিন পর)

মামালা ও মোরেলা, মালুকু ঃ মামালা ও মোরেলা গ্রামের দুই দল লোক খোলা গায়ে পালাক্রমে একে অপরের পিঠে আধা ঘন্টা যাবৎ আঘাতকরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পালন করিয়া থাকে। অনুষ্ঠানে আহত ব্যক্তিবর্গের শারীরে "মামালা তৈল" প্রয়োগ করত এই তেলের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়। হাড় ভাঙার আরোগ্য করা সহ তৈলটির অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Indonesia, in The World of learning, 2005, 54th edition, volume I, London and New York 2004, 834-851; (২) Indonesia 2004, 35th official handbook, National Information Agency, Jakarta 2004; (৩) Indonesia, the most varied destination anywhere, MICE Venues, The Ministry of culture and Tourism Jakarta 2004; (৪) Indonesia, Calendar of Event 2005, The Ministry of Culture and Tourism, Jakarta 2004; (৫) Welcome to Indonesia, Indonesia Culture and Tourism Board, Jakarta 2002; (৬) Image Indonesia, April 2005 edition, Jakarta Selatan 2005; (৭) Indonesia, Ultimate in Diversity;

Jakarta, Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua, The Ministry of Culture and Tourism, Jakarta 2004; (৮) Indonesia Travel News, Nov-Dec. edition, The Ministry of Culture and Tourism, Jakarta 2004; (৯) Article Indonesia in the Europa World Yearbook, London 2003; (১০) Tsunami Servivors face hunger as Muslim Vestival nears, in The Bangladesh Today, Dhaka 21 January 2005; (১১) Bangladesh blasts recall Indonesian Experience, in The Financial Express, Dhaka 31 August 2005, 1-7; (১২) Article Indonesia, in The Encyclopaedia Americana, International Edition, Connecticut 1996, 77-96; (১৩) Anwar, Khaidir, Indonesia : The Development and Use of a national language, Ohio Univ. Press 1980; (১৪) Coomaraswamy, Ananda K., History of Indian and Indonesian Art, Dover 1985; (১৫) Aveling Harry, ed. The Development of Indonesian Society, St. Martin's Press 1980; (১৬) Mody, Nawas, Indonesia under Suherto: A Study in the Concentration of Power, Art. Bks. 1986; (১৭) Indonesia looks to keep pace with dynamic Asia, in IMF Survey, Washington DC August 29,2005, 260-261; (১৮) Pangestu, Marie, and Manggi Habir, The Boom, Bust, And Restructuring of the Indonesian, Banks, IMF Working Paper 02/66, Washinglon DC 2002; (১৯) Barton Greog "Neo-Modernism : A vital synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia," Studia Islamika, Vol 2, No. 3, Jakarta 1995; (২০) Burton Greg, The Emergence of Neo- Modernism: a Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia : A Textual Study Examining the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmed Wahih and Abdurrahman Wahid 1968-1980, Monash University, Australia 1995; (২১) Burton Greg, "Indonesia Nurcholish Madjid and Aburrahman Wahid as Intellecteal Ulama : The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism and Modernism in Neo-Modernist Thought" Studia Islamika Vol-4, No. 1, Jakarta 1997; (২২) Darmali dadi, "Urban Sufism : The New 'flourishing Vivacity of Contmporary Indonesian Islam in Studia Islamika, vol. 8, No. 1, Jakarta 2001; (২৩) Madjid Nurcholish, "The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia: From a Participant Point of view in A Ibrahim, S. Siddique & Y. Hussain Reedings on Islam in Southeset Asia Singapore 1985; (২৪) Muzani Saiful, "Mutazila Theology and Modernization of The Indonesia Muslim Community Intellectual Portrait of Harun Nasution" in Studia Islamika, vol. 1, No.1., Jakarta 1994; (২৫) Saeed Abdullah, "Ijtihad and Innovation in Neo-Modernist Islamic Thought in Indonesia" Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 8, No. 3, 1997; (২৬) Indonesia, in Encyclopaedia Britannica, Vol. 6, Chicago 1994, 298-299; (২৭) ঐ, Vol 21, Chicago 1994, 213-245; (২৮) Ailsa Zainuddin, A Short History of Indonesia, 2nd ed. (1980); (২৯) F.D.K. Bosch, Selected Studies in Indonesia, Archaeology, 1961; (৩০) M. C. Ricklefs, Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792; a History of the Division of Java (1974); (৩১) Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a changing Peasnt Economy; Cental Sumatra, 1784-1847 (1983); (৩২) Deliar Noer, the Moderuist Muslim Movement in Indonesia,, 1900-1973), পুস্তকটিতে ঔপনিবেশিক যুগের শেষাংশে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; (৩৩) Harry J. Benda, The Crescent and The Rising Sun: Indonesia, Islam Under The Japanese Occupation 1944-1945 (1961); (৩৪) Britannica Book of the Year 2002, Chicago 2002, 440-441; (৩৫) Country Perspectives Indonesia, Ambon's Societal Constellation, Muslim Exeutive and Expatriate Newsletter, Volume 1, issue 1, http:/ WWW. islamic-paths. org, 2006; (৩৬) T. Zayn Al-Abidin, An Indonesia Toursim Study, Australia 20 july 2001, in www. victory news magazine. com, 2006; (৩৭) The History of Indonesia,, 100-1500, Ancient Kingdoms and the Coming of Islam, in the internet google search, 2006; (৩৮) Indonesia, The World almanac and Book of Facts, New York, 2005, 785-786.

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

ইনফি'আল (দ্র. ফি'ল)

আল-ইনফিত'ার (انفطار) পবিত্র কু'রআনের ৮২ তম সূরা যাহা মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হইয়াছে। ইহার রুকূ সংখ্যা ও বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আয়াত সংখ্যা যথাক্রমে ১ ও ১৯। تفطر -এর মূল ধাতু ف-ط-ر এবং فطر -এর অর্থ কোন জিনিসকে লম্বালম্বিভাবে বিদীর্ণ করা (مفردات)। এই বিদীর্ণ কখনও কোন জিনিসকে বিকৃত করিবার জন্য এবং কখনও কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে করা হয়। এইজন্যই فطور-এর অর্থ ত্রুটি এবং ফাটল, যেমন هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ (তাকাইয়া দেখ কোন) ত্রুটি দেখিতে পাও কিনা, (৬৭ঃ ৩)? ইমাম রাগি'বের মতে فَطَرَ اللّٰهُ الْخَلْقَ-এর অর্থ إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الافعال "আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন এইভাবে যে, উহার মধ্যে কোন না-কোন কার্যক্ষমতা বিদ্যমান" এবং উহাতে মানব জাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান যে গচ্ছিত আছে তাহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইজন্যই فِطْرَةَ اللّٰهِ বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের যোগ্যতা বুঝায় যাহা মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ-এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম রাগি'ব বলিয়াছেন যে, ইহা নির্দেশ করে যাহা কিছু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে তাহা সে গ্রহণ করিয়া লইবে (দ্র. مفردات ف-ط-ر ধাতুর অধীনে)।

এই সূরায় অত্যন্ত অলংকৃত ভাষায় কিয়ামত ও উহার নিকটবর্তী সময়ের নিদর্শনাবলী ও অবস্থাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই সময় আসমান বিদীর্ণ হইবে। নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে, সমুদ্রসমূহ উদ্বেলিত হইবে, কবরসমূহ উন্মোচিত হইবে, জানিবে সে কি অগ্রে পাঠাইয়াছে এবং কি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবেঃ "হে মানব! তোমাকে ব্যক্তিগত ও সম্পর্কগত উভয় দিক দিয়া পরিপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করা হইয়াছিল, অতঃপর তুমি সত্য অস্বীকার করিয়া নিজেকে অপদস্থ করিলে কেন?" প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে অবিশ্বাস তাহাকে উক্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে। বস্তুত মানবের কৃতকর্ম কখনও নষ্ট হয় না। বলা হইয়াছেঃ "হে (অসতর্ক) মানব! কোন্ বস্তু তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন, অতঃপর তোমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি সুসমঞ্জস করিয়াছেন, অতঃপর যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন তিনি (আল্লাহ) তোমাকে গঠন করিয়াছেন? প্রকৃত কথা হইল এই যে, তুমি তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তাঁহার পক্ষ হইতে তোমার জন্য এমন শক্তিশালী প্রহরী নিযুক্ত আছেন যাহারা প্রতিনিয়ত তোমার কৃতকর্মের হিসাব রাখিয়া যাইতেছেন এবং তোমার কোন কর্মই তাহাদের দৃষ্টি হইতে গোপন থাকে না। আখিরাতে তাহা (আমলনামা) পূর্ণভাবে প্রকাশ লাভ করিবে এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্র।"

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

ইনফিসাখ (দ্র. ফাস্খ)

ইনফিস'াল (দ্র. ওয়াস'ল)

ইনযাল (انزال) ঃ (ফরাসী উচ্চারণঃ " এযেল" আনযালা হইতে, অর্থ কাহাকেও আশ্রয়, আতিথ্য দান)। ইনযাল তিউনিসিয়ার এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী ইজারা প্রথা। দৃশ্যত ইহা রোমক Emphyteusis প্রথার অবশেষ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সম্পত্তির অপরিবর্তনযোগ্যতার বিষয়টি ইহার সুবাদে এড়ানো সম্ভব হয়। মালিকী মায'হাবের সংজ্ঞায় ইহা কোনও সম্পত্তি বিশেষের এক ধরনের চিরস্থায়ী ইজারা বা বন্দোবস্ত বিশেষ (কিরা মু'য়াব্বাদ)। এই ইজারা কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ইজারা বলে ঐ সম্পত্তিতে বাড়ী বা অন্য কোনও ভবন নির্মাণ করিতে পারে কিংবা বৃক্ষ রোপণ করিতে পারে এবং সে বৎসর বা মাসের ভিত্তিতে সেইজন্য একটা কায়েমী খাজনা প্রদান করে (D. Santillana, istituzioni di diritto musulmano malichita, Rome 1925, i, 441)। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে E. Clavel যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে সম্পত্তির দুই জমিদারীগত বিষয় স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেনঃ " L'enzel est un contral sui generis, par Lequel le wakf ou le proprietaire d'un bien mulk sedepouille a perpetuite du domaine eminent a charge par le temancier de payer un canon annuel fixe (Le Wakf ou habous, caire 1896, 2, 188)। ইজারাগ্রহীতার অধিকার এই ব্যবস্থাধীনে অত্যন্ত ব্যাপক বিধায় তিনি বস্তুত জমিদারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে ভবন নির্মাণ করিতে পারেন, বৃক্ষ রোপণ করিতে পারেন, ঐ সম্পত্তির উন্নতি সাধন করিতে পারেন (যাহা তাঁহার সম্পত্তিতে পরিণত হয়), ঐ সম্পত্তি দান করিতে ও অধিকার হস্তান্তর করিতে পারেন। ইনযাল তিউনিসিয়ার কিরদার ও মিসরের হিক্র ব্যবস্থার অনুরূপ ; তবে চারিটি বিষয়ে ইহার ভিন্নতা রহিয়াছে: যেমন (১) ইহার মূল উদ্দেশ্য বর্তমানে বিলুপ্ত অর্থাৎ ওয়াক্'ফ সম্পত্তিকে উৎপাদনশীল করিয়া তুলিয়া উহা ফলভোগীদের জন্য আয়ের ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা আর নাই; (২) ইহা এখন আর কেবল ওয়াক্'ফে সীমিত নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়; (৩) পর পর দুই বৎসর খাজনা প্রদান না করিলে ইহা বাতিল হয় এবং (৪) সম্পত্তির খাজনাকে ঐ সম্পত্তির রাজস্ব মূল্যায়নের উঠানামার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা চলিবে না। ফরাসী আশ্রিত দেশ হিসাবে তিউনিসিয়ায় সমসাময়িককালে ইনযাল ব্যবস্থা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কেননা এই ব্যবস্থাধীনে ঔপনিবেশিকদের (colons) জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই বিপুল জোত-জমির অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (মূল পাঠে প্রদত্ত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত(ঃ (১) J. Aribat, Essai Sur les contrats de quasi-alienation et de location perpetuelle, Algiers 1902; (২) G. Del matto, Enfiteusi ed Inzal, in L'Africa Italiana, N. S. vi (1927), 16-21; (৩) H. De Montety, Une Loi agraire en Tunisie, cohors 1927; (৪) F. Valenzi, 11 contratto di Enzel nel diritto musulmano, in Rivista delle cononie italiane (1931), 83-91; (৫) A. Seemala, Le contrat, d'Enzel en droit tunisien, thesis, Paris 1935; (৬) G. Vittorio, I beni, "habous" in Tunisia, in om, xxxiv (1954), 540-8।

P. Shinar (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

ইনশা (إنشاء) ঃ (আ) উদ্ভাবন, সৃষ্টি, মৌলিক রচনা। মাফাতীহু'ল-'উলূম,(van vloten, পৃ. ৭৮) অনুযায়ী ইনশার এক অর্থ কোন দলীল প্রস্তুত করা, যাহা পরবর্তীকালে বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ অথবা কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীতই চূড়ান্ত করা হয়। অন্য কথায় ইহা দ্বারা কোন দলীলের খসড়া বুঝায়। 'ইলমু'ল-ইনশার অর্থ দলীল লিখন অর্থাৎ চিঠিপত্র এবং প্রতিবেদন দলীল ইত্যাদি রচনা বিষয়ক বিদ্যা। ধারণা করা হয় যে, 'আরবের শেষ উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের গোপন তথ্যলেখক আবদু'ল- হ'়ামীদ ইব্ন য়াহ'য়া (এইজন্য দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, উক্ত শিরো.) প্রথম উক্ত বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় অসংখ্য পুস্তক রহিয়াছে যেইগুলিতে পরোক্ষভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কীয় বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথাঃ আল-কালকাশান্দী (দ্র.)-র বৃহৎ গ্রন্থ সুবহু'ল-আ'শা ও ইব্ন ফাদ'লিল্লাহ (দ্র.)-এর আত-তা'রীফ বি'ল-মুসত'লাহ' নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। আশ-শারীফ মার'আ ইব্ন য়ূসুফ 'আরবী ভাষায় ইনশার নির্দেশিকা পুস্তক হিসাবে বাদী'উ'ল-ইনশা ওয়াস-সিফাত ফি'ল-মুকাতাবাত ওয়া'ল-মুরাসালাত গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন যাহা বুলাক, কায়রো ও কনস্টান্টিনোপল-এ বার বার (কখনও হ'াসান আল-'আত্ত'ার (দ্র.)-এর এই জাতীয় গ্রন্থ ইনশাউল আত্তার-এর সহিত) মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতেও অধিকতর পুরাতন ইব্ন ফাহ্দ আল-হ'লাবী (কায়রো ১২৯৮ হি., ১৩১৫ হি.) রচিত হু'সনু'ত- তাওয়াস্সুল ইলা সানা'আতিত-তারাস্সুল নামক গ্রন্থ। 'আরবী ভাষায় এমন বহু পুস্তক আছে যাহাতে চিঠিপত্রের নমুনা প্রদান করা হইয়াছে। তু. 'আরবী ভাষায় প্রণীত পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়। বর্তমান যুগে রচিতঃ সা'ঈদ শারতুনী ঃ Manuel de style epistolaire, বৈরূত ১৮৮০ খৃ. জে, হারফুশ, Correspondance Commerciale, বৈরূত ১৯০২ খৃ.; E. Fumey Choix de correspondances Marccaines etc. ১৯০৩ খৃ. ইত্যাদি। ফারসী ভাষায় ইব্ন মুআয়্যাদ আল-বাগ'দাদী, হিন্দু শাহ আল-মুন্শী আন-নাখহ'ওয়ানী ও আবু'ল-ফাদ'ল (দ্র.) প্রমুখ। মাজমূ'আ-ই খুত'াত (পত্রাবলী সংগ্রহ) ব্যতীত পত্র ও রচনা বিষয়ে হারকারান (দ্র.) খলীফা শাহ মুহ'াম্মাদ (জামি'উল-কা'ওয়ানীন, লখনৌ ১৮৪৬ খৃ. ও কানপুর ১৮৬৪ খৃ.) ও সায়্যিদু'ল-ইনশা নাও জুহু'র, তেহরান ১৩২৭ হি., শামসী ইত্যাদি গ্রন্থও রহিয়াছে। তুর্কী ভাষায় চিঠিপত্র বিষয়ে নেরকেসীযাদাহ ও কিনালী যাদাহ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ফেরীদূনের প্রসিদ্ধ মাজমূ'আর ব্যাপারে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে (E.I.[2] ২খ., ৯৫); আরও দ্র. খায়রাত এফেনদী, ইনশা, অষ্টম মুদ্রণ (বুলাক ১২৪২ হি.)। বর্তমান যুগের গ্রন্থসমূহঃ আহ'মাদ রাসিম, এল আবেলী খাযীনা-ই মাকাতিব (মাকাতীব), (ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি.), মুহ'াম্মাদ ফু'আদ, রাহ্বার-ই কিতাবাত-ই 'উছ'মানিয়্যা ইয়া খুদ মুকাম্মাল মুনশা'আত (ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি.,); সা'ঈদ এফেনদী, Guide Complet de Correspondance turcfrancais, কনস্টান্টিনোপল ১৩৩১ হি. ইত্যাদি।

ইনশা দফতরের পেশাদার লেখকদের (দ্র. কাতিব) মুনশী বলা হয় [দ্র. ওয়াহী'দ কুরায়শী Insha Literature of Persian (পিএইচ. ডি.-র থিসিস, পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার); সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, ইনশায়ি ফারসী, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত, মে ১৯২৭ খৃ.; বৃটিশ মিউজিয়াম, লণ্ডন ও ইণ্ডিয়া অফিসে ফারসী পাণ্ডুলিপির তালিকায় ইনশা সাহিত্য বিষয়ে অধিক সূত্রসমূহের সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/আবদুল আওয়াল

ইনশা (إنشاء) ঃ যথার্থভাবে শব্দটির অর্থ চিঠিপত্র, দলীলাদি বা রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রের ভাষার গঠন পদ্ধতি ও রচনাশৈলী। তাহা ছাড়া বাক্য গঠনে বা বাক্যাংশেও শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন 'ইল্মু'ল-ইন্শা (মাবাদিউ'ল- ইন্শা) বা "মুন্শা'আত"-এর সমার্থক শব্দরূপে, অর্থ ইনশার রীতি অনুযায়ী রচিত পত্র ও দলীল-দস্তাবিজ। ইনশা', সাহিত্যের একটি ধরন বা রূপকে বুঝায়। এই হিসাবে ইসলামী সংস্কৃতির ভাষাসমূহে (যথাঃ 'আরবী, ফার্সী ও তুর্কী) জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি রচনা পদ্ধতি। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে দরবারী লেখকগণের জন্য প্রণীত স্টাইল গ্রন্থ, হস্তাক্ষর গ্রন্থ (Copy book) এবং পত্র রচনারীতি যেমন, ইন্শা'ও কতকটা তাহাই। কাজেই ইন্শা-সাহিত্য হইতে শুধু গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখন পদ্ধতি এবং কূটনৈতিক উপাদানই নহে বরং ইসলামী দুনিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসেরও পরিচয় লাভ করা যায়, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ইহাতে খ্যাতনামা পত্রলিপিকার, কবি ও রাষ্ট্রনায়কগণের রচনারীতির আদর্শ রূপটি রক্ষিত আছে। ইনশা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রহিয়াছে। কিছু পত্র ও দলীল লেখকগণের নীতিসূত্র সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন দরবার বা উচ্চ বিচারালয়ের নির্দেশসমূহের লেখকের (কাতিব [আলসির]-মুনশী), আবার অন্যগুলি বিভিন্ন ধরনেরই ব্যক্তিগত বা জনগণ সংক্রান্ত নমুনাপত্র, বিশেষ করিয়া দরবার বা উচ্চ বিচারালয় হইতে জারীকৃত দলীল, উপাধিপত্র (Diploma) বা রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র। কোন কোন ইনশার অন্তর্ভুক্ত থাকে লিপিকারগণের জন্য নীতিমালা, স্টাইলের নির্দেশ বা স্টাইলের নমুনা বা ইহার যে কোন একটি; কিন্তু এই উভয়বিধ রচনাও রহিয়াছে এইরূপ ইনশার সংখ্যাও বহু।

ইনশা' রচনার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত পত্র, প্রশস্তি, অভিনন্দন বা শোক জ্ঞাপন, ধন্যবাদ প্রদান, স্মারকপত্র ইত্যাদি। উহা পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা পরিচিতজনদের উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। বিভিন্ন ধরনের দলীল ও রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র কূটনৈতিক (Diplomatic) শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

ইনশার স্টাইল বা রচনাশৈলীর নমুনারূপে পূর্বেকার রচিত ও জারীকৃত কোন প্রকৃত নির্দশন অনেক সময় প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু উদ্ভাবিত মূল পাঠ তৎসঙ্গে কিছু পরিমাণ আপেক্ষিক মূল্য যোগ করিয়াও আবার কখনও কখনও প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু ইনশা রচনাশৈলীর অবিকৃত ও উদ্ভাবিত-এই উভয় দৃষ্টান্তই প্রায়শ প্রদর্শন করা হয় এবং সেখানে কোন তফাৎজ্ঞাপক আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া হয় না, কাজেই কোন একটি ইনশার মূল পাঠ যথার্থ কপি কিনা তাহা সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কোন ইনশা রচনা সংকলক যদি অতীতের কোন দলীল, যেমন কোন সাবেক শাসকের আমলের বা অতীতের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ফরমান বা রাষ্ট্রীয় কাগজ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তবে তাহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে মূল দলীলের সঙ্গে সহজেই উদ্ভাবিত পাঠ যোগ করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যখন নির্ভরযোগ্য নমুনার অভাব থাকিলেও সংকলক হয়ত দেখাইতে ইচ্ছুক হইবেন যে, সেইরূপ দলীল কিভাবে প্রকাশ পাইল। ইহা দ্বারা গবেষককে বিভ্রান্ত করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। কেননা সংকলক হয়ত বৈষয়িক কারণে তাহা করিয়াছিলেন বা

অন্তত সাহিত্যিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য দ্বারা নহে। আইন বিষয়ক উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনা ত আরও কম! কোন ইনশা সাহিত্যের লেখক যদি তাহার নিজেরই রচিত পূর্বের কোন দলীল হইতে উদ্ধৃতি পেশ করেন যেইরূপ প্রায়শই হইয়া থাকে। কেননা অনেক রচয়িতা হয়ত দরবারের কর্মকর্তা হইবার অধিকার বলে তাহা করিতেও পারেন, তবুও সেই ক্ষেত্রে সংযোজিত পাঠকে পুরাপুরি বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না। সেইগুলি হয়ত বা খসড়া মাত্রও হইতে পারে। যাহা অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছিল কিন্তু অনুমোদিত হয় নাই, অথচ লেখক রচনাশৈলীগত কারণে সেইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। রীতি-পদ্ধতির ব্যাপারেও সাবধানতার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা সব সময় প্রমাণিত করা সম্ভব নহে যে, সেইগুলি যথার্থভাবে লিখিত মূল দলীল হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা এবং ঠিকানা, তারিখ ও প্রেরণের স্থান অনুল্লিখিত রহিয়াছে কিনা; নাকি সেইসব তথ্য যথেচ্ছভাবে উদ্ভাবিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

ইসলামের ইতিহাসের কোন কোন আমলেরঐতিহাসিকভাবে সামঞ্জস্য-পূর্ণ মূল দলীলসমূহের অভাবই ইনশা সাহিত্যের উপরে গবেষণার আগ্রহ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। হৃত অথবা বিনষ্ট মূল দলীলের বিকল্পের সন্ধান শুরু হইয়াছে এবং তাহা সঙ্গত কারণেই। কেননা সংকলকের অনৈতিহাসিক উদ্দেশ্য ধরিয়া নিলেও অধিকাংশ ইনশা রচনাই উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত আপাতদৃষ্টিতে কৃত্রিমতার সন্দেহযুক্ত নহে বা বিভ্রান্ত করিবার ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে ইনশা সাহিত্য সম্বন্ধে গত কয়েক দশকে আমাদের জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং সেই ধারণা হইয়াছে কোন একটি বিশেষ ইনশা বা কয়েকটি ইনশার সমষ্টির আকার বা রীতি বিষয়ে বা বিষয়বস্তু লইয়া। ঐতিহাসিকতার প্রতি গবেষকগণের একান্ত আগ্রহহেতুই রচনাশৈলী বা স্টাইলের দৃষ্টিভঙ্গী, সৌন্দর্যবোধ বা সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় নাই বা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য মাত্র। তাহার পরেও আবার ইনশার উৎপত্তি এবং প্রাথমিকভাবে ক্রমবিকাশের প্রশ্ন সম্বন্ধে-যাহা কয়েকটি কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এত কম গবেষণা হইয়াছে যে, সেইগুলি সম্বন্ধে এই পর্যন্ত আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার প্রায় অধিকাংশই অনুমানভিত্তিক।

খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলেই মক্কাবাসিগণ তাহাদের কূটনৈতিক ও ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনে 'আরবীতে লিখিত দলীল ব্যবহার করিত। সেই বিধিবদ্ধ রীতিমালা তখন প্রচলিত ছিল; হুদায়বিয়াতে বায়'আতু'র-রিদ'ওয়ান-এর জন্য আগত মক্কার প্রতিনিধিদের আচরণ হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলিমগণ 'বাসমালা' ব্যবহার করিতে চাহিলে তখন কুরায়শগণ আপত্তি করে যে, প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী সন্ধির শর্তাবলী লিখিতে হইবে। তৎকালে সেইসব লিখন পদ্ধতির কোন বিধিবদ্ধ রূপ ছিল কিনা বা রচনারীতির কোন সংগ্রহও ছিল কিনা, যাহা ইনশা'র অগ্রবর্তী রূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই। আপাতত উমায়্যা আমলের শেষ ভাগ পর্যন্ত এই শ্রেণীর সাহিত্যের সন্ধান লাভ করা গিয়াছে। এই সাহিত্য সন্দেহাতীতভাবে 'আরবী উৎসজাত হইলেও এইগুলির মধ্যে যে পারসিক বা বায়যান্টীয় রীতির প্রভাব ছিল তাহা একটি বিবেচনার বিষয়। চিঠিপত্র ও ফরমান বা দলীলপত্রের ধরন হইতেই তাহা বুঝা যায়। যাহা হউক, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পারস্য ও মেসোপটেমিয়া 'আরব শাসনাধীনে আসিলে পরে নূতন শাসকগণ সাসানীয় দরবার ও কর্মকর্তাগণের পদসমূহ অধিকার করিয়া লয়, যেমন মিসরে বায়য্যানটীয় দরবার ও তথাকার কর্মকর্তাগণের পদসমূহ তাহারা দখল করিয়া লইয়াছিল। তদুপরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'আরবীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হইতে এবং সে সঙ্গে শুধু 'আরবী ভাষার ব্যবহার ও দরবারে 'আরব কর্মকর্তা নিয়োজিত হইতে অনেক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ইনশা' শব্দের ব্যবহার ঠিক কখন হইতে শুরু হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নই। ইহা কুদামা ২৮৮/৯০০-এর দিকে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার কিতাবু'ল-খারাজ ওয়া সান'আতু'ল কিতাবা গ্রন্থে স্থানে স্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মিসরে ফাতিমীগণের আমলে সরকারীভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাহাদের আমলে যে প্রতিষ্ঠান অন্যত্র দীওয়ানুর-রাসাইল বা দীওয়ানুল-মুকাতাবাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে তাহারা উহাকে বলিতেন দীওয়ানু'ল-ইনশা'। সাধারণভাবে ইনশা' নামে পরিচিত যে রচনারীতি, তাহা ২য় মারওয়ান-এর খ্যাতনামা সচিব 'আবদু'ল-হ'ামীদ ইব্ন য়াহয়া (মৃ. ১৩৩/৭৫০)-এর আমলে প্রবর্তিত বলিয়া ধরা হয়। তিনি আদর্শ পত্রাবলীর একটি সংগ্রহ রাখিয়া যান, সেই পত্রগুলি অংশত এবং তৎরচিত রিসালা ইলা'ল-কুত্তাব (ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ apud F. Gabrieli) অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। 'আবদু'ল-হ'ামীদ কাতিব ইনশা রচয়িতা হিসাবে যে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পিছনেও পারসিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সেই সময় পর্যন্ত উমায়্যা খলীফাদের সচিবগণ নিম্নতর মর্যাদা ভোগ করিতেন, অথচ সাসানীদের আমলে তাহাদের মর্যাদা ছিল বেশ উচ্চে। তাঁহার পত্র রচনার স্টাইলেও পারসিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা সত্য যে, তাহার রিসালা ইলাল-কুত্তাব সহজ গদ্যে রচিত, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য রচনাতে পারসিক আদর্শের অনুকরণে-কৃত্রিম স্টাইলগত প্রয়োগ বিদ্যমান এবং উহাতে সাজ-পদ্ধতি নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে। সাজ (Stylus Ornatus) ইহার ভিত্তিস্বরূপ হয়। ইহা পরবর্তী ইনশা সাহিত্যের এবং অনান্য বহুবিধ ঘটনার বৈশিষ্ট্য ছিল। পারস্য প্রভাবের সমর্থন পাওয়া যায় ইব্নু'ল-মুক'াফফা' (দ্র.) কর্তৃক তাহার পরবর্তী সচিবগণের প্রতি প্রদত্ত উপদেশের মধ্যেও।

'আব্বাসী আমলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে সচিবগণের পদমর্যাদা অভূতপূর্বভাবে উন্নীত হয়, উহাও অন্যান্য পারসিক প্রভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন বলিয়া মনে হয় না। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচিব ও তাহার দায়িত্ব সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণী সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আবু'ল-যুসুর ইব্রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-মুদাব্বির, যিনি আনু. ২৬৪/৮৭৬ সনে উযীর নিযুক্ত হন, সম্ভবত সচিবগণের জন্য সর্বপ্রথম আর-রিসালা আল-আযরা ফী মাওয়াযীন আল-বালাগা নামে একখানি handbook রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগের সচিবগণের সাহিত্য (ইনশা) আদাবু'ল-কাতিব সাহিত্য (দ্র. কাতিব) হইতে বিশদভাবে পার্থক্য করা যায় না, যাহা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে এবং যাহার সারমর্ম Bjorkman তাহার Stakskanzlei গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। বুওয়ায়হিদ আমলে ইব্নু'ল-'আমীদ (মৃ. ৩৫৯/৯৭০)-এর রচনায় ইনশার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে, বিশেষভাবে মিসরে ফাতিমীদের আমলে ইব্নু'স-সায়রাফী (মৃ. ৫৬৩/১১৪৭)-এর রচনায় এবং মামলুকদের আমলে আহ'মাদ ফাদলুল্লাহ আল-'উমারীর আত-তা'রীফ বিল-মুসত'লাহ' আশ-শারীফ রচনাকাল ৭৪১/১৩৪০-১) গ্রন্থে এবং আল-ক'লক'শানদী-এর রচনায় ইনশা বিকাশ লাভ করে। শেষোক্তজনের রচিত সু'বহু'ল-আ'শা (রচনা সমাপ্ত হয়

৮১৫/১৪১২) লিপিকারগণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সমৃদ্ধ একখানি বিশ্বকোষ, যাহা কার্যত প্রশাসনের সার্বক্ষণিক সহায়ক পুস্তিকা (handbook)-রূপে প্রচলিত হয়।

আরবী ইনশা সাহিত্য পরবর্তী আরও কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া রচিত হইতে থাকে। যদিও সেইখানে তাহা আর বিশেষ কোন উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। উনিশ শতকের, এমনকি য়ুরোপীয় প্রভাবেও ইনশা বিদ্যমান ছিল, যেমন আরব লেখকগণ কর্তৃক ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই পর্যায়ে পৌছিবার পূর্বে অবশ্য ইহার আরও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিকাশ সাধিত হয়। যেমন খলীফাগণের ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। ফলে মুসলিম বিশ্বে আরবীর পাশাপাশি বা আরবীর বদলে অন্যান্য ভাষা সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে সময়ে ও বিশেষত খিলাফতের পরিসমাপ্তির পর 'আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও ইনশা সাহিত্যের বিকাশ ঘটিতে থাকে। প্রথমে ফার্সী ভাষায়, অতঃপর তুর্কী, চাগাতাই ও উর্দূ ভাষায়।

ইহা সত্য যে, ৬৫৭/১২৫৯ সালে রুমের সালজূক'দের দরবারে 'আরবীর স্থলে ফারসী ভাষা সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা ছিল ইনশার অগ্রগতির চূড়ান্ত রূপ যাহার সূত্রপাত হয় বহু পূর্বে। বস্তুত আমরা জানি যে, সর্বশেষ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে খাওয়ারাযমের দরবারে ফারিস রীতি প্রচলিত ছিল যাহা আরবীয় প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেননা তথাকার সর্বপ্রাচীন সংগ্রহে দেখা যায় যে, 'আরবী ও ফার্সী এই উভয় রীতির ইনশার আদর্শই ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. Horst)। উদাহরণস্বরূপ রাশীদুদ্দীন ওয়াত ওয়াত (মৃ. ৫৭৮/১১৮২- ৩)-এর সংকলনের কথা বলা যায়। বাহাউদ্দীন বাগ'দাদী, যিনি খাওয়ারাযম শাহ তাকাশের উযীর ছিলেন, সমসাময়িক বা তৎপরবর্তী ইনশা রচয়িতাগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন। তাহার রচিত আত- তাওয়াস্সুল ইলাত তারাস্সুল (সম্পা. এ. বাহ্মানয়ার, তেহরান, ১৩১৫/১৯৩৬) এতই সুপরিচিত ছিল যে, ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফারীদুন আহ'মাদ বেগ (দ্র.) তৎরচিত মুনশাআতু'স-সালাতী'ন গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আল-মায়হানী তাঁহার সংকলন কিতাবু'র রাসাইল বিল-ফারিসিয়্যা ও দাসতুর-ই দাবীরী গ্রন্থদ্বয়ের রচনাতে উহা ব্যবহার করেন। সেই সময় হইতে শুরু করিয়া ফার্সী ইনশা গ্রন্থ রচনা অনিঃশেষিতভাবে হইতে থাকে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুহ'াম্মাদ ইব্ন হিন্দ্ শাহ নাখজুওয়ানী-এর দাস্তুরু'ল-কাতিব ফী ত'ায়ীনিল-মারাতিব রচনার মাধ্যমে উহা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তদুপরি তিনি সেই সময়ে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেন যে, তাহার ফার্সী ইনশা-এর উত্তরপর্ব হিসাবে তিনি একখানি 'আরবী ইনশা গ্রন্থও রচনা করিবেন। ফার্সী ইনমা গ্রন্থ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. Ethe, Roemer ও Herrmann (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)

উছ'মানী ইনশা সাহিত্য সরাসরি ফার্সীর সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া আরবীর সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিচ্ছিন্ন কারণে মনে হয় যেন উছমানী তুর্কীগণ একমাত্র ফার্সীর উপরেই নির্ভর করিবেন উহাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, সরাসরি আরবী প্রভাব, যথাঃ মিসরের মামলূক সুলত'ানগণের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। সে যাহাই হউক, এমন কতগুলি তুর্কী ইনশা গ্রন্থ রহিয়াছে যাহাতে তুর্কী ও ফার্সী রীতির নমুনার পাশাপাশি আরবীরও নমুনা রহিয়াছে। তুর্কী ইনশা সাহিত্যের উৎপত্তি ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত তারাসসুল গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায় যাহার প্রণেতা আহ'মাদ দা'ঈ (মৃ. ৮২৪/১৪২১)। তিনি উহাতে লিপিকারগণের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও আদর্শ পত্রের নমুনা প্রদান করিয়াছেন। পরবর্তী যে গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায় উহা ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা; য়াহ'য়া আল-কাতিব-এর মানাহিজু'ল-ইনশা; হু'সাম যাদা মুস'ত'াফা আফেন্দীর মাজমূ'আ-ই-ইনশা; মুহ'াম্মাদ ইব্ন আদ্হাম-এর গুলমানই ইনশা। তুর্কী ইনশা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে ফেরীদুন বেগ(দ্র.)-এর মুনশা- আতুস-সালা'তীন। উহা আনু. ৯৭৪/১৫৬৬ সনে রচিত (ইসতাম্বুল ১২৬৪-৫, ১২৭৪-৫, প্রতিটি দুই খণ্ডে)। ইহাতে অবশ্য আসল ও নকল এই উভয় প্রকারের নমুনার দলীলই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া উছ'মানী ইনশার ক্রমবিকাশের জন্য Bjorkman, Briefsammlungen ও Matuz দ্র., সেখানে উছ'মানী ইনশা গ্রন্থাবলীর একটি গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থরাজির কার্যের পরিপূরকরূপে পাঠ করা যাইতে পারে "Diplomatic", " Diwan", "Katib" ইত্যাদি প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই বিষয়ে বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে শুধু বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণগুলি এবং সর্বোপরি সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীই তালিকাভুক্ত করা গেল ঃ (১) W. Bjorkan, Bietrage zur Geschichte der Staatskanzlei im Islamischen Agypten Hamburg 1928; (২) C. Cahen, Notes de diplomatique arabo-Musulmane, in JA. 1963, 311-25; (৩) F. Gabrieli, II Katib Abd al-Hamid ibn Yahya e i Primordi della epistolografia araba, in Annali Acc. Naz. Linc, xii (1957), 320-32; (৪) A.Z. Safwat জামহারাতু রাসা'ইলিল 'আরাব, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ৪ খণ্ডে; (৫) জ. আশ-শায়্যাল, মাজমূ'আতু'ল-ওয়াছ'াইক আল-ফাতি'মিয়্যা ১ ঃ ওয়াছা'ইকু'ল-খিলাফা ওয়া বি'লায়াতু'ল-আহদ ওয়াল-বি'যারা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (৬) E. Levi-Provencal, Un receuil de letteres officielles almohades in hesperis, xxviii (1941), 1-80; (৭) শাকীব আরসলান, আল-মুখতার মিন রাসাইল আবী ইস'হাক আস-স'াবী বা আবদা ১৮৯৮ খৃ.; (৮) আস-সা'হি'ব ইব্ন আব্বাদ, রাসাইল, সম্পা. শাওকী দায়ফ ও 'আবদু'ল-ওয়াহহাব 'আযযাম, দারুল-ফিকরিল-আরাবীতে তা. বি. (১৯৪৭ খৃ.); (৯) C. Cahen, La Correspondance de Diya al din ibn al-Athir, liste de letteres et de textes de diplomes, in BSOAS, xiv (1952), 34-43; (১০) ঐ লেখক, Une Correspondance buyide inedite, in studi Orientalistichi.... Levi Della vida, i, Rome 1956, 83-97; (১১) J. Ch. Burgel, Die Hofkorrespondenz Adud ad-Daulas und ihr Verhaltnis zu anderen historischen Quellen der fruhen Buyiden, Wiesbaden 1965; (১২) S. A. S. El-Beheiry, Les letters dal Nasir Dawud, in Arabica, xv, (1968), 170-82; (১৩) 'আবদুর-রাহ'ীম 'আলী ইব্ন শীছ আল-কু'রাশী, কিতাব মা'আলিম আল-কিতাবা ওয়া মাগ'ানিম

আল-ইসাবা, সম্পা. কে. আল-বাশা আল-মুখাল্লিসী, বৈরূত ১৯১৩ খৃ.; (১৪) A. Helbig al-Qadi-al Fadil, der Wesir Saladins, eine Biographie. Diss, Phil, Heidelberg 1908; (১৫) H. A. Hein, Beitrage zur ayyubidischen Diplomatik, Diss, Phil, Freiburg i. Br. 1968; (১৬) আনীস আল-মাকদিসী, রাসাইল ইব্নি'ল-আছীর তুনশার লি-আওয়াল মাররা 'আন মাখতু তাতারজি ইলাল-কারনি'স-সাবি আল-হিজরী, বৈরূত ১৯৫৯ খৃ.; । H. Ethe, Neupersische Literatur, in Gr. 1. Ph., ii, 55, 338-43; (১৭) H. Horst, Die Staatsverwaltung der Grosselguqen und der Horazmashs (1038-1231), eine Untersuchung nach Urkundenformularen der Zeit, Wiesbaden 1964; (১৮) কে তুইসিরকানী, নামাহায়ি রাশীদুদ্দীন ওয়াতওয়াত, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯; (১৯) আফদালুদ্দীন বাদীল খাকানী শিরওয়ানী, মাজমূ'আয়ি নামাহা, সম্পা. দিয়াউদ্দীন সাজ্জাদী, n.p. ১৩৪৬/১৯৬৭; (২০) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-হালিক আল-মেয়হেনী, দেস্তুর-ই-দেবীরী, সম্পা. এ. এস. এরযি, আনকারা ১৯৬২ খৃ.; (২১) A. S. Erzi, Selcukiler devrine aid insa eserleri, Ia : Hasan b. Abdil Mumin el-Hoyi, gunyetul Katib ve munyetut-talib rusumur-resail ve nucumul-fazail, Ankara 1963; (২২) M. A. Koymen, Selcuklu devri Kaynaklarina dair arastirmalar, I Buyuk Selcuklu imparatorlugu devrine ait munseat mecmualari, ankara Univ. DTCFD, viii (1951), 537-648; (২৩) O. Turan, Turkiye Selcuklari hakkinda resmi vesikalar, metin tercume ve arastirmalar, Ankara 1958; (২৪) মুহাম্মাদ শাফী, মুকাতাবাত-ই রাশীদী য়ানী রাসাইলী কি... রাশীদুদ্দীন ফাদলুল্লাহ... নিবিশ্তা, লাহোর ১৩৬৪/১৯৪৫; (২৫) এম. মীর আফতাব, দাস্তূরু'ল-কাতিব ফী তা'য়ীনিল-মারাতিব [des]) Mohammad ebn Moulana Hendusah Nahgowani), Edition und Darstellung, Diss Phil, Gottingen 1956; (২৬) J. Sajadieh, Organisation und Administration unter den Mongolen in Iran nach dem Dastur al Katib fi tayin al-maratib des Muhammad b. Hinducah, Diss, Phil, Vienna 1958; (২৭) এম. বি. হিনদুশাহ নাখচিওয়ানী, দাসতুরু'ল-কাতিব ফী তায়ীনি'ল-মারাতিব, Kribiceskiy tekst, Predislovie i ukazateli, এ. এ. আলীযাদে, এই পর্যন্ত প্রকাশিত ১খ., cast I, Moscow 1964; (২৮) H. R. Roemer, Statsschreiben der Timuridenzeit, Wiesbaden 1952; (২৯) নাওয়াঈ, আসনাদ ওয়া-মুকাতাবাত-ই তারীখী আয তিমুর তা শাহ ইসমা'ঈল, তেহরান ১৩৪১ হি.; (৩০) এস. এ. এম. ছাবিতী, আসনাদ ওয়া নামাহায়ি তারীখী আয আওয়াইল-ই দাওরাহায়ি ইসলামী তা আওয়াখির-ই আহমদ-ই শাহ ইসমা'ঈল-ই সাফাবী, তেহরান ১৩৪৬ হি.: (৩১) G. Herrmann. Der historische Gehalt des "Nama-ye nami" von Handamir, Diss, Phil Gottingen 1968; (৩২) 'আবদুল্লাহ কুত্ব-ই-শীরাযী, মাকাতিব-ই ফারসী, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০; (৩৩) ছাবিতিয়ান, আসনাদ ওয়া নামাহায়ি তারীখীয়ি দাওরায়ি সাফাবিয়া, তেহরান ১১৪০ হি.; (৩৪) মীর্যা আবুল-কাসিম কাইম মাকাম, মুনশাআত-ই কাইম্ মাকাম, সম্পা, জাহাঙ্গীর কাইম মাকামী, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮; (৩৫) মীর 'আলী মীর নাওয়াঈ, মুনশাআত, বাকু ১৯২৬খৃ.; (৩৬) Berezin, Turetskaya Khrestomatiya 1, Kazan 1857. 180-201; (৩৭) W. Bjorkman. Die Anfange der turkischen Briefsammlungen, in Orientalia Suecana, v (1956), 20-9; (৩৮) J. Matuz. uber die Epistolographie und Insa-literatur der Osmanen. in Dcutscher Orientalistentag 1968, Wiesbaden 1970, ZDMG Supplementa, 1, 2, 574-94; (৩৯) P. Wittek, Zu einigen fruhosmanischen Urkunden I-VII, in WZKM, liii-lx (1957-64); (৪০) N. Beldiceanu, Les ac-es des Premiers sultans Conserves dans les manuscripts trucs de la Bibliotheque Nationale a Paris, I, Paris 1960; (৪১) I Beldiceanu Steinherr, Recherches sur les actes des regnes des sultans Osman, Orkhan, Murad I, Munich 1967; (৪২) W. Bjorkman, Eine turkische Briefsammlung aus dem 15, Jahrhudert, in Documenta islamica inedita, Berlin 1952, 189-96; (৪৩) N. Lugal und A. S. Erzi, Fatih devrine ait munseat mecmuasi, Istanbul 1956; (৪৪) M. Koppel, Untersuchungen uber zwci turkische urkundenhandschriften in Gottingen. Bremen 1920; (৪৫) Mukrimin Khalil [yinanc]. Feridun Beg munsheati, in TOEM, 62-81 (Istanbul 1336-9) (৪৬) A. S. Erzi, sari Abdullah Efendi munseatinin tavsifi, in Bel., xiv (1950), 631-47; (৪৭) H. Ilaydin and A. S. Erzi, xvi, Asra aid bir munseat mecmuasi, in Bell., xxi (1957), 221-52.

H. R. Roemer (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

ইন্শা (إنشا)ঃসায়্যিদ ইনশা আল্লাহ্ খানের কবিনাম। তিনি উর্দূ ভাষার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নাজাফ আশরাফের জা'ফার বংশীয় সায়্যিদ ছিলেন, যাহারা ভারতে আগমন করেন এবং দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। মুকবিরু'দ-দাওলা হাকীম মাশাআল্লাহ খান মাসদার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, মিষ্টভাষী কবি ও বীরপুরুষ ছিলেন (দাসতূরু'ল-ফাসাহাত, মাখযানু'ল-গারাইব)। কিন্তু তাঁহার প্রাথমিক জীবনের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় যে,

তিনি দিল্লীতে রাজকীয় চিকিৎসক এবং উমারা দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেইখান হইতে তিনি মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং তথাকার শাহী দরবারে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ও আমীরানা জীবন যাপন করেন। এইখানেই ইনশা আল্লাহ খান জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ সম্পর্কে মাজমূ'আ-ই নাগয গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সময়ে সিরাজু'দ-দাওলার শাসনকাল ছিল, (সিয়ারু'ল- মুতাআখখিরীন অনুযায়ী রাজাব, ১১৬৯/১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ হইতে ৫ শাওওয়াল, ১১৭০/২৩ জুন, ১৭৫৭ পর্যন্ত)। একমাত্র পুত্র হওয়ার কারণে তাহার শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ফলে অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বিদ্যা-জ্ঞান অর্জন করেন। জীবনীকারগণ তাঁহার মেধা, প্রতিভা, শিক্ষা, মহত্ত্ব, সুন্দর চেহারা ও চরিত্রের স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

মীর কাসিমের শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া মীর মাশা আল্লাহ্ খান অযোধ্যার শাসক নাওয়াব (নবাব) শুজা'উদ-দাওলার নিকট ফায়যাবাদ গমন করেন (মাখযানু'ল-গারাইব)। ইনশা ষোল বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে নওয়াবের দরবারে স্থান লাভ করেন। ইতোমধ্যে তিনি একটি দীওয়ান রচনা করিয়াছিলেন (দাস্তূরু'ল-ফাসাহাত)। কাব্যে তিনি কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা সমসাময়িক কোন জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আহাদ 'আলী য়াকতা তাঁহাকে মীর সোয-এর এবং নাস্সাখ তাঁহাকে মুস্হাফীর শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইনশার স্বভাব-প্রকৃতিতে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্য রচনায় গুরু-শিষ্যের প্রথাই তাহার নিকট অপসন্দনীয় ছিল।

শুজা'উদ-দাওলার মৃত্যু (১১৮৮/১৭৭৪)-র পর ইনশা কিছুদিন আমীরু'ল-'উমারা যু'ল-ফিকারু'দ-দাওলা নাজাফ খানের সেনাবাহিনীতে এবং কিছুদিন বুন্দেল খণ্ডে অবস্থানের পর দিল্লীতে উপনীত হন এবং সম্রাট শাহ 'আলামের দরবারের সহিত তাহার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও দিল্লীতে কাব্যানুরাগীর অভাব ছিল না এবং মীর ও সাওদার শিষ্যদের উদ্দীপনায় কাব্য-চর্চার আসরসমূহ উদ্দীপ্ত ছিল। অতএব, সেইখানে ইনশা স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শনের উত্তম সুযোগ লাভ করেন। এই সময়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, সাওদার শিষ্য মিরযা 'আজীমের সহিত ইনশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহার বিস্তারিত বিবরণ একজন চাক্ষুষ সাক্ষী কুদরাতুল্লাহ কাসিম মাজমূ'আ-ই-নাগ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইনশা দিল্লী ত্যাগ করিয়া লাখনৌ কখন উপনীত হন ইহার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বলা যায় যে, তিনি ১২০৩/১৭৮৮-৮৯ সালে লাখনৌ-এ ছিলেন এবং সম্ভবত নাওয়াব আলমাস 'আলী খানের সরকারের অধীনে চাকুরীরত ছিলেন (তাহকীকী নাওয়াদির)। নাওয়াবের প্রশংসায় ইনশার একটি কাসীদা পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহার রচনাকালে উক্ত নাওয়াবের বয়স চল্লিশ বৎসর ছিল এবং ১২৩৩ হিজরীতে ষাট বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। অতএব, আমাদের এই বর্ণনা সঠিক নহে যে, ইনশা মাসহাফীর পরে লাখনৌ-এ উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে মাসহাফী দিল্লীর বাদশাহ শাহ 'আলামের পুত্র মিরযা সুলায়মান শেকোহ-এর শিক্ষক ছিলেন (দ্র. আব-ই হায়াত)। কেননা তাযকিরাই হিন্দী গোয়ান পুস্তকে স্বয়ং মাসহাফী লিখিয়াছেন, "মিরযা সুলায়মান শেকোহ ইনশার অনুরোধে আমাকে ডাকিয়া পাঠান।" উক্ত তাযকিরাহ ১২০৯/১৭৯৪ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১২০৭/১৭৯২ সালে সুলায়মান শেকোহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহিব্ব-এর মৃত্যুর পর মাসহাফীকে স্বীয় শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেন। স্বয়ং সুলায়মান শেকোহ ১২০৫/১৭৯০ সালে লাখনৌ উপনীত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার দরবারে মাসহাফী ও ইনশার সেই ঐতিহাসিক লড়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যাহা উভয় কবিকে অপমানিত এবং উর্দূ কাব্যের সুনাম ক্ষুণ্ন করিয়াছিল। উহার বিস্তারিত বিবরণ কোন সমসাময়িক গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেন নাই। বর্তমান যুগের অধিকাংশ সমালোচক আব-ই হায়াতে গ্রন্থের উপরই নির্ভরশীল, যাহাতে গ্রন্থকার আযাদ সুচারুরূপে উক্ত কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। কেননা তিনি বাস্তব ঘটনা বর্ণনাকালে কখনও কখনও কাহিনী সৃষ্টির অবতারণা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পুরাতন জীবনী গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ইনশার পাল্লা ভারী ছিল এবং মাসহাফী শুধু অপমানেরই সম্মুখীন হন নাই, উপরন্তু সুলায়মান শেকোহর ক্রোধের শিকার হইয়া তাঁহাকে পঁচিশ টাকার স্থলে পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পর তিক্ততা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, এই গুরুদের শিষ্যগণও ইহাতে অংশগ্রহণ করিল। ইহাতে লাখনৌ শহরে অশান্তির আশংকা দেখা দেয় এবং নাওয়াব আসাফু'দ-দাওলা ইনশাকে শহর ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী তিনি হায়দরাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন (তাযকিরা-ই খাযিনু'শ-শু'আরা)। কিন্তু ইতিমধ্যে আসাফুদ-দাওলার মৃত্যু (১২১২/১৭৯৭) হওয়ায় তিনি লাখনৌ প্রত্যাবর্তন করেন। নাওয়াব ওয়াযীর আলী খানের স্বল্পকালীন শাসনামলের বিশৃঙ্খলায় কেহ উক্ত নির্বাসন আদেশ অমান্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় নাই (নিগার, মাসহাফী সংখ্যা)। নাওয়াব সাআদাত 'আলী খান ৩ শা'বান, ১২১২/২১ জানুয়ারী, ১৭৯৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইনশা অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি কাসীদা রচনা করেন। যেহেতু তাযকিরা-ই হিন্দী গোয়ান গ্রন্থে এই দ্বন্দ্বের কোন উল্লেখ নাই। অতএব, বলা যায়, উক্ত ঘটনা ১২০৯/১৭৯৪ হইতে ১২১২/১৭৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকিবে। ইনশার মৃত্যুর পর মাসহাফী যেইভাবে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাতে মনে হয় এই জাতীয় পরিতাপমূলক অবস্থা সম্ভবত দ্বিতীয়বার আর কখনও সংঘটিত হয় নাই।

লাখনৌ প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনশা কিছুকাল স্বীয় পুরাতন অভিভাবক সুলায়মান শেকোহ-এর সরকারের অধীনে চাকুরীরত ছিলেন। কিন্তু ১২১৫/১৮০০ সালে সেইখানে তাহার কোন প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না (গুলমা-ই হিন্দ)। ফলে মাখযানু'ল-গারাইব গ্রন্থের প্রণেতার মতে তিনি সেইখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কিছুদিন নাওয়াব আলমাস 'আলী খানের অধীনে চাকুরী করেন। অতঃপর নওয়াব সা'আদাত আলী খানের দরবারে উপনীত হন এবং শীঘ্রই স্বীয় সদাচরণ ও বাক-চাতুর্যের মাধ্যমে নাওয়াবের নৈকট্য লাভ করেন। ইহা ছিল ইনশার উত্থানকাল। কিন্তু মজলিস সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও দরবারী আদব-কায়দা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ইনশা উক্ত পদে বেশী দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন না এবং স্বীয় কোন বাক্য দ্বারা নওয়াবের এত বেশী ক্রোধের শিকার হন যে, ১২২৬/১৮১১ সালে তাঁহাকে চাকুরীচ্যুত করিয়া স্বীয় গৃহে নজরবন্দী করা হয় (মা'দিনু'ল-ফাওয়া'ইদ)।

ইনশার জীবনের শেষ দিনগুলি দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। ১২২৮/১৮১৩ সালে তাঁহার বয়স্কা কন্যা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন।

অতঃপর একমাত্র পুত্র তা'আলিল্লাহ খান মারা যান। নজরবন্দী, বন্ধুদের বিরাগ ও যুবক সন্তানের মৃত্যুতে ইনশা মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন (দাসতূরু'ল-ফা'সাহা'ত)। অবশেষে ১২৩৩/১৮১৭-১৮ সালে ইন্তিকাল করেন। বয়স ষাটের কিছু অধিক ছিল।

রচনাবলী ঃ (১) কুল্লিয়াত ইনশা (নওল কিশোর ১৮৯৮ খৃ.) ইহাতে উরদূ গাযাল ব্যতীত একটি পূর্ণ রেখ্তী দীওয়ান, কতিপয় কাসীদা, কিছু মাছ'নাবী, ফারসী দীওয়ান, নুক'তাবিহীন দীওয়ান এবং বিভিন্ন কবিতা, চতুষ্পদী, খণ্ড কবিতা ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার কাব্য প্রতিভা কাব্যিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

(২) **দারয়ায়ি লাতা'ফাত** ঃ ইহা মিরযা মুহা'ম্মাদ হা'সান কা'তীল-এর সহিত একযোগে ফারসী গদ্যে লিখিত। প্রথম খণ্ড ইনশা কর্তৃক রচিত ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে ভাষার মুল ও উন্নয়ন এবং ইহার নিয়ম-পদ্ধতি, উর্দূ ভাষার সা'রফ ও নাহ্'ব' (ব্যাকরণ), তদুপরি দিল্লী ও লাখনৌ এবং উহার বিভিন্ন মহল্লা ও শ্রেণীতে কথিত উরদূ ভাষার নমুনাসমূহ, উক্ত বিষয়ে ইহা উর্দূ ভাষার প্রথম গ্রন্থ এবং এই ভাষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসাবে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাকে আনজুমান-তারাক'কী উরদূ মাওলাবী আবদুল হা'ক্'ক-এর ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়াছে।

(৩) **দাসতানারানী কীতাকী আওর কোওর উধেভান কী** ঃ ইহা খাঁটি হিন্দী ভাষায় রচিত। পূর্ণ কাহিনীতে কোন 'আরবী, ফারসী (অথবা সংস্কৃত) শব্দের সংমিশ্রণ হইতে দেন নাই। নিঃসন্দেহে ইহা কৃত্রিমতামুক্ত নয়, কিন্তু ইহাতে গ্রন্থ প্রণেতার সৃজনশীলতা এবং ভাষা-জ্ঞানের সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্তমানে আনজুমান তারাক্'কী উরদূ কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন পাওয়া যায়;

(৪) **লাতা'ইফু'স-সা'আদাত** ঃ নাওয়াব সা'আদাত 'আলী খানের নির্দেশে তাহার মন তুষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। অতি সাম্প্রতিক কালে ডঃ আমিনা খাতুন (বাঙ্গালোর) ইহাকে সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

(৫) **বাহরু'স'-সা'আদাত** ঃ এই যাবত প্রকাশিত হয় নাই, সম্ভবত ইহা দার্‌য়ায়ি-লাতা'ফাত-এর প্রথম প্রয়াস ছিল (মিরযা মুহা'ম্মাদ 'আস্‌কারী)।

ইনশার প্রাথমিক রচনাসমূহে প্রাচীন লেখকদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই সেই সময়ে রচিত গা'যালসমূহে প্রেমের পবিত্র ধারণা, তাসাওউফ-এর উচ্চমার্গের প্রশ্নাবলী এবং চারিত্রিক বিষয়সমূহ নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় এবং মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি (কবি) সোয-এর সাবলীল ভাষা, সাওদার আড়ম্বরপূর্ণ পদ্ধতি এবং জুরআর-এর নির্ভীক বর্ণনাকে স্বীয় স্বভাবজাত কৌতুকের মাধ্যমে এমন একটি একক রূপ দান করিয়াছিলেন, আযাদের ভাষায় তিনি স্বয়ং যাহার স্রষ্টা এবং তাঁহার হাতেই যাহার সমাপ্তি ঘটে। তাঁহার অধিকাংশ রচনায় স্বল্প দুঃখ-যন্ত্রণা এবং অধিক শক্তি ও জাঁকজমক দৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যা ও প্রতিভা, সাহিত্য সৃষ্টি এবং রচনা ও বর্ণনা ক্ষমতার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে উর্দূর অনন্য কাসীদা রচয়িতায় পরিণত করিয়াছিল। কিনতু ইহারই অপব্যবহার তাঁহার গাযালকে আহত করে। চাতুর্য, কৌতুক, প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং সজিবতার পর তাঁহার যেই গুণটি সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে, তিনি পুরাতন শব্দ ও শব্দ সংযোজন পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন ভাষা ও নবপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহা তৎকালীন দৈনন্দিন জীবন হইতে অর্জিত হইয়াছিল। উহাতে মহিমা এবং চাকচিক্য না থাকিলেও সাহসিকতাপূর্ণ অভিনবত্ব নিশ্চয়ই ছিল। দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা ও পরিস্থিতি যাহার সামগ্রিক ও বিস্তারিত বিবরণ নাজীর আকবারাবাদী প্রধান করিয়াছেন, উহার প্রাথমিক চিত্র ইনশার রচনায় পাওয়া যায়। মূলত তিনি জ্ঞানী ও দরবারী ছিলেন। ফলে একদিকে তাঁহার রচনায় ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী গা'যালসমূহ, কঠিন ভাষা অপূর্ব অন্তমিল (قافية), দীর্ঘ রাদীফ (رديف) (পরিচিত উপমা, পরোক্ষ উল্লেখ এবং রূপকসমূহ, সর্বোপরি বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলীর ব্যবহারের মাধমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রয়োজনীয় ও নিষ্প্রয়োজনীয় প্রকাশ ঘটিয়াছে; অন্যদিকে স্বীয় অস্থির স্বভাব, লাখনৌর পরিবেশের ফলে তিনি জীবিকার প্রয়োজনে এমন সকল দরবারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন যেইগুলিতে অতি সাধারণ আবেগের ছড়াছড়ি ছিল। তাহার ফলে এই সকল বস্তু তাঁহার কাব্যে উন্মুক্ত আবেগ ও নিম্নমানের ধ্যান-ধারণা আনয়ন করে, হয়ত উহা শুধু ভাষা ও বর্ণনার মধুরতায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্তই গা'যালের নিয়ম-নীতির পরিপন্থী। কিন্তু ইনশা স্বীয় কাব্য চর্চার ভিত্তি এই সকল বিষয়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার অভিনবত্ব ও হাস্য-রসিকতা যাহার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন পতিত জাতিকে প্রেরণা প্রদান করা যাইত (তু. আকবার এলাহাবাদী), উহা বন্ধনবিহীন হইয়া শুধু সভাঙ্গন ও কাব্য চর্চার আসরে সাময়িক হাস্যরস এবং প্রশংসা ও বাহবার জন্য সীমিত হইয়া পড়ে। এতদসত্ত্বেও তাহার এই কার্যক্রম প্রশংসার উপযোগী যে, তিনি গা'যালের পরিসীমাকে বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন, উর্দূ ভাষার কমনীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাতে ভিন্ন ভাষায় শব্দ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যেই সময়ে উর্দূ কাব্য হতাশা ও নিরাশার হাহাকারে বিদীর্ণ হইতেছিল তখন তিনি উল্লাস ও প্রফুল্লতার গান রচনা করিয়া হাস্যরস ও অট্টহাসির ফুলঝুরি ছড়াইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ 'আলী য়াক্‌তা, দাসতূরু'ল-ফাস'াহাত, ইম্‌তিয়ায 'আলী 'আরশী কর্তৃক সংকলিত, রামপুর গ্রন্থাগার ১৯৪৩ খৃ. এবং সমস্ত তায'কিরা যাহার তালিকা ইনশা' শব্দের অধীনে লিপিবদ্ধ আছে, বিশেষত (২) মাসহা'ফী, তায'কিরা-ই হিন্দী গুয়ান, আনজুমান-ই তারাক'কী উর্দূ, আওরঙ্গাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৪ খৃ.; (৩) কু'দরাতুল্লাহ কা'সিম, মাজমূ'আ-ই নাগয মাহ'মূদ শীরানী কর্তৃক বিন্যস্ত, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ১৯৩৩ খৃ.; (৪) শীফ্‌তাহ, গুলশান-ই বে খার, নওল কিশোর প্রেস, লাখনৌ ১৯১০ খৃ.; (৫) মীরযা 'আলী লুত্‌ফ, তায'কিরাহ-ই গুলশানই হিন্দ, শিবলী নু'মানীর সংশোধনী ও পার্শ্বটীকা এবং মাওলাবী 'আবদু'ল-হা'ক'ক-'এর ভূমিকাসহ, দারু'ল-ইশা'আত, পাঞ্জাব, লাহোর ১৯০৬ খৃ.; (৬) মুহা'ম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, আব-ই হায়াত, শায়খ গু'লাম 'আলী কর্তক প্রকাশিত, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (৭) 'আবদু'স-সালাম নাদাবী, শি'রু'ল-হিন্দ, মা'আরিফ প্রেস, আজমগড়, তা. বি.; (৮) 'আবদু'ল-হা'য়্যি, গুলই রানা, মা'আরিফ প্রেস, আজমগড় ১৩৭০ হি.; (৯) মুহা'ম্মাদ হা'সান কাতীল, মা'দানু'ল-ওয়াইদ (রুক্ 'আত-ই কা'তীল), জাফারী প্রেস, কানপুর ১২৭৩ হি.; (১০) আমীর আহ'মাদ 'আলাবী, নিগার-এ, লাখনৌ (মাস'হা'ফী সংখ্যা); (১১) সাকসেনা ও 'আসকারী, তারীখ-ই আদাব-ই উরদূ, নওল কিশোর প্রেস, লাখনৌ; (১২) আবু'ল-লায়ছ সিদ্দীকী, লাখনাউ কা দাবিসতান-ই শা'ইরী, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড় ১৯৪৪ খৃ; (১৩) সিয়ারু'ল-মুতা'আখখিরীন, নওল কিশোর প্রেস, লাখনৌ ১২৮৩/১৮৬৬; (১৪) খুত'বাতই গারসান দি তাসী, আনজুমানই তারাক্কী উরদূ, আওরঙ্গাবাদ

(দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৫ খৃ.; (১৫) আমিনা খাতুন, তাহ'কীকী নাওয়াদির, কাওছার প্রেস বুক ডিপো, বাঙ্গালোর ১৯৪৯ খৃ.; (১৬) আহ'মাদ 'আলী সিন্দীলাবী, মাখযানু'ল-গ'রাইব, পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লাহোর; (১৭) কুল্লিয়াতই ইনশা, উরদূ পত্রিকায় প্রকাশিত, দিল্লী ১৮৫৫ খৃ.; (১৮) কালামই ইনশা, মিরযা মুহ'াম্মাদ 'আসকারী ও মুহ'াম্মাদ রাফী' কর্তৃক বিন্যস্ত, হিন্দুস্তানী একাডেমী, এলাহাবাদ ১৯৫২ খৃ.; (১৯) দারয়া-ই লাত'াফাত, আনজুমান-ই তারাক্'কী উর্দূ কর্তৃক বিন্যস্ত, করাচী; (২০) দাস্‌তান রানী কী তাকী, আনজুমান-ই তারাক'কী উরদূ কর্তৃক প্রকাশিত, আওরঙ্গাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৩ খৃ.; (২১) সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, চান্দ শা'ইর নয়ে আওর পুরানে, লাহোর ১৯৬৩ খৃ.; অনন্তর দ্র. উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধ আদাবী মু'আরাকে, এতদ্ব্যতীত লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধ, বিশেষত (২২) সায়্যিদ ইনশা কী শাখসি'য়্যাত, আদাব-ই লাত'ীফ সময়িকীতে, লাহোর (জুন, ১৯৫০ খৃ.); (২৩) ইনশা আওর ত'ারীক'া-ই রাসিখা-ই শু'আরা, উপরিউক্ত সাময়িকীতে (অক্টোবর, ১৯৫১ খৃ.); (২৪) ইনশা কী শূরিশ পাসানদী, মাহ'াওল সাময়িকীতে লাহোর (সংখ্যা-১); (২৫) ইনশা কী রীখ্‌তী, আদাবী-দুন্‌য়া সাময়িকীতে, লাহোর (আগস্ট, ১৯৫৩ খৃ.)।

সায়্যিদ আমজাদ আলত'াফ (দা. মা. ই.)/মোঃ আবদুল আওয়াল

ইন্‌শা' আল্লাহ্‌ (إِنْ شَاءَ اللّٰهُ) ঃ ভবিষ্যতকাল সম্পর্কে কোন কিছু বলার সময় ইন্‌শা আল্লাহ্‌ বাক্যটির বহুল ব্যবহার ইসলামী সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, শাব্দিক অর্থ আল্লাহ যদি চাহেন। অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে এই বাক্যটি ব্যবহারের প্রমাণ কু'রআন মজীদে পাওয়া যায় ঃ وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ "কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, আমি উহা আগামী কাল করিব, ইন্‌শা আল্লাহ্‌ না বলিয়া" (১৮ ঃ ২৩-২৪)। কু'রআনে বাক্যটির ব্যবহারের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় ঃ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا "আল্লাহ্‌ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন" (১৮ ঃ ৬৯)। এতদ্ব্যতীত দ্র. ১১ ঃ ৩৩, ১২ ঃ ৯৯ এবং ৩৭ ঃ ১০২ নং আয়াতে। রাসূলুল্লাহ (স') বাক্যটি ব্যবহার করিতেন, যেমন কবর যিয়ারাতের দু'আয় তিনি বলেন, انا ان شاء الله بكم لاحقون "আল্লাহ্‌ চাহিলে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব।" হ'াদীছে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ ব্যবহারের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বুখারী কিতাবুল-ঈমান, বাব-১, ৩, ৪, ১৮; কিতাবুল- কাফফারাত, বাব-৯, ১০; কিতাবু'ল-জিহাদ, বাব-২৩; কিতাবু'ন-নিকাহ', বাব-১৯; মুসলিম, কিতাবু'ল-আদাব, বাব-৬২; কিতাবু'ত-তি'বব, বাব-১৯; কিতাবু'ল-ফিতান, বাব-৬; তিরমিযী, কিতাবু'স-স'ালাত, বাব-১; কিতাবু'ন্‌- নুযুর, বাব-৭; নাসাঈ, কিতাবু'ল-জানাইয ইত্যাদি। ইনশা আল্লাহ্‌ বাক্যটি আশা ও অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

'আবদুল মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইনশা' আল্লাহ্‌ খান (দ্র. ইনশা)

আল-ইনশিকা'ক (الانشقاق) কুর'আনের ৮৪তম সূরার নাম। ইহাতে এক রুকূ এবং পঁচিশ আয়াত রহিয়াছে, সূরাটি হিজরাতের পূর্বে মক্কার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয় (আল-ইতক'ান)।

ইন্‌শিকা'াক শব্দ শাক'ক (شق) হইতে উদ্ভূত, বাব ইন্‌ফি'আল, شق الشيء -এর অর্থ সে জিনিসটি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, ' সে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে'। انشق البرق -এর অর্থ 'বিদ্যুৎ মেঘ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে' (লিসানু'ল-'আরাব, তাজুল-'আরূস ও আক'রাবু'ল-মাওয়ারিদ, شق শব্দের অধীন)। ইন্‌শিকা'াক-এর অর্থ হইল বিদীর্ণ হওয়া এবং উহা বিদীর্ণ হওয়ার দরুন অপর বস্তু, যাহা উহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা গোচরীভূত হওয়া এবং প্রকাশ পাওয়া।

এই সূরায় কিয়ামাত ও কিয়ামতের আলামতসমূহ বর্ণিত হইয়াছে এবং ইসলামের উন্নতির সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, কিয়ামতের সময় আকাশ বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ফিরিশতা অবতরণের পথ উন্মুক্ত হইবে (ইব্‌ন হ'ায়্যান)। ভূমি (পৃথিবী) সম্প্রসারিত করা হইবে এবং উহা স্বীয় প্রতিপালকের কথা এবং তাহার বিধি-নিষেধ পালন করিবে (ইব্‌ন হ'ায়্যান)। যাহা কিছু ভূমি অভ্যন্তরে রহিয়াছে তাহা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমি শূন্য হইয়া যাইবে (রূহ'ল-মা'আনী)। অতঃপর উক্ত হইয়াছে যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে তাহার প্রতিপালকের দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে আগ্রহী (কিন্তু এই জগতে অনেকের ক্ষেত্রে এই স্বভাব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না); ফলে প্রয়োজন আখিরাতে উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ইহার পর কিয়ামত সংক্রান্ত কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই সূরায় মহানবী (স')-এর যুগে ইসলামের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, উহার বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে স'াহীহ' আল-বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবে) আয়াতে মহানবী (স')-এর উল্লেখ রহিয়াছে (কিতাবু'ত-তাফসীর) এবং কাফিরদের সহিত মহানবী (স')-এর যুদ্ধ সংঘাতের বর্ণনা রহিয়াছে (আর-রাযী; আল-বাহ্'রু'ল-মুহ'ীত) এবং উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, তাহার প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করিবে অর্থাৎ প্রথমদিকে কাফির দল শক্তিশালী, তৎপর দুই দলই সমান এবং পরিশেষে মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত হইবে। এইভাবে ইসলাম পূর্ণিমা চন্দ্রের ন্যায় আলো বিকীরণ করিবে এবং কুফ্‌রীর অন্ধকারের অবসান ঘটাইবে, আর কাফিরদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, কিতাবু'ত-তাফসীর; (২) ইমাম আহ'মাদ, মুসনাদ, ৬খ, ৪৭, ৯১, ১০৮, ১২৭, ১৮৫, ২০৬; (৩) ইব্‌ন হ'ায়্যান, আল-বাহ'রু'ল-মুহ'ীত, যেই সকল আয়াতে আনসাব-এর উল্লেখ রহিয়াছে উহাদের তাফসীর; (৪) আল-আলূসী, রূহ'ল-মা'আনী, যেই সকল আয়াতে আনস'াব-এর অধীন উল্লেখ রহিয়াছে উহাদের ভাষ্য; (৫) আর রাযী, মাফাতীহু'ল-গ'ায়ব, যেই সকল আয়াতে 'আনস'াব'-এর উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলির ভাষ্য; (৬) আয-যামাখ্‌শারী, কাশ্‌শাফ, আনসাব শব্দসম্বলিত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

আল-ইনশিরাহ্‌ (الانشراح) কু'রআন মাজীদের ৯৪তম সূরা। ইহা রাসূলুল্লাহ (স')-এর নুবুওয়াত লাভের অব্যবহিত পরই মক্কা মু'আজ'-জামাতে নাযিল হয় (আল-ইতক'ান, ১খ, ১০)। ইহাতে এক রুকূ' ও আট আয়াত রহিয়াছে। 'আরবীতে শারহ' শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা, কর্তন করা, বিস্তার করা, শারহু'ল-গ'ামিদ-এর অর্থ কোন জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া ও সমস্যার সমাধান করা। শারহ' সাদর-এর অর্থ ইমাম রাগি'ব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলার নূর এবং তাঁহার

কালাম দ্বারা অন্তরে প্রশান্তির সৃষ্টি হওয়া" (মুফরাদাত, শিরো. শারহ়)। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু'ল-'আরাবীর মতে শারহ়-এর অর্থ বিশদ বর্ণনা বোধ, সংরক্ষণ এবং শারহ় সা'দর-এর অর্থ হা'ক'ক ও কল্যাণ গ্রহণের জন্য অন্তর উন্মুক্ত হওয়া) তাজু'ল-'আরূস, শব্দাধীন)।

অত্র সূরায় নবী কারীম (স)-এর শারহ় সা'দর-এর উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার গুণাবলীও বর্ণনা করা হইয়াছে, কিভাবে ওয়াহ়য়ি এবং আল্লাহ্র নূরের মাধ্যমে শান্তি ও ধৈর্য দ্বারা তাঁহার বক্ষ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সততা গ্রহণ এবং নেক আমল করিবার জন্য প্রশান্ত আত্মা দান করিয়াছেন। এমনিভাবে কু'রআনের সত্যতার উপর তাঁহার পূর্ণ ঈমান রহিয়াছে এবং তিনি শক্তিশালী দলীল-প্রমাণেরও অধিকারী। তদুপরি জটিলতা নিরসনের ক্ষমতাও তাহার রহিয়াছে। কু'রআন মাজীদের ১৮ ঃ ৬, ৩৬ ঃ ৩, ৩৫ ঃ ৮ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী কারীম (স) মানব জাতির পথভ্রষ্টতা দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। ইহা মহানবী (স)-এর পরম মহানুভবতা এবং দয়ার-ই নিদর্শন। অতঃপর দীন প্রচার কার্যে ভয়ানক বাধার সৃষ্টি হইলেও সেই কাজ বন্ধ থাকে নাই এবং বহু সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি ঈমানের সম্পদ লাভ করেন। হিদায়াতের গুরুভার ও ধৈর্য পরীক্ষার কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও মু'মিনগণ সর্বপ্রকার বিপদাপদে সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং মহানবী (স)-এর বোঝা লাঘবকারী একদল উৎসর্গীকৃত সাহাবীর আবির্ভাব ঘটে। নুবুওয়াতের মর্যাদা আল্লাহ্প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা, যাহার দায়িত্বসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বসমূহের অনুভূতি মনকে অনেকটা বিচলিত রাখে [আরও দ্র. (তা'হা)]; সুতরাং সেই কষ্টদায়ক বোঝা, যাহার উল্লেখ এই সূরায় করা হইয়াছে, তাহা মহান দায়িত্বসমূহের কঠিন অনুভূতির বোঝা অর্থাৎ বিশ্ব মানবতার সংস্কারের বোঝা, তাওহ়ীদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ক্লেশের বোঝা এবং নুবুওয়াতের গুরু দায়িত্বসমূহের বোঝা। আর-রাযী লিখিয়াছেন যে, আয়াত দ্বারা ইহাও বুঝায় যে, মহানবী (স)-এর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বোঝা এবং অপসন্দনীয় বিষয়ের বোঝা তাঁহার মোটেই ছিল না। তিনি পার্থিব দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত ছিলেন। কেননা আরবগণ দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে ضيق صدر (সংকীর্ণ বক্ষ) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তদুপরি উহা দ্বারা উম্মাতের গুনাহসমূহের বোঝা বুঝায়। এর অর্থ ইহাও করা হয় যে, এই বোঝা ছিল ওয়াহয়ি নাযিল এবং জিব্রাঈল (আ)-এর আগমন। তিনি এই ধরনের নয়টি বোঝার উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম রাযী লিখিয়াছেন, الوزر ما كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل الخ অর্থাৎ এই স্থানে বোঝার অর্থ হইল, 'আরবগণ হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল বিধায় মহানবী (স) খুবই ব্যথিত ছিলেন এবং তাহাদেরকে এই পথভ্রষ্টতা হইতে নিষ্কৃতি দানের কোন রাস্তাও পাইতেছিলেন না।

পূর্ববর্তী সূরা ঃ আদ-দু'হা'য় ওয়াদা করা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য পরবর্তী অবস্থা পূর্বের তুলনায় উত্তম হইবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহাকে পরবর্তীকালে এমন সব পুরস্কার দান করিবেন যাহা তাঁহার আনন্দের কারণ হইবে। পরবর্তী সূরায় উহার পক্ষে কিছু দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলেন, "আমি আপনার স্তুতি সুউচ্চ ও স্থায়ী করিয়াছি এবং আপনার সত্তাতেই বিজয় নিহিত রহিয়াছে। শত্রু-মিত্রের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিবদ্ধ। সকল বৈঠক ও সমাবেশে আপনার স্তুতি ধ্বনিত হইয়াছে।" ইহা ছিল প্রথমদিকের অবস্থা। আর এখন পৃথিবীর এমন কোন অংশ বা প্রান্ত নাই যেখানে দিবারাত্র প্রতি মুহূর্তে মহানবী (স)-এর আহ্বানের পুনাবৃত্তি হইতেছে না এবং দরূদ ও সালামের আওয়ায ধ্বনিত হইতেছে না। এই সমস্ত رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ-এর জ্বলন্ত প্রমাণ নয়ত আর কি? তিনি ব্যতীত এমন কে আছেন যিনি মানব জগতে এই সুউচ্চ স্তুতি লাভ করিয়াছেন? সূরার শেষে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে যে, ইসলামের উপর দুইবার বিপদ ও সংকটের যুগও আসিবে; কিন্তু প্রতিবারই সংকটের পর স্বস্তি অবধারিত (তাগিদ বা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশে দুইবার বলা হইয়াছে। রূহু'ল-মাআনী)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের উপর এক যুগ সংকটের আসিবে এবং উহার পরে দুই যুগ আসিবে প্রশস্ততার (আর-রাযী), বরং যখনই ইসলামের বিপদ ও সংকট দেখা দিবে আল্লাহ্ নিজের তরফ হইতে উহা অপসারণের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন। পরিশেষে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন ইসলাম সীমাহীন উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন জারীর; (২) রূহু'ল-মা'আনী; (৩) আল-বাহ্রু'ল-মুহ়ীত; (৪) আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৩৬৮ হি.; (৫) আর-রাযী, মাফাতীহু'ল-গা'য়ব [সূরা-এর অধীন]

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ ঃ ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের আমন্ত্রণে প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ ও কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তি ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ ঢাকায় আসেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষার ইসলামীকরণের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং অবিলম্বে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন (মাহমূদ জামাল, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫)। এরই ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও চেতনার সহিত মিল রাখিয়া ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ (Institute of Islamic Education and Research বা IIER) নামে একটি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন যাহা প্রথম পর্যায়ে ধানমণ্ডির ৬ নং রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হইয়াছিল।

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে Act No. XXXI of 1980 বলে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. মমতাজ উদ্দীন চৌধুরীকে ঐ ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকীকে এর উপ-পরিচালক নিয়োগ করা হয় (মাহমূদ জামাল, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫)। এই প্রতিষ্ঠানে তখন প্রভাষক হইতে শুরু করিয়া সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন তাহার প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে ছিল ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী নীতি ও আদর্শ ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা, শিক্ষার আধুনিক শাখাসমূহ যেমন মানবিক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজতত্ত্বের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল স্তরে নতুন কৌশল ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব ইসলামী শিক্ষা দর্শনের আলোকে তৈরী করা।

এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে পরিচালক ড. চৌধুরীর তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা এবং সৌদী আরবের অর্থায়নে ঢাকার

তৎকালীন হোটেল ইন্টার কন্টিন্যান্টাল (বর্তমান শেরাটনে) ১৯৮১ সালের ৫ মার্চ হইতে ১১ মার্চ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন [ড. সৈয়দ আলী আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত নিবন্ধ, Muslim Education (ইংরেজী সাময়িকী), কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৩]। প্রধান অতিথি হিসাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই সম্মেলনে উদ্বোধন করার কথা ছিল এবং সেইভাবে অনুষ্ঠানসূচীও প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় এক জরুরী কাজে ঐ দিন তিনি সৌদী আরব চলিয়া যাওয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Text Book Development" অর্থাৎ দ্বিতীয় ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে যে সিলেবাস তৈরী করা হয় তাহার ভিত্তিতে কিভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যায় সে প্রসঙ্গেই ঐ সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং পদ্ধতিগত দিক নির্ধারণ করা হয় (মাহমূদ জামাল, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জন্য স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে কারিকুলাম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৭)।

১৯৮২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Ordinence No. XLIII of 1982-এর অধ্যাদেশ বলে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে বিলুপ্ত ঘোষণা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকল দায় ও সম্পদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করেন। ২ অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে স্মারক নং SVIII/7U3/83/919-Edn মুতাবিক মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর দ্বিতীয় সংবিধি অনুমোদন করেন। এই সংবিধির ক্ষমতাবলে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট পুনঃস্থাপন করা হয়। ইহাতে সাবেক ইনস্টিটিউটের সকল উদ্দেশ্য বহাল রাখিয়া আরবী, ইসলামিয়াত ও মাদরাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সংবিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের পক্ষে একটি বোর্ড অব গভর্নরস ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ইহার সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট, ৮৬-৮৭ এবং ৮৭-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮)।

১৯৮৮ সালে ইহার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। এই সময় মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন যুগ্ম-পরিচালক ও নূর মোহাম্মদ মিয়া প্রভাষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন-এর সম্পাদনায় 'গবেষণা পত্রিকা' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালের পর ইহার কার্যক্রম অঘোষিতভাবে বন্ধ হইয়া যায়। (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪, পৃ. ৮২)।

২০০৪ ইং সালের ৪ঠা এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর এম. রফিকুল ইসলামকে চার বৎসরের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ভি.সি. হিসাবে দায়িত্ব লাভের পর হইতে তিনি একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিশেষ করিয়া ৩১-০৭-২০০৪ ইং তারিখ হইতে তিনি 'ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ'-এর কার্যক্রম চালু করেন। এই ইনস্টিটিউটকে পরিচালনা করিবার জন্য তিনি ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী (সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-বাংলাদেশ)-কে পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাহমূদ জামাল, ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় শহীদ জিয়া, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা মঙ্গলবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫; (২) ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে স্বাক্ষরিত জাতীয় সংসদের Act No. XXXI of 1980; (৩) ড. সৈয়দ আলী আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত নিবন্ধ, Muslim Education (ইংরেজী সাময়িকী), কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৩; (৪) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট, ৮৬-৮৭ এবং ৮৭-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮; (৫) Ordinence No. XLIII of 1982; (৬) ২ অক্টোবর ১৯৮৩ সালের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সংবিধির স্মারক নং SVIII/7U3/83/919-Edn; (৭) ড. তাহির আহমদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ৫৭; (৮) ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ৮২।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

ইনস্টিটিউট দ্য ঈজিপ্ট (nstitut D Egypte) : মিসর-এর প্রতিষ্ঠান, আধুনিক কায়রোর অন্যতম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ইহার ইতিহাস বস্তুত দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস।

(ক) প্রথমটি হইল ১৭৯৮ খৃস্টাব্দের ২০ আগস্ট 'মং' (Mongue)-এর সভাপতিত্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি দ্বারা কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট দ্য ইজিপ্ট। বোনাপার্টির অভিযাত্রী দলে শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি কমিশন অন্তর্ভুক্ত থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি সম্ভব হয়। কারণ বোনাপার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স ত্যাগের সময় সামরিক নেতৃবৃন্দের ন্যায় একদল ধীমান কর্মচারী তাহার সঙ্গে থাকিবেন। ইনস্টিটিউট দ্য ইজিপ্ট-এর অধিবেশনসমূহ হাসান কাশিফ-এর প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হইত। ইহার অধিবেশন ছিল এক ধরনের সংস্কৃতি-পরিষদ; কারণ ইহাতে বহু আলিম, শিল্পী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও বিভিন্ন কর্মবিভাগের প্রধানগণের সমাবেশ ঘটিত। ইহার চারটি শাখা ছিলঃ গণিত, ভৌত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও চারুকলা শাখা। প্রতি শাখায় বারজন করিয়া মোট আটচল্লিশ জন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও এই সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যই অভিযাত্রী সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সাহিত্য ও চারুকলা শাখার একজন মিসরীয় সদস্য : রাফায়েল আনতুন যাখুর রাহিব (Raphael Antun Zakhur Rahib)। তিনি গ্রীক ক্যাথলিক মতাবলম্বী একজন পাদ্রী ও প্যারিসে প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহের বিদ্যায়তনে (Ecole des Langues Orientale) শিক্ষা দান করিতেন (১৮০৩-১৬)। তিনি মিসরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে ইতালীয় 'আরবী' অভিধান প্রকাশ করেন (১৮২২ খৃ.)। এই পুস্তকই ছিল বূলাক-এর মুদ্রণালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া ভৌগোলিক মানচিত্র প্রস্তুত ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান অধিবাসিগণের কৃষি সম্পদ, শিল্প, রীতিনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবগতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যবিদ মারসেল (Marcel)-এর পরিচালনাধীনে মুদ্রণ কার্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করিত। রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত ছিল। গ্যাব্রিয়েল গুয়েমার্দ (Gabriel Guemard)-এর মতে শান্তির সুফলের মাধ্যমে পরাজয়ের গ্লানি ভুলাইবার উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠান বিশিষ্ট রচনা সংকলনও প্রকাশ করে। অধিবেশনের বিবরণসমূহ Decade Egyptienne-এ প্রকাশিত হইত। মিসর পরিত্যাগের পর এই বিশাল সংগ্রহ ও টীকাসমূহ Description de 1' Egypte নামক প্রসিদ্ধ সংকলনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। আধুনিক ইতিহাস ও মিসর-চর্চার দিক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশের মিসর সম্পর্কে শিক্ষার্থিগণের জন্য এই পুস্তক এক অনন্য তথ্যের উৎস। এই বিবরণী পুস্তকে (Description) অধ্যয়নের জন্য বহু খণ্ড মূল গ্রন্থ ব্যতীত বিবিধ বিষয়ের ভৌগোলিক মানচিত্র ও চিত্রাদির এক বিরাট সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(খ) ১৮৫৯ সালের ৬.মে, এক প্রস্তুতি সভায় মিসরের মহামান্য ভাইসরয় (মুহাম্মাদ সা'ঈদ পাশা)-এর মহিমময় ছত্রছায়ায় আলেকজান্দ্রিয়াতে (institut Egyptien (মিসরীয় প্রতিষ্ঠান)' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বোনাপার্টি কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে চলমান রাখা। সেইখানে য়ূরোপীয় ও মিসরীয় পণ্ডিতগণ সমমর্যাদায় মিলিত হইতেন। এই "বিজ্ঞান ও সাহিত্য" পরিষদ ১৮৮০ সালে কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৮ সালের পহেলা নভেম্বর এই প্রতিষ্ঠান পুনরায় পূর্ব নাম Institut D Egypte (মিসর-এর প্রতিষ্ঠান) ধারণ করে এবং এক শতাব্দীর অধিককাল পরেও ইহার কার্যক্রম চালাইয়া আসিতেছে। ইহার 'আরবী নাম "আল-মাজমা'উ'ল- 'ইল্‌মী আল-মিস্‌'রী" ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত ইহার লিখিত আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার বলে পঞ্চাশজন মিসরবাসী সদস্য থাকিবেন। ইহা ব্যতীত অনধিক এক শত অনাবাসী সদস্য নিযুক্ত হইবেন এবং অসংখ্য করেসপনডিং সদস্য থাকিবেন। এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে একটি সাময়িকী (মাজাল্লাঃ) প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৮৫৯ খৃ. হইতে ১৯১৮ খৃ. পর্যন্ত এই সাময়িকীর নাম ছিল মিসরীয় প্রতিষ্ঠানের সাময়িকী (Bulletin de 1'Institut Egyptien) এবং তাহার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার নাম হয় মিসরের প্রতিষ্ঠানের সাময়িকী Bulletin de l'Institut d'Egypte। অনিয়মিতভাবে ইহা স্মৃতিকথা Memoires প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার প্রকাশনার ভাষা 'আরবী, ফরাসী ও ইংরাজী। কিন্তু অদ্যাবধি ইহার প্রকাশনায় মুখ্যত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে। মিসরের প্রতিষ্ঠানের উত্তম রূপরেখা জা ইলুল (Jean Ellul)-এর নির্ঘণ্ট পুস্তক Index des Communication et Memoires publies par 1 Institut d' Egypte" (১৮৫৯-১৯৫২), কায়রো ১৯৫২-তে পাওয়া যায়। সংযুক্ত 'আরব সাধারণতন্ত্রের নূতন আইনের সঙ্গে সঙ্গতিকল্পে কিছু কিছু সংশোধন ব্যতিরেকে মিসরের প্রতিষ্ঠানের ১৯১৮ সালে গৃহীত লিখিত আইন যাহা ঐ সময়ে সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই অদ্যাবধি উক্ত প্রতিষ্ঠানের আইনগত ভিত্তি হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Gebriel Guemard, Essai d'histoire de l'Instituted' Egypte et de la Commission des Sciences et des Arts, in BIE, vi (১৯২৩-২৪ খৃ.) ৪৩-৮৪; (২) ঐ লেখক, Essai de bibliographie critique de l'Institut d'Egypte et de la Commission des Sciences et des Arts, in BIE, vi (1923-24) 135-57 (এই পুস্তকসমূহ সংশোধনের পর একই নামে প্রকাশিত, কায়রো ১৯৩৬খৃ., ১২৯ পৃষ্ঠা); (৩) Description de 1' Egypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont ete faites en Egypte Pendant 1' expedition de 1' armee francaise, Ist ed., lmpr. Imper 1809-13 et Impr. Royale 1818-28; 2nd ed. Pankouke, 1821-9; (৪) H. Munier, Tables de la Description d l'Egypte, Suivies d'une bibliographie de l'expedition francaise de bonaparte, 2 vols, Cairo 1943: La Descade Egyptienne (Three Volumes, years vii and viii); Histoire Scientifique et militaire de 1'Expedition francaise en Egypte, Paris, 10 vols., 1830-6; (৫) A. Geiss, Histoire de 1'Imprimerie en Egypte, in BIE, 1907, 133-57 (deals only with the expedition of Bonaparte); (৬) R. G. Canivet, L' Imprimerie de 1' Expedition d'Egypte, in BIE, 1909; 1-22; (৭) Ch. A. Bachatly, Un member, Oriental du premier Institut d'Egypte : Don Raphael (1759-1831), in BIE, xvii (1935), 237-60.

J. Jomier (E.I.²)/মুহাম্মাদ আবদুল কাদের

ইন্‌স্টিটিউট দা হাউটে ইতুদে দা তুনীস (Institut Des Hautes Etudes De Tunis) উচ্চতর জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান Centre d' Etudes Juridiques ও Ecole Superieure de Langue et Litterature Arabes-এর সমবায়ে ১৯৪৫ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া দেওয়ায় ইহা সূচনা পর্ব হইতেই উপকৃত হয়। ফরাসী আশ্রিত রাজ্য হিসাবে প্রথমে তিউনিসের জনশিক্ষা বিভাগ ও পরে তিউনিসিয়া সরকারের জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সনের ১ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স ও তিউনিসিয়া সরকারের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরের পরও এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়, বিশেষ করিয়া তিউনিসিয়া সরকার প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতাকে বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন। এই অনুকূল পরিবেশে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফ্রান্স কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালনাসহ যুগপৎ তিউনিসীয় ডিপ্লোমা প্রদান করিতে থাকে।

তিউনিস নিবাসী একজন সভাপতি তাহার সহায়ক একজন উপ-সভাপতি Institut Des Hautes Etudes De Tunis-

এর পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। William Marcais Jean Roche পর পর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং Jacques Four, Roger Jambu Merlin Pierre marthelot-এর উপ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানের চারটি শাখা পরবর্তীকালে অনুষদে পরিণত হয়। এইগুলি হইতেছে আইন ও অর্থনৈতিক বিষয়ক সমীক্ষা শাখা, বিজ্ঞান শাখা, সাহিত্য ও কলা শাখা এবং ভাষা-বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব শাখা। ফরাসী ও তিউনিসীয় অধ্যাপকবৃন্দ ইহাতে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং ফ্রান্সের উচ্চতর শিক্ষার মান অনুযায়ী শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও পটভূমি তাহাদের ছিল। অন্যান্য শিক্ষক, সহকারী ও কোর্স তত্ত্বাবধায়কগণ শাখা প্রধানের সুপারিশে নিযুক্ত হইতেন।

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিত এবং তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার পর Ecole Normale Superieure, Ecole Nationale d' Administration Centre de d' Egtudes Economiques-এর ছাত্র-ছাত্রীরাও এই প্রতিষ্ঠানে যৌথ কোর্সে যোগদান করিত। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৮-৯ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫২২-এ। ইহাদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮২। মোট ছাত্রছাত্রীর ৪৪.৭% ছিল তিউনিসীয় নাগরিক।

নিয়মিত পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ছাড়াও Institut Des Hautes Etudes-এ কয়েকটি গবেষণাগার ও সমীক্ষা কেন্দ্র ছিল, যেইগুলি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সাজসরঞ্জাম ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিত। একইভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাত্রদের জন্য নিজ সম্পদ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিত। ঐ সময় সূকু'ল-আত'তা'রীন সাধারণ গ্রন্থাগারে ছাত্রদের পড়াশুনার যেই সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করিত, উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুবিধাদি সেইগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিশেষে Institut Des Hautes Etudes-এর দায়িত্ব দাঁড়ায় দুইটি সমীক্ষাপত্র সংগঠন ও পরিচালনা। এই সমীক্ষাপত্র দুইটি হইতেছে Cahiers de Tunisie কলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক সমীক্ষা যাহা পূর্ববর্তী Revue Tunisienne- এর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং Revue de droit (ইহাও ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)। বিশেষ সংকলন হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রকাশ করে। যেমন আইন ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত পাঠাগার, বিজ্ঞান শাখার প্রকাশনাসমূহ এবং সাহিত্য শাখা প্রকাশনা (Paris. P. U. F.)। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমকক্ষ উচ্চতর শিক্ষার এই আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এইভাবে আনুমানিক দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল পরিচালিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা, সেই সঙ্গে বহু ফরাসী শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপকের ঐ প্রতিষ্ঠানে আগমন ইত্যাদির সুবাদে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার উন্নত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এই উচ্চ মানের কল্যাণেই তিউনিসের এই Institut Des Hautes Etudes 1960 সনের ৩১ মার্চ এক ফরমানবলে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটা এবং একটি জীর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থা থাকিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্ক যদিও প্রাতিষ্ঠানিক নয় এবং স্বভাবতই একান্ত নয়, তবু এ যাবতকালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ডক্টরেট লাভের মাধ্যমে তিউনিসীয় অধ্যাপকদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারা তাহাদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তিউনিসীয় রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অপেক্ষকৃত কম সংঘাতের মাধ্যমে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ-প্রধান ও তিউনিসিয়া নাগরিক মাহ'মূদ মেস্‌সাদী জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী নিয়োজিত হন। তাহা ছাড়া প্রোরেক্টর ছিলেন প্রতিষ্ঠানের একজন সাবেক অধ্যাপক ও Ecole Normale Superieure-এর পরিচালক আহ'মাদ 'আবদু'স-সালিম। ইঁহাদের দুইজনই মনীষী, লেখক ও অত্যন্ত যশস্বী শিক্ষাবিদ।

এইভাবে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাত্মকভাবে ও ক্রমান্বয়ে দেশের সহিত একাত্ম হইয়া যায়। বিশ্ববিদ্যলয়টি যে নিজের সুযোগ- সুবিধার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহা স্বাধীন তিউনিসিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-কাঠামোর প্রেক্ষাপটে বলা যায়। তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয় নিজের তুলনামূলক তারুণ্য সত্ত্বেও (এবং কিছুটা ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রের সুবাদে) স্পষ্টত দেশের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ও কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

P. Marhelot (E.I.[2] Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইনস্টিটিউট দ্যা হাউটে ইতুদে ম্যারকাইন (Institut Des Hautes Etudes Marocaines) (আই. এইচ. ই. এম.) আল-মা'হাদ লি-'উলূমি'ল-'উলয়া আল-মাগ'রিবিয়্যা (মরক্কোর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ৪০ বৎসরের দীর্ঘকাল পরিক্রমায় মরক্কোর জ্ঞান ও মনীষা চর্চার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কারণ ১৯১৫ সনে অত্যন্ত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারী দোভাষী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য রাবাতে Ecole Superieure de langue Arabeet des Dialectes Berbers প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে ঐ প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে।

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০/২০ জুমাদা'ল-উলা, ১৩৩৮ সনে প্রধান মন্ত্রীর এক ফরমানবলে আই. এইচ, এম. প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্য ছিল মরক্কোর সহিত সম্পর্ক আছে এই ধরনের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ ও প্রেরণা দান, সেগুলিকে সমন্বিত করা ও লব্ধ সুফলসমূহ কেন্দ্রীভূত করা। মরক্কোর স্বাধীনতার পর ১৯৫৬ সনে রাবাতে Faculte des Lettres des Sciences Humaines of Robat ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়।

M. Nehlil I. Hmet- এর মত বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন ও দোভাষী ব্যাখ্যাকার Ecole Superieure পরিচালনায় ছিলেন। অনুরূপভাবে কালপরম্পরায় আই, এইচ.ই.এম.-এর নেতৃত্ব দেন H. Basset, F. Levi Provencal, L. Brunot H. Terrasse- এর মত অত্যন্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দ। "ইহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালক, প্রভাষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে ছিলেন F. Arin, A. Besset, E. Biarnay, R. Blachere, H. Brouno, H. De. Castries, J. Celerier, P. de Cenival, L. Chatelain, G.S. Colin, J. de Cosse-Brissac, R. Hoffher, M Bendaoud, E. Laoust, C. Le Coeur, R. Le Tourneau, V. Loubignac, G. and W. Marcais, G.

Marcy, P. Mauchausse, J. Meunie, R. Montagne, L. Paye, H. Renaud, P. Ricard, J. Riche and A. Roux-এর মত অত্যন্ত গুণী ব্যক্তিবর্গ। তাঁহাদের অনেকেই এই বিশ্বকোষে (E.I.) অবদান রাখিয়াছেন।

আই.এইচ. ই. এ.-এর অবদান বিপুল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে মরক্কোয় শিক্ষিত মনীষী সম্প্রদায়ের দৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে। তাহারা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে মরক্কো সম্পর্কিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় নিয়োজিত হন এবং মাগরিব ও মুসলিম স্পেন সম্পর্কিত আমরা যাহা জানি তাহার সম্পূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন করেন। এই প্রতিষ্ঠান তথা ইন্সটিটিউট Les Archives Berberes নামক সমীক্ষা পত্রিকার উত্তরসুরি হিসাবে Bulletin de I. H. E. M. প্রকাশ করে যাহা প্রথমবার প্রকাশের পর "Hesperis" এই অনবদ্য নাম ধারণ করে। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হওয়া অবধি এই নাম বজায় থাকে। এই প্রকাশনার বৈজ্ঞানিক বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ প্রামাণিকতা এতখানি উৎকর্ষ অর্জন করে যে, ১৯৭২ সনে এই পত্রিকার সমগ্র প্রকাশনার একটি সামগ্রিক বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয় (Archives Berberes এই বুলেটিনসহ)।

Hesperis-এ প্রকাশিত অন্যতম নিবন্ধ "Bibliographie Marocaine" অত্যন্ত ব্যাপক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল। ইহাতে আনুমানিক ৪০টি শিরোনামের আওতায় মরক্কো সংক্রান্ত জ্ঞাত সকল বিষয় ও ঐ দেশে বিভিন্ন সময়ে বিকশিত সভ্যতাসমূহের এক বিস্তৃত ও প্রামাণ্য বিবরণ দেওয়া হয়। রাবাতে Bibliotheque Benerale বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদিত এই প্রকাশনাটি মাগ'রিব (মরক্কো) সংক্রান্ত যে কোনও বিজ্ঞান ও পদ্ধতিসম্মত সমীক্ষার ক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবদান বিশেষ। এই গ্রন্থপঞ্জীটি ১৯২৩ ও ১৯৫৩ খৃ. মধ্যবর্তীকালে প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ খৃ. Hesperis সাময়িকী Tamda পত্রিকার সহিত একীভূত হইয়া যায়। শেষোক্ত পত্রিকাটি মরক্কো স্পেনের আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকাকালে ঐ শাসনের শেষের দিকে Tetuan আত্মপ্রকাশ করে। Hesperis আজও এই আকারে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মরক্কোর সেবা করিতেছে।

Hesperis ছাড়াও আই. এইচ. ই. এম. গোটা Hesperis-এর কয়েকটি সংকলন (১৫ খণ্ডে) প্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে রহিয়াছে ইহার 'আরবী ভাষ্য সংকলন (১২ খণ্ডে); আই. এইচ. ই. এম. প্রকাশনাসমূহ (৬২ খণ্ডে); Centres d Etudes Juridiques-এর নিবন্ধ সংস্করণ (৪৫ খণ্ডে); আই. এইচ. ই. এম. কংগ্রেসের কার্যবিবরণী (৯ খণ্ডে), Imitation au Maroc (৩টি সংস্করণ), একটি Notice sur Les regles d edition des travaux ও স্পেনীয় ও পর্তুগীজ শব্দের লিপিও মুদ্রণের জন্য কিছু Brefs Conseils Pratiques (R. Ricard)-সহ কিছু ব্যতিক্রম প্রকাশনা; লিপি ও দলীল সংকলন (২১ খণ্ডে) এবং মরক্কোর বার্বার ভাষ্য,পাঠসমূহের সংকলন (২ খণ্ডে)।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'আরবী (প্রাচীন ও চলিত), বার্বার ও মরক্কোর সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশনা ছাড়াও আই. এইচ. ই. এম. ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনুমোদিত মানবিক ও আইন বিষয়ে নানা ডিগ্রির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়াছে। ইহার দরুন বহু তরুণ ছাত্র-ছাত্রী ফ্রান্সে যাইবার ধকল ছাড়াই 'আরবী ভাষা ও আইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা লাভ করিয়াছে।

এখানে আরও একটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখের দাবী রাখে। ইহা Institut Scientifique Cherifien, যাহা ১৯২০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে একমাত্র মরক্কো সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হইত। প্রতিষ্ঠানটি উহার সমসাময়িক কালের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর ও উন্নত ছিল। সেইজন্য ইহা জগদ্বিখ্যাত Academie des Sciences of Paris-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানে অদ্যাবধি নানা প্রশংসনীয় কাজ হইতেছে এবং এখান হইতে বহু বই প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Direction generale de L'instruction publique des beaux arts et des antiquites Historique (1912-30), Rabat 1931, chs ii, xii; (2) Bull, de 1Inst. des Hautes Etudes Marocaines, No. I (Dec, 1920); শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের জন্য মহাউযীরের ফরমান ও আই. এইচ. ই. এম.-এর প্রথম কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণের বিবরণ। এই উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বৈজ্ঞানিক ও মানবিক কার্যক্রমের রূপরেখা প্রদত্ত হয়; (৩) Publication de L'I. H. E. M. (1915-1935), tables et index, suppl. to Hesperis, 1936, 3rd term (pp, 82); (৪) Publications de 1'I, H.E.M. et de la section Historique du Maroc, Rabat 1954 (pp. 17); (৫) H. Hosotte-Raynaud, publications de 1. I. H. E. M., 1936-1954, Tables et Repertoires, Rabat 1956 (pp. 145). (৬) P. Morin, bibliography analytique des Sciences de la terre. Maroc et regions limitrophes depuis, le debut des recherchs geologiquses a 1964(Notes et memoires au Service geologique No. 182), Rabat 1965, 2 vols; (৭) A. Adam, Bibliographie critique de Sociologie, d ethnographie et de geographie humaine du Maroc, Memoires du Centre de recherches anthro pologiques, prehistoriques et ethnographiques d Alger, algiers 1972, Introd.

G. Deverdun (E.I.[2] Suppl.) আফতাব হোসেন

ইন্স (দ্র. ইনসান)

ইনসান (إنسان) : (আ) মানুষ (homo)। কু'রআন বলে, 'আল্লাহ্ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন' (৪ : ২৮)। কতগুলি আয়াতে তাহার মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে : 'বিপদে পড়িলে সে আল্লাহ্‌কে ডাকে। যখন বিপদ কাটিয়া যায় তখন সে উহা ভুলিয়া যায়' (১০, ১২; ৩৯ : ৮ ও ৪৯); 'সে অত্যন্ত অন্যায়কারী' (জ'ালুম ১৪ : ৩৪ ; ৩৩ : ৭২); 'সে অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়' ('আজূল ১৭: ১১); 'সে অতি মাত্রায় অস্থিরচিত্ত' (হালূ' ৪০ : ১৯), 'সে অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রিয় এবং সে বিতণ্ডাকারী' (১৮ : ৫৪; ৩৬ : ৭৭)।

লিসানু'ল-'আরাব কু'রআনের এই শিক্ষার প্রতিধ্বনি করে : যেই সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীকে বুদ্ধিবৃত্তি দান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ফিরিশ্‌তা ও জিন্ন তার্কিক

কিন্তু মানুষ তাহাদের অপেক্ষা অধিক তার্কিক; অপরপক্ষে উক্ত গ্রন্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি উদ্ভট শব্দ প্রকরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ "মানুষকে ইনসান বলা হইয়াছে; কারণ সে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভ করে এবং পরে সে ভুলিয়া যায়, (فنسى), এই শব্দের মূল ইন্‌সিয়ান (انسيان) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যাহা ইফ 'ঈলান (افعيلان) ছাঁচে নিসয়ান (نسيان) হইতে গঠিত।

মানুষের দৈহিক সত্তা সম্পর্কে কু'রআনে অনেক আয়াত আছে। আল্লাহ্‌ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন 'ছাঁচেঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে' (১৬ঃ২৬), বিশেষ করিয়া ২৩ ঃ ১২ ও পরবর্তী আয়াতসমূহে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে ঃ মানবদেহের প্রধান উপাদান কর্দম; অতঃপর আনুক্রমিভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে তাহার সৃষ্টি ঃ "আমি উহাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে), পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে' (এমন কিছু, যাহা লাগিয়া থাকে-এমন এক বস্তুতে); অতঃপর উহাকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অতঃপর আমি পঞ্জরকে ঢাকিয়া দিই গোশ্‌ত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অনন্য সৃষ্টিরূপে"। তাফসীরকারকদের মতে ইহা অনুরূপভাবে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় ক্রমবিকাশকে বুঝায়। ফাখরুদ্দীন আর-রাযী Aristotle-এর ন্যায় এই অনুচ্ছেদগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঃ "শুক্রাণুর নিঃসরণ হইতে মানুষের জন্ম, শুক্রাণু উৎপন্ন হয় চতুর্থ প্রকারের অতিরিক্ত পরিপাক শক্তির দ্বারা (من فضل الضم الرابع। তু. Meteorologica, ৪র্থ পুস্তক, ৩৭৯৫১২; De Gen. animal, 724 a 9 f.)। কিন্তু এইগুলি উৎপন্ন হয় একমাত্র খাদ্যবস্তুসমূহ হইতে, যাহা প্রাণীজ অথবা উদ্ভিজ্জ। প্রাণী পদার্থগুলি উদ্ভিজ্জ পদার্থে পরিণত হয়, আর উহা নিজে উৎপন্ন হয় মৃত্তিকা ও পানির পরিশোধিত রস হইত। অতএব, মানুষের জন্ম প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকার খাঁটি রস হইতে (من سلالة من طين ঃ তু. ২৩ ঃ ১২)। পরে এই খাঁটি রস আনুক্রমিকভাবে গঠনকার্যের বিভিন্ন অবস্থার (اطوار তু. ৭১ ঃ ১৪) ও বিকাশের আবর্তনের মধ্য দিয়া শুক্রে পরিণত হয়। "আমরা তাহাকে একটি দ্বিতীয় সৃষ্টির মধ্য দিয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্য তৈরি করিয়াছি"- কথাটির ব্যাখ্যা হইতেছে ঃ "যখন মানুষ প্রাণহীন একটি পদার্থ ছিল, তখন তাহাকে আল্লাহ্‌ জীবন দান করিয়াছেন ঃ সে ছিল বোবা, তাহাকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন; সে ছিল বধির, তাহাকে শ্রবণশক্তি দান করিয়াছেন; সে ছিল অন্ধ, তাহাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তাহার মধ্যে, তাহার ভিতরে ও বাহিরে, তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং সকল দেহযন্ত্রে এক বিস্ময়কর প্রকৃতি ও প্রশংসনীয় প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন যাহা বর্ণনাতীত!"

কুরআনে ইনসানের সৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে আপাত-অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও উহাতে সমন্বয় সাধন মোটেই দুঃসাধ্য নয়। যেমন মানুষ মহৎ ও হীন (তু. ৯৫ ঃ ৪-৫); "আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তৎপর আমি তাহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করিয়াছি" (৯৪ ঃ ৪-৫)। আর-রাযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাকবীম (تقويم) শব্দটি বাহিরের আকৃতিকে, ইহার সুষম অঙ্গ সমাবেশকে বুঝাইতে পারে (কেহ কেহ মন্তব্য করেন যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাহার মুখ মাটির দিকে ফিরান নাই, مكبا على وجهه (ঝুঁকিয়া তাহার মুখে ভর দিয়া, ৬৭ ঃ ২২)। কিন্তু তাহার একটি ঋজু দৃঢ়তা রহিয়াছে, مديد القامة এবং সে তাহার হস্ত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে, তু. St. Gregory of Nyssa, "On the workmanship of man." হাত, মুখ, মাথা, পা ইত্যাদি এমন সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্ট যে, ইনসান তাহার কাজকর্ম পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করত সম্পন্ন করিতে পারে অথবা অভ্যন্তরীণ দিকে ঃ বুদ্ধিবৃত্তি, ধীশক্তি, সভ্যতা, বাগ্মিতা পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। [ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) পঞ্চম আয়াতকে ১৬ ঃ ১৭ (অথবা ২২ ঃ ৫)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন] ঃ "এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় চরম অথর্বতায় (ارذل العمر)"। এইরূপে চিন্তাসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়; দর্শনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কার্য করিতে ব্যর্থ হয়; শক্তি হ্রাস পায় এবং ইনসান ভাল কাজ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে (আর-রাযী)। সূরা ১১-তে যেইখানে আদাম (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধি (খালীফা) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সম্বন্ধে ফিরিশতাগণ সমালোচনা করিয়াছেন, সেইখানে ইনসানের এই দুই প্রকার অবস্থা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাফসীর আল-মানার গ্রন্থের এক ভাষ্যে নৃতত্ত্ব বিষয়ক একটি চিত্তাকর্ষক ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে যাহার সহিত Herder-এর সময়কার কিছু পাশ্চাত্য ধারণার সাদৃশ্য আছে, যেই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। জন্তুসমূহ সহজাত প্রবৃত্তি (الهام) দ্বারা তাহাদের পক্ষে কি উপকারী এবং কি ক্ষতিকর তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইনসান তাহা বুঝিতে অক্ষম, সে কেবল তাহার পারিপার্শ্বিকতার বিষয় সম্পর্কে ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করে। তাহার পারদর্শিতার কোন সীমা নাই এবং এই বিষয়ে সে ফিরিশতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ ফিরিশ্‌তাদের জ্ঞান ও কর্ম সীমাবদ্ধ (محدود)। ইহা ইমাম আর-রাযীর অভিমত স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ফিরিশ্‌তা ও তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবজন্তুর ন্যায় ইনসানের কোন নির্ধারিত কাজ (وظيفة معينة) নাই। একইরূপে মানুষ এমন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে যাহা তাহাকে প্রকৃতির উপর যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং যাহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। "সে উদ্ভাবন করিয়াছে, নূতন আবিষ্কার করিয়াছে, যদ্দারা পৃথিবীর আকারও পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইয়াছে" (حتى غير شكل الارض), মানার গ্রন্থে আমরা ইহার উল্লেখ পাই। সে অনাবাদী জমিগুলি চাষ করিয়াছে; বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সে নানা প্রজাতি উৎপাদন করিয়াছে যাহা পূর্বে ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক প্রকার কমলা লেবু (য়ূসুফ আফিন্দী) যাহা "আল্লাহ্‌ ইনসানের হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন" (خلقه بيد الانسان)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইনসান তাহার সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র খলীফা হইতে সক্ষম।

কু'রআনের আয়াত হইতেই ইখওয়ানু'স্-সাফা' (দ্র.) তাহাদের পদ্ধতিতে মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা—দৈহিক ও নৈতিক দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "এই শরীরের মধ্যে অবস্থানকারী আত্মাকেই মানুষ নামে অভিহিত করা হয়। উভয়ে মিলিতভাবে মানুষের দুইটি অংশ; উভয় অংশের মিলনে অখণ্ড মানুষ। কিন্তু উভয় অংশের মধ্যে আত্মা উৎকৃষ্টতর। ইহা যেন মজ্জা আর অন্য অংশটি অর্থাৎ দেহ যেন আবরণ) তু. ইব্‌ন মাসাররাঃ এবং Pseudo Empedocles)...। আত্মা বৃক্ষের ন্যায় এবং দেহ ফলের ন্যায়" Epistle ২২, ২খ, ৩১৯ প., কায়রো ১৯২৮ খৃ.। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কাজ হইতেছে শরীরকে ইহার কার্য সাধন (تمام) করিতে দেওয়া এবং তাহা করিয়া ইহা পূর্ণতা (كمال) প্রাপ্ত হয়। আত্মার জন্যই দেহ এবং ইহা কারিগণের জন্য তাহার কারখানার ন্যায়। ইহাকে শহরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের নানা গোত্র ও বিভিন্ন

জনসমষ্টি আত্মার স্বাভাবিক শক্তি ঃ উদ্ভিদের ন্যায় বর্ধনশীল, জীবনী শক্তিসম্পন্ন, বিচার শক্তিসম্পন্ন—এক উপাদান হইতে তিনটির উৎপত্তি। ইনসান একটি ক্ষুদ্র জগৎ, একটি সুনিয়ন্ত্রিত নগরী (مدينة فاضلة), আত্মা যাহার সম্রাট।

অতঃপর Epistle-এ মাস ও নক্ষত্রের প্রভাবে মানব ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মতে প্রথম মাসে শনিগ্রহের প্রভাবে জড় পদার্থ একটি আকার গ্রহণ করে, নুত্‌ফা ঃ (نطفة শুক্র) জরায়ুর মধ্যে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মাসে বৃহস্পতি গ্রহের প্রবল আধ্যাত্মিক প্রভাবে 'আলাক'া ঃ (علقة)-তে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং ইহার মধ্যে কতিপয় দৈহিক রসের সমতা সৃষ্টি হয়। তৃতীয় মাসে মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে 'আলাক'া অধিকতর সহেজভাবে নড়াচড়া করে এবং অতিরিক্ত তাপ গ্রহণ করিয়া ইহা মুদ'গা ঃ (مضغة)-তে পরিণত হয়। চতুর্থ মাসে সূর্য ক্রমবিকাশের কার্য পরিচালনা করে ইহার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ মুদ'গা'র উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে; জীবনদায়ক শক্তিগুলি ইহাতে জীবন সঞ্চারিত করে এবং ইহা জীবন প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম মাসে শুক্র গ্রহের প্রভাবে দেহের আকার গঠন (خلقة) সমাপ্ত হয় (استمت) এবং ইহার সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় (استكملت) চক্ষু, নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর ও কর্ণ গঠিত হয়। ষষ্ঠ মাসে বুধ গ্রহের প্রভাবে নূতন আধ্যাত্মিক শক্তি ভ্রূণকে সঞ্চালিত করে, তাহার ফলে ইহা তখন ইহার হস্তপদ চালনা করিতে পারে। ইহা মুখ ও চোখের পাতা খুলিতে পারে; ইহা কখনও ঘুমায়, কখনও জাগিয়া থাকে। সপ্তম মাস হইতে ইহার উপর চন্দ্রের প্রভাব পড়িতে থাকে ঃ ভ্রূণের ওজন, গোশ্‌ত, স্থূলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহার সন্ধিস্থানগুলি শক্ত হয় এবং ইহার সঞ্চালন ক্ষমতা দৃঢ়তর হয়; ইহা অবরুদ্ধ রহিয়াছে মনে করে এবং বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করে। যদি তাহা ঘটিয়া যায়, ইহা বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অষ্টম মাস পর্যন্ত যদি ইহা মাতার গর্ভাশয়ের ভিতরে থাকে, ইহা অধিকতর ভারী হয়, ইহা শৈত্যের প্রবল ক্রিয়া অনুভব করে, ইহা নিদ্রালুতা কাটাইতে পারে না এবং ইহার সামান্য সঞ্চালন ক্ষমতা থাকে। যদি তখন ভূমিষ্ঠ হয়, ধীরে ধীরে ইহার বর্ধন হয়, ইহার সঞ্চালন ক্ষমতা মন্থর হয় এবং কখনও কখনও ইহা মৃতজাত হয়। এইরূপ হইবার কারণ, ইহার উপর পুনরায় শনি গ্রহের প্রভাব পতিত হয়। কিন্তু নবম মাসে আবার ইহার উপর বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাব পড়িতে থাকে ঃ আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে সমতা আসে, প্রাণধারক জীবনী শক্তি প্রবল হয় এবং জীবাত্মার ক্রিয়া কলাপ দেহের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। মানুষের জন্ম রহস্য এইরূপই। ইখওয়ানু'স-সাফা'তে মানুষ সম্বন্ধে আরও অনেক ধারণা আছে, সবই কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়ঃ অনুরূপভাবে যেহেতু মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগত, সেহেতু জীবজন্তুর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও তাহার মধ্যে বর্তমান (তু. Ep. ২৬, ৩খ, ১৯ প.)। এই পদ্ধতিতে সৃষ্টিকর্তার নয়, সার্বজনীন আত্মার যন্ত্ররূপে নক্ষত্ররাজি তাহার আনুগত্য স্বীকার করে যাহা সেই সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন করে। এইরূপে মানুষ বিশ্বের উপর আধিপত্যে তাহার অংশগ্রহণ করে। উল্লিখিত মতগুলি ইসলামসম্মত নয়। দার্শনিকদের মধ্যে এই ধরনের বহু মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা ইসলাম সমর্থন করে না।

ফালাসিফা ঃ (দার্শনিকগণ) প্রধানত গ্রীক চিন্তাধারার অনুসরণে আত্মার প্রকৃতির বিষয়, শরীরের সহিত ইহার সম্পর্ক ও কর্তাবুদ্ধি (agent intellect عقل فعال--) এর উপাদানগত বুদ্ধির সহিত সংযোগ-বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন। "যুক্তি-চিত্তবৃত্তি (Rational faculty), যাহার ক্ষমতাবলে মানুষ মানবতা লাভে সক্ষম হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কার্যরত বুদ্ধি (intellect in action عقل بالفعل) নহে, কর্তা বুদ্ধিই ইহাকে কার্যরত বুদ্ধিতে পরিণত করে" (আল-ফারাবী, আল-সিয়াসাতু'ল-মাদানিয়্যা, বৈরূত ১৯৬৪, খৃ., পৃ. ৩৫)।

পরিশেষে আত-তাহানাবী তাহার অভিধানে 'ইনসান' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আর-রাযী সূরা ১৭ ঃ ৮৫ -এ সম্পর্কিত তাফসীর হইতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ "বল, আত্মা আমার প্রভুর আদেশ হইতে উদ্ভূত।" কেবল ইল্‌হাম (إلهام) [দ্র.] দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, মানুষ যখন বলে আমি তখন সে যাহাকে বুঝায় তাহাই আত্মা (روح)। যখন ইহা সুবিদিত যে, জৈব দেহের অঙ্গগুলি সর্বদা পরিবর্তিত ও পুনঃস্থাপিত, তখন এই "আমি" কি কোন জৈব দেহ হইতে পারে? যদি মানুষ এই দেহ না হয়, তাহা হইলে সে কি এমন একটি দেহ যাহার মধ্যে জাগতিক উপাদানসমূহের প্রভাব প্রবল? যেহেতু অস্থি, গোশ্‌ত, মেদ ও পেশীতন্তু লইয়া দেহ গঠিত এবং কেহই এই সকল "স্থূল, বারী ও অন্ধকারময়" দৈহিক উপাদানসমূহের সহিত মানুষকে এক বলিয়া মনে করে না। ইহা দেহ হইতে পারে না যাহার মধ্যে জলীয় উপাদানসমূহ প্রবলভাবে কাজ করে। কারণ ইহাকে চারিটি শারীরিক রসের একটি হইতে হইবে এবং ইহাদের কোনটি মানুষ নহে। অনেকে মনে করেন যে, একমাত্র রক্তকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যায়, কারণ ইহার ক্ষয়ে মৃত্যু ঘটে। যেই দেহগুলিতে প্রভুত্ব করে বাতাস এবং আগুনের উপাদানসমূহ, সেইগুলি হইতেছে আত্মা। ইহা স্বাভাবিক উত্তাপ (الحرارة الغريزية)-এর সহিত মিশ্রিত বাতাস দ্বারা তৈরী এবং হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে উৎপন্ন। আত্মাসমূহ দ্রবীভূত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ইহারা মহান, স্বর্গীয় ও পবিত্র বস্তু। ইহারা জীবদেহে আকার প্রাপ্ত হইব মাত্র এবং ইহাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করিবার উপযুক্ত হইলেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। যতদিন দেহ সুস্থ থাকে, ততদিন ইহারা দেহের মধ্যে থাকে, কিন্তু যখন দেহে ঘন রস উৎপন্ন হইয়া ইহাদের সঞ্চালনে (سرايان) বাধা দান করে তখন ইহারা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহাই মৃত্যু। আর-রাযী বলেন, "এই মতবাদ দৃঢ় ও মহান এবং এই মত সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। কারণ ইহা আসমানী কিতাবসমূহে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বর্ণিত বিবরণের অনুরূপ।" বস্তুত আল্লাহ্‌ ফিরিশ্‌তাদেরকে বলিয়াছেন, "আমি কর্দম দ্বারা এক মরণশীল জীবন সৃষ্টি করিতেছি। যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার আত্মা (روح) সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও"(৩৮ ঃ ৭২, তু. ১৫ ঃ ২৯)।

অধিকাংশ চিকিৎসক এবং যাহারা আত্মাকে অস্বীকার করেন তাহাদের মতবাদের ভিত্তি হইতেছে, তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন যে, প্রতিটি প্রজাতির জন্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেই প্রজাতির শারীরিক রসসমূহের সুষম বিন্যাস। "মানবীয়" শব্দটি তাহাদের উপর আরোপ করা হয় যাহাদের বিশেষ ধরনের গুণ আছে যেই গুণসমূহ সমতার বিশেষ অংশ অনুযায়ী উপাদানসমূহের মিশ্রণের ফল। অপরদিকে দার্শনিকরা বলেন যে, মানুষ দেহ নহে। তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট "প্রত্যাবর্তন" (معاد)-এর মতবাদ শিক্ষা দেন, কিন্তু দেহের মৃত্যু ঘটে এবং পরজগতে পুরস্কার বা শাস্তি আত্মার জন্যই হইবে-এই কথা তাহারা বিশ্বাস করেন। কতিপয় মুসলিম 'আলিমও এই মত সমর্থন করিয়াছেন, যথা ঃ কতিপয় প্রাচীন মু'তাযিলী, কাররামিয়্যাদের একটি দল, শী'আদের মধ্যে আশ-শায়খুল-মুফীদ।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির পরে আত-তাহানাবী আল-ইনসানু'ল কামিল-এর বিষয় আলোচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই নিবন্ধে প্রদত্ত বরাতগুলি ছাড়াও দ্র. আল-ইনসানু'ল-কামিল।

R. Anraldex (E.I.²)/ মুহাম্মাদ শাহাদত আলী আনসারী

আল-ইন্‌সানু'ল-কামিল (الانسان الكامل) ঃ অর্থ পরিপূর্ণ মানুষ, তাস'াউফের একটি পরিভাষা, যাহা সূ'ফীগণ উচ্চতর মানবীয় যোগ্যতার স্তর বুঝাইতে ব্যবহার করেন। অন্য কথায় ইহার অর্থ এই যে, "আল-ইন্‌সানু'ল-কামিল" এমন একজন আল্লাহ্‌-প্রেমিক ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহ্‌র একক সত্তার পূর্ণ অনুভূতি নিজের অন্তরে বদ্ধমূল করিতে সক্ষম। আবূ য়াযীদ বিসতামী (মৃ. ২৬১/৮৭৪), [যাহার উদ্ধৃতি আল-কু'শায়রীর গ্রন্থে (কায়রো ১৩১৮ হি. পৃ. ১৪০ লা. ১২ পৃ., তু. R. Hartmann, Al-Kuschairis Darstellung des : Sufitum, Turkische Bibliothek, ১৮ খ. ১৬৮ প. আছে] বলেন, যে সূ'ফী আল্লাহ্‌র কতক গুণে গুণান্বিত হইতে সক্ষম হন এবং উত্তরোত্তর এই বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করেন, তিনিই পরিপূর্ণতার (আল-কামিলু'ত- তাম) অধিকারী হন। এই পর্যায়ের সূ'ফীকে আল ইনসানু'ল-কামিল' বলিতে পারি। এই পরিভাষা সম্ভবত ইব্‌নু'ল 'আরাবী তাহার রচনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন (তু. ফুসূলুল-হিকাম অধ্যায় ১)। 'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন ইব্‌রামীম আল-জীলী'র (মৃ. আনু, ৮২০/১৪১৭) একটি সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত গ্রন্থের নামও "আল-ইনসানু'ল-কামিল ফী মা'রিফাতি'ল-আওয়াখির ওয়া'ল- আওয়া'ইল" [উর্দু অনু. ফাদ্'ল মীরান, করাচী ১৯৬২]। সূ'ফীগণ "ওয়াহ'দাতু'ল-ওয়াজূদ" আকী'দার ভিত্তিতে "ইন্‌সান কামিল"-এর মূল্যায়ন করেন। [ইহার অর্থ এই যে, وجود শব্দ কেবল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া অন্য সব কিছুই একান্তভাবে আপেক্ষিক]। ইহার অনুরূপ অথবা কিছু ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন মান্‌সূর হ'াল্লাজ (তু. কিতাবু'ত-ত'াওয়াসীন, Massignon সংস্করণ, পৃ. ১২৯ প.)। ইব্‌নু'ল 'আরাবী বলেন ঃ মানুষ তাহার সত্তায় আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি ও সৃষ্টি জগতের প্রতিচ্ছবি একত্র করিয়া নেয়। আল্লাহর সত্তা, তাঁহার নাম ও গুণাবলীসহ মানুষের মধ্যেও বিকশিত হয়। মানুষ এমন একটি আয়না যাহাতে আল্লাহ্‌ নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং মানুষই সৃষ্টিজগত সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। আমাদের মধ্যে এমন গুণাবলী বিদ্যমান যে গুণাবলীর সাহায্যে আমরা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে পারি। আমাদের অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্বের বাহ্যিক রূপমাত্র। আমাদের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যেমন অপরিহার্য তেমনি আমাদের অস্তিত্বও তাঁহার (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য যাহাতে তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।"

এই বিষয়ের কোন কোন ব্যাখ্যায় আল-জীলী ইব্‌নু'ল-'আরাবীর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। আল-জীলী এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই ঃ তাহাই সত্তা, যাহার সহিত নাম ও গুণাবলী সম্পৃক্ত করা যায়। যদিও প্রকৃতপক্ষে সত্তা ও গুণবাচক সত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না, তবু মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা অস্তিত্ববান অথবা অস্তিত্ববান নয়। অস্তিত্ববান বলিতে তো একমাত্র আল্লাহ্‌কেই বুঝায় অথবা এমন কিছু যাহাতে অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা সম্পৃক্ত হয় (সৃষ্ট বস্তুসমূহ)। সাধারণ অস্তিত্ব অথবা অপরিহার্য অস্তিত্বের অর্থ এই যে, গুণবাচক সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে নাম, গুণাবলী ও অপরিহার্যতার মিলিত রূপ এবং 'আমাল ইন্‌কিশাফ-এর অর্থ এই যে, অবিমিশ্র পদার্থ (بساطت)-এর স্তর হইতে নিম্নে অবতীর্ণ হওয়ার কার্য ('আমাল)। ইহার তিনটি পর্যায় আছে ঃ (১) احدية (২) هوية ও (৩) انية ; 'আমাল ইন্‌কিশাফ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে নাম ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটে এবং আমরা ইহা দ্বারা সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। ইহার পৌঁছাইবার মাধ্যম পরিপূর্ণ মানুষের দীপ্তি (تجلى) যাহা সাধারণ সত্তা হইতে নির্গত হওয়ার এবং পুনরায় উহাতেই প্রত্যাবর্তনের আদর্শ দৃষ্টান্ত। জ্যোতিসমূহের সূত্র ধরিয়া ইহা আরও উপরের স্তরে উন্নীত হয়। পরিশেষে ইহা ইলাহী সত্তায় বিলীন হইয়া যায়, প্রথম স্তরে ইহাকে تجلى اسما নামে অভিহিত করা হয়। 'ইন্‌সান কামিল'কে এই নামের জ্যোতি বিলীন (فناء) করিয়া দেয়। ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌ নিজেকে প্রকাশ করেন, এমন কি যদি আল্লাহ্‌কে তাঁহার সত্তামূলক নামে ডাকা হয় তবে তিনি সে ডাকে সাড়া দিবেন। কেননা এই নাম সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। দ্বিতীয় স্তরের নাম تجلى صفات তাহার চেষ্টা ও অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ তাহার জ্ঞানের প্রশস্ততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তা অনুযায়ী তারীকাতের অনুশীলনকারী এই জ্যোতি (তাজাল্লী) লাভ করেন। কোন কোন মানুষের নিকট আল্লাহ্‌ নিজেকে صفت حيات (জীবন গুণের) দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট তিনি صفت علم জ্ঞান সম্পর্কিত গুণাবলী প্রকাশ করেন এবং কাহারও নিকট তিনি তাঁহার শক্তি ও পরাক্রমশীলতার (صفت قدرت) গুণাবলী প্রকাশ করেন। এইভাবে তিনি তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় গুণের প্রকাশ ঘটাইয়া থাকেন। অতঃপর এমনও হয় যে, একই গুণের প্রকাশ বিভিন্ন অবয়বে হইতে পারে। যেমন, কেহ কেহ আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী)-কে নিজের পূর্ণ অস্তিত্ব দ্বারা শ্রবণ করে, কেহ অন্য মানুষের মৌখিক শ্রবণ করে। কিন্তু তাহাকে আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং অনেককে ইহার পরবর্তী ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের (حوادث) সংবাদ প্রদান করা হয়, সর্বোচ্চ স্তরের নাম تجلى ذات (সত্তার জ্যোতি)। ইহা দ্বারা ইন্‌সান কামিল-এর মধ্যে الوهيت (প্রভুত্ব)-এর ধারণা সৃষ্টি হয়। তখন সেই মানুষ সমস্ত সৃষ্টির কুত্'ব (দ্র.) হয় এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ওয়াসীলা হইয়া যায়। সুতরাং মানব জাতির জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য। সে এইরূপ মানুষের আনুগত্য করে। কেননা সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খালীফা (দ্র.; তু. ২ ঃ ২৮)। ইনসান কামিল আল্লাহ ও মানুষের যাবতীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হইয়া আল্লাহ্‌ ও তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করে। স্বীয় বিশ্বজনীন প্রকৃতির ফলে অস্তিত্বের (وجود) জগতে তিনি এক অতুলনীয় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন। আল-জীলী, আল্লাহ্‌র গুণাবলী ৪ প্রকার বলিয়া বর্ণনা করেন ঃ (১) সত্তা (ذات), একত্ব (احديت), চিরন্তনতা (ابديت), সৃষ্টি করার ক্ষমতা (خالقيت) ও অনুরূপ অন্যান্য গুণ ইহার অন্তর্ভুক্ত (২) صفات جمال (সৌন্দর্য সম্পর্কিত গুণাবলী)। (৩) صفات جلال (পরাক্রমের গুণাবলী) ও পূর্ণতা লাভের গুণাবলী। جلال جمال ও كمال (সৌন্দর্য, পরাক্রম ও পূর্ণতা)-এর গুণাবলীর বিকাশ এই দুনিয়াতেও ঘটে এবং আখিরাতেও ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ জান্নাত ও জাহান্নাম পর্যায়ক্রমে جمال ও جلال (সৌন্দর্য ও পরাক্রম) প্রকাশক। কিন্তু ইনসান কামিল এমন এক পরিপূর্ণ মানবসত্তা যাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং যে ইলাহী জীবন হইতে পূর্ণ অংশ পায়। পবিত্র কু'রআনের এক আয়াতের (৩৩ ঃ ৭২) সূ'ফীতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বোধগম্য হয় যে, 'আলামে আস'গ'ার (ক্ষুদ্র বিশ্ব)-এর স্তরে পৌঁছাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষ নিজেই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আমানাত-স্বরূপ গ্রহণ

করিয়াছে। তাহার সত্তায় রূহ'নী (আধ্যাত্মিক) ও পার্থিব উভয় প্রকারের উপকরণ বিদ্যমান। তাহার ক'ল্‌ব (অন্তর) আল্লাহ্‌র 'আরশ (উচ্চাসন), তাঁহার বুদ্ধি ('আক্'ল), আল্লাহ্‌র কালাম (মসি), তাহার নাফ্‌স (ব্যক্তিসত্তা) লাওহে মাহ'ফূজ (সংরক্ষিত ফলক) এবং তাহার প্রকৃতি (ফিত'রাত) উপাদানসমূহের সমার্থক। মোটকথা, সে সত্যের (আল্লাহ্‌র) ব্যবস্থাপত্র বা নির্দেশ [(তু. হ'াদীছে' আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'আদম (আ)-কে তাঁহার সূ'রাতে (আকৃতিতে) সৃষ্টি করেন]। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ(স)-কে "ইনসানু'ল-কামিল"-এর বাস্তব উদাহরণস্বরূপ মনে করা হয়। কেননা পূর্ণ 'আক'ীদার একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সৃষ্টি রোযে আযলেই (সৃষ্টির প্রথম দিনেই) হইয়াছিল (দ্র. Goldziher, Nauplatonische und gnostische Elemente im Hadit, Zeitschrift fur Assyrislogie, ২২, ৩২৪ প.)। প্লেটোবাদী কতিপয় সূ'ফীও "হযরত নবী কারীম (স)-কে অর্থাৎ "ইনসান কামিল" [যাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র উত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়াছে]-কে 'আক্'ল কুল হইতে পৃথক করেন না।" আল-জীলী অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। যত নবী ও ওয়ালী দুনিয়ায় আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মর্যাদা অপেক্ষা কম। আল-জীলী বলেন, [আল্লাহ্ মা'ফ করুন] হযরত মুহ'াম্মাদ (স) প্রতি যুগে কোন একজন ওয়ালীর অবয়ব অবলম্বন করেন এবং অনুরূপভাবে সূফীদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন [তু. Goldziher পৃ. স্থা., এই 'আক'ীদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী 'নূরে মুহ'াম্মাদী" ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হইতে থাকে]। অতঃপর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামের মূলনীতি মুতাবিক "ইনসানে কামিল"-এর জন্য শারী'আতের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। আহলু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত উপরিউক্ত মতাবলী গ্রহণ করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে ঃ (১) মাহ'মূদ শাবিস্তারী, গুল্‌শান রায, Whinfield সংস্করণ, শ্লোক ৩১২-৫৬১; (২) Tholuck, Sufismus, অধ্যায় ৪; (৩) Palmer, Oriental Mysticism, আধ্যায় ৩; (৪) 'আল্লামা ইক'বাল, The development of Metaphysics in Persia ইহাতে আল-জীলীর দার্শনিক মতবাদসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে; এই পর্যায়ে ইক'বালের "ইনসানে কামিল" সম্পর্কে চিন্তাধারা পর্যালোচনাযোগ্য. দ্র.; (৫) য়ূসুফ হুসায়ন খান, রূহে' ইক'বাল; (৬) খালীফা 'আবদু'ল-হ'াকীম, ফিক্‌রে ইক'বাল ইত্যাদি; (৭) Nicholson, The Mystics of Islam, অধ্যায় ৬।

Nicholson (E.I.[2])/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

সংযোজন

আল-ইনসানুল-কামিল (الانسان الكامل) ঃ কথাটির অর্থ— একজন পরিপূর্ণ মানুষ। ইহা সূফী দার্শনিকগণের একটি পরিভাষা। মানবীয় যোগ্যতার উচ্চতর স্তর বুঝাইতে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায় আল-ইনসানু'ল-কামিল বলিতে এমন একজন আল্লাহ্ প্রেমিক ব্যক্তিকে বুঝায়—যিনি আল্লাহর একক সত্তার পূর্ণ অনুভূতি স্বীয় অন্তরে বদ্ধমূল করিতে সক্ষম হইয়াছেন (আবূ য়াযীদ আল-কুশায়রী, যাহার উদ্ধৃতি আল-কু'শায়রীর গ্রন্থে, ১২ খ., পৃ. ১৪০, ১৩৬৮ হি.; তু. HARTMANN ALKUSCHRIRIS DURSTHUNGS DES SUFITUM. TURKISCHE BIBLIOTHEK, ১৮খ., পৃ. ১৬৮) বলেন, যে সূফী আল্লাহর কতক গুণে গুণান্বিত হইতে সক্ষম হন এবং এই বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন, তিনিই পরিপূর্ণতার অধিকারী হন (আল-ইনসানুল-কামিলু'ত-তাম্ম)। এই পরিভাষা সম্ভবত ইবনু'ল- 'আরাবী তাঁহার রচনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন (তু. ফুসূলুল হিকাম, ১ম অধ্যায়)। 'আবদু'ল-কারীম আল-জীলীর একটি সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত গ্রন্থের নামও 'আল-ইনসানুল-কামিল ফী মা'রিফাতি'ল-আওয়াখির ওয়াল- আওয়াইল'। উক্ত সংস্করণ ফাদ'ল মীরান, করাচী ১৯৬২ খৃ.।

একজন ইনসানে কামিল জাগতিক ও আসমানী সকল আংশিক ও সামগ্রিকের সীমাবদ্ধকারী। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি জাগতিক ও আসমানী গ্রন্থসমূহের একটি একত্র রূপ। একইভাবে তাঁহার রূহ' ও মেধা একটি জ্ঞান গ্রন্থ যাহা গ্রন্থসমূহের সারাংশ নামে পরিচিত। সেই দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে তাঁহার প্রকৃতি বিনাশন ও স্থিতির গ্রন্থ। আর তাঁহার অন্তঃকরণ লাওহে মাহফূযের গ্রন্থ (মুহ'াম্মদ 'আবদুর রঊফ মানাভী, আত-তাওফীক 'আলা-মুহিমমাতিত্-তা'আরীফ, ১খ, ৯৯)।

'আল্লামা জুরজানীও উপরোক্ত মন্তব্যের পর লেখেন, তিনি একটি মহাপবিত্রতম পুস্তিকা যাহা পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না এবং উহার রহস্যাবলী উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ সেখানে তমসার পর্দা বিরাজিত (আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ জুরজানী, আত-তা'রীফাত, ১খ., ৫৬)। ইনসানের সৃষ্টি সুন্দরতম গঠনে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি সুন্দরতম গঠনে" (৯৪ ঃ ৪)।

এখানে الانسان বলিতে সমগ্র মানবজাতিকে বুঝান হইয়াছে। আর تقويم শব্দটি সাধিত হইয়াছে قيام বা قوام ধাতুমূল হইতে। কোন কিছুর অবয়ব বা ভিত্তিকে নির্ধারণ করার অবস্থাকে বলে قوام। আর এই প্রেক্ষাপটকে قوم বলে, যাহা হইতে নির্মান করা হয় কোন কিছুর মৌলিক পরিকাঠামো। মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রকাশ্য জগতের সকল বস্তুই বিদ্যমান, ইহা ব্যতীত তাহার মধ্যে রহিয়াছে জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু আত্মা, রহিয়াছে বাকশক্তি। এই সমন্বিত রূপের কারণে মানুষ সমস্ত জগতের প্রতিভূ। আর এই কারণেই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে পরিলক্ষিত হয় যুগপৎ শয়তান ও ফেরেশতা স্বভাবের সহাবস্থান, প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, অভিপ্রায়, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও প্রেম-ভালোবাসা। এক কথায় মানুষ আল্লাহ তা'আলার সমষ্টিগত গুণবত্তার প্রতিবিম্ব। সে কারণেই মানুষ বিবেক-বুদ্ধির জ্যোতিতে স্নাত। পরম সত্তার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও প্রতিবিম্বজাত পূর্ণত্বসমূহের ধারক ও বাহক এই মানুষ। তাই এই মানুষই লাভ করিয়াছে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধিত্ব (খিলাফাত)। যেমন তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে চাই" (২ ঃ ৩০; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, তাফসীরে মাজ'হারী, ১০খ, পৃ. ২৯৭)।

এখানে খলীফা অর্থ প্রতিনিধি, আর প্রতিনিধি নামকরণে ভূষিত করা হইয়াছে হযরত আদম (আ)-কে। খলীফা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ পাকের বিধানাবলীর প্রচলন, পথ প্রদর্শন, সত্য পথের প্রতি আহ্বান, আল্লাহ

পাকের নৈকট্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মের জন্য। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্যই তিনি খলীফা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ সাধারণ মানুষ সরাসরি আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা রাখে না এবং সরাসরি আল্লাহ্ পাকের প্রত্যাদিষ্ট বিধান গ্রহণ করিতেও অক্ষম। তাই আল্লাহ পাক এই প্রতিনিধিত্বের পরম্পরা শুরু করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে (তাফসীর মাজ'হারী, ১খ, পৃ. ৪৮)।

প্রসিদ্ধ সূফী দার্শনিকগণের নিকট এই বিষয়টি স্বতসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান যে, পৃথিবীর সকল কিছু সূর্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে পারে না, পারে শুধু মাটি। মাটি সূর্যকিরণ আকর্ষণ করত নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে, প্রয়োজনে অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে। তেমনই অন্যান্য সৃষ্টি আল্লাহ পাকের গুণাবলীর বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে সি'ফাতী) কতকাংশে ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও সত্তাগত বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে য'াতী) ধারণ করিতে পারে না। উভয় বিচ্ছুরণের সুদূরবর্তী ছায়া-প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করিয়াই সৃষ্টিকে তৃপ্ত থাকিতে হয়। কেবল মানুষ ইহার ব্যতিক্রম। মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। মাটিসহ দশটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান লইয়া মানুষের অস্তিত্ব গঠন করা হইয়াছে। তাই মানুষ মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমাহার। মহাবিশ্ব আলামে কাবীর, বৃহৎ জগত, আর মানুষ আলামে ছাগীর, ক্ষুদ্র জগত। মহাবিশ্বের কোন কিছুই তাহার মত সমষ্টিভূত নহে। কেবল মানুষই আল্লাহর সত্তা ও গুণবত্তার তাজাল্লী গ্রহণে সক্ষম। আমানতের প্রকৃত দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই রহিয়াছে। হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতি সম্পর্কিত একটি কাব্যে উল্লেখ হইয়াছে ঃ

دواءك فيك ولا تشعر – وداءك منك وما تبصر

تزعم انك جرم صغير – وفيك انطوى العالم الاكبر

"আরে, তোমার ব্যাধির প্রতিষেধক তো তোমাতেই বিদ্যমান, তুমি তাহা জান না। তোমার ব্যাধির উৎস তো তুমিই; তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ না। তুমি মনে কর, তুমি একটা ক্ষুদ্র সত্তা— আরে না, তোমাতেই সঞ্চিত রহিয়াছে মহাবিশ্ব"।

মহান আল্লাহ পাকের শানে আলোচিত গুণবত্তার দ্বারা তিনি মানব স্বভাবকে গুণান্বিত করিয়াছেন, তাহাই সুন্দরতম পরিগঠন আহ'সানি তাক'বীম, যদ্দ্বারা তিনি তাহাকে, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও কর্মক্ষম করিয়াছেন। তিনি বলেন,

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً.

"আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহর রঙ, রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর" (২ ঃ ১৩৮)।

লক্ষ করা যায়—স্বীয় হস্তে তিনি অস্তিত্ব দান করিলেন হযরত আদম (আ)-এর (তু. ৩৮ ঃ ৭৫)। ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন তাঁহাকে সিজদা করার। অথচ কত মর্যাদাশীল সৃষ্টি তাহারা? যাওয়া ইবন মু'আয আর-রাযী বলেন, من عرف نفسه فقد عرف ربه "যে ব্যক্তি নিজেকে চিনিয়াছে সে তাহার প্রতিপালককে চিনিয়াছে" (আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ, পৃ. ১৭৫)।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ইনসানের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে একটি সুপ্ত যোগ্যতা রহিয়াছে। ইনসান আমানতের বাহক।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ.

"আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার নিকট এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম। তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল" (৩৩ ঃ ৭২)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমানত অর্থ আনুগত্য এবং ফরয দায়িত্বসমূহ যেগুলির বাস্তবায়ন আল্লাহ পাক তাঁহার বান্দাদের জন্য আবশ্যকীয় করিয়াছেন। 'আল্লামা বাগ'বী লিখিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, আমানত বহনকারী একমাত্র মানবজাতি। সুতরাং আমানতের অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় 'আনুগত্য ও শারী'আতের দায়িত্বভার' তাহা হইলে মানুষের বিশেষত্ব আর থাকে কোথায়? জিন ও ফেরেশতারাও তো শারী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর তাহা হইলে ফেরেশতারাই হইবে অগ্রগামী। যেহেতু তাহারা নিষ্পাপ। তাই তাহাদের আনুগত্যও নিষ্কলুষ। সারাক্ষণ তাহারা ব্যাপৃত থাকে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায়। পক্ষান্তরে মানবজাতির অনেকেই আত্ম-অত্যাচারী। পাক কু'রআনের ভাষায় তাহাদেরকে বলা হইয়াছে ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ "সে আত্ম-অত্যাচারী"। কিছু সংখ্যক আবার মধ্যপথাবলম্বী। তাহাদেরকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে مُقْتَصِدٌ (মধ্যপথাবলম্বী)। আবার কেহ কেহ কল্যাণের পথে আগুয়ান। তাহাদেরকে বলা হইয়াছে سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (কল্যাণের পথে অগ্রগামী)। এই সকল কারণেই সূফী দার্শনিকগণ বলেন, আমানত অর্থ জ্ঞানের আলো, বিবেকের জ্যোতি ও প্রেমের আগুন। জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে অর্জিত হয় যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ন ও আল্লাহর পরিচয়ের পথ। আর সে পথের সকল অন্তরায় প্রেমের আগুন দ্বারা জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া যায়। পথ হয় পরিচ্ছন্ন ও সুগম। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ফেরেশতাগণের উন্নতির স্তর নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ।

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ.

"আর আমার পক্ষ হইতে তাহাদের প্রত্যেকের মর্যাদা সুনির্ধারিত সীমাবদ্ধ"।

ঈদৃশ সীমাবদ্ধতাকে জ্বালাইয়া অতিক্রম করিতে পারে একমাত্র ভালোবাসার আগুন। আর সেই ভালোবাসা বুকে ধারণ করে শুধু মানব জাতিই। সেই হেতু একমাত্র তাহাদের সম্মুখেই উন্মোচিত হইতে পারে আল্লাহ পাকের রহস্যময় পরিচয়, 'মা'রিফাতে ইলাহী। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী বলেন, আমি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানীর মহামূল্যবান বক্তব্য হইতে এইটুকুই উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি যে, আমানত একটি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য বৈভব। পরম পবিত্রতম সত্তার জ্যোতিসম্পাত ধারণ করার যোগ্যতাই হইতেছে আমানত। আর সেই যোগ্যতার অধিকারী একমাত্র মানুষ। ঈমান ও পুণ্যকর্ম মানুষকে স্থাপন করিতে পারে ফেরেশতাগণের সমান্তরালে। তখনই অর্জিত হইতে পারে আল্লাহর গুণবর্তীজাত জ্যোতি ধারণের যোগ্যতা। কিন্তু তাহার সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিফলন ধারণ করিতে পারে কেবল রহস্যময় মুকুর যাহা মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত। হযরত আদম (আ) এই রকম যোগ্যতাধারী ছিলেন বলিয়াই হইতে পারিয়াছিলেন আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। তিনি হযরত আদম (আ)-এর সৃজন প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ " নিশ্চয় আমি জানি তোমরা

যাহা জান না" (২ ঃ ৩০)। একথার অর্থ, ওহে ফেরেশতামণ্ডলী! আমি যে আমানত সম্পর্কে জানি তাহা হইল, আমার সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে একমাত্র মৃত্তিকাজাত 'আদম'—একথা আমি জানি, তোমরা জান না।

দুই ধরনের শক্তি দেওয়া হইয়াছে শুধু মানুষকে। একটি হিংস্র পশুশক্তি, অপরটি গৃহপালিত পশু শক্তি। হিংস্র পশুশক্তিবলে মানুষ আরোহণ করিতে পারে আধ্যাত্মিকতার উন্নততর স্তরে। আর গৃহপালিত পশুশক্তি তাহাকে যোগান দেয়, কঠোর সাধনার স্পৃহা, আল্লাহর পথে ক্লেশ সহ্য করার ক্ষমতা। এই শক্তি দুইটির ভিত্তিমূল বা উৎসস্থলও মৃত্তিকা (তাফসীরে মাজ'হারী, ৭খ, পৃ. ৩৮৭)।

সূর্যালোক শোষণ ও সংরক্ষণ করা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই সূর্যালোক স্নাত মাটি হইতে উৎপন্ন হয় লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি। কিন্তু আলোর মধ্যে এইরূপ বৈশিষ্ট্য নাই। শোষণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা না থাকার কারণে আলোক যেমন নিজে সূর্যকিরণ হইতে কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, তেমনই অপরকেও কল্যাণ দান করিতে পারে না। ফেরেশতা নূর বা আলোক হইতে সৃষ্ট আর মানুষ মাটি হইতে। তাই উভয়ের মধ্যে মৌলিক তারতম্য রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্য ধন্য। তবে তাহাদের নৈকট্যের পরিসর সীমিত। তবে মানুষ নৈকট্যের (কুরবাতের) মর্যাদায় ফেরেশতাগণের সমান্তরাল হইলেও বন্ধুত্বের (বিলায়াতের) মর্যাদায় ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অবশ্য নবী-রাসূলগণই ইনসানে কামিল পরিপূর্ণ মানুষ। নবী-রাসূলগণ ও ফেরেশতামণ্ডলী উভয়ে পরিপুষ্ট ও কল্যাণপ্রাপ্ত হন আল্লাহর গুণবত্তার জ্যোতি হইতে, যে গুণবত্তা তাঁহার সত্তা সম্পৃক্ত। তাই তাঁহার সংগুপ্ত নাম (ইসমে বাতি'ন) হইতে অনুপ্রেরণা (ফায়েয) গ্রহণ করে ফেরেশতাকুল। আর প্রকাশ্য নাম (ইসমে জা'হির) হইতে ফয়েযসিক্ত হন নবী-রাসূলগণ। ইহা সকলের উৎসস্থল (মারজা' তা'আয়্যুন), সুতরাং মনে রাখিতে হইবে নবূওয়াতের পরিপোষক সত্তাজাত জ্যোতি বা যা'তী নূর। ফেরেশতাগণ এই নূরের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে অক্ষম। কারণ তাহাদের অস্তিত্বে মৃত্তিকার উপাদান নাই। মৃত্তিকা রহিয়াছে মানুষের অস্তিত্বে। তাই সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা হইতে এবং বিশেষ মানুষ (নবী-রাসূল) বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আবার জান্নাতও নির্ধারণ করা হইয়াছে শুধু মানুষের জন্য। জান্নাতের সুখ-সম্ভার আস্বাদন করার যোগ্যতা ফেরেশতাগণের নাই। তাহারা দায়িত্ব পালনার্থে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং কর্তব্য শেষ হইলে জান্নাত হইতে বাহির হইয়া আসিবে (তাফসীরে রূহুল-মা'আনী, ২২খ, পৃ. ৯৬-১০২)। তাফসীরে হা'ক্কানীতে উল্লেখ হইয়াছে, এই আমানত হইল দিলের দরদ, হৃদয়ের কামনা, মহব্বত। জড়জগত, উদ্ভিদ জগত, এমনকি ফেরেশতাকুল কাহারও এই যোগ্যতা নাই (তাফসীরে হাক্কানী, ৪খ, ৪১; হাকাইকুল ইসলাম ওয়া আবাতীলু'ল-খুমুসাহ, আনোয়ার সাদাত, পৃ. ৯৩; জেঃ সেক্রেটারী মুতামার আলাম আল-ইসলামী, পাকিস্তান)।

আল্লাহ নির্দ্ধারিত ফিতরাতই ইনসানের ফিতরাত,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

"আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন" (৩০ ঃ ৩০)।

فطرة শব্দটির অভিধানিক অর্থ প্রকৃতি, সূচনা, স্বভাব, সৃষ্টি, প্রত্যেক বস্তুর মৌল অবস্থা। পানির প্রকৃতি প্রবহমানতা, বায়ুর প্রকৃতি সঞ্চালন-শীলতা। এইগুলি উহাদের সৃষ্টিগত প্রকৃতি। এইরূপ মানুষের মৌল প্রকৃতি সূচনাতে ছিল فطرة الله আল্লাহর 'ফিৎরাত' যাহা একটি সর্বোৎকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। তাহাকেই اسلام 'ইসলাম' এবং তাহাকেই دين قيم একটি প্রতিষ্ঠিত দীন বলে (তাফসীরে হাককানী, ৩খ, পৃ. ৫৫১)।

ফিতরাতের পারিভাষিক অর্থ—(১) সকল পদার্থের মধ্যে আজন্ম বর্তমান একটি বিশেষ গুণের নাম ফিতরাত। (২) পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবমুক্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক গতিই ফিতরাত। (৩) আদ-দীন অর্থাৎ আইনের বিধান। (৪) আস্-সুন্নাত অর্থাৎ প্রকৃতি বা রীতিনীতি। (৫) নব সৃষ্টি। এই সকল অর্থের মৌল ভাবের প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যায়, সকল পদার্থের মধ্যে আজন্ম বর্তমান একটি বিশেষ গুণের নামই ফিতরাত। অপরাপর অর্থগুলি ইহারই বিভিন্ন রূপ (জা'ফর ফুলওয়ারবী, ইসলাম ও ফিতরাত, পৃ. ১৩)।

এখন আমাদেরকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, আল্লাহর ফিতরাত কী, আর মানুষের ফিতরাত কী? মানুষের ফিতরাত সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে পরস্পর বিরোধী অভিমত পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পারিপার্শ্বিকতা ও বহির্জগতের সম্পর্ক মুক্ত ব্যক্তিজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই মানুষের ফিতরাত। আবার কেহ বলেন, দেশকাল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র মানবেতিহাসের পক্ষপাতহীন পর্যালোচনার আলোকে যে সাধারণ ধর্ম বা গুণটি পাওয়া যায়— তাহাই মানুষের ফিতরাত। কোন কোন চিন্তাবিদের অভিমতে— পরবর্তী কালের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অপরিচিত পূর্ববর্তী যুগের মরুচারী মানুষের প্রকৃতিই মানুষের ফিতরাত। আবার কোন কোন গবেষকের মতে— সদ্যজাত শিশুর স্বভাবই মানুষের ফিতরাত। তবে কোন অভিমতই সমালোচনার উর্ধ্বে নয় (প্রাগুক্ত)।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষের ফিতরাতী (প্রকৃতিগত) চাহিদাগুলি দুই ধরনের, জৈবিক ও আধ্যাত্মিক। মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলির প্রতি লক্ষ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ ও সাধারণ জীবের মধ্যে শুধুমাত্র রুচিবোধ ব্যতীত আর কোন তফাৎ নাই। গরু ছাগল উদ্ভিদ খায়, বাঘ খায় গোশত, আর মানুষ সেইগুলি খায় রন্ধন করত। জীবন ধারণের জন্য পানাহার, বংশ বৃদ্ধির জন্য যৌনাচারের ক্ষেত্রে মানুষ ও সাধারণ জীবের মধ্যে রুচিবোধের পার্থক্য। একমাত্র নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সাধারণ জীব হইতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশক।

আমরা মানুষের নৈতিক ফিতরাতগুলির প্রতি লক্ষ করিলে দেখিতে পাইব, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণ বর্তমান। দয়া ও নিষ্ঠুরতা, দানশীলতা ও কৃপণতা, বীরত্ব ও ভীরুতা, সভ্যতা ও অসভ্যতা, লোলুপতা ও অল্পে তুষ্টতা, স্থৈর্য ও চপলতা, কঠোরতা ও কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও লজ্জাহীনতা, আর্দ্রতা ও উষ্ণতা, সম্মতি ও অসম্মতি, মিতাচার ও অমিতাচার, ভালোবাসা ও শত্রুতা একই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। ভালো-মন্দ সকল গুণই কমবেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমাবিষ্ট এবং এই সকলই ফিতরাতের অবদান। এখন প্রশ্ন হইল, মানুষের প্রকৃত ফিতরাত কী? সৎ গুণ না অসৎ গুণ, প্রীতি না বিদ্বেষ কৃতজ্ঞতা না কৃতঘ্নতা, সুবিচার না অবিচার? এখন আমরা পর্যালোচনা করিব, কোনটি সঠিক?

একথাটি এখন সুস্পষ্ট যে—মানুষের অন্তরের সহজাত প্রবণতাগুলিই ফিতরাত। এইগুলিকে শিথিল করা আল্লাহর আদৌ উদ্দেশ্য নয়। যদি

তাহাই হইত—তাহা হইলে এইগুলি দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকিত না। মানুষের কোন গুণকেই বিলুপ্ত করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের নাই, বরং এইগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই তাহার কাম্য। তোমাদের এই ফিতরাতগুলিকে আমার মত ন্যায়সংগতভাবে যথাস্থানে ব্যবহার কর; আল্লাহ পাক যেন বিশ্ব মানবকে এই কথাই ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিতেছেন। আল্লাহর ফিতরাত,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

"আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত প্রকৃতি যাহার ভিত্তিতে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানবজাতিকে" (৩০:৩০)।

অণু-পরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর সহিত আল্লাহ প্রদত্ত উহার সহজাত প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই সত্যটিকেই পাক কুরআন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছে سُنَّةُ اللّٰه 'আল্লাহর রীতি বলিয়া। আল্লাহর ফিতরাত অখণ্ডনীয় পরিপূর্ণ ও অসীম। সসীমের পক্ষে ইহার পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে মানবজাতি যে জ্ঞানের অধিকারী তদ্দ্বারা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, এই অগণ্য সৃষ্টি জগতের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি ফিতরাত কার্যকরীরূপে বিরাজমান আর তাহাই আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত (প্রাগুক্ত)।

আল্লাহ পাকের অসংখ্য গুণ। আমরা তাঁহার গুণাবলীকে তিনটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি, 'রবুবিয়ত' (লালন-পালন) 'রহমত' (করুণা), 'আদালাত' (ন্যায়বিচার)। সূরা ফাতিহাতে এই তিনটি বিশেষণের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিশ্বসৃষ্টির অণু-পরমাণুতে এই তিনটি গুণের কার্যকারিতাই দৃশ্যমান। আল্লাহর একটি গুণের নাম عدالت বা ন্যায়পরায়ণতা। প্রতিটি বস্তুর সঠিক ব্যবহারের নাম ন্যায়পরায়ণতা। এই গুণটির ফলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বিশ্বের যত নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং মানবজীবন বিধানের সত্যিকারের ভিত্তিও ইহাই। ন্যায়পরায়ণতা বিরোধী গুণটিই 'জুলুম' অর্থাৎ কোন বস্তুর অযথার্থ ব্যবহার। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ঠিক হইলেও কোন বস্তুর ব্যবহার যথার্থ না হইলে জুলুম হইতে পারে, যদি ব্যবহার ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র সংগতিহীন থাকে।

আল্লাহর ফিতরাত বলিতে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী, ইহা তো জানা কথা। তিনি 'রাহ্‌মান', 'রাহ্‌ীম', 'কারীম', 'সাত্তার'। আর তিনিই 'আযীয', 'জাব্বার', 'মুতাকাব্বির' অর্থাৎ তিনি দাতা-দয়ালু, গোপনকারী, তেমনই প্রবল, মহাপরাক্রান্ত, অহংকারী প্রকাশক। তাই বলিয়া তিনি জালিম নহেন। তিনি পরস্পর বিরোধী অশেষ গুণের অধিকারী হইলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্র অনুযায়ী সেগুলির যথাযথ ব্যবহার তাঁহাকে করিয়াছে ন্যায়পরায়ণ।

কোমলতা ও কঠোরতা দুইটি বিপরীত গুণ রহিয়াছে আল্লাহ পাকের। স্বভাবগতভাবে মানুষের মধ্যেও রহিয়াছে এই দুইটি গুণ। ইহার কোনটিকেই বিলোপের নির্দেশ তিনি দেন না, বরং ইহাদের যথাস্থানে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারই তাঁহার কাম্য। কোমলের স্থানে কোমলতা প্রয়োজন, কঠোরতা সেখানে অবাস্তব। অন্যথায় উহাকে যুলুম বলা হইবে। আবার কঠোরতার স্থলে কঠোরতাই প্রযোজ্য, কোমলতার প্রয়োগ হইবে অবিচার। فطرة الله আয়াতের মর্মও তাহাই। একথার অর্থ— হে মানবজাতি! যে ফিতরাতের উপর মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত সেই ফিতরাতকেই গ্রহণ কর। ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, যথাযোগ্য ব্যবহার ও ভারসাম্যমূলক প্রয়োগ ইত্যাদি সামগ্রিক জাগতিক গুণগুলির সকলই আল্লাহর ফিতরাতের বাস্তব দৃষ্টান্ত। সুতরাং মানুষের উচিৎ স্বীয় জীবন পথে ইনসাফ ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ বিধানগুলি মানিয়া চলা। কথাটি এইভাবেও বলা যায়, নিজেদের ফিতরাতকে আল্লাহর ফিতরাতের অনুরূপ গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। মানুষের ফিতরাত আল্লাহর ফিতরাতের অনুরূপ না হইলে ফিতরাতের সহজাত প্রবণতাগুলির বাস্তবায়ন অথবা সেগুলির মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। পরে সমাজ সংসারে বিরাজ করিবে বিশৃংখলা ও অশান্তি।

অতঃপর আমরা ফিতরাতের আধ্যাত্মিক চাহিদা আলোচনা করিব পরবর্তী আত্মনিমগ্নতা অনুচ্ছেদে। আত্মনিমগ্নতাই ইনসানে কামিলের কর্মসূচি।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً.

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাহাতে মগ্ন হও" (৭৩ : ৮)।

একথার অর্থ, একাগ্রতার সহিত কেবল তাঁহার প্রতি অভিনিবেশী হইয়া তাঁহার নামের যিকির করিতে থাক। তাহা হইলে তাঁহার নাম ও গুণাবলী হইতে বিচ্ছুরিত দ্যুতিচ্ছটা দ্বারা তোমরা রঞ্জিত হইতে পারিবে এবং তাঁহার আনুরূপ্যবিহীন পরিচয় পাইবে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এখানে تبتل অর্থ ফানা হওয়া বিনাশ হওয়া। এমনভাবে তোমাকে হারাইয়া ফেলা যাহাতে অন্তর্জগতে প্রতিভাষিত হইতে থাকে আল্লাহর গুণবত্তার তাজাল্লী। মনে রাখিতে হইবে, সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত এইগুলি পৃথক পৃথক যিকির। 'আল্লাহ' নামের যিকির এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নফী ইছবাতের যিকির। এই চারটি আমল আল্লাহর প্রিয়ভাজন এবং নৈকট্যভাজন হওয়ার মাধ্যম। প্রথম দুইটি উপনীত করে মর্যাদার চূড়ান্ত স্তরে, আর শেষের দুইটি সাহায্য করে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে (তাফসীরে মাযহারী)।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ক্রমধারা বর্ণনা করিতে গিয়া 'আল্লামা আলূসী বলেন, মানুষ চারটি স্তরে আত্মার উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। প্রথমত, আল্লাহ পাকের বিধান—সালাত, রোযা ইত্যাকার ইবাদত অনুশীলন করিয়া বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিয়া। দ্বিতীয়ত, নিকৃষ্ট স্বভাব ও জগন্মুখী মানসিকতা পরিহার করিয়া অভ্যন্তরীণ বিমলতা অর্জন করিয়া। তৃতীয়ত, প্রবৃত্তিকে পবিত্র আকৃতিতে অলংকৃত করিয়া। চতুর্থত, স্বীয় সত্তা হইতে বিনাশ হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার তত্ত্বাবধানে লীন হওয়া। প্রকৃতির উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও বলা হয়, জন্মকালে মানুষ অন্যান্য পশু-জানোয়ার সদৃশ প্রাণী ছিল। পানাহার ব্যতীত সে আর কিছুই জানিত না। অতঃপর তাহার মধ্যে জাগ্রত হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য নামক মানুষের সুশীল প্রকৃতি ধ্বংসকারী ষড়রিপু। সে পরিণত হয় রিপুর দাসে। ইহার পর তাহার অজ্ঞানতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। সে জাগ্রত হয় ঔদাসীন্যের তন্দ্রা হইতে। তাহার নিকট সুস্পষ্ট হয় যে, এই পাশবিক ভোগবিলাসের পিছনে বিদ্যমান রহিয়াছে অন্য একটি আস্বাদ্য বিনোদন, একটি চরমোৎকর্ষময় জগৎ, তখন সে প্রত্যাবৃত্ত হয় শার'ঈ বিধি-বিধানের প্রতি, একনিষ্ঠ হয় আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এবং পরিত্যাগ করে পার্থিব অনর্থক কার্যাবলী। সে দৃঢ়চিত্ত হয় পরকালীন উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে, আগুয়ান হয় মহান অধিপতি আল্লাহ পাকের পবিত্র সান্নিধ্য লাভের পথে।

নির্জনতা অবলম্বন করে প্রবৃত্তির শৃংখলা ছিন্ন করিয়া, লিপ্ত হয় কৃচ্ছ্রসাধনায়। কথিত আছে, মুক্তির লক্ষ্যে ইহা একটি চরম নিধন, প্রবৃত্তির বিনাসন-'ফানা'। সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় বাধাকে প্রতিহত করিয়া লাভ করে সফলতা, অর্জিত হয় আল্লাহভীতির প্রকৃত গুণাবলী, দূরীভূত হয় অশ্লীল কার্য প্রবণতা, অলংকৃত হয় মু'মিনের গুণাবলী দ্বারা, বলিষ্ঠ হয় ঈমান। আল্লাহ প্রেমের ঈমানী সুধা পান করত সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়, হয় ইনসানে কামিল (দ্র. তাফসীরে রূহুল-মা'আনী, ১৫খ, পৃ. ১৫৭)।

এখন পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, 'ফিতরাতী গুণ-জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক' দাবির আলোকে কাহাকে একজন ইনসানে কামিল নামে ভূষিত করা যায়। যিনি একাধারে হইবেন 'খিলাফাতে'র 'আমানত' বহনকারী এবং আল্লাহতে 'ফানা'— আত্মসমাহিত। মানব জীবনে তিনি জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাবিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিবেন।

পৃথিবীতে এমন হাজার হাজার মানুষের আগমন ঘটিয়াছে যাহারা জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। এই বিশ্বমঞ্চে আবির্ভাব ঘটিয়াছে শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ, দিগ্বিজয়ী বীর সেনানায়ক, যোদ্ধা, দার্শনিক, উদ্ভাবক, আইন প্রণেতা, কবি-সাহিত্যিকের। তাহারা শুধু সমকালীন গণজীবনকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত আদর্শ, মহোত্তম চারিত্রিক দৃষ্টান্ত কিংবা কালোত্তীর্ণ শিক্ষার স্থায়ী কোন উত্তরাধিকার না রাখিয়াই এই প্রতিভাধর ব্যক্তিগণ পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহাদের কেহই মানবেতিহাসে পূর্ণাঙ্গ কোন জীবনাদর্শের প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ কেবল এখানে ব্যতিক্রম। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা ছিলেন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শ, সুশীল চরিত্রের অধিকারী। পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ছাপ ফেলিয়া মানব জীবনধারাকে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ যুগে পরিচালিত করিয়াছেন অভ্রান্ত সত্য ও মানবতার সন্ধানে। তাঁহারা পৃথিবীতে নৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও সততা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনাচার ও মানবিক দুর্গতি বিমোচন করেন।

শান্তি ও কল্যাণের বার্তাবাহী এই নবী-রাসূলগণ তাঁহাদের সময়কার গোটা সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহারা আল্লাহর দেয়া শিক্ষার আলোকে ও ব্যক্তিগত আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সূচনা করেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ন্যায়নীতি, সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণের উচ্চতম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহারা সমাজ হইতে বিতাড়িত করেন পুঞ্জীভূত অনাচার, শোষণ, দুর্নীতি, উৎপীড়ন ও অনৈতিকতা। তাঁহারা রাজত্ব করেন নাই কোন দেশে, রাজত্ব করিয়াছেন—মানব হৃদয়ে। সুধী সমাজ গবেষকগণের ধারণায় তাঁহারাই ছিলেন ইনসানে কামিল (দ্র. মুহাম্মদ আফযালুর রহমান, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব সীরাহ, ১খ, ৩৯-৪০)।

এই সকল নবী-রাসূলের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মানবেতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাঁহার সমগ্র জীবনেতিহাস পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ, উজ্জ্বল দিবাকরের ন্যায় সমুদ্ভাসিত। তিনি একজন নবীই ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সংসারী মানুষও। গৃহে স্ত্রীগণের সহিত তিনি আলোচনা করিতেন সাংসারিক আদর্শ লইয়া। জনসাধারণকেও তিনি তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এই শিক্ষাদান রীতি শুধু মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাজারে বণিক ও ক্রেতাদের নিকট পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আদর্শ নীতিমালা তিনি ব্যাখ্যা করিতেন। বৈদেশিক প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদের নিকট রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার এই পররাষ্ট্র বিষয়ক ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন ও পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধকালে তিনি উদ্ভাবন করিতেন যুদ্ধ ও শান্তির নীতি এবং তাহাই পরে যুদ্ধ বিষয়ক আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার সহচরগণের মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে উহার কারণ খুঁজিয়া সঠিক যুক্তি ও ন্যায়নীতির আলোকে তিনি বিরোধ মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার বিচার বিষয়ক এই সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ইসলামী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংজ্ঞা ও নীতিমালা রূপ লাভ করে। রাষ্ট্রের ব্যক্তি, নাগরিক ও সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রদত্ত তাঁহার মৌলিক আইনগত সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন।

তিনি বিবাহ করিয়াছেন, সন্তান-সন্ততির জনক হইয়াছেন এবং পরম সুখে সুবিন্যস্ত পারিবারিক জীবন উপভোগ করিয়াছেন। মদীনার জীবনে তিনি একাধারে পালন করেন সমাজপতি ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। যুগপৎ তাঁহাকে প্রধান বিচারক, প্রধান শাসনকর্তা, মুখ্য আইন প্রণেতা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তক, পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ামক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বও পালন করিতে হয়। জীবনের সূচনা কাল হইতে শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও পদমর্যাদায় এত বহুমুখী দায়িত্ব পালনের সুবাদে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্ভার সমৃদ্ধ হয়। তিনি মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে বিশাল বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে তিনি একজন অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। জগৎ ও জীবন বিষয়ক অভিজ্ঞতার বিচারে জগতের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহার তুলনাই চলে না। সেখানে তিনি একক দৃষ্টান্তের অধিকারী এবং স্বীয় কীর্তিতে ও মহিমায় অদ্বিতীয়।

একজন ইনসানে কামিলের মহোত্তম গুণাবলী দ্বারা তিনি ভূষিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মান নির্ধারণে আল্লাহ পাকের ঘোষণায় আসিয়াছেঃ نَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ। "আপনি তো অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪; প্রাগুক্ত, ৩৯-৪২)।

অপরদিকে আত্মসমাহিত সাধক হিসাবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নবূওয়াত-পূর্ব জীবনে সত্যানুসন্ধানের তন্ময়তা ও ধ্যানে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময় তিনি মানুষের দুর্গতি ও নৈতিক অবক্ষয় দর্শনে ব্যথিত হইতেন। এইগুলি দূরিকরণের উপায় সন্ধানের লক্ষ্যে পরম করুণাময়ের দরবারে করুণ আকুতি পেশ করিতেন। ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি গভীরতর ধ্যান ও মুরাকাবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমাবস্থায় তিনি স্বপ্নযোগে শুভ্র আলোক দর্শন করিতেন। অতঃপর গভীরতর তন্ময়তার উদ্দেশ্যে তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিভৃত হেরা গুহায় সত্যের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হইলেন। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাহিত চিত্তে মুরাকাবার পর তিনি আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া তিনি নবূওয়াতী জীবন লাভে ধন্য হইলেন।

নবূওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁহার ধ্যানের প্রকৃতি গভীর হইতে গভীরতর হইল। ওহীর প্রাপ্তিতে তিনি লাভ করিলেন মহান স্রষ্টার পরিচয়। তাঁহার গুণবত্তার পরিচয় লাভ করিয়া তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন তাঁহার প্রতি। শয়নে-স্বপনে, সুখে-দুঃখে, সর্বক্ষণ তিনি তাঁহার চিন্তায় বিভোর থাকিতেন।

নামায আদায় করিতেন অত্যধিক। নামাযে তিনি আত্মসমাহিত হইতেন অধিক পরিমাণে। অনেক সময় নামায সমাপনান্তে তিনি তাঁহার প্রিয়তম দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা)-কেও চিনিতে পারেন নাই। রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ জাগিয়া তিনি সালাত আদায় করিতেন। কখনও কখনও তিনি সিজদায় পড়িয়া এমনই আত্মসমাহিত হইতেন যে, ভোর হইয়া যাইত। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এত অধিক সময় সিজদায় থাকিতেন যে, এক রাত্রিতে সিজদা অবস্থায়

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তুমি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা কর তবে তো তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ৮) উচ্চারণ করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল (মুনশী আব্দুল করিম, আদর্শ মানব, ২খ., পৃ. ৭৬)।

ইনসানে কামিল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায় মি'রাজ রজনীতে। আল্লাহ পাকের দীদার তাঁহাকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতি-গত। সকল সৌন্দর্যের আঁধার মহান আল্লাহ পাক, তিনি তো সমগ্র সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ধ্যান-ধারণায় মর্মে মর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি অনুরক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি যে তাঁহার মাহবূব। মহান মাহবূব তাঁহাকে ডাক দিয়াছেন মি'রাজ রজনীতে। মহান রাসূল (স) গগন পবন অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া ছুটিলেন ঊর্ধ্বপানে সৃষ্টি জগত অতিক্রম করিয়া। সম্মুখে তাঁহার সত্তর হাজার নূরের পর্দা। ইশকের আগুনে ভস্মিভূত করিয়া হাজির হইলেন মহান সখা রব্বু'ল-'আলামীনের সন্নিধানে, আসিলেন একেবারে সন্নিকটে, সম্পন্ন হইল দীদারে ইলাহী। ইতোপূর্বে আর কোন মনুষ্য সন্তান কর্তৃক এমন সৌভাগ্য অর্জিত হয় নাই। তিনি হইলেন পরিপূর্ণতম ইনসানে কামিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৩৬৭ হি.; (২) আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহু'ল-মা'আনী, ইহয়াউ তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, তাফসীরে মাজ'হারী, মাকতাবাই রশীদিয়া, সিরকী রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান; (৪) আবদুল হক হক্কানী, তাফসীরে হক্কানী, ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ভারত, তা.বি.; (৫) আফযালুর রহমান, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব সীরাহ, সীরাত ফাউন্ডেশন, লন্ডন ১৯৮১ খৃ.; (৬) হ'কাইকু'ল-ইসলাম ওয়া আবাতী'লু'ল-খুসূমাহ, আনোয়ার সাদাত, জেনারেল সেক্রেটারী, মুতামারে ইসলামী, পাকিস্তান; (৭) ইমাম আবদুল-ওয়াহাব শা'রানী, আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির, দারুল মা'রিফা, লেবানন, তা. বি.; (৮) দাইরা মাআরিফে ইসলামিয়া, দানেশগাহ, পাঞ্জাব, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৯) জাফর ফুলওয়ারবী, ইসলাম ও ফিতরাত, মুহাঃ সাদেক অনূদিত বাংলা সংস্করণ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা। আরও দেখা যাইতে পারে, (ক) শারহুল আকীদাতিত-তাহাবিয়া, ১খ., পৃ. ১২৩; (খ) মাদারিজুস সালিকীন, ২খ., পৃ. ২৪১।

মুহাঃ তালেব আলী

ইনস'াফ (إِنصاف) ঃ ন্যায় বিচার। 'আরবী ভাষার বিশ্বকোষ "লিসানু'ল-'আরাব" অনুযায়ী চতুর্থ রূপের (إفعال), এই মাস'দারটির নাস'ফ (نصف), নাস'ফা (نصفة) সমার্থবোধক রূপ রহিয়াছে এবং "অধিকার প্রদান" (عطاء الحق)-বাচক অর্থ প্রকাশ করে। এই সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আনসাফা (أنصف) "অপরের জন্য সেই সকল অধিকার নিশ্চিত করা, যাহা সে নিজের জন্য দাবী করে।" এই মর্মে যেই ভাবধারা প্রকাশ পায় তাহা সুস্পষ্টভাবেই ন্যায় বিচারের সমার্থক; তবে ঠিক কোন্ সময় হইতে এই ভাবধারা প্রকাশার্থ 'ইনস'াফ' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহা সুস্পষ্ট নয়। প্রাথমিক যুগের কাব্যসমূহে নাস'ফ-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া গেলেও জাহিলী যুগের দীওয়ানসমূহে "ইনস'াফ" কথাটির ব্যবহার দেখা যায় না। যাহা হউক, ৩য়/৯ম শতকের কাব্য-সংগ্রহগুলিতে আশ'আর মুনসি'ফা ঃ (أشعار منصفة) অথবা আশ্'আরু'ন-নাস'ফ (আল-ইনস'াফ)- এর ন্যায় শব্দের অভিব্যক্তি দেখা যায়, যাহা কোন কাব্যিক নীতি নির্দেশ না করিলেও এমন একটি ধারার সূচক যাহা জাহিলী যুগের শেষভাগে ও ইসলামের প্রাথমিক দিনসমূহের কতিপয় কবির সৃষ্টিকর্মে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকার কবিতাসমূহে [যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়াফির (وافر) ছন্দে রচিত এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত শব্দালংকারে সমৃদ্ধ], কবি বিরুদ্ধ গোত্রের সাহস ও শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করেন এবং স্বীকার করেন যে, বিজয় অতি কষ্টে অর্জিত হইয়াছে। এই সকল কবিতার মাধ্যমে শত্রুকে অসম্মানিত না করিয়া নিজেদের গুণাগুণ বা গৌরব কীর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহ্যবাহী হিজা' (هجاء দ্র.)-এর বিষয়বস্তুর সহিত এই বৈপরীত্যই সংকলকগণ (ইব্ন সাল্লাম, আবূ তাম্মাম, আল-বুহতুরী ও অন্যান্য)এর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় এবং তাহারা ইহার জন্য মুনসি'ফা বর্ণনামূলক নাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন (দ্র. Ch. Pellat, Sur 1, expression arabe asar m. n. s. fa/fat, Mel; Marcel Cohen, ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২১১-৯)।

ইনস'াফ শব্দটি কু'রআনে ব্যবহৃত হয় নাই; ইহাতে ন্যায় বিচারবোধক অর্থে ক'-স-ত (ق س ط) ধাতু ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা এমন ধাতুসমূহের পুনঃপুনঃ এবং বিস্তৃত ব্যবহার দ্বারা ইহার অর্থবহতা প্রাণময় করিয়া তোলে যেই সকল ধাতু ভাবগত দিক দিয়া হয় নিকটবর্তী অথবা বিপরীত দিগবর্তী, যথা 'আদ্ও (ع د و), জ'লম (ظ ل م), 'আদল (ع د ل), স'লহ' (ص ل ح), হ'সন (ح س ن), বিশেষত হানাফীগণ কর্তৃক ইসতিহ'সান (استحسان)-এর যে নীতি গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হয় তাহাকে কু'রআনী ভাবধারা ও পরিভাষার ক্রমিকরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে ঃ বাস্তবিকপক্ষে ইহা দ্বারা কি'য়াস (قياس)-এর আনুষ্ঠানিক কঠোরতা সৃষ্ট অতি ঋজু বিচারের একটি অধিকতর নমনীয় এবং অধিকতর আনুষঙ্গিক ধারণা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যক্ত হইয়াছে। সময়, রীতি ও ব্যক্তি বিশেষের বাস্তব বিবেচনায় ইসতিহ'সান দ্বারা এমন একটি সমাধান গ্রহণ করা সম্ভব যাহা ক্রমশ ন্যায় বিচারের নিষ্ঠাবর্তী হইতে থাকে। Ch. Chehata (Etudes de Philospphie musulmane du droit, St. 1st..-এ ২৫খ, ১৩৮) বলেন, "ইসতিহ'সানকে এমন একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে, যাহা মুসলিম ফাকীহগণ ন্যায়বিচারের মানসে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। Benignitas (ইসতিহ'সান) হইতেছে Jus est ars awqui et boni নীতির একটি অত্যন্ত মানবিক দিক। ইহার অবস্থান আইন ও নৈতিকতার মধ্যস্থ সীমারেখায়।

প্রত্যক্ষ প্রভাব ও পরোক্ষ প্রভাবের উপরে [উদাহরণস্বরূপ প্রশ্নরূপ হি'লম (حلم)-এর প্রতি অর্থাৎ উচ্চতর বিচাররূপে 'ইরাকী ও মাদানী 'উরফ ইত্যাদির প্রতি] আইনগত এই ধারণাটি কী মাত্রায় ঋণী, তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা কষ্টকর। যাহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে, তাহা হইতেছে Nicomachean ethics- এর বিচার (dike) সংক্রান্ত যে গ্রন্থের শেষভাগে ন্যায় বিচার (epreikeia) প্রসঙ্গে একটি সুদীর্ঘ ও গভীর ভেদী আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অ্যারিস্টটলের ধারণাসমূহে উৎপত্তি হয় একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে যাহা লিখিত আইনের মুকাবিলায় অলিখিত আইনের বিরোধিতা করে। তবে ইহা এত সার্বজনীন বিষয় যে, সকল পৃথক পৃথক বিষয় সমদর্শিতার সহিত সমাধান করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে উচ্চতর আইনের উৎসরূপে ন্যায় বিচারের সুস্পষ্ট ভূমিকা অনুধাবন করা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই ইহার নৈতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করার লক্ষ্যে ফালাসিফা এই ধারণাটি গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ মিসকাওয়ায়হ (তাহ্যীবু'ল-আখলাক, সম্পা. যুরায়ক, ১৮)-এর ভাষায়, "ন্যায় বিচারের গুণাবলী (عدالة) হইতেছে ইহাই যে, ইহা মানুষের মধ্যে এমন একটি স্বভাব সৃষ্টি করে (هيئة) যাহা দ্বারা সে সব সময়েই প্রথমে নিজে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হয় এবং অতঃপর সকলের সঙ্গে সেই ন্যায় বিচারের সহিত আচরণ করে (إنصاف/انتصاف), যাহা সে অপরের নিকট হইতে আশা করে।"

এই ভাবধারাটির যুক্তিবদ্ধতা ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণা ও লেখনীতে অনুসৃত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইনসাফ শব্দটি পক্ষপাতহীনতা, বাস্তবতা, ন্যায়পরায়ণতা অর্থাৎ সংক্ষেপে বিদ্বান ব্যক্তি (ذو العلم)-এর কার্যক্রমের জন্য একটি সার্বিক নীতিবিধিমূলক অর্থ ধারণ করে। আল-মাওয়ারদী ইহাকেই "আত্মার বিশুদ্ধতা"-রূপে সবিস্তার বিশ্লেষণ করেন (صيانة النفس, আদাবু'দ-দুন্য়া ওয়া'দ্দীন গ্রন্থে, সম্পা. Saqqa, পৃ. ৩০ ও স্থা.)। এই নৈতিক বিধির গুরুত্বের দরুন বিভিন্ন গ্রন্থকার কিতাবু'ল-ইন্স্াফ অথবা কিতাবু'ল-ইন্স্াফ ওয়া'ল-ইন্তিস্াফ নামক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন (Brockclmann-এ এইরূপ ২৬টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে)।

শেষে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইনস্াফ হইতেছে একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি যাহাতে যাহার পক্ষে ফরিয়াদ করা হইতেছে তাহার তুলনায় যাহার বিপক্ষে অভিযোগ করা হইতেছে তাহার নিকৃষ্টতা বা ভ্রান্তি তাৎক্ষণিকভাবে সজোরে প্রকাশ করার পরিবর্তে, উভয়কেই একটি কাল্পনিক সমদর্শিতামূলক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যদিও ধারণা করা হয় যে, ইহাদের যে কোন একটি নিকৃষ্টতর অথবা ভ্রান্ত। এইভাবে পরোক্ষে বিকল্প প্রস্তাবনাটির অসম্ভব প্রতীয়মান হইবার পাশাপাশি পক্ষপাতহীনতাকে নিশ্চিত করা হয়। এই প্রেক্ষিতে আদর্শরূপে ব্যবহার্য কুরআনের ৩৪তম সূরার ২৩/২৪ আয়াত, "হয় আমরা না হয় তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত" (M. Canard, আখ্বারুর-রাদী বিল্লাহ্..., আলজিয়ার্স ১৯৪৬ খৃ., ১খ, ৬৭, টীকা ৩; আরও দ্র. একই আয়াতের ভাষ্যসমূহ, যেইখানে হাস্সান ইব্ন ছাবিত-এর ২টি শ্লোক (ওয়াফির وافر ছন্দে, আউ... অন্ত্যমিল,-এ) এই বিষয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে (দীওয়ান-এর প্রথম অংশ, ২৪-৫ পংক্তি, সম্পাদকদের ব্যাখ্যাসহ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত (১) R. A. Gauthier ও J. Y. Jolif, Aristotle, Ethique a Nichomaque, ২খ, ১,৪৩১-২)।

M. Arkoun (E.I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইনহি্সার (انحصار) ঃ 'উছমানী তুর্কী ভাষায় হ্াসির শব্দটিও 'উছ্মানী তুর্কী সাম্রাজ্যে শিল্পী-কারিগর বা বণিকদের সংঘ বা একচেটিয়া সংগঠন বুঝায়। পুরা কথাটি inhisar-i beyive shira। এই একচেটিয়া সংগঠনগুলির বণিক ও পেশাদারী সদস্যদের সংখ্যা সীমিত ছিল। পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করা হইত। এই প্রকার বিধি-নিষেধ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিবেচিত হইত। ইহার বিপরীতে একচেটিয়া মজুতদারী সরকার কর্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইত। উল্লিখিত দুই ধরনের তৎপরতার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য শেষোক্ত তৎপরতাকে তুরস্কে ইহ্তিকার বলা হইত। তবে 'আরবী ভাষায় উভয়ের জন্য ইহার ব্যবহার আছে (তু. Baer, Monopolies, 145-6; Egyptian Guids, 107 n. 11, 159-61)।

১৮শ হইতে ১৯শ শতাব্দীর ইস্তাম্বুল ও কায়রো সংক্রান্ত বিভিন্ন দলীলে দেখা যায়, কোনও কারিগর বা ব্যবসায়ী স্বাধীনভাবে স্বীয় কাজ চালাইতে চাহিলে তাহাকে সংঘ প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত। আগেকার দিনে কোন কোন ছোট শহরে অর্থনৈতিক তৎপরতার উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যদিও প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৭শ শতাব্দীর কায়রোতে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদেরকে ইজাযাত পাওয়ার জন্য নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হইত। এই ইজাযাত ছাড়া ঐ শিল্পীকারিগরগণকে তাহাদের নিজ নিজ পেশা চালাইতে দেওয়া হইত না। ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিলঃ কোনও ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োজিত বিপণী বা লোকের সংখ্যা সীমিত রাখা। এই ধরনের সীমারোপ তথা বিধি-নিষেধের দলীল ইস্তাম্বুলে বস্তুত ১৬শ হইতে ১৯শ শতাব্দী অবধি লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ব্যতীত ভুইফোঁড় উদ্যোগ নিবারণ, বিশেষ করিয়া ফেরীওয়ালাদের অবৈধ ব্যবসায় বন্ধ করার জন্যও প্রচেষ্টা চালানো হয়।

আরও এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল, প্রতিটি সংঘকে একটি মাত্র নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করিতে দেওয়া। এই ব্যবস্থার লক্ষ্যে ছিল, বহির্দেশীয় ও অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা নিবারণ করিয়া সামাজিক আন্দোলন ও অসন্তোষ রোধ করা। একই লক্ষ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, একটি বিশেষ জনপদের লোকদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের পোশাকই কেবল তৈরি করিতে হইবে যাহাতে ঐ জনপদের লোকদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। বহু ব্যবসায় ও সংঘ বিশেষ বিশেষ স্থান বা বাজারে সীমিত ছিল যাহা অনেক সময় উক্ত ব্যবসায় বা সংঘের নামে পরিচিত হইত।

এই ধরনের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ gedik ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হইত। গেদিক-এর শাব্দিক অর্থ "ব্যত্যয়" এবং এইজন্য ইহা বিশেষ সুবিধা (Privilege)-র তাৎপর্য লাভ করে। এই কারণেই অধিকাংশ 'গেদিক' সাধারণভাবে কোনও শিল্প বা ব্যবসায় চালানোর কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও স্থানে বা নির্দিষ্ট কোন দোকানে উহা পরিচালনার অধিকার বিশেষ। প্রায় সকল গেদিক-এ কোন কর্মশালার যন্ত্রপাতি কিংবা ব্যবসায়ের হাতিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার থাকিত প্রতিটি পেশার জন্য গেদিক-এর সংখ্যা নির্ধারিত ছিল, যদিও ইহা মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা যাইত। কোন

গেদিক-এর মালিক না হইয়া কাহাকেও দোকান খুলিতে বা দোকানের মালিক হইতে দেওয়া হইত না বলিয়া কেবল দোকান খালি হইলেই নূতন মালিক গৃহীত হইত। গেদিকগুলি উত্তরাধিকারযোগ্য ছিল যদি উক্ত উত্তরাধিকারী শিল্পের মালিক হইবার অন্যান্য শর্ত পূরণ করিত। অন্যথায় নিয়ম ছিল যে, বহিরাগতদের নিকট না দিয়া সংঘের শিক্ষানবীশ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর (Journymen) নিকট গেদিক-এর মালিকানা হস্তান্তর করা হইত।

কর্তৃপক্ষ সংঘ ব্যবস্থার বিধি-নিষেধ ও একচেটিয়া অধিকার মঞ্জুর করিতেন এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী ফরমান হিসাবে উহা জারী করিত। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিসরে এই প্রথার বিলোপ সাধনের কয়েকটি ব্যর্থ প্রয়াসের পর ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মিসর ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্য সকল অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে উহার বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৯০ সনের ৯ জানুয়ারী মিসরে এক ফরমানে ঘোষণা করা হয় যে, একমাত্র ধ্বংসাত্মক বিপজ্জনক বৃত্তি এবং সরকারী একচেটিয়া ব্যবস্থা ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যে কোন শিল্পবৃত্তি, পেশা বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উছমান নূরী Medjelle-yi umur-i belediyye, i, Stanbul 1922; (২) C. White, Three years in constantinople, London 1845; (৩) G. Barer, Monopolies and restrictive practices of Turkish guilds, in JESHO, xiii/2 (1970), 145-65; (৪) ঐ লেখক, Egyptian guilds in modern times, Jerusalem 1964, 105-12.

G. Baer)E.I.[2] suppl)/ আফতাব হোসেন

'ইনান (عنان) ঃ দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাগদাদের অতি প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। তাঁহার জীবন সম্পর্কে সামান্য যাহা জানা যায়, তাহা সন্দেহাতীতভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। তিনি একজন মুওয়াল্লাদাঃ ('আরব পিতা ও অনারব মাতার কন্যা) ছিলেন। জন্ম ও শিক্ষা য়ামামায়। এই য়ামামায় কিছু দিন পরে ফাদ্‌ল নামক আর একজন বিখ্যাত মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করেন। 'ইনানের মুনীব আবূ খালিদ-আন-নাতি'ফী তাহাকে রাজধানীতে বসবাস করিবার জন্য লইয়া আসেন। অতঃপর সম্ভবত তিনি খুরাসানে বাস করেন এবং অবশেষে ২২৬/৮৪১ সালে মিসরে ইনতিকাল করেন (নিসাউল খুলাফা-৫৩)। আর-রাশীদ-এর আমলে 'ইনান তৎকালীন সাহিত্য আসরকে প্রাণবন্ত করিয়াছিলেন। আর-রাশীদ 'ইনান-এর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আর-রাশীদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে 'ইনান-এর নাম পাওয়া যায় না।

'আব্বাসী যুগে সাহিত্যকর্মে তিনিই প্রথম প্রসিদ্ধ মহিলা কবিরূপে বিবেচিত হইতেন। ফিহরিস্ত (ইব্‌ন নাদীম) মাত্র বিশ পাতার একটি দীওয়ান তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতা টিকিয়া আছে। ইহার মধ্যে দীর্ঘতম কবিতাটি ছিল য়াহয়া ইব্‌ন খালিদ (ইব্‌নুল-মুতায্য)-এর উদ্দেশে রচিত স্তুতিমূলক চতুর্দশ পংক্তির একটি আবেদন। এই সকল খণ্ড খণ্ড কবিতা তাঁহার প্রকৃত কাব্য-শক্তির স্বাক্ষর বহন করে। শক্তিশালী সূক্ষ্ম ও সহজবোধ্য শব্দাবলীর ব্যবহারে 'ইনান সুবিন্যস্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহাতে সেই যুগে জনপ্রিয় সৃজনশীল উপমার (إنسان) সুরুচিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহার ভাবধারাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে। পরবর্তীকালের মহিলা কবি ফাদ্‌ল-এর মত তাৎক্ষণিক রচনায় (improvisation) দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি এতই সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন যে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সম্পর্কে বহু কাহিনী রচিত হইয়াছিল। আবূ নুওয়াস, আল-'আব্বাস ইব্‌নু'ল-আহ্'নাফ ও মারওয়ান ইব্‌ন আবী হা'ফ্‌স' প্রমুখ দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কবিতা-দ্বন্দ্বে ছন্দময় উত্তর প্রদানে তিনি এত সুদক্ষ ছিলেন যে, যে কোন অবস্থার মুকাবিলায় তাৎক্ষণিক কবিতায় জবাব দিতে তিনি সক্ষম ছিলেন এবং ইহাই সমসাময়িকগণের মধ্যে কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রাচীন কবিতায় তাঁহার গভীর জ্ঞানের ফলে, উদাহরণস্বরূপ, ইজাযা-এর অনুশীলনে প্রসিদ্ধ কবি জারীরের একটি কবিতার অনুসরণে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (আগানী, 'ইক্'দ)। যে সকল লেখক পূর্ববর্তীদের রচনাশৈলী ক্রমাগত অনুশীলন করিয়াছেন, 'ইনানের এই তাৎক্ষণিক রচনা তাঁহাদের রচনাকৌশলের উপর আলোকপাত করে।

কিন্তু মনে হয়, একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্র হিসাবেই তাঁহার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গৃহে প্রায়শই অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্যভাবে বিখ্যাত 'স্বাধীনচেতা' লোকজনের সমাগম হইত। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ 'ইনানের উপস্থিতিতে আলোচনা করিতেন এবং বিচারের জন্য স্বকীয় রচনা তাঁহার নিকট পেশ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের অনেকেই 'ইনানকে প্রেরণার উৎস বলিয়া মনে করিতেন। আর্‌বূ নুওয়াস, ইব্‌নু'ল-আহ্'নাফ ও বারমাকীদের সঙ্গে যুক্ত বসরানিবাসী আবু'ন-নাদ'র সকলেই 'ইনানকে প্রেমের কবিতা উৎসর্গ করিয়াছিলেন যদিও তাঁহাদের আন্তরিকতা ছিল সংশয়পূর্ণ। প্রথমোক্ত কবি তাঁহার প্রতি কিছু অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিলে তিনি যথেষ্ট চাতুর্য ও সুরুচিপূর্ণ রূপকের সাহায্যে উহার জবাব দেন। আস্‌ল কথা এই যে, তিনি এক শ্রেণীর মহিলার প্রতিনিধিত্ব করিতেন যাঁহারা লেখকদের সহিত নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় মিশিতেন এবং বাগদাদের উপকণ্ঠে কোন কোন আমোদ-প্রমোদের স্থানে কখনও কখনও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিতেন। তাঁহার প্রতি কবিগণ যে প্রেম নিবেদন করিতেন তাহা ছিল চাতুর্যের অভিব্যক্তি, প্রকৃত অনুভূতির প্রকাশ নহে। শিষ্টাচারমূলক, পরিহাস-চঞ্চল, এমন কি কামোদ্দীপক বাক্য বিনিময় এমন একটি রচনাশৈলীতে পরিণত হয় যাহা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে অনুশীলিত হইত। ধারণা করা কঠিন নয় যে, 'ইনানের মত কোন ব্যক্তির বেশ কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল এই রচনাশৈলীর উৎকর্ষের উপর। আর ইহা ঘটিয়াছিল প্রেমমূলক কবিতা রচনার নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় হিজরী নূতন প্রেমমূলক কবিতাবলীকে অলংকৃত করিবার মাধ্যমে। আর এই শতাব্দীতেই এই ধরনের কবিতার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানী, বৈরূত সং., ২২খ., ৫২০-৩২ (notice) ১১খ., ২৬৮-৯; (২) আবূ হিফফান, আখবার আবী নুওয়াস, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ৭৯-৮২, ১১০-১১, ১১২; (৩) বাকরী, সিমতু'ল-লা'আলী, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ১খ., ৫০০; (৪) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহী, 'ইক্'দ, ৬খ., ৫৭-৬০; (৫) ইব্‌নু'ল-জাররাহ, ওয়ারাক, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ৩৯-৪২; (৬) ইব্‌ন মানজূ'র, আখবার আবী নুওয়াস, কায়রো ১৯২৪ খৃ., ৩৪-৫, ১৩৭, ২১২; (৭) ইব্‌নু'ল-মু'তায্য, তা'বাকা'ত, ৪২১-২; (৮) ফিহরিসত, ২৩৯; (৯) ইব্‌নু'স-সাঈ, নিসাউ'ল-খুলাফা, কায়রো তা. বি., ৪৭-৫৩; (১০) নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-'আরাব, ৫খ, ৭৮-৮২; (১১) সুয়ূতী,

আল-মুসতাজ'রাফ মিন আখবারি'ল-জাওয়ারী, বৈরূত ১৯৬৩ খৃ., ৩৭-৪৭; (১২) যিরিকলী, আ'লাম, ৫খ., ২৬৭; (১৩) ওয়াশ্‌শা, মুওয়াশ্‌শা, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ২৬৪; আরও দ্র. আল 'আব্বাস ইবনু'ল আহ'নাফ-এর দীওয়ান, সম্পা. খায্‌রাজী, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১০৭-৮ ও আবূ নুওয়াস-এর দীওয়ান, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., গাযাল বিভাগ ২২৭-৩৯৮; 'ইনানের সঙ্গে আবূ নুওয়াসের সম্পর্ক বিষয়ে দ্র. 'আলী শালাক', আবূ নুওয়াস, বায়না'ত-তাখাত'তী' ওয়া'ল- ইল্‌তিযাম, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ., ২৫২-৮।

J. E. Bencheikh (E.I.[2])/নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

'ইনাবা ইব্ন সুহায়ল (عنبة بن سهيل) ঃ (রা) ইব্ন 'আমর আল-কু'রাশী আল-'আমিরী। কেহ কেহ তাঁহার নাম 'উত্‌বা (عتبة) এবং কেহ কেহ 'উক'বা (عقبة) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনু'ল-আছী'র বলেন, তাঁহার নাম 'আন্‌বাসা (عنبسة)। কিন্তু ইব্ন হা'জার বলিয়াছেন, 'ইনাবাই সঠিক। মাতার নাম ফাখিতা বিন্‌ত 'আমির ইব্ন নাওফাল। 'ইনাবা তাঁহার পিতা সুহায়লের সহিত একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পিতার সঙ্গে সিরিয়ায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। ঐ জিহাদে তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যা ফাখিতাও ছিল। জিহাদে পিতা সুহায়ল (রা) শহীদ হন। অতঃপর মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া 'ইনাবা (রা) ইনতিকাল করেন। কন্যা ফাখিতা তখন একেবারে অসহায়। অপরদিকে একই জিহাদে আল-হা'রিছ' (রা) ইব্ন হিশামও শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পুত্র 'আবদু'র- রাহ'মান ইবনু'ল-হা'রিছ'ও য়াতীম হইয়া পড়েন। লোকেরা 'ইনাবা তনয়া ফাখিতা ও হা'রিছ' তনয় 'আব্‌দু'র-রাহ'মানকে লইয়া খলীফা 'উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া দেন। এই ফাখিতাই আবূ বাক্‌র ইব্ন আবদি'র রাহ'মানের জননী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার, আল-ইস'াবা, ৩খ., সংখ্যা ৬০৭৭, পৃ. ৩৯-৪০; (২) ইবনু'ল-আছী'র, উসদু'ল-গা'বা, উর্দূ অনু. লাখনৌ, ৭খ., ২০৪; (৩) আয-যা'হাবী, তাজরীদ আস্‌মাইস-সাহা'বা, বৈরূত তা. বি. ১খ., ৪২৬, ক্র. ৪৬১০; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হা'শিয়া, ৩খ., ১৭৬-৮)।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

ইনাম কমিশন (..... انعام) ঃ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক ভূম্যাধিকারীদের স্বত্ব পরীক্ষার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ; বোম্বাই ছিল তাহাদের সদর দফতর। আযাদী সংগ্রামের (১৮৫৭) পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ২০,০০০ যমীনদারী বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে জটিলতার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাঁহাদের নিকট ছিল অকল্পনীয়। এই পুঞ্জীভূত গণঅসন্তোষ আযাদী সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ৩০৮

'ইনায়াত (শাহ) কা'দিরী [عنايت (شاه) قادرى] ঃ শাহ 'ইনায়াতুল্লাহ কা'দিরী কা'সূরী লাহোরী (র), পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও সূ'ফীগণের অন্যতম। বাবা বুল্‌হে শাহ কাসূরী তাঁহারই মুরীদ ছিলেন। এই পর্যন্ত তাঁহার ষোলখানা 'আরবী ও ফারসী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে "গা'য়াতুল-হা'ওয়াশী" একখানি বৃহৎ, সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

তিনি নিজের পূর্ণ নাম লিখিয়াছেন আবু'ল-মা'আরিফ মুহাম্মাদ 'ইনায়াতুল্লাহ আল-হানাফী আল-কা'দিরী আশ-শাত'তারী আল-কা'সূরী আবার (ثم) লাহোরী (শাহ 'ইনায়াত, গা'য়াতু'ল-হা'ওয়াশী, পাণ্ডু.)। তাঁহার পিতার নাম ছিল পীর মুহ'াম্মাদ (মুহা'ম্মাদ আকবার আলী, সালীমু'ত-তাওয়ারীখ, ৩৬৬)। তিনি পবিত্র কু'রআনের হা'ফিজ'ও ছিলেন (শাহ 'ইনায়াত, য'ায়লু'ল-আগ'লাত', পাণ্ডু.)। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উদ্যান রচনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন (গু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আস'ফিয়া, ১ম সং., লাহোর ১২৮৪ হি., ১৭৮)। শাহ 'ইনায়াত জাহিরী বিদ্যা শিক্ষা করেন মাওলানা সায়্যিদ আবু'ন-নাস'র ওরফে সায়্যিদ ইলয়াস (শাহ 'ইনায়াত, গা'য়াতু'ল-হা'ওয়াশী, লাত'াইফ গা'য়বিয়্যা, পাণ্ডু.), ও শামাইলু'ন-নাবাবি'য়্যা (শাহ 'ইনায়াত, কালিমাতু'ত-তামমাত, পাণ্ডু.) গ্রন্থের ভাষ্যকার মাওলাবী 'আবদু'ল-হাদী লাহোরীর নিকট এবং বাতিনী 'ইলম শিক্ষা লাভ করেন মুজাদ্দিদ আলফ-ই ছা'নী (র)-এর পৌত্র শাহ 'আলী রিদ'া ফারূকী, (১১৪১/১৭২৮) [শাহ ইনায়াত, লাত'াইফ-ই গা'য়বিয়্যা, পাণ্ডুলিপি পত্রক ৬৫], শায়খ মুহ'াম্মাদ সুল্‌ত'ান বুখারী (পৃ. গ্র. ৬৪) এবং শাহ মুহ'াম্মাদ রিদ'া ইব্ন কা'দী শায়খ মুহ'াম্মাদ ফাদি'ল লাহোরী [(মৃ. ১১১৮/১৭০৭) গু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আস'ফিয়া, ১খ., ১৮৯]-এর নিকট।

শাহ 'ইনায়াত ১১৩২/১৭২০ পর্যন্ত কা'সূরে অবস্থান করেন। অতঃপর কাসূরের শাসনকর্তা হু'সায়ন খান খেশ্‌গীর সহিত ঝগড়া হইলে তিনি তাঁহাকে কা'সূর ত্যাগের নির্দেশ দেন (গু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আস্'ফিয়া, ১ম সংস্করণ, লাহোর, পৃ. ১৮৬-৮৭)। এইভাবে তিনি লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন।

সমসাময়িক 'আলিম ও সূফীদের সহিত শাহ 'ইনায়াতের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। হা'জ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ কা'সূরী (মৃ. ১১৫৩/১৭৪০)-র সহিত তাঁহার জ্ঞান-বিষয়ক পত্র যোগাযোগ ছিল। তিনি হা'জ্জী সাহেবের জওয়াবে পাঁচখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পত্রে তাঁহার সহিত সাধারণত শারী'আত সম্পর্কিত বিষয়াদির বিচার-বিশ্লেষণ হইত (গু'লাম রাসূল কা'সূরী, শাজারাতু'ল-আনসার, লাহোর ১৯৩৫ খৃ., ২২-২৩)। শাহ 'ইনায়াত ও হা'জ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফের মধ্যে তামাক সেবন সম্পর্কেও পত্র-বিনিময় হইয়াছিল (গুলাম হু'সায়ন কা'সূরী শাজারাতু'ল-আনসাব, পাণ্ডু.)।

শাহ 'ইনায়াতের মৃত্যুর সন কোন সমকালীন জীবনীকার উল্লেখ করেন নাই। সর্বপ্রথম মুফতী গু'লাম সারওয়ার ১১৪১ হি. লিপিবদ্ধ করেন (খাযীনাতু'ল আস্'ফিয়া, ১৮৭)। ইহার পর সকল জীবনীকার, যথাঃ মাওলাবী রাহ'মান 'আলী ও মাওলানা 'আবদু'ল-হা'য়্যি হা'সানী এই সনকেই তাঁহার মৃত্যু সন বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু এই মৃত্যু সন এই কারণে গ্রহণযোগ্য নহে যে, শাহ 'ইনায়াতের একজন সমসাময়িক 'আলিম হা'জ্জী মুহা'ম্মাদ শারীফ কা'সূরী (যাঁহার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) ১১৪৮/১৭৩৫ সনে লিখিত, এক পত্রে শুভ কামনারূপে سلمه الله تعالى (আল্লাহ তাঁহাকে নিরাপদে রাখুন) কথাটি লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, শাহ 'ইনায়াত অন্তত ঐ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং আনু. ১১৫০/১৭৩৭ সনের পর ইনতিকাল করেন (দ্র. হা'য়াত-ই-শাহ 'ইনায়াত কাদিরী)।

তাঁহার সন্তানদের মধ্যে দুই পুত্র মুহ'াম্মাদ যাহিদ ও মুহাম্মাদ যামান-এর বংশধরগণ ১৯১৯ খৃ: পর্যন্ত পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় বর্তমান ছিলেন (মুহ'াম্মাদ আক্‌বার 'আলী, সালীমুত-তাওয়ারীখ, ৩৭৪)। শাহ 'ইনায়াতের বহু সংখ্যক মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত সূফী কবি বাবা বুল্‌হে শাহ কাসূরী(র)-র নাম তালিকার শীর্ষে।

এ পর্যন্ত শাহ 'ইনায়াতের নিম্নবর্ণিত ষোলটি 'আরবী ও ফারসী রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ঃ (১) তানকীহু'ল-মারাম ফী মাব্হাছি—বু'জূদ রচনা কাল ১১১০ হি, 'আবদু'ল-হ'ায়্যি হ'াসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র ৬খ., ১৯৫); (২) লাতা'ইফ-ই গায়বিয়্যাঃ (ফারসী গদ্য), রচনা কাল ১১১০ হি, শাত'তারিয়্যা ত'ারীকাঃ সম্পর্কে, পাণ্ডুলিপি, রাওয়াল পিণ্ডি; (৩) ইরান ও পাকিস্তান ফারসী গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার রাওয়ালপিণ্ডি "আয্'কার-ই কাদিরিয়্যাঃ"(Ivanov, Catalogue of the Mss. of the Asiatic Society of Bengal, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ: পাণ্ডু. নং ১৩২৩; (৪) গ'ায়াতু'ল-হ'াওয়াশী(আরবী গদ্য) শার্হ' বি'কায়া-র পার্শ্বটীকা, রচনাকাল ১১৩৪ হি. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারের পাণ্ডু. নং ৬৪১০; (৫) "কানযু'দ-দাক'াইক"-এর ভাষ্য মুলতাক'াতু'ল-হ'াকাইক; (৬) মাজ্মূ'আঃ-ই সুলত'ানী-র ভাষ্য মাজ্মূ'আঃ-ই ইরফানী; (ফরাসী গদ্য). পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারের পাণ্ডুলিপি নং ৬৫৭; (৭) হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ ক'াস্‌রীর পত্রের জবাবে লিখিত পুস্তিকা"দার মাস্আলা-ই হারব ওয়া দারু'ল- হ'ারব" (ফারসী গদ্য), (পাণ্ডু.) মুহ'াম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায় এই পুস্তিকায় তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার আলোকে ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে দারু'ল-হ'ারব আখ্যায়িত করিয়া বলেন যে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, রাজপুত ও বেরার জাতিসমূহে প্রকাশ্যে কুফরের নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হয়। (৮) য'ায়লু'ল-আগ্'লাত' ফী মাসাইলি'ল-গ'াস্ব বি'ল-ইফরাত (ফারসী গদ্য) হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ ক'াস্‌রীর মতবাদ খণ্ডনে লিখিত, মুহ'াম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায়, পাণ্ডু.। (৯) আল-কালিমাতু'ত-তাম্মাত ফী রাদ্দ-ই মাত'ইনি'ছ-ছি'কাত, হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ ক'াস্‌রীর মতবাদ খণ্ডনে লিখিত, মুহ'াম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানা পাণ্ডু.। (১০) রিসালাঃ হিবাতু'ত-তা'আত ('আরবী গদ্য) হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ ক'াস্‌রীর মতবাদ খণ্ডনে, ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায় পাণ্ডু.। (১১) রিসালাঃ ফী হ'ল্ল-ই শুরবি'দ-দুখান ('আরবী গদ্য) হ'াজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ ক'াস্‌রীর মতবাদ খণ্ডনে মাওলানা আবদুর-রশীদ শাহ্দারাঃ লাহোর-এর মালিকানায়, পাণ্ডু.। (১২) রিসালাঃ ফী হি'ল্ল-ই-তাম্বাকূ ('আরবী গদ্য) মুঈনু'দ-দীন এর মালিকানায়, পাণ্ডু. লাহোর। (১৩) রিসালাঃ ফী রাদ্দ-ই মান ক'ালা ইন্না'দ-দুআ'ফি'র- রিয্কে কুফর ('আরবী গদ্য) মুহ'াম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায় পাণ্ডু.। (১৪) লিবাস-ই বারহানা ঃ মাওলাবী নাস'ীরু'দ-দীন লাহোরী প্রণীত ফাতাওয়া-ই বারহানাঃ গ্রন্থের কতিপয় জটিল অংশের টীকা (ফারসী গদ্য) মাওলানা মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব হামাদানী ক'াস্‌রীর মালিকানায়, পাণ্ডু.। (১৫) ফাতাওয়্যা-ই 'ইনায়াতিয়্যাঃ (হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ ক'াস্‌রীর লেখার বরাতসহ উল্লিখিত ব্যক্তির মালিকানায় পাণ্ডু.) (১৬) মুহ'াম্মাদ আক্বার 'আলী রচিত সালীমু'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থের ৩৬৭ ও ৩৭০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত দাস্তুরু'ল-'আমাল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গু'লাম রাসূল ক'াস্‌রী ইব্ন মুহ'াম্মাদ হ'াসান ইব্ন হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ শারীফ, শাজরাতু'ল-আনসাব, (পাণ্ডু.) মাওলানা গু'লাম রাসূল মিহর-এর- মলিকানায়; (২) গু'লাম হু'সায়ন ক'াস্‌রী ইব্ন মুহ'াম্মদ হ'াসান, শাজারাতু'ল-আনসার, (পাণ্ডু.) ড. মুহ'াম্মাদ শাফী লাহোরীর মালিকানায়; (৩) মুহাম্মাদ 'আকিল লাহোরী, তুহ'ফাতু'ল-মুসলিমীন, গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডু., মুহ'াম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায়; (৪) গু'লাম সারওয়ার মুফতী লাহোরী, খাযীনাতু'ল-আস্ফিয়া, লাহোর ১২৮৪ হি.; (৫) ঐ লেখক, হ'াদীক'াতু'ল-আওলিয়া, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদী, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (৬) রাহ'মান 'আলী তায্‌কিরা-ই 'উলামা-ই হিনদ, উর্দূ অনু. মুহ'াম্মাদ আয়্যুব ক'াদিরী, করাচী ১৯৬১ খৃ.; (৭) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি হ'াসানী নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র ৬খ, দাক্ষিণাত্য ১৯৫৭ খৃ.; (৮) ফাকীর মুহ'াম্মাদ ঝিলামী, হ'াদাইকু'ল-হ'ানাফিয়্যা ঃ লখনৌ ১৯০২ খৃ.; (৯) মুহ'াম্মাদ শাফী' লাহোরী, আওলিয়া-ই ক'াস্‌র, লাহোর ১৯২৭ খৃ.; (১০) মুহ'াম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদী, হ'ায়াত-ই-শাহ 'ইনায়াত ক'াদিরী, যন্ত্রস্থ; (১১) বুলহে শাহ, কুল্লিয়্যাতে-ই পাঞ্জাবী, পদ্য লাহোর ১৯৬৭ খৃ.; (১২) Ivanov, পাণ্ডু. নং ১৩২৩, Cat. mass, Asiatic Society, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.; (১৩) ফাওক' মুহ'াম্মাদ দীন, তায্'কিরা-ই 'উলামা-ই লাহোর ১৯২০ খৃ. (১৪) মুহ'াম্মাদ-আকবার 'আলী, সালীমু'ত-তাওয়ারীখ, অমৃতসর ১৯১৯ খৃ.।

মুহ'াম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদী (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'ইনায়াত খান (عنايت خان) ঃ মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীব (দ্র.)-এর একজন অখ্যাত সেনাপতি। তিনি ছিলেন তাহাওউর খানের শ্বশুর। শেষোক্ত ব্যক্তি ১০৯১-২/১৬৮০-১ সালের বিদ্রোহের সময় আওরঙ্গযীবের পুত্র আকবার-এর অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। যু'ল-হি'জ্জা ১০৯১/জানুয়ারী, ১৬৮১ সালে যখন আওরঙ্গযীব আজমীর অঞ্চলে দো-রাহা অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন 'ইনায়াত খানকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন তাহাওউর খানকে অবিলম্বে যুবরাজের বাহিনী ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়া পত্র প্রেরণ করেন। এই সময়ে যুবরাজের বাহিনী কুরকীতে অবস্থান করিতেছিল। তাহাওউর খান পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু আওরঙ্গযীব-এর শিবিরে উপস্থিত হইবার পর কোন প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যাহার ফলশ্রুতিতে তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ স্যার যদুনাথ সরকার, History of Aurangzib. কলিকাতা ১৯১২-২৪ খৃ., ৩খ, ৪১১-১২।

P. Jackson (E. I.[2])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ-দীন

'ইনায়াত খান (عنايت خان) ঃ ভারতীয় মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীব-এর দরবারের একজন সভাসদ। বংশগতভাবে তিনি খুরাসান-এর খাফ (দ্র.) হইতে আগমন করেন। তবে তাঁহার কর্ম-জীবনের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই। ১০৭৭/১৬৬৬-৭ সালে তাঁহাকে দীওয়ান-ই খালিস'াঃ (খাস জমিসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীওয়ান) দফতরের অধিকর্তারূপে নিয়োগ করা হয়। ১০৭৯/১৬৬৮-৯ সালে তাঁহাকে ৯০০ য'াত ও ১০০ সুওয়ার-এর পদে উন্নীত করা হয়। ১০৮০/১৬৬৯-৭০ সালে তিনি এই মর্মে একটি রিপোর্ট দেন যে, শাহ জাহান-এর আমলের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে একটি বিরাট অঙ্কের ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গযীব খালিসঃ ভূমিসমূহের বিস্তারণ ও ব্যয় নির্বাহে সংকোচন সম্পাদনের জন্য আদেশ দেন। ১০৮২/১৬৭১-২ সালে তাঁহাকে চাকলা বারেলী এবং ১০৮৬/১৬৮৭৫-৬ সালে তাঁহাকে খায়রাবাদ-এর ফাওজদার (দ্র.) (সেনাপ্রধান) নিযুক্ত করা হয়। ১০৮৮/১৬৭৭-৮ সালে তাঁহাকে পুনরায় পীশদাসত্-ই দাফতার-ই খালিস'াঃ পদে নিয়োগ করা হয় এবং এইবার তাঁহাকে ১০০০ যাত ও ১০০ সুওয়ারি-এর পদে উন্নীত করা হয়। ১০৯২/১৬৮১-২ সালে তাঁহাকে পদোন্নতি প্রদান করিয়া দীওয়ানই বুয়ূতাত

(রাজকীয় পরিবারের হিসাব সংরক্ষণ দফতর)–এর প্রধানরূপে নিয়োগ করা হয় এবং ইহার স্বল্পকাল পরেই তাঁহার নিজ অনুরোধে তাঁহাকে আজমীরের গভর্ণর পদ প্রদান করা হয়। রাথোরদের বিরুদ্ধে তিনি একটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১০৯৩/১৬৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়েই নিহত তাঁহার জামাতা বাদশাহ কু'লী খান যে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন তাঁহার সহিত তিনি কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুসতা'ঈদ খান, মা'আছি'র-ই 'আলামগীরী, Bib. Ind. কলিকাতা ১৮৭১ খৃ., (২) শাহ নাওয়ায খান, মা'আছি'রুল উমারা, Bib. Ind. কলিকাতা ১৮৮৮ খৃ., ২খ.; (৩) খাফী খান, মুনতাখাবুল-লুবাব, Bib. Ins. কলিকাতা ১৮৬০ খৃ.।

M. Athar (E. I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ-দীন

'ইনায়াতুল্লাহ্ কাম্বূ (عنايت الله كنبو) ঃ ইনি মুহ'াম্মাদ স'ালিহ্ কাম্বূর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি মুগল সম্রাট শাহজাহান (দ্র.)-এর ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'আমাল-ই স'ালিহ' অথবা শাহ জাহান-নামাহ নামক পুস্তকের রচয়িতা। তাঁহার পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি ছিল লাহোরে। তিনি বুরহানপুরে (দ্র.) ১৯ জুমাদাল-উলা, ১০৭১/৩১ আগস্ট, ১৬০৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। কিভাবে ও কোন্ সময়ে তাঁহার মতাপিতা বুরহানপুরে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। যখন পরিবারটি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল, প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় তাঁহার পিতা অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সম্পর্কে মমতাপূর্ণ ভাষায় কথা বলিতেন এবং তাঁহাকে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

প্রথমে জীবনে তিনি লাহোরে মুগল সুবাদারের অধীনে চাকুরী করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সেইখানে নিয়োজিত হন। জীবনের শেষভাগে তিনি পার্থিব জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লী গমন করিয়া সেইখানে কু'ত'বু'দ-দীন বাখ্‌তিয়ার কাকীর সমাধি পার্শ্বে নিজেই একটি খানকা'হ নির্মাণ করেন। তথায় তিনি স'লাত, সাওম ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, লেখক ও কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ ঃ (১) তা'রীখ-ই দিলকুশাঃ ইহা আদাম (আ) হইতে ভারতবর্ষে মুগল শাসনের প্রারম্ভিক সময়ের প্রচলিত বিবরণসম্বলিত শাহজাহান এবং তাঁহার পূর্ববর্তীদের ইতিহাস; ইহা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে; (২) বাহার-ই দানিশ, ইহা স্ত্রৈণ স্বামিগণকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশে অসতী স্ত্রীদের বিভিন্ন চাতুরীর রোমাঞ্চকর ও কামোদ্দীপক কাহিনীর সংকলন। প্রধানত এই গ্রন্থ দ্বারাই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন; ইহা ১০৬১/১৬৫১ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহাকে "স্থূল ঘাসের সূত্রে গ্রথিত মুক্তামালা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কতিপয় ভারতীয় লোক-কাহিনীর ফারসী রূপান্তর। গ্রন্থকার এইগুলি একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন (সম্পা. কলিকাতা ১৮০৯ খৃ. ১৮৩৬ খৃ., দিল্লী ১৮৪৯ খৃ, বোম্বাই ১৮৭৭ খৃ. লখনৌ, তা.বি.)। ইংরেজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন আলেকজাণ্ডার ডাও (লণ্ডন ১৭৬৮ খৃ.), জোনাথান স্কট (Shrewsbury ১৭৯৯) এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এ. টি. হার্টমান (লাইপযিগ ১৮০২ খৃ.)।

তিনি দিল্লীতে ১৯ জুমাদাল-উলা, ১০৮২, সেপ্টেম্বর, ১৬৭১ সনে ইনতিকাল করেন। লাত'ীফ (লাহোর, ২০৯) এবং চিশতী (তাহকীকাত, ১৩০৯) উভয়েই বলিয়াছেন যে, স্বনির্মিত একটি কবরে তাঁহাকে দাফন করা হয় এবং সেইখানেই তাঁহার অধিকতর প্রসিদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ স'ালিহ' কাম্বূ, 'আমাল-ই স'ালিহ', Bib. Ins, ৩খ., ৩৭৯-৮২, ৪৩৯-৪১ ও সম্পাদকের ভূমিকা, পৃ, ২, ৬-৭, ৯, ১৩-৪; (২) Rieu, Catalogue of Persian manuscripts, ২খ., ৭৬৫, ৩খ., ১০৯৩ বি., (৩) এস. এম. লাতীফ, Lahore : its history, architectural remains ....: লাহোর ১৮৯২ খৃ, পৃ., ২০৮-৯; (৪) নূর আহ'মাদ চিশতী, তাহ'কীকাত-ই চিশতী, লাহোর ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৩০৯ (বহু অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা); (৫) Storey, ১খ., ৫৭৮-৯।

A. S. Bazme Ansari (E. I.²)আ. র. মামুন

'ইনায়াতুল্লাহ্ খান আল-মাশরিকী (عنايت الله خان المشرقى) ঃ 'আল্লামা মাশরিকী নামে প্রসিদ্ধ। খাকসার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা 'আল্লামা মাশরিকী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম খান 'আত'া' মুহ'াম্মাদ খান। তাঁহার পূর্বপুরুষ দীওয়ান লাল মুহ'াম্মাদ খান সম্রাট 'আলামগীর-এর দরবারে দীওয়ানী ও পাঁচ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাহ্যাদা মু'আজ'জাম ও সম্রাট ২য় 'আলমগীর-এর দরবারেও দীওয়ানী পদে তাঁহার খান্দানের লোক অধিষ্ঠিত ছিল। খান 'আত'া' মুহ'াম্মাদ খানের পিতা দীওয়ান কামালুদ্দীন খান মহারাজা শের সিংহের আমলে কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলেও এই দায়িত্ব ছিল তাঁহারই বংশধরের হাতে। অমৃতসর ও পাতিলা খানে 'আতা মুহ'াম্মাদ খানের বহু সম্পত্তি ছিল।

আল-মাশরিকী অমৃতসরে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ইহার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯০৯ খৃ. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতশাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে ট্রিপল অনার্স পরীক্ষা পাস করিয়া র‍্যাংলার (Wrangler) উপাধি লাভ করেন। ১৯১২ খৃ, পদার্থবিদ্যায় বি. এস.সি. এবং ম্যাকানিকাল সাইন্স অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রাচ্য ভাষা (আরবী ও ফারসী)-সমূহে বি. ও. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। এইভাবে মাত্র পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ৪টি অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। লেখাপড়া শেষে 'আল্লামা মাশরিকী হিন্দুস্থান প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯১৩-১৫ খৃ. পর্যন্ত পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং উহার পর হইতে ১৯১৭ খৃ, পর্যন্ত প্রিন্সিপালের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭-২০ খৃ. পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর কয়েকটি কারণে সরকার তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং শাস্তিমূলকভাবে তাঁহাকে একটি স্কুলের হেড মাস্টার করিয়া দেয়। ইহাতে তাঁহার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন হইতে তিনি সামাজিক জীবনে মুসলিম জাতির অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং ১৯২৫ খৃ, তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক তায্‌কিরাঃ উর্দূ ভাষায় প্রকাশ করেন। পুস্তকের সারমর্ম ছিল এই যে, মুসলিম জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল দুনিয়াতে আল্লাহর খিলাফাত অর্জন করা, আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজন অবিরত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সুশৃঙ্খল সংগঠন। [পুস্তকে বর্ণিত কতগুলি বিষয়ে আলিমগণ বিরোধিতা করেন এবং ধর্মীয় মহলে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। দ্র. মুহ'াম্মাদ মানজূ'র নু'মানী, খাকসার তাহ'রীকঃ

মায·হাব ওয়া সিয়াসাত কী রোশনী মে (خاکسار تحریک مذهب وسیاست کی روشنی میں) বেরেলী সং.]। ফ্রান্সের এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্যারিস জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁহাকে ফেলোশিপ প্রদান করে। সম্মেলনের অধিবেশন শেষে ১৯২৬ খৃ. তিনি য়ূরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৩১ খৃ. তিনি 'ইশারাত" নামক পুস্তকখানা রচনা করেন এবং চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া খাকসার আন্দোলনের সূচনা করেন। খাকী পোশাক পরিধান ও বেলচা বহন করা ছিল খাকসার কর্মীদের বৈশিষ্ট্য। শীঘ্রই ইহাদের একটি বাহিনী গঠিত হয়। তাহারা সন্ধ্যায় মাগ·রিবের স·লাতের পর ন্যূনতম দশ-দশজনের দলে বিভক্ত হইয়া আপন আপন কমাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণে চাপ রাসত চাপ রাসত (ডান বাম) ধ্বনি তুলিয়া প্যারেড করিত। নেতার আনুগত্য ও জনগণের সেবাই ছিল তাহাদের ধ্বনি ও আদর্শ। রীতিনীতি ও প্রথার সংস্কার ছিল তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁহার একটি সংস্কারমূলক কাজ জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সিন্ধু প্রদেশে হায়দরাবাদ জেলায় লোওয়ারী নামক স্থানে প্রতি বৎসর যু·ল-হি·জ্জাঃ মাসে হা·জ্জ মাওসুমে দুই দিনব্যাপী এক মেলা বসিত। ইহা লোওয়ারী হা·জ্জ নামে অভিহিত হইত। লোওয়ারীর কূপটি যামযাম কূপ এবং কবরস্থানকে জান্নাতু'ল-বাকী' বলা হইত। তথাকার প্রতিটি বস্তুকে হা·জ্জ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির সমমর্যাদা দেওয়া হইত। আল-মাশরিকী'র নির্দেশ মতে খাকসারদের একটি প্রতিনিধি দল এই বিষয় লইয়া সিন্ধুর মুখ্য মন্ত্রীর সহিত ১৯৩৯ সালের ৩ জানুয়ারী সাক্ষাত করে। অতঃপর তাহাদের অটল দাবীর প্রেক্ষিতে ৮ জানুয়ারী এক সরকারী ঘোষণাবলে লোওয়ারীর হা·জ্জ প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। খাকসার ছিল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের পতাকাবাহী আদর্শবাদী দল। একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন ও সুনিপুণ কর্ম পদ্ধতি ছাড়াও তাহারা উদারতা প্রদর্শনের নীতির পক্ষপাতী ছিল। যদিও হিন্দুস্থানের অমুসলিম সম্প্রদায়, বৃটিশ সরকার ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহ উহাকে একটি বেসরকারী সেনাবাহিনী সংগঠন বলিয়াই মনে করিত। আল-মাশরিকী ছিলেন ইংরেজদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রায়িক চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী। লাহোরের ইচরাহ্ নামক স্থানে ছিল খাকসার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দফতর। ১৯৪০ খৃ. প্রথম দিক নাগাদ খাকসার আন্দোলন পেশোয়ার থেকে সুদূর রেঙ্গুন পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়ে। তাহারা উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে পালাক্রমে ক্যাম্প করিয়া তাহাদের কাজকর্মের প্রদর্শনী করিত। পরিধানে খাকী পোশাক ও হাতে বেলচা নিয়া খাকসার কর্মিগণ বিভিন্ন শহরে সমাবেশের আয়োজন করিত। এইরূপ কোন কোন সমাবেশে এক লক্ষ কর্মী সমবেত হইত। ১৯৪০ খৃ. ১৯ মার্চ তাহাদের উপর এক বিপদ নামিয়া আসে। ৩১৩ জন খাকসারের একটি দল যখন লাহোরে 'আলামগীরী শাহী মসজিদের দিকে যাইতেছিল, সরকার তখন তাহাদের গতিরোধের জন্য গুলী চালাইবার নির্দেশ দেয় এবং আল-মাশরিকীকে গ্রেফতার করিয়া মাদ্রাজের ভেলোর কারাগারে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এই ঘটনায় অনেক খাকসার প্রাণ হারায় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। ইহা আল -মাশরিকী'র জীবনের প্রথম গ্রেফতার ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বন্দী করিয়া তাঁহাকে কারাগারে আটক রাখা হয় যাহার সর্বমোট পরিমাণ হইবে দশ বৎসর। অবশেষে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া এই সংগ্রামী বীর ১৯৬৩ খৃ. ২৫ আগস্ট ইনতিকাল করেন। তায·কিরাঃ এবং ইশারাত ছাড়া তাকমিলাঃ, হা·দীছু'ল-কু·রআন ও আরমাগা·ন-ই হা·কীমও তাঁহার রচিত গ্রন্থ। সাপ্তাহিক 'আল-ইস·লাহ' ছিল তাঁহার আন্দোলনের মুখপত্র। 'আল্লামা আল-মাশরিকী'র সকল প্রচেষ্টা ও সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতিকে কু·রআনী শিক্ষার আলোকে সৎ কাজের প্রতি আহ্বান জানাইয়া নব জীবনে উজ্জীবিত করা এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র খিলাফাতের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলা। খাকসার সংগঠন বর্তমানেও (প্রবন্ধ লেখার কালে, ১৯৮১ খৃ.) বিদ্যমান আছে এবং উহা দুই দলে বিভক্ত। শান্তিপূর্ণ দলীয় সমাবেশ ও প্রদর্শনী এখনও হইয়া থাকে। তবে জনসেবাই বর্তমানে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উল্লেখ্য যে, আল-মাশরিকী'র রাজনীতির সহিত তদানীন্তন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ ছিল। বহু বই-পুস্তকে ইহার তথ্য পাওয়া যাইবে। বর্তমান নিবন্ধে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা ও রচনা-কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতভেদের আলোচনা খুব কমই করা হইয়াছে।

হা·শমাত 'আলী (দা. মা. ই.)/বোরহান উদ্দীন

ইনাল (إنال) ঃ ইবনু'ল-আমীন মাহ·মূদ কামাল (আধুনিক তুর্কীতে Ibnul Emin Mahmud Kemal Inal) ১৮৭০-১৯৫৭ খৃ. তুর্কী চরিত্রকার ও লেখক, ঐতিহ্যবাহী উছমানী বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের সর্বশেষ বিশিষ্ট প্রতিনিধিরূপে ইনি ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ আমীন পাশা (১৮৩৭-১৯০৮খৃ.) তদীয় আত্মীয় ও পৃষ্ঠপোষক য়ূসুফ কামিল পাশার (১৮০৮-৭৬ খৃ. সুলতান আবদুল আযীযের অধীনে প্রধান মন্ত্রী ও মিসরের মু·হাম্মাদ আলীর জামাতা) ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন হেতু "মুহুরদার" বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। তিনি আনাতোলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে চাকুরী করার পর ১৯০৮ খৃ. ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর (মুতাস·ররিফ)-রূপে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা হামীদা নার্গিস (১৯৩৫ খৃ. ইনতিকাল করেন।

মাহ·মূদ কামালের পূর্বপুরুষগণ মূলে বুখারা হইতে তুরস্কে আসেন, তাহারা সেলজেন-ওগলু (Selcenoglu) নামে পরিচিত ছিলেন, তাহাদের পারিবারিক সীলমোহরে এই নাম খোদিত ছিল। পরবর্তী কালে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৯৩৪ খৃ. যখন আইনের মাধ্যমে পারিবারিক নামের ব্যবহার প্রবর্তিত হয় যখন পরিবারের কোন কোন সদস্যের ন্যায় পুরাতন পারিবারিক নাম সেলজেন ওগলু গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্তে (আমীন-এর তরজমা হিসাবে) ইনাল পারিবারিক নাম গ্রহণ করিয়া তিনি অনুতপ্ত (I.M.K.Inal, Son hattatlar , 672. n. 1) হন। খৃ. ১৮৯০ দশকে তাঁহার প্রথম জীবনের রচনাবলীতেই তাঁহার ডাকনাম ইব্নুল-আমীন (ইবনুল-এমিন, Ibnulemin) প্রকাশিত হইতে থাকে।

সুলায়মানিয়া কুল্লিয়া ইমারতের প্রাচীন ভবনে অবস্থিত শাহযাদাহ হাই স্কুল (রুশদিয়া) হইতে পাশ করিয়া মাহ·মূদ কামাল মুলকিয়্যায় (দ্র.) ভর্তি হন, কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। পরে তিনি আইন বিদ্যালয়ের (মাকতাব-ই হুকূ·ক) কতিপয় কোর্সে এবং ইস্তাম্বুলের প্রধান প্রধান মাদ্রাসা ও মসজিদে অনুষ্ঠিত বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তবে পিতা ও গৃহশিক্ষকগণের নিকটই তাঁহার বেশীর ভাগ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এইরূপে তিনি 'আরবী, ফারসী, প্রাচীন মুসলিম বিজ্ঞান ও কিছু ফরাসী ভাষা শিখেন। কবি মুহাম্মাদ আকিফের পিতা আলবেনিয়ার আইপেকনিবাসী প্রসিদ্ধ খোজা তাহির ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিক্ষক। হস্তাক্ষরবিদ হাসান তাহসীন (১৮৫১-১৯১৫ খৃ.) তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন; তিনিই ইনালকে তুর্কী হস্তাক্ষর বিজ্ঞানের ইতিহাসে গভীরভাবে আগ্রহী করিয়া তোলেন (son hattatlar, 424-7)।

মাহ্‌মূদ কামাল ১৮৮৯ খৃ. প্রধানমন্ত্রীর অফিসে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বিভাগের একজন কেরানীরূপে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৮৯১ খৃ. তিনি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রেকর্ড অফিসে (স'াদারাত মাক্‌তুবী কালেমী) বদলি হন। ১৯০৬ খৃ. তিনি এই অফিসে উপ-পরিচালক এবং ১৯০৮ খৃ. পরিচালক হন। ১৯০৮ খৃ. শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বস্‌নিয় ও লুগেরীয় সংকটের সময় ইনাল স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ অফিসের (ইয়ালাত-ই মুমতাযি বিমুখতারি) পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৯০৯ খৃ. তুর্কী সুলতান 'আবদুল-হ'ামীদকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সময় য়িলদিয প্রাসাদে প্রাপ্ত এবং অস্থায়ীভাবে সমর মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে বর্তমান সামিয়ানায় স্থানান্তরিত দলীল-দস্তাবেয ও সংবাদ সংগ্রাহকদের রিপোর্টসমূহ শ্রেণীবিন্যস্ত করিবার জন্য ইনালকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। ইহার দরুন তিনি সুলতান 'আবদুল-হ'ামীদের রাজত্বকালের (১৮৭৬-১৯০৯খৃ.) স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত বহু অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ দলীলপত্র পরীক্ষার এবং ঐগুলির অনুলিপি প্রণয়নের সুযোগ পান। পরবর্তী কালে বিভিন্ন লেখায় তিনি এইগুলি ব্যাপকভাবে কাজে লাগান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী শুকরু বে [দ্র.] মুসতাফা কামালের বিরুদ্ধে ইউনিয়নিস্ট ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে (১৯২৬ খৃ. প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত) ইনালকে (জনাব শিহাবুদ্দীন, সুলায়মান নাফীফ ও আরও কয়েকজনসহ) আছারই মুফীদি কুতুব খানেসি' প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করেন । এই বোর্ডের তুর্কী সাহিত্যের দুর্লভ বা অসাধারণ পাণ্ডুলিপিসমূহ পরীক্ষা ও প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইনাল এই দুষ্প্রাপ্য প্রকাশনা সিরিজের (নীচে দ্র.) বহু রচনাকর্মের মূল্যবান মুখবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু কবি আবদুল-হাক্‌ক হামিদ (দ্র.) এই সিরিজে স্বরচিত পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইলে এবং আনওয়ার পাশা সেনাবাহিনীর জন্য নামিক কামালের কোন কোন রচনা পুনর্মুদ্রণের আদেশ দিলে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ইহার আরও কারণ ছিল যুদ্ধকালীন বিভিন্ন অসুবিধা ও ঘাটতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হইতে ইস্তাম্বুল সরকার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সময় পর্যন্ত (১৯১৮-২২ খৃ.) ইনাল সরকারী সংবাদপত্র তাকবীম-ই ওয়াকাই-এর সম্পাদক এবং শেষের দুই মাস সরকারী রেকর্ড বিভাগের (দীওয়ান-ই হুমায়ুন বেগলিকচিসি) প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি আসন্ন শান্তি আলোচনায় তুর্কী সরকারের মতামত প্রণয়নের জন্য গঠিত আণ্ডার সেক্রেটারীদের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিনিধিত্ব করেন। [এই কমিটিতে কর্নেল ইসমেত বে, পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট ইনোনু (Inonu) সমর মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন]।

উছমানী রাষ্ট্রীয় দায় পরিচালনা বিভাগে [দুয়ূন-ই উমূমিয়্যা (দ্র.)] অস্থায়ীভাবে কিছুকাল তৎকালীন বহু নেতৃস্থানীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সহকর্মীরূপে কর্মরত থাকার পর ১৯২৪ খৃ. উছমানী ইতিহাস সমিতি (তারীখই উছমানী আনজুমানি) তাঁহাকে ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেয ওয়াছাইক-ই-তারীখিয়ে তাযনীফ হায়াতি) শ্রেণীবিন্যাসকরণ কমিশনের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বৎসর (১৯২৩ খৃ.) তিনি এই কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। এই কমিশনে ৩ বৎসরকাল গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজ করিয়া ইনাল তাঁহার ভবিষ্যৎ রচনাবলীর জন্য মূল্যবান মালমসলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ১৯২৭ খৃ. তাহার দুই গুণমুগ্ধ বন্ধু কবি খালীল নিহাদ [বোযটেপ] ও কবি ইবরাহীম আলাউদ্দীন [গোভসা]-এর মধ্যস্থতায় নূতন আঙ্কারা সরকার ইনালকে সুলায়মানিয়্যা কুল্লিয়্যা প্রাসাদে অবস্থিত ইসলামী ওয়াক'ফ যাদুঘরের (আওকাফ্‌সিলামিয়া মুযেসি) পরিচালক নিয়োগ করেন। পরে এই যাদুঘরের পরিবর্তিত নাম হয় তুর্কী ও ইসলামী শিল্পকলা যাদুঘর (Turk ve Islam Eserleri Muzesi)। ১৯৩৫ খৃ. অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

১৯৩৬ খৃ. মিসরের শাহযাদী খাদীজা 'আব্বাস হ'ালীমের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে যান এবং মিসর সফর করেন। ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ মিসরের সিংহাসনের তৎকালীন ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স মুহ'াম্মাদ 'আলী তাহার ইসলামী হস্তলিপি সংগ্রহের শ্রেণীবিন্যাসে সাহায্য করার জন্য হস্তলিপিবিদ কামিল আকদিকসহ ইনালকে মিসরে আমন্ত্রণ করেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৪০-এ মিসর হইতে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া ইনাল জানিতে পারেন যে, তাহাকে ইসলামী বিশ্বকোষের তুর্কী সংস্করণের সম্পাদনা বোর্ডের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হইয়াছে। তৎকালীন সুযোগ্য শিক্ষামন্ত্রী, লেখক ও সাংবাদিক হাসান আলী য়ুসেলের (১৮৯৭-১৯৬১ খৃ.) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে তাঁহাকে এই পদ প্রদান করা হয়। য়ুসেল ৮ বৎসর কাল মন্ত্রী থাকাকালে এবং পরবর্তী কালেও ইনালকে তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা প্রকাশের জন্য অবিরাম উৎসাহ ও তাগাদা দিয়া যান (তখনও পর্যন্ত ঐসব রচনা ছিল অসংলগ্ন নোটের আকারে। ফলে ছাপাখানায় পাঠাইবার প্রাক্কালেই ঐগুলি সম্পাদনা করা হইতে থাকে। আগ্রহের অভাব থাকিলেও মাহ্‌মূদ কামাল জোর করিয়া নিজেকে তাঁহার বিরাট সাহিত্য উপাদান হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছাইয়ের কাজে নিয়োজিত করিতেন এবং যখন লেখার জন্য তাঁহাকে সরকারীভাবে নিয়োগ করা হইত কেবল তখনই তিনি ঐগুলি সুসমন্বিত করিয়া লেখার কাজে হাত দিতেন (ইনালের মরণোত্তর সাহিত্যকর্ম Hos Sada. Istandbul 1958. P.L. IV. উপক্রমণিকা, A.H. Tanpinar Ibnul Emin Mahmud Kemals dair)। ১৯৪০ খৃ. হইতে আমৃত্যু (১৯৫৭)। তাঁহার অধিকাংশ সময় তিনি স্বরচিত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন, সংশোধন ও মুদ্রণ তদারকির কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মাহ্‌মূদ কামাল ছিলেন সম্ভবত পুরাতন উছমানী আমলের ভদ্রলোকের শেষ দৃষ্টান্ত, যিনি যুগের সহিত সঙ্গতিহীনভাবে সেই বিলুপ্ত শ্রেণীর স্টাইলে জীবন যাপন করিতে এবং স্বগৃহে সেই হারানো দিনের গৃহকাতরতার এক অবাস্তব মায়াজাল বিস্তার করিয়া রাখিতে চাহিতেন। পুরাতন উছমানী আমলের কীর্তিকলাপের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া ইনাল তাঁহার চারিদিকে সংঘটিত পরিবর্তনকে আমল দিতেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে অস্বীকার করিয়া তিনি ক্রমশ অধিকতর একগুয়ে, সামান্য কারণে উত্তেজনাপ্রবণ ও বদমেজাযী হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রচণ্ড অহমিকা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এই সমস্ত দোষ আরও বাড়াইয়া তোলে। ১৯৩০ খৃ. মধ্যে চিরকুমার মাহ্‌মূদ কামাল পোশাক-আশাকে, আদব-কায়দায়, কথাবার্তায় ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইস্তাম্বুলের সর্বাপেক্ষা খামখেয়ালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। একই সঙ্গে তিনি এক জীবন্ত মোহাফেজখানা এবং উছমানী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষত ১৮৭০-১৯২১ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সারা

জীবন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য দলীলপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিয়া কয়েক পুরুষ বহু ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিয়া তিনি এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। নিজের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির জন্যই তাঁহার পক্ষে এই কৃতিত্ব অর্জন সম্ভবপর হইয়াছিল। তরুণ বয়স হইতেই মাহ্‌মূদ কামাল দলীলপত্র, পাণ্ডুলিপি ও পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং ৫০ দশক বয়সের কোঠায় পৌঁছিয়াই তিনি সমগ্র তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সংগ্রহের অধিকারী হন। বায়াযীদে তাঁহার পারিবারিক ভবনে (Konak) এই সমস্ত সংগৃহীত দ্রব্যাদি জমা রাখা হয়। মুদরোসের সন্ধি-চুক্তির (armistice of Mudros) পর ১৯১৯ খৃ. মিত্র বাহিনী ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করিলে মাহ্‌মূদ কামালকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কোনাক ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। ১৯ মাস পরে যখন ভবনটি তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল সংগৃহীত দলীলপত্র, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদির অধিকাংশই লুণ্ঠন, ধ্বংস ও অপবিত্র করা হইয়াছে বা নিখোঁজ হইয়াছে। এক আত্মজীবনী সমীক্ষায় তীব্র ক্ষোভের সহিত তিনি এক অভিযোগ করেন (Kendine dair, son asir Turk sairleri, Istanbul 1930-1942, pp, 2201-42)।

খৃ. ১৮৮০ দশকে যখন তারিক পত্রিকায় মাহ্‌মূদ কামালের প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় তখন তিনি অল্প বয়স্ক বালকমাত্র (জ. ১৮৭০ খৃ.)। বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক আহ্‌মাদ মিদহাত কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া তিনি বহু বৎসরকাল তদীয় পত্রিকা তারজুমানই হাকীকাত-এ লিখিয়া যান। ঐ সময় হইতে ইব্‌নুল-আমীন এই নূতন ডাকনামে ইস্তাম্বুল ও স্যালোনিকার বহু পত্রিকা ও সাময়িকীতে তাঁহার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। অতঃপর ছোট বড় বিভিন্ন আকারের পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ধর্ম-নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য ও ইতিহাস। সুলতান 'আবদু'ল-হ'ামীদের আমলে প্রকাশনা পরীক্ষকদের হাতে তাহার লেখা প্রায়ই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইত। তবে মাহ্‌মূদ কামালের প্রকৃত অবদান হইতেছে জীবনী লেখার ক্ষেত্রে। মূলত জীবন-চরিত রচনার ঐতিহ্যবাহী উছমানী পদ্ধতি অনুসরণ করিলেও মাহ্‌মূদ কামাল পরবর্তীকালে ইহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। সত্য বটে, তিনি তাঁহার বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে সরকারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি নিষ্প্রাণ বিষয়ের তালিকা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু এই সবের সহিত তিনি অতিরিক্ত যাহা যোগ করিয়াছেন তাহা সর্বক্ষেত্রেই হইয়াছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষিত দলীল-দস্তাবেয, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত দলীলপত্র, সহায়ক প্রামাণিক কাহিনী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তুল্য ঘটনাবলী, সমসাময়িক অবস্থার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক দূরদৃষ্টি ও স্বীয় প্রখর রসবোধের গুরুসুলভ দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া মাহ্‌মূদ কামাল প্রায়শই তাঁহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতীব স্বচ্ছ, অবিস্মরণীয় ও বিশ্বাস্য প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করিয়াছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অতীব ভাবপ্রবণ মেযাজ, প্রবল আবেগ, পূর্ব সংস্কারদুষ্টতা ও কথাবার্তায় বহু লোকের সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার লেখায় অত্যন্ত বিবেকবান, সুষম ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। সম্ভবত এই কথা বলা ঠিক হইবে যে, অন্যদের তুলনায় তাঁহার পরিবারের ও নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকগণের (যেমন য়ূসুফ কামাল পাশা, কামিল পাশা কুচুক সাঈদ পাশা) প্রতি তিনি একটু বেশী সহানুভূতিশীল ও মনোযোগী হইয়াছেন।

মাহ্‌মূদ কামালের সম্পত্তির উইলের পূর্ণ বিবরণ তাঁহার মরণোত্তর প্রকাশনা হোশ সাদা (Hos Sada) [নীচে দ্র.]-এর উপক্রমণিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বহু তুর্কী পণ্ডিত ব্যক্তির অনুসরণে তিনি তাঁহার মূল্যবান ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহার বাসভবনটি (Konak) ইস্তাম্বুলের ইমাম-হাতিপ বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন।

১৯২৮ খৃ. তুরস্কে কঠোর ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মাবলীসম্বলিত যে নূতন রোমান হরফ চালু হয় উহার সহিত অভ্যস্ত হওয়া মাহ্‌মূদ কামালের পক্ষে সত্যই কষ্টকর ছিল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি আধুনিক তুর্কী ভাষার নূতন বানানরীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী উছমানী আমলের তুর্কী ভাষার বানান পদ্ধতি অনুসারে ছাপাইবার জন্য জিদ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া মু'আল্লিম নাজীপন্থীদের ন্যায় বিশুদ্ধবাদীদের মত তিনি আরবী হইতে তুর্কী ভাষায় সম্পৃক্ত কতিপয় আরবী শব্দে সঠিক অর্থাৎ পুরাতন রূপ পছন্দ করিতেন এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মানুসারে উহার পরিবর্তিত তুর্কী রূপ বর্জন করেন (যথা ঃ eyalet, akrala, tehlike Eyalet akriba, tehlike)

ছোটখাটো সাহিত্য প্রকাশনা এবং বহু পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ বাদে মাহ্‌মূদ কামাল নিম্নোক্ত প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা (১) আওকাফ-ই হুমায়ুন নেজারতিনিন তারীখচে ই তেশকীলাতি বে. নুজজারিন তেরাজিমই আদওয়ালি, ইস্তাম্বুল, ১৩৩৫/১৯১৭ ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের জীবনীসহ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস। গ্রন্থখানি প্রণয়নের ভার একটি লেখকগোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত থাকিলেও মাহ্‌মূদ কামালের সহকর্মিগণ এই ব্যাপারে কোনই কাজ করেন নাই; (২) ১১শ/১৭শ শতাব্দীর কবি শায়খুল-ইসলাম য়াহ্‌য়ার জীবনী ও কবিতা সম্পর্কে ৬৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধসহ কবির দীওয়ানের একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪/১৯১৬; (৩) ১৯শ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক্যালপন্থী হারসেকলি আরিফ হিকমাতের কবি কর্মের ৭৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধসহ তাঁহার দীওয়ানের একটি সমালোচনা সংস্করণ; (৪) ৪৭ পৃষ্ঠার একটি উপক্রমণিকাসহ ১৯শ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক্যাল কবি লেসকোফচালি গালিব-এর দীওয়ানের সমালোচনা সংস্করণ, ইস্তাম্বুল, ১৩৩৫/১৯১৭; (৫) মুসতাফা আলীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সুদীর্ঘ ১৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপক্রমণিকাসহ আলীর মানাকিবই হুনারভেরান-এর সমালোচনা সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.; (৬) ৮৫ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকা ও টীকাসহ মুসতাকীম যাদা সুলায়মান সাদু'দ্দীন রচিত হস্তলিপিবিদদের জীবনী তুহ্‌ফাই খাততাতীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ. (৭) খৃ. ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর নির্বাচিত কবিদের রচিত কবিতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনাসহ জীবনী গ্রন্থ (কবিদের তালিকা সুনির্বাচিত হয় নাই এবং সকল ক্ষেত্রে রচনা সমমানের নহে), son asir Turk sairleri, ১২টি স্তিকা; ১২৩০ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত, ইস্তাম্বুল ১৯৩০-১৯৪২ খৃ.(মূল শিরোনাম কামালু'শ-শু'আরা, ইহার প্রকাশক তুর্কী ইতিহাস সমিতি কর্তৃক পরিবর্তিত); (৮) মাহ্‌মূদ কামালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা Osmanli devrin de Son sadriazamlar, Istanbul 1940-49, ইহাতে তুরস্কের শেষ ৩৭ জন প্রধান মন্ত্রীর কর্মজীবন ও সমকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বহু অপ্রকাশিত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উছমানযাদা তাইব-এর হ'াদীক'তু'ল-উযারা-এর (মূল শিরোনাম কামালু'স- সুদূর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবর্তিত) ৬ষ্ঠ ও সর্বশেষ পরিশিষ্টরূপে প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়; (৯) প্রাচীন আমলে

হস্তলিপিবিদদের জীবন কাহিনীর উছমানী সূত্র সম্পর্কে একটি মুখবন্ধসহ ১৬৩ জন হস্তলিপিবিদের জীবনীর এক সুবৃহৎ (৮৩৯ পৃষ্ঠায়) সংগ্রহ Son hattatlar, Istanbul 1955; ইহাতে হস্তলিপিবিদদের কাজের প্রচুর নমুনাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, (১০) হোস সাদা, Hos Sada) ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ.(মরণোত্তর), ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর তুর্কী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত রচয়িতাদের জীবনী সম্পর্কে ৩১৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। ইহার প্রথম ১৮২ পৃষ্ঠা মাহ্‌মূদ কামালের নিজস্ব রচনা অবশিষ্টাংশ (১২৯-৩১৪ পৃ.) প্রধানত মাহ্‌মূদ কামালের লিখিত টীকা হইতে সংকলন করিয়া গ্রন্থখানির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়াছেন আভনি আকতুচ (Avni Aktuc)। ইহার ৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকার মাহ্‌মূদ কামালের উইলের পূর্ণ বিবরণ এবং তাঁহার জীবন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্বলিত কতিপয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির লেখক হাসান আলী য়ুসেল, আহমাদ হামদি তানুপিনার ও তাঁহার দুই চিকিৎসক কে, আই, গুরকান ও এম. ই.গুচান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মাহ্‌মূদ কামাল ইনালের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত তথ্যাবলীর প্রধান উৎস হইতেছে এই নিবন্ধে তালিকাভুক্ত তাঁহার নিজের রচনাবলী।

Fahir Iz (E.I.2)/ শায়খ ফজলুর রহমান

ইনাল (إنال) ঃ বা ইনাল চুক তুর্কী সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারাযম শাহ (দ্র.)-এর আমলে উত্‌রার (দ্র.)-এর গভর্নর। ইনি ছিলেন সুলতানের মাতা তারকীন খাতুনের জ্ঞাতি। তাঁহাকে কাযীর খান উপাধি দেওয়া হয়। চিঙ্গীয খান (দ্র.)-এর জনৈক রাজদূত ও তাহার সহগামী একটি মুসলিম ব্যবসায়ী দলকে তাহার আদেশে হত্যা করার ফলে সুলতান মুহাম্মাদের সাম্রাজ্য মোংগল অভিযানের শিকার হয়। মরণপণ প্রতিরোধের পর ইনাল উত্‌রার-এ বন্দী হন। ৬১৭/১২২০ সালে বসন্ত কালে সামারকানদ-এ তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জুওয়ায়নী বয়েল (Djuwayni-boyle) 79-86,367-8; (2) Barthold, Turkestan 398-9।

J.A. Boyle (E.I.2)/শায়খ ফজলুর রহমান

ইপশির মুস্‌তাফা পাশা (ابشر مصطفى پاشا) ঃ (১০৬৫/১৬৫৫), তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী। তিনি বিপ্লবী আবাজা মুহাম্মাদ পাশা-এর আত্মীয় ছিলেন; নাইমার (সম্পা. ১২৮২ হি., ২/৩০২, ৩/১৯৪. ৫/১৯৬) বর্ণনা অনুসারে তাঁহার ভগ্নীর পুত্র; হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি' (১খ., ১৮২) অনুসারে তাঁহার পিতব্যপুত্র। তাঁহার উপনাম ইপশির রাখা হইয়াছিল সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি আবখায (দ্র.)-এর আপসীল (Apsil) গোত্রভুক্ত ছিলেন (দ্র. ইসমাঈল বারকক, তারিহ্‌দ-ই কাফ কাসায়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ., ১৪২)। আবাজা মুহাম্মাদ পাশা তাঁহাকে লালন-পালন করেন। আবাজা মুহাম্মদ পাশা যখন আলেপ্পোর গভর্নর ছিলেন, তখন ১০২৬/১৬১৭ সনে (নাইমা, ৫খ, ১৯৬) তাঁহাকে তারসূসের সানজাক-বেগি (Sandjak-begi)- এর পদ প্রদান করেন। আবাজা যখন মুরতাদা পাশা (নাইমা ২খ., ৩০২)-র সহিত যুদ্ধ করেন তখন তিনি আবাজার সহিত ছিলেন। বসনিয়া ও বেলগ্রেডে অবস্থানকালে ১০৪৩/১৬৩৩ সনে পোলাণ্ডের যুদ্ধের সময় এবং ইস্তাম্বুলে ১০৪৪/১৬৩৪ সনে আবাজার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার সহিত ছিলেন। পরবর্তীকালে কেমানকেশ মুস্‌তাফা পাশা তাঁহাকে খলীফার প্রাসাদের চাকুরীতে ভর্তি করিয়া দেন এবং ১০৪৯/১৬৩৯ সনের মধ্যে তিনি মুইয়ুক মীর আখুর পদে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে তিনি যথাক্রমে বুদিন, সিলিস্তার, মার'আশ, মাওসিল, ভ্যান, কারামান এবং (১০৫৪/১৬৪৪) তেমেশবার-এর গর্ভনর হইয়াছিলেন। তিনি জনগণের কাছে অপ্রিয় ও ভীতিপ্রদ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তিশালী ব্যক্তিগত সমর্থকবৃন্দও ছিল। যদিও তিনি ১০৫৬/১৬৪৬ সনে দারবীশ মুহাম্মাদ পাশার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তবুও তিনি আনাদোল-এর বেগলার বেগি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ বিভিন্ন প্রকারের বিদ্রোহীদের দমন করিবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন গর্ভনর একমাত্র তিনিই ছিলেন [হায়দার-ওগ'লূ মুহাম্মাদ. বারবার 'আলী পাশা (উভয় দ্র.) গুরুজু নবী] এবং তিনি ১০৬০/১৬৫০ সনে লেবাননে দ্রুযদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু আবাজ হাসান (দ্র. আবাজা, ২)-এর বিপক্ষে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব তিনি কৌশলে এড়াইয়া যান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই "জেলালী" ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ১ শাওয়াল, ১০৬১/১৭ সেপ্টেম্বর ১৬৫১ তিনি আনকারা দখল করেন এবং এস্কি শহর পর্যন্ত তাঁহার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। রাজধানীকে আগাদের প্রভাবমুক্ত করা, দ্রুযদের বশীভূত করা ও সিপাহীদের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা প্রভৃতি পরিকল্পনার জন্য তিনি অনেক সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত এক অপোস-মীমাংসার ফলে ইপশির আলেপ্পোর গভর্নর নিযুক্ত হন (১০৬২/১৬৫২)। এখানে তিনি তাঁহার সংস্কারের পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করিতে আরম্ভ করেন এবং তজ্জন্য তিনি নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের গভর্নরদের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও জনসাধারণ তাঁহার অত্যাচারের বিপক্ষে অভিযোগ করিতে লাগিল এবং তাঁহার সেনাদল হইতে কিছু সংখ্যক লোককে ছাঁটাই করিবার জন্য ইস্তাম্বুল হইতে তিনি যে প্রস্তাব পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের রাজনীতিবিদরা অপর একজন প্রার্থীকে নিযুক্ত করা সম্পর্কে একমত হইতে না পারায় এবং সেই নিয়োগের ফলে 'জেলালী' ভীতি বিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করিতে না পারায় প্রধান উযীরের মোহর তাঁহার নিকট আলেপ্পোতে (যু'ল-হিজ্জা ঃ ১০৬৪/ অক্টোবর, ১৬৫৪) প্রেরণ করা হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইস্তাম্বুল-এ আসিবার পূর্বে তিনি পূর্ব সীমান্তে সমস্যাসমূহের সমাধান করিবেন এবং তাঁহার সংস্কারের কর্মসূচী প্রকাশ করিবেন। ইহাতে ইস্তাম্বুল-এ ভীতির সঞ্চার হইল এবং বারবার তাঁহাকে রাজধানী হইতে তলব করায় তিনি ডিসেম্বর মাসে আলেপ্পো হইতে যাত্রা করিলেন। আনাতোলিয়ার ভিতর দিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হইবার সময় তিনি তাঁহার অনুচরদের মধ্যে মুকাতাআস (দ্র.) এবং পূর্বে বিক্রীত অন্যান্য কার্যালয় পুনর্বণ্টন করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ অধিকতর সৎ এবং জনসাধারণকে নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিতেছেন, তদুপরি যে সকল গভর্নরের বিপক্ষে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তিনি তাহাদেরকে কারারুদ্ধ করিতে, এমন কি প্রাণদণ্ড দিতেও ইতস্তত করেন নাই। ১৬৫৫ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে কাইম মাকাম ত্যাগ করিয়া এবং মুফতীর পুত্রকে আসকুদার-এ প্রতিভূ হিসাবে রাখিয়া তিনি সাহসিকতার সহিত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের সহিত এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হইবার পর তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করা তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার চাতুরী বলিয়া তিনি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহা দূরীভূত হইল এবং নগরীতে তাঁহার আড়ম্বরপূর্ণ প্রবেশের পরে প্রাক্তন সুলতান ইবরাহীমের কন্যা 'আইশার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

যাহা হউক, তিনি যে সমস্ত বলিষ্ঠ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সমর্থনকারী ও সিপাহীদের ক্ষোভের কারণ হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য পূরণ হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহারা তাঁহার শত্রু জেনিসারিদের (Janissaries) সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। ৩ রাজাব, ১০৬৫/৯ মে, ১৬৫৫ একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হইল এবং পরের দিন বিদ্রোহী দলের চাপে ইপশির পাশার প্রাণদণ্ড হইল। তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, অশ্বারোহী, ধার্মিক, দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারে অতি নৈতিকতার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পাণ্ডুলিপির উৎস ছাড়াও (১) 'আবদু'র রাহ'মান 'আদী পাশা ওয়াকায়য়িনামা; (২) মুহ'াম্মাদ খালীফা ঃ তারীখ-ই গিলমানী; (৩) তারীখ-ই নিহাদী; (৪) হ'াসান ওয়াজীহী, তারীখ; (৫) মুসত'াফা, রিসালি-ই খাতীব (Evliya Celebi), সিয়াহ'াত নামা, ১খ, ২৮০-২, ৩খ, ১১৭, ২৬৭, ২৮০-১, ৮৯২-৫৩২, ৪খ, ২৯৭-৮; (৬) Findiklili Mehmed, সিলিহ'দার তারীখি, ১খ, ৪, ৬-১১; (৭) নাইমা, ২খ, ৩০২, ৪৪৪, ৩খ, ১৯৪, ৪৩২, ৪খ, ৫, ৭৩, ১১১, ২২৩, ২২৭, ২৪৬-৮, ২৭০, ২৭৪-৮, ৩৪৬, ৪১৭, ৫খ, ৩-৫ ৩৯-৪১, ৪৪, ৮৯-৯২, ১৫৫-৬৫, ১৬৮, ১৭১-৫, ১৮৮, ১৯৫-৯, ৩০৯-১৩, ৩৪১, ৪৩২-৪, ৬খ, ৪-২২, ২৯-৪৭, ৫৩-৯৬; (৮) হ'াদীক'াতু'ল-উযারা ৯৯-১০১; (৯) হ'াদীক'াতু'র-জাওয়ামি', ১খ., ১৮২, ২৭৫; (১০) 'আত'া, তারীখ, ২খ, ৬৫ প.; (১১) Hammer-Purgstall, index দ্র. Ipschirpascha; (১২) I. H. Uzuncarsili, উছমানলি তারিখী, ৩/১, ২৩৪-৫, ২৬৫, ২৭২, ২৭৮-৯৪, ৪৩৮, ৩/২, ২৭৬, ৩৯৮-৯, ৪০৮-১০। আরও ইহার কাল ও তৎকালীন বিপর্যয়সমূহের জন্য ঃ Djelali (in Supp); (১৩) Mehemmed IV; (১৪) Sipahi; (১৫) Yeniceri।

Munir Aktepe (E. I.[2]) মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইফ্‌ক (افك) ঃ ইফ্‌ক শব্দের আভিধানিক অর্থ অপবিত্র, মিথ্যা, অসত্য, অবাস্তব, সত্যকে বিকৃতকরণ, চূড়ান্ত পর্যায়ে মিথ্যা কথন। ইব্‌ন মানজূর বলেন—افك اذا كذب 'যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন তাহাকে افك বলা হয়'। অর্থাৎ মিথ্যাবাদীকে افك বলে (ইব্‌ন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, ১খ., পৃ. ১৬৬)। ইতিহাসে হযরত 'আইশা (রা)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদকেই ইফ্‌ক বলা হইয়া থাকে (ছানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারী, ৮খ., পৃ. ২৯৯)।

খুযা'আ গোত্রের শাখাগোত্র বানূ মুসতালিক। মদীনা হইতে নয় মনযিল দূরে মুরায়সী' নামক স্থানে তাহারা বসবাস করিত। এই গোত্রের নেতা ছিল হারিছ ইব্‌ন 'আবী দিরার। সে কুরায়শদের ইঙ্গিতে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরীভূত হইল। ফলে পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বানূ মুসতালিক-এর বাহিনীর যুদ্ধ হয়। শত্রু বাহিনীর অধিকাংশই পালাইয়া যায়। মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ছয় শত লোককে গ্রেফতার করেন। গনীমতের মাল হিসাবে ছিল দুই হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল। রাসূলুল্লাহ (স) এই সকল বন্দী ও গনীমতের সম্পদসহ মদীনার পথে রওনা দেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নাবী, ফজলুর রহমান মুনশী কৃত বাংলা অনু., ১খ., ২০৭; সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, ১খ., পৃ. ২৭৩; সীরাত বিশ্বকোষ, ৭খ., পৃ. ১৮)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র সূত্রে হযরত আইশা (রা)-এর একটি বিবরণ উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁহার নিষ্পাপ হওয়ার কথা প্রকাশ করার পর হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোন সফরে যাওয়ার মনস্থ করিলে লটারীর মাধ্যমে স্ত্রীগণের মধ্য হইতে তিনি তাঁহার সফর সঙ্গিনী নির্ধারিত করিতেন। অনুরূপ এক লটারীতে আমার নাম উঠিলে তিনি আমাকে সঙ্গে লইলেন। ঘটনাটি ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের। সফরটি ছিল একটি যুদ্ধ অভিযান। যথাসময়ে যুদ্ধ শেষ হইল। ফেরার পথে এক স্থানে আমাদের কাফেলা যাত্রাবিরতি করিল। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আমি কিছু দূরে গমন করিলাম। ফিরিয়া আসার পর আমি দেখিলাম, আমার গলার হারটি নাই। তৎক্ষণাৎ হারটি খুঁজিতে গেলাম। ইত্যবসরে আমার হাওদা উটের পিঠে উঠানো হইয়াছে। তাহারা মনে করিল, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। আমি ছিলাম তখন ক্ষীণাঙ্গিনী বালিকা। তাই তাহারা আমার থাকা না থাকার বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমি হারটি খুঁজিয়া পাইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু তখন কাফেলা চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম পরবর্তী যাত্রাবিরতির পর তাহারা আমার অনুপস্থিতি টের পাইবে। তখন অনুসন্ধান করিয়া আমাকে কেহ লইতে আসিবে। বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমি নিদ্রায় ঢলিতে লাগিলাম। অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল যাকওয়ানী (রা)-কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কাফেলার পরবর্তী অনুসন্ধানকারী রূপে। তাঁহার দায়িত্ব ছিল সৈনিক দলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করা। তিনি তাঁহার পশ্চাৎবর্তী অবস্থান স্থল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন শেষ রাত্রিতে। তিনি আমাকে দেখিয়া পাঠ করিলেন انّا للّه وانّا اليه راجعون। হঠাৎ তাঁহার এই আওয়াজ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমি উঠিয়া বসিলাম ও নিজেকে চাদরাবৃত করিলাম। "আল্লাহর কসম! তাহার সহিত আমার কোন বাক্যালাপ হয় নাই। 'ইন্না লিল্লাহ' ব্যতীত আমি তাহার নিকট হইতে কোন কথাই শুনিতে পাই নাই।"

তিনি আমার পাশে তাঁহার উট বসাইলেন। আমি উহাতে উঠিয়া বসিলাম। তিনি উটের রসি ধরিয়া আগে আগে চলিলেন। দ্বিপ্রহরে আমরা আমাদের সেনাদলের সাক্ষাৎ পাইলাম। এক স্থানে তাহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিল।

এই যুদ্ধে রক্তপাত নাও হইতে পারে অনুমান করিয়া অধিক সংখ্যক মুনাফিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ইতঃপূর্বে এত অধিক সংখ্যক মুনাফিক অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, পৃ. ৪৫)। মুনাফিক চক্র এই ঘটনাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর চরিত্রে কলংক আরোপ করিল। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য, তাহার দোসর যায়দ ইব্‌ন রিফা'আ এবং তাহার অন্যান্য সঙ্গী অপবাদ রটনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উটের লাগাম ধরিয়া হযরত সাফওয়ান যখন কাফেলার নিকটবর্তী হইলেন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য বলিয়া উঠিল, "আল্লাহর কসম, 'আইশা ও সাফওয়ান একে অপর হইতে রক্ষা পায় নাই। দেখ, তোমাদের নবীর পত্নী অপরের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া প্রকাশ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। কিছু সংখ্যক সরলপ্রাণ মুসলমানও সমালোচনায় অংশ নেয় (তাফসীরে মাযহারী, ৮খ., পৃ. ৩০০; মা'আরিফু'ল কুরআন, মদীনা সংস্করণ, পৃ. ৯৩২)।

মুনাফিকরা লক্ষ্য করে যে, দিন দিন ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। সাহাবা

কিরাম-এর সুখ্যাতিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহাই ছিল মুনাফিকদের গাত্রদাহের কারণ। রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাক্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাহারা এই হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল (সীরাতে 'আইশা, পৃ. ৯২)।

উম্মত জননী হযরত 'আইশা (রা) বলেন, মদীনায় পৌঁছিয়া আমি পীড়িত হইলাম। সে কারণে অপবাদকারীরা আরও সমালোচনা মুখর হইয়া উঠিল। এ সম্পর্কে আমি ঘূণাক্ষরেও কিছু জানিতাম না। তবে আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালবাসা ও মনোযোগ শিথিল হইতেছে। তিনি কখনও আসিয়া বলিতেন, আস্সালামু আলাইকুম, কখনও বলিতেন, কেমন আছ ? অতঃপর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যাইতেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। তবে দুর্বলতা কাটাইতে পারি নাই। এক রাত্রিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আমি উম্মু মিস্তাহকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে রওয়ানা দিলাম। ফিরিবার কালে উম্মু মিসতাহ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, মিসতাহ্-এর সর্বনাশ হউক। আমি বলিলাম, তুমি তোমার ছেলেকে বদ দু'আ করিয়া বসিলে ? উম্মু মিসতাহ বলিল, হে কন্যা! তুমি কি জান না, সে কী অপকর্ম করিয়া বসিয়াছে ? আমি বলিলাম, না তো। সে তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল। ঘটনা শুনিয়া ক্ষোভে-দুঃখে আমি পুনরায় পীরিত হইয়া পড়িলাম। এমতাবস্থায় একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে আগমন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ ? জবাবে আমি বলিলাম, আপনার সদয় অনুমতি পাইলে আমি কয়েক দিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইতাম। আমার ধারণা ছিল, পিতা-মাতার নিকট হইতে আমি সকল কিছু জানিতে পারিব। তিনি আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পিতৃগৃহে গিয়া আমি আম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মা! মানুষ আমাকে লইয়া কী সব আলোচনা-সমালোচনা শুরু করিয়া দিয়াছে ? মা বলিলেন, প্রিয় কন্যা! চিন্তার কোন কারণ নাই। স্বামীর দৃষ্টিতে যে অধিক প্রিয় হয়, উহার দুর্নাম তো সপত্নীগণ ছড়াইবেই, ইহাতে আর চিন্তার কী আছে। আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ, বাহিরের লোকেরাও তো অনেক কিছু বলাবলি করিতেছে। আম্মাজান নিশ্চুপ। আমি রাতভর কাঁদিয়াছি ও বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি (বুখারী, ২খ.., পৃ. ৬৯৭)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ওহীর মাধ্যমে কিছুই জানিতে পারিতেছিলেন না। ফলে তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে আলী ইব্ন আবী তালিব ও উসামা ইব্ন যায়দকে ডাকিলেন। উসামা আমার এবং আমার সপত্নীগণের সম্পর্কে ভাল করিয়াই জানিত। সে মহানবী (স)-কে অত্যধিক ভালবাসিত। সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো আপনার জীবন সঙ্গিনী, আমি তাঁহার সম্পর্কে উত্তম বৈ আর কিছুই জানি না। অতঃপর আলী (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বরং গৃহপরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই আপনাকে সত্য কথা বলিয়া দিবে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পরিচারিকা বারীরাকে ডাক দিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কখনও 'আইশার কোন সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করিয়াছ? সে বলিল, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য বাণীবাহক হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথসহ বলিতেছি, আমি তেমন কোন কিছুই দেখি নাই। তবে সে এখনও সংসার কর্মে অনভিজ্ঞ। এইভাবে অনুসন্ধানের পর রাসূলুল্লাহ (স মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন এবং মিম্বারে আরোহণ পূর্বক জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে মুসলিম জনতা! আমি আমার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য-এর নিকট হইতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি। তাহার বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে উত্তম বৈ অন্য কিছু দেখি নাই। আর অপবাদকারীরা তাহার সহিত যাহার নাম সংশ্লিষ্ট করিয়াছে সেও অত্যন্ত সৎ। সে কখনও কখনও আমার সঙ্গে আমার গৃহে প্রবেশ করে। তবে একাকী কখনও নহে।

ইহাতে সা'দ ইব্ন মু'আয আনসারী (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন—হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াও এইভাবে কষ্টে ভুগিবেন কেন ? অপবাদকারীর নাম উচ্চারণ করুন। সে যদি আওস গোত্রের হয়, তাহা হইলে আমি এখনই তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। আর যদি সে খাযরাজ গোত্রের হয়, তবে আপনার আদেশই প্রতিপালিত হইবে। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) ছিলেন খাযরাজ গোত্রের নেতা। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, অপরাধী খাযরাজ গোত্রের বলিয়াই সা'দ ইব্ন মু'আয এমন কথা বলিতেছে। তাহাকে সম্বোধন করিয়া সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি কখনও তাহাকে হত্যা করিতে পারিবেন না। সা'দ ইব্ন মু'আযের চাচাত ভাই উবায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) দাঁড়াইয়া সা'দ ইব্ন উবাদাকে বলিলেন, আপনি ভুল বলিতেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন আদেশ করিবেন, আমরা তখন অবশ্যই তাহাকে হত্যা করিব। অপরাধী খাযরাজ গোত্রের হউক অথবা অন্য কোন গোত্রের হউক। কেহ আমাদেরকে বাধা দিতে পারিবে না। কেন আপনি মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন ? এইভাবে বাদানুবাদে উত্তেজনা যখন বৃদ্ধি পাইল ও জনগণ উত্তেজিত হইল, রাসূলুল্লাহ (স) হস্তক্ষেপ করিয়া উভয় পক্ষকে শান্ত করিলেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ২০২)।

ইব্ন কায়্যিম উল্লেখ করেন, নেতৃস্থানীয় সাহাবা-ই কিরামের সম্মুখে বিষয়টি যখন আলোচনায় আসে, তখন আবূ আয়্যূব আনসারী, যায়দ ইব্ন হারিছা ও অন্যরা বলিলেন, سبحانك هذا بهتان 'ইয়া আল্লাহ যাবতীয় মাহাত্ম তোমারই, ইহা তো গুরুতর অপবাদ'। হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) ও হযরত 'উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) এই প্রসঙ্গে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ পাক আপনার সহধর্মিণী দ্বারা এই ধরনের গর্হিত কর্ম করাইবেন ইহা হইতে পারে না (দুররু'ল-মানছূর, ৫খ., পৃ.৩৪; আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ১৩৭)। ইব্ন কাছীর উল্লেখ করেন, আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা)-কে একদা তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, ওগো আয়্যূবের পিতা! তুমি কি শোন নাই, হযরত 'আইশা (রা) সম্বন্ধে লোকেরা কি সব কানাঘুষা করিতেছে? তিনি জবাবে বলেন ঃ

نعم فذالك الكذب اكنت فاعلة ذلك يا ام ايوب. قالت
والله ما كنت لافعله. قال فعائشة والله خير منك.

"হাঁ শুনিয়াছি, সকলই মিথ্যা। তুমি কি এইরূপ গর্হিত কর্ম করিতে পার হে আয়্যূবের মাতা। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! না, এমন কর্ম করিতে পারি না। আয়্যূবের পিতা বলিলেন, আল্লাহর কসম! 'আইশা তোমা অপেক্ষা অধিক উত্তম মহিলা" (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩০১)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, ঐদিনও আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসিয়াছিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া শুধু কান্না আর কান্না, চোখে নিদ্রা নাই। আব্বা-আম্মার আশংকা, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে। আমি মারা যাইব। এমন সময় এক মহিলা গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। আমরা অনুমতি দিলে সেও ক্রন্দন শুরু করিল। কিছুক্ষণ

পর আসিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তিনি আমার পার্শ্বে বসিলেন, অপবাদ রটনার পর হইতে এইভাবে তিনি আমার পার্শ্বে বসেন নাই। ইতঃমধ্যে প্রায় একটি মাস অতীত হইয়াছে। ওহীও ছিল বন্ধ। রাসূলুল্লাহ (স) আমার পার্শ্বে বসিয়া প্রথমে কলেমা শাহাদাত পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'আইশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এমন এমন সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তুমি যদি নির্দোষ হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিবেন। আর যদি তুমি কোন প্রকার দোষ করিয়া থাক, তাহা হইলে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। তিনি তোমার তওবা কবুল করিবেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনিয়া আমার কান্না থামিয়া গেল। আব্বাকে বলিলাম, জবাব দিন। তিনি বলিলেন, কী জবাব দিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। আম্মাকে বলিলাম, জবাব দিন। তিনিও একই কথা বলিলেন। অগত্যা আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম, আপনিও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে চান। এখন আমি যদি বলি, আপনি যাহা শুনিয়াছেন, আমি ইহা হইতে পবিত্র, তাহা কি আপনি বিশ্বাস করিবেন? অথচ আল্লাহ জানেন আমি অবশ্যই পবিত্র। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি কিছুই বলিব না। এখন আমার অবস্থা তো নবী ইউসুফের পিতা নবী ইয়াকূব (আ)-এর মত। তিনি বলিয়াছিলেন—

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

"সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়; তোমরা যাহা বলিতেছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল" (১২:১৮)।

এই কথা বলিয়াই 'আইশা (রা) মুখ ফিরাইয়া লইয়া বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ তো জানেন, সেই মুহূর্তেও আমি পবিত্র। আর আমি ইহাও জানিতাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করিবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি ধারণা করি নাই যে, আল্লাহ পাক আমার বিষয়ে ওহী নাযিল করিবেন।

রাসূলুল্লাহ (স) স্থান ত্যাগ করিয়া তখনও উঠেন নাই। ওহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হইল। তাঁহার মাথার নিচে চর্ম নির্মিত বলিশ দেওয়া হইল। শীত মৌসুমেও তাঁহার চেহারা মুবারক হইতে মুক্তার দানার মত ঘামের বিন্দু ঝরিতেছিল। 'আইশা (রা) বলেন, আমি তখন মোটেও ভীত হই নাই। কারণ আমি যে ছিলাম দোষমুক্ত। আমি সুনিশ্চিত ছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর জুলুম করিবেন না। আমার পিতা-মাতা ছিলেন আশংকাগ্রস্ত (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ১৯১; তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৬১৬)। ওহী নাযিল সম্পন্ন হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারকে আনন্দ ও খুশীর লক্ষণ পরিস্ফুটিত হইল। ললাটের ঘাম মুছিতে মুছিতে রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন— ابشرى ياعائشة فقد انزل الله برائتك "হে 'আইশা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত নাযিল করিয়াছেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৮; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ১৯১-১৯২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সূরা নূরের নিম্নোক্ত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. لَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ. لَوْلاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ. وَلَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةَ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে, তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল। ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। উহাদের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। এই কথা শুনিবার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ নিজদের বিষয়ে কেন সৎ ধারণা করে নাই এবং বলে নাই, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমরা যাহাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করিত। যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিৎ নহে, আল্লাহ পবিত্র, মহান! ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। যাহারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পাইত না এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (২৪ ঃ ১১-২০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন 'আইশা (রা)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ মুক্তি সম্পর্কিত সূরা নূরের দশটি আয়াত তিলাওয়াত সম্পন্ন করলেন, হযরত আবূ

বাকর (রা) আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বীয় কন্যার কপালে চুমা দিলেন। 'আইশা (রা) বলিলেন, আপনি আমাকে পূর্বাহ্নেই নিরপরাধ মনে করেন নাই কেন? হযরত আবূ বাকর প্রত্যুত্তরে কন্যাকে বলিলেন, মাত! আমি যাহা জানি না তাহা কেমন করিয়া বলিব? তাহা হইলে কোন আকাশ আমাকে ছায়া দিত, আর কোন যমীন আমাকে আশ্রয় দিত (তাফসীরে রূহুল-মা'আনী, ১৮খ., পৃ.১০৯)!

'আইশা (রা)-এর মাতা বলিলেন, বেটী! ওঠ, রাসূলুল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় কর। জবাবে 'আইশা (রা) বলিলেন, "আল্লাহর শপথ! না, আমি উঠিব না, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও শুকরিয়া আদায় করিব না। আল্লাহ আমাকে নিরপরাধ প্রমাণ করিয়া দশটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৮)।

আত্মীয়তার বন্ধন ও দারিদ্র্যের কারণে হযরত আবূ বাক্র (রা) মিসতাহ ইব্‌ন উছাছাকে নিয়মিত সাহায্য প্রদান করিতেন। স্বীয় কন্যার অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করাতে তিনি মর্মাহত হইলেন এবং তাহার সাহায্য বরাদ্দ মওকুফ করিয়া দিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন লাভ করে নাই, আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের মধ্যে যাহারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদেরকে কিছুই দিবে না। তাহারা যেন উহাদেরকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু" (২৪ ঃ ২২)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বাকর (রা) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে মার্জনা করুন, ইহা অবশ্যই আমি পসন্দ করি। তিনি মিসতাহ-এর বরাদ্দ পুনর্বহাল করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনও তাহার সেই বরাদ্দ কাড়িয়া লইব না (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নাবী, ৩খ, পৃ. ১৯৩; তারীখ তাবরী, ২খ., পৃ.৬১৮)

হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র যায়নাব ছিল আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সে অত্যন্ত সংযমশীল ও ধর্মপরায়ণ যদ্দরুন আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তবে তাহার ভগ্নি হামনা বিনত জাহশ কুৎসা ছড়াইতেছিল। ফলে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৮)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইলেন এবং জনগণকে সূরা নূরের দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। হাসসান ও তাঁহার সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিলেন, 'আইশার বিরুদ্ধে তোমরা যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছ, তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত কর। তাঁহারা সকলে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। আমরা অপরাধ স্বীকার করিতেছি। স্বতী-সাধ্বী মহিলাগণের উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি যাহা আল-কুরআনের বিধান আমরা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে আশিটি করিয়া কশাঘাত করা হয়। অতঃপর তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করিয়া পবিত্র হইয়া যায় (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ.৭৭০; হায়াতে সিদ্দীকা, পৃ. ৪১)।

হাদীছের অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিক দলপতি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হয় নাই। অথচ অপবাদ রটনায় এই দুর্বৃত্তের ভূমিকা ছিল শীর্ষে। ইহার হেতু সম্পর্কে বলা হয় যে, যাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, এই শাস্তির বিনিময়ে তাহারা পরকালের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যকে আল্লাহ তা'আলা পরকালে কঠিন শাস্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। সেই হেতু তাহাকে পার্থিব কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৬৪, ২খ., পৃ. ৬৯৭; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১৩)।

প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিমগণের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পূর্বের ন্যায় স্নেহ-ভালবাসার পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি পিত্রালয় হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অপবাদের অবসান হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে (ডঃ মুহাম্মদ হুসায়ন, The Life of Muhammed, পৃ. ৩৩৪)।

ইফ্‌কের ঘটনায় নিহিত রহিয়াছে অনেক শিক্ষা, পথনির্দেশিকা ও তাৎপর্য যাহা সর্বদা মানব জাতিকে পথনির্দেশ করিবে। পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—(১) ইফ্‌কের ঘটনার মাধ্যমে হযরত 'আইশা (রা)-এর চারিত্রিক পবিত্রতা, মাহাত্ম্য ও আল্লাহ ভীতির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। (২) হযরত 'আইশা (রা)-এর অপবাদ মুক্তি ও পবিত্রতার সাক্ষ্য আসিয়াছে আল্লাহর পক্ষ হইতে কুরআনের দশটি আয়াতের মাধ্যমে এবং হযরত 'আইশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ রটনাকারীদের নিন্দাবাদের বর্ণনা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হইতে থাকিবে। ইহা কত বড় মর্যাদা ও কৃতিত্বের কথা (তাফসীরে বায়ানুল কুরআন, ৮খ., পৃ. ৮)। (৩) ইফ্‌কের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে, উহাতে হযরত আবূ বাকর (রা)-এর ধৈর্য, সততা ও মর্যাদারও স্বীকৃতি রহিয়াছে। স্বীয় কন্যা হইলে কী হইবে কখনও তিনি কন্যার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, বরং ওহী নাযিল হওয়া পর্যন্ত চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভীষণ উদ্বেগ ও প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে একবার শুধু বলিয়াছিলেন, "আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগেও আমাদের সম্পর্কে এমন কথা কেহ বলিতে পারে নাই। আর আল্লাহ যখন ইসলামের বদৌলতে আমাদেরকে সম্মানের অধিকারী করিয়াছেন তখন ইহা কী করিয়া সম্ভব (ফাত্হুল-বারী, ৮খ., পৃ.৩৫৯)।

(৪) নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের জন্য ঈমান ও ইখলাসের এক মহাপরীক্ষা ছিল এই ইফ্‌কের ঘটনা। কার্যত তাঁহারা সফলকাম হইয়াছিলেন।

(৫) ইফ্‌কের ঘটনার মাধ্যমে মুনাফিকদের কদর্য স্বভাব ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ জনসম্মুখে খুলিয়া যায়। তাহারা হেয় প্রতিপন্ন হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য এমনভাবে লাঞ্ছিত হয় যে, মানুষের নিকট সে একজন জঘন্য লোক বলিয়া পরিচিত হয়। আর কোন দিন সে মাথা উঠাইতে পারে নাই (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৬৯)।

(৬) ইফকের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্যের খবর এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেহ জানে না। এক মাস যাবৎ ওহী বন্ধ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইয়াছেন।

(৭) ইফকের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্রোধবশত গোত্রপ্রীতিকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া, অপর গোত্রকে হীন দৃষ্টিতে দেখা অবৈধ। যেমন আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের নেতৃস্থানীয়গণের উক্তিতে প্রকাশ পায়।

(৮) ইফকের ঘটনায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, নবী পরিবারবর্গ সতী-সাধ্বী ও পবিত্র। তাহাদের সম্পর্কে কটূক্তি করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দেওয়া, যাহার অর্থ আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া, যাহা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে। ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দেয় সে কার্যত আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেয়, সে কাফির এবং মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী, শুধু তওবা করিলেই তাহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে না (আস-সারিমুল- মাসলূল)।

(৯) হযরত মারয়াম (আ)-এর প্রতি চারিত্রিক অপবাদ দেওয়ার কারণে য়াহূদীরা অভিশপ্ত হইয়াছে। তদ্রূপ হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে রাফিযীরাও অভিশপ্ত।

(১০) ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদের শাস্তির বিধান নাযিল হইয়াছে। ইহাই মুসলিম আইন হিসাবে গৃহীত।

(১১) ইফকের ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়াইলে অপবাদকারীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে (হিফজুর রাহমান, কাসাসুল কুরআন)।

(১২) পত্নীগণের মধ্যে হযরত 'আইশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সমধিক প্রিয়। তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপিত হইলে প্রমাণ ও অনুসন্ধান ব্যতীত উহা গ্রহণ করা হয় নাই। উপরন্তু তদন্ত ও প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নারীর প্রতি অবিচারও করা হয় নাই। ইহাই ছিল রিসালাত ও নবূওয়াতের শান। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন নারীর মর্যাদা।

(১৩) নবীন ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠন এই ইফকের ঘটনা দ্বারা আরও অধিক সচেতন ও সুসংহত হইয়াছিল (নাঈম সিদ্দীকী, মুহসিন ইনসানিয়াত, পৃ. ২৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩ খৃ.; (২) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, বৈরূত, লেবানন ১৯৯২ খৃ.; (৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, করাচী ১৯৮০ খৃ.; (৪) আশরাফ আলী থানভী, তাফসীর বায়ানুল কুরআন, ভারত; (৫) সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী, তাফসীর রূহুল মা'আনী, বৈরূত, তা.বি.; (৬) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, দেওবন্দ; (৭) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, তা.বি.; (৮) ইব্‌ন হাজার, ফাত্‌হুল বারী, বৈরূত; (৯) ইব্‌ন জারীর, তারীখ তাবারী, মিসর, তা.বি.; (১০) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল কুবরা, লাইডেন, তা.বি.; (১১) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নাবী, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.; (১২) ইব্‌ন তায়মিয়া, আস-সারিমুল মাসলূল, সাউদী আরব, তা.বি.; (১৩) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফুল কুরআন, মদীনা পাবলিকেশন; (১৪) শিব্‌লী নু'মানী, সীরাতুন নবী, করাচী ১৯৮৪ খৃ.; (১৫) সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, ইফা সংস্করণ, ঢাকা; (১৬) সায়্যিদ ওয়াদুদ নদবী, হায়াতে সিদ্দীকা, করাচী ১৯৭৮ খৃ.; (১৭) ইদরীস কানধালবী, সীরাতুল মুসতাফা, কানপুর; (১৮) সফিউর রাহমান মুবারাকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা সং. ঢাকা; (১৯) হিফজুর রাহমান, কাসাসুল কুর'আন, করাচী; (২০) নাঈম সিদ্দীকী, মুহসিন ইনসানিয়াত, বাংলা সং., ঢাকা; (২১) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, দুররুল মানছূর, বৈরূত তা.বি.; (২২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, কলিকাতা; (২৩) ইব্‌নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, মিসর, তা.বি.।

মুহাঃ তালেব আলী

ইফ্‌তার (افطار) ঃ 'আরবী, فطر (ফাত'ারা) হইতে উদ্ভূত, অর্থ ঃ ছেদন করা, বিচ্ছিন্ন করা, ভংগ করা, পানাহার করা, নাস্তা দেওয়া। স'াওম-এর সময় সূর্যাস্তের পর রোযাদারের প্রথম পানাহারকে ইফত'ার বলা হয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে মুসলমানগণ বৎসরে এক চান্দ্র মাস (রামাদ'ান) রোযা রাখে। ইসলামে ইহা অবশ্য করণীয়। সারাদিন স'াওম পালন করার পর পানীয় ও হাল্‌কা খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সাওম ভংগ করা হয়; ইসলামের পরিভাষায় এই খাদ্য গ্রহণই "ইফত'ার"।

রাসূলুল্লাহ্ (স') বলেন, "আমার উম্মাত যতদিন পর্যন্ত ইফত'ারে ত্বরান্বিত করিবে এবং সাহ'রী বিলম্বিত করিবে, ততদিন তাহারা কল্যাণের মধ্যে থাকিবে" (মুসনাদ আহ্‌মাদ)। অপর এক হ'াদীছে' নবী কারীম (স') বলেন ঃ রোযাদারগণ যতদিন পর্যন্ত ইফত'ার ত্বরান্বিত করিবে, ততদিন দীন-ইসলাম স্পষ্ট, অম্লান ও বিজয়ী থাকিবে" (ঐ)। হ'াদীছে' কুদসীতে বলা হইয়াছে, মহান আল্লাহ্ বলেন, "ইফত'ার ত্বরান্বিতকারী বান্দাগণই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।" রোযাদারকে ইফতার করানোর মধ্যেও অশেষ ছ'াওয়াব রহিয়াছে। নবী (স') বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে কিছু হালাল জিনিস পানাহার করাইয়া ইফতার করায়, ফিরিশতাগণ রমযান মাসের সমস্ত সময় ধরিয়া তাহার উপর রাহ'মাত বর্ষণ করেন এবং জিবরীল (আ) কদরের রাত্রে তাহার জন্য রাহ'মাতের দু'আ' করেন" (ত'াবারানী, ইব্‌ন হ'াব্বান)। রাসূলুল্লাহ্ (স') আরও বলেন, "রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফত'ার করাইবে, তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, জাহান্নাম হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে এবং তাহাকে রোযাদারের সমপরিমাণ ছ'াওয়াব দেওয়া হইবে" (বায়হাক'ীর শু'আবু'ল-ঈমান)।

ইফতার করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) এই দু'আ' পড়িতেন ঃ

(اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت (مشكوة كتاب الصوم)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে কিতাবু'স'-সা'ওম দ্র.; (২) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীছ শরীফ, ১ম সং , ঢাকা ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ (২য় ভাগ). পৃ. ২-৩, ৬৮-৯,৭৬; (৩) 'আরবী অভিধানে ফাত'ারা শব্দ দ্র. (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ৩১৩।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফ্‌তার (افطار) ঃ আভিধানিক অর্থ রোযা খোলা, রোযা ভঙ্গ করা, প্রাতঃরাশ গ্রহণ (ফীরোযুল, লুগাত, পৃ. ১০৪; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, 'আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, পৃ. ৯৬)। ইহার মূল ধাতু فَطَرَ (ফাত্‌র) ভাঙ্গিয়া ফেলা, ফাড়িয়া ফেলা, বিদীর্ণ করা, সৃষ্টি করা, অপূর্ব আবিষ্কার করা, প্রকৃতি, স্বভাব ইত্যাদি অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ৬ঃ১৪, ৬ঃ৭৯, ১১ঃ৫১, ১২ ঃ ১০১, ১৪ ১০, ১৭ ঃ ৫১, ১৯

ঃ ৯০, ২০ ঃ ৭২, ২১ ঃ ৫৬, ৩০ ঃ ৩০, ৩৫ ঃ ১, ৩৬ ঃ ২২, ৩৯ ঃ ৪৬, ৪২ ঃ ৫, ৪২ ঃ ১১, ৪৩ ঃ ২৭, ৬৭ ঃ ৩, ৭৩ ঃ ১৮, ৮২ ঃ ১, মুহম্মদ ফু'আদ আবদুল্লাহ, আল-মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ৬৩৩, দ্র. শিরো. (فطر)। فطر (ফিতর), فُطُوْرٌ (ফাতূর) ও فُطُوْرٌ (ফুতূর) শব্দত্রয়ও إِفْطَارٌ (ইফতার)-এর সমার্থক হিসাবে হাদীছ ও ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে এই শব্দ চতুষ্টয় 'প্রাতঃরাশ গ্রহণ' অর্থেও বহুল ব্যবহৃত (মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়া, আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৬৯৪-৫, দ্র. শিরো. فطر)।

ফকীহগণের পরিভাষায় ইফতার শব্দটি ৩টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমত, রোযার নিয়াতে পূর্ণদিবস পানাহার, কামাচার ইত্যাদি হইতে বিরত থাকার পর রোযার বিপরীত কোন কাজ করিয়া রোযা ভঙ্গ করা। দ্বিতীয়ত, অনুরূপ কোন কাজ (খাওয়া, পান করা, কামাচার ইত্যাদি) সূর্যাস্তের পূর্বে দিবসের কোন অংশে করিয়া ফেলা। তৃতীয়ত, শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত রোযার দিবসে রোযা না রাখা (আল-মাজলিসুল 'আলালিশ-শুউন আল-ইসলামিয়া, মাওসূআতু'ল ফিকহিল ইসলামী, ২০খ, পৃ. ৫, দ্র. افطار)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাত্রয়ের মধ্যে সর্বসাধারণের পরিভাষায় প্রথমোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে (কামূসু'ল ফিকহ ১খ, পৃ. ৪০২, দ্র. افطار)। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের প্রথমার্ধে প্রথমোক্ত অর্থের ভিত্তিতে ও দ্বিতীয়ার্ধে শেষোক্ত অর্থদ্বয়ের ভিত্তিতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

ইফতারের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বাণী ঃ

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ..... (٢ : ١٨٧)

"অতঃপর তোমরা নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর" (২ ঃ ১৮৭)।

عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যখন পূর্বদিক হইতে রাত্রির আগমন ঘটে এবং দিবস পশ্চিমদিকে পৃষ্ঠ ফিরায় এবং সূর্য অস্ত যায়, তখন রোযাদার ইফতার করিবে" (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৩৪, ২খ., পৃ. ৬৯১, হাদীছ নং ১৮৫৩)।

ত্বরায় ইফতার করা অর্থাৎ ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা সুন্নাত।

عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

"সাহল ইবন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ ত্বরায় ইফতার করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা কল্যাণ প্রাপ্ত থাকিবে" (বুখারী, কিতাব আস-সাওম, বাব নং ৪৫, হাদীছ নং ১৮৫৬, ২খ, পৃ. ৬৯২)।

عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا.

"আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার উম্মাত যতদিন পর্যন্ত ইফতার ত্বরান্বিত ও সাহরী বিলম্বিত করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা কল্যাণ প্রাপ্ত থাকিবে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমরা নবীসম্প্রদায় এই মর্মে আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা ইফতার ত্বরান্বিত ও সাহরী বিলম্বিত করি, আর সালাতে কিয়াম অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করি" (মাজমাউয যাওয়াইদ, বাব তা'জীলিল ইফতার, ৩খ., পৃ. ১৫৪)।

ইফতারের পর মাগরিবের সালাত আদায় করিবে।

عن أنس ابن ملك قال ما رأيت النبي ﷺ قط على صلاة المغرب حتى يفطر ولوكان على شربة من ماء.

"আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি কখনও দেখি নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) পানির শরবত দ্বারা ইফতার করিলেও উহার পূর্বে মাগরিবের সালাত আদায় করিয়াছেন" (পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৫)।

ইফতার করাইবার অনেক ফযীলাত বর্ণিত হইয়াছে।

عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله ﷺ من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.

"যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে সে উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ ফযীলাত প্রাপ্ত হইবে, তবে রোযাদারের ছাওয়াব সামন্যতমও হ্রাস পাইবে না" (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব, ৮২, হাদীছ ৮০৭, ৩খ., পৃ. ১৭১)।

وعن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيئا وما عمل من أعمال البر شيء إلا كان أجره لصاحب الطعام ما كان قوة الطعام فيه.

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে সে উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে, তাতে রোযাদারের নিজের ছাওয়াবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘাটতিও হইবে না। অনুরূপভাবে সেই রোযাদার উক্ত খাদ্যের শক্তিবলে যত ইবাদত করিবে উহার সমপরিমাণ ছাওয়াবও খাদ্যদাতা লাভ করিবে" (মাজমা'উয যাওয়াইদ, ৩খ, পৃ. ১৫৭)।

عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر قال سلمان إن كان لا يقدر على قوته قال على كسرة خبز أو مذقة لبن أو شربة ماء كان له ذلك.

"সালমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি স্বীয় হালাল উপার্জন হইতে কোন রোযাদারকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ইফতার করাইবে ফেরেশতাগণ রামাদান মাসের মকবূল সময়গুলিতে তাহার জন্য

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়'। এই কারণেই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) 'ইফতারের সময় স্বীয় বিবি-বাচ্চাগণকে ডাকিয়া আনিতেন এবং দু'আয় মশগুল হইতেন" (আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী, মুসনাদ, হাদীছ নং ২২৬২)।

قال ابن عمر كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره إما أن يعجل له فى دنياه أو يدخر به فى آخرته قال فكان ابن عمر يقول عند إفطاره يا واسع المغفرة اغفر لى.

"ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, ইফতারের সময় সকল মু'মিনের একটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়। তবে সেই দু'আ হয়ত তাহাকে দুনিয়াতেই প্রদান করা হয় অথবা আখিরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হয়। নাফে' (র) বলেন, এই কারণেই ইব্‌ন 'উমার (রা) ইফতারের সময় দু'আ করিতেন, হে সর্বময় ক্ষমাশীল আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন" (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, ৩খ, পৃ. ৪০৭, হাদীছ নং ৩৯০৩)।

عن عبد الله بن عباس أنه سمع رسول الله ﷺ يقول .... والله عز وجل فى كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেনঃ মাহে রামাদানের প্রতি দিন ইফতারের সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন হাজার হাজার (অসংখ্য) মানুষকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন যাহারা পাপ করিয়া নিজেদের জন্য জাহান্নামকে অবধারিত করিয়াছিল" (পূর্বোক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৩৫, হাদীছ নং ৩৬৯৫)।

عن معاذ قال : كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال الحمد لله الذى أعاننى فصمت ورزقنى فأفطرت.

"মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইফতার করিতেন তখন বলিতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি রোযা রাখিতে পারিয়াছি এবং আমাকে রিযিক দান করিয়াছেন বলিয়া আমি ইফতার করিয়াছি" (পূর্বোক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০৬, হাদীছ নং ৩৯০২)।

عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وعن ابن عباس قال كان النبى ﷺ إذا أفطر قال لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منى إنك أنت السميع العليم.

'ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইফতার করিবার সময় বলিতেন ঃ তৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছে, শিরা সিক্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ চাহেনত ছাওয়াবও হইয়াছে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইফতারের সময় বলিতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির

দু'আ করিতে থাকেন এবং জিবরাঈল (আ) কদরের রাত্রিতে তাহার জন্য দু'আ করেন। সালমান (রা) বলেন, যদি পূর্ণ আহার্য দানের সামর্থ্য তাহার না থাকে? তিনি বলেন, শুধু এক টুকরা রুটি কিংবা এক চুমুক দুধ কিংবা এক ঢোক পানি পান করাইলেও উক্ত ফযীলাত পাওয়া যাইবে" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬)।

ইফতারের পূর্বে রোযাদারের দু'আ কবুল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাতে ঈমান আনে যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে" (২ঃ১৮৬)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন কাছীর বলেন, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সিয়ামের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'আর প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক এই আয়াত উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন যে, সিয়াম সাধনা পূর্ণ করিয়া, বরং প্রতি রোজই 'ইফতারের সময় দু'আ ও প্রার্থনার প্রতি মনোযোগী হওয়া খুবই উপকারী" (তাফসীরু'ল কুরআনিল আযীম, দ্র. ২ ঃ ১৮৬)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتى لانصرك ولو بعد حين.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরাইয়া দেওয়া হয় না (কবুল হইয়া যায়) ঃ রোযাদারের দু'আ 'ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত, ন্যায়পরায়ন শাসকের দু'আ ও মযলুমের দু'আ। আল্লাহ তাহার দু'আ মেঘমালার উপরে উঠাইয়া লন, উহার জন্য আসমানের দরওয়াজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মর্যাদার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিব, যদিও তাহা কিছু বিলম্বেই হউক না কেন" (তিরমিযী কিতাবুদ, দা'আওয়াত, বাব ১৪৬, ৫খ, পৃ. ৫৭৬, হাদীছ ৩৫৯৪)।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله ﷺ إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال ابن أبى مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شيء أن تغفر لى.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, 'ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দু'আ অবশ্যই কবূল হইয়া থাকে। ইব্‌ন 'আবী মুলায়কা বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা)-কে ইফতারের সময় এই দু'আ বলিতে শুনিয়াছি ঃ হে আল্লাহ! আপনার করুণা সর্বব্যাপী। সেই করুণার উসীলায় আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন" (ইব্‌ন মাজা, কিতাবুস সাওম, বাব ৪৮, ১খ, পৃ. ৫৫৭, হাদীছ ১৭৫৩)।

উদ্দেশ্যেই রোযা রাখিয়াছি এবং আপনার প্রদত্ত রিযিক দ্বারাই ইফতার করিয়াছি। সুতরাং আপনি কবুল করুন। কেননা আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস সাওম, বাব আল-কাওলি 'ইনদাল ইফতার, হাদীছ নং ২৩৫৭)।

عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

"আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-র এখানে ইফতার করিয়া বলিয়াছিলেন, রোযাদার ব্যক্তিগণ তোমাদের বাড়ীতে ইফতার করিয়াছেন, নেক বান্দাগণ তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দু'আ করিয়াছেন" (ইব্ন মাজা, কিতাবুস সাওম, বাব ৪৫, হাদীছ নং ১৭৪৬, ১খ., পৃ. ৫৫)।

ইফতারের উত্তম উপকরণ হইল খেজুর, অতঃপর পানি। এই সময় রোযাদার আনন্দিত হয়। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور.

'আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কেহ যদি খেজুর পায় তাহা হইলে উহা দ্বারাই ইফতার করিবে অন্যথায় পানি দ্বারা। কেননা পানি স্বয়ং পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করে" (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ১০, হাদীছ নং ৬৯৪, ৩খ., পৃ. ৭৭)।

عن انس بن مالك قال كان النبى ﷺ يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء ... وروى أن رسول الله ﷺ كان يفطر فى الشتاء على تمرات وفى الصيف على الماء.

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মাগরিবের সালাতের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করিতেন, তাজা খেজুর না থাকিলে কয়েকটি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করিতেন এবং শুকনা খেজুরও না থাকিলে কয়েক চুমুক পানি পান করিয়া ইফতার করিতেন। অপর এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) শীতকালে খেজুর দ্বারা এবং গ্রীষ্মকালে পানি দ্বারা 'ইফতার করিতেন" (পূর্বোক্ত , পৃ. ৬৯৬, হাদীছ নং ৭৯)।

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ إن لله عز وجل عتقاء فى كل ليلة من شهر رمضان إلا رجل أفطر على خمر. (على بن أبى بكر الهيثمى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب فيمن أفطر على محرم)

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মাহে রামাযানের প্রত্যেকটি রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে যেই ব্যক্তি মদপান করিয়া 'ইফতার করে সে ব্যতীত" (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৫৬)।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, রোযাদারের দুইটি আনন্দ। একটি ইফতারের সময়, অপরটি আপন প্রভুর সহিত সাক্ষাতের সময়" (মুসলিম, কিতাবুস সাওম, বাব ৩০, ২খ., পৃ. ৮০৭, হাদীছ নং ১১৫১)।

(১) ইফতারের জন্য নিয়াত শর্ত নহে, শুধু ইফতারের দু'আ বলাই সুন্নাত (ইউসুফ লুধয়ানবী, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, ৩খ, পৃ. ২৬৯)।

(২) রেডিও ও প্রচার মাধ্যমগুলিতে যেহেতু সঠিক সময়ে ঘোষণা ও আযান দেওয়া হয় সুতরাং উহার অনুসরণে ইফতার করা জায়েয (প্রাগুক্ত)।

(৩) রোযা রাখা ও খোলার ক্ষেত্রে বিধি এই যে, মানুষ যেই এলাকায় থাকিবে সেই এলাকার সময়ই ধর্তব্য হইবে। কোন ব্যক্তি 'আরববিশ্বে রোযা রাখিয়া ঢাকা আগমন করিলে ঢাকার সময়ানুযায়ী ইফতার করিবে। অনুরূপভাবে ঢাকায় রোযা রাখিয়া বহির্বিশ্বের কোথাও গমন করিলে তাহাকে সেই দেশের সময়ানুযায়ী ইফতার করিতে হইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০)।

(৪) ঢাকায় ইফতারের সময় হইয়া গিয়াছে অথচ ঢাকার আকাশে ৩৫ হাজার ফুট উপরে উড়ন্ত প্লেন হইতে সূর্য দেখা যাইতেছে, এমতাবস্থায় প্লেনের যাত্রীগণ নিজ স্থানের সময়কে ধর্তব্য করিয়া ইফতার করিতে পারিবে না। বরং যখন যাত্রীগণ সূর্য অস্তমিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিবে কিংবা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, সূর্য অস্তমিত হইয়াছে তখন ইফতার করিবে (প্রাগুক্ত)।

(৫) ইফতারের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করা উচিত।

(৬) অন্যের নিকট ইফতার করিলে নিজের রোযার ছাওয়াব অন্যের নিকট চলিয়া যায়— এইরূপ ধারণা ভুল (ফাতাওয়া দারুল 'উলূম দেওবন্দ, ৬খ, পৃ. ৪৯৩)।

(৭) অমুসলিম ব্যক্তি যদি তাহার ন্যায়সংগত পন্থায় উপার্জিত অর্থের দ্বারা, হালাল জিনিস দ্বারা, হালাল তরীকায় ইফতারের ইন্তিযাম করে তাহা হইলে তাহার ইফতার গ্রহণ করা জায়েয (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৩)।

(৮) অসুস্থ ব্যক্তি ঔষধ দ্বারা ইফতার করিতে পারিবে (পূর্বোক্ত)।

বৎসরে পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম ঃ বছরে মোট পাঁচ দিন ইফতার করা অর্থাৎ রোযা না রাখা ফরয। সেই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। দিনগুলি হইল, দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পর আয়্যামে তাশরীকের তিন দিন।

عن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.

"ইব্ন আযহারের মুক্তদাস আবূ 'উবায়দ (র) বলেন, আমি এক ঈদের দিন হযরত 'উমার 'ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এই দুই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন— 'ঈদুল ফিতরের দিন, 'ঈদুল আযহার দিন, যেই দিন তোমরা কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করিয়া থাক" (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৬৬, ২খ., পৃ. ৭০২, হাদীছ নং ১৮৮৯)।

عن نبيشة الهذلى قال قال رسول الله ﷺ أيام التشريق أيام أكل وشرب.

"নুবায়শা আল-হুযালী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহ হইল পানাহারের দিন" (মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাব ২৩, ২খ., পৃ. ৮০০, হাদীছ ১১৪১)।

সফরে ইফতার ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

"সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে" (২ ঃ ১৮৫)।

عن عائشة زوج النبى ﷺ أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى ﷺ أأصوم فى السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.

"উম্মুল মুমিনীন 'আ'ইশা (রা) হইতে বর্ণিত। হামযা ইব্ন 'আমর আল-আসলামী (রা) যিনি অধিক পরিমাণে নফল সিয়াম পালন করিতেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি সফর অবস্থায় (রমাদান মাসের) রোযা রাখিব? তিনি বলিলেন ঃ তুমি চাহিলে রাখিতে পার অথবা নাও রাখিতে পার" (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৩৩, ২খ., পৃ. ৬৮৫, হাদীছ ১৮৪০)।

عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبى ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা মাহে রামাযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সফর করিতাম। আমাদের মধ্যকার রোযাদারগণ রোযাহীনদেরকে এবং রোযাহীনগণ রোযাদারগণকে দোষারোপ করিতেন না" (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৩৭, ২খ., পৃ. ৬৮৭, হাদীছ ১৮৪৫)।

সফর অবস্থায় রামাদান শরীফের রোযা রাখার বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য রহিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী একদল 'আলিমের মত হইল, সফর অবস্থায় রোযা না রাখাই উত্তম। আবার কেহ কেহ এমন মতও পোষণ করেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখিলেও রোযা সহীহ হইবে না বিধায় সফরের পর তাহার কাযা করা জরুরী। ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাকের মতে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম। উপরোক্ত দুইটি মতের বিপরীত সাহাবা কিরাম ও পরবর্তী 'আলিমগণের অনেকেই যেই মতের উপর একমত হইয়াছেন এবং যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা হইল, যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে রোযা রাখাই উত্তম, আর যদি সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে না রাখাই উত্তম (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ১৮, ৩খ., পৃ. ৮৯, হাদীছ নং ৭১০)।

অসুস্থ ব্যক্তির রোযা না রাখার অনুমতি আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

"এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে" (২ ঃ ১৮৫)।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রামাদানের রোযা না রাখা জায়েয। শর্ত হইল, কোন লক্ষণ দৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে কিংবা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের অভিমতে রোযার দ্বারা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কিংবা বিলম্বে আরোগ্য লাভের প্রবল আশংকা থাকিলে রোগীর জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয। সকল অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ইফতারের অনুমতি নাই। কেননা অভিজ্ঞতা ও গবেষণার দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, রোযা বহু রোগমুক্তিরও উপায় হয়। রোযা না রাখার অনুমতি শুধু সেই রোগীর ক্ষেত্রে যাহার সহিত রোযার আনুকূল্য হয় না (আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ, কিতাবুস সিয়াম, ১খ., পৃ. ৪৩৮)।

গর্ভাবস্থায় কিংবা স্তন্যদানের রোযা ভংগ করা জায়েয। এ সম্পর্কে শরীআতের বিধান নিম্নরূপ ঃ

عن انس قال رخص رسول الله ﷺ للحبلى التى تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضع التى تخاف على ولدها.

"আনাস (রা) বলেন, যেই গর্ভবতী নারী স্বীয় প্রাণনাশের আশংকাগ্রস্ত এবং যেই স্তন্যদানকারিণী স্বীয় সন্তানের প্রাণের বিষয়ে আশংকাগ্রস্ত রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের জন্য রামাদান মাসে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন" (ইব্ন মাজা, কিতাবুস সিয়াম, বাব ১২, হাদীছ ১৬৬৭, ১খ., পৃ. ৫৩৩)।

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلوة وعن الحامل أو المرضع الصوم.

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের জন্য সফরের অবস্থায় অর্ধেক সালাত ও রোযা রাখার দায়িত্ব লাঘব করিয়া দিয়াছেন, অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর জন্যও রোযা রাখার দায়িত্ব লাঘব করিয়া দিয়াছেন" (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ২০, ৩খ., পৃ. ৯৪, হাদীছ ৭১৫)।

রোযাদারের যদি পিপাসা কিংবা ক্ষুধা এতই প্রচণ্ড হয় যে, ইহাতে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইবার কিংবা জ্ঞানশূন্য হইবার প্রবল আশংকা দেখা দেয় তাহা হইলে তাহার জন্য রোযা ভংগের অনুমতি আছে। তবে এমতাবস্থায় ও পূর্বোল্লিখিত সকল অবস্থায় এবং ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাবগ্রস্ত মহিলাগণের উপর তাহাদের অনাদায়ী রোযাগুলির কাযা করা ফরয। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কঠিন পরিশ্রম করায়, ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণার তাড়নায় প্রাণ হারাইবার আশংকাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং রোযা ভংগ করে তাহা হইলে তাহাকে উক্ত রোযার কাযার সহিত কাফফারাও আদায় করিতে হইবে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪১)।

রোযা রাখিতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

"ইহা যাহাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদয়া— একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা" (২ ঃ ১৮৪)।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতে এমন থুড়থুড়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কথা বলা হইয়াছে যাহারা রোযা রাখিতে কিছুতেই সক্ষম নহে। তাহারা প্রতিজন প্রতি একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন করিয়া মিসকীনকে খাদ্য দান করিবে। ‘আলিমগণ তাহাদের সহিত সেই চিররোগীকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যে রোগমুক্তি হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া তাহাদের মতই রোযা রাখিতে চির অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২)। রোযা অবস্থায় ভুলে রোযার পরিপন্থী কিছু করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। রোযার কাযা করিতে হইবে না (পূর্বোক্ত)।

রোযাদার যদি ভুলক্রমে খায় কিংবা পান করে কিংবা সহবাস করে তাহা হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। তাহা রামাদানের রোযাই হউক অথবা অন্য কোন রোযা (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬)। রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে না (পূর্বোক্ত)।

ইচ্ছাকৃতভাবে রামাদানের রোযা ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ অত্যাধিক।

عن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه.

“আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যেই ব্যক্তি কোনরূপ ওজর কিংবা অসুস্থতা ব্যতীত রামাদানের একটি রোযাও ভঙ্গ করিবে, সে সারা জীবন রোযা রাখিলেও উহার সমতুল্য হইবে না” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ২৬, হাদীছ ৭২৩, ৩খ, পৃ. ১০১)।

عن أبى هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتبعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبى ﷺ بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لا بتيها أحد أفقر منا قال فضحك النبى ﷺ حتى بدت أنيابه قال فخذه فاصعمه أهلك.

“আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংস করিয়াছে? লোকটি বলিল, রামাদানের দিবসে সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহার কাফফারাস্বরূপ তুমি কি একটি দাস মুক্ত করিতে পারিবে? সে বলিল, আমি সক্ষম নহি। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে পারিবে? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াইতে পারিবে? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, বস। লোকটি বসিয়া গেল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট একটি বড় ঝুঁড়ি ভর্তি খেজুর আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা লইয়া যাও এবং গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দাও। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোটা মদীনায় আমার চাইতে অধিক গরীব আর কেহই নাই। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) এমনভাবে হাসিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার সম্মুখভাগের দন্ত প্রকাশ পাইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তাহা হইলে তোমার পরিবার পরিজনকেই খাওয়াইয়া দাও” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ২৭, ৩খ., পৃ. ১০২, হাদীছ ৭২৪)।

ইমাম যুহরীর মতে ইহা ছিল ঐ ব্যক্তির জন্য বিশেষ অনুমতি। আবার কেহ কেহ বলেন, এই বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে উত্তম ব্যাখ্যা হইল, ইহা ছিল সচ্ছলতা অর্জন না করা পর্যন্ত অবকাশ দানের ঘটনা।

পূর্বোক্ত হাদীছ শরীফে উল্লেখিত রোযার কাফফারা কাহার উপর ওয়াজিব হইবে? যেই ব্যক্তি রামাদানুল মুবারকের রাত্রি হইতে নিয়াত করিয়া রোয রাখার পর কোনরূপ জবরদস্তী কিংবা নিরুপায়ের পরিস্থিতি ব্যতীত সম্পূর্ণ ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অথচ রোযা ভাঙ্গার মত কোন ওজরও দেখা যায় নাই অথবা বৈধ কোন কারণ সৃষ্টি হয় নাই অথবা রোযার বিপরীত বিষয় যেমন হায়েয, নিফাছ ইত্যাদিও প্রকাশ পায় নাই, তাহার উপর উক্ত রোযার কাযাও জরুরী, কাফফারাও জরুরী (আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ, ১খ., পৃ. ৪১৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয়াতসমূহের তরজমা আল-কুরআনুল কারীম, ই,ফা, বা, প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ২৮৩তম মুদ্রণ, ২০০৩খৃ., (২) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীবি তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০০, দ্র. ২ ঃ ১৮৫-এর তাফসীর; (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারু ইব্‌ন কাছীর, আল-য়ামামা, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭; (৪) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস্-সাহীহ, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (৫) মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, আস-সুনান, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-‘আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (৬) সুলায়মান ইব্‌নু'ল-আশ‘আছ আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, দারুল ফিকর, তা. বি.; (৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়াযীদ আল-কাযবীনী, আস-সুনান, দারুল ফিকর, বৈরূত, তা. বি.; (৮) আলী ইব্‌ন আবী বাকর আল-হায়ছামী, মাজমা‘উয-যাওয়াইদ, দারুর রায়্যান লিত-তুরাছ, দারুল কিতাব আল-‘আরাবী, কায়রো-বৈরূত ১৪০৭ হি., ৩খ, পৃ. ১৫৪-৭; (৯) সুলায়মান ইবন দাউদ আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি.; (১০) আবূ বাকর আহমাদ ইবনু'ল হুসায়ন আল-বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১০ হি.; (১১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফি‘ঈ, আল-উম্ম, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৩৯৩ হি., ৭খ., পৃ. ২২৫; (১২) আবদুল হামীদ মাহমূদ তাহমায, আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ, দারুল কলম, দামেশ্ক, আদদার আশশামিয়া, বৈরূত ১৪১৯/১৯৯৮, কিতাবুস সিয়াম, ১খ., পৃ. ৪০৬-৪৩; (১৩) আল-মাজলিসুল আলা লিশ-শু‘উন আল-ইসলামিয়া, মাওসূ‘আতুল ফিকহিল ইসলামী, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৮, ২০খ., পৃ. ৫, দ্র. افطار; (১৪) খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, কামূসুল ফিকহ, নাদওয়া এজেন্সি, হায়দরাবাদ, ইন্ডিয়া ১৪০৯/১৯৮৮, ১খ., পৃ. ৪০২, দ্র. افطار; (১৫) মুহা. ইউসুফ লুধয়ানবী, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, কুতুবখানা নঈমিয়া, দেওবন্দ ১৪১৪/১৯৯৩, ৩খ., পৃ. ২৬৯-৭০; (১৬) মুফতী আবদুর রাহীম লাজপুরী, ফাতাওয়া রাহীমিয়া, মাকতাবা রাহীমিয়া, গুজরাট, তা. বি., ৮খ., পৃ. ২৬৪-৫; (১৭) মুফতী আযীযুর রহমান ‘উছমানী, ফাতাওয়া দারুল ‘উলূম দেওবন্দ, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, তা. বি., ৬খ., পৃ. ৪৯৩; (১৮) ফীরোযুল লুগাত, আনজুম বুকডিপু, দিল্লী ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১০৪; (১৯), ড.

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ৯৬।

নূর মুহাম্মদ

ইফতিখারু'দ-দীন আল-গীলানী (افتخار الدين الغيلانى) ঃ মাওলানা, ফিক্হ, উসূল ও 'আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 'আলিম। তিনি গিয়াছু'দ-দীন তুগলাকের রাজত্বকালে দিল্লীতে শিক্ষক ছিলেন। শায়খ 'আবদু'ল-কারীম শীরাওয়ানীর ইনতিকালের পর শায়খ নাসীরু'দ-দীন মাহ্মূদ ইব্ন য়াহ্য়া 'আল-আওদী তাঁহার নিকট সমস্ত পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, নযহাতুল-খাওয়াতির, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ১৩।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফতিখারু'দ-দীন আল-বারানী (افتخار الدين البرنى) ঃ বিশিষ্ট 'আলিম ও শিক্ষক, সুলতান 'আলাউদ-দীন মুহাম্মাদ শাহ খিলজীর রাজত্বকালে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি কুরআন-সুন্না এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শী ছিলেন। দিয়াউ'দ-দীন আল-বারানীর ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতুল-খাওয়াতির, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ১২।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফতিখারুদ্দ-দীন আর-রাযী (افتخار الدين) ঃ মাওলানা, ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট 'আলিম, সারা জীবন দিল্লীতে শিক্ষকতায় অতিবাহিত করেন। তিনি ফিক্হ, উসূল-ফিক্হ, কালাম (দ্র.) শাস্ত্র ও 'আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দিয়াউ'দ-দীন বারানীর ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ. ১২।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফ্নি (Ifni) ঃ ইহা পূর্ব সানতক্রুজ দ্যা মার পেকেনা (Santa Cruz de Mar Pequena) নামে পরিচিত ভূতপূর্ব স্পেনীয় ছিটমহল (enclave)। ইহা আয়তনে প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এবং ২৮°৫৪´ ৩´´ ও ২৯°৩৮´ ১৩´´ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার মধ্যবর্তী দক্ষিণ মরক্কোর উপকূলে অবস্থিত। টেটুয়ানের (Tetuan) সন্ধির (১৮৬০ খৃ.) মাধ্যমে এই অঞ্চলে স্পেনীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল এবং এই অঞ্চলে স্পেন প্রায় ১৪৭৬ খৃ. হইত ১৫২৪ খৃ. পর্যন্ত ব্যবসা কেন্দ্র বজায় রাখিয়াছিল। এই অধিকার ফ্র্যান্স কর্তৃক ১৯১২ খৃ স্বীকৃত হয় কিন্তু এই স্বীকৃত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। ইহার রাজধানী সিদি ইফ্নি পূর্বে Afica Occidental Espanola-এর একক কেন্দ্রীয় শাসনের সদর দফতর ছিল। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে মরক্কোর অনিয়মিত সৈন্যগণ ইহা আক্রমণ করে; কিন্তু এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তৎপর ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইহা স্পেনীয় সাহারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল এবং একটি পৃথক সামরিক গর্ভনরের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল। ইফ্নি দক্ষিণ দিকে আধা-মরুময় অঞ্চল এবং ইহার অনুন্নত সম্পদ প্রায় ৪০,০০০ অধিবাসীর জন্য অপ্রতুল ছিল। কোন উল্লেখযোগ্য রফতানী না থাকায় স্পেনের নিকট ইহা আর্থিক দায়স্বরূপ ছিল এবং মরক্কোর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ইহার পুরুষ অধিবাসীর অর্ধাংশ মরক্কোতে ভ্রমণশীল শ্রমজীবী হিসাবে কাজ করিত। এখানে কোন কার্যকর স্পেনীয়করণ হয় নাই। ১৯৫৮ খৃ. হইতে এই অঞ্চলের উপর মরক্কোর দাবী স্থানীয় অধিবাসিগণের নেতৃবৃন্দের এবং প্রধানত আলস্যপরায়ণ বারবার-ভাষী আইত বা আমরান (Ait Ba-Amran) উপজাতির সাতটি গ্রোত্রের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি প্রস্তাবে স্পেনকে ইফ্নির ঔপনিবেশিক অবস্থার অবসান ঘটাইবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার অনুরোধ জানান হয়। পরবর্তীকালে আরও চাপ প্রয়োগ করা হয়। ইহার শাসন মরক্কোর নিকট হস্তান্তরের জন্য স্পেন ও মরক্কো সরকারের মধ্যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) T. Garcia Figueras, Santa Cruz de Mar Pequwna-Ifni-Sahara, মাদ্রিদ ১৯৪১ খৃ, ; (২) J. Caro Baroja, Estudios Sharinos, মাদ্রিদ ১৯৫৫ খৃ, ; (৩) N. Barbour, Survey of North-West Africa, লণ্ডন ১৯৫৯ খৃ,; (৪) R. Pelissier, Les territoires espagnoles d' Afrique প্যারিস ১৯৬৩ খৃ.।

D. H Jones (E. I.[2])/ আ. র. মামুন

ইফ্রাগ (অথবা আফরাগা ঃ افراغا) ঃ ইহা ফ্রাগার 'আরবী রূপ এবং লেরিডা (Lerida)-র পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের একটি ছোট শহর (লোক সংখ্যা প্রায় ৯,০০০)। শহরটি পুরাতন অংশ সিনকা (Cinca) এবং এব্রো নীর সংগমস্থলের প্রায় ১৮ কিলোমিটার উজানে সিন্কা নদীর খাড়া বাম তীরে অবস্থিত। বাস্তবপক্ষে মুসলিম শাসনের কোনও চিহ্ন আজ এইখানে টিকিয়া নাই।

যখন মূসা ইব্ন নুসায়র ৯৬/৭১৪ সালে সারাগোসা (Saragossa) দখল করিয়াছিলেন সেই সময় ফ্রাগা 'আরবদের অধিকারে আসে বলিয়া অনুমিত হয়। তারপর হইতেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইতিহাসে নাম ধরিয়া কদাচিৎ ইহার উল্লেখ থকিলেও ফ্রাগা সারাগোসার সৌভাগ্যের অংশীদার হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে য়াহ্য়া' ইব্ন গানিয়া (দ্র. গানিয়া, বানূ) যখন শাসনকর্তা ছিলেন তখনও ইহা আল্-মুরাবিত রাজত্বের নামমাত্র অধীনে ছিল। ৫২৮/১১৩৪ সালে প্রথম আল্ফোনসো, যিনি "যুদ্ধবাজ" নামে পরিচিত (যিনি ইতোমধ্যে ৫১২/১১১৮ সালে সারাগোসা অধিকার করিয়া লাইয়াছিলেন) ফ্রাগা দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু য়াহ্য়া কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন। ৫৪৩/১১৪৯ সালে বারসেলোনা-র কাউন্ট চতুর্থ র‍্যামোন বেরেনগুয়ের (Ramón Berenguer iv) কর্তৃক শহরটি অধিকৃত হয় এবং শহরটিতে মুসলিম শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

ইদরীসী ফ্রাগাকে জাকা, লেরিদা ও মেকুইনেন যাহার সহিত যায়তুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আল-হিময়ারীর মত যায়তুন নামটি সিনকার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করিয়াছেন। আল-হিময়ারীও ৫২৮/১১৩৪ সালের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা দিয়াছেন। ক্যাটালানদের (Catalan) নিকট ফ্রাগার পতনের তারিখ য়াকূত সঠিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত বিবরণ অন্যথায় এককভাবে

ভুলের সমাহার। সংকট মুহূর্তে অধিবাসিগণ সুড়ঙ্গ পথগুলির যে ঘিঞ্জি বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কা'যবীনী তাহার বর্ণনা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদ্‌রীসী, আল-মাগ'রিব, ১৭৬, অনু. ২১১, ১৯০, অনু. ২৩১; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন্‌'ইম আল্‌-হি'ম্‌য়ারী, আর-রাওদু'ল-মি'তারা, নং ২০, য়াকূ'ত শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র. (৩) কা'য্‌বীনী, আছা'রু'ল-বিলাদ, দ্র. ফারাগা; (৪) Codera, Decadencia, পৃ. ১১১ প.।

J. F. P. Hopkins (E. I.[2])/আ. র. মামুন

ইফরান্‌জ (إفرانج) ঃ অথবা ফিরানজ (فرانة) ফ্যাঙ্ক (Franks) বা ফিরিঙ্গীদের জন্য 'আরবী প্রতিশব্দ। এই নাম সম্ভবত বায়যান্টাইনদের মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট পৌঁছে। মূলত শার্লিমেনের (Charlem- agne) রাজ্যে বসবাসকারীদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং পরবর্তীকালে সাধারণতভাবে য়ূরোপীয়দের ক্ষেত্রে এই ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়। মধ্যযুগে সাধারণত ইহা স্পেনীয় খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত না (দ্র. আন্দালুস, জিল্লীকিয়্যাঃ এবং নীচে), স্লাভদের ক্ষেত্রে (দ্র. সাকালিবাঃ) অথবা ভাইকিংদের ক্ষেত্রে (দ্র. মাজূস-২)-ও প্রযোজ্য হইত না; পক্ষান্তরে বেশ বিস্তৃতভাবে য়ূরোপ মহাদেশ ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত। ফ্রাঙ্কদের আবাসভূমিকে ইফরানজাঃ (ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় ফিরান্দিস্তান) বলা হইত।

পশ্চিম য়ূরোপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে প্রাচীনতম মুসলিম ধারণা টলেমির Geographike Hyphegesis গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে যাহা আল-খাওয়ারিযমী কর্তৃক 'আরবী অভিযোজনার মাধ্যমে সুপরিচিত ছিল। প্রাথমিক আমলের মুসলিম ভূগোলবিদগণের অতি সামান্যই ইহাতে সংযোজন করিবার অবকাশ ছিল। খুররাদাযবিহ (আনু. ২৩২/৮৪৬) জানিতেন যে, ইফরান্‌জাঃ অন্য বহুশ্বেরবাদীদের আবাসভূমির সহিত স্পেনের পার্শ্বে অবস্থিত (تجاور الاقدلس) (B. G. A. ৬., ৯০) এবং য়ূরোপের অংশ, যাহাকে তিনি 'আরূফাঃ (ঐ, ১৫৫) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভূমধ্যসাগর হইয়া আসা আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তিনি ফিরিঙ্গী দাস ও প্রবালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. গ্র. ৯২) এবং অধিকন্তু বায়যানিয়া (দ্র.) নামক একদল য়াহূদী ব্যবসায়ী সম্পর্কে মজার এবং প্রায়শ উল্লিখিত একটি বিবরণ দান করিয়াছেন, যাহারা, কথিত আছে যে, ইফরানজাঃ বন্দর ও মধ্যপ্রাচ্যের মাঝে বাণিজ্য করিত [ঐ, ১৫৩-৪। C. Cahen ya-t-il eu des Rahdanites? in REJ, ive ser, iii (exxiii), 1964, 499-505; এই কাহিনী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অহেতুক নহে]। প্রাথমিককালের অন্যান্য ভূগোলবিদ ইফরানজাঃ সম্পর্কে সমভাবে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান করিয়াছেন, যদিও ইব্‌ন রুস্‌তাহ (আনু. ২৯০-৩০০/৯০৩-১৩) বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের (B. G. A. ৭খ, ৮৫) উল্লেখ করিয়াছেন এবং রোম (ঐ, ১১৭-৩০ ঃ আরও দেখুন রূমিয়াঃ) সম্পর্কিত কতিপয় পরিপূর্ণ বিবরণ দান করিয়াছেন। হারূন ইব্‌ন য়াহ'য়া (দ্র.) নামক একজন প্রত্যাগত যুদ্ধবন্দীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা লিখিত যিনি তাহার রোম সম্পর্কিত বর্ণনার সংগে ইফরানজাঃ ও বৃটেন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যোগ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানটি (বৃটেন) সাতজন রাজা কর্তৃক শাসিত হইত, সুস্পষ্টত পূর্বেই বিলুপ্ত এ্যাংলো-স্যাকসন সপ্ত শাসক রাজ্য সম্পর্কে একটি বিলম্বিত পরোক্ষ উল্লেখ. বরং পরিপূর্ণ তথ্য মাস'উদীর নিকট সহজলভ্য ছিল, তিনি তাঁহার মুরূজ (৩ ঃ ৬৬-৭, ৬৯-৭২;) সম্পা. ও অনু. Ch. Pellat. ss ৯১০-১. ৯১৪-৬) এবং তান্‌বীহ (B. G. A. ৮ ঃ ২২ প.; ১৭৬ প. ইত্যাদি) উভয় গ্রন্থেই ফ্রাঙ্কদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনামতে ফ্রাঙ্ক জাতি 'জাপেট' (يافث)-এর বংশধর; বিশাল ও একীভূত রাজ্যসহ তাহারা সংখ্যায় বিপুল, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল জাতি। রাজধানী বাবীরা (বারীযা)-সহ তাহাদের প্রায় ১৫০টি শহর আছে। এই যুগের মুসলিম লেখকদের মধ্যে একমাত্র মাস'উদীই ফ্রাঙ্ক রাজদের ক্লোডিস হইতে ৪র্থ লুইস পর্যন্ত একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আন্দালুসীয় ভাবী উবী উত্তরাধিকারী (পরবর্তীকালে খালীফা) আল-হা'কাম-এর জন্য ৩২৮/৯৩৯ সালে একজন খৃস্টান বিশপ কর্তৃক লিখিত একটি পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি ৩৩৬/৯৪৭ সালে মিসরে এই পুস্তকের একটি কপি দেখিতে পান। খিলাফাত ও ফ্রাঙ্কদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল খুবই কম এবং ইহার প্রায় কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। হারূনুর-রাশীদ ও শার্লিমেনের মধ্যকার দূত বিনিময় একমাত্র ফ্রাঙ্ক-সূত্র হইতেই জানা যায়। যদি ইহা বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 'আরবী ইতিবৃত্ত লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণে ইহা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে নাই; কেননা তাঁহারা ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই। বারথোল্ড (Barthold) যথার্থই সম্পূর্ণ ঘটনাকে অপ্রামাণিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (Socineniya, vi মস্কো ১৯৬৬ খৃ. পৃ. ৩৪২-৬৪-Khristianskiy Vostok, ১, (১৯১২ খৃ. পৃ. ৬৯-৯৪) বিপরীত মতের জন্য দেখুন F. W. Buckler, Harunur-Rashid and Charles the Great, Cambridge 1931; F.F. Schmidt in Isl, ৩ (১৯১২ খৃ,), পৃ. ৪০৯-১১, Barthold. soc, ৬, পৃ. ৪৩২-৬১-Khrist. Vostok, ৩, (১৯১৫ খৃ.) পৃ. ২৬৩-২৯৬; W. Eber mann, in Islamica, ৩ (১৯২৭ খৃ.), পৃ. ২৩৩-৫; S Runciman, Charlemagne and Palestine, in English Historical Review, ১ (১৯৩৫ খৃ,) পৃ. ৬০৬-১৯; মাজীদ কা'দ্দুরী, আস'-সি'লাতু'দ-দিবাল, মাতি'কিয়্যাঃ বায়না হারূনা'র-রাশীদ ওয়া শারলামান, বাগদাদ ১৯৩৯ খৃ,; G Musca, Carlo Magno ed Harun-al Rashid, Bari ১৯৬৩ খৃ.। বাগদাদে সর্বপ্রথম ফ্রাংক দূত প্রেরণের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় ২৯৩/৯০৬ সাল হইতে। এই সময় আল-ওয়াহি'দী রচিত আয-যা'খাইর ওয়াত-তাহ'ফ গ্রন্থ অনুযায়ী লোরাইনে রাজা দ্বিতীয় লোথাইর-এর কন্যা এবং ইবরী (Ivree)- এর মারকুইস ডালবার্ট দি রীচ-এর স্ত্রী বার্থার পক্ষ হইতে একদল দূত খালীফা আল-মুকতাফীর দরবারে আগমন করে (এম. হামীদুল্লাহ্‌, Embassy of Queen Barha to Caliph al Muktafi billah in Bagdad 293/906, in J, Pak. Hist, soc, ১ (১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ২৭২-৩০০; ঐ লেখক, in Islam Tetkikleri Enstitusu Dergisi, ২ (১৯৫৬-৫৭ খৃ.), পৃ. ১১৫-৪৫; G Levi Della vida, La Corrispondenza di Berta di Toscnacol califfo Muktafi, in Rivista Storica Italiana, Ixvi (1954), 21-38; ঐ, Aneddoti e Svaghi arabi e non arabi, MIlan-Naples 1959, 26-44)। দূত ছিল উত্তর আফ্রিকার একজন খোজা। সে বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকনসহ গ্রীক লিপিসদৃশ কিন্তু ইহা হইতে সরলতর, ফ্রাঙ্ক হস্তাক্ষরে লিখিত একখানা পত্র আনে। বেশ

খোঁজাখুঁজির পর একটি পোশাকের দোকানে কর্মরত একজন ফ্রাংককে পাওয়া যায় যে এই পত্রখানা পাঠ করে এবং গ্রীক ভাষায় ইহার অনুবাদ করে। অতঃপর ইহা ইসহ'াক ইব্ন হু'নায়ন গ্রীক হইতে আরবীতে অনুবাদ করেন। প্রায় ৮০ বৎসর ইব্নু'ন-নাদীম এই অনুচ্ছেদটি তাহার ফ্রাংক হস্তাক্ষর বিবরণীর জন্য সংগ্রহ করেন এবং তাহার লিখন সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি আরও সংযোগ করেন যে, এই হস্তাক্ষর প্রায়শ তিনি ফ্রাংক দেশীয় তরবারিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন (ফিহ্রিস্ত, সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৭১ খৃ., পৃ. ২০; মুসলিমদের মধ্যে য়ূরোপীয় তরবারির উচ্চ খ্যাতি সম্পর্কে দেখুন A. Zcki validi. (Togan), Die Schwrter der Germanen nach arabischen Berichten des 9-11 gahrhunderts, in ZDMG, Xc (1936), (19-37)।

এই সময়কাল মুসলিম দেশ হইতে য়ূরোপ আগত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ পরিব্রাজক ছিল ইবরাহীম ইব্ন য়া'কূব (দ্র)। সে ছিল তারতোসার একজন স্পেনীয় য়াহূদী যে আনুমানিক ৩৫৪/৯৬৫ সালে ফ্র্যাংকীয় য়ূরোপীয় ভূখণ্ডে বিস্তৃতভাবে পরিভ্রমণ করে। সম্ভবত কর্ডোভার উমায়্যাঃ খালীফার কোন এক ধরনের সরকারী কার্যে সে এই সফর করে। ইব্ন য়া'কূ'ব-এর নিজস্ব বর্ণনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালীন ভৌগোলিকদের উদ্ধৃতি হইতে, বিশেষত বাকরী ও ক'যবীনির উদ্ধৃতি হইতে ইহা জানা যায়। প্রথম 'উছমানীয়দের বিবরণের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম য়ূরোপ সম্পর্কে মুসলিম জগতের পক্ষ হইতে নাম উল্লিখিত পরিব্রাজকের ইহাই ছিল একমাত্র ব্যক্তিগত বিবরণী।

একাদশ শতাব্দতীতে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টান জগতের অগ্রগতি একটা নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দুই শতাব্দীরও অধিককাল যাবত ফ্যাংকদের ও মুসলমানদের নিয়মিত ও নিকট যোগাযোগ ছিল—কখনও যুদ্ধে, কিন্তু আবার কখনও বাণিজ্যে, কূটনীতিতে, এমন কি কখনও কখনও মৈত্রীতেও। শুধু আধ্যাত্মিক ঔৎসুক্যের জন্য নয় বরং এই সময়ে ফ্রাংকদের জ্ঞান ও তাহাদের দেশ মুসলমানদের বাস্তব প্রয়োজনের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব, ইহা অধিক লক্ষণীয় যে, তাহারা ক্রমাগত খুবই কম আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছিল। প্রাচ্যে মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ইফরানজা নামে অভিহিত করে, সামরিক ব্যাপার সম্পর্কে বেশ কিছু এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বলিবার আছে। ক্রুসেডে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা কম এবং বিভিন্ন জাতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আরও কম আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহাদের উৎপত্তি বা জন্মস্থান অথবা আগমনের কারণ সম্পর্কে মোটেই কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। ক্রুসেড যোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনুভূতি প্রাচ্যে জানা যায়, যেমন ইব্ন যুবায়র ও উসামা ইব্ন মুনকি'য; কিন্তু এইগুলি হইল ব্যতিক্রমধর্মী এবং পরবর্তী লেখকগণের উপর এইগুলির কোন প্রভাব পড়ে নাই। শুধু হামদান ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'ীম আল-আছ'ারিবী ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের একজন লেখক রচিত একটি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা এই বৎসরসমূহের যে সকল ফ্রাংক মুসলিম দেশে আগমন করিয়াছিল তাহাদের বিবরণসম্বলিত (ইব্ন মুয়াস্সার, আখবার মিস্'র, সম্পা. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৭০; cit. F. Rosenthal, A History of Muslim Historiogra- phy, Leiden ১৯৬৮ খৃ., ৬২)। বৈশিষ্ট্যগতভাবে ইহা বিদ্যমান থাকে নাই, এমন কি ইহা হইতে উদ্ধৃতিও পাওয়া যায় না। য়ূরোপ সম্পর্কে মুসলমানদের জ্ঞানের মৌলিক প্রসার প্রাচ্য হইতে নয় বরং পাশ্চাত্য হইতে স্পেন, সিসিল ও উত্তর আফ্রিকার গ্রন্থকারদের নিকট হইতে আসিয়াছে– যেমন আবূ 'উবায়দ আল-বাক্রী আল-ইদ্রীসী, ইব্ন সা'ঈদ ও ইব্ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী (নি. সমূহ দ্র.)। এইগুলি পূর্ণ এবং অধিকতর নিখুঁত ভৌগোলিক তথ্য প্রদান করে, যেইগুলি 'আরবীতে রচিত আধুনিক প্রাচ্য দেশীয় বিবরণীসমূহের মূল ভিত্তি।

ফ্রাংকদের ইতিহাস বিষয়ে মুসলমানদের রচিত প্রথম বিদ্যমান গ্রন্থ হইল মাস'ঊদীর রাজন্য-তালিকা ব্যতীত যাহা রাশীদু'দ-দীন তাঁহার বিশ্বজনীন ইতিহাস জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদদাতা ছিলেন ফ্রাংক দেশীয় একজন পরিব্রাজক, সম্ভবত একজন সন্ন্যাসী যিনি পারস্যের মংগোল রাজদরবারের স্পেন শাসিত সিউরিয়া (Curia) হইতে একজন দূত হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে রাশীদু'দ্-দীন য়ূরোপীয় একজন ইতিহাস লেখকের, যাঁহাকে জেন (Jahn), ট্রোপ্পাউ (Troppau)- এর মার্টিন (Martin) বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন– মার্টিন পালোনাস (Martin Polonus) বলিয়াও যিনি পরিচিত, (মৃ. ১২৭৮) গ্রন্থ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই উৎস ও মৌখিক তথ্যের সংযোগ রাশীদু'দ-দীন হোলী রোমান সম্রাটদের প্রথম এলবার্ট পর্যন্ত এবং পোপগণের একাদশ বেনিডিক্ট পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় সক্ষম হন এবং এই উভয়টিই নির্ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেন এইগুলি সেই সময়কার জীবন্ত ঘটনা।

জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা উহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত ১০ম/১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম গ্রন্থকার ফ্রাংকদের ইতিহাস বিষয়ে বোধ হয় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই এমন কি বিখ্যাত ইব্ন খালদূন খৃস্টান য়ূরোপ সম্পর্কে খুব কমই আলোকপাত করিয়াছেন, অবশ্য অতি সতর্কতার সহিত শুধু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি 'ইদানিং শুনিয়াছেন' যে, ঐ সকল এলাকায় দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিতেছে, 'কিন্তু আল্লাহ্ই ভাল জানেন সেখানে ঘটিতেছে' (মুকাদ্দামা, সম্পা. Quatremere, ৩, ৯৩, অনু. Rosenthal ৩, ১১৭-৮)। আগেকার দিনে মুসলমানগণ গ্রীক, পারস্যবাসী ও ভারতীয়দের প্রতি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ ফ্রাংকদের ক্ষেত্রে তাহা নিস্পৃহ রহিয়াছে নিঃসন্দেহে তাহার সংগত কারণ ছিল। যাহা হউক, ৮ম/১৪শ শতকে এই দৃষ্টিভংগি ভয়ংকরভাবে অসময়োচিত ছিল, এমন কি ক্রুসেড, পরবর্তীকালের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের দ্রুত প্রবৃদ্ধিও খুবই বাস্তব আগ্রহ সৃষ্টি করে। ৭৪১/১৩৪০-এর দিকে শিহাবু'দ-দীন আল-'উমারী তাঁহার প্রণীত সার্বভৌম শাসকদের তালিকায়, যাঁহাদের সহিত মিসরের সুলতান পত্র যোগাযোগ করিয়াছেন, পাশ্চাত্যের স্পেন ও ফ্রান্সের দুইজন রাজাকে তাঁহাদের কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ ও প্রত্যেকের জন্য সঠিক পদ্ধতি ও সম্বোধনসহ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পরবর্তী একটি সংস্করণ, 'তাছকীফ' গ্রন্থে আরও কিছু নাম সংযোজিত হইয়াছে এবং ক'লক'াশান্দী য়ূরোপীয় রাষ্ট্র ও শাসকদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কিছু তথ্যসহ অপেক্ষাকৃত পূর্ণ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ('উমারী, আত-তা'রীফ বিল-মুস'তালাহি'শ-শারীফ, কায়রো ১৩১২ হি, ৬০-৫; কালক'াশান্দী, সু'বহু'ল-আ'শা, ৮খ., ৩৩-৫৩)।

প্রাথমিক কাল হইতেই 'উছ্'মানীদের সহিত ফ্রাংকদের বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ছিল—ব্যবসায়ী হিসাবে, শত্রু হিসাবে, প্রতিবেশী হিসাবে এবং কূটনৈতিক মেহমান হিসাবে। গ্রীসে তাহারা ফ্রাংকদের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ জয় করিয়াছিলেন; ভার্না (Varna)-তে তাঁহারা ১৪১৪ সালে ফ্রাংক নাইটদের বন্দী করেন এবং জমকালো পরিচ্ছেদে তাহাদেরকে মুসলিম দেশে সুদূর হিরাত পর্যন্ত সাড়ম্বরে প্রদর্শন করে [তু. Z. V. Togan কর্তৃক Turk Dill ve Edebyati Dergisi, ৩, (১৯৩৯ খৃ) পৃ. ৫৩৫-এ উদ্ধৃত কবিতা]। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে য়ূরোপীয় দেশসমূহের সংগে তাহারা ব্যাপক ও জটিল কারবারে জড়িত হইয়া পড়ে। খৃষ্টান য়ূরোপে 'উছ্'মানীদের স্বার্থ, যদিও খুব বেশী ছিল না, লক্ষণীয়ভাবে প্রাথমিককালের মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যকার স্বার্থ অপেক্ষা বেশী ছিল। এই স্বার্থ লালিত-পালিত হইয়াছিল নিকটতর যোগাযোগ দ্বারা, য়ূরোপীদের দর্শনার্থীদের আগমন প্রবাহ দ্বারা, দলত্যাগী (Renegdes)-দের দ্বারা এবং সময়ে য়ূরোপীয় শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অবগতি দ্বারা।

এই আগ্রহের একটি বহিঃপ্রকাশ হইতেছে য়ূরোপীয় ইতিহাসের অধ্যয়ন, যাহা পরিধি ও প্রভাবের দিক হইতে ছিল সীমিত, তথাপি প্রাথমিককালের প্রায় সম্পূর্ণ অনীহা হইতে একটি পরিবর্তন সূচিত করে। ৮৫০/১৫৭২ সালে দুইজন লেখক, একজন অনুবাদক ও একজন কাতিব রাঈস এফেন্দি ফারীদূন বেগ (দ্র.)-এর নির্দেশে লোককাহিনীর ফারামুণ্ড (Farmund) হইতে ১৫৬০ খৃ. পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসের একটি তুর্কী সংস্করণ সম্পূর্ণ করে, ইহা একটি একক পাণ্ডুলিপিতে এখনও বিদ্যমান আছে (Babinger, 107)। ইহার পরই আসে প্রসিদ্ধ তারীখু'ল-হিন্দ গ'ারবী (দ্র.) যাহা য়ূরোপীয় উৎস হইতে অভিযোজিত নূতন জগতে আবিষ্কার সম্পর্কিত একটি বিবরণী এবং ১৭শ ও ১৮শ শতব্দীতে বহু সংখ্যক অন্যান্য ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থ। এইগুলি য়ূরোপের কিছু কিছু বিবরণ প্রদান করে এবং প্রধানত য়ূরোপীয় উৎস হইতে রচিত (দ্র. জুগরাফিয়্যাঃ ৬ষ্ঠ; কাতিব চেলেবী ঃ মুনাজ্জিম বাশী; ইবরাহীম, মুতাফাররিকঃ)। ১৮শ শতাব্দীতে কিছু অতিরিক্ত তথ্য যদিও ধরাবাঁধা ধরনের ধারাবাহিক 'উছ্'মানী দূতদের দ্বারা প্রদান করা হইয়াছে, যাঁহারা য়ূরোপের রাজধানীগুলিতে দৌত্যকর্ম উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। অনুরূপ য়ূরোপ ভ্রমণের বিবরণ অধিকাংশ সরকারী দূতদের দ্বারা সম্পন্ন, মরক্কো ও পারস্যে লিখিত হয় (তুর্কী বিবরণের জন্য দেখুন Babinger ৩২৩ প. ও Koray2 ১৯৬-৭; পারস্যের বিবরণের জন্য, Storey ১/২, ১০৬৬-৭১, ১১৫৩, ১১৯৫; মরক্কো দেশীয় পরিব্রাজকদের জন্য, H. Peres, L'Espagne vue par les Voyageurs musulmans de 1910 a 1930, Paris 1937, Hesperis-Tammuda, Passim; আরও দেখুন সেফারাতনামা, সাফীর)। ভারতীয় দুইজন পরিব্রাজক ই'তিসা'মু'দ-দীন (দ্র) এবং দ্বিতীয়টি ১৭৯৯ ও ১৮০৩-এর মধ্যবর্তীকালে। উভয় রচনাই ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

১৬শ ও ১৯শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণভাবে য়ূরোপীয় খৃষ্টানদের জন্য প্রায় সকল মুসলিম দেশে ফ্রাংক (ফিরিঙ্গী) শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, ইহার ব্যবহার ক্যাথলিক প্রটেস্টান্টদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, সামী ফ্যাশেরি এইরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন (কামূসু'ল-আ'লাম. দ্র. Firenk)। রাশিয়ান, গ্রীক, বুলগার, সার্বীয় ও অন্য গোঁড়া খৃষ্টানদেরকে ফ্রাঙ্ক বলা হইত না। শব্দটি কখনও কখনও এমন কতকগুলি বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় যেইগুলি মনে করা হয় ফ্রাংকদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে, যেমন সিফিলিস, কামান, পাশ্চাত্য পোশাক ও আধুনিক সভ্যতা (দ্র. তাফারনুজ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. Guidi, L'Europa occidental negli antichi geografi arabi in Florilegium Melchior de Vogue, প্যারিস ১৯০৯ খৃ., ২৬৩-৯; (২) B. Lewis, The Muslim discovery of Europa in BSOAS, 20 (1957), ৪০৯-১৬; (৩) ঐ লেখক, Masudi on the kings of the Franks in Al-Masudi millenary commemoration volume, আলীগড় ১৯৬০, খৃ. ৭-১০; (৪) ঐ লেখক, The use by Muslim histirians of non-Muslim sources, in B. Lewis and P. M. Holt, Historians of the middle East2, লণ্ডন ১৯৬৪ খৃ, ১৮০-৯১; (৫) D. M. Dunlop, The Britih Isles, according to medieval Arabic authors, in IQ, ৪খ., (১৯৫৭), ১১-২৮; (৬) T. Lewicki, Die Vorstellungen arabischer Schriftsteller des 9. und 10. Jahrhunderts von der Geographie und von den ethnischen Verhaltvissen Osteuopas, in Isl. ৩৫খ., (১৯৫৯), ২৬-৪১; (৭) ঐ লেখক, Lapport des sources arabes Medievales (IX^e-X^e siccles) a la connaissance de l'Europe centrle et orientale, in L'Occidente e I'Islam nell'alto medioevo, i, Spoleto 1965, 471 প.; (৮) য়ূসুফ কূ'যমা'ল-খূরী, আল্-জুগ'রাফিয়্যুনাল-'আরাব ওয়া উরূব্বা, আল-আবহাছ-এ, ২০/৪ (১৯৬৭), ৩৫৭-৯২; (৯) 'আবদু'র-রাহ'মান 'আলী আল-হা'জ্জী কর্তৃক স্পেনীয় উমায়্যাঃ এবং খৃষ্টান য়ূরোপের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে লিখিত নিবন্ধসমূহের একটি সিরিজ, IQ, ৯খ (১৯৬৫), ৪৬-৫৫-এ ১০খ (১৯৬৬), ১৯-২৩ ও ৮৪-৯৪; ১১খ (১৯৬৭), ১২৯-৩৬; ১২খ (১৯৬৮) ৫৯-৭০ ও ১৪০-৫; ১৩খ (১৯৬৯(১১৩-২৬; (১০) রাশীদু'দ-দীন ফাদ'লুল্লাহ্, কিতাবু তারীখি ইফরানজ (Histoire des Francs) ফ্রাংক অনুবাদসহ K. Jahn কর্তৃক সম্পাদিত, লাইডেন ১৯৫১ খৃ,; (১১) H. Lammens, Corrspondance diplomatique entre les sultans mamlouks d'Egypte et les puissances chretiennes, in ROC, ৯ (১৯০৪, ১৫১-৮৭); (১২) E. Ashtor, Checosa sapeevano i geografi arabi dell' Europa Occidentale? In Riv. Stor. It ১.৩ (১৯৬০), ৪৫৩-৭৯।

B. Lewis (E.I2)/ মোঃ রেজাউল করিম

স্পেন ঃ স্পেন ও মাগ'রিব সম্পর্কে 'আরবদের লেখায় ইফ্রানজ শব্দটি (কখনও আবার 'ইফরানজদের আবাসভূমির অতিরিক্ত অর্থসহ 'ইফরানজা) যে কোন খৃষ্টান জনগোষ্ঠীকে বুঝাইত যাহাদের সংগে লেখকগণ পরিচিত ছিলেন। সমধিক সাধারণ প্রতিশব্দ ছিল রূম অথবা উপদ্বীপের খৃষ্টানদের বুঝাইত জালালিকাঃ (দ্র. জিল্লীকি'য়াঃ) অথবা 'বাশকুনিশ' (দ্র.)। সম্ভবত 'ইফরানজ' ও 'রূম' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না এবং যদিও কোন কোন লেখকের সম্পর্কে এইগুলির বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহারের

সন্দেহ করা যায়, কিন্তু ইহা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব। নিশ্চিতভাবেই লেখকদের নিজেদের পারস্পরিক পার্থক্য রহিয়াছে এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত শুধু ইফরানূজ শব্দের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া কোন সুনির্দিষ্ট উপসংহার টানা বিপজ্জনক হইতে পারে। যেমন ইবনু'ল-আববার বলিয়াছেন, ৬১৪/১২১৭ সালে ইফরানজগণ 'আল-কাসর দো সাল' (Alcacer do sal) অধিকার করে (হুল্লা ঃ ২. ২৯০)। রাওদু'ল -মি'তার (দ্র. কা'স'র আবী দানিস)-এর বর্ণনাতে আছে রূম। রাওদু'ল কি'রতাস-এর গ্রন্থকার (Sub anno ৬১৪) ব্যবহার করিয়াছেন শুধু আল-আদ্'ব্'বু" (যাহা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত)। এইখানে সংশ্লিষ্ট খৃষ্টানগণ ছিলেন জার্মান ক্রুসেড যোদ্ধাদের দ্বারা সাহায্যকৃত পর্তুগীজ। স্বাভাবিক অনুমান যে, নীতিগতভাবে ইফরানূজ অর্থ 'ফ্রাংক জাতি'। ইহা ঐতিহাসিক লেখকদের প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ ইবনু'ল-খাতীব (আ'মাল, ২খ., ২৩) উত্তর- পশ্চিম স্পেনের একজন খৃষ্টান রাজাকে ইফরানজার একজন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন, 'বিলাদু'র-রূম' আক্রমণের, যাহা সুস্পষ্টত নারবোন এলাকা (আ'মাল, ১. ১১-২)। একজন স্পেনীয় লেখক কর্তৃক 'ইফরানজা' শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার সম্ভবত ইবনু'ল-কুতিয়্যাই (মৃ. ৩৬৭.৯৭৭) করিয়া ছিলেন তিনি সারাগোসা এলাকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ইহা প্রয়োগ করেন (পৃ. ১৩৩)।

পরিভাষার অস্পষ্টতা জ্ঞানের অস্পষ্টতা প্রতিফলিত করে, সম্ভবত ইহা উৎসাহের অভাবেরই ফলশ্রুতি। যাঁহারা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক তথ্য প্রদানের অঙ্গীকার করেন তাঁহারাও ইহার অংশীদার। এই শ্রেণীর লেখকদের দ্বারা প্রস্তুত কিছুটা অপ্রতুল ও বিভ্রান্ত তথ্য-সংকলন এই ধারণার সুস্পষ্ট ইংগিত করে যে, 'ইফরানজ' = Franks লোককাহিনীর বুনটের একটি সূত্র— যাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে পীরেনীজের উত্তরে অবস্থিত মহাদেশের জন্য আল-আবদু'ল কাবীরা শব্দের (Term) ব্যবহার দ্বারা এবং যাহা সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছেন সা'ইদ আল-আনদালুসী তাঁহার তাবাকাতু'ল-উমাম (কায়রো nd, ৮৫) গ্রন্থে। সা'ইদ ইফরানজাতু'ল-'উম মা-র সহিত আল-'আরদু'ল-কাবীরার সমীকরণ করিয়াছেন কিন্তু ইহাকে ইফরানসাঃ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন। সা'ইদ-এর সমসাময়িক বাকরী (F.1 ৪৬০/১০৬৭) এবং তাঁহার পরবর্তীকালের অন্যরা, যেমন 'আবদু'ল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী অনুরূপ রচনাশৈলী ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইফরানসাঃ-এর উল্লেখ পরিহার করিয়াছেন (বাকরী, জুগ'রাফিয়াতু'ল-আনদালুস ওয়া উরূববা, সম্পা. 'আবদু'র-রাহ'মান আল-হ'জ্জী, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৬৬-৭; আর-রাওদু'ল-মি'তার, দ্র. ইফরানজা; ইহা আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয় লোককাহিনী (Tradition) এবং প্রাচ্যের সহিত কোনভাবেই সম্পৃক্ত নহে কিন্তু অন্য একটি প্রধান সূত্র হইল যাহা মাস'উদীর গ্রন্থে ইহার প্রাচীনতম আকারে পাওয়া যায় (মুরূজ, ৩খ., ৬৭; সম্পা. ও অনু. Pellat ৯১১)। মাস'উদীর বিবরণীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এই যে, ইফরানূজ জালালিকাঃ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ তাহারা উপদ্বীপের বাসিন্দা নয় এবং তাহাদের রাজধানী প্যারিস। বাকরী (১৩৭ প.) এবং 'আবদু'ল-মুন'ইম (ইফরানজাঃ) উভয়েই অজ্ঞাত উৎসের কিছু অতিরিক্ত সংযোজনসহ মাস'উদীর তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠককে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই যে, ইহা কালোপযোগী করা হইয়াছে অথবা অন্য তথ্যের সংগে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। অতএব, যদিও আর-রাওদু'ল-মি'তার গ্রন্থে ইফরানজাঃ নিবন্ধটি যুক্তিযুক্তভাবে ফ্রান্সের একটি সুসংগত বিবরণ প্রদান করে, নিবন্ধ বুরদীল (Bordeaux), অন্যপক্ষে যথার্থ উক্ত শহরকে জিল্লীকি'য়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এবং ইহাতে বারসিলোনাকে, (দ্র. বারশালূসাঃ) ইরানজার রাজার বাসস্থান বলা হইয়াছে। পরিব্রাজকদের অদ্যাপি বর্তমান বিবরণীর কোনটিই যথাঃ গা'যাল, তু'রতূশী, রাবী' ইবন যায়দ ওরফে Recemundo ইফরানজ/ ফ্রাংকদের সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করে নাই।

পশ্চিম য়ুরোপের প্রতিচ্ছবি যাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইতেছে একটি বিশাল ঠাণ্ডা, কিন্তু উর্বর ভূভাগ উত্তরদিকে বসতির শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পূর্বদিকে পাহাড় ও জংগল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার ভিতরে কিংবা বাহিরে স'কালিবাঃ জাতি বাস করে। খৃষ্টান ইফরানজগণ যদিও অভ্যাসগতভাবে অপরিচ্ছন্ন কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু এবং ভাল যোদ্ধা। দীর্ঘদিন যাবত তাহারা একজন রাজার অনুগত ছিল, যাঁহার রাজধানী বর্তমান আছে অথবা পূর্বে ছিল প্যারিস (Paris) কিংবা লিয়ন্স (Lyons)। এই চিত্রটি এত অস্পষ্ট এবং খণ্ডিত যে, সংগতভাবেই যে কেহ সন্দেহ করিতে পারিত যে, অদ্যপি বর্তমান সাহিত্য স্পেনের মুসলমানদের নিকটে পশ্চিম য়ুরোপ সম্পর্কিত তথ্য পূর্ণরূপে সুলভ করে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

J. F. P. Hopkins (E.I.[2]) / মোঃ রেজাউল করিম

আল-ইফ্রানী (الإفراني) ঃ (ঈফরানী, উফরানী ইত্যাদি), আবূ 'আবদি'ল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'াজ্জ, মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, আস-সাগীল নামে পরিচিত, মরক্কোর ঐতিহাসিক ও জীবনীকার, আনু. ১০৮০/১৬৬৯-৭০ সনে মাররাকুশ শহরে জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন ইফ্রান বা উফ্রানগোষ্ঠীর বার্বার উপজাতির সদস্য। ইহারা দক্ষিণ মরক্কোতে ওয়াদী দার'আর চতুষ্পার্শ্বে বাস করিত। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তিনি স্বীয় শহরে ও, পরবর্তীতে ফেজ শহরে শিক্ষা লাভ করেন এবং মরক্কোর প্রধান নগরসমূহের কোন একটি বা আবু'জ-জাদ (বুজাদ)-এর শারকাওয়া (দ্র.)-এর যা'বিয়াতে বসবাস করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি মাররাকুশ-এর য়ুসুফী মসজিদ (অথবা মাদ্রাসাঃ ইবন য়ুসুফ)-এ ইমাম ও খাতী'ব ছিলেন। সম্ভবত ১১৫৬/১৭৪৩ অথবা ১১৫৭/১৭৪৫ সনে তিনি ইনতিকাল করেন (G. Deverdun, Un registre d' inventaire et de pret ...... date de in ১১১১/১৭০০, in Hesperis, ১৯৪৪ খৃ., ৫৯ এবং 'আবদু'ল-হায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহরিসু'ল-ফাহারিস, (২খ, ১৫)। ইফরানী মূলত তাঁহার নুযহাতু'ল-হাদী বি-আখবারি মুলূকি'ল-ক'ারনি'ল-হ'াদী নামক মরক্কোর সা'দী বংশীয় সুলতানগণের সুবিখ্যাত ঘটনাপঞ্জী রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। ইহা O. Houdas- র ফরাসী অনুবাদ Nozhet elhadi, Histoire de la dayastie Saadinne au Maroc, (১৫৫১-১৬১০)-সহ প্রকাশিত হয়, প্যারিস ১৮৮৮-৯ (= PELOV, 3rd ser, vol. ii) (and lith, Fez, ১৩০৭ হি.)। কেবল সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জীর উপর নির্ভর না করিয়া আংশিকভাবে মূল মুহ'াফিজ খানায় রক্ষিত তথ্যাদি ব্যবহার করার কারণে এ যাবত ইহাই মরক্কোর প্রথম শারীফী বংশীয় শাসকগণের ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইহাতে মোটামুটি ৯১৭/১৫১১-২ হইতে ১১শ/১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অসমভাবে হইলেও

বিভিন্ন সা'দিয়া রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে সুলতান আহ্‌'মাদ আল-মানসূর (দ্র.)-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষা বিশদ।

সা'দিয়াগণের ইতিহাস ব্যতীত ইফরানী বিভিন্ন ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক অথবা সাহিত্যিক গ্রন্থ রচনা করেন। রচনার কালানুক্রমে প্রধানগুলি এই ঃ (১) আল-মাসলাকু'স-সাহ্‌ল ফী শারহি' তাওশীহ ইব্‌ন সাহ্‌ল সুবিখ্যাত স্পেনীয় কবি ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাহ্‌ল (দ্র.)-এর একটি কবিতার ভাষ্য (Lith. Fez ১৩২৪ হি.); (২) মরক্কোর 'আলাবী সুল্‌ত'ান মাওলায় ইস্‌মা'ঈল-এর সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রাওদ'াতু'ত-তারীফ অথবা আয'-যি'ল্‌লু'ল-ওয়ারীফ ফী মাফাখির-ই মাওলানা ইস্‌মা'ঈল ইব্‌নু'শ-শারীফ; (৩) ১১শ/-১৭শ শতাব্দীর মরক্কোর পীরগণের জীবনী সংকলন সাফওয়াতু মান ইন্‌তাশার মিন আখবার-ই সু'লাহাইল-কারনি'ল-হাদী 'আশার (lith. Fez n. d.) মরক্কোর মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত হইতে শারীফী মারাবূত (Marabout) আন্দোলন সম্পর্কে একটি অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) ক'াদিরী, নাশরু'ল-মাছ'ানী, ফেয ১৩১০ হি, ১খ, ৩; (২) আল-'আব্বাস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মাররাকুশী, আল-ই'লাম বি-মান হ'াল্লা মাররাকুশ ওয়া আগ'মাত মিনা'ল-আ'লাম, ফেয ১৯৩৯ খৃ., ৫খ., ৫৩-৯, (আল-ইফ্‌রানীর রচনার সম্পূর্ণ তালিকা); (৩) ইব্‌নু'ল-মুওয়াক'কি'ত, আস-সা'আদাতু'ল-'আবাদিয়্যা, ফেয ১৩৩৬ হি. ১খ., ১১২-৫; (৪) Brockelmann, II, ৪৫৭, S II, ৬৮১-২; (৫) R. Levi Provencal, chorfa, ১১২-৩১, ৩০৬-৯ এই গ্রন্থে রহিয়াছে নুযহাতু'ল-হাদী-র বিষয়বস্তুর বিশদ সমালোচনা এবং গ্রন্থপঞ্জীমূলক বিবরণ; (৬) 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন সূদা, দালীলু মু'আর্‌রিখি'ল-মাগ্‌রীবি'ল-আক্‌'স'া Tetuan, ১৩৬৯/১৯৫০, ১৭৮-৯, ২৮০; (৭) Allouche & Regragui, Catalogue des manuscripts arabes de Rabat, II^{e} serie, ২খ., (১৯২১-৫৩), Rabat, ১৯৫৮, নির্ঘণ্ট।

G. Deverdun (E. I. ^{2})/ আবদুল বাসেত

ইফ্‌রীকি'য়্যা (إفريقية) ঃ মাগরিব অঞ্চলের পূর্ব অংশ, ইহা হইতে কতিপয় আধুনিক ঐতিহাসিক পূর্ব বারবারী অঞ্চলকেও এই একই নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'আরব গ্রন্থকারগণ যাহাই দাবী করুন না কেন, 'ইফ্‌রীকিয়্যা' শব্দটি নিঃসন্দেহে ল্যাটিন শব্দ 'আফ্রিকা' হইতে সংগৃহীত। সুতারং 'আরবী শব্দটির উৎস সন্ধান করিতে হইবে ল্যাটিন এই শব্দটির শব্দপ্রকরণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ এই সমস্যাটির সমাধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'আফ্রিকা' শব্দটি ও একই শব্দ-মূল 'আফার' (বহু বচনে 'আফরি') হইতে উদ্ভূত অন্য সকল শব্দরূপ কার্থেজের পতনের বহু পূর্ব হইতেই ল্যাটিন উৎস প্রমাণিত বিশেষত ইহা উল্লিখিত আছে যে, যামা-র যুদ্ধে (২০২ খৃ. পূ.) হ্যানিবলকে পরাভূতকারী জ্যেষ্ঠ Scipio (২৩৫-১৮৩ খৃ. পূ.) বিজয়ী হিসাবে 'আফরিকানাস' (Africanus) উপনাম প্রাপ্ত হন। কার্থেজের পতনের পূর্বে (১৪৬ খৃ. পূ.) শব্দটির বিশেষণ রূপ 'আফরিকাস' (africus)-এর বহুল ব্যবহার হইয়াছে। কার্থেজ অঞ্চলটি রোম দ্বারা অধিকৃত হইবার পর 'প্রভিন্সিয়া আফ্রিকা' (Provincia Africa) নামে অথবা বিশেষ্যটির বর্জনের মাধ্যমে সাধারণভাবে আফ্রিকা (Africa) নামে পরিচিত হইতে থাকে (Gsell, Hist. ancienne, ৭খ, ২)। প্রভিন্সিয়া আফ্রিকা ছিল মূলত আফ্রিগণের দেশ। আফ্রি শব্দটি প্রাথমিকভাবে কার্থেজ-এর এলাকাধীন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করিতে, এমন কি সময় সময় তাহাদের Poeni বা Carthaginienses হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইতে ব্যবহৃত হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা শেষোক্ত গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। হ্যানিবলের বিজয়ীর উপনাম এই বক্তব্য সমর্থন করে। এই ব্যাপারে উল্লিখিত তথ্যসমূহই একমাত্র সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য।

ইহার পর হইতে 'আফ্রিকা' শব্দটির মূল সম্পর্কে অতি নগণ্য সংখ্যক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিষয়টি সম্পর্কে মতৈক্য দেখা যায় না। ১৮৭৫ খৃ. Fournel দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "ইহা স্বীকার করিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই যে, এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত" (Berbers, ১খ, ২৩)। ইহার কয়েক দশক পর Gsell বলেন, "নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা স্বীকার করাই শ্রেয়" (Hist. ancienne, ৭খ, ৫) এবং অদ্যাবধি এই পরিস্থিতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব উপস্থাপন করা হইয়াছে সেইগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্বাসযোগ্য অথবা অতি দক্ষতায় উদ্ভাবিত— এই দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পৌরাণিক শব্দপ্রকরণ ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন বিশ্বে ঐশ্বরিক বীরত্বব্যঞ্জক বংশভিত্তিক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হইত। উদাহরণস্বরূপ 'আফ্রিকা'-কে মনে করা হইত'রাজকন্যা লিবিয়া-র' এক পুত্র আফার-এর সন্তানগণের দেশ। "রাজকন্যাটি ছিল স্থানীয় অথবা গ্রীক দেবতা জুপিটার (Jupiter) অথবা নেপচুন (Neptune) অথবা ইপাফাস (Epaphus)- এর কন্যা" (d'Avezac, Afrique, পৃ. ৪)। অন্য বর্ণনামতে আফার ছিল লিবীয় হারকিউলিস-এর পুত্র অথবা ক্রনোস (Cronos) ও ফিলাইরার পুত্র অথবা আবরাহাম ও কাতূরার পুত্র অথবা আবরাহাম, লিবিয়ার প্রেরিত একটি অভিযানের নেতার পৌত্র ইত্যাদি (এই প্রসংগে উৎসের জন্য দ্র. Gsell, Hist. ancienne, ৭খ, ৪)।

'আরবরা নব অধিকৃত এই দেশে বহুল প্রচলিত এই সকল কিংবদন্তী সম্পর্কে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল না এবং এই বিষয়ে তাহারাও কল্পনার অভাব দেখায় নাই। তাহাদের গৃহীত ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে ছিল মূলত একদিকে যাহা দ্বারা তাহারা 'আরব জাতির অস্তিত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া হইত যে, এই জাতি পূর্বপুরুষ ছিলেন 'ইফরীকীস' (إفريقيس) Africus বা কখনও 'ইফরীকীশ। তাঁহার নাম অনুসারে ইফরীকিয়ানদের ও তাহাদের দেশের নাম প্রচলিত হয়। এই ব্যাখ্যাটি পরবর্তীকালে প্রায় সকল 'আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ বিভিন্নরূপে ব্যবহার করেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যা একটিমাত্র মতবাদের প্রতীক, যাহা হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কালবী [(মৃ. ২০৪ হইতে ২০৬/৮১৯-২১-এর মধ্যে) দ্র. আল-কালবী] কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়।

তবে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন , একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাকীহ ও মুহ'াদ্দিছ পরিবারের সদস্য ইব্‌ন 'আবদি'ল-হ'াকাম (১৮৭-২৫৭/৮০৩-৭১) 'ইফরীকিয়্যা' বিজয়ের ইতিহাসের প্রাচীনতম লিখিত উৎসের গ্রন্থকার হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত সুচিন্তিতভাবেই তাঁহার গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেন নাই। নির্ভরযোগ্য হাদীছ বেত্তাগণের মতে ইব্‌নু'ল কালবী বিশ্বাসযোগ্য

নহেন (য়াকূ'ত ১৯খ, ২৮৭-৮)। ইব্ন খালদূন তাঁহার সুপরিচিত সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে ইহা তাঁহার মুক'দ্দামা (১৬)-তে উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল তাঁহার পূর্বসূরিগণের রচনাকর্মে "অসত্য কাহিনীসমূহ" (আল-আখবারু'ল-ওয়াহিয়াঃ)-এর উদাহরণ হিসাবে। পরবর্তীকালে তিনি যখন ইহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন ('ইবার, ২খ ৯৫, ১০৮, ১৭০), তখন এই সম্পর্কে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই অথবা পরিষ্কারভাবে এই বিষয়ে তাঁহার বিতৃষ্ণা ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন (২খ, ১৭০)।

ঐতিহাসিকগণ অবশ্য সব সময়েই ইফরীকী'স (إفريقيس) বা ইফরীকী'শ (إفريقيش)-কে উপস্থাপন করিয়াছেন কিংবদন্তীর সহিত জড়িত একজন সম্পূর্ণ 'আরব বীররূপে। তাঁহার ইতিহাস সব সময়েই বিভিন্ন মাত্রায় বার্বারগণ (দ্র.)-এর অদ্যাবধি অস্পষ্ট উৎপত্তির সহিত জড়িত। তাহাদেরকে 'আরবগণ সাধারণভাবে কান'আনী অথবা হি'ময়ারী জাতির প্রাচ্য গোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত বংশ তালিকা অনুযায়ী ইফরীকীস-কে উল্লেখ করা হয় সুলায়মান (আ)-এর সমসাময়িক য়ামানের একজন শক্তিশালী রাজারূপে। কথিত আছে, তিনি মাগরিব জয় করিয়া এই স্থানকে নিজ নামে নামকরণ করেন এবং সেইখানে স্থায়ীভাবে কতিপয় দক্ষিণ 'আরবীয় গোত্রকে বসতি স্থাপন করান। আল্-বালাযু'রী (মৃ. আনু. ২৭৯/৮৯২) ইবনু'ল-কালবীর অনুকরণে তাঁহাকে ইফরীকীস ইব্ন কায়স ইব্ন স'য়ফী আল্-হি'ম্য়ারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খালদূনও এই একই বংশক্রম ব্যবহার করিয়াছেন। তবে অন্যান্য প্রচলিত বহু নামের সহিত তাঁহাকে কখনও কখনও ইফরীকীস আবরাহাঃ ইবনু'র-রা'ইশ নামেও বর্ণনা করা হইয়াছে (আল-মাস'উদী, মুরূজ নির্ঘণ্ট; আল-বাকরী, মাসালিক, পৃ. ২১; য়াকূত, ১খ, ২২৮)।

'আরব ঐতিহাসিকগণ পৌরাণিক দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য ইফরীকি'য়্যাকে নাম প্রদানকারী বীর একজন বাইবেলীয় চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। জোসেফাস বর্ণিত গ্রীসীয়-য়াহূদী কিংবদন্তী প্রতিধ্বনি-সংযুক্ত এই ব্যাখ্যার মতে (Tissot, Exploration, ১খ, ৩৮৯, টীকা ৫) এই বীর ছিলেন ইবরাহীম ও তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী কাতূরা (Keturah)- এর পুত্র ইফরীক (Ephric) (আল-বাকরী, মাসালিক, পৃ. ২১) অথবা অন্য এক ফারিক ইব্ন বায়সার ইব্ন হা'ম ইব্ন নূহ' (Noah)- এর পুত্র (য়াকূ'ত ১খ, ২২৮)। প্রায় একই প্রকারের বাইবেলীয় বংশপঞ্জীসমূহ প্রস্তাব করিয়াছেন ইব্ন আবী দীনার (মু'নিস, পৃ. ১৯)।

(২) ভাষাবিদ্যা অনুযায়ী **শব্দপ্রকরণসমূহ** : ইফরীকিয়া, শব্দের মধ্যে 'আরবী শব্দমূল ف-ر-ق (= পৃথক করা) রহিয়াছে। এই ধারণার ভিত্তি করিয়া বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন আল্-বীরূনী (মৃ. ৪৪২/১০৫০-এর পর, য়াকূ'ত কর্তৃক উদ্ধৃত ১খ, ২২৮), আয্-যাবীদী (TA, ৭খ, ৪৬) এবং ইব্ন আবী দীনার (মু'নিস, পৃ. ১৯)। তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইফরীকি'য়্যা নামকরণের কারণ হইতেছে, "ইহা মিসরকে মাগরিব হইতে পৃথক করিয়াছে" (فرقت بين مصر والمغرب)। লিও আফ্রিকানাস (অনু. Epaulard . পৃ. ৩)—এর মতে ইহার কারণ এই যে, ইহা ভূমধ্যসাগর দ্বারা য়ূরোপ ও আংশিকভাবে এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন।

কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিত ও অপর অল্প সংখ্যক আধুনিক পণ্ডিত ল্যাটিন, গ্রীক অথবা সামী মূল হইতে উৎপন্ন বেশ কিছু শব্দ-রূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। এইগুলি সমস্তই শব্দতত্ত্বের মাধ্যমে উদ্ভূত।

'আফ্রিকা' নামটি ল্যাটিন শব্দ 'aprica' (= উত্তপ্ত) হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। এই শব্দ-প্রকরণটির প্রস্তাবক Isidorus ("African quidam inde nominatam existimant, quasi apricam, quod sit aperta caelo vel soli et sine horrorefrigoris") এবং Servius [দ্র. Tissot, Exploration, ১খ, ২৮৯, টীকা ২; Gsell, Afrique, ৭খ, ৩, টীকা ৮) এবং ইব্ন আবী দীনারও ইহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন এবং ল্যাটিন শব্দটিকে একটি 'আরবী ধাতুর সহিত সংযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ইবনু'শ-শাব্বাত" বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করিয়া এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে, ইফরীকিয়্যাকে বলা হইত ইব্রীকি'য়্যা (إبريقية) (Aprica =) যাহার উৎপত্তি 'বারীক'' (بريق) (উজ্জ্বলতা) শব্দ হইতে কেননা ইহার আকাশ ছিল মেঘমুক্ত (মু'নিস, পৃ. ১৯) অথবা ইহার উৎপত্তি গ্রীক শব্দ a-phrike (= শৈত্যবঞ্চিত বা শৈত্যহীন) [দ্র. d'Avezac, Afrique, পৃ. ৪] অথবা সামী ধাতু ف-ر-ق হইতে।

M. d'Avezac (Afrique, পৃ. ৪-৫) প্রথমে উল্লেখ করেন, 'Africa' শব্দটি "মসলা সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল, তাল জাতীয় বৃক্ষের দেশ, ধুলিময় অঞ্চলবিশেষ, বিভক্ত দেশ, বারকাহদের দেশ" বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি যোগ করিয়াছেন, কিন্তু Suidas- এর অতি সরল বক্তব্য আফ্রিকা বস্তুতপক্ষে কার্থেজের প্রাচীন নামমাত্র—এর তুলনায় এই সমস্ত ধারণা ও তত্ত্ব অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং কার্থেজের ভাষাতেই কার্থেজের এই প্রাচীন নামের মূল শব্দ-প্রকরণ পাওয়া যায় যাহাতে Afryqah-কে বলা হইয়াছে একটি 'পৃথকীকৃত' জনবসতি এবং টায়ার অঞ্চলের উপনিবেশ বিশেষ, ইহা হইতে 'আরবগণ প্রথাগত প্রত্যয়সিদ্ধ করিয়া এই প্রাচীন 'Afryqah'-এর উপর নির্ভরশীল এলাকার নামকরণ করে 'Afryqah'।

M. G. de Slane কর্তৃক গৃহীত, কিন্তু Fournel, Tissot ও Gsell দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এই ব্যাখ্যাটি মূলত দুইটি সমস্যা জড়িত : (ক) প্রথমত ইহা চরম নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, প্রাচীনকালে কার্থেজের নাম ছিল 'Afryqah'। Suidas- এর বিচ্ছিন্ন প্রত্যায়ন (Carthago, quae Afryea et Byrsa dicta fuit) প্রকৃত পক্ষে এমন একজন মৃত গ্রন্থকারের (নবম-দশম শতাব্দী খৃ.) যাঁহাকে বহু গবেষক নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। সুতরাং ইহা চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য নয় (Fournel, Berbers, ১খ, ২৪, টীকা ২; Gsell, Afryque, ৭খ, ৩ টীকা ২)। (খ) উপরিউক্ত শব্দটির উৎস সম্পর্কে বর্তমান জটিলতা ছাড়াও Afer শব্দটি অথবা ইহার রূপান্তরসমূহ যেইগুলি সম্ভবত ল্যাটিন শব্দ নয়, কো কার্থেজবাসী সম্বন্ধীয় (Punic) শিলালিপিতে পাওয়া যায় নাই। এই পরিস্থিতি Gsell (Afrique, ৭খ, ৪)-এর সময় হইতে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, অন্যান্য বার্বার শব্দ হইতে উদ্ভূত শব্দ-প্রকরণসমূহ পরীক্ষা করা। এই সকল রূপান্তরের মধ্যে রহিয়াছে : 'ইফরি' (গুহা) হইতে অথবা 'ইফরান' (দ্র.) হইতে অথবা 'আওরিগা' (Awrigha) গোত্রের নাম হইতে।

শেষোক্ত শব্দ-প্রকরণটিও প্রথম প্রস্তাবনা Carette- এর। তিনি গ্রীকদের ব্যবহৃত 'লিবিয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন যাহা মূলত Lebou বা Luwata- দের অঞ্চলকে বুঝাইত। একই রকমের

যুক্তিতে তিনি 'আফ্রিকা' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন, "সাইরেন (Cyrene)-এর গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের নিকট লিবিয়া নামটি যাহা বুঝাইত, সম্ভবত এই নামটি কার্থেজের ফিনীসীয় উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের নিকটও তাহাই বুঝাইত... তাহাদের সহিত প্রথম সংস্পর্শে আসা জনগোষ্ঠীর নিকট হইতে ধার করা একটি নাম এবং যাহা ঐ দেশে ঐতিহ্যগতভাবে চালু ছিল। নামটি এমন কি ' লিবিয়া' হইতে প্রাচীনতর, কারণ কার্থেজীয়দের বসতি ছিল সাইরেনীয়দের তুলনায় প্রাচীনতর" (Rechcrches. পৃ. ৩০৯-১০)।

"আফ্রিকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও" তাঁহার মতে "ইহা সম্ভবপর" বলার পর, তিনি বেশ কিছু অতি সূক্ষ্ম প্রমাণের মাধ্যমে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করিয়াছেন যে, আওরিগাগণ নিশ্চয়ই অতি প্রাচীনকালে কার্থেজ অধিকৃত অঞ্চলে বাস করিত। এই কার্থেজীয়দের শাসনকালে "কেবল একটি উপদল Haouara ছায়া এই Aourir'a (= Awrigha) গোত্র সম্ভবত নিশ্চিহ্ন বা ছত্রভংগ হইয়া যায় ... " (Recherches, পৃ. ৩১১)।

এই ব্যাখ্যাটি Vivien de Saint-Martm ও Tissot গ্রহণ করেন এবং আওরিগাকে 'আরব ভৌগোলিকগণের 'আফারিকা এবং কোরিপ্পাস (Corippus)- এই ইফুরেসেস (Ifuraces)- এর সহিত অভিন্ন বলিয়া গণ্য করেন। বর্তমানে আমরা এইরূপ অভিন্নতার মত পোষণের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে অবহিত আছি। উপরন্তু Carette-এর ব্যাখ্যাসমূহ অত্যন্ত দুর্বল অনুমানসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুনির্দিষ্ট তথ্যের অবর্তমানে এবং যদি কেহ স্বীকার না করেন যে, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (Fournel ও Gsell-এর ন্যায় বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়া), তবে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ অনুমান হইতেছে যে, আফ্রিকা (= ইফরীকি'য়্যাঃ) শব্দটি সামী ধাতু ف-ر-ق হইতে উদ্ভূত। যেহেতু রোমকদের নিজ ভাষায় শব্দটি অবর্তমান এবং গ্রীকদের নিকট হইতেও তাহারা এই শব্দটি গ্রহণ করে নাই (গ্রীকরা ইফরীকি'য়্যাকে বলিত 'লিবিয়া'), তাহারা ইহা কেবল তাহাদের পূর্বসূরি কার্থেজীয়দের নিকট হইতে পাইতে পারে। কার্থেজীয়দের নিকট হইতে যুদ্ধের বদৌলতে তাহারা এই অঞ্চলটি লাভ করে। 'আফ্রিকা ভূখণ্ড' বা 'Provincia Africa' ('আরবদের নিকট ইফরীকিয়্যাঃ) প্রথমত রোমকগণ কার্থেজীয়দের নিকট হইতে বিজয়ের মাধ্যমে যে অঞ্চলটি অধিকার করিয়াছিল সেই অঞ্চলটিকেই বুঝায়। একমাত্র এই তথ্যটিই অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

'আরবী লিপিতে সব কয়টি স্বরবর্ণের নির্দেশ না থাকায় ইফরীকিয়্যাঃ শব্দটির বানান সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চয়তা বর্তমান। কিছু কিছু অভিধান সংকলক শব্দটির উচ্চারণ-রীতি ও ইহার পঠন সংকেত সম্পর্কে কোনরূপ নির্দেশনা ব্যতীতই শব্দটির অনুলিপি করিয়াছেন (কামূস, ৩খ, ২৭৫; সিহাহ, ৪খ., ১৫৪৩)। ইব্‌ন দুরায়দ (মৃ. ৩২১/৯৩৩)-এ শব্দটিকে স্বরচিহ্নযুক্ত করা হইয়াছে—ইফরীকি'য়্যাঃ (জামহারাঃ, ১খ, ১২৬)। তবে পদ্ধতিটি গ্রন্থকারের না সম্পাদকের, সেই বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। ইব্‌ন মানজূর (লিসান, ১০খ, ৩০৭)–এর মতে ইহার পঠনরূপ হইবে ইফরীকি'য়্যাঃ (মুখাফফাফাতু'ল-য়া' الياء مخففة) ও আয্-যুবায়দী (তাজ, ৭খ, ৪৬) একই বানান রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্থির করেন যে, ইহার পঠন রীতি হইবে (বি'ল-কাসর......ওয়া-হিয়া মুখাফফাফাঃ بالكسر .....وهى مخففة)। এই দুই গ্রন্থকার আরও বলেন যে, 'ইফরীকি'য়্যার বহুবচন রূপ 'আফারীক' (أفاريق) এবং এই প্রসংগে আল্-আহওয়াস-এর দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন (তবে ইহা চূড়ান্ত কোন প্রমাণ নয়)। ইব্‌ন আবী দীনার-এ শব্দটি কখনও ইফরীকি'য়্যা (উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থের শিরোনামে), আবার কখনও ইফরীকি'য়্যাঃরূপে লিখিত হইয়াছে (মু'নিস, পৃ. ১৯)।

বর্তমানে প্রধানত নিম্নলিখিতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঃ ইফরীকি'য়া ব্যবহৃত হয় আফ্রিকা মহাদেশকে নির্দেশ করিতে এবং মধ্যযুগীয় 'আরব-মুসলিম এই একই নামের অঞ্চলকে নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হয় ইফরীকি'য়াঃ।

ইফরীকি'য়্যাঃ-র আঞ্চলিক সীমা ঃ অঞ্চলটির সীমানা অত্যন্ত অনিশ্চিত, বিভিন্ন 'আরব মুসলিম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ প্রদত্ত বিস্তৃত বর্ণনা সব সময়ে এক প্রকার নয় এবং ইহা পরিষ্কার যে, ইফ্‌রীকি'য়্যাঃ-র সঠিক সীমানা সম্পর্কে কখনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

সাধারণভাবে বিজয় সম্বন্ধে প্রথম 'আরব ঐতিহাসিকগণ ইফ্‌রীকি'য়্যাঃ-কে গর্ভনর (exarch) গ্রেগরীর কর্তৃত্বাধীন রাজ্যের সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, যাঁহার কর্তৃত্ব ত্রিপোলী হইতে তাঞ্জিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে করা হয় [(ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাকাম (মৃ. ২৫৭/৮৭১), ফুতূহ, পৃ. ৪২-৩; আল-বালাযু'রী (মৃ. আনু. ২৭৯/৮৯২), ফুতুহ'., ১খ, ২৭৬]। কিন্তু স্বয়ং আল-বালাযু'রীই ইহার এক পৃষ্ঠা পূর্বেই বলিয়াছেন ঃ 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা) এক পত্রে হযরত 'উমার (রা)-কে লিখেন ঃ আমরা ত্রিপোলী পৌঁছিয়াছি। ইহা ইফরীকি'য়্যাঃ হইতে পদব্রজে ৯ দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। আল-বাকরী (মাসালিক, পৃ. ২১)-এর তথ্য উৎস আল-ওয়াররাক (৪র্থ/১০ম শতাব্দী) মনে করেন, "দৈর্ঘ্যে ইফরীকি'য়্যার সীমান্ত পূর্বে বারকাঃ হইতে পশ্চিম দিকে মাউরিতানিয়া নামে পরিচিত সবুজ তাঞ্জিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্থে ইহার সীমান্ত সমুদ্র হইতে কৃষ্ণ মানুষের দেশ (আস-সূদান)-এর প্রারম্ভসূচক বালুকাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত" (আরো দ্র. য়াকূ'ত, ১খ, ২২৮; আল্- হি'ময়ারী, রাওদ, কলাম ৭৫; ইব্‌ন আবী দীনার, মু'নিস, পৃ. ২০)। সুতরাং ইহা পরিষ্কার যে, এই সকল গ্রন্থকারই ইফরীকি'য়্যাঃ বলিতে সমগ্র মাগরিব অঞ্চলকে বুঝাইয়াছেন। এই ধারণাই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে অন্যান্য গ্রন্থকার দ্বারা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।

ভৌগোলিক ইব্‌ন খুররাদাযবিহ (মৃ. আনু. ২৭২/৮৮৫) বসতিপূর্ণ বিশ্বকে চারভাগে ভাগ করিয়া আফ্রিকা মহাদেশকে বর্ণনা করার জন্য গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি ইহাকে লূবয়া (لوبيا) [লিবিয়া] নামে অভিহিত করিয়া এই অঞ্চলের মধ্যে মিসর, আবিসিনিয়া, বার্বার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (মাসালিক, পৃ. ২৪-৫)। ইফরীকি'য়্যাঃ শব্দটি তিনি আগ'লাবী রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়াছেন এবং এই অঞ্চলের প্রধান শহরসমূহের তালিকা প্রদান করিয়াছেন (মাসালিক, পৃ. ৬-৭)। মূল ইফ্‌রীকি'য়্যাকে তৎকালীন আগ'লাবী রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এই প্রবণতা অন্য প্রায় সকল ভৌগোলিকের মধ্যেই দেখা যায় [ইব্‌নু'ল-ফাকীহ (মৃ. অনু. ২৯০/৯০৩), বুলদান, পৃ. আল-ইসত'াখরী (মৃ. আনু. ৩৫০/৯৬১), মাসালিক, পৃ. ৩৩; য়াকূ'ত (মৃ. ৬২৬/১২২৯), ১খ, ২২৮; মাররাকুশী (মৃ. আনু. ৬৪৭/১২৪৯), মুজিব, পৃ. ২৭৩, ৪৩৩-৪২)]। এই রাজ্যটি বৃগি (Bougie)- এর পূর্ব হইতে বারকার অল্প কয়েক পারাসাং পর্যন্ত ছিল (আল-য়া'কূ'বী, বুলদান, পৃ.২১৫)।

সাহনূন (মৃ. ২৪০/৮৫৫) অবশ্য মনে করেন, "ইফরীকি'য়্যার সীমান্ত ত্রিপলী হইতে তোবনা (Tobna) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল" (আদ-দাউদীর

রচনায়, আমওয়াল, Mcl. Levi-Provencal- এ ২খ, ৪০৯)। আল-মুকাদ্দাসী (মৃ. আনু. ৩৭৫/৯৮৫) মনে করেন "মিসর হইতে আমগমনকালে প্রথম জিলাটি (كورة) হইতেছে বারকা জিলা; ইহার পর হইতেছে ইফ্রীকি'য়্যাঃ তাহারত, সিজিল্‌মাসা ঃ এবং ফাস জিলাসমূহ তাহার পর সূসূল-আকসা" (আহ'সানুত-তাকাসী'ম, পৃ. ৪-৫)। তিনি ইফ্রীকি'য়্যার শহর সমূহের মধ্যে জাযীরাত বানী যাগনায়া ঃ (আলজিয়ার্স) মাত্তীজাঃ(মিত্তিজাঃ) এবং আশীর-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ এমন সকল অঞ্চল যাহার উপর আগ'লাবীদের কখনও আধিপত্য ছিল না। শেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, য়াকূ'ত কাহারও কাহারও মতে ইহার পশ্চিমে সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন বুগিতে অথবা মিলিয়ানা-তে। অপর দিকে ইব্‌ন আবী দীনার-এর বক্তব্য মতে তাঁহার যুগে (১১শ/১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে) ইফরীকি'য়্যাঃ শব্দটি বিজা পর্যন্ত বিস্তৃত মেজের্দা সমভূমি ব্যতীত কদাচিৎ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইত (মু'নিস, পৃ. ২০)। এই ধরনের ব্যবহার অদ্যাবধি তিউনিসিয়ার বেদুঈনদের ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নাই।

সংক্ষেপে বলা চলে, কখনও কখনও ইফ্রীকি'য়্যাকে সম্পূর্ণ মাগরিব-এর সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে এবং কখনও কখনও ইহাকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে একটি পৃথক ভৌগোলিক সত্তারূপে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভৌগোলিক ইফরীকি'য়্যাঃ প্রধানত প্রাচীন (নুমিডিয়া) প্রকন্‌সুলারিস ও বায়যাসেনাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত ছিল। পরবর্তীকালে ইহার সহিত ত্রিপোলিতানিয়া, অরেসদের নুমিডিয়া (The Numidia of the Aures) ও এমন কি সিতিফীয় নুমিডিয়ার একটি অংশ সংযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে এই ভৌগোলিক ধারণার উপর একটি প্রশাসনিক ধারণা প্রতিস্থাপিত হয়। ইহার ফলে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ইফরীকি'য়্যাঃ ক্রমশ তালগোল পাকাইয়া যায়। ইতিহাসের শাসিত অঞ্চলের সহিত ইহা কখনও বিস্তার লাভ করিয়াছে; আবার কখনও সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইহাই হইল এই শব্দটির প্রায়শ এমনই অনিশ্চিত ব্যবহারের ব্যাখ্যা এবং কেবল সময় ও প্রসংগের সম্পর্কেই ইহার কথা সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আরব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকবৃন্দ ঃ (১) ইব্‌ন 'আবিদ'ল-হ'াকাম, ফুতূহ', সম্পা. ও আংশিক অনু. A Gateau, আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৩৪-৫, ৪০-২; (২) য়া'কূ'বী, অনু. wiet, পৃ. ২১৫; (৩) ত'াবারী তা'রীখ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ৭খ, ২৫৪; (৪) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ মাসালিক, সম্পা. ও আংশিক অনু, হাজসাদোক, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৬-৭, ২৪-৫; (৫) ইব্‌নু'ল- ফাকীহ, বুলদান, সম্পা. ও আংশিক অনু. হাজসাদোক, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০-১, ৩৮-৯; (৬) বালাযু'রী, ফুতূহ', সম্পা. মুনাজ্জিদ, কায়রো ১৯৫৬ খৃ. ১খ, ২৬৬-৭৫; (৭) মাস'ঊদী, মুরূজ, সম্পা. ও অনু, Pellat, ১০০২, ১০২৭, ১০৮৬; (৮) দাঊদী, আমওয়াল, সম্পা. ও আংশিক অনু. H. H. Abdul-Wahab ও F. Dachraoui, Etudes d'Orientantalisme dediees a la memoire de Levi-Provencal-এ প্যারিস ১৯৬২ খৃ,. ২খ, ৪০৯, ৪২৮; (৯) মুক'াদ্দাসী, আহ'সানু'ত-তাকাসীম, সম্পা ও আংশিক অনু. Ch. Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৪-৫, ১২-১৩; (১০) ইসত'াখরী, মাসালিক, সম্পা. হ'ায়নী ও গি'রবাল, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৩৩; (১১) ইব্‌ন হায়ম, জাম্হারাঃ, সম্পা, E. Levi Provencal, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৪১০-১১; (১২) বাকরী, মাসালিক, সম্পা. অনু. M. G. de Slane, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২১; (১৩) য়াকূ'ত, বুলদান, বৈরূত ১৯৫৫ খৃ., ১খ, ২২৮-৩১; (১৪) মাররাকুশী, মু'জিব, সম্পা. মুহাম্মাদ সা'ঈদ আল-'উরয়ান, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৭৩, ৪৩৩-৪২; (১৫) আবু'ল-ফিদা', তা'রীখ, ১খ, ১০২; (১৬) ইব্‌নু'ল- মুন'ইম আল-হি'ময়ারী, রাওদ পাণ্ডু. Institut 'Etudes, Islamiques, প্যারিস পত্র ৭৫; (১৭) ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ, ... ১খ, ১৬-১৭, ২খ, ৯৫-৬, ১০৮-৯, ১৭০-১; (১৮) Leo Africanus, Description del 'Afrique, অনু. A. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ১খ., ৩-৪; (১৯) ইব্‌ন আবী দীনার, মু'নিস, সম্পা. ম. শাম্মাম, তিউনিস ১৯৬৭ খৃ., ১৯-২১।

আধুনিক গবেষণা (এই সমস্ত গবেষণার কম বেশী বিস্তারিতভাবে 'আরবী উৎসসমূহ ছাড়া এবং গ্রীক ও ল্যাটিন উৎসসমূহ হইতেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়) ঃ (২০) M. d' Avezac Afrique, esquisse generale de l'Afrique et Afrique ancienne, প্যারিস ১৮৪৪ খৃ., পৃ. ৪-৫; (২১) E. Carett, Recherches sur l'origineet les migrartions des principales tribus de l'Afrique septentrionale, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ, পৃ. ৩০৬-১২; (২২) M. G. de Slane, Histoire des Berberes, আলজিয়ার্স ১৮৫৬ খৃ., ৪খ, ৫৬৪-৫, ৫৭১-২; (২৩) M. Vivien de saint-martin, Le Nord del Afique,....., প্যারিস ১৮৬৩ খৃ,......, পৃ. ১৪৯-৫২; (২৪) H. Fournel, Les Berbers, প্যারিস ১৮৭৫-৮১ ১খ., ২৩-৩২; (২৫) Ch Tissot, Exploration Scientifique de la Tunisie, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ, ১খ, ৩৮৮-৯১, (২৬) S. Gsell, Hisstoire ancienne de l'Afique du Nord, প্যারিস ১৯৩০ খৃ., ৭খ, ১-৮ (এই প্রশ্নে স্পষ্টতম ব্যাখ্যা); (২৭) E. F. Gautier, Le passe de l'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১২৫-৬; (২৮) M. Talbi, L'Emirat Aghlabide, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১২২-৯; (২৯) H. Djait, La Wilaya d Ifriqiya au IIe/VIIIe Siecle SI-এ ২৭ (১৯৬৭ খৃ.) পৃ. ৮৮-৯৪; আরও দ্র. আলজিরিয়া, বারবার, লিবিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া।

M. Talbi (E.I.[2]) মোঃ আবদুল বাসেত

'ইফরীত (عفريت) ঃ কখনো (نفريت) নিফরীত (দুষ্ট কিংবা নীতিহীন অর্থজ্ঞাপক)-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইতে দেখা যায়। ইহা শক্তি, ধূর্ততা ও অবাধ্যতা অর্থজ্ঞাপক একটি উপাধি। যদিও 'আরবী শব্দ-প্রকরণ বহির্ভূত, তথাপিও শব্দটি 'আরবী মূল ধাতু বলিয়াই মনে হয়। অভিধান লেখকগণের মতে ইহার মূল শব্দ ঃ عفر 'আফ্রাঃ হইতে গৃহীত, যাহার অর্থ কাহাকেও ধূলায় ধূসরিত করা। এই কারণেই ইহা অবনমিত করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শব্দটি হিজরাত-পূর্বকালের 'আরবী কবিতায় কদাচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। পবিত্র কু'রআনে ইহা মাত্র এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত সুলায়মান (আ) যখন সাবার রাণীর সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন 'ইফরীত নামক একটি জিন্ন বলিল, (قال عفريت من الجن), "আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব" (২৭ ঃ ৩৯)। সকল প্রকার প্রমাণাদি, বিশেষত ঐ সূরার চল্লিশতম আয়াতের প্রারম্ভ এই ধারণা সুদৃঢ় করে যে, এই স্থানে 'ইফরীত

উপাধি দ্বারা বিশেষ কোন জিন্ন সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয় নাই। এই মর্মে আবূ হুরায়রাঃ (রা) হযরত নবী কারীম (স) হইতে একটি হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন, "ইফরীত জিন্নদেরই অন্তর্ভুক্ত" (সাহীহ মুসলিম, কায়রো ১৩৩৪ হি. ২খ, ৭২: তু. আদ-দামীরী, হায়াওয়ান, কায়রো ১৩১৯ হি., ১খ, ১৭৩)।

কুরআন শারীফে শব্দটির ব্যবহারের পর হইতেই ইহা স্বকীয় সত্তামূলক একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা ভৌতিক, অতিপ্রাকৃতিক, ভয়াবহ ও ধূর্ত শক্তির অধিকারী একটি অদৃশ্য শ্রেণীকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। যাহাই হউক, 'জিন্ন' শব্দটির অর্থের অনিশ্চয়তার দরুন 'ইফরীত-এর সঠিক অর্থ নির্ণয় করা একটি দুরূহ ব্যাপারই বটে! কারণ অদৃশ্য ও দৃষ্টির আড়ালের সকল কিছুকে বুঝানোর জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেই কারণে ইহা ভূত, প্রেতাত্মা, দৈত্য, পিশাচ সব কিছুকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহা مارد (মারিদ)-এর মতই একটি বহুত্ববোধক শব্দ। এই শব্দটিও কুরআনে মাত্র এক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় (৩৭ ঃ ৭)। ইহাও শয়তানের বিশেষণ, চরম বিদ্রোহী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (কুরআন, ৪ ঃ ১১৭, ২২ ঃ ৩)। তবে এই ক্ষেত্রে ধারণা অনেকটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে যে, মারিদ নীচ জাতের কাল্পনিক প্রাণীর একটি। এতদসত্ত্বেও 'ইফরীত শ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করাও আর একটি জটিল ব্যাপার। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণ অবশ্যই এতদুভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। অধিকাংশ তাফসীরকার উভয় শ্রেণীকে মূলত একই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; তবে মারিদকে অধিকতর বিদ্রোহদুষ্ট দানব হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই ক্ষেত্রে আল-জাহিজ অত্যন্ত মূল্যবান ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে শয়তান হইল স্বধর্মত্যাগী জিন্ন, যাহারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করিয়া অনেক অপকর্মের জন্ম দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি কঠোর দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তাহারা ভারী বোঝা বহন করে এবং উর্ধ্বাকাশের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে (কুরআন, ৩৭ ঃ ৬-১০, ৭২ ঃ ৮-৯) আর উহারাই হইল মারিদ যাহারা 'ইফরীতের তুলনায়ও অধিক শক্তিশালী (হায়াওয়ান, কায়রো, ১৩৫৬ হি, ১খ., ২৯১)।

প্রকৃতপক্ষে এই জঘন্য শ্রেণীদ্বয়ের পার্থক্য গুণগত নয়। আলৌকিক ও বিস্ময়কর কাজ সম্পাদনের পার্থক্যই ইহাদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলে। জাহিজ-এর এই সাধারণ ধারণার সাথে জনপ্রিয় কাহিনীগুলির বেশ মিল আছে। কিন্তু ঔপন্যাসিকগণ অনেক ক্ষেত্রে 'ইফরীত অপেক্ষা মারিদকে অধিকতর শক্তিশালী হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এমন কি চল্লিশ গুণ বেশী শক্তিশালী বলিয়াও কোন কোন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (Sayf b. Dhi Yazan, Cairo n. d. iii, 155)। প্রত্যেক মারিদ-এর আদেশাধীন রহিয়াছে এক হাজার সহকারী বা 'আওন; প্রত্যেক সহকারীর অধীনে রহিয়াছে এক হাজার শয়তান এবং প্রত্যেক শয়তানের অধীনে রহিয়াছে এক হাজার জিন্ন (এক হাজার এক রাত্রি, নং ৯৯৫); তথাপিও এইরূপ প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায় না। এমন হওয়াও সম্ভব যে, 'ইফরীত দূর হইতে উহার প্রতিপক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে (Sayf, ii, 131, 286)। গল্পকারগণ এমন দুরূহ মন্তব্যও সংযোজন করিয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়কর। তাহারা বলিয়াছেন, জিন্ন ও 'ইফরীত একই ক্ষমতাসম্পন্ন, বরং বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ধারণের ক্ষেত্রে জিন্নরা 'ইফরীতদেরও অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু 'ইফরীতরা কোন আকৃতি ধারণ করিতে পারে না (Sayf, iii, 155)। যাহাই হউক, "এক হাজার এক রাত্রি" উপন্যাসে 'ইফরীতকে মানুষের নিকট বিভিন্ন আকৃতি ধারণপূর্বক আসিতে দেখা গিয়াছে (রাত্রি নং ১৪ ও ২২)। মারিদ-এর ক্ষেত্রেও একই সত্য প্রতিভাত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারা স্বীয় আকৃতিকে অবলুপ্ত করিয়া পক্ষী, সর্প, নারী ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই দুই ধরনের অশরীরী জিন্নদের মধ্যকার সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার। উপরন্তু গল্পকারদের পক্ষেও 'ইফরীত ও মারিদ নাম দুইটির উলট-পালট করিয়া ফেলাও অস্বাভাবিক নয় (রাত্রি নং ৩, ৪, ৬৭২, ৬৭৪, Sayf, i, ৪৫, ৪৯, ৯৭, ১২৭)। ফলে উপসংহার এই দাঁড়ায় যে, আসলে উভয়ই সমার্থবোধক শব্দ। প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা সকলে একই উপাদানে গঠিত। সুতরাং একই শব্দ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা সম্ভব। জনপ্রিয় কাব্যে 'ইফরীত মারিদ-এর মতই প্রকাণ্ড আকৃতিবিশিষ্ট জিন্ন (রাত্রি নং ১ Sayf, i, 47)। আর ইহা মূল ধোঁয়া দ্বারা গঠিত (রাত্রি নং ৩ Sayf, ii, ২), যাহার ফলে ইহা সঙ্কুচিত হইতে পারে, এমন কি একটি কলসীতে প্রবেশ করিতে পারে (রাত্রি নং ৩)। যখন উহা আহত হয় তখন উহার ক্ষতস্থান হইতে ধূম্র উদগীরিত হয় (Sayf, i, 50, 97), অথচ কুরআনে রহিয়াছে যে, জিন্ন "নির্ধূম আগুন" দ্বারা সৃষ্ট (৫৫ ঃ ১৫)। ইহার দুইটি পাখা আছে, উড়িবার সময় সে উহা বিস্তার করে (রাত্রি নং ১৭১, Sayf, i, 50)। ইহা জনমানবহীন ধ্বংসাবশেষ অধ্যুষিত করে এবং মাটির নীচে বসবাস করে (রাত্রি নং ৬ ও ১৮৪, ৯৯১ Sayf, i, 47)। ইহাই হইল উহার স্বাভাবিক বাসস্থান। ইহাদের এত সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের পক্ষে ইহাদেরকে বশীভূত করা কিংবা দাসে পরিণত করা সম্ভব। সুতীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্রের আঘাত উহাদের গায়ে লাগে না (Sayf, ii, 287)। মন্ত্রাদি দ্বারা বশীভূত করা ব্যতীত ইহাদেরকে আহত বা নিহত করা সম্ভব নয় (Sayf, ii, 287)। নৈতিকতার দিক হইতে 'ইফরীতরা মূলত খারাপ নয়। স্ত্রী কর্তৃক সন্ত্রস্ত হতভাগ্য একজন স্বামীর প্রতি জনৈক 'ইফরীত দয়া প্রদর্শন করিয়াছিল (রাত্রি সংখ্যা ৯৯১)। একইভাবে জনৈক যুবতীকে বিকট কুঁজোবিশিষ্ট একটি দুষ্ট প্রকৃতির লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলে একটি 'ইফরীত ঐ যুবতীটিকে সাহায্যে করে এবং দুষ্ট লোকটির কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করে (রাত্রি নং ২১ ও ২২)।

সে যাহাই হউক, ধর্মত্যাগী এই প্রজাতির মধ্যে নিকৃষ্ট গুণাবলী প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। উহারা মানুষের কন্যা সন্তানদেরকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় (Sayf, i, 96) এবং উহারা না করিতে পারে এমন কোন দুষ্কর্ম নাই। যাদুকরগণ ইহাদের মধ্যে হইতে অধস্তন সহকারী বাছিয়া লইয়া বশীভূত করে। তবে ইহাদের মধ্যে বিশ্বাসী (ঈমানদার) 'ইফরীতও আছে যাহারা ভাল কাজ করে এবং আল্লাহর আদেশ মানিয়া চলে।

অন্য সকল জিন্নদের মতই 'ইফরীতরাও পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইভাগে বিভক্ত। কিন্তু 'ইফরীতাকে(রাত্রি নং ২ ও ২২) কখনও কখনও পুরুষ শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ-শাদী হইয়া থাকে। তবে তাহাদের পক্ষে মানুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও সম্ভব (রাত্রি নং ২ ও ৬৫৯)। তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনেকটা 'আরবদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি। তাহারা গোত্র ও বংশে বিভক্ত এবং বাদশাহ দ্বারা শাসিত। বাদশাহ প্রয়োজনে যুদ্ধও করেন। তাহাদের মর্যাদাবোধ 'আরব বেদুঈনদের মতই। তাহারা বাদশাহের আদেশ পালন করিয়া থাকে, বিশেষত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে রাজার আদেশ তাহারা নত শিরে পালন করিয়া থাকে (Sayf, ii, 160, 167)।

'ইফরীত শব্দের ব্যবহার মানুষের ক্ষেত্রে, এমন কি পশুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা তখন মানুষ কিংবা পশুর ধূর্ততা, উদ্ভাবনী শক্তি ও দৈহিক শক্তির প্রকাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় (আল-কামূস, আল-মুহীত ও লিসানু'ল-'আরাব, art, Afara) সমসাময়িক ইসলামে ইহা শক্তিশালী ও ভয়ানক দৈত্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। মিসরে এই সাধারণ অর্থের সঙ্গে মারিদ-এর অধিকতর আধিপত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হইত (Lane, Manners and customs of the Modern Egyptians, London 1895, 232, a. amin, Qamus al-adat, Cairo 1953, 355)।

মৃত ব্যক্তির প্রেত অথবা আত্মা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয় (Lane, ibid, 236)। সিরিয়ার আঞ্চলিক 'আরবী ভাষায় ইহার অর্থ অশরীরী জিন্ন এবং মানুষের ক্ষেত্রেও সমভাবে উহার প্রয়োগ করা হয়—যখন ঐ লোকটির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জী পাঠ করিয়া জিন্ন সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে ঃ (১) শিবলী, আহ্‌কামু'ল-মারজান ফী আহ্‌কামি'ল-জান্ন; (২) ক'য্‌বীনী, 'আজাইবু'ল-মাখলূকাত; (৩) N.T. Nima আল-জিন্‌ন ফি'ল-আদাবিল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৬১ খৃ.; (৪) J. Henninger, Geisterglaube bei den vorislamischen Arabern, in Studia Instituti anthropos, xviii (1963)। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, Wensinck জিন্ন শব্দের ল্যাটিন ধাতুরূপ প্রকরণ হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করিয়া দিয়া Wellhausen- এর সহিত একমত হইয়াছেন যে, শব্দটি 'আরবী মূল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে (The etymology of the Arabic djinn, 506, in Verslagen en Mededeelingen der Koniklijke Akademie van Wetenschappen 5e reeks, Deel IV, Amsterdam 1920); (৫) J. Chelhod-এর Les Structures du sacrechez les Arabes, Paris 1965, 70- এর আলোচনা দেখুন।

J. Chelhod (E.I.[2])/ আবদুল ওয়াদুদ

ইফরুক লুস (দ্র. বুরুক্‌লুস)

ইফলাক (দ্র. আফলাক)

আল-ইফলীলী (দ্র. ইব্‌নু'ল-ইফলীলী)

আল্-'ইফার (العفار) ঃ (কখনও কখনও পাশ্চাত্য উৎসে 'আফার হিসাবে দেখান হইয়াছে), পূর্ব 'আরবের ওমানের একটি ক্ষুদ্র গোত্র। ইহার নিস্‌বা হইল 'ইফারী। এই গোত্রের লোকগুলি বেদুঈন এবং তাহারা সায়হ্‌ অথবা আর রুব'উ'ল-খালীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বৃক্ষহীন পূর্ব প্রান্তরে গমনাগমন করিত। এই অঞ্চলের একটি বিশেষ চিহ্নিত স্থান হইল কারাতু'ল-কিব্‌রীত (গন্ধক পাহাড়)। পাহাড়টির পশ্চিম দিকে ওয়াদি'ল-'উমায়রী অবস্থিত। ইহা যেই কয়েকটি উপত্যকা উম্মুস্-সামীম (দ্র.)-এর চোরাবালি পর্যন্ত গিয়াছে, তাহাদের একটি। আল-'ইফার-এর উত্তরদিকে আদ্‌দুরু (দ্র.) গোত্রের বাস, আর পূর্বদিকে আল-জানাবা (দ্র.) গোত্রের কতিপয় শাখার এবং আল-ওয়াহীবা (দ্র.) ও আল হি'কমান গোত্রের বাস। আল-জানাবা গোত্রের অন্য শাখাগুলি এবং আল-হারাসীস (দ্র.) গোত্র আল্-'ইফার-এর দক্ষিণদিকের সীমানার অপর পারে অবস্থিত।

আল-'ইফার গোত্রের ঐতিহ্য অনুসারে গোত্রীয় পূর্ব-কুলমাতা ছিলেন আমির এবং কাছ্‌ীর-এর ভগ্নী 'আফ্‌রা ('আরবে শব্দটি এখনও ধূসর বর্ণের উষ্ট্রীকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়)। 'আফরার কোন স্বামী ছিল না এবং তিনি 'আফুর (অর্থ বালি-দেবতা, নিঃসন্দেহে 'ইফরীত-এর প্রতিধ্বনিসম্পন্ন) কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। 'আমির তাহার এই বেয়াড়া ভগ্নীকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু কাছ্‌ীর তাহাকে বাঁচাইবার জন্য হস্তক্ষেপ করে। 'আফরা এক পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং তাহার নাম রাখা হয় 'ইফার। এই লোক কাহিনীটি আল-'ইফার-এর সহিত আল-'আওয়ামির (দ্র.) এবং বায়ত কাছীর গোত্রদ্বয়ের রক্ত সম্পর্কের প্রতি ইংগিত করিতেছে। শেষোক্ত গোত্রটি আল্-'ইফার পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জুফার (দ্র.) অঞ্চলের পশ্চাৎভূমি অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী গোত্র। আল-'ইফার গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিম জুফার-এর হাবারুত হইতে আসিয়াছে।

আল্-'ইফার গোত্রের তিনটি প্রধান শাখা হইল বায়ত হ'ামুদা, আল্-মাযানিওয়া (উচ্চারিত মাযানওয়া, একবচনে মুযায়নিবী) ও আল-মাহাকি'কা (উচ্চারিত মাহ'াগগা, একবচনে মুহ'ায়কি'কী)। এই গোত্রের লোকগণ ওমানের হিমাবী (দক্ষিণাঞ্চলীয় 'আরব)। দলের অন্তর্গত, কিন্তু তাহারা যে কোন লোককে তাহাদের সহিত সহযাত্রী হিসাবে লইয়া গ'াফিরী (উত্তরাঞ্চলীয়' আরব) অঞ্চলে বিনা বাধায় ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। আল-'ইফার গোত্রের লোকগণ, তাহাদের আল্-জানাবা ও আল-হারাসীস প্রতিবেশিগণের মত নিজেদেরকে সুন্নী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রতাপশালী প্রতিবেশী, যেমন আল্-ওয়াহীবা ও আদ্-দুরু, 'ইবাদী অথবা প্রধানত 'ইবাদী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-'ইফার গোত্রের লোকদের সহিত সাক্ষাৎকার, তৎসহ সংযোজিত হইয়াছে A handbook of Arabia নামক পুস্তকের Admiralty নামক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখসমূহ, লন্ডন ১৯১৬-৭ খৃ.; (২) G. Rentz, etc., Oman and the southern shore of the Persian Gulf, কায়রো, ১৯৫২ খৃ.; (৩) W. Thesiger, Arabian sands, লন্ডন ১৯৫৯।

G. Rentz (E.I.[2])/আ. র. মামুন

ইফোগাস (Ifoghas افوغس) ঃ ইহা তুয়ারেগ (Touareg) গোত্রগুলির প্রায় ১৭,০০০ লোকের একটি সংঘ। ইহারা মালি প্রজাতন্ত্রের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ১৭° ২১° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে দক্ষিণ সাহারায় বাস করে। ইহারা আদ্‌রার (দ্র.)-এর অনুচ্চ পাহাড়গুলির উপর বসবাস করে, বিশেষ করিয়া ইহার উপত্যকাগুলিতে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ উপত্যকা ও নিম্নভূমিসমূহে। আদ্‌রার স্ফটিক ও গ্রানাইট পাথরের নিবিড় পর্বত স্তূপ। ইহা উচ্চতায় ১,০০০ মিটারেরও কম। ইহা পশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে ছোট ছোট বেলে পাথরের মালভূমি। ওয়াদী (উপত্যকা)-গুলি প্রায় প্রতি গ্রীষ্ম মৌসুমে বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হয় (কিদালের কাছে ১৩৬ মি. মি.) এবং কখনও কখনও পশ্চিমে তিলেমসিতে যুক্ত হয়। উপত্যকাগুলি ও নিম্নভূমিগুলি সবুজ গাছ-গাছড়ায় মোটামুটিভাবে ভরা থাকে (বাবলা, ঝাউগাছ ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃক্ষ)। পানি বেশ অগভীর এবং চারণভূমিগুলি তুলনামূলকভাবে বেশ তৃণসমৃদ্ধ।

অঞ্চলটিতে সম্ভবত প্রথমে সংহাই (Songhai) নিগ্রোগণ বাস করিত। কতকগুলি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ তাহাদের বসতির নিদর্শন বলিয়া

ধরা হয়। তারপর ইহা তুয়ারেগ (Touareg) মূর ও সংহাই (Songhai) -দের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া বিরোধের বিষয় ছিল বলিয়া মনে করা হয়। তুয়াবেগ ইফোগাস প্রভুত্ব লাভ করিয়া অঞ্চলটির উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল, ইহা নাইজার (গাও), আগাদেস (Agades), আহাগগার এবং উত্তরের মরূদ্যানগুলিতে, বিশেষ করিয়া তুয়াত (Touat)-এ কাফিলাসমূহের যাইবার রাস্তাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পথ ছিল।

ইফোগাস গোত্রীয় লোকজন অন্যান্য তুয়ারেগ (Touareg) গোত্রের লোকের মতই গৌরবর্ণ। ইহারা তামাহাক'ক (একটি বারবারী উপভাষা) ভাষায় কথা বলে। তাহারা যাযাবর মেষপালক এবং কাফিলাবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। তাহারা অবশ্য উত্তরের তুয়ারেগদের (আহাগগার ও আযজের) অপেক্ষা কম দরিদ্র। তাহাদের বংশ তালিকার সূত্র কোন নারীর মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে নাই এবং তাহাদের সমাজ কাঠামো কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। তাহাদের কোন যোদ্ধা কিংবা কোন দাস-গোত্র নাই। তাহাদের অধিকাংশ উট দূর মাঠে চরিতে যায়; ঐগুলি রাখালের হেফাজতে রাখিয়া, তাহারা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া তাহাদের ছাগচর্মের তাঁবুগুলি এবং মেষ ও ছাগ লইয়া অল্প দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে। লরীর (Lorry)-র প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও তাহারা এখনও কাফিলার মাধ্যমে তুয়াত ও তিদিকেল্ত (Tidikelt) মরূদ্যানের সহিত ব্যবসা করিয়া থাকে, এইখান হইতে খেজুর সংগ্রহ করে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে সাহেল অঞ্চলের সহিত ব্যবসা করিয়া থাকে। সাহেল হইতে তাহারা জোয়ার ও চাউল সংগ্রহ করে। তাহাদের একমাত্র স্থায়ী লক্ষ্যস্থল উত্তর-পশ্চিমে তেসসালিত (Tessalit)-এর অতি ক্ষুদ্র খেজুর-বীথি এবং দক্ষিণে কিদালের প্রশাসনিক কেন্দ্র। কিদালই একমাত্র বাজার; সেখানে মাযাবী ও উত্তরের 'আরবগণ দোকানের মালিক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. Capot-Rey, Le Sahara francais, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ. ; (২) H. Bissuel Les Touareg de l' Ouest, আলজিয়ার্স ১৮৮৮ খৃ.; (৩) M. Cortier, D'une rive a l'autre de Sahara, প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (৪) Th. Monod, L'Adrar Ahnet, প্যারিস ১৯৩২ খৃ.; (৫) H. Kaufmann Wirstchaft und Sozialkutur der lforas Tuareg, কোলোন ১৯৬৪ খৃ.; আরও দ্র. তাওয়ারিক।

J. Despois(E.I.[2]))/আ. র. মামুন

ইবতিদা (ب د ء = ابتداء) : ধাতু হইতে বাব ইফ্তি'আল (افتعال)-এর মাস'দার] অর্থ 'আরম্ভ' অথবা আরম্ভের সহিত সম্পৃক্ত, 'আরবী ব্যাকরণের একটি পরিভাষাগত শব্দ, যাহা নামবাচক বাক্য (جملة اسمية)-এর কোন শব্দকে উদ্দেশ্য (مبتدا) হিসাবে ব্যবহার করা প্রকাশ করে। মুব্তাদা উদ্দেশ্যসূচক বিশেষ্য (اسم) বা (উহার স্থলাভিষিক্ত) কোন শব্দ হইয়া থাকে। ইহাকে বাক্যের প্রারম্ভে এইজন্য ব্যবহার করা হয় যে, উহার উপর বাক্যের ভিত্তি করিয়া যেন বাক্যটি সম্পূর্ণ করা যায়। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় উদ্দেশ্যকে মুব্তাদা (مبتدأ) এবং বিধেয়কে 'খাবার' (خبر) বলা হয়। 'মুব্তাদা' ও 'খাবার 'উভয়ই রাফ'ঈ হ'ালাত (حالت رفعى) যেই অবস্থায় সাধারণত শব্দের শেষ অক্ষরে পেশ হয়, (দ্র. ই'রাব)-এ ব্যবহৃত হয়। মুব্তাদা-এর উপর নির্ভরশীল পরবর্তী বাক্যাংশ খাবার-এর ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত প্রারম্ভিক শব্দটিকে পরিভাষায় মুব্তাদা বলা যায় না (সীবাওয়ায়হ, ১খ, ২৩৯, পংক্তি ৩-৪); যেমন محمد رسول الله বাক্যটির শুরু محمد শব্দটি দ্বারা হইয়াছে যাহা ابتراء। অর্থাৎ মুব্তাদা হওয়ার কারণে মারফূ (পেশযুক্ত) এবং رسول الله। বাক্যাংশটি ভাবকে পরিপূর্ণ করার জন্য উহার উপর নির্ভরশীল। প্রথমটিকে বলে মুব্তাদা বা উদ্দেশ্য অর্থাৎ যাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় অথবা যাহার সম্পর্কে কিছু বলা হয় এবং দ্বিতীয়টিকে 'খাবার' বা বিধেয় অর্থাৎ যাহাকে উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয় অথবা উদ্দেশ্যের সম্পর্কে যাহা বলা হয় (আল-জুরজানী)। নামবাচক বাক্য (جملة اسمية)-এর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মুব্তাদা ও খাবার-এর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন, যাহা প্রকাশ করিতে কোন পূর্ণ ক্রিয়া (فعل تام)-এর দরকার নাই। সাধারণত مسند إليه (উদ্দেশ্য) مسند (বিধেয়)-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের বাক্য, যাহার مسند إليه বা উদ্দেশ্য বাক্যের প্রথমে (বিশেষ্য) ব্যবহৃত হয় ইহাকে جملة اسمية বা নামবাচক বাক্য বলা হয়। তু. زيد مات বাক্যে زيد উদ্দেশ্য مبتدا। (مسند اليه)-রূপে; কিন্তু مات زيد বাক্যে زيد উদ্দেশ্য فاعل (مسند اليه)-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (বিশেষভাবে দ্র. Wrights Arabic Grammar, ২খ., ২৫০-২৫১ A ও B)। মুব্তাদার বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হওয়া কোন সার্বজনীন নিয়ম নয়; এমন অনেক উদাহরণ উত্থাপন করা যায় যাহাতে সাধারণত নিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্য বা অন্য কোন বিশেষ কারণে 'খাবার'কে প্রথমে আনা হয়।

ছন্দ প্রকরণ বিজ্ঞানে বায়ত (بيت)-এর দ্বিতীয় পংক্তি (مصراع) -এর প্রথম অংশকে ইব্তিদা বলা হয়, তু. শিরো, মুব্তাদা ও মুসনাদ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সীবাওয়ায়হ, আল-কিতাব (Derenbourg সং.), ১খ, ২২২, ২৩৯, ২৪০ এবং স্থা.; (২) আয্-যামাখ্শারী, আল-মুফাস্'স'াল (সম্পা. Broch, ২য় সং.), পৃ. ১২-১৪; (৩) ইব্ন য়া'ঈশ (সম্পা. (Jahn), পৃ. ১০০-১২৪; (৪) আল-জুরজানী, তা'রীফাত (সম্পা. Flugel), পৃ. ৪-৫; (৫) মুহ'াম্মাদ আ'লা, কাশশাফ ইস্'তি'লাহ'াতি'ল-ফুনূন (সম্পা. Sprenger), পৃ. ১০৭-৮; (৬) Wright, Arabic Grammar, ২খ, ২৫০ প.; (৭) Freytag, Darst der arab, Verskunst, পৃ. ১১৮, ৫১৯।

Robert Stevenson(দা.মা. ই.)/ মোহাম্মদ হোসাইন

ইব্দা' (إبداع) : অর্থ অনস্তিত্ব হইতে কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন, মৌলিক উদ্ভাবন। শব্দটি হুবহু কু'রআনে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু কুরআনে আল্লাহ্কে বাদী' অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বে আনয়নকারী, মহাস্রষ্টা, আদি মহাউদ্ভাবক হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কু'রআনের দ্বিতীয় সূরার ১১৭ নং আয়াতে এবং ৬ষ্ঠ সূরার ১০১ নং আয়াতে অত্যন্ত জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, "আল্লাহ্ই এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর একমাত্র স্রষ্টা (বাদী')।" এই আয়াতের 'পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী' দ্বারা আমাদেরকে অবশ্য দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুই বুঝিতে হইবে। তাফসীরকারগণ জোর দিয়াই বলেন যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর একমাত্র স্রষ্টা হওয়ার কারণেই আল্লাহ্ বাদী' এবং (মৃত্তিকা হইতে ৫৫ : ১৪) মানব সৃষ্টি করার করণেই তিনি খালিক।

আরও এক দিক দিয়া কুরআনে এই পার্থক্য দেখানো হইয়াছে : কুরআনে বারবার প্রথমবারের সৃষ্টি ও দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অর্থাৎ পুনরুত্থানের মধ্যে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে। এইক্ষেত্রে যে ক্রিয়া পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা বাদা'আ উহার চতুর্থ রূপ (مزيد فيه)

আবদা'আ নয়, বরং বাদা'আ আল-খাল্কা, 'তিনি আদিতে সৃষ্টি করেন' অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ, ১০ ঃ ৪ঃ ও ৩৪; ২৭ ঃ ৬৪ ইত্যাদি)। বাদ' (بدء) ধাতু বা ক্রিয়ামূল দ্বারা আরম্ভ করিবার ধারণা পাওয়া যায় এবং এই আরম্ভ করিবার ধারণার সাথে আরম্ভ করা কাজটি চলিতে থাকার ধারণাও যুক্ত আছে। বাদ (بدء) দ্বারা শুধু শুরু বুঝায় না, বরং সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রবর্তন বা অস্তিত্বহীন কোন কিছু পূর্ণরূপে অস্তিত্বে আনয়ন করা বুঝায়।

আল্লাহর গুণগত নাম বাদী' হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে এবং মুসলিমদের ধারণার বিশদ ব্যাখ্যার আলোকে পর্যালোচনা করিলে ইহার চতুর্থ রূপের মাস'দার (ক্রিয়ামূল)-এর অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টার আসল কাজ অর্থাৎ সৃষ্টি করা। ইবদা' শব্দটি শী'ঈ মতাবলম্বিগণ (বিশেষ করিয়া ইসমা'ঈলিয়্যা সম্প্রদায়ের লোকেরা) এবং দার্শনিকদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত। এই ইব্দা' শব্দটির কি অর্থ করা হইবে, তাহা নির্ভর করে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রতিটি দলের ধারণা বা বিশ্বাসের উপর। 'ইল্মু'ল-কালাম-এ ইহার যে প্রায়োগিক (Technical) অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহার সহিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুন্নীদের মধ্যে প্রচলিত অর্থের অনেকটা মিল রহিয়াছে।

শী'আদের ধারণা—আল্লাহ্ যে শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে কোন কিছুর অস্তিত্ব দান করেন, সেই 'কুন্' অর্থাৎ "হইয়া যাও" শব্দের সাথে ইবদা' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত। "পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর মহাস্রষ্টা কোন কিছু সৃষ্টি করিবেন বলিয়া স্থির করিলে তিনি শুধু বলেন, 'কুন' (হইয়া যাও) আর তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়" (কুরআন, ২ ঃ ১১৭)। কিন্তু "পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী"র ব্যাখ্যা প্রয়োজন। H. corbin-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্রষ্টা তাহার ইবদা' বা আদি সৃষ্টিকর্ম দ্বারা মুবদা'আত-এর উর্ধ্বজগত অর্থাৎ আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশ শ্রবণ ও জওয়াব দান করিবার মত যোগ্য বুদ্ধি অস্তিত্বে আনয়ন করেন (তু., ৪র্থ/১০ম শতকের আবু-য়া'কূ'ব আস-সিজিসতানী, কিতাবু'ল-য়ানাবী', শা ৪০, ap. H. Corbin, Trilogie ismaelinne, তেহরান-প্যারিস ১৯৬১ খৃ.) ইহাই হইল ইবদা'র জগত। ইহাকে অবশ্যই নিম্নস্তরের খাল্ক'-এর জগত হইতে ভিন্ন মনে করিতে হইবে। আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে যে প্রাথমিক পবিত্র সত্তা (First Hypostasis), আল-মুবদা'উ'ল আওওয়াল-এ যে বোধগম্য সত্তা (Pleroma) নিহিত রহিয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইবার জন্যই ইবদা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এমন কি এই কথাও বলা যায় যে, আস-সিজিস্তানীর নিকট সূত্রবদ্ধ ও সক্রিয় (অথবা মুবদি') ইব্দাই হইল প্রাথমিক সত্তা (First Hypostasis) নাসি'র-ই খুসরাও-এর লেখায় এই রকম ধারণাই ব্যক্ত হইয়াছে।

পরবর্তীকালে আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল ব্যক্তি চরম ইচ্ছা (মাশীআ)-কে পবিত্র সত্তার সহিত এবং ইবদাকে সৃষ্টির প্রথম প্রবাহের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইমামী মুল্লা সাদরা শীরাযী (১০ম-১১শ/১৬শ-১৭শ শতাব্দী) তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছেন। ৮ম ইমাম 'আলী রিদ'ার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট চরম বা পরম ইচ্ছা, ইচ্ছার কর্ম (ইরাদা) এবং ইব্দার মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। উহারা স্রষ্টার কর্মের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র।

ফাল্সাফা ঃ (দর্শন) ঃ আবূ য়া'কূ'ব আল-কিন্দীর ধারণা অন্যান্য দার্শনিকের ধারণার চেয়ে মু'তাযিলীদের ধারণার অনেকটা কাছাকাছি। তাঁহার ধারণায় ইবদা'র অর্থ হইল ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক সৃষ্টি (ex-nihilo) (রাসাইলু'ল-কিন্দী, সম্পা. আবূ রিদা, ১খ, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ২০৭, ২৭০; তু. R. Walzer, Greek into Arabic, Oxford 1962, 188-9)। পূরবর্তীকালের ইব্ন রুশদ, ইব্ন সীনা অথবা আল-ফারাবী প্রমুখ দার্শনিকদের মতে যে সকল বস্তু আপনা-আপনি অস্তিত্বে টিকিয়া থাকিতে পারে না, ইবদা' দ্বারা সেই সকল বস্তুর সৃষ্টিতে সৃজনশীল (প্রবহমান) কর্মের মৌলিকত্ব বুঝায়। এখানেও নব্য-প্লেটোবাদের মত "আল্লাহ্ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি" এবং কোন বস্তু হইতে সেই বস্তু ভিন্ন অন্য কোন কিছুইর উদ্ভব হইতে পারে না"— এই ধারণাই পাওয়া যায়। আদি বুদ্ধিমত্তাই আদি মুবদা'আত (তু. আল-ফারাবী, উয়ুনু'ল-মাসা'ইল, apud Alfarabis Phil, Abhand, Dieterici, Leiden 1890, 58)। শী'ঈ মতাবলম্বিগণ খোদায়ী নির্দেশ 'কুন' এবং উহার অনাদি হওয়ার ধারণার উপর জোর দিয়া থাকেন। কিন্তু শী'ঈদের ধারণা দ্বারা যতই প্রভাবিত হউন না কেন, দার্শনিকগণ সৃষ্টির মৌলিকতার উপর জোর দিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে ইব্ন সীনার ব্যবহৃত বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ বিশ্লেষণ করা হইল। তাঁহার আলোচনায় দুইটি প্রধান দিক লক্ষ্য করা যায় ঃ (১) অস্তিত্ব সৃষ্টি ও (২) অস্তিত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি।

(১) অস্তিত্বের সৃষ্টি ঃ ইব্ন সীনা তাহার বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানগর্ভ রচনায় অবশ্যই খাল্ক' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করিবার পূর্বেই উহাকে যে সৃজন করিতে হয়, খালক শব্দ দ্বারা তাহাই বুঝায় (তিস'উ রাসা'ইল, কায়রো ১৩২৬ হি., ১০১ পৃ.)। কিন্তু তাঁহার হিকমা মাশরিকিয়্যার ভূমিকা হিসাবে পরিচিত মূল রচনায় তিনি যে একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন উহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ইবদা' দ্বারা নিজ হইতে অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না এবং যাহার পূর্বে কোন কিছুই, এমন কি অনস্তিত্বও ছিল না এবং উহাই আদি সত্তা, এমন কিছুর সময় সম্পর্কহীন পরম সৃষ্টি বুঝায়। এই রকম ধারণাই ব্যক্ত করা হইয়াছে ইশারাত-এ (সম্পা. Forget, Leiden 1892, 153)। সর্বপ্রথমে সৃষ্ট বস্তু আল-মুবদা'উ'ল-আওয়াল (ঐ, পৃ. ৪৩১) হইল আদি সত্তা অথবা সর্বময়ের বুদ্ধি (শারহ')। এ্যারিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব [Theology of Aristotle) (সম্পা. A. Badawi, Cairo 1947, 60) পুস্তকে ইব্দা শব্দটি ইন্বিজাস শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি শব্দ একত্রে সৃষ্টিমূলক প্রেরণার প্রবাহ বুঝায়। যখন আদি সত্তা হইতে অন্য সকল বস্তুর উৎপত্তি বুঝায়, তখন এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রবল বেগে নির্গমন (Gushing out = ইন্বিজাস) এবং যখন ঐ সত্তার সাথে অন্য সকল বস্তুর সম্পর্ক বুঝানো হয়, তখন বলা হয় সৃষ্টি (ইবদা')। এই ব্যাখ্যায়ও ইবদা' দ্বারা হঠাৎ করিয়া অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে (ঐ, পৃ. ৬৪)।

(২) সৃষ্টি পদ্ধতি (তু. ইশারাত, পৃ. প্র.; তিস'উ রাসাইল, পৃ. ১০১-২, ইত্যাদি); আরও সংকীর্ণ অর্থে ইবদা' শব্দ দ্বারা মধ্যবর্তী কোন প্রকার পূর্ব অস্তিত্ব ব্যতিরেকেই নশ্বর বা অবিনশ্বর, বাস্তব (খ-গোলক) বা অবাস্তব কোন কিছুর সৃষ্টি বুঝায়। এখানেও আমরা আবার সেই শী'ঈ মতাবলম্বীদের ইবদা'র জগতের (দারু'ল-ইব্দা') পরিচয় পাই। খাল্ক' শব্দ দ্বারা মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মাধ্যমে বা কোন মাধ্যম ছাড়াই অবিনশ্বর বা নশ্বর, বাস্তব সত্তার সৃষ্টি বুঝায়। তাকবী'ন শব্দ দ্বারা মধ্যবর্তী কোন বস্তুর সাহায্যে নশ্বর বস্তুর সৃষ্টি বুঝায়। (এক অর্থে ইহা ইব্ন সীনার ব্যবহৃত একটি পরিভাষা সুন'-এর সমার্থক)। সর্বশেষে ইহ'দাছ শব্দটির অর্থও বিবেচনা করিতে হইবে। শব্দটি দ্বারা চূড়ান্ত সৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তার উপরই জোর দেওয়া হইয়া

থাকে। নিজে নিজে সৃষ্টি হইতে পারে না বা নিজে নিজে অস্তিত্বে বহাল থাকিতে পারে না এমন যে কোন বস্তু বুঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা যায়, যদিও ইহা সাময়িক আরম্ভের ধারণাই প্রকাশ করিয়া থাকে (তু. A. M. Goichon, La distinction de Lessence et de Iexistence d'apres Ibn Sina, Paris 1937, 241-59)। ইব্‌ন সীনার রচনায় এমনিভাবে ইবদা‘, খাল্‌ক‌ এবং ইহদাছ দ্বারা মোটের উপর আদি হইতেই বিদ্যমান সৃজনশীল প্রবাহকে বুঝানো হইয়াছে। তাকবীন ও সুন‘ দ্বারা পূর্ব হইতে বিদ্যমান উপাদানের সাহায্যে জটিল বস্তুর সৃষ্টি বুঝায়।

এই সংক্ষিপ্ত ও আংশিক অভিধান-সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলা যায়, যে ফালসাফাঃ (দর্শন) এবং শী‘আ মতাবলম্বীদের ধারণামতে ইবদা‘ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি-কাজের (প্রবল বেগে নির্গমন) সর্বময় শক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। এইভাবে সৃষ্টি পদার্থ বা মুবদাআত-এর ক্ষেত্রে শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ করা হইবে, বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার উপরই তাহা নির্ভর করে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আসমান যমীন অবিনশ্বর হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহার যুক্তি খণ্ডনের জন্য দ্র. তাহাফুতুল ফালাসিফা (ইফাবা)।

‘ইল্‌মুল-কালাম ঃ দার্শনিক (উদাহরণস্বরূপ আশ-শাহরাসতানী ইত্যাদি) মতবাদ পোষণকারীদের সাথে বিরোধের পরই মনে হয় মুতাকাল্লিমদের শব্দভাণ্ডারে ইবদা‘ শব্দটি গৃহীত হয়। তাহারা শব্দটিকে মৌলিক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের নিকট শব্দটির যে অন্তর্নিহিত অর্থ রহিয়াছে তাহা ইব্‌ন সীনা অথবা শী‘ঈদের চাইতে আল-কিন্দীর মতের অধিকতর নিকটবর্তী। সংক্ষেপ করিবার জন্য আমরা শুধু আল-জুরজানীর তা‘রীফাত (সম্পা. Flugel Leipzig 1845, 5-6)-এরই উল্লেখ করিব। ইহাতে এই বিষয়ে সমধর্মী দার্শনিকদের মতামত সঠিকভাবে এবং সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ইবদা‘ শব্দ দ্বারা "বস্তু বা সময়ের পূর্ব -অস্তিত্ব ছাড়াই" কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন করা (অথবা বস্তু জগতে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় ‘ঈজাদ) বুঝায়। ইব্‌ন সীনার মতানুযায়ী ইবদা‘র সীমিত অর্থ মানিয়া লইয়া আল-জুরজানী বলেন যে, (বিচ্ছিন্ন) বুদ্ধি বা উকূল হইল এই শ্রেণীর বস্তু। এইভাবে ইবদা‘ শব্দটিকে তাকবীন শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও বিপরীতার্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাকবীন শব্দের অর্থ পূর্ববর্তী সময়ে ও বস্তু হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা। ইবদা‘ ও খাল্‌ক‌ শব্দের পার্থক্য নিম্নরূপঃ ইবদা‘ অর্থ পূর্ব অস্তিত্বসম্পন্ন কোন বস্তু ছাড়াই কোন বস্তু সৃষ্টি করা এবং খাল্‌ক‌ অর্থ পূর্ব -অস্তিত্বসম্পন্ন কোন বস্তু হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা। খাল্‌ক ও তাকবীন-এর পার্থক্য হইল এই যে, খাল্‌ক‌ দ্বারা সৃষ্টি করার ধারণার উপর জোর দেওয়া হয় এবং তাকবীন দ্বারা আকৃতি দানের উপর জোর দেওয়া হয়। আল-জুরজানী এখানে খাল্‌ক‌ শব্দটির ইব্‌ন সীনা প্রস্তাবিত (এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত ‘আরবী অভিধানে প্রদত্ত) সার্বজনীন অর্থের কথা উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি মনে করিয়াছেন যে, ইবদা‘ শব্দটি খাল্‌ক-এর চাইতে অধিক সার্বজনীন। এই ধারণার সমর্থনে তিনি কুরআনের যে সকল আয়াতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি বুঝানোর জন্য আল্লাহ্‌র নাম বাদী‘ এবং মানব সৃষ্টি বুঝানোর জন্য খালাকা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

L. Gardet (E.I.[2])/নুরুল আমিন

ইব্‌দাল (ابدال) ঃ (বিশে), শব্দটি বদলানো, পরিবর্তন করা ইত্যাদি অর্থবোধক, আরবী ব্যাকরণের একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। ইহা একদিকে পূর্ববর্তী কোন শব্দের প্রভাবে পরবর্তী বর্ণ বা শব্দের ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের পরিবর্তন নির্দেশ করে। ‘আরবী ব্যাকরণের ইবদাল শব্দকে বলিতে ইহাই বুঝায়, যেমন ইত্তাসালা ইওতাসালা (দেখুন হামযা, নাহ্‌ব, তাসরীফ ইত্যাদি); অপরদিকে আভিধানিক অর্থে শুধু একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্যবিশিষ্ট সব প্রকৃতিজ শব্দ (বাদাল, মুদারা‘আ,মু‘আকাবা,,নাজীর ইত্যাদি) বুঝায়। যেমন মাদাহা/মাদাহা (প্রশংসা করা), ক‌াতা‘আ/ক‌াতা‘আ (কর্তন করা) ইত্যাদি।

আভিধানিক (লুগাবী) ইবদাল সম্পর্কে কৌতূহলী অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ পূর্ব হইতেই এই বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এবং সেগুলির একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ইহার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। ইবদাল-এর সহিত দুইটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। প্রথম প্রশ্নটি হইল এই সমপ্রকৃতিজ শব্দগুলির সবই কোন একটিমাত্র উপভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় কিনা এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হইল ব্যঞ্জনবর্ণের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই সমপ্রকৃতিজ ভিন্ন শব্দগুলির সৃষ্টি হইয়াছে কিনা। সকল ভাষাবিদ বিষয়টি নিয়া সমভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন নাই। তাহারা বরং শ্রেণী বিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী কোন বিশেষ শিরোনামে সমপ্রকৃতিজ শব্দগুলির তালিকা প্রস্তুত করার মধ্যেই তাহাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন (ত/ল, ত/ফ ইত্যাদি)। ইব্‌ন ফারিস (মৃ. ৩৯৫/১০০৪) নিঃসংকোচেই বলিয়াছেন যে, আরবদের একটি ধ্বনির (হ‌ারফ) পরিবর্তে অন্য ধ্বনি উচ্চারণের অভ্যাস (মিনসুনান) রহিয়াছে (স‌াহি‌বী, সম্পা. Chouemi, বৈরূত ১৩৮৩/১৯৬৪, ২০৩-৪ পৃ.) এবং ইব্‌ন সিদুহ (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) স্বীকার করিয়াছেন যে, একটিমাত্র উপজাতির উচ্চারণে মুদারা‘আ রহিয়াছে (মুখাসসাস, ১৪খ., ১৯ পৃ.)। অপরদিকে আবু‘ত-ত‌ায়্যিব আল-লুগ‌াবী (মৃ. ৩৫১/৯৬২)-এর সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কোন একটিমাত্র আঞ্চলিক ভাষায় সব সমপ্রকৃতিজ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না (কিতাবু’ল-ইবদাল, সম্পা. ‘ইযযুদ্দীন আত-তানূখী, দামিশক ১৩৭৯/১৯৬০, ১খ, ২৬১ পৃ.) তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় তিনি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশত সুয়ূতীর নিকট তাঁহার পুস্তকের ভূমিকার একটি অংশ সংরক্ষিত আছে(মুযহির, ১খ, ২৭৩ পৃ.; ২য় সং., ১খ, ৪৬০ পৃ.)। তিনি ইবদালের উৎপত্তির ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃত বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার মতে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ব্যবহৃত সমগোত্রীয় শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপের (লুগাত) ব্যবহারের ফলেই এইগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি মনে করেন নাই যে, সমগোত্রীয় ভিন্ন ভিন্ন রূপের শব্দগুলি স্বরযন্ত্রের কাছাকাছি উচ্চারণ-স্থান হইতেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি এমন কতগুলি সমপ্রকৃতিজ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি এই নিয়ম মানিয়া উচ্চারণ করা হয় না, যেমন ض/ج ،س/ج وص/ج ইত্যাদি। যাহা হউক, আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮) মনে করিতেন যে, এইগুলি কাছাকাছি উচ্চারণস্থান হইতেই উচ্চারিত হওয়া উচিত (কামিল, কায়রো, ১৩০৮ হি., ২খ, ৯৭ পৃ.) ইব্‌ন জিন্নী (মৃ. ৩৯২/১০০২) তাহার সিররু‘স-সি‌না‘আ (১খ, ১৯৭) গ্রন্থে এবং ইব্‌ন সিদুহ (মুখাসস সাস, ১৩ খ, ২৭৪ পৃ.) এই বিষয়ে অভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সমপ্রকৃতিজ শব্দগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ফলে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আরও অধিক সার্বজনীন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইব্‌ন জিন্নী (খাস‌াইস‌, ১খ, ৪৬ পৃ.) ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির (Onomatopoeic)

শব্দভাণ্ডারের এক বিরাট অংশ দখল করিয়া থাকার সম্ভাবনা কখনই বাতিল করেন নাই। কিন্তু ফারীস আল-শিদ্‌য়াক (দ্র.)-ই তাহার সিররু'ল-লায়াল ফি'ল-ক'ল্‌ব ওয়া'ল-ইবদাল (ইস্তাম্বুল, ১২৪৮ হি.) গ্রন্থে বিষয়টি একটি বিশেষ সূত্রের সাহায্যে তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, সকল ক্রিয়া পদ 'ছিন্ন করা' 'ভঙ্গ করা' ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে, সেইগুলির অনেক সমপ্রকৃতিজ শব্দ রহিয়াছে। তিনি মনে করেন যে, দীর্ঘ দ্বিতীয় ধাতু (যে সকল ক্রিয়া পদ 'বধির' বলিয়া পরিচিত) বিশিষ্ট সমগোত্রীয় শব্দের দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট রূপই সর্বাধিক প্রাচীন (যেমন ক'ত'ত'া, কর্তন করা) এবং 'আরবগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিতীয়টিকে পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে অন্য একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে। একটু ভিন্ন ধরনের একটা অর্থ প্রকাশ করার জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে (এইরূপ কাতা'আ, কাত'ামা ইত্যাদি)। এখানে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যায় যে, ইহার ফলে দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দগুলি তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে রূপান্তরিত হইয়া যায় কিনা এবং এইভাবে দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা যায়।

ভাষাতত্ত্ববিদগণ এই শব্দগুলির ব্যাপারে কি কি নিয়ম নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, আল-ফাররা (মৃ. ২০৭/৮২২) ق-غ-خ অথবা= এর পূর্বস্থিত س-কে ص-এ রূপান্তরিত করিবার কথা বলিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ আল-বাতলিয়ূসী (عبد الله البطليوسي) [মৃ. ৫২০/১১২৬] এইগুলির সাথে ع বর্ণ যোগ করিয়াছেন এবং আল- হ'রীরী তাহার মাক'মা হ'লাবিয়্যাতে س ও ص বিশিষ্ট অনেক সমপ্রকৃতিজ শব্দ অত্যন্ত যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকন্তু ব্যাকরণবিদগণ নাহ'বী নামে পরিচিত যে সকল ধ্বনিকে ইবদাল-এর মত ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে বিন্যস্ত করা যায়, সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি গণনা করিয়াছেন। তবে এইগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে মত পার্থক্য রহিয়াছে।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে আবু'ত'-ত'ায়্যিব এর কিতাবু'ল-ইব্দাল-এর সম্পাদকের অভিমত কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। তিনি আধুনিক পরিভাষার উন্নয়নের জন্য সমপ্রকৃতিজ শব্দ ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন (উপক্রমণিকা, ৪১ পৃ.) এবং উদাহরণস্বরূপ তারীছ' (সীমা চিহ্নিতকরণ) এবং তারীফ (ভূমি জরিপ করা) অথবা মিরদ'াখা (আখরোট ভাঙ্গার যন্ত্র) ও মিরদ'াহ'া (হ্যাযেল গাছের ফল বা বাদাম = hazel nut ভাঙ্গার যন্ত্র) [এইগুলি ব্যবহার করিলে সম্ভবত জটিলতার সৃষ্টি হইবে] ইত্যাদি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

রচনাকৌশল ও ভুল-ভ্রান্তির কথা (বিশেষ করিয়া তাস'হ'ীফ=ভুল উচ্চারণ যাহার কারণে অনেক বাদাল হইয়াছে) স্মরণে রাখিয়া নিবন্ধে উল্লিখিত উদাহরণগুলি সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য সেমেটিক ভাষার ধাতুর সহিত তুলনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তারপর যতদূর ইহাদেরকে কোন বিশেষ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় ততদূর পর্যন্ত প্রাচীন 'আরবের একটি ভাষাভিত্তিক মানচিত্র তৈরি করা যায় (তু.C. Rabin, Ancient West-Arabian, London 1951)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ব্যাকরণ পুস্তকের সাধারণত ইবদাল-এর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট থাকে; (১) সুয়ূতী, মুযহির, ১খ, ২৭২-৮২; (২) ঐ, ২য় সং., ১খ, ৪৫৮ প.; (৩) 'ইয্‌যুদ্দীন আত'-তানূখী, আবু'ত-তায়্যিব-এর কিতাবু'ল-ইবদাল-এর ভূমিকা, পৃ. ৫-৪২; (৪) ফ. বুসতানীর দাইরাতু'ল- মা'আরিফ, ২খ, ৮৪-৯০ পৃষ্ঠায় বি. বুসতানী এবং ঐ পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জী। ইহা ছাড়া কিতাবু'ল ইবাদাল-এ উল্লিখিত এতদবিষয়ক অন্য নিবন্ধসমূহের মধ্যে (৫) ইবনু'স-সিক্কীত, আল-কালব ওয়া'ল-মু'আকাবা ওয়ান-নাজ'াইর, সম্পা. তানূখী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/নুরুল আমিন

ইব্ন (ابن) ঃ পুত্র। যে সকল 'আরবী ব্যাকরণবিদ ও আভিধানিক এই মত পোষণ করেন যে, সকল শব্দই তিনটি মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা বলেন, ابن শব্দটি ب-ن-و এই তিন ধাতু হইতে উদ্ভূত। তাহারা মনে করেন, কল্পিত (hypothetical) بنوة শব্দের উচ্চারিত দ্বিতীয় মূল অক্ষরটি লোপ প্রাপ্ত হইয়া ابن শব্দটি এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এইভাবে শব্দটির উদ্ভব। অন্যরা বলেন, ب ن ى হইল মূল ধাতু এবং ابن শব্দটি بنى على (يبنى)-এই ক্রিয়া পদ (অর্থ কাহারও উপর/জন্য তাঁবু নির্মাণ করা, অর্থ সম্প্রসারণে বুঝায় বিবাহ করা) হইতে ব্যুৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে আমরা দুই অক্ষরবিশিষ্ট একটি সেমিটিক শব্দ জানি যাহাকে relative adjective (بنوى) abstract noun (بنوة)-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের পরিণত করা হইয়াছে। ابن-এর স্ত্রীলিঙ্গে بنت স্ত্রী-লিঙ্গসূচক ت যোগে ইহা গঠিতঃ بنة। ইহার প্রতিরূপ (Rival,) দ্বিতীয় পর্যায়ের আকৃতি (Secondary form) ইহার বহুবচন بنون এবং بن ابناء-এর সহিত শেষোক্তটির নিকটতর সাদৃশ্য (ইহার বিশিষ্ট ব্যবহারের জন্য দ্র. ابناء)। بنت-এর বহু বচন بنات।

বংশপরম্পরা বর্ণনায় ইব্ন শব্দটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। একদিকে الف লোপ পায় যখন ইহার পূর্বে ব্যক্তিটির নাম اسم বসে এবং পরে পিতার পদবী ব্যবহৃত হয় (কোন ছত্রের শুরুতে হইলে الف লোপ পায়)। অপরদিকে الف বহাল থাকে যদি ابن শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন কুন্‌য়া/লাক'ব-এর পরে এবং উল্লেখ্য ব্যক্তির মাতা অথবা বংশের অন্য কাহারও পদবীর পূর্বে অর্থাৎ ইব্ন কোন খাঁটি পিতৃকুলজাত নামের প্রথম শব্দ হইলে আলিফ বহাল থাকে (নীচে দ্র.)। ইব্ন শব্দের উপস্থিতি পরবর্তী শব্দের উপরে পশ্চাৎমুখী প্রভাব সৃষ্টি করে; সাধারণত যেই শব্দে তান্‌বীন থাকে সেই তান্‌বীন বিলুপ্ত হয়। (যথাঃ মুহাম্মাদুন-এর পরিবর্তে মুহ'াম্মাদুব্‌ন্ আহ'মাদা)। ইব্ন শব্দটি যেন সেই নামটিরই সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছে যদিও বাস্তবিকপক্ষে নামটি সম্বোধনাত্মক (Vocative) এবং সমকারকে (in opposition) ব্যবহৃত হয়। সম্বন্ধ পদে অনুরূপ পশ্চাৎমুখী ক্রিয়া ঐচ্ছিক এই অর্থে যে, প্রথম নাম কর্তৃকারকে প্রয়োগ করা যায়, তখন গুণবাচক বিশেষণের উপরে বাধ্যতামূলকভাবে সম্মুখ গতিশীল ক্রিয়ার প্রভাব সৃষ্টি করা যায়, যাহাতে যে বিশেষ্যের প্রতি প্রয়োগ, সেই বিশেষ্যের এই শেষোক্তটির একই কারক না হয় [য়া মুহাম্মাদ (অথবা মুহাম্মাদুবনা আহমাদি'ল-হাকীমা) [কখনও হাকীমু নহে]। কিছু সংখ্যক জীবজন্তু ও উদ্ভিদের নামের গঠনেও ইব্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, ইব্ন ইর্‌স (বেজী), ইব্ন আওবার (ছত্রাক, যাহা মাটির নীচে জন্মায় ও রন্ধন করা হয়) ইত্যাদি। সেই সকল ক্ষেত্রে বহুবচনে বানাত (যদিও কখন কখনও বানূ)-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ইহা যূ অথবা সাহিব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ ইব্নু 'ইশ্‌রীনা সানা [২০ বৎসর বয়স্ক), ইব্নু'স-সাবীল (পর্যটক) ইত্যাদি]। এই দুই প্রকারের ব্যবহারে অর্থ প্রকাশ জোরদার হয়।

দেখা যায় যে, কোন কোন লোক ইব্ন এবং কোন মহিলার নামের সমন্বয়ে গঠিত পদবী দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে মাতৃপ্রধান সমাজের নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইসলামী আমলে এইরূপ নাম অমর্যাদাসূচকভাবে ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার নাম গঠিত হইত হয় ব্যক্তিটিকে অপদস্থ করিবার জন্য অথবা তাহার পিতা যে অজ্ঞাতনামা কেহ ছিল, সেই বিষয়টির উপর জোর দেওয়ার উদ্দেশে (যথাঃ জারীর [দ্র.]-এর অপর নাম ইব্নু'ল-মারাগা, যিয়াদ [দ্র.]-এর অপর নাম ইব্ন সুমায়্যাঃ অথবা যিয়াদ ইব্ন আবীহ্-- পিতার নামটি অনুল্লিখিত ইত্যাদি)। যাদু সম্পর্কিত আবাহনী মন্ত্র উচ্চারণের বেলায় একই নীতি (Pater incertus, mater certa)- এর আওতায় পিতার নাম নহে বরং মাতার নামই উচ্চারণ করা হয় (তু. S. Reich, Quatre coupes magiques, in BEO vii-viii, 165-6)। ইহার বিপরীত উদাহরণ ইব্ন 'আইশা, এই নামের ক্ষেত্রে 'আইশা বিন্ত তালহা (দ্র.)-কে বোঝান হয় এবং নামটি মোটেই অবজ্ঞাসূচক নহে। অবজ্ঞা প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকিলে ইব্ন-এর পরে সাধারণত পুরুষের নাম বসিয়া থাকে। বস্তুতপক্ষে 'আরবের রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন এমন অসংখ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইব্ন-এর পরে তাহাদের পিতার ইস্ম, লাকাব, নিসবা অথবা বংশের সংযোগে সুপরিচিত হন। যথাঃ ইব্ন 'আব্বাস = 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস অথবা পিতার কোন পূর্বপুরুষের নাম যুক্ত হয়, যিনি হয়ত বা বিখ্যাত হইয়া থাকিবেন, যেমন ইব্ন 'আইশা। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষ অখ্যাত ব্যক্তি হন যদিও বা বংশধর বিখ্যাত হইয়া থাকে। যথাঃ ইব্ন রুশদ-মুহাম্মাদ ইব্ন রুশদ; অতঃপর তাঁহার পুত্র আহমাদ (ইব্ন রুশদ), তাহার নাতি মুহাম্মাদ (ইব্ন রুশদ) ইত্যাদি। ইহাকে মা'রিফা বা শুহ্রা বলা হয় এবং এই রীতিতেই পিতৃগোত্রীয় নাম গঠিত হয়, বিশেষত স্পেনে ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বানূ অমুক (যথাঃ বানূ শুহায়দ) আখ্যায় অনেক পরিবার ব্যাপকভাবে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে শুরুতে ইব্ন শব্দের যোগে একটি পিতৃ-গোত্রীয় নাম দেওয়া হয়। যথাঃ ইব্নু হায্ম, ইব্নু তাবাতাবা, ইব্নু মাসলামা প্রভৃতি। ইহার সহিত একটি কুন্য়া (উপনাম) ও একটি ইস্ম যোগ করা হয়, যথাঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আলী ইব্ন হায্ম (এইরূপ ক্ষেত্রে Ibn-এর আদ্যাক্ষর বড় হাতের হওয়া বাঞ্ছনীয়)। বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাদের মা'রিফা অথবা শুহ্রা দ্বারাই পরিচিত (যদিও বা তাহাদের এই সব পদবী বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে)। এই সত্যটি উপলব্ধি করিবার জন্য এই প্রবন্ধের শেষের পৃষ্ঠাগুলি অথবা এফ, আল-বুসতানীর দাইরাতু'ল-মা'আরিফ-এর দ্বিতীয় খণ্ড হইতে চতুর্থ খণ্ড এক নজর দেখাই কেবল আবশ্যক। জীবনী গ্রন্থের সংকলকগণ সাধারণভাবে মা'রিফা-এর সন্ধান পাওয়া গেলে জীবনী গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং কোন ইস্ম-এর শিরোনামে কাহার জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে, নির্ঘণ্টে অতি যত্ন সহকারে পাঠকদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করেন। উদাহরণস্বরূপ আল-'আসকালানী প্রণীত লিসানু'ল-মীযান-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড এই ব্যাপারে শিক্ষাপ্রদ। ইহাতে তিনি নিস্বা ও কুন্য়া-এর তুলনায় স্বল্প প্রচলিত মা'রিফা-এর হদীস প্রদান করিয়াছেন। মা'রিফা-এর ব্যবহার অতি প্রাচীন হইলেও উহা প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকপক্ষে গোত্র তখন বানূ অমুক (ফুলান) নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু গোত্রের প্রত্যেক সদস্য নিজেকে ইব্ন ফুলান-এর পরিবর্তে আখু ফুলান, যথাঃ আখূ 'আদ বা আখূ বানী 'আদ বলিয়া অথবা কোন নিস্বা দ্বারা পরিচয় দিত।

পুত্রের আইন সম্মত মর্যাদার জন্য দ্র. ওয়ালাদ। মুসলিম নামের গঠন রীতির জন্য দ্র. ইস্ম।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ফজলুর রহমান

ইব্ন 'আইয (ابن عائذ) ঃ ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ মাগাযী (দ্র.) সম্পর্কিত একখানি ইতিহাসের গ্রন্থকার। ইব্ন সায়্যিদুন্নাস, আয্-যাহাবী প্রমুখ পরবর্তী গ্রন্থকার উহা কাজে লাগাইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ বলা হইয়াছে, 'আবদুল্লাহ অথবা 'আবূ আহমাদ ছিল তাহার কুন্য়া, 'সা'ঈদ' কিংবা 'আবদুল্লাহ অথবা আবূ আহমাদ ছিল তাঁহার পিতামহের নাম। জ. ১৫০/৭৬৭ সনে দামিশকে, বৃহস্পতিবার, ২৫ রাবী'উ'ছ-ছানী, ২৩৩/৮ ডিসেম্বর, ৮৪৭ (মতান্তরে যু'ল-হিজ্জা ২৩২/জুলাই-আগস্ট, ৮৪৮ কিংবা ২৩৪/৮৪৭) সনে সেখানেই ইনতিকাল করেন। খলীফা আল-মা'মূনের রাজত্বকালে তিনি গুতা এলাকার রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন। ইতিবৃত্তকাররূপে তিনি একদিকে আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ও আল-ওয়াকিদীর, অন্যদিকে আবূ যুর'আ আদ-দিমাশকী, আবূ যুর'আ আর-রাযী ও য়া'কূব ইব্ন সুফয়ান-এর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তারীখ-ই-দিমাশ্ক নামক একখানি বৃহৎ জীবনী গ্রন্থে এই সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে [পাণ্ডু. Yale -৩১২L (Nemoy ১১৮২) ২খ, ১০২ ক-১০৩ খ]। অধিকতর প্রাচীন পুস্তকাদির ভিত্তিতে গ্রন্থখানি রচিত এবং উহা ছিল পরবর্তী জীবনীকারদের প্রধান উৎস-গ্রন্থ। ইহা ছাড়া তারীখ-ই দিমাশ্ক-এ ইব্ন 'আইয-এর মুসলিম রাজ্য বিস্তার ও গ্রীষ্মকালীন গাযওয়া সারিয়্যা সম্পর্কিত অন্য একখানা পুস্তক রচনার কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং তাহার নামে কিছু ইতিহাসবহির্ভূত বর্ণনার উদ্ধৃতিও মিলে।

"যেহেতু এই নামটি বিরল নহে, সেহেতু ইহা সম্ভবপর যে, ইব্ন 'আসাকির এক বা একাধিক ব্যক্তির পুস্তকাদির বিভিন্ন পাঠ মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১০৯, ইব্ন 'আবিদ (sic) নামক জনৈক ঐতিহাসিককে বিভিন্ন রাজা ও জাতির ইতিবৃত্তকাররূপে উল্লেখ করায় অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে। কেননা ইহার ফলে মাস'উদী কর্তৃক একই নামের এক ঐতিহাসিকের উল্লেখ প্রাসঙ্গিকতাকে দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যতদূর জানা গিয়াছে ইব্ন 'আইয কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ইহা এইজন্য হইতে পারে যে, তিনি ছিলেন তৎকালে সিরিয়ায় প্রচলিত জনসাধারণের অপ্রিয় একটি ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। উল্লেখ্য যে, (আমরা একই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি— ইহা যদি সঠিক হয়), ইতিবৃত্তকাররূপে তাঁহাকে বিশ্বস্ত বিবেচনা করা হইলেও তাঁহাকে মু'তাযিলী (কাদারী) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, তা'রীখ, ১খ, প্রথমাংশ, ২০৭; (২) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, জারহ্, ৪খ, ১,৫২; (আদ-দাওলাবী, আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ইব্ন মাকূলা, তা'রীখ-ই-দিমাশক-এ ইহাদের সবই উদ্ধৃত); (৩) আস-সাফাদী, ওয়াফী, ৩খ, ১৮১; (৪) আয-যাহাবী, 'ইবার, কুয়েত ১৯৬০ খৃ., ১খ, ৪১৪ (ইব্নু'ল-'ইমাদ কর্তৃক শাযারাত ২খ, ৭৮-এ উদ্ধৃত); (৫) ইব্ন-হাজার, তাহ্যীব, ১খ, ৩২১-৬; (৬) আস-সাখাবী, ই'লান, F. Rosenthal, A history of Muslim historiography-তে, লাইডেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩২০, ৩২২, ৪৩০, ৪৩২, (৫০৯)।

F. Rosenthal (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন 'আইশা (ابن عائشة) ঃ কয়েকজন ব্যক্তির নাম, তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আইশাঃ আবূ জা'ফার, ইনি মদীনার একজন গায়ক ছিলেন। তাঁহার পিতৃ-পরিচয় জানা যায় নাই। ইনি মা'বাদ ও ইমাম মালিকের একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য না করিলেও তাঁহাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন হিসাবে গণ্য করা হইত। তিনি তাঁহার সুদক্ষ নৈপুণ্য অনুষ্ঠানাদিতে প্রদর্শন করিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহাকে মক্কা ও মদীনায় সম্মান প্রদর্শন করা হইত। তিনি ছিলেন দাম্ভিক। যখন তাঁহাকে গান গাহিতে বলা হইত তখন তিনি খুবই রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন। খুব সম্ভব হিশাম ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিকের রাজত্বকালে (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩) আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন য়াযীদ কর্তৃক তিনি দামিশকে'র দরবারে আমন্ত্রিত হন। তিনি সেখান হইতে উপঢৌকনসহ ফিরিয়া আসিবার পথে যু'-খুশুব নামক স্থানে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ইনতিকাল করেন। কমপক্ষে দুইখানা প্রকরণ গ্রন্থ (Monographs) তাঁহার প্রতি উৎসর্গ করা হয়, একটি ইসহা'ক আল-মাওসিলী কর্তৃক (ফিহ্‌রিস্‌ত, কায়রো সং., ১৩৪৮ হি., পৃ. ২০২) এবং অপরটি আবূ আয়্যুব আল-মাদীনী (ঐ. পৃ. ২১২) কর্তৃক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানী, বৈরূত সং, ২খ, ১৭০-২০৭; (২) হু'স'রী, জাম', পৃ. ৬২, ১৬২; (৩) ফ. বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩৩০-৪।

২। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-ইমাম, ইনি তাঁহার দাদী 'আইশা বিন্‌ত সুলায়মান ইব্‌ন 'আলীর নামানুসারে ইব্‌ন 'আইশা নামে পরিচিত ছিলেন। আল-মা'মূনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে ইনি খলীফা কর্তৃক কারাগারে নিহত হন এবং ২০৯/৮২৪-৫ সনে তাঁহার লাশ বাগদাদের রাজপথে ঝুলাইয়া রাখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ, ১০০২, ১০৭৩, ১০৭৫; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ, ৭৮-৮০; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াবীব, মুহ'াব্বার, পৃ. ৪৮৯; (৪) ফ. বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ. ৩২৯।

৩। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াফস আত্‌-তায়মী, আবূ বাক্‌র, বংশনামাবিশারদ, হাদীছ সংকলক এবং বসরার একজন বুদ্ধিদীপ্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইব্‌ন 'আইশা (আল-আক্‌বার) উপনাম 'আইশা বিন্‌ত ত'াল্‌হ'া হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান, ১খ, ১২; ২খ, ১৫৫; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ১খ, ১০২, ৩২০, ২খ, ২৯০; (৩) ত'াবারী, সূচীপত্র; (৪) আগ'ানী; সূচীপত্র। (৫) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৫খ, ৩৪৩।

৪। 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াফস আবূ 'আবদি'র-রাহমান, ইনি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যক্তির পুত্র এবং তাঁহার নামানুসারেই ইব্‌ন 'আইশা (আল-আস'গার) অথবা আল-'আইশী অথবা এমন কি আল-'আয়শী নাম গ্রহণ করেন। ইনি মুহ'াদ্দিছ, রাবী ও একজন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। ইনি ২১৯/৮৩৪ সনে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহাকে খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইত এবং ইসনাদে প্রায়ই তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইত। কেবল ইব্‌ন 'আইশা নাম ব্যবহৃত হইলে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝায়। তিনি বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, এমন কি তাঁহাকে একটি ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি বসরায় ২২৮/৮৪৩ সনে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বায়ান, ১খ, ১০২, ১৯৪, ২৩৯, ৩২০; (২) ঐ লেখক, হ'ায়াওয়ান, ২খ, ১২; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, ৫৪৩, ৫২৩, ৫৯৮; (৪) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ, ২৮৮; (৫) শা'রানী, আনসাব, ৩৭৯; (৬) ইব্‌ন হ'াজার, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, ৭খ, ৪৫; (৭) ফ. বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ., ৩২৯-৩০।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ আমজাদ হোসেন

ইব্‌ন আওয়া (ابن اوى) ঃ ('আরবী, ব. ব., বানাতে আওয়া, কদাচিৎ আবনা বানূ আওয়া) বলিতে সাধারণ অর্থে (canis aureus—পূর্বে Thos aureus) শৃগালকে বুঝায় (ফার্সী শাগাল, তুর্কী ভাষায় চাকাল, ফরাসী ভাষায় চাকাল)। মাংসাশী প্রাণীকুলের এই ক্ষুদ্র সদস্য, দেহগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া খেঁকশিয়াল (ছা'লাব) অপেক্ষা নেকড়ে বাঘ(যি'ব)-এর নিকটতর। 'আরবদের মধ্যে ছা'লাব ও আওয়ার অর্থ লইয়া কখনও বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি দেখা যায় নাই। ইব্‌ন আওয়ার দীর্ঘ নাসা ও মুখ, ইহার চক্ষুর গোলাকার অক্ষিগোলক, যাহা বাদাম আকৃতির নহে, ইহার দীর্ঘ ও উজ্জ্বল ত্বক এবং খেঁকশিয়াল অপেক্ষা ইহার দ্রুততর গতি বেদুঈন দর্শকদের পক্ষে ইহাদের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।

তৃণ অঞ্চলের আবহাওয়া হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের তৃণ অঞ্চলের মরুভূমি পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়িয়া শৃগালের বাস। অবশ্য ইহাদেরকে ঘাসে ঢাকা সাভানা অঞ্চলে একেবারে কোচিন-চীন পর্যন্ত পাওয়া যায়। মুখ্যত ইহার নিশাচরের প্রকৃতি, দলবদ্ধভাবে চলার প্রবণতা এবং তীব্র ও অবিরাম ক্ষুধা ইহাকে লোকালয়ে আসিতে বাধ্য করে। শিবির ও মরূদ্যানবাসীরা প্রকৃতপক্ষে এই নিত্যদিনের অতিথির নিশা-করুণ বিলাপের ('উওয়া, ওয়া'আ 'আ, তাহাওউব, হ'ীবুরা) প্রতি স্বল্পই দৃকপাত করে। কেননা ইহারা গৃহাঙ্গনের আবর্জনা ও মৃত জন্তুর-ময়লাদি সরাইয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা করে। অবশ্য পথিপার্শ্বের এই স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনকারীরা লোভের বশবর্তী হইয়া মুরগীর খোয়াড়, আঙুরের বাগান ও ফলের বাগানে যে লুটতরাজ চালায় তাহাতে অনেক ক্ষতির কারণ ঘটে।

'আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহের প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল এক ধরনের শৃগালের জাতের সাথে পরিচিত, যাহাকে তাহারা স্থানীয় নামে ডাকে। যেমন আমরা দেখি ঃ (ক) উত্তর আফ্রিকায় Canis aureus anthus (মাগরিব যীব/দীব, নেকড়ে বাঘের সহিত অনেক সময় ভুল করা হয়) যাহা সেখানে বাস করে না, 'ওয়া'ওয়া 'ওয়া, আওয়াও, তামূরূর, বাবা জাদান আল-জা'ঈদাত, বুদবীহা, তালিব য়ূসুফ; মাগরিবী বারবারে উশ্‌শেন (ushshen), তামাশেক ibegg, ibeggi, (খ) মিসরের canis lupaster (দীব, নেকড়ে বাঘ বলিয়া গণ্য); (গ) আপার ইজিপ্ট ও সুদানের Thos mesomelas অথবা কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশযুক্ত শৃগাল (আওস, উওয়ায়স, সূদানে বাশুম, বাশূম, আবুশুম, শু'ম/শূম, (ঘ) সিরিয়া ও ইরাকে canis aureus syriacus (ওয়াবী, লেবাননে জাকাল) এবং (ঙ) পারস্য ও ভারতের canis aureus indicus (পাহলবী শব্দের 'আরবী রূপ এই রকম শাহার, শাবার, শাগ'বার, যাগ'বার)।

ইব্‌ন আওয়া নামক ডাক নামটির উৎস সুদূর প্রাচীন 'আরবের আঞ্চলিক ভাষায় যাহাতে যৌগিক বিশেষ্য গঠনের প্রবণতা ছিল, যাহাতে ইব্‌ন/বিন্‌ত, আবূ/উম্ম এবং যু/যাত; উহাদের আদি অর্থ হারাইয়া মালিকানা অথবা গুণ অর্থ বুঝায়। আওয়া শব্দটিকে, মুসলিম ধ্বনিতত্ত্ববিদগণ তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের নিশ্চিত প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়া, আফ'আল বাবের নমুনায় আওও/আও'য় মূলের সহিত এই অর্থে সম্পৃক্ত করিয়াছেনঃ আশ্রয় বা সঙ্গ প্রার্থনা করা...' এইভাবে তাঁহারা ইব্‌ন আওয়ার অর্থ করিয়াছেন, "এমন একজন যে তাহার সমগোত্রীয়দের ডাকে সাড়া দেয়।" এই ব্যাখ্যা যাহা শৃগালের বৈশিষ্ট্যগত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর, সম্ভবত শব্দমূল আওও/অওয়-এর (যে শব্দ ক্রন্দনের ধারণা দেয় না) বেদুঈন অনুকার শব্দ ওয়া ওয়া'/'ওয়াওয়া-এর যুক্ত হওয়া ফল। এই অনুকার শব্দটি শৃগালের ধ্বনির অনুকরণ, যাহার সহিত এই সব লোক পরিচিত। অনুকার শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই ওয়াওয়া ধ্বনি শৃগালের শোকার্ত চীৎকারের সহিত বর্তমানকালের ভাষায় বিদ্যমান (দ্র. উপরে উল্লিখিত শৃগালের বিভিন্ন স্থানীয় নাম এবং আল-জা'হি'জে'র, 'হায়াওয়ান, ৫ম খণ্ড, ২৮৮-এ, ওয়াও ওয়াও যাহা শিশুদের ভাষায় কুকুর)।

শৃগালের অত্যধিক ভীরুতা, যাহার দরুন কেবল রাত্রিকালেই ইহারা আবাস ত্যাগ করে, শবদেহ খাওয়ার জন্য ইহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রশিক্ষণের প্রতি ইহার প্রকৃতিগত বিদ্রোহ, কু'রআনী আইনের দৃষ্টিতে ইহার অপবিত্রতার ফলে ইহার মাংস খাওয়া হারাম হওয়া ইত্যাদি কারণে ইহাকে ঘৃণা না করিলেও ইহা যাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত—যেমন শিকারী, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ এবং কবি ইহারা ইহার প্রতি পুরাপুরি উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও ইহাকে খেঁকশিয়ালের মত ধূর্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, তথাপি তাহারা ইহাকে কেবল স্মৃতির জন্য উল্লেখ করে এবং অপ্রচলিত শব্দ দ্বারা ইহাকে চিহ্নিত করিতে গিয়া ভাষাতত্ত্ববিদগণ কেবল এই রূপক শব্দটিই পেশ করিতে পারেন ঃ শাওত বারাহিন-যাহার অর্থ করা যায় মরুভূমির আলোকিত রশ্মি (শাওত-এর প্রকৃত অর্থ এইখানে স্পষ্ট নহে, কারণ এই শব্দটি একই সময়ে একটিমাত্র স্তর দ্বারা গঠিত দীর্ঘ যাত্রা, এবং আকাশ-আলোকের ভিতর দিয়া চমকিত আলোক রশ্মি বুঝাইয়া থাকে এবং হি'ময়ারী ভাষার অবশিষ্টরূপে 'আরবীর তিনটি রূপের অধীনে -ইল্লাওশা/ইল্লাওদ/লাওয়াদ।

বিশেষত মাগ'রিবে শৃগালের প্রতি এত কম মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধরনের এবং কোন কোন সময় অনির্দিষ্ট রকমের 'douar dogs' -কেও সংকর জাতীয় শৃগাল (বারহ্‌শ) বলিয়া ধরা হয় এবং এইগুলি ইহাদের মৌলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে।

মুসলিমগণ কর্তৃক শৃগাল সহজাত ঢঙে পরিত্যক্ত হইলেও Touareg গোত্রের লোকদের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। তাহারা ইহাকে তাহাদের শিকারের মধ্যে গণ্য করে এবং লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া, ফাঁদে আটকাইয়া বা বিষ প্রয়োগ করিয়া শিকার করে। কখনও কখনও তাহারা ইহার মাংস রান্না করিয়া খাইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা ইহার পশম জিনের গদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। জাহিলী যুগের 'আরবের মত ইহাদের মধ্যে শৃগালের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয় (বাংলাদেশেও)। সাধারণভাবে বারবারীতে যেখানে ইহাকে এখনও জলাতঙ্ক রোগ সংক্রমণকারী এবং মুরগীর খোয়াড় ও ভেড়ার খোয়াড় লুণ্ঠনকারী হিসাবে ভয় করা হয় (বাংলাদেশেও)। সেখানে ইহা পশু বিষয়ক কাহিনীতে শৃগালকে প্রধান নায়কের ভূমিকায় দেখা যায়, যাহা প্রকারান্তরে খেঁকশিয়ালেরই কাজ (দ্র. H. Basset. Essai sur la litterature des Berberes, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., ২০৬-৩১)।

উপসংহারে বলা যায় যে, মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে শৃগাল ছিল মাগরিব হইতে আমদানীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ সামগ্রী। এই বাণিজ্য মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইত এবং আদিতে (আদ-দীব হইতে) নামের আবরণে ফেনেক ও খেঁকশিয়ালের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া কোমল পশু-লোমের ব্যবসার ক্ষেত্রে ইহাকে গুরুত্ব দেওয়া হইত। আদিলে, আদিরে, আদিত, আদুয় ও আরদিত, আদিরের এই সমস্ত বিকৃত রূপ বিশেষ করিয়া, philippe de commynes (১৫শ শতক)-এর memoires (সম্পাদনা প্যারিস ১৯২৪-৬ খৃ.)-এ আমরা দেখিতে পাই। ...রাজা একাদশ লুই অদ্ভুত জন্তুর সন্ধানে চতুর্দিকে লোক পাঠান, যেমন বারবারীতে ছোট ছোট শৃগাল অপেক্ষা বেশী বড় নহে—এমন ধরনের সিংহকে আদিত বলা হয়। সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় যে, Buffon (Hist. Nat., ৫খ, ২১৪) শৃগালকে 'আদিভে' নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

সুতরাং মুসলিম দেশসমূহে শৃগাল একটি অচ্ছ্যুৎ অপেক্ষা বেশী কিছু নহে। অপরদিকে ফিরআওনের যুগের মিসরীয়রা শৃগালের প্রতি একটি পূজা পদ্ধতি নিবেদন করিত, যেমন আনুবিস।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাযবীনী, 'আজাইবু'ল-মাখলূকাত, ২খ, ২১৩; (২) দামীরী, হ'য়াতু'ল-হ'য়াওয়ান, ১খ, ১০৮; (৩) ইব্‌ন সীদুহ, মুখাস'স'াস', ৮খ, ৭৩; (৪) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান (দ্র. নির্ঘণ্ট); (৫) এ. মালূফ, an Arabic Zoological dictionary, কায়রো ১৯৩২ খৃ., দ্র. Canis and Jackal. (৬) St. G. Mivart, A monograph of the Canidae, লন্ডন ১৮৯০ খৃ.; (৭) L. Lavauden, Les Vertebres du Sahara, তিউনিস ১৯২৬ খৃ., ৩৩-৪ ও গ্রন্থপঞ্জী ; (৮) V. Monteil, Faune du Sahara Occidental প্যারিস ১৯৫১ খৃ.; (৯) L. Blancou, Geographie cynegetique du monde, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৪৪, ৫৫ প. ও গ্রন্থপঞ্জী ;(১০) P. Bourgoin, Animaux de chasse d Afrique প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৭৬-৭ (১১) H. Lhote, La chasse chex les Touaregs, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., প্র. ১৩১-২; (১২) J. Ellerman and T. C. S. Morrison Scott, Checklist of palaearctic and Indian mammals, লন্ডন ১৯৫১ খৃ., in Canidae; (১৩) T. Sanderson, Living mammals of the world, ফরাসী অনু. Les Mammiferes vivants du monde, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.; (১৪) P. Grasse, etc., Traite de zoologie, (Mammiferes প্যারিস ১৯৫৫ খৃ.।

F. Vire (E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্‌ন 'আকীল (ابن عقيل) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ বাহাউদ্দীন আল-হাশিমী, ইনি ৬৯৪/১২৯৪ (বা হি. ৬৯৮ বা ৭০০) সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৬৯/১৩৬৭ সনে ইনতিকাল করেন। ইনি শাফি'ঈ মায'হাবের আইনজ্ঞ এবং একজন ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তিনি সিরিয়ার বালিস গ্রামের অধিবাসী। তিনি

কপর্দকহীন অবস্থায় কায়রো পৌঁছেন এবং সেখানে তাঁহার ব্যাকরণের শিক্ষক আবূ হায়্যান আল-গারনাতী (দ্র.) তাঁহার দক্ষতা উপলব্ধি করেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন-'আলাউদ্দীন আল-কুনাবী (Brockelmann, ২খ, ১০৫, পরিশিষ্ট ২খ, ১০১) এবং প্রধান কাদী জালালুদ্দীন আল-কাযবীনী (সুবকী, তাবাকাত, ৫খ, ২৩৮)। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে (না'ইব) কাযীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া কাজ করার পর প্রধান কাযী 'ইযযুদ্দীন ইব্ন জামা'আ (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর কাজ করিবার সময় একটি আলোচনায় অশোভনীয়তার জন্য পদচ্যুত হন। যাহা হউক, তিনি আমীর সারগিতমিশ-এর অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং আমীর ইব্ন জামা'আকে বরখাস্ত করিয়া ৭৫৯/১৩৫৮ সনে তাঁহার স্থলে ইব্ন 'আকীলকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহার পর পরই সারগিতমিশ (Sarghitmish)-এর পতন ঘটিলে ইব্ন জামা'আ উক্ত পদে পুনর্বহাল হন। ইব্ন 'আকীলের চাকুরীর মেয়াদ মাত্র আশি দিন স্থায়ী হয়। ইব্ন 'আকীলের স্বল্পকাল চাকুরীর মেয়াদ গরীব ও ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর দান-খয়রাত বিতরণের কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি নিজস্ব অর্থ-সম্পদ হইতে ১,৫০,০০০(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) দিরহামের একটি ন্যাসাধীন তহবিল গঠন করেন যাহা হইতে তিনি মাথা পিছু ১ দীনার হইতে ১০ দিনার পর্যন্ত বন্টন করেন। সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য বৈধ উইল প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন।

ইব্ন 'আকীল কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। তিনি ইব্ন তূলূনের মসজিদে কু'রআনের তাফ্সীর করিতেন। পূর্ণ কু'রআনের তাফ্সীর শেষ করিতে তাঁহার তেইশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার পর তিনি পুনরায় তাফ্সীর শুরু করেন। কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্য রচনা খুব বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি ইব্ন মালিক (দ্র.)-এর আলফিয়্যা নামক গ্রন্থের একখানা ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আস-সুয়ূতী উক্ত গ্রন্থের একটি টীকা পুস্তিকা (হাশিয়া) রচনা করেন। ইব্ন 'আকীল-এর তাস্হীল নামক গ্রন্থের একখানা ভাষ্যও আস-সুয়ূতী রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই সংরক্ষিত আছে। তিনি ইহা ছাড়া আরও একটি অতি বিশদ কাজ আরম্ভ করেন, যাহা তায়সীরু'ল-ইস্তি'দাদ লি-রূতবাতি'ল-ইজতিহাদ, আত-তা'সীস লি-মায্হাব ইব্ন ইদ্রীস প্রভৃতি নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে তিনি ইখ্তিলাফ (মতবিরোধ) এবং বিভিন্ন যুক্তি বিন্যস্ত করেন। যে মতবাদগুলির সমর্থনে সর্বোত্তম হাদীছ রহিয়াছে সেইগুলির পক্ষে তিনি রায় দেন। ইহার চারি খণ্ড বর্তমান আছে।

ইব্ন 'আকীল তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য ও বসবাসে খুবই রুচিবান ছিলেন। তিনি সমাজের উচ্চ স্তরে মেলামেশা করিতে পসন্দ করিতেন। সেখানে তাঁহাকেও খুব পসন্দ করা হইত। যদিও তিনি উদার ছিলেন তথাপি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। সিরাজুদ্দীন আল-বুলুকীনী (দ্র.) তাঁহার জামাতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ২খ, ২৬৬ প., সংখ্যা ২১৫৭; (২) ইবনু'ল-কাদী, দুররাতু'ল-হিজাল, ২খ, ৩৪৭ প.; (৩) আস-সুয়ূতী, হুস্নু'ল-মুহাদারা, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ২৫৭ (ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার); (৪) ঐ লেখক, বুগ্য়াতু'ল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি., ২৮৪ প.; (৫) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায্রাতু'য-যাহাব, ৬খ, ২১৪ (হি. ৭৬৯); (৬) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ, ৩৮৬; (৭) খাওয়ানসারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, ৩খ, ৪৫৮; (৮) কায়রো তালিকা, ৩খ, ২১২; (৯) Brockelmann, ২খ, ১০৮, সা II (শেষে পড়ুন কায়রো, ২খ, ১২১); পরিশিষ্ট, ১০৪ সা. ১২ শেষে পড়ুন কায়রো² ২খ, ১৫৮)।

J. Schacht(E.I.²)/ আমজাদ হোসেন

ইব্ন 'আকীল (ابن عقيل) ঃ আবু'ল-ওয়াফা 'আলী ইব্ন 'আকীল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আকীল ইব্ন আহমাদ আল-বাগদাদী আজ-জাফারী, (৪৩১/১০৪০-৫১৩/১১১৯) হাম্বালী ফাকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ সুন্নী মতাবলম্বী এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁহার জীবন ও রচনাবলী মুসলিম ধর্মীয় চিন্তাধারার এক গুরুত্বপূর্ণ কালের উপর আলোকপাত করে এবং যিনি সনাতনী সুন্নী মতবাদের গতানুগতিকতার মধ্যে একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতা হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রথম যৌবন ঃ ইব্ন 'আকীল বাগদাদে নদীর বাম তীরে অবস্থিত মহল্লা বাবু'ততাক-এ জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. তাঁহার কিতাবু'ল-ফুনূন, পত্রক ১২ঃ "... বাবু'ত-তাক, যেই মহল্লায় আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম")। তাঁহার জন্ম তারিখ জুমাদা'ছ-ছানী, ৪৩১/ ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১০৪০ সাল। নিম্নোল্লিখিত ঘটনাবলীর সহিত উপরিউক্ত ঘটনা সংযোজন করিলে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তিনি কেবল তাহার মাতৃদিক হইতেই নহে (G. Makdisi, ইব্ন 'আকীল, পৃ. ৩৮৭). অধিকন্তু পিতৃদিক হইতেও হানাফী মতাবলম্বী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের কিছু স্মৃতি সেই মহল্লার সহিত জড়িত যেইখানে ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মাযার ও হানাফীগণের বৃহৎ কবরস্থানের সহিত বৃহৎ হানাফী মসজিদ- মাদ্রাসা অবস্থিত। এই সময়ে মু'তাযিলী মতবাদ হানাফী মাযহাব-এর মধ্যে একটি আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই ইব্ন 'আকীল মু'তাযিলী মতবাদের প্রতি আগ্রহান্বিত হন, যেই আগ্রহ তাঁহাকে আমরণ স্বাধীনচেতা করিয়া রাখে এবং যাহার ফলে হাম্বালী আন্দোলন এক নূতন দিকদর্শন ও নবায়িত শক্তির দ্যোতনা লাভ করে।

তাঁহার শিক্ষা ঃ এই অপরিণত বয়সে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী যুবক কু'রআন ও হাদীছ, ব্যাকরণ, রম্য রচনা, কঠোর সংযম ও সূফীবাদ, ছন্দ প্রকরণ ও পত্র লেখার শিল্প-শৈলী হইতে শুরু করিয়া যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যথাঃ বক্তৃতা প্রদানের কৌশল, গোঁড়া ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা ও আইনশাস্ত্র—এই সব কিছুতেই প্রগাঢ়ভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। যেই তেইশজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইজন হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন আবূ য়া'লা ও আবূ মুহাম্মাদ আত্-তামীমী (মৃ. ৪৮৮/১০৯৫)। অন্যগণ ছিলেন শাফি'ঈ, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫-৬); হানাফী, যাহাদের মধ্যে ছিলেন কাদি'ল-কুদাত আবূ 'আবদিল্লাহ আদ-দামাগানী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫-৬) এবং মু'তাযিলী, আবু'ল-কাসিম ইব্ন বুরহান (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪), আবূ 'আলী ইবনু'ল-ওয়ালীদ (মৃ. ৪৭৮/১০৮৬) ও আবু'ল-কাসিম ইবনু'ত-তাববান (মৃ. সন অজ্ঞাত)। রম্য রচনার প্রতি তাঁহার আগ্রহের সূত্র হইতেছে তাঁহার পরিবারের পৈতৃক দিক, যাহাদের সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন, "তাহারা

সকলেই ছিলেন লেখক, সচিব, কবি ও সাহিত্যিক।"গদ্য রচয়িতা হিসাবে তাঁহার প্রতিভার ছাপ রহিয়াছে বিশেষভাবে তাঁহার ধর্মোপদেশ ও চিন্তাশীল প্রবন্ধসমূহের মধ্যে।

এগার বৎসর ব্যাপিয়া ইব্‌ন 'আকীল হাম্বালী মতাবলম্বী কাদী আবূ য়া'লা ইব্‌নু'ল-ফাররার অধীনে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বৎসরগুলি তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুইটি সময়কালের মধ্যে পড়ে ৪৪৭/১০৫৫ ও ৪৫৮/১০৬৬। প্রথমোক্ত তারিখটি তাঁহার মানসপটে বাগদাদে সালজূকী দলের অনুপ্রবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে দাগ কাটিয়াছিল, যখন তাহার মহল্লা বাবু'ত-তাক-এর উপর তাহাদের নির্মম আক্রমণের ফলে তিনি অন্যত্র সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাবু'ত-তাক হইতে তিনি যখন অন্যত্র চলিয়া গেলেন তখন হইতেই তিনি হাম্বালী মাযহাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে শুরু করেন। এই সময়ে মহান হাম্বালী মতাবলম্বী সওদাগর আবূ মানসূর ইব্‌ন য়ূসুফ (মৃ. ৪৬০/১০৬৭-৮) বাগদাদে পর্দার অন্তরালে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতেছিলেন। তিনিই খলীফা আল-কাইম-এর নিকট হানাফী আবূ 'আবদিল্লাহ্ আদ-দামাগানীকে (মৃ. ৪৭৮ হি.) প্রধান কাযীর পদে অধিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ পেশ করেন। ইহা ছিল হানাফী সালজূকীদেরকে শান্ত করিবার একটি রাজনৈতিক চাল। তাঁহার পরবর্তীকালের স্মৃতিকথায় ইব্‌ন 'আকীল আবূ মানসূর সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহার সদয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ছিলেন। যেহেতু ইব্‌ন 'আকীল ছিলেন তাহার আশ্রিত, সুতরাং খুব সম্ভব মানসূর এই সময়ে ইব্‌ন 'আকীলের হাম্বালী মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিলেন। এইভাবে যেই ঘটনা 'আব্বাসী রাজধানীর জন্য এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল, সেই ঘটনাই ইব্‌ন 'আকীলের জীবনে ষোল বৎসর বয়সে এক নূতন যুগের উন্মেষ ঘটায়। দ্বিতীয় তারিখটি ৪৫৮/১০৬৬ সালে তাহার শিক্ষক আবূ য়া'লার মৃত্যু দ্বারা চিহ্নিত, যাহা হাম্বালী মাযহাবের ভিতরে তাঁহার অসুবিধা সূচিত করে।

নির্যাতন ও নির্বাসন ঃ ইব্‌ন 'আকীলের বুদ্ধিবৃত্তিক পিপাসা ঐ সময়ে হাম্বালী মাযহাবে সম্মানের সহিত বিবেচিত প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ৪৫৮ হি. তাঁহার শিক্ষক আবূ য়া'লার মৃত্যুর পূর্বেই তিনি মু'তাযিলী শিক্ষাবিদদের পাঠচক্রগুলিতে প্রায়ই যাইতেন, হাম্বালী মাযহাব কর্তৃক অতি নিন্দিত কালামশাস্ত্রে গভীর গবেষণা করিতেন এবং মহান মরমীবাদী সূফী ওয়াহ্দাতা'শ-শুহূদ (وحدة الشهود) বিশ্বাসী আল-হাল্লাজ (দ্র.)-এর রচনার পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কোন এক স্মৃতিকথায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন এবং অভিযোগ করেন যে, ইহা তাঁহার প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

৪৫৮ হি. তাঁহার শিক্ষক আবূ য়া'লার ইনতিকালের পর আল মানসূরের জামি' মসজিদের একটি পদে তাহার নিয়োগ, যাহা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আবূ মানসূরের সহায়তায় সম্ভব হইয়াছিল, তাহাকে শারীফ আবূ জা'ফার (মৃ. ৪৭০ হি.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হাম্বালীদের একটি দলের শত্রুতার কবলে নিক্ষেপ করে। ইব্‌ন 'আকীল হইতে বিশ বৎরের বয়োজ্যেষ্ঠ এই শারীফ আবূ জা'ফার স্পষ্টতই এই যুবকের অল্প বয়সে লব্ধ খ্যাতির প্রতি বিরক্ত ছিলেন। ৪৬০ হি. আবূ মানসূরের ইনতিকালের ফলে নিরাপদ আশ্রয় হারাইয়া ইব্‌ন 'আকীলকে এই দলের ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পলায়নরত অবস্থায় কাল কাটাইতে হয়। ৪৬০-৪৬৫ হি. পর্যন্ত তিনি আবূ মানসূরের জামাতা ও একজন ধনাঢ্য সওদাগর আবু'ল-কাসিম ইব্‌ন রিদওয়ান-এর আশ্রয়ে বাবুল-মারাবি নামক মহল্লায় নির্বাসনে কাটান।

জনসমক্ষে মত প্রত্যাহার ঃ ৮ মুহাররাম, ৪৬৫/২৪ সেপ্টেম্বর, ১০৭২, সোমবার, বাগদাদের পূর্বদিকে অবস্থিত নাহ্রু'ল-মু'আল্লা মহল্লায় শারীফ আবূ জা'ফার-এর মসজিদে ইব্‌ন 'আকীল এক বিরাট জনসমাবেশে তাঁহার মত প্রত্যাহারের মূল কপি পাঠ করিয়া শুনান। এই লিখিত মত প্রত্যাহার পরে পাঁচজন শুহুদ-নোটারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, তন্মধ্যে মরহুম আবূ মানসূর-এর দুই পুত্র ও দুই জামাতাও ছিলেন। ইহার দুইদিন পর খালীফার দীওয়ানে আর একটি অনুষ্ঠানে ইব্‌ন 'আকীল তাহার মত প্রত্যাহার দলীলে স্বাক্ষর করেন। এই দলীলে ইব্‌ন 'আকীল হাল্লাজের এবং কয়েকটি মু'তাযিলী মতবাদের সপক্ষে তাঁহার রচনাবলী প্রত্যাহার করেন।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, হাম্বালী মাযহাব মোটের উপর মু'তাযিলী মতবাদের বিরুদ্ধে ছিল এবং মু'তাযিলী মত পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ইব্‌ন 'আকীলের ঐকান্তিকতা সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করিবার কোন কারণ নাই। যদিও তাঁহার পরবর্তীকালের রচনাবলী মু'তাযিলী অধ্যাপকগণের নিকট হইতে অর্জিত অনুসন্ধানের চেতনায় দীপ্ত, তথাপি এই কথা বলা যাইবে না, তিনি মু'তাযিলীদের ধর্মীয় তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং মু'তাযিলী মতবাদের ব্যাপারে বলা যায় যে, ইব্‌ন 'আকীল তাঁহার মত প্রত্যাহারে আন্তরিক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে হাম্বালী মাযহাবের প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনুগত ছিলেন।

যাহা হউক, হাল্লাজের ব্যাপারে এই কথা নিরাপদেই বলা যায় যে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ইব্‌ন 'আকীলের ঐকান্তিকতায় সন্দেহ পোষণের অবকাশ রহিয়াছে। এই মশহুর মুসলিম সিদ্ধ পুরুষের উপর তাঁহার রচনাবলী প্রত্যাহার করিতে গিয়া ইব্‌ন 'আকীল তাকিয়্যা (تقية) বা পরিণামদর্শী ছদ্ম মনোভাবের আশ্রয় লইয়াছেন। এই কাজ করিয়া তিনি তাঁহার মাযহাবের শিক্ষার বিরোধিতা করেন নাই। কেননা আল-হাল্লাজের প্রতি হাম্বালী দৃষ্টিভঙ্গী তখন এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত ছিল। যখন হাম্বালী ইব্‌ন কুদামা (মৃ. ৬২০/১২২৩) ইব্‌ন 'আকীলের মত প্রত্যাহারের মূল পাঠ (text) বর্ণনা করিতেন তখন আল-হাল্লাজের প্রসঙ্গটি বাদ দিতেন, নিঃসন্দেহে ইহা তাঁহার নিজস্ব সূফী প্রবণতার কারণেই ছিল। হাম্বালী তাওফী (মৃ. ৭১৫/১৩১৬) যিনি ইব্‌ন কুদামার রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, হাল্লাজের সূফী হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করিতেন। হাম্বালী মাযহাব সূফী মতবাদের বিরোধী ছিল না। কেননা সূফীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন এই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যেমন আল-আনসারী আল-হারাবী (দ্র.) ও 'আবদু'ল-কাদির আল-জীলানী (দ্র.), সর্বপ্রথম সূফী তারীকা কাদিরিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, জনসমক্ষে মত প্রত্যাহারের পর শারীফ আবূ জা'ফার যিনি ইব্‌ন 'আকীলের রচনাবলীর নিন্দা করিতেন, তিনি প্রত্যাহৃত রচনাবলী তাঁহার নিকট এই মর্মে ফেরত দেন যে, তিনি নিজেই সেইগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি সেইগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু অন্যরা বলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেইগুলি প্রকাশিত হয়। আমাদের নিকট ইব্‌নু'ল-জাওযীর সাক্ষ্য বর্তমান আছে। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইব্‌ন 'আকীলের হাল্লাজ সম্পর্কিত প্রশংসাবাদের রচনাসম্বলিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি পুস্তিকা আছে। ইহার নাম জুয় ফী নাস্‌র কারামাতি'ল-হাল্লাজ।

উত্তরকালের বিচার ঃ ইবনু'ল-জাওযী, যিনি ইব্‌ন 'আকীলের রচনাবলী, বিশেষভাবে তাঁহার ধর্মীয় বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি ইব্‌ন আকীলের দুঃখ-কষ্টের কারণ হিসাবে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহলকে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ইব্‌ন 'আকীল নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রবণতার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। শাফি'ঈ ইব্‌ন আল-কুতুবীও এই মত পোষণ করেন। ইব্‌ন কু'দামা ও ইব্‌ন রাজাব-এর মত হাম্বালী ফাকীহগণ এবং শাফি'ঈ ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন আকীলকে পুরাপুরি নিন্দা না করিলেও বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি কখনই মু'তাযিলীপ্রবণতা হইতে মুক্ত ছিলেন না। অপরদিকে বিখ্যাত হাম্বালী ইব্‌ন তায়মিয়্যা (দ্র.) মনে করেন যে, ইব্‌ন 'আকীল, যিনি প্রথমে জাহ্‌মী মতবাদ ও মু'তাযিলী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষভাগে প্রচলিত গোঁড়া মতবাদের শুদ্ধবাদী (সুন্নী) চেতনায় সঞ্জীবিত হন।

প্রধান রচনাবলী ঃ ইব্‌ন 'আকীলের রচনাবলী আজও সমালোচনা-মূলকভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নাই এবং সেই কারণে এখনও তাঁহার চিন্তাধারা সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব হয় নাই। জি. মাক্‌দিসী বর্তমানে নিম্নলিখিত রচনাবলীর সম্পাদনা কার্যে নিয়োজিত আছেন ঃ (১) কিতাবু'ল-ফুনূন (كتاب الفنون), ইহা ইব্‌ন 'আকীলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ঐতিহাসিকগণ এই রচনার পরিধি সম্পর্কে একমত নহেন। তাহাদের প্রদত্ত খণ্ডের সংখ্যা হইতেছে দুই শত হইতে আট শত; মাত্র এক খণ্ড এখন বর্তমান আছে বলিয়া জানা যায়। দশ খণ্ডে একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন (এখন অবিদ্যমান) ইবনু'ল-জাওযী কর্তৃক প্রণীত হয়। সিব্‌ত ইবনু'ল-জাওযী বাগদাদে মামূনিয়্যাগণের ওয়াক্‌ফে সত্তরটি খণ্ড পড়াশুনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইহা বিশ্বকোষের মত একটি বিরাট দিনপঞ্জী, যাহাতে সব ধরনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই ইহার রচয়িতার বহুবিধ বিষয়ে আগ্রহের কথা জানা যায়। (২) কিতাবু'ল-ওয়াদিহ ফী উসূলি'ল-ফিক্‌হ (كتاب الواضح فى اصول الفقه); ফিক্‌হশাস্ত্রের নীতিমালা বিষয়ক তিন খণ্ডে রচিত একখানা গ্রন্থ; সব খণ্ডই বিদ্যমান আছে। (৩) আশ্‌'আরী মতবাদ খণ্ডন করিয়া কু'রআনের প্রকৃতি বিষয়ে লিখিত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। (৪) কিতাবু'ল-জাদাল (كتاب الجدل); এক খণ্ডে সমাপ্ত ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণ যুক্তিবিদ্যার উপর প্রণালী বিষয়ে রচিত একটি গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন 'আকীল-এর জনসমক্ষে মত প্রত্যাহার সম্বন্ধে দ্র. (১) I. Goldziher, Zur Geschichte der hanbalitischen Bewegungen, ZDMG-তে ৬২ (১৯০৮ খ.), ২০-১; (২) L. Massignon, La Passion d al-Hosayn ibn Mansour al-Hallaj, প্যারিস ১৯১৪-২২,পৃ. ৩৬৬, ৩৬৭। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানিবার জন্য দ্র. (৩) G. Makdisi, Nouveaux details sur l'affaire d' Ibn Aqil, Melanges Louis Massignon-এ ৩খ, ৯১-১২৬। হাম্বালী মাযহাবের ইতিহাসের ইব্‌ন আকীল সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দ্র.; (৪) H. Laoust, Le Hanbalisme Sous le Califat de Baghdad, REI-এ (১৯৫৯ খৃ.), পৃ. ১০৪-৫। গ্রন্থপঞ্জী এবং ইব্‌ন আকীল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (৫) G. Makdisi, Ibn Aqil et la resurgence de l' Islam traditionaliste au XI^{e} siecle, দামিশক(PIFD) ১৯৬৩ খৃ., বিশেষত পঞ্চম অধ্যায় ও নির্ঘণ্ট, শিরো.।

G. Makdisi (E.I.^{2})/পারসা বেগম

ইব্‌ন আ'ছাম আল-কূফী (ابن اعثم الكوفى) ঃ আবূ মুহাম্মাদ আহমাদ, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর একজন 'আরব ঐতিহাসিক। Wustenfeld ও brockelmann তাঁহাকে খাওয়ান্দ আমীর ও হাজ্জী খালীফা তাঁহাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী 'উরফে ইব্‌ন আ'ছাম আল-কূফী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত এই বর্ণনা সঠিক নয়। ইব্‌ন আ'ছাম আল-কূফী ৩১৪/৯২৬ সালের দিকে ইনতিকাল করেন (দ্র. Frahn, Indications Bibliographiques, পৃ. ১৬, নং ৫৩)। Wustenfeld ও হাজ্জী খালীফা ভ্রান্তিবশত তাঁহার মৃত্যু সন ১০০৩/১৫৯৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন আছাম আল-কূফী একজন কবিও ছিলেন। য়াকূ'ত আল-হামাবী আবূ 'আলী আল-হুসায়ন ইব্‌ন আহমাদ আল-বায়হাকীর বরাতে ইব্‌ন আ'ছামের দুইটি কবিতা নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহাদ্দিছগণ ইব্‌ন আ'ছামকে দা'ঈফ (ضعيف) রাবী বলিয়া বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আ'ছামের কেবল তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যত 'আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কোন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইহার মধ্যে দুইটি গ্রন্থ য়াকূ'ত আল-হামাবীরও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু তিনি গ্রন্থ দুইটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নাই। গ্রন্থ দুইটি হইলঃ (১) কিতাবু'ল-মা'লূফ ও (২) কিতাবু'ত-তারীখ। ইহাতে তিনি আল-মা'মূনের শাসনামল হইতে আল-মুকতাদিরের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। (৩) ইব্‌ন আ'ছাম কিতাবু'ল-ফুতূহ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে তিনি শী'আ দৃষ্টিভঙ্গিতে খিলাফাতের প্রাথমিককাল হইতে হারূনু'র-রাশীদের শাসনকাল পর্যন্ত রোমীয় ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্ত কুতুবখানা-ই মাশহাদ (৩খ, ৭৬, পাণ্ডুলিপি-১১)-এর বর্ণনা অনুসারে এই গ্রন্থটি ২০৪/৮১৯ সালে লিখিত। কিন্তু ইহা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ইহাও একটি চিন্তার বিষয় যে, সনদের অনুপস্থিতি কিতাবু'ল-ফুতূহ গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, অথচ সেই সময়ের রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য উহা ছিল না।

৫৯৬/১১৯৯ সালের দিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-মুস্‌তাওফী আল-হারাবী বুশানজ-এর সন্নিকটে তায়াবাদ মাদ্‌রাসায় অবস্থানকালে ইব্‌ন আ'ছাম আল-কূফীর কিতাবু'ল-ফুতূহ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন (পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Storey, ১খ, ২০৭-২০৯, ১২৬০) W. Ousely ইহার একটি চয়নিকা এবং B. Gerrans, Oriental Collections-এ ইহার অনুবাদ পেশ করিয়াছেন (দ্র. ১খ, ৬৩, ১৬১ প.; The History of the Conquest of Zoor, ১খ, ১৬০-৫; The Fight and Murder of Yesdejherd, ১খ, ৩৩৩-৬; The Invasion of Nubia and Historical Anecdotes, ফারসী পাঠ ঃ F. Willken, Institutions and Fundamentalinguae persicae, ১৫৪-৬১ ল্যাটিন অনুবাদঃ ঐ লেখক, Auctarium chrestomathian ৩১-৭; উর্দূ অনুবাদঃ খিলাফাত-ই-রাশিদা, দিল্লী ১৩১৮/১৯০১।

কিতাবু'ল-ফুতূহ গ্রন্থটি ষষ্ঠ শতকে পূর্বের 'আরবী পাঠের কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত আল-হামাবী, ইরশাদু'ল-আরীব, ১খ, ৩৭৯; (২) 'আতাউল্লাহ জামাল হুসায়নী, রাওদাতু'ল-আহ্‌বাব, লাখনৌ ১২৯৭

হি., ৩খ, ৪৬, ৬৯, ৭০; (৩) খাওয়ানদ আমীর, হ'াবীবু'স-সিয়ার, বোম্বে, ৭; (৪) আহ'মাদ আল-গাফ্ফারী, তারীখ নিগারিস্তান, বোম্বে ১২২৫ হি., ৫, ২৫, ৯৩; (৫) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, সম্পা. Flugel, ৪খ, ৩৮০, ৩৮৫; (৬) F. Wustenfeld, Geschichtschreiber etc. নং ৫৪১; (৭) C. Brockelmann, ১খ, ৫১৬; পরিশিষ্ট ১ ঃ ২২০ (৮) Storey, History of Persian Literature ১খ, ২০৭-৯, ১২৬০; (৯) 'আবদু'ল-মুকতাদির, ফিহ্‌রিস্ত কুতুব, বাঙ্কীপুর, ৬খ, ১১৬-২০; (১০) ZDMG ৬৯ঃ ৭৭; (১১) RAAD ২খ, ১৪২-৩; (১২) Encyclopaedia of Islam, Leiden, ২য়/১৯৭৯ সংস্করণ, খৃ., ৩খ, ৭২৩; (১৩) H. Hane, La Chronique d Ibn A, tham, in Mel. Gaudefroy Demombynes, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৮৫-৯০।

রানা ইহ্‌সান ইলাহী (দা.মা.ই.)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন আজাররাদ (দ্র. আজারিদা)

ইব্‌ন 'আজীবা আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মাহদী ইব্‌ন 'আজীবা আল-হাসানী (ابن عجيبة ابو العباس احمد بن محمد بن المهدى ابن عجيبة الحسنى) ঃ ছিলেন মরক্কোর শারীফী বংশোদ্ভূত একজন সূফী ও দারকাওয়া (দ্র.) তারীকার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ১১৬০ অথবা ১১৬১/১৭৪৬-৪৭ সালে তিনি আনজরা গোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম আল-খামীস-এ (মরক্কোর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, তানজিয়ার ও তেতুয়ানের মধ্যে) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ভক্তিমূলক ধর্মকর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, ধর্মতত্ত্ব, পবিত্র আইন ও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, প্রথমে স্থানীয় ফিক্'হবিদগণের নিকট, পরে তেতুয়ানের 'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন কুব্‌রীশ, মুহ'াম্মাদ জান্‌বী ও মুহ'াম্মাদ ওয়ারযীযী-এর নিকট। অবশেষে ফেয শহরে তাউদী ইব্‌ন সূদা ও মুহ'াম্মাদ বান্নীম-এর নিকট হইতে শিক্ষা দান করিবার জন্য তিনি অনুমতি (اجازة) প্রাপ্ত হন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তেতুয়ানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শারী'আ শিক্ষা দান করেন এবং ফিক্'হ্ ও হ'াদীছ' সম্পর্কে গ্রন্থ এবং সূ'ফীতত্ত্বের উপর তাঁহার প্রথম ভাষ্যসমূহ রচনা করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ইব্‌ন 'আতাউল্লাহ্ (দ্র.)-এর হিকাম অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং সূফী তারীকায় আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ১২০৮/১৭৯৪ সালে মাওলাঈ দারকাবী-এর প্রত্যক্ষ ছাত্র শায়খ মুহ'াম্মাদ আল-বুযীদী (মৃ. ১৮১৪ খৃ.)-এর মুরীদ হন। এই সময় তিনি তাঁহার পূর্বের জীবন ধারার নাটকীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া তাঁহার চাকুরী ও বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন এবং তালিযুক্ত পোশাক (মুরাককা'আ) পরিধান করিয়া ভিক্ষুক ও ভিস্তির পেশা গ্রহণ করেন, এমন কি আপত্তিকর বিদ'আতের অভিযোগে অন্য ফকীরগণের সহিত কয়েকদিনের জন্য তিনি তেতুয়ানে (Teuan) কারারুদ্ধ হন। এই পরীক্ষা সময়ের কষ্ট-ক্লেশের পর তিনি যে দিব্য জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের ক্ষমতা (শায়খে তারীকা) প্রাপ্ত হন সে সম্বন্ধে নিজের আত্মজীবনীতে (ফাহ্‌রাসা) এই বিপদকালের প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন এবং মুরশিদ(শায়খ ত'ারীকা) হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের পন্থা ও সূফী তারীকা প্রচার করিতে থাকেন এবং জাবালার উত্তরে অবস্থিত গ্রামসমূহে অনেক যাবিয়া (খানকাহ) প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই সময়ের রচনা ছিল প্রচুর, যেইগুলি শিক্ষা দান ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। এই রচনাগুলিতে মূল সূফী অভিজ্ঞতাকে ফিক্'হ-এর শিক্ষার সহিত সমন্বিত করিয়াছিলেন এবং ইহাতে প্রকাশ্য জ্ঞানকে (আল-'ইলমু'জ-জাহির) বাতিনী (আল-'ইলমু'ল-বাতিন) জ্ঞান অর্জনের উপায় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 'ইলমু'ল-ইশারার (পরোক্ষ ইঙ্গিত) ব্যাখ্যা দানে দক্ষতার জন্য ইব্‌ন 'আজীবা স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্লেগে আক্রান্ত হইয়া গামারায় তাঁহার শায়খের গৃহে ৭ শাওয়াল, ১২২৪/১৫ নভেম্বর, ১৮০৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। যামমিজ গ্রামের (তানজিয়ার্স হইতে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে) সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু তাঁহার মাযার। এখানে প্রতি বৎসর 'আজীবার মুরীদগণ কর্তৃক মাওসিম (বাৎসরিক মাহফিল) [১৪ সেপ্টেম্বর] অনুষ্ঠিত হয়।

রচনাবলী ঃ নিজের আত্মজীবনীতে (ফাহ্‌রাসা) ইব্‌ন 'আজীবা তাঁহার গ্রন্থরাজির যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা সাধারণভাবে রচনাকালক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকাশিত রচনাবলীর উপর যৎকিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণসহ উহা নিম্নরূপঃ

(১) ও (২) শারহ্'ল-হামযিয়্যা ও শারহ্'ল-বুরদা (আল-বুসীরী; (৩) শারহ্'ল-ওয়াজীফা (যাররূক); (৪) শারহু'ল-হিয্‌বি'ল-কাবীর (শাযিলী); (৫) শারহু আস্‌মাইল্লাহি'ল-হুস্‌না; (৬) শারহ্'ল-মুনফারিজা (ইব্‌ন নাহবী); (৭) শারহ' তাইয়্যা (জা'ইদী); (৮) কিতাব ফী 'ইলমি'ন-নিয়্যা; (৯) কিতাব ফী যাম্মি'ল-গ'ীবা ওয়া মাদহি'ল-'উযলা ওয়াস-সাম্‌ত; (১০) তা'লীফ ফি'ল-আযকারি'ন-নাবাবিয়্যা; (১১) আরবা'ঈন হাদীছ; (১২) আল-কিরাআতু'ল-'আশারা; (১৩) আয-হাবূ'ল-বুস্‌তান (তাবাকাত মালিকিয়্যা), (১৪) হাশিয়া 'আলা মুখতাসার খালীল; (১৫) শারহ' হিস্‌নু'ল-হ'াসীন (জাযারী); (১৬) শারহ্'ল-হি'কাম (ইব্‌ন 'আতা 'ইল্লাহ); (১৭ নং-এ সঙ্গে প্রকাশিত কায়রো ১৩৩১/১৯১৩ ও পৃথকভাবে কায়রো ১৩৮১/১৯৬১); (১৭) শারহ্'ল-মাবাহি ছি'ল-আসলিয়্যা (তুজীবী); (১৮) শারহ' তাসলিয়া (ইব্‌নু মাশাশ); (১৯) (২০) ও (২১) শারহ্'ল-ফাতিহা (কু'রআন-এর প্রথম সূরার উপর ৩টি পৃথক ভাষ্য—একটি ছোট, একটি দীর্ঘ ও তৃতীয়টি খুব সংক্ষিপ্ত); (২২) তাফসীরু'ল-কু'রআন (কু'রআন-এর উপর ভাষ্য, ৪ খণ্ডে, অন্তত ১ ও ২ নং প্রকাশিত, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫ ও ১৩৭৬/১৯৫৬); (২৩) শারহ্'ল-খামরিয়্যা (ইবনু'ল-ফারিদ); (২৪) শারহ কাসীদা (রিফা'ঈ); (২৫) শারহ' মুকাত্‌তা'আত (শুশতারী); (২৬) শারহ' কাসীদা ফি'স-সুলূক (বুযীদী); (২৭) কিতাব ফি'ল-কাঁদা ওয়াল-কাদার; (২৮) শারহ' আবয়াত (ইব্‌ন 'আরাবী); (২৯) ফি'ল-খাম্‌রাত্ি'ল-'আযালিয়্যা; (৩০) ফি'ত-তালাসিম। এই গ্রন্থ ও ইহার পূর্বেরটি সংক্ষিপ্ত মরমীবাদী প্রবন্ধসমূহ। ইহাতে গ্রন্থকার সরাসরি নাম উল্লেখ না করিলেও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের একত্ববাদ তত্ত্ব (ওয়াহ্-দাতু'ল- উজূদ) উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া আল্লাহ তাঁহার জ্যোতি প্রকাশের (তাজাল্লী) আগে ও পরে তাঁহার নিজ অস্তিত্বের সহিত অভিন্ন থাকে। দ্বিতীয় ঃ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, 'অস্তিত্ববান পর্দা' যাহার আড়ালে লুক্কায়িত আছে, একক সত্তা' এবং যাহার মাধ্যমে ইহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে ঐক্যের তিনটি ক্রমবর্ধমান নিখুঁত রীতি অনুসারেঃ তাওহীদু'ল-আফ'আল (কার্যেরঐক্য), তাওহীদু'স-সিফাত (গুণের ঐক্য), তাওহীদু'য-যাত (সত্তার ঐক্য); (৩১) শারহ তাসলিয়া (ইব্‌ন 'আরাবী); (৩২) শারহ' নুনিয়্যা (শুশতারী); (৩৩) মি'রাজু'ত- তাসাওউফ (সূফীতত্ত্বের

পারিভাষিক শব্দকোষ, দামিশক ১৩৫৫/১৯৩৭, আল-হাশিমী (দ্র.) কর্তৃক প্রকাশিত; Fr. Tr. by J. L. Michon, দ্র. Bibl.); (৩৪) ও (৩৫) শারহ· তাইয়্যা ফি'ল-খামর (দুইটি ভাষ্য একটি সংক্ষিপ্ত, অন্যটি দীর্ঘ—তাঁহার উস্তাদ বুযীদী-এর একটি কবিতার উপর); (৩৬) শারহু'ল-আজুররূমিয়্যা (ইব্‌ন আজুররূম-এর ব্যাকরণের উপর দুইটি পর্যায়ের ভাষ্যঃ ব্যাকরণ ও মরমী তত্ত্ব (বাতিনী)। কেবল বাতিনী ব্যাখ্যাসম্বলিত তাজরীদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইস্তাম্বুল ১৩১৫ হি.); (৩৭) হ·াশিয়া আলা'ল-জামি'ইস-সাগীর (আস-সুয়ূ·তী); (৩৮) দীওয়ান (৪টি কাসীদা ও বিভিন্ন তাওশীহাত, সর্বমোট প্রায় ২০০ চরণের মত। এই তালিকায় অবশ্যই যুক্ত হইবে ফাহ্‌রাসাটি ও কিছু রচনাবলী, যাহা উল্লিখিত হয় নাই সম্ভবত এই কারণে যে, সেগুলি গ্রন্থকারের মৃত্যুর বেশী আগে রচিত হয় নাই); (৩৯) শারহ· 'আয়নিয়্যা (আল-জীলী); (৪০) তাব্‌সিরাত দারকাবিয়্যা; (৪১) তা'রীফ (পরিচয়) মাওলায় দারকাবী; (৪২) ফি'ল-মাওয়াদ্দা; (৪৩) আহ্‌যাব (হিযবু'ল-হিফ্‌জ, হিযবু'ল-'ইযয ও হিযবু'ল-ফাত্‌হ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Levi-Provencal devoted a notice to Ibn Adjiba in Les historiens des chorfa 336, তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই 'আরবীতে তাঁহাকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে 'আবদু'ল-কাদির আল-কুহিন (দ্র. ঐ, ৩৪০), বিশেষ করিয়া বুযিয়্যান আল-মা'আসকারী (ত·াবাক·াত দারকাবিয়্যা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে Bibiliographical সংকলনে (ফ. বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩৫৮; সারকীস, মু'জাম, ১৬৯-৭০) ও পাণ্ডুলিপি তালিকায় (Allouche and Regragui, Mss. Ar. Rabat, ১, স্থা.)। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ দাউদ তাঁহার তা'রীখ তিতওয়ান গ্রন্থে তাঁহাকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন (দ্র. vol. iii, 1962, Passim and vol. vi, to appear)। ঐ সকল উৎস ও তথ্য গ্রন্থকারের রচনাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়া J. L. Michon তাঁহার গবেষণা গ্রন্থ Ibn Adjiba et son Mi'radj (thesis, Paris 1966)-এ সন্নিবেশিতে করিয়াছেন।

J. L. Michon (E. I.[2])/ম, নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইব্‌ন আজুররূম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ আস-সান্‌হাজী (ابن آجـرروم ابـو عبـد الله مـحـمـد بن مـحـمـد بن داؤد الـسـنـهـاجـى) ঃ মরক্কো দেশীয় একজন ব্যাকরণবিদ। তিনি ৬৭২/১২৭৩-৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২৩/১৩২৩-৪ সালে ফেয নগরে ইনতিকাল করেন; সেইখানে তিনি ব্যাকরণ ও বিশুদ্ধরূপে কুরআন পঠন বিদ্যা (علم التـجـويـد) শিক্ষা দিতেন। ইব্‌ন আজুররূম প্রখ্যাত মুকাদ্দামা (مقدمة)-এর গ্রন্থকার যাহা তাঁহার নাম বহন করিতেছে। কয়েক পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকাটিতে তিনি 'আরবী শব্দমালার ই'রাব (স্বরচিহ্ন) পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। সহজে মুখস্থ করা সম্ভব এই ব্যাকরণটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল 'আরবী ভাষাভাষী দেশে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। গ্রন্থটির অত্যধিক সংক্ষিপ্ততার কারণে পরবর্তী ব্যাকরণবিদগণ মুকাদ্দামার ৬০টি ভাষ্য রচনা করেন। শিক্ষকদের মধ্যে উহার বহুল প্রচলনের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'আরবী ভাষাবিদগণের 'আরবী ব্যাকরণ শিখিবার অন্যতম প্রথম পুস্তক হিসাবে মুকাদ্দামা দশম/ষোড়শ শতাব্দী হইতে য়ুরোপে পরিচিতি লাভ করে। পুস্তকখানা বহুবার প্রকাশিত হয় এবং অধিকাংশ য়ূরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, আস্-সুয়ূতী (বুগ্‌য়া, পৃ. ১০২) মনে করেন, ইব্‌ন আজুররূম কূফী বৈয়াকরণগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তাঁহাকে এইরূপ মনে করিবার যুক্তি এই যে, ইব্‌ন আজুররূম পরিভাষা খাফ্‌দ (خفض) ব্যবহার করিতেন এবং অনুজ্ঞা (امر। Imperative)-কে মু'রাব (معرب) ও কায়ফামা (كيفما) পদটিকে জায্‌ম (جزم) দানকারী মনে করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ২খ, ৩০৮-১০, পরিশিষ্ট ২. ৩৩২-৫; (২) এম. আল-মাখযূমী, মাদ্‌রাসাতু'ল-কূফা, বাগদাদ ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১১৭; (৩) G. Troupeau, Trois traductions latines de la Muqaddima d'Ibn Adjurrum, in Etudes d., Orientalisme dediees a la memoire de Levi-Provencal, ১খ, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৩৫৯-৬৫।

G. Troupeau (E.I.[2])/ মকবুলুর রহমান

ইব্‌ন 'আত্তাশ (ابن عطاش) ঃ 'আবদু'ল-মালিক, ইসমা'ঈলী মতবাদের একজন প্রচারক। ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইরাকে ও পশ্চিম পারস্যে ধর্মমত প্রচারের কার্য তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাহার সম্পর্কে তথ্যাদি নিতান্ত অপ্রতুল। হ·াসান-ই সাব্‌বাহ (দ্র.)-এর আত্মজীবনী অনুযায়ী তিনি রামাদা·ন, ৪৬৪/মে-জুন, ১০৭২ সালে রায় গমন করেন এবং ধর্মমত প্রচারের কাজে হ·াসানকে তালিকাভুক্ত করেন। কথিত আছে, তিনি গিরদকুহ-এর পরবর্তীকালের নিযারীদের অন্যতম অতি সক্রিয় নেতা মুজাফফারকে নিজ দলভুক্ত করিয়াছিলেন। জাহীরুদ্দীন ও রাওয়ান্দী পরোক্ষভাবে হ·াসান-ই সাব্‌বাহ্-এর সহিত তাঁহার সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই বিবরণ অনুযায়ী ইসফাহানে বসবাসকারী 'আবদু'ল-মালিক নামে এক ব্যক্তি শী'আ মতবাদে অভিযুক্ত হন এবং তিনি ইস্‌ফাহান হইতে পলাইয়া রায়-এ গিয়া হ·াসান-ই সাব্বাহ্-এর সহিত মিলিত হন। ইব্‌নু'ল-জাওযী একটু ভিন্ন ধরনের বিবরণ দেন এবং আরও বিশদ বর্ণনা যোগ করিয়া বলেন, তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন, তিনি তাঁহার ধর্ম বিশ্বাসের অপরাধে সুলতা·ন তুগরুল বে' কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং তাঁহাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। তিনি অনুতপ্ত হওয়ার ভান করেন, মুক্ত হইয়া রায় গমন করেন এবং সেইখানে ইসমা'ঈলিয়্যা সম্প্রদায়ের নেতা আবূ 'আলী আন-নীশাপুরীর সহযোগী হন। তিনি ইসমা'ঈলিয়া মতবাদের উপর আল-'আকীকা নামক একটি বই লেখেন এবং রায় অঞ্চলে ইনতিকাল করেন। রাওয়ান্দী ও ইব্‌নু'ল-আছীর একমত যে, তিনি একজন প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি ও সুন্দর লিপিকার ছিলেন। রাওয়ান্দী আরও বলেন যে, ইস্‌ফাহানে তাঁহার হস্তলিখিত বেশ কিছু বই আছে।

তাঁহার পুত্র আহ·মাদও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাওয়ান্দীর মতে তিনি ইসফাহানে তাঁহার পিতার ধর্ম বিশ্বাসের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার পিতার পলায়নের সময় উৎপীড়িতও হন নাই। যাহা হউক, তিনি গোপনে কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন। শাহদিয নামক নগর দুর্গের দায়লামী সেনানিবাসের বালকদের স্কুল শিক্ষক হিসাবে তিনি কার্যরত ছিলেন। তিনি বালকদের পিতাদের নিকট মতবাদ প্রচার করেন এবং তাহাদেরকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নগর দুর্গের নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্য হন। তিনি ইহা বেশ কয়েক বৎসর স্বীয়

অধিকারে রাখেন। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হন (৫০০/১১০৭)। দুর্গ অধিকারের পর আহমাদকে ইস্‌ফাহানের রাস্তায় ঘুরানোর পর জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার শরীরের চামড়া ছাড়াইয়া ফেলা হয়। তাঁহার ছিন্ন মস্তক বাগদাদে পাঠান হয়। ইবনু'ল-আছ়ীরের মতে তিনি ছিলেন একজন মূর্খ লোক। তাঁহার প্রতি হ়াসান-ই সাব্বাহ্‌-এর শ্রদ্ধা তিনি স্বীয় পিতার কারণেই লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ৯খ, হায়দরাবাদ ১৩৫৯ হি., পৃ. ১৫০-১; (২) বুন্‌দারী, 'ইমাদুদ্দীন, Histoire des Seldjoucides, সম্পা. M. Th. Houstma লাইডেন ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ৯০-২; (৩) জাহীরুদ্দীন নীশাপুরী, সালজূক-নামাহ, তেহরান ১৩৩২ হি., পৃ. ৪০-২; (৪) রাওয়ান্দী, রাহাতু'স-সুদূর, সম্পা. মু. ইক্‌বাল, লন্ডন ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৫৫-৬, ১৫৯-৬১; (৫) ইবনু'ল-কালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশক, সম্পা. H. F. Amedroz. বৈরূত ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৫১-৬; ফরাসী অনু. R. Le Tourneau, Damas de 1075 a 1154 দামিশ্‌ক ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬৬-৭৩ (মাহ্‌দিয় দখলের বিজয়পত্র); (৬) ইবনু'ল-আছ়ীর, কামিল, ১০খ, ২১৫-৭; ২৯৯-৩০২; (৭) জুওয়ায়নী, ৩খ, ১৮৯= অনু. Boyle, ২খ, ৬৬৩; (৮) রাশীদুদ্দীন, জামি'উত-তাওয়ারীখ, কিসমাত-ই ইস্‌মা'ঈলিয়্যান, সম্পা. মু. তাকী দানিশপাঝূহ, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯, পৃ. ৯৯, ১১৬, ১২২ ইত্যাদি; (৯) আবু'ল-কাসিম কাশানী, তা'রীখ-ই ইস্‌মা'ঈলিয়া (যুব্‌দাতুত-তাওয়ারীখ হইতে গৃহীত), সম্পা. মু. তাকী দানিশ পাঝূহ, বাত্রীজ ১৩৪৩ সা. হি., পৃ. ১২২; (১০) M. G. S. Hodgson, The Order of Assassins, হেগ ১৯৫৫ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১১) মুসতাফা গালিব, আ'লামুল-ইস্‌মা'ঈলিয়া, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৪৪-৫; (১২) মু. মিহ্‌র য়ার, মাহদিয় কুজা আস্ত? নাশ্‌রিয়্যা-ই দানিশকাদা-ই আদাবিয়্যাত-ই ইসফাহান এ, ১খ, (১৩৪৩/১৯৬৫); ১১৫-৬, ১৫৬-৭; (১৩) B. Lewis, The Assassins, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘণ্ট।

B. Lewis(E.I.²)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইব্‌ন 'আতাউল্লাহ (ابن عطاء الله) ঃ তাজুদ-দীন আবু'ল-ফাদ্‌ল (এবং আবু'ল-'আব্বাস. দ্র. ইব্‌ন ফারহন, দীবাজ, কায়রো ১৩৫১ হি., পৃ. ৭০) আহ়মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-কারীম ইব্‌ন 'আতাউল্লাহ আল-ইস্‌কান্‌দারী আশ্‌-শাযিলী ছিলেন আরব দেশীয় সূফী এবং সূ়ফী আবু'ল-'আব্বাস আহ়মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-আন্‌সারী আল-মুরসী (মৃ. ৬৮৬/১২৮৭)-এর শিষ্য হিসাবে আল-শাযিলী (আবু'ল-হ়াসান আশ-শাযিলী, মৃ. ৬৫৬/১২৫৮) তারীকার অনুসারী। তিনি উভয় সূফীর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে লাতাইফু'ল-মিনান ফী মানাকিবি'শ-শায়খ আবু'ল-'আব্বাস ওয়া শায়খিহি আবু'ল-হ়াসান (তিউনিসিয়া ১৩০৪/১৮৮৬-৮৭; কায়রো ১৩২২/১৯০৪) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা শা'রানীর লাতাইফু'ল-মিনান নামক গ্রন্থের হাশিয়ায় মুদ্রিত।

ইব্‌ন 'আতাউল্লাহ মূলত আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। কিন্তু তিনি কায়রোতে জীবন যাপন করেন এবং তথায় ১৬ জুমাদা'ছ-ছানী, ৭০৯/২১ নভেম্বর, ১৩০৯ সালে মাদরাসা মানসূরিয়ায় ইনতিকাল করেন। Brockelmann (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহর বিশখানা গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এইগুলি প্রধানত সূফীতত্ত্ব ও সংসার বিমুখতা সম্পর্কে রচিত। ইহাদের ছয়খানা মুদ্রিত ও অবশিষ্টগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-হি়কামু'ল-'আতাইয়া, যাহা উপদেশমূলক বাণীসমূহের একটি সংকলন এবং ইহার প্রকাশ ভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর। আধুনিককাল পর্যন্ত ইহার অনেক ভাষ্য রচিত হইয়াছে। স্পেন দেশীয় সূফী ইব্‌ন 'আব্বাদ আর-রুনদী (মৃ. ৭৯৬/১৩৯৪) কর্তৃক রচিত গায়ছু'ল-মাওয়াহিবি'ল-'আলিয়্যা (বূলাক ১২৮৫/১৮৬৮) এই ভাষ্যগুলির অন্যতম। ইহাও জানা যায় যে, তিনি তাফসীর, হ়াদীছ, 'আরবী ব্যাকরণ ও আইনের প্রণালী (উসূ'ল) বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (দ্র. দীবাজ, পৃ. ৭০)।

ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ হ়াম্বালী আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইব্‌ন তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮/১৩২৮)-এর প্রধান প্রতিপক্ষদের অন্যতম। শাওয়াল, ৭০৭/মার্চ -এপ্রিল, ১৩০৮-এ ইব্‌ন তায়মিয়া (র) বন্দী হইলে ইব্‌ন 'আতাউল্লাহই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি ইব্‌নু'ল-'আরাবী (দ্র.) ও অন্যান্য সূফীর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন অভিযোগই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। আল-বিরযালী (দ্র.)-এর মতানুসারে (ইব্‌ন কাছীর, ১৪খ, ৪৫) ইব্‌ন তায়মিয়া সূফীদের কতিপয় মতবাদের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহ তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। যেমন আল্লাহ্‌র নামকে একক পদ হিসাবে বিশেষ্য অথবা সর্বনামরূপে উল্লেখ করার যিকর-এর প্রচলিত নিয়ম (আল-ইস্‌মু'ল-মুফরাদ মুজহারান ওয়া মুদ়্‌মারান)। ইহাকে তিনি তাঁহার মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইল ওয়া'ল-মাসাইল (৫ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪১-৪৯ হি.), ৫খ, ৮৬ পৃ.-তে বিদ'আত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে ইব্‌ন তায়মিয়া এই বিদ'আতকে আল-গাযালী (র) (দ্র.)-র প্রতি আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার কতিপয় সমকালীন ব্যক্তিও এই অপরাধে অপরাধী (ওয়া হাযা ওয়া আশবাহুহু ওয়াকা'আলি-বা'দি মান্‌ কানা ফী যামানিনা)। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য। তাঁহার একটি গ্রন্থের শিরোনাম আল্‌-কাসদু'ল-মুজাররাদ ফী মা'রিফাতি'ল-ইস্‌মি'ল-মুফ্‌রাদ (কায়রো (১৯৩০ খৃ.)।

শাফি'ঈ (সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ-শাফি' ইয়্যাতি'ল-কুব্‌রা, ৫খ, ১৭৬) এবং মালিকী (ইব্‌ন ফারহূ'ন, দীবাজ, পৃ. ৭০) উভয় দলই ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহকে তাঁহাদের মতাবলম্বী বলিয়া দাবী করিয়াছে। তাঁহাকে কায়রোর কারাফা কবরস্থানে দাফন করা হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার কবর যিয়ারাতের জন্য সেখানে বহু লোকের সমাগম হইত। ইহা দক্ষিণ-পূর্বদিকের কবরগুলির স্থানে অবস্থিত (দ্র. L. Massignon, La Cite des Morts au Caire in BIFAO lvii, 67)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও দ্র. (১) Brockelmann ২খ., ১৪৩-৪, পরিশিষ্ট ২খ., ১৪৫-৭; (২) H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimiya, দামিশক ১৯৩৯ খৃ., নির্ঘণ্ট শিরো.; (৩) আবু'ল-ওয়াফা' আল-গুনায়মী আত-তাফতাযানী, ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহ্‌ আস়-সিকান্‌দারী ওয়া তাসাওউফুহ (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৪) জামালুদ্দীন আশ়-শায়াল, আ'লামু'ল-ইসকান্দারিয়্যা, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২১৩-২২।

G. Makdisi (E.I.²)/ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

ইব্‌ন 'আব্‌দ রাববিহি (ابن عبد ربه) ঃ আবূ 'উমার আহ়মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দ রাববিহি, আন্দালুসের একজন লেখক ও কবি। তিনি কর্ডোভায় ১০ রামাদ়ান, ২৪৬/২৯ নভেম্বর, ৮৬০ সালে

জন্মগ্রহণ করেন এবং একই শহরে কয়েক বৎসর ধরিয়া পক্ষাঘাত রোগ ভোগের পর ১৮ জুমাদা'ল-উলা, ৩২৮/৩ মার্চ, ৯৪০ সনে ইনতিকাল করেন। সেইখানকার বানু'ল-'আব্বাস গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষ সালিম (ভিন্ন বর্ণনায় হুদায়র) হিশাম ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান আদ-দাখিলের মাওলা (মুক্তদাস) ছিলেন। তথাপি তিনি প্রথম মুহাম্মাদ (মৃ.২৭৩/৮৮৬)-এর শাসনকাল হইতে আন-নাসি'র (৩০০/৯১২-৩৫০/৯৬১) -এর শাসনের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত মারওয়ানী বংশীয় শাসকদের সরকারী স্তুতি রচয়িতা কবিদের অন্যতম ছিলেন। এই ধরনের কবিতা রচনায় তিনি মধ্যম ধরনের কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যৌবনকালে লিখিত প্রেম-কবিতায় তিনি অধিকতর সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধকালে তিনি ইহার সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন একই মাত্রা এবং ছন্দে লিখিত সূফী সাধনামূলক কবিতা। তিনি এইগুলির নামকরণ করিয়াছিলেন আল-মুমাহ্‌হিস'াত (الممحصات) অর্থাৎ পাপমোচনকারী কবিতাসমূহ। তাহার প্রচুর কাব্য রচনাবলী আন-নাসির-এর জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং আল-হুমায়দী (apud, , য়াকূ'ত, ৪খ, ২১৫) ইহার ২০ খণ্ডের (اجزاء) বেশী দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল মুওয়াশশাহাত (দ্র. ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে একটি নীতিমূলক উরজুযা (ارجوزة) কবিতা। এই কবিতাটি তেমন কোন মূল্যবান তথ্যপূর্ণ ছিল না। কেননা ইহাতে প্রায় কোন নূতন তথ্য ছিল না, এমন কি স্পেন সম্বন্ধেও না। ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহি এই কবিতাটি তাহার প্রধান গ্রন্থের ১৫শ অধ্যায়ের শেষভাগে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানায় তিনি স্বীয় বহু সংখ্যক রচনা বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন এবং ইহার নাম দিয়াছিলেন আল-'ইকদ বা কণ্ঠহার। পরবর্তীকালে সাহিত্যিকরা আল-'ইক্‌দ-এর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন আল-'ইকদু'ল-ফারীদ 'অনন্য কণ্ঠহার'। এই নামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থখানাকে ২৫টি অধ্যায়ে (كتاب), আবার প্রতিটি অধ্যায়কে দুইটি পরিচ্ছেদে (جزء) ভাগ করিয়া সব কয়টি অধ্যায় كتاب- কে এক একটি মূল্যবান পাথরের নামে নামকরণ করিয়াছেন ঃ (১) আল-লু'লু'আ, (২) আল-ফারীদা, (৩) আয-যাবারজাদা ইত্যাদি; ১৩শ অধ্যায়কে বলা হয় আল-ওয়াসিলা (মধ্যবর্তী) (হীরক) এবং শেষ ১২টি অধ্যায় বিপরীত ক্রমানুসারে প্রথম ১২টির অনুরূপ নাম বহন করে, কেবল ইহার সহিত আছ-ছানিয়া (দ্বিতীয়) শব্দটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, ২৩তম অধ্যায়কে বলা হয় আয'-যাবারজাদাতু'ছ-ছানিয়া।

আল-'ইক্‌দ মূলত একখানা আদাব গ্রন্থ। ইহার উপাদানসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে আল-জাহিজ, ইব্‌ন কুতায়বা ও অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে, যাঁহারা 'আরব কৃষ্টির মৌলিক পদার্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব, ইহাকে জ্ঞানের এক রকম বিশ্বকোষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, যাহা উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির কার্যে সাহায্য করিবে এবং ইহা মোটামুটি সাধারণ কৃষ্টির ধারণাসমূহের সুনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীবিন্যাসের একটি সার্থক প্রচেষ্টা; ১ম অধ্যায় প্রশাসন; ২য় যুদ্ধ-সংঘাত; ৩য় দানশীল ব্যক্তিবর্গ; ৪র্থ, প্রতিনিধি প্রেরণ; ৫ম, বাদশাহদেরকে সম্বোধনের নিয়মকানুন; ৬ষ্ঠ, ধর্মীয় জ্ঞান ও সদাচরণের মূল নীতিসমূহ (أدب); ৭ম, প্রবাদ বাক্যসমূহ; ৮ম ধর্মোপদেশ ও ধর্মপরায়ণতা; ৯ম, শোক প্রকাশ ও শোকগাথা; ১০ম প্রাচীন 'আরবদের বংশবৃত্তান্ত ও তাহাদের সদগুণাবলী; ১১শ, বেদুঈনদের বক্তৃতা; ১২শ উত্তরমালা; ১৩শ বাগ্মিতা; ১৪শ, পত্র বিনিময় সংক্রান্ত কলাকৌশল; ১৫শ, খলীফাদের ইতিহাস; ১৬শ, যিয়াদ, হা'জ্জাজ, তালিবীগণ, বারমাকীগণ; ১৭ম, আয়্যামু'ল-'আরাব, ১৮শ, কবিতার সদগুণাবলী ১৯তম, মাত্রাবিজ্ঞান; ২০তম, বাদ্যসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত; ২১তম, নারী জাতি; ২২ তম , গল্প ও কাহিনী, ২৩তম, জীবজন্তু ও মানব স্বভাব; ২৪তম, খাদ্য ও পানীয়, ২৫তম, বিচিত্র কাহিনী।

এই বিশ্বকোষখানার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্বোক্ত উরজূযাটির কিয়দংশ ছাড়া ইহাতে আন্দালুসীয় উৎসজনিত কোন কাহিনী বা প্রথার উল্লেখ মোটেই পাওয়া যায় না। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবল স্পেনে কিছু খাঁটি প্রাচ্য দেশীয় তথ্যের প্রচলন সাধন করা। বুওয়ায়হী উযীর সাহিব ইব্‌ন ('আব্বাদ (দ্র.)-এর উক্তি এই ব্যাপারে সর্বজনবিদিত। জনগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট অতি প্রশংসিত আল-'ইক্‌দ গ্রন্থখানা পঠিত হওয়ার পর তিনি হতাশাব্যঞ্জক ভাষায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ইহা আমাদেরই সম্পদ যাহা আমাদের প্রতি প্রত্যর্পিত হইয়াছে।" আর ইহা লক্ষণীয় যে, ইব্‌ন হাযম মুসলিম স্পেনের সমর্থনে লিখিত তাঁহার গ্রন্থে ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। যদিও ইহা সত্য যে, তাঁহার স্বদেশবাসী আশ-শাকুনদী স্বীয় রিসালায় তাঁহাকে 'আদাব রীতির উস্তাদ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই শ্রেণীতে ছিলেন, যেই শ্রেণীতে তাঁহার পূর্ববর্তীকালে ছিলেন আল-জাহিজ এবং পরবর্তীকালে ছিলেন কিতাবু'ল-আগানীর প্রণেতা আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী। যদি এই দুইজন "সাহিত্য ও ভাষার বৈচিত্র্যে" তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, তবুও "পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা"য় তাহার মর্যাদা ছিল তাঁহাদের ঊর্ধ্বে। এই জন্য ফু'আদ বুসতানী তাঁহাকে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সাহিত্যিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মুতানাববী তাঁহাকে সালীহু'ল-আনদালুস (صليح الاندلس) বা আন্দালুসের মধুরভাষী সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আল-'ইক্‌দু'ল-ফারীদ-এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, বুলাক ১২৯৩/১৮৭৬; কায়রো ১৩০৩/১৮৮৫-৬, ১৩০৫, ১৩১৭, ১৩২১, ১৩৪৬/১৯২৭ ও বৈরূত ১৯৫১-৫। মুহ'াম্মাদ শাফী' ইহার নির্ঘণ্টমালা (indexes) ও বর্ণনানুক্রমিক সূচীপত্র (Concordances) প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা ১৯৩৫-৩৭ খৃ.। ১৯৪০-৫৩ খৃ. ইহার সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর এইগুলির প্রয়োজনীয়তা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। নির্ঘণ্টসহ এইটিই ছিল গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ। প্রাচীন 'আরবদের সহিত সম্পর্কীয় ইহার কিছু কিছু অংশ Fournel কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে -Lettres sur; Ihistoire des Arabes avant l'Islamisme নামে প্যারিস ১৮৩৬-৮। সঙ্গীত বিষয়ক অংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন H. G. Farmaer, Music the priceless jewel প্রাচ্যের লেখকগণের সঙ্গীত সংগ্রহ, সম্পা. H. G. Farmer, ৫. Bearsden Scotland ১৯৪২। মুখতারু'ল-'ইকদি'ল-ফারীদ নামে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইয়াছে, ২য় সংস্করণ, কায়রো ১৩২৮/১৯১০। ইহার শেষভাগে কঠিন শব্দসমূহের শব্দকোষ সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ছা'আলিবী, য়াতীমা, ১খ, ৩০০-৪, ৪১২-৩৬; (২) ইব্‌ন খাকান, মাতমাহ্‌'ল-আন্‌ফুস, ইস্তাম্বুল ১৩০২/১৮৮৪-৫, ৫১-৩; (৩) দাব্‌বী, বুগয়া, ১৩৭-৪০; (৪) ইব্‌নু'ল-ফারাদী, তারাজিম 'উলামাই'ল-আনদালুস, ১খ, ৩৭; (৫) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদাবা, ৪খ, ২১১-২৪

(ইরশাদ, ২খ, ৬৭-৭২); (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ, ৩২-৩; (৭) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, পৃ. ১৬১; (৮) মাককারী, Analectes, index (৯) Pons boigues, Ensayo, ৫১-৭; (১০) Ganzalex Palencia, Literatura2, পৃ. ১২৭-৯; (১১) E. Levi- Provencal, Hist. Esp. Mus., ২খ, নির্ঘণ্ট, ৩খ, পৃ. ৪৯২-৩; (১২) Brockelmann, ১খ, ১৫৪, S I, পৃ.২৫০-১; (১৩) Dj Dibbur, ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহ ওয়া 'ইকদুহূ, বৈরূত ১৯৩৩ খৃ.; (১৪) ঐ গ্রন্থকার, F. Bustani দাইরাতু'ল -মা'আরিফ-এ ৩খ., ৩৩৬-৪০; (১৫) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ৩১২; (১৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ, ১৯৩ প.; (১৭) দা. মা. ই. (উর্দূ), ২য় সং, ১৪০০/১৯৮০, শিরো.।

C. Brockelmann (E.I.2)/ছৈয়দ লুৎফুল হক

ইব্‌ন 'আবদাল (দ্র. আল-হাকাম ইব্‌ন 'আব্‌দাল)

ইব্‌ন 'আবদি'জ জাহির (ابن عبد الظاهر) ঃ মুহ্‌য়িদ্দীন আবু'ল-ফাদ্‌ল 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাশীদুদ্দীন আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'জ-জাহির ইব্‌ন নাশওয়ান ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহির ইব্‌ন নাজদা আস-সা'দী আর-রাওহী, কায়রোতে ৬২০/১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ৬৯২/১২৯২ সালে ইন্তিকাল করেন (Wustenfeld, Geschichtschreiber, No. 366)। মিসরের মামলূক সুলত'ান বায়বার্স কালাউন ও খালীল-এর অধীনে অধিকাংশ সময় তিনি ব্যক্তিগত সচিব, কাতিবুস-সির্‌র বা সাহিব দীওয়ানি'ল-ইনশা' (দ্র. ইনশা')-রূপে কায়রোতে অবস্থান করেন। আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স (৬৬১/১২৬২)- এর সালত'ানাতকে বৈধকরণের জন্য আহ'মাদ আল-হ'াকিম বি আমরিল্লাহকে 'আব্বাসীয় খলীফারূপে ক্ষমতাসীন করানোর ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন, সেই সম্বন্ধে মাকরীযী বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আল-হ'াকিমের বংশতালিকা রচনা করেন যাহা কাযী দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং অভিজাতদের সমাবেশে পাঠ করা হয়। তিনি বায়বার্সের 'আহাদ (শপথনামা)-ও রচনা করেন যাহা খলীফা পরে পাঠ করিয়াছিলেন (সুলূক, ১খ, ৪৭৭; 'আহাদের জন্য দেখুন কাসতাল্লানী, সুবহু'ল-আশা, ১০ম ১১৬ পৃ.) তিনি তাঁহার দফতরে আগত সমস্ত চিঠি পড়িতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল চিঠি ও দলীলের খসড়া তিনি নিজে প্রস্তুত করিতেন। তিনি আবিসিনিয়ার রাজাকে একটি উত্তর প্রদান করেন, এই রাজা তাঁহার জন্য একজন যোগ্য ধর্মযাজক নিয়োগের জন্য কপটিক মহাযাজকের প্রতি নির্দেশ প্রার্থনা করিয়া সুলত'ানকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (সুলূক, ১খ, ৬১৬ প. টি.)। বায়বার্সের সহিত যখন মিত্রতার প্রস্তাবসহ মোঙ্গলপ্রধান বারকা একজন দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহির নিজে উক্ত চুক্তিনামাটি রচনা করিয়া তাহা সুলত'ান ও আমীরদের সামনে পাঠ করেন (সুলূক, ১খ, ৪৯৭)। বায়বার্স যে তাকলীদ দ্বারা তাঁহার নিজ পুত্র আল-মালিক আস-সা'ঈদকে স্বীয় উত্তরাধিকারী (ওয়ালী 'আহাদ) মনোনীত করেন, উহার মুসাবিদা তিনি নিজেই তৈরি করেন (সু'বহ'ল-আ'শা', ১০খ, ১৬২, ১৭ প.) এবং ৬৭৪/১২৭৫-৬ সালে অনুষ্ঠিত ঐ পুত্রের সহিত ক'লাউন কন্যার বিবাহ-পত্রের (কুতবা সা'দাক') খসড়াও তিনিই প্রস্তুত করেন (প্রাগুক্ত, ১৪খ, ৩০০ প.)। ৬৭৯/১২৮০ সালে ক'লাউনের নির্দেশে তিনি একটি দলীল প্রস্তুত করেন যাহা দ্বারা ক'লাউনের পুত্র আল-মালিকু'স-সা'লিহ' 'আলাউদ্দীনকে (প্রাগুক্ত, ১০খ, ১৭৩ প.; তু. তাশরীফ, ২০০ প.) এবং তাহার পরে অন্য পুত্র আল-মালিক আল-আশরাফ খালীলকে (প্রাগুক্ত, ১০খ, ১৬৬ প., তাশরীফ ২৬৪-৫১) তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। 'আলাউদ্দীন ৬৮৭/১২৮৮ সালে তাহার পিতার জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। ফলে কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার ভ্রাতা খালীল তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন (সুলূক, ১খ, ৭৪৪; তাশরীফ, ২৮৮)। এই সন্দেহে এবং ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহির কর্তৃক খালীলের জন্য প্রস্তুতকৃত তাক'লীদ-এ 'আলাউদ্দীনের নাম সংযুক্ত করিতে ক'লাউন অস্বীকৃতি জানান, এমন কি ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহিরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী যখন তাঁহার নিকট ইহা পেশ করেন তখনও তিনি পুনরায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন—এই দুইয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা আছে (সুলূক, ১খ, ৭৫৬ প.; ইব্‌ন তাগ'রিবিরদী, নুজূম, ৮খ, ৩ প.)। বস্তুত মূল গ্রন্থে কালাউনের নামের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে প্রথমাবস্থায় ক'লাউন খালীলকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তখন আরমেনিয়াতে যুদ্ধ বিরতিকালে (৬৮৪ হি.) খালীল তাঁহার পিতা ও ভাইয়ের সহিত শপথ গ্রহণ করেন, এমন কি কালাউনের মৃত্যুর (৬৮৯ হি.) পরেও সৈন্যবাহিনী তাঁহার প্রতি প্রভুভক্তির শপথ নবায়ন করিয়াছিল (সুলূক, ১খ, ৭৫৬)। তাশরীফ-এর গ্রন্থকার দুই ভাইয়ের মধ্যকার সুসম্পর্কের উপর জোর দিয়াছেন। এই সম্পর্ক—'আলাউদ্দীন যখন খালীলের বিবাহের ব্যবস্থা করেন তখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহিরের নিকট কাযী-যুল-ফাযিল একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি নিজেই একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহার অনেক সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিয়োগকর্তাদের সম্মানে এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন (দেখুন, তাশরীফ)। সরকারী নথিপত্র ছাড়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যাহা উত্তরকালের লেখকদের জন্য খুবই সহায়ক হইয়াছে। কিতাবুর-রাওদি'ল-বাহিয়ি'জ-জাহিরাঃ ফী খিত'াতি'ল-মু'আয্‌যিয়া আল-ক'াহিরা (كتاب الروض البهى الظاهرة فى خطط المعزية القاهرة) নামক গ্রন্থটিকে মাকরীযী তাঁহার খিতাত-এ প্রধানত ফাতিমীয় আমলের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন (তু. Becker, Beitrage, 23, 30,; Guest in JRAS, 1902. 120, 125)। ইব্‌ন তাগ'রিবিরদীও ইহা ব্যবহার করিয়াছেন (নুজূম, ৪খ, ২৪, ৪১, ১০২ প্রভৃতি)। তিনি তাঁহার সময়ের তিনজন সুলতানের জীবনী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সীরাতু'স-সুলত'ান আল-মালিক আজ-জা'হির বায়বার্স (سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس) নামক গ্রন্থটি (পাণ্ডুলিপি আংশিকভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিস ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে) মাকরীযী, নুওয়ায়রী ও শাফি' আল-'আসক'লানী কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থকার হু'সনু'ল-মানাকি'ব নামে ইহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন (দেখুন, Moberg, p. xvii)। তাঁহার তাশরীফু'ল-আয়্যাম ওয়া'ল-'উসূর ফী সীরাতি'ল-মালিক আল-মানসূ'র (تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور) (সম্পা., মুরাদ কামিল, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পূর্বোক্ত) নামক গ্রন্থে ক'লাউন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটি বেনামী এবং যদিও কোন নিশ্চিত প্রমাণ বর্তমান নাই, তবু ইহা সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, সম্পাদক (ও Casanova) রচনা গ্রন্থটির সঠিকভাবেই ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহির-এর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। তিনি

তাঁহার জীবনী ও তাঁহার কিছু দলীলপত্রসহ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। আল-আশরাফ খালীলের জীবনীর যে অংশ টিকিয়া আছে মোবার্গ (নীচে দেখুন) তাহা সম্পাদনা করিয়াছেন। সংবাদবাহী পায়রা সম্পর্কে তিনি তামাইমু'ল-হ'মাইম (تمائم الحمائم) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন (মাকরীযী, খিত'াত', ২খ, ২৩১)। সু'বহু'ল-আ'শা (১খ, ১০৪)-এর বিবরণ মতে বায়বার্সের আমলে দীওয়ানু'ল-ইনমাতে তিনজন কুত্তাব (সচিব) ছিলেন। ইব্ন 'আবদি'জ'-জাহির এইগুলির প্রধান ছিলেন এবং তাঁহার পদের নাম ছিল কাতিবু'স-সিরর বা স'াহিবু'ল-ইনশা'। কালাউন কর্তৃক ঐ পদে তাঁহার পুত্র ফাত্হু'দ-দীনকে নিয়োগ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। এই শেষোক্ত বিষয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়াছে। মাক'রীযীর বর্ণনা মতে (সুলূক, ১খ, ৬৮২, খিত'াত', ২খ, ৩২৪) ৬৭৯/১২৮০ সালে ইব্ন 'আবদু'জ-জাহির কর্তৃক দীওয়ানু'ল-ইনশাতে 'আলাউদ্দীনের জন্য তাক'লীদ রচনার পর ঘটনাক্রমে ফাখরুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন লুকমান উযীরের পদ হইতে বরখাস্ত হন এবং দীওয়ানু'ল-ইনশাতে ইহার স'াহি'ব (প্রধান) হিসাবে ফিরিয়া আসেন। ইব্ন তাগ'রিবিরদী বলেন (নুজূম, ৭খ, ৩৩৮), ফাখরুদ্দীন শেষ আয়্যূবীদের ও প্রাথমিক তুর্কীদের অধীনে কালাউন তাঁহাকে উযীর নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত ক'াতিবু'ল-ইনশা' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—কালাউন-এর অনুমোদন ক্রমে। ইব্ন 'আবদি'জ''-জ'াহিরের পুত্র ফাতহু'দ্দীনকে দীওয়ানে তাঁহার উত্তরসূরী মনোনীত করা হয় এবং তিনি উক্ত পদে দীর্ঘদিন বহাল থাকেন। এইভাবে তিনি ইব্ন 'আবদি'জ-জাহিরকে তাচ্ছিল্য করেন, এমন কি উল্লেখ করেন যে, ফাতহু'দ্দীন প্রথম কাতিবু'স-সিরর ছিলেন (২৯৩, ৩৩৩)। সুয়ূত'ীও একই রকমের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, হু'সনু'ল-মুহ'াদ'ারা ফী আখবার মিসর ওয়া'ল-ক'াহিরা (حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة) কায়রো, ১৩২১/১৯০৩, ২খ, ১৪৭। উভয়েই আস'-স'াফাদীকে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (একইভাবে ইব্ন খালদুন, 'ইবার, ৫খ, ৩৮২ ও ইব্ন ইয়াস, ১খ, ১০১)।

এই ক্ষেত্রে মনে হয়, আসলে প্রাথমিক অবস্থায় দফতরটি উযীর বা দাওয়াদারের অধীনে ছিল এবং ক'ালাউন উহাকে (বায়বার্সের ইঙ্গিতানুসরণে) সরাসরি সুলত'ানের অধীনে লইয়া আসেন। আল-মাহ্দীর ঘটনা হইতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রাথমিক কালের শাসকদেরও গোপন সচিব ছিল (তাবারী, ৩খ, ৫২৮ প.), ইব্ন তাগরীবিরদী কর্তৃক প্রাথমিক কালের শব্দ ব্যবহার হইতেও ইহা প্রতিপন্ন হয় (নুজূম, ৭খ, ৩৩৫-৪৩)।

এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ইব্ন 'আবদি'জ'-জাহির গোপন সচিব হিসাবে সরকারী কর্মকাণ্ডে অধিক জড়িত ছিলেন এবং তাঁহার ইতিহাসে ফাখরুদ্দীনের ভূমিকা নির্ণয় করা একটি জটিল ব্যাপার। ইবনু'ল-ফুরাত একটি আকর্ষণীয় দলীল উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিরিয়ার সেনাধিনায়ক হিসাবে ফাখরুদ্দীনের জন্য রাবী'উল-আওয়াল, ৬৭৯/জুলাই, ১২৮০ স'াহি'বু'ল-ইন্শা, কর্তৃক একটি তাক'লীদ প্রস্তুত করা হয় (তাশরীফ, ১৯০ প.)। ৬৭৮ হিজরীতে একজন আমীরের জন্য রচিত একই রকমের একটি তাকলীদ হইতেও এই পদে ফাতহু'দ্দীনের তৎপরতা প্রতিপন্ন হয় (প্রাগুক্ত, ২৬; তু. ৬৭৯, ১৯৩, ১৯৮) এবং ইহার পরবর্তী বৎসরগুলির অন্যান্য দলীল-দস্তাবেযেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে ৬৮৭ হিজরীতে সিন্ধু, হিন্দ, চীন ও ইরাকের ব্যবসায়ীদেরকে দেয়া একটি আমান (নিরাপত্তাপত্র) অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, ২৩৬)। যাহা হউক, ইব্ন 'আবদিজ-জ'াহির এই বৎসরগুলিতে তাঁহার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। জুমাদায়ু'ল-আখির, ৬৭৯/অক্টোবর, ১২৮০ সালে তিনি ক'ালাউনের নির্দেশানুসারে আল-মালিক আস-স'ালিহে'র জন্য একটি তাফব'ীদুস-সালত'ানা রচনা করেন (প্রাগুক্ত, ২০০ প.; সু'বহু'ল-আ'শা, ১০খ, ১৭৩ প.)। রাবী'উ'ছ'-ছ্যানী, ৬৮৪/জুন, ১২৫৮ সনে তিনি য়াহূদীদের নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রস্তুত করেন (তাশরীফ, ২১৮; সুবহু'ল-আ'শা, ১১খ, ৩৮৬ প.)। রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৯১/মার্চ, ১২৯২ সালে ফুতুওয়ার সদস্য হিসাবে কুরদু'ল-হ'াক্কারীর দীক্ষার জন্য তিনি একটি ডিক্রী লিপিবদ্ধ করেন (ডিক্রীর মূল পাঠের জন্য দেখুন, সুবহু'ল-আ'শা, ১২খ, ২৭৪ প.; জার্মান অনুবাদ, Moberg, 70 প.; 'আরবী, ৬৪ প.; জার্মান অনুবাদ F. Taeschner, in F. taeschner and G. Jaschke, Aus der Gesch. d. Islam, Orients, Tubingen 1949)। একই বৎসর তিনি খালীলের মাদরাসা ও 'তুরবা' এবং পিতা কালাউনের কু'ব্বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল-খালীলের একটি ওয়াক'ফ দলীল লিপিবদ্ধ করেন (Moberg in Le Monde Oriental, xii, 1918)। য়াহূদীদের উপর জারীকৃত ঘোষণার জন্য সুলত'ান তিনটি খসড়া পাইয়াছিলেন ঃ দুইটি ইব্ন 'আবদিজ'-জাহিরের নিকট হইতে এবং তৃতীয়টি একজন কাতিবের নিকট হইতে। এই সব হইতে মনে হয় যে, পিতা ও পুত্র কিছুকাল একই সঙ্গে দীওয়ানে কর্মরত ছিলেন।

ফাতহু'দ্দীন কায়রোতে ৬৩৮/১২৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল কালাউনের অধীনে, অতঃপর আল-আশরাফ খালীলের অধীনে চাকুরী করিয়া ৬৯১/১২৯২ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার পিতাকে অত্যধিক সম্মান করিতেন। তাঁহার সম্মানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। জামি' ইব্ন 'আবদি'জ-জাহির নামের এই মসজিদে ৬৮৩/১২৮৪ সালে প্রথম খুত'বা পাঠ করা হয়। মসজিদটি আল- ক'ারাফাস—সু'গ'রাতে অবস্থিত এবং ৬৯২/১২৯৩ সালে ইব্ন 'আবদি'জ'-জাহিরের মৃত্যুর পর তাঁহাকে ইহার সন্নিকটেই দাফন করা হয়। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার গৃহের পার্শ্ববর্তী সড়কটির নামকরণ করা হয় দারব ইব্ন 'আবদিজ'-জাহির। কাতিবু'স-সিরর হিসাবে "তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন এবং তাঁহার সহকর্মীদেরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন" (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩খ., ৩৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মাক'রীযী, খিত'াত', ১ম-২য়, কায়রো ১২৭০/১৮৫৩; (২) সুলূক, ১খ, কায়রো ১৯৩৪-৬; (৩) ইব্ন তাগ'রিবিরদী, নুজূম ১-১২ খ, কায়রো ১৩৪৮/১৯২৯-১৩৭৫/১৯৫৬; (৪) Quatremere, Histoire des Sultans Mamelouks par Makrizi, প্যারিস ১৮৪০-৫ খৃ.; (৫) Casanova, L' Historien Ibn Abd Adh-Dhahir, (Mem. publ, par les membres de la mission archeologique au Caire, tome vi, 493-505); (৬) A. Moberg, Ur Abd Allah Ibn Abd ez-Zahirs Biografi over Sultanen el-Melik el-Asraf Halil ('আরবী ও সুইডিশ), অভিসন্দর্ভ, লুন্দ ১৯০২ খৃ.; (৭) E. Strauss in WZKM, xlv (1938), 191-202; (৮) C. H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam ১খ, স্ট্রাসবার্গ ১৯০২ খৃ.; (৯) W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staat skanzlei im islamischen Agypten, হামবুর্গ ১৯২৮ খৃ.;

(১০) J. Sauvaget, Historiens Arabes (Initiation a I' Islam) প্যারিস ১৯৪৬ খৃ.; (১১) Brockelmann, I, 318 S.I, 551. বায়বার্সের জীবনীর আংশিক সংস্করণ ও অনুবাদ সৈয়দ ফাতেমা সাদেকের গ্রন্থে আছে Baybars I of Egypt, ঢাকা ১৯৫৬ (তু. Arabica, ৫খ, (১৯৫৮), ২১১-২-এ Cl. Cahen- এর এবং BSOAS, xxii (1959), 143-5; P.M.Holt-এর পর্যালোচনা); পূর্ণ পুস্তকটি পাণ্ডুলিপি আকারে ফাতিহ্-এ সংরক্ষিত আছে (নং ৪৩৬৭), এবং ইহা ড. এ. এ. খুওয়াইতের সম্পাদনা করিয়াছেন (London Ph. D. thesis 1960) এবং ইহা প্রকাশিত হইবে।

J. Pedersen (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব (ابن عبد الوهاب) ঃ আশ-শায়খ মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব (র) একজন হাম্বালী ধর্মতাত্ত্বিক ও ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১১৫/১৭০৩ সালে মধ্যনাজ্দ-এর 'উয়ায়নাতে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানটি ছিল একটি মরূদ্যান এবং তৎকালে কিছুটা সমৃদ্ধিশালী। ইহার আগেই নাজদে হ়াম্বালী মায্হাবের কয়েকজন প্রতিনিধির আবির্ভাব হইয়াছিল। যুবক মুহ়াম্মাদ এমন একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন যাহাতে এই মায্হাবের কতিপয় বিখ্যাত 'আলিম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ সুলায়মান ইব্ন মুহ়াম্মাদ ছিলেন নাজ্দ-এর মুফতী। তাঁহার পিতা 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ছিলেন আমীর 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ়াম্মাদ ইব্ন মু'আম্মার-এর শাসনকালে 'উয়ায়নার ক়াদী। তিনি শহরের মসজিদে হ়াদীছ় ও ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষা দান করিতেন এবং হ়াম্বালী মায্হাবে অনুপ্রেরণাদায়ক কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি আংশিকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব-এর শিক্ষা আরম্ভ হয় তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে। তিনি কুরআন মাজীদ হি়ফজ় করেন এবং প্রথমে শায়খ মুওয়াফফাকু'দ্দীন ইব্ন কু়দামা (মৃ. ৬২০/১২২৩)-এর গ্রন্থাবলী, বিশেষ করিয়া তাঁহার 'উমদা গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে হ়াম্বালী মায্হাব অধ্যয়ন করেন। শায়খ ইব্ন বিশ্র-এর মতে এই গ্রন্থখানা সেই সময়ে অতি নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত (এই গ্রন্থকার ও 'উমদা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য H. Laoust, Le precis de droit d'Ibn Qudama, PIFD সিরিজ-এ, বৈরূত ১৯৫০ খৃ.)।

যুবক ধর্মতাত্ত্বিক অচিরে 'উয়ায়না ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ অবস্থায় তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় নাই। সম্ভবত যেহেতু তিনি সূ়ফী সাধকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বেদুঈনদের মধ্যে বহুল প্রচলিত বিধর্মী আচরণের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রচার কার্যত শুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং যেহেতু আমীর এই বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করার ব্যাপারে খুব কমই আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণও হইতে পারে যে, যেহেতু 'উয়ায়না মরূদ্যানে জ্ঞানের উৎসসমূহ তুলনামূলকভাবে খুবই সীমিত ছিল। তরুণ শায়খ তাঁহার শিক্ষা সমাপনের জন্য অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন।

'শিক্ষার অন্বেষণে তাঁহার দেশ ভ্রমণের কালানুক্রমিক বৃত্তান্ত খুব কমই জানা যায়। এইরূপে প্রথমে মক্কা শারীফে গমন করিয়া তিনি হাজ্জ সমাপন করেন। সেখানে তিনি দেখেন শিক্ষার মান নৈরাজ্যজনক। ইহার পর তাঁহার মদীনায় অবস্থান নিজের পরবর্তী চিন্তাধারার গতি নির্ধারণের চূড়ান্ত রূপ দান করিয়াছিল। মদীনায় বিশেষ করিয়া তিনি একজন হাম্বালী ধর্মতাত্ত্বিকের সহিত সাক্ষাত করেন, যাহার চূড়ান্ত প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তিনি ছিলেন শায়খ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আন-নাজ্দী, যিনি ইব্ন তায়মিয়্যা (র)-এর নব্য হ়াম্বলীবাদের একজন সমর্থক ছিলেন এবং নিজে ছিলেন শায়খ 'আবদু'ল-বাকী আল-হ়াম্বালী (মৃ. ১০৭১/১৬৬১)-এর শিষ্য। 'আবদু'ল-বাকী ছিলেন বা'লাবাক্ক-এর অধিবাসী এবং তিনি আল-বাহূতী (দ্র.) এবং আল-মার'ঈর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি ('আবদুল্লাহ আন্-নাজ্দী) মদীনায় দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। অতঃপর দামিশ্ক প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানে উমায়্যা মসজিদে শিক্ষা দান কার্যে রত থাকেন।

মদীনায় মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব আরও কতিপয় 'আলিমের সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন মুহ়াম্মাদ ইব্ন হ়ায়াত আস-সিন্ধী (মৃ. ১১৬৫/১৭৫১)। তিনি ছিলেন একজন হ়ানাফী, যাঁহার প্রভাব তাঁহার উপর খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না এবং মুহ়াম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-কুরদী (মৃ. ১১৯৪/১৭৮০)।

মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব অতঃপর (সঠিক তারিখ অজ্ঞাত) বসরা গমন করেন যাহা তখনও ইসলামী কৃষ্টির কর্মতৎপর কেন্দ্র ছিল। মনে হয় তিনি এইখানে বেশ দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তাঁহার এমন কতিপয় শিক্ষকের নাম জানা যায় যাঁহাদের তিনি সেই সময় সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া মুহ়াম্মাদ আল-মাজমূ'ঈর নাম যাঁহার নিকট তিনি ভাষাতত্ত্ব ও সীরাতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আরও সম্ভবত বসরার ন্যায় একটি মিশ্রিত জনসংখ্যা অধ্যুযিত শহরে আধ্যাত্মিক সুধীমণ্ডলীর অধিকতর প্রশস্ত চক্রের সহিত তিনি পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন যাহা তিনি অন্যত্র পান নাই বিশেষত সূ়ফী ভ্রাতৃসংঘসমূহ ও শী'ঈ উপদলগুলি সম্পর্কে। জনপ্রিয় পৌত্তলিকতার দৃশ্য—যেমন সূ়ফীদের নিজেদের পদ্ধতি এবং ইহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ যেইগুলিকে হ়াদীছে়র সঠিক ব্যাখ্যাসম্মত বলিয়া মনে করা সুকঠিন, মনে হয় এই তরুণ শায়খকে এই সময়ে ধর্মীয় সংস্কারের অভিযান চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি ১১৫২/১৭৩৯ সালে বসরা ত্যাগ করেন। যাহা হউক, এই সময়টাই ছিল তাঁহার শিক্ষাকালের সমাপ্তি এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালনার সূচনা। অজ্ঞাতনামা লেখকের লাম'উশ-শিহাব ফী তা'রীখি মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব (সম্পা. আহমাদ এ. আবূ হাকিমা, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ.) নামক গ্রন্থের লোক-কাহিনীসুলভ বেশ কয়েকটি ঘটনা হইতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব বসরায় চার বৎসর অতিবাহিত করার পর বাগদাদ গমন করেন এবং এইখানে তিনি এক ধনাঢ্য মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তথায় তিনি পাঁচ বৎসরকাল অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় কুর্দিস্তানে, হামাদানে ও ইস্ফাহানে। এইখানে তিনি আগমন করেন আনুমানিক ১১৪৮/১৭৩৬ সালে নাদির শাহের রাজত্বকালের প্রথমদিকে। এইখানে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও সূফীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। অতঃপর দামিশ্ক ও কায়রো গমন করেন। ইতিপূর্বে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-ও অনুরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

বসরা ত্যাগের পর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব হুরায়মিলা গমন করেন, যেইখানে তাঁহার পিতা (মৃ. ১১৫৩/১৬৪০) সবেমাত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইখানেই মুহাম্মাদ আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) সম্পর্কীয় তাঁহার প্রথম গ্রন্থ (كتاب التوحيد) রচনা করেন,

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহার প্রথম দিককার শাগিরদ্গণকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একত্র করেন। ইহার ফলে তিনি মরূদ্যানের শাসক পরিবারবর্গের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান কর্তৃক ও পিতা কর্তৃক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। যাহা হউক, এইসব বর্ণনা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা উচিত হইবে না, বিশেষত যেইখানে সূফীদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁহার পিতার একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ রহিয়াছে (MRMN, ১, ৫২৩-৫)।

শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব আনুমানিক ১১৫৩/১৭৪০ সালে হুরায়মিলা ত্যাগ করত 'উয়ায়না উপনীত হন। সেইখানে তিনি চার বৎসরকাল অবস্থান করেন। সেই সময়ে মরূদ্যানটি মু'আম্মার পরিবারের অন্য একজন সদস্য 'উছমান ইব্‌ন বিশ্‌র-এর শাসনাধীন ছিল। তিনি তাঁহার পরবর্তী ইব্‌ন সু'উদ-এর মত নিজ রাজশক্তি শায়খ-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন। মুহাম্মাদ একটি ইসলামী শারীআঃভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, যেইখানে তিনি হইবেন বিচার-বিষয়ক পরামর্শদাতা। তিনি 'উছমান ইব্‌ন মুআম্মারকে নিজ মতবাদে দীক্ষিত করেন এবং তাহাকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পবিত্র বলিয়া বিবেচিত বহু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে ও কয়েকটি মাযারের ধ্বংস সাধন করিতে অনুপ্রাণিত করিলেন। যুগপৎ তিনি তাঁহার ধর্মোপদেশ প্রচার কার্য রিয়াদের দার'ইয়্যা ও মান্‌ফুহা মরূদ্যানসমূহে সম্প্রসারিত করেন। এই সময় তিনি দার'ইয়্যায় অনুসারীদের একটি দল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাদের আমীর ছিল তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সু'উদ, এমন কি আমীরের দুই ভ্রাতা মাশারী ও ছুমায়ান এই সংস্কারককে তাঁহাদের সমর্থন দান করেন এবং 'উয়ায়না অঞ্চলের মাযারসমূহ ধ্বংস সাধনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় আহসার অধিবাসীদের সহিত নাজদ-এর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শী'আ মতাবলম্বী ছিল, যাহারা শায়খের ধর্মোপদেশ প্রচার চালনায় আতংকিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের হস্তক্ষেপ (এবং বানূ খালিদেরও হস্তক্ষেপ)-এর দরুন শায়খ মুহাম্মাদ 'উয়ায়না ত্যাগ করেন। তিনি দার'ইয়্যা (সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদের নিকটে) গমন করেন এবং এইখানে আমীর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সু'উদ-এর পরিবারের কয়েকজন শক্তিশালী আশ্রয়দাতার আশ্রয় লাভ করিলেন। আমীরের দুই ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্র ভবিষ্যত বাদশাহ 'আবদু'ল-'আযীয (মৃ. ১২১৫/১৮০১) কর্তৃক তাঁহার পক্ষ সমর্থন লাভের পর তিনি অবশেষে স্বয়ং আমীরের সমর্থন লাভ করেন। যদিও ইহা অনায়াসে সম্ভবপর হয় নাই, যেহেতু বানূ খালিদের শত্রুতার আশংকা তখনও বিদ্যমান ছিল। ১১৫৭/১৭৪৪ সালে আমীর ও শায়খ মুহ'াম্মাদ পারস্পরিক আনুগত্যের শপথ (بيعة) গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌র বাণীর রাজত্ব কায়েম করার ব্যাপারে দরকার হইলে বল প্রয়োগ করিয়া কঠোরভাবে চেষ্টা করিবেন। এই চুক্তি, যাহা বিশ্বস্ততার সহিত পালন করা হইয়াছিল, ওয়াহ্‌হাবী রাষ্ট্রের প্রকৃত সূচনা চিহ্নিত করিয়াছিল এবং একটি ক্ষুদ্র বেদুঈন রাজ্যকে আইনসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত শারী'আভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিয়াছিল। এই সময় হইতে শায়খ-এর ভাগ্য আর সৌদী রাজবংশের ভাগ্য এক ও অবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব ১২০৬/১৭৯২ সালে মৃত্যু অবধি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। তিনি দার'ইয়্যার মসজিদে শিক্ষা দান করেন, ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী রচনা করেন এবং নাজ্‌দে ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারীদের একটি নূতন দল লাভ করার উদ্দেশে বহু সংখ্যক পত্র প্রেরণ করেন। তিনি মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সু'উদ (মৃ. ১১৭৮/১৭৬৫)-এর রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী 'আবদু'ল-'আযীয (১৭৬৫-১৮০১ খৃ.)-এর রাজত্বকালে মনে হয় ইহা হইতে কিছুটা কম মর্যাদাসম্পন্ন একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর সাহিত্যবিষয়ক ও মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলি ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের প্রচারকার্যে ব্যবহারের জন্য কয়েক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ রচনা বেশ সংক্ষিপ্ত, কু'রআন ও হ'াদীছে'র উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কিতাবু'ত-তাওহ'ীদ বহুবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহার বেশ কয়েকখানা ভাষ্য লেখা হইয়াছে। গ্রন্থখানাতে তিনি কড়া হ'াম্বালী মতবাদ অনুসারে তাঁহার শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন।

বাদশাহ 'আবদু'ল-'আযীযের অনুরোধে লিখিত তাঁহার কিতাবু'ল-উসূলি'ছ'-ছালাছা একখানা অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে শিক্ষা দানের বিধি গ্রন্থ, যাহা এখনও সমাদৃত। তাঁহার অনেকটা বিতর্কমূলক বর্ণনা জাতীয় গ্রন্থ 'কিতাব কাশফি'শ-শুবুহাত' খাটি তাওহ'ীদের অনুসরণে ব্যর্থ মুসলিমদের নিন্দাবাদে লিখিত।

মাজমূ'আতু'ল-হ'াদীছ' আন-নাজদিয়্যা (কায়রো ১৩৪৬ হি.) গ্রন্থখানায় তাঁহার ধারণামতে ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞাসম্বলিত আরও কয়েকখানা পুস্তিকার উল্লেখ আছে (উসূলু'ল-ঈমান, ফাদ'লু'ল-ইসলাম, আল-কাবাইর, নাসীহ'াতু'ল-মুসলিমীন)।

শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের পুত্রদের ও উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে কয়েকজন তাঁহার কার্য চালু রাখেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ যিনি ১৮০৫-৬ খৃ. হিজায বিজয়ের সময় সু'উদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (১৮০৩-১৪ খৃ.)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং ইরাকের ব্যাপারে তাঁহার কার্যের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। তিনি ইছনা 'আশারিয়্যা ও যায়দিয়্যা শী'আদের মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়া একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, যাহা মাজমূ'আতু'র-রাসাইল ওয়া'ল-মাসাইল আন-নাজদিয়্যা (৪ ঃ ৪৭ -২২২; এই গ্রন্থ সংগ্রহের ১ম খণ্ডের অধিকাংশ তাঁহার রচনাসম্বলিত) গ্রন্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে। 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব বহুবার তাঁহার গ্রন্থসমূহে অ-হ'াম্বালী সুন্নী উৎসসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন (ইঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন হ'াযম অন্যতম)।

শায়খ মুহ'াম্মাদের পৌত্র ও সংস্কারের নীতির প্রতি আত্মনিয়োগকারী সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব দার'ইয়্যার কা'দী ছিলেন। তিনি 'উছ'মানীদের প্রতি খুবই শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সব সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২৩৩/১৮১৮ সালে দার'ইয়্যা অধিকারের পর তিনি ইব্‌রাহীম পাশা কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা 'আলী মিসরীফান কর্তৃক অভিযুক্ত হন এবং খারজ নামক স্থানে নিহত হন। সুলায়মান কিতাবু'ত-তাওদীহ-'আন তাওহ'ীদি'ল-খাল্লাক ফী জাওয়াবি'ল-'ইরাক (কায়রো ১৩১৯ খৃ.) নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন যাহা ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের সহিত ইরাকের সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একখানি চিত্তাকর্ষক পুস্তক। শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের ইসলামী আন্দোলন ইব্‌ন তায়মিয়্যা (মৃ. ৭২৮/১৩২৮)-এর মতবাদ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে এবং ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)-এর মতবাদ দ্বারা

আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইজন লেখক ছাড়া ইহা আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল শায়খ 'আবদুল্লাহ (মৃ. ২৯০/৯০৩) কিংবা আবূ বাক্‌র আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১/৯২৪)-এর ন্যায় প্রাথমিক যুগের লেখকদের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ মতবাদের সহিত। হাম্বালীগণ কর্তৃক সুন্নীবাদের সহিত অসংগত বলিয়া সদা প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত দলগুলির (শী'আ, মু'তাযিলা, খাওয়ারিজ ইত্যাদি) ঘোর বিরোধী মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব সব রকমের কালাম অথবা সূফীবাদের, এমন কি উহা সুন্নীবাদের আওতাভুক্ত হইলেও, বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা ইহা ইসলামী ধর্মমতে অথবা ইসলামী আইন-কানূনে ধর্ম বিরোধিতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদিতা তুল্য নূতনত্বের (বিদ'আ بدعة) প্রবর্তনেরই প্রয়াসমাত্র। তিনি বেদুঈনদের মধ্যে জাহিলিয়্যা যুগের কোন কোন প্রথা প্রচলিত থাকার তীব্র বিরোধিতা করেন। যদিও শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের চিন্তাধারা মুসলমানদের একটি দলের মতামত কর্তৃক সমালোচিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি ইহা কেবল 'আরব উপদ্বীপে ব্যাপকভাবে ইসলামী নীতিমালা প্রবর্তনেই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে নাই, বরং ইহা ঠিক আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ইসলামী বিবেকের পুনর্জাগরণ সাধনও করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের জীবনী সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাইবে ঃ (১) মাহ্‌মূদ শুকরী আলূসীকৃত তা'রীখ নাজদি'ল-হাম্বালী, মক্কা ১৩৪৯ হি., পৃ. ৬-৮৯; (২) মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিকী, আছারু'দ-দা'ওয়াতি'ল-ওয়াহ্‌হাবিয়্যা, কায়রো ১৩৫৪ হি.: (৩) H. St. J. B. Philby, Arabia, London 1930, পৃ. ৮-২৬; (৪) ঐ লেখক, Saudi Araba, London ১৯৫৫ খৃ.; (৫) আরও দেখুন Margoliouth, in EI', art. Wahhabiyya; (৬) H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et Politiques d'Ibn Taymyya, Cairo (IFAO) ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫০৬-৪০ এবং ইসলামের ইতিহাসে গ্রন্থকারের স্থানের জন্য; (৭) Les schismes dans l'Islam, Paris ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩২১-৩২; (৮) ফাদলু'র-রাহমান, Islam, London ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১৯৬-২০১।

H. Laoust (E.I.[2])/ছৈয়দ লুৎফুল হক

ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র (ابن عبد البر) ঃ আন-নুমায়রী, কর্ডোভার একটি বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত বংশের পদবী, আবূ 'উমার য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। তিনি ৩৬৮/৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আপন শহরেই তিনি প্রসিদ্ধ উস্তাদদের অধীনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচ্যের পণ্ডিতদের সহিত তিনি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানান্বেষণে তিনি সারা স্পেন পরিভ্রমণ করিলেও কখনও প্রাচ্যে গমন করেন নাই। তিনি তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছবেত্তা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ফিক্‌হ ও কুলজিবিজ্ঞানে তিনি সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম দিকে তাঁহার বন্ধু ইব্‌ন হাযম-এর ন্যায় জাহিরী মতবাদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ প্রদর্শনের পর তিনি মালিকী মাযহাব অনুসরণ করেন। তবে শাফি'ঈ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া তিনি তাহা করেন নাই। লিসবনে ও সানতারেমে তিনি আল-মুজাফফার ইবনু'ল-আফতাসের অধীনে কাদীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। ৪৬৩/১০৭০ সালে তিনি জাতিভায় ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। উহাদের মধ্যে যেগুলি সংরক্ষিত আছে সেইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিতাবু'ল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতি'ল-আসহাব, সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থ (সং., হায়দরাবাদ ১৩১৮-১৯); পরে আল 'আসকালানী প্রণীত ইসাবা গ্রন্থটির টীকায় ইহা মুদ্রিত হয়, কায়রো ১৩২৩-৫০, পরিশেষে 'আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাবীর সম্পাদনায় ১৯৫৭ খৃ. কায়রো হইতে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয় (ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণের জন্য দ্র. Brockelmann); জামি' বায়ানি'ল-'ইল্‌ম ওয়া ফাদলিহী ওয়ামা ইয়ামবাগী ফী রিওয়ায়াতিহী ওয়া হামালিহী, কায়রো ১৩৪৬ হি.; আল-কাফী ফি'ল-ফিক্‌হ, মালিকী ফিক্‌হেরএক সারগ্রন্থ (দ্র. Brockelmann S I, 297, পাদটীকা); আত-তামহীদ লিমা ফি'ল-মুওয়াত্তা মিনা'ল-মা'আনী ওয়া'ল-আসানীদ, হাদীছের পদ্ধতি সম্বন্ধে (দ্র. Brockelmann, S I, 298, 629) কিতাবু'ল-ইসতিযকার ফী শারহি মাযাহিবি 'উলামাইল আমসার, কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ (দ্র. Brockelmann, S I, 297, পাদটীকা); আল-ইসতিদরাক লি মাযাহিবি'ল-'আসার ফী মা তাদাম্মানাহু'ল- মুওয়াত্তা মিন মা'আনি'র-রা'য় ওয়া'ল-আছার, মুয়াত্তার ভাষ্যগ্রন্থ; কিতাবু'ল-ইনতিকা ফী ফাদায়িলিছ ছালাছাতি'ল-আইম্মাতি'ল-ফুকাহা, ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও আশ্-শাফি'ঈ (র)-র জীবনী, কায়রো ১৩৫০ হি.। আল-ইনসাফু ফী মা বায়না'ল-'উলামা মিনা'ল-ইখতিলাফ, সম্পা. কায়রো, মাজমূ'আতি'র-রাসাইলি'ল-মুনীরিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। আল কাসদু ওয়া'ল-আমাম ফি'ত-তা'রীফ বি উসূলি'ল-'আরাব ওয়া'ল-'আজাম ওয়া মান আওওয়ালা মান তাকাল্লামা বিল-'আরাবিয়্যা মিনা'ল-উমাম, ভাষাতত্ত্ব ও কুলজি-বিজ্ঞান, কায়রো ১৩৫০ হি.; ইহার ফরাসী অনুবাদ—এ. মাহজূব, RAfr., xcix (১৯৫৫-৭); রাবীদের বংশ তালিকা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত; আল-ইনবাহ 'আলা কাবাইলি'র-রুওয়াত, আল্-কাসদ বাহজাতু'ল-মাজালিস ওয়া উনসু'ল-মুজালিস; ইহা পদ্যে রচিত একটি সাহিত্য পুস্তক; ইহা রচিত হইয়াছিল আল-মুজাফফারের জন্য; ইব্‌ন লুয়ুন ইহা সংক্ষেপিত করেন (দ্র. Brockelmann, S I, 629, অন্যান্য শিরোনামসহ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খায়র, ফাহ্‌রাসা, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল, সীলা, ২খ, ৬৪০; (৩) ইব্‌ন হাযম, রিসালা (দ্র. Ch. Pellat, আল-আন্দালুস, xix/1 ১৯৫৪ খৃ., ৭-৯); (৪) A Gonzalex Palencia, literatura, index; (৫) এফ. আল-বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ., ৩৩৩-৪; (৬) Brockelmann, S I, 297, 628-9.

Ch. Pellat-(E.I.[2])/ মুহাম্মদ রুহুল আমীন

ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী (ابن عبد الله المراكشي) ঃ পূর্ণ নাম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আওসী আল-আনসারী আল-মাররাকুশী, মারীনীগণের অধীনে মাররাকুশের প্রধান কাদী, পশ্চিমের বিখ্যাত মুসলিমগণের সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য একটি চরিতাভিধানের রচয়িতা, জ., সম্ভবত মাররাকুশে, ১৪ যু'ল-কা'দা, ৬৩৪/৯ জুলাই, ১২৩৭, ম. তেলেমসানে (Tlemcen) ৭০৩/১৩০৩-৪। তাঁহার রচিত গ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। ইহা কয়েকটি খণ্ডসম্বলিত এবং ইহার নাম الذيل والتكملة لتكابين الموصول والصلة

অর্থাৎ ইহা ইবনু'ল ফারাদী (দ্র., মৃ. ৪০৩/১০১২-৩)-এর كتاب الموصول فى تاريخ। এবং ইব্‌ন বাশকুওয়াল (দ্র., মৃ. ৫৭৮/১১৮২-৩)-এর كتاب الصلة فى اخبار ائمة اندلس এই দুই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ও পরিপূরক। ইহা ইব্‌নু'ল-খাতীব (দ্র.), ইবনু'ল-কাদী (দ্র.), Leo Africanus (দ্র.) প্রমুখ কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত সূত্র। 'আব্বাস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধে তাঁহার শিক্ষক, ছাত্র ও বহু সূত্রসহ তাঁহার অন্যান্য রচনার একটি দীর্ঘ তালিকা, এমন কি মাররাকুশের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ত্রিশ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহাদের জীবনী রচনা করিয়াছেন ইব্‌ন 'আবদি'ল- মালিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Pons Boignes, Ensayo, 444; (২) 'আব্বাস ইব্‌ন ইবরাহীম, আল-ই'লাম বিমান হাললা মাররাকুশ . iii , ফাস ১৯৩৭ খৃ., ২৪০-৩; (৩) Brockelmann, I, ৫৮১.; (৪) 'আবদু'স সালাম ইব্‌ন সুদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগরিবি'ল-আক্‌সা, Tetuan ১৯৫০ খৃ., নং ৮৪৬; (৫) I. Allouche and A. Regragui, Catalogue des monuscrits de Rabat, ২খ. Rabat ১৯৫৮ খৃ., নং ২২১৪-৬।

G. Deverdun (E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী (ابن عبد المنعم الحميرى) ঃ বরং আশ্‌-শায়খ আল-ফাকীহু'ল-'আদল আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী মুহাম্মাদ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মুন'ইম (ইব্‌ন 'আবদিন-নূর আল-হিময়ারী), কিতাবু'র-রাওদি'ল-মি'তার ফী খাবারি'ল-আক্‌তার নামক অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আরবী ভৌগোলিক অভিধানের প্রণেতা। তিনি মাগরিব হইতে আগত এবং একজন ফাকীহ ও কাদীর পরামর্শদাতা অথবা দলীলপত্র সম্পাদনার অধিকারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী (আদল) ছিলেন। ইহা ছাড়া এই লেখক সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় না। E. Levi Provencal-এর বদৌলতে তাঁহার গ্রন্থের এক বিরাট অংশ (La peninsul Iberique au Moyen Age, d'apres le Kitab ar-Rawd al-mi'tar fikhabar al-aktar d'Ibn abd al-Munim al Himyary, Leiden 1938) আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে Levi Provencal ১১শ/১৭শ ও ১২শ/১৮শ শতাব্দীর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি (Meknes, Fez, Sale and Timbuktu-এর) ব্যবহার করিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপিগুলির সহিত ১৯৩৮ সালের পরে প্রাপ্ত আরও দুইখানা পাণ্ডুলিপি যোগ করিতে হইবে। একখানা সংরক্ষিত আছে ইস্তাম্বুলের নূর 'উছ'মানিয়্যা গ্রন্থাগারে, ১০৪৫/১৬৩৫-৬ সালের পূর্বে লিখিত এবং অপরখানা লিখিত ৯৭১/১৫৬৩-৪ সালে এবং সংরক্ষিত আছে মদীনায় শায়খু'ল-ইসলামের গ্রন্থাগারে। Timbuktu পাণ্ডুলিপিতে রাওদ-এর প্রণয়নের সঠিক কাল ও স্থানের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ জিদ্দা ৮৬৬/১৪৬১। ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম-এর ভৌগোলিক অভিধানের পূর্ণ ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার তাঁহার প্রধান উৎস হিসাবে ৫ম/১১শ ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনখানা 'আরবী ভুগোল গ্রন্থের ব্যবহার করিয়াছেন ঃ (১) আল-বাকরী (আনু. ৪৬০/১০৬৭-৮) প্রণীত কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক; (২) আল-ইদ্‌রীসী (৫৪৮/১১৫৪) প্রণীত নুয্‌হাতু'ল মুশতাক ফি' খতিরাকি'ল-আফাক এবং (৩) কিতাবু'ল-ইসতিবসার ফী 'আজাইবি'ল-আম্‌সার (আনু. ৫৮৭/১১৫৪) নামক একখানা ভূগোল গ্রন্থ। ইহা প্রকৃতপক্ষে আল-বাক্‌রীর গ্রন্থের পুনর্লিখন মাত্র যাহাতে গ্রন্থকার তাঁহার নিজস্ব কিছু কিছু মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন। মনে হয়, রাওদ' গ্রন্থখানা কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক-এর পরবর্তীকালীন যে কোন সম্পাদনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইবে। যেহেতু আল-হিময়ারীর অভিধানে মাসালিক গ্রন্থখানা হইতে বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত উদ্ধৃতিগুলি যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় তবে ইহা একটি পূর্ণরূপ প্রদান করিতে এবং এতদ্ব্যতীত de Slane, Kunik-Rosen ও Kowalski কর্তৃক সম্পাদিত রূপ হইতে কিছুটা ভিন্ন রূপ প্রদান করিবে। এইরূপে প্রাগা (Prague) শহরের বর্ণনা যাহা আল-বাক্‌রী কর্তৃক ইবরাহীম ইব্‌ন য়া'কূ'ব আত-তুরতুশী (আনু, ৩৫৫/৯৬৫-৬)-এর বিবরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা Kowalski কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণনা হইতে আল-হিময়ারীর প্রদত্ত উদ্ধৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। আল-হিময়ারীর অভিধানে, বিশেষত ইহার যে সব স্থানে আইবেরীয় উপদ্বীপ আলোচিত হইয়াছে, নুযহাতু'ল-মুশতাক হইতে বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এইগুলি আল-ইদরীসীর গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনার কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

E. Levi-Provencal কর্তৃক আবিষ্কারের পূর্বে রাওদ গ্রন্থখানা পুরাপুরিভাবে অজ্ঞাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থখানা ১০৬৭/১৬৫৭ সালের পূর্বে হ'াজ্জী খালীফা কর্তৃক তাঁহার কাশফু'জ-জুনূন (সম্পা. Flugel, ৩ ঃ ৪৯০, নং ৬৫৯৭)-এ জনৈক আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-হিময়ারী (দ্র. ৯০০/১৪৯৪) প্রণীত আর -রাওদু'ল-মি'তার ফী আখ্‌বারি'ল-আকতার নামে উল্লিখিত হইয়াছে। E. Levi-Provencal আগেই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানা এবং তাঁহার আবিষ্কৃত গ্রন্থখানা এক ও অভিন্ন। মনে হয় তাঁহার এই অনুমান যথার্থ, যেহেতু হ'াজ্জী খালীফা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ হুবহু মিলিয়া যায় রাওদু'ল-মি'তার-এর সহিত যাহা লিখিত হইয়াছিল ৮৬৬/১৪৬১ সালে এবং জ্ঞাত ছিল উপরে উল্লিখিত ছয়খানা পাণ্ডুলিপির বদৌলতে।

ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম-এর গ্রন্থখানা এতদসত্ত্বেও একটি সমস্যার উদ্ভব করে, যাহা সহজে সমাধান হওয়ার নয়। প্রকৃতপক্ষে হ'াজ্জী খালীফা আর-রাওদু'ল-মি'তার, নং ৬৫৯৭-এর পর পরই ৬৫৯৮ নম্বরে একই নামবিশিষ্ট একখানা গ্রন্থ তালিকাভুক্ত করেন (৩খ., ৪৯১)। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানার প্রণেতার নাম, যাহার সম্বন্ধে হাজ্জী খালীফা আমাদেরকে কিছুই বলেন না—প্রায় একই আশ-শায়খুল-'উমদা আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী। এই ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টায় Levi-Provencal এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কিতাবু'র-রাওদি'ল-মি'তার-এর অবশ্যই দুইটি সংস্করণ থাকিয়া থাকিবে এবং এইগুলি ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী পরিবারের দুইজন সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ, যাহা এখন বিলুপ্ত, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষ দিককার। তাঁহার এই অনুমান দুইটি তথ্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছেঃ (১) আল-হিময়ারী যে সব লিখিত গ্রন্থ তাঁহার উৎস হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে ৮ম/১৪শ-এব ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রধান প্রধান গ্রন্থের অভাব রহিয়াছে, (২) এই অভিধানে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলির অধিকাংশ ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষাংশের, পরবর্তীকালের ঘটনা নহে। দ্বিতীয় সংস্করণটির (৭৬৬/১৪৬১ সালের) স্থলাভিষিক্ত হয় পূর্বোল্লিখিত বহু

সংখ্যক পাণ্ডুলিপি। নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে, ইহা প্রথম আনুমানিক সংস্করণ, আল-কালকাশান্দী (মৃ. ৮২১/১৪১৮)-এর উদ্ধৃতিগুলি ইহার সহিত সম্পর্কিত। যাহা হউক, ইহা জোর দিয়া বলা যাইতে পারে যে, কিতাবু'র-রাওদ-এর লিখন এবং প্রণেতার সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থখানা সমালোচনামূলকভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সমস্যাটির সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৮ খৃ.-এর পর এই গ্রন্থ হইতে Levi-Provencal কর্তৃক আইবেরীয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ ফ্রান্স সম্পর্কীয় ইহার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়ার সময় হইতে (১৯৩৫ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়ার ফির'আউনদের বিবরণও প্রকাশিত হওয়ায়) ইহার প্রতি ক্রমাগত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও হিময়ারীর অভিধান হইতে মাত্র অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে Ch. Pellat ১৯৫৪ খৃ. বসরার একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন এবং ১৯৫৬ খৃ. Levi-Provencal কর্তৃক (Crite) ক্রীট দ্বীপের বিবরণী এবং U. Rizzitano কর্তৃক ইতালীয় দ্বীপসমূহ ও নগরসমূহের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। T. Lewicki ১৯৫৯-৬০ খৃ. Prague (براغة) ও পোলিশ রাজ্য Mieszko I (مشقة)-এর এবং A. Malecka ১০৬২-৩ খৃ. পূর্ব আফ্রিকার কোন কোন স্থান এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এতদসঙ্গে T. Lewicki কর্তৃক ১৯৬০ খৃ. প্রদত্ত পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ য়ূরোপ সম্পর্কে অভিধানের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষণও যোগ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থখানা বিশেষভাবে মাগরিব এলাকায় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। আল-কালকাশানদী ছাড়া এই সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন আল-মাককারী (১১শ/১৭শ শতাব্দী); মাক্‌দিস (১২শ/১৮শ শতাব্দী) এবং আল-নাসিরী আস-সালাবী (১৩শ/১৯শ শতাব্দী)। কেবল আল-কালকাশানদী উদ্ধৃতি দিয়াছেন পূর্ববর্তীকালীন সংস্করণ হইতে। যাহাই হউক, কেহ কেহ ধারণা করেন যে, মাকরীযীর (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২) জানি'ল-আযহার মিন্ রাওদি'ল-মি'তার আল-হিময়ারীর গ্রন্থের পুনর্লিখিত রূপ। কিন্তু অধিকতর সাম্প্রতিককালের গবেষণার ফলে মনে হয় যে, বরং ইহা আল-ইদ্‌রীসীর নুযহাতু'ল-মুশ্‌তাক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, আল-মাকরীযী প্রবন্ধ E.I.[2]; (২) W. Kubiak, Some West and Middle -European geographical names according to the abridgement of Idrisis Nuzhat al-Mushtak known as Makrizi's Gany al-Azhar min ar-rawd almi-tar, in Folia Orientalia, 1/2 (1959-60 খৃ.), পৃ. ১৯৮-২০৮; (৩) E Levi-Provencal ar-Rawd al-mitar , in Actes du xviii[e] Congres des Orientalistes, Leiden 1932; (৪) ঐ গ্রন্থকার, La peninsule Iberique...; (৫) ঐ গ্রন্থাগার. Une description inedite du Phare d' Alexandire, in Melanges Maspero, ৩খ, ১৬১-৭১, কায়রো ১৯৩৫ খৃ.; (৬) ঐ গ্রন্থকার, Une heroine de La resistance Musulmane en Sicile au debut du xiii Siecle, in OM xxxiv (১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ২৮৩-৮; (৭) ঐ গ্রন্থকার; Une description arabe inedite de la crete in Studi G. Levi Della Vida, ২খ, রোম ১৯৫৬ খৃ., ৪৯-৫৭; (৮) T. Lewicki, Braga et Miska d apres une source arabe inedite in Folia Orientalia 1/2. ১৯৫৯-৬০ খৃ., পৃ. ৩২২-৬; (৯) ঐ গ্রন্থকার, Kitab ar Rawd al-mi'tar d'Ibn Abd al-Mun'im al-Himyari, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ য়ূরোপ সম্বন্ধে তথ্যের উৎস হিসাবে (রুশ ভাষায়), Problemi Vostoko- Vedeniya-তে ৩খ, মস্কো, ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১২৯-৩৬; (১০) A. Malecka, La cote orientale de 1' Afrique au Moyen Age dapres le kitab al-Rawd al mitar de al-Himyari (Xv[e] s.), in Folia Orientalia, ৪খ., ১৯৬২-৩খৃ., ৩৩১-৪৩; (১১) Ch. Pellat, Extraits d'une notice inedite sur Basra, in Arabica, ১/২, ১৯৫৪ খৃ., ২১৩-৫; (১২) U. Rizzitano, কিতাব আর-রাওদি'ল-মি'তার লি-ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী, খাসসা বিল-জুযুর ওয়া'ল- বিকাইল-ইতালিয়্যা, মাজাল্লাতু কুল্লিয়্যাতি'ল-আদাব-এ, ১৮খ, মে ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১২৯ প.; (১৩) G. Wiet, Un resume d I'drisi, in Bull. Soc, Royale de Geogr, d Egypte. ২০খ, ১৯৩৯ খৃ.।

T. Lewicki (E.I.[2])/ ছৈয়দ লুৎফুল হক

ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাকাম (ابن عبد الحكم); ঃ 'আবদু'ল-হাকাম (১৭১/৭৮৭-৮ খৃ. ইনতিকাল করেন বলিয়া কথিত) এই নামে তৃতীয়/নবম শতাব্দীর মিসরের আইনজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের এক ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী পরিবারের এক পুত্র এবং চারি পৌত্র পরিচিত। মিসরে মালিকী মায্‌হাব প্রবর্তনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বানূ 'আবদি'ল-হাকাম। তাঁহারা ইমাম শাফি'ঈ [(র) (দ্র.)]-র সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মিসরে তাহার অবস্থানের প্রাথমিক ব্যয় বহন করেন। কথিত আছে, ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহাদের গৃহেই ইনতিকাল করেন (ইব্‌ন ফারহূন, ১৩৪) এবং তাঁহাদের পারিবারিক গোরস্থানে সমাধিস্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁহারা শাফি'ঈ মায্‌হাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পারিবারিক উচ্চ মর্যাদার দরুন তাহাদেরকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের শিকার হইতে এবং মু'তাযিলী মিহ্‌না (Inquisition) আমলে (২২৭/৮৪২) নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। ২৩৭/৮৫১ সনে যাহারা এক উচ্চ পদস্থ সাবেক কর্মকর্তার বাজেয়াফতকৃত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দায়ে অভিযুক্ত ছিল, এই পরিবারের সদস্যগণ তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পত্তি নিজের বলিয়া দাবী করিয়াছিল। তাঁহাদের উপর অত্যধিক মাত্রায় ১৪,০৪,০০০ দীনার কর ধার্য করা হয়। তাঁহাদেরকে শীঘ্রই এই অভিযোগ হইতে মুক্তি দেওয়া হইলেও তাঁহারা ইহার ফলে সাবেক প্রসিদ্ধি ও প্রভাব হারাইয়া ফেলেন বলিয়া মনে হয়।

(১) আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-হাকাম জ. ১৫৫/৭৭২, মৃ. ২১ রামাদান, ২১৪/২২ নভেম্বর, ৮২৯। কথিত আছে, ইমাম মালিক (র)-এর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তিনি মালিকী আইন সম্পর্কে কতিপয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কেবল 'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল -'আযীয-এর জীবনী গ্রন্থই সংরক্ষিত আছে (সম্পা. এ. 'উবায়দ, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৭)। ইহাতে তাঁহাকে আদর্শ মুসলিম শাসকরূপে চিত্রিত করা হয় এবং বহু সংখ্যক চরিত্র উন্নয়নমূলক কাহিনী,

সমসাময়িক লোকজনের সহিত তাঁহার আচরণ, খুতবা, প্রার্থনা ও সরকারী চিঠিপত্র এবং তাহার অর্থনীতির ব্যাখ্যামূলক রাজস্ব নির্ধারণের নীতিমালা সন্নিবেশিত (H. A. R. Gibb, in Arabica. ২খ, ১৯৫৫ খৃ., ১-১৬)। ইহাতে মুসলিম ইতিহাস রচনারীতির উপর ধর্মীয় আইনগত চিন্তাধারার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে রচিত বিপুল সংখ্যক মুসলিম জীবনী গ্রন্থের প্রাচীনতম সংরক্ষিত নমুনা [রাসূল (স)-এর সীরাত ব্যতীত] হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান।

(২) 'আবদু'ল-হাকাম, 'আবদুল্লাহর পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ; তিনি ৮৫১ খৃ. নভেম্বর মাসে সম্পত্তি আত্মসাৎ সংক্রান্ত বিচারের সময় নির্যাতনের ফলে ইনতিকাল করেন। তিনি চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্বকিনিষ্ঠ সা'দ-এর ন্যায় কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

(৩) আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, জ. ১৫ যু'ল-হিজ্জা, ১৮২/২৭ জানুয়ারী, ৭৯৯। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাফি'ঈ মাযহাব যে ক্ষেত্রে কু'রআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা খণ্ডন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। কু'রআন সৃষ্ট—এই মতবাদের পক্ষে স্বাক্ষর দান করিতে তাঁহাকে বাগদাদে তলব করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে মিসরে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার রচনাবলীর কোনটিই সংরক্ষিত হয় নাই। উহাতে ইরাকীদের ও বিশর আল-মারীসীর বিরুদ্ধে কতিপয় বিতর্কমূলক প্রবন্ধ যেমন রহিয়াছে, তেমন আছে কতিপয় আইনগত প্রশ্নের আলোচনা। তাঁহার পিতার রচিত 'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-'আযীযের জীবনী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহে তাঁহাকে ইহার বর্ণনাকারী (রাবী) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ইনতিকালের তারিখ বিভিন্নভাবে বর্ণিতঃ ২৬৮ বা ২৬৯/৮৮২ বা ৮৮৩।

(৪) আবু'ল-ক'াসিম 'আব্‌দু'র-রাহমান ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্ (জ. আনু, ১৮২/৭৯৮-৯, মৃ. ২৫৭/৮৭১)। মিসর ও পাশ্চাত্য বিজয় বিষয়ক তাঁহার রচনা ফুতূহ মিসর-এর জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ যাহা প্রাচীনতম সংরক্ষিত গ্রন্থ (সম্পা. C. C. Torrey, New Haven ১৯২২ খৃ.; অন্য একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপি আছে Manisa General Library -তে, ২৮১, ২. তু A.Atis, in Revue de l, Institut des Manuscrits Arabes, iv ১৯৫৮ খৃ., ২০ প.)। দুইটি দীর্ঘ পরিশিষ্টে ২৪৬/৮৬০ পর্যন্ত মিসরের প্রধান বিচারপতি এবং মিসরে আগত রাসূল (স)-এর সাহাবী (রা)-গণের এবং তাঁহাদের সূত্রে বর্ণিত হ'াদীছে'র আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থখানির প্রধান অংশে মিসরের ইতিহাস-প্রাচীন লোককাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত, তৎপর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ফুস্‌তাত-এ ঐতিহাসিক মানচিত্রের (খিতাত) মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের সমস্যাবলীও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার ব্যবহৃত সূত্রসমূহের ন্যায়ই তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আইনবিদের, ঐতিহাসিকের নহে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে তিনি দেশের আদি কপটিকদের (Copts) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ দিয়া রচনা শুরু করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজয় সম্বন্ধীয় রচনাংশ A. Gateau কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে [আলজিয়ার্স ১৯৪২ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৭ (১৯৪৮)]। ঐতিহাসিক উৎস হিসাবে এই অংশের বিশ্লেষণের জন্য তু. Brunschvig, in AIEO Alger, ৬খ., ১৯৪২-৪৭ খৃ., ১০৮-৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কিন্দী, The governors and judges ofEgypt, সম্পা. R. Guest, লাইডেন-লন্ডন ১৯১২ খৃ., ১৯৯ প., ৪৫৫, ৪৬৪ প.; (২) ইব্‌ন আবী হ'াতিম আর-রাযী, জারহ', ii/1 ৯২ (সা'দ), ii/2, ১০৫ প. ('আবদুল্লাহ), ২৫৭ ('আবদু'র-রাহ'মান), iii/1, ৩৬ ('আবদু'ল-হ'াকাম), iii/2, ৩০০প. (মুহ'াম্মাদ) হ'াদীছ' বর্ণনাকারীরূপে তাহাদের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিরল মূল্যায়ন); (৩) ফিহ্‌রিস্ত, ২১১ ('আবদুল্লাহ); (৪) আবূ 'আসিম আল-'আব্বাদী, তাব্, ফুকাহা, সম্পা. G. Vitestam, Leiden ১৯৬৪ খৃ., ২০ প. (মুহ'াম্মাদ); (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওফায়াত, নং ৩২২, ৫৮২ (কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ii ২৩৯ প., 'আবদুল্লাহ), ৩খ, ৩৩৩ প. (মুহ'াম্মাদ); (৬) আস্-সাফাদী, ওয়াফী, সম্পা. S. Dedering ৩খ, ৩৩৮ প. (মুহ'াম্মাদ); (৭) আস-সুব্‌কী, তাবাক'াতু'শ- শাফি'ইয়্যা, ১খ, ২২৩-৫ (মুহ'াম্মাদ); (৮) ইব্‌ন ফারহূ'ন, দীবাজ, কায়রো ১৩৫১ হি., ১৩৪ ('আব্‌দুল্লাহ), ১৬৬ ('আবদু'ল-হ'াকাম ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্), ২৩১ প. (মুহ'াম্মাদ), (বিস্তারিত তথ্য); (৯) ইব্‌ন হাজার, তাহযীব, ৫খ, ২৮৯ প. ('আবদুল্লাহ, খ, ২০৮ ('আবদু'র-রাহ'মান -৯খ, ২৬০-৬২ (মুহ'াম্মাদ); (১০) আরও দ্র. Brockelmann. ১খ, ১৫৪ Sl. ২২৭ প.; (১১) আল-কিন্দীর সংস্করণের ভূমিকাসমূহ, ফুতূহ, মিসর, ২২-৪, (তু. in EI.) of A. Gateaus trans.; (১২) ইব্‌রাহীম এ. আল-'আদাবী, ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-হাকাম, রাইসুল-মু'আররিখীনি'ল- 'আরাব, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.।

F. Rosenthal (E. I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী (দ্র. য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী)

ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (দ্র. ইস্‌ম)

ইব্‌ন 'আবদি'স-সামাদ (ابن عبد الصمد) ঃ য়ূসুফ ইব্‌ন আবি'ল-কাসিম ইব্‌ন খালাফ ইব্‌ন আহ'মাদ, আবূ বাহ্‌র (যদিও নিছক ভুলক্রমে কখনও কখনও বলা হয় আবূ বাক্‌র), ৫ম/১১শ শতাব্দীর একজন আন্দালুসীয় কবি, সেভিলের বাদশাহ মু'তামিদ ইব্‌ন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর স্তুতি রচয়িতা। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই আমাদের জানা আছে এবং তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উভয়ই আমাদের নিকট অজ্ঞাত। তিনি Jean জনপদ (كورة)-এর এক নামজাদা সাহিত্যানুরাগী পরিবারের সদস্য এবং আল-আন্দালুসের প্রথম 'আরব গর্ভনরদের (والى) অন্যতম আস্-সাম্‌হ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খাওলান-এর বংশধর ছিলেন। ইব্‌ন বাসসাম-এর মতে মুলূকু'ত-তাওয়াইফ-এর আমলে এই পরিবারের বহু সংখ্যক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে কোন এক অজ্ঞাতনামা কবির কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইগুলি আল-মাককারী কর্তৃকও সংরক্ষিত হইয়াছে (Analectes, ২খ.,৩৫৯)। তাহার প্রাচুর্যপূর্ণ পদ্য ও গদ্য রচনাবলীর (كاسمه) অর্থাৎ كالبحر ইব্‌ন বাস্‌সাম-এর মতে) কেবল এক ক্ষুদ্রাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন ইব্‌ন 'আবদি'স-স'ামাদ-এর প্রতি উদার ও অনুগ্রহশীল আল-মু'তামিদ সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত হইলেন, তখন হইতে সেভিলের কাব্য জগতে দুর্যোগের এক অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল (দেখুন E. Garcia Gomez. আল-আন্দালুস-এ, ১০খ., ১৯৪৫ খৃ., ২৮৪-৩৪৩)।

এইকালেই অবশ্য লিখিত হইয়া থাকিবে তাঁহার কতক কবিতা যেইগুলিতে তিনি নূতন প্রভু আল্-মুরাবিতূনদের অর্থ-লিপ্সার শোক গাহিয়াছেন, অধুনা যাহাদের স্তুতি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু শোক গাহিয়াছেন দীর্ঘ পর্যটনের যেই সময়ে তিনি কোনও বন্ধুর সাক্ষাত লাভে সমর্থ হন নাই (Analectes, পৃ. স্থা.)। পরাজিত আল-মু'তামিদ-এর বদান্যতা তাঁহার স্মৃতিপটে আজীবন সংরক্ষিত থাকিবে। তিনি সেই কবি রাজন্যের প্রতি ইবনু'ল-লাববানা (দ্র.)-এর মত প্রভুভক্তিতে সদা নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং আল-মু'তামিদ-এর মৃত্যুর (৪৮৮-১০৯৫) কিছুকাল পরে আগমাত গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি তাঁহার কবর চুম্বন এবং এক উৎসবের দিনে বিশাল জনসমাবেশে তাহার শোকগাথা আবৃত্তি করার মত দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ আবেগপূর্ণ শোকগাথায় তিনি তাঁহাকে রাজাধিরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সত্য কাহিনীটি যাহার দুইটি সদৃশরূপ আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে (ইব্ন খাল্লিকান, কালাইদ, বূলাক ১২৮৩ হি., পৃ. ৩০-১; ইবনু'ল-খাতীব, আ'মালু'ল-আ'লাম, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৬৫-৭, যিনি শতাধিক পংক্তি সংরক্ষণ করিয়াছেন), R. Dozy কর্তৃক তাঁহার Hist. Mus. Esp, ৩, ১৭৫-এ এবং E. Garcia Gomez কর্তৃক আল-আন্দালুস-এ ১৮ (১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৪০৩-৪ ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইতোপূর্বে উদ্ধৃত গ্রন্থমালার অতিরিক্ত ঃ (১) ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ৩খ. (পাণ্ডু); (২) ইব্ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, ২খ., ২০৩-৪ (যাহাতে সম্পাদক কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যেইগুলি এই প্রবন্ধটি রচনায় ব্যবহৃত হয় নাই); (৩) মাককারী, Analectes, ২খ. ৪৯৭; (৪) H.Peres, Poesie andalouse, নির্ঘণ্ট।

F. De, LA Granja (E. I.[2]) / ছৈয়দ লুৎফুল হক

ইব্ন 'আবদূন (ابن عبدون) ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদু'ল মাজীদ ইব্ন 'আবদূ'ন আল-ফিহ্‌রী, একজন আন্দালুসীয় কাতিব (সচিব) ও কবি। এভোরাতে তাঁহার জন্ম, প্রথম জীবনে তাঁহার প্রতিভা এই শহরের শাসনকর্তা 'উমার ইবনু'ল-আফ্তাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'উমার যখন আল-মুতাওয়াক্কিল উপাধি ধারণ করিয়া ৪৭১/১০৭৮ সালে (দ্র. আফত'াসী, বাদাজোয = Batalyaws)-এর শাসক হন, তখন ইব্ন 'আবদু'ন তাঁহার সচিব নিযুক্ত হন। ৪৮৭/১০৯৫ সালে আল-মুরাবিত সেনাপতি সীর ইব্ন আবী বাক্‌র কর্তৃক আফত'াসী বংশের পতন ও বাদাজোয অধিকারের পর ইব্ন 'আবদু'ন-আল-মুরাবিত-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং য়ূসুফ ইব্ন তাশ্‌ফীন ও তাঁহার পুত্র আলীর কাতিব হন। ৫২৯/১১৩৪ সালে এভোরাতে তাঁহার ইনতিকাল হয়।

ইব্ন 'আবদূনের সাহিত্যরুচি ছিল উন্নত মানের (কথিত আছে, আগানী তাঁহার মুখস্থ ছিল) এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার ছিল যথেষ্ট খ্যাতি [কথিত আছে, কা'দী 'ইয়াদ ইব্ন মূসা (দ্র.) ও ইব্ন যারকুন তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন]। গদ্য লেখক ও প্রতিভাশালী কবি হিসাবে তিনি ছিলেন সমাদৃত। কিন্তু তাঁহার সরকারী ও ব্যক্তিগত গদ্য রচনার মধ্যে কেবল অল্প কয়েকটি এবং তাহার পদ্যের মধ্যে একটি বিখ্যাত কা'সীদাই বর্তমান আছে। এই কাসীদাটির জন্যই তিনি খ্যাত। ইহা আফত'াসীদের পতনের পর রচিত আল-বাসসামা নামে পরিচিত একটি রাইয়া (শেষ চরণে রা সম্বলিত দীর্ঘ কবিতা)। অদৃষ্টের উত্থান-পতন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য (শ্লোক ১-৮) এবং মর্মান্তিক ভাগ্যের শিকারে পরিণত অতীতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও জাতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর (২য়, ৯-২১) কবি ঐসব মুসলিম নরপতির কথা স্মরণ করেন যাহারা ভয়াবহ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হন (২য়. ২২-৪৪)। তারপর তিনি মুলূকু'ত-তাওয়াইফ শাসনকালের বিস্তারিত বিবরণ দেন (২য়, ৪৫-৪৭) এবং সর্বশেষ শ্লোকগুলি সম্পূর্ণরূপে আফত'াসীদের সম্বন্ধে লিখিত (২য়, ৪৮-৭৫)। এই কা'সীদাটি মানব জাতির শুরু হইতে যেসব নরপতি নিহত হইয়াছেন তাহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা আফত'াসীদের পতন সম্বন্ধে একটি শোকগাথা। কাসীদাটির বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য আছে; তবুও ইহাতে রহিয়াছে প্রকৃত কাব্যিক অনুপ্রেরণার অভাব এবং ইহা সাধারণ নামের সমাবেশে ভারাক্রান্ত। এতদসত্ত্বেও 'আরব সমালোচকগণ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং ইহাকে প্রকৃত অবদান হিসাবে গণ্য করেন।

কবিতাটি বুঝিতে হইলে ইহার সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। এই কথাটি আবু'ল-কাসিম 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হ'াদরামী উপলব্ধি করেন। তিনি তাহার ডাক নাম ইব্ন বাদ্‌রূন নামে সমধিক পরিচিত। তিনি কবিতাটি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক সমালোচনা লেখেন। ইব্ন বাদ্‌রূন সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা এই যে, মূলত তিনি সিলভেসের লোক এবং ইব্ন 'আবদূনের সমসাময়িক। প্রধানত প্রাচ্যদেশীয় তথ্য, বিশেষ করিয়া মাস'ঊদীর মুরূজের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত তাঁহার এই সমালোচনা অবশ্য এখনও টিকিয়া আছে। মূল কবিতাটিও পর্যাপ্ত মন্তব্যসহ ১৮৪৬ খৃ. লাইডেন হইতে R. Dozy কর্তৃক প্রকাশিত হয় Commentaire historique sur le poeme d'Ibn Abdoun par Ibn badroun নামে। ইতিপূর্বে ১৮৩৯ খৃ. Hoogvliet লাইডেন হইতে ইহা প্রকাশ করেন, the prolegomena ad editionem celebratissimi Aben Abduni poematis in luctuosum aphtasidarum interitum.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আবদূনের গোটা কবিতাটি মাররাকুশীর মু'জিবেও দেখিতে পাওয়া যাইবে (সম্পা. Dozy, ৫৩-৬০; কায়রো সংস্করণ ১৩৬৮/১৯৪৯, ৭৬-৮৭; ফরাসী অনু. E. Fagnan, Histoire des Almohades ৬৫-৭৪; স্পেনীয় অনু. Pons Boigues, Ensayo, ১০-৮); পুনঃপ্রকাশিত, এফ-বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩৫১-৫২; অসম্পূর্ণ কবিতা ইব্ন খাক'ান-এ, কালাইদ, ৩৭-৪০; (২) ইবনু'ল-খাত'ীব, আ'মাল, সম্পা. Levi-Provencal, ২১৬-৮, পুনঃসম্পা. বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., ১৮৬-৯। ইব্ন 'আবদূন সম্পর্কে ঃ (৩) ইব্ন বাশকুওয়াল, সিলা নং ৮৩১; (৪) দাব্বী, বুগ্‌য়া, নং ১৫৬৭; (৫) ইব্ন যুবায়র, সিলাতু'স-সিলা, সম্পা. Levi-Provencal, রাবাত ১৯৩৭ খৃ., ৪২; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, দ্র. শিরো; (৭) কুতুবী, ফাওয়াত, শিরো,; (৮) মররাকুশী, পূ. গ্র., সূচীপত্র; (৯) মাককারী Analectes, সূচীপত্র; (১০) Brockelmann, I, 271, SI, 480; (১১) H. Peres, Poesie, সূচীপত্র; (১২) জ. আর-রিকাবী, ফি'ল-আদাবি'ল-আন্দালুসী, দামিশক ১৯৫৭ খৃ., সূচীপত্র। ইব্ন বাদরূন সম্পর্কে; (১৩) Pons Boigues, Ensayo, ২৬০ প.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মোখলেছুর রহমান

ইব্‌ন 'আবদূন (ابن عبدون) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদূন, সেভিলের হিস্‌বা (দ্র.) বিষয়ক একখানা পুস্তিকার স্পেনীয় লেখক। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা তাঁহার রচিত পুস্তিকা হইতেই গৃহীত। পুস্তিকাটির জানা পাণ্ডুলিপি দুইটিতে প্রণেতার নাম কিছুটা পৃথকভাবে দুই আকারে লিপিবদ্ধ আছে। (মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আন-নাখ'ঈ 'আবদূ'ন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আবদূ'ন আত্‌-তুজীবী)। তিনি একজন ফাকীহ্ অথবা কাদী অথবা মুহতাসিব ছিলেন। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি সম্ভবত সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিঃসন্দেহে সেভিলেই তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ অতিবাহিত করেন। একদিকে তিনি নিজেকে আল-মু'তামিদের রাজত্বের প্রথম বৎসরগুলির প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা করেন এবং অন্যদিকে আল-মুরাবিতূন ইতিপূর্বেই শহরের শাসক ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি এবং তাহার সমসাময়িক আস্‌-সাকাতীর মালাগা সম্বন্ধে একই ধরনের গ্রন্থখানা—এই দুইটি একত্রে এই সময়কার মুসলিম স্পেনের পৌর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। E. Levi-Provencal পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেন (JA. ২২৪ ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৭৭-২৯৯; ২য় সং Doc. arabes inedits sur la vie sociale et economique en Occ. mus. au moyen age-এ কায়রো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩-৬৫)। F. Gabrieli ইতালীয় ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন (Il trattato censorio di Ibn Abdun sul buon governo di siviglia Rend, Lin এ, ৬ষ্ঠ সিরিজ, ১১খ (১৯৩৫ খৃ.), ৮৭৮-৯৩৫ । E. Levi- Provencal, নিজেই ফরাসী ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন Seville musulmane au debut du XII siecle : le traite d'Ibn Abdun প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.) এবং E. Levi-Provencal, E. Garcia Gomez স্পেনীয় ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন (Syevilla a comienzos del siglo XII, মাদ্রিদ ১৯৪৮ খৃ.)।

F. Gabrieli (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

ইব্‌ন 'আবদূস (ابن عبدوس) ঃ আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদূস (২০২-৬০/৮১৭-৭৩) ইফ্রীকিয়্যা (তিউনিস)-এর ফাকীহ্। তাঁহার জীবনী, জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তাধারা সাহ্‌নুন ইব্‌ন সা'ঈদ (১৬০-২৪০/৭৭৬-৮৫৪)-এর বংশধরদের জন্য নমুনাস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে, যাহারা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। ইব্‌ন 'আবদূস ছিলেন সাহ্‌নুনের পুত্র মুহাম্মাদের সমসাময়িক এবং সময় বিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী। বিদ্বান ('আলিম) হিসাবে তাহাকে মুহাম্মাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য করা যাইতে পারে। দুইজনের মধ্যে আল-ঈমান সম্পর্কে এক তুমুল বিতর্ক চলে যাহাতে ইব্‌ন 'আবদূসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। ইব্‌ন 'আবদূস ও তাঁহার অনুসারিগণ (আল-'আবদুসিয়্যা) বলিতেন, মানুষ ঈমান সম্পর্কে কেবল অতীত ও বর্তমানের জন্য নিশ্চিত হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য পারে না। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে মু'মিন কিনা তখন তাহার বলা উচিত, "মু'মিন ইনশা আল্লাহ্।" ইব্‌ন সাহ্‌নুন ও তাঁহার অনুসারিগণ (আল-মুহাম্মাদিয়্যা) মনে করিতেন যে, ইহাতে সন্দেহ বুঝায়, এজন্য তাঁহারা ইব্‌ন 'আবদূসের মতবাদকে আশ-শুকূকিয়া (সন্দেহবাদী) নামে আখ্যায়িত করেন । অধিকাংশ লোক ইব্‌ন সাহ্‌নুনের পক্ষ সমর্থন করে এবং ইব্‌ন 'আবদূস তাহার মতবাদ সংশোধন করিতে এবং তিনি যে কখনও এইরূপ মতবাদ পোষণ করিয়াছেন তাঁহাও অস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং ফিক্‌হ-এ সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন এবং 'ইবাদাত ও অধ্যয়নে সময় উৎসর্গ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-'আরাব, তাবাকাত 'উলামা ইফ্রীকিয়্যা, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯১৪ খৃ., ১৩২-৩; (২) ফরাসী অনুবাদ, Ben Cheneb. Classes, des Savants de Ifriqiya, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., সূচী; (৩) 'ইয়াদ ইব্‌ন মূসা আল-য়াহ্‌সুবী, তারতীবু'ল-মাদারিক, দারু'ল-কুতুব, পাণ্ডু., কায়রো, ১খ, পত্রক ১৫০; (৪) ইব্‌ন নাজী, মা'আলিমু'ল-ঈমান, তিউনিস ১৩৫০হি., ২খ, ৯০ প.; (৫) মালিকী, রিয়াদু'ন-নুফূস (সম্পা. H. Mones), কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, ৩৬০-৬৩।

Hussain Mones (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

ইব্‌ন 'আবদূস (ابو عامر احمد ابن عبدوس) ঃ আবূ 'আমির আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আবদূস বানূ জাহ্‌ওয়ার (৪২২-৬২/১০৩০-৭০)-এর প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনকালের কর্ডোভার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও উযীর। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ওয়াল্লাদা বিনতু'ল-মুস্‌তাকফীর ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইজন্যই তিনি বিখ্যাত। ওয়াল্লাদার প্রেমিক ইব্‌ন যায়দুনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া ইব্‌ন 'আবদূস ওয়াল্লাদার নিকট একজন মহিলা মধ্যস্থতার লক্ষ্যে প্রেরণ করিলে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইব্‌ন যায়দুন ইহাতে রাগান্বিত হইয়া আর রিসালাতু'ল-হাযালিয়া" (বিদ্রূপাত্মক পত্র) নামে একটি দীর্ঘ অপমানসূচক পত্র লিখেন এবং ওয়াল্লাদের দস্তখতসহ পত্রটি একই মাধ্যম দ্বারা ইব্‌ন 'আবদূসের নিকট প্রেরণ করেন। রিসালাটি তৎক্ষণাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ ইহা ছিল শহরের এক প্রধান ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ। ওয়াল্লাদার সহিত ইব্‌ন 'আবদূস খোলাখুলি যোগাযোগ এড়াইয়া চলিতেন। এই দিকে কবি ইব্‌ন যায়দুনের ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহার প্রতি ওয়াল্লাদার আগ্রহে ভাটা পড়ে। ইব্‌ন যায়দুন কর্ডোভা পরিত্যাগ করিয়া বাদাজোয ও পরে সেভিল চলিয়া যাওয়ার পর ওয়াল্লাদাকে ইব্‌ন 'আবদূস সম্পূর্ণরূপে লাভ করেন। ওয়াল্লাদা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রেমিকা ছিলেন। ইব্‌ন 'আবদূস ৪৭২/১০৭৯-৮০ সালে ৮০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন বাস্‌সাম, যাখীরা i/I, ২৮৯ প.; (২) মাক্‌কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, A. Bel ও M. Ben Cheneb কর্তৃক আংশিক প্রকাশিত, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., নং ২৪৪০; (৪) ইব্‌ন সা'ঈদ, রায়াত (সম্পা. Garcia Gomez) মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., নং ৫৬; (৫) ঐ লেখক, উনওয়ানু'ল-মুরকিসাত, কায়রো, ৬১; (৬) A. Cour. Un Poete arabe d Andalousie. Ibn Zaidon. কনস্টান্টাইন ১৯২০ খৃ., ৩১-৫০; (৭) ইব্‌ন যায়দুন, দীওয়ান কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ৫৮২, ৬৩৪, ৭৯১; (৮) ইব্‌ন নুবাতা, শারহুল-'উয়ুন ফী শারহ্ রিসালাত ইব্‌ন যায়দুন, বুলাক ১২৭৯ হি., ৬প.।

Hussain Mones (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

ইব্‌ন 'আবদূস (দ্র. জাহ্‌শিয়ারী)।

ইব্‌ন 'আব্বাদ (ابن عباد), আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী ইসহাক আন-নাফযী ইবরাহীম আল-হিময়ারী আর রুন্দী, ৮ম/১৪শ

শতকের মারীনী রাজ্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মরমী লেখক। রুন্দা অঞ্চলে ৭৩৩/১৩৩৩ সনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তথাকার মসজিদে ধর্মীয় বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতেন। কৈশোরেই তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া মরক্কোতে চলিয়া যান। তথাকার বিখ্যাত মাদরাসাসমূহ অসংখ্য শিক্ষার্থী আকর্ষণ করিত। প্রথমে তিনি তেলেমসানে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন আশ-শারীফ আত-তিলিমসানীর কাছে, যিনি মাগরিবে মালিকী মায্হাব পুনঃপ্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর তিনি ফেয (Fez) শহরে চলিয়া যান। সেইখানে শিক্ষকতা করিতেন আল-'আবিলী, আল-মাককারী, আল-'ইমরানী, আল-ফিশতালী এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অবিখ্যাত ব্যক্তিগণ। তাঁহার মৌলিক অধ্যয়নের গ্রন্থ ছিল ইমাম মালিকের মু'ওয়াততা, আল-বারাযিঈর তাহ্যীব এবং ইব্নু'ল-হাজিবের দুইটি মুখতাসার। তখন সূফীবাদ ফেয-এর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শ্রদ্ধার বিষয়রূপে পরিগণিত হইত। তিনি এই বিষয়ে আল-মাক্কীর কূতুল-কুলূব-এর অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করেন। নির্জনতা ও ধ্যানের প্রবণতা থাকায় শীঘ্রই তিনি ফিক্হ-এর চর্চা পরিত্যাগ করত সূফীতত্ত্ব ও সাধনায় মনোনিবেশ করেন। আনু. ৭৬০/১৩৫৯ সনে সেইলে (Sale) পৌঁছেন। হাদরামী (Salsal)-এর মতে তথায় ইব্ন 'আশির নামক একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া সূফী জীবনধারা সারা মরক্কোতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই সাহায্যে ইব্ন 'আববাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। পীরের ইনতিকালের পর ইব্ন 'আববাদ ক্ষিপ্র গতিতে তানজিয়ার সফর করেন; সেইখানে তিনি আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিকের সহায়তায় ফাত্হ (আধ্যাত্মিক সাফল্য) অর্জন করেন। তৎপর ফেয-এ প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় য়াহ্য়া আস-সাররাজ ও সুলায়মান আল-আনফাসীর অনুরোধে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ইবনু 'আতাইল্লাহ প্রণীত হিকাম-এর একখানি অত্যন্ত সফল ভাষ্য রচনা করেন। ইব্ন 'আতার গ্রন্থাবলী ও তৎসহ শাযিলী তারীকা তখন সবেমাত্র মরক্কোতে পৌঁছিয়াছিল। ইহার প্রসারে ইব্ন 'আব্বাদের বিশেষ অবদান ছিল। তিনি পুনর্বার Sale-এ ফিরিয়া আসেন। সেইখানে তিনি তাহার সেই সমুদয় পত্র রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলি য়াহ্য়া আস-সাররাজ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। তখন হইতে তিনি একজন সূফী শায়খ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৭৭৭/১৩৭৫ সনে সুলত'ান তাঁহাকে কারাবিয়্যীন-এর ইমাম ও প্রচারক নিয়োগ করেন। উক্ত পদে তিনি মৃত্যুকাল (৭৯২/১৩৯০) পর্যন্ত বহাল ছিলেন। তাঁহাকে বাবু'ল-ফুতূহ নামক স্থানে দাফন করা হয়। যদিও তাঁহার কবরটি বর্তমানে চিহ্নিত করা যায় না, তবুও তাঁহার কবর সুপরিচিত।

হিকাম-এর ভাষ্য ছাড়াও তিনি আধ্যাত্মিক নির্দেশাবলীসম্বলিত কতকগুলি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা রাসাইল কুবরা নামে সংকলিত এবং লিথো পদ্ধতিতে ফেয-এ ১৩২০ হি.-তে প্রকাশিত (পৃ. সংখ্যা ২৬২) এবং রাসাইল সুগরা (সম্পা. P. Nwyia, খৃ., পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৮)। এতদ্ব্যতীত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন কতকগুলি অপ্রকাশিত গ্রন্থ, যথা ঃ ফাতহু'ত-তুহফা ('ইবাদাতের বিধিসম্বলিত হাদীছ সংকলন), দু'আ বি'ল-আসমাই'ল হ'সনা, জুমু'আর খুত'বার একটি সংকলন, হি'কাম-এর ছন্দোবদ্ধ সংস্করণ। ইব্ন 'আব্বাদের রচনাবলী সূফীবাদের আদি প্রকৃতির দিকে প্রত্যাবর্তনসূচক (মুহাসিবী)। তিনি ইব্ন সাব'ঈনকে পসন্দ করিতেন না এবং ইব্নু'ল-'আরাবী হইতে কচিৎ উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ P. Nwyia, Ibn Abbad de Ronda, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ১-৪১। ইহাতে সূত্র ও গ্রন্থসমূহের একটি পূর্ণ তালিকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়ঃ M. Asin Palacios, Un Precursor hispano- musulman de San Juan de la Cruz, in al-Andalus, i (1933), 7-79।

P. Nwyia (E.I.[2])/ এ. এম. এম. নূরুল ইসলাম

ইব্ন 'আব্বাদ (ابن عباد) ঃ আবু'ল-কা'সিম কাফি'ল-কুফাত ইস্মা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদ ইব্নি'ল-'আব্বাস ইব্ন 'আব্বাদ ইব্ন আহ্মাদ ইদ্রীস আত্-তালিকানী (যু'ল্-কা'দা, ৩২৬-২৪-সাফার, ৩৮৫/সেপ্টেম্বর, ৯৩৮-২০ মার্চ, ৯৯৫) বুওয়ায়হী খানদানের উযীর এবং সমকালীন শিক্ষা-সাহিত্যের এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পিতাও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রুক্নু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীর উযীর ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাদ তাঁহার পিতা ও শহরের বড় বড় ব্যাকরণবিদের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর বাগ'দাদ রওয়ানা হন এবং সেখানে শিক্ষা সমাপনের পর একজন সাধারণ কাতিব (করণিক) হিসাবে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ৩৪৭ হি. তিনি উযীর আবূ 'আলী আল্-কাশানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহার পর আমরা তাহাকে আবু'ল-ফাদ্ল ইব্নু'ল-আমীদ-এর চাকুরীতে দেখিতে পাই। ইনি বুয়ায়হী রাষ্ট্রের বিখ্যাত উযীর ও সাহিত্যিক ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাদ ২৬০ হি. মুআয়্যিদু'দ-দাওলা ইব্ন রুক্নি'দ-দাওলার উযীর হিসাবে নিযুক্ত হন, যিনি তখন পর্যন্ত শাহ্যাদাহ ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি শাহ্যাদাহ্ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সংস্কার করেন। স্বাভাবিক প্রতিভা ও উন্নত চরিত্রের জন্য শাহ্যাদাহ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহাকে আস্-সাহিব (الصاحب) ও কাফি'ল-কুফাত (كافي الكفاة) এই দুইটি উপাধি দান করিয়াছিলেন।

রুক্নু'দ-দাওলার ইনতিকাল (৩৬৬/৯৭৬) হইলে তদস্থলে মুআয়্যিদু'দ-দাওলার শাসন কায়েম হইল, তখন তিনি স্বীয় পিতার উযীর ইব্নু'ল-আমীদ আবু'ল-ফাতহ 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদকে পদচ্যুত করত কারারুদ্ধ করেন এবং ইব্ন 'আব্বাদকে উযীর নিযুক্ত করেন। ইব্ন 'আব্বাদ অত্যন্ত মনোযোগ ও যোগ্যতার সহিত উযীরের দায়িত্ব আন্জাম দেন। ৩৭০ হি. তাঁহাকে তাহার মনিবের পক্ষ হইতে 'আদু'দু-দাওলার দরবারে রাষ্ট্রদূতরূপে হ'ামাদান প্রেরণ করা হয়। ভ্রাতার নিকট ইব্ন 'আব্বাদের কিরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহা 'আদু'দু-দাওলা ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি অতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন, স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হন এবং সমস্ত সরকারী কর্মচারী তাঁহার নির্দেশক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইব্ন 'আব্বাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে ইব্ন 'আব্বাদ সমুদয় কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ইত্যবসরে মুআয়্যিদু'দ-দাওলার ভ্রাতা ফাখ্রু'দ-দাওলা 'আদুদু'দ দাওলার রাজত্ব অস্বীকার করত তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া জুরজান ও তাবারিস্তানের শাসনকর্তা কাবূস ইব্ন ওয়াশ্মাগীর যিয়ারী [অনুরূপ, যীরী?]-এর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। 'আদুদুদ-দাওলা স্বীয় ভ্রাতা মুআয়্যিদুদ-দাওলাকে তাঁহার প্রতিরোধের জন্য প্রেরণ করেন। মুআয়্যিদু'দ-দাওলা ইব্ন 'আব্বাদকে সঙ্গে লইয়া জুরজান ও তাবারিস্তান দখল করেন। তাঁহার ভয়ে ফাখরুদ-দাওলা ও কাবূস পলায়ন করত হু'সামুদ্দীন তাশে-এর নিকট নীশাপুরে আশ্রয় গ্রহণ

করেন, যিনি তখন নূহ্ ইব্ন মান্সূর সামানীর পক্ষ হইতে খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। তাশ নূহ্ ইব্ন মান্সূর সামানীর নির্দেশক্রমে তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি জুরজান অধিকারের চেষ্টা চালাইয়া নীশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ৩৭৩/৯৮৩ সনে মুআয়্যিদুদ-দাওলা স্বীয় স্থলাভিষেক সম্পর্কে ওয়াসিয়াত না করিয়া ইনতিকাল করেন। এই হেতু ইব্ন 'আব্বাদের সুপারিশ ও ইঙ্গিতে ফাখরু'দ-দাওলাকে রাজত্ব গ্রহণ করার নিমিত্ত আহ্বান করা হয়।

ফাখ্রু'দ-দাওলার আগমন ও যাবতীয় ইন্তিজাম মনোমত সম্পন্ন হইবার পর ইব্ন 'আব্বাদ চিন্তা করিলেন যে, নূতন বাদশাহ যিনি তাঁহার হাতে অনেক রকম দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, আগামীতে তাঁহার আচরণ অনুকূল না হইবার আশংকায় ওয়াযারাত হইতে ইস্তিফা দিতে চাহিলেন। কিন্তু নূতন বাদশাহ এই ইস্তিফা মন্জুর করিলেন না এবং ইব্ন 'আব্বাদকে সঙ্গে লইয়া রায়্য শহরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় আস্-সাহিব ইব্ন 'আব্বাদের জনপ্রিয়তা ও তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বমহলে উত্তুঙ্গে ছিল, এমন কি খোদ বাদশাহ তাঁহার সম্মুখে সংযত হইয়া চলিতেন।

রাষ্ট্রের ছোট বড় সমুদয় কার্য ইব্ন 'আব্বাদের নির্দেশেই নিষ্পন্ন হইত। কোনও ব্যাপারে তাঁহার ও বাদ্শাহ্র মধ্যে মতানৈক্য হইলে উযীরের মত কার্যকর হইত। ৩৭৭ হি. ইব্ন 'আববাদ দ্বিতীয়বার তাবারিস্তানে অভিযান চালান। তিনি সেখানকার পরিস্থিতি সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কতিপয় দুর্গ অবরোধ ও জয় করিয়া রায়্য শহরের ফিরিয়া আসেন।

একজন উযীরের পক্ষে যেইরূপ অভিলাষ থাকা সম্ভব, উহার সব কিছুই তখন ইব্ন 'আব্বাদের করায়ত্ত ছিল। অবশ্য একটি আকাঙ্ক্ষা তখনও তাঁহার অপূর্ণ ছিল। তাহা এই যে, তাঁহার বাদ্শাহ্ রাজধানী বাগদাদ নগরী কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে লইবেন এবং তিনি নিজে ইরাকের উযীর হইবেন। এই অভিলাষ পরিপূরণের লক্ষ্যে ইব্ন 'আব্বাদ সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। সুতরাং আবু'ল-ফাওয়ারিস শীরযীল বুওয়ায়হীর ইনতিকাল (৩৭৯/৯৮৯)-এর পর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি সুযোগ পাইলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু ইহার পরিণাম সম্পর্কে শংকিত ছিলেন, সেইজন্য নিজে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন না, বরং ফাখ্রু'দ দাওলাকে উৎসাহ দিলেন এবং তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া ইরাক-ই 'আরবের উদ্দেশে রায়্য ত্যাগ করিয়া হামাদান উপস্থিত হইলেন। ইব্ন 'আব্বাদ ফাখরু'দ্-দাওলার উপস্থিতির বিশ দিন পূর্বেই আহওয়ায পৌঁছিয়া ঐ শহরটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যদি ইব্ন 'আব্বাদ এবং যেই সকল ঐতিহাসিক ইব্ন 'আব্বাদেরই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাগদাদ দখলের পদক্ষেপ ফাখ্রু'দ্-দাওলার ভুল-ত্রুটির দরুন ব্যর্থ হয় এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

৩৮৫/৯৯৫ সনে ইব্ন 'আব্বাদ অসুস্থ হইয়া রায়্য নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে ফাখ্রু'দ্-দাওলাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন, যাহা একজন বিশ্বদ্রষ্টা অভিজ্ঞ উযীরের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলেনঃ

"মহামান্য! আমি আপনার সেবা করিতে কোন ত্রুটি করি নাই এবং আমি আপনার রাজ্যে এমন রীতি অবলম্বন করিয়াছি যাহাতে আপনার সুনাম হয়। যদি সমুদয় কার্যক্রম এইভাবেই চলিতে থাকে, তবে এই সুখ-সমৃদ্ধি আপনারই অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে, কেহ আমার নামও উচ্চারণ করিবে না। কিন্তু এই পথ হইতে আপনি বিচ্যুত হইলে মানুষ আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে এবং দ্বিতীয় পথটি আপনার উপর বর্তাইবে। ইহাতে আপনার শাসনের দুর্নাম হইবে।"

তাঁহার কাফন-দাফনে স্বয়ং ফাখরু'দ্-দাওলা ও সকল বড় বড় দায়লামী আমীর শরীক ছিলেন। জনসাধারণ বিলাপ করিতে করিতে নিজেদের কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলে। ইব্ন 'আব্বাদের মৃত্যুতে এই চিত্রটি উদ্ভাসিত হয় যে, যে সম্মান তাঁহাকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব! অন্য কোনও উযীরই হয়ত এত উচ্চে পৌঁছিতে পারেন নাই। এতদসত্ত্বেও ফাখ্রু'দ্-দাওলা ঐদিনই তাঁহার আবাসগৃহ ও কোষাগারে প্রহরী নিয়োগ করেন এবং সমুদয় সম্পদ শাহী মহলে স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর তাঁহার জানাযা ইসফাহানে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানেই তিনি সমাহিত হন।

ফাখ্রু'দ্-দাওলার মধ্যে বাদশাহীর যোগ্যতা যে অপর্যাপ্ত ছিল, তাঁহার বাদশাহ্ হওয়ার পূর্বেকার ব্যর্থ কার্যাবলী হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এহেন ব্যক্তির শাসনকার্যও ইব্ন 'আব্বাদ এমনভাবে পরিচালনা করিয়াছেন যে, দায়লামী আমীরদের বিদ্রোহ, তুর্কী ও দায়লামী সৈন্যদের পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং শহর ধ্বংস ও প্রজাসাধারণের দুরবস্থার কারণস্বরূপ যত রকম বিভেদ ও অনৈক্য হইতে পারে এবং যাহা দায়লামী বাদ্শাহ্দের মধ্যে নিত্যকার ঘটনা ছিল, তাহা ইব্ন 'আব্বাদের কর্তৃত্বাধীন শহরগুলিতে অজ্ঞাত ছিল। ইব্ন 'আব্বাদ পঞ্চাশটিরও বেশী দুর্গ ফাখ্রু'দ্-দাওলার আয়ত্তে আনয়ন করেন। এই বাদশাহ যদি তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন, তাহা হইলে ইরাক-ই 'আরব জয় করিয়া বাগদাদকে তাহার রাজধানী করিতে পারিতেন। কিন্তু ফাখ্রু'দ্-দাওলা নিজের ভাল-মন্দ বুঝিবারও যোগ্যতা রাখিতেন না। আর তাঁহার রাজনীতির পরিণামে রাষ্ট্রের যে ভিত্তিসমূহ ইব্ন 'আব্বাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল, উহা অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গেল। বিচক্ষণ উযীর হিসাবে ইব্ন 'আব্বাদের সুখ্যাতি সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই আমীর নূহ্ ইব্ন মান্সূর সামানী তাঁহাকে নিজ দেশের উযীর নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্ন 'আব্বাদ উহাতে সম্মত হন নাই।

ইব্ন 'আব্বাদের চরিত্রের একটি দিক তো প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হওয়া। কিন্তু উহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দিক ছিল তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। ইব্ন 'আব্বাদ 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যেমন সযত্ন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ উহার সমঝদারও ছিলেন। পদমর্যাদা ও বৈভবের দরুন তিনি 'আলম-ই-ইসলামের সকল মননশীল নেতার আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে অনেক কীর্তিমান কবি-সাহিত্যিক তাঁহার দরবারে সমাগত হন। য়াতীমাতু'দ্-দাহ্র-এর সম্পর্কে আছ্-ছা'আলিবী যথার্থই বলিয়াছেন যে, কেবল খালীফা হারূনু'র-রাশীদের দরবারেই এত খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ইব্ন 'আব্বাদের স্তাবকদের মধ্যে, যাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমকালীন বড় কবিদের প্রধান, উল্লেখযোগ্য আবূ সা'ঈদ আর-রুস্তামী, আবু'ল-হাসান আস্-সালামী ও আবু'ল-কাসিম আয্-যা'করানী। সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল আবূ বাক্র আল্-খাওয়ারিযমী ও বাদী'উ'য-যামান আল্-হামাদানী, (মাকামাত مقامات-এর আবিষ্কারক) এবং ফারসী কবিদের মধ্যে আবূ মুহাম্মাদ আল—খুস্রাবী ইব্ন 'আব্বাদকে সাহায্য করিতেন এবং উযীরের নিকট হইতে বাৎসরিক পারিতোষিক পাইতেন (দ্র. 'আওফী, লুবাব ২খ, ১৩; আর-রাদুয়ানী, তারজামানু'ল-বালাগা, আহ্মাদ আতিশ প্রকাশিত,

ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., ১৭৪)। স্বয়ং ইব্ন 'আব্বাদের উক্তি, তাঁহার স্তবস্তুতি প্রসঙ্গে 'আরবী-ফার্সীতে লক্ষাধিক কাসীদা লিখিত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পদ কবি, সাহিত্যিক, দর্শনার্থী ও দূতদের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

এই দূতদের মধ্যে আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহ'ীদী বিখ্যাত (দ্র. Brockelmann, ১খ, ২৪৪ ও তাক্‌মিলা, ১খ, ৪৩৫ প.)। তিনি ৩৭০ ও ৩৭৬ হি. সনের মধ্যে তিন বৎসর রায়্য শহরে ইব্ন 'আব্বাদের দরবারে অতিবাহিত করেন এবং কিছু উপহার-উপঢৌকন লাভ না করিয়াই বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন (য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদাবা, কায়রো, ১৫খ, ২৬ প., বিশেষত পৃ. ৩৩)। এই সাক্ষাৎকারে আত-তাওহ'ীদীর কোন আর্থিক উপকার না হইলেও 'আরবী সাহিত্যে তিনি এক বিরাট কীর্তি অর্থাৎ আখ্‌লাকু'ল-ওয়াযীরায়ন কিংবা যাম্মু'ল-ওয়াযীরায়ন নামক গ্রন্থ সংযোজন করেন যাহা 'আরবী সাহিত্যে এক নজীরবিহীন অবদান। তাঁহার কতিপয় সাহিত্য সম্পদ য়াকূ'তের মু'জামে (১৫, কায়রো সং., ইব্ন 'আব্বাদ ও তাওহ'ীদী শিরোনামে) এখনও বিদ্যমান।

আত-তাওহ'ীদী এই গ্রন্থে ইব্ন 'আব্বাদ ও ইব্নু'ল-'আমীদের স্বভাব ও কীর্তি এবং তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ইব্ন 'আব্বাদও ইব্নু'ল-'আমীদের ন্যায় একজন অনুপম উযীর ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রে ক্ষুদ্রতা ও এমন কিছু দুর্বলতা ছিল যাহা একজন মহান গুণী ও সর্বজনমান্য লোকের মধ্যে বেশ দূষণীয় ও বেমানান মনে হইত। তাঁহার দুর্বলতার মধ্যে ছিল প্রথমত ছন্দময় (سجع) কথা বলিবার (স্বআরোপিত) বাধ্যবাধকতা। দ্বিতীয় তিনি আত্মপ্রশংসা অত্যধিক পসন্দ করিতেন তাহা যতই অতিরঞ্জিত ও স্বভাববিরোধী হউক না কেন। ইহা ব্যতীত অপরের সৎ গুণাবলী নিজের প্রতি আরোপ করা এবং ইন্'আম প্রদানে কার্পণ্য করা ইত্যাদি। কিন্তু স্মরণীয় যে, তাওহ'ীদী এমন কিছু বৈশিষ্ট্যকে দোষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যাহা গুণ বলিয়াও সাব্যস্ত করা যায়।

ইব্ন 'আব্বাদের গ্রন্থাগার ছিল বিরাট। উহার তালিকা ছিল দশ খণ্ড বিশিষ্ট। কিন্তু এই গ্রন্থাগারও বেশী দিন বিদ্যমান থাকে নাই ৪২০/১০২৯ সনে যখন সুলত'ান মাহ'মূদ গাযনাবী রায়্য শহর জয় করেন, তখন তাঁহাকে বলা হয় যে, ইব্ন 'আব্বাদের সমস্ত কিতাবই رافضى ['আলী (রা)-এর পক্ষত্যাগী]-দের রচিত। সুলতান আহ্‌ল-ই-সুন্নাতের সহিত অধিক সম্পর্কযুক্ত ছিলেন বলিয়া গ্রন্থাগারে 'ইল্‌ম-ই-কালাম (দর্শন)-এর যত কিতাব ছিল সেইগুলিকে তিনি যত্রতত্র বণ্টন করিয়া দেন এবং অবশিষ্টগুলিকে গাযনীতে পাঠাইয়া দেন। (তু. এম. নাজিম, Life and times of Sultan Mahmud of Ghazna. মুদ্রণ কেম্‌ব্রিজ ১৯৩১ খৃ., ৮৩)।

ইব্ন 'আব্বাদ তাঁহার কর্তব্যকর্ম ও নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও গ্রন্থ রচনায়ও যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। য়াকূ'ত তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

(১) আল্-মুহীত ফি'ল্-লুগা (১০ খণ্ডে); (২) দীওয়ানু'র-রাসাইল (১০ খণ্ডে); (৩) কিতাবু'ল-কাফী (পত্রাবলী); (৪) কিতাবু'য-যায়দিয়া; (৫) কিতাবু'ল- আয়াদ ওয়া ফাদাইলুন-নাওরূয; (৬) কিতাব ফী তাফদ্বীল 'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব ওয়া তাস্'হীহ্' ইমামাতি মান তাকাদ্দামাহু; (৭) কিতাবু'ল-উযারা; (৮) 'উনওয়ানু'ল-মা'আরিফ; (৯) আল-কাশ্‌ফ 'আন্ মুসাবি'ল- মুতানাব্বী; (১০) কিতাব মুখ্‌তাসার আস্‌মাইল্লাহি তাআলা ওয়া সিফাতিহী; (১১) কিতাবু'ল-আরূদি'ল-কাফী; (১২) কিতাবু জাওহারাতি'ল-জাম্‌হারা; (১৩) নাহজু'স-সাবীল; (১৪) কিতাবু আখ্‌বারি আবি'ল-আয়না; (১৫) কিতাবু নাকদি'ল-'আরূদ; (১৬)তা'রীখু'ল-মুল্‌ক ওয়া ইখ্‌তিলাফি'দ-দুওয়াল; (১৭) কিতাবু'য-যায়দায়ন; (১৮) দীওয়ান।

নিম্নোক্তগুলিমাত্র এখন বিদ্যমান ঃ (১) আল্-মুহীত ফি'ল্-লুগা, 'আরবী হইতে 'আরবী অভিধান গ্রন্থ, শব্দ সংখ্যা বহু, কিন্তু উদাহরণ কম। একটি খণ্ড যা (ز) অক্ষর হইতে আরম্ভ হইয়া ফা (ف) অক্ষরে শেষ হইয়াছে, উহা কায়রোতে বিদ্যমান (দ্র. ফিহ্‌রিসু'ল-কুতুবি'ল-'আরাবিয়্যাতি'ল-মাওজূদাতি বি'দ্-দার, কায়রো ১৩৪৫ হি., ২খ., ৩৫)। অন্য একটি খণ্ড, যাহাতে মূল ধাতু حق হইতে মূল ধাতু قفرشب পর্যন্ত আছে, ইস্তাম্বুলে তৃতীয় সুলতান আহমাদের গ্রন্থাগারে বিদ্যমান (দ্র. H. Ritter, Philologika XIII arabische Handchriften in anatolien und Istanbul Oriens, ৭খ., ২৩৭)।

(২) **রাসাইলঃ** ইব্ন 'আব্বাদের উচ্চাঙ্গের চিঠিপত্র, যাহা অজ্ঞাতনামা এক সংগ্রাহক সংকলন করিয়াছেন-'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব 'আযযাম (আজজাম) ও শাওকী হানীফ "রাসাইলু'স্-সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ " নামে প্রকাশ করেন, মুদ্রণ কায়রো ১৩৬৬ হি.। সংকলক পত্রগুলিকে বিষয়ভিত্তিতে বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রতি অধ্যায়ে দশটি পত্র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের চিঠিগুলি সুসংবাদ ও বিজয়বিষয়ক। বিভিন্ন অধ্যায়ে আরও কতিপয় চিঠিতে সমকালীন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পত্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনারূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৩) দীওয়ান ঃ দুই কপি ইস্তাম্বুলের আয়া সূফিয়ার গ্রন্থাগারে বিদ্যমান (সংখ্যা ৩৯৫২-৫৩):...।

(৪) আল-কাশ্‌ফু 'আন্ মুসাবি'ল-মুতানাব্বী ঃ পুস্তিকা, ১৩৪২ হি. কায়রোতে প্রকাশিত, আল্-মুতানাব্বীর কয়েকটি কবিতার সমালোচনা।

(৫) আল্-ইকনা'উ ফি'ল-'আরূদি ওয়া'ল-কাওয়াফীঃ কপি প্যারিসের আহ্‌লিয়াহ (Bibliotheque Nationale) গ্রন্থাগারে রক্ষিত (নং ৬০৪২) দ্র. G. Vajda, Index general des, manus-cripts Arabes, Musulmans de la Bibl. Nat., প্যারিস ১৯৫২ খৃ., ৪০৫। সম্ভবত ইহা সেই গ্রন্থ, যাহা ইরশাদু'ল- আরীব-এ কিতাবু'ল-'আরূদি'ল-কাফী নামে উল্লিখিত।

(৬) কিতাবু'ল-মাকসূর ওয়া'ল-মামদূদ পুস্তিকা । P. Bronnle কর্তৃক প্রকাশিত Contribution towareds Philology, প্রথম প্রকাশ লন্ডন ও লাইডেন ১৯০০ খৃ.। ইব্ন 'আব্বাদের কোনও কোনও পুস্তিকা ও বিভিন্ন কবিতায় জন্য দ্র. Brockelmann, ১খ., ১৩১ ও পরিশিষ্ট, ১খ., ১৯৯।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ব্যতীত ঃ (১) য়াকূত, ইরশাদু'ল-আরীব, সম্পা. Margoliouth, ২খ., ২৭৩-৩৪৩, কায়রো সং., ৬খ, ১৬৮-৩১৭; (২) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৯৫; অনু. De Slane, ১খ., ২১২, আরও কায়রো সং. ১২৯৯ হি., ১খ., ৭৫ প.; (৩) আবূ শুজা' মুহাম্মাদ ইব্ন

হু'সায়ন, য'য়ল কিতাব তাজারুবি'ল-উমাম (পাঠ সম্পা. H. F. Amedroz ও D. S. Margoliouth, অক্সফোর্ড ১৯১৪-১৯১৬ খৃ.; (৪) The Eclipes of the Abbasid Calephate, ৩য় খণ্ড; (৫) আছ্-ছা'আলাবী, য়াতীমাতু'দ্-দাহ্‌র, সং., কায়রো ১৯৩৪ খৃ., ৩খ., ১৬৯-২৬০ (৬) ইবনু'ল-আন্‌বারী, নুযহাতু'ল্-আলিব্বা, ৩৯৭ প.; (৭) ইবনু'ল-জাওযী, কিতাবু'ল-মুন্‌তাজা'ম, হ'য়দারাবাদ ১৩৫৮ হি., ৭খ., ১৭৯ প.; (৮) আস্-সুয়ূতী, বুগয়াতু'ল-উ'আত ফী ত'াবাক'াতি'ল-লুগাবিয়ীন ওয়ান-নুহাত, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ১৯৬ প.; (৯) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি., ৩খ., ১১৩ প.; (১০) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg. ৮খ., ২৬৪, ৪৫৪ এবং ৯খ., ৪প., ১৮, ৩৯, ৪৪, ৭২, ৭৭ প., ; (১১) Wilken, Geschichte der Sultane aus dem Geschechte Bujehnach Mirchond, অধ্যায় ৮; (১২) যাকী মুবারাক, Arabe au VIe, La Prose Siecle de 1' Hegire, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., ১৩৬-১৪৫; (১৩) ঐ লেখক, আন্-নাছরু'ল-ফান্নী, ২খ., ২৪৩-২৫৮; (১৪) আবু'ল-ক'াসিম আল-কুবাঈ, রিসালাতু'ল-ইরশাদ ফী আহ্ওয়ালি'স-স'াহিবি'ল-কাফী ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন 'আব্বাদ, মুফাদদি'ল ইব্‌ন সাদি'ল-মাফারখী, শিরোনাম ঃ কিতাবু মাহাসিন ইসফাহান, তেহরান সং. ১৯৩২ খৃ.; আরও দ্র. (১৫) Seybold, in Isl., ৮খ, ৯৯; (১৫) Brockelmann, ১খ., ১৩০ প.।

আহমাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ হাসান রহমতী

ইব্‌ন 'আব্বাস (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল 'আব্বাস)

ইব্‌ন আবি'দ-দাম (ابن ابى الدم) ঃ পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-হামাবী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং শাফি'ঈ ফাকী'হ। ২১ জুমাদা'ল-উলা, ৫৮৩/২৯ জুলাই, ১১৮৭ তারিখে হ'ামাত-এ জন্ম। তিনি বাগ'দাদে শিক্ষা লাভ শেষে হ'ামাত, আলেপ্পো ও কায়রোতে অধ্যাপনা করেন এবং সর্বশেষে নিজ জন্ম স্থানে বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি হি. ৬৪১ সালে হ'ামাতের শাসনকর্তা আল-মালিকু'ল-মুজাফফারের দূত হিসাবে বাগ'দাদ গমন করেন। পরবর্তী বৎসর পুনরায় যখন তিনি বাগ'দাদে আল-মালিকু'ল-মুজাফফারের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার জন্য যাইতেছিলেন সেই সময় পথিমধ্যে আল-মা'আররা নামক স্থানে আমাশয়ে আক্রান্ত হন এবং হামাতে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর সেখানেই তিনি ১৫ জুমাদা'ছ-ছানী, ৬৪২/১৮ নভেম্বর, ১২৪৪ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি দুইখানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল আল-মালিকু'ল-মুজাফফারের নামে উৎসর্গীকৃত মহানবী (স)-এর জীবনী হইতে শুরু করিয়া ৬২৮ হি. পর্যন্ত বর্ষভিত্তিক বিবরণ এবং অপরটি ছিল আত-তারীখু'ল-মুজাফফারী শীর্ষক ছয় খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ জীবনীমূলক রচনা। বর্তমানে শুধু প্রথমটিই পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে (আলেকজান্দ্রিয়ার মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে MS. 1292b)। উপরন্তু মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ সম্পর্কে প্রায়শ উল্লিখিত হয় এমন একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন (তু. H. Ritter, Isl. ১৮ (১৯২৯ খৃ.), পৃ. ৫১। ইহা ছাড়াও তিনি আদাবু'ল-ক্'াদা (কাদী, কুদাত)-এর উপর কয়েকটি আইন গ্রন্থ, হাদীছের রিওয়ায়াত সম্পর্কে তাদকীকু'ল-'ইনায়া ফী তাহ্‌কীকির রিওয়ায়া নামক গ্রন্থ এবং আল-গাযালীর ওয়াসীত (শারহ' মুশকিলু'ল-ওয়াসীত স্পষ্টতই যাহা ঈদাহু'ল-আগালীত হইতে অভিন্ন বলিয়া Brockelmann কর্তৃক উল্লিখিত, Sl. ৭৫৩, নং ৪৯৮) এবং তান্‌বীহ (আবূ ইসহ'াক আশ-শীরাযীর, দামীরী কর্তৃক যারাফাতে উদ্ধৃত)-এর ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত একটি আইনগত অভিমত সুবকীগণ কর্তৃক অদ্যাবধি এক বিতর্কিত বিষয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাকীউদ্দীন আল-মুনযিরী, তাক্‌মিলা (মুসতাফা জাওয়াদ-এর ইবনুস-সাবূনীর সংস্করণে উদ্ধৃত, তাক্‌মিলা, বাগ'দাদ ১৩৭৭/১৯৫৭, ২৯৫ প.); (২) আবু'ল-ফিদা, সম্পা. Reiske, iv, পৃ. ৪৮০; (৩) তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুব্‌কী, ফাতাবী, কায়রো ১৩৫৫-৫৬ হি., ii, 474 প., তাজুদ্দীন আস-সুব্‌কী কর্তৃক উদ্ধৃত, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, v পৃ. ৪৭; (৪) ইব্‌ন কাদী শুহবা (মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. স্থা., এবং বাঁকীপুর ক্যাটালগ, ১৫ খ., পৃ. ৮); (৫) আস-সাখাবী, ই'লান F. Rosenthal, A History of Muslim Historio-graphy-তে Leiden ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৩২ প., ৪১৪, ৪৩৬; (৬) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, পৃ. ২১৩; (৭) আয'-যাহাবীর তা'রীখু'ল-ইসলাম-এর প্রবন্ধসমূহ এবং আস-সাফাদীর ওয়াফী (পাওয়া যায় না)। তু. উপরন্তু Brockelmann পৃ. ৪২৩ প. (ঐ স্থলে উল্লিখিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থসমূহ ইব্‌ন আবি'দ-দাম-এর পূর্ববর্তী নয়, বরং ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারীর পূর্ববর্তী) S.I., পৃ. ৫৮৮; (৮) C. Cahen la Syrie du Nord, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫৭।

F. Rosenthal (E.I.[2])/ শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

ইব্‌ন আবি'দ-দিয়াফ (ابن ابى الضياف) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ, তিউনিসীয় ঘটনাপঞ্জী লেখক। জ. ১২১৭/১৮০২-৩ তিউনিসে, মৃ. ১৭ শা'বান ১২৯১/২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪। শাসকদের সচিব ও উপদেষ্টা হিসাবে ১২৪৬/১৮৩০ ও ১২৫৮/১৮৪২ সালে ইস্তাম্বুলে কতিপয় নাযুক ব্যাপারে প্রেরিত মিশনসমূহের দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। আহ'মাদ বের সহিত ১২৬২/১৮৪৬ সালে প্যারিস গমন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃ. মৌলিক চুক্তি (The Pacte Fondamental) এবং সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন (দ্র. দুসতুর Dustur)। এই সময়ের পর তাঁহার মর্যাদা আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৭৩ খৃ. হইতে প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত খায়রুদ্দীনের কৃপায় স্বল্পকালের জন্য তিনি এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ইব্‌ন 'আবি'দ-দিয়াফের রচনা প্রধানত 'আরবগণের বিজয় হইতে ১২৮৯/১৮৭২ সন পর্যন্ত তিউনিসিয়ার ইতিহাস ইতহাফু আহ্‌লি'য্-যামান ফী আখবারি মুলূকি তিউনিস ওয়া 'আহ্‌দি'ল-আমান (اتحاف اهل الزمان فى اخبار ملوك تونس وعهد الامان) গ্রন্থখানা হু'সায়নীদের রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত মৌলিকতাবিহীন বিবরণমাত্র। কিন্তু গ্রন্থকারের সমসাময়িক ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত বলিয়া ইহার প্রচার ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১ম সংস্করণসমূহ (১) Tunis, Imprimerie officielle, ১৩১৯/১৯০১-২ শুধু ১ম 'ইক্‌দ; (২) Tunis, Secretariat d Etat aux Affaires culturelles, ১৯৬৩-৬ খৃ., আটটি খণ্ড প্রকাশিত।

২য় সূত্র গ্রন্থসমূহ ঃ (১) মুহা'ম্মাদ বায়রাম (বায়রাম ৫) সাফওয়াতু'ল-ই'তিবার, ২খ, কায়রো ১৩০২ হি; (২) মুহ'াম্মাদ আল- ন্যায়ফার, 'উনওয়ানু'ল-'আরীব ফী মান নাশা'আ বি'ল-মামলাকাতিত- তিউনিসিয়া মিন

'আলিম আদীব, তিউনিস ১৩৫১ হি., ২খ, ১৩০; (৩) মুহ'াম্মাদ মাখলূফ, শাজারাতু'ন-নূরিয-যাকিয়্যা ফী ত'াবাক'াতি'ল-মালিকিয়া, ৩৯৪, সংখ্যা ১৫৭১; (৪) এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব, আল- মুনতাখাব আল-মাদরাসী মিনা'ল-আদাবিত তিউনিসি[2], কায়রো ১৯৪৪ খৃ., ১৪২; (৫) ঐ লেখক, খুলাসাতু তা'রীখি'ত-তিউনিস[3], তিউনিস ১৩৭৩ হি., ১৭০; (৬) আর রাইদু'ত-তিউনিসী, পঞ্চদশ বর্ষ, সংখ্যা ২৫ ও ২৬; (৭) Brockelmann S III, 499; (৮) L. Bercher, En marge du pacte fondamental, in RT, n. s. xxxvii (১৯৩৯/১) ৬৭, টীকা ৩; (৯) G. Ganiage, Les Origines du Protectorat farncais'en tunisie, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., ৮৬, টীকা ৩৮; (১০) H. Peres, La litterature arabe et 1; Islam par les textes, les xixe et xx^e siecles, আলজিয়ার্স ১৯৩৮ খৃ., ১৮।

A. Abdesselem (E.I.[2])/ মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

ইব্‌ন আবি'দ-দুন্‌য়া (ابن ابى الدنيا) ঃ আবূ বাক্‌র 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আল-কুরাশী আল-বাগদাদী, আরবী লেখক, ২০৮/৮২৩ সালে বাগ'দাদে জন্ম ও ২৮১/৮৯৪ সালে তথায় ইনতিকাল। 'উমায়্যাদের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হইলেও তিনি কতিপয় 'আব্‌বাসী রাজকুমারের, বিশেষত যাঁহারা পরে খলীফা হইয়াছিলেন, যথাঃ আল-মু'তাদিদ ও আল-মুকতাফী-এর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইব্‌ন আবিদ্‌-দুন্‌য়া ছিলেন একজন বিদ্বান শিক্ষক। তাঁহার আদর্শ জীবন-পদ্ধতির জন্য মানুষ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। শুধু শী'আরাই তাঁহাকে দুর্বল হ'াদীছ'বিদ হিসাবে গণ্য করিত (মামাকানী, তানকীহু'ল-মাকাল, ৭০২৮)। ধার্মিক ও বৈরাগ্য জীবন (যুহ্‌দ) যাপনের সহিত তিনি ব্যাপক শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় সম্পর্কে। ধৈর্য, নম্রতা, কৃত পাপের জন্য অনুতাপ, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা, অতিথিসেবা, 'ইবাদাতের জন্য রাত্রি জাগরণ, স্বল্পভাষিতা, মিতব্যয় ইত্যাদির জন্য তিনি উপদেশ দেন, হিংসা, ক্রোধ, মদ্য পানাসক্ততা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও সাধারণভাবে দুনিয়া (আদ্‌-দুন্‌য়া)-র নিন্দা করেন। তিনি একক বিষয়বস্তুসমূহও, যথাঃ রামাদান ও দশম যু'ল-হিজ্জা (য়াওমুল-আদহা)-র ফযীলত আলোচনা করেন। সার্বজনীন বিষয়বস্তুসমূহও তাঁহার আলোচনায় স্থান পায়। যথাঃ নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (মাকারিমু'ল-আখলাক) যাহা মানুষের অর্জন করা উচিত; দুঃখের পর সুখ (আল-ফারাজ বা'দাশ্‌-শিদ্দা) লাভের বিষয়টিও তিনি আলোচনা করেন। তাঁহার কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের নামও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কথিত আছে, ইব্‌ন আবিদ-দুন্‌য়া শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে বিশখানা গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, এমন কি সিব্‌ত ইব্‌নু'ল-জাওযী বলেন, তাঁহার ১৩০ খানিরও বেশী গ্রন্থের সহিত তিনি পরিচিত। ইব্‌নু'ন-নাদীম-এর ফিহ্‌রিসত, হ'াজ্জী খালীফার কাশ্‌ফু'জ-জুনূন ও পাঠ তালিকাসমূহ (ফাহারিসু'শ-শুয়ূখ) হইতে তাঁহার শতাধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পাঠতালিকাসমূহে পরবর্তী পণ্ডিতগণ তাহাদের পঠিত গ্রন্থাবলী লিপিবদ্ধ করার সময় ইব্‌ন আবিদ-দুন্‌য়ারও কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ন-নাদীম, ফিহরিস্ত, সম্পা. Flugel ১খ, ১৮৫; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, ৪৯৪ প.; (৩) খাত'ীব, তারীখ বাগদাদ, ১০খ, ৮৯-৯১; (৪) ইব্‌ন হ'াজার, তাহ্‌'যীবু'ত-তাহ্‌যীব, হ'ায়দরাবাদ ১৩২৫-২৮ হি., ৬খ, ১২ প.; (৫) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহযীব, কায়রো ১৩৮০ হি., ১খ, ৪৪৭; (৬) ইব্‌নু'ল-ফাররা, তাবাক'াতু'ল-হানাবিলা, দামিশক ১৩৫০ হি., পৃ. ১৩৯; (৭) আল-ইশ্‌বীলী, ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. F. Codera J. Ribera (Bibl. Arabico-Hispana xi/I), পৃ. ২৬৮; (৮) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ৭খ, ৩২৪; (৯) যাহাবী, তায'কিরা, ২খ, হায়দরাবাদ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৬৭৭-৯; (১০) আবূ হ'াতিম আর্‌-রাযী, আল-জার্‌হ্‌' ওয়া'ত্‌-তা'দীল, ২/২ খ. হ'ায়দরাবাদ ১৩৭২ হি., প. ১৬৩; (১১) মাস্‌'উদী, মুরূজ (প্যারিস সং.) ৮খ, ২০৯ প.; (১২) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, নুজূম, ৩খ, কায়রো ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৮৬; (১৩) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ৭১; (১৪) সাখাবী, ই'লান, দ্র. F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden ১৯৫২ খৃ. পৃ., ৩২৭ প. ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫৮, ৪২৬, ৪৩২; (১৫) A. Wiener, in Isl. ৪খ, (১৯১৩ খৃ.), পৃ. ২৭৯-৯১, ৪১৩-২০ (ইব্‌ন আবিদ-দুন্‌য়ার গ্রন্থসমূহের তালিকা খুব সম্পূর্ণ নয়) (১৬) Brockelmann ১খ, পৃ. ১৬০, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৪৭.; (১৭) আল-মুনাজ্জিদ in MIDEO ৩খ, (১৯৫৬ খৃ.). পৃ. ৩৪৯-৫৮; (১৮) F. Rosenthal, in Oriens. ১৫খ, (১৯৬২খৃ.), পৃ. ৩৫-৪২; (১৯) য়ূসুফ আল-ঈশ্‌শ, ফিহ্‌রিস মাখতূতাত দারি'ল-কুতুবি'জ'-জাহিরিয়া আত্‌-ত'ারীখ ওয়া মুলহাকাতুহ, দামিশ্‌ক ১৯৪৭ কৃ., পৃ. ৮২ প., ৯৪ প. ২১৯ প., ; (২০) L. Nemoy, Arabic manuscripts in the Yale Uuiversity Library, New Haven ১৯৫৬ খৃ., নং ১৪৩৪, ১৬১৭, ১৬২৮; (২১) লুতফী আব্‌দু'ল-বাদী', ফিহ্‌রিসু'ল-মাখতূতাতি'ল-মুসাওয়ারা, ২খ, (আত-তা'রীখ) কায়রো তা. বি. (১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ১৯, ২০৯।

A. Dietrich (E.I.[2]) / ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইব্‌ন 'আবিদীন (ابن عابدين) বংশনাম, 'উছ'মানী শাসনের শেষ পাদে সিরিয়ায় বসবাসকারী দুইজন হ'ানাফী ফাক'ীহ-এর ক্ষেত্রে সাধারণত প্রযোজ্য হইত। প্রথম ব্যক্তি, মুহ'াম্মাদ'আমীন ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয ইব্‌ন 'আবিদীন, দামিশ্‌কে ১১৯৮/১৭৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম তিনি শাফি'ঈ ফিক্‌'হ ও পরে হ'ানাফী আইন অধ্যয়ন করেন এবং সমসাময়িককালের বিখ্যাত হ'ানাফী বিশিষ্ট 'আলিমদের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি দামিশকে ১২৫৮/১৮৪২ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা পরিচিত গ্রন্থ হাস্‌কাফী (মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭) রচিত রাদ্দুল-মুহ'তার-এর ভাষ্য, প্রকাশিত ১২৯৯ হি. কায়রোতে এবং ১৩০৭ হি. ইস্তাম্বুলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ইব্‌ন 'আবিদীন। তিনি ১২৮৫/১৮৬৮ সালে ইস্তাম্বুল গমন করেন, যেইখানে তিনি আহমাদ জাওদাত পাশা (দ্র.)-র নির্দেশে মাজাল্লা (দ্র.) সংকলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর পর দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানেই ১৩০৬/১৮৮৮ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ২খ, ৩১০ এবং পরিশিষ্ট ২, ৭৭৩-৪; (২) F. Bustani, DM, ৩খ, ৩৮০-৬।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মোঃ রেজাউল করিম

ইব্‌ন আবি'য-যাওয়াইস (দ্র. সুলায়মান ইব্‌ন য়াহ্‌য়া)

ইব্‌ন আবি'য-যিনাদ (ابن ابى الزناد) ঃ (রা), আবূ মুহাম্মাদ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন যাকওয়ান ২য়/৮ম

শতাব্দীর মদীনার একজন মুহ'াদ্দিছ ও ফকীহ। তিনি এক মাওয়ালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবুয-যিনাদ (মৃ. ১৩০/৭৪৭-৪৮) ইরাকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন। ইবনু'য-যিনাদ নিজেও মদীনাতে অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বাগ'দাদ গমন করেন যেখানে ১৭৪/৭৯০-৯১ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাহার ভ্রাতা আবু'ল-কাসিম ও পুত্র মুহাম্মাদও হাদীছ' বর্ণনাকারী ছিলেন। Goldzihr (Muh. Studien ১খ., ২৪, ৩২-৩৩; ইংরাজী অনু., ১খ, ৩১-৩৮) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, 'আবদু'র-রাহ'মান সেই সকল লোকের একজন ছিলেন যাহারা মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের সমর্থনে এই হ'াদীছ'টি আবিষ্কার না করিলেও প্রচার করিয়াছিলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন (দ্র.) মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (র) [মৃ. ১৭৯/৭৯৫-৯৬ দ্র.)-এর সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্মীয় আচার প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ৩১৫ ফিহ্‌রিসত (কায়রো সং, ৩১৫)-এ তাহার ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কিত দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লিখিত আছে। একখানি উত্তরাধিকার বিষয়ক (কিতাবু'ল-ফারাইদ) এবং অপরখানি দীনার ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মতপার্থক্য সম্পর্কিত, যাহার নাম রা'য়ুল-ফুকাহা আস-সাবা'আ মিন আহলিল- মাদীনা ওয়ামাখতালাফূ ফীহি (رای الفقهاء السبعة من اهل المدينة وماختلفوا فيه)। শেষোক্ত কিতাবখানি নিঃসন্দেহে ইসলামী আইনের উৎপত্তি সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২২০, ৪৬৪-৬৬; (২) ঐ লেখক, 'উয়ূনু'ল আখবার, ১খ, ৪৪; (৩) জাহশিয়ারী, উযারা , পৃ. ২০, ৫৪-৫৫; (৪) খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ, ১০খ, ২২৮; (৫) নাওয়াবী, পৃ. ৭১৮-১৯; (৬) ইব্‌ন হাজার তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৬খ., ১৭০-৭২; (৭) বুসতানী, DM. ২খ.; (৮) যিরাকলী, আ'লাম, ৪খ., ৮৫।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2]) Suppl) /কাজী মুঃ কামরুজ্জামান

ইব্‌ন আবি'র-রিজাল (ابن ابی الرجال) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী আশ্‌-শায়বানী আল-কাতিবু'ল-মাগ'রিবী আল-কায়রাওয়ানী, একজন জ্যোতিষী এবং যীরী যুবরাজ আল-মু'ইয্‌য ইব্‌ন বাদীস (৪০৭-৫৪/ ১০১৬-৬২)-এর গৃহশিক্ষক ছিলেন। আল মু'ইযয ৪৪৯/১০৫৭ সাল পর্যন্ত কায়রাওয়ানে রাজসভা করিতেন। ইব্‌ন আবি'র-রিজাল তাঁহার প্রশাসনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন H. R. Idris, La Berberie Orientale sous les Zirides, Paris ১৯৬২ খৃ. স্থা.)। তিনি আল-মু'ইযয-এর দরবারের বিশিষ্টতম কবি ইব্‌ন রাশীক (মৃ. ৪৫৬/ ১০৬৪)-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কবি তাহার 'উম্‌দা ফী মাহাসিন— ইব্‌ন আবি'র-রিজালকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ও আবু'ল-হ'াসান আল-মাগ'রিবী একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না, আল-কিফ্‌তী (তা'রীখু'ল-হু'কামা, সম্পা. Lippert, ৩৫১-৩) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু'ল-হ'াসান আল-মাগ'রিবী ছিলেন ৩৭৮/৯৮৮ সালে বাগ'দাদে কর্কট ক্রান্তি (Summer Solstice) ও জলবিষুব (Autumn equinox) পর্যবেক্ষণকারীদের অন্যতম এবং যদিও একই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার সমাধিশিলায় তারিখ ছিল ৪২৬/১০৩৪-৫ সাল (Idris, ৮১০, টীকা ১৯৭), বাস্তবে তিনি আরও কিছুকাল জীবিত ছিলেন, কেননা তিনি Sicily-র কাল্‌বী আমীর আহ্‌'মাদ ইব্‌ন আবি'ল-হু'সায়ন (কিতাবু'ল-বারি, ৩খ, ২২)-এর মৃত্যু ১০৩৭ হি. উল্লেখ করেন। একই অনুচ্ছেদে তিনি ৪৩৯/১০৪৭-৮ সালে অপমানিত নিফ্‌তার গভর্নর (ইদরীস, ১৯৭) হিসাবে পরিচিত জনৈক হাবুস ইব্‌ন হু'মায়দ এবং ৪৪০/১০৪৯ সালে অথবা ইহার অল্পকাল পরে মিসরে পলায়নকারী সম্ভবত একজন কাযী পুত্র (ইদরীস, ৫৬০) জনৈক 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবির-রিজালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিতাবু'ল বারি' ফী আহ'কামি'ন-নুজুম-এ এই বরাতগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা চারি ধরনের জ্যোতিষবিদ্যাসম্বলিত ৮টি পুস্তকের এক বিরাট সারসংক্ষেপ। প্রশ্নসমূহ বা Interrogations (১-৩) কোষ্ঠী বা natinties (৪-৬), ক্যাটারচিক (Catarchic) জ্যোতিষ (৭) এবং সাধারণ (রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকসহ) জ্যোতির্বিদ্যা (৮)। তাঁহার মূল গ্রন্থের দুই ডজনের মত আরবী পাণ্ডুলিপি ছাড়াও Yehuda ben Moshe কর্তৃক ১২৫৪ হি. Alfonso the Wise-এর জন্য অনূদিত একটি পুরাতন ক্যাস্টিলিয়ান অনুবাদ রহিয়াছে (কেবল প্রথম পাঁচটি বই বিদ্যমান)। এই প্রাচীন ক্যাস্টিলিয়ান অনুবাদ দুইবার ল্যাটিন ভাষায় (যাহা পালাক্রমে তিনবার হিব্রু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল) এবং একবার প্রাচীন পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সম্ভবত এই ল্যাটিন অনুবাদ হইতেই ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদও হইয়াছিল। য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে লিখিত এই বিপুল রচনাবলীর কারণে আধুনিককালে ইব্‌ন আবির-রিজাল সম্পর্কে এত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। আসলে বর্তমানকালে 'আরবীতে বিদ্যমান তৃতীয়/নবম শতাব্দীর জ্যোতিষীবিদ্যা সম্বন্ধীয় সংকলনসমূহ হইতে কিতাবু'র-বারি'টি ব্যাপকভাবে নকল (অনেকক্ষেত্রে বেঠিকভাবে) করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবির-রিজালের জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় অন্য রচনাসমূহের মধ্যে একটি উরজূযা ফি'ল-আহকাম (উরজূযা ফী দালীলির-রা'দ সম্ভবত ইহার একটি অংশ) আছে যাহাতে টীকা সংযোজন করিয়াছিলেন ৭৫৫/১৩৫৪ সালে কামালুত-তূরাকানী এবং ৭৭৪/১৩৭২ সালে আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌নি'ল-কু'নফুয' কু'সত'নতীনী। হ'ল্‌লু'ল-'আক্‌দ ওয়া বায়ানু'র-রাস্‌দ নামক তাহার কিতাব ফি'র-রুমূয ও যীজা (জ্যোতিষ জ্ঞান টেবল) হারাইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন আবি'র-রিজালের কর্মজীবন ও আল-মু'ইযয-এর দরবারে তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট (এবং মূলত একমাত্র) গ্রন্থ ইদ্‌রীস কর্তৃক রচিত, যাহা এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবন আরও কম আলোচিত হইয়াছে। উৎসসূচক ও জীবনী সংক্রান্ত কিছু তথ্য আছে ঃ (১) Suter, ১০০-এ. (২) Sarton, ১, ৭১৫-৬; (৩) Brockelmann ১খ, ২৫৬ ও S.I ৪০১ যাহা নিম্নে উল্লিখিত Nykl Hilty-এর প্রবন্ধ দ্বারা সম্পূরিত হইতে পারে। ইব্‌ন আবি'র-রিজাল-এ ব্যবহৃত উৎস সম্পর্কে দুইটি গ্রন্থ ঃ (৪-৫) V. Stegemann: Der griechische Astrologe Dorotheos von sidon und der arabische Astrologe Abul-Hasan Ali ibn abir-Rigal, genannt Albohazen, Heidelberg ১৯৩৫ খৃ. এবং Astrologische Zarathustra Fragment bei dem arabischen Astrologen Abul Hasan Ali i. abir-Rigal (II. Jhdt.), in Orientalia, নূতন সিরিজ ৬খ, (১৯৩৭ খৃ.), ৩১৭-৩৬ (শেষোক্ত প্রবন্ধের একটি প্রধান অংশ J. Bidez ও F. Cumont, Les mages, hellenises, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ.,

২খ, ২৩৩-৪০ এ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। (৬) কিতাবু'ল-বারি'-এর বিভিন্ন অনুবাদের জন্য দ্র. Old-Castilian- (৭) A. R. Nyki, Libro Conplido en los Juizios de las Estrellas, in Speculum, 21 খ., (1954 খৃ.), 85-99 (৮) Hilty, El Libro Complido en los Iudizios de las Estrellas, Madrid ১৯৫৪ খৃ. (মূল বইয়ের সম্পাদনা); (৯) একই আখ্যার একটি প্রবন্ধ in al-Andalus, ২০ খ. (১৯৫৫ খ.) ১-৭৫ (Contra Nykl) (১০) Latin ল্যাটিন অনুবাদ (ইংরেজী ও ফরাসী অনুবাদের সঙ্গে ইহাদের বহু পাণ্ডুলিপি ও অসংখ্য সংস্করণ) F. J, Carmody কর্তৃক তালিকাভুক্ত Arabic astronomical and astrological Science in Latin translation , Berkeley-Los Angeles ১৯৫৬ খৃ., ১৫০-৪; (১১) Hebrew-M, Steinschneider, Die hebraischen Ubersetzungen, Berlin ১৮৯৩ খৃ., ৫৭৮-৮০; (১২) Old Portuguese-I, Gonzalez Llubera, Two old Portuguese astrological texts in Hebrew Characters, in Romance Philology, ৬খ. (১৯৫২-৩ খ.) ২৬৭-৭২।

D. Pingree (E.I.^{2})/ উম্মে সালমা বেগম

ইব্‌ন আবি'র-রিজাল (ابن ابى الرجال) ঃ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌ নামেও পরিচিত। তিনি য়ামানের যায়দী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একজন ঐতিহাসিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ফাকীহ ও কবি ছিলেন। তিনি সান'আর পশ্চিমে আল-আহনুম এলাকার অন্তর্গত আল-শাবাত নামক স্থানে শা'বান, ১০২৯/জুলাই, ১৬২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন য়ামানেই অতিবাহিত করেন। তিনি মঙ্গলবার ৫ অথবা বুধবার ৬ অথবা ৬ রাবীউ'ল-আওয়াল রাত্রে ১০৯২/২৪-৫ অথবা ২৫-৬ মার্চ, ১৬১৮ সালে ৬২ বৎসর ৭ মাস বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আর-রাওদা নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ কর্তৃক রচিত তাঁহার জীবনী গ্রন্থে (পাণ্ডুলিপি) Ambrosiana nuovo fondo, ২৫৬ fols, ২-১১) তাঁহার অধ্যয়ন ও অধীত বিষয়সমূহের খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিবরণ রক্ষিত আছে। এই জীবনী গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যায়দী 'আলিমগণকে তাঁহার শিক্ষক হিসাবে পাইয়াছিলেন (তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আল-মু'আয়্যাদ বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-কাসিম, শায়খ ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মু'আয়্যাদী, শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইব্‌ন দুরায়ব, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান ইবনি'ল-ইমাম আল-কাসিম, শায়খ আহমাদ ইব্‌ন সা'দুদ্দীন আল-মিসওয়ারী, শায়খ ইবরাহীম ইব্‌ন য়াহ্‌য়া আস-সুহূলী)। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতবাদের বিজ্ঞ মনীষীদেরকেও তিনি তাঁহার শিক্ষক হিসাবে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সুখ্যাতির কারণে তিনি ইমাম আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ ইস্‌মা'ঈল ইবনু'ল-কাসিম (মৃ. ১০৮৭/১৬৭৭)-এর বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে সচিব ও রাজদরবারের বক্তা (خطيب صنعاء) হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যে গ্রন্থের উপর তাঁহার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল একখানি জীবনী গ্রন্থ—(১) মাত'লা'উ'ল-বুদূর ওয়া মাজমা'উ'ল-বুহূর (مطلع البدور ومجمع البحور)। ইহাতে ইরাক ও ইরানের সামরিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বের অধিকারী যায়দী সম্প্রদায়ভুক্ত ১৩০০ জন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মতবাদের এই ঐতিহাসিক দলীল গ্রন্থখানা হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হইত, যাহা ঐতিহাসিক তথ্যের এক অতুলনীয় উৎস। ইহা এই কারণে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, যায়দী সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সম্পর্কে সকল ব্যাপারেই নীরবতা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট থাকিত। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে অনেক ঘটনার বিবরণ আছে যাহা এমন উৎসমূহ হইতে সংগৃহীত যেইগুলি বর্তমানে কেবল আংশিকভাবে বিদ্যমান। এই সকল তথ্য শুধু ইতিহাসের সহিতই সংশ্লিষ্ট নয়, অধিকন্তু য়ামানের ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের সহিতও সম্পর্কিত।

অন্য যে সকল গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন, কয়েকখানা ব্যতীত সেইগুলির শুধু নামই এখন পাওয়া যায়। নিম্নে সেইগুলির বিবরণ দেওয়া হইল ঃ (ক) জীবনী ও কুলজি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, যেমন (২) তায়সীরু'ল-ই'লাম বি-তারাজিমাতি তারাজিমাতি তাফসীরি'ল-'আলাম (تيسير الاعلام بتراجمة تراجمة تفسير الاعلام) কু'রআনের ভাষ্যকারদের জীবনী; (৩) ইনবা'উ'ল-আব্‌না বিত'রীকা সালাফিহিমু'ল-হু'সনা জামি' লি-নাসাবি আল আবি'র-রিজাল (إنباء الانباء بطريقة سلفهم الحسنى جامع لنسب آل أبى الرجال) তাঁহার নিজ পরিবারের কুলজি; (৪) ইবনু'ল-জালাল কর্তৃক রচিত আল-মুশাজ্জার (المشجر) যায়দী ইমামদের কুলজী, গ্রন্থের টীকা (تعليق) (পাণ্ডু. Ambrosiana ৬৮/১; (খ) ধর্মতত্ত্ব ও ফিক'হ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীঃ (৫) ই'লামু'ল-মুওওয়ালী বি কালাম সাদাতিহি'ল-'আলাম আল-মাওয়ালী (إعلام الموالى بكلام ساداه الاعلام الموالى) (পাণ্ডু. Br. Mus. Suppl.২১৭/২); (৬) তায়সীরু (তাফসীরু), শ-শারী'আ [تيسير (تفسير) الشريعة], (পাণ্ডুলিপি Br. Mus. Suppl. ২১৭/১); (৭) আর-রিয়াদু'ন-নাদিয়্যা ফী আন্না'ল-ফিরক'া আন-নাজিয়া হুমুয-যায়দিয়্যা (الرياض الندية فى ان الفرقة الناجية هم الزيدية); (৮) আল-মাওয়াযীনু'র-রাজীহা লি'ল-বারাহীন আস-সাহীহা (الموازين الرجيحة للبراهين الصحيحة) ইমাম, আল-মুতাওয়াক্কিল ইসমা'ঈল কর্তৃক প্রণীত আল-'আকীদাতু'স-সাহীহা গ্রন্থের ভাষ্য; (৯) মাজালিসু'ত-তাফহীম (مجالس التفهيم); (১০) আল-ওয়াজহু'ল আওজাহ ফী হুকমি যাওজ আল্লাযী দ্যায়্যায-যাওজা (الوجه الاوجه فى حكم زوج الذى ضيع الزوجة); (১১) মাজায মান আরাদা'ল- হাকীকা মিন মুরাদিল হাকীকা (مجاز من اراد الحيقيقة من مراد الحقيقة); (১২) আল-হাদিয়্যা ইলা মান্ য়ুহিব্ব ওয়া'ল-হিদায়া ইলা মান য়ুহিব্ব (الهدية إلى من يحب والهداية ألى من يحب); (১৩) আল-জাওয়াবুশ-শাফী লিস-সাদী ইলা 'আবদি'ল-আযী আদ-দামাদী (الجواب الشافى للصدى الى عبد العزيز الضمدى) (১৪) তাযকিরাতু'ল-কুলূব আল্লাতী ফিস-সুদূর ফী হায়াতি'ল-আজসাম আল্লাতী ফি'ল-কুবূর; (تذكرة القلوب التى فى الصدور في حياة الاجسام التى فى القبور); (১৫) বিভিন্ন বিষয়ে রচিত রাসাইল; (গ) কু'রআনের ভাষ্যবিষয়ক রচনাবলী, যেমন (১৬) বুগয়াতুত-তালিব ওয়া-সূওয়ালুহ ফী সাবাবি ইন্নামা ওয়ালিয়্যু-কুমুল্লাহ রাসূলুহ (بغية الطالب وسؤله فى سبب انما وليكم الله رسوله) (কু'রআন, ৫ ঃ ৬০); (ঘ) ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী, যেমন

(১৭) হাশিয়্যা 'আলা লাফজি'ল-আযহার (حاشية على الله فظ الازهار); (ঙ) কাব্যগ্রন্থ; (১৮) দীওয়ান (ديوان) প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক কবিতার সংকলন, ইহার কিছু কিছু খণ্ড কবিতা তাঁহার জীবনী গ্রন্থে এবং কিছু কিছু মাত্লাল-বুদূর' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল-আছার, ১খ., ২২০; (২) শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', কায়রো, ১৩৪৮ হি., ১খ., ৫৯-৬১, টীকা ৩৬; (৩) E. Griffini, Lista dei Manoscritti arabi nuovo fondo della Biblioteca Ambrosaina di Milano, RSO-তে, ৪খ., ১০৪৬-৮।

R. Traini (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্ন আবি'ল-'আওজা' (ابن ابى العوجاء) ঃ 'আবদু'ল-কারীম, একজন কুখ্যাত গুপ্ত-মানিকীয় (দ্র. যিন্দীক), বিখ্যাত এক পরিবারের লোক (মা'ন ইব্ন যাইদা-র মাতু'ল) ছিল। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে সে প্রথমে বসরায় বাস করিত। সেখানে (যদিও ইহাতে সন্দেহ আছে) সে হাসান আল-বাসরীর শিষ্য ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অদৃষ্টবাদ (তাকদীর) সম্পর্কে হাসানের মতবাদের কারণে সে তাঁহার দল ত্যাগ করে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর নিশ্চিত এই যে, সে খুবই মিশ্র পরিবেশে, যেমন মু'তাযিলী 'আমর ইব্ন 'উবায়দ ও ওয়াসিল ইব্ন 'আতা, নিষ্ঠাবান মুসলিমগণ কর্তক সমালোচিত কবি বাশ্শার ইব্ন বুরদ ও সা'লিহ ইব্ন 'আবদি'ল-কু'দ্দুস ও অন্যান্য সন্দিগ্ধ ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিত। বসরা হইতে বিতাড়িত হইয়া সে কূফায় বসবাস করিতে গেল, কিন্তু সেখানে কূফার শাসনকর্তা মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান তাহাকে ১৫৫/৭৭২ সালে কিংবা ইহার সম্ভবত দুই বৎসর পূর্বে হত্যা করেন। তাহার মৃত্যু সম্পর্কে L. Massignon কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ ১৬৭/৭৮৩-৪ গ্রহণ করা দুষ্কর।

মক্কাতে ইব্ন আবি'ল-'আওজা ও ইমাম জা'ফার আস-সা'দিকের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক হইয়াছিল বলিয়া যে শী'আ বিবরণ রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এই সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। L. Massignon-এর যেসব যুক্তির ভিত্তিতে তাহাকে ইমাম জা'ফারের রিওয়ায়াতের সংকলক হিসাবে স্বীকার করিতে হয়, সেগুলি মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম ঐতিহাসিকও ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে এই কুখ্যাত ব্যক্তিটি ছিল প্রচলিত ধর্মবিরোধী। সে নিজেই স্বীকার করিয়াছে, সে বহু হাদীছ উদ্ভাবন, মেকী পঞ্জিকা তৈরি করিয়াছে এবং আযাব ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রশ্নে গোপনে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মানিকীয় প্রচারণা চালাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সে ছিল বিশ্বজগতের নিত্যতা ও জন্মান্তরবাদে (তানাসুখ) বিশ্বাসী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বরাতগুলি G. Vajda কর্তৃক সংগৃহীত ও আলোচিত তাঁহার সমীক্ষা, Les Zindiqs en Pays d'Islam au dibut de la Periode abbaside, in RSO, xvii (1937-8), 193 (21)-196 (24), 223 (51)-225 (53); (২) আল-কুলায়নী, উসূলুল-কাফী, প্রথম খণ্ড, তেহরান ১৩৭৫/১৯৫৫, ৭৪ প.-এর অতিরিক্ত। (৩) Ch. Pellat, Le milieu basrien et la formation de Gahiz, ১৯৫৩ খৃ., ২১৯; (৪) L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane[2], ১৯৫৪ খৃ., ১৮২, ২০১, ২০৫-৬ (নির্ঘণ্টে সংশোধনী প্রয়োজন); (৫) এইচ, ত'াকীয়াদেহ ও এ. আফশার শীরাযী, মানি ভে দীন-ই-উ, তেহরান ১৩৫৫ হি./১৯৫৬, দ্র. নির্ঘণ্ট, ইব্ন আবি'ল-'আওজা (পৃ. ৫৪০)।

G. Vajda (E.I.[2])/মোখলেছুর রহমান

ইব্ন আবি'ল-আযাকির (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী)

ইব্ন আবি'ল-আশ'আছ (ابن ابى الاشعث) আবূ জা'ফার আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ একজন আরব চিকিৎসক। ইব্ন আবী উসায়বি'আ প্রদত্ত, সিরীয় আরব চিকিৎসক 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জিব্রীল ইব্ন বাখতিশ-এর বর্ণনামতে ইব্ন আবি'ল-আশ'আছ ফারস-এর অধিবাসী ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাহার আয় বাজেয়াপ্ত হইলে তিনি অতি দ্রুত স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং কপর্দক শূন্য অবস্থায় মাওসিল (Mosul) উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সাফল্যের সহিত হামদানী, নাসিরুদ-দাওলার এক অসুস্থ পুত্রের চিকিৎসা করেন। এইভাবে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেখানে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি ৩৬০/৯৬০ সালের অব্যবহিত পরে মাওসিলে বৃদ্ধ বয়সে ইনতিকাল করেন। তাহাকে গ্যালেন (Galen)-এর উপর একজন চমৎকার বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করা হইত (দ্র. জালীনুস)। তাঁহার ন্যায় তিনিও নিজের জ্ঞানকে যুক্তিসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যেভাবে পুনঃপুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পাইয়াছিলেন তাহার বিবরণী তিনি অবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যাহা প্রায়শ ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা গ্রন্থের (Pharmacopoeia) মুখবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইব্ন আবি'ল-আশ'আছ-এর লিখিত কিতাব ফিল-'ইলমি'ল-ইলাহী [৩৫৫/৯৬৬ সালে সমাপ্ত] শীর্ষক ধর্মীয় গ্রন্থ এবং এরিস্টোটল-এর নামবিহীন কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যা ব্যতীত ঔষধ, প্রাণিবিদ্যা ও পশু চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। এইগুলির কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সেইগুলির কোনটাই এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তিনি গ্যালেন-এর গ্রন্থাবলীর কয়েকখানির উন্নত মানের সংশোধনীও করিয়াছেন।

(১) কিতাবু'ল-উসতুকুসসাত; 'আলা রা'য় আবুকরাত (২) কিতাবু'ল-মিযাজ, (৩) মাকালা ফী সু'আলিল-মিযাজি'ল-মুখতালিফ, (৪) মাকালা ফী আফদালি হায়াতিল-বাদান (৫) মাকালা ফী খিসবিল বাদান। তাহার নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (৬) কিতাব কুওয়াল-আদবিয়া আল-মুফরাদা, সাধারণ ভেষজ পদার্থের ক্ষমতা সম্পর্কে (৩৫৩/৮৬৪ সালে তাহার কতক শিষ্যের অনুরোধে লিখিত), ইহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ভালভাবে সংরক্ষিত আছে। ইহা গ্যালেন-এর একটি গ্রন্থের (হিলাতু'ল-বুর') উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তবে ইহা সুবিন্যস্ত ও অধিক উপকারী; সুতরাং প্রকাশযোগ্য। (৭) আর্মেনিয়ায় অবস্থানকালে (৩৪৮/৯৬০) খাদ্য বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ "খাদ্য ও যাহারা নিজেই খাদ্য গ্রহণ করে" কিতাবু'ল-গাযী ওয়া'ল-মুগতাযী), (৮) নিদ্রা ও জাগরণ (মাকালা ফিন- নাওম ওয়া'ল-য়াকজা), (৯) প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের জন্য কিতাবু'ল-হায়াওয়ান গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অন্যান্য ডজনখানেক রচনা সম্পর্কে কেবল শিরোনাম অথবা বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়। ৩৫৫/৯৬৬ সালে লিখিত তিনটি অধ্যায়সম্বলিত মানসিক

শক্তির দুর্বলতা এবং প্লুরিসি সম্পর্কে লেখা কিতাব ফি'স-সিরসাম ওয়া'ল-বিরসাম গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং গ্যালেনের আরও কিছু গ্রন্থের ভাষ্য (১) কিতাবু'ল-ফিরাক (২) কিতাবু'ল-হু'মায়্যাত এবং (৩) আল- কুতুবুস সিত্তা 'আশার, আল-জাওয়ামি' নামে পরিচিত। শেষোক্তটি গ্যালেন-এর ষোলখানা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ, ২৪৫-৭৭; (২) Brockelmann, 1, 272, S.I. 422; (৩) A. Dietrich, Medicinalia arabica, Gottingen 1966 UO., kO. 143-5; (4) M. Ullmann, die Medizin in Islam লাইডেন ১৯৭০ খৃ., পৃ. ১৩৮; (৫) ঐ লেখা, Die Naturund Gehimwissensehaften im Islam লাইডেন ১৯৭২ খৃ., পৃ. ২৫।

A. Dietrich (E.I.[2]) Suppl) /কাজী মুঃ কামরুজ্জামান

ইব্ন আবি'ল-বাগল (দ্র.) মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহয়া)

ইব্ন আবি'ল-হাদীদ (ابن ابى الحديد) ঃ 'ইয়যুদ্দীন আবূ হ'ামিদ 'আবদু'ল-হ'মীদ ইব্ন আবি'ল-হু'সায়ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-হু'সায়ন ইব্ন আবি'ল-হ'াদীদ আল-মাদাইনী 'আরবী ভাষা, সাহিত্য, কবিতা, অলংকারশাস্ত্র ও কালামশাস্ত্রে পারদর্শী একজন 'আলিম। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন উসূলী আইনবেত্তা (দ্র. উসূ'ল) এবং খ্যাতনামা কবি ও গদ্যকার। তিনি ১ যু'ল-হিজ্জা, ৫৮৬/৩০ ডিসেম্বর, ১১৯০ সালে মাদাইন-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং জুমাদা'ল-উখরা, ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন (মাজমা'উ'ল-আদাব; অপর পক্ষে ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত গ্রন্থে তাঁহার মৃত্যু সাল ৬৫৫/১২৫৭ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অন্যান্য রচয়িতাও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন)। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, হালাকূ খাঁর বাগদাদ আক্রমণের সময় (২০ মুহ'াররাম, ৬৫৬/২৮ জানুয়ারী, ১২৫৮) তিনি জীবিত ছিলেন। ইব্নু'ল-ফুওয়াতী বর্ণনা করেন যে, তিনি বাগদাদ আক্রমণকারীদের হত্যাযজ্ঞ হইতে পলাইয়া উযীর ইব্নু'ল-'আলক'মীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইব্নু'ল-'আলকামী তাঁহাকে সাল্লা (দীওয়ানু'য-যিমান)-এর কাতিব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আল-হ'াওয়াদিছু'ল-জামি'আ (পৃ. ২৩৬) গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে যে, জুমাদা'ল-উখরা ৬৫৬ সালে ইব্নু'ল-'আলক'ামী ইনতিকাল করেন। ইহার কয়েকদিন পর মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইব্ন আবি'ল-হাদীদ ইনতিকাল করেন এবং ইহার চৌদ্দ দিন পর ইয়যুদ্দীন ইব্ন আবি'ল-হাদীদ ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা একজন কাযী ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতার উল্লেখ রহিয়াছে। একজন ছিলেন মুওয়াফ্‌ফাকু'দ্দীন আবু'ল-মা'আলী আহ'মাদ (অথবা আল-ক'াসিম)। তিনি একজন আইনবেত্তা, জ্ঞানী ও কবিরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অপরজন ছিলেন আবু'ল-বারাকাত মুহাম্মাদ। তিনি নিজামিয়্যা মাদ্রাসার ওয়াক্‌ফ-এর সচিব (কাতিব) ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি একজন কবিও ছিলেন। ৩৪ বৎসর বয়সে ৫৯৮/১২০১ সালে তিনি ইনতিকাল করেন (ইব্নুস-সা'ঈ, ৮৮)।

'আবদু'ল-হ'মীদ নিজ শহর মাদাইনেই তাঁহার যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ই তাঁহার মধ্যে মু'তাযিলা মতবাদের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। মাদাইনে তখন শী'আ মতবাদ প্রবল ছিল। তিনি শী'আ মতবাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া সাতটি কাসীদা রচনা করেন, ইহা আল-আলাবিয়্যাত নামে পরিচিত। ইহার পর তিনি বাগদাদ গমন করেন, সেখানে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা করেন এবং স্বীয় চিন্তাধারাকে প্রশমিত করেন। তথায় তিনি 'আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক সরকারী পদ লাভ করেন। যেমন দারু'ত-তাশরীফাতে (প্রটোকল দফতর) কাতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর যথাক্রমে দীওয়ানু'ল-খিলাফা বীমারিস্তানের (হাসপাতাল) নাজির (পরিদর্শক) এবং সর্বশেষে বাগদাদের গ্রন্থাগারের পরিচালক ছিলেন (মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদ'ল সম্পাদিত শারহ নাহজু'ল-বালাগার ভূমিকা অনুসরণে)। ইব্ন আবি'ল-হাদীদ একজন বেসামরিক কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য চর্চা ও শিক্ষানুরাগের প্রতি কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নাই। ইব্নু'ল-'আলক'ামী (দ্র) ছিলেন শেষ 'আব্বাসী উযীর, যিনি তাঁহার প্রতি পর্যাপ্ত আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

Brockelmann ইব্ন আবি'ল-হাদীদের কেবল পাঁচটি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; নিম্নে কিছু অতিরিক্ত তথ্যসহ গ্রন্থগুলির নামের উল্লেখ করা হইল ঃ (১) দিয়াউদ্দীন ইব্নু'ল-আছীর (৫৮৭/১১৯১-৬৩৭/১২৩৯)-কৃত المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر -এর একটি সমালোচনা পুস্তক (Brockelmann, 1, 297, SI, 521); উক্ত গ্রন্থের জওয়াবে ইব্ন আবি'ল হ'াদীদ খলীফা আল-মুসতানসি'রের নির্দেশে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইহার নামকরণ করেনঃ الفلك الدائر على مثل السائر। গ্রন্থটিতে দিয়াউদ্দীনকৃত প্রখ্যাত 'আরব রচয়িতাদের সমালোচনা খণ্ডন করা হয় (দ্র. হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, v, 373)। ইব্ন আবি'ল-হাদীদ ১ যু'ল-হি'জ্জা, ৬৩৩/৬ আগস্ট, ১২৩৬ সালে গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যে রচনা সমাপ্ত করেন। (২) ফাখ্‌রুদ্দীন আর-রাযী রচিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ আল আয়াতু'ল-বায়্যিনাত (Brockelmann, I, 507, S I, 923)-এর একটি ভাষ্য; (৩) ইব্ন সীনা রচিত আল-মানজু'মাতু ফি'ত্-তিব্ব (Brockelmann, S I, 823) নামক একটি ভাষ্য; (৪) ছালাব রচিত কিতাবু'ল-ফাসী'হ-এর একটি কাব্যরূপ (Brockelmann, I,118, S I, 181)। ইব্ন আবি'ল-হ'াদীদ মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত গ্রন্থটিকে কাব্য রূপ দান করেন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (ভারত) ইহার একটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে; (৫) নাহজু'ল-বালাগ'ার একটি ভাষ্য; নাহজু'ল-বালাগা হযরত 'আলী (রা)-এর বক্তৃতা ধর্মোপদেশ চিঠিপত্র ও সারগর্ভ বাণীসমূহের একটি সংকলন (Brockelmann, I, 405, SI, 705)।

শারীফ রাদী (৩৫৯/৯৭০-৪০৬/১০১৬) (দ্র.) এই সংকলনটি প্রস্তুত করেন (তাঁহার ভ্রাতা শারীফ মুরতাদা ৩৫৫/৯৬৬—৪৩৬/১০৪৪-এর উপরও সংকলনটি আরোপিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সঠিক নহে)। সংকলনটি হি. ১২৭১ সালে তেহরান হইতে এবং হি. ১৩২৯ সালে মিসর হইতে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইব্ন আবি'ল-হ'াদীদকৃত ইহার ভাষ্যটি ২০টি অংশে বিভক্ত। তিনি তাঁহার ভাষ্যে কালামশাস্ত্র, ফিক্‌হ, 'আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবন-চরিত সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির গুরুত্বের একটি কারণ এই যে, তিনি প্রতিটি বিষয় আলোচনার প্রারম্ভে ইহার সারাংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবি'ল ফাদ্‌লকৃত

ইহার নূতন সংস্করণটি অধিকতর সহজে ব্যবহারযোগ্য; ইহা বিশ খণ্ডে মিসর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে)। ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ে তাঁহার ভাষ্যটি রচনা করেন [(১ রাজাব, ৬৪৪/১২৪৬-স'াফার, ৬৪৯/১২৫১) দ্র. কায়রোর দারু'ল-কুতুব গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা, ৪ (১৩০৭), ২৮৮]; তাঁহার ভ্রাতা আল-মুওয়াফ্‌ফাক উযীর ইব্‌নু'ল-'আলক'ামীকে ভাষ্যখানি উপহার দেন। ইব্‌নু'ল-'আলক'ামী তাঁহাকে এক শত দীনার, একখানি খিল'আত (সম্মানজনক পোশাক) এবং একটি ঘোড়া পুরস্কার প্রদান করেন। যায়দী ফাখরুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-হ'াদীদ ইব্‌ন আমীরি'ল- মু'মিনীন আল-মুআয়্যাদ বিল্লাহ য়াহ'য়া ইব্‌ন হ'াম্‌যা (Brockelmann, SII, 242)

العقد النديد المستخرج من شرح ابن ابى الحديد.

নামে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। সংস্করণটি ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (Brockelmann, 81, 705)। Brockelmann-এর উক্ত তালিকার সঙ্গে এই গ্রন্থগুলির যোগ করিতে হইবে ঃ

الاختبار على كتاب الذريعة فى اصول الشريعة (৬)

সায়্যিদ আল-মুরতাদাকে গ্রন্থটির রচয়িতা বলা হইয়াছে সম্ভবত তিনি আশ শারীফ আল-মুরতাদা (শারহ' নাহ্‌জু'ল-বালাগ'া, ৪র্থ, ৯২); Brockelmann গ্রন্থটির উল্লেখ করেন নাই; (৭) ইন্‌তিকাদু'ল মুসতাফা (আল-গ'াযালী, আল-মুসত'াফা মিন 'ইলমি'ল-উসূল (দ্র. Brockelmann, I, 424, SI, 754); (৮) আল-হাওয়াশী 'আলা কিতাবি'ল-মুফাসসাল ফিন-নাহ্‌ও (আয-যামাখ্‌শারীকৃত; দ্র. Brockelmann, I, 291, SI, 509); (৯) ইমাম আর-রাযী রচিত তা'লীকাতু 'আলা আরবা'ঈন-এর উপর কিছু সমালোচনামূলক টীকা (Brockelmann, I, 506, SI, 921); (১০) ফাখরুদ্দীন আর রাযী রচিত আল-মাহসূল ফী উসূলি'ল-ফিক্‌হ-এর একটি ভাষ্য; (১১) আর-রাযীর একটি দার্শনিক গ্রন্থ মুহাসসালু আফকারি'ল-মুতাক'াদ্দিমীন ওয়া'ল-মুতাআখ্‌খিরীন-এর একটি শারহ (Brockelmann, I, 507, SI, 923); (১২) আবু'ল-হ'াসান (অথবা আবু'ল-হু'সায়ন) রচিত উসূলু'ল-কালাম সম্পর্কিত গ্রন্থ মুশকিলাতু'ল-গুরার-এর একটি শারহ (Brockelmann রচনা বা রচয়িতা, কিছুই উল্লেখ করেন নাই); (১৩) আল-'আবকারিয়্যুল-হ'াসান নামে ধর্মীয় ঐতিহাসিক ও সাহিত্য রচনাবলীর একটি সংকলন। লেখক ইহাতে তাঁহার স্বরচিত কিছু গদ্য ও কবিতা সংযোজন করিয়াছেন; (১৪) আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন নাওবাখতী (Brockelmann, SI, 320) রচিত আল-য়াকূতে'র একটি ভাষ্য; (১৫) আল-বিশাহু'য-যা'হাবী ফি'ল 'ইলমি'ল-আবী, ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নাই।

ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ একজন উচ্চ মানের কবিও ছিলেন। কোন কোন সময় বিরুদ্ধবাদী কবিগণ তাঁহাকে আশ শা'ইরু'ল-ইরাকীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার কবিতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কাব্য গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল ঃ (১) দীওয়ান, ইহাতে গাযাল জাতীয় সকল কবিতা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সূ'ফী মুনাজাত ও মুখাতাবা জাতীয় কবিতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে (শারহ নাহ্‌জু'ল-বালাগ'া, ৪খ, ২৯-৩০-এ কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে)। (২) কাসীদা যাহা আল-কাসীদাতু'স-সাব'আ আল-'আলাবিয়্যাত অথবা আস-সাব'উ'ল-'আলাবিয়্যাত নামে পরিচিত; ইহার কমপক্ষে চারটি ভাষ্য রহিয়াছে (Brockelmann, I, 249, SI, 497)। এই সকল কাসীদার বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ (ক) খায়বার অধিকার; (খ) মক্কা বিজয় ও (গ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা এবং (ঘ) হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা)-এর শাহাদাত। (৩) মুস্‌তানসিরিয়্যাত, খালীফা আল- মুসতানসিরের নির্দেশে রচিত। আস্‌-সাফাদী ও ইব্‌ন শাকির জীবনী বিষয়ক আলোচনায় ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

উপরিউক্ত তথ্যাবলী দ্বারা ইব্‌ন 'আবি'ল-হ'াদীদের বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তাঁহার চিন্তাধারায় কিছু জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। রাওদ'াতুল-জান্নাত গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে এবং রায়হানাতু'ল-আদাব গ্রন্থে ইব্‌ন আবি'ল-হাদীদকে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইসলামের কোন রাজনৈতিক ও বৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনে তাঁহাকে শ্রেণীবদ্ধ করার জটিলতা সম্পর্কে উল্লিখিত বরাত দুইটিতে আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাকে বিচার করা হইয়াছে, কিন্তু লেখক তাঁহার অবস্থানকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগির বিচারে তাঁহার অবস্থান ভিন্নরূপে দেখান হইয়াছে। উস্‌'লের বিচারে তিনি মু'তাযিলী, কিন্তু ফুরূ (فروع)-এর বিচারে তিনি শাফি'ঈ (এইক্ষেত্রে তিনি সুন্নী মতাদর্শের অনুসারী); কিন্তু আহ্‌লু'ল-বায়তের (দ্র.) প্রতি তাঁহার মনোভাব ও হযরত 'আলী (রা)-এর অধিকার সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় বক্তব্য দ্বারা তিনি একজন শী'আরূপে প্রতিপন্ন হন। অতঃপর প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে তিনি মু'তাযিলী ছিলেন, পরবর্তীকালে শী'আঃ ও সুন্নী মতাদর্শের মধ্যমপন্থার অনুসারী ছিলেন (বায়না'ল-ফারীকায়ন)। কারণ তিনি নিরপেক্ষ (ইনসাফ) চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সুন্নী মতাদর্শের বিচারে তাঁহাকে অনেকে 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর সংগে তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মু'তাযিলাঃ মতবাদের বিচারে তাঁহাকে জাহিজের মতবাদের অনুসারী (মু'তাযিলী জা'হিজী)-রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। নাহ্‌জু'ল-বালাগ'ার ভাষ্যে তাঁহার মতবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি জাহিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাঁহার চিন্তাধারার উপলব্ধি এবং তাঁহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নাহ্‌জু'ল-বালাগ'ার বিতর্কমূলক অংশগুলির নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। তাহা সত্ত্বেও ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, তিনি ইমামী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, বুলাক ১২৯৯ হি., ২খ., ২০৯, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ., ১৫৮ (দিয়াউদ্দীন ইব্‌নু'ল-আছ'ীরের জীবনী আলোচনায়) অনু. de Slane, iii, 547; (২) ইব্‌নু'স-সা'ঈ, আল-জামি'উ'ল-মুখতাসার, ৯, সম্পা, মুসত'াফা জাওয়াদ, বাগ'দাদ ১৩৫৩/১৯৩৪, ৮৮ এবং ভূমিকার ১১ পৃষ্ঠার টীকা, মূল পাঠের ৭৭, ২২৯, ২৬২ পৃ.; (৩) 'আল-ফাখরী, সম্পা. Derenbourg, 456; (৪) সাফাদী, ওয়াফী, ms. Bodl., 16, 58v.-60r.(দ্র. 'আবদু'ল- হ'ামীদ); (৫) ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, বুলাক ১২৮৩ হি, ১খ., ৩১৭-৯ কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ., ২৪৮-৫০; (৬) ইব্‌ন কাছ'ীর, বিদায়া, কায়রো ১৩৪৮-৬৬ ১৩ খ., ১৯৯ প.; (৭) খাওয়ানসারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, ৪২২-৫; (৮) হাজ্জী খালীফাঃ, সম্পা. Flugel, ৩খ., ২৯৪, ৫৭৭, ৪খ., ৪৪৫, ৪৬৪, ৫খ., ৩৭৩, ৪২২, ৪২৪, ৬খ., ৪০৭; (৯) রায়হানাতু'ল-আদাব ফী তারাজিমি'ল-মা'রূফীন বি'ল-কুনয়া ওয়া'ল-লাকাব, ৫খ., তেহরান ১৩৭৩ হি., ২১৬-৮; (১০) G. C. Anawati, Textes

arabes edites en Egypte au cours des annees 1959 et 1960, in MIDEO, vi (1959-61), 232-5; (১১) মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদল ইব্রাহীমকৃত শারহু' নাহজু'ল্‌- বালাগ'য় লিখিত জীবনী, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮, ১খ, ১৩-৯, গ্রন্থপঞ্জীসহ; (১২) দ্র. যিরিকলী, আল-আ'লাম2, ৪খ., ৬০; (১৩) কাহহালা-মু'জামু'ল মু'আল্লিফীন, ৫খ., ১০৬; (১৪) দা. মা. ই., ১খ., ৪০৬ প.।

L. Veccia Vaglieri (E.I.2)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন আবি'শ-শাওয়ারিব (ابن ابى الشوارب)ঃবানূ আবি'শ-শাওয়ারিব বংশের সদস্যদের উপনাম। এই বংশ তৃতীয়/নবম শতাব্দীতে চতুর্থ/দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। এই সময় মুসলিম সাম্রাজ্য রাজনৈতিকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা আদর্শগত স্থিতিশীলতা রক্ষা করিয়াছিল। আর এই বানূ আবি'শ-শাওয়ারিব হইতেই বংশপরম্পরায় বহু মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও কাযীর জন্ম হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহারা সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশোদ্ভূত 'আত্তাব ইব্ন আসীদ (দ্র)-এর বংশধর। তাঁহারা ছিলেন 'উছ'মানপন্থী এবং উমায়্যা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (৩য়/৯ম শতাব্দীর 'উছ'মানীবাদ সম্পর্কে দ্র. Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৮৮; আরও দ্র. Arabica, ৩/৩, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩১২)। পরিবারটি কেবল তখনই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল যখন আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২-৪৭/৮৪৭-৬১)-এর আমলে খিলাফাত, মু'তাযিলী; এমন কি শী'ঈ ভাবাপন্ন যুগের প্রভাব প্রত্যাহার করিয়া 'আরব ও অতীতের সুন্নী মুসলমানদের সহিত নূতনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। এই বংশের উত্থান হইতেছে সেই অপ্রধান ঘটনাসমূহের অন্যতম যাহা 'আব্বাসী খিলাফাত ও সুন্নী মতবাদের বিরোধ নিরসনের পরিচায়ক ছিল। এই বিরোধ নিরসন ছিল সেই সময়ের বেসামরিক সরকারী শক্তি ও ধর্মীয় একটি প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের পূর্বাভাষ। এই বিবর্তনের ইতিহাসে ইব্ন আবি'শ-শাওয়ারিব নামের একাধিক লোক পাওয়া যায়, প্রথমে কয়েকজন হ'াদীছ'বিশারদ এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ফাকীহ ও কা'দী। তাঁহারা হইলেন ঃ

(১) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক (মৃ. ২৪৪/৮৫৮)। (২) তাঁহার পুত্র হা'সান ইব্ন মুহ'াম্মাদ, কা'দী ২৫০/২৬১-৮৬৪-৭৪ সাল পর্যন্ত। (৩) 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ, যিনি ১ শাওওয়াল, ২৬১/৯ জুলাই, ৮৭৫ সালে তাঁহার ভাই হা'সানের স্থলাভিষিক্ত হন। আত্-তাবারীর (৩খ., ১৯০৮) মতে এই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু ইব্নু'ল-আছী'র (৭খ, ৩৩৪)-এর মতে তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতেছে ২৮৩ হি.; Massignon-ও এই শেষোক্ত মত সমর্থন করেন। আত্-তাবারী ও আল-খাতীবু'ল-বাগ'দাদী উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি কেবল ছয় মাস উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (৪) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী কা'দী ২৯৬-৩১০/৯০৮-১৩ সাল পর্যন্ত। ইব্নু'ল- জাওযীর মতে (মুনতাজাম, ১খ, ৯৭ ও Sourdel, Vizirat, পৃ. ৪০১), ২৯৮ হি. তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু এই ঘটনা অন্যান্য ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নাই (তু, 'আরীব, Tabari Continuatus, পৃ. ৩৯)। (৫) হুসায়ন ইব্ন 'আবদিল্লাহ ৩১৭/৯২৩ সালে কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ('আরবী, পৃ. ১৩)। তাঁহার মৃত্যু তারিখের মত তাঁহার অবসর গ্রহণের তারিখটিও অনিশ্চিত। আরবী, পৃ. ১২০-এর বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, তিনি ৩২০/৯৩২ সাল পর্যন্ত কা'দী ছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কিছু সন্দেহ রহিয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত মুহ'াম্মাদ, যিনি প্রধানত ছিলেন একজন হ'াদীছ'-বিশারদ, কু'রআনের ভাষ্য (তিনি ছিলেন য়াযীদ ইব্ন যুরায়'-এর রাবী) ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক হাদীছ উভয় বিষয়ে সুদক্ষ। তিনি আবূ 'আসিম আল-আব্বাদানীর ধারা বজায় রাখেন (দ্র. আল-কু'শায়রী, রিসালা, রিদা অধ্যায়)। তিনি সুন্নাহপন্থীদের নীতি কঠোরভাবে পালন করিতেন যদিও সেই সময় তাঁহারা ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সরকারী সব ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি প্রধানত হ'াদীছ' বিষয়ে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং এই কাজের সূত্রেই আল-বাগাবী, আল-বাগানদী, ইব্ন আবি'দ-দুনয়া (দ্র.) ও আত্-ত'াবারী (তৃতীয়/নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাবী)-এর মত প্রখ্যাত হাদীছবিদদের সংস্পর্শে আসেন। প্রসিদ্ধ হ'াদীছ'বিদ হিসাবে তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার জন্মস্থান বসরা শহরে তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

তাঁহার পুত্র হা'সানের জীবনধারা ছিল ভিন্নরূপ। তিনি তাঁহার পিতার মতই বানু'শ-শাওয়ারিব বংশের সুপ্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের বিশ্বস্ত কর্মচারী হওয়ার কারণে খলীফা তাঁহাকে প্রথমে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য বায়যানটীয় সীমান্তে প্রেরণ করেন। গুপ্ত ঘাতকের হস্তে খলীফা নিহত হইলে তিনি আল-মুসতা'ঈন (২৪৮-৫১/৮৬২-৬)-এর আমলে খলীফার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন এবং ২৫০ হি. তাঁহাকে সরকারী উপদেষ্টার পদ হইতে অপসারিত করা হয়। ২৫১/৮৬৬ সালে আল-মু'তাযয-এর ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে হাসানের ভাগ্য ফিরিয়া আসে। এই সময়ে যায়দী, জাহমী বা রাফিদীগণ বিচার বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত হয়। পরবর্তী শাসক আল-মুহ্তাদী ও আল-মু'তামিদ হা'সানের উপর তাঁহাদের আস্থা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাই 'আলীর উপর উক্ত পদ অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে তিনি এই পদে ছয় মাসের বেশী বহাল ছিলেন না। তখন হইতে হ'াদীছ'বিশারদদের মধ্যে এই পরিবারের কোন লোক স্থান পায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি সাময়িক দুর্যোগমাত্র। অচিরেই 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী একটি বিশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। আল-মুকতাফী-র মৃত্যুর পর মু'তাযয-এর প্রতি তাঁহার পিতৃব্য হা'সানের আনুগত্যের কথা চিন্তা করিয়া মুতাযয-এর সমর্থকগণ তাঁহাকে রাযী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি রাযী হন নাই। এই বিচক্ষণতা অবিলম্বে আল-মুকতাদির কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ পশ্চিম বাগদাদের বিচার কার্যের দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বানূ আবিশ-শাওয়ারিব পরিবারের ভাগ্যে এই পুরস্কারটির প্রাপ্তি প্রায়ই ঘটিত। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী (যদি তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ না হয়, উপরে দ্রষ্টব্য) সম্ভবত এমনভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতেন যাহা তাঁহার জন্য অত্যন্ত লাভজনক হইত। আল-মুকতাদির-এর সময় উযীর ইব্ন ছাওয়াবা তাঁহার উপর বিপুল পরিমাণ কর ধার্য করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত এই সময়ে মিসরের বিত্তশালী আল-মাযারাঈ পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন।

তাঁহার পুত্র হুসায়ন-বানূ আবি'শ-শাওয়ারিব গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি আল-মুকতাদির-এর শাসনামলের শেষ দিকে তাঁহার পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশা পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দায়িত্ব পালনে তাঁহার পারিবারিক বৈশিষ্ট্যসূচক বিজ্ঞতা ও

নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি সমাজ জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, যাহার জন্য প্রয়োজন মত তাঁহার দলীল প্রণয়নের যোগ্যতা ছিল। খলীফা আল-মুক্তাদির যুদ্ধে নিহত হইলে তিনি তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছিলেন। ৩১৭ হি. পরে তিনি কাযী ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তিনি সম্ভবত বিখ্যাত মালিকী কাযী আবূ 'আমর-এর সমসাময়িক ছিলেন (H. Bowen 'আলী ইব্‌ন ঈশা The good vizier, পৃ. ১১৯)। বলা হয় যে, 'আমর-এর বিচার এলাকা ছিল তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত। ইহা সম্ভবত আবূ 'উমার হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের কারণেই ছিল। কেননা ২৯৬-৩০০ হি. পর্যন্ত যখন আবূ 'আবদিল্লাহ কাদী পদে নিয়োজিত ছিলেন, তখন আবূ 'উমার পদচ্যুত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন (মুন্‌তাজাম, ৬খ., ২৪৭)। তিনি ৩০১ হি. উযীর আলী ইব্‌ন 'ঈসার অনুগ্রহে পুনরায় কাদীর পদ লাভে সমর্থ হন।

নীতিগত মতপার্থক্য ও খলীফার প্রাসাদে গোত্রীয় বৈরিতার কারণে দুইটি আধা-বংশগত কাদী পরিবার (ইব্‌ন আবি'শ শাওয়ারিব ৪ ও ৫ আবূ 'উমার এবং তদীয় পুত্র 'উমার-এর বিপক্ষে, দ্র. মুনতাজাম, ৬খ., ৩৫০)-এর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। মক্কার কুরায়শ বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বানূ আবি'শ-শাওয়ারিব ইরাকে আসিয়া সম্ভবত হানাফী মায্‌হাব গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইঁহাদের পূর্বপুরুষদেরকে কিছুটা অবজ্ঞার সহিত মায্‌হাব আহলি'ল-ইরাকরূপে উল্লেখ করা হইত)। উযীর 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা শাফি'ঈ হইয়াও বিচার বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন মালিকী মায্‌হাবের লোককে প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং ৩১৭/৯২৯ সালে হু'সায়নকে বরখাস্ত করিবার হয়ত এমনই কোন কারণ ছিল। এই সময়ে আল-কাহির কর্তৃক একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ফলে আল-মুক্তাদিরের নীতি একটি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই পরিবারের সমৃদ্ধির দ্বিতীয় শতাব্দীতে বুওয়ায়হীদের আগমনে ইহাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটে নাই। আল-খাতীবু'ল-বাগ্‌দাদী (৫খ., ৪৭)-র বর্ণনামতে এই বংশের পূর্বপুরুষ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক-এর সততা ও নিরপেক্ষতা ইহাদের সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া বাগদাদবাসীরা মনে করিত। জালালু'দ-দাওলা (৪১৬-৩৫/১০২৫-৪৪)-এর শাসনামলেও একজন ইব্‌ন আবি'শ-শাওয়ারিব (আল-খাতীব, ঐ) বাগ্‌দাদের প্রধান কাদী ছিলেন। এই পরিবারের সাবেক দুইজন সদস্য তাঁহার পূর্বে এই পদ অলংকৃত করেন। তাঁহাদের নাম তাবাকাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। বানূ আবি'শ-শাওয়ারিব পরিবারের ২৪ জন কাদী ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না (একই সূত্রে)। সর্বোপরি বানূ আবিশ-শাওয়ারিব গোত্রীয়দের জীবন বৃত্তান্ত বাগ্‌দাদের মতবাদ সংক্রান্ত বিবর্তনের ইতিহাসের অস্পষ্ট পটভূমিকার আলোকে দেখিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Massignon, Opera minora, ১খ., ২৫৭-৯৯; (২) আল-খাতীবু'ল বাগ্‌দাদী, তা'রীখ বাগ্‌দাদ, ৫খ., ৪৭; (৩) সাম'আনী, আন্‌সাব, পাতা ৩৯৯ b। নং (১) সম্বন্ধে ঃ আল-খাতীবু'ল বাগ্‌দাদী, ২খ., ৩৪৪; (৪) 'আসকালানী, তাহযীবু'ত তাহযীব, ৯খ., ৩১৬; নং (২) সম্বন্ধেঃ (৫) ত'াবারী, ৩খ., ১৪২৮ ১৫৩৩, ১৭৫৯, ১৭৮৭, ১৮৯০; (৬) ইবনু'ল আছীর, ৬খ., ১৯৯, ২৬২; আল-খাতীবু'ল-বাগ্‌দাদী, ৭খ., ৪১০। নং (৩) সম্বন্ধেঃ ত'াবারী, ৩খ., ১৯০৭, ১৯০৮। আল খাতীবু'ল-বাগ্‌দাদী, ১২খ., ৫৯। নং (৪) সম্বন্ধে ঃ 'আরীব, পৃ. ২৭, ৩৯। নং (৫) সম্বন্ধেঃ 'আরীব, পৃ. ১৩১, ১৮০, ৩০৬।

J. C. Vadet (E.I.[2])/মনোয়ারা বেগম

ইব্‌ন আবি'স-সাকর (দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'উমার)

ইব্‌ন আবি'স-সাজ (দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবি'স-সাজ)

ইব্‌ন আবি'স-সামহ (দ্র. মালিক ইব্‌ন আবি'স-স'াম্‌হ)

ইব্‌ন আবি'স-সালত (দ্র. উমায়্যাঃ ইব্‌ন আবি'স-স'ালত)

ইব্‌ন আবী 'আওন (ابن ابى عـون) ঃ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আবী 'আওন ইব্‌ন হিলাল আবি'ন নাজম তৃতীয়/৯ম শতকের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁহার কুন্‌য়া (ডাক নাম) ছিল আবূ ইস্‌হাক আবূ 'ইমরান (বাগ্‌দাদী, ফারক), আবূ 'আমর (তাঁহার কিতাবু'ত-তাশবীহাত- এর মদীনা পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, নিম্নের ৪নং)। য়াকূ'ত (উদাবা) কর্তৃক প্রদত্ত উপরিউক্ত বংশবৃত্তান্ত বাগ্‌দাদীও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার লুববু'ল আদাব-এর বার্লিন পাণ্ডুলিপির (নিম্নের ৬ নং) অন্তর্ভুক্তি হইতেও উহা জানা যায়। তাঁহার প্রপিতামহ হিলাল একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সচিব এবং তাঁহার পিতামহ আহ'মাদ একজন পণ্ডিত ও কবি হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন, যাঁহার কবিতাসমূহ কিতাবু'ত-তাশবীহাত (আল-'উমদা, ১খ, ২০৫) ও কিতাবু'ল-মিখলাত (১৮৪) গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন তাহির-এর পারিবারিক বিষয়াদির অধ্যক্ষ এবং ২৫৫/৮৬৬ সালে আল-মু'তায্‌য-এর খিলাফাতকালে তিনি ওয়াসিত-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি একজন কবিও ছিলেন এবং ইবনু'র রূমীর (দ্র.) উদ্দেশে রচিত তাঁহার কবিতা আল-মুওয়াশ্‌শাহ পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে পৃ. ৩৪৯।

ইব্‌ন আবী 'আওন বানূ সুলায়ম-এর একজন মিত্র ছিলেন। তিনি নাহর 'ঈসা-র তীরবর্তী আল-আনবার-এর স্থানীয় অধিবাসী এবং বংশগত পেশা সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার উপাধি হয় আল-কাতিবু'ল বাগ্‌দাদী। কিছুকালের জন্য তিনি শুরতা (পুলিস বাহিনী)-র প্রধানও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আল-মুক্তাদির-এর উযীর হা'মিদ ইবনু'ল 'আব্বাস (দ্র.) ও মুহাস্‌সিন ইবনু'ল-ফুরাত (দ্র. ইবনু'ল ফুরাত)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি আশ-শালমাগানী-এর অনুগত ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতার কারণে তাঁহাকে ৩২২/৯৩৩ সালে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল (ফিহ্‌রিস্‌ত; বাগ্‌দাদী, ফারক ইত্যাদিতেও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে)। যেহেতু তাঁহার বর্তমানে বিদ্যমান রচনাসমূহের মধ্যে তৎকালীন ধর্মমতবিরোধী কোন অভিমত পাওয়া যায় না, সেইহেতু প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার ফাঁসির আদেশ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে সংগঠিত হইয়াছিল।

রচনাবলী ঃ (১) কিতাবু'দ - দাওয়াবীন; (২) কিতাবু'র-রাসা'ঈল; (৩) কিতাবু বায়ত মাল আল-সুরূর; উক্ত পুস্তকগুলি বিদ্যমান নাই; (৪) কিতাবু'ত-তাশবীহাত, উপমা বা অলংকারশাস্ত্রের একটি অভিধান, সম্পাদিত ম. 'আবদু'ল-মু'ঈদ খান GMS.(গিব মেমোরিয়াল সিরিজ), n. s. xvii, ১৯৫০ খৃ.; (৫) লুববু'ল-আদাব ফী রাদদি জাওয়াব যাবীল আল্‌বাব; (৬) কিতাবু'ল-জাওয়াবাতি'ল মুসকিতা, যাহা পৃথক পৃথক রচনা বলিয়া গ্রন্থপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, অনুমিত হয় যে, ইহা একই রচনার বিকল্প শিরোনাম; এই গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃত Islamic Culture, xvi (১৯৪২ খৃ.), ২০২-১২ খৃ.; (৭) কিতাবু'ন-নাওয়াহি'ল- বুলদান (বিভিন্ন শিরোনামে); প্রতীয়মান হয় যে, য়াকূ'বী (দ্র.) রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক কিতাবু'ল-বুলদান-এর সহিত বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্‌ত, ১৪৭ (কায়রো সম্পা, ২১১); (২) য়াকূত, উদাবা ১খ, ২৯৬; (৩) ইব্ন খাল্লিকান , নং ১৮৬; (৪) মিস্‌কাওয়াহ্‌, তাজারিবু'ল উমাম, ১খ, ২২, ১২৩; (৫) আছ-ছা'আলিবী, য়াতীমা, ৪খ., ২৭৪; (৬) বাগদাদী, ফারক নির্ঘন্ট; (৭) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ৫খ., ৬২; (৮) Brockelmann, I, 154, S I, 188 প.; (৯) F. Bustani, DM, ১খ., ৩৬৫; (১০) জ., যায়দান, তারীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল 'আরাবিয়্যা, ২খ., ১৭৫; (১১) কিতাবু'ত-তাশবীহাত, সম্পা. ম. মু'ঈদ খান, GMS, n. s. xvii, ১৯৫০ খৃ., ভূমিকা; (১২) M. A. M. Khan, Ibn Abi 'Awn, a litterateur of the third century, in Islamic Culture, xvi (১৯৪২ খৃ.), ২০২-১২।

এম. এ. মু'ঈন খান (E.I.[1])/নুসরাত সুলতানা

ইব্ন আবী 'আমির (দ্র. আল-মানসূর)।

ইব্ন আবী 'আসরূন (ابن ابى عصرون) ঃ শারাফুদ্দীন আবূ সা'দ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হিবাতিল্লাহ ইব্ন মুতাহহার আত-তামীমী আল-মাওসিলী, পরবর্তীকালে আল-হালাবী এবং সর্বশেষ আদ-দিমাশ্‌কী ছিলেন তাঁহার সময়ের অন্যতম বিখ্যাত শাফি'ঈ আলিম। তিনি ১ রাবীউল আওওয়াল, ৪৯২ অথবা ৪৯৩/ফেব্রুয়ারী, ১০৯৯ অথবা ১১০০ সালে হাদীছাতে জন্মগ্রহণ করেন। মাওসিল ও পরে ওয়াসিত-এর আবূ 'আলী আল-ফারিকীর নিকট এবং বাগদাদে, বিশেষ করিয়া আস'আদ আল-মায়হানী ও ইব্ন বুরহানের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন (দ্র. আন-নু'আয়মীর দারিস, পৃ. ৪০০-তে তাঁহার শিক্ষকদের তালিকা)। ৫২৩/১১২৯ সাল হইতে তিনি মাওসিলে শিক্ষকতা করেন, তারপর সিনজার অঞ্চলে বসবাস করিতে যান এবং সিনজার নিসীবীন ও হাররানের কাদী নিযুক্ত হন। ৫৪৫/১১৫০-৫১ সালে নূরুদ্দীন তাঁহাকে আলেপ্পোতে আসিবার আমন্ত্রণ জানান। ৫৪৯/১১৫৪ সালের পর তিনি উক্ত যাঙ্গী সুলতানের সহিত দামিশ্‌কে আসেন এবং সেইখানে গাযালীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। প্রধান মসজিদের উত্তর-পশ্চিম অংশে তাঁহার বক্তৃতা হইত। তিনি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রশাসক (ناظر)-ও নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি আলেপ্পোতে ফিরিয়া যান। সেইখানে তিনি পূর্বে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করাইয়াছিলেন এবং পুনরায় সিনজার হাররান ও দিয়ার বাকর-এর কাদী নিযুক্ত হন। পুত্র নাজমুদ্দীনকে আলেপ্পোতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তিনি গাযালীয়া মাদ্‌রাসা ও তাঁহার নিজের মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য ৫৭০/১১৭৪ সালে দামিশ্‌কে ফিরিয়া আসেন। ৫৭৩/১১৮৩ সালে সালাহুদ্দীনের রাজত্বকালে দিয়াউদ্দীন আশ-শাহরাযূরী-র মৃত্যুর পর তিনি প্রধান শাফি'ঈ কাদী হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইহা ছিল সিরিয়ার বিচার বিভাগীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ। ৫৭৫/১১৭৯/৮০ সালে তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রামাদান, ৫৮৫/অক্টোবর- নভেম্বর, ১১৮৯ সালে ৯৩ বৎসরের অধিক বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে দামিশ্‌কে বাবু'ল-বারীদের পশ্চিমে তাঁহার গৃহের বিপরীত দিকে তাঁহার মাদ্‌রাসায় দাফন করা হয়।

নূরুদ্দীন তাঁহার আলোপ্পো, বা'লাবাক্ক, দামিশ্‌ক, হামাত, হিম্‌স ও মানবিজ-এ ছয়টি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করান। ইব্ন আবী 'আসরূন অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে ইব্ন কাছীর সেইগুলির মধ্যে সাতটির শিরোনাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রহিয়াছে সাত খণ্ডে সমাপ্ত সাফওয়াতু'ল-মাযহাব ফী নিহায়াতি'ল-মাতলাব (صفوة المذهب فى نهاية المطلب), কিতাবু'ল-ইনতিসাফ (كتاب الانتصاف) ও ফাওয়া'ইদু'ল-মাযহাব (فوائد المذهب)।

আলেপ্পো ও দামিশ্‌কে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলিতে তাঁহার পুত্র নাজমুদ্দীন ও মুহ্‌য়িদ্দীন এবং তাঁহার পরে তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ শিক্ষকতা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, বিদায়া ,১২খ, ২৩৩; (২) ইব্নু'শ-শিহ্‌না (অনু. J. Sauvaget), Perles, পৃ. ১১০-১; (৩) সিব্‌ত ইব্নু'ল-'আজামী (অনু. J. Sauvaget) Tresore, পৃ. ৬৪-৫; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, ২৮৩; (৫) সুব্‌কী, তাবাকাত, ৪খ, ২৩৭-৯; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, অভিধান, ২খ, ৩২-৬; (৭) নু'আয়মী, দারিস, ১খ, (দামিশক, MMIA ১৯৪৮ খৃ.), নং ৬৮ পৃ. ৩৯৮-৪০৬; (৮) ইব্ন তূলূন, কুদাত দিমাশক, সম্পা. এস. আল-মুনাজ্জিদ (দামিশক, MMIA ১৯৫৬ খৃ.), নং ৮৩, পৃ. ৪৯-৫১; (৯) আর, তাব্বাখ, ই'লাম, ৪খ, ২৭৯ খ.; (১০) N. Elisseeff, Les monuments de Nur al Din, BEO-তে ১৩খ, (১৯৪৯-৫১খৃ.), ১১, ১৭, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩; (১১) D. Sourdel, Les Professeurs de madrasa a Alep aux XII-XIII[e] Siecles d'apres Ibn Shaddad, BEO-তে ১৩ খ., ৮৬, ১০০, ১০৮।

N. Elisseeff, (E.I.[2])/ মোখলেছুর রহমান

ইব্ন আবী 'উয়ায়না (ابن ابى عيينة) ঃ ২য়/৮ম শতাব্দীর বসরার দুইজন কবির নাম। (১) ইব্ন আবী 'উয়ায়না (ছোট) বা আবু'ল-মিনহাল আবূ 'উয়ায়নাঃ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী 'উয়ায়নাই অধিকতর পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আল-মুহাল্লাব-এর প্রপৌত্র এবং খালীফা আল-মানসূরের আমলে আর-রায়্যি-এর জনৈক গভর্নরের পুত্র। ২য়/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বসরাতে খ্যাতি লাভ করেন। সেই কবিতাগুলি তিনি তাহার প্রিয়তমা দুন্‌য়াকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা করেন; দুন্‌য়া ছিল তাঁহার দূর সম্পর্কিত চাচাতো বোন ফাতিমার ছদ্মনাম। তাহার পিতা ছিলেন 'উমার ইব্ন হাফ্‌স (মৃ. ১৫৩/৭৭০)। পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ফাতিমাকে তাঁহার সহিত বিবাহ না দিয়া জনৈক 'আব্বাসী শাহযাদা 'ঈসা ইব্ন সুলায়মান-এর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। কবি ১৫৯/৭৭৫-৬ সালে কূফাতে বাস করেন, অতঃপর জুরজানে গমন করেন, সেখানে চাচাতো ভাই খালিদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন হাতিম-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৬৯/৭৮৫ সালে আল-হাদী খলীফা হইলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বসরাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের শহর সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া তাঁহার ব্যর্থ প্রেমের বেদনা এবং খালিদ-এর প্রতি ঘৃণা প্রশমিত করেন। আর-রাশীদ নামে তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী খলীফা আল-মা'মূন তাঁহাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য একটি জনশ্রুতি মতে আল-মা'মূন তাঁহাকে মুদারীবিরোধী মতবাদের জন্য বহিষ্কার করিয়াছিলেন এবং খলীফার মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর ইরাকে ফিরিয়া আসেন নাই।

তাঁহার রচিত আনুমানিক ৪০০০ শ্লোকের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৪১টি ক্ষুদ্র কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতে মোট শ্লোকের সংখ্যা ৩২৫, সেইগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ফাতিমার উদ্দেশে নিবেদিত গাযাল, খালিদ-এর উদ্দেশে রচিত হিজা এবং বসরা শহরের বর্ণনামূলক কবিতা।

প্রেম, স্বাধীনতা ও প্রকৃতি তাঁহার কবিতার বিষয়। মুওয়াল্লাদগণের মধ্যে চারিজন কবি প্রতিভাবান ছিলেন বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

(২) ইব্‌ন আবী 'উয়ায়নাঃ (বড়) বা আবূ জা'ফার 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী 'উয়ায়না পূর্ববর্তী ব্যক্তির ভ্রাতা, বারমাকীগণের পতনের (১৮৭/৮০৩) স্বল্পকাল পূর্বে, বিশেষ করিয়া আল-আমীন ও আল-মা'মূন-এর মধ্যকার বিবাদের সময়ে ইনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬/৮১২ সালে বসরাবাসিগণকে আল-মা'মূন-এর সমর্থক করিয়া তুলিবার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। সেই বৎসরই আল-আহওয়াযের যুদ্ধের পরে তিনি তাহির ইবনু'ল-হু'সায়ন-এর সাহচর্যে আসেন। কিছুকালের জন্য তিনি বাহরায়নের ও য়ামামার গভর্নর ছিলেন। অতঃপর তিনি বসরায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে অপ্রধান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সেনাপতি তাহির-এর সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন। ফলে 'আব্বাসীগণের অনুগত থাকেন এবং 'আলীপন্থিগণের বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে ২০৪/৮১৯ সালে পুনরায় তাঁহার নাম শোনা যায়। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পরেও এবং সম্ভবত আল-মা'মূন-এরও মৃত্যুর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

তাঁহার রচিত কবিতার সংখ্যাও প্রায় তাঁহার ভ্রাতার সমান। ২০৬টি শ্লোকসম্বলিত ২৬টি ক্ষুদ্র কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানত মাদ্‌হ (স্তুতি), 'ইতাব (তিরস্কার) ও ফাখ্‌র (গৌরব) শ্রেণীর। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কম ছিল।

তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা দাঊদও একজন কবি ছিলেন; তবে খুবই অপ্রধান কবি। তিনি অল্প বয়সে ১৬৯/৭৮৫ সালে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. Ghedira, Deux poetes contemporains de Bassar, les freres Ibn Abi Uyayna, Arabica-তে প্রকাশিত, ১০খ, ১৫৪-৮৭ ; (২) ঐ লেখক, Les diwans des freres Ibn Abi Uyayna, B. Et. Or.-এ প্রকাশিত, ১৯খ, (১৯৬৬খৃ.) এবং সেখানে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী ।

A. Ghedira (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইব্‌ন আবী-'উয়ায়না (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী 'উয়ায়না)

ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ (ابن ابى اصيبعة) : মুওয়াফফাকু'দ্দীন আবু'ল- 'আব্বাস আহ'মাদ ইবনু'ল-ক'াসিম ইব্‌ন খালীফা ইব্‌ন য়ূনুস আল-খাযরাজী, চিকিৎসাবিদ ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতা । তাঁহার কোন একজন পূর্বপুরুষের হাত পঙ্গু ছিল, সম্ভবত উহা হইতেই তাহাদের পিতৃনাম গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন এক চিকিৎসাবিদ পরিবারের সন্তান। ৫৯০/১১৯৪ সালের পরে কোন সময়ে দামিশক-এ তাঁহার জন্ম হয়। সেই আমলের প্রধান প্রধান শিক্ষকের নিকটে তিনি অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে ছিলেন ইব্‌নু'ল-বায়তার (দ্র.), তাঁহার নিকটে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পিতা (মৃ. ৬৪৯/১২৫১) ও আর-রাহবী (মৃ. ৬৩১/১২৩৩) তাঁহাদের নিকটে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দামিশকের নূরী হাসপাতালে এবং কায়রোর নাসিরী হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন। অতঃপর (৬৩৪/১২৩৬) তিনি সারখাদে 'আমীর 'ইয্‌যুদ্দীন আয়বাক আল-মু'আজজামীর দরবারে চিকিৎসকের চাকুরী গ্রহণ করেন, সেইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন (৬৬৮-১২৭০)।

তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি বর্তমানে বিলুপ্ত। তাঁহার 'উয়ূন গ্রন্থে সেগুলি প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনীকারগণও সেগুলির বিষয়ে বলিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইস'াবাতু'ল-মুনাজ্জিমীন, আত-তাজারিব ওয়া'ল- ফাওয়াইদ, হিকায়াতু'ল-'আতিব্বা ফী 'ইলাজাতি'ল-আদওয়া ও মা'আলিমু'ল-উমাম। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেন; কিন্তু তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা ফী তাবাকাতি'ল-আতিব্বা নামক গ্রন্থ, ৩৮০টি জীবনী সংগ্রহ, 'আরব বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার জন্য উহার অপরিমেয় মূল্য রহিয়াছে—যদিও স্থানে স্থানে কিছুটা বিভ্রান্তি রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দীর্ঘ কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে মূল বিষয়বস্তুর খুব একটা সম্পর্ক নাই, তাহা ছাড়া বিষয়বস্তু নির্বাচনেও পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি ইব্‌ন নাফীস-এর ন্যায় ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই, অথচ তিনি ও ইব্‌ন নাফীস উভয়ে একই উস্তাদ ইবনু'দ-দাখওয়ার-এর (মৃ. আনু. ৬২৮/১২৩০) নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি উক্ত সতীর্থকে অপসন্দ করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার এই গ্রন্থখানির ভিত্তি ছিল তাঁহার পূর্ববর্তিগণের (যথাঃ ইব্‌ন জুলজুল) গ্রন্থপঞ্জী শ্রেণীর বইসমূহ এবং সেগুলির পাঠ ও ইব্‌ন আবী উসায়বি'আর গ্রন্থের পাঠ মিলাইলে দেখা যায় যে, কোন কোন সময়ে তিনি সেগুলির অনুলিপিও করিয়াছেন, অনেক সময়ে সারসংক্ষেপ করিয়াছেন। পরে সেই বিপুল পরিমাণ তথ্যাবলী ক্রমাগত সংযোজন দ্বারা তিনি উহা পরিবর্ধিত করিয়াছেন। জীবনীসমূহ দেশ অনুসারে ও পুরুষানুক্রমে (তাবাকাত) সাজানো হইয়াছে। গ্রন্থখানি দুই অংশে প্রকাশিত হয় বড় অংশ ও ছোট অংশ। শেষের অংশ ৬৪০/১২৪২ সালে সমাপ্ত হয় এবং অংশত ইবনুল-কিফতীর তা'রীখু'ল- হু'কামা গ্রন্থখানি হইতে নূতন তথ্যাবলী সংযোজিত হয়। গ্রন্থখানির বহুল সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় (৬৬৭/১২৬৮)। লেখকের মৃত্যুর পরে বইটির অংশ অবলম্বনে জনৈক লিপিকার একটি অনুলিপি তৈরি করেন। কিন্তু তাহাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। 'উয়ূন-এর রচনারীতিতে জনপ্রিয় পদ্ধতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। A. Muller উহার পঠন-পাঠন করিয়াছেন, তিনি নিজেও মূল খণ্ড অবলম্বনে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বইখানি অগণিত মুদ্রণ প্রমাদযুক্ত হইয়া কায়রো হইতে প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁহাকে একটি সুদীর্ঘ সংশোধনী সংযোজিত করিতে হয় এবং তৃতীয় একটি খণ্ড ছাপাইতে হয়; সেখানে প্রধানত পাঠের বিভিন্নতা প্রদর্শন করা হয় (Ibn abi Useibia herausgegeben von August Muller, কুনিগ্‌সবাগ ১৮৮৪খৃ.)। 'উয়ূন গ্রন্থখানি পরবর্তীকালে কয়েকবার ব্যবসায়িক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয় এবং তেমন কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ব্যতীতই বৈরূত হইতে পুনর্মুদ্রিত হয় (দারু'ল-ফিক্‌র, ১৯৫৫ -৬খৃ.)।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ এই গ্রন্থখানির পাঠের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন (দ্র. Wustenfeld, Lecerc); আংশিকভাবে ইহার ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেন Sanguinetti (J. A.-তে প্রকাশিত ১৮৫৪-৬ খৃ.) জার্মান অনুবাদ করেন Hamed Waly; সাম্প্রতিককালে (আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.); এইচ.জাহীর ও 'আবদু'ল-কাদির নূরুদ্দীন গ্রন্থখানির মুসলিম পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদগণের বিষয়ে রচিত অধ্যায়টির সম্পাদনা ও টীকাসহ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, নুজূম ৭খ, পৃ. ২২৯; অন্যান্য 'আরবী তথ্য-উৎস গ্রন্থসমূহের তালিকা তৈরি করিয়াছেন; (২) যিরিকলী, আ'লাম, ১খ, পৃ. ১৮৮-৯; (৩) Nallino 'ইলমু'ল-ফালাক, পৃ. ৬৪ প; Scritti, ৫খ. ১৩৭-৪৪); (৪) Brockelmann, I 326 SI. 560; (৫) Sarton Introduction, ১ ২খ, ৬৮৫ (৬) Wustenfeld, Arab, Aerzte, পৃ. ১৩২; (৭) Leclerc, Hist, de la med. arabe, ২খ, ১৮৭; (৮) A. Muller, Uber Ibn abi Oceibia und seine Geschichte der Aerzte, Actes du VIe congres int, des-Orient. ii, এর অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ২৫৯-৮০; (৯) ঐ লেখক, Uber Texte und Sprachgebrauch von Ibn abi Useibia Geschichte der Aerzte, in SB Bayer, Ak. Phil, Kl.-এ প্রকাশিত, ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৮৫৩-৭৮।

J. Vernet (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

ইব্‌ন আবী খাযিম (দ্র. বিশ্‌র ইব্‌ন আবী খাযিম)

ইব্‌ন আবী খায়ছামা (ابن ابى خيثمة) ঃ আবূ বাক্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌ন যুহায়র (আবূ খায়ছামা) ইব্‌ন হ্‌ারব ইব্‌ন শাদ্দাদ আন-নাসা'ঈ আল-বাগ্‌দাদী, একজন মুহ্‌াদ্দিছ, বংশ তালিকাবিশারদ, ঐতিহাসিক ও কবি ছিলেন। তিনি ১৮৫/৮০১ সালে নাসা'তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৯/৮৯২ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন ২০৫/৮২০ ও ২৯৯/৯১১-২ তারিখগুলি সম্ভবত অনেক পরের)। আবূ খায়ছামার (মৃ. ২৪৩/৮৫৭) পুত্র, কিতাবু'ল-মুস্‌নাদ ও কিতাবু'ল-'ইল্‌ম -এর রচয়িতা (ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো সং., ৩২১), হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্রে ইব্‌ন হ্‌াম্বালের, কুলজীতে মুস'আব আয-যুবায়রীর, ইতিহাসে আল-মাদাইনীর এবং সাহিত্যে মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবু'ল-মুনতামীন (?), কিতাবু'ল-'আরাব, কিতাব আখবারি'শ-শু'আরা ও কিতাবু'ত-তারীখ-ফিহ্‌রিস্ত-এ উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্তটি আল-মাস'ঊদী কর্তৃক ব্যবহৃত, খাতীবু'ল-বাগ্‌দাদী কর্তৃক প্রশংসিত এবং স্পেনে বহুল পরিচিত হইয়া (দ্র. বিশেষ করিয়া ইব্‌ন হুবায়শ) টিকিয়া আছে (পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, হ্‌ায়দরাবাদের পরিকল্পিত সংস্করণটি সম্ভবত প্রকাশিত হয় নাই)। ইব্‌ন আবী খায়ছামা কাদারিয়া, মতবাদে বিশ্বাসীরূপে অভিযুক্ত হন এবং 'আলী ইব্‌ন 'ঈসার সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই।

তাঁহার পুত্র আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ্‌াম্মাদ (যিনি সম্ভবত ২৯৯/৯১১-২ সালে মারা যান) কিতাবু'য-যাকাত ও (সম্পূর্ণ) কিতাবু'ত-তা'রীখ-এর রচয়িতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো সংস্করণ, ৩২১; (২) ইব্‌ন হ্‌াজার, লিসানু'ল-মীযান, ১খ, ১৭৪; (৩) খাতীব বাগদাদী, ৪খ, ১৬২-৪; (৪) য়াকূ্ত, উদাবা, ৩, ৩৫-৭; (৫) ইব্‌ন আবী য়া'লা তাবাকাতু'ল-হানাবিলা, ২২; (৬) য্‌াহাবী, তাযকিরাতু'ল-হু্‌ফফাজ, ২খ, ১৫৬; (৭) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৫খ, ২০৮, ৩৭৬ (সম্পা. Pellet, ১৯৭১ খৃ., ২১২৯); (৮) রু'আয়নী, বারনামাজ, ৪৩-৪; (৯) এফ. বুসতানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ., ৩০২; (১০) Brockelmann, S I. 272।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ উম্মে সালেমা বেগম

ইব্‌ন আবী জুমহূর আল-আহ্‌সা'ঈ (ابن ابى جمهور الاحسائى) ঃ মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান আল-হ্‌াজারী, একজন ইমামী শী'আ 'আলিম। আনু. ৮৩৭/১৪৩৩-৩৪ সালে আল-আহ্‌সাতে এক ঐতিহ্যবাহী 'আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আল-আহ্‌সাতে তাঁহার পিতার নিকট এবং পরে আন-নাজাফ-এ আল হ্‌াসান ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-কারীম আল-ফাত্তালসহ অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ৮৭৭/১৪৭২-৭৩ সালে তিনি 'আলী ইব্‌ন হিলাল আল-জাযাইরীর নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিবার জন্য সিরিয়ার কারাক নূহ গমন করেন। ইহার পর তিনি মক্কা শারীফে হ্‌াজ্জ সম্পন্ন করিয়া নিজের দেশ ভ্রমণ করেন এবং বাগ্‌দাদে ইমামগণের মাযার যিয়ারাত করেন। ৮৭৮.১৩৭৩-৭৪ সালে তিনি মাশহাদ গমন করেন এবং সায়্যিদ মুহ্‌সিন ইব্‌ন মুহ্‌াম্মাদ আল-রিদায়ী আল-কুম্মীর গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হেরাত হইতে আগত একজন সুন্নী 'আলিমের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হন (অদ্যাপি বর্তমান একটি রিসালায় যাহা বর্ণিত)। পরবর্তী দুই দশক যাবত তিনি মাশহাদ, আন-নাজাফ ও আল-আহ্‌সাতে প্রধানত শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জানা যায়, তিনি ৮৮৮/১৪৮৩ সালে ও ৮৯৬-৯৭/১৪৯০-৯২ সালে আরও দুইবার মাশহাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ৮৯৩/১৪৮৮ সালে আল-আহসাতে অবস্থান করেন এবং পরে মক্কা শারীফ ভ্রমণের পর ৮৯৪-৯৫/১৪৯৩-৯৪ সালে আন-নাজাফ-এ শিক্ষকতার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। সেখানে তিনি তাঁহার কিতাবু'ল-মুজলী গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ৮৯৮-৯৯/১৪৯৭-৯৮ সালে তিনি আস্‌তারাবাদ অঞ্চলে অবস্থানকালে তাঁহার একখানা গ্রন্থ আমীর 'ইমাদুদ্দীন-এর নামে নিবেদন করেন। ২৫ যু'ল-কাদা, ৯০৪/৪ জুলাই, ১৪৯৯ তারিখে মদীনাতে তিনি আল-'আল্লামা আল-হি্‌ল্লীর গ্রন্থ আল-বাবু'ল-হ্‌াদী 'আশার-এর ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর স্থান ও তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই।

ইব্‌ন আবী জুমহূর-এর অদ্যাবধি প্রাপ্ত অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে, যেগুলির অধিকাংশ এখনও অপ্রকাশিত। সেইগুলির মধ্যে আছে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি, যেগুলির বিষয়বস্তু হইতেছে 'ইবাদাত, ফিক্‌হ, উসূল-ফিক্‌হ, হ্‌াদীছ, ধর্মতত্ত্ব ও ইমামাত সম্পর্কীয় মতভেদ। যাহা হউক, তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ হইতেছে কিতাবু'ল-মুজ্‌লী বা মুজলী মির'আতু'ন-নূরি'ল-মুন্‌জী (লিথো মুদ্রণ, তেহরান ১৩২৪ ও ১৩২৯ হি.)। কালামশাস্ত্রে তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ "কিতাব মাসলাকি'ল (মাসালিকি)-আফহাম ফী 'ইল্‌মি'ল-কালাম"। ইহাতে আছে সুচিন্তিত মন্তব্যে ইমামী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব, ইব্‌ন সীনার মতাবলম্বিগণের দর্শন, আস-সুহ্‌রাওয়ারদীর সমুজ্জ্বল চিন্তাধারা ও সূফীবাদ, প্রধানত ইব্‌নু'ল "আরাবী এবং তাঁহার অনুসারিগণের তাস্‌াওউফ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা। তাঁহার গ্রন্থাবলীকে ইস্‌ফাহানের স্‌াফাবী যুগের দার্শনিক গোষ্ঠীর মতবাদের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা যায়, যাহাতে সেই মতবাদের ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার সংশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও উহাদের উপর এই গ্রন্থাবলীর সরাসরি প্রভাব খুব অল্পই ছিল; পরবর্তীকালে ইব্‌ন আবী জুমহূ'র সম্পর্কে ইমামী মতামত তাঁহার অনুকূলে ছিল, যদিও কেহ কেহ তাঁহার কিতাবু'ল-মুজ্‌লীর সমালোচনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, উহাতে তাসাওউফের সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নূরুল্লাহ্ শুস্তারী, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, তেহরান ১২৯৯/১৮৮২, পৃ. ২৫০-২৫৪; (২) আল-হুররু'ল-'আমিলী, 'আমালু'ল-

'আমিল, সম্পা. আহমাদ আল-হুসায়নী, বাগদাদ ১৩৮৫/১৯৬৫, ২খ, ২৫৩, ২৮০ প.; (৩) আল-বাহ্রানী, লুলু-'আতু'ল-বাহ'রায়ন, সম্পা. মুহ'াম্মাদ স'াদিক' বাহ্'রু'ল-'উলূম, নাজাফ ১৩৮৬/১৯৬৬, পৃ. ১৬৬-৬৮; (৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, সম্পা. আসাদুল্লাহ্ ইসমা'ঈলিয়ান, কুম্ম ১৩৯০-৯২/১৯৭০-১৯৭২, ৭খ, ১২৬-৩৪,(৫) আন-নূরী আত'-তাবারসী, মুসতাদরাকু'ল-ওয়াসা'ইল, তেহরান ১৩১৮/১৯০০, ৩খ, ৩৬১-৬৫, ৪০৫; (৬) H. Corbin, Lidee du Paraclet en philosophic iranienne, in La Persia nel Medioevo, রোম ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৫৩-৫৬; (৭) W. Madelung, Ibn Abi Jumhur al-Ahsai's synthesis of kalam, Philosophy and sufism (প্রকাশিতব্য)।

W. Madelung (E.I.[2] Suppl.) কাজী মু. কামরুজ্জামান

ইব্ন আবী তায়্যি (ابن ابى طيىء) ঃ য়াহয়া ইব্ন হামীদ আন-নাজজার আল-হালাবী (৫৭৫/১১৮০-আনু, ৬২০-৩০/১২২৮-৩৩) আলেপ্পোর একজন খ্যাতনামা শী'আ ঐতিহাসিক, বিশেষ করিয়া মা'আদিনু'য যাহাব ফী তা'রীখি'ল-মুলূক ওয়া'ল-খুলাফা ওয়া য'াবি'র-রাতাব নামক একখানা বিশ্ব ইতিহাসের রচয়িতা, এমন কি সুন্নী লেখকগণ প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করুন আর না করুন—এই গ্রন্থখানা ব্যবহার না করিয়া পারেন নাই। ইহা হইতে ইবনু'ল-ফুরাত (দ্র.)-এর ইতিহাস গ্রন্থ ও আবূ শামা (দ্র.)-এর রাওদাত'ায়ন গ্রন্থে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ সম্পর্কে মূল্যবান উদ্ধৃতি সংরক্ষিত আছে। অন্যদের মধ্যে 'ইয্যুদ্দীন ইব্ন শাদ্দাদ (দ্র.)-এর নিকটও ইহা পরিচিত ছিল; তবে কিছুটা কম নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় যে, আলেপ্পোর অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুন্নী কামালু'দ্দীন ইব্নু'ল-আদীম (দ্র.)-ও তাঁহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইব্ন আবী তা'য়্যি, সা'লাহু'দ্দীন ও তাঁহার পুত্র আলেপ্পোর আজ'-জাহির-এর শাসনকাল সম্পর্কিত নিবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার ইতিহাস প্রণয়ন অব্যাহত রাখেন। মনে হয় তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলা খুবই দুরূহ ব্যাপার ও ইহাদের কয়েকটি সম্ভবত পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার অভিযোজন মাত্র। যাহাই হউক, ইহাদের কোনটিই "মা'আদিন"-এর মত গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। কেননা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উৎসসমূহ লুপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে (যদিও কামালুদ্দীন ইবনু'ল-আদীম কর্তৃকও সেইগুলি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল) এবং ইহাদের সাধারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শী'আদের সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা ক্রুসেডের সময়কার উত্তর সিরিয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয় ইতিহাস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মা'আদিন-এ মিসর ও মাঝে মাঝে মাগরিব সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইব্ন আবী তায়্যি ঐতিহাসিক 'ইমাদুদ্দীন আল-ইস'ফাহানীকে অনুকরণ করিয়া ইরাক ও পারস্যের ইতিহাস রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী তা'য়্যি-এর জীবনী গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে তাঁহার সমসাময়িক য়াকূ'ত-ই একমাত্র ব্যক্তি যাহার পুস্তক আজও বিদ্যমান, স'াফাদী যাহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন (পাণ্ডু. সুলায়মানিয়্যা, ৮৪২, পাতা ৩০ v.) কিন্তু বর্তমানে "ইরশাদ" গ্রন্থের বিবরণে ইহা উল্লিখিত হয় নাই। নূতন গবেষণা ঃ (১) Cl. Cahen Une Chronique chi'ite au temps des Croisades, comptesrendus des Seances de l'Acad, des Inscr- এ, ১৯৩৫ খৃ.; (২) H. A. R. Gibb, The sources for the history of Saladin, Speculum-এ, ২৫খ (১৯৫০ খৃ.); (৩) এই দুইটি প্রবন্ধ সম্ভবত Cl. Cahen কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, La Syrie du Nord au temps des Croisades, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫৫-৭।

Cl. Cahen(E.I.[2])/ এ. বি.এম. আবদুর রব

ইব্ন আবী তাহির তায়ফূর (ابن ابى طاهر طيفور) ঃ আবু'ল-ফাদ্'ল আহ'মাদ বাগ'দাদী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি ২০৪/৮১৯-২০ সালে ইরানী উদ্ভূত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে শিক্ষকতা দ্বারা কর্মজীবন শুরু করেন, পরে বাগ'দাদের বই-বাজার এলাকায় বসবাস করিতে থাকেন। তখন হইতে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। তিনি বিশিষ্ট লেখকগণের ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের সাহচর্যে আসেন এবং নিজে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁহার কবিতা কারণে অ-কারণে কোন কোন মহল হইতে সমালোচিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি অশ্বারোহণ ও শিকার বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বোপরি সাহিত্য সমালোচনা, কিংবদন্তী এবং অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রধানত কবিতা বিষয়ক, তন্মধ্যে বিভিন্ন কবির কাব্য সংকলন জাতীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন, বিশেষ করিয়া আল-মুহ্তাদীর শাসনামল পর্যন্ত বাগদাদের ইতিহাস রচনার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে শুধু আল-মা'মূন-এর খিলাফাতের অধ্যায়ই রক্ষিত আছে। উহার জার্মান অনুবাদ সমেত সম্পাদনা করেন H. Keller (লাইপযিগ ১৯০৮ খৃ.; সম্পা. 'ইয্যাত আল-আত্তার আল-হু'সায়নী, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯)। আমরা যতটুকু মূল্যায়ন করিতে পারি তাহা হইতে বলা যায় যে, সেই গ্রন্থখানি এক নূতন উদ্যোগ ও রাজনৈতিক স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি সফল প্রচেষ্টা। ইহাতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক রচনাকাল, বিভিন্ন দলীল ও উৎসের ব্যবহার যেইগুলি এখন হারাইয়া গিয়াছে এবং বিস্তারিত চিত্তাকর্ষক বিবরণের প্রতি লেখকের যে আগ্রহ ছিল তাহাই তথ্যউৎস হিসাবে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। ইব্ন আবী ত'াহির বিষয়বস্তুকে যেভাবে সাজাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন উহার সঙ্গে পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিক ত'াবারীর যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। তাঁহার বলিয়া বর্ণিত যে অগণিত উদ্ধৃতি আগানী গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলির সহিত বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা বাগ'দাদের ইতিহাসের অংশসমূহের তথ্যাদির যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়, যদিও কবি সম্বন্ধে তাঁহার রচিত প্রবন্ধের সঙ্গেও সেইগুলি সম্পর্কিত হইতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, তু. আগানী, ৩খ, ২০১, যাহা সম্ভবত তাঁহার আখবারু'ল-মুতাজাররিফাত-এর সঙ্গে সম্পর্কিত)। ইব্ন আবী ত'াহির-এর আর যে একটি গ্রন্থ টিকিয়া আছে তাহা হইতেছে তাঁহার বিরাট সাহিত্য সংকলন কিতাবু'ল-মানৃছূ'র ওয়া'ল-মানজূম-এর একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড; যে খণ্ডে স্ত্রীলোকদের চাতুর্যপূর্ণ উক্তিসমূহ রহিয়াছে। উহা এ. আল-আলফী কর্তৃক কায়রো হইতে ১৩২৬/১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং উহার কিছু কিছু অংশ মুহাম্মাদ কুর্দ 'আলী কর্তৃক রাসাইলু'ল-বুলাগ'া গ্রন্থেও প্রকাশিত হয় (কায়রো ১৩৩১/১৯১৩, ১১৫ প.)। এই গ্রন্থখানিকে অন্যতম উৎসরূপে ব্যবহার করিয়া আবূ হ'ায়্যান আত্-তাওহ'ীদী তাঁহার বাসাইর গ্রন্থ রচনা করেন (কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৩, পৃ. ৬)। বিভিন্ন মহলের সঙ্গে তাঁহার ব্যাপক

ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক থাকিবার ফলে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন যাহা তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাগ্‌দাদে অত্যধিক প্রতিযোগিতামূলক সাহিত্যিক জীবনে তাঁহার আবার অনেক প্রভাবশালী শত্রুও সৃষ্টি হয়। তাদের অন্যতম ছিলেন কবি আল-বুহ্‌তুরী (তু. আস-সূলী, আখবারু'ল-বুহ্‌তুরী, সম্পা. এস আল-আশতার, দামিশ্‌ক ১৩৭৮/১৯৫৮, পৃ. ৭৮, ১১২, ১৩১ প.)। ইব্‌ন আবী তাহির মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাত্রে ২৭-৮ জুমাদা, ১, ২৮০/১৪-১৫ মার্চ, ৮৯৩ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পুত্র আবু'ল-হু‌সায়ন 'উবায়দুল্লাহ্ পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করেন এবং একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি হন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অনেক কম। পিতার রচিত বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থের রচনা তিনি অব্যাহত রাখেন এবং পিতার অংশের সঙ্গে খলীফা আল-মু'তামিদ হইতে আল-মুক্‌তাদির-এর শাসনামলের ঘটনাবলী সংযোজন করেন। আল-মুক্‌তাদির-এর রাজত্বকালে তিনি ইনতিকাল করেন (৩১৩/ ৯২৫-২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-মু'তায্‌য, ত়াবাক়াতু'শ-শু'আরা, কায়রো, ১৩৭৫/১৯৫৬, ৪১৬ প.; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৮খ, ২০৯; (৩) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৪৬ প., (তু. পৃ. ১২৫, ৩০৮); (৪) আল-মারযুবানী, মুওয়াশ্‌শাহ, কায়রো ১৩৪৩ হি., প. ৩৫১ ; (৫) তা'রীখ বাগদাদ, ৪খ, ২১১ প., ১০খ, ৩৪৮; (৬) য়াকূত, উদাবা, ১খ, ১৫২-৫৭; (৭) Keller, History of Baghdad, ভূমিকা; (৮) I. Krackovskiy, Izbr. Socineniya, ৬খ ৩৩৩-৩৬; (৯) Brockelmann, I. 144 S I, 210, 236; (১০) F. Rosenthal, A. History of Muslim historiography লাইডেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩৮৬, ৪২৪; (১১) J. Lassner, JAOS- এ প্রকাশিত, ৮৩ খৃ., পৃ. ৩৮৬, ৪৬০ প.। ইব্‌ন আবী ত়াহির-এর কবিতার নিদর্শনের জন্য দ্র.। (১২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ, ৩৩৩ প.; (১৩) আয্‌-যাজ্জাজী, 'আমালী, কায়রো ১৩৮২ হি., পৃ. ১১০; (১৪) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ্, 'ইক্‌দ, কায়রো ১৩০৫ হি., ২খ, ১৭৪, ১৭৭, ৩খ, ১৪৪, ২৯২ (শেষের অনুচ্ছেদে উপহার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে, সম্ভবত এই বিষয়ে লিখিত তাঁহার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত উপহার বিষয়ক গল্পসমূহ বাগ্‌দাদের ইতিহাস গ্রন্থ এবং আল-মুকতাফীর জীবনী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আর কিছু নেওয়া হইয়াছে 'উবায়দুল্লাহ-এর রচনা হইতে, যিনি আর-রাশীদ ইবনু'য-যুবায়র-এর আয-যাখাইর ওয়াত-তুহ়াফ-এর পরিবর্ধন করিয়াছেন (সম্পা. এস. আল-মুনাজ্জিদ, কুয়েত ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৩১প.); (১৫) আল-মারযুবানী, নূরু'ল-ক়াবাস, R. Sellheim, Wiesbaden ১৯৬৪ খৃ. (Bibl. Isl 23a) পৃ. ১২৬, ৩২৩, ৩৩৯; (১৬) আল-হ়াতিমী, আর-রিসালা আল-মূদিহা, সম্পা. এম. ওয়াই, নাজম, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ১৩২, ১৬১। তাঁহার সমসাময়িক কালের এবং ৪র্থ/১০ম শতকের ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ক বহু গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন (১৭) ইব্‌ন জাররাহ্, ওয়ারাক়া; (১৮) আল-মারযুবানী, মুওয়াশ্‌শাহ (যেখানে 'উবায়দুল্লাহ-এর উদ্ধৃতিও রহিয়াছে); (১৯) আল-ক়ালী, আমালী; (২০) আত-তানুখী, আল-ফারাজ বা'দা'শ শিদ্দা, অধ্যায় ১৩ শেষাংশে (যেখানে তাঁহার ফাদ়াইলু'ল-ওয়ারদ 'আলান-নারজিস হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে); (২১) আবূ আহ়মাদ আল-'আসকারী, মাসূন ইত্যাদি। (মানছূ'র ওয়া'ল-মানজূ'ম গ্রন্থের একাদশ হইতে ত্রয়োদশ অংশের পাণ্ডুলিপির জন্য); (২২) কে. আওওয়াদ, ফিহ্‌রিস্ত মাখতূতাত (বাগদাদের হি'কমা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত), বাগদাদ, ১৩৮৫/ ১৯৬৬, প. ৪০প.)।

F. Rosenthal (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন আবী দাঊদ (দ্র. আস-সিজিস্‌তানী)

ইব্‌ন আবী দীনার (ابن ابی دینار) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন আবি'ল-ক়াসিম আর-রু'আয়নী আল-কায়রাওয়ানী, কায়রাওয়ানের একজন ঐতিহাসিক ১০৯২/১৬৮১ সালে অথবা ১১১০/ ১৬৯৮ সালে "কিতাবু'ল- মু'নিস ফী আখবারি ইফরীকি'য়্যা ওয়া তূনিস" নামে তিউনিসিয়ার একখানা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ১২৮৬/১৮৬১-২ সালে তিউনিসে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ. প্যারিসে ইহা Pellissier ও Remusat কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। ইহা একখানা মধ্যম মানের গ্রন্থ। ইহার রচনাকালের কাছাকাছি যুগের জন্য পুস্তকটির কিছুটা প্রয়োজন থাকিলেও অন্য কোন যুগের জন্য ইহা তদ্রূপ উপকারী নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ A. Bel, Les Benou Ghanya, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., ভূমিকা; (২) Roy, Extrait du catalogue des manuscrits de la Bibliotheque de la Grande Mosqurr de Tunis, তিউনিস ১৯০০ খৃ., নং ৪৯৬০, ৫০; (৩) Brockelmann, II, 457, S II, 682; (৪) F. Bustani, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩০৫।

H. R. Idris (E.I.²) মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

ইব্‌ন আবী দু'আদ (দ্র. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবী দু'আদ)

ইব্‌ন আবী মুসলিম (দ্র. য়াযীদ ইব্‌ন দীনার)

ইব্‌ন আবী যামানায়ন (ابن ابی زمنین) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন 'ঈসা আল-মুররী, আন্দালুসীয় কবি, বিশেষত একজন আইনজ্ঞ, ৩২৪/৯৩৬ সালে এল্‌ভাইরা-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই শহরেই ৩৯৯/১০০৯ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত যে স্বল্প সংখ্যক কবিতা আমাদের কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে সেগুলি অনেকটা ধর্মীয় শ্রেণীর। সেগুলিতে কিছুটা নৈরাশ্যবাদী মনোভাবই প্রকাশ পায় এবং বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। হ়ায়াতু'ল-কু়লূব কাব্যগ্রন্থে উহার পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। যাহা হউক, তিনি মূলত একজন স্বাধীন মালিকী আইনবেত্তা এবং কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতারূপেই সমধিক পরিচিত। গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (র)-এর মু'আত্তার টীকা রচনা, স়াহ়নূন-এর মুদাওওয়ানার একখানি সারসংক্ষেপ, একখানি কিতাব আহ়ওয়ালু'স-সুন্না ও একখানি নীতিসূত্রগ্রন্থ (যাহা আবূ মুহ়াম্মাদ আল-কায়সী ও অন্যগণ ব্যবহার করিয়াছেন) বিখ্যাত ছিল (দ্র. Levi-Provencal, Hist. ESP. Mus., iii, 242 n)। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের কোনটিই টিকিয়া আছে বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাব্বী, বুগ্য়া, পৃ. ১৬০; (২) ইব্‌ন খাক়ান, মাত়মাহ্, পৃ. ৪৯; (৩) ইবনু'ল-ফারাদ়ী, নং ১৬৬৬; (৪) ইবনু'ল-খাত়ীব, 'আ'মালু'ল-আ'লাম, পৃ. ৫২; (৫) মাক়্‌ক়ারী Analectes, ২খ, পৃ. ৩৭৪; (৬) Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ৯৮-৯; (৭) Gonzalez Palencia, Literatura, পৃ. ৬১ ও নির্ঘণ্ট; (৮)

ফুওয়াদ বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, পৃ. ৩১১; (৯) Brockelmann, ১, ১৯১, SII, পৃ. ৩৩৫।

সম্পাদকমণ্ডলী (E.I.2)/ হুমায়ুন খান

ইব্‌ন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী (ابن ابى زيد القيروانى) ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী যায়দ 'আবদি'র রাহ্'মান (৩১০-৮৬/৯২২-৯৬), কায়রাওয়ানের মালিকী মায্'হাবের প্রধান। নাফ্যাওয়ার একটি পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং জন্মস্থান কায়রাওয়ানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞান, সাহিত্যকর্ম, ধার্মিকতা ও সম্পদ খুব শীঘ্রই তাঁহাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যথেষ্ট মর্যাদাবান করিয়া তোলে। তিনি আশ'আরীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। সমসাময়িক কায়রাওয়ানে আশ'আরীয় মতাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তিনি সূ'ফীবাদেরও অনুরক্ত হইয়া পড়েন। সূ'ফীবাদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ও বিশেষত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন। অসংখ্য গ্রন্থ সম্পাদনা, অগণিত ফাতাওয়া প্রদান ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি মালিকী মায'হাবকে সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল করেন এবং সর্বোপরি জনগণের মধ্যে উহার প্রচার করেন। আল-মু'ইযয ইব্‌ন বাদীস-এর অধীনে যীরিয় ও ফাতি'মীদের বিচ্ছেদের ফলে মালিকী মায'হাবের যে চূড়ান্ত বিজয় ঘটে তাহার কৃতিত্ব প্রাথমিকভাবে তাঁহার ও তাঁহার অনুসরণকারী শিষ্যদের। ইঁহাদের মধ্যে আল-ক'াবিসী তাঁহার (ইব্‌ন আবী যায়দের) কাজ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ইব্‌ন আবী যায়দ-এর অসংখ্য ও বিভিন্ন রচনার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অগণিত চিঠিও (Epistles) রহিয়াছে। তাঁহার রচিত সংরক্ষিত গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে ইসলামী বিধি-বিধানের একটি সারসংক্ষেপ আল-'আক'ীদা আও জুম্লা মুখ্তাসারা মিন ওয়াজিবি উমূরি'দ-দিয়ানা, কিয়ামত সম্পর্কে একটি ক'াসীদা (পাণ্ডু. প্যারিস, bibl. Nat. নং ৫৬৭৫) রাসূল (স)-এর সম্মানার্থে লিখিত একটি কবিতা (পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম, নং ১৬১৭), একটি হ'াদীছ'-সংগ্রহ (পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম নং ২খ, ৮৮৮); ধার্মিক আস-সাবা'ঈ (মৃ. ৩৫৬/৯৬৬)-র অনুরোধে আবূ য়াযীদের বিদ্রোহের পূর্বে ১৭ বৎসর বয়স কালে ৩২৭/৯৩৮ সালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রিসালা রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্তমান আকারে তাঁহার চাচাতো ভাই মুহ্‌রিয ইব্‌ন খালাফ (মৃ. ৪১৩/১০২২)-এর নামে উৎসর্গীকৃত। মুহ্‌রিয তখন ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক, পরে তিউনিসের বরেণ্য দরবেশ সীদী মাহ্‌রিয নামে পরিচিত। এই প্রচারমূলক গ্রন্থটি মালিকী মাযহাবের সারসংক্ষেপ। ইহা প্রসিদ্ধ ইসমা'ঈলী কাযী আবূ হানীফা আন-নু'মান বিরচিত দা'আইমু'ল-ইসলামের অনুরূপ গ্রন্থ এবং তখন হইতেই অব্যাহতভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা সমালোচনার বিষয় হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহা কায়রোতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষত ১৩২৩ হি. এ. ডি. রাসেল (A.D. Russell) ও 'আবদুল্লাহ আল-মা'মূন সুহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক মূল পাঠ (Text) ও আংশিক ইংরেজী অনু. First Steps in Muslim Jurisprudence, লন্ডন ১৯০৬ খৃ.; ফরাসী অনু. E. Fagnan, প্যারিস ১৯১৪ খৃ.; মূল আরবী পাঠ ও ফরাসী অনু. L. Bercher, আলজিয়ার্স ১৯৪৫, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খৃ.। তাঁহার প্রধান রচনা হইল কিতাবুন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত আলাল-মুদাওওয়ানা যাহা তাঁহার জ্ঞানসমষ্টি ও মালিকী ফিক্‌হ-এর সারসংক্ষেপ। ইহার প্রকাশনা ও অধ্যয়ন খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে। তাঁহার মুদাওওয়ানা গ্রন্থের সংক্ষেপ (মুখতাসার) প্রথম দিকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে; কিন্তু অচিরাৎ আল-বারাযি'ঈর জন্য ইহা দীপ্তিহীন হইয়া পড়ে। ইব্‌ন আবী যায়দ ছোট মালিক নামে সম্বোধিত হইতেন এবং মালিকী মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাদাতাদের অন্যতম আল-আবহারীর সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার নিজস্ব গৃহেই দাফন করা হয় এবং তাঁহার কবর খুব শীঘ্রই যিয়ারাতগাহে পরিণত হয়, যাহা অদ্যাপি বর্তমান। তাঁহার পুত্র আবূ বাক্‌র আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন আবী যায়দ ৪৩৫/১০৪৩ সালে আল-মু'ইযয ইব্‌ন বাদীস কর্তৃক কায়রাওয়ানের কাদী নিযুক্ত হন। কিন্তু এক ষড়যন্ত্রের ফলে খুব শীঘ্রই তিনি এই নিয়োগ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন নাজী, মা'আলিমু'ল-ঈমান, তিউনিস ১৩২০ হি., ৩খ, ১৩৫-৫২; (২) H. R. Idris, Deux juristes kairouanais de l'epoque Ziride Ibn Abi Zayd et al-Qabisi, in AIEO Alger, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১২১-৯৮; (৩) ঐ লেখক, La Berberie Orientale sous les Zirides, ১-২খ, প্যারিস ১৯৬২ খৃ.; (৪) Brockelmann, S I, ৩০১-২।

H. R. Idris (E.I.2) / মোঃ রেজাউল করিম

ইব্‌ন আবী যার' (ابن ابى زرع) ঃ পূর্ণ নাম আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ আল-ফাসী, ৭১০-৭২০/১৩১০-১৩২০-এর মধ্যবর্তী সময়ে ফেয (Fez)-এ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেখানে ইমাম ছিলেন। তিনি "আল-আনীসু'ল-মুত্তারিব বি-রাওদি'ল-কিরতাস ফী আখ্‌বার মূলকি'ল-মাগ'রিব ওয়া তা'রীখ মাদীনাতি ফাস" শিরোনামে মরক্কোর একখানি ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি সংক্ষেপে রাওদু'ল-কির্‌তাস অথবা কিরতাস নামেও পরিচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির মূল পাঠ বহুবার মুদ্রিত ও ভাষান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি সমালোচনা ও সম্পাদনামূলক (Critical) সংস্করণ মুদ্রণের উদ্যোগ লওয়া হয় নাই।

কিরতাস-এর মূল গ্রন্থ ঃ (মুদ্রিত হইয়াছে) Tornberg, Annales regum Mauritaniae, Upsala ১৮৪৩-৬ খৃ. (ল্যাটিন অনুবাদসহ); ফেজ হইতে বহুবার লিথো ছাপা, ১৩০৩-১৮৮৫ খৃ. মুহ'াম্মাদ আল-হাশিমী আল-ফিলালী দুই খণ্ডে ১৩৫৫/১৯৩৬, রাবাত হইতে সম্পাদনা করেন। তবে এই সম্পাদনা সুচারুরূপে করা হয় নাই।

অনুবাদ ঃ Dombay, Geshichte der mauritanischen konige, Agram ১৭৯৪-৭ খৃ. (জার্মান অনু.); Moura, Historia dos soberanos mahometanos, লিসবন ১৯২৪ খৃ. (পর্তুগীজ অনু.); টর্নবার্গ (উপরে বর্ণিত ল্যাটিন অনু.) Beaumier, Histoire des souverains du Magerb et Annales de la ville de Fes, Paris 1860 (ফরাসী অনু.); Huici, Valencia ১৯৪৮ খৃ. (স্প্যানিশ অনু.)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A Bel, Les Benou Ghanya, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., ভূমিকা; (২) E. Levi-Provencal, Islam d Occident, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., খৃ. ৩৩-৪; (৩) E. F. Gautier, Le passe de l' Afrique de Nord. Les siecles obsurs, প্যারিস ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৬৫-৭৯; (৪) R. Basset, Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat al Anfas, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ১২-৩; (৫) Brockelmann, ২খ, ২৪০-১, S II, ৩৩৯; (৬) 'আবদুল্লাহ কান্নূন (Guennoun) Ibn Abi Zar, মাশাহীর রিজালি'ল-মাগরিব-এ ২৯, বৈরূত ১৯৬১ খৃ.।

H. R. Idris (E.I.2)/ মোঃ রেজাউল করিম

ইব্ন আবী রানদাকা (দ্র. আত-তুশী)

ইব্ন আবী লায়লা (ابن ابى ليلى)ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে প্রখ্যাত দুইজন লোকের উপাধি।

(১) আবূ 'ঈসা 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন আবী লায়লা আল-আনসারী, কূফার তাবি'ঈ,১৭/৬৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইব্ন আবী তালিব এবং অন্য সাহাবীগণের নিকট হইতে শ্রুত হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধে 'আলী (রা)-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন (দ্র. আল-জামাল) এবং ইব্নু'ল-আশ'আছ (দ্র.)-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কিভাবে ইনতিকাল করিয়াছিলেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। হাদীছে'র ইস্নাদে তিনি সাহাবীদের পরেই প্রথম সূত্রের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি প্রায়শই ইব্ন আবী লায়লা আল-আক্বার নামে উল্লিখিত হইতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) বালাযুরী, ফুতূহ, নির্ঘণ্ট; (৩) নাওয়াবী, তাহযীব, ৩৮৯-৯০; (৪) ইব্ন হাজার, ইসাবা, নং ৫১৯২; (৫) তিরমিযী, ২খ, ১৮৯, ২৫৭; (৬) Goldziher, Muh. Stud., ২. ১৪৪।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ উম্মে সালেমা বেগম

(২) তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ'মান ইব্ন আবী লায়লা ৭৪/৬৯৩ সালে (ইব্ন খাল্লিকান) অথবা ৭৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ ১৪৮/৭৬৫ সালে যখন তিনি ইনতিকাল করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ৭২ বৎসর (ইব্ন সা'দ)। তাঁহার পিতার কথা তিনি খুব কমই স্মরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার শিক্ষকরূপে শা'বী ও 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ্) দ্র.-কে উল্লেখ করা হইয়াছে (বুখারী), পরবর্তী জীবনীকারগণ হাদীছে'র ক্ষেত্রে তাঁহার উস্তাদ (বিশেষজ্ঞ) ও শাগরিদদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন আবী লায়লা প্রকৃত হাদীছ প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। যেই কতিপয় হাদীছে'র ইসনাদে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত সেইগুলি হয় ঐতিহাসিক তথ্যধারক বা উপদেশমূলক (ওয়াকী', তাবারী)। প্রথম হইতেই তাঁহার সত্যবাদিতা অস্বীকৃত হয় নাই, বরং হাদীছ বর্ণনাকারী (রাবী) হিসাবে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা স্বীকৃত হয় নাই। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) তাঁহার হাদীছে'র তুলনায় তাঁহার ফিক্হ'কে অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ইব্ন আবী লায়লা উহায়হা ইব্নু'ল-জুলাহ্-এর বংশধর এই দাবী কূফার কাদী হিসাবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পূর্ববর্তী ইব্ন শুব্রুমাঃ ও অন্যরা বোধ হয় অসংগতভাবেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ইব্ন শুব্রুমাঃ রচিত তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছিল, ইহার মূলে ছিল সম্ভবত পেশাগত ঈর্ষা এবং ইব্ন আবী লায়লা ও আবূ হানীফা (দ্র.)-র মধ্যে কিছু বিরোধিতা। কিন্তু এই বিরোধের উৎপত্তি সম্পর্কিত কাহিনীটি (ওয়াকী' ও ইব্ন খাল্লিকান) ইতিহাসসমর্থিত নহে। কেননা ইহাতে ইব্ন আবী লায়লা তাঁহার সমসাময়িক আবূ হানীফাকে একজন "তেজী তরুণ" হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (শাব্ব)। ওয়াকী'তে ইব্ন আবী লায়লার জীবনীর অন্যান্য বিষয়ও কল্পিত; তবে ইহা সম্ভবত সত্য যে, সুফ্য়ান আছ-ছাওরী (দ্র.) তাঁহাকে ও ইব্ন শুব্রুমাকে কূফায় ইসলামী আইনের দুইজন মহাবিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবী লায়লা ১২৩/৭৪১ সালে সাম্প্রতিক নিযুক্ত গর্ভনর 'ঈসা ইব্ন মূসা কর্তৃক কূফার কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি উমায়্যা ও 'আব্বাসীদের অধীনে মৃত্যু পর্যন্ত মোট ৩৩ বৎসর এই দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে খারিজী অন্যায় অধিকারী আদ-দাহ্হাক ইব্ন কায়সের সময় নিজের অনুরোধেই অল্পকালের জন্য অব্যাহতি লাইয়াছিলেন। তখনকার রীতি অনুসারে বিচারের ক্ষেত্রে স্ববিবেচিত মতামত (রায়-এর) উপর নির্ভর করিতেন। উত্তরাধিকার আইন (ফারাইদ)-এর একটি গ্রন্থ তাঁহার নামে আরোপিত হইয়াছে (ফিহ্রিস্ত)। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'ঈসা তাঁহার পরে কূফার কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি ইনতিকাল করেন। ইব্ন আবী লায়লার বিশিষ্ট মতবাদের অনুসারী শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪/৮২০)-র সময় পর্যন্ত কূফাতে বিদ্যমান ছিল।

শাফি'ঈর একটি পুস্তক (কিতাবু'ল-উম্ম, ৭খ, ৮৭ প., হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪২ নং ৯৮৩৮-এ যাহাকে আশ্চর্যজনকভাবে কিতাবু'ল-আস্মা ওয়া'ল-কাবাইল বলা হইয়াছে) ইব্ন আবী লায়লা ও আবূ হানীফার মধ্যস্থ মতপার্থক্যের সহিত সম্পর্কিত এবং ফিক্হী মতবাদের বিশদ আলোচনাসম্বলিত। সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে,ইব্ন আবী লায়লা তাঁহার সমসাময়িক আবূ হানীফার তুলনায় প্রাচীনতর মত পোষণ করিতেন, যে কারণে তাঁহাকে অধিকতর রক্ষণশীল বলা যায়। পরন্তু তিনি আইনের প্রয়োগের প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ইব্ন আবী লায়লার মতবাদে সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আইনগত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সাধারণত আদিম প্রকৃতির, কিছুটা অস্পষ্ট ও অমার্জিত। ফলে অদূরদর্শী ও ফলাফলের দিক হইতে দুর্ভাগ্যজনক। ধারাবাহিক বিন্যাসের প্রচেষ্টা, সাধারণ প্রবণতা ও নীতি তাঁহার সমগ্র মতবাদে পরিব্যাপ্ত। আচার-আচরণে কঠোরতা সম্ভবত তাহার ফিক্হী চিন্তার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। ইব্ন আবী লায়লার সহজাত বাস্তব জ্ঞানের যুক্তি প্রায়ই বিশিষ্ট ইসলামী নীতিসম্মত বলিয়া বিবেচিত। তাহার মতবাদে একজন কাদী হিসাবে তাঁহার অভিজ্ঞতার বহু সংখ্যক নিদর্শন রহিয়াছে, বিশেষত তাহার রক্ষণশীলতার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৬খ, ২৪৯; (২) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, কিতাবু'ল-'ইলাল ওয়া মা'রিফাতি'র-রিজাল, ১খ, আঙ্কারা ১৯৬৩ খৃ., ৮২৮ ও ৮৩৩; (৩) আল-বুখারী, আত্-তা'রীখু'ল-কাবীর, ১খ, ১৮০; (৪) নাওবাখ্তী, ফিরাকু'শ-শী'আ, ৭; (৫) ওয়াকী', আখবারু'ল-কুদাত, ৩খ, ১২৯-৪৯ এবং নির্ঘণ্ট, বিশেষত ৯৫ প., ১০৭, ১০৮; (৬) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২৪৮; (৭) আত্-তাবারী, Annales, নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, কিতাবু'ল- জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, ৩খ, নং ১৭৩৯; (৯) ফিহ্রিস্ত, ২০২ প.; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, S.V.; (১১) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৩ হি., ১খ, ১৬২ (তাবাকাত, ৫খ, নং ১২); (১২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীব, ৯খ, নং ৫০১; (১৩) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ৪খ, ৩৯৬ (৮৯৬৭-এর অন্তে), ৫খ, ৪২ (নং ৯৮৩৮); (১৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ১খ, ২২৪; (১৫) J. Schacht, Origins, নির্ঘণ্ট; (১৬) ঐ, ভূমিকা, ৪৪।

J. Schacht (E.I.[2])/উম্মে সালেমা বেগম

ইব্ন আবী শানাব (ابن ابى شنب) ঃ আলজিরিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় তাঁহার নাম বেন শ্নেব এবং সরকারীভাবে ফরাসী ভাষায় বেন চেনেব, প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-'আরাবী। তিনি আলজিরিয়ার

একজন শিক্ষক এবং আরবী ভাষাবিদ ছিলেন। আলজিরিয়ার অন্তর্গত মিদিয়ার নিকটবর্তী তাকবু নামক স্থানে ১০ রাজাব, ১২৮৬/২৬ অক্টোবর, ১৮৬৯ তারিখে তাঁহার জন্ম এবং ২৭ শা'বান, ১৩৪৭/৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ তারিখে আল্‌জিয়ার্সে তাঁহার মৃত্যু।

তাঁহার কতিপয় পূর্বপুরুষ বুরসার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মিসরে অবস্থানরত তুর্কী সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন এবং তাহাদের অন্তত একজন আলজিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতামহ তুর্কী সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসাবে অবসর গ্রহণের পর ১৮৪০ সালের মে-জুন মাসে আমীর 'আবদু'ল-কা'দির (দ্র. 'আবদু'ল-কাদির আল-জাযাইরী) কর্তৃক মিদিয়া শহর অবরোধের সময় এইখানে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা মিদিয়া শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী একজন ক্ষুদ্র কৃষক ছিলেন এবং তাঁহার মাতাও তুর্কী বংশোদ্ভূত একজন 'বাশ্‌তারযী' ছিলেন।

প্রথমে স্বল্পকালের জন্য তিনি কু'রআনী মক্তবে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইকোলে ফ্রাসেই স্কুলে এবং ইহার পর কলেজ দ্য মিদিয়ায় (বর্তমানে Lycee Ben cheneb) এবং সর্বশেষ এক বৎসর আলজিয়ার্সের নিকটবর্তী বুযারিয়ায় (Bouzarea) অবস্থিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে তাঁহার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৮৮ খৃ., ১৯ বৎসর বয়সে তিনি মিদিয়া হইতে ৩০ কিলোমিটার দূরে জেনদেল নামক মিশ্র কমিউনের তামজারেতে ওয়ামরী-এর "দুয়ার-এ (Douar of wamri) শিক্ষক হন। চারি বৎসর পরে তিনি আলজিয়ার্সের ফাতাহ স্কুলে বদলি হন এবং সেখানে ছয় বৎসর অবস্থান করেন। ফাতাহ স্কুলে অবস্থান তাহার মানসিক বিকাশ ও কর্ম জীবনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। সে সময় তিনি কাসবার মুসলিম শিশুদেরকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। সে সময় তিনি নিজেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেমন লীসী, বহু মসজিদ, ইকোলে দ্য লেটার (Ecole des Lettres) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিদ্বান ব্যক্তিদের বক্তৃতা শুনিতেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়েও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন শায়খ 'আবদু'ল-হ'লীম ইব্‌ন সামায়া (আলজিয়ার্সের একজন 'আলিম), বেন সাদিরা, কাত, ফাগনান্ ও রেনে বাসেত (Rene Bassct)। ইহা ব্যতীত তিনি একদিকে 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, হা'দীছ' বিজ্ঞান, কুলজি বিজ্ঞান ও হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করেন, অন্যদিকে কিছু ল্যাটিন স্পেনীয়, জার্মান, ফারসী ও তুর্কী ভাষাও অধ্যয়ন করেন। তিনি সাফল্যের সহিত আল্‌জিয়ার্সের Ecole des Lettres হইতে 'আরবীতে ডিপ্লোমা, Baccalaureat-এর প্রথম পর্ব ও Brevet পাস করেন। গুটি বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি Baccalaurest-এর দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত যোগ্যতা লইয়া তিনি আলজিয়ার্সের ইকোলে দ্য লেটার নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার শিক্ষক বেন সাদিরার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৯৮ সালের ২২ মে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি কনস্টান্টাইনে মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং প্রথমবারের মত 'আরবী ভাষার নাহ্‌ও, সারফ, আদাব, ফিক্‌হ প্রভৃতি তাঁহার প্রায় সমবয়সী ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করিতে শুরু করেন। কন্‌স্টান্টাইনে তিনি তিন বৎসরের কিছু কম সময় থাকেন। তবে এই সময়ের স্মৃতি তাঁহার নিকট খুব সুখকর ছিল না।

১৯০১ সালের ২০ এপ্রিল তিনি আলজিয়ার্সের মাদ্‌রাসায় বদলি হন এবং ১৯২৬ খৃ. পর্যন্ত সেখানে থাকেন। ১৯০৩ খৃ. ইকোলে দ্য লেটার বিদ্যালয়ে তিনি একই সাথে তিনটি শিক্ষাকোর্স, যথাঃ 'আরবী, ছন্দবিজ্ঞান, আইন সংক্রান্ত দলীল-পত্রাদির অনুবাদ ও কথ্য 'আরবী ভাষার কোর্স পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ইহারও অতিরিক্ত ১৯০৪ খৃ. আলজিয়ার্সে অবস্থিত জামি' সাফীরে হ'াদীছ' গ্রন্থ আল-বুখারীর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হ'াদীছে'র একটি কোর্স পরিচালনা করিতে সম্মত হন।

১৯০৮ খৃ. আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি তাঁহার মাদ্‌রাসার পদ রাখিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculte des Lettres- এ শিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি শিক্ষকতা এবং গবেষণা কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁহার চমৎকার শিক্ষা দান শ্রোতাদের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা অর্জন করে ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকে। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক ও নিবন্ধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অনেক বাড়িয়া যায়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত ওরান, কন্‌স্টান্টাইন, তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে প্রায়ই ভ্রমণে যাইতেন এবং সেই সব জায়গায় কোথাও পরীক্ষকদের বোর্ডে সভাপতির কার্য পরিচালনা করিতেন, কোথাও বা বিজ্ঞান সম্মেলনে কিংবা আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করিতেন। আলজিরিয়ার বাহিরের অনেক প্রাচ্যবিশারদদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। স্পেনের কডেরা ও মিগুয়েল আসিন প্যালাসিওস, ইতালীর ই. গ্রিফফিনি, রাশিয়ার ক্রাচকোভস্কি, মিসরের আহমাদ তায়মূর, তিউনিসিয়ার হ'াসান হু'সানী 'আবদু'ল-ওয়াহহাব, দামিশকের 'আরব একাডেমীর সদস্যবৃন্দ, মরক্কোর 'উলামা সম্প্রদায়, আরও অনেক স্থানের মনীষিগণের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল।

১৯২০ খৃ. দামিশকের 'আরব একাডেমীতে তাঁহার সদস্য নির্বাচিত হওয়া এবং ১৯২২ খৃ. আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁহাকে Docteur es Lettres d' Etat ডিগ্রী প্রদান দ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯২৪ খৃ. তিনি আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculte des Lettres-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান পদে তাঁহার পূর্বসূরী বাসেত-এর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের সপ্তদশ কংগ্রেসে তিনি আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ইব্‌ন আবী শানাব-এর কর্মময় জীবন আলজিরিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এখনও পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ কেহ ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কি ফ্রান্স ও অন্যত্রও তাঁহার মত কর্মজীবন দুর্লভ। যে মানুষটি এই সকল যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি আসলে ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ, অটল ইচ্ছা ও সুদৃঢ় শারীরিক গঠনের অধিকারী যাহা তাঁহাকে একজন অক্লান্ত কর্মী ও সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও গোছালো পণ্ডিতে পরিণত করে।

ফাগনান ও বাসেতের মত পণ্ডিতগণের সাহায্যের ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত কাজের আধুনিক পদ্ধতির ইতিবাচক দিক দ্রুত উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে তিনি খাটো করিয়া দেখেন নাই, সারা জীবন ইহার প্রতি বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাস অথবা পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ঐতিহ্যগত স্টাইল বজায় রাখিয়াছেন এবং একজন নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানদীপ্ত মুসলিম হিসাবে ধর্মীয় আচরণ বিধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলি লেখা চলে। ১৯০৬ ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রচুর লিখিয়াছেন। অতঃপর প্রথম

মহাযুদ্ধকালীন কিছুদিনের জন্য তাঁহার লেখার বিরতি ঘটে। ১৯১৮ ও ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় তিনি আবার লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার রচনার ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত, যেমন অধ্যাপনা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মুসলিম আইন, হ'াদীছ', জনশ্রুতি, লোককাব্য, প্রবাদবাক্য, অভিধান-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দবিদ্যা, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস। ইকোলে নর্মালে (Ecole Normale) নামক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন, ইহার ছাপ তাঁহার রচনাবলীতে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া বিভিন্ন মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের "লেটারস" ফ্যাকাল্টিতে (Faculte des Lettres) যে সমস্ত বিষয়ে তিনি শিক্ষা দান করিতেন তাহা তাঁহার রচনায় বিধৃত হইয়াছে। ধারাবাহিকভাবে তাঁহার রচনাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইলঃ (১) আল-ফার্সী (আবূ যায়দ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আবদি'ল-ক'াদির)-এর আত্‌-তায়সীর ওয়াত-তাশীল ফী যিকরি মা আগফালাহু'শ-শায়খ খালীল মিন আহ'কামি'ল-মুগারাসা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ। অনুবাদ গ্রন্থে ফরাসী নাম ঃ La Plantationa frais communs en droit malekite, in Rev, algerienne, tunisienne et marocaine de droit et de legislation আলজিয়ার্স ১৮৯৫ খৃ., ১৩ পৃষ্ঠা; (২) একজন অজ্ঞাত লেখকের প্রবন্ধ "খাতিমাঃ ফী রিয়াদাতি'স-সিব্‌য়ান ওয়া তা'দীবিহিম ওয়া তা'লীমিহিম ওয়া-মায়ালীকু বিযালিকা"-এর ফরাসী অনুবাদ ও সম্পাদনা। ফরাসী অনুবাদের নাম ঃ Notions de Pedagogie musulmane, in RAfr., ১৮৯৭ খৃ., ২৬৭-৮৫; (৩) Itineraire de Tlemcena la Mekke par Ben Msayeb, Poete Populaire tlemcenien du xviiie s., মূল পাঠ এও ফরাসী অনুবাদ, RAfr., ৪৪খ. (১৯০০ খৃ.) ২৬১-৮২; (৪) আল-গ'াযালী (র) রচিত "শিশুদের শিক্ষা' বিষয়ক একটি প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ (প্রকাশিত তিউনিস ১৩১৪/১৮৯৮) RAfr.-এ ১৯০১ খৃ., ১০১-১০; (৫) Proverbes arabes de l'Algerie et du Maghreb, ৩ খণ্ডে, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.; (৬) De la transmission du recueil de traditions de Bokhary aux habitants d Alger, in Rec. de mam, et de textes publies Par les Professeurs de l Ecole des Lettres et des medersas d algerie, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৯৯-১১৬; (৭) Revue des ouvrages arabes edites ou Publies par les Musulmans en 1322 et 1323 (1904-1905), RAfr- এ, ১৯০৬ খৃ., ২৬১-৯৬; (৮) Notice Sur un manuscrit du ve. s. de l hegire intitule "Kitab Tabaqat ulama Ifriqiya" in JA. 1906, 343-60; (৯) Etude sur les Personnages mentionnes dans l'idjaza du cheikh Abd al Qadir al-Fasi, in Actes du XIVE Congres int. des Orientalistes, প্যারিস ১৯০৭ খৃ., ৪খ, ১৬৮-৫৬০ (৩৬০ জন মনীষী); (১০) L guerre de Crimee et les Algeriens, Poeme populaire de Muhammad b. Ismail (poetc algerois 1820-1870), RAfr.-এ, ১৯০৭ খৃ., পৃ. ১৬২-২২; (১১) De l'Origune dumot chechia, RAfr. এ ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৫৫-৫৬; (১২) কুতরুব-এর সংস্করণ. নাম মুছাল্লাছাত 'আল্লামাতি'ল- আনাম, কামূসুল বালাগা ওয়ানিবরাসিল-আফ্‌হাম, আলজিয়ার্স ১৯০৭ খৃ. (তু, Brockelmann, SI. 161); (১৩) La vie civile musulmane a Alger. in Revue Indigene. ১৭ খ.; (১৯০৭ খৃ.) ৩৩১, ১৯ খৃ., ৪০৮, ২১খ. ২২খ. ৫৭ এবং Annales de l' I.E.O., n. s. i (১৯৬৪ খৃ.), ৭-৩৮ গ্রন্থের নাম La vie civile musulmane a Alger vers 1900; (১৪) Notice sur deux ms. relatifs aux Cherifs de la Zaouia de Tamasluhat RAfr.-এ, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১০৫-১৪; (১৫) De la condition de la femme dapres Le coran et la suna (Sic). Revue Indigene-এ ২৫খ. (১৯০৮খৃ.), পৃ. ১৭৩-৭৭, ২৬খ, ২০৮-১৪; (১৬) ইব্‌ন মারয়াম লিখিত আল-বুস্‌তান, সম্পা. ও ফরাসী অনু., আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., ২ খণ্ডে; (১৭) আল-ওয়ারছীলানী-এর রিহ্‌লা গ্রন্থের সম্পা., আল্‌জিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (১৮) আবূ সা'ঈদ আস্‌-সূসী-এর সম্পাদনা, শিরোনাম ঃ নাজমু'ল মুমতি' ফী শারহি'ল-মুকনি', আলাজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (১৯) Du mariage des musulmans et non-musulmans, in Archives marocaines. ১৫খ, (১৯০৯ খৃ.) ৫৫-৭৯; (২০) Catalogue des manus Crits arebes de la Grande Mosquee d' Alger. আল্‌জিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২১) ফীরুযাবাদীর তাহ'বীরু'ল- মুওয়াশ্‌শীন ফিত-তা'বীর (অন্যত্র ফী মা য়ুকালু) বিসসীন ওয়াশশীন, যে সমস্ত আরবী শব্দের বানানে س অথবা ش উভয়ই ব্যবহার কর যায়, তাহাদের তালিকা) আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২২) মাজমূ'উল-ফাওয়াইদ মিন মানজূমি'ল-মুছাল্লাছাত ওয়া'শ-শাওয়ারিদ এর সম্পাদনা, আল্‌জিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২৩) খারাইদু'ল-'উকূদ ফী ফারাইদি'ল-কুয়ুদ (একই ব্যঞ্জন-বর্ণ- বিশিষ্ট বিভিন্ন শব্দের সম্ভাব্য তিনি প্রকারের উচ্চারণ সম্পর্কে)-এর সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২৪) গুবরীনী-এর 'উনওয়ানু'দ- দিরায়া-এর সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ.; (২৫) ক'াদী 'ইয়াদ লিখিত তারবীবুল মাদারিক ওয়া তাক'রীবু'ল-মাসালিক লি-মা'রিফাত আ'লাম, মায'হাব মালিক-এর সম্পাদনা, Centenario deau nascita di Michele Amari-এর অন্তর্ভুক্ত, Palermo ১৯১০ খৃ., ১খ, ২৫১-৭৬; (২৬) উম্মে হানী রচিত "মহানবী (স) এর সম্মানে কবিতা'-এর সম্পাদনা ও ফরাসী অনুবাদ, RAfr- এ ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৮২-৯০; (২৭) বুরহানুদ্দীন আবূ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'উমার আল-জা'বারী (৬৪০-৭৩২/ ১২৪২-১৩৩২) লিখিত তাদমিছু'ত-তায্‌'কীর ফিত্‌-তানীছ' ওয়াত-তায'কীর এর সম্পাদনা ও ফরাসী রূপান্তর, নাম Poeme didactique sur le feminin, ইহা কামিল ছন্দে রচিত ২৭৩টি শ্লোকের সংকলন, ZA-তে, ২৬খ, (১৯১১খৃ.), ৩৫৯-৮১; (২৮) মিসরীয় সংবাদপত্র আল-মান্‌যার হইতে সংগৃহীত "কালিমাত 'ইলমিয়্যা 'আরাবিয়্যা-এর ফরাসী অনুবাদ, আত্‌-তাক'বীমু'ল-জাযাইরীতে প্রকাশিত, ১৯১১ খৃ., পৃ. ১২৯-৪৭; (২৯) 'আবদু'ল-জাব্বার ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-ফিজীজী, রাওদ'াতু'স-সুলওয়ান, আত্‌-তাক'বীমু'ল-জাযাইরীতে, ১৯১১ খৃ., পৃ. ৭১-৯৪; (৩০) আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আস'বাগ (ইব্‌নু'ল-মুনাসিফ নামে খ্যাত)-এর আল্‌-উরজূযা'ল-আলফিয়্যা অথবা আল-

মুযাহ্‌হাবা সম্পাদনা, আত-তাকবীমু'ল-জাযাইরী, ১৯১২ খৃ., পৃ. ৭১-১২২; (৩১) Observations sur l' emploi du mot tellis son origine, in RAfr., ১৯১২ খৃ., পৃ. ৫৬৬-৭০ ; (৩২) নাজরা ইজমালিয়া ফী তা'রীখ মাদীনাতি'ল-জাযা'ইর, আত্-তাক্'বীমু'ল জাযাইরীতে ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৮৮-৯৪, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১২৯-৩২, এবং 'আবদু'র-রাহ'মান আল্-জীলালী, যিকরা., পৃ. ৫৫-৬১; (৩৩) বূনা, আত্-তাক'ব'ীমু'ল-জাযাইরীতে ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৮১-৮৬, এবং 'আবদু'র-রাহ'মান আল্-জীলালী, পৃ. গ্র., পৃ. ৬২-৬৭; (৩৪) আল-বূনী [মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আস্-সাসী] আল আলফিয়্যা আস্-সুগরা অথবা আদ্-দুররা আল্-মাসূনা ফী 'উলামা ওয়া সুলাহা বূনা, আত্-তাক'বীমু'ল -জাযাইরীতে ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৮৭-১২৮; (৩৫) La Preface d Ibn al-Abbar a sa Takmilat al-Sila, মূল 'আরবী পাঠ, ফরাসী অনু. ও টীকা RAfr-এ, ১৯১৮ খ., পৃ. ৩০৬-৩৫; (৩৬) Sources musulmanes dans la Divine Comedie, RAfr. -এ, ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৪৮৩-৯৩; (৩৭) A Bel--এর সহিত একত্রে ইব্‌নু'ল-আব্বার-এর তাক'মিলাতু'স-সিলা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., ২২খ, ৪৬৮; (৩৮) আবু'ল-'আরাব ও আল্-খুশানীর Classes des Savants de l' Ifrikiya গ্রন্থের সম্পাদনা ও টীকাসহ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ, আলজিয়ার্স ১৯১৫ খৃ. 'আরবী মূল পাঠ, পৃ. ৩০০ ফরাসী অনু. প্যারিস ১৯২০ খৃ., ২ খণ্ডে, পৃ. ৪১৬; (৩৯) Liste des abreviations employees Par les auteurs arabes, RAfr.-এ ১৯২০ খৃ., পৃ. ১৩৪-৩৮; (৪০) E. Levi-Proveneal-এর সহিত একত্রে) Essai de repertoire chronologique des editions de Fes, RAfr.-এ ১৯২০ খৃ., পৃ. ১৫৮-৭৩; ১৯২১ খৃ., পৃ ২৭৫-৯০, ১৯২২ খৃ., পৃ. ১৭১-৮৫, ৩৩৩-৪৭; (৪১) আয'-যাখীরা আস্-সানিয়্যা ফী তা'রীখি'দ দাওলা আল-মারীনিয়্যা গ্রন্থের সম্পাদনা, Bull, de corresp africaine-এর অন্তর্ভুক্ত, ৫৭ খ., ২৩৬ প. ও আলজিয়ার্স ১৯২১ খৃ., পৃ. ২৩৫; (৪২) Mots turks et Persans Conserves dans le Parle d Alger, আলজিয়ার্স ১৯২২ খৃ., পৃ. ৮৭; (৪৩) Abu Dolama, Poete boufon de la cour des Premies Califes abbasides, আলজিয়ার্স ১৯২২ খৃ.; (৪৪) La Preace d Ibn al-Abbar sa a Takmilat al -Sila, RAfr.-এ. ১৯২২ খৃ., পৃ. ১৬৩-৬৪; (৪৫) Notes Chronologiques Principalement sur la Conquete de l' Espagne Parles chrctiens, in Melanges Rene Basset প্যারিস ১৯২৩ খৃ., ১খ, ৬৯-৭৭; (৪৬) বি. বেন সেদিরাকৃত Dictionnaire darabe Parle- এর সংশোধন ও সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯২৫ খৃ., (৪৭) 'আলক'ামা ইব্‌ন 'আবাদার দীওয়ান, আল-আলাম আশ-শানতামারীর টীকাসহ, সম্পা., আলজিয়ার্স ১৯২৫ খৃ.; (৪৮) 'উরওয়া ইব্‌নু'ল-ওয়ারদের দীওয়ান, ইব্‌নু'স- সিক্কীতের টীকাসহ, সম্পা., Biblioteca arabica, ২খ, আলজিয়ার্স ১৯২৬ খৃ.; (৪৯) Du nombre trois chez les Arabes RAfr-এ ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১০৫-৭৮; (৫০) তুহ'ফাতু'ল- আদাব ফী মীযানি আশ'আরি'ল-'আরাব, আলজিয়ার্স ১৯০৬ খৃ., আলজিয়ার্স ১৯২৮ খৃ., প্যারিস ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ১১২; (৫১) আয্-যাজ্‌জাজীর আল্-গোমাল-এর সম্পা., আলজিয়ার্স ১৯২৭ খৃ., প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.; (৫২) La Farisiya ou les debuts de la dynastie hafside par Ibn Qonfod de constantine, in Hesperis, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৩৭-৪৯ : (৫৩) Ibn Khatima, Poete arabe d'Espagne du VIII^{e} s, de l'hegire, ১৯২৮ খৃ., অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের সপ্তদশ কংগ্রেসে ইহা উপস্থাপিত এবং আলজিরিয়ার সংস্কারবাদী 'উলামা সংগঠনের মুখপত্র আশ-শিহাব পত্রিকায় প্রকাশিত, কনসটানটাইন ১৯২৮ খৃ. এবং ইহার প্রথম অংশ 'আবদু'র-রাহ'মান আল-জীলালীর অন্তর্ভুক্ত, পৃ. গ্র., পৃ. ৬৭-৬৯; (৫৪) Quelques adages algeriens Memorial Henri Basset- এর অন্তর্ভুক্ত, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ১খ, ৪৩-৬৮; (৫৫) রায় গারীব ফি'ল-কুরআন মানসূব লি'ল-জাহিজ, ইহা ১৯২৮ সালে রাবাতে অনুষ্ঠিত l'Institut des Hautes Etudes Marocaines- এর কংগ্রেসে পঠিত এবং 'আবদু'র-রাহ'মান আল-জীলালীতে প্রকাশিত; পৃ. গ্র., পৃ. ৫০-৫৪; (৫৬) নাজরা ইজমালিয়্যা ফি'ল-লুগাতিস-সামিয়্যা, ইফ্‌রীকি'য়্যায়, ১৯২৮ খৃ., এবং 'আবদু'র-রাহ'মান আল-জীলালীতে পৃ. গ্র., পৃ. ৪৫-৫০; (৫৭) M. Beaussier-কৃত, Dictionnaire-এর সংশোধন ও সম্পাদনা, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত, আলজিয়ার্স ১৯৩১ খৃ., প্যারিস ১৯৫৮ খৃ.। উপরে বর্ণিত রচনাবলীর অতিরিক্ত তাঁহার অন্য রচনাসমূহের বিবরণ (ক) EI- এর অন্তর্ভুক্ত ৬৩টি নিবন্ধ। ইহাদের মধ্যে ১০টি প্রথম খণ্ডে, ৪২টি ২য় খণ্ডে, ১১টি তৃতীয় খণ্ডে এবং ১টি ৪র্থ খণ্ডে। এই রচনাসমূহের মধ্যে ৪৯টি বিভিন্ন লেখকের জীবনী যাহাদের অধিকাংশই মাগ'রিবী, ১৩টি রচনা 'আরবী ছন্দ বিজ্ঞানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ১টি 'আশীর লিখিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার; (খ) তিনটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য RAAD-এ প্রকাশিত (গা'যযালী অথবা গাযালী), ১৯২৭ খৃ., পৃ. ২২৪; (ঈদাহ ওয়া ইস্‌তীদাহ), ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৬৯০; (আল -জাযাইর) ১৯২৯; (গ) আরব পাঠকদের জন্য বিভিন্ন শ্লোক ও ছন্দোবদ্ধ গদ্যের বিভিন্ন খসড়া রচনা হইতে চয়ন ও সংশোধন 'আবদু'র-রাহ'মান আল-জীলালী, পৃ. গ্র., পৃ. ৩৫প.। মনে হয় ইব্‌ন আবী শানাব তাঁহার কবিতাসমূহ তাঁহার ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্‌কালের মধ্যে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘতম কবিতা ৫৮টি শ্লোকের সমষ্টি এবং ইহাতে নিজদেরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আলজিরিয়াবাসীকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। ২১ শ্লোকবিশিষ্ট অন্য একটি কবিতা রেনে বাসেতের সম্মানে রচিত এবং সর্বশেষে বিভিন্ন শিক্ষিত 'আরব ব্যক্তিবর্গের নিকট লিখিত তাঁহার ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রাদিতে ইব্‌ন আবী শানাব পুরাতন কিন্তু প্রশংসিত ঐতিহ্য অনুসরণে সাজ' বা ছন্দোবদ্ধ গদ্যের রীতি ব্যবহার করিয়াছেন।

তাঁহার রচনাসমূহ নিম্নরূপঃ (ক) 'আরবী মূল গ্রন্থের সম্পাদনা এবং প্রায়ই তাহা ফরাসী অনুবাদ ও টীকা সহকারে, (খ) সেই সময়ের 'আরবীবিদদের রীতি অনুযায়ী ফরাসী ভাষায় মৌলিক গবেষণা, অবশ্য ইহা তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে, কিন্তু 'আরবী রচনাসমূহ ইহার ব্যতিক্রম। তিনি তাহার লেখার মাধ্যমে আলজিরিয়া এবং সমগ্র মাগ'রিবী মুসলিম দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতে এবং ইহার প্রসার ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পসন্দ, অভিরুচি ও বিষয়বস্তু চয়নের মধ্যে এই ইচ্ছার স্পষ্ট প্রকাশ পরিস্ফুট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কনস্টান্টাইন হইতে প্রকাশিত 'আরবী সাপ্তাহিক আন-নাজাহ্'-তে প্রকাশিত মৃত ব্যক্তির জীবনী ও বিজ্ঞাপনসমূহ, নং ৭২২, ৭২৩ , এপ্রিল ১৯২৯ খৃ.; (২) RAfr, ier semestre, 1929 (P. Martino G.Marcais) (৩) JA, ccxiv (১৯২৯) ৩৫৯-৬৮ (A. Bel); (৪) আল্-মুক্তাতাফ, ১ নভেম্বর, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৪২০-২৭; (৫) মুহ'ম্মাদ আস্-সা'ঈদ আয-যাহিরী কর্তৃক লিখিতএবং 'আবদু'র-রাহমান আল-জীলালী কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত "সাফহা মাজীদা মিন হালিল-আদাব ওয়া'ল 'ইল্ম ফিল-জাযাইর, আদ্-দুকতূর আবূ শানাব," পৃ. ৭৯-৮৯; (৬) আলজিরিয়ার উলামা সংঘের পত্রিকা আশ-শিহাব, ৫/১, ২-৩, (১৩৪৭/১৯২৯); (৭) RAAD, ৩খ, এপ্রিল, ১৯৩০, ১০ খ, ২৩৮-৪০ (আত্মজীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত নোট); (৮) 'আবদু'র-রাহ'মান আল জীলালী, যিকরাদ-দুকতূর মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী শানাব, আলজিয়ার্স ১৩৫২/১৯৩৩; (৯) Universite d'Alger-cinquan-tenaire, 1909-1959, আলজিয়ার্স ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৪৬; (১০) F. E. Boustany, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, বৈরূত ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২৯৫; (১১) সা'দুদ্দীন ইব্ন আবী শানাব, আন্-নাহ্দাতুল-'আরাবিয়্যা বিল-জাযাইর ফিন্-নিস্ফি'ল-আওয়াল মিনা'ল-কারনির-রাবি' 'আশার লি'ল-হিজরা, 'জামি'আতু'ল-জাযাইর-এ, মাজাল্লাত্ কুল্লিয়্যাতি'ল-আদাব, নং ১, ১৯৬৪ খৃ., ৫৫ প.।

M. Hadj-Sadok (E.I.^{2})/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্ন আবী শায়বা (ابن ابى شيبة) ঃ আবূ বাক্র 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম (আবূ শায়বা) ইব্ন 'উছ'মান আল্-'আব্সী আল্-কূফী, ইরাকী হ'াদীছ'বিশারদ ও ঐতিহাসিক (১৫৯-২৩৫/৭৭৫-৮৪৯)। তিনি একটি 'আলিম পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ আবূ শায়বা ওয়াসিতের কাযী ছিলেন, কিন্তু তিনি দা'ঈফ (হ'াদীছ'শাস্ত্রে দুর্বল) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন (ইব্ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ৬খ, ৩৯৫)। আবূ বাক্র আর-রুসাফাতে পড়াশুনা করিয়াছেন, জ্ঞানের সন্ধানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং বাগদাদে বসবাসের পর কূফায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার বহু ছাত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ইব্ন মাজা (দ্র.) একজন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহা ফিহ্রিসত-এ তালিকাভুক্ত রহিয়াছে ঃ কিতাবু'ত-তা'রীখ, কিতাবু'ল-ফিতান, কিতাবু'স-সিফফীন, কিতাবু'ল-জামাল, ইতিহাস বিষয়ে কিতাবু'ল ফুতূহ', কিতাবু'স-সুনান ফি'ল-ফিক'হ, কিতাবু'ত-তাফসীর, কিতাবু'ল-মুসনাদ। বিস্ময়কর ভাবে শেষোক্তটি কিতাবু'ল-মুসান্নাফ নামেও পরিচিত। উহা বহু পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান (Brockelmann, পরি, ১, ২১৫; পরি, ১, ২৬০ পৃষ্ঠায় একটি "রাদ্দুন 'আলা আবী হানীফা"-এর উল্লেখ রহিয়াছে, উর্দূ অনুবাদসহ ১৩৩৩ হি. দিল্লীত মুদ্রিত) এবং ইহার পাঁচটি খণ্ডের বিভিন্ন অংশ মুলতানে মুদ্রিত হইয়াছে। মরক্কো (المغرب) ও মুসলিম স্পেনে এই গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। বাকী' ইব্ন মাখ্লাদ (দ্র. প্রাচ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে (কর্ডোভার মুফ্তী আসবাগ ইব্ন খালীলের গুরুতর বিরাগ সত্ত্বেও) স্বয়ং ইহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন (দ্র. E. Levi- Provencal, Hist, ESP. Mus., ৩খ, ৪৪৭-৮) এবং তথায় ইহা 'উলামা পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত (দ্র. ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহ্রাসা, ১৩১-৩; আর-রু'আয়নী, বারনামাজ, ৪৪)। আল-মাগরিব-এ (মরক্কোয়) সাহীহ' বলিয়া স্বীকৃত হাদীছ' গ্রন্থের সংখ্যা ৬ হইতে ১০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছিল আল-বুখারী, মুসলিম, মালিক, আবূ দাঊদ, আন-নাসা'ঈ, আল-বাযযার, আদ-দারাকু'ত্নী, আল-বায়হাকী, ইব্ন আবী শায়বা। সম্ভবত পূর্ববর্তী মুওয়াহ'হিদূন (Almohads) ইহা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক না কেন, ৬২০/১২২৫ সালের পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে আল-মাররাকুশীর (আল-মু'জিব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২৭৯) বর্ণনা অনুযায়ী, আবূ য়ূসুফ য়া'কূ'ব মালিকী মায্'হাবের শ্রেষ্ঠত্ব অবসানকল্পে সালাত এবং তৎসম্পর্কিত সমস্ত হাদীছ' আল-মুসান্নাফাতু'ল- 'আশারা হইতে উদ্ধৃত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন (তু. I. Goldziher, Muh, St. ২খ., পৃ. ২৬৫)।

আবূ বাক্রের ভ্রাতা আবু'ল-হ'াসান 'উছ'মানও একজন হ'াদীছ'-বিশারদ ছিলেন তিনি কিতাবু'স-সুনান ফি'ল-ফিক'হ, কিতাবু'ত- তাফ্সীর, কিতাবু'ল- 'আয়ন ও কিতাবু'ল-মুসনাদ রচনা করেন। তিনি ১৫৬/৭৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৭ অথবা ২৩৯/৮৫১ অথবা ৮৫৩ সালে ইনতিকাল করেন।

'উছমানের পুত্র আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ আরও একটি কিতাবু'স-সুনান ফি'ল-ফিক্হ ও একটি হ'াদীছ'বিশারদগণের ইতিহাস সংকলনের পরে ২৯৭/৯০৯ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত; (১) ইব্ন সা'দ, ৬খ, ২৮৮; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ, ২১১; (৩) ফিহ্রিস্ত, ২২৯, (কায়রো সংস্করণ, ৩২০); (৪) তূ'সী, ফিহ্রিস্ত, ১৮৩, ১৮৫; (৫) খাত'ীব বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ১০খ, ৬৬-৭১; (৬) য'াহাবী, তায্'কিরাতু'ল-হু'ফ্ফাজ, ২খ, ১৯; (৭) ঐ লেখক, মীযানু'ল-ই'তিদাল, ২খ, ৭১; (৮) ইব্নু'ল- ক'ায়সারানী, জাম', ১খ, ২৫৯; (৯) ইব্নু'ল- 'ইমাদ, শায'রাত ২খ, ৮৫; (১০) ইব্ন হাজার, তাহযীব, ৬খ, ২; (১১) ঐ লেখক, আল-আনদালুস, ১৯/১ (১৯৫৪ খৃ.), ১৭; (১২) Brockelmann, পরি,[১] ২১৫, ২৬০; (১৩) এফ., বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ., ৩১৪।

Ch. Pellat (E.I.^{2})/মনোয়ারা বেগম

ইব্ন আবী সার্হ (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ)

ইব্ন আবী হাজালা (ابن ابى حجلة) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া শিহাবুদ্দীন আত-তিলিমসানী, একজন কবি ও গদ্য লেখক। তিনি ৭২৫/১৩২৫ সনে তিলিম্সান নামক স্থানে তাঁহার পিতামহের খানকাহ যাবি'য়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতামহকে 'আবূ হ'াজালা (তিতির-এর পিতা) এই ডাক নামে এই কারণে অভিহিত করা হয় যে, একটি তিতির পাখী তাঁহার জামার আস্তিনে ডিম পাড়িয়াছিল। ইব্ন আবী হ'াজালা কায়রোর উদ্দেশে তিলিমসান ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি হ'াজ্জ সম্পাদন করিয়া দামিশ্ক গমন করেন। তথায় তিনি সাহিত্য (আদাব) বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া বুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্থায়ীভাবে কায়রোতে বসবাস করেন। তিনি বহু সংখ্যক মাক'ামা এবং পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে কিছু সংখ্যক রচনা এখনও বিদ্যমান আছে (দ্র. Brockelmann,)। তিনি কায়রোর বাহিরে একটি সু'ফী খানকা'হ্র অধিকর্তারূপে পরিগণিত হন। কিন্তু সূ'ফীতত্ত্ব অপেক্ষা সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক রচনার দিকে তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সম্মানে ইব্নু'ল-ফারিদ-এর ক'াসীদা অনুকরণে কিছু সংখ্যক ক'াসীদা রচনা করেন; তবে তিনি ইব্নু'ল- ফারিদ-এর ওয়াহ্দাতু'ল-উজূদ (এক সত্তাবাদ) মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি হ'ানাফী মায'হাবের অনুসারী ছিলেন,

কিন্তু হাম্বালী মাযহাবের প্রতি উৎসুক ছিলেন। তিনি ২০ যু'ল-কা'দা, ৭৭৬/২ মে, ১৩৭৫ সনে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন।

তাঁহার প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ঃ দীওয়ানু'স-সাবাবা। ইহাতে তিনি পরবর্তী সমসাময়িক লেখকদের প্রেম ও প্রেমিকদের সম্পর্কীয় কাহিনী ও কবিতা সংকলন করিয়াছেন। যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ ইবনি'ল-'আরাবী (দ্র.)-এর দীওয়ানু'ল-'আশিকীন ইব্ন দাঊদ (দ্র.)-এর কিতাবুয-যাহ্রা, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আন-নাওকাতীর তুহফাতু'য-যিরাফ ও ইব্ন হাযম-এর তাওকু'ল-হামামা ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ১খ, ৩২৯-৩১ (নম্বর ৮২৬); (২) Orientalia, ii, 40; (৩) F. Wustenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, Gottingen 1882, No. 437; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫১ হি. ৬খ, ২৪০; (৫) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel No. 335; (৬) J. Robson, A Chess maqama in the John Rylands Library, John Rylands Library. বুলেটিনে, xxxvi (1953) 111-27, ইব্ন আবী হাজালার অন্যান্য রচনা যাহা টিকিয়া আছে, Brockelmann-এ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, ii, ১৪ (তথায় নং ৮ আত-তিব্বু'ল-মাসনূন ফী দাফ'ইত-তা'উন পৃথক রচনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দাফ'উন-নিক্মা ফি'স-সালাত 'আলা নাবিয়্যির-রাহমা-এর সারাংশমাত্র। SII, 6, no, 10) ও SII, 5-6 (তথায় শিরোনাম সংখ্যা দ্বিতীয় দুরারু'য-যামান ইত্যাদি দাওরু'য-যামান শিরোনাম দ্বারা সংশোধন করা উচিত; অনুরূপ ভুল কায়রোর তালিকায় সংঘটিত হইয়াছে, 2 ivb, 48)ঈওয়ানু'স-সাবাবা-এর উৎসসমূহ সম্পর্কে (ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সম্পাদিত ও সার-সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে), ৩১টি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুসমূহ ও লিসানুদ্দীন ইব্নু'ল-খাতীব (দ্র.) কর্তক রচনার প্রতি সাড়া দেওয়া (যাহা তাঁহার রাওদাতু'ত-তা'রীফ রচনার উপলক্ষ ছিল) সম্পর্কে দেখুন U. Rizzitano, Il diwan as-Sababah dello scrittore magrebino Ibn Abi Hagalah, in RSO xxviii (1953), 35-70

J. Robson and U. Rizzitano (E.I.[2])/মু.মাহবুবুর রহমান

ইব্ন আবী হাসীনা (ابن ابى حصينه) ঃ আবু'ল-ফাতহ আল-হাসান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আবদি'ল-জাব্বার ইবনি'ল হাসীনা আস-সুলামী, 'আদনান বংশোদ্ভূত 'আরবের বিখ্যাত বানূ সুলায়ম গোত্রের একজন যুবরাজ ও কবি। তিনি ৩৮৮/৯৯৮ সালে মা'আররায় (সিরিয়া) জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানেই (যাহা তৎকালে ছিল একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং আল-মা'আররীর মত ইহার সকল জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সম্পদ আহরণ করেন। অতঃপর আলেপ্পোতে তিনি তাঁহার শিক্ষা সমাপন করেন। সেইখানকার সাহিত্যামোদীদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন।

মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি রাহবায় ছিমাল ইব্ন মিরদাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেন। কবিতাটি সুস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। মিরদাসিগণ যখন আলেপ্পোর গর্ভনর (৪১৪ হইতে ৪৭৮/১০২৩ হইতে ১০৮৫ সাল পর্যন্ত)-এর দায়িত্ব পালন করেন তখন তিনি তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। আজীবন তিনি তাঁহাদের গুণাবলীর ও বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। ছিমাল ইব্ন মিরদাস কর্তৃক ফাতিমী খালীফা মুস্তানসির-এর নিকট একটা বিশেষ উদ্দেশে প্রেরিত হইয়া ৪৩৭/১০৪৫ সালে তিনি মিসর সফর করেন। সেইখানে তিনি খালীফা মুস্তানসির-এর উদ্দেশে একটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। পরে অনুরূপভাবে ৪৫০/১০৫৮ সালে আরও একটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। তাঁহার রচিত কবিতা শুনিয়া খুশী হইয়া খলীফা তাঁহাকে রাজোচিত উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে তিনি আলেপ্পোতে একজন আমীর-এর ন্যায় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন। ইব্ন আবী হাসীনা দামিশ্কও সফর করেন। তিনি সেইখানকার সুধীবৃন্দের সহিত মিলিত হন এবং ইহার সুন্দর পরিবেশ ও অবস্থানের প্রশংসা করিয়া কবিতা রচনা করেন। দামিশক শহরের কাদী আবূ য়া'লা হামযা ইবনু'ল-হুসায়ন ইনতিকাল করিলে তিনি একটি সুন্দর শোকগাথা রচনা করেন। ইব্ন আবী হাসীনা সব সময়ই মিরদাসীদের প্রতি অনুগত ছিলেন। ১৫ শা'বান, ৪৫৭/২২ জুলাই, ১০৬৫ সালে তিনি সারূজ-এ ইনতিকাল করেন। ৪৭৩/১০৮০ সালে আলেপ্পো অধিকার করিবার পর শারাফু'দ-দাওলার উদ্দেশে রচিত একখানি প্রশংসামূলক কবিতাকে ইব্নু'ল-আদীম (যুবদা, ২খ, ৭৩) ইব্ন আবী হাসীনার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অবশ্যই ঐ কবিতাটি হয় একই নামের অপর কোন ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন অথবা ইব্ন হায়্যুস (দ্র.)-কে ইব্ন আবী হাসীনা বলিয়া ভুল করা হইয়াছে।

তিনি স্তুতিগাথা, প্রেম-কবিতা, বর্ণনামূলক ও শোকসূচক কবিতাসমূহ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মুখ্যত তিনি স্তুতিমূলক কবিতাই বেশী রচনা করিয়াছেন। উন্নত ভাষা প্রয়োগের জন্য সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। চিরাচরিত প্রচলিত বিষয়বস্তুই তাঁহার কবিতার প্রতিপাদ্য।

ইব্ন আবী হাসীনার দীওয়ান মুহাম্মাদ আস'আদ তালাস কর্তৃক ১৯৫৬ সালে দামিশক হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে তাঁহার কবিতাসমূহ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সেই কবিতাগুলি আবু'ল-'আলা আল-মা'আররী কর্তৃক ভাষ্যসম্বলিত হইয়াছে, যাহাতে প্রতীয়মান হয় তিনি তাঁহার কবিতাগুলি আবু'ল-'আলা আল-মা'আররীর নিকট তাঁহার মন্তব্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দীওয়ান-এর এই সংস্করণটি বাগদাদে প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি (ইরাকী যাদুঘর, নং ১২৬১) এবং এসকোরিয়াল-এর ২৭৫ নং পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া সংকলিত হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই সংস্করণে তাঁহার সম্পূর্ণ রচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কারণ আবু'ল-'আলা আল-মা'আররীর ভাষ্যে কতকগুলি কবিতার প্রথম শ্লোক (مطلع)-এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রকাশিত সংকলনে সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, ২৩৯; (২) য়াকূত, ইরশাদ ১০খ, ৯০-১১৮; (৩) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ, ৪খ, ৫খ, পাণ্ডু., দামিশকের জাহিরিয়্যা লাইব্রেরী, নং ৩৩৬৯ ও ৩৩৭০; (৪) ইব্নু'ল-ওয়ারদী, তা'রীখ, ১খ, ৩৬৫; (৫) ইব্নু'ল-'আদীম, যুবদা, সম্পা. এস. দাহ্হান, দামিশ্ক ১৯৫১-৪ খৃ., ১খ, ২৬৬-২৭১-২, ২খ, ৭৩; (৬) বাগদাদী (ইসমা'ঈল পাশা), ঈদাহু'ল-মাক্নূন, ইসতাম্বুল ১৯৪৫ খৃ. ১খ, ৪৮৪; (৭) 'আমিলী (মুহ্সিন আল-আমীন), আ'য়ানু'শ-শী'আ, দামিশ্ক ১৯৪৮ খৃ., ২৬খ. ২৭৩-৮৪; (৮) যিরিক্লী, আ'লাম, ২খ, ২১২; (৯)

কাহ'হ'ালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৩খ, ২৩৭; (১০) এইচ, জাসির, MMIA-তে, ২৪খ, ৫২৬-৩৬; (১১) এম. জাওয়াদ, MMIA-তে, ৩২খ, ৫৩৩-৯, ৬৮১-৪; (১২) এ, মায়মানী, MMIA- তে, ৩২খ, ৬৯৭; আরও দ্র. (১৩) E.I.[1] শিরো, "মিরদাসিগণ"।

J. Rikabi (E.I.[2])/নুরুল আমিন

ইব্ন আবী হু'যায়ফা (দ্র.মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী হু'যায়ফা)।

ইব্ন 'আম্র আর-রিবাতী (ابن عمرو الرباطى) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আম্র আল-আনসারী, আন্দালুসী বংশোদ্ভূত মরক্কোর কবি ও ফাকীহ, যিনি রাবাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল কাযীর পদ অলংকৃত করিয়া ১২২৪/১৮০৯ সন হইতে মাররাকুশে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। হ'াজ্জে যাত্রার কালে তিনি তিউনিসে বিরতি করেন এবং তথায় কিছু ইজাযা লাভ করেন। তিনি ১০ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১২৪৩/১ অক্টোবর, ১৮২৭ তারিখে হিজাযে ইনতিকাল করেন।

ইব্ন 'আম্র বড় ফাকীহ বা বড় কবি কোনটিই ছিলেন না। তাঁহার রচনাবলী, যাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া একটি "দীওয়ান", একটি "ফাহ্রাসা" ও একটি "রিহ'লা" রহিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয় নাই এবং ইব্নু'ল-ওয়ান্নান (দ্র.)-এর শামাক্মাকি'য়া-এর অনুকরণে লিখিত একটি রচনার কারণেই মূলত তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "আল-'আম্রিয়া" নামে পরিচিত এই রচনাটি ছিল একটি ক'াফিয়া, যাহা ইহার শেষের শ্লোকসমূহে ব্যক্ত ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই প্রধানত সমাদর লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ধাঁচে লিখিত এই ক'াসীদায় লেখক এমন সব অপ্রচলিত বিরল শব্দাবলীর সমাবেশ ঘটান যাহাদেরকে প্রায়শ হু'শী (حوشى) (দ্র.) হু'শ বা অদ্ভুত বলিয়া বর্ণনা করা যায় এবং অলংকারসমৃদ্ধ পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর গুণকীর্তনের প্রয়াস পান, যিনি প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সম্ভবত তাঁহাকে বাতরোগ হইতে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাররাকুশী, আল-ই'লাম বিমান হ'াল্লা মাররাকুশ, নং ৫০৯; (২) কাত্তানী, ফিহ্রিসু'ল-ফাহারিস, ফাস ১৩৪৬/১৯২৭, ১খ, ২০২-৫; (৩) সাইবু, আল-মুনতাখাবাতু'ল 'আবক'ারিয়্যা, রাবাত, ১৯২০ খৃ., পৃ. ৯৫-১০০; (৪) M. Lakhdar, vie litteraire, পৃ. ৩০৬-৯ এবং নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

Ed.(E.I.[2] suppl)/ আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্ন আমাজুর (ابن اماجور) ঃ অথবা ইব্ন মাজুর (ابن ماجور), ফারগানার একটি জ্যোতির্বিদ পরিবারের নাম। এই পরিবার পিতা আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমাজুর আত্-তুর্কী ও তদীয় পুত্র আবু'ল-হাসান 'আলী ও মুফলিহ্' নামক তাঁহার একজন আযাদকৃত দাসকে লইয়া গঠিত ছিল। তাঁহারা ২৭২/৮৮৫ সাল এবং ৩২১/৯৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে বাগদাদ এবং শিরাযে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজ করেন যাহা আংশিকভাবে ইব্ন য়ূনুস কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁহার মনোযোগ একান্তভাবে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চন্দ্রের এই দ্রাঘিমা হিপার্কাস (Hipparchus) (খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) কর্তৃক উল্লিখিত দ্রাঘিমা অপেক্ষা বৃহত্তর। তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্তব্য যাহা চন্দ্রের কক্ষপথের সমতলের বিভিন্নতা সম্পর্কিত তথ্য নির্দেশ করে তাহা আবু'ল-হাসান 'আলীর রচিত গ্রন্থ কতখানি যথার্থ ছিল তাহাই প্রমাণ করে। এই তিনজন জ্যোতির্বিদ আল-বাদী', আল-মামাররাত আল-খালিস, আল-মুখাননার নামক তালিকা সংকলনের ব্যাপারে একত্রে কাজ করেন। সিন্দ-হিন্দের একটি সংকলন যাহা এখন বিলুপ্ত এবং পারসীয় দিনপঞ্জী অনুযায়ী মঙ্গল গ্রহের কিছু ছক তাঁহারা সংকলন করেন। আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ্ দুইটি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন; জাওয়ামি' আহ'কামি'ল-কুসূফায়ন (প্যারিস, Bibl. Nat. ৫৮৯৪ ও Leiden ১১০৭) এবং যাদু'ল মুসাফির (ইব্নুল কিফতী কর্তৃক উদ্ধৃত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২৮০; (২) ইব্নু'ল কিফতী, সম্পা. J. Lippert, ২২০, ২৩১; (৩) A. Sedillot, Proleomenes des Tables Astronomiques d'ologu Beg. i. Paris 1847, xxxv-xl.; (৪) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১, ৩৯৭; (৫) G. Sarton, Introduction to the history of science, i, Baltimore, ১৯২৭ খৃ., ৬৩০; (৬) H. Suter, ৪৯ (নং ৯৯), ২১১ (১৯০০ খৃ.); (৭) ঐ লেখক, Nachtrage und Brichtigungen, in Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, ১৪খ. (১৯০২ খৃ.), ১৬৫; (৮) J. B. T. Delambre, Hist. de lastronomie au Moycn Age, Paris ১৮১৯ খৃ, ১৩৯; (৯) E. S. Kennedy, A survey of Islamic astronomical tables, in Transactions of the Amer, Philosophical society xlvi/2(১৯৫৬ খৃ.) নং ৮, ৬৭, ৭৮, ৭৯, ৯০; (১০) C. A. Nallino, 'ইল্মু'ল-ফালাক, রোম ১৯১১ খৃ., ১৭৫; (১১) M. Steinschneider, in ZDMG, xxiv (১৮৭০ খৃ.), ৩৮৭, নং ৬৭।

J. Vernet (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্ন 'আমির (ابن عامر) ঃ আবূ 'উমার 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির আল-য়াহ্সুবী, কি'রাআতশাস্ত্র (قارى) বিশেষজ্ঞ, যাহার কিরা'আত (দ্র.) প্রামাণ্য সপ্ত কিরাআতের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত, দক্ষিণ 'আরব বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন তাবি'উনদের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (দ্র. তাবি'উন)। তাঁহার কিরাআত-এর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন 'উছ'মান ইব্ন 'আফফান (রা), আবু'দ-দারদা (রা) (দ্র.) এবং অপরাপর স্বল্প বিখ্যাত সাহাবা। তিনি দামিশকে বসতি স্থাপন করেন। এখানে তিনি আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক কর্তৃক কাযীর পদে এবং য়াযীদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ কর্তৃক পুলিস প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কিরা'আত দামিশকের অধিবাসীদের নিকট গৃহীত হয়। তিনি ১১৮/৭৩৬ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে রহিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতা 'আবদু'র-রাহ'মান, বিশেষত য়াহ্য়া ইব্ন আল-হ'ারিছ আল-কিমারী (মৃ. ১৪৫/৭৬২) যাহাকে ইব্ন কুতায়বা (মা'আরিফ ৫৩০) প্রামাণ্য কি'রাআতগুলির পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, অথচ ইব্ন 'আমিরকে কেবল ঘটনাক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কিরা'আত 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন যাকওয়ান (ম্র. ২৪১/৮৫৬) এবং দামিশকের কাযী হিশাম ইব্ন 'আম্মার আস-সুলামী (মৃ. ২৪৫/৮৫৯)-এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে

বর্ণনা করা হইয়াছে। এই একই নামের অন্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তি হইতেছেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন কুরায়য (দ্র.)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো ১৩৪৮ হি., ৪৩-৪; (২) ইব্‌ন জাযারী, কুররা, দ্র.; (৩) দানী, তায়সীর, দ্র.; (৪) ঐ, মুহ্‌কাম, দামিশ্‌ক ১৯৬০, ১৪০, ১৮৮; (৫) ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, সম্পা. মুনাজ্জিদ ২/১, ৫১; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, দ্র.; (৭) 'আসক'লানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৫খ, ২৭৪; (৮) Gesch. des. Qor., iii; (৯) H. Blachere, Introduction au Coran, ১২০।

Ed. (E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্‌ন 'আমীরা (ابن عميرة) ঃ আবু'ল-মুতাররিফ আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-মাখযূমী, লেখক, কবি ও বিচারক। তিনি স্পেনের ভেলেনসিয়াতে রামাদান, ৫৮০/ডিসেম্বর, ১১৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং যি'ল-হা'জ্জ, ৬৫৬ অথবা ৬৫৮/ডিসেম্বর, ১২৫৮ অথবা নভেম্বর, ১২৬০ সালে তিউনিসে ইনতিকাল করেন (ইবনুল-কা'দী-এর জাযওয়াতু'ল-ইক'তিবাস, পৃ. ৭২; তাঁহার পিতামহের নাম 'উমায়রা বলিয়া উল্লিখিত আছে)। তাঁহার পরিবারের আদি বাস ছিল ভ্যালেনসিয়ার নিকটবর্তী আল-সিরাতে (জাযীরাত শুক্‌র)। তিনি আন্দালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট পড়াশুনা করেন। অতঃপর সম্ভবত প্রাচ্যে সফর করেন, যেখানে তিনি ফিক'হ, হা'দীছ এবং সাহিত্য সম্পর্ক প্রভৃত জ্ঞান অর্জন করেন। এখানে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের (মা'কূ'লাত) বিভিন্ন শাখার সহিত পরিচিত হন, যেমন দর্শন, কালাম ইত্যাদি।

প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কিছুকালের জন্য তাঁহার নিজস্ব শহরে বসবাস করেন। এখানে তিনি স্থানীয় মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। এই স্থানেই তিনি ইব্‌নু'ল-আব্বার (দ্র.)-এর সাহিত আজীবন বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। অল্পকাল পরেই তিনি যাতিভায় বিচারক পদে নিযুক্ত হন। ম্যাজরকাতেও তিনি ৬২৭/১২২৯-৩০ সালের দিকে এই পদে সমাসীন ছিলেন বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কেননা আরাগনের প্রথম জেম্‌স (Jaime el conquistador) যখন এই দ্বীপটি অধিকার করেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি পুস্তকে এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকটির নাম জানা যায় নাই, তবে সাধারণভাবে ইহাকে সর্বদাই "কিতাব 'আন-কায়িনাত মাইয়ুরকা" নামে উল্লেখ করা হয়। ইহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ এবং আল-মাক্‌'কারী (Analectes, ii, ৭৬৫-৬); ইহা হইতে দীর্ঘ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেখান হইতে তিনি ভ্যালেনসিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এখানে তিনি একটি মুসলিম শহর হিসাবে ভ্যালেনসিয়ায় শেষ বৎসরগুলির ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন যে পর্যন্ত না ইহা ম্যাজরকা অধিকারের নয় বৎসর পর প্রথম জেমসের নিকট আত্মসমর্পণ করে (১৭ সাফার, ৬৩৬/২৮ সেপ্টেম্বর, ১২৩৮ সালে)। তাঁহার নিজ শহরের পতনের পর তিনি প্রণালী অতিক্রম করিয়া মরক্কোতে গমন করেন এবং দশম আল-মুওয়াহহি'দ খালীফা আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল ওয়াহি'দ আর-রাশীদ (৬৩০-৪০/১২৩২-৪২)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। খলীফা তাঁহাকে তাঁহার অর্থমন্ত্রীর দফতরের (চ্যান্সেলারীতে) সচিব পদে নিয়োগ দান করেন। অল্পকাল পরেই তাঁহাকে হীলানা গোত্রের কা'যী নিয়োগ করা হয় এবং তারপর তাঁহাকে সালীতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী শাসনামলে তিনি মেক্‌নিসে কা'যী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইহার পর তিনি সিউটাতে এবং তথা হইতে ইফরীকিয়্যাতে যান। সেখানে তিনি তিউনিসে হা'ফসী বংশের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে আল-উরবুসে এবং পরে গাবিসে কা'যী পদে নিযুক্ত হন। আল-মুসতানসির বিল্লাহ (৬৪৭-৭৫/ ১২৪৯-৭৬ সালে) তাঁহাকে তাঁহার একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন এবং তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল ২০ যি'ল-হা'জ্জ, ৬৫৮/২৬ নভেম্বর, ১২৬০ পর্যন্ত তাঁহার প্রিয় সভাসদ ছিলেন।

ইব্‌ন 'আমীরা গদ্য ও পদ্য বিপুল পরিমাণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত সূত্রসমূহে প্রভূত পরিমাণ তথ্যের উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এই উপাদানগুলির অধিকাংশই সরকারী চিঠি ও বন্ধুবান্ধবের নিকট লিখিত চিঠির আকারে রহিয়াছে, এমন কি মাজরকার পতন সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির নিকট লিখিত রিসালা (পত্র)। তাঁহার পদ্য রচনা সংযত, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌নু'ল-আব্বারের পদ্য রচনায় এই গুণসমূহ আরও অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাঁহার কাব্য তাঁহার গদ্য রচনা হইতে উৎকৃষ্টতর। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কেবল আত-তিবয়ান ফী 'ইলমি'ল-কালাম (MS. Escorial ২৯৬) নামক গ্রন্থটিই বর্তমান এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই গ্রন্থটি ও মাজরকা সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থটিই তাঁহার রচনা, যদিও তাঁহাকে আরও কয়েকখানা গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আববার, আল-মুক্‌'তাদাব মিন কিতাব তুহ্‌ফাতি'ল-কা'দিম, কায়রো, ১৯৫৭ খৃ., ১৪৫-৫০(একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন, ইহাতে অধিকাংশ গদ্য উদ্ধৃতিই বাদ দেওয়া হইয়াছে); (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিম্‌য়ারী, সম্পাদনা ও অনুবাদ Levi-Provencal, La Peninsule rberique au moyen aye, Leiden ১৯৩৮ খৃ., ৩৩, ৪৮-৫৫, ১০৩-৪, 'আরবী মূল গ্রন্থাংশ; (৩) ইব্‌নু'ল-কা'দী, জাযওয়াতু'ল-ইক'তিবাস, ফাস ১৩১৫ হি., ৭২-৩; (৪) মাক্‌'কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, আযহারু'র-রিয়াদ, কায়রো ১৯৪২ খৃ., ৩খ, ২১৮; (৬) M. M. Antuna, Notas Sober dos mss, escurialenses mal Catalogados in al-Andalus, vi/2(১৯৪১ খৃ.), ২৭১-৬; (৭) Brockelmann, I, ৩৮১; (৮) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪০২; (৯) 'আবদু'ল-মালিক আল-মাররাকুশী, আল-যায়ল ওয়াত-তাক্‌মিলা, Ms. Karawiyyin i, 70 ff.; (১০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শারীফ, আবু'ল-মুতাররিফ আহ'মাদ ইব্‌ন 'আমীরা আল-মাখযূমী, হ'য়াতুহ ওয়া আছ'রুহ, রাবাত, ১৯৬৬ খৃ.।

H. Mones (E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্‌ন 'আম্মার (ابن عمار) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ্‌'মাদ, ফিক্‌'হ-শাস্ত্রবিদ ও কবি। বর্তমানে আলজিরিয়ায় সীদী বেন 'আম্মার নামে পরিচিত। তাঁহার জন্মের তারিখ ও স্থান, শৈশব, যৌবনকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি আবূ হা'ফস 'উমার ইব্‌ন 'আক'ীল (অথবা 'উকায়ল) আল-য়া'আলাবী (Sic) অথবা আল্‌-বা'আলাবী (সম্ভবত আল্‌-য়া'লাবী অর্থাৎ বানূ ওয়ালা নামক গোত্রের ক্ষুদ্রতর শাখা) আল্‌-মাক্কী (মৃ. ১১৭০/১৭৫৬)-এর নিকট হা'দীছে'র শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইব্‌ন 'আম্মার একাধিক শিক্ষকের নিকট বিশেষভাবে সা'হীহ' আল-বুখারী অধ্যয়ন করেন। উক্ত শিক্ষকগণ তিলিমসানের প্রাক্তন মুফতী আবূ 'উছ'মান সা'ঈদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-মাক'কারী (৯২৮/১৫২১-১০১১/১৬০২)-র সহিত সনদের

মাধ্যমে সম্পর্কিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মুহ'াম্মাদ নাসি'র আদ্-দার'ঈর শাগরিদ আবূ 'আবদিল্লাহ আল্-সুনাওয়ার আত-তিলিমসানীর দ্বারা শাযি'লিয়্যা তারীক'ায় দীক্ষিত হন। মিসরীয় শিক্ষক 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আল-'আফীফীর সূ'ফীতত্ত্বের শিক্ষা তিনি আরও কতিপয় শিক্ষকের নিকট লাভ করেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক, বিশেষত মুওয়াশশাহাত নামক কাব্য রচনার রীতি পদ্ধতির শিক্ষা তিনি যেই সকল শিক্ষক হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন আলজিরীয় শিক্ষক আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ আল-মানজালাতি ও আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী, যিনি বর্তমানে আলজিরিয়ায় সিদি বেন লী (Sidi Ben li') নামে পরিচিত।

১১৬৬/১৭৫২ সালে তিনি হ'াজ্জ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং ছয় বৎসর কায়রোতে অবস্থানের পর জীবনের শেষ দিনগুলি মুজাবির হিসাবে অতিবাহিত করিবার উদ্দেশে হিজায গমন করেন। কিছু তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ১২০৪/১৭৮৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১২০৪/১৭৮৯ হইতে ১২১১/১৭৯৬ সালের মধ্যে তিনি মক্কা শারীফে ইনতিকাল করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছুই জানা যায় না। আলজিরিয়ায় তিনি দীর্ঘকাল মালিকী মাযহাবের মুফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তথায় হ'াদীছ' শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার শিষ্য ও তাঁহার নিকট হইতে রিওয়ায়াতকারীদের মধ্যে আহ'মাদ আল্-গ'াযযাল আল-জাযাইরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার বিশ পঙক্তির একটি কাসীদায় ইব্‌ন 'আম্মারের জ্ঞানের প্রসারতা ও শিক্ষা দানের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) কবিতার একটি দীওয়ান; (২) লিওয়াউ'ন-নাস'র ফী ফুদ'লা'ইল-'আস'র; (৩) রিসালা ফি'ত'-ত'ারীক'াতি'ল-খালওয়াতিয়্যা; (৪) নিহ্'লাতু'ল-লাবীব বি-আখবারির-রিহ্'লা ইলা'ল-হ'াবীব।

শুধু শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকাটি অবশিষ্ট আছে। এই সম্পর্কে ইহার অধিক কিছুই জানা যায় না। প্রধানত শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা হইতে আমরা ইব্‌ন 'আম্মারের ব্যক্তিত্ব ও রচনার মান সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত মন্তব্যাদি করিতে সক্ষম হইয়াছি। নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি ছিলেন তাঁহার যুগের 'আলিম, ফাকীহ, আদীব (সাহিত্যিক), কবি এবং কতকটা সূ'ফী মতাবলম্বী ব্যক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের মানবতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ইসলামী 'আরবকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার ঔৎসুক্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। মুফতী হিসাবে তিনি ইবনু'ল -জাযারী (দ্র.), ইব্‌ন মারযূক (দ্র.), আর-রাস'সা আল-ওয়ান্‌শারীসী (দ্র.) প্রমুখকে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করিতেন। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি আশ্-শাক্‌রাতিসী, আত্-তানাসী, য়াহ্'য়া ইব্‌ন খাল্‌দূন,আল্-কায়সী, ইবনু'ল-খাত'ীব ও ইব্‌ন যাম্‌রাককে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাকে আল-ফাত্‌হ' ইব্‌ন খাক'ানের শাগরিদ হিসাবে গণ্য করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন 'আম্মার, নিহ'লাতু'ল-লাবীব বি-আখবারি'র-রিহ্‌লা ইলা'ল-হাবীব, আলজির্য়াস ১৩২০/১৯০২; (২) ওয়ারছ'ীলানী, রিহ্‌লা, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (৩) Joachim de gonzales, Essai chronologique Sur les musulmans celebres de la ville d' Alger, আলজিয়ার্স ১৮৬৬ খৃ.; (৪) হ'াফ্‌নাবী, তা'রীফু'ল-খালাফ বি-রিজালি'স-সালাফ, ২ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯০৯; (৫) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহ্‌রিসু'ল-ফাহারিস ওয়া'ল-আছ'বাত, ফেজ, তা. বি.; (৬) M. Hadj-Sadok, Le mawild dapres le mufti-poete d' Alger, Ibn Ammar, Metanges Louis Massignon, Damascus 1957।

M. Hadj -Sadok (E.I.[2])/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইব্‌ন 'আম্মার (ابن عمار) ঃ আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আম্মার ইব্‌ন হু'সায়ন ইব্‌ন 'আম্মার, আন্দালুসের 'আরব কবি ও মন্ত্রী। ৪২২/১০৩১ সালে সিল্‌ভেস-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে এক দরিদ্র ও অখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে য়ামানী বলিয়া দাবী করিলেও আসলে তাহা সন্দেহপূর্ণ ছিল। সিল্‌ভেস (Silves)-এ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কর্ডোভায় সাহিত্যের উপর উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য পৃষ্ঠপোষকের খোঁজে সমগ্র স্পেন ভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রথম স্তুতিমূলক কবিতা মূল্যায়ন করিতে কেহই উদ্যোগী হন নাই। এই সমস্ত স্তুতি কাব্যে আন্দালুসিয়ার বিভিন্ন সামন্ত রাজার প্রশংসা মোটেই ফলবতী হয় নাই। তাঁহার যৌবনের এই কাব্যকর্ম বিনষ্ট করিতে তিনি মনস্থ করেন। ৪৫৫/১০৫৩ সালে তিনি সেভিলে (اشبيلية) পৌছেন এবং সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা আল-মু'তাদিদ (দ্র.)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। আল-মু'তাদিদ বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া নিজের সম্পর্কে প্রশংসামূলক কিছু লেখাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এই সুযোগে ইব্‌ন 'আম্মার আল-মু'তাদি'দকে সম্বোধন করত এক প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। ইহাতে তিনি আল-মু'তাদি'দের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেন, বর্বর শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং তাঁহার প্রতিভা যে পুরস্কৃত হওয়া উচিত সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেন। আল-মু'তাদি'দ এই প্রশংসায় পুলকিত হইয়া ইব্‌ন 'আম্মারকে সভাকবি পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার আনন্দ-সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার জীবনের কর্মধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক ঘটনা ছিল যাহা সব সময়ে 'আব্বাদিদগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল। শাহী দরবারে তিনি শাহযাদা মুহ'াম্মাদের বন্ধুতে পরিণত হন। শাহযাদা সিলভেসের শাসনকর্তা নিয়োজিত হওয়ার পর তিনি এইখানে তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুর ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে অপপ্রচার করিতে থাকেন। এই দুই যুবক সম্পর্কে অসন্তোষজনক সংবাদ রটিতে লাগিল। আল-মু'তাদিদ তাঁহাদের বন্ধুত্বে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পুত্রকে তিনি পুনরায় সেভিলে ডাকিয়া পাঠান (৪৫০/১০৫৮) এবং কবিকে রাজ্য ত্যাগ করার আদেশ দান করেন। ইব্‌ন 'আম্মার সারাগোসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি সেভিলের শাসনকর্তা এবং তাঁহার মন্ত্রী ইব্‌ন যায়দূনকে (দ্র.) সম্বোধন করিয়া কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের দয়া অর্জন করার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি আল-মুতাদিদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার বন্ধু মুহ'াম্মাদের অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং (যিনি আল-মু'তামিদ উপাধি ধারণ করেন) ৪৬১/১০৬৯ সালে সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি তাঁহাকে সেভিলে পুনরায় ডাকিয়া পাঠান।

তখন হইতে ইব্‌ন 'আম্মার কাব্য রচনা ত্যাগ করিয়া নিজেকে রাজনীতিতে নিয়োজিত করেন। ইহার ফলে তিনি মুসলিম স্পেনে রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রত্যাবর্তনের পর শীঘ্রই তিনি সিলভেসের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন এবং পরবর্তী সময়ে আল-মু'তামিদের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ৪৬২/১০৭০ সালে তিনি সেভিল

রাজ্য কর্ডোভা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজে ব্যাপৃত হন, যাহা পরবর্তী সময়ে রাজধানীতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্‌ন যায়দূনকে সেভিলে ফেরত পাঠাইয়া তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হন। তিনি তাঁহার বিরোধী ই'তিমাদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করেন এবং শাসনকর্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া কার্যত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি খৃষ্টানদের অর্থাৎ ৬ষ্ঠ আলফোনসোর সমর্থনের ভিত্তিতে তাঁহার ক্ষমতার বিস্তৃতির জন্য একটি নীতি গ্রহণ করেন। স্বীয় ক্ষমতার প্রসারের উদ্দেশে তিনি ৬ষ্ঠ আলফোন্সের সহিত সেভিলের সম্পর্কে জোরদার করেন। ফলে তিনি রাজদ্রোহীরূপে বিবেচিত হন। ৬ষ্ঠ আলফোনসোর সহায়তায় নৈপুণ্যের সহিত সৈন্য পরিচালনা করা সত্ত্বেও তিনি গ্রানাডা দখল করিতে সমর্থ হন নাই এবং মারসিয়া (Tudmir)-এর বিরুদ্ধেও তাঁহার প্রথম অভিযান তেমন সফল হয় নাই। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে শহরটি দখল করার পরিকল্পনার অংশ ছিল। সুতরাং ইব্‌ন রাশীকের সহায়তায় ৪৭১/১০৭৮ সালে তিনি মারসিয়া দখল করিতে সক্ষম হন এবং নিজেকে মারসিয়ার স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করেন। এই বিজয়ের সুযোগে মারসিয়ার শাসনভার ইব্‌ন রাশীক-এর হাতে অর্পণ করত তিনি টলেডোর দিকে যাত্রা করেন। এইদিকে ইব্‌ন রাশীক তাঁহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ইব্‌ন 'আম্মার সারাগোসায় মু'তামিদ ইব্‌ন হূদ (দ্র.)-এর নিকট পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষে তিনি একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি সেগুরা নামক স্থানে বন্দী হন (রাবী'উল-আওয়াল, ৪৭৭/আগস্ট, ১০৮৪) এবং তাঁহাকে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। কার্যত তিনি কবিতা রচনায় ফিরিয়া আসেন। বন্দী অবস্থায় তিনি আল-মু'তামিদের করুণা ও সাহায্য লাভের আশায় অত্যন্ত মর্মন্তুদ ভাষায় আবেদনমূলক কিছু কবিতা রচনা করেন। কিন্তু মু'তামিদের তখন অনেক বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। এইজন্য ইব্‌ন 'আম্মারকে মুক্তি দানের পরিবর্তে তিনি তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার উদ্দেশে তাঁহাকে ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইব্‌ন 'আম্মারকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কর্ডোভায় লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানে তাঁহাকে একটি গর্দভের পৃষ্ঠে বসাইয়া রাস্তায় ঘুরান হয়। অতঃপর তাঁহাকে সেভিলে নিয়া যাওয়া হয়। সেভিলে তিনি অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ও অপমানকর জীবন যাপন করেন। ইব্‌ন 'আম্মারের পক্ষ হইতে বাধা আসা সত্ত্বেও আল-মু'তামিদ তাঁহার সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকেন এবং কারাগার হইতে ইব্‌ন 'আম্মারের আবেদনমূলক কবিতার আহ্বান তাঁহাকে পুনরায় প্রভাবিত করিতে পারে নাই। এতদসত্ত্বেও যে সমস্ত কবিতা দ্বারা তিনি তাহার প্রাক্তন বন্ধুর অন্তর বিগলিত করার চেষ্টা করেন সেইগুলি প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে এবং আল-মু'তামিদের অনুভূতিকে যথার্থভাবে স্পর্শ করে। এক সময় তিনি তাঁহার অভিযোগ প্রত্যাহার করত ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইব্‌ন 'আম্মার এমন মারাত্মক ভুল করিয়া বসিলেন যাহা তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রুদেরকে সুযোগ করিয়া দিল, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন যায়দূনের পুত্র প্রতিশোধ নেওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আল-মু'তামিদ রোষান্বিত হইয়া কুঠারের আঘাতে ইব্‌ন 'আম্মারের মস্তক ছিন্ন করেন (৪৭৯/১০৮৬)।

ইব্‌ন 'আম্মার তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্পেনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার মেধা, বিশেষ করিয়া তাঁহার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছিল। তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে, মানুষকে কিভাবে সুন্দর ব্যবহার এবং মধুর আলাপ-আলোচনার দ্বারা মুগ্ধ করা যায়। আল-মু'তামিদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার কঠোরতার সহিত বিচার্য হইলেও তাঁহার কবি প্রতিভার স্বীকৃতি উক্ত সমালোচনা দ্বারা বাধাগ্রস্ত নহে। তাঁহার কবিতা অনুপ্রেরণায় একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও দক্ষতাপূর্ণ বাক্য প্রয়োগে বিন্যস্ত, বিতর্কের ঊর্ধ্বে ও মৌলিক ছিল। কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলি কটু ছিল এবং তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতায় সাহসিকতার অভাব ছিল।

তাঁহার দীওয়ান স্পেনে বহুল পঠিত। আবূ ত'াহির মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আত্-তামীমী ও আবু'ল-ক'াসিম আশ-শিব্‌লী নামক দুইজন সমালোচক উক্ত দীওয়ান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা এখন পাওয়া যায় না। অন্য দিকে ইব্‌ন বাস্‌সাম তাঁহার নুখ্‌বাতু'ল-ইখতিয়ার ফী আশ'আর যি'ল-বিজারাতায়ন ইব্‌ন 'আম্মার শীর্ষক সংকলনে ইব্‌ন 'আম্মারের যে সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন সেইগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। এই সংকলনও এখন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি স'ালাহু'দ্দীন খারিস সোরবোনে ১৯৫৩ খৃ. ইব্‌ন 'আম্মারের কবিতা These Compementaire নামক পুস্তকে পুনর্বিন্যস্ত করিয়াছেন; তাহা ছাড়া তিনি These principale on La vie litteraire a Seville au xe Siecle নামক পুস্তকে একটি দীর্ঘ অধ্যায় ইব্‌ন 'আম্মারের আলোচনায় উৎসর্গ করিয়াছেন। ইব্‌ন 'আম্মার সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আম্মার আল-আন্দালুসী শিরোনামে ১৯৫৭ সালে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal, Les Memoires de Abd Allah, dernier roiz iride de Grenade, in al Andalus, III-IV (১৯৩৫-৬ খৃ.), সূচীপত্র; ইব্‌ন বাস্‌সাম, যাখীরা, ২ (Ms); (২) ইব্‌ন খাক'ান, কালা'ঈদ, ৮৮-৯৯, ইব্‌নু'ল-'আব্বার, Hulla, apnd dozy, Scriptorum arabum loci de abbadidis (Munis ed., index); (৩) Ibn Khallikan iv; Marrakushi, Muidjub, index; (৪) Ibn Said mughrib, index; Makkari, analectes, index; (৫) Ibn Dihya, Mutrib; (৬) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আল-ইস্‌ফাহানী, খারীদাতু'ল-ক'াস্‌র, Ms Paris ৩৩৩০; (৭) dozy, Hist, Mus. Esp[2], iii,83-117 and references there given; (৮) A. Gonzalez Palencia, Literature[2], 75-8; (৯) A. Dayf, Balaghat al-Arab fil Andalus, Cairo 1342/1924 iii,20; (১০) H. Pere, Poesic Andalouse, index.

Ch. Pellat (E.I.[2])/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইব্‌ন 'আম্মার (দ্র. 'আম্মার, বানূ)

ইব্‌ন 'আযযূয (ابن عزروز) : সীদী বাল্লা (سيدى بلا) নামে অভিহিত, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-কু'রাশী আশ-শাযি'লী আল-মাররাকুশী, মাররাকুশের জনৈক মুচি, যাহার প্রতি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকার আরোপ করা হয় এবং যিনি ১২০৪/১৭৮৯ সনে পুণ্যের খ্যাতিসহ মৃত্যুবরণ করেন। স্বীয় বাসস্থান বাব 'আয়লান-এ অবস্থিত তাঁহার কবরে ইহার রোগ নিরাময় করিবার খ্যাতির কারণে অনবরত দর্শনার্থীদের সমাগম হইত। অতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও ইব্‌ন 'আযযূয প্রচুর সংখ্যক রচনা রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন, যেইগুলি প্রধানত তাস'াওউফ ও

অতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত। তবে তাঁহার রচনাবলীতে কদাচিৎ মৌলিকত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহার কোনটিই কোন প্রকাশককে উৎসাহিত করিতে পারে নাই। যদিও তাঁহার "য'হাবু'ল-কুসূফ ওয়া নাফয়ুজ্‌-জুলুমাত ফী 'ইলমিত-তিব্ব ওয়া'ত-তাবা'ই ওয়া'ল-হি'কমা" (ذهاب الكسوف ونفى الظلمات فى علم الطب والطبائع والحكمة) চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক সূত্রসমূহের একটি জনপ্রিয় সংগ্রহ (দ্র. L. Leclerc, La chirurgie d A bulcasis, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., ২খ, ৩০৭-৮; H. P. J. Renaud, Initiation au Maroc-এ প্যারিস ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ১৮৩-৪) মরক্কোতে সফলতা লাভ করিয়াছিল। ভেষজ উদ্ভিদসমূহের উপর লিখিত তাঁহার "কাশফু'র-রুমূয" (كشف الرموز)-ও সমভাবে সুবিদিত। তাসাওউফ সম্পর্কে লিখিত তাঁহার তিনটি রচনার মধ্যে তানবীহু'ত-তিলমীয' আল-মুহ'তাজ (تنبيه التلميذ المحتاج) সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক। কারণ ইহাতে শারী'আ ও হ'াকীকা (দ্র.)-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস রহিয়াছে। পরিশেষে প্রাকৃত বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে তাঁহার লুবাবু'ল-হি'কমা ফী 'ইলমি'ল-হু'রূফ ওয়া 'ইলমি'ল- আসমা 'আল-ইলাহিয়্যা (لباب الحكمة فى علم الحروف وعلم الاسماء الالهية) ব্যবহারিক যাদুবিদ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত যাদুবিদ্যার উপর একটি পুস্তিকা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সীদী বাল্লার রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দ্র. (১) Brockelmann, পরিশিষ্ট ২, ৭০৪, ৭১৩; (২) M. Lakhdar, vie litteraire, পৃ. ২৫৩-৬; আরও দ্র.; (৩) ইব্‌ন সুদা, দালীল মুআররিখি'ল-মাগরিব আল-আক'সা, কাসাব্লাংকা, ১৯৬০ খৃ. ২খ, ৪৪৬, ৪৪৯; (৪) আ. গান্নুন, আন-নুবূগ্‌'ল-মাগ্‌'রিবী, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ১খ, ৩০৪-৫, ৩১০।

Ed. (E.I.[2] Suppl.)/ আবূ মুহাম্মদ আসাদ

ইব্‌ন 'আযারী (দ্র. ইব্‌ন 'ইযারী)

ইব্‌ন আরতাত (দ্র. ইব্‌ন সায়হ'ান)

ইব্‌ন আরাফা (ابن عرفة) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ আল-ওয়ারগাম্মী (৭১৬/১৩১৬-৮০৩/১৪০১), বানূ হাফস' শাসনাধীন তিউনিসিয়ার মালিকী মায'হাবের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি জাতিতে বার্বার, দক্ষিণ-পূর্ব তিউনিসিয়ার অধিবাসী। তিনি ইব্‌ন 'আবদি'স-সালাম ইব্‌ন সালামা, ইব্‌ন হারূন আল্‌-কিনানী, 'উমার ইব্‌ন কাদদাহ, ইবনু'ল-জাব্বাব, ইব্‌ন আনদারাস ও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-আবুলী প্রমুখ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিউনিসের শাহী মসজিদের ইমাম ও মুফতী হইবার পর তাঁহার জ্ঞান ও গুণাবলী তাঁহার নিজ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহার প্রধান অনুসারী বা শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন আল-গুবরীনী, আল-বুরযুলী, আল-উব্বী ও ইব্‌ন নাজী। তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ইব্‌ন খালদূনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। অন্য হ'াফ্‌সী ফাকীহদের মত তিনি আইন ও সামাজিক রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মালিকী মায'হাবের পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁহার হু'দূদ (সংজ্ঞাবলী) শীর্ষক রচনা চিরায়ত মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আর -রাসসা ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি ঐ ভাষ্যে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতা সহকারে বাহুল্যবর্জিত ও যথাযথভাবে বিচারগত ধারণাগুলির সংজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহার চিরায়ত রচনাবলীর মধ্যে ফিক্‌হ আল-মাব্‌সূত বা আল-মুখতাসারু'ল-কাবীর এখন প্রায় বিস্মৃত। এইগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Brunschvig, La Berberie. Orientale Sous les Hasfsides, ii, Paris 1947; (২) ইব্‌ন মারয়াম, কিতাবু'ল-বুসতান, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., ফরাসী অনু. আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris(E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

ইব্‌ন 'আরাবশাহ (ابن عربشاه) ঃ আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম শিহাবুদ্দীন আবু'ল-'আব্বাস আদ-দিমাশকী আল-হ'ানাফী আল-'আজামী, জ. ৭৯১/১৩৯২ সনে দামিশকে। তীমূর দামিশক জয় করিয়া ৮০৩/১৪০০-১ সনে যখন উহার অনেক বাসিন্দাকে সঙ্গে লইয়া সামারকান্দে যান (তু. Vita Timuri, Manger, Leeuwaarden 1767-72, ২খ, ১৪৩ প.), তখন ইব্‌ন 'আরাবশাহ তাঁহার পরিবারের সঙ্গে সেইখানে নীত হন। তথায় তিনি আল-জুরজানী, আল-জাযারী ও অন্যান্য শিক্ষকের নিকট ফারসী, তুর্কী ও মঙ্গোল ভাষা শিক্ষা করেন। ৮১১/১৪০৮-৯ সনে তিনি মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত খাতায় গমন করেন। সেইখানে তিনি আশ-শিরামীর নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি খাওয়ারাযম ও দাশত (সিরিয়া ও হ'াজ্জী তারখান-এ) অঞ্চলে গমন করেন। সেইখানে ৮১৪/১৪০৯-১০ সন অবধি অবস্থান করেন (Vita Timuri, ১খ, ৩৭৬)। তিনি ক্রিমিয়া হইয়া এডিরনে (Edirne) নগরীতে উপস্থিত হন। এইখানে তিনি 'উছ'মানী সুলত'ান ১ম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন বায়াযীদ-এর বিশ্বাসভাজন হন। তিনি সুলত'ানের জন্য কতিপয় গ্রন্থ তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন (আল-'আওফী, জামিউ'ল-হি'কায়াত ওয়া লামি'উর-রিওয়ায়াত, হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ২খ, ৫১০; আবুল-লায়ছ, তাফসীর, হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ৩৫২; দীনাওয়ারী, তা'বীর, হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ৩১২) এবং কাতিবু'স-সিরর (আপ্ত-সবিচ) পদমর্যাদায় 'আরবী, তুর্কী, ফারসী ও মঙ্গোল ভাষায় সুলত'ানের পক্ষে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৮২৪/১৪২১ সনে আলেপ্পো নগরীতে এবং ৮২৫/১৪২২ সনে দামিশকে বন্ধু আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-বুখারীর নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন (Vita Tumuri, ১খ, ৩২)। ৮৩২/১৪২৯ সনে তিনি হ'াজ্জব্রত পালন করেন। ইহার পর ৮৪০/১৪৩৬ সনে তিনি দেশান্তরী হইয়া কায়রো গমন করেন। সেইখানে তিনি অন্যান্যের মধ্যে আবু'ল-মাহাসিন ইব্‌ন তাগরীবিরদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং ৮৫৪/১৪৫০ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আজাইবু'ল-মাকদূর ফী নাওয়াইব তীমূর সর্ব প্রধান (হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ১২২ প.; Brockelmann-এ সংস্করণ সমূহ, ১১১০/১৬৯৮ সনে আল-মুরতাদা নাজমী যাদে আল-বাগ'দাদী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত, হ'াজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৯০; ৬খ, ৫৪৪)। উক্ত গ্রন্থে তীমূরের দেশ জয় ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে দেশের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে তীমূর একজন নিষ্ঠুর, অসচ্চরিত্র, অত্যাচারী ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার শেষাংশে (Manger, সম্পা. ৩খ, ৭৮১প.) তাঁহার মহৎ গুণাবলী প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মূল্যায়ন করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে সামারকান্দের ও তত্রস্থ পণ্ডিত সমাজের মূল্যবান বিবরণ রহিয়াছে (৩খ, ৮৫৫ প.) Bolius-কৃত ল্যাটিন অনুবাদ লাইডেন হইতে ১৬৩৬ খৃ., Vattier-কৃত ফরাসী অনুবাদ ১৬৫৮ খৃ., এবং J. H. Sanders-কৃত ইংরেজী অনুবাদ লন্ডন হইতে ১৯৩৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। হ'াজ্জী খালীফার মতে "কালীলা ওয়া দিম্‌না" ও "সুলওয়ানু'ল-

মৃতা"-এর ন্যায় দশ অধ্যায়ে সমাপ্ত ৮৫২ (১৪৪৮ খৃ.) সনের সাফার মাসে রচিত (হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ৩৪৫)। তাঁহার ফাকিহাতু'ল-খুলাফা ওয়া মুফাকাহাতু'জ-জুরাফা (فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء) গ্রন্থে রহিয়াছে নৃপতিদের জন্য দর্পণ ও নীতি শিক্ষামূলক জীবজন্তুর উপকথা (দ্র. Chauvin, Bibliographie, ২খ, নং ১৪০-৪), কিন্তু Chuvin দেখাইয়াছেন (পূ. গ্র., ২খ, নং ১৪৫-৯) যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে ওয়ারাবীন (Varavin)-এর অধিবাসী সা'দ কর্তৃক সমালোচনামূলক সংশোধিত ফারসী গ্রন্থ মারযুবান-নামার অনুবাদ (ত. Houtsma ZDMG- তে ৫২খ, ৩৫৯ প.; Freytag-এ উদ্ধৃতাংশ Locmani Fabulae, পৃ. ৭২ প., পূর্ণ সং, নিচে দ্র.)। তৎকৃত "আত-তালীফু'ত-তাহির ফী শিয়াম... আবী সা'ঈদ জাকমাক"-এর একটি সংস্করণের ভূমিকা অংশ S.A. Strong কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে JRAS- এ, ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৩৯৫ প.। দশখানা গ্রন্থে রচয়িতারূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ "তারজুমানু'ল-মুরতাজিম" (ترجمان المرتجم) অন্যতম (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ২৭৮)। আরও দ্র. হাজ্জী খালীফা, ৩খ, ১৫৮; ৪খ, ১৯০, ১৩২, ২৭০, ৩১১, ৫খ, ৪৭৯ ও Reytag-এর নিম্নলিখিত গ্রন্থ।

তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইজন গ্রন্থকার ছিলেন ঃ (১) আল-হাসান আন-নাবুলুসী দামিশ্কের বিরুদ্ধে তাহার অত্যাচারপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ গদ্যে "ঈদাহু'জ-জুলম ওয়া বায়ানু'ল-'উদওয়ান ফী-তারীখি'ন-নাবুলুসী আল-খারিজ আল-খাওয়ান" গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেন। (দ্র. Brockelmann, ২খ, ৩০); (২) তাজুদ্দীন 'আবদু'ল-ওয়াহহাব, জ. ৮১৩/১৪১১ সনে হাজ্জী তারখান-এ মৃ. ৯০১/১৪৯৫ সনে। তিনি তাঁহার পিতার একখানা জীবনী ও হানাফী ফিক্হশাস্ত্র বিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন (শাযারাতু'য-যাহাব, ৮খ, ৫; Brockelmann, ২খ, ১৯, পরিশিষ্ট, ২, ১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Freytag, Fructus Imperatorum et Jocatio Ingeniosorum ২ খণ্ড বন ১৮৩২ খৃ. (ফাকিহা সং, পৃ. xxv-xxxiii, আস্-সাখাবী ও তাগরীবিরদীর গ্রন্থাদির ভিত্তিতে প্রণীত তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত); (২) Pertsch, Verzeichnis der arab, Hdschr, zu Gotha নং ৯৪/১৩, ১৮৪০, ১৮৪১, ২৬৯৬; (৩) Wustenfeld, Geschichtschreiberder Araber, নং ৪৮৮; (৪) Brockelmann, I, 196 II, ২৮-৩০; (৫) Browne, ৩খ, ৩৫৫ প.; (৬) W. J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane, পৃ. ১ প., Berkeley ও Los Angeles ১৯৫২ খৃ; (৭) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্র. Ibrahim Kafesoglu, আরাবশাহ; (৮) R. H. Roemer, C. A. J.- তে ২খ, ২২১ প।

J. Pedersen (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ ইলাহি বখ্শ

ইব্ন 'আরূস (ابن عروس) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ, সীদী ইব্ন 'আরূস, (মৃ. ৮৬৮/১৪৬৩), মধ্যযুগের শেষদিকের একজন তিউনিসীয় ওয়ালী। তিনি বন (Bon) অন্তরীপের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমত তিউনিসী এবং পরে মরক্কোতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। সেখানে শিক্ষা গ্রহণকালে বিশেষত সূফীতত্ত্বে তিনি নিম্ন পর্যায়ের কাজকর্ম সম্পন্ন করিতেন। অবশেষে তিনি তিউনিসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। সেখানে তিনি ভবঘুরে সংসারত্যাগীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। কথিত আছে, তাঁহার বেশ কিছু কারামাতও ছিল। কিছু সংখ্যক 'আলিম (ফুকাহা) তাঁহার কিছু কর্মের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তিনি সাধারণ লোকদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শাসকশ্রেণীর আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহাকে খানকাহ্-তে দাফন করা হয়। তাঁহার নামানুসারে 'আরূসিয়্যা তারীকার উদ্ভব হয়। তাঁহার শিষ্য 'উমার ইব্ন 'আলী আর-রাশিদী তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করেন এবং ইহা ১৩০৩/১৮৮৫ সালে তিউনিসে মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hafsides, ২খ, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris (E.I.[2])/এ.বি.এম. আবদুর রব

ইব্ন 'আলকামা তাম্মাম (ابن علقمة تمام) ঃ উমায়্যা আমীরাত আমলের প্রাথমিক যুগে মুসলিম স্পেনের দুইজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম। তাঁহাদের একজন হইলেন আবূ গালিব তাম্মাম ইব্ন 'আলকামা। তিনি ছিলেন 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন উম্মি'ল-হাকাম অর্থাৎ 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উছমান ইব্ন রাবী'আ আছ-ছাকাফী (৫৮/৬৭৮ সালে কূফায় মু'আবিয়ার গর্ভনর, তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১)-এর মাওলা অর্থাৎ গোত্র সম্পৃক্ত ব্যক্তি। ১২৩/৭৪১ সালে তিনি বাল্জ ইব্ন বিশ্র আল-কুশায়রী (দ্র.)-র সিরীয় সৈন্যবাহিনীর একটি অগ্রগামী দল (طليعة)-এর সহিত আল আন্দালুসে আসেন। ছাকীফ-এর সহিত সম্পর্ক সূত্রে তিনি ছিলেন কায়সী (দ্র. কায়স)। তাম্মাম ইব্ন আলকামা ছিলেন সেই প্রধান ব্যক্তিদের একজন, যাহারা প্রথম 'আবদু'র-রাহমান আদ-দাখিল দ্র.)-কে প্রাচ্যে 'উমায়্যা শাসনের পতনের পর আন্দালুসে উমায়্যা শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহার সফল প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবত তাম্মাম ইব্ন আলকামার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বীরোচিত কার্য হইতেছে ১৪৭/৭৬৪ সালে মাওলা বাদ্র-এর সহিত টলেডে (তুলায়তুলা দ্র.)-কে পদানত করার ব্যাপারে তাঁহার অংশগ্রহণ। তৎপরবর্তীকালে তিনি ওয়াশকা (Huesca) তুরতুসা (Tortosa) ও তারাসুনা (Tarazona)-এর গভর্নর ছিলেন। প্রথম 'আবদু'র রাহমানের পৌত্র প্রথম আল-হাকাম আর-রাবাদী (১৮০/৭৯৬ হইতে ২০৬/৮২২)-এর শাসনামলের শেষ দিকে তিনি অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন।

দ্বিতীয় তাম্মাম ছিলেন তাম্মাম ইব্ন 'আলকামা (বিশদ পরিচয়ঃ তাম্মাম ইব্ন 'আমির ইব্ন আহমাদ ইব্ন গালিব ইব্ন তাম্মাম ইব্ন 'আলকামা আছ-ছাকাফী), প্রথমোক্ত আল-কামার সাক্ষাৎ বংশধর, তাঁহাদের নামে প্রায়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, তিনি ৯৬ (চান্দ্র) বৎসর বয়সে ২৮৩/৮৯৬ সনে ইনতিকাল করেন অর্থাৎ তাঁহার জন্মের বৎসর হওয়া উচিত ১৮৭/৮০৩ সাল; কিন্তু আবূ বাক্র আর-রাযী (ইবনু'ল-আব্বারে উদ্ধৃত)-র মতানুসারে ইহা ১৯৪/৮০৯-১০ সাল। তিনি উমায়া বংশের প্রথম মুহাম্মাদ [দ্র.] (২৩৮/৮৫২ হইতে ২৭৩/৮৮৬), আল-মুনযির (দ্র.) (২৭৩/৮৮৬ হইতে ২৭৫/৮৮৮) এবং 'আবদুল্লাহ [দ্র.] (২৭৫/৮৮৮ হইতে ৩০০/৯১২)-এর মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 'আবদুল্লাহ তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার সাহিত্যকর্ম, বিশেষত একটি উরজুযা [রাজায (দ্র.) ছন্দে লিখিত কবিতা] ইবনু'ল-আব্বারের মতে এই কবিতায় মুসলিমগণ কর্তৃক আল-আন্দালুস বিজয়ের কাহিনী এবং স্পেনীয় শাসনকর্তা ও খলীফা (দৃশ্যত খলীফা বলিতে,

প্রথম 'আবদু'র-রাহ'মান হইতে সকল উমায়্যা আমীরগণকে বোঝান হইয়াছে)- গণের নাম বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ী তারিক ইব্ন যিয়াদ (দ্র.)-এর প্রবেশের তারিখ হইতে দ্বিতীয় 'আবদু'র-রাহ'মান (দ্র.)-এর (২০৬/৮২২-২৩৮/৮৫২) আমলের শেষ পর্যন্ত আন্দালুসে যত যুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার বর্ণনা রহিয়াছে। সম্ভবত দ্বিতীয় 'আবদু'র-রাহ'মানের আমলের শেষ দিকে এই কবিতা রচিত হইয়াছিল (Dozy)। ইব্নু'ল-কূতিয়া তাহার উর্ধ্বতন মহিলা গথিক (gothic) রাজকুমারী সারাহ' (Sarah-যিনি ছিলেন Witiza-এর পৌত্রী; উইতিযা ছিলেন visigoths রাজবংশের শেষ শাসনকর্তা)-র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা তাম্মাম ইব্ন আলক'মার উরজূযা হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমিত হয়। এই উরজূযাটি এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইব্নু'ল-আব্বার কর্তৃক তাম্মামের প্রতি আরোপিত যে স্বল্প কয়েকটি কবিতার ছত্র পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন ছন্দে রচিত এবং একটি ভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন দিহ্য়া (দ্র.) য়াহ'য়া ইব্ন হা'কাম এর গল্পের ক্ষেত্রে তাম্মাম ইব্ন 'আলক'মার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই গল্পটি আল-গাযাল (দ্র.) নামে পরিচিত। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, তাম্মাম ইব্ন 'আলক'মা নর্‌স্‌মেনদের রাজার দরবারে যাওয়ার সফরে য়াহয়া ইব্ন হা'কামকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। য়াহয়া ইব্ন হা'কাম ছিলেন তাম্মাম ইব্ন আলকামার বয়োবৃদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু ইব্ন দিহ্য়া নির্ভরযোগ্য চরিত্রের লোক নহেন, সুতরাং প্রবন্ধে উল্লিখিত রচনাসমূহ ব্যতীত তাম্মাম ইব্ন 'আলকামার অন্য কোন গদ্য রচনার অস্তিত্ব অথবা কথিত সফরের সত্যতা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আব্বার, আল-হু'ল্লাতুস-সিয়ারা, সম্পা. Dozy, (Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden ১৮৪৭-৫১) ৭৭-৮, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ১৪৩-৪; (২) ইব্নু'ল-কূতিয়া, তা'রীখু ইফতিতাহি'ল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৮৬৮-৬, ১০১, ১০৩; (৩) ইব্ন সা'দ, আল মুগরিব ফী হুলা'ল-মাগরিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ (যাখাইরু'ল-'আরাব, ১০), ১খ, ৪৪; (৪) ইব্ন খালদূন, বৈরূত ১৯৫৪-৬১ খৃ., ৪,খ, ২৬৬ (টলেডো অধিকারের তারিখ ১৪৯ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন); (৫) Pons boigues, 47-4; (৬) R. Dozy, সম্পা. ইব্ন 'ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগ'রিব, i, introd., 14; (৭) ঐ লেখক, Recherches, ii, 268; (৮) ঐ লেখক, Hist, mus. Esp. new ed. by E. Levi Provencal, 1932. index.

D. M. Dunlop (E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্ন 'আলীওয়া (ابن عليوة) সূ'ফী ও কবি ইব্ন 'আলীওয়া শায়খ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন মুস্তাফা আল-'আলাবী আল-মুস্তাগা'নিমী ১২৮৬/১৮৬৯ সালে আলজিরিয়ার মুসতাগা'নিম নামক স্থানে এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি বিশিষ্ট হইলেও সেই সময়ে ছিল দারিদ্র-পীড়িত। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে গমন করেন নাই এবং এই কারণে তাঁহার হাতের লেখা সারা জীবনই খারাপ থাকিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে কু'রআন পড়া শিখান এবং কু'রআন শারীফের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন। পরিবারের আর্থিক অনটন হেতু ইহাও তাঁহাকে বাদ দিতে হয় এবং অল্প বয়সেই দারিদ্র তাঁহাকে চর্মকারের পেশা অবলম্বনে বাধ্য করে। পরবর্তীতে তিনি একটি ছোট দোকানও খোলেন।

অবসর সময়ে তিনি আল্লাহর একত্ব (توحيد) সংক্রান্ত ইসলামী মতবাদের পাঠসমূহ ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং ইহার অত্যল্পকাল পরই তিনি 'ঈসাবী (দ্র.) তারীকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই তারীকার নানা প্রকার বিস্ময় সৃষ্টির কাজে বেশ পটু হইয়া উঠেন। যাহা হউক, এই সমস্ত কাজের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে অচিরেই তাঁহার মনে সন্দেহ দানা বাধিতে থাকে এবং ক্রমশ তিনি সভায় যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় যে, নিজে নিজেই সাপ ধরা শিখিয়া তিনি সাপুড়িয়ার কাজ করিতে থাকেন যে পর্যন্ত না তিনি দা'রকাবী শাযিলী তা'রীকা' (দ্র. দা'রকা'ওয়া)-এর পীর মুহ'াম্মাদ আল-বুযীদীর সংস্পর্শে আসেন। এই পীর সাহেব একদিন তাঁহাকে একটি সাপ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে খেলিতে বলিলেন। সাপের খেলা হইয়া গেলে তিনি তাঁহাকে ঐ কর্মে পুনঃলিপ্ত না হইয়া বরং নিজের আত্মাকে বশীভূত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলিলেন। কারণ আত্মা হইল অধিকতর বিষধর ও বেয়াড়া সর্পস্বরূপ। স্বীয় তা'রীকা'য় গ্রহণ করিবার পর তিনি তাঁহাকে ঐ সমস্ত পাঠ গ্রহণ ক্লাসে যাইতে নিষেধ করেন। তাঁহার যুক্তি হইল এই যে, তাওহীদ এত অতীন্দ্রিয় যে, নিছক বাহ্যিক বা মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না এবং ইহার জন্য দরকার দৃঢ় আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি যাহাকে জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নামের যিক্‌র (ذكر الله)। পরে তিনি তাঁহাকে পুনরায় পাঠ গ্রহণের অনুমতি দান করেন এবং তাঁহার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি তাঁহাকে প্রতিনিধি (مقدم) বানান এবং নবাগত শিক্ষানবীসদেরকে তা'রীকা'র নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দানের ক্ষমতা অর্পণ করেন।

১৫ বৎসর পর ১৯০৯ খৃ. শায়খ আল-বুযীদীর মৃত্যুতে তা'রীকা'র লোকজন আহ'মাদ ইব্ন 'আলীওয়াকে তাহাদের মুরশিদ হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। বৎসর পাঁচেক পর তিনি মরক্কোর অন্তর্গত দারকাওয়া মূল খানকা'হ (زاوية) হইতে নিজে খানকা'হ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই নূতন শাখার নাম দেওয়া হয় আত-তা'রীকা'তু'ল-'আলাবি'য়্যা আদ-দারকা'বিয়্যা আশ-শাযিলিয়্যা (الطريقة العلوية الدرقاوية الشاذلية)। এখন হইতে তিনি নিজে শায়খ আল-'আলাবী নামে পরিচিত হন। মূল তা'রীকা'র সঙ্গে তাঁহার তারীকা'র যেই "গরমিল" ছিল তাহা কিছুটা সখ্যের সঙ্গেই ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই গরমিলের অন্যতম কারণ এই ছিল যে, তিনি স্বীয় সাধনা পদ্ধতির অংশ হিসাবে আধ্যাত্মিক নির্জনতা (خلوة) অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। দা'রকা'বী শাযিলী তা'রীকা'র সনাতন প্রথামত প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে এইরূপ নির্জনতা না হইয়া উহা তাঁহার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্জন প্রকোষ্ঠে পরিচালিত হইবে।

সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং মুসতাগানিম-এর টিড্‌গিট নামক স্থানে সমুদ্র তীরে তাঁহার বিশাল খানকা'হ নির্মিত হয়। টিডগিট হইল মুসতাগানিম-এর খাঁটি এক 'আরব অঞ্চল। যেহেতু তিনি সূফীবাদের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন এবং অনেকে তাঁহাকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কারক (مجدد) বলিয়া মনে করিত, সম্ভবত সেই কারণে তাঁহাকে সূ'ফীবাদের শত্রুদের সহিত, বিশেষ করিয়া "সংস্কারবাদী" সালাফিয়্যা (দ্র.) দলীয় সদস্যদের সহিত অনিবার্যরূপে সংঘর্ষে আসিতে হয়। কনস্‌ট্যানটাইনে তাহাদের প্রকাশিত আশ-শিহাব (الشهاب) পত্রিকার আংশিক প্রতিষেধক হিসাবে আলজিয়ার্সে তিনি

আল-বালাগু'ল- জাযা'ইরী (البلاغ الجزائرى) শীর্ষক একখানা সাপ্তাহিক পর্যালোচনা পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় সূ'ফীবাদের দৃঢ় সমর্থন ছাড়াও ইসলামের বিনিময়ে আধুনিকতার প্রতি ক্রমাগত ঝুঁকিয়া পড়ার কারণে তথাকথিত সংস্কারকদেরকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেন। সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য তিনি পুরাতন 'আরবী ভাষা আয়ত্ত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তনের, বিশেষ করিয়া আধুনিক য়ূরোপীয় পোশাক-পরিধানের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় নিন্দা করিতেন। যদিও তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদেরকে ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণে নিরুৎসাহিত করিতেন এবং যদিও আমীর 'আবদু'ল-কারীম আল-খাত্ত'াবী (দ্র.) তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সদা পত্র বিনিময় করিতেন, তথাপি ফরাসী সরকার ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাঁহার বিরাট প্রভাবের দরুন তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে এবং কেবল একবার তাঁহার গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ১৯৩৪ খৃ. তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শিষ্য সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লক্ষের উর্ধ্বে। সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ও দামিশক (দ্র. আল-হাশিমী), জাফফা, গাজা, ফালুজা, এডেন ও আদ্দিস আবাবাতে তাঁহার খানক'াহ ছিল। আবার য়ূরোপের হেগ, মারসেই, প্যারিস এবং কার্ডিফেও তাঁহার খানক'াহ ছিল। তাঁহার প্রচুর য়ামানী শিষ্য, যাহাদের অনেকেই ছিল নাবিক, বিভিন্ন বন্দরে আরও বহু খানক'াহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আহ'মাদ ইব্ন 'আলীওয়া কবিতা ও সঙ্গীতের বিরাট ভক্ত ছিলেন। য়ূরোপের বহু লোক যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে জানিতেন, তাঁহাদের একজনের মন্তব্য এই, "তাঁহার মধ্য হইতে অদ্ভুত এক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইত; তিনি ছিলেন স্বয়ংক্রিয় এক আকর্ষণী শক্তি।" অপর একজনের মতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করা ছিল " যেন বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া মধ্যযুগীয় সাধু অথবা সেমিটিক ধর্মযাজকের মুখোমুখী আসা"। এ. বার্ক (A. Berque) তাঁহার উপর যে তথ্য পুস্তক রচনা করেন, উহার শিরোনাম দেন Un mystique moderniste" অর্থাৎ আধুনিক অতীন্দ্রিয়বাদী (Revue Africaine, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৬৯১-৭৭৬)। এই শিরোনাম সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, " আধুনিকতা" তাঁহার অধ্যাত্মবাদ-প্রীতির উদারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। "জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার ভক্তই রহিয়া গিয়াছেন। খুব কম বিষয়ই আছে যাহার আলোচনায় তিনি হাত দেন নাই এবং এমন কোন দর্শনই নাই যাহার রস তিনি নিংড়াইয়া লন নাই।" এই মহান মনীষী গভীর রক্ষণশীলতা ও অনমনীয় গোঁড়ামির সঙ্গে পাশাপাশি চলিতেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি সুবিচার করার নীতিতে অনড় থাকাই ছিল তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মকে তিনি ইসলাম, ঈমান ও ইহসান (অর্থাৎ আইন, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক সাধনা)-এই ত্রিশক্তির অবিভাজ্য রূপ বলিয়া মনে করিতেন। এই তিন বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রের পূর্ণ রূপায়ণ করিতে হইবে যেন যথাক্রমে ইসলাম হয় ইস্‌তিসলাম (استسلام) বা শারী'আতের আইনের প্রতি সানন্দ আত্মসমর্পণ, ঈমান হয় ঈকান (إيقان) বা দৃঢ় প্রত্যয় এবং ইহসান হয় আ'য়ান (اعيان) বা সুখকর অন্তর্দৃষ্টি। কু'রআন শারীফের যে আয়াতটির উদ্ধৃতি তিনি প্রায়ই দিতেন, তাহা হইতেছে "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি বাহ্যিকভাবে ব্যক্ত এবং আত্মিকভাবে গুপ্ত (৫৭ঃ৩)।" এই আয়াতটির উপর অন্যান্য মতবাদ ছাড়াও ইসলামী অতীন্দ্রিয়বাদের অর্থাৎ সত্তার একত্ববাদ (وحدة الوجود) (দ্র.)-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সঙ্কেত তাঁহার অধিকাংশ লেখার মধ্যে যেমন রহিয়াছে, তেমনই আবার তাঁহার বহু কবিতায়ও ইহা বিদ্যমান।

নূরু'ল-ইছ'মিদ (نور الاثمد) তাঁহার একখানা পুস্তিকা। পুস্তিকাটি ফিক্'হশাস্ত্রের বিষয়ে সীমাবদ্ধ এবং ইহাতে আনুষ্ঠানিক স'ালাতের মধ্যে হাতের অবস্থান ও ভঙ্গি সংক্রান্ত আলোচনা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরো কয়েকখানা গ্রন্থ রহিয়াছে যেইগুলির সংখ্যা মোট ১৫ খানা হইবে এবং যেইগুলি সমস্তই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সূ'ফীবাদের উপর লিখিত। সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আল-মিনাহু'ল-কুদ্দূসিয়্যা (المنح القدوسية) নামক গ্রন্থ। ইহা তাঁহার পীর সাহেবের জীবদ্দশায় এবং তাঁহারই উৎসাহ দানে রচিত। ইহা ইব্ন 'আশির (দ্র.) প্রণীত আল মুরশিদু'ল-মু'ঈন (المرشد المعين) গ্রন্থের এক ব্যাপক ভাষ্যস্বরূপ। এই পুস্তকে তিনি রাসূল (স)-এর সুন্নাতের খুঁটিনাটি বিষয়সহ ইসলামী মতবাদ ও অনুষ্ঠানের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের গূঢ় বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল-উনমূযাজু'ল-ফারীদ (الانموذج الفريد) গ্রন্থে তিনি বর্ণমালার অক্ষরসমূহের প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী মতবাদের প্রধানতম দিকটি আলোচনা করিয়াছেন এবং ইলাহিক প্রকৃতি (ماهية), ইলাহিক সত্তা (وجود) ও পরমাত্মা (الروح الاعظم) এই তিনের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই পুস্তিকার প্রারম্ভিক সূত্র 'আবদু'ল-কারীম আল-জীলীর আল-কাহ্‌ফ ওয়ার -রাকীম (الكهف والرقيم) শীর্ষক গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আহ'মাদ ইব্ন 'আলীওয়ার আলোচনা আরও সূক্ষ্ম। "লুবাবু'ল-'ইল্‌ম ফী সূরাতিন -নাজম" (لباب العلم فى سورة النجم) নামক গ্রন্থে তিনি নবী কারীম (স')-এর দুইটি দৃষ্টির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দৃষ্টি দুইটির উল্লেখ কু'রআন শারীফের ৫৩ নং সূরা সূরাতুন-নাজ্‌ম-এর মধ্যে আছে, যাহার একটি হইল অন্তঃকরণ (فؤاد) দ্বারা এবং অপরটি চক্ষু (بصر) দ্বারা। তাঁহার কবিতামালাসহ তাঁহার দীওয়ান-এর তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৩ খৃ. দামিশকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থত্রয়ই তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানগভীর। সূফীবাদের সমর্থনে তাঁহার সর্বপ্রথম পুস্তক আল কাওলু'ল-মা'রূফ" (القول المعروف) ১৯২০ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর পরই ১৯২৭ খৃ. তিনি "রিসালাতু'না নাসি'র মা'রূফ" (رسالة الناصر معروف) গ্রন্থখানা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ হইল ২য়/৮ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের বিখ্যাত আইনশাস্ত্রজ্ঞ (فقهاء) ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ (متكلمون)-এর সূ'ফীবাদের প্রশংসামূলক মতবাদ।

আল-মাওয়াদ্দু'ল-গা'য়ছি'য়া (المواد الغيثية) গ্রন্থের প্রথম অংশ ১৯৪২ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইহা হইল শু'আয়ব আবূ মাদ্‌য়ান-এর প্রবাদসমূহের ভাষ্য। তবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সূরাতু'ল- ফাতিহা'র ভাষ্য বা সূরাতু'ল-বাক'ারার প্রথম ৪০ আয়াতের ভাষ্য কোনটাই প্রকাশিত হয় নাই। এই আয়াতগুলির শাব্দিক ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক পর্যায়ের ব্যাখ্যা পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতের চারিটি করিয়া পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অনুপম পাণ্ডুলিপিগুলি মুসতাগা'নিমে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ আলোচনা করা হইয়াছে ঃ (১) আশ্-শাহা'ইদ ওয়া'ল-ফাতাবী ফীমা সাহ'হ'া

লাদায়'ল-'উলামা মিন আম্‌রি'শ-শায়খ আল-'আলাবী (মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-বারী কর্তৃক সংগৃহীত), তিউনিস ১৯২৫ খৃ.; (২) F. Schuon, রাহিমাহুল্লাহ, Cahiers du Sud-এ, ১৯৩৫ খৃ.; (৩) 'উদ্দাহ ইব্ন তুনিস, আর-রাওদাতু'স সানিয়্যা ফি'ল-মা'আছির আল-'আলাবিয়্যা, মুসতাগানিম, ১৯৩৬ খৃ., (১৯০১ খৃ. পর্যন্ত পীর সাহেবের আত্মজীবনী সম্বলিত, যাহা তাঁহার নিজের ডিকটেশানে লেখা); (৪) A. Meard Le reformisme musulman en Algerie প্যারিস এবং হেগ, ১৯৬৭ খৃ. স্থা.; (৫) M. Lings, A. Moslem Saint of the twentieth century, লন্ডন ১৯৬১ খৃ.।

M. Lings (E.I.²)/ নাজির উদ্দীন আহমেদ

ইব্ন 'আশির (ابن عاشر)ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-আনসারী আল-আন্দালুসী, মারীনী আমলের সূফী সাধক, সালে (Sale) শহরের কুতব। উক্ত শহরেই ৭৬৪ বা ৭৬৫/১৩৬২-৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন স্পেনের জিমেনার অধিবাসী, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আলজেকিরাসে গমন করেন এবং সেইখানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি কু'রআন মাজীদ-এর শিক্ষা দান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন। সেইখানে তিনি শান্তিতেই ছিলেন, কিন্তু একদিন তথাকার জনৈক সাধক, যাহার সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল এবং যাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন খৃস্টানদের আগমনের পূর্বেই নিজের নিরাপত্তার জন্য সেই দেশ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি মক্কাতে হাজ্জ পালন করিতে যান। প্রাচ্যদেশ হইতে ফিরিবার পথে তিনি ফেয-এ কিছু কাল অবস্থান করেন। অতঃপর মেকনেস-এ তাঁহার এক ভগিনীকে দেখিতে যান। কিন্তু সেখানে সম্ভবত তিনি যাহা সন্ধান করিতেছিলেন তাহা পান নাই। ফলে পুনরায় তিনি বাহির হইয়া পড়েন এবং বো রেগরেগ (Bou Regreg) নদীর বাম তীরে অবস্থিত শাল্লাতে বসতি স্থাপন করেন। সেইখানে স্বীয় মুরশিদ সূফী আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-য়াবুরী কর্তৃক কবরস্থানের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত খানকাহর মধ্যে তাঁহাকে একটি খালওয়া (নির্জন প্রকোষ্ঠ) প্রদান করেন। মুরশিদের ইনতিকালের পরে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার জন্য অতি উপযোগী সেই শান্তিপূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া সালেতেই নদীর ডান তীরে অবস্থিত বড় মসজিদের নিকটবর্তী অপর একটি খানকায় গমন করেন। পরে কষ্টার্জিত আয়ের সঞ্চিত কিছু অর্থ দ্বারা তিনি শহরের পশ্চিমে আল-মুআল্লাকা ফটকের উল্টা দিকে একটি ছোট বাড়ী ক্রয় করেন। এই ফটক সংলগ্ন কবরস্থানেই তাঁহার মাযার অবস্থিত।

ইব্ন 'আশির যথেষ্ট জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী বা পাণ্ডিত্যাভিমানী কোনটাই ছিলেন না। তিনি মূলত কু'রআন মাজীদের শিক্ষক ছিলেন, তাহাও স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্য। কারণ সব সময়েই তিনি একটি নীতি কড়াকড়িভাবে মানিয়া চলিতেন যে, নিজ পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবন যাপন করিবেন। কনস্টানটাইনের ইব্ন কুনফুয বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যখন সালেতে ৭৬৩/১৩৬১-২ সালে অর্থাৎ ইব্ন 'আশির'-এর মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর আগে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তিনি তখন তাঁহার প্রিয় গ্রন্থসমূহের অন্যতম হাদীছ গ্রন্থ "উম্‌দা"র অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই কাজ দ্বারাই তিনি সামান্য জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এইরূপ জানা যায় যে, অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া তিনি নিজেই উহা বাঁধাই করিতেন এবং ঠিক যেই পরিশ্রম হইত উহার সঠিক মূল্য গ্রহণ করিতেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে উগ্র ধরনের নির্জনতাপ্রিয় বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। ৭৫৭/১৩৫৬ সালে মরক্কোর সুলতান (তিনি অবশ্যই মারীনী সুলতান আবূ 'ইনান হইবেন) তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। সেই কারণেই তিনি যখন প্রফুল্ল চিত্তে হাসি মুখে ইব্ন কুনফুযকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন তখন তাঁহার মুরীদগণ ও ভক্তগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একাকীত্ব, নীরবতা ও ধ্যানপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সূফী-দরবেশগণের সমাবেশের প্রতি তাঁহার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। ফাকীরদের সভা সম্মেলনে তিনি কদাচিৎ উপস্থিত হইতেন। এইরূপ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে তিনি সম্মত হইতেন না, হইলেও খুব সামান্য কথা বলিতেন এবং তাহাও অনিচ্ছার সহিত। জীবনের শেষ প্রান্তে ইব্ন 'আশির মলিন ছেঁড়া কাপড় পরিতেন, খুব কম লোককে সাক্ষাৎ দান করিতেন, এক ধরনের মানসিক আকস্মিক প্রবল আবেগপূর্ণ অবস্থায় অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকিতেন এবং প্রায়শ বড় মসজিদের পিছনের কবরস্থানে গিয়া কবরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন।

তিনি কোন তারীকাভুক্ত ছিলেন না। ইব্ন কুনফুযের মতে তাঁহার প্রকৃত তারীকার ভিত্তি ছিল ইমাম আল-গাযালীর ইহ্‌য়া গ্রন্থে বর্ণিত ধর্মীয় শিক্ষার অতি কঠোর, নিষ্ঠাপূর্ণ, খাঁটি ও অকপট পর্যবেক্ষণ। হালাল ও হারাম বিষয়ে পার্থক্য নির্ণয় করিতে সব সময়েই তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতেন না, প্রতি দিনের কৃত কার্যাবলী সম্বন্ধে স্বীয় বিবেকের কঠোর পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার অন্যতম জীবনীকার আল-হাদরামী বলেন যে, অন্যান্য কয়েকখানি কিতাবের মধ্যে আল-মুহাসিবীর রি'আয়া তিনি সব সময়ে পাঠ করিতেন।

সালেতে ইব্ন 'আশিরের নিকট অনেক সূফী আগমন করিতেন, সেই স্থানটি সূফী সাধনার জন্য খুবই উপযোগী ছিল। তখন যাহারা অধ্যাত্মবাদী সূফী হইবার আকাঙ্ক্ষায় ফেয হইতে ছুটিয়া যাইতেন, তাঁহাদের নিকটে উহা এক শান্তির বাগান ও নিরাপত্তার স্থানস্বরূপ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন রন্‌ডা নিবাসী ইব্ন 'আব্বাদ (দ্র.) সেইখানে গিয়া এই দরবেশের সাহচর্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ্‌মাদ ইব্ন 'আশির আল-হাফী (মৃ. ১১৬৩/১৭৫০) তাঁহার এই সমনাম ব্যক্তি সম্বন্ধে তুহ্‌ফাতু'য-যাইর বি'বা'দ মানাকিব সায়্যিদী আল-হাজ্জ আহ্‌মাদ ইব্ন 'আশির নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, যাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই (দ্র. I. S. Allouche A. Regragui, Catalogue des manuscrits arabes de Rabat, ২খ, রাবাত ১৯৫৮ খৃ., নং ২৩০৩); দরবেশের জীবনীকারগণের তালিকার জন্য দ্র. (২) Levi-Provencal, chorfa, পৃ. ৩১৩-৪; (৩) ইব্ন কুনফুয, উনসু'ল-ফাকীর ওয়া 'ইযযু'ল-হাকীর, সম্পা., এ. আল-ফাসি ও এ, ফাউরী, রাবাত ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৯-১০; (৪) Paul Nwaia, Ibn Abbad de ronda গ্রন্থে ইব্ন 'আশির বিষয়ে লিখিত চমৎকার পৃষ্ঠাসমূহ, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৫৫প.।

A. Faure (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্ন 'আশূর (ابن عاشور) ঃ মরক্কোতে উদ্ভূত, ইদ্‌রীসী বংশীয় একটি পরিবারের পিতৃনাম, ইহারা মুসলিম স্পেনে গিয়া বসতি স্থাপন

করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 'আশূর ধর্মীয় নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলাইয়া আসিয়া মরক্কোতে বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আনুমানিক ১০৩০/১৬২১ সনে সালেতে (Sale) জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম, যিনি তিউনিসিয়ার ইতিহাসে গুরুত্ব লাভ করেন প্রথমে সূফীবাদের ক্ষেত্রে, অতঃপর ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্ষেত্রে, শিক্ষা দানে এবং ধর্মীয় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আশূরকে সূফীবাদে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন মরক্কোতে শায়খ মুহাম্মাদ আল-খুজায়রী (র)। পরে তিনি তিউনিসে একটি ধর্মীয় তারীকার নেতৃত্ব দান করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে হাজ্জ হইতে ফিরিয়া তিনি সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং নিজের বুশ বা ফেয টুপি তৈরির ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। তিউনিসে প্রথমে তিনি শায়খ 'আলী আল-যাওয়াবী দ্বারা প্রভাবিত হন। উস্তাদের মৃত্যুর পরে তিনি যাবিয়াতে তারীকার নেতা হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যাহা পরে তাহার নামে পরিচিত হয়। উহা বাব মানারা জেলাতে অবস্থিত ছিল (সেই বাব রাজধানীর অন্যতম বিখ্যাত ফটক ছিল, সম্প্রতি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে)। সর্বশেষে তিনি আবু'ল-হাসান আশ-শাযিলী (রা)-এর অনুসৃত তারীকা গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আশূর (র)-এর কোন ক্ষমতার লোভ ছিল না, বরং তিনি ক্ষমতার পথ পরিহার করিতেন এবং দরিদ্রের মত জীবন যাপন করিতেন। তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করিয়াছিলন বলিয়া কথিত, "যিক্‌র করিয়া যাহারা উহার কোন বিনিময় আশা করে আমরা তাহাদের দলে নহি" (যায়ল, পৃ. ১৯৭) তিনি ১১১০/১৬৯৮-৯ সালে ইনতিকাল করেন। উস্তাদ 'আলী আয-যাওয়াবীর নিকট হইতে তিনি যাবিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-কাদির-এর জন্মের বিষয়ে পূর্বেই এই নামীয় জনৈক বিখ্যাত সূফী তাহাকে স্বপ্নে জানাইয়াছিলেন। এই পুত্র তারীকার নেতা হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষা কম সংবেদনশীল ছিলেন এবং বস্তুত বেশ আরামের জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে একটি তারীকার সম্পদশালী নেতা হিসাবে। তাঁহার কিছু পরিমাণ নৈতিক কর্তৃত্বও ছিল, যে কেহ তাঁহার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে আশ্রয় দান করিতেন, এমন কি য়াহূদী এবং খৃষ্টান যিম্মীগণকেও। সুদূর ভারতবর্ষ হইতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতেও দরবেশগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। হুসায়ন খুজা যখন তাহার যায়ল কিতাব রচনা করেন সে সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন।

'আবদু'ল-কাদির-এর প্রপৌত্র আহ্‌মাদ (মৃ. ১২৫৫/১৮৩৯) ও মুহাম্মাদ-হামদা নামে পরিচিত (মৃ. ১২৬৫/১৮৪৯) ও বিশেষ করিয়া মুহাম্মাদ আত-তাহির (মৃ. ১২৮৪/১৮৬৮)-এর সময় হইতেই এই পরিবারটি ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন করিতে থাকে। আহমাদ সুবিখ্যাত আয-যায়তুনা মসজিদে ফিক্‌হ ও ব্যাকরণ শিক্ষা দান করিতেন। তিনি দলীল-পত্র প্রমাণকের (আত-তাওছীক=Notary) সরকারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর পরে শায়খ 'আলী আল-যাওয়াবীর নিকট হইতে তাহারা যে যাবিয়াটির উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মুহাম্মাদ যিনি হামদা নামে পরিচিত ছিলেন তিনিও পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবু'ল-'আব্বাস আহ্‌মাদ (১২৫৩/১৮৩৭-৫৪) তাঁহাকে সেনাবাহিনীর কাদী নিযুক্ত করিলে তিনি উযীর মুসতাফা খাযনাদার-এর নিকটে আবেদন জানান যে, তিনি যেন সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করেন। তাঁহাকেও সীদী আবলী আল-যাওয়াবীর যাবিয়াতেই দাফন করা হয়, মনে হয় উহা যেন তাঁহাদের পরিবারিক গোরস্থানেই পরিণত হইয়াছিল!

তিন ভ্রাতার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মুহাম্মাদ আত-তাহির। তিনি একজন আদীব (সাহিত্যিক) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অনেক গদ্য ও কাব্য রচনার উদাহরণ রহিয়াছে। তিনি বৈয়াকরণ ও ফাকীহও ছিলেন। তিনি আল-কাত্‌র-এর উপরে লিখিত ভাষ্যের উপরে মন্তব্য (হাশিয়া) লেখেন (সেই কিতাবখানি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আয-যায়তূনীতে দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্য পুস্তক ছিল) এবং আল-বূসীরী (দ্র.)-এর বুরদা গ্রন্থের ইব্‌ন মারযূক লিখিত ভাষ্যের একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। ২৫ রাজাব, ১২৬৭/২৬ মে, ১৮৫১ তারিখে তিনি তিউনিসের প্রধান কাদী নিযুক্ত হন এবং ১২৭৭/১৮৬০-১ সালে তিনি এই পদ ত্যাগ করিয়া মুফতী হন। অল্পদিন পরে তিনি একই সঙ্গে আশরাফের নাকীবের পদও লাভ করেন। তিনি ২১ যু'ল-হিজ্জা, ১২৮৪/১৪ এপ্রিল, ১৮৬৮ তারিখে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে একই গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বংশ তালিকা
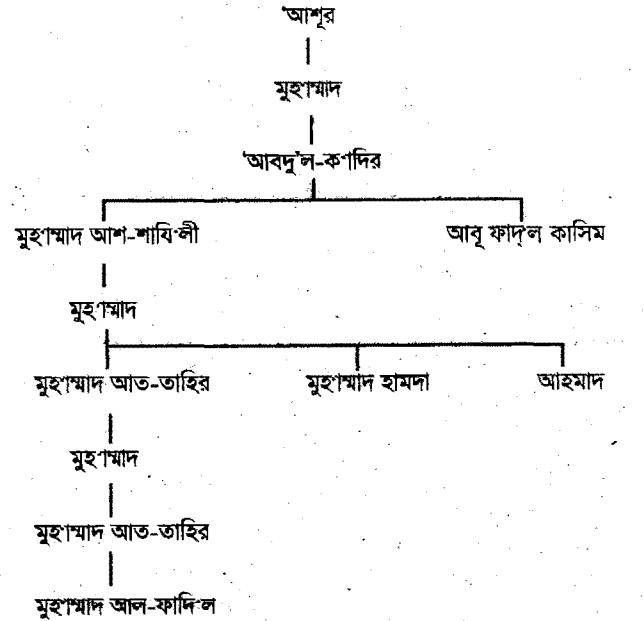
এই পরিবারের ঐতিহ্য বহন করেন তাঁহার পৌত্র, তাঁহারও নাম ছিল মুহাম্মাদ আত-তাহির (জ. ১২৯৬/১৮৭৯) এবং অতঃপর তাঁহার প্রপৌত্র মুহাম্মাদ আল-ফাদি'ল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হুসায়ন খুজা, আয-যায়ল লি-কিতাব বাশাইরি'ল-ঈমান, তিউনিস ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৯২-৯; (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ মাখলূফ, শাজারাতু'ন-নূর আয-যাকিয়্যা, ফী তাবাকাতি'ল-মালিকিয়্যা, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, ১খ, ৩৯২, নং ১৫৬৫; (৩) আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবী দিয়াফ, ইতহাফ আহলি'য-যামান, তিউনিস ১৯৬৬ খৃ., ৮খ, নং ২৪৩, ২৮৩, ৩৯৪; (৪) আত-তারীখুল-বাশী, পাণ্ডু., ন্যাশনাল লাইব্রেরী, তিউনিস, নং ১৭৯৪, ৩১৬; (৫) আল-ওয়াযীর আস-সাররাজ, আল-হুলালু'স-সুনদুসিয়্যা,

পাণ্ডু. আহমাদিয়্যাতে (যায়তুনা) রক্ষিত, তিউনিস, নং ৬২০৫,পত্রক, ৯৮-৯; (৬) মুহাম্মাদ আন-নায়ফার, 'উনওয়ানু'ল-আরীব, তিউনিস ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ১২২-৭; (৭) মুহাম্মাদ আল-বুহ্‌লী আন-নায়্যাল, আল-হাকীকা আত- তা'রীখিয়্যা লিত-তাসাওউফি'ল-ইসলামী, তিউনিস ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩০৬-৭।

এম. তাল্‌বী (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন 'আস্‌কার (ابـن عـسـكـر) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন খাদির ইব্‌ন হারূন আল-গাস্‌সানী, একজন আন্দালুসী ফাকীহ্‌, ভাষাতাত্ত্বিক, কবি ও সাহিত্যিক যিনি মালাগা (مـالقة)-এর একটি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৮৪/১১৮৮-৯ সনে এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে সেইখানে বিচার বিভাগের উচ্চ পদে আসীন হন। ৬২৬/১২২৯ ও ৬৩১/১২৩৪ সনের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইব্‌ন হূদ [দ্র. হূদীগণ]-এর কাযী আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌নি'ল-হাসানআল-জুযামীর সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ৬৩৫/১২৩৮ সনে প্রথম মুহ'াম্মাদ তাঁহাকে নাসরী মালাগার কাযী নিযুক্ত করেন। তিনি ৪ জুমাদা'ছ-ছানিয়া, ৬৩৬/১২ জানুয়ারী, ১২৩৯ তারিখে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে কর্মরত ছিলেন। তরুণ বয়সে ইব্‌ন 'আসকার "কিতাব আলিফ বা"-এর রচয়িতা আবু'ল-হাজ্জাজ ইব্‌নু'শ-শায়খ (মৃ. ৬০৪/১২০৭)-এর ছাত্র ছিলেন। M. Asir Palacios উক্ত গ্রন্থের উপর তাঁহার বহুল বিদিত সমীক্ষা El Abecedario" de Yusuf Benaxeij (মাদ্রিদ ১৯৩২ খৃ.) পরিচালনা করেন। স্বীয় ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, জীবনীকার ও তাঁহার ধারার উত্তরসূরী আবূ বাক্‌র ইব্‌নু'ল-খামীস ও বিখ্যাত ইব্‌নু'ল- আব্বার [দ্র.] অন্যতম।

৭ম/১৩শ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দী আন্দালুসী লেখকগণ বহুবার ইব্‌ন 'আসকার-এর মালাগার ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার শিরোনাম হইতেছে "আল-ইক্‌মাল ওয়া'ল-ই'লাম ফী সিলাতি'ল-ই'লাম বি-মাহাসিনিল আ'লাম মিন আহ্‌ল মালাকা আল-কিরাম"

(الاكمال والاعلام فى صلة الاعلام بمحاسن الاعلام من أهل مالقه الكرام).

যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা মালাগার পণ্ডিত আসবাগ ইব্‌নু'ল-'আব্বাস (মৃ.৫৯২/১১৯৬) প্রণীত ই'লাম (اعلام)-এরই সম্প্রসারণ। তবে ইব্‌নু'ল-খাতীব [দ্র.] যাহার জন্য রচনাটি "ইহাতা" (إحاطة)-র একটি প্রধান উৎস ছিল ইহাকে "মাতলা'উ'ল-আনওয়ার ওয়া নুযহাতু'ল-আবসার" (مطلع الانوار ونزهة الابصار) ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। অন্যান্য রূপান্তরও রহিয়াছে যাহার মধ্যে সহজ ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত শিরোনাম "তা'রীখ মালাকাঃ"(تاريخ مـالقة) অন্যতম। লেখকের মৃত্যুকালে রচনাটি অসমাপ্ত ছিল এবং ইহা শেষ করিবার দায়িত্ব ইব্‌নু'ল-খামীস (উপরে দ্রষ্টব্য)-এর উপর বর্তায়, যিনি ৭ম/১৩শ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ের দিকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। "ইকমাল"-এর অদ্যাবধি বিদ্যমান যেই পাণ্ডুলিপিটি আমাদের নিকট রহিয়াছে (ব্যক্তিগত সংগ্রহে) তাহা অসম্পূর্ণ; তবে ইহার এক বৃহৎ অংশ সৌভাগ্যক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছে এবং যাহা হইতে ইহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের মূল্যায়ন হইতে পারে। জীবনীমূলক তথ্যাদি ছাড়াও আলোচিত ব্যক্তিগণের কাব্যের সময়োপযোগী নমুনার উপস্থাপনের কারণে ইহাতে অন্তর্ভুক্ত মালাগার বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীসমূহের একটি বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য রহিয়াছে (দুর্ভাগ্যক্রমে "মুওয়াশশাহাত" ও "যাজাল"-এর কোনরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই)। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ইহাতে এমন উপাদান রহিয়াছে যাহা ৮ম হইতে ১৩শ খৃ. শতকের মধ্যবর্তী সময়ের আমাদের বর্তমান বর্ণনাসমূহ পরিবর্ধন, পরিপূরণ ও নিরীক্ষণে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইব্‌ন 'আস্‌কার আরও বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। যেমন (১) আল-মাশরা'উ'র-রাবী (المشرع الروى) যাহা কু'রআন শারীফ ও হা'দীছে' ব্যবহৃত বিরল শব্দাবলীর উপর লিখিত আল-হারাবীর রচনাসমূহের একটি পরিশিষ্ট; (২) নুযহাতু'ন-নাজির ফী মানাকিব 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির (نزهة الناظر فى مناقب عمار بن ياسر) যাহা Alcala la Real-এর বানূ সা'ঈদ-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এবং স্পেনে আগমনকারী এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তির জীবনী বিষয়ে লিখিত (ইব্‌ন 'আসকার এই পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন); (৩) আল-জুযউ'ল- মুখতাসার 'আন-যাহাবি'ল-বাসার (الجزء المختصر عن ذهاب البصر...), যাহা জনৈক অন্ধ বন্ধুকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশে অন্ধত্বের বিষয়ে লিখিত; (৪) ইযখারু'স-সাব্‌র (اذخار الصبر) তাসাওউফ সম্পর্কে একটি রচনা; (৫) আল-আরবা'ঈনু'ল-হা'দীছ' (الاربعين الحديث) এবং (৬) আত-তাকমীল ওয়া'ল-ইত্‌মাম লি-কিতাবি'ত-তা'রীফ ওয়া'ল-ই'লাম (التكميل والاتمام لكتاب التعريف والاعلام) যাহা কু'রআনে পাওয়া যায় না এমন সব নামবাচক বিশেষ্য সম্বন্ধে Fengirola-এর আস্‌-সুহায়লী (৫০৭-৮১/১১১৩-৮৫) একটি গ্রন্থের ভাষ্য ও পরিশিষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সকল গুরুত্বপূর্ণ বরাত প্রদত্ত হইয়াছে নিম্নলিখিত রচনাটিতে ঃ J. Vallve Bermejo Una fuente importante de la historia de al-andalus: La "Historia" de Ibn Askar, al-Andalus-এ, ৩১ (১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ২৩৭-৮০ (সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের অনুচ্ছেদসমূহের কতকগুলির অনুবাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

J. D. Latham (E.I.[2] Suppl.)/ আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্‌ন 'আসাকির (ابن عساكر) ঃ কয়েকজন 'আরব রচয়িতার নাম যাহাদের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধঃ

(১) দামিশকের ঐতিহাসিক 'আলী ইব্‌নু'ল-হা'সান ইব্‌ন হিবাতিল্লাহ আবু'ল-কা'সিম ছিকাতুদ্দীন আশ-শাফি'ঈ, মুহাররাম, ৪৯৯/সেপ্টেম্বর, ১১০৫ সালে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদ ও ইরানের বড় বড় শহরে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পিতৃনগর দামিশকের আল-মাদরাসাতু'ন-নূরিয়ায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন এবং সেখানেই ১১ রাজাব, ৫৭১/২৫ জানুয়ারী, ১১৭৬ সালে ইনতিকাল করেন। আল-আনসাবের রচয়িতা আস্‌-সাম'আনী (মৃ. ৫৬২ হি.) তাঁহার বন্ধু ছিলেন। আল- খাতীবু'ল-বাগ'দাদী সংকলিত তা'রীখ বাগ'দাদ-এর অনুসরণে রচিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ তারীখ মাদীনাতি দামিশক'-এ তিনি সেই সকল ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ করেন, যাহারা যেকোন এক সময় দামিশকের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। মূল গ্রন্থের আশি খণ্ডের মধ্যে মাত্র কয়েক খণ্ড বর্তমানে অবশিষ্ট আছে (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২৯-৩০ হি. সালে দামিশক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রথম খণ্ড, সম্পা. সালাহু'দ্দীন আল-মুনজিদ, দামিশক, ১৩৭১/১৯৫১)। এই খণ্ডগুলি ব্যতীত, যাহা Brockelmann, ১ঃ ৩৩১-এ উল্লেখ রহিয়াছে, আরও কয়েকটি খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথাঃ (১) Stramburg- (ZDMG,-৪০ ঃ ৩১০); (২) ইস্তাম্বুলে (দামাদ ইবরাহীম পাশা, সংখ্যা ৮৭৩-৮৮২), 'আতিফ আফিন্দী, সংখ্যা ১৮১২-১৮১৯); (৩) কায়রো-এ (ফিহ্‌রিসতু'ল-কুতুবি'ল-মাহফুজা বিল-কুতুবখানা আল-খুদায়বিয়া, ৫ঃ২৫); (৪) দামিশক-এ (দ্র. হাবীবু'য-যায়্যাত, খাযাইনু'ল-কুতুব ফী দামিশক ওয়া দাওয়াহীহা, পৃ. ৭৫ প., দ্র. Horovitz, in Mitt. d. Sem. or, Spr. ১০খ, ৫০ প.); (৫) তিউনিসে যায়তুনা (Houdas Banel, সংখ্যা ৬৫); অধিকন্তু তু. ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ জাররাহ আল-'আজলূনী (মৃ. ১১৬২/১৭৪৯) in Tubinger, Seybold Verzeichmis, সংখ্যা-৬, তু, Sauvaire : Histoire de Damas, in JA ১৮৯৪-১৮৯৬।

তা'রীখ দামিশক গ্রন্থটি বৃহৎ অবয়ববিশিষ্ট হওয়ার কারণে বিভিন্ন লেখক ইহার সারসংক্ষেপ রচনা করিয়াছিলেন, যেমন আবূ শামা (মৃ. ৬৬৫ হি.) ইব্‌ন 'আবদি'দ-দাইম আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৮০ হি.) গ্রন্থটির নাম ফাকিরাতু'ল-মাজালিস ওয়া ফাকাহাতু'ল-মাজালিস; ইবনু'ল-মুকাররাম (মৃ. ৭১১ হি.), আল-'আয়নী (ম. ৮৭৯ হি.), আস্-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), ইহার নাম ছিল তুহ্‌ফাতু'ল-মাযাকিরি'ল-মুনতাকা মিন তা'রীখ ইব্‌ন 'আসাকির। পরবর্তীকালের রচয়িতাদের মধ্যে বাদ্‌রান 'আবদু'ল কাদির (মৃ. ১৩২৭ হি.) তাহ্‌যীব তারীখ ইব্‌ন 'আসাকির নামে একটি সারসংক্ষেপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৩২৯ হি. সাল হইতে ১৩৩২ হি. সাল পর্যন্ত তিনি দামিশক হইতে ইহার পাচটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর তাহার ইনতিকাল হয়। আতঃপর দামিশকের আল- মাক্‌তাবাতু'ল- আরাবিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড হইতে ইহার প্রকাশ শুরু করে। ১৩৫১ হি. সালে ইহার ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তা'রীখ দামিশক-এর উপর কয়েকটি পরিশিষ্টও রচিত হইয়াছে, যেমন-তাঁহার পুত্র আবু'ল-কাসিমের রচিত পরিশিষ্ট; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা ছাড়া সাদরুদ্দীন আল-বাক্‌রী 'উমার ইব্‌নু'ল- হাজিব আল-বাযারী ও আবূ য়া'লা রচিত পরিশিষ্ট।

তাঁহার অন্য যেসব গ্রন্থের উল্লেখ Brockelmann করিয়াছেন, সেইগুলি ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল "আল-মু'জাম"। ইহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত শাফি'ঈ মতানুসারী খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫) কিতাবু'ল-ওয়াহ্‌ম নামে একটি পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন (দ্র. Description list of the Arab. Mss. acquired by the Trustees Since 1894, লন্ডন ১৯১২ খৃ., পৃ. ৩৫)। তাঁহার গ্রন্থ আমালীর কিছু অংশ দামিশকে সংরক্ষিত রহিয়াছে (আয-যায়্যাত, পৃ. গ্র., পৃ. ২৯ সংখ্যা-৫)। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "তাবয়ীনু কিতাবি'ল-মুফতী ফী মা নাসাবা ইলা'ল-ইমাম হাসান আল-'আসকারী"-এর কিছু অংশ লাইডেন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পা. Mehren., অনুরূপভাবে কাশফু'ল-মুগাত্তা ফী ফাদ্‌লি'ল-মুওয়াততাও প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ইরশাদু'ল-আরীব, সম্পা. Margoliuth, ৫খ. ১৩৯, ১৪৬; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, বুলাক ১২৯৯ হি., সংখ্যা ৪১৪; (৩) আস্-সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ-শাফি 'ইয়্যাতি'ল-কুবরা, ৪খ, ২৭৩-৭; (৪) Liber classium, Virorum. auct. dhabio, সম্পা. Wustenfeld, Gottingae ১৮৩৩-৩৪ খৃ. ১৪ খ. ১৬; (৫) Wustenfeld, Die geschichtschreiber der Araber, সংখ্যা-২৭৬; (৬) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৪খ, ২৩৯; (৭) যাহাবী, তাবাকাতু'ল-হুফফাজ, ৪খ, ১২২; (৮) ঐ লেখক, দুওয়ালু'ল-ইসলাম, ২খ, ৬৩; (৯) ইব্‌নু'ল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১০খ, ২৬১; (১০) আবু'ল-ফিদা, তারীখ; (১১) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফিয়াত; (১২) মিফ্‌তাহু'স-সা'আদা, ১খ, ৩১১; (১৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ১২খ, ২৯৪; (১৪) ইব্‌নু'ল-ওয়ারদী, ২খ, ৮৭; (১৫) আন্-নু'আয়মী, তানবীহু'ত-তালিব; (১৬) তাযকিরাতু'য-যামান, ৮খ, ৩৩৬; (১৭) তা'রীখ মাদীনা দামিশক-এর ভূমিকা, সম্পা. সালাহু'দ্দীন আল-মুনজিদ, মুহাম্মাদ কুরদ'আলীকৃত, পৃ. ঙ-ন, ৫-৫৫; (১৮) Brockelmann, ১ ঃ ৩৩১, পরিশিষ্ট ১ ঃ ৫৬৬; (১৯) আল-বুস্তানী, বাতরুস, দাইরাতু'ল- মা'আরিফ, ১খ, ৬০৩; (২০) হুসামুদ্দীন আল-কুদসী, মুকাদ্দামাতু, তাব্‌য়ীনি'ল-মুফতী, ১৩৪৭ হি.; (২১) E.I.[2] ৩খ, ৭১৩-৫।

(২) তাঁহার পুত্র আল-কাসিম ৫২৭/১১৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০০/১২৩০ সালে ইনতিকাল করেন। অন্যান্য রচনা ছাড়াও তিনি আল-জামি'উ'ল-মুসতাকসা ফী ফাদাইলি'ল-মাস্‌জিদি'ল-আকসা নামক গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি ইব্‌নু'ল-ফাকীহ্ রচিত বা'ইছু'ন-নুফূস-এর দুইটি বৃহৎ বরাতের একটি; তু. আস্-সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়া, ৫খ, ১৫৮।

C. Brockelmann ও 'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন 'আসিম (ابن عاصم) ঃ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আসিম আল-গারনাতী, একজন বিখ্যাত মালিকী ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, বৈয়াকরণ ও সাহিত্যবিশারদ ছিলেন। তিনি ১২ জুমাদাল-উলা, ৭৬০/১১ এপ্রিল, ১৩৫৯ সনে গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১ শাওয়াল, ৮২৯/১৫ আগস্ট, ১৪২৬ সনে তথায় মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মা'দ নামে তাঁহার আর এক ভাই ছিলেন। তাঁহার কুনয়া ছিল আবূ য়াহ্‌য়া। তাঁহার এক পুত্র ছিল, তাঁহার কুনয়াও ছিল আবূ য়াহ্‌য়া। এই শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছিলেন (আহমাদ বাবা, নায়ল, ২৮৫)। ইব্‌ন 'আসিম গ্রানাডার এক অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইব্‌ন জুযায়্যি তাঁহার মাতার চাচা ছিলেন। ইব্‌ন 'আসিম গ্রানাডার বহু অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাতিবী (দ্র.) ছিলেন অন্যতম (পূর্ণ তালিকার জন্য, দেখুন Ben cheneb, in E.I.[1])। কথিত আছে, তিনি বই বাঁধাইয়ের পেশা অবলম্বন করেন, পরিশেষে তিনি গ্রানাডার প্রধান কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার রচিত দশটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই ফিক্‌হ, কিরা'আত, নাহ্‌ও ও সাহিত্যের উপর ছন্দাকারে লিখিত। তাঁহার এই সকল রচনার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে ঃ

(১) তুহ্‌ফাতু'ল-হুক্কাম ফী নুকাতি'ল-'উকূদ ওয়া'ল-আহ্‌কাম মালিকী মাযহাবের ফিক্‌হ সম্পর্কে ১৬৯৮টি রাজায ছন্দের শ্লোকে রচিত, পুনঃপুনঃ মুদ্রিত এই নিবন্ধটি 'আসিমিয়া নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থখানা ইব্‌ন আবী যায়দের রিসালা এবং খালীল ইব্‌ন ইসহাকের মুখতাসার গ্রন্থসমেত মালিকী

মায্হাবের একখানা নির্ভরযোগ্য সারগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে, অনেকেই এই গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাহাদের ভাষ্যসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে তাহারা হইলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ মায়্যারা (মৃ. ১০৭২/১৬৬২), মুহাম্মাদ ইব্ন সূদা আত-তাও (মৃ. ১২০৭/১৭৯২), 'আলী ইব্ন 'আবদি'স-সালাম আত-তাসুলী (মৃ. ১২৭৮/১৮৬২) এবং তিউনিসের যায়তূনা মস্জিদের অধ্যাপক 'উছ্মান ইবনু'ল-মাকী আত্-তাওযারী (১৩৩৯/১৯২১ সনে লিখিত)। তুহ্ফা গ্রন্থটি Houdas F. Martel কর্তৃক সম্পাদিত এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়, আলজিয়ার্স ও প্যারিস ১৮৮২-৯৩ খৃ.। অতঃপর L. Bercher গ্রন্থটির অনুবাদ করেন, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.। (২) মুরতাকা'ল-উসূল ইলা মা'রিফাতি 'ইলমি'ল- উসূ'ল উসূলু'ল-ফিকহশাস্ত্রে রাজায পদ্যে লিখিত একখানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (৩) কিতাবু'ল-হাদাইক অথবা হাদাইকু'ল-আযহার, গল্প ও উপাখ্যানে একটি সংকলন, নাস্রী শাসনকর্তা দ্বিতীয় য়ূসুফ (৭৯৩-৪/১৩৯১-২)এর নামে উৎসর্গীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ্মাদ বাবা আল-তাম্বুকতী, নায়লু'ল-ইব্তিহাজ বি তাতরীযি'দ-দীবাজ, কায়রো, ১৩২৯-৩০ হি. ২৮৯প.; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ মাখলূফ, শাজারাতু'ন-নূর আয-যাকিয়্যা, কায়রো ১৩৪৯ হি., নং ৮৯১; (৩) Moh. Ben cheneb, in E.I.[1] দ্র.।

J. Schacht (E.I.[2])/মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

ইব্ন ইদ্রীস (ابن ادريس) ঃ (১) ইদানিংকালে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আজাম্মুরী আল-আমরাবী আল-ফাসী। তিনি ছিলেন মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী এবং অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার সুখ্যাতি তাঁহার জন্মভূমির বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমরা তাঁহার সঠিক জন্ম তারিখ (১১১৮/১৭৮৪ খৃ.) জানি না। ফাস ছিল অত্যন্ত ভদ্র পরিবেশপূর্ণ স্থান। তথায় তাঁহার পরিবার শারীফ খান্দান বলিয়া পরিচিত ছিল। কঠোর অধ্যবসায় সহকারে পড়াশুনা শেষ করিয়া তিনি প্রথমত একজন নকলনবীশ এবং পরে স্কুল শিক্ষক হিসাবে উপার্জন শুরু করেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার বংশ পরিচয় ও প্রতিভার কথা 'আলাবী বংশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু'ল-কাসিম আয-যায়ানী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তাঁহার লেখাগুলি সুবিন্যস্ত করার পরামর্শ দেন এব পরবর্তী সুলতান 'আবদু'র- রাহমান-এর দরবারে তাঁহাকে উপস্থিত করিলে সুলতান তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করেন। ১২৩৭/১৮২২ সনে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক আকানসূস (দ্র.)-এর স্থলে তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব পদে যোগদানের জন্য ইব্ন ইদ্রীসকে আহ্বান করেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মিথ্যা অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধে ছড়াইয়া পড়িলে তিনি সুলতানের রোষানলে পতিত হন, এমন কি সুলতানের আদেশে তাঁহাকে দৈহিকভাবেও নির্যাতন করা হয় (১২৪৭/১৮৩১)। ১৮৩৫ খৃ. সুলতান তাঁহার প্রতি পুনঃ আস্থা স্থাপন করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে অতিরিক্ত হাজিবের পদে তাঁহাকে পুনর্বহাল করেন। এই পদে তিনি তাঁহার মৃত্যু ৪/৫ মুহাররাম, ১২৬৪/১২ অথবা ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৭ পর্যন্ত অত্যন্ত খ্যাতি ও নিপুণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য অগাধ সম্পদ রাখিয়া যান; তবে মাওলা 'আবদু'র-রাহমানের আদেশে তাঁহার উপর যে নৃশংসতা আপতিত হইয়াছিল উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। কারণ সুলতানকে এই কথা বলিয়া উত্তেজিত করা হইয়াছিল যে, মন্ত্রী মহোদয় আলজিরীয় আমীর 'আবদু'ল-কাদিরের কৃপা দৃষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সুলতানের কতিপয় বিব্রতকর ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের দরুন দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্ভবত উহার পতন ঘটানোরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইব্ন ইদরীসই মরক্কোর অফিস সংক্রান্ত পত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার পর আধুনিক রীতিতে উহাকে পুনঃপ্রচলিত করেন। তিনি অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। অতিরঞ্জিত ভাবাবেগমুক্ত মিত্রাক্ষরযুক্ত পদ্য রচনায় তিনি সফলতা অর্জন করেন। কবি হিসাবেও তিনি মরক্কোবাসীর নিকট অতি উঁচু মর্যাদা লাভ করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন দান লাভ করিয়াছিলেন যে, যে কোন অবস্থায় তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি সাধারণত বুদ্ধিমত্তার কিংবা কখনো কখনো সরলতার দরুন যুবরাজদেরকে, যাহাদের অধীন তিনি চাকুরী করিয়াছিলেন, দেশের সাধক ও তাপস, মাওয়ালীদের গর্ব কিংবা মাররাকুশের উদ্যান বলিয়া তাঁহার লেখনীতে প্রকাশ করিয়াছেন। আলজিরিয়া জবর দখলের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন এবং বিদ্রোহাত্মক কবিতা রচনা করেন। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থ দীওয়ান এখনো মরক্কোর রাজধানী রাবাতের রাজকীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। মাররাকুশে বিরাট উদ্যান পরিবেশিষ্টত তাঁহার মনোরম বাসস্থান এখনও 'Arset ben Dris' নামে খ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Fumey. Choix de Correspondances marocaines, ১ম খণ্ড, মূল ও নোট, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., ১৩২; (২) Kattani, সালওয়াত আল-আনফাস, ফাস ১৯১৬ খৃ, ২খ, ৩৬২; (৩) Akanss al -Djaysh al-aramarm. Fas, ১৯১৮, ২খ, (বিশেষত পৃ. ৩১ ও ১৫৮-৫৩); (৪) ইব্ন যায়দূন. ইতহাফ আ'লামিন-নাস..., রাবাত ১৯৩২ খৃ., ৪খ, ১৮৯-২৩৯ (তাঁহার সুদীর্ঘ গদ্য ও পদ্য রচনাবলী); (৫) 'আব্বাস ইব্ন ইব্রাহীম আল-ইসলাম বি-মান হাল্লা মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আ'লাম, ফাস ১৯৩২-৯, ১খ, ৩২৪-৯, ৫খ, ২৬৩-৯২; (৬) Mohamed El-Fasi, La litterature marocaine in Le Maroc (ouverage collectif sous la direction d'E. Guernier) প্যারিস ১৯৪০ খৃ., ৪২৫; (৭) J. Caille, Une mission de leon Roches a Rabat en 1845, Casablanca 1847; (PIHEM, xliii) নির্ঘণ্ট; (৮) Nacer El-Fasi, মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস, vizir et Poete de la Cour de Moulay Abderrahman, in Hesperis Jamuda, iii/i ১৯৬২ খৃ. (কতক অনুবাদসমূহ); (৯) নাসি'র আল-ফাসী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস, আল-বাহছু'ল-ইলমী নং ১ (জানুয়ারী, ১৯৬৪ খৃ.)।

G. Deverdun (E.I.[2])/ এ. কে. এম. আবদুল ওয়াদুদ

ইব্ন ইদ্রীস (ابن ادريس) ঃ (২) তাঁহার প্রকৃত নাম আবু'ল-'আলা ইদরীস। তিনি ফাস (ফেয) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ব্যাপকভাবে সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সুলতান মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবিদ'র- রাহমান তাঁহাকে ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিয়োগ করেন এবং কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়া ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮৪৫ খৃ., স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে সংঘটিত দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের ফলস্বরূপ মরক্কো যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ছিল, তাহা হ্রাস করাইবার জন্য স্পেন সরকারের উপর ফরাসী সম্রাটের হস্তক্ষেপ কামনা করাই ছিল তাঁহার এই কূটনৈতিক মিশনের উদ্দেশ্য। ১৮৬০ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে তিনি প্যারিসে ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত করেন এবং সেখানে চমৎকার প্রভাব

রাখিয়া আসেন। তাঁহার ভ্রমণের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তুহফাতু'ল-মালিকিল- আযীয-বি মাম্‌লাকাত বারীয" শিরোনামে একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত (রিহ্‌লা) রচনা করেন। ফরাসী দেশের যে সমস্ত প্রদেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত দালান ও ইমারত দেখিয়াছিলেন, যে সকল সংবর্ধনায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে সমস্ত রীতি ও প্রথা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সেইগুলির চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ১৩২৭/১৯০৭ সালে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ফাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইব্‌ন ইদ্‌রীস আরও একটি কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য স্পেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৪ জুমাদাছ্‌-ছ্‌ানী, ১২৯৬/৫ জুন, ১৮৭৯ তারিখে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তিনি রাবাতে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. de la Martiniere, Souvenire du Maroc, প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (২) ইব্‌ন যায়দান, ইতহাফ আ'লামি'ন-নাস, রাবাত, ১৯৩০ খৃ., ২খ, ৩২-৪১; (৩) 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগরিবি'ল-আকসা, তিতুয়ান ১৩৬৯/১৯৫০, পৃ. ৩৭২, নং ১১৫৩; (৪) J. L. Miege, Le Maroc et l'Europe (1830-1894), প্যারিস ১৯৬১ খৃ. নির্ঘণ্ট।

G. Deverdun (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্‌ন 'ইনাবা (ابـن عـنـابـة) ঃ (ইরাক-পারস্য মহলে অতি সাধারণ রূপ; অন্যান্য রূপ 'উক্‌বা, 'উত্‌বা, 'আনবাসা) জামালুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইনাবা আদ-দাঊদী আল-হাসানী ইমামী, বংশতালিকা বিশারদ তালিবী নাস্‌সাবার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। জ. আনু. ৭৪৮/১৩৪৭ সনে (৭৬৪-হি. কৈশোর অতিক্রমের পর তিনি ইব্‌ন মু'আয়্যার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন—ইহার ভিত্তিতে এই তারিখ নির্ণীত), মৃ.৭ সাফার, ৮২৮/২৯ ডিসেম্বর, ১৪২৪, কিরমানে। তিনি কুলজীবিশারদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ্‌াম্মাদ আল্-'উবায়দীর এবং পরোক্ষভাবে ইব্‌নু'ল-মুতাহহার আল-হিল্লী ও জালালুদ্দীন আবু'ল- কাসিম 'আলী ইব্‌ন 'আবদি'ল-হামীদ ইব্‌ন ফাখখার-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা জীবনে যাহার প্রভাব সর্বাধিক তিনি ছিলেন তাহার শ্বশুর ইব্‌ন মু'আয়্যা (তাজুদ্দীন আবূ 'আব্‌দিল্লাহ, মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন আল-কাসিম)। শেষোক্ত ব্যক্তি ফুতুওয়া (দ্র.)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন; যেমন এই কারণে যে, ত্রিশজন বিখ্যাত 'আলিম (বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ ইব্‌নু'ল-মুতাহহার আল-হিল্লী, ইব্‌ন তা'উস ও ইব্‌ন ফাখখার)-এর ইজাযাত লাভ করিয়াছিলেন এই কারণেও যে, বার-ইমামপন্থিগণের সর্বপ্রথম শহীদ (আশ-শাহীদু'ল-আওয়াল) শামসুদ্দীন মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন মাককী আল-'আমিলীর মত বিদ্বান ও তাহার শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ বারটি বৎসর ইব্‌ন 'ইনাবাকে আইন (ফিক্‌হ), হাদীছ', কুলজী, অঙ্কশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন 'ইনাবার রচনাবলী একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। اعيان الشيعة-এর তালিকা অনুযায়ী ইহার মধ্যে রহিয়াছে (১) 'উমদাতু'ত-তালিব ফী আনসাব আল-ই আবী তালিব (আল-কুব্‌রা নামে পরিচিত), সমাপ্ত ৮১৪/১৪১১-২, যাহা তায়মূরিয়্যা সংগ্রহের একটি কপিতে টিকিয়া আছে। একটি সূত্রে জানা যায়, গ্রন্থটি তৈমূর লংগকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বস্তুত হুসায়নী জালালুদ্দীন আল-হাসান ইব্‌ন 'আমীদুদ্দীন, 'আলী ইব্‌ন ইযযুদ্দীন আশ-শারীফ মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন আবি'ল-ফাদ্‌ল 'আলীর জন্য রচিত হইয়াছিল; সম্ভবত ইহা মোম্বাই সংস্করণ ১৩১৮/১৯০০-১-এর অনুরূপ।

(২) 'উমদাতু'ত-তালিব, আস-সুগরা সায়্যিদ মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন ফাল্লাহ আল-মুশা'শা'ঈ আল-মাহ্‌দীর (অথবা তাঁহার পিতার) প্রতি উৎসর্গীকৃত। কাশফু'জ-জুনূন অনুযায়ী পুস্তকটি কিছু সংযোজনসহ ইব্‌নু'স-সূফীর মুখতাসার এবং আবূ নাস্‌র সাহ্‌ল ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-বুখারীর তা'লীফ-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আল্-কানতুরী দুই 'উমদার মধ্যে এই পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছেন, বরং উহাদেরকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। খিয়াবানী উক্ত পার্থক্য স্বীকার করেন এবং ১৯১৮ খৃ. নাজাফ সংস্করণের ভূমিকাতেও ইহা স্বীকৃত, যাহাতে একমাত্র এই ক্ষুদ্র উম্‌দাই টিকিয়া আছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিসমূহে নামের কিঞ্চিৎ পার্থক্য (আনসাব অথবা নাসাব অথবা মানাকিব) এবং বিষয়বস্তু বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু বৈচিত্র্য ব্যতীত এই 'উম্‌দা সর্বক্ষেত্রে আবূ তালিব-এর পাঁচ পুত্রের অনুরূপ পাঁচটি ফাস্‌ল (অধ্যায়)-এ বিভক্ত। মনে হয় এই 'উমদা তাহাই যাহা লক্ষ্মৌ সংস্করণ (৮০২/১৩৯৯-১৪০০)-এ প্রকাশিত হয় এবং সাম্প্রতিককালে তারিখবিহীন বৈরূত সংস্করণে প্রকাশিত।

(৩) কিতাব ফি'ল-আনসাব নামক একটি গ্রন্থ সম্ভবত ফারসী ভাষায় লিখিত; নাজাফ মূল পাঠের সম্পাদকগণের মতে ইহা 'উমদার সংক্ষিপ্ত আকার, যারী'আ-তে উল্লিখিত কিতাবু আন্‌সাবি আল-ই আবী তালিব হইতে অভিন্ন, কিন্তু এই যারী'আতেই উল্লিখিত অপর দুইটি পুস্তক তুহফাতু'ল-জামালিয়্যা ও তুহফাতু'ত-তালিব-এর সহিত ইহাকে সনাক্ত করা যায়। অন্য লেখকগণও এই দুই পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্যাটি সমাধানহীনই রহিয়া গেল, বিশেষত যেহেতু খিয়াবানী উভয় তুহফাকে আসলে একই রচনা বলিয়া মনে করেন।

(৪) বাহরু'ল-আনসাব ফী নাসাবি বানী হাশিম, একটি মুকাদ্দামা ও পাঁচটি অধ্যায়সম্মলিত, জুরজী যায়দান উল্লেখ করিয়াছেন যে, কায়রোর খেদীবীয় গ্রন্থাগারে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি আছে, যারী'আ ও খিয়াবানীও ইহার উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, II, 119, S II, 272; (২) হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১৯৪৩ খৃ., ১১৬৭-৬৮; (৩) আল-কানতুরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহজুব ওয়াল-আস্‌তার, কলিকাতা ১৩৩০/১৯১২, ৩৮৬, n 2136; (৪) Agha Bozorg Tehrani الذريعة على تصانيف الشيعة iii, Nadjaf 1357/1938; 424-5, n, 1536, 448 n, 1627; (৫) Abbas al-Kummi al-Nadjafi, Kitab al-Kuna wal alkab, i, Nadjaf 1956, 391; (৬) Dj. Zaydan Tarikh adab al-lugha al arabiyya, III, Cairo 1913, 1745; (৭) Preface to the ed. of Nadjaf 1918, 3-12; (৮) Muhammad Ali Tabrizi Khiyabani, ريحانة الادب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب Tabriz i, 1326 s./1947-8, 275, np, 680; iv, n. d. 96 n. 146; (৯) আল-আমিলী, আয়ানুশ্‌শী'আ, xi, 149-52, (১০) B. Scarcia Amoretti, sulla Umdat al-talib fi ansab al abi Talib" e sul suo autore Djamal al-Din ahmad, ibn Inaba, in AIUON N.S. xiii (1963), 287-94; (১১) G. Levi Della Vida, Secondo elenco dei manoscritti arabi islamici, Vatican 1965, 80-1 n. 1672.

B. Scarcia Amoretti (E.I.[2])/ শেখ মোঃ আবদুল হাকিম

ইব্‌ন 'ইযারী (ابن عذارى) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ইযারী আল-মাররাকুশী ছিলেন মাগ্‌রিব-এর ঐতিহাসিক। তাঁহার সম্পর্কে মাত্র জানা যায় যে, তিনি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে জীবিত ছিলেন, ফেয-এর "কাইদ" ছিলেন এবং ৭১২/১৩১২-৩ সালেও তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থটি লিখিতেছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী বিচার করিলে দেখা যায় যে, তিনি অবশ্যই প্রাচ্যের খলীফা, ইমাম ও আমীরদের সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে গ্রন্থটি এখন বিলুপ্ত। এই ঐতিহাসিকের রচিত অদ্যাপি বিদ্যমান ইতিহাস গ্রন্থের শিরোনাম,

البيان المغرب في (اختصار) اخبار ملوك الاندلس والمغرب.

তিন অংশে বিভক্ত এই ইতিহাসের প্রকাশিত অংশটিতে লেখক ২০/৬৪০-১ সালে মিসর বিজয় হইতে শুরু করিয়া ৬০২-১২০৫-৬ সালে মুওয়াহ্‌হিদীন কর্তৃক আল-মাহদিয়া অধিকার (৬০২/১২০৫-৬) পর্যন্ত সময়ের ইফরীকিয়ার ইতিহাস ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন বংশ ও জনপদ, যাহা একে অন্যের অনুগামী হয়, তাহাদের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের বিশ্লেষণাত্মক ও সংক্ষিপ্ত (তালখীস) বিবরণ প্রদান করেন। আইবেরীয় উপদ্বীপ বিজয়, আমীরাত, খিলাফাত ও "তাইফা"দের রাজ্যসমূহের ইতিহাস রহিয়াছে দ্বিতীয় অংশে। পক্ষান্তরে ৩য় অংশে রহিয়াছে আল-মাগ্‌রিব ও স্পেনের আন্দালুসিয়া প্রদেশে আল-মুরাবিতূন এবং আল-মুওয়াহহিদুন বংশের বিলুপ্তি পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। ৩৮৭/৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসসম্বলিত প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের প্রথমার্ধের মূল পাঠ (text) R. Dozy কর্তৃক প্রকাশিত হয় ঃ Histoire de ;'Afrique et de l' Espagne, Leiden 1848-51 2 Vols, (corrections sur les textes du Bayano l-Mogrib, Leiden 1883- সহ) প্রকাশিত হয়। G. S. colin ও E. Levi- Provencal কর্তৃক নূতন ও পূর্ণতর পাণ্ডুলিপিসমূহের সাহায্যে সম্পাদিত (Leiden 1848-51, 2 vols) অপর একটি গ্রন্থ এই সংস্করণটিকে বাতিল করিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম অংশ স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন F. Fernandex Gonzalez (গ্রানাডা ১৮৬০ খৃ., কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ) এবং ফরাসী ভাষায় E. Fagnan (আলজিয়ার্স ১৯০১-৪, দুই খণ্ড)। ৩৯২-৪৬০/১০০১ (২) ১০৬৭(৮) সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসসম্বলিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বের শেষাংশের যে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানা আমাদের হস্তগত হইয়াছে উহা ছিল E. Levi-Provencal- এর একটি সম্পাদনার বিষয়বস্তু; বায়ান ৩খ, প্যারিস ১৯৩০ খৃ., ইহা পাঠ করিতে হইবে Observations sur le texte du tome, III du Bayan d Ibn Idari-এর সংযোগে, in Melanges Gaudefroy- Demombynes (কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ২৪১-৫৮)। Levi- Provencal এই পাঠের বিভিন্ন খণ্ডাংশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন R. Dozy Histoire des Musulmans d Espgne, Leiden 1932, ৩খ-এর পরিশি ষ্ট এবং al-Andalus (সাময়িকীতে) xiii (১৯৪৮ খৃ.), ১৪৯-২১ (অনু. E. Garcia Gomez)। বায়ান-এর খণ্ডই তৃতীয় যাহা সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে আবিষ্কৃত নূতন পাণ্ডুলিপি হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। মুরাবিত সমাজের প্রাচীনতম বৎসরগুলি হইতে ৫৪১/১১৪৬ সাল পর্যন্ত (৪৬৯-৪৯৫/১০৭৬-১১০২ বিরতিসহ) বিবরণের কতিপয় খণ্ডাংশ আল-মুরাবিত বায়ান হইতে প্রকাশ ও অনুবাদ করেন A. Huici (Un fargmento inedito de Ibn Idari Sobre los almoravides, in Hesperis Tamuda, ii/I, 1961, 43-111)। E. Levi-Provencal ৪৮৫/১০৯২, ৪৮৭/১০৯৪ ও ৪৯৬/১১০২ সালের সহিত সম্পর্কিত খণ্ডাংশ এবং আল-মাজদালী কর্তৃক Valencia বিজয় সম্পর্কিত খণ্ডাংশ প্রকাশ ও অনুবাদ করেন। (সম্পূর্ণটি অনুবাদ করেন E. Garcia Gomez, in La toma de Valencia por el Cid, in al-Andalus, xiii, 1948, 91-156)। আল-মুওয়াহ্‌হিদূন বায়ান-এর সম্পূর্ণতর মূল পাঠে El anonimo de Madrid y Copenhague-এ (Valencia 1917) বিধৃত রহিয়াছে। A Huici ইহাকে পরিচিত করিয়াছেন in the Notes d' histoire al mohade iii (মূল ও অনু. E. Levi- Provencal) in Hesperis X (1930), 49-90 আরও সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণতর আকারে পরিচিত করিয়াছেন in the III parte de al Bayan ae-Mughrib por Ibn Idari. সম্পা., A. Huici, মুহা. ইব্‌ন তাবীত ও মুহা. ইব্‌ন আল-কাততানীর সহযোগিতায়, তেতুয়ান, ১৯৬৩। Coleccion de Cronisas arabes de la Reconquista, ii-iii, Tetuan 1953 সংকলনে এবং সম্প্রতি ইব্‌ন ইযারী আল-বায়ানু'ল মুগরিব গ্রন্থে A. Huici মুওয়াহহিদুন বায়ান-এর পাণ্ডুলিপি হইতে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, Nuevos Fragmentos al moravidesy almohades, Valencia 1963।

আল-'ইযারীর ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মাগ্‌রিব ও আন্দালুসের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষকগণের জন্য সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণসম্বলিত একটি অপরিহার্য মৌলিক সূত্ররূপে স্বীকৃত। অবশ্য তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর সমালোচনার জন্য অন্যদের মধ্যে দ্র. Cl. sanchez Albornoz (En torno a los origenes del feudalismo, Parte segunda: Los arabes y el regimen prefeudal carolingio,. fuentes de la historia hispano-musulmana del siglo VIII, ii; Mendoza 1942, 327-35) A. Huici (Col Croniscas arabes de la Reconquista, ii Pp. XI and XII) অন্যপক্ষে তাঁহার সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য সূত্রের ভিত্তিতে তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত দ্র. Dozy-এর সংস্করণ, ১খ, ৭৭-১০৭-এর মুখবন্ধ (ইহার সিদ্ধান্তসমূহ অসম্পূর্ণ হইলেও অদ্যাবধি কার্যকর); (২) Wustenfeld, Die Geschichts- chreiber. no 373, 151; (৩) Pons Boigurs, Ensayo 414-5; অধিকতর সাম্প্রতিক এবং কার্যকর (৪) E. Levi-Provencal, Alfonso VI y su hermana la infanta Urraca, in al-Andalus, xiii (1948) 157-9, একটি অতি সংক্ষিপ্ত অংশের সংস্করণ ও অনুবাদসহ; (৫) A. Huici, La salida de los almoravides del desierto y el reinado de y Yusuf

b. Tasfin, in Hesparais, xlvi (1959), বিশেষত ১৫৫-৬২ পৃ.; (৬) ঐ লেখক, Un nuevo manuscrito de "al-Bayan al-Mugrib", in al-Andalus, xxiv (1959), 63-84; (৭) ঐ লেখক, Nucvies aportaciones de "al bayan al-Mugrib" sobre los almoravides in al-Andalus, xxvii (1963), 313-30।

J. Bosch-Vila, (E.I.2)/মুহ. আবদুশ শুকুর

ইব্‌ন ইয়াস (ابن اياس) ঃ (পাঠান্তর আয়াস), আবু'ল-বারাকাত মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ যায়ন (শিহাবুদ্দীন আন-নাসিরী আল-যারকাশী আল-হানাফী, জ. ৬ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৮৫২/ ৯ জুন , ১৪৪ ৮ মৃ. আনুমানিক ৯৩০/১৫২৪। তিনি মিসরে মামলূক শাসনের পতনের এবং ৯২৩/১৫১৭ সালে তাহাদের উপর বিজয়ী 'উছমানীয় তুর্কীদের প্রথম কয়েক বৎসরের শাসনকালের ইতিহাস রচয়িতা। উল্লিখিত সময়ের ঘটনাবলীর জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ইব্‌ন ইয়াস প্রধান উৎস হিসাবে স্বীকৃত এবং তাঁহার গ্রন্থ বাদাই'উ'য-যুহূর ফী ওয়াকা'ই'দ-দুহূর (বূলাক সংস্করণ, অতঃপর সংক্ষেপে ইব্‌ন ইয়াস নামে উল্লিখিত)-এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে গ্রন্থকারের কোন জীবনচরিত রচিত না হওয়ায় সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ইব্‌ন ইয়াসের শুধু তুলনামূলক গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত করে না; বরং ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মিসরে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বেরও সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত যৎসামান্য তথ্য তাঁহার নিজ রচনা হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা এই উৎস হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহা গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা কালাঊনী শাসনামলের আংশিক ও সিরকাসিয়ানদের সম্পূর্ণ শাসনামলে কমপক্ষে একটি মামলূক পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে চমৎকার আলোকপাত করে।

গ্রন্থকারের একজন পূর্বপুরুষ ওয়দেমির (আযদামুর) আল-'উমারী আন-নাসিরী আল-খাযিনদার (মৃ. ৭৭১/১৩৭০) সুলতান হাসান ও সুলতান আল-আশরাফ শাবানের অধীনে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইহার মধ্যে সমরসজ্জার আমীর (امير السلاح) ৭৫৭ হি., ত্রিপোলীর ভাইসরয়, ৭৬৪ হি., পরে আলেপ্পোর ভাইসরয়, অতঃপর আবার সমরসজ্জার আমীর, ৭৬৮, হি.-এর পদ উল্লেখযোগ্য। কিছু কালের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারামুক্তির পর দামিশকের শাসনকর্তার পদের জন্য মনোনীত হন; কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই ইনতিকাল করেন (তু. ইব্‌ন ইয়াস, পৃ. ২২১)। ওয়দেমীরের এক কন্যা ইয়াস আল-ফাখরী নামক এক মামলূক যুবকের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এই যুবককে তাঁহার প্রাক্তন মালিকের নামের সূত্রে "মিন জুনায়দ" এবং পরবর্তীকালে সুলতান আজ-জাহির বারকূকের মালিকানাধীন ও চাকুরীরত থাকার কারণে "আজ-জাহিরী" নামেও আখ্যায়িত করা হইত। ইয়াস (আনু. ৭৮০-৮৩০/১৩৭৮-১৪২৭) বারকূকের পুত্র সুলতান আন-নাসির ফারাজের আমলে দ্বিতীয় নির্বাহী সচিব (দাওয়াদার ছানী) পদে উন্নীত হন (তু. ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, পত্র ২৭b; wiet, Manhal নং ৫৬৩)।

গ্রন্থকারের পিতা আহ্‌মাদ একজন মামলূক আমীরের পৌত্র ও অপর একজনের পুত্র হিসাবে আমীরগণের সামরিক মান্যবরদের দলভুক্ত হওয়ার যোগ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি "আওলাদুন-নাস" (اولاد الناس)-এর অন্যতম পদ লাভ করেন। ইব্‌ন ইয়াসের মতে পদটি আজনাদু'ল-হালকার সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। তিনি তৎকালীন সুলতানের আদেশে এক ধরনের সামরিক রিজার্ভ হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতেন। ইব্‌ন ইয়াস দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, সুলতান কাইত বায়-এর শাসনামলে প্রত্যেক সামরিক রিজার্ভের দায়িত্ব ছিল ২য় সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করা অথবা নিজের স্থলবর্তী কাহাকেও পাঠান বা ১০০ দীনার প্রদান করা (দ্র. ইব্‌ন ইয়াস, ২খ, ৯৩)। তাঁহার পুত্রের বর্ণনানুসারে আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াস (৮২৪-৯০৮/ ১৪২১-১৫০২) বহু আমীর ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ২৫ জন সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনজন-দুই পুত্র ও এক কন্যা তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন। কন্যাটি অশ্ব-তত্ত্বাবধায়ক আমীর (امير اخور) কুর্কমাস আল-'আলা'ঈ (মৃ. ৮৭৭/১৪৭২) নামক এক মামলূকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন; এক পুত্র অস্ত্রশালার প্রধান কর্মচারী ছিলেন (زردكس) এবং অন্য পুত্র ছিলেন গ্রন্থকার নিজে (দ্র. ইব্‌ন ইয়াস, সম্পা. (Mostafa, ৪খ. ৪৭)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াসের জীবনী সম্পর্কে যে যৎসামান্য ঘটনা জানা যায়, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে তাঁহার সমসাময়িক দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের অধীনে বিদ্যার্জন ঃ বহুবিদ্যাবিশারদ আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) (দ্র. ইব্‌ন ইয়াস, ২খ, ১১৭, ২৭১, ৩০৭, ৩৩৯, ৩৯২) যাহার সম্পর্কে তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ খুব অল্পই ছিল বলিয়া মনে হয় এবং হানাফী ফাকীহ ও ঐতিহাসিক 'আবদু'ল-বাসিত ইব্‌ন খালীল আল-হানাফী (মৃ. ৯২০/১৫১৪), (তু. ঐ. ১০৪, ১০৫, ও স্থা.)। ইব্‌ন ইয়াসের রচনার মূল বিষয়বস্তু (সর্বমোট ছয়টি শিরোনাম, দ্র. Brockelmann, S II, 405) ছিল ইতিহাস সম্পর্কিত। মনে হয় তাঁহার লক্ষ্য ছিল ফির'আওন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িককাল পর্যন্ত মিসরের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা। মোট কথা, তিনি তাঁহার প্রধান রচনা "বাদাই'উয-যুহূর ফী ওয়াকা'ই'দ-দুহূর" গ্রন্থে মামলূক শাসনকাল পর্যন্ত সমগ্র মিসরের একটি ভাসাভাসা ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বর্ষানুক্রমিক ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ পেশ করিয়াছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের (কায়রো, ১৩০১-০৬/১৮৮৪-৮৮; পুনর্মুদ্রিত বুলাক, ১৩১১-১২/১৮৯৪) প্রথম খণ্ডে আদি যুগ হইতে ৮১৫/১৪১২ পর্যন্ত মিসরের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে ৮১৫-৯০৬/১৪১২-১৫০১-, আল-আদিল তুমান-বের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে সুলতান আল-গাওরীর শাসনকাল (৯০৬-২১/ ১৫০১-১৫) বাদ দিয়া মামলূক বংশের শেষ সুলতান আশরাফ তুমান বেএর শাসনকাল ৯২২-৮/১৫১৬-২২ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে একদিকে যেমন বিভিন্ন যুগের প্রতি অসমপরিসর বিন্যাস লক্ষণীয়, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র গ্রন্থখানা ইব্‌ন ইয়াসের রচনা বলিয়া স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সমস্যার প্রতি ইঙ্গিতবহ। আল-গাওরীর শাসনামলের বিবরণ কায়রো বূলাক সংস্করণের মূল উৎস পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত থাকিলেও অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে তাহা বিদ্যমান এবং পরবর্তী সংস্করণে ৮৭২-৯২৮/ ১৪৬৭-১৫২২ সময়কালের বিবরণসম্বলিত খণ্ডের অর্থাৎ ইব্‌ন ইয়াস যে সময়কালের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ইহারই অন্তর্ভুক্ত করা হয় (৩ খণ্ডে, সম্পা. P. Kahle, M. Mostafa, M. Sobernheim, Bibliotheca Islamica, ৫খ, ১৯৩১- ৩৯খৃ.; সংশোধিত সংস্করণ এম. মুস্তাফা, ১৯৬০-৬৩খৃ.)। গ্রন্থের প্রথম অংশ (কাইত বায়-এর শাসনামল হইতে) সংক্ষিপ্ত ও দেশীয় রীতিতে রচিত হইলেও

শেষাংশ ৯২২/১৫১৬ হইতে পরবর্তীকালের ইতিহাস শুধু অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতই নয়, বরং অধিকতর পরিমার্জিত ও ভাষাশৈলীতে সমৃদ্ধ। ফলে K. Vollers (in Revue, d, Egypte, ১৮৯৫ খৃ., ৫৪৪-৭৩) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই শেষাংশের রচয়িতা ইব্‌ন ইয়াস নাও হইতে পারেন। অবশ্য M. Sobernheim (E.I'1 ২খ., ৪১৪) উক্ত মতের বিরোধিতা করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, ভাষারীতির এই পার্থক্য দুইটি ভাষ্যের সম্ভাব্য সংমিশ্রণের বা ব্যক্তিগত ডায়েরী ও কোর্ট বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তির ফলশ্রুতি হইতে পারে। এই শেষাংশের মিসরের, বিশেষত মামলূক কোর্টের জীবনযাত্রা, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু সংবাদ, বিদ্বজ্জন ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের সম্মানে রচিত কবিতাগুচ্ছ (অনেক গ্রন্থকারের নিজের) হিসাবপত্র, ঘরোয়া বিপর্যয়, বাজারদরের রেকর্ড ও গতি এবং তৎকালীন দৃষ্টি আকর্ষণকারী মামলা-মোকদ্দমা (Causes Celebres) সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে, তদুপরি শাসকবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত লেখকের বর্ণনা হিসাবে গ্রন্থটি অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ইব্‌ন তাগরীবিরদী রচিত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও ইব্‌ন ইয়াসের রচনায় পূর্ববর্তী লেখকের ইতিহাস চেতনা ও রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে অনুপস্থিত। একজন সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক 'উছমানী তুর্কীদের হাতে মামলূকদের পরাজয়ের মূল্যায়ন ও কারণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হিসাবে ইহার মূল্য অত্যধিক। গ্রন্থকার সুলত'ান আল-গাওরীর সমালোচনায় অত্যন্ত মুখর, তিনি সুলত'ানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য দোষারোপ করেন। দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন, মামলূকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রতি উপেক্ষা সম্মিলিতভাবে মামলূকদের পরাজয়ের কারণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পরিশেষে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ভাষা গ্রন্থকারের যুগের মিসরীয় চলতি ভাষার প্রতিফলন হিসাবে 'আরবী উপভাষা বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য মূল্যবান। ইব্‌ন ইয়াস রচিত বলিয়া কথিত অন্যান্য গ্রন্থ হইল (১) মারজুয-যুহূর ফী ওয়াকা'ই'দ-দুহূর, ধর্মযাজক ও রাসূলগণ সম্পর্কিত একটি জনপ্রিয় ইতিহাস গ্রন্থ। সম্ভবত গ্রন্থটি ইব্‌ন ইয়াস রচিত নয়; (২) নাসখু'ল-আযহার ফী 'আজাইবি'ল- আকতার বিশ্বতত্ত্ব বা ভূ-বিবরণ, বিশেষত মিসরের প্রসঙ্গে ৯২২/১৫১৭ সালে রচিত এবং উনবিংশ শতাব্দীর লেখকবৃন্দ কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত; (৩) নুযহাতু'ল-'উমাম ফি'ল-'আজাইব ওয়া'ল-হিকাম একটি অল্প পরিচিত পুস্তক যাহার একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান; (৪) বাদাই' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতিমূলক জাওয়াহিরু'স-সুলূক শীর্ষক পুস্তক এবং (৫) মুনতাজাম বা'দাদ-দুনয়া ওয়া তা'রীখি'ল-উমাম, ৩ খণ্ডে (গ্রন্থকার রচিত হওয়া অনিশ্চিত, তু. C. Cahen in REI, iii, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৩৫৮)। শেষোক্ত দুইটি পুস্তকের প্রতিটির একটি করিয়া কপি ইস্তাম্বুলে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wustenfeld, Geschichts-chreiber, no. 513; (২) Brockelmann, ii, 295, S II, 405; (৩) M. Sobernheim, ইব্‌ন ইয়াস, in EI'1, II, 414; (৪) ইব্‌ন ইয়াস, বাদাই'উ'য-যুহূর...., ৩ খণ্ড, কায়রো ১৩০১-০৬/১৮৮৪-৮৮, বুলাক ১৩১১-১২/১৮৯৪; (৫) ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. মুহা. 'আলী আল-বিবলাবী, বূলাক, ১৩১৪/১৮৯৬; (৬) ইব্‌ন ইয়াস, বাদাই 'উ'য-যুহূর....৩খ., সম্পা. P. Kahle, M. Mostafa, M. Sobernheim, Bibliotheca Islamica, v, ইস্তাম্বুল, ১৯৩১, ৯ খৃ; (৭) পূ. গ্র., দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, সম্পা. এম. মুসত'াফা Bibliotheca Islamica, 5c-5e, কায়রো ১৯৬০-৬৩ খৃ.; (৮) Indices, সম্পা. A. Schimmel, ১৯৪৫। অনুবাদসমূহ; (৯) W. H. Salmon, An account of the Ottoman conqust of Egypt, Orient, Trans, Fund, N. S. vol. xxv, ১৯২১ খৃ., (D.Margoliouth-এর ভূমিকা বিশেষভাবে মূল্যবান); (১০) সূচীসহ নিম্নলিখিত ফরাসী অনুবাদ হি. ৮৭২-৯২৮ সময়কাল সংক্রান্ত (শিরোনামের পার্থক্য লক্ষণীয়): G. Wiet, Histoire des Mamlouks Circassiens, ii, Inst. Fr. d'arch or., ১৯৪৫; (১১) ঐ লেখক, Jouranl dun bourgeois du Caire, ২খণ্ড, Bibl. gen. del Ecole prat, des Hautes Etudes, ১৯৫৫-৬০ খৃ.।

W. M. Brinner (E.I.2)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্‌ন 'ইরূস (ابن عرس) ঃ (কদাচিৎ আব্‌না/বানূ ইরূস) নেউল (weasel) জাতীয় ক্ষুদ্র মাংসাশী প্রাণী (Mustela nivalis) Mustelidae (সারউব. ব.ব. সারাঈব) জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম, প্রায় সকল মুসলিম দেশই এই প্রাণীর আবাসভূমি। বিভিন্ন অঞ্চলের এই নেউলের মধ্যে গায়ের লোম ও আকারের সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয় এবং ইহারা যে একই ধরনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাহা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ইহাদের নামের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যথাঃ মিসরে এই প্রাণীকে 'ইরসা, সিরিয়া ও ইরাকে বেল-'ইরূস এবং আল-মাগ'রিব-এ বেনল-ইরূস ও 'আরূসাতু'ল-ফীরান বলা হয়। 'আরবী বিশ্বকোষ প্রণেতা ও জীবতত্ত্ববিদগণ এই প্রাণী সম্পর্কে খুব অল্প কথাই বলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা প্রাণটির প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রীকদের অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেন। যেমন এই প্রাণী গলা বা কানের মধ্য দিয়া বাচ্চা প্রসব করে, সাপকে আক্রমণের পূর্বে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে rue অর্থাৎ উগ্র গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার বনৌষধি (সাযাব) চিবাইয়া লয় (তু. Aristotle Hist. des animaux, অনু. J. Tricot, Paris 1957 ii, 601 এবং আল-জাহিজ', হায়াওয়ান, ৪খ, ২২৮), কুমীর হাই তুলিবার সময় উহার অন্ত্র ভক্ষণের জন্য এই প্রাণী উহার পেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে ইত্যাদি।

শিকারের ক্ষেত্রে নেউল মুসলিম দেশসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী মাংসাশী প্রাণীর (মু'আল্লামাত, দাওয়ার, জাওয়ারিহ, দ্র. ৫ ঃ ৫) তালিকায় শিকারী পাখী (দ্র. বায়যারা ও ফাহ্‌দ)-এর ন্যায় আইনসিদ্ধভাবে শিকারে ব্যবহৃত হাতিয়ার হিসাবে নেউল স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মুসলিম লেখকদের শিকার-বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহে শিকারে নেউলের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় (কুশাজিম, কিতাবু'ল-মাসাইদ ওয়া'ল-মাতারিদ, বাগ'দাদ ১৯৫৪ খৃ., ২২৮-৯)। কিতাবু'ল-বায়যারা (দামিশক, ১৯৫৩ খৃ., ২৯) গ্রন্থের বেনামী লেখক, যিনি ফাতিমীয় খালীফা আল-'আযীয বিল্লাহ (৩৬৪-৮৬/৯৭৫-৯৬)-এর শিকারী পক্ষীর প্রশিক্ষক (falconer)-দের প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি লিখিয়াছেন যে, নেউল পারস্যের বাদশাহদের শিকারের উপকরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁহারা যে বিপুল সংখ্যক শিকারী কুকুর, চিতাবাঘ ও বাজপাখী পুষিতেন, নেউল ঐগুলির সমমর্যাদাভুক্ত ছিল। শায়যার-এর অধিপতি বিখ্যাত সৌখিন শিকারী উসামা ইব্‌ন মুনকিয (মৃ. ৫৮৪/১১৮৮) তাঁহার যুদ্ধ ও শিকারের স্মৃতিকথা

Recollections of War and the Chase (কিতাবু'ল-ই'তিবার, সম্পা. Princeton ১৯৩০ খৃ., ৩য় অধ্যায় ২১৩) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বাণিজ্য উপলক্ষে ইসফাহান ভ্রমণের পর দেশে প্রত্যাবর্তনকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার শ্রদ্ধেয় পিতাকে যে সমস্ত উপহার প্রদান করেন সেইগুলির মধ্যে ছিল একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেউল (ইব্‌ন 'ইরস মু'আল্লাম)। শিকারে সাফল্যের কারণে এই ক্ষুদ্র নেউল কুকুরের স্থলাভিষিক্ত হইতে সক্ষম।

নেউলের গোশ্‌ত অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর গোশ্‌তের মতই খাদ্য হিসাবে ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহার মস্তিষ্ক, রক্ত ও চর্বির ন্যায় উহার গোশ্‌তের মধ্যেও কিছু রোগ নিরাময়কারী গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রদত্ত উৎসের অতিরিক্ত (১) কায্‌বীনী 'আজাইবু'ল-মাখলূক'ত, ২খ, ২১৪; (২) দামীরী, হায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, ২খ, ১৪৮; (৩) ইব্‌ন সীদুহ, মুখাস'সাস, ৮খ, ৯৯; (৪) জাহিজ, হ'ায়াওয়ান (নির্ঘন্ট দ্র.); (৫) ইব্‌নু'ল-বায়তার, Traite des simples L. Leclerc, Pais 1877-83, i. no-12; (৬) a. Maluf, An arabic zoological dictionary, Cairo 1932; s.v. Mustela; (৭) H. B. Tristram, The fauna and flora of Palestine, London 1884; (৮) S. Flower, List of animals in Giza, Cairo 1910; (৯) The Survey of Iraq fauna, by Members of the Mesopotemia Expeditionary force, Bombay 1923; (১০) J. Ellerman and T.C.S. Morrison Scott, Checklist of Palaearctic and Indian mammals, London 1961; (১১) R. Hainard Mammiferes sauvages d Europe, Neuchatel-aris 1948, ii, 189ff.; (১২) R. Thevenin, Les petits carnivores d Eurpoe, Paris 1952, 12-43 and bibl; (১৩) ঐ লেখক, Les fourrues, Paris 1948; (১৪) A. Cabrera La Patria de "Putorius furo" Madrid 1930; (১৫) ঐ লেখক, Los Mamiferos de Marruecos, Madrid 1932।

F. Vire (সংক্ষেপিত) E.I.[2]/ মুহ. আবদুশ শুকুর

ইব্‌ন ইরাক (ابن عراق) ঃ আবূ নাসর মানসূ'র ইব্‌ন 'আলী, একজন জ্যোতির্বিদ ও গণিতবেত্তা, যিনি আনুমানিক ১০০০ খৃ., খ্যাতি লাভ করেন (তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না)। তিনি আল-বীরূনীর (দ্র.) শিক্ষক এবং আবু'ল-ওয়াফা আল- বুযজানী (দ্র.)-র শিষ্য হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ইব্‌ন 'ইরাক পরিবারের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, যাহারা গযনীর মাহ'মূদ (দ্র.) কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাওয়ারাযম শাসন করিয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি 'আল-আমীর ও "মাওলা আমীরু'ল- মু'মিনীন" উপাধি লাভ করেন।

৩৯৮/১০০৭-৮ খৃ. সমাপ্ত মিনিলজের স্ফেরিকস (Menelauss Spherics), সম্পা. ও অনু, Krause, ১৯৩৬ খৃ.)-এর 'আরবী অনুবাদ পরিমার্জিত করার জন্যও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। গ্রীক ভাষায় রচিত ইহার মূল গ্রন্থখানি খোয়া গিয়াছে। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কীয় পনেরখানি পঞ্জিকা১৯৪৮ খৃ. প্রকাশিত হয় যেইগুলি পাণ্ডু. বাকীপুর 'আরবী ২৪৬৮-তে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে আসতারলাব (উচ্চতা মাপিবার যন্ত্র) সম্পর্কীয় গ্রন্থ, আগেকার জ্যোতিষশাস্ত্রের যীজসমূহ (জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সারনীসমূহ) সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা; ইউক্লিডের এলিমেন্ট, ৮ম খণ্ড-এর কঠিন সমস্যার সমাধান এবং জাদওয়ালুদ্দাকাইক গ্রন্থটি, যাহাতে বিশেষ ত্রিকোণোমিতিয় অঙ্ক সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

আল-বীরূনীর 'Treatise on chords' গ্রন্থে ইব্‌ন 'ইরাককে কতিপয় গাণিতিক প্রমাণের সূত্র আবিষ্কারকরূপে দেখান হইয়াছে। আল বীরূনীর Chronology of ancient nations (সম্পা. ও অনু. C. E. Sachau) গ্রন্থে তাঁহাকে সৌর অয়ন বৃত্তের উপর অবস্থিত তিনটি বিন্দু হইতে সূর্যের অপভুর অবস্থান নিরূপণের নিয়ম নির্ধারণের কৃতিত্বের অধিকারী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি আধুনিক কালের (মুসলিম) জ্যোতিষীদের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি হইতে এমন উন্নত ধরনের ছিল, যেমন পুরাকালের জ্যোতিষীদের নির্ধারিত পদ্ধতি অপেক্ষা পরবর্তীকালের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনেক উন্নত ধরনের ছিল। নাসীরুদ্দীন আত'-তূ'সী (দ্র.) তাঁহার ত্রিকোণোমিতির গ্রন্থে ইব্‌ন 'ইরাকের রচনার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Krause, Die Spharik von Menelasos aus Alexandrien in der Verbesserung von Abu Nasr Mansur b. Ali b. Iraq. Abh. G. W. Gott., Phil-hist. Kl. 3. Folge, ১৭, ১৯৩৬ খৃ.; Krause প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের বরাত দেন পৃ. ১০৯-তে। অতঃপর ইব্‌ন 'ইরাকের জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করেন (৫ খানা গণিতবিষয়ক, ১৭ খানা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক); (২) Catalogue of the Arabic and Persian MSS in... Bankipore, 22 খ. ১৯৩৭ খৃ.; (৩) রাসাই'ল আবী নাস্‌র ইলাল-বীরূনী, হ'য়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৪৮ খৃ.। এই সংগ্রহের দ্বিতীয় পুস্তিকাটি সম্বন্ধে E.S. Kennedy H. Sharkas তাহাদের নিবন্ধ-Two medieval methods for determining the obliquity of the ecliptic-এ আলোচনা করিয়াছেন, Mathematics Teacher, ৫৫খ, ১৯৬২খৃ.) ২৮৬ -৯০।

B. R. Goldstein (E.I.[2])/শেখ মোঃ আবদুল হ'কীম

ইব্‌ন ইসফানদিয়ার (ابن اسفنديار) ঃ বাহাউদ্দীন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান, ইরানী ঐতিহাসিক। তিনি তাঁহার জন্মভূমি তাবারিস্তানের ইতিহাস, তা'রীখই তাবারিস্তান গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন উহাই হইল তাঁহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধান সূত্র। এই গ্রন্থটি তাঁহার একমাত্র রচনা। তিনি তাবারিস্তানের শাসনকর্তা আল-ই-বাওয়ান্দ (Al-i-Bavand)-দের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং হুসামুদ-দাওলা আরদাশীর ইব্‌ন হাসান (৫৬৭-৬০২/১১৭১- ২-১২০৫-৬)-এর উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ৬০৬/১২১০ সনে বাগ'দাদ হইতে ইরাক-ই-'আজাম প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের পুত্র ও ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী রুস্তাম ইব্‌ন আরদাশীর-এর হত্যার খবর পান। মতান্তরে তাবারিস্তানের শাসক রুস্তাম ইব্‌ন আরদাশীর-এর হত্যার সংবাদ শ্রবণের পর তিনি ৬-৬/১২১০ সনে বাগ'দাদ হইতে ইরাক-ই-আজামে প্রত্যাবর্তন

করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তিনি দুই মাস কাল যাবত রায়্য নগরীতে অতিবাহিত করেন। সেইখানে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারে গবেষণা কার্যে নিমগ্ন থাকেন। এই সময়ে তিনি তাবারিস্তানের ইতিহাস সম্পর্কে রচিত আবু'ল-হাসান আল-য়াযদাদী-এর 'আরবী পুস্তকটির সন্ধান পাইয়াছিলেন (বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য)। এই পুস্তকটিকে আরও পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি স্থির করিলেন যে, উহার ফার্সী অনুবাদ করত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আরদাশীর, তাঁহার পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের জীবনেতিহাস উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন। শীঘ্রই প্রথম খসড়া প্রণয়ন করিবার পর তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে একখানি পত্র পান। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লক্ষ্যহীন ভ্রমণ হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দেন এবং স্বগৃহ আমুলে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে নির্দেশ দেন। সেই অঞ্চলে তখন গোলযোগ চলিতেছিল বলিয়া তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাত লাভ হয় নাই। অতঃপর পুনরায় ভ্রমণে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি আমুল ত্যাগ করেন এবং খাওয়ারাযম শহরে চলিয়া যান। এই শহরকে তিনি একটি সমৃদ্ধ নগরী ও জ্ঞানের পীঠস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এইখানে পাঁচ বৎসর প্রবাসী জীবনে তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনার জন্য অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি এক বইয়ের দোকানে এমন কতকগুলি নূতন পুস্তকের সন্ধান পান যেগুলির মধ্যে ইবনু'ল-মুকাফফা'-এর 'আরবী ভাষায় অনূদিত আরদাশীর বাবাকান-এর মন্ত্রী তান্‌সার (দ্র.)—এর তাবারিস্তানের বাদশাহ জুস্‌নাসাফ-এর নিকট লিখিত একখানি পত্র সংযোজিত ছিল (JA, ৯ম সংখ্যা, ৩য় খণ্ড, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ১৮০ ও ৫০২)। মতান্তরে তানসার, আরদাশীর-এর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসে এই পত্রের ফার্সী অনুবাদ সংযুক্ত করিয়া পাহ্‌লাবী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। ঐ পত্রের অনুবাদকার্য-হইতে তাঁহার ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

তারীখ-ই তাবারিস্তান, যাহা তিনি ৬১৩/১২১৬-৭ পর্যন্ত লিখিতেছিলেন, তাহা অনেক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও জীবনবৃত্তান্তমূলক প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীসম্বলিত ছিল। উহা সাহিত্যিক গুণেও সমৃদ্ধ ছিল এবং আঞ্চলিক তাবারী ভাষার অনেক কবিতাস্তবকও ইহাতে সংরক্ষিত আছে। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার জন্মভূমি এবং তথাকার গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে ওয়াশমগীর, বানূ বুওয়ায়হ, গাযনাবী, সালজূক রাজবংশসমূহের অধীনে তাবারিস্তান এবং পরিশেষে বাওয়ান রাজবংশের আমলে তাবারিস্তান-এর ইতিহাস স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালে একজন অজ্ঞাতনামা বা ছদ্মনামা ব্যক্তি ৬০৬/১২১০ সাল হইতে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন, যাহাতে আছে তাবারিস্তানে আল-ই-বাওয়ান্দের প্রথম শাসন কর্তৃত্ব সাম'আর ইতিহাস এবং ৭৫০/১৩৪৯ সাল পর্যন্ত তাঁহাদের ২য় শাসন কর্তৃত্বের অবসানের ইতিহাস। ঐতিহাসিক E. G. Browne ইংরেজী ভাষায় উক্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা GMS ২য় খণ্ডে, ১৯০৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। সংযোজিত যে অংশ বহু পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা আওলিয়া উল্লাহ আমলীর-তারীখ-ই রুয়ান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা সম্ভবত ৭৬৪/১৩৬২ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তা'রীখ-ই তাবারিস্তান, সম্পা. আ. ইক্‌বাল, তেহরান, ১৯৪১ খৃ., ভূমিকা এবং পৃ. ১-৮; (২) An abridged translation of the History of Tabaristan by E.G. browne, Leiden and London 1905; (৩) story, ii/2, 359-61; (৪) Browne, ii, 479-80।

আরও দ্র. দা. মা. ই. (উর্দু)ঃ (৫) SIR W. Ousely, Travels, ২খ, ২১৪, ৩খ, ৩০৪ প.; (৬) B. Dorn, Sehireddin, geschihte, von Tabaristan পৃ. ৩; (৭) Spiegel Zeitschr d. Deutsch Morgenl. Gesell. ৪খ, ১৮৫০ খৃ., পৃ. ৬২; (৮) Riev, Cat, of Persia MSS, পৃ. ২০২ তা. বি.; (৯) Ethe, Persian MSS. Bodl. Libr, 160; (১০) Cat. Pes, MSS, India office এবং 223; (১১) Browne, A Literary History of Persia, ২খ, ৪৭৯ প.।

E. Yar shater (E.I.[2])/মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ

ইব্ন ইস্‌রাঈল আদ-দিমাশকী (ابن اسرائيل الدمشقي)ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন সাওওয়ার ইব্ন ইস্‌রা'ঈল ইব্ন আল-খিদ্‌র ইব্ন ইসরা'ঈল আশ-শায়বানী, সূ'ফী ও কবি (৬০৩-৭৭/১২০৬-৭৮)। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মিসর ও সিরিয়ায় বর্তমান মধ্যম মানের কাব্য প্রতিভাধারীদের মধ্যে নাজমুদ্দীন আবু'ল-মা'আলী ইব্ন ইসরা'ঈল স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহাকে ঐ শতাব্দীতে বর্তমান নিষ্প্রভ কাব্য চর্চাকারীদের প্রতিনিধিস্বরূপও গণ্য করা হয়। তাঁহার জীবনালেখ্য সম্ভবত তাঁহার রচনা হইতে অধিক আকর্ষণীয়। দামিশকে জন্মগ্রহণ ও বিদ্যা শিক্ষার পর তিনি একটি সন্দেহজনক মরমীবাদী ও আনন্দবাদী কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আবূ মুহ'াম্মাদ আলী আল-হ'ারীরী (মৃ. ৬৪৫/ ১২৪৭-৮) প্রতিষ্ঠিত সূফী তারীকায় দীক্ষিত হন। 'আলী আল-হ'ারীরীর চরিত্র ও মতবাদ শামসুদ্দীন আয-য'াহাবীর মত নিষ্ঠাবান শাস্ত্রবিশারদ কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। উক্ত শায়খ হারীরীর দুর্নাম ইব্ন ইসরাঈলের সমগ্র জীবনে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটায়। অবশ্য ইব্ন শাকির আল-কুতুবীর বর্ণনানুযায়ী তিনি শিহাবুদ্দীন আস-সুহরাওয়ারদীর নিকট হইতে সূ'ফীদের খিরকা (خرقة বিশেষ পোশাক) লাভ করেন, কিন্তু ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। কেননা শায়খ সুহরাওয়ারদী ৫৭৯/১১৮৩ সালে ইনতিকাল করেন।

ইব্ন ইসরা'ঈল ফাকীর সূফীগণের (على قدم الفقراء)ঃ নিয়মানুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন, যদিও পথিমধ্যে স্বাভাবিকভাবে লব্ধ আনন্দ (قضاء الاوقات الطيبة) হইতে তিনি নিজেকে বঞ্চিত রাখিতেন না। তিনি প্রায়শ বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে থাকিতেন। নিজেও ঐ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং ঐ গোষ্ঠীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার দীওয়ান যদিও তাঁহার শায়খ আল-হারীরীর প্রশস্তিসূচক কবিতা দিয়া আরম্ভ হয়, তবুও ইহাতে তথাকথিত মরমীবাদের তুলনায় পার্থিব জীবনের অধিকতর প্রতিফলন লক্ষণীয়। একবার তিনি তাঁহার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্‌দি'ল-মুন'ইম খিয়ামী (মৃ. ৬৮৫/১২৮৬) রচিত একটি কবিতাকে স্বরচিত বলিয়া দাবী করেন। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ইব্‌নু'ল- ফারিদের নিকট পেশ করিতে হয় এবং তিনি সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, ২৬৯-৭৪, ২৮৭-৯৫; (২) ইব্ন তাগরীবিরদী, নুজূম, কায়রো, ১৯৩৬ খৃ., ৬খ, ৩৬০. ৭খ., ২৮২-৩, ৩৬৯-৭০; (৩) 'উমারী,

মাসালিকু'ল-'আবসার (পাণ্ডু., কায়রো গ্রন্থাগার ৫৫৯), ১৪-১৫ খৃ.; (৪) দীওয়ান, Escurial 437; (৫) Brockelmann, I 257; (৬) B. Lewis, in Arabica, ১৩খ., (১৯৬৬ খৃ.), ২৫৭; (৭) ফারীদ বুসতানী, দাইরাতু-মা'আরিফ, ২খ, ৩৩৫-৬।

H. Mones (E.I.2)/ মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্‌ন ইসহাক (ابن اسحاق) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক ইব্‌ন য়াসার ইব্‌ন খিয়ার [কোন কোন সূত্রানুসারে ইব্‌ন খাব্বার ابن خبار বা কুমান বা কুতান]। তিনি মূসা ইব্‌ন 'উক্‌বা ও আল-ওয়াকিদীর ন্যায় আস্-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যার অন্যতম বিশেষজ্ঞ এই প্রসিদ্ধ 'আরব সংকলক হ'াদীছ'শাস্ত্রের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উপনাম (কুন্‌য়া) আবূ 'আবদিল্লাহ বা আবূ বাক্‌র। প্রথমোক্তটি কালের পরিক্রমায় অধিকতর প্রচলিত রহিয়াছে এবং আবূ বাক্‌র নামক তাঁহার এক ভ্রাতা ছিল বিধায় দ্বিতীয়টি সম্পর্কে ভ্রমের সৃষ্টি হইতে পারে (উদাবা, ৬খ, ৪০০)। আনুমানিক ৮৫/৭০৪ সনে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ সূত্রানুসারে ১৫০/৭৬৭ সনে বাগ'দাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর অন্যান্য সম্ভাব্য সন ১৫১ ও ১৫৩ হিজরী (ওয়াফায়াত, ১খ, ৬১২), আরও পূর্বে, এমন কি ১৪৪/৭৬১-২ সনে। খায়যুরানে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সমাধির নিকটেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার পিতামহ য়াসার ছিলেন ১২/৬৩৩-৪ সনে ইরাকের 'আয়নু'ত-তাম্‌র গির্জা হইতে ধৃত বন্দীদের অন্যতম এবং য়াকূত ও আল- বাগদাদীর মতে তিনি ছিলেন খালিদ ইব্‌নু'ল-ওয়ালীদ (রা) কর্তৃক মদীনায় হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট প্রেরিত প্রথম কয়েকজন বন্দীর অন্যতম। তিনি কায়স ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌নি'ল-মুত্তালিব ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসায়্যির ক্রীতদাসে পরিণত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহাক মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং আল -মুত্তালিবী নিসবা গ্রহণপূর্বক তিনি মাওলারূপে গণ্য হন। তাঁহার তিন পুত্র মূসা, 'আবদু'র-রাহমান ও ইসহ'াক সকলেই আখবার (ঐতিহাসিক বর্ণনা)-এর বাহক ও প্রচারক ছিলেন। ইসহ'াক অন্য এক মাওলার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহ সূত্রেই ইব্‌ন ইসহ'াক জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে প্রথম যুগের "আখবার" ও "হ'াদীছ" প্রচারের পরিবারকেন্দ্রিক প্রকৃতির কারণে তিনি যে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যদের পদাংক অনুসরণ করিয়া জ্ঞান চর্চার উক্ত শাখাসমূহে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিবেন তাহাই স্বাভাবিক। তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা সংগ্রহ করার কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। আয-যুহরী (মৃ. ১২৪/৭৪১-২) তাঁহাকে মাগ'াযীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন ('উয়ূনু'ল-আছার, ১খ, ৮)। ১১৯/৭৩৭ সনে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন এবং য়াযীদ ইব্‌ন আবী হ'াবীবের অধীনে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইব্‌ন হ'াজারের ভাষায় তিনি মিসরের কিছু সংখ্যক লোকের বরাত দিয়া হ'াদীছ' বর্ণনা করেন, যাহাদের বরাতে আমার জানামতে অন্য কেহ কিছু বর্ণনা করে নাই (তাহ্‌যীব, ৯খ, ৪৪)। J. Fuck মনে করেন, ইব্‌ন ইসহ'াক মিসর হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ইরাকে গমন করেন। তাঁহার মদীনা ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। মদীনাবাসীদের মধ্যে ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ নামক তাঁহার একজন মাত্র বর্ণনাকারীর উপস্থিতিই ইহা প্রমাণ করে (উদাবা ৬/৩৯৯)। তাঁহার মদীনা ত্যাগের কারণ হিসাবে প্রথমেই বলা যায় যে, কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তৎকালীন মদীনার প্রতিষ্ঠিত "সীরাত" লেখকদের সহিত তাঁহার সংঘাতের সূত্রপাত হয়। তাঁহারা তাঁহার বর্ণিত অসংখ্য ঘটনা কল্পিত বলিয়া এবং তাঁহার শী'আ মতবাদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন, বিশেষভাবে হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া-মালিক ইব্‌ন আনাস-দুই ব্যক্তির শত্রুতাকেও একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কথিত আছে, হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া ইব্‌ন ইসহ'াক কর্তৃক তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনতু'ল-মুনযির ইব্‌নি'য-যুবায়রের বরাতে হাদীছ বর্ণনার প্রতিবাদ করেন। ইব্‌ন ইসহ'াকের প্রতি ইমাম মালিকের বিরুদ্ধাচরণের কারণস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি খায়বার ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ইসলাম গ্রহণকারী য়াহূদী সন্তানগণের মাধ্যমে নবী (স)-এর "গাযাওয়াত"-এর ইতিহাসের রূপরেখা আবিষ্কারে ইব্‌ন ইসহ'াকের গৃহীত পদ্ধতির প্রতিবাদ করেন (তাহয'ীব, ৯খ, ৪৫)। তদুপরি ইব্‌ন ইসহ'াকের প্রতি ইমাম মালিকের বিদ্বেষের অন্য একটি ব্যাখ্যা এই যে, ইমাম মালিক তাঁহার শী'ঈ ও কাদারী হওয়ার কারণে তাঁহার বিরোধিতা করেন (উদাবা, ৬খ, ৪০০; 'উয়ূন, ১খ, ৯; তাহয'ীব, ৯খ, ৪২)। আল-ওয়াকিদী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আনীত হইয়াছিল... আহ'মাদ ইব্‌ন য়ূনুস বলিয়াছেন "মাগ'াযীর পণ্ডিতগণ শী'আ ছিলেন। যথাঃ ইব্‌ন ইসহ'াক, আবূ মা'শার, য়াহ্‌'য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-উমাবী প্রমুখ (উদাবা, ৬খ, ৪০০।

মদীনা ত্যাগ করিয়া ইব্‌ন ইসহ'াক প্রথমে আল-জাযীরার গভর্নর আল-'আব্বাস ইব্‌ন মুহ'াম্মাদের নিকট গমন করেন। অতঃপর তিনি আল-হ'ারীয় আবূ-জা'ফার আল-মানসূ'রের নিকট গমন করেন এবং অবশেষে বাগ'দাদে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। খালীফা আল-মানসূরই তাঁহাকে বাগ'দাদ আগমনে অনুপ্রাণিত করেন। এই ভ্রমণসমূহের বিবরণ তাঁহার "সীরাত" গ্রন্থের বিভিন্ন রিওয়ায়াতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আনুমানিক পনরটি এইরূপ রিওয়ায়াতে কূফা, রায়্য ও বসরার প্রভাব সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মদীনার রিওয়ায়াত পাওয়া যায় মাত্র একটি। সীরাত গ্রন্থ ছাড়াও তিনি কিতাবু'ল-খুলাফা, যাহা আল-'উমাবী তাঁহার বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ফিহ্‌রিস্ত, ৯২ উদাবা, ৬খ, ৪০১) এবং সুনান-এর উপর একটি গ্রন্থ (হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ১০০৮) রচনার কৃতিত্বেরও অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের ঘটনাবলী তিনি দুইটি খণ্ডে সংকলন করিয়াছিলেন "কিতাবু'ল-মুবতাদা" (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৯২) অথবা "মুবতাদাউ'ল-খালক" (ইব্‌ন 'আদী, উৎস ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wusten- feld, ২৮, ১/২৩) অথবা কিতাবু'ল-মুবতাদা ওয়া কাসাসু'ল-আম্বিয়া (আল-হ'ালাবী, আস-সীরাত, ২খ, ২৩৪) যাহাতে হিজরাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে এবং "কিতাবু'ল-মাগ'াযী"। ইহা জানা যায় যে, তাঁহার "কিতাবু'ল-খুলাফা" প্রথমে এই বৃহৎ সংকলনের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া মনে করা হইয়াছে। Karabacek-এর ধারণা ছিল যে, ইব্‌ন ইসহ'াকের সীরাতু'ন-নাবীর মূল গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা কাগজে লিখিত Rainer-এর সংকলনে পাওয়া গিয়াছিল (দ্র. Fuhrer durch die Sammlung সংখ্যা ৬৬৫)। ইস্তাম্বুলের কোপরুলু মাদরাসার গ্রন্থাগারে ইব্‌ন ইসহ'াকের শ্রেষ্ঠ সংকলন "কিতাবু'ল-মাগাযী" ইব্‌ন হিশামের লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে. (Horovitz. "Mitt, des sem, fur Orient, Sprachen Westas Stud. ১০খ. ১৪)। তবে জানা যায় যে, আল-মাওয়ারদীর সময় নাগাদ মূল গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকিতে

পারে। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজের "কিতাবু'ল-আহ'কামি'স- সুলত'ানিয়া"র (সম্পা. Enger) ৬৫,৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮(৬৯?) পৃষ্ঠাসমূহে "কিতাবু'ল-মাগ'াযী"র সেই সকল বর্ণনা নকল করিয়াছিলেন, যাহা ইব্ন হিশামের গ্রন্থে (পৃ. ৪৪৫, ৫৬১, ৫৭৭ ও ৮৪১) সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া গিয়াছিল। আত'-ত'াবারী এই গ্রন্থের সকল উদ্ধৃতি নকল করিয়া ইহার সংরক্ষণে সাহায্য করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, গ্রন্থটি ইব্ন হিশামের (দ্র.) সংগ্রহের মধ্যেই সংরক্ষিত হইয়াছিল। ইব্ন ইসহ'াকের এক কূফাবাসী ছাত্র যিয়াদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-বাককাঈর মাধ্যমে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইব্ন হিশাম জানিতে পারেন। তিনি ইহার পৃথক খণ্ড দুইটিকে "সীরাত রাসূলিল্লাহ" গ্রন্থে একত্র করেন এবং কোথাও কোথাও বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন। হিজরী চতুর্থ শতকে আল-ওয়াযীরুল-মাগরিবী (দ্র.) ইহার বর্তমান রূপ দান করেন। আস-সুহায়লী (মৃ. ৫০৮/১১১৪) এবং পরে আবূ যার্‌র মুস'আব ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস'উদ আল-মাররাকুশী [ফেয (ফাস) মৃ. ৬০৪/১২০৭] ইহার ব্যাখ্যা লিখেন।

"আল-জারাহ্ ওয়াত-তা'দীল" (দ্র.) সাহিত্যের স্বাভাবিক ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমালোচকগণকে ইব্ন ইসহাকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মূল্যায়ন করিতে দেখা যায়। উপরে বর্ণিত আয-যুহরীর অনুকূল মূল্যায়ন ছাড়াও 'আসিম ইব্ন 'উমার ইব্ন কাতাদার এই মত ছিল, "যতদিন ইব্ন ইসহাক জীবিত থাকিবেন জ্ঞান ততদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে" ('উয়ূন, ১খ, ৯; উদাবা, ৬খ, ৪০০; তাহযীব, ৯খ, ৪৪)। শু'বা তাঁহাকে হ'াদীছ'শাস্ত্রের আমীরু'ল-মু'মিনীন" বলিয়া গণ্য করিতেন (তাহযীব, ৯খ, ৪৪)। আবূ যুরআ, আল-মাদীনী, ইব্ন মা'ঈন ও ইব্ন সা'দ তাঁহাকে হ'াদীছ'শাস্ত্রে দক্ষ মনে করিতেন। পক্ষান্তরে আন-নাসাঈ ও য়াহয়া ইব্ন কাত্তান হ'াদীছ' সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। আল-আসলাম, সুলায়মান আত-তায়মী ও উহায়ব ইব্ন খালিদ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেন। অবশ্য এই অভিযোগ ছিল হাদীছ সংক্রান্ত বিষয়ে। ইব্ন ইসহাক জাল জানিয়াও কিছু কিছু বর্ণনা তাঁহার সীরাত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন বলিয়া আল-জুমাহী, ইব্নু'ন-নাদীম ও য়াকূ'তের বহু উল্লিখিত যে অভিযোগ রহিয়াছে, তাহা ইহা হইতে পৃথক। আল-বুখারী ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন নুমায়র তাঁহার রিওয়ায়াতের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইব্ন হ'াম্বাল "মাগ'াযী" সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেও হ'াদীছে'র ব্যাপারে তাঁহার উদ্ধৃতি দেন নাই। কারণ তিনি তাঁহার সমষ্টিগত "ইসনাদ" চর্চার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, "আমি তাঁহাকে একটি মাত্র হ'াদীছ' বর্ণনার জন্য একদল লোকের সূত্র ব্যবহার করিতে দেখি এবং তিনি একের ভাষা হইতে অন্যের ভাষার কোন পার্থক্য করেন না" (তাহযীব, ৯খ, ৪৩০)। একটি মাত্র কারণের উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন ইসহাককে পৃথক করিয়া দেখাটা অন্যায় হইবে। কারণ সমষ্টিগত "ইসনাদ"-এর ব্যবহার সীরাত মাগ'াযীর প্রথম যুগের পণ্ডিতদের লেখায় কোন বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. Bronnle, Die commenta- toren des Ibn Ishak und ihre scholien Halle ১৮৯৫ খৃ.; (২) আল-বুখারী, আত-তারীখু'ল-কাবীর, হ'ায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., ১খ, ৪০। (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, হ'ায়দরাবাদ ১৯৫৬খৃ. ১খ, ১৭২-৪; (৪) J. Fuck Muhammad ibn Ishaq, Frankfurt, a. M. ১৯২৫ খৃ.; (৫) A. Guillaume, The life of Muhammad, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ., Introd.; (৬) ঐ লেখক, A note on the Sira of Inb Ishaq in BSOAS, ১৮খ, (১৯৫৬ খৃ.), ১-৪; (৭) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, হ'ায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৯খ, ৩৮-৪৫; (৮) J. Horovitz. The earliest Biographies of the Prophet and their authors, in IC, ১৯২৮ খৃ., ১৬৯-৮০; (৯) J. M. B. Jones, Ibn Ishaq and al-Waqidi : the dream of Atika and the raid to Nakhla in relation to the charge of plagiarism in BSOAS, ২২খ, (১৯৫৯খ.) ৪১-৫১; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, বূলাক', ১খ, ৬১১-২ অনু. de Slane, ২খ, ৬৭৭-৯; (১১) আল-খাতীব, তা'রীখ বাগ'দাদ, কায়রো ১৯৩১ খৃ., ২১৪-৩৪; (১২) ফিহ্‌রিস্ত, বৈরূত, ১৯৬৪., ৯২-৩; (১৩) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৯৬০ খৃ., ৪৯১-২; (১৪) আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ' ওয়া'ত-তা'দীল, হ'ায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., ৩/২, ১৯১-৪; (১৫) J. Robson, Ibn Ishaqs use of the isnad in Bull John Rylands Library, ৩৮খ, (১৯৫৫-৬খৃ.) ৪৪৯-৬৫; (১৬) ইব্ন সাল্লাম, ত'াবাক'াত ফুহূলি'শ- শু'আরা, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ৮-৯; (১৭) ইব্ন সা'দ, কিতাবু'ত- তাবাকাতি'ল- কাবীর, Leiden ১৯১৮ খৃ., ৭/১, ৬৭; (১৮) ইব্ন সায়্যিদিন-নাস, 'উয়ূনু'ল-আছার ফী ফুনূনিল-মাগ'াযী ওয়াশ-শামা'ইল ওয়াস-সিয়ার, কায়রো ১৩৫৬ হি., ১খ, ১-১৭; (১৯) য়াকূ'ত, ইরশাদু'ল- আরীব, ৬খ, ৩৯৯-৪০১। অন্যান্য মাগ'াযী ও সীরাত গ্রন্থ দ্র.; (২০) তাবারী, যায়লু'ল-মুযায়্যাল, আনু. ১৫০হি., ৩/৪, ২৫১২; (২১) Sprenger, in Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. ১৪খ, ২৮৮-২৯০; (২২) ঐ লেখক, Leben Mohammeds, ৩খ, ৭০; (২৩) Noldeke, Geschichte des Qorans, পৃ. ১৪; (২৪) Wellhausen, Mohammed in Medina, পৃ. ১১; (২৪) Ranke, Weltgeschichte, ২খ, ২৫২; (২৫) Wustenfeld, Geschichtschreiber, der Araber, সংখ্যা ২৮; (২৬) M. Hartmann, Der Islamische Orient, ১খ, ৩২ প.; (২৭) A. Fischer, Biographien von Gewahrsmannern des Ibn Ishaq hauptsachlich aus ad-Dahabi. লাইডেন ১৮৯০ খৃ., তু. Zeitschr, d. Deutsch. Morg Ges, ৪৬খ, ১৪৮ প.; (২৮) Das Leben Muhamed's nach Muhammed Ibn Ishak bearbeitet von Abdal Malik Ibn Hischam প্রকাশনায় F. Wustenfeld, Gottingen ১৯৫৮-১৮৬০ খৃ., বূলাক' ১২৯৫ হি. এবং কায়রো হইতে ১৩২৪ হি. প্রকাশিত ইব্নু'ল- কায়্যিম আল-জাওযিয়্যার যাদু'ল-মা'আদ-এর হাশিয়্যাতে; (২৯) Die Kommentare des Suhaili und des Abu Darr zu den Uhud Gedichten,in der sira des Ibn Hisam. সম্পা. Wustenfeld (১খ, ৬১১-৬৩৮). nach den Hdss, zu Berlin Strassburg, Paris und. Leipzig, প্রকাশনায় A Sehaade প্রবন্ধ Leipzig 1908 (Leipzig Sem Stud ৩খ., ২); (৩০) Commentary on Ibn Hishams Biography of Muhammad

according to Abu Dzarr's MSS in Berlin. Constantiople and the Escorial প্রকাশনায় Paul Bronnle (Monuments of Arabic Philology) ১খ., ও ২খ., কায়রো ১৯১১ খৃ.; (৩১) সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবূ'আত, কলম ১৬২৮।

J. M. B. Jones & C. Brockemann (দা.মা.ই., E.I.2)/আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্ন 'ঈসা (ابن عيسى) ঃ মুহা'ম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'ঈসা আস্-সানহাজী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মরক্কোর একজন সাহিত্যিক (তিনি তাঁহার সমনাম ব্যক্তি আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'ম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন ঈসা আল-মাগ'রিবী, মৃত্যু দামিশক ১০১৬/১৬০৭, হইতে স্বতন্ত্র, Brockemann S II. ৩৩৪)। তাঁহার পিতা মৃ. ৯৫৫/১৫৪৮-৯) ও একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। অসাধারণ কবিত্ব ও চমকপ্রদ গদ্যরীতির অধিকারী এই ইব্ন 'ঈসা ছিলেন সুলত'ান 'আব্দুল্লাহ আল্-গ'ালিব বিল্লাহ (৯৬৪-৮১/১৫৫৭-৭৪) ও সুলত'ান আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিক (৯৮৩-৬/১৫৭৬-৮)-এর সচিব। পরবর্তীকালে তিনি সুলত'ান আহ'মাদ আল-মানসূ'র আয্-যাহাবী (দ্র.) ৯৮৬-১০১২/১৫৭৮- ১৬০৩)-এর ওয়াযীরু'ল-কালামি'ল-আ'লা অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান সচিব (First Secretary of State) হন এবং ৯৮৬/১৫৭৮ সন হইতে সুলত'ানের পুত্র. "ফেজ" প্রদেশের গভর্নর মা'মূন-এর আমলা দলভুক্ত হন। ইহা সুনিশ্চিত যে,এই সুলত'ানের অধীনে চাকুরীতে থাকাকালে তিনি তাঁহার কিতাবু'ল-মামদূদ ওয়াল-মাক্সূর মিন সানাইস-সুলত'ান আবি'ল 'আব্বাস আল-মানসূর নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন, যাহার শিরোনামটি ঐতিহাসিক আল-মাককারী কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও দুষ্ট প্রকৃতির জন্য কুখ্যাত মা'মূন তাঁহাকে ফেজ শহরে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ৯৯০/১৫৮২-৩ সালে কারাগারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা সম্ভবত তাঁহাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে মা'মূন এই কাজের জন্য তিরস্কৃত হন। একখণ্ড বেনামী ধারা বিবরণীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইব্ন 'ঈসার রচিত দলীল-পত্রের অনুলিপির কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়, যাহা হয়ত বা তাঁহার রচনার অঙ্গ কিংবা উহা হইতে উদ্ভূত। ৯৮৮/১৫৭৯-৮০ সনে সুলতানের প্রতি নিবেদিত একটি প্রতিবেদন গ্রন্থকারের অনুগ্রহ বঞ্চিত পূর্বাভাষ প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Pianel. in Hesperis, 1949, 244; 1954, 147-53; (২) E. Levi-Provencal Chorfa 97; (৩) ইবনু'ল-ক'াযী, দুররাতু'ল-হিজাল, ১খ, ৫১, নং ১৪৬ (তাঁহার পিতা সম্পর্কিত), ২৫৮, নং ৬৫৬; (৪) আল-ফিশ্তালী, মানাহিলু'স-সাফা (মুখতাসারু'ল-জুয্ই'ছ-ছানী), রাবাত ১৯৬৪ খৃ., ২৪৪ প.; (৫) আল-মাককারী, নাফহু'ত-তীব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৯খ, ২৮৯; (৬) Chronique anonyme de la dynastie sa dienne, 84 প; (অনু. E. Fagnan Extraits, inedits relatifs au Maghreb 422); (৭) আল-'ইফরানী, নুযহাতু'ল-হ'াদী, মূল পাঠ, ১৬৩, ১৮০ অনু. ২৭০; ২৯০; (৮) আহ'মাদ ইব্ন খালিদ আন-নাসিরী আস্-স'ালাবী, কিতাবু'ল-ইস্তিকসা, ৫খ, ক্যাসাব্লাংকা ১৯৫৫ খৃ., ১৬৯. (তাঁহার পুত্র মুহ'ম্মাদ আন-নাসি'রী কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ in A. M. ৩৪ (১৯৩৬ খৃ.), ৩০৩ ও টীকা ১; (৯) 'আব্বাস ইব্ন ইব্রাহীম আল-মাররাকুশী আল-ই'লাম বিমান হাল্লাহ মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আ'লাম, ৪ ঃ ১৯১।

J. Schacht (E.I.2) আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

ইব্ন 'ঈসা (দ্র. আক হি'সারী)

ইব্ন 'উকদা (ابن عقدة) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন যিয়াদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (ইব্ন যিয়াদ?) ইব্ন আজলাম আল-হামাদানী আল-হাফিজ, কূফাবাসী মুহ'াদ্দিছ। তিনি ১৫ মুহাররাম ২৪৯/১০ মার্চ, ৮৬৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ আজলান ও যিয়াদ যথাক্রমে 'আবদু'র- রাহ'মান ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন কায়স আস-সাবীঈ আল-হ'ামদানী (মৃ. ৬৬/৬৭৬) এবং 'আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মূসা আল-হাশিমীর মাওলা (মুক্ত দাস, মিত্র) ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন যায়দী মতবাদপন্থী এবং কূফার অধিবাসী। তিনি পুস্তকের অনুলিপি তৈরি করিয়া এবং কু'রআন, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 'আরবী ব্যাকরণের জটিলতা সম্পর্কে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে 'উকদা উপনাম দেওয়া হইয়াছিল। ইব্ন 'উকদা তিনবার বাগ'দাদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমবার ২৭২/৮৮৬-এর পূর্বে তাঁহার বাল্যকালে তিনি কতিপয় বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছে'র নিকট হাদীছ শ্রবণ করেন। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ খুব সম্ভবত ৪র্থ শতাব্দীর (৯১৩-২২ খৃ.) প্রথম দশকে। তিনি জনপ্রিয় হ'াদীছ'বেত্তা য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদের মৃ. ৩১৮/৯৩০) একটি হ'াদীছে'র ইসনাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একটি বর্ণনা অনুসারে ইব্ন সা'ঈদের অনুসারীদের প্ররোচনায় উযীর 'আলী ইব্ন 'ঈসা (দ্র.) কর্তৃক তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমালোচনা সঠিক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। অন্য কোন সূত্রে উহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি তৃতীয়বার বাগ'দাদ ভ্রমণ করেন এবং আর-রুসাফা মসজিদে শিক্ষা দান করেন। সেখানে তিনি সাফার ৩৩০/নভেম্বর, ৯৪১ সনে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং বারাছা-এর শী'ঈ মসজিদেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিজাযেও তিনি একবার সফর করিয়াছিলেন। তিনি কূফাবাসীদের ও কূফায় ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে অধিকাংশ হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি ৭ যু'ল-ক'া'দা, ৩৩২/১ জুলাই, ৯৪৪ তারিখে কূফায় ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন 'উকদা তাহার সময়ের কূফার শ্রেষ্ঠ হাদীছবিদ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি এবং তাঁহার হাযার হাযার সংগৃহীত হ'াদীছ' (যেইগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল) এবং উট বোঝাই গ্রন্থ, যাহা তাঁহার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল তাহা সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ'সমূহে কূফায় প্রাপ্ত সকল প্রকারের হ'াদীছ'ই ছিল, যেমন সুন্নী, ইমামী ও যায়দী হাদীছ'সমূহ। সুন্নী ও শী'ঈ মুহ'াদ্দিছ'গণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করার জন্য সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট সুন্নী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আদ-দারাকুতনী ইব্ন 'আদী, আত-ত'াবারানী ও আবূ 'উবায়দিল্লাহ আল-মারযুবানী। যদিও তিনি আপত্তিকর (মুনকার) হ'াদীছে'র সহিত যুক্ত থাকার জন্য, আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-এর উপর দোষারোপ করার (মাছালিব) জন্য এবং নব আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ (বিজাদা) হইতে হ'াদীছ' গ্রহণের জন্য কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং এই ভিত্তিতে কূফার হ'াদীছ' বিনষ্ট করার দোষে

অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্তেও তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। ইমামীদের মধ্যে হারূন ইব্ন মূসা আত তাল্লা 'উকবারী ও আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আস'-সালত তাহার নিকট হইতে হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময় প্রাথমিক যুগের কূফার ইমামী রিওয়ায়াতসমূহের একমাত্র রাবী [transmitter=বর্ণনাকারী] এবং কুম্ম মতবাদী সাধারণ ইমামী শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে প্রতিভাত। ইমামী রিজাল গ্রন্থসমূহে রাবী (বর্ণনাকারী) হিসাবে তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। যদিও তাঁহারা এই কথার উপর জোর দিয়াছেন যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত একজন জারূদী যায়দী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সময়ের ঐ সকল যায়দিয়্যা, যাহারা ইমামাতকে শুধু 'আলী ও ফাতি'মা (রা)-র বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন তাহাদের বিপরীত তিনি তালিবিয়্যাদের মতবাদ সমর্থন করিতেন, যাহারা নীতিগতভাবে আবূ তালিবের সকল বংশধরকে ইমামাতের জন্য যোগ্য মনে করিতেন। তিনি আবু'ল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানীর কিতাবু মাক'াতিলি'ত-তালিবিয়্যীন-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতা। আল-ইসফাহানীর নিকট তিনি 'আলী বংশীয় য়াহ'য়া ইব্নু'ল-হ'াসান ইব্ন জা'ফার-এর "কিতাবু নাসাবি আল-ই আবী ত'ালিব" পুস্তকটি রিওয়ায়াত করিয়াছিলেন।

ইমামী রিজাল গ্রন্থসমূহে ইব্ন 'উকদার রচনাবলীর শিরোনামসমূহ তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কূফার মর্যাদা সংক্রান্ত কিতাব ফাদ'লি'ল-কূফা, শীর্ষক একটি বিরাট গ্রন্থ। কিতাবু'স-সুনান, একখানা কু'রআন ভাষ্য, 'আলী, হ'াসান, হু'সায়ন, 'আলী যায়নু'ল-'আবিদীন, মুহ'াম্মাদ আল-বাকির, যায়দ ইব্ন 'আলী, জা'ফার আস'-সাদিক ও আবূ হানীফা (র) হইতে বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে গ্রন্থসমূহ এবং 'আলী, যায়দ ইব্ন 'আলী ও আবূ হানীফার মুসনাদ। যিকরু'ন-নাযী নামে তাঁহার পুস্তকটির একটি অংশ প্যাপিরাস পত্রে লিখা পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (N. Abbott, Studies in Arabic literary Paryri, ১ খ, চিকাগো ১৯৫৭ খৃ., ১০০-৮)। যায়দ ইব্ন 'আলী হইতে বর্ণনাকারীদের উপর তাঁহার গ্রন্থখানা হইল কূফাবাসী য়ায়দী আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-আলাবী (মৃ. ৪৪৫/১০৫৩) কর্তৃক এই বিষয়ে রচিত গ্রন্থখানার প্রধান উৎস।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তূসী, ফিহ্‌রিস্ত কুতবি'শ-শী'আ, সম্পা. A. Sprenger, কলিকাতা, ১৮৫৩-৫ খৃ., পৃ. ৪২-৪; (২) ঐ লেখক, রিজালু'ত-তূসী, সম্পা. মুহ'াম্মাদ স'াদিক আল-বাহরি'ল-'উলূম, নাজাফ ১৩৮১/১৯৬১, পৃ. ৪৪১; (৩) আন-নাজাশী, আর-রিজাল, তেহরান তা. বি., পৃ. ৭৩ পৃ.; (৪) তা'রীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ১৪-২৩; (৫) ইব্ন শাহরাশূব মা'আলিমু'ল-'উলামা, সম্পা. 'আব্বাস ইক'বাল, তেহরান ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ১৩ প.; (৬) ইব্নু'ল-জাওযী, আল-মুনতাজ'াম, ৬খ. ৩৩৬ প.; (৭) আয-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, হ'ায়দরাবাদ ১৩৩৪/১৯১৫, ৩খ, ৫৫-৭; (৮) ঐ লেখক, আল-'ইবার, ২খ., সম্পা. এফ. সায়্যিদ, কুয়েত ১৯৬১ খৃ.; ২৩০; (৯) ঐ লেখক, মীযানু'ল-ই'তিদাল, সম্পা. 'আলী মুহ'াম্মাদ আল-বিজাবী, কায়রো ১৩৮২/১৯৬২, ১খ, ১৩৬-৮; (১০) ইব্ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, হায়দরাবাদ ১৩২৯-৩১/১৯১১-১৩, ১খ, ২৬৩-৬; (১১) আস-স'াফাদী, আল-ওয়াফী, ৮খ., সম্পা. ইহ'সান 'আব্বাস, Wiesbaden ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩৯৫ প.; (১২) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, সম্পা. A. Ismailiyan, কুম্ম, ১৩৯০-২/১৯৭০-২, ১খ, ২০৮ প.; (১৩) R. Strothmann, Das Problem der literarischen Personlichk eit Zaid b. Ali. in Isl. ১৩খ, ১৯২৩ খ. ১৫ প.; (১৪) মুহসিনু'ল-আমীন, আ'য়ানুশ-শী'আ. দামিশক ১৯৩৫খৃ., ৯খ. ৪২৮-৪৫; (১৫) W. Madelung, Der imam al-Qasim ibn Ibrahim. বার্লিন, ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৪৭-৫৯।

W. Madelung (E.I.[2] suppl.)/ এ.বি.এম.আব্দুল মান্নান মিয়া

ইব্ন 'উক্বা (দ্র. মূসা ইব্ন 'উকবা)

ইব্ন 'উছ্মান আল-মিক্নাসী (ابن عثمان المكناسى) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব ইব্ন 'উছ'মান, ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মরক্কোবাসী কূটনীতিক ও উযীর ছিলেন। তিনি তাঁহার দেশ ও স্পেনের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতাকে অনুসরণ করিয়া মেকনেস (Meknes)-এর একটি মসজিদে ধর্ম প্রচারক হিসাবে জীবন শুরু করেন। এখানে তিনি সুলত'ান সীদী মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (১১৭১-১২০৪/১৭৫৭-৮৯)-এর সুনজরে পড়েন। সুলত'ান তাঁহাকে সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেন; তবে এই নিযুক্তির তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। ১১৯৩/১৭৯৯ সনে আলজিরিয়ার বন্দী মুক্তি এবং দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস-এর রাজসভায় পাঠান হয়। এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল এবং উহা Aranjuez-এর সন্ধির পথ সুগম করিয়াছিল। এই সন্ধি ১৭৮০ খৃ. স্বাক্ষরিত হয় (দ্র. V. Rodriguez Casado La ambajada del Talbe Sidi Mohamed Ben Otoman en 1780 in Hispania xiii (১৯৪৩ খৃ.), পৃ. ৫৯৮-৬১১; ঐ লেখক, Politica marroquide carlos iii, মাদ্রিদ ১৯৪৬ খৃ., প. ২৮৫-৩০৬; M. Arribas Palau. El. texto arabe del Convenio de Aranjuez de 1780. in Tamuda, vi (১৯৫৮খৃ.); ঐ লেখক, Carta arabes de Mawlay Muhammad b. Abdullah relativas a la embajada de ibn Utman de 1780 in Hesperis-Tamuda. ii/2-3. ১৯৬১ খৃ.. পৃ. ৩২৭-৩৫) এবং ইব্ন 'উছমান তাঁহার দৌত্যকার্যের একটি বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন, আল-ইকসীর ফী ফিকাকি'ল-আসীর (M.El Fasi কর্তৃক ১৯৬৫ খৃ. রাবাতে প্রকাশিত) গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উক্ত কূটনীতিকের জীবন ও রচনাবলীর একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উযীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম দৌত্যকার্যের সফলতা তাঁহার উপর দ্বিতীয় একটি দৌত্যকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করিতে সুলতানকে উৎসাহিত করিয়াছিল। আরও বন্দী মুক্তি অর্জনের উদ্দেশে তাঁহাকে মালটা ও ন্যাপল্‌স্ (Naples)- এ পাঠান হইয়াছিল। এই দৌত্যকার্য ১১৯৬/১৭৮২ সনে সম্পন্ন হয়। এই কার্যের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসারে উহার শিরোনাম দেওয়া হইয়াছিল আল-বাদরু'স সাফির ফী ইফ্‌তিকাকি'ল-উসারা মিন য়াদিল-'আদুওবি'ল- কাফির,

البدر السافر فى افتكاك لاسارى من يد العدو الكافر.

ইব্‌ন যায়দান কর্তৃক ইহা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে (ইতহাফ, ৩খ, ৩২০-৯) এবং ইহার কয়েকটি পাণ্ডু. রাবাত ও মেকনেস (Meknes)-এ বিদ্যমান।

তিন বৎসর পর ইব্‌ন 'উছ্‌মানের উপর আর একটি নূতন দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। এইবার তাঁহাকে ইস্তাম্বুলে প্রথম 'আবদু'ল হা'মীদ-এর রাজসভায় পাঠান হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আলজিরিয়া ও মরক্কোর সীমান্তে তুর্কী সৈন্যদের উস্কানিমূলক আচরণ দ্বারা যে সংঘর্ষের আশংকা দানা বাধিয়া উঠিয়াছিল তাহা প্রশমিত করা। তিনি ১ মুহাররাম, ১২০০/৪ নভেম্বর, ১৭৮৫ সালে রওয়ানা হন এবং ২৯ শা'বান, ১২০২/৪ জুন, ১৭৮৮-এর পূর্বে মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই সফরে তিনি হা'জ্জ পালনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা তাঁহাকে তৃতীয় রিহ্‌লা-র উপাদান সরবরাহ করিয়াছিল। ইহার শিরোনাম পূর্ববর্তী দুইটির চেয়েও বেশী বিস্তৃত ছিল ঃ "ইহরাযু'ল-মু'আল্লা ওয়া'র-রাকীব ফী হা'জ্জ বায়তিল্লাহি'ল-হারাম ওয়া যিয়ারাতি'ল-কু'দসিশ-শারীফ ওয়া'ল-খালীল ওয়া'ত-তাবাররু'ক বি-কাবরি'ল-হাবীব" (দ্র. ইব্‌ন যায়দান, ইতহা'ফ, ৩খ, ৩০-৫; M. El Fasi কর্তৃক একটি সংস্করণ প্রস্তুতির পর্যায়ে রহিয়াছে)।

তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর স্পেন কর্তৃক মুক্তিপ্রদত্ত বন্দীদেরকে স্বাগত জানাইবার জন্য তাঁহাকে আলজিরিয়ায় পাঠান হয়। মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তিনি মাওলায় আল-য়াযীদের (১২০৪-৬/১৭৮৯-৯২) চাকুরীতে বহাল ছিলেন। আল-য়াযীদ তাঁহাকে স্পেনের ৪র্থ চার্লস-এর রাজসভায় পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯০ সনের ডিসেম্বরের শেষদিকে রওয়ানা হইয়া ১৭৯১ সনের ২৭ জানুয়ারী মাদ্রিদের রাজা কর্তৃক অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দৌত্য বিফল হইয়াছিল এবং তিনি ১৮ আগস্ট স্বদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পরদিন ৪র্থ চার্লস মরক্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশ্য ইব্‌ন 'উছ্‌মানকে মাদ্রিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে তিনি ১৭৯২ সনের এপ্রিল পর্যন্ত একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বসবাস করেন। তাঁহার স্পেনে অবস্থান সম্বন্ধে M. Arribas Palau কর্তৃক কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক দলীল আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে (La estancia en Espana de Muhammad ibn Utman, ১৭৯১-১৭৯২ খৃ., in Hesperis Tamuda ৪/১-২, ১৯৬৩ খৃ., ১২৩-৯২; তু. The same Cartas arabes de Marruecos en tiempo de Mawlay al Yazid, ১৭৯০-১৭৯২ খৃ., Tetuan ১৯৬১ খৃ.)। আল-য়াযীদের মৃত্যুর পর ইব্‌ন 'উছমান মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাওলায় সুলায়মান (১২০৬-৩৮/১৭৯২-১৮২৩)-এর চাকুরীতে যোগদান করেন যিনি তাঁহাকে কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্ব দিয়া পূর্বেই স্পেনে তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। নূতন সুলতান তাঁহাকে Tetuan-এর গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। অনুরূপভাবে Tangier-এ তাঁহার আবাসে বৈদেশিক কূটনীতিকদের সহিত কার্য সম্পাদনে তাহাকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দান করিলেন (দ্র. M. Arribas Palau, Muhammad ibn Utman designado gobernadode Tetuan a finales de 1792, in hesperis-Tamuda, ii/1, 1961, 113-27)। কূটনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার মেধার জন্য তাঁহাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ নিরসনের দায়িত্বও দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতম প্রধান সাফল্য ছিল ১৮৯৭ খৃ. সাফির গভর্নর 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন নাসি'রকে নূতন প্রশাসনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিতে রাযী করানো। 'আবদু'র-রাহ'মান পূর্ববর্তী সময়ের মাওলায় সুলায়মানকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কাজ ছিল ২২ রামাদা'ন, ১২১২/২ মার্চ, ১৭৯৯ সনে মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করা (দ্র.M. Arribas Palau, El texto arabe del tratado de 1790 entre Espana y marruecos in Tamuda, ৭খ., ১৯৫৯ খৃ., ৯-৫১)। তিনি স্বল্পকাল পরে মাররাকিশ-এ মৃত্যুবরণ করেন, সেখানে তিনি সুলতানের অনুগামীরূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন (১২১৪ খৃ. প্রারম্ভে/১৭৯৯ খৃ. মাঝামাঝি) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আয-যায়ানী [দ্র.]-কে তাঁহার নিজস্ব জিনিসপত্র Meknes -এ ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি ভ্রমণসমূহের বর্ণনাও রচনা করিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিক দলীল হিসাবেও অত্যন্ত মূল্যবান। ইব্‌ন 'উছমান উল্লেখযোগ্য কলেবরের কূটনৈতিক পত্রাবলীতে স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। ঐগুলির অধিকাংশ M. Arribas Palau কর্তৃক প্রকাশিত ও অনূদিত হইয়াছে। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছেন যাহা তাঁহার কাব্য প্রতিভার প্রমাণ বহন করে। ইহা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির শক্তিশালী পটভূমিতে একজন মরক্কোবাসী হইতে যাহা আশা করা যায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। ইস্তাম্বুলে ও পবিত্র স্থানসমূহে তাঁহার ভ্রমণের বর্ণনায় তাঁহার অর্জিত শিক্ষারও প্রতিফলন ঘটিয়াছে এবং ইহা সাধারণত ছন্দময় গদ্যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলীর ধারণা দেয়, যাহা ধর্মীয় ও সাহিত্যিক স্মৃতিচারণে সমৃদ্ধ। পক্ষান্তরে তাঁহার অন্যান্য রচনা সরল ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে লিখিত। এই সকল রচনায় আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গী সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার স্পেন সম্বন্ধে বর্ণনার সময় স্পেনীয় শব্দসমূহ ব্যবহার করিতে ইতস্তত করেন নাই। তিনি সে দেশে যে নূতনত্ব, অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে ও সরস ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রদত্ত M. Arribas Palau-এর মৌলিক রচনাবলী ছাড়াও দেখুন ঃ (১) মাররাকুশী, আল-ই'লাম বি-মান হা'ল্লা মাররাকুশ ওয়া আগ'মাত মিনা'ল-'আলাম, ফাস ১৩৫৫-৮/১৯৩৬-৯, ৫খ, ১৪২-৩; (২) ইব্‌ন যায়দান, ইতহা'ফ 'আলামি'ন-নাস, রাবাত ১৩৪৭-৫২/১৯২৯-৩৩, ৩খ, ৩০১-৫, ৩১৮-৩০, ৪খ, ১৫৯-৬৮ ; (৩) যায়ানী, তারজুমান, সম্পা. ও অনু. O. Houdas Le Maroc de 1631 a 1812, প্যারিস ১৮৮৬ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪) H. Peres, L Espagne vue par les voygeurs musulmans, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৭-২৯; (৫) এম. আল-ফাসী, মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'উছ'মান আল-মিক্‌নাসী, রাবাত ১৯৬১-২ খৃ.; (৬) M. Lakhdar, vie litteraire, 266-71, উহাতে গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl)/এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া

ইব্‌ন 'উনায়ন (ابن عنين) ঃ আবু'ল-মাহা'সিন শারাফুদ্দীন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন গালিব আল-আনসারী, দামিশকের ব্যঙ্গ কবি। দামিশকে ৯ শা'বান, ৫৪৯/১৯ অক্টোবর ১১৫৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একই স্থানে ২০ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৩০/৪ জানুয়ারী, ১২৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। দামিশকের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হইতে সনাতনী শিক্ষা লাভের পর এবং কিছুকাল ইরাকে অতিবাহিত করিয়া ইব্‌ন 'উনায়ন শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আক্রমণ শুরু করেন। তাঁহার এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির বহু লোক। তিনি এমন কি

সালাহু'দ্দীনকেও রেহাই দেন নাই। সালাহু'দ্দীন এই সময় (৫৭০/১১৭৪) কেবল নগরীর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এই আক্রমণের জন্য শীঘ্রই ইব্ন 'উনায়ন নির্বাসিত হন। ইহার পর তিনি বাণিজ্যিক ব্যাপারে কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ইরাক, আযারবায়জান, খুরাসান, ট্রান্সঅক্সানিয়া, এমন কি ভারত সফর করেন। ইহার পর তিনি য়ামান প্রত্যাবর্তন করেন এবং সালাহু'দ্দীনের ভ্রাতা তুগতাকীন-এর পারিষদরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি কিছুকালের জন্য মিসরে বসবাস করেন (৫৯৩/১১৯৭-এর পূর্বে)। তাঁহার নিজ শহরের স্মৃতির তাড়নায় তিনি আল-মালিকু'ল-'আদিল-এর নিকট এক কবিতায় ঐ শহরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত ৫৯৭/১২০১ সনে তিনি পুনরায় উমায়্যা মসজিদ দর্শনে সমর্থ হন। আল-'আদিলের পুত্র আল-মালিকু'ল-মু'আজজাম 'ঈসা এই সময় দামিশকের প্রশাসক ছিলেন। তিনি কবিকে স্বাগত জানান এবং কবি শীঘ্রই তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং কালক্রমে তাঁহার উযীর পদে উন্নীত হন।

কথিত আছে, ইব্ন 'উনায়ন তা'রীখ 'আযীযী ও ইব্ন দুরায়দের জামহারার একটি মুখতাসার-এর প্রণেতা। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোনটিই মনে হয় টিকিয়া নাই। তিনি প্রধানত তাঁহার কাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার উপহাস, শ্লেষ ও বিদ্রূপের ব্যঙ্গরাজ্যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত কাদী, ফুকাহা ও ধর্ম প্রচারকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হেয় প্রতিপন্ন করিতেন। ইহার ফলে তাঁহাকে যিনদীকরূপে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁহার নিজের, তাঁহার পিতা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, এমন কি সুলত'ানের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য করা তাঁহার হিজাসমূহ ছিল অত্যন্ত তীব্র ও দুষ্ট মনোভঙ্গিপূর্ণ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের উদ্দেশে লিখিত স্তুতিকাব্যগুলি সুলিখিত হইলেও তাহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলি দ্বন্দ্ববাদী অভিব্যক্তিপূর্ণ। তাঁহার স্মৃতির শহরের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে দীর্ঘ কবিতায়। প্রখ্যাত এই সকল কবিতায় দামিশক ও ইহার পারিপার্শ্বিকতার সুদীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। অন্য কোন স্থান কবিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি হেয়ালী ও প্রাসঙ্গিক কবিতাও রচনা করিয়াছেন এবং এই সমস্ত কবিতায় প্রায় সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। তিনি সব সময়েই তাঁহার রচনাবলীকে দীওয়ানে সংকলনের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তি কিছু রচনা উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, যাহার সাহায্যে ১৯৪৬ খৃ. দামিশকে খালীল মারদাম একটি দীওয়ান প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ৪খ,; (২) য়াকূ'ত, উদাবা, ১৯খ. ৮১-৯২ ; (৩) আবূ শামা, রাওদ'াতায়ন; (৪) ইব্ন কাছ'ীর, বিদায়া, ১১-১২; (৫) সিব্‌ত ইব্নু'ল-জাওযী, মির'আতু'য্-যামান, ৮খ, দ্র.; (৬) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, ৫খ.; (৭) হ'াজ্জী খালীফা, ১খ., col ৭৬৭; (৮) J. Rikabi, La poesie profaus sous les Ayyubides, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ. নির্দেশিকা; (৯) খালীল মারদাম, দীওয়ান-এর ভূমিকা; (১০) ঐ লেখক, in D.M. ৩খ. ৪০৩-৭।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইব্ন উমায়ল (ابن اميل) ঃ আল-হ'াকীমুস-স'াদিক আত-তামীমী আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ, রূপক ও মরমীবাদভিত্তিক আলকেমী (কীমিয়া) শিক্ষক শ্রেণীর প্রতিনিধি। বর্তমানে আলকেমী মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাখ্যার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে (তু. C. G. Jung, Psychologie und Alchemie[2], Zurich 1952, index s. v. Senior)। তিনি আনু. ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে মিসরে বসবাস করিতেন (জাবির-এর সহিত কালক্রমিক সম্পর্কের জন্য তু. M Plessner in ZDMG, cxv, 1965 31)। তাঁহার বহু রচনার মধ্যে রহিয়াছে কতিপয় ক'াসীদা যাহার একটি رسالة الشمس الى الهلال। তিনি নিজে الماء الورقى والارض শীর্ষক ইহার একটি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ভাষ্য ও মূল কবিতাটি মধ্যযুগের য়ূরোপে ত্রুটিপূর্ণ একটি ল্যাটিন পাঠে Tabula chimica ও Epistola solis ad lunum crescentem নামে পরিচিত হয়। ইহাতে ভাষ্যকারের নাম Senior Zadith Filius Hamuelis-রূপে লিখিত। আল-মাউ'ল- ওয়ারাকী'র শুরুতে রহিয়াছে দুইটি অর্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রার বর্ণনা যাহা বুসর আস-সি'দ্‌র (দ্র.)-এ অবস্থিত একটি প্রাচীন গির্জায় আলকেমী সংক্রান্ত জ্ঞানের সন্ধানে পরিচালিত হইয়াছিল। এই ভূমিকাটি আলকেমী সংক্রান্ত গুপ্ত সাহিত্যের প্রচলিত কল্পকাহিনীর রীতিতে রচিত। কিন্তু B. H. Stricker দেখাইয়াছেন যে, ইব্ন উমায়ল নিশ্চিন্তভাবেই স্বয়ং গির্জায় গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে তিনি Imhotep-এর একটি প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেন, যদিও ইহার প্রকৃত তাৎপর্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই (AO, xix ১৯৪২ খৃ., ১০১-৩৭)। প্রাচীন গির্জা ও উহার প্রাচীর চিত্রের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়

السفر الكبير فى حل الاشكال البرباوية والتصاوير.

নামক তাঁহার অপর একটি রচনায়, (তু. Semenov, নং ৫৩৪)। আল-মাউল-ওয়ারাকীতে উদ্ধৃত বেশ কয়েকজন আলকেমী বিশেষজ্ঞের মধ্যে উল্লিখিত Hermes (দ্র. Hermis), মিসরের কিংবদন্তীর রাজা (Marqunus তু. G. Wiet, L'Egypte de Murtadi, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ. ২১), Democritus, Socrates, Plato, Zosimus, Mary the Jewess, খালিদ ইব্ন য়াযীদ (দ্র.) যু'ন-নূন (দ্র.) ও জাবির ইব্ন হায়ান (দ্র.); তিনি Turba philoso phorum-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি আর-রাযী (দ্র.) সম্পর্কে নীরব; তবে মনে হয় তাঁহার সমসাময়িক সুদক্ষ যে সমস্ত আলকেমী, নিকৃষ্ট জৈব পদার্থ যথাঃ ডিম ও লোম হইতে স্পর্শমণি (অথবা আব্-ই-হায়াত) আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় আর-রাযীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন [দ্র.Al-Iksir]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ ইব্ন উমায়ল প্রণীত আলকেমী সম্পর্কিত তিনটি 'আরবী প্রবন্ধ, সম্পা. ম. তুরাব 'আলী [আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, xii/1 ১৯৩৩ খৃ., ১-২১৩ (ইহাতে রহিয়াছে আল-মা'উ'ল-ওয়ারাকী। রিসালাতু'শ-শাম্‌স ইলা'ল-হিলাল ও আল-কাসীদাতু'ন-নুনিয়্যা-এর মূল পাঠসহ প্রথম দুইটি রচনার ল্যাটিন তরজমার একটি সংস্করণ, আলকেমী ইতিহাসে ইব্ন উমায়ল-এর অবস্থান, তারিখ ও রচনাবলী সম্পর্কে H. E. Stapleton ও M. Hidayat hussayn-কৃত পরিশিষ্ট (excursus); (২) পত্রক ১২৬ প., রচনাবলী ও বিদ্যমান পাণ্ডুলিপির একটি তালিকা; (৩) অধিকতর তথ্যের জন্য দ্র. Brockelmann, I ২৭৯ ও SI ৪২৯ প., ৯৬২; (৪). A Siggel, katalog der arabischen alchemistischen Handschriften Deustschlands. Handschriften

der ehemals Herzoglichen Bibuiothek zu Gotha, Berlin 1950, 17-20, 39f. 54-56; (৫) A. A. Semenov, Sobranie vostocnikh rukopisey akademii nauk Uzbekskoy SSR, I, Tashkent 1952, নং ৫৩৩ প.; (৬) A. Mazaheri, Bibiographic avee index analytique, in A. mieli, la seience arabe, repr, Leiden 1966, nos, 523f.; (৭) J. Ruska, Turba Philosophorum in Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin i (1931), 310-18; (৮) ঐ লেখক, Studen zu Muhammad Ibn Umail al -Tamimis Kitab al-Maal Waraqi wal -Ard an-Najmiyah, in Isis, xxiv (১৯৩৬ খৃ.), ৩১০-৪২ (গুরুত্বপূর্ণ); (৯) ঐ লেখক, Der Urtext der Tabula Chemica, in Archeion, xvi (1934), 373-83; (১০) ঐ লেখক, Chaucer und das Buch Senior, in Anglia, lxi (1937), 136 (১১) P. Kraus, Jabir ibn Hayyan কায়রো ১৯৩৩ খৃ., ১৯৪২ (MIE, xliv, xlv), indexes; (১২) H. E. Stapleton G. L. Lewis and F. Sherwood Taylor, The sayings of Hermes quoted in the Maal Waraqi of Ibn Umail in Ambix, iii(১৯৪৯ খৃ.) ৬৯-৯০।

G. Strohmaier (E.I.[2])/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন 'উমার জাযীরা (ابن عمر جزيرة) ঃ তুর্কী ভাষায় Cezire-i-Ibn Omar Cizre, বর্তমান তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত শহর। কথিত আছে, ইহা আল-হাসান ইব্‌ন 'উমার ইবনি'ল-খাত্তাব আত-তাগলিবী (মৃ. আনু. ২৫০/৮৬৫) কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। ইহার নির্মাতারূপে আর্দাশীর বাবাকানকেও উল্লেখ করা হয়। আরামিক ভাষায় প্রাচীন শহরটিকে বলা হইত d' Djazarta Kardu এবং এই নামটি ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর খৃষ্টান রচনাবলীতেও পুনরুল্লেখ পাওয়া যায়। এই শহরটিকে প্রাচীন বাযাবদা-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে, যেই স্থানে মহাবীর আলেকজান্ডার তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করেন এবং পরবর্তীকালে ইহা ছিল Ammianus Marcellinus (xx. xvii, i) বর্ণিত রোমক অভিযানের অগ্রবর্তী স্থানসমূহের অন্যতম।

দিয়ার রাবী'আর (দ্র.) ৩৭°১৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪২°৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) ৪০০ মিটার উচ্চতায় এবং মাউন্ট জুদী (দ্র.)-এর দিকে অবস্থিত। জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার দাজলা (তাইগ্রীস)-র তীরে এমন জায়গায় অবস্থিত যে স্থানটির দূরত্ব ফুরাত নদী (ইউফ্রেটিস) হইতে সর্বাধিক। Taurus গিরিখাত হইতে উদ্ভূত হইয়া দাজলা ইহার পর জাযীরার উচ্চাঞ্চলে প্রবেশ করে। এই অঞ্চলটি হইয়াছিল নদীর একটি বাঁকে এবং এই বাকের দুই প্রান্ত সংকীর্ণতম স্থানে একটি খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। কথিত আছে, আল-হাসান ইব্‌ন 'উমার এই খাল খনন করেন। ইহার ফলে নগরটির অবস্থান একটি দ্বীপে পরিণত হইয়া জাযীরা (দ্বীপ) নাম ধারণ করে। স্রোতের বেগে খালটি দাজলার প্রধান খাতে পরিণত হয় এবং নগর বেষ্টনকারী নদীর পূর্বতন ধারা কালক্রমে শুকাইয়া যায়। শহরটিতে একটি সেতু ছিল এবং ইহা ছিল একটি নৌবন্দর। এই স্থান হইতেই দাজলা নদীটি নাব্য ছিল এবং মোসুল অভিমুখে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্বচ্ছ পানি সরবরাহের ফলে সৃষ্ট ফলের বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জসমৃদ্ধ অঞ্চলের নদী বন্দর হিসাবে জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। ওক বৃক্ষের বনে আবৃত নিকটবর্তী পর্বতশ্রেণী হইতে প্রচুর আখরোট, হোজেল, বাদাম, গলনাট এবং মৌমাছি দ্বারা উৎপন্ন মধু ও মোম পাওয়া যাইত এবং উহা রফতানী হইত। 'আরব ও কুর্দ এলাকার সীমান্ত চিহ্নিত করিয়াছে একটি রোমক সড়ক—দারব্ 'আতীক' ইহা জাযীরাত ইব্‌ন 'উমারকে নিসীবীন এবং তৎপরে মারদীনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

অতীতের গৌরবের সাক্ষী স্মৃতিসৌধমণ্ডিত এই শহরের জনসংখ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্রাস পাইতে থাকে। মুসলিম কুর্দ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টান সমন্বয়ে ইহার জনসংখ্যা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৯,৫৬০ হইতে ১৯৪০ সনে ৫,৫৭৫-এ হ্রাস পায়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ছিল ৬,৪৭৩। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে শহরটিতে মাটির ইটের তৈরী বিশাল বিশাল প্রাচীর ছিল। ইব্‌ন বাত্‌তূতা'র সময়ে এই প্রাচীরে তিনটি ফটক ছিল। পরবর্তীকালে এইগুলি ব্যাসাল্ট পাথরে (আগ্নেয়গিরিজাত শিলা) পুনঃনির্মিত হয় এবং ইহাদের একাংশ আজও উত্তর দিকে কুর্দী আমীরগণের দুর্গের ছত্রছায়ায় দণ্ডায়মান। ৬ষ্ঠ/১২ম শতাব্দীতে শহরটিতে ১০টি হাসপাতাল, চৌদ্দটি হাম্মাম, যাহার আটটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও অটুট ছিল, ত্রিশটি সাবীল (পথিকদের জন্য পানীয় সরবরাহের স্থান) এবং উনিশটি মসজিদ ছিল, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই শহরের সক্রিয় ভূমিকার দৃষ্টান্ত মিলে চারটি শাফি'ঈ মাদরাসা। ইহা ছাড়াও শহর প্রাচীরের বাহিরে ছিল সূফীগণের দুইটি খানকাহ। মূল প্রধান মসজিদ ব্যতীত পরবর্তী শতাব্দীতে আমীর বাদরুদ্দীন লুলু অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে Cuinet-এর মতে কর্মচঞ্চল বাণিজ্যিক কেন্দ্রটিতে অবশিষ্ট ছিল পাঁচটি সরাইখানা, একটি খিলানযুক্ত বাজার, এক শত ছয়টি ছোট দোকান ও দশটি কাফে (কফিখানা), কয়েকটি প্রাচীন গির্জার অবস্থিতি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার-এর সামান্য নিম্নে একটি সুন্দর সেতুর ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান। উহার ২৮ মিটার দীর্ঘ একটি খিলান এখনও দণ্ডায়মান। আরতুকিদ আমলের কীর্তি হি'সন্ কায়ফা (দ্র.) সেতুর ন্যায় এই সেতুটির স্তম্ভে রাশিচক্রের চিহ্নাবলী খোদাই করা আছে। নদীর উজানে বাত্‌মান সূত্রে মারদীনের আমীর তিমুরতাশ নির্মিত অপর একটি সেতু বর্তমান।

দীর্ঘদিন যাবত কুর্দ আমীরগণের কর্তৃত্বাধীনে জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার মধ্যযুগের কিছুটা গুরুত্বের অধিকারী ছিল। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইহা ছিল মোসুলের অধীনস্থ একটি এলাকা, মালিক শাহের প্রাক্তন মামলূক শামসু'দ-দাওলা জাকারমিশ ৪৯৫/১১০২ সনে উহার গভর্নর থাকার পর ৫ম/১১শ শতাব্দীতে উহা মারওয়ানীগণের অধিকারে যায়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ইহা ছিল যাঙ্গীগণের অধীন এবং তাহারা ৫৪১/১১৪৬ সনে 'ইযযুদ্দীন আবূ বাক্‌র আদ-দুবায়সীকে গভর্নররূপে নিয়োগ করেন। ৫৫৩/১১৫৮ সনে বাশনাবী কুর্দগণের অধিকারভুক্ত এই অঞ্চলটি কুতবুদ্দীন মাওদূদ ইব্‌ন যাঙ্গী অধিকার করিয়া নেন। ৬ষ্ঠ, ৭ম/১২ম ও ১৩শ শতাব্দীতে দুইটি পরিবার এই শহরের গৌরব বৃদ্ধি করে পণ্ডিত ও গ্রন্থকারসমৃদ্ধ বানুল-আছীর ও বহু ইমামের পূর্বপুরুষ বানূ 'আবদি'ল-কারীম

আল-জাযারী। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে শহরটি অধিকারের জন্য সাফাবী ও 'উছ্‌মানীগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। কুর্দগণ সেই সময় 'উছমানীগণের আশ্রয় কামনা করে এবং হামিদিয়াগণের সহযোগে তুলনামূলকভাবে একটি স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ৯৪১/১৫৩৫ সনের পরে সায়্যিদ আহ্‌মাদের অধীনে জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার মোসুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ৯৭৩/১৫৬৬ সনে কতিপয় খৃস্টান পরিবার ইরবিল হইতে পলায়ন করিয়া এই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে শহরটি কার্যত স্বশাসিত মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু খৃ. ১৯শ শতাব্দীতে 'উছ্‌মানীগণের এক প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং তাহারা এই অঞ্চলটি ১২৪৮/১৮৩৩ সনে পুনর্দখল করে। জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার ১৮৩৬ সনে তাহাদের অধীনে আসে এবং এই সময় হইতে শহরটির পতন শুরু হয়। কুর্দগৌরবের প্রাক্তন কেন্দ্র বর্তমানে পরিণত হয় একটি তুর্কী কাদার সাধারণ কেন্দ্রে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Turk Ansiklopedisi, ১০খ, ৩৩৬, দ্র. Cezire-i-Ibn Omer,; (২) IA, ৩খ, ১৫২-৪; (৩) ইব্‌ন হাওকাল, অনু, Kramers-Weit, ২১৯; (৪) হারাবী, যিয়ারাত, ১৫২; (৫) ইব্‌নুল আছীর, Atabegs, in RHOC, ii, 210; (৬) ইব্‌ন বাত্‌তূতা, ২খ, ১৩৯; (৭) য়াকূত, দ্র.; (৮) Le Strange ৯৩-৪; (৯) V. Cuinet, Turquie d' asie, ২খ, ৫১১-৪; (১০) G. Bell, Amurath to Amurath ২৯৬; (১১) S. H. Longrigg, Four centuries of Modern Iraq, অক্সফোর্ড ১৯২৫ খৃ., ২৬, ৩৭, ৪১, ৯৮; (১২) R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie ১৯২৭ খৃ., ৪৯৯, ৫০১, ৫২২; (১৩) CL. Cahen La Djazira, in REI, ১৯৩৪ খৃ. ১১৩; (১৪) R. Lescot, Enquete sur les Yezidis ১৯৩৮, খৃ., ১১০-১১২; (১৫) M. Canard, H'amdanides 110-1; (১৬) M. Dunand, De l'Amanus au Sinai, ১৯৫৩ খৃ., ৮৯-৯১ (আলোকচিত্রসম্বলিত); (১৭) B. Nikitine, Les Kurdes et le Kurdistan, ১৯৫৬ খৃ., ৫, ২৮, ৬৭, ৮৬, ১৬১; (১৮) Dillemann, Haute Mesopotamie orientale et pays adjacents, in BAH. lxxii (১৯৬২ খৃ.) নির্ঘন্ট; (১৯) S. M. Fiey, Assyrie Chretienne, ১৯৬৫ খৃ. নির্ঘন্ট।

N. Elisseeff (E.I.[2])/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন 'উমার (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার)

ইব্‌ন 'উয়ায়না (দ্র. সুফয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না)

ইব্‌ন 'উসফূর (ابن عصفور) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন মু'মিন, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় বৈয়াকরণ। ৫৯৭/১২০০ সনে সেভিলে তাঁহার জন্ম। তিনি সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বৈয়াকরণ আশ-শালাওবীন-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকের সহিত মতানৈক্যের পর তিনি নিজ শহর ত্যাগ করেন এবং আল-আন্দালুসের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কতিপয় শহরে অবস্থান করেন এবং সেই সকল শহরে কুরআন ও ব্যাকরণ শিক্ষা দান করেন। ইহার পর তিনি ইফরীকিয়া গমন করেন এবং তিউনিস ও বুগি (Bougie)-তে হাফসীয় আমীর আবূ যাকারিয়্যার দরবারে অবস্থান করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় আল-আন্দালুসে পরিভ্রমণ করেন এবং ইহার পর মাগ্‌রিবে গমন করিয়া সালে (Sale)-তে অবস্থান করিতে থাকেন। হাফসীয় খালীফা আল-মুস্‌তানসির-এর আমন্ত্রণে তিনি ইফরীকিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিউনিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তথায় ৬৭০/১২৭১ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন 'উসফূর দুইটি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিতাবু'ল-মুকাররিব ফি'ন-নাহ্‌ও ও কিতাবু'ল-মুমতি' ফি'ত-তাসরীফ-এর প্রণেতা। ইহা ছাড়াও তিনি অপর ৪টি ব্যাকরণ গ্রন্থ সীবাওয়ায়হ (Sibawyah)-এর কিতাব, আল-ফারিসীর কিতাবু'ল-ঈদাহ, আয-যাজ্জাজীর কিতাবু'ল-জুমাল ও আল-জুযূলির মুক্‌াদদামা-এর ভাষ্য লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I ৩৮১ S I, ৫৪৬; (২) U. R. Kahhala, ৭খ, 251; (৩) ইব্‌নু'য-যুবায়র, সিলাতু'স-সিলা, সম্পা. Levi-Provencal ১৪২-৩ (নং ২৮৫)।

G. Troupeau (E.I.[2])/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন ওয়াফিদ (ابن وافد) ঃ আবু'ল-মুতাররিফ 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন মুহ্‌াম্মাদ আল-লাখমী আন্দালুসিয়ার একজন চিকিৎসক, ভেষজ-বিজ্ঞানী ও কৃষিতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি ৩৯৮/১০০৭ (সা'ইদের মতে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬০/১০৬৭ সনে টলেডোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি কর্ডোভার যাহরাবী-এর নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ৪৬৭/১০৭৪ সনে ইনতিকাল করেন। সা'ইদ বলেন, ভেষজবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি পথ্যের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। যদি ঔষধ দিতে বাধ্য হইতেন সেই ক্ষেত্রে কেবল মিশ্রিত (مركبات) অপেক্ষা অমিশ্রিত (مفردات) ঔষধের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার যে সাতটি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি মোটামুটি পাওয়া যায় ঃ

(১) কিতাব ফি'ল-আদাবি'য়্যাতি'ল-মুফরাদা Cremona-এর Greard 'Liber Albenguefith Philosophi de virtutibus medicinarun et ciborum' এই শিরোনামে গ্রন্থটি সংক্ষেপে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। হিব্রু এবং Catalan ভাষায়ও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার 'আরবী মূল পাঠ আংশিকভাবে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকাশিত হয় নাই; (২) কিতাবু'ল-বিসাদ ফি'ত-তিব্‌ব, পাণ্ডুলিপি আকারে; (৩) মাজমূ' ফি'ল-ফিলাহা, 'আরবী ও Castilian-এ মূল পাঠ, যাহা ইহার সহিত সুনিশ্চিতভাবে অভিন্নরূপে গণ্য করা হইয়াছে, Millas Garcia Gomez তাহাদের রচনায় আলোচনা করিয়াছেন; (৪) De balneis Sermo, Mieli এই শিরোনাম বিশিষ্ট একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন 'আরবী শিরোনামের সহিত ইহার সুস্পষ্ট মিল নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আববার, ২খ, ৫৫১; (২) সা'ইদ আল-আন্দালুসী, Cairo তা. বি., 110-Fr. tr. R. Blachere, Paris 1935 148 প.; (৩) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, তাবাকাত (সম্পা. Muller); (৪) J. Millars Vallicrosa, El libro de agricultura de Ibn Wafid y su influencia en la agricultura de Renacimiento in And, viii (1943), 281-332- Estudios sobre historia de la ciencia

espanola, Barcelona 1949. ch. 7; (৫) E. Garcia Gomez Solore agricultura arabigoandaluza (Cuestiones Bibliograficas), in And, x (1945), 127-46; (৬) Choulant, Handbuch der Bucker-kunde fur die altere Medizin 96 (on the Letin tr. of the K. al-adwiya); (৭) M. Streinschneider, Die Hebraeischen Ubersetzu- ngen des Mittelalters, 175 (on the Hebrew tr.); (৮) Mieli, La science arabe , Leiden 1938, 387.

J. F.P. Hopkins (E.I.[2])/ফজলুর রহ্‌মান

ইব্‌ন ওয়ারসান্‌দ (ابن ورسند) ঃ 'আলী ইব্‌নু'ল-হুসায়ন আল-বাজালী। তিনি ছিলেন বাজালিয়্যা নামে পরিচিত মাগ্‌রিব অঞ্চলের একটি শী'আ দলের প্রতিষ্ঠাতা [দ্র. আল-বাজালী]। তাঁহার গ্রন্থসমূহে তিনি শী'আ আইন ও বিধি-বিধান সংকলন করিয়াছেন। ঐগুলি কাদী আন্-নু'মান কর্তৃক প্রণীত কিতাবু'ল-ঈদাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উদ্ধৃতিসমূহ প্রমাণ করে যে, তৃতীয়/নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন এবং তিনি মূসাবী শী'আ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহারা মূসা আল-কাজিমকে তাহাদের সর্বশেষ ইমাম ও মাহদী হিসাবে মান্য করেন। তিনি কাসতীলিয়ার নাফতায় বসবাস করিতেন এবং শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতবাদ তাঁহার পুত্র আল-হাসান কর্তৃক সর্বপ্রথম দার'আতে প্রচারিত হয় বলিয়া জানা যায় [দ্র. আল-বাজালী] এবং তাহার পর ২৮০/৮৯৩ সনের পূর্ব পর্যন্ত জনৈক মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ারসান্‌দ কর্তৃক এই মতবাদ প্রচারিত হয়। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন সূস আল-আকসাতে বসবাসকারী আল-হাসানের একজন পুত্র।

সেখানে দুইটি দলের মধ্যে তারূদান্তের জনতা বিভক্ত হইয়াছিল। বাজালিয়্যাগণ উহাদের একটি গঠন করে এবং অন্য একটি দল সুন্নী মালিকীদের সহিত সর্বদা সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তাহারা ঐ অঞ্চলের ইদ্‌রীসী আমীরদের দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত হইত। এই ইদ্‌রীসী আমীরগণ নিজেরাই তাহাদের মতবাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উহাদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সম্পর্কে যে তথ্য রহিয়াছে তাহা সঠিক নয় মনে হয়, সম্ভবত কয়েকটি স্পষ্টতই ভুল তথ্যের জন্য ইহা প্রচারিত হইয়াছে। এই তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, তাহারা ইমামাতকে 'আলী (রা)-র উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে হাসানীদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে, হুসায়নীদের জন্য নয়। ৪৫৮/১০৬৬ সনে আল-মুরাবিতগণ কর্তৃক শহরটি বিজয়ের পরে তারূদান্তে বাজালিয়া দল ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য দলটি সূসের দ্বিতীয় শহর তিয়ুরবীনে টিকিয়াছিল। উহারা সম্ভবত ৬ষ্ঠ/১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর উক্ত এলাকায় উদ্ভূত আল-মুওয়াহ্‌হিদ আন্দোলনের সহিত যুক্ত ও উহা দ্বারাই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত সূত্রসমূহ ছাড়াও ঃ (১) আল-ইদরীসী, Description de 1' Afrique septentrionale et saharienne, সম্পা. H. Peres, আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৯; (২) ইব্‌ন আবী যার, রাওদু'ল-কিরতাস, সম্পা. C. H. Tornberg, Uppsala ১৮৩৪ খৃ., পৃ. ৮২; (৩) M. Talbi, L' Emirat Aghlabide, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫৭১-৩; (৪) W. Madelung, Some notes on non-Isma'ili Shism in the Maghrib in Stud. Isl., xliv (১৯৭০ খৃ.), ৮৭-৯৭; (৫) বিদাদু'ল-কাদী, আশ-শী'আ আল-বাজালিয়া ফি'ল-মাগরিব আল-আকসা, আশগালু'ল-মু'তামার আল-আওয়াল লি-তা'রীখি'ল-মাগরিব ওয়া হাদারাতিহি. ১খ, তিউনিস ১৯৭৯ খৃ., ১৬৫-৯৪।

W, Madelung (E.I.[2] Suppl.)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্‌ন ওয়াসিল (ابن واصل) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন নাসরিল্লাহ ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন ওয়াসিল, ঐতিহাসিক, কাযী ও সাহিত্যিক, রবিবার ২ শাওয়াল, ৬০৪/২০ এপ্রিল, ১২০৮ সালে হামাত-এ জন্ম। তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন তাঁহার পিতার অধীনে যিনি প্রথমে হামাত ও আল-মা'আররার কাদী এবং পরে জেরুসালেম-এর নাসিরিয়া মাদ্‌রাসার মুদাররিস ছিলেন। হাজ্জ পালন উপলক্ষে তাঁহার পিতা অনুপস্থিত থাকিলে ৬২৪/১২২৭-৯ সালে ইব্‌ন ওয়াসিল নাসিরিয়াতে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তী দুই বৎসর তিনি দামিশ্‌ক ও আলেপ্পো [যেইখানে তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ঐতিহাসিক ইব্‌ন শাদ্দাদ (দ্র.)-ও ছিলেন]-তে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ৬২৯/১২৩২ সালে তিনি কারাক-এর আয়্যূবী প্রশাসক আল-মালিকু'ন-নাসির দাউদ-এর অধীনে কার্যে যোগ দেন এবং সেইখানে শামসুদ্দীন আল-খুসরাও শাহীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৬৩১/১২৩৪ সাল হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত হামাত-এর আয়্যূবী প্রশাসক আল-মুজাফফার-এর অধীনে তিনি কর্মরত ছিলেন। এই প্রশাসকের আদেশেই তিনি মিসরীয় গণিতবিদ 'আলামুদ্দীন কায়সার (তা'আসীফ تعاسيف -- নামে পরিচিত)-কে একটি মানমন্দির নির্মাণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির কার্যে সহায়তা করেন। ইহার পর তিনি দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে কুরদী আমীর হুসামুদ্দীন ইব্‌ন আবী 'আলী (পরবর্তীতে তিনি মিসরে আয়্যূবী সুলতান আল- মালিকু'স- সালিহ নাজমুদ্দীন-এর প্রতিনিধি ছিলেন)-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই সম্পর্কে মিসরে অবস্থানকালে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসে।

৬৪১/১২৪৩-৪ সালে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু ইব্‌ন আবি'দ-দাম (দ্র.)-এর সহিত একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে বাগদাদে গমন করেন এবং তথা হইতে তিনি কায়রো যান। কায়রোতে সুলতান আল-মালিকুস-সালিহ নাজমুদ্দীন [যাহার উদ্দেশে তিনি তাঁহার আত-তা'রীখু'স-সালিহী (التاريخ الصالحي) নিম্নে ১নং) উৎসর্গ করেন] এবং তাঁহার উত্তরাধিকার আল- মালিকু'ল-মু'আজজাম তূরান শাহ [যাহার উদ্দেশে তিনি তাঁহার নাজমু'দ-দুরার نجم الدرر (নিম্নের ২নং) এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে একটি রচনা উৎসর্গ করেন)]-এর সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার বন্ধু হুসামুদ্দীন ইব্‌ন আবী 'আলীর সহিত ৬৪৯/১২৫২ সালে তিনি হাজ্জ পালন করেন এবং তূরান শাহ-এর হত্যাকাণ্ড, আয়্যূবী শাসনের পতন এবং মামলূক বংশের উত্থান স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন।

রামাদান, ৬৫৯/আগস্ট, ১২৬১ সালে বায়বারস তাঁহাকে সিসিলীর রাজা মানফ্রেড (Manfred)- এর দরবারে দৌত্যকার্যে প্রেরণ করেন যাহার সহিত দক্ষিণ ইতালির বারলেটায় (Barletta) তাঁহার সাক্ষাত ঘটে এবং যাহার উদ্দেশে তিনি যুক্তিবিদ্যার একটি পুস্তক আর-রিসালাতু'ল-'আন্‌বারূরিয়া (الرسالة العنبرورية) উৎসর্গ করেন।

৬৬৩/১২৬৪-৫ সালের দিকে ইব্‌ন ওয়াসিল তাঁহার জন্মস্থান হামাত-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এইখানকার প্রধান কাদী নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময় তিনি লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া ৬৭১ হিজরী হইতে ৬৮৩

হিজরীর (১২৭২-৮৫ খৃ.) মধ্যে মুখতাসারু'ল-আগানী (مختصر الاغانى) ও মুফাররিজু'ল-কুরূব (مفرج الكروب নিম্নের ৩নং) পুস্তকদ্বয়ের রচনা সমাপ্ত করেন। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া হ'মাত-এ তিনি ৯৩ বৎসর বয়সে ৬৯৭/১২৯৮ সালে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন ওয়াসি'ল-এর তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক রচনা হইল ঃ (১) আত-তারীখু'স-স'লিহী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় হইতে ৬৩৭/১২৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের একটি সাধারণ ইতিহাস (পাণ্ডু. ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ৬৬৫৭); (২) নাজমু'দ-দুরার ফি'ল-হাওয়াদিছ ওয়া'স সিয়ার (পাণ্ডু. Chester Beatty ৫২৬৪; (৩) মুফাররিজু'ল-কুরূব ফী আখবার বানী আয়্যুব ৬৬১/১২৬৩ সাল পর্যন্ত, আয়্যূবী বংশের ইতিহাস রচনার ইহাই অতীব মূল্যবান উৎস। চারিটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রস্তুতের কাজ অগ্রসর হইতেছে। এই পর্যন্ত তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬১ খৃ.), যাহাতে ১ম আল-'আদিল-এর মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, Jamal al Din Ibn Wasil and his book, Mufarrij al-Kurub fi akhbar Bani Ayyub, অপ্রকাশিত, Ph. D. অভিসন্দর্ভ আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৪৮ খৃ.; (২) ইব্‌ন ওয়াসি'ল, মুফাররিজু'ল-কুরূব, সম্পা. জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, ১-৩ খ, কায়রো ১৯৫৪-৬১ খৃ.; (৩) Brockelmann, ১খ, ৩২৩, পরিশিষ্ট ১, ৫৫৫,; (৪) বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ১৩১; (৫) C. Waddy, An Introduction to the chronicle called Mufarridj al kurub, অপ্রকাশিত, Ph. D. অভিসন্দর্ভ, লন্ডন ১৯৩৪খ.; (৬) এইচ হিলমী এম. আহ'মাদ B. Lewis ও P. M. Holt (ed)-এ, Historians, পৃ. ৯৪-৫; (৭) F. Gabrieli ঐ, পৃ. ১০৫; (৮) ঐ লেখক, Saggi orientali Caltanisetta ১৯৬০ খৃ. পৃ. ৯৭-১০৬।

Gamal el-Din el-Shayyal (E.I.[2])/ মোঃ তাহির হুসাইন

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (ابن وهب) ঃ আবু'ল-হুসায়ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আল-কাতিব, প্রসিদ্ধ সচিব-পরিবারের লোক এবং 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্র, সচিবের দায়িত্ব কর্তব্য ও কৌশল সম্বন্ধে একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবু'ল-বুরহান ফী উজূহি'ল-বায়ান"-এর রচয়িতা। তাঁহার দাদা সুলায়মান খলীফা আল-মুহতাদী ও আল-মু'তামিদের উযীর ছিলেন। তিনি আল মুওয়াফফাকের সময় রাজরোষে ও মর্যাদাহানিকর অবস্থায় পতিত হন এবং বন্দীদশায় ২৯২/৯০৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পিতার ও তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তাঁহার অভ্যুদয় ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ ৩৩৫/-৯৪৬-৭ সনে অথবা ইহার পরে রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ উহাতে উল্লেখ আছে যে, উযীর 'আলী-ইব্‌ন 'ঈসা [দ্র.] ইতোপূর্বেই মারা গিয়াছেন। সুতরাং তিনি কু'দামা ইব্‌ন জা'ফার [দ্র.]-এর সমসাময়িক, যাহার Escorial ms- এর বিচ্ছিন্ন অংশের সম্পাদক ছিলেন।

'আব্বাদী ও এ. এইচ. টি. হু'সায়ন শেষোক্ত ব্যক্তির ঘোরতর সন্দেহ সত্ত্বেও এই রচনাটি ইব্‌ন জা'ফারের গ্রন্থনাধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং উহা নাকদু'ন-নাছর (কায়রো ১৩৫১/-১৯৩৩) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। Chester Beatty সংগ্রহে 'আলী হাসান 'আবদু'ল-কাদির কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ কপি আবিষ্কার (সম্পা. এ. মাতলূব ও খ. হাদীছী. বাগ'দাদ ১৩৮৭/১৯৭৬) গ্রন্থকার ও শিরোনামের শুদ্ধ ও সঠিক পরিচিতি সম্ভব করিয়াছে।

বুরহান গ্রন্থখানা 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রে গ্রীক, মু'তাযিলী ও ইমামী মতবাদসমূহ প্রয়োগের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও চমৎকার প্রচেষ্টার সাক্ষ্য। ইমামী মতবাদের প্রবণতা দ্বাদশ ইমাম ও অষ্টম ইমামসহ কতিপয় ইমামের সুস্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং এই প্রবণতার অন্যতম প্রমাণ হইল ইমামী নীতিমালার উল্লেখ, যেমন তাকিয়া, 'ইস্‌মা, জাহির, বাতিন, তাবী'ল, রুমূয (কু'রআনের মধ্যে), কিতমান ও বাদা। ইহাতে জাহিজে'র বায়ান গ্রন্থেরও কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও ইহার কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। তিনি কু'দামা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা এখন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়। গ্রন্থকার অবশ্য তাঁহার নিজের চারিটি রচনার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন ঃ কিতাবু'ল-হু'জ্জাত কিতাবু'ল-'ঈদাহ, কিতাবু'ত-ত্বা'আব্বুদ ও কিতাব আসরারি'ল-কু'রআন। ইহাদের কোনটিই এখন বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না এবং কোন সূত্রে এইসব গ্রন্থের উল্লেখ আছে বলিয়া ও এখন পর্যন্ত জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) টি. হু'সায়ন ও এ. এইচ. 'আব্বাদী (eds), কিতাব নাকদি'ন-নাছর, কায়রো ১৯৪১ খৃ., পরিচিতি, ২০-৪; (২) এ. এইচ, 'আবদু'ল-কাদির, আর-রিসালাত-এ উল্লিখিত, ১৬ খ. (১৯৪৮ খৃ.) ১২৫৭ প.) ও in RAAD, ২৪খ. (১৯৪৯ খৃ.) ৭৩-৮১; (৩) তি. তাবানা; কুদামা ইব্‌ন জা'ফার ওয়া'ন-নাক্‌দি'ল-'আদাবী, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ৯৪- ১০৮; (৪) S. A Bonebakker(সম্পা.) কিতাব নাকদি'শ-শি'র, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ., ১৬-২০; (৫) শায়খ দায়ফ,আল-বালাগা তাতাওউর ওয়াত-তারীখ; (البلاغة تطور والتاريخ), কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; ৯৩-১০২ ; (৬) মাতলূব ও হ'াদীছী (সংস্করণসমূহ) কিতাবু'ল-বুরহান, পরিচিত ১-৪১ (বায়ান শব্দটির ধারণার জন্য নিবন্ধ দ্র. in i, 1115a)।

P. Shinar (E.I.[2]. Supl.)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্‌ন ওয়াহ্‌বূন (ابن وهبون) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-জালীল ইব্‌ন ওয়াহবূন, স্পেনের 'আরব বংশোদ্ভূত কবি, Seville-এর শাসনকর্তা আল-মু'তামিদ ইব্‌ন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর দরবারে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। আনুমানিক ৪৩০-৪০/১০৩৯-৪৯-এ মুরসিয়াতে (Murcia) জন্ম। সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি ভাগ্যান্বেষণে Seville-এ গমন করেন। সেইখানে তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ আল-আ'লাম আশ-শানতামারী (দ্র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার পূর্বে উযীর ও কবি ইব্‌ন 'আম্মার (দ্র.)-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পরে তিনি আল-মু'তামিদ-এর অন্যতম দরবারী স্তুতিকার হিসাবে স্থান লাভ করেন এবং আকস্মিকভাবে কিছু সংখ্যক উচ্চ মানের কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৪৭৬/১০৮৩ সনে তিনি আল-আ'লাম-এর দাফনের সময়ে বক্তৃতা করেন। পরে তিনি ইব্‌ন 'আম্মার-এর পক্ষ সমর্থন এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। আয-যাললাকা (দ্র.) যুদ্ধের পরে এবং 'আল-মুতামিদ-এর য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীন-এর সাহায্য প্রার্থনা করার উদ্দেশে সমুদ্রপথে মরক্কো গমন উপলক্ষে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন (৪৮১/১০৮৯ সনে) ইহার কিছু খণ্ডাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইব্‌ন ওয়াহবূন কিছু সফল বর্ণনামূলক

কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, এইগুলি আল-মু'তামিদ-এর আয-যাহী নামক প্রাসাদ সম্পর্কে।

তিনি নিজের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া অথবা মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ প্রচার করিয়া যে উচ্চ মানের কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাতে আল-মুতানাববীর প্রভাব সুস্পষ্ট। সহজাত গর্ববোধ, সাময়িক কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও আল-মু'তামিদ-এর প্রতি তাঁহার আনুগত্য তাঁহার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার মনিবের ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর তিনি জানিতেন না বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। আনুমানিক ৪৮৪/১০৯২ সনে (এবং কতক সূত্র অনুসারে উল্লিখিত ৫৩৩/১১৩৮-৯ সনে) ইবন খাফাজা (দ্র.)-এর সহিত মুরসিয়া ভ্রমণের সময়ে কতিপয় খৃস্টান অশ্বারোহী কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন বাসসাম আল-ইকলীলু'ল-মুশতামিল 'আলা শি'র 'আবদি'ল-জালীল শিরোনামে ইব্‌ন ওয়াহবুন-এর দীওয়ান সংকলন করেন, কিন্তু এই সংকলন বিদ্যমান নাই,এই সংকলকের কবি সম্পর্কিত রচনার মধ্যে যাখীরা (এখনও অপ্রকাশিত)-এর কেবল একটি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান আছে; (২) আল-ফাতহ ইব্‌ন খাকান, ক'লাইদ, ১৩-৪, ২৪২-৫; (৩) ইব্‌ন দিহ'য়া, মুতরিব, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৪) ইব্‌ন ফাদ'লিল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, xvii, MS. Paris, 32v, 36v.; (৫) আল-'ইমাদ আল-ইসফাহানী, খারীদ xi, MS. Paris, (৬) ইব্‌ন জা'ফির, বাদাই'উ'ল-বাদাইহ, ৩৭; (৭) ইবনু'ল-খাতীব, আ'মাল, ২৪৬; (৮) মাক্‌কারী Analectes, নির্ঘণ্ট; (৯) মাররাকুশী, মু'জিব, ১০২-৫; (১০) ইব্‌ন খাল্লিকান, নির্ঘণ্ট, দ্র.; (১১) দা'বৃবী, ৩৭৪, নং ১১০১; (১২) ইব্‌ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, নির্ঘণ্ট; (১৩) Dozy, De Abbadidis i, 50 116-47; (১৪) Luya, in Hesperes, 1936: 150; (১৫) A. Dayf, Balaghat al Arab fi 1-andalus, 121-8; (১৬) H. Peres, Poesie an dalouse, index; (১৭) A. Gonzales Palencia, Literatura 93, 200, 202; (১৮) S. Khalis, La vie litteraire a Seville au XIe Siecle, unpblished thesis, Sorbonne 1953.

Ch. Pellat (E.I.[2])/ ফজলুর রহমান

ইব্‌ন ওয়াহ্‌শিয়্যা (ابن وحشية) ঃ তাঁহার প্রতি অনেক পুস্তক প্রণয়নের কৃতিত্ব আরোপিত হইয়াছে। তাঁহার পুরা নাম আবূ বাক্‌র আহ'মাদ (অথবা মুহ'াম্মাদ) ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন জারছিয়া ইব্‌ন বাদনিয়া ইব্‌ন বারতানিয়া ইব্‌ন 'আলাতিয়া ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন আল-মুখতার ইব্‌ন 'আবদি'ল-কারীম আল-কালদানী অথবা আন্-নাবাতী আল-কাসদানী আস-সূফী আল ফুসসায়নী (অথবা আল-কাসীতী বা আল-কুসায়ত (আল ফিহ্‌রিস্ত ৩১১)। তিনি ইব্‌ন ওয়াহ্‌শিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু ওয়াহশিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। Noldeke (in ZDMG xxix ১৮৭৫ খৃ., ৪৫৩ প.) মনে করেন যে, তাঁহার নামে আরোপিত গ্রন্থের প্রকৃত লেখক (অথবা অন্তত সংকলক) ছিলেন আবূ তালিব আহমাদ ইবনু'ল-হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক আয-যায়্যাত। তাঁহার নিকট ইব্‌ন ওয়াহশিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি কালদীয় (Chaldees) ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায়' অনুবাদ করিয়া পুস্তকটি অপরের দ্বারা লিখাইয়াছেন। L. Massignon-এর মতে এই আবূ তালিব আহ'মাদ ইবনু'ল-হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যায়্যাত যিনি ইব্‌ন ওয়াহ্‌শিয়্যার শিষ্য ও সচিব বলিয়া দাবী করেন এবং যেই পরিবারে বহু সংখ্যক উযীর হইয়াছিলেন তিনি সেই পরিবারের একজন শী'আ সদস্য (Apud Festugiere, La Revelation Dherms Trismegiste, i. প্যারিস ১৯৪৪ খৃ., App. iii, 396)। তিনি ইবনু'ন-নাদীম-এর সময়ে জীবিত ছিলেন (ফিহরিস্ত ৩১২)। তাহার নামে সকল অংশ সঠিক হইলে তিনি উযীর আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক (ইব্‌ন আবান, আবূ তালিবের উল্লেখের ক্ষেত্রে সব সূত্র ইহা বর্জন করিয়াছে) যায়্যাত (দ্র. ইবনু'য-য্যায়াত)-এর প্রপৌত্রের পুত্র ছিলেন। তাঁহার গৌত্রীয় উপাধি আয-যায়্যাত হইতে মনে হয় যে, তিনি হয়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে খৃস্টান ছিলেন। আল-কারখ (দ্র.) নামক কোন একটি জনপদ হইতে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আগমন ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন এডেসীয় হরফে সিরীয় ভাষার MS Leiden Pp. 1 and 3) কিছু প্রাচীন দলীল হয়ত সেই পরিবারের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এডিসীয় লিপি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে Estrangelo নামে অভিহিত হয় এবং পারস্যের নেস্টোরিয়গণ দ্বারা উহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইব্‌ন ওয়াহ্‌শিয়্যার রচিত বলিয়া কথিত রচনাগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা ও অনুবাদশৈলী নিশ্চিতভাবে এই প্রমাণ বহন করে যে, সেগুলি স্থানীয় ব্যবহৃত 'আরবী ভাষা নহে। এখন প্রশ্ন হইতেছে ঃ সেগুলি কি সরাসরি সিরীয়, গ্রীক অথবা পাহলাবী হইতে? সিরীয় ভাষা হইতে অনূদিত বলিয়া লেখকের দাবীর পক্ষে কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণ এখানে বর্তমান। সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হইতেছে ভাষার বিশেষ শৈলী ছাড়াও উহাতে সন্নিবিশিষ্ট প্রার্থনার নমুনা, বিশেষভাবে কিতাবু'ল- ফিলাহাতি'ন-নাবাতিয়্যা (كتاب الفلاحة النبطية) নামক গ্রন্থে, যাহাতে সিরীয় প্রার্থনারীতির সঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। [(তু. বিশেষভাবে যে প্রার্থনা দ্বারা গ্রন্থখানি শুরু করা হয়) (দ্র.) Zs. vi (১৯২৮-৯) এবং যাহা সিরীয় প্রার্থনা পুস্তকের মত এক ধরনের প্রুমিয়ন (Prumiyon)]। এই ধরনের প্রার্থনা যাদুবিদ্যার সারগ্রন্থ ও অলৌকিক ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় (যথাঃ আল-মাজরীতির নিকট হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন)। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রার্থনা-বাক্যগুলি কোন ক্ষেত্রেই আকারে ও মর্মগতভাবে সিরীয় প্রার্থনারীতির খুব কাছাকাছি নহে। এককভাবে এই লক্ষণগুলি গুরুত্বপূর্ণ নহে; কেননা এই জাতীয় প্রার্থনারীতি বায়যান্টাইনেও দৃষ্ট হয়। ইব্‌ন ওয়াহ শিয়্যার বলিয়া কথিত রচনাবলীর ব্যাপক গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, গ্রীক, পাহলাবী ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে সিরীয় ভাষা বাহন হিসাবে কাজ করিয়াছিল।

ইব্‌ন ওয়াহ'শিয়ার বলিয়া কথিত রচনাবলীর একটি তালিকা এবং ঐগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) সর্বাংশে সম্পূর্ণ নয় এ জাতীয় বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে রচিত বিশালাকৃতির গ্রন্থ কিতাবু'ল-ফিলাহ'াতি'ন-নাবাতিয়্যা নিঃসন্দেহে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। (MS. লাইডেন ১২৬৪ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট; বিয়াযিত ১৯৫২-৩ খৃ., ৪৬৫ ফলিও, ৩২×২৪ সি. মি., নাসখী, বিয়াযিত ৪০৬৪×৩৩২ ফলিও, ২৫×১৭ সি মি., নাসখী)। ইব্‌ন ওয়াহ'শিয়া বলেন যে, তিনি "গ্রন্থখানি ক্যালদীয়দের (Chaldees) ভাষা হইতে 'আরবীতে অনুবাদ করিয়াছেন ২৯১/৯০৩-৪ সালে" এবং ৩১৮/৯৩০ সালে তিনি এগুলিকে আবূ তা'লিব আয-যায়্যাত-এর সাহায্যে শ্রুতি লিখন সম্পন্ন করান (লাইডেন MS. p.1)। নাবাতীয় (সিরীয়) ভাষায় ইহার আদি নাম ছিল "কিতাবু'ল-ইফলাহি'ল-আরদ ওয়া ইসলাহি'য-যার' ওয়া'শ-শাজার ওয়া'ছ-ছিমারি ওয়া দাফ'ইল-আওকাতি 'আনহা"

كتاب الافلاح الارض واصلاح الزرع والشجر والثمار ودفع الاوقات عنها-

M. Plessner ZS, vi (1928-9) 35-55-তে ইহার একটি সূচীপত্র প্রদান করিয়াছেন।

এই রচনাটিকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৩৫ হইতে ১৮৭৫ খৃ. পর্যন্ত প্রাচ্যবিদগণের মাঝে প্রবল বিতর্ক চলিতেছিল। E.M. Quartremere তাহার Memoire sur les Nabateens, in JA, xv (1835) 5-55-97-137-209-71-তে ইহাকে দ্বিতীয় Nabuchodonosor-এ আমলের কালদীয় (Chaldean) রচনার অনুবাদ বলিয়া অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন (৬০৫-৫৬২) B.C. ইব্ন ওয়াহ্শিয়া সম্বন্ধে ফিহ্রিস্ত বলিয়াছেন, و هو من ولد سنحارب Sennacherib, 705-681 B.C.) ইময়ার (Meyer) ইহাকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর রচনা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন (Gesch. der botanik iii (1856), 43-89) । ডি. চওলসন D. Chwolson in Uber die Uberreste der altbaby lonischen Literatur im arabischen Ubersetzungen in Memoires des Savants Etrangers, presents a 1' Academie Imperiale des Sciences de St. Petesbourg, viii (1859), 329-524- ইহার রচনাকাল নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা কমপক্ষে খৃষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা। তাঁহার এই চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত হওয়ার পর প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে এমন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যে, ফলে প্রায় (এই নিবন্ধ লেখার) পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থটি পুনরালোচিত হইয়াছে। উক্ত অভিমতের উত্তরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ঃ E. Renan (Sur les debris de l'ancienne litterature baby- lonienne conserves dens les traditions arabes, in Mem. de 1' Academie des Inscriptions, xxiv/I (1861), 139-90; Revue Germanique, x (1860) 136-66-তে উদ্ধৃত; L' Institut, April-May, 1860 37-44), এই গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিমতের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া বলা হয়, ইহা হেলেনীয় আমলে (৩য় ও ৪র্থ খৃ.) সা'বিয়ান (Sabean) পরিবেশে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে মানদীয় (Mandean) পরিবেশে লিখিত হইয়াছে। তিনি "নাবাতী" (Nabatean) ভাষাকে মানদীয় (Mandean) ভাষা বলিয়া মনে করেন। এক বৎসর পর Alfred von Gutschimd এই বিষয়ের উপর সর্বাধিক বিতর্কিত অভিমত ব্যক্ত করেন (Die Nabataische Landwritschaft und ihre Gaschwister, in ZDMG, xv (1861), 1-110 (=Kleine Schriften, ii, 568-716; cf, also War Ibn Wahshijjah ein nabataischer Herodot? in Berichte uber d. Verhandl. d. kgl, sachs, Gesellschaft d. Wiss. zu Leipazig, Phil-hist. Kl. 1862. p. 67-99=kleine Schriften ii 717-53)। তিনি দৃঢ় যুক্তি সহকারে বলেন, নাবাতী রচনাসমূহ মুসলিম আমলের জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নহে (নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে) এবং ইহা নিশ্চয়ই ৭০০ খৃ.-এর পূর্বের নহে। 'আব্বাসী আমলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থে বিধৃত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাদৃশ্যকে তিনি তাহার যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন [গৌরবোজ্জ্বল অতীত সত্ত্বেও নাবাতীদের (সেমিটিকদের) প্রতি আরবদের অজ্ঞেয়বাদী আদর্শের প্রতি ঝোঁক, মুসলিম রূপকথায় কালদীয় (Chaldeans)-গণের প্রতি আরোপিত মহত্ত্ব ও প্রজ্ঞা]। কিন্তু এতদসত্ত্বেও Von Gustschmid ইব্ন ওয়াহ্শিয়্যাকে প্রাচীনকালের একজন ছদ্মবেশী প্রতারক বলিয়া মনে করেন। Noldeke এই মতবাদের সপক্ষে আরও প্রমাণ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই রচনাগুলি জালিয়াতি এবং এইগুলির রচনাকাল ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ (Noch Einiges uber die "nabataische Landwirtschaft" in ZDMG, xxix (১৮৭৫ খৃ., ৪৪৫-৫৫-তে)। তিনি মনে করেন যে, এই জালিয়াত গ্রন্থকার আবূ তা'লিব... আয-যায়্যাত। তিনি ইহাতে Koine-তে লিখিত গ্রীক রচনাবলীর প্রভাব দেখিতে পান এবং গ্রন্থকারের বর্ষপঞ্জী সম্পর্কিত জ্ঞান এবং মুসলমানদের চান্দ্র বর্ষপঞ্জী ব্যবহার না করিয়া (সৌর বর্ষভিত্তিক) Edesso Harranian বা জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবত বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইব্ন ওয়াহ্শিয়্যাকে A. von Gustschmid ও Th. Noldeke-এর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। [তু. E. Wiedeman, Zur Nabatischen Landwirtschaft, in ZS, i, (১৯২২ খৃ.), ২০১-২; M. Plessner, Der Inhalt der Nabataischen Landwirtschaft. Ein Ver such Ibn Wahsija zu rehabilitieren, in ZS, vi (১৯২৮-৯ খৃ.) ২৭-৫৬; E. Bergdolt, Beitrage zur Geschichte der Botanik, I-Ibn Wahschija Die Kultur des Veilchens (viola odorata) und die Bedingungen des bluhens in der Ruhezeit, in Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, I (১৯৩২খৃ.) 321-36; II-Uber einigen Pfropfungen ib., lii (১৯৩৪ খৃ.; ৮৭-৯৪; III-Wesseranzeigende Pflanzen ib., liv (১৯৩৬) ১২৭-৩৪; G. O. S. Darby, The mysterious Abolays, in Osiris, i (১৯৩৬খৃ.) ২৫১-৫৯; idem, Ibn Wahshiya in mediaeval Spanish literature, in Isis, xxxii (১৯৪১ খৃ.) ৪৩৩-৮। Franz Boll K. Tankalusha (নিম্নে দ্র.)-এর উক্তির উল্লেখ "ist gleich seinen ubrigen Schriften verdientermassen noch immer unedirt geblieben und wird es wohl auch bleiben (Sphaera, Leipzig 1903, 428)-এর মাধ্যমে যে নৈরাশ্যজনক মন্তব্য করিয়াছেন উহা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

আল-ফালাহ'তু'ন-নাবাতিয়া (الفلاحة النبطية) ঃ গ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়া যে বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা তাঁহার অন্যান্য স্বল্প পরিচিত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) কিতাবু'শ-শাওকু'ল-মুসতাহাম ফী মা'রিফাতি রুমূযি'ল-আক'লাম (كتاب الشوق المستهام فى معرفة رموز الاقلام) নামক

গ্রন্থখানি প্রতিটি Zodiac চিহ্নের এবং প্রতিটি গ্রন্থের জন্য প্রযোজ্য অক্ষর সমন্বয়ে প্রাচীন সেমেটিক, হেলেনিক, হিন্দু ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপিত ৯৩ টি রহস্যপূর্ণ অক্ষরের অসাধারণ সংগ্রহ [MS প্যারিস ৬৮০৫, ১৩১, fols, ১১৬৫/১৭৫১-২ naskhi-তে বর্ণিত হইয়াছে fol ১২৯, ২৪১/৮৮৫ (sic) সালে এই রচনাগুলি খালীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর জন্য লেখা হইয়াছিল। গ্রন্থকার তখন দামিশকে বসবাস করিতেন, J. Hammer, Ancien alphabets and hieroglyphic characters explained, with an account of the Egyptian Priests, their classes, initiation and sacrifices in the Arabic Language... লন্ডন ১৮০৬ খৃ.; S. De Sacy. apud A. L. Millin Magasin Encyclopedique, vi (1810) 145-75; v. Gutschmid, loc, cit., 16-21)]। এই জাতীয় অক্ষরের সংকলনে ম্যাজিক ও যাদুবিদ্যা কলা-কৌশলে পরিলক্ষিত হয়। রহস্যবিদ্যা সম্পর্কিত মাজমূ'আর মধ্যে এই জাতীয় অক্ষরের নমুনা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহা অসম্ভব নহে যে, এ সকল অক্ষরের অনেকগুলি অর্থহীন গোপন চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ প্রত্যেক সাম্য, বিপ্রতীপ, আধ্যারোপ, নিম্নঘাত-এর আক্ষরিক বুনন, ক্ষুদ্র নিম্নঘাত দ্বারা অন্তরীকরণ ও অলংকরণ (symmetry, opposition, superposition, interlacin of downstro kes; differentiation by small downstrokes decortive refinements)।

(৩) কিতাবু'ত-তানকালুশা (= Teucros; তু.A Brissov, in JA. ccxxvi, ১৯৩৫ খৃ.) আল-বাবিলী আল-কূকানী ফী সুওয়ার দারাজি'ল-ফালাক ওয়া মা য়াদুল্লু 'আলায়হি মিন আহওয়ালিল মাওলূদীন,

النابلى القوقانى فى صور درج الفلك وما يدل عليه من احوال المولودين.

"নাবাতী ভাষা হইতে আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যা কর্তৃক 'আরবীতে অনূদিত এবং 'আলী (sic) ইব্‌ন আবী ত'ালিব আয্‌-যাওয়াত-এর সাহায্যে শ্রুতিলিখিত (MS. লাইডেন, ৮৯১/২ fols ২৮-৬৯, তৎপূর্বে সিডনের Dorotheos-এর প্রতি আরোপিত জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর একখানা গ্রন্থ, ইহার অনুবাদক হিসাবে 'উমার ইব্‌ন ফাররুখান আত্‌-ত'াবারীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. Brockelmann, S.I. 392) Vettius Valens- এর Avooyiat (Anthologiat) ও ব্যাবিলন Teucros-এর rdpavat (paranatellonta)-এর পাহলভী অনুবাদভিত্তিক একখানা জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক রচনা যাহাতে ১২টি রাশিচক্র (Zodiac) সংকেতের বিশ্লেষণ এবং উহাদের প্রতিটির ত্রিশ ডিগ্রীর বর্ণনা বিদ্যমান।

(৪) কিতাবু'স-সুমূ'ম (كتاب السموم) নাবাতী ভাষা হইতে অনূদিত ও আবূ তালিব আয'-যায়্যাতের সাহায্যে শ্রুতিলিখিত। (MSS ইস্তাম্বুল, শাহীদ 'আলী পাশা ২০৭৩ Naskhi of ৯০৫/১৪৯৯-১৫০০, ২১. ৫×১৫ সি. মি.; লাইডেন, ৭২৬, ১৪২. fols., বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি হইতে একটি কপি তৈরি করা হইয়াছে ১৩৫৭; অন্যান্য পাণ্ডুলিপি Brockelmann-এ সন্নিবিষ্ট S I. 431)। ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যা তাঁহার সূত্র প্রদান করিয়াছেন ইহা বিষ বিজ্ঞান সম্পর্কিত দুইখানা গ্রন্থের সমন্বিত সংকলন। ইহাদের একটির রচয়িতা Yarbuka (ইস্তাম্বুল MS. Baryufa) al Nabati al-Kardani, অপরটির লেখক Suhab Sat (ইস্তাম্বুল MSঃ Shuhat Bisat) 'আক্‌ কূকার অধিবাসী (সুতরাং ইস্তাম্বুল)। এই গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ হইতে জানদিশাহ্‌পুর (جند شاهبور)-এর চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে প্রকাশিত নূতনভাবে সম্পাদিত গ্রন্থে বলা হয় যে, ঐ গ্রন্থখানা কানাকি'য়্যা (Canakya)-এর বিষের ম্যানুয়েল (তু. B. Strauss, Das Giftbuch des Sahaq in Quellen u. Studien z. Gesch. der Naturwiss u. der Medizin iv/2 (1934) 28 (116) Massignon Loc. cit, 393)। রচনাটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ (ক) দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা হত্যাকারী; (খ) ভীতি উৎপাদনকারী স্বর, (গ) ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা হত্যাকারী; (ঘ) যাহা ভক্ষণ বা পান করিলে প্রাণ নাশ হয় এবং (ও) যাহার স্পর্শ প্রাণঘাতী। অষ্টম অধ্যায়ের পর হইতে ইহার আলোচ্য বিষয় হইতেছে সর্প দংশন, কুকুর দংশন, বৃশ্চিক ও মাকড়সার হুল দংশন ইত্যাদি (তু. জাবির, কিতাবু'স-সুমূম ওয়া দাফ'ই মাদাররিহা (كتاب السموم و دفع مضارها) Brockelmann, SI, 428, n. 31; karaus, Jabir, i 156-9)।

(৫) আলকেমী বা রসায়নবিষয়ক গ্রন্থ কিতাবু'ল-উসূলি'ল-কাবীর Mss. ইস্তাম্বুল, রাগিব পাশা, ৯৬৩/৩, fol 49v,প., Naskhi ২৪×১৮ সি. মি.; একই মাজমূ'আ, fol ১-৩৮ v. কিতাবু'শ-শাওয়াহিদ ফিল-হাজারি'ল-ওয়াহি'দ তাহার রচিত বলিয়া কথিত। Haci Besir Aga, 649,

fols, 22r-30r, তা'লীক' ফারিসী n. d., ৩৫×২৬ সি. মি.; আলকেমী বা রসায়নশাস্ত্রের উপর রচিত একটি মাজমূ'আ (গ্রন্থ সমষ্টি) যাহার অধিকাংশই ফারসী ভাষায় লিখিত এবং কিতাবু'ল- মুসাহহাত আল-আফলাতূ'ন-ওয়া তাফসীর জাবির ইব্‌ন হায়্যান আস-সূ'ফী (كتاب المسحات الافلاطون وتفسير جابر بن حيان الصوفى.) (Fols) ১-২২ এই মাজমূ'আর প্রথম গ্রন্থ; কোনিয়ায় (Konya) আর একটি মাজমূ'আ (সংকলনে য়ূসুফ আগা, ৪৮৮৭/৩, ৫৫ ফলিও, ১৬×১১.৫ সে. মি. ৭০৭/১৩০৭-৮ সনের একটি ক্ষুদ্র তা'লীক, আরও দেখুন একই সংকলন ৫৪৮৬), কিতাবু'ল-কাশফি'র-রুমূয নামেক অপর একখানা রসায়নবিদ্যার পুস্তক তাহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আরও কিছু সংখ্যক আলকেমী (রসায়ন) বিষয়ক পুস্তকেরও রচয়িতা বলিয়া তাহাকে অভিহিত করা হয়। যথাঃ কানযু'ল-হিকমা মাতালিউ'ল-আনওয়া'র ফি'ল-হি'কমা, (كنز الحكمة مطالع الانوار فى الحكمة) ইসমা'ঈলী সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত কিতাবু'ল-হা'য়াকি'ল ওয়াত-তামাছীল ও কিতাবু'র-তা'বকাতানা (তু. Brockelmann-এ উল্লিখিত ১, ২৮১ S I, ৪৩১) গ্রন্থদ্বয় বিশেষ পরিচিত নয়। তিনি নিজেই আল-ফিলাহান-নাবাতিয়্যা গ্রন্থে (লাইডেন MS.P.2) বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত বিশাল ও মূল্যবান গ্রন্থ কিতাবু'য-যাওয়ানী আল-বাবিলী ফী ইসরারি'ল-ফালাক ওয়া'ল-আহ'কাম 'আলা'ল-হাওয়াদিছ মিন হা'রাকাতি'ন-নুজূম,

(كتاب الذوائى البابلى فى اسرار الفلك والاحكام على الحوادث من حركات النجوم.)

এবং কিতাবু'ল-আদওয়ারিল কাবীর" হইতে কিয়দাংশ তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্ত, ৩১২, অন্যান্য গ্রন্থের নামও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ নাই।

সার্বিকভাবে তাঁহার রচনাগুলি হইতে তাঁহার অভিমতের সঙ্গে Iamblichus (মৃ. ৩৩০ খৃ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিরিয়ার নব্য প্লেটোনিক (Neo Platonic) চিন্তাবিদগণের (School) অভিমতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। (Iamblichus-এর মতে ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যাও মনে করেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্মীয় অনুসারীদের অনুমোদিত বিধিমালা অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারে)। উদ্ভিদের আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলীর (روحانية) সঙ্গে উর্ধ্বলোকস্থিত সত্তা (Heavenly bodies)-সমূহের যোগাযোগ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জিওপনিকা (Geoponica)-এর প্রাচীন গ্রন্থকারগণ যে অভিনিবেশ সহকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন সে রকম অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ইব্‌ন খালদূন ইহা (মুকাদ্দামা, ৩খ, ১২০/১৬৫ প., অনু. Rosenthal ৩খ, ১৫১প.) হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, কিতাবু'ল-ফিলাহা'ন-নাবতিয়্যা গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত (كتاب ترجم من اليونانية)

উপসংহার আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি (G. H. Ewald, ইতিপূর্বে Gottinger Nachrichten ১৯৫৭ খৃ., ১৪১ ও ১৮৬১ খৃ., ১৫ মে-তে ইংগিত প্রদান করিয়াছেন) যে, ইব্‌ন ওয়াহশিয়া কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত গ্রন্থগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে টিকিয়া থাকা সেই সকল বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক বিষয়ে রচনার ফলশ্রুতি। বিভিন্ন সময়ে পুনর্লিখন ও পরিমার্জনসহ সিরিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক দার্শনিকগণ (হেলেনীয়) দ্বারা সংরক্ষিত এবং গ্রীক নথিপত্র বা পাহলবী ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদের আকারে বায়তু'ল-হিকমার অনুবাদকগণের যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। জিওপনিকা (Geoponica)-এর একখানি গ্রন্থের ফার্সী সংস্করণের অস্তিত্ব এখানে উল্লেখ্য যাহা ইতোপূর্বে ২৩৫/৮৫০ সনে সমাপ্ত 'আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন রাব্বান আত্-ত'াবারীর ফিরদাওসু'ল-হি'কমা গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত বহু সংখ্যক গ্রন্থ ছাড়াও দ্র. (১) C.A Nallino-র 'ইলমু'ল-ফালাক' 'ইনদা'ল-'আরাব (علم الفلك عند العرب) রোম ১৯১১ খৃ., ২০৮; (২) P. Kraus জাবির ইব্‌ন হ'য়্যান, Contribution a 1'histoire des idees scientifiques hans 1'Islam (I-II, Mem, de 1 Institut d Egypte, xliv-xlv, কায়রো, ১৯৪১-৪৩ ও সূচী (৩) I. goldziher, Muh, St., i, 158 (a product of the shuubiyya); (৪) J. Ruska, Cassianus Bassus Scholadticus und die arabischen Versionen der Griechischen Landwirtschaft, in Isl. v (1914), 184-9 (Kusta B. Luka, al Filaha al-yunaniyya; লাইডেন পাণ্ডুলিপিটি একটি ফারসী অনুবাদভিত্তিক, সম্পা. কায়রো ১২৯৩/১৮৭৬; (৫) ঐ লেখক Weinbau und Wein in den arabischen Bearbeitungen der Geoponica, in Archiv fur die Gesch der Naturwiss, u. der Technik vi (1913). 305-20; (৬) ঐ লেখক, Turba philosophorum ein Beitrag zur Geschichte der Alehemie, in Quellen u Studienz. Gesch der Naturwiss u. der Medizin i (1931), 1-368), (৭) ঐ লেখক Ababische Alchemie in Archeion, xiv (1932) 425-35: (৮) ঐ লেখক, Uber das fortleben der antiken Wissenschaften im Orient, in Archiv fur Gesch der Mathematik der Naturwiss u. der Technik x, (N. F.i) 1927-8), 112-35: (৯) P. Sabth. L'ouvrage geoponique d Anatolius de Birytos (৪র্থ শতাব্দী), আরবী পাণ্ডুলিপি, Sbath কর্তৃক আবিষ্কৃত BIE-তে xiii (১৯৩১খৃ.) ৪৭-৫৪; (১০) G. Sarton Introd to the History of science, i ৬৩৪-৫ ii, ৪২৫, ৮৪২; (১১) Ps. মাজরীতি গায়াতু'ল-হ'াকীম, সম্পা. Ritter, লাইপযিগ ১৯৩২ খৃ., ৬০, ১৭৯, ২২৯প.; (১২) ইব্‌নুল আওয়াম, কিতাবুল-ফিলাহা, সম্পা. Banqueri, i-ii, মাদ্রিদ ১৮০২ খৃ. (অনু. J. J. Clement- Mullet, i-ii, প্যারিস ১৮৬৪-৭ খৃ.); (১৩) ইব্‌ন বাসসাল, কিতাবু'ল-ফিলাহা, সম্পা. J. M. Millas vallicros and M. Aziman কর্তৃক সম্পা. ও স্প্যানিস অনু.-সহ Tetuan ১৯৫৫ খৃ.।

T. Fahd (E.I.[2]) / সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (ابن وهب) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন মুসলিম আল-ফিহ্‌রী আল-কুরাশী, মিসরের মালিকী মুহাদ্দিছ (হ'াদীছ'বিদ), কায়রোয় ১২৫/৭৪৩-এ জন্ম এবং ১৯৭/৮১৩-তে মৃত্যু। অতি অল্প বয়সেই মদীনার মাসজিদু'ন-নাবাবীর ইমাম-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁহার এই শিক্ষা গ্রহণ ইমামের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কায়রোয় প্রত্যাবর্তন করেন, যেখানে কারাফাতে তাঁহার কবর অবস্থিত (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, tr. de Slane, ২. ১৬; ইব্‌নু'য-যায়্যাত, আল-কাওয়াকিবু'স-সায়্যারা, ৪৪)। কাদী 'ইয়াদ (তারতীবু'ল-মাদারিক, কায়রো MS. Fol, 88 a)-এর বর্ণনানুসারে মালিকী ফিক'হ-এর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কতকগুলির শিরোনামেরও তিনি উল্লেখ করেন। অদ্যাবধি তাঁহার যে গ্রন্থটি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে তাহা হইতেছে Papyrus পত্রে এক শত পৃষ্ঠার একটি হস্ত লিখিত গ্রন্থ। ইহা তাঁহার জামি' গ্রন্থের একটি খণ্ডাংশমাত্র, J. David-Weill কর্তৃক ২৭৬/৮৮৯ সালে যাহা ভাষ্য সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। জামি'-এর এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে বংশ তালিকা, সীলমোহর, হু'নায়নের যুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু হ'াদীছ এবং ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর একটি মুনাজাত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইব্‌ন মালিক (র)-এর মুওয়াত্তা অথবা সাহনূন-এর মুদাওয়ানা গ্রন্থের অসংখ্য সংস্করণের কোন একটিতেও ইহার পাঠের কিছুই উল্লেখ নাই (অন্যান্য খণ্ডের জন্য দ্র. J. Schacht, in Arabica xiv (1967) 231)।

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব -এর জীবন চরিতের জন্য দ্র. Le Djami d' Ibn Wahb, ed. J. David Weill (BIFAO), Cairo 1939-48 i. xi and J. David Weill, Manuscrit malekite d'Ibn Wahb, in Melanges Maspero Cairo 1840 iii, 177-43।

J. David Weill (E.I.[2]) ফজলুর রহমান

ইব্‌ন কাছীর (ابن كثير) ঃ ইস্মা'ঈল ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন দু'.ইব্‌ন দারা' আল-কুরাশী আল-বুস্‌রাবী আদ-দিমাশ্‌কী কুনয়া (উপনাম) আবু'ল-ফিদা উপাধি 'ইমাদুদ্দীন, সাধারণত পিতামহের নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক তাফসীরকার ও মুহ'াদ্দিছ' হিসাবে বিখ্যাত। জন্ম ৭০০/১৩০০ (ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ২৩১) বা ৭০১/১৩০০ (আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', ১খ, ১৫৩) সনে (অন্য মতে হি. ৭০০ সনের কিছু পরে, ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আদ- দুরারু'ল-কামিনা, ১খ, ৪৪৫) দামিশ্‌কের উপকণ্ঠস্থ বুসরা অঞ্চলের মাজদা পল্লীতে। সেইখানে তাঁহার মাতামহের বাড়ী। তাঁহার পিতা জীবনের শেষদিকে এই পল্লীর মসজিদে খাতীব নিযুক্ত হইয়া এইখানে বাস করিতে থাকেন এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন (মৃ. ৭০৩ হি., আল-বিদায়া, ১৪খ, ৩১, ৩২)। পিতার মৃত্যুর পর ইব্‌ন কাছ'ীর-এর বয়স যখন ৬ বৎসর (৭০৭/১৩০৭) তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দামিশকে চলিয়া যান এবং সেইখানেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। অতি অধ্যয়নের ফলে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি এই শহরেই শা'বান, ৭৭৪/ফেব্রুয়ারী, ১৩৭৩-এ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার উস্তাদ শায়খ ইমাম ইব্‌ন তায়মি'য়্যা (মৃ. ৭২৮/১৩৭৩ (র)-এর কবরের পাশেই তাঁহাকে দাফন করা হয় (ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৬খ. ২৩২; মাস'উদুর-রাহ'মান খান আন-নাদাবী, ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ১৮)। আবু'ল বাকা ও বাদরুদ্দীন নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইব্‌ন কাছীর তাঁহার বড় ভাই 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব (মৃ. ৭৫০ হি.)-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪খ. ৩২)। ১১ বৎসর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করেন। সেই সময়ের প্রখ্যাত 'আলিম ও মনীষিগণের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় ৪৪ জন শিক্ষকের নাম তাঁহার জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন (মাস'উদুর-রাহ'মান, পূ. গ্র., প. ৩৩)। তাঁহার বিশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক হইলেন ফিক্‌হশাস্ত্রে বুরহানুদ্দীন আল-ফাযারী (মৃ. ৭২৯ হি.) ও কামালুদ্দীন ইব্‌ন ক'াদী শুহবা; হ'াদীছে', বুখারী শারীফে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ 'আব্বাস আহ'মাদ ইবনু'ল-হিজার (মৃ. ৭৩০ হি.) ও শায়খ জামালুদ্দীন আবু'ল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ ইব্‌নু'য-যাকী (মৃ. ৭৪২ হি.) এবং মুসলিম শারীফে ও আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থে শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্‌ন ইসহ'াক আল-ফাযারী, যিনি ফিক্‌হশাস্ত্রেও তাঁহার উস্‌তাদ ছিলেন। ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর নিকটও তিনি হ'াদীছ' শিক্ষা করেন। তিনি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' জামালুদ্দীন আল-মিযযী (মৃ. ৭৪২/১৩৪২)-এর জামাতা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন তাঁহার সাহচর্যে হ'াদীছ' শিক্ষার সুযোগও লাভ করিয়াছিলেন (মাস'উদুর-রাহ'মান, পূ, গ্র. পৃ. ২৪, ৩৫)।

ইব্‌ন কাছীর প্রখর স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যাহা পাঠ করিতেন তাহা সহজে ভুলিতেন না (ইব্‌ন ক'াদী শুহ্‌বা, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, পৃ. ৪৭৪)। হ'াদীছ', তাফসীর, ফিক্'হ ও ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ব্যাকরণশাস্ত্র ও হ'াদীছে'র রাবীদের জীবনী (আসমাউর রিজাল) সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি মুফ্‌তী হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইবনু'ল-'ইমাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার ফাতাওয়ার পৃষ্ঠাসমূহ দেশের সর্বত্র যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে (শাযারাত ৬খ. ২৩১)! তাঁহাকে ইমাম, মুফ্‌তী, নির্ভরযোগ্য মুহ'াদ্দিছ ও অভিজ্ঞ ফাক'ীহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (শাযারাত, ৬খ, ২৩; আয-য'াহাবী, তাযকিরাতু'ল-হু'ফফাজ, ৪খ, ১৫০৮; মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. ৫৬, 'আসক'ালানী, দুরার, ১খ, ৪৪৬)। বিদ্যার্জনের উদ্দেশে তিনি ভ্রমণও করিয়াছেন (رحلة الطالب العلم) যথাঃ আল-কুদ্স, নাবলুস ও বা'লাবাক্ক শহর। এক বর্ণনামতে তিনি এই উদ্দেশে মিসরেও গমন করিয়াছিলেন (মাস'উদুর-রাহ'মান, পূ. গ্র., পৃ. ৫১-৫৩)। ৭৫১ হি. হ'াজ্জ আদায় করেন। তিনি একজন শাফি'ঈ ইমাম ছিলেন, তবে তাঁহার উসতাদ ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র)-এর অনুসরণে কোন কোন ক্ষেত্রে হাম্বালী ফিক'হ-এর মতও অবলম্বন করিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁহাকেও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আমীর বাহাউদ্দীন আল-মারজানী (দ্র. ৭৪৯/১৩৪৮, বিদায়া ১৪খ. ২১৬. ২৬৩) তাঁহাকে মিযযার মসজিদের খাত'ীব নিযুক্ত করিয়াছিলেন (মুহ'াররাম, ৭৪৬/মে ১৩৪৫)। ইব্‌ন কাছীর অধ্যাপনার কাজেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গর্ভনর আরগুন শাহ (মৃ. ৭৫০/১৩৪৯)-এর শাসন আমলে তিনি উম্মু সালিহ-এর তুরবায় হ'াদীছে'র শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন (যুলক'া'দা, ৭৪৮/ফেব্রুয়ারী, ১৩৪৮)। কতিপয় সূত্র মতে ৭৫৬ হি. তিনি ক'াদী তাকিয়্যুদ্দীন সুব্‌কীর মৃত্যুর পর কিছু সময়ের জন্য দারু'ল-হ'াদীছ' আল-আশরাফিয়্যার পরিচালকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। গর্ভনর সায়ফুদ্দীন মানকালী বুগা (৭৬৪-৬৮হি.) আল-জামি' উমাবীতে তাঁহাকে হি. ৭৬৭ সালে তাফসীর-এর শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত করেন। (বিদায়া, ১৪ খৃ., ৩২১)। এই পদটি তৎকালে অতি উচ্চ মর্যাদার পদ বলিয়া গণ্য হইত (মাস'উদুর-রাহ'মান, পূ. গ্র., পৃ. ৬৭)। ছাত্র ও গবেষকদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যেই সকল কমিটি গঠন করা হইয়াছিল এইগুলির কয়েকটির তিনি সদস্য ছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৬৯)। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা হইতে ছাত্রগণ আগমন করিত। তাঁহার অনেক ছাত্র ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ কতিপয় ছাত্রের তালিকার জন্য দ্র. মাস'উদুর-রাহমান, পৃ. ৭২-৭৭। সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম হিসাবে সরকারী মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। যথাঃ ৭৫১/১৩৪১ সালের শেষের দিকে গভর্নর আল-তুনবুগা আন-নাসি'রীর সভাপতিত্বে অবতারবাদ (হুলূল)- এ বিশ্বাসী বলিয়া অভিযুক্ত এক যিন্‌দীক (ধর্মদ্রোহী)-এর বিচার করণার্থ দুইটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত তদন্ত কার্যে বিশিষ্ট কতক 'আলিমের সঙ্গে ইব্‌ন কাছীরও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (বিদায়া, ১৪খ, ১৮৯-৯০) ৭৪২/১৩৫১ সালে আমীর বায়বুগা উরূস-এর বিদ্রোহ অকৃতকার্য হইলে খলীফা আল-মু'তাদিদ (মৃ. ৭৬৩/১৩৬১-৬২) শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে দামিশ্‌কে আসেন। তিনি তখন দাসমাগিয়া মাদ্‌রাসায় ইব্‌ন কাছীরকে সাক্ষাত প্রদান করেন। আমীর সান্‌জাক দুর্নীতি দমনের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাদি আরও জোরদার করার উদ্দেশে এই ব্যাপারে গৃহীত পূর্বের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিতে চাহেন। সেইজন্য (৭৫৯/১৩৫৮) তিনি 'আলিমগণের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাছীরও এই উদ্দেশে আহূত হইয়াছিলেন (বিদায়া, ১৪খ, ২৬১-২)। ৭৬২/১৩৬১ সালে আমীর বায়দামুর-এর বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ইব্‌ন কাছীরসহ অন্যান্য প্রধান 'আলিমের নিকট বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। ইব্‌ন কাছীর তাঁহার ফাতাওয়ায় সমঝোতা

ও শান্তির পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন (বিদায়া, ১৪খ, ৩১২)। সাইপ্রাসের ফ্রাংকদের দ্বারা লেবানন ও সিরিয়ার সমুদ্রোপকূল আক্রান্ত হইলে দামিশ্‌কের গভর্নর আমীর সান্‌জাক উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিতে চাহিলে ইব্ন কাছীরকে এই বিষয়ে কিছু লিখিতে অনুরোধ করেন। ইব্ন কাছীর সীমান্ত রক্ষার উপর রিবাতু'ল-ইজ্‌তিহাদ ফী ত'লাবি'ল-জিহাদ (رباط الاجتهاد فى طلب الجهاد) কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮) নামে একটি সন্দর্ভ রচনা করেন।

ইব্ন কাছীর জীবনের অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পর্যালোচনা, গবেষণা, ফাতাওয়া দান ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজে অতিবাহিত করেন এবং কয়েকটি অতি উচ্চ মানের গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথাঃ

(১) আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া (البداية والنهاية) ঃ কায়রো ১৩৫১-৮/১৯৩২-৯, বৈরূত ১৯৬৬ ও ১৯৭৭ খ., ১৪ খণ্ডে, প্রায় ৫৩০০ পৃ. সম্বলিত) একটি বিশ্বকোষ জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ, হি. ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস হইতে বিধৃত, বিশেষত মামলূক যুগের ইহাই প্রধান ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি বর্জন করিয়াছেন (জুরজী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়া, ৩খ, ২০৮-৯)। ত'াবারী, ইব্ন 'আসাকির, ইবনু'ল-জাওযী, ইব্নু'ল-আছ'ীর, সিব্‌ত ইব্নু'ল- জাওযী, কুতবুদ্দীন আল-য়ুনিনী, আয-যাহাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা হইতে তিনি ইহার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রন্থের শেষাংশে দামিশকের ইতিহাস সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহার বেশ কিছু অংশ বিরযালী (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৮-৯) -এর তা'রীখ ও তাঁহার "মু'জাম"-এর সাহায্যে রচিত (E.I.² ৩খ., ৮১৮, মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. ৪৪)। আল-বিদায়ার জনপ্রিয়তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাঁহাদের রচনায় মূল সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যথাঃ ইব্ন হি'জ্জী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩), ইব্ন ক'াদী শুহবা (মৃ. ৮৫১/১৪৪৮), আল-'আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১), বিশেষত ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী (মৃ. ৮৫১/১৪৪৯) প্রমুখ ঐতিহাসিক।

(২) তাঁহার তাফসীরু'ল-কু'রআনি'ল-'আজীম (বৈরূত ১৪০০/১৯৮০, ৪খণ্ডে, প্রায় ২৪০০, পৃ. সম্বলিত) কু'রআনী তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় এই তাফসীরে অবলম্বিত রীতি ও পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন ঃ (ক) কু'রআন দ্বারাই কু'রআনের তাফসীর, তাঁহার মতে এই পদ্ধতি অতীব উত্তম ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা কু'রআনেই এক স্থানে যাহা সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটিভাবে বলা হইয়াছে, অপর স্থানে তাহা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে; (খ) হ'াদীছ' দ্বারা কু'রআনের তাফসীর, প্রথম পদ্ধতি সম্ভব না হইলে ইহা গ্রহণীয়। কেননা হ'াদীছে' স্বয়ং রাসূল কারীম ঃ (স)-কৃত তাফসীর বিধৃত হইয়াছে; (গ) সাহাবীগণের উক্তি দ্বারা কু'রআনের তাফসীর। ইহা তৃতীয় পর্যায়ে গ্রহণীয় পদ্ধতি; কেননা সাহাবীগণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কু'রআনের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কু'রআন নাযিল হওয়ার সকল অবস্থা, পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁহারা সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন; (ঘ) উপরিউক্ত তিন পদ্ধতির পরে তাবি'ঈ ও তাঁহাদের শিষ্যদের (তাবা' তাবি'ঈন) উক্তিসমূহের আলোকে তাফসীর রচনা। এই নীতিগুলি অবলম্বন করিয়া আরও কিছু তাফসীর রচিত হইয়াছে (যথাঃ ইব্ন জারীর তাবারীর তাফসীর)। কিন্তু উদ্ধৃত হ'াদীছ'সমূহের বিচার-বিশ্লেষণে তাঁহারা তত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। ইব্ন ক'াছীর একজন অভিজ্ঞ হ'াদীছ'বিদ হিস্যাবে তাঁহার তাফসীরে স'াহীহ' হাদীছসমূহ উল্লেখ করিতে বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছেন। এই কারণেই সুয়ূতী মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই পদ্ধতিতে রচিত ইহা অপেক্ষা উন্নত মানের তাফসীর আর একটিও নাই (যায়ল, পৃ. ৩২১)। শাওকানীর মতে এই তাফসীরখানি সর্বোত্তম না হইলেও সর্বোত্তম তাফসীরগুলির অন্যতম (আল-বাদরু'ত-তালি', ১খ, ১৫৩)।

(৩) কুরআনের সংরক্ষণ লিখন ও বর্ণনারীতি সম্পর্কে ফাদাইলু'ল-কুরআন (فضائل القرآن) ঃ তাঁহার একটি বিশেষ রচনা, কায়রো, ১৩৪৩-১৩৪৭ হি.;। (৪-৫) আস-সীরাতু'ন-নাবাবি'য়্যা, السيرة النبوية। "আল-ফুসূল-ফী মুখতাসার সীরাতির-রাসূল" নামে মিসর হইতে) ১৩৪৮হি.) প্রকাশিত। আর সীরাতের বিস্তারিত গ্রন্থটিও আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা আল-মুতাওয়ালা (السيرة النبوية المطولة) নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত (কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৪), কিন্তু তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ আল-বিদায়াতে ইহা সংযোজিত(মাসউদু'র-রাহ'মান, পৃ. ১০৭-০৮)। (৬) ইবনু'স-স'ালাহ'-এর মুকাদ্দামা লি 'উলূমি'ল-হ'াদীছ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার তাঁহার মুখতাস্যার বা ইখতিসারু 'উলূমি'ল-হ'াদীছ (مختصر او اختصار علوم الحديث) গ্রন্থটি কায়রো হইতে (১৩৫৫/১৯৩৭) প্রকাশিত।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকটি প্রকাশিত পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্র. মাস'উদু'র-রাহ'মান, পৃ. ১০৮-১৫)। তাঁহার কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। তন্মধ্যে (১) জামি'উ'ল-মাসানীদ ওয়া'স-সুনান (جامع المسانيد و السنن), হ'াদীছ' সংকলনের বিশ্বকোষরূপী বৃহদাকার একটি গ্রন্থ (৮খণ্ডে), ইহাতে সিহ'াহ' সিত্তা; মুসনাদ আহ'মাদ ও কতিপয় অপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের হ'াদীছ'সমূহ সংকলন করা হইয়াছে। স'াহাবীদের নাম বর্ণানুক্রমিক সাজাইয়া প্রত্যেক সাহাবী হইতে বর্ণিত হাদীছগুলি একত্রে পরপর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মিসরের খেদীবী গ্রন্থাগারে (دار الكتب) ইহার একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে (জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, ৩খ, ২০৮); (২) আত-তাকমীল ফী মা'রিফাতি'ছ-ছিক'াত ওয়াদ-দু'আফা ওয়া'ল-মাজাহীল (التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل)। ইহা আল-মিযযী (৬৫৪-৭৪২ হি.)-র তাহ্‌যীব ও আয'-যাহাবী (৬৭৭-৭৪৮ হি.)-র মীযান গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; (৩) ত'াবাক'াতু'শ-শাফিঈয়া, (طبقات الشافعية) ইহারই অনুসরণে ইব্ন ক'াদী শুহ্‌বা তাঁহার তাবাক'াতু'শ- শাফি'ইয়্যা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু রচনা আছে যেইগুলির নাম বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, কিন্তু এখন আর বিদ্যমান নাইঃ (১) আল-কাওয়াকিবু'দ-দারারী (الكواكب الدرارى) হ'াজ্জী খালীফা (কাশফু'জ-জুনূন, ২খ, ১৫৩১) ও ইসমা'ঈল বাশা আল-বাগ'দাদী) (হাদয়াতু'ল-'আরিফীন, ১খ, ২১৫) ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আল-বিদায়ার সারসংক্ষেপ,; (২) মুসনাদু'শ-শায়খায়ন (مسند الشيخين) আল-বিদায়াঃ ৫খ, ২৮৮); (৩) কিতাবু'ল-আহ'কামি'ল-কাবীর (كتاب الاحكام الكبير) ফিক'হ গ্রন্থ, ইহা তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই; (৪) আবূ ইসহ'াক, আশ-শীরাযীর তানবীহ, পুস্তকের ভাষ্য (আল-বিদায়া; ১২খ, ১২৫); এইরূপ আরও কিছু গ্রন্থ রহিয়াছে (দ্র. মাস'উদুর-রাহমান, প. ১২৬-৪১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ৩১-৩২, ১৮৯-৯০, ২১৬, ২৬১-৬৩, ৩১২, ৩২১; (২) আয-

য'হাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯০/১৯৭০, ৪খ, ১৫০৮; (৩) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, হ'ায়দর'াবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯২/১৯৭২, ১খ, ৪৪৫-৪৬; (৪) ইবনু'ল-'ইমাদ আল-হ'াম্বালী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৬খ, ২৩১; (৫) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', বৈরূত, তা.বি., ১খ, ১৫৩; (৬) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৩৪৯-৭৫ হি., ১১ খ., ১২৩ পৃ.; (৭) ইব্ন কাদী শুহবা, ত'াবাক'াতু'শ-শা'ফি'ইয়্যা, পৃ. ৪৭৩-৭৫; (৮) আস্-সুয়ূতী, য'ায়ল, মিসর ১৩৪৭ হি; (৯) জুরজী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগ'াত আল- 'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ৩খ, ২০৮-৯; (১০) 'উমার রিদাকাহ'হালা, মু'জামু'ল- মু'আল্লিফীন, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ২৮৩-৮৪; (১১) Clement Huart, Arabic Literature, বৈরূত ১৯৬৬; খৃ. পৃ. ৩৪৪; (১২) Brockelmann ২খ, ৬০-১, পরিশিষ্ট, ২, ৪৮-৯; (১৩) H. Locust, Ibn Kather historien, Arabica-তে ২খ, (১৯৫০ খৃ.), ৪২-৮৮; (১৪) E.I.², শিরো.।

এ. টি. এম. মুছলেহ্ উদ্দীন

ইব্ন কাদী সামাওনা (দ্র. বাদরুদ্দীন ইব্ন কাদী সামাওনা)

ইব্ন কাদী শুহ্বা (ابن قاضى شهبة) ঃ দামিশক হইতে আগত ধর্মীয় 'উলামার একটি পরিবারের সদস্যবৃন্দের একটি পদবী। হাওরান-এর অন্তর্গত সুহ্বার কাদী জনৈক পূর্বপুরুষের নাম হইতে উদ্ভূত।

১। এই পরিবারের সর্বাধিক পরিচিত সদস্য ছিলেন আবূ বাক্র ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উমার, তাকিয়্যুদ্দীন। তিনি জীবন-চরিতবিষয়ক রচনাবলীর একজন গ্রন্থকার হিসাবে সুপরিচিত হইলেও তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার প্রধান খ্যাতি ছিল ফিক'হশাস্ত্রে। তিনি ৭৭৯/১৩৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫১/১৪৪৮ সালে আকস্মিকভাবে বিনা কষ্টে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন সিরাজুদ্দীন আল-বুলুককীনী [দ্র.]। তিনি দামিশকে বহু সংখ্যক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, সেইখানকার নূরী হাসপাতালের একজন পরিদর্শক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত স্থানের কাদী নিযুক্ত হইয়া অবশেষে ৮৪২-৪৪/ ১৪৩৮-৪০ সালে প্রধান কাযী পদে উন্নীত হন (মধ্যে কিছু সময় বাদে)। তিনি সুলত'ান জুকমাক কর্তৃক শাহরুখের নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায়শই সুস্বপ্নে আবির্ভূত হইতেন। বর্তমানে বিদ্যমান তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত জীবন-চরিতটি তাঁহার শিষ্য আস্-সাখাবী কর্তৃক রচিত (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)।

তাঁহার প্রধান রচনা হইতেছে প্রসিদ্ধ তাবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, যাহা ৪০/১৪৩৬ সাল পর্যন্ত প্রতি ২০ বৎসরের জন্য একটি হিসাবে ২৯ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়। ইহা Wustenfeld (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্তমানে বাগ'দাদে ইহার একটি সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস্-সাখাবী, আদ-দা'ওউ'ল লামি', ১১খ, ২১-৫; (২) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, ৭খ, ৩১৪; (৩) আস্-সুয়ূতী, নাজমু'ল-ইক'য়ান, সম্পা. হিট্টি, নং ৫১; (৪) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৭খ, ১৬৯; (৫) F. Wustenfeld, in Abh. G. W. Gott.-এ ৩৬-৩৭ খৃ. ১৮৯০-৯১ খৃ. (বিশেষত ৩৬খ. ২৪-৭); (৬) Brockelmann, ২খ, ৬৩, পরিশিষ্ট, ২, ৫০।

২। তাঁহার পুত্র বাদরুদ্দীন মুহ'াম্মাদ, মৃ. ৮৭৪/১৪৭০ সালে তাঁহার পিতার একটি জীবন-চরিত এবং অপরাপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, Brockelmann-এ যাহার উল্লেখ রহিয়াছে ২খ, ৩৭ পরিশিষ্ট ২, ২৫। বাদরুদ্দীন-এর পুত্র তাকিয়্যুদ্দীন মুহ'াম্মাদও একজন গ্রন্থকার হিসাবে সুপরিচিত (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২, ২৫)।

৩। ১ নং-এর চাচা, য়ূসুফ ইব্ন মুহ'াম্মদ ইব্ন 'উমার, মৃ. ৭৮৯/১৩৮৭ সালে, মূসা ইব্ন 'উকবা [দ্র.]-এর কিতাবু'ল-মাগ'াযী হইতে উৎকলন করিয়াছেন; (২) তু. E. Sachau SBPr. Ak W. Phil-hist Kl. ১৯০৪ খৃ., ১১খ, ৬; (৩) Brockelmann, ১খ, ১৪১।

J. Schacht (E.I.²) মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইব্ন কাবতূরনূ (ابن قبطورنو) ঃ (কাবতুরনা, কুবতূরনা বা কুবতুরনা) তিন ভ্রাতার নাম, সকলেই আন্দালুসীয় সাহিত্যিক। তাঁহারা বাদাজোয (Badajoz)-এর অধিবাসী। তথায় তাঁহাদের পরিবার অন্যতম প্রাচীন এবং আন্দালুসের পশ্চিমাংশের সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত বলিয়া কথিত ছিল। নামের বিবেচনায় এই পরিবারটি আইবেরীয় বংশোদ্ভূত ছিল। ঐতিহাসিক Dozy (supplement, ২খ, ৩০২) ও Simonet (Glosario ৯৭) ইঙ্গিত করেন, কাবতুরন ক্লাসিকাল ল্যাটিন Caput-এর সহিত মধ্যযুগীয় ল্যাটিন Torno (I' turn) সমন্বয়ে গঠিত।

তিন ভ্রাতার মধ্যে আবু'ল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয সর্বাপেক্ষা অখ্যাত। গ্রন্থকার ইব্ন সা'ঈদ (নং ৩৫, 'আরবী ভাষ্য, ৩০, স্পেনীয় ভাষায় অনু., ১৬৩)-এর রায়াত নামক গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং প্রায় সকল কাব্য সংকলনে উদ্ধৃত দুইটি কবিতা ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় নাই।

আবূ বাক্র 'আবদু'ল-'আযীয তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি গদ্য-লেখক ও কবি হিসাবে উচ্চ সম্মানের অধিকারী। প্রায়শই উল্লেখ করা হয় যে, 'আবদু'ল-মাজীদ ইব্ন 'আবদূন (মৃ. ৫২০/১১২৬ বা ৫২৯/১১৩৪) এবং তিনি আন্দালুসের পশ্চিমাংশের দুইজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তথাপি তাঁহার গদ্য ও পদ্যের যে সকল নমূনা বিদ্যমান আছে তাহা কোন প্রকারেই এই দাবী সমর্থন করে না। তাঁহার কবিতা কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ, অন্যদিকে তাঁহার গদ্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শনমূলক ও অগভীর। খুব সম্ভব বাদাজোয-এর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শাসক 'উমার আল-মুতাওয়াককিল (৪৬৪-৮৮/১০৭২-৯৪)-এর সচিবরূপে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পদের উপরই তাঁহার খ্যাতি নির্ভরশীল। পরবর্তীকালে তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত তিনি আল-মুরাবিতূন-এর মন্ত্রী দফতরে নিযুক্ত হন। তিনি ৫২০/১১২৬ (ইবনু'ল-আব্বার, তাকমিলা, নং ১৭৪৩) সালের পর 'আলী ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন-এর রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার ভ্রাতা আবূ মুহ'াম্মাদ ত'ালহার মেধা ও গুরুত্ব আরও কম ছিল। তিনি মন্ত্রী পরিষদে সচিব ছিলেন এবং ভ্রাতার পূর্বেই ইনতিকাল করেন (ইবনু'ল আব্বার, তাকমিলা, নং ২৫৯)।

যে বিষাদময় পরিস্থিতিতে তাঁহারা বসবাস করিতেন তাহা সত্ত্বেও কাবতুরনুগণের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও উদ্বেগহীন যেন তাহারা তাহাদের সময়ের বিষাদময় ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা উদাসীন ছিলেন। আমাদের

উৎস হইতে দেখা যায় যে, তিন ভ্রাতা ক্ষয়িষ্ণু বিলাসবহুল (dolce vita) জীবন যাপন করেন যাহার কিছু কিছু দৃশ্য তাহাদের বিস্তর অলঙ্কারপূর্ণ (rococo) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যে চিত্রিত করেন। অবিরাম আনন্দময় জীবনের এই শিশুসুলভ স্বপ্ন পরবর্তী কবি ও লেখকগণের কল্পনাকে বরাবর অনুপ্রাণিত করে এবং বানূ কাবতুরনুর ঐ চরণগুলির সদৃশ কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত উৎসমূহের অতিরিক্ত (১) ইব্‌ন খাকান, কালাইদ, ১৪৮-৫৫; (২) ইব্‌ন বাস্‌সাম, যাখীরা, ২খ, ৪৬৮-৮০; (৩) ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগরিব, ১ ৩৬৭-৮, ২খ, ৮৮, ২৪৯-৫০; (৪) ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১৮৬-৭; (৫) মাররাকুশী, মু'জিব, ১২৪ (অনু. ফাগনান, ১৪৯); (৬) ইব্‌নু'ল-খাতীব, ইহাতা, সম্পা. 'আবদুল্লাহ 'ঈনান, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ১খ, ৫২৮-৩১; (৭) মাক্কারী, নাফ্‌হ, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২খ, ১৬০, ৪খ, ২৫০, ৫খ, ১৩৩, ১৪৮, ১৫২, ৩৬৭, ৬খ, ৪৮; (৮) ম. আ. মাক্কী, ওয়াছা'ইক তারীখিয়্যা জাদীদা, in RIEIM, ৭-৮(১৯৫৯-৬০ খৃ.) ১১৭, ১৯৬-৮।

H. Mones (E.I.²)/ মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন কাবার (ابن كبر) ঃ আবু'ল-বারাকাত, শামসু'র-রি'আসা আন-নাসরানী, মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ভুক্ত (মৃ. ৭২০-২৭/১৩২০-২৭ সনের মধ্যে)। তিনি "যুবদাতু'ল-ফিকরা" গ্রন্থের রচয়িতা, বায়বারস আল-মানসূরী (দ্র.)-এর সচিব ছিলেন। আস-সাফাদী ও তাঁহার পর ইব্‌ন হাজার, আল-মাকরীযী প্রমুখ কতিপয় ঐতিহাসিক দাবী করেন যে, ইব্‌ন কাবার গ্রন্থটির সংকলনে বায়বারসকে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের গুরুত্ব কতটুকু ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব! কারণ বায়বারস যে প্রতিভাবান ঐতিহাসিক ছিলেন এবং বই-পুস্তক ও ঘটনাপঞ্জীর প্রতি যে তাঁহার প্রাণবন্ত আগ্রহ ছিল তাহা অনস্বীকার্য এবং ইব্‌ন কাবারের সমসাময়িক ও সমধর্মাবলম্বী আল-মুফাদ্দাল ইব্‌ন আবি'ল ফাদা'ইল ইহা স্পষ্টভাবে সত্যায়ন করিয়াছেন। আবু'ল-মাহাসিন ইব্‌ন তাগরীবিরদীও এই মত পোষণ করেন।

অধিকন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইব্‌ন কাবার বায়বারস আল-মানসূরীর ইতিহাস "মুখতারু'ল-আখবার"-এর একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহার পাণ্ডুলিপি মিলানের Ambrosiana সংগ্রহে সংরক্ষিত হইয়াছে MS C 45 Inf.) আল-মানসূর কালাউনের রাজত্বকালের একাংশসহ ফাতিমীদের অধ্যায়টি এই পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত এবং ৭০২/১৩০২ সন পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ করিয়া ইহার বর্ণনা থামিয়া যায়।

ইব্‌ন কাবারের প্রধান গ্রন্থটি হইতেছে কিবতীদের যাজকীয় বিজ্ঞান-সমূহের উপর লিখিত কিতাব মিস্‌বাহি'জ-জুলমা ওয়া ঈদাহি'ল-খিদমা। ইহা Dom Louis Villecourt কর্তৃক Mgr. E. Tisserant Gaston Wiet-এর সহযোগিতায় Patrologia Orientalis, xx/iv Paris 1928- এ অনূদিত হয়। ইব্‌ন কাবার একটি কিবতী 'আরবী অভিধানও রাখিয়া যান, যাহা Athanasius, Kircher "Scala magna" নামে প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও অপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুফাদ্দাল ইব্‌ন আবি'ল-ফাদাইল, আল-মানহাজু'স-সাদীদ, সম্পা. Blochet, PO, xiii, xiv, xx, Paris, 1919-28; (২) মাকরীযী, সুলূক, সম্পা. যিয়াদা, ২/১ ২৬৯; (৩) ইব্‌ন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, কায়রো ১৯৬৬ খৃ., ২খ, ৪৩; (৪) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, আল-মানহালু'স-সাফী, BN Paris ms., Fonds, arabe 2069, f. 106a; (৫) সাখাবী, ই'লান, অনু. F. Rosenthal, in A history of Muslim historiography, Leiden 1952, 418; (৬) Lingua aegyptiaca restitua, Rome 1943, 41-272; (৭) Brockelmann, II.², 55. (Bekr Kabar-রূপে শুদ্ধ করিয়া নিন); (৮) E. tisserant, L. Villecourt G. Wiet Recherches sur la personalite et la vie de Abul Barakat Ibn Kubr. in ROC, xxii (1921-2), 373-94; (৯) Graf. GCAL, ii, 438-44; (১০) O. Lofgren Renato Traini, Arabix Manuscripts in Bibliotheca Ambrosiana i (Antico Fondo Medio Fondo) Vicenza 1975, 71.

Abdul Hamid Saleh, (E.I.²)/ আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্‌ন কাম্মূনা (ابن كمونه) ঃ সা'দ ইব্‌ন মানসূর চক্ষুরোগ চিকিৎসক এবং দার্শনিক, পৌত্তলিক মঙ্গোলদের শাসনামলে ৭ম/১৩শ শতকে বাগদাদে বাস করিতেন। তাঁহার রচনাবলী, যেগুলির অধিকাংশই ছিল দর্শনের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং ইব্‌ন সীনা ও সুহ্‌রাওয়ারদীর ভাষ্য, তাঁহাকে ইসলামী দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস ও প্রবল যুক্তিবাদী প্রবণতা তাঁহার তানকীহু'ল-আবহাছ লি'ল-মিলালি'ছ-ছালাছ গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত। এই য়াহূদী গ্রন্থকার সাধারণভাবে ধর্ম ও রিসালাত সম্পর্কে (ইব্‌ন সীনা, আল-গাযালী, Maiminides এবং ফাখরুদ্দীন আর-রাযী হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়া) আলোচনা করেন ও প্রতিটি একত্ববাদী ধর্মের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেন। এই আলোচনায় তিনি উল্লেখযোগ্য নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। Steinschnecider এই গ্রন্থকে 'আরবী ভাষায় আন্তধর্মীয় বিতর্কবাদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পুস্তক' রূপে বিবেচনা করেন। ইহার অধিকাংশ ইসলাম সম্পর্কিত এবং আলোচনার সার্বিক প্রভাব মুসলিমগণকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয়। ৬৭৯/১২৮০ সালে লিখিত গ্রন্থখানা লেখকের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল গণঅভ্যুত্থানের অজুহাতরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার স্বল্পকাল পরেই ৬৮৩/১২৮৪-৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. Examination of the inquiries into the three faiths, সম্পা. M. Perlmann, (Unvi. of Calif. Publ Near Est. St, 1967)

M. Perlmann,(E.I.²)/ মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন কামাল (দ্র. কামাল পাশা যাদে)

ইব্‌ন ক'য়স আর-রুকায়্যাত (ابن قيس الرقيات) ঃ 'উবায়দুল্লাহ ('আবদুল্লাহ নহেন, যিনি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা ইব্‌ন ক'য়স ইব্‌ন শুরায়খ, উমায়্যা আমলে 'আরবী কবি ছিলেন। তিনি কুরায়শ বংশের অন্তর্গত বানূ 'আমির ইব্‌ন লু'আয়্যি নামক একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সম্ভবত বিশের দশকে (আগানী, ৫খ, ১৫৮; ২০-এ উল্লিখিত ঘটনায় ১২/৬৩৩ সন নির্ভরযোগ্য নহে) মক্কা শারীফে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজাযে লালিত-পালিত হন। সিফফীনের যুদ্ধের পর ৩৭/৬৫৭ সনে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের কয়েকজনকে লইয়া তিনি জাযীরা (মেসোপটেমিয়া)-এর আর-রাক্কায় চলিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন

'আবদু'ল-ওয়াহি'দ ইবন আবী সা'দ, যাহার কন্যা রুকায়্যা এবং তাহার সমনামের অন্যদের নিকট হইতে কবি এই নাম গ্রহণ করেন (দ্র. Noldeke, Zur Grammatik, 29)। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর মেসোপটেমিয়ায় অবস্থান করেন। তবে এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে হিজায ভ্রমণ করিতেন। ৬২/৬৮৩ সনে তাহার ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ্র দুই পুত্র ও তাঁহার আত্মীয়স্বজন হা'ররা যুদ্ধে নিহত হইলে তিনি তাঁহার উপর শোকগাথা রচনা করেন (কবিতা ৪০-৪১)। ষাটের দশকের শেষের দিকে বানূ 'আমির ইব্ন লুআয়্যি গোত্রের মেসোপটেমিয়াস্থ অধিবসিগণ উমায়্যা ও যুবায়রীদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়ন। রুকায়্যার ভাই হারব ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহি'দ বানূ সুলায়ম গোত্রের একজনকে হত্যা করিলে 'উমায়র ইব্ন আল-হুবাব আস-সু'লামী (মৃ. ৭০/৬৯০) আর-রাককার পার্শ্ববর্তী ওয়াদি'ল-আহরার নামক স্থানে বানূ 'আমিরগণকে আক্রমণ করেন। এই ঘটনার সময় ইব্ন কা'য়স আর-রুকায়্যাত বন্দী হন। কিন্তু দুইজন সুলায়মী গোত্রীয় লোকের প্রশংসনীয় হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি লাভ করেন (কবিতা ৪৩)। তিনি তখন তাঁহার গোত্রের লোকজনকে লইয়া সিরিয়া গমন করেন। কিন্তু ৭১/৬৯০ সনে তাঁহাকে মুস'আব ইব্নুয-যুবায়র-এর পক্ষে ইরাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মাসকিনের নিকটবর্তী দায়রু'ল- জাছালীক-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে মুস'আব পরাজিত হইলে (৭২/৬৯১) তিনি কূফায় পলায়ন করেন এবং খায়রাজ গোত্রের এক মহিলার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এই মহিলাকে তিনি তাঁহার কবিতায় কাছীরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থানের স্বল্প অবস্থান ইব্ন কায়স আর-রুকায়্যাত ও কাছীরাকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রেমের গল্প রচিত হয় (ইবনু'ল-ওয়াশশাহ, আল-মুওয়াশশাহ, ৫৪, ১৫)। এক বৎসর পর তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করিতে সাহস করেন। তথায় তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইব্ন আবী তা'লিবকে একজন উদার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পান। এখন তিনি উমায়্যাগণের প্রশংসাগীতি গাহিতে থাকেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার তাঁহার জন্য খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের নিকট সুপারিশ করেন। ইহাতে খলীফা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্বের বার্ষিক ভাতা মঞ্জুর করিলেন না। সুতরাং ইব্ন কা'য়স আর-রুকায়্যাত মিসরের গর্ভনর 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন মারওয়ানের দরবারে গমন করিয়া তাঁহার স্তুতিতে কবিতা রচনা করেন। খিলাফাত লইয়া খলীফা ও তাঁহার ভ্রাতা 'আবদু'ল আযীয-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি শেষোক্ত জনের দাবী সমর্থন করেন (কবিতা ৩৯, ১৬ ও ৬১১২) । কবির মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

ইব্ন কা'য়স আর-রুকায়্যাত-এর ইদানিংকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় ১০০০ কবিতার একটি বিরাট অংশ স্তুতি কবিতা হইলেও তৎকালীন হিজায-এর প্রেম-কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে তিনি প্রথম সারির একজন অগ্রণী কবি ছিলেন। 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-এর সহিত যদিও তাঁহার কোন কোন ক্ষেত্রে মিল ছিল, তথাপি অন্যান্য ক্ষেত্রে ইব্ন আবী রাবী'আ তাঁহাকে সহজেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গী মনোরম ও স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি অপ্রচলিত শব্দ পরিহার করিতেন এবং হ্রস্ব ছন্দ পসন্দ করিতেন, বিশেষ করিয়া খাফীফ এবং মুনসারিহ। তাঁহার ভাষায় কখনও কখনও হিজাযের স্থানীয় ভাষার চিহ্ন পাওয়া যায় (যেমন বি'ব-রায়্যা-এর পরিবর্তে বি'র-রায়্যি, ৩৪, ৪১ নম্বর-এ)। তাঁহার কবিতাগুলিকে মদীনার বিখ্যাত গায়কগণ ও পরে 'আব্বাসী রাজসভার গায়কগণ কর্তৃক গানে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবন হা'বীব (মৃ. ২৪৫/৮৬০) সর্বপ্রথম তাঁহার কবিতাগুলিকে সংকলিত করিয়াছিলেন। এই সংকলনই আবূ সা'ঈদ আস-সুককারী (মৃ. ২৭৫/৮৮৮) কর্তৃক রচিত সমালোচনামূলক সংশোধনীর মাধ্যম আমাদের নিকট আসিয়াছে। অন্য সংকলন বরং নির্বাচন বলা যাইতে পারে, করিয়াছিলেন ইব্ন আবী তা'হির তায়ফুর (ফিহ্রিস্ত, ১৪৩, ৩)। তাঁহার মৃত্যু সন ২৮০/৮৯৩। কুরায়শ বংশের বিখ্যাত কুলুজিশাস্ত্রবিশারদ আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার (মৃ. ২৬৫/৮৭০) তাঁহাকে কুরায়শ মুসলিমগণের মধ্য হইতে উদ্ভূত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার আখবার 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন কা'য়স আর-রুকায়্যাত আপাতদৃষ্টিতে আবু'ল-ফারাজ-এর আগা'নী (৪খ. ১৫৫-৬৭; ৫খ, ৭২-১০০)-তে অন্তর্ভুক্ত কবির উপরে নিবন্ধের প্রধান উৎস। একই শিরোনামে একাধিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী (ফিহ্রিস্ত, ২৪৩, ২)-এর পৌত্র হা'ম্মাদ ইব্ন ইসহা'ক এবং নির্বাচিত কবিতাবলীর সহিত রচনা করিয়াছেন ইবনু'ল-মারযুবান (মৃ. ৩০৯/৯২১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কায়স আর-রুকায়্যাতের কবিতাবলীর আস-সুককারীকৃত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে পাণ্ডুলিপি আসির ইফেন্দী ৭৪৬ (যাহার দুইটি কায়রো পাণ্ডুলিপি A ও B অনুলিপিমাত্র)-এ রক্ষিত আছে। ইহা অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত আরও কবিতাবলীর সহিত N. Rhodokanakis-কৃত জার্মান অনুবাদ, টীকা ও একটি মূলসহ (Der Diwan des Ubaid Allah b. Kays al Rukayyat, in SBAK, Wien cxliv, 1902) প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপি C-এর পঠন সম্পর্কে গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে; (২) Th. Noldeke কর্তৃক WZKM xvii (1903) 78-92-এ সমালোচনা দ্র.; (৩) মাহ'মূদ যূসুফ নাজম-এর দীওয়ানে সংস্করণের জন্য ইব্রাহীম 'আবদু'র-রাহমান মুহা'ম্মাদ-এর প্রবন্ধ (in Revue de l I'nstitut des MSS Arabes, v. 379-93); (৪) জুমাহী, ত'বাকা'তু'শ-শু'আরা, সম্পা. J. Hell ১৭৭ প; (৫) ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র, ৩৪৩-৫; (৬) আগানী, Tables, (৭) মারযুবানী, আল-মুওয়াশশাহ, পৃ. ১৮৬ প.; (৮) Fuck. Arabiya, ২৮।

J. W. Fuck (E. I.[2])/ মু. নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইব্ন কায়সান (ابن كيسان) ঃ আবু'ল-হা'সান মুহা'ম্মদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন ইব্রাহীম বাগ'দাদী একজন ভাষাবিজ্ঞানী। সকল সূত্র অনুসারে তিনি হি. ২৯৯-৩১১-১২ সনের মধ্যে ইনতিকাল করেন। অবশ্য য়াকূত এই তারিখটি ঠিক নয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মতে আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী ভুল করিয়াছেন। আসলে উহা হইবে ৩২০/৯৩২ সন।

ইব্ন কায়সান ছিলেন আল-মুবাররাদ আল-বাসরী ও ছা'লাবের (আল-কূফী দ্র.) ছাত্র। কথিত আছে, তিনি বসরা ও কূফার ব্যাকরণবিদগণের তত্ত্বগুলিকে একত্র তথা সমন্বিত করেন যদিও তিনি বসরার ব্যাকরণবিদগণের মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একটি গ্রন্থের লেখক। বর্তমানে অবশ্য গ্রন্থটির অস্তিত্ব নাই। ইহার নাম কিতাবু'ল- মাসাইল 'আলা মাযহাবি'ন-নাহ্বিয়্যীন, মিম্মা'খতালাফা ফীহিল- কূফিয়ুন ওয়া'ল-বাসরিয়্যুন.

(كتاب المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه الكوفيون والبصريون.)

আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী তাঁহার রচিত গ্রন্থ ইমতা' (৩খ, ৬)-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দরজায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, "প্রবেশ কর ও আহার কর।" অন্য এক অনুল্লিখিত গ্রন্থে একই গ্রন্থকার (বিশেষত য়াকূত ও আস্-সুয়ূতী) তাঁহার প্রভাষণক্রমের বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইত তিনি উহারও বিবরণ দিয়াছেন। যে মসজিদে তিনি তাঁহার ভাষণ দিতেন তাঁহার প্রবেশদ্বারের নিকটও উল্লিখিত শ্রোতৃমণ্ডলী ছাড়াও আনুমানিক এক শতের মত লোক অশ্বা রূঢ় থাকিয়া তাঁহার ভাষণ শুনিতেন। তবে য়াকূত আবূ হায়্যানের এই বিবরণ পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিতাবু'ল-মাসাইল ছাড়াও ইবনু'ন-নাদীম নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইব্‌ন কায়সানের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনঃ আল-মুহায্যাব ফি'ন-নাহ্‌ব (المهذب فى النحو) ঃ কিতাবু'শ-শাযানী ফি'ন-নাহ্‌ব; আল্-মুযাক্কার ওয়া'ল-মু'আন্নাছ; আল্-মাকসূর ওয়া'ল-মামদূদ; মুখতাসারু'ন-নাহ্‌বি; আল্-মুখতার ফী 'ইলালি'ন-নাহ্‌ব; আল-হিজ্জা, ওয়া'ল খাত্ত; আল-ওয়াক্‌ফ ওয়া'ল-ইবতিদা; আল-হাকাইক; আল্-বুরহান; আল্-কিরা'আ; মা'আনীউ'ল-কুরআন ও গারীবু'ল-হাদীছ এইগুলির তালিকায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিও যোগ করা যাইতে পারে; সংশয় থাকিলেও ঃ গালাত আদাবু'ল-কাতিব, আল্-লামাত, আত্-তাসারীফ, আল্-ফা'ইল ওয়াল-মাফ'উল বিহি। য়াকূত এই গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন শারহুত-তিওয়ালে। ইহা ছাড়া তালকীবু'ল-কাওয়াফী ওয়া তালকীবু হারাকাতিহা (تلقيب القوا فى وتلقيب حركاتها) নামক গ্রন্থটিও ঐ তালিকাভুক্ত করা হয়; কিন্তু ইহার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সংশয় আছে। A. J. Arberry (Chester Beatty Library Handlist of the Arabic manuscripts, Dublin 1955) বলিয়াছেন, কিতাবু মাসহ'ল-কিতাব (শেষোক্ত শব্দের উচ্চারণ এইভাবেই হইবে) গ্রন্থটিও ইব্‌ন কায়সান রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তবে গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে অন্যতম শী'আ মতাবলম্বী লেখক সুবিখ্যাত আবু'ল-কাসিম আল্-হুসায়ন আল-ওয়াযীর আল্-মাগরিবী (দ্র. আল্-মাগরিবী)-র লেখা বলিয়া মনে হয়। দ্র. ইব্‌ন কায়সানের লেখা বলিয়া উল্লিখিত আল মাসাবীহ ফী তাফসীরি'ল কুরআনি'ল 'আজীম-এর এক সমালোচনামূলক সংস্করণ U.Y. ইসমা'ঈলকৃত Manchester, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ১৯৭৯ খৃ., অপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ন-নাদীম, ফিহরিস্ত ৮১, কায়রো সংস্করণ, ১২০; (২) খাতীব বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ১খ, ৩২৫; (৩) কিফতী, ইনবাহ, কায়রো সংস্করণ ১৩৬৯-৭৪/১৯৫০-৫ ৩খ, ৫৭-৯; (৪) যুবায়দী, তাবাকাতু'ন-নাহ্‌বিয়্যীন, কায়রো সং ১৩৭৩/১৯৫৪, ১৭০-১; (৫) আনবারী, নুযহা, সম্পা. A. Amer, Stockholm 1963, 143; (৬) য়াকূত, উদাবা, ১৭খ, ১৩৭-৪১; (৭) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ৮; (৮) ফুয়াদ বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ৪৮৪; (৯) Brockelmann, I², 111, SI, 170।

Ch. Pellat (E.I.² Supp)/ আফতাব হোসেন

ইব্‌ন কায়সান (ابن كيسان) ঃ আবু'ল হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন কায়সান আন-নাহ্‌বী একজন 'আরবী বৈয়াকরণ, যাঁহার জন্মের তারিখ ও স্থান অজ্ঞাত। তিনি বুন্দার ইব্‌ন লিয়যা ও বিশেষত আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮) ও ছা'লাব (মৃ. ২৯১/৯০৪)-এর শাগরিদ ছিলেন। উক্ত শিক্ষকগণের নিকট তিনি ব্যাকরণের বস্‌রা ও কূফা ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন এবং সাধারণভাবে গৃহীত মতে ২৯৯/২১১ ও য়াকূত (উদাবা, ১৭খ, ১৪১)-এর মতে ৩২০/৯৩২ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার অধ্যাপনা বিত্তশালী অথবা উচ্চ পদস্থ বহু শ্রোতাকে আকৃষ্ট করিত। কিন্তু মূল্যবান বা জীর্ণ যে ধরনের পোশাকেই তাঁহারা আসুন না কেন, সকলকে তিনি সমভাবে অভ্যর্থনা জানাইতেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে ছিলেন আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উছমান, যিনি আজজাদ (আস-সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ৭২) নামে পরিচিত এবং আবু'ল-হুসায়ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাহ্‌র আর-রূহনী আশ-শায়বানী (য়াকূত, পূ. গ্র., ১৮খ, ৩২)।

ঐতিহাসিক উৎসসমূহ ভাষাতত্ত্বে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের কথা এক বাক্যে স্বীকার করে, কিন্তু ব্যাকরণে বস্‌রা ও কূফা মতবাদের মিশ্রণের কথা সকলেই তাহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন অথবা তজ্জন্য তাঁহাকে দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বাগদাদের তথাকথিত সারগ্রাহী সম্প্রদায় (eclectic school)-এর যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য। মনে হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জীবিত, সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ইব্‌ন কায়সান বস্তুত কোন দলে ভিড়িতে অস্বীকার করিয়াছিলেন (দ্র. বিশেষত আল-কিফ্‌তী, ইনবাহ, ৩খ, ৫৮ লাইন ১-৩। G. Weil ইবনু'ল আনবারীর কিতাবু'ল-ইনসাফ (Leiden 1913)-এর স্বীয় সংস্করণ Einleitung (78)-এ বলিয়াছেন যে, পদ্ধতির বিবেচনায় ইব্‌ন কায়সান ছিলেন বস্‌রাপন্থী। তাঁহার কিতাব ঃ

كتاب المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون.

(ফিহরিস্ত, ৮১)-এর শিরোনামের মাধ্যমে ইব্‌ন কায়সান তাঁহার অবস্থান প্রকাশ করিয়াছেন; বস্‌রী ও কূফী মতবাদের মধ্যে কেহ এইভাবে তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শন করিতে চাহিলে তাঁহাকে ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে হইবে এবং একজন বস্‌রী হইতে হইবে। কূফী ছা'লাব তাঁহার গ্রন্থের নাম শুধু ইখ্‌তিলাফু'ন নাহ্‌বিয়্যীন (اختلاف النحويين) রাখিয়াছেন এবং ইহা ছিল ব্যাকরণ সম্পর্কীয় দীর্ঘ বিতর্কের মধ্যে ব্যতিক্রম। অধিকন্তু ইব্‌ন কায়সান প্রথম গ্রন্থকাররূপে জ্ঞাত যিনি উপরে উল্লিখিত শিরোনাম ব্যবহার করিয়া কূফার বৈয়াকরণদের মতবাদ গ্রহণকারীদেরকে শ্রেণীগতভাবে কূফী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ফিহরিস্ত (৮১) ইব্‌ন কায়সান-এর পনেরটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, য়াকূত (পূ. গ্র., ১৭খ, ১৩৯) অন্য চারিটি গ্রন্থের নাম যোগ করেন; ঐগুলির একটিও টিকিয়া নাই। যেই নাহ্‌বী (نحوى) সচিবদের প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহার কার্যকলাপ উহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; প্রথমত কিতাবু গালাতি আদাবি'ল-কাতিব এবং পরে কিতাবু মাসাবীহি'ল-কুত্তাব। তিনি একজন অভিধান রচয়িতাও ছিলেন (কিতাবু গারীবি'ল-হাদীছ) একজন কুরআন বিশেষজ্ঞও; কিতাবু'ল-কিরা'আত, কিতাবু মা'আনি'ল- কুরআন। ইবনু'ল-আনবারী ও (নুযহা, ১৬২, বাগদাদ, সম্পা. আস-সামাররা'ঈ) শারহুস-সাব্‌ইত তিওয়াল (আল- জাহিলিয়্যাত)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে ৭৪৪০-এই শারহ-এ রহিয়াছে। কবি ইমরু'ল-কায়স, তারাফা, লাবীদ, 'আম্‌র ইব্‌ন কুলছূম ও আল-হারিছ ইব্‌ন হিল্লিযা- তাঁহাদের মু'আল্লাকাত-এর ভাষ্য। এই শারহ হইতে M. Schlossinger 'আম্‌র (Z. A. xvi (1902, 15-64)-এর

মু'আল্লাকা'র ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং F. L. Bernstein ইম্রু'ল-ক'ায়স (ZA xxix (1914), 1-77)- এর ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু W. Wright ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে একটি নিবন্ধঃ كتاب تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها প্রকাশ করিয়াছিলেন। (in Opuscula arabica, 47-74, Leiden 1859) যাহা হ'াজ্জী খালীফা (২খ, নং ৩৫৫৭) কর্তৃক উল্লিখিত। মন্তব্যসমূহ ফিহ্রিস্ত (৮১)-এ তাঁহাকে আবু'ল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন কায়সান নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং কায়সানকে নাম (اسم) হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। য়াকূ'ত তাঁহাকে আবু'ল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কায়সান নামে এবং ইব্রাহীম তাঁহার নাম ও কায়সান তাঁহার উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে আবু'ল-কা'াসিম আল-'উক্বারী (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪)-এর বিবরণ উল্লেখ করিয়া (নুয্'হা, ১৬২; তু. য়াকূ'ত (ibid) আল-কিফ্তী, ইন্বাহ, ৩খ, ৫৭) ইব্নু'ল-আন্বারী বলেন, কায়সান তাঁহার পিতার উপাধি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার নহে। এই নিবন্ধের শিরোনাম যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা ইব্নু'ল-আন্বারী (নুযহা ১৬২), আয-যুবায়দী (ত'াবাক'াত, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ১৭০) এবং Brockelmann (1'. iii, and SI. 170)-এর অনুসরণে।

যাহা হউক, ইব্ন কায়সান আবু'ল-হ'াসান ও অন্য এক ব্যাকরণবিদ কায়সান যিনি খালীলের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আবূ 'উবায়দার শাগ্রিদ ছিলেন এবং যাঁহার নাম আবূ সুলায়মান কায়সান ইব্নি'ল-মু'আররাফ আল-হু'জায়মী। এতদুভয়ের মধ্যে সতর্কতার সহিত পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে (আয-যুবায়দী, ত'াবাক'াত, ১৯৫-৬; আল-কিফ্ত'ী, ইন্বাহ্, ৩খ., ৩৮; য়াকূ'ত, উদাবা, ১৭খ, ৩১-৪; আস-সুয়ূত'ী, বুগ'য়াঃ, ৩৮২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীতঃ (১) Brockelmann, S.I.৩৫; (২) তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৩২০/৯৩২ সম্পর্কে G. Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, Le ipzig 1862, 98, 210; (৩) M. Schlossinger, in ZA, xvi (1902), 18, 'আরবী উৎসসমূহে ইব্ন কায়সান সম্পর্কে তথ্য একত্রে সংগৃহীত; (৪) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদারা, ১৭খ., ১৩৭-৪১= ইরশাদ ৬খ., ২৮০-৩ এবং পরবর্তীকালে পুনরুক্তিসহ সংগ্রহ করিয়াছেন; (৫) কি'ফ্ত'ী, ইন্বাহু'র-রুওয়াত, ৩খ, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫, ৫৭-৬০; (৬) স'াফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত, সম্পা. S. Dedering, ২খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., ৩১-২ ও (৭) সুয়ূত'ী, বুগ্য়া, ৮।

H. Fleisch (E.I.[2])/মু. নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বা ইবনু'ল-কায়্যিম

(ابن قيم الجوزية أو ابن القيم) ঃ শামসুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র ইব্ন আয়্যূব ইব্ন সা'দ আয-যার'ঈ হাম্বালী মাযহাবের একজন ধর্মতত্ত্ববিদ (متكلم) ও আইনজ্ঞ (فقيه) ছিলেন। তিনি ৭ সাফার ৬৯১ জানুয়ারী, ১২৯২/২৯ সালে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩ রাজাব, ৭৫১/১৬ আগস্ট, ১৩৫০ সালে সেখানেই ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পিতা দামিশকের জাওযিয়্যা মাদরাসার ক'ায়্যিম (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন, ঐ প্রতিষ্ঠানটি দামিশকের ক'াদি'ল-কু'দাত-এর বিচারালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই হিসাবে তাঁহাকে প্রথম দিকে ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলা হইত; পরে সংক্ষেপে শুধু ইব্নু'ল ক'ায়্যিম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন (আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ৩খ, ৪০০; আন-নুজূমুয-যাহিরা, ৫খ, ১০৫)।

ইবনু'ল-ক'ায়্যিমের শিক্ষা বিশেষ ব্যাপক ও গভীর ছিল। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে কাযী সুলায়মান ইন হাময়া (মৃ. ৭১১/১৩১১) ও মুহ'াদ্দিছ ইব্ন 'আবদি'দ-দাইম-এর পুত্র শায়খ আবূ বাক্র (মৃ. ৭১৮/১৩১৮)-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৭১৩/১৩১৩ সালে, মতান্তরে ৭১২/১৩১২ সালে যখন আহ'মাদ ইব্ন তায়মিয়্যা (র) মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন হইতেই তিনি ইব্ন তায়মিয়্যার সাহচর্য ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ৭২৮ হিজরীতে ইব্ন তায়মিয়্যার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার নিকট ছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই (আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ৩খ, ৪০১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪খ, ২৩৪)। এই দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে তাঁহার উপর ইব্ন তায়মিয়্যার প্রভাব প্রাধান্য পাইয়াছিল। তিনি ইব্ন তায়মিয়্যার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন; তিনি তাঁহার সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত এবং সত্যিকার অর্থে তাঁহার জ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন। বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া তাঁহার রচনা জনপ্রিয় করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন সকল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়, যেমন কু'রআন শারীফের ভাষ্য, হাদীছ, উসূলু'ল-ফিকহ' ও ফিকহশাস্ত্রে তাঁহার বরেণ্য শিক্ষকের মত সুদক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার মতই অদ্বৈতবাদী (اتحادية) মতবাদের বিরোধী ছিলেন যাহা ইব্নু'ল-'আরাবী (মৃ. ৬৩৮/১২৪০)-এর শিক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইবনু'ল-কায়্যিম তাঁহার শিক্ষক হইতে এই দিক দিয়া একটু ভিন্ন ছিলেন যে, তিনি সূফী মতবাদ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি আল-আনসারীর (মৃ. ৪৮১/১০৮৯) মানাযিল সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, যিনি মামলূক আমলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষকের তুলনায় কম তার্কিক এবং বেশী ধর্ম প্রচারক (واعظ) ছিলেন। ইবনু'ল-ক'ায়্যিম অবশেষে একজন অত্যন্ত দক্ষ লেখক হিসাবে সঙ্গত সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অলংকারপূর্ণ বাকপটুতা তাঁহার প্রখ্যাত শিক্ষকের কঠোর যুক্তিভিত্তিক নীরস সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। ইব্ন তায়মিয়্যার মৃত্যুর পর তাঁহার গ্রন্থসমূহের পরিমার্জন, সংস্কার, প্রকাশ ও প্রচার তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল (ত'াবাক'াতু'ল-হানাবিলা, পাণ্ডু., আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ৩খ., ৪০১; আল-বাদরু'ত-তালি', ২খ., ১৫২)।

৭২৬/১৩২৬ সালে ইবনু'ল-ক'ায়্যিম দামিশকের দুর্গে তাঁহার শিক্ষক ইব্ন তায়মিয়্যার সহিত বন্দী হইয়াছিলেন এবং ৭২৮/১৩২৮ সালে ইব্ন তায়মিয়্যার মৃত্যুর পর বন্দী দশা হইতে মুক্তি পান। কিন্তু ইব্ন তায়মিয়্যার চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আরও বেশী নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল (তাবাকাতু'ল-হ'ানাবিলা, পাণ্ডু; আদ-দুরারু'ল- কামিনা, ৩খ., ৪০৯; আল বাদরু'ত-ত'ালি', ২খ., ১৪৩)।

তিনি ৭৩১/১৩৩১-২ সালে মক্কা শারীফে হ'াজ্জ সমাপন করিতে যান। কথিত আছে, আমীর 'ইযযুদদীন আয়বাক-এর নেতৃত্বে যেই সিরীয় কাফেলাটি গিয়াছিল, তাহাতে বহু সংখ্যক ফাকী'হ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন (ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ১৪খ., ১৫৪)।

ইবনু'ল-ক'ায়্যিম (র)-এর কর্মজীবন সাধারণ ছিল, কিন্তু মামলূক সাম্রাজ্যের সরকার চক্রের যাহারা ইব্ন তায়মিয়্যার নব্য হ'াম্বালী চিন্তাধারার

ব্যক্তি অনুকরণ (تقليد شخصى)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফিক্হী মাসআলাসমূহে নিজের শিক্ষকের ন্যায় আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল-এর প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল। উসূল ও 'আকাইদ-এ তিনি হাম্বালী মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ফুরূ' (ফিক্হী মাস'আলা)-তে স্বাধীন ছিলেন ('আবদু'ল-হায়্যি বানি'ল-'ইমাদঃ শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ১৬৯)। নিজের শিক্ষকদের মত তিনি দার্শনিক মু'তাযিলা, জাহমিয়্যা, হাশবিয়্যা ও অদ্বৈতবাদীদের কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং কালাম, 'আকাইদ ও তাসাওউফের ব্যাপারে সালাফ সালিহীন-এর (পূর্বতন ধর্মবেত্তাদের) নীতির ধারক, বাহক ও সংরক্ষক ছিলেন। তিনি বিদ'আত ও মুহদাছাত (নূতন মতবাদসমূহ)-কে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন এবং মুসলমানদেরকে প্রাথমিক যুগের সরল ইসলামের দিকে নিয়া যাইতে সচেষ্ট ছিলেন। খৃষ্টান ও য়াহূদীদের ভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

নাজমুদ্দীন ইব্ন খালী খান বাব শারকী ও বাব তুমার-বাহিরে গুতা বাগানে যেই মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি ২ রাজাব, ৭৩৬/১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৩৩৬ সালে সর্বপ্রথম সেইখানে খুতবা দান করেন (বিদায়া, ১৪ খ. ১৭৪)। ৬ সাফার, ৭৪৩/১১ জুলাই ১৩৪২ সালে সাদরিয়্যা মাদ্রাসায় তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দিয়াছিলেন। এই মাদ্রাসায় তাঁহাকে আজীবন শিক্ষা দান করিতে হইয়াছিল (ঐ, ১৪খ., ২০২)।

দামিশকের শাফি'ঈ মাযহাবের প্রধান কাদী তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (মৃ. ৭৭৭/১৩৭৮)-র সহিত ফিক্হ-এর দিক দিয়া দুইটি ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাত্মক বিবাদে লিপ্ত হন নাই।

মুসাবাকা (مسابقة) অর্থাৎ দৌড় বা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার বৈধতা সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিযোগিতা এমন—যাহাতে দুইজন প্রতিযোগীর প্রত্যেকে নিজ নিজ বাজি রাখে এবং যাহাতে মুহাল্লিল محلل নামে পরিচিত তৃতীয় প্রতিযোগী নিজে কোন বাজি না রাখিয়া অংশগ্রহণ করিয়া এই জুয়াসদৃশ প্রতিযোগিতাকে আইনানুগ ও বৈধ করে যাহা অন্যথায় মুহাল্লিলের অনুপস্থিতিতে একটি অবৈধ জুয়া (قمار) খেলায় পর্যবসিত হইতে পারিত, তাহা বৈধ কিনা এই ব্যাপারে ইবনু'ল-কায়্যিম মুহাররাম, ৭৪৬/৪মে-২ জুন, ১৩৪৫ সালে আস-সুবকীর সহিত দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি ইব্ন তায়মিয়্যার ধারণা প্রকাশ করিয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, উক্ত মুহাল্লিলের উপস্থিতি (মুসাবাকাকে বৈধ করার জন্য) আবশ্যকীয় নয় (বিদায়া ১৪খ, ২১৬)। যাহা হউক, তিনি যখন শাফি'ঈ কাদি'ল-কুদাত-এর সমন পাইলেন তখন তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

ইহার অল্প কিছুকাল পরে ৭৫০/১৩৪৯ সালে আবার তিনি আস-সুবকীর বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি ইব্ন তায়মিয়্যা (র)-র মতের অনুসরণ করিয়া তালাকের ব্যাপারে এমন কতিপয় ফাতাওয়া দিয়াছিলেন, যেইগুলি আস-সুবকীর মতের পরিপন্থী ছিল (বিদায়া ১৪ খ. ২৩৫)। অবশেষে বেদুঈন আমীর সায়ফুদ্দীন ইব্ন ফাদ্ল-এর প্রচেষ্টায় তাঁহার প্রতিপক্ষের সহিত আপোষরফা হয়।

২৩ রাজাব, ৭৫১/২৬ সেপ্টেম্বর, ১৩৫০ মতান্তরে ১৩ রাজাব, ৭৫১/১৬ আগস্ট, ১৩৫০ সালে ইবনু'ল-কায়্যিম (র) ৬০ বৎসর বয়সে 'ইশার সালাতের আযানের সময় দামিশকে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী দিন জুহর-এর সালাতের পরে জামি' জাররাহতে তাঁহার জানাযা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে বাব সাগীর কবর স্থানে তাঁহার মাতার (দা. মা. ই. পিতার) কবরের পাশে দাফন করা হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪ খ. ২৩৪; তাবাকাতু'ল-হানাবিলা, পাণ্ডু.)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৫৬/১৩৫৫) সাদরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ইবনু'ল-কায়্যিম-এর চিন্তাধারা ও সাহিত্য কীর্তি উল্লেখযোগ্য। ইব্ন রাজাব-এর যায়ল (২খ, ৪৪৯-৫০)-এ তাঁহার রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে উহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইলঃ (১) ফাওয়া'ইদ (فوائد) বাদাই'উ'ল-ফাওয়া'ইদ) ও অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার স্থানের জন্য দ্র. বায়ান, ১১১৬ b.; (২) মাদারিজু'স-সালিকীন (مدارج السالكين) [কায়রো ১৩৩৩/১৯১৬, ৩ কণ্ডে], যাহা আল-আনসারীর মানাযিলুস-সাইরীন-এর একটি ভাষ্যসম্বলিত, ইহা হাম্বালী সূফী সাহিত্যের একটি সেরা গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে; (৩) ই'লামু'ল-মুওয়াককি'ঈন (إعلام الموقعين), (কায়রো ১৩২৫/১৯১৫, ৩ খণ্ডে) বা "পূর্ণ মুফতীদের জন্য নির্দেশিকা" উসূলু'ল-ফিক্হ বিষয়ক একখানা গ্রন্থ, এই ক্ষেত্রেও তিনি ইব্ন তায়মিয়্যা (র)-র ধারণা অনুসরণ করিয়াছেন, ইহার উর্দূ অনুবাদ দীন-ই মুহাম্মাদী নামে দিল্লীতে প্রকাশিত হইয়াছে; (৪) রাজনীতিতে, কিতাবু'ত-তুরুকি'ল-হুকমিয়্যা ফি'স- সিয়াসাতি'শ-শার'ইয়্যা (كتاب طرق الحكميه فى السياسة الشرعية) [কায়রো ১৩১৭/১৯০০ এবং তৎপর পুনঃমুদ্রিত], ইব্ন তায়মিয়্যা (র) তাঁহার হিসবা ও কিতাবু'স-সিয়াসা আশ-শার'ইয়াত-এ যেই নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিও তাহার উপর ভিত্তি করিয়াছেন; (৫) সর্বশেষ উসূলুদ্দীন-এর ক্ষেত্রে তাঁহার কাসীদা নূনিয়্যা (قصيدة نونية)- এর উল্লেখ করিতে হয়, ইহা ইসলামী 'আকীদা বা "ধর্মীয় বিশ্বাস ঘোষণা"-মূলক একটি কবিতা, যাহা প্রধানত ইত্তিহাদিয়্যাদের বিরুদ্ধে রচিত হইয়াছিল; (৬) জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে রচিত হইয়াছিল; (৬) জাহ্মিয়্যাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একখানা বিতর্ক গ্রন্থ কিতাবু'স-সাওয়াইকি'ল-মুনাযযাল, 'আলা'ল-জাহ্মিয়্যা ওয়া'ল-মু'আত্তালা (كتاب الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة) [কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০]।

মামলূক রাজত্বকালের বহু প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিত হয়ত ইবনু'ল-কায়্যিম-এর শাগরিদ ছিলেন অথবা তাঁহার দ্বারা বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাফি'ঈ মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক ইব্ন কাছীর (মৃ. ৭৭৪-১৩৭৩, তু. বিদায়া ১৪খ, ২৩৪-৫), যায়নুদ্দীন ইব্ন রাজাব (মৃ. ৭৯৫/১৩৯৭) মধ্যযুগীয় হাম্বালী মাযহাবের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯)। বস্তুত তিনি বর্তমানেও একজন উচ্চ স্তরের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার, শুধু ওয়াহ্হাবীদের মধ্যেই নহে, বরং সালাফিয়্যাদের মধ্যেও এবং উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের অনেক ধর্মীয় দলের মধ্যেও।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া তাঁহার রচিত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। Brockemann ইবনু'ল-কায়্যিমের ৫২ খানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন Suppl. ১২৬)।

ইবনু'ল-কায়্যিমের আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রচনার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ (৭) ইজতিমা'উ'ল-জুয়ূশিল-ইসলামিয়্যা (اجتماع الجيوش الاسلامية); অমৃতসর ১৩১৪ হি., মিসর ১৩৫০ হি.; (৮) ইগাছাতু'ল-লুহ্ফান ফী হুকম তালাকি'ল-গাদবান (اغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان) মিসর ১৩২২ হি.; (৯) ইগাছাতু'ল-লুহ্ফান

মিন-মাসাইদি'শ শায়ত'ান (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان), মিসর ১৩২০ হি.; (১০) আত-তিব্য়ান ফী আকসামি'ল কু'রআন (التبيان في اقسام القران), মক্কা ১৩২১ হি., মিসর ১৩৫২ হি. (১১) হাদি'ল-আরওয়াহা-ইলা বিলাদি'ল আফরাহ (১৩২৫-৬ হি.); (১২) কিতাবুল-রুহ, হ'ায়দরাবাদ ১৩১৮ হি., ১৩২৪ হি.; (১৩) শিফা'উল-'আলীল ফি'ল-ক'াদা - ওয়া'ল-কাদর ওয়া'ল-হিক্মাত ওয়াত-তা'লীল, মিসর, ১৩২৩ হি. [উর্দূ অনু. কিতাবু'ত-তাক'দীর, লাহোরে প্রকাশিত]; (১৪) আল- কাফিয়াতু'শ-শাফিয়া ফি'ল-ফিরক'াতিন-নাজিয়া, মিসর তা. বি.; (১৫) মিফতাহু দারি'স-সা'আদা, মিসর ১৩২৩-২৫ হি., হিন্দুস্তান ১৩২৯ হি.; (১৬) আর রিসালাতু'ত-তাবুকিয়্যা, মক্কা ১৩৪৭; (১৭) 'উদ্দাতু'স-সাবিরীন ওয়া যাখারাতু'শ-শাকিরীন, মিসর ১৩৪১ ও ১৩৪৯ হি.; (১৮) হুকম তারিকিস-সালাত; (১৯) রাওয়াদাতু'ল-মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতু'ল মুশ্তাকীন; (২০) আল-ওয়াবিলু'স-সায়্যিব; (২১) তাফসীরুল-মু'আবা বিযাতায়ন, কায়রো তা. বি. [উর্দূ অনু. 'আবদু'র-রাহ'ীম, লাহোর ১৯২৮ খৃ.]; (২২) তাফসীরু'ল-ক'ায়্যিম নামে উওয়ায়স নাদবী ইব্নু'ল-ক'ায়্যিম-এর রচনাবলী দ্বারা কু'রআন মাজীদ-এর তাফসীর সংকলন করিয়াছেন, মক্কা ১৩৬৮/ ১৯৪৯; (২৩) তুহ্ফাতু'ল-ওয়াদূদ ফী আহ'কামি'ল-মাওলূদ, লাহোর ১৩২৯ হি.; (২৪) যাদু'ল-মা'আদ ফী হাদ্য়ি খায়রিল-'ইবাদ, কানপুর ১২৯৮ হি., মিসর ১৩২৪ ও ১৩৪৭ হি.; (২৫) হিদায়াতু'ল-হায়ারা মিনা'ল-য়াহূদ ওয়ান নাস'ারা, মিসর ১৩২৩ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে প্রদত্ত বরাতসমূহ ছাড়াও দ্র.ঃ (১) ইব্ন রাজাব, যায়ল, কায়রো সং, ২খ, ৪৪৭-৫৩; (২) ইবনু'ল 'ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ১৬৮-৭০; (৩) Brockelmann, ২খ, ১২৭-৯ পরিশিষ্ট ২, ১২৬-৮; (৪) H. Laoust, Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides, REI-তে ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৬৬-৮; (৫) 'আবদু'ল-'আজীম শারাফুদ্দীন, ইব্নু'ল ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৬; আরও দ্র.; (৬) ইব্ন আলূসী আল-বাগ'দাদী, জালাউ'ল-'আয়নায়ন, বূলাক ১২৯৮ হি.; (৭) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজমু'য-যাহিরা ফী আখ্বার মিস্র ওয়া'ল-কাহিরা, মুদ্রণ University of California Press; (৮) ইব্ন হ'াজার, আদ্-দুরারু'ল-কামিনা ফী আয়ান আল-মিআতিছ্-ছামিনা, হ'ায়দরাবাদ, ভারত, ৩খ, ৪০০ প.; (৯) ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সা'আদা, প্রেস, ১৪খ, ২৩৪; (১০) আবূ যাহ্‌রা মুহ'াম্মাদ, ইব্ন তায়মিয়্যা হায়াতুহু ওয়া 'আসরুহু, দারু'ল-ফিক্র আল-'আরাবী, মিসর; (১১) আবূ 'আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র, আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, মিসর ১৩২৯ হি.; (১২) আস-সুয়ূতী, বুগয়াতু'ল-উ'আত, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২৫; (১৩) জুরজী যায়দান, তা'রীখ 'আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, মিসর ১৯৩১ খৃ.; (১৪) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, মিসর ১৩১১ হি.; (১৫) আশ-শাওকানী, আল-বাদ্‌রু'ত-তালি'; (১৬) সিদ্দীক হ'াসান খান, আবজাদু'ল-'উলূম, ভূপাল ১২৯৬ হি.; (১৭) ঐ লেখক, ইতহাফু'ন-নুবালা, কানপুর; (১৮) ইব্রাহীম মীর সিয়ালকোটী, রিসালাতু'ল হাদী ('উলামায়ি ইস্লাম), পাঞ্জাব প্রেস, সিয়ালকোট, ২খ, সংখ্যা ১০; (১৯) মুহ'াম্মাদ য়ুসুফ কোক্নী, রিসালা-ই মা'আরিফ, আজমগড় (ইমাম ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা প্রবন্ধ); (২০) মালিক য়ু'ল-ফাকার 'আলী OCM এ, মে. ১৯৬৩ খৃ.; (২১) Clement Huart, Arabic literature; (২২) Brockelmann ২খ, ১০৫ ও পরিশিষ্ট ১, ৭৭৪, ২, ১২৬ প.; (২৩) E. I., first Ed., লাইডেন শিরো. ইবনু'ল-কায়্যিম।

H. Laoust (E.I.[2] দা. মা.ই.)/এ . বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন কালাকিস (ابن قلاقس) ঃ আবু'ল-ফাত্হ' (ভিন্ন রূপ ফুতহ') নাস্র (নাসরুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ একজন 'আরবী কবি, লেখক ও পত্রলেখক যিনি ইব্ন কালাকিস (অথবা আল-কাদি'ল-আআয্য নামে পরিচিত), জ. ৫৩২/১১৩৭ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায়, যেখানে তিনি তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি অধ্যয়নের উদ্দেশে কায়রো গমন করেন । উৎসসমূহ হইতে জানা যায় যে, আবূ তা'হির আস্-সিলাফী (দ্র.) তাঁহার শায়খ ছিলেন।

১১৬৯ খৃ. প্রায় মধ্যভাগে ইব্ন কালাকিস অজ্ঞাত কারণে সিসিলী ভ্রমণ করেন। পরবর্তী বৎসরের শেষ পর্যন্ত তিনি তথায় বাস করেন। তবে অনুমান করা যায় যে, নিম্নে উল্লিখিত কতিপয় বন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন।

১১৬৯ অথবা ১১৭০ খৃ. প্রারম্ভে কবি য়ামানের এডেন ও যাবীদ-এ এবং লোহিত সাগরের মিসরীয় উপকূলে আয়যাব-এ অবস্থান করেন। তাঁহারা ইব্ন কালাকিসকে এডেন-এর শী'আ উযীর আবূ বাক্র আল-'ঈদীর সহিত সাক্ষাত করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁহাদের মধ্যে ফ'াতিমী কবি 'উমারা আল-য়ামানী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয়ই ছিল। কিন্তু তাঁহার বাণিজ্যিক বা বৃত্তি সংক্রান্ত ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি জাহাজ ডুবির বিপদের অভিজ্ঞতা লাভ করেন যেমন হইয়াছিল সিসিলী ভ্রমণকালে মিসরে প্রত্যাবর্তনের জন্য জাহাজে আরোহণের সময়। ফলে তিনি লোহিত সাগরের ডাহ্লাভ দ্বীপপুঞ্জের সুলত'ানের আতিথ্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ৫৬৭/১১৭২ সালে তিনি আয়যাব-এ ইনতিকাল করেন।

ইব্ন কালাকিস সিসিলীর কতিপয় শহরে ঃ (Termini, Cefalu, Caronia, Patti, Ovlivieri, Milazzo, Messina ও Syracuse) তাঁহার অবস্থানের রেকর্ড রাখিয়া গিয়াছেন যাহা প্রধানত পাওয়া যায় আয-যাহরু'ল-বাসিম ফী আওসাফ ইবনি'ল-ক'াসিম গ্রন্থে। আল-'ইমাদু'ল-ইসফাহানীর খারীদা মিসরের কবিগণের সম্পর্কে লিখিত অংশ, সম্পা. আহ'মাদ আমীন, শাওকী দায়ফ ও ইহ্সান 'আব্বাস, কায়রো, ১খ, ১৯৫১ খৃ. দ্বিতীয় সংস্করণ তা. বি., ১খ, ১৪৫-৬৫)-তে যে সকল গদ্য পদ্যাংশ একত্র করিয়াছেন তাহার আলোকে বিবেচনা করিলে আযযাহরু'ল-কাসিম গ্রন্থটিকে অবশ্যই সিসিলীতে ইব্ন কালাকিস-এর ভ্রমণ কাহিনী এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কাইদ আবু'ল-কাসিম ইব্ন হাম্মূদ-এর সহিত তাহার অবস্থানের বিবরণ (অন্ততপক্ষে মুক'াদ্দিমায়)-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইব্ন হ'াজার (দ্র. M. Amari, পৃ, গ্র. স্থা.) নামে পরিচিত ইব্ন হাম্মূদ ও তাহার তিন পুত্র আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উছ'মান-এর নামে কবি তাঁহার কাসীদাগুলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

Palermo-তে যাহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘটে এবং যাহাদের কেবল উল্লিখিত গ্রন্থেই নহে; বরং তাঁহার দীওয়ান (সম্পা. খালীল মুতরান, কায়রো ১৯০৫ খৃ.; একটি পূর্ণতর সংস্করণ প্যারিসে প্রস্তুত করা

হইয়াছে)-এ এবং সর্বোপরি তাঁহার অপ্রকাশিত পত্র সংকলনে (তারাস্‌সুল ইব্‌ন কালাকিস, কায়রোতে দারু'ল-কুতুবের পাণ্ডুলিপি, আল-মাকতাবা, আত্-তায়মূরিয়া, আদাব (নং ৬১৭) উল্লেখ আছে। তাঁহাদের সনাক্তকরণ অদ্যা বধি বাকী রহিয়াছে। সংকলনটিতে রহিয়াছে চারি ব্যক্তিকে প্রেরিত পত্রসমূহ ঃ (১) জুরদানুনা আয-যাহরুল-বাসিম গ্রন্থে খারীদা, ১খ, ১৬৫, যেখানে ইহার সম্পাদকগণ স্বরচিহ্ন দ্বারা অনুরূপ উচ্চারণ নির্দেশ করিয়াছেন; দীওয়ানে, ইহা يزجود (য়াযজুর্দ) এবং "সা'হিব সিকিল্লিয়া"র উযীররূপে বর্ণিত যাহা একজন Giordano-র প্রতি ইংগিত দেয় (নরমান আমলে অতীব সাধারণ নাম); William-এর জনৈক মন্ত্রী , যদিও রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে এই নামধারী কোন ব্যক্তি ছিলেন না। (২) গা'রাত ইব্‌ন জাওশান বা জুশান (তারাস্‌সুল, পত্র ৩৪), উইলিয়ামের দরবারের জনৈক প্রখ্যাত ব্যক্তি। (৩) আস্-সাদীদু'ল-হু'স্‌রী (ঐ. পত্র ৪৭-৮), যাহা ম. আমারী, পু. গ্র. ৩ খ., ৫১০ এবং টীকাতে উল্লিখিত Sedictus - এর প্রতি ইঙ্গিত করে। (৪) ইব্‌ন ফা'তিহ' (ঐ. পত্র ৪৩), যিনি একজন ফাকীহ্‌রূপে বর্ণিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ম. আমারী কর্তৃক উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ, পূ. গ্র. স্থা. Brockelmann I. 261 SI ৪৬১ এবং উক্ত প্রবন্ধের সহিত ইহ্‌সান 'আব্বাস al-Arab fi sikilliyya, কায়রো ১৯৫৯ খৃ. ২৮৭-৯৪-তে প্রদত্ত সূত্রসমূহ (the review by U. Rizzitano, in Il Contributo del mondo arabo agli Studi arabo siculi, in RSO ৬ (১৯৬১খৃ.), বিশেষভাবে ৭৮-৮৯ দ্র.)।

U. Rizzitano,(E.I.[2])/ মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন কাসিম আল-গাযযী (ابن قاسم الغزى) ঃ শামসুদ্দীন 'আবদুল্লাহ মুহ'াম্মাদ আল-মিসরী, ইবনু'ল-গারাবীলী নামেও পরিচিত, একজন শাফি'ঈ মনীষী ও ভাষ্যকার, মৃ. ৯১৮/১৫১২ সন। তিনি গা'যযাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত-পালিত হন। তিনি জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী। (মৃ. ৮৬৪/১৪৫৯-এর শাগরিদ ছিলেন (Brockelmann, ২খ, ১৩৮, পরি ২, ১৪০), কিন্তু তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি আজও বিদ্যমান ঃ

(১) ফাতহু'ল-কারীব আল-মুজীব (فتح القريب المجيب) অথবা আল-কাওলু'ল-মুখতার ফী শারহ গায়াতু'ল - ই খ্‌তিসার (القول المختار فى شرح غاية الاحتصار), ইহা আবূ শুজা' (দ্র.) রচিত মুখতাসার অথবা তাক্‌রীব অথবা গায়াতু'ল-ইখতিসার-এর একখানা ভাষ্য গ্রন্থ; editio princeps, বু'লাক' ১২৭১ হি., অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ১৩১০ হি. সনে সিঙ্গাপুরেও ইহা প্রতি পঙ্‌ক্তির নীচে মালয় ভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল; এতদভিন্ন L. W. C. van den Berg কর্তৃক ইহা ফরাসী ভাষায় সম্পাদিত ও অনূদিত হয়, লাইডেন, ১৮৯৪ খৃ. (G. H. Bousquet-এর Kitab-et-Tanbih-এ এই ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের কিছুটা সংশোধন করা হয়, Bibliotheque de la Faculte de Droit de l Universite d' Alger, ২, ১১, ১৩, ১৫ খৃ. আলজিয়ার্স ১৯৪৯-৫২ খৃ.); ইহার হাশিয়াতে অনেক দুরূহ অংশের টীকা সংযোজন করা হইয়াছে, যথাঃ আল-বাজুরী (দ্র.)-এর টীকা।

(২) 'আবদু'র-রাহ'ীম আল-'ইরাকীর ফাতহু'ল-গা'য়ছ গ্রন্থের হাশিয়াতে দুরূহ অংশের টীকা এবং ইহা ছিল তাঁহার স্বরচিত আলফিয়্যা বা তাবসিরাতু'ল-মুব্‌তাদী ওয়া তায'কিরাতু'ল-মুনতাহী (الفية أو تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهى) গ্রন্থের ভাষ্য। ইব্‌ন সা'লাহ' (দ্র.)-এর হাদীছবিজ্ঞান বিষয়ে এই গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছিল।

(৩) আন্-নাসাফী (দ্র.) রচিত 'আকা'ইদ গ্রন্থের আত-তাফতাযানী (দ্র.) প্রণীত ভাষ্য গ্রন্থের দুরূহ অংশের পার্শ্বটীকা।

(৪) ইবনু'ল-হাজিব (দ্র.) রচিত শাফিয়া নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াসান আল-জারাবারদী প্রণীত ভাষ্যের দুরূহ অংশের পার্শ্বটীকা।

(৫) মানজূমা ফি'দ-দাল ওয়া'য-যাল, ইহা জোড়া শব্দ দ্বারা গঠিত একটি সংক্ষিপ্ত কাসীদা, যাহার জোড়া শব্দের শেষে দাল ও যা'ল বর্ণ থাকার দরুন প্রতিটি শব্দ অন্য শব্দ হইতে স্বতন্ত্র; ক্যাটালগ, বার্লিন, ৭০২৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, ৪৯২; পরি, ১ পৃ. ৬৭৭, ২পৃ. ৪৪০; (২) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত'বূ'আত, ২খ, ১৪১৬ প.।

J. Schacht (E.I.[2]) / এ . বি. এম. আবদুর রব

ইব্‌ন কাসিম (দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াযিম)

ইব্‌ন কাসী (ابن قسى) ঃ ইহা বানূ কাসী পরিবারের সদস্যদের বংশগত নাম যাহা ইব্‌ন হায্‌মের জামহারা গ্রন্থের বর্ণনানুসারে একজন ভিসিগোথিক কাউন্ট (Visigothic count) কাসী হইতে উদ্ভূত। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার নাম মুওয়াল্লাদ বংশধরদের দীর্ঘ বংশপরম্পরাকে দিয়াছিলেন, যাহারা পিরেনীয ও এবরো উপত্যকার মধ্যবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের বাহ্যিক ইসলামী আচরণ তাহাদেরকে ভাসকোনিয়ার অভিজাত পরিবারগুলির সহিত পূর্বের সম্পর্ক সংরক্ষণ, এমন কি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুবিধা প্রদান করিয়াছিল। এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন মূসা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন কাসী, যিনি নাভার-এর গাসিয়া ইনিগুয়েজ-এর সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া টুডেলায় অবস্থিত নিজ জায়গীর হইতে ২য় 'আবদু'র রাহ'মান-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একাধিকবার আনুগত্য ও বিদ্রোহ ঘোষণার পর তিনি সরকারীভাবে টুডেলা জমিদার (Lord) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 'উমায়্যা আমীর প্রথম মুহ'াম্মাদের অনুরোধে তিনি কাতালোনিয়ার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতাপের শীর্ষে স্পেনের তৃতীয় বাদশাহ হিসাবে পরিচিতি অর্জনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। আস্তুরিয়াস-এর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি আল্‌বেলদা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা লগরোনোর প্রায় ৭ মাইল (২ leagues) দক্ষিণে অবস্থিত। তিনি ১ম অর্ডোনো কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়নে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ক্লাভিজোর শেষ প্রান্তে মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার পুত্র লোপ (Lope) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ১ম অর্ডোনোর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লন। তিনিও ইহার অল্পকাল পরে ইনতিকাল করেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় মুতাররিফ ও ইসমা'ঈল নিজদেরকে টুডেলা ও সারাগোসার শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষণা করেন, অপরদিকে মূসা ইব্‌ন মূসার পৌত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন লোপ ১ম মুহ'াম্মাদ-এর বশ্যতা স্বীকার করত সারাগোসার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং পরে 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীযের তুজীবীদের চাপের মুখে পুনরায় উমায়্যাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন। তুজীবীগণ কর্তৃক অধিকৃত

এবরোর রাজধানী বারবার আক্রমণ করার পর অবশেষে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মূসা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ক'াসীর বহু সংখ্যক বংশধর বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন ৩য় 'আবদু'র-রাহ'মানের সময় উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। টুডেলার জমিদার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন লোপ-এর জনৈক পুত্র. ৩০৩/৯১৫ সনে মারা যান, যেই বৎসর তাঁহার ভাই মুতাররিফ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মুহ'াম্মাদ স্বীয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহর পুত্র কর্তৃক নিহত হন। একই বংশোদ্ভূত একজন রাজকুমারী উররাকা ২য় ফ্রুয়েলাকে বিবাহ করেন এবং দুর্দান্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে ৩য় 'আবদু'র-রাহ'মানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করার জন্য কর্ডোভায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল অথবা খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল এবং লিওন ও নাভার-এর রাজদরবারে তাঁহাদের ঘন ঘন যাতায়াত ঘটিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal Hist, Mus., ১খ, ৩১৪-৮, ৩৯২-৪, ২খ, ৩০; (২) ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারা, পৃ. ৪৬৪; (৩) Dozy Recherches, ১খ, ২১৪; (৪) A. Huici, Cronicas latinas de la reconquista, ২খ, ৭৭; (৫) Sanchez Albornoz, La autentica batalla de clavijo, পৃ. ১১৫ টীকা ৫৩।

A. Huici Miranda (E.I.[2]) / আনওয়ারুল হক খতিবী

ইব্‌ন কাসী (ابن قسى) : আবু'ল-কাসিম আহ'মাদ ইব্‌ন হু'সায়ন, অনেক বিদ্রোহীদের একজন, যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে ৫৪১/১১৪৬-৭ সনে আল-মুওয়াহহিদ বাহিনীর কাতিজে অবতরণের পূর্বে স্পেনের আল-মুরাবিত বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করিবার ক্ষেত্রে দায়ী ছিল।

তাঁহার কৃতিত্বের নাট্যমঞ্চ ছিল যেখানে বর্তমান পর্তুগাল তাহার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত আলগার্ভে-এ ও বিশেষত সিলভিসে, যাহা ছিল ঐ এলাকার প্রাক্তন রাজধানী। তাঁহার অনুসারীদেরকে এবং তাহার মুরীদগণকে (উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে আগ্রহী) যাহাদেরকে ধর্মীয় আধা-সামরিক বাহিনীরূপে গঠন করা হইয়াছিল, একত্র হওয়ার জন্য শহরের সন্নিকটে তিনি একটি রাবিতার প্রতিষ্ঠা করেন। মুজাহিদ সূফীদের এই রাবিতা হইতে তিনি স্বীয় চিন্তাধারা প্রচার করেন এবং নিজের ইমামাতের দাবী প্রকাশ করেন।

যৌবনকালে ইব্‌ন কাসী একজন অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং অত্যন্ত বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐশী অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার সম্পদগুলি ত্যাগ করত আন্দালুসিয়ার পথে দীর্ঘ তীর্থযাত্রা শুরু করেন। তাঁহার পরিভ্রমণকালে হঠাৎ সংঘটিত সভাসমূহ হইতে তিনি নিজের চতুর্দিকে ব্যক্তিগত রক্ষী সংগ্রহ করেন, যাহারা মোটেই সম্মানীয় ছিল না (দা'ইরাতু'স-সু'ই)। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া দাবী করেন, নিজেকে মাহদী বলিয়া বর্ণনা করেন এবং অলৌকিক ঘটনা (মাখারীক) সম্পাদন করেন। ইব্‌ন কাসী সম্পর্কে এই বিরূপ তথ্যসমূহ আমাদের নিকট লিসানুদ্দীন ইব্‌নু'ল-খাতীবের নিকট হইতে আসিয়াছে। এই ঐতিহাসিকের মতানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ উগ্রপন্থী বাতিনী সম্প্রদায়ের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং ইখওয়ানু'স-সাফার প্রচারিত দার্শনিক মতবাদে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মু'জিব গ্রন্থের প্রণেতা 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ আল-মাররাকুশী তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেন, কিন্তু বাস্তবিকই ইহা অতীব খামখেয়ালীপূর্ণ এবং বাস্তবের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি তাঁহাকে একজন বাগাড়ম্বরকারী ও ধূর্ত প্রবঞ্চকরূপে চিত্রিত করেন (সাহিব হি'য়াল, রাব্ব শা'বাযা) এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা কোন আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না। মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জাগাইয়া তোলার জন্য আনুষঙ্গিক সত্য তথ্য থাকা প্রয়োজন। আল-মুরাবিত সূ'ফীবিরোধী ঘোষিত গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রশ্নে ইহা স্বীকৃতভাবে গ্রহণযোগ্য যে, ইব্‌ন কাসী আলমিরিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই মতবাদ ইব্‌নু'ল-'আরীফ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, যিনি ৫৩৬/১১৪১ সনে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ও অসদুদ্দেশ্যের শিকার হইয়া মাররাকুশে মৃত্যুবরণ করেন, যাহার সমসাময়িক ছিলেন সেভিলের ইব্‌ন বাররাজান, যিনি তাঁহার উস্তাদ ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাঁহার শাগরিদ নহেন। আমরা যদি আশ-শা'রানীকে বিশ্বাস করি তাহা হইলে ইব্‌ন বাররাজান ইমামের উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং ১৩০ টি গ্রামে এই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন কাসী বাহ্যত এই প্রখ্যাত সূফীর মতাদর্শ অনুসরণ করার মনস্থ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার চিন্তাকে কাজে পরিণত করার পূর্বে 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীনের নির্দেশে যথাসময়ে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

ইব্‌ন কাসীর ঝুঁকিপূর্ণ কর্মতৎপরতা সংঘটিত হইয়াছিল ৫৩৭/১১৪২ সনে ইব্‌নু'ল-'আরীফ ও ইব্‌ন বাররাজানের মর্মান্তিক মৃত্যুর এক বৎসর পরে এবং তাঁহার হত্যার বৎসর ৫৪৬/১১৫১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। তাঁহার মৃত্যু একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে সংঘটিত হইয়াছিল যাহা প্রথমে আল-মুরাবিত ক্ষমতার পতন দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। বিদ্রোহ তখন শহরসমূহে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। নিরাপত্তাহীনতা গ্রাম্য অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সড়কগুলি দস্যু ও ডাকাত দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। মোনটিয়াগুডো (Monteagudo) দুর্গের উপর একটি হামলা অকৃতকার্য হইয়াছিল (৫৩৮/১১৪৪)। কিন্তু ১২ সাফার, ৫৩৯/১৪ আগস্ট, ১১৪৪ সনে জনৈক ইব্‌নু'ল-কাবীলার পরিচালনাধীন, যিনি একজন সাহসী ও প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, ৭০ জন মুরীদানের একটি ছোট বাহিনী কৌশল অবলম্বন করিয়া মেরটোলা দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইব্‌ন কাসী এই সুরক্ষিত দুর্গটিতে তাঁহার মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অনুগামিগণ তাঁহাকে ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দানে বাধ্য করেন। ইব্‌ন ওয়াযীর ও ইব্‌ন মুনযির নামক দুইজন বিদ্রোহী নেতা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সংঘবদ্ধ হইয়া মেরটোলার সহিত ইভোরা, বীজা হুয়েলভা, নিয়েবলা ও সিলভস সংযোজন করিয়া একটি দুর্বল রাজ্য গঠন করেন। ইব্‌ন কাসীর ন্যায় দ্বৈত ব্যক্তিত্ব— যিনি রাজনীতিক ও সূফী উভয় মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, এই রাজ্যটি শাসন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ৫৪০/১১৪৫ সনে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ তাঁহাকে আপন ভাই ও ইব্‌ন ওয়াযীরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে। আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করাকে তিনি একটি চাতুর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে মনে করেন, তাঁহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদনে সফলকাম হন এবং তাহাদেরকে স্পেনে অবতরণ করিতে উৎসাহিত করেন। শীঘ্রই জীরেয, আরকোস, রন্দা ও নিয়েব্‌লা আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের আধিপত্য মানিয়া নেয়। পরবর্তী সময়ে আল-গার্ডের (সরবেকার) সিলভিসের পতন ঘটে। পরে বীজা, মেরটোলা, সেভিল ও বাদাজোয শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। ইব্‌ন কাসীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতে শুরু করে। যে আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের হস্তক্ষেপকে তিনি আমন্ত্রণ ও সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল তাঁহার পতনের কারণ। তাঁহার শক্তিশালী মিত্রগণের থাবা

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি কয়মবরার (Coimbra) পর্তুগীজদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই কৌশলী অভিযান সিলভস-এর জনগণের অবিশ্বাসকে জাগাইয়া তোলে। কেননা এই ধরনের নীতি পরিণামে তাহাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হইতে পারে। একটি দল তাঁহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহারা তাঁহার সন্নিকটে আসে এবং তাঁহাকে আঘাত করিয়া ভূলুণ্ঠিত করে এবং তাঁহার মস্তক সেই বর্শার অগ্রভাগে প্রোথিত করে, যাহা তিনি কয়মবরার খৃস্টানদের পক্ষ হইতে উপঢৌকন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন (৫৪৬/১১৫১)।

যেসব গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া ধারণা করা হয় তাহার মধ্যে শুধু খাল'উ'ন-না'লায়ন শীর্ষক পুস্তকটি সাধারণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্‌ন কাসীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পরে সেভিলে জন্মগ্রহণকারী ইব্‌ন 'আরাবী যিনি ছিলেন ইব্‌নু'ল-'আরীফের একজন শিষ্য ও উত্তরসুরি, তিনি এই গ্রন্থের একটি ভাষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Asin Palacios Abenmasarra y su escuela. Madrid 1914, 109-10; (২) ইব্‌নু'ল-'আরীফ, মাহ'াসিনু'ল-মাজালিস Ar. text, tr. and Comm. by M. Asin Palacios Paris 1933, 5; (৩) ইবনুল-খাতীব, 'আমালু'ল-'আলাম, ed. E. Levi Provencal Rabat 1934, 258 ff.; (৪) J. Bosch Vila, Los almoravides, Tetuan 1956 287ff.(see note 4 which mentions, besides the works referred to above, also; (৫) Ibn Khaldun, Berberes, ii 184; (৬) মাররাকুশী, মুজিব, tr. Fagnan, 182; (৭) Codera decadencia y desa paricion de los almoravides en Espana, 33-52; (৮) Valdeavellano, Historia de Espana, 914-7; (৯) Nwyia, Notes sur quelques fragments inedits de la correspondance d. Ibn al -Arif avec Ibn Barrajan in Hesperis 1956, 211-21.

A. Faure (E.I.[2])/ ড. আনওয়ারুল হক খতিবী

ইব্‌ন কিল্‌লিস (ابن كلس) ঃ আবু'ল-ফারাজ য়া'কূ'ব ইব্‌ন য়ূসুফ (ابو الفرج يعقوب بن يوسف) ফ'াতিমী খলীফা আল- 'আযীয (দ্র.)-এর বিখ্যাত উযীর। তিনি মূলত একজন য়াহূদী; জন্ম ৩১৮/৯৩০ সনে বাগ'দাদে। তিনি তাঁহার পিতার সহিত সিরিয়ায় যান এবং রামাল্লায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন বণিকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু এক বর্ণনামতে ঐ বণিকদের অর্থ ফেরত দিতে না পারিয়া তিনি মিসরে পলাইয়া যান এবং সেখানে কাফূর (দ্র.)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পর্কে কাফূরের উচ্চ ধারণা জন্মে। ইব্‌ন কিল্‌লিস কাফূরকে বিভিন্ন বিষয়-সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়া ও সেগুলি আয়ত্তে আনিতে তাঁহাকে সহায়তা করিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করেন। কার্যত কাফূর তাঁহার ঐসব সম্পত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না। ইহা ছাড়াও ইব্‌ন কিললিস তাঁহার জন্য কিছু বিষয় সম্পত্তি ক্রয়ও করিয়া দেন। ইহার প্রতিদান হিসাবে কাফূর তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় খাস জমি হইতে বন্দোবস্ত দেন। ইব্‌ন কিল্‌লিস সিরিয়া ও মিসরে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্বও লাভ করেন। কাফূর একবার বলিয়াছিলেন যে, ইব্‌ন কিল্‌লিস যদি মুসলমান হইতেন, তিনি উযীর হইতে পারিতেন। উযীর পদ অভিলাষী ইব্‌ন কিললিস অতঃপর ৩৫৬/১৯৬৭ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে কু'রআন ও ইসলামী আইন অধ্যয়নে নিয়োজিত হন। কিন্তু পরের বৎসর কাফূরের ইনতিকাল হইলে ইব্‌ন কিললিসের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ উযীর আবু'ল-ফাদল জা'ফার ইব্‌নি'ল- ফুরাত তাঁহাকে গ্রেফতার করান। পরবর্তী কালে এই উযীরের পুত্র ইব্‌ন কিললিসের এক কন্যাকে (য়াকূ'ত, উদাবা, ৭খ. ১৭৩) বিবাহ করেন। বিভিন্ন মহল হইতে হস্তক্ষেপ ও উৎকোচ প্রদানের ফলে তিনি মুক্তি পান এবং উত্তর আফ্রিকার উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া যান। সম্ভবত মিসরে থকাকালেই ঐ সময়কার ফাতিমীয় প্রচারণায় তিনি ফাতিমীয় পক্ষে যোগদান করেন।

তিনি আল-মু'ইযয লি-দীনিল্লাহ-এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। আল-মু'ইযয প্রশাসক হিসাবে তাঁহার গুণাবলীতে চমৎকৃত হন। তিনি তাঁহার সহিত মিসরে ফিরিয়া আসেন। বস্তুত ইব্‌ন কিললিসই তাঁহাকে মিসর জয়ের প্রেরণা দেন এবং ৩৬২/৯৬৯ সনে তাহা বিজিত হয়। ৩৬৩/অক্টোবর, ৯৭৩ সনের গোড়ার দিক হইতেই উসলুজ ইব্‌নু'ল-হ'াসানের সহায়তায় তাহাকে গোটা অর্থ-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কতকগুলি বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেন এবং মু'ইযয প্রবর্তিত দীনারে আস্থা সুনিশ্চিত করেন। ৩৬৫/৯৭৫ সনে আল-মু'ইযয ইনতিকাল করেন। ইহার পর ইব্‌ন কিললিস তাঁহার পুত্র আল-'আযীযের পক্ষে সকল রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহ করিতে থাকেন। আল-'আযীয ৩৬৭ আগস্ট ৯৭৭ সনের গোড়ার দিকে তাঁহাকে তাঁহার উযীর নিযুক্ত করেন। পরের বৎসর রামাদ'ান মাসের/ফেব্রুয়ারী ৯৭৯ সনে খলীফা তাঁহাকে আল-উযীরুল আজাল্ল (গৌরবান্বিত উযীর) খেতাব প্রদান করেন। তিনি ফ'াতিমীয় শাসক বংশের প্রথম উযীর। আল-'আযীয তাঁহাকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন এবং সম্পদও প্রদান করেন। আল-'আযীযের অধীনে উযীর ইব্‌ন কিললিসের আমলে মিসর অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই সময় ফাতিমীয় সাম্রাজ্যও সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে।

মৃত্যুর আগে ইব্‌ন কিললিস খলীফা আল-'আযীযকে যে পরামর্শ দিয়া যান তাঁহাতে তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বায়যান্টীয় শাসকেরা নিজেরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযান পরিচালনা না করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আলেপ্পোর হ'ামদানীয় শাসকদেরকে কোনও রকমে একটা বশ্যতা স্বীকারমূলক সামন্ত করিয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে; কিন্তু ফিলিস্তীনের তায়য়ী 'আরব প্রধান মুফাররিজ ইব্‌নু'ল-জাররাহকে (জাররাহিয়্যা দ্র.) নিষ্কৃতি দেওয়া চলিবে না। ইব্‌ন কিল্‌লিস-তাঁহার নিজ পরামর্শ বাস্তবেও কার্যকর করিয়াছিলেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে চক্রান্ত, ছলনা, এমন কি হত্যার উদ্যোগ লইতে হইয়াছিল। তিনি ক'রামাতীয়দের মিত্র তুর্ক আলপতাকীনের নিকট হইতে দামিশক পুনর্দখল করেন। এই তুর্ক আলপতাক'ীন পরবর্তীকালে মিসরের খলীফার প্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন এবং তিনি উযীরকে উপক্ষো করিতে থাকেন। এই অবস্থায় উযীর ইব্‌ন কিল্‌লিস তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন (ইব্‌নু'ল-আছীর, ৮খ, ২১৯, s. a. ৩৬৫) দামিশকে আলপতাক'ীনের উত্তরাধিকারী কাসসাম, সিরিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে জাযীরা হইতে আগত হ'ামদানীয় আবূ তাগ'লিব ও মুফাররিজ ইব্‌নু'ল-জাররাহ সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের পরিস্থিতি জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইব্‌ন কিললিস এই পরিস্থিতির অবসান ঘটান।

ইহার পর তিনি হিমসে হামদানীয় প্রতিনিধি বাকজুরকে (আল-'আযীয বাকজুরকে দামিশকের গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইব্ন কিল্লিস এই বাকজুরকে ঘৃণা করিতেন। কারণ দামিশক অঞ্চলে তাঁহার মালিকানাধীন জমির প্রজাদেরকে বাকজুর হত্যা করেন এবং ঐসব জমি দখল করেন) দামিশক ছাড়িতে বাধ্য করেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-'আযীয)। ইব্ন কিল্লিস খলীফাকে উত্তর সিরিয়ায় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে গভীরভাবে জড়াইয়া পড়া হইতে বিরত রাখেন।

অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রেও ইব্ন কিল্লিস প্রচুর আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পদে আসীন থাকাকালে তিনি মাত্র কয়েক মাসের জন্য (৩৭৩-৪ হি.) একবার প্রতিকূলতার মুখে পড়িয়াছিলেন। সম্ভবত ইহার কারণ, আলপতাকীনকে বিষ প্রয়োগে হত্যাজনিত ব্যাপারে খালীফার ক্রোধ কিংবা মিসরে দুর্ভিক্ষজনিত গোলযোগ। তবে অচিরেই ইব্ন কিল্লিস তাঁহার সকল রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও বিপুল ধন-সম্পদ ফিরিয়া পান। অধিকন্তু ইব্ন কিল্লিস তাঁহার মনিবের মনোরঞ্জনে মোটেও কার্পণ্য করেন নাই। সিরিয়া হইতে মনিবের জন্য ইব্ন কিল্লিসের কবুতরবাহিত চেরী ফলের কাহিনী (আল-কালকাশানদী, সুবহ, ১৪খ, ৩৯১ ও ২খ, ৯৩ ও Gaudefroy Demombynes La Syrie 252) ও খালীফার তোষামোদমূলক কবিতা উহাই প্রমাণ করে। ঐ কবিতায় খালীফা ও তাঁহার কবুতরদের উড্ডয়ন প্রতিযোগিতায় কিভাবে তাঁহার একটি কবুতর খালীফার একটি কবুতরকে পিছু ফেলিয়া যায়, ইব্ন কিল্লিস তাঁহার বর্ণনা দিয়াছিলেন। আর বস্তুতপক্ষে এই বিষয়টিকেই উযীরের দুশমনেরা তাঁহারই বিরুদ্ধে কাজে লাগায়।

মহিমান্বিত প্রাসাদ জীবন-যাপন, বিদ্বান, আইনবিশারদ, চিকিৎসক, সুধী ও কবিগণের প্রতি ঔদার্য ও জ্ঞান চর্চার বিকাশে নিষ্ঠার জন্য ইব্ন কিল্লিস খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আল-আযহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি ৩৫ জন আইন বিশেষজ্ঞের ভরণ-পোষণ বহন করিতেন। তিনি ফাতি'মীয়দের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। দামিশকের একজন 'আলীপন্থী ফাতি'মীয়দের বংশ-লতিকার ব্যাপারে বিদ্রূপ করায় তিনি তাহাকে কারাগারে পাঠান। তিনি ইসমা'ঈলী ফিক্'হশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সকল জীবনীকার এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল-মু'ইযয ও আল-'আযীযের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে তিনি আর-রিসালাতু'ল-উযীরিয়্যা নামে একটি আইন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত তাঁহার কিছু ভাষণ সন্নিবেশিত হয়। ইহা ছাড়া কিছু ফাতাওয়াও এই রচনার অন্তর্ভুক্ত। ফাতাওয়াগুলি তাঁহার প্রচারিত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত। তাঁহার প্রাসাদে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ইহার নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। ঐ মসজিদ আল-হ'াকিমের মসজিদ নামে পরিচয় লাভ করে। ৩৭৮/৯৮৭ সনে তিনি 'আমরের মসজিদে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করিয়া দেন (য়াকূ'ত, ৩খ, ৮৯৯)। দৃশ্যত তিনি ফাতি'মীয় আনুষ্ঠানিকতাসমূহের বিকাশে অবদান রাখেন। তিনি খালীফার দরবারে একদল নির্বাচিত সৈন্য (কুওয়াদ) মোতায়েন রাখিবার প্রথা প্রবর্তন করেন। এই সৈনিকদল মিছিল সহকারে কুচকাওয়াজ করিত। তিনি একটি সৈনিক রেজিমেন্টেরও প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার নামে রেজিমেন্টটি "আত্- ত'াইফাতু'ল-উযীরিয়া" এই পরিচিতি লাভ করে।

ইব্ন কিল্লিসের জীবনীকারগণ তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে এই উযীর স্বীয় দুশমন ও সংশ্লিষ্ট শাসক বংশের দুশমনকে নির্মূল করিতে কিংবা সাফল্য নিশ্চিত করিবার জন্য যেসব সন্দেহজনক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তাহাদের মনোভাবে কোনও রাখ ঢাক করেন নাই। ৩৮০/ফেব্রুয়ারী ৯৯১ সনের শেষদিকে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাদশাহ আল-'আযীয স্বয়ং তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন এবং ক্রন্দনরত চিত্তে তাঁহার জন্য আকুল শোক প্রকাশ করেন। খৃস্টান য়াহয়া ইব্ন সা'ঈদ বলেন, এই মর্যাদা তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তবে মিসরীয় জনগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খৃস্টান ও য়াহূদীদের প্রতি অতিরিক্ত আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াহ'য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-আনতাকী, Annales সম্পা. Cheirkho, 155, 163, 164, 172, 173, (=P.O., xxiii, 390 (183), 411 (203, 414 (206), 433, (225); (২) আবূ শুজা 'আর-রুযরাওয়ারী, যায়ল কিতাব তাজারিবু'ল উমাম, ১৮৫; (৩) ইবনু'স-সায়রাফী, কিতাবু'ল-ইশারা ইলা মান নালা'ল-উযারা (كتاب الاشاره الى من نال الوزارة) in BIFAO xxv (1925) 19-23; (৪) ইবনু'ল-কালানিসী, যায়ল, তারীখ দিমাশ্ক, ১৫, ২২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২; (৫) ইব্ন হ'াম্মাদ, আখবার, মুলক বানী উবায়দ, সম্পা. Vonderheyden 49; (৬) ইবনু'ল-আছীর, ১৩০৩ হি., সম্পা. ৮খ, ২১৯, ৯খ, ৬. ১৯. ২৭; (৭) ইব্ন সা'ঈদ, কিতাবু'ল-মাগ'রিব, ..., ৪খ, সম্পা. Tallqvist, 76; (৮) ইব্ন মুয়াসসার, আখবার, মিস্র, সম্পা. H. Masse, 45, 51; (৯) ইব্ন খাল্লিকান, বূলাক', সম্পা. ২খ, ৪৪০-৪ (অনু. de slane, iv 359); (১০) কুতুবী, বূলাক, সম্পা., ১খ, ১০৪; (১১) ইবনু'দ-দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার ওয়া জামি'উ'ল-গুরার, ৬খ, সম্পা. এস. মুনাজজিদ, কায়রো ১৯৬১, খৃ., ১৬৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১-৩, ২০৫, ২০৮, ২১০-৩, ২১৬, ২১৮-২৩, ২২৫-৬; (১২) মাক'রীযী, খিতাত, বূলাক, সম্পা. ১খ, ৪৩৯, ২খ, ৫-৬, ২২৬, ৩৪১; (১৩) ঐ লেখক, ইত্তিআজু'ল-হুনাফা, সম্পা. শায়য়াল ১৯৩, ১৯৮-৯, ২৭৫, ২৭৯; ২৯৬; (১৪) Quatremere, Vie du calife fat, Moezzlidin-Allah, in JA, 3rd series nos, 2 and 3; (১৫) Wustenfeld, Gesch. d. Fatimiden Chalifen 50-1, 133 ff.; (১৬) ঐ লেখক, Die Statthaeiter von Agypten.... 51; (১৭) R. Gottheil, a. Fetwa on the appointment of Dhimmis to office in Festschrift Gold ziher 222; (১৮) G. Wief, L' Egypte arabe (Hist, de la Nation Egypt, iv) 1937, 149-50, 188, 192, 194; (১৯) W. Bjorkman, Beitrage zur Gesch. der Staatskanzleim islam. Agypten. 1928, 19, 28, 64; (২০) W. J. Fischel, Jews in the economic and political life of medieval Islam. London 1937, 45-68.। আরও দ্র.ঃ (২১) হ'াসান ইবরাহীম হ'াসান, তারীখু'দ-দাওলাতি'ল-ফাতি'মিয়্যা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ২৭০-২, ২৯৮-৩০০, ৪২৬-৭, ৪৪৪-৫, ৫৩৬-৭, ৬৩২-৩ ও নির্ঘণ্ট; (২২) মুহ'াম্মাদ কামিল হু'সায়ন, ফী আদাব মিসূরি'ল-ফাতি'মিয়্যা, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ৫৪-৯, ১৭৪-৬ ও নির্ঘণ্ট।

M. Canard (E.I.^{2})/আফতাব হোসেন

ইব্ন কীরান (ابن كيران) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ আত'-তায়্যিব ইব্ন 'আবদি'ল-মাজীদ ইব্ন 'আবদি'স-সালাম ইব্ন কীরান (১১৭২-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২) মরক্কোর ফেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ফাকীহ ও ফেজের একজন সাহিত্যিক। তিনি স্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট হইতে সনাতন ধারার শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজে ইবনু'ল-হাজ্জ (দ্র.) হামদূন, ইব্ন 'আজীবা, আল-কুহিন [দ্র.] প্রমুখের মত বহু ছাত্রকে অলংকারশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। সুলতান মাওলায় সুলায়মান (১২০৫-৩৮/১৭৯২-১৮২৩) বরাবরই ইব্ন কীরান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার প্রতি আস্থাবান ছিলেন। সুলত'ান তাঁহার বিভিন্ন অধ্যাদেশ বলবৎ করার ক্ষেত্রে অন্য ফাকীহগণের সঙ্গে তাঁহার প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর অধিকাংশই সুরক্ষিত আছে। এগুলি বিভিন্ন সূরার টীকা-ভাষ্য ও অন্যান্য রচনা (পাণ্ডু. রাবাত K. ১৩৭৩, K. ১৩৭৯, K. ১৬৭৩, K. ২৫৩৪)। এই রচনাবলীর মধ্যে ইব্ন আশীরের আল-মুরশিদু'ল-মু'ঈন 'আলাদ-দারূরী মিন 'ইলমিদ্দীন [المرشد المعين على الضرورى من علم الدين] লিথো, ফেজ ১২৯৬ হি.; পাণ্ডু. রাবাত K. ৮১)] এবং তাঁহার ছাত্র ইব্নু'ল-হ'াজ্জ কর্তৃক ন্যায়শাস্ত্রীয় রচনা উরজূযার টীকা-ভাষ্য বিশেষ। ইব্ন মালিকের (ফেজ ১৩১৫) আলফিয়্যার উপর ইব্ন হিশামের টীকা-ভাষ্যের পরিভাষ্যও তিনি রচনা করেন। ইহা ছাড়া অন্য তিন পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতাক্রমে আন-নাওয়াবীর (পাণ্ডু. রাবাত ৫৫) ৪০টি হাদীছের উপর ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার মূল রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে দুইটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনাসূত্র (পাণ্ডু. রাবাত D. ৯৩৮) ও কালা (K. ১০৭২, ১৩৭৩); রূপকের উপর লেখা 'উরজূযা' (ফেজ ১৩১০; পাণ্ডুলিপির আকারে রাবাত D. ৯২১, আল-বুরীর টীকা-ভাষ্য) এবং মু'মিন মুসলমানদের অনুপ্রেরণামূলক সংক্ষিপ্ত রচনা (K. ১০৭২ সঙ্গে কিছু responsa)।

তাঁহার ভাই মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-মাজীদ (মৃ. ২ মুহ'াররাম, ১২১৪/৬ জুন, ১৭৯৯) ই'রাব-এর উপর একটি উরজূযা (পাণ্ডু. D. ১৩৪৮ টীকা-ভাষ্যসহ) রচনা রাখিয়া গিয়াছেন।। পুত্র আবূ বাক্র (মৃ. ৪ জুমাদা-২, ১২৬৭/১৬ এপ্রিল, ১৮৫১) ফেজের একজন ইমাম ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাসিরী, ইসতিকসা, ৪খ, ১৪৯; (২) কাত্তানী, সালওয়াতু'ল-আনফাস, লিথো, ফেজ ১৩১৬/১৮৯৮, ৩খ, ২প.; (৩) E. Levi-Provencal, Chorfa, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্ন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগরিবি'ল-আকসা, ১খ, ৩৭৪; (৫) Brockelmann, SII, 875; (৬) বুস্তানী, DM iii, 484; (৭) M. Lakhdar, Vie litteraire 275-7 ও উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ আফতাব হোসেন

ইব্ন কুত্লূবুগা (ابن قطلوبغا) ঃ যায়নু'ল-মিল্লাত ওয়া'দ-দীন আবু'ল-ফাদ্ল ওয়া আবু'ল-'আদ্ল আল-ক'াসিম ইব্ন কুত'লূবুগা ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-জামালী আস-সূদূনী আল-মিসরী আল-হ'ানাফী, মিসরের প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' ও ফিক'হবিদ। তিনি মুহ'াররাম ৮০২/সেপ্টেম্বর ১৩৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই তাঁহার পিতা [সূদূন আশ-শায়খূনী (মৃ. ৭৯৮/১৩৯৬)-র মুক্তদাস] কুত'লূবুগ'া মারা যান। তিনি যুবক বয়সে দর্জীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন, কিন্তু অচিরেই ধর্মীয় শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জ্ঞান চর্চায় সারা জীবন কাটাইয়া দেন। তাঁহার প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষকের নাম 'ইযযুদ্দীন ইব্ন জামা'আ (عز الدين بن جمعة) মৃ. ৮১৯/১৪১৬)। তাঁহার প্রধান উস্তাদের নাম ইবনু'ল-হুমাম (ابن الهمام) মৃ. ৮৬১/১৪৫৭)। সমসাময়িক জ্ঞান অর্জন অভিলাষী যুবকদের মত তিনিও ইব্ন হ'াজার আল-'আসকালানীর নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি বিদ্যা চর্চা উপলক্ষে ব্যাপক ভ্রমণ না করিয়া থাকিলেও দামিশক, জেরুসালেম, আলেকজান্দ্রিয়া ও মক্কা ভ্রমণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অপরাপর মাদরাসাসহ বায়বারসিয়া ও জানিবাক আল-জিদ্দাবীর মাদরাসায় স্বল্পকালের জন্য শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজের প্রভাবশালী বন্ধুদের নিকট হইতে স্বল্পকাল স্থায়ী আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। কোন কোন সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাসিক ৮০০ দিরহাম, কোন কোনটির পরিমাণ ছিল ২০০০ দিরহাম। ইহার সাহায্যে তিনি নিজের বৃহদায়তন পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতেন। কিন্তু পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার বিশেষ মর্যাদা ছিল। মনে হয় পরবর্তীকালে তাঁহার রচনাকর্ম ও আইন বিষয়ক পরামর্শ দান হইতে প্রাপ্ত আয় তাঁহার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল। সূফীবাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ইবনু'ল-'আরাবী ও ইব্নু'ল-ফারীদের মতকে জোরদার করে। ৪ রাবী'উ'ছ-ছানী বুধ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী রাতে ৮৭৯/১৭-১৮ আগস্ট, ১৪৭৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার রচনাকর্ম শুরু হয় এবং তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। উহার সংখ্যা প্রায় এক শতটি বলিয়া অনুমান করা হয়; তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ ইতিহাস এবং ইব্ন সীনা (দ্র.)-র দর্শন সম্পর্কে রহিয়াছে। তিনি প্রধানত হাদীছ ও ফিক্হ' সম্পর্কেই কাজ করেন। তাঁহার রচনাকর্ম ছিল মাযহাবভিত্তিক আইনের সাধারণ ব্যাখ্যা, হ'াদীছ' সংকলন, ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন, ফিকহ-এর সূচীপত্র, প্রসিদ্ধ ইমামদের জীবনী সংকলন, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) ও তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থ সম্পর্কে গবেষণা, ব্যক্তি পর্যায়ের আইনগত সমস্যা আলোচনা, ফাতাওয়া ও অনুরূপ কাজ। তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক জনপ্রিয় রচনাসমূহের বহু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হইয়াছে। যেমন ইস্তাম্বুলের সুলায়মানিয়া লাইব্রেরীর ক্যাটালগে প্রায় ৭০টি পাণ্ডুলিপি তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় বিশটি পাণ্ডুলিপি হইতেছে তাহার তাজু'ত-তারাজিম (تاج التراجم) গ্রন্থের। হ'ানাফী মায'হাবের পুস্তক রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসম্বলিত এই সংকলনটি সর্বপ্রথম G. Flugel কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং ইহা পাশ্চাত্য জগতে ইব্ন কুত'লূবুগ'াকে পরিচিত করিয়া তোলে ([Abh K. M. ii/3, 1862, also Bagdad 1962, a manuscript dated 866 in Chester Beatty 3572 (3)] আছ-ছিকাতু মিনা'র-রুওয়াত শিরোনামে হ'াদীছে'র নির্ভরযোগ্য বহু সংখ্যক রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনীসম্বলিত তাঁহার আর একটি বিরাট সংকলন MSS, Istanbul Koprul i, 264 ও 1060-এ বহুলাংশে সংরক্ষিত রহিয়াছে। পুরাতন পাণ্ডুলিপিসহ তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির কথা বাদ দিলেও বর্তমানকালে পাওয়া যায়— তাঁহার এমন রচনাসমূহের একটি তালিকা এখনও সংকলিত হয় নাই। কখনও কখনও একই রচনা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক আইনত মাসআলা ও ফাতাওয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে তালিকাভুক্ত হইতে

দেখা গিয়াছে। তাঁহার যেইসব রচনাকর্ম Brockelmann-এ তালিকাভুক্ত হয় নাই তাহা হইতেছে ঃ

(১) তাখরীজু'ল-আহাদীছ [সম্প্রতি মুদ্রিত]; (২) আল-ইখতিয়ারু লি-তালীলি'ল-মুখতার লি-ইব্‌নি'ল-বুলদাজী (الاختيار لتعليل المختار لابن البلدجى) (মৃ. ৬৮৩/১২৮৪, MS Istanbul Fyzullah 292, খসড়া কপি?); (৩) হাশিয়া আলা শারহি মাজমাইল-বাহরায়ন লি-ইব্‌ন ফিরিশতা—যদি না Brockelmann-এ তালিকাভুক্ত এই গ্রন্থটি ফারাইদের ভাষ্য হইতে অভিন্ন হয়, SI 658 (Feyzullah 707, Besir Aga 228); (৪) নুযহাতু'র-রাইদ ফী তাখরীজি'ল- আহাদীছ' আল-ফারাইদ (হিদায়া-এর) Yeni Cami 301, পত্রক ১-২০ 'আলী ইব্‌ন সূদূন আল-ইব্‌রাহীমী কর্তৃক ৮৫৩ হি. কপিকৃত); (৫) রিসালা ফী জাওয়াযি ইজারাতি'ল-ইক্‌তা'(MS. Chester Beatty ৩২০২ [৩], ঐ ইব্‌রাহীমী ও লালেলি (৯৫১ হি.) কর্তৃক কপিকৃত; (৬) আইনগত সমস্যা সম্পর্কে (দ্র. দাও', ৬খ, ১৮৭, ১১খ. ১৮প.) আল-কাওলু'ল-মুত্‌বা ফী আহ্‌কামি'ল-কানাইস ওয়া'লবিয়া' (Chester Beatty ৩৭২৪); (৭) তাহরীরু'ল (দাও তাখরীজ) আকওয়াল ফী মাসআলাতি'ল-ইস্‌তিব্‌দাল; (৮) আল-কাওলু'ল-কাসিম ফী বায়ানি (তা'ছীর) হুকমি'ল-হাকিম [Chester Beatty ৫২৭৬ (১-২)] (আইন সংক্রান্ত সংকলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকিলে)। তাঁহার তাসহীহু'ল-কুদূরী তাঁহার স্বহস্তলিখিত (৮৬৮হি.) পাণ্ডু. Chester Beatty 5040, pl 181।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কুত্‌লূবুগা, তাজু'ত-তারাজিম পৃ. ৭৩; (২) আস্-সাখাবী, আদ-দাওউ'ল-লামি', ৬খ, ১৮৪-৯০, ২২৩; (৩) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৭খ, ৩২৬; (৪) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত- তালি', ২খ, ১৪৫ প.; (৫) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যা, পৃ. ৯৯; (৬) আল-মানহালু'স-সাফী, পৃ. ২. সারকীসের বরাতে স্তম্ভ ২১৬; (৭) আত-তায়মূরিয়া, ৩খ, ২৪৪; (৮) খাযাইনু'ল-আওয়াকাফ, পৃ. ৫৯, ৮১, ২৫২; (৯) আল-কাত্তানী, ফিহ্‌রিস্ত, ২খ, ৩২১; (১০) Wustenfeld. Gesch, পৃ. ৪৯২; (১১) আল-বিকা'ই, 'উনয়ানু'য-যামান, যেমন ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত-এ উদ্ধৃত ৭খ, ৩২৬; (১২) আল-মাকরীযী, 'উকূদ, (১৩) Brockelmann-II, ৯৯ প., পরিশিষ্ট ২, ৯৩; (১৪) ঐ লেখক, I. 469, II, 224, S I, 296, 362, 611, 635, 638, 658, II, 90, 92, 264 III, 1253; (১৫) দা. মা. ই., ১ম সং, লাহোর ১৩৮৪/১৯৬৮, ১খ, ৬৪৬-৭।

F. Rosenthal (E.I.²) মুহাম্মাদ মূসা

ইব্‌ন কুতায়বা (ابن قتيبة) ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম আদ-দীনাওয়ারী (কেহ কেহ ইহার সঙ্গে যোগ করেন আল-কূফী, উহা হইতে তাঁহার জন্মস্থানের নাম জানা যায় এবং আল-মারওয়াযী, উহা সম্ভবত তাঁহার পিতার দেশের পরিচয় নির্দেশ করে) ৩য়/৯ম শতাব্দীর বিখ্যাত সুন্নী আলিম, নিরলস লেখক। তিনি ধর্মতত্ত্ব ও আদাব—এই উভয় বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করেন। খুরাসান হইতে আগত একটি 'আরবীকৃত ইরানী পরিবারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। মাতৃকুলের দিক দিয়া তাঁহাদের পরিবার বসরার বাহিনীগণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ২য়/৮ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'আব্বাসী সেনাবাহিনীর সদস্যরূপে ইরাকে আসিয়া থাকিবেন।

২১৩/৮২৮ সালে কূফাতে তাঁহার জন্ম, কিন্তু তাঁহার শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে সামান্যই জানিতে পারা যায়। বড়জোর তাঁহার শিক্ষকগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়; তবে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করিলে তাহা হইতেও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, সাধারণভাবে তাঁহাদের সুখ্যাতির মূলে ছিল সুন্নার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ, হয় ধর্মতত্ত্ববিদরূপে, হাদীছ বেত্তারূপে বা ভাষাতত্ত্ববিদরূপে অথবা সচরাচর একাধারে এই তিনটিরূপেই। জীবনীকারগণ ও সমালোচকগণ তাহাদের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করিয়াছেন, কিন্তু এখানে আমরা তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ করিব। তরুণ ইব্‌ন কুতায়বার উপরে যে তিনজন ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক প্রভাব পড়িয়াছিল নিঃসন্দেহে তাঁহারা ছিলেন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন রাহওয়ায়হ আল-হানজালী [মৃ. আনু, ২৩৭/৮৫১, তিনি ছিলেন একজন সুন্নী ধর্মতত্ত্ববিদ, ইমাম ইব্‌ন হাম্বাল (র)-র ছাত্র এবং নিশাপুরের তাহিরী বংশীয় শাসকগণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সেখানেই তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়] আবূ হাতিম সাহ্‌ল ইব্‌ন মুহাম্মাদ আস্-সিজিস্তানী (মৃ. আনু, ২৫০/৮৬৪, সুন্নী ভাষাতাত্ত্বিক ও হাদীছ বেত্তা ছিলেন এবং তৎকালীন ইরাকে যাহারা ভাষাতত্ত্ব ও হাদীছ শাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের উস্তাদ ছিলেন) এবং সর্বশেষে আল-'আব্বাস ইব্‌নু'ল-ফারাজ আর-রিয়াশী (মৃ. ২৫৭/৮৭১, তিনি ইরাকে ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে পঠন-পাঠনের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; আল-আসমা'ঈ, আবূ 'উবায়দা ও ২য়/৮ম শতাব্দীর অন্যান্য আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিগণের রচনাবলী তিনি পরবর্তীকালের জন্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন)।

ইব্‌ন কুতায়বার কর্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য তথ্য লাভ করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত ব্যাপারে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব ঃ আল-মুতাওয়াক্কিল ও তাঁহার প্রধান প্রধান সঙ্গী কর্তৃক গৃহীত মতাদর্শ পরিবর্তনের পরে ২৩২/৮৪৬ সাল হইতে ইব্‌ন কুতায়বা তাঁহার সাহিত্য-কীর্তিসমূহের জন্য সমাদর লাভ করেন। তাঁহার সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে নূতন চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল ছিল। সম্ভবত আদাবু'ল-কাতিব সাহিত্যের যে একটি ধারার তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহার ফলেই তিনি উযীর আবু'ল-হাসান 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন খাকান-এর সুনজরে পড়েন। উযীর তাঁহাকে একটি সরকারী পদে নিযুক্ত করেন, এই উযীরই নূতন নীতির মূল প্রবর্তক ছিলেন। সম্ভবত ২৬৩/৮৭৭ সালে অপসৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ইব্‌ন কুতায়বার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উক্ত উযীরেরই প্রচেষ্টায় তিনি ২৩৬/৮৫১ সালে দীনাওয়ারের কাযী পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি ২৫৬/৮৭০ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সে সময়ে স্বল্পকালের জন্য তিনি বসরার মাজালিসের পরিদর্শকও ছিলেন। অতঃপর নভেম্বর, ৮৭১ খৃ. (শাওয়াল ২৫৭ হি.) যানজগণ শহরটি লুণ্ঠন করে। তবে অসম্ভব নহে যে, শেষোক্ত পদটি তিনি লাভ করিয়াছিলেন 'আব্বাসী প্রশাসনের অপর এক ক্ষমতাবান কর্মকর্তার সহায়তায়। সম্ভবত তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত নেস্তোরীয় সা'ঈদ ইব্‌ন মাখলাদ। বাগদাদের তাহিরী গভর্নরগণের সঙ্গে সম্ভবত সময়ে সময়ে তাহার যে সম্পর্ক ছিল তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে (দ্র. 'উয়ূন, ২খ, ২২২)।

২৫৭/৮৭১ সালের পরে ইব্‌ন কুতায়বা বাগ'দাদের একটি জেলাতে স্বরচিত গ্রন্থাবলী শিক্ষা দান করিয়া কাটান। ২৭৬/৮৮৯ সালে ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। ইব্‌ন কুতায়বার পুত্র আহ'মাদই ছিলেন তাঁহার প্রধান ছাত্র। তিনি ও তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ-এর প্রচেষ্টায়ই, বিশেষ করিয়া আবূ 'আলী আল-কালীর মাধ্যমে—ইব্‌ন কুতায়বার অধিকাংশ গ্রন্থ মিসরে এবং পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচার লাভ করে। আল-আন্দালুসে ইব্‌ন কুতায়বার রচনাবলীর প্রচার নিশ্চিত করেন বিখ্যাত কাসিম ইব্‌ন আসবাগ। তিনি ২৭৪/৮৮৭ সালে লেখাপড়া করিবার জন্য বাগদাদে আসিয়াছিলেন। প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রগণের মধ্যে 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান আস-সুক্কারী (মৃ. ৩২৩/৯৩৫) বিশেষভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিযাছিলেন বলিয়া মনে হয়; কেননা অনেক ইসনাদেরই শীর্ষে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন দুরুসতাওয়ায়হ (দ্র.) ও ইব্‌রাহ'ীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আয়্যুব আস'-সা'ইগ (মৃ. ৩১৩/৯২৫)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। তাহা ব্যতীত অন্যান্য অপ্রধান শাগরিদগণও ছিলেন।

বলা যাইতে পারে যে, দুইটি মাত্র গ্রন্থ বাদে বর্তমানে পরিচিত ইব্‌ন কুতায়বার সব যথার্থ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে প্রতিটি গ্রন্থের সর্বপেক্ষা মূল্যবান সংস্করণের নাম ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসমেত একটি তালিকা দেওয়া হইলঃ

(১) কিতাব আদাবি'ল-কাতিব (সম্পা. Grunert, লাইডেন ১৯০০ খৃ.) সচিবগণের ব্যবহারের জন্য ভাষাতাত্ত্বিক সারগ্রন্থ, একটি বিখ্যাত ভূমিকাসমেত, উহাকে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রচারপত্র বলা যাইতে পারে।

(২) কিতাবু'ল-আনওয়া' (সম্পা. Pellat-হ'ামীদুল্লাহ, হ'ায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৭৫/১৯৫৬), ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যা ও আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ।

(৩) কিতাবু'ল-'আরাব (সম্পা. কুর্দ 'আলী, রাসাইলু'ল-বুলাগ'ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কায়রো ১৩২৫/১৯৪৬ পৃ. ৩৪৪-৭৭), শু'উবীবিরোধী রীতিতে 'আরব, ইরানী ও খুরাসানের' অধিবাসিগণের তুলনামূলক মেধা বিষয়ক সন্দর্ভ।

(৪) কিতাবু'ল-আশরিবা (সম্পা. কুর্দ 'আলী, দামিশক ১৩৬৬/১৯৪৭), আদাব রীতিতে রচিত মদ্য পান পানীয় বিষয়ক ফাতাওয়া।

(৫) কিতাবু'ল-ইখ্‌তিলাফ ফি'ল-লাফজ ওয়া'র-রাদ্দ আলা'ল-জাহ'মিয়া ওয়া'ল-মুশাব্বিহা (সম্পা. মুহ'াম্মাদ যাহিদ আল-কাওছারী, কায়রো ১৩৪৯ হি.) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক একটি পুস্তিকা; ইহাতে সিফাত বা গুণাবলী বিষয়ে মুশাব্বিহা মতবাদ বাতিল করা হইয়াছে এবং কু'রআনের উচ্চারণ বিষয়ে জাহমিয়াপ্রবণতাসম্পন্ন মু'তাযিলাগণের মতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

(৬) কিতাবু মা'আনি'শ-শি'র [২খ, হ'ায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৬৮/১৯৪৯], কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা গ্রন্থ।

(৭) কিতাবু'ল-মা'আরিফ (সম্পা. 'উকাশা, কায়রো ১৯৬০ খৃ.) একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থসংক্ষেপ, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বকোষ ধরনের সংযোজনা।

(৮) কিতাবু'ল-মাসাইল ওয়া'ল-আজবিবা (কায়রো ১৩৪৯ হি.) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ।

(৯) কিতাবু'ল-মায়সির ওয়া'ল-কিদাহ (সম্পা. মুহিব্বু'দ-দীন আল-খাতীব, কায়রো ১৩৪৩ হি.), জুয়া ও লটারী জাতীয় ক্রীড়ার আলোচনা, যেমন এই ধরনের ক্রীড়ার নামের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ, কিতাবু'ল-আশরিবা গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল চোলাই করা মদ্য বিষয়ে।

(১০) কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা (সম্পা. আহ'মাদ শাকির, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৩৬৪-৬৯/১৯৪৫-৫০) কাব্য সঙ্কলন, কালানুক্রমিকভাবে সাজানো, প্রধান অংশে আধুনিক ('আব্বাসী যুগের) কবিগণের কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। ভূমিকা অংশ কতকটা অতিরঞ্জিত, উহাকে নিও-ক্লাসিকতাবাদের ঘোষণাপত্রও বলা হইয়া থাকে (সম্পা. ও অনু. Gaudefroy-Demombynes, অনূদিত গ্রন্থের নাম Introduction au Liver de la Poesie et des poetes প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.)।

(১১) কিতাব তাফসীর গারীবি'ল-কু'রআন (সম্পা. আহ'মাদ সাক্‌র, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮), কু'রআন শারীফের কঠিন আয়াতগুলি সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

(১২) কিতাব তা'বীল মুখতালিফি'ল-হ'াদীছ' (সম্পা. ফারাজুল্লাহ যাকী আল-কুর্দী, মাহ'মূদ শুক্‌রী আল-আলূসী, মাহ'মূদ শা'বানদারযারে, কায়রো ১৩২৬ হি.)। এইখানি ইব্‌ন কু'তায়বার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, এইটিতে তাঁহার ধর্মীয়, ধর্মবিরোধ বিষয়ক ও রাজনৈতিক ধারণা ও মতবাদসমূহ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে (ফরাসী অনু. G. Lecomte, দামিশক ১৯৬২ খৃ.)।

(১৩) কিতাব তা'বীল মুশকিলি'ল-কুরআন (সম্পা. আহ্'মাদ সাক্‌র, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪), কুরআনের শব্দ ও বাক্যের অলঙ্কার বিষয়ক ও ই'জাযু'ল-কুরআন বিষয়ক প্রবন্ধ।

(১৪) কিতাব 'উয়ূনি'ল-আখবার (সম্পা. আহ'মাদ যাকী আল-'আদাবী, কায়রো ১৩৪৩-৮/১৯২৫-৩০, আদাব বিষয়ক একটি বৃহৎ সারগ্রন্থ; আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়া রচিত। ইহার ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া যে দুইখানি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে সেগুলি হইল ঃ

(১৫) কিতাবু গারীবি'ল-হ'াদীছ', ইহার একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, দামিশকের জাহিরিয়্যাতে রক্ষিত আছে (লুগা ৩৪-৩৫); ইহা হ'াদীছে'র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

(১৬) কিতাব ইসলাহি'ল-গালাত ফী-গারীবি'ল-হ'াদীছ' লি আবী 'উবায়দ-আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (আয়া সোফিয়া, নং ৪৫৭; জাহিরিয়া, নং ৭৮৯৯), ১৫ নং-এর একটি ভিন্ন পুস্তিকা রহিয়াছে। উহাতে আবূ 'উবায়দ-এর ব্যাখ্যার ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইব্‌ন কুতায়বার রচিত বলিয়া কথিত অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সন্দেহ রহিয়াছে। তবে সেইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে সন্দেহ বা সমস্যা কম ঃ

(১৭) কিতাব দালাইলি'ন-নুবূওয়া; (১৮) কিতাবু'ল-ফিক্'হ; (১৯) কিতাব ই'রাবি'ল-কু'রআন; (২০) কিতাবু'ন-নাহ্‌বি এবং সম্ভবত (২১) কিতাবু'ল-কালাম (২২) কিতাব তা'বীরি'র-রু'য়া; (২৩) কিতাবু'ল-কিরা'আত।

জীবনী গ্রন্থসমূহের আরও বইয়ের নাম পাওয়া যায়; তবে সেইগুলির প্রকৃত লেখক সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলিতে সম্ভবত উপরে উল্লিখিত জ্ঞাত বইসমূহের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ থাকিতে পারে।

তাঁহার নামে প্রচলিত আরও কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রহিয়াছে, সেই-গুলির রচয়িতা সন্দেহজনক। তন্মধ্যে এখন পর্যন্ত নিম্নলিখিতগুলির নাম জানা যায় ঃ

(১) কিতাবু'ল-আলফাজ আল-মুগ'রাবা বি'ল-আলকাবি'ল-মু'রাবা (ফাস, কারাবিয়্যীন, লুগা, ১২৬২ হি.); (২) কিতাবু'ল-জারাছীম, ইহা একখানি কৃত্রিম ভাষাতাত্ত্বিক সঙ্কলন গ্রন্থ, খণ্ডাংশরূপে প্রকাশিত; (৩) কিতাবু'ল- ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা (কায়রো ১৩২২, ১৩২৭, ১৩৭৭ হি.); অনেকে এইখানিকে ইব্‌ন কুতায়বার রচিত হইতে পারে বলিয়াও মনে করেন; (৪) কিতাব তালকীনি'ল-মুতা'আল্লিম ফি'ন-নাহ্‌বি, প্যারিস Bibl. Nat. নং ৪৭১৫।

এই সকল গ্রন্থে উপরে সংক্ষেপে উল্লিখিত ইব্‌ন কুতায়বার শিক্ষকগণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাহা ব্যতীত ৩য়/৯ম শতাব্দীতে 'আব্বাসীয় সমাজে যে প্রধান চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল সেগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যাহার অর্থ দাঁড়ায় যে, তৎকালে বা পূর্বে লিখিত গ্রন্থাদির ব্যাপক বিষয়বস্তুসমূহ হইতেও তিনি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথমত, ইব্‌নু'ল-মুকাফফা' (দ্র.)-এর গ্রন্থাবলীর মূল ধারণাসমূহ অবশ্যই ইব্‌ন কু'তায়বার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া 'উয়ুনুল-আখবার ও মা'আরিফ-এ কিতাব কালীলা ওয়া দিমনা, কিতাবু'ল-আদাবি'ল-কাবীর, কিতাবু'ল-আয়ন কিতাব ও সিয়ারি মুলূকি'ল-'আজাম (খুযায়নামা, পারস্যের রাজাগণের ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ)-এর ভাবধারা। অতঃপর নাম করা যায় ৩য়/৯ম শতাব্দীর শুরুতে এরিস্টোটলের ও এরিস্টোটলপন্থী দার্শনিকগণের যে সকল গ্রন্থ 'আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল, যেমন প্রধানত কিতাবু'ল-হায়াওয়ান ও কিতাবু'ল-ফিলাহা নামে প্রকাশিত গ্রন্থ, সেগুলির প্রভাব। আল-জাহিজের কিতাবু'ল-হায়াওয়ান গ্রন্থ হইতে যে কিছু কিছু অংশ ধার করা হইয়াছে সেই সম্ভাবনার বিষয় বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না, আর কিতাবু'ল-ফিলাহা (বস্তুত সেখানি Cassianus Geoponica গ্রন্থ) সম্ভবত মূল তথ্যসূত্রের অন্যতম। ইব্‌ন কুতায়বা আল-জা'হিজ-এর গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, এই লেখকের যে একটিমাত্র গ্রন্থের তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন উহা হইল কিতাবু'ল-বুখালা। অন্যগুলি যে ধার করা হইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। সবশেষে যথার্থভাবেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইব্‌নু কুতায়বা বাইবেলের তৎকালে বর্তমান নির্ভরযোগ্য অনুবাদ (Torah ও Gospels) হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন (মা'আরিফ, মুখতালিফু'ল-হা'দীছ' ও 'উয়ুনু'ল-আখবার গ্রন্থে)।

পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ এতকাল পর্যন্ত তাঁহার আদাব সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধেই আগ্রহী ছিলেন। কেননা এতকাল পর্যন্ত তাহাদের লাইব্রেরীতে শুধু তাঁহার সেই সাহিত্যের সংগ্রহই ছিল এবং তাঁহারা ইব্‌ন কু'তায়বার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীকে উপেক্ষাই করিতেন, আর তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ বিষয়ে তাঁহারা নীরবই থাকিতেন। একটি বিষয় পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, জীবনের কোন এক স্তরে ইব্‌ন কু'তায়বা সুন্নী মতবাদ পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের প্রতিভা কাজে লাগাইয়াছিলেন—যে কাজটি খালীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ও তাঁহার প্রধান প্রধান সহায়ক হাতে নিয়াছিলেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাঁহার বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল একটি রাজনৈতিক ধর্মীয় মতাদর্শকে তুলিয়া ধরিবার জন্য, অথচ এই গ্রন্থগুলিতে সে সময়ে প্রচলিত সুন্নাতের আদর্শগত ধারা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিত, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন হা'ম্বাল (র) ও ইস্‌হা'ক ইব্‌ন রাহাওয়ায়হ যে ধারায় কাজ করিয়া গিয়াছিলেন সেইভাবে।

যাহা হউক, ইব্‌ন কু'তায়বা স্বীকার করিয়াছেন যে, যৌবনে তিনি তৎকালে প্রচলিত প্রায় সকল যুক্তিনির্ভর মতাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কোন কোন সময়ে হা'দীছ' অনুসারিগণের অতিরিক্ত গোঁড়ামি দ্বারা বিব্রত হইতেন।

এই তত্ত্ববাদ পরিষ্কারভাবেই হা'ম্বালী হইলেও কাদার সম্বন্ধে তাঁহার যে মনোভাব তাহাতে কিছু অদ্ভুত আভাষ রহিয়াছে। কু'রআন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গোঁড়াপন্থী, কিন্তু লাফজ-এর সমস্যার বিষয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলেন যে, তাহাতে সুন্নী সমাজভুক্ত হইতে কোন বাধা নাই। সা'হাবীগণের সম্বন্ধে তাঁহার যে মনোভাব, তাহা পরবর্তীকালে সুন্নাতের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারবর্গ ও বংশধরগণের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল—যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য তাহারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ছিলেন বা থাকিতেন, এমন কি জাতীয় দলসমূহ(শু'উবিয়া) সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল তাহাও এই পর্যন্ত স্বীকৃত মত অপেক্ষা অনেক বেশী সূক্ষ্ম। তিনি গোত্রীয় বা গোষ্ঠীগত দল বা ধর্মীয় দল যাহাদের সম্বন্ধেই লিখুন না কেন, এরূপ ধারণা করিতেই হয় যে, তিনি শাসক রাজবংশের চতুষ্পার্শ্বে শান্তিপূর্ণভাবে এমন সব ব্যক্তিবর্গকেই একত্র করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যাহাদেরকে তিনি রাজনৈতিকভাবে জয় করিয়া নেওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। অপরদিকে ইব্‌ন কুতায়বার যে পদ্ধতি—যাহার সম্বন্ধে কোনখানে তিনি কোন রীতিসিদ্ধ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই, তাহাতে বলিষ্ঠভাবেই যেন যুক্তিগত বা প্রজ্ঞাগত দিককে অবজ্ঞা করা হইয়াছে, অথচ হানাফী ও শাফি'ঈপন্থিগণ সেই দিকটির বিশেষ মূল্য দিয়া থাকেন। তাঁহার নিকটে কুরআন ও সুন্না ছিল মতবাদ গঠনের দুই মৌলিক ভিত্তি; তৃতীয়টি ছিল ইজমা'। আর এই ইজমা' সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব ধারণার সঙ্গে সম্ভবত ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বাল (র) অপেক্ষা ইমাম মালিক (র)-এর ধারণার অধিক মিল ছিল। হানাফী রায় ও শাফি'ঈ কিয়াসকে তাঁহার মুখতালিফে খণ্ডন করা হইয়াছে, উহাদের সমপর্যায়ভুক্তগুলিকেও (যেমন নাজার, 'আক'ল, ইস্‌তিহসান ইত্যাদি) একই রকমভাবে বাতিল করা হইয়াছে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্য এই সকল ধরনের লেখা মিলাইয়া বিবেচনা করিলে ইব্‌ন কু'তায়বা আহলু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের একমাত্র না হইলেও একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিত্বরূপে প্রতীয়মান হন। আর 'আব্বাসী রাজবংশ মু'তাযিলী মতবাদ পরিত্যাগ করিবার পর এই সময় হইতে এই দলকেই নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইব্‌নু'ন-নাদীম হইতে শুরু করিয়া পরবর্তীকালের সমালোচকগণ সকলেই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ইব্‌ন কু'তায়বার স্থান নির্ণয়ের জন্য একই ধরনের নির্ধারিত মতামতের উপরে নির্ভর করিয়াছেন। একটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করা হয় যে, কূফা ও বসরার দুই ভাষাতাত্ত্বিক মতাদর্শের একটি বাগদাদী সমন্বয় সৃষ্টি করিবার জন্য তিনিই ছিলেন মূল ব্যক্তি। খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে এই মতটি সন্দেহজনক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বস্তুত G. Weil ইতিমধ্যেই যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়াছেন (দ্র. ইব্‌নু'ল-আনবারীর কিতাবু'ল-ইনসাফ ফী মাসাইলি'ল-খিলাফ-এর ভূমিকা, লাইডেন ১৯১৩ খৃ.) যে, বসরার ও কূফার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩য়/৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে আদৌ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই, ইব্‌ন কুতায়বার ভাষাতাত্ত্বিক রচনাবলীর

মধ্যে অন্তত অদ্যাবধি টিকিয়া থাকা রচনাবলীর মধ্যে, উহার অতিরিক্ত আর তেমন কিছুই পাওয়া যায় নাই যাহা দ্বারা উক্ত মতকে সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করা যায়। বস্তুত যদিও তিনি তাহাদেরকে বাসরী বলিয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছেন, তবুও পরবর্তীকালে যাহারা কূফা মতবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাদেরকে সব সময়েই তিনি বাগ্‌দাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উভয়ের সংমিশ্রণ এতটুকু হইয়াছিল যে, উহাকে বড়জোর একটি যথার্থ ভিন্নমত মাত্র বলা যায়, ঠিক একটি প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য অর্জন বলা যায় না।

অতএব, যাহা দাঁড়ায় তাহা হইল এই যে, ইব্‌ন কুতায়বা বস্তুত কূফী বলিয়া খ্যাত কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতাকে বাসরী বলিয়া পরিচিত অপর কয়েকটির সঙ্গে একত্রীভূত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে এই বলিয়া তাঁহার ভাষাতাত্ত্বিক অবদান নির্ধারণ করা যায় যে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তিনি সামগ্রিকভাবে ছিলেন প্রচলিত রীতিরই সমর্থক অর্থাৎ বাসরী ছিলেন—যদিও বা আল-কিসা'ঈ ও আল-ফাররার শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল। আরও সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সচরাচর গৃহীত মত হইতে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই, এই মনোভাব ছিল কূফী মনোভাব।

ইব্‌ন কু'তায়বার কাব্য বিষয়ক রচনা পাওয়া যায় প্রধানত তাঁহার দুইখানি রচনাতে কিতাব মা'আনি'শ-শি'র-এ, ইহা কাব্যিক ভাবের একটি দীর্ঘ সংকলন এবং কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরাতে ইহা কালানুক্রমিকভাবে সাজানো একটি সঙ্কলন্। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার অন্য যে সকল গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে সেগুলিও কাব্য বিষয়কই ছিল। যেমন প্রায়শ একখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিতাব 'উয়ূনি'শ-শি'র, কিন্তু সেই বইখানির কোন সন্ধান পাওয়া নায় না। সাধারণত (দ্র. উপরে উল্লিখিত Gaudefroy- Demombynes) বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয় কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ শু'আরা-এর ভূমিকার উপরে। খুবই সত্য যে, উহা সম্ভবত ছিল নিও-ক্লাসিকবাদের সারস্বরূপ (দ্র. R. Blachere, HLA, ১খ, ১৪০) এই অর্থে যে, ইহাতে কবিগণকে— 'নব নব ধারণা ও চিন্তার ভিত্তিতে সুপ্রাচীন রীতির কবিতা' লিখিতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে এবং আদর্শ কাব্যিক রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু মৌলিক ধারণা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু একটি কথা বলিতে কোন সঙ্কোচ নাই যে, এই পাঠের যদিও কাব্যিক প্রমাণ হিসাবে কিছু মূল্য রহিয়াছে এবং আগ্রহেরও কারণ রহিয়াছে, তথাপি স্টাইল বা কাব্য-রীতির গ্রন্থ হিসাবে ইহাকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হইয়াছে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার যে স্বল্প সংখ্যক মূল ধারণা সেগুলির সহিত কাব্যিক রীতি-পদ্ধতির আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত সেই সকল ধারণার বিষয় হইতেছে এক বিরাট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমস্যার সমাধান— প্রাচীন ও আধুনিকগণের মধ্যকার বিবাদের সমাধান এবং তদুপরি ঐতিহাসিক পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও সমাধান অর্থাৎ কড়াকড়ি অর্থে সাহিত্য গ্রন্থের প্রামাণ্য মূল্য নির্ধারণ। ইহার মধ্যে সাত্যিকারের অর্থে কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক কিছুই নাই। ইব্‌ন কু'তায়বা নিজে যেহেতু কোন কবিতা রচনা করেন নাই, কাজেই তিনি একজন গদ্য রচয়িতারূপেই বিবেচিত হইতে পারেন।

যাহা হউক, তাঁহাকে অবশ্যই একজন নূতন দিক-নির্দেশক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় এই অর্থে যে, তিনি তাঁহার সঙ্কলনসমূহে, বিশেষ করিয়া তাঁহার শি'র গ্রন্থে প্রাচীন কবিগণের জন্য যতটুকু স্থান রাখিয়াছেন আধুনিকদের জন্যও অন্তত ততটুকু স্থান রাখিয়াছেন। ইহা করিতে গিয়া তিনি কবিগণের প্রতি—যেমন বাশ্‌শার ও আবূ নুওয়াস-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবি এবং অন্যগণ—শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার আর এক কৃতিত্ব হইতেছে এই যে, তিনি এমন সব কবির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের বিষয়ে অন্য কোন সূত্র হইতে কিছুই জানিতে পারা যায় না।

বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইব্‌ন কুতায়বার খ্যাতি প্রধানত আদাব সাহিত্য রচনাতে তাঁহার যোগ্যতার কারণে। তাঁহার আদাবে রহিয়াছে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও একটি সংস্কৃতির পরিচয়। তাহাতে ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'আব্বাসী সমাজের সকল বুদ্ধিজীবী ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়াছে ও তাহাতে অন্তত কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের কাছে উহা পরিচিত করাইবার প্রয়াস ছিল, এই অর্থে উহা ছিল এক ধরনের মানবতা। কিন্তু 'উয়ূন এবং আদাবু'ল-কাতিবের ভূমিকায় যে ধর্ম বা বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হইয়াছে সেই আলোকে ইহাকে ঠিক ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা অন্তত সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ মানবতা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অনেকেই সেরূপ ভুল করিয়াছেন। উপরের আলোচনায় তাঁহার ধর্মীয় ধারণা ও সুন্নাতের সমর্থক হিসাবে তাঁহার স্থান বিষয়ে যাহা স্পষ্ট হইয়াছে তাহাতে পরিষ্কারই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষামূলক রচনায় যে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দুইটি দিক রহিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোন প্রকার ভেদের পার্থক্য ছিল না—পার্থক্য ছিল মাত্রার। ইব্‌ন কুতায়বার যে সংস্কৃতি তাহাতে নানাভাবেই তাঁহার আমলের চারিটি প্রধান সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। খাঁটি 'আরবী ধারা, তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সঠিকভাবে তথাকথিত ধর্মীয় বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে যোগ করিতে হইবে ভাষাতত্ত্ববিষয়ক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞান; ইন্দো-ইরানীয় ধারা, ইহা কিছু মাত্রায় প্রশাসনিক সংস্কৃতি ও উন্নত সমাজের সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক কিছুটা ধারণা দান করিয়াছে; য়াহূদী-খৃস্টান ধারা, ইহা কিছুটা আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং কিছুটা কম মাত্রায় গ্রীসীয় ধারা, ইহা যুক্তিবিদ্যা ও নিরীক্ষাধর্মী জ্ঞানের প্রবণতা দান করিয়াছে। অনুরূপভাবে ইব্‌ন কুতায়বার নৈতিকতাবোধের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন সংস্কৃতির নৈতিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়াছে; মরুভূমির উদ্ধত ও নির্মম নৈতিকতা, জাহিলী যুগের মুরূওওয়ার পৌরুষদৃপ্ত ও বিনম্র গুণাবলী, পারস্য ঐতিহ্যের সুসভ্য ও সুযোগ সন্ধানী নৈতিকতা, তিনটি আসমানী কিতাবপ্রদত্ত ধর্মের আধ্যাত্মিক ও মরমী নৈতিকতা। তবে তাঁহার নৈতিক সমন্বয়ের মধ্যে এরিস্টোটলীয় বা প্ল্যাটোনীয় নৈতিকতার কোন প্রভাব খুঁজিতে যাওয়া অর্থহীন; সুন্নী মতাদর্শের গঠনের সঙ্গে সেগুলি আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

সংগ্রাহক ও সঙ্কলকের রচনারীতিকে সচরাচর অযথার্থ ধরনের বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। একটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইব্‌ন কুতায়বার বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব সরাসরি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতিটি গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকা রহিয়াছে, সেগুলি সাধারণত দীর্ঘ এবং আপাতদৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে মৌলিক রচনা, সেই সব মিলাইলে কয়েক শত পৃষ্ঠা হয়। তদুপরি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মীয় বাদানুবাদমূলক আদর্শভিত্তিক তাঁহার যত রচনা রহিয়াছে, যেমন মুখতালিফ, ইখতিলাফ ফি'ল-লাফ্‌জ ও

মাসা'ইল, এগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। কাজেই কতকটা বৈপরীত্যমূলকভাবেই দেখা যায় যে, সবচেয়ে বিশেষ ধরনের (technical) লেখায় বা লেখার অংশ বিশেষেই এমন সকল অধ্যায় পাওয়া যায় যেগুলিতে লেখক হিসাবে ইব্ন কুতায়বার গুণাবলীর পরিচয় বিধৃত।

এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 'আরবী গদ্যের ক্ষেত্রে কালানুক্রমিকভাবে ইব্ন কুতায়বাই তৃতীয় শ্রেষ্ঠ গদ্য রচয়িতা। পূর্ববর্তী দুইজন হইলেন ইবনু'ল-মুকাফফা' ও আল-জাহিজ। ২য়/৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগের বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রায়শ দুর্বোধ্য গদ্য-সাহিত্যের পরে এবং অতঃপর আল-জাহিজ-এর অতি বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু কঠিন ভাষাশৈলীর পরে ইব্ন কুতায়বা এরূপ এক গদ্যরীতির প্রচলন করেন যাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সহজ সাবলীলতা। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সচিবদের বক্তৃতাতুল্য রচনারীতি হইতে এবং আল-জাহিজের রচনাবৈশিষ্ট্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী তাঁহার কাব্যগুলি সরল, ছোট ছোট ও কৃত্রিমতাহীন, তাঁহার যে ভাষারীতি তাহাই বর্তমান সময়েও প্রচলিত, গারীব (অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য)-এর জন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম নাই এবং ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসরণের কোনরূপ অতিরঞ্জন নাই। কাজেই উহাই "আধুনিক 'আরবী"।

ইব্ন কুতায়বার দুইটি দিক, 'ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষঃ যেগুলি অবশ্য শুধু ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই চিহ্নিত করা যায়, সেগুলি হইতে তাঁহার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। সকল প্রচলিত প্রজ্ঞাশীল ধারণার প্রতি গ্রহণশীল মনোভাব লইয়া তিনি সেই সময়কার সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এক সময়ে তিনি স্বীয় সাহিত্যিক কীর্তি দ্বারা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর সংস্কারকে সমর্থন দান করিতেও অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। আর ইব্ন তায়মিয়্যা (র) বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন বর্ধিষ্ণু সুন্না-এর মুখপাত্রস্বরূপ। ইহার পরে এই উদারপন্থী পণ্ডিত ব্যক্তিটি যদি নিজেরই কিছু কিছু গ্রহণশীল প্রবণতাকে দমিত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন তবে বিস্ময়ের কিছু নাই। ইহা হইতেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে কেন তাঁহার সম্বন্ধে মৌনতা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যদিও বা সাধারণভাবে তাহা বিপরীত কারণহেতু; আর সেই কারণেই সম্ভবত ইসলামের কোন বিখ্যাত চিন্তাধারার বাহকগণই কখনও তাঁহাকে নিজের মতাবলম্বী বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। প্রধান প্রধান জীবনী-গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাহাবী, মীযান, কায়রো ১৩২৫ হি., ২খ, ৭৭; (২) খাতীব বাগ'দাদী, তারীখ, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১, ১০খ, ১৭০ (নং ৫৩০৯); (৩) ইবনু'ল-আছীর, লুবাব, কায়রো ১৩৫৬ হি., ২খ., ২৪২; (৪) ইব্ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, হ'ায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৯-৩১ হি., ৩খ., ৩৫৭-৯; (৫) ইব্ন খাল্লিকান; ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ২৪৬ (নং ৩০৪);(৬) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ২খ, ১৬৯-৭০; (৭) ইবনু'ন-নাদীম, ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো ১৩৪৮ হি., পৃ. ১২১; (৮) কিফতী, ইনবাহ্,কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ., ১৪৩, ও টীকা; (৯) সাম'আনী, আনসাব, লাইডেন ১৯১২ খৃ., পত্রক ৪৪৩ ; (১০) সুয়ূতী, বুগ'য়া, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২৯১; (১১) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জানান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৭ হি., ২ খ., পৃ. ১৯১; (১২) য়াকূ'ত, ইরশাদ, লাইডেন ১৯০৭-৩১ খৃ., ১খ, ১৬০-১।

২। আধুনিক সহায়ক গ্রন্থসমূহ (১৩) যিরিকলী, আ'লাম, কায়রো ১৯২৭-৮ খৃ., ২খ, ৫৮৬; (১৪) 'উমার রিদা কাহ'হালা, মু'জামু'ল-মুআল্লিফীন, দামিশক ১৩৭৫-৮০/১৯৫৫-৬১, ৬খ., ১৫০-১। অন্যগুলি বর্তমানে আর কালোপযোগী নহে, তন্মধ্যে (১৫) Brockelmann, ১খ., পৃ. ১২০-১ ও ১, পৃ. ১৮৪-৫; (১৬) Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, লাইপযিগ ১৮৬২ খৃ., পৃ. ২৮৭-৯০।

৩। সাধারণ পঠন-পাঠনের প্রধান প্রধান গ্রন্থ ঃ (১৭) মুহিববুদ-দীন আল-খাতীব, মায়সির-এর ভূমিকাংশ, কায়রো ১৩৪৩ হি., পৃ. ৩-২৮, (১৮) আহ'মদ যাকী আল-'আদাবী, 'উয়ূনু'ল-আখবার গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের প্রারম্ভে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০,পৃ. ৫-৪০; (১৯) মুহাম্মাদ যাগ'লূল সাল্লাম, ইব্ন কু'তায়বার রচনার বিভিন্ন খণ্ডাংশসম্বলিত তাঁহার নাওয়াবিগু'ল-ফিক্র আল-'আরাবী গ্রন্থের ভূমিকা, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., নং ১৮, পৃ. ৫-৬২; (২০) ছারওয়াত 'উকাশা, মা'আরিফ গ্রন্থের ভূমিকা, কায়রো ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৩-১০০ ('আরবীতে), পৃ. ৩-৩০ (ফরাসীতে); (২১) ইসহাক মূসা আল-হু'সায়নী, The life and works of ibn Qutayba, বৈরূত ১৯৫০ খৃ.; (২২) সায়্যিদ আহ'মাদ সাক্র, মুশকিলু'ল-কু'রআন গ্রন্থের ভূমিকা, কায়রো ১৩৭৩/-১৯৫৪, পৃ. ৩-৬৭; (২৩) G. Lecimte, Inb Qutayba, Lhomme, son acuvre, ses idees, দামিশক ১৯৬৫ খৃ. (ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জী সমেত); (২৪) ঐ লেখক, Addenda, Arabica-তে প্রকাশিত ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১৭৩-৯৫।

৪। অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থ; (২৫) L. Kopf ও F. S. Bodenheimer, The natural history section from a 9th century book of useful knowledge, the 'Uyun al-Akhbar of Ibn Qutayba প্যারিস/লাইডেন ১৯৪৯ খৃ.; (২৬) Ch. Pellat, Ibn Kutayba wa 1-thakafa alarabiyya, তাহা হু'সায়ন স্মারক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কায়রো ১৮৬২ খৃ., (২৭) G. Lecomte, Le Traite des divergences iu hadith d'Ibn Qutayba (কিতাব তা'বীল মুখতালিফি'ল হ'াদীছ'-এর টীকা অনুবাদ), দামিশক ১৯৬২ খৃ.; (২৮) ঐ লেখক L' Ifriqiya et 1 Occident dns le K. al-Maarif d'Ibn Qutayba CT- তে প্রকাশিত, ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৫২-৫; (২৯) ঐ লেখক, Les citations de 1'ancien et du Nouveau Testament dans 1'oeuvre d'Ibn Qutayba,Arabica -তে প্রকাশিত, ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৩৪-৪৬ (একই বিষয়ের জন্য দ্র.)ঃ (৩০) G. Vajda, REJ-তে প্রকাশিত, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৬৮-৮০); (৩১) ঐ লেখক, Les descendants d'Ibn Qutayba en Egypte, in Etudes Levi-Provencal প্যারিস ১৯৬১ খৃ. ১খ., ১৬৫-৭৩; (৩২) ঐ লেখক, La wasiyya (testament spirituel) attribuce a... Ibn Qutayba, REI-তে প্রকাশিত, ১ম সংখ্যা, ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৭১-৯২; (৩৩) ঐ লেখক, Les disciples directs d'Ibn Qutayba, Arabica-তে প্রকাশিত ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৮২-৩০০; (৩৪) ঐ লেখক Le probleme d' Abu Ubayd; reflexions sur les erreurs que lui attribue Ibn

Kutayba Arabica-তে প্রকাশিত, ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ১৪০-৭৪। কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে ইব্ন কুতায়বার অবদান সম্পর্কে জানিবার জন্য দ্র. প্রবন্ধ বালাগা ও আল-মা'আনী ওয়া'ল-বায়ান।

G. Lecomte (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্ন কুদামা আল-হাম্বালী (آل ابن قدامه الحنبلى) ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাম্মা'ঈল (جماعيل) (ফিলিস্তীন)-এর দুইটি পরিবার (ইব্ন কুদামার পরিবার ও ইব্ন সুরূর পরিবার) হিজরাত করিয়া দামিশক চলিয়া আসেন এবং পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করিয়া দীর্ঘ দিন যাবত সেখানে বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে ইব্ন কুদামার পরিবার ধর্মপরায়ণতা ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। হ'াম্বালী মায'হাবের ফিক'হশাস্ত্রে তাঁহাদের অবদান ছিল প্রচুর। বিচারক পদে তাঁহাদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। এই বংশের কতিপয় মহিলাও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়মিত শিক্ষা দান করিতেন, অনেক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই বংশের প্রায় সকলেই দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন (দ্র. বংশপঞ্জী)।

আবূ 'উমার মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন কু'দামা ৫২৮/১১৩৩ সালে জাম্মা'ঈলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৫১/১১৫৬ সালে ফিলিস্তীনে ফিরিঙ্গীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে তিনি পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত হিজরাত করিয়া দামিশক চলিয়া আসেন। এখানে প্রথমে তিনি নগরীর পূর্বদ্বারের বাহিরে আবূ স'ালিহ (আস-সালিহিয়া) মসজিদে অবস্থান করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি জাবাল কাসিয়ূন (جبل قاسيون) নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

আবূ 'উমার ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বড় 'আলিম 'আবিদ ও ভোগবিলাসবিরাগী। দৈনিক জুহ্র ও 'আসরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কু'রআন শারীফের এক মানযিল তিলাওয়াত করিতেন। 'ইশার স'ালাতের পরে দীর্ঘক্ষণ যাবত বসিয়া সূরা য়াসীন, মূলক, ওয়াকি'আ, সূরা ইখ্লাস, নাস, ফালাকও তিলাওয়াত করিতেন। উযূসহ নিদ্রা যাইতেন। ফাজ্র সালাতের পর হইতে এক প্রহর পর্যন্ত কু'রআনের দরস্ দিতেন। প্রতি শুক্রবার 'আস্রের সালাতের পরে কবর যিয়ারাত করিতেন। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার মাগারাতু'দ-দাম (مغارة الدم) পর্যন্ত নগ্ন পদে হাঁটিয়া যাইতেন এবং গরীব মিসকীন ও অসহায় বিধবাদের মধ্যে আটা ও টাকা-পয়সা বিতরণ করিতেন। অল্পে তুষ্ট থাকার গুণ এত অধিক ছিল যে, যবের রুটি ব্যতীত তিনি অন্য কিছু খাইতেন না এবং খালি চাটাইয়ের উপর ঘুমাইতেন।

আবূ 'উমারের হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর এবং তিনি অতি দ্রুত লিখিতে পারিতেন। বই-পুস্তক ও কু'রআন শারীফ হাতে লিখিয়া লোকদের বিনা মূল্যে দান করিতেন। তিনি দামিশকের মুজাফ্ফারী জামি' মাসজিদের খাতীব ছিলেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতেন। তিনি সুলত'ান সালাহুদ্দীনের সহিত কয়েকটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। ২৭ রাজাব, ৫৮৩/১১৮৭ সালে যখন মুসলিম বাহিনী বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয় তখন সেনাপতি সালাহু'দ্দীন আবূ 'উমারের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে তাঁহার তাঁবুতে গমন করেন। আবূ 'উমার তখন স'ালাতে রত ছিলেন। তিনি ধীরস্থিরভাবে ও মনোযোগ সহকারে সালাত ও অন্যান্য ওয়াজীফা শেষ করিয়া পরে সুলত'ানের সহিত সাক্ষাত করেন। আবূ 'উমার মুহ'াম্মাদ ৬০৭/১২১০ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাত্র দুইটি পুত্র ছিল 'আবদু'র-রাহ'মান (দ্র. নং ৩) ও 'আবদুল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী মিরআতু'য-যামান, হ'ায়দরাবাদ ১৯৫১-৫২ খৃ., ৮খ, প. ৫৪৬-৫৩; (২) জামালুদ্দীন ইব্ন ওয়াসি'ল, মুফাররিজু'ল-কুরূব (مفرج الكروب), কেম্ব্রিজ লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৬, ১, Lt. পৃ. ১৪৪ B. (৩) তারীখ 'উমূমী (৬৭৯ হি. পর্যন্ত). (কেমব্রিজ লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২৯২৫ Add.) পৃ. ১২৬; (৪) আয'-যাহাবী, তারীখু দুওয়ালি'ল-ইসলাম, হ'ায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ৮৫; (৫) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন্-নুজূমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., ৫খ. ২০১-২০২; (৬) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য'-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ, ২৭-৩০ প.।

(২) মুওয়াফফাকুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ (موفق الدين ابو محمد عبد الله) ঃ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন কুদামা আল-হ'াম্বালী আল-মাকদিসী আস'-স'ালিহী। ইব্ন কুদামার বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ মুওয়াফফাকুদ্দীন ৫৪১/১১৪৬ সালে জাম্মা'ঈলে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি হিজরাত করিয়া দামিশক চলিয়া যান। ৫৬০/১১৬৪ সালে তিনি তাঁহার খালাত ভাই 'আবদু'ল-গানী ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ ইব্ন 'আলী ইব্ন সুরূর আল-মাকদিসী [মৃ. ৬০০/১২০৩]-এর সহিত বাগ'দাদ যান। এখানে তিনি চারি বৎসর অবস্থান করেন এবং শায়খ আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী (র) [মৃ. ৫৬১/১১৬৫] 'ইবাতুল্লাহ্ আল-হ'াসান ইব্ন হিলালি'দ-দাক'কাক [মৃ. ৫৬২/১১৬৬] এবং আল-বাজিস রাবী [মৃ. ৫৬৩/১১৬৭]-এর ন্যায় বিশিষ্ট 'আলিমদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৫৬৭/১১৭১ সালে তিনি পুনরায় বাগ'দাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং আবু'ল-ফাত্হ্ নাস্'র ইব্ন ফিতয়ান ইব্ন মুতাররিফ ইব্নি'ল-মান্নী [মৃ. ৫৮১/১১৮৫]-এর নিকট ফিক্হ'শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৫৭৩/১১১৭ সালে তিনি মক্কা গমন করেন এবং ৫৭৪/১১৭৮ সালে হ'াজ্জ পালন করেন। তিনি মুবারাক ইব্ন 'আলী ইব্নি'ত-তাববাখ আল-হ'াম্বালীর নিকট ফিক'হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইব্নু'ত-তাব্বাখের মৃত্যুর (শাওয়াল ৫৭৫/১১৭৯) পর তিনি বাগ'দাদে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় ইব্নু'ল-মান্নীর পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এক বৎসর পর তিনি দামিশক চলিয়া আসার সংকল্প করিলে আবু'ল-ফাত্হ' ইব্নু'ল-মান্নী বলিলেন, "তুমি এখানেই থাক, বাগ'দাদে তোমার প্রয়োজন আছে।" কিন্তু তিনি দামিশক চলিয়া আসেন এবং আল-মুগ'নী গ্রন্থ সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। ৬০৭/১২১০ সালে স্বীয় ভ্রাতার (দ্র. ইব্ন কুদামা নং ১) মৃত্যুর পর তিনি মুজাফফারী জামি' মাসজিদের খাতীব নিযুক্ত হন।

ভ্রাতা আবূ 'উমারের পরেই আল্লাহভীতি, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও জ্ঞান-গরিমায় মুওয়াফফাকুদ্দীন ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। তাফসীর, হাদীছ ও ফিক'হশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সেই যুগের ইমাম এবং ব্যাকরণ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায়ও ছিলেন মহাপণ্ডিত।

তিনি স্বীয় পাগড়ির মধ্যে বালু ভর্তি কয়েকটি পুরিয়া রাখিয়া দিতেন, যখন কোন ফাতাওয়া বা সনদপত্র লিখিতেন তখন ঐ বালু দ্বারা লেখা শুকাইতেন। একবার রাত্রিবেলা বৈঠক চলাকালীন পাগড়ি তাঁহার মাথা হইতে খুলিয়া পড়িয়া যায় এবং জনৈক ব্যক্তি তাহা তুলিয়া নেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, "মিঞা, পুরিয়াগুলি তোমার নিকট রাখিয়া দাও এবং

পাগড়িটি আমাকে দিয়া দাও, মাথায় বাঁধিব।" লোকটি দেখিল যে, কাগজে কিছু ভারী জিনিস আছে, তখন সে পুরিয়া হইতে বালুগুলি পকেটে ঢালিয়া রাখিল এবং পাগড়ি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল।

১. শাওয়াল, ৬২০/১২২৩ মুওয়াফফাকুদ্দীন ইনতিকাল করেন। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান আল-'আলাবী একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, "আমরা বান্ হিলাল (য়াকূত-এর মতে রামাদ'ান মাসের শেষের দিকে) পর্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। হঠাৎ কাসিয়ুন পর্বত আলোকিত হইতে দেখা গেল। মনে হইল যেন দামিশক শহরে আগুন লাগিয়াছে! পরে ইহার রহস্য জানা গেল যে, মুওয়াফফাক ঠিক ঐ সময় ইনতিকাল করেন। মির'আতু'য-যামানে তাঁহার কতিপয় ক'ারামাতের উল্লেখ রহিয়াছে।

মুওয়াফফাকুদ্দীনের তিন পুত্র মুহ'াম্মাদ, য়াহয়া ও 'ঈসা তাঁহার জীবদ্দশায় মারা যায়। 'ঈসার ছিল দুই পুত্র; তাহারা নিঃসন্তান অবস্থায় ইনতিকাল করে। এইভাবে মুওয়াফফাকের সন্তানপরম্পরা বন্ধ হইয়া যায়।

মুওয়াফফাকের গ্রন্থ সংখ্যা পঁচিশের ঊর্ধ্বে (দ্র. Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ, ৬৮৮-৬৮৯); তন্মধ্যে আল-মুগনী, আল-মুকনি, রাওদু'ন-নাজির, যামমু'ল-ওয়াসওয়াস, যাম্মু'ত-তা'বীল ও 'আকীদা, প্রকাশিত হইয়াছে। আল-মুগ'নী (মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা প্রকাশিত, কায়রো ১৩৪১-৪৮ হি., ১২ খণ্ড)-এর প্রকাশক গ্রন্থের ভূমিকায় শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইব্ন 'আবদি'স-সালাম-এর মতামত সমর্থন করিয়া বলেন যে, ইসলামের ফিক'হশাস্ত্রের উপর রচিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইব্ন হ'ায্ম-এর আল-মুহাল্লা ও মুওয়াফফাক-এর আল-মুগ'নী সর্বোত্তম গ্রন্থ। আল-মুগ'নীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আল-মানার-এর লেখক বলেন যে, এই গ্রন্থটি সমুদয় মুসলিম জাতির জন্য উপকারী, পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে। ইহাতে শুধু সেই সব মাস'আলা বর্ণিত হইয়াছে যেইগুলি সকল মুসলমানের সর্বসম্মত মতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যক মুসলিমের উপর ইহার 'আমল ওয়াজিব। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মুওয়াফফাক যদি হ'াম্বালী মায'হাবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন বুঝা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট মাস'আলার দলীল- প্রমাণের প্রাধান্যের ভিত্তিতেই তাহা করিয়াছেন। আল-মুগনীর বিভিন্ন স্থানে লেখক অনর্থক মায'হাবী অনুকরণের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আল-মুগনীর অধ্যয়ন এই মতকেও প্রত্যাখ্যান করে যে, মুসলমানগণ তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের নির্দেশাবলী রোমান আইন (Roman Law) হইতে ধার করিয়া লইয়াছে। তাহার আল-মুকনিও সকলের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। ইহার উপরে বহু টীকা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত আল-হ'ামাবী, মু'জামুল-বুলদান (সম্পা. Wustenfied) ২খ, ১১৩, ১১৪ ও ৩খ, ৭৯৬; (২) সিব্ত ইবনু'ল-জাওযী, মিরআতু'য-যামান, হ'ায়দরাবাদ ১৯৫১-৫২ খৃ., ৮খ, ৫১৯, ৬২৭-৩০; (৩) তারীখ 'উমুমী (কেমব্রিজ গ্রন্থাগার সংখ্যা ২৯২৫ Add.) পৃ. ১৩৭ B.; (৪) আয্-যাহাবী, তা'রীখ দুওয়ালি'ল-ইসলাম, হ'ায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ৯৩. ৯৪; (৫) তারীখ ফী বাহাছি'স-স'াহাবা, ওয়া'ত-তাবি'ঈন (বৃটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার, লন্ডন সংখ্যা ৬৪২৮ or যাহাকে A. G. Ellis আয'-যাহাবীর আল-ইবার মনে করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, আয-যাহাবী এই কথা বলিয়াছেন কিন্তু আমার মতে....), পৃ. ১৪৩A; (৬) ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, বুলাক', ১২৯৯ হি., ১খ., ২০৩ ২০৪; (৭) ইব্ন তাগরীবিদী আন-নুজুমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ৬খ., ২০১, ২৫৬; (৮) ইবনু'ল 'ইমাদ, শাযারাতু'য যাহাব, কায়রো, ১৩৫১ হি., ৫খ., ৮৮-৯২; (৯) হাজ্জী খালীফা কাশফু'জ জুনূন, লাইপযিগ/লন্ডন ১৮৩৫-১৮৫৮ খৃ., ২খ, ১৮৮ এবং ৫খ, ২২, ৬৫, ৮০, ৮৮, ৪৪৩, ৬৫৪, ও ৬খ, ৯৬; (১০) Brockelmann,১খ, ৩৯৮ ও পরিশিষ্ট ১, ৬৮৮ প.; (১১), সারকীস, মু'জামু'ল-মাতৃব'আত, কায়রো ১৯৩০ খৃ., স্তম্ভ ২১৩, ২১৪; (১২) Henri Laoust, De Priecis de Droit d'Ibn Qudama, বৈরূত ১৯৫০ খৃ.; (১)

E.I. [2] ৩খ, পৃ. ৮৪২-৩।

(৩) কাদি'ল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) শামসুদ্দীন 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন কুদ'ামা আল-হ'াম্বালী আস'-স'ালিহী, শাওয়াল ৫৯৭/১২০০ কাসিয়ূনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা, চাচা মুওয়াফফাকুদ্দীন ও সমসাময়িক যুগের 'আলিমদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। 'আবদু'র-রাহ'মান অত্যন্ত সম্মানিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। সেই সাথে তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও অবিচলিত, তাঁহার অন্তর ছিল কোমল ও চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত। ফাখরুদ্দীন আল-বা'লাবাক্কী (মৃ. ৬৮৮/১২৮৯) বলিয়াছেন, "আমি জানি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শামসুদ্দীন কখনও কাহারো প্রতি রাগান্বিত হন নাই।"

৬৫৮/১২৫৯ সালে সুলত'ান আজ'-জাহির দামিশকে প্রতিটি মায'হাব হইতে ভিন্ন ভিন্ন ক'াদী (বিচারক) নিযুক্ত করেন। শাফি'ঈ মায'হাবের কাদী ছিলেন ইব্ন খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১/১২৮২) হানাফীদের ক'াদী আল-আয'রা'ঈ (মৃ. ৬৭৩/১২৭৪) এবং হ'াম্বালীদের ক'াদী ছিলেন 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন কুদ'ামা। মজার ব্যাপার, এই তিনজনের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল শামসুদ্দীন এবং এই উপাধিতেই তাঁহারা প্রসিদ্ধ। তাই কোন কোন কবি তাঁহাদের কবিতায় এই তিন জনের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে শুমূসু'শ-শাম (সিরিয়ার নক্ষত্র ত্রয় شموس الشام) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সরকার বাধ্য করার দরুন ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও 'আবদু'র রাহমান ১২ বৎসর পর্যন্ত বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আশ-শাফী' (আশ-শারহু'ল-কাবীর) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি মুওয়াফফাকুদ্দীন-এর আল-মুকনি'-এর বিশদ ব্যাখ্যা। তাঁহার দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থের শিরোনাম তাসহীলু'ল-মাতলাব ফী তাহ্সীলি'ল-মায'হাব।

রাবী'উ'ল-আখির, ৬৮২/১২৮৩ 'আবদু'র-রাহ্'মান ইনতিকাল করেন। তাকী'য়ুদ-দীন ইব্ন তায়মিয়্যা ও মাজ্দু'দ-দীন ইসমা'ঈল ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-হ'াররানী তাঁহার প্রধানতম শিষ্য। ইসমা'ঈল ইবনুল-খাববায আল-মুহ'াদ্দিছ ১৫০ অনুচ্ছেদসম্বলিত তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয্-যাহাবী, তা'রীখ দুওয়ালি'ল-ইসলাম, হ'ায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ১৪৩; (২) ইব্ন শাকির, ফাওয়াত, বুলাক' ১২৯৯ হি., ১খ, ২৬২; (৩) ইব্ন তাগ'রীবির্দী, আন্-নুজুমু'য্ যাহিরা;, কায়রো ১৯৩৮ খৃ., ৭খ., ১৩৭, ৩৫৮, ৩৬০; (৪) ইবনু'ল 'ইমাদ, শাযারাতু'য্-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ., ৩৭৬-৭৯; (৫) সারকীস, মু'জামু'ল মাত্' বু'আত, কায়রো ১৯৩০ খৃ., স্তম্ভ ২১৩; (৬) Brockelmann, ১খ., ৩৯৯ ও পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৬৯১।

ইব্‌ন কুদামা আল-হাম্বালীর বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ (৪৮১-৮০৩/১০৮৮-১৪০০)
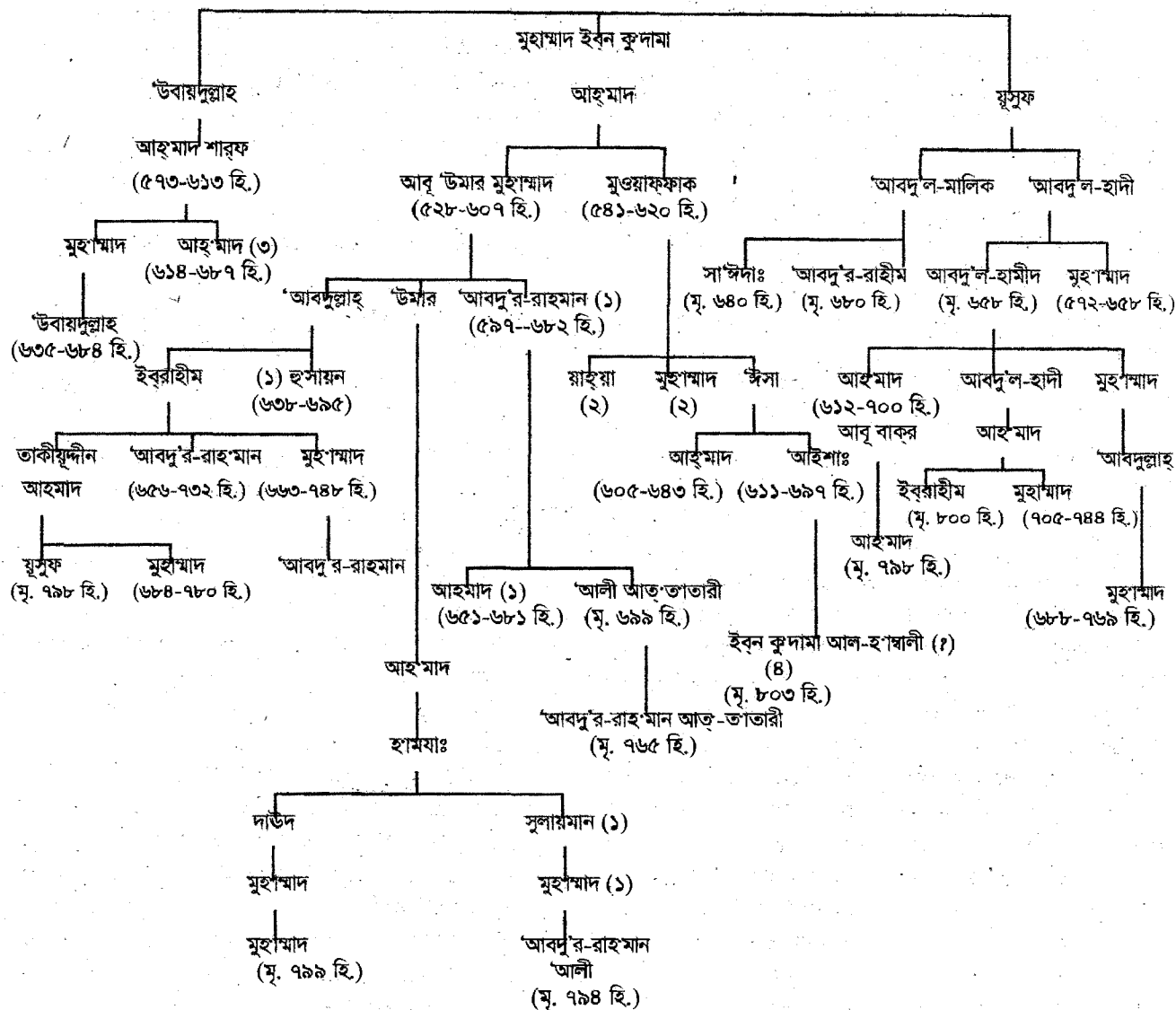
সাংকেতিক সংখ্যার ব্যাখ্যা ঃ ১— প্রধান বিচারপতি

২— নিঃসন্তান

৩— পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে জন্ম

৪— দ্র. Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ, ১৩০, সংখ্যা ৬২

ইহ্‌সান ইলাহী (রানা) (দা.মা.ই.)/বোরহান উদ্দীন

ইব্‌ন কুনফুয (ابن قنفذ) ঃ আবু'ল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌ন হ'াসান (ভুল রূপ হু'সায়ন) ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হ'াসান আল-খাতীব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মায়মূন ইব্‌ন কুনফুয (মতান্তরে আল-কুনফুয) আলজিরীয় ফাকীহ, মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক। তিনি ৭৩১/১৩৩০ সালে অথবা খুব সম্ভব ৭৪১/১৩৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮০৯/১৪০৬ সালে অথবা ৮১০/১৪০৭ সালে কনস্টানটাইনে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন সেই শহর ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার এক শিক্ষক এবং ফাকীহ পরিবারের সদস্য। তাঁহার পূর্বপুরুষ হাসান ইব্‌ন 'আলী আল-খাতীব কনস্টানটাইনে হাদীছ শিক্ষা দিতেন এবং নিজেকে শাযিলিয়্যা তারীকার সদস্য বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি ৬৬৪/১২৬৫ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ.

৫১)। তাঁহার পিতামহ 'আলী ইব্ন হ'াসানও অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া কনস্টানটাইনে খাতীব ছিলেন এবং বহু বৎসর যাবত কা'দীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৭৩৩/১৩৩২ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৪)। তাঁহার মাতামহ য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূ'ব আল-মাল্লারী ছিলেন সূ'ফী আবূ মাদ্য়ান (দ্র.)-এর মুরীদ; তিনি খানকা'হর পরিচালক ছিলেন। ইহা ছিল "কনস্টানটাইনের দুই মানযিল পশ্চিমে" যেইখানে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। তিনি ৬৮০/১২৮১ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৮)। পরিশেষে তাঁহার পিতা হাসান ইব্ন 'আলী ও কনস্টানটাইনে খাতী'ব ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা ফাকী'হ ও আল-মাসনূন ফী আহ'কামি'ত তা'উন (المسنون في أحكام الطاعون) নামক পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন। তিনি ৭৫০/১৩৫০ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৬)।

অতএব, তিনি সম্ভবত প্রথমে এই ধরনের আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে তাঁহার সাংস্কৃতিক শিক্ষার জরুরী অংশের তা'লীম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি যেই শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভ্রমণের উদ্দেশে তাহা ত্যাগ করেন ৭৫৯/১৩৫৭ সালে আঠারো বৎসর বয়সে। তাঁহার এই ভ্রমণ আঠারো বৎসর ব্যাপিয়া চলে। ভ্রমণকালে তিনি প্রথমে ফেজে এবং পরে মাররাকুশে গমন করেন। ৭৬৩/১৩৬১-২ সালে তিনি হিনতাতার সহিত ছিলেন। হিনতা'তা হইতেছে মরক্কীয় এটলাসের একটি প্রধান গোত্র যাহা ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি মাহদী ইব্ন তূমার্ত-এর সমাধিতে ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকিবার জন্য তিনমেল্লেল গমন করেন। পরবর্তী-কালে তিনি সালা (Sale)-তে যান। সেইখানে তিনি বর্ষীয়ান ধর্মতত্ত্ববিদ ও সূফী ইব্ন 'আশির (দ্র.)-এর সংস্পর্শে আসার বিরল সুযোগ লাভ করেন। ৭৭৬/১৩৭৪ সালে তিনি তিলিমসানে ছিলেন। সেইখানে তিনি হ'াফসী যুবরাজ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ (৭৭০-৯৬/১৩৬৮-৯৩)-এর সাক্ষাত পান এবং পরে তিউনিসে গমন করেন। তথায় তিনি আর একজন হ'াফসী যুবরাজ আবূ ফারিস 'আবদু'ল-'আযীয (৭৯৭-৮৩৪/১৩৯৩-১৪৩৪)-এর সহিত বিশিষ্ট 'আলিম আবূ মাহ্দী 'ঈসা ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-গুবরীনী (মৃ. ৮১৬/১৪১২)-র বক্তৃতা শ্রবণ করেন। অবশেষে এক অজ্ঞাত তারিখে তিনি কনস্টানটাইনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানে মুফতী ও কা'দীর পদে নিযুক্ত হন। ৮০৪/১৪০১ সালে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় এবং তিনি আমৃত্যু এই অপমানজনক অবস্থায় ছিলেন।

তাঁহার পর্যটনকালে তিনি তাফসীর, হা'দীছ', ফিক্'হ, মানতিক নাহ্ও, কিরা'আত ও গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভের এবং বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হইতে ডিপ্লোমা (إجازة) লাভের চেষ্টা করেন। এই শিক্ষকদের নাম তিনি তাঁহাদের মৃত্যুর ক্রমানুসারে তাঁহার ওয়াফায়াত-এ সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন (ক) ফেজে (১) আবূ যায়দ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন সুলায়মান আল-লাজা'ঈ (মৃত্যু ৭৭৩/১৩৭১)। তিনি ছিলেন গণিতবিদ ইবনু'ল-বান্নার ছাত্র; (২) আবূ 'ইম্‌রান মূসা ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুতী আল-'আবদূসী (মৃ. ৭৭৬/১৩৭৪), মেকনেস-এর অধিবাসী; (৩) আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ আল-কাব্বাব, মৃ. ৭৭৯/১৩৭৮; (৪) আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-ওয়ানগীলী, তিনি অন্ধ ছিলেন, (মৃ. ৭৭৯/১৩৭৮); (৫) আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হা'ক'ক আল-হাস্‌কূরী; (খ) সালে শহরে ঃ (৭) ইব্ন 'আশির আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ (মৃ. ৭৬৫/১৩৫৩); (৮) লিসানুদ্দীন ইবনু'ল-খাতীব (মৃ. ৭৭৬/১৩৭৪); (গ) মাররাকুশেঃ (৯) আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ আয-যু'কানদারী (মৃ. ৭৬৮/১৩৬৭); (ঘ) তিলিমসানে; (১০) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া (মৃ. ৭৭১/১৩৬৯); (১১) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মারযূক (মৃ. ৭৮০/১৩৭৯); (ঙ) কনস্টান্টাইনেঃ (১২) আবূ 'আলী হ'াসান ইব্ন 'আবি'ল-কা'সিম ইব্ন বাদীস (মৃ. ৭৮৭/১৩৮৫); (১৩) হ'াসান ইব্ন খালাফিল্লাহ্ ইব্ন হ'াসান ইব্ন আবি'ল-কা'সিম মায়মূন ইব্ন বাদীস, শেষোক্ত জনের চাচাত ভাইয়ের বংশধর (মৃ. ৭৮৪/১৩৮২); (চ) তিউনিসেঃ (১৪) আবু'ল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্নে আহ'মাদ আল-বাতারনী (মতান্তরে, আল-বাত্‌রূনী এবং আল-বাত্তিবী, (মৃ. ৭৯৩/১৩৯০); (১৫) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আরাফা, (মৃ. ৮০৩/১৪০০); (১৬) আবূ মাহ্দী 'ঈসা আল-গুবরীনী, যাঁহার নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে; (১৭) আবু'ল-কা'সিম মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ -আস্-সাবতী, গ্রানাডার কাযী, (মৃ. ৭৬১/১৩৫৯) যিনি তাঁহাকে "তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগের অনুমতি" দিয়া পরে একটি সাধারণ ইজাযা দিয়াছিলেন। (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৮); (১৮) আবূ হাফ্স 'উমার আর-রাজ্‌রাজী (সম্ভবত আর-রাগ্'রাগী, মৃ. ৮১০/১৪০৭), ওয়াফায়াত রচনার পর; (১৯) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আবী বাক্‌র.... ইব্ন 'আববাদ আর-রুন্দী (দ্র.), ইন্‌তিকাল করেন, ফেজে ৭৯৩/১৩৯০ সালে। শেষোক্ত দুইজনের নাম ওয়াফায়াত-এ উল্লেখ করা হয় নাই।

একই গ্রন্থের শেষে ইব্ন কুনফুয তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করিবার ব্যাপারে সমভাবে যত্নবান ছিলেন। এই তালিকায় উল্লিখিত ২৬টি নামের মধ্যে বলিতে গেলে বর্তমানে আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে জানি ঃ (১) বুগয়াতু'ল-ফারিদ মিনা'ল-হিসাব ওয়া'ল-ফারাইদ (بغية الفارض من الحساب والفرائض) এই গ্রন্থটি ও মু'আওয়ানাতু'র-রাইদ ফী মাবাদি'ল-ফারাইদ (معاونة الرائد في مبادى الفرائض) অথবা শারহু'ল-উরজূযা (মতান্তরে আল-মানজূমা شرح الأرجوزة (المنظومة) আত-তিলিমসানিয়া ফি'ল-ফারাইদ (التلمسانية في الفرائض) সম্ভবত একই গ্রন্থ, এম. বেন চেনেব-এর মতে এই গ্রন্থটি একটি ব্যক্তিগত (?) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; (২) আল-ফারিসিয়া ফী মাবাদি'দ-দাওলা আল-হাফসিয়্যা (الفارسية في مبادى الدولة الحفصية), সম্পা. এম. নায়ফার এবং এতুর্কী, নিউনিস, ১৯৬৮ খৃ., একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ; (৩) আল-মাসাফাতু'স-সানিয়্যা ফীখতিসারি'র-রিহলাতি'ল-'আবদারিয়্যা (المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية) আহ'মাদ বাবা প্রণীত নায়লু'ল ইবতিহাজ-এর উৎস, ফেজ সং, পৃ. ৩৯৪, কায়রো সং, পৃ. ৭০ এবং স্থা.; (৪) শারাফু'ত-তা'লিব ফী আসনা'ল-মাতালিব (দ্র. পাণ্ডুলিপিসমূহ, আল-ফারিসিয়্যাতে, পৃ. ৭৪-৭); (৫) তায়সীরু'ল-মাতালিব ফী তা'দীলি'ল-কাওয়াকিব (تيسير المطالب في تعديل الكواكب) পাণ্ডু. রাবাত ৫১২, দুইবার; (৬) উন্‌সু'ল-ফাকীর ওয়া 'ইয্যু'ল-হা'কীর (أنس الفقير وعز الحقير) আন্দালুসীয় সূ'ফী আবূ মাদ্য়ান ও তাঁহার অনুসারীদের জীবনী; পাণ্ডু. রাবাত ৩৮৫, কায়রো, ৭খ, পৃ. ৩৪৪-৪৫; সম্পা. এম. আল-ফার্সী ও এ. ফাউর, রাবাত ১৯৬৫ খৃ.; (৭) হাত'তু'ন-নিকাব আন-উজূহ আ'মালি'ল হিসাব (حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب), ইবনু'ল-বান্না (দ্র.) প্রণীত তালখীস আ'মালি'ল- হিসাব-এর ভাষ্য, পাণ্ডু. রাবাত ৫৩১।

এম. বেন-চেনেব তাঁহাকে আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া চিহ্নিত করেন, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের নাম তাঁহার নিজস্ব তালিকায় নাই; (৮) তাহ্সীলু'ল-মানাকি'ব ফী তাক্মীলি'ল-মা'আরিব, উপরে উল্লিখিত ৫ নং গ্রন্থের ভাষ্য, পাণ্ডু, রাবাত ৫১২ দুইবার; (৯) শারহ উরজুযাত ইবন আবি'র-রিজাল (দ্র.), পাণ্ডু, রাবাত ৪৬৬, ৪৬৭, ৫১২ দুইবার (১); বৃটিশ মিউজিয়াম ৯৭৭ a।

অপরপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (দ্র. আল-ফারিসিয়্যার ভূমিকা), বিশেষ করিয়া (১০) উরজূযা ফি'ত-তিব্ব (ارجوزة في الطب); (১১) তুহ্ফাতু'ল-ওয়ারিদ ফী ইখতিসাসি'শ- শারাফ মিন কিবালি'ল-ওয়ালিদ (تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد); (১২) তাহসীলু'ল- মাতালিব ফী তাদীলি'ল-কাওয়াকিব (تحصيل المطالب في تعديل الكواكب); (১৩) সিরাজু'ছ-ছিকাত ফী 'ইল্মি'ল-আওকাত (سراج الثقات في علم الاوقات)।

অবশিষ্টগুলি বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয় ঃ (ক) 'আলামাতু'ন-নাজাহ ফী মাবাদি'ল-ইসলাহ (علامة النجاح في مبادى الاصلاح); (খ) আনওয়ারু'স-সা'আদা ফী উসূলি'ল-'ইবাদা (أنوار السعادة في أصول العبادة); (গ) বাসতু'র-রুমূযি'ল-খাফিয়্যা ফী শারহ' আরদি'ল-খাযরাজিয়্যা (بسط الرموز الخفية في شرح أرض الخزرجية); (ঘ) হিদায়াতুস-সালিক ফী বায়ান আলফিয়া ইব্ন মালিক (هداية السالك في بيان الفية ابن مالك); (ঙ) ঈদাহু'ল-মা'আনী ফী বায়ানি'ল-মাবানী (إيضاح المعاني في بيان المباني); (চ) আল-ইবরাহীমিয়্যা ফী মাবাদী 'ইলমি'ল-'আরাবিয়্যা (الابراهيمية في مبادى علم العربية); (ছ) আল-কুনফুযিয়্যা ফী ইব্তালি'দ-দিলালি'ল-ফালাকিয়া (القنفذية في إبطال الدلال الفلكية); (জ) আল-লুবাব ফী ইখতিসারি'ল-জাল্লাব (اللباب في اختصار الجلاب); (ঝ) তাফহীমু'ত-তালিব লি-মাসাইল উসূল (মাতান্তরে আসলায় اصلى) ইবনি'ল-হাজিব (تفهيم الطالب لمسائل إصول ابن الحاجب); (ঞ) আত্-তাখ্লীস ফী শারহিত-তালখীস (التخليص في شرح التخليص); (ট) তাকরীবুদ-দিলালা ফী শারহি'র-রিসালা (تقريب الدلالة في شرح الرسالة); (ঠ) আল-খুনাজীর তালখীসু'ল-'আমাল ফী শারহি'ল-জুমাল (تلخيص العمل في شرح الجمل); (দ্র. Brockelmann, ১খ, ৪৬৩); (ড) তাসহীলু'ল- 'ইবারা ফী তা'দীলি'ল-ইশারা (تسهيل العبارة في تعديل الاشارة); (ঢ) ওয়াসীলাতু'ল-ইসলাম বি'ন-নাবিয়্যি আলায়হি'স-সালাত ওয়াস্-সালাম (وسيلة الاسلام بالنبى عليه الصلاة والسلام); (ণ) বিকায়াতু'ল-মুওয়াক্কিত ওয়া নিকায়াতু'ল- মুনাক্কিত (وقاية الموقت ونكاية المنكت)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-কাদী, জাযওয়াতু'ল-ইক্তিবাস ফী মান হাল্লা মিনা'ল-আ'লাম মাদীনাত ফাস, লিথু, ফাস ১৩০৯ হি., পৃ. ৭৯; (২) ঐ লেখক, দুররাতু'ল-হিজাল ফী আসমাই'র-রিজাল, রাবাত ১৯৩৪ খৃ.; ১খ, ৬০; (৩) আহ্'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইবতিহাজ বি-তাতরীযি'দ-দীবা, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ.৭৫; (৪) কাদিরী, নাশরু'ল-মাছ'ানী লি-আহ্লি'ল-কারনি'ল-হ'াদী 'আশার ওয়া ছ'ানী, লিথু, ফাস ১৩১০ হি., ১খ, ৪; (৫) ইব্ন মারয়াম, আল-বুসতান ফী যিক্রি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-'উলামা বি-তিলিম্সান, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮, পৃ. ৩০৯; (৬) হাফনাবী, তা'রীখু'ল-খুলাফ বি-রিজালি'স-সালাফ, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯০৯, পৃ. ২৭-৩২; (৭) কাত্তানী, ফিহ্রিসু'ল-ফাহারিস ওয়াল-আছবাত, ২খ, ৩২৩; (৮) R. Basset, Rech. biblio graphiques sur les sources de la Salouat al-Anfas, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ২০; (৯) E. Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ৯৮, টীকা ২, ২৪৭, টীকা ৫; (১০) M. Ben Cheneb, Hesperis-এ, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৩৭-৪৯; (১১) Brockelmann, ২খ, ২৪১, পরিশিষ্ট ১, ৫৯৮, পরিশিষ্ট ২, ৩৪১, ৩৬১; (১২) Cl. Huart, Litt. ar.. পৃ. ৩৪৩; (১৩) নাসি'রী, কিতাবু'ল-ইসতিক্সা লি-আখ্বার দুওয়ালি'ল-মাগ'রিব আল-আক্সা, কাসাব্লাঙ্কা ১৯৫৪-৬ খৃ., ৪খ, ৮৩; (১৪) H. Peres, সং. ইব্ন কুনফুয-এর ওয়াফায়াত, আলজিয়ার্স তা. বি., পৃ. ৫৮প.।

M. Hadj-Sadok (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্ন কুনাসা (ابن كناسة) ঃ আবূ য়াহ্'য়া মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (কুনাসা) ইব্ন 'আব্দি'ল-আ'লা আল-মাযিনী আল-আসাদী, কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ ও 'আব্বাসী যুগের রাবী। তিনি ১২৩/৭৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই শহরেই বানূ আসাদ গোত্রের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কবিতা, হ'াদীছ' এবং অন্যান্য প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি বেশ কয়েকজন কবির রচনা উত্তরসুরিদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন আল-কুমায়ত (দ্র.)। তিনি আল-আ'মাশ (দ্র.) ও সুফয়ান আছ্'-ছাওরী (দ.)-র ন্যায় খ্যাতনামা হ'াদীছ'বেত্তাদের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তিনি বাগ'দাদে বাস করিতেন, তথাপি তিনি রাজদরবারে প্রবেশের অধিকার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ৩ শাওওয়াল, ২০৭/১৯ ফেব্রুয়ারী, ৮২৩ অথবা ২০৯/৮২৪ সালে কূফায় ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচিত কবিতার যে কয়টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, কাব্য বিচারে তাহাতে ইব্ন কুনাসাকে বড় কবি বলা যায় না। কিন্তু সরল প্রকাশভঙ্গিযুক্ত তাঁহার কাব্যে এমন এক নৈতিকতা ও প্রশান্ত ভাব বিরাজমান যাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি ইব্রাহীম ইব্নু'ল-আদ্হাম (দ্র.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং চরম ধার্মিক পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও ইব্ন কুনাসা দানানীর নামক একজন বিখ্যাত গায়িকা ক্রীতদাসীর মালিক ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। কূফার বর্ণনায় তাঁহার রচিত কবিতাও উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ফিহ্রিস্ত-এ উল্লিখিত আছে কিতাব মা'আনি'শ-শি'র, কিতাব সারিকাতি'ল-কুমায়ত মিনা'ল-কুরআন ও কিতাবু'ল-আনওয়া'। এইগুলি পরবর্তী লেখকগণ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং সম্ভবত এই ধরনের রচনা এই প্রথম (Ch. Pellat in Arabica, ১৯৫৫ খৃ., ১, ৩৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান ও হায়াওয়ান, সূচী; (২) ফিহ্রিস্ত, কায়রো সং, ১০৫, ২২৫; (৩) ইবন কু'তায়বা, আনওয়া', সূচী; (৪) ঐ লেখক, মা'আরিফ, পৃ. ৫৪৩; (৫) আগানী, ১২খ, ১০৫-১০ (বৈরূত সং,

১৩খ, ৩৩৮-৪৭); (৬) আল-বীরূনী, আছার, পৃ. ৩৩৬; (৭) ইবনু'ল-জাররাহ্ ওয়ারাক'া, পৃ. ৮১-৩; (৮) খাতীব বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ৫খ, ৪০৪-৮; (৯) ইব্ন খাল্লিকান, অনু. de. Slane, ১খ, ৪৭৩; (১০) আমরূসী, আল-জা'ওয়ারি'ল-মুগান্নিয়াত, কায়রো তা. বি., পৃ. ১৫৫-৬২; (১১) এফ. বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৮২-৩।

Ch.Pellat (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্ন কুবতুরনা (দ্র. ইব্ন কাবতুরনু)

ইব্ন কুয্মান (ابن قزمان) ঃ কর্ডোভার একটি পরিবারের নাম যে পরিবারের পাঁচজন সদস্য বিভিন্ন কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবারের বংশ-তালিকা ইব্নু'ল-'আববার, নং ১৫১৭-এ বিবৃত হইয়াছে।

১। আবু'ল-আসবাগ 'ঈসা ইব্ন 'আব্দি'ল-মালিক ইব্ন কু'যমান ছিলেন ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর একজন কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। খলীফার সংসারের জোবধায়ক আল-মানসূ'র ইব্ন আবী আমির এই কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে তরুণ খালীফা হিশাম (২য়) আল-মু'আয়াদ-এর অন্যতম গৃহ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এই তরুণ খালীফা এগার বৎসর বয়সে ৩৬৬/৯৭৬ সালে মসনদে বসেন। কাজেই E.Levi-Provencal-এর অভিমত সত্ত্বেও (দ্র. Du. nouveau...13) তিনি প্রখ্যাত যাজাল কবিতা (নং ৫) লেখকের পিতা হইতে পারেন না, যদিও উভয়ের নাম একই ছিল। ইব্ন সা'ঈদ এই তথ্য পরিবেশন করেন (মুগ'রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, ১খ, ২১০)। তিনি আরও বলেন, এই দুইজন একই পরিবারের সদস্য ছিলেন মাত্র। তাঁহার চারিটি কবিতা তিনি উদ্ধৃত করেন। অন্যান্য কবিতা, যাহাতে জীবনী সংক্রান্ত কোন তথ্য নাই, সেইগুলি আছ'-ছা'আলিবী (য়াতীমাতু'দ- দাহ্র, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ২খ., ৩৪-৫) ও আদ-দাব্বী (নং ১১৪৯) কর্তৃক প্রদত্ত।

২। আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'ল-মালিক ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্, একই নামে তাঁহার ভাগিনেয় হইতে তাঁহার পৃথক করিবার জন্য তাঁহাকে আল-আকবার বলা হইত। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সৌখিন ব্যক্তি ও কবি। তিনি বাদাজোয (Badajoz)-এর সর্বশেষ আফতাসী শাসনকর্তা আল-মুতাওয়াক্কিলের সচিব ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এইভাবে 'আবদু'ল-মাজীদ ইব্ন 'আবদুন ও 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'ঈদ আল- বাতালয়াওসীর সহকর্মী ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি কাব্তূরনু নামেও পরিচিত, যাঁহার সুখ্যাতি বস্তুতপক্ষে তাঁহার অপেক্ষাও বেশী। এই বংশের বিলুপ্তির (৪৮৭/১০৯৪) পর অখ্যাত অবস্থায় তিনি বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার অশোভন চরিত্র ও কটুভাষিতার কারণে তাঁহার অনেক শত্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন কর্ডোভার প্রধান কা'দী মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'ামদীন, যাঁহার হাতে তিনি নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি ৫০৮/১১১৪ সালে ইনতিকাল করেন, (দ্র. ইব্ন বাশকুওয়াল, সিলা, সম্পা. Codera, No. 1139; মুগ'রিব, ১খ, ৯৯ যাহাতে ইব্ন বাস্সাম-এর যাখীরা পুস্তকের পাঠ সন্নিবেশিত; ইব্ন খাকান, ক'লাইদ, বূলাক', ১২৮৩ হি., পৃ. ১৮৭; ইব্ন সা'ঈদ, 'উনওয়ানু'ল-মুরকিসাত, সম্পা. মাহ্'দাদ, আলজিয়ার্স, ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৪৫ যাহাতে কবিকে ইব্ন কু'রবান নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে)।

৩। আবূ মারওয়ান 'আবদু'র-রাহ'মান ছিলেন পূর্বোক্ত আল-আকবারের পুত্র, বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রথিতযশা বিদ্বান ও আইনবিদ, আবূ রুশদ (Averroes)-এর পিতামহ কর্ডোভার প্রধান কাযী আবু'ল-ওয়ালীদ আবূ রুশ্দ-এর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মুসলিম স্পেনের মহান হ'াদীছ'বেত্তাগণের সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি ৫৬৪/১১৬৯ সালে একজন কা'দী হিসাবে সেভিলের ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে উশুনা (Ushuna) নামক ক্ষুদ্র শহরে ৮৫ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন (তু. ইব্ন বাশকুওয়াল, নং ৭৫২; আদ-দাব্বী, নং ৯৮৯)।

৪। আবু'ল-হুসায়ন 'উবায়দুল্লাহ, আবূ মারওয়ান 'আবদু'র-রাহ'মানের পুত্র. একজন আইনবিদ ও কবি। তিনি কাযী হিসাবে কর্ডোভা প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তিনি উশুনা শহরে ৫৯৩/১১৯৬-৯৭ অথবা ৫৯৪/১১৯৭-৯৮ সালে ইনতিকাল করেন (ইব্নু'ল-'আব্বার, নং ১৫১৭)।

৫। আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ (দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে পৃথক পরিচয়ের জন্য আল-আসগার কনিষ্ঠ) বলা হইত বা ইব্ন 'ঈসা ইব্ন 'আবদি'ল- মালিক... ইব্ন কু'যমান ছিলেন বিখ্যাত যাজাল কবি। তিনি প্রথমে ক্লাসিক্যাল ভাষায় প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করিতে চেষ্টা করেন। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ইব্ন খাফাজাস-এর মত বিখ্যাত কবিগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহার নাই তখন তিনি জনপ্রিয় যাজাল রীতির দিকে আকৃষ্ট হন যাহা স্পেনের আঞ্চলিক 'আরবী ভাষায় রচিত। এই ক্ষেত্রে তাঁহার সাফল্য এতই কৃতিত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি যাজালীদের নেতা (ইমামু'ল- যাজজালীন) বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইব্ন কু'যমানের জীবনী সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তিনি নিজে কেবল ইহাই বর্ণনা করেন যে, (যাজাল, সংখ্যা ৩৮, স্তবক ৯) বিখ্যাত যাল্লাকা যুদ্ধের সময়ও (৪৭৯/১০৮৬) তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, তিনি কর্ডোভায় ৫৫৫ হিজরীর (৩ অক্টোবর ১১৬০) [দ্র. ইব্নু'ল-খাত'ীব, ইহাতা, MS, Escorial, পত্রক ৫৪] রামাদ'ান মাসের শেষাংশে ইনতিকাল করেন।

যে সময় কবিদের ছিল বড় দুর্দিন সে সময়ে ইব্ন কুযমান জীবিত। আল-মুরাবিত য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন ৪৮৯/১০৯৬ সাল হইতে আঞ্চলিক নৃপতিদের (মুলূকু'ত-ত'াওয়াইফ) নির্মূল করিতে ছিলেন তাঁহাদের জাঁকালো পারিষদ ও বেতনভুক্ত কবিদেরসহ। শুধু হুদীগণ সুদূর সারাগোসাতে কোন রকমে ৫০৩/১১১০ সাল পর্যন্ত টিকিয়া ছিলেন। সাহারা হইতে আগত দেশের নূতন শাসকগণ তথা সুলত'ান, ভাইসরয় ও গভর্নরগণ ছিলেন বারবার ভাষাভাষী। তাঁহারা 'আরবী কবিতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ছিলেন। (তু. Dozy, Hist, Mus, Esp[2], ৩খ, ১২৭, ১৩৫)। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মাসসুফার সাহারীয় গোত্রের ইব্ন তীফালবীত পূর্ব স্পেনের গভর্নর ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে ভ্যালেনসিয়াতে সেই সময়ের একজন খ্যাতিমান কবি ইব্ন খাফাজা (দ্র.) কর্তৃক রচিত প্রশস্তিমূলক কবিতা তিনি কতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তদ্রূপ তিনি পরে সারাগোসাতে প্রখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসক ও সঙ্গীতজ্ঞ ইব্ন বাজজা (দ্র) কর্তৃক রচিত প্রশস্তিমূলক কবিতাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে। ফলে যাঁহাদের নিকট কবিগণ পৃষ্ঠপোষকতা আশা করিতে পারিতেন, তাঁহারা ছিলেন কিছু সংখ্যক আন্দালুসী 'আরব অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ধনী, ক্ষমতাবান ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। তাঁহারা পালাক্রমে শহরের প্রধান শাসকের পদ অলংকৃত করিতেন। তাঁহাদের উদারতা ছিল বটে কিন্তু তত সংগতি ছিল না। তাহাদেরই একজন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হামদীন ভীষণ কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কৃপণতা ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়বস্তু (তু. Dozy, Hist, Mus, Esp[2], ৩খ, ১৫৬)। অতএব, ইব্ন কু'যমানকে সব সময় অর্থের

সন্ধানে ব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্যকর্ম কর্ডোভার বড় বড় পরিবারের সদস্যদের নামে উৎসর্গ করেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে বানূ হ'ামদীন, বানূ রুশদ, বানূ সিরাজ, বানূ আবি'ল-খিসাল, বানূ রাবী, বানূ সুহায়দ, বানূ মুগীছ, বানূ আল-মুনাসিফ, বানূ য়ান্নাক পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন ভবঘুরে কবি ছিলেন। অর্থাভাব সব সময় তাঁহাকে নিজ শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুকম্পা লাভের জন্য তাড়া করিত। তিনি সেভিলে কয়েকবার সফর করেন (যাজাল নং ৮৪, স্তবক-১)। কেননা সেইখানে তাঁহার দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাস করিতেন; একজন আবু'ল-আ'লা ইব্ন যুহ্র (মৃ. ৫২৫/১১৩১) ইব্ন যুহ্র (Avenzoar)-এর পিতা এবং অন্যজন ছিলেন ইব্নু'ল-কুরাশী আয-যুহ্রী। সেভিল শহরে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার কর্ডোভার পৃষ্ঠপোষক আবু'ল-ক'াসিম ইব্ন হ'ামদীনের মৃত্যুর খবর অবগত হন। হামদীন ৫২১/১১২৭ সালে ইনতিকাল করেন (যাজাল নং ৩৮, স্তবক-২)।

এই একই কারণে তিনি প্রায়ই গ্রানাডায়ও যাইতেন। শহরের ক'াদী 'আলী ইব্ন আদহা আল-হ'ামদানী, 'আলী ইব্ন হানী, বিশেষভাবে আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ যিনি সরকারী অর্থ তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশে তিনি প্রশস্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। শেষোক্ত ব্যক্তির গৃহে তিনি মহিলা কবি নাযহুনের সাক্ষাত লাভ করেন, যাহার সঙ্গে তাঁহার প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ হয় (দ্র. আল-মাক্কারী Analectes ii, 636)। তিনি সম্ভবত জাঈন (Jaen)-ও সফর করেন (নং ২১, স্তবক ১৪)। এইভাবে মুসলিম স্পেনেই তাঁহার সফর সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমুদ্র দেখেন নাই। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা তাঁহার জীবনের কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। তুলনা প্রসঙ্গে তিনি নিশ্চিতভাবে জিব্রালফারোর কথা উল্লেখ করেন যাহা মালাগার উর্ধ্বে অবস্থিত (নং ১৪২, স্তবক ২), কিন্তু তিনি ইহা জনশ্রুতির মাধ্যমে জানিয়া থাকিবেন।

নিজের বর্ণনা অনুযায়ী ইব্ন কুয্মান ছিলেন দীর্ঘদেহী, নীলাভ চক্ষু এবং লালচে শ্মশ্রুমণ্ডিত। অন্য সূত্রে জানা যায় যে, তিনি টেরা-চোখা ও কুৎসিত চেহারার ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি রসাত্মক সত্য কাহিনী রহিয়াছে, যাহা আল-জাহি'জের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত (তু. Ch. Pellat, Le milieu basrien et la formation de Gahiz, 57)।

যাঁহাদের উদ্দেশে তিনি তাঁহার যাজাল কবিতা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত তাঁহারও মুসলিম স্পেনের দক্ষিণ এলাকায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার উপর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি সেই ভাষা হইতে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে শব্দেরই উদ্ধৃতি দিতেন না, বরং প্রচলিত বাকধারা অনুযায়ী ছোট ছোট বাক্যও ব্যবহার করিতেন। স'ারাহা হইতে আগত লোকজনদের ভাষা সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না। কিছু কবিতা যাহা আল-মুরাবিতী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে উৎসর্গ করা হয়, সেইগুলিতে ঐ ভাষার শব্দসম্ভারও সংযোজন করা হয়। ইহা ছাড়া এই শব্দগুলি পরাজিত জনগণ বিজয়ীদের নিকট হইতে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইব্ন কু'য্মান কোন বিবেচনা মতেই এমন কোন গীতি কবি ছিলেন না—যিনি সুরুচিসম্পন্ন দরবারী প্রেমের গান গাহেন এবং তিনি এইরূপ গানকে উপহাসই করিতেন। আবূ নুওয়াস ও Francois Villon-এর মত তিনি একজন অভাবী উচ্ছৃঙ্খল, অপরিণামদর্শী, মদ্যপায়ী ও বিলাসী হিসাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ঘোরতর শত্রু ফাক'ীহ্গণ সর্বদা তাহার কামুক চরিত্রের সমালোচনা করিতেন। এই ফাক'ীহ্গণ আল-মুরাবিতগণের অধীনে অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিলেন। এইজন্য তাঁহার কবিতায় 'ফাক'ীহ্' শব্দটি 'ভণ্ড' অর্থে ব্যবহৃত হইত। সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ ছিল পুলিসপ্রধানের প্রদত্ত শাস্তি। অত্যধিক সুরাসক্তির কারণে তাঁহাকে অধর্মোচিত ও অনৈতিক আচরণকারী ও কর্তব্যে অবহেলাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে তাঁহাকে কারাভোগও করিতে হয়, এমন কি তাহাকে বেত্রাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু মুহ'াম্মাদ ইব্ন সীর নামক একজন আল-মুরাবিত আমলার হস্তক্ষেপের ফলে ইহা হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন (নং ৩৯ ও ৪১)। মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে এক শহর হইতে অন্য শহরে তাহার ঘুরিয়া বেড়াইবার অন্যতম কারণ ছিল বিচার হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস।

তাঁহার দীওয়ানের একক পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেকে ওয়াযীর হিসাবে পরিচয় দেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সেই সময় এই উপাধি ইহার অন্তর্নিহিত সকল তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ সম্মানসূচক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের ব্যক্তিদেরকে বিশেষ করিয়া সভাকবিগণকে এই উপাধি দেওয়া হইত (তু. স্পেনীয় alguacil-এ ইহার অপকৃষ্ট, "পুলিস সার্জেন্ট")। যাহা হউক, তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে আবূ বাক্র ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক। এই নাম কু'য্মান পরিবারের দুই নম্বর সদস্যের সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, যিনি প্রকৃতই একজন ওয়াযীর ছিলেন। অপরপক্ষে ব্রোকেলম্যানের এই অভিমতের (SI, 48) কোন ভিত্তি নাই যে, ইব্ন কু'য্মান একটি বানর সঙ্গে লইয়া ভ্রাম্যমাণ একজন চিত্ত বিনোদক হিসাবে ঘুরিতেন। বস্তুত এই মন্তব্য ভুল অনুবাদের কারণে করা হইয়াছে। দুইটি কবিতায় (নং ৭, স্তবক ২ ও নং ১২১, স্তবক ২) কবি প্রকৃতই তাঁহার কিরদ (বানর)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই শব্দটি 'দুর্ভাগ্য ও দুষ্ট আত্মা' বুঝাইবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা প্রতিবার সা'দ (সৌভাগ্য)-এর বিপরীতার্থে।

ইব্ন কু'য্মানের জীবনের শেষ ষোলটি বৎসর অতিবাহিত হয় বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে। পরাজিত আল-মুরাবিতী সুলতান তাশফীনকে ৫৩৯/১১৪৫ সনে ওরানের নিকট হত্যা করা হয়। তাঁহার সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন যাবত আল-মুওয়াহহি'দগণের দৌরাত্ম্যে দুর্বল হইতে থাকে। অতঃপর পশ্চিম স্পেনের মুসলিম শহরগুলিতে আল-মুরাবিতী গভর্নর য়াহ্'য়া ইব্ন গানিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আল-মুওয়াহ'হি'দগণ দেশটি দখল করেন এবং ৫৪৩/১১৪৮ সনে কর্ডোভায় ইহার রাজধানী স্থাপন করেন। শহরগুলিতে পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। Castile-এর রাজা সপ্তম আল-ফনসোর হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি কখনও সরাসরি, কখনও তাঁহার আস্থাভাজন মুসলিম অনুচর ইব্ন মারদানীশ ও ইব্ন হামুশ্কুর মাধ্যমে পরিস্থিতি ঘোলাটে করিবার চেষ্টা করিতেন। ইব্ন কুযমানের সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার একজন প্রধান রক্ষক কর্ডোভার ক'াদী আবূ জা'ফার হ'ামদীনও বিশৃঙ্খলায় সক্রিয় উস্কানিদাতা ছিলেন। তিনি আল-মুরাবিত'গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ৫৩৯/১১৪৫ সনে নিজেই নিজেকে আমীরু'ল-মুসলিমীন হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁহার শাসনকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। Castile-এর

রাজার সমর্থন সত্ত্বেও তিনি মুরাবিত বা আল-মুওয়াহ্‌হিদ কোন পক্ষকেই বাধা প্রদানে সক্ষম ছিলেন না। তিনি ৫৪৮/১১৫৩ সনে খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন কু'যমান ৫৫৫/১১৬০ সালে ইনতিকাল করেন। সেই সময় কর্ডোভা নগরী অবরোধ করেন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মারদানীশ, যিনি আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের নিকট হইতে শহরটি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন।

ইব্ন কুযমান আয়েসী জীবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনে হইত তুলনামূলকভাবে তিনি বেশী বয়সে উপনীত হন। তাঁহার প্রথম যাজাল (নং ৮৩, আবু'ল-কাসিম ইব্ন হামদীনের মৃত্যুতে লিখিত শোকগাথা) ৫২১/১১২৭ সালে লিখিত হয়। ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষায় রচিত এই কবিতায় তিনি নিজেকে এক আনমিত পথচারী হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন যেন তিনি ধূলিকণার মধ্যে নিজের যৌবনের অন্বেষণ করিতেছিলেন (Analectes, ii, 43)। আমরা যদি তাঁহার ১৪৭ নং যাজালের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কবি তাঁহার খুব বেশী আদর্শমূলক নয় এইরূপ জীবনের শেষ দিকে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মুআযযিনের দায়িত্ব গ্রহণের মত যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজেকে সংশোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের মত পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় রামাদান মাসে তাঁহার ইনতিকালের ঘটনার মধ্যে। এই মাসে কঠোর সিয়াম সাধনার পর অনেক বয়স্ক ব্যক্তি ইনতিকাল করেন। এইভাবে ইনতিকাল সান্ত্বনা ও মর্যাদার ব্যাপার, তথাপি তাহার এই সাক্ষ্য দান (নং ৯০) একজন লম্পট ও মদ্যপের রচনা বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবত ইহা তিনি যৌবনকালে লিখিয়া থাকিবেন। ইহাতে তিনি মৃত্যুর পর তাঁহাকে দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাহিত করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা অন্য সুরাভক্ত কবিদের ইচ্ছার প্রতিফলন মাত্র (তু. Noldeke, De lectus, 26)। যে অসুখী বিবাহে তিনি সর্বদা প্রচণ্ডভাবে অনুতপ্ত ছিলেন (নং ১৮ ও ২১), সেই বিবাহেই তাঁহার কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে (নং ১৪৩ঃ আতফালী, নং ১১, স্তবক ৯, আওলাদী)। পুত্রদের মধ্যে একজনই ছিলেন পরিচিত। তিনি হাদীছবিদ আহমাদ, যিনি ৬০০/১২০৪ সালের কিছুদিন পর মালাগাতে ইনতিকাল করেন।

রচনাবলী ঃ ইব্ন কুযমান নিজেকে প্রাচীন ধারার একজন গদ্য লেখক ও কবি এবং সেই সঙ্গে মুওয়াশশাহ' (দ্র.) ও যাজালের রচয়িতা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনা হিসাবে দীওয়ানের মুখবন্ধটুকুই সুপরিচিত। তাঁহার রচিত ক্লাসিক্যাল কবিতার মধ্যে খুব সামান্যই টিকিয়া আছে এবং সেইগুলিতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত একটি মাত্র মুওয়াশশাহ'ই সংরক্ষিত আছে (তু. Hoenerbach, 94)।

ফলে তাঁহার রচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশই যাজাল। এক সময় আল-হিল্লীর নিকট (তু. Hoenerbach, 94) এইগুলির বিপুল সংগ্রহ ছিল এবং তিনি এইগুলি ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এইগুলি এখন প্রায় বিলুপ্ত। ইসাবাতু'ল-আগরাদ ফী ওয়াসফি'ল-আ'রাদ নামক অন্য একটি (সংক্ষিপ্ত) দীওয়ান ইব্রাহীম আল-ওয়াশকী নামে তাঁহার জনৈক অজ্ঞাত বন্ধুর নিকট রাখিয়া যান। দুর্ভাগ্যবশত এই পাণ্ডুলিপিটিও ত্রুটিপূর্ণ। সুখের কথা, বিভিন্ন সংকলক তাঁহার কোন কোন হারানো কবিতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, এমন কি ইহার একটি ফুসতাতের গানিযাতেও পাওয়া গিয়াছে। ১৪৯টি যাজাল, যাহা বর্তমান আকারে দীওয়ানে সংরক্ষিত, সেইগুলি দুইভাবে বিভক্তঃ উৎসর্গীকৃত এবং অনুৎসর্গীকৃত। অনুৎসর্গীকৃত যাজালের সংখ্যা অল্প (২৭) এবং এইগুলি সংক্ষিপ্ত পাঁচ বা ছয় স্তবকবিশিষ্ট। এইগুলি প্রায় মুওয়াশশাহে'র অনুরূপ। S. M. Stern (Studies 385) যথার্থই বলিয়াছেন, এইগুলি মুওয়াশশাহ ধাচের যাজাল। প্রেম ও সুরা পান একান্তভাবে এইগুলির বিষয়বস্তু।

উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলি বিবিধ দৈর্ঘ্যের। ইহাদের অধিকাংশই পাঁচ হইতে নয় স্তবকে রচিত; তবে ইহাতে বেশ কিছু দীর্ঘ ও কিছু ছোট কবিতাও রহিয়াছে। দীর্ঘ কবিতাগুলি ৪০ স্তবক (নং ৩৮) হইতে ৪২ স্তবক (নং ৯) পর্যন্ত এবং ছোট কবিতাগুলি সর্বনিম্ন তিন স্তবক (নং ৪৭) পর্যন্ত। আল-মুরাবিতগণ বাকবাহুল্য পসন্দ করিতেন না বলিয়া গভর্নর তাশফীনের প্রতি উৎসর্গীকৃত এই ছোট কবিতা রচিত হয়। উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলি কাসীদার মত দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত; তবে প্রতি অংশে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দসহ একাধিক স্তবক রহিয়াছে। এইগুলি আঞ্চলিক কথ্য 'আরবীতে লিখিত, যাহার ছন্দ প্রায়ই ক্লাসিক নয়। এই কবিতাকে ব্যালাড হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইগুলির প্রথম অংশে হালকা ভূমিকা থাকে (গাযাল, তাগাযযুল), যাহা পুরাতন নাসীবের স্থান দখল করিয়াছে। কবিতাগুলির সমাদৃত বিষয়বস্তুই হইল প্রেম আর সুরা এবং এইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন। দ্বিতীয় অংশে থাকে, যে ব্যক্তির প্রতি কবিতাটি উৎসর্গ করা হয় এবং যাহার নিকট কবি পুরস্কার আশা করেন তাঁহার জন্য স্তুতিবাদ (মাদহ-মাদীহ)। এই দুই প্রয়োজনীয় বিভাগের মধ্যে রহিয়াছে (দুখূল, খুরূজ, তাখাল্লুস); এই সংযোগ অংশ নির্বাচনের উদ্ভাবন দক্ষতা কবির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। প্রায়শই অতিশয়োক্তিতে ভরা স্তুতিবাদ খুব আকর্ষণীয় নয়। ইহাতে যাঁহার নামে উৎসর্গ করা হয় তাঁহার সৌন্দর্য, শিক্ষা এবং সর্বোপরি তাঁহার উদারতার প্রশংসা করা হইয়া থাকে। কখনও কখনও ব্যক্তিগত গর্ব প্রকাশের জন্য তিনি নিজেকে যাজালের যুবরাজ, এমন কি কখনও পিতা হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রচনা হইতে চুরি করার অভিযোগও তিনি উত্থাপন করেন।

অপরপক্ষে রসাত্মক ভূমিকামূলক অংশটি ইব্ন কু'যমানের সাহিত্যকর্মের সর্বাধিক স্বকীয় ও আনন্দদায়ক অংশ হিসাবে গণ্য। এই অংশে নগরবাসীর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের জীবনাধারার অনবদ্য চিত্র তুলিয়া ধরা হয়, যাহাতে ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ ফুটিয়া ওঠে। এইসব খুঁটিনাটি বর্ণনায়ও প্রায়ই রসাত্মক দৃশ্যসমূহ রহিয়াছে, যাহা প্রাণবন্ত, বৈচিত্র্যময় ও বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দদায়ক বর্ণনার মধ্যে কবির পর্যবেক্ষণ ও ভাব প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা ফুটিয়ে উঠিয়াছে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গি সাবলীল। মাতালদের ঝগড়া, ভোজের আয়োজন (যাহা কবিকে তাঁহার দীর্ঘকালের দীনতার অভিযোগ তুলিয়া ধরার সুযোগ করিয়া দিয়াছে), আনন্দমেলার আনন্দ উপভোগ, দৈবজ্ঞের সহিত আলোচনা, রোমান্টিক অভিযান ও স্ত্রীর সহিত প্রতারিত স্বামীর বাক-বিতণ্ডা প্রভৃতিও কবির বর্ণনা হইতে বাদ যায় নাই। কবি প্রায়ই নিজেই রসাত্মক ভূমিকায় মঞ্চে আবির্ভূত হন। তবে নিজে কখনও প্রেমিকের ভূমিকায় অংশ নেন না। তাঁহার হাস্যোদ্দীপক কবিতাগুলি খোলাখুলিভাবে কামুকতামিশ্রিত থাকিলেও কদাচিৎ সেইগুলিতে বাস্তব অশ্লীলতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যবশত তাহার কবিতা হইতে সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য উদ্‌ঘাটন করা কঠিন। কবির প্রচণ্ড আবেগোচ্ছল ও জীবন্ত রচনারীতি, শব্দ

চয়নে অত্যধিক সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনায় প্রাণবন্ততা ও আকস্মিকতা, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে উল্লম্ফন এই জটিলতার মূল কারণ। অধিকন্তু কবিতায় সমকালীন জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, তাঁহাদের আকীদা-বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতির পরোক্ষ উল্লেখ থাকে যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না এবং এই উপহাসগুলিতে অধিকাংশ শব্দই বিশিষ্ট স্থানীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে যেইগুলি হয়ত বা অভিধানবহির্ভূত নতুবা প্রাচীন নকলনবীসগণ কর্তৃক বিকৃত। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, সংকলনকারিগণ ইব্‌ন কু্য্‌মানের কবিতাগুলিকে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে কাটছাঁট করিয়া কেবল প্রেম ও সুরা পানমূলক বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা যেসব কবিতায় অতি প্রচলিত সস্তা শব্দের প্রয়োগ অথবা সাধারণ 'আরবী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, এমন কি যে অংশে ক্লাসিক্যাল প্রবণতা রহিয়াছে, কেবল তাহাই সংকলন করিয়াছেন। এইসব বর্ণনামূলক অংশে কবির প্রতিভার স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার দরুন সংকলকগণ সেইগুলি বর্জন করিয়াছেন।

যেহেতু ইব্‌ন কু্য্‌মান একজন শহুরে মানুষ ছিলেন সেহেতু তাঁহার লেখায় প্রকৃতির বন্যতা স্থান পায় নাই। তাহার লেখায় কেবল কর্ডোভা হইতে গ্রানাডা ভ্রমণের এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে তিনি খাঁজ খাঁজ পর্বতশ্রেণী ও সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রমকালে যে বিপজ্জনক ও লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহারই চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সময় কবি যে কুঞ্জবন ও তুলসী গাছ অপেক্ষা সুন্দর করবী বৃক্ষের দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন তাহাও চিত্রিত করিয়াছেন (নং ৭৩, স্তবক ৫)। তিনি স্পেনের অন্যান্য কবির মত (ব্যতিক্রম শুধু সমসাময়িক ইব্‌ন খাফাজা) পল্লী এলাকায় ও বিনোদনকুঞ্জসমূহে আনন্দ ভ্রমণকালে প্রকৃতির যে দৃশ্য উপভোগ করিতেন তাহাই তাহার লেখায় ফুটাইয়া তুলিতেন। বড় বড় নগরীর বাহিরে অবস্থিত বিনোদনকুঞ্জগুলি কবির পৃষ্ঠপোষকদের মালিকানাভুক্ত ছিল এবং তাঁহারা বসন্ত ও শরৎকালীন ভ্রমণকালে এইগুলিতে বেড়াইতে যাইতেন। স্বচ্ছসলিলা, পুষ্প উদ্যানের মধ্যে স্বচ্ছকায়া নহরের অথবা পুকুরের অথবা পাখির কলতান মুখরিত এল্‌ম বৃক্ষের ছায়ায় এক মায়াময় পরিবেশে প্রফুল্লচিত্ত মাতাল তরুণ ও রমণীয় বালিকাদের হৈ হুল্লোড়, নাচ-গান অথবা সাঁতার কাটার দৃশ্যের বর্ণনা দিতে কবি খুবই পসন্দ করিতেন। তাঁহার ৭৯ নং কবিতা একটু ব্যতিক্রমধর্মী, যাহাতে কবি আন্দালুসিয়ার রাত্রিকালীন আকাশের (তারকাপূর্ণ) বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার কবিতায় খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্যক বর্ণনা থাকিলেও (নং ৩৮, ৪০, ৪৭, ৮৬, ১০২) তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। কারণ ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তিনি বিজয়ী বাহিনীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের অন্যতম দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকা ব্যতীত সশরীরে কোন যুদ্ধেই যোগ দেন নাই।

একান্তভাবে রসিক কবি ইব্‌ন কু্য্‌মানের শোকগাথাও রহিয়াছে নং, ৮৩ আংশিক পুনরাবৃত্তি নং ৩৮, স্ত., ৩৬, ৩৭ ও ৩৮)। তিনি ৫২১/১১২৭ সনে তাঁহার কর্ডোভাস্থ প্রধান পৃষ্ঠপোষক আবু'ল-কাসিম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হ'ামদীনের মৃত্যুতে এইসব শোকগাথাধর্মী কবিতা রচনা করেন।

সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় হইল যে, ইব্‌ন কু্য্‌মান তাহার কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ধারার অনুসরণ করেন নাই, অথচ তিনি এই ধারা ব্যবহারের যথেষ্ট যোগ্যতা রাখিতেন। উপরন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর সমালোচক ফাকীহ্‌দের প্রতি আক্রমণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বদাই সতর্ক ও সচেতন।

মুওয়াশশাহ রচয়িতাগণের একটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহারা যথোপযুক্ত ধ্বনির মূর্ছনা নির্বাচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং পরে উক্ত সুর অনুযায়ী পরবর্তী অংশের গঠন সম্পন্ন করিতেন। এই মূর্ছনাই হইয়া উঠে কবিতার চূড়ান্ত তান (finale). ইহার সরস উক্তি (Sally=Sp. Salida) বহির্গমন (Goingout, আ, খারজা) এবং একই সঙ্গে ইহার মূল বিষয় (Pivot) বা কেন্দ্র (মারকায) যাহা গোটা কবিতার ছন্দ, নিদর্শন এবং প্রতি চরণের শেষে ছন্দমিল (Rhyme) স্থির করে যাহা প্রতিটি শ্লোকের অন্তে বার বার আসে। এই ক্ষেত্রে ইব্‌ন কু্য্‌মান কোন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেন নাই। কোথাও কোথাও কিছু জনপ্রিয় প্রবাদের ব্যবহার করিলেও তাঁহার ব্যবহৃত উপসংহার বা অন্ত্য প্রয়োগগুলির কোনটিই রোমান্‌স (আঞ্চলিক) ভাষায় নয়। কোন সূত্রের বরাত না দিয়া তিনটি স্থানে তিনি সমসাময়িক ও স্বদেশী কবি মুওয়াশশাহের খ্যাতনামা রচয়িতা ইব্‌ন বাকী (মৃ. ৫৪০/১১৪৫)-র রচনারীতি হইতে ধার করিয়াছেন।

ইহা নিশ্চিত মনে হয় যে, সেই সময় কথ্য 'আরবী বা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ উপসংহারের পুনর্ব্যবহার সমসাময়িক স্পেনীয়, য়াহূদী ও মুসলিম কবিদের প্রচলিত অভ্যাস ছিল। তখন কোন খ্যাতনামা কবির উপসংহার ধার লইয়া তাঁহার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন মুওয়াশশাহ বা যাজাল পুনর্গঠন করা নৈতিক উৎকর্ষের চর্চা বলিয়া গণ্য হইত এবং ইহাকে অন্যের লেখা হইতে চুরি করার মত কিছু মনে করা হইত না। ইহা ছিল এক প্রকার মু'আরাদা। ইব্‌ন কু্য্‌মানের যাজালের গঠন ও মাত্রা সম্পর্কে 'যাজাল' নামক নিবন্ধের আলোচনা দ্র.।

ইব্‌ন কু্য্‌মান তাঁহার যাজালে দক্ষিণ স্পেনের 'আরবী কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ সেই সময় উহা শিক্ষিত লোকেরা ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, তিনি ক্লাসিক্যাল ধারা হইতে ধার করিয়া তাঁহার শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তবে ইহা সর্বদাই ব্যাকরণগত বিকৃতি হইতে মুক্ত ছিল। আল-আতিলু'ল-হালী শীর্ষক নিবন্ধে সাফিয়্যুদ-দীন আল-হিল্লী ইব্‌ন কু্য্‌মানের প্রতি খাঁটি স্পেনীয় কথ্য ভাষা হইতে অধিক মাত্রায় দূরে সরিয়া যাওয়ার অভিযোগ তুলিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌ন কু্য্‌মানের দুই শতাব্দী পরের এই মেসোপটেমীয় সমালোচকের পক্ষে উক্ত বাকধারার বিশেষত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না রাখারই কথা। উক্ত নিবন্ধকার অন্য এক স্থানে দেখাইয়াছেন যে, এই সকল সমালোচনা বাস্তবিকপক্ষে যথার্থ নহে। তবে ইহা সত্য যে, মাত্রা ঠিক রাখার জন্য ইব্‌ন কু্য্‌মান কিছু উচ্চারিত হ'ামযা (হামযাতু'ল-কাত)-এর অপব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এমন একটি কবি-প্রয়োগ (Poetic-Licence) যাহা ক্লাসিক্যাল ভাষায় লেখার সময়ও কবিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি তদ্রূপ সংযোজক অব্যয় ফা (ف) ও কাদ (قد) উপসর্গের পুনঃপুনঃ ব্যবহারও করিতে পারেন যাহার পরিমাণ সাধারণ মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত। তথাপি ইহা স্মর্তব্য যে, তাঁহার যাজালসমূহ মুখ্যত শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্দেশেই লিখিত হইয়াছিল।

নিজের প্রতিভা সম্পর্কে ইব্‌ন কু্য্‌মানের নিজস্ব মূল্যায়ন পরবর্তীকালেও তাহার উত্তরপুরুষগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঞ্চলের 'আরবী ভাষাভাষিগণ তাঁহাকে একজন অনতিক্রান্ত যাজাল লেখক হিসাবে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লেখা এমন মানোত্তীর্ণ আদর্শ হিসাবে গণ্য হইয়াছে যে, শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রাচ্যের যাজাল রচয়িতাগণ স্পেনীয় কথ্য

ভাষার নিকটবর্তী শব্দ যাজাল রচনা রীতি একটি বিধান হিসাবে বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন।

ইব্‌ন কু'যমানের শক্তিশালী মৌলিকতার সমকক্ষতা কেহই অর্জন করিতে পারেন নাই। অন্য কোন কবিই তাঁহার মত বিশাল পরিমাণে সমৃদ্ধ মাত্রার সমাহার করিতে পারেন নাই। সমালোচকগণ কেবল তাঁহার উত্তরাধিকারী ও স্বদেশীয় মাদগালিস (Madghales)-কেই তাঁহার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য ইব্‌ন কু'য্‌মানকে তাঁহার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল-মুতানাব্বীর পর্যায়ে উপস্থাপন করা এবং মাদগালিসকে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আবূ-তাম্মামের পর্যায়ে উন্নীত করা (আল-মাককারী Analectes ii, 262), কিন্তু অধুনা ইব্‌ন কু'য্‌মানকে ক্লাসিক্যাল ভাষা ব্যবহারকারী প্রাচ্যের কবি আবূ-নুওয়াস, ইব্‌নুল-মু'তায্‌য, ইব্‌নু'ল-হাজ্জাজ, ইব্‌ন সুক্'কারা প্রমুখের ঐতিহ্যের অনুসারী বলিয়া গণ্য করা হয়। এই কবিগণ কোন সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তু ব্যবহার না করিয়াই তাঁহাদের রচনাকে বিকশিত করিতে পারিতেন।

যেহেতু মুওয়াশশাহ ও যাজালের উৎপত্তি প্রাচ্যে না প্রতীচ্যে, তাহা লইয়া দুইটি জোরালো মত রহিয়াছে, সেহেতু ইব্‌ন কু'যমানের অজ্ঞাতনামা পূর্বপুরুষদের সম্পর্কেও দুইটি পরস্পরবিরোধী মতামত পাওয়া যায়।

কেহ কেহ 'কু'য্‌মান' শব্দটি স্পেনীয় নাম গুযমান (এখানে 'গ' অক্ষরটি পরিবর্তিত হইয়া বর্তমানে 'আরবী কা'ফ'-এর রূপ লইয়াছে) শব্দটির রূপান্তর বলিয়া মনে করেন, যাহা জার্মানউদ্ভূত। সুতরাং ইব্‌ন কু'যমানকে তাঁহারা জার্মান বংশোদ্ভূত (অনুমানভিত্তিক) বলিয়া গণ্য করেন। ইব্‌ন কু'য্‌মানের চেহারা হইতেই এই অনুমানের সত্যতা পাওয়া যায়ঃ লম্বা নীল চক্ষু ও লোহিত বর্ণের দাড়িবিশিষ্ট মানুষ। অধিকন্তু 'আরবী নামের তালিকায় কুয্‌মান নামটি একান্তই বিরল। ইতিহাসে কেবল এই নামের একজন আনসারী সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি উহুদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন (আত'-তাবারী, ১খ, ১৪২৩, ইব্‌ন হি'শাম, ২খ, ৫৭৮ TA, under the radical KZM)। Lerchundi এবং Simonet কি জন্য ইব্‌ন কু'য্‌মানকে য়াহূদী বংশোদ্ভূত বলিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে (Crestomatia arabigo-espanola, 336)। অবশ্যই বিষয়টি খুব কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ইব্‌ন কু'য্‌মানের সময় মুসলিম স্পেনের আরব পরিবারসমূহের সঙ্গে আইবেরীয়, ল্যাটিন, জার্মান, বার্‌বার, য়াহূদী ও এমনকি নিগ্রোদেরও বিবাহ-শাদী হইত।

ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী তাঁহার কিতাবু'ল-যায়ল ওয়া'ত-তাক্‌মিলা নামক গ্রন্থে ইব্‌ন কু'যমানের নামের সঙ্গে তাঁহার নৃতাত্ত্বিক নাম আয-যুহ্‌রী সংযুক্ত করিয়াছেন। অনেক স্পেনীয় মুসলমানের নামের সঙ্গে ইহা সংযুক্ত থাকে। কুরায়শ বংশের অন্যতম প্রধান শাখা আয-যুহ্‌রা হইতে এই নৃতাত্ত্বিক নামটির উৎপত্তি; তবে এই একটিমাত্র প্রমাণ দ্বারা আমরা তাহাকে কুরায়শ বংশোদ্ভূত বলিয়া মানিয়া লওয়া সমীচীন মনে করি না। বস্তুত ইহা অনিশ্চিত তথ্য, এই নিসবা বা সম্পর্ক বস্তুনিষ্ঠ নহে, বরং ইহা কল্পিত, যেমন একজন মনিব তাহার মুক্ত দাসকে দিয়া থাকেন; তবে এই নৃতাত্ত্বিক নামের সঙ্গে সেভিলের বিখ্যাত পরিবার বানূ যুহ্‌র-এর সম্পর্ক থাকিতে পারে। সুনিশ্চিতভাবে ইব্‌ন কুয্‌মান যে চারি ব্যক্তির নামে তাঁহার দীওয়ান উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি, আবু'ল-'আলা যুহ্‌র ও ইব্‌নু'ল-কু'রাশী আয-যুহ্‌রী হইলেন সেভিলীয় পরিবারভুক্ত।

ইব্‌ন হা'য্‌ম তাঁহার তা'ওকু'ল-হামামা, (তু. ed. Bercher, Algiers 1949, 300-1, যাহার অনুবাদ ত্রুটিমুক্ত নহে)-তে জনৈক ইব্‌ন কুয্‌মান নামক কাতিব বা সচিবের উল্লেখ করিয়াছেন—যিনি আসলাম ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয নামে কর্ডোভার জনৈক সুদর্শন যুবার প্রতি অপ্রশমিত আসক্তির কারণে মৃত্যুবরণ করেন। এই আসলাম ৩০০/৯১২ সনে সিংহাসনের আরোহণকারী তৃতীয় 'আবদু'র-রাহ'মান আন-নাসি'র-এর দ্বিতীয় প্রধান কা'দী ছিলেন। ৩১৪/৯২৬ সনে আসলাম তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কারণে চাকুরীচ্যুত হন এবং ৩১৯/৯৩১ সনে ইন্‌তিকাল করেন (তু. আদ-দাব্বী, নং ৫৭১; ইব্‌ন 'ইযারী, ২খ, ১৯৩)। প্রেম-কাতর হইয়া মৃত্যুবরণকারী এই ইব্‌ন কুয্‌মান সম্ভবত 'ঈসা (১)-র একজন পূর্বপুরুষ হইতে পারেন।

ইব্‌ন বাশকুওয়াল (নং ১৪৯) টলেডোর জনৈক আহ'মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন কুযমানের উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি আনুমানিক ৪৯০/১০৯৭ সনে ইনতিকাল করেন; তবে তিনি কর্ডোভীয় পরিবারের সদস্য নহেন বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Du nouveau sur Ibn Kuzman, in BIFAO, xliv (1944) ইংরেজী অনু. in JRAS, 1944, 105; স্প্যানিশ অনু. in And., ix(1944) 347]। ইহাতে প্রবন্ধে উল্লিখিত সময়ের পূর্ববর্তীকালের একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে; (২) G. Kampffmeyer, Das marokkanische Prasezpraflx ka, in WZKM, xiii (1899), 1 and 277; (৩) L. Bouvat, review in JA, July-September 1935; 129 of the Cancionero সম্পা. Nykl, Madrid 1933.

পরবর্তী কালের জন্য (৪) Nykl Hispanoarabic poetry, Baltimore 1946; (৫) ঐ লেখক, Algo Nuevo sobre Ibn Quzman, in And., xii (1947), 123; (৬) ঐ লেখক, A note on Ibn Quzman, in Speculum, October 1947; (৭) W. Hoenerbach, Neues uber Ibn Quzman, in ZDMG, NF, xxiv (1945-9), 204; (৮) ঐ লেখক, Neues zur Ibn Quzman, in BFac, Ar., ii (1949), 179; (৯) W. Hoen erbach and H. Ritter, Neue Materialen zum Zagal i Ibn Quzman in Oriens, iii (1950), 166; (১০) E. Levi-Provencal, Conferences sur l''Espagne musulmane; La poesie arabe populaire en Espagne Ibn Kuzman, Cairo 1951, p. 23; (১১) S.M. Stern, Studies on Ibn Quzman, in And., xvi (1951), 279; (১২) E.K. Neuvonen, La negacion Katt en el cancionero de Ibn Quzman, in Studia Orientalia xvii/9 (Helsinki 1952); (১৩) শাওকী দায়ফ, সম্পাদিত আল-মুগ'রিব ফী হু'লালি'ল-মাগ'রিব, রচনা ইব্‌ন সা'ঈদ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (১৪) E. Levi-Provencal, Le zagal hispanique dans le Mugrib d'Ibn Sa'id, in Arabica, i (1954), 44. (১৫) W. Hoenerbach, Die vulararabische Poetik:

al-Kitab al-atil al-hali des Safiyaddin Hilli, Wiesbaden 1956; (১৬) 'আবদু'ল-'আযীয আল-আহওয়ানী, আল-যাজাল ফি'ল-আনদালুস, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.; (১৭) G. S. Colin Quzmaniana, in Etudes, dediees a Levi-Provencal, Paris 1962.p 87; (১৮) Garcia Gomex La jarya en Ibn Quzman, in And, xxviii (1963), 1-60; (১৯) A. T. Hatto (ed.), Eos, The Hague 1965, p. 220-1, 242-3.

G. S. Colin (E. I.[2])/সালেহ উদ্দিন আহমদ

ইব্‌ন কুল্লাব (ابن كلاب) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন মুহ'ম্মাদ আল-কাত'ত'ান আল-মিসরী (মৃ. ২৪১/৮৫৫?), মিহনা আমলের সমন্বয়ধর্মী ধর্মতত্ত্বের সর্বাগ্রগণ্য প্রতিনিধি। তাঁহার জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি খালকু'ল-কুরআন সংক্রান্ত মু'তাযিলী তত্ত্ব খণ্ডন করেন। এইজন্য তিনি আল্লাহর কালাম (কালামুল্লাহ্) এবং ঐ কথার উপলব্ধির মাঝে তারতম্য প্রদর্শন করেনঃ আল্লাহ তা'আলা অনন্ত কাল ধরিয়া বাকশক্তিসম্পন্ন (মুতাক'ল্লিম), কিন্তু তিনি মুকাল্লিম হন যখন কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলেন—অবশ্য যদি সেই সম্বোধিতের অস্তিত্ব থাকে। বাণী বা বাক্য আল্লাহ্‌র মাঝে অস্তিত্বমান এক স্থায়ী ও অপরিবর্তনযোগ্য গুণ। কিন্তু আল্লাহর ওয়াহ্‌য়ির ক্ষেত্রে যখন ঐ কথা কাহারও উদ্দেশে বাণীতে পরিণত হয় তখন সেই বাণী পরিবর্তন সাপেক্ষ বিভিন্ন ভাষায় ইহা উপস্থাপিত হইতে পারে এবং আবশ্যিকভাবেই বাণী একটি বিন্যস্ত ধারা. বিভিন্ন আকার লইয়া বিভিন্ন পরিস্থিতির উপযোগী হইয়া উঠে। সেইজন্য খালকু'ল-কু'রআন কথাটি বিভ্রান্তিকর। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর চিহ্ন (রাস্‌ম)ঐ বাণীর ঐতিহাসিক সত্যতায় পুনরুৎপাদন বা উপস্থাপন, বিশেষত পবিত্র গ্রন্থে উহার প্রকাশ ও পরবর্তীকালে উহা হইতে আবৃত্তি (কুরআন- কিরাআ) অর্থে ইহা সত্য। আল্লাহ্‌র বাণীর আবৃত্তি ভাল কাজ (কাস্‌ব) যাহা মানুষ করিয়া থাকে; তবে মু'তাযিলিরা যে সিদ্ধান্ত দিয়া থাকেন যে, আল্লাহ্ কেবল নশ্বর বাণীর মাধ্যমে কথা বলিয়াছেন, চিরন্তন বাণীর মাধ্যমে কথা বলেন নাই, ইব্‌ন কুল্লাব ইহা অনুমোদন করেন না। অসৃষ্ট ও অনাদি বাণী যে রহিয়াছে তাহা কু'রআনের কুন-বা হও কথাটিতেই প্রমাণিত; এই শব্দ দ্বারাই আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন আর সে কারণে শব্দটি স্বয়ং সৃষ্ট হইতে পারে না। এই অসৃষ্ট বাণীর অক্ষর ও ধ্বনি কিছুই নাই; কাজেই এই বাণী বা বিকৃতি কেহই শুনিতে পারিবে না (যাহা সূরা ৯ ঃ ৬-এর বিপরীত; উহা রূপক তাৎপর্যে বুঝিতে হইবে)। এ ক্ষেত্রে একমাত্র মূসা (আ) ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ বলিয়াছিলেনঃ "আমি তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছি; অতএব যাহা বলা হয় তাহা শ্রবণ কর" (সূরা ২০ ঃ ১৩)। তিনিই আল্লাহ্‌কে তাঁহার সহিত সরাসরি কথা বলিতে শুনিয়াছিলেন; তবে এই ধরনের বিষয়টি ইব্‌ন কুল্লাব কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই।

আল্লাহ্‌র বাণী স্বতন্ত্র সত্তারূপে চিরন্তন নয় (যাহার অর্থ দাঁড়াইবে একটি গুণ বা আকস্মিকতা, যেমন চিরন্তনতা আরেকটিতে অর্থাৎ বাণীতে অস্তিত্বমান থাকিতে হইবে); আল্লাহর গুণাবলী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ঃ এগুলি অভিন্নও যেমন নয় আবার অনভিন্নও নয়। এইগুলির বৈশিষ্ট্যাবলী অভিন্ন, কিন্তু সেগুলি পরস্পর বিনিময়যোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে এইগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেইজন্য একই কথা বলিতেই হয় "لاهي بهو ولا هو غيره"। সেইগুলি তাহা হইতে পুরাপুরি ভিন্ন যেমন নয়, তেমনিই পুরাপুরি ও সর্বাংশে অভিন্নও নয় অর্থাৎ 'আব্বাদ ইব্‌ন সুলায়মান (দ্র.) মু'তাযিলীর ধারণায় সেইগুলি কেবল নাম নয়। এই 'আব্বাদ ইব্‌ন সুলায়মান-এর সঙ্গে ইব্‌ন কুল্লাবের প্রায়ই আলোচনা বৈঠক হইত। এই প্রসঙ্গে সিফাতু'য-যাহ (সত্তাগুণ) ও সিফাতুল-ফি'ল (কর্মগুণ)-এর মধ্যে কোনও তারতম্য করার প্রয়োজন নাইঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে এক বাস্তব গুণ গণ্য করা হয়; আর সে কারণেই মু'তাযিলাগণ ইহাকে নশ্বর বিবেচনা করে। ইব্‌ন কুল্লাবের মতে ইহা তাহার মহানুভবতার (জূদ) ও করুণার (কারাম), বন্ধুত্বের (ওয়ালায়) ও শত্রুতার ('আদাওয়া, সাখ্‌ত) মতই চিরন্তন, শাশ্বত এই সূত্রটি (সিফাত খাবারিয়্যার) ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সিফাত খাবারিয়ার গুণগুলির স্বীকৃতি লাভ করে এই কারণে যে, সেগুলি আল্লাহ্‌র ওয়াহয়ির অর্থাৎ নরত্বারোপবাদ-সমূহের অঙ্গীভূত হয় অর্থাৎ আল্লাহর মুখমণ্ডল, হাত, চোখ ইত্যাদি যে সব কথা বলা হয় তাহা একদিকে যেমন তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন নয়, তেমনি তাঁহার সহিত অনভিন্নও নয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায় আমরা সঠিকভাবে তাহা জানি না। তবে আমরা শুনিয়া থাকি যে, আল্লাহ্ তাঁহার সিংহাসনে তাঁহার সত্তাসহ সমাসীন আছেন ; কিন্তু তিনি কোন অবয়বে বা কোনও নির্দিষ্ট স্থানে সমাসীন নহেন।

কুরআনে আল্লাহ্‌র যে গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ইব্‌ন কুল্লাব কেবল উহার মধ্যেই তাঁহার গুণাবলী সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, আল্লাহ্ সম্পর্কে বর্ণনার (ওয়াসফ) ভিত্তিতে তাঁহার একটি গুণ সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি। তবে এমন কিছু গুণ আছে যেগুলি এই নীতির আওতায় পড়ে না। আল্লাহ চিরন্তন ও অনন্ত আর সেইজন্য তিনি চিরন্তনতার অধিকারী (কিদাম, যাহা কুরআনের পরিভাষাবলীতে নাই)। কিন্তু এই চিরন্তনতা অবশ্যই তাঁহার সহিত সরাসরি অভিন্ন হইতে হইবে; কেননা তাঁহাকে ছাড়া কিছুই চিরন্তন নয়। অনুরূপভাবে তাঁহার অভিন্ন কোনভাবেই তাঁহার সহিত অনভিন্ন নয়। ইব্‌ন কুল্লাবের অনুসারীদের মধ্যেও আল্লাহ্‌র পবিত্রতার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইব্‌ন কুল্লাব আসহাবু'ল হ'াদীছ'-এর মতামত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আখিরাতে রু'ইয়া বি'ল-আবসার (স্বচক্ষে আল্লাহ্‌র সন্দর্শন)-এ এবং মুসলমানদের পাপ সত্ত্বেও পরিণামে তাহাদের মুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করিতেন। তিনি পূর্ব নির্ধারিত নিয়তিতেও মোটামুটি বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের কাজ করার জন্য (কুদ্‌রা) কোনও অন্তর্নিহিত সামর্থ্য নাই; কেবল কর্ম সম্পাদন ভূমিকা পালনের মুহূর্তেই সে উহা প্রাপ্ত হয়। সে ঐ সামর্থ্য তাহার কাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে অর্থাৎ সে পাপের বা আনুগত্যের জন্য উহা কাজে লাগাইতে পারে, তবে কাজ বাছাই করার এই স্বাধীনতার কারণে শুরু হইতে আল্লাহ, নির্ধারিত মুক্তি লাভের অবস্থা বদলায় না, অপরিবর্তিত থাকে।

ইব্‌ন কুল্লাবের সি'ফাত তত্ত্বটি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বাহিরে ও ভিতরের লোকগণের পূর্বেকার চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত, বিশেষত আবু'ল-হুযায়ল (দ্র.) ও হিশাম ইবনু'ল-হা'কাম-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা এবং গোড়ার দিকের যায়দী ধর্মতত্ত্ববিদ সুলায়মান ইব্‌ন জারীর আল-রাক'কী, রাক'কীর চিন্তাধারাসঞ্জাত (ইহাদের জন্য তু. W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim 61 প.) অবশ্য তিনিই সর্বপ্রথম ঐ তত্ত্বকে বিশদ ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে একটি সুসমন্বিত পদ্ধতির আকার দেন যাহার সহিত আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছে'র মিল রহিয়াছে। তিনি দৃশ্যত তাত্ত্বিক

নীতিগুলিকে সেগুলির সহিত মানব বাণীর তত্ত্ব যোগ করিয়া আরও বিস্তৃত পটভূমিকা দান করেন। তাঁহার মানব বাণী তত্ত্বটি খোদ ঐ বাণী বা কথাটি এবং অক্ষর ও ধ্বনির মাধ্যমে ঐ বাণীর বা কথার পুনরুৎপাদনের মধ্যে একই তারতম্য সহকারে ক্রিয়াশীল। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবু'স-সিফাত ও মু'তাযিলা মতের খণ্ডন সংক্রান্ত গ্রন্থ ঐগুলির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার রচনাবলীর কেবল একটি ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে (দ্র. Oriens, xviii-xix (1965-6 P. 138 প.)। বাগ'দাদে তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন সূ'ফী আল-হ'ারিছ' আল-মুহ'াসিবী (মৃ. ২৪৩/৮৫৭)। নীশাপুরে তাঁহার তত্ত্বের সমর্থক হিসাবে আল হু'সায়ন ইবনু'ল-ফাদ'ল আল-বাজালীর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ইব্ন কুল্লাবের একজন সমসাময়িক ব্যক্তি। আল-কু'রআনের একজন ব্যাখ্যাকার হিসাবেই প্রধানত তিনি পরিচিত ছিলেন। খালীফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ও ২৩৮/৮৫২-৩ সনে কালাম সম্পর্কিত বিতণ্ডা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই মতবাদের প্রসার গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) ও তাঁহার লাফজিয়্যা নামধারী শাগরিদগণ উল্লিখিত চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ধর্মতাত্ত্বিকদের বিরোধিতা করেন। ইব্ন হ'াম্বাল (র) ও তাঁহার অনুসারিগণ উচ্চারণ তথা কু'রআনের আবৃত্তির সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী; কিন্তু দুই পুরুষ পর আহ'মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান আল-কালানিসী (রায়্যি নিবাসী) ও তাঁহার সমসাময়িক আল-আশ'আরী (মৃ. ৩২৪/৩৯৬ (দ্র.) ইব্ন কুল্লাবের চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ক'াদী 'আবদু'ল-জাব্বার (মৃ. ৪১৫/১০২৫) উহার পরেও আল-আশ'আরীর অপেক্ষা কুল্লাবীয়াদের বিরুদ্ধে অধিক প্রচারণা চালাইতে থাকেন এবং কার্যত তাহাদের উভয়কে এক কাতারে ফেলিয়া মূল্যায়ন করিতে থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উহা চলিতে থাকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আল্-মুকাদ্দাসী ৩৭৫/৯৮৫ সনে জানান যে, আশ'আরীয়্যাগণ তাহাদের পূর্বসূরীদের ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিলেন। কুল্লাবিয়া মতবাদের শেষ চিহ্ন অতঃপর ৫ম/১১শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন কুল্লাবের তত্ত্ব সংক্রান্ত মূল তথ্যাদি ঃ (১) আল-আশ'আরী রচিত মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, তু. নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ, তু. আরও ইবনু'ন-নাদীম, ফিহ্রিস্ত, সম্পা. আর, তাজাদদুদ, তেহরান ১৯৭৩, ২৩০, II ৬ প.। উল্লিখিত ও অন্যান্য সূত্র; (৩) J. Van Ess, Ibn Kullab und die Mihna, in Oriens xviii-xix (1965-6), 92 প.-এ বিশ্লেষিত; (৪) আরও দ্র. M. Allard, Le probleme des attributs divins, Beirut 1965, 146 ff. (৫) W. M. Watt, The formative period of Islamic thought, Edinburgh 1973, 286ff.; (৬) F. E. Peters, Allahs Commonwealth New York 1973, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৭) H. Daiber, Das theologisch-phlilosophische System des Muammar ibn Abbad as-Sulami, Beirut 1975, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৮) H. A. Wolfson The philosophy of the Kalam, Cambridge Mass. 1976, 248ff.; (৯) J. Peters, God's created speech, Leiden 1976,নির্ঘণ্ট দ্র.; (১০) R.M. Frank, Beings and their attributes Albany 1978, নির্ঘণ্ট।

J. Van Ess (E.I.2)/আফতাব হোসেন

ইব্ন খাকান (ابن خاقان) ঃ 'আব্বাসী সুলতানগণের কয়েকজন সচিব ও উযীরের নামঃ

(১) য়াহ্'য়া ইব্ন খাকান, সচিব, মূলে খুরাসানী। ইনি খলীফা আল-মা'মূন-এর আমলে আল-হ'াসান, ইব্ন সাহ্ল (দ্র.)-এর কর্মচারী ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর আমলে প্রথমে তিনি ভূমিরাজস্ব সচিব ছিলেন; পরে যখন তাঁহার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ উযীর নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি মাজালিস আদালতের পরিচালক নিযুক্ত হন।

(২) তাঁহার বংশে 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন য়াহ্য়াই সর্বপ্রথম উযীরের পদমর্যাদা লাভ করেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তাঁহার একান্ত সচিব নিযুক্ত হইয়া এবং ২৩৬/৮৫১ সনের কাছাকাছি সময়ে কয়েক বৎসর যাবত উযীর পদে নিয়োগ লাভে সক্ষম হন। তখন তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভে, বিশেষত প্রধান প্রধান উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর মনোনয়ন দানের সুযোগের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণের পথরোধ করিতে সক্ষম হন। তিনি জনৈক রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াককিলের আমলের শেষ পর্যায়ে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং সম্ভবত খলীফাকে 'আলীবিরোধী নীতি গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। ঘাতকের হস্তে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার পর তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ২৪৮/৮৬২ সনে তাহাকে বারকায় নির্বাসন দেওয়া হয়। ২৫৩/৮৬৭ সনের পূর্বে তিনি বাগ'দাদে ফিরিয়া আসেন নাই। আল-মু'তামিদ-এর খিলাফাত লাভের ফলে তিনি ২৫৬/৮৭০ সনে আবার উযীরের পদ লাভ করেন এবং ২৬৩/৮৭৭ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন।

(৩) খলীফা আল-মুকতাদির-এর আমলে আল-খাকানী নামে পরিচিত মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ, আবূ 'আলী উযীর হন (যু'লহি'জ্জা, ২৯৯/জুলাই, ৯১২) এবং মুহ'াররাম ৩০১/আগস্ট, ৯১৩ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তিনি ইব্নু'ল-ফুরাত-এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁহার কর্মচারীবৃন্দকে চাকুরীচ্যুত করেন,এবং ঐ সকল কর্মচারীকে গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কোষাগারের তহবিল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি বাগদাদের শী'আ জনসংখ্যার বিরুদ্ধে উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং হ'াম্বালীগণের দাবী পূরণে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার প্রশাসন খালীফার অনুগামিগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পদচ্যুতির পর তিনি প্রথমে 'আলী ইব্ন 'ঈসা কর্তৃক এবং ৩০৪/৯১৭ সনে ইব্নু'ল-ফুরাতের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তৎকর্তৃক কারারুদ্ধ হন। তিনি ৩১২/৯২৪-৫ সনে ইনতিকাল করেন।

(৪) 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আবু'ল-ক'াসিম পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র। তাঁহার পিতা উযীর পদে থাকাকালে তিনি সচিব পদে কার্যরত ছিলেন। তিনি (রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৩১২/জুন, ৯২৪) ইবনু'ল-ফুরাতের স্থলাভিষিক্ত হন। এই সময়ে গুরুতর অভ্যন্তরীণ সংকটের সম্মুখীন হইলে তিনি উহার মুকাবিলায় অসমর্থ হন। ফলে তিনি আমীর মু'নিস-এর জিদের ফলে (রামাদান, ৩১৩/নভেম্বর, ৯২৫) পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন এবং অর্থদণ্ড প্রদানে বাধ্য হন। ৩১৪/৯২৬-৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. Sourdel, viziral, নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) G. Lecomte, Ibn, Qutayba, নির্ঘণ্ট দ্র.; { আবূ য়ালা, ত'াবাক'াতু'ল-হানাবিলা, ১খ, ২০৪।

D. Sourdel, (E/I.2)/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন খাততাব (দ্র. আল-খাততাবী)

ইব্‌ন খাতিমা (ابن خاتمة) ঃ আবূ জা'ফার আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন খাতিমা আল-আন্‌সারী, আল-আন্দালুসের ব্যাকরণবিদ, ঐতিহাসিক, কবি ও বিদগ্ধজন। আলমেরিয়াতে অজ্ঞাত তারিখে তাঁহার জন্ম এবং এই স্থানেই তিনি তাঁহার জীবনের প্রধানতম কাল অতিবাহিত করেন। ৭৭০/১৩৬৯-এ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লিসানুদ্দীন ইবনু'ল-খাতীব-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, গ্রানাডা রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। তবে আলমেরিয়ার মসজিদের কাতিব ও মুকরির পদ ভিন্ন তিনি অন্য কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-বারাকাত আল-বালাফীকী, ইব্‌ন লুয়ুন, ইব্‌ন জাবির, ইব্‌ন শু'আয়ব ও ইব্‌ন ফারকুন। তাঁহার জীবনকালেই তিনি উচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি পরিচিত ঃ

(১) তাহ্‌সীলু'ল-গারাযিল-কাসি'দ ফী তাফসীলিল-মারাদি'ল-ওয়াফিদ; ৭৪৯-৫০/১৩৪৮-৯-এ ঘটিত ব্যাপক মহামারী সম্পর্কিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খাতিমা সাধারণভাবে মহামারীর, বিশেষত আলমেরিয়া নগরীর ৭৪৯-৫০-এর মহামারীর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন; MSS: Berlin 6369, Escorial (Derenbourg, নং ১৭৮৫); জার্মান ভাষায় অনু. তাহা দিনানাহ, Arch fur Gesch. d. Med., 20 (১৯২৬ খৃ.) ২৭-৮১-তে। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত অংশের জার্মান ভাষা হইতে স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ J. Fernandez কর্তৃক Martinez, Actualidad Medica (Granada), ৪০৩-৪ (১৯৫৮ খৃ.) ৪৪৯-৫১২, ৫৬৬-৮৮।

২। মাযিয়্যাতু'ল-মারিয়া 'আলা গায়রিহা মিনা'ল-বিলাদি'ল-আন্দালুসিয়া; ঐতিহাসিক চরিত্রের এই পুস্তকটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না; তবে তৎকালীন যুগের ঐতিহাসিক ইবনু'ল-খাতীব, আল-মাককারী, ইবনু'ল- কা'দী ও অন্যগণ ইহাকে প্রায়শই উৎস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। দীওয়ান ঃ স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি, Escorial (Dernbourg (381) পাঁচ অংশে বিভক্ত ঃ (ক) ফি'ল-মাদহ ওয়াছ-ছানা; (খ) ফি'ন-নাসীব ওয়াল-গা'যাল; (গ) ফি'ল-মুলাহ' ওয়া'ল ফুকাহাত; (ঘ) ফি'ল-ওয়াসায়া ওয়া'ল-হি'কাম; (ঙ) মুওয়াশশাহা'ত, দীওয়ানের পর্যালোচনা ও স্পেনীয় অনুবাদ. S Gibert-কৃত (Thesis, Madrid ১৯৫১ খৃ.) অপর একটি পাণ্ডুলিপি Raoat Bibl. generale, নং ২৬৯।

৪। কিতাব রাইকু'ত-তাহ্‌লিয়া ফী ফাইকি'ত-তাওরিয়া; তাহার ছাত্রবৃন্দের একজন ইব্‌ন জারকালার সংকলিত এবং tawriya (BAYAN)-সম্বলিত ইব্‌ন খাতিমাকৃত কবিতাবলীর সংগ্রহ। পাণ্ডুলিপিঃ Escorial (Derenbourg নং ৪১৯), Bibl. Nat. Paris (Blochet, নং ৫৭৪৯), Rabat (Catal, ১৯৫৮ খৃ.) নং ১৮২৬); এই প্রসঙ্গে S. Gilbert-এর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ Etudes d' Orientalisme... Levi-Provencal, Paris ১৯৬২ খৃ., ৫৪৩-৫৭।

৫। আল-ফাসলু'ল-'আদিল বায়না'র-রাকীব ওয়া'ল-ওয়াশী ওয়া'ল-আযিল, ছন্দ কাব্যে গুপ্তচর, গোয়েন্দা ও দোষদর্শি-এর পার্থক্য বর্ণনামূলক রচনা। অনু. ও সম্পা. S. Gilbert- আল-আন্দালুস-এ, ১৮ ঃ (১৯৫৪ খৃ.) ১-১৬।

৬। ঈরাদু'ল-লা'আল ফী আনশাদি'য-যাওয়াল (ল); কর্ডোভার ইব্‌ন মাককী ও আয-যুবায়দী-কৃত দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কিত পুস্তিকার আলোচনা ও তৎসহ ইব্‌ন হিশামের আলোচনা। ইব্‌ন হানী আল-সাবতী কর্তৃক ক্রমানুসারে গ্রন্থি; সম্পা. ও আলোচনা G.S. Colin. Hesperis-এ , ১২৪ (১৯৩১ খৃ.), ১-৩২।

৭। নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ (কায়রো ১৩৫০ হি., ৭২); গ্রন্থে ইহার গ্রন্থকার আহ'মাদ বাবা ব্যাকরণ সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গে ইব্‌ন খাতিমাকৃত অপর একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইলহাকু'ল-'আকল বি'ল-হিস্‌স নামক এই পুস্তক সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু জানা যায় নাই।

মাদ্রিদ ন্যাশনাল লাব্রেরীর সংগ্রহ (ms. 511, gg. 390 Cat. Guillen Robesl)-এ ইব্‌ন খাতিমার একটি কবিতা রহিয়াছে। তাঁহার দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটি ইবনু'ল-খায়মীর একটি মরমী কবিতার 'তাখমীস'।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জীর অতিরিক্ত ঃ (১) ইবনু'ল-খাতীব, ইহাতা, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ১খ. ১১৪-২৯; (২) মাককারী, নাফহু'ত-তীব, কায়রো ১৩৬৪/১৯৪৯, ৮খ, ১৩৯-৪৮; (৩) ঐ লেখক, আযহারু'র-রিয়াদ, কায়রো ১৩৫৮-৬১/১৯৪০-৪২, ১খ, ২৩, ২৫০, ২খ, ২৫২, ২৫৯, ৩০২, ৩৪৬ ৩৯৫; (৪) ইবনু'ল-কা'দী, দুররাতু'ল-হিজার, রাবাত, ১৯৩৪ খৃ., ১খ, নং ১১৬; (৫) আহ'মাদ বাবা আহ-তুমবুকতী, নায়ল, কায়রো ১৩৫০ হি., ৭২; (৬) জাযারী, গায়াতু'ন-নিহায়া ফী তা'বাকা'তি'ল-কুররা, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., ১খ, ৭৮; (৭) 'উমারী, মাসালিকু'ল-আব্‌সার ফী মামালিকি'ল-আমসার, ms, Paris, নং ২৩২৭, ১৭খ, পত্রক ২১০; (৮) Brockelmann, ২খ, 259, S II, 396; (৯) Pons Boigues, Ensayo, 331-3; (১০) G. S. Colin, Quelques Poetes arabes d'occident au Xive Siecle, in Hesperis, 1931খৃ. ১১ 241; (১১) M. Antuna, Abenjatima de Almeria y su tratado de la Peste in Religion y cultura Madrid, Oct. ১৯২৮ খৃ.।

S. Gibert (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইব্‌ন খাফাজা (ابن خفاجة) ঃ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবি'ল-ফাহ্‌ত আল-খাফাজী, বিখ্যাত আন্দালুসীয় কবি, বর্তমান ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের আলসিয়া (জাযীরাতু'শ-শুক্‌র) নামক স্থানে ৪৫০/১০৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানের নামানুসারে তাঁহার নামের সহিত আল-জাযীরী ও আশ-শুক্‌রী সম্বন্ধবাচক নাম যুক্ত হইয়াছে।

এই জেলায় সম্পত্তির অধিকারী এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি কাহারো অনুগ্রহ কামনা করেন নাই কিংবা যাহারা তাহাকে তাহাদের পারিষদবর্গে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি সাড়া দেন নাই, যদিও তিনি তখনকার সময়ের প্রথা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রশস্তি কীর্তন অনুসরণ করিয়াছিলেন। যেমন তিনি ৫১০/১১১৭ সালে 'ঈদু'ল-ফিতর উপলক্ষে আল-মুরাবিত যুবরাজ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন তাশ্‌ফীন-এর প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি দরবারী কবি হওয়া হইতে অনেক দূরে ছিলেন এবং তাঁহার প্রাদেশিক বিশ্রাম স্থলে বাস করা ও সেখানকার প্রাকৃতিক উচ্ছলতাকে যাহা তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি

করিতেন লেখনীর মাধ্যমে তুলিয়া ধরাকে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং জটিলতাবিহীন জীবন যাপন করেন। তিনি ৫৩৩/১১৩৯ সালে ৮০ বৎসরেরও বেশী বয়সে ইনতিকাল করেন।

ইব্ন খাফাজা যদিও তাঁহার কবিতায় জীবন উপভোগকারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে প্রতীয়মান হন, তবুও তিনি নানা বিষয়ে লিখিয়াছেন। তবে যখন তিনি তাঁহার উৎসাহের প্রধান উৎস প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেলন তখনই তিনি তাহার সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রকৃতির কবি হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। নদী, পুকুর, বাগান, বৃক্ষ, ফল ও ফুল সম্বন্ধে তাঁহার অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বসিত বর্ণনার জন্য তিনি আল-জান্নান (উদ্যান রচয়িতা) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইব্ন খাফাজার কবিতাগুলি তাঁহার জীবদ্দশাতেই যোগ্যতার দাবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একটি দীওয়ানে তাঁহার কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে (তাঁহার রাবী ছিলেন আবূ যাকারিয়া য়াহ্য়া ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আরকুশী, তু. ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব ১খ, ৩১৬ ও টীকা)। ইহা আন্দালুসীয় কবিগণের অতি অল্প সংখ্যক বিদ্যমান এবং সম্পূর্ণ দীওয়ানগুলির মধ্যে একটি এবং ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, কমপক্ষে ইহার এক ডজন হস্তলিখিত কপি এখনও বিদ্যমান। ইব্ন খাকান, ইব্ন বাসসাম, আল-হিজারী, ইব্ন দিহ্য়া ও ইব্ন সা'ঈদ প্রমুখ প্রখ্যাত আন্দালুসীয় সংকলকগণ তাহাদের কবিতা সংকলনে তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল সমালোচকদের অন্যতম আশ-শাকুনদী তাঁহার সংক্ষিপ্ত রিসালা ফী ফাদলি'ল-আন্দালুস গ্রন্থে খাফাজার কবিতা হইতে কমপক্ষে আটটি উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত ইব্ন খাফাজার প্রশংসা আল-মাককারী অপেক্ষা বেশী আর কেহই করেন নাই। তিনি উপর্যুপরি তাঁহার কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাঁহাকে আন্দালুস-এর সানাওবারী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন (Analected ii, 328)। তিনি প্রাচ্যে প্রভূতভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন এবং ইব্ন খাল্লিকান যখন তাঁহার গ্রন্থে ইব্ন খাফাজার নামোল্লেখ করেন তখন হইতে তিনি প্রাচ্য কবিতা সংকলনগুলিতে স্থান পাইতে থাকেন। 'আরব বিশ্বের স্কুলের পাঠ্য বইগুলিতে তাঁহার কবিতার চয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে আন্দালুসের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন খাফাজা ছন্দোবদ্ধ গদ্যও লিখিয়াছেন। তাঁহার কিছু ইখ্ওয়ানিয়্যাত এখনও বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে একটি ইব্ন খাকানকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইব্ন খাকান তাঁহার কালাইদ-এ ইহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার কিছু রাসাইলও এখনও বিদ্যমান যাহাতে তিনি ভাসা ভাসা আবেগ সহকারে এক বন্ধু বিয়োগের বিলাপ করিয়াছেন (এই ধরনের বিলাপ তাঁহার কবিতাগুলিতেও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে আন্তরিকতার সহিত ইহার ব্যবহার হইয়াছে)। এইরূপ ভাসা ভাসা আবেগের প্রকাশ দেখা যায় যখনই তিনি ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়াইতেন অথবা যখন গৃহকাতরতা ও বিষণ্ণতার সহিত তাঁহার যৌবনের দিনগুলিকে অনুতাপের সুপরিচিত প্রকাশরীতিতে কল্পনাসমৃদ্ধভাবে স্মরণ করিয়াছেন এবং অগভীর আবেগভরে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন খাফাজা তাঁহার অনুপ্রেরণার বেশীর ভাগই লাভ করিয়াছেন প্রাচ্যকবি শারীফু'র-রাদী 'আবদু'ল-মুহসিন আস-সুরী অথবা মিহয়ার আদ-দায়লামী প্রমুখ হইতে এবং খুব সম্ভবত আল-বুহতুরী ও আস-সানাওবারীর নিকট হইতেও, যদিও তিনি শেষের দুইজনের কথা স্বীকার করেন নাই (তু. H. Peres, Poesie andalouse 36)। তিনি নিজেও বেশ কয়েকজন আন্দালুসীয় কবিকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। শুরুতে এইরূপ প্রভাব পড়িয়াছিল তাঁহার ভাগিনেয় অথবা ভাইপো ইব্নু'য-যাক'কাক-এর উপর। আল-মাক'কারী (Analectes ii, 424)-র বর্ণনামতে তিনি ইব্ন 'আইশা নামে অপর এক কবিসহ ইব্নু'য-যাক'কাক-এর সহিত কোন এক উপলক্ষে প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তাহাকে Levante অর্থাৎ পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় কবিগোষ্ঠীর স্রষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। Garcia Gomez বলিয়াছেন যে, খাফাজার রচনাধারা গ্রানাডা রাজত্বের অবসান কাল পর্যন্ত বজায় ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, ii, Il, 480-81-এ উল্লিখিত বরাত ছাড়া দেখুন : (২) মাক'কারী,Analectes নির্ঘন্ট; (৩) ইব্ন দিহ্য়া, মুতরিব, কায়রো সংস্করণ ১৯৫৪ খৃ., ১১১-৭; (৪) ইব্ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ২খ, ৩৬৭-৭১; (৫) R. Nykl, Hispano-Arabic poetry, 227-31; (৬) H. Peres, Poesie andalouse, নির্ঘন্ট; (৭) E. Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, Madrid 1943 খৃ., ৩৫। দীওয়ান-এর শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা হইতেছে মুস্তাফা গাযী-কৃত, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৬০।

F. de La Granja (E.I.[2])/ আবদুর রহমান মামুন

ইব্ন খাফীফ (ابن خفيف) : আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আশ-শীরাযী আশ-শায়খু'ল কাবীর বা আশ-শায়খু'শ-শীরাযী নামেও পরিচিত। শীরায নগরীর প্রখ্যাত সূ'ফী। কথিত আছে, তিনি খুব বেশী বয়সে তাঁহার জন্ম নগরীতে ৩৭১/৯৮১ সনে মৃত্যুবরণ করেন (য়াকূ'ত, শিরো, শীরায)। তাঁহার গ্রন্থাবলী (২৬ খানার নাম শাদ্দু'ল-ইযার-এ সংরক্ষিত পৃ. ৪২-৩) এখন বিলুপ্ত। কেবল ইহা ব্যতীত যে, প্রধানত আস-সুলামী, আবূ নু'আয়ম ও আল-কুশায়রী, ইব্ন 'আফীফ-এর শাগরিদ হাল্লাজী দার্শনিক আবু'ল-হা'সান আদ-দায়লামী প্রণীত জীবনী হইতে কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করায় উহা আমাদের হাতে আসিয়াছে। শাদ্দু'ল-ইযার (সীরাত ইব্ন খাফীফ, সম্পা. দ্বিধর্মাবলম্বী A. Schimmel) গ্রন্থ প্রণেতা ইব্ন জুনায়দ উক্ত গ্রন্থখানির পুনর্লিখন ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন।

তবে আল-হুজ্বীরী (৪৫৬/১০৬৩)-র মতে ইব্ন খাফীফ এক অভিনব সূফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা (Kashf. G M S. সাময়িকী, ১৭খ, ২৪৭; তু. তায'কিরাতু'ল-আওলিয়া, ২খ, ১৩৫)। কাযারূনী আন্দোলনের (Vita Kuzeruni,সম্পা. F. Meyer, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ১৭) উপর তাঁহার স্থায়ী প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং সুহরাওয়ার্দিয়া তারীকার সূ'ফীদের কুরসীনামায় তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত রহিয়াছে (Depont ও Coppolani-কৃত Confreries religieuses musulmanes, পৃ. ৫৩৪)। ফলে ফুতুওয়ার কুরসীনামাগুলিতে ইব্ন খাফীফ-এর নাম অন্তর্ভুক্ত হয় (Golpinarili, Iktisat Fakultesi mecmuasi-তে ১১ খ., ৩৪)। ইব্ন খাফীফ-এর পর রূযবাহান বাক্লী (মৃ. ৬০৬/১২০৯), যিনি কিতাবু'ল-ইগানা নামক একখানি গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ প্রণয়ন করেন এবং যিনি আদ-দায়লামী-কৃত 'আতফ হইতে উদ্ধৃত এক দীর্ঘ অংশ তৎপ্রণীত জাসমিন নামক পুস্তকে (সম্পা. Corbin, পৃ. ৯) লিপিবদ্ধ

করেন, তিনি বানূ সালিবার জনৈক উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে খিরকা গ্রহণ করেন। পূর্বে ইঁহারা দায়লামী বংশের আশ্রিত ছিলেন, অথচ পিতা-পুত্রাদিক্রমে ক্রমাগত ইহাদের মধ্যেই খালীফী তারীকার গদ্দী হস্তান্তরিত হইত (শাদ্দ, পৃ. ২৯৯; শীরায নামাহ, পৃ. ১১৩; তু. ঐ, পৃ. ১১৭; Massignon, Passion ১খ, ৩৭৪)। পরিশেষে ইব্‌ন খাফীফ শীরায নগরীতে যে বিরাত (بـراة)-এর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইবনু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০)-এর জীবদ্দশায়ও জাঁকজমকের সঙ্গে বজায় ছিল (মাদদ, পৃ. ৫৮)। এইভাবে কম বেশী হাল্লাজবাদের গূঢ় প্রভাবের সঙ্গে ইব্‌ন খাফীফ-এর শিক্ষা ফারস-এর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মঙ্গোল অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল।

ইব্‌ন খাফীফ-এর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্য ছিল কিনা সেই বিষয়ে তর্ক উঠিয়াছে। ইহা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে যে, তিনি ফিক্‌হশাস্ত্রে জাহিরী, কালামশাস্ত্রে আশ'আরী এবং ইসলামী আধ্যাত্মিক ধর্মতত্ত্বে সালিমী বিরোধী মতের অনুসারী ছিলেন (L. Massignon, Essai, পৃ. ৩১৫)। আরও সহজ কথায় বলিতে গেলে শীরায নগরীর এই বিশিষ্ট সন্তানের জীবন ও চিন্তাধারাকে নীতিগতভাবে দুইটি ধারাবাহিক যুগে বিভক্ত করা চলে। তন্মধ্যে প্রথম যুগে আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব সমস্যাবলী (معاملات) প্রভাব বিস্তার করিত। উহাই ফারস-এর দরবেশদের মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এইজন্য জাহিরীবাদের, বিশেষত সদ্যগঠিত মালামাতিয়া বা ফুতুওয়ার প্রতি তাঁহাদের সুস্পষ্ট ঝোঁক প্রায়শই দেখা যাইত (দৃষ্টান্তস্বরূপ আবূ 'আমর আল-ইস্‌তাখরী, 'আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল, বুনদার ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন; আস-সুলামী, তাবাক'াত, সম্পা. শারীবা, পৃ. ৪৬৭, আবু'ল-হ'াসান আল-মুযায়্যিন, বিশেষত আবূ জা'ফার আল-হাযযার নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন ঃ শাদ্দ, পৃ. ৯৬)। উহার দ্বিতীয় যুগ বাগ'দাদী মতবাদের জুনায়দী শাখার প্রভাবাধীন হওয়ায় অধিকতর গবেষণা তৎপর। এই যুগে তিনি অবশেষে শীরাযে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন, তৎপ্রণীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং দায়লামী 'আদুদু'দ-দাওলা (যিনি ৩৩৮/৯৪৯ সন হইতে শীরাযের শাসনকর্তা ছিলেন)-এর রাজদরবারে তিনি একটি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁহার তৎকালীন বিশিষ্ট মর্যাদার ফলেই তখন ইরাক হইতে যেই সকল হাল্লাজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তাহাদের আশ্রয় দান করা সম্ভবপর হইয়াছিল সেখানে তাঁহাকে অস্পষ্টভাবে মানসিক ঔদার্যের অধিকারী না বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে এই ধারণা করাই অধিকতর সমীচীন হইবে যে, জীবনের দুই ভিন্নতর দিকের (জুনায়দী ও আধা হাল্লাজী) সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তাঁহার চিন্তাধারা বিকশিত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহাকে বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণা কার্যে পরিচালিত করিয়াছিল। উক্ত ধারণার সমর্থনে বহুবিধ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইব্‌ন খাফীফ বক্তব্যের সূচনায় পালাক্রমে দুইটি প্রারম্ভিক ইসনাদ (اسناد) ব্যবহার করিতেন। তন্মধ্যে একটি শুধু শীরায নগরীর বাসিন্দাদের, তখন তিনি জা'ফার আল-হাযযা (সীরাঃ পৃ. ১৪৯, ১৭৮, ২০২) এব আবূ 'আমূর আল- ইসতাখরী (সীরা পৃ. ৩৩, ৩৫, ৮৭, ১৫২)-এর নাম উল্লেখ করেন। আর অপরটি আল-জুনায়দ-এর সঙ্গে কৃত্রিমরূপে সম্পর্ক স্থাপন করে (L. Massignon, Essai, প্র. ১২৯, কাযারূনীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, পৃ. গ্র., পৃ . ২৫। একদা ইব্‌ন খাফীফ আল-জুনায়দ-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠকালে পূর্বকথিত বক্তব্য প্রত্যাহার করেন ('আতফ, সম্পা. Vadet, পৃ. ৩)। তিনি আল-জুনায়দ-এর মতবাদ ও তাঁহার প্রথম বাগ'দাদী উস্তাদ রুওয়ায়ম-এর শিক্ষার মধ্যে ইতস্তত ভাব পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহার উস্তাদ একজন মালামাতিয়া, ইসতাখরীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও আল-জুনায়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল না (I. Goldziher, Die Zahiriten, পৃ. ১৭৯; আস-সুলামী, পৃ. গ্র., পৃ. ৪৬২; আল-'আফীফী, মালামাতিয়া, পৃ. ৬০; তা'রীখ বাগদাদ, ৮খ, ৪৩১; তু. শীরায নামাহ, পৃ. ৯৫-৬)।

ইব্‌ন খাফীফ-এর আধ্যাত্মিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক নিয়মাবলী বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদ্ভাসিত হইলেও পরবর্তীকালে একদল তত্ত্ববিদ কর্তৃক উহা দ্রুততার সঙ্গে পুস্তকাকারে লিখিত হয়। উহাতে কোন মতে তাঁহার জীবনের দুইটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। মনে হয়, নিম্নোক্ত শর্তাদি দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হইত ঃ (১) দারিদ্র্যের (فقر) প্রয়োজনীয়তা আর ধন-দৌলতের উপরে এই দারিদ্র্যের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থার প্রাধান্য ['দারিদ্র্য' মহানবী (স)-এর অনুকরণ, আধিকন্তু ইহা স্বীয় গুণাবলীর কবল হইতে নিজকে মুক্তি দান, তায'কিরাতু'ল-আওলিয়া, পৃ. ১৩১; তাওহ'ীদকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য ইহা যেন একটি নেতিবাচক পদ্ধতি। আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্ব অন্তর দ্বারা যাচাই করা; আবূ নু'আয়ম, ১০খ, ৩৮৬]। (২) সূ'ফীমাত্রই যেমন ওয়ালী হয় না, তেমনই কেহ নিঃস্ব ব্যক্তি হইলেই আপনা-আপনি সূ'ফীর মর্যাদায় উন্নীত হয় না। (৩) আল্লাহ্‌র প্রেমে তন্ময় হওয়া বা ওয়াজদ (وجد)-এর জন্য মুহূর্তের গভীর অনুভূতি (غلبة) যথেষ্ট নয়, ঠিক যেমন সাধুতা (ولاية) অর্জনের জন্য ওয়াজদ যথেষ্ট নয়। (৪) অস্থায়ী অবস্থা (حال)-র তুলনায় সাধুতা অর্জন একটি অধিক শর্তমূলক অনির্ধারিত মানসিক অবস্থা। ইব্‌ন খাফীফের দৃষ্টিভঙ্গীতে হাল অপেক্ষা মাকাম (مقام) উত্তম ঠিক যেমন মত্ততা অপেক্ষা মিতাচার উৎকৃষ্ট। সাধুতা অর্জনকে দারিদ্র্যের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া ইব্‌ন খাফীফ মনে করিতেন, অথচ তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির কুত্রাপি তিনি উহার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা তাহা বলা দুষ্কর। তাঁহার স্থানাপন্ন তাঁহার হাল্লাজী শিষ্যবর্গ বা শিষ্যত্বের দাবীদাররা 'ইশক (عشق) ও মুহ'াব্বাত (محبة) সম্পর্কে তাহাদের ধারণার ভিত্তিতে ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। শীরায নগরীর এই পণ্ডিতের জগৎজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও ইহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যার সহায়ক হইয়াছে।

Dr. A. Schimmel কর্তৃক সম্পাদিত (ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জী সমেত, আঙ্কারা, ১৯৫৫ খৃ.) সীরাত ইব্‌ন খাফীফ গ্রন্থের মূল ঐতিহাসিক যেই সকল পুস্তক সমালোচনা প্রণয়ন করিয়াছেন দুর্ভাগ্যবশত উক্ত গ্রন্থের মূল পাঠ্যাংশ কোনক্রমেই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। উঁহারা হইতেছেন আবু'ল-'আব্বাস য়া'কূব (মৃ. ৭৩৪/১৩৩৩, শীরায নামাহ, সম্পা. বাহমান, কারীমী) ও ইব্‌ন জুনায়দ আশ-শীরাযী (মৃ. ৭৯১/১৩৮৮, শাদ্দু'ল-ইযার)। ইব্‌ন খাফীফ-এর হাল্লাজী মতবাদ বুঝিবার জন্য L. Massignon, আখবারু'ল-হাল্লাজ, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৮ ও ৮১ এবং Studia Orienalia Ioanni Pedersen-এ প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., Vie et oeuveres de Ruzbihan Bakli পাঠ করা যাইতে পারে।

ইব্‌ন খাফীফ-এর জীবন ও মতবাদ যেই ব্যাপক প্রশ্নগুচ্ছের অংশ বিশেষ, তাহার যথাযোগ্য সমাধান আজ পর্যন্ত মিলে নাই। তাহা হইলঃ (১) বাগদাদের জুনায়দবাদ এবং ৩য়/৯ম শতকের ইরান ও খুরাসানের বাস্তব সূফীবাদের পারস্পরিক বিরোধিতা আবূ য়াযীদ আল-বিস্‌তামীর স্মৃতি,

মালামাতিয়া, দারিদ্র্য ও আন্তরিকতার শর্তে জিদ ধরা, বীর ধর্মপরায়ণতা। (فترة) তাঁহাদের মতবাদের সারসংক্ষেপের জন্য দ্র. আবূ নু'আয়ম, ১০খ, ৩৮৭)। (২) এই বিরোধিতা ক্রমবৃদ্ধিশীল আশ-'আরীবাদ ও জাহিরীবাদ-এর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিল না; ইব্‌ন খাফীফ-এর জীবদ্দশায় এই দুইটি ছিল শাফি'ঈ মায'হাবের সংগ্রামরত দুইটি পরস্পরবিরোধী শাখা, বিশেষত ইরাকের শাফি'ঈ মায'হাবের যাহার সঙ্গে জুনায়দবাদ পরিণামে একীভূত হইয়া যায়। (৩) যখন এই দুই প্রাথমিক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়, কেবল তখনই ইব্‌ন খাফীফ-এর হাল্লাজবাদের অনিশ্চিত দ্ব্যর্থক ব্যাখ্যা এবং তৎসঙ্গে এই মতবাদের অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশের ধারা—অন্তত ইরান অঞ্চলের -আরও সহজবোধ্য হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে দেওয়া আছে।

J. C. Vadet (E.I.[2])/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন খাফীফ (দ্র. মুহম্মাদ ইব্‌ন খাফীফ)

ইব্‌ন খামীস (ابن خميس) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-হিময়ারী, আল-হাজ্‌রী আর-রু'আয়নী, আত-তিলিমসানী (আত-তূনিসী নন, যেমন ইব্‌ন কুনফুয ভুলবশত বলিয়াছেন), 'আরবী কবি, জ. ৬৫০/১২৫২ সালে তিলিমসানে এবং ৭০৮/১৩০৮ সালে গ্রানাডায় তিনি নিহত হন।

নিজের বংশ-মূল সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি য়ামানের হিময়ার গোত্রভুক্ত ছিলেন। স্বরচিত কবিতাবলীতে নিজের সম্পর্কে যতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে শুধু সেইটুকুই জানা যায়। তাঁহার ৫৮ বৎসরের জীবনের প্রথমাংশ সম্পর্কে আমরা এইটুকু জানি যে, তিনি ছিলেন দরিদ্র এবং একটি ফুন্দুক (সরাইখানা)-এর কামরায় বসবাস করিতেন এবং ভেড়ার চামড়ার বিছানায় শয়ন করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি সচ্ছলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সচ্ছলতা তাঁহাকে আয়েশী জীবন যাপনের সুযোগ দিয়াছিল। তিনি এইজন্য পরে তাঁহার কবিতায় অনুশোচনাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী ও ৬৮১/১২৮২ সালে সুলতান আবূ সা'ঈদ 'উছমান (১ম) ইব্‌ন য়াগ্‌মুরাসান (৬৮১-৭০৩/১২৮২-১৩০৩)-এর ব্যক্তিগত সচিবের পদে তাঁহার নিয়োগ লাভ হইতে ধারণা করা যায় যে, তিনি সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

এই পদে তিনি কতদিন বহাল ছিলেন তাহা অজ্ঞাত। ৬৮৮/১২৯৯ সালে পরিব্রাজক আল-'আবদারী (যিনি তিলিমসানের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ইব্‌ন খামীস সম্পর্কে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল) তাঁহাকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় দেখিতে পান। দশ বৎসর পর তিলিমসান মারীনী শাসক আবূ য়া'কূব য়ূসুফ (৬৮৫-৭০৬/১২৮৬-১৩০৭) কর্তৃক অবরুদ্ধ হয় এবং অবরোধকারী নিহত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অবরোধ দীর্ঘ এক শত মাস স্থায়ী হয়। সঠিক তারিখ ও মূল বিষয়টি জানা নাই বটে, তবে কথিত আছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে শহরটির আত্মসমর্পণের পক্ষাবলম্বনের অভিযোগ আনিয়া তৎসময়ের ক্ষমতাসীনরা তাঁহার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাইলে অবরোধ চলাকালীন তিনি তাহার শহর ত্যাগ করেন। তিনি অন্ততপক্ষে তাহার দুইটি কবিতায় এই সম্পর্কে কৌশলে ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি Ceuta গমন করেন। এই সময়ে Ceuta আবূ তালিব 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-আযাফী ও তদীয় ভ্রাতা আবূ হ'াতিম কর্তৃক শাসিত হইতেছিল। সেখানে তিনি নিজেকে একজন শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা নেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন আবি'র-রাবী কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া তাঁহার ছাত্ররা তাঁহার প্রতি বিব্রতকর ব্যাকরণগত প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে প্রতিহত করায় তাঁহার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি Algeciras গমন করেন। অতঃপর তিনি মালাগা এবং অবশেষে ৭০৩/১৩০৪-এ গ্রানাডা গমন করেন। প্রতিটি স্থানেই তিনি শিক্ষা দান ও কবিতা রচনার (এই কবিতাগুলির মাধ্যমে তিনি মহান ব্যক্তিদের গুণকীর্তনের আনন্দ লাভ করেন) মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন। এই সময়ে গ্রানাডার শাসনকর্তা তৃতীয় মুহ'াম্মাদ [আল-মাখলূ নামে পরিচিত (৭০১-৮/১৩০২-৯) এবং তাঁহার উযীর ইব্‌নু'ল-হাকীম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন ইবরাহীম (৬৬০-৭০৮/১২৬২- ১৩০৮), যিনি সমসাময়িক কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব] তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন। দেশের পূর্বাঞ্চলের এক দীর্ঘ সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শেষোক্ত ব্যক্তি তিলিমসানের মধ্য দিয়া গমন করাকালে ইব্‌ন খামীসের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। গ্রানাডায় তাঁহার দরবারে পণ্ডিত ও বিদ্বানগণের সমাগম হইত, তিনি ইব্‌ন খামীসকে এই দরবারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান, তিনি (অবশ্যই প্রশস্তিমূলক কবিতার বিনিময়ে) তাহার নিরুপদ্রব জীবনের নিশ্চয়তা দান করেন। ৭০৬/১৩০৬ সালে এক ভ্রমণে ইব্‌ন খামীস মালাগায় প্রত্যাগমন করেন, অতঃপর আলমেরিয়া গমন করেন। এখানে ইব্‌নু'ল-হাকীমের একজন অধীন সেনাপতি ইব্‌ন কুমাশা তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের ভাষায়, "আমি রক্তের মত; প্রতি বসন্তে আমি আমাতে গতি সঞ্চার করি"। তিনি কখনই তিলিমসানকে ভুলেন নাই এবং সর্বদা সেখানে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু ৭০৮/১৩০ সালে ক্ষমতা দখলকারী আবু'ল-জুয়ূশ নাস্‌র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (৭০৮-১৩/১৩০৯-১৪)-এর প্ররোচনায় এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। সেই হাঙ্গামায় ইব্‌ন খামীস তাঁহার গ্রানাডার অবস্থানস্থলে আল-আরক'াম (মূক) নামে প্রসিদ্ধ জনৈক 'আলী ইব্‌ন নাস্‌র-এর বর্শার আঘাতে নিহত হন। ইব্‌নু'ল-হ'াকীমের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কই ছিল এই হত্যার কারণ। ইব্‌নু'ল-হাকীমও একই দিনে নিহত হন।

ইব্‌ন খামীসের জীবনীকারগণ তাঁহাকে একজন পণ্ডিত, দার্শনিক, সৎ লোক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, বাতিল ফিরকাগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সাহিত্যিক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গুণের জন্য কোন প্রামাণ্য দলীল নাই এবং অনেকটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁহার লিখিত বলিয়া অনুমিত রচনাসমূহের মধ্যে যতদূর টিকিয়া আছে, সবই কবিতা। জনৈক কাযী আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হাদরামী (যাহাকে আর বেশী দূর সনাক্ত করা যায় নাই) কর্তৃক ঐগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আদ-দুররু'ন-নাফীস ফী শি'র ইব্‌ন খামীস শিরোনামের একটি সংগ্রহে উল্লেখ দেখা যায়। তবে এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানা যায় না। তৎসত্ত্বেও ইব্‌ন খামীসের কবিতাবলী সামগ্রিকভাবে না হইলেও অন্ততপক্ষে বৃহত্তর অংশ দুর্লভ নহে। ঐগুলি আল-আযদারী, য়াহয়া ইব্‌ন খালদূন ইব্‌নু'ল-কাদী ও আল-মাক'কারী, যিনি ইব্‌নু'ল-খাতীবকে পুনঃউপস্থাপন করেন, প্রমুখের রচনাসমূহে ছড়াইয়া আছে। ইব্‌ন মানসূর এইগুলির মধ্যে ৬১০টিরও অধিক চরণসম্বলিত ১৬টি কাসীদা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ইহাদের মধ্যে ১০টি ক'াসীদার প্রতিটিতে ৩ টিরও অধিক চরণ রহিয়াছে এবং দুইটি ক'াসীদার প্রতিটিতে ৮০ চরণ পর্যন্ত রহিয়াছে।

এইগুলির মাঝে আমরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা—মাদহ, হিজা, ফাখর কখনও কখনও শুরুতে নাসীব-এর ব্যবহারসহ দেখিতে পাই। তিনি তিলিমসানের বানূ যায়ান, পরিব্রাজক ইব্ন রুশায়দ ও বিশেষত উযীর ইব্ন হ'াকীম-এর প্রশংসা করেন, যিনি কবিকে আশ্রয় দান ও তাহার শত্রুদের পরাভূত করেন এবং যিনি ক্ষমতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি বানূ য়াগমুর সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন যাহারা তাঁহার গুপ্তহত্যার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বানূ য়াগমুর নৈরাজ্যে জর্জরিত তাঁহার ক্ষুদ্র দেশ ছাড়িয়া দূরে নির্বাসন গ্রহণের জন্য তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল। তাহার স্বল্প মূল্যে উহাদের আনুগত্য প্রদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল গর্বিত, নির্মম ও জঘন্য অত্যাচারী। তিনি মুজাসী নাহ্শাল, হিম্য়ার, সাকাসিক প্রমুখ পূর্বপুরুষের জন্য গর্ববোধ করিতেন।

ইহা ছাড়াও তাঁহার কবিতাবলী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও স্থানের নাম ও অপ্রচলিত শব্দে অলংকৃত ছিল। এইগুলি ছিল কৃষ্টির গভীরতা ব্যঞ্জক, ৭ম/১৩শ শতকের তিলিমসানের দরিদ্র পরিবারের একজন সদস্যের মধ্যে ইহার প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর! তাঁহার গ্রন্থাদি 'আরব, পারসিক, গ্রীক-রোমান প্রাচীন কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত এবং এইগুলিতে ছিল হারমেস, সক্রেটিস, আল-ফারাবী, আস-সুহ্রাওয়ার্দী, সায়ফ ইব্ন যী-য়াযান, 'আম্র ইব্ন হিন্দ, নু'মান, ইমরু'ল-কায়স এবং আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনীর সমাবেশ। ইহা ছাড়াও তাঁহার অনুসৃত রচনারীতি একটি কবিতাছন্দে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি দুর্বোধ্য (হূশী) ভাষার উপর দন্তস্ফুট করিতে সক্ষম নহেন তিনি স্পষ্ট ব্যঞ্জনার স্বাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম।" এই অদ্ভুত রচনাশৈলী কেবল তাঁহার একটি তত্ত্বগত ধারণা ছিল না, বরং বাস্তবেও তাহা তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার কিছু কিছু কবিতা খুব ভাল অভিধানের সাহায্য ব্যতীত অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। সম্ভবত এই কারণেই ইতিপূর্বে তাঁহাকে শানফারা, তা'আব্বাতা শাররান, সুলায়ক ইব্ন আমির প্রমুখ 'আরবী কবিতার প্রাজ্ঞ (ফুহূল) ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াহ্'য়া ইব্ন খালদূন, বুগ'য়াতু'র-রুওয়াদ ফী যিকরি,ল-মুলূক মিন বানী 'আবদি'ল-ওয়া'দ, আলজিয়ার্স ১৯০৩ খৃ., ১খ, ১০-৪৩, ১১৭; (২) ইব্ন কুনফুয, ওয়াফায়াত, সম্পা. H. Peres, আলজিয়ার্স, তা. বি., ৫৩, নং ৭০৮; (৩) ইবনু'ল-কাদী, দুররাতু'ল-হিজাল, সম্পা. Allouche, রাবাত ১৯৩৪ খৃ., ১খ., ১৬৩, নং ৪৭০; (৪) ইব্ন মারয়াম, বুস্তান, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., পৃ. ২২৫; (৫) মাক'কারী, নাফহু'ত-তীব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৭খ., ২৮০-৯৫; (৬) ঐ লেখক, আযহারু'র-রিয়াদ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ২খ., ৩০১-৩৬; (৭) J-J-L-Barges, Complement de l'histoire des Beni Zeiyan, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ২২-৪; (৮) Abdesselam Meziane, ইব্ন খামীস poete tlemcenien du XIII^e, Siecle in Deuxieme congres de la Federation des societes savantes de l'Afrique de Nord a Tlemcen 14-17 avril 1936, আলজিয়ার্স, ১৯৩৬ খৃ., ২খ, ১০৫৭-৬৬; (৯) 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ইব্ন মানসূর, 'আল-মুনতাখাবু'ন-নাফীস মিন শি'র ইব্ন খামীস, তিলিমসান ১৩৬৫ হি.; (১০) 'আবদু'র-রাহ'মান আল-জীলালী, তারীখু'ল-জাযাইরি'ল-'আম, আলজিয়ার্স ১৯৫৫ খৃ., ২খ, ১৪৬।

M. Hadj-Sadok (E.I.²)/ মোঃ রেজাউল করিম

ইব্ন খাযিম (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম)

ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী (ابن خير الاشبيلى) ঃ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ খায়র ইব্ন 'উমার ইব্ন খালীফাতু'ল-লামতূনী আল-আমাবী, সেভিলের হ'াদীছ'বিশারদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি ৫০২/১১০৮-এ সেভিল নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভা নগরীর মসজিদের ইমাম হইয়াছিলেন এবং ঐ নগরীতে ৫৭৫/১১৭৯-এ মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন খায়র আল-আন্দালুসে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার পঠিত বিভিন্ন পুস্তক ও তাঁহার শিক্ষকগণের রচিত গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে প্রণীত পুস্তকের তালিকা (ফাহ্রাসা দ্র.) জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সেভিল, কর্ডোভা, আলমেরিয়া, মালাগা, গ্রানাডা প্রভৃতি নগরে বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হইতে সনদ (ইজাযা) লাভ করেন। ফাহ্রাসাত মা রাওয়াহু 'আন-শুয়ূখিহি মিনা'দ-দাওয়াবীনু'ল-মুসান্নাফা ফী দুরূবি'ল-'ইল্ম ওয়া 'আন-ওয়াহই'ল-'আরিফ নামক তাঁহার গ্রন্থটি ১৮৯৪-৫-এ সারাগোসাতে J. Riberay Tarrago কর্তৃক Index librorum de diversis scientairum ordinibus quos a magistris didicit শিরোনামে প্রকাশিত হয় (দুই খণ্ড, BAH-এর ৯-১০ খণ্ড হিসাবে)। বহু হ'াদীছ' সম্বলিত ভূমিকার পর গ্রন্থকার তাঁহার পঠিত কু'রআন বিজ্ঞান ('উলূমু'ল-কু'রআন) সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থের পর্যালোচনা করেন (পঠন, নাসিখ ও মানসূখ)। ইহার পর বিশদভাবে হাদীছ, তৎসহ সিয়ার ও আনসাব এবং মালিকী ফিক্'হ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহার পরে রহিয়াছে ব্যাকরণ, অভিধানতত্ত্ব, সাহিত্য ও কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা। পরিশেষে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থ বিবরণী (fahrasas)-সমূহের তালিকা প্রদান করেন। প্রতিটি শাস্ত্রের জন্য তিনি তাঁহার শিক্ষকগণের নাম অক্ষর ভিত্তিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের জীবনী সম্পর্কিত তেমন কোন তথ্যই তিনি প্রদান করেন নাই। গ্রন্থকারের যুগের মুসলিম স্পেনে পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থাবলীর অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থ নির্দেশিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ (দ্র. H. Peres, Poesie andalouse, 28ff)। ইব্ন খায়র-এর নিজেরও অসংখ্য ছাত্র ছিল; কথিত আছে, তাহাদের নামের তালিকার ত্রিশ পৃষ্ঠাসম্বলিত দশটি পুস্তিকা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাব্বী, বুগ'য়া, ১১২; (২) ইবনু'ল-'আব্বার, তাকমিলা, ৭৮০; (৩) হ'াজ্জী খালীফা, ৭খ, ৫৪০; (৪) Pons Boigues Ensayo, 242-4; (৫) Wustenfeld, Geschichtschreiber, নং ২৩১; (৬) আহওয়ানী, in RIMA, 1/1 (1955) 97-8; (৭) Gonzalez Palencia, Literatura, 195; (৮) Brockelmann, S I. 499

Ch. Pellat (E.I.²)/ আবদুল বাসেত

ইব্ন খায়্যাত আল-'উসফুরী (ابن خياط العصفرى) ঃ খালীফা, মৃ. ২৪০/৮৫৪, সাধারণভাবে শাবাব নামে পরিচিত বিশিষ্ট চরিতকার, বংশ তালিকাবিশারদ ও হ'াদীছ'শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। তিনি সম্ভবত প্রায় ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মনে হয় নিজ শহরেই শিক্ষা লাভ করেন। সে যুগের রীতি অনুযায়ী বিদ্যা শিক্ষার্থে ভিন্ন কোন শহরে যান নাই। আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী তৎরচিত বাগ'দাদের ইতিহাসে সেরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। অপরাপর জীবনীকারগণও তাঁহার বিদ্যা

শিক্ষার্থে বাহিরে যাইবার বিষয়ে কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। তদুপরি তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বসরার অধিবাসী বা বসরাতে বসবাসকারী।

এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার দাদা (যিনি এই একই নামীয় ছিলেন) এবং তাঁহার পিতা হাদীছ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্টিবান ও তামাদ্দুনিক মনের অধিকারী। যেমন য়াযীদ ইব্ন যুরায়' সুফয়ান ইব্ন 'উয়ায়না, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার, গুনদার, হিশামু'ল-কালবী, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাদাইনী প্রমুখ। কিন্তু তিনি য়াযীদ ইব্ন যুরায়' (দ্র.)-এরই অধিক ঘনিষ্ঠ ছিলেন যাঁহাকে ইব্ন সা'দ বলিয়াছিলেন, "উছমানী মনোভাবাপন্ন একজন সুযোগ্য ব্যক্তি।" ইব্ন খায়্যাত-এর লেখার কতকাংশে সেই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্যাতনামা হাদীছবেত্তাগণ সব দিক মিলাইয়া ইব্ন খ্যায়াতকে সম্মানিত সরলপন্থী ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার বিখ্যাত ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন আল-বুখারী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ, ইব্ন হাম্বাল এবং বাকী 'ইব্ন মাখলাদ।

ইব্নু'ন-নাদীম-এর মতে তিনি চারখানি গ্রন্থের রচয়িতা ঃ (১) আত-তা'রীখ; (২) তাবাকাতু'ল-কুররা; (৩) তারীখু'য-যামনা ওয়া'ল-উরজান ওয়া'ল-মারদা ওয়া'ল-'উময়ান ও (৪) কিতাব আজযা আল-কু'রআন ওয়া 'আশারিহি ওয়া আসবাইহি ওয়া আয়াতিহ। মনে হয় যেন ইব্নু'ন-নাদীম কর্তৃক উল্লিখিত তাবাকাতু'ল-কুররা গ্রন্থটি এবং তাবাকাত খালীফা ইব্ন খ্যায়াত নামে বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকা গ্রন্থটি এইখানির একটি চমৎকার কপি দামিশ্কর আজ জাহিরিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত। আত্-তারীখ গ্রন্থখানিও টিকিয়া আছে। মরক্কোতে উহার একটি কপি (এ পর্যন্ত জানা মতে একমাত্র কপি) পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি একখণ্ডে সমাপ্ত এবং উহার পত্রসংখ্যা ১৬৮, মুসলিম স্পেনে ৪৭৭/-১০৮৪ সালে এই অনুলিপিখানি নকল করা হইয়াছিল।

লেখক তারীখ শব্দটির ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থ শুরু করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পর হিজরত হইতে শুরু করিয়া ২৩২/৮৪৬ পর্যন্ত কালের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এবং দেখা যায় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের মক্কা অধ্যায় বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থখানির গুরুত্ব শুধু এই কারণে নহে যে, ইহাই ইসলামের ঘটনাবলীর প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ জরীপ যাহা আমাদের নিকটে পৌছিয়াছে, বরং বিষয়বস্তুর কারণে ও উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্বেও ইহা গুরুত্বের দাবিদার। লেখক দামিশকের 'উমায়্যা খলীফাগণের প্রতি এবং মুসলিম বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়সমূহের প্রতি, বিশেষ করিয়া মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে অধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রতিটি ঘটনাকে তিনি দুইটি ভিন্ন সূত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্থানীয় ও সরকারী। ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের দিকে তিনি মনোযোগ দেন নাই, বরং 'উছমান (রা)-এর শাহদাত, 'আলী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার যুদ্ধ, আল-হাররার যুদ্ধ, খারিজী আন্দোলন ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনাবলীর প্রতিই বেশী গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থটি প্রাথমিক যুগের ইসলামের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আলোচনা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। লেখক প্রত্যেক খলীফার শাসনকাল আলোচনার শেষে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত শাসক, সেনাপতি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবনী গ্রন্থ আত-তাবাকাত বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত এই ধরনের প্রাচীনতম গ্রন্থ; ইব্ন সা'দ আরও পূর্বেকার লেখক হইলেও তাঁহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। ইহার চমৎকার প্রতিলিপিখানি গ্রন্থাকারের জনৈক ছাত্র কর্তৃক কৃত, সম্ভবত তাঁহার জীবিত থাকার সময়েই। বইখানি ৯৭ পত্রের কূফী ও নাস্খী—এই উভয় রীতির সংমিশ্রিত লিপিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। দীর্ঘ সময়ের কারণে এবং অযত্নে ব্যবহারের জন্য বর্তমানে ইহার পাঠোদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। ইহাতে আনুমানিক ৩,৩৭৫ জন এমন সব পুরুষ ও নারীর জীবনী গ্রথিত হইয়াছে যাঁহারা ইসলামের প্রথম ২৩৬ বৎসরে হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থখানি দুইটি অসমান অংশে বিভক্ত, পুরুষদের জীবনী অংশ খুবই বৃহৎ আর মহিলাদের অংশ ক্ষুদ্র।

ইব্ন খায়্যাত তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও স্বদেশবাসী ইব্ন সা'দ-এর রীতি হইতে ভিন্ন রীতিতে তাঁহার এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি মদীনাতে বসবাসকারী হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মূল্যায়ন দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, প্রথমে রাসূল (স), তৎপরে গোত্রীয় পরিচয় ও রাসূল (স)-এর সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্য অনুসারে কুরায়শ বংশীয়গণ এবং অতঃপর অন্যান্য 'আরব গোত্রীয়গণ স্থান লাভ করিয়াছেন। অবশেষে তিনি বিভিন্ন মুসলিম শহর ও কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেইগুলির ক্ষেত্রেও একই রকম গুরুত্বের ক্রমঅনুযায়ী পর্যালোচনা করিয়াছেন। জীবনীমূলক তথ্য খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গ্রন্থখানির প্রধান গুরুত্ব এই যে, ইহাতে সম্পূর্ণতা রহিয়াছে এবং লেখক বিশেষ মনোনিবেশের সঙ্গে বংশানুক্রমসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের কালে যেই সকল 'আরব গোত্র, দল ও পরিবার মদীনাতে হিজরাত করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের প্রত্যেকেরই মূল্যায়ন করিয়াছেন এবং কে কোথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইসলামী আন্দোলন, ১ম/৭ম শতকের ব্যাপক হিজরাত এবং উমায়্যা খিলাফাত সম্বন্ধে (কেননা তাঁহাদের আমলে বিভিন্ন গোত্রীয়গণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন) পঠন-পাঠনের জন্য তাঁহার এই তথ্যাবলী অত্যন্ত মূল্যবান। ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাস ও তামাদ্দুন বা সমাজ সম্বন্ধে পড়াশুনার জন্যও বইখানি সমভাবে মূল্যবান।

গ্রন্থখানির উভয় পাঠই পৃথকভাবে সম্পাদনা করিয়াছিলেন সুহায়ল যাককার (দামিশক ১৯৬৭ খৃ.) ও আকরাম আল-'উমারী (বাগদাদ ১৯৬৭ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৭খ, ২৮৯; (২) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দ্রাবাদ ১৩৬০-৭৮ হি., ৬৪৪; (৩) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, হায়দরাবাদ ১৩৬০-৮৩ হি., ১/২, ৩৭৮; (৪) ফিহ্‌রিস্ত, ২৩২; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ১খ, ১৭২; (৬) ইব্ন 'আদী, আল-কামিল, পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে জাহিরিয়াত, দামিশক, পত্রক ১২৩; (৭) ইব্ন হাজার, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-৭ হি., ৩খ, ১৬০-১; (৮) যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৭৫-৭ হি., ৪৩৬, ৯৪৫, ৯৭৩, ১৪০৫; (৯) সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের ৩য় আহমাদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত, ৮, ১২৬-৭; (১০) ইব্ন তাগরীবির্‌দী, কায়রো, ২খ, ৩০৩; (১১) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ৯৪।

S. Zakkar (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্ন খালদূন (ابن خلدون) ঃ ওয়ালিয়্যুদ-দীন 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল -হ'াসান (৭৩২-৮৪/১৩৩২-৮২) 'আরব-মুসলিম সংস্কৃতির অবক্ষয় যুগের অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, একজন ঐতিহাসিক, সমাজ-বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও নিউ মহিঙ্গের পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে সর্বজনস্বীকৃত। স্বভাবতই তাঁহার জীবন ও কর্ম লইয়া অসংখ্য অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে, রচিত হইয়াছে প্রচুর গ্রন্থ। আর তাহার ফলে তাঁহার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হইয়াছে, এমন কি কিছু পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যারও অবকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবন, কর্ম ও অবদানসমূহের মূল্যায়ন বিশ্লেষণে অদ্যাবধি উচ্চতর গবেষণা কর্মসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এখনও বিদ্যমান।

১. জীবনী ঃ ইব্ন খালদূনের জীবনকে তিন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ের ২০ বৎসর ইব্ন খালদূনের বাল্য ও শিক্ষা জীবন; দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ বৎসরকাল পরবর্তী অধ্যয়ন, সমীক্ষা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অতিবাহিত হয়; শেষ অধ্যায়ের সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর তিনি সুপণ্ডিত, শিক্ষক ও প্রশাসক-বিচারক হিসাবে অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনের উল্লিখিত প্রথম দুই অধ্যায় মুসলিম পাশ্চাত্য তথা তিউনিসিয়া ও স্পেনে কাটে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি অংশত মাগরিব ও মিসরে কাটান।

তিউনিসে ঃ ১ রামাদ'ান, ৭৩২/২৭ মে, ১৩৩২ সনে ইব্ন খালদূন তিউনিসের এক 'আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই 'আরব পরিবারটি হাদরামাওত হইতে আসিয়া মুসলিম বিজয় অভিযানের সূচনা পর্বে (ইব্ন হ'ায্ম', জাম্হারা, সম্পা. Levi-Provencal 430) স্পেনের সেভিলে বসতি স্থাপন করেন। পরিবারটি এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। ইহার পর ইব্ন খালদূনের পূর্বপুরুষ স্পেনে খৃস্টান কর্তৃক (Recon quista) পুনর্দখল অভিযান শুরুর অব্যবহিত পূর্বে সেভিল পরিত্যাগ করিয়া সিউটা (سبتة) যায় এবং সেখান হইতে ইফরীকিয়্যা গমনের পর হাফসী আবূ যাকারিয়ার শাসনকালে (৬২৫-৪৭/১২২৮-৪৯) তিউনিসে বসতি স্থাপন করে। আবূ ইস্হ'াকের শাসনামলে (৬৭৮-৮১/ ১২৭৯-৮৩) ইব্ন খালদূনের প্রপিতামহ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'াসানকে রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইব্ন খালদূনের এই প্রপিতামহ আদাবু'ল-কাতিব [দ্র. E Levi-Provencal in Arabica ii (1955), 280-8] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী ইব্ন আবী 'উমারা (৬৮১-২/১২৮৩-৪) তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় পদ হইতে অপসারণ করেন এবং হত্যা করেন। প্রথমে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পরে অত্যাচার-নির্যাতন চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদও বুগী (Bougie) ও তিউনিসে বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইব্নু'ল-লিহ্য়ানী (৭১১-৭/১৩১১-৭)-র পতনের পর তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন। ৭৩৭/১৩৩৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। মুহ'াম্মাদের পুত্র ও ইব্ন খালদূনের পিতা বিচক্ষণতার সহিত রাজনীতি এড়াইয়া চলেন এবং একজন ফাকী'হ্ ও শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে (তা'রীফ, ১০-১৫) জীবন যাপন করিতে থাকেন।

ইহার ফলে পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মানের সুশিক্ষা লাভ নিশ্চিত হয়। তিউনিসের সর্বাপেক্ষা প্রথিতযশা শিক্ষকদের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর (তা'রীফ) অনেকখানি অংশ জুড়িয়া এই সকল শিক্ষকের সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মূলত কু'রআন, হ'াদীছ', 'আরবী ভাষা ও ফিক্'হ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় (৭৪৮-৫০/১৩৪৭-৯) মারীনীয় আক্রমণ অভিযান শুরু হওয়ার ফলে সুলত'ান আবু'ল-হ'াসান তিউনিসে আগমন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিরাট একদল ধর্মতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিষয়ক সুপণ্ডিতের তিউনিসে আগমন ঘটে। ইহাতে তরুণ ইব্ন খালদূনের জ্ঞানের পরিধি অনেকখানি প্রসারিত হয়। শুভ ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি, বিশেষত আল-আবিলীর তত্ত্বাবধানে দর্শন ও 'আরব-মুসলিম চিন্তাধারার মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। অবশ্য তাঁহাকে প্রচুর দুর্ভোগ ও কষ্টের শিকার হইতে হয়। তিউনিসিয়ায় মারীনীয় দখল বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া শেষ হয়। ইহা ছাড়া তথায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা বিশ্বে এই ভয়ঙ্কর মহামারীতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। তিউনিসিয়ায় এই রোগটি আসে প্রাচ্য হইতে। তিউনিসিয়ায় বহু লোক মারা যায়। ইব্ন খালদূনের মাতা-পিতাও এই রোগে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন খালদূন তখন মাত্র ১৭ বৎসরের তরুণ। তরুণ মনে এই বিভীষিকা যে গভীর রেখাপাত করে তা'রীফ ও মুক'াদ্দমা গ্রন্থের বহু স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিউনিসির প্লেগ মহামারী তাঁহার জীবনের প্রথম বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা যাহা তাঁহার মন-মানসে সন্দেহাতীতভাবে প্রভাব ফেলে। ইহা ছাড়া মারীনীয় পণ্ডিত সুধীবর্গ তিউনিস ত্যাগ করায় এক বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সময় দৃশ্যত তরুণ ইব্ন খালদূনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে তিউনিসিয়া ত্যাগ করিয়া তৎকালীন মুসলিম পাশ্চাত্য মনীষার গৌরবোজ্জ্বল রাজধানী মরক্কোর ফেযে গমন। তিনি বলেন (তা'রীফ, ৫৫), তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা ছিল প্রবল। তাঁহার বড় ভাই মুহ'াম্মাদ তাঁহাকে তাঁহার দেশান্তর গমনের পরিকল্পনা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন। তবে তাহা অচিরেই ব্যর্থ হয়।

ফেয দরবারে ঃ ৭৫১/১৩৫০ সনের শেষভাগে ফেয-এর প্রভাবশালী প্রাসাদ অধ্যক্ষ ইব্ন তাফরাজীন অনূর্ধ্ব ২০ বৎসরের তরুণ ইব্ন খালদূনকে 'আলামা' (শাসকের সরকারী স্বাক্ষর) দফতরের লেখক নিযুক্ত করেন। সুলত'ান আবূ ইস্হ'াকের পক্ষে তাফরাজীন তাঁহাকে এই নিয়োগ প্রদান করেন। ইব্ন খালদূন এই নিয়োগ গ্রহণ করেন। তবে এই পদে দীর্ঘকাল থাকিবার ইচ্ছা দৃশ্যত তাঁহার ছিল না (তা'রীফ, ৫৬১)। কনস্টানটাইন (Constantine)-এর আমীর আবূ য়াযীদ (৭৫৩/১৩৫২) ইফরীকিয়া আক্রমণ করিলে তাঁহার ঐ পদত্যাগের এক বাঞ্ছিত সুযোগ উপস্থিত হয়। পরাজয়ের ফাঁকে তিনি তাঁহার মনিবের সহিত ফেয ছাড়িয়া এব্বায় (Ebba) গিয়া সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি তেবেস্সায় যান, তেবেস্সা হইতে গাফসা ও পরে বিসকারাতে পৌছান। সেখানে তিনি বানূ মুয্নী গোত্রের সাহচর্যে শীতকাল অতিবাহিত করেন। এখান হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু, যাহা একদিকে যেমন পণ্ডিতসুলভ, অন্যদিকে তেমনি দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। জীবনের গতিপথের নানা পট পরিবর্তনের মাঝে ইব্ন খালদূনের জীবনের এই অধ্যায়ের শুরু। পরবর্তীকালেও অনুরূপ পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাঁহার জীবন ও কর্মের সমীক্ষক ও আলোচকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁহার জীবনের এই পট পরিবর্তনের ঘোর সমালোচনা করিয়াছেন; তবে হয়ত এই পরিবর্তন মন্দ কিছু ছিল না। ইব্ন খালদূন ইফ্রীকিয়্যার সর্বগ্রাসী গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় আটকাইয়া পড়িতে চান নাই যেখানে ঐ সময় ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া চলিতেছিল এবং রাজদরবারেও আনুগত্য ও সদাচরণের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়াছিল।

ইতোমধ্যে মারীনীয় শাসক আবু'ল-হ'াসান এক দুর্ভাগ্যজনক অভিযানের পর নিহত হন (৭৫২/১৩৫১)। মাগ'রিবের পশ্চিমাঞ্চল তাঁহার পুত্র আবূ 'ইনানের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া যায়। আবূ 'ইনান অবশ্য পিতার মৃত্যুর অপেক্ষা না করিয়া ফেযের সিংহাসনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। মারীনীয়দের আধিপত্য আবার ঐ অঞ্চলে দৃশ্যত সংহত হইতে থাকে। আবূ 'ইনান তিলিমসেন (Tlemcen, ৭৫৩/১৩৫২) দখল করেন এবং বুগী (Bougie) আবার তাঁহার পদানত হয়। বিসকারা হইতে ইব্ন খালদূন তাঁহাকে সহায়তার প্রস্তাব দেন। ফেয যাত্রাপথে মারীনীয় প্রাসাদ অধ্যক্ষ ও বুগীর গভর্নর ইব্ন আবী 'আমরের সহিত ইব্ন খালদূনের সাক্ষাত ঘটে। তিনি ইব্ন খালদূনকে তাঁহার নূতন আবাসে অবস্থানের আমন্ত্রণ জানান। তিনি ইব্ন আবী 'আমরের প্রাসাদে কিছুদিন কাটান (৭৫৪/১৩৫৩-৪ সনের শীতের শেষ অবধি)। উহার পর ফেয দরবার হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। তিনি সরকারীভাবে সুলত'ানের সাহিত্য সভার (মাজলিসুহ'ল-'ইলমী) সদস্য ছিলেন। অচিরে তিনি সুলতানের সচিবমণ্ডলীরও (কিতাবাতুহ) অন্তর্ভুক্ত হন। অবশ্য এই সব পদ সম্পর্কে তিনি আদৌ উৎসাহিত ছিলেন না। কেননা এই ধরনের পদ তাঁহার ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না অর্থাৎ এই পদ তাঁহাদের পারিবারিক ঐতিহ্যগত মর্যাদার তুলনায় হেয় ছিল। এই মন্তব্য হইতে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সের তরুণ যুবা ইব্ন খালদূনের সুদূরপ্রসারী উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য ঈষৎ হতাশ ইব্ন খালদূন প্রধানত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন (তা'রীফ, ৫৯), "আমি চিন্তানুশীলন, অধ্যয়ন ও মহান শিক্ষকদের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণে নিজেকে নিয়োজিত করিলাম (এই শিক্ষকগণ ঐ সময় মাগ'রিব ও স্পেন হইতে আসিয়া ফেযে অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিলেন) এবং উহা হইতে প্রভূত উপকৃত হইলাম।" সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনীতিতে আগ্রহ অপেক্ষা জ্ঞানানুসন্ধানেই তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তবু এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে, সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে তিনিই হয়ত বুগীর সাবেক রাজত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য এই চক্রান্তে শরীক হওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, চক্রান্তে, বিদ্বেষ ও ঈর্ষামূলকভাবে (তা'রীফ, ৬৭) তাঁহাকে এই অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরেও অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। আবূ 'ইনানের মৃত্যু অবধি তিনি দীর্ঘ দুই বৎসর (৭৫৮-৯/১৩৫৭-৮) কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইহার পর সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে সংঘাতজনিত গোলযোগ শুরু হয়, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাত চলিতে থাকে। অতঃপর মুক্ত ইব্ন খালদূনও সেকালের রীতি অনুযায়ী ঐ সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও চক্রান্তে যোগ দেন। আনুগত্য বদল ছিল তখন সচরাচর ব্যাপার; তিনিও উহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অচিরেই ইব্ন খালদূন, শা'বান, ৭৬০/জুলাই, ১৩৫৯ সনে নূতন সুলত'ান আবূ সালিমের মন্ত্রী পরিষদের সচিব (কিতাবাতু'স-সির্‌র ওয়া'ত-তারসীল) পদে নিযুক্ত হন। আরও সুচারুরূপে তাঁহার ভূমিকা পালন ও তাঁহার অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তিনি রাজদরবারের কবি ("আখাযতু নাফসী বিশ্-শির'রি", তা'রীফ, ৭০) হওয়ারও চেষ্টা করেন। তিনি স্তাবক কবি হিসাবে তাঁহার রচিত কবিতা হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তাঁহার সৌভাগ্যে ভাটা পড়ে। দুই বৎসর পর তিনি মন্ত্রী পরিষদের সচিবের পদ ছাড়িয়া বিচার বিভাগীয় মাজ'ালিম পদে যোগ দেন। পরে নূতন সুলতানের সিংহাসন আরোহণের কালে আরও গোলযোগ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ইব্ন খালদূন সময়মত আনুগত্য পরিবর্তন করেন। তাঁহার নিকট মনে হয় যে, তাঁহাকে অন্যায়ভাবে বিজয়ের সুফল হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার তিক্ততার কথা গোপন রাখেন নাই। ফলত তাহার অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয় এবং বহু অসুবিধার পর গ্রানাডায় চলিয়া যাইবার অনুমতি পান (শরৎ ৭৬৪/১৩৬২)।

গ্রানাডার দরবারে ঃ রামাদান ৭৬০ আগস্ট ১৩৫৯ সনে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-আহ'মার সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি তাঁহার বিখ্যাত উযীর ইব্নু'ল-খাতীবসহ মুহাররাম, ৭৬১/ডিসেম্বর, ১৩৫৯ সনে ফেযে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ইব্নু'ল-খাত'ীব ও তরুণ ইব্ন খালদূনের মধ্যে এক নিখাদ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে যাহা কিছু অনিবার্য ও অপ্রীতিকর টানাপোড়েন সত্ত্বেও কালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জুমাদা-২ ৭৬৩/এপ্রিল, ১৩৬২ সনে মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-আহ'মার তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলে ইব্নু'ল-খাত'ীব তাঁহার পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। ইব্ন খালদূন ভাগ্যের পট পরিবর্তনে ভূমধ্যসাগরের ওপারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ফেযে খাত'ীবের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে গ্রানাডায় ইব্ন খালদূন সর্বোচ্চ সম্মানে গৃহীত হন। ৭৬৫/১৩৬৪ সনে তাঁহাকে নিষ্ঠুর পেড্রো (Pedro the Cruel)-এর সন্নিধানে এক কঠিন শান্তি দৌত্যে সেভিলে পাঠানো হয়। খৃস্টান বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার এই যোগাযোগ তাঁহার চিত্তে যথেষ্ট রেখাপাত করে। ঐ সময়টি ছিল তৎকালীন খৃস্টান বিশ্বের এক ক্রান্তিকাল। এই দৌত্য মিশন হইতে ফিরিবার পর নাসরীয় আমীর তাঁহাকে প্রচুর সমাদর করেন। ইহার পর ইব্ন খালদূন তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কনস্টানটাইনে আনিবার জন্য লোক পাঠান। তবে তরুণ বন্ধু ইব্ন খালদূনের সাফল্যে ইব্নু'ল-খাত'ীব কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। আর এই কারণেই ইব্ন খালদূন তাঁহার অনুকূল অবস্থার পুরা সুযোগ না লইবার সিদ্ধান্ত নেন (বসন্তকাল ৭৬৬/১৩৬৫)।

বুগী রাজদরবারে ঃ ইহা সত্য যে, এই সময় ইব্ন খালদূনের উচ্চাভিলাষ পূরণের সুবর্ণ সুযোগ আসে। তাঁহার বন্ধু আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ তাঁহার বুগী রাজ্য উদ্ধার করেন। কথিত আছে, এই আবূ 'আবদিল্লাহর সঙ্গে ইব্ন খালদূন ফেযে এক চক্রান্তে যোগ দিয়াছিলেন। আবূ 'আবদিল্লাহ তাঁহাকে হ'াজিব পদ (প্রাসাদ অধ্যক্ষ) দানের প্রস্তাব করেন। তৎকালে হ'াজিব পদটি ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ। ইব্ন খালদূনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা য়াহ'য়াকে উযীর পদে নিয়োগ করা হয় (পরের নিবন্ধ দ্র.)। ইব্ন খালদূন একই সঙ্গে ফিক্'হশাস্ত্রের শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার এই সাফল্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পরের বৎসর কনস্টানটাইন-এর আমীর আবু'ল-'আব্বাস স্বীয় জ্ঞাতিভ্রাতা 'আবদুল্লাহ মুহ'াম্মাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে চরমভাবে পরাজিত করেন। 'আবদুল্লাহ মুহ'াম্মাদ নিহত হন। ইব্ন খালদূনকে এই অবস্থায় প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, নিহত শাসকের এক কনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষে তাঁহার যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং উল্টা বুগী শহরটি বিজেতাদের হাতে তুলিয়া দেন (শা'বান, ৭৬৭/মে, ১৩৬৬) এবং নিজে আবু'ল-'আব্বাসের চাকুরীতে যোগ দেন। অবশ্য ইহাও খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইব্ন খালদূন ঘটনা প্রবাহের গতি বুঝিতে পারিয়া সময়মত পদত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি দাওয়াবিদা 'আরবদের নিকট ও পরে বিসকারা-এর বানূ মুযনী গোত্রের বন্ধুদের নিকট

আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা য়াহ্‌য়া বন্দী হন। সুলত'ান আবূ হ'াম্মূ ১৭ রাজাব, ৭৬৯/৮ মার্চ, ১৩৬৮ সনে লিখিত এক পত্রে (তা'রীফ, ১০২-৩) তিলিমসান (Tlemcen)-এ হাজিবের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে ইব্‌ন খালদূন বিনম্র জওয়াবে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে নিজ ভ্রাতা য়াহ্‌য়াকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। য়াহ'য়া ইতোমধ্যে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে স্বীয় মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "বস্তুতপক্ষে আমি ইতোমধ্যে পদের মোহ (গিওয়ায়াতু'র-রুতাব) হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম। সর্বোপরি, আমি বহুকাল ধরিয়া জ্ঞান চর্চায় অবহেলা করিয়া আসিতেছিলাম। তাই আমি শাসক রাজন্যদের সকল বিষয় হইতে নিজেকে সরাইয়া আমার সকল শক্তি ও উদ্দীপনা অধ্যয়ন (আল-কিরা'আ) ও শিক্ষা দানে নিয়োজিত করিয়াছিলাম" (তা'রীফ, ১০৩)।

এইরূপে বিস্‌কারায় তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু ইবনু'ল-খাতীবের (তা'রীফ, ১০৩-৩০) সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপে নিয়োজিত হন। পত্রগুলি বাজ্ময় ওজস্বিতা ও অলংকারে দীপ্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত হইতে দূরে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিউনিসের হ'াফসী শাসক ও তিলিমসান (Tlemcen)- এর 'আবদু'ল-ওয়াদি'দ আবূ হ'াম্মূ যখন আবু'ল-'আব্বাসের বিরুদ্ধে একজোট হন তখন তিনি এই জোটকে সমর্থন দেন। ইহার পর তিনি নিজেই মারীনীয় আবূ ফারিসের জন্য মদদ ও সমর্থন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তিনি সত্যিকার অর্থেই একটি বড় শক্তিকে মদদ যোগানোর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় সেনাদল সংগঠিত করিবার উদ্যোগ নেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরূপ ঘটনা তাঁহার হিসাব ভণ্ডুল করিয়া দেয়। ক্ষমতার দাবীদারের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় জোটে বারংবার রদবদল ঘটিতে থাকে। মূলত বিজয়ীকে সমর্থন দানে তাঁহার ব্যর্থতা সম্ভবত এইজন্য দায়ী। যাহা হউক, একথা বলিতেই হয় যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মুসলিম পাশ্চাত্যে সত্যিকার অর্থে কোনও বিজয়ীর অস্তিত্ব ছিলই না। অধিকন্তু বানূ মুযনী গোত্রে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিরোধিতা করিতে শুরু করে। আবার ইব্‌ন খালদূন রাজনীতির মোহ এড়াইবার চেষ্টা করেন। তিনি আবূ মাদয়ানের রিবাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত বর্ণনায় তিনি বলেন," যদি শান্তিতে থাকিতে পারি তাহা হইলে অবসর জীবন যাপন ও একান্তভাবে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগই হইবে আমার জন্য বাঞ্ছনীয়" (তা'রীফ, ১৩৪)। তিনি শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই, বেশী দিন শান্তিতে থাকাও তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। এই কারণে মধ্যমাগরিব অঞ্চলে নূতন কিছু বিপর্যয়ের পর তিনি জীবনযুদ্ধে ফেযে ব্যর্থতা বরণ করেন (৭৭৪/১৩৭২)। প্রথমে সাদরে গৃহীত হইলেও পরে সেখানে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। আরও পরে তিনি মুক্তি পান ও পরিশেষে তাঁহাকে মুসলিম স্পেনে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হয় (বসন্তকাল ৭৬৬/১৩৭৫)। তিনি দুনিয়াদারী ছাড়িয়া মুসলিম স্পেনে স্থায়ী বসতি স্থাপন এবং জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত" (কাসদু'ল-কারার ওয়া'ল-ইনকিবাদ ওয়া'ল- উকূফ 'আলা কিরা'আতি'ল- 'ইল্‌ম) [তা'রীফ, ২২৬] হইতে মনস্থ করেন। কিন্তু আবার তাঁহাকে হতাশায় পাইয়া বসে। ইতোমধ্যে তিনি এমন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিলেন যাহার খ্যাতি সুনিশ্চিতভাবেই সংশ্লিষ্ট পক্ষের মনে সংশয় সৃষ্টি করিত। সেইজন্য অতঃপর তিনি কার্যত এক বিতর্কিত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত হন যাহার সম্পর্কে জনমনে মিশ্র অনুভূতি বিরাজ করিত। বস্তুত কখনও তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে সন্দেহমুক্ত ছিলেন না, অথচ ঐ সময় দৃশ্যত তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁহার অতীত উত্থান-পতনসঙ্কুল অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ ও তাঁহার ধারণাগুলিকে সুবিন্যস্ত রূপ দেওয়া।

ইব্‌ন সালামার দুর্গ প্রাসাদে ঃ গ্রানাডা ছাড়ার জন্য কার্যত আদেশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌ন খালদূন মাগ'রিবে ফিরিয়া আসেন এবং কিছু অসুবিধা ও সমস্যা মুকাবিলার পর পরিবারসহ (১ শাওওয়াল, ৭৭৬/৫ মার্চ, ১৩৭৫) তিলিমসান (Tlemcen) -এ বসতি স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার বন্ধু উযীর ইব্‌নু'ল-খাতীব যাঁহাকে তিনি বাঁচাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন (তা'রীফ, ২২৭) এবং যাহার জন্য তিনি গ্রানাডার আমীরের দুশমন গণ্য হইয়াছিলেন সেই বন্ধুকে ফেযের কারাগারে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। ইব্‌ন খালদূন হয়ত বা এই ঘটনাকে তাঁহার জন্য হুশিয়ারী হিসাবে দেখিয়াছিলেন। ইহার পর দৃশ্যত নিশ্চিতভাবেই অধ্যয়ন ও শিক্ষা দানের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে আবদ্ধ রাখার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে তিলিমসান-এর সুলতান তাঁহার অতীত ভুলিয়া যাইতে রাযী ছিলেন; কারণ হাজার হউক, ইব্‌ন খালদূন তাঁহার যেমন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তেমনি তাঁহার পক্ষাবলম্বনও করিয়াছিলেন। ইব্‌ন খালদূনকে আরও একবার তাঁহার মতলব হাসিলের কাজে লাগানোই ছিল উদ্দেশ্য। সুলত'ান তাহাকে দাওয়াবিদায় এক মিশনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইব্‌ন খালদূন এই দায়িত্ব গ্রহণের ভান করেন। কিন্তু তিলিমসান ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরই তিনি আওলাদ 'আরীফের গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা তাঁহাকে স্বাগত জানায় এবং তাহার পক্ষে তিলিমসান-এর সুলতানের নিকট ইব্‌ন খালদূনের পরিবারবর্গকে তাঁহার সকাশে পাঠাইয়া দেওয়ার অনুরোধ জানায়। সুলতান অনুমতি দেন। পরবর্তী চার বৎসর (৭৭৬-৮০/১৩৭৫-৯) ইব্‌ন খালদূন ওরান প্রদেশের অন্তর্গত (তা'রীফ, ২২৮) অধুনা ফ্রেন্দা (Frenda) হইতে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ইব্‌ন সালামার দুর্গ প্রাসাদে কাটান। সময়টি ছিল ইব্‌ন খালদূনের জীবনে এক চূড়ান্ত ক্রান্তিকাল। প্রথমবারের মত এইবার সত্যই তিনি তাঁহার কাঙ্ক্ষিত "গর্বিত নির্জন বাসে" (ivory tower) আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার এই অবসর যাপনকালে (তা'রীফ, ২২৯) মুক'দ্দিমার মূল পরিকল্পনা (আন-নাহওয়া'ল-গারীব) সম্পর্কে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি মুকাদ্দিমা রচনা করেন।

আবার তিউনিসে ঃ ইহার পর মুক'াদ্দিমা প্রণয়ন অব্যাহত রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ দলীল-প্রমাণের আবশ্যকতা প্রকট হইয়া উঠে। ঐ সময় ইব্‌ন খালদূনের বয়স ছিল ৪৭ বৎসর। ২০ বৎসর বয়সে ছাড়িয়া আসা তিউনিসে ফিরিবার স্বপ্ন তিনি দেখিতেছিলেন। কেননা "এই তিউনিসেই আমার পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন যেখানে এখনও তাঁহাদের বসতবাড়ি, বিষয়-আশয়ের নির্দশন ও সমাধি রহিয়াছে" (তা'রীফ, ২৩০)। তিনি তিউনিসিয়ায় হ'াফসী রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্থপতি আবু'ল-'আব্বাসের (৭৭১-৯৬/১৩৭০-৯৫) নিকট তিউনিসে ফিরিবার অনুমতি চাহিয়া পত্র পাঠান এবং অনুমতিও পান। বুগীতে ১০ বৎসর আগে আবু'ল-'আব্বাসের সহিত ইব্‌ন খালদূনের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। শা'বান, ৭৮০/নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৩৭৮ সনে তিনি তাঁহার জন্মস্থান তিউনিসে গিয়া (তা'রীফ, ২৩১) "মুসাফিরত্ব পরিত্যাগ করেন"। এখানে শিক্ষক ও সুধী হিসাবে তাঁহার নূতন জীবন শুরু হয়। এখানেই তিনি তাঁহার 'ইবার (তারীখ)-এর প্রথম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং

একটি সুদীর্ঘ স্তুতিমূলক কবিতাসহ (তা'রীফ, ২৩৩-৪) ঐ গ্রন্থের প্রথম কপিটি সুলতানকে উপহার দেন। কিন্তু শিক্ষা দানে তাঁহার সাফল্য ও কাসকের সমাদরের কারণে ইব্‌ন খালদূনের অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্ত চলিতে থাকে। আর বিখ্যাত ইব্‌ন 'আরাফার মত ব্যক্তি সেই কূট চক্রান্তের মধ্যমণি হওয়ায় ইব্‌ন খালদূন চরম অশুভ আশঙ্কা করিতে থাকেন। তিনি মুসলিম পাশ্চাত্য তথা মাগরিব দেশ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা মাগ'রিবের যেখানেই তিনি গমন করুন না কেন, তাঁহার সঙ্কট সমাকীর্ণ অতীত তাঁহার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করিতেছিল। সেইজন্য তিনি হ'াজ্জ যাত্রার উদ্দেশে মাগ'রিব হইতে পাড়ি জমান। সুলত'ান এজন্য তাঁহাকে অনুমতি মঞ্জুর করেন। আলেকজান্দ্রিয়া যাইবার জন্য একটি জাহাজ তখন প্রস্তুত ছিল। ইব্‌ন খালদূন ১৫ শা'বান, ৭৮৪/২৪ অক্টোবর, ১৩৮২ সনে ঐ জাহাজে আরোহণ করেন (তা'রীফ, ২৪৫)।

কায়রোয় ঃ মামলূক রাজধানীতে পৌঁছিয়া বস্তুত ইব্‌ন খালদূন চমৎকৃত হন। আল-আযহারে তাঁহার ক্লাসে অগণিত ছাত্র সমবেত হইতে থাকে। অচিরেই তিনি আল্‌-কামহিয়্যা মাদ্‌রাসায় মালিকী ফিক'হ-এর একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তিনি মালিকী মায'হাবের প্রধান ক'াদী (জুমাদা-২, ৭৮৬/- জুলাই-আগস্ট, ১৩৮৪)-ও নিযুক্ত হন। ইহার পর মিসরে ইব্‌ন খালদূনের দুর্ভোগ-নিগ্রহ শুরু হয়। সুলত'ান আজ'-জাহির বারকূকের হস্তক্ষেপে ইব্‌ন খালদূনের পরিবার মিসরে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অনুমতি পাইলেও দুর্ভাগ্যবশত তাঁহাদের জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া উপকূলের অদূরে ডুবিয়া যায়। ঐ সময়ে যুগপৎ তাঁহার নিজের জিদ ও শত্রুর চক্রান্তে তিনি কাদী (জুমাদা-১, ৭৮৭/জুন-জুলাই, ১৩৮৫) পদ হইতে বরখাস্ত হন। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন বিদেশীকে নিযুক্ত দেখিয়া ইব্‌ন খালদূনের শত্রুরা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ৭৮৯/১৩৮৭ সনে তিনি নব নির্মিত আজ্‌-জাহিরিয়্যা মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে হাজ্জ হইতে ফিরিবার পর তাঁহাকে সারগাতমিশ মাদ্‌রাসার হ'াদীছের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ইব্‌ন খালদূন ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত'তা'র (তা'রীফ, ২৯৪-৩১০) উপর প্রদত্ত তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণগুলি (মুহ'াররাম, ৭৯১/জানুয়ারী, ১৩৮৯) পুরাপুরি অটুটভাবে সংরক্ষণ করেন। ঐ সময় তিনি যুগপৎ মিসরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূফী কেন্দ্র বায়বার্সের খান্‌কাহ-এর প্রধান হিসাবেও নিযুক্ত হন। অতঃপর সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে তাঁহাকে আবার কাদী নিয়োগ করা হয় (১৫ রামাদান, ৮০১/২১ মে ১৩৯৯)। তিনি আবার পদচ্যুত হন (মুহ'াররাম, ৮০৩/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৪০০)। কয়েক মাস পরে দামিশ্‌ক পুনরুদ্ধার অভিযানে তাঁহাকে আন্‌-নাসি'রের সঙ্গে যাইতে হয়। তায়মুরলঙ্গ আলেপ্পো দখলের পর দামিশ্‌ক অবরোধ করিয়া হুমকির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আন-নাসি'র অবশ্য কায়রোয় তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুতির চক্রান্ত চলিতেছে সন্দেহে শশব্যস্ত হইয়া এবং ইব্‌ন খালদূনকে এই বিষয়ে কোনও রকম সতর্ক না করিয়াই অবরুদ্ধ দামিশ্‌ক শহরে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান। ইব্‌ন খালদূন নিরাপত্তার (আমান) মিথ্যা আশ্বাসের ভিত্তিতে দামিশ্‌ক শহর তায়মূরলঙ্গের হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা পালন করেন। ইব্‌ন খালদূন এই মঙ্গোল নেতার সহিত সাক্ষাৎকারের এক বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন (তা'রীফ, ৩৬৬-৮৩)। বস্তুত তাঁহার নিকট হয়ত মনে হইয়াছিল যে, তায়মূরলঙ্গের মধ্যে শতাব্দীর এমন এক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত পাইয়াছেন যাঁহার মাঝে মুসলিম জাহানকে পুনরায় একত্র করিবার ও ইতিহাসকে এক নয়া দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মত যথেষ্ট অনুরাগ ('আসাবিয়্যাঃ) আছে (তা'রীফ, ৩৭২, ৩৮২)। পরিশেষে তায়মূরলঙ্গের জন্য মাগ'রিব দেশের এক বিবরণ লিখিয়া দিয়া ও দামিশ্‌ক শহরে অগ্নি সংযোগ ও লুণ্ঠনের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি কায়রো ফিরিয়া আসেন। পথিমধ্যে দুর্বৃত্তরা তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। তায়মূরলঙ্গের প্রতি তাঁহার আপোষধর্মী মনোভাব (তা'রীফ, ৩৭৮) সত্ত্বেও দরবারে তাঁহাকে স্বাগত জানানো হয়। আরও চারিবার তাঁহাকে কাযী নিযুক্ত ও পদচ্যুত করা হয়। ২৬ রামাদান, ৮০৮/১৬ মার্চ, ১৪০৬ সনে তাঁহার ইনতিকালের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শা'বান, ৮০৮/জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, ১৪০৬ সনে ষষ্ঠ ও শেষবারের মত তিনি কাদী পদে নিযুক্তি লাভ করেন।

কায়রো থাকাকালে ইব্‌ন খালদূন মুসলিম পাশ্চাত্য তথা মাগ'রিবের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। তিনি তাঁহার গাঢ় রঙ্গের আল-খেল্লার মাগ'রিবী পরিচ্ছদ বহাল রাখিয়াছিলেন। তিনি মিসর ও মাগ'রিবের সুলত'ানদের মধ্যে শুভেচ্ছা উপহার বিনিময় উৎসাহিত করিতে এবং তাঁহাদের মধ্যে সহযোগিতার একটি পরিবেশ গড়িতেও (তা'রীফ, ৩৩৫-৪৬) প্রয়াসী ছিলেন। তিনি তাঁহার 'ইবার গ্রন্থের একটি কপি মারীনীয় শাসক আবূ ফারিসকে (৭৯৬-৯/১৩৯৪-৬) পাঠান, বন্ধু-বান্ধবের সহিত পত্র বিনিময় অব্যাহত রাখেন ও বিশেষত গ্রানাডার বিখ্যাত কবি ইব্‌ন যামরাক (তা'রীফ, ২৬২-৭৪) তাঁহাকে যে সমস্ত পত্র পাঠান সেই সব পত্রের বাক্য ও কবিতার চরণসম্বলিত দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলি সংরক্ষণ করেন।

ইব্‌ন খালদূনের জীবনের মূল্যায়ন হইয়াছে বিভিন্নভাবে। আর এই মূল্যায়ন সাধারণভাবে বলিতে গেলে অনেকটা কঠোর দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। কোনও সন্দেহ নাই যে, তিনি একটি বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক, চড়া মেজায, উচ্চাভিলাষ ও দ্বৈধবোধক আচরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেও কিন্তু সে কথা গোপন করার চেষ্টা করেন নাই, বরং খোলাখুলিভাবে তাঁহার তা'রীফ গ্রন্থে বারংবার নিজ আনুগত্য বদলের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চিত্তচাঞ্চল্য ও দেশপ্রেমহীনতার অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কঠোর মূল্যায়ন প্রযোজ্য হইতে হইলে উহার পূর্ব শর্ত হিসাবে কোনও একটি দেশের প্রতি আনুগত্যের ধারণার অস্তিত্ব থাকিতে হইবে যাহার অস্তিত্ব আদপেই তখন ছিল না। খোদ দেশপ্রেমের ধারণার অস্তিত্ব ছিলই না বলা চলে। একজন মুসলিম তখন যে কোন মুসলিম দেশকে স্বদেশ হিসাবে বিবেচনা করিত। য়ুরোপের সংস্পর্শে আসিয়া প্রভাবিত না হওয়া অবধি মুসলিম চিন্তধারাতে আধুনিক সংকীর্ণ অর্থে দেশপ্রেম নামক উপাদানের ছায়াপাত ঘটে নাই। তখন একমাত্র ধর্মত্যাগই বিদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হইত। একজন মানুষের প্রতি আর একজন মানুষের বিশ্বস্ততার ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই আনুগত্যের বিবেচনা সীমিত ছিল। তাহা ছাড়া তৎকালে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার লোকেরাও নিত্য কূটনৈতিক কর্ম করিতেন। সর্বোপরি ইব্‌ন খালদূনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহার প্রতি ত্বরিত ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি পালাক্রমে কখনও তাঁহাদের দুশমন, কখনও তাঁহাদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় কাজ করিতেন। আর এইভাবে সত্যিকার কারণ থাকুক বা নাই থাকুক, শুধু সাবধানতা বা নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বহু লোক বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইত। ইব্‌ন খালদূনের সময়ে মুসলিম পাশ্চাত্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিত তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে কয়েক দফা ছোটখাট ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রয়াস বলা যায়।

কাজেই আমাদের সমসাময়িককালের মানদণ্ডে নয়, বরং ইব্ন খালদূনের সময়কার মূল্যমানের নিরিখেই তাহার মূল্যায়ন করিতে হইবে।

সর্বোপরি তাঁহার রচিত মুকাদ্দিমায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি আশ্চর্য পরিষ্কার চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতালিপ্সা, দুঃসাহসিকতার আস্বাদ, এমন কি রাজনৈতিক প্রশ্নে কঠোর মনোভাব তাঁহার আচরণকে পরিচালিত করে। তবু সেগুলিই সম্ভবত সব নয়। তিনি স্বজাতি প্রেম ('আসাবিয়্যাঃ) ধারণার তাত্ত্বিক ছিলেন। কাজেই তাঁহার মত একজন ব্যক্তি যদি 'আরব মুসলিম সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনও পরিকল্পনার কথা না ভাবিয়া থাকেন তাহা আশ্চর্যের কথাই বলিতে হইবে। তিনি পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করিয়াছেন, 'আরব মুসলিম সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁহার আমৃত্যু স্বপ্ন। এইজন্য তিনি যে সব উত্থান-পতনময় অভিযানে শরীক হইয়াছিলেন সেগুলিকে ইসলামের মর্যাদা ও আধিপত্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী এক 'আসাবিয়্যার জন্য তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস বলা যায়। কতকগুলি ঘটনা এই ধারণার পক্ষে সমর্থন যোগায় ঠিকই, কিন্তু কোথাও তিনি এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই; তাঁহার তা'রীফ এক্ষেত্রে কোনই সাহায্যে আসে না। আগেই বলা হইয়াছে, তা'রীফে খোদ গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার কোন সন্ধান মিলে না, তাঁহার বাহিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাতই কেবল মিলে। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত মনোভাব জানিবার কোনই উপায় নাই।

২. **রচনাবলী** ঃ ইব্ন খালদূন প্রধানত তাঁহার মুকাদ্দিমাঃ ও 'ইবার-এর জন্য পরিচিত। তবে তিনি আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যেগুলির বর্তমানে অস্তিত্ব নাই।

আনুমানিক ২০ বৎসর বয়সে আল-আবিলীর প্রভাবে ইব্ন খালদূন আর্-রাযীর কিতাব মুহ'াস্‌স'াল আফ্‌কারি'ল-মুতাক'াদ্দিমীন ওয়া'ল-মুতাআখ্‌খিরীন মিনাল-'উলামা ওয়া'ল-হ'কামা ওয়া'ল-মুতাকাল্লিমীন (كتاب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) [কায়রো ১৯০৫ খৃ.]-এর অনুসরণে ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক বিশ্বকোষের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রণয়নে প্রয়াসী হন। ইহা কার্যত ধর্মবিশ্বাস ও ইহার দার্শনিক প্রতিক্রিয়া প্রভাবের সমস্যা সংশ্লিষ্ট নিখিল 'আরব মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত অবয়বের রূপরেখা, লুবাবু'ল-মুহ'াস্‌স'াল ফী উসূ'লি'দ-দীন (Jetuan 1952) শীর্ষক এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী গ্রন্থে ইব্ন খালদূনের চিন্তার গতিধারার নির্দেশনা রহিয়াছে যাহা কোনদিনই তিনি বিস্মৃত হন নাই।

আরও মনে রাখা দরকার যে, ইব্ন খালদূন তাঁহার তা'রীফ গ্রন্থে ফেয ও গ্রানাডায় তাঁহার অবস্থানের ও অধ্যয়ন বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। এই সময়ে অর্থাৎ ৭৫২-৬৫/১৩৫১-৬৪ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ইব্নু'ল-খাতীবের ইহাতাঃ রচনার কাজ সম্পন্ন হয় (এই গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যগুলি পাওয়া গিয়াছে)। ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ইব্ন খালদূন পাঁচটি রচনার কাজ করিয়াছিলেন ঃ (১) আল-বুসীরীর বুরদা (দ্র.)-এর একটি ভাষ্য; (২) ন্যায়শাস্ত্রের রূপরেখা; (৩) গণিত সংক্রান্ত রচনা; (৪) ইব্ন-রুশ্‌দের রচনাবলীর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য, যদিও উহা কোন্ কোন্ রচনার ভাষ্য দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা জানা যায় না; (৫) উসূলু'ল-ফিক্‌হ-এর উপর ইব্নু'ল-খাতীবের একটি কবিতার ভাষ্য। এইগুলির সব কয়টিই বর্তমানে লুপ্ত। লেখকের জীবদ্দশাতেই হয়ত লোকে দ্রুত এইগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছে, এমন কি ইব্ন খালদূনও তাঁহার তা'রীফ-এ এইগুলির উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মিসরীয় জীবনীকারও দৃশ্যত এইগুলি সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই রচনাগুলির আবার গতানুগতিক ধর্মীয়-দর্শনের প্রকৃতিসম্পন্ন। ইহাতে যে গণিত সন্নিবেশিত তাহা একজন ফাকীহ্-এর জানা আবশ্যক। এই যাবত এমন কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই যে, ইব্ন খালদূন মানব জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট ইতিহাস বিজ্ঞান ও অন্যান্য কয়েকটি শাস্ত্রের একজন যশস্বী প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হইবেন। তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হয়, ইব্ন সালামাঃ দুর্গপ্রাসাদে, গতানুগতিক শাস্ত্রসমূহে তাঁহার শিক্ষা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ফসল সম্ভারের মণিকাঞ্চন সংযোগে। বারংবার তিক্ত ব্যর্থতা ও সংকটের উপলব্ধির মধ্য দিয়া তিনি ইতিহাসের গূঢ় তাৎপর্য ('ইবার) ও অর্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন। ইব্ন সালামাঃ দুর্গপ্রাসাদের শান্ত পরিবেশে দুঃসাহসিকতাময় মানব অভিযানের তথা মানুষের অনিষ্ট ও দুর্যোগময় কর্ম প্রয়াসের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যায় অবশ্যই মহিমা আছে; তবু আমরা এক্ষেত্রে প্রধানত দুঃখ-দুর্দশারই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। ইব্ন খালদূন প্রকৃত অর্থেই চিন্তাবিদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন পথচারী এক ফাকীহ্ যিনি শেষ পর্যন্ত একজন প্রতিভাবান ঐতিহাসিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলি আধুনিককালের মানবীয় বিষয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইয়া উঠে। তাঁহার রচিত বিশ্বজনীন ইতিহাসের (কিতাবু'ল-'ইবার) ভূমিকার (মুক'াদ্দিমাঃ) প্রথম খসড়া যাহাতে তাঁহার চিন্তাধারার নির্যাস নিহিত এবং সেই সঙ্গে খোদ ঐ ইতিহাস গ্রন্থের বিপুলায়তন অংশগুলি ৭৭৬/১৩৭৫ হইতে ৭৮০/১৩৭৯ সনের মধ্যবর্তী অবসরকালে লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি আমৃত্যু এই সব মূল রচনার পুনর্লিখনে, বিশেষত মুক'াদ্দিমার পুনর্লিখনে নিয়োজিত থাকেন। তা'রীফ নামে তাঁহার আত্মজীবনী গ্রন্থটির লেখা যু'ল-কা'দাঃ, ৮০৭/মে, ১৪০৫ সনে বন্ধ হইয়াছে দেখা যায় (সম্পা. আত্-তানজী. কায়রো ১৯৫১ খৃ.)। সূফীবাদের উপর রচিত শিফা- উস-সাইল তাঁহার জীবনের শেষভাগে লেখা হয় (সম্পা. আত্-তান্‌জী, ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ.; ও সম্পা. আই. এ খালীফে, বৈরূত ১৯৫৯ খৃ.)। এইগুলি তাঁহার মূল ক্লাসিক রচনাগুলির তুলনায় গৌণ রচনা। এই রচনাগুলির মূল ঐ ক্লাসিক রচনাবলীর উপর কতখানি আলোকপাত করে কেবল তাহাতেই উহাদের গুরুত্ব সীমিত। উল্লেখ্য যে, ইব্ন খালদূনের চিন্তাধারায় ইতিহাসের জন্য শিফা-উস্-সাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহার প্রামাণিকতা সম্পর্কিত সমস্যাটির আজও সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান হয় নাই।

'উছ'মানী ঐতিহাসিক না'ঈমা (দ্র.) (মৃ. ১১২৮/১৭১৬) তাঁহার রচনার ভূমিকায় ইব্ন খালদূনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। মুক'াদ্দিমার অংশ বিশেষের প্রথম তুর্কী অনুবাদ করেন শায়খু'ল-ইসলাম পীরীযাদে মেহমেদ ইফেন্দি; অনুবাদকাল ঃ ১১৪৩/১৭৩৯ (দ্র. IA শিরো. ইব্ন হালদুন, স্তম্ভ ৭৪০b)। অতি সাম্প্রতিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করিয়াছেন যাকির কাদিরি উগান (২ খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ.)। ইহা সত্ত্বেও য়ূরোপেই ইব্ন খালদূনের মনীষা পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেখানেই সর্বপ্রথম যথাক্রমে d' Herbelot (Bibliotheque orientale 1697), Silvestre de Sacy (Chrestomatie arabe, 1806), Von Hammer Purgstall (Ueber den Verfall des Islam ... 1812) প্রমুখই

মুক'াদ্দিমার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, বিশেষত Quatremere যিনি ১৮৫৮ খৃ. মুক'াদ্দিমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ একই বৎসরে কায়রোয় নাসরু'ল-হূরীনী ফেযের সুলত'ান আবূ ফারিসকে উৎসর্গ করা (৭৯৬-৯/১৩৯৪-৭) পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে মুক'াদ্দিমার আরও একখানি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর De Slane মুক'াদ্দিমার প্রথম ফরাসী অনুবাদ বাহির করেন (Les Prolegomenes, Paris 1863-8)। ইহার পর হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধারাবাহিকভাবে মুক'াদ্দিমার বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইতে থাকে এবং রচনাটির উপর গবেষণা, সমীক্ষা চলিতে থাকে। ফলত ইব্‌ন খালদূনের চিন্তাধারা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রমাণ মিলিতে থাকে। সাম্প্রতিককালে মুক'াদ্দিমার এত বেশী গবেষণাধর্মী লেখা ও রচনা প্রকাশিত হয় যে, সেগুলির গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন (H. Peres ও W. J. Fischel) আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতি সাম্প্রতিককালে F. Rosenthal (ইংরেজী অনু. ৩ খণ্ডে, New York-London 1958) ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি (আতিফ ইফেন্দী ১৯৩৬ খৃ.) হইতে মুক'াদ্দিমার অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ কর্মটির বাড়তি সুবিধা হইতেছে এই যে, ঐ পাণ্ডুলিপিতে ইব্‌ন খালদূনের এই মর্মে একটি লেখা সন্নিবেশিত রহিয়াছে যাহাতে মুক'াদ্দিমার লেখক বলিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং গ্রন্থখানির বিজ্ঞানসম্মত সংশোধন ও পুনর্লিখন করিয়াছেন। মুক'াদ্দিমার একটি পর্তুগীজ অনুবাদের কথাও উল্লেখ করা যায় (Kohury, in 3 vols. Sao Paulo 1958-60)। ইহা ছাড়া V. Monteil-কৃত মুক'াদ্দিমার একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

'ইবার বা বিশ্বজনীন ইতিহাস খুব স্বাভাবিক কারণেই কম আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। Noel Desvergers "Histoire de l'Afrique Sous la dynastie des Aghlabites et de la Sicile Sous la domination musulmane" (Paris 1841) এই শিরোনামে প্রকাশিত এক সংস্করণে 'ইবার হইতে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিস্তৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পর 'ইবার-এর আর একটি আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় ঃ Histoire des Berberes et des dynasties musulmanes de l'Afrique Septentrionale (৪ খণ্ডে, আলজিয়ার্স, ১৮৫২-৬ খৃ.) এই নামে। de Slane ইহার অনুবাদক। ইহার পর ইবার-এর কিছু অনুচ্ছেদের অনুবাদসহ আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় (২ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৮৬৩ খৃ.)। পরে পূর্ণাঙ্গ বুলাক' সংস্করণ (৭ খণ্ডে, ১৮৬৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। ইহার পর হইতে 'ইবার-এর কিছু আংশিক অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য মুক'াদ্দিমাঃ বা 'ইবার-এর সত্যিকার সমালোচনামূলক সংস্করণ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আজও প্রকাশিত হয় নাই। 'ইবারের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বৈরূত (১৯৫৬-৯ খৃ.) হইতে। ইহা একটি বাণিজ্যিক সংস্করণ হইলেও ইহাতে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার সূত্রও এই বৈরূতের সংস্করণটি।

'ইবার সম্পর্কে সাধারণ সমালোচনার প্রতিপাদ্য এই যে, মুক'াদ্দিমায় যেসব অঙ্গীকার করা হইয়াছে 'ইবার-এ তাহা পূরণ হয় নাই। বিষয়টি সুস্পষ্ট যাহার অন্যথাও হয়ত হইতে পারিত না। মুক'াদ্দিমার শর্তানুযায়ী কোন একজন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় একটি বিশ্বজনীন ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। তবে 'ইবারের ত্রুটি-বিচ্যুতি এক্ষেত্রে আরও বেশী গুরুতর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইব্‌ন খালদূন আশ্চর্য রকমের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। যেমন আল-মুওয়াহ্‌হিদ ও তাঁহাদের তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার বিবরণ ঃ ইহা ছাড়া সঠিক তারিখের উল্লেখ বিরল; সমগ্র রচনায় সন্নিবেশিত ঘটনাপঞ্জীমূলক বিবরণগুলিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। আর সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে আরও নগণ্য ও আরও কম সুচিন্তিত গ্রন্থকে বাছিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন (R. Brunschvig, Hafsides, ii, 392)। ইহা সত্ত্বেও কিতাবু'ল-'ইবার-এ বিভিন্ন ঘটনার তথ্য বিবরণ সন্নিবেশের কারণে এবং সেই সঙ্গে বিবরণের বিশদতা ও সম্ভাবনার বিবেচনায় বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশেষত লেখক ইব্‌ন খালদূনের নিকটতম দুই শতাব্দীকাল তথা (খৃ.) ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর জন্য এক অতুলনীয় উপকরণ। এই বিশেষজ্ঞরা ইব্‌ন খালদূনের 'ইবার হইতে প্রভূতভাবে উপকৃত (R. Brunschvig, পূ. গ্র., ২খ, ৩৯৩)। আরও উল্লেখ করা দরকার যে, ইহা প্রাচ্যের ইতিহসের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগই হতাশাব্যঞ্জক; কিন্তু ইহা মুসলিম পাশ্চাত্য, বিশেষত বারবারদের ইতিহাসের জন্য বিশেষ মূল্যবান।

তবে ইব্‌ন খালদূনের প্রধান রচনা মুক'াদ্দিমাঃ বিশ্বজনীন মূল্যের দাবীদার। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও গ্রন্থের শিরোনামের ইঙ্গিত অনুযায়ী ইহা ঐতিহাসিকের রচনাশৈলীর একটা ভূমিকা। তাই ইহা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞানসম্মত লেখায় ঐতিহাসিককে সক্ষম করিয়া তোলার জন্য পদ্ধতিতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের বিশ্বকোষমূলক সংশ্লেষণ। বস্তুতপক্ষে ইব্‌ন খালদূন গোড়ার দিকে জ্ঞানতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। পরে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের পদ্ধতি ও বিষয় লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিতে করিতে তিনি কি করিতে যাইতেছেন সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠেন। তিনি যাহা উদ্ভাবন করেন তাহাকে 'নূতন বিজ্ঞান' ('ইল্‌ম মুস্‌তা'নবাতুন-নাশআহ্‌, ৬৩) বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার এই উদ্ভাবিত বিজ্ঞানে দেখা যায়, কম বেশী প্রচ্ছন্নভাবে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, এমন কি অন্যান্য শাস্ত্রের দর্শন সম্পর্কিত গবেষণার কিছু সূচনা পর্বের নির্দেশ রহিয়াছে।

তাঁহার খোদ মুক'াদ্দিমাঃ গ্রন্থের মুখবন্ধে (মুক'াদ্দিমাতু'ল-মুক'াদ্দিমাঃ ১-৬৮) ইব্‌ন খালদূন ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়া তাঁহার লেখার সূচনা করিয়াছেন। ইতিহাসের এই সংজ্ঞার বিস্তৃতি সাধন করিয়া তিনি মানব জাতির গোটা অতীত ইহার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি উহার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংজ্ঞা দেন, তাঁহার পূর্বসুরিদের অনুসন্ধিৎসার অভাব ও পদ্ধতির সমালোচনা করেন এবং সুস্থ ও সুষ্ঠু সমালোচনার নিয়মাবলী স্থির করিয়া দেন। এই সমালোচনা সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই ছাড়াও মূলত সত্যতার সঙ্গে সঙ্গতিশীলতার শর্তের (কানুনু'ল-মুত'াবাক'াঃ, ৬১-২) বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বিবৃত ঘটনাগুলির সম্ভাবনা এবং ঘটনা বা বিষয়ের প্রকৃতির সহিত সঙ্গতিশীলতা যাহা ইতিহাসের প্রবাহ ও উহার বিবর্তনের অনুরূপ। আর সেই কারণেই এই প্রবাহের গতি নির্ধারক সূত্রগুলিকে বাহির করিয়া আনা প্রয়োজন। ইব্‌ন খালদূনের ভাষায় ঃ যে বিজ্ঞান এই বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করিতে সক্ষম তাহার নাম তাঁহার ভাষায় 'উমরান। এই 'উমরান এমন এক বিজ্ঞান ('ইল্‌ম মুস্‌তাকিল্‌ল্‌ বি-নাফসিহ্‌) যাহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায় এবং যাহা ইহার উদ্দেশ্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঃ ইহার উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতা (আল্‌-'উমরানু'ল-বাশারী) ও সামাজিক তথ্যাবলী (৬২)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাই খোদ মুক'াদ্দিমার মূল অংশ এবং এই নূতন ও স্বাধীন বিজ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

যাহা গ্রন্থকার উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তিনি একটি কড়াকড়ি নিয়মাবদ্ধ পরিকল্পনা মাফিক তাঁহার যুক্তিগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। যদিও কোনও কোনও মতবাদের তিনি বিরোধিতা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বক্তব্যের বিশদ উপস্থাপনার প্রারম্ভে মোটামুটি রূপরেখায় উল্লিখিত যুক্তিতর্কের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই বিশদ উপস্থাপনা ছয়টি দীর্ঘ অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি আবার বিভিন্ন পরিসর ও পরিমাপের অনুচ্ছেদে উপবিভক্ত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গাণিতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত। অধ্যায় ১ ঃ মানব প্রকৃতির উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষার রূপরেখা এবং জাতি ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অধ্যায় ২ ঃ পল্লী সমাজ ও সাধারণত অপেক্ষাকৃত আদি সভ্যতা ('উমরান বাদাবী) সংক্রান্ত; অধ্যায় ৩ ঃ বিভিন্ন ধরনের সরকার, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত; অধ্যায় ৪ ঃ নগর সভ্যতাভিত্তিক ('উমরান হ'াদারী); সমাজ সংক্রান্ত অর্থাৎ উন্নতিশীল ও অত্যাধুনিক বিষয় সংক্রান্ত ৬৫ ঃ সাধারণভাবে জ্ঞানানুশীলন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়।

উল্লিখিত পরিকল্পনায় পরিষ্কার দৃষ্ট হয় যে, ইব্‌ন খালদূন তাঁহার মুক'াদ্দিমায় সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিষয়াবলীকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে অবক্ষয় ও পতনের হেতুতত্ত্ব অর্থাৎ সেই সকল লক্ষণ ও উপসর্গের প্রকৃতি, যাহা সভ্যতার ধ্বংস ডাকিয়া আনে। এই কারণে মুক'াদ্দিমাঃ গ্রন্থকারের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত। ইব্‌ন খালদূন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে, তিনি নিজেই ইতিহাসের এক মহাক্রান্তিলগ্নের বিপুল পট পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ দর্শক; আর সেইজন্য তিনি অতীত মানব সমাজের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ও উহা হইতে শিক্ষা ('ইবার) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসে এমন সব ঝঞ্ঝাবাসঙ্কুল ব্যতিক্রমী ক্রান্তিকাল আসে যখন প্রত্যক্ষদর্শীর এমন উপলব্ধি স্বাভাবিক যে, তিনি একটা কোনও না কোন সৃষ্টির আয়োজন (কা'আন্নাহু খাল্‌ক জাদীদ), একটা সত্যিকার রেনেসাঁয় (নাশা'আ মুস্‌তাহ্‌দাছাঃ) ও একটা নূতন পৃথিবীর (ওয়া 'আলাম মুহ্‌দাছ) উন্মেষকালে তথায় সমুপস্থিত। বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক একই রকম (লি-হাযা'ল-'আহ'দ)। এই কারণে মানব সমাজ ও বিশ্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় (৫৩)। ইব্‌ন খালদূন জানিতেন (৮৬৬), পৃথিবীর অন্য কোথাও এই নূতন দুনিয়ার উদয় হইতেছে। তিনি ইহা উপলব্ধি করেন যে, তিনি যে সভ্যতার মানুষ, সেই সভ্যতার অন্তিম দশা সমাগত প্রায়। আসন্ন বিপর্যয় এড়াইতে অক্ষম হইলেও কী ঘটিতেছে তাহা জানিতে তিনি অন্তত কৌতূহলী। আর সেইজন্য তিনি মনে করেন, ইতিহাসের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

তাঁহার এই বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ার হইতেছে পর্যবেক্ষণ। বেশ সাম্প্রতিককালে তাঁহার চিন্তাধারায় বাস্তব দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইব্‌ন খালদূন ন্যায়শাস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বিশেষত আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন বিধায় তিনি কল্পনাবাদী হেতু প্রয়োগে ঘোর অবিশ্বাসী। তিনি স্বীকার করেন যে, হেতু প্রয়োগ এক চমৎকার হাতিয়ার, কিন্তু তাহা কেবল স্বভাব-সীমার কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ যাহা সত্য তাহার অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই হইতে হইবে। তিনি জ্ঞানের সমস্যা লইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন, আর এই জন্যই পরিশেষে এক বিপ্লবী সমালোচনার পর তিনি দর্শনকেই নাকচ করিয়া দেন। বিশ্বজনীন যুক্তিযুক্ততা ও ব্যক্তিগত সত্যতার পর্যাপ্ততা সম্পর্কে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইব্‌ন খালদূন তৎকালীন কল্পনাশ্রয়ী দর্শনের সমগ্র কাঠামো সম্পর্কেই সংশয়ের সৃষ্টি করেন (N. Nassar, La Pensee realiste d' Ibn Khaldun, 66)। এইভাবে স্থির চিত্তে গ্রীক প্রভাবিত 'আরব মুসলিম দর্শনকে খণ্ডন করিয়া সত্যানুসন্ধান ও উহার তাৎপর্যে উপনীত হইবার জন্য তিনি এমন এক ধরনের প্রয়োগবাদ বাছিয়া নেন যাহা নির্দ্বিধায় "ঐ শ্রেণীর যৌক্তিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতে পারে যাহা দর্শন হইতে উদ্ভূত।" সংক্ষেপে ইব্‌ন খালদূন দার্শনিকদের চিরাচরিত জল্পনা-কল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন যাহা নিষ্ফল কুতর্ক ও বিতর্কের চোরাবালিতে ফাঁসিয়া যায় এবং তিনি ইহা করেন আর এক ধরনের কল্পনাকে স্থলাভিষিক্ত করিতে যাহার পর্যায়গুলি আরও বেশী নিশ্চিত ও পরিণাম আরও বেশী ফলদায়ক। কেননা ইহা নিরেট বাস্তবতাসমূহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

তাঁহার কথিত এই নূতন ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা এবং মুক'াদ্দিমায় তিনি ইহার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কয়েকটি সমীক্ষায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে (Y. Lacoste ও N. Nassar-এর সাম্প্রতিক রচনাবলী বিশেষভাবে দ্র.)। বস্তুত তিনি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মুক'াবিলা না করিয়া ও ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া সত্যতা বা বাস্তবতার মূলে পৌঁছাইতে পারেন নাই, পারেন নাই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সভ্যতায় অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের কারণে যে সংগ্রাম ও সংঘাত, উত্তেজনা ও বারংবার ব্যর্থতার উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে। বিশেষত তিনি তো তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকের বৎসরগুলিতে আগেই ন্যায়শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হন আর সেই সঙ্গে মুসলিম মানসের স্ববিরোধিতা, প্রতিকল্প, বিরোধিতা, পরস্পর বৈপরীত্যের সম্পূরকতা, দ্বৈধতা, জটিলতা ও বিভ্রান্তির সহিত বহুদিন হইতেই পরিচিত। বস্তুত ইব্‌ন খালদূন ঐগুলিরই ছাত্র। এইগুলি তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পাদক বা কার্যকারক ধারণা হিসাবে প্রয়োগ করা হয় যাহা উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার সহায়ক। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বৈপরীত্য উত্তরণ ও সেগুলির ব্যাখ্যা ও সমাধানের প্রয়াসে ইব্‌ন খালদূন মানুষের নিয়তির দ্বান্দ্বিক বিকাশের এক গতিধর্মী ধারণায় ও ইতিহাসের এক পদ্ধতিতে উপনীত হইয়াছেন যাহা পূর্বাপর যুক্তিগ্রাহ্য, যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয়। ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁহার বিখ্যাত চক্র পদ্ধতি (cyclic schema)-র (যাহার স্বকীয় মৌলিকত্ব তেমন নাই) সত্যিকার অর্থ বোঝার জন্য উহাও সাধারণভাবে আমাদের বিবেচনায় আনিতে হইবে।

মুক'াদ্দিমায় চিন্তাধারা বা ভাবধারার যে মণি-কাঞ্চনের সন্নিবেশ করা হইয়াছে সেগুলির সুবাদে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উহাতে বেশ কয়েকটি জ্ঞানশাস্ত্রের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছেন যেগুলি অতি সাম্প্রতিককালে এক একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ঐতিহাসিক হিসাবে ইব্‌ন খালদূনের উৎকর্ষ লইয়া বিতর্কের কোনও অবকাশ নাই। Y. Lacoste লিখিয়াছেন, "Thucydides যদি ইতিহাসের উদ্ভাবক হইয়া থাকেন, ইব্‌ন খালদূনকে ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপক বলিতে হইবে" (ইব্‌ন খালদূন, ১৮৭); তবে তিনি একজন দার্শনিক হিসাবেও গণ্য হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মুক'াদ্দিমায় সমাজতত্ত্বের এক অতি বিশদ পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার 'নূতন বিজ্ঞান' (Neo Scidua) তাঁহার 'ইল্‌মু'ল-'উম্‌রান যাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি নিজেই চমৎকৃত হন- উহা সঠিকভাবে বলিতে গেলে মূলত সমাজতত্ত্বের

এক পদ্ধতি বৈ কিছুই নয় যাহাকে ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান, এই সত্য হিসাবে ধারণা করা হয়। তিনি মনে করেন, ইতিহাস বিবর্তনের মৌল কারণগুলিকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে খুঁজিতে হইবে। আর তাই তিনি এই কাঠামোগুলির বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন এবং উহার ফলশ্রুতিতে বিশদাকারে কয়েকটি নূতন ক্রিয়াশীল ধারণা প্রদান করেন, যেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে 'আসাবিয়্যাঃ (দ্র.)-র ধারণা। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'আসাবিয়্যাঃ ও 'উমরান-এর ধারণা দুইটি লইয়া আধুনিককালে বহু আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়াছে- আলোচনা হইয়াছে সেইগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা লইয়া (দ্র. M. Talbi. Ibn Khaldun et le Sens de l'histoire. in S I, xxvi (1967), 86-90 99-112)। তিনি বিশেষত সামাজিক জনসমষ্টিগুলির বিবর্তনে জীবনধারা ও উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাব সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। একটি বিখ্যাত বাক্যে তিনি বলেন, দুই পুরুষ বা প্রজন্মের মাঝে আচরণে যে সব পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেগুলি ঐসব পার্থক্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র যেগুলি ঐ প্রজন্মের লোকগুলিকে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থায় পৃথক করিয়া রাখে" (২১০)। এই বাক্যটিকে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসের এক সমতুল্য বিখ্যাত বাক্যের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে, যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ "জীবনের বস্তুগত বিষয়গুলির উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণত জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াগুলি নির্ধারণ করে।" উভয় বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবিকপক্ষেই আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। আর ঐ মিল কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই কারণে বিশেষত সাম্প্রতিক কয়েক বৎসর ধরিয়া ইব্ন খালদূনের চিন্তাধারাকে অনেক ক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিরিখে বিচার করা হইতেছে। তবু এই অবিসম্বাদিত মিল সত্ত্বেও ইব্ন খালদূনকে বস্তুবাদের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা খুবই কঠিন। অধিকন্তু তিনি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহা একান্তভাবেই কিংবা সর্বাংশে আর্থ-সামাজিক নয়; বরং মনস্তাত্ত্বিকও বটে। "মুক'াদ্দিমায় কেবল সাধারণ সমাজতত্ত্বই নয়, একটি অত্যন্ত বিশদ ও প্রচ্ছন্ন সামাজিক মনস্তত্ত্ব, নীতিগত মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ মনস্তত্ত্ব-এইভাবে ভাগ করা যায়। এই সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ সমাজতত্ত্বের মিশ্রিত বা নিবিড় সম্পর্কিত উপাদানগুলি এমন এক জটিল সামগ্রিকতা গড়িয়া তোলে যাহা বিচ্ছিন্ন করা কঠিন" (N. Nassar, পৃ. গ্র., ১৭৮)। এই জটিল সামগ্রিকতার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক তত্ত্বের বা সূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি সমীক্ষা বা অধ্যয়নে নিবিষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট বিশদও বটে। শুধু তাহাই নহে, ইতিহাসের এক দর্শনের সন্ধানও ইহাতে মিলে যাহা লইয়া এম. মাহ্দী এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সত্যিকারের মূল্যবান জাতিতাত্ত্বিক ও জনসংখ্যাগত তথ্যও পরিবেশিত হইয়াছে।

এমনিভাবে 'আরব-মুসলিম সংস্কৃতির এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব ইব্ন খালদূনের প্রতিভা য়ুরোপে আবিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে এক নিখাদ প্রতিভা ও মনীষা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছেনঃ "Un penseur genial et aberrant" (Brunschvig, পৃ. গ্র., ২খ, ৩৯১)। তাঁহার মুক'াদ্দিমা "মানব চিন্তাধারায় এক ভাবগম্ভীর মুহূর্তরূপে বিবেচিত (Bouthoul)। ইব্ন খালদূন নিঃসংশয়ে একজন অনন্য প্রতিভা; তিনি 'আরব মুসলিম চিন্তাধারার কোনও সুনির্দিষ্ট স্রোতের কেহ নহেন। কারণ তাঁহার রচনাবলী বস্তুতপক্ষে অসংখ্য যন্ত্রণাদায়ক অনুসন্ধিৎসার ফল। তাঁহার চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন পরিস্ফুট। 'আরবীয় লেখকদের মধ্যে তাঁহার যেমন পূর্বসূরী ছিলেন না, তাঁহার কোনও উত্তরসুরি কিংবা অনুসারীর সাক্ষাত বর্তমান যুগেও পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগে মিসরের কোনও লেখকের উপর তাঁহার প্রভাব থাকিলেও ইহা বলা যায় যে, তাঁহার স্বদেশ বার্বার ভূমিতে তাঁহার মুকাদ্দিমা কিংবা তাঁহার ব্যক্তিগত শিক্ষার কোনও স্থায়ী চিহ্নই থাকে নাই। আর সত্য বলিতে কি, এই প্রতিভাবান স্বাধীনচেতা চিন্তাবিদ তাঁহার নিজ জনগণের নিকট হইতে যে অনমনীয় বৈরিতার সম্মুখীন হইয়াছেন, যে পরিকল্পিতভাবে তাঁহার বক্তব্য অনুধাবনে অনীহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অন্যতম হৃদয়বিদারক কাহিনী, নিদারুণ বিষাদ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়" (R. Brunschvig, পৃ. গ্র., ২খ, ৩৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন খালদূন সম্পর্কিত রচনার সংখ্যা অসংখ্য, তাহার পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। (১) H. Peres, Bibliographie sur la vie et l'auvre d'Ibn Haldun in Mel. Levi Della vida, ii, 308-29 এবং (২) W. J, Fischel সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থপঞ্জী যাহা F. Rosenthal, New York 1958, 27 pp. অনূদিত মুকাদ্দিমার ৩য় খণ্ডের শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেঃ (৩) T. Hussein. Etude analytique et critique de la philosophie sociale d'Ibn khaldun, Paris 1917: (৪) G. Bouthoul Ibn Khaldun, sa philosophie sociale, Paris 1930; (৫) N. Schmidt, Ibn Khaldun, historian, sociologist and philosopher. New York 1930; (৬) এম. এ. 'ইনান, ইব্ন খালদূন. হ'য়াতুহ ওয়া তুরাছু'হু'ল-ফিক্রী, কায়রো ১৯৩৩ খৃ., নূতন সং, সংযোজনসহ, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (৭) R. Brunschvig, চমৎকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ in La Berberie orientale sous les Hafsides, Paris 1947, ii, 385-93: (৮) C. Issawi, An Arab Philosophy of history , London 1950; (৯) এস. আল-হু'সরী, দিরাসাতু 'আন- মুক'াদ্দিমাত ইব্ন খালদূন, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (১০) M. Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of history, London 1957. W. J. Fischel-এর গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনার পরবর্তী কালে এ যাবত আরও কিছু গবেষণা সমীক্ষা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। যথাঃ (১১) E. I. J. Rosenthal, Political thought in medieval Islam, Cambridge 1958, chap. iv, 84-113; (১২) ঐ লেখক, Islam in the modern national state, Cambridge 1965, পৃ. ১৬-২৭ এবং স্থা. (সমসাময়িক আধুনিকমনা মুসলিম চিন্তাবিদদের উপর ইব্ন খালদূনের প্রভাব); (১৩) H. Simon, Ibn Khaldun's Wissenschaft der menschlichen Kultur, Leipzig 1959; (১৪) S. M. Batsieva, Sotsyalniys osnovi istorikofilosokogo uceniya Ibn Khalduna, in Pamyati I. Yu. Krackovskogo, Leningrad 1958; (১৫) W. J. Fischel, Ibn Khaldun's use of historical sources, in S I, xiv (1961); (১৬) ঐ লেখক, Ibn Khaldun in Egypt, his

public functions and his historical research (1382-1406), Berkeley 1967; (১৭) E. Gellner, From Ibn Khaldun to Karl Marx, in Political Quarterly, xxxii(1961), 385-92; (১৮) আল-ফিক্র (তিউনিসে প্রকাশিত ১৯৬১ সালের মার্চ সংখ্যাটি ইব্‌ন খালদূনকে নিবেদিত; (১৯) এ. বাদাবী, মু'আল্লাফাত ইব্‌ন খালদূন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২০) এ. আল-ওয়াদী, মানতি'ক ইব্‌ন খালদূন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২১) আমাল মাহ্‌রাজান ইব্‌ন খালদূন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২২) R. Walzer, Aspects of Islamic political thought al Farabi and Ibn Khaldun, in Oriens, xv (1963), 40-60; (২৩) Jitsuzp Tamura জাপানী ভাষায় ইব্‌ন খালদূনকে অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন, Ajia kazai গ্রন্থে, September 1963; (২৪) H. A. Wolfson তাঁহার Religious Philosophy, Harvard 1961, গ্রন্থের কয়েকটি পাতায় (১৭৭-৯৫) ইব্‌ন খালদূন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি তাঁহার গুণাবলী ও নিয়তি সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন; (২৫) Colloque de Rabat, May 1962, সং. দারুল-কিতাব, ক্যাসাব্ল্যাংকা; (২৬) M. Atallah Berham, La pensee economique d'Ibn Khaldun, University thesis, Paris 1964; (২৭) N. Nassar, Le maitre d'Ibn Khaldun al-Abili, in SI' xx (1965), 103-15; (২৮) ঐ লেখক, La pensee realiste d'Ibn Khaldun, Paris 1967; (২৯) G. H. Bousquet, Les textes sociologiques et economiques de la Mukaddima (1375-1376), Paris 1965; (৩০) G. Labica, Esqusse d'une sociologie de la religion chez Ibn Khaldun, in La Pensee, October 1965, no. 123, 3-23; (৩১) R. Arnaldez, Reflexions sur un Passage de la Mukaddima d'Ibn Khaldun, in Mel. R. Crozet Poitiers 1966, 1337 প.; (৩২) Y. Lacoste, Ibn Khaldoun, naissance de l'histoire passe du tiers-monde, Paris 1966 (এক চমৎকার মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা; তবে সতর্কতার সহিত প্রযোজ্য, তু. টাইমস্ পত্রিকার সাহিত্য ক্রোড়পত্রে পর্যালোচনা, ৮ আগস্ট, ১৯৬৮, পৃ. ৮৫৩); (৩৩) E. A. Myers, Ibn Khaldun, fore-runner of "new science" in The Arab World, New York, March 1966; (৩৪) M. Talbi, Ibn Haldun et le sens de l'histoire, in SI, xxvi (1967), 73-148; (৩৫) V. Monteil, in La Rev. Hist., April-June 1967; (৩৬) মুহাম্মাদ মাহ্‌মূদ রাব,; The political theory of Ibn Khadun, Leiden 1967; (৩৭) J. Bielawski, Aspect Sociologique des opinions d'Ibn Haldun sur"les sciences de la langue arabe" in Atti del terzo congresso di studi ar. eisl., Napoli 1967. তুরস্কে তাঁহার প্রভাব সম্পর্কে দ্র.ঃ (৩৮) Findrkoglu Z. Fahri, Turkiye' de Ibn Haldunizm in Eued Koprulu armagani, Istanbul 1953, 163-63. আরও দ্র.ঃ Pearson, নির্ঘণ্ট, 10897-10923; Supp, I 2872-2887; Supp. II, 2796-2805.

M. Talbi (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

ইব্‌ন খালদূন (ابن خلدون) ঃ আবূ যাকারিয়া য়াহ্'য়া, আনু. ৭৩৪/১৩৩৩ সনে তিউনিসে জন্ম, রামাদা'ন ৭৮০/নভে.-ডিসে. ১৩৭৮ সনে তিলিমসানে, মতান্তরে জানুয়ারী ১৩৭৯ (৭৮১ হি.)-তে মৃত্যু। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (উপরে) ন্যায় এবং সম্ভবত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া জন্মস্থান তিউনিসে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখেন। তাঁহার সমসাময়িক কালে হা'ফসী'দের রাজধানী শহরে অবস্থানকারী সকল খ্যাতিসম্পন্ন 'আলিমের সহিত তাঁহার গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ (যাহা নিম্নে উল্লিখিত) হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কবিতা, সাহিত্য ও রম্য রচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অতি সামান্য অবগত আছি। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার জীবনের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (তাঁহার ভাই) 'আবদু'র রাহ'মান-এর আত্মচরিত ও কিতাবু'ল-'ইবার (كتاب العبر)-এর যে অংশে বার্বার জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে তিলিমসানে য়াহ'য়ার হত্যার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। য়াহ্‌য়া স্বয়ং তাঁহার লিখিত বুগয়াতু'র-রুওয়াদ (بغية الرواد) গ্রন্থে স্বীয় জীবনের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

৭৫৭/১৩৫৬ সনে য়াহ'য়ার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় যখন ফেযের সুলতা'ন আবূ সালিমের দরবারে তিনি আপন ভ্রাতার সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন (যিনি কিছুদিন পর বন্দী হন)। শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট দুইজন হা'ফসী আমীর বন্দী ছিলেন। তিনি তিলিমসান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদেরকে বুগী (Bougie)-তে প্রেরণ করেন। য়াহ্'য়া তাঁহার ভ্রাতার পরিবর্তে উক্ত যুবরাজদ্বয়ের সহিত গমন করেন। তিনি উহাদের একজন অর্থাৎ আবূ 'আবদিল্লাহর হাজিব (গৃহাধ্যক্ষ) হিসাবে কাজ করেন। আবূ 'আবদিল্লাহ দীর্ঘদিন বুগী (Bougie) অবরোধ করিয়া রাখিবার পরও যখন উহা পুনরায় দখল করিতে ব্যর্থ হইলেন তখন য়াহ্‌য়াকে তিলিমসানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবূ হাম্মূ (ابو حمو)-র নিকট (৭৬৪/১৩৬২) সাহায্য প্রার্থনার জন্য প্রেরণ করেন। য়াহ্‌য়াকে তিলিমসানে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয় এবং তাঁহার আবেদনও মঞ্জুর করা হয়। তথায় তিনি মাওলিদের উৎসবে (عيد مولد) যোগ দেন এবং সে সম্পর্কে তাঁহার স্বরচিত কবিতায় উল্লেখ করেন। ৮ জুমাদা'ল-উখ্‌রা, ৭৬৪/২৫ মার্চ, ১৩৬৩ সনে য়াহ্‌য়া স্বীয় মনিবকে 'আবদু'ল-ওয়াদ-এর দরবারে আনয়নের জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। তাহারা উভয়ে আবূ হাম্মূর-প্রেরিত সেন্যবাহিনীসহ বুগীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭৬৭/১৩৬৫-১৩৬৬ সনে কনস্টানটাইনের হা'ফসীয় আমীর বুগী দখল করিবার পর য়াহ্‌য়াকে বূনা (بونه) নামক স্থানে বন্দী করেন এবং তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি শীঘ্রই তথা হইতে পলায়ন করিয়া বিস্‌কারা (بسكره) শহরে ইব্‌ন মুযনী ও স্বীয় ভ্রাতার নিকট গমন করেন। সম্ভবত তিনি ঐ সময়ে 'উক'বা ইব্‌ন নাফি' (উত্তর আফ্রিকা বিজেতা)-এর কবর যিয়ারাতের জন্য গমন করেন, যেই সম্পর্কে তিনি তাঁহার বুগ'য়াতু'র-রুওয়াদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ হা'ম্মূ-র অনুরোধে তিনি ৭৬৯/১৩৬৭ সনে বিস্‌কারা ত্যাগ করত রাজাব ৭৬৯/ফেব্রুয়ারী ১৩৬৮

সনে তিলিমসানে পৌছেন। সেইখানে তাঁহাকে কাতিবু'ল-ইনশা (সচিব) নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন তিনি অবগত হইলেন যে, মারীনীদের পক্ষ হইতে তিলিমসান আক্রমণের আশংকা আছে তখন তিনি আবূ হ'াম্মূর অনুগ্রহ ভুলিয়া গিয়া ৭৭২/১৩৭০-১ সনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং মারীনী বাদশাহ 'আবদু'ল-'আযীয এবং অতঃপর তাঁহার উত্তরাধিকারী মুহ'াম্মাদ আস-সা'ঈদ-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সুলত'ান আবু'ল 'আব্বাস ৭৭৫/১৩৭৩ সনে যখন ফাস'আল-জাদীদ দখল করেন তখন য়াহ্‌য়া পুনরায় তিলিমসানে প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ হাম্মূ তখনও তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং পুনরায় পূর্ববর্তী সচিবের পদে বহাল করেন। তিনি অতি শীঘ্রই আবার বাদশাহের আস্থাভাজন হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার ফলে দরবারের অন্য পারিষদবর্গের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া আবূ হ'াম্মূর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আবূ তাশফীন (ابو تاشفين) যিনি প্রধানত সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, তাঁহার মনে হিংসার উদ্রেক হয়। রামাদ'ান ৭৮০/ডিসেম্বর ১৩৭৮ সনে রাত্রিবেলায় যখন য়াহ্‌য়া প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তি কতিপয় ভাড়াটিয়া ঘাতকসহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন। আবূ হ'াম্মূ যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র এই হত্যার প্ররোচনা দানকারী, তখন হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তিনি সাহস পাইলেন না।

য়াহ্‌য়ার রাজনৈতিক জীবন তাঁহার ভ্রাতার তুলনায় স্বল্পকালের এবং কম গৌরবের ছিল; তথাপি ইহা তাঁহাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনার সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দেয়। উক্ত গ্রন্থের নাম বুগ'য়াতু'র-রুওয়াদ ফী যিকরি'ল-মুলূক মিন বানী 'আবদি'ল-ওয়াদ (Brosselard ও Barges তাঁহাদের রচিত তিলিমসানের ইতিহাসে এই গ্রন্থ হইতে প্রচুর তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন)। Alfred Bel উক্ত গ্রন্থের মূল 'আরবী পাঠ ফরাসী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন Histoire des Beni Abd al-Wad, rois de Tlemcen শিরোনামে, ২খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৯০৪-১৩ খৃ. তিলিমসান রাজ্যের ইতিহাস গ্রন্থটির লেখক বাদশাহ ২য় আবূ হ'াম্মূর সচিব ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। ফলে গ্রন্থটি তাঁহার সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালের সঠিক ইতিহাসের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তিনি সচিব ছিলেন সেইহেতু নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক দলীলপত্রের মূল কপিগুলি তিনি পাঠ করিতেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উহাদের কিছু কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা 'আবদু'র-রাহ'মান-এর গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থটি আলোচনার ক্ষেত্রে তেমন ব্যাপক নয়। তদুপরি উচ্চ ধ্যান-ধারণা অথবা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীও ইহাতে পরিলক্ষিত হয় না, তবুও ইহার সাহিত্যিক মূল্যমান অনেক উচ্চ। য়াহ্‌য়া তাঁহার গ্রন্থের শুধু সাহিত্যিক নিপুণতাই দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, বরং কাব্যিক দক্ষতারও সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছেন। তাঁহার সুরুচিসম্পন্ন রচনাশৈলী প্রায়ই উন্নীত হইয়াছে এবং প্রাচীন লেখকদের রচনা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার বর্ণনাকে উচ্চ মর্যাদায় অলংকৃত করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে একমাত্র মধ্যমাগরিব সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্রই তুলিয়া ধরেন নাই, বরং আমাদের জন্য তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে সমসাময়িক কালের দরবারী কবিদের কবিতাসমূহও সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি ইহা ব্যতীত সেই সময়কার 'আলিমগণের সম্পর্কে এবং তিলিমসান রাজ্যের দরবারী কবিদের কবিতার আসর সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করিয়াছেন। এই সকল তথ্য অন্য কোন সূত্রে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। ইহা দ্বারা ৮ম/১৪শ শতাব্দীর 'আবদু'ল-ওয়াদ-এর রাজধানীর সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিখুঁত চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত বিষয়ে অধিকতর কাজ করিবার জন্য ঃ Barges, Complement de l'histoire des Beni Zeiyan, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২০৫-১৭।

A. bel (E.I.[2])/ এ. কে. সুলতান আহমদ খান

ইব্‌ন খালাওয়ায়হ (ابن خالويه) ঃ (খালুয়াহ্) আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হুসায়ন ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন হ'ামদান আল-হামায'ানী (আশ-শাফি'ঈ), একজন বিখ্যাত 'আরবী বৈয়াকরণ ও আভিধানিক। তাঁহার জন্মসালের কোনখানেই উল্লেখ নাই। ইনি হামায'ান-এর অধিবাসী ছিলেন এবং ৩১৪/৯২৬ সালে বাগদাদ আগমন করেন। এইখানে তিনি ইব্‌ন মুজাহিদ (মৃ. ৩২৪ হি.) এবং আবূ সা'ঈদ আস্‌-সীরাফী (মৃ. ৩৬৮ হি.)-র নিকট কুরআন মাজীদ, ইব্‌ন দুরায়দ (দ্র.), নিফত'াওয়ায়হ (মৃ. ৩২৩ হি.), ইব্‌নু'ল- আন্‌বারী (দ্র.) ও আবূ 'উমার আয-যাহিদ (মৃ. ৩৪৫ হি.)-এর নিকট ব্যাকরণ এবং সাহিত্য এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ আল-আত'তার (মৃ. ৩৩১ হি.) ও অপরাপর 'আলিমের নিকট হ'াদীছ' শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া গমন করেন এবং আলেপ্পোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আয-যাহাবীর বর্ণনানুসারে তিনি মায়্যাফারিকীন এবং হিম্‌স-এও বসবাস করিয়াছিলেন। বসরা ও কূফার বৈয়াকরণগোষ্ঠীসমূহ (Schools of Grammar)-এর ব্যাপারে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যে, বিষয়টি যাহারই হউক না কেন, ভাল হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য। শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। অতএব সায়ফু'দ-দাওলা হামদানী, যাহার পুত্রকে তিনি পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। কবি হিসাবেও তিনি ছিলেন সম্মানিত এবং আল-মুতানাব্বী (দ্র.)-র সহিত তাঁহার যথেষ্ট বিতর্ক চলিত। ব্যাকরণবিদ ইব্‌ন দুরুস্‌তাওয়ায়হ (মৃ. ৩৪৭ হি.) কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা ইব্‌ন খালাওয়ায়হ ফি'ল-কুল্লি ওয়া'ল-বাদ (ফিহ্‌রিস্ত পৃ. ৬৩, পংক্তি ১৫) গ্রন্থে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি উপস্থাপন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন খালাওয়ায়হ্ ৩৭০/৯৮০ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে (যাহার বিস্তারিত বিবরণ Flugel, পৃ. স্থা., বর্ণনা করিয়াছেন) নিম্নোক্তগুলি সংরক্ষিত আছেঃ (ক) কিতাব লায়সা, H. Derenbourg, যাহার প্রথমার্ধ Hebraica, ১খ., ৮৮-১০৫ এবং Amer, Journ of Sem Lang, and Lit ১৪খ. (১৮৯৮ খৃ.), ১৮-৯৩; ১৫খ. (১৮৯৮-৯৯ খৃ.), ৩২-৪১, ২১৫-২২৩; ১৮ খ. (১৯০১ খৃ.) ৩৬-৫১-তে প্রকাশ করিয়াছেন; অধিকন্তু কায়রোতে ১৩২৭ হি. মুদ্রিত হইয়াছে, যদিও এই মুদ্রণ অতি কষ্টে বর্তমানে সমাপ্ত হইয়াছে (আহ'মাদ ইবনু'ল-আমীন আশ-শিন্‌কীতী সং.); (খ) কিতাব (রিসালা ফী) 'ইরাব ছ'ালাছীনা সূরাঃ মিনা'ল-কু'রআনি'ল-কারীম, কায়রো ১৩৬০ হি.; (গ) শারহ' মাক্‌সূরা ইব্‌ন দুরায়দ, পাণ্ডু. জাতীয় গ্রন্থাগার, প্যারিস, নং ৪২৩২, ৪খ, এবং Brockelmann, পৃ. স্থা., ১খ, ১১১; (ঘ) দীওয়ান আবী ফিরাস (দ্র.)-এর সম্পাদনা ও উহার ভূমিকা; (ঙ) ছা'লাব-এর কতিপয় ব্যাকরণগত মতের প্রতিবাদ, যাহা আস্‌-সুয়ূত'ীকৃত আল-আশ্‌বাহ ওয়া'ন-নাজাইর (হ'ায়দরাবাদ ১৩১৭ হি.), ৪খ., ১৩৭-১৪০-এ অন্তর্ভুক্ত আছে; (চ) কিতাবু'র-রায়হ, দ্র. S. Y. Krachkovsky, Ibn Halawaih's Kitab al-Rih, Islamica-তে, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৩৩১-৩৪৩)।

কিতাবু'শ-শাজার, যাহা তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে উহা আবূ যায়দ (দ্র.) কর্তৃক রচিত। গ্রন্থখানা তাঁহার শিক্ষার বুনিয়াদস্বরূপ ছিল যাহা স্যামুয়েল নাগেলবার্গ স্বীয় সম্পাদিত পুস্তক Kitab as-Sagar, (Diss, Zurich Kirchhain 1909 খৃ.-এর ভূমিকায় প্রমাণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব কিতাবু'ল-আশারাত)-এর প্রকৃত অবস্থাও ইহাই, যাহার উল্লেখ তাঁহার রচনায় রহিয়াছে। কেননা সম্ভবত উহা তাঁহার শিক্ষক আবূ 'উমার আয-যাহিদ কর্তৃক রচিত (ফিহ্রিস্ত, বার্লিন, নং ৭০১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৮৪ ও ৩৫ পংক্তি ৭প.; (২) ইব্ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ১৯৩ ও সংখ্যা ৪৯; (সং, ১৩১০ হি., ১খ, ১৫৭-৫৮), অনু. de Slane, ১খ., ৪৫৬ প. ও ১০৫; (৩) আয-যাহাবী, Cod, Warner, ৬৫৪, ৩খ. (Cat, ২খ, ১২৬ প.) ২৯ নিম্নে প.; (৪) আস্-সুয়ূতী, বুগ'য়াতু'ল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২৩১ প.; (৫) Flugel, Diegramm, Schuien d. Araber, Abhandl, d. Dtsch. Morg. Ges., ২খ, ২৩০; (৬) Brockelmann, ১খ, ১২৫; পরিশিষ্ট ১, ১৯০; (৭) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদাবা, ৯খ., ২০০; (৮) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-য'াহিরা, ৩খ, ৩৪০, ৪খ, ১৩৯; (৯) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৩খ, ৭১; (১০) ইব্ন ক'াদী শুহবা, ত'াবাক'াত, ১খ, ৩১৭; (১১) আস-সুব্কী, তাবাক'াতু'শ- শাফি'ইয়্যা, ২খ, ২১২; (১২) সাদরু'দ-দীন, Saifuddaulah etc., লাহোর ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৫৭-৫৯; (১৩) ইবনু'ল-আনবারী, নুযহা, ৩৮৩-৫; (১৪) ছা'আলিবী, য়াতীমাতু'দ-দাহর, ১খ, ৮৮; (১৫) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, পৃ. ২৩৭ প.; (১৬) Hammer Purgstall, ৫খ, ৪৪২-৪৪।

C. Van Arendonk (দা. মা.ই.)/কালাম আযাদ

ইব্ন খালাফ (ابن خلف) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন খালাফ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব আল্-কাতিব, মিসরের ফাতি'মী শাসকদের শ্রেষ্ঠ সচিবগণের অন্যতম (আল-কাল্‌কাশানদী, সুব্হ, ৬খ, ৪৩২; ঐ লেখক, দাও, পৃ. ৪০২)। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তবে তিনি ৪৩৭/১০৪৫-৬ সনে মিসরে বাস করিতেছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঐ সময় তিনি দীওয়ানু'ল-ইনশার সচিবদের জন্য তাঁহার মাওয়াদদু'ল-বায়ান নামে সারগ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিশেষ করিয়া পত্রাদি ও সরকারী দলীলপত্রের নমুনা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সম্প্রতি ইস্তাম্বুলের সুলায়মানীয়া গ্রন্থাগারে এই রচনার একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (ফাতিহ, ৪১২৮)।

ইব্ন খালাফ আরও দুইটি গ্রন্থের লেখক। তিনি তাঁহার মাওয়াদ্দ গ্রন্থে আলাতু'ল-কুত্তাব (পত্রক ১৬২ খ ও ১৬৬ ক) ও কিতাবু'ল-খারাজ (পত্রক ১৬ক ও ২৫খ) নামে উল্লিখিত দুই রচনার উল্লেখ করিয়াছেন; তবে গ্রন্থ দুইটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর তারিখও অনিশ্চিত। আল-হাব্বাল আল্-মিসরী প্রণীত ওফায়াতু'ল-মিসরিয়্যীন ফি'ল-'আস্রিল-ফাতিমী গ্রন্থে জনৈক আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন খালাফ আয-যায়্যাতের ইনতিকালের তারিখ শাওয়াল, ৪৫৫ হি. বলিয়া উল্লিখিত আছে [তু.RIMA, ii/2 (1956), 336-7]। এই ব্যক্তি সচিব ইব্ন খালাফও হইতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রদত্ত বরাত ছাড়াও দ্র. (১) হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ৫৫৯; (২) জি. শায়্যাল, মাজমূ'আত, ১খ, ১৪-১৫; (৩) S. M. Stern, Fatimid decrees, 105; (৪) A. H. Saleh, Une source de Qalqasandi, Mawadd al-Bayan et son auteur, Ali b. Halaf, in Arabica, xx/2 (1973), 192-200.

Abdul Hamid Saleh (E.I.[2] suppl.)/ আফতাব হোসেন

ইব্ন খালাফ (ابن خلف) ঃ একটি পরিবারের নাম, পরিবারের সর্বাপেক্ষা পরিচিত দুই সদস্য।

১। আবূ গালিব মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন খালাফ। তাঁহাকে ফাখ্রু'ল-মুল্ক নামে অভিহিত করা হয়। আবূ গালিব মুহ'াম্মাদ বুওয়ায়হ্ শাসকদের উযীর ছিলেন। তাঁহার জন্ম ওয়াসিতে বৃহস্পতিবার ২২ রাবী'-২, ৩৫৪/২৭ এপ্রিল, ৯৬৫। সুলত'ানু'দ-দাওলা আবূ শুজা' ফানখুসরাও ২৭ রাবী'-১, ৪০৭/৩ সেপ্টেম্বর, ১০১৬ সনে তাঁহাকে হত্যা করেন। তিনি কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। এইজন্য কবি তথা বিদ্বজ্জনেরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাব্য রচনা করেন। এগুলির মধ্যে আল-কারাজী (দ্র.) তাঁহার রচিত 'ফাখরী' ও 'কাফী' নামক দুইটি কাব্যকর্ম তাঁহাকে উৎসর্গ করেন।

২। আবূ শুজা' মুহ'াম্মাদ আল-আশরাফ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন খালাফ। ইনি আবূ গ'ালিব মুহ'াম্মাদের পুত্র। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তবে ফাতি'মী খলীফা আল-মুস্তানসিরের আদেশে মিসরে পৌঁছিলে বাদরু'ল-জামালী কর্তৃক ৪৬৬/১০৭৩-৪ সনে তিনি নিহত হন। আবূ শুজা' দুই দুইবার খলীফা আল-মুস্তানসিরের মন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে মুহ'াররাম ৪৫৭/ডিসেম্বর ১০৬৪-জানুয়ারী ১০৬৫ সনে মাত্র দুই দিনের জন্য এবং দ্বিতীয়বার একই বৎসরের একই মাসের শেষের দিকে। তাঁহার শেষবারের মন্ত্রিত্ব একই বৎসরের রাবী'-১ মাসের মাঝামাঝি/ফেব্রুয়ারী ১০৬৫ অবধি স্থায়ী হয়।

যাহা হউক, এই মন্ত্রী ও 'আলী ইব্ন খালাফ আল-কাতিবকে (পূর্বের নিবন্ধ দ্র.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা ঠিক হইবে না, যদিও সাম্প্রতিক কালে তাঁহাদেরকে অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রয়াস নিছক কল্পনাভিত্তিক যাহার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ২খ, ৮৫; (২) ইব্নু'স-সায়রাফী, ইশারা, ৫৩; (৩) সাবী, আল-উযারা, সম্পা. ফাররাজ, স্থা.; (৪) ইব্ন মুয়াসসার, তারীখ মিসর, সম্পা. Masse, ২খ, ১৫, ২৩, ৩৩; (৫) সুয়ূত'ী, হুসনুল মুহাদারা, ২খ, ২০৩; (৬) দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার, ৬খ, ৩৮২; (৭) মাক'রীযী, ইত্তি'আজ, ২খ, ২৭১, ৩১৩, ৩৩৩; (৮) ইব্নু'ল-কালানিসী, য'য়ল, ৬৪; (৯) স'াফাদী, ওয়াফী, ৪খ, ১১৮; (১০) য়াকূত, উদাবা, ১৩খ, ২৬০, ১৮খ, ২৩৪; (১১) ঐ লেখক, বুলদান, ৫খ, ৩৫০; (১২) ইব্ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, আল-কা'হিরা বিভাগ, সম্পা. নাস'স'ার, ৩৫৯; (১৩) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, নুজূম, ৪খ, ২৪২, ২৫৭; (১৪) জি. শায়্যাল, মাজমূ'আ, ১খ,১১৪-৫; (১৫) A. H. Saleh, Une Source de Qalqasandi, Mawadd al-Bayan et son auteur, Ali b. Halaf, in Arabica, xx/2 (1973), 192-200

Abdul Hamid Saleh (E.I.[2] suppl.)/ আফতাব হোসেন

ইব্‌ন খাল্লাদ (ابن خلاد) ঃ আবূ 'আলী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল-বাস'রী একজন মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে শিক্ষা আরম্ভ করিবার পর তিনি প্রথমে আল-আসকার-এ এবং তাহার পর বাগদাদে আবূ হাশিত (মৃ. ৩২১/৯৩৩; দ্র. আল-জুব্বা'ঈ)-এর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছাত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি কিতাবু'ল-উসূ'ল ও কিতাবু'শ-শারহ'-এর রচয়িতা। তদুপরি তিনি একজন বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি (আদাব ওয়া মা'রিফা) ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নাই, সম্ভবত ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-বাস্'রী ও আবূ ইস্'হাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আয়্যাশ (ইবনু'ল-মুরতাদা' কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে দ্র.)। তাঁহারা আবূ হাশিমের অধীনেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তৎযুগের প্রসিদ্ধ কা'দী 'আবদু'ল-জাব্বার ইব্‌ন আহ'মাদ (দ্র.)-এর শিক্ষক ছিলেন। সম্ভবত ইব্‌ন খাল্লাদের (অসমাপ্ত) রচনাকর্ম কিতাবু'শ-শারহ'-এরই পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হইতেছে কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার-এর শারহু'ল-উসূলি'ল-খামসা গ্রন্থ। এই গ্রন্থেরই কিছু তথ্য সংয়োজনসহ টীকা লিখেন যায়দী ইমাম আন-নাতিক বি'ল-হাকক (মৃ. ৪২৪/১০৩৩,; Brockelmann, S I. 697 প.; P. Voorhoeve, Handlist, 407)। মু'তাযিলা মতবাদের স্বীকৃত ইসনাদে ইব্‌ন খাল্লাদকে আবূ 'আবদিল্লাহ আল-বাসরীর শিক্ষক হিসাবে এবং আল-বাসরীকে ক'াদী 'আবদুল-জাব্বারের শিক্ষক হিসাবে দেখা যায়। তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে যে বিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা মতবাদের ক্ষেত্রে তাঁহার অবস্থানকে আবূ হাশিম ও 'আবদু'ল-জাব্বারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিসত, পৃ. ১৭৪; (২) কা'দী 'আবদু'ল-জাব্বার ইব্‌ন আহ'মাদ, শারহু'ল-উসূলি'ল-খামসা, সম্পা. 'আবদু'ল-কারীম 'উছ'মান, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৫, ভূমিকা, পৃ. ২৮ ও নির্ঘণ্ট; (৩) ইবনু'ল-মুরতাদা Die Klassen der Mutaziliten, সম্পা. S. Diwald- Wilzer 1961, 105 (এই অনুচ্ছেদসমূহের অশুদ্ধ অনুবাদ করিয়াছেন M. Horten, Die philosophischen Systeme, etc., 1912, 426); (৪) Brockelmann, Sl, 348 (read Leiden, Or. 2949, and Landberg, no. 589); (৫) ইবনু'ল-মুরতাদা কাদী, 'আবদু'ল-জাব্বার হইতে উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন, যাঁহার একখানি পাণ্ডুলিপি ত'াবাক'াতু'ল-মু'তাযিলী সম্পর্কে সম্প্রতি জানা গিয়াছে (দ্র. ভূমিকা, পৃ. ১৬)। ইহা ছাড়াও দেখুন (৬) M. Schreiner, in Actes du VIII^{e} Congres des Orientalistes, II/i (A) Leiden 1893, 87 and n. I; (৭) A. S. Tritton, in BSOAS, xiv (1952), 612-22 (একখানি অশনাক্তকৃত গ্রন্থ সম্ভবত ইব্‌ন খাল্লাদের কিতাবু'ল-উসূ'লের উপর য়াহ্'য়া ইব্‌ন হু'সায়নের যিয়াদাত)

J. Schacht (E.I.^{2})/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্‌ন খাল্লিকান (ابن خلكان) ঃ আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আবু'ল-'আব্বাস শামসুদ্দীন আল-বারমাকী আল-ইরবিলী আশ-শাফি'ঈ, 'আরবী জীবনীকার, ১১ রাবী'উ'ছ' ছানী, ৬০৮/২২ সেপ্টেম্বর, ১২১১ সালে ইরবিল-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারটি বারমাক বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিত। দুই বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা ছিলেন বেগতেগীনিদ (দ্র.) মুজাফফারু'দ্দীন গোকবুরী (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৫৫৮) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুজাফফারিয়া কলেজের অধ্যাপক (মুদারিস)। পিতার স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপক শারাফুদ্দীন আল-ইরবিলী (ঐ, নং ৪৪)। তাঁহার অধীনে তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ইহার পরে ৬২৬/১২২৯ সাল হইতে আলেপ্পো-তে ইব্‌ন শাদ্দাদ (ঐ, নং ৮৫২) ও ইব্‌ন য়া'ঈশ (ঐ, নং ৮৪২)-এর অধীনে তিনি লেখাপড়া করিতে থাকেন। ৬৩২/১২৩৪ সালে ইব্‌ন শাদ্দাদ-এর ইনতিকাল হইলে তিনি দামিশকে ইবনু'স-স'লাহ (ঐ, নং ৪২২)-এর নিকট গমন করেন। তিনি কয়েকবার মাওসিলও যান এবং তথাকার ঐতিহাসিক ইবনু'ল-আছীর (মৃ. ৬৩০/১২৩৪) ও কামালুদ্দীন ইব্‌ন য়ূনুস (সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ৫খ, ১৫৮ প.)-এর সহিত পরিচিত হন। ৬৩৫ বা ৬৩৬ হি. তিনি মিসর যান এবং ৬৪৬/১২৪৯ সালে মিসরের প্রধান কা'দী (কাদি'ল-কুদাত) বাদ্‌রুদ্দীন য়ূসুফ ইব্‌ন হাসান (যিনি কাদী সিন্‌জার নামে পরিচিত ও ৬৫৯/১২৬১ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন)-এর সহযোগী নিযুক্ত হন। সেই বৎসরই মামলূক সুলত'ান বায়বারস ইব্‌ন খাল্লিকানকে দামিশকের প্রধান কা'দী নিযুক্ত করেন। এই পদাধিকারে তিনি সমগ্র সিরিয়ায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হ'নাফী, হাম্বালী ও মালিকী মায'হাবের বিচারকগণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ৬৬৪/১২৬৬ সালে বায়বারস উক্ত তিন মায'হাবের বিচারকগণকে কাদি'ল-কুদাত পদে উন্নীত করার আদেশ দেন। ফলে ৬৬৮/১২৭১ সালে ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁহার পদ সম্পূর্ণরূপে হারান। তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল-ফাখ্‌রিয়া কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৬৭৬/১২৭৭ সালে বায়বারস-এর ইনতিকালের পর ইব্‌ন খাল্লিকান পুনরায় সিরিয়ার প্রধান কাদী নিযুক্ত হন এবং ৬৭৭/১২৭৮ সালে তাঁহাকে দামিশকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে নূতন গোলযোগের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কালাউন সিংহাসনে আরোহণ করিলে দামিশকের গভর্নর সুনকুরু'ল-আশকার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু পরাজিত হন। কালাউন-এর সৈন্যরা সাফার ৬৭৯/জুন ১২৮০ সালে দামিশকে প্রবেশ করে এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এতদসত্ত্বেও ইব্‌ন খাল্লিকান বন্দী হন এবং এমন একটি ফাত্ওয়াদানে অভিযুক্ত হন যাহা সুনকুর তাঁহার বিদ্রোহের সমর্থনে ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিন সপ্তাহ পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং সুলত'ানের এক জরুরী আদেশে প্রধান ক'াদী হিসাবে পুনরায় অভিষিক্ত হন। পরবর্তী সাল (৬৮০/-১২৮১)-এর প্রারম্ভে কালাউন দামিশক পরিদর্শন করেন; ইহার তিন দিন পরে ইব্‌ন খাল্লিকান পদচ্যুত হন। ২৬ রাজাব, ৬৮১/৩০ অক্টোবর, ১২৮২ তারিখে তিনি দামিশকে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন খাল্লিকান ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক, সমস্ত আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী এবং ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি অত্যন্ত সংস্কৃতিবান, সামাজিক, রসিক ও জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষী ছিলেন। তিনি কাব্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং মুতানাব্বী-র দীওয়ান-এর একজন বিদগ্ধ সমঝদার ছিলেন। তাঁহার অন্যতম বন্ধু ছিলেন মিসরের কবি বাহাউদ্দীন যুবায়র (দ্র.) ও ইব্‌ন মাতরূহ (ওয়াফায়াত, নং ৮২১)। সর্বোপরি তিনি ঐতিহাসিক বিষয়ের অধ্যয়ন অধিক পসন্দ করিতেন। তিনি এমন ব্যক্তিবর্গের জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ আরম্ভ করেন যাঁহারা কোন না কোন কারণে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি

তাঁহার উপস্থিতমত সংগৃহীত লেখাগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেন। এইরূপেই আরম্ভ হয় তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত অভিধান ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বা'উ আবনাই'য-যামান। ইহাতে শুধু এমন ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন যাঁহাদের মৃত্যু সাল গ্রন্থকার নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে ইচ্ছাকৃতভাবে (১) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী, (২) অল্প সংখ্যক ব্যতিরেকে তাবি'ঈগণ ও (৩) খালীফাবৃন্দের আলোচনা করেন নাই। কারণ চরিতাভিধান ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে এই তিন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তথ্যাদি সহজেই পাওয়া যায়। ৬৫৪/১২৫৬ সালে কায়রোতে তিনি তাঁহার গ্রন্থখানির বিন্যাসকরণ আরম্ভ করেন। কিন্তু ৬৫৯/১২৬০ সালে য়াহ্‌য়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাক (নং ৮১৬) সম্পর্কীয় নিবন্ধে পৌছিলে দামিশকে বদলি হওয়ার কারণে তিনি বিন্যস্তকরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ৬৬৯/১২৭১ সালে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করার পরই ৬৭২/১২৭৪ সালে তিনি গ্রন্থখানি পরিমার্জনা ও শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। লেখক ইহাকে একটি ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্তসার হিসাবে লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রাচুর্যপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার, বিশেষত ইহার যে সমস্ত অংশে তিনি তাঁহার সমসাময়িকগণের আলোচনা করিয়াছেন। প্রাথমিক সময়ের ব্যক্তিগণ সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধগুলিতে তিনি প্রায়ই তাঁহার উৎসগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই উৎসগুলি হয়ত হারাইয়া গিয়াছে অথবা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানিকে আরো উন্নত করার জন্য নিজেই যত্নবান হন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি (বৃটিশ মিউজিয়ামে ক্যাটালগ নং ১৫০৫ ও পরিশিষ্ট নং ৬০৭) সংশোধন ও পৃষ্ঠার প্রান্তে লিপিবদ্ধ টীকায় ভরপুর। ইহা ও গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা হইতে ইহার পাণ্ডুলিপিগুলি ও সংস্করণগুলির অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধাবলীর সংখ্যা ও ক্রমবিন্যাসে পার্থক্যসমূহের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত শীর্ষক ইহার একটি পরিশিষ্ট মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩) কর্তৃক রচিত হইয়াছে। ওয়াফায়াত-এর ফার্সী ও তুর্কী অনুবাদও বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জিনান, ৪খ, ১৪৩-৪৭; (২) সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ৫খ, ১৪প.; (৩) তাশ্‌কুপরুযাদে, মিফতাহু'স-সা'আদা, ১খ, ২০৮ প.; (৪) উলুগখানী, জাফারু'ল-ওয়ালিহ, সম্পা. E. D. Ross, ১খ, ১৮৪ (বিরযালীর মু'জাম হইতে উদ্ধৃতিসহ); (৫) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৫খ, ৩৭০ প.। ইহা ছাড়া দ্র. (৬) Quatremere, Histoire des Sultans Mamlouks par Makrizi, ১/২, ১৮০-৮৯, ২৭১; (৭) Brockelmann, ১খ, ৩২৬-২৮, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৫৬১; (৮) De Slane কর্তৃক ইব্‌ন খাল্লিকান-এর চরিতাভিধানের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা।

J. W. Fuck (E.I.[2])/ ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইব্‌ন খুররাদাযবিহ (ابن خرداذبه) ঃ আবু'ল-ক'াসিম 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (আহ'মাদ, দ্র. আল-ফিহ্‌রিস্ত, আল-খুরাসানী) ইরানী বংশোদ্ভূত একজন ভূগোলবিদ। তিনি ২০৫/৮২০ মতান্তরে ২১১/৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমিত হয় [দেখুন সারকিস, 'উমূদ ৯২]। তাঁহার পিতামহ যারদাশ্‌তী ধর্ম (খুররাদাযবিহ, খুরদায বিহও উচ্চারিত হয়) ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খলীফা আল-মা'মূনের শাসনামলে ২০১/৮১৬ সালে তাঁহার পিতা তাবারিস্তানের গভর্নরের পদে সমাসীন ছিলেন এবং তিনি দায়লামের কয়েকটি জিলা শাসনাধীনে আনিতে সফল হন। কর্মময় জীবনের প্রথম দিকে তিনি আল-জাবাল প্রদেশের (মিডিয়া) ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের (সাহি'বু'ল-বারীদ ওয়া'ল-খাব্‌র) গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইহা জানা যায় না যে, তিনি কখন এবং কিভাবে এই পদ পাইয়াছিলেন। পরে তিনি উক্ত বিভাগের মহাপরিচালকের পদে বাগদাদে ও সামাররাতে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে খলীফা আল-মু'তামিদ তাঁহাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন খুররাদাযবিহ বাগদাদে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হন এবং সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে উন্নত মানের শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যা অর্জন ও গবেষণায় তাঁহার প্রবল আগ্রহের কথা জানা যায়। ইস্‌হাক আল-মাওসিলীর ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তিরা তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।

আল-মাস্'ঊদী বাদায়ুনী সংগীত, সঙ্গীতের তাল ও নৃত্যের উপর খালীফার দরবারে প্রদত্ত তাঁহার একটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যা তিনি তাঁহার পিতার বিশিষ্ট বন্ধু ইস্‌হাক আল-মাওসিলীর নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন।

ইব্‌ন নাদীম প্রদত্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীর তালিকা সম্ভবত অসম্পূর্ণ। ইব্‌ন নাদীমের মতে ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন ঃ ১। আদাবু'স-সামা' (ادب السماع), সঙ্গীতের আসরে শ্রোতাদের পালনীয় আদব-কায়দা; ২। কিতাবু'ত-তা'বীখ (كتاب الطبيخ) পাকপ্রণালী সম্পর্কীয়; ৩। কিতাবু'শ-শারাব, মদ্য পান সম্পর্কিত; ৪। কিতাবু'ন-নুদামা ওয়া'ল-জুলাসা (كتاب الندماء والجلساء) সঙ্গী-সাথী ও বন্ধুদের পারস্পরিক আচার-আচরণ সম্পর্কে; ৫। কিতাবু'ল-আনওয়া' (كتاب الانواء); উপরিউক্ত পাঁচখানা গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্তমানে নাই; ৬। কিতাবু'ল-লাহবি ওয়া'ল-মালাহী (كتاب اللهو والملاهى), এই গ্রন্থে লেখক সঙ্গীত ও গায়কদের সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবত আবু'ল-'আলা আল-মা'আররী তাঁহার কিতাবু'ল-গুফরান-এ গায়কদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্-এর এই গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ৭। কিতাব জামহারা (জামহুর) আনসাবু'ল-ফুরস ওয়া'ন-নাওয়াকিল (নাওয়াকি'ল ইরানীদের ও বহিরাগত শ্রেণীসমূহের কুলজী); ৮। কিতাবু তারীখ; ইব্‌ন নাদীম এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হইল কিতাবু'ল-মামালিক ওয়া'ল-মাসালিক।

তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থ গবেষণামূলক (যেমন ইরানীদের বংশ সম্পর্কে) এবং কোন কোনটি ছিল সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ভূগোল বিষয়ক কিতাবু'ল-মামালিক ওয়া'ল-মাসালিক অবশিষ্ট রহিয়াছে। সম্প্রতি আই. এ. খালীফার সম্পাদনা কিতাবু'ল-লাহ্‌বি ওয়া'ল-মালাহী পুস্তকটি একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.) তিনি কিতাবু'ল-মাসালিক গ্রন্থটি একজন 'আব্বাসী যুবরাজের অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপকরণসমূহ তিনি সরকারী দফতর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক ভূগোলতত্ত্ব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পরবর্তী ভূগোলবিদগণ, যেমন ইব্‌নু'ল-খালীকাহ, আল-মুক'াদ্দাসী, ইব্‌ন হাওকাল আল-জায়হানী প্রমুখ ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম (Barbier de Meynard তরজমাসহ প্রকাশ করেন (১৮৬৫ খৃ.; in J. A) ও de Goye দ্বিতীয়বার (Bibl. Geog. Arab., ৬খ, লাইডেন ১৮৯০ খৃ.) ফরাসী তরজমাসহ প্রকাশ করেন। তিনি অন্যান্য

পাণ্ডুলিপিরও সাহায্য গ্রহণ করেন। de Goeje প্রমাণ করেন যে, ইহার কোন পরিপূর্ণ কপি বিদ্যমান নাই। তিনি নিজের গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইব্‌ন খুররাদাযবিহ এই গ্রন্থখানি ২৩২/৮৪৬-৪৭ সালে লিপিবদ্ধ করেন। পরে ধীরে ধীরে ইহার মধ্যে সংযোজন করিতে থাকেন। এমনিভাবে ইহা দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়, যদিও এই প্রকাশনা ২৭২/৮৮৫-৮৬-এর পূর্বে শেষ হয় নাই। ইব্‌ন খুররাদাযবিহ-এর এই গ্রন্থের তুর্কী অনুবাদ করেন শারীফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ। তিনি ফারসী তরজমা হইতে তুর্কী অনুবাদ করেন। হ'াজ্জী খালীফার মতে ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্ ৩০০/৯১২-১৩ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) de Goeje, Bel, Geogr. Arab., ৬খ, ভূমিকা এবং সেখানে উল্লিখিত সূত্রসমূহ; (২) ইবনু'ন-নাদীম, আল- ফিহ্‌রিস্ত, ১৪৯; (৩) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, ১খ, ১২; ২খ, ৭০-৭২, ৮খ, ৮৮-১০২; (৪) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ জুনূন; (৫) Encyclopaedia of Islam, N. E. III., ৮৩৯-৪০।

C. Van Arendonk (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ সালমান

ইব্‌ন গানিম (ابن غانم) ঃ 'ইযযুদ্দীন 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন গ'ানিম আল-মাক্‌দিসী আল-ওয়াইজ, তাসাওউফ বিষয়ে বা উপদেশমূলক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার জীবনেতিহাস সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। তিনি ৬৭৮/১২৭৯ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কাশ্‌ফু'ল-আস্‌রার আনি'ল-হি'কাম আল-মুদা'আফিত তুয়ূর ওয়া'ল-আয্‌'হার সর্বাধিক পরিচিত। Garcin de Tassy, Les oiseaux et les fleurs নামে উহার অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন (প্যারিস ১৮২১খৃ., অনু. পুনর্মুদ্রণ ১৮৭৬ Allegories. Recits poetiques ইত্যাদি; জার্মান অনু. Peiper, Stimmen aus dem Morgenland, Hirschberg ১৮৫০ খৃ., লিথু. মূল পাঠ, কায়রো ১২৭৫, ১২৮০ হি.; বুলাক সং. ১২৭০, ১২৯০ হি.; কায়রো ১২৮০ হি. ইত্যাদি)। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে হাললু'র-রুমূয (বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান); আল-কাওলু'ন-নাফীস ফী তাফলীস ইবলীস (শয়তানের সঙ্গে সংলাপ) কায়রো ১২৭৭ হি. ইত্যাদি এবং আর-রাওদু'ল-আনীক ফি'ল-ওয়াজির- রাশীক (পাণ্ডুলিপি আকারে) সবিশেষে উল্লেখযোগ্য।

অপর একজন ইব্‌ন গ'ানিম আল-মাকদিসী নূরুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী, হ'ানাফী ফাকীহ ছিলেন, কায়রোতে ৯২০/১৫১৪ সালে জন্ম এবং একই স্থানে ১৮ জুমাদাল উখরা, ১০০৪/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৫৯৬ তারিখে মৃত্যু। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বুগ'য়াতু'ল-মুরতাদ ফী তাস্‌হীহি'স-সাদ (আত-তাওহ'ীদীর মুকাবাসাত গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত) এবং কিছু সংখ্যক হাওয়াশী আলা'ল-কামূস (দ্র. Brockelmann, S II, ২৩৪, ৩৯৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জানান, ৪খ, ১৯০; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, দ্র. শিরো.; (৩) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া; (৪) Cheikho, in Machriq, ৪খ, ৯১৮-২৪; (৫) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল- মা'আরিফ, ৩খ, ৪১২; (৬) Brockelmann, S I, ৪৫০, S I, ৮০৮-৯।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন গানিয়া (দ্র. গানিয়া, বানু)

ইব্‌ন গান্নাম (ابن غنام) ঃ শায়খ হু'সায়ন ইব্‌ন গান্নাম আল-ইহসা'ঈ, নাজ্‌দ-এর সর্বপ্রথম ওয়াহ্‌হাবী, রাজধানী দিরইয়াতে ১২২৫/১৮১০ সনে ইনতিকাল করেন (ইব্‌ন বিশ্‌র, 'উনওয়ান, ১খ, ১৪৯)। তিনি ছিলেন ওয়াহ্‌হাবিয়া (দ্র.)-এর নিষ্ঠাবান অনুসারী ও উহার সর্বপ্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস বর্ণনাকারী। তিনি আল-আহসার 'উলামার নিকট 'আকাইদ ও ভাষাবিদ্যা শিক্ষা করেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার তথাকার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতঃপর তিনি আদ-দিরইয়ায় যান। সেখানে প্রথমত তিনি শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর বক্তৃতা সভায় হাযির থাকেন এবং পরে 'আরবী ভাষা ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। দুইজন প্রসিদ্ধ 'আলিম ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর পৌত্র শায়খ 'আবদু'র-রাহ'মান ও শায়খ সুলায়মান দিরইয়ায় তাঁহার ছাত্র ছিলেন (ইব্‌নু বিশর, ঐ গ্রন্থ)। ইব্‌ন গান্নাম (ঐ গ্রন্থ) প্রণীত ধর্মতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন বিশ্‌র আল-'ইকদুছ'-ছামীন ফী শারহি' উস্‌লিদ-দীন-এর নাম করিয়াছেন। তিনি অন্য কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই কিন্তু ইব্‌ন গান্নাম তাঁহার রাওদা (পৃ. ৪৫) নামক গ্রন্থে তাঁহার অন্য একখানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম রাওদাতু'ল-আফকার ওয়া'ল-আফহাম লিমুরতাদি হালি'ল-ইমাম ওয়া তা'দাদি গাযাওয়াতি যাবি'ল-ইসলাম (বৃটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি, Add. ১৯৭৯৯-৮০০ ও Add. ২৩৩৪৪-৫; লিথু, বোম্বাই ১৯১৯ খৃ., কায়রো ১৯৪৯)। সা'উদী 'আরবের বাহিরে গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণগুলি কদাচিৎ পাওয়া যায়। রাওদা নামক গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে বিভক্ত।

(১) রাওদা'তু'ল-আফকার; ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের একখানা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। উহার প্রথম অধ্যায়ে 'আরব ও সন্নিহিত মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মের হাল-অবস্থা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রাওদা প্রণেতার মতে—মুসলিমগণ পৌত্তলিকতার অতল গহ্বরে ডুবিয়াছে, বেহায়াপনা ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ'হ'াব-এর বংশবৃত্তান্ত, খ্যাতি লাভের ও উত্থানের বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। লামউশ-শিহাব নামক সমকালীন অন্য একটি গ্রন্থের বর্ণনা এবং রাওদার বিবরণের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে। শেষের তিনটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আরব উপদ্বীপের ভিতরে ও বাহিরে সম্মানিত পদে আসীন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব কর্তৃক প্রেরিত কয়েকখানা পত্র সম্পর্কে প্রাগুক্ত অংশে গ্রন্থকার তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থস্থিত প্রমাণাদি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের মৃত্যুর পর রাওদা গ্রন্থখানা রচনা করা হয়।

(২) আল-গাযা'ওয়াতু'ল-বায়ানিয়া ওয়া'ল-ফুতূহ'াতু'র-রাব্বানিয়্যা ওয়া যি'করু'স-সাবাবিল্লাযী হামালা আলা যালিক, এই অংশটি আরবে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের বিস্তৃতির প্রাচীনতম বিস্তারিত ইতিকাহিনী। ১১৫৯/১৭৪৬ সনের ঘটনাবলী অবলম্বনে ইহার সূচনা হইয়াছে এবং ১২১২/১৭৯৭ সনের ঘটনাবলী বর্ণনায় ইহার অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি ঘটিয়াছে, যদিও রচয়িতা ১২২৫/১৮১০ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহা আরব দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের একখানা অমূল্য উৎস্য গ্রন্থ। খুঁটিনাটি তথ্যসম্পদের বিবেচনায় ইহা ইব্‌ন বিশ্‌র-এর রচিত 'উনওয়ানু'ল-মাজ্‌দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ইহা কৌতূহলোদ্দীপক যে, ওয়াহ্হাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষোক্ত গ্রন্থকার ইব্ন গান্নাম-এর ইতিহাসের উল্লেখ করেন নাই। উভয় গ্রন্থের মূল পাঠের সূক্ষ্ম তুলনামূলক বিচারে ইহা প্রকাশ পায় যে, ইব্ন বিশ্র তাঁহার যে গ্রন্থে ১৮৫১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কার ওয়াহহাবী আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা তিনি ইব্ন গান্নাম-এর গাযাওয়াত পুস্তকের অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছেন (প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, ইব্ন বিশর ধর্মীয় বিষয়াদির বর্ণনার জন্য কখনও মূল প্রসঙ্গ হইতে বিচ্যুত হন নাই। H. St. J. Philby ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার লেখক, যথা আমীনু'র-রীহানী, G. Rentz, R. B. Winder প্রমুখ 'আরব দেশের ইতিহাস প্রণয়নে ইব্ন গান্নাম-এর গাযাওয়াত গ্রন্থের ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন (তু. গ্রন্থপঞ্জী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন গান্নাম, রাওদাতু'ল-আফকার ওয়া'ল-আফহাম লি-মুরতাদি হালি'ল-ইমাম ওয়া তা'দাদি গাযাওয়াতি যাবি'ল-ইসলাম, বোম্বাই ১৯১৯ খৃ.; (২) আমীনু'র-রীহানী, তারীখ নাজদি'ল-হাদীছ, বৈরূত ১৯২৮ খৃ.; (৩) ইব্ন বিশ্র 'উছমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ, 'উনওয়ানু'ল-মাজদ ফী তারীখ নাজ্দ, মক্কা ১৯৩০ খৃ., ১খ, ১৪৯; (৪) H. St. J. Philby, Arabia, লন্ডন ১৯৩০ খৃ., পৃ. ix, x, 8; (৫) ঐ লেখক, Saudi Arabia, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৫, ৮০, ১১৭-৮; (৬) G. S. Rentz, Muhammad ibn Abd-al Wahhab and the beginnings of the first unitarian empire in Arabia, unpublished Ph. D. thesis, University of California ১৯৪৮ খৃ.; (৭) R. B. Winder, Saudi Arabia in the nineteenth century, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২০, ২৩৩, ২৪৪; (৮) A. M. Abu-Hakima, History of Eastern Arabia, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২-৫; (৯) ঐ লেখক (সম্পা.), লাম'উ'শ-শিহাব ফী সীরাত মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহহাব, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২১-৮; (১০) ঐ লেখক, তারীখু'ল-কুওয়ায়ত, ১/১ খ., কুয়েত ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২২-৮।

M. Abu-Hakima (E.I.[2]) / মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্ন গান্নাম (ابن غنام) ঃ আবূ তাহির ইবরাহীম ইব্ন য়াহ্য়া ইব্ন গান্নাম আল-হাররানী আন-নুমায়রী আল হাম্বালী আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৯৩/১২৯৪), স্বপ্নের তাৎপর্য বিষয়ক একখানা গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থখানি ছিল বহুল প্রচলিত। কারণ ইহার বিষয়বস্তু বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং ইহা দ্রুত পঠনযোগ্য এবং ইহার তথ্য অনুসন্ধান সহজ। এইভাবে তিনি একটি অভিনব রচনা-প্রণালীর উদ্ভাবক হন এবং পরবর্তী কালে ইহা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। তাঁহার রচিত আল-মু'আল্লাম 'আলা হুরূফি'ল-মু'জাম" স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল এবং Ephesus-এর Artemidorus রচিত Book of Dreams (সম্পা. Fahd, দামিশক ১৯৬৪ খৃ., PIFD)-এ যে পদ্ধতির প্রচলন করা হইয়াছিল এবং যে পদ্ধতি নাস্‌র ইব্ন য়া'কূব আদ-দীনাওয়ারী (দ্র.) অনুমোদন করিয়াছিলেন সেই ঐতিহ্যগত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিদ্যায় তিনি শ্রেণীবিন্যাস রীতি সূচনা করেন যাহা স্বপ্নের চাবি আখ্যায় পরিচিত হয়। গ্রন্থটির বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। তন্মধ্যে যে প্রাচীনতম পাঠগুলি আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহা হইলঃ ইস্তাম্বুল Saray, Ahmet III, 3173 (729/1328-9) and 3172 (743/1342-3) Aya Sofya, 1730 (804/1401-2) Corum 3093 (826/1413-4); Istanbul Un. Lib, 4864 (920/1514-5) and Kastamonu, 2997 (954/1547-8). The Bursa পাণ্ডুলিপি, Ulucami ১৯৮৬ -এর সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (তারিখ ৭৪৫/১৩৪৪-৫)-র প্রথমদিকের একটি পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশ মিলিয়াছে। সাম্প্রতিক কালের কোন হাতের লেখা ইহাতে বহু শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছে। আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-কুদ্সী এই গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন (তু. Saray, Ahmet III, ৩১৬৪)।

ইব্ন গান্নাম আর একটি অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাহা হইল স্বপ্নের ব্যাখ্যামূলক তথ্যের ছন্দায়ন, যাহাতে ইহাকে সহজে মুখস্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'রাজায' ছন্দে আরূসু'ল-বুস্তান ফি'ন-নিসা ওয়া'ল-আ'দা ওয়া'ল-ইনসান শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন (দুররাতু'ল-আহলাম শিরোনামে, কবিতাটির অংশবিশেষ তাঁহার উল্লিখিত কবিতাটির অনুসরণে লিখিত, যাহা ৪২৬৪ সংখ্যক বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় এবং Brockelmann, ২খ, ৪৯৮, যাহাকে তৎপ্রতি আরোপ করিয়াছেন, তাহা জামালুদ্দীন আদ-দিময়াতী কর্তৃক রচিত; তু. Suleymaniye-Yozgat, ৭৮৮/১, পত্রক ১-৫২২)। এই কবিতা আল-মু'আল্লাম অপেক্ষা কম প্রচলিত (তু. Laleli 1636 bis; বার্লিন ৪২৬৩)। এই কবিতায় তিনি বলেন যে, তিনি জামালুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্নু'স-সাব্তী আল-বাগদাদীর শাগরিদ ছিলেন। এই ছন্দায়ন পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল পরবর্তী কয়েকজন লেখকের রচনায়, যথা (১) যায়নুদ্দীন ইব্নু'ল-ওয়ারদী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৯)-এর আল আলফিয়াতু'ল-ওয়ারদিয়া নামক তারুণ্যের উপযোগী গ্রন্থখানিতে তৎপ্রবর্তিত কার্য প্রণালীটির উন্নয়ন সাধন করা হয়। টীকা সম্বলিত গ্রন্থখানি ১২৮৫ হি. সন হইতে কায়রোতে প্রকাশিত হইতে থাকে। 'আবদু'র-রা'উফ আল-মুনাবী (মৃ. ১০৩১/১৬২১; তু. Laleli, ১৬৫৯; ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, A ৪২৪০) ইহার রচয়িতা। মুহাম্মাদ ইব্ন জাবির আল-মিকনাসী আল-গাস্সানী (মৃ. ৮২৭/১৪২৪) একটি দীর্ঘ মানজূ'মা ফি'ত-তাবীর-এর রচয়িতা (তু. Laleli, ১৬৬১; Aya Sofia, 1729; Comp. Brockelmann S II, 367) এবং আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্নু'স-সাকান আল-মুআফিরী আল-মুফাসসির (তু. Koprulu, ১২০২ তাং ৯১১/১৫০৫-৬; Saray, Ahmet III, ৩১৬২, তাং ৯২০/১৫১৪)-ও এই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, বায়যানটীয়দের কাছে পদ্ধতিটি অবিদিত ছিল না (তু. Ephesus-এর Artemidorus রচিত Oneirocritica-এর অনুসরণে কনস্টান্টিনোপলের বিশপ Astrampsychos-এর Nicephorus-এর নামে আরোপিত কবিতা সংগ্রহ, সম্পা. N. Rigaltius।

পরিশেষে, Brockelmann, S I, 913-এর মতে ইব্ন গান্নামই কিলাদাতু'দ-দুররি'ল-মানছূ'র ফী যিকরি'ল-বা'ছ ওয়ান-নুশূর শীর্ষক কবিতাটির রচয়িতা, সিরাজুদ-দীন আবূ হাফস ইব্নু'ল-ওয়ারদী (মৃ. ৮৫০/১৪৪৬)-কৃত খারীদাতু'ল 'আজাইব-এর প্রান্তিক অংশে (সং. কায়রো ১৩০২ হি.) প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

T. Fahd (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহী বখশ

ইব্‌ন গাযী (ابن غازى) ঃ আবূ আবদিল্লাহ মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-'উছ'মানী, মরক্কোর ৯ম/১৫শ শতাব্দীর জনৈক বিদ্বান ব্যক্তি, জ. ৮৫৮/১৪৫৪ সনে Meknes--এ এবং মৃ. ৯১৯/১৫১৩ সনে ফেয নগরীতে, সেখানে অদ্যাবধি তাঁহার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপ্রণীত বহু গ্রন্থের মধ্যে (পূর্ণ তালিকার জন্য Chorfa, পৃ. ২৩০, টীকা ২ দ্র.) আর-রাওদু'ল-হাতূন ফী আখবার মিকনাসাতি'য-যায়তূন গ্রন্থখানিই আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান (ফেয ১৩২৬/১৯০৮; আংশিক অনু. Houdas, Monographie de Mequinez, in JA, ১খ, ১৮৮৫ খৃ., ১০১-৪৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ২২৪ (পূর্ণ আলোচনা)।

J. F. P. Hopkins (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন গ'ারসিয়া (ابن غرسية) ঃ আবূ 'আমির আহ'মাদ, আন্দালুসীয় গ্রন্থকার ও কবি। তিনি প্রথমে ক্রীতদাসরূপে, পরে স্লাভ গোত্রভুক্ত Denia-র প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুজাহিদুল-আমিরী (৪০০/১০১০-৪৩৬/১০৪৪) [দ্র.] এবং তৎপুত্র 'আলী ইকবালু'দ-দাওলা (৪৩৬-৬৮/১০৪৪-৭৬)-র চাকুরীতে সারা জীবন Denia-য় কাটাইয়া দেন। স্লাভ সম্প্রদায়ের গুণাবলীর মহিমা প্রচারের এবং 'আরব বংশোদ্ভূত reyes de taifas-দের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পিতা-পুত্র উভয়েরই কবি ও লেখকের প্রয়োজন ছিল। ইব্‌ন গ'ারসিয়া এইজন্য নিজেকে নিবেদিত করেন এবং কর্ডোভার আবূ জা'ফার আহ'মাদ ইব্‌নু'ল জাযযার (কিংবা আল খাররায ইব্‌ন বাশকুওয়াল-এর মতে সিলা, পৃ. দ্র.; ইব্‌নু'ল-'আব্বার, তাকমিলা, পৃ. ১৫৭ এবং আল-মাক্কারী, Analectes, ২খ, ২৮০ ও ৩২৭)-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত তাঁহার এক বিতর্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি 'আরবদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক অবমাননাকর ও তিক্ত রিসালা রচনা করেন। উহাতে তিনি স্লাভ রূম ও সকল অনারবের ('আজাম) গুণগান করেন। সম্ভবত একমাত্র এই রিসালাখানিই মুসলিম স্পেনে শু'উবিয়্যার বাস্তব অভিব্যক্তি। প্রাচ্যের সকল শু'উব 'আরবদের বিরুদ্ধে যত যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করিয়াছে তাহার সব সংগৃহীত হইয়া ইহাতে এক জটিল রচনাশৈলীতে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের ফলে ইব্‌ন গ'ারসিয়া যশস্বী হন। তবে উহা কয়েকজন সমকালীন গ্রন্থকারকে 'আরবদের সপক্ষে অত্যধিক আক্রমণাত্মক জওয়াব রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ইব্‌ন বাসসাম রিসালাখানি ও উহার কয়েকটি জওয়াব যাখীরায় (iii, MS coll. Gayanogos de la Real Acad, de la Historia, Madrid no, 12, fols. 120 ff.) উদ্ধৃত করেন। Escoria-এর ৫৩৮ নং পাণ্ডুলিপিতে পুনরায় কতিপয় জওয়াব সমেত উহার মূল পাঠ পাওয়া যায়।

রিসালা ছাড়াও ইক'বালু'দ-দাওলা (উরফে মু'ইযযু'দ-দাওলা)-র প্রশস্তিগাথারূপে রচিত এবং ইব্‌ন সা'ঈদ কর্তৃক উদ্ধৃত ইব্‌ন গ'ারসিয়ার কয়েকটি কবিতাও আমরা পাই। ইব্‌ন সা'ঈদ (মুগ'রিব, ২খ, ৪০৬-৭) ও যূসুফ ইব্‌নু'শ-শায়খ আল-বালাবী (আলিফ বা, কায়রো ১২৮৭ হি., ১খ, ৩৫০)-র মতে ইব্‌ন গ'ারসিয়া স্পেনের Basque প্রদেশের আদিম বংশোদ্ভূত। শৈশবে যুদ্ধবন্দীরূপে নীত হইয়া তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জীবন যাপন করেন। অনারব বংশোদ্ভূত নাগরিকরূপে গর্ববোধ করিলেও তিনি 'আরবী ভাষার বিশিষ্ট অনুরাগী ও একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) I. Goldziher, Die Suubiyya unter den Muhammedanern in Spanien, in ZDMG ১৯৯৮ খৃ. শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম শাসিত স্পেনের শুউবিয়া বিষয়ক গবেষণা সমেত সর্বপ্রথম রিসালাটি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন; (২) 'আবদু'স-সালাম হারূন, কায়রো ১৯৫০ খৃ., কর্তৃক সম্পাদিত জওয়াব সম্বলিত; (৩) আহ'মাদ মুখতারু'ল-'আব্বাদী কর্তৃক সম্পাদিত তাঁহার প্রবন্ধ ও আস্-সাক'ালিবা ফী ইঁসবানিয়া (IEI মাদ্রিদ প্রকাশিত), ১৯৫০খৃ., পৃ. ৩১।

H. Mones (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন গ'লবূন (ابن غلبون) ঃ মুওয়াল্লাদ নেতা, ইনি reyes de taifas-এর সময়ে তাগুস ও জালোন নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর Molina de Aragon-এর শাসকরূপে আবির্ভূত হন। এই রাজ্যের অংশবিশেষ উত্তরে আরাগোনের এবং দক্ষিণে ক্যাস্টাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল-কিদ (El Cid)-এর আল-পোয়ো দ্য কালামোচাতে অবস্থানকালে ইব্‌ন গালবূন তাঁহার নিকট পরাজিত হন এবং পরিশেষে তাঁহার একান্ত অনুগত প্রজায় পরিণত হন। el Cantar del mio Cid অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এই ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন।

এই পর্যন্ত ইব্‌ন গ'লবূন কেবল তাঁহার মা'রিফা দ্বারাই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন জানা যায় যে, তাঁহার নাম ছিল আয্যুন এবং তাঁহার দুই পুত্রের একজনের নাম আবু'ল-গ'াম্র ইব্‌ন আয্যুন এবং অপর জনের নাম 'আলী ইব্‌ন আয্যুন। এই আয্যুন আলমান্ন, বিল-ইমামার পাণ্ডুলিপিতে গাররূনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সকল নামের প্রতিটির শেষে সমমানসূচক 'উন' শব্দ যুক্ত হইয়াছে যাহা স্পেনের উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। যথা ইব্‌ন বাদ্‌রূন, ইব্‌ন যায়দূন, ইব্‌ন খালদূন ও এইরূপে আরও অনেক নাম।

ক্যাম্পীডো (Camypeado) কর্তৃক ভ্যালেনসিয়া দখলের পরপরই ডোনা জিমেনা ও তাঁহার কন্যাগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সেখানে গমন করে। আয্যুন ইব্‌ন গ'লবূন সেখানে মহিলাদের সহিত রক্ষী হিসা্বে প্রেরিত অশ্বরোহীদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তাহাদের দলের সহিত দুই শত অশ্বারোহীকে যুক্ত করিয়া দেন। মেদিনাকেলী (Medinacelli) হইতে সম্মুখ দিকে তিনি আল-কিদের স্ত্রী ও কন্যাগণকে আল্‌ভার ফানেয সহকারে সম্মানে ভূষিত করেন এবং মোলিনাতে তাহাদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বসবাসের আয়োজন করেন। আল-মুরাবিত সৈন্যবাহিনী যখন ভ্যালেন্‌সিয়া নগরী পুনর্দখলের জন্য উহার সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করে, তখন ইব্‌ন গ'লবূন আল্‌বারাসিন, আলপুয়েন্‌তু, লেরিদা ও টোরটোসার ক্ষুদ্র রাজাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই। এই রাজন্যবর্গ আল্‌-কিদের বিরুদ্ধে য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীন কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদলে যোগদানের আদেশ পালন করিয়াছিলেন। কান্তার (Canter) আরও একবার তাঁহার প্রশংসা করেন এইজন্য যে, তিনি আল-কিদের কন্যাগণ ও ক্যারিওন (Carrion)-এর রাজপুত্রগণকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দুর্ভাগ্যজনক বিবাহ-সফরের সঙ্গী হইয়াছিলেন। কিন্তু চারণকবি এই ঘটনাকে, যাহার পরিণতি ছিল খুবই নির্মম, নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা না করিয়া একটি কিংবদন্তীরূপে উপস্থাপিত

করেন এবং আল-কিদের রাজদরবারের শত্রুদলের বর্ণনা দিতে গিয়া স্বীয় ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। কবি কুয়ার্টের যুদ্ধে রাজপুত্রগণের ও ভ্যালেনসিয়ার রাজদরবারে মুক্ত সিংহের সম্মুখে তাহাদের আতঙ্কের উপহাস করেন এবং কর্পেস (Corpes)-এর দৃশ্যকে দীর্ঘায়িত করেন যাহা ছিল যেমন নিষ্ঠুর তেমন অন্যায়। কবির ঘৃণা এতদূর গড়ায় যে, তিনি রাজপুত্রগণকে এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তাহারা ইব্‌ন গা'লবূনকে হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল; উদ্দেশ্য ছিল ইব্‌ন গা'লবুনের ধনরত্ন চুরি করা যদ্দারা তিনি তাহাদেরকে এরূপ জাঁকজমকপূর্ণভাবে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। একজন ল্যাটিন মূরের ভীতি প্রদর্শনের ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার পর কবি আল্-কিদের এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধকে একজন নিখুঁত ভদ্রলোক হিসাবে উপস্থাপন করেন, যিনি রাজপুত্রদের অসম্মানজনক আচরণের নিন্দা করেন; তবে তাহাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান হইতে বিরত থাকেন। কারণ তাঁহারা তাঁহার মহান বন্ধু আল-কিদের জামাতা ছিলেন এবং আল-কিদের নিকট তাহার কন্যাগণকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

কান্তারে এই মুসলিম নেতার ইতিহাস এইভাবেই সমাপ্ত হইয়াছে। ক্যাম্পীডরের প্রতি আনুগত্য ও অনুরোধের জন্য তিনি উচ্ছ্বসিতরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট এই সকল স্তুতির অবমূল্যায়নের বলিষ্ঠ কারণ রহিয়াছে। কারণ একই ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন, "আমরা যদি তাঁহার অমঙ্গলও কামনা করি তবু আমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিব না। কেননা তাঁহার নক্ষত্র এইরূপ অনুকূল যে, যুদ্ধ কিংবা শান্তিতে সকল সময়ই তিনি জয়ী হইবেন। এই সত্য যে স্বীকার করে না সে নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নহে।" এই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য রূঢ় বর্ণনা যথার্থ বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ আমরা এখন জানি, আল্-কিদ যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং ভ্যালেন্‌সিয়া আল্-মুরাবিতগণ পুনর্দখল করিয়া লয়, তখন ইব্‌ন গালবূন আরাগোনদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিহত ও পরাজিত করার সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রথম আল্‌ফোনসো আল্-বাটাল্লাডোরের বিরুদ্ধে ৫১৪/১১২০ সালের গ্রীষ্মকালে কুটান্ডার যুদ্ধে, লেরিডা, ভ্যালেন্‌সিয়া ও গ্রানাডার গভর্নরগণের পক্ষে, অন্যান্য স্থানীয় নেতাসহ (যাহারা তাঁহারই মত 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফের শাসন স্বীকার করিত এবং সমর্থন করিত) অংশগ্রহণের জন্য স্বীয় লোক-লশকর লইয়া দ্রুত গমন করিয়াছিলেন। এই কৌতূহলপূর্ণ অপ্রকাশিত তথ্য আল-বায়ানু'ল-মাগ'রিব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ইব্‌ন গাল্‌বূন সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। মোলিনা দ্য আরাগোন রাজ্য বহু পূর্বেই কুটাণ্ডা বিজয়ীর দখলে চলিয়া যায় এবং পরবর্তী কালে এন্‌রিক দ্য লারা ও তাঁহার বংশধরগণের পদানত থাকে। ইব্‌ন গা'লবূন সম্ভবত আন্দালুসিয়ার দিকে পশ্চাৎগমন করিয়াছিলেন। সেখানে আমরা তাঁহার দুইজন পুত্রকে দেখিতে পাই যাহারা আল্-মুরাবিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজদেরকে জেরেয ও রোণ্ডাতে তাইফাদের ক্ষুদ্র রাজারূপে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু'ল-গা'মর আয্‌যুন আল্-মুওয়াহ'হি'দগণ স্পেনে অবতরণ করিলে দ্রুত তাহাদেরকে স্বীকৃতি দান করেন এবং নিজের আনুগত্যের সত্যতার প্রমাণ পেশ করেন, যাহা ছিল তাঁহার পিতা কর্তৃক আল্-কিদকে প্রদর্শিত মহান সৌজন্য অপেক্ষাও অনেক বিশাল ও কার্যকর। 'আবদু'ল মুমিনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী আন্দালুসিয়ার অন্য ক্ষুদ্র রাজাদের বিপরীতে ইনি আল্-মাসরীর বিদ্রোহ ও প্রথম বিজয়ের কথা জানিবার মুহূর্ত হইতে শুধু তাঁহার অনুগতই থাকেন নাই, বরং সেভিল দখলের জন্য বাব্‌রাযের সহিত এবং আলজেসিরাস (Algeciras) হইতে আল-মুরাবিতদের বিতাড়নের জন্য আল-মাহ্‌দীর ভ্রাতাদের সহিত সহযোগিতাও করিয়াছিলেন। তিনি এমনকি তাঁহারা যখন মাররাকুশে নিজেদেরকে পেশ করিবার জন্য গমন করেন তখন তাঁহাদের সফরসঙ্গীও হইয়াছিলেন।

সপ্তম আলফোন্‌সো যখন কর্ডোভা অবরোধ করেন তখন কর্ডোভার সিয়েররাতে অবস্থানরত আল-মুজাহিদ সৈন্যদলকে ইনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুর্গের অভ্যন্তরে আনয়ন করিয়া অবরোধ তুলিয়া লইতে সাহায্য করেন। অবশেষে তিনি রাবীউল-আওয়াল ৫৫৩/এপ্রিল-মে ১১৫৮ সালে আল্‌কালা দ্য গুয়াদায়রার উত্তরে আল্-ভিসো ও মায়রেনা দেল আল্‌কোর এলাকায় যাআবুলা কিংবা যাগ'বুকার যুদ্ধে, বিখ্যাত কুব্জপৃষ্ঠ কাউন্ট যাচো গিমেনোর বাহিনীর বিরুদ্ধে, 'আবদু'ল্-মুমিনের পুত্র ও ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী সায়্যিদ য়ূসুফের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। সৈন্যদলের ছত্রভঙ্গের সময় ইব্‌ন গা'লবূনের এই পুত্র শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁহার ভ্রাতা আবু'ল-'আলা (যিনি রোন্ডা অবরোধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন) এবং উভয় ভ্রাতার বংশধরগণ আল-মুওয়াহ'হিদ প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং নিজেদের আনুগত্যবলে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। খালীফা য়াকূব আল-মান্‌সূর ইহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করেন। তিনি তাঁহার শেষ ইচ্ছাজ্ঞাপক ভাষণে তাঁহাদের একজনকে "ইব্‌ন তূমার্‌ত-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিগণের অন্যতম" বলিয়া অভিহিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Menendez Pidal, La Espana del Cid[4], ১খ, ৪৯৮-৯, ৫০১; (২) El Cantar del mio Cid, সম্পা. Menendez Pidal, পংক্তি ১৫১৭-২৮, ২৬৩৫, ২৬৫৯-৮৮, ২৯৭৮; (৩) ইব্‌ন ইযারী, আল-কারাবিয়্যীন গ্রন্থাগার, ফেযে রক্ষিত আল-মুরাবিত বায়ানের দুইটি অপ্রকাশিত পত্রক; (৪) ইব্‌নু'ল-আছীর, ১০খ, ৯৮-৯; (৫) A. Arenas, Origenes del muy ilustre senorio de Molina de Aragon, অধ্যায় ৪-৫, পৃ. ৮৩-১৩৬; (৬) A. Huici, Historia politica del imperio almohade, ১খ, ৩৮৩ এবং টীকা ৪; (৭) ঐ লেখক, Un nuevo manuscrito de al-Bayan al-mugrib, আল-আন্দালুস-এ, ২৪/১ খ., ৮১-৪।

A. Huici Miranda (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন গা'লবূন (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালীল)

ইব্‌ন গা'লিব (ابن غالب) ঃ মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন আয়্যুব আল-গা'রনাতী, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে গ্রানাডায় বসবাসরত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির মূলে ছিল ফারহাতু (বা ফারজাতু)-ল-আন্‌ফুস্ ফী তারীখিল-আন্দালুস (فرحة وفرجة الانفس فى تاريخ الاندلس) শীর্ষক একখানি চমৎকার গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার দীর্ঘ উদ্ধৃতি আল-মাক্কারী, ইব্‌ন সা'ঈদ, ইব্‌নু'ল-খাতীব ও অন্যান্য গ্রন্থকার প্রদান করিয়াছেন এবং ভূগোল অংশের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তালকি মুন্‌তাকা মিন ফারহাতি'ল-আনফুস ফী তারীখিল্-আন্দালুস শীর্ষক গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে [সম্পা. লুত্‌ফী 'আবদু'ল-বাদী Rima-তে, ১/২খ (১৯৫৫ খৃ.), ২৭২-৩১০]।

আল-মাক্কারী কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতি বহু সংখ্যক, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত উদ্ধৃতিতে Analectes, ১খ, ১৮৪-৯০) স্পেনের 'আরব গোত্রসমূহের আসল বাসস্থান সম্পর্কে আকর্ষণীয় বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। ভূগোল অংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ অধিকতর মূল্যবান; কারণ ইহাতে আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ আর-রাযী [দ্র. আর-রাযী] রচিত "স্পেনের বিবরণ" গ্রন্থের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ উক্ত হইয়াছে। Levi-Provencal এই গ্রন্থটির মূল পাঠ ইব্‌ন গালিব-এর গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন। কেননা তখনও ইব্‌ন গালিবের গ্রন্থখানা অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত ছিল [দ্র. La "Description de l'Espagne" d'Ahmad al-Razi, al-Andalus-এ, ১৮/১খ. (১৯৫৩খৃ.), ৫১-১০৮]।

এই তালীক' গ্রন্থটিই ইব্‌ন গালিবের জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আবূ সা'ঈদ 'উছমান ইব্‌ন 'আবদি'ল-মু'মিন-এর চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, যিনি তাঁহার পিতা 'আবদু'ল-মুমিন ও ভ্রাতা আবূ য়াকূ'ব য়ূসুফ-এর পক্ষে ৫৫২/১১৬০ সাল হইতে ৫৭১/১১৭৫-৬ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত গ্রানাডা ও স্পেনের আরও অনেক প্রদেশের গভর্নর ছিলেন (দ্র.A. Huici Miranda, Hist. Pol. del imperio almohade, Tetuan ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ৬১৮-৯)। আল-খাযরাজী (apud আল-মাক্কারী, নাফহ, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২খ, ১২৬) বলেন, ইব্‌ন গালিব সৃষ্টির শুরু হইতে স্পেনে 'আবদু'ল-মুমিন বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কার এক বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইব্‌ন গালিব ৫৬৫/১১৬৯-৭০ সালে স্পেন ত্যাগ করেন। সুতরাং ফারহাতু'ল-আনফুস আন্দালুসের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ যাহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে পৃথিবীর ইতিহাস ও স্পেনের ভূগোল আলোচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উদ্ধৃত উৎস ব্যতীতঃ (১) ইব্‌ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., নির্ঘন্ট, শিরো., ইব্‌ন গালিব ও ফারহাতু'ল-আনফুস; (২) সাখাবী, ই'লান, কায়রো তা. বি., পৃ. ১২২ (F. Rosenthal, Historiography, পৃ. ৩৮৪); (৩) মাক্কারী, Analectes, নির্ঘন্ট, শিরো. ইব্‌ন গালিব; (৪) Pons boigues, Ensayo, পৃ. ১২৩-৪ লেখক তাঁহাকে তাম্মাম ইব্‌ন গালিব বলিয়া ভুল করিয়াছেন)।

H. Mones (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন গিযাহুম (ابن غذاهم) ঃ ফরাসী বানানে সাধারণত Ben Ghedahem), নাম 'আলী ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ, তিউনিসিয়ার ১৮৬৪ খৃ. বিপ্লবের নায়ক। ছালা জেলার মাজির গোত্রের কা'দী বাদাবী ডাক্তারের পুত্র. জ. ১৮১৫ খৃ. দিকে। কথিত আছে, তিনি বড় মসজিদে (Great Mosque) শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে স্বীয় গোত্রের কাইদ আল-'আরাবী (Larbi) বাক্কুশ-এর সচিব এবং পরে কা'দী নিযুক্ত হন, পরবর্তীতে তদ্দারা (বাক্কুশ) পদচ্যুত হন। ১৮৬৩ খৃ. ডিসেম্বর মাসে যখন (তিউনিসিয়ার) খায্‌নাদার সরকার মাজ্‌বা কর দ্বিগুণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সরকার বিরোধী বিদ্রোহ ১৮৬৪ খৃ. মার্চ মাসে দক্ষিণাঞ্চলে আরম্ভ হইয়া অল্পকালের মধ্যে প্রায় সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সময়ে ইব্‌ন গিযাহুম মাজির গোত্র কর্তৃক জননায়ক (Bey of the People) ঘোষিত হন এবং তাঁহার ধর্মীয় মর্যাদা (কথিত শারীফ ও তিজানিয়্যার আল-মুরাবিত রূপে) ও বহু প্রতিশ্রুতির কারণে প্রতিবেশী কয়েকটি গোত্রের স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় গোত্রের কাইদ বাক্কুশ-কে সপারিষদ হত্যা করেন এবং এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের প্রতি সংযমের আবেদন জানান। ১৮৬৪ খৃ. জুলাইয়ের দিকে তাঁহার আন্দোলন স্তিমিত এবং ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় তিনি রাজনৈতিক ক্ষমার একটি প্রস্তাব মানিয়া লন এবং নিজের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি ও সাহায্যকারীদের জন্য উপজাতীয় নায়কত্ব লাভ করেন। সরকার 'উশর কর অর্ধেক করা, মামলূকদের পরিবর্তে স্থানীয় কাইদ নিযুক্ত করা এবং সংবিধান বাতিল ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ১৮৬৪ খৃ. ২৬ জুলাই দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চারি শত শায়খ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেন। যেহেতু খায্‌নাদার সরকার কেবল সময় লাভের চেষ্টা করিয়াছিল, ইব্‌ন গিযাহুম শরৎকালে পুনরায় অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু জানুয়ারী মাসে তাঁহার বাহিনী তেবেস্‌সার নিকটে পর্যুদস্ত হয়। তিনি আলজিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৬ খৃ. জানুয়ারী পর্যন্ত তথায় অন্তরীণ থাকেন। তিজানিয়্যা গোত্রের অধিপতি তাঁহাকে নিজের একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি যিনি কখনও রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত হন নাই বলিয়া ফরাসী সরকারের নিকট তাঁহার পক্ষে সুপারিশ করেন। বে'র নিকট তিজানীর মধ্যস্থতার আশা করিয়া ইব্‌ন গিযাহুম অজ্ঞাতভাবে তিউসিনিয়ায় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু গ্রেফতার হন এবং ১০ অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃ. কারাগারে ইনতিকাল করেন। বিদ্রোহের তাৎপর্য ও ইব্‌ন গিযাহুম-এর ব্যক্তিত্ব ত্রিশের দশক হইতে পুনর্মূল্যায়িত হইয়াছে। M. Emerit এই বিদ্রোহকে স্থায়ী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বে-দের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বেদুঈনদের চিরাচরিত সংগ্রামের একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া মনে করেন [RT (1939) 227]।

A. Temimi-র মতে ইব্‌ন গিযাহুম-এর দূরদর্শিতা, সংকল্প ও পরিকল্পনার অভাব ছিল। ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তিনি বরং উহা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বিপ্লবের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি তাহাদের বিশ্বাস হারাইলেন এবং প্রতিবিপ্লবের উপর মরণ আঘাত হানিলেন [ROMM ৭খ., (১৯৭০ খৃ.), ১৭৬]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের উদ্ধৃতি ব্যতীত ঃ (১) Ch. Monchicourt, La region du Haut Tell en Tunisie, Paris 1913, 230, 298 ও 318; (২) M. gandolphe, Les evenements de 1864 dans le Sahel etc, in RT (1918), 138-53: (৩) P. Grandchamp. Documents relatifs a la revolution de 1864 en Tunisie, Tunis 1935; (৪) J. Ganiage, Les origines du protectorat francais en Tunisie (1861-1881), Pairs 1959, 226 f., 232, 248 f.; 251. 262f., 267 f.; (৫)ইব্‌ন আবিদ-দিয়াফ, ইত্‌হাফ আহ্‌লিয যামান বি-আখ্‌বার মুলূক তুনিস ওয়া 'আহ্‌দি'ল-আমান, তিউনিস ১৯৬৪ খৃ., ৫খ., ১১২-১৩৩, ১৩৬ এবং ১৬৮-৭১; (৬) B. Salama, ছাওরাত ইব্‌ন গিযাহুম, তিউনিস ১৯৬৭ খৃ.; (৭) Kh. Chater, Insurrection et repression dans la Tunisie du XIX[e] siecle : la mehalla de zanauk au Sahel (1864), Tunis 1978.

P. Shinar (E.I.[2], Suppl.)/ মু. মাজহারুল হক

ইব্‌ন গুরাব (ابن غـراب) ঃ সা'দুদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদির-রাযযাক (আনু. ৭৭৯/১৩৭৭-৮০৮/১৪০৬), সুলতান বারকূক ও তৎপুত্র ফারাজ-এর রাজত্বকালে দশ বৎসর যাবত মামলুক রাজ্যে

বেসামরিক আমলাতন্ত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইব্‌ন গুরাব যে কোন প্রকারে তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে ক্ষমতাসীন মামলূক আমলাদের কর্মজীবনের বিপজ্জনক ধারার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ শামসুদ্দীন গুরাব কিব্‌তী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার নাজির পদে চাকুরীরত ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র 'আলামুদ্দীন 'আবদু'র-রায্‌যাককে তথা ইব্‌রাহীমের পিতাকে এই চাকুরী দিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই ইব্‌রাহীম সুলতান বারকূক-এর Majordomo (উস্‌তাদার) জামালুদ্দীন মাহমূদের অভিভাবকত্বে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে কায়রো লইয়া যান এবং পরে তাঁহার পারিবারিক চাকুরীতে নিয়োগ করেন। সুল্‌তানের অনুগ্রহ হইতে মাহমূদ-এর বঞ্চনা, কারাদণ্ড ও ভূ-সম্পত্তি হইতে বেদখল হওয়ার জন্য ইব্‌রাহীমকে দায়ী করা হয়। উহার পুরস্কারস্বরূপ সুলতান ইব্‌রাহীমকে বিশেষ ব্যুরোর নিয়ন্ত্রক (নাজিরুদ্দীওয়ানি'ল-মুফ্‌রাদ) পদে এবং ইহার পরে ৭৯৮/১৩৯৬ সনে প্রিভি ফান্ডস-এর নিয়ন্ত্রক (নাজিরু'ল-খাস্‌স) পদে নিযুক্ত করেন যখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরও হয় নাই। সুলতান বারকূকের রাজত্বকালের পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাঁহার কর্মজীবনের উন্নতি অব্যাহত থাকে। ৮০১/১৩৯৯ সনে তিনি তাঁহার পূর্ব পদের সহিত অতিরিক্ত দায়িত্ব-এর নিয়ন্ত্রক (নাজিরু'ল-জায়শ) লাভ করেন এবং সুকৌশলে তাঁহার স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন ভ্রাতা ফাখরুদ্দীন মাজিদ (মৃ. ৮১১/১৪০৯)-কে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করেন। সুলতান বারকূকের মৃত্যুর পর মামলূকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইব্‌রাহীম ও মাজিদ পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন এবং আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ৮০২/১৪০০ সনে তাঁহারা কায়রো হইতে পলায়নে বাধ্য হন। অতঃপর ৮০৩/১৫০০ সনে Majordomo পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ৮০৪/১৬০০ সনে ইব্‌রাহীম আমীর অব দি কাউন্সিল (আমীর-ই মাজলিস) খেতাবে ভূষিত হন। এক বৎসর পরে ইব্‌রাহীম আবার বিপদে পড়েন; কিন্তু স্বীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা এতদূর পুনরুদ্ধার করেন যে, অচিরেই তিনি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হন (তু. ইব্‌ন ইয়াস, ১খ, ৩৪৭)। তাঁহাকে প্রিভি সেক্রেটারী (কাতিবু'স-সিরর) এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি (রা'সু মাশওয়ারা) পদে মনোনীত করা হয়। সুলতান ফারাজ সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'আবদু'ল-'আযীয যে আড়াই মাস যাবত রাজত্ব করেন, সেই সময়ে ইবরাহীমের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। সিংহাসন পুনরুদ্ধারে ইব্‌রাহীম ফারাজের সহায়ক হওয়ার ফলে ইবরাহীমকে প্রথম শ্রেণীর আমীরের মর্যাদা দানে পুরস্কৃত করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইনতিকাল করেন। তখনও তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহাকে "আল-কাদি'ল-আমীর...." বলা হইত।

ইব্‌ন গুরাবের প্রতি 'আরব সূত্রসমূহের মধ্যে মতভেদ প্রবল। তাঁহার ব্যক্তিগত বদান্যতা, বিশেষত ৮০৭/১৪০৫ সনের প্লেগ মহামারী চলাকালে ইব্‌ন তাগরীবিরদী (Manhal, ১খ., ৯৩) ও ইব্‌ন ইয়াস (তা'রীখ, ১খ, ৩৪৮) কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তাঁহার চরিত্রও প্রশংসিত হয় (ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, ৬খ, ২৭৭)। কিন্তু নির্যাতনমূলক কর ধার্য করিয়া (তু. 'আলী মুবারাক, আল-খিতাতু'ত-তাওফীকিয়্যা, ১খ, ৪৩) গ্রামাঞ্চলের ধ্বংস সাধন এবং নিজের সুবিধার জন্য স্বর্ণের মূল্য নিয়ন্ত্রণের (মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ৪২০) অভিযোগে কঠোরভাবে তাঁহার নিন্দা করা হয়। কায়রোর উত্তরে মরুভূমি অঞ্চলে এখনও তাঁহার যে কবর রহিয়াছে উহা তুরবাতু'শ-শায়খ গুরাব নামে পরিচিত (Bulletin du comite de l'art arabe, Index General, পৃ. ৬১) এবং কায়রোতে তাঁহার নির্মিত একটি খানকাহ্‌তে ৮০৩-৫/১৪০১-৩ সনগুলিতে তিনি যে সকল খেতাবে ভূষিত ছিলেন তাহার তালিকা সম্বলিত একখানা ভগ্ন শিলালিপি সংরক্ষিত আছে (CIA, Egypte, ১খ, ৬২৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, Manhal, সম্পা. নাজাতী, ১খ., ৮৫-৯৩; (২) G. Wiet, Les secretaires de la chancellerie, in Melanges Rene Basset, ১খ., ২৭৭-৮৩; (৩) মাকরীযী, খিতাত, ২খ., পৃ. ৪২, ৬২, ২৯২, ৩৯৬, ৪১৯-২০; (৪) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, ৬খ., পৃ. ৩, ৬, ১৪, ৭২, ৯১-২ ১০৯, ১১৫, ১৫২, ২৭৬-৭; (৫) ইব্‌ন ইয়াস, ১খ., ৩০৪, ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, ৩২৪-৫, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৯, ৩৪৭-৯; (৬) ইব্‌নু'ল-ফুরাত, ৯/২খ., ৪১১, ৪২৯, ৪৪২, ৪৫৫, ৪৭৭; (৭) আস-সাখাবী, দাও, ১খ., ৬৫-৭ (আল-মাক্‌রীযীর অপ্রকাশিত 'উকূদ গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী সংক্রান্ত)।

তাঁহার ভ্রাতা মাজিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দ্র. ইব্‌ন তাগরীবিরদী, ৬খ, ২৯০ ও আস্‌-সাখাবীর, ضوء ৫খ., ২৩৪।

W.M. Brinner (E.I.²)/ মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ইব্‌ন ছাওয়াবা (ابن ثوابة) ঃ খৃষ্টান বংশোদ্ভূত একটি প্রসিদ্ধ পরিবারের সদস্যদের বংশগত নাম যাঁহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন 'আব্বাসী প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ইব্‌নু'ন-নাদীম (ফিহ্‌রিস্ত, ১৩০) বর্ণিত এবং য়াকূত (উদাবা, ৪খ, ১৪৪-৫) উল্লিখিত ঘটনা হইতে জানা যায়, এই পরিবারের পূর্বপুরুষ ছাওয়াবা বাহ্‌রায়নে বসবাসকারী একজন ক্ষৌরকার ছিলেন। কোন এক সময় তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ 'আব্বাসী প্রশাসনে যোগদান করেন। এই পরিবারের নিম্নলিখিত সদস্যগণ সমধিক প্রসিদ্ধ আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ, আল-মুহ্‌তাদীর শাসনামলে (২৫৫/৮৬৯-২৫৬/৮৭০) প্রধানমন্ত্রী সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব-এর প্রধান সহকারীদের একজন হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ইসমা'ঈল ইব্‌ন বুলবুলকে আহ্‌মাদ পসন্দ করিতেন না এবং তাঁহার সহিত মতবিরোধ পোষণ করিতেন। কিন্তু ইব্‌ন বুলবুল তাঁহার বৈরী মনোভাব ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই সকল জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ তাঁহার পরিবর্তে আবু'ল-হাসান ইব্‌ন মাখলাদকে এই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইব্‌ন ছাওয়াবা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লেখকের মতে ইব্‌ন ছাওয়াবা ২৭৭/৮৯০ সনে ইনতিকাল করেন। কিন্তু আস-সূলী ২৭৩/৮৮৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া উল্লেখ করেন।

ইব্‌ন ছাওয়াবা মেধাসম্পন্ন লেখক ও কবি ছিলেন। জানা যায়, তিনি দুইটি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার একটি পত্রসংকলন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইহা আর পাওয়া যায় নাই। লেখায় অপরিচ্ছন্নতার বদনাম তাঁহার ছিল। তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহার উন্নাসিক ভংগী, কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাষা ও অত্যধিক ঔদ্ধত্যকে বিশেষ রকম উদ্ভট বলিয়া গণ্য করিতেন। শী'আ মতবাদ প্রবণতার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিতেন কিনা তাহা জানা যায় নাই, তবে তাঁহার প্রতি ইব্‌ন বুলবুল-এর আপোষের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা অনুমান করা যায়।

ইব্‌ন ছাওয়াবা এমন একদল কবি ও জ্ঞানী লোকের নেতৃত্ব দিতেন যাঁহারা নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হইতেন। তাঁহার বদান্যতা মাঝে মাঝে রিয়াকারীর পর্যায়ের হইত; তবে ইহার ফলে কিছু সংখ্যক কবি (যেমন আল-বুহতুরী ও আর-রূমী) তাঁহার স্তুতিগাথা রচনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। এই সকল স্তুতিকাব্য এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইবনুর-রূমীর মত কিছু সংখ্যক কবির সহিত তাঁহার মতবিরোধের ফলে ঐ সকল কবি তাঁহার প্রতি শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক বেশ কিছু রচনাও রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর লেখকগণ, বিশেষ করিয়া আত-তাওহীদী এই সকল বিদ্রূপাত্মক লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাঁহাকে বিরক্তিকর পর্যায়ের উদ্ভট, সংকীর্ণ ও ভণ্ডামিপূর্ণ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ-এর জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা গিয়াছে। তিনি তুরক বায়ক বাক-এর সচিব ছিলেন। আল-মুহতাদীর রোষ হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি এক সময় আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ কিছু সংখ্যক অমাত্য তাঁহাকে শী'ঈ মতবাদের অনুসারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল। পরিশেষে তাঁহার মনিব তাঁহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া খলীফার ক্ষমা লাভ করিতে সহায়তা করেন। ফলে তিনি পুনরায় ২৫০/৮৬৪ সনে তাঁহার পদে যোগদান করেন। মুহাম্মাদ নিজেও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি পত্র সংকলন রাখিয়া যান; কিন্তু বর্তমানে তাহা টিকিয়া নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ১৩০, ১৬৮; (২) য়াকূত, উদাবা, ৪খ, পৃ. ১৪৪-৭৪; (৩) আগানী, দারু'ছ-ছাকাফা সং, ১৮খ, ৯৬; (৪) তাওহীদী, আখলাকু'ল-ওয়াযীরায়ন, দামিশক ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২৩৬ প.; (৫) হুসরী, যাহ্‌র, নির্ঘন্ট; (৬) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘন্ট; (৭) S. Boustany, ইবনু'র-রূমী, sa vie et son oeuvre, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ১৯৩-৫; (৮) D. M., ২খ, ২৯৩।

ইব্‌ন জানাহ (ابن جناح) ঃ আবু'ল-ওয়ালীদ মারওয়ান, হিব্রু নাম Yonah, ল্যাটিন নাম Marinus[?], য়াহূদী চিকিৎসক ও ভাষাবিজ্ঞানী, ৩৮০/৯৯০ সনের কাছাকাছি সময়ে কর্ডোভায় জন্ম এবং উহার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সারাগোসায় (Saragossa) মৃত্যু। হিব্রু ভাষার একজন ব্যাকরণ-শিক্ষক ও অভিধান রচয়িতারূপে 'আরবী ভাষায় প্রণীত তাঁহার অতি মূল্যবান গ্রন্থাবলী এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বহির্ভূত। সাঈদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আন্দালুসী (ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ যাঁহার পরিচিতি উদ্ধৃত করিয়াছেন) অবশ্য তাঁহাকে একজন নৈয়ায়িক ও Pharmacology (ঔষধ প্রস্তুতি বিজ্ঞান)-এর সংক্ষিপ্তসার প্রণেতারূপে প্রশংসা করেন। ইবনু'ল-বায়তারও উক্ত পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) এই বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত, S. Munk (ইনিই ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ লিখিত তত্ত্ব-তথ্যাদির মূল সূত্র সঠিকভাবে নির্ণয় করেন)-এর গবেষণাপ্রসূত পুস্তক Notice sur Aboul-Walid Merwan Ibn Djanah in JA. ১৯৫০ (১৮৫১ সনে প্যারিসে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেও মুদ্রিত); (২) ইব্‌ন সা'ঈদ, তাবাকাতু'ল-উমাম, সম্পা. L. Cheikho, পৃ. ৮৯ (কায়রো সং, পৃ. ১৩৫), R. Blachere কর্তৃক Livre des Categories des nations শিরোনামে অনূদিত, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১৫৮ প.; (৩) উহার ইংরেজী অনুবাদ in J. Finkel, JQR, (নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই), ১৮খ. (১৯২৭-৮ খৃ.), পৃ. ৪৫ প.; (৪) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা, ২খ, ৫০ (অনুবাদ H. Jahier ও A. Noureddine, আলজিয়ার্স ১৩৭৭/১৯৫৮, পৃ. ৪৮ প.); (৫) Steinschneider, Arab, Lit., Jud., ৮১ সংখ্যা, পৃ. ১২২-৫; (৬) M. Zobel, Encyclopaedia Judaica, ৬খ., স্তম্ভ ৮৪-৯১; (৭) S. W. Baron, A Social and Religious History of The Jews, ৭খ, পৃ. ২৪-৬, ২২৯।

G. Vajda (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন জাফার (ابن جعفر) ঃ আবূ জাবির মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার আল-আযকাবী, 'উমানের ইবাদী আলিম (মৃ. ২৮১/২৯৪)। তিনি কিতাবু'ল-জামি' (كتاب الجامع) নামক ফিক্‌হশাস্ত্রের একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। একই শিরোনামের অন্যান্য ইবাদী গ্রন্থ হইতে পৃথকভাবে নির্দেশ করণার্থে গ্রন্থখানা সাধারণত "জামি" ইব্‌ন জাফার (جامع ابن جعفر) নামে পরিচিত। গ্রন্থখানা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। যাব (Mzab)-এ ইহার অনেক পাণ্ডুলিপি আছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতমটির তারিখ ৯১৪/১৫০৮ সাল। ইমাম আস-সাল্‌ত ইব্‌ন মালিকের সমর্থক হিসাবে ইব্‌ন জা'ফার তাঁহার সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. de C. Motylinski, Bibliographie du Mzab, in Bulletin de Correspondance Africaine, iii(1885), 18, no, 16; (২) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হু'মায়দ আস-সালিমী, "আল-লুমআতু'ল-মুরদিয়া", "মাজমূ' সিত্তাতি কুতুব" নামক একটি সঙ্কলন গ্রন্থে মুদ্রিত, আলজিয়ার্স তা. বি. (১৩২৬ ?), ২১০, ২১১; (৩) Z. Smogorzewski, in RO, ৫খ, (1929), 7; (৪) J. Schaht., Bibliotheques et manuscrits abadites, in R. Afr., c/446-9 (1956), ৩৮১, নং ১৭।

T. Lewicki (E.I.[2])/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্‌ন জাফার (ابن ظفر) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ (মতান্তরে আবূ হাশিম, আবূ জা'ফার) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী মুহ'াম্মাদ, একজন 'আরবী বিদ্বান ও বহু গ্রন্থ রচয়িতা। বিভিন্ন সূত্রে তাঁহার প্রতি নিস্‌বা আস-সিকিল্লী (অনেক ক্ষেত্রে আল-মাক্কী সংযোগে) এবং আরও অনেক সম্মানজনক উপাধি আরোপ করা হইয়াছে। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে [M. Amari, Bibliotheca arabo-Sicula (-BAS), Leipzig 1857, 630] তাঁহার জন্ম হয় সিসিলীতে (কিছু সংখ্যক জীবনীকারের মতে ৪৯৭/১১০৪ সনে) এবং তিনি মক্কায় লালিত-পালিত হন। তিনি প্রাচ্য ও মাগ'রিব-এর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। শেষ জীবনে তিনি হামাত-এ অবসর যাপন করেন এবং সেইখানেই ৫৬৫/১১৭০ (মতান্তরে ৫৬৭ অথবা ৫৭৪ হি.) সনে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত, বিশেষত বংশ, জন্ম ও ভ্রমণ সম্পর্কে BAS-এ উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। বস্তুত য়াকূত-এর মতে (ইরশাদ, ৭খ, ১০২) ভ্রমণকালে তিনি মিসর, ইফরীকিয়া (আল-মাহদিয়াতে অবস্থিত), সিসিলী, পুনরায় মিসর, আলেপ্পো ও হ'ামাত-এ অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই লেখকের বিশাল রচনাকর্মের মধ্যে ইব্‌ন জা'ফার তাঁহার সুলওয়ানু'ল-মুতা' গ্রন্থের ভূমিকায় (নীচে দ্র.) নিজের রচিত ৩২টি গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে মাত্র চারিটি বিদ্যমান। তাঁহার বিলুপ্ত রচনা এবং য়াকূ'ত-এর [পূ. গ্র., ১০২] মতে আলেপ্পোতে শী'আ ও সুন্নীদের সংঘর্ষকালে দগ্ধ এবং বর্তমানে যে সামান্য রচনা পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করা হয় যে, তাঁহার রচনাবলী ছিল কু'রআনের তাফসীর, ধর্মতত্ত্ব,

ফিক্হ, নৈতিক দর্শন, উপদেশ, ব্যাকরণ, এরিস্টোটলীয় যুক্তিবাদ ও অভিযান বিষয়ক (আল-হারীরীর মাকামাত-এর কিছু সংখ্যক ভাষ্য)।

যে রচনাবলী এখনও টিকিয়া আছে (১) য়ানবু'উ'ল-হ'য়াত ফী তায্'কীরি'য-যিক্রি'ল-হ'াকীম, দীর্ঘ একটি অপ্রকাশিত কু'রআনের তাফসীর যাহা লেখকের নিজ মতে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা (পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, I, ৩৫২, SI. ৫৯৬; (২) খায়রু'ল-বিশার বি-খায়রি'ল- বাশার (Lith, কায়রো ১২৮০/১৮৬৩) নবূওয়াত সম্পর্কিত মানব জাতির প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ (৩) আন্‌বা'উ নুজাবাই'ল-আব্‌না (তা. বি., কায়রো সংস্করণ ১৩২২/১৯০৪), মুহ'াম্মাদ (স) হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় (দ্র. Brockelmann, I, ৩৫২ SI ৫৯৬ ও C. A. Nallino, I manoscritti arabi...di Torino, in Mem. Acc. Scienze, 1900, 37-8); (৪) সুল্‌ওয়ানু'ল-মুত্'আ ফী উদওয়ানি'ল-আত্‌বা (Lith, কায়রো ১২৭৮/১৮৬১-২; মুদ্রণ, তিউনিস ১২৭৯/১৮৬২, বৈরূত ১৩০০/১৮৮২-৩); ইতালীয়, ইংরাজী ও তুর্কী ভাষায় অনূদিত এবং কালীলা ওয়া দিমনা-এর নমুনায় রচিত এই "Fursten Spiegel লেখকের সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, ৩৫২, SI ৫৯৬; M. amari কর্তৃক সুলওয়ান-এর ইতালীয় অনুবাদের মুখবন্ধ, Florence ১৮৫১ খৃ., ১৮৮২ খৃ.; (২) সুল্‌ওয়ান প্রসঙ্গে V. Chauvin, ii, 175-87- দ্র. M. Amari, Storia dei Musulmani di sicilia, Catania ১৯৩৩ খৃ., ৩খ, ৭৩৫-৫৭। আল-আয্‌হার মসজিদে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকায় (৭৭৫, নং-২১২০ ফিক্হ আম্‌ন) যাদু'ল-মুলুকি'ল-মুজাফফারী (মুজাফ্‌ফিরী?) ফি'ল মুতাকাদাত ওয়া'ল-'ইবাদাত শীর্ষক একটি রচনা ইব্‌ন জাফারের বলিয়া কথিত, কিন্তু লেখক নিজে সুল্‌ওয়ান-এর মুক'াদ্দিমায় তাঁহার রচনাবলীর তালিকায় এইরূপ কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই।

U. Rizzitano (E.I.²)/মোঃ শাহাবাউদ্দিন খান

ইব্‌ন জাফির (ابن ظافر) ঃ জামালুদ্দীন আবু'ল-হ'াসান আলী ইব্‌ন আবী মান্‌সূ'র জাফির ইব্‌নি'ল-হু'সায়ন আল আযদী, মিসরীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগের সচিব এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৫৬৭/১১৭১ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার (যিনি মালিকী মাদ্‌রাসা আল-কুমহিয়াতে শিক্ষক ছিলেন) ছাত্র ছিলেন এবং কালক্রমে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি আল-আযীয-এর আল-আদিল-এর সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগে (৫৮৯-৯৫/১১৯৩-৮), পরে আল-'আদিল-এর সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগে (৫৯৬-৬১৫/১২০০-১৮) এবং সর্বশেষে দামিশক-এ আল-'আদিল-এর পুত্র আল-আশরাফ (মৃ. ৬৩৫/১২৩৭)-এর সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। ৬১২/১২১৫ সালে তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া কায়রোতে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে য়াকূ'ত-এর বর্ণনানুযায়ী ১৫ শা'বান, ৬১৩/২৭ নভেম্বর, ১২১৬ তারিখে অথবা ইব্‌ন শাকির-এর বর্ণনানুযায়ী ৬২৩/১২২৬-এ ইনতিকাল করেন।

প্রায় বারটি গ্রন্থ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির মধ্যে টিকিয়া আছে কিতাবু বাদা'ই'ল-বাদাইহ্ (বুলাক' ১২৭৮ হি., কায়রো ১৩১৬ হি., মা'আহিদু'ত-তানসীস্-এর প্রান্তদেশে), ইহা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই রচিত কিছুটা উচ্চ মানের কবিতাগুচ্ছের একটি সংকলন গ্রন্থ। আল-মানাকিবু'ন-নূরিয়া (পাণ্ডু. Escorial), ইহা নিশ্চিতভাবে কিতাবু'ত-তাশ্‌বীহাত-এর অনুরূপ এবং সর্বশেষে কিতাবু'দ-দুওয়ালি'ল মুনকাতি'আ (পাণ্ডুলিপিগুলি বৃটিশ যাদুঘরে, গোথা ও ফটোকপি কায়রোতে আছে যাহার একটি অংশ হিসাবে আখবারু মুলূকি'দ-দাওলা আস-সাল্‌জূকিয়াকে ধরা যাইতে পারে (দ্র. Cl. Cahen, Historians of the middle East, পৃ. ৭০), উহার যে অংশে ফাতিমীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে উহা ইহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইব্‌ন খাল্লিকান ও Wustenfeld ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল আখবারু'শ-শুজ'আন, আসাসু'স-সিয়াসা (অথবা আল-বালাগ'া), নাফাইসু'য-য'াখীরা (ইব্‌ন বাসসাম হইতে উদ্ধৃতাংশ?), শিফা'উল-গালীল ফী যামমি'স-সাহিব্ ওয়া'ল্-খালীল (আস্-সুয়ূতী কর্তৃক সংক্ষেপিত), মান উসীবা মিম্মান্ ইস্‌মুহু 'আলী, মাকরূমাতু'ল্-কুত্‌তাব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, ইরশাদ, ৫খ, ২২৮-উদাবা, ১৩খ, ২৬৪; (২) ইব্‌ন শাকির, ফাওয়াত, দ্র. শিরো.; (৩) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ১৬৭-৮, ১৭৬; (৪) Sussheim, Prolegomena zu einer Ausgabe der Seldjukgeschichte, Leipzig ১৯১১ খৃ., পৃ. ৩২ প.; (৫) ফ. বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩২২; (৬) Brockelmann, SI, ৫৩৩; (৭) Cl. Cahen, Quelques Chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides, in BIFAO, xxxvii (১৯৩৭ খৃ.), ২ প.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/আ. র. মামুন

ইব্‌ন জামা'আ (ابن جماعة) ঃ মামলূক শাসনামলে সিরিয়া ও ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শাফি'ঈ 'আলিম পরিবারের নাম। এই পরিবারে কয়েকজন যোগ্য আইনবেত্তা জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারটি মূলত সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের হ'ামাত-এর সহিত সম্পর্কিত ছিল এবং উত্তর 'আরবীয় গোত্র কিনানা বংশোদ্ভূত ছিল। এই পরিবারের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

(১) বাদ্‌রু'দ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-কিনানী আল-হ'ামাবী, রাবীউল-উখ্‌রা ৬৩৯/অক্টোবর ১২৪১ সালে হ'ামাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১ জুমাদা'ল-উলা, ৭৩৩/৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩৩৩ সালে মিসরে ইনতিকাল করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মাযারের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি দামিশ্‌কে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে তথাকার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৬৮৭/১২৮৮ সালে তিনি জেরুসালেমের কাদী নিযুক্ত হন, ৬৯০/১২৯১ সালে কায়রোর প্রধান কাদী নিযুক্ত হন এবং ৬৯৩/১২৯৪ সালে দামিশ্‌কের প্রধান কাদী ছিলেন। তিনি দুইবার দামিশ্‌কের প্রধান কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্বল্পকালের বিরতিসহ তিনি ৭০২/১৩০২ সাল হইতে ৭২৭/১৩২৭ সাল পর্যন্ত মিসরের প্রধান কাদী পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাদী পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা ও সাহিত্য চর্চায় তাঁহার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নাই। তিনিই পরিবারটির ভবিষ্যত নির্ধারণ করেন এবং মামলূক সাম্রাজ্যে ধর্ম ও বিচার বিষয়ে একটি প্রধান পরিবাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে রচিত "তাহরীরু'ল-আহ্'কাম ফী তাদ্‌বীর আহ্‌লি'ল-ইসলাম" [সম্পা. ও জার্মান অনু. H. Kofler, in Islamica, vi (1934), vii (1935),

Schlussheft (1938)]। এই সম্পর্কে দ্র. Von. Kremer, Culturgesch, des Orints, ৪৩৩ প.; হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ২১; তাহা ছাড়া Flugel, Cat. Wiener Hofbiblothek ১৮৩৯ খৃ. সংখ্যায় একটি ত্রুটির কারণে Brockelmann, ২খ, ৯৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থটিকে আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌রের রচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ২খ, ৭৫ ও পরিশিষ্ট ২খ, ৮১-এ তিনি ইহার প্রকৃত রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন (কেবল গ্রন্থটির নাম সামান্য পরিবর্তনসহ এই নামটি তিনি Ahlwardt. Cod. Berol, সংখ্যা ৫৬১৩ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন)। তাঁহার অপর একটি রচনা "তায'কিরাতু'স-সামি' ওয়া'ল-মুতাকাল্লিম ফী আদাবি'ল-'আলিম ওয়া'ল-মুতা'আল্লিম" (تذكرة السامع والمتكلم فى ادب العالم والمتعلم)। এই গ্রন্থটি শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে রচিত এবং হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে হি. ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইব্‌ন জামা'আর অবস্থা ও তাঁহার অপরাপর রচনাবলীর জন্য দ্র. (১) Brockelmann, ২খ, ৯৪; পরিশিষ্ট, ২খ, ৮০ প.; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য'-যাহাব, ৬খ, ১০৫ প.; (৩) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জানান, ৪খ, ২৮৭; (৪) ইব্‌ন শাকির, ফাওয়াত, ২খ, ৭৪; (৫) ইব্‌ন হ'াজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ৩খ, ২৮০, ২৮৩; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪খ., পৃ. ১৬৩।

(২) 'ইযযুদ-দীন আবূ 'উমার 'আবদু'ল-'আযীয, তিনি বাদ্‌রু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র পুত্র, মুহ'াররাম ৬৯৪/নভেম্বর-ডিসেম্বর ১২৯৪ সালে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মিসরের বায়তু'ল মালের তত্ত্বাবধায়ক (ওয়াকীল) নিযুক্ত হন। তিনি এগার বৎসর এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৭৩৮/১৩৪০ সালে তিনি মিসরের প্রধান কা'দী নিযুক্ত হন। তিনি ২৫ বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন। ৭৬৫/১৩৬৪ সালে দামিশ্‌কে তাহার প্রতিনিধির মৃত্যু হইলে তিনি স্বীয় পদে ইস্তিফা দেন এবং কায়রোতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৭৬৭/১৩৬৬ সালে তিনি হ'জ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শারীফ গমন করেন এবং সেই বৎসরই জুমাদা'ল-উখ্‌রা মাসে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে দ্র. (১) Brockelmann, ২খ, ৭২; পরিশিষ্ট, ২খ, ৭৮ ও যে সকল বরাত তথায় উল্লিখিত রহিয়াছে; তাহা ছাড়াও দ্র.(২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-য'াহাব, ৬খ, ২০৮; (৩) ইব্‌ন হ'াজার, আদ্-দুরারু'ল-কামিনা, ২খ, ৩৭৮, ৩৮২; (৪) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪খ, ৩১৯।

(৩) বুরহানুদ্দীন আবূ ইসহ'াক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদি'র রাহ'মান, ইনি বাদ্‌রুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহা'ম্মাদের পৌত্র, ৭২৫/১৩২৫ সালে কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রো ও দামিশকে শিক্ষালাভ করেন। তথায় তিনি ফিক্‌হ ও হ'াদীছ' শিক্ষা করেন। ৭৭৩/১৩৭১ সালে জেরুসালেমে খাতীব নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি কায়রোর প্রধান কা'দী এবং স'লাহিয়্যা মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন; কিন্তু পরবর্তী বৎসর তিনি জেরুসালেম ফিরিয়া আসেন। ৭৮১/১৩৭৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার কায়রোর প্রধান কা'দী নিযুক্ত হন। সেইখানে তিনি ৭৯০/১৩৮৮ সালে ইনতিকাল করেন। দ্র. (১) Brockelmann, ২খ, ১১২; পরিশিষ্ট ২খ, ১৩৮; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য'-যাহাব, ৬খ, ৩১১; (৩) ইব্‌ন হ'াজার, আদ্-দুরারুল-কামিনা, ১খ, ৩৫ প.।

(৪) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র, ইয্‌যুদ্দীন আবূ 'উমার 'আবদু'ল-'আযীযের পৌত্র। তিনি হি. ৭৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন (কিন্তু শাযারাত গ্রন্থে তাঁহার জন্মসাল ৭৪৯ হি. দেওয়া হইয়াছে)। কায়রোতে তিনি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন এবং ৮১৯/১৪১৬ সালে মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন (দ্র. Brockelmann, পূ. গ্র., ২খ, ৯৪)। তিনি 'আকাইদ সম্পর্কীয় কাব্যগ্রন্থ বাদউ'ল-আমালীর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন (দ্র. Brockelmann, ১খ, ৪২৯)। তাঁহার অপর একটি গ্রন্থ হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-জারিবারদী 'আলা'শ-শাফি'ইয়্যা। যাওয়ালু'ত-তারবীহ গ্রন্থটিও তাঁহার লিখিত বলিয়া রক্ষিত হয়। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, মাত্র এক মাসে তিনি সমস্ত কুরআন হিফজ করেন। তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে আল-কালানিসী, আল-'আরাদী, ইব্‌ন খালদূন ও বুলুক'কীনির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি জীবনে বিবাহ করেন নাই। সুয়ূতী লিখিয়াছেন, "আমি যদি তাঁহার রচনাবলীর নাম লিপিবদ্ধ করি, তবে দুইটি খণ্ডে তাহা শেষ করিতে পারিব।" তিনি দাওউ'শ-শাম্‌স ফী আহওয়ালি'ন-নাফ্‌স (ضوء الشمس فى احوال النفس) নামক একখানি আত্মজীবনীও রচনা করিয়াছিলেন। ইব্‌ন জামাআ পরিবারের উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি মিসরের প্রধান কাদীর পদ অলংকৃত করেন। সর্বমোট প্রায় ৬১ বৎসর মিসরের বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদটি এই পরিবারের আয়ত্তে ছিল; কিন্তু বুরহানুদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহীমের মৃত্যুর পর পরিবারটি জেরুসালেমে তাঁহাদের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। 'উছ'মানী বিজয়ের পর পরিবারটির নাম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া (১) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ, ১১১; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য'-যাহাব, ৭খ, ১৩৯ প.; (৩) আস্-সুয়ূতী, বুগ'য়াতু'ল-উ'আত, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২৫; (৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, ৭৩৮; (৫) K. S. Salibi, The Banu Jamaa a dynasty of shafiite gurists in the Mamluk period, in stud. Isl. ix (1958), 97-109; (৬) E.I.[2]. ৩খ, ৭৪৮-৯, শিরো.।

(দা. মা. ই.)/এ. এন. এম.মাহবুবুর রহমান ভুঞা

ইব্‌ন জামি' (ابن جامع او جمعى) ঃ (অথবা জুমা'ঈ) আবু'ল-মাকারিম (আবু'ল-'আশাইর) হিবাতুল্লাহ (Nathaniel) ইব্‌ন যায়নিদ্দীন ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ইফরা'ঈম ইব্‌ন য়া'কূ'ব ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল, একজন য়াহূদী চিকিৎসক। তিনি সম্মানসূচক উপাধি শামসুর-রিয়াসা (شمس الرياسة) ও উস্‌তাযু যামানিহী (استاذ زمانه) লাভ করেন। তিনি ফুস্‌ত'াত-এ জন্মগ্রহণ করেন, ইব্‌নু'ল-'আয়ন যারবী (মৃ. ৫৪৮/১১৫৩)-র শিষ্য ছিলেন এবং সালাহু'দ্দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ৫৯৪/১১৯৮ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইব্‌ন আবি'ল-বায়ান আল-ইসরা'ঈলী (মৃ. ৬৩৪/১২৩৬ সনের কাছাকাছি) তাঁহার ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। শারীরিক কাঠিন্য প্রযুক্ত চেতনাহীন ও রোগী ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় কবরস্থ করিতে বাধা দান করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(১) আল-ইরশাদ লি-মাসালিহি'ল-আনফুস ওয়া'ল-আস্‌জাদ; ইহা চিকিৎসাবিদ্যার সংক্ষিপ্তসার; সালাহুদ্দীনের মন্ত্রী আল-বায়সানীর নামে তিনি ইহা উৎসর্গ করেন। তাঁহার পুত্র আবূ তাহির ইসমা'ঈল গ্রন্থখানার প্রণয়নকার্য সমাপ্ত করেন। চারি খণ্ডে বিভক্ত এই পুস্তক-খানিতে অযৌক্তিক ও যৌগিক ঔষধপত্র, পথ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, চিকিৎসা

বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে (পাণ্ডুলিপির জন্য Brockelmann, দ্র.) আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) আল-মাকনূন ফী তানকীহি'ল-কানূন, ইহা ইব্ন সীনা (Avicenna)-র গ্রন্থাবলী সম্পর্কে টীকা।

উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুস্তিকা (رسالة) লিখিয়াছেন; বিষয়বস্তু ছিল, যথা আলেকজান্দ্রিয়ার বিবরণ, চিকিৎসক না পাওয়া গেলে কী করিতে হইবে, irhubarb-এর লেবু ও উহার শরবত, চীন দেশীয় লতাবিশেষ মূলজাত বিরোচক ইত্যাদি। ইবনু'ল-বায়তার (দ্র.) তাঁহার একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ ব্যবহার করেন, Alpagus ল্যাটিন ভাষায় উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু আবী উসায়বি'আ, ২খ, ১১২; (২) Brockelmann, I, ৪৮৯ SI, ৮৯২; (৩) Sarton Introduction, ২খ, ৪৩২; (৪) Wustenfeld, Arabische Aerzte, পৃ. ১৮৩; (৫) Leclerc, Medecine arabe, ২খ, ৫৩-৫; (৬) Steinschneider, Arabische Literatur der Juden, পৃ. ১৭৮-৮১; (৭) Meyerhof, Notes, Isis-এ পুনর্মুদ্রিত, ১২ খ. (১৯২৯), পৃ. ১২৩।

J. Vernet (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্ন জামি' (ابن جامع) ঃ আবু'ল-কাসিম ইসমা'ঈল, মক্কার প্রখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়, কুরায়শের অন্যতম প্রধান গোত্র সাহ্ম বংশোদ্ভূত। কু'রআন, হা'দীছ' ও ফিক্'হ্শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী সুপুরুষ এই ব্যক্তিটি গায়ক হিসাবে তাঁহার পরিচিতি প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কা'দী আবূ য়ূসুফের প্রশংসা লাভে সমর্থ হন। তিনি য়াহ্'য়া আল-মাক্কী ও তাঁহার শ্বশুর সিয়াত-এর শাগরিদ ছিলেন। সিয়াতের সঙ্গে তিনি বাগদাদ গমন করেন। কিছুদিন পর মাহ্দী নিজ পুত্রদ্বয় হারূন ও আল-হাদীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার উদ্দেশে তাঁহাকে বাগদাদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। তিনি মক্কায় ফিরিয়া যান এবং নিজের দুইটি শখ—শিকার ও কুকুরের পিছনে আপন সম্পত্তি অপব্যয় করেন। আল-মাহ্দীর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং হারূনুর-রাশীদের খিলাফাতকালে তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু ইব্রাহীম আল-মাওসিলীর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতৃত্ব দেন। ইব্ন জামি' তাঁহার কোমল, সংবেদনশীল, উত্তেজনাকর ও বাঙময় স্বভাব ও আবেগময় কণ্ঠের অধিকারী হিসাবে সেই যুগের রোমান্টিক সঙ্গীতজ্ঞের প্রতীক ছিলেন। বংশীবাদক বারসাওমা বলেন, "ইব্রাহীম আল-মাওসিলী একটি ফলের বাগানস্বরূপ যেখানে মিষ্ট ও টক ফল পাশাপাশি জন্মে... ইব্ন জামি' একটি মধুপাত্রের মত, যাহার সবটুকু সুস্বাদু।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানী, ৬খ, ৬৯-৯২; (২) 'ইক্'দ, ৩খ, ১৭৯; (৩) নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-'আরাব, ৫খ, ৩২৪-৬; (৪) Caussin de Perceval, Notices anesdotiques,..., Paris 1874 (=JA. 1873); (৫) H. G. Farmer, History of Arabian Music, 115-6।

A. Shiloah (E.I.[2])/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্ন জায্লা (ابن جزلة) ঃ [শারাফুদ্দীন] আবূ 'আলী য়াহ্য়া ইব্ন 'ঈসা আল-বাগ'দাদী, যিনি য়ূরোপে বেন গেস্লাহ (Ben Gesla) নামে সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি খৃস্টান ছিলেন, কিন্তু স্বীয় মু'তাযিলী শিক্ষকের প্রভাবে ১১ জুমাদা'ল-উখ্রা, ৪৬৬/১১ ফেব্রুয়ারী, ১০৭৪ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির জন্য বাগদাদের হানাফী কাদী তাঁহাকে আপন নকলনবীস নিযুক্ত করেন। তিনি খলীফা আল-মুকতাদীর চিকিৎসক সা'ঈদ ইব্ন হিবাতিল্লাহ্র নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বাগদাদের কারখ মহল্লায় বসবাস করিতেন এবং সেইখানকার লোকদেরকে ও পরিচিত জনকে কেবল পারিশ্রমিক ব্যতীত চিকিৎসা সেবা দ্বারাই যে উপকৃত করিতেন তাহাই নহে, অধিকন্তু তাহাদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। তিনি শা'বান ৪৯৩/জুন ১১০০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা তাক্বীমু'ল-আব্দান ফী তাদ্বীরি'ল ইন্সান (تقويم الابدان فى تدبير الانسان) গ্রন্থখানা, যাহাতে রোগসমূহকে পৃথক পৃথক তালিকায় (tables) ধারাবাহিকতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন নভোমণ্ডল সম্বন্ধীয় সারণীসমূহ (تقويمات)-তে তারকাসমূহের নাম লেখা হয়। ইহার একটি ল্যাটিন অনুবাদ ১৫৩৩ খৃ. স্ট্রাসবুর্গে ছাপা হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি খলীফা আল-মুকতাদীর জন্য বর্ণানুক্রমিকভাবে গাছগাছড়ার ও ঔষধের একটি তালিকা মিনহাজু'ল-বায়ান ফী মা য়াসতামিলুহু'ল-ইনসান (منهاج البيان فيما يستعمله الانسان) নামে প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি খৃস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মুখতার মুখতাসার তারীখ বাগদাদ (مختار مختصر تاريخ بغداد) নামে তাঁহার আরও একটি গ্রন্থ আছে। তিনি কাব্য রচনাও করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উসায়বি'আ (সম্পা. Muller), ১খ, ২৫৫; (২) ইবনু'ল-কিফ্তী, তারীখু'ল-হুকামা (সম্পা. Lippert), পৃ. ৩৬৫; (৩) ইব্ন খাল্লিকান (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ৮২২; (৪) Wustenfeld, Geschichte d. arab. Aerzte u. Naturforscher, পৃ. ৮৬; (৫) Leclerc, Histoire de la medicine arabe, ১খ, ৪৯৩ প.; (৬) Steinschneider, Polem. und apologet. Litt., পৃ. ৫৭; (৭) Brockelmann, ১খ, ৪৮৫; তু. ২খ., ৭০৫ [পরিশিষ্ট, ১খ, ৮৮৭; (৮) ইবনু'ল-ইব্রী, Chron., পৃ. ২৬৬ প.]; (৯) E.I.[2], ৩খ, ৭৫৪, শিরো.।

T. H. Weir (দা. মা. ই.)/মোঃ রেজাউল করিম

ইব্ন জাররাহ (দ্র. জাররাহীগণ)

ইব্ন জাহীর (দ্র. জাহীর, বানূ)

ইব্ন জিন্নী (ابن جنى) ঃ আবু'ল-ফাত্হ 'উছমান ৩০০/৯১৩ সালের পূর্বে মাওসিলে জন্মগ্রহণ করেন (Probster, p. x. ca. 320), পিতা ছিলেন সুলায়মান ইব্ন ফাহ্দ ইব্ন আহ'মাদ আল-আয্দীর গ্রীক ক্রীতদাস। বসরার আবূ 'আলী আল-ফারিসী তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। আল-ফারিসীর মৃত্যু পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর যাবত তিনি তাঁহার সাহচর্যে ছিলেন। আলেপ্পোতে সায়ফু'দ-দাওলার দরবারে ও ফারস-এ 'আদু'দু'দ-দাওলার দরবারে এই সাহচর্য লাভ হইয়াছিল। য়াকূ'তের মতে তিনি শেষোক্ত জনের এবং সা'মস'মু'দ-দাওলার দরবারে কাতিবু'ল-ইন্শা (সচিব)-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উভয় স্থানেই আল-মুতানাব্বীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সহিত তিনি ব্যাকরণগত প্রশ্নাদি লইয়া আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার দীওয়ানের দুইটি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্য দুইটি নিছক ব্যাকরণগত ছিল বলিয়া উহা আবূ

হায়্যান আত-তাওহ'ীদীর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তিনি অন্য আরও শিক্ষকের নিকটও শিক্ষা গ্রহণ করেন (Rescher, ৫ প.)। তিনি বাগদাদে আল-ফারিসীর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৩৯২/১০০২ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি বিশেষভাবে ব্যাকরণ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাস্‌রীফ বিষয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অবস্থান ছিল কূফা ও বসরাপন্থী মতাদর্শের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। 'আরবী শব্দবিজ্ঞানের (আল- ইশতিক'াকু'ল- আক্‌বার) তিনিই প্রতিষ্ঠাতা [দ্র. I Goldziher, in ZDMG, ৩১ খ. (১৮৭৭ খৃ.), ৫৪৬]। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ দুইটি গ্রন্থ হইতেছে "কিতাব সির্‌রি'স'-সিনা'আ ওয়া আস্‌রারি'ল-বালাগ'া" ('আরবী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে) ও "কিতাবু'ল-খাসাইস' ফী 'ইল্‌ম 'উসূ'লি'ল- 'আরাবিয়া"। মাওসিল-এ তিনি বেদুঈনদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, উহাকে তিনি (আল-ফারিসীর ন্যায়) সতেজ ভাষারূপে দেখিতে পান, কিন্তু প্রাচীন নিয়ম-নীতি ভঙ্গের দোষে উহা তখন কলুষিত হইয়াছিল (খাস'াইস্' হইতে উদ্ধৃতি, আস্‌-সুয়ূতী, মুয্‌হির, ২খ, ৪৯৪)। ভাষা বিজ্ঞানের অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত তিনি কবিতাও লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, 131, S I, 191; (২) ফিহ্‌রিস্ত, ৮৭; (৩) আল-খাত'ীব, তারীখ বাগ'দাদ, ১১খ, ৩১৩ প.; (৪) হিলালু'স-স'াবি', কিতাবু'ল-উযারা, সম্পা. Amedroz, পৃ. ৪৪২; (৫) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৫খ, ১৪০ প.; (৬) G. Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, 248-52; (৭) E. Probster, Ibn Ginnis Kitab al-Mugtasab (Leipziger Semitische Studien, 1/3, 1904); (৮) O. Reseher, Studien uber Ibn Ginni, in ZA, ২৩খ, (১৯০৯ খৃ.), ১-৫৪; (৯) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৪২৩; (১০) য়াকূ'ত, উদাবা, ৫খ, ১৫-৩২ (তাঁহার গ্রন্থসমূহ ২৯-৩২ পৃষ্ঠায়); (১১) ইবনু'ল-আনবারী, নুয্‌হাতু'ল-আলিব্বা ফী ত'াবাক'াতি'ল-'উলামা, বাগদাদ ১৯০৯ খৃ., পৃ. ২২৮-৩০; (১২) J. W. Fuck, Arabiya (Abh. Sachs. Ak. W., 45), 89. 99, 116. (১৩) H. Loucel, in Arabica, 10/3 (1963), 262-81; (১৪) B. Bustani, in F. Bustani, DM, ২খ, ৪১৫-২০ (তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা ও একটি গ্রন্থপঞ্জী)।

J. Pedersen (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন জুদ'আন (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন)

ইব্‌ন জুবায়র (ابن جبير) ঃ আবু'ল-হ'সায়ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কিনানী, একজন আন্দালুসীয় পরিব্রাজক ও লেখক। তিনি ১০ রাবীউল-আওয়াল, ৫৪০/১ সেপ্টেম্বর, ১১৪৫ সালে ভ্যালেনসিয়া (Valencia)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ১২৩/৭৪০ সালে স্পেনে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তিনি শাতিবা (Jativa)-তে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পিতা তথাকার একজন বেসামরিক কর্মচারী ছিলেন। সেখানে তিনি হ'াদীছ' ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। একই সঙ্গে তিনি রম্য রচনা সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁহার মেধাবলে গ্রানাডার গর্ভনরের সচিব পদ লাভ করেন। কথিত আছে, গ্রানাডার গর্ভনর আবূ সা'ঈদ 'উছ'মান ইব্‌ন 'আবদি'ল মু'মিনের সচিব থাকাকালে কোন এক অনুষ্ঠানে তিনি মদ্যপানে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত হন এবং এই পাপ মোচনের উদ্দেশে হজ্জে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁহার এই ঘটনাবহুল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনাসম্বলিত গ্রন্থ রিহ্‌লা।

১৯ শাওওয়াল, ৫৭৮/৩ ফেব্রুয়ারী, ১১৮৩ সালে তিনি তাঁহার বন্ধু আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াসানের সঙ্গে গ্রানাডা হইতে যাত্রা করেন। তিনি তারিফা (Tarifa) হইয়া সিউটা (Ceuta)-তে উপনীত হন। সেখান হইতে জাহাজযোগে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করেন। সারাডিনিয়া, সিসিলী ও ক্রীটের পথে তথায় পৌঁছিতে এক মাস সময় লাগে। ইব্‌ন জুবায়রকে আলেকজান্দ্রিয়ায় মিসরীয় শুল্ক বিভাগের হাতে অনেক বিরক্তি পোহাইতে হয়। ইব্‌ন জুবায়র তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই সবের একটি জীবন্ত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। খৃস্টানগণ মক্কার সোজা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তাঁহাকে কূ'স', কায়রো ও আয়য'াবের ভিতর দিয়া গমন করিতে হয়। ইহার পর তিনি লোহিত সাগর পার হইয়া জেদ্দা পৌঁছেন। তিনি নয় মাস মক্কা শারীফে অবস্থান করেন এবং হ'জ্জ সম্পন্ন করিয়া মদীনা সফর করেন। তিনি মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সেখান হইতে তিনি বাগ'দাদ ও মাওসি'ল গমন করেন। তিনি জাযীরা অতিক্রম করিয়া আলেপ্পো হইয়া দামিশ্‌কে আসেন। সেখান হইতে তিনি স্বদেশে ফিরিবার উদ্দেশে জাহাজের অপেক্ষায় আক্রা (Acre) গমন করেন। ১০ রাজাব, ৫৮০/১৮ অক্টোবর, ১১৮৪ সালে তিনি জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি মেসিনা (Messina)-র মালাক্কা নদীর একটি সংকীর্ণ স্থানে একটি নাটকীয় জাহাজ ডুবির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। Trapani-এ পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিয়া যু'ল-হি'জ্জা ৫৮০/১৫ মার্চ, ১১৮৫ সালে কারতাজানী গমন করেন এবং ২২ মুহ'াররাম, ৫৮১/২৫ এপ্রিল, ১১৮৫ সালে গ্রানাডা ফিরিয়া আসেন।

চারি বৎসর পর তিনি দ্বিতীয়বার প্রাচ্য ভ্রমণে বাহির হন এবং ৫৮৫/১১৮৯ সাল হইতে ৫৮৭/১১৯১ সাল পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার এই ভ্রমণের কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। ৬১৪/১২১৭ সালে তিনি আবার ভ্রমণে বাহির হন এবং শিক্ষকতার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেন। ২৭ শা'বান, ৬১৪/২৯ নভেম্বর, ১২১৭ সালে তিনি এইখানে ইনতিকাল করেন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে ইব্‌ন জুবায়রের রচিত গ্রন্থ রিহ্‌লা এই সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অন্যান্য পরিব্রাজক ইহাকে নমুনারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক লেখক নির্দ্বিধায় ইহার অনুকরণ করিয়াছেন। ইব্‌ন বাত্তূ'তা (দ্র.)-এর রিহ্‌লা-এর সম্পাদক ইব্‌ন জুযায়্যি (দ্র.) গ্রন্থটি হইতে নকল করিতে, বিশেষত কিছু সংখ্যক শহরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিতে কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই। আশ্‌-শারীশী, আল-'আবদারী, আল-মাক'রীযী ও অন্যান্য রচয়িতার রচনায়ও ইহার উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইব্‌ন জুবায়র দিন দিন তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তিনি যেসব দেশের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছেন সেইসব দেশের বর্ণনা দেন এবং যে সকল অধিবাসীর মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁহার এইসব বর্ণনা ক্রুসেডের ইতিহাস, মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরের নৌ-ব্যবস্থা, তিনি যে সকল দেশের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছেন সেই সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, মক্কায় হজ্জ পালন ইত্যাদি সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র। তাঁহার রচনারীতি অলংকারবহুল এবং তিনি

দেশ, শহর ও ভাব বর্ণনায় ছন্দোবদ্ধ গদ্য প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনামূলক অংশে তিনি সাবলীল ও স্পষ্ট বর্ণনারীতি অনুসরণ করিয়াছেন যাহা আধুনিক কালের বর্ণনাকারীদের রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপরদিকে উৎফুল্ল জনতার বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার বর্ণনায় আধুনিক কালের ন্যায় সাবলীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনারীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইব্‌ন জুবায়র একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত সনাতন রীতির কিছু কবিতা সংরক্ষিত রহিয়াছে। কবিতা সাধারণত শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। এই নিষ্ঠাবান পরিব্রাজক তাঁহার স্বদেশের জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমসাময়িকদেরকে কখনও দেশের বাহিরে না যাওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার রচিত রিহ্‌লা গ্রন্থটি য়ুরোপে পরিচিতি লাভ করে। ইহার একটি অংশ প্রকাশিত হইয়াছে এবং Les Historiens Orientaux des Croisades, iii-এ অনূদিত হইয়াছে। M. Amari ও Voyage en Sicile sous le rege de Guillaume le Bon শিরোনামে, JA, 1846-এ ইহার একটি অংশের অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়াছেন। W. Wright কর্তৃক ১৮৫২ সালে লাইডেন হইতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইহার সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর M. J. de Goeje সংশোধনসহ আবার প্রকাশ করেন, GMS, V. Leiden-London 1907, এই শেষ সংস্করণটি একটি দুর্বল মিসরীয় সংস্করণ, কায়রো ১৩২৬/১৯০৮-এর ভিত্তি ছিল। কিন্তু এইচ. নাস্'সা'র ১৩৭৪/১৯৫৫ সালে কায়রো হইতে একটি উন্নততর সংস্করণ প্রকাশ করেন। C. Shciaparelli-কৃত ইহার ইতালীয় অনুবাদ Viaggio in Ispagna, Sicilia etc. শিরোনামে রোম হইতে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। R. J. C. Broadhurst-কৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদ The travels of Ibn Jubayr শিরোনামে ১৯৫২ সালে লন্ডন হইতে, M. Gaudefroy Demombynes-কৃত ইহার ফরাসী অনুবাদ তিন খণ্ডে ১৯৪৯-৫৬ সালে প্যারিস হইতে এবং আহ'মাদ 'আলী খান শাওক'-কৃত ইহার উর্দূ অনুবাদ সাফার নামা-ইব্‌ন জুবায়র শিরোনামে ১৯০০ সালে রামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'আরবী পাঠটি "রিহ্'লা ইব্‌ন জুবায়র অথবা আর-রিহ্'লা ইলা'ল-মাশ্‌রিক" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইব্‌ন হ'াসান আশ-শাদীর মতে ইব্‌ন জুবায়র তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি নিজে লিপিবদ্ধ করেন নাই, বরং অন্য কেহ রচনা করিয়াছেন (ইহ'াতা)।

ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মালিক ইব্‌ন জুবায়রের একটি দীওয়ানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইব্‌ন জুবায়রের দীওয়ানটি আবূ তাম্মামের দীওয়ানের অনুরূপ ছিল। ইব্‌ন জুবায়র তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুতে একটি মারছিয়্যাও রচনা করিয়াছিলেন (نتيجة وحد الجوانح فى تأبين القرين الصالح)। তাঁহার উস্তাদদের মধ্যে তাঁহার পিতা ব্যতীত নিম্নোক্তদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ ইব্‌ন আবি'ল-'আয়শ, ইব্‌নু'ল-'উস'ায়লী, ইব্‌ন য়াস'উ, ইব্‌ন 'আলী আল-কুরতুবী, ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বাগ'দাদী, 'আলী আল-কুরতুবী, ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বাগ'দাদী, আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-লাতীফ ও আবূ ত'াহির আল-খাও'ঈ। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ইব্‌ন মুহীব, ইব্‌নু'ল-ওয়া'ইজ, আবূ তাম্মাম ইব্‌ন ইসমা'ঈল, আবু'ল-হ'াসান আল-বাজা'ঈ, ইব্‌ন আবি'ল-গিমার ও ইব্‌ন 'আতা'ইল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Wright ও অনুবাদকদের ভূমিকা দ্র.; (২) Pons Boigues, ২৬৭ প.; (৩) ইব্‌নু'ল-খাতীব, ইহাতা, ২খ; (৪) মাক্কারী, Analectes, Index; (৫) H. S. Nyberg, En Mekkapilgrim pa saldins tid, in Kungl, Vetenskapsocietetens Arsbok 1945, Uppsala 1945, 35-62; (৬) H. A. R. Gibb, Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa, London 1907); index: (৭) H. Lammens, in Machriq, X (1907); (৮) R. Blachere and H. Darmaun, Geographes, arabes[2], Paris 1957, 318-48; (৯) Brockelmann, I. 478, SI, 879; (১০) A. Gateau, Quelques observations Sur linteret du Voyage d'Ibn Jubayr, in Hesperis, xxxvi/3-4 (1949), 289-312; (১১) I. Yu. Krackovskiy, Arabskaya geograficeskaya Literatura, in Izbrannie Socineniya, iv, Moscow and Leningrad, 1957, 304-7, index (M. Canard-কৃত ফরাসী অনু. in AIEO alger, xviii-xix (1960-1). (64-9)

Ch. Pellat(E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন জুমায়' (ابن جميع) ঃ আবু'ল-মাকারিম হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন যায়ন ইব্‌ন হ'াসানঃ দ্র. ইব্‌ন জামি' শীর্ষক প্রবন্ধ; সেখানে ইব্‌ন জামি পড়িতে হইবে। বর্তমানে তাঁহার নামের সঠিক উচ্চারণ ইব্‌ন জুমায়' বলিয়াই সাধারণভাবে মনে করা হইয়া থাকে।

(E.I.[2], Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন জুমায়্যিল (দ্র. ইব্‌ন দিহ্‌য়া)

ইব্‌ন জুযায়্যি (ابن جزى) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-কাল্‌বী, 'আরব লেখক, ৭২১/১৩২১ সালে গ্রানাডার এক সাহিত্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবু'ল-কা'সিম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ (৬৯৩/১২৯৪), বিশেষত একজন কবি ও ফাকী'হ হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং লিসানুদ্দীন ইব্‌নু'ল-খাতী'বের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ৭৪১/১৩৪০ সালে রিও সালাদোর যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (তু. আল-মাক্ক'ারী, নাফ্‌হ্'ত-ত'ীব, সম্পা. ম. ম. 'আবদু'ল-হ'ামীদ, কায়রো ১৩৬৭-৯ হি., ১০ খণ্ডে, ৮খ, ২৮-৩১; Brockelmann, ২খ, ৩৪২, পরি. ২, ৩৭৭; উ. র. কাহ্'হ'ালা, মু'জামু'ল-মুআল্লিফীন, দামিশক, ১৩৭৬-৮১/১৯৫৭, ৬১, ১৫ খণ্ডে, ৯খ, ১১)। তাঁহার তিন পুত্র আহ'মাদ, মুহ'াম্মাদ ও 'আবদুল্লাহ পরিবারের ফিক্'হ ও সাহিত্য চর্চার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন (দ্র. মাক্ক'ারী, ঐ, পৃ. ৩১ প.; লিসানুদ্দীন ইব্‌নু'ল-খাতীব, আল-ইহ'াতা ফী আখবার গ'রনাতা, নূতন সং. ম., আ 'ইনান কর্তৃক, ১খ, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫, ১৬৩-৮, ৪১১)-এই তিনজনের মধ্যে মুহ'াম্মাদ (আবূ 'আবদিল্লাহ)-এর খ্যাতিই প্রধানত বিদ্যমান আছে। নাস্'রী বংশীয় আবু'ল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ-এর রাজত্বকালে (৭৩৩-৫৫/১৩৩৩-৫৪) তিনি কাতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ফেয গমন করেন, সেখানে মারীনী বংশীয় আবূ 'ইনান (৭৫০-৯/১৩৪৯-৫৮) তাঁহাকে ইব্‌ন বাত্'ত'া [দ্র.]-র রিহ্'লার মূল পাঠ

লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দেন। উপরিউক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা ব্যতীত আবূ 'আবদিল্লাহ্ কবিতা এবং আরও অনেক গ্রন্থ, বিশেষত ইতিহাস, ফিক্‌হ ও ভাষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। আনুমানিক ৭৫৬-৮/১৩৫৫-৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানুদ্দীন ইবনু'ল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখ্‌বার গারনাতা, কায়রো ১৩১৯/১৯০১, ২ খণ্ডে, ২খ, ১৮৬-৯৫; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৪৮-৫০, ৪ খণ্ডে, ৪খ, ১৬৫-৬; (৩) মাক্‌কারী, পূ. গ্র., ৮খ, ৪০ প.; (৪) G. de Slane, JA-তে, ৪র্থ সিরিজ, ১খ (১৮৪৩ খৃ.), ২৪৪-৬; (৫) Brockelmann, পরি. ২, ৩৬৬; (৬) কাহ্‌হালা, পূ. গ্র, ১১খ, ১৮৮; (৭) I. yu, krackovskiy, arabskaya geografi-ceskaya literatura, Izbrannie socineniya-তে, ৪খ, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৫৭ খৃ., ৪২০-৩, ৪২৯, ৪৩০, 'আরবী অনু. (১-১৬ অধ্যায় এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে), স, দ. 'উছমান হাশিম, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৪২৪ ÷ ৪৩২, ৪৩৩।

A. Miquel (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্ন জুরায়জ (ابن جريج) ঃ আবু'ল-ওয়ালীদ/আবূ খালিদ 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ইব্ন জুরায়জ আর-রূমী আল-কুরাশী আল-মাক্কী (৮০-১৫০/৬৯৯-৭৬৭), গ্রীসীয় গোলাম বংশোদ্ভূত (তাঁহার পূর্বপুরুষের নাম ছিল Gregorios) মক্কার হাদীছবিদ এবং সম্ভবত খালিদ ইব্ন আসীদ বংশীয় একজন মাওলা। প্রথমে ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিবার পর তিনি 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ (র), আয-যুহ্‌রী (র), মুজাহিদ (র), 'ইকরিমা (র) ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত হাদীছসমূহ একত্র করেন এবং সেইগুলি, বিশেষত ওয়াকী' (র), ইবনু'ল-মুবারাক (র) ও সুফ্‌য়ান ইব্ন 'উয়ায়না প্রমুখের নিকট বর্ণনা করেন। অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে হিজায-এর ইমাম বলিয়া গণ্য করা হইত।

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি মা'ন ইব্ন যাইদা-এর সঙ্গে য়ামান-এ গমন করিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তথা হইতে ফিরিয়া আসেন, জীবনের শেষ দিকে তিনি ইরাকে গমন করেন এবং খালীফা আল-মানসূর-এর দরবারে যান। সিমা' (سمع) ব্যতীত পত্রযোগে (كتابة) হাদীছের রিওয়ায়াত শুদ্ধ হইবে কিনা এবং অপরপক্ষে হাদীছ লিপিবদ্ধ রাখা বৈধ কিনা, এই দুই বিতর্কিত প্রশ্নের সহিত ইব্ন জুরায়জের নাম সংশ্লিষ্ট। ইরাকে সা'ঈদ ইব্ন আবী 'আরূবা (দ্র.)-এর ন্যায় তাঁহাকেও হিজায, এমনকি সমগ্র ইসলামী দেশসমূহে, ফি'ল-আছার ওয়া হুরূফি'ত তাফ্‌সীর নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলনের কৃতিত্ব প্রদান করা হয়। এই দুই বিদ্বান ব্যক্তিকে প্রায়শ একযোগে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, বিশেষত আয-যাহাবী কর্তৃক ইব্ন তাগ্‌রীবিরদীর নুজূম গ্রন্থে, ১খ., পৃ. ৩৫১, ১৪৩ হি. সালে যথায় তিনি কিছুটা দুঃখের সঙ্গে প্রাচীনতম সংগ্রহগুলির রচয়িতাগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। Goldziher তাঁহার Muh. Studien গ্রন্থে (২খ, ২১১-১২, ইংরেজী অনু. ২খ, ১৯৬-৭) এই উক্তি করিয়াছেন যে, ইব্ন জুরায়জকে যে হাদীছের ১ম সংস্করণের কৃতিত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহার প্রাপ্য নহে এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে, আরও পূর্বে হাদীছ সংকলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহাই হউক, তাঁহার সংগ্রহটি ছিল বিষয়ভিত্তিক আইন সম্বন্ধীয় হাদীছের সমষ্টি, যেমন ফিহ্‌রিস্ত (সং. কায়রো, ৩১৬)-এ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি তাহারাত, সালাত ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীছগুলিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান, ৩খ, ২৮৩; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ৪৮৮-৯, ৫১৯; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, নং ৩৪৮, সম্পা. ইহ্‌সান 'আব্বাস, ৩খ, ১৬৩-৪; (৫) খাতীব বাগদাদী, তা'রীখ, ১০খ., পৃ. ৪০০-৭; (৬) ইব্ন তাগরীবিরদী, নুজূম, ১খ, ৩৫১; (৭) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ২২৬-৭; (৮) নাওয়াবী, তাহ্‌যীব, ৭৮৭; (৯) ইব্ন হাজার, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, ৬খ, পৃ. ৪০২-৬; (১০) যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ১খ., ১৬০; (১১) Goldziher, Muh. Studien, নির্ঘণ্ট; (১২) Brockelmann, SI, ২৫৫ এবং সেখানে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী; (১৩) বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২, ৪০৪-৫; (১৩) যিরিক্‌লী, ৪খ., ৩০৫।

Ch. Pellat (E.I.² Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইব্ন জুলজুল (ابن جلجل) ঃ আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন হাস্‌সান আল-আন্দালুসী, 'আরব চিকিৎসাবিদ, সম্ভবত স্পেনীয় বংশোদ্ভূত, ৩৩২/৯৪৪ সালে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮৪/৯৯৪ সালের পর ইনতিকাল করেন। ৩৪৩/৯৫৪ সালে তিনি কর্ডোভায় ব্যাকরণ ও হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু ১৫ বৎসর বয়সে চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। দশ বৎসর পর এই শাস্ত্রে তিনি সর্বজনস্বীকৃত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি আল-মুআয়্যাদ বিল্লাহ হিশাম (৩৩৬-৯৯/৯৭৭- ১০০৯)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ তাফ্‌সীর আনওয়া'ই'ল- আদ্‌বিয়া আল-মুফরাদা মিন কিতাব দিয়ুস্‌কূরীদুস (تفسير انواع الادوية من كتاب ديسقوريدوس) ৩৭২/৯৮২ সালে রচিত (একমাত্র ইহার উদ্ধৃতাংশসমূহ বর্তমানে মাদ্রিদ পাণ্ডু. ২৩৩-এ বিদ্যমান রহিয়াছে) এবং তাবাকাতু'ল-আতিব্বা ওয়া'ল্- হুকামা ৩৭৭/৯৮৭ সালে রচিত (সম্পা. ফুআদ সায়্যিদ, Les generations des medicins et des sages, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.)। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে মাকালা ফী যিক্‌রি'ল-আদবিয়া আল্লাতী লাম য়ায্‌কুরহা দিয়ুসকূরীদুস (مقاله فى ذكر الدويه التى لم يذكرها ديسقوريدوس) মিশ্র বিষয়ের পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবত এখনও বর্তমান Bold ৫৭৩); মাকালা ফী আদবিয়াতি'ত-তিরয়াক (مقالة فى ادويه الترياق) (Bold ৫৭৩); রিসালাতু'ত-তাব্‌য়ীন ফীমা গালাতা ফীহি বা'দু'ল-মুতাতাব্বিবীন (رسالة التبيين فيما غلط فيه بعض المتطببين) (বিলুপ্ত)। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে চিকিৎসকদের ইতিহাস (طبقات الاطباء) গ্রন্থটি বিশেষ আকর্ষণের দাবি করিতে পারে। প্রথমত, ইহা ইস্‌হাক ইব্ন হুনায়ন রচিত তারীখু'ল-আতিব্বা (সম্পা. F. Rosenthal, Oriens-এ, ৭খ, ১৯৫৪ খৃ., ৫৫-৮০) গ্রন্থের পর সম্ভবত 'আরবী ভাষায় চিকিৎসকদের জীবনচরিতের প্রাচীনতম সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত ল্যাটিন হইতে 'আরবী অনুবাদসমূহের ব্যবহারের ইহাই প্রাচীনতম উদাহরণ (Orosius, Chronicle of Hieronymus, Etymologiae of Isidorus of Seville)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও) (১) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, উয়ূনু'ল-আন্‌বা, ২খ, ৪৬-৮; (২) ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী, তারীখ, সম্পা. Lippert, পৃ. ১৯০; (৩) সা'ঈদ আল-আন্‌দালুসী, ত'াবাকাতু'ল-উমাম, সম্পা. Cheikho, ৮০-১; (৪) হু'মায়দী, জায ওয়াতু'ল-মুক্‌'তাবাস, সম্পা. ত'ানৃজী, কায়রো ১৩৭২ হি., পৃ. ২০৮; (৫) ইব্‌নু'ল-'আব্বার, আত-তাক্‌মিলা 'আলা কিতাবি'স-সি'লা, মাদ্রিদ ১৯১৫ খৃ., পৃ. ২৯৭ (সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস); (৬) Brockelmann, ১খ, ২৭২, পরি. ১, ৪২২; (৭) G. C. Anawati, MIDEO- তে, ৩খ, (১৯৫৬ খৃ.), ৩৪২-৫।

A. Dietrich (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন তাগরীবিরদী (দ্র. আবু'ল-মাহ'াসিন)

ইব্‌ন তাবাতাবা (ابن طباطبا) ঃ হ'াসান (রা) বংশীয় আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল আদ-দীবাজ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-গাম্‌র ইব্‌ন হ'াসান আল্‌-মুছ'ান্না, মৃত্যু ১ রাজাব, ১৯৯/১৫ ফেব্রুয়ারী, ৮১৫ খৃ.।

সূত্রসমূহ হইতে সাধারণত জানা যায় যে, উক্ত মুহ'াম্মাদের পিতামহ উচ্চারণের ত্রুটির কারণে তাঁহার উপনাম ত'াবাত'াবা প্রাপ্ত হন। কিন্তু 'উমদাতু'ত্‌'-ত'ালিব গ্রন্থে তাঁহার পিতা ইবরাহীমকে এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নামের ব্যাখ্যা হিসাবে একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, ইবরাহীম তাঁহার পুত্রের জন্য একটি পোশাক প্রস্তুত করার ফরমায়েশ দেওয়ার সময় উহার নাম 'ক'াবা' না বলিয়া 'তাবা' বলেন। এই একই মূল পাঠে এইখানেও ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, সাধারণ ভাষায় ত'াবাত'াবা-এর অর্থ সায়্যিদু'স-সাদাত (পিতৃমাতৃ উভয় কুল হইতে হযরত 'আলী (রা)-র উত্তরপুরুষ। ফার্সী ভাষায় অদ্যাবধি শব্দটি এই অর্থ জ্ঞাপন করে)।

তিনি প্রধানত মদীনাতে বসবাস করিতেন। দেশত্যাগ করিয়া ইথিওপিয়া ও কিরমানে গমনের ফলে তাঁহার বংশধরগণ মদীনা হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যান।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অর্থাৎ ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমা'ঈলের পৌত্রগণ কবি হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও ত'াবাত'াবার নিজের খ্যাতি কূফায় আবু'স-সারায়া (দ্র.)-র কার্যকর নেতৃত্বে ১৯৯/৮১৫ সালে পরিচালিত যায়দী বিদ্রোহের সাথে জড়িত। নাস্‌'র ইব্‌ন শাবাছ' (মাকা'তিলু'ত'-ত'ালিবিয়্যীন গ্রন্থে শাবীব বলিয়া উল্লিখিত) ইব্‌ন ত'াবাত'াবার রাজনৈতিক উচ্চাশা জাগাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত ১৯৮ হিজরীতে হাজ্জ মৌসুমে তিনি ইব্‌ন ত'াবাত'াবাকে মদীনায় খুঁজিয়া বাহির করেন এবং হ'াসান (রা)-এর বংশধর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ও হু'সায়ন (রা)-এর বংশধর 'আলী ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আল-হ'াসান-এর দাবি উপেক্ষা করিয়া ইব্‌ন ত'াবাতাবাকে ইমাম হিসাবে অগ্রাধিকার দেন। কারণ উক্ত দুইজন আহ্‌লে বায়ত-এর প্রচলিত মনোভাব অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন তাবাত'াবা একবার ইরাকে নাস্‌'রের সহযোগীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাহারা সম্ভবত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাঁচ হাজার দীনার প্রদান করিতে চাহিয়াছিল, যাহা তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। হিজাযে প্রত্যাবর্তনের পথে ইব্‌ন ত'াবাত'াবা 'আনাত' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি বিদ্রোহ সংঘটনে ব্যস্ত আবু'স-সারায়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। যখন আলীপন্থীরা কূফায় সামান্য সংখ্যক নাগরিককে অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া একত্র করার কাজে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল, তিনি অতি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন। আবু'স-সারায়া যায়দীদের একটি ক্ষুদ্র দলে হু'সায়ন (রা)-এর কবর সংলগ্ন স্থানে অস্ত্রে সজ্জিত করিতেছিলেন এবং নির্ধারিত তারিখে কূফার উপকণ্ঠে পূর্ব নির্বাচিত স্থানে উপস্থিত হন। উভয় দল এক সঙ্গে শহরাভিমুখে যাত্রা করে। শহরে পৌঁছিয়া আবু'স-সারায়া একটি খুত'বা (বক্তৃতা) প্রদান করেন, উহাতে সমুদয় মু'তাযিলী নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহা যায়দী বিদ্রোহের আদর্শগত ভিত্তি। যায়দ ইব্‌ন 'আলী পর্যন্ত সনদবিশিষ্ট একটি হ'াদীছে'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১০ জুমাদা'ল আওয়াল, ১৯৯/২৭ ডিসেম্বর, ৮১৪-এ ইব্‌ন ত'াবাত'াবা কিছু বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার নেতা ('উম্‌দা গ্রন্থে আমীরু'ল-মু'মিনীন বলিয়া উল্লিখিত) আবু'স-সারায়ার অভিষেক সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন।

বিদ্রোহ বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত হইয়াছিল। 'আলী সমর্থকের গোষ্ঠী বিচারে ব্যস্ত শত্রু পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ আল-হ'াসান ইব্‌ন সাহ্‌লের অবহেলার দরুন তাহারা প্রথমদিকে কয়েকটি বিজয় লাভ করেন। কিন্তু এই বিদ্রোহের নামমাত্র নেতা ইব্‌ন ত'াবাত'াবা এই ঘটনায় নগণ্য ভূমিকা পালন করেন। যদিও কোন কোন সূত্র উল্লেখ করে যে, কূফায় প্রবেশদ্বারের বহির্দেশে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আল-হ'াসান ইব্‌ন সাহ্‌লের উপর বিজয় লাভের পর মারাত্মকভাবে অসুস্থ, আত'-ত'াবারীর মতে স্বয়ং আবু'স-সারায়া কর্তৃক বিষ প্রদত্ত ইব্‌ন ত'াবাত'াবাকে 'আলী সমর্থকগণ স্বাগত জানান, যদিও নৈশকালীন আক্রমণ সংঘটনের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করা হয়। যাহা হউক, তিনি আবু'স-সারায়ার কাছে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, বিশেষভাবে 'আলী ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহকে নূতন ইমাম হিসাবে নির্বাচন সম্পর্কে—যদিও এইরূপ একক মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রস্তাবের আশংকা ছিল। নূতন ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব 'আলী ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহর উপর বর্তাইলে তিনি অন্যদেরকে এই পদে নিজের চাইতে অধিক উপযুক্ত মনে করিয়া নিজে এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের নাম প্রস্তাব করেন, যিনি আবু'স-সারায়ার সম্মতিক্রমে ইমাম নির্বাচিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-ফারাজ ইস'ফাহানী, মাক'াতিলু'ত'-তালিবিয়্যীন, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, পৃ. ৫১৮-৩৬; (২) ইব্‌ন 'ইনাব, উম্‌দাতু'ত-ত'ালিব ফী আন্‌সাব 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব, নাজাফ ১৩৩৭/১৯১৮, পৃ. ১৬১; (৩) মুহ'াম্মাদ 'আলী তাবরীযী, রায়হ'ানাতু'ল-আদাব, ৬৩, তাব্‌রীয ১৩৩/১৯৫৫, পৃ. ৬২-৪; (৪) C. van Arendonk, Les debuts de l'Imamat Zaidite au Yemen Leiden 1960, 95-101.

B. Scarcia Amoretti (E.I.²)/ আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম

ইব্‌ন তায়মিয়া (ابن تيمية) ঃ (র), ইমাম তাকি'য়্যু'দ-দীন আবু'ল- 'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন শিহাবি'দ-দীন 'আবদি'ল-হ'ালীম ইব্‌ন মাজ্‌দি'দ-দীন 'আবদি'স-সালাম ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-খিদ্‌'র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-খিদ্‌র ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন তায়ামিয়্যা আল-হ'াররানী আল-হ'াম্বালী একজন 'আরব দেশীয় দীনী 'আলিম, ফাকীহ ও ইমাম ছিলেন। তিনি দামিশ্‌ক-এর নিকটবর্তী হ'াররান শহরে সোমবার ১০ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৬৬১/২৩ জানুয়ারী, ১২৬৩ সনে

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশে সাত-আট পুরুষ হইতে শিক্ষা-দীক্ষার ধারা চলিয়া আসিতেছিল এবং সকল লোক জ্ঞান ও সাধনায় উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ সম্পর্কে ইব্‌ন খাল্লিকানের বক্তব্য হইল ঃ كان ابوه احد الابدال والزهاد (ওয়াফায়াত, ২খ, ৩৪৮)। তাঁহার পিতা মোঙ্গলদের অবৈধ দাবিসমূহ উপেক্ষা করিয়া নিজ বংশের সকল ব্যক্তির সহিত ৬৬৭/১২৬৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে দামিশ্‌কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দামিশ্‌কে যুবক আহ্‌'মাদ ইসলামী জ্ঞান-সাধনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং স্বীয় পিতা ও যায়নু'দ-দীন আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'আবিদি'দ-দা'ইম আল-মাক'দিসী, নাজমু'দ-দীন (মাজ্‌দ, দ্র. ইব্‌ন শাকির, ফুওয়াত, ১খ, ৪৪, মিসর ১২৮৩ হি.), ইব্‌ন 'আসাকির, যায়নাব বিন্‌ত মাক্কী প্রমুখের পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় নিম্নবর্ণিত নামও পাওয়া যায়ঃ ইব্‌ন আবি'ল-য়ুস্‌র, আল-কামাল ইব্‌ন 'আব্‌দ, আল-কামাল 'আবদু'র-রাহ'ীম, শামসু'দ-দীন আল-হ'াম্বালী, ইব্‌ন আবি'ল-খায়র, শারাফ ইবনু'ল-ক'াওয়াস, আবূ বাক্‌র আল-হ'ারাবী, মুসলিম ইব্‌ন 'আল্লান, ইব্‌ন 'আত'া, আল-হ'ানাফী, জামালু'দ-দীন আস-সায়রাফী, আন-নাজীবু'ল-মিক'দাদ ও আল-ক'াসিম আল-ইরবিলী।

য'াহাবী লিখিয়াছেন, ইব্‌ন তায়মিয়া (র) পরিণত বয়সের পূর্বেই কু'রআন, ফিক্‌'হ, মুনাজা'রা ও ফাত্‌ওয়া দানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং শীর্ষস্থানীয় 'আলিমদের মধ্যে গণ্য হইতেছিলেন। ইব্‌ন কু'দামা-র তায'কিরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সতর বৎসর বয়সে ফাত্‌ওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করিয়াছিলেন। ইব্‌ন কাছ'ীরও আল-বিদায়া গ্রন্থে এই বিষয়টি লিখিয়াছেন। তাঁহার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁহার শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং ৬৮১/১২৮২ সনে পিতার ইনতিকালের পর তাঁহার স্থলে হা'ম্বালী ফিক্‌'হ-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রতি শুক্রবার তিনি কু'রআনের তাফসীর করিতেন। কু'রআন সম্পর্কিত জ্ঞান, হা'দীছ', ফিক্‌'হ 'ইল্‌মে দীন ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার দরুন তিনি প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের অকাট্য বর্ণনাসমূহের প্রতি এমন প্রমাণ দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন করেন যাহা যদিও কু'রআন ও হ'াদীছ' হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত উহা অনবহিত ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মতামতের দরুন অন্যান্য দৃঢ় 'আকীদাসম্পন্ন মায'হাবসমূহের বহু 'আলিম তাঁহার শত্রুতে পরিণত হন। তাঁহার বয়স তিরিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহাকে তৎকালীন সরকার প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। ৬৯১/১২৯২ সনে তিনি হজ্জ পালন করেন। রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৬৯৯/নভেম্বর-ডিসেম্বর ১২৯৯ অথবা ৬৯৮ হিজরীতে তিনি হামাত হইতে কায়রোয় প্রেরিত আল্লাহ্‌র সি'ফাত সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জওয়াব প্রদান করেন যাহাতে শাফি'ঈ 'উলামা' অসন্তুষ্ট হন এবং জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। অবশেষে তাঁহাকে শিক্ষকের পদ হইতে অপসারিত হইতে হয়। এতদসত্ত্বেও সেই বৎসরই তাঁহাকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দানের দায়িত্বও দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশে তিনি পরবর্তী বৎসর কায়রো গমন করেন। এই পদমর্যাদায় তিনি দামিশ্‌কের নিকটবর্তী শাক'হ'াব-এর বিজয়ে শরীক ছিলেন যাহা মোঙ্গ'লদের বিরুদ্ধে অর্জিত হইয়াছিল। ৭০৪/১৩০৫ সনে তিনি সিরিয়ায় জাবাল কাসারওয়ান-এর লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার পর [তন্মধ্যে ইসমা'ঈলী, নুস'ায়রী ও হা'কিমী অর্থাৎ দুরূযও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহারা 'আলী ইব্‌ন আবী ত'ালিব (রা)-এর নিষ্পাপ হওয়ার উপর ঈমান রাখিত এবং রাসূলুল্লাহ (স')-এর স'াহাবীদেরকে কাফির মনে করিত। তাহারা না স'ালাত আদায় করিত, না স'াওম পালন করিত এবং শূকরের মাংস খাইত ইত্যাদি (মার'ঈ, কাওয়াকিব, ১৬৫)] ১২ রামাদান, ৭০৫/১৩০৬ সনে শাফি'ঈ কাযীর সহিত কায়রো প্রস্থান করেন, যেখানে তিনি ২২ রামাদ'ান উপস্থিত হন। পরবর্তী দিন তিনি কতক বিচারক ও প্রখ্যাত ব্যক্তির সম্মুখীন হন, যাহাদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন ভারতীয় 'আলিম শায়খ স'াফিয়্যুদ-দীন আল-হিন্দী (মৃ. ৭১৫/১৩১৫)। সুলত'ানের দরবারে পাঁচটি বৈঠক হয়। অবশেষে উক্ত হিন্দী শায়খের সুপারিশক্রমে ইব্‌ন তায়মিয়া (র) ও তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় 'আবদুল্লাহ ও 'আবদু'র-রাহ'ীমকে পাহাড়ী দুর্গের তলদেশ সংলগ্ন বন্দীশালায় (জুব) আবদ্ধ করা হয় (সুবকী, তাবাকাত, ৫খ, ২৪০), যেখানে তিনি দেড় বৎসর পর্যন্ত থাকেন। শাওওয়াল ৭০৭/১৩০৭ সনে একটি পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া যাহা তিনি ফিরকা-ই ইত্তিহ'াদিয়্যা (দ্র. মাদ্দা-ই ইত্তিহ'াদ)-এর বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত বাক-বিতণ্ডা হয়; কিন্তু যে সকল দলীল-প্রমাণ তিনি তাঁহার সপক্ষে পেশ করেন উহাতে তাঁহার শত্রুপক্ষ একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়ে। তাঁহাকে ডাক বিভাগের লোকের সহিত দামিশক' প্রেরণ করা হয়, কিন্তু সফরের প্রথম মনযিল অতিক্রম করামাত্র তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হয় এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে বিচারকের কারাগার হ'ারাতু'দ-দায়লাম-এ ১৮ শাওয়াল, ৭০৭ হি.-তে অর্থাৎ দেড় বৎসর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। এই সময়টি তিনি কারাগারে কয়েদিগণকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর কিছু দিন মুক্ত থাকিবার পর তাঁহাকে ইস্‌কান্দারিয়ার কিল্লাতে (বুরূজ) বন্দী করা হয়। ইহার পর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি সুলত'ান আন-নাসি'রকে তাঁহার শত্রুপক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে ফাত্‌ওয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও সুলত'ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন।

যু'ল-কা'দা ৭১২/ফেব্রুয়ারী ১৩১২ সনে তাঁহাকে সিরিয়া অভিমুখে গমনকারী সেনাদের সহিত যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে তিনি বায়তু'ল-মাকদিস হইয়া দীর্ঘ সাত বৎসর ও সাত সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকিবার পর পুনরায় দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন। এখানে পৌঁছিয়া তিনি পুনরায় শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু জুমাদাল-উখ্‌রা ৭১৮/ আগস্ট ১৩১৮ অথবা ইব্‌ন হ'াজার-এর বক্তব্য অনুযায়ী ৭১৯ হিজরীতে এক শাহী নির্দেশে তাঁহাকে ত'ালাক' সম্পর্কে কসম (শপথ) [তালাক' বি'ল-য়ামীন অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে কোন কাজ করিবার কিংবা না করিবার ক্ষেত্রে ত'ালাক' প্রদানের কসম খাইয়া বসা] করার ব্যাপারে ফাত্‌ওয়া দিতে নিষেধ করা হয়। ইহা এমন একটি বিষয় ছিল যাহাতে তিনি বেশ কিছু শিথিলতর ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন যাহা অন্য তিন সুন্নী মায'হাব গ্রহণ করিত না (ইব্‌নু'ল-ওয়ারদী, তা'রীখ, ২খ, ২৬৭), বরং তাঁহার ধারণামতে যে ব্যক্তি এইরূপ কসম খাইবে, যদিও তাহাকে বিবাহচুক্তি পূর্ণ করিতে হইবে, তথাপি কাযী তাহাকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। এই নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে রাজাব ৭২০/আগস্ট ১৩২০ সনে দামিশ্‌ক-এর দুর্গে বন্দী করা হয়। পাঁচ মাস আঠার দিন পর সুলত'ানের নির্দেশে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি যথারীতি শিক্ষা-দীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎপর তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার উক্ত ফাত্‌ওয়া সম্পর্কে অবহিত হয় যাহা তিনি দশ বৎসর পূর্বে (৭১০/১৩১০ সনে) আওলিয়া' ও আম্বিয়া'র মাযারসমূহে গমন সম্পর্কে প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব শা'বান

৭২৬/জুলাই ১৩২৬ সনে সুলত'ানের নির্দেশে তাঁহাকে পুনরায় দামিশকের দুর্গে নজরবন্দি করা হয়। এখানে তাঁহাকে এক পৃথক কক্ষ প্রদান করা হয়; তাঁহার ভ্রাতা শারাফু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ'মানের উপর যদিও কোন অভিযোগ ছিল না, তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় ভ্রাতার কারাসঙ্গী হন। এখানে ইব্‌ন তায়মিয়া, তাঁহার ভ্রাতার সহযোগিতায় কুরআনের তাফ্‌সীর, নিজের কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা ও সেই সকল মাস'আলার উপর গ্রন্থ রচনা করিতে আত্মনিয়োগ করেন যাহার দরুন তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে অবহিত হইল তখন তাঁহাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী, কাগজ ও কালি-কলম হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহাতে তিনি বড় আঘাত পান। তখন তিনি কয়লা দ্বারা কারাগার প্রাচীরে লিখিতে থাকেন। তিনি সালাত ও কু'রআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সান্ত্বনা কামনা করেন, কিন্তু বিশ দিনের মধ্যেই রবি ও সোমবারের মধ্যবর্তী রাত্র ২০ যু'ল-কা'দা, ৭২৮/২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ১৩২৮ সনে ইনতিকাল করেন। আইম্মাতু'ল-মুহ'দ্দিছীন শায়খ য়ূসুফ আল-মাযী প্রমুখ তাঁহাকে গোসল দেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা ইমাম শারাফু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৭২৭হি.)-এর পার্শ্বে মাক'াবির-ই-সূফিয়াতে 'আসরের কিছু পূর্বে দাফন করা হয়। সেই দিন দোকানপাট বন্ধ থাকে। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁহার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং আনুমানিক দুই লক্ষ পুরুষ ও পনের হাজার স্ত্রীলোক তাঁহার জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল (ইব্‌ন রাজাব, ত'াবাক'াত)। তাঁহার জানাযা চার স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ঃ প্রথমবার দুর্গে, দ্বিতীয়বার দামিশ্‌ক-এর জামে' মস্‌জিদে, তৃতীয়বার শহরের বাহিরে এক প্রশস্ত ময়দানে এবং চতুর্থবার সূফী কবরস্থানে। এই শেষোক্ত স্থানে কিছু বিশেষ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাও জানাযা স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন। এই কারণে কোন কোন আলোচনায় এই জানাযা-র উল্লেখ পাওয়া যায় না। বায্‌যায বলেন, আমাদের এমন কোন শহরের কথা জানা নাই যেখানে ইমাম তাকি'য়্যু'দ-দীন ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিয়াছে, অথচ তাঁহার জানাযার স'ালাত পড়া হয় নাই (মাজমূ'উ'দ্‌-দুরার, পৃ. ৪৬)। চীনের ন্যায় দূর দেশেও জানাযার স'ালাত আদায় করা হইয়াছে (ইব্‌ন রাজাব)। সূফিয়া কবরস্থানের অবশিষ্ট কবরসমূহ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং উহার উপর সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ নির্মাণ করা হইয়াছে। একমাত্র ইব্‌ন তায়ামিয়া (র)-এর কবর অক্ষুণ্ন আছে।

ইব্‌নু'ল-ওয়ারদী (মৃ. ৭৪৯ হি.) কাসীদা-ই তাইয়াঃ-তে ও অন্য আরও অনেকে যাঁহাদের নাম ইব্‌ন কাছ'ীর আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া-তে ও মার'আ আল-ক'ারামী আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্‌রিয়্যা-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেমন যাহাবী, ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী, মাহ্‌মূদ ইব্‌ন আছীর, ক'াসিম আল-মুকির্‌রী, ইব্‌নু'ল-আছীর প্রমুখ তাঁহার শোক জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র) ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁহার অন্ধ অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার জীবনীকার মার'আ স্বীয় গ্রন্থ আল-কাওয়াকিব (পৃ. ১৮৪ প.)-এ কিছু এমন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে তিনি তাক্'লীদ (দ্র.) বরং ইজমা' (দ্র.) পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থে তিনি কু'রআন ও হ'াদীছে'র হুকুমসমূহের শাব্দিক অনুসরণ করেন; তবে বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করিতে গিয়া (বিশেষ করিয়া মাজমূ'আতু'র-রাসাইলি'ল-কুবরা, ১খ, ৩০৭-এ) তিনি কিয়াস-এর প্রয়োগ অবৈধ মনে করেন নাই। এই কারণে তিনি একটি পূর্ণ পুস্তিকা (ঐ, ২খ., ২১৭) এই প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসর্গ করিয়াছেন।

তিনি বিদ'আতের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি 'ওয়ালীগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী' এই বিশ্বাসের ও মাযার যিয়ারতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কি বলেন নাই, কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশে সফর কর ঃ মক্কার মাসজিদু'ল-হ'ারাম, বায়তু'ল-মাক'দিস ও আমার মসজিদ" (ঐ, ২খ, ৯৩)? কোন ব্যক্তি যদি কেবল নবী কারীম (স)-এর মাযার যিয়ারাতের উদ্দেশে সফর করে তবে ইহাও এক অবৈধ কাজ হইবে (ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছামী, ফাতাওয়া, পৃ. ৮৭)। ইহার বিপরীত আশ্‌-শা'বী ও ইব্‌রাহীম আন্‌-নাখ'ঈ-এর মত অবলম্বনে তাঁহার নিকট কোন মুসলমানের মাযারে গমন করা এই ক্ষেত্রে পাপ হইবে যখন উহার জন্য সফর করা অথবা কোন নির্দিষ্ট দিনে যাওয়া পড়িবে। এই সকল বাধ্যবাধকতার সহিত তিনি কবর যিয়ারতকে এক অন্যায় প্রথা জ্ঞান করিতেন (স'াফিয়্যু'দ-দীন আল-হ'ানাফী, আল-কাওলু'ল-জালী, পৃ. ১১৯ প.)।

ফাক'ীরদের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা হইল যে, তাঁহারা দুই প্রকারেরঃ প্রথম হইল যাঁহারা নিজেদের কৃচ্ছ্র ও দীনতা, নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের দরুন প্রশংসার যোগ্য; দ্বিতীয় হইল যাহারা মুশরিক, মুবতাদি' ও কাফির। ইহারা কুরআন ও হ'াদীছ' পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার পথ অবলম্বন করে (আদ্‌-দুরারু'ল-কামিনা)।

কবিত্ব ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র)-এর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ছিল না এবং কাব্য ও কবিত্বের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কও ছিল না । তবে তিনি কাব্যমনা ছিলেন এবং এই কারণে তিনি কখনও কখনও কবিতার মাধ্যমে নিজের 'ইবাদাত স্পৃহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই রঙে কোন কোন জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের জওয়াবও প্রদান করিয়াছেন। একবার এক যি'ম্মী য়াহূদীর তরফ হইতে ক'াদ্‌র (ভাগ্য) সম্পর্কিত বিষয়ে আটটি কবিতা লিখিয়া তাঁহার নিকট পেশ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তরে ১১৯টি কবিতা লিখিয়া দেন (আদ-দুরারুল-কামিনা, কিন্তু ইব্‌ন কাছ'ীর কবিতার সংখ্যা ১৮৪টি উল্লেখ করিয়াছেন)। কথিত আছে, যি'ম্মীর ভাষায় এই প্রশ্ন আস্‌-সাকাকীনী (মৃ. ৭২১ হি.) পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইমাম শা'রানী স্বীয় গ্রন্থ আল-য়াওয়াকীত ওয়া'ল-জাওয়াহির (পৃ. ১৬০)-এ লিখেন যে, এই প্রশ্ন স'াদরু'দ্‌- দীন কূ'নূবীর তরফ হইতে পেশ করা হইয়াছিল। এমনিভাবে রাশীদু'দ্‌-দীন 'উমার আল-ফারানী এক কবিতা সমষ্টি রচনা করেন, তিনি ৯৯টি পংক্তির একটি কবিতার মাধ্যমে উহার উত্তর দেন। তাঁহার কবিতা আল-বিদায়া, ত'াবাক'াত-ই সুবকী ও ফাতাওয়া হ'ালাবিয়্যা-তে বিদ্যমান আছে।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র) কুরআন ও হ'াদীছে'র সেই সকল পাঠের শাব্দিক তাফসীর করিতেন যাহা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত। এই 'আক'ীদা তাঁহার উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ইব্‌ন বাত্তূত'া-এর বর্ণনা অনুযায়ী একদিন তিনি দামিশ্‌কে মসজিদের মিম্বর হইতে বলেন, "আল্লাহ আসমান হইতে ধরাতে এমনভাবে অবতরণ করেন যেমন আমি এখন অবতরণ করিতেছি" এবং মিম্বর হইতে এক সিঁড়ি নামিয়া আসেন (?) [তু. বিশেষ করিয়া মাজমূ'আতু'র-রাসাইলি'ল-কুব্‌রা', ১খ, ৩৭৮ প.]।

তিনি লেখনী ও বক্তৃতা উভয় পদ্ধতিতে ইসলামী দল, যেমন খারিজী, মুরজি'ঈ, রাফিদী, ক'াদরী, মু'তাযিলী, জাহ্‌মী, কাররামী, আশ'আরী প্রভৃতির সহিত মুকাবিলা করেন (রিসালাতু'ল-ফুরক'ান, স্থা.; পূর্বোক্ত মাজমূ'আঃ ১খ, ২)। তিনি বলিতেন, আল-আশ'আরীদের কালাম সংক্রান্ত

'আকীদাসমূহ কেবল জাহ্‌মিয়া, নাজ্জারিয়্যা, দ'রারিয়্যা প্রভৃতির মতবাদের সমষ্টিমাত্র। ক'াদর, আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ, আহ'কাম, ওয়া'ঈদ-এর বাস্তবায়ন ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল (ঐ, ১খ, ৭৭, ৪৪৫ প.)।

অনেক বিষয়ে তিনি কোন কোন ফাকীহ-এর সহিত মতানৈক্য পোষণ করিতেন। যেমনঃ (১) তিনি তাহ্‌লীল প্রথা গ্রহণ করিতেন না, যাহার দ্বারা কোন স্ত্রী, যে তিন ত'ালাকে'র মাধ্যমে চূড়ান্ত ত'ালাকপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমন এক ব্যক্তির সহিত অন্তর্বর্তীকালীন বিবাহের পর যে ইহা মানিয়া লইয়াছে যে, সে (মুহ'াল্লিল অর্থাৎ হ'ালালকারী) বিবাহের অব্যবহিত পরই তাহাকে তালাক' দিবে, পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে; (২) তাঁহার মতে ঋতুকালীন যে ত'ালাক' দেওয়া হইবে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; (৩) যে শুল্ক (ট্যাক্স) আল্লাহ্‌র আদেশ কর্তৃক ফরয করা হয় নাই তাহা বৈধ এবং কোন ব্যক্তি যদি এই কর আদায় করে তাহা হইলে তাহার যাকাত মাফ হইয়া যায়; (৪) ইজমা বিরোধী মত পোষণ করা কুফরও নহে এবং পাপও নহে।

কথিত আছে, আস'-স'ালিহি'য়্যা-র আল-জাবাল মসজিদের মিম্বরে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত 'উমার (রা) ইব্‌নু'ল-খাত্তাব অনেক ভুল করিয়াছেন। 'আল্লামা তূ'খী লিখিয়াছেন যে, পরে ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র) ইহার উপর অনুশোচনাও প্রকাশ করিয়াছেন (আদ্-দুরারু'ল- কামিনা, ১খ, ১৫৪) এবং মিনহাজু'স-সুন্নাতে তিনি হযরত উমার (রা)-এর ভূয়সী প্রশংসা ও গুণগান করিয়াছেন। এক বর্ণনামতে তিনি বলিয়াছেন যে, 'আলী ইব্‌ন আবী ত'ালিব (রা) ৩০০টি (তু. আদ-দুরারু'ল- কামিনা, ১খ, ১৫৪, যেখানে ১৭টি ভুলের উল্লেখ আছে) ভুল করিয়াছেন। ঘটনা হইল, জাবাল কিসরাওয়ান-এর জনৈক উগ্র শী'আ 'আলী (রা)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়। তিনি ইতিহাস পেশ করেন এবং বলেন যে, ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ও 'আলী (রা)-এর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কয়েকবার মতানৈক্য দেখা দেয় এবং রাসূলুল্লাহ (স) ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। কিসরাওয়ানীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে এবং তাহারা ইসলামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদেরকে কয়েকবার সাহায্যও করিয়াছে এবং ইহারা আসহাব-ই ছালাছা (প্রথম তিন খলীফা) ও আ'ইম্মা-ই দীনকে মুরতাদ বলিয়া গণ্য করিত।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর এই সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই ছিল যে, 'ইসমাত (পবিত্র) একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যথায় তিনি স'াহাবীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করিতেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল-'আকীদাতু'ল-হ'ামাবি'য়্যা-তে লিখেন, "মুতাকাল্লিমদের ধারণা হইল যে, স'াহাবী ও তাবি'ঈগণ সাদাসিধা ঈমান ও 'আকীদার অধিকারী ছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা খুবই কম ছিল এবং আয়াত ও নুসূসের মধ্যে অনুসন্ধানের যোগ্যতা মোটেই ছিল না...ইহা এমন এক দাবি, যাহাকে ভীতিকর অজ্ঞতারই ফল বলা যাইতে পারে। কতই না ভাল হইত যদি এই মূর্খরা জানিতে পারিত যে, তাঁহারা সংশয় ও সন্দেহের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া ঈমান ও বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল জগতসমূহে পৌছিয়াছিলেন! তাঁহাদের পথে সন্দেহের কোন কাঁটা ছিল না, ধারণা ও সংশয়ের কোন অবকাশ, যুক্তি ও দর্শনের বিভ্রান্তি ছিল না, তাঁহাদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হক ও সত্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী উন্মুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারা কুফর ও নাফরমানীর অন্ধকারে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। তাঁহারা কুরআন হাতে লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মুখে সর্বোত্তম বাস্তব চিত্র পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাব সোচ্চার ছিল এবং তাঁহাদের জ্ঞান বানূ ইসরা'ঈলের নবীদের চাইতে কম ছিল না...তাঁহাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাধীন চিন্তা ও বিস্ময়কর অনুধাবন শক্তি পরিমাপের জন্য কোন পাত্র বিদ্যমান নাই।" ইব্‌ন তায়মিয়া আল-গ'াযালী (র), মুহ্‌য়ি'দ-দীন ইব্‌নু'ল-'আরাবী, 'উমার ইব্‌নু'ল-ফারিদ ও সাধারণত সূফি'য়াদের ধারণাসমূহের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ইব্‌ন তায়মিয়া (র) ইমাম গ'াযালী (র)-র সেই সকল দর্শনগত ধারণারও সমালোচনা করিয়াছেন যাহা তিনি 'আল-মুনকিয মিনা'দ-দালাল', বরং ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন-এ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে [ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-র বক্তব্য অনুযায়ী] অনেক জাল হাদীছ পাওয়া যায়। তিনি বলিতেন, সূ'ফী ও মুতাকাল্লিমূন হইল একই নৌকার আরোহী (মিন ওয়াদিন ওয়াহি'দিন)। ইব্‌ন তায়মিয়া (র) গ্রীক দর্শন ও উহার ইসলামী প্রতিনিধি, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন সীনা ও ইব্‌ন সাব'ঈন-এর উপর তীব্র হামলা করেন এবং বলেন, "দর্শন কি মানুষকে কুফরীর দিকে লইয়া যায় না? উহা কি অনেকখানি উক্ত মতপার্থক্যের কারণ নহে যাহা ইসলামের আশ্রয়ে লালিত হইয়াছে?"

ইসলাম যেহেতু য়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদের উত্তম বদলা হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিল এই কারণে ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-কে স্বভাবত উল্লিখিত ধর্ম দুইটির সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে নিজেদের পবিত্র গ্রন্থের কোন কোন শব্দের অর্থ বিকৃত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার পর (দ্র. তাঁহার রচনাবলী, সংখ্যা ৩৫, ৪০, ৪৩ ও ৪৫) তিনি য়াহূদীদের উপাসনালয়সমূহ ও বিশেষ করিয়া গির্জাসমূহের তদারক অথবা উহা নির্মাণের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখেন (তু. সংখ্যা ৪৬)।

কোন কোন মুসলিম মনীষী ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর দৃঢ় 'আকীদাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে একমত নহেন। উক্ত মনীষীদের মধ্য হইতে যাঁহারা তাঁহাকে মুলহিদ বলিয়া মনে করিতেন নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইলঃ ইব্‌ন বাত্তুতা, ইব্‌ন হাজার আল-হায়ছামী, তাজু'দ-দীন সুবকী, তাকি'য়্যু'দ-দীন আস-সুবকী ও তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব, 'ইয্‌যু'দ-দীন ইব্‌ন জামা'আ, আবূ হ'ায়্যান আজ'-জ'াহিরী আল-আন্দালুসী প্রমুখ। অনেকে আবার এতদূর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-কে শায়খু'ল-ইসলাম বলে, সেও কাফির এবং উহা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌রকে 'আর্-রাদ্দু'ল-ওয়াফির' গ্রন্থ লিখিতে হয়। অনুরূপভাবে ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামীর সমালোচনার জবাবে মাহ'মূদ আল-আলূসী (মৃ. ১৩১৭ হি.) জিলা'উ'ল-'আয়নায়ন লিখেন, তথাপি তাঁহার নিন্দাকারীদের তুলনায় প্রশংসাকারীদের সংখ্যা অধিক। যেমন তাঁহার শাগরিদ ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আয'-য'াহাবী, ইব্‌ন কু'দামা ইব্‌ন কাছ'ীর, আস-স'ারস'ারী আস'-সূফী, ইব্‌নু'ল-ওয়ারদী, ইব্‌রাহীম আল-কাওরানী, 'আলী আল-ক'ারী আল হারাবী, মাহ'মূদ আল-আলূসী প্রমুখ। অনেকে আবার এতদূর বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞান সংক্রান্ত দিয়ানাত ইসলামী ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের পথে কোথাও হোঁচট খায় নাই। ইব্‌ন তায়মিয়া (র) সম্পর্কে এই মতপার্থক্য আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যেমন য়ূসুফ আন-নাবহানী নিজ গ্রন্থ 'শাওয়াহিদুল-হ'াক্ক ফি'ল-ইসতিগাছা বি-সায়্যিদিল-খাল্‌ক' (কায়রো ১৩২৩ হি.)-এ তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং আবু'ল-মা'আলী আশ-শাফি'ঈ

আস-সুলামী উহার প্রত্যাখ্যানে 'গায়াতু'ল-আমানী ফি'র-রাদ্দি 'আলা'ন-নাবহানী' গ্রন্থ (কায়রো ১৩২৫ হি.?) প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া মুহ'াম্মাদ সা'ঈদ মাদরানী ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর বিরুদ্ধে আত-তনবীহ বি'ত্-তান্‌যীহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন (হায়দারাবাদ ১৩০৯ হি.)। উহার জওয়াবে আহ্'মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম নাজদী 'তানবীহু'ত্-তানবীহ ওয়া'ল-গ'াবী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন (মিসর ১৩২৯ হি.)। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতেন। তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে 'আল্লামা কামালু'দ্-দীন আয্-যাম্‌লাকানী (মৃ. ৭২৭ হি.)-র নামও রহিয়াছে। তিনি বলেন, 'হুওয়া হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-কাহিরা, হুওয়া বায়নানা 'উজ্‌বাতু'ত-দাহ্‌র' অর্থাৎ ইব্‌ন তায়মিয়া দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কঠোর দলীল এবং তিনি আমাদের মাঝে যুগের বিস্ময় (আল-বিদায়া)। আবূ হ'ায়্যানও (মৃ.৭০২ হি.) তাঁহার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তিনিও বলেন, তিনি জ্ঞানের সাগর যাহার তরঙ্গমালা মুক্তা উত্তোলন করে (আল-কাওলু'ল-জালী)। ইব্‌ন বাত্তূতা তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে এতদূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বৎসরের পর বৎসর ভ্রমণ করিবার পর যখন দেশে ফিরিতেন তখনও তাঁহার অন্তরে ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর মর্যাদার ছাপ সুস্পষ্ট থাকিত। তিনি লিখেন ঃ كان ابن تيمية كبير الشام يتكلم فى الفنون وكان اهل دمشق يعظمونه اشد التعظيم رحلة ابن بطوطه 'ইব্‌ন তায়মিয়া (র) সিরিয়ার এক মহান ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং দামিশকবাসীর দৃষ্টিতে খুবই শ্রদ্ধেয় ও মর্যাদাবান ছিলেন'।

আমরা জানি, ওয়াহ্‌হাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক দামিশ্‌কের হ'াম্বালী 'আলিমদের সহিত ছিল এবং এই কারণে স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে উপকৃত হন, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন তায়মিয়া (র) ও তাঁহার শাগরিদ ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (দ্র.)-র শিক্ষা হইতে। এই কারণে ওয়াহ্‌হাবী 'আকীদার নীতিমালা উহাই যাহার জন্য এই মহান হাম্বালী 'আলিম সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-র দলীল গ্রহণের পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হইতে দলীল গ্রহণ করিতেন। আলোচ্য প্রবন্ধ সম্পর্কিত সকল আয়াত একত্র করিতেন এবং উহার শব্দসমূহ হইতে অর্থ নির্ধারণ করিতেন। অতঃপর হ'াদীছ' দ্বারা প্রমাণ পেশ করিতেন, হ'াদীছে'র রাবীদের যাচাই-বাছাই করিতেন এবং রিওয়ায়াতের দিক দিয়া নিরীক্ষা করিতেন। অতঃপর সাহাবীদের পদ্ধতি ও চারজন ফাকীহসহ অন্যান্য প্রখ্যাত ইমামের মতামতসমূহ আলোচনাভুক্ত করেন এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি নিজ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করেন।

ইব্‌ন শাকির লিখেন যে, তিনি বড়ই মুত্তাক'ী, পরহেযগার ও শ্যারী'আতের বিধান কঠোরভাবে পালনকারী ছিলেন। নাররাজ বলেন যে, তিনি অহংকারপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতেন না এবং 'আলিমদের জুব্বা ও পাগড়ী পসন্দ করিতেন না; তাঁহার পোশাক একেবারে সাধারণ মানুষের পোশাকের ন্যায় হইত, যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পর্কে অনেকে নানারূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ইব্‌ন ফাদ্‌লুল্লাহ বলেন যে, যদি এই সকল স্বপ্ন একত্র করা হয় তাহা হইলে এক বিরাট গ্রন্থ প্রস্তুত হইবে।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র) সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আয-য'াহাবী বলেন যে, তিনি সুদর্শন ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শুভ্র রং, প্রশস্ত স্কন্ধ, স্বর সুউচ্চ এবং মিষ্টি, চুল কাল ও ঘন এবং চক্ষুদ্বয় সমুজ্জ্বল, যাহাতে প্রতিভার নিদর্শন সুস্পষ্ট (আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ১খ, ১৫১)।

তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার বংশের সকলে তায়মিয়্যার দিকে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকগণ উহার যে সকল কারণ বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইব্‌ন নাজ্জার-এর ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্য। তাহা এই যে, তায়মিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্য হইতে আবু'ল-কাসিম আল-খিদর-এর এক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী দাদী ছিলেন এবং গোটা পরিবার ও বংশ এই বিজ্ঞ মহিলার প্রতি সম্পর্কিত। ইব্‌ন র'াজাব-এর এই বর্ণনার সমর্থন ইব্‌ন কাছ'ীর-এর গ্রন্থ ইখতিসা'রু 'উলূমি'ল-হাদীছ (পৃ. ৮৬) হইতেও পাওয়া যায়।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর বক্তৃতা সভায় প্রচুর লোক উপস্থিত হইত। উল্লেখ্য যে, তাঁহার তেজস্বী রচনাবলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন পরবর্তী কালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব নাজদী, জামালু'দ্-দীন আফগ'ানী, মিসরের মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু, হিন্দুস্তানের শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, মাওলাবী 'আবদুল্লাহ গাযনাবী, নাওয়াব সিদ্দীক হ'াসান খান, আবু'ল-কালাম আযাদ, 'আবদু'ল-ক'াদির, মেহেরবান ফাখরী মাদরাজী (মৃ. ১২০৪ হি.) এবং বাকির আগাহ মাদরাজী (মৃ. ১২২০ হি.)।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র) প্রায় পাঁচ শত গ্রন্থের প্রণেতা (معجم الشيوخ الدرر الكامنة : بلغت مؤلفاته فى حال حياته نحو خمسمائة مجلدا او نحوها) বলিয়া উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কেবল নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ অবশিষ্ট আছে (অন্যগুলির কেবল নাম জানা আছে, তন্মধ্যে ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী (পৃ. ১৬৪), সিদ্দীক-হ'াসান খান (ইত্‌হাফু'ন-নুবালা') ও গুলাম জীলানী বার্‌ক তাঁহার ইব্‌ন তায়মিয়া (র) পুস্তকে ৪৮০টি গ্রন্থের নাম বর্ণানুক্রম অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর সিরাজুল হক তাঁহার Ibn Taimiya and His Projects of Reform গ্রন্থে (পৃ. ১৮৪-৯৮) ২৫৬টি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন ঃ (১) রিসালাতু'ল-ফুরকান (আল-ফারুক) বায়না'ল-হ'াক'কি ওয়া'ল-বাতিল; (২) معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفرعه قد بينها الرسول ফালসাফী ও কারমাতীদের প্রতিবাদে, যাহাদের মতবাদ হইল, নবীগণ বিশেষ অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারেন ইত্যাদি; (৩) আত'-তি'বয়ান ফী নুযূলি'ল-কু'রআন; (৪) الوصية فى الدين والدنيا المعروف به الوصية الصغرى; (৫) রিসালাতু'ন্-নিয়্যা ফি'ল-'ইবাদাত; (৬) رسالة فى العرش هل هو كرى ام لا; (৭) আল-ওয়াসিয়্যাতু'ল-কুবরা (উর্দূ অনু. আবু'ল-কালাম আযাদ, লাহোর ১৯৪৭ খৃ.); (৮) আল-ইরাদাতু ওয়া'ল-আম্‌র; (৯) আল-'আক'ীদাতু'ল-ওয়াসিতি'য়্যা (উর্দূ অনু. সং. মালিক'ান দারু'ত-তারজামা ওয়া'ল-ইশা'আ, তাসানীফ ইব্‌ন তায়মিয়্যা, লাহোর); (১০) আল-মুনাজিরাতু ফি'ল-'আকীদাতি'ল-ওয়াসিতিয়্যা; (১১) আল- 'আক'ীদাতু'ল-হ'ামাবিয়্যাতি'ল-কুবরা; (১২) রিসালাতু ফি'ল-ইসতিগাছা; (১৩) আল-ইক্‌লীল ফি'ল-মুতাশাবিহ্ ওয়া'ত-তা'বীল; (১৪) রিসালাতু'ল-হ'ালাল; (১৫) রিসালাত ফী যিয়ারাতি বায়তি'ল-মাকদিস; (১৬) রিসালাতু ফী মারাতিবি'ল-ইরাদা; (১৭) রিসালাতু ফি'ল-ক'াদা' ওয়া'ল-ক'াদ্‌র; (১৮) রিসালাতু ফি'ল-ইহ্ তিজাজ বি'ল-ক'াদ্‌র; (১৯) রিসালাতু ফী দারাজাতি'ল-য়াক'ীন (উর্দূ অনু, সং মালিকান দারু'ত-তারজামা ওয়া'ল-ইশা'আ, তাসানীফ ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যা, লাহোর ১৩৪৭ হি.); (২০) كتاب بيان الهدى من الضلال فى امر الهلال; (২১) রিসালাতু ফী সুন্নাতি'ল-জুমু'আ; (২২) তাফসীরু'ল-মু'আব্বিযাতায়ন (উর্দূ অনু. মালিকান দারু'ত-তারজামা ওয়া'ল-ইশা'আ, তাসানীফ ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া,

লাহোর); (২৩) রিসালাতু ফি'ল-'উকূদি'ল-মুহ'াররামা; (২৪) রিসালাতু ফী মা'না'ল-কিয়াস; (২৫) রিসালাতু ফি'স-সামা'ই ওয়া'র-রাক্স (উর্দূ অনু. উজুদ ওয়া সামা', 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী, লাহোর ১৯৪৬ খৃ; কাওয়ালী-'আবদু'র- রায্যাক মালীহ আবাদী, লাহোর ১৩৪০ হি.); (২৬) রিসালাতু ফি'ল-কালাম 'আলা'ল-ফিত্রা; (২৭) رسالة فى الاجوبة رسالة فى رفع الحنفى يديه (২৮) عن احاديث القصاص فى الصلوة (২৯) কিতাবু মানাসিকি'ল-হ'াজ্জ। এই সকল ছোট রিসালাকে একত্র করিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-কুব্রা (কায়রো ১৩১৩ হি., ৮৭৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত); (৩০) الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان কায়রো ১৩১০ হি., ৮৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত, ১৩২৩ হি., ১৩২৫ হি., লাহোর ১৩২১ হি.; ইহা ছাড়া মাজমূ'আতু'ত- তাওহ'ীদ-এর সহিত দিল্লী হইতে ১৮৯৫ খৃ. (উর্দূ অনু. গুলাম রাব্বানী. লাহোর ১৯৩০ খৃ.); (৩১) الواسطة بين الخلق والحق يا الواسطة بين الحق والخلق কায়রো ১৩১৮ হি. (উর্দূ অনু. আল-'উরওয়াতু'ল-উছ'কা, আল-হিলাল বুক এজেন্সী) (৩২) রাফ'উ'ল- মালাম 'আনি'ল-আ'ইম্মাতি'ল-আ'লাম, কায়রো ১৩১৮ হি.; (৩৩) কিতাবু'ত-তাওয়াসসুল ওয়া'ল-ওয়াসীলা, কায়রো ১৩২৭ হি., দ্বিতীয় সং. দামিশ্ক' ১৩৩১ হি., ২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত (উর্দূ অনু. কিতাবু'ল-ওয়াসীলা, 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আদী, দ্বিতীয় সং., লাহোর ১৯৫১ খৃ.); (৩৪) كتاب جواب اهل العلم والايمان بتحقيق ما اخبربه رسول الرحمن من ان قل هو الله احد تعدل (تعالد) ثلث القرآن কায়রো ১৩২২ হি. (তু. Revue Afric., ১৯০৬ খৃ. পৃ. ২৬৭); (৩৫) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ইহা সায়দা' ও আনতাকিয়া-র উসকাফ পলের (Paul) একটি পত্রের জওয়াব, যাহাতে ইমাম ইব্ন তায়মিয়া খৃস্টবাদের অসারতা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, কায়রো ১২২২-১৩২৩ হি., ১৪২৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত (তু. P. de Jong : Een Arab. Handschrift behelzende eene bestrijding Verslagen en Madedeel. in van hat Christendom 'Afd. Letterkunde dre Kon. Akad. van Wetenschapen. ৭খ., (১৮৭৮ খৃ.), ২১৮-২১৯, ২৩২-২৩৩; Revue Afric, ১৯০৬ খৃ., পৃ. ২৮৩ (উহার কয়েকটি পৃষ্ঠার উর্দূ অনুবাদ 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী করিয়াছিলেন, মুদ্রণ কলিকাতা, তা. বি.); (৩৬) আর-রিসালাতু'ল-বা'লাবাক্কিয়া, কায়রো ১৩২৮ হি. (৪৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট); (৩৭) الجوامع فى السياسة الالهية والايات النبوية বোম্বাই ১৩০৬ হি. (উর্দূ অনু. সিয়াসাতে ইলাহিয়া, আবু'ল-কাসিম রাফীক, মুদ্রণ, ফুরাগ উর্দূ সংস্থা, তা. বি.); (৩৮) فوائد مستنبطة من سورة النور তাফসীর সূরা নূর, জামি'উ'ল-বায়ান ফী তাফসীরি'ল-কু'রআন-এর প্রান্তে মুদ্রিত (আল-ঈজী কর্তৃক), চাপ সাঙ্গী, দিল্লী ১২২৬ হি., মিসর ১৩৪৩ হি., ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত; (৩৯) كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول হ'ায়দরা'বাদ ১৩২২ হি. (৬০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত); (৪০) তাখজীলু আহ্লি'ল-ইনজীল, খৃস্টবাদের প্রতিবাদে পাণ্ডু. বোডলীন লাইব্রেরী, ফিহ্রিস্ত, ২খ, ৪৫; Maracci উহার প্রয়োগ নিজ গ্রন্থ Refutatio Alcorani-এর ভূমিকাতে (Pre-dromus) করিয়াছেন; (৪১)(الرد على المسئلة النصيرية النصيرية يا فتيا فى النصيرية) সিরিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী নুসায়রীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফাত্ওয়া, ফরাসী অনু. By Guyard, in JA, সূত্র ৬, ১৮৭১ খৃ., ১৮, ১৫৮; ...১৮৭২ খৃ.; Szlisbury : Journ. Amer. of. Soc., ২, (১৮৫১ খৃ. পৃ. ২৫৭; কায়রো ১৩২৩ হি.; ইহা ছাড়া ইহার পূর্বে আর-রাসা'ইলু'ল-কুবরাতে, মিসর ১৩১৭ হি.); (৪২) আল-'আকীদাতু'ত-তাদমুরিয়্যাঃ (মিসর ১৩২৫ হি., ১২৯ পৃষ্ঠাসম্বলিত, ইহার অপর নাম تحقيق الاثبات للاماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع (৪৩) 'ইক্তিদা' (অনুরূপ ইসলামী বিশ্বকোষ, লাইডেন-এ ইক্তিফা' ও ইকতিদা', মুদ্রণ শারকিয়্যা ১৩২৫ হি. ও সিদ্দীক হ'াসান খানের আদ্-দীনু'ল-খালিস-এর হ'াশিয়ায়, সং, হিন্দুস্তান ১৩১২ হি.); الصراط المستقيم ومجانية اصحاب الجحيم য়াহূদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে, পাণ্ডু. বার্লিন, সংখ্যা ২০৮৪, মিসর ১৩২৫ হি., ২২২ পৃষ্ঠাসম্বলিত (উহার সংক্ষিপ্ত উর্দূ অনুবাদ হইল সিরাতু মুসতাক'ীম, 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী, ইন্ডিয়া বুক এজেন্সী, কলিকাতা, তা. বি.; (৪৪) জাওয়াব, 'আন লাও, লাও শব্দের আলোচনা, আস-সুয়ূতী প্রণীত আল-আশবাহ ওয়া'ন-নাজাইর, হ'ায়দরাবাদ ১৩১৭ হি., ৩খ, ৩১০-এ প্রকাশিত হয়; (৪৫) কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ন-নাসারা, পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম, পুস্তক তালিকা, নং ৮৬৫, ১; (৪৬) মাস'আলাতু'ল-কানাইস, পাণ্ডু. বিবিলিয়ে ন্যাশনাল, প্যারিস, নং ২৯৬২, ২; (৪৭) আল-কালাম 'আলা হ'াকীক'াতি'ল-ইসলাম ওয়া'ল-ঈমান, পাণ্ডু. বার্লিন; নং ২০৮৯, ইসকুরিয়াল Esc., ১৪৭৪ (একই পুস্তিকা 'কিতাবু'ল-ঈমান ওয়া'ল-ইসলাম নামে, দিল্লী ১৩১১ হি., 'আবদু'ল-লাত'ীফ প্রমুখ কর্তৃক মাজমূ'আতু'ত্-তাওহীদ-এ মুদ্রিত হইয়াছে); (৪৮) আল-'আকীদাতু'ল-মাররাকুশিয়্যা, পাণ্ডু, বার্লিন, নং ২৮০৯; (৪৯) মাস'আলাতু'ল-'উলুব্বি, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ২৩১১, বর্তমানে Tubingen-এ, Gotha, নং ৮৩/৩, মিউনিখ, নং ৮৮৫; (৫০) নাকদু তা'সীসি'ল-জাহ্মিয়্যা, পাণ্ডু. লাইডেন, নং ২০২১; (৫১) রিসালা ফী সুজূদি'ল-কু'রআন, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৩৫৭, বর্তমানে Tubingen-এ; (৫২) রিসালাঃ ফী সুজূদি'স-সাহ্বি, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৩৫৭৩, বর্তমানে Tubingen-এ; (৫৩) রিসালা ফী আওকাতি'ন-নাহী ওয়া'ন-নিযা' ফী যাওয়াতি'ল-আসবাব ওয়া গায়রিহা, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৩৫৭৪, বর্তমানে Tubingen-এ; (৫৪) কিতাবু ফী উসূলি'ল-ফিক্'হ, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৪৫৯২ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্ম কপি আছে); (৫৫) كتاب الفرق المبين بين الطلاق পাণ্ডু. লাইডেন, নং ১৮৩৪; (৫৬) মাস্'আলাতু'ল-হ'াল্ফ বি'ত-ত'ালাক', পাণ্ডু. খেদীবিয়্যা লাইব্রেরী, ফিহ্রিস্ত, ৭খ, ৫৬৫; (৫৭) আল-ফাতাওয়া, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৪৮১১- ৪৮১৮; সং. মিসর ১৩২৯ হি.; (৫৮) كتاب السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية পাণ্ডু. প্যারিস, নং ২৪৪৩-২৪৪৪; সং. মিসর ১৩২২ হি.; (৫৯) جوامع الكلم الطيبة فى الادعية পাণ্ডু. খেদীবিয়্যা লাইব্রেরী, ৭খ, ২২৮; আয়া-সূফিয়া, নং ৫৮৩, সং. বোম্বাই ১৩৪৯ হি., ১০৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (৬০) রিসালাতু'ল-'উবূদিয়্যা (উর্দূ অনু. বন্দেগী, মীর ওয়ালিয়্যুল্লাহ এবেটাবাদ ১৯২২ খৃ.); (৬১) রিসালা তানাও'উ' আল-'ইবাদাত, মিসর; (৬২) রিসালাতু যিয়ারাতি'ল-কুবূর (উর্দূ অনু. লাহোর ১৩৪৭ হি., বাংলা অনু. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, ঢাকা ১৯৮০ খৃ.); (৬৩) রিসালাতু'ল-মাজালিমি'ল-মুশ্তারিকাঃ; (৬৪) আল-হিস্বাঃ ফি'ল-ইসলাম,

মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-কুব্‌রা, পৃ. ১-২২২ ও ১-৯২-এ উক্ত রচনাবলী হইতে সংখ্যা ৫৯-৬৩, ইহার সহিত সংখ্যা ২, ৩১, ৩২, ৪১, কায়রো ১৩২৩ হিজরীতে মুদ্রিত হইয়াছে; (৬৫) الرسالة المدنية فى اجتماع تحقيق المجاز والحقيقة এবং ইব্‌ন ক'য়্যিম-এর গ্রন্থ الجيوش الاسلامية لغز والمرجئة والجهمية অমৃতসর ১৩১৪ হিজরীর শেষ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে; (৬৬) আল-ইখ্‌তিয়ারাতু'ল-'ইল্‌মিয়্যাঃ মাজমূ'আতু ফাতাওয়া ইব্‌ন তায়মিয়্যা'র চতুর্থ খণ্ডের শেষভাগে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া মিসর ১৩২৯ হি. (৩২০ পৃষ্ঠাসম্বলিত); (৬৭) ইকামাতু'দ-দালীল 'আলা ইবতালি'ত-তাহলীল, ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ডের শেষে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া মিসর ১৩২৯ হি. (৩৯০ পৃষ্ঠাসম্বলিত); (৬৮) بغية المرتاد فى الرد على متفلسفه والقرامطة والباطنة ফাতাওয়া, ৫ম খণ্ডের শেষে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া মিসর ১৩২৯ হি.; (৬৯) بيان موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول এই গ্রন্থটি মিন্‌হাজু'স-সুন্নাঃ-র হাশিয়াতে মুদ্রিত হইয়াছে, মিসর ১৩২১ হি.; (৭০) তাফসীর সূরাতি'ল-ইখ্‌লাস, হুসায়নিয়া ১৩২৩ হি., ১৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত (উর্দূ অনু. গুলাম রাব্বানী, লাহোর ১৩৪৪ হি.); (৭১) আর-রিসালাতু'ত্‌-তিস'ঈনিয়্যাঃ, মুদ্রিত হইয়াছে, (৭২) আর-রিসালাতু'স-সাব্‌'ঈনিয়্যাঃ, মুদ্রিত হইয়াছে; (৭৩) আল-রিসালাতু'ল-কুব্‌রিসিয়্যাঃ, মু. আল-মুয়া'ইদ, ১৩১৯ হি.; ২৩ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (৭৪) শারহ্‌ হাদীছ' আবী যার, মুদ্রিত হইয়াছে; (৭৫) শারহ্‌ হাদীছি'ন-নুযূল (অথবা সিফাতু'ন-নুযূল), অমৃতসর ১৩১৫ হি., ১১৬ পৃষ্ঠাসম্বলিত অথবা شرح حديث انزل القرآن على سبعة احرف খামসু রাসা'ইলি নাদিরাঃ-এ, ১৯০৭ খৃ., চতুর্থ রিসালাঃ; (৭৬) শারহু'ল-'আকীদাতি'ল-ইস্‌ফাহানিয়্যাঃ, কায়রো ১৯২৯ হি.; (৭৭) আস-সূফিয়্যাঃ ওয়া'ল-ফুকারা', মিসর ১৩২৭ হি., ৩২ পৃষ্ঠাসম্বলিত (উর্দূ অনু. মাজ'যূব, সং. মালিকান দারি'ত-তারজামাঃ ওয়া'ল-ঈশা'আঃ তাসানীফ ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, লাহোর); (৭৮) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال যাহার অপর নাম হইল فلسفة ابن رشد مع الرد على بعض مواضيعه; (৭৯) الكلم الطيب فى اذكار النبى সং. Dr. H. Wiessel., জার্মান ভাষায় অনুবাদসহ, বার্লিন ১৯১৪ খৃ.; (৮০) আল-মাসা'ইলু'ল-মারদানিয়াত (?), দামিশ্‌ক ১৩৩৩ হি.; (৮১) منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية او الرد على الروافض منهاج الكرامة فى الامامية ইব্‌ন মুতাহহার (মৃ. ৭২৬ হি.)-এর معرفة الامام গ্রন্থের জওয়াব, বূলাক ১৩২১-১৩২২ হি., ১১১৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত, উহার সংক্ষিপ্ত, কিতাবখানা-ই রামপুর, সংখ্যা ২০০ ও ৩২০-তে পাওয়া যায়; (৮২) আল-মুনতাকা মিন আখ্‌বারি'ল-মুসতাফা, পাটনা, সংখ্যা ১, ১২৬৪ এবং ১২৬; (৮৩) মুকাদ্দামাঃ ফী উসূলি'ত-তাফসীর, দামিশ্‌ক ১৯৩৬ খৃ. (উর্দূ অনু. উসূলু'ত-তাফসীর, সং. 'আতাউল্লাহ, লাহোর ১৩৭৪ হি.); (৮৪) رسالة فى القرآن وما وقع فيه من النزاع هل هو قديم او محدث (৮৫); رسالة فيما وقع فى القرآن بين العلماء هل هو مخلوق او غير مخلوق وبيان الحق فى ذالك وما دل عليه الكتاب والسنة وغيره; (৮৬) رسالة فى المناظرة فى صفات البارى (উর্দূ অনু. 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ আবাদী); (৮৭) আল-ইক্‌না'; (৮৮) রিসালাঃ ফি'ন-নুসুক, পাটনা, ২/১, ৬২৫, ২, ৪৪৯; (৮৯) ফাসলুন-ফি'ল-মুজতাহিদীন...; (৯০) رسالة فى تحقيق استوى على العرش পাণ্ডু. রামপুর (৩৩৯, ১;) (৯১) فصل فى قوله اجوبة على اسئلة الواردة (৯২) تعالى قل يا عبادى... عليه فى فضائل سورة الفاتحة .... (৯৩) তাফসীরু সূরাতি'ল-কাওছার, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-মুনীরিয়্যাঃ-র সহিত, মিসর ১৩৪২ হি., ১৩৪৬ হি. (উর্দূ অনু. 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ আবাদী, কলিকাতা); (৯৪) الكلام على قوله تعالى ان هدانى দামাম যাদাঃ, ১৪, ৯৯, ৩৬; (৯৫) আল-আরবা'ঈন অথবা আরবা'ঊনা হাদীছ'ন, মিসর ১৩৪১ হি., ৫০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (৯৬) আল- আবদালু'ল-'আওয়ালী; (৯৭) فوائد المذكى পাণ্ডু. বান্‌কী পূরী, ৭খ, ৪৬২, ২; (৯৮) সাওয়াল ফী মাশ্‌হাদ...; (৯৯) رسالة فى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد আর-রাসাইলু'ল--কুবরা'তে মুদ্রিত হইয়াছে, ১৩২৩ হি.; (১০০) আল-মানাজিরাঃ ফি'ল-ই'তিকাদ, পাণ্ডু, বার্লিন ২৩১০; (১০১) সিফাতু'ল-কালাম, পাণ্ডু. ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ২খ, ৪৬৭; (১০২) রিসালাতু'ল-'উকূদি'ল-মুহ'র্‌রামাঃ; (১০৩) ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة কায়রো ১৩৪১ হি.; ইহা ছাড়া মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-মুনীরিয়্যার সহিত; ৫৬ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১০৪) রিসালাঃ ফি'ল-জুলূস جامع البيان فى تفسير القرآن-এর সহিত, দিল্লী ১২৯৭ হি.; (১০৫) الفوائد الشريفة فى الافعال التحفة العراقية فى الاعمال (১০৬) ও الاختيارية الله القلبية অমৃতসর ১৩১৫ হি., ইহা ছাড়া মিসর, মুদ্রণ মুনীরিয়্যাঃ, ৬৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১০৭) اهل الصفة واباطيل بعض المتصوفة মাজমূ'আ'তু'র-রাসা'ইল ওয়া'ল-মাসা'ইল (কায়রো ১৩৪১-৪৯ হি.)-তে প্রকাশিত হইয়াছে (উর্দূ অনু. 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ আবাদী, লাহোর ১৯৩২ খৃ.); (১০৮) ফী ইছবাতি কারামাতি'ল-আওলিয়া' (উর্দূ অনু. 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ আবাদী, কলিকাতা, তা. বি.); (১০৯) رسالة فى يزيد هل يسب ام لا (উর্দূ অনু. য়াযীদ ওয়া হু'সায়ন, 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ আবাদী); (১১০) فائدة فى جمع كلمة المسلمين (১১১) আল-মাযহাবু'র-রাদী'; ১০৭ হইতে ১১১ পর্যন্ত গ্রন্থাবলী مجموعة الرسائل والمسائل নামে ১৩৪১-১৩৪৯ হিজরীতে মুদ্রিত হইয়াছে, ৭৬৭ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১২) কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, সং. শারাফু'দ-দীন কুতুবী, সুলায়মান নাদাবীর ভূমিকাসহ; (১১৩) কিতাবু'ল-ঈমান, মিসর ১৩২৫ হি., ১৯০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১৪) কিতাবু'ন-নুবূওয়াত, মিসর ১৩৪৬ হি., ৩০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১৫) مجموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيمية আল-আ'লা, আশ-শাম্‌স, আল-লায়ল, আল-'আলাক', আল-বায়্যিনাঃ ও আল-কাফিরূন সূরাসমূহের তাফ্‌সীর, বোম্বাই ১৩৭৪/১৯৫৪, ৫০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১৬) رسالة الاجماع والافتراق فى الحلف بالطلاق মিসর ১৩৪২ হি., ২৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১৭) 'ইলমু'জ'-জাহির ওয়া'ল-বাতিন, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-মুনীরিয়্যাসহ, মিসর ১৩৪২ হি., ১৩৪৬ হি., ২৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১৮) সিফাতু'ল-কালাম, মাজমূ'আতু'র- রাসা'ইলি'ল-মুনীরিয়্যার সহিত, মিসর ১৩৪২ হি., ১৩৪৬ হি., ৫২ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১১৯) খিলাফু'ল-উম্মাঃ ফি'ল-'ইবাদাত, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-মুনীরিয়্যার সহিত, মিসর ১৩৪২ হি., ৩০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১২০) তাওয়াহ্'হিদু'ল-মিল্লাঃ, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল- মুনীরিয়্যাসহ, মিসর ১৩৪২ হি., ১৩৪৬ হি.,

(১২১) আর-রাদ্দু ‘‘আলা’ল-ফালাসিফাঃ; (১২২) আর-রাদ্দু ‘আলা ইব্‌ন সীনা; (১২৩) ক'াইদাতু ফি'ল-মু'জিযাত ওয়া'ল-কারামাত (উর্দূ অনু. ‘আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ আবাদী; (১২৪) আল-হিজ্‌রু'ল-জামীল; (১২৫) আশ-শাফা'আতু'শ- শার'ইয়্যাঃ; (১২৬) রিসালাঃ ফি'ল-কালাম; (১২৭) ইবতালু ওয়াহ্‌দাতি'ল-ওয়াজূদ; (১২৮) মানাজিরাঃ ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ মা'আ'র-রিফা'ইয়্যাঃ (দ্র.); (১২৯) লিবাসু'ল-ফুতুওওয়াঃ (দ্র. ঐ); (১৩০) كتاب ابن تيمية الى نصر بن سليمان (১৩১) মাস্‌'আলাতু সিফাতিল্লাহ ওয়া 'উলুওবিহি 'আলা-খাল্‌কিহি; (১৩২) ফাতাওয়া ফাকীহিয়্যাঃ (১); (১৩৩) ফী আহকামি'স-সাফারি ওয়া'ল-ইকামাঃ; (১৩৪) مذهب السلف القديم فى تحقيق مسئلة كلام الله الكريم; (১৩৫) ফাতাওয়া ফাকীহিয়্যা (২); (১৩৬) حقيقة مذهب الاتحاد بين (১৩৬ক) عرش الرحمن (১৩৭) 'আরশু'র-রাহ'মান; (১৩৭) تفصيل الاجمال فيما يجب الله من صفات الكمال; (১৩৮) আল-'ইবাদাতু'শ-শার'ইয়্যাঃ; (১৩৯) ফুত্‌য়া' ফি'ল-গীবা ; (১৪০) اقوم ما شرح حديث عمران ابن (১৪১) قيل فى المشية والحكمة مجموعة (১৪১)-(১২৪) حصين كان الله ولم يكن شيئ قبله الرسائل والمسائل মিসর ১৩৪১-১৩৪৯ হিজরীতে মুদ্রিত হইয়াছে; (১৪২) قاعدة فى المحبة; (১৪৩) السوال عن الروح هل هى قديمة او مخلوقة وغير ذالك; (১৪৪) আল-'আক'লু ওয়া'র-রূহ, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইল-এর সহিত, মিসর ১৩৪২ হি., ১৩৪৬ হি.; (১৪৫) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكرى মিসর ১৩৪৬ হি., ৪০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১৪৬) কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ল-আখনা'ঈ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের হাশিয়াতে; (১৪৭) বুরহানু কালামি মূসা, সং. মুহাম্মাদী, লাহোর, ৩২ পৃষ্ঠাসম্বলিত (১৪৮) الرد على فلسفة ابن رشد মিসর, রাহ'মানিয়্যাঃ প্রেস, ১৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১৪৯) কা'ইদাতু ফি'ল-কুরআন, এইটি ও পরবর্তী চারটি গ্রন্থ জামি'উ'ল-বায়ান-এর সমাপ্তির পর নামী প্রেস দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (১৫০) رسالة فى القرآن رسالة فى القرآن (১৫১) هل هو كلام الله او كلام جبرئيل رسالة فى القرآن ان (১৫২) هل كان القرآن حرفا وصوتا الكلام غير المتكلم; (১৫৩) রিসালাতু'ল-জিহাদ, ইব্‌ন 'আবুদল-হাদী ইহা স্বীয় গ্রন্থ কিতাবু'ল-'উকূ'দি'দ-দারিয়ায় (কায়রো ১৯৩৮ খৃ.) প্রকাশ করিয়াছেন; (১৫৪) মানজূমাঃ ফি'ল-কাদার, এই পুস্তিকাটি আল- 'উকূদি'দ-দারিয়াঃ-তেও বর্ণিত হইয়াছে এবং পৃথকভাবেও মুদ্রিত হইয়াছে; (১৫৫) ৫০৮ مناظرات ابن تيمية مع المصريين والشاميين পৃষ্ঠাসম্বলিত, পাণ্ডু. নাদওয়াতু'ল-'উলামা', লখনৌ, লিখিত ১২১৪ হি.; (১৫৬) فى الرد على من ادعى الجبر পাণ্ডু. নাদ্‌ওয়াতু'ল-'উলামা;, লখ্‌নৌ, (১৫৭) بيان مجمع اهل الجنة والنار পাণ্ডু. নাদওয়াতু'ল-'উলামা', লখ্‌নৌ; (১৫৮) তাবসি'রাতু আহলি'ল-মাদীনাঃ, ৯২ পৃষ্ঠাসম্বলিত, পাণ্ডু. জামি' মাস্‌জিদ, বোম্বাই; (১৫৯) تعليق على كتاب المحرر فى الفقه ইব্‌ন তায়মিয়্যার দাদা ফিক্‌'হশাস্ত্রে কিতাবু'ল-মুহ'র'রার নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যার পিতা স্বয়ং তিনি যাহার টীকা লিখেন। এই দুইটি পাণ্ডুলিপি একই খণ্ডে দারু'ল-কুতুবি'ল-মিসরিয়্যাঃ, কায়রোতে রক্ষিত আছে। Brockelmann ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র)-এর তৎকালীন ১৫৩টি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র)-এর রচিত বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত رسالة الى الملك المويد ابى الفداء اسماعيل গ্রন্থটি ডক্টর সিরাজুল হক (প্রফেসর এমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Dowmenta Islamica imedita, Akademic-verlag, 1952, E. Bentin গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে পশ্চিম জার্মানীর টুবি'ঈন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিঃ المراكشية لا بن تيمية। ড. হক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Arabic and Islamic studis in honowr of H. A. R. Gibb, Leiden 1965 গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; ইহা ছাড়া টুবি'ঈনে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডু. سوال لا بن تيمية ড. হক কর্তৃক Asiatic Society of Pakistan, Dacca 1957, ২খ, তে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফফাজ, হ'ায়দরাবাদ, তা. বি., ৪খ, ২৮৮; (২) ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি., ১খ, ৩৫ (সীরাত সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, তায'কিরাতু'ল-হু'ফফাজ, রচনা–ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী), ১খ, ৪২; (৩) আস-সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫খ, ১৮১-২১২; (৪) ইব্‌নু'ল-ওয়ারদী, তা'রীখ, কায়রো ১২৮৫ হি., ২খ, ২৫৪, ২৭০, ২৭১, ২৭৯, ২৮৪-২৮৯; (৫) ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছামী, আল-ফাতাওয়া'ল-হাদীছ'া, কায়রো ১৩০৭ হি., পৃ. ৮৬ প.; (৬) আস-সুয়ূত'ী, ত'াবাক'াতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ১খ, ৭; (৭) আল-আলূসী, জিলা'উ'ল-'আয়নায়ন ফী মুহ'াকামাতি'ল-আহ'মাদায়ন এবং উহার হাশিয়ায়; (৮) সাফিয়্যু'দ-দীন আল-হ'ানাফী, আল-ক'াওলু'ল-জালী ফী তারজামাতি'শ-শায়খ তাকিয়্যু'দ্দীন ইব্‌ন তায়মিয়্যা আল-হ'াম্বালী, বূলাক ১৮৯৮ হি.; (৯) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন নাসিরু'দ-দীন আশ-শাফি'ঈ الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافرا (১০) মার'ঈ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-কারমীঃ الكواكب الدرية فى مناقب ابن تيمية প্রভৃতি একই খণ্ডে প্রকাশিত, কায়রো ১৩২৯ হি.; (১১) ইব্‌ন বাত্তূত'াঃ, রিহ্‌লাঃ, মুদ্রণ প্যারিস, ১খ, ২১৫-২১৮; (১২) Wustenfeld, Die Geschichts-chtschreber der araber, অধ্যায় ১৯৭, নং ৩৯৩; (১৩) Goldziher, Die Zahiriten, লাইপযিগ ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ১৮৮-১৯২; (১৪) ঐ লেখক, Zeitschr. D. deutsch. Morgen. Ges., ৫২ খ, ১৫৬-১৫৭; ৬২খ, ২৫ প.; (১৫) ঐ লেখক, Vorlesungen uber den Islam, ৩, নির্ঘণ্ট; (১৬) Schreiner, in Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesell, ৬২খ, ৪৫০ প.; ৫৩খ, ৫১ প. এবং (১৭) Rev. des Wtudes Juives, ৩১ (১৮৯৬ খৃ.), ২১৪ পৃ.; (১৮) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, ২৭০-২৭৮, ২৮৩-২৮৫; (১৯) Brockelmann, ২খ., ১০০-১০৫; পরিশিষ্ট, ২খ, ১১৯-১২৬; (২০) Huart, A History of Arabic Lit, ৩৩৪ প.; (২১) ইব্‌ন হ'াজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনাঃ, ১খ, ১৪৪-১৬০, হ'ায়দরাবাদ ১৩৪৮ হি.; (২২) ইব্‌ন রাজাব, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলাঃ; (২৩) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ৮০; (২৪)

ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, মিসর ১৩৫৮ হি., ১৪খ, ১৩৫; (২৫) বিরযালী, মু'জামু'শ-শুয়ূখ; (২৬) ইব্‌ন খালদূন, আল-'ইবার, ৫খ.; (২৭) য়ূসুফ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ, আল-হিম্‌য়াতু'ল- ইসলামিয়্যাঃ; (২৮) সিদ্দীক হ'াসান খান, ইত্‌হাফু'ন-নুবালা', কানপুর ১২৮৯ হি., ২০২-২২১; (২৯) ঐ লেখক, আল-ইন্‌তিক'াদু'র-রাজী'; (৩০) তাকি'য়্যু'দ-দীন আস-সুবকী, শারহু'ল-আলফিয়্যাঃ; (৩১) ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ, মাসালিকু'ল-আবসার; (৩২) আয'-যাহাবী, তা'রীখু দুওয়ালি'ল-ইসলাম; (৩৩) ইব্‌ন 'উমার আশ-শাফি'ঈ, মানাকিব ইব্‌ন তায়মিয়া; (৩৪) ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, ইযালাতু'ল-খাফা'; (৩৫) শিবলী নু'মানী, মাকালাত, ৫খ, ৬৫ প., আজমগড় ১৯৩৬ খৃ.; (৩৬) আবুল-কালাম আযাদ, তায'কিরাঃ, সং. ফাদলু'দ-দীন আহ'মাদ, লাহোর, ১৫৮ প.; (৩৭) গু'লাম রাসূল মিহির, সীরাত ইব্‌ন তায়মিয়া, ১৯২৫ খৃ., লাহোর; (৩৮) গু'লাম জীলানী বারক, ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া, লাহোর; (৩৯) মুহ'াম্মাদ য়ূসুফ কূকান 'উমারী, ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৪০) মুহ'াম্মাদ আবূ যাহরাঃ, ইব্‌ন তায়মিয়্যা হ'ায়াতুহু ওয়া 'আসরুহু, আরা'উহু ওয়া ফিক্‌হুহু, মিসর ১৯৫২ খৃ. (উর্দূ অনু. আনীস আহ'মাদ জা'ফারী, পরিমার্জন মুহ'াম্মাদ 'আতা'উল্লাহ হ'ানীফ, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (৪১) শায়খ মুহ'াম্মাদ বাহজাতু'ল-বায়তার, হ'ায়াতু শায়খি'ল-ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়া, আল-মাকতাবু'ল-ইসলামী, তা.বি.; (৪২) জর্জ মাকদিসী, আল- ইসতিহসান, Arabic and Islamaic studis in honour of H. A. R. Gibb, Leiden 1965, Pp. 446-79; (৪৩) M. M. Shaif, History of Muslim Philosophy, ২খ, দ্র. ডক্টর সিরাজুল হক, ইব্‌ন তায়মিয়া, রাদ্দু'ল-মানতি'ক সম্পর্কে পৃ. ৭৯৬-৮১৯; (৪৪) Dr. Sirajul Huq, Imam Ibn Taimiya and His Projects of Reform, Islamic Foundation Bangladesh. Dhaka 1982; বাংলা অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৪৫) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নাদাবী, তারীখ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, মাজলিস তাহ'কীক'াত ওয়া নাশরিয়াত ইসলাম, লখনৌ ১৩৯৯/১৯৭৯, ৪র্থ সং, ২খ., বাংলা অনু. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও আবু তাহের মেসবাহ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-২০০৪ খৃ.।

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শেনেব/ 'আবদু'ল-মান্নান 'উমার
(দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইব্‌ন তুফায়ল (ابن طفيل) ঃ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁহার পূর্ণ নাম আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুফায়ল আল-ক'ায়সী। তিনি 'আরবের বিশিষ্ট কায়স গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহাকে আন্দালুসী, আল্-কুরতুবী বা আল্-ইশ্‌বীলীও বলা হইত। খৃষ্টান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'Abubacer'বলিত; ইহা 'Abu Bakr'-এর বিকৃত রূপ।

সম্ভবত ইব্‌ন তুফায়ল ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দশকে গ্রানাডার ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আধুনিক ওয়াদী আশ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় বা শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। প্রায়শ বলা হইয়া থাকে, তিনি ইব্‌ন বাজ্জা (দ্র.)-এর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কেননা তাঁহার দার্শনিক রোমান্স-এর ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এই দার্শনিকের সহিত পরিচিত ছিলেন না। প্রথমে তিনি গ্রানাডাতে একজন পেশাদার চিকিৎসক ছিলেন। অতঃপর উক্ত প্রদেশের গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হন। ৫৯৪/১১৫৪ সনে তিনি সিউটা ও তান্‌জিয়ারের গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হন। তিনি (গভর্নর) আল্-মুওয়াহ্‌হিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদু'ল-মু'মিনের পুত্র ছিলেন। পরিশেষে তিনি আল্-মুওয়াহ'হি'দ বংশের সুলত'ান আবূয়া'ক'ূব য়ূসুফ (৫৫৮-৮০/১১৬৩-৮৪)-এর রাজসভার চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি শেষোক্ত ব্যক্তির উযীরের পদও অলংকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন কিনা, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। L. Gauthier-এ উল্লিখিত আছে যে, কেবল একটি পুস্তকে তাঁহার এই উপাধির কথা উল্লেখ আছে। তাঁহার ছাত্র আল-বিত্‌রাওজী (দ্র.) তাঁহাকে শুধু কাযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (L. Gauthier, Ibn Thofail, 6)। সে যাহাই হউক না কেন, এই রাজপুত্রের উপর ইব্‌ন তুফায়লের যথেষ্ট প্রভাব ছিল যাহার ভিত্তিতে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে রাজদরবারে আহ্বান করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তরুণ ইব্‌ন রুশ্‌দকে সুলত'ানের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইতিহাসবেত্তা 'আবদু'ল্-ওয়াহিদ আল্-মাররাকুশী (আল্-মু'জিব, সম্পা. Dozy[2], 174 f.; অনু. Fagnan, 208-10) ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর বর্ণনা হইতে এই সাক্ষাতকারের একটি বিবরণ প্রদান করেন। এই সাক্ষাতকারের সময় সুল্‌ত'ান যাহা আলোচনা করেন তাহাতে দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যের প্রমাণ মিলে। সুলত'ানের উৎসাহে ইব্‌ন তুফায়ল ইব্‌ন রুশ্‌দকে Aristotle-এর গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনার পরামর্শ প্রদান করেন। ইহা ইব্‌ন তুফায়লের শাগরিদ আবূ বাক্'র বুন্‌দূদ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বুন্‌দূদ আরও বলেন, "আমীরু'ল-মু'মিনীন তাঁহার (ইব্‌ন তুফায়ল) প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত ছিলেন। আমাকে বলা হয় যে, তিনি জনসাধারণ্যে আগমন না করিয়া দিবারাত্রি তাঁহার সহিত রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেন।"

৫৭৮/১১৮২ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে ইব্‌ন তুফায়লের স্থলে ইব্‌ন রুশ্‌দ খলীফার রাজদরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রতি আবূ য়া'ক'ূবের অনুগ্রহ অব্যাহত থাকে ও ৫৮০ হি. শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আবূ য়ূসুফ য়া'ক'ূব-এর সহিতও তিনি বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি ৫৮১/১১৮৫-৬ সালে মাররাকুশ নামক স্থানে ইনতিকাল করেন, খলীফা স্বয়ং তাঁহার জানাযায় শরীক হন।

ইব্‌ন তুফায়ল ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিখ্যাত দার্শনিক উপন্যাস 'হ'ায়্যি ইব্‌ন য়াক্‌জান (দ্র.)-এর রচয়িতা। তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার উপর গবেষণামূলক দুইখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইব্‌ন রুশ্‌দ কর্তৃক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত গ্রন্থ 'আল্-কুল্লিয়্যাত'-এর বিষয়ে তাঁহার সহিত পত্রালাপ করেন। জ্যোতির্বেত্তা আল-বিত্‌রাজী ও ইব্‌ন রুশ্‌দের মতে Aristotle-এর Metaphysios (১২ খণ্ড) সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য প্রমাণ করে যে, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার কিছু মৌলিক ধারণা ছিল। আল-বিত্‌রাজী, টলেমীয় Epicyclus ও Eccentric circles (ভিন্নকেন্দ্রী বৃত্ত ও যে বৃত্তের কেন্দ্র বৃহত্তর বৃত্তের পরিধির উপর চলনশীল) তত্ত্ব খণ্ডনের প্রয়াস পান এবং ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, তিনি ইব্‌ন তুফায়লের চিন্তাধারার অনুসরণ করিতেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হায়্যি ইব্‌ন য়াক্‌জান-এর জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী ; অতিরিক্ত ঃ (১) D. Macdonald, Development of

Muslim Theology, 1903, 252-6; (২) T.J.de Boer, The History of Philosophy in Islam, লন্ডন ১৯০৩ খৃ. ; (৩) Franck, Dictionnaire des Sciences philosophiques (দ্র. S. Munk-এর প্রবন্ধ) ; (৪) Fr. Uber-wegs, Grundriss der Geschichte der philosophie, সম্পা. Max Heinze, ii; (৫) C. A. Nallino, art. Ibn Tufail, in Enciclopedia Italiana, xviii, 684-5; (৬) ঐ লেখক, in FSO,x(1925), 434-40; (৭) Max Meyerhof ও Joseph Schacht, The Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafes, Oxford 1968; (৮) ফারসী অনু. হা'য়্যি ইব্ন য়াকজান, by B. Foruzanfar, তেহরান ১৯৫৬ খৃ.; (৯) 'আবদু'ল-হ'ালীম মাহ'মূদ, ফালাসাফাত ইব্ন তুফায়ল ওয়া রিসালাতুহু, কায়রো তা, বি, (আদ-দিরাসাতু'ল-ফাল্সাফিয়্যাঃ ওয়া'ল-আখলাকিয়্যা); (১০) Brockelmann, ১খ, ৪৬০, ২খ., ৭০৪, S II, ৮৩১; (১১) DM, ৩খ, ২৯৯-৩০১।

B. Carra De Vaux (E.I.[2])/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইব্ন তুমলূস (ابن طملوس) ঃ আন্দালুসের চিকিৎসক ও দার্শনিক। তাঁহার পুরা নাম য়ূসুফ ইব্ন আহ্'মাদ, কুন্য়া আবু'ল হ'াজ্জাজ ও আবূ ইসহাক। মধ্যযুগীয় য়ুরোপে তিনি আল-হাজিয়াগ ইব্ন থালমুস (Alhagiag bin Thalmus) নামে পরিচিত ছিলেন। Nallino (তু. RSO, ১৩খ, ১৭০)-এর মতে তু'মলূস নামটি Bartholomaeus অথবা Ptolemaeus নামের অপভ্রংশ হইতে পারে। আনু. ৫৬০/১১৬৪ সনে তিনি আলসিরা (Alcira)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্ন বিদাহ আল-লাখমী এবং সম্ভবত ইব্ন রুশদের ছাত্র ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইব্ন রুশদের পর আল-মুওয়াহ্‌হি'দ খলীফা আন-নাসিরের (৫৯৫-৬১০/১১৯৯-১২১৪) ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ৬২০/১২২৩ সনে তিনি আলসিরাতে ইনতিকাল করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর তাঁহার পারিবারিক সম্পত্তি খৃস্টান দখলকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া নেয়। তাঁহার জীবনীকারগণ নিম্নোক্ত বইগুলি তাঁহার লিখিত বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন ঃ (১) Analitika protera Kai hystera ও perihermeneias (Escorial[2] ৬৪৯)-এর উপর টীকা ও মন্তব্য; (২) De mistione Propositionis de inesse et necessariae; (৩) কিতাবু'ল-মাদখাল লি-সিনা'আতিল-মানতিক (Introduction al arte de la logica, ed with SP. tr. by Asin Palacios, Madrid 1916) এবং (৪) ইব্ন সীনার চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ, উরজূজার টীকা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আব্বার, no 2093 ; (২) ইব্ন আবী উসায়বিআ, বৈরূত ১৩৭৭/১৯৫৭, ii, 81; (৩) Brockdlmann, I, 606 (=463), S I, 837 ; (৪) G. Sarton, Introduction to the history of science, ii, Baltimore 1931, 596, 500 ; (৫) M. Steinschneider, Hebraischen Uber Setzungen des Mittelalters Berlin 1893, 107, 44, no xxiii; (৬) Miguel Gruz Hernandez, Filosofia hispano-musulmana, Madrid 1957, 249-66.

J. Vernet (E.I.[2])/মনজুর আহসান

ইব্ন তূমার্ত (ابن تومرت) ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন তূমার্ত আল-মুওয়াহ্‌হি'দ মাহদী এবং আল-মুওয়াহ্‌হি'দ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (মুওয়াহহিদূন দ্র.)। এমন প্রখ্যাত একজন ব্যক্তির জীবনী গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট গরমিল ছাড়াও অনেক কল্পকাহিনী অনিবার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তিনি ৪৭১/১০৭৮ ও ৪৭৪/১০৮১ সালের মধ্যে মরক্কোর এন্টি-আটলাস (Anti-Atlas) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা হারগা এবং মাতা মাসাক্কালা গোত্রের ছিলেন; এই উভয় গোত্রই মাসমুদা গোত্রীয় গোষ্ঠীর শাখা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি ছিলেন খাঁটি বার্‌বার বংশীয়, যদিও অনেক শারীফীয় বংশ তালিকায় তাহাকে শারীফীয় বংশের লোক মনে করা হইয়া থাকে। তাঁহার জীবনের প্রথম প্রায় ত্রিশ বৎসর সম্বন্ধে আমরা সঠিক কিছুই জানি না। তিনি ৫০০/১১০৬ সালে তাঁহার পার্বত্য জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া প্রথমে কর্ডোভা গমন করেন এবং সেখানে এক বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি সেখানে কি করিয়াছিলেন তাহার কিছু তথ্য কেবল ইব্ন কুনফুযই সরবরাহ করিয়াছেন এবং শুধু ইহাই তিনি বলিয়াছেন যে, কাযী ইব্ন হামদীন-এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইব্ন তূমার্ত প্রাচ্যের উদ্দেশে আলমেরিয়া বন্দরে জাহাজে উঠেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে তিনি আবূ বাক্র আত-তুরতূশীর সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাহার পর মক্কা হইয়া বাগদাদে গমন করেন। তিনি আবূ বাক্র আশ-শাশী ও মুবারাক ইব্ন 'আবদি'ল-জাব্বার-এর সহিত সাক্ষাত করেন। বাগ'দাদে আল-গাযালী (র)-র সহিত ইব্ন তূমার্ত-এর অনুমিত সাক্ষাতের কাহিনী সকল তথ্য-উৎসে বর্ণিত আছে। তবে কোন কোন উৎসে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সাক্ষাতের কাহিনীটি (ইব্নু'ল-কাত্তান কর্তৃক সর্বাপেক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত, পৃ. ১৪-৮) এইরূপ যে, তাঁহার নূতন ছাত্রটি কিছুদিন পূর্বে কর্ডোভাতে ছিলেন ইহা অবগত হইয়া আল-গাযালী (র) তাহাকে সেখানকার ফাকী'হদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, ইহ্‌য়া গ্রন্থটি কর্ডোভার কাযী ইব্ন হামদীন-এর ইঙ্গিতে আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় আদেশে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তিনি আল-মুরাবিতদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন। ইহাতে ইব্ন তূমার্ত আনন্দের সহিত বলিয়া উঠেন, "ইমাম! আমা দ্বারা ঐ কাজটি সম্পাদিত হয় এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন।" ইমাম প্রথমে তাহাকে গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু পরে কোন এক সময়ে তাহার কথায় সম্মত হন। অবশ্য তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল। কাহিনীটি কিন্তু অবিশ্বাস্য। ইব্ন তূমার্ত যে সময় বাগদাদে পৌছেন তাহার আগেই আল-গাযালী (র) স্থায়ীভাবে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং তিনি তখন দশ বৎসরের অধিক কাল যাবত খুরাসানে অবস্থান করিতেছিলেন। ইব্ন তূমার্ত কখনও খুরাসানে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

মাগ'রিব অভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু হয় ৫১০/১১১৬ কিংবা ৫১১/১১১৭ সালে। ইহা ছিল এক বিপজ্জনক পথযাত্রা। ধর্মীয় কর্তব্য যথাযথ পালনে তাঁহার আপোসহীন জিদের দরুন ইব্ন তূমারত গণবিক্ষোভের কারণ হইয়া পড়েন এবং নিজের জীবনকেও বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলেন। এই সময়েই মানুষের মনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠার ছাপ পড়ে এবং পথে পথে তিনি যেসব দীর্ঘ যাত্রা বিরতি করিতেন, তাহাতে জনগণ সাগ্রহে তাঁহার বক্তব্য শুনিত। পথে সম্ভবত তিউনিসে আল-বায়যাক নামে সমধিক পরিচিত আবূ বাক্র ইব্ন আলী আস-সানহাজী তাঁহার সহিত যোগ দেন। তিনি তাঁহার

বিশ্বস্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। তাহার স্মৃতিকথা ইব্‌ন তূমার্‌ত-এর জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলির ও তাহার উত্তরাধিকারী 'আবদু'ল-মু'মিন-এর জীবনের একটি প্রধান তথ্য-উৎস। বোগী (বিজায়া)-এর নিকটবর্তী মাল্লালা-তে ইব্‌ন তূমার্‌ত ও 'আবদু'ল-মু'মিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতটি অনুষ্ঠিত হয়। অলৌকিক শক্তির প্রতি বর্ণনাকারীদের অনুরাগের ফলে ঐ সাক্ষাতের ঘটনাবলী বর্ণনার আতিশয্যে অতিরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী ইব্‌ন তূমার্‌ত-এর ব্যক্তিগত আকর্ষণ শক্তি এবং 'আবদু'ল-মু'মিন-এর প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিভার এই মিলনের প্রমাণ। অনবরত গোলযোগের কারণ হওয়া সত্ত্বেও ইব্‌ন তূমার্‌ত ছোটখাট শক্তিগুলিকে কেন আক্রমণ না করিয়া শেষ পর্যন্ত মাররাকুশে আল-মুরাবিত সুলতানেরই মুকাবিলা করিলেন তাহার কারণ হিসাবে তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ঘটে ৫১৪/১১২০ সালে। 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ এক বিতর্কের ব্যবস্থা করেন ইব্‌ন তূমার্‌ত ও একদল ফুক'াহা'-এর মধ্যে। ফাকীহগণ 'আলীর মতই ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উযীর মালিক ইব্‌ন উহায়ব-এর নেতৃত্বে তাহাদের একটি দল ইব্‌ন তূমার্‌ত-এর প্রচারণায় সরকারের প্রতি মারাত্মক হুমকির আশংকা করেন এবং সেই কারণে তাঁহার প্রাণনাশের যুক্তি দেখান। অন্যরা, যাহাদের মধ্যে য়িনতান ইব্‌ন 'উমার-এর উল্লেখ করা যায়, শারী'আতের বিরুদ্ধে নয় এমন কোন অপরাধের জন্য কাহারও শাস্তি মানিয়া লইতে পারিলেন না। নিরপেক্ষ 'আলীর দোদুল্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে য়িনতান ইব্‌ন তূমার্‌তকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু য়িনতান একগুঁয়ে এবং সম্ভবত এখন অতি-আত্মবিশ্বাসী ইব্‌ন তূমার্‌তকে তাহার মারাত্মক বিপদ সম্বন্ধে বুঝাইতে সক্ষম হন। সুতরাং তিনি বিচক্ষণতার সহিত আগমাত-এ গমন করেন। সেখানে স্বাভাবিক গোলমালের সূত্রপাত এবং তাহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়।

বাহ্যদৃষ্টে এতদিন ইব্‌ন তূমার্‌ত নিজেকে একটি আন্দোলনের প্রকৃত কিংবা সম্ভাব্য নেতা হিসাবে অথবা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহীরূপে মনে করেন নাই। তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তি বিশেষ এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে তিনি তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অতি সাম্প্রতিক গোলযোগের সংবাদে 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনের দ্বিধা কাটাইয়া উঠেন এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে মাররাকুশ-এ প্রত্যাবর্তনের আদেশ দানের জন্য একজন দূত পাঠান। ইব্‌ন তূমার্‌ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং সেইহেতু তিনি প্রত্যক্ষ বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হন। তিনি হাযারজা গোত্রপতি ইসমা'ঈল ঈগী-এর মত শক্তিশালী ব্যক্তির সমর্থন লাভ করেন এবং অচিরেই হিন্‌তাতা গোত্রের 'উমার ইনতী ও য়ূসুফ ইব্‌ন ওয়ানূদীন ইসমা'ঈলের সহিত যোগ দেন। ঘটনাচক্রে তিনি নিজকে শক্তিশালী কয়েকটি গোত্রের নেতা হিসাবে দেখিতে পান। নিঃসন্দেহে এই গোত্রগুলি ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন অপেক্ষা বরং আল-মুরাবিত বিরোধী মনোভাবের কারণেই একতাবদ্ধ হয়। এই সময়ে তাঁহার মনে নিজেকে মাহদী ঘোষণা করার মতলব জাগিতে শুরু করে। ৫১৫/১১২১ সালে তিনি তাঁহার জন্মস্থান ঈগীললীয-এ পৌঁছেন এবং একটি গুহায় (আল-গারু'ল-মুক'াদ্দাস—এখন ইহা স্পষ্ট করিয়া সনাক্ত করা সম্ভব নয়) নিজের আস্তানা স্থাপন করেন। আর সেই সময় হইতেই তিনি এই মতবাদ প্রচারে নিজকে নিয়োজিত করেন যে, মাগ'রিবে মাহদীর আবির্ভাব অত্যাসন্ন। যে এক ভাষণে তিনি মাহদীর অলৌকিক গুণাবলীর বিবরণ দেন সেই বক্তৃতা শেষে শেষ পর্যন্ত নিজেই মাহদী হিসাবে অভিনন্দিত হন। 'আবদু'ল-মু'মিন বলেন, "যখন ইমাম আল-মাহদী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন তখন দশ ব্যক্তি—যাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম, এই গুণাবলী কেবল আপনার মধ্যেই বিদ্যমান; আপনিই মাহদী। তখনই আমরা মাহদী হিসাবে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলাম।"

'আবদু'ল-মু'মিন কর্তৃক বর্ণিত ঠিক এই দশ ব্যক্তি—যাহাদের সাক্ষাত পরবর্তী কালে প্রায়ই পাওয়া যায়, আল-'আশারাতু'ল-মুবাশ্‌শারা-এরই অনুরূপ, তাই ইব্‌ন তূমার্‌ত-এর জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, মহানবী (স)-এর সহিত তাহার মিল দেখাইবার জন্য, তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার অনুসারীদের সচেতন প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁহার সামরিক অভিযানগুলিকে মাগাযী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এইমাত্র বর্ণিত তাঁহার শপথ গ্রহণ মহানবী (স)-এর বায়'আতু'র-রিদওয়ান-এর মত একটি গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয়। তীনমাল্লাল-এর দিকে অভিযাত্রা হিজরত নামে অভিহিত; মহানবী (স)-এর স'াহাবীদের সহিত আহ্‌ল তীনমাল্লাল-এর সাদৃশ্য দেখা যায় ইত্যাদি।

আল-মুওয়াহ্‌হিদ ও মুরাবিতগণের মধ্যে অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধের জন্য খ্যাত বৎসর দুইটিতে প্রায় সকল এ্যান্টি-আটলাস ও সূসগোত্র ইব্‌ন তূমার্‌তকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এবং সকল মাসমূদা গোত্র তাঁহাকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে আল-মুরাবিত সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা তীব্রতর করেন। অধিকতর সহজে রক্ষা করা যায়, এমন এক স্থানে গমন করা সমীচীন বিবেচনা করিয়া ইব্‌ন তূমার্‌ত ৫১৭/১১২৩ সালে মাররাকুশের ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর নফিস উপত্যকায় তীনমাল্লাল (বা তীনমাল)-এ 'হিজরত' করেন। তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ কিভাবে তীনমাল্লাল (বা তীনমাল)-এ 'হিজরত' করেন, তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ কিভাবে তীনমাল্লাল ও উহার অঞ্চলসমূহ দখল করেন, তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। তবে উক্ত দশ ব্যক্তির একজন ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে প্রাণ দিতে হয়। মুওয়াহ্‌হিদ যাজক চক্রে আহ্‌ল তীনমাল্লাল বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদান নিয়া গঠিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ দল। এই ঘটনা ও অন্য প্রমাণাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তীনমাল্লাল-এর মূল অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয় এবং মাহদীর ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের একটি মিশ্র দল তাহাদের স্থান দখল করে।

পরবর্তী কয়েক বৎসর আল-মুওয়াহ্‌'হিদ শক্তি সুদৃঢ়করণে ও ইহার উত্তরোত্তর বিস্তৃতি সাধনে অতিবাহিত হয়। স্পেনের বিশৃঙ্খলায় আল-মুরাবিতগণের ব্যস্ত থাকার ফলে ইহা সহজতর হয়। তবে আল-মুওয়াহ্‌হি'দগণের নিজেদের মধ্যে বিরোধের দরুন ইহা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আল-মুরাবিতগণের প্রতি সমুদয় পার্বত্য গোত্রের বিদ্বেষহেতু আল-মুওয়াহ্‌হি'দ আন্দোলন নিঃসন্দেহে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একই সময়ে অতি ক্ষুদ্র ও একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ স্বাধীন দলসমূহ গড়িয়া উঠে। আবার মাসমূদা গোত্রও পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মুওয়াহ্‌হি'দ আন্দোলনের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই দলগুলি যে কোন বৃহত্তর সংঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিরোধী ছিল। সম্ভবত আন্দোলনের অগ্রগতিতে অধৈর্যই ছিল মাহদীর জীবনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'তাম্‌য়ীয'-এর সূক্ষ্ম প্রেরণা।

তাম্‌য়ীয সম্পর্কিত স্বল্প সংখ্যক রচনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে অনুমিত হয় যে, জনৈক বাশীর আল-ওয়ান্‌শারীসী-এর

তত্ত্বাবধানে প্রকৃত কিংবা সন্দেহভাজন মতবিরোধীদেরকে কঠোরভাবে বাদ দেওয়ার জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৫২৩ অথবা ৫২৪/১১২৮-৯ সালে। দশ ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন আল-মুওয়াহ্‌'হি'দ যাজক চক্রের অদ্ভুত সংগঠন এই সময় হইতে শুরু হয় যাহা অস্পষ্টভাবে তাম্‌য়ীয-এর সহিত সংযুক্ত। দৃশ্যত সম্পূর্ণ কৃত্রিম এই সংগঠনের উৎপত্তির তাৎপর্য রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে।

'তাম্‌য়ীয' এই আন্দোলনকে এতটা সংহত করিয়াছিল যে, ইব্‌ন তূমারত মাররাকুশ অধিকারের জন্য অভিযান প্রেরণের মত পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিমত্তা অনুভব করেন অথবা ইহা জনমনে এতই ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, তাহাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহা এক অমীমাংসিত প্রশ্ন; কিন্তু অভিযান তৎক্ষণাৎ শুরু হয়। অধিনায়ক ছিলেন একই আল-বাশীর। এই অভিযান ব্যর্থ হয়, কারণ আল-মুওয়াহ্‌'হি'দগণ ছয় সপ্তাহ মাররাকুশ অবরোধ করিয়া রাখিলেও তাহারা পরাজিত হয়; আর সেই দশ ব্যক্তির পাঁচজনই ৫২৪/১১৩০ সালে মাঝামাঝি সময়ে আল-বুহ'ায়রা-র নিকটে নিহত হন। এই পরাজয় আল-মুওয়াহ্‌হি'দগণের জন্য নিঃসন্দেহে এক মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে দেখা যায়, বাস্তবে ইহা আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই এবং আল- মুরাবিতগণের জন্য ইহা ছিল এক নিষ্ফল বিজয়। তাহারা তাহাদের সুযোগ কাজে লাগাইতে ব্যর্থ হয়।

আল-বুহায়রার যুদ্ধের অল্প কয়েক মাস পরে রামাদ'ান ৫২৪/আগস্ট ১১৩০-এ মাহ্‌দী ইনতিকাল করেন। তাঁহার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা তাঁহার মৃত্যু গোপন রাখেন। সম্ভবত এই অশুভ মুহূর্তে আল-মুওয়াহ্‌হি'দগণের নৈতিক মনোবলের উপর তাঁহার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাহারা শংকিত ছিলেন। অধিকন্তু মাহ্‌দী হিসাবে তাঁহার কোন দাবিকেই সত্য প্রমাণিত না করিয়া তিনি ইনতিকাল করেন। ৫২৭/১১৩২ সালে 'আবদু'ল-মু'মিন কর্তৃক ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাঁহার 'আত্মগোপন' তিন বৎসর স্থায়ী হয়। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরেও Leo Africanus-এর মতে তাঁহার সমাধির প্রতি এখনও মানুষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার আন্দোলনের কথা এখন আর স্থানীয় কাহিনীতে পাওয়া যায় না।

ইব্‌ন তূমারত নিজেকে প্রধানত একজন ধর্ম-সংস্কারক মনে করিতেন, এমনকি জীবনের শেষদিকে তিনি যখন মাহ্‌দীর জোব্বা গ্রহণ করেন এবং আল-মুরাবিতগণের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিদ্রোহের মাধ্যমে একটি অবিকশিত ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রধান হইলেন, তখনও তাহার ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার সমর্থনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অধিক কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। মুসলিম হিসাবে তিনি স্বভাবতই ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করিতেন না। তিনি ছিলেন মৌলবাদী; তিনি যাহাকে ধর্মের আদি বিশুদ্ধ রূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করিতেন এবং এইজন্যই তিনি তাঁহার সমকালীন পাশ্চাত্যে ধর্মতত্ত্বের উপর চাপাইয়া বসা তাকলীদকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাওহ'ীদ মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যাহা তাঁহার মতে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণার সম্পূর্ণ বিমূর্তকরণ কিংবা আধ্যাত্মিকীকরণ। তাওহীদ মতবাদ তাজসীম-এর অর্থাৎ কু'রআনের আল্লাহ্‌র মানবিক গুণাবলী সংক্রান্ত বিশেষ শব্দগুলি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের বিরোধী। এই তাজসীম অপরাধে তিনি আল-মুরাবিতগণকে প্রায়ই দোষারোপ করিতেন। তবে তাহার ধর্মীয় মতবাদে মৌলিক কিছুই নাই। শী'আদের নিষ্পাপ (মা'সূম) ইমাম-এর ধারণাসহ যে কোন মতবাদ তাহার জন্য উপযোগী মনে হইলেই তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজকে একজন নিষ্পাপ ইমাম বলিয়া দাবি করেন। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাগ'রিবে সচরাচর দেখা যায়, এমন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছাঁচে তাঁহার জীবন গড়িয়া উঠে, যাহা নৈরাজ্যিক বিশৃংখলায় বাস করিতে অভ্যস্ত দলগুলিকে অনায়াসে ঐক্যবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। প্রধানত ইহা বারবার জাতির ও নেতার ব্যক্তিত্বেরই প্রশ্ন; ইহাতে মতবাদের গুরুত্ব কম। আল-মুওয়াহ্‌'হি'দ রাষ্ট্র স্থাপনে 'আবদু'ল-মু'মিন-এর ভূমিকা মাহ্‌দীর ভূমিকার মতই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও একে অপরের সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা কিছুই অর্জন করিতে পারিতেন না।

একটি একক পাণ্ডুলিপিতে সংগৃহীত আংশিক সামঞ্জস্যহীন ও শিরোনামবিহীন ক্ষুদ্র রচনাবলীর একটি সংগ্রহ এবং সন্দেহজনক একটি কিংবা দুইটি পত্র মাহ্‌দীর রচনাবলী হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বায়যাক প্রভৃতি, Documents inedits d'histoire almohade, সম্পা. Levi-Provencal, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (২) 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ-আল-মাররাকুশী, আল-মুজিব..., সম্পা Dozy, Leiden ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ১২৮-৩৯ ; (৩) ইব্‌নু'ল-কাত্তান, নাজমু'ল-জুমান, সম্পা. মাহ'মূদ 'আলী মাক্কী, তেতুয়ান, তা. বি. (?১৯৬২ খৃ.), পৃ. ৩-১৩২; (৪) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১০খ, ৪০০-৭, ইব্‌ন খালদূন-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং De Slane কর্তৃক অনূদিত, Berberes, ২খ, পরিশিষ্ট ৫; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৬৯৯, অনু. De Slane, ৩খ., 205 ; (৬) ইব্‌ন আবী যার, রাওদু'ল-কির্‌তাস, Tournberg, ১খ, ১১-১১৯; (৭) ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার, ৬খ, ২২৫-৯, অনু. De Slane, Berbers, ২খ, ১৬১-৭৩; (৮) ইব্‌ন কুনফুয, ফারিসিয়্যা, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১০০; (৯) Le liver d'Ibn Toumert, সম্পা, Luciani, আলজিয়ার্স ১৯০৩ খৃ. ('আকী'দা ওয়া মুর্‌শিদা, অনু. H. Masse, in Memoriel Henri Basset, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ২খ, ১০৫); (১০) A. Huici, Historia politica del imperio almohade, Tituan ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ২৩-১০৫; (১১) H. Terrasse, Histoire du Maroc, কাসাব্লাঙ্কা ১৯৪৯ খৃ., ১খ, ২৬১-৮১; (১২) I. Goldziher, Materialien zur kenntnis der Almohadenbewegung, in ZDMG, xliv (১৮৯০ খৃ.), ১৬৮; (১৩) ঐ লেখক, Mohammed Ibn Toumert et la theologie de l'Islam dans le Nord de l'Afrique au xie siecle, preface to Le Livre d'Ibn Toumert.

J. F. P. Hopkins (E. I. 2)/মোখলেছুর রহ'মান

ইব্‌ন তূলূন (ابن طولون) ঃ শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ আস্‌-সা'লিহী আদ্‌-দিমাশ্‌কী আল-হ'ানাফী (৮৮০-৯৫৩/১৪৭৩-১৫৪৬) ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁহার সময়ে তিনি হাদীছ ও ফিক'হ্‌শাস্ত্রের শিক্ষক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সম্ভবত তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত, যেইগুলি তিনি মামলূক শাসনের শেষাংশ ও সিরিয়ায় 'উছ'মানী আধিপত্যের প্রথমাংশ সম্পর্কে রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মজীবনী আল-ফুল্‌কু'ল-মাশ্‌হূন ফী আহ্ওয়াল মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তূলূন (প্রকা., দামিশ্‌ক ১৩৪৮/১৯২৯)-এ ব্যক্তিগত তথ্য কম পরিবেশিত হইলেও গ্রন্থকারের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত উন্নতি এবং তদানীন্তন সনাতন ইসলামী শিক্ষা— এই উভয়ের অধ্যয়নের জন্য ইহা একটি উত্তম উৎস গ্রন্থ।

কাসিয়ূন নামক টিলার উপরে অবস্থিত দামিশ্‌কের শহরতলি আস-স'ালিহিয়্যা-র এক সম্ভ্রান্ত ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পর্কিত পরিবারে ইব্‌ন তূলূন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য জামালু'দ্দীন য়ূসুফ ইব্‌ন তূলূন ছিলেন আদালতগৃহের (دار العدل) কাযী ও মুফ্‌তী। তিনি খুমারাওয়ায়হ্‌ ইব্‌ন তূলূন নামক জনৈক মামলূককে পিতার দিক দিয়া পূর্বপুরুষরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহার মাতা আয্‌দান ছিলেন মূলত আনাতোলিয়ার অধিবাসিনী (رومية)। ইব্‌ন তূলূন-এর বাল্যকালে তিনি প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন। 'রূমিয়্যা' শব্দ ও আত্মজীবনীতে উল্লিখিত তথ্য যে, তাঁহার মাতা রূমীদের ভাষায় (لسان الاروام) কথা বলিতেন–এই উভয় কারণে মতভেদ দেখা দিয়াছে যে, তদানীন্তন ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী ইহার অর্থ কি এই হয় যে, তিনি ছিলেন আনাতোলিয়াবাসী তুর্কী না গ্রীক। ইব্‌ন তূলূন তাঁহার পিতা ও উপরিউক্ত পিতৃব্য কর্তৃক লালিত-পালিত হন এবং চমৎকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। সাত বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি কুরআন-পাঠ শেষ করেন এবং ৮৯১/১৪৮৪ সালে এগার বৎসর বয়সে ফিক্‌হশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে মারিদানিয়্যা মাদরাসার ওয়াক্‌ফ হইতে বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ধর্মীয় প্রকৃতির অনেক প্রশাসনিক ও শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য প্রশাসনিক পদগুলি কখনও অতি উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। শেষ বয়সে তিনি বার্ধক্যের কারণ দর্শাইয়া উমায়্যা মসজিদের খতীব ও দামিশ্‌কের হ'নাফী মুফ্‌তীর পদের মত ধর্মীয় পদগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় বিদ্যা চর্চার কাজে ও গ্রন্থ রচনায় ব্যয়িত হয়। মনে হয় যেন উভয় শাসন আমলে তিনি রাজনীতিতে জড়িত হওয়া হইতে বিরত থাকেন। সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

জ্ঞানানুরাগের প্রসারতা ও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার দিক দিয়া ইব্‌ন তূলূনকে তাঁহার মিসরীয় সমসাময়িক আস-সুয়ূত'ী [দ্র.] (মৃ. ৯১১/১৫০৫)-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি আস্‌-সুয়ূতীর নিকট হইতে 'অনুমতি' (إجازة) লাভ করিয়াছিলেন। যেই সমস্ত 'আলিমের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন স্বীয় আত্মজীবনীতে তাঁহাদের সকলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার পঠিত সমস্ত গ্রন্থও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থাবলী কমপক্ষে জ্ঞানের ত্রিশটি শাখায় পরিব্যাপ্ত এবং ঐতিহ্যগত ইসলামী জ্ঞানের সব শাখা ও 'লৌকিক' শাস্ত্রগুলি (যথা চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা) ইহাদের অন্তর্গত। তাঁহার জ্ঞানানুরাগের প্রসারতা তাঁহার বহু গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ৭৫০ খানি গ্রন্থের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এইগুলি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদাকার গ্রন্থ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরের। ইহাদের অধিকাংশ এখন আর বিদ্যমান নাই।

ইতিহাসে যেই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাঁহারা হইতেছেন—য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী [দ্র.] (মৃ. ৯০৯/১৫০৩) ও 'আবদু'ল-ক'াদির আন্‌-নু'আয়মী (মৃ. ৯২৭/১৫২১)। উভয়ই যথাক্রমে দামিশ্‌কের মস্‌জিদসমূহ ও মাদরাসাসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য পরিচিত। ইব্‌ন তূলূনের কতিপয় গ্রন্থে, বিশেষত দ'ামিশ্‌কে'র শহরতলী আস-সালিহি'য়্যা, তাঁহার জন্মস্থান ও আল-মিয্‌যা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীতে এই পণ্ডিতগণের গবেষণা-রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

ইব্‌ন তূলূনের বহু গ্রন্থের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির অধিকাংশই দামিশ্‌ক ও ইহার শহরতলী সম্পর্কে রচিত ঃ (১) মুফাকাহাতু'ল-খিল্লান ফী হাওয়াদিছি'য্‌-যামান (مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان) (২ খণ্ডে, সম্পা. ম. মুস্‌তাফা, কায়রো ১৯৬২-৬৪ খৃ.)। ইহাতে ৮৮৪–৯২৬/১৪৭৯-১৫২০ সালের মিসর ও সিরিয়ার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই প্রকাশিত গ্রন্থে ৮৯৮/১৪৯২-৯৩, ৯২০/১৫১৪ ও ৯২৫/১৫১৯ সনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। কারণ এই সনগুলির ইতিহাস এই গ্রন্থের জন্য ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে (Tubingen MS. NO MA VI, 7.) পাওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কতিপয় অংশ অনেক পূর্বে R. H. Hartmann কর্তৃক Das Tubinger Fragment der Chronik des Ibn Tulun শিরোনামে Schriften der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft -এ (3. Jahr, Heft 2, 1926) প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২) আল-কালাই'দু'ল-জাওহারিয়্যা ফী তা'রীখি'স্‌-সালি-হি'য়্যা (القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية) ২ ভাগে, সম্পা. মুহ'াম্মাদ আহ'মাদ দুহ্‌মান, দ'ামিশ্‌ক ১৩৬৮-৭৫/১৯৪৯-৫৬)। ইহা গ্রন্থকারের জন্মস্থানের ইতিহাস এবং তথাকার মনীষীদের ও ধর্মীয় সৌধসমূহের বিবরণ সম্বলিত একখানা গ্রন্থ।

(৩) ই'লামু'ল-ওয়ারা বিমান ওয়ালিয়া নাইবান মিনা'ল-আত্‌রাকি বি-দামিশ্‌কি'শ-শাম আল-কুব্‌রা (إعلام الورى بمن ولى نائباً من الاتراك بدمشق الشام الكبرى)। ইহার মূল পাণ্ডুলিপি এখনও অপ্রকাশিত। H. Laoust কর্তৃক ইহার ফরাসী অনুবাদ Les gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les Premiers Ottomans ... (দ'ামিশ্‌ক ১৯৫২ খৃ.)-এ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৪) তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে পাঁচখানা পুস্তিকা রাসা'ইল তা'রীখিয়্যা (رسائل تاريخية) শিরোনামে মাক্‌তাবাতু'ল-কুদসী ওয়া'ল-বুদায়র কর্তৃক ১৩৪৮/১৯২৯ সালে দামিশ্‌কে প্রকাশিত হয় ঃ

(ক) আল-ফুল্‌কু'ল-মাশ্‌হূন (الفلك المشحون) আত্মজীবনী, ৫৪ পৃষ্ঠা; (খ) আশ-শাম'আতু'ল-মুদীআ ফী আখ্‌বারি'ল-কাল-'আ'দ্‌-দিমাশ্‌কিয়্যা (الشمعة المضيئة فى اخبار القلعة الدمشقية) দামিশ্‌কের নগরদুর্গের একটি ইতিহাস, ২৮ পৃষ্ঠা ; (গ) আল-মু'ইয্‌যা ফী মা কীলা ফি'ল-মিয্‌যা (المعزة فيما قيل فى المزة) দামিশ্‌কের শহরতলী আল-মিয্‌যাঃ সম্পর্কে রচিত, ইহার মস্‌জিদ, সমাধি, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতির বিবরণসহ, ২৬ পৃষ্ঠা; (ঘ) আল-লাম'আতু'ল-বারকিয়াঃ ফী নুকাতি'ত্‌-তা'রীখিয়্যাঃ (اللمعة البرقية فى نكت التاريخية) ৪৪টি গল্প, ৭২ পৃষ্ঠা; (ঙ) ই'লামু'স্‌-সা'ইলীন 'আন্‌ কুতুব সায়্যিদি'ল-মুরসালীন (إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين)।

(৫) দারবু'ল-হূতা 'আলা জামী'ই'ল-গূতা (ضرب الحوطة على جميع الغوطة) দামিশ্‌কের গূতাঃ (ফলের বাগান ও উদ্যানসমূহ) সম্পর্কে রচিত। আস'আদ তালাস কর্তৃক RAAD-তে, ২১/৩-৪, ১৪৯-৬১; ৫-৬, ২৩৬-৪৭; ৭-৮, ৩৩৮-৫১ এবং হাবীব আয্‌-যায়্যাত কর্তৃক আল-খিযানাতু'শ-শারকিয়্যা-তে, ২/৩৯ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) আশ্‌-শাযারাতু'য্‌-যাহাবিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-আ'ইম্মা আল-ইছ্‌না 'আশার 'ইন্‌দা'ল-ইমামিয়্যা শী'আদের ১২ জন ইমাম সম্পর্কে সাহিত্যিক উপাদানের একটি সংকলন। আল-আ'ইম্মাতু'ল-ইছ্‌না 'আশার (বৈরূত ১৯৫৮ খৃ.) শিরোনামে সালাহু'দ-দীন আল-মুনাজ্জিদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে, বিশেষত জীবন-চরিতের অভিধানসমূহে মূল্যবান সমসাময়িক তথ্যাবলী পরিবেশিত হইয়াছে। এইগুলি নিঃসন্দেহে প্রকাশনার যোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : ইব্‌ন তূলূনের জীবনী ও কার্যাবলীর জন্য সর্বোত্তম উৎস- গ্রন্থ তাঁহার উল্লিখিত আত্মজীবনী আল-ফুল্‌কু'ল-মাশহূন। তাঁহার অন্যান্য সমুদয় জীবন-বৃত্তান্ত ইহার উপর নির্ভরশীল, যথা : (১) আল-গায্‌যী আল-কাওয়াকিবু'স-সা'ইরা ২খ, ৫২-৫৪; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ২৯৮; (৩) আয্‌-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৭খ, ১৮৪-৮৫; (৪) সালাহু'দ-দীন আল-মুনাজ্জিদ, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩১৮-২০; (৫) ঐ লেখক, উল্লিখিত আল-আ'ইম্মা আল-ইছ্‌না 'আশার-এর ভূমিকা; (৬) ঐ লেখকের গবেষণা, আল-মু'আর্‌রিখুন'দ-দিমাশকিয়্যূন, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., ৭৯-৮১ (ইহাতে কতিপয় ভুল লক্ষণীয়, বিশেষত Littmann-এর প্রতি ই'লামু'ল-ওয়ারা গ্রন্থের আংশিক প্রকাশনার আরোপ)। আরও দ্র.; (৭) এম. এ. দুহমান, আল-কালা'ইদু'ল- জাওহারিয়্যা, ১খ.-এর ভূমিকা, পৃ. ১-২৪; (৮) এম. মুসতাফা, মুফাকাহাতু'ল-খিল্লান, ২খ.-এর ভূমিকা, পৃ. ৭-২১; (৯) H. Laoust, Les gouverneurs de Damas-এর ভূমিকা, বিশেষত পৃ. ৯-১৭। বর্তমানে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিসমূহ সম্পর্কে সর্বোত্তম তথ্যের জন্য দ্র. Brockelmann, ২খ, ৪৮১, পরি., ২খ, ৪৯৪।

W. M. Brinner (E. I. 2)/ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইব্‌ন তূলূন (দ্র. আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন)

ইব্‌ন দাঊদ (ابن داود) : আবূ বাক্‌র মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান দাঊদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন খালাফ আল-ইস্‌ফাহানী একজন প্রসিদ্ধ জাহিরী ফাকীহ, 'আরবী সূফী প্রেমমূলক কবিতার প্রথম সংকলয়িতা এবং বাগদাদের একজন খ্যাতনামা কাব্য সংকলক ও কবি। তিনি ২৫৫/৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯৭/৯০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সাহচর্যে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কবি আল-বুহ্‌তুরীর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তাঁহার সাহিত্যের উস্তাদ আহ'মাদ ইব্‌ন য়াহ্‌'য়া আশ-শায়বানীর শিক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন (তু. ইরশাদ, সম্পা. Margoliouth, ১খ, ৪)। তাঁহার পিতা দাঊদ ইব্‌ন 'আলী (মৃ. ২৭০/৮৮৪) জাহিরী মায্‌হাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইব্‌ন দাঊদ বাগদাদের জাহিরী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (দ্র. দাঊদ ইব্‌ন 'আলী)। তাঁহার নেতৃত্বের লক্ষ্য কি ছিল, ইহা অনেকটা অস্পষ্ট; তাহা ছাড়া তাঁহার জাহিরী চিন্তাধারা সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইহা বলা যায় যে, ইব্‌ন হ'াযম (দ্র.)-এর নেতৃত্বে জা'হিরী আন্দোলন চরম আপোসহীনতায় উপনীত হইয়াছিল, ইব্‌ন দাঊদ তদপেক্ষা অনেকটা নমনীয় ছিলেন (ইব্‌ন হ'াযম তাঁহার 'মুহাল্লা' গ্রন্থে জাহিরীগণকে সামগ্রিকভাবে 'আস্‌হ'াবুনা' পরিভাষা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু ইব্‌ন দাঊদ এই পদবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা, ইহা অস্পষ্ট)। ইব্‌ন দাঊদের পার্শ্বে কেবল জা'হিরী ফাকীহদেরই সমাবেশ ঘটিত না, বরং ব্যাকরণবিদ ও পণ্ডিতদের একটি দলেরও তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া ছিল। (মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন আজ'-জা'হিরী আল-কাতিব, শাফি'ঈ ইব্‌ন সুরায়জ, সূ'ফী জুনায়দের একজন আবেগ-আপ্লুত প্রশংসাকারী আহ্'মাদ ইব্‌ন 'ইমরান, মালামাতী সূ'ফী রুওয়ায়ন, মুহ'াদ্দিছ' আহ'মাদ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন নাসিহ আল-ওয়াশশা-র প্রধান তথ্য সরবরাহকারী ও আহ'মাদ ইব্‌ন নাস্'র ইব্‌ন দারি বৈয়াকরণ ছা'লাব ও নিফ্‌তাওয়ায়হ, তাঁহাদের উভয়েই হ'াম্বালী মতাদর্শে মতান্তরিত হইয়াছিলেন)। কিন্তু জাহিরী চিন্তাধারা প্রচারে ইব্‌ন দাঊদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি জাহিরী চিন্তাধারা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্ত-এ তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। মাস্'ঊদীর বর্ণনানুসারে (মুরূজ, ৮খ, ২৫৫) ইব্‌ন দাঊদ কয়েকটি ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; যথা (১) কিতাবু'ল-উসূল ইলা মা'রিফাতি'ল-উসূল (ইরশাদ, ৬খ, ৪৪৬-এ ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে); (২) কিতাবু'ল-ইন্‌যার; (৩) কিতাবু'ল-ইযার ওয়া'ল-ঈজায; ইহা ছাড়া তিনি 'আল-ইন্‌তিসার নামক একখানা তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থ র না করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী, (তু. ইরশাদ, ৬খ. ৩৫২), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন শার্‌শীর ও 'ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ্‌-দারীর-এর ভুল প্রতিপাদনের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইব্‌ন দাঊদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিতাবু'য্‌-যাহ্‌রা (পুষ্প পুস্তক)-এর শিরোনামে কিছুটা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। Barbier de Meynard (মুরূজ, ৮খ, ১২৫৫) ও Brockelmann (১খ, ৫২০) উভয়েই গ্রন্থটির শিরোনাম কিতাবু'য'-যুহ্‌রা (অথবা আয্‌-যুহ্‌রা) পড়িতেন (যুহ্‌রা তারকার গ্রন্থ, তু. The Legacy of Islam, অক্সফোর্ড ১৯৩১ খৃ., পৃ. ১৮৭)। কিন্তু কিতাবু'য্'-যাহ্‌রা নামটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থটি 'আরবী পাঠের প্রথম দিকের সংশোধনকারী ও মুদ্রণকারী অধ্যাপক Nykl এবং অপর নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতগণ শেষ পর্যন্ত কিতাবু'য্‌-যাহ্‌রা নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থটি সূফী প্রেম সম্পর্কিত কবিতার একটি সংকলন। ইহাতে তাঁহার স্বরচিত কবিতা ছাড়াও প্রাচীন ও সমসাময়িক কবিদের দুই শত পঞ্চাশেরও অধিক কবিতা রহিয়াছে। সংকলনটিতে কেবল খ্যাতনামা কবিদের কবিতাই স্থান পায় নাই, বরং অপ্রসিদ্ধ কবিদের কবিতাও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে এমন কিছু কবিতা রহিয়াছে, যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি নিজের উপর কোন নীতির বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন নাই। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য অগ্রপুরুষ ছিলেন ইব্‌ন কুতায়বা।

আয্‌-যাহ্‌রা গ্রন্থটি দুইটি অংশ লইয়া গঠিত। প্রথমাংশটি একটি প্রেমমূলক কবিতা সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়াংশটি (MS Turin) একটি সংকলন (প্রশংসাবাদ, বিদ্রূপ বা মদ্যপান বিষয়ক কবিতা, ছন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায় রহিয়াছে)। দুইটি অংশে একত্রে প্রায় ৫০টি অধ্যায় রহিয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে ১০০টি করিয়া কবিতা রহিয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রবাদ বাক্যের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই প্রবাদ বাক্যগুলি সমান গুরুত্ববহ নহে। এইগুলির বিষয়বস্তু সাহিত্যিক স্টাইলের কোন সূক্ষ্ম বিষয়ও হইতে পারে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ও হইতে পারে। তবে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত বিষয় হইল প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব। প্রবাদ বাক্যগুলি ছিল ছন্দোবদ্ধ গদ্যাকারে। ফাত্‌ওয়াদানে নিয়োজিত ফাকীহদের ফাত্‌ওয়া প্রচারের মার্জিত রীতি ছিল এই ছন্দোবদ্ধ গদ্য। প্রথমাংশের যুক্তিসম্মত বিন্যাস ছিল নিম্নরূপঃ

প্রথম দশটি অধ্যায়ে প্রেমের নীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে ('ইশ্ক' সম্বন্ধীয় বর্ণনায় প্রেমাস্পদের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া একজন চিকিৎসকের উপর আস্থা স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন)। পরবর্তী দশটি অধ্যায়ে ভাবাবেগের বিভিন্ন প্রভাবে এবং প্রেমিকদের উপর আপতিত দুর্ভাগ্যের বর্ণনা রহিয়াছে (নিন্দাকারী, মিথ্যা অপবাদ দানকারী ও নির্বাসিত ব্যক্তি)। ইহার পরবর্তী দশটি অধ্যায়ে ভাবাবেগকে বাধা দেয় এমন একটি গভীর অথবা অধিকতর স্থায়ী স্বভাবের প্রতিবন্ধকতাগুলির বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে (সুলুওও, 'প্রশস্তি' এক প্রকার মানসিক গতি, যাহার পরিণতি প্রেমিকের 'বিজয়' ও ইহার সকল প্রভাবসমূহের সংগে)। অপর দশটি অধ্যায় (৩০-৪০) প্রেম সম্পর্কিত আলোচনা সম্বলিত যাহা প্রাচীন 'আরব কবিদের নাসীবের স্মৃতি বহন করে ঃ প্রেমিক ও বিদ্যুৎমূলক, বিচ্ছেদের দিনে প্রেমিক, প্রিয়জনের স্মৃতিতে প্রেমিক ইত্যাদি। প্রথমাংশের শেষদিকে নৈতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ইহার গূঢ় তত্ত্বের উপর। প্রেম সম্পর্কিত মৃত্যু সম্পর্কেও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থের প্রতিটি বিষয়ই জটিল। বিষয়বস্তুর বর্ণনা শালীন ও নির্দোষ হইলেও ইহা অনেক ভাবাবেগ ও বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক মৌলিক অবদান এই ক্ষেত্রে যে, তিনি ধর্মীয় ও সূ'ফী মতবাদ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়াও মার্জিত আচারের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিধানটি সম্পূর্ণভাবে এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় ঃ যিনি ভালবাসেন, তিনি চরিত্রবান থাকেন, তিনি তাঁহার প্রেম প্রকাশ করেন না এবং মৃত্যুবরণ করেন একজন শহীদের ন্যায়। বিধানটি পিতা দাঊদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এই সমস্যা মুসলিম নীতিবাদীদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরক্তির কারণ ঘটায় ঃ আন-নাজরু'ল-মুবাহ (অপরিচিতা মহিলার প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাতের আইনসিদ্ধতা) ও কিত্মান (কাহারও প্রেম প্রকাশ হইতে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতা, এমনকি স্বয়ং প্রিয়জনের নিকট প্রকাশ করা হইতেও বিরত থাকা), বিশেষত হ'াম্বালীদের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রবল এবং তাহারা দাঊদের চিন্তাধারার তীব্র বিরোধী ছিলেন। ইব্নু'ল-ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (দ্র.)-ও ইব্ন দাঊদের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করিয়াছেন। অপরদিকে হ'াম্বালীগণ খারাইতী (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ, পৃ. ২৫০) ই'তিলালু'ল-কুতুব গ্রন্থের রচয়িতা, বুরসা, উলুকামী (Ulu cami 1535) হইতে ভাবাবেগের উপর আরোগ্যবিদ্যা সম্বন্ধীয় এক প্রকার ক্রিয়া আরোপ করে। ইহা সাধারণ উপলব্ধি ও ইসলাম উভয়ের উপর ভিত্তিশীল। ইহা সত্য যে, ইব্ন দাঊদ তাঁহার 'ইশ্ক সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহা স্বীকার করেন নাই যে, ইহা আরোগ্য সম্বন্ধীয় ঐশী গুণ ধারণ করে। ইহাতে কোন চূড়ান্ত পদ্ধতি অথবা অবিন্যস্ত আদর্শের ভিত্তিতে ভোগের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না (তিনি সব সময়ই সন্দিগ্ধ মানসিক ভাবাবেগ ও স্বর্গীয় প্রেম হইতে মুক্ত। তিনি প্রেম, এমনকি প্রেমের স্মৃতিতে নাসীবের প্রিয় একটি চিন্তাধারা আরোপ করেন, ইহার উদ্দেশ্য শারীরিক প্রাবল্য ঃ মেযাজের উপর চিন্তাধারার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া এবং চিন্তাধারার উপর মেযাজের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া)। সম্ভবত তিনি প্রেমের অক্ষত চরিত্র সংরক্ষণের উদ্দেশে সূফীবাদ ও মানবিক জ্ঞানকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে এই নিরপেক্ষ মনোভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব মানব জ্ঞানের সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ, জাহিরী মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হউক অথবা মালামাতিয়্যা মতবাদের উপর ভিত্তিশীল নেতিবাচক সূ'ফীবাদ দ্বারাই পরিচালিত হউক না কেন। A.R.Nykl, L. Massignon, H. Ritter প্রমুখ পণ্ডিত ইব্ন দাঊদকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অভিব্যক্তির ভিত্তিতে 'মার্জিত প্রেম'-এর মতবাদের উদ্‌গাতারূপে বিবেচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কেবল ইব্ন দাঊদের নিজস্ব অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই; বরং ছন্দোবদ্ধ গদ্যাংশে প্লেটো ও জালীনূসের (Galen) মতবাদের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য কেহ কেহ ইহার কোন কোন বিষয়কে সরাসরি প্লেটোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া থাকেন।

ইহা স্বাভাবিক কথা যে, কিতাবু'য-যাহ্রাকে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমসাময়িক কালের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হইত। ইব্ন হ'াযম এই মত পোষণ করিতেন যে, আবূ 'আম্র আহ'মাদ ইব্ন ফারায রচিত কিতাবু'ল-হাদাইক-এ কিতাবু'য-যাহ্রার রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, এমনকি ইব্ন হাযম তাঁহার প্রেম সম্পর্কিত গ্রন্থ তাওক্'ল-হ'ামামাঃ রচনায় ইব্ন দাঊদের গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। Manigun ইব্ন দাঊদকে কর্ডোভার বিশিষ্ট কবি ইব্ন কুয্মানের পূর্বসূরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কিতাবু'য-যাহরা, (১ম অংশ), সম্পা. A. R. Nykl, Chicago 1932 (২য় অংশ ঃ MS Turin 25); (২) A. R. Nykl, Hispano-arabic Poetry, Baltimore 1946, 370 ; (৩) Maddignon, Passion, 167-81; (৪) H. Ritter, in Isl. xxi (1932); (৫) Brckelmann, S I, 249 ; (৬) আল-খাতীবু'ল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দা,দ ৫খ, ২৫৬ ; (৭) আল-ফিহ্রিস্ত, ২১৭ প. ; (৮) ইব্ন খাল্লিকান, Cairo 1948, no. 578 ; (৯) J. C. Vadet, L'esprit courtois en Orient dans les cinq premiers siecles de l' hegire, index; (১০) মাস'ঊদী, মুরূজু'য'-যাহাব, সম্পা. Barbier de Meynard, প্যারিস, ৮খ, ২৫৩-৫৬ ; (১১) য়াকূ'ত, ইরশাদু'ল-আরীব, সম্পা. Margoliouth ; (১২) দা. মা. ই., ১খ, ৫১০-৫১৩ ; (১৩) Ency. Brit. 15th ed., vol, 7, p. 849-50.

J. C. Vadet (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন দাকীক 'আল-'ঈদ (ابن دقيق العيد) ঃ তাকিয়্যু'দ-দীন আবু'ল-ফাত্হ' মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন মুতী' ইব্ন আবি'ত-তাআঃ ফাকীহ ও মুহ'াদ্দিছ'। জন্ম শা'বান ৬২৫/জুলাই ১২২৮ সনে হিজাযের য়াম্বু'তে (Baoceklmann বর্ণিত দক্ষিণ মিসরে নয়), যদিও তাঁহার মাতাপিতা উত্তর মিসরের মানফালূতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উত্তর মিসরের কূস-এ প্রতিপালিত হন এবং হ'াদীছ' শ্রবণ করিবার জন্য কায়রো ও দামিশক পর্যন্ত গমন করেন। পরবর্তী কালে তিনি মালিকী ও শাফি'ঈ মায্'হাব অনুযায়ী ফিক্হ' শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তিনি ৬৭৫/১২৯৫ সনে বিচারকের পদ লাভ করেন এবং ১১ সাফার, ৭০২/৬ অক্টোবর, ১৩০৩ তারিখে কায়রোতে ইনতিকাল করেন।

"আল-ইসলাম ফী আহ'াদীছি'ল 'আহ'কাম" নামে কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থসহ তিনি ফিক'হ ও হ'াদীছ সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কিছু কবিতা ও বক্তৃতামালাও রাখিয়া যান। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। এই তথ্যটি তাশকোপ্রুযাদে তাঁহার মিফ্তাহু'স-সা'আদাঃ ওয়া মিসবাহু'স-সিয়াদাঃ (হ'ায়দরাবাদ ১৯১১ খৃ., ১খ, ২৮১) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও এই বিষয়ে কোন রচনা রাখিয়া

গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য জনৈক বেনামী লেখক (ফী বায়ানি 'আমালু'ল-ফিদ্দাঃ ওয়া'য'-যাহাব নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে) পারদ ও গন্ধককে স্বর্ণে এবং পারদ ও আর্সেনিককে রৌপ্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য ইব্ন দা'কীক' আল-'ঈদ কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের একটি দলীল সংরক্ষণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাহাবী, তু'ফ্ফাজ' ৪খ., ২৬২ ; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, বূলাক ১২৮৩ হি., ৩০৫ ; (৩) যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৩খ, ৯৪৯ ; (৪) Brockelmann, II, 75, SII, 66 ; (৫) কাহ্হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন. ১১খ, ৭০ ; (৬) R. Y. Ebied ও M. J. L. Young, An anonymous Arabic treatise on alchemy, in Isl, liii (1976), 100-9.

R. Y. Ebied ও M. J. L. Young (E.I.[2] Suppl.)/
আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্ন দানিয়াল (ابن دانيال) ঃ শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন দানিয়াল ইব্ন য়ূসুফ আল-খুযা'ঈ আল-মাওসিলী। জন্ম আনু. ৬৪৬/১২৪৮, মৃ. ৭১০/১৩১০, 'আরব লেখক, মিসরের অধিবাসী। তিনি মাওসিল-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ বৎসর বয়স হইতে কায়রোতে বসবাস আরম্ভ করেন। এইখানে তিনি চক্ষুতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং এই পেশায় রত থাকেন। বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষায় ও প্রচলিত 'আরবী ভাষায় পদ্যে ও ছন্দোবদ্ধ গদ্যে তিনি মধ্যযুগীয় মিসরের কয়েকখানি ছায়ানাট্য রচনা করেন। বাহ্যত তিনি কিছু সংখ্যক 'আরবী কবিতাও রচনা করেন। কিন্তু তিনি নিজের নাট্যকর্মের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ছাপ রাখিয়াছেন, তাহার জন্যই তিনি সমধিক স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বস্তুত তিনটি নাটকই মঞ্চায়ন করার উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বই হিসাবে প্রকাশ করা অপেক্ষা বরং পাণ্ডুলিপিগুলি খুব সম্ভব পথনির্দেশক হিসাবে লেখা হইয়াছিল। প্রযোজক এই উদ্দেশ্য হইতে সরিয়া আসিতে পারিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে সরিয়া আসিয়াও ছিলেন।

নাটক তিনটির একটি হইতেছে তায়ফু'ল-খিয়াল (কল্পনার ছায়া)। ইহাতে বিসাল নামে পূর্বকালের একজন সৈনিকের এক ঘটকের ফাঁদে পড়ার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সৈনিকটির হতাশা ও নৈরাশ্য এই নাটকের হাস্য-রসাত্মক উপাদানে পরিণত হইয়াছে। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে বর যখন বাসর ঘরে তাহার নববধূর ঘোমটা উন্মোচন করিল, তখন সে একটি ডাইনীকেই আবিষ্কার করিল যাহা ছিল ঘটকের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় নাটকটির নাম হইতেছে 'আজীব ওয়া গ'ারীব (বিস্ময়কর ও বিরল)। এই নাটকে কোন ঘটনার সমাবেশ নাই, বরং ইহাতে হাট-বাজারের হৈ-হুল্লোড় ও কলহ-বিবাদকারীদের, হাতুড়ে ডাক্তার, পশু পালকদের ও ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শকদের মত বিভিন্ন অদ্ভুত কার্যকলাপ ও অসৎ বৃত্তির কতকগুলি চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছে। নাটক আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আবির্ভূত দুইজন উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৌতুকপ্রিয় লোকের নামে নাটকটির নামকরণ করা হয়। তৃতীয় নাটকের নাম আল-মুতায়্যাম (প্রেমাসক্ত)। এই নাটকে ধারাবিবরণী ও বাজনার তালে তালে পর্যায়ক্রমে মোরগ, ভেড়া ও ষাঁড়ের পেশাদারি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপস্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহাতে দুর্বল ঘটনার সমাবেশ শিথিলভাবে সম্পর্কিত। আল-মুতায়্যাম ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী এই পেশাদারি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সূচনা করে। নাটকের শেষ পর্যায়ে সব রকমের অস্বাভাবিক অভিনয়কারী অদ্ভুত চরিত্রকে একটি প্রীতিভোজে আপ্যায়ন করা হয়, যাহারা একটি যবেহকৃত ষাঁড়ের গোশত ভোজের জন্য সমবেত হয়।

ইব্ন দানিয়ালের প্রথম নাটকটি হাস্যরসোদ্দীপক আর অপর দুইটি নাটক শিষ্টাচারজনিত মিলনাত্মক। প্রথম নাটকটিতে উপহাসের প্রবর্তন করা হইয়াছে–বৈষম্য প্রদর্শন, ইতর প্রহসন ও অশ্লীলতার মাধ্যমে, দ্বিতীয় নাটকে সীমিত পরিসরে নৈতিকতার প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা দেখানো হইয়াছে (বিশেষরূপে সমাপ্তির মাধ্যমে)। প্রথম নাটকের উপসংহারে তাহা আর একটু বেশী জোরালোভাবে দেখান হইয়াছে (হতাশ বর পাপ মোচনের উদ্দেশে হিজাযে হাজ্জ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৃতীয় নাটকের উপসংহারেও তাহাই ঘটিয়াছে (মৃত্যুদূতের আবির্ভাবের মাধ্যমে)।

যাহা হউক, এই নাটকগুলির প্রধান সম্পদ ইহাদের ঘটনা সমাবেশ অথবা সাহিত্যিক মানের মধ্যে নহে, বরং সময়ের প্রতিফলনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মিসরের চালচলনের প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই নাটকগুলির মধ্যে। 'আরবী ভাষায় মধ্যযুগীয় ছায়ানাট্যগুলির অধিকাংশই প্রযোজক অথবা তাহাদের পরিমণ্ডলের লোক দ্বারা রচিত হইত। যাহা হউক, ইব্ন দানিয়াল প্রশিক্ষণে ও পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁহার নাটকে (ছায়ানাট্য প্রযোজকদের নিজস্ব) প্রাথমিক কালের উপাদানগুলি সংযোজিত করিয়াছিলেন কিনা তাহা সাধারণ্যে একটি প্রশ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপারে বর্তমানে খুব কমই জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তিনটি নাটকই বই আকারে একীভূত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে (অপূর্ণাঙ্গভাবে); প্রকাশক ঃ মুহ'াম্মাদ তাকীয়ু'দ-দীন আল-হিলালী, বাগ'দাদ ১৯৪৮ খৃ.; (২) ইব্ন দানিয়াল ও তাঁহার গ্রন্থ, সা'ঈদ আল-দীওয়াহজী, ইব্ন দানিয়াল আল-মাওসিলী, আল-কিতাব-এ ১০খ (জুন ১৯৫১), ৬১১-৭; (৩) ফু'আদ হ'াসানায়ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন দানিয়াল, in আছ-ছাকাফাঃ (কায়রো), ৪র্থ-৫ম, নং ২০৮-২১০; ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪২-৫, জানুয়ারী, ১৯৪৩; (৪) G. Jacob, Agib ed-Din al-Waiz bie Ibn Danijal, in Isl. iv (১৯১৩ খৃ.), ৬৭-৭১; (৫) ঐ লেখক, Geschichte des Schattentheaters, Berlin ১৯০৭ খৃ., ৩৪ প.; (৬) ঐ লেখক, al-Mutaijam ein altarabisches Schauspiel fur die Shattenbuhne bestimmt von Muhammad ibn Danijal, Erlangen ১৯০১ খৃ.; (৭) P. Kahle, The Arabic shadow play in Egypt, in JRAS, ১৯৪০ খৃ., ২১-৩৪ ; (৮) ঐ লেখক, Muhammed ibn Danijal und sein Zweites arabisches Schattenspiel, in Miscellanea Academica Beroliensis, ii/2(১৯৫০ খৃ.), ১৫১-৬৭ ; (৯) J. M. Landau, Shadow plays in the Near East, Jarusalem ১৯৪৮ খৃ., xxviii-xxxiv ; (১০) ঐ লেখক, Studies in the Arab theatre and cinema. Philadelphia ১৯৫৮ খৃ., ১৮-২৪; (১১) অতি সাম্প্রতিক কালে ইব্রাহীম হ'াম্মাদাঃ উল্লিখিত তিনটি নাটকের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন–খিয়ালু'জ-জিল্ল ওয়া তামছীলিয়্যাত ইব্ন দানিয়াল নামে, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.।

J. M. Landau (E.I.[2])/মুহাম্মদ মূসা

ইব্ন দা'ব আবু'ল - ওয়ালীদ 'ঈসা ইব্ন য়াযীদ (ابن دأب ابو الوليد عيسى ابن يزيد) ঃ ইব্ন বাক্‌র ইব্ন দা'ব আল-লায়ছী আল-মাদানী একজন মুহ'াদ্দিছ', বংশ তালিকাবিশারদ, রাবী (হ'াদীছ' বর্ণনাকারী) এবং মদীনার কবি। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার পর কিছুকাল তিনি খালীফা আল-মাহ্‌দীর দরবারে অতিবাহিত করেন। কিন্তু পরবর্তী খালীফা আল-হ'াদীর দরবারে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ইব্ন দা'ব তাঁহার নিকট হইতে অসাধারণ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ১৭১/৭৮৭ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার শালীন, সুন্দর ভাষা ও মধুর আচরণের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। প্রাচীন কবিতা ও বংশ তালিকা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা, সরস প্রত্যুত্তর প্রস্তুতি, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা রচনার নৈপুণ্য ইত্যাদি গুণ তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের একজন আদর্শ সহচরে পরিণত করে। তিনি কখনও আত্মগর্ব প্রকাশ করিলে কিংবা খলীফার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিলেও খলীফা তাঁহার এইরূপ ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিতেন। বিভিন্ন গ্রন্থকার পৃথক পৃথকভাবে একটি উপাখ্যানের বর্ণনা দিয়া বলেন (দ্র. D. Sourdel, Vizirat, 123) যে, আল-হাদী তাঁহার রচিত উত্তম কবিতার জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

হি'জাযের কবিদের কাব্যকর্ম, ঐতিহাসিক পরম্পরাগত মতবাদ ও হাদীছ' বর্ণনায় তিনি উচ্চ মানের বিবেচিত হন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আল-জাহিজ (যদিও তিনি বিগাল সম্পর্কে, ১৪, সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন), ইব্ন কু'তায়বা অথবা ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ লেখক তাঁহার সূত্রে হ'াদীছ' বর্ণনা করিতে কোনরূপ অসুবিধা মনে করেন নাই। খালাফু'ল-আহ'মার ও অন্যান্য রাবী তাঁহাকে হ'াদীছ' জালের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আবূ 'আম্‌র ইবনু'ল-'আলা, ইব্ন দা'বের বর্ণিত কবিতায় অনেক ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'আরবদের সম্পর্কিত কাহিনীর উদ্ভাবক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত দোষারোপ কিছুটা প্রতিহিংসাবশত হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে।

ইব্ন দা'বের নাম সাধারণত 'ঈসা ইব্ন য়াযীদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তাঁহার বংশের অনেক সদস্যকেই ঐতিহাসিক বংশ তালিকা সম্পর্কিত হ'াদীছে'র বর্ণনাকারীরূপে উল্লেখ করা হয়। যেমন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য হু'যায়ফা ইব্ন দা'ব, তাঁহার পিতা য়াযীদ ইব্ন বাক্‌র, তাঁহার ভ্রাতা য়াহ্‌য়া ইব্ন য়াযীদ ও তাঁহার পিতৃব্য পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন হু'যায়ফা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান ও বায়ান, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্ন কু'তায়বা,মা'আরিফ, ৫৩৭-৩৮; (৩) তাবারী, ৩ খ, ৫৩৯; (৪) জাহ্‌শিয়ারী উযারা', ১৭২-৩; (৫) ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো সংস্করণ, ১৩৩; (৬) খাত'ীব বাগ'দাদী, ১১খ, ১৪৮; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ, ২৬৩-৬৪ (সম্পা. Pellat, 2471); (৮) য়াকূ'ত, উদাবা', ১৬খ, ১৫২-৬৫; (৯) ইব্ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ৪খ, ৪০৮-১০, ৫খ, ১২০; (১০) এফ. বুসতানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৫১; (১১) F. Rosenthal, Historiography, index.

Ch, Pellat (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন দাব্বা (দ্র. য়াযীদ ইব্ন মিকসাম)

ইব্ন দায়সান (দ্র. দায়সানিয়্যা)

ইব্ন দাররাজ আত-তুফায়লী (দ্র. তুফায়লী)

ইব্ন দার্‌রাজ আল-কাস্‌তাল্লী (ابن دراج القسطلى) ঃ আবূ 'উমার আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-'আসী ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন 'ঈসা ইব্ন দার্‌রাজ, আন্দালুসিয়ার কবি। 'কাসতাল্লাত দার্‌রাজ' হইতে তাঁহার কাসত'াল্লী নিস্‌বা (সম্বন্ধবাচক) নাম উদ্ভূত। R. Blachere উক্ত স্থানকে (বর্তমানে পর্তুগালে অবস্থিত) Cacella নামক স্থান বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্ভবত Jaen প্রদেশের 'Cazalilla' অথবা 'Castellar de Santisteban' নামের সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সান্‌হাজার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুহ'ার্‌রাম ৩৭৪/মার্চ ৯৫৮ সালে তাঁহার জন্ম। উক্ত পরিবার 'আরবদের স্পেন বিজয়ের সময় স্পেনে বসতি স্থাপন করে। তিনি সম্ভবত Jaen-এ শিক্ষালাভ করেন এবং কর্ডোভার সাহিত্যিক মহলের সহিত পরিচিত হন। উপরিউক্ত তথ্যাদি ছাড়া তাঁহার প্রাথমিক জীবনের আর কিছুই জানা যায় না।

৩৮২/৯৯২ সালে ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি আল-মানসূ'র ইব্ন আবী 'আমেরের দরবারে একজন প্রথিতযশা কবি হিসাবে গণ্য হন। যে কবিতায় তিনি নিজের পরিচয় (দেখুন, দীওয়ান, নং ৩) ও তাঁহার পরিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন (উদাহরণস্বরূপ তাঁহার আট বৎসরের একটি কন্যা ছিল) তাহা এতই নিখুঁত যে, তাঁহার ন্যায় একজন অনভিজ্ঞ কবির পক্ষে ইহার রচনা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে দরবারের কাব্য সমালোচকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহারা তাঁহাকে অন্যের রচনা চুরি করিয়া নিজের নামে চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে আল-মান্‌সূ'র ৩ শাওওয়াল, ৩৮২/১ ডিসেম্বর, ৯৯২ বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁহাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান এবং জন কুইলস (Jon quils) ফুল পরিবেষ্টিত আপেল ভর্তি একটি পাত্রের বিষয় মুখে মুখে তাৎক্ষণিক বর্ণনা প্রদান করিতে আহবান জানান। কবি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা লিখিয়া (দ্র. দীওয়ান, নং ১৪৯) আবৃত্তি করেন (নং ১০০)। উক্ত কবিতায় তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যের কবিতা চুরি করার অভিযোগ খণ্ডন করেন এবং নিজেকে সার্থক কবি ও গদ্য লেখক হিসাবে দাবি করেন। ইহাই তাঁহাকে দরবারে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এই পরীক্ষার পর ইব্ন দার্‌রাজের ভাগ্যের উন্নতি হইতে থাকে। আল্-মানসূর উদারতার সহিত তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁহার সভাকবিদের নামের তালিকার শীর্ষে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং পত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগ (দীওয়ানু'ল-ইন্‌শা)-এর একটি পদেও তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর তিনি আল-মানসূর ও তাঁহার পুত্র আব্‌দু'ল-মালিক আল-মুজাফ্‌ফারের চাকুরীতে বহাল ছিলেন। এই সময় মুসলিম স্পেন সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির দিক হইতে গৌরবের শীর্ষে উন্নীত হইয়াছিল যাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। 'আমিরী শাসকদের একনায়কত্বের অধীনে ইব্ন দাররাজ ছিলেন তাঁহাদের শৌর্যবীর্যের ও বিজয়ের গুণকীর্তনকারী, তাঁহাদের কৃতিত্বের বর্ণনাকারী এবং তাঁহাদের দরবারের যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন একজন স্তাবক।

৩৯৯/১০০৮ সালে 'আব্‌দু'র-রাহ'মান ইব্ন আবী 'আমের (দ্র.)-এর হত্যার ফলে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয় তাহা তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। প্রথম চারি বৎসর তিনি কর্ডোভায় বসবাস করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নৈতিক দ্বিধা-সংকোচ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া তিনি পর্যায়ক্রমে যাহারা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন কবিতায় তাঁহাদের প্রশংসা কীর্তন করিয়া যান। যাঁহাদের সম্বন্ধে এই সকল কবিতা রচিত হয় তাঁহারা

হইলেন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হিশাম আয-যাহ্‌দী, সুলায়মান আল-মুস্‌তাঈ'ন, আল-ক'াসিম ইব্‌ন হাম্মূদ প্রমুখ। পরিশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার ব্যাপারে তিনি হতাশ হইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন। তিনি ৪০৪/১০১৪ সালে উপদ্বীপের বাহিরে সিউটায় গমন করেন। সিউটা সেই সময় স্পেনে 'আলাবী শাসনের প্রবর্তক 'আলী ইব্‌ন হ'াম্মূদ কর্তৃক শাসিত হইত। ইব্‌ন দার্‌রাজ সভাকবি হিসাবে সুবিধাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইব্‌ন হ'াম্মূদকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতা রচনা করেন যাহাতে শী'আ মতবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছিল। যাহা হউক, হ'াম্মূদীদের দরবারে তিনি যে প্রশান্তি প্যাওয়ার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই। সুতরাং শান্তির সন্ধানে চারি বৎসর যাবত তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজার দরবারে গমন করেন। ৪০৮/১০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি Almeria, Valencia, Jativa, Tortosa প্রভৃতি রাজ্য ভ্রমণ করিয়া সেই সকল রাজ্যের নৃপতিগণের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন, কিন্তু এই সমস্ত কবিতা তেমন সার্থক হয় নাই। পরিশেষে ৪০৮/১০১৮ সালে তিনি সারাগোসায় উপস্থিত হন এবং সেইখানে আল-মুন্‌যির ইব্‌ন য়াহ'য়া আত্‌-তুজীবীর সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হন। প্রায় দশ বৎসরকাল ইব্‌ন দাররাজ অপোষকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তিনি 'আমিরীগণের দরবারের মত আল্‌-মুন্‌যিরের দরবারেও প্রধান সরকারী কবি এবং পত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। আল্‌-মুন্‌যির (৪০৮-১২/ ১০১৮-২২) ও তাঁহার পুত্র য়াহয়ার (৪১২-২৭/১০২২-৩৬) সভাকবি হিসাবে তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে তাঁহার দীওয়ানের তৃতীয় খণ্ড উৎসর্গ করেন। তাঁহার পার্থিব জীবন অত্যন্ত আরামদায়ক ছিল। একটি কবিতায় (নং ৫৭) তিনি ভূমি ও ফলের বাগানের মালিক হওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। যাহা হউক, অজ্ঞাত কারণে য়াহয়া ইব্‌ন আল্‌-মুনযিরের সহিত তাঁহার সম্পর্কের খুব বেশী অবনতি ঘটে এবং দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ৪১৯/১০২৮ সালে 'দেনিয়া'-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া মুজাহিদ আল-'আমিরী (দ্র.)-কে সম্বোধন করত কবিতা রচনা করেন এবং সম্ভবত তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পূর্বাঞ্চলের এই শহরে অতিবাহিত করেন। এই শহরেই তাঁহার একমাত্র পুত্র আল্‌-ফাদ্‌লও জীবন অতিবাহিত করেন। ইব্‌ন দার্‌রাজ ১৬ জুমাদা'ছ'-ছানী, ৪২১/২২ জুন, ১০৩০ সালে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন দার্‌রাজ মুসলিম স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃত এবং তিনি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ দিকের ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম দিকের 'আরব-আন্দালুসীয় কবিতার স্বর্ণযুগের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও তিনি মুলূকু'ত-তাওয়া'ইফ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তবু তিনি স্পেনের খলীফাদের ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। ইব্‌ন শুহায়দ, ইব্‌ন হ'াযম ও আর্‌-রামাদীর মত কবির ন্যায় ইব্‌ন দার্‌রাজও ঐ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন যখন আন্দালুসিয়ার ঐতিহ্য ও গৌরবের বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সাহিত্যে ইহার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঠিক প্রকাশ।

ইব্‌ন দার্‌রাজ সত্যিকার অর্থে একজন বিপ্লবী কবি ছিলেন না বটে, তবে যাঁহারা মুওয়াশশাহ ও যাজাল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনিও যে কিছু পরিমাণে তাঁহাদের একজন ইহা বলা যায়। পক্ষান্তরে তিনি আবূ তাম্মাম ও আল-মুতানাব্বীর মত নব্য-ক্লাসিক কবি ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি সমালোচকদের দ্বারা 'আন্দালুসিয়ার মুতানাব্বী' নামে অভিহিত হন। এই সকল কবির মত ইব্‌ন দার্‌রাজ কাব্য রচনায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। সমালোচকদের মতে তিনি ক্লাসিক্যাল রীতিতে কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচনায় প্রয়োগ কৌশল অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন ছিল এবং শব্দ চয়ন ও ভাষায় নির্ভুল প্রয়োগের প্রতি তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার কবিতা 'আরবী সাহিত্যের ব্যাপক জ্ঞানের প্রতিফলন ও ব্যবহৃত শব্দের উপর তাঁহার পূর্ণ আধিপত্যের নিদর্শন। তিনি তাঁহার প্রিয় আদর্শ মুতানাব্বীর চিন্তার গভীরতা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্তর অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার কিছু রচনা (দ্র. উদাহরণস্বরূপ, নং ৩২, ৩৯, ৪৪) প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শিক্ষকের রচনা হইতে উত্তম। যে সকল কবিতায় তিনি আল্‌-মানসূ'রের যুদ্ধের বর্ণনা প্রদান করেন সেই সকল কবিতা জীবন ও বাস্তবতার বর্ণনায় পূর্ণ। উক্ত কবিতাসমূহে আল-মানসূ'রের প্রতি জনগণের অনাবিল শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পেনের মুসলিমগণ স্পেনে খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার এক বীর সৈনিক মনে করিত। এই বিষয়ে ইব্‌ন দার্‌রাজের কবিতাগুলি আল-মুতানাব্বীর সায়ফু'দ-দাওলার উদ্দেশে রচিত কতির মত উৎকৃষ্ট ছিল।

ইব্‌ন দার্‌রাজ পুষ্প সংক্রান্ত কবিতায় মৌলিক কল্পনার পরিচয় দেন। তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌ন খাফাজাঃ ইব্‌নু'য-যাক্কাক, আর-রুসাফী প্রমুখ কবি, যাঁহারা এই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রগামী ছিলেন।

তাঁহার রচিত কবিতার অকৃত্রিম ও মর্মস্পর্শী এক বিরাট অংশ আমিরী স্বৈরাচারী শাসন উৎখাতকারী গৃহযুদ্ধের ভীতিপ্রদ বর্ণনায় ভরপুর। এই সমস্ত কবিতা মুসলিম স্পেনে শোকগাথা হিসাবে প্রচলিত। কবি সেই যুগের মহান গৌরবময় ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কবিতার পংক্তিতে তিনি যুদ্ধের সময়কার তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখজনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদান করেন, যখন তিনি তাঁহার ১২ সদস্যের বিরাট পরিবারসহ (যাহাতে মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই কবিতাসমূহের মধ্যে (উদাহরণস্বরূপ ঝড়-কবলিত সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা, কবিতা নং ৩৩) কিছু কবিতা বিশেষ সার্থকতা অর্জন করিয়াছিল। মৌলিক অনুপ্রেরণা ও গঠন পদ্ধতিতে অত্যধিক যত্ন সহকারে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার সময়ে প্রাচ্যের কবিগণ অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ইব্‌ন দার্‌রাজ তাঁহাদের প্রচলিত প্রাচীন ধারা পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। স্পেনে 'আরবী কবিতায় নূতন আঙ্গিক সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। ইহা ছিল 'Cultisme' ধরনের কবিতা। শতাব্দীর পর অন্য একজন কর্ডোভাবাসী, Luis de Gongoray Argote (১৫৬১-১৬২৭)-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা ছিল ইহার অনুরূপ।

তাঁহার কবিতা নিরেট সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যবোধের মূল্যায়নে গৌণ হইলেও স্পেনের সমসাময়িক ঘটনাবলীর মূল্যবান দলীলের উৎস ছিল, বিশেষ করিয়া আন্দালুসিয়ার সহিত প্রতিবেশী খৃষ্টান রাজাদের সম্পর্কের বিবরণ তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায় (এই বিষয়ে দ্র. M. Makki, La Espana cristiana en el diwan de Ibn Darray, in Bol, de la Real Acad, de Buenas Letras de Barcelona, xxx (1963-4, p. 63-104)।

ইব্‌ন দার্‌রাজের গদ্য প্রায় সম্পূর্ণই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জানা যায় যে, তিনি বেশ কিছু সরকারী ইশতিহার রচনা করেন, যেমন তিনি Santiago de compostella (৩৮৭/৯৯২) বিজয়ের সময়

আল-মানসূ'রের নামে ইশতিহার রচনা করেন। কিন্তু দীওয়ানে অথবা ইব্‌ন বাস্‌সাম-এর যাখীরায় সংরক্ষিত তাঁহার গদ্যাংশ তাঁহার কবিতা অপেক্ষা নিম্ন মানের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মৌলিক উৎসসমূহ ঃ (১) দীওয়ান ইব্‌ন দাররাজ আল-কাসতাল্লী, সমালোচনামূলক. সম্পা. ইহার ভূমিকা, টীকা ও পরিশিষ্টসহ মাহ'মূদ এ. মাক্কী, দা'মিশক ১৯৬১ খৃ. (দীর্ঘ জীবনী ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর তালিকাসহ); (২) হুমায়দী, জায্‌ওয়াতু'ল-মুক্‌তাবিস, কায়রো ১৯৫২ খৃ., নং ১৮৬; (৩) ইব্‌ন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/১খ, ৪৩-৭৮; (৪) ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল, সিলা (Sila), নং ৭৫; (৫) দাব্বী, বুগয়া, নং ৩৪২; (৬) ইব্‌ন হ'াযম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৪৬৬-৭; (৭) ইব্‌ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, ২খ, ৬০-৩; ইব্‌নু'ল-খাত'ীব, আ'মালু'ল-আ'লাম, নির্ঘণ্ট; (৮) ঐ লেখক, ইহাতা, পাণ্ডু. Escurial no. 1673, 183, 186, 291; (৯) ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান, ২খ., ২৭২, ৩খ., ৯, ২-০১, ৩৫, ১২৪; (১০) ইব্‌ন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহরাসা, ৪১৪-৫; (১১) ইব্‌ন 'আবদি'ল- মুন্‌'ইম আল-হি'ময়ারী, আর-রাওদ্'ল-মি'তার, সম্পা, ও অনু. Levi- Provencal, পৃ. ১১৫-৬, ১৬০; (১২) মাক্কারী, Analectes, সূচীপত্র; (১৩) ছা'আলিবী, য়াতীমাঃ, ২খ, ১০৩-১৬; (১৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৩খ, ২১৭-৯; (১৫) য়াকূ'ত, ৭খ, ৮৬; (১৬) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, ৪খ, ২৭২-৩; (১৭) ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ্‌ আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আব্‌সার, পাণ্ডু. দারু'ল-কুতুব, নং ৫৫৯, ১১খ, ২০১-৪; (১৮) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২১৭-৯।

আধুনিক গবেষণাঃ (১৯) আহ'মাদ দায়ফ, বালাগ'া, পৃ. ৯৪-১০০; (২০) H. Peres, Poesie, নির্ঘণ্ট; (২১) A. R. Nykl. Hispano-Arabic poetry, Baltimore 1946, 56-8; (২২) A. Gonzalez palencia, Literatura, 58, 174; (২৩) E. Garcia Gomez, Poemas arabigoan-daluces, Madrid 1959, 29, 98; (২৪) ইহ্‌সান 'আব্বাস, তা'রীখু আদাবি'ল-আন্দালুসী, কায়রো ১৯৬২ খৃ., ১৯১-২১৩; (২৫) R. Blachere, La vie et l'oeuvre du poete-epistolier andalou Ibn Darrag al-Kastalli, in Hesperis, xvi (1933), 99-121.

M. A. Makki (E.I.[2])/সিরাজ উদ্দীন আহ্‌মাদ

ইব্‌ন দারুস্‌ত (ابن دارست) ঃ তাজু'ল-মুল্‌ক আবু'ল-গ'না'ইম মারযুবান ইব্‌ন খুসরাও-ফীরূয শীরাযী (৪৩৮-৮৬/১০৪৬-৯৩), সুলত'ান মালিক শাহ (দ্র.)-এর অধীনে সালজূক' প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং তাঁহার শেষ উযীর।

তিনি ফার্‌স-এর এক সচিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, চাকুরী জীবন শুরু করেন দাস বংশীয় সেনাপতি সবুক্তগীন (সাওতিগিন)-এর অধীনে, যিনি তাঁহাকে সুলত'ানের নিকট প্রেরণ করেন এই সুপারিশসহ যে, তিনি (ইব্‌ন দারুস্‌ত) একজন প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি। মালিক শাহ প্রথমে তাঁহাকে স্বীয় পুত্রগণের শিক্ষা ও অন্যান্য সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাজপ্রাসাদের ও প্রাসাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। শেষে সালজূক' মাহাফিজখানার (দীওয়ানু'ল-ইনশা' ওয়া'ত-তুগ'রা) প্রধানের পদে নিযুক্ত করেন (দ্র. প্রবন্ধ দীওয়ান, ৪ ইরান)।

মালিক শাহ-এর শাসনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের অধিকাংশ প্রশাসনিক বিষয়ে ও দরবার (দীওয়ানগুলিতে) [দারগাহ]-এ যে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে বহু কর্মকর্তা বিখ্যাত উযীর নিজামু'ল-মুল্‌ক' (দ্র.), তাঁহার পুত্রগণ ও নিজামিয়্যা নামে পরিচিত তাঁহার সমর্থকগণের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ইব্‌ন দারুস্‌ত ছিলেন এই বিরুদ্ধবাদিগণের দলে। ফলে রামাদান ৪৮৫/অক্টোবর ১০৯২ সালে যখন নিজামু'ল-মুলক আত-তায়ীর হাতে নিহত হন তখন সমসাময়িক বহু ব্যক্তিই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সেই বিষয়ে ইসমা'ঈলী ফিদা'ঈগণ নেহায়েত হাতের পুতুলস্বরূপ ছিল, প্রকৃত ষড়যন্ত্রের হোতা ছিলেন ইব্‌ন দারুস্‌ত ও এমনকি স্বয়ং সুলত'ান যিনি উযীরের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও ব্যাপক প্রভাবে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর মালিক শাহ তাঁহার উযীর পদে ইব্‌ন দারুস্‌তকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহার সেই সৌভাগ্য অতি অল্পস্থায়ী হইয়াছিল। কারণ পরের মাসেই (শাওওয়াল মাসের মাঝামাঝি ৪৮৫/নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ১০৯২) সুলতান ইনতিকাল করেন। ইব্‌ন দারুস্‌ত অতঃপর মালিক শাহ্‌-এর পত্নী কারাখানী শাহযাদী তেরকেন খাতুন-এর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া তাঁহার গর্ভজাত শাহযাদা মাহ'মূদকে বাগ'দাদের সিংহাসনে বসাইবার জন্য সচেষ্ট হন। মাহ'মূদ তখন ছিল একজন শিশুমাত্র এবং অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার দিক হইতে অবশ্যই সুলত'ানের অপর পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বার্‌ক য়ারুক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শেষোক্ত পুত্রের বয়স ছিল তখন বার-তের বৎসর এবং তখন তাহার কৈশোর উত্তীর্ণ হইবার কাল। ইব্‌ন দারুস্‌ত ও তেরকেন খাতুন প্রথমে ইসফাহান দখল করিলেও বার্‌ক য়ারুক-এর সমর্থক বাহিনী নিজামিয়্যা বাহিনীর সহায়তাক্রমে যু'ল-হি'জ্জা, ৪৮৫/জানুয়ারীর শেষ ভাগ ১০৯৩ সনে সংঘটিত বুরুজিরদের যুদ্ধে তাহাদেরকে পরাস্ত করেন। ইব্‌ন দারুস্‌ত বন্দী হন এবং তাঁহার প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বার্‌ক য়ারুক তাঁহাকে নিজের মন্ত্রী করিবার জন্য ইচ্ছুক থাকিলেও নিজামিয়্যা বাহিনী তাঁহাদের পরলোকগত নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা সংগ্রহ করে (মুহ'র্‌রাম ৪৮৬/ফেব্রুয়ারী ১০৯৩)।

ইব্‌ন দারুস্‌ত ছিলেন মু'ইয্‌যী প্রমুখ সালজূক' কবির কাব্যে প্রশস্তিপ্রাপ্ত (মামদূহ) ব্যক্তি এবং সালজূক সাম্রাজ্যের আরও কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের অন্যতম যাঁহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা (কলেজ) ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তাজিয়্যা মাদ্‌রাসা একটি শাফি'ঈ কলেজরূপে বাগ'দাদের বাব আবরাযে ৪৮০/১০৮৯ সালে নির্মাণ শুরু হয়। ইহা নিজামু'ল-মুল্‌ক-এর অধিকতর বিখ্যাত নিজামিয়্যা মাদ্‌রাসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিত। সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবূ বাক্‌র আশ-শাশী ও আবূ হ'ামিদ আল-গ'াযালীর ভ্রাতা আবু'ল-ফুতূহ' সেখানে অধ্যাপনা করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-জাওযীর মুন্‌তাজাম গ্রন্থে, ৯খ, ৭৪ এবং (২) সায়ফু'দ-দীন ফাদলী 'উকায়লীর আছারু'ল-উযারা' গ্রন্থে (সম্পা উরমাবী, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৯) সংক্ষিপ্ত জীবনীতথ্য রহিয়াছে। বাদবাকী তথ্যের জন্য সালজূক ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে প্রদত্ত ঘটনাবলী দ্র. (সাদরু'দ-দীন হু'সায়নী, রাওয়ান্দী, বুনদারী, ইব্‌নু'ল-জাওযী, সিব্‌ত ইব্‌নু'ল-জাওযী, ইব্‌নু'ল-আছ'ীর-এ সেই তথ্যাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে); (৩) Bosworth, Cambridge history of Iran, ৫খ, ৭৮ প., ৮২, ৯৩, ১০২-৫; ২১৬; (৪) M.F. Sanaullah, The decline of the Saljuqid empire, কলিকাতা ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৯, ৪০-১, ৮৩; (৫) I. Kafesoglu, Sultan Meliksah

devrinde Buyuk Selcuklu impara-torlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১৬৯, ২০০ প.; (৬) 'আব্বাস ইক্'বাল, বিযারাত দার 'আহ্দ-ই সালাতীন-ই বুযুর্গ-ই স'লজূকী, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯, পৃ. ৯৩-১০০; (৭) C. L. Klausner, The Seljuk Vezirate : a study of civil administration 1055-1194, কেম্ব্রিজ-ম্যাসাচুসেট্‌স ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ২৮-৯, ৫২। ইব্ন দারুস্‌ত-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য দ্র. (৮) জি. মাক্‌দিসী, Muslim institutions of learning in eleventh-century Baghdad, in BSOAS, ২৪খ., (১৯৬১ খৃ.), ২৫-৬ এবং (৯) ঐ লেখক, Ibn Aqil et la resurgence de l'Islam traditionaliste au XI siecle, দামিশক ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১৩৭-৪১, ২০৯-১০, ২২৫-৬।

C. E. Bosworth (E.I.[2] Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইব্ন দির্হাম (ابن درهم) ঃ বিখ্যাত মালিকী আইনজ্ঞ ও কাযী পরিবারের পিতৃ নাম, এই নাম কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। পরিবারটি আদিতে বসরাতে ছিল। কোন কোন সূত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের গোত্রীয় নাম ছিল আল-আয্‌দী। কিন্তু এই পরিবারের সদস্যগণকে প্রায়শ তাঁহাদের ব্যক্তিগত নাম দ্বারা বা শুধু তাঁহাদের কুন্‌য়া দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং সেই কারণে তাঁহাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকারের ধারা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। কাজেই এখানে ফারীদ আল-বুস্তানীর অনুসরণে তাঁহাদের সকলকে কতকটা কৃত্রিম উপাধি দ্বারাই পরিচিত করানো যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আল-বুস্তানী তাঁহার দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ গ্রন্থে (৩খ, ৬১) তাঁহাদের একজনের জন্য (আমাদের এখানকার তালিকার ১০ম ব্যক্তি) এই নামটিই ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কাযীগণ ৩য়-৪র্থ/৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে অধিকাংশ সময়ে বাগদাদে কর্মরত ছিলেন। L. Massignon তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (Cadis etnaqibs baghdadiens, WZKM- এ প্রকাশিত, ৫১/১-২, ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১০৮, সেখানে ইব্ন হ'াম্মাদ-এর স্থলে ইসমা'ঈল ইব্ন হ'াম্মাদ-এর নাম পড়িতে হইবে)। তৎপূর্বে আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী তাঁহাদের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন (তা'রীখ বাগ'দাদ), ওয়াকী' (তাঁহার আখবারু'ল-কুদাত-এ), বিশেষ করিয়া আত-তানূখী তাঁহার আল-ফারাজ বা'দা'শ-শিদ্দাঃ গ্রন্থে তদপেক্ষাও বেশী নিশ্‌ওয়ারু'ল-মুহ'াদারাঃ গ্রন্থে এই পরিবারটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে, এখানে প্রধান প্রধান তথ্য-উৎসে উল্লিখিত ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ/১০ম শতাব্দীর প্রধান প্রধান নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সময়ে পরিবারটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল; এরূপ মনে হয় না; তবে তখন এই পরিবারের আর কেহ সম্ভবত আইন পেশায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই।

১। আবূ-ইসমা'ঈল হ'াম্মাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন দির্হাম (৯৮-১৭৯/৭১৭-৯৫) ছিলেন এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন হ'াযিম ইব্ন যায়দ আল-জাহদামী (আয্‌দ)-এর এক অন্ধ গোলাম। তাঁহার দুই পুত্র জারীর ও য়াযীদ অর্থ দ্বারা তাঁহাকে আযাদ করেন (দ্র. ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, নির্ঘণ্ট)। তিনি হ'াদীছ' অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় অর্জিত জ্ঞান কয়েকজন হাদীছবেত্তাকে শিক্ষা দেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্‌র আল-হ'াফী (দ্র.)। তাঁহাকে এক হিসাবে একটি নূতন মায'হাবের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে এবং কূফাতে আছ্'-ছ'াওরীর, হি'জাযে ইমাম মালিকের ও দামিশকে আল-আওযা'ঈর যে স্থান, তাঁহাকেও সেই স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি ছিলেন তাঁহার নিজ শহর বসরার প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের চো[illegible]খে দেখা হইলেও তিনি সত্য সত্যই নূতন কোন মায'হাবের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কেননা তাঁহার বংশধরগণই মালিকী মায'হাবপন্থী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৭/২খ, পৃ. ৪২; (২) বালাযুরী, ফুতূহ', পৃ. ২৮৩; (৩) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ৫০২-৩, ৫২৫; (৪) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৫) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ, ২৯৪-শাখা ২৫০০; (৬) ইব্ন বাত্তা Laoust, নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্নু'ল-জাযারী, কুর্‌রা', ১খ, ২৫৮; (৮) মাক্‌দিসী, creation (সৃষ্টি), ২খ, ৫২, ১৪৫; (৯) আবূ নু'আয়ম, হিল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া', ৬খ, ২৫৭-৬৭; (১০) 'ইয়াদ, তার্‌তীবু'ল-মাদারিক, নির্ঘণ্ট; (১১) নাওয়াবী, তাহ্‌যীবু'ল-আস্‌মা', পৃ. ২১৭-৮; (১২) যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ, ১খ, ২১১-২; (১৩) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ২৯২; (১৪) সাফাদী, নাকতু'ল-হিম্‌য়ান, পৃ. ১৪৭; (১৫) Massignon, Lexique technique, পৃ. ১৬৮, ১৯৭, ২৪৩।

২। আবূ য়া'কূ'ব ইসহ'াক ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন হ'াম্মাদ (১৭৬-২৩০/৭৯২-৮৪৫), পূর্ববর্তী জনের পৌত্র। তিনি খলীফা আল-মা'মূনের রাজত্বকালে ২১৫/৮৩০ সালে মিসরের মাজালিমের এবং পরে খালীফা আল-মু'তাসিমের রাজত্বকালে বসরাতে মাজালিমের দায়িত্বে ছিলেন (দ্র. 'ইয়াদ, মাদারিক, ২খ, ৫৫৮-৯; ইব্ন তাগ্‌রীবির্‌দী, নুজূম, ২খ, ২১২)।

৩। আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন হ'াম্মাদ (মৃ. ২৪৬/৮৬০), ইসহ'াকের ভ্রাতা, পরিবারের মধ্যে তিনিই প্রথম কাযী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মদীনায় চাকুরীর পর তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে থাকাকালে প্রায়শ তিনি খালীফা আল-মু'তাসিমের দরবারে গমন করিতেন এবং হ'াদীছ' বর্ণনা করিতেন। পরবর্তী কালে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁহাকে দ্বিতীয়বারের মত মদীনার কাযী নিযুক্ত করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে ফার্‌স-এ বদলি করা হয়, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। দ্র. (১) আত-তানূখী, নিশ্‌ওয়ার, ৭খ, ১৬-১৮; (২) 'ইয়াদ, মাদারিক, ২খ ৫৬০।

৪। আবূ ইসমা'ঈল হ'াম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক ইব্ন ইসমা'ঈল (১৯৯-২৬৭/৮১৫-৮১), সাধারণ অর্থে তাঁহাকে বাগ'দাদের কাযী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে (খাতীব বাগ'দাদী, ৮খ, ১৫৯)। তবে সন্দেহ নাই যে, তাঁহার সঠিক বিচার এলাকা ছিল আল-মানসূ'রের গোলাকার শহর (Massignon-এর মতে ২৫১/৮৬৫ সালে, দ্র. Cadis, পৃ. ১০৮)। খালীফা আল-মুওয়াফ্‌ফা'ক-এর তিনি অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইল কিতাবু'ল-মুহাদানা ও একটি র'াদ্দ 'আলা'শ-শাফি'ঈ (আত-তানূখী, নিশ্‌ওয়ার, ৬খ, ২১, ৭খ, ৫১; 'ইয়াদ, মাদারিক, ৩খ, ১৮১-২)।

৫। মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক (মৃ. ২৭৬/৮৮৯), ইনি খালীফা আল-মুওয়াফ্‌ফাক কর্তৃক বসরার ক'াদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (ওয়াকী', ২খ, ১৯১-২)।

৬। আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্ন হ'াম্মাদ (২৪০-৩২৩/৮৫৪-৯৩৫), ইনি প্রধানত একজন হ'াদীছ'বেত্তা। ভ্রাতার মৃত্যুর পরেও তিনি দীর্ঘকাল

জীবিত ছিলেন। আল-খাতীব আল-বাগ্‌দাদীর মতে (৬খ, ৬১-২) তিনি কাদীও ছিলেন, কিন্তু কোন্ বৎসর বা কোন্ শহরে তাহা জানা যায় না। তবে তিনি বাগ্‌দাদে ইনতিকাল করেন (আস্‌-সূলী, আখ্‌বারু'র-রাদী ইত্যাদি, অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১০৭; আরও দ্র. ইব্‌ন ফারহূন, দীবাজ, পৃ. ৮৫; ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, নুজূম, ৩খ, ২৪৯)।
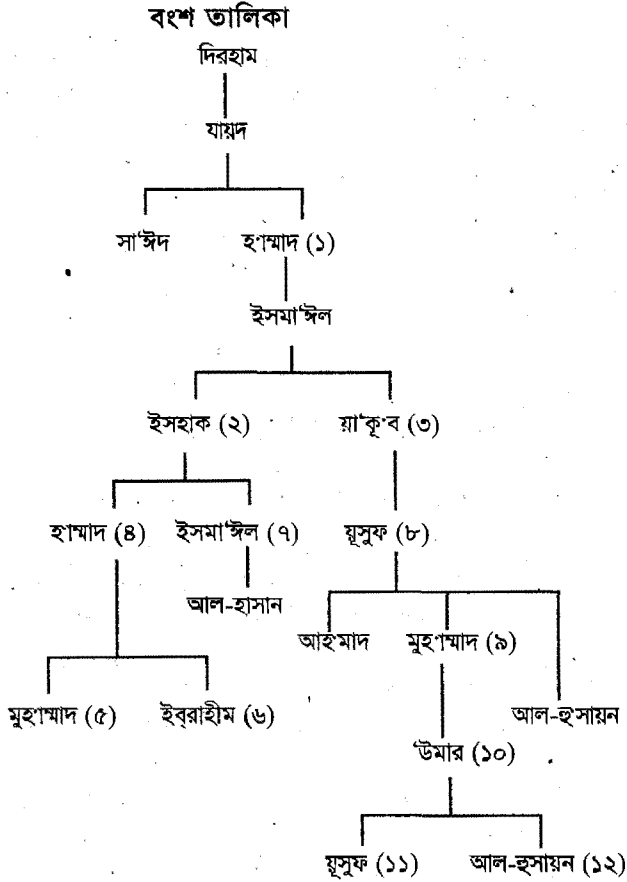
৭। আবূ ইসহাক ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ (দ্র. Suppl আল-আয্‌দী)। তাঁহার পুত্র আবূ 'আলী আল-হাসান উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং একজন আদীব ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. আত-তানূখী, নিশ্‌ওয়ার, ৬খ, ৩২৬; খাতীব বাগ্‌দাদী, ৭খ, ২৮৪।

৮। আবূ মুহাম্মাদ য়ূসুফ ইব্‌ন য়া'কূব ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ (২০৮-৯৭/৮২৩-৯১০), ইনি ছিলেন এই বংশের অপর শাখার প্রথম সদস্য যিনি প্রথম বাগ্‌দাদের কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি আল-মুওয়াফ্‌ফাক-এর হিসবাঃ (২৭১/৮৮৪-৫) ও নাফাকাতের দায়িত্ব লাভ করেন। আল-মুওয়াফ্‌ফাক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্মাদ-এর মৃত্যুর পরে (৫ নং) তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে য়ূসুফ ইব্‌ন য়া'কূবকে নিযুক্ত করেন। তিনি ২৭৬/৮৮৩ হইতে ২৯৬/৯০৯ সাল পর্যন্ত নামেমাত্র বসরা ওয়াসিত ও দাজলা জেলাসমূহের কাযী ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন একজন সহযোগী কাদী। কারণ তিনি তখন বাগ্‌দাদে বাস করিতেন, সেখানে ২৭৭ হি. মাজালিমের কর্তৃত্ব তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইসহাক (নং ৭)-এর মৃত্যুর পরে তাঁহাকে পূর্ব বাগ্‌দাদের কাদী পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি এই দায়িত্বকে বসরার সঙ্গে একত্রে মিলাইয়া লন এবং ২৮৯/৯০২ সাল হইতে রাজধানীর দায়িত্বে নিজ পুত্র মুহাম্মাদকে না'ইব (নায়েব) হিসাবে রাখেন। ২৯৬/৯০৮ সালে শেষোক্ত ইব্‌নু'ল-মু'তায্‌য (দ্র.)-কে সমর্থন করিলে পিতাকে চাকুরীচ্যুত করা হয় এবং দীর্ঘ জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি অবসর যাপন করেন। চাচাতো ভাই ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইসহাক (নং ৭) কর্তৃক বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীছ তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) ফাদাইল আয্‌ওয়াজি'ন-নাবিয়্যি (স), কিতাবু'স-সিয়াম ওয়া'দ-দু'আ' ওয়া'য-যাকাত ও শু'বা ইব্‌নু'ল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর একটি মুসনাদ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াকী', ২খ, ১৮২; (২) আত-তানূখী, নিশ্‌ওয়ার, ৫খ, ৬, ৭, ৮, নির্ঘণ্টসমূহ; (৩) 'ইয়াদ, মাদারিক, ৩খ, ১৮২-৭; (৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২২৭; (৫) ইব্‌ন তাগরী বিরদী, নুজূম, ৩খ, ১৭১।

৯। আবূ 'উমার মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন য়া'কূব (২৪৩-৩২০/৮৫৭-৯৩২), ইনি ছিলেন এই বংশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁহার কুন্‌য়া হইতেই সেই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সঙ্গে তিনি রাজধানী বাগ্‌দাদ যান এবং ২৮৪/৮৯৭ হইতে ২৯২/৯০৫ সাল পর্যন্ত খালীফা আল-মানসূর-এর গোলাকার শহরের কাদী পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ২৯২ হি. হইতে ২৯৬ হি. পর্যন্ত আশ-শারকিয়্যার কাদী ছিলেন। ইব্‌নু'ল-মু'তায্‌য-এর ঘটনার পরে তিনি চাকুরীচ্যুত হন এবং কয়েক বৎসর অবসরে থাকেন, কিন্তু ৩০১/৯১৪ সালে পুনরায় পূর্ব বাগ্‌দাদ ও আশ-শারকিয়্যার কাদী হন। ৩১৭/৯২৯ সালে তিনি সমগ্র রাজধানীর উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং কাদি'ল-কুদাত উপাধি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন। খলীফা আল-মুকতাদির-এর রাজত্বকালে আবূ 'উমার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করিয়া তিনিই ৩০৯/৯২২ সালে আল-হাল্লাজ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে একটি ফাত্‌ওয়া জারী করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তিনিই দোষী সাব্যস্ত করেন। L. Massignon তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন এবং এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি কর্তৃপক্ষের মাত্রাতিরিক্তভাবে অনুগত ছিলেন। বর্ণনাটি এইরূপ, "একজন সমঝদার সভাসদ, তাঁহার আদব-কায়দার রীতি অসাধারণ যাহা সকল সময়ের জন্য কিংবদন্তীস্বরূপ হইয়া থাকিবে। সুগন্ধি ব্যবহারের প্রতি তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ, নৈরাশ্যজনক একাকিত্বের সঙ্গে তিনি স্ববিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন। হাদীছ ও কিয়াসের বিষয়ে তাঁহার মালিকী রীতি-পদ্ধতির যে সূক্ষ্ম অসম্পূর্ণতা উহার পরিপূরণের জন্য তিনি আইনের পদ্ধতিগত ঔচিত্য- অনৌচিত্যের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। অবশেষে সাফল্য অর্জনের জন্য তিনি অবশ্যই অত্যন্ত গর্বিত বোধ করিয়া থাকিবেন। কেননা উল্লিখিত বিষয়টির ন্যায় কষ্টকর একটি বিষয়ের অপূর্ব সমাধানের মাধ্যমে তিনি 'উভয় কূল রক্ষা' করিতে পারিয়াছিলেন (Le Cas de Hallaj, Opera Minora-তে, ২খ, ১৮১)। একটি বিষয় সুবিদিত যে, কা'বার চর্তুদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার বিষয়ে আল-হাল্লাজ প্রদত্ত ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সে বিতর্কিত বিষয়টির কারণে তিনি কা'বা ঘর ধ্বংস করিবার মানসে আগত কারমাতীয় আক্রমণকারীদের সমশ্রেণীর বলিয়া বিরচিত হইয়াছিলেন" (ঐ, পৃ. ১৭৮)।

৩১০ হি. উযীর পদে নিয়ুক্তির জন্য তাঁহার নাম প্রস্তাব করা হয় এবং ৩১৭ হি. আল-মুক্তাদির যখন সিংহাসন ত্যাগ করিতে সম্মত হন তখন তিনি কিছুকাল উযীর পদের সাময়িক দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। সিংহাসন ত্যাগের দলীলপত্র তিনি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) 'আরীব, নির্ঘণ্ট; (৩) Suli (সূলী)-Canard, পৃ. ৪০, ১০৩, ১০৭, ১৫০; (৪) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৮খ, ২১৭-৯, ২৫৬, ২৮৪, শাখা ৩৩৬১-২, ৩৩৯৪, ৩৪৩৭; (৫) ঐ লেখক, তানবীহ, সম্পা. সাবী, পৃ. ৩২২, ৩২৯; (৬) আত্- তানূখী, নিশ্ওয়ার, ৩খ, নির্ঘণ্ট. ৫খ, ২০৮-১১ ও নির্ঘণ্ট, ৬ ও ৭খ, নির্ঘণ্ট, ৮খ, ১০৬, ১৮৬-৮; (৭) খাতীব বাগ্দাদী, ৩খ, ৪০১-৪; (৮) ইব্ন তাগরীবিরদী, নুজূম, ৩খ, ২৩৫; (৯) ইব্নু'ল - 'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২৮৬-৭; (১০) ইব্নু'ল - জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ২২২; (১১) Massignon, Passion, নির্ঘণ্ট; (১২) Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

১০। আবু'ল-হু'সায়ন 'উমার ইব্ন মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৩২৮/৯৪০), ৩১১/৯২৩ সাল হইতে তিনি তাঁহার পিতার না'ইবরূপে পূর্ব বাগ'দাদে নিয়ুক্ত ছিলেন। পরে কাদি'ল-কুদাত পদে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন (৩২০-৮ হি.)। আর-রাদীর দরবারে তিনি উযীর ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুতে আর-রাদী ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি উযীর হিসাবে অসংখ্য রাজনৈতিক কার্যাদির ব্যাপারে দৌত্য কার্য করেন। ৩২৩/৯৩৫ সালে তিনি ইব্ন শান্নাবুদ (দ্র.)-এর মামলাতে অংশগ্রহণ করেন, যদিও সেই বিশেষ আদালতে তিনি সভাপতিত্ব করেন নাই। আস'-সূ'লী তাঁহার শিক্ষক ছিলেন, তিনি তাঁহার বিষয়ে একটি প্রশস্তিসূচক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেখানে তিনি তঁহার মৃত্যু তারিখ দিয়াছিলেন ১৬ শা'বান, ৩২৮/২৭ মে, ৯৪০ (দ্র. অনু. Canard, পৃ. ২১৯)। ফারা'ইদ, হ'াদীছ', অভিধান সঙ্কলন, ব্যাকরণ ও কাব্য বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া জানা যায়। একখানি মুসনাদ, একখানি কিতাব গারীবি'ল-হ'াদীছ' ও একখানি কিতাবু'ল-ফারাজ বা'দা'শ-শিদ্দাঃ; শেষোক্তটি ছিল এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রথম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Suli-Canard, নির্ঘণ্ট; (২) মিসকাওয়ায়হ, স্থা; (৩) আত-তানূখী, নিশওয়ার, ৩, ৬ ও ৭ খ., নির্ঘণ্ট; (৪) খাত'ীব বাগ'দাদী, ৭খ, ২৮৪; (৫) য়াকূত', উদাবা', ১৬খ, ৬৭-৭০; (৬) ইব্নু'ল-জাওযী, মুনতাজ'াম, ৬খ, ৩০৭; (৭) সুয়ূত'ী, বুগয়া, পৃ. ৩৬৪-৫।

১১। আবূ নাস'র য়ূসুফ ইব্ন 'উমার (৩০৫-৫৬/৯১৮-৬৭), প্রথমে তিনি পিতার প্রতিনিধিরূপে ক'াদীর দায়িত্ব পালন করিতেন। সর্বপ্রথমে তিনি ২৫ মুহ'ার্রাম, ৩২৭/২২ নভেম্বর, ৯২৮ তারিখে পূর্ব বাগ'দাদের আর-রুসাফা মসজিদে ক'াদীরূপে নিয়ুক্ত হইয়া স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণকে বিস্মিত করিয়া দেন। পশ্চিম বাগ'দাদের কা'দীরূপে ৩২৮/৯৪০ সালের ১৬ রাবী' (১), ৩২৯/১৯ ডিসেম্বর, ৯৪০ তারিখে তিনিই আর-রাদ'ীকে অমান্য করিয়া জানাযার স'ালাতে ইমামতি করিয়াছিলেন। আল-মুত্তাকী খালীফা হইয়া তাঁহাকে ক্ষমতাসীন রাখেন, অতঃপর পদচ্যুত করেন এবং পুনরায় ২৪ শা'বান, ৩২৯/২৪ মে, ৯৪১ তারিখে পূর্ব পদে নিয়ুক্ত করেন। কিন্তু সেই ঘটনাক্রম ঠিক পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। তবে সন্দেহ নাই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় তিনি পদচ্যুত হন এবং অতঃপর ইসফাহানে রওয়ানা হইয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি য়ায্দের ক'াদী পদে নিয়ুক্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি জাহিরী চিন্তাধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Suli-Canard, পৃ. ১৭৭, ২২০; (২) আত-তানূখী, নিশওয়ার, ৪খ, ২৩-৫ ও নির্ঘণ্ট, ৫খ, ২৬১, ৬খ, ১৪, ৭খ, ১৬-১৮; (৩) খাত'ীব বাগ'দাদী, ১৪খ, ৩২২-৪; (৪) ইব্নু'ল-জাওযী, মুনতাজ'াম, ৬খ, ৩০০, ৭খ, ৪২।

১২। **আবূ মুহ'াম্মাদ আল-হু'সায়ন ইব্ন 'উমার** (মৃ. ৩৬০/৯৭১ সালের পরে), তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে একযোগে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৩২৮ হি. পূর্ব বাগ'দাদের দায়িত্ব লাভ করেন। পর বৎসর তিনি আবূ নাস'র-এর দায়িত্বও নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সকল দায়িত্ব তিনি দীর্ঘকাল যাবত রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা অতঃপর তাঁহার বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Suli-Canard, পৃ. ২২৭; (২) আত-তানূখী, নিশওয়ার, ৪খ, ২০৩-৪, ৬খ, ৭৪; ৭খ, ১৭-১৮।

এই বিখ্যাত পরিবারটির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ অবগত হওয়া যাইবে। একদিকে শাসকবর্গের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক এবং অপরদিকে সমসাময়িক বানূ আবি'শ-শাওয়ারিব-এর সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তাহা ব্যাপকভাবে পঠন-পাঠনের দাবি রাখে।

Ch. Pellat (E.I.^{2} Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইব্ন দির্হাম, জা'দ (جعد بن درهم) ঃ ধর্মদ্রোহীরূপে খ্যাত, জন্মগতভাবে একজন খুরাসানবাসী, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই দামিশ্কে অতিবাহিত করেন। হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিকের (দ্র.) আদেশে খালিদু'ল-কাসরী (দ্র.) কর্তৃক কারারুদ্ধ এবং পরে কোন এক কুরবানীর দিনে মেষ কু'রবানীর পরিবর্তে তাঁহাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহার স্থান ও তারিখ সম্বন্ধে বিদ্যমান সূত্রগুলি বিভিন্ন। কোন সূত্রে কূফা, অন্য সূত্রে ওয়াসিত, কোন সূত্রে ১২৪/৭৪২, ভিন্ন সূত্রে ১২৫/৭৪৩ সনে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। 'আকা'ইদ সম্পর্কে জা'দ ইব্ন দির্হাম-এর অবস্থা সম্পর্কে অল্প তথ্যই জানা যায়। যাহা হউক, ইহা পরিষ্কার যে, মারওয়ান বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারণা ও 'আকা'ইদ সম্পর্কীয় যে প্রচার মু'তাযিলীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল তাহাই,...আদ-দারিমী হইতে ইব্ন তায়মিয়্যার সময় পর্যন্ত পাঁচ শতাব্দীব্যাপী তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের আংশিক কারণ ছিল। অভিযোগগুলি যথা (১) কু'রআন সৃষ্ট, (২) মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী (অভিযোগ করা হয় যে, ইব্ন দির্হামই এই দুই মু'তাযিলী মতবাদের প্রচারে অগ্রণী ছিলেন এবং মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদকে এই ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন) এবং আল্লাহ্‌র সিফাত-এর অস্বীকৃতি (تعطيل), যে অভিযোগে মু'তাযিলীগণও অভিযুক্ত হইত। তাঁহাকে 'দাহরী' বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং ফিহ্‌রিস্তের 'যিন্দীক'-দের তালিকায় তিনি প্রসিদ্ধ। আল-মুতাহ্‌হার আল-মাকদিসী কর্তৃক উদ্ধৃত কতিপয় শ্লোক অনুসারে জা'দ-এর অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মিথ্যাবাদী (نعوذ بالله) বলে এবং পুনরুত্থান (بعث)-কে অস্বীকার করে। তিনি জাহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ান (দ্র.)-এর সহিতও যুক্ত ছিলেন (জাহ্‌ম কিন্তু 'স্বাধীন ইচ্ছা'-র প্রবক্তা ছিলেন না)। এই বিবরণগুলির অধিকাংশের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করিয়া (মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার) উল্লেখ করা

প্রয়োজন যে, জা'দ ইব্ন দিরহাম-এর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে যথাঃ (১) ত'াবারীর তা'রীখ, (২) আল-খায়্যাত-এর কিতাবু'ল-ইন্তিসার, (৩) আল-আশ্'আরীর মাকালাতু'ল-ইস্‌লামিয়্যীন ও (৪) ইব্ন বাত্তার আশ-শারহ্ ওয়া'ল-ইবানাঃ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু একটি প্রচলিত শ্লোকগাথা প্রণেতা হিসাবে (Annales, I, 1396, Sub anno 102)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বর্তমানে জ্ঞাত সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক সূত্র, 'উছ'মানু'দ-দারিমী (মৃ. ২৮২/৮৯৫)-র কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ল-জাহমিয়্যা, সম্পা. G. Vitestam, Leiden ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৪, ছত্র ৭-১৬, বর্ণনাকারী পরম্পরার (Chain) বরাতে ইহাতে রহিয়াছে ইব্ন দিরহ'ামের 'আকা'ইদ ও মৃত্যু সম্পর্কীয় বর্ণনা যাহার পরবর্তী মূলাংশ ফিহ্‌রিস্ত-এ অনেক রচনায় পুনরুক্ত হইয়াছে; (২) দ্র. G. Vajda-এর বিস্তারিত বর্ণনা, Les zindiqs en pays d'Islam, in RSO, xvii (১৯৩৭ খৃ.), ১৭৯ [৭], ১৮১ [৯]; (৩) আরও দ্র. S. Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehre, বার্লিন ১৯৩৬ খৃ., ১২৪, নং ৩; (৪) A. S. Tritton, Muslim Theology, লণ্ডন ১৯৪৭ খৃ., ৫৪ পৃ.; (৫) যিরিক্‌লী, আ'লাম, ২খ, ১১৪; (৬) J. Bouman, Le Conflit autour du Coran, ...Amsterdam ১৯৫৯ খৃ., ৩-৪; (৭) H. Laoust, Les schismes dans L'Islam, Paris 1965, 48; (৮) U. M. Frank, in Le Museon, Lxxviii (1965), 396, n. 5-6; (৯) M. Allard, Le Probleme des attributs divins dans la doctrine d'al-Asari, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ১৫৪, নং ১।

G. Vajda (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন দিহ্য়া (ابن دحية- দাহ্য়া) ঃ 'উমার ইব্নু'ল-হাসান আল-কাল্‌বী, ইব্নু'জ-জুমায়্যিল নামেও পরিচিত, আন্দালুসীয় কবি, ভাষা বিজ্ঞানী ও হ'াদীছ'বিদ, জ. সম্ভবত Valencia-তে ষষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (জন্মের বৎসর বিভিন্নভাবে বর্ণিত, যথাঃ সন ৫৪৪, ৫৪৬, ৫৪৭ অথবা ৫৪৮)। তাঁহার কুন্‌য়া ছিল আবু'ল-ফাদ্‌ল, কিন্তু তিনি নিজের জন্য 'আবু'ল-খাত্তাব কুন্‌য়া পসন্দ করিতেন এবং এই কুন্‌য়ায় তাঁহাকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হইত। কোন কোন সূত্রে তাঁহার উপাধি মাজ্‌দু'দ-দীন। কিন্তু তিনি নিজের জন্য যু'ন-নাসাবায়ন (ذو النسبين অর্থাৎ দুইটি বিশিষ্ট বংশ পরিচয়ের অধিকারী) ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তিনি দাবি করেন, তিনি পিতৃসূত্রে দিহ্য়া ইব্ন খালীফা (দ্র.) হইতে এবং মাতৃসূত্রে আল-হ'ুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব হইতে উদ্ভূত।

তিনি কিশোর বয়স হইতেই জ্ঞান, বিশেষত ভাষাবিজ্ঞান ও হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ শুরু করিয়াছিলেন, আন্দালুস ও মাগ'রিবের অনেক শহর পরিদর্শন এবং প্রখ্যাত শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আন্দালুসিয়ায় ইব্ন বাশ্‌কুওয়াল, ইব্ন খায়্যির, ইব্ন মাদা' (দ্র.)। তিনি দুইবার দেনিয়ার ক'াদীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। একটি নৃশংস রায় দানের ফলে প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াই তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উত্তর আফ্রিকায় কিছুকাল বসবাস করিবার পর (তিউনিসে ৫৯৫/১১৯৮ সনে সাহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যা করিতেন) তিনি হ'াজ্জে গমনের পথে মিসরে অবস্থান করেন; পরবর্তীতে তথায় তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য ভ্রমণ করেন। হ'াদীছ' সংগ্রহে একান্ত আগ্রহের জন্য এবং হ'াদীছে'র প্রখ্যাত 'আলিমবর্গের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে তিনি সুদূর নিশাপুর (নীসাবুর) পর্যন্ত গমন করেন। ৬০৪/১২০৭ সনে তিনি যখন 'আরবে অবস্থান করিতেছিলেন, যেখানে বিস্তর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মোৎসব পালন করা হইতেছিল, তখন এই উপলক্ষে তিনি "কিতাবু'ত-তান্‌বীর ফী মাওলিদি'স-সিরাজি'ম-মুনীর" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যাহার সমাপ্তিতে ছিল আমীর মুজাফ্‌ফারু'দ-দীন আল- মালিকু'ল-মু'আজজাম-এর প্রশংসায় একটি দীর্ঘ কবিতা। আমীর তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার দীনার প্রদান করেন। মিসরে ফিরিয়া আসিলে আয়্যূবী শাসক আল-মালিকু'ল-'আদিল তাঁহাকে নিজ পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। পুত্র যখন "আল-মালিকু'ল-কামিল" উপাধি লইয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন তখন তিনি 'দারু'ল-হ'াদীছ'' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইব্ন দিহ্য়াকে উহার পরিচালক নিযুক্ত করেন। কিন্তু জীবনের শেষের (মৃ. ৬৩৩/১২৩৫) দিকে তিনি সুলত'ান কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা আবূ 'উছ'মান তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। ভ্রাতার মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু (৬৩৪/১২৩৭) ঘটে।

ইব্ন দিহ্য়ার চরিত্র ও কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সমকালীন রায় পরস্পর বিরোধিতাপূর্ণ। আন্দালুসীয়গণ সাধারণভাবে তাঁহার গভীর জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, অথচ প্রাচ্যের সমালোচকগণ তাঁহাকে ভণ্ড মনে করেন। কারণ তিনি একটি সুবিখ্যাত বংশে জন্মের মিথ্যা দাবি করিয়াছিলেন (ইব্ন খাল্লিকান বর্ণনা করেন যে, মুজাফ্‌ফারু'দ-দীনের প্রতি উৎসর্গীকৃত কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে ইব্ন মাম্মাতী কর্তৃক রচিত) অথবা মিথ্যা কথার অপবাদ দেওয়া হয়। (বিভিন্ন সূত্র ইহাকে তাঁহার দারু'ল-হ'াদীছ' 'আল-কামিলিয়্যা' হইতে বিতাড়িত হওয়ার কারণ মনে করে)। তাঁহার বিভিন্ন প্রকারের বিশটি সাহিত্য কর্মের নাম জানা যায়, যেগুলির অধিকাংশই টিকিয়া নাই। যে গ্রন্থটির জন্য বিশেষ খ্যাতি উহা "আল-মুতরিব ফী আশ'আরি আহলি'ল-মাগরিব" যাহা পাশ্চাত্যের 'আরবী কবিতার একটি বিরাট সংকলন, মিসরে সংকলিত এবং যাহা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আল-মালিকু'ল-কামিলকে উৎসর্গীকৃত। সাম্প্রতিক কালে সেই গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যমান অবশিষ্ট সাহিত্যকর্ম এখনও অপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ১খ, ৩১০-২, SI., ৫৪৪-৫, ব্যতীত দ্র. (২) এম. গ'াযী, ইব্ন দিহ্য়াঃ ফি'ল-মুত্‌রিব, in RIEM, (১৯৫৩ খৃ.), ১খ, ১৬১-৭৪, Sp. tr., ibid., ১৭২-৯০ এবং মুতরিবের মিসরীয় সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকা যাহা (৩) আল-ইব্‌য়ারী, এইচ 'আবদু'ল-মাজীদ ও এ. আহ'মাদ বাদাবী কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৪) একই গ্রন্থের অন্য সংস্করণ ঐ বৎসরই খার্তুম-এ মুসত'াফা 'আওয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

F. De La Granja (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন দীনার (দ্র. 'ঈসা ইব্ন দীনার; মালিক ইব্ন দীনার; মুহাম্মাদ ইব্ন দীনার; য়াযীদ ইব্ন দীনার)।

ইব্ন দুক্‌মাক (ابن دقماق) ঃ সারিমু'দ-দীন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ, ইব্ন আয়দামুর আল-'আলা'ঈ আল্-মিসরী (তুর্কী শব্দ তাক্‌মাক 'হাতুড়ি' হইতে নামটির উৎপত্তি, দ্র. হ'াজ্জী খালীফাঃ, সম্পা. Flugel, ২খ, ১০২), ৭৫০/১৩৪৯ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। একজন অত্যুৎসাহী হ'ানাফী ছিলেন এবং হ'ানাফীগণের ত'াবাক'াত, নাজমু'জ-জুমান

সম্পর্কে তিন খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার প্রথম খণ্ডটি ইমাম আবূ হ'নীফা (র) সম্পর্কে লিখিত (হ'াজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৩৬; ৬খ, ৩১৭); আশ্-শাফি'ঈ সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্যের কারণে বেত্রদণ্ড লাভ করেন এবং কারারুদ্ধ হন। তাঁহার লিখিত ৭৭৯ হিজরী সন পর্যন্ত সময়কার মিসরের ইতিহাস ১২ খণ্ডে বিভক্ত নুযহাতু'ল-আনাম গ্রন্থখানি অতিশয় গুরুত্বের অধিকারী (হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ১০২, ৬খ, ৩২৩)। সুলত'ান আল-মালিক আজ'-জা'হির বারকূকের নির্দেশে তিনি ৮০৫ হিজরী সন পর্যন্ত সময়কার মিসরের শাসকগণের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি এই সুলত'ানের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসও রচনা করেন, উহার নামকরণ করেন 'ইক্‌দু'ল-জাওয়াহির ফী সীরাতি'ল-মালিক আজ্'-জা'হির বারকূক কিন্তু সংক্ষেপে য়ানবূ'উ'ল- মাজাহির নামে অভিহিত (হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ১০২, ৪খ, ২৩০, ৬খ, ৫১৪)। হ'াজ্জী খালীফার মতে তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থসমূহ আল্-'আয়নী ও আল্-'আস্‌কালানী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন (১খ, ৪৪২, ২খ, ১১৮)। ইসলামের দশটি নগরী সম্পর্কে তিনি কিতাবু'ল-ইনতিসার লি-ওয়াসিতাত 'ইক্‌দু'ল্-আম্‌সার নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। উহা একটি খণ্ড এককেটি নগরী সম্পর্কে রচিত। তন্মধ্যে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া সম্পর্কে রচিত ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডদ্বয় কায়রোতে সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং Vollers কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৩১৪/১৮৯৩)। Vollers-এর মতে (পৃ. ৫) তিনি আল-মাক্‌রীযী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রামাণ্য গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন। শেষোক্ত জন কিছুদিনের জন্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই বলিয়া অনুমিত হয়। ইব্‌ন দুক্‌মাক সূফী জীবন-চরিত সম্পর্কে আল্-কুনূযু'ল-মাখ্‌ফিয়্যা ফী তা'রীখি'স-সূফিয়্যা নামক গ্রন্থ (Vollers, ৪), সেনাবাহিনী সংগঠন সম্পর্কে তারজুমানু'য্-যামান নামক গ্রন্থ (হ'াজ্জী খালীফা, ২খ, ২৭৭) এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ফারা'ইদু'ল্- ফাওয়া'ইদ নামক গ্রন্থও (পূর্বোক্ত, ৪খ, ৩৯২) রচনা করেন। আস্-সুয়ূতীর মতানুসারে (হুসনু'ল্-মুহাদারা ফী আখ্‌বার মিস্‌র্ ওয়া'ল-কাহিরা, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১খ, ২৬৬) তিনি ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ৭৯০/১৩৮৮ সালে ইনতিকাল করেন। হ'াজ্জী খালীফাও (১খ, ৪৪৭, ২খ, ১০২, ২৭৭) একই মত পোষণ করেন। কিন্তু যেভাবেই হউক, তিনি ৭৯৩ হিজরী সনেও জীবিত ছিলেন (দ্র. Vollers, Introduction) এবং হ'াজ্জী খালীফা অন্য এক স্থানে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৮০৯/১৪০৬ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২খ, ১৪৯, ৪খ, ২৩০, ৩৯২, ৬খ, ৩২৩, ৩৫৭, ৫১৪), ইব্‌নু'ল-'ইমাদও একইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wustenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, নং ৪৫৭; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য্-যাহাব, ৭খ, ৮০ পৃ.; (৩) Vollers, Description de l'Egypte Par Ibn Doukmak (Bibliotheque Khediviale), কায়রো ১৮৯৩ খৃ.; (৪) Brockelmann, SII, ৫০ পৃ.।

J. Pedersen (E.I.[2]) মুহ'াম্মদ আবদুল মান্নান

ইব্‌ন দুরায়দ (ابن دريد) ঃ আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মদ আল-হ'াসান ইব্‌ন 'আতাহিয়্যা আল-য়াযদী (দুরায়দ নামের জন্য দ্র. হ'ামাসা, সম্পা. Freytag, পৃ. ৩৭৭). একজন 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদ ও অভিধান প্রণেতা। তিনি ২২৩/৮৩৭ সালে কোন এক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পদশালী রাঈসের পুত্ররূপে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'উমানের আয্‌দ (দ্র.) গোত্রের অন্তর্গত একজন খাঁটি 'আরব ছিলেন এবং তাঁহার বংশ বিবরণ পশ্চাদ্দিকে কাহ্‌তানের সঙ্গে মিলিত হয় (তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ, ১৯৫)। তিনি তাঁহার পিতৃব্য আল-হু'সায়ন ইব্‌ন দুরায়দের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। আল-হু'সায়ন তাঁহার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ আবূ 'উছ'মান আল-উশনানদানী (মৃ. ২৮৮ হি.)-কে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। একবার নদীপথে যাত্রার সময় তিনি তাঁহার গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে ব্যাখ্যাসহ কয়েক শত জটিল শ্লোক শিখিয়াছিলেন। পরপর্তী কালে ইব্‌ন দুরায়দ এইগুলি তাঁহার ছাত্রদের নিকট বর্ণনা করেন। এইগুলি আল-উশনানদানীর 'কিতাবু মা'আনি'শ-শি'র' (১৯২২ সালে দামিশকে মুদ্রিত) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও ইহাকে ইব্‌ন দুরায়দ-এর স্বীয় রচনা বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে (ইব্‌ন খায়র, ফাহ্‌রাসা, ৩৬৬)। ইব্‌ন দুরায়দ, আবূ হ'াতিম আস-সিজিস্তানী (মৃ. ২৫৫ হি.), আর-রিয়াশী (মৃ. ২৫৭ হি.), ইব্‌ন আখি'ল-আসমা'ঈ ও অন্যান্য বসরাপন্থীর নিকটেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যান্‌জদের যুদ্ধের সময় ইব্‌ন দুরায়দ তাঁহার পিতৃব্যের সঙ্গে শাওওয়াল ২৫৭/৮৭০-৭১ সালে বসরা লুণ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেখান হইতে চলিয়া যান এবং 'উমানে গমন করেন। তিনি সেখানে বার বৎসর অবস্থান করেন। পরবর্তী দশকে তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় (দ্র. য়াকূত', উদাবা', ৬খ, ৪৯২)। তিনি 'উমানের শাসক বানূ 'উমারা-র আস-সাল্‌ত ইব্‌ন মালিক আল-ইবাদীর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছেন (তাঁহার শাসন কাল ২৩৭-২৭৩ হি., দ্র. Zambaur, 125)। ইব্‌ন দুরায়দ তাঁহার একটি কবিতায় (দীওয়ান, পৃ. ১০১ প.) আস'-সা'লাতের উত্তরাধিকারী রাশীদ ইব্‌নু'ন্-নাদ্‌রকে (শাসনকাল ২৭৩-৭৭ হি.; Zambaur, 125) কবির গোত্রীয়দের শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পারস্য উপসাগরের দ্বীপসমূহে তাঁহার ভ্রমণের কথাও শোনা যায়। তাঁহার ছাত্র আবু'ল-'আব্বাস ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মীকাল (২৭০-৩৬২ হি.; দ্র. য়াকূত', উদাবা' ১খ, ৩৪৩-৬), আল-হ'াকিম ইব্‌নু'ল-বায়্যি' (তা'রীখ নীসাবুর-এর চিঠি হইতে উদ্ধৃত, য়াকূত ও সানামীর (দ্র. য়াকূত, ৬খ, ৪৯০) দেয় তথ্য দ্বারা তাঁহার জীবনের পরবর্তী বৎসরগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়। ইসমা'ঈলের পিতা খালীফা আল-মুক্‌তাদির (শাসনকাল ২৯৫-৩২০ হি.) কর্তৃক আল-আহওয়ায ও ফারসের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইব্‌ন দুরায়দকে আমন্ত্রণ জানান। এই সময় ইব্‌ন দুরায়দ তাঁহার পুত্রের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ইরাকে বসবাস করিতেছিলেন (দ্র. তাঁহার মাক'সূ'রা, শ্লোক নং ৯৫)। ইব্‌ন দুরায়দ তাঁহার ছাত্রের জন্য তাঁহার বিখ্যাত কবিতা মাক'সূ'রা রচনা করেন। দুইজন মীকালীর প্রশংসার মাধ্যমে তিনি কবিতাটি সমাপ্ত করেন। হি. ২৯৭ সালে (দ্র. য়াকূত, পৃ. গ্র., ৬ খ. ৪৯০) তিনি তাঁহার ছাত্র ইসমা'ঈলকে তাঁহার 'আরবী অভিধান আল-জামহারা শ্রুতলিখনের জন্য পড়িয়া শোনান। কিছুকাল পর জ্যেষ্ঠ ইব্‌ন মীকালের মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্র ইসমা'ঈলের নীশাপুর ফিরিয়া যাওয়ার কারণে ইব্‌ন দুরায়দ ফারস ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটি অবশ্যই হি. ২৯৭ ও ৩০১ সালের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে সংঘটিত হইয়া থাকিবে। ইসমা'ঈল ফিরিয়া আসার পর তিনি খুরাসানের শাসক আহ'মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আস-সামানীর প্রতি হেরাতে সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু আহ'মাদ ২৩ জুমাদা'ল-উখরা, ৩০১/২৪ জানুয়ারী, ৯১৪ সালে (Zambaur, 202) নিহত হন। ইব্‌ন দুরায়দ ইরাকে ফিরিয়া যান এবং বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন। তিনি যাহাতে তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

অব্যাহত রাখিতে পারেন, এইজন্য খলীফা আল-মুক'তাদির তাঁহাকে মাসিক ৫০ দীনার ভাতা মঞ্জুর করেন। 'আরবী ভাষা ও কাব্যে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য অনেক ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার অধিকতর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ আবূ সা'ঈদ আস-সীরাফী (২৮৪-৩৬৮ হি.), আল-মারযুবানী (২৯৭-৩৮৪ হি.), আবু'ল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী [দ্র.] (২৮৪-৩৬৫ হি.), আবূ 'আলী আল-বাগ'দাদী আল-ক'ালী [দ্র.] (২৮৮-৩৫৬ হি.) যিনি স্পেনে ইব্ন দুরায়দ-এর গ্রন্থাবলীকে পরিচিত করেন [দ্র. ইব্ন খায়র, ফাহরাসা, ৩৪৮ প., ৩৬৬, ৩৯৮, ৪০০), আল-জাজ্জাজী (মৃ. ৩৩৭ হি.), ইব্ন খালাওয়ায়হ (দ্র.), আবূ আহ'মাদ আল-'আসকারী (দ্র.)]।

ইব্ন দুরায়দের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাঁহার অতীব মূল্যবান অভিধান আল-জামহারা (হায়দরাবাদ ১৩৪৪ হি.)। ইহাতে এমন কিছু বিষয় রহিয়াছে যাহা অন্যান্য অভিধানে পাওয়া যায় না। উক্ত অভিধানে ইব্ন দুরায়দ খালীলের কিতাবুল-'আয়নের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাদের বিদ্বেষপ্রসূত অজুহাতের সুযোগ লাভ করিয়াছে। কিন্তু শব্দের বাছাই ও বিন্যাসে তিনি তাঁহার নিজস্ব মত অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বহু সংখ্যক ধার করা শব্দ ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব ইহাদের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। 'আরবদের নামের কোন অর্থ নাই', কতিপয় 'আরবের এই উক্তি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ইব্ন দুরায়দ তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ল-ইশতিকা'ক রচনা করিয়াছেন (সম্পা. Wustenfeld, Gottingen 1854); ইব্ন দুরায়দ তাঁহার এই গ্রন্থে 'আরবদের ব্যক্তিবাচক নামসমূহকে কুলজিশাস্ত্রের রীতি অনুসারে বিন্যস্ত করিয়া সেই নামসমূহের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ল-মালাহি'ন (কায়রো ১৩৪৭ হি.)-এ ৪০০ অনিশ্চিতার্থক শব্দ রহিয়াছে। এই সকল শব্দ মানুষ তখনই ব্যবহার করে যখন তাহাকে জোরপূর্বক শপথ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-মুজতানা (সম্পা. Krenkow, হায়দরাবাদ ১৩৪২ হি.) রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার উত্তরসুরিদের মূল্যবান উক্তিসমূহের একটি রচনা সংগ্রহ। তাহা ছাড়া প্রাচীন দার্শনিকদের কিছু বচন ও স্তুতিবাদমূলক কবিতার একটি সংকলনও রহিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ল-বি'শাহ' (দ্র. J. Kraemer, in ZDMG, cx, 259-73)-এ কেবল কবিদের ডাকনাম ও উপনামই বর্ণিত হয় নাই, বরং ঐতিহাসিক ও কুলজিশাস্ত্র বিষয়ক বিষয়বস্তুও স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে (দীওয়ান, বাদরুদ্দীন আল-'আলাবী কর্তৃক সংগৃহীত, কায়রো ১৩৬০/১৯৪৬) দেখিতে পাওয়া যায়—ফি'ল মাকসূ'র ওয়া'ল- মামদূদ (পৃ. ২৯-৩১), একটি কাসীদা লুগাবিয়্যা (পৃ. ৮৭-৯৭), তাবারীর উপর রচিত একটি শোকগাথা মৃ. ৩১০/৯২৩), (পৃ. ৩৮-৪১) ও আশ-শাফি'ঈর সম্মানে রচিত দুইটি কবিতা (পৃ. ৭৭ প. ও ১০৯)।

ইব্ন দুরায়দ সায়্যিদ সুলভ সদ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহসী, দয়ালু ও দানশীল। তিনি একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। ভাল গ্রন্থ (দ্র. য়াকূ'ত, উদাবা', ৬খ., ৪৯৩), গান ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। দুইবার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ১৭ শা'বান, ৩২১/১৩ আগস্ট, ৯৩৩ সালের বুধবার দিবাভাগে ৯৮ বৎসর বয়সে বাগদাদে ইনতিকাল করেন যে দিনে মু'তাযিলী নেতা আবূ হাশিম আল-জুব্বা'ঈ ইনতিকাল করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও দ্র.ঃ (১) ফিহরিস্ত, ৬১ প.; (২) মারযুবানী, মু'জামু'শ-শু'আরা', ৪৬১ প.; (৩) তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ., ১৯৫, পৃ.; (৪) আনবারী, নুযহা, ৩২২-৬; (৫) য়াকূ'ত, উদাবা', ৬খ, ৪৮৩-৯৪; (৬) ইবনু'ল-কি'ফতী, ইনবা', ৩খ, ৯২-১০০; (৭) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৬৪৮; (৮) ইব্ন হ'াজার, লিসানুল-মীযান, ৫খ., ১৩২-৪; (৯) Brockelmann, I. iii SI, 172; (১০) মুহ'াম্মাদ শাফী', The sons of Mikal, in the Proceedings of the Idara-i Ma'arif-i Islamia, Lahore 1933, 107-168;(১১) A. Siddiqi, Ibn Durayd and his Treatment of Loanwords, in Allahabad University Studies, vi, Arts Section (1930), 660-750; (১২) Wustenfeld, Register Zu den genealogischen Tabellen, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩৭৩ প.; (১৩) আবুল ফিদা', Annales, সম্পা. Adler, ২খ., ৩৭৬ প.; (১৪) de say, Anthologie, grammaticale arabe, প্যারিস ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১৩১, ১৯৬; (১৫) মাস'ঊদী, মুরূজু'য'-যাহাব, প্যারিস, ৮খ., ৩০৪; (১৬) আস-সুবকী, ত'াবাকা'ত, ২খ., ১৪৫; (১৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদা'তু'ল-জান্নাত, ৬৫৯; (১৮) আবু'ল-মাহ'াসিন ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, Lugduni ১৮৬১ খৃ., পৃ. ২৫৬-২৫৮; (১৯) Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১১; (২০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ১১১খ, ১৭৬; (২১) আস-সুয়ূত'ী, বুগ'য়াতু'ল-উ'আত, পৃ. ৩০-৩৩; (২২) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ২খ., ২৮৯; (২৩) খিযানাতু'ল-আদাব, ১খ., ৪৯০।

J. W. Fuck (E.I.[2])/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন দুরুস্তাওয়ায়হ (ابن درستويه) ঃ বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ। জন্ম ২৫৮/৮৭১ সালে, মৃত্যু ৩৪৬/৯৫৭ সালে, বাগদাদে। কিতাবু'ল-কুত্তাব كتاب الكتاب (ফিহরিস্ত-এ আদাবু'ল-কুত্তাব ادب الكتاب নামে উল্লিখিত) ব্যতীত তাঁহার সমস্ত রচনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমকালীন ধ্যান-ধারণার তুলনায় তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিল অগাধ ও বিস্তৃত। ইহাতে হ'াদীছ' অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি প্রাচীন শিক্ষক 'আব্বাস আদ-দূরী, য়া'কূ'ব ইব্ন সুফয়ান আন-নাসাবী ও নিজের সমসাময়িক বিখ্যাত আদ-দারা কু'ত'নীর মত হ'াদীছ বিশেষজ্ঞদের বর্ণিত হ'াদীছ' পরবর্তী কালের লোকদের কাছে পৌঁছাইয়া দেন। এইসব সংকলন আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদীর সময়েও বর্তমান ছিল (৫ম/১১শ শতাব্দী)। ইব্ন দুরুস্তাওয়ায়হ কুরআনের একজন ভাষ্যকারও ছিলেন (তু. ফিহরিস্ত)। ভাষ্যের ক্ষেত্রে তিনি বসরার আল-আখফাশ (দ্র.) ও কূফার ছা'লাব (দ্র.)-এর ভাষ্যের মধ্য হইতে একটি আপোসমূলক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নিজে কিতাব মা'আনি'ল-কু'রআন রচনা করেন। তিনি এই রচনায় আবূ 'উছ'মান আল-জারমীর রচনা দ্বারা কতখানি উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তিনি আবূ 'উছ'মান আল-জারমীর শিক্ষার প্রচারক (راوى) ছিলেন। কুরআন-এর ভাষ্যের ক্ষেত্রে ছা'লাব-এর প্রতি তাঁহার অপেক্ষাকৃত আপোসমূলক মনোভাব সত্ত্বেও তাঁহাকে সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ ব্যাকরণের বেলায় 'বসরার পক্ষপাতী' বলিয়া গণ্য করা হইত। কথিত আছে, আল-মুফাদ্দ'াল ইব্ন সালামাকে খণ্ডন করিয়া তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থে তিনি ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতভেদসমূহের বিষয়ে ছা'লাব-এর প্রবন্ধসমূহকে

আক্রমণ করেন। এই সকল রচনার বিলুপ্তি নিতান্তই দুঃখজনক। কারণ বসরা ও কূফার পণ্ডিতদের মধ্যকার বাদানুবাদ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা নাই। অধিকন্তু Weil (আবু'ল-বারাকাত ইবনু'ল-আনবারী, লাইডেন ১৯১৩ খৃ.)-এর সময় হইতে এই বিবাদকে সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিতর্ক বলিয়া গণ্য করিবার প্রবণতাই ছিল। এই বিতর্কালোচনার রচনাকারিগণ ছিলেন বাগ'দাদের ৪র্থ/১০ম শতকের ইব্ন দুরুস্তাওয়ায়হর সমসাময়িক বৈয়াকরণগণ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রধানত ব্যাকরণ তত্ত্বের (কিতাবু'ল-হিদায়া) সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পদ্ধতি ছিল তাঁহার সময়কার বাগদাদের নব্য-বাস'রী পণ্ডিতদের ('আলী ইব্ন 'ঈসা আবূ রুমানী, আবূ 'আলী আল-ফারিসী, ইব্ন জিন্নী) পদ্ধতির অনুরূপ। অপরদিকে কু'রআনের ভাষ্য সম্বন্ধীয় তাঁহার লিখিত রচনাবলী ও হাদীছ সংগ্রহগুলিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী, এমনকি তিনি কূফার বৈয়াকরণদের অবদানের গুরুত্বও বিবেচনা করেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রধান রচনা হইতেছে কিতাবু'ল-কুত্তাব كتاب الكتاب (সম্পা. L. Cheikho, বৈরূত ১৯২৭ খৃ.)। এই পুস্তকে তিনি বিস্তারিতভাবে লিখন ও বানান পদ্ধতির উপর আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে লিখন কৌশলের সকল বাস্তব দিক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে (হামযা ও আলিফ মাক্'সূ'রা-র বিষয়, চিঠিতে তারিখ লিখন, চিঠির শুরুতেও শেষে বাধ্যতামূলক সংযোজন সূত্র ইত্যাদি)। ইহা অবশ্য সচিবদের জন্য রচিত হইয়াছিল; কারণ তাঁহারা তাঁহাদের পেশার বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়সমূহের জন্য কিছু নির্ধারিত নিয়মাবলী পাইতে চাহিতেন। অবশ্য ইহা ব্যাকরণ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা হইতে মুক্ত নহে (যেমন বানান ও শব্দ গঠনের মধ্যকার সম্পর্ক)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিস্ত, ৬৪; (২) যুবায়দী, ১খ., ১২৭; (৩) আল-খাতী'ব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ৯খ, ৪২৫; (৪) ইবনু'ল-আনবারী, ২খ., ১১৩; (৫) ইবনু'ল-জাওযী, মুনতাজা'ম, ৬খ, ৩৮৮; (৬) সুয়ূতী, তাবাকা'তু'ন-নুহাত, শিরো 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার; (৭) ঐ লেখক, বুগ'য়াঃ, পৃ. ২৭৯; (৮) এফ. বুসতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ., ৫৮-৬১; (৯) H. Fleisch, Traite de philologie arabe, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৯, ৩৪, ৪৯।

J.-C. Vadet (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্ন দুহন আল-হিন্দী (ابن دهن الهندى) ঃ ৩য়/৯ম শতকের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশদ কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। ইবনু'ন-নাদীম-এর বর্ণনামতে তিনি 'আব্বাসী খিলাফাত আমলে প্রভাবশালী বারমাক বংশীয় (আল-বারামাকা) মন্ত্রিগণের উদ্যোগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বীমারিস্তান হাসপাতালের অধ্যক্ষ (সা'হিবু'ল-বীমারিস্তান) ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ইব্নু'ন-নাদীম ও ইব্ন বিশ্র তাঁহাদের আল-ফিহ্‌রিস্ত-এ ইব্ন দুহন কর্তৃক সংস্কৃত হইতে 'আরবীতে অনূদিত চিকিৎসাশাস্ত্রের দুইখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) الجامع لاستانكر। বৃহৎ অষ্টাংকর ও (২) سند ستاق চিকিৎসাশাস্ত্রে যে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। 'আব্বাসী খলীফাদের দরবারে ও রাজধানী বাগদাদে সেই সময় গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কয়েকজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে ইব্ন দুহনকে সরকারী হাসপাতালের প্রধান (صاحب البيمارستان) নিযুক্ত করা তাঁহার অনন্য যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি।

ইব্ন দুহনের জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে কোন সূত্রে কিছু উল্লেখ না থাকিলেও 'ইব্ন দুহন' এই নাম হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি একজন মুসলমান। কেননা ইসলামের ইতিহাসে ইব্নু'দ-দাহ্‌হান (ابن الدهان) নামে দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন ব্যাকরণবিদ নাসি'হু'দ-দীন সা'ঈদ ইব্নু'দ-দাহ্‌হান (মৃ. ১১৭৮ খৃ.) এবং অন্যজন বিখ্যাত গণিতবিদ আবূ শুজা' মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্নি'দ-দাহ্‌হান (মৃ. ৫৯০/১১৯১)। ইব্ন দুহনের নামের শেষে 'আল-হিন্দী' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের দুইখানা পুস্তক সংস্কৃত ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করায় প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি 'আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। কোন অমুসলিম ভারতীয় সমসাময়িক কালে সংস্কৃত ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন ইতিহাসে ইহার কোন নজীর পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইব্ন দুহন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিংবা তাঁহার নাম 'ধান্‌ন' অথবা ধনপতি ছিল এইরূপ অনুমান করা সমীচীন মনে হয় না।

ইব্ন দুহন ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের যে পুস্তক দুইখানির অনুবাদ করিয়াছিলেন সেই মূল পুস্তকদ্বয় কিংবা অনূদিত পুস্তক দুইটির অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে খৃ. ৮ম শতকের শেষভাগে ও ৯ম শতকের প্রথমভাগে, বিশেষত খলীফা হারূন (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) ও খলীফা আল-মা'মূনের সময় (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, চরক ও সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থাবলীর যেসব 'আরবী অনুবাদ হইয়াছিল তাহারও কোন সন্ধান মিলে না। ইবনু'ন-নাদীম উল্লিখিত চৌদ্দ/পনরখানা অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে শুধু শানাক (شاناق) রচিত বিষ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকার অনূদিত পাণ্ডুলিপি বার্লিন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (ক্যাটালগ নং ৬৪১১)। শানাক (Shanaq)-এর পরিচয় অজ্ঞাত, তবে ইহা 'চানক্য' শব্দের 'আরবী রূপ হইতে পারে। খালিদ আল-বারমাকীর নির্দেশে আবূ হ'াতিম আল-বালাখী ২০০/৮১৫ সালে ইহা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। ২১০/৮২৫ সালে আল-'আব্বাস ইব্ন সা'ঈদ-আল-জাওহারী ইহা 'আরবীতে অনুবাদ করেন। হ'াজ্জী খালীফা 'কিতাবু'স-সুমূম' নামে পুস্তিকাটির উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, ১৬৩/৭৮২ সালে খালিদ আল-বারমাকীর মৃত্যু হয়, এমতাবস্থায় শানাক-এর ফারসী অনুবাদটির তারিখ ২০০/৮১৫ হইতে পারে না।

ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৪২১, আল-মাক্‌তাবাতু'ত-তিজারিয়া, কায়রো ১৩৪৮ হি.; (২) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-হ'াসানী, নুয্‌হাতু'ল-খাওয়াতি'র, ১খ., পৃ. ৫১, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪৭ খৃ.; (৩) M. G. Zubaid Ahmad, The Contribution of India to Arabic Literature, p. 7, Maktabai Din-o-Dunya, Jullundur City, India 1946; (৪) এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ১খ., পৃ. ৩১, ৭খ., পৃ. ৫৬, ২য় সং. ঢাকা ১৯৫২ খৃ.; (৫) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, 'আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত, পৃ. ১৩২-৩৩, হিন্দুস্তান একাডেমী, এলাহাবাদ ১৯৩০ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্ন নাকিয়া (ابن ناقيا) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-হু'সায়ন ইব্ন দাউদ (৪১০-৮৫/১০২০-৯২)। তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, যিনি খ্যাতি লাভ করেন তাঁহার সাহিত্য

বিষয়ক জ্ঞানের জন্য, অধুনাবিলুপ্ত একখানা গুরুত্বপূর্ণ 'দীওয়ান'-এর জন্য এবং প্রধানত তাঁহার 'মাক'মাত' সংগ্রহের জন্য। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই স্থানের এক মহল্লায় তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন যেইখানে পূর্ববর্তী কালে ত'াহিরী শাসকগণের প্রাসাদ ও উপগৃহসমূহ অবস্থিত ছিল। তিনি খুব বেশী দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জনৈক মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আশ-শাহরাযূরী। তাঁহার চরিত্রে অদ্ভুত বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ছিল। একদিকে চরম ধর্মভক্তি, আবার অন্যদিকে অতিরিক্ত অমিতাচার। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তিনি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসকে এই পর্যায়ে লইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করারই নামান্তর। তিনি নাজাত (মুক্তি) পাইবেন কিনা এই সন্দেহও পোষণ করা হইত। তিনি ব্যাপক পড়াশুনা করেন এবং কিতাবু'ত-তাশবীহাত নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহা Escurial-এ (নং ১৩৭৮) সংরক্ষিত আছে। তিনি কিতাবু'ল-আগ'ানীর একখানি সারসংক্ষেপও লিখেন।

ইব্‌ন নাকিয়া শাফি'ঈ পণ্ডিত আবূ ইসহ'াক আশ-শীরাযীর শিক্ষার অনুসরণ করিতেন বলিয়া মনে হয় (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ৬৬৯), যাঁহার মৃত্যুতে তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেন (ইব্‌ন খাল্লিকান)। তিনি এইরূপ মানববিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মানুষের ক্ষুদ্রত্বের জন্য ও তাঁহার নিজের দোষ-ত্রুটির জন্য, যদ্দরুন তিনি মানুষকে ঘৃণা করিতেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতেন (তু. মাক'ামাতের ভূমিকা)। এই মনোভাব তাঁহার অদ্ভুত বিষণ্ন ও প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের অভিব্যক্তি এবং ইহা তাঁহাকে মাকামা রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আনন্দ দান করা। এই মাক'ামাতগুলি বাস্তবিকপক্ষে দৈহিক ও নৈতিক দুর্দশা ও দুঃখজনক ঘটনায় পূর্ণ ছিল; যেমন শৃঙ্খলাহীনতার ভয়াবহতা, শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নীচতা, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্তুতিবাদের প্রহসন যাহা সকলের নিকট, এমনকি গ্রন্থকারের কাছেও নিরানন্দময়, কবির হৃদয়ের অদ্ভুত অনুপ্রেরণাহীনতা, বৃদ্ধ মানুষের লাম্পট্য, ধর্ম প্রচারকদের নিজেদেরই পাপ চিন্তায় মগ্ন থাকা, অথচ তাহারাই ইহার বিশদ বিবরণ দান করেন।

মাকামাতের এই অবান্তর এবং নীতি ও শৃঙ্খলাবিহীন জগতের নায়কের নাম ফারিস ইব্‌ন বাস্‌সাম আল-মিস'রী। এই নগণ্য লেখক 'আরব হইতে সুদূর খুরাসান পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জগত পরিভ্রমণ করেন এবং এই ভ্রমণকালে সময় সময় তাঁহারই মত একজন বড় ভবঘুরে ও স্বল্প বিদ্বান আবূ 'আমর নামক জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করেন যাহাতে সে গৌণ ভূমিকা পালন করে (সাধারণ রীতি অনুসারে)।

ইব্‌ন নাকিয়ার মাক'ামাতে আল-হামাযানীর কিংবা আল-হ'ারীরীর এবং স্বভাবতই আয-যামাখশারীর মাক'ামাত অপেক্ষা অনেক বেশী ঘৃণা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহার সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল প্রচণ্ডতা পাঠকদের বিস্মিত করে। সম্ভবত ইব্‌ন নাকিয়ার অমিতাচার ও শৃঙ্খলাহীনতার মধ্যে মালামাতিয়্যা মতবাদের প্রভাব পড়িয়াছে। ইহা এক প্রকারের মুসলিম জনসেনবাদ (Jansenism) যাহা বাহ্যিক কর্মের উপর নয় বরং শুধু অন্তরের প্রকৃত বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ইব্‌ন নাকিয়ার কর্মের উৎস তাঁহার ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রোথিত এবং তাঁহার কার্যাবলী "অন্তরের বিশ্বাস দ্বারাই কর্ম বিচার" এইরূপ তত্ত্বের আপাত বিরোধী প্রকাশ। বাহিরের প্রকাশকে ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি অসুন্দর করিয়াছেন। তাঁহার মাক'ামাত একটি সফল সাহিত্য কর্ম হওয়া ছাড়াও ইহা মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বেরও অধিকারী। ইহা ইসলামী মানসিকতার আওতায় আশ্চর্য ও অভাবিত 'গভীরতা' প্রকাশকারী স্পষ্ট আত্মসমালোচনার সাহসী প্রকাশ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাহ'হ'ালা, মু'জাম, ৬খ., ৩১৬; (২) Brockelmann, S I, ৪৮৮; (৩) মাক'ামাতের মূল পাঠ, O. Rescher, Beitrage Zur Maqamenlitteratur, iv 123-52; (৪) Cl. Huart কর্তৃক কৃত ফরাসী অনুবাদ, in JA, ১০ম সিরিজ, ১২ খ., ৪৩৫-৫৪।

J.-C. Vadet (E.I.²)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্‌ন নাজির আল-জায়শ (ابن ناظر الجيش) ঃ তাকি'য়্যুদদীন 'আবদু'র রাহ'মান, মিসরে মামলূক শাসনামলের ক'াযী, কর্মকর্তা ও গ্রন্থকার। তাঁহার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন-তারিখগুলি সঠিকভাবে জানা যায় না। দৃশ্যত তিনি অন্য এক কাযীর পুত্র। পিতা সুলত'ান আন-নাসি'র নাসি'রুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন কালাউন-এর শাসনকালে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রক ছিলেন। আর তিনি নিজে আল-মানসূর স'ালাহু'দ্দীন মুহ'াম্মদ (৭৬২-৪/১৩৬১-৩) ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-আশরাফ নাসি'রুদ্দীন শা'বান (৭৬৪-৭৮/১৩৬৩-৭৬)-এর মত শাসকদের দীওয়ানু'ল-ইনশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত চিঠিপত্র দৃশ্যত এক মাজমূ' (সংকলন)-এ রক্ষিত হয়। এই মাজমূ' হইতে বৈদেশিক শাসকদের নিকট তাঁহার লেখা চারিটি পত্রের উদ্ধৃতি আল-কালকাশান্দী (দ্র.) তাঁহার রচিত সু'বহ'ল-আ'শা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত মামলূক ঐতিহ্যের অনুসরণে দূতালয় সচিবদের জন্য ইব্‌ন নাজির আল-জায়শ ও তাছ'কীফু'ত-তারীখ নামে একখানি সারগ্রন্থ (manual) রচনা করিয়াছেন, যাহা শিহাবুদ্দীন ইব্‌ন ফাদ'লিল্লাহ আল-'উমারী (দ্র. ফাদলুল্লাহ)-কৃত বিখ্যাত নির্দেশিকা আত-তা'রীফ লি'ল-মুসতালাহি'শ-শারীফ-এর উন্নত রূপান্তর। অন্তত চারিটি পাণ্ডুলিপিতে তাছ'কীফের অস্তিত্ব (Brockelmann-এ অবশ্য লিপিবদ্ধ হয় নাই) রহিয়াছে এবং আল-কালক'াশান্দী কয়েকবার উহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Gaudfroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks d'apres les auteurs arabes, Paris 1923, pp. XII-XIII; (২) W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten, Hamburg 1928, p. 69, 75, 129; (৩) C. E. Bosworth, Christian and Jewish religious dignitaries in Mamluk Egypt and Syria : Qalqashandi's information on therarchy, titulature and appointment, in IJMES, iii (1972), p. 67।

C. E. Bosworth (E.I.²)/আফতাব হোসেন

ইব্‌ন নাজী (ابن ناجى) ঃ আবু'ল-ক'াসিম/আবু'ল-ফাদ'ল ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন নাজী আত-তানূখী একজন ক'াদী, ধর্ম প্রচারক ও জীবনীকার। কায়রাওয়ান শহরে তাঁহার জন্ম এবং সেখানেই তিনি ইনতিকাল (আনু. ৭৬২-৮৩৭ বা ৮৩৯/আনু. ১৩৬১-১৪৩৩ বা ১৪৩৫) করেন। তিনি নিজ শহরে ও তিউনিসে পড়াশুনা করেন এবং উহার পর (জারবা, বেজা,

লোরবিয়াস, সুস, গাবেস, তেবেস্সা ও আল-কা'য়রাওয়ানে) কা'দী ও খাতীব হিসাবে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরবর্তী কালে তিনি ফিক্হশাস্ত্রের বিভিন্ন রচনার ভাষ্য, বিশেষত ইব্ন 'আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানীর রিসালার বিভিন্ন ভাষ্যকে একত্রে সংকলিত করেন (এই শারহ ১৯১৪ খৃ. কায়রোয় দুই খণ্ডে মুদ্রিত হয়)। অবশ্য তাঁহার খ্যাতির বিশেষ কারণ তাঁহার নিজ শহর কা'য়রাওয়ানের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ৯ম/১৫শ শতাব্দী অবধি সকল ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনীর সংকলন প্রণয়ন। গ্রন্থটির নাম মা'আলিমু'ল-ঈমান ফী মা'রিফাতি আহ্লি'ল- কা'য়রাওয়ান। ইহার অংশবিশেষ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর কিছু বিশেষ বর্ণনা পরিপূর্ণ তাঁহার নিজের রচনা। বস্তুতপক্ষে এই সকল জীবনীর প্রাথমিক তথ্যসমূহ তাঁহার পূর্বসূরী আদ-দাব্বাগ-এর একটি সংকলন হইতে সংগৃহীত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইবতিহাজ, পৃ. ২২৩; (২) ইব্নু'ল-কাদী, দুররাতু'ল-হিজাল, নং ১৩৩০; (৩) ইবরাহীম শাব্বূহ', সম্পাদিত মা'আলিম-এর ভূমিকা; (৪) আরও দ্র. আদ-দাব্বাগ· নিবন্ধের বরাতসমূহ।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইব্ন নাসির (ابن ناصر) ঃ বর্তমানে আন-নাসি'রী নাম ইহার স্থলাভিষিক্ত। মরক্কোর এক পরিবারে ইব্ন নাসি'র-এর জন্ম। তিনি শাযি'লিয়্যা তারীকার একটি শাখা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা, সেই তারীকা নাসি'রিয়্যা নামে পরিচিত। তিনি দক্ষিণ মরক্কোর তামগ্রুত (দ্র.)-এর যাবিয়া নামক স্থানে তারীকার সদর দফতর স্থাপন করেন। এই পরিবার সম্পর্কে বহু জীবনীমূলক লেখা, রচনা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং অসম্পাদিত রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে আহ'মাদ আন-নাসিরী আস'-সালাবী রচিত তাল'আতু'ল-মুশ্তারী (ফাস ১৩০৯ হি.)-এর সুবাদে এই পরিবারের ইতিহাস উদ্ধার ও বংশলতিকা নির্মাণ সহজতর হইয়াছে। এই বিষয়ে পাঠক পাঠিকা আন-নাসি'রিয়্যা নিবন্ধে তথ্যের সন্ধান পাইবেন বিধায় আলোচ্য নিবন্ধে বানূ নাসি'র পরিবারের কেবল ঐসব সদস্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হইবে যাঁহারা গত চার শতাব্দীর পরিসরে সাহিত্য ও মনীষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছেন ঃ

১। আল-হু'সায়ন ইব্ন মুহ'ম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন হু'সায়ন ইব্ন নাসি'র ইব্ন 'আমর ইব্ন 'উছ'মান আদ-দারঈ (মৃ. ১০৯১/১৬৮০) ইগলান-এ (যাগোরা হইতে কয়েক মাইল দূরে) যাবিয়া প্রধান হিসাবে পিতার (মৃ. ১৯৫২/১৬৪২) স্থলাভিষিক্ত হন। ১০৯১/১৬৮০ সনে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিলে এই যাবিয়াটি সুনিশ্চিতভাবেই পরিত্যক্ত হয়। খোদ আল-হু'সায়ন নিজে এই ভয়াবহ রোগের শিকার হন। তিনি তিনবার প্রাচ্য সফরে যান এবং একটি ফাহ্রাসা রচনা করেন যাহার অস্তিত্ব এখনও রাবাতে বিদ্যমান (পাণ্ডু. ৫০৬ J)।

২। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'ম্মাদ ইব্ন মুহ'ম্মাদ (১০১৫-৮৫/১৬০৬-৭৪) তামগ্রুতের একটি যাবিয়ায় বসতির উদ্দেশে ১০৪০/১৬৩১ সনে ইগলান যাবিয়া ত্যাগ করেন এবং নূতন যাবিয়ার নেতৃত্বে আসীন হন। তিনিই নাসি'রিয়্যা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফিকহশাস্ত্রের উপর কয়েকখানি গ্রন্থ, কিছু কবিতা, পত্র ও আইনের কোন কোনও বিষয়ে আজবিবা রচনা করেন।

৩। মুহ'ম্মাদের পুত্র আহমাদ (১০৫৭-১১২৯/১৬৪৭-১৭১৭) তারীকাপ্রধান হিসাবে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তিনবার হজ্জ পালন করেন এবং হজ্জ উপলক্ষে যে সফর করিয়াছিলেন তাহার সুযোগে মিসর অবধি উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তারীকার শাখা স্থাপনে প্রয়াস পান। তিনি ১১২১/১৭০৯-১০ সনে তাঁহার হজ্জের ভিত্তিতে এক বিপুলাকারে রিহ্‌লা গ্রন্থ রচনা করেন (লিথো ফাস ১৩২০ হি., আংশিক অনু. A. Berbrugger, in Exploration Scientifique de l'Algerie, ix, 1846, 165 প.)। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি কোনও বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ ইহাতে তিনি যে যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া সফর করেন তাহার বর্ণনা এবং সেই সময় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে সেইগুলি সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তাহা ছাড়া ভ্রমণ পথে যেসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন এবং যেসব ধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে তাঁহাদের সম্পর্কেও তিনি উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। আহমাদের কোন সন্তান না থাকায় যাবিয়ার নেতৃত্ব তাঁহার ভ্রাতা মুহ'ম্মাদ আল-কাবীরের বংশধরদের হাতে চলিয়া যায়।

৪। আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'ম্মাদ (আল-কাবীর) ইব্ন মুহ'ম্মাদ তাঁহার পিতার ইনতিকালের পর (১১৪২/১৭২৯) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তারীকার বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহাকে মরক্কোর বিভিন্ন শহরে যাইতে হয়। তিনি তাঁহার এই সকল ভ্রমণের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন যাহার নাম দেওয়া হয় ঃ "আর-রায়াহি্নু'ল-ওয়ারদিয়্যা ফি'র-রিহ'লা আল-মাররাকুশিয়্যা" (পাণ্ডু. রাবাত, ৮৮ জি, ১-৮৩)। অবশ্য ইহা ছাড়া কিছু কবিতা ও জীবনীমূলক রচনাও তিনি লিখিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাতহু'ল-মালিক আন-নাসি'র ফী ইজাযাত মারবিয়্যাত বানী নাসি'র (পাণ্ডু. রাবাত ৩২৩ k), তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ইজাযাত সম্পর্কিত। এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে ১১৫২/১৭৩৯ সনে সমাপ্ত গ্রন্থ আদ-দুররাতু'ল-মুরাসসা'আ ফী আখবার আ'য়ান দার'আ বা কাশফু'র-রাও'আ ফি'ত-তা'রীফ বি-সুলাহা' দারআ (পাণ্ডু. রাবাত k ২৬৫ ও ৮৮ G, ৮৪-১১৬) যাহাতে নাসি'রিয়্যা তারীকার ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ১১৭০/১৭৫৬ সনের পর ইনতিকাল করেন।

৫। আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'স-সালাম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মুহ'ম্মাদ (আল-কাবীর) যিনি ১২৩৯/১৮২৩ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য দুইবার মক্কা গমন করেন এবং এই সম্পর্কে দুইটি বিবরণী রচনা করেন। ইহার প্রথমটি অর্থাৎ তাঁহার নিজ হাতের স্বাক্ষর সম্বলিত আর-রিহ্লাতুল-কুবরা নামক পাণ্ডুলিপিটি এখনও রাবাত রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ৫৬৫৮)। লেখক ঐ গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহাতে পূর্ববর্তীদের মত খণ্ডনেও পিছপা হন নাই (বিশেষত আল-'আয়্যাশী ও আল-'আবদারী)। এইগুলি ছাড়াও তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আল-মাযায়া ফী মা হা'দাছা/উহদিছা মিনা'ল-বিদা বি-উম্মি'য-যাওয়ায়া; ইহা একটি ফাহরাসা যাহা মুহ'ম্মাদ আল-জাওহারীর ৪০টি হাদীছের উপর এক ভাষ্যবিশেষ (পাণ্ডু. রাবাত 137 এবং এই ক্ষেত্রে কোন কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিক্রিয়ামূলক রচনাঃ কাত'উ'ল-ওয়াতীন মিনা'ল-মালকি ফিদ্দীন (পাণ্ডু. রাবাত ১০৭৯ D, পত্রক ১০৭-১৫)।

৬। পরিশেষে একথা উল্লেখ করা যায় যে, কিতাবু'ল-ইসতিকসা-এর বিখ্যাত লেখক আহ'মাদ আন-নাসি'রী (দ্র. আস'-সা'লাবী) স্বয়ং ইব্ন নাসি'রের প্রত্যক্ষ বংশধর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের যে সকল রচনার উল্লেখ নিবন্ধে করা হইয়াছে সেগুলির সঙ্গে যোগ করুনঃ (১) ইফরানী, সাফওয়াতু

মান ইনতাশার, লিথো. ফাস তা. বি.; (২) কাদিরী, নাশরু'ল-মাছ'নী, ফাস ১৩১০/১৮৯২; (৩) মুহ'াম্মাদ আল-কাত্তানী, সালওয়াতু'ল-আনফাস, লিথো, ফাস ১৩১৬ হি.; (৪) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহরিসু'ল-ফাহারিস, ফাস ১৩৪৬-৭/১৯২৭-৯; (৫) The manuals of Moroccan Literature; (৬) ইব্‌ন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল- মাগ'রিবি'ল-আকসা, কাসাব্লাংকা ১৯৬০-৫ খৃ.; (৭) Levi-Provencal, Chorfa, নির্ঘণ্ট, দ্র. শিরো.; (৮) M. Lakhdar, La vie Litteraire au Maroc sous la dynastie 'alawide, রাবাত ১৯৭১ খৃ., নির্ঘণ্ট, দ্র. শিরো. এবং তথায় উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইব্‌ন নুজায়ম (ابن نجيم) ঃ (জনৈক দূর সম্পর্কীয় পূর্বপুরুষের নামানুসারে) যায়নু'দ্দীন (বা আল-'আবিদীন) বা কেবল যায়ন ইব্‌নু ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-মিস্‌রী, একজন বিশিষ্ট হানাফী 'আলিম ছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তিনি ৯২৬/১৫২০ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রচলিত 'আরবী ও ইসলামী মতে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার উস্তাদগণের জীবদ্দশাতেই তিনি অল্প বয়সে শিক্ষাদান কার্য ও ফাতওয়া দিতে শুরু করেন এবং ৯৫৩/১৫৪৭ সনে হজ্জ পালন করেন। আমীর সারগিতমিশ-এর মাদরাসায় তিনি শিক্ষা দান করিতেন এবং পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বে ৯৭০/১৫৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। সায়্যিদা সুকায়না-এর পবিত্র স্থানের সন্নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার প্রধান তৎপরতা ফিক্‌হ-এর ক্ষেত্রে ছিল, কিন্তু সূফীবাদের প্রতিও তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ-শা'রানী (দ্র.)-র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দশ বৎসর ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে হজ্জ পালন করেন। তিনি আশ-শা'রানীকে সূফী জীবনাদর্শ তাঁহাকে শারী'আতের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন না করা পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন নুজায়ম ফিক্‌হ'শাস্ত্রের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই আগ্রহের প্রতিফলন তাঁহার ব্যাপক রচনাবলীতে পরিলক্ষিত হয়।

(১) তাঁহার কিতাবু'ল-আশবাহ ওয়া'ন-নাজা'ইর (১২৪০/১৮২৫ সনে কলিকাতায় ও পুনঃপুনঃ কায়রোতে মুদ্রিত), আংশিকভাবে আস-সুয়ূতী (দ্র.)-র একই শিরোনামের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। গ্রন্থটির সাতটি শাখা রহিয়াছে। সাধারণ নিয়মাবলী (কাওয়া'ইদ কুল্লিয়্যা), বিষয়াদির বিবরণ (ফাওয়া'ইদ), পরিচ্ছেদ অনুসারে সদৃশ ও বিসদৃশ ব্যাপার (আল-জাম' ওয়া'ল-ফারক) প্রহেলিকাসমূহ (আলগায), আইন ফাঁকি দেওয়ার কৌশল বা বৈধ ফন্দিসমূহ (হিয়াল), পার্থ্যকাদি (ফুরূক) এবং অবশেষে ক্ষুদ্র কাহিনী। (২) তাঁহার আল-ফাওয়া'ইদু'য-যায়নিয়্যা গ্রন্থটিও সুবিন্যস্ত (১২৪৪ হি. কলিকাতায় মুদ্রিত), সম্ভবত ইব্‌ন রাজাব (দ্র.)-এর অনুসরণে উক্ত গ্রন্থে ফিক্‌হ বিষয়ে তিনি সহস্রাধিক নিয়মাবলী (কাওয়া'ইদ) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (৩) তাঁহার ক্ষুদ্র নিবন্ধাদি ও ফাতওয়া বহু সংখ্যক। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আহ'মাদ আর-রাসা'ইলু'য-যায়নিয়্যা ফী মায'হাবি'ল-হানাফিয়্যা (১২৪৪ হি. কলিকাতায় ও ১৩২৩ হি. বুলাক-এ মুদ্রিত, Brockelmann) শিরোনামে উহার চল্লিশটি সংগ্রহ করেন। (৪) ইব্‌ন নুজায়ম হানাফী ফিক্‌হ সম্বন্ধে কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তকের ভাষ্যও লিখিয়াছিলেন, উহাদের সবকয়টি সংরক্ষিত হয় নাই। আল-বাহ্‌রু'র-রা'ইক উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত যাহা আন-নাসাফী (দ্র.)-এর কানযু'দ-দাকাইক-এর ভাষ্য। তিনি কেবল কিতাবু'ল-ইজারা-এর প্রারম্ভ পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন; মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আত'-তূ'রী (মৃ. ১০০৪/১৫৯৫) একটি পরিশিষ্ট (তাকমিলা)-সহ উহা সমাপ্ত করেন। উহা হি. ১৩১১ কায়রোতে অষ্ট খণ্ডে প্রথম মুদ্রিত হয়। উহার সাত খণ্ড আল-বাহ'রু'র-রা'ইক ও অষ্টম খণ্ড তাকমিলা। উহা পরবর্তী সময়ে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে, উহা হানাফী মায'হাবের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। যায়নু'দ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'উমারও ইব্‌ন-নুজায়ম নামে পরিচিত; তিনি বড় ভাইয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আন-নাহ্‌রু'ল-ফাইক নামে তিনি কানযু'দ-দাকা'ইক-এর আর একটি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আকস্মিকভাবে ১০০৫/১৫৯৬ সালে ইনতিকাল করেন। সম্ভবত তাঁহার এক ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার ভ্রাতার কবরের পার্শেই তাঁহাকে দাফন করা হয় (আল-মুহি'ব্বী, খুলাসাতু'ল-আছার, ৩খ., ২০৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাজমুদ্দীন আল-গ'াযযী, আল-কাওয়া কিবু'স সা'ইরা, ৩খ., ১৫৪; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য-যাহাব, ৮খ., ৩৫৮; (৩) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-লাখনাবী, আত-তা'লীক'তু'স-সানিয়্যা (Notes on আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা), ১৩৪; (৪) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিত'াতু'ল-জাদীদা, ৫খ., ১৭; (৫) Ahlwardt, Catalogue Berlin, IV, nos. 4616, 4831; (৬) Catalogue Bankipore, xix/2, no. 1699; (৭) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত'বূ'আত, ১খ, ২৬৫; (৮) Brockelmann, II, 401, 252, S II, 425, 266; (৯) আল-বাহ্‌রু'র রা'ইক'-এর edition Princeps.-এর প্রারম্ভে একটি উৎকৃষ্ট জীবনী আছে।

J. Schacht (E.I.[2])/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্‌ন নুবাতা (ابن نباتة) ঃ আবূ বাকর জামালুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শাম্‌সিদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শারাফিদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-হ'াসান ইব্‌ন সারিহ ইব্‌ন য়াহ্‌'য়া ইব্‌ন ত'াহির ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-খাতীব 'আবদি'র-রাহীম ইব্‌ন নুবাতা, জীবনকালেই কবি ও গদ্যকার হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। যে জুযাম (ক'াহ'তান) উপজাতি মায়্যাফারিকীন শহরের উপকণ্ঠে বাস করিবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল, তিনি উহার সদস্য বলিয়া দাবি করেন। এই শহরে তাঁহার পূর্বপুরুষ আল-খাত'ীব 'আবদু'র-রাহীম বসবাস করিতেন।

জ. রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৮৬/এপ্রিল ১২৮৭ কায়রোতে। তাঁহার পিতা শাম্‌সুদ্দীন (জ. ৬৬৬/১২৬৮, মৃ. ৭৫০/১৩৪৯, দ্র. Brockelmann, S II, ৪৭) ছিলেন হ'াদীছে'র 'আলিম। ফলে কিশোর মুহ'াম্মাদ বিদগ্ধ ও ধর্মীয় পরিবেশে বর্ধিত হন। যৌবন হইতে তিনি উদ্যমী ও তীক্ষ্ণধীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে তৎকালীন 'আলিমগণের সহিত, বিশেষত ইব্‌ন দাকী'কু'ল-ঈদ-এর সহিত পরিচিত করান।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে ইব্‌ন নুবাতা কায়রোর পদস্থ ব্যক্তিগণের উদ্দেশে কতিপয় স্তুতি কবিতা রচনা করেন। ঈপ্সিত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হওয়ার পর ৭১৬/১৩১৬ সনের প্রথমদিকে তিনি সিরিয়া যাত্রা করেন এবং দামিশকে বসবাস শুরু করেন। তথা হইতে তিনি আলেপ্পো ও প্রায়শ হামাত ভ্রমণ এবং জ্ঞানী আয়্যূবী আল-মালিকু'ল-মু'আয়্যাদ আবু'ল-ফিদার-র দরবারে গমন করেন। আল-মালিকু'ল-মু'আয়্যাদ ৭১০-৭৩২/১৩১১-১৩৩২ পর্যন্ত হ'ামাত-এর শাসক ছিলেন এবং ইব্‌ন নুবাতা তাঁহার প্রিয় কবির মর্যাদা লাভ করেন। 'আল-মু'আয়্যাদিয়্যাত' নামক তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্তুতি কাব্যগুলি এই

সুলত'ানের প্রতি উৎসর্গীত। সুলত'ান তাঁহাকে বার্ষিক ভাতা প্রদান করিতেন যাহা দামিশ্কে প্রেরিত হইত। এই সময় ইব্ন নুবাতা তাঁহার জীবনের পরিতৃপ্ত পর্যায় অতিবাহিত করেন এবং সুলত'ানের অর্পিত দায়িত্বে কতিপয় সাহিত্য পুস্তক রচনা করেন। ৭৩২/১৩৩২ সনে সুলত'ানের মৃত্যুতে কবি আবেগ আপ্লুত শোকগীতি রচনা করেন। পিতার উত্তরাধিকারীরূপে আল-আফদাল ৭৩২-৪২/১৩৩২-৪১ পর্যন্ত হামাত শাসন করেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত ইব্ন নুবাতার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে পরবর্তী কালে তিনি মরমী জীবনে আকৃষ্ট হন এবং কাব্যের প্রতি নিস্পৃহ হইয়া পড়েন। ইহাতে ইব্ন নুবাতার জীবনের আনন্দময় পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ইহার পর হইতে তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া বেড়ান এবং স্তুতি কবিতা রচনা দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন। এই সময় তিনি জেরুসালেমের Holy Sepulchre গির্জার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি প্রতি বৎসর সেখানে গমন এবং দামিশকে প্রত্যাবর্তন করিতেন। আল-আফদালের পতন ও মৃত্যুতে ইব্ন নুবাতা তাঁহার স্মরণে একটি শোকগাথা উৎসর্গ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল সমগ্র আয়্যুবী বংশের জন্য একটি করুণ শোকগীতি।

৭৪৩/১৩৪২ সনে ইব্ন নুবাতা দামিশকে সরকারী কার্যালয়ের (দীওয়ানু'ল-ইনশা') সচিব নিযুক্ত হন। এই সময়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া তিনি কায়রোতে সুলতান আন-নাসির হাসানের সাহায্য প্রার্থনা সম্বলিত একটি কাব্য প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতি করুণাবশত সুলত'ান তাঁহাকে কায়রোতে আহ্বান করেন। কিন্তু রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৭৬১/জানু-ফেব্রু. ১৩৬০-এ দামিশকত্যাগী বৃদ্ধ কবি সুলত'ানের দীওয়ানু'ত-তাওকী'-তে অল্পকালই কর্মরত ছিলেন। ৭৬২/১৩৬১ সনে সুলত'ানের হত্যার পর ইব্ন নুবাতা দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ৮ সাফার, ৭৬৮/১৪ অক্টোবর, ১৩৬৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মরমী সম্প্রদায়ের গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্ন নুবাতার কবিতা ছিল অলঙ্কারসজ্জিত, বিশেষত 'তাওরিয়া'-পূর্ণ ও প্রচলিত কাব্যধারা অনুসারী; ইহাতে সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিশেষ প্রতিফলন ঘটে নাই। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল কবি। প্রচলিত কাব্যরীতির উপাদান, যথা প্রশংসা, প্রণয় ও শোক প্রকাশ তাঁহার কবিতার উপজীব্য। তৎকালে সুপ্রচলিত রীতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসামূলক কাব্যও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

মুহাম্মাদ বাদরুদ্দীন আল-বাশতাকী (মৃ. ৮৩০/১৪২৬-৭) কর্তৃক সংকলিত তাঁহার দীওয়ান প্রকৃতপক্ষে কবির প্রধান সংকলন ও বিভিন্ন শিরোনামে পরিচিত তাঁহার অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় দীওয়ানের উপর ভিত্তি করিয়া সংগৃহীত। এই বিরাট সংকলনটি, যাহাতে তাঁহার সকল রচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ১৩২৩/১৯০৫ সনে আলেকজান্দ্রিয়ায় ও কায়রোতে সম্পাদিত হয় (পাণ্ডুলিপিগুলি প্রসঙ্গে দ্র. Brockelmann; অপর একটি পাণ্ডুলিপি দামিশকের আজ-জ'াহিরিয়া পাঠাগারে রক্ষিত, নং ৭৬৮১)। এই দীওয়ান ব্যতীত ইব্ন নুবাতা প্রচুর গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন যাহা শাগরিদ স'ালাহ'দ্দীন আস-স'াফাদীকে প্রদত্ত তাঁহার ইজাযা-এ উল্লিখিত এবং Brockelmann কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ইব্ন নুবাতার গদ্য রকমারী ভাষাশৈলীতে পূর্ণ। এই সকল রচনার প্রধানগুলি রচিত হইয়াছিল কবির সিরিয়া অবস্থানকালে, হ'ামাত-এর শাসক আল-মালিকু'ল-মু'আয়্যাদের অনুরোধে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে এই সময়ের প্রাজ্ঞজন প্রশংসিত 'সাহিত্য গ্রন্থ' 'মাতলা'উ'ল-ফাওয়া'ইদ; তৎকালীন পণ্ডিতগণের জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থ "সাজ'উ'ল-মুতাওওয়াক", "সারহু'ল-'উয়ূন", ইব্ন যায়দূনের পত্রের পর্যালোচনা যাহাতে লেখকের ভাষাগত, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্রতিফলিত; আল-ক'াদী আল-ফাদিল লিখিত পত্র সংগ্রহ "আল-ফাদিল মিন ইন্শাইল-ফাদিল"; পত্র রচনা কলা সম্পর্কে প্রবন্ধ যাহ্'রু'ল-মানছূর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারা, ১খ., ৩২৯; (২) ইব্ন ইয়াস, বাদা'ইউ-য়ুহূর, বূলাক' ১৩১১ হি., ১খ., ২২১; (৩) ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ১৪খ., ৩২২; (৪) ইব্ন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৫০ হি., ৪খ., ২১৬-২৩; (৫) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, নুজূম, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ১১খ., ৯৫; (৬) সুবকী, তাবাক'াতুশ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৬খ., ৩১; (৭) ইব্ন হিজ্জাঃ আল-হ'ামাবী, খিযানা, কায়রো ১৩০৪ হি., ২৯০-২; (৮) যিরিকলী, আ'লাম, ৭খ., ২৬৮; (৯) কাহ'হ'ালা মু'জামু'ল মু'আল্লিফীন, ১১খ., ২৭৩; (১০) আহ'মাদ আল-ইস্কান্দারী, আহ'মাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস'স'াল ফি'ল, আদাবি'ল-'আরবী, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ২খ., ২০৬-৩৪; (১১) 'উমার মূসা পাশা, ইব্ন নুবাতা 'আলী মিস'রী, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.; (১২) Brockelmann, II, ১১-২ (১০-১২); মুহ. আল-ফাদ্‌ল ইব্রাহীম প্রণীত সারহু'ল-'উয়ূন (কায়রো ১৯৬৪ খৃ.) সংস্করণের উপক্রমণিকায় আরও পুস্তকপঞ্জী নির্দেশিকা ও ইব্ন নুবাতা-কৃত গ্রন্থাদির তালিকা রহিয়াছে।

J. Rikadi (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

ইব্ন নুবাতা (ابن نباتة) ঃ আবূ য়াহ'য়া 'আবদু'র-রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-ফারিকী অজ্ঞাত তারিখে মায়্যাফারিকীন-এ জন্ম। তাঁহার জীবনীকারগণের প্রদত্ত জন্ম তারিখ ৩৩৫/৯৪৬ সন সম্ভবত ভ্রমাত্মক (তু. Amedroz, The Marwanid dynasty at Mayyafarikin (ميافارقين), JRAS, ১৯০৩ খৃ., ১২৫; ঐ JRAS, ১৯০৯ খৃ., ১৭৫-এ notes on two articles on Myyafarikin)। তিনি সম্ভবত মায়্যাফারিকীন ও আলেপ্পোতে সায়ফু'দ-দাওলার দরবারে ধর্ম প্রচারক (খাতীব) ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ নগরীতে ৩৭৪/৯৮৪-৫ সনে ইনতিকাল করেন। ছন্দোবদ্ধ গদ্য ও জটিল শৈলীতে রচিত তাঁহার খুতবাসমূহ (ধর্মীয় ভাষণগুলি) প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য প্রার্থনা; (২) আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করার এবং নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, বিশেষত জিহাদের কর্তব্য পালনের আহ্বান ও (৩) কু'রআনের আয়াতে সমাপ্ত আল্লাহর সাহায্য ও রাহমাতের আবেদন। সাধারণ 'ইবাদত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার খুত'বা ছাড়াও ইব্ন নুবাতা ৩৪৮/৯৫৯ সন হইতে রাজনৈতিক উপলক্ষেও খুত'বা দান করিতেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত খুতবাগুলি খুতাব-জিহাদিয়্যা লিখিত হইয়াছিল বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে সায়ফুদ দাওলাকে সমর্থন দানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এইগুলি প্রচণ্ড আবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল খুত'বায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, যেমন ৩৫১/৯৬২ সনে বায়যান্টাইনদের আলেপ্পো দখল, মায়্যাফারিকীনের প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলী, ঐ শহরে খুরাসান হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আগমন, খৃ. ৯৬৯-তে Nicephorus-এর হত্যা ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। ইব্ন নুবাতার খুতবাগুলি তাঁহার পুত্র আবূ ত'াহির মুহ'াম্মাদ

(আনু. ৩৯০/৯৯৯) এবং তাঁহার পৌত্র আবু'ল-ফারাজ (আনু. ৪২০/১০২৯)-এর কতিপয় খুতবাসহ সংকলিত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। আনু. ৬২৯/১২২৩ সনে সংগৃহীত এই সকল রচনা বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হইয়াছে ১৩১১ সনের বৈরূত সংস্করণটি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, বুলাক, সং. ১খ., ৩৫০-১; (২) ইবনু'ল-আযরাক আল-ফারিকী, তা'রীখ, MS. Brit. Mus. Or. ৫৮০৩ পত্র ১১৪ v. (কিছু অংশ অদ্যাবধি অমুদ্রিত); (৩) ইবনু'ল 'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৩খ., ৮৩; (৪) M. Canard, Sayf al Daula, Recueil de textes.... আলজিয়ার্স ১৯৩৪ খৃ., ১২৯-৩৮, ১৪২-৪, ১৫৫-৬৪, ১৬৭-৭৩, ৪১৫-৬ (সঠিক উদ্ধৃতি), ২৮৩-৪; (৫) মুহাম্মাদ সাদরুদ্দীন, Saifud Daulah and his time, লাহোর ১৯৩০ খৃ., ১৬৮; (৬) যাকী মুবারাক, আন্‌-নাছরু'ল-ফান্নী, ২খ., ১৫৯-৬৫; (৭) Mez, Die Renaissance de Islams, ৩০৭-১৩, (ইংরেজী অনু., ৩১৯-২৫, অনূদিত উদ্ধৃতি); (৮) আরও দ্র. JA, ৩য় সিরিজ, ৯খ., ৬৬ প.-ঐ de Slane কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দর্শন সম্পর্কিত বিখ্যাত খুতবার অনুবাদ; (৯) Brockelmann, I, ৯২, S I, ১৪৯-৫০।

M. Canard (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

ইব্‌ন ফাদ্‌লান (ابن فضلان) ঃ পূর্ণ নাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন ফাদলান ইবনি'ল-'আব্বাস ইব্‌ন রাশিদ ইব্‌ন হাম্মাদ, একজন আরব লেখক। তিনি খালীফা আল-মুক্‌তাদির কর্তৃক মধ্যএশিয়ার ভলগা (Volga)-র বুলগারী (দ্র. বুলগার) সম্প্রদায়ের রাজার নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলের বিবরণের রচয়িতা ছিলেন (য়াকূত ভ্রমাত্মকভাবে ইহার শিরোনাম রিসালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ইব্‌ন ফাদলান মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মানের একজন আশ্রিত ব্যক্তি (মাওলা) ছিলেন। এই মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ও ২৯২/৯০৪ সালে তূলূনীদের নিকট হইতে মিসর জয়কারী কাতিবু'ল-জায়শ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মানকে একই ব্যক্তি মনে করা হয়। ইব্‌ন ফাদলান সম্ভবত জন্মগত 'আরব ছিলেন না।

ইব্‌ন ফাদলান যে প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রধান ছিলেন খোজা সূসান আর-রাসসী, যিনি নাযীর আল-হারামীর একজন মাওলা ছিলেন (শেষোক্ত জন সম্পর্কে দ্র. M. Canard, La relation...50, n. 31)। ইব্‌ন ফাদলানের দায়িত্ব ছিল খলীফা কর্তৃক রাজার নিকট প্রেরিত চিঠি পাঠ করা, রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গকে খলীফার প্রেরিত উপহার প্রদান করা এবং বুলগারীদেরকে ইসলামী আইন-কানূন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত রাজার অনুরোধে খলীফা কর্তৃক প্রেরিত ফাকীহ ও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান করা। এই প্রতিনিধি দলটি ১১ সাফার, ৩০৯/২১ জুন, ৯২১ সালে বাগদাদ হইতে যাত্রা করে। দলটি প্রথমে বুখারা পৌঁছে। সেখানে সামানী নাস্‌র ইব্‌ন আহমাদ তাঁহাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। ইহার পর তাঁহারা খাওয়ারিযম গমন করেন। তাঁহারা আল-জুরজানিয়ায় (গুরগঞ্জ) অবস্থান করেন। ২ যুল কাদা, ৩০৯/৪ মার্চ, ৯২২ সালে তাঁহারা সেখান হইতে যাত্রা করেন এবং ওগুয তুর্কী রাষ্ট্র, পেচেনেগ্‌স ও বাশগিরদ অতিক্রম করিয়া ১২ মুহার্‌রাম, ৩১০/১২ মে, ৯২২ সালে বুলগারের রাজধানীতে উপস্থিত হন। কার্য সম্পাদন করিয়া প্রতিনিধি দলটি বাগদাদ ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও পথ কিছুই জানা যায় না। খলীফার পক্ষ হইতে বুলগারের রাজার নিকট প্রেরিত এই প্রতিনিধি দল সম্পর্কে মাস'উদী বা সমসাময়িক কালের কোন লেখক কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই, এমনকি ইব্‌ন ফাদলান নিজেও এই সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। এতদসম্পর্কিত একমাত্র তথ্য ইব্‌ন ফাদলানের দেয় বিবরণ।

এই বিবরণ হইতে য়াকূতের দেয় উদ্ধৃতি Fraehn কর্তৃক ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ সর্বপ্রথম বিবরণটি পরিচিতি লাভ করে (দ্র. ইতিল, বাশগিরদ খাযার, খাওয়ারিযম, রূম শীর্ষক নিবন্ধ)। এই সময় বিবরণটির বিভিন্ন (কপি) পাণ্ডুলিপি প্রচলিত ছিল। মাশহাদে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিবরণটির কয়েকটি সংস্করণ, অনুবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ A. Zeki velidi Togan (1939), I. Krackovskiy and A. Kovalevskiy (1939)। K. Czegledy (1952) ও A. Kovalevskiy (1956). মাশহাদ পাণ্ডুলিপি, বাগদাদ প্রশাসনের উদ্দেশে দেয় একটি সরকারী রিপোর্ট হওয়া সত্ত্বেও ইহা মূল বা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ছিল না। কারণ ইহাতে ফিরতি ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেওয়া হয় নাই। পারস্যের লেখকগণও এই পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি না দিয়া একজন সামানী উযীরের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও মানব জাতিতত্ত্ব বিষয়ক বিবরণের ক্ষেত্রে ইহার বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইব্‌ন ফাদলান অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। এই অনুসন্ধিৎসাই তাঁহাকে রূমীয় ও খাযারী জনগণ সম্পর্কে নিজের দেখা অথবা ভ্রমণকালে শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লইয়া আসিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C.M. Frachn, Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte uber die Russen alterer Zeit, St. Petersburg 1823; (২) ঐ লেখক, Die altesten arabischen Nachrichten uber die Wolga-Bulgharen aus Ibn Foszlan's Reiseberichte, St. Petersburg 1832; (৩) A. Seippel, Rerum normannicarum fontes arabici ...., 2 fasc., Christiana 1896-1928, i. 89-97 (য়াকূতের পাঠের পুনর্মুদ্রণ); (৪) Puteshestvie Ibn Fadlana na Volgu, Perevod i kommentariy, I. Yu. Krackovskiy-এর নির্দেশনায়, Moscow-Leningrad 1939 (নামবিহীন অনুবাদক, A. P. Kovalevskiy; অনুবাদটি অংশত পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে— Materiali po istorii Turkmen i Turkmenii, i Moscow-Leningrad 1939, 155-64; (৫) A. Zeki Velidi Togan, Ibn Fadlan's Reisebericht, Leipzig 1939 (Abh. K. M. xxiv); (৬) K. Gzegledy, Zur Meschheder Handschrift von Ibn Fadlan's Reisebericht, in Acta Or. Hung., i. (1950-1), 217-43; (৭) A. P. Kovalevs-kiy Kniga Akhmeda Ibn Fadlan o ego puteshestviina Volgu v 921-922 gg., Kharkov 1956 (ভূমিকা, অনু. ও সম্পা. এবং

'আরবী মূল পাঠের আলোকচিত্র প্রতিলিপি); (৮) M. Canard, La relation du Voyage d'Ibn Fadlan chez les Bulgares de la Volga, Algiers 1958 (AIEO Alger, xvi, ভূমিকা, অনু. ও টীকা)।

গবেষণা ঃ (১) J. Marquart, Osteuropaische und Ostasiatische Streifzuge, Leipzig 1903, 25, 82, III: (২) V. Rosen, prolegomena k novomu izda niyu Ibn Fadlana, in Zap. Vost. Otd. Imp. Russk. Arkh. Obshc. xv (1904), 39 ff.; (৩) R. Hennig, Terrae incognitae....., ii, Leiden 1937, 215 ff.; (৪) ঐ লেখক, Der mittelalterliche Handelsverkehr in Osteuropa, in Isl., xxii (1935), 240 ff.; (৫) H. Ritter, Zum Text von Ibn Fadian's Reisebericht, in ZDMG, xcvi (1942), 98-126; (৬) D. M. Donlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton 1954, 109-14 (খাযারদের সম্পর্কে ফাদলানের বিবরণের অনুবাদ); (৭) A. Zajackowski. Peux nowveaux travaux russes sur Ibn Fadlan, in Przeglad Orientalistyczny, xxii (1957), 203-27; (৮) I. Krackovskiy, Izbrannie socineniya, iv, Moscow-Leningrad 1957, 184-6, Kovalevskiy-এর উপরিউক্ত গ্রন্থের ৯১ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় (তু. পৃ. ২৯৯) আরও গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্‌ন ফাদ্‌লান সম্পর্কে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ C. A. Holmboe, 1869, R. Dvorak, 1911, T. Y. Arne, 1941, বিশেষত তাঁহার বর্ণিত শবদাহ প্রথা সম্পর্কে। আরও দ্র. ১০৫ পৃষ্ঠায় 'আবদুল-ওয়াহ্‌হাব আল-'আযযাম কর্তৃক লিখিত 'আরবী নিবন্ধের একটি তালিকা, ছাকাফা, ১৯৪৩ খৃ., যাকী মুহ'াম্মাদ হাসান, আর- হালাতু'ল-মুসলিমূন, ১৯৪৫ খৃ. এবং Poliak কর্তৃক হিব্রু ভাষায় লিখিত। এখানে উল্লেখ্য যে, বিবরণটির পাঠের একটি নূতন সংস্করণ এস. দাহহান কর্তৃক ১৯৫৯ সালে দামিশক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (দামিশ'কের আরব একাডেমীর প্রকাশনা সিরিজে)।

M. Canard (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী (ابن فضل الله العمرى) ঃ শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ, মামলূক আমলের সম্মানিত লেখক ও প্রশাসক। তিনি আন-নাসি'র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন কালাউন (দ্র.)-এর অধীনে কায়রো ও দামিশকের দূতাবাসে চাকুরী করেন। তিনি মামলূক রাষ্ট্র গঠন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন য়াহ'য়া ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-কুরাশী আল'আদাবী আল-'উমারী, জ. ৩ শাওওয়াল, ৭০০/১২ জুন, ১৩০১ দামিশকে এক শাফি'ঈ পরিবারে। এই পরিবার ইতোমধ্যে মামলূক জন-প্রশাসনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল (দ্র. ফাদলুল্লাহ)। তাঁহার পিতা মুহয়িদ্দীন য়াহয়া ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ প্রথমত দামিশকে এবং ৭২৯/১৩২৯ সনে কায়রোতে দূতাবাসের সচিব (কাতিবু'স-সিরর) ছিলেন। পিতা যখন পরিণত বয়সে তখন শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ কায়রোতে সহকারীরূপে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। আন-নাসি'র মুহ'াম্মাদের সহিত বিরোধের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাঁহার ভাই 'আলাউদ্দীন 'আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। মুহয়িদ'দীন য়াহ'য়া যখন ৭৩৮/১৩৩৭ সালে ইনতিকাল করেন তখন 'আলী কায়রোর দূতাবাসের প্রধান নিযুক্ত হন। অন্যদিকে আহ'মাদ সুলত'ানের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের ফলে অল্প কিছুদিন পরই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

৭৪০/১৩৩৯ সালের প্রথম দিকে কারামুক্তির পর তিনি শীঘ্রই আবার দামিশ্‌কের দূতাবাসের প্রধান নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৭৪৩/১৩৪২ সাল পর্যন্ত কাজ করিবার পর তিনি চাকুরীচ্যুত হন এবং ভ্রাতা বাদরুদ্দীন মুহ'াম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৯ যুলহিজ্জা, ৭৪৯/মার্চ ১৩৪৯ সালে জ্বর পীড়ায় মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর কোন চাকুরী পান নাই। তাঁহার প্রধান রচনাবলী সম্ভবত দামিশ্‌কে শেষ বয়সে অবসর জীবনে লিখিত।

সরকারী কর্মচারী হিসাবে শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ তাঁহার পিতা বা ভ্রাতৃদ্বয়ের মত সফলকাম হইতে পারেন নাই। জেদী ও স্পষ্টভাষী হওয়ার কারণেই তিনি রাজানুকূল্য লাভ করার উপযোগী হন নাই। সংশ্লিষ্ট লোকদের সহিত অতি দ্রুত তাঁহার শত্রুতা সৃষ্টি হইত। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ উত্থাপিত হইত বিধায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত দামিশকের দূতাবাস হইতে বরখাস্ত করা হয়। যাহা হউক, লেখক প্রতিভা, রাজনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা তিনি অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন। ঐসব বিষয়েই মূলত তাঁহার গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় ঃ আত্-তা'রীফ বি'ল-মুস'তালাহি'শ-শারীফ (সং. কায়রো ১৩১২ হি.) নামক সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক সারগ্রন্থ মামলূক সাম্রাজ্য, ইহার বিভিন্ন প্রদেশের গঠন, কায়রোর কেন্দ্রীয় সচিবালয়, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দফতরের মধ্যে যোগাযোগের রীতিনীতি বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকে উপজাতীয় প্রধানগণ, মুসলিম ও যি'ম্মী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও বিদেশী শাসকদের সহিত যোগাযোগের পন্থাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিশ্বকোষের ন্যায় মাসালিকু'ল-আব্‌স'ার ফী মামালিকি'ল-আম্‌সার (১খ, সং. কায়রো ১৯২৪ খৃ.)-এ অনেক বিষয় (সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ও আইন, রাজনীতি ও প্রশাসন) অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহা আত-তা'রীফ-এর ন্যায় একই উদ্দেশ্যে রচিত। মামলূক আমলে এই দুইটি গ্রন্থ প্রশাসনিক বিষয়ে প্রামাণ্য বিবেচিত হইত। আল-ক'লক'শান্দী তাঁহার সুবিদিত সুব্‌হু'ল-আশা ফী কিতাবাতি'ল-ইন্‌শা' গ্রন্থ স্বীকৃতিসহ এই পুস্তকদ্বয়ের অনুকরণ করিয়াছেন।

আত-তা'রীফ ও মাসালিক ব্যতীত আহমাদ ইব্‌ন ফাদ'লিল্লাহ তাঁহার বংশের একখানা ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) পর্যন্ত তাঁহার বংশানুক্রমিক ধারা নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতেই আল-'উমারী উপাধি (নিস্‌বা)। উপরন্তু কিছু নগণ্য প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও সাধারণ পদ্যও তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার অত্যধিক অলঙ্কারসমৃদ্ধ 'আবী গদ্যরীতি মামলূক আমলের লেখকগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা ফী আ'য়ানি'ল-মি'আতি'ছ-ছামিনা হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪৮- ৫০ হি.; (২) আল-কুতুবী, ফাওয়াত; (৩) মাক'রীযী, সুলূক', ২খ, ৪৬৫ প.; (৪) ঐ লেখক, খিত'াত', ২খ., ৫৬ প.; (৫) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী. নুজূম; (৬) F. Taeschner, Al-Umari's Bericht uber Anatolien, Leipzig ১৯১৯ খৃ.; (৭) Quatremere, Notices de

l'ouveage..., in Notices et extraits xiii, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ.; (৮) D. S. Rice, A miniature in an autograph of Shihab al-din Ibn Fadl allah al-Umari, in BSOAS, xiii, ১৯৫১ খৃ., ৮৫৬-৬৭; (৯) R. Hartmann, Die politische geographie des Mamluken-reiches, in ZDMG, lxx (১৯১৬ খৃ.), ১ প.;(১০) G.Wiet, Les biographies du Manhal Safi, কায়রো ১৯৩২ খৃ., ২১৭; (১১) Brockelmann, ii, ২৪১।

K. S. Salibi (E.I.²)/পারসা বেগম

ইব্ন ফারহূন (ابن فرحون) ঃ বুরহানু'দ-দীন ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবি'ল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ফারহূন আল-য়া'মারী, একজন মালিকী ফাকীহ ও ঐতিহাসিক। তিনি আন্দালুসীয় বংশোদ্ভূত একটি পণ্ডিত পরিবারে ৭৬০/১৩৫৮ সালের দিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার পিতৃব্য আবূ মুহাম্মাদ শারাফু'দ-দীন আল-আস্নাবী, জামালু'দ-দীন আল-দামানহুরী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আরাফা ও ইব্ন 'আরাফার পুত্র (যাঁহার নিকট ৭৯২/১৩৯০ সালে হজ্জ পালনের সময় দারস লাভ করিয়াছিলেন) এবং অন্য 'আলিমগণের নিকটও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ৭৯২/১৩৯০ সালে মিসর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন এবং রাবী'উ'ছ-ছানী ৭৯৩/মার্চ, ১৩৯১ সালে মদীনার কাযী নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি মদীনায় মালিকী আচার-অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করেন। আহমাদ বাবা কর্তৃক উল্লিখিত ইব্ন ফারহূনের আটটি রচনার মধ্যে (তিনটি অসমাপ্ত) ৫টি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিম্নে উল্লিখিত দুইটি মুদ্রিত হইয়াছে ঃ

১। আদ-দীবাজু'ল-মুযাহ্হাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ানি 'উলামাইল-মাযহাব (الديباج الذهب فى معرفة اعيان علماء المذهب) (বিভিন্ন সময় মুদ্রিত; আহমাদ বাবা রচিত "নায়লু'ল-ইব্তিহাজ"-এর সঙ্গে সংস্করণটি সর্বাধিক পরিচিত, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২)। গ্রন্থটি মালিকী 'আলিমগণের একটি জীবনীমূলক অভিধান। ইহাতে ৬৩০ টি জীবনী রহিয়াছে এবং ইহা রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের একটি প্রধান বরাতরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহাতে বহুল পমিাণে বিবিধ তথ্য রহিয়াছে। ইহার একটি ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে মালিকী আচার-অনুষ্ঠানের জন্য একটি ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে এবং ইমাম মালিক (র)-এর একটি জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থের অনুসরণে তিনি 'দীবাজ' গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। দীবাজ গ্রন্থটির কয়েকটি পরিশিষ্ট ও সারসংক্ষেপ রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে নায়লু'ল-ইব্তিহাজ সর্বাধিক পরিচিত।

(২) তাব্সিরাতু'ল-হুক্কাম ফী উসূলি'ল-আক্দিয়া ওয়া মানাহিজি'ল-আহকাম (تبصرة الحكام فى اصول الاقضية ومناهج الاحكام) [মুহাম্মাদ আহমাদ 'ইল্লীম রচিত 'ফাতহু'ল-'আলী আল-মালিক'-এর প্রান্তে (হাশিয়ায়) মুদ্রিত, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.], ইহা কাদীগণের বিচার অনুষ্ঠানের বিধি-বিধান, কার্যপ্রণালী ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি সারগ্রন্থ এবং ইহাতে মনের কিছুটা স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। যেমন ইহাতে প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সাহিবু'ল-মাজালিম ও সাহিবু'শ-শুরতার অধীনস্থ তাত্ত্বিক বিষয়গুলি কাদীর অধীনে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহমাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্তিহাজ বি-তাত-রীযিদ-দীবাজ, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ৩০; (২) Brockelmann, ii, 226, SII, 226; (৩) আহমাদ বাবা, কিফায়াতু'ল-মুহতাজ (মাদরাসাতু'ল-জাযা'ইর, পাণ্ডু. পত্রক-৩৩ খ); (৪) Wustenfeld, Die Geschichtechreiber der Araber, পৃ. ১৯১, সংখ্যা ২৯৮; (৫) Fagnen, Les Tabakat malikites, in homenaje a D. Fr. Codera, পৃ. ১১০; (৬) Pons Boigues, Ensayo bibliografico, পৃ. ৩৪৮, নং ২৯৮; (৭) দীবাজের সূত্র সম্পর্কে, Basset, Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat el Anfas, in Recueil, de memoires et ed textes publies en l'honneur du me XIV Congres des Orientalistes, Algiers 1905, No. ii.

J. F.P. Hopkins (E.I.²).এ.এন.এম.মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন ফারাজ আল-জায়্যানী (ابن فرج الجيانى) ঃ আবূ 'উমার আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, মুসলিম স্পেনের কবি, কাব্য সংকলক ও ঐতিহাসিক। আল-হুমায়দীর জায্'ওয়াতু'ল-মুক্তাবিস গ্রন্থের কতিপয় ছত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য এবং অন্যদের দ্বারাও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় আল-হাকাম আল-মুস্তান্সির (৩৫০-৩৬৬/৯৬১-৯৭৬)-এর সভাকবি ছিলেন। স্বীয় দুর্ভাগ্য অথবা কোপন স্বভাবের দরুন তিনি আল-হাকাম সম্বন্ধে এমন মর্মঘাতী ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন যে, আল-হাকাম তাঁহাকে জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করেন এবং কারাগারেই তিনি কাব্য ও গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা আবূ সা'ঈদ 'উছমান ও আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ও কবি ছিলেন। আমরা কেবল তাঁহাদের নাম ও কয়েকটি চরণমাত্র জানিতে পারি।

কিতাবু'ল-হাদা'ইক (উদ্যানসমূহ) নামে আন্দালুসী কাব্যের একটি বিরাট সংকলনের জন্যই ইব্ন ফারাজের খ্যাতি। পরবর্তী সংকলকগণ ইহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। মূল গ্রন্থটি লুপ্ত; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকার যে সমস্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা করা যায়। ইব্ন দাঊদ আল-ইসফাহানী সংকলিত প্রাচ্য কবিদের বিখ্যাত সংকলন আয্-যাহরা'-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তিনি উক্ত সংকলন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যেহেতু আয্-যাহরা' গ্রন্থে এক শত অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ে এক শত ছত্র ছিল সেইজন্য ইব্ন ফারাজ সংকল্প করেন, তাঁহার গ্রন্থে দুই শত পঙক্তি সম্বলিত দুই শত অধ্যায় থাকিবে। কিতাবু'ল-হাদাইক-এ তিনটি ব্যাপারের প্রাচীনতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া বিবেচিত ঃ স্পেনীয় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক পরিপক্বতা, তাঁহাদের আত্ম-সচেতনতা ও মুসলিম প্রাচ্যের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তিলাভের প্রতি বুদ্ধিজীবিগণের প্রবণতা।

ইব্ন ফারাজের স্বরচিত কাব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের হাতে আসিয়াছে। তাঁহার কাব্য প্রায় সম্পূর্ণই পুষ্পোদ্যান (রাওদিয়্যাত) বা প্রেম (তাগাযযুল) সংক্রান্ত এবং ইহাতে সূক্ষ্ম কাব্য প্রতিভার প্রকাশ রহিয়াছে।

আরও একটি গ্রন্থ ইব্ন ফারাজের প্রতি আরোপিত, নাম

তা'রীখু'ল-মুনতাযীন ওয়া'ল-কা'ইমীন বি'ল-আন্দালুস ওয়া আখবারুহুম (স্পেনীয় মুসলিমদের জাগরণ ও বিদ্রোহের ইতিহাস), পুস্তকটি (বর্তমানে বিলুপ্ত) অবশ্যই কারাগারে রচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবত উহাতে খলীফার প্রতি ইব্‌ন ফারাজের তিক্ত মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হুমায়দী, জায্‌ওয়া, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ৯৬; (২) দাব্বী, বুগ্‌য়া, ১৪০; (৩) য়াকূ'ত, উদাবা', ৪খ, ২৩৬; (৪) ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুত্‌রিব, নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্‌ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ৫৬-৫৭; (৬) ঐ লেখক, রায়াত, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., ২৩১; (৭) A. J. Arberry-র ইংরেজী অনু. The Pennants..., কেম্ব্রিজ ১৯৫৩ খৃ.; (৮) ইব্‌ন খাকান, মাত্‌মাহ, ৮৯; (৯) হিম্‌য়ারী, বাদী', রাবাত ১৯৪০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১০) মাক্কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (১১) H. Peres, Poesie andalouse, Paris 1953, নির্ঘণ্ট; (১২) Elias Teres, Ibn Faray de Jaen y su Kitab al-Hada'iq, আল-আন্দালুস পত্রিকায়, xi/i (১৯৪৬ খৃ.), ১৩১-৫৭।

H. Mones (E.I. 2)/নুসরাত সুলতানা

ইব্‌ন ফারাহ্‌ আল-ইশ্‌বীলী (ابن فرح الاشبيلى) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল শিহাবু'দ-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন ফারাহ্‌ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-লাখমী আল-ইশবীলী আশ-শাফি'ঈ। তিনি ৬২৫/১২২৮ সালে সেভিল (ইশবীলিয়া দ্র.)-এ জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪৬/১২৪৮ সালে কাসতালিয়া (Castila)-র সেন্ট তৃতীয় ফার্দিনান্দ (১২১৭-৫২ খৃ.)-এর নেতৃত্বে ফ্রাংক (আল-ইফ্‌রান্‌জ) অর্থাৎ স্পেনীয়গণ সেভিল জয় করিলে ইব্‌ন ফারাহ্‌ তাহাদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু তিনি পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন এবং ৬৫০/১২৫২ ও ৬৬০/১২৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মিসর গমন করেন। তথায় তিনি শায়খু'ল-ইসলাম 'ইয্‌যু'দ-দীন 'আবদু'স-সালাম, কামাল আল-আযীয ও কায়রোর অন্য খ্যাতনামা 'আলিমগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি দামিশ্‌কে গমন করেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী কালে তিনি সেখানেই বসতি স্থাপন করেন এবং একজন বিশিষ্ট হ'াদীছ' বিশেষজ্ঞরূপে তথাকার উমায়্যা মসজিদে দারস (পাঠ) দিতে থাকেন। তাঁহাকে দারু'ল-হাদীছ আন-নূরিয়্যা-য় হ'াদীছে'র অধ্যাপকের পদ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আদ-দিময়াতী (তু. আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, ২খ, ১৭), আল-য়ূনীনী (দ্র.), আল-মুকাত্তিলী, আন-নাবুলুসী, আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-ওয়ালীদ ও আল-বির্‌যালী ছাড়াও আয'-যাহাবী (দ্র.)-র ন্যায় একজন ইতিহাস ও হ'াদীছ'বিশারদও তাঁহার দারসে (পাঠে) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৯ জুমাদা'ল-উখরা, ৬৯৯/১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৩০০ সালে উম্মুস'-সালিহ-এর তুর্‌বায় ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে সেখানেই দাফন করা হয়। কেবল আস-সুয়ূতী'র তাবাকাতু'ল-মুফাস্‌সিরীন গ্রন্থে (সম্পা. Meursinge, সংখ্যা ৮৮) ভুলক্রমে এই ইব্‌ন ফারাহ্‌কে অপর এক ইব্‌ন ফারাহ'-এর পুত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যিনি হাশরের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ তায'কিরাতু বি-আহ ওয়ালি'ল- মাওতা ওয়া 'উমূরি'ল-আখিরা ও কু'রআনের একখানি বৃহৎ তাফ্‌সীর 'জামি'উ আহ'কামি'ল-কু'রআন'-এর প্রণেতা ছিলেন। তাঁহার নাম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন ফারাহ' (আল-মাক্কারী, ১খ, ৬০০-এ ভুলক্রমে ইব্‌ন ফারহ) আল-আনসারী আল-মালিকী আল-কুরতুবী; তিনি ৯ শাওওয়াল, ৬৭১/২৯ এপ্রিল, ১২৭৩ সালে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন ফারাহ' আল-ইশ্‌বীলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে হ'াদীছ'শাস্ত্রের ২৮টি পরিভাষার ব্যাখ্যায় রচিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য (হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ৪খ, ১৯০, ইহাতে ভুলক্রমে ৩০টি শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে)। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে তাবীল ছন্দের গাযাল রীতির ২০টি শ্লোক রহিয়াছে। আস-সাফাদী ইহাকে সঠিকভাবে (মাক্কারী, ১খ, ৮১৯) কাস'ীদাতু গাযালিয়্যা ফী আলকাবি'ল-হ'াদীছ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন (Brockelmann, 1, 372)। ইহাকে সাধারণত মান্‌জূমাতু ইব্‌ন ফারাহ্‌ অথবা প্রথম শ্লোকের প্রথম দুইটি শব্দের ভিত্তিতে 'গারামী-স'াহীহ' নামেও নামকরণ করা হয়। চরণ দুইটি এই ঃ

غرامى صحيح والرجا فيك معضل وحزنى ودمعى مرسل ومسلسل–

"আমার প্রেম খাঁটি এবং তোমার সম্পর্কে আমার আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন ব্যাপার; কিন্তু আমার চিন্তার কোন শেষ নাই এবং আমার অশ্রু অবিরত প্রবাহিত হইতেছে।"

এই কাসীদাটি সর্বপ্রথম ১৮৬০ খৃ. Krehl কর্তৃক আল-মাক্কারীর Analectes, 1., ৮১৯ প.-এ (আস'-সাফাদী হইতে) প্রকাশিত হয়; ইহার পর মাজমূ'উ'ল-মুতূন (কায়রো ১৩১৩ হি., পৃ. ৫১)-এ প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া আস-সুবকীর আত-তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা আল-কুবরায় (৫খ, ১২ প., কায়রো ১৩২৪/১৯০৬-১৯০৭)-ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতে কেবল ১৮টি শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। 'ইয্‌যু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন জামা'আ আল-কিনানী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩)-এর ভাষ্য 'যাওয়ালু'ত-তারাহ' ফী শারহি মান্‌জূমাতি ইব্‌ন ফারাহ'' Fr. Risch কর্তৃক ১৮৮৫ খৃ. লাইডেন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (বৃটিশ মিউজিয়ামে অন্য একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, Cat. Cod. Orient., ii, no, 169/2)। ইহার টীকায় শামসু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী আল-মাক'দিসী (মৃ. ৭৪৪/১৩৪৩, দ্র. আয্‌'-যাহাবী, তাবাকা'তু'ল-হুফ্‌ফাজ, সম্পা. Wustenfeld, xxi, no. 12)-র লিখিত ভাষ্য লাইডেন (Cat. cod. Or., iv. no. 1749) এবং Gotha (no. 578, দ্র. Pertsh, v. 20) পাণ্ডুলিপি হইতে প্রায় সম্পূর্ণই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, বার্লিন পাণ্ডুলিপি (Verz., no. 1055) 'তা'লীকু 'আলা মান্‌জূমাতি ইব্‌ন ফারাহ্‌' ইব্‌ন ফারাহ্‌' রচিত ৮৯৪/১৪৮৯ সালের কবিতার একটি ভাষ্য। কায়রো (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২৫০) পাণ্ডুলিপিতে মুহ'াম্মাদ ইব্‌রাহ'ীম ইব্‌ন খালীল আত'-তাতাহ'ঈ (Boinet, Dectionnaire, 154 ও 899) আল-মালিকী (মৃ. ৯৩৭/১৫৩০-১)-এর একটি ভাষ্য রহিয়াছে। ইহার নাম আল-বাহজাতু'স-সানিয়্যা ফী হাল্লি'ল-ইশারাতি'স-সুন্নিয়্যা।

ইব্‌ন ফারাহ্‌ উপদেশমূলক কবিতা ছাড়া আন-নাওয়াবী (দ্র.) সংকলিত ৪০টি হ'াদীছে'র 'শারহ্‌' 'আরবা'ঈনা হ'াদীছ'ান আন-নাওয়াবিয়্যা নামে একটি ভাষ্যও লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধের যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

C.F. Seybold (E.I.2)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন ফারিস (ابن فارس) ঃ আবু'ল-হু'সায়ন আহ্'মাদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াবীব আশ্-শাফি'ঈ, পরবর্তী কালে (রায়-এ) আল-মালিকী, আল-লুগাবী, একজন 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদ। তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না এবং জন্মস্থানও অনিশ্চিত। একদিকে তাঁহার একটি কবিতা অনুসারে (য়াকূ'ত, উদাবা', ৪খ, ৯৩) তিনি আয্-যাহরা' জেলার কুরসূফ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা হইতে তাঁহার প্রাথমিক কালের নিস্বা আয্-যাহ্রাবী উদ্ভূত হইয়াছে। যে কোন অবস্থায়ই হউক, তিনি নিঃসন্দেহে কৃষক পরিবার সম্ভূত ছিলেন (য়াকূতের বর্ণনা অনুসারে, পূ. গ্র., ৯২, ছত্র ১২-৩); অপরদিকে ইব্ন ফারিস নিজে তাঁহার গ্রন্থ মাকায়ীস (তাঁহার মুক'াদ্দিমা, ১, ৫)-এর বরাতে ফারিস ইব্ন যাকারিয়্যা (তাঁহার পিতা)-র নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি তাঁহার নিকট ইবনু'স-সিক্কীতের কিতাবু'ল-মান্তিক বর্ণনা করিয়াছিলেন (আরও দ্র. য়াকূ'ত, পূ. স্থা., ৯২, ছত্র,-৬-৭; আস্-সুয়ূতী, বুগ'য়া, ১৫৩, ইবনু'ল-আনবারী, নুয্হা, ২২০)। অতএব ইব্ন ফারিস সম্ভবত একজন শিক্ষিত ফাকীহের পুত্র ছিলেন, যিনি তাঁহার প্রথম উস্তাদ ছিলেন। কিন্তু ইহা একটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি একটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন।

ইব্ন ফারিস কায্বীনে প্রখ্যাত 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম আল-কাত্তান (মৃ.৩৪৫/৯৫৬)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময় আল-কাত্তান বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন (য়াকূ'ত, পূ. স্থা., ১২খ, ২২০)। কায্বীন হইতে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নিস্বা আল-কায্বীনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল-কিফ্তীর বর্ণনা অনুসারে তিনি কোন নির্দিষ্ট কারণে এই নিস্বা গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইন্বাহ, ১খ, ৯৪, ছত্র-৪-৫)। যান্জান-এ তিনি ছা'লাবের রাবী আবূ বাক্র আহ'মাদ ইব্নু'ল-খাত'ীবের নিকটেও পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাগ্দাদে ও হজ্জ পালনের সময় মক্কায়ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইব্ন ফারিস হামাযানে বসতি স্থাপন করেন এবং একজন পণ্ডিতরূপে তথায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী কালের উযীর আস্-সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ ও মাকামাতের রচয়িতা বাদী'উ'য-যামান আল-হামাযানী। বাদী'উ'য-যামান তাঁহার উস্তাদের প্রতি খুবই অনুগত ছিলেন; কিন্তু পরবর্তী কালে প্রকাশ্যভাবে একটি তিরস্কারের ফলে উস্তাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কে ফাটল ধরে। যদিও হ'ামায'ানে প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু রায়-এ ইব্ন ফারিস সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ কর্তৃক সমাদর লাভ করেন নাই। কেননা ইব্ন ফারিস ইব্নু'ল-আমীদ (আবু'ল-ফাদ্ল মুহ'াম্মাদ ও আবু'ল-'আলী) পরিবারের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং ইব্ন 'আব্বাদ উক্ত পরিবারকে সরাইয়া তদস্থলে উযীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইব্ন ফারিস কর্তৃক তৎরচিত কিতাবু'ল-হাজার গ্রন্থটি উপহারের পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন 'আব্বাদ তাঁহাকে একটি শীতল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু তাঁহার খ্যাতির কারণে ফাখ্রু'দ-দাওলা 'আলী ইব্ন রুকনু'দ-দাওলা ইব্ন বুওয়ায়হ স্বীয় পুত্র মাজ্দু'দ-দাওলা আবূ তালিবের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে রায়-এ আহ্বান করিলে উযীরের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। উযীর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, আশ্রয় দান করেন এবং 'শায়খুনা 'আবু'ল-হু'সায়ন' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন। কেননা এই নামে সম্বোধন করিলে তিনি খুশী হইতেন। পরবর্তী কালে ইব্ন ফারিস তাঁহার রচিত আস্-সাহিবী গ্রন্থখানা উক্ত উযীরের নামে উৎসর্গ করেন। সাধারণভাবে গৃহীত তারিখ অনুসারে ইব্ন ফারিস ৩৯৫/১০০৪ সালে রায়-এ ইনতিকাল করেন। রায়-এ অবস্থানের সময় হইতে তাঁহাকে আর-রাযী বলা হইত।

ইব্ন ফারিস ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অতিশয় সহানুভূতিশীল। তিনি এতখানি দয়ালু ছিলেন যে, স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত গরীবদেরকে দান করিয়া ফেলিতেন, কোন ভিক্ষুককে খালি হাতে যাইতে দিতেন না। তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কিছু কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহা একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে গভীরতর অভ্যন্তরীণ বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

ইব্ন ফারিস ছিলেন নিরপেক্ষ মনের অধিকারী। ইহা একটি লক্ষণীয় ব্যাপার যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সীবাওয়ায়হ ও বস্রাপন্থীদের আধিপত্যের যুগে ইব্ন ফারিস কূফাপন্থীদের চিন্তার স্বাধীনতার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি পুনরায় তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু কিফায়াতি'ল-মু'আল্লিমীন ফি'খতিলাফি'ন-নাহ্বিয়্যীন-এ ব্যাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু মাকায়ীসি'ল-লুগা-র মৌলনীতি ছিল কৌতূহলজনক। আল-খালীলের অনুপ্রেরণায় ইহার নকশা ছিল অভিনব—শব্দমূলের অর্থকে মূল অর্থের সঙ্গে যুক্ত করা এবং উহা দ্বারা একটি সম্বন্ধীকরণ প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে ভাষার উৎপত্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন মতবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সবকিছুই তাওকীফ, ওয়াহ্য়ির বিষয়বস্তু, আস্ল ও ফার' সদৃশ (আস-সাহিবী, ৯৬, ছত্র ৬-৯)। ইহা যে কোন প্রকার বিবর্তন বহির্ভূত। আসলে মনে হয় যে, ইব্ন ফারিস ধর্ম বিষয়ক সংশয় দ্বারা সংযত ছিলেন। কুরআনের আয়াত وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا (এবং তিনি আদামকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, ২ ঃ ৩১) তাঁহাকে তাওকীফের সার্বজনীনতা প্রদর্শন করিয়াছে (দ্র.আস্-সাহিবী, ৩১-৩২)।

ইব্ন ফারিস ছিলেন একজন মুক্তমনা লোক। তিনি নূতন কিছু প্রবর্তন করিতে কোনরূপ ভীত ছিলেন না। এইরূপে আবূ 'আম্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'ঈদের বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার রিসালা-এ তিনি প্রাচীন ও আধুনিকপন্থীদের মধ্যেকার 'আরব বিতর্কে সমসাময়িক কালের অনুসরণের স্বাধীনতাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তিনি কিতাবু'ল-হামাসা আল-মুহ্দাছা সংকলন করেন। অপরদিকে তিনি দর্শনের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, এমনকি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা উহা কেবল অনাবশ্যকই ছিল না, বরং বিশ্বাসের জন্যও ছিল মারাত্মক (আস'-সা'হিবীর বিবরণ অনুসারে, ৭৭, ১, ১২, প., যে অংশসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুঃসাধ্য)। ইব্ন ফারিস ব্যাকরণ, কবিতা, ফিক্হ, তাফ্সীর ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মতৎপরতা বিস্তৃত করেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল অভিধান সংকলন এবং 'আরব বিশ্বে তিনি আল-লুগাবী নামে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ছোট বড় প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মাকায়ীস (১খ, ২৫-৩৭)-এর সম্পাদক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাদের দুইটি খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ৭টি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান; বর্তমানে ২৪টি গ্রন্থের কেবল শিরোনাম জানা যায়। তাঁহার কিতাবু কিফায়াতি'ল-মুতা'আল্লিমীন ফি'খ্তিলাফি'ন্-নাহ্বিয়্যীন (كتاب كفاية المتعلمين فى اختلاف النحويين) এবং কিতাবু'ল-ইনতিসার লি-ছা'লাব (كتاب الانتصار لثعلب) [সম্ভবত প্রথমোক্ত একই গ্রন্থটি ভিন্ন শিরোনামে উল্লিখিত] এবং উপরের বর্ণিত ও ফিহ্রিস্ত (৮০)-এ উল্লিখিত তাঁহার হামাসা-র জন্য আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ (১) কিতাবু'ল-মুজ্মাল ফি'ল-লুগা, আংশিক প্রকাশিত, কায়রো ১৩৩১ হি., ১ম খণ্ড, (মাকায়ীসের সম্পাদকের বর্ণনা অনুসারে ১খ, ৩৫), ১৩৩২/১৯১৪, ৩১৯ প. (সারকীসের বর্ণনা অনুসারে ২০০); বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, দ্র. Brockelmann, I, 130, 1² 136, S I, ইব্ন ফারিস বহু সংখ্যক কবিতার উদ্ধৃতিসহ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্টভাবে ও প্রামাণ্য রীতিতে শব্দরাজি উপস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন-উত্তর (Post-classical)-কালের শব্দ (S I অনুসারে ১৯৮)-এর একত্রে শ্রেণীবিন্যাসের কাজটি মুতাখায়্যারু'ল-আলফাজের) [জুরজানী কর্তৃক উদ্ধৃত, মুখতারু'ল-আলফাজ] গ্রন্থের জন্য রাখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি তাঁহার প্রামাণ্য সূত্ররূপে আল-খালীল ও ইব্ন দুরায়দ-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন ফারিসের একটি কবিতায় বলা হইয়াছে যে, (য়াকূ'ত, উদাবা' ৪খ, ৯২) কিতাবু'ল-'আয়ন ও কিতাবু'ল-জীম-কে ছাড়াইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের অনুকরণে ইহা প্রথম মূল ব্যনবর্ণ অনুসারে বিন্যস্ত এবং হাম্যা বর্ণ দ্বারা শুরু হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়ের বিন্যাসে আল-খালীলের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রতিটি প্রারম্ভিক বর্ণের অধীনে সর্বপ্রথম মুদা'আফ (مضاعف) [নমুনা ১২২], ইহার পর ত্রিবর্ণ, চতুর্বর্ণ ও পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আল-ফীরূযাবাদী, যিনি ইব্ন ফারিসের অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি মুজমাল অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইহার সমালোচনা করিয়াছেন (হ'াজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪০৭)। তিনি প্রত্যক্ষরূপে ইহার বহু শব্দ তাঁহার রচিত কামূস নামক অভিধানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান এবং ইহার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রয়োজন। (২) কিতাবু মাকায়ীসি'ল-লুগা, 'আবদু'স-সালাম মুহ'াম্মাদ হারূন কর্তৃক ৬ খণ্ডে ১৩৬৬-৭১/১৯৪৭-৫২ সালে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। একটি বিশদ মুক'াদ্দিমা, ১খ., ৩-৪৭ (পাতায় স্বতন্ত্র নম্বরসহ উক্ত নিবন্ধে ব্যবহৃত)। এই মূল অভিধানটির নীতিমালা উপরে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু চতুর্বর্ণ ও পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট শব্দের জন্য ইব্ন ফারিস প্রায়শই অন্য রীতি অনুসরণ করিয়াছেন (তাঁহার বিন্যাসরীতির বর্ণনার জন্য কিতাবু'ল-বা, ১খ., ৩২৮-৩৬-এর শেষাংশ দ্র.)। ইহার শব্দমালার বিন্যাস মুজ্মালের অনুরূপ। (৩) আস্-সাহিবী ফী ফিক্হি'ল-লুগা ওয়া সুনানি'ল-'আরাব ফী কালামিহা (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) একটি মাঝারি ধরনের সংস্করণ, কায়রো ১৩২৮/১৯১০। এই শিরোনাম একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহা দুইটি পৃথক গ্রন্থের একটি সমন্বিত নাম—একটি ফিক্হু'ল-লুগা ও অপরটি আস্-সাহিবী; যেমন য়াকূত, উদাবা, ৪খ, ৮৪, ইব্ন ক'াদী শুহ্বা, পাণ্ডুলিপি দামিশক' যাহিরিয়্যা, নং ৪৩৮ (তা'রীখ), ১৮৯-৯০ ও অন্যান্য কিতাবু'স্-সা'হিবী এই প্রকারের একটি নূতন গ্রন্থ, একটি ছোট আকৃতির মুযহির। প্রথমবারের মত একজন রচয়িতাকে দেখা যায়, তিনি 'আরবী ভাষা অধ্যয়নে নিছক ব্যাকরণ বিষয়ক অথবা অভিধান সংকলন বিষয়ক কাঠামোর উর্ধ্বে যাওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন যাহাতে ভাষা সম্পর্কে 'আরবদের ধ্যান-ধারণার একত্র সমাবেশের অধিকতর নিয়মতান্ত্রিক এক পদ্ধতি রহিয়াছে এবং যাহাতে ঐতিহাসিক বা অপরাপর এমন কিছু তথ্য রহিয়াছে যাহা এতদসংক্রান্ত তাঁহার জ্ঞানকে প্রসারিত করিবে অথবা পথনির্দেশ দিবে। ইহা একটি সুখের বিষয় যে, ইহার একটি নূতন এবং সযত্নে সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. Bibl.)। কিতাবু'স-সা'হিবী গ্রন্থে ইব্ন ফারিস শু'উবিয়্যার সহিত বিতর্কে 'আরবীর উৎকৃষ্টতা সম্পর্কীয় তাঁহার বিশ্বাসকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ও 'আরবগণকে তাহাদের বিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছেন। (৪) কিতাবু'ল-লামাত (كتاب اللامات) 'আরবী ব্যাকরণে লা, লি-এর ব্যবহার, G. Bergstrasser কর্তৃক প্রকাশিত in Islamica, ১খ., (১৯২৫ খৃ.), ৭৭-৯৯; আস্-সাহিবী, ১১২-৬-এ একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় (Bergstrasser-কৃত দুইটি পাঠের আলোচনা দ্রষ্টব্য, ঐ ৯৭-৯); (৫) মাকালাতু কাল্লা ওয়ামা জা'আ মিন্হা ফী কিতাবিল্লাহ (مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله), আস্-সাহিবী গ্রন্থে উল্লিখিত, ১৬২, ১, ১৬; 'আবদু'ল-'আযীয আল-মায়মানী (A. Memon) আর-রাজাকৃতী কর্তৃক ছালাছাতু রাসা'ইল-এ প্রকাশিত, কায়রো ১৩৪৪ হি.; (৬) কিতাবু'ল-ইতবা' ওয়া'ল-মুযাওয়াজা (كتاب الاتباع والمزاوجة), ইহা এমন সব শব্দের একটি সংগ্রহ যাহা বাহ্যত একটি অপরটির অনুরূপ এবং যাহা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়; R. Brunnow কর্তৃক Orient. Stud. Th. Nol-deke... gewidmet, i, Giessen 1906, 225-48-এ প্রকাশিত Ch. Pellat-এর গবেষণা দ্রষ্টব্য, in Arabaica, iv (1957), 131-49 ও আস্-সুয়ূতী'র মুযহির-এর অধ্যায় ২৮; (৭) কিতাবু সীরাতি'ন্-নাবিয়্যি (স) একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, আওজাযু'স'-সিয়ার লি-খায়রি'ল-বাশার (اوجز السير لخير البشر) শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছে, আলজিয়ার্স ১৩০১ হি., বোম্বাই ১৩১১ হি. মাকায়ীস (১,৩১)-এর সম্পাদকের বর্ণনা অনুসারে কিতাবু'ল-আখলাকি'ন- নাবিয়্যি (স) একটি ভিন্ন গ্রন্থ; (৮) কিতাবু ফুতয়া ফাকীহি'ল-আরাব, বিরল অর্থবহ শব্দের ভিত্তিতে বিচার সম্বন্ধীয় প্রহেলিকা ও প্রশ্নাবলীর একটি সংগ্রহ (আল-হারীরীর ৩২তম মাকামায় অনুসৃত একটি রীতি, তু. আস্-সুয়ূতী, মুযহির, ১খ, ৬২২-৩৭); হু'সায়ন 'আলী মাহ্ফূজ কর্তৃক প্রকাশিত, দামিশ্ক' ১৩৭৭/১৯৫৮, ৫২ প., in 8; (৯) কিতাবু আবয়াতি'ল-ইসতিশহাদ, কবিতার পংক্তিসমূহের একটি সংগ্রহ যাহা সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হয়; মাকায়ীস-এর সম্পাদক কর্তৃক নাওয়াদির মাখ্তূতাত, ১খ, ১৩৭-৬১-এ প্রকাশিত (২য় সিরিজ, কায়রো ১৩৭১/১৯৫১)। ঐতিহাসিক বরাতসমূহের তালিকায় এই শিরোনামে ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবত ইহা য়াকূতের যাখা'ই'রু'ল-কালিমাত গ্রন্থের অনুরূপ, উদাবা, ৪খ, ৮৪ (সম্পাদকের বর্ণনা অনুসারে, ১খ, ১৩৮); (১০) কিতাবু'ন-নায়রূম, ইহা মু'আররাব ('আরবীকৃত) শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত একটি গবেষণা ও 'আরবী কায়্যূল (قيول)-এর সমরূপী শব্দসমূহের একটি পর্যালোচনা। একই ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত, ঐ, ২খ, ১৭-২৫, ৫ম সিরিজ, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪; (১১) ইব্ন সা'ঈদের বিরুদ্ধে লিখিত রিসালার উদ্ধৃতি এবং আছ'-ছা'আলিবী (৩খ, ৩৯৭-৪০৪)-এর য়াতীমাতু'দ-দাহ্র-এর কবিতার সংগ্রহ (মুহ'াম্মাদ মুহ্য়ি'দ-দীন 'আবদু'ল-হ'ামীদের সংস্করণ)।

পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান ইব্ন ফারিসের গ্রন্থাবলীর জন্য দ্র. Brockelmann, ১খ, ১৩০ এবং S I, ১৯৮, নং, ৩, ৪, ১১, ১৪, ১৫, টীকা, বিশেষত নং ১৪, কিতাবু ক'াসাসি'ন-নাহার ওয়া সামারি'ল-লায়ল, নং ১৫, কিতাবু তামামি ফাসীহি'ল-কালাম (পাণ্ডুলিপির জন্য আরও দ্র. মাকায়ীস, ১খ, ২৭), তাহা ছাড়া নং ৩৫ হারূন (মাকায়ীস, ১খ, ৩৫)। কিতাবু'ল-মুখ্তাসার ফি'ল-মু'আন্নাছ ওয়া'ল-মুযাক্কার, পাণ্ডু., আল-মাকতাবাতু'ত-তায়মূরিয়্যা (কায়রো), ২৬৫ (লুগা), Brockelmann-কৃত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, 130, I2, 135-6, S I, 197-8; (২) J. Kraemer, Studien zur altarabischen Lexikographie, in Oriens, vi (1953), 215-26; (৩) যাকী মুবারাক, La prose arabe au IV2 siecle de l'Hegire (X siecle), Paris 1931, 203-9, বিশ্বাসের অযোগ্য, পরীক্ষা করা উচিত; (৪) আস্‌-সাহিবী সংস্করণের প্রারম্ভে দেয় জীবন-চরিতের উল্লেখ এবং মাকায়ীস, ১খ, ৩-৪৭-এর মুকাদ্দিমা; (৫) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', ৪খ, ৮০-৯৮; (৬) ইরশাদ, ২খ, ৬-১৫; (৭) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ১৫৩; (৮) ইব্‌ন খাল্লিকান, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ১খ, ১০০-১ (নং ৪৮); (৯) ইব্‌নু'ল-আনবারী, নুযহাতু'ল-আলিব্বা, বাগ'দাদ ১৯৫৯ (১৯৬০ খৃ.), ২১৯-২১; (১০) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি., ৩খ, ১৩২-৩; (১১) কিফতী, ইন্‌বাহু'র-রুওয়াত, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ১খ, ৯২-৫; অন্যান্য সূত্র পৃ. ৯২-এর টীকায়। মুজ্‌মাল সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ঃ (১২) J. Kraemer, পৃ. গ্র; (১৩) মাকায়ীস, ১খ, ২১; (১৪) হু'সায়ন নাসসার, আল-মু'জামু'ল-'আরাবী, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৬, ২খ, ৪৩২-৪৩। মাকায়ীস সম্পর্কে ঃ (১৫) মুক'াদ্দিমা, ১খ, ৩৯-৪৫; (১৬) হু'সায়ন নাসসার, পৃ. গ্র., ২খ, ৪০১-৩১। আস্‌-সাহিবী সম্পর্কে ঃ (১৭) J. Kraemer, ২১৫ এবং উপরে উল্লিখিত বরাতসমূহ। M. Chouemi নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন (Bibliotheca Philologca Arabica, i), Beirut 1383/1964। নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ এই সংস্করণের, কিন্তু ইহাতে উল্লিখিত 'মুকাদ্দিমা' বর্তমানে পাওয়া যায় না।

H. Fleisch (E.I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন ফারীগূন (ابن فريغون) ঃ শায়া (?) বিশ্বকোষ রচয়িতা, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইনি একখানি বিজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত 'আরবী বিশ্বকোষ জাওয়ামি'উ'ল-'উলূম (جوامع العلوم) বা 'বিভিন্ন বিজ্ঞানের যোগসূত্রসমূহ' রচনা করেন। লেখক আমু দরিয়ার উজান অঞ্চলে থাকিয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং সেইখানে তিনি চাগানিয়ান (দ্র.)-এর মুহ্'তাজিদ আমীর আবূ 'আলী আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-মুজাফ্‌ফার (মৃ. ৩৪৪/৯৫৫)-কে উৎসর্গ করেন। Minorsky তাঁহার নাম হইতে অনুমান করেন (অবশ্য ইহা যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে) যে, তিনি ছিলেন উত্তর আফগানিস্তানের ফারীগূনী বংশের (দ্র.) বিশিষ্ট সন্তান। তাঁহারা প্রথমে সাসানী শাসকগণের উপরে গাযনাবী বংশীয় শাসকগণের করদরূপে গূয্‌গান জেলার শাসক ছিলেন। ফার্সী ভূগোল গ্রন্থ হুদূদু'ল-'আলাম (দ্র. উপরে)-এর অজ্ঞাত লেখকের সঙ্গেও উক্ত বংশের যোগাযোগ থাকা সম্ভব, যদিও তাহা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই (দ্র. V. Minorsky, Ibn Farigun and The Hudud al-Alam, in A Locust's leg, Studies in honour of S. H, Taqizadeh, লন্ডন ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১৮৯-৯৬)।

জাওয়ামি' গ্রন্থের লেখককে সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন D. M. Dunlop তাঁহার The Gauami' al-`ulum of Ibn Farigun শীর্ষক প্রবন্ধে, Zeki Velidi Togan'a armagan-এ. ইস্তাম্বুল ১৯৫০-৫ খৃ., পৃ. ৩৪৮-৫৩। ইহা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন আবূ যায়দ আল-বালখীর ছাত্র। এই আল-বালখী ছিলেন বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ সুওয়ারু'ল-আকালিমি-এর রচয়িতা, যেই গ্রন্থখানা পুনঃসম্পাদনা করিয়া রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন আল-ইস্‌তাখ্‌রী (দ্র. আল-বালখী ও জুগরাফিয়্যা ৪র্থ, অধ্যায় ২), মৃ. ৩২২/৯৩৪ সালে, যিনি নিজে কিতাব আকসামু'ল-'উলূম বা 'বিজ্ঞানের বিভাগসমূহ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। ইব্‌ন ফারীগূন বিজ্ঞানের শ্রেণীকরণে তাশ্‌জীর (تشجير) পদ্ধতি ব্যবহার করেন অর্থাৎ বিভাগ ও উপবিভাগ দেখাইবার জন্য তিনি বৃক্ষ ও শাখা এইভাবে সাজাইয়াছেন। জাওয়ামি' গ্রন্থখানি উহার অল্প দিন পরে আবূ 'আবদিল্লাহ আল-খাওয়ারাযমী (দ্র.) কর্তৃক রচিত মাফাতীহু'ল-'উলূম গ্রন্থের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এই গ্রন্থখানা প্রথমত দুই মাকালা-তে বিভক্ত। এক মাকালা 'আরব বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও অন্য মাকালা অনারব বিজ্ঞান সম্বন্ধে। তবে গ্রন্থখানা মাফাতীহ-এর ন্যায় ততটা সুবিন্যস্ত নহে। গ্রন্থখানির কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইলে তবেই গ্রন্থটির পুরাপুরি মূল্যায়ন করা সম্ভব হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াও দ্র. ঃ (১) H. Ritter, Philologika, XIII, Oriens-এ, ৩খ (১৯৫০ খৃ.), ৮৩-৮৫; (২) F. Rosenthal, A History of Muslim historiography2, লাইডেন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৪-৬; (৩) Brockelmann, পরি. ১খ, ৪৩৫; (৪) Sezin, GAS, ১খ, ৩৮৪, ৩৮৮ [ইহাতে জাওয়ামি'-এর গ্রন্থকারের নাম লেখা হইয়াছে মুতাগাব্বী (মুবৃতাগা?) ইব্‌ন ফুরায়'উনরূপে]।

C. E. Bosworth (E.I.2 suppl)/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন ফাহ্‌দ (ابن فهد) ঃ মক্কার একটি বিশিষ্ট পরিবার, (৮ম-১০ম/১৪শ-১৬শ) দুই শতাব্দী যাবত যাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড বিস্তৃতভাবে জানা যায়। পরিবারটি মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হানাফিয়্যার মাধ্যমে হযরত 'আলী (রা) বংশীয় হইবার দাবি করে। এই পরিবারের সদস্যবৃন্দ সকলেই ধর্মীয় ঐতিহ্যগত বিষয়ে (Traditional) উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন এবং প্রধানত শাফি'ঈ ফিক্‌হে পণ্ডিত হইলেও হানাফী ফিক্‌হেও শিক্ষিত ছিলেন। ধারাবাহিকভাবে চার পুরুষ যাবত এই পরিবার প্রধানত স্থানীয় ইতিহাস ও জীবনী প্রণেতা বহু ঐতিহাসিক সৃষ্টির জন্য গৌরব বোধ করে। বানূ ফাহ্‌দ বিবাহসূত্রে মক্কার অন্যান্য অনেক প্রভাবশালী পরিবার তথা মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে বিদেশাগত পণ্ডিতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই ব্যবসায়ী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ব্যবসা উপলক্ষে বারংবার তাঁহারা শুধু সমগ্র 'আরব, সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণেই যান নাই, বরং সুদূর ভারত ও লোহিত সাগরীয় বন্দর সুয়াকিন পর্যন্তও সফর করেন।

বিচারক মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ [আনু. ৭৩৫৭৭০/১৩৩৪ (৩৫)-১৩৬৯] উত্তর মিসরের আসফূন হইতে আগত মক্কায় বসতি স্থাপনকারী শাফি'ঈ পণ্ডিত 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন য়ূসুফ [৬৭৭-৭৫০/১২৭৮ (৭৯)-১৩৫০]-এর কন্যা খাদীজাকে বিবাহ করেন (ইব্‌ন হ'াজার, দুরার, ২খ, ৩৫০; ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ১৬৮; Brockelmann, পরি. ২খ, ২২৭)। তাঁহার পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মানের এক পুত্র ছিলেন য়াহ্'য়া (৭৮৯-৮৪৩/১৩৮৭-১৪৩৯), যিনি ভারতীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন (আস্‌-সাখাবী, দাও', ১০খ, ২৩৩)। তিনি মক্কার এক ব্যবসায়ী আদ-দুকূকীর (দাও, ৫খ, ২৪০) কন্যাকে বিবাহ করেন এবং 'আবদু'ল-কাদির নামে (৮২৯-৮৮৮/১৪২৫-১৪৮৪) তাঁহার এক পুত্র ছিলেন যিনি মক্কার এক ব্যবসায়ী হিসাবে খুব সফল ছিলেন না এবং এক

বাণিজ্য ভ্রমণে তিনি সুয়াকিনে মৃত্যুবরণ করেন (দাও, ৪খ, ২৯৯)। বিচারক মুহ'াম্মাদের অপর এক পুত্রের যাঁহার নামও ছিল মুহ'াম্মাদ [আনু. ৭৬০-৮১১/১৩৫৮ (৫৯)-১৪০৮] (দাও', ৯খ, ২৩১); 'আতিয়্যা ৮০৪-৮৭৪/১৪০২-১৪৬৯) (দাও', ৫খ, ৪৮ প.) নামে এক পুত্র ছিলেন, যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনৈক ব্যক্তির কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেন (দাও', ২খ, ১৩৭, নং ৪৭৭)। তাঁহাদের দুই পুত্র ছিল হাসান (৮৪৩-৯২২/১৪৩৯-১৫১৬) [দাও', ৩খ, ১০৫; ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ১০৭ প.] এবং হু'সায়ন। শেষোক্ত জন শিশু অবস্থায় ৮৪৯/১৪৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন (দাও', ৩খ, ১৪৮)। 'আতিয়্যার বড় ভাই–

১। তাকিয়্যু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ–মঙ্গলবার, ৫ রাবী'উ'ল-আখিরা, ৭৮৭/১৬ মে, ১৩৮৫ সালে আসফূনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মক্কায় এক সুবৃহৎ পাঠাগার গড়িয়া তোলেন এবং তাঁহার লেখার পরিমাণ ছিল অজস্র। তিনি মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবনী, নবীদের কাহিনী, কুরায়শদের গৌরব, স্থানীয় পণ্ডিতদের ইতিহাস এবং মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা তাঁহার 'উমদাতু'ল-মুন্‌তাহিল (কায়রোতে সংরক্ষিত) গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। মক্কার নিকটবর্তী জাবাল ছাওর সম্পর্কিত পুস্তকটিতে তাঁহার আরও একখানি বিদ্যমান গ্রন্থ Brockelmann S II, ৫৩৮, মনে হয় ভ্রমবশত এখানে তাঁহার প্রপৌত্র জারুল্লাহ্‌র নামে গ্রন্থটি তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার লাহজু'ল-আলহাজ, আয'-যাহাবী রচিত তাবাক'াতু'ল-হুফফাজ গ্রন্থের ধারাবাহিক রূপ, ১৩৪৭ খৃ. দামিশ্‌কে প্রকাশিত হয় (পৃ. ৬৯-৩৪৪)। ইহা অনেক জীবনবৃত্তান্ত নিয়া রচিত, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের মৃত্যু তারিখের বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি সম্বলিত ও তাঁহার পৌত্র 'আবদু'ল-আযীয ও আস-সাখাবীর মাধ্যমে তাঁহার প্রপৌত্র জারুল্লাহ দ্বারা সম্প্রচারিত। তাকিয়্যু'দ-দীন শনিবার ৭ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৮৭১/১৭ অক্টোবর, ১৪৬৬ সালে (দাও' ৯খ, ২৮১-৮৩, Brockelmann, ২খ, ২২৫, পরি, ২২৫, ৩খ. ১২৬৭ ও পরি, ১খ, ৬০৪ [দ্র. G. Vajda, JA-তে, ২৪০ (১৯৫২ খৃ.), ২৮] ইনতিকাল করেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে আবূ বাকর (৮০৯-৮৯০/১৪০৭-১৪৮৫) মক্কার এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবূ বাক্‌র আত-তাওরীযী (তাবরীযী)-র এক কন্যার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন (দাও', ১১খ, ৯৩)। তিনি পাণ্ডুলিপির লিপিকার হিসাবে অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলেন। তিনি ব্যাপক বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতে দুইবার সফর করেন (দাও', ১১খ, ৯২ প.)। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে একজন 'আবদু'র-রাহ'মান (৮৪১-৮৭৩/১৪৩৭-১৪৬৯) কালিকটে জন্মগ্রহণ করেন (দাও', ৪খ. ৭০ প.)। তাঁহার কন্যাদের মধ্যে কামালিয়্যা নাম্নী একজন তাঁহার চাচাতো ভাই 'আবদু'ল-'আযীয (নং ৩)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবূ বাক্'র-এর ছোট ভাই–

২। নাজমু'দ্-দীন 'উমার (মুহ'াম্মাদ) ২৯ জুমাদা'ল-আখিরা, ৮১২/৮ নভেম্বর, ১৪০৯ সালে শুক্রবার রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে আল-ফাসী (দ্র.) রচিত মক্কার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ তাঁহার অন্যতম কীর্তি। ইহা ছাড়া তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইল ইতহাফু'ল-ওয়ারা বি-আখ্‌বার 'উম্মি'ল-কুরা (إتحاف الورى بأخبار أم القرى) নামে মক্কার ইতিহাস, যাহা তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-আযীযের লিখিত মক্কার ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত। তিনি বিশেষ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের পরিবারের ও তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত মক্কার অন্যান্য পরিবারের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকন্তু তাঁহার আগ্রহ ছিল সমসাময়িক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জীবনী রচনায়। অতএব তিনি স্বীয় শিক্ষকদের ও তাঁহার পিতার শিক্ষকদের ও অন্যান্য পণ্ডিত্যের শিক্ষাগুরুদের মু'জামসমূহ রচনা করেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব মু'জাম ৮৬১/১৪৫৭ সালে (ক্যাট. বাংকিপুর, ১২খ, নং ৭২৭) রচনা করেন। মুসলিম পাণ্ডিত্য তাঁহার সময়ে বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই কারণে ইহা স্বাভাবিক যে, তিনি ইব্ন আবী উসায়বি'আ রচিত চিকিৎসকদের ইতিহাস গ্রন্থসহ জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর অনেক গ্রন্থসূচী সংকলন করেন। 'উমারের লেখনীর একটি উদাহরণ হইতেছে ইব্ন হ'াজারের পাণ্ডুলিপি আল-মু'জামু'ল-মুফাহ্‌রাস, V. Rosen কর্তৃক Mel. Asiatiques, ৮খ (১৮৮১ খৃ.), ৬৯১-৭২০-এ বর্ণিত। শুক্রবার ৭ রামাদ'ান, ৮৮৫/১০ নভেম্বর, ১৪৮০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (দাও', ৬খ, ১২৬-৩১; Brockelmann, ২খ, ২২৫, পরি. ২খ, ২২৫; আস-সাখাবী, ই'লান, F. Rosenthal রচিত A History of Muslim Historiography-তে, Leiden ১৯৫২ খৃ., বিশেষত পৃ. ২৫১, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৯ প., ৩৯৮-৪০৩ প.)। আল-'আজামী নামে পরিচিত ইসফাহানী বংশোদ্ভূত এক ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে 'উমারের বিবাহ হয় (দাও', ৫খ, ৫৯)। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে উম্মুহানী নামক এক কন্যা মক্কায় অন্যান্য প্রভাবশালী পরিবারের সঙ্গে বানূ ফাহ্দ-এর মৈত্রী বন্ধন অব্যাহত রাখেন (তু. দাও', ২খ, ১৬৯, নং ৪৮২; ৯খ, ৪২, নং ১১২)। তাঁহার পুত্র য়াহ্‌য়া (৮৪৮-৮৮৫/১৪৪৪-১৪৮১) আওয়া'ইল (أوائل) দ্র. বিষয়ে আদ-দালা'ইল ইলা মা'রিফাতি'ল-আওয়া'ইল (الدلائل إلى معرفة الأوائل) শিরোনামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (দাও', ১০খ, ২৩৮-৪০)। তাঁহার পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহারই অপর পুত্র–

৩। 'ইয্যু'দ-দীন 'আবদু'ল-'আযীয, জন্ম ২৬ শাওওয়াল, শনিবার, ৮৫০/১৪ জানুয়ারী, ১৪৪৭ সালে। একটি মু'জাম সংগ্রহ, আয'-যাহাবীর তাবাকাতু'ল-কুবরা-র একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত এবং মক্কার ইতিহাস রচনার ব্যাপারে তিনি প্রায় তাঁহার পিতার অনুবর্তী ছিলেন। তিনি মিসরের ইতিহাস বিষয়ক একখানা গ্রন্থ সংকলনও ৮৭২/১৪৬৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া একখানা বর্ণানুক্রমিক বিবরণী (Annalistic) সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে বাংকীপুর গ্রন্থাগারে (১২খ, নং ৭২৭) রক্ষিত তাঁহার পিতার মু'জাম এবং Yale বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডু. নং L-২৩৪ রহিয়াছে। তিনি ৯২১/১৫১৫ সালে মৃত্যবরণ করেন (দাও', ৪খ, ২২৪-৬; আল-গাযযী আল-কাওয়াকিবু'স-সা'ইরা, সম্পা. J. S. Jabbur, ১খ, ২৩৮ প.; ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ১০০-১০২; Brockelmann, ২খ, ২২৪, পরি. ২খ, ২২৪)। চাচাতো বোন কামালিয়্যা বিন্‌ত আবী বাক্‌র-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহজাত সন্তান য়াহ্‌য়া শিশু অবস্থায় মারা যায় (দাও', ১০খ, ২৩৪)। পারিবারিক পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার উত্তরাধিকারী–

৪। মুহিব্বু'দ-দীন জারুল্লাহ (মুহ'াম্মাদ) (৮৯১-৯৫৪/১৪৮৬-১৫৪৭–এর মৌলিক রচনা যৎসামান্য প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের রচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ও উহার প্রচারক হিসাবে প্রচুর কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতামহের রচিত

মক্কার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। তিনি স্থানীয় ইতিহাস, মেলার স্থান 'উকাজ, জিদ্দা পোতাশ্রয় আল-'আব্বাস, ওয়াজ্জ ও আত-তা'ইফ-এর মর্যাদা, মক্কার হ'ারাম শারীফের ইতিহাস, মক্কা, জিদ্দা ও আত-তাইফ সম্পর্কিত হু'সনু'ল-কিরা ফী আওদিয়াত-উম্মি'ল-কুরা ইত্যাদি পুস্তিকা রচনা করেন (পাণ্ডু. তারীম-এ রক্ষিত, তু. R. B. SerJeant, BSOAS-এ, ২১খ, ১৯৫৮ খৃ., ২৫৪-৮)। তিনি পণ্ডিত ও কবি নির্বিশেষে তাঁহার শিক্ষকদের একটি মু'জাম সংগ্রহ করেন এবং তাহ'কীকু'র-রাজা লি-'উলুব্বি'ল-মাকারর কারাজা (?) শিরোনামে কানসূহ আল-গূরীর ইতিহাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সপ্তাহের দিন সম্পর্কে (অসমাপ্ত) ও মক্কায় আল্-'আব্বাস-এর রিবাত (উল্লিখিত গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত?) সম্পর্কে গবেষণামূলক, সুস্পষ্টভাবেই তাঁহার স্বহস্ত লিখিত, রচনা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; নং L-২৩৫ (Nemoy ১২৯২, ১৫৯২) (দাও', ৩খ, ৫২; আল-'আয়দারূসী, আন-নূরু'স-সাফির, ২৪১ প.; আল-গায্যী, কাওয়াকিব, ২খ, ১৩১; ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ৩০১; Brockelmann, ২খ, ৫১৬, পরি. ২খ, ৫৩৮, ৩খ, ১২৯৫)। জারুল্লাহ্‌র এক পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার মৃত্যুর পর 'আবদু'ল-'আযীয (নং ৩) লিখিত পাণ্ডুলিপির অধিকারী হন। এই পাণ্ডুলিপি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; নং L-২৩৪ (পত্র ১ক, ১২৮ক, ১৬৬ক, ১৮৩খ.)।

তাকিয়্যু'দ-দীন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ফাহ্‌দ যিনি ৯৪৬/১৫৩৯-৪০ সালে মারা যান, সম্ভবত এই পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন (আল - গায্যী, কাওয়াকিব, ২খ, ৯২; ইবনু'ল - 'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ২৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধটির মধ্যে, যাহা প্রধানত আস-সাখাবী প্রণীত দাও'-এর উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত (তু. অধিকন্তু দাও', ১১খ, ২৬৫)। অদ্যাবধি জ্ঞাত অত্র পরিবারের সদস্যদের রচনার পাণ্ডুলিপিসমূহ ছাড়া ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে আরও বেশী পাণ্ডুলিপি সনাক্ত হইবে।

F. Rosenthal (E.I.[2])/মোঃ রেজাউল করিম

ইব্‌ন ফিরিশতা (দ্র. ফিরিশতা ওগলু)

ইব্‌ন ফূরাক (ابن فورك) ঃ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান ইব্‌ন ফূরাক আল-আন্‌সারী আল-ইসফাহানী, আশ্‌-'আরী ধর্মতত্ত্ববিদ ও হ'াদীছ'বেত্তা, জ. আনু. ৩৩০/৯৪১ সালে সম্ভবত ইসফাহানে। ইরাকের বস্‌রা ও বাগ'দাদে তিনি আল-বাকিল্লানী (দ্র) ও আল-ইস্‌ফারা'ইনী (দ্র.)-এর সহিত আবু'ল-হাসান আল-বাহিলীর নিকট আশ্‌'আরী কালাম শিক্ষা করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার আল- ইসফাহানীর নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। তিনি ইরাক হইতে রায়-এ এবং তথা হইতে নীশাপুর গমন করেন, যেখানে তাঁহার জন্য সূফী আল- বুশান্‌জীর খানকাহ্‌-এর পার্শ্বে একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করা হয়। ৩৭৩/৯৮৩ সালে সূফী আবূ 'উছমান আল-মাগ'রিবীর মৃত্যুর পূর্বে তিনি নীশাপুরে ছিলেন এবং সম্ভবত ৪০৬/১০১৫ সালে নিজের মৃত্যুর সামান্য পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এই সময় তিনি সুলত'ান মাহ্‌মূদ কর্তৃক গায্‌নায় আহূত হন। ইহার পশ্চাতে সম্ভবত কাররামিয়্যা সম্প্রদায়ের হাত ছিল যাহাদের সহিত তিনি নীশাপুরে বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। তাহারা সুলত'ান মাহ্‌মূদকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, তিনি ধর্মদ্রোহী। কিন্তু মনে হয় তিনি সাফল্যের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তারপর সম্ভবত তাঁহার নীশাপুর প্রত্যাবর্তনের পথে কার্‌রামীগণ তাঁহার প্রতি বিষ প্রয়োগ করে। ইহার জন্য মাহ্‌মূদই দায়ী, এই মত সম্ভাব্য নহে।

রচনাবলী ঃ পরবর্তীদের বিবেচনায় তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কিতাবু মুশ্‌কিলি'ল-হ'াদীছ' ওয়া বায়ানিহী (নামের অনেক বিভিন্নতাসহ)। ইহাতে দুর্বোধ্য বাক্যাংশসমূহের এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি নরত্বারোপ (anthropomorphism) ও মু'তাযিলী দৃষ্টিভঙ্গী—এতদুভয়কে পরিহার করা যায় (গ্রন্থটির জার্মান অনুবাদসহ উদ্ধৃতাংশ, Raimund kobert, Analecta Orientalia ২২, Rome ১৯৪১; সম্পূর্ণ 'আরবী পাঠ, হায়দরাবাদ ১৩৬২/১৯৪৩; তু. R. Arnaldez, Grammaire et theologie chez Ibn Hazm de Cordoue, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ৩০ প.)। আজও বিদ্যমান অন্যান্য গ্রন্থের শিরোনাম ও ধর্মদ্রোহিতার ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত হাওয়ালা (ইব্‌ন হায্‌ম, ফিসাল,, ৪খ., ২০৯, ২১৪, ২১৫, ২২৪; আল-বাগ'দাদী, উস্‌লু'দ-দীন, ২৫৩; আবূ 'উযবা, আর-রাওদাতু'ল-বাহিয়্যা, ১৪, ৪৪) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সমসাময়িক ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এমন সকল বিষয়ে, যথা কাহারও ঈমান সম্পর্কে ইস্‌তিছ্‌না'-র ব্যবহার, কোন ওয়ালী জানিতে পারেন কিনা যে, তিনি একজন ওয়ালী (আরও দ্র. হুজবীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জূব, অনু. R. A. Nicholson, ২১৪), মানুষের প্রতি পরমাণুবাদী ধারণার প্রয়োগ, রাসূলগণের নিষ্পাপত্ব এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও নামের সহিত মানুষের গুণাবলীর সম্পর্ক। তাঁহার অনেক বিতর্ক ছিল নীশাপুর ও গায্‌নার কার্‌রামীদের সহিত, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য আশ'আরীপন্থিগণের মত হইতে সামান্য পৃথক ছিল। তিনি শাফি'ঈ মতাবলম্বী হইলেও হানাফী ফিক্‌হ সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইব্‌ন কুত্‌লুবুগা-এর 'তাজু'ত-তারাজিম' গ্রন্থে তাঁহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায় (নং ১৮৫)।

প্রভাব ঃ ইহা অসম্ভাব্য যে, 'আশ'আরী' কেবল একটি মতবাদের নাম ছিল (যেমন, J. Schacht, Stud. Isl., ১খ.; ৩৩-৫-এ উল্লেখ করিয়াছেন); তবে আশ্‌'আরী মতবাদের প্রাথমিক বিকাশের ইতিহাস অস্পষ্ট। ইব্‌ন ফুরাকের একটি বিলুপ্ত গ্রন্থ 'তাবাক'াতু'ল-মুতাকাল্লিমীন, আল-আশ্‌'আরী ও তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস এবং ঐ গ্রন্থটি ইব্‌ন 'আসাকির কর্তৃক তাঁহার 'তাব্‌ঈনু কাযিবি'ল-মুফ্‌তারী' গ্রন্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে (বিশেষত ১২৩; আরও তু. R. J. Mcarthy, The Theology of al-Ashari, Beirut 1953, index)। যেহেতু ইব্‌ন ফূরাক-এর শিক্ষক আল-বাহিলী আল-আশ্‌-আরীর ছাত্র ছিলেন এবং যেহেতু ইব্‌ন 'আসাকিরের নিকট অন্যান্য প্রাথমিক উৎসও বিদ্যমান ছিল, সেইহেতু ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌ন ফূরাকের উপাদান নির্ভরযোগ্য। নীশাপুরে ইব্‌ন ফূরাক সম্ভবত মরমীবাদিগণের একটি শ্রেণীর আশ্‌'আরী মতবাদ গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন (তু. Massignon, Essai2, 315),ঐ দলের মধ্যে আল-মাগ্‌রিবী ও আদ-দাক্‌কাকও ছিলেন, বিখ্যাত কুশায়রী (দ্র.) ছিলেন একজন শাগরিদ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, ১৭৫ প., S 1, ২৭৭; (২) ইব্‌ন 'আসাকির, তাব্‌ঈন, ১৭৮, ২৩২ প.; (৩) আস-সুব্‌কী,

তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ৩খ., ৫২-৬ (তু. ২খ., ২৪৮); (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ৬১০ (de Slane, ২খ., ৬৭৩ প.); (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, ১৮১ প.; (৬) ইব্ন তাগরীবিরদী, ৬১৬, ৮; (৭) A. S. Tritton, Muslim Theology, লণ্ডন ১৯৪৭ খৃ., ১৮৩ প.; (৮) C. E. Bosworth, The Ghaznavide, এডিনবার্গ ১৯৬৩ খৃ., ১৭৯, ১৮৭; আরও ঃ (৯) M-W, I (1960), 8n., II; (১০) L. Massignon, Passion1, ৫৮৫, ৬৫৮, ৭১১, ৭৩৭, ৭৩৯; (১১) M. Allard, Le prob-leme des attributs dns la doctrine d' al-Asari...., বৈরূত ১৯৬৫খৃ., ৩২৬-৯ ইত্যাদি।

W. Montgomery Watt (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্ন বাক্কার (ابن بكار) ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ (অথবা আবূ বাক্র) আয্-যুবায়র ইব্ন বাক্কার ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মুস্'আব ইব্ন ছাবিত ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্নি'য-যুবায়র আল-কুরাশী আল-আসাদী আল-মাদানী আল-হাফিজ, কাদী আল-হারামায়ন, সমসাময়িক কালের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন। ইতিহাস, কুলজিশাস্ত্র, হাদীছ শাস্ত্র, কাব্য ও সাহিত্যে তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

আল-খাতীব আল-বাগ্দাদী ও য়াকূত আল-হামাবী ছাড়া আদ-দারা কুত্নী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছ ইব্ন বাক্কারকে 'ছিকাহ' (বিশ্বস্ত) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইব্ন 'আব্দি'ল-বার্র ইব্ন বাক্কার-এর রিওয়ায়াতকে অন্যদের রিওয়ায়াতের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। ইব্ন বাক্কারকে প্রত্যাখ্যাত রাবী (منكر الحديث) বলিয়া আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আস্-সুলায়মানী যে উক্তি করিয়াছেন ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী তাঁহার তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব গ্রন্থে ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ইব্ন বাক্কার যে সকল উস্তাদের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইতিহাস ও হাদীছ শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মুস্'আব ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আয্-যুবায়রী ও আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাদা'ইনী ছাড়াও সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়না, 'আবদুল্লাহ ইব্ন নাফি', আবূ দামুরা, আনাস ইব্ন 'ইয়াদ, 'আবদু'ল-মাজীদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ইব্ন আবী রাওওয়াদ, আন-নাদ্র ইব্ন শুমায়ল, ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মুনযির আল-হিজাযী, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী উওয়ায়স ও 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয আল-মাজিশূন- এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল-খাতীব আল-বাগ্দাদী, আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার-এর ছাত্রদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইব্ন মাজা আল-কায্বীনী, ইব্ন আবি'দ-দুন্য়া, আবূ জা'ফার আত-তাহাবী, আহ্মাদ ইব্ন সুলায়মান আত-তূসী, আবু'ল-কাসিম আল-বাগাবী, আল-মাহামিলী, য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূব ইব্ন ইস্হাক ইবনিল-বাহ্লূল ও জা'ফার ইব্ন মুস'আব ইবনি'য-যুবায়র ইব্ন বাক্কারের ন্যায় বিশিষ্ট 'আলিমগণের নামও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আয্-যাহাবী তাঁহার গ্রন্থে ছা'লাব আন-নাহাবীর নামও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময়ে ইব্ন বাক্কার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল-মুতাওয়াক্কিল ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের বিশেষ অনুসারী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ ও কাব্যচর্চায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। হাদীছের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মুহাদ্দিছগণকে সামাররায় ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহাদেরকে বহু পুরস্কারে ভূষিত করেন। আয্-যুবায়র ইব্ন বাক্কারও এই 'আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ইব্ন বাক্কারকে স্বীয় পুত্র মুওয়াফ্ফিকের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং পরে তাঁহাকে মক্কা ও মদীনার কাদী নিযুক্ত করেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল 'আলীপন্থীদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। একবার তিনি আল-জাওসাক (الجوسق) হইতে আল-মুহাম্মাদিয়্যায় গমন করেন। সেখানে তিনি ইব্ন বাক্কারকে জিজ্ঞাসা করেন,"রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর কে (সর্বাপেক্ষা) অধিক মর্যাদাশীল?" কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ইব্ন বাক্কার উত্তর দিলেন যে, সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ বাক্র (রা) অধিক মর্যাদাশীল এবং পারিবারিক দিক দিয়া হযরত 'আলী (রা) অধিক মর্যাদাশীল। এই জওয়াব শুনিয়া আল-মুতাওয়াক্কিল খুবই খুশী হইলেন।

ইব্ন বাক্কার কয়েকবার বাগ্দাদ যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সর্বশেষ তিনি ২৫৩/৮৬৭ সালে আল-মু'তায্য বিল্লাহ্র খিলাফাতকালে বাগ্দাদ গমন করেন। একবার আল-মু'তায্য ইব্ন বাক্কারকে তাঁহার স্বরচিত তিনটি শ্লোক পাঠ করিয়া শোনান এবং বলেন, "এই পৃথিবীতে আমি ইহার পর আর কিছু বলিব না।" ইহার প্রেক্ষিতে ইব্ন বাক্কার আর একটি সম্পূরক শ্লোক রচনা করেন। ইহার প্রতিদান হিসাবে খালীফা তাঁহাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন।

ইব্ন বাক্কার ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-মাওসিলীর মজলিসে একদিন 'আলী ইব্ন সালিহ্ ইব্ন বাক্কারের চাচা মুস্'আব ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আয্-যুবায়রীকে একটি শ্লোক পাঠ করিয়া শোনান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "ইহা কাহার রচনা?" মুস্'আব উত্তর দিলেন, "আমি তো বলতে পারিব না, তবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অবশ্যই বলিতে পারিবে।" অতএব মুস্'আব সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইব্ন বাক্কারকে তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কবির নাম 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উত্বা ইব্ন মাস'উদ বলেন এবং সেই কবিতার আরও কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শোনান।

কিতাব সংগ্রহের প্রতি ইব্ন বাক্কারের প্রবল আগ্রহ ছিল; কিন্তু তাঁহার এই আগ্রহ তাঁহার পরিবারের লোকদের জন্য ছিল বোঝাস্বরূপ। যে সকল কবি ইব্ন বাক্কারের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বদান্যতার অনেক গুণ কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাশাহ্হুদে বর্ণিত لا অর্থাৎ اشهد ان لا اله الا الله-এর لا ছাড়া ইব্ন বাক্কারের মুখে কখনও 'না' শব্দ উচ্চারিত হয় নাই।

ইব্ন বাক্কার ২৩ যু'ল-কা'দা, ২৫৬/২৩ অক্টোবর, ৮৭০ সালে ঘরের ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, ছাদ হইতে পড়ার কারণে তাঁহার বুকের পাঁজর ও উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং দুইদিন অজ্ঞান থাকার পর ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ইব্ন নাদীম ও য়াকূত আল-হামাবী ইব্ন বাক্কারের ৩৩টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আস্-সাফাদী ইহার সঙ্গে আরও কয়েকটি পুস্তকের নাম যুক্ত করিয়াছেন। যেমন আল-আখ্বারু'ল-মানছূরা (الاخبار المنثورة) আল-আমালী (الامالى), কিতাবু'ল-আখলাক (كتاب الاخلاق) (ইহা কিতাবু'ল-ইখ্তিলাফ হইতে ভিন্ন), কিতাবু আযওয়াজি'ন্-নাবিয়্যি (স) (كتاب ازواج النبى ص), কিতাবু মাযাহি'ন্-নাবিয়্যি (স) (كتاب مزاح النبى ص)। ইব্ন বাক্কারের অধিকাংশ পুস্তকই এখন পাওয়া যায় না। কেবল দুইটি পুস্তক আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

তাঁহার রচিত আন্‌সাবু কুরায়শিন্ ওয়া আখবারুহুম انساب قريش واخبارهم। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কুরায়শদের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রাচীন পুস্তকাদির মধ্যে এই পুস্তকটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তদুপরি ইহাতে বংশ পরিচয়, ইতিহাস, কাব্য সাহিত্য ও নানা প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা সন্নিবেশিত হওয়ায় বইটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এই পুস্তকটির শেষ অর্ধাংশ পাণ্ডুলিপিরূপে অক্সফোর্ডের বডলিন লাইব্রেরীতে, ক্রমিক নং ৩৮৪ Marsh-এ সংরক্ষিত আছে। বাকী অর্ধেকাংশ কালচক্রের শিকার হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মাওসিলী একবার ইব্‌ন বাক্কারকে বলেন, "হে আবূ 'আব্‌দিল্লাহ! আপনি 'কিতাবু'ন্-নাসাব' নামে যে পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা তো একটি ঐতিহাসিক পুস্তক।" ইব্‌ন বাক্কার তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন, "হে আবূ মুহ'াম্মাদ! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! আপনি কিতাবুল-আগানী নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি কিতাবু'ল-মা'আনী।"

ইব্‌ন বাক্কারের অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা কিতাবু'ল-মুওয়াফ্‌ফিকিয়্যাত (كتاب الموفقيات)। ইব্‌ন বাক্কার এই পুস্তকটি আল-মুতাওয়াক্কিলের পুত্র আল-মুওয়াফ্‌ফিক বিল্লাহ্‌র জন্য রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা ঐতিহাসিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্‌ত, সম্পা. Flugel, লাইপ্‌যিগ ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১১০-১১১; (২) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, কায়রো ১৩৪৯ হি., ৮খ, ৪৬৭-৪৭১, নং ৪৫৮৫; (৩) আল-ইশ্‌বীলী, ফিহ্‌রিস্‌ত, সম্পা. Codera, ১৮৯৪-১৮৯৫ খৃ., পৃ.৪৩৯; (৪) য়াকৃত আল-হামাবী, ইরশাদুল-আরীব, সম্পা. Margo- liouth, লণ্ডন-লাইডেন ১৯০৭-১৯২৬ খৃ., ৪খ, ২১৮-২২০; (৫) ইব্‌নু'ল-আছীর, আল-কামিল ফি'ত্-তারীখ, লাইডেন ১৮৬৭-১৮৭৬, ৭খ., ১৪৯; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়্যাতু'ল-আ'য়ান, বূলাক ১২৯৫ হি., ১খ, ৩৩৬; (৭) আয্-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি., ২খ, ৯৯; (৮) ঐ লেখক, মীযানু'ল-ই'তিদাল, কায়রো ১৩২৫ হি., ১খ, ৩৪৫, নং ২৭৮৩; (৯) ঐ লেখক, দুওয়ালুল-ইসলাম, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ১খ. ১২১; (১০) ঐ লেখক, তাবাক'াতুল-হুফ্‌ফাজ, সম্পা. Wustenfeld, Gottingen ১৮৩৩ খৃ., অধ্যায় ৮, নং ১২৪; (১১) ঐ লেখক, তারীখু'ল-ইসলাম, লাইডেন পাণ্ডু.; (১২) আস্-সাফাদী, আল-ওয়াফী, প্যারিস পাণ্ডু. নং ২০৬৪, পত্র ৮০ (ب) ও ৮১ আলিফ; (১৩) আল-য়াফি'ঈ, মার'আতু'ল-জিনান, হায়দরাবাদ ১৩৩৯ হি., ২খ, ১৬৭; (১৪) ইব্‌ন তাগ্‌'রীবির্‌দী, আন্-নুজূমু'য্-যাহিরা, ১৯২৯-১৯৪২ খৃ., ৩খ, ২৫; (১৫) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-১৩২৭ হি., ৩খ, ৩১২; (১৬) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফুজ-জুনূন, সম্পা. Flugel, লাইপযিগ ১৮৩৫-১৮৫৮ খৃ., নং ১৩৫১, ২২২৭; (১৭) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আল-হ'াম্বালী, শাযারাতু'য্-যাহাব, কায়রো ১৩৫০-১৩৫১ হি., ২খ, ১৩৩; (১৮) 'আব্‌দু'ল-কাদির আল-বাগ্‌'দাদী, খিয়ানাতু'ল-আদাব, কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ, ৩৫; (১৯) আহ'মাদ আমীন, দুহা'ল-ইসলাম, কায়রো ১৩৫১-১৩৫৩ হি., ২খ, ৩৪৪; (২০) Hammer Purgstall, Literatur-geschichte der araber, ৪খ, ৪৪৭, নং ২৬২০, ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ.; (২১) F. Wustenfeld, Die Gechichtschreiber der araber, Gottingen ১৮৮২ খৃ., নং ৬১; (২২) F. Wustenfeld, Die Familie el-Zubeir etc., Gottingen ১৮৭৮ খৃ., স্থা.; (২৩) C. Brockelmann, ১খ, ১৪১, পরিশিষ্ট ১খ, ২১৫ প.; (২৪) এ.এ. 'আলী, JRAS, ১৯৩৬ খৃ., ৫৫ প.।

এম.এন. ইহ্‌সান ইলাহী (দা.মা.ই.)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন বাকিয়্যা (ابن بقية) ঃ আবূ ত'াহির মুহা'ম্মাদ, বুওয়ায়হী বংশীয় 'ইযযু'দ-দাওলা বাখ্‌তিয়ার (দ্র.)-এর উযীর; তাঁহার নিরপেক্ষ ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভবত কঠিন। কারণ যে ঐতিহাসিকগণ সামরিক কিংবা আমলাতান্ত্রিক আভিজাত্যের দৃষ্টিতে লিখিয়াছেন– তাঁহারা এই 'ভূঁইফোড়ে'র ঘোর বিরোধী ছিলেন। আওয়ানা (আপার ইরাক)-র এক কৃষক পরিবারজাত এই ব্যক্তি ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধের গোলযোগের সুযোগে একটি সেনাদল গঠন করেন এবং তিক্‌রীত নামক স্থানে টাইগ্রিস নদীর উপর শুল্ক আদায়ের কর্তৃত্ব দখল করেন। বুওয়ায়হী বংশীয় মু'ইয্‌যু'দ-দাওলার ইরাক বিজয়কালে ইব্‌ন বাকিয়্যা বস্তুতপক্ষে বাগদাদে রাজকুমারের রন্ধনশালার দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে একজন কর আদায়কারীরূপে নূতন সরকারের নিকট উক্ত পদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আলাপে মনোমুগ্ধকারী ক্ষমতা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করার দক্ষতা এবং পাত্রভেদে ভেট প্রদানের কলাকৌশল তাঁহাকে অবশেষে উযীর আবু'ল-ফাদ্‌ল আল-'আব্বাস আশ-শীরাযীর ও পরে বাখ্‌তিয়ার-এর রাজত্বকালের শুরুতে তাঁহার অনুগ্রহ অর্জনে সক্ষম করে। পরিশেষে ৩৬২/৯৭২ সালে স্বয়ং আশ-শীরাযীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন যাহা ছিল সম্ভবত অযাচিত ও প্রচলিত রীতির বিপরীত। কারণ শতাব্দীরও অধিক কাল আমলাতান্ত্রিক পেশা হইতে মন্ত্রী নিয়োগের রীতি ছিল। সৌভাগ্য তাঁহাকে ভূতপূর্ব সঙ্গীদের ব্যাপারে অমনোযোগী করে নাই এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকদের অন্যতম অভিযোগ ছিল যে, তিনি অসংখ্য উচ্চ পদে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন লোকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনে হয়, ইব্‌ন বাকিয়্যা স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে ধূর্ততায় অতি দক্ষ ছিলেন। তিনি কখনও প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছিলেন না এবং প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণকে সপক্ষে আনয়ন করিয়াও নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব পূরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দুর্ভাগ্য, তিনি একজন চঞ্চলমতি নৃপতির কার্যে নিয়োজিত ছিলেন যাঁহার ক্ষমতা চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পতন নামিয়া আসে।

ইব্‌ন বাকিয়্যা যদিও বাখ্‌তিয়ারের ভাগ্যের সহিত জড়িত ছিলেন, তবুও তাঁহার মনিবের চাচাত ভাই 'আদুদু'দ-দাওলা (দ্র.)-র প্রথম ইরাক অভিযান কালে তিনি এমন প্রকৃতির লোকের (যিনি আজ বাখ্‌তিয়ারের আশ্রয়দাতা কিন্তু আগামী কালই তাঁহার ঘোর বিরোধী) আনুকূল্য লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। একই সঙ্গে তিনি রুক্‌নু'দ-দাওলা ('আদুদু'দ-দাওলার পিতা)-র উযীর আবু'ল-ফাত্‌হ্ ইব্‌নু'ল-'আমীদ (দ্র.) যিনি ইরাকে নিজ অবস্থান দীর্ঘায়িত করিতেছিলেন, তাঁহারও আনুকূল্যপ্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি উযীরের পদ ছাড়াও ওয়াসিত শহরটি ইক্‌তা' (দ্র.) হিসাবে লাভ করেন। পরিশেষে তিনি ভেট প্রদানের সাহায্যে বাগদাদের 'আয়্যারূন (দ্র.) নামক সেনা-দল, স্বায়ত্তশাসিত বাতীহার প্রধান 'ইমরান ইব্‌ন শাহীন (যিনি সর্বদা বাগদাদের বিরুদ্ধে অর্ধ-বিদ্রোহী ছিলেন) এবং অন্যদের বন্ধুত্ব লাভের প্রয়াস চালানোর যে নীতি অবলম্বন

করিয়াছিলেন তাহাতে 'আদুদু'দ্-দাওলার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। একই সময় বাখতিয়ারের মনেও এই ভয় দানা বাঁধিয়া উঠে যে, তাঁহার শক্তিশালী চাচাত ভাইয়ের খাতিরে ইব্ন বাকিয়্যা যে কোন সময় তাঁহার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিতে পারেন। শেষোক্ত জন যখন রুক্নু'দ-দাওলার স্থলাভিষিক্ত হইয়া দ্বিতীয়বারের মত ইরাক আক্রমণ করেন, বাখ্তিয়ার তখন পরাজয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উযীরকে দায়ী করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া অন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর 'আদুদু'দ-দাওলা বাগ্দাদ অধিকার করিলে ইব্ন বাকিয়্যা তাঁহার ক্ষমতাধীন হন এবং 'আদুদু'দ-দাওলা তাঁহাকে হস্তি পদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. Buyids, 'আদুদু'দ-দাওলা, বাখ্তিয়ার ও ইবনু'ল-'আমীদ (আবু'ল-ফাত্হ) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রধান উৎস অবশ্য (১) ইব্ন মিসকাওয়ায়হ্ (২) আবূ ইসহাক আস্'-সাবি'-র অনেক চিঠি (বিশেষত যাহা Leiden পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত) ইব্ন বাকিয়্যাকে সম্বোধন করিয়া লিখিত অথবা তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট; (৩) য়াকূত কর্তৃক ইরশাদ-এ তাঁহার সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ আসলে প্রধানত তাঁহার সহিত ইব্নু'ল-'আমীদ (আবু'ল-ফাত্হ)-এর সম্পর্ক বিষয়ে রচিত; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৭০৯ (de Slane, ৩খ, ২৭২ প.); (৫) এফ. বুসতানী, দাইরাইতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৭৫-৬; (৬) J. Chr. Burgel, Die Hofkorres Pondenz 'Adud ad-daulas, ১৯৬৫ খৃ. (Index)।

C. L. Cahen (EI.[2]) /মু. আবদুল মান্নান

ইব্ন বাকী (ابن باقى) ঃ স্পেনীয় কবি আবূ বাক্র য়াহ্'য়া ইব্ন আহ্'মাদ (কোন কোন সূত্রে য়াহ্'য়া ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্'মান) ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিনি 'আরব জীবনী লেখকগণের মতে এবং কোন কোন আধুনিক সূত্রে কর্ডোভাবাসী (আল-কুরতুবী) বলিয়া বিবেচিত, ইব্নু'ল-আব্বার ও ইব্ন সা'ঈদ (যাঁহার পিতামহের সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন) এবং ইব্ন বাস্সাম তাঁহাকে টলেড়োবাসী (আত'-তুলায়তুলী) হিসাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, টলেডো শহরের গোলযোগই তাঁহাকে এই শহর ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই সময় সম্ভবত ৪৭৭/১০৮৫ সালে যখন ৬ষ্ঠ আলফোন্সো (Alfonso) শহরটি জয় করেন, ইব্ন বাকী তখনও একজন যুবক। ইহার অব্যবহিত পরেই কবি ভ্রমণ শুরু করেন যাহা স্পেন ও মরক্কো অতিক্রম করিয়া যায়। তিনি সারা জীবনই পর্যটক হিসাবে অতিবাহিত করেন। জীবিকার অন্বেষণে সদাব্যস্ত এই হতভাগ্য কবি সেভিল (Seville)-এ কিছুকাল কাটান। তিনি তাঁহার কবিতায় আন্দালুস, বিশেষত Seville- এর তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভায় গমন করেন। আল-মুরাবিতগণের যুগ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী কবি-সাহিত্যিকদের অনুকূলে ছিল না। E.Garcia Gomez তৎকালীন স্পেন সম্পর্কে যে গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিতেই তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য করেন (আল-আন্দালুস, ১০খ, ১৯৪৫ খৃ., ২৮৫-৩৪০)। ইব্ন বাকী ছিলেন আল-আমা'আত'-তূতীলীর বন্ধু। সেভিল-এ তাঁহাদের মধ্যে এক কাব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আল-আমা তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতামণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করিলে ইব্ন বাকী তাঁহার কবিতা পাঠ করার আর সাহস পাইলেন না এবং যে কাগজে কবিতা লিখা ছিল তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যথার্থভাবেই উভয় কবিকে সমসাময়িক কবিদের শীর্ষস্থানীয় গণ্য করা হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর যে, তাঁহাদের একজনের কবিতা অন্যজনের প্রতি আরোপ করা হয়। ইব্ন বাকী অবশেষে সালে (Sale) -এর বানূ 'আশারা. গোত্রে আশ্রয় লাভ করেন। তিনি তাঁহার কবিতায় এই গোত্রের কাহারও কাহারও প্রশংসা করিয়াছেন।

ইব্ন বাকীর কাব্যকর্মের প্রাচীন বিষয়ের উপর লিখিত কিছু দরবারী কবিতা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল রচনায় তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমকালীন ও পরবর্তীকালীন সমালোচকগণ তাঁহাকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। প্রধানত মুওয়াশ্শাহা জাতীয় কবিতা রচনার ভিতর দিয়াই তাঁহার কাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। তাঁহার বিভিন্ন মুওয়াশ্শাহা যাহা রমন্যাসরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে, সম্প্রতি সাহিত্য রসিকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। Dozy-র কথায় এই মনোমুগ্ধকারী (Charmant poete, I'un des meilleurs que l'Andalousie ait eus) কবি ইনতিকাল করেন (ইবনু'ল-'আব্বার-এর মতে) ৫৪৫/১১৫০-৫১ অথবা (ইব্ন খাল্লিকান ও য়াকূ'তের মতে) ৫৪০/১১৪৫-৬ সালে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Peres, La poesie a Fes sous Les Almoravides et les Almohades, in Hesperis, xviii (1933), 13, টীকা ৪; (২) ইব্ন সা'ঈদ, আল-মাগ'রিব ফী হুলা'ল-মাগ্'রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ২খ, ১৯২১, ২৫, ৪৫৬; (৩) ঐ লেখক, কিতাবু রায়াতি'ল-মুবার্‌রিযীন (=El libro de las banderas de los compeones), সম্পা. ও অনু. E. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৪৮-৯ (অনু. পৃ. ১৯২-৪), (৪) E. Garcia Gomez, Poetas musulmanes cordobeses, in Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letrasy Nobles Artes de Cordoba, নং ২৫ (১৯২৯ খৃ.), পৃ. ২৭-৮; (৫) R. Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore 1946, 241-4; (৬) H. Peres, La poesie andalouse. নির্ঘণ্ট; মুওয়াশশাহাত-এর লেখক হিসাবে ইব্ন বাকী; (৭) ইব্ন সানা আল-মুলক, দারু'ত-তিরায, সম্পা. রিকাবী, দামিশক ১৯৪৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৮) E. Garcia Gomez, Estudio del Dar at-tiraz', in al-Andalus, ২৭খ (১৯৬২ খৃ.), ২১-১০৪, স্থা.; (৯) K. Heger, Die bisher veroffentlichten Hargas und ihre Bedeutung, in the Beihefte of the Zeitschrift fur Romanische Philologie, no. 101 (1960), 50; (১০) E. Garcia Gomez, Las Jarchas romances dela serie arabe en su marco, মাদ্রিদ ১৯৬৫ খৃ., সাধারণ নির্ঘণ্ট।

F. De La Granja (E.I.[2])/আবদুল আজীজ খান

ইব্ন বাজ্জা (ابن باجة) ঃ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াহ'য়া (যিনি আস্-সা'ইগ উপাধিতে খ্যাত) আত্-তুজীবী আল-আন্দালুসী আস্-সারাকুস্তী, একজন প্রখ্যাত দার্শনিক এবং ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর স্পেনের একজন উযীর। ইব্ন আবী উসায়বি'আঃ ('উয়ূনু'ল-আনবা', ২খ, ৬২, মিসর ১২৯৯ হি.), ইব্ন খাকান (কালাইদ, ৩৪৬), Brockelmann

(S.I.830) ও Ahlwardt (বার্লিন গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৫০৬০) তাঁহার নাম ও বংশানুক্রম বর্ণনায় তাঁহাকে ইবনু'স-সাইগ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শাগরিদ ইব্‌নুল-ইমামকৃত তাঁহার রচনাবলীর প্রথম সংকলনে কোথাও তাঁহার নাম ইব্‌নু'স-সাইগ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহাকে সাধারণত ইব্‌ন বাজ্জা নামকরণ করা হয়। ইব্‌ন খাল্লিকান (ওয়াফায়াত, সম্পা. Wustenfeld, নং ৬৮১) ও আল-মাক্কারী (নাফহু'ত তীব, ৪খ., ২০১)-এর মতে ফ্রাঙ্ক ভাষায় রৌপ্যকে বাজ্জা বলা হয়। ইব্‌ন বাজ্জা নামের ল্যাটিন রূপ Avempace, ইব্‌ন খালদূন তাঁহাকে পাশ্চাত্যে ইব্‌ন রুশ্‌দ (দ্র.) ও প্রাচ্যে ইব্‌ন সীনা (দ্র.) ও আল-ফারাবী (দ্র.)-এর ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন বাজ্জা একজন কবি ও জনপ্রিয় সঙ্গীত রচয়িতারূপেও সুপরিচিত ছিলেন। দার্শনিকদের মধ্যযুগীয় 'আরব বিবরণে তাঁহার কবিতায় গীতিধর্মী বাকপটুতার উপমা লক্ষ্য করা যায় (Nykl রচিত গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীও দ্রষ্টব্য)।

ইব্‌ন বাজ্জার প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। Leo Africanus (দ্র.)-এর একটি অবিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইব্‌ন বাজ্জার পূর্বপুরুষগণ য়াহূদী ছিলেন। সম্ভবত তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষ দিকে সারাগোসায় (سرقسطة) জন্মগ্রহণ করেন এবং বলা হয় যে, তিনি ৫৩৩/১১৩৯ সালে যৌবনকালে ইনতিকাল করেন। তিনি সারাগোসায়ই তাঁহার যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। ৫০৩/১১১০ সালে সারাগোসা মুরাবিত শাসকদের অধীনে আসিলে ইব্‌ন বাজ্জা নতুন শাসকদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইবরাহীম আস-সাহরাবীর উযীর নিযুক্ত হন। ইব্‌নু'ল কিফ্‌তী ও ইব্‌ন খাকান বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন বাজ্জা বিশ বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি উযীর থাকাকালে সারাগোসার ভূতপূর্ব শাসক 'ইমাদু'দ-দাওলা ইব্‌ন হূদের নিকট আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইবরাহীমের একটি দূতাবাস স্থাপনের চেষ্টা করেন। 'ইমাদু'দ-দাওলা তখন পর্যন্ত রূতায় (Rueda de Jalon) স্বীয় স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইব্‌ন বাজ্জাকে সম্ভবত একজন রাষ্ট্রদ্রোহী (বিশ্বাসঘাতক) হিসাবে কারারুদ্ধ করা হয়। ফলে তিনি কয়েক মাস কারাভোগ করেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি সারাগোসায় ফিরিয়া যান নাই। তিনি বালানসিয়ায় অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার নিকট আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে (৫১০/১১১৭)। ইহার অল্পকাল পরেই খৃষ্টানগণ সারাগোসা চূড়ান্তভাবে দখল করে (রামাদান ৫১২/ডিসেম্বর ১১১৮)। ইব্‌ন বাজ্জা স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলে নির্জন বাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন; কিন্তু ইব্‌ন খালদূনের মতে শাতিবার (Jativa) ভিতর দিয়া গমনকালে আল-মুরাবিত শাসনকর্তা ইবরাহীম ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাকে আবার কারারুদ্ধ করেন। মুক্তিলাভের পর একটি বর্ণনামতে ইব্‌ন রুশ্‌দ (Averroes)-এর পিতা (খুব সম্ভব পিতামহ) বিখ্যাত কাদী ইব্‌ন রুশদের সাহায্যে ইব্‌ন বাজ্জা সেভিল পৌঁছিতে সক্ষম হন। তিনি ফাসে য়াহ্‌য়া ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন (য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন)-এর উযীররূপে বিশ বৎসর অভিষিক্ত ছিলেন। ইব্‌ন বাজ্জা কিছুদিন গ্রানাডা ও ওরান (Oran)-এ অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ৫৩০/১১৩৫ সালে তিনি তাঁহার বন্ধু আবুল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল-'আযীয ইব্‌নিল-ইমামের সঙ্গে ইশবীলিয়া (সেভিল)-এ ছিলেন। তিনি রামাদান, ৫৩৩/মে, ১১৩৯ সালে ফাস (ফেজ)-এ ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, আবু'ল-'আলা ইব্‌ন যুহ্‌র [বিখ্যাত চিকিৎসাবিশারদ ইব্‌ন যুহ্‌র=Avenzoar (দ্র.)-এর পিতা-এর একজন ভৃত্যের প্রদত্ত একটি বিষাক্ত ফল ভক্ষণের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্‌ন বাজ্জার রচনাবলীর কয়েকটি মূল 'আরবী পাণ্ডুলিপিরূপে ও কয়েকটি হিব্রু অনুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। Miguel Asin Palacios মনে করেন, ল্যাটিন ভাষায় ইহাদের আংশিক অনুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু ইব্‌ন বাজ্জার কোন গ্রন্থেরই প্রাথমিক ল্যাটিন অনুবাদ দেখা যায় নাই। তবে ল্যাটিন Averroes ও Albertus Magnus (ভিন্নভাবে)-এর গ্রন্থাদিতে প্রায়শই তাঁহার গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য 'আরবী পাণ্ডুলিপি হইলঃ (১) Bodleian পাণ্ডুলিপি Pococke 206; ইহাতে আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয প্রণীত ইব্‌ন বাজ্জার রচনাবলীর একটি সংকলন রহিয়াছে। দ্র. J. Uri, Bibliothecae Bodleianae Cod. MSS. Or. Catalogus, i, 1787, 499; (২) বার্লিন পাণ্ডুলিপি ৫০৬০; সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহা হারাইয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টের জন্য দ্র. W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Hss. der Konigl. Bibliothek Zu Berlin, iv (1892), 396-99; (৩) Escurial পাণ্ডুলিপি ৬১২, ইহার বেশীর ভাগ অংশে আল-ফারাবী (দ্র.) রচিত তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর ইব্‌ন বাজ্জাকৃত ভাষ্য রহিয়াছে। ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন H. Derenbourg, Les Manuscrits arabes de l'Escurial, Publications de l'Ecole des Langues orientales Vivantes IIe serie, Vol. X, Paris 1884, 419-23; (৪) ইব্‌ন বাজ্জার সংগৃহীত রচনাবলীর অপর একটি পাণ্ডুলিপি ৬ঃ 'উমার ফার্‌রূখ কর্তৃক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; কিন্তু ইতোমধ্যে পাণ্ডুলিপিটি ইহার ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী বাগদাদের আস্‌-সায়্যিদ 'আবদু'র-রায্‌যাক আল-হাসানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইব্‌ন বাজ্জা রচনাবলীর মধ্যে রিসালাতু'ল ওয়াদা' (বিদায়পত্র) ও রিসালাতু'ল-ইত্তিসালি'ল 'আক্‌ল বি'ল-ইনসান (মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ)-এর মূল পাঠ ইহার স্পেনিশ অনুবাদসহ অধ্যাপক Asin Palacios কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাদ্‌বীরুল মুতাওয়াহ'হি'দ (সংহতির পদ্ধতি)। এই গ্রন্থটিও Bodleian পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে Asin কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে এবং স্পেনিশ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ন নাফ্‌স-এর মূল পাঠটীকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ সাগীর হ'াসান কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাদ্‌বীরের একটি পাঠ মিসরের খেদীবিয়্যা গ্রন্থাগারে (বর্তমানে দারু'ল-কুতুব) সংরক্ষিত আছে। ড. 'উমার ফাররূখ স্বীয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ইব্‌ন বাজ্জা ওয়া'ল-ফালসাফাতু'ল মাগরিবিয়্যা-র শেষাংশে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মূলত ইহা ইব্‌ন বাজ্জার মূল গ্রন্থ তাদ্‌বীরের একটি সংক্ষিপ্তসার। সম্ভবত কোন ব্যক্তি ইহার কোন কোন অংশ বাদ দিয়া এবং কোন কোন অংশের পাঠ পরিবর্তন করিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মূসা দাবীর গ্রন্থটি হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ইহা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার অন্য আরও কয়েকটি পুস্তিকাও ল্যাটিন ভাষায় সংরক্ষিত আছে। ইব্‌ন বাজ্জার রচনাবলীর একটি সংকলন বার্লিন গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু বিগত বিশ্বযুদ্ধে ইহা

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইব্ন বাজ্জা স্বীয় রচনাবলীতে সর্বদা কু'রআন ও হ'াদীছে'র দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং ইহাদের শিক্ষার ভিত্তিতে পর্যক্ষেণের (মুশাহাদা) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি গ্রীক চিন্তাধারার ভিত্তির উপর ইসলামী চিন্তাধারার ইমারত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি টলেমীর মাজাস্তীর সংশোধনও করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদ ইব্ন তুফায়ল (মৃ. ৫৮১/১১৮৫) ও ইব্ন বাতরূহ-এর জন্য প্রগতির পথ আরও সুগম করে ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির নূতন পথ সৃষ্টি করে। তাঁহার ভাষ্যসমূহ ইব্ন রুশ্দের জন্য এরিস্টোটলের গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বার উন্মুক্ত করে। অনুরূপভাবে তিনি ঔষধশাস্ত্র (Materia medica) সম্পর্কে যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইব্নু'ল বায়তার তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের ল্যাটিন রচয়িতাদের উপর ইহার গভীর প্রভাব ছিল। তাঁহার গ্রন্থ তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহহিদ, আল-ইত্তিসাল ও আল-ওয়াদা' সেই সময় ইউরোপের দূরদেশে পর্যন্ত পঠিত হইত।

ইব্ন বাজ্জা দর্শনের ক্ষেত্রে আল-ফারাবী ও এরিস্টোটলের উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইজতিহাদও করিয়াছেন এবং তাহাদের কয়েকটি উক্তির উপর সংযোজন করিয়াছেন। তিনি পরাবিদ্যা ও সত্তা সম্বন্ধীয় দর্শনের ভিত্তি পদার্থবিদ্যার উপর স্থাপন করিয়াছেন। ইব্ন বাজ্জা সত্তা ও বুদ্ধি সম্পর্কেও গূঢ় আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতি ও বুদ্ধির মধ্যে কি সম্পর্ক এবং বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির কি যোগসূত্র, ইব্ন বাজ্জা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানব জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব ও ইহার পর্যায় সম্পর্কেও আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি মানব স্মৃতিকে সামষ্টিক অনুভূতির প্রতি আরোপ করিয়াছেন। কল্পনাশক্তি পরিশেষে কিভাবে বাচন শক্তি ও শিক্ষা-দীক্ষার উপায়রূপে পরিগণিত হয়, ইব্ন বাজ্জা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন বাজ্জা 'সিয়াসাত' সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই পুস্তিকাটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইব্ন বাজ্জা তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ন-নাফ্স ও তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহহিদ-এ ইহার বরাত উল্লেখ করিয়াছেন। Munk ও De Boer-এর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া ড. 'উমার ফাররূখ ইব্ন বাজ্জা তাসাওউফের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া Renan-এর এই অভিমতকে সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ড. 'উমার ফাররূখ, ইব্ন বাজ্জা..., ৪৩); কিন্তু ইব্ন বাজ্জার নিজস্ব রচনাবলীতে, বিশেষ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহ্'হি'দে ইহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইব্ন বাজ্জা তর্কশাস্ত্রে যে সকল প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন তাহাতে আল-ফারাবীর পাঠের সমালোচনা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার 'কিতাবু'ন-নাফ্স' গ্রন্থে এরিস্টোটলের রচিত গ্রন্থ De Anima-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত উল্লেখযোগ্য দলীলাদির সহিত ঐকমত্য ব্যক্ত করিয়াছেন। আল-কিন্দী, আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনা, যাঁহারা 'আকলী দলীলের (বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ) ভিত্তিতে ওহী, ইলহাম ও 'আকলের মধ্যকার পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াসী ছিলেন, ইব্ন বাজ্জা স্বীয় ইসলামী পন্থায় উক্ত জটিলতা নিরসনের চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রিসালাতু'ল ইত্তিসাল এবং ইচ্ছা ও সক্রিয় বুদ্ধি সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধাদিতে উল্লিখিত ওহী ও ইলহাম সম্পর্কিত স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Pococke, Bodleian পাণ্ডুলিপি, নং ২০৬; (২) ইব্ন বাজ্জার রচনাবলী, সম্পা. M. Asin Palacios, তাদ্বীরুল-মুতাওয়াহ্'হি'দ, ১৯৪৮ খৃ.; রিসালাতু'ল-ইত্তিসালি'ল 'আক'ল, আল-আন্দালুস প্রবন্ধ, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১-৪৭; রিসালাতু'ল-বিদা', আল-আন্দালুস প্রবন্ধ, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ১-৮৭; রিসালাতু'ন-নাবাত, আল-আন্দালুস, প্রবন্ধ ১৯৪০ খৃ.; তাহা ছাড়া El Flosofo zaragozano Avenpace Revista de Aragon I, ১খ, (১৯০০ খৃ.), পৃ ১৯৩-১৯৭, ২৩৪-২৩৮, ২৭৮-২৮১, ৩০০-৩০২ ৩৩৮-৩৪০; ২খ (১৯০১ খৃ.), পৃ. ২৪০-২৪১, ৩০১-৩০৩, ৩৪৮-৩৫০; (৩) তাদবীর, সম্পা. Dunlop, in JRAS, ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৬১-৮১ (ইহা তাদবীর গ্রন্থের একটি অংশের অনুবাদ; কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নহে); (৪) Brockelmann, ১খ, ৪৬০, S.I, 830; (৫) S. Munk, Melanges, 383; (৬) De Boer, Gaschicht der Philosophie im Islam, 165; (৭) N. Morata, Avenpace, La Giuded de dios, ১৯২৪ খৃ., ১৮০-১৯৪; (৮) Leclerc, Histoire de la medecine arab, ২খ, ৭৫, ১৩৯; (৯) ফাত্হ' ইব্ন খাকান, কালাইদু'ল 'ইকয়ান, ৩৪৬ প.; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, সম্পা. Wustenfeld, ১৮৩৫ খৃ. সংখ্যা ৬৮১ ; (১১) ইব্ন খালদূন, তারীখ, বূলাক,১খ, ৫৮৮ (১২) ইব্ন আবী উসায়বিআ, উয়ুনল-আনবা, সম্পা. Muller, ২খ, ৬২; (১৩) ইব্নু'ল কিফ্তী, তারীখুল-হুকামা, সম্পা. Lippert, ৪০৬; (১৪) য়াকূত, ইরশাদু'ল-আরীব, সম্পা. Margoliouth, ৬খ, ১২৪-১২৭; (১৫) আস্-সুয়ূতী, বুগয়াতু'ল উ'আত, ২০৭; (১৬) মাক্কারী, নাফহু'ত্তীব, ৪খ, ২০৬; (১৭) 'উমার ফাররূখ, ইব্ন বাজ্জা ওয়াল-ফালসাফাতু'ল-মাগ'রিবিয়া (১৮) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, ২য় অধ্যায়, পৃ. ১৮৩; (১৯) ইব্ন তুফায়ল, হায়্য ইব্ন য়াকজান, সম্পা. L. Gauthiex, Beirut 1936, মূল পাঠ ৫ন, অনু, ৩প.; (২০) আয-যাহাবী, তারীখু'ল-ইসলাম, Bodleian Ms Laud Or. 304, fols. 17b-18a; (১৯) সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী, মির'আতু'য-যামান (A.H.495-654), সম্পা. J. Wett, Chicago 1907, 105; (২২) লিসানুদ্দীন ইব্নু'ল-খাতীব, কিতাবু'ল ইহাতা, বুলাক সংস্করণ, ১খ, ২৪২ প.; (২৩) E. Renan, Averroes, নির্ঘণ্ট; (২৪) A.R.Nykl, Hispano-Arabic Poetry, Baltimore 1946, 251-4; (২৫) E.I.J. Rosenthal, The Politics in the Philosophy of Bajja in lc, xxv (1951), 187-211; (২৬) এম. সাগীর হ'াসান আল-মা'সূমী (সম্পা.), ইব্ন বাজ্জা, কিতাবু'ন-নাফ্স, দামিশক ১৯৬০ খৃ.; (২৭) ঐ লেখক, Avenpace the great philosopher of al Andalus, in lc, xxxvi (1962), 35-53, 85-101.

এম. সাগীর হ'াসান (দা.মা.ই.)/এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন বাত্তা (ابن بطة) ঃ 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আবূ 'আবদিল্লাহ আল-'উকবারী, সাধারণত ইব্ন বাত্তা নামে অধিক পরিচিত, হ'াম্বালী ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনজ্ঞ (ফাকীহ), জন্ম ৩০৪/৯১৭ সনে উকবারায়। তিনি অতি অল্প বয়সেই ৩১৫ বা ৩১৬/৯২৭ বা ২৮ সনে বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মুখতাসার প্রণেতা আবুল-কাসিম আল-খিরাকী (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫) ও প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ, হাদীছবেত্তা ও ধর্ম প্রচারক আবূ বাক্র আন-নাজ্জাদ (মৃ.

৩৪৮/৯৬০) এবং আরও স্বল্পখ্যাত কয়েকজন 'আলিম। শেষোক্ত শিক্ষক আল-মানসূ'র মস্‌জিদে তাঁহাকে দর্‌স (পাঠ) দিতেন। তিনি গুলাম আল-খাল্লাল নামে পরিচিত আবদু'ল-আযীয ইব্‌ন জা'ফার (মৃ. ৩৬৩/৯৭৪)-এর নিকটও শিক্ষা লাভ করেন এবং কিতাবুস-সুন্নার গ্রন্থাকার বারবাহারী [মৃ. ৩২৯/৯৪১ (দ্র.)]-এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে বারবাহারীর উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মই ছিল খলীফা আররাদী কর্তৃক ৩২৩/৯৩৬ সনে হ'াম্বালী মায'হাব প্রত্যাখ্যান করার অন্যতম কারণ। বাগদাদে কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। সেখানে প্রসিদ্ধ কিতাবুশ-শারী'আ (কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০) প্রণেতা আবূ বাক্‌র আল-আজুরী (মৃ. ৩৬০/৯৭০)-র সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি অধ্যয়নের জন্য ইরাকে, (বিশেষভাবে বসরাতে) ইসলামী দেশসমূহ, বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকা ও দামিশ্‌কে কয়েক দফা ভ্রমণ করেন। দামিশ্‌কে তিনি বাব শারকী (তু. বিদায়া, ১১খ, ২০৪-৫) এলাকার বাহিরে একটি মস্‌জিদ নির্মাতা আবূ স'ালিহ' (মৃ. ৩৩০/৯২৪)-এর মাযারে মুরাকাবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তাঁহার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইলে অর্থাৎ বাগদাদে বুওয়ায়হীদের আগমনের প্রায় এক দশক পরে ইব্‌ন বাত্তা তাঁহার পৈতৃক শহরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০ মুহ'াররাম, ৩৮৭/২৩ জুন, ৯৯৭ তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একাগ্র চিত্তে সিয়াম পালন, মুরাকাবা ও অধ্যয়নে ব্রতী থাকিয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন।

ইব্‌ন বাত্তা কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। ক'াদী আবু'ল হু'সায়ন (মৃ. ৫২৬/১১৩২) তাঁহার তাবাক'াত পুস্তকে উহা তালিকাভুক্ত করিয়াছেন (২খ, ১৫২)। তন্মধ্যে ঈমান সম্পর্কিত তাঁহার দুইটি ঘোষণা পরম গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার আক'ীদা বিষয়ক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানির নাম ইবানা সাগীরা। উহা এখনও পাওয়া যায়, অথচ ইবানা কাবীরা পুস্তকখানির মূল পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ক'াদী আবূ য়া'লা ইব্‌ন আল-ফাররা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) ও ইব্‌ন তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) পুস্তকখানিকে বহুল ব্যবহার করিয়াছেন, সালাফী ধরনের এই দুইটি ঈমান সংক্রান্ত ঘোষণা ভিন্ন ইব্‌ন বাত্তার অন্যান্য গ্রন্থ প্রধানত ফিক্‌হ' কিংবা হ'াদীছ' বিষয়ক; তন্মধ্যে একখানিতে তিনি হানাফী মায'হাবের লোকেরা ও শাফি'ঈ দলের কেহ কেহ যে হিয়াল (দ্র.) বা আইনগত কৌশল (হীলা) অবলম্বন করিতেন তাহার বৈধতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও ধর্মীয় ভাষণাদি দ্বারা ইব্‌ন বাত্তা মহান হ'াম্বালীর বিতর্কমূলক অনুসারীদের দলভুক্ত হন যাহা প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর শতাব্দী কাল শায়খ 'আবদুল্লাহ (মৃ. ২৯০/৯০৩), আবূ বাক্‌র আল-খাল্লাল ও বারবাহারী প্রচলিত রাখেন। তাঁহাদের ন্যায় তিনিও সমস্ত নিন্দনীয় নবপ্রবর্তিত মতবাদ (বিদ'আত)-কে প্রকাশ্যে নিন্দা ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে রাসূলুল্লাহ (স) প্রবর্তিত ধর্মকে 'আক'ীদা, ইবাদত রীতি, আইন (ফিক্‌হ) ও নৈতিক অনুশাসনের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করিবার জন্য এইগুলির আবির্ভাব হইয়াছে। বিদ'আত সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব এতই কঠোর ছিল যে, তিনি যে কেবল ভাল ও খারাপ [হ'াসানা ও সায়্যি'আ] বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করিতে অস্বীকার করেন তাহা নহে, বরং তিনি গুরু ও লঘু বিদ'আতের মধ্যেও পার্থক্য করিতে অস্বীকার করেন। মহানবী (স)-এর জীবৎকালে এবং প্রথম তিনজন খলীফা অর্থাৎ হযরত আবূ বাক্‌র (রা), হযরত 'উমার (রা) ও হযরত 'উছ'মান (রা)-এর শাসনকালে প্রচলিত ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মীয় অনুশাসনগুলিতে (দীন 'আতীক) প্রত্যাবর্তনেই কেবল মুক্তি নিহিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ইব্‌ন বাত্তার প্রত্যক্ষ শাগরিদের সংখ্যা অনেক (তু. H. Laoust. La Profession de foi.. .. ভূমিকা, টীকা ১০৯)। তৎকালীন বুওয়ায়হী শাসকদের শী'আ মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং মু'তাযিলাবাদ ও ফালসাফার গৌণ প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে সুন্নী বিরোধিতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবেই তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে। তাঁহার প্রভাব ছিল গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। খলীফা আল-কাদির (৩৮১-৪২২/৯৯১-১০৩১) যে ৪০৯/১০১৮ সনে হ'াম্বালী কাদিরিয়া মতকে রাষ্ট্রীয় ধর্মমতরূপে মর্যাদা দান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ও ক'াদী আবূ য়া'লা বা শারীফ আবূ জা'ফার (মৃ. ৪৭০/১০৭৮), আবু'ল-খাত্তাব আল-কালওয়াযানী (মৃ. ৫১০/১১১৭) অথবা আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলী (মৃ. ৫৬১/১১৬৬) প্রমুখের গ্রন্থাদিতেও উক্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আল-খাতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩/১০৭১) নামক জনৈক হ'াম্বালী, যিনি মত পরিবর্তন করিয়া শাফি'ঈ ও আশ্'আরী মত গ্রহণ করেন, তিনি ইব্‌ন বাত্তার কঠোর সমালোচনা করেন। ইবনু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০) তাঁহার মুনতাজাম গ্রন্থে ইব্‌ন বাত্তাকে সমর্থন করেন (পৃ. ১৯৩-৭)। তিনি ইব্‌ন বাত্তা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

আয়্যূবী আমলে 'আকাইদ বিষয়ক ইব্‌ন বাত্তার গ্রন্থাদি সম্পর্কে আগ্রহ দামিশকের মুহ'াদ্দিছ' আবদু'ল-গ'ানী আল-মাক'দিসী (মৃ. ৬০০/১২০৪) ও মৃদুতরভাবে শায়খ মুওয়াফফাকুদ্দীন ইব্‌ন কুদামা (মৃ. ৬২০/১২২৩) পুনরুজ্জীবিত করেন। মামলূক আমলে ইব্‌ন তায়মিয়া ও তাঁহার শাগরিদ ও গুণগ্রাহী আয'-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১০৪৮), ইবনু'ল-কায়্যিম (মৃ. ৭৫০/১৩৫০) বা ইব্‌ন কাছীর (মৃ. ৭৭৩/১৩৭১) প্রমুখ কয়েকজন ইব্‌ন বাত্তার গ্রন্থাবলী সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া পড়িলেও পরবর্তীতে 'উছ'মানী শাসনামলে হানাফী মতের সমর্থনের ফলে গ্রন্থগুলি আবার অর্ধ-বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আরবী ভাষায় সূত্র ঃ (১) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১০খ, ৩৭১-৫; (২) আবু'ল-হু'সায়ন, তাবাক'াতু'ল-হানাবিলা, কায়রো সং., ২খ, ১৪৪-৫৩; (৩) ইবনু'ল জাওযী, মুনতাজাম, ৭খ, ১৯৩-৭; (৪) ঐ লেখক, সিফাতু'স—সাফওয়া, ৪খ, ১৫১; (৫) যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, ২খ, ১৭০; (৬) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ৩২১-২; (৭) ইব্‌ন রাজাব, যায়ল, ১খ, ৩৬৫; (৮) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১২২; (৯) Brockelmann, 194 দ্র. ও (১০) ঐ গ্রন্থ, I, 194, S I, 334; (১১) L. Massignon, Textes inedits, 220; (১২) H. Laoust, La profession de foi d Ibn Batta, দামিশক ১৯৫৮ খৃ. (PIFD), notes 97-202. আর বিশেষত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য মূল গ্রন্থের ভূমিকা।

H. Laoust (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন বাত্তূতা (ابن بطوطة) ঃ বা বাতূতা শারাফুদ্দীন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহ'ীম আবূ 'আবদিল্লাহ আল-লাওয়াতী আত'-তানজী মরক্কোর একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক ও লেখক। তিনি ১৪ রাজাব, ৭০৩/২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৩০৪ সালে তানজিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। একটি বিদ্যানুরাগী পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি নিজেও দীনী 'ইলম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ২ রাজাব, ৭২৫/১৩ জুন ১৩২৫ সালে ২২ বৎসর বয়সে হজ্জ-এর নিয়্যাতে

মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। কাফেলার লোকজন তাঁহার 'ইল্‌ম ও তাকওয়ার কারণে তিউনিস হইতে রওয়ানা হইবার সময় তাঁহাকে নিজেদের কাদীরূপে নির্বাচন করে। ভ্রমণে বাহির হইয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার পথে মিসরের দক্ষিণ ভাগ হইয়া লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছান। ইসকান্দারিয়ায় বুরহানুদ্দীন নামক এক 'আলিম-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয় যিনি তাঁহাকে চীন ও হিন্দুস্তানের কয়েকজন 'আলিমের ঠিকানা দিয়া বলিয়া দেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি যেহেতু এখান হইতে নিরাপদে সমুদ্র পার হইতে পারিলেন না, সেইজন্য প্রত্যাবর্তন করিয়া সিরিয়া ও ফিলিস্তীন-এর রাস্তায় তাঁহার গন্তব্য স্থলে পৌঁছান। মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি ইরাকে আসেন এবং সেখান হইতে ইরান, মাওসিল ও দিয়ারবাক্‌র সফর করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় মক্কায় চলিয়া যান। সেখানে তিনি ৭২৯ ও ৭৩০ হি. অতিবাহিত করেন। তৃতীয় আর এক সফরে তিনি দক্ষিণ 'আরব হইয়া পূর্ব আফ্রিকায় গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে পারস্য উপসাগরে পৌঁছান। হুরমুয প্রণালী হইতে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তৃতীয়বার হজ্জ পালন করেন। সেখান হইতে তিনি আসওয়ান পৌঁছান এবং মিসর ও সিরিয়ার পথ ধরিয়া এশিয়া মাইনর ও ক্রিমিয়ায় চলিয়া যান। তিনি একজন গ্রীক শাহযাদীর সহিত যিনি সুলত'ান মুহ'াম্মাদ উযবেক-এর স্ত্রী ছিলেন, কন্সটান্টিনোপল পৌঁছান এবং সেখানকার শাসনকর্তা ৩য় Andronikor (১৩২৮-১৩৪১ খৃ.)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। ইহার পর ভল্‌গা নদী অতিক্রম করিয়া খাওয়ারিযম, বুখারা ও আফগানিস্তান হইয়া তিনি হিন্দুকুশের তুগ'লাক-এর আহ্বানে দিল্লী আগমন করেন। সেখানে তাঁহাকে মালিকী মাযহাব অনুযায়ী কাযীর পদ প্রদান করা হয়। দুই বৎসর পর তিনি একটি ভ্রমণকারী দল যাহারা চীন যাইতেছিল তাহাদের সহিত রওয়ানা হন; কিন্তু কেবল মালদ্বীপ (মাহাল যীবা, মালযীবা) পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। সেখানে দেড় বৎসর পর্যন্ত তিনি কাদীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৪ খৃ. তিনি সেখান হইতে শ্রীলঙ্কা, মালাবার, বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম, সিলেট), কম্বোডিয়া ও চীন গমন করেন। তিনি Zaytun Canton হইতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে, যদিও বলা হইয়াছে যে, তিনি পিকিং পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সুমাত্রার পথে (তৃ. snouck Huragronje, Arabie en Oost Indie, লাইডেন ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৭ প.; ফরাসী অনু. in Rev. de Hist. des Rel., ৫৭ খ., ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৬২ প.) তিনি 'আরব প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে মুহ'াররাম ৭৪৮ হি. জুফার-এ জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইরান, সিরিয়া ও ইরাক সফর করিবার পর তিনি মিসর হইতে মক্কায় গিয়া ৪র্থ বার হজ্জ করেন। সিরিয়ায় অবস্থানের সময় বহুদিন পর তাঁহার নিকট গৃহের সংবাদ পৌঁছায় এবং তিনি জানিতে পারেন যে, পনের বৎসর হইল তাঁহার পিতা ইনতিকাল করিয়াছেন; অবশ্য তাঁহার মাতা তখনও জীবিত ছিলেন। হজ্জ সমাপন করিয়া তিনি উত্তর আফ্রিকার পথে রওয়ানা হন এবং ২৫ শা'বান, ৭৫০/৮ নভেম্বর, ১৩৪৯ সালে ২৪ বৎসর পর ফাস (ফেজ)-এ প্রবেশ করেন। এখানে অতি সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান করিবার পর তিনি গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার শেষ দীর্ঘ সফরে তিনি ৭৫৩-৭৫৪/১৩৫২ সালে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অঞ্চল অর্থাৎ Timbukto ও মালি (Melli) সফর করেন। Agadez ও Tawat-এর খেজুর বাগান অতিক্রম করিয়া তিনি ১৩৫৪ খৃ.-এর প্রথম দিকে মাররাকুশ (মরক্কো) প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে পৌঁছিয়া তাঁহার ২৮ বৎসরের বৈচিত্র্যময় ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সময়ে তিনি প্রায় ৭৫,০০০ মাইল সফর করেন। এখানে তিনি ফাস-এর সুলত'ান আবূ 'ইনান (১৩৪৮-১৩৫৮ খৃ.)-এর হুকুমে মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন জুযায়্যি আল-কালবী নামক একজন 'আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখান (তু. de Lane, Journ As. ১৮৪৩ খৃ., ১খ, ২৪৪ পৃ.)। তিনি তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহিত্যের পন্থা অবলম্বন করেন যাহার কতকাংশ ইব্ন জুবায়র-এর রচনার অনুরূপ। একটি ধারণা হইল, ইব্ন জুযায়্যির গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ইব্ন বাত্তূতার সফরনামার সারসংক্ষেপ। ইব্ন জুযায়্যি ১৩৫৫ খৃ. তাঁহার কাজ শেষ করিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই ইনতিকাল করেন (৭৫৭/১৩৫৬)। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি কপি প্যারিস (Paris ms, Suppl., সংখ্যা ৯০৭)-এ সংরক্ষিত আছে। ইব্ন বাত্তূতা ৭৭৯/১৩৭৭ সালে মাররাকুশ-এ ইনতিকাল করেন। তাঁহার লিখিত তুহ্‌ফাতু'ন-নুজ্জার ফী গারা'ইবি'ল-আমসার ওয়া 'আজাইবি'ল- আসফার (تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار) নামক গ্রন্থখানি C. Defremery B. R. Sanguinetti প্রকাশ করিয়াছেন, [৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫২-১৮৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯৩ খৃ., নূতন সংস্ককরণ (মাতবা' ওয়াদি'ন-নীল), কায়রো ১২৮৭-১২৮৮ হি., ১৩২২ হি. ১৩৪৬ হি.]। H.von Mzik আরও অধিক উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন Die Reise des Arabers Ibn Batuta dureh Indien, Und China xiv jahrh, in Bibl. denkwurdiger Resen, Hamburg 1911খৃ.।

ইব্ন বাত্তূতার সফরনামা সম্পর্কে য়ুরোপবাসী ১৯শ শতকে জানিতে পারে যখন সর্বপ্রথম তাহারা তাহার সফরনামার একটি সংক্ষিপ্ত 'আরবী কপি দেখিতে পায়। ১৮০৮ খৃ., ১৮১৮ খৃ. ও ১৮১৯ খৃ.-এর সময়কালে উহার কিছু উদ্ধৃতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খৃ. Samuel Lee সফরনামার একটি সংক্ষিপ্ত কপি যাহার পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজে সংরক্ষিত ছিল— ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। সফরনামার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন মুহ'াম্মাদ ফাতহু'ল্লাহ ইব্ন মাহ'মূদ, লিথো, মিসর ১২৭৮ হি. সং, ১২৭৯ হি.। প্রফেসর Gibb সফরনামার কিছু অংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রথমবার ১৯২৯ খৃ. প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৩৭ খৃ. পর্যন্ত উহার আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহার পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে এবং প্রথম খণ্ড ১৯৫৮ খৃ. কেমব্রিজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রফেসর Gibb-এর অনুবাদের শুরুতে একটি ভূমিকা এবং শেষে কিছু সংযোজন রহিয়াছে। ভূমিকায় ইব্ন বাত্তূতার সফরকালীন মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। উর্দূতে সর্বপ্রথম ড. Lee-এর ইংরাজী অনুবাদ হইতে নাওয়াযিশ 'আলী খান উহার অনুবাদ করেন। ১৮৯৮ খৃ. মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন লাহোর হইতে পূর্ণ সফরনামার দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার সঙ্গে অনুবাদকের পক্ষ হইতে ইংরাজীতে ১৬ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকাও দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর মুহ'াম্মাদ হায়াতু'ল-হ'াসান ১৩১৪ হি. পূর্ণ সফরনামার প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং পরে ওয়াকীল সংবাদপত্র দফতর অমৃতসর হইতে উহা প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার তারিখ জানা যায় নাই, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১ খৃ. 'উবায়দুল্লাহ কুরায়শী কর্তৃক পরিমার্জিত ও বিন্যস্ত আকারে বুক ল্যাণ্ড, করাচী হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে বাংলা

একাডেমী হইতে ইহার একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয় (অনু. মোহাম্মদ নাসির আলী)। ইব্‌ন বাত্তূতার সফরনামা কেবল একটি বিভিন্ন দেশের সীমারেখা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিবরণ এবং সেখানকার শহর-বন্দর, পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালার বিবরণই নহে, বরং সেই যুগের মুসলমানগণের সামাজিক ইতিহাসের একটি অতীব প্রয়োজনীয়, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় প্রামাণ্য গ্রন্থও বটে। উহার সাহায্যে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে খসরূ, বাদায়ুনী, ফিরিশতা, তারীখ-ই ফীরূয শাহী ও মুল্লা আহ্‌মাদ ঠাঠবির বিভিন্ন বর্ণনায় সংশোধন ও প্রত্যয়ন করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দ্র. ঃ (১) ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা; (২) ইব্‌ন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ৩খ, ৪৮০, হায়দরাবাদ ১৩৪৯ হি.; (৩) ইব্‌রাহীম আহ্‌মাদ আল-আদুলী, ইব্‌ন বাত্তূতা, দারু'ল 'মা'আরিফ, মিসর; (৪) H. A. R. Gibb, Inb Batuta, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ.; (৫) ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ইব্‌ন বাতূতা শিরো.; (৬) Brockelmann, ২খ, ২৫৬; পরিশিষ্ট, ২খ, ৩৬৫ প.; (৭) St. Janiesek, Ibn Battuta's Journey to Bulgar, is it a fabrication? in JRAS ১৯২৯ খৃ., ৭৯১-৮০০; (৮) ওয়াহীদ মির্‌যা, Khusrau and Ibn Battuta, in আরমুগান-ই 'ইল্‌মী, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৭১-১৮০।

C. Brockelmann ও আবদুল মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/ ডঃ আবদুল জলীল

সংযোজন

ইব্‌ন বাত্তূতা (ابن بطوطة) ঃ উত্তর আফ্রিকার প্রখ্যাত পর্যটক ইবন বাত্তুতা-এর বাংলাদেশ ভ্রমণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি প্রায় দুই মাস ব্যাপী অধিকাংশ সময় নদীপথে বাংলার বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'রিহলা' চতুর্দশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বিবরণ সরবরাহ করে। তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থার চিত্রও ইহার মাধ্যমে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ইবন বাত্তুতা-র নিজস্ব মন্তব্য রহিয়াছে এবং তিনি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের একটি তালিকা সংযোজন করেন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে। তাঁহার বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকে 'বাঙ্গালা' বলা হইত এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা 'বাঙ্গাল' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে 'বাঙলা' ও 'বাঙ্গলী' শব্দ দুইটি এই অঞ্চলের সহিত উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ ছিলেন তখন বাংলার সুলতান এবং তাঁহার রাজধানী ছিল সোনারগাঁ। তিনি প্রজারঞ্জক শাসক ও অতিথিদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন বলিয়া ইব্‌নু বাত্তূতা উল্লেখ করেন। ইব্‌ন বাত্তূতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে মালদ্বীপ হইতে ৪৩ দিনে চট্টগ্রামের পথে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের যেই শহরে আমরা প্রথম প্রবেশ করি তাহার নাম 'সোদকাওয়ান'। ইহা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি বড় শহর। সমুদ্রে মিলিত হইবার আগে এই শহরের নিকট গঙ্গা, যেইখানে হিন্দুরা তীর্থে গমন করে এবং যমুনা নদী মিলিত হইয়াছে।" ধ্বনির দিক বিবেচনা করিয়া কোন কোন গবেষক 'সোদকাওয়ান'কে সাতগাঁও (ত্রিবেণীর সপ্তগ্রাম)-এর সহিত অভিন্ন মনে করিলেও মুদ্রাতত্ত্ববিদ ড. নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও ড. আবদুল করিমের মত বরেণ্য ইতিহাসবিদগণ 'সোদকাওয়ান'-কে চট্টগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন। ইব্‌ন বাত্তূতা এইখানে কর্ণফুলী নদীকে ভুল করিয়া গঙ্গা বলিয়াছেন বলিয়া অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন (H.A.R Gibb, Ibn Battuta, p.612; Dr. N. K Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultan of Bengal, pp. 145-149; Dr. Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal, p. 32; অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬), পৃ. ১৯৮,৬০৫; ড. এম. এ. রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ.৩)।

ইব্‌ন বাত্তূতা বাংলাদেশে আসিয়া প্রথমে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। চট্টগ্রাম বন্দরে তিনি অনেক সমুদ্রগামী জাহাজ দেখিতে পান। তাহাতে বুঝা যায় যে, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাময়িক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রামে বেশী দিন অবস্থান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ ঐ সময় বাংলার সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের সহিত লাক্ষনৌতির সুলতান 'আলী শাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলার সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের সহিত সাক্ষাতের পরিকল্পনা বাদ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি যখন 'সোদকাওয়ান' গিয়াছিলাম সুলতানকে আমি দেখি নাই, তাঁহার সহিত আলাপও করি নাই। কারণ তিনি ভারতবর্ষের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং তাহা করিলে ফল কি হইবে, সেই সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল।" তিনি একমাত্র হযরত শাহ জালাল (দ্র.)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম হইতে সিলেট রওয়ানা হন। তাঁহার বর্ণনায় শায়খের কৃচ্ছ্রতা, সংযম, নিষ্ঠা ও সেবাধর্মী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইব্‌ন বাত্তূতা বর্ণনা করেন, "আমি 'সোদকাওয়ান' ত্যাগ করিয় কামরু (কামরূপ) পর্বতমালার দিকে রওনা হইলাম। সেখান (সোদকাওয়ান) হইতে ঐ জায়গায় পৌঁছিতে এক মাস সময় লাগে। কামরু পর্বতমালা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, চীন হইতে তিব্বত পর্যন্ত প্রসারিত। সেখানে কস্তুরী মৃগ পাওয়া যায়। এই সব পাহাড়ের অধিবাসীদের সহিত তুর্কীদের মিল আছে। তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ও সাধ্য অসাধারণ। তাহাদের জাতের একজন ক্রীতদাস অন্য জাতের অনেকজন ক্রীতদাসের সমকক্ষ। তাহারা যাদু এবং ভোজবাজীতে দক্ষতা ও অনুরাগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। আমার ঐ পর্বতমালাতে যাইবার উদ্দেশ্য ছিল একজন দরবেশকে দর্শন করা। আমি যখন আসাম অঞ্চলে প্রবেশ করি দরবেশ তখন স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানে আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া চারজন লোক প্রেরণ করেন আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। দরবেশের খানকাহ হইতে চার দিনের দূরত্বে থাকিতেই তাহারা আমার সহিত সাক্ষাত করেন এবং জানান যে, দরবেশ কর্তৃক তাহারা প্রেরিত হইয়াছেন আমাকে স্বাগত জানাইবার জন্য। তাহাদের সমভিব্যাহারে আমি যখন শায়খের সম্মুখে উপস্থিত হই, তিনি দাঁড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা জানান এবং বুকে জড়াইয়া ধরেন। তিনি আমার দেশ কোথায় এবং সফরের উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহেন। অতঃপর তিনি আমাকে সসম্মানে আপ্যায়নের জন্য তাহাদের নির্দেশ দেন। শায়খ আমাকে বলেন, আল্লাহ তাঁহাকে দয়া করুন যে, খলীফা আল-মুসতা'সিম বিল্লাহ আল-আব্বাসীকে তিনি বাগদাদে দেখেন এবং তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন" (H.A.R Gibb, Ibn Battuta, p. 612, 613; অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস ,(২০৪-১৫৭৬, পৃ. ৬০৭)। ইব্‌ন বাত্তূতা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে সিলেট অথবা শ্রীহট্ট শব্দ

উল্লেখ করেন নাই। আসাম ও কামরু (কামরূপ) পর্বতমালার কথা বলিয়াছেন, যাহা চীন ও তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে ইহা বাস্তব যে, বর্তমান সিলেটের যেই স্থানে শায়খ শাহ জালাল (র)-এর মাযার রহিয়াছে ইব্‌ন বাত্তুতা সেই জায়গাই পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন বাত্তুতা-এর ভাষ্যমতে এই শায়খ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তাঁহার কারামাত (অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ) এবং মহৎ কর্মগুলি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এই দরবেশ ছিলেন ক্ষীণদেহ, দীর্ঘকায় ও বিরল শ্মশ্রুধারী। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রোযা রাখেন এবং দশ দিন অন্তর রোযা খুলিতেন। তিনি একটি গাভী পালন করিতেন এবং একমাত্র উহার দুধই ছিল তাঁহার খাদ্য। তিনি সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। এই ফকীর প্রতিদিন প্রভাতে মক্কায় তাঁহার ফজরের নামায সম্পন্ন করিতেন এবং দিবসের অবশিষ্ট কাল তিনি পর্বতকন্দরেই অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ঈদ উপলক্ষে মক্কায় গমন করিতেন। ইব্‌ন বাত্তুতা আরও বলেন যে, এই শায়খের শ্রমের ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং এইজন্য তিনি তাহাদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার এক পর্বত কন্দরে তিনি 'খানকাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই খানকাহ ছিল সাধু, দরবেশ, পরিব্রাজক ও দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের আশ্রয়স্থল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার জন্য খাদ্যদ্রব্যসহ নানা সামগ্রী উপহার আনিত। এইসব উপহার সামগ্রী দিয়া তাঁহার আস্তানায় বহু লোককে খাওয়ান হইত। তাঁহার অনুসারীরা পরবর্তী সময়ে ইব্‌ন বাত্তুতাকে জানান যে, এই দরবেশ এক শত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন (Ibn Battuta, Text, pp. 144-145)। ইব্‌ন বাত্তুতা কর্তৃক বর্ণিত তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায় পরবর্তী কালে রচিত লোক-সঙ্গীতে, "সিলেটে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান ছিল না। শাহ জালালই সর্বপ্রথম সেই স্থানে আযান দেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেন" (ড. এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ.৯৮)।

ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের রাজ্যের অন্তর্গত হবংক (বর্তমান সিলেট জেলার অন্তর্গত) শহর বাংলার সবচেয়ে সুন্দর ও গৌরবপূর্ণ শহরগুলির অন্যতম। বর্তমানে 'হবংক' নামে বৃহত্তর সিলেটে কোন শহর নাই। সম্ভবত ইহা পরিবর্তিত হইয়া অন্য নাম ধারণ করিয়াছে। তবে ইহা শায়খ শাহ জালাল (র)-এর মাযারের অনতিদূরে অবস্থিত। এই নামটি স্পষ্টত অহমীয় শব্দ। এই শহরে ইব্‌ন বাত্তুতা হিন্দুদের যেই অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন, "হবংকের অধিবাসীরা বিধর্মী (কাফির), তাহারা 'যিম্মা' (রক্ষণ ব্যবস্থা)-এর অধীন। যেই শস্য তাহারা উৎপাদন করে, তাহার অর্ধেক কর হিসাবে লইয়া ফেলা হয়। ইহা ছাড়াও তাহাদের অনুরূপ অন্যান্য করও দিতে হয়।"

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, ইহা হইতে বুঝা যায়, ফাখরুদ্দীনের কাছে হিন্দুরা উদার ব্যবহার পায় নাই। ড. আর. সি মজুমদারও বলেন, ফাখরুদ্দীন কিন্তু হিন্দুদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করেন নাই (H.A.R Gibb, Ibn Battuta, p. 614-615; অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস ১২০৪-১৫৭৬, পৃ. ১৯৮-১৯৯, ৬০৭; ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ. ৩২৪-৩২৫)।

এই অভিযোগের জবাবে ড. মুহাম্মদ মোহর আলী বলেন, "This expressoin of Ibn Battuta's has been taken by some writers to observe that the lot of Hindu population under Fakhr al-Din `was not very enviable'. It should be noted that Ibn Battuta here speaks only about a particular area near Sylhet, a region which was recently conquered by the Muslims. There is no evidence to show that the Hindus throughout Bangala had a similar lot under Fakhr al-Din."

ইব্‌ন বাত্তুতা-এর উপরোক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে কতিপয় লেখক মন্তব্য করেন যে, ফাখরুদ্দীনের রাজত্বে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভাগ্য খুব বেশী সুপ্রসন্ন ছিল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবন বাত্তুতা সিলেটের সন্নিকটে একটি বিশেষ অঞ্চলের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সেই সময়ে সবেমাত্র মুসলমান দ্বারা বিজিত হইয়াছে। ফাখরুদ্দীনের আমলে বাঙ্গালার সর্বত্র হিন্দুদের প্রতি অনুরূপ বৈরীভাব পোষণ করা হইত, এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা যাইবে না" (Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. IA, p. 129)।

সিলেটে তিন দিন অবস্থানশেষে ইব্‌ন বাত্তুতা নীল নদ অর্থাৎ মেঘনা দিয়া হবংক হইতে সোনারগাঁও-এ আসেন পনের দিনে। নদীপথের ভ্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলেন, "নদীর দুই ধারে ডানে ও বামে ছিল বহু জল চালিত চাকা, উদ্যানরাজি ও অসংখ্য গ্রাম, অনেকটা মিসরের নীল নৌপথের মত।---আমরা পনের দিন গমন করিতেছি।" সোনারগাঁ ছিল সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের অধীন তৎকালীন বাংলার রাজধানী এবং মুদ্রা তৈয়ারীর টাকশাল। রাজধানীর রক্ষাব্যবস্থা অতি সুদৃঢ় ছিল বলিয়া ইব্‌ন বাত্তুতা সোনারগাঁকে দুর্ভেদ্য নগরীরূপে উল্লেখ করেন। মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে সোনারগাঁকে দেখা যায় একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী শহর ও বন্দররূপে, যেইখানে বৈদেশিক বাণিজ্য পোতসমূহ পণ্যদ্রব্যের জন্য আগমন করিত। ইব্‌ন বাত্তুতা বলেন, "সোনারগাঁয়ে আগমনের পর আমরা একটি চীন দেশীয় পালতোলা তলদেশ চেপ্টা বাণিজ্য জাহাজ দেখিতে পাইলাম। জাহাজটি জাবা যাইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছিল। সোনারগাঁ হইতে জাভার দূরত্ব চল্লিশ দিন" (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.615)।

ইব্‌ন বাত্তুতা-এর ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানা যায় যে, সেই সময় বাংলাদেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দরবেশ, ফকীর ও উলামা বাস করিতেন। বাংলাদেশে তখন তাঁহাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। বাংলার সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ ফকীর-দরবেশদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সাধারণ জনগণের নিকটও তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সূফী দরবেশদের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। নৌকায় যাতায়াত করিলে তাঁহাদের ভাড়া দিতে হইত না, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইত। ফকীরেরা কোন শহরে প্রবেশ করিলে অর্ধ দীনার দিয়া অভ্যর্থনা জানান হইত (Tarikh-i Firuzshahi, p.91; কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ. ২৭৭)।

সুলতান ফাখরুদ্দীন-এর এত অধিক ফকীর-প্রীতি ছিল যে, তিনি শায়দা নামক একজন ফকীরকে চট্টগ্রামে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কোন এক শত্রুর (সম্ভবত ত্রিপুরার) বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন।

সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে 'শায়দা' বিদ্রোহী হইয়া সুলতান ফাখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেন। সুলতান ফাখরুদ্দীনের ঐ নিহত পুত্র ব্যতীত অন্য কোন পুত্র ছিল না; তাঁহার মুদ্রায় স্বীয় পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সুলতান ফাখরুদ্দীন সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্রোহ দমিত হইল। 'শায়দা' তাহার অনুচরবর্গসহ সোনারগাঁয়ে পলায়ন করেন। সুলতান সোনারগাঁ অবরোধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সোনারগাঁয়ের অধিবাসীগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিদ্রোহী শায়দা ও তাহার অনুচরবর্গকে সুলতানের সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করে এবং সুলতানকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করে। সুলতানের আদেশে ফকীর শায়দার ছিন্নমুণ্ড তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়।

ইব্‌ন বাত্তূতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ফাখরুদ্দীন সাতগাঁয়ে বা চট্টগ্রামে বিদ্রোহী হন। তাঁহার রাজধানী বা শক্তিকেন্দ্র ছিল সোনারগাঁয়ে। কারণ ৭৪০/১৩৪০-৭৫০/১৩৫০ সাল পর্যন্ত তাঁহার যত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সকলই সোনারগাঁয়ের মুদ্রাশালায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইব্‌ন বাত্তূতা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর সর্বত্রই ফাখরুদ্দীনকে বঙ্গ বা বাঙ্গালা-এর সুলতান বলিয়া উল্লেখ করেন, কখনও লাক্ষ্ণৌতির সুলতান বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইব্‌ন বত্তূতা বাংলা বলিতে পূর্ববঙ্গকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। ফাখরুদ্দীন "সাতগাঁয়ে এবং বাংলায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন" এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, সাতগাঁ স্থায়ীভাবে ফাখরুদ্দীনের কর্তৃত্বাধীন ছিল না। যিয়াউদীন বারানীও লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া তিনি সাতগাঁ লুণ্ঠন করেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই তিনি সোনারগাঁয়ে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (Dr. N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultan of Bengal, pp. 138, 184; History of Bengal, Dhaka University, vol. ii, p. 102; ড. সুশীলা মণ্ডল, বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগঃ প্রথম পর্ব, পৃ. ১৮৯-১৯০)।

ইব্‌ন বাত্তূতা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে মন্তব্য করেন, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদেরকে অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিস ব্যবহার করিত না। তৃষ্ণার্ত মুসলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিত্র হইবে বলিয়া হিন্দুরা তাহা দেয় নাই, ইব্‌ন বাত্তূতা এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই, যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। কিন্তু ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহা হইয়া যায়। যেমন সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুসলমানও তেমনি এই সব সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করিয়াছে কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা, স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয় নাই' (ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ. ৩২৪-৩২৫)।

ইব্‌ন বাত্তূতা পশ্চিমে মরক্কো হইতে সুদূর চীন পর্যন্ত অনেক দেশ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি বিখ্যাত নগরী কায়রো, বসরা, শীরাজ, ইস্‌ফাহান, বুখারা, সমরকন্দ, তিরমীয, বাল্‌খ, হিরাত, বেইজিং পরিদর্শন করেন, কিন্তু বাংলার মত ধানের প্রাচুর্য এবং জিনিসপত্রের এত স্বল্পমূল্য তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। অবশ্য এই দেশের লোকেরা তাঁহাকে জানান যে, তখন জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া ছিল। তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে নিত্য ব্যবহার্য কিছু দ্রব্যের দাম উল্লেখ করেন কিন্তু তাহা বর্তমানে টাকার হিসাবে নির্ণয় করা কঠিন। বিগত কয়েক শত বৎসরে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দাম অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই কথা আমাদের বিবেচনায় রাখিতে হইবে। তিনি দিল্লীর রৎল বা ওজনের পরিমাপ অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেন। ইউল এবং টমাসের নির্দেশ অনুযায়ী এক রৎলের ওজন প্রায় ২৮.৮ পাউন্ড বা বঙ্গের ওজনের ১৪ সেরের সমান। একটি স্বর্ণ দীনার ছিল ১০টি রৌপ্য দীনারের সমান মূল্যবান এবং একটি রৌপ্য দীনার ছিল আট দিরহামের সমতুল্য অর্থাৎ বর্তমান এক টাকার সমান। এই সব দিক বিবেচনা করিয়া প্রফেসর নীরদ ভূষণ রায় ১৯৪৮ খৃ. ইব্‌ন বাত্তূতা-এর সময়ের জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক নির্ধারণ করেন। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর দ্রব্যমূল্যের একটি চিত্র পাওয়া যাইবে।

চাল	আনুমানিক	৮ মণ	৫ দিল্লীর রতল	৭.০০	টাকা
ধান	,,	২৮ ,,	৮০ ,, ,,	৭.০০	টাকা
ঘি	,,	৪ সের	১ ,, ,,	৩.৫০	টাকা
তিল তৈল	,,	১৪ ,,	১ ,, ,,	১.৭৫	টাকা
গোলাপ জল	,,	১৪ ,,	১ ,, ,,	৭.০০	টাকা
চিনি	,,	১৪ ,,	১ ,, ,,	৩.৫০	টাকা

৮ টি তাজা মুরগী	০.৮৮ টাকা
৮ টি তাজা ভেড়া	০ .৭৫ টাকা
১ টি দুগ্ধবতী গাভী	২১.০০ টাকা
১৫ টি পায়রা	০.৮৮ টাকা
১৫ গজ সুতী কাপড়	১৪.০০ টাকা

মুহাম্মাদ আল-মাছমূদী নামে একজন মরক্কোবাসী ইব্‌ন বাত্তূতাকে বলেন যে, তিনি তাঁহার স্ত্রী ও এক ভৃত্যসহ বহুদিন পূর্ব হইতে বাংলায় অবস্থান করেন, ইব্‌ন বাত্তূতা দিল্লীতে থাকাকালীন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাংলায় অবস্থানকালে তাহাদের তিনজনের উপযুক্ত এক বৎসরের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে তাঁহার মাত্র ৮.০০ টাকা ব্যয় হইত। ইবন বাত্তূতা আরও জানান যে, সেই সময় সুতী কাপড় ছিল বাংলার অন্যতম রফতানী পণ্য। সোনারগাঁ হইতে দিল্লীর সুতান মুহাম্মদ ইব্‌ন তুগলকের দূত হিসাবে চীন যাইবার পথে পনের দিন পর তাঁহার জাহাজ Barahnakar নামক স্থানে পৌছিলে তিনি কিছু মুসলিম অধিবাসীর সন্ধান পান যাহারা বাঙ্গালা হইতে উন্নত সুতী বস্ত্র আনিয়া সেইখানে বিক্রয় করে। র‍্যালফ ফিচ ও চৈনিক পরিব্রাজক মাহুয়ান (Ma-Huan)-এর বর্ণনায় ইব্‌ন বাত্তূতা-এর উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। মাহুয়ান ১৪২৫ খৃ. বাংলাদেশ

পরিভ্রমণ করিতে গিয়া ছয় ধরনের অতি উন্নত ও সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্র দেখিয়া অভিভূত হন এবং মন্তব্য করেন যে, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৫৭ ফুট দৈর্ঘ্য এইসব বস্ত্র খণ্ড এত সুন্দর ও ঝরমকে যে, যেন চিত্রাংকিত 'It is as fine and as glossy as if painted.' মাহুয়ান-এর ১৬১ বৎসর পর ১৫৮৬ খৃ. বাংলায় আসেন পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ। তিনি লিখিছেন, এখান (সোনারগাঁ) হইতে প্রচুর পরিমাণে সুতীবস্ত্র বিদেশে যায় এবং প্রচুল চাউল সমগ্র ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয় (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.610,616; Yule's Cathay and the way Thither, p.439; Thomas, Chronicles of Pathan Kings, p. 22; Dr. N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultan of Bengal, pp. 144; Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bingal, vol. I B, p.938)।

ইব্ন বাত্তূতা বাংলার গ্রামীণ জনপদের নৈসর্গিক রূপমাধুর্য, শ্যামল শোভা ও ফল শোভিত বৃক্ষরাজি হৃদয় মন দিয়া উপভোগ করেন। নদী বক্ষ ও তটপ্রান্ত হইতে নগর জীবন অপেক্ষা পল্লী বাংলার জীবনধারাকে তিনি অধিকতর উপলব্ধি করিবার সুযোগ পান। প্রধানত নৌপথেই দেশের বাণিজ্য চলাচল হইত এবং নদীগুলিতে নৌযান শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিত। ইব্ন বত্তূতা বলেন, "বঙ্গদেশের নদীতে অসংখ্য নৌকা চলাচল করে। প্রত্যেক নৌকায় একটি করিয়া ডংকা থাকে। যখন নৌকাগুলি পরস্পর অতিক্রম করে তখন এ সকল নৌকা হইতে ডংকাধ্বনি করা হয়-পরস্পর সম্মান বিনিময় হয়। সম্ভবত জলদস্যুতা নিবারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা ছিল" (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.271)।

মুসলমান আমলে বাংলাদেশে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। চতুর্দশ শতকে ইব্ন বাত্তূতা যখন বাংলাদেশ পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি বাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হইতে দেখেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পত্নীরূপে সেবা কর্মের উপযুক্ত একটি সুন্দরী যুবতীকে এক স্বর্ণ দীনারে আমার সম্মুখে বিক্রয় করা হয়। একটি স্বর্ণ দীনার মরক্কোর স্বর্ণ দীনারের ২.৫০ দীনারের সমান। আমি 'আশুরা' নাম্নী একটি যুবতী দাসীকে প্রায় একই মূল্যে ক্রয় করি। দাসীটি অসাধারণ সুন্দরী ছিল। আমার সঙ্গীদের একজন এক স্বর্ণ দীনারে 'লুলু' নামে একটি ছোট সুন্দর ক্রীতদাস ক্রয় করেন" (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.610)।

মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্য বিদেশীরা বাংলাদেশকে খুব পছন্দ করিলেও তাহারা এই দেশের আবহাওয়া মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। বর্ষাকালে পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে বহু মানুষ আক্রান্ত হইয়া পড়িত। তাই খুরসানবাসীরা ইব্ন বাত্তূতার নিকট বাংলাদেশকে অভিহিত করেন 'দোযখ পুর আয নিআমত' ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক নরকরূপে। পরবর্তী বহু ঘটনায় ইব্ন বাত্তূতা (পৃ. ৩৩)-এর উপরোক্ত মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের অধিবাসীরা বাংলার জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত ভীতির চোখে দেখিত এবং তাহারা বাংলাতে চাকুরি এড়াইয়া চলিত। এমনকি সম্রাট আকবারের রাজত্বের প্রথম দিকে দ্বিগুণ বেতন প্রদান করিলেও মুগল সেনারা বাংলায় চাকুরি করিতে পছন্দ করিত না (Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. I A, P. 129; History of Bengal, Dhaka University, vol. ii, p. 102; H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.615; আকবারনামা, ১খ., পৃ. ৩৩)।

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইব্ন বাত্তূতা-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ব-বিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি সিলেটের শাহ জালালকে ভুল বশত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী বলায় পাঠক-গবেষকগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। অথচ আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা দুইজন ভিন্ন ভিন্ন দরবেশ। সিলেটের শাহ জালাল (র)-এর মৃত্যুর এক শত বৎসর পূর্বে সম্ভবত ১২৪৪ খৃ. শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র) ইন্তিকাল করেন। এক বর্ণনামতে ভারতীয় উত্তর বঙ্গের অধীন পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ দেবকোটের দেওতলায় তঙ্গা নদীর পার্শ্বে তাঁহার মাযার রহিয়াছে। সেখানে তাঁহার স্মৃতিসৌধ ও লঙ্গরখানা এখনও বিদ্যমান। সিলেটের শাহ জালাল (র)-এর দরগাহে প্রাপ্ত হুসায়ন শাহের আমলে ৯১৮/১৫১৫ সালের তারিখযুক্ত এক শিলালিপিতে শায়খ জালাল মুজার্‌রাদ ইব্ন মুহাম্মদ নাম উল্লেখ রহিয়াছে। একই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৯১১/১৫০৫ সালের অন্য একটি শিলালিপিতে শায়খ জালাল মুজার্‌রাদ কুনিয়াকে 'কুনিয়াবীর দরবেশ জালাল' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুজার্‌রাদ অর্থ অবিবাহিত আর কুনিয়া তুরস্কের একটি এলাকার নাম। ইব্ন বাত্তূতা প্রায় ছয় বৎসর দিল্লীতে থাকাকালীন বহু সূফী দরবেশের সান্নিধ্য লাভ করেন। চীন ও এশিয়ার বহু স্থান ও নগরী পরিভ্রমণ শেষে তিনি মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন। শাহ জালাল (র)-এর সাক্ষাতের পঁচিশ বৎসর পর তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নথিবদ্ধ করেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি নিজে লিখেন নাই। মুহাম্মাদ ইব্নুল জাওযী নামক এরুজন রাজসচিব কর্তৃক ইহা লিখিত হয়। ইব্ন বাত্তূতা-এর ভ্রমণ কাহিনী বাংলার জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাঁহার বর্ণিত তথ্য বিবরণী পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় আসা পর্যটক ও ইতিহাসবিদগণ সত্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন (Dr.Ahmad Hasan Dani, Inscriptions in Bengal, pp.7, 15. 58; ড. এম. এ. রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯, ৮৪-৮৭)।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

ইব্ন বাদরূন (দ্র. ইব্ন আবদূন)

ইব্ন বাদীস (ابن باديس) ঃ (কথ্য উচ্চারণ বেন বাদীস) আব্দু'ল-হ'ামীদ ইব্নু'ল-মুস্ত'াফা ইব্ন মাক্কী, আলজেরিয়ার গোড়া সংস্কার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, জ. ১৮৮৯ খৃ. কনস্টান্টাইনে। তিউনিস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (আয-যায়তূনা) অধ্যয়নের পর তিনি নিজ শহরের এক মসজিদে শিক্ষকতায় ব্রতী থাকেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তিনি আল-মুনতাকিদ (সমালোচক) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যাহা মাত্র কয়েক মাস পরেই বন্ধ হইয়া যায়। অব্যবহিত পরেই তিনি আশ্-শিহাব (উল্কা) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি শীঘ্রই একটি মাসিক আলোচনা পত্রে পরিণত হয় এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত মোটামুটি সাফল্যের সহিত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ইব্ন বাদীস এই পত্রিকা প্রকাশে তাঁহার যথাসাধ্য প্রয়াস প্রয়োগ করেন এবং ইহাকে তাঁহার ধর্মীয় শিক্ষা (তাফসীর, হ'াদীছ') ও সংস্কারমূলক প্রচারের (সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে) মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন।

প্রথমে মূলত সংস্কারধর্মী হইলেও আশ-শিহাব আলজেরিয়ার সালাফিয়া (দ্র.) মতবাদ প্রসারের চেষ্টা করে। ইহা রাশীদ রিদা (দ্র.)-এর আল-মানার

সাময়িকী হইতে সুস্পষ্ট প্রেরণা লাভ করে। কিন্তু ১৯৩০ খৃ. হইতে ইহা আলজেরিয়ার রাজনৈতিক বিষয়সমূহের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে থাকে (যাহা দৃশ্যত সরকারীভাবে আলজেরিয়ার ফরাসী শাসনের শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল)। ঐ সময় হইতে ক্রমাগত উক্ত পত্রিকা দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে প্রচার চালাইতেছিল— একটি সংস্কার (ইস্‌লাহ) এবং অপরটি জাতীয়তাবাদ যাহা বলিষ্ঠভাবে 'আরবদের (Arabism) রংঙে রঞ্জিত ছিল। এই নীতি আশ-শিহাবকে দ্বিমুখী আক্রমণ পরিচালনে উদ্বুদ্ধ করে; (১) মুরাবিত সংগঠনসমূহ যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ধর্মীয়, তাহারা জীবনে কতকগুলি গর্হিত আচার-আচরণ লালন করে, জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধা প্রদান করে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করে, এমনকি ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে; (২) Gallicization (naturalization অর্থাৎ ফরাসী ভাবধারা প্রবর্তন অর্থাৎ প্রাকৃতিকীকরণ— যাহার স্বাভাবিক পরিণতি হইবে ইসলামী ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ ও সম্পূর্ণরূপে ফরাসী রীতিনীতি ও সংস্কৃতি গ্রহণ ইত্যাদি), উপরন্তু ইব্ন বাদীস এই পত্রিকায় নিজকে আলজেরীয় ব্যক্তিত্বের আবেগবান প্রবক্তারূপে প্রদর্শন করেন এবং মনে করেন, এই ব্যক্তিত্ব ইসলাম ও 'আরব সংস্কৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

ইব্ন বাদীস আলজেরীয় মুসলিম উলামা সংগঠনের সভাপতি হন (১৯৩১ খৃ. মে মাসে গঠিত) এবং শীঘ্রই তিনি আলজেরীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বশীল সদস্যদের অন্যতম হিসাবে নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই নিরলস কর্মী আশ-শিহাব প্রকাশনা সুদৃঢ় করেন এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে অবৈতনিক 'আরবী শিক্ষা ও বয়স্কদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নিজ সংগঠনটিকে পরিচালিত করেন। তিনি মুসলিম জনমতের অন্য প্রতিনিধিগণের সহিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন, বিশেষত ফ্রান্সে 'পপুলার ফ্রন্ট' গঠনের পর আলজিয়ার্সে আলজেরীয় মুসলিম কংগ্রেসের সভায় (জুন ১৯৩৬) ও Viollette project'-এর আলোচনার সময় (১৯৩৬ খৃ., ডিসেম্বরের শেষে)। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে তিনি একদিকে রাজনৈতিক নেতা এবং অপরদিকে ইসলাহ মিশনের কর্মীরূপে পরম শ্রান্তিজনক কর্তব্যে রত ছিলেন। তিনি ১৯৪০ খৃ. ১৬ এপ্রিল ইনতিকাল করেন।

'আবদু'ল-হামীদ ইব্ন বাদীসকে তাঁহার অসংখ্য অনুসারী উস্তাদ হিসাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম ইতোমধ্যে উপকথায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'উলামা সংগঠনের প্রধান হিসাবে তিনি ১৯৩০ খৃ. হইতে ১৯৪০ খৃ. পর্যন্ত আলজেরিয়ায় 'আরব-ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্থক কর্মীস্বরূপ প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য ও তাঁহার ধর্মীয় প্রভাব (প্রধানত আশ-শিহাবে প্রকাশিত তাঁহার কুরআনের তাফসীর) তাঁহাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলজেরিয়ায় ইসলামের তর্কাতীত শক্তিধর ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছে। উদ্দীপনাময় বিশ্বাস, যাহা ছিল সমস্ত ঘৃণা ও ধর্মোন্মত্ততামুক্ত এবং পরম সরলতার জন্য তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহাকে দরবেশরূপে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ইব্ন বাদীসের সারা জীবনের কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁহার এই উক্তির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, " আমি ভালবাসার বীজ বপনকারী। তবে তাহার ভিত্তি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়বিচার, সমতা ও সম্মান প্রদর্শন" (আশ-শিহাব, আগস্ট ১৯৩৯ খৃ. পৃ. ৩৪৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. Desparmet, Un reformateur contemporain en Algerie, in L' Afrique Francaise, মার্চ ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৪৯-৫৬; (২) A. Merad, Le reformisme musulman en algerie de 1925 a 1940, Paris and The Hague 1967; (৩) Idem, Ibn Badis, commentateur du Coran (in the Press)।

A. Merad (E.I.²) সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইব্ন বাদীস (দ্র. মুইয্য ইব্ন বাদীস)

ইব্ন বাবাওয়ায়হ (ابن بابويه) ঃ অথবা ابن بأبويه ইহার সঠিক উচ্চারণের জন্য দ্র. f. Justi, Namenbueh, 56) আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইবনি'ল-হু'সায়ন ইব্ন মূসা আল-কুম্মী, আস-সাদূক নামে পরিচিত। তিনি ইছ'না আশারী শী'আদের চারজন বড় হ'াদীছ সংগ্রহকারীর অন্যতম। ইছ'না 'আশারী শী'ঈ মতবাদের একজন স্তম্ভ বলিয়া তিনি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। Donaldson-এর মতে ৩১১/৯২৩ সালে অথবা কয়েক বৎসর পূর্বে খুরাসানে তাঁহার জন্ম (Shiite religion, 286)। ৩৫৫/৯৬৬ সালে তিনি খুরাসান হইতে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি অধ্যাপনা করেন এবং অনেক 'আলিম তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ৩৮১/৯৯১ সালে তিনি রায়-এ ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ (১) কিতাবু মান লা য়াহ'দু'রুহু'ল-ফাকীহ, হ'াদীছ' সম্পর্কিত একটি সংকলন। ইহা চারটি শী'আ হ'াদীছ' গ্রন্থ (আল-কুতুবু'ল-আরবা'আ)-এর একটিরূপে গণ্য হয়। অপর তিনটি হইলঃ (ক) আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ য়া'কূব আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৮/৯৩৯ অথবা ৩২৯/৯৪০)-এর আল-কাফী; (খ) তাহযীবু'ল-আহ'কাম; (গ) আল-ইস্তিব্সার। এই দুইটি গ্রন্থ আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'াসান ইব্ন 'আলী আত'-তূ'সী (মৃ. ৪৬০/১০৬৭) কর্তৃক সংকলিত; (২) মা'আনিয়্যু'ল- আখবার, একটি শী'আ হ'াদীছ' সংকলন; ইহা ইরান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) রিসালাতু'ল ই'তিক'াদাত (দ্র. Fyzee, Shiite creed, টীকাসহ ইংরেজী অনুবাদ); (৪) 'উয়ূন আখবারি'র-রিদ'া, অষ্টম শী'আ ইমাম 'আলী আর-রিদার জীবনী এবং তাঁহার উক্তি ও 'আকা'ইদ; (৫) كتاب اكمال الدين واتمام النعمة فى اثبات الغيبة (وكشف الحميرة (النعمة গুপ্ত ইমাম সম্পর্কে শী'আদের 'আকীদা সম্পর্কিত একটি রচনা; E. Moller জার্মান ভাষায় একটি ভূমিকাসহ ইহার একটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন (Beitrage zur Mahdi lehre des Islams, v.i.Heidelberg 1901); (৬) কিতাবু'ল-খিসাল, সৎ চরিত্র সম্পর্কিত একটি রচনা, ইরান ১৩০২ হি.; (৭) আল মুকান্না; (৮) আল-হিদায়া, এই গ্রন্থ দুইটি আল-জাওয়ামি'উ'ল-ফাকীহ-এর সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১২৭৬ হি. সালে তেহরান হইতে মুদ্রিত হইয়াছে; (৯) কিতাবু'ল-আমালী; (১০) কিতাবু'ত-তাওহীদ, কথিত আছে, তিনি তিন শত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আন-নাজাশী (কিতাবুর-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি., পৃ. ২৭৬) তাঁহার ১৯৩ টি ও সা'ঈদ নাফীসী (মুসাদাক'াতু'ল-ইখওয়ান, Intr. 4-17) ২১৪টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাঁহার জীবনীর জন্য (১) সা'ঈদ নাফীসী, মুসাদাক'তুল-ইখওয়ান-এর ভূমিকা, তেহরান, তা. বি., ১-১৮; (২) A. A. Fyzee, Shiite creed (Islamic Research Association series, no. 9), Oxford 1942, Introduction; (৩) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৯৬; (৪) আত-তূসী, ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. Sprenger, নং ৬৬১, ৪৭১; (৫) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আস্‌তারাবাদী, মানহাজু'ল-মাকাল, তেহরান ১৩০২ হি., পৃ. ৩০৭; (৬) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, মুনতাহা'ল-মাকাল, ১৩০২ হি. মুদ্রিত, পৃ. ২৮২; (৭) আল-'আমিলী, আমালু'ল আমিল ফী উলামা-ই জাবাল 'আমিল, ৭৬৫; (৮) আন-নাজাশী, রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭/১৯০০; (৯) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত ফী আহওয়ালি'ল- 'উলামাই'স- সাদাত, ৫৫ প., ৪ খ, ৬০; (১০) Brockelmann, ১খ, ১৮৭; SI, 321-2. (১১) D. M. Donaldson, Shiite religion, London 1933, 285-6; (১২) Goldziher, Abhendlungen zur arab, Philologie, ২খ, ৬৫; (১৩) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত'বূ'আত, ৪৩।

হিদায়াত হুসায়ন (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম, মাহববুর রহমান

ইব্‌ন বার্‌রাজান (ابن برجان) ঃ আবু'ল-হ'াকাম আবদু'স সালাম ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র রাহ'মান আল-লাখ্‌মী, একজন আন্দালুসীয় সূফী ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি উত্তর আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬ষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেভিলে ধর্ম শিক্ষা দিতেন।

তাঁহার নাম প্রায়ই আলমেরিয়া মতাদর্শের নেতা সুবিখ্যাত সূফী ইবনু'ল-'আরীফ (দ্র.)-এর নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত দুই ব্যক্তি ইব্‌ন কাসী ও আবূ বাক্‌র আল-মায়ূকীর সহিত এক প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আল-মুরাবিতদের বিপক্ষে ফিক্‌হ ও হ'াদীছে'র অনুসারীদের দ্বারা এবং সাধারণভাবে যে সমস্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদের নেতা আল-গ'াযালী (র)-র প্রভাবে তৎকালে তাস'াওউফের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবিতে ইচ্ছা হয় যে, ইব্‌নু'ল-'আরীফ অপেক্ষা ইব্‌ন বাররাজানই আল -মুরাবিত ফাক'ীহ্‌দের বিচারের বিপক্ষে সূফী বিরোধিতার সর্বাপেক্ষা উগ্র ও সক্রিয় প্রেরণা ছিলেন। তাঁহার প্রধান জীবনী লেখক ইবনু'ল আব্বারের বর্ণনামতে তিনি তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে মেধা ও যোগ্যতায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন এবং আল-আন্দালুসের গ'াযালী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ও ইবনু'ল আরীফের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়, সে সবের অবিকৃত অংশবিশেষ হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত বলিয়া মনে হয়। শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন বাররাজান তাঁহার সঙ্গী বন্ধু অপেক্ষা সমকালীন ঘটনাবলীর সহিত অধিকতর জড়িত ছিলেন। তিনি ইমামাত পদের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আশ-শা'রানী (তাবাক'াত, ১খ, ১৫)-এর মতে তিনি ১৩০ গ্রামের ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

এই পদ লাভ ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট আন্দোলন সম্ভবত সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাহারা সতর্ক করিয়া দেওয়ায় আল-মুরাবিতদের বাদশাহ ইব্‌ন বাররাজান ইব্‌নুল-'আরীফ ও আবূ বাক্‌র আল-মায়ুরকীকে মাররাকুশে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে পূর্বদিকে গিয়া তিনি তাঁহার এক সাবেক অবস্থান বিজায়া নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। অপর দুইজনের উভয়ই ৫৩৬/১১৪১ সনে মরক্কোয় পৌঁছাইলেন এবং সেই বৎসরই তাঁহারা মারা যান। এই তারিখ ইব্‌নু'ল-খাতীব প্রদত্ত ৫৩৭/১১৪২ সন অপেক্ষা অধিকতর সঠিক বলিয়া গৃহীত হয়।

ইব্‌ন বাররাজান ও ইবনু'ল 'আরীফের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয় নাই। ইবনু'ল-'আরীফের প্রতি বাদশাহ বিলম্বে হইলেও পূর্ণ আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য ইব্‌ন বাররাজান সম্পর্কে 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ আদেশ করেন, তাঁহার মৃতদেহ শহরের গোময় স্তূপের উপর নিক্ষেপ করা হইবে এবং মৃতের জন্য কোন জানাযার স'ালাত আদায় করা হইবে না। তখন 'আলী ইব্‌ন হিরজিহিম নামক ফেজ-এর অধিবাসী এক সাহসী সূফী মাররাকুশের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারই মধ্যস্থতায় ইব্‌ন বাররাজান এই অমর্যাদা হইতে রক্ষা পান। ইব্‌ন বাররাজানকে শস্য বাজার এলাকায় (রাহ'বাতু'ল-হিনতা)-এ দাফন করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী বৎসরেই ইব্‌ন কাসী প্রকাশ্যে আলগার্‌ভ-এ আল-মুরাবিতদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ইব্‌ন বাররাজান কিরা'আত বিজ্ঞান, কিংবদন্তী ও কালাম-এ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। একজন সূফী হিসাবে তিনি প্রশংসনীয় সংযমী এবং 'ইবাদতে উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার গূঢ় মতাদর্শের আলোকে কুরআনের ও আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। কতিপয় অলৌকিক ঘটনার জন্য তাঁহার প্রশংসা করা হয়। কথিত আছে, ৫২০ হি. সালে তিনি সঠিক গাণিতিক গণনা দ্বারা ৫৮৩/১১৮৭ সনে স'ালাহু'দ-দীন কর্তৃক জেরুসালেম অবরোধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের এই দিক হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌ন বাররাজান ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের চিন্তারাজ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। যখন তাঁহাকে মাররাকুশে উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাহার পূর্বেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যে 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফেরও মৃত্যু হইবে। বস্তুত তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পরেই বাদ্‌শাহ্‌রও মৃত্যু হইয়াছিল।

ইব্‌ন বাররাজান ইব্‌ন মাসাররার মহান সূফী মতবাদের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমকালীন অন্যান্য আন্দালুসীয় মতবাদীর ন্যায় তিনি আল-গ'াযালী (র)-এর প্রভাব অনুভব করিতেন। ইব্‌ন খালদূন তাঁহাকে তাজাল্লী (প্রত্যাদেশ, খোদায়ী জ্ঞানালোক) প্রাপ্তদের দলভুক্ত করিয়াছিলেন, অদ্বৈতবাদ (وحدة)-এ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সহিত যাহাদের পার্থক্য তিনি দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের মূল এবং তিনিই একমাত্র সত্য (ইব্‌ন খালদূন, সিফাউ'স-সাইল লি-তাহ্‌যীবি'ল-মাসাইল, সম্পা. খালীফে, বৈরূত ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৫১-২)।

জনসাধারণের মধ্যে ইব্‌ন বাররাজান-এর স্মৃতি বহুদিন যাবত অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। মাররাকুশে তিনি এখনও পর্যন্ত শীদী বি'র-রিজাল (সায়্যিদী আবু'র-রিজাল) নামে পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, নং ১৭৯৭; (২) Goldziher, ইব্‌ন বাররাজান, ZDMG, lxviii (১৯১৪ খৃ.), ৫৪৪, M. Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela. মাদ্রিদ ১৯১৪ খৃ., ৮ম অধ্যায়ে ৫ম/১১শ শতাব্দীর পরে ইব্‌ন

মাসাররা প্রদত্ত শিক্ষা হইতে উদ্ভূত সূফী আন্দোলনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়; (৩) ইবনু'ল-মুওয়াককিত তাঁহার আস-সা'আদাতু'ল-আবাদিয়া, ফাস ১৯১৮ খৃ., ১খ, ১০৬, তাঁহার জীবনীর প্রধান ঘটনাবলীর এবং যে সমস্ত লেখক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের, যেমন ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, আহ্'মাদ বাবা, নাইলু'ল-ইবতিহায; নাসিরী, ইস্তিকসা; নাবহানী, জামি' কারামাতি'ল-আওলিয়া; ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী, আয্-য়ায়ল ওয়াত-তাকমিলা প্রমুখ ব্যক্তির নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। প্যারিসে ১৯৩৩ খৃ. মুদ্রিত মাহাসিনু'ল-মাজালিস-এর অনুবাদ ও টীকা সম্বলিত 'আরবী মূল গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে M. Asin Palacios লিখিত ইব্নু'ল-আরীফ-এর জীবনীর প্রথম পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করা লাভজনক। Father Paul Nwyia ইব্নু'ল-'আরীফ ও ইব্ন বাররাজানের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। Note sur quelques fragments inedits de la correspondance d' Ibn al-Arif avec Ibn Barrajan in Hesperis, xliii (1956), 217-21

A. Faure (E.I.[2])/ মুহাম্মদ শাহ্দত আলী আনসারী

ইব্ন বার্রী (ابن برى) ঃ আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহ'ম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-হু'সায়ন আররিবাতী, একজন মরক্কোবাসী মনীষী। ৬৬০/১২৬১-৬২ সনের দিকে তিনি তাযাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উক্ত শহরেই ৭৩১/১৩৩১ সনের দিকে ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিজ্ঞান বিষয়সমূহে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইব্ন বার্রী ২৪২টি শ্লোকের এক উরজূজা, আদ-দুরারু'ল-লাওয়ামি' ফী আসল মাক্রাই'ল-ইমাম নাফি' নামক গ্রন্থের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ইহা সমাপ্ত হয় ৬৯৭/১২৯৮ সনে। ইহাতে নাফি' (দ্র.)-এর পঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ কু'রআনের শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সংকলন। ইহা কায়রো ও তিউনিস হইতে বহুবার প্রকাশিত এবং উত্তর আফ্রিকায় বহুল প্রচারিত হয়। উক্ত লেখকের বর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ বিষয়ে লিখিত ফী মাখারিজি'ল-হুরূফ নামক ৩০টি শ্লোকের অপর একখানি গ্রন্থ (MS Berlin ৫৪৮) তাঁহার মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী প্রবন্ধ ও শেষ অনুচ্ছেদের আরম্ভ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এইটুকুই জানা যায় যে, একজন 'আদ্ল (এক প্রকার দলীল সাব্যস্তকারী রাজকর্মচারী) হইবার পরে তিনি তাযায় সরকারী পত্র যোগাযোগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্রাহ'ীম ইব্ন আহ'মাদ আল-মারিগানী আত্-তু'নিসী, আন্-নুজমু'ত-তাওয়ালি' আলা'দ-দুরারি'ল-লাওয়ামি', তিউনিস ১৩২২ হি.; (২) Brockelmann, S II, ৩৫০।

M. Ben Cheneb (E.I.[2])/ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইব্ন বার্রী (ابن برى) ঃ আবূ মুহা'ম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল (ওয়াহ্শ) বাররী ইব্ন আব্দি'ল-জাব্বার আল-মাক্'দিসী (তাঁহার পূর্বপুরুষের মূল বাসভূমির নামানুসারে) আল-মিসরী আশ-শাফি'ঈ, একজন 'আরব বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ; জ. দামিশক, ৫ রাজাব, ৪৯৯/১৩ মার্চ, ১১০৬; মৃ. কায়রো, ২৭ শাওয়াল, ৫৮২/১১ জানুয়ারী, ১১৮৭। সমসাময়িক কালের সেরা পণ্ডিতগণের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেন (দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ২খ, ২৯৩); 'আরবী ব্যাকরণ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল মালিক আশ-শানতাবীনী, আবূ-তালিব 'আবদুল-জাব্বার আল কুরতুবী, আবূ স'াদিক মাদানী প্রমুখের কাছে শিক্ষা করেন। তাঁহার সেরা ছাত্র ছিলেন আবূ মূসা ঈসা ইব্ন 'আবদিল-আযীয আল-জাযুলী আন-নাহ্বী (দ্র.)।

ইব্ন বার্রীর সমগ্র জীবনই ক্রুসেডের আমলে অতিবাহিত হয় (১০৯৯ খৃ. ক্রুসেডারগণ জেরুসালেম অধিকার করে; ইব্ন বাররীর মৃত্যু সাল ১১৮৭-এ হাত্তীনের যুদ্ধে ক্রুসেডারগণ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে), কিন্তু তিনি ছিলেন নিজ পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি আত্মভোলা একজন বিদ্বান ব্যক্তি। বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষার প্রতি গভীর আগ্রহ ছাঁড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার তেমন উৎসাহ ছিল না, অথচ কথা বলার সময় তিনি নিজেই শব্দের প্রান্তিক স্বরধ্বনিতে (ই'রাবে) ভুল করিতেন। তবে তিনি সেই ভুল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ভাষা-ব্যাকরণ ও 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তালিকা প্রণয়নে সমসাময়িক কালে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। তিনি দীওয়ানু'ল-ইনশা' (যোগাযোগ বিভাগ)-এ সরকারী চিঠিপত্রের ভাষা সংশোধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। লিসানু'ল-'আরাব-এর সংকলক তাঁহার রচনা হইতে অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন ق-ر-ن (কারন) নিবন্ধে ছয়বার (তাঁহার ভূমিকা, ১খ, ৩, ছত্র ১০ এবং ১খ, ৭, ছত্র ৩) নীচ দিক হইতে দ্রষ্টব্য।

ইব্ন বাররী অন্য লেখকগণের রচনায় সংশোধন ও সংযোজন করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। যথাঃ (১০ আল-জাওয়ালীকী (দ্র.) রচিত মু'আররাব ও কিতাবু'ত-তাকমিলা ফীমা য়ুলহিনু ফীহি'ল-'আম্মা (كتاب التكملة فيما يلحن فيه العامة) [পাণ্ডু. দামিশ্ক, জাহিরিয়া]। (২) জাওহারী রচিত সিহাহ গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন উদ্দেশে লিখিত গ্রন্থ তাঁহার প্রধান রচনা। এই প্রচুর টীকা, কিতাবু'ত-তানবীহ ওয়া'ল-ঈদাহ্ আম্মা ওয়াকাআ মিনাল-ওয়াহ্ম (كتاب التنبيه والايضاح عما وقع من الوهم) নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে (পাণ্ডুলিপি আকারে, দ্র. Brockelmann, S I, 134), শিরোনাম হা'জ্জী খালীফা, প্রদত্ত ৪খ, ৯৩, ছত্র ১৯০-এ। হ'াজ্জী খালীফার বর্ণনানুসারে (ঐ, ছত্র ১০) এই গ্রন্থটি ইব্ন বাররীর শিক্ষক 'আলী ইব্নু'ল-কাত্তান শুরু করিয়াছিলেন (তু. Brockelmann, S I, 540) এবং আস'-সাফাদীর বর্ণনানুসারে (আল-বাগ'দাদী,) খিযানাতু'ল-আদাব (২খ, ৫২৯, ছত্র ৮-৯) ইব্ন বাররী গ্রন্থটির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ওয়াক্শ (و-ق-ش) পর্যন্ত প্রণয়ন করেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ'মান আল-বাস্তী গ্রন্থটির বাকী অংশ সমাপ্ত করেন। (৩) আল-হ'ারীরী রচিত দুররাতু'ল-গাওয়াস ফী আওহামি'ল-খাওয়াস্স (درة الغواص فى اوهام الخواص) (ইব্ন খাল্লিকান, ২খ., ২৯৩, ছত্র, ১৭, ইব্ন ক'াদী শুব্হা, ৩২৪, ছত্র ৫-৬) গ্রন্থ সম্পর্কে ইব্নু'ল-খাশশাবের সমালোচনার জওয়াবে রচিত পুস্তক। পুস্তকটি আল-ইস্তিদ্রাকাতু আলা মাক'মাতি'ল-হারীরী ওয়ানতিসার ইব্ন বাররী (الاستدراكات على مقامات الحريرى وانتصار ابن برى) শিরোনামে ইস্তাম্বুল হইতে ১৩২৮ হি. সালে মুদ্রিত হইয়াছে। একই সঙ্গে মাক'মাতের একটি নির্ঘণ্টও মুদ্রিত হইয়াছে (কায়রো ১৩২৬ হি.)। তাহা ছাড়া তিনি আবূ 'আলী আল-ফারিসীর শারহু শাওয়াহিদি'ল-ঈদাহ (شرح شواهد الايضاح)-এরও ভাষ্য রচনা করেন। পুস্তকটি কায়রো, ২খ, ১২৮-এ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। ইব্ন বাররীর নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে মাত্র দুইটি পুস্তিকার নাম জানা যায়ঃ (১) কিতাবু গালাতিদ দু'আফা মিনা'ল-ফুকাহা (كتاب

(غلط الضعفاء من الفقهاء), আইনবেত্তাদের ভুল পরিভাষার সমালোচনা, C. C. Torrey কর্তৃক Orient. Studier Th. Noldeke gewidmet, i. Giessen 1906, 211-24- এ প্রকাশিত এবং (২) আল-মাসাইলু'ল-'আশরি'ল-মুত'ইবা লি'ল-হাশ্‌র, ব্যাকরণের কিছু জটিলতা সম্পর্কিত আলোচনা, পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত, প্যারিস ১২৬৬ (নং ৩), পত্রক ১৮১-২১৮।

এখানে উল্লেখ্য যে, (১) Brockelmann, নং ৬ (SI, 530) ভ্রান্তিবশত শারহু ইখ্‌তিসারি'ল (ইক্‌তিসার নয়) 'আরূদ গ্রন্থটিকে (S. 242, ২৫২ নয়), যাহা Escurial-এর আরবী পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগে (H. Derenbourg, ১খ, ১৮৮৪, নং ৪১০, ৩) উল্লিখিত রহিয়াছে, ইব্‌ন বার্‌রীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন 'আলী ইব্‌নি'ল-হুসায়ন ইব্‌ন বাররী রচিত। Brockelmann, 11. 248 ও S II. 350-এ তাঁহাকে ইব্‌নু'ল-বাররী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। (২) Brockelmann, I, 302 (২ নং)-এ আল-খাল শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে রচিত শ্লোককে ইব্‌ন বার্‌রীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; লিসানু'ল-'আরাবও গ্রন্থটিকে ইব্‌ন বাররীর উপর আরোপ করিয়াছে (১৩খ, ২৪৬-৭/১১খ, ২৩২-৩)। আবূ হিলাল আল-'আস্‌কারী (মৃ. ৩৯৫/১০০৫) তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'স-সিনা'আতায়ন (ইস্তাম্বুল ১৩২০ হি.) ৩৩৫-৭-এ এই সবের উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাহাতে গ্রন্থটি আবু'ল-'আব্বাস ছা'লাবের প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) হারীরী রচিত দুররাতু'ল-গাওওয়াস-এর ইব্‌ন খাশ্‌শাব-কৃত সমালোচনার জওয়াবে ইব্‌ন বাররী রচিত গ্রন্থের নাম : আল-লুবাব ফির-রাদ্দি আলা ইব্‌নি'ল-খাশ্‌শাব (اللباب في الرد على ابن الخشاب), দ্র. কিতাবু গালাতিদ্‌-দু'আফা-এর C. C. Torry-কৃত সংস্করণের তৎকৃত ভূমিকা (Orient. St., 212-3)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I. 301-2, S I, 529-30; (২) সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ্‌-শাফি'ইয়্যা আল-কুব্‌রা, ৪খ, ২৩৩-৪; (৩) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ২৭৮-৯; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, ২খ, ২৯২-৪ (নং ৩২৬); (৫) ইব্‌ন কাদী শুহ্‌বা, তাবাকাতু'ন-নুহাত ওয়া'ল-লুগাবিয়্যীন, পাণ্ডু. দামিশ্‌ক, জাহিরিয়্যা ৪৩৮ (তারীখ), ৩২৩-৫ নং; (৬) কিফ্‌তী, ইন্‌বাউর-রুওয়াত, ২খ, ১১০-১, দ্র. ১১০, নং ২, সেখানে অন্যান্য বরাতও উল্লেখ রহিয়াছে; (৭) দা.মা.ই., ১খ, ৪২৯-৩০।

H. Feleisch (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন বারাকা (ابن بركة) : আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বারাকা আল-'উমানী, ইবাদী লেখক, 'উমানের বাহলা নামক গ্রামে জন্ম। তাঁহার জীবনের সঠিক ঘটনাবলী জানা যায় না। তবে উমানের (ওমান) একজন ইবাদী লেখক ইব্‌ন মুদাদ মনে করেন যে, তিনি ছিলেন ইমাম সা'দ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মাহবূব-এর একজন শাগরিদ ও সমর্থক, যিনি ৩২৮/৯৩৯-৪০ সালে নিহত হন। তিনি নিজে উমানের রাজনৈতিক জীবনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেন এবং ইতিহাস ও আইন বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়ঃ (১) কিতাবু'ল-জামি', ইহা আইনের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ; (২) কিতাবু'ল-মুওয়াযানা, ইহাতে ইমাম আস্‌-সাল্‌ত ইব্‌ন মালিক-এর আমলে উমানের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; তদুপরি এখানে কতগুলি মূলনীতির প্রশ্ন ও উহাদের আইনগত মীমাংসার বিষয় লইয়া বিভিন্ন মাযহাবভুক্ত মতামতের তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে; (৩) কিতাবু'স-সীরা, বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা পূর্বের গ্রন্থখানিরই অনুরূপ; (৪) মাদহু'ল-ইল্‌ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞান চর্চাকারিগণের প্রশংসামূলক গ্রন্থ (৫) কিতাবু'ত-তাক্‌য়ীদ; (৬) কিতাবু'ত-তা'আরুফ; (৭) কিতাবু'শ-শারহ লিজামি ইব্‌ন জা'ফার, নিঃসন্দেহে ইহা উমানের আবূ জাবির মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার আল-আযকাবী রচিত আল-জামি' গ্রন্থের টীকা, সেই বইখানির বিষয়বস্তু হইতেছে মূলনীতি বিষয়ক প্রশ্ন ও উহাদের প্রয়োগ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সালিমী, তুহ্‌ফাতুল আয়ান ফী সীরাত আহ্‌ল উমান, কায়রো ১৩৩২ হি., ১খ, পৃ. ১৫৩, ১৬৬, ১৬৭; (২) ঐ লেখক, আল-লাম'আ (ছয়খানি-'ইবাদী গ্রন্থের সংগ্রহ, আলজিয়ার্স হইতে ১৩২৬ হি. প্রকাশিত), পৃ. ২১০-১; (৩) আস-সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পাণ্ডু. Lwow, fols. 183b-198b and 271 a; (৪) E. Masqueray, Chronique d' Abou Zakaria, আলজিয়ার্স ১৮৭৮ খৃ., পৃ. ১৩৯, টীকা; (৫) A. de Motylinski, Bibliographie du Mzab, in Bull. de Corr. Afr., iii, আলজিয়ার্স ১৮৮৫ খৃ., ১৯, নং ১৯ ও ২০।

T. Lewicki (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল (ابن بشكوال) : আবু'ল-কাসিম খালাফ ইব্‌ন 'আব্‌দিল-মালিক ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন দাহা (داحه) দাহিদ (داحد) [ভিন্ন মতে ওয়াহিদ واحد] তু. যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফফাজ, ৪খ, ১৩২) ইব্‌ন দাকা (داقة) (ওয়াকিদ, তু. সারকীস, আমুদ ৪৬) ইব্‌ন নাসার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-কারীম ইব্‌ন ওয়াকিদ, (ওয়াফিদ আল-খায্‌রাজী, তু. সারকীস, প্রাগুক্ত) আল-আনসারী একজন প্রসিদ্ধ 'আরব জীবনচরিত লেখক। তাঁহার পূর্বপুরুষ পূর্ব স্পেনের ভ্যালেনেসিয়া শহরের সন্নিকটস্থ শোররিপন (শুররীন) [Xorroyon, Sorrion] নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি ৩ যুল-হিজ্জা, ৪৯৪/২৯ সেপ্টেম্বর, ১১০১ সনে কুরতুবা (কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভা ও ইশ্‌বীলিয়্যায় নবী (স)-এর হাদীছ এবং নিজ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন ও কিছুদিন কাদী আবূ বাক্‌র ইব্‌নু'ল-আরাবীর প্রতিনিধি হিসাবে সেভিলের এক মহল্লার কাদী ছিলেন। তিনি ৮ রামাদান, ৫৭৮/৪-৫ জানুয়ারী, ১১৮৩ সনে মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে ইনতিকাল করেন। কর্ডোভার শাসক তাঁহার জানাযা পড়ান। তাঁহার প্রসিদ্ধ উস্‌তাদগণের নাম আবূ মুহাম্মাদ আত্তাব, আবু'ল-ওয়ালীদ ইব্‌ন রুশদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌নুল-আরাবী প্রমুখ। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে, যাহাদের সকলেই তাঁহার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন, আবূ বাক্‌র ইব্‌নু'ল-খায়র (হাবর অথবা জাবার, তু. যাহাবী, তায্‌কিরা, ৪খ, ১৩৩) ও আবু'ল-কাসিম আল-কান্‌তারী (আবূ বাক্‌র ইব্‌ন সামঊন)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

'আরবী জীবন চরিত রচয়িতাগণের মধ্যে ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল খুবই প্রসিদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইব্‌নু'ল-আব্বারের মতে কর্ডোভায় হাদীছ-শাস্ত্রের তিনি ছিলেন সর্বশেষ প্রামাণ্য ব্যক্তি এবং আন্দালুস (স্পেন)-এর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রচয়িতা।

তাঁহার কথিত পঞ্চাশটি রচনার মধ্যে কেবল দুই চারিটি আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। (১) কিতাবু'স-সিলা ফী তারীখি আইম্মাতি'ল-আন্দালুস (كتاب الصلة في تاريخ ائمة الاندلس) আন্দালুসের 'আরব

আলিম-ফাদিলগণের জীবনী কোষ। এই গ্রন্থটির রচনা ৩ জুমাদাল-উলা, ৫৩৪/২৭ ডিসেম্বর, ১১৩৯ তারিখে সম্পন্ন হয়। মূলত ইহা ইব্নু'ল-ফারাদীর মু'জাম [মুদ্রণ F. Codera, Bibl. Arab. Hisp., ১-২খ., মাদ্রিদ ১৮৮৩ (হইতে ১৮৯২ খৃ.)]-এর একটি পরিশিষ্ট। (২) কিতাবু'ল-গাওয়ামিদ ওয়া'ল-মুব্হামাত মিনা'ল-আসমা (كتاب الغوامض والمبهمات من الاسماء), হাদীছের ঐ সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর জীবনীকোষ যাঁহাদের নামের বানান দুষ্কর অথবা যাঁহাদের নাম সহজেই অপরের নামের সহিত মিশ্রিত হয় (বার্লিন সূচী, নং ১৬৭৩) (আবু'ল-খাত্তাবইব্ন ওয়াহ্ব ইহার সারসংক্ষেপ করিয়াছেন)। (৩) কিতাবু'ল-মুসতাগীছীনা বিল্লাহি তা'আলা 'ইনদা'ল-মুহিম্মাতি ওয়াল-হাজাতি ওয়া'ল-মুতাদাররিঈনা ইলায়হি বিদ্-দাওয়াতি ওয়ার-রাগাবাত (كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات والمتضرعين اليه بالدعوات والرغبات) (৪) কিতাবু'ল-ফাওয়াইদিল মুনতাখাবাতি ওয়া'ল হিকায়াতি'ল-মুস্তাগরিবা; (৫) আল-কুরবাতু ইলা রব্বিল-আলামীনা ফী ফাদ্লি'স স'লাতি 'আলা সায়্যিদিল-মুরসালীন (القربة الى رب العالمين فى فضل الصلواة على سيد المرسلين) ইহার একটি সারসংক্ষেপ আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইব্ন মাস'উদ আল-গাফিকী (৪৬৫-৫৪০/১০৭২-১১৪৬) রচনা করেন। ইহা সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াত (কায়রো ১৩১০/১৮৯২), ১খ., ১৭২; (২) আয্-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হু'ফফাজ (হায়দরাবাদ, তা. বি.), ৪খ., ১৩২প.; (৩) ইব্ন ফারহুন, আদ-দীবাজ (ফাস ১৩১৬/১৮৯৮), পৃ. ১১৬ (মিসর ১৩৫১/১৯৩২ পৃ. ১১৪); (৪) ইব্নু'ল-আব্বার, তাক্মিলা, নং ১৭৯; (৫) ঐ লেখক, আল-মু'জাম, নং ৭০; (৬) আস্-সুয়ূতী, তাবাকাতু'ল-হু'ফফাজ, সম্পা. Wustenfeld, ১৭খ., নং ১; (৭) Wustendeld, Die Geschichtschreiber der Araber, নং ২৭০; (৮) Pons Boigues, Ensayo-bibliografico, নং ২০০; (৮) Brockelmann, ১খ., ৩৪০, পরি, ১খ., ৫৮০; (১০) দা. মা. ই. ১খ, ৪৩০।

M. Ben Cheneb (দা. মা. ই.)/ কালাম আযাদ

ইব্ন বাস্সাম (ابن بسام) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন বাস্সাম আশ-শান্তারীনী আন্দালুসী কবি ও গ্রন্থ সঙ্কলক, সানাতারেম (Santarem)-এর অধিবাসী। বাস্টিলের খৃষ্টান রাজা ৫ম আলফনসো (Alfonso v) তাঁহার জন্মভূমি শহর অধিকার করিয়া নিলে (৪৮৫/১০৯২-৩) তিনি তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সর্বপ্রথম তিনি কর্ডোভাতে যান ৪৯৩/১১০০ সালে এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে সেভীলে তাঁহার বিখ্যাত যাখীরা গ্রন্থ প্রণয়নে এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত কবির দীওয়ান সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করেন। কবিগণের মধ্যে ছিলেন আল-মু'তামিদ, ইব্ন ওয়াহবুন, ইব্ন 'আম্মার প্রমুখ। উহা ছাড়া তিনি মারসিয়ার নৃপতি ইব্ন তাহির-এর পত্রাবলীও সংগ্রহ করেন এবং এক খণ্ডে নিজের ব্যঙ্গ কবিতাসমূহও সঙ্কলন করেন। তবে উহা প্রচার করা হইতে তিনি বিরত থাকেন। স্বীয় সংকলিত যাখীরাতে তিনি যাঁহাদের স্থান দিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে জীবিকা নির্বাহের খাতিরে যদিও তিনি পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সমসাময়িক আল-ফাত্হ ইব্ন খাক'ন (দ্র.) হইতে অনেক বেশী সৎ ছিলেন।

তাঁহার যেই একটি মাত্র গ্রন্থ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে তাহা হইল য'খীরা ফী মাহ'াসিন আহ্লি'ল-জাযীরা (ذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة)। শুধু উহাই তাঁহাকে স্থায়ী সুখ্যাতি এবং স্পেনে রচিত 'আরবী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন করিবার জন্য যথেষ্ট। ইব্ন বাস্সাম (মৃ. ৫৪৩/১১৪৭) তাঁহার কাব্য সংকলনখানিতে ইব্ন ফারাজ আল-জায়্যানী (দ্র.)-র কিতাবু'ল হ'াদাইক'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার পরিকল্পনা করিলেও তিনি তাঁহার সঙ্কলনে সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক লেখক ও কবিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন বলিয়া সুপরিচিত। তবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, এমনকি তাঁহার পূর্বের শতাব্দীর শেষ ভাগের লেখক ও কবিদেরকে ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পড়াশুনার পরিধি ছিল অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ফলে কোন লেখাতে ন্যূনতম সাহিত্যিক চৌর্য (Plagiarism) থাকিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। আর তাঁহার স্বদেশবাসিগণ যখন প্রাচ্য দেশের যে কোন কিছু পাইলেই একবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন তখন তাহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, "বিশ্বের সেই অঞ্চলে, এমনকি একটি কাক ডাকিয়া উঠিলেও বা সুদূর সিরিয়া কি ইরাকের সীমান্তে একটি মাছি ভনভন করিয়া উঠিলেও তাহারা ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিত এবং দেবতা জ্ঞানে যেন তাহাদেরকে প্রণিপাত করিত", এই কথাগুলি তিনি গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখিয়াছেন। ফলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু স্পেনে লিখিত কবিতা ও গদ্য রচনা সংগ্রহেই আগ্রহী ছিলেন এবং নিজের সুস্থ ও সুষ্ঠু বিচারবুদ্ধি দিয়া সেইগুলিকে মূল্যায়ন করিয়া গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালের পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য উপহার দিয়া যান। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ সংকলন করিতে গিয়া তাঁহাকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আর সাধারণভাবে আমাদের পক্ষে এখন আর আদৌ কোন সম্ভাবনাই নাই যে, সংকলন গ্রন্থখানির মূল পাঠের যথাযথ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। গ্রন্থখানি যাহা (য়াকূ'ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী) সাত খণ্ডে সমাপ্ত ছিল, চার ভাগে বিভক্ত ছিলঃ (১) কর্ডোভা ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাহিত্যিক ও কবিগণ; ১ম অংশের সংস্করণ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ২য় অংশের সংস্করণ, কায়রো ১৯৪২ খৃ.; (২) আল-আন্দালুসের পশ্চিমাংশের (সেভীল ও পর্তুগাল) সাহিত্যিক ও কবিগণ; (৩) আল-আন্দালুসের পূর্বাংশের সাহিত্যিক ও কবিগণ; (৪) আল-আন্দালুসে বসবাসরত বিদেশী সাহিত্যিক ও কবিগণ; ১ম অংশের সংস্করণ, কায়রো ১৯৪৫ খৃ. (সম্পূর্ণ গ্রন্থখানার একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি চলিতেছিল প্যারিসে, ১৯৬৮ খৃ.)। অপ্রকাশিত ভাগসমূহের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Brockelmann। অন্তর্ভুক্তিসমূহ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের; সাধারণভাবে প্রতিটিতে রহিয়াছে কিছু জীবনী তথ্য, সেইগুলির ভাষা অলংকারবহুল; কিন্তু বোধগম্য গদ্য, পূর্ববর্তী লেখক ও ঐতিহাসিকগণের, বিশেষ করিয়া ইব্ন হায়্যান (দ্র.)-এর উল্লেখ এবং গদ্য ও পদ্যের নির্বাচিত উদ্ধৃতিসমূহ। ইব্ন বাস্সাম খুব মারাত্মক ধরনের কোন ব্যঙ্গাত্মক গদ্য বা কবিতা তাঁহার সংকলনে গ্রহণ করেন নাই, সম্ভবত তাঁহার আমলে যেই রূঢ় মনোভাব বিদ্যমান ছিল এ কারণেই। য'খীরার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইব্ন মাম্মাতী (৫৪২-৬০৬/ ১১৪৭-১২০৯), যাহার শিরোনাম ছিল লাতাইফু'য-যাখীরা ও তা'রাইফু'ল- জাযীরা (পাণ্ডু. ইস্তাম্বুলের ওয়ালিয়্যুদ-দীন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, উদাবা, ১২খ, ২৭৫; (২) ইব্ন খাল্লিকান, অনু. de slane, ২খ, ৩০৪, ৩খ, ১৮৪, ১৯৮; (৩) হাজ্জী খালীফা, ৩খ,

৩৩১; (৪) ইব্ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা, ১খ, ৩১১ (ফরাসী অনু. de Slane, ১খ, ৩৫৩, ইং অনু. F. Rosenthal, ১খ, ৩৫০); (৫) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ১২৩ ও নির্ঘন্ট; (৬) Dozy, Abbadidis..., ১খ, ১৮৯, ২২০, ২খ, ২৫৮, ৩খ, ৩৪ প.; (৭) M. G. de Slane, Note sur les historens arabes espagnols Ibn Haiyan et Ibn Bessam, JA-তে প্রকাশিত, ১৮৬১ খৃ., পৃ. ২৫৯-৬৮; (৮) Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ২০৮-১৬; (৯) Gonzalez Palencia, Literatura, পৃ. ১৯৯-২০৬; (১০) Brockelmann, পরি. ১, ৫৭৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্ন বাস্সাম (ابن بسام) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন নাস্র ইব্ন মানসূ'র ইব্ন বাস্সাম আল-আবারতাঈ, বাগদাদের কবি ও লেখক। তাঁহার পিতামহ নাস্'র খলীফা আল-মু'তাসিমের খিলাফাতকালে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন (দ্র. Sourdel, Vizirat, পৃ. ২৫২) এবং তিনি নিজেও এক সময়ে 'বারীদ' (দ্র.) বা ডাক বিভাগীয় চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবত তিনি অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করিয়া থাকিবেন। কেননা তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার এইরূপ কতকগুলি চিঠির (رسائل) সংগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন যেইগুলি বেসরকারী ধরনের বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, তাঁহার খ্যাতির মূলে ছিল সরস বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, খুবই ক্ষুদ্র; কেননা দীর্ঘ কবিতা লেখার ধৈর্য তাঁহার ছিল না, কিন্তু মনে রাখিবার মত কবিতা। তাঁহার আমলের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বস্তুত তাহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ অল্পই ছিল। ব্যঙ্গ কবিতাতে তিনি স্বয়ং খলীফাকে, তাঁহার উযীরগণকে, এমনকি নিজ পরিবারের লোকদেরকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতেন। সেই কারণেই য়াকূত তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ (عقق) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি আবার নিজে সমসাময়িক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া সেইগুলি অন্য কবির, উদাহরণস্বরূপ ইবনু'র-রূমীর রচনা বলিয়া চালাইয়া দিতেন। ইবনু'ল-ফুরাত-এর বা ইব্ন মুকলা (দ্র.)-এর কিছু কিছু প্রশংসাসূচক কবিতা প্রায় একান্তভাবেই সরস বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুদ্র কবিতার আকারে বেমানান বলিয়াই মনে হয়।

ইহা ছাড়াও ইব্ন বাসসাম আরও কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণেতা ঃ (১) কিতাবু আখবারি 'উমার ইব্ন আবী রাবীআ (كتاب اخبار عمر بن أبى ربيعة), ইবনু'ন-নাদীম ইহাকে শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ বলিয়া মনে করেন এবং ইহার জন্য য়াকূ'ত বহু তথ্য-উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন;(২) কিতাব আখবারি'ল-আহওয়াস (كتاب اخبار الاحوص); (৩) কিতাব মুনাক'াদাতিশ শু'আরা (كتاب مناقضة الشعراء); (৪) কিতাবু'ল-মু'আকিরীন বা আল-যানজিয়ীন (كتاب المعاقرين او الزنجيين)। তিনি ৩০২ বা ৩০৩/৯১৪-৬ সালে সত্তর-ঊর্ধ্ব বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সূলী, আখ্বারু'র-র'াদী ইত্যাদি, অনু. M. Canard, পৃ. ১৫৭; (২) হিলাল-আস'-সা'বি', তা'রীখু'ল-উযারা, সম্পা. Amedroz, বৈরূত ১৯০৪ খৃ., পৃ. ৬৭, ৭৫; (৩) মাস'উদী, মুরূজ, ৮খ, ২৫৬-৭২; (৪) তাবারী, ৩খ, ২১১৪; (৪) খাত'ীব বাগ'দাদী, ১২খ, ৬৩; (৬) ছা'আলিবী, খাসসু'ল-খাসস্, কায়রো ১৩২৬/১৯০৯, পৃ. ১০৮; (৭) ঐ লেখক, কিতাব মান গাবা আনহু'ল-মুতরিব, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি., পৃ. ১৪৯; (৮) ঐ লেখক, আহসান মা সামি'তু, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৮৭; (৯) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২১৪; (১০) য়াকূত, উদাবা, ১৪খ, ১৩৯-৫২; (১১) H. Bowen, The life and times of Ali ibn Isa, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮১-২; (১২) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৬২-৩। বাসসাম আশ-শান্তারীনীর সঙ্গে এই নামের বিভ্রান্তির বিষয়ে দ্র. য'াখীরা, ১/১খ, ১১৯প.।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্ন বাসসাল (দ্র. ফিলাহা ২)

ইব্ন বিকলারিশ (ابن بكلارش) ঃ য়ূসুফ (য়ূনুস) ইব্ন ইসহ'াক আল-ইসরাঈলী, প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে আলমেরিয়ায় বসবাসকারী য়াহূদী 'আরব চিকিৎসক ও ভেষজবিদ। সেখানে তিনি সারাগোসার হাদী শাসক আল-মুসতা'ঈন বিল্লাহ আবূ জাফার আহ'মাদ ইব্ন য়ূসুফ আল-মু'তামিন বিল্লাহ্ (শাসনকাল ৪৭৮-৫০৩/১০৮৫-১১-৯) হূদীর জন্য কিতাবু'ল-মুসতা'ঈনী রচনা করেন। গ্রন্থটির নামকরণও হইয়াছিল এই শাসকের নামে।

গ্রন্থটি অল্প সময়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। কারণ ইব্ন বিকলারিশের বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িক আল-গ'াফিক'ীর (উপরে দ্র.) কিতাবু'ল-আদ্বিয়াতি'ল-মুফরাদা-এ ও Buclaris বা Boclaris (অর্থাৎ মূল Biclaro?) নামে শেষোক্ত গ্রন্থটির লাতিন সংস্করণেও প্রায়ই ইহা হইতে উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও লক্ষণীয় যে, উভয় লেখক প্রায় একই উৎস হইতে উদ্ধৃতি দান করিয়াছেন। মূলত গ্যালেনের (জালীনূস) রচনার উপর ভিত্তি করিয়া ভেষজশাস্ত্রের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের পর মুসতা'ঈনীতে রহিয়াছে পাঁচটি অসম স্তম্ভে (কলাম) বিন্যস্ত একটি বিশেষ সারণীর অনুচ্ছেদ। প্রথম দুইটি ক্ষুদ্র কলামে রহিয়াছে সাধারণ ঔষধসমূহের নাম (আসমা) ও বৈশিষ্ট্য (তিবা)। তৃতীয়টিতে (তাফসীরুহা বিখ্তিলাফিল-লুগাত) ইহাদের ব্যাখ্যার সহিত ইহাদের গ্রীক, সুরয়ানী, ফারসী, লাতিন ও মোযারাবিক (মুসলিম আধিপত্যাধীনে স্পেনীয় খৃষ্টানদের ভাষা) প্রতিশব্দ। চতুর্থটিতে Succedanea (আবদাল) এবং পঞ্চমটিতে ঐগুলির উপযোগিতা, বিশেষ ক্রিয়া ও প্রয়োগের অঞ্চল (মানাফি'উহা ওয়া খাওয়াস সুহা ওয়া উজুহি ইসতিমালিহা) স্থান পাইয়াছে। উপরের ও নীচের মার্জিনে লিখিত অংশটিতে আরও বিবরণ এবং সর্বোপরি সকল উৎসসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। সর্বমোট ৭০৪টি ঔষধের বিবরণ মাগ'রিবী প্রকরণে আবজাদ বর্ণমালা ক্রমানুসারে বিবৃত হইয়াছে। য়ূরোপে এই পর্যন্ত প্রায় শুধু তৃতীয় কলামের (Synonyma) প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ করিয়া রোমান্স (Romance) ভাষাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সম্ভার রহিয়াছে এবং Simonet তাঁহার Glossario ও বিশেষ করিয়া Dozy তাঁহার Supplement-এর জন্য ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। H.P.J.Renaud মুসতা'ঈনীর উপর কতিপয় অনুসন্ধান চালাইয়াছেন যাহার সর্বশেষটি Hesperis, x (1930-1), 135-50-এ প্রাপ্তব্য। তিনি অনুবাদ ও টীকা সহকারে একটি সংস্করণ প্রণয়নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। অবশ্য এই প্রকার একটি কাজ বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রয়োজনীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইব্ন বিকলারিশের অন্য রচনাসমূহের মধ্যে খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ক একটি নিবন্ধের পরিচয়মাত্র ইহার শিরোনাম হইতে পাওয়া যায়।

মুসতাঈনীর ভূমিকায় ইহা দুইবার রিসালাতু'ত-ত'াবয়ীন ওয়াত'-ত'ারতীব নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, উয়ূন, ২খ, ৫২; (২) M. Steinschneider, Die arabische Literatur der Juden, 147 ; (৩) M. Meyerhof, Un glossaire de matiere medicale compose par maimonide, Cairo 1940, xxviii; (৪) Brockelmann, i, 640, S I, 889; (৫) M. Ullmann, Die Medizim in Islam, Leiden 1970, 201, 275.

A. Dietrich (E.I[2], Suppl.)/ আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্‌ন বিশ্‌র (দ্র. 'উছ'মান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ)

ইব্‌ন বীবী আল-হুসায়ন (ابن بيبى الحسين) ঃ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আজ'-জা'ফারী আর-রুগাদী ইবনু'ল-বীবী আল-মুনাজ্জিমা (জ্যোতিষী মহিলার পুত্র) অথবা শুধু ইব্‌ন বীবী' নামে পরিচিত, "আল-আওয়ামিরু'ল-'আলাইয়্যা ফি'ল-উমূরি'ল 'আলা'ইয়া" নামক ফারসী ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থের প্রণেতা যাহার রচনা সমাপ্ত হয় হিজরী ৬৮০ সালের প্রথম দিকে (আরম্ভ ২২ এপ্রিল, ১২৮১)। গ্রন্থটিতে ৫৮৮/১১৯২ হইতে ৬৭৯/১২৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। রূমের সাল্‌জূকদের ইতিহাসের জন্য গ্রন্থটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাঁহাদেরই অধিকৃত রাজ্যসমূহে ইহা রচিত। সঠিক অর্থে গ্রন্থটি না একটি ধারাবিবরণী (Chronicle), না বাস্তবধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ। রচয়িতার ইচ্ছা ছিল, যেমন তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন [তু. MS Aya Sofya 2985, (অতঃপর AS-রূপে উল্লিখিত) P.II], তিনি নিজে যাহা শুনিয়াছেন এবং অবলোকন করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক সাহিত্য রীতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাওয়া। অতএব তাঁহার গ্রন্থটির প্রধান অংশকে স্মৃতিকথা (memoirs) শ্রেণীভুক্ত করা যায় এবং ইহা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এই কারণে যে, তিনি নিজে ছিলেন রূমের সাল্‌জূকদের দরবারে "মালিকু দীওয়ানি'ত-তুগ্‌রা" অথবা "আমীরু দীওয়ানি'ত তুগ্‌রা" এবং এই সূত্রে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সচিবালয়ের দফ্‌তর (Chancellery) [তু. মুখ্‌তাসার (নিম্নে দ্র.), ২ এবং ১৯৬]- এর প্রধান। তাঁহার পিতা মাজদুদ্দীন মুহ'াম্মাদ তারজুমান (সুলত'ান ওয়ালাদ একটি কাসীদায় তাঁহাকে মাজদুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, দ্র. Divani Sultan Veled, সম্পা. F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941, 143, no. 240) দীর্ঘদিন জালালুদ্দীন খাওয়ারাযম শাহ-এর দরবারে 'মুন্‌শী' ছিলেন; ৬৩১/১২৩৩-৪ সাল হইতে তিনি কোনিয়ার সাল্‌জূক চ্যানচ্লারীতে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক মিশনে প্রেরিত হন (দ্র. AS, 482, 485, 542)।

ইব্‌ন বীবী তাঁহার গ্রন্থে নিজের সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বাস্তবে ততটুকুই জানা যায় (তু. AS , ১০, ৪৪২,-৩, মুখ্‌তাসার, ৭ প. ও ১৯৬-৯)। তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ অজ্ঞাত। তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, শা'বান ৬৮৩/অক্টোবর ১২৮৪ ও শাওওয়াল ৬৮৪/ডিসেম্বর ১২৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অবশ্যই জীবিত ছিলেন (তু. H. W. Wuda, Zur Geschichtsforschung uber die Rum-Seldschuken, in ZDMG, ৮৯, ১৯৩৫ খৃ. পৃ. ১৯ প.)। ইব্‌ন বীবীর মাতা নীশাপুরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ এবং এই বিষয়ে একজন উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হি. ৬৭৯ সালের শেষ মাসগুলিতে এবং ১২৮১ সালের প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন না। ইব্‌ন বীবীর পিতা, যিনি জুর্‌জানের একটি প্রসিদ্ধ পরিবারের সদস্য ছিলেন, শা'বান ৬৭০/মার্চ ১২৭২ সালে পরিণত বয়সে ইনতিকাল করেন। জালালুদ্দীন খাওয়ারাযম শাহ-এর ক্ষমতা হ্রাস পাইতে শুরু করিলে ইব্‌ন বীবীর পিতামাতা ৬২৮/১২৩ সালে আয়্যূবী সুলত'ান মালিকু'ল-আশরাফ মুজাফফারুদ্দীন মূসার দরবারে দামিশ্‌কে চলিয়া যান। ইব্‌ন বীবীর মাতার অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিয়া রূমের সাল্‌জূক' সুল্‌ত'ান আলাউদ্দীন প্রথম কায়কোবাদ তাঁহাদেরকে কোনিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাইলেন।

ইব্‌ন বীবীর গ্রন্থটি তিনভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে ঃ (১) উপরে উল্লিখিত মূল গ্রন্থ- সাল্‌জূক' সুল্‌ত'ান গিয়াছুদ্দীন তৃতীয় কায়খুসরাও-এর লিখিত আয়া সোফিয়া পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির অবিকল সংস্করণ ও মুদ্রিত সংস্করণের প্রথম খণ্ডের বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দ্র.। ইব্‌ন বীবী এই গ্রন্থটি রচনার জন্য 'আলাউদ্দীন 'আতা মালিক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ জুওয়ায়নী (দ. জুওয়ায়নী) কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নামে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

(২) একটি সংক্ষিপ্তসার (মুখ্‌ত'াসার), ইব্‌ন বীবীর জীবদ্দশায়ই শা'বান, ৬৮৩/অক্টোবর ১২৮৪ ও শাওয়াল ৬৮৪/ডিসেম্বর ১২৮৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে একজন অজ্ঞাত নাম সংক্ষেপকারী (Epitomizer) কর্তৃক ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার ফারসী ভাষায়ও রচিত হইয়াছিল। ইহাতে মূল গ্রন্থের অলংকারমূলক অংশের অনেকখানি ও জুওয়ায়নীর নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সারসংক্ষেপটি Bibliotheque Nationale, প্যারিস [Supp. Persan 1536. দৃশ্যত ৯ম/১৫শ শতাব্দীর)-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে M. Th. Houtsma কর্তৃক [as Recueil, iv, 1902 খৃ., (দ্র. Bibl.)] সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩) মূল গ্রন্থ আল-আওয়ামিরু'ল-'আলাইয়্যা-এর তুর্কী ভাষায় শব্দান্তর মাঝে মাঝে কোন অংশ বর্জন এবং প্রক্ষেপ (interpolation)-সহ যাহা Yazidjioghlu Ali কর্তৃক তাঁহার রচিত Oghuzname- এ তৃতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত গ্রন্থকে প্রায়শ Selcukname বলা হইয়া থাকে; ইহা তিনি 'উছ'মানী সুলত'ান দ্বিতীয় মুরাদ-এর জন্য ৮২৭/১৪২৩-৪ অথবা ৮৪০/১৪৩৬-৭ সালে রচনা করিয়াছিলেন [তারিখের জন্য দ্র. H. W, Duda, Zeitge nissische islamiche quellen und das Oguzname des Jazygyoglu Ali sur angeblichen turkischen Besiedlung der Dobrudscha im 13. Jhd. n. chr., in the Spisanie of the Bulgarian Acaedmy, lxvi/2 (Sofia 1943), 138 and P. Wittek, Miscellanea, in TM, xiv (1963) 263 ff.]। yazidjioghlu Ali-এর এই Oghuzname-এর ন্যূনাধিক সম্পূর্ণ বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আঙ্কারা, বার্লিন, ইস্তাম্বুল, লাইডেন, লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও প্যারিসের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত (তু. Adnan, s. Erziin IA art. Ibn Bibi, 716b, and P. Wittek in Isl., xx, 1932, 202)। য়াযিজি ওগলু আলীকৃত অনুবাদের দুইটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি (Leiden Warner 419 ও Paris, Bibl. Nat, Ancien fonds turc 62)-এর ভিত্তিতে

M. Th. Houtsma (Rcueil, iii, Bibl.)-কৃত একটি সম্পাদনা। ইহাতে এশিয়া মাইনরের সাল্জুক'দের সম্পর্কে আলোচনার মাত্র অর্ধেক অংশ সন্নিবেশিত ১০০৮/১৫৯৯ সালে রচিত সায়্যিদ লুক'মান (দ্র.)-এর অপর একটি সারসংক্ষেপ রহিয়াছে; একক পাণ্ডুলিপিটি অস্ট্রিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে রহিয়াছে (দ্র. Flugel, ii, 225, no. 1001); J. J. W. Lagus কর্তৃক সম্পাদিত এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (Bibl.)। H. W. Duda- কৃত Die Seltschukenges (Bibl.) ইব্ন বীবীর মুখতাসার (Houtsma, Recueil, iv)-এর ভাষ্যসহ একটি পূর্ণাঙ্গ জার্মান অনুবাদ। ইহাতে Ms, Aya পাণ্ডুলিপিটি Sofya ২৯৮৫ ও Oghuzname -র ভিত্তিতে Houstma-এর মূল পাঠে অতিরিক্ত বিষয়ের সংযোজন হইয়াছে (Houtsma, Recueil, iii, controlled by the manuscript of the Staatsbibliothek, Berlin, Orient Quart 1823)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storery, i, 408-10, 1305; (২) F. Tauer, Les manuscrits persans historiques des bibliotheques de Stamboul, Prague 1932; (৩) M.Th. Houtsma, Histoire des Seldjoucides d' Asie Mineure d'aprse Ibn Bibi (=Recueil de textes relatifs a l'histoire des Seljoucides, iii), Leiden 1902; (৪) J. J. W. Lagus, Seid Locmani ex libro turcico qui Oghuzame inscribitur excerpta, Helsingfors 1854; (৫) M. Th. Housma, Histoire des Selijoucides d'Asie Mineure d'apres l'abrege du Sedjouknameh d' Ibn Bibi (=Recueil iv), Leiden 1902; (৬) Ibn-i Bibi, El-Evamirul alaiyye fi l-umuri l-Alaiyye, Adnan Sadik Erzi-কৃত ভূমিকা ও বিষয়সূচীসহ, i, Tipkibasim (=facisimile of AS: Turk Tarih Kurumu Yayinlarindan I. Seri, no, 4a), Ankara 1956; (৭) Ibn-i' Bibi, El-Evamiru l'Alaiyya, fi lumuri' l-Alaiyye, i (II. Kilic Arslani, in vefatindan I. Alauddin Keykubad in culusuna kader), ed. Necati Lugal and Adnan Sadik Erzi (=Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Yayinlarindan no. 19), Ankara 1957; (৮) IA, art. Ibn Bibi (Adnan S. Erzi); (৯) H. W. Duda, die Seltschukengeschicht des Ibn Bibi, Copenhagen 1959; (১০) K. Erdmann, Ibn Bibi als kunsthistorische Quelle (=Publications de l'Institut historique et archeologique neerlandais de Stamboul, xiv), Istanbul 1962.

H. W. Duda (E.I.[2]/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন বুকায়লা (ابن بقيلة) ঃ 'আবদু'ল-মাসীহ ইব্ন 'আম্র ইব্ন কা'য়স ইব্ন হায়্যান ইব্ন বুকায়লা আল-গাস্সানী, একটি রূপকথার চরিত্র। মনে করা হয় যে, তিনি ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন (আল-ইব্শীহীর মতে মাত্র ৩২০ বৎসর, মুসতাত রাফ, ২খ, ৪৪) এবং এইভাবেই মু'আম্মারূন (দ্র.) বা দীর্ঘজীবিগণের মধ্যে গণ্য হন। আল-হীরায় আল-কাসরু'ল-আবয়াদ নির্মাণের কৃতিত্ব প্রাপ্ত তাঁহার পূর্বপুরুষের নাম বিকৃত হইয়া প্রায়ই নুফায়লাতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে তাহার প্রকৃত নামের (بقيلة) সন্ধান পাওয়া যায়। সবুজ রেশমের পোশাক পরিধানের জন্যই তাঁহার পদবী হয় বুকায়লা এবং এইজন্যই তাঁহার উপনাম হয় ছোট বাঁধাকপি (Little Cabbage)।

সম্ভবত ইব্ন বুকায়লা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এই ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেন নাই। আল-য়া'কূবী আল-হীরায় কিছু সংখ্যক বানূ বুকায়লার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত কাহিনীসমূহে তাঁহার দীর্ঘ জীবন ব্যতীত বহু কিংবদন্তীসুলভ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কিংবদন্তী 'আবদু'ল-মাসীহ ইব্ন বুকায়লাকে জুরহুম (দ্র.)-এর সহিত সংযুক্ত করে এবং বলা হয় যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ'আন (দ্র.) মক্কার নিকট একটি ভূগর্ভস্থ কবরে তাঁহার লাশ আবিষ্কার করেন। আল-হামাদানী এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন (ইকলীল, ৮খ, ১৬১ প.)। তিনি অন্যত্র ইব্নু'ল-কালবীর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ১৫৩) যে, একটি ভূগর্ভস্থ কবরস্থানে শ্বেত পাথরের পীঠিকায় ইব্ন বুকায়লার লাশ শায়িত অবস্থায় আল-হীরার সন্নিকটে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া বর্ণিত। অন্যত্র মুসলিম সূত্রে বর্ণিত অপর দুইটি কাহিনীতে এই চরিত্রটির ভূমিকার বর্ণনা রহিয়াছে। প্রথম, তিনি দ্বিতীয় পারভেয (আনূশিরওয়ান) কর্তৃক গণক সাতীহ (দ্র.)-এর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন— যিনি তাঁহার মায়ের দিকে (!) সম্পর্কিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গণককে কতকগুলি অতি প্রাকৃতিক ঘটনার (প্রধান মুবায-এর স্বপ্ন, ঈওয়ান-এর প্রচণ্ড আঘাত ইত্যাদি) ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা। গণক উহাকে একজন পয়গাম্বরের অত্যাসন্ন আবির্ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (দ্র. R. Basset, La Bordah du Cheikh al Bousiri, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., ৫৯-৬২)। দ্বিতীয়, খালিদ (রা) ইব্নু'ল-ওয়ালীদ (দ্র.) সম্বন্ধে। আল-হীরা অবরোধের সময় তিনি নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত গোলার দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহাদের অবস্থান জানার জন্য তিনি শহরের লোকদেরকে একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোক পাঠাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। খালিদ (রা)-এর নিকট 'আবদু'ল-মাসীহ প্রেরিত হইলে তিনি সেনাপতির প্রশ্নের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উত্তর দেন। ইব্ন বুকায়লার উত্তরগুলি ছিল রূপকথার কাহিনীর মতই (দ্র. Montaignon and Raynaud, Recueil de fabliaux, প্যারিস ১৮৭৭-৭৮, ২খ, ৫২)। উদাহরণস্বরূপ, প্রশ্ন ছিল, "আপনি কতজনের সন্তান?" অর্থাৎ আপনার বয়স কত? উত্তরে তিনি বলিলেন, "মাত্র একজনের।" অতঃপর তিনি যেন বিষ পান করিতেছেন এমন ভাব দেখাইলেন, কিন্তু খালিদ (রা) তাঁহার হাত হইতে বিষ লইয়া গিলিয়া ফেলিলেন এবং ইহাতে তাঁহার কোনই অসুবিধা হইল না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইব্ন বুকায়লা এই 'আরব সেনাপতিকে বাধা না দিতে তাঁহার দেশবাসীকে উপদেশ দিলেন। এই বৃদ্ধ লোকটি তাঁহার একটি উত্তরে ঘোষণা করিলেন যে, এক সময় সমুদ্র আল-হীরার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আল-মাস'ঊদী ইহাকে সাগর ও মহাদেশের গতি সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করিয়াছেন। দৃশ্যত তিনি কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত 'আবদু'ল-মাসীহ যদিও ইসলামে দীক্ষিত হন নাই, তবে তিনিই সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট কূফা শহর নির্মাণের একটি উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ হ'াতিম আস-সিজিস্তানী,কিতাবু'ল-মু'আম্মারীন, ed. I. Goldziher, in Abhandl. Zur arab, Philologie, ২খ, ৩৮; (২) তাবারী, ১খ, ৯৮১-৪; (৩) বালাযুরী, ফুতূহ, ২৪৩, ২৭৬; (৪) য়া'কূ'বী, Historica, ২খ, ৬; (৫) ঐ লেখক, বুলদান, অনু. Wiet, ১৪১; (৬) জাহিজ', তারবী', নির্ঘন্ট; (৭) ঐ লেখক, বায়ান, ২খ, ১৪৭; (৮) মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ২১৭-৯; ২খ, ২২৮; (৯) ঐ লেখক, তানবীহ, ed. সাবী, ৩১০; (১০) ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ, 'ইক্দ, নির্ঘন্ট; (১১) মুরতাদা, আমালী, ১খ, ১৮৮; (১২) ইব্ন দুরায়দ, ইশতিকাক, ২৮৫; (১৩) মাকদিসী, Creation, ৫খ, ১৭৬; (১৪) TA, s.v. ب-ق-ل; (১৫) হামদানী, ইকলীল, ৮খ, সম্পা. N.A. Faris, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৫; (১৬) ইব্ন খালদূন, Prolegomens, ১খ., ২২৪; ২খ, ২০৭; (১৭) অনু. Rosenthal, ১খ, ২১৯, ২খ, ২০২; (১৮) মাকরীযী, সম্পা. Wiet, ২খ, ৫৫-৭; (১৯) Barbier de Meynard, surnoms, 56; (২০) Caetani, Annali, ২খ, ৯৩৫, ৪খ, ৬৫৭; (২১) R. Basset, 1001 Contes, ৩খ, ২১৩-৬।

Ch. Pellat (E.I.[2])/এ. বি. এম.আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন বুতলান (ابـن بـطـلان) ঃ আল-মুখতার (অথবা য়ুওয়ানীস-Johannes) ইব্নু'ল-হ'াসান ইব্ন 'আবদূন ইব্ন সা'দূন ইব্ন বুতলান, বাগদাদের একজন খৃস্টান চিকিৎসক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি খৃস্টান ধর্মযাজক, দার্শনিক ও চিকিৎসক ইব্নু'ত-তায়্যিব (দ্র.)-এর একজন শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ ছিলেন। ইব্ন বুতলান নিজেও সম্ভবত একজন নেস্তোরীয় ধর্মযাজক ছিলেন। বাগদাদে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষা দিতেন; কিন্তু রামাদা'ন ৪৪০/জানুয়ারী ১০৪৯ সালে তিনি তাঁহার জন্মস্থান হইতে ভ্রমণে বাহির হন এবং রাহ্'বা, রুসাফা, আলেপ্পো, এন্টিয়ক, লডিসিয়া (Laodicea) ও জাফফা হইয়া জুমাদাছ-ছানী ৪৪১/নভেম্বর ১০৪৯ সালে কায়রো পৌছেন। আলেপ্পোতে মিরদাসী গভর্নর মুইয্যুদ-দাওলা ছিমাল ইব্ন স'ালিহ (Zambaur, 33, 133) তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। ইব্ন বুতলান সেই গভর্নরকে আলেপ্পোতে নির্মিতব্য একটি হাসপাতালের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর স্থানের পরামর্শ দেন। গভর্নর তাঁহাকে সেখানে খৃস্ট ধর্মকর্ম পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করেন। কিন্তু পরিশেষে খৃস্টানগণ তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মকানুন পসন্দ করে নাই। কায়রোতে তিনি তাঁহার এক মিসরীয় সহকর্মী ইব্ন রিদওয়ান (মৃ. ৪৬০/১০৬০)-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। সেখানে চিকিৎসা দর্শনে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তাঁহারা উভয়ে চিকিৎসা ও দর্শনে, বিশেষত গ্রীক চিকিৎসা ও দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্য জাহির করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ইব্ন বুত'লান বাকরীতির ক্ষেত্রে অধিকতর মার্জিত ও তেজোদ্দীপ্ত এবং সাহিত্য ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়ে অধিকতর খ্যাতিমান ছিলেন (ইব্ন আবী উসায়বি'আ)। কায়রোতে তিন-চার বৎসর অবস্থানের পর ৪৪৬/১০৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি কন্স্টান্টিনোপল গমন করেন। তথায় তাঁহার উপস্থিতি তথাকার গ্রীক ও ল্যাটিন চার্চের মধ্যকার বিতর্ককে আরও জটিল করিয়া তোলে এবং ইহা পরে বিচ্ছেদের রূপ নেয়। প্রধান ধর্মযাজক Michael Cerularius তাহার জন্য যীশুর নৈশ ভোজন মতবাদ, বিশেষত খামির মিশাইয়া গাঁজান হয় নাই এমন রুটির ব্যবহারের বিতর্কিত মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য ইব্ন বুত'লানকে অনুরোধ করেন। কনস্টান্টিনোপলে এক বৎসর অবস্থানের পর তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং পালাক্রমে আলেপ্পো ও এন্টিয়কে বসবাস করিতে থাকেন। কিছু কালের জন্য তিনি উসামা ইব্ন মুনকিয (দ্র.)-এর প্রপিতামহ আবু'ল-মুতাওওয়াজ মুকাল্লাদ ইব্ন নাস্র ইব্ন মুনকিয (মৃ. ৪৫০/১০৫৯)-এর অধীনে চাকুরী করেন। ৪৫৫/১০৬৩ সালে তিনি এন্টিয়কের একটি হাসপাতাল ভবনের নির্মাণকাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেন। একই সময়ে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও ব্যাপৃত ছিলেন। পরিশেষে তিনি একজন সন্ন্যাসীতে পরিণত হন এবং এন্টিয়কের একটি মঠে অবসর জীবন যাপন করেন। তিনি ৪ শাওওয়াল, ৪৫৮/২ সেপ্টেম্বর, ১০৬৬ সালে ইনতিকাল করেন এবং উক্ত মঠের গির্জায় তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইব্ন বুত'লানের রচনাবলী মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। (১) তাঁহার প্রধান গ্রন্থ তাক্বীমু'স-সিহ্'হা (تقويم الصحة)। গ্রন্থটি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের একটি সারসংগ্রহ এবং ছক আকারে নিরামিষ খাদ্যাদি বিষয়ে একটি বিবরণী। ইহার বিন্যাস জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কীয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। জ্ঞানের এক শাখার বিন্যাস অপর শাখায় ব্যবহারের এই পদ্ধতিটি পাঠকদের নিকট পরিচিত। আল-গ'াযালী (র) তাঁহার ইহ্য়া' গ্রন্থের ভূমিকায় ইব্ন বুতলানের এই পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবি'র-রাবী' সুলূকু'ল-মালিক ফী তাদ্বীরি'ল-মামালিক (রাজন্যবর্গের একটি দর্শন) নামক গ্রন্থে ইহার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন (৬৫৫/১২৫৬ সালে লিখিত; তু. G. Richter, Furstenspiegel, ১৯৩২ খৃ., ১০৬, টীকা ৪; Brockelmann, I, 230, SI, 372)। গ্রন্থটি Tacuini Sanitatis Elluchasem Elimithar Medici de Baldath, শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, Argentorati ১৫৩১ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫৩৩ খৃ. ও Michael Herr কর্তৃক Schachtafeln der Gesundheit শিরোনামে জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, Strassburg 1533; দ্র. E. Wickersheimer, Les Tacuini Sanitatis et leur traduction alle-mande par Michel Herr, in Bibliotheque d'Huma-nisme et Renaissance, xii, (1950), 85-97; ল্যাটিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপির হুবহু প্রতিরূপ সংস্করণঃ Elena Berti Tosca-কৃত Il Tacuinum Sanitatis, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ. ও L. Serra ও S. Baglioni-কৃত Theatrum Sanitatis, ২খ, ১৯৪০ খৃ.; আরও দ্র. Unity and Variety in Muslim Civilization, সম্পা. G. E. Von Grunebaum, Chicago 1955, ৩৬৩ প.। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অন্য একটি প্রবন্ধ তাঁহার এই গ্রন্থটির ভিত্তিতে রচিত (দ্র. Brockelmann)। Brockelmann কর্তৃক উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির নামগুলির সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারেঃ Brit. Museum, add. 3676; London, Royal Collaege of Physicians, দ্র. Trittan in J RAS, 1951, 185. No. 24; শিরোনাম সম্পর্কে দ্র. Thorndike and Sartan, in Isis, ৫খ, ৪৮৯-৯৩। (২) দা'ওয়াতু'ল-আতিব্বা' চিকিৎসকদের ভোজসভা ৪৫০/১০৫৮ সালে রচিত এবং নাস্রু'দ-দাওলা আহ'মাদ ইব্ন মারওয়ানের নামে উৎসর্গীকৃত, যিনি মায়্যাফারিকীন-এর

মারওয়ানী শাসক ছিলেন (৪০১/১০১০-৪৫৩/-১০৬০; Zambaur, পৃ. ১৩৬)। এই গ্রন্থটিতে চিকিৎসা ব্যবসার নিয়ম-নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং হাতুড়ে ডাক্তারদের অজ্ঞতা ও অহমিকা সম্পর্কে রসাত্মকভাবে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বাগদাদের একজন খৃস্টান লেখক ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ইহার ভাষ্য রচনা করেন। ড. বিশারা যালযাল ইহার মূল পাঠের সংস্করণ তৈরি করেন (আলেকজান্দ্রিয়া ১৯০১ খৃ.)। Dr. Mahmoud Sedky Bey ফরাসী ভাষায় Un banquet de medecins শিরোনামে একটি সারাংশ তৈরি করেন (কায়রো ১৯২৮ খৃ.)। Ambrosiana-এর দীপ্তিময় পাণ্ডুলিপির ক্ষুদ্র চিত্র বা অনুলিপির তারিখ ৬৭২/১২৭৩-এর জন্য (যাহা Brockelmann কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই) দ্র. ড. জামালু'দ-দীন মুহরিয, মিনা'ত-তাসবীরি'ল-মামলূকী নুসখা মিন দা'ওয়াতি'ল-আতিব্বা' লি-ইব্‌ন বুত'লান, in MMMA, ৭খ., (১৯৬১ খৃ.), ৭৫-৮০, ও R. Ettinghausen, Arab Painting, ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৪৩ প. (ইব্‌ন বুত'লানের দা'ওয়াতু'ল-কুসূস 'ধর্মযাজকদের ভোজসভা' সম্ভবত তাঁহার দা'ওয়াতু'ল-আতিব্বা'-এরই পরিপূরক অংশ; দুর্ভাগ্যবশত বইটি এখন আর সংরক্ষিত নাই; (৩) তাদবীরু'ল-আমরাদি'ল-'আরিদা 'আলা'ল-আক্ছার বি'ল-আগযিয়্যাতি'ল-মা'লূফা ওয়া'ল-আদ্‌বিয়াতি'ল- মাওজূদা য়ানতাফি'উ বিহা রুহ্‌বানু'ল-আদয়িরা ওয়া মান বা'উদা মিনা'ল-মাদীনা (تدبير الامراض العارضة على الاكثر بالاغذية المألوفة والادوية الموجودة ينتفع بها رهبان الاديرة ومن بعد من المدينة) বইটি গৃহজাত রোগের প্রতিকার— বিশেষত সন্ন্যাসীদের সুবিধা সম্পর্কীয় একটি প্রবন্ধ সংকলন। (৪) রিসালা ফী শিরা'ই'র-রাকীক ওয়া তাক্‌লীবি'ল-'আবীদ (رسالة في شراء الرقيق وتقليب العبيد) দাসদাসীদেরকে কিভাবে ক্রয় করিতে হইবে এবং কিভাবে শারীরিক ত্রুটিমুক্ত করিতে হইবে, বইটিতে তৎসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে; Mez, Renaissance, ১৫৬-৮ হইতে নির্ঘণ্টের উদ্ধৃতি; S. Vila-কৃত স্পেনীয় অনু. Il Renacimiento del Islam, মাদ্রিদ ১৯৩৬ খৃ., ২০৪-৭; ইংরেজী অনু. ১৬০-২; (৫) ইব্‌ন রিদওয়ানের বিরুদ্ধে ৪৪১/১০৪৯-৫০ সালের দিকে রচিত দুইটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দুইটি Schacht-Meyerhof কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হইয়াছে। ইব্‌ন বুত'লানের অনুকরণে রচিত তৃতীয় আর একটি প্রবন্ধ কায়রোতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাকে ওয়াক'আতু'ল-আতিব্বা' নামে নামকরণ করা হয়; কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা আর সংরক্ষিত হয় নাই; (৬) মন্ত্রী হিলাল আস'-সাবী' (দ্র.) ও স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের অনুরোধে ইব্‌ন বুত'লানর দেয়া বক্তৃতার একটি বিবরণী। বাগদাদ হইতে কায়রো ভ্রমণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইব্‌ন বুতলান এই বক্তৃতা (বিবরণী) দিয়াছিলেন। ইহা মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিলাল রচিত কিতাবু'র-রাবী' গ্রন্থের অংশরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। ইব্‌নু'ল-কিফতীর জীবন-চরিত ও য়াকূতের Geographisches Worterbuch-এ ইহার যথেষ্ট উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এইগুলি Palestine under the Muslims কর্তৃক শিরোনামে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে, লণ্ডন ১৮৯০ খৃ., ৩৭০-৫ এবং R. Rohricht কর্তৃক Geschichte des ersten Kreuzzuges শিরোনামে ইংরেজী হইতে জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; Innsbruck 1901, 242-6; এই বিবরণীতে ইব্‌ন বুত'লানের ভ্রমণকালীন আলেপ্পো, এন্টিয়ক, লডিসিয়া (Laodicea) ও অন্যান্য শহর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বিবরণ রহিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও যে সমাজে ইব্‌ন বুত'লান বিচরণ করিয়াছেন, ইহার বিবরণও রহিয়াছে; (৭) ইব্‌ন বুত'লানের রচিত যীশুর নৈশ ভোজের উপর প্রবন্ধ, মাকাল ফি'ল-কুরবানি'ল-মুক'দ্দাস (مقال في القربان المقدس) ৪৪৬/১০৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে দ্রুত রচিত হইয়াছে। মূল পাঠের কিছু উদ্ধৃতিসহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন G. Graf (Oriens Christianus, ৩৫খ, হইতে উদ্ধৃতি ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৪৬-৭০, ১৭৫-৯১); (৮) আত্মজীবনী রচনার উদ্দেশে তাঁহার লেখা হইতে গৃহীত বহু উদ্ধৃতি ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। ইব্‌ন বুত'লান যে সব মহামারী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ইহাতে এতদসম্পর্কে মন্তব্যও রহিয়াছে; (৯) ইব্‌ন বুত'লানের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা একটি সন্দর্ভ, মাকালা। গ্রন্থটি ৪৫৫/১০৬৩ সালে রচিত হয়। সুদক্ষ চিকিৎসকগণ কোন প্রাচীনকালের উষ্ণ উপাদানে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে শীতল পদ্ধতিতে অধিকাংশ রোগের চিকিৎসার পরামর্শ দিয়াছেন। যেমন প্লীহা, প্যারালাইসিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং কেন প্রাচীন কালের চিকিৎসকদের সংক্ষিপ্তসার পদ্ধতি (কানানীশ) ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী (আকরাবাযীনাত)-র প্রতি অসম্মত এবং কিভাবে এই নূতন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে ইরাক ও ইহার প্রতিবেশী দেশসমূহে ৩৭৭/৯৮৮ সালের প্রথম দিক হইতে ৪৫৫ হি. সাল পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, বইটিতে এই সকলের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন বুতলান আবহাওয়া ও গাছ-গাছড়ার পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আঃ ও আত-তাব্বাখ-এর জীবনী গ্রন্থে যিনি আবূ যাবর আল-হালাব'ীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থের বহু উদ্ধৃতি সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রাচীনদের মতবাদ দাসোচিতভাবে অনুসরণের ব্যাপারে ইব্‌ন বুত'লানের অস্বীকৃতি প্রাচীনদের ব্যাপারে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। ইব্‌ন রিদ'ওয়ানের সহিত তাঁহার বিতর্ক হইতেও ইহা প্রতিভাত হয়। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ ও Brockelmann তাঁহার অন্যান্য রচনারও উল্লেখ করিয়াছেন। 'উমদাতু'ত-তাবীব ফী মা'রিফা-তি'ন-নাবাত লি-কুল্লি লাবীব-এর দুইটি পাণ্ডুলিপির একটিতে ইব্‌ন বুত'লানের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে (অন্যটি নামবিহীন)। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি ৫ম/১১শ অথবা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর একজন আন্দালুসীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও ভেষজবিদের রচিত; দ্র. Asin Palacios, Glosario de voces romances, মাদ্রিদ ও গ্রানাড়া ১৯৪৩ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উসামা ইব্‌ন মুনকিয, কিতাবু'ল-ই'তিবার, সম্পা. Derenbourg, মূল পাঠ ১৩৫ প.; অনু. ৪৮৮ প. ; সম্পা. হিট্টি, মূল পাঠ ১৮৩ প., অনু. ২১৪ প.; (২) ইব্‌নুল-কিফতী, তা'রীখু'ল-হু'কামা', পৃ. ২৯৪-৩১৫; (৩) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা', ১খ, ২৪১-৩; (৪) Barhebraeus, তা'রীখ মুখতাসারি'দ-দুওয়াল, ৩৩১-৪; (৫) মুহা'ম্মাদ রাগিব আত'-তাব্বাখ, ই'লামু'ন-নুবালা', ৪খ., ১৯১-৬ (আবূ যাব্‌র আহ'মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হ'ালাবী, মৃ. ৮৮৪/১৪৭৯-কৃত কুনূযু'য-যাহাব হইতে প্রদত্ত উদ্ধৃতি, Brockelmann, SII, 76); (৬) L. Cheikho, al-Machriq, 1925, 659-64-Poetes, iii, 66-77; (৭) G. Sarton, Introduction to the History of Science, i, Baltimore 1927, 730 প.; (৮) J. Schacht and M. Meyerhof, The medico-

Philosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo, (Egyptian University, Faculty of Arts, Publ. no. 13), কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, in B Fac. Ar., ৪খ/২, ১৯৩৬ খৃ. (১৯৩৯ এপ্রিল সংখ্যা), ১৪৫-৮; (১০) Brockelmann, I, 636, S I, 885; (১১) G. Grab, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, ২খ (Sudie Testi, 133), Citta del Vaticano ১৯৪৭ খৃ., ১৯১-৪; (১২) V. Rosen. in Zapiski Imp. Akad. Nauk, ৪৪খ (১৮৮৩ খৃ.), নং ১, ০৩৮-০৫২; (১৩) S. Pines, in Arch. d'hist. doctr. et litt. du Moyen-Age, ১৯৫২ খৃ.., ১৮-২০ (তু. A. M. Goichon. Les Cahiers de Tunisie, নং ৯, ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২২, টীকা ৯)।

J. Schacht (E.I[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

ইব্ন বুরগূছ (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার)

ইব্ন বুর্‌দ (ابن برد) ঃ আন্দালুসের একটি পরিবারের নাম (বানূ বুর্‌দ)। এই বংশের দুই ব্যক্তি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

(১) ইব্ন বুর্‌দ আল-আকবার, আবূ হাফ্‌স আহ্‌মাদ। তিনি ৩৯৪/১০০৪ সালে আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন ইদ্‌রীস আল-জাযীরীকে গ্রেফতার ও প্রাণদণ্ড দানের পর আল-মুজাফ্‌ফারের অধীনে দলীল-পত্র নিবন্ধন বিভাগ (দীওয়ানু'ল-ইন্‌শা')-এর প্রধান ছিলেন। প্রধান বিচারপতি (কাযী) ইব্ন যাকওয়ানের সহিত তিনি Sanchuelo-এর খিলাফাতের উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পথকে সুগম করেন ('আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্ন 'আমির দ্র.) এবং তিনিই রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩৯৯/নভেম্বর ১০০৮ তারিখের অভিষেক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের সহিত মিলিয়া তিনি Sanchuelo-এর অনুপস্থিতিতে তাঁহার একজন প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর খলীফা মুস্‌তা'ঈনের শাসনামলে পুনরায় দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি য়াহ্‌য়া ইব্ন 'আলীর খিলাফাত কালে 'কাতিব' নিযুক্ত হন। আল-মুস্‌তাজ্‌হির কর্তৃক গঠিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন (৪১৪/১০২৩)। ৪১৭/১০২৬ সালের অব্যবহিত পূর্বে তিনি সারাগোসায় অবসর গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন (মৃ. ৪১৮/১০২৭)। কাতিবের কার্যালয়ে তাঁহার পূর্ণ নৈপুণ্য এবং তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে তিনি আন্দালুসিয়ার ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইব্ন বাসসামের মতে (যাখীরা, ১/১খ, ৮৪ প.) তাঁহার সকল পত্রাবলীর একটি দীওয়ানও বর্তমান ছিল। যাখীরার লেখক উহার কিছু নির্বাচিত সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার অন্যান্য নমুনা সেই যুগের সহিত সম্পর্কিত প্রায় সকল সূত্রে পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল বরাতে শুধু তাঁহার গদ্যের বৈশিষ্ট্য ও দলীলপত্র নিবন্ধন বিভাগের প্রধান হিসাবেই তাঁহার মেধার বর্ণনা দেওয়া হয় নাই, বরং সেইগুলি সেই সময়ের রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার প্রমাণ্য দলীলরূপেও স্বীকৃত। তাঁহার সময়ের অধিকাংশ কাতিবের তুলনায় তাঁহার বর্ণনা ছিল অধিকতর হৃদয়গ্রাহী, যথাযথ ও সঠিক। তাঁহার রচনা-পদ্ধতি ছিল সুন্দর, সংযত ও গতিময়। তিনি সব সময় যুগোপযোগী শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং সমসাময়িকদের ন্যায় কখনও অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেন না। তিনি এইভাবে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ব্যবহার করেন যে, ইহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা একটি লক্ষণীয় ব্যাপার যে, তাঁহার কার্যকালের সংকটময় মুহূর্তেও তিনি খলীফার পত্র রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার কলাকৌশলগত ঐতিহ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। সরকারী দলীলপত্রের সঠিক লিখন ও কাগজ, কালি, লিখন, ঠিকানা এবং ইহাদের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ক্ষেত্রে স্পেনীয় উমায়্যাদের মহান ঐতিহ্য সংরক্ষণে দলীলপত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগের তিনি ছিলেন সর্বশেষ আন্দালুসীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/১খ, ৮৬-১০২; (২) ইব্ন বাশ্‌কুওয়াল, সিলা, নং ৭২; (৩) দাব্বী, বুগ্‌য়া, নং ৩৮৭; (৪) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ৩খ, ৮, ২৩, ৩৩, ৪৩; (৫) আল-মার্‌রাকুশী, মু'জিব, নির্ঘণ্ট; (৬) মাক্কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (৭) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., Index.

(২) ইব্ন বুর্‌দ আল-আস্‌গ'ার, আহ্‌মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ, প্রথমোক্ত ইব্ন বুর্‌দের পৌত্র, ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন আন্দালুসীয় কবি ও গ্রন্থকার। ৩৯৫/১০০৫ সালের দিকে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৪৫/১০৫৪ সালে আলমেরিয়ায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা আবু'ল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্‌মাদ ইব্ন বুর্‌দ ছিলেন প্রায় অপরিচিত ব্যক্তি। পৌত্র ইব্ন বুর্‌দ আল-আসগারই পিতামহ ইব্ন বুর্‌দ আল-আকবারের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

খুব সম্ভব তিনি তাঁহার পিতামহের সঙ্গে ৪১৭/১০২৬ সালের কিছু পূর্বে সারাগোসার উদ্দেশে কর্ডোভা ত্যাগ করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি দেনিয়ায় চলিয়া যান এবং মুজাহিদ (দ্র.)-এর দলীলপত্র বিভাগ (দীওয়ানু'ল-ইনশা')-এ চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তথায় তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি ৪২৬/১০৩৫ সালে পুনরায় কর্ডোভায় ফিরিয়া আসেন এবং ইব্ন শুহায়দ (বানূ বুর্‌দ ইব্ন শুহায়দের মাওয়ালী ছিলেন)-এর মাযারে যাইয়া তাঁহার রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশে দু'আ পাঠ করেন। পরবর্তী বৎসর ৪২৭/১০৩৬ সালে ইব্ন 'ইযারী একটি দলীল প্রণেতা হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে দ্বিতীয় হিশাম আল্-মু'আয়্যাদের পুনরাবির্ভাব প্রচারিত হয় এবং যাহা ধূর্ত মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল স্বীয় মতলব হাসিলের উদ্দেশে রটাইয়াছিল। এই বিষয়টি ইহা প্রমাণ করে যে, ইব্ন বুর্‌দ সেই সময় পত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগের প্রধান ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাদের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয় এবং ইব্ন বুর্‌দ পদত্যাগ করেন। উহার পর তিনি আলমেরিয়ার মা'ন ইব্ন সুমাদিহ্-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (সুমাদিহ্-এর শাসনকালে ৪৩৩/১০৪১ সালে শুরু হয়) এবং মৃত্যু পর্যন্ত ৪৪৫/১০৫৪ সালে তিনি সেইখানেই অবস্থান করেন।

আহ্‌মাদ ইব্ন বুর্‌দ প্রচুর কবিতা ও বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার কবিতা সমসাময়িক অন্য কবিগণের অনুরূপ; কিন্তু তাঁহার গদ্য ভিন্নতর। কারণ তিনি এক দিকে তাঁহার পিতামহের নমুনার অনুসরণ করিয়াছেন, অপর দিকে ইব্ন শুহায়দের রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইব্ন বাসসাম ইব্ন বুর্‌দের রচনাবলীর দীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেনঃ (১) সির্‌রু'ল-আদাব ওয়া কাব্‌কু'য্-যাহাব (১/২খ., ১৮ প.); (২) রিসালাতুস-সায়ফ ওয়াল-কালাম (১/২খ., ৪৩৫ প.); তাহা ছাড়া খেজুর বৃক্ষ সম্পর্কে তাঁহার একটি রচনা রিসালাতু'ন-নাখ্‌লা (১/২খ, ৪৪১ প.)। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথমোক্তটি ইব্ন হ'াযম্ রচিত কিতাবু'ল-আখলাক ওয়া'স্-সিয়ার-এর একটি ব্যর্থ

অনুকরণ। এই গ্রন্থে ইব্ন বুর্দ বিভিন্ন বিষয়ে স্বকীয় রচনার নমুনা তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু তলোয়ার ও কলমের মধ্যকার কথোপকথন। ইহাতে তিনি অনেকটা সফলতার সংগে নাটকীয় সংলাপের ভঙ্গিতে বিতর্কের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বাহ্যিক মেধা (যোগ্যতা) বহির্ভূত (আত্মিক) বর্ণনার সঠিক তুলনা করিতে পারেন নাই। শেষোক্ত দুইটি বিক্ষিপ্ত সংলাপ সম্বলিত সাধারণ রচনা। য়াকূ'ত নিম্নে উল্লিখিত দুইটি গ্রন্থও তাঁহার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) আত-তাহ্সীল ফী তাফসীরি'ল-কু'রআন ও (২) আত্-তাফসীল ফী তাফ্সীরি'ল-কু'রআন, গ্রন্থ দুইটি কি ধরনের রচনা তাহা জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়া (১) ইব্ন সা'ঈদ, মাগ'রিব, ১খ, ৮৬-৯১; (২) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ৪২৩; (৩) হিময়ারী, আল-বাদী' ফী ওয়াসফি'র-রাবী', সম্পা. Peres, রাবাত ১৯৪০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪) হুমায়দী, জায্ওয়াতু'ল-মুক্তাবিস, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ১০৭; (৫) দাব্বী, বুগয়াতু'ল-মুল্তামিস, ১০৩; (৬) ইব্ন খাকান, মাতমাহ্, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি., ২৪-৫; (৭) ইব্ন বাশ্কুওয়াল, সিলা, ৪০; (৮) য়াকূ'ত, উদাবা', ৫খ, ৪১-৩; (৯) ইব্ন সা'ঈদ, রায়াতু'ল-মুবার্রিযীন, সম্পা. ও অনু. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., ১৪১, ১৮০; (১০) ইংরেজী অনু. A. J. Arberry, The pennants, Cambridge ১৯৫৩ খৃ.; (১১) ইব্ন ফাদলিল্লাহ্ আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, দারু'ল-কুতুব পাণ্ডুলিপি, কায়রো, পত্রক ৩১১; (১২) ইব্নু'ল-আব্বার, তাক্মিলা, ১২৪; (১৩) Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore 1946, 121-2; (১৪) H. Peres, Poesie andalouse, index; (১৫) F. de la Granja, Dos epistolas de Ahmad ibn Burd al-Asgar, in al-Andalus xxv/2 (1960), 384-813; (১৬) M. A. Makki, ওয়াছা'ইক 'আন 'আসরি'ল-মুরাবিতীন, in RIEI, Madrid, vii-viii, 109-98.

H. Mones (E.I.[2])/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন বুর্দ (দ্র. বাশ্শার ইব্ন বুর্দ)

ইব্ন বুলবুল (দ্র. ইসমা'ঈল ইব্ন বুলবুল)

ইব্ন বুহ্লূল (ابن بهلول) ঃ আহ'মাদ ইব্ন ইসহাক ইবনি'ল-বুহ্লূল জা'ফার আত-তানূখী, ২৩১/৮৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১৮/৯৩০ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রথমত একজন হানাফী কা'দী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা ও ইবরাহীম ইব্ন সা'ঈদ আল-জাওহারী কর্তৃক স্বীয় মায'হাবের চিন্তাধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাষা বিজ্ঞান ও রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কূফী মতবাদের অনুসারী ছিলেন এবং কবিতা ও আদবের (সাহিত্য) একজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচক হিসাবে তাঁহার অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। তিনি আল-মু'তামিদ-এর খিলাফাতকালে (২৫৬-৭৯/৮৭০-৯২) ইসমা'ঈল আল-বুলবুল-এর পরামর্শে শাসক আল-মুওয়াফ্ফাক কর্তৃক ২৭৯/৮৮৯ সালে আনবার, হীত ও ইউফ্রেটিস এলাকার কা'দী নিযুক্ত হন। অতঃপর আল-মুওয়াফ্ফাক-এর পুত্র আল-মু'তাদিদ (২৭৯-৮৯/৮৯২-৯০২)-এর চাকুরীতে বহাল থাকেন। আল-মুক্তাফী (২৮৯-৯৫/৯০২-৮) তাঁহাকে ২৯২/৯০৪-৫ সালে জিবাল-এ কা'দী নিযুক্ত করেন। আল-মুক্ত'াদির-এর খিলাফাতের প্রারম্ভে (২৯৫-৩২০/৯০৮-৩২) ইব্ন বুহ্লূল তখন পর্যন্ত এই নূতন পদ গ্রহণ করেন নাই, ২৯৬/৯০৯ সালে নূতন খলীফার বিরুদ্ধে ইব্ন মু'তায্য-এর সমর্থকদের ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। 'আলী ইব্নু'ল-ফুরাত, যিনি তখন মন্ত্রিত্বের আসন লাভ করিয়াছিলেন (২৯৬-৯৯/৯০৯-১২), তিনি তাঁহাকে মাদীনতু'ল-মানসূর-এর কাযী নিযুক্ত করেন এবং ২৯৮/৯১১ সালে তাঁহাকে আল-আহওয়াযের কাযীর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। কাযি'ল-কুযাত-এর উপাধি না পাইয়াও ইব্ন বুহ্লূল উক্ত পদের সকল মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি ৩১৭/৯২৯ সাল পর্যন্ত আল-মুকতাদির-এর সম্পূর্ণ খিলাফাতকাল ব্যাপিয়া স্বীয় পদগুলিতে বহাল ছিলেন।

ইব্ন বুহ্লূল এইভাবে অনেক খলীফা ও অনেক উযীরের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অত্যন্ত স্বাধীন চরিত্রের মানুষ ছিলেন। আল-মুক্তাদির-এর মাতা তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি ওয়াক্ফ বাতিল করিতে ইব্ন বুহ্লূলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্ন বুহ্লূল তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইব্নু'ল-'আব্বাসের অধীনে ৩০৬-১১/৯১৮-২৩) চাকুরীরত থাকাকালেও নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরবর্তীতে ইব্নু'ল-ফুরাত-এর ৩য় উযারতকালে (৩১১-২/৯২৩-৪) যখন 'ভাল উযীর'-এর কারমাতী নীতি সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল তখনও তিনি 'আলী ইব্ন 'ঈসাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ২৩১-৪; (২) ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ১৬৫; (৩) H. Bowen, The Life and Times of 'Ali ibn 'Isa, কেম্ব্রিজ ১৯২৭ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪) D. Sourdel, Le vizirat abbaside de 132/749 a 324/936, দামিশ্ক ১৯৬০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. Laoust (E.I[2])/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন মাইস-সামা' (ابن ماء السماء) ঃ আবূ বাক্র 'উবাদা, আন্দালুসীয় কবি, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম, প্রধানত মুওয়াশ্শাহাত (موشحات)-এর রচয়িতারূপে খ্যাত। তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল 'উবাদা ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উবাদা ইব্ন আফ্লাহ ইব্নি'ল-হু'সায়ন ইব্ন য়াহয়া ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন 'উবাদা আল-আন্সারী। তিনি ইব্ন মা'ই'স্-সামা' উপনামে পরিচিত ছিলেন। কোন কোন জীবনীকারের মতে ইহা তাঁহার কোন পূর্বপুরুষের নাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম সাহাবী সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা)-এর বংশধর। কোন কোন সূত্রমতে (apud al-Makkari, Azhar al-riyad, ২খ, ২৫৩-৪) তিনি মালাগায় জন্মগ্রহণ করেন। অন্য মতে তাঁহার জন্মস্থান কর্ডোভায় (ইব্ন বাশ্কুওয়াল, সিলা, নং ৯৬৩)। তিনি প্রখ্যাত বাকরণবিদ আয-যুবায়দীর ছাত্র ছিলেন এবং কাব্য সম্পর্কে গভীর বিদ্যা লাভের পর আন্দালুসিয়ার কবিবৃন্দের সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে বিলুপ্ত এই গ্রন্থের প্রশংসাব্যঞ্জক উদ্ধৃতি পাওয়া যায় ইব্ন হায্ম-এর রিসালা ফী ফাদলি'ল-আন্দালুস (apud al-Makkari, Analectes, ২খ, ২১৮)-এ। বর্তমানে শুধু অন্যান্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (যথা ইব্ন সা'ঈদ-এর আল-মাগরিব, কায়রো সং. ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ১২৫-এ) অংশবিশেষই টিকিয়া আছে। কিছু সংখ্যক লেখক তাঁহার শী'ঈ

প্রবণতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ১/২খ, ৯)। তিনি 'আমিরী ও হাম্মূদীগণের সম্পর্কে স্তুতি কাব্য রচনা করেন এবং ঐতিহ্যবাহী ধারায় মনোরম কাব্য সৃষ্টি করেন; তবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল মুওয়াশশাহাতে ও বাস্সামের মতে এই ধারায় তিনি ছিলেন একজন উচ্চ মানের শিল্পী এবং তাঁহার কল্যাণে এই কাব্যধারাটি নূতন জীবন লাভ করিয়া পূর্ণতার চরম শিখরে উপনীত হয়। সম্ভবত ৪২১/১০৩০ সালের কিছু পরবর্তী সময়ে মালাগায় তাঁহার মৃত্যু হয়। কিছু মুওয়াশশাহাত যদিও তাঁহার লিখিত বলিয়া চালু আছে, প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির রচয়িতা মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবাদা আল-কায্যায, 'আরবীয় সংকলক এবং বিভিন্ন আধুনিক প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ প্রায়শই এই দুইজনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্র. S. M. Stern, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উবাদা আল-কায্যায, in al-Andalus, ১৫ খ (১৯৫০ খৃ.), ৭৯, পং।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত উৎসসমূহের অতিরিক্তঃ (১) হু'মায়দী, জায্ওয়াতু'ল-মুক্তাবিস, নং ৬৬২; (২) দাব্বী, বুগ্'য়া, নং ১১২৩; (৩) ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ১/২খ, ২-১২; (৪) আবু'ল-ওয়ালীদ আল-হিময়ারী, আল-বাদী' ফী ওয়াসফি'র্-রাবী', সম্পা. H. Peres, রাবাত ১৯৪০ খৃ., Index; (৫) ইব্ন খাকান, মাত্মাহু'ল-আনফুস, কায়রো ১৩২০ হি., ৯৫; (৬) Pons Boigues, Ensayo, ১১০-১; (৭) H. Peres, Poesie andalouse, Paris ১৯৩৬ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৮) তাঁহার শী'আ প্রবণতার বিষয়ে দ্র. এম. 'আলী মাক্কী, আত্'-তা'শায়্যু ফি'ল্- আন্দালুস, in Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islamicosen Madrid, ২খ (১৯৫৪ খৃ.), ১৪১-২। মুওয়াশ্শাহাতের রচয়িতারূপে তিনি ঐ শ্রেণীর সকল রচনা পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত ও আলোচিত।

F. de la Granja (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

ইব্ন মাক্কী (ابن مكى) ঃ আবূ হাফ্স 'উমার ইব্ন খালাফ আস-সিকিল্লী (মতান্তরে আল-মাযারী, আল-কুরতুবী) একজন 'আরব ফাকীহ্ ও আভিধানিক। তাঁহার তিউনিসে অভিবাসন এবং সেখানে কা'দী হিসাবে নিযুক্ত হওয়া ছাড়া তাঁহার জীবনের আর কোন তথ্য কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। তিউনিসে যাওয়ার পূর্বে তিনি সিসিলীতে বাস করিতেন এবং সম্ভবত ৪৫২/১০৬০ সালে নরমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সেইখানেই ছিলেন। তাঁহার 'নিস্বা' বা বংশপরিচয় সূচক নাম হইতে এবং তৎকালে সিসিলীতে বসবাসরত ইব্নু'ল-বিরর (দ্র.) তাঁহার শায়খ ছিলেন, এই তথ্য হইতে ইহা অনুমান করা যায়। তাঁহার সিসিলীতে অবস্থান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলে ইব্নু'ল-কাত্তা' (দ্র.) কর্তৃক সংকলিত সিসিলীয় 'আরবের কাব্যগ্রন্থ আ'দ-দুররাতু'ল-খাতীরা-য় ইব্ন মাক্কী রচিত কিছু সংখ্যক কাব্যিক বাক্যাংশের সংযোজন হইতে। তাছ্কীফু'ল-লিসান ওয়া তাল্কীহু'ল-জানান (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان) নামে কেবল একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ ইব্ন মাক্কীর রচনা বলিয়া ধরা হয়, যাহাকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের ধারাবাহিকভাবে প্রণীত লাহ্নু'ল-'আম্মাঃ বিষয়ক পুস্তিকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। গ্রন্থখানা লেখকের সময়ে অর্থাৎ ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সিসিলীতে কথিত মাগ'রিবী আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন বহন করে। এই পুস্তকের ভূমিকাটি (مقدمة) এমন একজন ভাষাতত্ত্ববিদের চিন্তার ফসল, যিনি আলহান (الحان-অশুদ্ধ প্রয়োগসমূহ)-এর অবিরাম প্রভাবে 'আরবী ভাষা কলুষিত হওয়ার আশংকায় শংকিত ছিলেন। ভূমিকার পরই মূল পুস্তকের পঞ্চাশটি অধ্যায় বিধৃত হইয়াছে। এইগুলিতে তিনটি ভিন্ন মতের খণ্ডন ও একটি ভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অথবা লেখকের সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দ্র. U. Rizzitano, Il "Tafqif al-lisan wa talqih al-djanan" Dde Abu Hafs Umar b. Makki, Studia Orientalia-তে, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., পৃ.১৯৩-২১৩ [পৃ. ২০৭-এ উল্লিখিত দুই পাণ্ডুলিপির সংগে সা'উদী 'আরবের কোন একটি গ্রন্থাগারে রক্ষিত আরেকটি পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত করা আবশ্যক। তৃতীয় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে RIMA-এর ১/১ (১৯৫৫ খৃ.), ১৫৪ পৃ., টীকা ২৩-এ লেখকের নাম ও প্রবন্ধের শিরোনাম দেওয়া আছে]।

U. Rizzitano (E.I.[2])/মোঃ শাহাবুদ্দীন খান

ইব্ন মাকূলা (ابن ماكولا) ঃ ৫ম/১১শ শতাব্দীতে আইনশাস্ত্র ও হ'াদীছে' অভিজ্ঞ বাগদাদের একটি পরিবারের নাম। এই বংশে বহু খ্যাতনামা মনীষী জন্মগ্রহণ করেন।

(১) প্রাচীনতম ব্যক্তি হইতেছেন বুওয়াহ্ (Buyid) বংশীয় জালালু'দ-দাওলা (৪১৬-৩৫/১০৩৫-৪৪)-এর প্রধান উযীর আল-হ'াসান ইব্ন 'আলী ইব্ন জা'ফার আল-'ইজ্লী। ইনি নিজেই সম্মানজনক সা'দু'দ-দাওলা ও য়ামীনু'দ-'দাওলা উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কর্তৃত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না এবং ইহা তাঁহার প্রভু জালালু'দ-দা'ওলার কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে ছিল অকিঞ্চিৎকর। রাজধানীর তোরণের বহির্ভাগে তাঁবুতে অবস্থানরত 'আরব ও কুর্দী বেদুঈনদের আক্রমণ, তুর্কী প্রহরীদের অবাধ্যতা ও সুন্নী সম্প্রদায়ের সমর্থক আইনবিদ ও হ'াদীছ'বিদ পণ্ডিতদের একটি বিরাট দলের (যাঁহাদের মধ্যে আল-মাওয়ার্দীর ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিগণও ছিলেন) সাহায্যে খলীফা আল-কা'দিরের নিরন্তর ষড়যন্ত্রে (৩৮১-৪২২/৯৯১-১০৩১) তাঁহাদের উভয়ের শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আল-হাসান বস্রা অভিযানের হতভাগ্য সেনাপতি ছিলেন। এই অভিযানে তিনি জালালু'দ-দাওলার ভ্রাতুষ্পুত্র ফার্স-এর শাসনকর্তা আবূ কালিজারের নিকট হইতে বস্রা অধিকার করিতে ব্যর্থ হন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি এখানেই নিহত হন (৪২১/১০৩০)। এই সময়ে বুওয়ায়হীদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এতই তুচ্ছ মনে করা হইত যে, ইব্নু'ল-জাওযীর (মুন্তাজাম, ৮খ, ৬০) মতে, ইহা জানা যায় না যে, জালালু'দ-দাওলা-এর দরবারে আদৌ কোন উযীর তখন ছিলেন কিনা। এই কারণে হয়তো কোন কোন ঐতিহাসিক (গ্রন্থপঞ্জী দেখুন) আল-হ'াসানকে তাঁহার ভ্রাতা হিবাতুল্লাহ্র সহিত তালগোল পাকাইয়া সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় তিনি মন্ত্রিত্ব পদে তাঁহার ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

(২) আবু'ল-কা'সিম হিবাতুল্লাহ ইব্ন 'আলীঃ ইনি আল-হ'াসান ইব্ন 'আলীর ভ্রাতা। ইনিও ইব্ন মাকূলা নামে পরিচিত। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার তুলনায় অধিকতর ভাগ্যবান মোটেই বলা যায় না। তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময়কাল ঐতিহাসিক ইব্নু'ল-জাওযী ও ইব্নু'ল-আছীরের মতপার্থক্যের কারণে নিশ্চিত না হইলেও অন্তত ইহার প্রধান প্রধান ঘটনা জানিতে পারা যায়। তিনি ৩৬৫/৯৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২৩/১০৩২ সালে জালালু'দ-দাওলার মন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর তাঁহাকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চরম শী'আপন্থী আবূ সা'দ মুহ'াম্মাদ ইব্ন হু'সায়ন ইব্ন 'আবদি'র-রাহী'মের অনুকূলে পদচ্যুত করা হয়। ইহার কিছুকাল পরে ৪২৬/১০৩৫ পর্যন্ত তাঁহাকে বিচ্ছিন্নভাবে মন্ত্রিত্ব পদে সমাসীন দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত ইব্নু'ল-আছীর মনে করেন যে, তাঁহার ৪২৪ হিজরীর মন্ত্রিত্ব ৫ম বারের ছিল। পক্ষান্তরে তুরস্কের অনিয়মিত সেনাবাহিনীর (Militia) বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ৪২৩/১০৩১ সনে একই পদে জনৈক আবূ ইস্হাক আস্-সাহ্লী সমাসীন ছিলেন। হিবাতুল্লাহ্র কার্যকাল ৪৩০/১০৩৮ সালে সমাপ্ত হয়। তিনি জালালু'দ-দাওলার বিশ্বস্ত মিত্র (ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৩খ, ৪৫০) কারওয়াশ ইব্নু'ল-মুক'াল্লাদ আল-'উকায়লী (ইব্ন মুকাল্লাদ)-এর হাতে বন্দী হন এবং হীত-এর বন্দীশালায় দুই বৎসরের অধিক কাল কারাবাস করিবার পর এইখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কারওয়াশ ইব্নু'ল- মুক'াল্লাদ জালালু'দ-দাওলার আদেশে কারাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশ সর্বদাই শী'আ মতবাদের সমর্থক ছিল (ইব্ন খাল্দূন, ibid. 161) [দ্র. আল-বাসাসীরী, কারওয়াশ, কুরায়শ, 'উকায়লীগণ]।

মনে হয় সুবিধামত শী'আ ও সুন্নী— উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি পালাক্রমে অনুগত্য প্রদর্শন করাই ছিল বানূ মাকূলার গোত্রীয় নীতি, যদিও তাহারা শেষোক্ত সুন্নীদের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন। অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ (ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ কর নির্ধারণ, সূদের লেনদেনের ব্যাপারে কু'রআনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ) তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের এই নীতি শুরু হয় এবং যে সকল য়াহূদী কার্খ এলাকায় অবস্থানরত শী'আ মতাবলম্বী কারিগরদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতির সহিত বসবাস করিতেছিল, এই নীতি তাহাদের অনুকূলে কাজ করে (ইব্নু'ল-আছীর, ৯খ, ২৮৫)।

যাহা হউক, হঠাৎ করিয়া জালালু'দ-দাওলা তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করার ফলেই সম্ভবত হিবাতুল্লাহ্র জীবনে চরম দুর্গতি নামিয়া আসে। তিনি এই সময় হইতেই স্বীয় গোত্রীয় স্বার্থে আবূ কালিজারের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন এবং সুন্নীদলের ছদ্মবেশী ভূমিকা পরিহার করিয়া 'উকায়লী ও মায়য়াদী বেদুঈন আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (ইব্ন কাছ'ীর, বিদায়া, sub anno 428)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিবাতুল্লাহ তাঁহার পুত্র 'আলীকে প্রকৃত সুন্নী ভাবধারামতে লালন-পালন করিয়া গড়িয়া তোলেন এবং ইহার ফলে তিনি শীঘ্রই হ'াদীছ'শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন (ইব্নু'ল-আছীর, ৯খ, ২৮১)।

ইব্ন মাকূলা কু'রআন মাজীদের হ'াফিজ ছিলেন। কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। জিহ্য়ার আদ-দায়লামী নামে জনৈক অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁহার প্রশংসায় কতিপয় কাস'ীদা রচনা করেন (ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, Toren Burg সং., ৯খ, ২৮৮, ২৯৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বানূ মাকূলার মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে দ্র.ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৮খ, ২১, ৬০ (ইহাতে আল-হ'াসানকে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু হিবাতুল্লাহ্র কোন উল্লেখ নাই), ইহা অংশত কাহ্হালা প্রণীত মু'জাম, ৪খ, ২৪ অনুসরণে লিখিত; (২) ইব্নু'ল-আছীর, ৯খ, ২৮৭, ২৯৩-৪, ২৯৮, ৩০২, ৩০৭; (৩) ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, ৩খ, ৪৪৬, ৪৪৭, ইহা সাধারণভাবে ইব্নু'ল-আছীরের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত; (৪) ইব্ন কাছ'ীর, বিদায়া, সম্পা. সা'আদা, ১২খ, ৪০; ইহাতে ৪২৮/১০৩৭ সালে জালালু'দ-দা'ওলার কেবল নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) হিবাতুল্লাহ্র পুত্র 'আলী, হ'াদীছে'র সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা এবং রিজালশাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৪২২/১০৩২ সালে উক্বারাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন ইব্ন বিশরামের ন্যায় প্রখ্যাত হ'াদিছ'বেত্তা (Brockelmann, SI, 281; ইব্নু'ল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৮খ, ১৮), হাম্বালী মাযহাবের সুপণ্ডিত আল-খারাইতী (Brockelmann, SI, 250), আবু'ত-তায়্যিব আত-তাবারী (ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২৮৩), যিনি শাফি'ঈ মায্হাবের প্রখ্যাত সূফী আল-কুশায়রীর শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন। ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আল-হাব্বানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ (আয্-যাহাবী, তাযকিরাঃ, ৩খ, ৩৮২), যাঁহার নিকট আস্-সার্রাজু'ল-কারী তাঁহার স্বরচিত সূফীবিরোধী প্রেমের গল্পগুচ্ছের (প্রেম কাহিনীর) একটি বিরাট অংশ সংগ্রহের জন্য ঋণী ছিলেন (Brockel- mann, SI, 594)। হাম্বালী মাযহাবের বিশিষ্ট পণ্ডিত মুহাম্মাদ ইব্ন নাসির ও আল-'আতীকীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইনি আল-খাতীব আল-বাগদাদীর তথ্য সংগ্রহকারী (প্রা. শু. দ্র.) ছিলেন এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীতে তিনি হাদীছ বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছিলেন। ইহা খুবই সম্ভব যে, হাম্বালী ও শাফি'ঈ— উভয় সম্প্রদায়ের এমন মনীষীবৃন্দের সহিত এই ইব্ন মাকূলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যাঁহারা হাদীছের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং মন্ত্রী ইব্নু'ল-মুসলিমা (দ্র.) ও খলীফা আল-কা'ইমকে সম্মিলিতভাবে ঘিরিয়া থাকিতেন। ইঁহারা সকলেই খলীফার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সপক্ষে এবং একই সঙ্গে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বুওয়ায়হীদেরকে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতাচ্যুত করিবার উদ্দেশে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে না হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইব্ন মাকূলা গোষ্ঠী তাহাদের সৌভাগ্যের জন্য বুওয়ায়হীদের নিকটই ঋণী ছিল। জাল হাদীছের উপর 'কিতাব ইকমালি'ল-মুখ্তালিফ ওয়া'ল-মু'তালিফ মিন আসমা'ই'র-রিজাল" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া 'আলী প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাতে তিনি 'আবদু'ল-গানী আল-আয্দী (Brockel- mann, SI, 281) ও আদ-দারা কুতনীর রচনা হইতে (ibid; I, 165) সাহায্য গ্রহণ করেন। আদ-দারা কুতনী হাম্বালী ও সূফী সমাজের নিকট একজন অত্যন্ত বরেণ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম শ্রদ্ধেয় মনীষী হইতেছে আন-নাওয়াবী। তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত চরিতাভিধান প্রণয়নের কাজে তিনি এই গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন (Brockelmann, SI, 680)। সার্বিক পর্যালোচনায় ইব্ন মাকূলার দৃষ্টান্ত সম্ভবত ইহাই প্রমাণ করিবে যে, এই প্রখ্যাত পরিবারের বংশধরগণ ৫ম/১১শ শতাব্দীর দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলামী মতাদর্শ, ঐতিহ্যগত শাস্ত্রাদি ও জ্ঞানচর্চা এবং তাহার বাস্তব অনুশীলনের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের মাধ্যমেই অন্তত খলীফার কঠোরপন্থী পারিষদবর্গের দৃষ্টিতে প্রকৃত ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত সূত্র ব্যতীত দেখুনঃ (১) Brockelmann, SI, 602; (২) R. Bustani, D. M., IV, 15;

J.-C. Vadet (E.I[2])/এ. কে. এম. আব্দুল্লাহ

ইব্ন মাখ্লাদ (ابن مخلد) ঃ 'আব্বাসী যুগে এই নামে একাধিক সচিব ছিলেন কিন্তু ইঁহাদের সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না।

আল-হ'াসান ইব্ন মাখ্লাদ ইব্নি'ল-জাররাহ মূলত একজন খৃস্ট ধর্মাবলম্বী সচিব ছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যু'লকা'দা ২৬৩/জুলাই ৮৭৭ সালে 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন য়াহ-য়ার

ইনতিকালের পর খলীফা আল-মু'তামিদ কর্তৃক প্রথমবারের মত তাঁহার উযীর নিযুক্ত হন। এই দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি আল-মু'তামিদের ভাই আল-মুওয়াফ্‌ফাক-এর সচিব পদেও নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু ইব্‌ন মাখ্‌লাদের ওযারাত লাভের পর এক মাস অতিক্রান্ত না হইতেই মূসা ইব্‌ন বুগা রাজধানী সামার্‌রা-তে প্রবেশ করিলে ইব্‌ন মাখলাদ পলায়ন করত বাগদাদ চলিয়া যান। তখন সুলয়মান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আসিয়া ওযারাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ সচিব নিযুক্ত হন।

পরবর্তী বৎসর যু'ল-কা'দা ২৬৪/জুলাই ৮৭৮ সালে সুলায়মান পদচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হইলে হাসান ইব্‌ন মাখ্‌লাদ দ্বিতীয়বারের মত উযীর নিযুক্ত হন। আগস্ট ৮৭৮ খৃ. সুলায়মান কারামুক্ত হইলে হাসান পালাইয়া যান এবং তাঁহার সম্পত্তিও বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। মনে হয়, তিনি পদচ্যুত হওয়ার পর মিসরে নির্বাসিত হইলে সেইখানকার শাসক ইব্‌ন তূলূন তাঁহাকে খোশআমদেদ জানান। পরে সেখান হইতে তাঁহাকে আন্‌তাকিয়া পাঠান হয়। এইখানে তিনি অনেকটা অপরিচিত অবস্থায় ২৭৬/৮৮৯ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর (সম্পা. Toren Burg), ৭খ, বিশেষত পৃ. ৫৪, ২১৫, ২১৯; (৩) ইব্‌নু'ত-তিক্‌তাকা, আল-ফাখরী (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৪৩ প.; (৪) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ৩৬৭, ৪০৮ প., ৪২৪; (৫) Encyclopaedia of Islam, ৩খ, ৮৫৯; (৬) দা.মা.ই., ১খ., ৬৮৩।

D. Sourdel (E.I[2] ও দা. মা. ই.) এ. বি. রফীক আহমাদ

ইবন মাখলাদ (ابن مخلد) ঃ সুলায়মান ইব্‌নুল-হাসান, আবু'ল-কাসিম পূর্বোক্ত হাসান ইব্‌ন মাখলাদের পুত্র। ইনি ৩০১-১১/৯১৩-২৩ সালে সরকারী নিবন্ধকের দফতর (ديوان الانشاء)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর তিনি দুইবার উযীর নিযুক্ত হন ঃ প্রথমবার খলীফা আল-মুক্তাদির-এর অধীনে ৩১৮-১৯/ ৯৩০-৩১ সালে এবং দ্বিতীয়বার ৩২৪/৯৩৬ সালে। ইব্‌ন মুক্‌লা পদচ্যুত হওয়ার পর তিনি প্রথমবারের মত ওযারত লাভ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সঠিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন 'আলী ইব্‌ন 'ঈসার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অথচ সুলায়মান এহেন দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিলেন না কোনমতেই। জনসাধারণ তাঁহার আচরণে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না, তদুপরি রাজকোষেও দেখা দেয় অর্থের অভাব। এই কারণে ২৪ রাজাব, ৩১৯/১২ আগস্ট, ৯৩১ সালে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়, কিন্তু ৩২৪/৯৩৫-৬ সালে খলীফা আর-রাদী তদীয় উযীর আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ আল-কার্‌খীকে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে সুলায়মানকে উযীর নিয়োগ করেন। কিন্তু দেশে এইরূপ আইন-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটিতে থাকিলে খলীফা তাঁহাকে আবার পদচ্যুত করেন। তাঁহার এই অযোগ্যতা সত্ত্বেও ৩২৮/৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় তিনি পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত হন এবং রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩২৯/ডিসেম্বর ৯৪০ সালে খলীফা আর-রাদীর মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুত্তাকী তাঁহাকে উযীর হিসাবে বহাল রাখেন। কিন্তু এইবার তাঁহার মন্ত্রিত্ব ছিল নামেমাত্র। মুত্তাকীর সিংহাসনে আরোহণের চারি মাস পরেই তিনি পদচ্যুত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'উরায়ব [ইব্‌ন সা'দ-আল-কাতিব আল-কুরতুবী, আস-সিলা লি-তা'রীখি'ত-তাবারী], সম্পা. de Goeje, পৃ. ৪২, ১১৩, ১৫০ প.; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, সম্পা. Tornburg, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌নু'ত-তিক্‌তাকা, আল-ফাখ্‌রী, সম্পা. Derenbourg, পৃ. ৩৭২, ৩৮২ প.; (৪) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ৫৬৬, ৬২৮ প.।

K. V. Zettersteen (E.I.[2])/এ. বি. রফীক আহমদ

ইব্‌ন মাখলাদ (ابن مخلد) ঃ সা'ঈদ, একজন খৃস্টান বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সচিব, যিনি পরে ওযারাতের পদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহাকে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই হাসান ইব্‌ন মাখ্‌লাদের সহোদর বলিয়া ধারণা করা হয়। আসলে তিনি একজন ভিন্ন গোত্রের এবং স্বল্প পরিচিত পরিবারের লোক ছিলেন। ইনি রাজপ্রতিনিধি আল-মুওয়াফফাকের শাসনামলে ২৬৫/৮৭৮ ও ২৭২/৮৫৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ওযারাতের ভূমিকা পালন করত এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হইয়াছিলেন— যদিও তিনি নিজের জন্য উযীর পদবী ধারণ করেন নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পিছনে অন্য একটি কারণও ছিল— তাঁহার সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাহায্যে খলীফাকে তাঁহার সামরিক অভিযানসমূহে সমর্থন দান। যাহা হউক, ২৬৯/৮৮২ সালে তিনি "যু'ল-বিযারাতায়ন" (দুই মন্ত্রিত্বের অধিকারী)-এর সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত হন এবং ইরাকের টাকশালে নির্মিত মুদ্রায় তাঁহার নাম অংকিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করিয়া তাঁহার অপমানের কারণ হিসাবে দায়ী করা হয় তাঁহার খৃস্টান সহোদর 'আবদূন-কে, যিনি তাঁহার স্বধর্মী খৃস্টান ভাইদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধাদি লাভ করার উদ্দেশে তৎপর ছিলেন। তিনি ২৭৬/৮৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট; (২) S. Boustany, Ibn ar-Rumi, sa Vie et son aeuvre, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) সূলী, আখ্‌বারু'র-রাদী বিল্লাহ, অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬-৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.[2])/এ. বি. রফীক আহমদ

ইব্‌ন মাঙলী (ابن منغلى) ঃ মুহাম্মাদ আন্-নাসিরী ছিলেন সুলতান আল্-মালিকু'ল-আশ্‌রাফ শা'বান (৭৬৪-৭৮/ ১৩৬২-৭৭ [দ্র.])-এর রক্ষীবাহিনীর একজন মাম্‌লূক কর্মকর্তা (দ্র. হাল্‌কা), রণকৌশল সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থের ও শিকার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের লেখক হিসাবে পরিচিত।

ইব্‌ন মাঙলী প্রদত্ত অতি সংক্ষিপ্ত তথ্য অনুযায়ী অবশ্যই তিনি ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৭০০-৭০৫/১৩০০-৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'আরবায়িত নাম (মূল নাম সম্ভবত Mongli) হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পিতা একজন কিপচাক (Kipcak) [দ্র.] ছিলেন যিনি অল্প বয়সে মামলূক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে নীত এবং সুলতান আল-মালিকু'ন-নাসির নাসিরু'দ-দীন মুহাম্মদের (দ্র.) অধীনে বাহ্‌রিয়্যা (দ্র.) নৌ-বাহিনীতে শিক্ষানবিশরূপে ভর্তি হন। এই সুলতান ৬৯৩/১২৯৩ ও ৭৪১/১৩৪১ সনের মধ্যবর্তী কালে পৃথক তিনটি সময়ে ক্ষমতাসীন হন এবং এই সুলতানের সহিত সম্বন্ধ (affiliation)-সূচক ইব্‌ন মাঙলীর আবূ নাসিরী উপাধির ইহাই মূল। এইজন্যই আলোচ্য গ্রন্থকার আওলাদু'ন-নাস (দ্র.) তথা "উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের পুত্রগণ"-এর শ্রেণীভুক্ত হন, যাহাতে তিনি সুলতানের সম্মানিত রক্ষী বাহিনীর সদস্য পদ লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকদের জন্য নির্ধারিত ব্যাপক সামরিক প্রশিক্ষণ লাভের পর সামরিক অফিসাররূপে এবং সেই সেরা

(elite) বাহিনীর মুক'দ্দাম (=কর্নেল বা ব্রিগেডিয়ার?) হিসাবে তিনি তাঁহার দীর্ঘ কর্ম-জীবনের সমাপ্তিতে উপনীত হন। এই পদমর্যাদা তাঁহার জীবনে আরাম-আয়েশ ও সম্মান নিশ্চিত করিয়াছিল। তাঁহার সাংস্কৃতিক স্পৃহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল এক প্রগাঢ় ধর্মীয় চেতনা যাহা ছিল প্রায় কৃচ্ছ্র সাধনা। শিকার সংক্রান্ত রচনার শেষভাগে তিনি সকল অশান্তির উৎস স্ত্রী গ্রহণ হইতে তাঁহাকে রেহাই দানের জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অবমাননাকরভাবে তাঁহার প্রভুর হত্যার পূর্বে না পরে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না।

রণবিদ্যা, সামরিক ও নৌ-রণকৌশল সম্পর্কে ইব্ন মাঙলীর রচনাবলী কেবল উহাদের নামোল্লেখ ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিচিত। তবে তাঁহার শিকার সংক্রান্ত গ্রন্থটি ৭৭৩/১৩৭১-৭২ সনে সংগৃহীত একটি অনন্য পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে (Paris, B. N., Ar. 2832, ff. 53)। গ্রন্থটির নাম "উন্‌সু'ল-মালাবি-ওয়াহ্‌শি'ল-ফালা" "উন্মুক্ত মরুর পশুদের সহিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হৃদ্যতাপূর্ণ সংস্পর্শ" কোন মৌলিক সংকলন নহে, বরং গ্রন্থকারের উক্তি মতে তিনি শিকার সংক্রান্ত "আল-জামহারা ফী 'উলূমি'ল-বায়যারা" (Compendium of the arts of falconry) অর্থাৎ বাজ- পাখির সাহায্যে শিকার কৌশলের সারগ্রন্থ, দ্র. Escurial, Ar. 903; Istanbul, Aya Sofya 3813; Calcutta, Asiatic Soc., Ar. 865 M 9 ৬৩৮/১২৪০ সনে বাগ'দাদের গ্রন্থকার আবু'র-রূহ 'ঈসা ইব্ন 'আলী ইব্ন হ'াসসান আল-আসাদী কর্তৃক রচিত) নামক বিরাট বিশ্বকোষের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (মুখ্‌তাসার)-রূপে মনে মনে তিনি গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেন। আল্-আসাদীর রচনার মূল বুনটের সঙ্গে নূতন সংযোজন হিসাবে, শিকার বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘ নিজস্ব অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত এই বিষয়ের উত্তম গ্রন্থকার, যথাঃ দামীরী, জাহিজ, ইব্ন কুতায়বা, ইব্ন ওয়াহ্‌শিয়্যা, ইব্ন যুহ্‌র, রাযী ও আরও অনেক লেখকের বরাত সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যে ইহাকে একটি আদাব (দ্র.) বা সাহিত্যিক রচনারূপে পরিকল্পনা করেন নাই, তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। স্পষ্ট, সূক্ষ্ম ও অতি সংক্ষিপ্ত ভাষাশৈলীতে তাঁহার সামরিক ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিষ্কার, যদিও কিছু কিছু স্থানীয় বাকরীতি সমসাময়িক ভাষার পরিচায়করূপে স্থান লাভ করিয়াছে।

১৮৮০ খৃ. পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসী জনৈক Florian pharaon, Traite de Venerie শিরোনামে (Paris, pp. 154 text, 143 tr.) ইব্ন মাঙলীর গ্রন্থের একটি সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু যে তথ্যাভাবগ্রস্ত ও ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তিনি ব্যবহার করেন তাহা প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি নহে। মামলূক রচয়িতার গ্রন্থখানির যেমনভাবে অংগচ্ছেদ করা হইয়াছে তাঁহার ফলে এই Pharaon 'আরবী জানিতেন কিনা এবং আদৌ শিকার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন কিনা সেই বিস্ময়কর প্রশ্ন যে কাহারও মনে উদিত হয়।

ইব্ন মাঙলীর রচনায় শিকার আসক্ত ও পশু বিশেষজ্ঞদের জন্য যেমন আকর্ষণীয় বিষয়াদি রহিয়াছে, অনুরূপভাবে ঐতিহাসিকগণ ৮ম/১৪শ শতকে মামলূকগণের মধ্যে প্রচলিত অশ্বাদি, অশ্বারোহণ কৌশল ও অস্ত্র চালনা সম্পর্কে এই গ্রন্থ হইতে প্রচুর খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। কারণ শিকার ছিল মামলূকদের রণকৌশল বিদ্যালয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, II, 136, S II, 167; (২) G. Zoppoth, Muhammad ibn Mangli, ein agyptischer Offzier und Schriftsteller des 14. jhr., in WZKM, liii (1957), 288-99; (৩) EI[2], art. Bayzara; (৪) D. Moller, Studien zur mittelalterlichen arabischen Falknerei- literatur, Berlin 1965; (৫) F. Vire, Abrege de cynegetique d'Ibn Mangli, টীকাসহ অনু.।

F. Vire (E.I.[2] Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইব্ন মাজা (ابن ماجة) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মাজা আর্-রাবা'ঈ আল-কায্‌বীনী। তাঁহার কিতাবু'স-সুনান ছয়খানা স'াহীহ্ হ'াদীছ' গ্রন্থের অন্যতম। শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীয (মৃ. ১২৩৯/১৮২২)-ও এইভাবেই তাঁহার নামের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু আবূ য়া'লা খালীলী আল-কায্‌বীনী (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪) বর্ণনা করেন যে, তাঁহার নাম হইল আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন মাজা, কিন্তু ইহা সঠিক নয়। তাঁহাকে কেন ইব্ন মাজা বলা হয় এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। যথা ইব্ন মাজা ছিল মুহ'াম্মাদ-এর সিফাত (صفت ঃ বিশেষণ), তাঁহার দাদার নয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, 'মাজা' তাঁহার পিতার উপাধি ছিল [আন-নাওয়াবী, তাহ্‌যীবু'ল-আস্‌মা', আল-ফীরূযআবাদী, আল-ক'ামূস, ইহার উৎপত্তি মীম (م) ও জীম (ج) অক্ষরদ্বয়ের মূল উৎস হইতে; আস্-সিন্দী, হ'াশিয়া সুনান ইব্ন মাজা]। আল-কামূসে বর্ণিত আছে, 'মাজা' তাঁহার পিতার নয়, দাদার উপাধি ছিল। কিন্তু শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীয বর্ণনা করেন যে, ইহা ভুল ('উজালা'-ই-নাফি'আ মুদ্রণ মুজ্‌তাবা'ঈ, দিল্লী, পৃ. ২৮)। কিন্তু তিনি তাঁহার বুস্‌তানু'ল-মুহ'দ্দিছীন পুস্তকে (পৃ. ১১২) নিশ্চিত করিয়া উল্লেখ করেন যে, 'মাজা' তাঁহার মাতার নাম ছিল। আবু'ল-হ'াসান সিন্দী (১১৩৮/১৮২৫) তাঁহার 'শারহু'ল-'আরবা'ঈন' গ্রন্থে এবং মুরতাদা আয-যাবীদী (মৃ. ১২০৫/১৭৯০) তাঁহার 'তাজু'ল-'আরূস' পুস্তকে এই একই কথা লিখিয়াছেন যে, 'মাজা' মুহ'াম্মাদের মাতার নাম ছিল। মুহ'াম্মাদ ফু'আদ 'আবদু'ল-বাকী স্ব-মুদ্রিত সুনান ইব্ন মাজা (কায়রো ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১৫২০-১৫২৩) গ্রন্থে এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, মাজা শব্দের শেষ অক্ষর ہ অথবা ة উভয়ই শুদ্ধ, তবে তিনি ہ-এরই প্রাধান্য দিয়াছেন।

ইব্ন মাজা ছিলেন 'আজামী (অনারব, সম্ভবত পারস্যের অধিবাসী)। তিনি বানূ রাবী'আ-র নামে পরিচিত। কারণ তাঁহার পূর্বপুরুষগণ 'আরবের আর-রাবী'আ গোত্রের মিত্র (মাওলা مولى) ছিলেন। তাই ইহা তাঁহার বংশপরিচয় নয়, বরং ইহা তাঁহার মিত্রতা পরিচয় (ولاء) বহন করে মাত্র। কিন্তু কোথাও ইহা স্পষ্ট পাওয়া যায় না যে, তাঁহার এই (ولاء) সম্পর্ক রাবী'আ ইব্ন নিযার না রাবী'আ আল-আয্‌দ না অনুরূপ অন্য কোন রাবী'আ গোত্রের সহিত ছিল। ইব্ন মাজা তাঁহার শাগরিদ জা'ফার ইব্ন ইদ্রীস-এর ভাষ্যানুযায়ী (apud য়াকূত, ৪খ, ৯১) ২০৯/৮২৪-২৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০ রামাদ'ান, ২৭৩/১৮ ফেব্রুয়ারী, ৮৮৭ তারিখে কাযবীন নামক স্থানে আল-মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। ঐ সময় মু'তামিদ 'আলাল্লাহ খলীফা ছিলেন। ইমাম নাসা'ঈ (মৃ. ৩০৩/৯১৫) ব্যতীত সি'হ'াহ্' সিত্তা-র সকল মুহ'াদ্দিছ'ই এই খলীফার আমলে ইনতিকাল করেন। মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-আস্‌ওয়াদ আল-কায্‌বীনী আত্'-তারা'ইফী প্রমুখ কবি ইব্ন মাজা-র মৃত্যুতে মারছিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন।

ইব্‌ন মাজা-র বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বিদ্যানুরাগী মা'মূনু'র-রাশীদ ঐ সময় খলীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর হইতেই তিনি নবী কারীম (স)-এর হাদীছ শিক্ষা ও সংগ্রহ করার নিমিত্ত 'আরব, ইরাক, সিরিয়া, হিজায, খুরাসান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য এই ভ্রমণ ২৩০/৮৪৪ সালের পর হইতে শুরু হয় (বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাহযীব, ইস্মা'ঈল ইব্‌ন যুরারা-র জীবনী দ্র.)। তৎকালে বিভিন্ন স্থানে ইস্‌নাদ (হ'াদীছ বর্ণনাকারীদের সূত্র) ও রিওয়ায়াত (বর্ণনার বিষয়বস্তু) সম্পর্কিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং হাদীছের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ পুরাদমে চলিতেছিল। ইহা ছিল খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র শাসনামল। বিদ্যোৎসাহের জন্য তাঁহাকে ছোট মা'মূন বলা হইত।

ইব্‌ন মাজা-র সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল 'আস-সুনান'। এই গ্রন্থে মোট ৪৩৪১টি হাদীছ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৩০০২টি হাদীছ সি'হা'হ সিত্তা-র অন্য পাঁচখানা কিতাবেও স্থান পাইয়াছে এবং ১৩৩৯টি হ'াদীছ ইব্‌ন মাজা অতিরিক্ত সংগ্রহ করিয়াছেন (মতান্তরে এই কিতাবে আনু. ৪০০০ হাজার হ'াদীছ' ১৫০ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণত ইব্‌ন মাজার 'সুনান' সি'হা'হ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য। কথিত আছে, আবু'ল-ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ ইব্‌ন তা'হির (মৃ. ৫০৭/১১১৩) এই গ্রন্থখানা সর্বপ্রথম সি'হা'হ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আস্-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫), আবদু'ল-গ'ানী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩০), আবদু'ল-গ'ানী আল-মুজাদ্দিদী (মৃ. ১২৯৫/১৮৭৮) ও হ'াদীছ'বিশারদগণ ও মুহ'াদ্দিছ'গণের অধিকাংশ জীবনী লেখকগণ ইহাকে সি'হা'হ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী কালের সাধারণ হ'াদীছ' বিশেষজ্ঞদের মতামতও তাই (আস-সিন্ধী রচিত মুক'াদ্দামা শারহ' সুনান ইব্‌ন মাজা)। কিন্তু ইব্‌নু'স-সাকান (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪), ইব্‌ন মান্দা (মৃ. ৩৯৫/১০০৪), আবূ ত'াহির (মৃ. ৫৭৬/১১৮০) প্রমুখ 'আলিম ইহাকে সি'হা'হ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন না, বরং তাঁহারা অবশিষ্ট পাঁচখানা সংকলনকে সি'হা'হরূপে গণ্য করাই যথেষ্ট মনে করেন। কেহ কেহ সুনান ইব্‌ন মাজার স্থলে ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এর মুওয়াত'ত'াকে সিহাহভুক্ত করেন। আবদুল গ'ানী আন্-নাবুলুসী বর্ণনা করেন যে, ছয়খানি প্রামাণ্য হ'াদীছ' গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠখানা সি'হা'হভুক্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্বাঞ্চলীয় 'আলিমগণের মতে ষষ্ঠখানা হইল আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মাজা কায্‌বীনী সংকলিত কিতাবু'স সুনান ও পশ্চিমাঞ্চলীয় 'আলিমগণের মতে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস আল-আসবাহী রচিত মুওয়াত্তা (যাকাইরু'ল হাওয়াদীছ, মুক'াদ্দিমা)। যেমন ইব্‌ন ত'াহির-এর সমসাময়িক মুহ'াদ্দিছ ইব্‌ন রাযীন (মৃ. ৫২৫/১১৩০) তাঁহার সংকলন গ্রন্থ আত-তাজরীদু'স-সি'হা'হ ওয়াস-সুনান-এ পাঁচখানা কিতাবের সহিত ইবনে মার পরিবর্তে মুওয়াত্তা ইমাম মালিককে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইব্‌নু'ল-আছীর (মৃ. ৬০৬/১২০৯) স্বীয় গ্রন্থ জামি'উ'ল-উসূল-এ ইমাম রাযীনের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আবূ জা'ফার ইব্‌ন যুবায়র আল-গারনাতীও একই মত পোষণ করেন (তাদরীবু'র-রাবী, পৃ. ৫৬)। যাঁহারা সুনান ইব্‌ন মাজাকে প্রামাণ্য ছয়খানা গ্রন্থের মধ্যে শামিল করেন না, তাঁহাদের মতে এই সুনান'-এর কোন কোন হ'াদীছ' দুর্বল (ضعيف) ও মুন্‌কার (منكر), এমনকি সুনান ইব্‌ন মাজাতে জাল (موضوع) হ'াদীছ' আছে বলিয়াও মন্তব্য করা হইয়াছে।

শাহ্ আবদু'ল আযীয (র) বুস্‌তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন কিতাবে আবূ যুরআ আর-রাযী (মৃ. ২৬৪/৮৭৭)-এর বরাত দিয়া উল্লেখ করেন, সুনান ইব্‌ন মাজার ضعيف ও منكر হাদীছে'র সংখ্যা ২০-এরও কিছু কম। কেহ বলেন, ১০-এর কিছু উপরে (শুরূতু'ল আইম্মাতিস্ সিত্তা, পৃ. ৪৬)। ফু'আদ 'আবদুল-বাকী ইহার সংখ্যা ৭১২ পর্যন্ত বাড়াইয়াছেন (সুনান ইব্‌ন মাজা, ফু'আদ 'আবদু'ল বাকী সংস্করণ, পৃ. ১৫২০)। কতিপয় আলিম আবার সুনান ইব্‌ন মাজাকে মুওয়াত্তার উপর মর্যাদা দিয়াছেন। কারণ ইহাতে অপর পাঁচটি হ'াদীছ' গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক অধিক হ'াদীছ' আছে যাহা মুওয়াত্তায় নাই (আস্-সাকাবী, ফাতহু'ল-মুগীছ, লাখনৌ সংস্করণ, পৃ. ৩৩)। অন্যথায় হ'াদীছে'র বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে মুওয়াত্ত'ার স্থান সর্বসম্মতিক্রমে সুনান ইব্‌ন মাজার বহু ঊর্ধ্বে।

সালাহুদ্দীন খালীল আলাঈ (৭৬১/১৩৫৯)-এর মতে সি'হা'হ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হিসাবে ইব্‌ন মাজার পরিবর্তে সুনানুদ-দারিমীকে গণ্য করা উচিত (ফাতহু'ল-মুগীছ, পৃ. ৩৩)। সুয়ূতী বলেন, আল্লামা ইব্‌ন হাজার আস্‌ক'ালানীও একই অভিমত প্রকাশ করেন (দ্র. তাদরীবুর-রাবী, পৃ. ৫৭)। কিন্তু আল্লামা ইব্‌ন হাজার আস্‌ক'ালানীর কার্যকলাপ ও হাবভাবে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন তিনি তাঁহার বুলুগুল মারাম পুস্তকে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থ হইতে হাদীছ চয়ন করিয়াছেন, কিন্তু একটি মাত্র স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও দারিমীর নাম পর্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপভাবে তিনি হাফিজ মুগালতা'ঈর সমালোচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সুনানুদ-দারিমীর অনুকূলে নহে (দ্র. তাওদীহু'ল-আফকার, ১খ, ৩৯; তাদরীবু'র রাবী, পৃ. ৫৭)। মোটকথা আলা'ঈ-এর মতামত গ্রহণযোগ্য নহে।

সুনান ইব্‌ন মাজাতে সন্নিবেশিত হাদীছসমূহের প্রসিদ্ধ রাবীগণ (বর্ণনাকারী) হইতেছেন আবু'ল-হাসান ইব্‌ন কাত্তান, সুলায়মান ইব্‌ন য়াযীদ, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা, আবূ বাক্‌র হ'ামিদ আল-বাহরী সাদূন ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার।

সুনান ইব্‌ন মাজার মূল পাঠ বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন দিল্লী ১২৩৩, ১২৭৩, ১২৮২ ও ১৩০৭ হি., লাহোর ১৩১১ হি., কায়রো ১৩১৩ হি., করাচী ১৩৭২ হি. সুয়ূত'ীর ভাষ্যসহ। 'আবদু'ল-গ'ানী মুজাদ্দিদী ও ফাখ্‌রুল-হ'াসান গাঙ্গোহী লিখিত ব্যাখ্যাসমূহ মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদু'ল-বাকী কর্তৃক মুদ্রিত, কায়রো ১৯৫২-৫৪ খৃ., শেষোক্ত মুদ্রণই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া অনুমিত হয়। সুনান ইব্‌ন মাজার বহু ভাষ্যও রচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারগণের নামের তালিকা হইল ঃ (১) 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন নিমাত আল-আন্দালুসী (মৃ.৫৬৭/১১৭১); (২) ইব্‌ন আহমাদ আল-ইরাকী আল-মিসরী (মৃ. ৭১১/১৩১১); (৩) আলাউদ্দীন মুগ'ালতা'ঈ (মৃ. ৭৬২/১৩৬০), কিন্তু ইহা অসমাপ্ত, ইহার হস্তলিখিত প্রতিলিপি টংক (ভারত) নামক স্থানে বিদ্যমান আছে; (৪) ইব্‌ন রাজাব যুবায়রী; (৫) ইব্‌নু'ল-মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪/১৪০১), "বিমা তামাস্‌সু ইলায়হি'ল-হাজা আলা সুনান ইব্‌ন মাজা" নামক পুস্তকে কেবল ঐ সমস্ত হ'াদীছে'র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহা অপর পাঁচখানা সা'হী' হাদীছ গ্রন্থে নাই; (৬) দামীরী (মৃ. ৮০৮/১৪০৫), আদদীবাজা ফীমারহ সুনান ইব্‌ন মাজা (পাঁচ খণ্ডে লিখিত, কিন্তু অসমাপ্ত); (৭) সিব্‌ত ইব্‌নু'ল-'আজামী (মৃ. ৮৪১/১৪৩৭); (৮) সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫), মিস্‌বাহুয-যুজাজা, দিল্লী ১২৮২ হি. ['আলী ইব্‌ন সুলায়মান (মৃ. ১৩০০/১৮৮২)-এর পর কৃত ইহার তালখীস (সারসংকলন)

নূর-মিস্‌বাহিয-যুজাজাও মুদ্রিত হইয়াছে], দিময়াতী রচিত তালখীস নূরিল-মিস'বাহ, কায়রো ১২৯৯ হি.; (৯) আবু'ল-হ'াসান আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৮/১৭২৫); (১০) 'আবদুল গানী আল-মুজাদ্দিদী (মৃ. ১২৯৫/১৮৭৮) ইনজাহুল-হাজা, দিল্লী ১২৮২ হি.; (১১) ফাখরুল-হ'াসান গাঙ্গোহী, যিনি সুনান ইব্ন মাজার কঠিন শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, দিল্লী ১২৮৯ হি.; (১২) মুহাম্মাদ আলাবী, মিফতাহুল-হাজা, মুদ্রণে সুব্‌হু'ল-মাতাবি, লখনৌ; (১৩) ওয়াহ'ীদু'য-যামান, রাফউ'ল-উজাজা, কায়রো ১৩১৩ হি. (তাঁহারই রচিত উর্দূ তরজমা, লাহোর ১৯১০ খৃ.); (১৪) মুহ'াম্মাদ হাযারাবী, মিফতাহু'ল-হাজা, লখনৌ ১৩১৫ হি.; (১৫) ফু'আদ 'আবদু'ল-বাকী-এর শারহ' মিফতাহু'স-সুনান।

আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ (আবু'ল-'আব্বাস) আল-বুসীরী (৮৪০ হি., মতান্তরে ৮৭০/১৪৩৬) ও ইব্ন হাজার আল-হায়ছামী (মৃ. ৯৭৪ হি., মতান্তরে ৮০৭/১৪০৫) "যাওয়াইদ সুনান ইব্ন মাজা 'আলা কুতবি'ল-হুফ্‌ফাজি'ল খাম্‌সা" নামে পৃথক পৃথক কিতাব সংকলন করিয়াছিলেন। অন্য 'আলিমগণ, বিশেষ করিয়া কাযবীনবাসী কাদী আল-খালীল (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪-৫৫, Brockelmann দ্র., ১৩৫২ S I, ৬১৮)। ইব্ন মাজাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন (ইব্ন হাজার, তাহযীব, ৯খ, ৫৩১)। ধীরে ধীরে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পায় ও তাঁহার সুনানকে আল-কায়সারানী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) কর্তৃক সি'হ'াহ' সিত্তার মধ্যে শামিল করা হয়। তাঁহার পুস্তক আতরাফুল-কুতুবিস্-সিত্তাতে এবং জামাইলী (মৃ. ৬০০/১২০৪) রচিত "কিতাবু'ল-ইক'মাল"-এ শেষোক্ত গ্রন্থটি আল-মিযযীর তাহযীব ও ইব্ন হাজার-এর তাহযীবু'ত-তাহযীব-এর মূল উৎস। কিন্তু সর্বদাই সুনান ইব্ন মাজাকে নিম্নের বলিয়া ধারণা করা হইত, এমনকি সুনান নাসা'ঈ হইতেও (দ্র. Brockelmann S I, 270)। পশ্চিমাঞ্চলীয় 'আলিমগণ কখনও ইহার স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই।

ইব্ন আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৫) ও হাফিজ মিযযী (মৃ. ৭৪১/১৩৪০) এই সুনান-এর হ'াদীছ' বর্ণনাকারিগণের নাম এবং উহাতে সন্নিবেশিত অতিরিক্ত রিওয়ায়াতসমূহ একত্র করিয়াছেন। হাফিজ যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৭) "আল-মুজাররাদ ফী আসমাই রিজাল ইব্ন মাজা কুল্লিহিম সিওয়া মান উখরিজা লাহু মিন্‌হুম ফী আহাদিছ-সাহীহায়ন" নামে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থও সংকলন করিয়াছেন। উহার মধ্যে ইব্ন মাজার ঐ সকল বর্ণনাকারীর (রাবী) নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহাদের কোন হাদীছ সাহ'ীহায়ন-এ নাই। উহার পাণ্ডুলিপি দামিশকের কুতুবখানা তাহিরিয়াতে বিদ্যমান। সুনান ইব্ন মাজা ও উহার বিস্তারিত ভাষ্যসমূহ ও অন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের পাণ্ডুলিপি যে সমস্ত স্থানে রক্ষিত আছে Brockelmann সেইগুলি উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনান ইব্ন মাজাতে ছালাছিয়্যাত [যে সমস্ত বর্ণনার সনদে নবী কারীম (স') ও ইব্ন মাজার মধ্যবর্তী তিনজন বর্ণনাকারী আছেন]-এর সংখ্যা পাঁচ, সেখানে সুনান আবী দা'উদ ও জামি' তিরমিযীতে ইহার সংখ্যা এক এবং সাহ'ীহ' মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে একজনও নাই।

ইব্ন মাজা একখানা বৃহৎ তাফসীরও রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে কুরআনের তাফসীর প্রসঙ্গে হ'াদীছ' ও আছারসমূহ (স'াহাবীগণের বাণী) ইস্‌নাদ (সূত্রপরম্পরা)-সহ সংযোজন করা হইয়াছে। জামালুদ্দীন মিযযী (ইব্ন মাজা-এর সুনান ব্যতীত) তাহযীবুল-কামাল গ্রন্থে এই তাফসীরের সনদ বর্ণনাকারী (রাবী)-গণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইব্ন কাছীর ও সুয়ূতী এই তাফসীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন মাজা-এর তৃতীয় রচনা 'আত্-তারীখ' উহা সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সময় হইতে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত একটি ইতিহাস। ইব্ন তাহির আল-মাক্‌দিসী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) কাযবীনে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান ইহাকে 'তারীখ মালীহ' নামে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন কাছীর বলিয়াছেন 'তারীখ কামিল।' ইব্ন মাজা-এর তারীখ ও তাফসীর দুই-ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হ'াজ্জী খালীফা কাশফু'জ জুনূন গ্রন্থে ইব্ন মাজা প্রণীত কিতাবসমূহের মধ্যে তারীখ কাযবীন-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত উহা কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, বরং তাঁহার আত-তারীখ-এর একটি অংশমাত্র।

ইব্ন মাজার উস্তাদ (শিক্ষক)-গণের মধ্যে যাঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা হইলেন ঃ আবূ বাকর ইব্ন আবী শায়বা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ-আল-আশাজ্জ, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আবূ কুরায়ব, হান্নাদ, আহ'মাদ ইব্ন বুদায়ল, তাহহান, বুন্দার, মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুছান্না, আবূ ছাওর, জাওহারী, আবূ ইস্‌হাক হ'ারাবী, আবূ বাক্‌র সাগাতী, আল-আহ্‌ওয়াস, আহ'মাদ ইব্ন সিনান, হি'শাম ইব্ন 'আম্মার, আবূ যুর'আ, হ'াতিম রাযী, দারিমী, যুহ্‌লী ও মাহ'মূদ ইব্ন গায়লান।

জামালু'দ্দীন মিযযী তাহ্‌যীবু'ল-কামাল গ্রন্থে ও ইব্ন হাজার তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব গ্রন্থে ইব্ন মাজার শাগরিদগণের তালিকায় অনেকের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ৫খ, ৯০; (২) য়াকূত, ৪খ, ৯০; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৭খ, ১৭১; (৪) ইব্ন খাল্লিকান ওয়াফায়াতু'ল-আয়ান, ১খ, ৪৮৪; (৫) আয-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ২খ, ১৮৯প.; (৬) আল-য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জিনান, ২খ, ১৮৮; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ, ৫১; (৮) ঐ লেখক, আল-বাইছু'ল-হাছীছ, মিসর ১৩৫৩, ৯০ প.; (৯) আল-ফীরূযআবাদী, আল-কামূস, দ্র. মীম, জীম, হা, ধাতু; (১০) ইব্ন হাজার আল-আস্‌ক'ালানী, তাহ্‌যীবুত-তাহযীব, ৯খ, ৫৩০; (১১) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজুমু'য' যাহিরা, ২খ, ৭৬ প.; (১২) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ জুনূন, মুদ্রণ য়ালতাকায়া, 'আমূদ ১০০; (১৩) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ১৬৪; (১৪) আল-মুরতাদা আয-যাবীদী, তাজু'ল-আরূস; (১৫) শাহ 'আবদুল-আযীয, উজালা-ই নাফি'আ, মুদ্রণ মুজতাবাঈ, দিল্লী, পৃ. ২৮; (১৬) ঐ লেখক, বুস্তানুল-মুহাদ্দিছীন, ১২৪ প.; (১৭) সিদ্দীক হ'াসান খান, ইতহাফুন নুবালা, মুদ্রণ কানপুর ৮৮ প.; (১৮) ঐ লেখক, আল-হিত্তা বি-যিকরি সি'হ'াহ' সিত্তা, কানপুর, ১২৮৩ হি.; ১২৮; (১৯) মুহ'াম্মাদ জা'ফার কাত্তানী, আর-রিসালাতু'ল-মুসতাতরিফা, বৈরূত ১৩৩২ হি.; (২০) মুহ'াম্মাদ 'আবদুর-রাশীদ লুক্‌মান, ইমাম ইব্ন মাজা আওর 'ইল্‌ম হ'াদীছ', করাচী ১৩৭৬ হি.; (২১) Brockelmann, ১খ., ১৬৩; ও SI, 270; (২২) E.I.[2] Leiden ৩খ. ৮৫৬।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/মুহাঃ সাইয়েদুল ইসলাম

ইব্ন মাজিদ (ابن ماجد) ঃ পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ (ইব্ন মাজিদ) আন-নাজদী, ৯ম/১৫শ শতকের জনৈক 'আরব নাবিক, নৌ-চালনা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের প্রণেতা। উহাতে ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, চীন সাগরের পশ্চিমাংশ এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ

সন্নিহিত জলভাগে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও নির্দেশাবলী লিখিত রহিয়াছে।

১৪৯৮ খৃ. পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত মালিন্দী (ملندى) নামক স্থানে পৌঁছিলে তিনি তথায় এইরূপ একজন সামুদ্রিক নাবিকের সাক্ষাত লাভ করেন যিনি তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কালিকট নামক স্থানে সরাসরি পৌঁছাইয়া দেন। উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণকারী জনৈক নাবিক তাঁহার ডায়রীতে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন (Roteiro da viagem de Vasco de Gama en MCCCCXCVII, দ্বিতীয় সংস্করণ, A. Herculano Castello de Paiva কর্তৃক মুদ্রিত, লিসবন ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৪৯), উক্ত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত লেখকবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১) Damiao de Gos (chronica de Serenissimo Rei d' Manuel কয়েমরা ১৮৯০ খৃ., ১খ, পরিচ্ছেদ ৩৮, পৃ. ৮৭); (২) Castanheda (Historia do descrobrimento e conquista da India Pelos portuguezes, ১৮৩৩ খৃ., প্রথম পুস্তক, ১২ পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও ১৩ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ, পৃ. ৪১); এবং (৩) Barros [De Asia, (decade), ৬ পরিচ্ছেদ, ১৭৭৮ খৃ. প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণের ৩১৯-৩২০ পৃ.)]। উক্ত ঐতিহাসিকগণ আলোচ্য 'আরব নাবিকের নাম নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেনঃ ঐতিহাসিক Castenheda ও ঐতিহাসিক Goes-এর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন Malemo Canaqua" এবং ঐতিহাসিক Barros-এর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন Malemo Cana অর্থাৎ"নক্ষত্রের সাহায্যে (সমুদ্র) জাহাজ চালনাবিদ্যার উস্তাদ"।

উপরিউক্ত বর্ণনা কুতবুদ্দীন আন-নাহ্‌রাওয়ানী (১৫১১-৯৫৮২ খৃ.; উক্ত শিরোনামের নিবন্ধ দ্র.;) কর্তৃক রচিত আল-বারকু'ল-য়ামানী ফিল-ফাতহি'ল- 'উছ্‌মানী (البرق اليمانى فى الفتح العثمانى) নামক গ্রন্থ, ১নং টীকা, দ্বারাও সমর্থিত হয় (দেখুন, প্যারিস, সরকারী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, 'আরবী, নং ১৬৪৪-১৬৫০; এতদ্ব্যতীত নং ৫৯২৭)। কুতবুদ্দীন আন-নাহ্‌রাওয়ানী লিখিতেছেন ঃ

"অভিশপ্ত ফিরিঙ্গীদের অন্যতম শাখা অভিশপ্ত পর্তুগীজদের ভারতীয় উপমহাদেশে অনুপ্রবেশ একদল পর্তুগীজ অভিযাত্রী সাব্‌তা (Ceuta سبتة) প্রণালীতে জাহাজে আরোহণ করত বাহ্‌র-ই জুলুমাত (بحر ظلمات আটলান্টিক মহাসাগর)-এ প্রবেশ করিয়া কুমর পর্বতমালা (كوه قمر Comaro Kumr, যাহা নীলনদের উৎপত্তিস্থল)-এর পশ্চাত দিক দিয়া পূর্ব আফ্রিকায় পৌঁছিত। তাহারা উপকূলের নিকটবর্তী একটি প্রণালীর মধ্য দিয়া এইরূপ একটি জলভাগ অতিক্রম করিত, যাহার একদিকে রহিয়াছে (কুমর) পর্বত এবং অন্যদিকে রহিয়াছে আটলান্টিক মহাসাগর। এই স্থানে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। পরস্পর বিপরীতমুখী সংঘাতময় তরঙ্গরাজির আঘাতে এই স্থানে তাহাদের জাহাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত এবং কোনও নাবিকেরই জীবন রক্ষা পাইত না। এইরূপ ব্যর্থ অভিযান বহুকাল ধরিয়া চলিতেছিল। এই সময়ে তাহারা উক্ত মরণ-সাগরে জাহাজ-ডুবিতে শুধু ডুবিয়াই মরিয়াছে এবং তাহাদের কেহই ভারত মহাসাগরে পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে এক সময়ে পর্তুগীজ অভিযাত্রীদের একখানা হালকা দ্রুতগামী জাহাজ ভারত মহাসাগরে পৌঁছিল। ভারত মহাসাগরে পৌঁছিবার পূর্বে তাহারা এতদসম্পর্কিত তথ্যাবলীর সন্ধান লাভে সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে আহ্‌মাদ ইব্‌ন মাজিদ নামক জনৈক অভিজ্ঞ নাবিক তাহাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের নেতা উক্ত অভিজ্ঞ নাবিকের সহিত মালিনদী নামক স্থান পর্যন্ত গেলেন এবং তাঁহাকে মদ্যপানে নিজের শরীক করিলেন। উক্ত নাবিক মাতাল অবস্থায় তাঁহাকে ভারত মহাসাগরে পৌঁছিবার পথ বলিয়া দিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন "ওই বিপজ্জনক স্থানের নিকটে পৌঁছিবার পর উপকূলের কাছে না গিয়া দূর সমুদ্রের মধ্য দিয়া স্থানটি অতিক্রম করিবার পর জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া পুনরায় উপকূলের দিকে গেলে সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ এলাকা এড়াইয়া নিরাপদে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারিবেন।" পর্তুগীজ নাবিকগণ তাঁহার পথনির্দেশ অনুসারে জাহাজ চালাইলে তাহাদের বহু জাহাজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে থাকিল। এইরূপে ভারত মহাসাগরে তাহাদের আনাগোনা অধিক পরিমাণে ঘটিতে লাগিল এবং তাহারা গোয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন করিল (পাণ্ডুলিপি, নং ১৬৪৪পৃ. ৫ ছত্র ১৬, পৃ. ৬, ১ ছত্র)।"

উক্ত বর্ণনায় উল্লিখিত পর্তুগীজ নাবিক কর্তৃক মুসলিম নাবিক ইব্‌ন মাজিদকে মদ্যপানে মাতাল বানাইবার ঘটনা সম্ভবত অমূলক ও ভিত্তিহীন। মনে হয়, উহা একটি সদুদ্দেশ্যপ্রসূত মিথ্যা ঘটনা। এইরূপ মিথ্যা ঘটনা সম্ভবত এই উদ্দেশে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহা দ্বারা একজন মুসলিম নাবিকের এইরূপ একটি কার্যের কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব হইবে, যাহা পবিত্র মক্কার মুসলমানদের দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া বিবেচিত হইত (উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী লেখক কুতবুদ্দীন একজন মক্কাবাসী ছিলেন)। উক্ত ঘটনা না ঘটিয়া বরং এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, 'আরব নাবিক পর্তুগীজ নাবিকের নিকট হইতে বিপুল পারিতোষিক প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াই তাঁহাকে ভারত মহাসাগরে পৌঁছিবার পথ দেখাইয়াছিলেন। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকগণের উক্ত ঘটনার বিষয় গোপন রাখিবার কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তাহারা এতদসম্পর্কিত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সর্বপ্রথমে ঐতিহাসিক Barros ভাস্কো ডা গামার অভিযান সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "ভাস্কো ডা গামার মালিনদীতে অবস্থানকালে (ভারতের গুজরাট অঞ্চলের অন্তর্গত) খাম্বায়াত এলাকার কিছু সংখ্যক হিন্দু বণিক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে যায়। তাহারা (পর্তুগীজ নাবিকদের নিকট) কুমারী মেরীর একটি মূর্তি দেখিয়া উহাকে তাহাদের কোনও দেবীর মূর্তি মনে করত উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ইহাতে ভাস্কো ডা গামা তাহাদেরকে সেন্ট টমাস-এর যুগ হইতে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী খৃষ্টান বলিয়া মনে করিলেন। উক্ত বণিকদের সঙ্গে গুজরাটের মূল গ্রন্থে এইরূপ আছে "[একজন মূর মুসলিমও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মালেনো Maleno (মু'আল্লিম) Cana (=Kanaka1 নক্ষত্র বিদ্যাবিশারদ)}।" তিনি শুধু আমাদের নাবিকদের সাহচর্যে থাকিয়া অত্যন্ত আনন্দবোধ করিবার কারণে নহে, বরং মালিনদীর সম্রাটের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত ও (ভারতে পৌঁছিবার সামুদ্রিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে) তাহাদের সঙ্গী হইতে সানন্দে সম্মত হইলেন। উল্লেখ্য যে, মালিনদীর সম্রাট তখন পর্তুগীজ নাবিকদের জন্য একজন পথপ্রদর্শক খুঁজিতেছিলেন। যাহা হউক, ভাস্কো ডা গামা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া

সমুদ্রে জাহাজ চালনায় তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। বিশেষত উক্ত মূর নাবিক যখন তাঁহাকে আরবীয় নিয়মে প্রস্তুতকৃত সমগ্র ভারতীয় উপকূলের একটি নকশা দেখাইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। উক্ত নকশায় দ্রাঘিমা রেখাসমূহ ও অক্ষরেখাসমূহ অত্যন্ত বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অবশ্য উহাতে বাতাসের গতিপথসমূহ প্রদর্শিত হয় নাই। অধিকন্তু উক্ত নকশার চতুষ্কোণসমূহ যেহেতু দ্রাঘিমা রেখাসমূহ এবং অক্ষরেখাসমূহের পারস্পরিক ছেদ দেখাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল ও যেহেতু তাহার ফলে সেইগুলি ছিল ক্ষুদ্রায়তন, তাই উক্ত নকশার সাহায্যে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রবহমান বিভিন্ন শ্রেণীর বাতাসের গতিপথ দেখিয়া উপকূলে পৌঁছিবার পথ অত্যন্ত সহজে নির্ণয় করা সম্ভবপর ছিল। উক্ত নকশার আরেকটি গুণ এই ছিল যে, আমাদের পর্তুগীজ নকশাসমূহে বাতাসের গতিপথসমূহ প্রদর্শনের নিমিত্ত যেরূপে চিহ্নাদির আধিক্য থাকে, অন্যরা যাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে, উহাতে সেইরূপ কোনও আধিক্য ছিল না। ভাস্কো ডা গামা উক্ত মূর মুসলমান নাবিককে নিজের সঙ্গে আনীত কাষ্ঠনির্মিত বৃহদাকার অস্‌তারলাব (اسطرلاب = Astrolad সূর্য ও ঘড়ি) এবং তৎসহ ধাতু নির্মিত আরও কতগুলি সূর্য ঘড়ি দেখাইলেন। এই সকল সূর্য ঘড়ি দ্বারা সূর্যের উর্ধ্বাকাশে ক্রম-উত্থানের পরিমাণ পরিমাপ করা হইত। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, এই সকল যন্ত্র দেখিয়া উক্ত মূর নাবিক মোটেই বিস্মিত হইলেন না। তিনি ভাস্কো ডা গামাকে বলিলেন, লোহিত সাগরে জাহাজ চালনায় পথপ্রদর্শক সূর্য ও ধ্রুবতারার উর্ধ্বাকাশে অবস্থান ও ক্রম-উত্থানের পরিমাণ পরিমাপ করিবার কার্যে—জাহাজ চালনায় যাহা দ্বারা তিনি অত্যন্ত উপকৃত হইয়া থাকেন—পিতল নির্মিত ত্রিকোণাকার এক প্রকারের যন্ত্র (Sextant) ও কোণ পরিমাপক যন্ত্রের (quadrant) সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি ভাস্কো ডা গামাকে আরও বলিলেন, তিনি নিজে ও খামবায়াতসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নাবিকগণ আকাশের উত্তরাংশে ও দক্ষিণাংশে অবস্থিত কতগুলি নক্ষত্রের সাহায্যে এবং মধ্যাকাশ পথে পূর্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণশীল কতগুলি বিশিষ্ট নক্ষত্রের সাহায্যে (দিক নির্ণয় করত) জাহাজ চালাইয়া থাকেন। তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন, "তিনি ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক প্রদর্শিত ও বর্ণিত যন্ত্রাদির ন্যায় যন্ত্রসমূহের সাহায্যে সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের উর্ধ্বাকাশে ক্রম-উত্থানের পরিমাণ পরিমাপ করেন না, বরং তিনি অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত কার্য করিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটি তখন তাঁহার নিকট ছিল এবং ভাস্কো ডা গামাকে দেখাইবার উদ্দেশে উহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন (উক্ত যন্ত্র সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. ভূগোলশাস্ত্রবিদ আবু'ল-ফিদা কর্তৃক রচিত ভূগোল গ্রন্থের উপক্রমণিকা, Reinaud Introduction general a la geographie des Orientaux, Publiched in Geogr. d aboulfeda, 1 cixl sq)। উক্ত যন্ত্রটি তিনখানা ফলক দ্বারা নির্মিত ছিল। উহার আকার ও উহার ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে যেহেতু আমি আমার Geographia Universals গ্রন্থের (দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থটি বর্তমানে আর পাওয়া যায় না) জাহাজ চালনায় ব্যবহার্য যন্ত্রাদির বিবরণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে আলোচনা করিব। তাই এ স্থলে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, আলোচ্য যন্ত্রটি দ্বারা 'আরবগণ সেই কাজই করিয়া থাকেন, যে কাজ পর্তুগালে নাবিকদের নিকট Arabales trille নামে পরিচিত যন্ত্র দ্বারা করা হয় এবং যাহার উদ্ভাবক সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বোক্ত Geographia Universalis গ্রন্থের পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করিব। যাহা হউক, উক্ত আলোচনা ও পরবর্তী অন্যান্য আলোচনা দ্বারা ভাস্কো ডা গামা অনুভব করিলেন যে, তিনি ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনায় অভিজ্ঞ মহামূল্য এক অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার লাভ করিয়াছেন (Parecia-lhe ter nelle hum gr'ao thesouro)। অতএব পাছে তিনি তাঁহাকে হারাইয়া বসেন এই আশংকায় যথাসম্ভব সত্বর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করত ২৪ এপ্রিল, ১৪৯৮ খৃ. ভারতীয় উপমহাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন" [De Asia, প্রথম দশক (decade), চতুর্থ পুস্তক, পরিচ্ছেদ ৬, পৃ. ৩১৮-৩২১, ১৭৭৮ খৃ. মুদ্রিত]।

ঐতিহাসিক Goes ও ঐতিহাসিক Castanheda পৃ.স্থা.)-এর বর্ণনামতে ভাস্কো ডা গামার উক্ত পথ-প্রদর্শক ছিলেন একজন গুজরাটী পথপ্রদর্শক। ঐতিহাসিক Barros- এর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন একজন গুজরাটী মুসলমান। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার যে উপাধি বর্ণনা করিয়াছেন উহা পরস্পর পৃথক দুইটি ভাষার দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত (১) Malemo 'আরবী تقويم উস্তাদ: নাবিকদের পরিভাষায় উহার অর্থ জাহাজ চালনায় পারদর্শী ব্যক্তি এবং (২) Canaqua=kanaka: তামিল ভাষায় উহা সংস্কৃত ভাষা শব্দ গণক (নক্ষত্র বিদ্যাবিশারদ)। তু. (১) এর সমার্থক The book of Duarte Barbosa, M. Long Worth Dames Hak-Luyt Society কর্তৃক ১৯২১ খৃ. মুদ্রিত, ২খ, ৬১-৬২; (২) Ph. S. Van. Ronkel লিখিত উক্ত গ্রন্থের সংশোধনী নিবন্ধ, Museum সাময়িকীতে প্রকাশিত, লাইডেন ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৮)। পক্ষান্তরে উক্ত Malemo Canaqua নিঃসন্দেহে সেই আহমাদ ইব্ন মাজিদ যাঁহার নাম আল-বারকু'ল-য়ামানী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহার নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন জুলফার নামক স্থানে জন্মগ্রহণকারী 'আরব বংশোদ্ভূত লোক। Goes, Castendeha Barros এই ঐতিহাসিকত্রয়ের বর্ণনায় অথবা তাহারা যে সকল লেখকের গ্রন্থাবলী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন,* সেই সকল লেখকের বর্ণনায় (আলোচ্য আহ্‌মাদ ইব্ন মাজিদের জন্মস্থানের নাম সম্বন্ধে) যে ভ্রম ঘটিয়া গিয়াছে, উহা স্পষ্ট। কিন্তু কিরূপে এই ভ্রম ঘটিল, এই নিবন্ধকার তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

শুধু উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে নহে, বরং অন্যান্য গ্রন্থের মাধ্যমেও আমরা ইব্ন মাজিদ সম্বন্ধে জানিতে পারি। যেমন তুর্কী আমীরু'ল-বাহ্‌র (تقويم এডমিরাল বা প্রধান নৌ-সেনাপতি) সীদী 'আলী তাঁহার জাহাজ চালনা সম্পর্কিত উপদেশাবলী সম্বলিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আল-মুহীত গ্রন্থের লেখক উহার ভূমিকায় বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বস্‌রা শহরে পাঁচ মাসব্যাপী অবস্থানকালে (১৫৫৪ খৃ.) যাহা বর্ষার প্রারম্ভকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং অতঃপর বস্‌রা হইতে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত ভ্রমণকালে যাহা শা'বান মাসের প্রারম্ভকাল হইতে শাওয়াল মাসের সমাপ্তিকাল (২ জুলাই হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৫৫৪ খৃ.) পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, সর্বমোট আট মাস ধরিয়া সমুদ্রোপকূলে জাহাজ চালনাবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের সহিত এবং যে সকল স্থানীয় নাবিক আমার জাহাজে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সহিত সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্বন্ধে দিবারাত্র আলোচনা করিবার কোনও সুযোগই হাতছাড়া হইতে দিতাম না। এইরূপে আমি হরমুয প্রণালী ও ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকারী প্রাচীন যুগের নাবিক লায়ছ ইব্ন কাহ্‌লান (ليث بن كهلان), মুহাম্মাদ

ইব্‌ন শাযান (محمد بن شاذان) ও সাহ্‌ল ইব্‌ন আবান (سهل بن ابان) ভারত মহাসাগরে কিরূপে জাহাজ চালাইতেন, তাহা জানিয়া লই। আমি বর্তমান যুগের সমুদ্র নাবিকগণ, যেমন উম্মান প্রদেশের অন্তর্গত জুলুফার (جلفار) নামক স্থানের অধিবাসী আহমাদ ইব্‌ন মাজিদ ও (দক্ষিণ 'আরবের অন্তর্গত) জুরয অঞ্চলের শিহ্‌র (شحر) নামক স্থানের অধিবাসী সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ (দ্র. সুলায়মান আল-মাহ্‌রী নিবন্ধ) কর্তৃক রচিত এতদসম্পর্কিত গ্রন্থাবলীও সংগ্রহ করি। এইরূপে আমি কিতাবু'ল-ফাওয়াইদ ও আল হাবিয়া (ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক প্রণীত; এতদসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে) এবং সুলায়মান আল-মাহ্‌রী প্রণীত তুহ্‌ফাতু'ল- ফুহূল, মিন্‌হাজ ও কালাদাতু'শ-শুমুস গ্রন্থগুলিও সংগ্রহ করি। এই সকল গ্রন্থ আমি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি। প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল গ্রন্থের সাহায্য না পাইলে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইত। অপচিরিত ও অনবহিত কাপ্তান, নাবিক ও মাঝি-মাল্লাহ্ এতদঞ্চলে জাহাজ চালনা সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া থাকেন। তাই তাহাদেরকে সর্বদা কোন না কোন পথ প্রদর্শকের সাহায্য লইতে হয়। কারণ তাহাদের নিজেদের নিকট প্রয়োজনীয় কোন তথ্য থাকে না। এই কারণে আমি উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে এতদসম্পর্কিত যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য লিখিত রহিয়াছে, অন্তত সেই সকল তথ্য সংকলিত করা এবং তুর্কী ভাষায় উহাদের অনুবাদ করিয়া দেওয়া আমার জন্য জরুরী কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। অতঃপর সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করাও আমি নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এইরূপ একখানা গ্রন্থ রচিত হইলে নাবিকগণ উহা পাঠ করিয়া সমুদ্র পথের পথ প্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকেই জাহাজ চালাইয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে উপরিউক্ত 'আরবী গ্রন্থাবলীর তুর্কী অনুবাদের কার্য অল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। যেহেতু আমার গ্রন্থে সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত সকল বিস্ময়কর তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাই আমি উহার নামকরণ করিয়াছি আল-মুহীত (المحيط = সকল তথ্যের পরিবেষ্টক)" [Die topograp- hischen Caitel des Indischen Seespiegels Mohit, অনু. M Bittner, ভূমিকা ও ত্রিশটি নকশা W. Tomaschenk কর্তৃক প্রদত্ত, ভিয়েনা ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৫৩]। সীদী 'আলী অতঃপর (পৃ. ৫১) ইব্‌ন মাজিদের নাম উল্লেখ করত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকারী নাবিকদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য নাবিক বলিয়া এবং তৎকালীন যুগের সামুদ্রিক জাহাজ চালনা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সীদী 'আলী প্রণীত 'আল-মুহীত' গ্রন্থ হইতে যে সকল উদ্ধৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, ঐগুলি পাঠে জানা যায় যে, উক্ত গ্রন্থখানা প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন মাজিদ ও সুলায়মান আল-মাহ্‌রী কর্তৃক প্রণীত সামুদ্রিক পথ-প্রদর্শক গ্রন্থাবলী ও সমুদ্রে জাহাজ চালনার নিয়মাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর একাংশের তুর্কী অনুবাদ। অবশ্য একথা সত্য যে, উহাতে স্থানে স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে। তুর্কী আমীরু'ল-বাহ্‌র সীদী 'আলী তাহার গ্রন্থে যে সকল 'আরবী গ্রন্থ ও উহাদের রচয়িতাদের নাম পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Maximilien Bittner ও তাঁহার পূর্বসূরী Von Hammer ইঁহাদের কেহই উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। সাহিত্য বিষয়ক কোনও ইতিহাস গ্রন্থেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য প্যারিসস্থ সরকারী গ্রন্থাগারের 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের ২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপিতে উহাদের নাম-পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে (প্রথমোক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানা ১৮৬০ খৃ. সংগৃহীত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সহিত সিরিয়ার অধিবাসী Joseph Ascari নামক জনৈক পাদরী কর্তৃক একটি ক্রোড়পত্র সংযোজিত রহিয়াছে। উক্ত ক্রোড়পত্র হইতে জানা যায় যে, উক্ত পাণ্ডুলিপিখানা ১৭৩২ খৃ. ও উক্ত গ্রন্থাগারে বর্তমান ছিল)। সীদী 'আলী তাঁহার গ্রন্থ রচনায় যে সকল পুস্তক হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত মূল্যবান পাণ্ডুলিপিদ্বয়ে সেই সমুদয় গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এমন কি উহাতে এইরূপ কতগুলি গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহাদের সম্বন্ধে তুর্কী আমীরু'ল-বাহ্‌র সম্ভবত অবহিত ছিলেন না।

২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপিতে যাহা আলোচ্য গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সরাসরিভাবে অনুলিখিত হইয়াছে, ১৮১ পাতা রহিয়াছে। উহার আয়তন ২৬০ × ১৮০ মি.মি.। প্রতিটি পৃষ্ঠায় উনিশটি ছত্র রহিয়াছে। উহাতে ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত উনিশখানা সামুদ্রিক পথ-প্রদর্শনমূলক পত্র ও সমুদ্রে জাহাজ চালনার নিয়মাবলী সম্পর্কিত অন্য কতগুলি পুস্তিকা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। লিপিকার উহাদেরকে উহাদের রচনাকালের ক্রমানুসারে না লিখিয়া নিম্নোক্ত ক্রম অনুসারে লিখিয়াছেন ঃ

(১) কিতাবু'ল-ফাওয়াইদ ফী উসূলি 'ইলমিল-বাহ্‌রি ওয়াল-কাওয়া'ইদ (كتاب الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد) উহা পাণ্ডুলিপির ১ম পাতা হইতে ৮৮ ক পাতা পর্যন্ত (সীদী 'আলী স্বীয় গ্রন্থে উক্ত পুস্তিকাকেই ফাওয়া'ইদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন)। উহা একখানা গদ্য পুস্তিকা, উহাতে বারটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। উহার রচনাকাল ৮৯৫/১৪৮৯-১৪৯০ সন। উহার প্রথম দিকের পৃষ্ঠাসমূহে সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্বন্ধে এবং চৌম্বক সূচীর (=কম্পাস যন্ত্রের) উদ্ভাবন ও উহার প্রাথমিক যুগের বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর ইব্‌ন মাজিদ উহাতে চন্দ্রের আটাইশটি মানযিল তথা উহার কলাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উহাতে কম্পাস যন্ত্রে বত্রিশটি দিকে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহ সম্বন্ধে, ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন সামুদ্রিক পথ সম্বন্ধে, উক্ত মহাসাগর ও পশ্চিম চীন-সাগরের উপকূলে অবস্থিত কতগুলি সামুদ্রিক বন্দরের অক্ষাংশগত অবস্থান সম্বন্ধে, স্থলভাগে পৌঁছিবার বিভিন্ন আলামত সম্বন্ধে—যেমন পাখী উড়িতে দেখা, উপকূলবর্তী জলভাগের গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের স্থলভাগে পৌঁছিবার বিভিন্ন সামুদ্রিক পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উহাতে বিখ্যাত দশটি দ্বীপের পরিচয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত দ্বীপগুলি হইতেছে এই ঃ (১) 'আরব উপদ্বীপ; (২) মাদাগাস্কার; (৩) সুমাত্রা; (৪) জাভা; (৫) ফরমোজা; (৬) সিলন (শ্রীলংকা); (৭) যাঞ্জিবার; (৮) বাহরাইন; (৯) পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইব্‌ন জাওয়ান (ابن جوان=ইব্‌ন গাওয়ান= বারাখত) দ্বীপ ও (১০) সাকতারী দ্বীপ। (প্রসঙ্গক্রমে তিনি উহাতে বাহ্‌রায়ন ও মাহ্‌রাহ-এর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং হি. নবম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে উক্ত স্থানে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির বিবরণও প্রদান করিয়াছেন)। ইব্‌ন মাজিদ তাঁহার উক্ত পুস্তিকায় সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের বায়ুর প্রারম্ভকাল ও সমাপ্তিকালও বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বশেষে উহাতে তিনি লোহিত সাগর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি লোহিত

সাগরের নোঙ্গরকরণ স্থানসমূহের, ঘূর্ণাবর্তসমূহের এবং পানির উপরে দৃশ্যমান প্রস্তর-প্রাচীর, প্রবাল প্রাচীর ও বালুকা-চড়াসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত de Slane প্যারিসস্থ 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকার ৩০১ পৃষ্ঠায় ইব্ন মাজিদ কর্তৃক প্রণীত আলোচ্য পুস্তিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই রচনাটিতে বর্ণনা-বাহুল্য রহিয়াছে। উহাতে এইরূপ বিপুল পরিভাষা রহিয়াছে যাহাদের অর্থ ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকারী নাবিকগণ ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই।" de Slane-এর উক্ত বর্ণনা শুধু আংশিকভাবে সত্য। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ২২৯২ ক্রমিক নং ও ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির পুস্তিকাদ্বয় শুধু নাবিকদের জন্য রচিত হইয়াছে। সেইগুলি সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা সম্পর্কিত পরিভাষা অধিক পরিমাণে থাকাই স্বাভাবিক। এই সব পুস্তক-পুস্তিকা হইতে যে সকল বিশেষ পরিভাষা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের রচয়িতা কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, উহারা 'আরবী অভিধান গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলিয়া প্রমাণিত হইবে (এই নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীর শেষে লিখিত ২য় টীকা দ্র.)।

(২) হাবিয়াতু'ল্-ইখ্তিসার ফী উসূলি 'ইল্মিল-বিহার (حاوية الاختصار فى اصول علم البحار) [সীদী 'আলী তাঁহার গ্রন্থে, উক্ত পুস্তিকাকেই হাবিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন; উহা পাণ্ডুলিপির ৮৮ পাতা হইতে ১১৭ ক পাতা পর্যন্ত]। পুস্তিকাখানা পদ্যে 'রাযাজ' ছন্দে রচিত। উহাতে এগারটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। পুস্তিকার প্রারম্ভে গদ্যে রচিত বিশ ছত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রহিয়াছে। ভূমিকার পর প্রথম পরিচ্ছেদে জাহাজ উপকূলের কাছে পৌঁছিবার চিহ্নসমূহ, যাহা জানা নাবিকদের জন্য অত্যন্ত জরুরী, বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চন্দ্রের মানযিলসমূহ এবং বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'আরব, রোমান, মিসরীয় ও পারসিক পঞ্জিকাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কোন কোন নক্ষত্রের অবস্থান স্থান সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও উহাদের সঠিক অবস্থান নির্দেশ, বিভিন্ন প্রকারের মৌসুমী বায়ুর পরিচয়, কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ নক্ষত্র আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার বর্ণনা, উহাদের অক্ষাংশগত অবস্থান অপরিবর্তিত থাকিবার বিষয় এবং আকাশে উহাদের অন্তর্হিত হইবার তারিখসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত প্রতিটি তারিখ পারসিক পঞ্জিকামতে প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে পৌঁছিবার সামুদ্রিক পথসমূহ বর্ণিত হইয়াছে ঃ (১) 'আরব; (২) হিজায; (৩) শ্যামদেশ (ইবন মাজিদ উহা দ্বারা মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলকে বুঝাইয়াছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁহার যুগে উক্ত উপকূলের সমগ্র অংশই শ্যামদেশের অংশ ছিল) এবং (৪) সূদান উপকূল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া আল-মাহ্রাজ অর্থাৎ সুমাত্রা (১০১ খ পাতা ও ১১৩ ক ও খ পা. দ্র.), উহার পূর্ব উপকূলের নিকটে অবস্থিত Billiton দ্বীপ, চীন ও ফরমোজা দ্বীপের উপকূলসমূহে অবস্থিত স্থানসমূহে পৌঁছিবার সামুদ্রিক পথের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে ভারত মহাসাগরের পূর্বে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, লাক্ষাদ্বীপ, মাদাগাস্কার, য়ামান, আবিসিনিয়া, সোমালিয়া, আতওয়াহ (দক্ষিণ 'আরবে অবস্থিত) ও মাক্রান-এর উপকূলসমূহে পৌঁছিবার সামুদ্রিক পথসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে 'আরব উপকূল এবং পশ্চিম ভারতীয় বন্দরসমূহের মধ্যকার বিভিন্ন সমুদ্রপথের দূরত্বসমূহ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদে পশ্চিম ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দরের অক্ষাংশগত অবস্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দশম পরিচ্ছেদে প্রকৃত অর্থে সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা বলিতে কী বুঝায় তাহা এবং ভারত মহাসাগরসহ বিভিন্ন গভীর সাগরের স্রোতধারাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল স্রোতধারা সূদান, ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সমুদ্রপথে প্রবহমান রহিয়াছে (সমুদ্রপথের উক্ত অঞ্চলটি বর্তমান যুগে আমাদের নিকট বিশাল ভারত মহাসাগর নামে পরিচিত)। একাদশতম পরিচ্ছেদে সমুদ্রে জাহাজ চালনার সহিত সম্পর্কিত জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

হাবিয়া পুস্তিকার প্রথমোক্ত ফাওয়াইদি পুস্তিকার বিভিন্ন স্থানে যাহার নাম উল্লিখিত, রচনাকাল [পত্রক ১১৬ (ب)] নিম্নোক্তরূপে লিখিত রহিয়াছে, "এই পুস্তিকার রচনা (পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত) জুলফার নামক স্থানে যাহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-নাবিকদের জন্মস্থান বটে, যু'লহিজ্জা নামে গাদীর বারে (=জুমূ'আর দিনে?; ৩য় টীকা দ্র.) যাহা সর্বাধিক বরকতময় দিন; কারণ উহা দান ও সাওম-এর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট—সমাপ্ত হইয়াছে। হে আমার বন্ধু! তখন ছিল আট শত ছেষট্টি হি. সন।"

(৩) আরেকটি পুস্তিকার নাম আল-মু'আররাবা (المعربة): উহা রাজায ছন্দে রচিত একখানি পুস্তিকা। উহাতে এডেন উপসাগরে জাহাজ চালনা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা পাণ্ডুলিপির পত্রক ১২৩ (ب) হইতে ১২৮ (الف) পর্যন্ত। উহার রচনাকাল ৮৯০/১৪৮৫ সন।

(৪) ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকটি পুস্তিকার নাম কি'বলাতু'ল-ইসলাম ফী জামী'ই'দ-দুন্য়া (قبلة الاسلام فى جميع الدنيا)। উহা একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহার প্রারম্ভে তেত্রিশ ছত্রবিশিষ্ট একটি ভূমিকা রহিয়াছে। পুস্তিকা প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, এই পুস্তিকাখানা বিশেষত সমুদ্রোপকূলবর্তী শহরগুলির জন্য এবং যে সকল শহরে অধিকাংশ সময়ে বিদেশীদের যাতায়াত ঘটে, সেই সকল শহরের জন্যও রচিত হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল ৮৯৩/১৪৮৮ সন লিখিত রহিয়াছে। উহা পাণ্ডুলিপির পত্রক ১২৮ (الف) হইতে ১৩৭ (الف) পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(৫) ইব্ন মাজিদ কর্তৃক প্রণীত আরেকটি পুস্তিকার নাম হইতেছে বাররু'ল-'আরাব ফী খালীজি'ল-ফারিস (بر العرب فى خليج الفارس); উহা রাজায ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহাতে পারস্য উপসাগরের 'আরব উপকূল সম্বন্ধে এবং তথায় জাহাজ চালনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা পাণ্ডুলিপির ১৩৭ (الف) পাতা হইতে ১৩৭ (ب) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। উহার রচনাকাল উহাতে লিখিত নাই।

(৬) ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকটি পুস্তিকার নাম হইতেছে 'ফী কিস্মাতি'ল-জুম্মাতি 'আলা আন্জুমি বানাতি'ন-না'শ (فى قسمة الجمة على انجم بنات النعش)। উহা রাজায ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা, উহাতে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) এবং শিশুমার তারকাপুঞ্জ (Ursa Minor) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা পত্রক ১৩৯ (ب) হইতে পত্রক ১৪৫ (ب) পর্যন্ত ব্যাপ্ত, রচনাকাল ৯০০/১৪৯৪-৯৫ সন।

(৭) ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পুস্তিকার নাম হইতেছে কান্যু'ল-মা'আলিমা ওয়া যাখীরাতুহুম (كنز المعالمة وذخيرتهم)। উহা রাজায ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহাতে সমুদ্র সম্পর্কিত অজ্ঞাত তথ্যাবলী, বিভিন্ন নক্ষত্র ও, তারকার নাম ও অবস্থান এবং উহাদের

মেরুসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। তবে পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত পুস্তিকা ১৪৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। উহা পাণ্ডুলিপির পাতা ১৪৫ (ب) হইতে পাতা ১৪৭ (ب) পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(৮) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকায় পশ্চিম-ভারতের উপকূল ভাগ ও 'আরবের উপকূল ভাগ অর্থাৎ ২৫° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৬০° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ভাগের পর্যালোচনাপূর্বক উহাতে পৌঁছিবার বিভিন্ন সামুদ্রিক পথের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে (৪র্থ টীকা দ্র.)। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই (পাণ্ডুলিপির ১৪৭ খ পাতা হইতে ১৫৪ খ পাতা পর্যন্ত)।

(৯) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে মীমিয়্যাতু'ল-আব্‌দাল (ميمية الابدال = যে কবিতার চরণসমূহের শেষ বর্ণ মীম, তাহাকে মীমিয়্যাতু'ল-আব্‌দাল বলা হয়)। উহাতে উত্তর আকাশের কতগুলি নক্ষত্রের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। উহা পাণ্ডুলিপির ১৫৪ (ب) পাতা হইতে ১৫৬ (ب) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(১০) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে উরজূযাতুন মাখ্‌মাসাতুন (ارجوزة مخمسة)। উহাতে উত্তর আকাশের কতকগুলি নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। উহা পাণ্ডুলিপির ১৫৬ (ب) পাতা হইতে ১৫৭ (ب) পাতা পর্যন্ত।

(১১) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পুস্তিকা তেরটি চরণ সম্বলিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহার কবিতার চরণসমূহের শেষ বর্ণ নূন। উহাতে রোমান মাসসমূহের নাম-পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। তবে উহা ১৪৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে।

(১২) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে দারীবাতু'দ-দারাইব (ضريبة الضرائب); উহাতে এইরূপ কতগুলি নক্ষত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সমুদ্রে জাহাজ চালনায় যাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। পাণ্ডুলিপির ১৫৮ (الف) পাতা হইতে ১৬৩ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত।

(১৩) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে উরজূযাতুন মানসূবুন বি-আমীরি'ল-মু'মিনীন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) (ارجوزة منسوب بامير المؤمنين على بن ابى طالب), উহাতে চন্দ্রের মানযিলসমূহ, আকাশে উহাদের সঠিক অবস্থান, উহাদের আকৃতি এবং উহাদের সংখ্যা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ১৪৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ১৬৩ (الف) পাতা হইতে ১৬৪ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত।

(১৪) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম কাসীদা মাক্কিয়্যা। উক্ত পুস্তিকার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে রা। উহাতে জেদ্দা হইতে দক্ষিণ 'আরবে অবস্থিত রা'সু ফারতাক (رأس فرتك) নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল, কালিকট, দাবিল, কুনকান, গুজরাট, আতওয়াহ, হুরমুয ইত্যাদি উপকূলীয় স্থানসমূহে পৌঁছিবার সামুদ্রিক পথসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। পাণ্ডুলিপির ১৬৪ (ب) পাতা হইতে ১৬৬ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত।

(১৫) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে 'নাদিরাতুল-আব্‌দাল ফিল-ওয়াকি'ই ওয়া যাব্বানিল-উয়ূক (نادرة الابدال فى الواقع وذبان العيوق)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে 'রা'। পাণ্ডুলিপির ১৬৯ পাতা হইতে ১৭১ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত, ১৪৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত।

(১৬) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত একখানা কাসীদা পুস্তিকার নাম হইতেছে আয-যাহাবিয়া (الذهبية)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ ب। পাণ্ডুলিপির ১৭১ (الف) পাতা হইতে ১৭৬ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। ১৪৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্বে উহা রচিত। উহাতে পানির উপরে দৃশ্যমান প্রস্তর প্রাচীর ও প্রবাল প্রাচীর, বালুকা চড়া, সমুদ্রের গভীরতম স্থানসমূহ, সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তসমূহ, উহাদের কারণে আপতিত বিপদ হইতে জাহাজকে রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়, জাহাজ উপকূলভাগের নিকটে পৌঁছিবার আলামতসমূহ সম্বন্ধে, যেমন আকাশে পাখী উড়িতে দেখা, বিশেষ প্রকারের বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস প্রবাহিত হইবার কালে বন্দরসমূহে জাহাজ নোঙ্গর করিবার স্থানসমূহ, পশ্চিমা বাতাস প্রবাহিত হইবার কালে স্থলভাগে জাহাজ ভিড়াইবার সঠিক স্থানসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ৪০ (الف) পাতার, ১০ম ছত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি বাক্য হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য পুস্তকটি মিসরের মামলূক বুরজী সুলতান আল-আশরাফ সায়ফুদ্দীন কায়তবে (৮৭৩-৯০১/১৪৬৮-১৪৯৫ সন)-এর রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

(১৭) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে আল-ফা'ইকা (الفائقة)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে ن। পৃষ্ঠা সংখ্যা পাণ্ডুলিপির ১৭৬ ক পাতা হইতে ১৭৮ ক পাতা পর্যন্ত। রচনাকাল ১৪৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সন। উহাতে 'ভেক' নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভেক নক্ষত্র দ্বারা লেখক যদি প্রথম ভেক (ضفدع) নক্ষত্রকে বুঝাইয়া থাকেন, তবে উহা দ্বারা দক্ষিণ আকাশে অবস্থিত মীন রাশি (الحوت اليمانى Pisces australis)-এর অন্তর্গত الف স্থানীয় ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে। আর যদি উহা দ্বারা তিনি দ্বিতীয় 'ভেক' নক্ষত্রকে বুঝাইয়া থাকেন, তবে উহা দ্বারা দক্ষিণ আকাশে অবস্থিত মীন রাশির মুখ (فم الحوت اليمانى)-এর অন্তর্গত ب স্থানীয় নক্ষত্রকে বুঝিতে হইবে।

(১৮) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে আল-বালীগা البليغة। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে ع। লেখক উহাতে সুহায়ল (سهيل) নক্ষত্র (Canopus) ও সিমাকুর-রামিহ্‌ নক্ষত্র (سماك الرامح)-এর পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপির ১৭৮ (الف) পাতা হইতে ১৭৯ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। রচনাকাল উহাতে লিখিত নাই।

(১৯) ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা গদ্য পুস্তিকায় ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানের পানির গভীরতা পরিমাপ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। রচনাকাল উহাতে লিখিত নাই। পাণ্ডুলিপির ১৭৯ ( ) পাতা হইতে ১৮১ (ب) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। উক্ত পুস্তিকার সমাপ্তিতে লিপিকার "আল-ফাওয়া'ইদ শ্রেণীর পুস্তিকাসমূহ ও আল-উরজূযা শ্রেণীর পুস্তিকাসমূহের অনুলিখন সমাপ্ত হইল"—এই মন্তব্যটি লিখিয়া রাখিয়াছেন।

আরেকখানা পাণ্ডুলিপি প্যারিসস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে রহিয়াছে। উহার ক্রমিক নং ২৫৫৯ এবং উহার পৃষ্ঠার আয়তন ২১৫ ×১৫০ মি. মি.। উহাতে ১৮৭ পাতা রহিয়াছে; প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি ছত্র রহিয়াছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত নিম্নোক্ত পুস্তিকাগুলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ

(১) আস্-সাব'ইয়্যা (السبعية=সপ্ত শাখাবিশিষ্ট পুস্তিকা)। উহা রাজায ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। পাণ্ডুলিপির ৯৩ (الف) পাতা হইতে ১০৩ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। ৮৮৮/১৪৮৩ সনে উহা রচিত। উহার এই নামকরণের কারণ এই যে, উহাতে সমুদ্র বিজ্ঞানের সাতটি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা সাত খণ্ডে সমাপ্ত। পুস্তিকার শেষাংশে উহার নাম আল-উরজূযাতু'ল মু'আজ্জামা (ارجوزة المعظمة) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্যারিসস্থ পাঠাগারে সংরক্ষিত আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ১০৩ (ب) পাতা হইতে ১০৯ পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকা তালিকার ষোড়শ ক্রমিক নং পুস্তিকা আয-যাহাবিয়া-এর আরেকখানা অনুলিপি লিখিত রহিয়াছে। উহাতে উহার রচয়িতার নাম ইব্ন (.....) মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আস-সা'দী লিখিত রহিয়াছে। উহা প্রকৃতপক্ষে ইব্ন মাজিদের বংশ-তালিকা। লিপিকারের প্রমাদবশত উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

(২) রাজায ছন্দে রচিত একখানা পদ্য-পুস্তিকা। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ ق পাণ্ডুলিপির ১০৯ (ب) পাতা হইতে ১১১ (الف) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত উহাতে জ্যোতির্বিদ্যা (علم هيئت) বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) মাছনাবী শ্রেণীর একখানা পদ্যপুস্তিকা। উহার নাম '.......' 'উহাতে .....' ও অন্যান্য এইরূপ কয়েকটি নক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহারা উপকূলে জাহাজ নোঙ্গর করিবার কার্যে সাহায্য করিয়া থাকে। উহাতে দেব (ديو) হইতে দেবল (دابل) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলভাগে জাহাজ ভিড়াইবার স্থানসমূহ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উহাতে বিভিন্ন উপকূলের বিস্তারিত পরিচয়ও বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ১১১ (الف) পাতা হইতে ১১৬ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। পুস্তিকাখানার প্রকৃত নাম নিম্নোক্ত কবিতা চরণদ্বয়ের বিবৃত হইয়াছে ঃ

سميتها هادية المعالة – لانها من العيوب سالة

"আমি উহার নাম রাখিয়াছি হাদিয়াতু'ল-মা'আলিমা, মু'আল্লিমদের পথ-প্রদর্শক; কারণ উহা সকল ত্রুটি হইতে মুক্ত।"

সর্বশেষে লিখিত রহিয়াছে, " আল-হাদিয়া নামীয় ক'াসীদা পুস্তিকাখানার অনুলিখন কার্য সমাপ্ত হইল।" উহা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত।

অতঃপর পাণ্ডুলিপিখানায় হাবিয়াতু'ল-ইখতিসার পুস্তিকাখানা, ইতোপূর্বে দুই ক্রমিক সংখ্যায় যাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, অনুলিখিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা পাণ্ডুলিপির ১১৬ খ পাতা হইতে ১৫১ ক পাতা পর্যন্ত। সর্বশেষে লিখিত রহিয়াছে ঃ

"মু'আল্লিম আহ'মাদ ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত...... নামীয় পদ্য পুস্তিকাখানার অনুলিখন কার্য সমাপ্ত হইল।"

ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত পদ্য পুস্তিকা আল-ফাওয়া'ইদ-এ ইতোপূর্বে এক ক্রমিক সংখ্যায় যাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—তৎকর্তৃক রচিত এইরূপ অন্য দশটি পুস্তিকা হইতে কবিতার উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে যাহা এখন আর পাওয়া যায় না। বিলুপ্ত পুস্তিকা দশটির ক্রমিক নং আমরা ২৩ হইতে ৩২ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। কম্পাস যন্ত্র ও চৌম্বক শক্তি বিষয়ে ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত একটি কবিতা—যে সম্বন্ধে শীঘ্রই আলোচনা করা হইতেছে—যদি স্বতন্ত্র কোনও পুস্তিকা হইয়া থাকে, তবে উহার ক্রমিক নং আমরা ৩৩ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি।

রচনাকালের ক্রমানুসারে উক্ত ৩২ খানা পুস্তিকাকে নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারেঃ (ক) হাবিয়া, ১৪৬২ খৃ. রচিত (২) (খ) আস-সাবইয়া, ১৪৮৩ খৃ. রচিত। (২০); (গ) আল-মুআররাবা, ১৪৮৫ খৃ. রচিত (৩); (ঘ) কিব্লাতুল-ইসলাম, ১৪৮৮ কৃ. রচিত (৪); (ঙ) কিতাবুল- ফাওয়া'ইদ, ১৪৯০ খৃ. রচিত (১); (চ) কিস্মাতু'ল-জুম্মাতি 'আলা আন্জুমি বানাতিন-নাশ, ১৪৯৪ খৃ. রচিত (৬)।

পূর্বোক্ত তালিকার ৬, ১১, ১৩, ১৭ ও ২১ হইতে ৩২ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাসমূহে উল্লিখিত পুস্তিকাসমূহ হইতে (ক) ও (ঙ) ক্রমদ্বয়ে উল্লিখিত পুস্তিকাদ্বয়ে (হ'াবিয়া ও কিতাবুল-ফাওয়াইদ) উদ্ধৃতিসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব উক্ত পুস্তিকাগুলি নিঃসন্দেহে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। ১৫ ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত পুস্তিকাখানা ১৪ ও ১৬ ক্রমিক সংখ্যাদ্বয়ে উল্লিখিত পুস্তিকাদ্বয়ের পূর্বে রচিত হইয়াছে। কারণ শেষোক্ত পুস্তিকাদ্বয়ে পূর্বোক্ত পুস্তিকার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবার ৯ ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত পুস্তিকাখানা ১৫ ও ১৬ ক্রমিক সংখ্যাদ্বয়ে উল্লিখিত পুস্তিকাদ্বয়ের পূর্বে রচিত হইয়াছে। ৮, ১০, ১৮ ও ১৯ ক্রমিক সংখ্যাসমূহে উল্লিখিত পুস্তিকাসমূহ সম্বন্ধে এইরূপ কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যদ্দারা উহাদের অন্তত আনুমানিক রচনাকাল জানা যাইতে পারে। রুশ লেখক Krachkovsky রুশ ভাষায় লিখিত তাহার Amony Arabic Manuscripts নামক ডায়েরী পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে ভাস্কো ডা গামার পথ প্রদর্শক সম্বন্ধে একটি স্মরণিকা লিখিয়াছেন। উহার সাহায্যে জানা যায় যে, লেনিনগ্রাদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে কতগুলি পুস্তিকার সংগ্রহ রহিয়াছে। উক্ত সংগ্রহের মধ্যে কতগুলি তুর্কী পুস্তিকা ছাড়া ইব্ন মাজিদ কর্তৃক 'রাজায' ছন্দে রচিত তিনখানা পদ্য পুস্তিকা (উরজূযা ও রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পুস্তিকাত্রয় পূর্বোক্ত পুস্তিকাসমূহ হইতে ভিন্ন। ডায়রীতে বিস্তারিত বিবরণ নাই; কিন্তু উহার ফরাসী অনুবাদ ইব্ন মাজিদ রচিত পুস্তিকাত্রয়ের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বাক্যগুলি পঠিত হইয়া থাকে ঃ "এই উরজূযা শ্রেণীর পুস্তিকাখানার নাম হইতেছে আস্-সিফালিয়্যা (السفالية)। উহা পাঠে মালাবার, কনকন, জাযারাত (جزرات), সিন্ধু, আত্'ওয়াহ্', আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্বীপপুঞ্জসহ (ভারত মহাসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত) দক্ষিণ দেশীয় বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, এতদঞ্চলীয় সামুদ্রিক স্রোতধারাসমূহ এবং এতদঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ঘটিবে।" ফরাসী অনুবাদক Ferrand কর্তৃক লিখিত একটি টীকা হইতে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত রুশ লেখক Krachkovsky ১৯৩৭ খৃ. 'জাতীয় ভূগোল সমিতির মুখপত্রে' (৬৯ খ, পৃ. ৭৫৮-৭৬০) পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখিয়াছেন। ফরাসী অনুবাদক কর্তৃক লিখিত টীকা হইতে ইহাও জানা যায় যে, ভবিষ্যতে ভূগোলশাস্ত্র বিষয়ক 'আরবী সাহিত্য ভাণ্ডার' নামক রচনাধীন একখানা গ্রন্থে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ইব্ন মাজিদ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

ইব্ন মাজিদ তাঁহার জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক পূর্বোক্ত ৩২ খানা পুস্তিকা ১৪৬৪ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনও অজ্ঞাত সন হইতে ১৪৮৯-৯০ সন পর্যন্ত বিস্তৃত যুগে রচনা করেন। এই বিখ্যাত জাহাজ চালনা বিদ্যাবিশারদ নাবিক কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কলেবর ও ব্যবহারিক মূল্যের দিক হইতে সমধিক নিশ্চিতরূপে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে কিতাবু'ল-ফাওয়া'ইদ (এক ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত)। উহাতে ১৭৮ পৃষ্ঠা আছে। উহা পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির ১ম (ب) পাতা হইতে আরম্ভ হইয়া ৮৮ পাতা (الف) সমাপ্ত হইয়াছে। ৪৮তম পাতার পর প্রাথমিক জ্যামিতি বিষয়ক একটি পাতায় ভুলবশত পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখিত হয় নাই। উহাকে আবার ৪৮তম পাতা (ب) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় উনিশটি করিয়া ছত্র রহিয়াছে। সর্বমোট ছত্রসংখ্যা ১৭৮×১৯ × ৩৩৮২। অবশ্য ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত এক বা ততোধিক ছত্রবিশিষ্ট টীকাসমূহের ছত্রগুলি উহার অতিরিক্ত। ১৪৮৯-৯০ খৃ. রচিত উক্ত গ্রন্থ সমুদ্রে জাহাজ চালনা বিষয়ক আত্মিক ও বাস্তব জ্ঞানের সার। অতএব উহা শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টার ফল নহে, বরং তদপেক্ষা অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর কিছু। আমরা উহাকে মধ্যযুগের শেষ বৎসরগুলির সামুদ্রিক অভিজ্ঞতাসমূহের একটি সংগ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। অধিকন্তু ইব্ন মাজিদ ঐতিহাসিক দিক দিয়া আধুনিক যুগের জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর রচয়িতাদের মধ্যে প্রাচীনতম ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন পাল চালিত সামুদ্রিক জাহাজ চালনা বিষয়ে এ পর্যন্ত যতগুলি নির্দেশিকা রচিত হইয়াছে, অক্ষাংশ সম্পর্কিত অপরিহার্য ভ্রান্তিগুলির কথা বাদ দিলে তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন নির্দেশিকাই ইব্ন মাজিদ কর্তৃক লোহিত সাগরে জাহাজ চালনা বিষয়ে রচিত নির্দেশিকা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান তো নহেই, এমনকি উহার সমকক্ষও নহে। মৌসুমী বায়ু, স্থানীয় বায়ু, সমগ্র ভারত মহাসাগর সামুদ্রিক জাহাজে অতিক্রম করিবার বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান সম্বন্ধে যে সকল তথ্য তিনি তাঁহার রচনাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সেই যুগে যত স্পষ্ট ও বিস্তারিত হইবার আশা করা যাইত, তদপেক্ষা মোটেই কম স্পষ্ট বা কম বিস্তারিত নহে। আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইব্ন মাজিদ তাঁহার গ্রন্থে ২৭তম পাতায় মিসরীয় ও পাশ্চাত্য দেশীয় নাবিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কম্পাস যন্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের ব্যবহৃত কম্পাস যন্ত্রকে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের কম্পাস যন্ত্রের সাহায্যে আমরা তাহাদের দেশের সাগরে অনায়াসে জাহাজ চালাইতে পারিলেও তাহারা তাহাদের কম্পাসের সাহায্যে আমাদের দেশের সাগরে তাহা পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, একদা তাহারা এই বিষয়ে আমাদের সহিত তর্ক করিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা আমাদের কম্পাস যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। গ্রন্থের অন্যত্র [৭৬তম (ب) পাতা হইতে ৭৭তম 'ب' পাতা পর্যন্ত] তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়াছে।]

ইব্ন মাজিদ এশিয়া মহাদেশ ও ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপসমূহ অপেক্ষা ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে কম অভিজ্ঞ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি জাভা দ্বীপের সঠিক অবস্থানের পরিবর্তে ভুলবশত উহার অবস্থান 'উত্তর-দক্ষিণে' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ভ্রান্তি যাহার কারণ অজ্ঞাত—সুলায়মান আল-মাহ্রী কর্তৃক রচিত সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থেও (প্যারিসস্থ পাণ্ডুলিপি, ক্রমিক নং ২৫৫৯) দেখা যায়। সুলায়মান আল-মাহ্রী উক্ত ভুল করেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। পরবর্তী কালে উহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে সীদী 'আলী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় লিখিত ভূমিকায়ও প্রবেশ করিয়াছে। ইব্ন মাজিদের রচনাবলীর উক্ত ভ্রান্তিটিই হইতেছে এইরূপ বড় ভ্রান্তি, যাহার সংশোধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্যারিসস্থ পূর্বোক্ত ২২৯২ নং পাণ্ডুলিপিতে প্রসঙ্গক্রমে ইব্ন মাজিদের জীবন ও তাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কিত কিছু তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শিহাবু'দ্-দীন আহ্'মাদ ইব্ন মাজিদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উমার (কোন কোন গ্রন্থে 'উমারের স্থলে 'আম্র উল্লিখিত হইয়াছে) ইব্ন ফাদ্'ল ইব্ন দুয়াক ইব্ন য়ুসুফ ইব্ন হ'াসান ইব্ন হু'সায়ন ইব্ন আবী মা'লাক আস-সা'দী (ابى معلق السعدى) ইব্ন আবি'র-রাকা'ইব আন-নাজ্দী (ابى الركائب النجدى) পত্রক (ب) [দ্র.]। ইব্ন মাজিদ নিজের উপাধি 'নাজিমু'ল-কি'ব্লাতায়ন (ناظم القبلتين) 'দুই কি'বলা (পবিত্র মক্কা ও পবিত্র জেরুসালেম)-এর কবি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত পবিত্র স্থানদ্বয় যিয়ারতও করিয়াছিলেন [পত্রক ২৩৭ (ب) দ্র.]। তিনি নিজের উপাধি 'রাবি'উ'ল-লুয়ূছ رابع الليوث = ব্যাঘ্র পূর্বপুরুষগণের সন্তান; চার সমুদ্র ব্যাঘ্রের চতুর্থ ব্যাঘ্র) [টীকা ৫ম দ্র.] (পত্রক ১৩৭ (الف) পত্রক ১২৮ (الف), পত্রক ১৪৫ (ب), পত্রক ১৪৭ (ب) এবং আসাদু'ল-বাহ্'রি'য্-যাখ্খার (اسد البحر الزخار) [তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ব্যাঘ্র] বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। পত্র ১১৭ (الف)-এ তিনি লিখিয়াছেন, আমি 'আরব মু'আল্লিম আহ্'মাদ ইব্ন মাজিদ।

২২৯২ নং পাণ্ডুলিপির কোন কোন বাক্য হইতে জানা যায় যে, ইব্ন মাজিদের পিতা ও পিতামহ— উভয়ে সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা উক্ত বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থাবলীও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্র (ইব্ন মাজিদ) গ্রন্থ রচনার উক্ত কার্যকে অব্যাহত রাখেন। তিনি পত্রক ৭৮ (الف)-এ লিখিয়াছেন, "লোহিত সাগরের 'আরব উপকূলের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উহার সহিত সম্পর্কিত এইরূপ অনেক বিস্ময় ও জ্ঞানের কথা রহিয়াছে যাহা একমাত্র সেই ব্যক্তিই বর্ণনা করিতে পারে, যে উহাদের সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কারণ উহা হাজ্জীদের যাতায়াত পথে অবস্থিত। আমার পিতামহ এই সাগর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে অন্য কাহাকেও নিজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন না। আমার পিতা—আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি রহ্'মাত বর্ষণ করুন—পৌনঃপুনিক বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীয় পিতার জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। এতদ্সম্পর্কিত তাঁহার জ্ঞান তাঁহার পিতার জ্ঞানকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অতঃপর যখন আমার যুগ আসিল এবং আমি আনুমানিক চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উক্ত অভিজ্ঞতাকে পুনপুন অর্জন করিতে লাগিলাম, আর উক্ত দুই যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের এতদসম্পর্কিত জ্ঞান ও আমার নিজের সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম, তখন সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক এইরূপ বিপুল জ্ঞানরাশি বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত হইল যাহা আমাদের যুগে এককভাবে কোন ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত হয় নাই। অবশ্য উক্ত জ্ঞানরাশি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা অসম্ভব নহে।"

এইরূপে পত্রক ৭৮ (ب)-এ তিনি লিখিয়াছেন, "সমুদ্রে জাহাজ চালনাকারী নাবিকগণ আমার মরহুম পিতাকে 'লোহিত সাগরের উভয় উপকূলের নাবিক' (ربان البرين) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি উরজূযাতু'ল-হি'জাযিয়্যা নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে সহস্রাধিক কবিতা চরণ-যুগল রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও আমি উহাতে যে ত্রুটি

দেখিয়াছি, উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি এবং উহাতে যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অনুপস্থিত ছিল, তাহা সংযোজিত করিয়া দিয়াছি।" কবিতাকারে লিখিত উক্ত কথাকেই তিনি পুনরায় পত্রক ৮১ (الف)-এ উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থটির পত্রক ৮৭ (ب)-এ লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে পানির উপরে দৃশ্যমান একটি চরাভূমির—যাহা মারমা দ্বীপের নিকটে ২০° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত—উল্লেখ করিয়া ইব্‌ন মাজিদ লিখিয়াছেন, "অধিকাংশ লোক উহাকে জা'হ্‌রাতু মাজিদ (মাজিদের চরাভূমি) নামে উল্লেখ করিয়া থাকে; কারণ আমার পিতা (মাজিদ) উহার সহিত তাঁহার জাহাজ বাঁধিতেন।" এই বিষয়টি সেই যুগের নাবিকদের মধ্যে তাঁহার (ইব্‌ন মাজিদের পিতা মাজিদের) খ্যাতির প্রমাণ বহন করিতেছে।

স্বীয় রচনার বিভিন্ন স্থানে ইব্‌ন মাজিদ তাঁহার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের প্রতি তাঁহার গভীর আস্থার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর নাবিকদের কার্যপদ্ধতির সহিত মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের ৮৪ (الف) পাতায় লিখিয়াছেন, "(আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পর) যদি আমি (অন্য) কোন বিষয়ের সাহায্যে নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকি, তবে উহা নাবিকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নহে, বরং উহা ছিল আমার (জাহাজ চালনা বিষয়ক) রচনাবলী।" অতঃপর তিনি এরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, পিতার জ্ঞান ও বিদ্যার উপর নির্ভর করা তাঁহার পক্ষে সঠিক ও নির্ভুল ছিল। গ্রন্থের ৮৪ (ب) পাতায় তিনি লিখিয়াছেন, "একদা ৮৯০/১৪৮৫ সনে যখন আমরা সেখানে [অর্থাৎ লোহিত সাগরের 'আরব (পূর্ব) উপকূলের দিকে ১৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত আস্‌মা' ও মুস্‌নাদ (اسماء و مسند) নামক দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে] জাহাজ নোঙ্গর করিলাম, তখন জাহাজের মাঝি-মাল্লাহ সকলেই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, আস্‌মা' ও মুস্‌নাদ দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া আমাদের জাহাজ চালাইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি তাহাদের কথা শুনিলাম না। কারণ আমি আমার পিতা কর্তৃক রচিত উরজূযা-য় পাঠ করিয়াছিলাম যে, এই দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে উহাদের নিকট দিয়া জাহাজ চালাইয়া যাইবার জন্য কোন পথ নাই। পক্ষান্তরে উপকূল হইতে দূরে থাকিয়া জাহাজ চালাইয়া গেলে পানির উপরে দৃশ্যমান চরাভূমিসমূহ দ্বারা জাহাজ পরিবেষ্টিত হইয়া যায়। দুই দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে মাত্র একটি পথ রহিয়াছে। উহার গভীরতা মাত্র দুই বাঁও (Fathom)। আমরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। আমি আমার সহকর্মী নাবিকদেরকে বলিলাম, আমাদের উচিত এই স্থান হইতে জাহাজ ছাড়িবার একদিন পূর্বে পথ-ঘাটের খোঁজ লইবার উদ্দেশে একখানা ছোট নৌকা সম্মুখে পাঠাইয়া দেওয়া। আমার মতানুসারে পানির গভীরতা পরিমাপের শিকল সঙ্গে লইয়া একখানা ছোট নৌকা সামনে রওয়ানা হইয়া গেল। উহা সেই স্থানে মাত্র দুই বাঁও গভীর পানিই দেখিতে পাইল, এতদপেক্ষা গভীর পানি কোথাও পাইল না। ফিরিবার সময়ে উহা মুস্‌নাদ ও সাসূহ (ساسوه) দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া আসিল। সেখানে উহারা জাহাজ চালাইয়া যাইবার মত গভীর পানির পথের সন্ধান পাইল। দিনের অবসানে উহারা পথের সন্ধান লইয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। এইরূপে যে বর্ণনা আমাদের পিতা কর্তৃক রচিত উরজূযায় লিপিবদ্ধ ছিল, উহা এই স্থানে তাঁহার সমগ্র উত্তরাধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণিত হইল।"

সমুদ্রে জাহাজ চালনা চৌম্বক কাঁটা, কম্পাস যন্ত্র ও আস্‌তুরলাব (Astralab)-এর আবিষ্কারের প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে [২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির দুই পাতার (ب)-এর পর] ইব্‌ন মাজিদ বলেন, "সর্বপ্রথম যিনি নৌকা নির্মাণ করেন, তিনি ছিলেন হযরত নূহ্ ('আ)। তিনি উক্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন হযরত জিব্‌রাঈল ('আ)-এর ইঙ্গিতে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল ('আ)-কে তাঁহার হিদায়াতের উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত নৌকা সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত পাঁচটি নক্ষত্রের পারস্পরিক অবস্থানগত আকৃতিতে নির্মাণ করা হইয়াছিল। উহার পশ্চাদ্‌ভাগ সপ্তর্ষিমণ্ডলের তৃতীয় নক্ষত্রের স্থানে (৩ পাতার ক দ্র.), উহার তলা (keel) চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ নক্ষত্রের স্থানে এবং উহার সম্মুখভাগ সপ্তম নক্ষত্রের স্থানে ছিল। আমাদের যুগেও (১৪৮৯ খৃ.) আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার, আর-রীম (যাঞ্জিবারের বিপরীত দিকে অবস্থিত আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল, মারয়ামা) এবং পূর্ব আফ্রিকার নিম্নাঞ্চলের লোকেরা সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত পঞ্চম ও ষষ্ঠ নক্ষত্রদ্বয়কে আল-হীরাব (الهيراب-নৌকার তলা) নামে অভিহিত করিয়া থাকে।"

"যখন শিশুমার তারকাপুঞ্জ (Ursa Minor)-এর অন্তর্গত 'খ' ও 'গ' তারকাদ্বয় আকাশে দৃশ্যমান না থাকে তখন সিংহ রাশির অন্তর্গত 'খ' নক্ষত্রের আকাশে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থানকালে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ নক্ষত্রদ্বয়েরই সাহায্যে (পৃথিবীর কোন স্থানের) অক্ষাংশ পরিমাপ করা হয়; কারণ উক্ত নক্ষত্রদ্বয়ের আকৃতি হযরত নূহ্' ('আ)-এর নৌকার তলার আকৃতির ন্যায়। হযরত নূহ্' ('আ)-এর নৌকা সম্বন্ধে কথিত আছে, উহার দৈর্ঘ্য ছিল চার শত হাত, প্রস্থ ছিল এক শত হাত এবং মাস্তুল বাদে উহার গভীরতা ছিল এক শত হাত। নৌকার পিছন দিকে দুইখানা বৈঠা লাগান ছিল। সেইগুলি উহার হালের কাজ করিত। নৌকার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর যখন মহাপ্লাবন আসিয়া গেল, তখন হযরত নূহ্' ('আ) যাহাদেরকে সঙ্গে লইবার কথা ছিল, তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। উহা তাহাদেরকে প্লাবনে ডুবিয়া মরা হইতে বাঁচাইল। কথিত আছে, যে স্থানে পরবর্তী কালে পবিত্র কা'বা ঘর নির্মিত হইয়াছে, হযরত নূহ্ ('আ)-এর নৌকা সেই স্থানটি ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই স্থানটি সেই যুগে একটি লোহিত বর্ণ বালুকাময় এলাকা ছিল। সেই যুগে এখানে কোন গৃহ নির্মাণ করা হইত না। মহাপ্লাবনের পানি এই স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই।

"যখন হযরত নূহ্' ('আ)-এর নৌকা জূদী পর্বতে গিয়া ভিড়িল এবং আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় আদাম হযরত নূহ্' ('আ)-এর জীবিত তিন পুত্র য়াফিছ', সাম ও হা'ম-এর মধ্যে যে সকল দেশকে ভাগ করিয়া দিলেন, সেই সকল দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরা নৌকা নির্মাণ করিতে শিখিল, তখন তাহারা সাগর, উপসাগর ও মহাসাগরের উপকূলে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপ ঘটিতে ঘটিতে পৃথিবীতে 'আব্বাসী শাসনামল (১৩২/৭৫০ সন) আসিল। 'আব্বাসী শাসনকর্তাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ, উহা ইরাকে অবস্থিত। সমগ্র খুরাসান অঞ্চলটিও তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। খুরাসান হইতে বাগদাদ ৩/৪ মাসের পথ (৩ পাতার 'খ' দ্র.)

"আব্বাসী শাসনামলের তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ (১) মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন শাযা'ন (شاذان), (২) সাহ্‌ল ইব্‌ন আবান (سهل بن ابان) ও (৩) লায়ছ' ইব্‌ন কাহ্‌লান (كهلان); শেষোক্ত ব্যক্তির নাম লায়ছ ইব্‌ন কামলান (كاملان) নহে। এই বিষয়টি আমি পাঠ করিয়াছি উক্ত সাহ্‌ল-এর পৌত্র ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন হা'সান ইব্‌ন সাহ্‌ল কর্তৃক

৫৮০/১১৮৪-৮৫ সনে রচিত রাহমানী (رهمانى) (রাহমানাগ-রাহনামাগ-রাহ্‌নামাহ্; দেখুন টীকা-৬) নামীয় একটি গ্রন্থে। তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ সংকলনের কার্য আরম্ভ করিতেন কু'রআন মাজীদের আয়াত 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্‌হাম্‌-মুবীনা (انا فتحنا لك فتحا مبينا) "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি" দ্বারা। উহাতে কোন কবিতাও ছিল না আর উহাতে কোন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনও ছিল না, বরং উহা ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতগুলি রচনার এইরূপ সংকলন যাহার না ছিল কোন শেষ, আর যাহাতে না ছিল চূড়ান্ত সত্যের নিশ্চয়তা, বরং উহাতে পরিবর্ধন ও হ্রাসকরণের অবকাশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সকল লেখক গ্রন্থ প্রণেতা নহেন, বরং গ্রন্থ সংকলক ছিলেন। তাঁহারা সমুদ্র পথে যাতায়াত করিলেও শুধু সীরাফ হইতে মাক্‌রান উপকূল পর্যন্ত যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা সীরাফ হইতে মাক্‌রানে পৌঁছিতেন মাত্র সাত দিনে এবং মাকরান হইতে খুরাসানে পৌঁছিতেন মাত্র এক মাসে। এইরূপে তাঁহারা দুই স্থানের মধ্যবর্তী পথের দূরত্ব কমাইয়া দেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে বাগদাদ হইতে খুরাসান ছিল তিন মাসের পথ। তাহারা প্রতিটি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লোকদের নিকট হইতে তথাকার অবস্থাবলী জানিয়া লইয়া সেইগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ও সংকলিত করিয়া থাকেন।

"সেই যুগের বিখ্যাত মু'আল্লিমগণের মধ্যে আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-মাগ্‌'রিবী, মূসা আল-ক'নদারানী ও মায়মূন ইব্‌ন খালীল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের পূর্বে ছিলেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন তাব্‌রূওয়ায়হ্ (احمد بن تبرويه)। তিনিও সমুদ্রে জাহাজ চালনা বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী হইতেও তাঁহারা তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মু'আল্লিম খাওয়াশীর (خواشير) ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন সালাহ্ আল-আরিকী কর্তৃক রচিত (ওয়াস্‌ফ নামীয়) ভ্রমণ কাহিনী হইতেও তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মু'আল্লিম খাওয়াশীর ৪০০/১০০৯-১০ সনে এবং তৎসন্নিহিত বৎসরগুলিতে ভারতীয় উপমহাদেশীয় নাবিক দাবাও কারাহ্ (دبو كره)-এর জাহাজ সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশ সফর করিত। তাঁহার যুগের বিখ্যাত সমুদ্র নাবিকদের আহ্'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দি'র-রাহমান ইব্‌ন আবি'ল-ফাদ্'ল ইব্‌ন আবি'ল-মুগ'ায়্‌রী অথবা ইব্‌ন আবি'ল-মুগ'ীরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের বিদ্যা প্রধানত নিজ নিজ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত অন্যান্য দেশের—যাহা কুমারিকা অন্তরীপের পূর্বে অবস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত এবং চীন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে সকল সামুদ্রিক বন্দর ও শহরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বর্তমানে সেইগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমনকি সেইগুলির নাম পর্যন্ত অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া এইরূপ কোন তথ্য জানা যায় না যাহার নির্ভুলতা ও যথার্থতা, আমার (ইব্‌ন-মাজিদ-এর) গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদি, অভিজ্ঞতাসমূহ ও নূতন নূতন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিধৃত নির্ভুলতা ও যথার্থতার ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। কারণ ইহাতে বর্ণিত প্রতিটি তথ্য বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাইকৃত। বস্তুত বাস্তব অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিষয় অন্য কিছুই হইতে পারে না। পূর্ববর্তী লেখকগণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যে সর্বশেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন, সেখান হইতেই আরম্ভ করা পরবর্তী লেখকগণের কর্তব্য। আমি পূর্ববর্তী লেখকগণের জ্ঞান ও রচনাবলীকে মর্যাদা দেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের প্রতি রহ্'মাত নাযিল করুন। আমি এই বলিয়া তাঁহাদের কার্যাবলীর প্রশংসা করিয়াছি, আমি সেই তিনজনের পর চতুর্থ জন। অবশ্য তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থাবলীতে সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কিত যে বর্ণনা নৈপুণ্য, নির্ভুলতা, প্রায়োগিক উপযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ রহিয়াছে, কোন কোন স্থানে আমার গ্রন্থের একটি মাত্র পাতায় তদপেক্ষা অধিকতর বর্ণনা নৈপুণ্য, নির্ভুলতা, প্রায়োগিক উপযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ রহিয়াছে (৪ পাতার ب)।

"উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি তাঁহাদের বর্ণনা পদ্ধতি ও তাঁহাদের যোগ্যতা পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ম ছিল, তাঁহারা সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকদের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত সমুদ্র সম্পর্কিত তথ্যাদি জানিয়া লইয়া উহাদেরকে গ্রন্থকারে বিন্যস্ত করিতেন। তাহাদেরকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনাকারী গ্রন্থকার বলা যায়। আমি নিজেকে ছাড়া এইরূপ অন্য কোনও চতুর্থ ব্যক্তিকে জানি না যাঁহার নাম উক্ত তিন গ্রন্থকারের নামের সহিত যুক্ত করা যায়। আমি নিজেকে উক্ত তিন গ্রন্থকারের পর চতুর্থ গ্রন্থকার বলিয়া আখ্যায়িত করিবার মাধ্যমে তাঁহাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করিতেছি শুধু এই কারণে যে, তাঁহারা সময়ের দিক দিয়া আমার পূর্ববর্তী ছিলেন। আমার মৃত্যুর পর এইরূপ যুগ ও এইরূপ লোক নিশ্চয়ই আসিবে, যাঁহারা আমাদের চারজনের প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা যথার্থরূপেই প্রদান করিবেন। যখন আমি আমার পূর্বসূরী উক্ত তিন গ্রন্থকারের রচনাবলী পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, উহারা ত্রুটিপূর্ণ, উহাতে না রহিয়াছে বর্ণনার সংযম, না রহিয়াছে বিষয়াবলীর সুবিন্যাস আর না রহিয়াছে তথ্যাবলীর নির্ভুলতা, তখন আমি উহা হইতে সঠিক ও নির্ভুল তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া উহাদেরকে গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করিলাম। এতদসহ বহু বৎসর ধরিয়া আমি নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদেরকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এই সকল তথ্য আমি আমার উরজূযাসমূহে, ক'াসীদাসমূহে এবং যে গ্রন্থের রচনাকার্য ৮৮০/১৪৭৫-৭৬ সনে সমাপ্ত হইয়াছে উহাতে বর্ণনা করিয়াছি (টীকা ৭ দ্র.)। সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত গ্রন্থকে পসন্দ করিয়াছেন, উহাকে ব্যবহার করিয়াছেন এবং কঠিন সমস্যায় পতিত অবস্থায় উহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। যেমন পর্বতসমূহের অবস্থা, নক্ষত্রসমূহের সাহায্যে পৃথিবীর কোন স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান নির্ণয়, বিভিন্ন নক্ষত্রের নাম, উহাদের সাহায্যে জাহাজ চালনা। পূর্ব যুগীয় নাবিকদের নিকট হইতে যে জ্ঞান আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি, আমার সমসাময়িক নাবিকদের জ্ঞান তদপেক্ষা তেমন অধিক নহে। যেমন পূর্ববর্তী নাবিকদের জ্ঞান সঠিক সামুদ্রিক পথ সম্বন্ধে, সেই সকল সহগ সম্বন্ধে-যদ্দ্বারা কোনও উদ্দীষ্ট অন্তরীপ বা উপকূলীয় অঞ্চলের দূরত্বের সঠিক পরিমাণ জানা যায়—যাহাতে তদনুসারে (জাহাজের পথ অতিক্রমের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্রে) অক্ষাংশে অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করা যায় আর উপকূল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নাবিকগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানের সঠিক দূরত্ব সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান রাখিতেন না। এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি আমার আয্‌-যাহাবিয়্যা নামীয় উরজূযা শ্রেণীর কবিতা পুস্তিকায় আলোচনা করিয়াছি (টীকা ৮ দ্র.) এবং ভবিষ্যতে অন্যত্র কোথাও এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিব।

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পূর্বযুগীয় নাবিকগণ এই সকল বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার নীতি অনুসরণ করিতেন এবং সমুদ্রের প্রতি অত্যধিক ভয়ের

কারণে তাঁহারা শুধু সেই সকল লোকের সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণ করিতেন যাঁহারা তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল হইতেন। তাঁহারা জাহাজকে প্রয়োজনীয় উন্নত সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করিতেন, সঠিক মৌসুমে জাহাজ ছাড়িতে কখনও বিলম্ব করিতেন না এবং নিয়মের অতিরিক্ত মাল উহাতে বোঝাই করিতেন না। আমরা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়া তাঁহাদের অগ্রবর্তী রহিয়াছি। সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্য হইতে প্রতিটি শাখার একেক জন আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক রহিয়াছেন। নৌকার উদ্ভাবক ছিলেন হযরত নূহ্ ('আ)। এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি আলোচনা করিয়াছি। উহার পর আসে চৌম্বক শক্তি ও চৌম্বক কাঁটার আবিষ্কারের কথা। সেই চৌম্বক কাঁটার কথা, নাবিকগণ যাহার উপর নির্ভরশীল এবং যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ব্যতিরেকে সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করা সম্ভব নহে এবং যাহা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু নির্দেশ করে উক্ত চৌম্বক কাঁটা আবিষ্কার করেন হযরত দাঊদ ('আ)। এই চৌম্বক লৌহ দ্বারাই তিনি জালূতকে হত্যা করিয়াছিলেন। চন্দ্রের মানযিলসমূহ ও রাশিচক্র আবিষ্কার ও নির্ণয় করেন হযরত দানিয়াল ('আ)। নাস'ীরু'দ-দীন তূ'সী (মৃ. ১২৬১ খৃ.) এতদসম্পর্কিত জ্ঞানের সহিত আরো জ্ঞান সংযোজিত করেন।"

ইব্‌ন মাজিদ লিখিতেছেন, "অতঃপর দিক নির্দেশক নক্ষত্র ও উহার নামের আলোচনা আসে। দিক নির্দেশক নক্ষত্রের আলোচনা একটি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ পূর্বোক্ত তিন গ্রন্থকারের যুগের পূর্বে রচিত; কিন্তু উহাতে বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুমান ভিত্তিক। উহাতে বর্ণিত নক্ষত্রের গতির পরিমাণও—যাহা সমুদ্রে জাহাজের প্রতি তিন ঘণ্টা ধরিয়া ভ্রমণের সময়কাল দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে—অনুমান ভিত্তিক। এইরূপ আমি আমার গ্রন্থে যে সকল উপকূলীয় অঞ্চলের বিবরণ প্রদান করিয়াছি, তৎসমুদয় সম্বন্ধে আমার পৌনঃপুনিক প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। আমার মতে আমার গ্রন্থে প্রদত্ত বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কিত বিবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত এতদসম্পর্কিত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য।"

অতঃপর কম্পাসের কাঁটায় চৌম্বক শক্তি সৃষ্টির প্রসঙ্গ আসে। কেহ কেহ বলেন, কম্পাসের কাঁটায় চৌম্বক শক্তি সৃষ্টির কৃতিত্ব ছিল হযরত দানিয়াল ('আ)-এর। কারণ তিনি লৌহ ও উহার ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, উহার আবিষ্কারক ছিলেন হযরত খিদ্‌র ('আ) (উক্ত শিরোনামের নিবন্ধ দ্র.)। যখন তিনি আব-ই হায়াতের সন্ধানে অন্ধকারে ও অন্ধকার সমুদ্রে (আটলান্টিক মহাসাগর) প্রবেশ করত দুই মেরুর কোন একটি মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সূর্যেরও আড়ালে চলিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তখন তিনি কম্পাসের সাহায্যে এবং কাহারও কাহারও মতে আলোর সাহায্যে পথ খুঁজিয়া পান। চুম্বক হইতেছে এইরূপ এক প্রকারের পাথর (lode-stone) যাহা শুধু লৌহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে (৬ الف। পাতা দ্র.)। কথিত আছে, সাতটি আকাশ ও পৃথিবী এই চুম্বকশক্তি ও আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রতে শূন্যে ঝুলন্ত রহিয়াছে।

ইব্‌ন মাজিদ আরও লিখিয়াছেন (১৪ الف। পাতা দ্র.), ইহার সাহায্যে আকাশে সূর্যের ক্রম উত্থান ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থান নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব হযরত ইদ্‌রীস ('আ)-এর প্রাপ্য [ইদ্‌রীস ('আ) নিবন্ধ দ্র.]। তিনিই ডিগ্রী নির্দেশক আস্‌'তারলাবের আবিষ্কারক ছিলেন। পরবর্তী কালে প্রাচীন যুগের লোকেরা উহার ডিগ্রীকে কাঁটায় পরিবর্তিত করেন। তাঁহারা তাম্র নগরীর কাহিনীতেও উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন (টীকা ৯ দ্র.)। সূর্যঘড়িকে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শায'ান ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় নহেন বরং অন্য লোকেরা বিন্যস্ত করিয়াছেন। কারণ আস্‌'তারলাবের সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজ চালনা করা নবীগণের যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর উক্ত তিন সমুদ্র নাবিক ছিলেন 'আব্বাসী যুগের লোক। এই বিষয়টি তাঁহাদেরই গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্‌ন মাজিদ, "আমি সেই তিনজনের পর চতুর্থ জন" এবং "আমি সেই তিন ব্যাঘ্রের পর চতুর্থ ব্যাঘ্র"—এই বলিয়া তাঁহার পূর্বসূরী নাবিকত্রয়ের প্রশংসা করিলেও তিনি তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর ভুলত্রুটি ধরাইয়া দিতে এবং নিজ গ্রন্থ আল-হ'াবিয়া-এ বর্ণিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ব্যাপক তথ্যাবলীর সহিত উহাদের তুলনা করিতে ছাড়েন নাই। যেমন তিনি বলিয়াছেন, "সুহায়ল নক্ষত্রটি (ইরানী) নওরোয হইতে দুই শত বাইশতম দিনে ফজরের পর উদিত হয় এবং নওরোয হইতে চল্লিশতম দিন হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি তুমি কোন নাবিকের নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তবে সে আদৌ কিছু বলিতে পারিবে না, বরং যদি সে আমার এই গ্রন্থটি পাঠ না করিয়া থাকে, তবে সে কোনক্রমেই উহার উত্তর দিতে পারিবে না, যদি সেই ব্যক্তি মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শায'ান ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী এক শত বৎসর ধরিয়া পাঠ করিয়া থাকে, তথাপিও না।" ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপি (১২৬ পাতার ب ছত্র ৫ প.) হইতে জানা যায় যে, উপরিউক্ত লেখকত্রয় কর্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনুসৃত হইত।

ইব্‌ন মাজিদের বর্ণনামতে উপরিউক্ত লেখকত্রয় অর্থাৎ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শায'ান, সাহ্‌ল ইব্‌ন আবান ও লায়্‌ছ' ইব্‌ন কাহ্‌লান জাহাজ চালনাবিশারদ, বিজ্ঞ নাবিক বা মু'আল্লিম ছিলেন না, বরং তাঁহারা শুধু জাহাজ চালনা সম্পর্কিত উপদেশাবলী বিষয়ে ও সামুদ্রিক পথসমূহ বিষয়ে বিজ্ঞ গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ প্রণয়নে সমুদ্র ভ্রমণ বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। কিতাবু'ল-ফাওয়া'ইদ হইতে এই দুইটি কথাও জানা যায় যে, উক্ত লেখকত্রয় অথবা অন্তত সাহ্‌ল ইব্‌ন আবান দ্বাদশ শতাব্দীর (কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে, দশম শতাব্দীর; দেখুন, টীকা ৬ الف।) প্রথমার্ধের লেখক ছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে সকল সমুদ্র ভ্রমণের বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন, ঐগুলি বিশেষত কুমারিকা অন্তরীপের পূর্বদিকে অবস্থিত দেশসমূহ এবং চীন দেশের অবস্থার সহিত সম্পর্কিত। এইরূপ ধারণা করা অসংগত হইবে না যে, উক্ত লেখকত্রয়ের রচনাবলীর উৎস ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ, উহার গঙ্গার পূর্ব দিকের অংশ, ইন্দোনেশিয়া ও চীনদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তসমূহ। যেমন ৮৫১ খৃ. বর্ণিত সুলায়মান কর্তৃক রচিত এবং আনুমানিক ৯১৬ খৃ. (টীকা ১০ দ্র.) আবূ যায়দ হাসান কর্তৃক সংশোধিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ (তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ প্রণয়নে উক্ত গ্রন্থ হইতেও তথ্যাদি গ্রহণ করেন)। আবূ যায়দ হাসান ভূগোলশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন। হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী হইতে ও তাঁহার যুগের নাবিকদের নিকট হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, তিনি সেইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মনে হয় পূর্বোক্ত লেখকত্রয় অনুরূপ পন্থায় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন। ইব্‌ন মাজিদের বর্ণনামতে তিনি তাঁহাদের উক্ত কার্যধারাকে অব্যাহত রাখেন। কারণ তিনি বিশেষত এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার পরিচয় অন্য লেখকগণ হইতে এই দিক দিয়া স্বতন্ত্র যে, তিনি যাহা

কিছু লিখিয়াছেন, উহা তাঁহার সুদীর্ঘ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিয়াছেন।

ইব্‌ন মাজিদের বর্ণনামতে উপরিউক্ত লেখকত্রয়ের গ্রন্থাবলীতে এইরূপ কতগুলি সমুদ্র বন্দর ও শহরের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে যাহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উক্ত বর্ণনার অর্থ এই যে, সংশ্লিষ্ট সমুদ্র বন্দর ও শহরগুলির প্রাচীন নামসমূহ—যদ্দারা চীনা গ্রন্থাবলীতে ও টলেমী কর্তৃক রচিত তালিকাসমূহে উল্লিখিত ভৌগোলিক স্থানসমূহের নাম জানিবার কার্যে সহায়তা পাওয়া যায়—বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও তথ্যাবলীর উক্ত উৎসসমূহ বর্তমানে আর পাওয়া যায় না, তথাপি ইহা জানা স্বয়ং একটি জরুরী কার্য যে, এইরূপ গ্রন্থ এক সময়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যে সব কিছুই সম্ভব অর্থাৎ উক্ত লেখকত্রয়, আহমাদ ইব্‌ন তাবরুওয়ায়হ্ ও খাওয়াশীর ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন সালাহ্ আল-আরাকী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রাচ্যেও আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্যারিসস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে ২২৯২ ক্রমিক নং ও ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়া একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অন্যত্র উহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার আশা সর্বদা করা যাইতে পারে।

মনে হয়, কিতাবু'ল-ফাওয়া'ইদ—যাহার সারাংশ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে–ইব্‌ন মাজিদের পরিপক্ব অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁহার জন্ম সন আমাদের জানা নাই। হাবিয়া গ্রন্থ রচনাকালে যদি তাঁহার বয়স পঁচিশ অথবা ত্রিশ বৎসর হইয়া থাকে, তবে কিতাবু'ল-ফাওয়া'ইদ গ্রন্থের রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল বায়ান্ন অথবা সাতান্ন বৎসর এবং ৬ ক্রমিক নং-এ উল্লিখিত কবিতা পুস্তিকার রচনাকালে (১৪৯৪–৯৫ খৃ.) উহা ৫৬ অথবা ৫৩ অথবা ৬৩ বৎসর থাকাই যুক্তিসঙ্গত। উহার তিন-চারি বৎসর পর এপ্রিল ১৪৯৮ খৃ. ভাস্কো ডা গামা মালি নদীতে পৌঁছেন। এই স্থানেই ইব্‌ন মাজিদ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে তাঁহার সহিত জাহাজে আরোহণ করেন। এই মু'আল্লিমের মৃত্যু সনও জানা নাই। পাশ্চাত্য লেখক James Prinsep বলেন যে, ইব্‌ন মাজিদের স্মৃতি ভারতীয় উপমহাদেশে ও মালদ্বীপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জাগরূক ছিল। তিনি লিখিতেছেন, "অতএব আমি একটি 'আরবীয় কম্পাস সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সকল জাহাজে সন্ধান করিয়া একটি কম্পাসও পাইলাম না। অবশেষে আমার বন্ধু সায়্যিদ হুসায়ন সীদী জাহাজ চালনা বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান সম্পর্কিত একখানা গ্রন্থে উহার একটি চিত্র দেখিতে পাইলেন। গ্রন্থটির নাম ছিল 'মাজিদ-এর গ্রন্থ'। আমার মালদ্বীপীয় বন্ধুর রসিকতাপূর্ণ ভাষায় উহার নাম ছিল 'আরবদের প্রাণ হ্যামিল্টন-এর গ্রন্থ।' এই গ্রন্থটি জনৈক নাবিকের নিকট ছিল। উহার যে পৃষ্ঠায় চিত্রটি অংকিত ছিল, সায়্যিদ হ'াসান আমাকে দেখাইবার উদ্দেশে তাহা নির্দ্বিধায় গ্রন্থ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়াছিলেন। কারণ সেই নাবিক গ্রন্থখানা কাহাকেও দিতে রাযী ছিলেন না। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ না করিলে সায়্যিদ হাসান তাঁহার ফিরতি সমুদ্র যাত্রা সহজে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না" (Notes on the Nautical Instruments of the Arabs, in JASB, ১৮৩৬ খৃ., ২খ, ৭৮৮)। স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত গ্রন্থখানা ছিল আমাদের উল্লিখিত ২২৯২ নং পাণ্ডুলিপি ও ২৫৫৯ নং পাণ্ডুলিপির ন্যায় এইরূপ কোন গ্রন্থ যাহাতে সমুদ্রে জাহাজ চালনায় ব্যবহার্য বিভিন্ন যন্ত্রের চিত্র এবং সম্ভবত সামুদ্রিক পথসমূহের নকশাও অংকিত ছিল অথবা উহা ছিল স্বয়ং ২২৯২ নং গ্রন্থখানা যাহার কারণে উহাকে 'মাজিদের গ্রন্থ' নাম দেওয়া হইয়াছিল। R. F. Burton তাঁহার First Footsteps in East Africa of Exploration of Harar (লন্ডন ১৮৫৬ খৃ., পৃ. ৩-৪) গ্রন্থে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, "১৯৫৪ খৃ. ২৯ অক্টোবর রবিবার আমাদের বিপুল পরিমাণের মাল সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইল যে, তাহা জাহাজে বোঝাই করা হইয়াছে। আমার বন্ধু "S" সাহেব আমার পিঠে বরকতের পাদুকা মারিলেন। আনুমানিক বেলা চারটায় আমরা (এডেনের যে অংশ দেশী নৌকার জন্য নির্দিষ্ট, সেই অংশ) মা'লা বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিলাম। আমরা জাহাজে পাল তুলিয়া দিয়া উক্ত অগ্নিময় উত্তপ্ত বন্দর হইতে সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন আমরা "জাহাজ পরিদর্শক"-এর সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন আমাদের অনুমতিপত্র তাঁহার সমীপে পেশ করিলাম। উন্মুক্ত সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মধ্যে পতিত হইবার পূর্বে আমরা শায়খ মাজিদের জন্য—যিনি সমুদ্রে জাহাজ চালনায় ব্যবহার্য কম্পাসের উদ্ভাবক ছিলেন—ফাতিহা পাঠ করিলাম। সন্ধ্যার আগমনে দেখিলাম, আমাদের জাহাজ সমুদ্রের স্বচ্ছ তরঙ্গমালার উপর দিয়া দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইতেছে।" R. F. Burton তাঁহার গ্রন্থের একটি টীকায় আরো লিখিয়াছেন, "প্রাচ্যের লোকেরা যদি কম্পাসের ন্যায় যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধেও কোন কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়া না লইত, তবে তাহা নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হইত। কথিত আছে, সিরিয়া দেশে শায়খ মাজিদ নামক একজন ওয়ালী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এইরূপ শক্তি দান করিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবীকে দেখিতেন তাঁহার হাতের একটি খেলার বলের ন্যায়। অধিকাংশ মুসলমান এইরূপে কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার ইতিহাস সম্বন্ধে একমত এবং দীনদার মাল্লাহগণ এখনও উক্ত ওয়ালীর জন্য ফাতিহা পাঠ করিয়া থাকেন।" একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, শায়খ মাজিদ কোনও সিরীয় 'ওয়ালী' ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন শুধু মু'আল্লিম ইব্‌ন মাজিদ। উক্ত মু'আল্লিম ইব্‌ন মাজিদ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রে জাহাজ চালনা বিষয়ে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিবার মাধ্যমে জগদ্বাসীর যে মহান খিদমত করিয়াছেন, উহার কারণে তাঁহাকে একজন ওয়ালীর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচয় যেরূপে পরিবর্তিত হইয়া ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। এইরূপ পরিবর্তন ঘটিবার আরও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৯১৩ খৃ. এই নিবন্ধের মূল রচয়িতা Gabrial Ferrand-এর বন্ধু ও সহকর্মী Paul Ottavi যিনি প্রায় পনের বৎসর ধরিয়া যাঞ্জিবার ও মস্কটে অবস্থান করিয়াছেন—উক্ত দেশদ্বয়ের সমুদ্র বন্দরসমূহে ইব্‌ন মাজিদ ও সুলায়মান আল-মাহ্‌রী কর্তৃক রচিত সমুদ্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীর সন্ধান করেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন যে, উক্ত দেশদ্বয়ের লোকেরা উক্ত নাবিকদ্বয়ের নামও জানে না।

১৯৫৭ খৃ. Theodore Shumovski লেনিনগ্রাদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত তিনখানা সমুদ্র বিষয়ক পথ প্রদর্শক নূতন গ্রন্থ রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন। উহাতে গ্রন্থের মূল 'আরবী পাঠ পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবিরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসহ উহার রুশ অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রুশ ভাষায় লিখিত একটি দীর্ঘ ও বেশ তথ্যপূর্ণ ভূমিকাও উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েকটি নির্দেশিকা ও একটি ভৌগোলিক মানচিত্রও উহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদে 'ছালাছাতু আযহার ফী মারিফাতি'ল-বিহার' (ثلثة ازهار فى معرفة البحار)

এই 'আরবী নামটি লিখিত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে 'ছালাছ রাহমা নাজাতি'ল-মাজহুলা (ثلث رحما نجات المجهولة) নামটি লিখিত রহিয়াছে। উক্ত নাম দুইটি সম্ভবত প্রকাশক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে অন্তর্ভুক্ত কবিতা গ্রন্থদ্বয় হইতেছে এইঃ (ক) আল-উরজূযাতু'ল-মুসাম্মাতু বি'স-সিফালিয়্যা (الارجوزة المسماة بالسفالية)। এই গ্রন্থ পাঠে মালাবার, কানকাত ও গুজরাট, সিন্ধু, আত্‌ওয়াহ্ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ উপকূলীয় ভূভাগ সম্বন্ধে এবং তথা হইতে আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার, উহার দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশসমূহের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইবে। উহার রচয়িতা তিন গ্রন্থকারের পর চতুর্থ গ্রন্থকার আলহাজ্জ শিহাবুদ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মাজিদ। এই পুস্তিকাখানা নাবিকদের জন্য একমাত্র আকর্ষণীয় পুস্তিকা বটে। উহাতে মোট ২৭ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০ ছত্র রহিয়াছে।

(খ) আল-উরজূযাতু'ল-মুসাম্মাতি'ল-মিল'আকিয়্যা (الارجوزة المسماة الملعقية), উহাতে ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল হইতে শ্রীলঙ্কা ও নিকোবর, সুমাত্রা দ্বীপ, শ্যামদেশের উপকূলীয় অঞ্চল মালাক্কা, জাভা দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, উহাদের পথে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপ-উপদ্বীপ, উক্ত দেশসমূহে অবস্থিত শহরসমূহ, চীনদেশ, ফরমোজা দ্বীপ, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশ ও দ্বীপসমূহ, ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ ও উপকূলীয় অঞ্চল সম্বন্ধে—যাহার উত্তরে ককেশাস পর্বতমালা ভিন্ন অন্য কোন দেশ নাই—আলোচনা করা হইয়াছে। উহা লেখকত্রয়ের পর চতুর্থ লেখক আহ্‌মাদ ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক রচিত একখানা কবিতা পুস্তিকা। উহাতে মোট ১৪ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ২০টি করিয়া ছত্র রহিয়াছে। উহার নামকরণ 'আল-মিল'আকিয়্যা (الملعقية=চামচের ন্যায়) করিবার কারণ সম্ভবত এই যে, উহাতে বর্ণিত ভূখণ্ডের আকৃতি মানচিত্রে চামচের ন্যায় দেখায়।

(গ) উরজূযা শ্রেণীর একখানা কবিতা পুস্তিকা। উহার কবিতার চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে 'ت'। উহাতে জেদ্দা হইতে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগরের ও তৎসন্নিহিত ভারত মহাসাগরের অংশের পানির স্রোতসমূহ ও জাহাজ চালনার পথসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা চারি ব্যাঘ্রের চতুর্থ ব্যাঘ্র আলহাজ্জ শিহাবুদ-দীন কর্তৃক রচিত হইয়াছে। উহাতে মোট ৩ পৃষ্ঠা এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় ২১টি করিয়া ছত্র রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Hammer, Extracts from the Mohit that is the Ocean, a Turkish work on Navigation in The Indian Seas, in JASB, ১৮৩৪ খৃ., পৃ. ৫৪৫-৫৫৩, ১৮৩৬ খৃ., পৃ. ৪৪১-৬৮, ১৮৩৭ খৃ., পৃ. ৮০৫-১২, ১৮৩৮ খৃ., পৃ. ৭৬৭-৮০, ১৮৩৯ খৃ., পৃ. ৮২৩-৩০; (২) D. Lopes, Extractos da historia da conquista do Yaman pelos Othmanos, ১৮৯২ খৃ. লিসবনে ভূগোল সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রাচ্যবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত একটি প্রবন্ধ; (৩) L. Bonelli, Del Muhit o descrizione dei mari delle Indie dell' ammiraglis Turco Sidi Ali detto Kiatib-i-Rum, in RRAL, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৭৫১-৭৭; (৪) ঐ লেখক, Ancora del Muhit o descrizione dei mari delle Indie, ঐ সাময়িকী, ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৩৬-৫১; (৫) M. Bittner, Zum Indischen Ocean des Seidi Ali in WZKM. ১০ খ.; (৬) M. Gaudefroy Demombynes, Les sources arabes du Muhit turc, in JA, ১০ম কিস্তি, ২০খ, ১৯১২ খৃ., পৃ. ৫৪৭-৫০; (৭) G. Ferrand, Relations de voyages et taxtes geographiques arabes, persans et turks relatifs a l'Extreme-Orient du viiie au Xviiie, প্যারিস ১৯১৪ খৃ., ২খ, পৃ. ৪৮৪-৫৪১; (৮) ঐ লেখক, Le Pilote arabe de Vasco de Gama et les instructions nauti-ques des Arabes au Xv^e^ siecle, in Ananles de geographie, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ২৯০-৩০৭; (৯) ঐ লেখক, Instructions nauriques et routiers arabes et Portugais des xve et xvie siecles, i, Le pilote des mers del Inde, de la Chine de l Indonesie, par Sihab-ad-din Ahmad bin Majid, 'আরবী পাঠ, প্যারিস ১৯২৩ খৃ. (অতঃপর সুলায়মান আল-মাহ্‌রী কর্তৃক রচিত গ্রন্থের মূল পাঠ ও উহার অনুবাদের খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইয়াছে); (১০) ঐ লেখক, L element persan dans les textes nautiques arabes des xv^{e} et xvi^{e} siecles, in JA, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৯৩-২৫৭; (১১) E.I.^{2}, ৩খ, পৃ. ৮৫৬-৯।

টীকা ঃ (১) য়ুরোপ ও প্রাচ্যদেশে উহার একাধিক অনুলিপি বর্তমান রহিয়াছে। (২) প্যারিসে সংরক্ষিত ২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির আরেকখানা অনুলিপি সৌভাগ্যক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্প্রতি দামিশ্‌কে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিখানাকে দামিশ্‌কস্থ আল-মাজমা'উ'ল- ইলমি'ল-'আরাবী নামক গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে (দ্র. মাজাল্লাতু'ল-মাজমা'ই'ল-'আরাবী, ফেব্রুয়ারী ১৯২১ খৃ., দামিশ্‌ক, পৃ. ৩৩-৩৫)। প্যারিসে সংরক্ষিত ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির আরেকখানা অনুলিপি, অবশ্য উহা অসম্পূর্ণ বটে, জেদ্দার শায়খ মুহ্‌াম্মাদ নাসীফ-এর নিকট পাওয়া গিয়াছে। এই নিবন্ধের মূল রচয়িতা Gebriel Ferrand-এর বন্ধু আহ্‌মাদ যাকী পাশা তাঁহার অনুরোধে এই স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া উহা আবিষ্কার করেন। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির আরেকখানা অনুলিপি পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের পাঠাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। (৩) এইরূপ শী'আ ঘেঁষা বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার নিজেও শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন অথবা তিনি শী'আদের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। (৪) এই স্থানে মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত 'আরবী تتبع শব্দের অর্থ হইতেছে সমুদ্র পথ জানিবার উদ্দেশে কোন উপকূলীয় ভূখণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করা। (৫) ইব্‌ন মাজিদ তাঁহার পূর্বসূরী লেখক লায়ছ ইব্‌ন কাহলান-এর নামের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিজেকে 'লায়ছ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন [উল্লেখ্য যে, 'লায়ছ' (ليث) শব্দটির অর্থ 'ব্যাঘ্র']। (৬) উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাটি সম্বন্ধে আরও তথ্য জানিবার জন্য তু. J.A., ১৯২৪ খৃ., ২০৯-২১৫ পৃ.। ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক উল্লিখিত তিন লেখকের অন্যতম লেখক সাহল ইব্‌ন আবান-এর পৌত্র ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল কর্তৃক রচিত 'রাহমানী' নামক গ্রন্থের নামের সহিত ইব্‌ন মাজিদ কর্তৃক স্বীয় লিখিত গ্রন্থে "تاريخه خمسماية ثمانين سنة" বাক্যটির অর্থ এই নিবন্ধের লেখক এইরূপ করিয়াছেন, 'উহার রচনাকাল পাঁচ শত আশি সন' (হি.)।

কিন্তু উহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে, 'উহা পাঁচ শত আশি বৎসর পূর্বে রচিত হয়।' J. Sauvaget, JA সাময়িকী প্যারিস, ১৯৪৮ খৃ., ১১-২০ পৃ. উহার শেষোক্ত অর্থই বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'আজা'ইবু'ল-হিন্দ গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের নামের সহিত তুলনা করিলে জানা যায় যে, উল্লিখিত লেখকত্রয় সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। এইরূপে আলোচ্য গ্রন্থকার (ইসমা'ঈল) খৃ. দশম শতাব্দীর লেখক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কারণ (ইব্ন মাজিদ প্রণীত) আলোচ্য গ্রন্থখানা ৮৯৫ হি. রচিত হইয়াছিল। উহার ৫৮০ বৎসর পূর্বে ৮৯৫-৫৮০=৩১৫ হি. চলিতেছিল। এতদসত্ত্বেও বলা যায়, উল্লিখিত 'আরবী বাক্যটির শেষোক্ত অর্থকে সঠিক মনে করা খুবই কঠিন। অতএব এইরূপ ধারণা করাই সঙ্গত যে, ৫৮০ হি. সন 'রাহ্'মানী' নামক গ্রন্থখানার রচনাকাল ও উহার রচয়িতা (ইসমা'ঈল) খৃ. দশম শতাব্দীর নহে, বরং খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক ছিলেন। (৭) ইব্ন মাজিদ কর্তৃক রচিত আলোচ্য গ্রন্থের সকল অনুলিপিতেই উহার রচনাকাল ৮৯৫ হি. লিখিত রহিয়াছে। (৮) উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ এই নিবন্ধের মূল রচয়িতার নিকট পৌঁছে নাই। (৯) কিংবদন্তীতে উল্লিখিত 'তাম্র শহর' (مدينة النحاس) সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. Gaudefroy ও Demombynes, les cent et une nuits, প্যারিস ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৮৪-৩৪৮, এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীও দ্র.। (১০) তু. সিলসিলাতু'ত-তাওয়ারীখ অথবা Relation des voyages faits Par les Arabes et les sersans dans l'Inde et a la Chine dans le ixe siecle de l'ere chretinne, 'আরবী পাঠ Langles কর্তৃক প্রদত্ত এবং অনুবাদ ও টীকা Renaud কর্তৃক সম্পন্ন ও সংযোজিত (১৮৪৫ খৃ.)। এই নিবন্ধের মূল রচয়িতা নিম্নোক্ত নামে উহার নূতন ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেনঃ Voyage du marchand arabe Sulayman en Inde et en Chine redige en 851 suivi de remarques Par Abu Zayd Hassan (vers 916), প্যারিস ১৯২২ খৃ.। J. Sauvaget উক্ত গ্রন্থমালার মূল 'আরবী পাঠ শুদ্ধি ও টীকাসহ আরেকটি ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। Relation de la Chine et de l'Inde নামক উক্ত অনুবাদ গ্রন্থখানা ১৯৪৮ খৃ. প্যারিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

Gabriel Ferrand ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/
মুহাম্মদ মাজহারুল হক

ইব্ন মাত্রূহ (ابن مطروح) ঃ আবু'ল-হাসান য়াহয়া ইব্ন 'ঈসা ইব্ন ইব্রাহীম ইব্নি'ল-হুসায়ন জামালি'দ-দীন ইব্ন মাত্রূহ ৮ রাজাব, ৫৯২/৭ জুন, ১১৯৬ তারিখে মিসরের আস্য়ূত-এ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া কূস-এ গমন করেন। কূস সেই সময়ে মিসরের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ তামাদ্দুনিক কেন্দ্র ছিল এবং সম্ভবত সেখানেই ইব্ন মাত্রূহ তাঁহার শিক্ষা জীবন শুরু করেন বা শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। সেখানে তিনি কবি বাহা'উ'দ্-দীন যুহায়র (দ্র.)-এর সাক্ষাত লাভ করেন যাঁহার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ইব্ন মাত্রূহ সেখানেই কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি শহরের গভর্নর মাজ্দু'দ-দীন আল-লাম্তী-র সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁহার নামে তিনি যে দুইটি কবিতা উৎসর্গ করেন সেইগুলিতে অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, মাজ্দু'দ-দীন এই তরুণ কবিকে একটি প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদে তিনি দীর্ঘদিন থাকেন নাই।

অধিকতর সুবিধাজনক পরিবেশের সন্ধানে বহির্গত হইয়া ইব্ন মাত্রূহ আনু. ৬২৬/১২২৯ সালে কায়রোতে পৌঁছেন, সেখানে তিনি আস্-সালিহ আয়্যুব-এর সম্মুখে উপস্থিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। আস্-সালিহ সেই সময়ে পিতা আল-মালিক আল-কামিল-এর প্রতিনিধিরূপে মিসর শাসন করিতেছিলেন। ৬২৯/১২৩১ সালে আস্-সালিহ আয়্যুব তাঁহার পিতা কর্তৃক সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হইয়া মেসোপটেমিয়া বিজয়ে এবং মোঙ্গলদের ও খাওয়ারায-মীদের দমনে বহির্গত হইলে ইব্ন মাত্রূহও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। তিনি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন এবং সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার বিজিত শহরগুলিতে ভ্রমণ করেন।

আল-মালিক আল-কামিল (৬৩৫/১২৩৮)-এর মৃত্যুর পরে আয়্যূবী শাসকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া যায় এবং তখন ইব্ন মাত্রূহ উহাতে জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হন। আস্-সালিহ আয়্যুব, যিনি তাঁহাকে সেনাবাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় তুলিয়া ধরিবার জন্য এবং আয়্যূবী রাজপুরুষগণের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'আব্বাসী খলীফার দূত ইব্নু'ল-জাওযীর সঙ্গে ৬৩৭/১২৩৯ সনে তিনি কায়রো গমন করেন। তাঁহার কায়রোতে অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন এবং শীঘ্রই তিনি সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬৩৯/১২৪১ সনে ইব্ন মাত্রূহ পুনরায় মিসরে যান। আস্-সালিহ আয়্যুব কায়রোতে সুলতান হইয়া তাঁহাকে শহরের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তি দ্বারা সুলতানের দরবারে তাঁহার একের পর এক উচ্চ সরকারী পদ লাভের সূচনা হয়।

৬৪৩/১২৪৫ সনে আস্-সালিহ আয়্যুব দামিশ্ক-এর উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করিলে তিনি ইব্ন মাত্রূহকে সেই শহরের উযীর নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ইব্ন মাত্রূহ বিপুল সমৃদ্ধি ও নিজ অনুগামিগণের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কিন্তু আস্-সালিহ আয়্যুব ৬৪৬/১২৪৮ সনে দামিশ্কে গিয়া তাঁহাকে সেই পদ হইতে অব্যাহতি দেন এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে হিম্স-এ প্রেরণ করেন। এই সময়ে ইব্ন মাত্রূহ সুলতানের সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন। সেই সেনাবাহিনী হিম্সে গিয়া পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতেই সুলতানের নিকট হইতে মিসরে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ আসে। খৃস্টান ক্রুসেড বাহিনী দামিয়েত্তা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল, সেই অগ্রসরমান বাহিনীকে প্রতিহত করিতে হইবে। স্বয়ং আস্-সালিহ আয়্যুব এই সময়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইব্ন মাত্রূহ তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

আস্-সালিহ আয়্যুব-এর মৃত্যুর পরে (১৫ শা'বান, ৬৪৭/২৩ নভেম্বর, ১২৪৯) ইব্ন মাত্রূহ রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র কবিতায় অনুতপ্ত হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করেন। শা'বানের প্রারম্ভে, ৬৪৯/অক্টোবরের শেষভাগ, ১২৫১-তে কায়রোয় তিনি মারা যান। ইব্ন খাল্লিকান তাঁহার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

ইব্ন মাত্রূহ-এর দীওয়ান ১২৯৮ খৃ. ইস্তাম্বুল হইতে প্রকাশিত হয়। মাঝারি আকারের সেই সংস্করণটিতে ছত্র সংখ্যা ছিল ৮০৬। তাঁহার কবিতা প্রধানত প্রশস্তিমূলক ও প্রণয়মূলক, সাধারণভাবে সেইগুলি বিশেষ উচ্চ মানের রচনা নয়। রাজনৈতিক ও চাকুরী সংক্রান্ত দায়িত্বভার পুরাপুরিভাবে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির প্রতি তাঁহার মনোনিবেশের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। তথাপি কোন কোন শ্রেষ্ঠ রচনায় কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৫খ, ৩০২; অনু. de Slane, ৪খ, ১৪৪-৫১; (২) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ. ২৪৭; (৩) সুয়ূতী, হু'সনু'ল-মুহা'দা'রা, ১খ, ৩২৯; (৪) যিরিকলী, আ'লাম, ৯খ, ২০৩; (৫) কাহ্'হা'লা, মু'জামু'ল মু'আল্লিফীন, ১৩খ, ২১৭; (৬) মুহ'াম্মাদ কামিল হুসায়ন, দিরাসাত ফিশ-শি'র ফী 'আস'রি'ল-আয়্যুবিয়্যীন, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৭৭-৮৪; (৭) J. Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides Paris 1949, 105-20; (৮) Brockelmann, I' 263, SI, 465;

J. Rikabi (E. I.[2]) হুমায়ুন খান

ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ্ (ابن متويه) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ আল্-হ'াসান ইব্ন আহ্'মাদ ছিলেন একজন মু'তাযিলী ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি রায়-এ কা'দী 'আব্দু'ল-জাব্বার (মৃ. ৪১৫/১০২৫)-এর ছাত্র ছিলেন এবং শিক্ষকের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। কার্যত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁহার পিতামহ মাত্তাওয়ায়হ্-কে ভুলক্রমে 'আলী ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'উতবা ('আতিয়্যা-রূপে পঠিত) ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আন-নাজ্রানী নামে শনাক্ত করা হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ 'আল-মাজমূ' ফি'ল-মুহ'ীত বি'ত-তাক্লীফ'-এর Houben সংস্করণের নামপত্রের ভিত্তিতে, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন উক্ত গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকার। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সূত্রোল্লেখ ব্যতীত Houben বর্ণিত ৪৬৯/১০৭৬ এবং 'আব্দু'ল-কারীম 'উছ'মান বর্ণিত ৪৬৮/১০৭৫ কোনটিই নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। তাঁহার অদ্যাবধি বিদ্যমান গ্রন্থগুলিতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি তাঁহার শিক্ষকের ইনতিকালের পরও অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার কিতাবু'ত্-তায্কিরা স্পষ্টত তাঁহার শিক্ষক 'আব্দু'ল-জাব্বার-এর ইনতিকালের অব্যবহিত পরই রচিত হয়। কেননা একমাত্র আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-লাব্বাদ ব্যতীত 'আব্দু'ল-জাব্বারের অন্য কোন ছাত্রের নাম ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আবূ রাশিদ নায়সাবূরী (যিনি অবশ্যই 'আব্দু'ল-জাব্বারের ইনতিকালের পর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন) তাঁহার কিতাবু যিয়াদাতি'শ - শার্হ গ্রন্থে উক্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইহা সম্ভব যে, তিনি ও ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ্ বা সিব্ত মাত্তূয়া একই ব্যক্তি কিংবা পরস্পরের আত্মীয়। রায়-এ 'আব্দু'ল-জাব্বারের পৃষ্ঠপোষক উযীর আস্'-সা'হিব ইব্নু'ল-'আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) যাঁহার (ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ্ বা সিব্ত মাত্তূয়া) বিরুদ্ধে অশ্লীল ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, বিশেষত ঐ কবিতার একটিতে তিনি মু'তাযিলী বলিয়া ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে (দ্র. আছ্-ছা'আলিবী, য়াতীমা, ৩খ, ১০১ প.; য়াকূত, উদাবা', ২খ, ৩৪২)।

ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ্ সাধারণভাবে তাঁহার শিক্ষক 'আব্দু'ল-জাব্বারের মতবাদের উপস্থাপনা করিয়াছেন, যাঁহার কিতাবু'ল-মুহীত বি'ত্-তাক্লীফ একটি পূর্ণাঙ্গ মু'তাযিলী তত্ত্বমূলক রচনা। ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ্ তাঁহার কিতাবু'ল-মাজমূ' ফি'ল-মুহ'ীত বি'ত-তাক্লীফ (১খ., সম্পা. J.J. Houben, Beirut 1965, এবং সম্পা. 'উমার আস-সায়্যিদ 'আজামী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.) গ্রন্থে কিতাবু'ল-মুহীত-এর শব্দান্তর করিয়াছেন, টীকা লিখিয়াছেন এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সমালোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যমান তাঁহার কিতাবু'ত-তাযাকিরা দুই খণ্ডে সমাপ্ত, বস্তুর প্রকৃতি ও আকস্মিক গুণাবলী (اعراض) সংক্রান্ত রচনা (১খ, সম্পা. সামী নাস্র লুত্ফ ও ফায়সাল বাদীর'উন, কায়রো ১৯৭৫ খৃ.)। একজন অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক আনু. ৫৭০/১১৭৪-৫ সনে রচিত কিতাবুত- তায্'কিরা-এর ভাষ্য পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে [দ্র. S. M. Danishpazhuh, in Nashriyya-yi Kitabkhana-yi Markazi-yi Danish-gah-i Tihran, ২খ, (১৩৪১/ ১৯৬২), ১৫৭ প.]। ইব্ন আবি'ল-হাদীদ-এর শার্হ নাহ্জি'ল- বালাগ'া গ্রন্থে ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ্-এর কিতাবু'ল্-কিফায়া হইতে উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ইহাতে তিনি বিশদভাবে আবূ বাক্র (রা)-এর উপর 'আলী (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সকল মু'তাযিলী অবস্থান অতিক্রম করিয়া তিনি 'আলী (রা)-এর নিষ্পাপত্ব ('ইসমা) দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে ইমামী শী'আ মতবাদের বিপরীতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, পাপশূন্যতা বৈধ ইমামাতের পূর্বশর্ত নহে। তাঁহার রচিত কিতাবু'ত-তাহ'রীর নামক একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন মাহ'মূদ ইব্নু'ল-মালাহিমী তাঁহার কিতাবু'ল-মু'তামাদ ফী উসূলি'দ-দীন গ্রন্থে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-হ'াকিম আল্-জুশামী, শার্হু'ল-'উয়ূন in ফাদলু'ল- ই'তিযাল ওয়া তাবাকাতু'ল-মু'তাযিলাঃ, সম্পা. ফু'আদ সায়্যিদ, তিউনিস ১৩৯৩/১৯৭৪, পৃ. ৩৮৯; (২) ইব্নু'ল-মুর্তাদা, তাবাক'াতু'ল-মু'তাযিলা, সম্পা. S. Diwald-Wilzer, Wiesbaden ১৯৬১, পৃ. ১১৯; (৩) Sezgin, GAS.i, 627; (৪) 'আব্দু'ল-কারীম 'উছমান, কাদি'ল- কুদাত 'আব্দু'ল-জাব্বার ইব্ন আহ'মাদ আল-হামাযানী, বৈরূত ১৩৮৬/১৯৬৭, পৃ. ৫১।

W. Madelung (E.I.[2], Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইব্ন মাদা' (ابن مضاء)ঃআহ'মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন হ'ারিছ' ইব্ন 'আসি'ম আল-লাখমী, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় বৈয়াকরণ ও ফাকীহ। তাঁহাকে বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে আবু'ল-'আব্বাস, আবূ জা'ফার ও আবু'ল-কা'সিম উপনাম দেওয়া হইয়াছে। ৫১৩/১১১৯ সালে এক বিখ্যাত কর্ডোভী পরিবারে জন্ম। তিনি সেভিলে ইব্নুর-রাম্মাক-এর নিকট ব্যাকরণ ও সিউটায় (Ceuta) কাদী 'ইয়াদ-এর নিকট হ'াদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি ফেজ ও বুগীর কা'দী ছিলেন এবং পরবর্তীতে আল-মুওয়াহ্হিদ খালীফা য়ূসুফ ইব্ন 'আবদি'ল-মু'মিন তাঁহাকে ক'াদি'ল-জামা'আ পদে নিয়োগ করেন। খলীফার পুত্র ও উত্তরাধিকারী য়া'কূব ইব্ন য়ূসুফ-এর আমলেও তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার কর্মৎপরতা কেবল 'আরবী ব্যাকরণ চর্চায় নিবদ্ধ রাখেন। এই বিষয়ে তিনি তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলির মধ্যে মাত্র একটি পাওয়া যায়। ইহা ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলান-নুহ'াত। এই পুস্তকখানিতে ইব্ন মাদ'া-এর চিন্তার স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। তাঁহার জীবনীকার আদ-দা'ব্বী (বুগয়া নং ৪৬৫) তাঁহাকে বৈয়াকরণদের পুরোধা উপাধি দান করেন এবং ইব্ন দিহয়া (মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ. ৯১, ১৮৫) দুইবার তাঁহাকে ইমামু'ন-নাহ'বিয়্যীন (বৈয়াকরণদের পুরোধা) হিসাবে উল্লেখ করেন। বস্তুত তিনি উভয় উপাধির যোগ্য ছিলেন। ইব্ন মাদ'ার জীবনের শেষ প্রান্তে (তিনি সেভিলে ৫৯২/১১৯৫-এ ইনতিকাল করেন) রচিত এই পুস্তক "প্রাচ্যের

প্রসিদ্ধ জ্ঞানীবর্গের বিধিবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী 'আরবী ব্যাকরণের জটিল অথচ অস্পষ্ট, নিষ্ফল ও কৃত্রিম তত্ত্বসমূহের প্রতি একটি সুললিত ভাষায় প্রচণ্ড ও যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ" (E. Garcia Gomez) । একই সঙ্গে এই পুস্তক ভাষার শুদ্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সহজতর, স্বচ্ছ, নূতন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানায়। ইব্‌ন মাদার রচনাবলী সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও যাহা বিলুপ্ত বলিয়া ধারণা ছিল—বর্তমানে প্রাচ্যের জ্ঞানীবর্গের মধ্যে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। 'আরবী ভাষাকে সরলীকরণ করার পদ্ধতি নির্ণয়ে রত পণ্ডিতবর্গের জন্য ইহাতে উপস্থাপিত সমস্যাবলী ও উহার সমাধানের ইঙ্গিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র.ঃ (১) সুয়ূত'ী, বুগ'য়া, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ১৩৯; (২) শাওকী দায়ফ, কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলান-নুহ'াত-এ তাঁহার সংস্করণের ভূমিকা, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭; (৩) Review by E. Garcia Gomez, in al-Andalus, ১৩ (১৯৪৮ খৃ.) ২৩৮-৪০; (৪) E. Garcia Gomez La Gramatica y la giralda, in Silla del moro y Nuevas Escenas Andaluzas, Madrid ১৯৪৮ খৃ., ২৪৩-৬।

F. De. La Granja (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

ইব্‌ন মানজূ'র (ابن منظور) ঃ ইব্‌ন মানজূ'রের বংশতালিকা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বংশতালিকাসমূহ একত্র করিলে দেখা যায় যে, কোন কোনটিতে সংক্ষিপ্ত, আবার কোনটিতে কয়েকজনের নাম আগে পরে করা হইয়াছে। ইব্‌ন মানজূ'র কর্তৃক কিতাবু'ল-আগ'ানীর সংক্ষিপ্ত রূপ মুখতারু'ল-আগ'ানী গ্রন্থের ভূমিকায় (কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫) ইব্‌রাহীম আল-আবয়ারী তাঁহার যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপঃ

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জালালি'দ্দীন মুকাররাম ইব্‌ন নাজীবি'দ্দীন আবি'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন আবি'ল-ক'াসিম ইব্‌ন খুমায়্যির ইব্‌ন রায়্যাম ইব্‌ন সুলত'ান ইব্‌ন কামিল ইব্‌ন কু'র্‌রা ইব্‌ন কামিল ইব্‌ন সারহান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন রুওয়ায়ফি ইব্‌ন ছ'াবিত ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন হ'ারিছ' আল-আস'ারী, বানূ মালিক বংশোদ্ভূত (দ্র. ইব্‌ন মানজূ'র, মুখ্‌তারু'ল-আগ'ানী, টীকা ও সম্পাদনা ইব্‌রাহীম আল-আবয়ারী, ১খ, ভূমিকা, পৃ. ৬, ১৯৬৫ খৃ.)। পক্ষান্তরে উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁহার বংশনামা দেওয়া হইয়াছে নিম্নরূপ ঃ

আবু'ল-ফাদ'ল জামালুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুকাররাম আল-ইফ্‌রীকী আল-মিস'রী আল-আনস'ারী আল-খাযরাজী আর রুওয়ায়ফি'ঈ (৬৩০-৭১১/১২৩২-১৩১১) এবং ইসলামী বিশ্বকোষ ইংরেজী সংস্করণে নিম্নরূপ বংশনামার উল্লেখ আছে ঃ

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুকাররাম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ আল-আনস'ারী আল-ইফ্‌রীকী আল-মিস'রী জামালুদ্দীন আবু'ল-ফাদ'ল। উল্লিখিত তিনটি বর্ণনাকে একত্র করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইব্‌রাহীম আল-আব্‌য়ারীর ভূমিকায় ও ইংরাজী বিশ্বকোষে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মুহ'াম্মাদ এবং তাঁহার পিতার নাম মুকাররাম; তবে উর্দূ সংস্করণে তাঁহার নাম মুহ'াম্মাদের পরিবর্তে জামালুদ্দীন মুহ'াম্মাদ এবং আল-আবয়ারী তাঁহার পিতার নাম শুধু মুকাররামের স্থলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জালালিদ্দীন মুকাররাম-এর উল্লেখ করিয়াছেন। স্পষ্টত জালালুদ্দীন ও মুকাররাম কোন পৃথক ব্যক্তিত্ব নহেন, বরং ইহা মুকাররামেরই উপাধি। এইক্ষেত্রে শুধু পার্থক্য থাকিয়া যায় এই প্রশ্নে যে, তাহা হইলে প্রকৃত নাম কোন্‌টি? জামালুদ্দীন কি জালালুদ্দীন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জুর্‌জী যায়দান তা'রীখ আদাবি'ল-লুগ'াতি'ল-'আরাবিয়্যা গ্রন্থে আবু'ল-ফাদ'ল-এর উপাধিরূপে জামালুদ্দীন কথাটি উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহার সপ্তম পুরুষের সহিত সম্পর্কে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (ইব্‌রাহীম আল-আবয়ারী, মুখতারু'ল-আগ'ানীর ভূমিকা)। কেননা তাঁহার জীবনীকারদের অনেকেই মানজূর পর্যন্তই তাহার বংশতালিকার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতঃপর মধ্যবর্তী পুরুষদের উল্লেখ না করিয়া উর্ধ্বতন পুরুষ রুওয়ায়ফি'-এর নাম উল্লেখ করেন। ইব্‌ন মানজূ'র নিজেই শুধু তাঁহার পূর্ণাঙ্গ বংশতালিকা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা তিনি তাঁহার নিকটবর্তী উর্ধতন পুরুষ নাজীবুদ্দীনের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রামাণ্য গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে আল্লামা সুয়ূত'ী তৎকৃত আল-বুগ'য়া নামক গ্রন্থে কিছু মতভেদের উল্লেখসহ উর্ধ্বতন পুরুষ মানজূ'র পর্যন্ত বংশতালিকা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তাঁহার বর্ণনা মতেও হ'াবাক'া ও মানজুর-এর মধ্যস্থলে মুহ'াম্মাদের উল্লেখ নাই। উক্ত বংশতালিকায় বর্ণিত রুওয়ায়ফি' মিসরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে (লিবীয়) ত্রিপোলীর গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। তখন ছিল হিজরী ৪৬ সাল।

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ হিজরী ৪৭ সালে রুওয়ায়ফি' আফ্রিকা অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং একই সালে যুদ্ধ শেষ করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র তাঁহার "আল-ইসতী'আব" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সময়ে তিনি মুসলিম ইব্‌ন মুখাল্লাদ কর্তৃক সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন।

ইব্‌রাহীম আল-আব্‌য়ারী এই ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত যে, ইব্‌ন মানজূরের প্রকৃত নাম মুহ'াম্মাদ আর জামালুদ্দীন ছিল তাঁহার উপাধি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁহার জন্মসাল যে ৬৩০ হিজরী ছিল সেই ব্যাপারে তাঁহার জীবনীকারদের অধিকাংশই অভিন্ন মত পোষণ করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার জন্মসন সম্পর্কে দুই—একটি ভিন্ন মতও পরিলক্ষিত হয়। যেমন সুয়ূত'ী রচিত আল-বুগয়া নামক গ্রন্থে ও ইব্‌ন হ'াজার রচিত আদ-দুরারু'ল-কামিনা গ্রন্থে তাঁহার জন্মতারিখ মুহাররাম, ৬৬২-৬৬৪ হি. বলিয়া উল্লেখ আছে। আহ'মাদ ফারিস লিসানু'ল-'আরাব নামক বিখ্যাত অভিধানের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, ইব্‌ন মানজূ'র-এর জন্ম তারিখ ছিল মুহ'াররাম, ৬৯০ হি. এবং ড. 'আবদুল্লাহ দারবীশ তাঁহার আল-মা'আজিমু'ল- 'আরাবিয়্যা' নামক গ্রন্থে তাঁহার জন্মসন ৬৮০ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম স্থান লইয়াও সামান্য মতভেদ দেখা যায়। উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষে যাবীদীর তাজু'ল-'আরূস-এর সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মিসরের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ পরিবারের একজন প্রিয় সদস্য এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ড. দারবীশ তাঁহার গ্রন্থ আল-মা'আজিমু'ল-'আরাবিয়্যাতে তাঁহার জন্মস্থান তিউনিস বলিয়া উল্লেখ করেন। সম্ভবত তিনি সেখানে লালিত-পালিতও হন (দ্র. ইব্‌রাহীম আল- আবয়ারী, মুখ্‌তারু'ল-আগ'ানীর ভূমিকা, ১৯৬৫ খৃ.০)। কেহ কেহ আবার তাঁহার জন্মস্থান ত্রিপোলী (লিবিয়া) ছিল বলিয়াও ধারণা করেন। তাঁহার পিতা ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ায় তিনি প্রায়ই তথায় গমনাগমন করিতেন, সেইজন্য মনে করা হয় যে, ইব্‌ন মানজূর ত্রিপোলীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইব্‌ন মানজূরের জন্ম যে তাঁহার

পিতার ত্রিপোলী গমনের পূর্বে হয় নাই সেই ব্যাপারে তাঁহাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

শৈশব হইতেই ইব্‌ন মানজ়ূর অনেকটা তাঁহার পিতার বিদ্যানুরাগের জন্য এবং অনেকটা তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে জ্ঞান চর্চার জন্য যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন। হ'াদীছ' বিষয়েও ইব্‌ন মানজ়ূরের বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল, যদিও এই বিষয়ে তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। যাঁহাদের নিকট তিনি হ'াদীছ' শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইব্‌নু'ল-মুক'ায়্যির মুরতাদা' ইব্‌ন হ'াতিম, য়ূসুফ ইব্‌নু'ল-মুখায়্যালী ও 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌নু'ত-তু'ফায়ল-এর নাম উল্লেখযোগ্য (নুকাত)।

আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, ইব্‌ন মানজ়ূর ইঁহাদের কাহারও কোন পরিচয় দান বা নাম উল্লেখ করেন নাই, যদিও লিসানু'ল-'আরাব-এর ভূমিকায় ইঁহাদের কথা উল্লেখ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ইহার একটি কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, তাঁহাদের কাহারও কাছে তিনি নিয়মিত ছাত্রের তালিকাভুক্ত হন নাই অথবা তিনি তাঁহাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেন নাই (দ্র. ইবরাহীম আল-আব্‌য়ারী, মুখ্‌তারু'ল-আগ'ানীর ভূমিকা)। ইব্‌ন মানজুর একজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও 'আরবী বৈয়াকরণ ছিলেন। একজন ইতিহাসবেত্তা ও হস্তলিপিবিশারদ হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মাঝে মধ্যে তিনি কাব্য চর্চাও করিতেন (আন-নুকাত, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফিয়্যাত)। ইব্‌ন মানজ়ূরের নামযাদা ছাত্রদের মধ্যে আয'-যাহাবী ও তাকি'য়্যুদ্দীন আস-সুব্‌কীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয'-যাহাবী তদীয় উস্তাদ ইব্‌ন মানজ়ূরকে একজন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইতিহাসবেত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আ'য়ানু'ল-'আস'র, আল-বুগ'য়া)। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে তদীয় পুত্র কু'ত'বুদ্দীন-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কুত'বুদ্দীন মিসরে কাতিবু'ল-ইনশা পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে ইব্‌ন মানজ়ূর ৭২২ হি. সনের শাবান মাসে ইনতিকাল করেন। কিন্তু ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী তদীয় গ্রন্থ আন-নুজূমু'য-যাহিরাতে ৭১১ হি. সনে যাঁহারা ইনতিকাল করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকায় ইব্‌ন মানজ়ূর-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; তবে আল-মানহালু'স'-সাফী নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তিনি ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ১৩ মুহ'াররাম তারিখে ইনতিকাল করেন (সনের উল্লেখ নাই)। তাঁহার মতে তিনি নাকি শাফি'ঈ মায'হাবের একজন বড় ফাকী'হ, কায়রো নগরীর একজন নেতৃস্থানীয় নাগরিক, একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকার এবং সর্বোপরি একজন মুহ'াদ্দিছ' ছিলেন (দ্র. মুখতারু'ল- আগ'ানী, ইবরাহীম আল-আবয়ারীর ভূমিকা, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.)।

উপরিউক্ত বর্ণনাটি আল-মাক'রীযী তাঁহার রচিত আল-মুলূক নামক গ্রন্থে (২খ, ১১৪) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদীর আল-মানহাল-এর বরাত দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মাক'রীযীর উক্ত বর্ণনায় দুইটি নূতন তথ্য পেশ করা হইয়াছেঃ (১) তিনি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ হিসাবে ১৩ মুহ'াররামকে চিহ্নিত করিয়াছেন, অথচ অন্য সকল জীবনীকারের মতে তিনি শাবান মাসেই ইনতিকাল করেন। (২) তাঁহার মতে তিনি শাফি'ঈ মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই ক্ষেত্রে আল্লামা তাজুদ্দীন আস'-সুবকী রচিত ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়া নামক গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার কোন উল্লেখ করেন নাই, অথচ ইনি ছিলেন তাঁহার পিতার উস্তাদ। এই কারণে এই সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে যে, আল-মাকরীযী যেমন তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না তদ্রূপ তাঁহার শাফি'ঈ মতাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলেন না (মুখতারু'ল-আগানী, ইব্‌রাহীম আল-আবয়ারীর ভূমিকা)।

অবদান ঃ ইব্‌ন মানজ়ূরের পুত্র কাযী কুত'বুদ্দীন আস'-সাফাদীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন মানজ়ূর পাঁচ শত গ্রন্থ নিজের হাতেই লিখিয়া গিয়াছেন (নুকাত)। ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ রহিয়াছে। আস'-সাফাদীর মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কোন গ্রন্থের কথা জানা নাই, ইব্‌ন মানজ়ূর যাহার সারসংক্ষেপ করেন নাই। " এই রচনা বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন একক।" ইব্‌ন হ'াজারের মতে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিস্তারিত গ্রন্থের সারাংশ লেখার কাজে তাঁহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ নিঃসন্দেহে ইব্‌ন মানজ়ূরের উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে।

ইব্‌ন মানজ়ূরের সংক্ষেপকৃত কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিতি নিম্নে পেশ করা গেল ঃ

(১) আবূ ইস্‌হাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন তামীম আল-হু'সারী আল-কায়রাওয়ানী (মৃ. ৪৫৩ হি.) রচিত "যাহ্‌রু'ল-আদাব ওয়া ছামারু'ল-আলবাব।" মূল গ্রন্থটি চারি খণ্ডে সমাপ্ত।

(২) আবূ-মানসূর 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আন-নায়সাবূরী আছ-ছা'আলিবী (মৃ. ৪২৯) রচিত "য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র ফী শু'আরাই আহ্‌লি'ল-'আসর"।

(৩) আবু'ল-মুহসিন ইব্‌ন 'আলী আত'-তানূখী (মৃ. ৩৮৪ হি.) রচিত "জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ।

(৪) ইব্‌ন 'আসাকির, আবু'ল-ক'াসিম 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-হ'াসান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) রচিত "তারীখ দিমাশ'ক"।

(৫) 'আবূ সা'দ 'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আস-সাম'আনী (মৃ. ৬৫২ হি.) রচিত "তারীখ বাগ'দাদ" (পরিশিষ্ট)।

(৬) আবু'ল-ফারাজ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আলী ইবনি'ল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) রচিত "সি'ফাতুস-সাফওয়া"।

(৭) দিয়াউদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-মালিকী, ইব্‌নু'ল-বায়তার (মৃ. ৬৪৬ হি.) রচিত মুফরাদাত।

(৮) আহ'মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আত-তীফাশী (মৃ. ৬৫১ হি.) রচিত "ফাসলু'ল-খিতাব"।

(৯) আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন বাস্‌সাম (মৃ. ৩০৩ হি.)কৃত আয'-যাখীরা ফী মাহাসিন আহ্‌লি'ল-জাযীরা।

(১০) আবূ 'উছ'মান 'আম্‌র ইব্‌ন বাহ্‌র আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫ হি.) রচিত "কিতাবু'ল-হায়াওয়ান"

(১১) আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী রচিত "কিতাবু'ল-আগ'ানী"।

(১২) খাতীব আল-বাগ'দাদী রচিত তারীখ বাগ'দাদ।

(১৩) ইব্‌নু'ন-নাজ্জার রচিত যায়ল তা'রীখ বাগ'দাদ ইত্যাদি।

এই সমস্ত গ্রন্থ তাঁহার বহু কর্মের কিয়দংশ মাত্র। ইব্‌ন মানজ়ূরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হইল 'আরবী ভাষায় এ যাবতকালে রচিত বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিধান লিসানু'ল-'আরাব যাহা হিজরী ৬৮৯ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল। আস-সাফাদী (৬৯৬-৭৬৪ হি.) নাকি কায়রোতে গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত মূল পাণ্ডুলিপি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন! উক্ত পাণ্ডুলিপিতে সমসাময়িক কয়েকজন পণ্ডিত ও ভাষাবিদ, যেমন 'আল্লামা আছীরু'দ্দীন আবূ হায়্যান প্রমুখের সমালোচনা লিপিবদ্ধ ছিল (নুকাত)। এই

বিশাল অভিধানের রচয়িতা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ রচনাকালে কোন বেদুঈন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন নাই (লিসান, ১খ, ৩); বরং তিনি (১) আবূ মানসূর আল-আযহারীর "তাহযীবু'ল-লুগা"; (২) ইব্ন সীদা আল-আন্দালুসীর "আল্-মুহকাম"; (৩) আল-জাওহারী-কৃত "আস-সি'হাহ"; (৪) ইব্ন বাররীকৃত "আল-'আমালী 'আলা'স-সি'হাহ" ও (৫) ইব্নু'ল-আছীরকৃত "আন-নিহায়া ফী গারীবি'ল-হাদীছ" ইত্যাদি অভিধান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থসমূহকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত একত্র করিয়াছেন। ইব্ন মানজূরের জীবনীকারদের অনেকেই ইব্ন দুরায়দকৃত "জাম্হারাতু'ল-লুগা" কেও ইহার উৎসসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইব্ন মানজূরের এই গ্রন্থ রচনাকালে "জামহারা" তাঁহার হাতের কাছে ছিল না। অবশ্য ইব্ন সীদা রচিত "আল-মুহাকাম"-এর বরাত দিয়া তিনি জাম্হারার কিছু তথ্য এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (দ্র. পার্শ্বটীকা, আদ্=দুরারু'ল-কামিনা, পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম)। লিসানু'ল-'আরাবের রচয়িতা উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, উপরিউক্ত গ্রন্থরাজির কোন কোনটির বিন্যাস এবং কোন কোনটির ভাষ্য তাঁহার অপসন্দনীয় ছিল। অতএব, ইব্ন মানজূর স্বীয় পূর্বসূরী আভিধানিকগণের জ্ঞান-ভাণ্ডার সুবিন্যস্ত ও বিশদভাবে এমন পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, সব কয়টি অভিধানের গুণাবলী লিসানু'ল 'আরাব-এ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি উক্ত অভিধানের শব্দরাজি সাজানোর পদ্ধতির ক্ষেত্রে আল-জাওহারীকৃত "আস-সিহাহ"-এর রীতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ শব্দের শেষ বর্ণ অনুযায়ী শব্দমালার বর্ণানুক্রম পদ্ধতি অবলম্বন করেন। শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইব্ন মানজূর স্থানে স্থানে আল-কু'রআনের আয়াত, হ'াদীছ' শারীফ, সাহ'াবীদের বাণী, ভাষণ, বাগধারা, প্রবাদ বাক্য, কবিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই অভিধানে আনুমানিক ১৭০০ 'আরব কবির নাম ও তাঁহাদের চল্লিশ হাযারের মত শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের এমন কিছু কবিতাও এইখানে দেখা যায় যাহা তাঁহাদের দীওয়ানসমূহে বা অন্য কোন উৎস হইতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে লিসানু'ল-'আরাব-কে শুধু 'আরবী ভাষার একটি বৃহৎ অভিধানই নয়; বরং 'আরবী কবিতার একটি বিরল সঙ্কলনও বলিতে হয় [দ্র. 'আবদু'ল-কায়্যুম, ফাহারিস, লিসানি'ল-'আরাব] (১) আসমাউশ-শু'আরা, (২) ফিহ্রিসতু'ল-কাওয়াফী, সং ওরিয়েন্টাল কলেজ সাময়িকী, ১৯৩৮-৪৯ খৃ.। শব্দসমূহের অর্থ ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'আরবী নাহ্ও (পদ প্রকরণ), সারফ (শব্দ প্রকরণ), ফিকহ ও সাহিত্য বিষয় ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্ব ও বিরল তথ্যাদি সংযোজন করিয়াছেন যাহা প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইব্ন মানজূর এই অভিধানে মু'আররাব ('আরবীকৃত) শব্দসমূহের মূল ফার্সী, তুর্কী, রোমান বা সিরীয় ইত্যাদি উৎসসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কোন কবির সহিত কোন কোন কবিতার সম্পর্ক নির্ণয়, বর্ণনা ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি জাতীয় কিছু ভুলও মাঝে মধ্যে দেখা যায়; তবে এত বড় কলেবরের একটি গ্রন্থে এই ধরনের ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তি তেমন ধর্তব্য নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্রাহীম আল-আব্য়ারী, ইব্ন মানজূরকৃত মুখ্তারু'ল-আগ'ানীর ভূমিকা, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (২) Brockel- mann, ২খ, ২১, পরি ২, ১৪; (৩) ইব্ন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ৪খ, ২৬২-৪, নং ৭২৫; (৪) আস-সাফাদী, নুকাতু'ল-হিম্য়ান, ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ২৭৫; (৫) ইব্ন শাকির, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফিয়্যাত, ১২৯৯ হি., ২খ, ২৬৫; (৬) সুয়ূত'ী, বুগয়া, ১০৬ প.; (৭) ঐ লেখক, হ'সনু'ল-মুহ'াদারা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ২৪৬; (৮) ইব্ন তাগরীবিরদী, আল-মানহালু'স-সাফী; (৯) মুরতাদা আয'-যাবীদী, তাজু'ল-'আরূস; (১০) ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব, ১২৯৯ হি. ও ১৩৪৮ হি. ১খ.; (১১) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ., ২৬; (১২) আহ'মাদ বাক নাইব, আল-মানহালু'ল-'আযব ফী তা'রীখ তারাবুলুস আল-গারব; (১৩) আত'-তাজী, মাজমূ'আতু'ত-তাজী; (১৪) তাশকোপরূ যাদেহ, মিফতাহু'স-সা'আদা, ১খ, ১০৬ প.; (১৫) যায়দান, তারীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, ৩খ, ১৪১-৪২; (১৬) খায়রু'দ্দীন যিরিকলী, আল-আ'লাম ৩খ, ৯৯০-৯১; (১৭) দা. মা. ই., ১খ, ৭১২-১৪; (১৮) E.I.[2], দ্র. শিরো.।

আবূ বকর রফীক আহমদ

ইব্ন মান্দা (ابن منده)ঃ হা'দীছ বিশারদ ও ইতিহাসবিদদের একটি প্রখ্যাত ইস্ফাহানী পরিবার যাহার সদস্যগণ প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত হাদীছ ও ইতিহাস চর্চায় সক্রিয় ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের সময় জাহারবুখত নামক জনৈক সাসানী রাজকর্মচারী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে জন্ম যে ব্যক্তির নামানুসারে এই পরিবারের নামকরণ করা হইয়াছিল তিনি ছিলেন ইব্রাহীম (মান্দা) ইব্নু'ল-ওয়ালীদ ইব্ন সান্দা ইব্ন বুত্তা ইব্ন উস্তান্দার আল-ফীরোযান ইব্ন জাহারবুখ্ত। আল-মু'তাসিম-এর খিলাফাতকালে তাঁহার ইনতিকালের তারিখ নির্ধারিত হয় (আবূ নু'আয়ম, History of Ispahan, সম্পা. S. Dedering. ১খ, ১৭৮; আয'-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৩-৪ হি., ৩খ, ২২১)। তাঁহার পুত্র আবূ যাকারিয়া য়াহ্য়া এই পরিবারের প্রথম প্রখ্যাত জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন (আবূ নু'আয়ম, ২খ, ৩৫৯)। য়াহ'য়ার দুই পুত্র বিশেষ পরিচিত 'আবদু'র-রাহ'মান [মৃ. ৩২০/৯৩২ (আবূ নু'আয়ম, ২খ, ১১৭)] ও মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৩০১/৯১৩-৪, অথবা ৩০০) আত্'-তাবারানী রচিত তাঁহার প্রপৌত্রের জীবনী অনুসারে [আবূ নু'আয়ম, ২খ, ২২১-৪, আয'-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, ২খ, ২৭৬-৮; ঐ তা'রীখুল-ইসলাম, Ms, Istanbul Topkapisarayi, ahmet iii. 2917, vol. ix, fol. 7a]। মুহ'াম্মাদের পুত্র ইস্হাক (মৃ. রামাদান, ৩৪১/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ৯৫৩) [আবূ নু'আয়ম, ১খ, ২২১] ছিলেন পরিবারের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির পিতা।

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্হাক ৩১০/৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী ভ্রমণকালে তিনি মারব (مرو), বুখারা, মিসর, তারাবুলুস ও মক্কা গমন করেন। তিনি ৩৩৯/৯৫০-১ সালে প্রথমবার ও পুনর্বার ৩৫৪ অথবা ৩৫৫/৯৬৫-৬ সালে নীশাপুর সফর করেন। তিনি অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার চারি পুত্র ছিল ঃ 'আবদুল্লাহ, 'আবদু'র-রাহ'মান, 'আবদু'ল-ওয়াহহাব ও অখ্যাত 'আবদু'র-রাহীম। তিনি ৩০ যু'ল-কা'দা, ৩৯৬ অসম্ভাব্য)/ ৭সেপ্টেম্বর, ১০০৫ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাবলী ইতিহাস, জীবন-চরিত ও হাদীছ সংক্রান্ত। তিনি রাসূল (স)-এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্র য়াহ'য়া ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহহাবের ন্যায় তিনি ইস্ফাহানের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যমান "আর-রাদ্দু 'আলা'ল-জাহমিয়া" শিরোনামে রচিত কুর'আনের কতিপয় আয়াত ও হ'াদীছে'র ভাষ্য (Ms. Istanbul Topkapisarayi. Revan Kosk 510, fols. 56b-66b)। তবে উল্লেখ্য, তাঁহার

পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মান অনুরূপ, যদিও দৃশ্যত ভিন্ন, একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত দামিশ্কে সংরক্ষিত আত-তাওহীদ ওয়া মা'রিফাতু আস্মা'- ইল্লাহ ও মা'রিফাতি'স-সাহাবা-এর অংশ বিশেষ, (তু.Y. al-Ishsh, ফিহরিস্ত মাখতূতাতি দারি'ল-কুতুবি'জ-জাহিরিয়া, দামিশ্ক ১৩৬৬/ ১৯৪৭, ১৭১ প.) গ্রন্থদ্বয়ের সহিত তাঁহার পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মান রচিত তা'রীখু'ল-মুস্তাখরাজ গ্রন্থের সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা তাহা গবেষণা সাপেক্ষ। "মুহ'াম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে যাহারা ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন" শীর্ষক 'আবদু'র-রাহ'মানের একটি রচনা (কায়রো, তায়মূর, তারীখ ৬৭৭, ৬৯৫), কিন্তু একই শিরোনামের অপর একখানি গ্রন্থ তাঁহার পৌত্রের রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; ফাতহু'ল-বাব ফি'ল-কুনা ওয়া'ল-আল্কাব (বার্লিন ৯৯১৭), যাহা তারীখ বাগদাদ-এ পুনপুনঃ উল্লিখিত "আল-আসমা ওয়াল-কুনা" গ্রন্থখানি হয়ত একই গ্রন্থ। যদিও S. Dedering (dissertation, Upsala 1927) কর্তৃক প্রকাশিত ফাত্হ হইতে যে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অভিন্ন, প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নহে; ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হাম্বাল-এর নাম ও উপনাম সংক্রান্ত নিবন্ধ আল-আসামী ওয়া'ল-কুনা (Ms Chester Beatty, ৫১৬৫ [২]. তাসমিয়াতু'ল-মাশাইখ অর্থাৎ বুখারীর সাহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের বিবরণ (Ms Chester Beatty, ৪৪১১, ৫১৬৫ [১] শু'বা ইব্নু'ল-হ'াজ্জাজ-এর সূত্রে প্রাপ্ত হ'াদীছ' বর্ণনাকারীদের একটি তালিকা যাহা ইমাম যাহাবীকৃত তা'রীখু'ল-ইসলাম গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে (কায়রো ১৩৬৭ হি., ৬খ. ১৯৫-২০০)। আল-হ'ারিছী কর্তৃক সংশোধিত (Recension) ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ হ'াদীছ'সমূহের প্রচার ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকার জন্য তু. জাকার্তায় রক্ষিত, P.S. van Ronkel কর্তৃক বিবৃত পাণ্ডুলিপি, Suppl. to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences, Batavia, The Hague 1913, 41-4.

মুহ'াম্মাদের পুত্র 'আবদুল্লাহ (কখনও কখনও ভুলক্রমে 'উবায়দুল্লাহ বলিয়া উল্লিখিত) ১০ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৪৬২/২৭ ডিসেম্বর, ১০৭০ Djiruft-এ ইনতিকাল করেন (আল-হাকিম রচিত নীশাপুর-এর ইতিহাস, 'আবদু'ল-গাফির-এর অনুলিখন continuation), সম্পা, R.N. Frye, The Histories of Nishapur, Cambridge, Mass, ১৯৬৫ খৃ., fols, 37b, আয্-যাহাবী, তারীখু'ল-ইসলাম, Ahmet iii, 2017, ১১খ., fols, 209b)।

মুহাম্মাদের পুত্র আবু'ল-ক'াসিম 'আবদু'র রাহ'মান ৩৮১/৯৯১-২ অথবা ৩৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪০৬/১০১৫-৬ সালে বাগ'দাদ সফর করেন এবং ওয়াসিত, মক্কা, নীশাপুর, হামাযান ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি ৪০৭/১০১৬-৭ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি বহু গ্রন্থ এবং মনে হয় মক্কার একখানা ইতিহাসও রচনা করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে মাত্র একটির التاريخ المستخرج من الناس للتذكرة والمستطرف من اقوال الرجال المعرفة ১খ., ২৪২ পৃষ্ঠায় তাঁহার অর্থাৎ ইতিহাস যাহা হিতোপদেশমূলক নানা জনের রচিত কিতাব হইতে এবং মা'রিফাতপন্থী লোকদের উক্তি হইতে সংগৃহীত; ইস্তাম্বুল Koprulu পাণ্ডুলিপি, ১খ, ২৪২-এ এই ইতিহাস গ্রন্থটি তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। পরবর্তী পণ্ডিতবর্গ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বদর যুদ্ধে অথবা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপলক্ষে যাঁহারা নবী কারীম (স)-এর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা বর্ণানুক্রমে সাজানো এবং ইহার পর তাঁহাদের বর্ণানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসরে হ'াজ্জযাত্রীদের নেতা এবং সেই বৎসর যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন সময় সেই বৎসর যাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল তাঁহাদের নাম এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাও তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। দৃঢ় নিষ্ঠা নূতন প্রবর্তনকারী (innovator বা বিদ'আতী)-দের বিরুদ্ধে তাঁহার অনমনীয় মনোভাবের জন্য প্রশংসিত 'আবদু'র-রাহ'মান ১৬ শাওয়াল, ৪৭০/মে, ১০৭৮ সালে ইনতিকাল করেন।

মুহ'াম্মাদের ৩য় পুত্র 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব (মৃ. ২৯ জুমাদা ২, ৪৭৫/২৩-৪ নভেম্বর, ১০৮২)-এর আবূ যাকারিয়া য়াহ'য়া নামক এক পুত্র ছিলেন যাহার মৃত্যুর সঙ্গে, মনে হয়, এই পরিবারের জ্ঞানচর্চা ও খ্যাতির পর্ব সমাপ্ত হইয়াছে। শাওয়াল, ৪৩৪/মে-জুন, ১০৪৩ সালে য়াহয়া ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের জন্ম ও মৃ. ৫১১ সালের যুল-হিজ্জা ১০-১২/১১১৮ সালের এপ্রিল ৪-৬ তারিখের মাঝামাঝি। তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে স্থায়ী খাতি লাভ করেন। তাঁহার History of Isfahan হয়ত তাঁহার পিতামহের রচিত গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। পিতামহপ্রদত্ত ১২০ বৎসর যাবত জীবিত সাহাবীগণের তালিকা তিনি পুনঃপ্রণয়ন করিয়াছিলেন। আত-তাবারানীর রচনাবলীর তালিকাসহ তাঁহার তথ্যবহুল জীবনী সংরক্ষিত আছে Ms. Istanbul Esat Ef. 2431 (M. Weisweiler, Istandbuler Handschriftenstudien, Istanbul 1937, 64, n, I)। তাঁহারা মা'রিফাতু আসামী আরদাফি'ন-নাবী" Ms. Istanbnl Halet Ef. 403, fols. 106a-116a- তে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত "মানাকিবু'ল-ইমাম (ইব্ন হাম্বাল)" গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ ইব্ন রাজাব রচিত আয'-যায়ল আলা ত'াবাক'াতি'ল-হ'ানাবিলা গ্রন্থে সন্নিবেশিত (সম্পা. H. Laoust S. Dahan, দামিশক, ১৯৫১খৃ., ৫৬, ১৫০ পৃ.)।

এই পরিবারের পরবর্তী সদস্য যাঁহাদের সম্পর্কে প্রায় কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তাঁহাদের একজন ছিলেন আবূ মুহ'াম্মাদ সুফয়ান ইব্ন ইব্রাহীম আত্'-তি'কাকী, সাম'আনী অন্যতম সূত্ররূপে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন; আর একজন ছিলেন (তাঁহার পৌত্র?) আবু'ল-ওয়াফা মাহ'মূদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুফয়ান, যাহাকে ৬৩২/১২৩৪-৫ সালে ইস্ফাহানে মংগলরা হত্যা করিয়াছিল (তু. যাহাবী, Duwal, ii, 103 এবং Ibar, v. 131; ইব্নু'ল 'ইমাদ, শাযারাত, v পৃ. 155 আরও vi, 31)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ঃ (১) মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহাক সম্বন্ধে তথ্যের জন্য আবূ নু'আয়ম, ২খ., ৩০৬; (২) আয'-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হুফফাজ, ৩খ, ২২০-২৪; (৩) ঐ, তা'রীখু'ল-ইসলাম, Ms. Ahmet III, 2917, ১০খ, fols. 217a-128b, (৪) আস'-সাফাদী, ওয়াফী, সম্পা. S. Dedering, ২খ., ১৯০ প.; (৫) ইব্ন হাজার, লিসান, ৫খ., ৭০ প.; (৬) S. Dedering, Aus Dem কিতাবু ফাতহি'ল-বাব, 1-4; (৭) Brockelmann, I, ১৬৭ (মূল সংস্করণের), S I, ২১০, ২৮১, ২৮৬; (৮) F. Rosenthal, A history of Muslim Historiography, Leiden ১৮৬৮ খৃ., ৪০০, ৪০৩ প., ৪৫৯;

(৯) G .Vajda, La liste d'autorites de Mansur Ibn Salim Wagih ad-Din al-Hamdani, in JA ১৯৬৫ খৃ., ৩৫৩ নং ৬, দামিশ্‌কে রক্ষিত আছে, মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-মাদীনীকৃত যিক্রু ইব্নি মানদা ওয়া আস'হাবিহ শিরোনামে একটি জীবনী-পুস্তিকা, তু. Brockelmann, II, ৬৭০ ও I, al-Ishsh, ফিহ্‌রিস্ত, দামিশক ১৩৬৬/১৯৪৭, প. [Sezgin i, ২১৪ প.]।

'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ সম্বন্ধে তথ্যের জন্য (১) আস-সাফাদী, ওয়াফী, আহমেত III ২৯২০, ১৮ খ. পত্র ৮৬ এ-বি; (২) আয-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফফাজ, ৩খ., ৩৩৮-৪২; (৩) ঐ লেখক, তা'রীখু'ল-ইসলাম, আহমেত III ২৯১৭ ১১খ., পত্র ২৬০ বি-২৬২ বি; (৪) ইব্ন রাজাব, যায়ল, ৩৪-৪০, ৭৬; (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ৩খ, ৩৩৭ প.; (৬) F. Rosenthal, op. cit., ৪৭৫, ৪৮১, ৫১৩; (৭) F Rosenthal op. cit., ৩৭৭, ৭৬।

য়াহ্'য়া ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহহাব সম্বন্ধে তথ্যের জন্য ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, মুন্‌তাজাম, ৯খ., পৃ. ২০৪; (২) আয্-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হু'ফ্ফাজ, ৪খ., পৃ. ৪৫-৪৭; (৩) ঐ লেখক, তা'রীখু'ল-ইসলাম, আহ'মেত III ২৯১৭, ১২খ., ২০৮ বি-২০৯ বি; (৪) ইব্ন রাজাব, য়ায়ল ৫৬, ১৫৪-৬৬; (৫) ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, 'উয়ূনু'ত-তাওয়ারীখ, আহমেত III- ২৯৯২, ১৬খ., ৩৩ এ; (৬) Brockelmann, I ২৭৯, ৯৮৯; (৭) F. Rosenthal, op. cit., ২৮৩, ৪০৬, ৪৫৯; (৮) G. vajda, op. cit. , ৩৯০, নং ১২২। য়াহ্'য়া ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সম্পর্কে অনেক তথ্যই আপাতদৃষ্টিতে আস্-সাম'আনীর মু'জাম হইতে গৃহীত।

F. Rosenthal, (E.I.[2])/এ. এইচ, এম. রফিক

ইব্ন মাম্মাতী (ابن مماتى) ঃ আসয়ুতে'র একই মিসরীয় কিবতী পরিবারের তিনজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার নাম যাঁহারা ফাতি'মী আমলের শেষের দিকে ও আয়ূ্যবী আমলের প্রথমদিকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রথম জনের নাম আবুল মালীহ; ইনি ফাতি'মী খলীফা আল-মুসতানসিরের রাজত্বকালে (৪২৭-৮৭/১০৩৫-৯৪) বাদ্‌রু'ল- জামালীর অধীনে দীওয়ানের সচিব ও প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি জনপ্রিয় প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁহার আমলের কবিগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। শতাব্দীর পরিবর্তনের সময় কোন এক অজ্ঞাত তারিখে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি স্বীয় ধর্ম ও পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় জন তাঁহার পুত্র আল-মুহায'যাব আবু'ল-মালীহ যাকারিয়্যা, তিনি মিসরে ফাতি'মী শাসনের ক্ষয়িষ্ণু যুগে দীওয়ানু'ল-জায়শের সচিবরূপে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে দৃশ্যত তিনি সর্বশেষ খলীফা—যখন ছিল ফাতি'মী ও আয়্যুবী বংশের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্রান্তিলগ্ন-আল-'আদিদের রাজত্বকাল (৫৫৫-৬৭/১১৬০-৭১) পর্যন্ত বহাল ছিলেন এবং সুন্নী শীরকূহ শী'ঈ মিসরের উযীরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র স'ালাহু'দ্দীনকে নিজের পক্ষে আনয়ন করেন। ফলে মিসর জেরুসালেমের ল্যাটিন রাজা আমালরিকের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডারদের দ্বারা মিসর আক্রমণের আসন্ন বিপদ শীরকূহ-এর ক্ষমতারোহণ তরান্বিত করে। এই সময় ক্রুসেডের কারণে খৃস্টানদের প্রতি মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ঘৃণার ফলে মিসরীয় খৃস্টানদের অবস্থার অবনতি ঘটে। শীরকূহ-এর অধীনে খৃস্টানগণ বৈরী মনোভাবের শিকার হয়। এই সময় আল-মুহাযযাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত ৫৭৮/১১৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

তাঁহার পুত্র, বংশের তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ব্যক্তি দীওয়ানুল-জায়শের প্রধানরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পরবর্তীকালে স'ালাহু'দ্দীন (৫৬৪-৮৯/১১৬৯-৯৩) ও আল-'আযীয (৫৮৯-৯৫/১১৯৩-৮) উভয়ের শাসনামলের জন্য সকল দীওয়ানের সচিব পদে উন্নীত হন। আল-মাকরীযীর মতে তাঁহার পূর্ণ নাম আল-আস'আদ ইব্ন মুহায'যাব ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন কুদামা ইব্ন মীনা শারাফুদ্দীন আবু'ল-মাকারিম ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আবি'ল-মালীহ ইব্ন মাম্মাতী। তাঁহার খ্যাতির একমাত্র কারণ এই নহে যে, তিনি সব কয়টি দীওয়ানেরই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বরং লেখক ও কবি হিসাবে তাঁহার সাহিত্যিক সৃজনশীলতাও প্রশংসনীয় ছিল। অন্ততপক্ষে তেইশখানা পুস্তক তাঁহার নামে তালিকাভুক্ত রহিয়াছে, যদিও সেইগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত। তিনি সালাহু'দ্দীনের জীবন-চরিত ও কালীলা ওয়া দিম্‌না (দ্র.) গ্রন্থটি ছন্দাকারে রচনা করেন। তিনি আল-ক'াদী আল-ফাদিল 'আবদু'র-রাহ'ীম আল-বায়সানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যিনি তাঁহাকে তাঁহার বাগ্মিতা ও অপরকে রাযী করাইবার ক্ষমতার জন্য পরিষদের বুলবুল নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল-কাদী আল-ফাদিলের পর তাহার নিজ সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাফিয়্যুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী ইব্ন শুকর উযীর পদে উন্নীত হন যাহা ইব্ন মাম্মাতীর জন্য এক ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনে। প্রথমে তাঁহাকে অবমাননা করা হয় এবং পরিশেষে তাঁহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অতঃপর ইব্ন মাম্মাতী আলেপ্পো পলায়ন করেন। সেখানে তিনি স'ালাহু'দ্দীনের পুত্র আজ-জাহির (৫৮২-৬১৩/ ১১৮৬-১২১৬)-এর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। ৬০৬/১২০৯ সালে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

মাম্মাতী উপাধির কারণ সম্পর্কে উৎসসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবু'ল-মালীহ কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় গরীবদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সম্ভব যে, শব্দটি মিসরীয় খৃস্টান পরিভাষার মাহোমেতি অর্থাৎ মুহ'াম্মাদী শব্দের অপভ্রংশ; যেহেতু পরিবারটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; ইহা ধারণা করা যায় যে, বংশের একমাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই এই নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

সম্ভবত আল-আস'আদ ইব্ন মাম্মাতীর সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবদান কিতাবু কাওয়ানীনি'দ-দাওয়াবীন শীর্ষক গ্রন্থখানি, যাহা আল-মাকরীযীর মতে সুলতান আল-'আযীযের জন্য চার খণ্ডে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি ইহাতে খারাজের জন্য করারোপযোগ্য জমির পরিমাণসহ সকল মিসরীয় শহরের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গোপন তথ্যসহ গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ বর্তমানে বিলুপ্ত, কিন্তু বসতিপূর্ণ সকল শহর ও গ্রামের তালিকাটি বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, টাঁকশাল, ওজন ও পরিমাপ, তিরায [দ্র.] (বুনন কেন্দ্র), আয়্যুবী অস্ত্রভাণ্ডারের জন্য জাহাজ নির্মাণ, ফটকিরি ও শোরা, বন ও পশু, জরিপ বিজ্ঞান, অংক ও জ্যামিতি সংক্রান্ত অনেক বিরল তথ্য ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক উপাত্তের কারণে গ্রন্থটির মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও সম্ভবত গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ মিসরের সকল বসতিপূর্ণ স্থানের মধ্যযুগীয় প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ জরীপ রেজিস্টাররূপেই রহিয়া গিয়াছে [দ্র. রাওক]। সপরিবারে আল-আস'আদের স্বেচ্ছানির্বাসন এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্রাবস্থায় তাঁহার মৃত্যুতে বংশের গৌরবময় দিনগুলির

পরিসমাপ্তি যায় নাই। পরবর্তীকালে এই বংশ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A.S.Atiya (সম্পা.) কিতাবু কাওয়ানীনি'দ-দাওয়াবীন, কায়রো ১৯৪৩ খৃ.; (২) য়াকূত, উদাবা, ৬/২খ, ২৪৪-৫৬; (৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৯৯-১০১; (৪) আল-'আয়নী, ইকদু'ল-জুমান, পাণ্ডুলিপি ফটোস্ট্যাট, কায়রো গ্রন্থাগার নং ১৫৮৪, ২খ, ৩২০; (৫) মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ১৬০-১; (৬) আস্-সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ৩২৫; (৭) TA. ৩খ, ৫৪৩। পাণ্ডুলিপির জন্য আরও দ্রষ্টব্য (৮) Brockelmann, I ৩৩৫ ও SI ৫৭৩; (৯) Wustenfeld, Geschicht. schreiber, নং ২৯৫, ১৯৬-৭; (১০) I. Yu. Krackovskiy, Iz. soc., ২খ, ৩২৯-৩৫; (১১) Atiya, পূর্বোক্ত, ৩২-৪০।

A.S.Atiya (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন মায়মূন (ابن ميمون) ঃ আবূ 'ইম্‌রান মূসা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (মায়মূন) আল-কুরতুবী, সাধারণভাবে ইংরাজী ও জার্মান ভাষায় Moses Maimonide ও ফরাসী ভাষায় Moses Maimonide নামে পরিচিত, য়াহূদী ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক; জন্ম কর্ডোভায় ১১৩৫ খৃ., মৃত্যু ফুস্‌তাতে ১২০৪ খৃ.। মুসলিম স্পেনে সুদীর্ঘকাল যাবত প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যাবত্তার জন্য সুপরিচিত এক য়াহূদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ শহরেই শিক্ষা লাভ করেন। তবে আল-মুওয়াহ্‌হিদ (দ্র. আল-মুওয়াহ্‌হিদূন)-গণ কর্ডোভা জয় করিলে তিনি ও তাঁহাদের পরিবার সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রায় দশ বৎসরকাল মাগ্‌রিবে, বিশেষ করিয়া ফাসে (সম্ভবত নও-মুসলিমের ছদ্মবেশে, যদিও সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না) অবস্থানের পর তাঁহাদের পরিবার পূর্বাঞ্চলে চলিয়া যায়। তবে ইব্‌ন মায়মূন মুসলিম পাশ্চাত্যেই যুগপৎ ধর্মীয় ও বৈষয়িক এই উভয় প্রকারের বিদ্যার সারবস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার সাহিত্য রচনাও সেখানেই শুরু হয়। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দের পরে ইব্‌ন মায়মূনের পরিবার মিসরে চলিয়া যায়।

মিসরে ইব্‌ন মায়মূন প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান মণিমাণিক্য আমদানীর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, কিন্তু একবার জাহাজ ডুবিতে ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলে এবং উহাতে তাঁহার ভ্রাতা মারা গেলে জীবিকার্জনের জন্য বাধ্য হইয়া তিনি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কাদী আল-ফাদিল (দ্র.)-এর আশ্রয়ে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, পরে আল-মালিকু'ল-আফদাল (দ্র. আয়্যূবীগন)-এর দরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কোন সময়েই ক্রুসেড বিজয়ী সুলতান সালাহুদ্দীন-এর চিকিৎসক ছিলেন না এবং সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড তাহাকে চিকিৎসকরূপে দাওয়াত করিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্প আছে, উহাও জনশ্রুতি মাত্র)। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান এবং প্রতিনিধির পদও লাভ করেন (হিব্রু ভাষায় পদটিকে বলা হয় নাগীদ, তাহাদের পরিবার খৃষ্টীয় ১৪শ শতক পর্যন্ত এই সম্মান ভোগ করিয়াছিল)।

হিব্রু ও 'আরবী ভাষায় তাঁহার রচনাবলী, মায়মূনগণের বিষয়, য়াহূদী ধর্মীয় আইনবিশারদরূপে, অনুমাননির্ভর ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকরূপে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিবার কালে আমরা শুধু সেই সকল দিকে আলোকপাত করিব যেগুলি ইসলামী বিষয়সমূহের পঠন-পাঠন এবং 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ঃ তাঁহার যুক্তিবিদ্যা সার, চিকিৎসা বিষয়ক রচনাবলী এবং তৎপূর্ববর্তী (তাঁহার অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনাবলী বর্তমানে পাওয়া যায় না) বিভ্রান্তজনের পথনির্দেশ (Guide to the perplexed) এবং অন্য সেইসব রচনা যেইগুলিতে ইসলামের প্রতি তাঁহার মনোভাবের পরিচয় রহিয়াছে।

তিনি তাঁহার যুক্তিবিদ্যাসার (Precis of logic), মাকালা ফী সিনা'আতি'ল-মানতিক ষোল বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সাম্প্রতিককালে উহার মূল 'আরবী গ্রন্থখানির কথা একখানি অতি চমৎকার অথচ অসম্পূর্ণ এবং হিব্রু লিপিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায়। মুবাহাত তুরকার 'আরবী হরফে লিখিত দুইখানি সম্পূর্ণ কপি আবিষ্কার করেন (ইস্তাম্বুল পাণ্ডু. সম্ভবত আঙ্কারা পাণ্ডুলিপির নকল) এবং আল-ফারাবীর সঙ্গে উহার নিকট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন।

চিসিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইব্‌ন মায়মূন প্রায় ১২খানি গ্রন্থ রচনা করেন (Brockelmann কর্তৃক তালিকাভুক্ত), যেইগুলি তৎকালে প্রচলিত সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যা অনুযায়ী মৌলিক এবং জালীনূস (Galen)-এর মতামতনির্ভর, এই উভয় ধরনের ছিল; শুধু কয়েকটি গৌণ বিষয়ে, যথাঃ অভিজ্ঞতাসার [Ophorism] কতগুলি ব্যাধি (হাঁপানী, অর্শ) বিষয়ে ক্ষুদ্র নিবন্ধ, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী (যথা ঃ যৌনক্রিয়া বিষয়ক ছোট একটি নিবন্ধ) এবং ঔষধ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই সকল গ্রন্থ তাঁহাকে সমসাময়িক যুগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি সম্মানজনক আসন নিশ্চিত করিয়া দিয়াছিল। বাস্তবিক চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিশেষ কদর ছিল এবং তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ শুধু হিব্রু লিপিতেই নহে, অ-য়াহূদী লিপিকারগণ কর্তৃক 'আরবীতেও ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

তবে একান্তভাবেই তিনি তাঁহার স্বধর্মাবলম্বিগণের বিশেষ শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য আনুমানিক ১১৯০ খৃ. বিখ্যাত গ্রন্থ দালালাতু'ল-হাইরীন (বিভ্রান্ত জনের পথনির্দেশ, Guide to the Perplexed) রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তিনি লিখিয়াছিলেন য়াহূদী বুদ্ধিজীবিগণের জন্য যাহারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সংস্কৃতির চর্চাহেতু বাইবেলের ও য়াহূদী রাব্বীগণের শিক্ষা অনুযায়ী স্রষ্টা ও বিশ্বসৃষ্টির অর্থ কি, মূল্য কতটুকু আর ধর্মীয় আইনের প্রযোজ্যতা ও গুরুত্বই বা কতটুকু এইসব বিষয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সকল বিক্ষুব্ধ মন-মানসিকতাকে প্রশান্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইব্‌ন মায়মূন ধর্মীয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিবার (তা'বীল) প্রয়াস পান, বিশেষত স্রষ্টা সম্পর্কে নরত্তারোপবাদী মতবাদ। অতঃপর তিনি কালাম (দ্র.)-এর স্বতঃসিদ্ধ অংশ (Postulates) ও পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, এ্যারিস্টোটলের পদার্থবিজ্ঞানে চন্দ্রের কক্ষস্থিত জগতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও জগতের অবিনশ্বরতা সাব্যস্ত হয় বা স্বয়ং স্রষ্টার ক্ষমতাকে সীমিত করে, এমন প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বিধান, কোনটিই দার্শনিক নিশ্চয়তা নহে, যাহার মুকাবিলায় এক সৃজনশীল স্বাধীন সত্তার প্রতীক স্রষ্টাকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে স্বীকার করা যাইবে না। সর্বশেষে মুসলিম দার্শনিকগণের মধ্যে তাঁহার প্রেরণার প্রধান উৎস, আল-ফারাবী কর্তৃক বিশেষভাবে পুনরুল্লিখিত, প্লেটোর ধারা অনুসরণ করিয়া তিনি 'নবী আইনপ্রণেতা' এই ধারণাকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন, আর তাঁহার চোখে সেই আইন প্রণেতার সার্থকতম আদর্শ ছিলেন হযরত মূসা (আ)। মূসা (আ)-এর প্রতি প্রদত্ত আইন, প্রাথমিকভাবে

মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই গৃহীত হইলেও উহা চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্যাগানবাদ হইতে মুক্ত, উহাই সকল প্রচলিত ধর্মমতের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং উহাই অনন্তকাল প্রচলিত থাকা উচিত। নিঃসন্দেহে এই বিষয়গুলিই সংক্ষেপিত করিয়া সরল ভাষায় বলা হইয়াছে পথ-নির্দেশ (Guide) গ্রন্থে। তবে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়াও প্রয়োজন যে, এই বইখানির প্রণয়ন রীতিতে লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ কিছু মতবিরোধ রাখিয়া দিয়াছেন। তদুপরি যে সমস্ত বিষয় পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইব্‌ন মায়মূন সেই সমস্ত বিষয় দ্বারা চিন্তাশীল পাঠকগণকে উপলব্ধি করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বইখানি ভাসাভাসাভাবে পাঠ করিলে যে অর্থ বুঝা যাইবে উহার সঙ্গে তাঁহার নিজস্ব মতামতের ব্যবধান দুস্তর। অতএব, এইরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, তিনি বিশ্বজগতের অবিনশ্বরতার ধারণাকে বাতিল করেন নাই (বরং তিনি প্রকাশ্যেই বিশ্বের চিরস্থায়িত্ব প্রচার করিতেন) এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় তিনি স্রষ্টাকে প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে এবং সেই কারণে কিছুটা ভবিতব্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন (তবে ইহা সত্য যে, সেই ভবিতব্য অন্ধ ভবিতব্য নহে, যুক্তি ও প্রজ্ঞাময় ভবিতব্য)।

জ্যোতিষশাস্ত্র, ভবিতব্য, যাদু, গুপ্তবিদ্যা ও দর্শনবহির্ভূত মরমীবাদের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব তাঁহার ছিল তাহা হইতে তিনি যে কোনদিন মুক্ত হইতে পারেন নাই উহাও সমভাবে তাহার মৌলিক যুক্তিবাদেরই পরিচয় বহন করে। তদুপরি তাঁহার আইন সংহিতা (Code of Laws) এবং শেষ বিচারের দিনে মানুষের পুনরুজ্জীবন বিষয়ক নিবন্ধ (Treatise on the resurrection) দুইটি হইতে বুঝা যায় যে, নিশ্চিতই তিনি য়াহূদী ধর্মের প্রচারিত আখিরাতের ধারণাকে (Eschatology) সীমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, একমাত্র আত্মাই চিরঅবিনশ্বর এবং পরলোকে এই অতীন্দ্রিয় রূপ আত্মারই শান্তিভোগ হইবে। ঘটনাচক্রে এমনও হইতে পারে যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণের মধ্যে তাঁহার সমসাময়িক ও একাধিক বিষয়ে তাঁহার সহযোগী দার্শনিক ইব্‌ন রুশদ (দ্র.)-এর মতই তাঁহারও ধারণা ছিল যে, প্রজ্ঞাময় আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই নীচের দুনিয়াতে যে বাস্তব ও চিন্তানির্ভর মূল্যবোধ দ্বারা ক্রমাগত পরীক্ষিত হইয়া যথার্থতা লাভ করিতেছে উহাই পরলোকের জীবনে কর্মতৎপর প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইবে। ইহা বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্মেই সাধারণভাবে, বিভিন্ন মাত্রায় স্বীকৃত ও প্রচারিত, আত্মামাত্রেরই অমরত্বের যে ধারণা তাহার কতকটা অস্বীকৃতি। উভয় দার্শনিকের ক্ষেত্রেই কোন রকম অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে এই চরম মতবাদের সহউপস্থিতি দেখা যায়; উভয়েই স্ব স্ব ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি ঐকান্তিকভাবে একনিষ্ঠ। এই ধর্মীয় অনুশাসনকে তাঁহারা মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে সেরূপ সমাজেই যৌথ নিয়ম-শৃঙ্খলাধীনে সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং সে সমাজেই দার্শনিকগণ এই শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করিয়া এবং স্বয়ং নিষ্ঠার সঙ্গে উহার বিধি-বিধানের নিকটে নতি স্বীকার করিয়া সুসমঞ্জসভাবে ভাবজগতের সঙ্গে কর্মের জগতের মিলন ঘটাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এই মত বা ধারণাগুলি খুব বেশী বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হওয়া বা এমন কি নিন্দনীয়ভাবে সমাজে প্রচলিত মতের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া বিস্ময়কর কিছু নহে। আর আমরা জানি যে, মুসলিম পণ্ডিত 'আবদু'ল-লাতীফ আল-বাগদাদী (দ্র.), যিনি কায়রোতে থাকাকালীন ইব্‌ন মায়মূনকে জানিতেন, পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, ইব্‌ন মায়মূন তাঁহার স্বধর্মাবলম্বিগণের জন্য প্রচলিত মতের বিরোধী পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পথনির্দেশ (Guide) বইখানি য়াহূদী সমাজের বাহিরে প্রচারিত না হওয়ার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অন্তত আংশিক বা সংক্ষিপ্তভাবে উহার অনুলিপি আরবী হরফে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং উহা মিসরের খৃষ্টান বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচারিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে কোন মুসলিম পণ্ডিত বইখানি আদৌ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না এবং যে তিবরিযী এ্যারিস্টোটল হইতে গৃহীত পঁচিশটি প্রস্তাবের উপরে টীকা রচনা করিয়াছেন এবং যেগুলি দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে স্থান পাইয়াছে, সেই তিবরিযীর কোন পরিচয়ও জানা যায় না; ঘটনাক্রমে তাহার টীকা-ভাষ্য কেবল হিব্রু ভাষাতেই রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইব্‌ন মায়মূনের সর্বাধিক প্রেরণার উৎস ছিলেন আল-ফারাবী, কিন্তু তাঁহার চিন্তা ও রচনায় ইব্‌ন সীনা, আল-গ'াযালী (র) (তাহাফুত) ও ইব্‌ন বাজ্জার প্রভাবেরও পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইব্‌ন রুশদ (যাঁহাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন) সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল এবং তাহাও তিনি এত বিলম্বে অর্জন করিয়াছিলেন যে, উহা তাহার পথ-নির্দেশ গ্রন্থে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। সর্বশেষ আরও একটি বিষয়ঃ ইসলাম সম্বন্ধে ইব্‌ন মায়মূন যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছিলেন (উহা কোনভাবেই তাঁহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না) তাহা ছিল একই সঙ্গে রাসূল (স)-এর নুবুওয়াতের প্রতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, আবার ইসলামের কট্টর একেশ্বরবাদের প্রতি সূক্ষ্ম সহমর্মিতা প্রকাশ। 'আরবগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) আগমনের যে পূর্বাভাস বাইবেলে রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হইতে তিনি বিমুখ ছিলেন। একই রকমভাবে য়াহূদী ধর্মগ্রন্থের অকৃত্রিমতা বিষয়ে মুসলিমগণ যে সন্দেহ প্রকাশ করেন উহার প্রতিও তাঁহার কঠোর মনোভাব ছিল (দ্র. আহলুল-কিতাব ও তাহরীফ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনু'ল-আনবা ২খ, ১১৭,; (২) ইবনু'ল-কিফতী, তা'রীখু'ল-হুকামা, ৩১৭-১৯; (৩) M. Steinschneider, Die arabische Literatur der Juden, Berlin 1902, 199-221 (হিব্রু সংস্করণের জন্য ঐ লেখক, Die Hebraischen Ubersetzungen des Mittelalters..., Berlin 1893, নির্ঘণ্টে উল্লিখিত অংশ, পৃ. ১০৬০, দ্র. Maimonides); (৪) Brockelmann 1.2. 644-66 S I. 893-4 (৫) শরহ্ আসমাই'ল-উক্কার (ঔষধের নামের ব্যাখ্যা). সম্পা. অনু. ও টীকা M. Meyerhof. in MIE, xli (1940);(৬) ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জীর প্রধান অংশ G. Vajda. Judische Philosophie (Bibliographische Einfuhrungen in das Studium der Philosophie, 19)-এ দেওয়া আছে, Berne 1950, 20-4; (৭) য়াহূদী দর্শনের প্রধান ম্যানুয়েলসমূহ, বিশেষ করিয়া I. Husik, A history of mediaeval Jewish philosophy, Philadelphia 1916 (কয়েকবার মুদ্রিত); (৮) J. Guttmann, Die Philosophie des Judentums, Munich 1933 (ইংরাজী অনু., Philosophie Judaism, London 1964) এবং (৯) G. Vajda, Introduction a la pensee juive du moyen age, Paris 1947. ইহাতে Moses

Maimonides সম্বন্ধে একটি অধ্যায় রহিয়াছে; (১০) Jacob I. Dienstag কর্তৃক বিষয়ানুযায়ী সাজানো সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর যে একমাত্র অংশ প্রকাশিত হইয়াছে উহা হইল Moses Maimonides, A topical bibliography, উহা Studies in bibliography and Folklore সিরিজের ৫ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত, Cincinatti 1961, fascicule- রূপে প্রকাশিত গ্রন্থটির হিব্রু খণ্ডের পৃ. ১২-২৯; (১১) ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত যে সকল মূল পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে Moses Maimonides, Epistle to Yemen, মূল 'আরবী ও তিনটি হিব্রু সংস্করণ সম্পাদনা করেন Abraham S. Halkin এবং ইংরাজীতে অনুবাদ করেন Boaz Cohen, New York 1952; (১২) মুবাহাত তুরকার, মূসা ইব্ন-ই মায়মূনউন, আল-মাকালা ফী সিনা'আতিল-মানতিক ইনিন আরপচা আস্লি, in AUDTCFD ১৮খ, (১৯৬০খৃ.), ৯-৬৪; (১৩) Guide বা পথনির্দেশ- এর একখানি নূতন ইংরাজী অনুবাদ, S. Pines, The Guide of the Perplexed, Chicago University Press 1963, বইখানির প্রারম্ভে L. Straauss লিখিত একটি অবতরণিকা প্রবন্ধ এবং অনুবাদক কর্তৃক লিখিত একটি ভূমিকা আছে (যাহা মায়মূনী চিন্তাধারার সঙ্গে গ্রীসীয় দর্শন ও আরব সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ)। মায়মূনী চিন্তাধারা সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যায়ঃ (১৪) A. Altmann, Essence and Existence in Maimonides, in Bull, of the John Rylands Library xxxv (1953, 294-315; (১৫) M. Fakhry, The antinomy of the eternity of the world in Averroes, Maimunides and Aquinas, in Le Museon, lxvi (1953), ১৩৯-৫৫। ইব্ন মায়মূন-এর জীবনী বিষয়ক তথ্যের জন্যঃ (১৬) B. Lewis, Maimonides, Lionheart and Saladin, in Eretz-Israel vii(1963), 70-5। পথনির্দেশ বা Guide বইখানির প্রচার বিষয়ের জন্য ঃ (১৭) G. Vajda, Un abrege chretien du "Guide des Egares, in JA, 1960, 115-36; (১৮) ঐ লেখক, in JA, 1960, সর্বশেষে দ্র.; (১৯) S.W. Baron, A Social and religious History of the Jews[2] viii, New York 1958, 249-52 and 259-62; (২০) M. Mohaghegh, Maimondes against Galen/Radd-i Bin Maymun bar-Djalinus, in Madjalla-i Danishkada-i adabiyyat wa-ulumi insani, xv/i (1967)। ইব্ন মায়মূনের 'আরবী রচনা পাঠক, অনেকের মধ্যে রহিয়াছেন (২১) I. Friedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides I. Lexicalischer Teil Arabisch Deutsches Lexicon, Frankfurt a/M. 1902] লেখক কৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়; (২২) Selections from the Arabic writings of Maimonides-এ Leiden (1909); (২৩) Selections J. Blau, in R. Moses b. Maimon Responsa, iii, Jerusalem 1961. 56-116 (হিব্রু ভাষায়); দ্র. একই লেখককৃত A Grammar of mediaeval Judeo Arabic (হিব্রু ভাষায়), Jerusalem 1961.

G. Vajda (E.I[2])/হুমায়ুন খান

ইব্ন মায়্যাদা (ابن ميادة) ঃ বানূ মুররা ইব্ন 'আওফের আবূ শারাহীল (বা শুরাহ্বীল) আর-রাম্মাহ ইব্ন আবরাদ (ইব্ন কুতায়বার মতে য়াযীদ) ইব্ন ছাওবান আল-মুররী। হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩)-এর রাজত্বকাল হইতে 'আব্বাসী শাসনামলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কাল ব্যাপিয়া এই বেদুঈন কবি হিজায ও নাজদে বাস করিতেন। আল-মানসূরের খিলাফতের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। আল-বাগ'দাদীর মতে সেই বৎসর ছিল ১৩৬/৭৫৪ সাল এবং য়াকূতের মতে তাহা ছিল ১৪৯/৭৬৬ সাল। তাঁহার মাতা মায়্যাদা (যে দোলায়) ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। কথিত আছে, এই মহিলা বার্বার বা স্লাভ বংশোদ্ভূত ছিলেন। অবশ্য কবি তাঁহাকে পারস্য বংশোদ্ভূতা এবং নিজ পিতামহীর সূত্রে যুহায়র ইব্ন আবী সুলমার বংশধর বলিয়া দাবী করেন। এইভাবে তিনি নিজেকে খসরূ ও 'আরব—এই উভয় বংশধারার সহিত সম্পর্কিত বলিয়া গর্ব করিতেন। আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কারের কিতাব আখবার ইব্ন মায়্যাদা (ফিহ্রিস্ত, কায়রো সংস্করণ, ১৬১; আগ'ানী রচনায় যাহা হইতে প্রচুর সাহায্য লওয়া হইয়াছে) শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য মায়্যাদার জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে সামান্যই জানা গিয়াছে। তাঁহার অবয়বের স ংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি সুদর্শন (আহ'মার), হাল্কা গড়ন ও দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং চেহারা ও দেহের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। নাসীব, হিজা ও মাদীহ ছিল তাঁহার রচিত কাব্যের প্রধান রূপ। তাঁহার রচিত প্রেমের কবিতাসমূহ ছিল বেদুঈন ধাচের। ইব্ন শারাফের (সম্পাদক ও অনুবাদক Pellat, 27) মতে এইগুলি উৎকর্ষে আল-কুমায়ত, নুসায়ব বা আত্-তিরিম্মাহ রচিত কাব্যেরও উপরে। এই কবিতাগুলি মুক্ত ও ক্রীতদাসী—এই উভয় প্রকারের বেশ কয়েকজন রমণীকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উম্মু জাহদার, যাঁহাকে তাঁহার পিতা সবশেষে এক মিসরীয় লোকের নিকট বিবাহ দেন। ইব্ন মায়্যাদা ও অন্য একজন কবি হ'াকাম ইব্ন মা'মার আল-খুদরীর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত ছোট কবিতা নাকাইদের যে বিনিময় চলিত তাহার কারণ ছিল এই রমণী। অবশ্য আর-রাম্মাহ-এর হিজাতে অন্যান্য ব্যক্তির আভাস দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু ইহাও কথিত আছে, তিনি অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণে আসক্ত ছিলেন এবং তিনি যাহাদের সংস্পর্শে আসিতেন তাহাদের সহিত অপমানকর বাক্য বিনিময় উপভোগ করিতেন। অবশ্য এই কাজে তিনি কখনও অশ্লীল ভাষার আশ্রয় লইতেন না।

প্রথমত মক্কার উমায়্যা গভর্নর 'আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক ও বিশেষত আল-ওয়ালীদ ইব্ন য়াযীদ (১২৫-৬/৭৪৩-৪)-কে উদ্দেশ্য করিয়া ইব্ন মায়্যাদার স্তুতিমূলক কবিতাসমূহ রচিত হয়। শেষোক্ত জনের সহিত তিনি বেশ কয়েকবার সাক্ষাত করেন। একটি কবিতায় তিনি খালীফার উদারতার প্রশংসা করেন। এই কবিতাটি সমালোচকদের দ্বারা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। খালীফা তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ এক শত উষ্ট্র, এইগুলি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ক্রীতদাস, একটি দাসী ও একটি অশ্ব প্রদান করেন। আল-ওয়ালীদের মৃত্যুতে তিনি একটি মারছিয়াতে শোকাবহ স্তবক রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি স্তবক

অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। উমায়্যা বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কখনই 'আব্বাসীদের উদ্দেশে স্তুতিকাব্য রচনা হইতে তাঁহাকে বিরত রাখে নাই, বিশেষত এই কারণে যে, একটি কবিতায় নবী কারীম (স)-এর পরিবারবর্গকে বানূ মারওয়ানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করায় উমায়্যাদের দ্বারা তাঁহাকে প্রহৃত হইতে হয়। সেইজন্য তিনি মদীনার আব্বাসী গভর্নর জা'ফার ইব্‌ন সুলায়মানকে লইয়া একখানি স্তুতিমূলক কাব্য রচনা করেন। এমন কি একবার তিনি আল-মানসূ'রের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পুনর্বার এই চেষ্টা করেন নাই; কারণ কাব্যে আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন য়াযীদের মত উৎসাহ তাঁহার ছিল না।

কবিতায় পৌনঃপুনিক ত্রুটির জন্য তাঁহাকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে ইহা সমালোচকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। তাঁহার বেশ কয়েকটি কবিতায় সুরারোপিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাঁহার কিছু কাব্যাংশ শাওয়াহিদ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, ইব্‌ন মায়্যাদাকে সেই সকল চিরায়ত কবিদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিত্ব বলিয়া গণ্য করা হয় যাঁহারা কাব্য রচনায় চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহি'জ, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (২) ঐ লেখক, হা'য়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌ন সাল্লাম ত'াবাক'াতে ইব্‌ন মায়্যাদার নাম উল্লেখ করেন নাই, যদিও আগ'ানীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহাকে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; (৪) ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, ৭৪৭ পৃ. ও নির্ঘন্ট; (৫) ঐ লেখক, আদাবু'ল-কাতিব, পৃ. ৪৪; (৬) ঐ লেখক, 'উয়ূন ৪খ, ১৪১; (৭) মুবাররাদ, কামিল, নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্‌নু'ল-মুতায্য, ত'াবাক'াত, ৪৩-৫; (৯) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশ্‌তিক'াক, ১৭৫; (১০) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ্‌, 'ইক্‌দ, ২খ, ২২৫; (১১) আগ'ানী, ২খ, ৮৫-১১৬ (বৈরূত সং., ২খ, ২২৬-৩০০); (১২) তাওহ'ীদী, ইমতা', ১৯৩; (১৩) ইব্‌ন শারাফ, মাসাইল, নির্ঘণ্ট; (১৪) ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্‌ক', ৪খ, ৩২৮-৩১, ৩৪৩; (১৫) 'আসকারী, দীওয়ানু'ল-মা'আনী, ১২৩; (১৬) আমিদী, মু'তালিফ, ১২৪; (১৭) ছা'আলিবী, ছি'মারু'ল-কু'লূব, ৫৬-৭; (১৮) বাগ'দাদী, খিযানা, কায়রো সংস্করণ, ১খ, ১৫২, ২খ, ১৯৫-৭; (১৯) য়াকূ'ত, ২খ, ২৬৩, দ্র. হ'াররাত লায়লা; (২০) ঐ লেখক, উদাবা, ১১খ, ১৪৩-৮; (২১) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', ২২৮; (২২) ঐ লেখক, মুজাম ৩১৯; (২৩) ইব্‌ন আবী 'আওন, তাশ্‌বীহাত, ২১১; (২৪) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ২খ, ৫৬; (২৫) ইব্‌নু'শ-শাজারী, হ'ামাসা, ২৩৭-৮; (২৬) Goldziher, Muh. St. ২খ, ৯৯(২৭) O. Rescher, Abriss, ১খ, ১৮৪-৬ (২৮)R. Glachere, in Mel. Gaudefroy-Demombynes, ১১০, ১১৪ (২৯) C. A. Nallino, Letteratura, ১৫০ (ফরাসী অনু. ১৩০-১); (৩০) Brockelmann, SI. ৯১, ৯৬; (৩১) এফ. বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ৯৮।

Ch. Pellat (E.I2)/পারসা বেগম

ইব্‌ন মারদানীশ (ابن مردنيش) : আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-জুযামী বা আত-তুজীবী, খৃস্টানদের ইতিহাসে রে লোবো (Rey Lobo) বা লোপ (Lope) নামে উল্লিখিত, স্পেনীয় মুসলিম নেতা। তিনি আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের পতনের কালে শারকু'ল-আন্দালুস-এ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে কর্মতৎপর ছিলেন। তিনি নিজে ভ্যালেনসিয়াও মুরসিয়ার অধিপতি হন এবং আল-আন্দালুস-এর কেন্দ্রে অবস্থিত এলাকা লইয়া উত্তর আফ্রিকার নূতন আল-মুওয়াহহিদ শাসকগণের সঙ্গে ২৫ বৎসর যাবত বিরোধে লিপ্ত থাকেন। তাঁহার ইব্‌ন মারদানীশ নামকরণ প্রসঙ্গে ও তাঁহার জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি 'আরবী বা বারবার কোনটিই ছিলেন না। Dozy-এর মতানুসারে এই নাম Martinez- এর অপভ্রংশ। অপর দিকে Codera মনে করেন যে, তাঁহার বায়য়্যান্টীয় পূর্বপুরুষ মারদোনিয়ুস (Mardonius)- এর নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উভয় মতই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতও (de Slane, iv, 473) অনুরূপ। এই বিষয়ে আরও পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণভিত্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনার অবকাশ রহিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার নিস্‌বা (সম্বন্ধবাচক নাম আল-জুযামী বা আত-তুজীবী) সত্ত্বেও ইব্‌ন মারদানীশ ছিলেন স্পেনের খৃস্টান বংশোদ্ভূত একজন মুলাদী (মুওয়াল্লাদ)। আধুনিক Castellon de la Plana প্রদেশের Peniscola-য় তিনি ৫১৮/১১২৪-৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আল-মুরাবিত আমলে তাঁহার পিতা সা'দ ফ্রাগা ও ইহার জেলার গভর্নর ছিলেন এবং ৫২৮/১১৩৪ সনে আরাগোন-এর ১ম আলফনসোর আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক চাচা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'ইয়াদ-এর লেফটেন্যান্ট ছিলেন এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে যাফাদোলায় ৫৪০/১১৪৬ সনে নিহত হন। ইব্‌ন 'ইয়াদ-এর মৃত্যুর পরে 'আবদুল্লাহ আছ'-ছ'াগরী কর্তৃক মুরসিয়ায় তাঁহার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ফলে তিনি কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ভ্যালেন্সিয়ার নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে স্বাগত জানায় এবং শীঘ্রই তিনি আল-আন্দালুসের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। চরিত্রগতভাবে তিনি ছিলেন কর্মতৎপর, নিষ্ঠুর ও অধার্মিক প্রকৃতির। প্রজাদের উপর তিনি অত্যাচার করিতেন এবং বেশী খাজনা দেওয়ার জন্য তাহাদেরকে বাধ্য করিতেন। অপর দিকে ক্যাস্টাইল ও আরাগোন-এর রাজা এবং বারসেলোনার কাউন্ট-এর তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ভাড়া করিয়া সৈনিকদল আনেন এবং তাঁহাদের আনুগত্য লাভের জন্য তিনি তাহাদেরকে নানাবিধ উপঢৌকনও প্রদান করেন। তিনি পিসা প্রজাতন্ত্র ও জেনোয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী ৫৪২/১১৪৭ সনে আলমেরিয়া বিজয়ের পর হইতে ৭ম আলফনসোর নামে সেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার শ্বশুর ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামুশক [খৃস্টানদের ইতিহাসে যাঁহাকে হেমোচিকো (Hemochico) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে]-এর সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি রাজ্যের সীমা জায়েন (Jaen), বায়েযা (Baeza), ক্যাডিক্স (Cadix) ও কারমোনা (Carmona) পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, কর্ডোভা ও সেভিল অবরোধ করেন এবং কিছু দিনের জন্য গ্রানাডা স্বীয় অধিকারে রাখেন। রামাদ'ান, ৫৬৪/জুন, ১১৬৯-এ ইব্‌ন হামুশক আল-মুওয়াহ'হিদগণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহ অধিকারের ব্যাপারে উত্তর আফ্রিকার শাসকগণের সহযোগিতা করেন। ইহার ফলে ইব্‌ন মারদানীশের আধিপত্যের অবসান ঘটে। ইব্‌ন মারদানীশ-এর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতবিরোধ থাকিলেও রাজাব, ৫৬৭-এর শেষের দিকে/২৮ মার্চ ১১৭২ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া সাধারণভাবে মনে করা হয়। ইব্‌ন মারদানীশ তাঁহার পুত্র হিলালকে অধিকতর ক্ষমতাবান আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের আনুগত্য স্বীকারের জন্য পূর্বেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-খাতীব, আমালু'ল-আ'লাম, সম্পা. Levi-Provencal, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২৫৯-৫২; (২) ঐ লেখক, ইহাতা, সম্পা. Enan, ১খ, ২২৫-৬, ৩০৬, ৩১০-১, ৪৯২,৩, (কায়রো, সং., ২খ, ৮৫-৯০); (৩) ইবনু'ল-'আব্বার, হুল্লা, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ২খ, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৪) মাররাকুশী, 'মুজিব, পৃ. ১৪৯, ১৬৮, ১৭৮-৮০; (৫) ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার, ৪খ, ১৬৫ প.) অনু. de Slane, i, 339); (৬) ঐ লেখক, Histoire des Banou l-Ahmar, rois de Granade, অনু. M. Gaudefroy-Demombynes, in JA. Paris 1899. 46n. 6; (৭) মাক্কারী, নির্ঘণ্ট, দ্র.; (৮) দাব্বী, বুগ্'য়া, পৃ. ৩৩-৪; (৯) ইব্‌ন সাহিব আস্-সালাত, মানন বি'ল-ইমামা, পাণ্ডু. অক্সফোর্ডে রক্ষিত. A. Huici কর্তৃক Historia politica del Imperio almohade-এ ব্যবহৃত, Tetuan 1957, নির্ঘণ্ট, দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সাদ, সম্পা. 'আবদু'ল-হাদী আত-তাযী, বৈরূত ১৩৮৪/১৯৫৬; (১০) A. Muller, in Isl., ii, 648-52; (১১) আমারি, I diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino, pp. xxxiv, LIX, 239, 451; (১২) Dozy, Recherches, i, 364-88; (১৩) Codera, Decadencia y desaparicion de los almoravides, Saragossa 1899, 109-53-310-21; (১৪) ঐ লেখক, Discurso, বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। স্পেনের রয়েল একাডেমীতে ভর্তি হওয়ার সময়, মাদ্রিদ ১৯১০ খৃ., পৃ. ৯, ৩৯; (১৫) Gaspar y Remiro, Historia de Murcia, musulmana, Saragossa 1905, 185-225; (১৬) I. de las Cagigas, Los Mudejares (Minorias etnico-religiosas de la Edad Media espanola) মাদ্রিদ. ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ২৬৩-৭০; (১৭) J. M. Lacarra, El Rey Lobo de Murcia y el Senorio de Albarracin, in Estudios dedicados a menendez Pidal মাদ্রিদ ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫১৬ পৃ.।

J. Bosch Vila (E.I[2])/ ফজলুর রহমান

ইব্‌ন মারযুবান (দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন খালাফ আল মারযুবান)।

ইব্‌ন মারযূক (ابن مرزوق) ঃ শামসুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন মারযূক আল-'আজীসী আত-তিলিম্‌সানী, যিনি 'আল-জাদ্দ (দাদা/নানা), আর রা'ঈস (নেতা) ও আল-খাতীব (প্রচারক) নামে পরিচিত। তিনি একজন মুহ'াদ্দিছ, ধর্ম প্রচারক ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম ৭১০/১৩১০ অথবা ৭১১/১৩১১ সনে তেলেমসানে; মৃত্যু ৭৮১/১৩৭৯ সনে কায়রোতে। তিনি এমন এক পরিবারের সদস্য যাহারা মূলত দক্ষিণ ইফ্রীকিয়া হইতে হিলালীদের আগমন কালে দেশান্তরী হইয়া তেলেমসানে পৌঁছিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে উক্ত পরিবারের প্রায় দশজন ধর্মবেত্তার জন্ম হইয়াছিল; ইঁহাদের সকলেই মাগ'রিবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনে বিভিন্ন মাত্রায় তাঁহাদের প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন।

যাঁহার নাম হইতে বংশটির নামকরণ হইয়াছে, ইঁহাদের পূর্বপুরুষ সেই মারযূক' ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষ দিকে লামতুনার রাজত্বকালে তেলেমসানে প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও ভূম্যাধিকারী ছিলেন।

প্রধান মারযূকীদের কুলজি
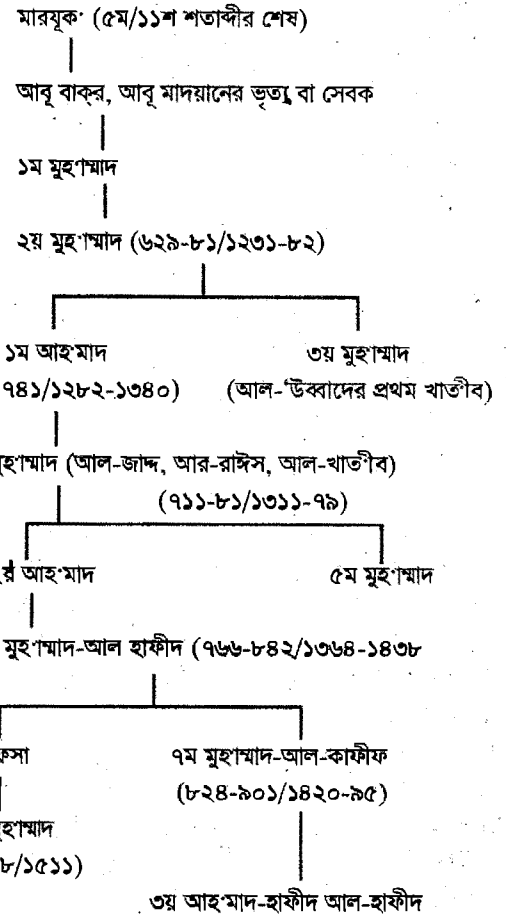
আবূ বাক্‌র আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত সূ'ফী আবূ মাদয়ান (দ্র)-এর একজন ভক্ত খাদিম ছিলেন; তিনি আল-'উব্বাদের শহরতলীতে থাকিতেন। তাঁহার পদটি তাঁহার বংশধরগণের জন্য প্রায় বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণত হইয়াছিল।

২য় মুহ'াম্মাদ, জন্ম ৬২৯/১২৩১ সনে এবং মৃত্যু ৬৮১/১২৮২ সনে। তিনি একজন সাধু সূফী হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। তিনি রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে তেলেমসানে দারু'র-রাহার আল-কাসরু'ল-কাদীম-এর নিকটে য়াগমুরাসান (দ্র.) কর্তৃক কবরস্থ হইয়াছিলেন; আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ, তাঁহার বলিয়া দাবী করা হয়, এমন একটি কবর চিহ্নিত করিয়াছেন।

প্রথম আহ'মাদ জন্ম ৬৮১/১২৮২ সনে। তিনি ফাস-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন; তিনি একজন কঠোর যাহিদ হিসাবে স্মরণীয় ও বরণীয় ছিলেন। সুলত'ান আবূ য়া'কূব (৬৮৫-৭০৬/১২৫২-১৩০৭) কর্তৃক তেলেমসানের স্মরণীয় অবরোধের সময় তিনি ভীষণ নির্যাতন ভোগ করত ৭১৭/১৩১৭ সনে হাজ্জে গমন করেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য মিসরে অবস্থান করেন এবং ৭৪১/১৩৪০ সনে মুজাবির (مجاور 'প্রতিবেশী') হিসাবে মক্কায় ইনতিকাল করেন। উচ্চ সমতল টিবি ও আজয়াদ গেটের মধ্যে বাবু'ল-মালাতে অবস্থিত তাঁহার কবর দীর্ঘকাল বহু তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ

করিত। তৃতীয় মুহ'াম্মাদ ছিলেন মারীনী সুলত'ান আবু'ল-হ'াসান (৭১০-৩২/১৩১০-৩১) কর্তৃক আবূ মাদ্‌য়ান (দ্র.)-এর কবরের উপর নির্মিত মস্‌জিদটির প্রথম খাতীব। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চতুর্থ মুহ'াম্মাদ, যিনি এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয় এবং উক্ত মসজিদের দ্বিতীয় খাতীব।

আল-হাফীদ নামে পরিচিত ৬ষ্ঠ মুহ'াম্মাদ (৭৬৬-৮৪২/১৩৬৪-১৪৩৮) অন্তত তাঁহার দাদা ৪র্থ মুহ'াম্মাদের মত বিখ্যাত ছিলেন। মাক্কারী (নাফ্‌হ, ৭খ, ৩৩৯) প্রমুখ তাঁহার সকল জীবনীকার তর্কাতীতভাবে তাঁহাকে সমসাময়িক মাগরিবে 'আরব ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত মনে করিতেন এবং তাঁহার জ্ঞান ও গুণের প্রশংসা করেন।

৭ম মুহ'াম্মাদ (৮২৪-৯০১/১৪২০-৯৫) আল-কাফীফ (অন্ধ) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনিও একজন মুহ'াদ্দিছ (হ'াদীছ'বেত্তা) ও বিখ্যাত প্রচারক হিসাবে স্মরণীয়। আল-মাক্কারী তাঁহাকে নিজের নানা হিসাবে পাওয়ায় গর্বিত ছিলেন।

৩য় আহ'মাদ, উপরিউক্ত ব্যক্তির পুত্র, যিনি তাঁহার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই মারা যান। তিনি একজন বিখ্যাত খাতীব ছিলেন; তিনি হাফীদু'ল-হাফীদ নামে পরিচিত।

৮ম মুহাম্মাদ, হাফীদের অন্য একজন দৌহিত্র, তাঁহার কন্যা হাফসার মাধ্যমে। তিনি ৯১৮/১৫১১ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি এই বিদ্বান পরিবারের সর্বশেষ প্রতিনিধি, যাঁহার সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়। মারযূক'ীদের মধ্যে প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ছিলেন শামসুদ্দীন ৪র্থ মুহ'াম্মাদ। তিনি বহু নামী লোকের সমসাময়িক ছিলেন, যথা : ইবনু'ল-খাত'ীব (দ্র.) যিনি নিজেকে তাঁহার শাগরিদরূপে উল্লেখ করেন এবং সর্বদা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ইব্‌ন খালদূন (দ্র.) ভ্রাতৃদ্বয়ের, যাঁহারা তাঁহাকে অপসন্দ করিতেন; আল-মাক্কারীর (ঐ নামের বিখ্যাত পণ্ডিতের পূর্বপুরুষ) শারীফ আত-তিলিমসানী (দ্র.)-র এবং আরো অনেকের। এই পরিবারের ৪র্থ মুহ'াম্মাদই এমন সদস্য ছিলেন, যিনি স্বীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারা যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন এবং যে উচ্চ পদসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পরিবারের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং এই সময় হইতেই ইহার প্রতি জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার জীবনও ঘটনাবহুল ছিল; জ্ঞান ও মর্যাদার অন্বেষণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভ্রমণ, পদস্থদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার, উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন, বারংবার কারাবাস, অনুগ্রহ -নিগ্রহ লাভ ইত্যাদি। দুই বৎসর বয়সে ও কতিপয় ব্যক্তির মতে সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার পিতা প্রথম আহমাদ কর্তৃক পূর্বদেশে নীত হইয়াছিলেন, এই সময় তিনি মক্কা, মদীনা, জেরুসালেম, হেব্রন, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং এই সকল স্থানে তাঁহার শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। তিনি ৭২৯/১৩২৯ অথবা ৭৩০/১৩৩০ সনে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ার মস্‌জিদে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই যখন প্রথম খুতবা দিয়াছিলেন, সেই তরুণ বয়সেই তাঁহাকে খাতীব উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ৭৩৩/১৩৩২ অথবা ৭৩৫/১৩৩৪ সনে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মাগরিবে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া, ত্রিপোলী, জারীদ, তিউনিস ও বৌগি (Bougi)-তে যাত্রা বিরতির পর তেলেমসানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শহরটি আবু'ল-হাসান কর্তৃক অবরুদ্ধ। তিনি তাঁহার চাচা তৃতীয় মুহ'াম্মাদের ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন এবং চাচার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলে আল-'উব্বাদ মসজিদের খাতীব এবং আবু'ল-হ'াসানের একান্ত সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৭৪১/১৩৪০ সনে তারীফার ধ্বংসালীলার সময় আবু'ল-হ'াসানের সহিত তিনি লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর তিনি সন্ধি চুক্তিতে কাস্তিলের (Castile) একাদশ আলফনসো (Alfonso XI)-এর স্বাক্ষর গ্রহণের এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করিবার জন্য ভ্রমণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-হ'াসানের পুত্র শাহযাদা আবূ 'উমার তাশুফীন।

এই ব্রত (mission) হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কনস্টানটাইন (Constantine) গমন করেন যেখানে কায়রাওয়ানে ঘটিত অপর একটি দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন যাহার শিকার হইয়াছিলেন হতভাগ্য আবু'ল-হাসান। অতঃপর তিনি আবু'ল-হাসানের বেগমের সমভিব্যাহারে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, উচ্চ রাজকর্মকর্তা ও বিদেশী কূটনৈতিকদের এক রক্ষীদলের সঙ্গে ফাসে প্রত্যাবর্তন করেন। আবু'ল-হ'াসানের স্ত্রী বেগম সাহেবা যাইতেছিলেন তাঁহার পুত্র আবূ ইনান (দ্র.)-এর সহিত মিলিত হইতে— যে পুত্র সবেমাত্র তাঁহার পিতাকে পদচ্যুত করিয়া নিজেকে তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইব্‌ন মারযূক তরুণ সুলত'ানের দরবারে বেশী দিন অবস্থান করেন নাই। তিনি তেলেমসানে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময়ে তেলেমসান ছিল আবূ সা'ঈদ 'উছমান ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান যায়্যানীর অধিকারে। তাঁহার আপন ভ্রাতা আবূ ছ'াবিত সমর নেতা (زعيم; colonel) হিসাবে তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। শীঘ্রই আবূ সা'ঈদ তাঁহাকে আবু'ল-হ'াসানের সহিত সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু'ল-হ'াসান তখন আলজিয়ার্সে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বানূ যায়্যানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইব্‌ন মারযূকের এই ব্রতের বিরোধিতা করিয়া তাঁহাকে পথিমধ্যেই গ্রেফতার করেন। তাঁহাকে তেলেমসানে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল এবং একটি মুতবাক (ভূতল কারাগ'ার)-এ বন্দী করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তাঁহার দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে আন্দালুসিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। ফলে তিনি গ্রানাডায় আবু'ল-হ'াজ্জাজের সংস্পর্শে আসেন, যিনি তাঁহাকে তারীফা দুর্ঘটনা হইতে ব্যক্তিগতভাবে চিনিতেন এবং তিনি তাঁহাকে আল-হামরা (Al hamra) মস্‌জিদের খাত'ীব নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি অন্য একজন নির্বাসিত ব্যক্তি সুলত'ান আবূ 'ইনানের ভাই আবূ সালিমের সহিত বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলেন।

৭৫৪/১৩৫৩ সনে আবূ 'ইনান তাঁহাকে পুনরায় ফাস-এ ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে দরবারের একজন কর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার (সুলত'ানের) জন্য আবূ য়াহ'য়ার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি ইব্‌ন মারযূককে ৭৫৮/১৩৫৭ সনে তিউনিসে পাঠাইয়াছিলেন। এই মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; সুলত'ানের মেযাজ খারাপ হওয়ার অন্যান্য কারণের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা সুলত'ানের প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক করে। ফলে ইব্‌ন মারযূক দ্বিতীয়বারের মত মুতবাকে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি ভূতল কারাগারে ছয় মাস অবস্থান করেন। অবশেষে বহু লোকের সুপারিশে প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন।

৭৫৯/১৩৫৮ সনে আবূ 'ইনানের মৃত্যুতে যে সংকটের সৃষ্টি হয় তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত এই রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুলত'ানের ভ্রাতা ও পুত্রগণ সিংহাসন দাবী করিয়া কলহে লিপ্ত হন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইব্‌ন মারযূকের নির্বাসনের বন্ধু আবূ সালিম। ইব্‌ন মারযূক বিনা

দ্বিধায় আবূ সালিমকে ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিলেন এবং এক বৎসরকাল নানা কৌশল প্রয়োগের পর সিংহাসন লাভ করেন, একজন রাজত্ব করিবার এবং অন্যজন শাসন করিবার জন্য। এই সময় ইব্ন মারযূক তাঁহার কর্মজীবনে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেন। ফলে শীঘ্রই ঈর্ষার শিকার হন। পারিষদবর্গ সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ৭৬২/১৩৬১ সনে আবূ সালিম নিহত হইলেন এবং ইব্ন মারযূক তৃতীয়বারের জন্য মুতবাক (ভূতল কারাগার)-এ নিক্ষিপ্ত হইলেন। মাত্র দুই বৎসর পর ৭৬৪/১৩৬৩ সনে তিনি তাঁহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পান। তৎপর জাহাজে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তিউনিসে গমন করেন। সেইখানে সুলতান আবূ ইসহাক (৭৫১-৭০/১৩৫০-৬৮) ও তাঁহার উযীর ইব্ন তাফরাগীন তাঁহাকে আশ-শাম্মা'ঈন মসজিদের খাতীব নিযুক্ত করেন। তিনি সেইখানে সাত বৎসর ছিলেন।

৭৭১/১৩৭০ সনে একটি প্রাসাদ বিপ্লবের পর তিনি উক্ত পদ হইতে অপসারিত হন। দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুই বৎসর অতিবাহিত করিবার পর তিনি ৭৭৩/১৩৭২ সনে জাহাজযোগে আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; তথা হইতে তিনি কায়রো গমন করেন, সেইখানে সুলতান শা'বান ইব্ন হুসায়ন (৭৬৪-৭৮/১৩৬৩-৭৬) তাঁহাকে বিচারক ও শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। তিনি যুগপৎ শায়খুনিয়্যা সারগাত মিশিয়া ও কামহিয়্যা নামে সালাহুদ্দীনের তিনটি মসজিদের কাযী, খাতীব ও শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে দারুল-ইসলামের ৪৮ টি মিম্বারের উপর হইতে প্রচারের পর তাঁহার জীবনের শেষ ভাগটি শান্তি, সম্মান ও অভাবমুক্ত পরিবেশে অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে কায়রোর এক কবরস্থানে চূড়ান্ত সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ ইবনুল-কাসিম ও আশ্হাবের মধ্যখানে দাফন করা হয়।

স্বীয় গ্রন্থ উজালাতুল-মুসতাওফিয-এ তিনি নিজেই তাঁহার উস্তাদগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন যাঁহারা সংখ্যায় অনেক (২৫০-এর বেশী)। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিচারক, ধর্ম প্রচারক, ইমাম, কুলবিদ (genealogists), মুহাদ্দিছ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সূফী এবং অন্তত তিনজন মহিলা। তিনি মসজিদে তাঁহাদের প্রদত্ত পাঠে যোগদান করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছে মদীনা,মক্কা, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, বালবীস, জেরুসালেম, হেব্রন, দামিশক, ত্রিপোলী, জারীদ, তিউনিস, যাবে, বোগী, তেলেমসান, আন্দালুসিয়া ইত্যাদি স্থানে। তাঁহার ছাত্র সংখ্যা আরও বেশী এবং ইবনুল-খাতীব, ইব্ন যামরাক, ইব্ন কুনফুয, আশ-শাতিবী (দ্র.) প্রমুখ বিখ্যাত নাম ইঁহাদের অন্তর্গত।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে যেগুলি টিকিয়া আছে, সেগুলির কোনটিই বর্তমানে সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত নাই। হয় অত্যন্ত বিরল পাণ্ডুলিপি হিসাবে বিভিন্ন পাঠাগারে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে অথবা উদ্ধৃতি হিসাবে পাওয়া যায় অন্য লেখকদের রচনায় বা সম্পাদনায়। তাঁহার পরিচিতি রচনাবলী (১) আল-মুসনাদুস-সাহীহুল-হাসান ফী মা'আছির মাওলানা আবী হাসান, পাণ্ডুলিপি Escorial-এ সংরক্ষিত ১৬৬৬; ফরাসী অনুবাদসহ উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছেন E. Levi-Provencal in hesperis, ৫ (১৯২৫ খৃ.); অধ্যায় অনুবাদ by R. Blachere in Memorial Henri Basset: নাসিরীর ইসতিকসা-এর উৎস। (২) কাযী 'ইয়াদের কিতাবুশ-শিফা-এর শারহ (ভাষ্য), ৫খণ্ডে, পাণ্ডুলিপি গোথা (Gotha) ২খ, ৮৩। (৩) তাকিয়্যুদ্দীন আল-জাম্মাঈলীর শারহু 'উমদাতিল-আহকাম ইহা মুহাম্মাদ ইব্ন দাকীকিল-'ঈদ (৬২৫-৭০২/১২২৭-১৩০২) ও 'উমারুল ফাকিহানী (৬৫৪-৭৩৪/১২৫৬-১৩৩৩)-কৃত দুইখানি ভাষ্যের পাঁচ খণ্ডে সংযোজনসহ সমন্বিত রচনা, পাণ্ডুলিপি আয়া সোফিয়া, ১৩৩১ হি.; কায়রো ১খ, ২৯২। (৪) উজালাতুল-মুস্তাওফিয (ভিন্নরূপ আল-মুস্তাওফী) আল-মুসতাজায ফী যিকরি মান সামি'আ দূনা মান আজায মিন আইম্মাতিল-মাগরিব ওয়া'শ-শাম ওয়াল-হিজায, ইব্ন ফারহূনের দীবাজ-এ উদ্ধৃতি ৩০৫; ইব্ন হাজার, দুরার, ৩খ, ৩৬০; আল-মাক্কারী, নাফহ, ৭খ, ৩২০ প.; ইব্ন 'আম্মার, নিহ্লা, ১৪৭)। (৫) জানীউল-জান্নাতায়ন ফী ফাদলিল-লায়লাতায়ন, ইব্ন 'আম্মারের নিহলায় উদ্ধৃতিসমূহ, ১০৩-১১। (৬) ইয়ালাতুল-হাজিব 'আন ফুরূ' ইব্নিল-হাজিব, আল-মুখতাসার ফি'ল-ফুরূ'-এর ভাষ্য অথবা ইব্নুল-হাজিবের জামি'উল-উম্মাহাত (Brockelmann, ১খ, ৩০৩)। (৭) 'আবদুল-হাক্ক ইব্ন 'আরাবী আল ইশবীলীর শারহুল-আহকামিস-সুগরা (তু Brockelmann, SI, ৬৩৪)। (৮) একটি চতুষ্পদী কবিতা ও একটি ১১৭ শ্লোকের মাওলিদিয়্যা গ্রানাডায় সুলতানের সামনে ৭৬৩/১৩৬২ সনে আবৃত্তি করা হয় এবং আল-মাক্কারীর নাফহ গ্রন্থে (৭খ, ৩১৪ প.) উদ্ধৃতি। গদ্য ও পদ্য রচনার বিভিন্ন উদ্ধৃতি বিদ্যমান আল-মাক্কারী, নাফহ, স্থা. ও ৭খ, ১৭৩ প. আহমাদ বাবা, নায়ল ৪০, ২৫০ ও বিভিন্ন স্থানে। এইভাবে ইব্ন মারযূক সমান দক্ষতার সহিত ইতিহাস, সমর্থনমূলক রচনা, ধর্মীয়, নৈতিক ও ফিক্হ বিষয়ে লিখিয়াছেন। ফাকীহদের রচনাশৈলী হইত তিনি অবলীলাক্রমে সাহিত্যিকদের রচনাশৈলীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। "আরবী ভাষা ও ইহার সূক্ষ্মতম ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গী তাঁহার জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখবার গারনাতা, যে অংশ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, তবে মাক্কারী কর্তৃক নাফহ পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে (নিম্নে দেখুন); (২) Brockelmann ও E. Levi-Provencal- এর বরাত (নিম্নে দেখুন) ১৩১৯ হি., ২খ, ২২৩ ও ২৩৬-এর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা গুরুত্বহীন; (৩) য়াহয়া ইব্ন খালদূন, বুগয়াতুর-রুওয়াদ ফী যিকরিল-মুলুকি মিন বানী 'আবদিল-ওয়াদ (بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد) আলজিয়ার্স ১৩২১/১৯০৩, ১খ, ৫০, নং ৩৯ (অনু. A. Bel ৬৩); (৪) ইব্ন ফারহূন, আদ-দীবাজুল-মুযাহহাব ফী মা'রিফাতি আয়ানিল-মাযহাব, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ৩০৫, (৫) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৭খ, ৩১৩; (৬ ঐ লেখক, Hist. des Berb, ২খ, ৪৬২ (অনু. de Slane iv ১৯৫৬ খৃ., সং ৩৪৭ প.); (৭) আত-তা'রীফ বি ইব্ন খালদূন, সম্পা. তানজী, কায়রো ১৩৮০/১৯৫১. ৪৯-৫৪; (৮) ইব্ন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা ফী আ'য়ানিল-মি'আতিছ-ছামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৪৮/১৯২৯, ৩খ, ৩৬০, নং ৯৫৭; (৯) ইব্ন কুনফুয, আল-ওয়াফায়াত, আলজিয়ার্স তা.বি., সম্পা. H. Peres, ৬০, ৭৮০; (১০) ইব্নুল-আহমার, রাওদাতুন-নিসরীন ফী দাওলাতি বানী মারীন, ফরাসী অনুবাদ সম্পা. Gh. Bouali ও G. Marcais, প্যারিস ১৯১৭ খৃ. ১৯৭; (১১) সুয়ূতী, বুগয়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি., প. ১৮; (১২) ঐ লেখক, হুসনুল-মুহাদারা ফী আখবারি মিস'র ওয়াল-কাহিরা, কায়রো ১২৯৯ হি., ২খ, ১০৪; (১৩) ইব্নুল-কাদী, জাযওয়াতুল-ইকতিবাস ফী মান হাল্লা মিনাল-আ'লাম মাদীনাত ফাস, ফেয ১৩০৯ হি., ১৪০-২; (১৪) আহমাদ বাবা, নায়লুল-ইব্তিহাজ বিতাতরীযিদ্দীবাজ, ইব্ন ফারহূনের

দীবাজ-এর হাশিয়ায়, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ২৬৭; (১৫) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব মিন গুসনি'ল-আন্দালুসি'র-রাতীব, কায়রো ১৩৬৯/১৯৪৯, ৭খ, ৩০৯-৩৮, ৮খ, ৩১০; (১৬) ইব্‌ন মারয়াম, আল-বুসতান ফী যিকরি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-'উলামা বি-তিলিমসান, সম্পা. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮, ১৮৪ (অনু. Provenzali, ২১০-১৮); (১৭) যারকাশী, তারীখি'দ-দাওলাতায়ন আল-মুওয়াহহি-দিয়্যা: ওয়াল হাফসিয়্যা; কায়রো ১২৮৯ হি. ৮৩ (অনু. Fagnan, ২৩৭-৩৯); (১৮) ইব্‌ন 'আম্মার, নিহলাতু'ল-লাবীব বি-আখবারি'র-রিহলা ইলা'ল-হাবী, আলজিয়ার্স ১৩২০/১৯০২, ১০০-১১; (১৯) J.J. L. Barges, complement de I histoire des Beri Zeiyan, rois de তেলেমসান, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ৯৯-১১৪; (২০) Muh. Ben Cheneb, Etude sur les Personnages mentionnes dans lidjaza du chikh abd al Qadir al-Fasi, প্যারিস ১৯০৭ খৃ., ২১২ (২১) হাফনাবী, তা'রীফু'ল-খালাফ বি-রিজালি'স—সালাফ, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯০৯, ১৩৬-৪৪; (২২) নাসিরী, কিতাবু'ল-ইসতিকসা ফী আখবারি'ল মাগরিবি'ল-আকসা, ১খ, ১৫০, ২খ, ৬২-৩; (২৩) Brockelmann, II, 239, S II, 62-3, 335-6; (২৪) A. Bel, Inscriptions arabes de Fas, ৪৭-৫০; (২৫) E. Levi-Provencal, Le musnad d'Ibn Marzuk, (Hist. du merinide Abul Hasan) উদ্ধৃতি সম্পা. ও অনু . in Hesperis, v (১৯২৫খৃ.) (২৬)R. Blachere, Sur la vie privee d'Abul Hasan, in Memorial Henri Basset, প্যারিস ১৯২৮., ৮৩-৯; (২৭) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহরিসি'ল-ফাহারিসু ওয়া'ল-আছবাত, ফাস তা. বি., ১খ, ৩৯৪; (২৮) 'আবদু'র-রাহমান আল-জীলালী, তারীখু'ল-জাযা'ইরি'ল-'আম্ম, আলজিয়ার্স ১৩৭৫/১৯৫৫, ১০৪।

M. Hadj-Sadok (E.I²)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্‌ন মারযূক (দ্র. 'উছমান উব্‌ন মারযূক)

ইব্‌ন মারয়াম (ابن مريم) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ১০ম/১৬শ শতকের (মৃ. ১০১৪/১৬০৫) উত্তর আফ্রিকার সূফী-দরবেশগণের জীবনী গ্রন্থ প্রণেতা। কর্মের তুলনায় তাঁহার জীবন- বৃত্তান্ত সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। তিনি আল-বুসতান ফী যিক্‌রি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-'উলামা নামে স্থানীয় সূফী দরবেশদের একখানি জীবনী গ্রন্থ সংকলন করেন। যানাতা রাজবংশের সুপ্রাচীন রাজকর্মী, তেলেমসানে যে সকল দরবেশ বসবাস করিতেন কিংবা অধ্যয়ন করিতেন ইহাতে প্রধানত তাঁহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিবেশী শহর ওরান, নেদরোমা ও বারবার অধ্যুষিত জাবাল তেসসালা ও ত্রারা, তদুপরি মরক্কোর পূর্বাঞ্চল, গুমারা এলাকা, সূস উপত্যকা এবং সাধারণভাবে মরক্কোর আটলাস পর্বতমালা অঞ্চলের প্রতিও তিনি আগ্রহী ছিলেন। গ্রন্থখানির সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে উল্লিখিত সময়ানুক্রমিক বিস্তারিত বিবরণ (যথা ঃ পৃ. ৪৫) হইতে ইহার বিষয়বস্তু নবম/ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে চিহ্নিত করা সম্ভবপর ছিল না। তেলেমসান তখন বারবারী অঞ্চলের ধর্মীয় ও জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল, উহার প্রভাব সেই সময়ে ফেয ও মিকনাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিউনিসিয়া ও প্রাচ্য হইতে পণ্ডিতগণ তখন তেলেমসানে আগমন করিতেন। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে ইসলাম ও 'আরবীয় প্রভাব দেশময় দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই ব্যাপারে নানাভাবে বিভিন্ন জাতিরই অবদান রহিয়াছে। ইব্‌ন মারয়ামের বর্ণিত দরবেশগণ ছিলেন তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা। তাঁহারা ইসলামের যে আদর্শ উপস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা জনগণের মানসিকতার সহিত ছিল সাম স্যপূর্ণ। তাঁহাদের ভক্তি ছিল অতি প্রগাঢ় (রাত্রিকালীন ধর্মীয় আলোচনা ও নানাবিধ আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর প্রদর্শন), তাঁহাদের ঘন ঘন ও অলৌকিক সব ঘটনাবলী Fioretti-কে স্মরণ করাইয়া দেয়; যথাঃ দরবেশগণ জীবজন্তুর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহাদের বদান্যতার দ্বার কেবল মুসলমানগণের জন্যই উন্মুক্ত থাকিত এবং তাহা ছিল অফুরন্ত। তাঁহারা অবিরত যিকর-এ মশগুল থাকিতেন। তাঁহাদের একই সঙ্গে সর্বত্র উপস্থিত থাকিবার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল, বিশেষ করিয়া হাজ্জ-এর জন্য এবং পুণ্যবান ও দুরাত্মা—উভয় প্রকার ভূত-প্রেতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিতেন। প্রয়োজনবোধে তাঁহারা মাদুলী (হিযর) প্রস্তুত করিতেন এবং কারামাত দ্বারা মুসলমানগণের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতেন। অত্যাচারিত ব্যক্তিদের রক্ষার্থে তাঁহারা সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতেন। তথাপি 'আরব বংশোদ্ভূত বেদুঈন বিজেতা, যাহারা তিন শতাব্দী পূর্বে সেই দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন ('আরব, শব্দটি কেবল বেদুঈনদের জন্যই ব্যবহৃত হয়) তাঁহাদের প্রতি দরবেশগণের বিতৃষ্ণা ছিল।

অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই দরবেশগণ জ্ঞানার্জন ও মালিকী মাযহাবের অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি কখনও অনীহা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা আবূ যায়দ আল-কায়রাওয়ানীর লেখা গভীর ভক্তি সহকারেই অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা আইনশাস্ত্রে উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভাগ-বণ্টনের কাজ (ফারা'ইদ) অতি দক্ষতার সঙ্গে করিয়া দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিলেন তাঁহারা আইনশাস্ত্রবিদ (উসূলী), অলংকারশাস্ত্রবিদ ও তর্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁহারা ইব্‌নু'ল-হাজিবের রচনার সঙ্গে ও মালিক ইব্‌নু'ল-কাসিম ও আল-আসবাগ-এর রচনাবলীর প্রাথমিক প্রচারকারিগণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্যের পণ্ডিতবর্গ, যথাঃ আদ-দামীরী (Brockelmann, S II,401) অথবা এমন কি শাফি'ঈ ফাকীহ আল-বুলকীনী অথবা পরবর্তীকালে 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ-শা'রানী (আন-নাবহানী কর্তৃক কারামাতু'ল-আওলিয়া গ্রন্থে স্বীকৃত, কায়রো সং.) সম্পর্কেও তাঁহারা গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই সহজ সরল জীবন যাপনকারী ব্যক্তিগণ যাঁহাদের সম্পর্কে ইব্‌ন মারয়াম অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, একই সঙ্গে ছিলেন ধর্ম প্রচারক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁহারা নিরলসভাবে সাধারণ দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করিতেন। আবার সেই সঙ্গে করুণা ও মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তমূলক কার্যও সম্পাদন করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুস্তান ফী যি'করি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল 'উলামা, সম্পা. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৭; (২) এফ. বুস্তানী, D M, iv, 33, (৩) Brockelmann, SII, 680।

J. C. Vadet (E.I²)/ফজলুর রহমান

ইব্‌ন মালকা (দ্র. আবু'ল-বারাকাত)

ইব্‌ন মালাক (দ্র. ফিরিশতা ওগলু)

ইব্‌ন মালিক (ابن مالك) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ জামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মালিক আত-তা'ঈ আল-জায়্যানী (নামটি

আল-মাক্কারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে ২খ, ৪২১; তাঁহার যুক্তিগুলির জন্য দ্র. পৃ. ৪২৭, ছত্র ১৩-৬) একজন ব্যাকরণবিদ। সর্বাধিকভাবে স্বীকৃত তারিখ অনুযায়ী তিনি জায়্যান (Jaen) নামক স্থানে ৬০০ বা ৬০১/১২০৩-৪ বা ১২০৪-৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম অবস্থায় মালিকী মায্‌হাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁহার স্থানীয় শহরের তাঁহার চারিজন শিক্ষকের নাম আল-মাক্কারী উল্লেখ করিয়াছেন (২খ, ৪২১)। তাঁহাদের সহিত সেভিল্ল (Seville)-এর আবূ 'আলী 'উমার আশ্‌-শালাওবীনীর নাম যোগ করা যাইতে পারে। অতি শীঘ্র তিনি নিকট প্রাচ্যে গমন করেন (সেইখানে তিনি শাফি'ঈ মাযহাব অবলম্বন করেন) এবং আমরা তাঁহাকে আলেপ্পো, হামাত ও দামিশ্‌কে দেখিতে পাই। ইব্‌ন জাযারীর বর্ণনানুযায়ী (২খ, ১০০) প্রথমে দামিশ'কে যান এবং সেইখানে বিদ্যা শিক্ষা করেন অতঃপর আলেপ্পোতে ও পরবর্তীতে হামাতে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন এবং পরে দামিশকে ফিরিয়া আসেন। সেইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার কায়রো ভ্রমণ, যাহা ইব্‌নু'ল জাযারী কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, সম্ভবত ১২ শা'বান, ৬৭২/২২ ফেব্রুয়ারী, ১২৭৪ সালে দামিশক-এ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে কোন এক সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

ইব্‌ন মালিক দামিশ'ক-এ আবু'ল-হ'াসান আস-সাখাবী ও অন্যান্য পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন (দ্র. ইব্‌নু'ল-জাযারী, ২খ, ১৮০)। আলেপ্পোতে তিনি ইব্‌ন য়া'ঈশ ও তাঁহার ছাত্র ইব্‌ন আমরূন-এর কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন। তিনি আল-মুকাদ্দিমাতু'ল-জাযূলিয়া-এর একটি শারহ (ভাষ্য) রচনা করিয়াছিলেন (আল-কিফতী, ইন্‌বাহুর-রুওয়াত, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ৩৩৩)। হামাতে অবস্থানকালেও তিনি কিছু সময়ের জন্য 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু দামিশকে তিনি ইব্‌নু'ল-হাজিব-এর ছাত্র ছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। আলোচিত উৎসগুলিতে ইব্‌নু'ল-হাজিব সম্বন্ধে শুধু তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে ঃ তিনি তাঁহার নাহ্‌ও মুফাস্‌সাল-এর রচয়িতা [আয-যামাখশারী]-র নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মুফাসসাল-এর রচয়িতা ও তাহার নাহও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় (আস্‌-সাফাদী, ৩খ, ৩৬৩; তু. আল-মাক্কারী, ২খ, ৪২৪)। এই মূল্যায়ন স্পষ্টতই অসঙ্গত; তাঁহার জীবন, যাহা গুণসম্পন্ন ও কর্মমুখর হিসাবে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র বিরূপ মন্তব্য।

দামিশ'কে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের পরপরই ইব্‌ন মালিক তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল যুগে প্রবেশ করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইহা বিশ্বাস করা মুশকিল যখন ইব্‌নু'ল-জাযারী বলেন (২খ, ১৮১) যে, ইব্‌ন মালিক আলেপ্পোতে অবস্থানকালে আল-কাফিয়াতু'শ-শাফিয়া-র এবং হামাতে অবস্থানকালে খুলাসা [আল-আল্‌ফিয়া]-এর কাব্যরূপ দিয়াছিলেন। দামিশ'ক-এ ইব্‌ন মালিক বিভিন্ন ইসলামী বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন কা'দী শুহ্‌বা (৫৪)। তাঁহাকে আন-নাহ্‌বী, আল-লুগাবী, আল-মুক্‌রি, আল-মুহ'াদ্দিছ' ও আল-ফাকীহু'শ-শাফি'ঈ উপাধিতে অভিহিত করিয়াছেন। ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন (আস্‌-সাফাদী, ৩খ, ৩৫৯)। তিনি অধ্যাপনা করিতেন এবং 'আদিলিয়া মাদ্‌রাসার উচ্চ পদস্থ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল— তাঁহার পুত্র বাদরু'দ্দীন মুহ'াম্মাদ, বাহাউদ্দীন ইব্‌নু'ন-নাহহাস আল-হালাবী (আবূ হায়্যান-এর একজন শায়খ), আবূ যাকারিয়া আন-নাওয়াবী প্রমুখ (দ্র. আস'-সাফাদী, ৩খ, ৩৬২)। কিন্তু ব্যাকরণ বিষয়েই তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার মূলে ছিল ভাষাবিজ্ঞানে তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং অনেকাংশে 'আরবী ব্যাকরণকে আলফিয়াতে কাব্যরূপ দেওয়া, যদিও গুরুত্বের দিক দিয়া ইহা বিশেষ বিবেচ্য নহে। বস্তুত ছন্দোবদ্ধ রচনা ছিল ঐ সমস্ত আরব দেশে বিশেষরূপে শিক্ষাসহায়ক। কারণ সেইখানে মুখস্থ করা ছিল শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলিত প্রথা। অধিকন্তু তাঁহার আলফিয়া-এর কবিতাগুলি, যদিও সর্বদা অস্পষ্ট ও প্রায়ই অবোধ্য (Howell, Ar. Gr., মুখবন্ধ ২৬) ছিল, তবুও ঐগুলিতে বহু সংখ্যক ভাষ্যকারের জন্য পসন্দ করার মত উপাদান ছিল। উহার মাধ্যমে ব্যাকরণ বিষয়ে মনোযোগ পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণগত নিয়মের দৃষ্টিকোণ হইতে ইব্‌ন মালিক এক নব মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রারম্ভকাল হইতেই 'আরব ব্যাকরণবিদগণ প্রকৃত 'আরবী প্রতিষ্ঠিত করার মানসে শাওয়াহিদ, সাক্ষ্যসমূহ, হাদীছে অন্বেষণ না করিয়া প্রাচীন কবিতা ও কুরআনী গদ্যে অন্বেষণ করিতেন। এখন ইব্‌ন মালিক হ'াদীছ'কে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করিতে থাকেন এবং ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন যেমন তাঁহার সমসাময়িক রাদিয়্যুদ্দীন আল-আস্‌তারাবাযী ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হয়, এই পদ্ধতির প্রচলনকারী ছিলেন ইব্‌ন খারূফ। তিনি আলেপ্পোতে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মৃত্যু বরণ করেন (এই গোটা ব্যাপারে দ্র. 'আবদু'ল-কাদির আল-বাগ'দাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, বূলাক' ১২৯৯ হি., ১খ, ৩-৮ ও J. Fuck, 'আরাবিয়া, পৃ. ১২৩-৪, ফরাসী অনু. পৃ. ১৮৯-৯০)। হ'াদীছে'র ব্যাপারে ইব্‌ন মালিক যেই অত্যুৎসাহ দেখাইয়াছেন তাহা যে কেহ বুঝিতে পারে। তিনি আল-বুখারীর সাহীহ' গ্রন্থের [Fuck. ZDMG ৯২খ (১৯৩৮ খৃ.), ৮১-২] সম্পাদনার ব্যাপারে শারাফুদ্দীন আবু'ল-হ'াসান 'আলী আল-য়ূনীনী (মৃ. ৭০১/১৩০১-২)-এর সহিত একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি কঠিন ক্ষুদ্র অংশগুলিকে একটি বিশেষ নিবন্ধে পর্যালোচনা করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; নিবন্ধটি নীচের তালিকায় ৭ নম্বরে উল্লিখিত হইল (আরও দ্র. Brockelmann, ১খ, ৩৫৯-৬৩ ও পরি. ১, ৫২২-৭)।

১। তাস্‌হীলু'ল-ফাওয়াইদ ওয়া তাক্‌মীলু'ল-মাকাসিদ (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) [ফাস ১৩২৩ হি.] পূর্বেকার রচনা আল-ফাওয়াইদ, ফি'ন-নাহও-এর একটি সারসংকলন যাহা এখন বিদ্যমান নাই; ইহা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যাহা সংক্ষিপ্ততা অবোধ্যতার কাছাকাছি (Ben Cheneb. E.I.-এ দ্র. ইব্‌ন মালিক)। তাসহীল-এর খুব খ্যাতি ছিল; ইহার অন্তত ২৯টি ভাষ্য গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে, যেইগুলি অন্যদের মধ্যে স্বয়ং গ্রন্থকার, আবূ হায়্যান ও ইব্‌ন 'আকীল কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

২। আল-কাফিয়াতু'শ-শাফিয়া (الكافية الشافية), ২৭৫৭ শ্লোকের (রাজায ছন্দে) ব্যাকরণ বিষয়ক একটি পুস্তিকা Brockelmann-এর বর্ণনামতে (I ২,৩৬৩), ইহা লেখকের ভাষ্য, আল-ওয়াফিয়াসহ পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

৩। আল-খুলাস্যাতু'ল-আলফিয়া (الخلاصة الألفية) অথবা শুধু আল-আলফিয়া, ইহা আল-মাক্কারী (২খ, ৪৩১) [তু. আলফিয়া, শ্লোক ৫] -এর মতে আবূ যাকারিয়া য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মুতী-এর আদ-দুররাতু'ল আলফিয়্যা-এর অনুকরণে প্রায় এক হাজার শ্লোকে (রাজায ছন্দে) লিখিত পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারসংকলন। আস-সাফাদীর বর্ণনামতে ইব্‌ন মালিক ইহা

আয-যাহাবীকে অনুসরণ করিয়া, তাঁহার পুত্র তাকিয়্যুদ্দীন মুহ'াম্মাদের জন্য, যিনি আল-আসাদ নামে পরিচিত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আল-'আজীসী (উদ্ধৃত ঐ) ইহা 'অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ইহা কাযী শারাফুদ্দীন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহীম, যিনি ইবনু'ল-বারিযী (তু. ইবনু'ল-জাযারী, ২খ, ১৮১) নামে পরিচিত-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল। বিখ্যাত আলফিয়্যা পাণ্ডুলিপি আকারে বহু গ্রন্থাগারে এখনও বিদ্যমান আছে এবং বারংবার মুদ্রিত হইয়াছে। S. de Sacy ভাষ্যসহ ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (প্যারিস-লণ্ডন ১৮৩৩ খৃ.) এবং ইহা হইতে আটটি অধ্যায় তাহার anthologic grammaticale পুস্তকে অনুলিপিসহ অনুবাদ করিয়াছেন, প্যারিস ১৮২৯ খৃ., পৃ. ১৩৮-৪৪ এবং ৩১৫-৪৭; L. Pinto কর্তৃক আরবী মূলসহ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (কন্সট্যান্টাইন ১৮৮৭ খৃ.), A. Goguyer(বৈরূত ১৮৮৮ খৃ.) কর্তৃকও 'আরবী মূলসহ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং তিনি ইহাতে লামিয়্যাতু'ল-আফ'আল যোগ করিয়াছেন; E. Vitto কর্তৃক ভাষ্যসহ ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (বৈরূত ১৮৯৮ খৃ.)। আলফিয়্যা কমপক্ষে ৪৩ টি ভাষ্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির তালিকাভুক্তি যথেষ্ট হইবে ইব্‌ন মালিকের পুত্র বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রণীত আদ-দুররাতু'ল-মুদী'আ, বৈরূত ১৩১২ হি., কায়রো ১৩৪২ হি.; আবূ হায়্যান আল-আনদালুসী কর্তৃক প্রণীত মান্‌হাজু'স-সালিক, S. Glazer কর্তৃক প্রকাশিত, নিউ হ্যাভেন ১৯৪৭ খৃ.; ইব্‌ন'আকীল কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থটি, যাহাকে একটি সর্বজনসম্মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, সম্পা. Fr. Dieterici, লাইপযিগ ১৮৫১ খৃ., জার্মান অনু., বার্লিন ১৯৫২ খৃ. এবং প্রাচ্যে মুহ্‌য়িদ্দীন মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হামীদ কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়াছে (৬ষ্ঠ সং, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১), জামালুদ্দীন ইব্‌ন হিশাম, আল-মাক্কূদী, আল-উশমূনী, আস-সুয়ূতী ও দাহলান-এর ভাষ্য গ্রন্থগুলির জন্য Brockelmann, এর নং ৩, ১০, ১২, ১৫ ও ৩৫ (পরি. ১, পৃ. ৫২৩-৫) দ্র.।

৪। লামিয়্যাতু'ল-আফ'আল (لامية الافعال) অথবা আল-মিফতাহ ফী আব্‌নিয়াতি'ল-আফ'আল (المفتاح فى ابنية الافعال) ১১৪ শ্লোকে (বাসীত ছন্দে) লিখিত এবং আল্‌ফিয়্যা-এর শব্দ গঠন (تصريف) বিষয়ক একটি পরিপূরক গ্রন্থ, A. Goguyer কর্তৃক অনুবাদ, টীকা ও উভয় গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দের অর্থ সন্নিবেশসহ উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাদরুদ্দীন মুহ'াম্মাদ-এর ভাষ্য গ্রন্থটি Kellgren কর্তৃক (Helsingfors 1854) Kellgren ও volck কর্তৃক (St. Petersburg 1846) এবং volck কর্তৃক (লাইপযিগ ১৮৬৬ খৃ) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্যে লামিয়া অনেকবার সংকলন আকারে মুদ্রিত হইয়াছে; তদুপরি ইহার অন্যান্য ভাষ্য গ্রন্থ বিদ্যমান আছে (দ্র. Brockelmann, ২খ, ৩৬২ ও পরি. ১. পৃ. ৫২৬)।

৫। তুহ'ফাতু'ল-মাওদূদ ফি'ল-মাকসূ'র ওয়া'ল-মামদূদ (تحفة المودود فى المقصور والممدود) আলিফ মাকসুরা অথবা আলিফ মামদূদা অক্ষরে সমাপ্ত একই বানানবিশিষ্ট কিন্তু ভিন্নার্থক শব্দসমূহের প্রায় সবকয়টির সংক্ষিপ্ত ভাষ্যসম্বলিত ১৬২টি শ্লোকে (তাবীল ছন্দে) রচিত কবিতা গ্রন্থ; সম্পা. ইব্‌রাহীম আল-য়াযিজী, কায়রো ১৮৯৭ খৃ., পরবর্তীতে ১৩২৯ হি.।

৬। আল-ই'লাম বি-ছালাছি (মুছাল্লাছি) ল-কালাম (الاعلام بثلاث (مثلث)) الكلام) স্বরচিহ্নত্রয় (الحركات) সম্বলিত এবং বিভিন্ন অর্থবহ শব্দের (রাজায ছন্দে) ছন্দায়িত রূপ। ইহা সালাহুদ্দীনের পৌত্র আল-মালিকুন-নাসিরের উদ্দেশে উৎসর্গিকৃত (সম্পা. কায়রো ১৩২৯ হি., পূর্ববর্তী রচনাসহ)। এই ধরনের অন্যান্য রচনার জন্য দ্র. Brockelmann-এর নং ১২।

৭। শাওয়াহিদু'ত-তাওদীহ ওয়া'ত-তাস্‌হীহ লি-মুশ্‌কিলাতি'স-সাহীহ (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الصحيح) আল-বুখারীর সা'হীহ হইতে কঠিন ক্ষুদ্র অংশগুলির ব্যাকরণগত আলোচনা (এলাহাবাদ ১৩১৯ হি.); আত-তাওহ'ীদ ফী ই'রাবি'ল-বুখারী শিরোনামে পাণ্ডুলিপি আকারে দামিশক-এ বর্তমান (Brockelmann), পরি. ১, পৃ. ২৬২, 'উম. ১৭, পর্যন্ত সংশোধিত, নম্বর ১০১)। নীচের বিবরণগুলি শুধু পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে।

৮। 'উমদাতু'ল-হাফিজ ওয়া উদ্দাতু'ল-লাফিজ (عمدة الحافظ وعدة اللافظ) লেখকের বেশ দীর্ঘ ভাষ্যসহ ব্যাকরণের পদ বিন্যাস (Syntax)-এর সংক্ষিপ্তসার (Brockelmann, ১.২ পৃ. ৩৬৩, ৪ পড়িতে হইবে বার্লিন ৬৬৩১ ও ৬৬৩২)।

৯। আল-আলফাজু'ল-মুখতালিফা (الالفاظ المختلفة) সমার্থ শব্দসমূহের একটি সংকলন (২৫ পত্রক পাণ্ডু. আকারে, বার্লিন ৭০৪১)।

১০। আল-ই'তিদাদ ফি'ল-ফারক বায়নাজ-জা ওয়াদ-দাদ (الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاد) জা (ظ) অথবা দাদ (ض) উচ্চারণসম্বলিত শব্দগুলির, লেখকের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যসহ, ৬২ টি শ্লোকের (বাসীত ছন্দে) ছন্দোবদ্ধ রচনা (এই পুস্তক হইতে একটি উদ্ধৃতি মুযহির-এ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ২খ., ২৮৩-৬); ইহাতে দুইটি পরিশিষ্ট আছে, একটি ফীমা য়ুকালু বি-দাদ ওয়া জা (فيما يقال بضاد وظاء) এবং অন্যটি ফীমা য়ুকালু বি তা ওয়া জা (فيما يقال بطاد وظاء)।

১১। কিতাবু'ল-'আরূদ (كتاب العروض) 'আরবী ছন্দ প্রকরণ বিষয়ে রচিত, একটি মাত্র পাণ্ডু. Escur হ্‌. ৩৩০, ৬।

১২। ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার, সাব্‌কু'ল-মানজূম (سبك المنظوم), শব্দ গঠনবিদ্যা (تصريف)-এর একটি সংক্ষিপ্তসার, ঈজাযু'ত-তা'রীফ (إيجاز التعريف) [Brockelmann নং ৫,৬), এবং বিভিন্ন ছোট রচনা যেইগুলিকে Brockelmann ১৪ হইতে ২০ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরের অধীনে (পরি. ১, ৫২৭) সংস্থাপিত করিয়াছেন। ব্যাকরণগত অথবা আভিধানিক অর্থে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দগুলির ছন্দোবদ্ধ রূপগুলিকে আস-সুয়ূতী মুয্‌হির এ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, ২খ, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ২২৪; টীকা ২৭৯-৮২, ৩য় মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণ হিসাবে কোন পার্থক্য ছাড়া একটি ওয়া, (و) অথবা একটি য়া (ى) বিশিষ্ট ক্রিয়াগুলিসম্বলিত ৪৯টি শ্লোক (কামিল ছন্দে) [একটি মাজমূ'আতে ছাপা হইয়াছে, কায়রো ১৩০৬]।

ইব্‌ন মালিকের অনেক রচনা, যেইগুলির উল্লেখ তাঁহার জীবনীকারগণ করিয়াছেন, সেইগুলির পাণ্ডুলিপির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই, বিশেষ করিয়া আল-মুকাদ্দিমাতু'ল-আসাদিয়া (المقدمة الاسدية) [আল-আসাদ নামে পরিচিত তাঁহার পুত্রের জন্য রচিত]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব, কায়রো ১৩৬৯/১৯৪৯, ২খ, ৪২১-৩৩, তথ্যের প্রায় সব কিছুই একত্র করিয়াছেন; (২) সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত [Bibl. Isl. 6c] ৩খ, ৩৫৯-৬৪, গুরুত্বপূর্ণ; (৩) শামসুদ্দীন ইবনু'ল-জাযারী, গায়াতু'ন-নিহায়া ফী তাবাক'াতি'ল-কুররা,

২খ, ১৮০-১, সম্পা. Bergstrasser ১৩৫২/১৯৩৩ (ফটো পুনর্মুদ্রণ, বাগদাদ, ২খ, ১৮০-১) কালানুক্রমিক উপাত্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; (৪) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, পৃ. ৫৩-৭, পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, সামান্য সংযোজন করিয়াছেনঃ অন্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন অথবা ইব্‌ন মালিকের জন্ম তারিখ তাঁহার বংশতালিকার জন্য প্রয়োজনীয়। (৫) ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ৪৫২-৪; (৬) সুব্‌কী, তাবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়া আল-কুবরা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫খ., ২৮-৯; (৭) ইব্‌ন কাদী শুহ্‌বা, ত'াবাক'াতু'ন-নুহাত ওয়া'ল-লুগ'াবিয়্যীন, দামিশ'ক (জাহিরিয় তারীখ ৪৩৮), পৃ. ৫৪-৬; (৮) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতু'য-যাঁহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ, ৩৩৯; অন্যান্য উল্লেখ বা তথ্যাদি (৯) 'উ. র. কাহ্‌হ'ালা প্রণীত মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, দামিশ্‌ক ১৩৭৯/১৯৬০, ১০খ. ২৩৪।

য়ুরোপীয় রচনাবলীঃ (১০) Brockelmann, ১², ৩৫৯-৬৩, পরি. ১, ৫২১-৭; ছোট আত্মজীবনীমূলক টীকার মধ্যে ইব্‌ন য়া'ঈশ বিষয়ে সংশোধন কর বা'আলাবাক্ক এবং প্রতিস্থাপিত কর আলেপ্পো; (১১) M. S. Howell, Arabic grammar, মুখবন্ধ, ১৯-২১ (এলাহাবাদ, ১৮৮৩ খৃ.)।

H. Fleisch (E.I.²)/আবদুর রহমান মামুন

ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবিল-ফাদা'ইল (ابن مالك بن ابى الفضائل) ঃ আল-য়ামানী, মুহাম্মাদ, য়ামানের একজন সুন্নী আইনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং অপ্রধান ঐতিহাসিক, ইসমা'ঈলী সম্বন্ধে তাঁহার কাশ্‌ফু আস্‌রারি'ল-বাতি'নিয়্যা ওয়া আখবারি'ল্-ক'ারামিত'া নামক অবজ্ঞাসূচক ক্ষুদ্র পুস্তিকার জন্য অধিক পরিচিত। তাঁহার জন্ম অথবা মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যয় না। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, শী'ঈ সু'লায়হী [দ্র.] রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ্ আস্‌-সু'লায়হ' (মৃ. ৪৭৩/১০৮০)-এর শাসনামলে তিনি ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষভাগে সম্প্রদায়টির স্থানীয় নেতাদের নীতিভ্রষ্টতায় বিতৃষ্ণ হইয়া তিনি শপথপূর্বক এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে অন্যদেরকে সাবধান করিবার উদ্দেশে য়ামানের ইসমা'ঈলীদের এই ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। আল্-খায্‌রাজীসহ য়ামানের পরবর্তী সমস্ত সুন্নী ঐতিহাসিক-দের জন্য এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসের ব্যাপারে কাশ্‌ফ প্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। মিসরীয় ছোট শহর সাওহাজ-এর পাঠাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে পুস্তিকাটি কায়রোতে দুইবার ছাপা হইয়াছে (১৯৩৯ ও ১৯৫৫ খৃ.)। রিসালা নামে আরেকটি অনুলিপি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে পাওয়া যায় (Or.-6349 (1))। Brockelmann গ্রন্থকার কিংবা বইটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। আল-জানাদী'র সুলূক ও আল-খায্‌রাজীর কিফায়া, য়ামানের দুইটি বৃহত্তম আত্মজীবনীমূলক অভিধান; ইহাতে ইব্‌ন মালিক সম্বন্ধে সন্নিবেশিত সমস্ত তথ্য বিশেষভাবে কাশ্‌ফ হইতে লওয়া হইয়াছে।

C. L. Geddes (E.I.²)/আবদুর রহমান মামুন

ইব্‌ন মাস'ঊদ [দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)]

ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্ (ابن ماسويه) ঃ আবূ যাকারিয়্যা য়ুহান্না ৩য়/৯ম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, মৃ. ২৪৩/৮৫৭ সাল। আর-রাশীদের অধীনে তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয় এবং আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তিনি বহু সংখ্যক গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বিখ্যাত বায়তু'ল-হিকমা (بيت الحكمة)-কে সমৃদ্ধিশালী করিতে অবদান রাখেন। তবে ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্ শাহী দরবারের চিকিৎসক হিসাবেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। যে সকল অভিজাত ব্যক্তি খলীফাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন তিনি তাঁহাদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার রোগীরা তাঁহাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সম্মান করিত। অর্থ বা পৃষ্ঠপোষকের তাঁহার কোন অভাব ছিল না। তিনি ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মাহ্‌দীর সান্নিধ্যে গমন করেন, যিনি ছিলেন খিলাফাতের ব্যর্থ দাবিদার এবং গ্রীক বিজ্ঞান ও 'আরবী কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি আর-রাশীদের পুত্রদের সহিতও পরিচিতি লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবু'ল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ছিলেন অন্যতম। তাঁহার দ্রুত উন্নতি ও প্রসিদ্ধি সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। ধারণা করা হয় যে, এই ব্যাপারে তিনি সম্ভবত প্রভাবশালী বুখতেয়াশূ' পরিবারের নিকট ঋণী ছিলেন, যাঁহারা চার পুরুষ ধরিয়া খলীফার দরবারের চিকিৎসক ছিলেন (কথিত আছে, ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্-এর পিতা জুন্‌দেসাপুরে বুখতেয়াশূ'-র সহকারী ছিলেন)। ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্ যেমন এই মহৎ পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন তেমন তাহাদের বন্ধু ও উপদেষ্টাও হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকদের সহিত তাঁহার উল্লেখযোগ্য মিল পরিলক্ষিত হয়। ইঁহাদের সকলেই নেস্তোরীয় (Nestorian) মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও খলীফার দরবারে কর্মরত ছিলেন। এই নেস্তোরীয়গণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন যাহা তাহাদেরকে বায়যান্টীয়দের হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সহজেই গ্রীক শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা আলেকজান্দ্রিয়গণ কর্তৃক একত্রীকৃত গ্যালেনের ১৬টি গবেষণামূলক পুস্তক আয়ত্ত করেন। অধিকন্তু তাঁহারা সেইগুলির ভাষ্যকারদের অতিক্রম করিয়া এই বিষয়ে আরও অগ্রবর্তী হন (সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী জ্যাকোবাইটগণ [Jacobites] ভূতপূর্ব পারস্য সাম্রাজ্যের নেস্তোরীয়গণের মধ্যকার সৃষ্ট বিবাদই ইহার কারণ)। অধিকন্তু গ্রীক দেশে সৃষ্ট বিজ্ঞান এবং উহার সহিত খৃস্টানদের অবদান জুন্দীশাপুর (দ্র. গণ্দীশাপুর)-এর জ্ঞান চর্চাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। জুন্দীশাপুর পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা ছিল গ্রীক সংস্কৃতির একটি বহির্ঘাটিবিশেষ। জুন্দীশাপুর প্রাচ্যের বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও গ্রীকদেশীয় প্যাগানদের অতীন্দ্রিয় মতবাদের (Paganism) সমন্বয় ক্ষেত্র ছিল। এই সমন্বয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও ভিন্ন বিষয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যে পরস্পর যে পার্থক্য রহিয়াছে সেইগুলিকে প্লেটোর আদর্শে একই দলভুক্ত করা ও একই নিয়মের অধীনে আনা। এই প্রচেষ্টাকে Timaeus অথবা False Democritus of Abdera নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রচেষ্টাকে Bolus of Mendes-এ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা মুখোশ পরিধান করানোর সদৃশ ছিল (তু. Maxims-এর De Complexionibus-এর প্রারম্ভে; দেখুন Thorndike)। এই বিজ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত, অভিজ্ঞতালব্ধ ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে বিষয়ে ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্ ছিলেন স্বীকৃত প্রতিনিধি। তাঁহার মধ্যে ঔষধ ব্যবসাকে চিকিৎসা গবেষণার উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। চারি প্রকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষের যে

জ্ঞান আছে ইহার সহিত চিকিৎসককে মহাবিশ্বের ঐক্যের রহস্য ভেদ করিতে সাহায্য করে। এই ঐক্য মানুষের দেহ হইতে নিঃসৃত রসের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল। এই ঐক্য মানুষের চারি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চালিত। ঔষধ প্রস্তুতকারকরা ঋতু পরিবর্তনের সহিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বভাবের উপরে যে প্রভাব আছে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। চিকিৎসা-কলা সম্বন্ধে কিছুটা কুসংস্কারযুক্ত চিন্তাধারা যাহা এককভাবে অভ্যাস নির্দেশ করে ইহার সহিত বিশ্বের উন্নয়ন নিহিত আছে যাহার মধ্যে মানুষ একটি প্রতিফলনমাত্র। এই ভাবধারা ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌কে 'আরবী ভাষায় দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, যাহা তাঁহার নামের সহিত অমর হইয়া আছে। একটির নাম আন্‌- নাওয়াদিরু'ত-তিব্বিয়্যা (النوادر الطبية), ইহা ছিল চিকিৎসা বিষয়ক কতগুলি সূত্রের সমন্বয়। দ্বিতীয়টির নাম কিতাবু'ল-আযমিনা (كتاب الازمنة), বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, মানুষের মেযাজ ও গুণাবলী— এই দুইটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ল্যাটিন ভাষায় রচিত তাঁহার রচনাবলী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং মনে হয় ইহাতে মিসু (Mesue)-কে পাশ্চাত্যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে পেট্রোস গুলোসাস (Petrus Gulosius) নামক জনৈক চিকিৎসক আমালফীতে কর্মরত ছিলেন; তিনি তাঁহার রচনাবলী অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ঐগুলিকে শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য বলিয়া মন্তব্য করেন (১৪৭৪ খৃ.)। যদিও Leclerc ও অন্যরা কখনও কখনও দ্বিধাগ্রস্তভাবে লিও আফ্রিকানদের সঙ্গে একমত হন নাই (একটি অপরিচিত লেখকের রচনা হইতে মনে হয় যে, কনস্টানটাইনে বসবাসকারী আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ ছিল) যাহার ফলে কেহ কেহ ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌-কে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থে উল্লিখিত মিসু-এর সহিত চিহ্নিত করেন এবং যদিও সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই বিবেচনা করা হয় যে, একজন ছিলেন জ্যেষ্ঠ মিসু এবং অপরজন ছিলেন কনিষ্ঠ মিসু। তথাপি সামগ্রিকভাবে 'আরবীতে লিখিত ও রক্ষিত গ্রন্থ হইতে ইহা বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশীয় পাঠকরা প্রধানত ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌-এর প্রবর্তিত শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ হিসাবে গণ্য করিতেন। ইঁহাদের পূর্বে আর-রাযী তাঁহার রচিত কন্‌টিনেন্স (Continens) নামক গ্রন্থে ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌-এর প্রতিভার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌-এর বাস্তবভিত্তিক বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন (ইন্ডিয়ান সং., ১খ, ১৪৩, ১৪৭; ২খ, ৯১; ৩খ, ৮৮, ৯০)।

আর-রাযী তাঁহার জ্বর সংক্রান্ত পুস্তক (কিতাবু'ল-হুমায়্যাত-كتاب الحميات) এবং বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পুস্তক (কিতাবু'ল-আদ্‌বিয়্যা আল-মুনাক্‌কিয়া- كتاب الادوية المنقية-দ্বয়কে হিপোক্রাইটিসের অনুকরণে লিখিত বলিয়া সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌-এর রচনাবলী খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, তথাপি 'আরবী ভাষায় রচিত চিকিৎসা বিদ্যায় তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং সমসাময়িক কালের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল এবং চিহ্নিতভাবে গবেষক প্রকৃতির।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ২৫৫; (২) কিফ্‌তী, কায়রো সং., পৃ. ২৪৮; (৩) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, ১খ, ১৭৫; (৪) Leclerc, Histoire de la medecine arabe, 504; ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ্‌-এর রচনাবলীর জন্য দ্র. Brockelmann, SI, 416। ল্যাটিন রচনাবলীর জন্য (পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত) দ্র. Thorndike ও Kibre, লণ্ডন ১৯৬৩ খৃ. (সংক্ষিপ্ত টীকা) আন্‌-নাওয়াদিরু'ত-তিব্বিয়্যা; (৫) Chirurgia [বার্লিন ১৮৯৩ খৃ.] কিতাবু'ত-তাশরীহ; (৬) Consolatio অথবা Consultatio medicinarum simplidium-কিতাবু ইসলাহি'ল-আদ্‌বিয়্যা আল-মুসহিলা); (৭) Steinschneider, Die Europaische Ubersetu- zngen, 101.

J.-C. Vadet (E.I.[2])/বোরহান উদ্দীন

ইব্‌ন মাসার্‌রা (ابن مسرة) ঃ মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মাসার্‌রা ইব্‌ন নাজীহ় কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষক কে ছিলেন এবং কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন, এইসব বিষয়ে তাঁহার জীবনীকারগণ খুব কমই জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেবল এতটুকু বলেন যে, ৩০০/৯১২ সালে ইব্‌ন মাসার্‌রা তাঁহার জন্মভূমি কর্ডোভায় ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র সহচরগণ তাঁহার সঙ্গে একই খানক়ায় বসবাস করিত। ঐ খানক়াহ্‌ কর্ডোভার শৈলশ্রেণীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। ইব্‌ন মাসাররা নিজেই ঐ খানক়াহ্‌র মালিক ছিলেন। তিনি ঐ খানক়ায় একান্ত নির্জন জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইব্‌ন মাসার্‌রা ও তাঁহার শাগরিদগণ অত্যন্ত নির্জনে ও গোপনে জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহারা যে নিয়ম-নীতির অনুসারী ছিলেন সেই নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করিতেন। এইজন্যই তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ছিল, ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। বাহিরের দুনিয়া কেবল এতটুকু জানিত যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা তাঁহার শাগরিদগণকে লইয়া অত্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন, অত্যন্ত পরহেযগারী অবলম্বন করিতেন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং অনেকেই সন্দেহ করিতে থাকেন যে, পর্দার অন্তরালে হয়তো গোপন কিছু রহস্য লুক্কায়িত আছে। তখন বলা হয় যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঐ মতবাদের শিক্ষা দিতেন। এইজন্য তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, "আমাদের সকল কাজের প্রকৃত কারণ আমাদের ইচ্ছা"— ইব্‌ন মাসার্‌রা এই মতবাদ প্রচার করিতেন। যাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক তথ্য বুঝার শক্তি ও যোগ্যতা ছিল না তাহারা যখন শুনিত যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা পাপ কার্যের শাস্তি যে অবশ্যই পাইতে হইবে তাহা বিশ্বাস করেন না, তখন তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িত। তৎকালে যাঁহারা শিক্ষিত ছিলেন তাঁহারা বলিতেন যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা তাঁহার শাগরিদগণকে প্রাচীন গ্রীক দর্শন Empedocles-এর সর্বেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার শাগরিদগণকে কুফ্‌রী শিক্ষা দিতেন। তাঁহার এই মতবাদ অতি সত্বর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এইজন্য তাঁহার উপর কুফ্‌রীর অভিযোগ আনা হয়। ইব্‌ন মাসার্‌রার বক্তব্য এই নূতন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বিবেচিত হয় নাই।

ইব্‌ন মাসার্‌রা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শ্রবণ করার পর কর্ডোভা হইতে বাহির হইয়া আফ্রিকায় উপনীত হন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাওযা যিয়ারাত করেন এবং পথিমধ্যে যাত্রাপথের সকল মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করেন। অতঃপর তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের সিংহাসনারোহণের ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই মর্মে সংবাদ পাওয়ার পর তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় তাঁহার শিক্ষা দান আরম্ভ

করেন। মাত্র কয়েক বৎসর এই শিক্ষাদান কার্য চালান সম্ভব হইয়াছিল। কারণ সীমাহীন মানসিক পরিশ্রম, গভীর চিন্তা-ভাবনা, অধ্যয়ন, ধ্যান, তর্ক-বিতর্ক, অনন্তর কঠোর ধর্মীয় জীবন যাপনের ফলে তাঁহার শক্তি ও সাহসে ভাটা পড়ে এবং মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়। এহেন পরিস্থিতিতে একদিন বুধবার জু'হ্‌র সা'লাতের পর শাগরিদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ৩ শাওওয়াল, ৩১৯/২০ অক্টোবর, ৯৩১ তারিখে কর্ডোভার পাহাড়ে অবস্থিত খানকায় তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার শিক্ষা ঃ ইব্‌ন মাসার্‌রা রচিত কোন পুস্তকের কোন অংশই বর্তমানে অবশিষ্ট নাই। ফলে আমরা কেবল তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও 'আক'ীদা সম্পর্কে কোন কোন সূত্র হইতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহারা তাঁহার মতবাদের সমালোচনায় কলম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহও পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের সৌভাগ্য যে, ইব্‌ন হা'যম আল-কুরতু'বী ও সা'ঈদ আত-তুলায়তুলী [কাদী ইব্‌ন সা'ঈদ আল-কু'রতু'বী আল-আনদালুসী?]-এর মত জ্ঞানী, মর্যাদাবান, ধার্মিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থকার তাঁহাদের রচনায় 'মাসার্‌রা' মতবাদের প্রাথমিক ধারণা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইব্‌ন হা'যম ইব্‌ন মাসাররার দার্শনিক মতবাদসমূহের বর্ণনা করেন। সা'ঈদ আস্থার সঙ্গে বলেন যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা Empedocles-এর দর্শনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, শুধু Empedocles নয়, বরং Empedocles-এর উপাখ্যানধর্মী দর্শনের সমর্থন করেন যাহা প্রাচ্যের শহরসমূহে মুসলিম দর্শন সৃষ্টির উৎস ছিল। তাই বিভিন্ন 'আরব লেখকের নিকট Agrigentum-এর দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় শিরোনামের আলোকে আমরা এই দার্শনিক মতবাদকে পরিপূর্ণ অবয়বে একত্র করিতে সক্ষম।

১. Empedocles-এর অতিন্দ্রীয়বাদের মধ্যে میكانيكى طبعيات (ব্যবহারিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) ও Empedocles-এর অতিন্দ্রীয়বাদের কতিপয় মৌলিক বিষয়ের সাহায্য এইজন্য নেওয়া হইয়াছে যে, যাহাতে এই দার্শনিকের নাম ও তাঁহার যুগের বদৌলতে Enneads-এর সেই নব্য প্লেটোবাদের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা اقبالا-এর য়াহূদী, اوريت-এর খৃস্টীয় ও খাঁটি ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

২. এই অবস্থায় আমরা বলিতে পারি যে, এই অতীন্দ্রিয় মতবাদে এমন কোন নূতনত্ব নাই যাহাতে মৌলিক পার্থক্যসম্বলিত বিভিন্ন মতবাদকে একত্র ও বিন্যস্ত করিয়া একটি দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

৩. দর্শনের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে এই দার্শনিক নীতি ও মতবাদের অনুশীলন আকর্ষণীয় বিবেচিত হইবে। কারণ তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এমন এক মতবাদ (Theorem) উপস্থাপিত করিয়াছেন, যাহা Enneads-এর সার্বিক মতবাদের সমকক্ষ হইলেও ইহাতে এমন একটি আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইত, যাহা আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান এবং যাহা জ্ঞানের জগতের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের (যেমন আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞান, আত্মা, স্বভাব ও পরিপূর্ণ আত্মা বা বিকল্প শক্তি) মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এইবার আমরা দেখিব যে, ইসলামী الهيات (অধিবিদ্যা)-এর দৃষ্টিকোণ হইতে ইব্‌ন মাসার্‌রা Empedocles-এর বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদের বিশ্লেষণ কিভাবে করিয়াছেন। Empedocles-এর মত তিনিও একক, একান্ত অবিমিশ্র ও নিরাকার স্রষ্টা সম্পর্কিত প্লেটোবাদী ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। এই একক শক্তির সার্বক্ষণিক সংযোগের ফলে বিশ্বের শুরু, বিন্যাস ও সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যায়। এই সংযোগ-শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা এইভাবে করা হইয়াছেঃ আল্লাহ্ একজন একক সত্তা যিনি সত্তার দিক দিয়া নাম ও গুণ হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সকল বস্তু হইতে পবিত্র ও অবিভাজ্য। সৃষ্টিকুলের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি এমন এক একক সত্তা যাহা হইতে নাফ্‌স 'আয়নিয়্যা-এর আরম্ভ সূচিত হয় এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হয় ও নাফ্‌স 'আয়নিয়্যা (نفس عينية) হইতে বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, এই বোধশক্তির কাজ সার্বিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটান, যাহাতে ইহা নাফ্‌সকে পূর্ণতা দান করিতে পারে, যাহা হইতে তা'বী'আত (বিশ্বের শেষ মৌলিক পদার্থ)-এর সৃষ্টি। এই উভয়ের (طبيعت ونفس كلى) দ্বারা পূর্ণ অবয়ব (جسم كلى) গঠিত হয়। طبيعت ও نفس بينية، عقل، روح كلى نفس كلى —এই পাঁচটি বস্তু বা মৌলিক উপাদান দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি ও বিন্যাস করা হইয়াছে। সুতরাং এই কল্পনার সূত্রে বা বিশ্বের অস্তিত্বের প্রশ্নে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তির দুইটি আকস্মিক ও সৃষ্ট গুণ নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। বিশ্বের বা বস্তুজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু খণ্ডিত ও নূতন বস্তুসমূহকে যেই মাধ্যম অনুযায়ী তিনি জানেন সেই মাধ্যমে সেই বস্তু সময়ের বিবর্তনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উপরিউক্ত যুক্তি দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কিত অনন্ত জ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না। অন্য কথায় বলা যায়, মানবীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র শক্তির বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং মানুষের শক্তির ফলশ্রুতি। উপরে অস্তিত্ব মতবাদ সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, সেই বর্ণনার ভিত্তিতে প্লেটোবাদী দর্শনের প্রভাবে মাসার্‌রা-পন্থীদের এই বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মাকে অনন্ত অসীম সময়ের জন্য শাস্তি পাইতে হইবে না এবং অনন্ত সুখ-শান্তিও পাইবে না। পক্ষান্তরে আত্মা এই জৈবিক দুনিয়ার পূত-পবিত্রতার স্তর অতিক্রম করিতে থাকে। আত্মার এই পরিভ্রমণের এক পর্যায়ে সকল কদর্যতা হইতে পবিত্র হইয়া রূহে'র জগতে এবং সকল অনুভব-অনুভূতির উর্ধ্বলোকে প্রত্যাবর্তন করে, যে স্থান হইতে আত্মার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। পাক-পবিত্রতার ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং যে বিষয়ে ইব্‌ন মাসার্‌রাও তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই যে, প্রত্যহ নিজস্ব কৃতকর্মের বিশেষ মূল্যায়ন করা উচিত, এইরূপ মূল্যায়নের ফলে আত্মার বিশুদ্ধতা ও সৎ মনোবৃত্তি দ্বারা সূফীত্বের স্তরে পৌঁছান সম্ভব। পরিশেষে এই কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা-র নিকট তাঁহার নিজস্ব তৎপরতা ও প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। ইহাতে তাঁহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মনে করিতেন, মানুষ এককভাবে প্রভুত্বের স্তরে পৌঁছাইতে সক্ষম না হইলেও স্বীয় সৎকর্ম দ্বারা নবূওয়াত ও ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত উন্নত গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব।

এই কথা সহজেই বুঝা যায় যে, ইব্‌ন মাসার্‌রা নিজস্ব বিশ্বাসের কারণে কুরআনের বেশ কিছু আয়াতের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা নিজস্ব চিন্তাধারায় করিতে বাধ্য ছিলেন। কারণ এইসব আয়াতের শাব্দিক অর্থ তিনি যে অর্থ করিতেন সেই অর্থ হইতে ভিন্ন ছিল।

ইব্‌ন মাসার্‌রার মতবাদ ঃ ইব্‌ন মাসাররার দর্শনের প্রভাব এত বেশী ছিল এবং শিক্ষার মাহাত্ম্য এত গভীর ছিল যে, যেসব লোক প্রথম তাঁহার

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাঁহারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিত। ইব্‌ন মাসারার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের 'আকীদা সঠিক থাকায় তাহারা ইব্‌ন মাসাররার শিক্ষার ত্রুটি বর্ণনা করিতেন এবং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতেন। তথ্যের স্বল্পতার কারণে এই বিষয়ে অসমর্থিত প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইব্‌ন মাসাররার অনুসারিগণ কর্ডোভা, আলমেরিয়া, জিয়ান (Jaen), আল-গা'রব ও অন্যান্য শহরে ছিলেন। তাহারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মীয় 'আলিমগণের মুকাবিলা করেন। তাহারা আল-মানসূ'র (আল-হ'াজিব)-এর সহযোগিতা ও প্রাচীনত্বের সমর্থনকারী জনসাধারণের সাহায্য পাইতেন। এলাকার সকল শহরে তাহাদের মুর্শিদের (ইব্‌ন মাসার্‌রার) গ্রন্থসমূহ পঠিত হইত এবং তাঁহার তাফসীর বর্ণিত হইতে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কোন কোন শহরে, বিশেষত আলমেরিয়ায় ইব্‌ন মাসার্‌রার চিন্তাধারা সম্পর্কে মতানৈক্য আরম্ভ হয়। যেমন ইসমা'ঈল রা'ঈনী, যিনি ইব্‌ন মাসার্‌রার শাগরিদ ছিলেন, তিনি তাঁহার মুর্শিদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও স্রষ্টা সম্পর্কীয় ধারণা সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করিলেও তাঁহার নৈতিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেন নাই। ইসমা'ঈল রা'ঈনী তাঁহার সঙ্গে মতানৈক্য পোষণ করিয়া বলিতেন যে, বিশ্বের সব কিছুর মালিকানা বেআইনী ঘোষণা করিতে হইবে। তিনি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধনকে গুরুত্বহীন মনে করিতেন। তাঁহার এইসব চিন্তাধারা তাঁহার শিক্ষক ইব্‌ন মাসার্‌রার শিক্ষা হইতে এমনি ভিন্ন ছিল যে, অনেক শাগরিদ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করে।

এই পর্যায়ে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, আন্দালুসিয়ায় তাস'াওউফের ব্যাপক চর্চা ও প্রভাব ইব্‌ন মাসর্‌রার সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তিনি কর্ডোভা পাহাড়ে যে ক্ষুদ্র দল তৈরি করেন, সেই দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাস'াওউফের শিক্ষকগণের পরিচালনায় ও আধ্যাত্মিক সাধনার নূতন নূতন পদ্ধতিই উদ্ভাবন করেন নাই, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারীও ছিলেন। তাঁহাদের এমন যোগ্যতা ছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদের লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিতেন।

আয্‌-যিরিক্‌লী (আল-আ'লাম) ইব্‌ন মাসাররাকে ইসমা'ঈলী মতবাদের প্রচারক বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি তিউনিসের আন-নাদওয়া পত্রিকায় মুহাম্মাদ আল-বাহ্‌লী আন্‌-নায়্যালের প্রকাশিত এক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়া এই তথ্য বর্ণনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে ইব্‌ন মাসার্‌রাকে মিসরের ফাতিমী শাসকের গুপ্তচর হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Asin Palacios, Abenmasarra Y su escuela, Origenes de la filosofia hispano-musulmana, Madrid 1914; (২) E.I.², Vol. 3, p. 868-72.

M. Asin Palacios (দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

ইব্‌ন মাসাল (ابن مصال) ঃ নাজমুদ-দীন আবুল-ফাত্‌হ সালীম (বা সুলায়মান) ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-লুক্কী আল-মাগ'রিবী, একজন ফাতি'মী আমির, বারকার নিকটবর্তী লুক্ক-এর অধিবাসী (য়াকূ'ত, ৪খ, ৩৬৪), সম্ভবত একজন বার্বার। কারণ তাঁহার নাম মাসাল ও নিসবা মাগ'রিবী সেই ইঙ্গিতই বহন করে। তিনি ও তাঁহার পিতা উভয়ে বাজ পাখি দ্বারা শিকার করার বিদ্যার চর্চা করিতেন, পশু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়েও তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন। এই সকল বিষয়ে দখল ও জ্ঞানের সুবাদেই ইব্‌ন মাসাল কায়রোয় সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত হন। তবে তাঁহার সামরিক জীবনের বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না। ইব্‌নু'দ-দাওয়াদারীর বিবরণ অনুযায়ী ফাতি'মী খলীফা আল-হ'াফিজ-এর শাসনামলে (৫৩৯/১১৪৪-৫) তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উযীরের পদ না দিয়াই (নাজির ফি'ল-উমূর, নাজির ফি'ল-মাসালিহ) রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ৫৩৩/১১৩৯ সন হইতে এই খলীফার কোন উযীর নিযুক্ত ছিল না। ৫৪৪/১১৪৯ সনে আল-হ'াফিজ-এর ইনতিকালের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-জাফির, ইব্‌ন মাসালকে উযীর নির্বাচিত করেন (ইহাই ছিল একজন ফাতিমী খলীফার এইভাবে শেষবারের মত উযীর নিয়োগ) এবং তাঁহাকে আস্‌-সায়্যিদ আল-আজাল্ল, আল-মুফাদ্দাল (বা আল-আফদাল) ও আমীরু'ল-জুয়ূশ অর্থাৎ 'সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক' খেতাব প্রদান করেন। উসামার বিবরণ অনুযায়ী তিনি ঐ সময় ছিলেন কার্যত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। ইব্‌ন মাসাল সেনাবাহিনীতে কৃষ্ণকায় ও রায়হানীদের বিবাদ নিরসন করিয়া শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর সায়ফুদ-দীন 'আলী ইব্‌নু'স'-সা'লার (দ্র. আল-'আদিল ইব্‌নু'স'-সালার) ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য সসৈন্যে কায়রো অভিযানে বাহির হন। ইব্‌নু'স-সালার যখন কায়রো প্রবেশ করিতেছেন তখন খলীফা ইব্‌ন মাসালকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য হাওফ (য়াকূ'ত, ২খ, ৩৬৫)-এ পাঠান। ইব্‌ন মাসাল শা'বান ৫৪৪/ডিসেম্বর ১১৪৯ সনে কায়রো ত্যাগ করেন। তিনি লাওয়াতা, বার্বার, কৃষ্ণকায় 'আরব বেদুঈন ও মিসরীয়দের সমবায়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। প্রথমদিকে তিনি সাফল্য লাভ করিলেও পরে তাঁহার সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে উত্তর মিসরে চলিয়া যান। ইব্‌নু'স-সালারের বাহিনী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং বাহ্‌নাসা প্রদেশের দালাস (য়াকূ'ত, ২খ, ৫৮১)-এ তাঁহার বাহিনীকে ধরিয়া ফেলে এবং ১৯ শাওওয়াল, ৫৪৪/১৯ ফেব্রুয়ারী, ১১৫০ সনে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার কর্তিত মস্তক কায়রোয় লইয়া যাওয়া হয়। তিনি আনুমানিক মাত্র ৫০ দিনের জন্য উযীর ছিলেন।

তাঁহার ও মাহ'মূদ ইব্‌ন মাসাল আল-লুক্কীর মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা স্পষ্ট নয়। মাহ'মূদ ইব্‌ন মাসাল আল-মুস্‌ত'ালীর শাসনামলের শুরুতে নিযার-এর প্রতি সমর্থন দিয়াছিলেন, তবে নিযার-এর পক্ষের পরাজয়ের পর তিনি মাগ'রিবে পলাইয়া যান। ইহা ছাড়া আরও একজন ইব্‌ন ম'াসাল-এর সন্ধান পাওয়া যায়, আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর হিসাবে যাঁহার নিয়োগের সনদপত্র আল-কাদি'ল-ফাদিল কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই (আল-কাল্‌কাশান্দী, সুব্‌হ', ১০খ, ৩৭৪-৮০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উসামা ইব্‌ন মুন্‌কিয, সম্পা. Hitti, পৃ. ৭-৮ (Derenbourg, 9); (২) ইব্‌নু'ল-কালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশ্‌ক, পৃ. ৩০৮, ৩১১; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, Sub anno ৫৪৪; (৪) ইব্‌নু'দ-দাওয়াদারী, কান্‌যু'দ-দুরার, ৬খ., ৫২১, ৫৪০, ৫৪৮, ৫৫২; (৫) ইব্‌ন মুয়াস্‌সার, পৃ. ৮৯-৯০; (৬) মাক্‌রীযী, খিত'াত, ২খ., ৩০; (৭) ঐ লেখক, ইত্তি'আজ, সম্পা. শায়্যাল, ৩২৪; (৮) ইব্‌ন খাল্লিকা'ন, ১খ, ৪৬৭; (৯) ইব্‌ন তাগ্'রীবিরদী, কায়রো, ৫খ, ২৪৫, ২৯৫, ২৯৮; (১০) G. Wiet, Hist. de la Nation Egypt., ৪খ, ২৭৮; (১১) হ'াসান ইবরাহীম হ'াসান, তা'রীখু'দ-দাওলাতি'ল-ফাতিমিয়্যা, ১৭৮, ১৮২, ৫১৭।

M. Canard (E.I.²)/আফতাব হোসেন।

ইব্‌ন মাহান (ابن ماهان) ঃ 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন মাহান, 'আব্বাসী যুগের প্রশাসক ও একজন সমরনায়ক। আল-মাহ্‌দী (দ্র.)-র

খিলাফাত আমলে খলীফার দেহরক্ষী প্রধান ও সেনাবাহিনীর সচিব হিসাবে প্রথম তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খলীফা হারূনু'র-রাশীদের সময় পর্যন্ত তাঁহার অধীনে দেহরক্ষী প্রধান ছিলেন। য়াহ্য়া আল-বারমাকীর বিরোধিতা সত্ত্বেও খলীফা হারূনু'র-রাশীদ তাঁহাকে ১৮০/৭৯৬ সালে খুরাসানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, ঐ শাসক পদ লাভ করার পর তিনি জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সম্ভবত তাঁহার বিরুদ্ধে রাফে' ইব্নু'ল-লায়ছ-এর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের কারণে খলীফা নিজে ১৯২/৮০৮ সালে এই প্রদেশে এক অভিযান চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খলীফা হারূনু'র- রাশীদের ইনতিকালের পর 'আলী ইব্ন 'ঈসা (দ্র.) আল-আমীন (দ্র.)-এর প্রতি তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬/৮১২ সালে আল-মা'মূনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালিত হয়। যুদ্ধে তাঁহার বাহিনী পরাজিত হয় এবং 'আলী নিজে নিহত হন। তাঁহার পুত্র আল-হু'সায়ন ইব্ন 'আলী ১৯৬/৮১২ সালে বাগদাদের অধিবাসিগণকে আল-মা'মূনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এই প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণ যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.[2])/শাহাবুদ্দীন খান

ইব্ন মিক্সাম (ابن مقسم) ঃ মুহ'ম্মাদ ইব্নু'ল-হ'াসান ইব্ন য়া'কূ'ব ইব্নি'ল-হুসায়ন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ইব্ন উবায়দিল্লাহ ইব্ন মিকসাম, আবূ বাক্র আল-'আত্তার আল্-মুকরি' আন-নাহ্বী ২৬৫/৮৭৮-৯ হইতে ৩৫৪/৯৬৫ সনের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কিরাআ'ত (দ্র. কিরাআ) বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। ইহা ছাড়া কূফা মতবাদী হিসাবে 'আরবী ব্যাকরণের জ্ঞানের জন্য তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মতে তাঁহার একমাত্র ত্রুটি ছিল যে, কু'রআন শিক্ষা দানকালে তিনি কু'রআনের বিভিন্ন পাঠ (কিরা'আত) শিক্ষা দিতেন, যাহাতে তাঁহার সমসাময়িক কালের সংখ্যাগরিষ্ঠ পণ্ডিতদের ঘোরতর আপত্তি ছিল (ইজমা')। এভাবে সূরা ১২ ঃ ৮০-এ সন্নিবিষ্ট نجيا -কে তিনি نجباء পড়াইতেন যাহা প্রসঙ্গানুযায়ী কোন অর্থই বহন করে না। তিনি ব্যাকরণগত তর্ক তুলিয়া তাঁহার ঐ বিতর্কমূলক পাঠের সপক্ষে যুক্তি দেওয়ার প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে তিনি অন্যান্য কু'রআন শিক্ষকের সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং বিষয়টি সুলত'ানের গোচরে আনা হয়। সুলতান ঐ পাঠ পরিত্যাগের জন্য তাঁহাকে আদেশ দেন। ইব্ন মিকসাম ঐ আদেশের নিকট নতি স্বীকার করিলেও কোন কোন বিবরণে জানা যায়, তিনি আমৃত্যু তাঁহার ঐ পাঠে অবিচল ছিলেন। দৃশ্যত যাঁহারা না জানিয়া মিকসামের পাঠে অভ্যস্ত হইয়া বিপথগামী হন তাহাদের ব্যাপারে তাঁহার সমসাময়িক ধর্মবেত্তাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এই গোটা ঘটনাই ইহার এক বৎসর পর ইব্ন শানাবূয (দ্র.) (মৃ. ৩২৯/৯৩৯)-এর ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। য়াকূত', ইব্ন মিক্সামের রচিত বলিয়া ১৮টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বইগুলি প্রধানত কু'রআন ও 'আরবী ভাষার উপর লেখা। তবে উহাতে মু'তাযিলা মতবাদবিরোধী পুস্তকও রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক বর্তমানে বিলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Noldeke-Schwally, Gesch des Qorans, নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) আল্-খাত'ীব আল্-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২০৬ প.; (৩) য়াকূত', উদাবা', ৬খ., ৪৯৮-৫০১; (৪) ইব্নু'ল-জাযারী, গ'ায়াতু'ন-নিহায়া, ২খ, ১২৩ প.; (৫) ইব্নু'ল-আনবারী, নুযহাতু'ল-আলিব্বা', পৃ. ৩৬০-৩; (৬) ইব্ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ৪খ, ১৩০ প.।

G. H. A. Juynboll (E.I.[2] Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ (ابن مسكويه) ঃ আবূ 'আলী আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়া'কূ'ব মিস্কাওয়ায়হ্ আর্-রাযী (৩৩০-৪২১/৯৪২-১০৩০) একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ উদাহরণস্বরূপ য়াকূতে'র ইরশাদু'ল-আরীব (মিসরে মুদ্রিত, ৫খ, ৫) গ্রন্থে তাঁহার নাম মিস্কাওয়ায়হ্ আবূ 'আলী আহ্'মাদ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু 'মিস্কাওয়ায়হ্' শব্দটির সঙ্গে কেহ ভুলবশত 'ইব্ন' শব্দটি যোগ করিয়া দেওয়ায় ইহা এইভাবেই মুদ্রিত হইয়া যায়। ফলে 'ইব্ন' শব্দটি আবূ 'আলীর পিতা ও পিতামহের নামের সহিত যুক্ত হইয়া লিখিত হইতে থাকে। প্রাচ্যবিদদের নিকট তিনি সাধারণত ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ নামে পরিচিত। য়াকূত' বলেন (পূ. গ্র., ৫খ, ১০) যে, মিসকাওয়ায়হ্ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বীয় নাম ও তদীয় পিতার নাম যদি জাল না হইয়া থাকে তবে ইহাই প্রমাণ করে যে, য়াকূতের এই বর্ণনা সঠিক নহে।

ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্-এর জন্ম তারিখ কোথায়ও পাওয়া যায় না। তিনি যৌবনে উযীর মুহ'াল্লাবীর কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং সঙ্গত কারণে তখন তাঁহার বয়স কমপক্ষে বিশ বৎসর হওয়ার কথা। আল্-মুহাল্লাবী ৩৫৩/৯৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। এইজন্য অনুমান করা হয় যে, ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ আনুমানিক ৩৩০/৯৪২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের বর্ণনা এই যে (তাজারিবু'স-সালাফ, সম্পা. D. S. Margoliouth ও H. F. Amedroz. ২খ, ১৮২), তিনি আহ্'মাদ ইব্ন কামিলের, যিনি ৩৫০/৯৬১ সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং আত্'-ত'াবারীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আহ্'মাদ ইব্ন কামিলের নিকট ত'রীখু তাবারী পড়েন। ইহা ছাড়া তিনি হয়ত যৌবনকালেই সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। আল-মুহাল্লাবীর মৃত্যুর পর ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ আল-বুওয়ায়হ্-এর উযীর ইব্নু'ল-'আমীদের কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি একটানা সাত বৎসরকাল এই চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন। তিনি ইব্নু'ল-আমীদের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ ৩৫৫/৯৬৬ সনে যখন খুরাসানের গাযী রোমক ও আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রায় শহরে প্রবেশ করত তথায় লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে তখন ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ এই গ্রন্থাগারকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। ইব্নু'ল-'আমীদের মৃত্যুর পর (৩৬০/৯৭০) তৎপুত্র আবুল-ফাতহ্ ইব্নুল-আমীদের অধীনে ইব্ন মিসকাওয়ায়হ্ চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর ৩৬৬/৯৭৬ সনে আবু'ল-ফাতহে'র মৃত্যুর পর দায়লামী সুলত'ান 'আদুদু'দ্-দাওলার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি উল্লিখিত দায়লামী ও বুওয়ায়হী সুলত'ানদের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা লাভ করেন। বস্তুত তিনি পদমর্যাদার দিক হইতে নিজেকে সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর তুলনায় কম মনে করিতেন না। ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৯ সাফার, ৪২১/১৬ ফেব্রুয়ারী, ১০৩০ সন। ইহা নিশ্চিত যে, তিনি ইসফাহানে ইনতিকাল করেন। কারণ এই সম্পর্কে মুহ'াম্মাদ বাকির আল্-খাওয়ান্সারী (দ্র. রাওদা'তু'ল-জান্নাত, তেহরান ১২৮৭ হি., পৃ. ৭১) বলেন যে, ইসফাহানের খাওয়াজূ (خاوجو) মহল্লায় ইব্ন

মিসকাওয়ায়হ্-এর কবর রহিয়াছে। তাঁহার যেসব গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় নিম্নে সেইগুলির বর্ণনা প্রদত্ত হইলঃ

১। তাজারিবু'ল-উমাম ওয়া তা'আকুবু'ল্-হিমাম— ইহা একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবন হইতে ৩১৯ হিজরী পর্যন্ত কালের ঘটনাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইহার একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ৩১১৬-৩১২১)। ইহার একাংশ de Goeje সর্বপ্রথম Fragment historica arabica-তে প্রকাশ করেন। অতঃপর L. Caetani প্রথম খণ্ড (৩৭ হি. পর্যন্ত), পঞ্চম খণ্ড (২৮২-৩২৬ হি. পর্যন্ত) ও ষষ্ঠ খণ্ড (৩২১-৩৬৯ হি. পর্যন্ত) ভূমিকাসহ বিস্তারিতভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন (GMS, সংখ্যা F, লণ্ডন ১৯০৯-১৯১৭ খৃ.)। এই গ্রন্থের শেষাংশে আবূ শুজা'-র এক পরিশিষ্টসহ ৩৮৯ হি. পর্যন্ত ও হিলাল ইবনু'ল-মুহাস্সান আস্-সাবী' লিখিত ইতিহাসের একটি অংশসহ ৩৮৯ হি. হইতে ৩৯৩ হি. পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে; H. F. Amedroz ও D. S. Morgoliouth ইংরেজী অনুবাদসহ ইহা প্রকাশ করেন (The Eclipse of The Abbasid Caliphate, ১-৬ খ, অক্সফোর্ড ১৯২০-২১ খৃ.; ৭খ, ভূমিকা ও সূচী, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ.)। তাজারিবু'ল-উমাম-এর সর্বাধিক উৎস তাবারীর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। তাহা ছাড়া তিনি মুহাম্মাদ য়াহ্য়া আস্-সূলীর 'ওয়ারাকা' ও ছাবিত ইব্ন সিনানের 'ওয়াকা'ই" হইতেও তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ তাঁহার গ্রন্থে সমস্ত ঘটনা একত্র সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেন নাই, বরং তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতি অথবা অবনতি সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের গবেষণাধর্মী বর্ণনার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। মনে হয় ইহা এইজন্য যে, পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইয়া যাহাতে আমরা রাজনীতির এমন এক পন্থা অবলম্বন করিতে পারি, যাহা উত্তম পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হইবে এবং যাহাতে পতন ও দুর্বলতা হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা পাইতে পারে। ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্-এর নিকট ইতিহাস এমন কতগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি যদ্দারা সর্বযুগের মানুষ উপকৃত হইতে পারে। অপর দিকে এই গ্রন্থের শিরোনাম "তাজারিবু'ল-উমাম ওয়া তা'আকুবু'ল-হিমাম" দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিয়াছে এবং আমরা কেন তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করিব না। প্রকৃতপক্ষে ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ-এর গবেষণামূলক ইতিহাস এই দীর্ঘ আলোচনার দাবিদার; এই বিষয়ে আমরা পরে আলোকপাত করিব। এই স্থানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্-এর এই দাবি সম্পর্কে যে, তিনি দাবি করিয়াছেন, ৩২১ হইতে ৩৬৯ হিজরী পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনাবলী তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য মনে করা সমীচীন। ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্-এর এই দাবি সঠিক, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি আল-বুওয়ায়হীদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'ইমাদু'দ-দাওলা সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন যে, তিনি অত্যন্ত সাহসী হইলেও স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রশ্নে ন্যায়নীতির ধার ধরিতেন না। তিনি মু'ইয্যু'দ-দাওলা ও 'আদুদু'দ-দাওলার দুর্বলতার প্রতি বিনা দ্বিধায় ইঙ্গিত করেন। মুইয্যুদ-দাওলা ও 'আদুদুদ-দাওলার মন্ত্রীবর্গ আল-মুহাল্লাবী ও ইব্নু'ল-আমীদের নিকট হইতে ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাহা ছাড়া তিনি 'আদুদু'দ্-দাওলা ও বাহা'উ'দ্-দাওলার কাতিব (সচিব) থাকায় রাজদরবারের সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। সুতরাং Margoliouth-এর এই ধারণা সঠিক নহে যে, আল-বুওয়ায়হীদের সঙ্গে ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্-এর বিশেষ মতবিরোধ ছিল। যদি মন্ত্রী জাহীরু'দ-দীন আবূ শুজা'র এই দাবি সঠিকও হয় যে, তাজারিবু'ল-উমামের শেষাংশ কিতাবু'ত্-তাজীর ব্যাখ্যা, যাহা আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আস্-সাবী 'আদুদু'দ-দাওলার নির্দেশে আল-বুওয়ায়হীদের ইতিহাস সম্পর্কে রচনা করেন (দ্র. তাজারিব, উ. সং, ৩খ, ২৩) এবং এই গ্রন্থ সম্পর্কে আবূ শুজা' বলেন যে, উভয় গ্রন্থের শব্দসমূহে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তথাপি ঐতিহাসিক সূত্রের জন্য তাজারিবের গুরুত্ব ও মূল্য কম নহে, এই বিশেষত্বের কারণে যে, 'কিতাবু'ত্-তাজী' এখন আর পাওয়া যায় না। [তাজারিবু'ল-উমাম-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্ এই গ্রন্থে বর্ণনাপরম্পরা রীতি (ইস্নাদ) সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। তিনি কেবল তাঁহার দৃষ্টি বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর নিবদ্ধ রাখেন। ইহার কারণ এই যে, ইতিহাসের বাহ্যিক অবয়ব ছাড়াও ইহার নিগূঢ় তথ্য সম্পর্কে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি কোন ঘটনা বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই, বরং ঘটনা চূড়ান্তভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষাভাবে তাবারীর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের একটি সারমর্ম, আর ইহাই এই গ্রন্থের গুরুত্ব নির্ধারণ করে।

২। কিতাবু আদাবি'ল-'আরাব ওয়া'ল-ফুরস এই গ্রন্থ ইরানী, হিন্দু, 'আরব, রোমক ও মুসলিমদের রচনাবলী হইতে সংগৃহীত একটি সংকলন। এই গ্রন্থের সূত্রপাত ফার্সী জাবীদানে খিরদ (جاویدان خرد)-এর অনুবাদ হইতে, যাহা হুসাং রাজা সম্পর্কে রচিত (দ্র. H. Ethe, GI Ph..., ২খ, ৩৪৬), ইহার 'আরবী অনুবাদ করেন উযীর আল-হাসান ইব্ন সাহ্ল (মৃ. ২৩৫/৮৫০ অথবা ২৩৬/৮৫১ সনে)। এইজন্য ইহা জাবীদানে খিরদ নামেও প্রসদ্ধ। এই গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে। এই পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের ফায়দুল্লাহ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত (নং ১৫৮৭, রচনাকাল ৫৫৬ হি.)। পরবর্তী কালে 'আবদু'র-রাহ্মান আল্-ব্যাদাবী এই গ্রন্থ ভূমিকা ও পার্শ্বটীকাসহ প্রকাশ করেনঃ আল্-হিকমাতু'ল-খালিদা, জাবীদানে খিরদ, কায়রো ১৯৫২ খৃ. (আদ্-দিরাসাতু'ল-ইসলামিয়্যা, ১৩)। হিকামে রূম, মূল গ্রন্থের একটি আংশিক অনুবাদ। ইহার আলোচনা নিম্নোক্ত শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ঃ "যিক্রু কাবিসি'ল-আফ্লাতূনী ওয়া লাগযুহু আও লাওহু কাবিস" [Le tableau de Cebes]। ইহা অন্যান্য ভাষায় একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে (প্রথমবারঃ Tabula ceberis Graece, Arabice, Latine, Item aurea carmina Pythagorae cum parephrase Arab. auct., Lugd.Bat.,Joh. Elichmann, cum Praef. Cl. Salm asu, ১৬৪০ খৃ.)। 'আলী সা'আদী ১২৮০ হি. এই অংশের তুর্কী অনুবাদ 'রোযনামাহ্' পত্রিকায় ও ১২৮৯ হি. 'আরবী মূল পাঠ প্যারিস হইতে প্রকাশ করেন। ইহার শেষ সংস্করণ প্রকাশ করেন R. Basset এই নামে Le talbleum de cebes. Version arabe d'Ibn Miskaweih publ. et trad. avec une introduction dt des notes, আলজিরিয়ায় ১৮৯৮ খৃ.। গ্রন্থের পূর্ণ অংশ সামান্য পরিবর্তিত আকারে দুইবার ফার্সীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। (ক) এই গ্রন্থ মুহাম্মাদ ইব্ন

মুহ'াম্মাদ আর্‌-রাজানী আত্‌-তুস্‌তারী কর্তৃক হিজরী একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তানে প্রকাশিত হয়, দ্র. Ch. Rieu, Catal. of the Persian MSS in the Brit. Mus., ২খ, ২৪০ (ب) ২৪১ (الف)। (খ) শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন কর্তৃক হিজরী একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তানে প্রকাশিত, দ্র. H.Ethe, Cat. of the Persian MSS in India office, ১খ, ১২০২, নং ২২১)।

৩। তাহ্‌যীবু'ল-আখ্‌লাক' ওয়া তাতহ'ীরু'ল-আ'রাক ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ স্বয়ং আদাবু'ল-'আরাব ওয়া'ল-ফুরূস-এ এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থ যে তাঁহার রচিত ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি আদাবু'ল-'আরাবের পরে তাহ্‌যীবু'ল-আখ্‌লাক রচনা করেন। তাহ্‌যীবু'ল-আখলাকে'র আলোচ্য বিষয় নৈতিকতা। ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধের আলোচনা প্রারম্ভিক। ইহাতে তিনি নাফ্‌স বা আত্মার রূপ, জ্ঞান ও ইহার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি চরিত্র (خلق) ও ইহার শ্রেণীবিভাগ, ভাল ও সৌভাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ (ماهيت), এইগুলির পারস্পরিক পার্থক্য ও শ্রেণীবিভাগ, গুরুত্ব, প্রেম, আকর্ষণ ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, নাফ্‌সের রোগসমূহ, ইহার সুস্থতা ও রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাহ্‌যীবু'ল-আখ্‌লাক গ্রন্থটি ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌-এর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। এই গ্রন্থ হিন্দুস্তান (১২৭১ হি.), ইস্তাম্বুল (প্রথমবার ১২৯৮ হি.), কায়রো (প্রথমবার ১২৯৮ হি.) ও বৈরূতে (১৩২৭ হি.) একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। নাসীরু'দ-দীন তূসীর ন্যায় বিখ্যাত 'আলিম ও দার্শনিক এই গ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং ইহাকে তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থ 'আখ্‌লাকে নাসিরীর অন্তর্ভুক্ত করেন। সম্ভবত আখ্‌লাকে নাসিরীর প্রথম অংশ তাহ্‌যীবু'ল-আখ্‌লাকের অনুবাদ।

৪। আল-ফাওযু'ল-আসগা'র, ইহা একটি সংক্ষিপ্ত রচনা, ইহাতে তিনটি বিষয়ের আলোচনা আছে (ক)'সানি' অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কিত আলোচনা; (খ) নাফ্‌স অর্থাৎ আত্মার ধরন ও ইহার অবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা; (গ) নবূওয়াত বৈরূত (১৩১৯ হি.) ও কায়রো (১৩২৫ হি.) হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। [সানি' শিরোনামের আলোচনার দশটি অধ্যায়ে ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কিত প্রাচীন দার্শনিক (فلسفة حركت) তত্ত্ব ও ইহার শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ্‌র একক সত্তার প্রমাণ করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌ যে স্বাধিষ্ঠ, চিরন্তন ও এক— এই বিষয়ের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন]। দশটি অধ্যায়েই তিনি নাফ্‌স বা আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ইহার বিভিন্ন স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, রূ'হ বা আত্মা জীবন নয়, বরং জীবন রূ'হ্‌ হইতে উৎসারিত। বিমূর্ত আত্মার ধারণায় মৃত্যুর পর জীবন লাভের প্রশ্নই উঠে না। দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতা ছাড়াও 'আল্‌-ফাওয়ু'ল-আসগার' গ্রন্থে আরোহ (ارتضاء) পদ্ধতির প্রকৃত বিন্যাস ও ইহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের আলোচনা করেন। তিনি একাধারে একজন চিন্তাবিদ ও জীববিজ্ঞান ছিলেন। এরিস্টোটলও আরোহ পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আরোহ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর বিকাশের সমার্থক। ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌-এর মতে আরোহ পদ্ধতি সমস্ত সৃষ্টিতে কার্যকর। ফলে আমরা দিকনির্দেশনা পাই যে, ইহার আওতায় জীবন জড় পদার্থ হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ হইতে প্রাণীকুলে ও প্রাণীকুল হইতে মানবদেহে সঞ্চারিত হয়। আরোহ পদ্ধতির এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তিনি 'ব্যক্তি' সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, নবূওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটিয়াছে।

৫। রিসালা ফি'ল - লায্‌ যাত ওয়া'ল-আলামি ফী জাওহারি'ন্‌-নাফ্‌সঃ এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে রাগিব পাশা'র গ্রন্থাগারে রক্ষিত (নং ১৪৩৬)।

৬। আজবিবা দার্‌ মাস্‌'আলা ফি'ন্‌-নাফ্‌স ওয়া'ল-'আক্‌ল (রাগি'ব পাশার গ্রন্থাগারে রক্ষিত)।

৭। রিসালা ফী হ'াকীকা'তি'ল-'আদ্‌ল (ইহার একটি পাণ্ডুলিপি মাশ্‌হাদের কুতুবখানায় রক্ষিত আছে)।

৮। নাদীমু'ল-ফারীদ ওয়া আনীসু'ল-ওয়াহ'ীদ ঃ ইহার একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত সংকলনের পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে ওয়ালিয়্যু'দ-দীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ২৬২৫)।

৯। রিসালা মিস্‌কাওয়ায়হ রাযী ঃ এই পুস্তিকায় পরশ পাথর, ইহার চিহ্ন ও ইহা অর্জন করার পন্থা আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি তেহ্‌রান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত (তেহ্‌রান ১৩৩২ হি. সৌর, ৩খ, দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ৯৮২)। কিন্তু এই পুস্তিকা যে ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ কর্তৃক প্রণীত তাহা নিশ্চিত নয়।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ-এর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) আল্‌ - ফাওযু'ল - আক্‌বার এই গ্রন্থে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (দ্র. য়া'কূত, ইর্‌শাদ, ৫খ, ১০ প.); আল-ফাওযু'ল- আস্‌গা'রের শেষে এই গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে (বৈরূত ১৩১৯ হি., পৃ. ১২০)।

(২) উন্‌সু'ল-ফারীদ (য়া'কূত, এই গ্রন্থ ইতিহাস, কবিতা, হিতকথা ও প্রবাদবাক্য সমৃদ্ধ। ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী, আখবারু'ল-হুকামা', কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২১৭; সম্ভবত বর্তমান গ্রন্থটি ও উল্লিখিত "নাদীমু'ল-ফারীদ ওয়া আনীসু'ল-ওয়াহ'ীদ" একই গ্রন্থ)।

৩। তারতীবু'ল-'আদাত (য়া'কূত, পূ. স্থা.), আখলাক' ও রাজনীতি -বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের নাম "তারতীবু'স্‌-সা'আদাত" হওয়া উচিত, যেমন অন্য একটি উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আল্‌-খাওয়ানসারী, রাওদাত, ৭০-এ উল্লিখিত।

(৪) কিতাবু'ল-জামি' (য়া'কূত)।

(৫) কিতাবু'স-সিয়ার (য়া'কূত'; আখলাক' সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ, ইহাতে গল্প, হিতকথা ও কবিতাও অন্তর্ভুক্ত আছে)।

(৬) কিতাবু'ল-আশ্‌রিবা, (ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আনবা', কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ২৪৫; আমীনু'দ-দাওলা ইব্‌নু'ত্‌-তাল্‌মীয এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, ঐ, ১খ, ২৬৭)।

(৭)কিতাবু'ল-আদ বিয়াতি'ল-মুফ্‌রাদা (ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী, আখবারু'ল-হুকামা', পৃ. ২১৭)।

(৮) কিতাবু'ল-বাজাত মিনা'ল-আত্‌'ইমা [পূ. গ্র., সম্ভবত ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ কিতাবু'ত'-তা'বীখ' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সেই গ্রন্থ (উয়ূন, ১খ, ২৪৫)]।

(৯) কিতাবু'স - সিয়াসা (আল-খাওয়ানসারী, রাওদা'তু'ল - জান্নাত, পূ. স্থা.)।

(১০) আশ্‌'-শাওয়ামিল ইহা আবূ হায়্যান আত্‌-তাওহ'ীদীর 'আল-হাওয়ামিল' নামক গ্রন্থের জবাবে লিখিত হইয়াছিল, প্রশ্নের সংখ্যা ১৮০। প্রশ্নের বিষয় আখলাক', লুগাত, কালাম, ফিক্‌হ, দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কিত। প্রশ্নসমূহের কোন ধারাবাহিকতা নাই। এই গ্রন্থের একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি

ইস্তাম্বুলের আয়াসোফিয়া গ্রন্থাগারে রহিয়াছে (নং ২৪৭৬), আহ্‌মাদ আমীন ও আহ্‌মাদ সাক্‌র প্রকাশ করিয়াছেন। 'আল-হাওয়ামিল ওয়া'শ্-শাওয়ামিল' যথাক্রমে আবূ হায়্যান আত্-তাওহীদী ও মিস্‌কাওয়ায়হ প্রণীত, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১। 'আল্-হাওয়ামিল-এ সন্নিবেশিত প্রশ্নসমূহ আবূ হায়্যান যেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেইভাবে নাই। কারণ ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ অনেক প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়াছেন অথবা বাদ দিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

(১১) তা'লীকাত, যুক্তিবিদ্যা (মানতিক) সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ (আল-খাওয়ানসারী, পৃ. স্থা.)।

(১২) আল-মাকালাতু'ল-জালীলা ঃ [হিকমাত (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) ও অংকশাস্ত্রের উপর লিখিত, আল-খাওয়ানসারী, পৃ. স্থা.]।

(১৩) কিতাবু'ল-মুস্তাওফী (নির্বাচিত কবিতা, য়া'কৃত)। আল-খাওয়ানসারী ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ-এর দুইটি ফার্সী গ্রন্থের নামও উল্লেখ করিয়াছেনঃ (ক) 'নুযহাত নাম-ই 'আলা'ই' ('আলা'উ'দ্-দাওলা দায়লামীর নামে নামকরণ করা হইয়াছে; পৃ. স্থা.); (খ) কিতাব জাবীদানে খিরদ (এই নামে পূর্বে উল্লিখিত 'আরবী গ্রন্থ ব্যতীত, পৃ. স্থা.)। ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্-এর রচনাবলীর জন্য দ্র. আবূ সুলায়মান আস্-সিজযী, মুন্‌তাখাব সুওয়ানি'ল-হিক্‌মা, L. Caetani-র ফটো অফসেট সংস্করণের ভূমিকা, ১খ, ২৮।

ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্-এর রচনাবলী সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য রহিয়াছে যাহা সংশোধন করা প্রয়োজন। প্রথমত Brockelmann, পরিশিষ্টঃ ১খ, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় তাঁহার একটি গ্রন্থের নাম 'কিতাবু'ত্-তাহারা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (নং ৯; ইহার একটি পাণ্ডুলিপি কুপরুলুতে রক্ষিত আছে, নং ৭৬৭) এবং এই নামেই প্রতিটি স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. উদাহরণস্বরূপ 'আবদুর-রাহ্‌মান আল-বাদাবী, পূ. গ্র., ভূমিকা, পৃ. ১২, নং ১৮)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের নাম 'তাহারাতে নাফ্‌স' যাহা নাসীরু'দ-দীন তূসী স্বীয় "আখলাকে নাসিরী" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 'তাহ্‌যীবু'ল-আখলাক ওয়া তাত্‌হীরু'ল-আ'রাক' নামে পৃথক কোন গ্রন্থ নাই। দ্বিতীয়ত, তেহরানে মাজলিস (আইন সভা)-এর গ্রন্থাগারে কিতাবু ফী জাওয়াবি'ল-মাসা'ইলি'ছ-ছালাছা (كتاب فى جواب المسائل الثلاثة) নামক একটি গ্রন্থ আছে (দ্র. মাজলিস গ্রন্থাগারের পুস্তকসূচী, ২খ, ৩৯৮), কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে একটি প্রথক গ্রন্থরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. আল-বাদাবী, পূ. গ্র., পৃ., ২২, ভূমিকা, নং ১৬)। কিন্তু ইহার নাম ও বর্ণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, 'আল-ফাওযু'ল-আসগার' ব্যতীত ইহা অন্য কোন গ্রন্থ নয় (দ্র. ইব্ন মিসকওয়ায়হ্-এর রচনাবলী, নং ৪)।

আবূ হায়্যান আত্-তাওহীদী ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাত ঘটিয়াছিল। তিনি ইব্ন মিসকাওয়ায়হ্-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি চমৎকার চিত্র তুলিয়া ধরেন [দ্র. (১) কিতাবু'ল-ইমতা' ওয়া'ল-মুওয়ানিসা, সম্পা. আহ্‌মাদ আমীন ও আহ্‌মাদু'দ-দীন, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ১খ, ৩৫ প.; (২) য়াকৃত, ইরশাদ, ৫খ, পৃ. ৭৫]। তিনি (আবূ হায়্যান) বলেন যে, ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্-এর মেধা ও দার্শনিক চিন্তা অপরিপক্ব ছিল, যদিও দর্শনের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ও চেষ্টা তাঁহার ছিল। তাঁহার সর্বাধিক ঝোঁক ছিল রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়নে। রসায়ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি আবূ'ত্-তায়্যিব আর-রাযী নামক একজন রসায়নবিদের সাহচর্যে তাঁহার সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করিয়া 'পরশ পাথর'-এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন (তু. আল-ইমতা', পূ. গ্র., ২খ, ৩৯)। ইব্ন সীনাও তাঁহার সম্পর্কে বলেন যে, ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্ দর্শন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত বর্ণনাগুলি যে প্রতিহিংসার ফলশ্রুতিতে করা হইয়াছে তাহা বলা যায়। কেননা অন্যান্য বর্ণনামতে জানা যায় যে, ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ উন্নত দার্শনিক চিন্তা ও পূর্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন [দ্র. (১) আবূ সুলায়মান আস-সিজযী, পূ. স্থা.; (২) আল-বায়হাকী, তাতিম্মাঃ সুওয়ানি'ল-হিক্‌মাঃ, মুহাম্মাদ শাফী', লাহোর ১৩৫১ হি., পৃ. ২৮ প.; (৩) দুররাতু'ল-আখবার, মুহাম্মাদ শাফী' কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, লাহোর ১৩৫০ হি., পৃ. ২৯]।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্-এর 'আখলাকিয়্যাত' সম্পর্কিত রচনাবলী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করি তখন মনে হয় যে, এই বিষয়ে তিনি ইব্ন সীনার সমকক্ষ বরং তাঁহার ঊর্ধ্বে। এই দাবির সমর্থনে একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, নাসীরু'দ-দীন তূসী তাঁহার 'তাহ্‌যীবু'ল-আখলাক' অনুবাদ করিয়াছেন এবং 'আখলাকে নাসিরী'র প্রথমে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ধ্যান-অনুধ্যান দ্বারা তাঁহার রচনাবলীর মূল্য আরও বাড়িয়া যায়। ইব্ন মিস্‌কাওয়ায়হ্ যদিও আল-ফারাবীর মাধ্যমে এরিস্টোটল কর্তৃক প্রভাবিত, তবুও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি আল-কিন্দীর সমকক্ষ, এমনকি তিনি কোন জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া দিতেন না। তিনি তাঁহার 'আদাবু'ল-'আরাব ওয়া'ল-ফুর্‌স' ও 'তাজারিবু'ল-উমাম' গ্রন্থদ্বয়ে গভীর দৃষ্টি ও মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন।

তিনি একজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসের পর্যালোচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি তাঁহার তেমন আকর্ষণ ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত কারণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল্যায়ন করেন। তিনি জানিতে চাহিতেন যে, জাতীয় জীবন ও জাতির উত্থান ও পতনে যাহারা অংশগ্রহণ করে তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি ও কর্মতৎপরতা কি? কোন ঘটনা কেন সংঘটিত হয়? এই ঘটনার কি পুনরাবৃত্তি সম্ভব? ইতিহাসের সম্পর্ক যদিও অতীতের সঙ্গে কিন্তু তবুও ভবিষ্যতের জন্য ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে, যদ্দারা মানুষ ও জাতি উপকৃত হয়। ইতিহাস আমাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দান করে। যদি আমরা ইহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব, আর যাহারা এই ব্যাপারে সচেতন থাকে না তাহাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। ইতিহাস জাতীয় কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা, বিভিন্ন কারণ ও ফলাফলের দর্পণস্বরূপ যাহার মাধ্যমে জাতি পরিচালিত হয়। আমরা ইহার বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারি যে, ইতিহাসের ভিত্তি কি এবং ইহার মূলনীতি ও গঠনভিত্তির রূপ কি? কিসের ভিত্তিতে আমরা ইহার পর্যালোচনা করিব? আমরা আমাদের জ্ঞান ও কর্ম এবং চিন্তা ও গবেষণার কোন্ স্তরে ইহাকে স্থান দিব? অন্য কথায় বলা যায় যে, ইতিহাস এমন পারস্পরিক তৎপরতা যাহাতে ইহার সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হয় এবং একটি ঘটনা অপরটিকে অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হয়। ইহা মানবসত্তার মুখপাত্র ও মানবজাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশক। সুতরাং মানবসত্তাই সকল তৎপরতার উৎস, যাহার পর্যালোচনা মানবসত্তার পর্যালোচনাকেই বুঝায় এবং ইহার দরুন ইতিহাসের ভিত্তি সঠিক ঘটনাপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল। অলৌকিক ঘটনা ও অলীক কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় না। এইজন্যই জাতি ও ব্যক্তি ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাহায্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ সত্যকে অবলম্বন করার একটি পন্থা।

ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের পর্যায়ক্রমিক ছবি অংকন করিয়াছেন; কিন্তু এই পর্যায়ক্রমিক কর্মকাণ্ড মৌলিক শক্তির স্থলে মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি, দর্শন, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইতিহাসের কোন সুনির্দিষ্ট গতিধারা নাই যে, ইহা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হইবে, বরং যাহা কোন এক যুগে সংঘটিত হয় তাহা সেই যুগের পূর্বে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কেননা ইহা প্রতিটি যুগের একটি বৈশিষ্ট্য যাহার আওতায় আখ্‌লাক, রাজনীতি অথবা সমাজ ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তন করিয়া থাকে। এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এক সুনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন যাহার সহিত বাহ্যিক বাস্তবতার সংযোগ রহিয়াছে। ইতিহাসের ভাল বা মন্দ দিক অথবা একক ও জাতিগত কর্মকাণ্ড অথবা এই প্রেক্ষিতে ইতিহাসের উপকারিতা কি অথবা চিন্তার ক্ষেত্রে ইহার কোন দৃষ্টান্ত সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সম্ভব, ঐ সকল বিষয়ে ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ আলোচনা করেন নাই এবং উহার কোন প্রয়োজনও ছিল না। তাঁহার বক্তব্য সঠিক যে, ইতিহাসকে অলৌকিক ঘটনাবলী ও পৌরাণিক কাহিনী হইতে পৃথক রাখিতে হইবে, কিন্তু তিনি নবুওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও ইতিহাসে ইহার সত্যিকারের গুরুত্ব কি তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

ইব্‌ন মিসকাওয়ায়হ্‌-এর চিন্তাধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোন সময়ই ধর্ম ও শারী'আতের কথা বিস্মৃত হন নাই। এই কারণেই তাঁহার সকল মতবাদ ও চিন্তাধারা, বিশেষত আখলাক সম্পর্কে অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের তুলনায় শারী'আতের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ

ইব্‌ন মিসকাওয়ায়হ্‌ তাঁহার নৈতিকতা সম্পর্কীয় সূক্ষ্ম আলোচনা শুরু করেন 'নাফ্‌স' বা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মাধ্যমে (দ্র. ইব্‌ন মিসকাওয়ায়হ্‌ রচনাবলী, বিশেষত নং ৪ ও ৫)। তাঁহার মতে 'নাফ্‌স' এমন এক মৌল সত্তা (جوهر), যাহা দেহ বা দেহের কোন অংশও নয়, এমন কি কোন আপতনও (عرض) নহে। কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা ইহা জানা সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে 'নাফ্‌স' নিজেই একটি অনুভূতি। ইহা এমন সব জ্ঞানের অধিকারী যেসব জ্ঞান অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। অঙ্গ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সত্য কি মিথ্যা, 'নাফ্‌স' সেই সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দান করে। নাফ্‌স (আত্মা) একটি একক বস্তু। ইহাতে জ্ঞান ও চিন্তা এক সঙ্গে অবস্থিতি লাভ করে। মানুষের জ্ঞান আছে বলিয়াই তাহারা অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা সৎ কর্মের প্রতি উৎসাহী।

ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌-এর মতে প্রতিটি অস্তিত্ববান বস্তুর মধ্যে এমন এক প্রবণতা ক্রিয়াশীল, যে প্রবণতা তাহাকে পূর্ণতা লাভের জন্য তৎপর করে। এই তৎপরতা কল্যাণকর ও মর্যাদা লাভে সহায়ক। মানুষের পূর্ণতা তাহার মনুষ্যত্বে, যাহা প্রাণীকুলের মধ্যে অবর্তমান। সুতরাং মানুষের উচিত মর্যাদাবান হওয়া। কিন্তু উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যে এক রকম নয়। তাঁহাদের মধ্যে এমন কিছু উত্তম ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁহারা স্বভাবত কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে (পূর্ণ মনুষ্যত্ব) তৎপর। আবার এমন কিছু ঘৃণিত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক রহিয়াছে যাহাদের স্বভাব মন্দের প্রতি আকৃষ্ট। অধিকাংশ লোক ভাল ও মন্দের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাহারা শিক্ষার (সুশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা) প্রভাবে ভাল বা মন্দকে প্রাধান্য দান করে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় তাহার একক চেষ্টা দ্বারা সত্যকে অর্জন করিতে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। তাহাদের পরস্পরের প্রেম ও প্রীতি থাকা উচিত। এইজন্য নির্জনতা ও জন-বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী মর্যাদাবান হিসাবে পরিগণিত নহে। ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ বৈরাগ্যের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি নির্জনতা অবলম্বন করে সে তাহার প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, কিন্তু সে নিজে অন্যের উপকার করিতে সক্ষম হয় না; ইহাকে জুল্‌ম বা অন্যায় হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়; আহ্‌কামে শারী'আত, যেমন জামা'আতে সালাত আদায় করা, জুমু'আ-র সালাত ও হাজ্জ মানুষকে পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রেমের শিক্ষা দেয়। ঐ প্রেক্ষিতে ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌-এর উপরিউক্ত চিন্তাধারা ধর্মভিত্তিক। যেমন নাফ্‌সের আলোচনায় তিনি গ্রীক দর্শনের পরিবর্তে কু'রআনকে অধিক গুরুত্ব দান করেন। তিনি চারিত্রিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষার আলোচনায় এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেন যাহা এ্যারিস্টটলীয় ও প্লেটোনিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শারী'আতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইহাতে তিনি ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন ও আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাহা ছাড়া তিনি শিশুদের শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ তাঁহার 'আল-ফাওযু'ল-আক্‌বার' গ্রন্থে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ, একত্ববাদ ও নুবূওয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও গবেষণাধর্মী আলোচনা করেন। নুবূওয়াত সম্পর্কে তিনি তাঁহার শিক্ষক আল-ফারাবীর মতবাদের বিরোধী মতে উপনীত হন। ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ নবী ও দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেন। তিনি নবীকে দার্শনিকের উপর স্থান দান করেন। আলোচনাক্রমে তিনি নুবূওয়াত ও কাহানাত (গণক)-এর মধ্যে পার্থক্য দেখান। তিনি বলেন, নবীর জ্ঞানের সঙ্গে কাহিনের জ্ঞানের কোন তুলনাই হয় না। নুবূওয়াত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা এবং অন্যদের সঙ্গে নবীদের পার্থক্য নির্দেশ করে আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌য়ি।

পদ্য ও গদ্য সাহিত্য রচনায়ও ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁহার যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক, বিশেষত বাদী'উ'য্-যামান আল্-হামাযানীর সঙ্গে তাঁহার গভীর সম্পর্ক ছিল। আবূ হায়্যান আত্-তাওহীদী, যিনি তাঁহাকে একজন দার্শনিক মনে করিতেন, তিনিও ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌কে সাহিত্যে বিশেষ স্থান দান করেন (দ্র. আল-ইমতা', উ. সং, ১খ, ১৩৬)। তাঁহা দ্বারাই দর্শনের সৌন্দর্য ও প্রসার ঘটে। পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে তাঁহার সমুদয় রচনা যদিও আমাদের হস্তগত হয় নাই, তবুও দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, 'আখ্‌লাকিয়্যাত' শিরোনামে তাঁহার রচনাসমূহের বর্ণনা পদ্ধতি ফারাবী ও ইব্‌ন সীনার রচনার তুলনায় অধিক ব্যাখ্যাপূর্ণ, প্রাঞ্জল ও মধুর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীতঃ (১) আছ্-ছা'আলিবী, কিতাবু তাতিম্মাতি'ল-য়াতীমা, 'আব্বাস ইক্‌বাল কর্তৃক প্রকাশিত, তেহ্‌রান ১৩৫৩ হি., ১খ, ৯৬-১০০; (২) Brockelmann, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১খ, ৪১৭ পৃ.; (৩) ঐ লেখক, পরিশিষ্ট, ১খ, ৫৮২; (৪) T. J. de Boer, Geschichte der Philosohie im Islam, ১১৬ প. ('আরবী অনু. 'আবদু'ল-হাদী আবূ রিদাঃ, তা'রীখু'ল-ফাল্‌সাফা ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৩৫৭ হি., পৃ. ১৫৮ পৃ.); (৫) যাবীহু'ল্লাহ সাফা, তা'রীখ 'উলূম 'আকলী দার তামাদ্দুনে ইসলামী তা আওয়াসিতে কার্নি পা ম, তেহ্‌রান ১৩৩১ হি.. ১খ, ২০০ প., ৩৭৮ প.; (৬) খাজা 'আবদু'ল-হামীদ, Ibn Maskowaih, A Study of his al-Fauzul Asgher, লাহোর ১৯৪৬ খৃ.; (৭) 'আবদু'ল-'আযীয

'ইয্যাত, ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ্, ফালসাফাতুহু'ল-আখ্লাকি'য়্যা ওয়া মাসাদিরুহা, কায়রো ১৯৪৬ খৃ. (প্রবন্ধকার শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন নাই); (৮) দাহ্ খুদা (دہ خدا), লুগাত নামাহ্, তেহ্রান ১৩২৫ হি. সৌর, ২খ,; (৯) শিব্লী নু'মানী, তা'রীখ 'ইল্মি'ল-কালাম (ফার্সী অনু. ফাখ্র দাগী গীলানী, তেহ্রান ১৩২৮ হি. সৌর, পৃ. ৯৫-১১১; [(১০) মুন্তাখাব সু'ওয়ানি'ল-হি'কমাঃ পাণ্ডুলিপির অনুলিপি, বাশীর আগা, পৃ. ১৩১-১৩৫; (১১) B. H. Siddiqi, Ibn Miskwaihs Theory of History, ইকবাল সাময়িকী-তে, লাহোর, জুলাই ১৯৬২ খৃ. ও জুলাই ১৯৬৩ খৃ.]।

(আহ্মাদ আতাশ [ও সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী])

(দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহ্মদ

ইব্ন মীছাম (ابن ميثم) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন ঈসমা'ঈল ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন মীছাম (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আল-হায়ছাম উচ্চারিত) ইব্ন য়াহ্য়া আত-তাম্মার (ইহা হইতেই তাঁহার সাধারণ প্রচলিত নাম হইয়াছে ইব্নু'ত-তাম্মার) আল-আসাদী (আস-সাবূনী, ইব্ন হায্ম-এর মতানুসারে ফিসাল, ৪খ, ১৮১)। ইনি ২য়/ ৮ম শতাব্দীর একজন ইমামী ধর্মতাত্ত্বিক।

মীছাম মহানবী (স)-এর একজন সাহাবা ছিলেন (ইব্ন হাজার, ইসাবা, নং ৮৪৭২)। ইনি 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-র পক্ষাবলম্বন করেন এবং কূফায় বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তাঁহার যশস্বী প্রপৌত্রের জন্ম হয়। তবে জন্মের তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর তারিখও অজ্ঞাত। 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল নিজ জন্মভূমি বসরা পরিত্যাগের পর সমসাময়িককালের বিখ্যাত মু'তাযিলী মতবাদবিশারদদের সন্নিধানে সময় অতিবাহিত করেন, বিশেষত আবু'ল-হুযায়ল ও আন-নাজ্জামের সকাশে উপস্থিত হইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দৃশ্যত তিনি তাহাতে তেমন সফল হইতে পারেন নাই (তু. আল-খায়্যাত, ইন্তিসার, নির্ঘন্ট), যিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি তরুণ (আহদাছ) মু'তাযিলীদের প্রভাবাধীন ছিলেন। আল-মাস'উদী তাঁহার মুরূজ গ্রন্থে (৬খ, ৩৬৯-২৫৬৬) উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'ইশ্ক-এর উপর য়াহ্য়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণকারী ধর্মবেত্তাদের তিনি নেতা ছিলেন এবং ঐ আলোচনা সভায় হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম (দ্র.) উপস্থিত ছিলেন। হিশাম ১৭৯/৭৯৫-৬ সনে ইনতিকাল করেন। ইনিই বস্তুত তাঁহার সময়কার ইমামী মতবাদের প্রবক্তাকুলের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত। ইব্ন মীছাম তাঁহার সমকক্ষ খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই। তবে মীছাম সম্ভবত বয়সের হিসাবে জ্যেষ্ঠ। কারণ ইব্নু'ন-নাদীম তাঁহার ফিহ্রিস্ত (সম্পা. কায়রো, ২৪৯) গ্রন্থে হিশামের আগে মীছামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনিই সর্বপ্রথম ইমামাততত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তিনি জানান যে, মীছাম কিতাবু'ল-ইমামা (আল-কামিল নামে অভিহিত) ও কিতাবু'ল-ইসতিহকাক নামক গ্রন্থের প্রণেতা। আন-নাওবাখ্তী লিখিত (ফিরাকু'শ-শী'আ) বিবরণ অনুযায়ী তাঁহার ঐ রাজনৈতিক তত্ত্ব নিম্নরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে ঃ হযরত 'আলী (রা) মহানবী (স)-এর পর সর্বাপেক্ষা মেধা ও গুণসম্পন্ন (আফদাল) ছিলেন। আর জনসমষ্টি আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-কে নির্বাচিত করিয়া ভুল করিয়াছে, যদিও অবশ্য ইহাতে তাঁহারা পাপে নিপতিত হন নাই; পক্ষান্তরে হযরত 'উছমান (রা)-কে প্রত্যাখ্যান (তাকফীর) করা উচিত ছিল। আল-আশ'আরীর মাকালাত গ্রন্থে (৪২, ৫৪, ৫১৬) তাঁহার মূল প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলির রূপরেখা দেওয়া হইয়াছেঃ তিনি হিশামের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, ঐশী ইচ্ছা এক গতিময় শক্তি (হারাকা) এবং ঐ গতিময় শক্তি আল্লাহ হইতে স্বতন্ত্র যাহা তাহাকে চালিত করে। বিশ্বাসের (ঈমানের) ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, ইহা মূলত ঐশী বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য; যে বা যাহারা সেগুলি লঙ্ঘন করে তাহারা মু'মিনের গুণ হারায় এবং ফাসিকে পরিণত হয় যদিও তাহারা মুসলিম সমাজ হইতে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না। কেননা তদসত্ত্বেও সে মুসলিম জনসমাজে বিবাহ করিতে পারে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত সূত্রসমূহ ছাড়াও দ্র.ঃ (১) তূসী, ফিহ্রিস্ত ২১২, নং ৪৫৮; (২) নাজাশী, রিজাল, ১৭৬; (৩) আবূ 'আলী আল-কারবালা'ঈ, মুনতাহা'ল-মাকাল, ২০৭-৮; (৪) মামাকানী, তানকীহু'ল-মাকাল, ২খ, ২৭০; (৫) বাগদাদী, হাদিয়াতু'ল-'আরিফীন, ১খ, ৬৬৯; (৬) কাহহালা, মু'জাম, ৭খ, ৩৭; (৭) W. M. Watt in St. Isl., xxi, 289, 291; (৮) ঐ লেখক, The formative period of Islamic thought, Edinburgh 1973, 158-9, 188।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইব্ন মুক্বিল (ابن مقبل) ঃ আবূ কা'ব (আবু'ল-হুর্রাঃ, ইব্ন দুরায়দ-এর 'ইশতিকাক', গ্রন্থে ১২) তামীম ইব্ন উবায়্যি ইব্ন মুকবিল ইব্নি'ল-'আজলান আল্-'আমিরী (অর্থাৎ 'আমির ইব্ন সা'সা'আ; দ্র. ইব্নু'ল-কালবী-Caskel সারণী ১০১) মুখাদ্রাম-এর বেদুঈন কবি। তিনি তাঁহার সমসাময়িককালের বহু লোকের মত ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে (যদিও আস্-সিজিস্তানী তাঁহার কিতাবু'ল-মু'আম্মারীন গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই)। তিনি সিফফীনের যুদ্ধের (৩৭/৬৫৬) পর ইনতিকাল করেন। ইব্ন মুকবিল সম্ভবত মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে রচিত নিজের এক কবিতায় (দীওয়ান, ৩৪৫) ঐ যুদ্ধের উল্লেখ করেন। যাহা হউক, একথা ধরিয়া নেওয়া যায় যে, তিনি এমন এক সময় ইনতিকাল করেন যখন আল্-আখতাল (দ্র.) তাঁহার নিকট বেশ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দৃশ্যত ইব্ন মুকবিল তাঁহার সময়কার বেদুঈনদের একঘেয়ে জীবন যাপন করেন। তাঁহার জীবনীকারগণ প্রধানত খণ্ড তথ্যান্বেষী হওয়ার কারণে তাঁহাদের রচিত তাঁহার জীবনীতে তেমন উল্লেখযোগ্য তথ্য নাই বলা চলে। তাঁহারা তাঁহার পিতার বিধবা স্ত্রী আদ্-দাহ্মা'-র সহিত তাঁহার বিবাহের ঘটনাকেই ঘটা করিয়া দেখাইয়াছে। ইসলামী আইনানুসারে তিনি আদ্-দাহ্মা'-কে তালাক দিতে বাধ্য হন (ইব্ন হাবীব, মুহাব্বার, ৩২৫-৬), কিন্তু এজন্য তিনি বহুকাল ধরিয়া পরিতাপ করেন যাহা তাঁহার রচিত বহু কবিতায় আদ্-দাহ্মা'-র নামোল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় (দ্র. দীওয়ান, নির্ঘন্ট)। বেশ পরিণত বয়সে তিনি জনৈক 'আসারু'ল-'উকায়লীর আতিথ্য প্রার্থনা করেন। এই 'উকায়লীর দুই কন্যা ছিল। তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল বলিয়া ঐ কন্যাদ্বয় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। ইহাতে তাহাদের পিতা দুই কন্যার একজনকে (সুলায়মা) মুকবিলকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন (দীওয়ান, ৭৬-৭)। একজন উত্তম বেদুঈন কবি হিসাবে ইব্ন মুকবিল তাঁহার কিতাবসমূহের নাসীবে কয়েকজন মহিলার কথা, বিশেষত কাবশা (কুবায়শা) নামে এক মহিলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. দীওয়ান, নির্ঘন্ট), কিন্তু এইগুলি হইতে কোন নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায় না। ইব্নু'ল-কালবী

তাঁহার কোন সন্তানের উল্লেখ না করিলেও কথিত আছে, তাঁহার সন্তানের সংখ্যা ১২ (ইব্‌ন রাশীক, 'উমদা, ২খ, ২৯১)। অন্যদিকে সকল কবি ও আল্-বাকরী (মু'জাম মা ইস্তা'জাম, ১খ, ১৩১) তাঁহার উম্মে শারীক নামে এক কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই কন্যা তাঁহার পিতার কবিতাগুলি লিখিয়া রাখেন বলিয়া কথিত আছে।

তাঁহার জীবন কাহিনীতে আরও একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাহা হইতেছে এই যে, 'আলী ইব্‌ন আবী ত'ালিব (রা)-এর পক্ষাবলম্বনকারী একজন কবির সহিত তিনি তাঁহার হিজা' কবিতাগুলি বিনিময় করিয়াছিলেন। ঐ কবির নাম আন-নাজাশী। নাজাশী পরে মুকবিলের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ঐ সময় খালীফা 'উমার (রা)-এর শাসনকাল। তাঁহাদের বিরোধ খালীফা 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্ত'াব (রা)-র দরবারে আনা হইলে তিনি প্রথমত ঐ মামলায় রায় প্রদান হইতে বিরত থাকেন। পরে অবশ্য তিনি আন্-নাজাশীকে কারাগারে পাঠাইতে বাধ্য হন (বহু লেখক, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র ২৯০; আল্-বাকরী, ফাস্‌লু'ল্-মাকাল ফী শারহ' কিতাবি'ল্-আমছ'াল, বৈরূত ১৩৯১/১৯৭১, ৩১০-১১; ইব্‌ন রাশীক, 'উমদা, ১খ, ৩৭-৮; আল্-হুসরী, যাহ্‌রু'ল্-আদাব, ১খ, ১৯-২০; আল্-বাগ'দাদী, খিযানা, বূলাক, ১খ, ১১৩-কায়রো, ১খ, ২১৪-১৫, ইত্যাদি) এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুই কবি বহু বৎসর যাবত পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিয়াছিলেন কবিতার মাধ্যমে। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে মু'আবিয়া (রা)-র বিরুদ্ধে লড়িবার পর আবার দেখা যায় যে, মুকবিল তাঁহার দুশমনের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে জওয়াব দিতেছেন (দীওয়ান, নং ৪২)। আগে একবার তিনি 'উছ'মান (রা)-র হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে এক কবিতায় উমায়্যাদের পক্ষে আবেগপ্রধান মত প্রকাশ (দীওয়ান, নং ৩) করেন। তবে আন্-নাজাশীর সহিত নিন্দা-তিরস্কারমূলক কবিতার লড়াই ছাড়া তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া উঁচু মর্যাদায় আসীন ব্যক্তিদের জন্য প্রশংসা কীর্তনমূলক কবিতাও তিনি রচনা করেন নাই। তাই তাঁহার দীওয়ানে মাদীহ্-এর উপস্থিতি কম; অন্যদিকে ব্যক্তি ও গোত্র সম্পর্কিত অহংকারজ্ঞাপক কবিতার অস্তিত্ব প্রচুর। কবি হিসাবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বদান্যতা, বিত্তের প্রতি ঘৃণা, সাহস ও সহনশীলতার মত বেদুঈনসুলভ গুণাবলীর সপক্ষে বক্তব্য রাখিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে মরুভূমি, আবহাওয়ার নানা বিষয়, উট, বন্য পশু, বিশেষত মায়সির নামে অভিহিত জুয়া খেলায় ব্যবহৃত তীরের বর্ণনা (ওয়াস্‌ফ)-মণ্ডিত। ঐ তীরের (কিদাহ্) বিষয়টিকে তিনি এমনই গুরুত্ব দেন যে, তাঁহাকে কেহ কেহ কিদাহ্ ইব্‌ন মুকবিল নামে সম্বোধন করিতে থাকে (ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, ৪২৭)। তিনি কার্যত কিংবদন্তীর খ্যাতি লাভ করেন। ভাষাবিজ্ঞানিগণ তাঁহার রচনাবলী নিজেদের কাজে লাগান (সীবাওয়ায়হ্ তাঁহার কথা ১০ বার উল্লেখ করিয়াছেন; আরও দ্র. যেমন আল-মুবার্‌রাদ, কামিল, ৪৯৮; আল-বাগ'দাদী, খিযানা, বূলাক, ১খ, ১১১-১৩, কায়রো, ১খ, ২১১-১৫, শাহিদ ৩২ ইত্যাদি) এবং তাঁহার কবিতায় বহু স্থানের নামোল্লেখ থাকায় ভৌগোলিক অভিধান প্রণেতাগণ তাঁহার কবিতাগুলিকে উৎস হিসাবে কাজে লাগান (য়া'কৃত' তাঁহার মু'জামু'ল-বুলদানে ১৪২ বার তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন)।

তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের নানা বিষয়ের জন্য অতিমাত্রায় শোক প্রকাশ করেন এবং মূলত সেজন্যই তাঁহার নিন্দা করা হয় (ইব্‌ন সাল্লাম, তাবাকাত, ১২৫; দ্র. দীওয়ান, ১২৯-৪১)। এই কারণে তিনি প্রতিকূল অবস্থায় পড়েন এবং সম্ভবত এইজন্যই তাঁহার কাব্যকর্ম সম্পর্কে তাঁহার সমালোচকদের মূল্যায়নে বেশ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। খিদাশ ইব্‌ন যুহায়র, আল-আসওয়াদ ইব্‌ন য়া'ফুর ও আল্-মুখাব্বাল ইব্‌ন রাবী'আর মত অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখযোগ্যদের সঙ্গে জাহিলিয়্যা যুগের কবিদের মানক্রম বিচারে ইব্‌ন সাল্লাম তাঁহাকে পঞ্চম স্থানের মর্যাদা দিয়াছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ইব্‌ন সাল্লাম নিজে আল্-আখত'লকে নিন্দা করিলেও (দীওয়ান, ১০৯-১২, ৩১২-১৪) কথিত আছে, তিনিই তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত অনুকূল মত প্রকাশ করেন (ছা'লাব, মাজালিস, ৪৮১; ইব্‌ন রাশীক, 'উমদা, ১খ, ৮০)। পক্ষান্তরে আল-আসমা'ঈ (দ্র.) তাঁহাকে আদৌ ফুহুলগণের একজন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই (আল্-মারযুবানী, মুওয়াশশাহ্, ৮০)। উল্লিখিত দারুণ প্রতিকূল রায় সত্ত্বেও অবশ্য আল্-আসমা'ঈ তাঁহার দীওয়ান সংকলন হইতে বিরত হন নাই। এই দীওয়ানের ব্যাপারে আবূ 'আম্‌র আশ্-শায়বানী, আত্-তূসী, ইব্‌নু'স-সিক্কীত ও আস-সুক্কারী (ফিহরিস্ত, সম্পা. কায়রো, ২২৪) তাহাদের কড়া মূল্যায়ন করিয়াছেন এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-মু'আল্লা আল-আয্‌দী (য়া'কৃত', উদাবা', ১১খ, ৫৫) উহার একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন। ঐ সমালোচনা বা মূল্যায়নসমূহের অন্তত একটি ইব্‌ন রাশীকের 'উমদা নামে আফ্রিকায় পরিচিত। ইব্‌ন শারাফের মাসা'ইলু'ল-ইনতিকাদ নামেও (শারাফ ইব্‌ন মুকবিলের কবিতাকে প্রাচীন রীতির ও দৃঢ় গঠনসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) গ্রন্থে ও আল্-আন্দালুস (দ্র. ইব্‌ন খায়র, ফাহ্‌রাসা, ৩৯৭)-এ ইহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। তবে অতি সাম্প্রতিককালে চোরুমে (corum) (দ্র. চোরুম) লেখকের পরিচয়বিহীন সমালোচনামূলক একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 'ইয্‌যাত হ'াসান অত্যন্ত যত্ন সহকারে (দামিশ্‌ক ১৩৮১/১৯৬২) দীওয়ানের এক সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ঐ সংস্করণে তিনি পরিশিষ্ট হিসাবে একটি যায়ল (পরিশিষ্ট) ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু নির্ঘণ্ট যোগ করিয়া দেন; আরও একটি সংস্করণের প্রণেতা Ahmet I. Turek, Ankara 1965।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রধান সূত্রগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। (১) 'ইয্‌যাত হাসান দীওয়ানের ভূমিকায় জ্ঞাত কিছু জীবনীমূলক তথ্যের একটা ফাঁকা ফাঁকা বিবরণ ও ইব্‌ন মুক্‌বিলের আ'লাম, নির্ঘণ্ট; (২) ওয়াহ্‌হাবী, মারাজি', ১খ, ১২৩-৫, যেখানে কিছু নূতন সূত্র-নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে।

Ch. Pellat (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

ইব্‌ন মুক্‌লা (ابن مقلة) ঃ আবূ 'আলী মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আব্বাসী খিলাফাতের যুগে উযীর (Vizier) ছিলেন। তিনি ২৭২/৮৮৫-৬ সালে বাগ'দাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ফার্‌স-এ ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে তাঁহার কর্ম জীবন আরম্ভ করেন। ২৯৬/৯০৮ সালে ইব্‌নু'ল-ফুরতে (দ্র.)-এর মন্ত্রিত্ব লাভের পর তাঁহাকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সচিবের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকারী চিঠিপত্র খোলা ও প্রেরণের দায়িত্ব ছিল তাঁহার উপর ন্যস্ত। ইব্‌নু'ল-ফুরাতের দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় (৩০৪/৯১৭ হইতে ৩০৬/৯১৯ পর্যন্ত) তিনি তাঁহার (ইব্‌নু'ল-ফুরাতের) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেন। কিন্তু মনিবের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে তাঁহার কোন বিবেক-যন্ত্রণা ছিল না; এই কারণেই ইব্‌নু'ল-ফুরাতের তৃতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় প্রশাসনিক সদস্যদের মধ্যে তাঁহার অন্তর্ভুক্তি হয় নাই। যাহা হউক, 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা

(দ্র.) তাঁহার দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময়ে (৩০৫-১৬/৯১৭-২৮) সরকারী সম্পত্তির দীওয়ানের দায়িত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক (Chamberlain) নাস্‌র-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার নেক নজরের কল্যাণে ৩১৬/৯২৮ সালে মন্ত্রিত্ব (Vizierate) লাভ করিতে এবং ৩১৮/৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকিতে সক্ষম হন। সেই সময় যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছিল, বেশ সাফল্যের সহিত তাহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম হইলেও তিনি সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময়ে ৩১৭/৯২৯ সালে একটি ব্যর্থ প্রাসাদ বিপ্লব হয় যাহাতে আল-মুকতাদিরের স্থলে সাময়িকভাবে তাঁহার ভাই ক্ষমতাসীন হন। ইব্ন মুক্‌লা মন্ত্রী হিসাবে বহাল থাকেন; কিন্তু 'আলী ইব্ন 'ঈসার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু 'আলী ইব্ন 'ঈসা বিশেষভাবে মাজালিম 'আদালত ব্যবস্থার দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। অন্যপক্ষে প্রধান সেনাপতি মু'নিসের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি লাভে অক্ষমতাও ইব্ন মুক্‌লার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ইব্ন মুক্‌লা খালীফা আল-কাহির কর্তৃক পুনরায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ছয় মাস (৩২০-২১/৯৩২-৩৩) যাবত সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি বড়ই অনিশ্চিত ছিল এবং তিনি খলীফার বিরোধিতার সম্মুখীন হন। খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া তিনি পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। অবশ্য কয়েক মাস পর তিনি খলীফাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিতে সমর্থ হন। নূতন খলীফা আর-রাদী-র খিলাফাতকালে তাঁহার তৃতীয়বারের মন্ত্রিত্বের মেয়াদ ছিল ৩২২/৯৩৪ হইতে ৩২৪/৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তাঁহার কূটবুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি আল-মাওসিল-এ হামদানী আমীরদের উপর অথবা ওয়াসিত-এর গভর্নর ইব্ন রা'ইক-এর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই এবং তিনি অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটের মুকাবিলা করিতেও ব্যর্থ হন। তাঁহার এই মর্যাদাহানি প্রকৃতপক্ষে খলীফাদের স্বাধীনতার অবসান সূচনা করে এবং কয়েক মাস পরেই প্রথম আমীরু'ল- উমারা' (দ্র.) নিয়োগ করা হয়। ইব্ন মুক্‌লার প্রচেষ্টা কোন সাফল্য লাভ করে নাই। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে আল-মুকতাদিরের খিলাফাতের অবসানের পর যে সুন্নী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি তাহাতে সাফল্যজনক সমর্থন দিয়াছিলেন।

ইব্ন রা'ইক আমীরু'ল-'উমারা' নিযুক্ত হইলে ইব্ন মুক্‌লা ও তাঁহার যেই পুত্র তাঁহার দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময়ে দক্ষতার সহিত তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করিয়াছিল, উভয়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নূতন আমীরু'ল-উমারা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ইহাতে এত দূর অগ্রসর হন যে, খলীফা তাঁহাকে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করেন এবং ইব্ন রা'ইক তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কর্তন করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে যখন আমীর বাজ্‌কাম বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ইব্ন মুক্‌লার জিহ্বা কর্তন করিয়া দেওয়া হয় এবং তিনি অবহেলিত ও বন্দী অবস্থায় ১০ শাওওয়াল, ৩২৮/২০ জুলাই, ৯৪০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও ইব্ন মুক্‌লা একজন বিখ্যাত হস্তলিপিবিদ (Calligrapher) ছিলেন। আল-খাত্তু'ল-মানসূব অর্থাৎ 'সুবিন্যস্ত হস্তলিপি' নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের হস্তলিপির আবিষ্কর্তারূপে তাঁহার বা তাঁহার ভাইয়ের নাম উল্লিখিত হয়। পরবর্তীকালে ইব্নু'ল-বাওওয়াব (দ্র.) এই বিশেষ লিখন পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. Sourdel, Vizirat, index ; (২) H. Bowen, The life and times of 'Ali ibn 'Isa, the Good Vizier, index ; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, বূলাক সং, ১খ, ৪৯২; (৪) প্রাগুক্ত, অনু. de Slane, ৩খ, ২৬৬-৭১; (৫) D. S. Rice, The unique Ibn al-Bawwab manuscript, Dublin 1955, p. 5.

D. Sourdel (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্ন মুকাররাম (দ্র. ইব্ন মানজূর)

ইব্ন মুজাহিদ (ابن مجاهد) ঃ আহ্'মাদ ইব্ন মূসা ইব্নি'ল-'আব্বাস আবূ বাক্‌র আত্-তামীমী (২৪৫-৮৫৯-৩২৪/৯৩৬), বাগ্'দাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি কু'রআনের বিভিন্ন প্রকার পাঠ (قرأت) অধ্যয়ন, বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ এবং কু'রআনের সপ্তপাঠ (القرأة السبعة)-এর উপর প্রথম পুস্তক রচনার জন্য বিখ্যাত। আল-খাতীব আল-বাগ্‌দাদী তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত (ছিকা মা'মূন) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ব্যাকরণবিদ আহ্'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়ার ২৮৬/৮৯৯ সালে বর্ণিত একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, তখনকার দিনে আবূ বাক্‌র ইব্ন মুজাহিদ অপেক্ষা আর কাহারও কু'রআন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান ছিল না। কু'রআনের সপ্তপাঠ বিষয়ে রচিত তাঁহার পুস্তকের ভাষ্য (شرح) আবূ 'আলী আল-ফারিসী (মৃ. ৩৭৭/৯৮৭) তিন খণ্ডে এবং ইব্ন খালাওয়ায়হ্ (মৃ. ৩৭০/৯৮০) রচনা করিয়াছেন। হ'াজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬৭/১৬৫৭) বলেন, তাঁহার নিকট উভয় ভাষ্য এবং গ্রন্থের মূল পাঠ (متن) সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার গ্রন্থ ফিহ্‌রিস্ত-এ ইব্ন মুজাহিদের কিছু সংখ্যক পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সমাপ্ত করা হইয়াছে। তিনি নিজ আবেদনক্রমে ইব্ন মাস্'ঊদ, উবায়্যি ইব্ন কা'ব ও 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব (রা) অনুসৃত কু'রআনের পাঠসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩১; (২) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ্'দাদ, ৫খ, ১৪৪-৮ (নং ২৫৮০); (৩) আল-জাযারী, গ'ায়াতু'ন্-নিহায়া (Bibl. Isl. ৮ (ক) ১৩৯ (নং ৬৬৩); (৪) হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ২০০৪; (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, সন ৩২৪; (৬) L. Massignon, La passion d'al-Hallaj, ১খ, ২৪০-৪৫; (৭) G. Bergstrasser এবং O. Pretzl, Geschichte des Qorans, ৩খ, ২১০-১৩; (৮) Brodkelmann, ১খ, ২০৩, পরি. ১, ৩২৮।

J. robson (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্ন মুতায়র (ابن مطير) ঃ আল-হু'সায়ন ইব্নু'ল-মুতায়র ইব্নি'ল-মুকাম্মিল আল-আসাদী, ২য়/৮ম শতকের 'আরব কবি। [তাঁহার দাদা মুকাম্মিল-এর মুকাতাবা (দ্র.) বা ক্রীতদাস অবস্থা হইতে মুক্তির পরে] তিনি বানূ আসাদ গোত্রের একজন মাওলা ছিলেন এবং আছ-ছা'লাবিয়্যা (দ্র.)-এর অধিবাসী ছিলেন। সেখান হইতে তিনি সমগ্র 'আরব উপদ্বীপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, বিশেষ করিয়া তিনি আল-মাদীনাতে গমন করেন, সেখানে একবার তাঁহাকে মদীনার গভর্নরের সঙ্গে দেখা গিয়াছিল। সম্ভবত তিনি আল-ওয়ালীদ ইব্ন য়াযীদের সম্মুখেও কবিতা পাঠ

করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু য়ামানে অবস্থানের পর হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের প্রকৃত সূচনা হয়। সেখানে তিনি ১৪১ হইতে ১৫১/৭৫৮ হইতে ৭৬৮ পর্যন্ত সময় যাবত নিযুক্ত সে প্রদেশের গভর্নর মা'ন ইব্ন যা'ইদা (দ্র.)-র পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন, পরে তাঁহার মৃত্যুতে তিনি শোকগাথা রচনা করেন (মা'ন-এর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতপার্থক্য রহিয়াছে, সম্ভবত তিনি মারা যান ১৫২/৭৬৯ সালে)। সেই মারছিয়্যা এতই বিখ্যাত হয় যে, স্বয়ং খলীফা আল-মাহ্দী তাহাতে মনঃক্ষুণ্ন হন। কিন্তু খলীফা একবার হাজ্জ করিতে আসিলে কবি এক সুযোগে সুকৌশলে তাঁহার সম্মুখে কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে সক্ষম হন এবং তাঁহার সঙ্গে রাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তিনি খলীফার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেন। তবে কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই অবগত হওয়া যায়। কেবল কয়েকটি বর্ণনায় যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি অবলম্বনেই মোটামুটি জীবন বৃত্তান্ত অংকন করা যায়।

ইব্ন মুতায়র বেদুঈন রীতিনীতি পালন করিতেন এবং তাঁহার কবিতাও বেদুঈনদের ধরনেরই ছিল। কঠোর সমালোচকগণেরও অধিকাংশ ভাষার উৎকর্ষ ও পটভূমির সৌন্দর্যের বিবেচনায় ইব্ন মুতায়র-এর কবিতার উচ্চ মানের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রশস্তি গাথা ব্যতীতও তাঁহার যে সকল কবিতা অদ্যাবধি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে কিছু সংখ্যক বর্ণনামূলক কবিতা এবং সুপ্রাচীন কবিগণের ধারায় রচিত কিছু সংখ্যক প্রণয়মূলক ও ভোগ-লালসার কবিতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান, নির্দেশিকা; (২) ইব্নু'ল-মু'তায্য, তাবাকাত, ৪৭-৯; (৩) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, ৩৭-৯; (৪) মুবাররাদ, কামিল, নির্দেশিকা; (৫) হুসরী, যাহ্র, ৭৯৪, ৯৮০, ৯৮১; (৬) আগানী, ১৪খ, ১১০-৪ (বৈরূত সংস্করণ, ১৫খ, ৩৩১-৮); (৭) য়া'কূত, উদাবা', ১০খ, ১৬৬-৭৮; (৮) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, ১৮৫, ২খ, ১১২; (৯) ইব্ন শাকির, ফাওয়াত, ১খ, ২৮৪; (১০) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, ২৩১; (১১) বাগ্দাদী, খিযানা, বূলাক সংস্করণ, ২খ, ৪৮৫; (১২) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্ক, ৪খ, ৩৬২-৪; (১৩) 'আস্কারী, সিনা'আতায়ন, নির্দেশিকা; (১৪) G. Rothstein, Lahmiden, index; (১৫) এফ. বুসতানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ৪৫।

Ch. Pellat (E.I.[2]) /হুমায়ূন খান

ইব্ন মু'তী (ابن معطى) ঃ আবু'ল-হুসায়ন য়াহ্য়া ইব্ন আব্দি'ন-নূর যায়নু'দ-দীন আয-যাওয়াবী, মাগরিবী বৈয়াকরণ, জ. ৫৬৪/১১৬৮-৯, মৃ. কায়রো ৬৮২/১২৩১। পাশ্চাত্যে আল-জুযূলীর নিকট পড়াশুনা করিয়া তিনি প্রাচ্যে গমন করেন। সেখানে প্রথমে দামিশকে ও পরে কায়রোতে ব্যাকরণ শিক্ষা দান করেন। ইব্ন মু'তী ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থের উপরে টীকা রচনা করেন এবং আভিধানিক গ্রন্থসমূহকে কাব্যে রূপান্তরিত করেন। তিনিই সম্ভবত ছিলেন প্রথম লেখক যিনি এক হাজার শ্লোকে (আলফিয়্যা) একখানি ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ আদ্-দুর্‌রাতু'ল-আলফিয়্যা ফী 'ইলমি'ল-'আরাবিয়্যা, ৫৯৫/১১৯৮-৯ সালে সমাপ্ত হয় এবং তাহার পর হইতে ইহার কয়েকখানা ভাষ্য রচিত হয়। K. V. Zettersteen ইহার একখানি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করেন (Leipzig 1900)। ইব্ন মু'তী কিতাবু'ল-ফুসূল নামে গদ্যেও একখানি ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। উহার প্রথম দুই অধ্যায় E. Sjogren কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (Leipzig 1899)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Brockelmann, I, 366-7, S I, 530-1.

G. Troupeau (E.I.[2]) /হুমায়ূন খান

ইব্ন মুনাযির (ابن مناذر) ঃ মুহাম্মাদ, ব্যঙ্গ কবি, এডেনের অধিবাসী, শিক্ষা লাভের জন্য বসরায় যান, সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং বানূ সুবায়র ইব্ন য়ারবূ' (তামীম)-এর মাওলা হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। বসরার যে সকল শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট তিনি ব্যাকরণ, কুরআন পাঠ, অভিধানবিদ্যা, হাদীছ প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের জীবনাদর্শ অনুসরণে তিনি ধর্মনিষ্ঠ ও অধ্যয়নশীল যৌবন অতিবাহিত করেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধু 'আবদু'ল-মাজীদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব আছ্-ছাকাফীর মৃত্যুতে (যাঁহার স্মরণে তিনি তাঁহার বহু প্রশংসিত শোকগাথা রচনা করেন) তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাগয়ীরু'ল-মুন্কার সংক্রান্ত তাহাদের 'আকীদার নীতি প্রয়োগ করিয়া মু'তাযিলীগণ তাঁহার মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে বাধ্য হন। এই মসজিদে তিনি বৃশ্চিক নিক্ষেপ করেন এবং উযুর জন্য সংরক্ষিত পানিতে কালি ঢালিয়া দেন। ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রতি তাঁহার কটূক্তি, প্রতিবেশীদের মর্যাদায় আঘাতকারী তাঁহার আদিম আক্রোশ ও তাঁহার অসদাচরণের কারণে তাহাকে যান্দাকা (زندقة) অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হয় এবং তিনি বসরা হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত ১৯৮/৮১৩ সালে সেখানে দরিদ্র দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আল-মাহ্দী ও হারূনু'র-রাশীদের উদ্দেশে যে সকল প্রশস্তি তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কিছু পুরস্কার লাভ ঘটে, কিন্তু বারমাকীদের স্তুতিগাথা তাঁহাদের পতনের পর তাঁহাকে কঠোর ভর্ৎসনার সম্মুখীন করিয়া তোলে। আবু'ল-'আতাহিয়া (দ্র.)-র মতে তাঁহার কবিতার মূল্য ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে আবান আল-লাহিকী (দ্র.) স্বীকার করেন যে, শোকগাথা রচনায় তাঁহার কিছুটা দক্ষতা থাকিলেও প্রাণোচ্ছল ও বিদ্বেষগর্ভ ব্যঙ্গরসের কল্যাণে তাঁহার সাফল্য ছিল প্রধানত ব্যঙ্গ রচনানির্ভর। তিনি 'আদী ইব্ন যায়দ (দ্র.)-এর অনুকরণে প্রয়াসী হন এবং তাঁহার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁহার রচনা ছিল অত্যন্ত মন্থর গতিসম্পন্ন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান, হায়াওয়ান, বুখালা', নির্ঘণ্টসমূহ; (২) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, ৫৫৩-৫; (৩) ঐ লেখক, 'উয়ূনু'ল-আখ্বার, ১খ, ৬৩, ২৪৬, ৩খ, ১৩৮; (৪) ইব্নু'ল-মু'তায্য, তাবাকাত, ৪৯-৫৩; (৫) মুবাররাদ, কামিল, ৪৭৪ প.; (৬) আগানী, ১২খ, ৯-৩০ (Beirut ed., xviii, ১০৩-৪২); (৭) সূলী, আওরাক, সম্পা. সাওবী, ৩২-৩; (৮) খাতীব বাগদাদী, ৭খ, ৪৩৩; (৯) মারযুবানী, মুওয়াশ্শাহ, ২৯৫-৬; (১০) 'আস্কারী, সিনা'আতায়ন, নির্ঘণ্ট; (১১) আস্কালানী, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ৩৯০-৩; ৬খ.. ৪৮৮; (১২) য়া'কূত, উদাবা', ১৯খ, ৫৫-৬০; (১৩) সুয়ূতী, মুযহির, ১খ, ২৪৯-৫০; (১৪) ঐ লেখক, বুগ্য়া, ১০৭; (১৫) ইব্নু'ল-জাযারী, কুররা', ২খ; (১৬) I. Goldziher, Muh. Stud. ii, 134; (১৭) G. Vajda, Zindiqs, 215; (১৮) Ch. Pellat, Milieu, 169 and index.

Ch. Pellat (E.I.[2])/শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

ইব্ন মুনীর (দ্র. আত-তারাবুলুসী আর-রাফ্ফা')

ইব্ন মুফ্লিহ্ (ابن مفلح) ঃ শাম্সু'দ-দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুফলিহ্ আল-মাক্দিসী, হ'াম্বালী ফাকীহ, ফাকীহগণের এক বৃহৎ পরিবারের প্রধান, যাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তি ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনতিকাল করেন। শাম্সু'দ-দীন হাম্বালী কাদিল-কুদাত জামালুদ-দীন আল-মারদাবী (৭০০-৭৬৯/১৩০০-১৩৬৭)-র কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার জীবনীকারগণের মতে এই বিবাহ হইতে তাঁহার সাতটি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জীবনী সূত্র হইতে প্রাপ্ত বংশ তালিকায় দেখা যায় যে, তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল এবং ১০৩৮/১৬২৮ (অথবা ১০৩৫) সালে শিহাবু'দ-দীন আহ্মাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটির সমাপ্তি ঘটে। শিহাবু'দ-দীন আহ্'মাদ ৯৯ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র 'আব্দু'ল-লাতীফ (মৃ. ১০৩৬/১৬২৬ অথবা ১০৩৫) পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন (পিতা ও পুত্রের জন্য দ্র. শাত্তী. মুখ্তসার তাবাক'াতি'ল্-হানাবিলা, দামিশ্ক ১৩৩৯/১৯২১, ১০১-৩)।

শাম্সু'দ্-দীন তৎকালীন হ'াম্বালী লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রণেতাগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার বিদ্যমান গ্রন্থসমূহে বিলুপ্ত পূর্ববর্তী হ'াম্বালী গ্রন্থসমূহের অনেক তথ্যই সংরক্ষিত রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার আদাবু শার'ইয়্যা (তিন খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০) গ্রন্থটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে ইব্ন 'আকীল (দ্র.) প্রণীত কিতাবু'ল-ফুনূন-এর অনেক উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ফিক্হ সম্পর্কীয় তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু উসূলি'ল্-ফিক্হ্ পাণ্ডুলিপি আকারে (বার্লিন ৪৩৯৯) সংরক্ষিত আছে। তাঁহার অপর একটি গ্রন্থ 'কিতাবু'ল-ফুরূ'' (তিন খণ্ডে, ১৩৩৯/১৯২১) আহ্'মাদ ইব্ন হাম্বাল-এর প্রকৃত আইনগত মত প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত প্রধানতম হাম্বালী গ্রন্থসমূহের অন্যতম। দামিশ্ক নগরীর আল-জাওযিয়্যাঃ, আস্'-সাহিবিয়্যা ও আল-'উমারিয়্যা নামক তিনটি হ'াম্বালী মাদ্রাসার রচনা ও অধ্যাপনা জীবনের পর এই মনীষী ৭৬৩/১৩৬২ সালে ইনতিকাল করেন।

শাম্সু'দ্-দীনের বংশধরগণের কিছু সংখ্যক নামের সাদৃশ্য, বিশেষত বুরহানু'দ-দীন ইব্রাহীম নামধারী পাঁচজনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে।

শামসু'দ-দীনের পুত্র ৮০৩/১৪০০ সালে মৃত বুরহানু'দ-দীন। তিনি কাদ্বি'ল্-কুদাত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং হ'াম্বালী মায্'হাবের ইতিহাস তাবাকাতু আস্হ'াবি'ল্-ইমাম আহ্'মাদ রচনা করেন, যাহার অধিকাংশই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল বলিয়া কথিত। নু'আয়মী তাঁহার 'দারিস্ ফী তা'রীখি'ল্-মাদারিস' (তাঁহার সম্পর্কে দ্র. ইব্নু'ল -'ইমাদ, শাযারাত, ৭খ., ২২-৩) গ্রন্থে যে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা সেই গ্রন্থ নহে। এই বুরহানু'দ-দীনের একই নামের একজন পৌত্র (শামসু'দ-দীনের প্রপৌত্র) ছিলেন। ৯১৭/১৫১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয় (দ্র. শাযারাত, ৮খ, ৭৭)। তৃতীয় বুরহানু'দ-দীন শামসু'দ-দীনের পৌত্র ছিলেন এবং ৮৭৬/১৪৭১ সালে ইনতিকাল করেন (দ্র. শাযারাত, ৭খ., ৩২১)। শামসু'দ্-দীনের অপর এক প্রপৌত্রও তাঁহার পূর্বপুরুষ প্রথম বুরহা'নুদ্-দীনের ন্যায় কাদি'ল্-কুদাত ছিলেন এবং তাঁহার মতই 'আল-মাক্সাদু'ল্-আর্শাদ ফী তারজামাতি আস্হাবি আহ্'মাদ' শীর্ষক হ'াম্বালী মাযহাবের একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। নু'আয়মী তাঁহার দারিস গ্রন্থে ইহার ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. শাযারাত, ৭খ., ৩৩৮-৯; নু'আয়মী সম্পর্কে দ্র. Bibl.)। শেষোক্ত জনের পৌত্রই ছিলেন সর্বশেষ জ্ঞাত বুরহানু'দ-দীন ইবরাহীম যাঁহার মৃত্যু হয় ৯৬৯/১৫৬১ সালে।

সর্বশেষে ইব্ন মুফ্লিহ্গণের একজন আক্মালু'দ্-দীন মুহ'াম্মাদ (৯৩০-১০১১/১৫২৩-১৬০২) আবূ শামা-র আখবারু'দ্-দাওলাতায়ন গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণসহ দামিশ্ক্ ও কায়রো সম্পর্কে কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন (দ্র. শাত্তী, মুখ্তাসার, ৯৩-৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাম্সু'দ-দীন ইব্ন মুফ্লিহ্ সম্পর্কে দ্র. Brockelmann, ১খ, ১০৭ sii ১২৯, এবং তথায় উল্লিখিত গ্রন্থাবলী। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহঃ (২) মুহ'াম্মাদ জামীলু'শ্-শাত্তী, মুখ্তাসার তাবাক'াতি'ল-হানাবিলা, ৬২-৩; (৩) নু'আয়্মী, আদ-দারিস ফী তা'রীখি'ল্-মাদারিস, দুই খণ্ড, দামিশ্ক্ ১৯৪৮-৫১ খৃ. নির্ঘণ্ট, হাম্বালী মায্'হাবের ইতিহাসে শামসু'দ্-দীন ইব্ন মুফলিহ্-এর স্থান সম্পর্কে দ্র.; (৪) H. Laoust, Le Hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides, in el, ২৮খ, (১৯৬০ খৃ.), ৬৮-৯, ও টীকা ৩৬৯-৭০। হ'াম্বালীদের রচিত তাবাক'াত গ্রন্থের ইতিহাসে দুই বুরহানু'দ-দীনের তাবাক'াত গ্রন্থসমূহের স্থান সম্পর্কে দ্র. (৫) G. Makdisi, Ibn Aqil et la resurgence de l'islam traditionaliste au XI^e Siecle (PIFD, ১৯৬৩ খৃ.), ৫৫ প. (নং ৭ ও ৮)। এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. (৬) নু'আয়মী, দারিস, index, s. v. মুফ্লিহ্।

G. Makdisi (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্ন মুফার্রিগ (ابن مفرغ) ঃ আবূ 'উছ্মান য়াযীদ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন রাবী'আঃ ইব্ন মুফার্রিগ আল-হিম্য়ারী, ১ম/৭ম শতাব্দীর বস্রার একজন নিম্ন স্তরের কবি। তাঁহার হিম্য়ারী বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে এবং সম্ভবত তাঁহার পূর্বপুরুষ মুফার্রিগ একজন ক্রীতদাস ছিলেন। ইব্ন মুফার্রিগের জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৩৬-৪০/৬৫৭-৬০ সালের দিকে যখন আহ্ওয়াযের এক ইরানী রমণীর সহিত তাঁহার প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। পরবর্তীকালে তিনি 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী বাক্রাঃ [দ্র.] এবং সা'ঈদ ইব্ন 'উছ্'মান ইব্ন 'আফ্ফানের সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে যখন তিনি ৫৪/৬৭৪ সালে সিজিস্তান অভিমুখে 'আব্বাদ ইব্ন যিয়াদ [দ্র.]-এর অনুগামী হইতে মনস্থ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শীঘ্রই সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে এবং কবি কিছুকালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। মুক্তি লাভের পর তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু এক শহর হইতে আর এক শহরে ঘোরাফেরা করিতে বাধ্য হন এবং যিয়াদ পরিবারের কুৎসা গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। অবশেষে তিনি বস্রায় 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ (দ্র.)-এর হাতে গ্রেফ্তার হন। 'উবায়দুল্লাহ তাঁহাকে আদিম পন্থায় শাস্তি দান করিতে মনস্থ করেন। তাঁহাকে রেচন গলধকরণে বাধ্য করিয়া একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করান হয় এবং গাধাটির সঙ্গে একটি শূকরী ও একটি বিড়াল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর এই অদ্ভুত পন্থায় তাঁহাকে দিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করান হয়। ইব্ন মুফার্রিগ-কে অতঃপর 'আব্বাদের নিকট প্রেরণ করা হয় যিনি তাঁহাকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এইবার একমাত্র দামিশকের য়ামানীগণের হস্তক্ষেপের কারণে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অবশেষে য়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়াঃ তাঁহার প্রতি সদয় হন এবং 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নিকট হইতে ক্ষমা লাভের পর তিনি কিরমানে বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। ৬৪/৬৮৪ সালে য়াযীদ মৃত্যুবরণ করিলে ইব্ন মুফার্রিগ তাঁহার নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন, সেখান হইতে পূর্বেই

'উবায়দুল্লাহ্‌কে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। ৬৯/৬৮৯ সালে প্লেগের মহামারীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইব্ন মুফার্‌রিগের দুঃসাহসিক অভিযানসমূহে কিছুটা লোককাহিনীর রং চড়ান হইলেও তাঁহার জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তাঁহার বিদ্যমান কবিতাসমূহে ইহার ছাপ সুস্পষ্ট। যদিও মূলত একজন প্রাদেশিক কবির ঘটনা বিরল জীবন তাঁহার জন্য সম্ভবত নির্ধারিত ছিল, যাহার প্রধান কাজ হইত স্থানীয় অভিজাত মহলের দান-দক্ষিণা আহরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তবুও তিনি অদৃশ্য পরিস্থিতির চাপে এক প্রকারের বিতর্কিত কবিতে পরিণত হইয়াছিলেন, যাঁহার সাহিত্যকর্ম গঠন ও সৌকর্যের তুলনায় বিষয়বস্তুতে অধিকতর মূল্যবান এবং যাহা যিয়াদ পরিবার ও পরোক্ষভাবে উমায়্যা বংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের কারণে অংশত সংরক্ষিত আছে। রীতিসম্মত বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁহার সহিত যে খারাপ ব্যবহার করা হয় তাহার ফলে সৃষ্ট এই বিরোধিতা এক যুদ্ধংদেহী মানসিকতার জন্ম দেয় এবং ইহারই ফলশ্রুতিতে কবির বংশধরগণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে পক্ষ অবলম্বন করেন। বস্তুত তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ একজন খারিজী ছিলেন এবং পৌত্র ইসমা'ঈল আস-সায়্যিদ আল-হিময়ারী (দ্র.) একজন শী'ঈ কবি হিসাবে দুর্নাম অর্জন করিয়াছিলেন।

ইব্ন মুফার্‌রিগের দীওয়ান কখনও একত্র করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সাহিত্যকর্মের মধ্যে কেবল ৩০০টি শ্লোক আদাব, ব্যাকরণ ও অভিধানের বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে (তিনি বিশেষ করিয়া ৩১, ১ পংক্তিতে আল্লাযী-র স্থলে হায়া ব্যবহার এবং তাঁহার অশ্বতর 'আদাসের নাম সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন)। তাঁহার যৌবনকালের প্রেমের কবিতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রশংসায় রচিত কবিতায় কোনরূপ মৌলিকত্ব নাই, কিন্তু অপর পক্ষে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে রচিত তীব্র নিন্দাপূর্ণ রচনায় কিছু কিছু মৌলিক উপাদান রহিয়াছে, বস্‌রাবাসিগণ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল বলিয়া উহা হইতে তাহারা আনন্দ অনুভব করিত। ফারসী ভাষায় কবিতার তিনটি পংক্তিও উক্ত রচনার অন্তর্ভুক্ত যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই ভাষাটি বস্‌রায় পরিচিত ছিল। পরিশেষে উল্লেখ্য যে, আল-আস্‌মা'ঈ তাঁহার বিরুদ্ধে তুব্বা' (দ্র.)-র জীবন-চরিত ও তাঁহার কবিতা আবিষ্কারের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছুই জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জ : (১) বালায়ুরী, আনসাব, ৪খ, ৭৭ প.; (২) ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাত, পৃ. ১৪৩-৪; (৩) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, পৃ. ৩১৯-২৪; (৪) তাবারী, ২খ, ১৯১-৫; (৫) আগ'ানী, ১৭খ, ৫১-৭৩; (৬) বাগ্‌'দাদী, খিযানাঃ, কায়রো, ৪খ., ২৪৪-৫১; (৭) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৫খ, ৩৮৪-৪০৯; (৮) ইব্নু'ল-আছীর, ৩খ, ৪৩১-৩; (৯) য়া'কূত, ইর্‌শাদ, ৭খ, ২৯৭-৮; উদাবা', ২০খ, ৪৩-৬; (১০) H. Lammens, Le califat de Yazid Ier, in MFOB, ৫/১, ১২৫-৭; (১১) O. Rescher, Abriss, ১খ, ১৫৭-৬১; (১২) C. Z. Nallino, Letteratura, পৃ.১৩৪ (ফরাসী অনু. ২০৭); (১৩) Brockelmann S I, ৯২; (১৪) G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, প্যারিস ১৯৬৩ খৃ., ৩২; (১৫) ঐ লেখক, Les premiers poetes persans, প্যারিস-তেহ্‌রান ১৯৬৪ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৬) আবু'ল-ক'াসিম হ'াবীব আল-লুহা 'নাবীদ,' ইব্ন মুফার্‌রিগ দার সীস্তান in Rev. Fac. Let. de Meched, ১/২ (১৯৬৬ খৃ.), ৪৭-৭০; (১৭) Ch. Pellat, Li poite Ibn Mufarrig et son oeuvre, in Mel. Lonis Massignon, ৩খ, ১৯৫-২৩২।

Ch. Pellat (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্ন মুযাহিম (দ্র. নাস্‌র ইব্ন মুযাহিম)

ইব্ন মুয়াস্‌সার (ابن ميسر) ঃ তাজু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন জালাব রাগি'ব, ৬২৮-৭৭/১২৩১-৭৮, মিসরীয় ইতিহাসবিদ। রাগি'ব নামক জনৈক মিসরীয় আমীর কর্তৃক তিউনিসিয়া হইতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রথমদিকে আনীত জনৈক তিউনিসিয়াবাসীর বংশধর বলিয়া তাঁহাকে (ইব্ন জালাব রাগিব) উক্ত উপনাম দেওয়া হইয়াছিল। সুলত'ান স'লাহু'দ-দীনের নূতন সেনাবাহিনী গঠিত হইলে উক্ত পরিবার সামরিক পেশা হইতে বাদ পড়ায় বেসামরিক জীবনে প্রবেশ করে। মাতৃকুলের জনৈক পূর্বপুরুষ যিনি ফাতি'মী শাসনামলে একজন আমীর ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিকট হইতে তিনি ইব্ন মুয়াস্‌সার নাম প্রাপ্ত হন। ইব্ন মুয়াস্‌সার প্রণীত Annales d'Egypte গ্রন্থটি (সম্পা. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খৃ.; তু. G. Wiet, in JA, ১৯২১ খৃ.) অসম্পূর্ণ ও মাকরীযীর কপি হইতে গৃহীত একমাত্র পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত। মাকরীযীর কপি সম্ভবত পূর্ণ ও ত্রুটিহীন ছিল না। পাতাগুলির সঠিক ক্রমপুনরুদ্ধারের পর যে মূল পাঠ স্পষ্ট হয় তাহাতে ৪৩৯-৫৫৩/১০৪৭-১১৫৮ সন (৫০২-১৪ সনের ফাঁক ব্যতীত) পর্যন্ত সময়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; এতদসঙ্গে ৩৬২-৫/৯৭৩-৬ সন ও ৩৮১-৭/৯৯১-৭ সনের ইতিহাসের দুইটি উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ফাতি'মীদের ইতিহাসের জন্য আন-নুওয়ায়রীর নিহায়া গ্রন্থে যে প্রচুর সাহায্য লওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা আমরা ৫০২-১৪ সন পর্যন্তের ফাঁক পূরণ এবং উহা যে আয়্যূবী যুগ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারি, সম্ভবত সকল ঘটনা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ইহা স্থির করা আরও শক্ত যে, উপরিউক্ত দুইটি অসম্পূর্ণ অংশ সত্য সত্যই ৪র্থ/১০ম শতকের কোন বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করে। পরবর্তী লেখকগণ সাধারণত বলেন যে, মুয়াস্‌সার আল-মুসাব্বিহীর ইতিহাসের জের টানিয়াছেন যদিও তাঁহার রচনাশৈলীর মান আল-মুসাব্বিহীর ইতহাসের মান অপেক্ষা নিম্নতর। কিন্তু যদি উভয় অসম্পূর্ণ অংশ সত্যিকারভাবে ইব্ন মুয়াস্‌সারের রচনা হইয়া থাকে, তবে ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, আল-মুসাব্বিহী ইতিপূর্বে যে কালের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহাই ইব্ন মুয়াস্‌সার আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আল-মুসাব্বিহীর সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ তুলনা সম্ভব নহে, যেহেতু তাঁহার ইতিহাসের একমাত্র যে অংশটি বিদ্যমান তাহা ইব্ন মুয়াস্‌সারের ইতিহাসের সময়কালের আওতায় পড়ে না; তবুও আল-মাকরীযীর ইত্তি'আজ গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমানে যতটুকু তুলনা সম্ভব তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৩৮১-৭ সনের অংশটি নিশ্চিতই আল-মুসাব্বিহীর সংক্ষিপ্তসার। অপর যে অংশে মুসাব্বিহীর পূর্বেকার ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তিনি তাহার নাম উল্লেখ না করিয়া ইব্ন যূলাক-এর গ্রন্থ হইতে নকল করিয়াছেন। History of the Kadis of Egypt গ্রন্থে (সম্পা. R. Guest) ইব্ন মুয়াস্‌সারের ফাতি'মী যুগের পূর্বেকার অনুচ্ছেদসমূহও উদ্ধৃত হইয়াছে; তবে উহা মিসরীয় কাদীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত অন্য কোন গ্রন্থের অংশ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, উক্ত ইতিহাসের যে প্রধান অংশে ৫ম/১১শ ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের

ফাতি'মী শাসনের বিবরণ রহিয়াছে উহা জনৈক আল-মুহান্নাক লিখিত অধুনালুপ্ত কোন গ্রন্থের ভিত্তিতেই প্রধানত রচিত হইয়াছে, যাহা ইব্‌ন জাফিরও ব্যবহার করিয়াছেন। যে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সূত্র অবলুপ্ত ইহাতে তৎসম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও মৌলিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Masse সম্পাদিত Annales de Egypte-এর ভূমিকা; (২) Cl. Cahen, Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides, in BIFAO, xxxvii (১৯৩৭ খৃ.), উহাতে আরও সূত্রাদি উল্লিখিত হইয়াছে; (৩) Fr. Rosenthal, A History of Muslim historiography, নির্ঘণ্ট।

Cl. Cahen (E.I[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ইব্‌ন মুলজাম (ابن ملجم) ঃ 'আবদু'র-রাহ'মান আল-মুরাদী, ৪০/৬৬১ সনে খলীফা 'আলী (রা)-র হত্যাকারী। কিন্দা গোত্রের ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত 'আবদু'র-রাহ'মান, আল-বুরাক ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ও 'আমর ইব্‌ন বাক্‌র আত-তামীমীসহ (এই তিনজনই খারিজী) হ'াজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার পর মক্কায় একত্রে মিলিত হইয়া হযরত 'আলী (রা), হযরত মু'আবিয়া (রা) ও হযরত 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা)-র ভুলের কারণে জনগণ যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিল। নাহরাওয়ান (দ্র.)-এর নিহত তাহাদের সহচরগণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা উক্ত তিন সাহ'াবীকে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রত্যেকে তাহার শিকার স্থির করিয়া এবং একই দিনে (১৭ রামাদান) আঘাত হানিবার জন্যে একমত হইয়া তাহারা যথাক্রমে কূফা, দামিশক ও মিসরে গমন করিয়াছিল। ইব্‌ন মুলজাম কূফায় স্বগোত্রীয় কিনদার লোকদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তবে গোপন রহস্য ফাঁস হইবার ভয়ে সে তাহার পরিকল্পনা সম্পর্কে কাহাকেও অবহিত না করার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। একদিন সে তায়মু'র-রিবাব গোত্রের কতিপয় সদস্যের (যাহারা নাহরাওয়ানে তাহাদের নিহত দশ জন সদস্যের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছিল) সহিত ও বিশেষ করিয়া ক'াতামি বিনতু'শ-শিজনা (قطام بنت الشجنة) নামক এক মহিলার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিল। উক্ত মহিলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল। কয়েকটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তাহার প্রস্তাবে মহিলাটি সম্মত হয়। এই সকল শর্তের মধ্যে ছিল বিবাহের যৌতুক হিসাবে তিন সহস্র দিরহাম, একজন ক্রীতদাস, একজন দাসী ও 'আলী (রা)-র হত্যা। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে সে তাহার পিতা ও ভ্রাতাকে হারাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বাসনা পোষণ করিতেছিল। ফলে সে তাহার এই অনুরোধের সপক্ষে কেবল চাপই প্রয়োগ করে নাই, বরং হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার গোত্রের ওয়ারদান নামক এক ব্যক্তিকে ইব্‌ন মুলজামের কার্যে সহায়তার জন্য নিয়োজিত করে। অপরপক্ষে ইব্‌ন মুলজাম আশজা' গোত্রের শাবীব ইব্‌ন বাজারা নামক এক ব্যক্তিকে তাহার এই দুঃসাহসিক সংকল্পে সহায়তা করিবার জন্য প্ররোচিত করে। এই কর্ম সম্পাদনের পূর্বের রাত্রিতে জামি' মসজিদের অভ্যন্তরে ইবাদাতের জন্য একটি তাঁবুতে কাতামি প্রবেশ করে এবং সেইখানে ষড়যন্ত্রকারিগণ কাতামির সঙ্গে সাক্ষাত করে। এই সময় একটি রেশমী ফিতা দ্বারা তাহারা তাহাদের বক্ষ বন্ধন করে (এই অদ্ভুত আচরণের সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না)। প্রত্যূষের প্রাক্কালে স'ালাতের উদ্দেশে জামি' মসজিদে প্রবেশের জন্য 'আলী (রা) যেই দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন, তরবারী দ্বারা সজ্জিত হইয়া উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় সেই পথে অবস্থান গ্রহণ করে। খলীফাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে শাবীব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার তরবারি দরজার চৌকাঠে লাগিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে সে পলায়ন করিয়া জনতার মধ্যে হারাইয়া যায়। ওয়ারদান সন্তর্পণে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া চাচাতো ভাই কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। কারণ সে ওয়ারদানকে বক্ষ হইতে রেশমী ফিতার বন্ধন খুলিতে দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছিল। এইভাবে একমাত্র ইব্‌ন মুলজাম উক্ত কর্মের জন্য রহিয়া গেল। "বিচার একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, হে 'আলী! তোমার ও তোমার সঙ্গীদের হাতে নয়" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সে 'আলী (রা)-র শিরোপরি আঘাত করিয়া তাঁহাকে আহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার পর পলাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয় এবং আবু আদমা নামক একজন হ'ামাদানী কর্তৃক ধৃত হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। আহত অবস্থায় 'আলী (রা) গৃহে নীত হইলেন। ঘাতক ইব্‌ন মুলজামকে 'আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত করা হইল। সে ঘোষণা করিল যে, চল্লিশ দিন ধরিয়া সে তরবারি শানিত করিয়াছে এবং নিকৃষ্টতম লোককে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। 'আলী (রা) উত্তরে বলিলেন, তিনি ইব্‌ন মুলজামকেই এই তরবারি দ্বারা নিহত দেখিয়াছেন এবং তাহাকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন।

আত-তাবারীর উল্লিখিত ইতিবৃত্তের উপর ভিত্তি করিয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে পেশ করা হইল, কিন্তু অন্যান্য উৎসে বিভিন্ন রকমের বিশদ বিবরণ ও আলোচনা লক্ষ্য করা যায় যাহার উপর আকর্ষণীয় মন্তব্য সম্ভব।

ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের নাম ঃ কেবল ইস্‌তী'আব-এর (৪৮১) সূত্রে জানা যায় যে, নাহরাওয়ান যুদ্ধে রক্ষাপ্রাপ্ত একজন খারিজী কর্তৃক 'আলী (রা)-র হত্যার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। কবি নাজাশীর কিছু শ্লোকে (আল-বালাযু'রী, পত্র, ৫৮৫, পৃ. ২২) এই অপরাধে ইব্‌ন মুলজামকে প্ররোচিত করার জন্য মু'আবি'য়ার প্রশংসা করা হইয়াছে। 'আলী (রা)-র হত্যাকারী কুন্‌য়া (উপনাম) দ্বারা পরিচিত ইব্‌ন মুলজামের প্রকৃতপক্ষে নাম ছিল 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন মুলজাম (আত-ত'াবারী, পৃ. ৩৪৬;, আল বালাযু'রী, পত্র ৫৭৬, পং ২২; ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩২৫)। তাহার প্রতি কয়েকটি নিস্‌বা (সম্বন্ধবোধক বিশেষণ) আরোপ করা হয়ঃ আল-হিম্‌য়ারী, আল-মুরাদী ও আল-কিন্দী কেননা সে ছিল (কিন্দা গোত্রের জাবালা শাখার হালীফ (মিত্র) ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২৩; আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৭৭, পৃ. ২২; ইব্‌নু'ল-আছ্'ীর, উস্‌দ, পৃ. ৩৬) অথবা সম্ভবত বানূ হানীফার হ'ালীফ (ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩২৫), এমন কি তাহাকে আল-মিস্‌রীও বলা হয় (ইব্‌ন কাছ্'ীর মাত্র, ঐ)। আল-মাস'উদী (পৃ. ৪২৬) আত-তুজীবীও যোগ করিয়াছেন (তুজীবী মুরাদ গোত্রের উপশাখা)। ইস্‌তী'আব (পৃ. ৪৮১, ইব্‌ন শাহরাশূব কর্তৃক অনুসৃত, পৃ.৯৩) এই নিসবাটিকে ইস্‌তী'আব আত-তাজূবী আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাখায় বলেন যে, তাজুব হিময়ার গোত্রের একটি শাখা যাহাকে মুরাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এই সূত্র অপর একটি নিসবা আস্‌-সাকূনীও যোগ করিয়াছে।

আল-বুরাক ছিল ডাক নাম; মু'আবিয়া (রা)-কে হত্যা করিবার জন্য যেই লোকটি অগ্রসর হইয়াছিল তাহার আসল নাম আল-হ'াজ্জাজ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ অথবা ইব্‌ন বাক্‌র (বালাযু'রীর মতে, পত্র

৫৭৬, পং ২২ ও ৫৭৭, পং ২২), আর তাহার নিস্‌বাগুলি ছিল আস্‌-সারীমী (আল- বালাযুরী, পত্র ৫৭৭, পং ২২; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৪, ৫৪৯, ৫৫২; আল-মাস'ঊদী, পৃ. ৪২৭) ও আত-তামীমী আস-সারীমী (ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩২৫); আদ-দীনাওয়ারী (পৃ. ২২৭) একাই এই ষড়যন্ত্রকারীর নাম আন-নাযযাল ইব্‌ন 'আমির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যেই 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা)-কে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল সে ছিল, ইব্‌ন সা'দ (পৃ. ২৩)-এর মতে, বুকায়র (বাক্‌রের স্থলে)-এর পুত্র, তবে উসদু'ল-গা'বা (পৃ. ৩৬) অনুসারে তাহাকে 'উমার ইব্‌ন বুকায়র নামে অভিহিত করা হইত; আস-সা'দী ছিল তাহার দ্বিতীয় নিস্‌বা। অন্যান্য উৎসে তাহাকে একজন পারস্যের অধিবাসী হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ এই উৎসসমূহ তাহাকে যাদাওয়ায়হ অথবা যাযাওয়ায়হ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫৩; আল-বালাযুরী, পত্র ৫৭৬, ২২ পংক্তিতে যাযাওয়ায়হ-এর সহিত 'আম্‌র সংযুক্ত করা হইয়াছে), উক্ত ব্যক্তি বানু'ল-আনবার ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন তামীম-এর মাওলা বা মিত্র (আল-বালাযুরী, পত্র, ৫৭৮, ১৮-২২ পংক্তিতে বানূ হা'রিছা ইব্‌ন কা'ব ইবনি'ল-'আনবার-এর মাওলা হিসাবে নির্দেশ করিয়াছে)। আদ-দীনাওয়ারী অপর সকল উৎস হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া তাহাকে 'আবদুল্লাহ মালিক আস-সায়দাবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

খারিজীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত আল-মাদাইনীর একটি বিবরণে (আল-বালাযুরী, পত্র ৫৮৪, ২২ পং.), যদিও তাহা মিথ্যা (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯) বলা হইয়াছে যে, ষড়যন্ত্রকারীত্রয় মুলজামের পুত্র ছিল এবং তাহারা যথাক্রমে 'আবদু'র-রাহ'মান,কায়স ও য়াযীদ নামে পরিচিত ছিল। উক্ত উৎসে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের পিতা মুলজাম তাহাদেরকে উক্ত অপরাধ সংঘটিত করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মাতা উহা করিতে তাহাদেরকে উৎসাহিত করিয়াছিল। এই সব বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উপসংহারে বলা যায় যে, সাধারণভাবে বিভিন্ন মতের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা অতি ক্ষীণ এবং উহাকে 'আরবী পঠনের বিভিন্নতার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তবে এই তথ্য হইতে এই ধর্মোন্মত্ত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে পরিষ্কার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

নিজের ভাগ্য সম্পর্কে 'আলী (রা)-র ভবিষ্যত জ্ঞান অনেকদিন পূর্ব হইতে 'আলী (রা) জানিতেন যে, তিনি নিহত হইবেন। কারণ মহানবী (স) তাঁহাকে এই সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলেন অথবা তিনি উহার পূর্বলক্ষণের আভাস পাইয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২; আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৮২, পং ১৮)। বিভিন্ন বৃত্তান্তের উপর ভিত্তি করিয়া কতিপয় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, মুহা'ম্মাদ (স)[অথবা 'আলী (রা)] ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শেষোক্তের মস্তক হইতে প্রবাহিত শোণিতধারায় 'আলী (রা)-র শ্মশ্রু রঞ্জিত হইবে (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২১, ২২, ২৩; আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৮২, পং ১৮ ও ২২; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৪, ৫৭৯ প.; আল-মাস'ঊদী, পৃ. ৪৪০; আল-ইসফাহানী, মাকাতিল, পৃ. ৩১; ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব, পৃ. ৯৩ ইত্যাদি)। পাঠান্তরে অপর একটি বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করে যে, মুহ'াম্মাদ (স)-এর মত অনুযায়ী আখিরাতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে নবী সা'লিহ (আ)-এর উস্ত্রীর হত্যাকারী (দ্র. কু'রআন, ৯১ : ১১-১২ ও ২৬-১৫৫-৫৭) এবং তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম যে, 'আলী (রা)-কে হত্যা করিবে। সাধারণভাবে শেষোক্ত জন অর্থাৎ 'আলী (রা)-ই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলিয়াছেন (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২, ২৩ ইত্যাদি)। এই দুই প্রকার বৃত্তান্তের (রক্তরঞ্জিত শ্মশ্রু ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তি) বৈশিষ্ট্যের মূল সুর কোন কোন সময় একীভূত একটি বর্ণনার মাধ্যমে পেশ করা হইয়াছে (দ্র. ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২১; আল-মুফীদ, পৃ. ১৩; ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ, পৃ. ৪২)। 'আলী (রা) তাঁহার উপর হামলার পূর্বের রাত্রিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অদৃষ্টের পরিণতি আসন্ন প্রায়। অতি প্রত্যূষে যখন তিনি সালাতের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন তখন রাজহংসীগুলি শব্দ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিল। এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এই রাজহংসীগুলিই তাঁহার জন্য বিলাপকারিণী (আল-মাস'ঊদী, পৃ. ৪৩১; আল-য়া'কূ'বী, ২৫২; আল-মুফীদ, ১৫)। প্রধানত শী'আ রচয়িতাগণ এই বিষয়ের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, 'আলী (রা) পূর্বাহ্নে তাঁহার আসন্ন ভাগ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কিন্তু উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্থলে অপর ব্যক্তিকে মসজিদে সালাত পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করিতে সম্মত হন নাই, বরং মৃত্যুভয় না করা সম্পর্কিত কু'রআনের আয়াত আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি তাঁহার অন্তিম পরিণতির সহিত সাক্ষাত করিতে বাহির হইয়াছিলেন (আল-মুফীদ, পৃ. ১৫; ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব, পৃ. ৯৩)।

এমন কি 'আলী (রা) আরও কিছু আগাম বলিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি ইব্‌ন মুলজামের মনোভাব অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, ইব্‌ন মুলজামই তাঁহার হত্যাকারী (আল-য়া'কূ'বী, পৃ. ২৫১; আল-মুফীদ, পৃ. ১৩) অথবা 'নিকৃষ্টতম ব্যক্তি'। 'আলী (রা) খিলাফাত লাভ করার পর ইব্‌ন মুলজামকে দুই অথবা তিনবার দর্শন দান হইতে বিরত থাকেন (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২; আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৮২, পং ১৮; মাকাতিল, পৃ. ৩১; আল-মুফীদ, পৃ. ১৩) একদা কোন এক গোসলখানায় ইব্‌ন মুলজাম প্রবেশ করিলে 'আলী (রা) ও তাঁহার পুত্র ইব্‌নু'ল-হানাফিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২; আল-বালাযুরী, পত্র ৫৮২, পং ২২; উস্‌দুল-গা'বা, পৃ. ৩৫)। 'আলী (রা) একটি কবিতায় অভিযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত মুরাদী তাঁহার হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল, অথচ তিনি তাহাকে কিছু উপহার দিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২, আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৮৩, পং ২২; মাকাতিল, পৃ. ৩১) এবং সে তাহার হত্যার পরিকল্পনা কার্যত বাস্তবায়িত করিয়াছিল (ইসতী'আব, পৃ. ৪৮১)। এইভাবে 'আলী (রা) ও ইব্‌ন মুলজামের মধ্যকার সম্পর্কে অবনতি ঘটে। এতদ্‌সত্ত্বেও 'আলী (রা) তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২ঃ তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে চাও, যে আমাকে এখনও হত্যা করে নাই?), এমন কি মুরাদ গোত্রের কোন সদস্য দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁহাকে সতর্ক করিলেও (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২২) অথবা ইব্‌ন মুলজামের নিকট হইতে হত্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শ্রবণকারী ব্যক্তির সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই (আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৭৯, পং ২২; আত'-তাবারী, পৃ. ৩৪৫৯=৬০; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯, ৫৫২; তু. আদ-দীনাওয়ারী, পৃ. ২২৮)। তিনি কেবল এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন যে, ভাগ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দুইজন ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করিয়া থাকে (আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৮২, পং ১৮)।

কাতামি ঃ একাধিক উৎসে তাহার উদ্ধৃতি থাকায় কাতামি নামের কোন মহিলার অস্তিত্ব ও তায়মুর রিবাব গোত্রে তাহার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বর্ণনার বিভিন্নতা প্রধানত তাহার পিতার নাম ও গৌণ

খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আশ-শিজ্‌না অথবা শিজ্‌না যেমন ইব্‌ন সা'দ-এ, পৃ. ২৩; বালাযু'রী, পৃ. ৫৭৮, পৃ ১৮, কর্তৃক সংগৃহীত একটি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে)-এর পরিবর্তে আমরা বালাযু'রী (পৃ. ৫৭৬, পং ২২) ও আল-মুবাররাদ গ্রন্থে 'আলকামা নাম পাই (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯; সম্ভবত উল্লাফা পড়িতে হইবে কারণ ইব্‌ন দুরায়দ আল-ইশ্‌তিকাক গ্রন্থের, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১১৪., বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে পরবর্তীকালের খারিজী বিদ্রোহী হিলাল ও আল- মুস্‌তাওরিদ-এর ভগ্নী)। মাকাতিল (পৃ. ৩২), আল-মুফীদ (পৃ. ১৬) ও ইব্‌ন শাহরাশূব (পৃ. ৯৪)-এর সূত্রে আশ-শিজনার স্থলে আল-আখ্‌দার ইব্‌ন শিজনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে (কিন্তু বালাযুরীর মতে আল-আখ্‌দার তাহার ভ্রাতার নাম যে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল) অথবা আশ-শিজনার স্থলে নাম পাই সাব্‌খা (যথা) ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যাহ্‌ল ইব্‌ন তায়ম আর-রিবাব (উস্‌দ, পৃ. ৩৬; ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২৩ঃ 'আলীর স্থলে 'আদী)। কেবল আল-মাস'উদীর সূত্রে (পৃ. ৪২৭) বর্ণিত হইয়াছে যে, কাতামি ছিল ইব্‌ন মুলজামের চাচাত ভগ্নী, কিন্তু তাহাকে তায়মুর রিবাব গোত্রভুক্ত করা হয় নাই। ইসতী'আব-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার গোত্রের নাম বানূ 'ইজ্‌ল ইব্‌ন লাখীম। তাহার ভ্রাতা নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল (আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৭৬, পং ২২; ইমামা, পৃ. ২৫৪)। নিহত এই ভ্রাতা আল-আসবাগ হিসাবে পরিচিত (ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব, পৃ. ৯৪)। ইব্‌ন মুলজাম কাতামিকে বিবাহ করিয়াছিল এবং যখন সে 'আলী (রা)-র হত্যার পরিকল্পনায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছিল তখন কাতামিই তাহাকে উহা বাস্তবায়িত করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল, (আল-বালাযুরী, পত্র ৫৭৬ পং ২২; ইমামা, পৃ. ২৫৪; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯; ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩২৬, ৩২৮)। ইব্‌ন কাছীর (পৃ. ৩২৮)-এ একটি ব্যতিক্রমী বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কাতামি ইব্‌ন মুলজামকে সঙ্গে লইয়া মসজিদে গিয়াছিল এবং সেইখানে তাহার জন্য একটি তাঁবু খাটাইয়াছিল। 'আলী (রা)-র বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ব্যাখ্যায় কোন কোন শী'আর মত এই যে, ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য কাতামি এক প্রকার বিশেষ খাদ্য (মাদক দ্রব্যমিশ্রিত?) প্রস্তুত করিয়াছিল এবং 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা)-এর কোন প্রতিনিধি হইতে ওয়ারদান এক বিরাট অংকের অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল (ইব্‌ন শাহরাশূব, পৃ. ৯৫)।

আল-আশ'আছ ইব্‌ন কায়স (দ্র.) **ও ষড়যন্ত্র ঃ** বিভিন্ন উৎস হইতে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি 'আলী (রা)-র হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিল। হত্যার পূর্ব রাত্রিতে জামি মসজিদের এক কোণে ইব্‌ন মুলজাম তাহার সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিল। প্রত্যূষের প্রাক্কালে সে ইব্‌ন মুলজামকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছিল যাহাকে হুজ্‌র ইব্‌ন 'আদী (রা) ষড়যন্ত্রের পরোক্ষ ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি খলীফাকে এই বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খুব দেরীতে পৌঁছিয়াছিলেন, অধিকাংশ উৎসে দ্ব্যর্থক উক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, "শুভ প্রভাত তোমার জন্য উদিত হইয়াছে", কিন্তু শী'আ রচয়িতাগণ ও শী'আদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মতে ইহা ইব্‌ন মুলজামের জন্য প্রকাশ্য উৎসাহ হিসাবে বিবেচিত হয়, "মুক্তি, মুক্তি! শুভ প্রভাত তোমার জন্য উদিত হইয়াছে" (মাক'াতিল, পৃ. ৩৩; আল-মুফীদ, পৃ. ১৭; ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ, পৃ. ৪৩)। ভিন্নতর বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইব্‌ন মুলজাম ও আল-আশ'আছ-এর মধ্যে আলোচনা শেষোক্ত ব্যক্তির মসজিদে (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২৪; উস্‌দ, পৃ. ৩৭) অথবা তাহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 'আলী (রা)-র হত্যার পর আল-আশ'আছকে অভিযুক্ত করিয়া হুজর (রা) বলিয়াছিলেন, "তুমিই সেই ব্যক্তি, যে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে" (আল-বালাযুরী, পত্র ৫৭৯, পং ১৮; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৮১)। এক মাস যাবত ইব্‌ন মুলজাম আল-আশ'আছ-এর সঙ্গে থাকিয়া তরবারি শাণিত করিয়াছিল (আল-য়া'কূ'বী, পৃ. ২৫১)। আল-মাস'উদী অন্যান্য গ্রন্থকার হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে ইব্‌নু'ল আশ'আছ উক্ত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল, কিন্তু সে এইজন্য ইব্‌ন মুলজামের উপর দোষারোপ করে। অপর এক ভাষ্য (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫০) হইতে জানা যায় যে, সে 'আলী (রা)-কে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু 'আলী (রা) উত্তর দিয়াছিলেন যে, এখনও পর্যন্ত ইব্‌ন মুলজাম তাহাকে হত্যা করে নাই। এই সব বর্ণনা হইতে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহার উপর সন্দেহ পোষণের, এমন কি আনুগত্য প্রদর্শনের উপর ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

হত্যার বিশদ বিবরণ, ইব্‌ন মুলজামের সহচরদের নাম ও তাহাদের পরিণতি ঃ ১৭ রামাদ'ানের পরিবর্তে 'আলী (রা)-র হত্যার জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ইমামা (পৃ. ২৫৭) হত্যার তারিখ হিসাবে ২০ রামাদ'ান,আল-মুবাররাদ (পৃ. ৫৪৯) ২১ রামাদ'ান, আল-মাস'উদী (পৃ. ৪২৭) ১৭ অথবা ২১ রামাদান ও মাকাতিল (পৃ. ৩৩) ১৯ অথবা ১৭ রামাদ'ান উল্লেখ করিয়াছেন (অধিকন্তু তু. আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৭৮, পং ২২)। কিন্তু আল-মুফীদের মত অনুযায়ী (পৃ. ১৬) শেষোক্ত (১৭) তারিখকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ সংযোজন করিয়াছেন, যেহেতু ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাস যে, তাহাদের এই কর্ম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎসর্গস্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট অগ্রাধিকার লাভ করে এমন একটি উৎসর্গ যাহা সম্পন্ন হয় শুভ লগ্নে, সেহেতু ১৯ তারিখের রজনীকে [উনিশের রাত্রি আল-কাদর-এর রজনী হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় (দ্র. রামাদ'ান)] এই কাজের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল। উপরন্তু ইহাও বলা হয় যে, 'আলী (রা)-র মৃত্যু তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না; তবে ইহা ১১ হইতে ২১ রামাদ'ানের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল (দ্র. Caetani, 97-8)। আক্রমণের দুই অথবা তিন দিন পর তিনি ইনতিকাল করেন (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫১ প্রভৃতি)। শাবীব ছিল নাজ্‌দা (বাজারা-এর স্থলে)-এর পুত্র ও তাহার নিসবা ছিল আল- আশজা'ঈ আল-হারুরী (আল-মাস'উদী, পৃ. ৪২৮; ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩২৬)। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইব্‌ন বাজারাই সেই ব্যক্তি, যে 'আলী (রা)-কে আহত করিয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য নয় (আল -বালাযু'রী, পত্র ৫৮৪, পং ১৮)। প্রকৃতপক্ষে তাহার তরবারি লক্ষ্যচ্যুত হইলে সে পলায়ন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে শাসনকর্তা আল-মুগীরা (রা) তাহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। কারণ সে বিদ্রোহী হইয়া কূফা অঞ্চলে তৎপরতা চালাইতেছিল। আযরাকীদের পন্থায় সে জনগণকে তাহাদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া আতঙ্কিত করিয়া তুলিত (আল-বালাযু'রী, পত্র ৫৭৯, পং১৮)। ওয়ারদান ছিল মুজালিদ-এর পুত্র (মাক'াতিল, পৃ. ৩২; আল-মুফীদ, পৃ. ১৬; ইব্‌ন আবি'ল হ'াদীদ, পৃ. ৪৩)। কিন্তু আল-মাস'উদী (পৃ. ৪২৭)-র মতে তাহাকে মুজাশি' ইব্‌ন ওয়ারদান হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আদ-দীনাওয়ারী শাবীব অথবা ওয়ারদান কাহারও উল্লেখ করেন নাই। আল-বালাযু'রীর একটি বর্ণনায় (পত্র ৫৭৮, পং ২২) ওয়ারদানের

কোন উল্লেখ নাই এবং উহার অপর একটি বর্ণনায় (পত্র ৫৭৯, পং ১৮) চাচাত ভাই কর্তৃক হত্যার বৃত্তান্তসহ তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কয়েকটি উৎসের সূত্র (আল-মাস'উদী,পৃ. ৪৩৩; মাকাতিল, পৃ. ৩৫ ও শী'ঈ রচয়িতাগণ যাহারা সাধারণভাবে ইহাকে অনুসরণ করে; আল-মুফীদ, পৃ. ১৭ প্রভৃতি) হইতে জানা যায় যে, ওয়ারদান নয়, বরং শাবীব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার চাচাত ভাই অথবা আপন ভাই কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, অপরপক্ষে ওয়ারদান পলায়ন করিয়াছিল। আক্রমণের পর ইব্‌ন মুলজামকে পাকড়াও করিয়াছিল সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। আল-মুবাররাদের বর্ণনা অনুযায়ী (পৃ. ৫৪৯, ৫৫০ ও তু. আল-বালাযুরী, পত্র ৫৭৯, পং ১৮ আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৩১, মাকাতিল পৃ. ৩৫ প্রভৃতি) এই ব্যক্তিটি ছিল আল-মুগীরা ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌নু'ল-হারিছ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুত্তালিব (হাদারামাওতী আবূ আদমা নয়) ও আল-য়া'কূবী (পৃ. ২৫২)-র মতে উক্ত ব্যক্তি কুছাম ইব্‌নি'ল-'আব্বাস। কথিত আছে, সেই সময় ইব্‌ন মুলজাম চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "হে 'আলী! তোমার কুকুর হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

ইব্‌ন মুলজামের শাস্তি ঃ সকল উৎসেই পবিত্র আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'আলী (রা) একজন সাবধানী ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ইব্‌ন মুলজামের ব্যাপারে কম-বেশী সব উৎস একমত যে, তিনি ['আলী (রা)] বদলা নেওয়ার জন্য আদেশ দান করিয়াছিলেন, এতদসত্ত্বেও কোন উৎস তাঁহার উদারতার উপর গুরুত্ব আরোপের ঝামেলা ঘাড়ে লইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রদত্ত বিভিন্ন বিবরণ এইরূপ ঃ (১) ইব্‌ন মুলজামকে শাস্তি দিবার পূর্বে 'আলী (রা) তাঁহার অনুসারিগণকে অপেক্ষা করিতে এবং ক্ষতের ফলাফল দেখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন; যদি তিনি বাঁচিয়া যান তাহা হইলে তিনি নিজেই তাহার ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন [আত-তাবারী, পৃ. ৩৪৬৪; মাক'াতিল, পৃ. ৩৫ প.; আল-মুফীদ, পৃ. ১৮; ইব্‌ন কাছীর, পৃ.৩২৭; আল-মুফীদ, 'আলী (রা)-র অপর একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছে ইব্‌ন মুলজামকে 'আলী (রা) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার শবদেহ পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে)। (২) 'আলী (রা) কোন অপরাধীকে গণ-ভর্ৎসনার জন্য উপস্থাপন না করিতে আল-হাসান (রা)-কে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার হত্যার কারণে কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত না করার জন্য তিনি বানুল-মুত্তালিবকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। যেইভাবে সে 'আলী (রা)-কে হত্যা করিয়াছিল সেইভাবেই হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল (আত-তাবারী, পৃ. ৩৪৬৪)। (৩) 'আল-মুবাররাদের মতে (পৃ. ৫৫১) 'আলী (রা) বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই হইবে সর্বোত্তম পন্থা। (৪) ইব্‌ন মুলজামের জন্য 'আলী (রা) উত্তম খাদ্য ও শয্যার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২৪)। তবে আঘাতের কারণে 'আলী (রা)-র মৃত্যু ঘটিলে ইব্‌ন মুলজামকে পরলোকে সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে। কারণ সে আল্লাহ্‌র সামনে ফরিয়াদী হিসাবে আরযী পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিল (ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২৩; আল-বালাযুরী, পত্র ৫৮০, পং ১৮, ৫৮২, পং ২২, ৫৮৩, পং ১৮)। ইব্‌ন তাগরীবিরদী (১খ, ১১৯) ও অন্যান্য উৎস (যথা ঃ উস্‌দ, পৃ. ৩৫) এই তথ্য যোগ করেন যে, 'আলী (রা) শাস্তি যাহাতে অত্যধিক কঠোর না হয় সেজন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। 'আলী (রা)-র কন্যা উম্মে কুলছূম হত্যার পর কিছু ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি ইব্‌ন মুলজামের সহিত ঝগড়া করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বাসীদের নেতাকে হত্যা করার জন্য তিনি ইব্‌ন মুলজামকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং ইব্‌ন মুলজাম উত্তর দিয়াছিল, "না, বরং তোমার পিতাকে" (আল-বালাযুরী, পত্র ৫৯০ পং ১৮, ৫৮৩, পং ২২; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫১; মাকাতিল, পৃ. ৩৬; আল-মুফীদ, প. ১৮; ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ, পৃ. ৪৪ প্রভৃতি)। 'আলী (রা)-র সহিত আলোচনার পর ইব্‌ন মুলজামকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কারাগারে প্রেরণ করিবার সময় জনসাধারণ বন্য পশুর ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে করিতে অনুসরণ করিয়াছিল এবং কটু বাক্য ও তিরস্কারে জর্জরিত করিয়াছিল। কিন্তু সে কোন প্রত্যুত্তর করে নাই (মাকাতিল, পৃ. ৩৬ প.; আল-মাস'উদী, পৃ. ১৮; ইব্‌ন আবি'ল-হাদীদ। অপরপক্ষে 'আলী (রা)-কে পরিত্যাগ করিবার পর ইব্‌ন মুলজাম স্বীয় কর্মের দম্ভোক্তিসূচক যেই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করেন)। ইব্‌ন মুলজামের মৃত্যু সম্পর্কিত বিবরণসমূহ, আল-মুবাররাদের (পৃ. ৫৫১) মতে অনেক হওয়া সত্ত্বেও দুইটি মূল বিবরণে রূপান্তরিত করা যায়। প্রথমত ইব্‌ন মুলজাম আল-হাসান (রা)-এর নিকট এই প্রস্তাব দিয়াছিল যে, তাঁহার খলীফা হওয়ার পর তাহার সহচর ইতোমধ্যে মু'আবিয়া (রা)-কে হত্যা না করিয়া থাকিলে তিনি যেন মু'আবিয়াকে হত্যা করার জন্য তাহাকে সিরিয়া গমনের স্বাধীনতা দান করেন। পরে সে ফিরিয়া আসিয়া খলীফার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। আল-হাসান উহাতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং ইব্‌ন মুলজামকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার শবদেহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল [আত-তাবারীতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পৃ. ৩৪৬৪; মাকাতিল-এ বিস্তারিত বিবরণ, পৃ. ৪১; আরও দ্র. আল-মুফীদ, পৃ. ১৮; ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩৩০, ইব্‌ন আবি'ল-হাদীদ, পৃ. ৪৬; য়া'কূবী (পৃ. ২৫৪) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল হ'াসান স্বহস্তে ইব্‌ন মুলজামকে হত্যা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তু. আল-বালাযুরী, পত্র ৫৮৪, পং ১৭]। দ্বিতীয়ত আল-হু'সায়ন (রা), ইব্‌নু'ল-হানাফিয়া (দ্র.) ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার (দ্র.) আল হ'াসান-এর নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং অনুমতি পাইবার পর 'আলী (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদুল্লাহ-ই ইব্‌ন মুলজামের অঙ্গ কর্তন ও পীড়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য ইব্‌ন মুলজাম এই সব যন্ত্রণা অতি সাহসিকতার সহিত সহ্য করিয়াছিল। তবে যখন তাহার জিহ্বা কর্তনের জন্য প্রস্তুতি চলিতেছিল কেবল তখনই সে অভিযোগ করিয়াছিল। কারণ সে ক্ষেত্রে বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর নাম স্মরণ করিতে সক্ষম হইবে না [ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ২৬; আদ-দীনাওয়ারী, পৃ. ২২৯; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫১ প.; আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৩৪ প.; উস্‌দ, পৃ. ৩৭। ইব্‌ন কাছীর (পৃ. ৩৩০) পীড়নের বৃত্তান্তের সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ উহা 'আলী (রা)-র সুপারিশের পরিপন্থী]। এই সব উৎসের মধ্যে কোনটাই ইব্‌ন মুলজামের ধর্মীয় উদ্দীপনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই বরং যেই সব উৎসে তাহার শারীরিক বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলিতে স'ালাতের সিজদার জন্য তাহার ললাটের দাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (যথা ঃ আল-বালাযুরী, পত্র ৫৮৩, পং ২২; ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৩২৬ প্রভৃতি)।

বর্ণনায় মধ্যে শ্লোকের সন্নিবেশ ঃ বর্ণনায় সন্নিবেশিত শ্লোক কোন কোনটি বেনামী রচনা, কোন সময় বলা হয় এইগুলি ইব্‌ন মুলজামের রচনা, আবার কখনও কখনও মনে করা হয় এইগুলি প্রসিদ্ধ কবিদের রচিত। এই সব কবিতা বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকমে সংযোজন হিসাবে এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সহিত উপস্থাপিত হইতে দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে

খারিজী ইব্‌ন আবী মায়্যাস-এর কবিতা। ইহাতে 'আলী (রা)র হত্যা ও বিবাহের যৌতুক হিসাবে কাতামির অনুরোধের প্রশংসা করা হইয়াছে। অপর একজন খারিজী কবি 'ইমরান ইব্‌ন হিত্তান-এর কবিতাও এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কবির কবিতা অন্য কবিদের দ্বারা অপরাধের প্রশংসা পরিবর্তিত হইয়াছে নিন্দা ও অভিশাপে (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৩১)। বাক্‌র ইব্‌ন হাসসাদ আল-বাহিলী কর্তৃক রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা (ইবনু'ল-আছীর, পৃ. ৩৩২ প.; ইসতী'আবের মতে, পৃ. ৪৮৪, বাক্‌র ইব্‌ন হাম্মাদ আল-কাহিরী) ইব্‌ন মুলজামের কার্যের নিন্দা করিয়াছেন।

মু'আবি'য়া (রা) ও 'আম্‌র ইবনু'ল-'আস (রা)-এর জীবন নাশের অপচেষ্টা ঃ অপর ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাদের কথা রক্ষা করিয়াছিল। তবে তাহাদের মধ্যে একজন মু'আবিয়া (রা)-কে আহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং অপর ব্যক্তি মিসরের শাসনকর্তার স্থলে ভুলক্রমে সালাত পরিচালনারত তাঁহার একজন কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিল। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিবার পরিবর্তে এইখানে আমরা খারিজীগণ কর্তৃক ত্রিমুখী আক্রমণের ব্যাপারে Caetani (annali , ৪০ হি., শাখা ৯৬; তু. Lammens, Etudes surle regne du calife Omaiyade Moawiya Ier, বৈরূত ১৯০৬-৮ খৃ., পৃ. ১৪০-২) মতামত উল্লেখ করিতে পারি। তিনি মনে করেন, হাদীছের আবরণে সৃষ্ট ইহা এমন একটি উপকথা যাহা জনগণকে, সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'আলী (রা) নিকৃষ্ট মুসলিম নেতা ছিলেন এই ধারণাকে বাধা দেয় এবং মু'আবিয়া ও 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা)-এর হত্যারও যৌক্তিকতার সুপারিশ করে। এইভাবে স্বতন্ত্র ঘটনাগুলিকে একত্র করা হইয়াছে যেইগুলি বিভিন্ন তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। Caetani -র যুক্তির ধারা বজায় রাখিয়াও এই ধারণার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কেবল কতিপয় ধর্মান্ধ খারিজীই ছিল অপরাধের নায়ক এবং হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ পরিণামে 'আলী (রা)-র ন্যায় একজন প্রশংসনীয় সাহাবী সম্পর্কে বিশেষ মত পোষণের জন্য খারিজীদেরকে ঘৃণার পাত্র হিসাবে পেশ করিতে উৎসাহী ছিলেন। অতএব, মু'আবি'য়া ও 'আমর (রা)-কে তাহাদের শিকারে পরিণত করার জন্য হাদীছ বেত্তাদের নিন্দাকে খর্ব করা যাইবে না। ইহাও লক্ষণীয় যে, তিনজন খারিজী কর্তৃক পরিচালিত একটি ষড়যন্ত্রকে উদ্ভট বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হইবে না। তাহারা একই দিনে তাহাদের প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও ইহা সম্ভব যে, যখন তাহারা মক্কায় একত্র হইয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের কার্যের জন্য অন্ততপক্ষে একটি কাছাকাছি তারিখ নির্ধারণ করিয়াছিল। কারণ তাহারা ইহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, তাহারা যদি মুসলমানদেরকে উক্ত তিন ব্যক্তির কবল হইতে যুগপৎ মুক্ত করিতে না পারে তাহা হইলে তাহারা উহাদের মধ্য হইতে এক অথবা দুইজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, যাহারা উত্তরজীবী হিসাবে পরিস্থিতির অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃতপক্ষে 'আলী (রা)-র মৃত্যুর পর মু'আবি'য়া (রা)-র ক্ষেত্রে এই আশংকা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ., ৩৪৫৬-৬১, ৩৪৬৪ প., ৩৪৬৬ প.; (২) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত ৩/১খ, ২১-৪, ২৬প.; (৩) বালাযুরী, আনসাব, পাণ্ডু. প্যারিস, পত্র ৫৭৬-, পং ১৮-২২, ৫৭৭, পং ২২, ৫৮০ পং ১৮, ৫৮২ পং,১৮, ৫৮৪ পং ১৮ (মু'আবিয়া ও 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা)-র উপর আক্রমণ পত্রক ৫৭৭ পং ১৮, ৫৭৭ পং ২২, ৫৭৮ পং ১৮); (৪)[Ps.O] ইব্‌ন কুতায়বা, আর ইমামা ওয়াস-সিয়াসা, সম্পা. মুহাম্মাদ মাহমূদ আর-রাফি'ঈ, কায়রো ১৩২২/১৯০৪, ১খ, ২৫৩-৫৭ (এই উৎস গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য সংযোজন করে নাই); (৫) দীনাওয়ারী, আল-আখ্‌বারু'ত-তিওয়াল, ed. Gurigass, পৃ. ২২৭-৩০ (সম্পূর্ণ নির্ভুল কোন তথ্য সংযোজন করে নাই); (৬) য়া'কূবী-তা'রীখ. সম্পা. Houtsma, ১খ., ২৫১-৫২, ২৫৪; (৭) মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫৩১ প., ৫৪৯-৫২. ৫৮১ (মু'আবিয়া ও আম্‌র (রা)-র উপর আক্রমণ, পৃ. ৫৫২ প.); (৮) মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ৪২৬-৩১, ৪৩৪ প., ৪৩৮ (মু'আবিয়া ও আম্‌র (রা)-উপর আক্রমণ পৃ. ৪৩৬-৮); (৯) আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, মাকাতিলু'ত-তালিবিয়্যীন, সম্পা. সাক্‌র, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, পৃ. ২৯-৩৮, ৪১; (১০) আশ-শায়খু'ল-মুফীদ, আল- ইরশাদ, নাজাফ ১৩৮২/১৯৬২, পৃ. ১২-১৮; (১১) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, ইস্‌তী'আব, হায়দরাবাদ ১৩১৮-৯ হি., পৃ. ৪৮১-৪, নং ২০১৫; (১২) ইব্‌ন বাদরূন,, শারহ কাসীদাত ইব্‌ন 'আবদূ'ন, সম্পা. Dozy, লাইডেন ১৮৪৬, পৃ. ১৬১ প.; (১৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, ৩খ, ৩২৬-৮, ৩২৯, ৩৩১ (মু'আবিয়া ও 'আম্‌র (রা)-র উপর আক্রমণ, পৃ.৩৩০ প.); (১৪) ঐ লেখক, উস্‌দু'ল-গাবা, কায়রো ১২৮০-৬ হি ৪খ, ৩৪-৩৮ (ইব্‌ন সা'দ-এর উপর এই উৎসের ভিত্তি); (১৫) ইব্‌ন আবি'ল-হাদীদ, শারহ নাহ্‌জি'ল-বালাগা, কায়রো ১৩২৯ হি., ২খ, ৪২-৪, ৪৫-৬ (এই গ্রন্থকার প্রধানত মাকাতি'ল-এর অনুসরণ করিয়াছেন); (১৬) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ৭খ, ৩২৫-৩০; (১৭) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, নুজূম, ১খ,১১৯-২০ (ইব্‌ন সা'দকে অনুসরণ করিয়াছেন); (১৮) ইব্‌ন হাজার, তাহযীব, ৭খ, ৩৩৪-৯; (১৯) আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযু'ল-'উম্মাল, হায়দরাবাদ ১৩১২-৪ হি., ৬খ. ১৫৩, ১৫৭, ৩৯৮, ৪১০-৩ ['আলী (রা)-র পূর্বাশঙ্কা সম্বন্ধে হাদীছসমূহ)]; (২০) দিয়ারবাক্‌রী, তারীখু'ল-খামীস, কায়রো ১৩০২, ২খ, ৩১২-৫; (২১) মুহসিন আল-আমীন, আ'য়ানু'শ-শী'আ, ৩/৩খ (দামিশক ১৩৬৬/১৯৪৭), ৫৬-৬৫ (এই গ্রন্থকার তাবারী, ইব্‌নু'ল-আছীর, মাকাতিল, মুফীদ ও ইসতী'আব হইতে পর্যবেক্ষণসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্নতা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন উদ্ধৃতি প্রদান করেন নাই); (২২) L. Caetani, annali dell Islam, Milan 1905-26 খৃ., ৪০ A. H. শাখা ৩২-৯৮ (শাখা ৩৪, ৩৫, ৪৫, ৬৩ ও ৯৪-তে গৌণ উৎস হইতে উদ্ধৃতি পেশ করা হইয়াছে); (২৩) G. Levi Della Vida, II Califfato du Ali Secondo il Kitab al-Asraf di al-Baladhuri, ROS- এ, ৬/২খ, (১৯১৩ খৃ.) ৫০৩-৭; (২৪) F. Buhl, ali som Praetendent og Kalif, কোপেনহেগেন ১৯২১ খৃ., পৃ. ৯২-৯৬।

L. Veccia Vaglieri (E.I.[2]) ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

ইব্‌ন যাকরী (ابن زكرى) ঃ অন্তত দুইজন মাগরিব পণ্ডিত ব্যক্তির নাম। একজন ৯/১৬ শতাব্দীর তেলেমসানের (Tlemcen) অধিবাসী, অন্যজন ১২/১৮ শতাব্দীর ফাস-এর অধিবাসী। যাকরী' শব্দটি কুরআনের (৩ঃ ৩৭ঃ ৩৮; ৬ঃ৮৫; ১৯ঃ ২, ৭; ২১ঃ৮৯)-এ যাকারিয়া (زكريا) ও Luke (১ঃ ৫-২৫)-এর Zacharias-এর রূপান্তর। যাকরী নামটি মুসলমান ও য়াহূদীদের মধ্যে মাগরিবী নাম হিসাবে এখনও স্বীকৃত।

(১) ইব্‌ন যাকরী (আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাগরাবী আত-তেলেমসানী) জ. ৯/১৫ শতাব্দীর শুরুতে ও মৃ. সাফার

৯০০/১৪৯৪ তেলেমসানে; ফলে তেলেমসানী নিসবা। Brosselard (৩১৫-১৬) আরবী চরিতসমূহের অনিশ্চয়তার সমাপ্তি টানিয়াছেন, যাহাতে তাহার জন্ম তারিখ কখনও ৮৯৯/১৪৯৩ নির্ধারিত, আবার কখনও ৯০৬/১৫০৫ সনে। যে মৌখিক বর্ণনা অনুসারে তেলেমসানে তিন লীগ (৩,১/২ মাইলে ১ লীগ) দূরে য়াবদার-এ তাঁহার কবর নির্ণীত হয় তিনি সেই ভ্রান্তিও নিরসন করেন। Brosselard তাঁহার সমাধি-লিপি সানূসীর কবর হইতে তিনি শত পদক্ষেপ (Paces) দূরে তেলেমসানে আবিষ্কার করত উহা প্রকাশ করেন। তিনি আল-ওয়ারছীলানী (১১২১-৯৩/ ১৭১০-৭৯)-এর দাবী গ্রহণ করেন যাহাতে বলা হয় যে, আল ওয়ারছীলানী "আল-উব্বাদে তাঁহার কবর পরিদর্শন করিয়াছেন, যাহা আবূ মাদয়ান, আস্-সানূসী, উকবানীস, ইব্‌ন মারযূক ও ইমামের দুই পুত্রের কবরের নিকটেই অবস্থিত।"

অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি মাতার কাছে লালিত-পালিত হন এবং ১২ বৎসর বয়সে তাহাকে বস্ত্র বয়ন কার্যে শিক্ষানবীশী করিতে দেওয়া হয়। অধ্যয়নের প্রতি সহজাত প্রবণতা থাকায় যুবক ইব্‌ন যাকরী অধ্যয়নের সুযোগ রচনা করিয়া নিলেন। সুবিধা পাইলেই তিনি তেলেমসানের মসজিদ ও মাদরাসাসমূহে তৎকালীন 'আলিমদের ভাষণ শুনিতে যাইতেন (আল-'উব্বাদ আল-য়া'কূবিয়া)। এই 'আলিমদের অন্যতম ছিলেন ইব্‌ন যাগু (আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ, মৃ. ৮৪৫/১৪৪১; দ্র. আহ্‌মাদ বাবা, ৭৮, ৩০৮; আল-হাফনাবী, ২খ, ৪২), তিনিও একজন বস্ত্র বয়নকারী ছিলেন; আল-'উক্‌বানী (ক়াসিম ইব্‌ন সা'ঈদ, মৃ. ৮৫৪/১৪৫০; দ্র. ইব্‌ন মারয়াম, ১৪৭; আহ্‌মাদ বাবা, ৮৫; আল-হাফনাবী, ২খ, ৮৫); আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ়াম্মাদ ইব্‌নু'ল-'আব্বাস ইব্‌ন 'ঈসা আল-'উব্বাদী (মৃ. ৭৮১/১৪৬৭; দ্র. ইব্‌ন মারয়াম, ২২৩)। শিক্ষকদের সহিত তাহার সম্পর্ক ও চরিত্র সম্বন্ধে চরিতকারগণের কয়েকটি ঘটনার বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি একজন অত্যন্ত অধ্যয়নশীল, অনুগত এবং তদুপরি জন্মগত সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

কালে তিনি ধর্মীয় আইনে বিশেষজ্ঞ হইয়া ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎসসমূহে, ব্যবহারশাস্ত্রে, কু'রআনের তাফসীরসমূহে, ধর্মতত্ত্বে ও 'আরবী ব্যাকরণে অনন্য অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাফল্যের সহিত ক়াদী, মুফতী ও অধ্যাপকের কার্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে পরে যাহারা শিক্ষক হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাররূক (আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আল-বুরনুসী আল-ফাসী, ৮৪৬-৭৯/১৪৪২-৯৩; দ্র. Bencheneb, No. 51; Brockelmann, S II. 361), যিনি পেশায় একজন চর্মকার (Cobbler) ছিলেন; ইব্‌ন মারযূক [আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ হাফীদ আল-হাফীফ (দ্র.) মৃ. ৯২৫/১৫১৯]; আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌নি'ল-'আব্বাস (মৃ. ৯২০/১৫১৩; দ্র. ইব্‌ন মারয়াম, ২৫৯); আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌নি'ল-হ়াজ্জ আল-মান্নাবী (মৃ. ৯৩০/১৫২১; দ্র. ইব্‌ন মারয়াম, ৮, ১৭, ১৮, ২৩)।

তাঁহার জীবনীকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আস-সানূসী মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন শু'আয়ব (দ্র.), ৮৩০-৯৫/১৪২৭-৯০-এর সহিত তাঁহার স্মরণীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধ ছিল এবং তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের রচয়িতা ছিলেন ঃ

(ক) বুগয়াতু'ত-ত়ালিব ফী শারহ় 'আকীদাতি ইবনি'ল হাজিব (Esc. ২খ, ১৫৩৮, ফাস, কারাবিয়্যীন, ১৫৯৪; (দ্র. Brockelmann, I, 539)।

(খ) আল-মানজূমাতুল-কুবরা ফী 'ইলমি'ল-কালাম; ইহা রাজায ছন্দে ১৫০০ শতাধিক শ্লোকের একটি ধর্মতাত্ত্বিক সন্দর্ভ; উহা মুহাসসি'ল (অথবা মুকাম্মিল) আল-মাকাসিদ নামেও পরিচিত (Esc. ২খ, ১৫৬১; রাবাত ৮৯; ফাস, কারাবিয়্যীন ১৫৬৯, ১৫৭১, ১৫৮৭), আহ্‌মাদ আল-মানজূর কর্তৃক (৯২৬-৯৫/১৫১৯-৮৭ যাহার দুইটি ভাষ্য রচিত হইয়াছে, একটি দীর্ঘ ও অন্যটি হ্রস্ব; উহাদের নাম, নাজমু'ল-ফারাইদ ওয়া মুবদি'ল-ফাওয়াইদ লি-মুহাসসিলি'ল-মাকাসিদ।

(গ) আল-জুওয়ায়নী (আবু'ল-মা'আলী 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ), যিনি ইমামু'ল-হারামায়ন (দ্র.) নামে পরিচিত, আল-ওয়ারাকাত ফী উসূলি'ল-ফিক্‌হ এর ভাষ্য, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে গায়াতু'ল-মারাম বি-শারহ় মুকাদ্দিমাতি'ল-ইমাম, কায়রো ১খ, ৩৯০; দ্র. Brockel- mann, SI, 672, যিনি এই গ্রন্থের আরও ১০টি ভাষ্যের তালিকা প্রদান করিয়াছেন ও SII 85.

(ঘ) আল মাসাইলু'ল-আরশ আল-মুসাম্মাত বি-বুগয়াতি'ল মাকাসিদ ওয়া খুলাসাতি'ল-মারাসিদ (المسائل العرش المسمات ببغية المقاصد وخلاصة المراصد) কায়রো ১৩৪৪/১৯২৫;

(ঙ) আল-ওয়ানশারীসী প্রণীত মিয়ার-এর উদ্ধৃত কিছু সংখ্যক ফাতাওয়া (উল্লিখিত লিথো., ফাস ১৩১৫/১৮৯৯, ১২ খণ্ডে)। (চ) মাসাইলুল-কাদা ওয়া'ল-ফুত্‌য়া, যাহার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। (ছ) উরজূযা ফী হিসাবিল-মানাযি'ল ওয়া'ল-বুরূজ; এই গ্রন্থটি সম্বন্ধেও কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

হাজ্জী খালীফা ভুলক্রমে যাক্‌রী তেলেমসানীর কিছু গ্রন্থ ফাসবাসী যাকরীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। তেলেমসানে তাঁহার নামধারী একটি মসজিদ ছিল (উহাকে জামি সীদী যেগরী (তথা) বলা হইত; উহার সম্বন্ধে Brockelard একটি গবেষণা চালাইয়াছেন এবং ১১৫৪/১৭৪১ সনে সম্পাদিত একটি দলীলে (Act of hubs)-এ অন্তর্ভুক্ত উহার ওয়াক্‌ফসমূহের একটি বর্ণনামূলক তালিকাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভূমিকার জন্য, জনপ্রিয় বিশ্বাস তাঁহাকে একজন ওয়ালী অথবা সাধক ও সূ'ফীতে পরিণত করিয়াছে যিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা (কারামাত) সংঘটিত করিতে এবং সর্বব্যাপিতার শক্তি দ্বারা স্থলজ দূরত্বকে জয় (তায়্যুল-আরদ) করিতে পারিতেন। পরিশেষে তেলেমসানের 'উলামা সম্বন্ধে একজন আন্দালুসীয় গ্রন্থকার বলেন," জ্ঞান আত-তানাসীর সহিত, গুণ আস-সানূসীর সহিত এবং পরমোৎকর্ষ ও নেতৃত্ব (রিয়াসা) ইব্‌ন যাকরীর সহিত রহিয়াছে।" ইব্‌ন যাকরীকে অন্য একজন বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্‌ন যিরাই-হী ('স্বীয় বাহুর বা সন্তান অস্ত্রে'র অথবা স্বীয় রচনার পুত্র) হিসাবে। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, Ibnou-Zekri (মুহ়াম্মাদ আস-সা'ঈদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আয-যাওয়াবী আল-জান্নাদী, আলজিয়ার্স মাদ্‌রাসার উচ্চতর স্তরের ফিক্‌হশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং আলজিয়ার্সের মুফতী, মূলগতভাবে মহান কাবিলিয়া (Kabylia)-এর আয়ছ যেকরী সম্প্রদায়ভুক্ত (১২৬৭-১৩২২/১৮৫১-১৯১৪)। ইনি আওদাহুদ-দালাই'ল 'আলা উজূব ইসলাহি'ল-যাওয়ায়া বিবিলাদি'ল-কাবাইল (আলজিয়ার্স ১৩২১/১৯০৩)-এর গ্রন্থকার বলিতেন যে, তিনি ইব্‌ন যাকরী আত-তেলেমসানীর বংশধর। এই বিষয়ে আল-হাফনাবীর সংশয় মন্তব্য "কোনও ব্যক্তির কুলজি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার নিজের কথাই তো গ্রহণীয়।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন মারয়াম, আল-বুসতান ফী যিকরি'ল-আওয়ালিয়া ওয়া'ল-'উলামা বি-তিলিমসান, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮; (২) আহ্‌মাদ

বাবা, নায়লু'ল-ইবতিহাজ বিতাতরীযিদ-দীবাজ, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ১৭০; (৩) ইবনু'ল-কাদী, জাযওয়াতু'ল-ইকতিবাস ফী মান হাল্লা মিনা'ল-'আলাম মাদীনাতি ফাস, লিথো., ফাস ১৩০৯/১৮৯১; (৪) ইব্ন আসকার, দাওহাতু'ন-নাশির, লিথো, ফাস ১৩০৯/১৮৯১, ১খ, ৮৮; (৫) 'ইফ্রানী, সাফওয়াত মান ইন্তাশার, সম্পা. হাজ্জী, রাবাত ১৩৯৬/১৯২৬, ১১৯-২১; (৬) কাদিরী (মুহাম্মাদ ইব্নু'ত-তায়্যিব), নাশরু'ল- মাছানী, লিথো, ফাস ১৩১০/১৮৯২; (৭) ওয়ারছীলানী, নুযহাতু'ল- আনজার, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮; (৮) Brosselard Les inscriptions arabes de Tlemcen, in R. A, (1858-61); (৯) Abbe Barges, Complement a 1 histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen (১০) হাফনাবী, তা'রীফু'ল-খালাফ বি-রিজালি'স-সালাফ, আলজিয়ার্স ১৩২৪/১৯০৬, ১খ, ৩৮-৪১; (১১) Ben Cheneb, Etude sur les Personnages mentionnes dans I, Idjaza du cheikh Abd El Kadir el-Fasy, প্যারিস ১৯০৭, ২১৮, ২৪৪।

২। ইব্ন যাকরী (আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান আল-ফাসী), অজ্ঞাত তারিখে ফাস-এ জন্ম, সেখানেই সর্বদা বাস করিতেন এবং মৃ. ১১৪৪/১৭৩১। প্রথমে তিনি চামড়া পাকাকারী (দাব্বাগ) হিসাবে পিতার অধীনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। হাতের কাজ শেষে পিতার সহিত অর্থাৎ পিতার বন্ধু আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্ন 'আবদি'ল-কাদির আল-ফাসী (পরিশিষ্টে দ্র. আল-ফাসী)-এর ক্লাসে যোগ দিতেন। তিনি আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদপ্রদত্ত ভাষণসমূহেও যোগ দিতেন, যিনি আল-হ'াজ্জ আল-খাওয়াত আর-রুকঈ নামেও পরিচিত (মৃ. ১১১৫/১৭০৩; দ্র. আল-কাদিরী, ২খ, ১৭২; আল-কাত্তানী, ১খ, ২৩০)। তিনি সর্বদা মিলনায়তনের পিছনের দিকে সঙ্কোচের সহিত অবস্থান করিতেন। শিক্ষকদ্বয়ের কেহ অথবা উভয়ই তাহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা ও আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহার পিতাকে পরামর্শ দেন যে, তাঁহাকে চর্ম কারখানা হইতে ছুটি দিয়া অধ্যয়নে উৎসাহিত করা হউক, তাঁহারা নিজেরাই তাহার লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করিবেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসৃত হইয়াছিল। মেধাবী তরুণটি অন্য শিক্ষকদের কাছেও তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-কাদির আল-ফাসী (দ্র. আল-ফাসী, পরিশিষ্ট); আহ'মাদ ইব্নু'ল-হ'াজ্জ (মৃ. ১১০৯/১৬৯৭, দ্র. লাখদার, ১০৭-৮ ও নির্ঘণ্ট); আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-মাসনাবী (১০৭২-১১৩৬/১৬৬১-১৭২৪, দ্র. আল-কাদিরী, ২খ, ২০৪; আল-কাত্তানী, ৩খ, ৪৪; Ben Cheneb, উপধারা ১৩; আন-নাসিরী, ৪খ, ৪৪; Levi-Provencal, 301)। তিনি অচিরেই স্বর্ণকারদের মহল্লায় সাগা একটি ছোট মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে ইব্ন 'আতাইল্লাহ (দ্র)-র হিকাম অনুসরণে সূ'ফীবাদ সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন এত সাফল্যের সহিত যে, তাঁহার দ্রুত বর্ধনশীল শ্রোতাদের জন্য স্থানটি ক্ষুদ্র প্রমাণিত হয়। ইহা সত্য যে, এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিতকারগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং ঐ সময়ে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও সুদক্ষ, যেমন 'আরবী ব্যাকরণ, শব্দের মূল ও অর্থ বিষয়ক বিদ্যা (Lexicology); ছন্দশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, পত্র রচনার কলাকৌশল, কুলজিবিদ্যা, জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদি বিচার ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ইজতিহাদের রীতিনীতি ও কৌশল অনুসরণ করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন উপরে উল্লিখিত তাঁহার স্বীয় শিক্ষক আল-মাসনাবী, মাস'উদ আত'-ত'াহিরী আল-জুতী (মৃ. ১১৫০/১৭৩৭, দ্র. আল-কাত্তানী, ১খ, ৩২৬), আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-মানালী আয-যাবাদী (মৃ. ১১৬৩/১৭৫০, দ্র. আল কাত্তানী, ২খ, ১৮৭) আল-ওয়াযীর আল-গাস্সানী (১০৬৩-১১৪৬/১৬৫৩-১৭৩৩, লাখদার, ১২২-৫) যিনি আল-'আরফু'স-সিহ্রি ফী বা'দ ফাদাই'ল ইব্ন যাকরী নামে একখানা পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন, যাহার একটি হস্তলিখিত অনুলিপি ফাস-এর আহমাদিয়া গ্রন্থাগারে বিদ্যমান (দ্র. ইব্ন সূদা, ১খ, নং ৭২৪, পৃ. ১৮৯); সম্ভবত ভুলক্রমে গান্নুন, ২৮৮; ইহা উপরে উল্লিখিত আয-যাবাদীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

১১৪০/১৭২৭ সনে তিনি হ'াজ্জ পালন করেন। তিনি কায়রো হইয়া যাওয়ার সময় তামাকের প্রতি লোকদের আসক্তি (যাহাকে তিনি পাপ মনে করিতেন) লক্ষ্য করত উহাকে নিষিদ্ধ করার অভিযান চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রচারের ফলস্বরূপ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়, যাহাতে তাঁহার যুক্তিসমূহ মর্যাদা লাভ করে। যদিও আপত্তি উঠিয়াছিল যে, তিনি একজন মালিকী হিসাবে কথা বলিয়াছেন, অথচ মিসরের লোকেরা হয় হানাফী বা শাফি'ঈ মায'হাবের অনুসারী। তিনি তাহার বিপক্ষীয়দেরকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (স) -এর সামনে ধূম পান করিবেন?" উত্তর ইহল, "না। রাসূল (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও শালীনতাই এই বর্জন নিশ্চিত করিবে।" তিনি হঠাৎ যোগ করিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইলে যে কাজ রাসূল (সা)-এর সম্মুখে করা যায় না তাহা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয় কি? কোন কর্তব্য পালন হইতে বিরত থাকাও একটি বিদ'আত [بدعة] (নিন্দনীয় নূতন আচরণ) এবং বিদ'আত ও ইহার প্রবর্তনকারী দোযখের আগুনে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু রাসূল (স)-এর অনুপস্থিতিতে ও অসাক্ষাতে অশালীন ব্যবহার করিয়া নিজেকে নির্দোষ মনে করা কপটতা।" আল-আযহারের অপ্রতিভ 'আলিমগণ ইহার কোন উত্তর দেন নাই।

ইব্ন যাকরী আল-ফাসী (ابن ذكرى الفاسى) ঃ ওয়ায- যানের শোরফা (chorfa) পরিদর্শনে আনন্দ লাভ করিতেন, বিশেষত তিনি মাওলায় আত-ত'ায়্যিব (মৃ. ১০৮৯/১৬৭৯) এবং তাঁহাদের শাগরিদ ও জীবনীকার আল-হ'াজ্জ আল-খাওয়াত আর-রুকঈর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আর রুকঈর শাগরিদ ছিলেন। অবশেষে তাহাকে একজন অলৌকিক ঘটনা সংঘটক মনে করা হইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছিলেন। ইহাও বলা হয় যে, তিনি বৃত্তি সূত্রে বেশ কিছু সম্পদ লাভ করায় উত্তরাধিকার বঞ্চিতদের সাহায্যের জন্য উহা ব্যবহার করিতেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাহার গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বলা হয় যে, উহা ছিল বহু সংখ্যক এবং সর্বত্র পঠিত ও অধীত হইয়া লোকেরা উপকৃত হইত। এইগুলি একদিকে ছিল ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব (Theology) ও সূ'ফীবাদ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম লেখকদের গ্রন্থসমূহের ভাষ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ টীকা ও ব্যাখ্যা। অপর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা ও নীতিমূলক কবিতা এবং অন্তত একটি মৌলিক গদ্য গ্রন্থ। কাত্তানী, ১খ, ১৫৮ নিম্নে প্রদত্ত তালিকা সরবরাহ করেন ঃ

(১) শারহু'ল-ফারীদা ফিন-নাহবি ওয়া'ত-তাসারীফ ওয়া'ল-খাত'ত' (আস-সুয়ূত'ী) (লিথো, ফাস ১৩১৯/১৯০১); (২) শারহ'ল-হিকামি'ল-'আতাইয়া, পাণ্ডু. প্যারিস ১৩৫১, তাঁহার তারীকার অনুশীলন সম্পর্কে ও যাররূক কর্তৃক ২০টির অধিক ভাষ্য লিখিত হইয়াছে (আহ'মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আল-বুরনুসী আল-ফাসী, ৮৪৬-৯৯/১৪৪২-৯৩ [দ্র.], অন্য ভাষ্যগুলি উল্লেখ না করিলেও উহাদের মধ্যে স্পেনীয় সূ'ফী ইব্‌ন 'আব্বাদ আর-রুন্দীর রচিত গায়ছু'ল-মাওয়াহিব আল-'আলিয়্যা নামক ভাষ্যটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, বূলাক ১২৮৫/১৮৬৮; (৩) দ্র. Brockelmann, G. II, 143-4, S II, 145-7; (৪) ইব্‌ন 'আব্বাদ আর-রুন্দী ও ইব্‌ন 'আতাইল্লাহ; (৫) যাররূক প্রণীত শারহু'ল-কাওয়াইদ ফি'ত-তাসাওউফ; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলিয়া বিবেচিত, কায়রো ১৩১৮/১৯০০ (দ্র. Brockelmann, S II, 326); (৬) ঐ লেখকের শারহ'ন- নাসীহাতি'ল-কাফিয়া লিমান খাসসাহুল্লাহ বি'ল-'আফিয়া (দ্র. Brockelmann, S II, 361 , যিনি এই গ্রন্থের অন্যান্য ভাষ্যেরও তালিকা প্রদান করিয়াছেন); (৭) শারহ' সালাত, 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন মাশীশ, আস-সালাতু'ল-মাশীশিয়া নামেও পরিচিত (আল-ফাসীতে ইহার মূল পাঠ দ্র.); (আবূ 'আবদিল্লাহএবং আবূ হামিদ মুহ'াম্মাদ আল-'আরাবী ইব্‌ন য়ূসুফ, ৯৮৮-১০৫২/১৫৮০-১৬৪৩), ৬৩,; Gannun-এ, ৩৫৬ ও হাজ্জীতে, ১৭৫) যাহার আরও কতিপয় ভাষ্য লেখা হইয়াছে (দ্র. আল-কাত্তানী, ১খ, ১৪৬; Levi -Provencal, 312); আল-বুখারীর সংকলনের উপর টীকা (تعاليق), কু'রআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, ইব্‌ন মালিকের আলফিয়া গ্রন্থের উপর ইব্‌ন হিশামের লিখিত ভাষ্যের একটি অসম্পূর্ণ টীকা (হাশিয়া), বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা, আল-ক'াদিরী ও আল-কাত্ত'ানী কর্তৃক উল্লিখিত বিবিধ রচনা যাহার বিদ্যমানতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না; রাসূল (স)-এর প্রশংসায় একটি হামযিয়া আল-বূসীরী [পরিশিষ্টে দ্র.]-র আদর্শে দুই খণ্ডে রচিত, ভাষ্যসহ (পাণ্ডু. রাবাত K. ১৩৭২ ও ১২৪৫); একটি মৌলিক রচনা যাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে মরক্কোতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যাহা দুইটি শিরোনাম বহন করে উহাদের একটি আস-সায়ফু'স-সারিম ফির-রাদ্দ 'আলা'ল-মুবতাদি আজ-জালিম এবং অন্যটি আল-ফাওয়াইদু'ল-মুত্তাবা'আ ফি'ল-আওয়াইদি'ল-মুবতাদা'আ; এই দুইটিতে তিনি এমন একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যাহা "সম্মান ও মর্যাদা ধর্মনিষ্ঠার (তাকওয়া) দ্বারা অর্জিত, বংশতালিকা দ্বারা নয়।" এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মেকনেসে (Meknes) 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন যায়দান-এর গ্রন্থাগারে বিদ্যমান আছে (দ্র. ইব্‌ন সূদা, ১খ, নং ৪১৮, প. ১১৮)। ইহা মরক্কোবাসী 'আলিমদের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে বিতর্কের ঝড় তুলিয়াছিল, যাহা প্রায় এক শতাব্দী কাল স্থায়ী ছিল। আল-কাদিরী হয়ত ২০ বৎসর বয়সের সময় ইব্‌ন যাকরীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকিবেন, যেহেতু তিনি তাঁহার মাত্র ৪২ বৎসর পর ৬০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি দাবী করেন যে, তিনি একটি বহুল প্রচারিত গুজব শুনিয়াছিলেন যে, পরবর্তী জন অর্থাৎ ইব্‌ন যাকরী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য দায়ী ছিলেন যাহাতে তিনি 'আরবদের উপর অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি আরও যোগ করেন যে, সমসাময়িক সকল ধর্মপ্রিয় লোকেরা তাঁহাকে ইহার জন্য সঙ্গত কারণেই তীব্র নিন্দা ও নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। আল-কাদিরী যাকরী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ জীবনীমূলক রচনায় ২০ জনেরও অধিক শিক্ষকের অভিমত (দোহাই দিয়াছেন) প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে তিনি কুরআনের অনেক আয়াত ও বহু হাদীছ উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি জাতীয়তাবাদের একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন এই বলিয়া উহাদের কেহ কেহ 'আরব ও অনারবদেরকে একই স্তরে স্থাপন করে এবং কেহ বা অনারবদেরকে আরবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। অতঃপর আল-ক'াদিরী আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, 'আরবগণ নবী মুহ'াম্মাদ (স)-কে জন্ম দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মহান ব্রত ইসলাম প্রচারে সমর্থন দান করিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়েরই জাতি এবং ইসলাম গ্রহণের কাল নির্বিশেষে সমান অধিকার। অবশ্য এই নিবন্ধটির সতর্ক পাঠ এই ধারণা প্রদান করে যে, আল-কাদিরীর মতে ইব্‌ন যাকরী নিজেকে য়াহূদী বংশোদ্ভূত মুসলিমদের মুখপাত্র হিসাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তখন ফাস-এ এই ধরনের বহু মুসলিম ছিল যাহারা 'আরবদেরকে নগণ্য মনে করিত এবং যাহাদেরকে তাহারা কোন রকম মর্যাদা দিতে চাহিত না, এমন কি আনসার, কুরায়শ ও রাসূলুল্লাহ (স')-এর মাতা-পিতার মর্যাদা সম্পর্কে বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য ও স্পষ্ট হ'াদীছ' থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মর্যাদা স্বীকার করিতে চাহিত না। তদুপরি এই নও-মুসলিমগণ নিজদেরকে বানূ ইসরাঈলের এবং মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা ও অন্যান্য নবী (আ)-দের বংশধর মনে করিত এবং এইজন্য নিজদেরকে 'আরবদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিত। আল-ক'াদিরীর বক্তব্য অনুসারে এই কার্য দ্বারা ইব্‌ন যাকরী অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য করিয়াছেন এবং নিজেকে ঈমান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ফলে তিনি নিজেকে তাহাদের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন যাহারা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিপথগামী হয়। তদুপরি তিনি কি "ঐ সকল লোকের দলে তাহার সময় অতিবাহিত করেন নাই যাহারা তাহারই মত অলসতা ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করিত? উহারা তাহার সামনে গীত-বাদ্য দ্বারা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিত। তিনি তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা চালাইয়াছেন। যে ধারণা তাহার প্রতি আরোপ করা হয় তাহা তিনি এমন সুনিপুণভাবে ও দক্ষতার সহিত উপস্থাপন করিয়াছিলেন যে, অবশেষে তাঁহার সকল সঙ্গীই তাহার শিষ্যে পরিণত হইয়াছিল।"

অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে মায়্যারাতু'ল-আকবার (আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ফাসী, ৯৯৯-১০৭২/১৫৯০-১৬৬২, দ্র. আল-ক'াদিরী, ২৩৫; আল-কাত্তানী, ১খ, ১৬৫; Levi-Provencal, 259, N. 47)- ও এই সমস্যা অবলম্বনে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং উহার নাম দিয়াছিলেন "নাসীহাতু'ল-মুগ'তাররীন ফি'র-রাদ্দি 'আলা যা'বি'ত- তাফরিকাতি বায়না'ল-মুসলিমীন" (نصيحة المغترين في الرد على ذوى التفرقة بين المسلمين) Royal Lib., রাবাত পাণ্ডু. ৭২৪৮, পত্রক ৭১a ১২৩b)। আল-কাদিরীর মতানুসারে ইহার গ্রন্থকারের একটি সঙ্গত ওযর ছিল এবং তিনি ভর্ৎসনার যোগ্য নহেন; কারণ তাহার সময় নও মুসলিমগণ মুসলিম 'আরবদের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হইতেন। মুসলিম সংহতির অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মায়্যারা তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন যাকরীর ৯০ বৎসর পর আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন 'আবদি'স-সালাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বান্নানী (মৃ. ১২৩৪/১৮১৮) [বান্নানী

পরিবারটি য়াহূদী বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত] আয-যাকরীর পক্ষ সমর্থনে আল-ক'াদিরীর অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইটি গ্রন্থের অন্যূন আটটি বিভিন্ন নাম রহিয়াছে। যথাঃ (১) তাহলিয়াতু'ল-আযান ওয়া'ল মাসামি বিন-নুসরাতি'ল-'আল্লামাতি'ল-জামি' (تحليته الاذان والمسامع بالنصرة العلامة الجامع); (২) আন-নূরু'ল-লামি' ওয়া কান্‌য রুওয়াতি'ল-মাজামি (النور اللامع وكنز رواة المجامع); (৩) আল-মানহালু'ল-'আযবি'ল-মুরবী ফী নুসরাতি'ল- 'আল্লামা ইব্‌ন যাকরী (المنهل العذب المروى فى نصرة العلامة بن زكرى) (৪) বুসতানুল-ফাওয়াইদি'ল-মুহদাছাতি'ল- বাদাই' (بستان الفوائد المحدثة البدائع); (৫) রাশফু'দ-দারাব বিতাফদীল বানী ইসরা'ঈল ওয়া'ল-'আরাব (رشف الضرب بتفضيل بنى اسرائيل والعرب) (এই ৫টি শিরোনাম দুই খণ্ডে সমাপ্ত, প্রথম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত যাহার প্রথম খণ্ড এখনও ফাস-এ ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে; দ্র. ইব্‌ন সূদা, নং ২৫৬, পৃ. ৮৪); (৬) আল-ওয়াজহু'ল-মুগরী 'আলা নুসরাতি'ল- 'আল্লামা ইব্‌ন যাকরী (الوجه المغرى على نصرة العلامة زكرى); (৭) আত-তায'ঈল ওয়া শিফা'উ'ল-গালীল ওয়া ইযালা দাই'ল-'আলীল (التذئيل وشفاء الغليل وازالة داء العليل); (৮) আল-উজালাতু'ল-মুফিয়া বি-মুহ্‌তাজি'ল-মানজুমাতি'ল-য়ুসিয়্যা (الاجالة الموفية بمحتاج المنظومة اليوسية); এই নামগুলি দ্বিতীয় গ্রন্থের যাহা ১২২২/১৮০৭ সনে এক খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'স-সালাম আল-বান্নানীর স্বহস্ত লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান এবং উহা আবূ 'উমার 'উছমান ইব্‌ন 'আলী আল-য়ূসী (মৃ. ১০৮৪/১৬৭৪; দ্র. আল-'ইফরানী, ১১৩; আল-কাদিরী, ২খ, ১৩; আল-য়ূসী, in fine; Ben Cheneb, 5) কর্তৃক (আপাতদৃষ্টিতে) প্রায় ৩০০ শ্লোকে রচিত একটি কাসীদার ভাষ্য।

(৯) এইগুলি লিখিত হইয়াছিল যাহারা বানূ ইসরাঈলের মর্যাদাকে কলঙ্কিত করে এবং যাহারা ভ্রান্তভাবে বলে, "ইসলাম তাহাদের নিকট মোটেই ঋণী নহে বা ইসলামে তাহাদের কোন অবদান নাই", তাহাদের জওয়াবে (দ্র. ইব্‌ন সূদা, নং ৪২৭, এবং ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১২০ এবং ৪২৬)।

জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে এই বিতর্ক ১২/১৮ শতাব্দীর শেষে ও ১৩/১৮ শতাব্দীর প্রথমে, উক্ত ধারণাসমূহ ও তৎকালীন মরক্কোবাসী চিন্তাবিদদের পূর্ব ধারণা এবং অনারব ও ইসলামে দীক্ষিত য়াহূদী বংশোদ্ভূত মুসলিমদের সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাবের উপর অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফাসী (মুহ'াম্মাদ আল-'আরাবী), মিরআতু'ল-মাহাসিন মিন আখবারি'শ-শায়খ আবি'ল-মাহাসিন, লিথো., ফাস ১৩২৪/১৯০৬; (২) য়ুসী, মুহাদারাত, লিথো., ফাস ১৩১৭/১৮৯৯; (৩) 'ইফরানী, সাফওয়াত মান ইনতাশার, লিথো, ফাস তা. বি.; (৪) আল-ক'াদিরী, নাশরু'ল-মাছানী, লিথো. ফাস ১৩১০/১৮৯২; (৫) আল-কাত্ত'ানী, সালওয়াতু'ল-আনফাস, লিথো. ফাস, ৩ খণ্ডে, ১৩১৬/১৮৯৮; (৬) আন-নাসিরী, কিতাবু'ল-ইসতিকসা লিআখবারি'ল-মাগরিবি'ল-আকসা, কায়রো ১৩১২/১৮৯৪ ও কাসাব্লাঙ্কা ১৯৫৬ খৃ.; (৭) Ben Cheneb, Etude sur les personnages mentionnes dans lIdjaza du Cheikd abd al-Kadir al-Fasi, প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (৮) Levi-provencal, Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (৯) গান্নুন ('আবদুল্লাহ), আন-নুবূগু'ল-মাগরিবী ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, তিতুয়ান ১৩৫৬/১৮৩৭, ৩ খণ্ডে; (১০) ইব্‌ন সূদা, দালীল মুআররিখি'ল-মাগ'রিবি'ল আকসা, কাসাব্লাঙ্ক, ১খ, ১৯৬০ খৃ., ২খ, ১৯৬৫ খৃ.; (১১) ম. হ'াজ্জী, আল-যাবিয়াতু'দ-দিলাইয়া, রাবাত ১৩৮৪/১৯৬৪; (১২) M. Lakhdar, vie Litteraire, ১৬৯-৭১ ও নির্ঘণ্ট।

(৩) এইচ. আল-কাত্তানী (খ, ১৬১) অন্য আর একজন ইব্‌ন যাকরীর প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক তথ্য প্রদান করিয়াছেন (আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ, মৃ. ১১৫৪/১৭৪১, ফাস-এ যিনি পূর্ববর্তী জনের পুত্র ব্যতীত অন্য কেহই নহেন এবং ইনি মরক্কোর প্রসিদ্ধ সাধক সীদী বুশতা (আবু'শ-শিতা)-এর খালওয়াতে কঠোর সাধনায় জীবন যাপন করিতেন।

M. Hadj-Sadok (E.I.[2])/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্‌ন যাকওয়ান (ابن ذكوان) ঃ কর্ডোভার একটি পরিবার বানূ যাকওয়ান-এর সদস্যদের নাম, যেই পরিবারে কয়েকজন কাযী জন্মগ্রহণ করেন।

(১) তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারছামা ইব্‌ন যাকওয়ান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আবদূস ইব্‌ন যাকওয়ানি'ল-উমাবী যিনি, ৩৭০/৯৮১ সনে সাহিবু'র-রাদ্দ হিসাবে নিযুক্ত হন (অর্থাৎ সাধারণ কাযীগণ যেই ব্যাপারে রায় প্রদান করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন সেই ব্যাপারে রায় দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য ছিল); দ্র. ইব্‌নু'ল-ফারাদী, নং ৭২২ E. Levi-Provencal Hist. Esp. Mus., iii, 145.

(২) ঐ পরিবারে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সদস্য ছিলেন উল্লিখিত কাযীর পুত্র আবু'ল- 'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ যিনি ফাহ্‌সুল-বাল্লুত-এর কাযী হইবার পর সাহিবু'র-রাদ্দ হিসাবে তাহার পিতার উত্তরাধিকারী হন এবং ৩৯২/১০০১ সনে কর্ডোভার প্রধান কাযী হিসাবে নিযুক্ত হন। চমৎকার কূটনৈতিক গুণের অধিকারী এবং বার্‌বার্‌ ও কর্ডোভাবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া তিনি আল-মানসূ'রের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি আল-মানসূ'রের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন উপদেষ্টা ছিলেন। ৩৯২/১০০২ সনে হাজিব-এর মৃত্যুর পর তিনি ৩৯৪/১০০৪ সন পর্যন্ত তাঁহার পদ বজায় রাখিতে সক্ষম হন। ইহার পর তিনি ৩৯৬-৪০১/১০০৫-১০ সন পর্যন্ত ইহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। ৩৯৯/১০০৯ সনে তিনি উমায়্যা সিংহাসনের 'আবদু'র-রাহমান সেঙ্কুইলু (দ্র.)-কে দ্বিতীয় হিশামের উত্তরাধিকারীরূপে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ইব্‌ন বুরদ (দ্র.) কর্তৃক লিখিত দলীলে তাহার অনুমোদন দান করেন। তিনি আল-মাহ্‌দী (৩৯৯-১০০৯)-র খিলাফাতের উত্তরাধিকারী হওয়ারও সমর্থন জানান। আলমেরিয়া ও ওরানে কিছুকালের জন্য নির্বাসিত থাকার পর তিনি শীঘ্রই তাঁহার পদ পুনরায় লাভ করেন দ্বিতীয় হিশামের অধীনে যিনি ৪০০/১০১০ সনে তাঁহার সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনিই ৪০৩/১০১৩ সনে রাজধানী আক্রমণকারী বার্‌বার্‌দের নিকট হইতে নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ২২ রাজাব, ৪১৩/২১ অক্টোবর, ১০২২ সনে ইনতিকাল করেন এবং ইব্‌ন শুহায়দ (দ্র.) তাঁহার জানাযা ও দাফন উপলক্ষে প্রশংসামূলক ভাষণ দান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/১খ, ২২৪; (২) ইব্‌ন খাকান, মাতমাহ, ১৯-২০; (৩) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৬৩; (৩)

দাব্বী, বুগ্‌য়া, ১৮৪; (৫) ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব, ২১০-১; (৬) নুবাহী, মারকাবা, ৮৪-৭ ও নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্নু'ল-খাতীব, 'আমাল, নির্ঘণ্ট; (৮) মাক্কারী, Analectes, index; (৯) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., index; (10) Ch. Pellat, ইব্ন শুহায়দ, আম্মান (১৯৬৬ খৃ.), ৪১; (১১) ঐ লেখক, দীওয়ান ইব্ন শুহায়দ, ২৩-৫; (১২) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৮২-৩।

(৩) আবূ হ'াতিম মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, উপরিউক্ত ব্যক্তির ভাই, মুশাওয়ার ও ফিররীশ-এর ক'াদী ছিলেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভার ক'াদী ও মাজালিম কোর্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৪১৪/১০২৩ সনে ইনতিকাল করেন। দেখুন ঃ (১) ইব্নু'ল-ফারাদী, নং ১৬৭৩; (২) নুবাহী, মারকাবা, ৮৬, ৮৭; (৩) ইব্ন'ল-খাতীব, আমাল, ৪৯; (৪) Dozy, Hist. des Mus. d. Esp., ৩খ, ২০৯।

(৪) আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহমাদ, ২য় প্রধান কাযীর পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার সৎ গুণাবলী, শিক্ষা ও সততার জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। য়াহ্‌য়া ইব্ন 'আলী (হাম্মুদীগণ দেখুন)-র রাজত্বকালে তিনি উযীর হিসাবে নিযুক্ত হন, ৪৩০/১০৩৯ সনে তিনি কর্ডোভার কাযী হন এবং ৩ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৪৩৫/১০ অক্টোবর, ১০৪৩ তিনি ইনতিকাল করেন। দেখুন ইব্ন বাসসাম ১/২খ, ১৫; ইব্ন বাশ্‌কুওয়াল, ৩৪; নুবাহী, ৮৪; ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব, ৭০; ইব্নু'ল-খাতীব, 'আমাল, ৫৬।

আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ও আবূ 'আলী আল-হ'াসান [আবূ হ'াতিম (৩)-এর পুত্র]-এর নামও উল্লেখ করা হয়, কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা তাহারা কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে দেখুন, ইব্ন বাসসাম ৪/১খ, ২৮; ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব, ১৬০।

Ch. Pellat (E.I.²)/ মোঃ জয়নাল আবেদীন

ইব্ন যাকূর (ابن زاكور) ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন কাসিম ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ ইব্ন আহ'মাদ আল-ফাসী আল-মাগ'রিবী, ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফেয শহরে জন্ম এবং উক্ত শহরে ২০ মুহাররাম, ১১২০/১১ এপ্রিল, ১৭০৮ সালে মৃত্যু ও তাঁহাকে বাব গীসাতে দাফন করা হইয়াছিল। তিনি একজন সুপণ্ডিত, ঐতিহাসিক, জীবনী লেখক এবং কবি ও নৈতিক কবিতার ভাষ্যকার ছিলেন। ফেয শহরে জীবনের প্রথমদিকে তিনি প্রধানত ইসলামী বিষয়ে বিখ্যাত 'উলামার নিকট শিক্ষা গ্রহণে মনোযোগী হন; যথা ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-ক'াদির ইব্ন 'আলী ইব্ন য়ূসুফ আল-ফাসী (১০০৭-৯১/১৫৯৯-১৬৮০); তদীয় পুত্র আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ (মৃ. ১১০০/১৬৮৯), আবূ 'ঈসা (বিকল্পরূপে আবূ 'আবদিল্লাহ্) মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দী ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন য়ূসুফ আল-ফাসী (১০৩৫-১১০৯/১৬২৪-৯৮); আবূ 'আলী আল-হ'াসান ইব্ন মাস্'উদ আলয়ূসী (১০৪০-১১০২/১৬৩০-৯১); আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'স-সালাম ইবনিত-তায়্যিব আল-ক'াদিরী (১০৫৮-১১১০/-১৬৪৮০৯৮); ফেযের কাদি'ল-জামা'আ ও মুফতী আবূ মুহ'াম্মাদ (আরও আবূ 'আবদিল্লাহ) মুহাম্মাদ আল-আরাবী (আল-আরবী হিসাবে উচ্চারিত) ইব্ন আহ'মাদ বুর্‌দুল্লু আল-আন্দালুসী, আল-ফাসী (১০৪২-১১৩৩/১৬৩২-১৭২১); আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-কুসান্‌তীনী আল-হ'াসানী, যাহাকে আল-কাম্মাদ বলা হইত, মৃ. ১১১৬/১৭০৪; আবু'ল-'আব্বাস (বিকল্পরূপে আবু'ল-ফাদল) আহ'মাদ ইব্নু'ল-'আরাবী (আল-মিরদাসী আস্-সুলামী, যিনি ফাস্‌ল-জাদীদ-এর কাদী, মৃ. ১১০৯/১৬৯৭।

পরবর্তীকালে তিনি তেতুয়ান-এ আবু'ল-হাসান আল-হ'াজ্জ 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আত(তিত্তাওয়ানী আল-আন্দালুসী, যাহাকে বারাকা অথবা বারাকাতুহ অথবা বারাকাতু অথবা বারাক্‌তু বলা হইত, মৃ. ১১২০/১৭০৯ এবং ইহার পরে আলজিয়ার্সে আবূ হাফ্‌স 'উমার ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান (বিকল্পরূপে 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব) ইব্ন য়ূসুফ আল-মানজাল্লাতী (আলমান গেল্লাতী উচ্চারিত), আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-মু'মিন আল-হ'াসানী (এই দুইজন শিক্ষক সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়), আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন ইব্‌রাহীম ইব্ন হাম্মুদা (যাঁহাকে কাদ্দুরা বলা হইত, মৃ. ১০৯৮/১৬৯৭)-এর অধীনে শিক্ষা লাভ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষকগণের প্রত্যেকের নিকটে তিনি ইজাযার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং প্রায় সব সময়েই ইজাযা লাভ করিয়াছিলেন—যাহা তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছয়টি দলীল তারিখসহ বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। প্রথমটির, যাহা ফেযে মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তারিখ হইল যু'ল-কা'দা, ১১০০/১৬৮৯। আলজিয়ার্সে তিনি যে সাত মাস সময় কাটাইয়াছিলেন সেই সময় তাঁহাকে তিনটি ইজাযা প্রদান করা হইয়াছিল, একটি দ্বিতীয় জুমাদাতে এবং দুইটি ১০৯৪/১৬৮৩ সালে রাজাব মাসে। তেতুয়ানে 'আলী বারাকুত, ১০৯৪/১৬৮৩ সালে শা'বান মাসে তাঁহার ইজাযা প্রদান করিয়াছিলেন; সর্বশেষে ফেযে ১০৯৫/১৬৮৪ সালে তিনি হাসান আল-য়ুসীর নিকট হইতে ইজাযা লাভ করিয়াছিলেন।

এই মূল রচনাগুলি অধীত বিষয়বস্তু ও পঠিত পুস্তকাদি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে। (ক) ব্যাকরণ ইব্ন মালিক (দ্র.), আলফিয়া ও কাফিয়া, (খ) অলংকারশাস্ত্র আস্-সাক্কাকী (দ্র.) মিফ্‌তাহু'ল-'উলূম, ইহা আল-জুরজানী (দ্র.) লিখিত টীকা এবং মুখতাসার নামে সাদু'দ্দীন আত-তাফতাযানী (দ্র.) লিখিত ব্যাখ্যাসহ তালখীসু'ল মিফতাহ নামে আল-কায্‌বীনী কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে রচিত হইয়াছে; (গ) আয়ন খালীল (দ্র., মুখ্‌তাসার ইব্ন আবী যায়দ্ আল-কায়রাওয়ানী (দ্র.) রিসালা; ইব্ন 'আসিম (দ্র.), তুহ্‌ফা; আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্ন আবী বাক্‌র ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী আত্-তিলিম্‌সানী, আল-ওয়াক্‌শী (৬৯৯-৭৬০/১২৯৯-১৩৫৯), আল-উরজূযা ফি'ল-ফারা'ইদ; (ঘ) হাদীছ 'আল-বুখারী (দ্র.), স'হীহ'; আত-তিরমিযী (দ্র.), সাহীহ ও শামা'ইল; আস্-সুয়ূতী (দ্র.), আল-জামি'উ'স-সাগীর মিন্‌হাদীছি'ল-বাশীরিন-নাযীর; (ঙ) উসূল আস-সুব্‌কী (দ্র.), জাম'উ'ল-জাওয়ামি', আল-মাহাল্লী (জালালুদ্দীন) (দ্র.) আল-ইরাকী (ওয়ালিয়্যুদ্দীন (দ্র.) ও আল-কূরানী (মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাসূল) [দ্র.]-র টীকাসহ; (চ) ধর্মতত্ত্ব ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল- মু'মিন,আল-জাযাইরী, মান্‌জূমা ফি'ত-তাওহ'ীদ, (৭৯টি শ্লোকসম্বলিত, নাশ্‌র, আযাহিরি'ল বুস্‌তান-এ পুনরালোচিত, ১৭)।

ইহা ছাড়াও ইব্ন যা'কূর উপরে উল্লিখিত তাঁহার শিক্ষক মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দীর এগারটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তু. 'আলামী, আল-আনীসু'ল-মুতরিব, ২৪; Levi-Provencal, Chorfa, 274 ও n. I)। তিনি কাব্য, ছন্দ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং মরক্কোতে আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন নাসির কর্তৃক স্থাপিত ভ্রাতৃসংঘে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি ছিল একই, শিক্ষক এবং সময়ে সময়ে কতিপয় শিক্ষক দ্বারা প্রদত্ত একই নিবন্ধের বা বিষয়ের ব্যাখ্যা শ্রবণ করা। এইভাবে

খালীল-এর মুখ্‌তাসারকে বুরদুল্ল তিনবার ও বারাক্‌তু একবার তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অনুরূপভাবে মানজাল্লাতী ও বারাকাতু তাঁহার নিকট জামি'উ'ল-জাওয়ামি' ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধিকন্তু তাঁহার জীবনীকারগণের মতে তাল্‌খীসু'ল-মিফতাহ্‌ জামি'উ'ল-জাওয়ামি', ইব্‌ন মালিক-এর কাফিয়া ও আলফিয়া, খালীল-এর মুখতাসার, আল্‌-হারীরীর মাকামাত্‌ ইত্যাদি তাহার মুখস্থ ছিল এবং তিনি আদীব (সাহিত্যিক), কাওওয়াল (বাগ্মী) ও নাজিম (ছান্দসিক) উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন।

এই চরিতকারগণের মতে তিনি ১৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন ঃ (১) একটি রিহ্‌লা, নাম নাশ্‌রু আযাহিরি'ল-বুস্‌তান ফী মান্‌ আজাযানী বি'ল-জাযাইর, ওয়া তিত্তাওয়ান মিন্‌ ফুদালা'ই'ল-আকাবির ওয়া'ল-আয়ান, আলজিয়ার্স ১৩১৯/১৯০২; (২) একটি দীওয়ান (কাব্য সংগ্রহ), নাম আর রাওদু'ল-আরীদ ফী বাদীইত তাওশীহ ওয়া মুনতাকা'ল-কারীদ; স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি, বর্তমানে রাবাতে আছে, দেখুন RIMA, ৫খ (১৯৫৯খৃ.), ১৮৯; মোট ৩৫০টি চরণসম্বলিত প্রায় ১৫টি খণ্ড তাহার রিহলা ও আলামীতে অন্তর্ভুক্ত আছে, আল-আনীসু'ল-মুত্‌রিব্‌, স্থা.; (৩) আল-মু'রিবু'ল-মুবীন 'আম্মা তাদাম্মানাহু'ল আনীসি'ল-মুতরিব ওয়া রাওদাতু'ন-নিসরীন, পাণ্ডুলিপি রাবাত আছে] তু. l'evi-Provencal Mss, ar, de Rbat, w. ৪৯৮ (২) ২১৫] ও আল-মুতরিব ফী আখ্‌বারি সালাতীনি'ল-মাগ'রিব (তু. neigel in RMM, xiv, ২৯৬) নামে আবু'ল-জা'দ (তাদলা)-এর গ্রন্থাগারে আছে; (৪) আশ্‌-শান্‌ফারার 'আজাবু'ল-'আজাব (বিকল্পরূপে, তাফরীজু'ল-কুরাব) ফী শারহি' লামিয়্যাতিল-'আরাব, যাহার ছয়টি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান (তু. Brockelmann, SI, 54); (৫) আন-নাফাহাতু'ল-আরাজিয়া ওয়া'ন-নাসামাতু'ল-বানাফসাজিয়া ফী শারহি'ল-খাযরাজিয়া পাণ্ডুলিপি রাবাতে আছে, ২৯১, ২ ও কায়রো, ২খ., ২৪৫ (তু. Brockelmann, SI, 545); (৬) মিক্‌বাসু'ল-ফাওয়াইদ ফী শারহি মা খাফিয়া মিনাল'-কালা'ইদ, আল-ফাত্‌হ ইব্‌ন খাক'ান (দ্র.) কর্তৃক কালাইদু'ল-ইক্‌য়ান-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ; পাণ্ডুলিপি রাবাতে আছে, আল-জালাবী সংগ্রহ ১৪৯।

তাঁহার অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইগুলি হইলঃ (৭) আল-ইস্‌তিশ্‌ফা মিনা'ল-'আলাম বি-যিক্‌রা (বিকল্পরূপে বি-যি কর) আছারি সাহিবি'ল-'আলাম, ইহা মরক্কোর সাধক পুরুষ 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন মাশীশ (দ্র.)-এর উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত একটি বংশতালিকা; (৮) 'উনওয়ানুন-নাফাসা ফী শারহি'ল-হামাসা নামে আবূ তাম্মাম-এর হামাসার উপর তিন খণ্ডে রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ; (৯) আস্‌-সানী'উ'ল-বাদী' ফী শারহি'ল-হিল্লিয়া যাতিল-বাদী অথবা নবী (স)-এর প্রশংসার উদ্দেশে উৎসর্গীত সাফিয়্যুদ্দীন আল-হিল্লী (দ্র.) কর্তৃক রচিত আল-কাফিয়াতু'ল-বাদী'ইয়া নামক কবিতার ব্যাখ্যা; (১০) ইব্‌ন মালিক (দ্র.)-এর আলজূদ বিল্‌-মাওজূদ ফী শারহি'ল-মাকসূর ওয়া'ল-মামদাদ; (১১) আর-রাওদা'তু'ল-জামিয়্যা ফী দাব্‌তি'স্‌-সানাই'শ-শামসিয়া অথবা উরজূযা ফি'ত্‌-তাওকীত; (১২) মিরাজু'ল-উসূল ইলা সামাওয়াতি'ল-উসূল অথবা ইমামু'ল-হারামায়ন আল-জুওয়ায়নী (দ্র.)র ওয়ারাকাত-এর কাব্যিক রূপ; (১৩) আল-হু'সামু'ল-মাসলূল ফী কাস্‌রি'ল-মাফ'উল 'আলা'ল-ফা'ইল ওয়া'ল-ফা'ইলি 'আলা'ল-মাফ'উল; (১৪) আনফা'উ'ল-ওয়াসা'ই'ল ফী আব্‌লাগি'ল-খুতাব ওয়া আব্‌দাইর-রাসা'ইল; (১৫) আদ্‌-দুররাতু'ল-মাকনুযা ফী তাযয়ীলি'ল-উরজূযা (ইব্‌ন সীনা কর্তৃক রচিত চিকিৎসা বিষয়ক উরজূযা পুস্তকের পরিশিষ্ট); (১৬) আল-হুল্লাতু'স-সিয়ারা ফী হাদীছি'ল-বাবা।

এইভাবেই ইব্‌ন যা'কূর 'আরবী ইসলামী সংস্কৃতির একাধিক দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছেন; ব্যাকরণ, সাহিত্য, রচনাশৈলী, ছন্দ, নবী জীবনী (সীরা), জীবনী সাহিত্য, বংশ তালিকা, হাদীছ, উসূল, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। তাঁহার যে সমস্ত রচনা আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে সেইগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি গদ্যে আল-ফাত্‌হ ইব্‌ন খাকান ও কাব্যে আবূ তাম্মাম-এর অনুসারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলামী (الانيس المطرب فى من لقيه مؤلفه من ادباء المغرب), ফেজ ১৩১৫/১৮৯৭, ১৯-৩৮; (২) কাদিরী, نشر المثانى لاهل القرن الحادى عشر والثانى lith ফেয ১৩১০/১৮৯২ ২খ, ১৮৬; (৩) ঐ লেখক, التقاط الدرو ومستفاد المواعظ والعبرمن اخبار اعيان المائة الثانية والحادية عشر fol. 57v.; (৪) কাত্তানী, সাল্‌ওয়াতু'ল-আনফাস, lith ফেয ১৩১৪/১৮৯৬, ৩ক, ১৭৯; (৫) RMM, ২৪ খ, ২৯৬; (৬)R. Basset, Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat el-anfas, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., ১৩, নং ১৮; (৭) মুহ'াম্মাদ আস্‌-সাইহ, আল-মুনতাখাবাতু'ল-'আব-কারিয়্যা, ৫৮; (৮) E. Levi-Provencal, Les historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ., ২৮৭-৯০; (৯) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহ্‌রিস্ত, ১৩৪৬/১৯২৭, ১খ, ১৩০; (১০) Brockelmann, I, ২৬ S I, ৫৪, ৫৪৫, S II, ৬৮৪; (১১) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন মানসূর আল-জাযা'ইর ফী রিহলাতি আবী 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন যা'কূর, আল-বাসাইর-এ নং ৩৪৮ জানুয়ারী ১৯৫৬, ২; নং ৩৫০, ২০ জানুয়ারী, ১৯৫৬, ৫; নং ৩৫১, ২৭ জানুয়ারী ১৯৫৬, ২; নং ৩৫৪, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬, ২ ; (১২) 'আবদুল্লাহ্‌ কাসউন (= জেন্নুন), আল-মুনতাখাব মিন্‌ শির ইব্‌ন যা'কূর, কায়রো ১৯৪২ খৃ; (১৩০) ঐ লেখক, আন-নবুগু'ল-মাগরিবী ফি'ল আদাবি'ল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ৩১৩।

M. Hadj -Sadok (E.I.[2])/আ. র. মামুন

ইব্‌ন যাম্‌রাক (ابن زمرك) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌'মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আস'-সুরায়হী, ইব্‌ন যাম্‌রাক (অথবা যুমরুক) নামে পরিচিত, একজন আন্দালুসী কবি এবং রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে দক্ষ ব্যক্তি, জ. গ্রানাডায় ৭৩৩/১৩৩৩। সাধারণ বংশোদ্ভুত হইলেও তিনি অধ্যয়নে ব্যাপৃত হন এবং বিখ্যাত শিক্ষকগণের, বিশেষ করিয়া আশ-শারীফু'ল-গারনাতী ও ইবনু'ল-খাতীব (উভয় দ্র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীজনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে তরুণ কবি গ্রানাডার প্রশাসনে একটি সরকারী পদ লাভ করেন। ৭৬০/১৩৫৯ সালে যখন পঞ্চম মুহ'াম্মাদ সিংহাসনচ্যুত হন এবং মারীনী সুলত'ান আবূ সালিম কর্তৃক ফেযে তাঁহাকে স্বাগত জানান হয় তখন ইব্‌নু'ল-খাতীব ও ইব্‌ন যামরাক নির্বাসনে তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময় ইব্‌ন যামরাক লেখাপড়া চালাইয়া যান। তিনি দরবারে অনুষ্ঠিত উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে কবিতা লিখিতেন। বিভিন্ন উত্থান-পতনের পর পঞ্চম মুহ'াম্মাদ গ্রানাডা প্রত্যাবর্তন করেন (৭৬৩/১৩৬২)। তিনি তাঁহাকে ইব্‌নু'ল-খাত'ীব রচিত

জাহির-এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত সচিব (كاتب سره) নিযুক্ত করেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতে তিনি প্রায়ই রাজকবির ভূমিকা পালন করেন। ইবনু'ল-খাতীব, যিনি তখন পর্যন্ত নাসরী শাসককে গ্রানাডার জটিল নীতি, বিশেষত মরক্কো সম্পর্কীয় নীতি (যেখানে ৭৬২/১৩৬১ সালে আবূ সালিমের হত্যার ফলে গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করিতেছিল) প্রয়োগ করার ব্যাপারে সাহায্য করিতেছিলেন, ৭৭৩/১৩৭১-২ সালে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তেলেমসানে মারানী সুলত'ান 'আবদু'ল-'আযীযের পক্ষে যোগদান করেন। এই সময় ইব্‌ন যাম্‌রাক তাঁহার শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষকের স্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইবনু'ল-খাতীব ফেযে বন্দী হইয়া গ্রানাডায় ইব্‌ন যাম্‌রাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তদন্ত আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন যেখানে তিনি কুফরের অভিযোগে অভিযুক্ত ও নির্যাতিত হন এবং অবশেষে তাঁহাকে বন্দীশালায় হত্যা করা হয়। এই পর্যায়ে ইব্‌ন যাম্‌রাকের কোন সমালোচনা হয় নাই এবং তিনি প্রধান মন্ত্রী ও রাজকবি হিসাবে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু পঞ্চম মুহাম্মাদের মৃত্যুর (৭৯৩/১৩৯১) পর তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় য়ূসুফ ইব্‌ন যামরাককে বরখাস্ত করেন এবং আলমেরিয়ার দুর্গে প্রায় দুই বৎসর বন্দী করিয়া রাখেন। উক্ত পদে পুনর্বহাল হইবার পর পুনরায় কবি-মন্ত্রী পরবর্তী সুলত'ান সপ্তম মুহাম্মাদ কর্তৃক বরখাস্ত হন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আসিম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৭৯৫/১৩৯৩ সালে তিনি পুনর্নিয়োগ লাভ করেন, কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই এক অজ্ঞাত তারিখে সুলতানের নির্দেশে নিহত হন।

ইব্‌ন যাম্‌রাকের দীওয়ান সংরক্ষিত হয় নাই; কিন্তু ইবনু'ল-খাতীব কর্তৃক সংগৃহীত ও আল-মাক্কারী কর্তৃক পুনর্লিখিত কিছু সংখ্যক কবিতা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এইগুলি শোকগাথা, স্তুতি কবিতা ও দরবারী ধর্মীয় উৎসব অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপলক্ষে লিখিত অভিনন্দন বাণী ইত্যাদি। তাঁহার কোন কোন কবিতায় ইব্‌ন খাফাজা (দ্র.)-র নিশ্চিত প্রভাব দেখা যায়, যদিও এইগুলি তাঁহার রচনার স্পষ্ট নকল নহে। স্তুতি কবিতাগুলির যে অংশে গ্রানাডা, উহার পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই সব কবিতার কিছু কিছু স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে; কারণ এইগুলি আল-হামরা প্রাসাদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ কারুকার্যের অংশ বিশেষ।

মিসরীয় লেখক ও শিক্ষক সুহায়র আল-কাল্‌মাবী রচিত ছুম্মা গারাবাতি'শ-শাম্‌স (কায়রো ১৯৪৯ খৃ.) নামক উপন্যাসে যাম্‌রাকের চরিত্র মূল বিষয়বস্তু সরবরাহ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Garcia Gomez-এর মৌলিক গবেষণা Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, in Cinco poetas musulmanes[2] Madrid-Buenos Aires ১৯৪৪ খৃ., ১৬৯-২৭১, এই প্রবন্ধের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে উল্লিখিত উৎসগুলির সহিত যোগ করা উচিতঃ (২) মাক্কারী, আযহারুর-রিয়াদ, কায়রো ১৩৫৯/১৯৪০, ২খ, ৭-২০৬; (৩) আহ'মাদ বাবা,নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ, ইব্‌ন ফারহুন-এর দীবাজ-এর হাশিয়াতে লিখিত, কায়রো ১৩৫১ হি., ২৮২-৩; (৪) ইবনু'ল-খাতীব, আল-কাতীবাতু'ল- কামিনা, সম্পা. ইহ্‌সান 'আব্বাস, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ., ২৮২-৮; (৫) এ. সাল্‌মি ইব্‌ন যাম্‌রাকের মাওলিদিয়্যাত গ্রন্থটির উপর গবেষণা করিয়াছেন, in Hesperis, x/iii (১৯৫৬ খৃ.) ৩৩৫-৪৩৫, স্থা.।

F. ed la Granja (E.I.[2])/আ. র. মামুন

ইব্‌ন যায়দান (ابن زيدان) ঃ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্‌ন যায়দান ইব্‌ন ইসমা'ঈল (শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বিখ্যাত 'আলাবী সুলত'ান যিনি ১১৪০/১৭২৭ সালে ইনতিকাল করেন)। মরক্কোর একজন সরকারী কর্মচারী ও ঐতিহাসিক, যিনি রাবী'উ'ছ-ছানী ১২৯০/জুন, ১৮৭৩-এ মেকনেস (Meknes)-এর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে তাঁহার নিজ শহরে এবং পরে ফেয নগরীতে আল-কারাবিয়্যীন মসজিদে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিকট হইতে এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩২৪/১৯০৬ সালে তিনি আলাবী শারীফদের অধীনে মেকনেস শহর ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা (ক্ষুদ্র পার্বত্য জেলা যারহুন-সহ)-র জন্য নাকীব (দ্র.) পদে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৩ খৃ. তিনি মক্কায় হ'াজ্জ সমাধা করিতে গমন করেন এবং এই হাজ্জ সফরের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় মুসলিম শহরে শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ফিরিয়া আসিবার পথে তিনি তিউনিস, কায়রাওয়ান ও আলজিয়ার্স সফর করেন।

মরক্কো ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি মেকনেস দারু'ল-বায়দা'র সামরিক কলেজে (বর্তমানে স্বাধীন মরক্কোর সামরিক একাডেমী) সহকারী পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬-এর ১৬ নভেম্বর ইনতিকাল করেন এবং মেকনেস-এ তাঁহার মহান পূর্বপুরুষ সুলত'ান মাওলায় ইসমা'ঈলের মাকবারাতে (দারীহ) তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্‌ন যায়দানের রচনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও ইহার সব প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার রচনাবলী শুধু মেকনেস-এর ইতিহাসের জন্যই নহে বরং 'আলাবী রাজবংশের ইতিহাসের জন্যও শ্রেষ্ঠ উৎস হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। ইব্‌ন যায়দান এই উৎসসমূহের গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করেন এবং তিনি (পুস্তকের তালিকাসহ) একটি বিরাট গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন যাহাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও মুহাফিজখানার দলীল-পত্র ছিল, বিশেষভাবে তাঁহার সরকারী পদমর্যাদা তাঁহাকে বেশ কয়েক শত জাহীর (দ্র.) সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। তাঁহার সমস্ত রচনা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং নকশা, পুনরুদ্ধৃতি, চিত্র এবং সর্বোপরি একটি পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্র দ্বারা অত্যন্ত মূল্যবান ও সূত্রাদিসম্বলিত গ্রন্থাবলী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে যেইগুলি এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে অথবা প্রকাশের পথে আছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) ইত্‌হাফ আ'লামিন-নাস বি-জামাল আখবার হাদিরাত মিকনাস, ঘোষিত ৮ খণ্ডের মধ্যে ৫খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, রাবাত ১৯২৯-৩৩ খৃ.(প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকারের ছবি রহিয়াছে); এই গ্রন্থে কয়েক শত ব্যক্তির জীবনী লিখিত হইয়াছে যাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে বর্তমান রাজবংশের প্রথমদিকের সুলতানগণ ও তাঁহাদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উযীরগণের জীবনীসমূহ। (২) আদ-দুরারু'ল-ফাখিরা বি-মা 'আছিরি'ল-মুলূকি'ল-'আলাবিয়্যীন বি ফাসিয-যাহিরা, রাবাত ১৯৩৭ খৃ.; এই গ্রন্থে ফেযে 'আলাবী রাজবংশের প্রারম্ভিককালের অনেক নূতন তথ্য ও দলীল রহিয়াছে। (৩) আল-'ইয্‌য ওয়া'স-সাওলা ফী মা'আলিম নাজমি'দ-দাওলা, ২ খণ্ডে, রাবাত (রয়্যাল প্রেস) ১৯৬১-৬২। এই গ্রন্থে প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাকৃত দলীল-দস্তাবেজের কারণে ইহা সুলত'ানের প্রাসাদের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে এবং মরক্কো সরকারের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে চমৎকার

তথ্যের উৎসে পরিণত হইয়াছে। (৪) আল-মানাহিজু'স-সাবিয়্যা ফী মা'আছির মুলূকি'দ-দাওলাতি'ল-'আলাবিয়া, ২খণ্ডে, রয়্যাল প্রেস, রাবাত। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে মহানবী (স')-এর জন্ম উপলক্ষে (মাওলূদিয়্যাত) রচিত কবিতাসমূহের দীওয়ান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Macais, Les belles chroniques de Meknes, in CR. Ac. des I. et B. L., 1929, 19-20; (২) anon, Un petit fils de M. Ismaela Meknes, in Afrique de Nord illustree, 29 June 1930; (৩) H. Peres, La litterature arabe et 1' Islam par les textes les XIX^{e} et XX^{e} siecles, Algiers 1934, 207-4; (৪) 'আবদু'স-সালাম ইব্ন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগ'রিবি'ল-আকসা, তেতুয়ান ১৯৫০ খৃ., ৩৩-৩৪, ৫৭।

G. Deverdun (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্ন যায়দূন (ابن زيدون) আবু'ল-ওয়ালীদ আহ্'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন গালিব আল-মাখযূমী আন্দালুস (স্পেন)-এর বিখ্যাত কবি এবং ইশ্বীলিয়া (اشبيلية)-র 'আরব আমীরদের উযীর ছিলেন। জ. মাখযূম নামক 'আরব গোত্রের এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে কর্ডোভায় ৩৯৪/১০০৩ সনে। উমায়্যা শাসনামলের শেষে অশান্ত ও অস্থিরতার যুগে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন। অভিভাবকগণ তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি এমন উন্নত মানের কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। ইব্ন যায়দূন-এর কাব্যে আধুনিক ও ক্ল্যাসিকাল রীতির এমন সুন্দর মিলন ঘটিয়াছে যে, তাঁহাকে পাশ্চাত্যের বুহতারী (buhtari) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যদিও তাঁহার দীওয়ানে সাময়িক বিষয়ের বহু কবিতা রহিয়াছে, তবুও উহাতে ক্ল্যাসিকাল রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল সম্ভবত প্রশংসামূলক কবিতা, যাহা পর্যায়ক্রমে তাঁহার প্রভুদের প্রতি তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার চতুর্দিকের শত্রুতা তাঁহাকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার মর্মস্পর্শী কবিতাগুলির মধ্যে অনেক কয়টিই ছিল শোকগাথা জাতীয়, বিশেষত যেগুলি আবু'ল-ওয়ালীদ ইব্ন জাহ্ওয়ার- এর মাতা এবং আল-মু'তাদিদ-এর কন্যার মৃত্যুতে শোক প্রকাশে রচিত।

তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত কবিতাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ওয়াল্লাদ-এর সহিত তাঁহার প্রেম সম্পর্কে। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলির হতাশা ও শোকপূর্ণ সুর এবং যেসব কবিতায় তাহার আনন্দঘন প্রেমের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের বর্ণনা দিয়াছেন সেগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিতে সমালোচকগণ কার্পণ্য করেন নাই। অধিকন্তু এই কবিতাগুলির মাধ্যমেই তাঁহার পাশ্চাত্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার এই নির্জীব ও হতাশাপূর্ণ কবিতায় কেহ কেহ খৃষ্টানদের সামাজিক পরিবেশেরও প্রভাব দেখিয়াছেন। তবে তাহাতে স্থানীয় প্রভাব থাকায় এই কথা সমধিক সম্ভবপর যে, তাহার কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় সমকালীন চিন্তাধারা আশ্রিত ছিল।

আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশে বিশেষ দক্ষতা এবং দেশ ও ওয়াল্লাদার প্রতি বিশেষ আসক্তির অভিব্যক্তিতে যদিও ইব্ন যায়দূনের প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না, তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার কাব্য-শক্তি গাম্ভীর্যপূর্ণ কাসীদা (قصيدة) রচনায় অপ্রতুল ছিল। ফলে তাঁহার রচিত কাব্য গতানুগতিক পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাঁহার স্তুতি কবিতায় স্বকীয় ভঙ্গী বহুল পরিমাণে ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম হইয়া পড়ে। অন্যদিকে তাঁহার খণ্ড কবিতাগুলিতে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

উমায়্যা বংশের রাজত্বের দাবীদারগণের পারিবারিক কোন্দল, গৃহযুদ্ধ ও কর্ডোভার অধিবাসিগণ কর্তৃক বার্বার শাসনকর্তাদেরকে নিজ শহর হইতে বহিষ্কারের প্রচেষ্টায় ইব্ন যায়দূনও দেশের রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার বংশ-মর্যাদা, পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত স্বীয় উচ্চাশার তাড়নায় তিনি সম্ভবত রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে ইব্ন খাকান তাঁহাকে যা'ঈমু'ল-ফিত্না ফি'ল-কুরতুবিয়্যা (زعيم الفتنة في القرطبية) হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। গভর্নর আবু'ল-হাযম ইব্ন জাহওয়ার সম্রাট হিসাবে ক্ষমতা দখলের পর পরই তিনি ইব্ন যায়দূনকে প্রথমে তাঁহার সহচর এবং পরে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, এমন কি বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসাবে তাঁহাকে যু'ল-ওয়াযারাতায়ন (ذو الوزارتين-দ্বি-মন্ত্রিত্ব মর্যাদার অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইব্ন জাহ্ওয়ারের মন্ত্রীসভার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতাই ইব্ন যায়দূনের ক্ষতির ও শত্রুতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইব্ন 'আবদূস তাঁহার বিরুদ্ধে উমায়্যা শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

উমায়্যা খলীফা আল-মুসতাকফীর কন্যা, মহিলা কবি ওয়াল্লাদার সহিত তাঁহার ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্ক ইব্ন যায়দূনের প্রেমজীবন ও সাহিত্যিক জীবনধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই প্রতিভাময়ী কবির প্রেমনিষ্ঠা সম্পর্কে ইব্ন যায়দূন কিছুটা সন্দিহান ছিলেন। ফলে যেমনভাবে তিনি কখনও কখনও আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিতেন, আবার কখনও কখনও মর্ম-যাতনা ভোগ করিতেন। তাঁহার আবেগপূর্ণ কবিতাগুলিতে ওয়াল্লাদার প্রেম ও প্রতারণা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন 'আবদূস ঈর্ষাবশত তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। বন্ধু-বান্ধবের প্রচেষ্টায় তিনি মুক্তি লাভ করিলেও তাহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ওয়াল্লাদা তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ইব্ন 'আবদূস-এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন। আবু'ল-হাযম ইব্ন জাহ্ওয়ার-এর মৃত্যুর পর ইব্ন যায়দূন কর্ডোভায় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার ভাগ্যকে আবু'ল-হায্ম-এর পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার আল-ওয়ালীদ-এর সহিত জড়িত করিয়া নেন। আল-ওয়ালীদ তাঁহাকে পূর্ণ দায়িত্বে বহাল করেন এবং আন্দালুস-এর চতুর্দিকের ছোট ছোট কয়েকটি মুসলিম দেশে তাঁহাকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই পদমর্যাদা তাঁহার অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি পুনরায় অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিল। অবশেষে তাঁহাকে পুনরায় কর্ডোভা ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় তিনি অনেক স্থান ভ্রমণ করেন এবং একের পর এক -দানিয়া (Denia) বাতালয়াওস (بطليوس =Badajoz) ও ইশবীলিয়াতে বসবাস করিতে থাকেন।

কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ও সুনাম, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা এবং রাষ্ট্রদূত হিসাবে মুসলিম আন্দালুসের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে তিনি ইশ্বীলিয়ার আমীর আল-মু'তামিদ-এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 'আব্বাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ

আল-মু'তাদিদ (মৃ. ৪৬০/১০৬৮)-এর দরবারে বহু সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহ লাভ করেন। প্রথমদিকে তিনি ঐ সম্রাটের শুধু সচিব (সেক্রেটারী) নিযুক্ত হন এবং পরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। আল-মু'তাদিদ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্বাদ আল-মু'তামিদ (মৃ. ৪৮৮/১০৯৫)-এর সময়ে তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। আল-মু'তামিদ কবিকে ঐ পদে বহাল রাখেন। কর্ডোভা জয় করিতে আল-মু'তামিদ ইব্ন যায়দূনের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই কর্ডোভাকেই পরে রাজধানী করা হয়। যেহেতু আল-মু'তামিদ নিজে কবি ছিলেন, এইজন্য তিনি তাঁহার সহিত কয়েকটি বিখ্যাত কাব্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ইব্ন যায়দূন কিছুদিনের জন্য কর্ডোভায় বসবাস করেন। কিন্তু ইব্ন যায়দূনের জনপ্রিয়তার কারণে রাজদরবারে বহু সংখ্যক ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া আল-মু'তামিদ-এর বিশ্বস্ত কবি ও মন্ত্রী আবূ বাক্র ইব্ন 'আম্মার (মৃ. ৪৭৯/১০৮৬) (দ্র.)-এর অন্তরে হিংসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। [ঐ সময়ে] ইশবীলিয়াতে য়াহূদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হইয়াছিল। ইহাতে ইব্ন যায়দূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণ একটি সুযোগ লাভ করিল; তাহারা ইব্ন যায়দূনকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইব্ন যায়দূন ইশ্বীলিয়ায় রওয়ানা হইয়া গেলেন। ইহাতে কর্ডোভা অধিবাসিগণ, যাঁহারা এই গুরুত্বপূর্ণ শহরের জন্য গর্ববোধ করিতেন, খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ইব্ন যায়দূন অত্যল্পকালের মধ্যেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া এই অভিযান চলাকালে ১০ রাজাব, ৪৬৩/১৮ এপ্রিল, ১০৭০ সালে ইনতিকাল করেন। ইশ্বীলিয়্যাতেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া কর্ডোভাবাসিগণ গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়।

ইব্ন যায়দূন শুধু উচ্চ মানের কবিই ছিলেন না বরং একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকও ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে।

তাঁহার লিখিত দীওয়ান ছাড়াও ইব্ন যায়দূন বহু চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন যেগুলির মধ্যে দুইটি বিখ্যাত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম পত্রের শিরোনাম আর-রিসালাতু'ল-হাযালিয়া (الرسالة الهزلية) যাহা তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন 'আবদূস-এর নামে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে তিনি ওয়াল্লাদাকে বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। 'আরবী ভাষায় উচ্চ মানের সাহিত্য হিসাবে এই পত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছে; কেননা ইহাতে এমন কতকগুলি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা শুধু ঐ পত্রের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হইয়াছে অথবা এই পত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা গিয়াছে যাহা ইব্ন নুবাতা (মৃ. ৭৬৮/১৩৬৬) শারহু'ল-'উয়ূন ফী শারহি রিসালা ইব্ন যায়দূন নামে প্রকাশ করিয়াছেন (বুলাক' ১২৭৮ হি., আল-ইসকান্দারিয়া ১২৯০ হি., কায়রো ১৩০৫ হি.)। রেইসাক (Reisak) এই পত্র ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন (Leipzig ১৭৫৫ খৃ.)। দ্বিতীয় পত্রটি আর-রিসালাতু'ল-জিদ্দিয়া (الرسالة الجدية) তিনি জেলে থাকাকালে আবু'ল-ওয়ালীদ ইব্ন জাহওয়ার-এর নামে লিখিয়াছিলেন। Besthorn এই পত্রটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (Copen Hagen ১৮৯০ খৃ.)। হাজ্জী খালীফা পত্র দুইটিকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। খালীলু'স-সাফাদী (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩) ২য় পত্র আর-রিসালাতু'ল-জিদ্দিয়া এর ব্যাখা করিয়াছিলেন। আল-জাহিজ (الجاحظ) তাহার তারবী' (تربيع) তে ইব্ন যায়দূন কর্তৃক প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। আল-খাওয়ারিয্মী (الخوارزمى) আত-তাওহীদী (التوحيدى) এবং আল-হামাযানী (الهمذانى) ও অন্যদের মধ্যেও এই ধারার ব্যবহার ছিল।

মনে হয় যে, ইব্ন যায়দূনের পত্রাবলী (রাসাইল) যেখানে তাঁহার কবিতা অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে সেখানে তাঁহার কাব্যের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইব্ন যায়দূনের কবিতা সংকলন Weijers (লইডেন ১৮৩৯ খৃ.) de Sacy (JA, ১২খ, ৫০৮ প.) এবং আল-মাক্কারী (analextes) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রকাশিত সংকলনসমূহ এবং ইব্ন যায়দূন-এর জীবন-বৃত্তান্ত ইব্ন বাসসাম (মাখতূতা ই-কিতাব খানাই মিল্লী, প্যারিস, নং ৩৩২২) এবং 'ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানী (পূ. স্থা. নং ৩৩৩০)-এর গ্রন্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইহার জন্য দেখুন (১) Brockelmann, ১খ, ২৭৪ এবং তাক্মিলা, ১খ, ৪৮৫; (২) তা'রীখ-ই খামীস, ২খ, ৩৬০; (৩) জাযওয়াতু'ল-মুক্তাবিস, ১২১; (৪) আদাবু'ল-লুগা, ৩খ, ৫৪। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র (৫) ইব্ন খাকান, কালা'ইদ (সং ১২৮৩), ৭০০৮৩; (৬) দীওয়ান-এর সংস্করণসমূহ কামিল কীলানী এবং 'আবদু'র-রাহ'মান খালীফা (কায়রো ১৯৩২ খৃ.); (৭) মুহ'াম্মাদ সায়্যিদ কায়লানী (কায়রো ১৯৫৬ খৃ.); (৮) 'আলী 'আবদু'ল-'আজীম (কায়রো ১৯৪৭ খৃ.) (৯) কারাম বুস্তানী (বৈরূত ১৯৬৩ খৃ.)। গবেষণাসমূহ বিশেষভাবে দ্র. (১০) A.Cour, Un poete arabe Andalousie, Constantine 1920 [reviews by H. Masse, in Hesperis, 1921. 183-93 and a. Schaade, in Isl., xiii (1923), 180-9), and A. al-Iskandari, ইব্ন যায়দুন ('আরবী ভাষায়), in MMIA-xi (1931), 513-22, 577-92, 656-69] first E.I. ripr., vol III, Leiden 1987

A. cour, G. Lecomte (E.I.[2] দা. মা. ই)/
এ. এফ. এম. হোসাইন আহমাদ

ইব্ন যায়লা (ابن زيلى) ঃ আবূ মানসূর আল-হু'সায়ন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উমার (ইব্ন তাহির Brockelmann,I 456) ইব্ন যায়লা আল-ইসফাহানী (ঐ লেখক, SI, 829)। তিনি তরুণ বয়সে ৪৪০/১০৪৮ সনে মারা যান। তিনি ইব্ন সীনার শাগরিদ এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি হায়্যি ইব্ন য়াকজান (দ্র.) এর কাহিনীর একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন, যাহা মেহরান তাঁহার রচনায় ব্যবহার করেন [(পাণ্ড. BM Or . ৯৭৮ (৩)] এবং উহার অধিকাংশ অনুবাদ করিয়া সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের স্বকৃত সংস্করণের সঙ্গে সংযোজিত করেন (Traites Mystiques, fase, i 1889) Mehren তিনি এই ভাষ্যের একখানি হিব্রু অনুবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা D. Kaufmann কর্তৃক বার্লিন হইতে ১৮৮৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। H. Corbin তাঁহার Avicenna et la Recit Visionnaire (ii, 148, 150-4) গ্রন্থেও ইব্ন যায়লার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন; A. M. Goichon Le Recit de Hayy Ibn Yaqzan commente par des textes d Avicenna (নির্ঘন্ট দ্র.) গ্রন্থে উহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইব্ন আবী উসায়বি'আ (২খ. ১৯) ইব্ন সীনার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাব তা'আলীক নামক একখানি শব্দকোষ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাঁহার শাগরিদ আবূ মানসূ'র ইব্ন যায়লা তাঁহারই

নির্দেশ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও বাহ্মানয়ার-এর প্রশ্নের জওয়াব দান সূত্রেই ইব্ন সীনা তাঁহার মুবাহাছাত (Brockelmann, SI. 817)/রচনা করিয়াছিলেন।

ইব্ন যায়লা একজন গণিতবিদ ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং আল-কিতাবু'ল-কাফী ফি'ল-মূসীকী (সঙ্গীত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উহা কায়রো হইতে যাকারিয়্যা য়ূসুফ কর্তৃক ১৯৬৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে তিনি (পৃ. ২) অন্য যে সকল লেখক ইব্ন যায়লার উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ (১) আল-বায়হাকী, তা'রীখ হুকামা'ই'ল-ইসলাম, নং ৫০, ৯৯, ১০০; (২) হা'জ্জী খালীফা, ১খ, ৮৬২; (৩) আয-যিরিকলী, আ'লাম, ২খ, ২৭৮; (৪) 'উমার কাহহালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৪খ, ১৩; (৫) কাদরী তুকান, তুরাছু'ল-'আরাব আল-'ইলমী, ৩য় সংস্করণ, ৪০০; (৬) H. G. Farmer, A history of Arabian music, 220। তৎরচিত সুপরিচিত গ্রন্থাবলী ব্যতীতও ইব্ন যায়লা ইব্ন সীনার শিফা' গ্রন্থের প্রকৃতি বিজ্ঞানসমূহের নির্বাচিত অংশের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, আত্মা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ ও পত্রসাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত।

A. M. Goichon (E.I.[2]) হুমায়ুন খান

ইব্ন যুর'আ (ابن زرعة) ঃ আবূ 'আলী 'ঈসা ইব্ন ইসহাক ইব্ন যুর'আ, ইংল্যাণ্ড-রাজ দ্বিতীয় জেম্স প্রবর্তিত খৃস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক, সখেদে অপরাধ স্বীকারকারী এবং অনুবাদক, যু'ল-হিজ্জা, ৩৩১/আগস্ট, ৯৪৩ সনে বাগ'দাদে জন্ম এবং ৬ শা'বান, ৩৯৮/১৬ এপ্রিল, ১০০৮ সনে মৃত্যু। [ইব্ন আবী উসায়বি'আপ্রদত্ত তারিখগুলি যথাক্রমে ৩৭১/৯৮১ ও ৪৪৮/১০৫৬। ইব্নু'ন-নাদীম (৩৭৭/৯৮৭ সনের কাছাকাছি) ইব্ন যুর'আর কথা উল্লেখ করায় আর ইব্ন আবী উসায়বি'আ নিজেই য়াহ'য়া ইব্ন 'আদী (মৃ. ৩৬৪/৯৭৫)-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ করায় ঐ তারিখগুলি আর সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ঠিক হইবে না]। তিনি সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তৎপরে য়াহয়া ইব্ন 'আদী (দ্র)-র তত্ত্বাবধানে দর্শনশাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। তিনি ভেষজ বিজ্ঞানও শিক্ষা করেন বলিয়া মনে হয়। কেননা ইব্ন আবী উসায়বি'আ তাহাকে খ্যাতিমান চিকিৎসকদের দলভুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, বিশেষত কনস্টান্টিনোপল নগরীতে বেচাকেনা করিয়া নিজের জীবিকা অর্জন করিতে বাধ্য হন। আবূ হায়্যান আত-তাওহীদীর মতে ইহাতে তাহার দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নকার্য দারুণভাবে ব্যাহত হয়। তদুপরি কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে তিনি গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একথা বলিয়া তাহার প্রতিযোগীরা প্রকাশ্যে তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন। ইহাতে তিনি গ্রেফতার হইয়া কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং তাহার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত হয়। এই সকল আকস্মিক দুর্বিপাক তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার মৃত্যু ত্বরান্বিত করে।

সম্ভবত প্রাচীন সিরীয় ভাষা হইতে ইব্ন যুর'আ এ্যারিস্টোটলের গ্রন্থাবলী বিশেষত তাহার Historia Animalium গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। এই কারণে তিনি অনুবাদক হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। যাহা হউক, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও কৈফিয়তমূলক তাহার বহু সংখ্যক গ্রন্থই তাঁহার সুখ্যাতির ভিত্তি। বর্তমানে উহার প্রায় সবই বিলুপ্ত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর যে তালিকা ইব্নু'ন-নাদীম প্রস্তুত করেন আল-কিফতী ও ইব্ন আবী উসায়বি'আ উহাকে পূর্ণাঙ্গ করেন। এইসব হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার একখানিমাত্র অনুবাদ গ্রন্থ বর্তমানে টিকিয়া আছে [কুতার্কিকসুলভ যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা এ্যারিস্টোটলের খণ্ডন পুস্তক, সুফীসিতীকা, পাণ্ডু. প্যারিস ar. ('আরবী?) ২৩৪৬; এ বাদাবী, মানতিক আরিস্তু, ৩খ, ৭৩৭-১০১৬)] ও দশ কিংবা ঐরূপ সংখ্যক গ্রন্থ। তন্মধ্যে P. Sbath চারিখানি প্রকাশ করিয়াছেন (vingt traites Philosophiques et apologetiques dauteurs arabes chretiens du IXe au XIV Siecle, কায়রো, ১৯২৯ খৃ.); বোধশক্তি বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (৬৮-৭৫); আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে মুসলিম বন্ধুকে লিখিত একখানি পত্র ৯৬-১৯); আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ'মাদ আলী-বালখী (৫২-৮) লিখিত "আওয়াইলু'ল-আদিল্লা ফী উসূলিদ্দীন" গ্রন্থের যুক্তিতর্কাদি খণ্ডন পুস্তক, রিসালা ইলাল-য়াহূদী, বিশ্র ইব্ন ফিনহাস (১৯-৫২)। এতদ্ব্যতীত আরও ছয়খানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া প্যারিসে (B N ১৩২, ১৮৩, ১৭৪) ও ভ্যাটিকানে (১১৩, ১২৩, ১২৭ ও ১৩৫)। এইগুলি হইল আবূ হাকীম য়ূসুফ আল-বুহায়রী লিখিত পাঁচটি প্রশ্নের জওয়াব; ঐ লেখকের ১২টি অপরাপর প্রশ্নের জওয়াব; মিলন বিষয়ক গ্রন্থ, ইংল্যান্ড-রাজ দ্বিতীয় জেম্স-এর ধর্মীয় সমর্থকদের কৈফিয়ত; প্রার্থনা অনুষ্ঠানকালে দেহের ভাবভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয়াদি; শপথ করা, সাওম পালন করা ও ভিক্ষা দান সংক্রান্ত পুস্তক; যাহারা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তাহাদের সমর্থনে একখানি কিতাব। উল্লেখ্য যে, এই সকল গ্রন্থ রচনার একক কৃতিত্ব ইব্ন যুর'আর উপরে আরোপ করা সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নহে। অন্তত আরও দুইখানা গ্রন্থের রচয়িতারূপে তাঁহার নামটি ভুলবশত উল্লিখিত হইয়াছে (১) আবূ আলী নাসীফ ইব্ন য়ুমকৃত মাকালা ফী মাহিয়্যাত ইত্তিহাদিন-নাসারা ও (২) ইব্নু'ল-মুকাফফা' (Severus) রচিত কিতাবু'ল-মাজামি'।

ইব্ন যুর'আ প্রণীত যে সকল গ্রন্থ আজও টিকিয়া রহিয়াছে তৎ সম্পর্কে Cyrille Haddad 1952 খৃস্টাব্দে Isa ibn zura Philosophe arabe et apologiste chretien de Xe siecle শিরোনামে একটি (অপ্রকাশিত) গবেষণামূলক প্রবন্ধ (Sorbonne-এ উপস্থাপিত করেন। ঐ বিশ্লেষণ কার্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ইব্ন যুর'আ সাধারণত তাঁহার শিক্ষক য়াহয়া ইব্ন 'আদীর অনুসরণ করিয়াছেন। তবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাহার রীতি হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। এ্যারিস্টোটল প্রবর্তিত ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মনীতি আর বাইবেল ও গির্জা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত আত্মায় আত্মায় প্রেমের মতবাদকে তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি মোটামুটি নীরস রচনারীতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতত্ত্বের একটা কৈফিয়তমূলক আলোচনা করেন যাহাকে কদাচিৎ মানবতাবাদী বিধান (argumentum ad hominem) রক্ষার জন্য অবলম্বন করা চলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুন-নাদীম, নির্ঘণ্ট (কায়রো, সং., পৃ. ৩৬৯-৭০; (২) আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী, ইমতা', ১খ, ৩৩; (৩) ইব্নু'ল-কিফতী, ২খ, ২৪৫ প.;(৪) ইব্নু'ল-ইবরী, ৩খ, ২৭৭; (৫) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ, ২৩৫ প.; (৬) বায়হাকী, তাতিম্মা, পৃ. ৬৬-৯; (৭) Suter, 77; (৮) Graf, Geschichte der christl . ar. Lit, ২খ, ৫২ প.; (৯) Cheikho, Cat, des mss des auteurs arabes chretiens depuis 1'Islam, বৈরূত ১৯২৪ খৃ., (১০) Brockelmann, SI. ৩৭১;(১১) DM ৩খ, ১৩৩-৪।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্ন যুহ্র (ابن زهر) ঃ স্পেনের সুবিখ্যাত পণ্ডিত পরিবারের পিতৃবংশীয় উপাধি। আদিতে 'আরব হইতে আগত এই পরিবার ৪র্থ/১০ম শতকের শুরুতে পূর্ব স্পেনের জাফুশাতি বা (Jativa)-তে বসতি স্থাপন করে। এই পরিবারের সদস্যগণ সম্বন্ধে ইব্ন খাল্লিকান বলেন, "তাঁহারা সকলেই 'উলামা রু'আসা, হুকামা ও উযীর ছিলেন এবং রাজা-বাদশাহের দরবারে উচ্চ পদে আসীন হইয়াছিলেন।"

এই গোত্রের প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পেনে বসতি স্থাপন করেন তাঁহার নাম ছিল যুহ্র। তাঁহার নাম হইতেই পরিবারটি যুহ্র পরিবার নামে পরিচিত। ১০ম শতাব্দীর প্রথম হইতে ১৩ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত (১২৪৭-৪৮ খৃ. অব্দ পর্যন্ত) অর্থাৎ খৃস্টানদের স্পেন বিজয় ও সেখান হইতে মুসলিমদের বিতাড়নকাল পর্যন্ত পরিবারটি শাতিবায় বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইব্ন খাল্লিকান পরিবারটির যে বংশ তালিকা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেলঃ

(১) যুহ্র আল-ইয়াদী ছিলেন (২) মারওয়ান-এর পিতা এবং বিখ্যাত আইনবিশারদ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ-এর দাদা। তিনি ৪২২/১০৩০-এ তালাভেরা (Talavera)-তে ইন্তিকাল করেন।

(৩) আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ঃ ইনি ছিলেন পরিবারের সর্বপ্রথম খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইব্ন খাল্লিকান এই আবূ বাক্রের সম্বন্ধে হাফিজ আবু'ল-খাত্তাব ইব্ন দিহ্য়ার মত উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন দিহ্য়া তাঁহার আল-মুতরিব মিন 'আশার আহলি'ল-মাগ্রিব গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়ান ছিলেন রায় ও কিয়াসে বিশেষ অভিজ্ঞ, সাহিত্যে পারদর্শী এবং ফাতাওয়া বিষয়ে আইনজ্ঞ হিসাবে অতিশয় দক্ষ। তিনি তাঁহার শহরের মজলিসে শূরার অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। তিনি নানা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি হাদীছ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্পেনের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার দোহাই দিয়া নানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার আল্লাহ্-ভীতি, জ্ঞান-গরিমা, সদাশয়তা ও পরোপকার প্রবৃত্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ৪২২ হিজরীতে (১০৩৯ খৃ.) ৮৬ বৎসর বয়সে তালাভেরাতে ইনতিকাল করেন।

(৪) আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিকঃ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন যুহ্র ইয়াদী সেভীল হইতে আগমন করেন। পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি কু'রআন-বিজ্ঞানে ও ফিক্হশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। তাঁহার ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞানের প্রতি। হাজ্জ করিবার মানসে তিনি মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। প্রথমে কায়রাওয়ান যান, সেখান হইতে কায়রো গিয়া দীর্ঘকাল যাবত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইব্ন খাল্লিকানের বিবরণ একটু ভিন্নতর। তাঁহার মতে তিনি প্রথমে সুদূর বাগদাদ গমন করেন এবং ফিরিবার পথে মিসর ও কায়রাওয়ানে অবস্থান করেন। ইবনু'ল-'আব্বার বলেন যে, তিনি একজন বিখ্যাত ও অতি সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি দানিয়া (Denia)-তে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে তৎকালীন শাসক মুজাহিদ (দ্র.) তাঁহাকে স্বাগত জানান। ক্রমে আইবেরীয় উপদ্বীপের সকল প্রদেশে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ইব্ন আবী উসায়বি'আ বর্ণনা করেন, চিকিৎসা বিষয়ে তিনি উদার পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন ('আরা শাদ্দা)। যেমন তিনি গরম পানিতে গোসল (হাম্মাম) নিষেধ করেন। কারণ উহার বিষময় প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে (য়াফিন আল-আজসাম) এবং উহা দেহের স্বাভাবিক রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায়। ইব্নু'ল-আব্বার ও ইব্ন খাল্লিকানের মতে তিনি দেনিয়াতে ইনতিকাল করেন, কিন্তু ইব্ন আবী উসায়বি'আর মতে তিনি সেভীলে ইনতিকাল করেন আনুমানিক ৪৭০/১০৭৮-এ। ইব্নু'ল আব্বারও এই তারিখই সমর্থন করেন।

(৫) আবু'ল 'আলা যুহ্রঃ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্ন মুহাম্মাদ, উপরিউক্ত আবূ মারওয়ানের পুত্র, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের নিকট সাধারণভাবে শুধু তাঁহার কুন্য়া দ্বারা পরিচিত, যেমন 'আলী (Aboali), আবূ লেলী (Abuleli), এবিলুলী (Ebiluli)। কখনো কখনো বা কুন্য়ার সঙ্গে যুহ্রযুক্ত নাম দ্বারাও তিনি পরিচিত, যেমন আবূ লেলীযর (Abulelizar), আলবুলীযর (Albuleizar)।

(১) জীবনী ঃ তাঁহার জন্ম সেভীলে। তিনি কর্ডোভা গমন করেন এবং সেখানে আবূ 'আলী আল-গাসসানীর সাক্ষাত লাভ করেন, যিনি সেখানকার বিখ্যাত জামি' মসজিদে শিক্ষা দান করিতেন এবং তাঁহাকে আবূ বাক্র ইব্ন মুফাওয়ায ও আবূ জা'ফার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয-এর সঙ্গে একত্রে হাদীছ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দেন। তিনি আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আয়্যুব-এর নিকট হইতে সেই শ্রেণীর হাদীছের পাঠই শ্রবণ করেন (সামি'আ) যেগুলি রাবীগণ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে হাতে হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছিল (আল-হাদীছু'ল-মুসালসাল ফি'ল-আখ্য বি'ল-য়াদ)। উহার অর্থ এই যে, বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বিশদ ও সুগভীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিতই প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয় বা দর্শন অধ্যয়নের পূর্বে গভীরভাবে ধর্মীয় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেন। আবু'ল-'আলা রম্য রচনাতেও (আদাব) বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। মাকামাত-এর রচয়িতা আল-হারীরীর সঙ্গে তিনি পত্রালাপ করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রবণতা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে। খুব অল্প বয়সেই সেভীলের আব্বাদীয় শাসক আল-মু'তাদি'দ-এর শাসনামলে (৪৩৩-৬০/১০৪২-৬৮) তিনি তাঁহার পিতার নিকটে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি একজন সুবিখ্যাত হাকীম হন এবং এই শাস্ত্রে নিজের বিশাল জ্ঞানের পরিসর এবং

সেই জ্ঞানের প্রাপ্ত ব্যবহার দ্বারা পূর্ববর্তী অন্য সকলের জ্ঞানকে স্তিমিত করিয়া দেন। তাঁহার সুখ্যাতি এত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, মাগ'রিবের জনসাধারণ তাঁহার ও তাঁহাদের পরিবারের এই দক্ষতা নিয়া গর্ব বোধ করিতেন (ইব্‌নুল-আব্বার)। আল-মুত'মিদ ইব্‌নু'ল-'আব্বাদ আবু'ল-'আলাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিতেন। তিনিও সেই কারণে সর্বদা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন—যদিও তিনি ছিলেন আল-মুরাবিতী য়ূসুফ ইব্‌নু'ত-তাশফীন-এর সমর্থক (য়ূসুফ ৪৮৪/১০৯১ সমগ্র দেশের অধিপতি হন)। তিনি য়ূসুফ-এর উযীর হইয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। Wustenfeld তাহা বলিলেও জীবনীকারগণ এই বিষয়টি সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। তাঁহারা শুধু এতটুকু উল্লেখ করেন যে, তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে সরকারী প্রশাসনিক কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাযকীরার পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাকে উযীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (সেই কারণেই পাশ্চাত্য লেখকগণ তাঁহাকে আল-ওয়াযীর আল-বুলীযর (Alguazir Albuleizar) নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন)। আবু'ল-'আলা ৫২৫/১১৩০ কর্ডোভাতে মারা যান (G. Colin-এর মতে-"বৃদ্ধ বয়সে দেহে যে আরব (wart) [নাগলা] হয় সেইগুলিরই একটি পাকিয়া গিয়া" তাঁহার মৃত্যু হয়। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ বলেন যে, দুবায়লাকেই স্পেনে নাগলা বলা হয়; Dozy-র মতে উহা ছিল "এক ধরনের ঘা, দেহের যে স্থানেই দেখা দিক না কেন, উহার পুঁজে রস হয়", আর G. Colin মনে করেন যে, উহা নাগলা ছিল না, ছিল পাকস্থলীর ঘা (gastric ulcer)। আবার H. Jahier (তৎকৃত ইব্‌ন আবী উসায়বি'আর অনুবাদ গ্রন্থে, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.) উহাকে অনুবাদ করিয়াছেন পুঁজযুক্ত নালী ঘা (phlegmon gaugreneux) বলিয়া এবং তিনি ব্যবহৃত শব্দ দুইটির অর্থবোধক রোগ একযোগে হওয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। [ইব্‌ন দিহ্‌য়ার মতে দুই কাঁধের মধ্যকার ঘায়ে (نغلة) ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়]। আবু'ল-'আলাকে সেভীলে দাফন করা হয়।

(২) গ্রন্থাবলী ঃ তিনি কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ তাঁহার ৯খানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তবে এ পর্যন্ত তাঁহার ১০ খানি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি হইলঃ ১। কিতাবু'ল-খাওয়াসস (كتاب الخواص)-ঔষধের গুণাগুণ বিষয়ক গ্রন্থ; ২। কিতাবু'ল-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা ওয়া'ল-মুরাক্কাবা (كتاب الادوية المفردة والمركبة)-সহজ ভেষজ গ্রন্থ;

৩। কিতাবু'ল-ঈদাহ্ বিশাওয়াহিদি'ল-ইফ্‌তিদাহ্ ফি'র-রাদ্দি 'আলী ইব্‌ন রিদওয়ান ফীমা রাদ্দাহু 'আলা হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক ফী কিতাবি'ল-মাদ্‌খাল ফি'ত্-তি'ব্ব (كتاب الايضاح بشواهد الافتضاح فى الرد على بن رضوان فيما رده على حنين بن اسحاق فى كتاب المدخل فى الطب)।

ইব্‌নু'র-রিদওয়ান (মৃ. ৪৬০/১০৬৮০)-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে নিন্দামূলক লিখিত প্রচারণা গ্রন্থ ও হুনায়ন ইব্‌ন ইস্‌হাক রচিত কিতাবু'ল-মাদখাল ইলা'ত-তিব্ব (كتاب المدخل الى الطب) Book of Introduction to Medicine চিকিৎসা প্রবেশিকা গ্রন্থ খণ্ডনের জন্য লিখিত গ্রন্থ।

৪। কিতাবু হাল্লি শুকূকি'র-রাযী 'আলা কুতুবি জালীনু'স (كتاب حل شكوك الرازى على كتب جاليئوس) গ্যালেন (Galen)-এর চিকিৎসা গ্রন্থাবলী বিষয়ে আর-রাযীর সন্দেহের নিরসন।

৫। মুজাররাবাত (مجربات) চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক গ্রন্থ।

৬। মাকালাতু ফি'র-রাদ্দি 'আলা আবী 'আলী ইব্‌ন সীনা ফী মাওয়াদি'আ মিন কিতাবিহি'ল-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা مقالة فى الرد على ابى على ابن سينا فى مواضع من كتابه (الادوية المفردة)।

ইব্‌ন সীনার সহজ ভেষজ গ্রন্থের কয়েকটি অংশের উপরে লিখিত ইব্‌ন সীনার মতামত রদ বিষয়ক প্রবন্ধ।

৭। মাকালাতু ফী বাসতিহি লি-রিসালাতি য়া'কূব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী ফী তারকীবি'ল-আদবিয়া (مقالة فى بسطه لرسالة يعقوب بن اسحاق الكندى فى تركيب الادوية)। ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে য়া১কূব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দীর রিসালার সম্প্রসারণ।

৮। কিতাবু'ন-নুকাতি'ত-তিব্বিয়া (كتاب النكت الطبية) জটিল চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্নাদির গ্রন্থ।

ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ ঃ এক কথায় ইহা তাঁহার পুত্র আবূ মারওয়ানের জন্য লিখিত গ্রন্থগুলির অন্যতম। G. Colin মনে করেন যে, তিনি তায'কিরা নামে যে গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন (প্যারিস পাণ্ডু. কামালাতু'ত-তাযকিরার অভিযোজিত অংশ হইতে গৃহীত), ইহা সেই একই গ্রন্থ। কিন্তু ইব্‌ন আবী উসায়বি'আর মতে কিতাবু'ত-তাযকিরা অন্য একখানি পৃথক গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থখানি সব বিষয়ে কিতাবু'ত-তায'কিরার অনুরূপ। যাহা হউক, গ্রন্থখানি একখানি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। তিনি ইহা তাহার পুত্রের জন্যই লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতিটি নুকতাকে তাযাক্কার (স্মরণ রাখিও) দ্বারা পরিচিত করান হইয়াছে।

৯। কিতাবু'ত-তায'কীরা (كتاب التذكرة)ঃ।

১০। জামী'উ আসরারি'ত-তিব্ব (جميع اسرار الطب)।

কিতাবু'ত-তায'কীরা গ্রন্থখানি সব দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। তিনি মরক্কো থাকা কালে ইহা প্রণয়ন করেন। ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যকলাপের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। ইহাতে তিনি মরক্কোর আবহাওয়া ও রোগ বিজ্ঞান (Pathology) সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের নানা পরিপূরক বিষয় লইয়াও ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি ইহাতে দন্ত বিষয়ে (dentology) বহু উপদেশ দিয়াছেন এবং গ্যালেনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের দার্শনিক সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

চিকিৎসাবিদ আবু'ল-'আলাঃ সুদক্ষ চিকিৎসক হিসাবেই আবু'ল-'আলার প্রধান খ্যাতি ছিল। রোগীকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া ও শিরা দেখিয়াই তিনি রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন। ইব্‌ন 'আবী উসায়বি'আ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তিনি হয়তো চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিরাট অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ রোগ নির্ণয় ক্ষমতার বিষয়টি জোর দিয়া বুঝাইবার জন্যও তাঁহার এই অসাধারণ দক্ষতার কথাটি বলিয়া থাকিতে পারেন। এই তথ্য যদি বাস্তবিক সত্যও হয়, তবুও আবু'ল-'আলা প্রচলিত 'আরব চিকিৎসা রীতি পরিত্যাগ করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। প্রচলিত রীতি ছিল রোগীর পূর্বপুরুষ ও বংশের ইতিহাস জানা এবং যে অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকতায় সে বাস করে তাহা জানিয়া অতঃপর রোগ নির্ণয় করা। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, একথা জানা যায় যে, তিনি চিকিৎসার জন্য কিছু 'দুষ্প্রাপ্য' ঔষধ (নাওয়াদির) প্রয়োগ করিতেন অর্থাৎ সেগুলি হয়তো

দুর্লভ কোন ঔষধ ছিল বা আশ্চর্য রকমের ফলপ্রদ ছিল। চিকিৎসা বিষয়ক প্রাচীন খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল। তাঁহার জীবনকালেই ইব্ন সীনার বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ আল-কানূন (canon) পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়। ইরাক হইতে আগত জনৈক সওদাগর তাঁহাকে উক্ত গ্রন্থের একটি কপি দেন। কিন্তু আবু'ল-'আলা' ইহা পাঠ করিয়া তাহাতে ভুল দেখিতে পান এবং এক পাশে রাখিয়া দেন। পরে ঐ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার পাশের খালি জায়গায় তিনি বিধিপত্র লিখিতেন। এই বিষয়ে G, Colin-ই সঠিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সকল বিষয়ে তিনি ইব্ন সীনার সঙ্গে একমত হইতে না পারিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বাতিল করেন নাই। কেননা তিনি ইব্ন সীনার সরল চিকিৎসা গ্রন্থটির সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করিবার আগে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তাযকীরা গ্রন্থে চিকিৎসকের আদর্শ আরও স্পষ্টরূপে দেখা যায়। তাঁহার যুগের অন্যান্য চিকিৎসকের অনুসরণ না করিয়া তাঁহাদেরকে তিনি অসাবধানতার সঙ্গে ঔষধ প্রয়োগ করিবার দায়ে দোষী করিয়াছেন-এই হেকিমী চিকিৎসার বেলায় সকলকে বিচক্ষণতার (হ'য্‌ম) উপদেশ প্রদান করিতেন। দেহ-রসভিত্তিক ঔষধ ও প্রতিষেধকের গুণাগুণভিত্তিক চিকিৎসা এবং উহাদের মাত্রা বিষয়ে দেখা যায় যে, (ঠাণ্ডা, গরম, শুষ্ক, আর্দ্র) মেযাজের (temperament) সমতা আনয়নের জন্য যে অত্যধিক মাত্রায় প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হয়, যাহা দ্বারা বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তিনি উহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। ঔষধের প্রতিষেধক-শক্তি অবশ্যই রোগের প্রবণতার মাত্রা অনুযায়ী হইতে হইবে (বি-কাদ্‌র যালিক আল যায়ল)। একবার তিনি আফসোসের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "হেকীমগণ কত রোগীর মৃত্যুরই না কারণ ঘটাইয়া থাকেন!" ইহা হইতেই রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার মূল আদর্শের উদ্ভব ঘটিয়াছে। রোগীর উপরে সরল বা যৌগিক প্রতিষেধক যাহাই প্রয়োগ করা হউক না কেন, উহা সর্বপ্রথম ন্যূনতম মাত্রায় শুরু করা উচিত (ফি আওওয়ালি'দ-দারাজাতি'ল-উলা)। অতঃপর ফলদৃষ্টে হেকীম উহার মাত্রা বা গুণগত শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। কেহ যদি এমন নিশ্চিতও থাকেন যে, তিনি ভুল করিবেন না, তথাপি তাড়াহুড়া করিতে যাওয়াও ভুল। আর ঔষধ সম্বন্ধে, যখন উহা এমন দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়, যেগুলি একদিকে ঔষধকে দেহের রোগাক্রান্ত অংশে পরিবাহিত করিবে, আবার অপরদিকে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকিলে তাহাও সংশোধন করিবে, সেক্ষেত্রে মিশ্রণকালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই বাস্তব অনুমোদনসমূহ চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ করে এবং নিরীক্ষাধর্মী চিকিৎসার ফলাফলের যথার্থ পর্যবেক্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে যাহা স্বতই একটি ইতিবাচক পদ্ধতি।

(৬) আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিক ঃ ইব্ন আবি'ল-'আলা যুহ্‌র, উপরিউক্ত জনের পুত্র, সাধারণত আবূ-মারওয়ান ইব্ন যুহ্‌র মধ্যযুগের পাশ্চাত্যে আভোমেরন অভেনযোর (Abhomeron Avenzoor) নামে সুপরিচিত। তিনি সেভীলে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনীকারগণ তাঁহার জন্ম তারিখ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন সূত্র হইতে G, Colin তাঁহার জন্ম তারিখ আনুমানিক ৪৮৪-৭/১০৯২-৫-এর কাছাকাছি বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি ৫৫৭/১১৬১ সেভীলে মারা যান।

(১) জীবনী ঃ পিতা তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি হেকীমরূপে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। সাহিত্য ও আইনশাস্ত্রেও তিনি উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচ্যদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে অবশ্যই তিনি উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আল-মুরাবিতী বংশীয়গণের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ধন-সম্পদ ও পৃষ্ঠপোষকতা দুইই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজন ইবরাহীম ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন-এর জন্য তিনি কিতাবু'ল-ইক্‌তিসাদ (ইবনু'ল-আব্বার প্রদত্ত নাম কিতাবু'ল-ইক্‌তিদার-এর সংশোধন করেন G, Colin) রচনা করিয়াছিলেন, উহার রচনা ৫১৫/১১২১ সনে সমাপ্ত হয়। ৫৩৫/১১৪০ সনে তাঁহাকে মাররাকুশে জেল দেওয়া হয়, সেই শহর তখন ইবরাহীমের ভ্রাতা 'আলী ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন-এর ক্ষমতাধীন ছিল (তু. ইব্নু'ল-আব্বার, নং ১৭১৭)। এই অসম্মানের কারণ কী জানা যায় না; তবে আবূ মারওয়ান তৎকৃত তায়সীর গ্রন্থে এই শাসককে বলিয়াছেন, নরাধম 'আলী' এবং তাঁহার 'খাদ্য গ্রন্থ' (book of foods)-এ তিনি এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, "আমীর কর্তৃক আমার উপরি আরোপিত কষ্ট বাধ্য হইয়া আমার সহ্য করিবার সময়ে।" "আল-মাহ্‌দী শাসনামলে আবদু'ল-মুমিন তাঁহাকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তাহার উপরেই নির্ভর করিতেন" (ইব্ন আবী উসায়বি'আ)। তিনি উযীর পদে নিযুক্ত হন। ইব্ন রুশদ (দ্র.) তাঁহার বন্ধু হন (কিন্তু ছাত্র ছিলেন না) এবং মনে হয় যেন কয়েকটি বিষয় তাঁহারা একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কতকাংশে পারস্পরিক সহযোগিতাও করিয়াছিলেন। আবূ মারওয়ান তাঁহার পিতার রোগেই মারা যান। একটি লোকশ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে (ইব্ন আবী উসায়বি'আ প্রদত্ত) যে, আবূ মারওয়ান যখন আল-ফার নামক জনৈক সহকর্মীর নিকটে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি খিঁচুনীতে (শানাজ=convulsions) মারা যাইবেন, কারণ তিনি জীবনে বেশী পরিমাণে ডুমুর ফল খাইয়াছিলেন, তখন সহকর্মী হেকীম উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মারা যাইবেন নাগলা হইয়া। কারণ তিনি জীবনে যথেষ্ট ডুমুর ফল খান নাই। তাঁহাদের উভয়ের সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্ব-উক্তি সত্য হইয়াছিল।

(২) রচনা কর্ম ঃ আবূ মারওয়ান কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। ইব্ন আবী উসায়বি'আ তাঁহার ৬ খানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তবে এ পর্যন্ত তাঁহার ৯ খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি হইল (১) কিতাবু'ত-তায়সীর ফি'ল-মুদাওয়াত ওয়া'ত-তাদবীর (كتاب التيسير فى المداوات والتدبير); (২) কিতাবু'ল-আগযিয়া (كتاب الاغذية); (৩) কিতাবু'ল-ইক্‌তিসাদ ফী ইসলাহি'ল-আন্‌ফু'স ওয়া'ল-আজসাদ; (৪) কিতাবু'য-যীনীয়া তায্‌কিরাতু ইলা ওয়ালাদিহী আবী বাক্‌র (كتاب الزينية تذكرة الى ولده ابى بكر) (৫) মাকালা ফী ইলালি'ল-কুলা (مقالة فى علل الكلى) (৬) কিতাবু তায্‌কিরা যাকারা বিহা লি-ইবনিহী আবী বাক্‌র (كتاب تذكرة ذكر بهالابنه ابى بكر); (৭) রিসালা কাতাবা বিহা ইলা বা'দি'ল-আতিব্বা (رسالة كتب بها الى بعض الاطباء); (৮) জামা '(جمع); (৯) রিসালা ফী 'ইল্লাতায়'ল-বারাস ওয়া'ল-বাহাক। গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া গেল ঃ

(১) তায়সীর ফি'ল-মুদাওয়াত ওয়া'ত-তাদ্‌বীর (চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থাবলী= Practical manual of treatments and diets); অন্যখানি বিধিপত্র বিষয়ক জামি'; কিতাবু'ল-আগযিয়া বা খাদ্য গ্রন্থ (Book of foods); কিতাবু'য-যীনীয়া (সুশোভন গ্রন্থ book of

embellishment)। এই গ্রন্থটি তিনি তাঁহার পুত্র আবূ বাক্‌র-এর জন্য রচনা করিয়াছিলেন। বইখানি জোলাপের ব্যবহার বিষয়ক। মাকালা ফী ইলালিল-কুলা=কিডনী রোগ বিষয়ক প্রবন্ধ (Treatise on diseases of the kidneys); রিসালা ফী 'ইল্লাতায়ল-বারাস ওয়া'ল-বাহাক (সেভীলের জনৈক হেকীমের নিকটে শ্বেতরোগ ও Pityriasis বিষয়ে লিখিত পত্র =letter to a doctor in Seville on white leprosy or vitiligo and Pityriasis)। তায'কিরা গ্রন্থখানিও তাঁহার পুত্র আবু বাক্‌রের জন্য লিখিত (G. Colin মনে করেন যে, ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ নিশ্চয়ই ভুলক্রমে পুস্তকটিকে আবূ মারওয়ানের রচিত বলিয়াছেন, বাস্তবিক ইহার রচয়িতা ছিলেন আবু'ল-'আলা)। এই তালিকার সঙ্গে অবশ্যই যোগ করিতে হয় আরও একখানি গ্রন্থ, কিতাবু'ল-ইক'তিসাদ ফী ইসলাহি'ল-আনুফস ওয়াল-আজসাদ, ইবনু'ল-আব্বার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উপরের এই ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে কিতাবু'ল-ইকতিসাদ (রচনাকাল ৫১৫/১১২১০; তায়সীর (১১২১ ও ১২৬২ খৃ.,-এর মধ্যে রচিত) এবং কিতাবুল-আগাযিয়া (১১৩০ ও ১১৬২ খৃ.-এর মধ্যে রচিত) অধ্যাবধি টিকিয়া আছে।

প্রথম গ্রন্থটি একখানি 'সংক্ষিপ্ত সারমর্ম' (জুমলা মুখতাসারা), ইহা ইব্‌ন যুহ্‌রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থখানি লিখিত হয় তৎকালীন বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বিখ্যাত দার্শনিক ইব্‌ন রুশ্‌দের অনুরোধে। বয়সে ইব্‌ন যুহ্‌রের অনেক ছোট হইলেও ইব্‌ন রুশ্‌দ তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হইল এই গ্রন্থের সঙ্গে ইব্‌ন রুশ্‌দের কুল্লিয়াতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অধ্যাপক মেটলারের মতে ইব্‌ন রুশ্‌দের অনুরোধে তাঁহার কুল্লিয়াতের পরিপূরক হিসাবেই ইব্‌ন যুহ্‌র তায়সীর প্রণয়ন করেন। অধ্যাপক মারটনের মতে কিছু দিন হইল মূল 'আরবী গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এইখানা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশিত হইলে ইহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বর্তমানে যে সমস্ত আলোচনা-সমালোচনা হইতেছে তাহার সবই গ্রন্থের হিব্রু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া। গ্রন্থখানি প্রণীত হওয়ার কিছুদিন পরেই ইহার দুইখানা হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার একখানা ১২৬০ খৃ.-এর পূর্বেই ইতালীতে বর্তমান ছিল। ১২৮০ ও ১২৮১ খৃস্টাব্দের আরও দুইখানি হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হিব্রু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদখানা এত জনপ্রিয় হয় যে, ১৩শ শতাব্দীর মধ্যেই ইহার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লাতিন অনুবাদখানা ১৪৯০ খৃস্টাব্দে ভেনিস হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৪৯৬, ১৪৯৭, ১৫১৪, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৫৩ খৃস্টাব্দে আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিতে চিকিৎসা পদ্ধতি (তিব্ব) ও রোগ প্রতিরোধ চিকিৎসা (রুতবা =Prophylaris) একত্র করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ছিল, সর্বজনসমক্ষে সুলতানের উপস্থিতিতে পুস্তকটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনানো হইবে এবং সেই কারণেই উহাকে মাঝারি দৈর্ঘ্যের কয়েকটি সমান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল (এই ধরনের বিভাগের নাম ইকতিসাদ), প্রয়োজনে কু'রআনকে যেরূপ ত্রিশটি পারাতে ভাগ করা হইয়াছে সেইরূপ আবূ মারওয়ানের এই গ্রন্থখানিরও তদ্রূপ ত্রিশটি বিভাগই থাকার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত মাত্র অর্ধেক (১৫ ভাগ) টিকিয়া আছে। গ্রন্থখানি শুরু হইয়াছে একটি সাধারণ ভূমিকা দিয়া। সেখানে লেখক তিব্ব ও রুতবার এবং ইহার পরে দৈহিক চিকিৎসা ও মানসিক চিকিৎসার মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনরূপ আত্মার মূল্যায়ন করিয়াছেন বুদ্ধিনির্ভর, যাহার স্থিতি মস্তিষ্কে; প্রাণীজ, যাহার স্থিতি হৃৎপিণ্ডে; প্রাকৃতিক, যাহার স্থিতি যকৃতে। শেষের দুইটি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমটির অধীন। অতঃপর ইব্‌ন যুহ্‌র দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসার বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছেন। প্রথমেই জিহ্বার চিকিৎসা। কেননা এই জিহ্বা দ্বারাই মানুষ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত রোগের বর্ণনা এবং অতঃপর বিস্তারিত চিকিৎসা পদ্ধতি।

তায়সীর-এর শুরুতে যে ভূমিকা আছে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু "Recettes Cabalistiques" (G. Colin) বিভিন্ন ব্যাধির ও সেইগুলির চিকিৎসা বিষয়ে বর্ণনামূলক তথ্যাদি। অতঃপর তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মোটামুটি ক্রমানুসারে মস্তিষ্কের রোগ হইতে শুরু করিয়া পায়ের রোগের বর্ণনা দ্বারা শেষ হইয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনাটি খুবই নমনীয় ধরনের। পিতার অনুসরণে আবূ মারওয়ান রোগ ও রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ কিছু মৌলিক মতামতও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন আল-আওরাম অল্লাতী তাহাদুছ ফি'ল-গিশা আল্লাযী য়াকসিমুস-সাদর তুলআন (ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্ফোটক (Mediastinal tumours, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬ অধ্যায় ৬); হৃৎপিণ্ডের চতুষ্পার্শ্ববর্তী আবরণে ফোঁড়া আবআওরাম (গিশা আল-কাল্‌ব, ১খ, ১২ অধ্যায় ৭) এই রোগের বর্ণনা তিনিই প্রথম প্রদান করেন। সাহ্‌জ (অন্ত্রের ক্ষয় =Intestinal erosions), খাদ্যনালী মুখের অবশ্য তা এবং কানের মাঝপথে ফোলা ও জ্বালা বিষয়ের আলোচনাও চিত্তাকর্ষক। শ্বাসনালীর ক্ষত (Tracheotomy) ও প্রয়োজনবোধে রোগীকে খাদ্যনালী বা বায়ুনালী পথে কৃত্রিম খাদ্য প্রদানের কথা তিনিই প্রথম বলেন। ইহার জন্য তিনি রৌপ্য বা টিনের নল (Caunulas) ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। চক্ষুরোগ সম্বন্ধেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ছানি অপারেশন, চক্ষুতারা সংকোচন (miosis), চক্ষুতারা প্রসারণ (Mydriases) প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। চোখের চিকিৎসায় তিনি ম্যানড্রোগোরা (Mandrogora) ব্যবহার করিয়াছেন। ম্যানড্রোগোবার সক্রিয় উপাদান হইল এট্রোপিন (atropin)। তাঁহার এই সমস্ত অপারেশন সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় তিনি শল্যবিদ্যায়ও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

তিনি রক্তাম্বুহৃদাবরণ (serous Pericardites), আন্ত্রিক ক্ষয়কাশ (intestinal phthasis), নলকোষ অসাড়তা (Phavyngeal paralysis), মধ্যকর্ণের প্রদাহ (inflamation of the middle Ear) প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মূত্রাশয়ের পাথুরী (renal calculas) ও শ্বাসনালী (ছিদ্রন) tracheotomy)-র অস্ত্র পচার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা হইতে উত্থিত বাষ্প ক্ষতিকর তাহাও তিনিই উল্লেখ করেন। পাঁচড়া সম্বন্ধে তাঁহার পর্যবেক্ষণের কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি এই রোগের যে বাহক sarcoptes scabiei, উহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন এবং বিষয়টির কথা তিনি একেবারে সর্বপ্রথম না বলিলেও অন্তত সর্বপ্রথম বর্ণনাকারিগণের অন্যতম ছিলেন। G. Colin-এর উল্লেখ অনুযায়ী এই বিষয়ে তাঁহার অগ্রগামী ছিলেন আহ'মাদ আত'-তাবারী (৪র্থ/১০ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান); তুলনীয় আত'-তাবারীর কিতাবু'ল-মু'আলাজাতি'ল বুকরাতিয়্যা-এর কয়েকটি

অধ্যায়ের মুহ'াম্মাদ রিহাবকৃত জার্মান অনুবাদ, Archiv fur Geschichte des Medizin-এ রক্ষিত, xix (১৯২৭ খৃ.), ১৩৪ ও Isis, x, 119।

কিতাবু'ল-আগযিয়া গ্রন্থখানিতে সংরক্ষণীয় আচার ও রন্ধনসামগ্রী প্রস্তুতকরণ ও বিবিধ পানীয় সহযোগে নানা খাদ্য বা পণ্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঔষধের উপাদানের বিষয়ও আলোচনাতে স্থান লাভ করিয়াছে (G. Colin যাহাকে Cabalistic medicine বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এখানে আমরা তাহাই দেখিতে পাই)। ইহা ছাড়া রহিয়াছে স্বাস্থ্যবিধি (তু. renaud, in Hespiris, xii)।

(২) ঔষধ হিসাবে নানা প্রকার মণি-মুক্তার উপকারিতা সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক সাবটনের মতে বিজ্ঞানীর এই সমস্ত আলোচনা দেখিয়া মনে হয় এমনিতে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকারী বৈজ্ঞানিক হইলেও কুসংস্কার বর্জন করিতে পারেন নাই।

কিতাবু'ল-ইক তিসাদ ফী ইসলাহি'ল-আনফু'স ওয়াল-আজসাদ গ্রন্থখানি ১১২১-১১২২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। সেভিলের আল-মুরাবিত নৃপতি য়ুসুফ ইব্‌ন তাশফীনের পুত্র ইবরাহীমের জন্যই এইখানি লিখিত হয়। আবূ যুহর ছিলেন এই নৃপতির উযীর। এই গ্রন্থখানা সাধারণ (عمى) পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন; তবে উহাতে ভেষজ (Thera Putic) ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি এমনিতে অসম্পূর্ণ—ইহাতে ১৫টি পরিচ্ছেদ (ইকতিসাদ) রহিয়াছে। খুব সম্ভব গ্রন্থকার আরও ১৫টি পরিচ্ছেদ (ইকতিসাদ) সমেত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। লেখার ধরন দেখিয়া মনে হয়, কুরআন শারীফের ৩০ পারার মত তিনিও ৩০টি পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থখানা সমাপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রন্থখানিকে মনোবিদ্যা (Psychology) বিজ্ঞানের প্রারম্ভ বলা চলে।

চিকিৎসক আবূ মারওয়ান ঃ আবূ মারওয়ানের দক্ষতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির উদাহরণ দিবার জন্য ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। জোলাপ ব্যবহারের প্রতি 'আবদু'ল-মু'মিন-এর বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। আবূ মারওয়ান সুকৌশলে তাঁহাকে জোলাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আঙ্গুরলতা হইতে কয়েকটি আঙ্গুরকে পূর্বেই জোলাপের ঔষধ মিশানো পানি দিয়া ধুইয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে সেই আঙ্গুর খাওয়ানো হয়। আরেকবার অস্বাভাবিক স্ফীতোদর ও অন্ত্রের ব্যাধিতে আক্রান্ত এক রোগীকে তিনি নিরাময় করিয়াছিলেন। এই রোগীর বিষয়ে তিনি সন্দেহ করেন যে, রোগী সম্ভবত অপরিচ্ছন্ন কলসী হইতে পানি পান করিয়া থাকে। সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি কলসীটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তখন দেখা যায়, উহার ভিতরে কোনভাবে যে একটা ব্যাঙ গিয়া ঢুকিয়াছিল সেটি বড় হইয়া মস্ত মোটা হইয়াছে এবং ইহা সেই রোগীর উদর বড় হওয়া এবং অন্ত্রের রোগ হইবার মূল কারণ। ইব্‌ন রুশ্‌দ তাঁহার বিখ্যাত আল-কুল্লিয়্যাত (Colliyet) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে কেহ ঔষধ প্রয়োগ (কানানীশ) বিষয় অধ্যয়ন করিতে চাহেন তাঁহার জন্য সর্বোত্তম বই হইল তায়সীর। তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে এটি সঙ্কলন করিতে বলেন এবং নিজেও একখানি প্রতিলিপি তৈরি করেন। ইব্‌ন রুশ্‌দ শুধু বাস্তব প্রয়োগের প্রশংসা করিয়াছিলেন; তবে খুব প্রজ্ঞাশীলতার সঙ্গে না হইলেও অন্তত পরিষ্কারভাবে তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, ইব্‌ন যুহর যে ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন সেগুলি বাস্তব রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুফল হইলেও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক নহে (এই বিষয়ে ইব্‌ন যুহ্‌র-এর মৌলিকত্ব নাই, তিনি বরং গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতিরই পুনরুপস্থাপনা করেন)। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবূ মারওয়ান ঈমানের অঙ্গস্বরূপ ও দৃঢ় বিশ্বাসের দিক হইতেও সম্ভবত এই আশ'আরী মতাবলম্বী ছিলেন যে, মাধ্যমিক বা গৌণ কারণগুলি প্রয়োজনীয় নহে। উৎকৃষ্ট দাওয়াই রোগ নিরাময় করে যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকে। যে রোগে তাঁহার নিজের মৃত্যু হয় সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পরে তাঁহার পুত্র যখন তাঁহাকে নিরাময়ের জন্য নূতন ঔষধ খাইয়া দেখিতে বলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ যদি আমার দেহের এই কাঠামো পরিবর্তন করিতে চাহিয়া থাকেন তাহা হইলে যে ঔষধে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা সত্য হইবে তাহা ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ গ্রহণের ক্ষমতাই তিনি আমাকে দিবেন না।"

(৭) আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদঃ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্‌ন যুহ্‌র আল-হাফীদ (নাতী), উপরিউক্তজনের পুত্র, সেভীলে ৫০৪/১১১০-১১ (বা ৫০৭), জন্ম, মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮-৯। তিনি হাফিজে কু'রআন হন এবং হ'াদীছ' ও 'আরবী ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। 'আবদু'ল-মালিক আর রাযীর সঙ্গে তিনি মালিকী মায'হাব বিষয়ক ইমাম মালিক-এর আল-মুদাওয়ানা (সাহনূন কর্তৃক বর্ণিত) ও ইব্‌ন আবী শায়বা রচিত 'মুসনাদ' অধ্যয়ন করেন। প্রতিটি বিষয়েই তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। পিতার নিকট হইতে তিনি হেকীমীশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকরূপে খাতি লাভ করেন। তিনি একজন সুকবিও ছিলেন, মুওয়াশশাহাত তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ধনুর্বিদ্যা (তীর নিক্ষেপ)-তে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং একজন ভাল দাবা খেলোয়াড়ও ছিলেন। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, দৈহিক, নৈতিক ও প্রজ্ঞাময়তা— এইসব দিক হইতেই তিনি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। খালীফা য়া'কূব আল-মানসূরের তিনি এতই আস্থাভাজন ছিলেন যে, খালীফা তাঁহাকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকরূপে আফ্রিকাতে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই শাসক যখন তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের সকল বই ধ্বংস করিয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আবূ বাক্‌রকে তিনি সেই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং শুধু তাঁহাকেই বিশেষ সুযোগ প্রদান করেন যে, তিনি কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত সকল গ্রন্থ ধ্বংস না করিয়া রক্ষা করিতে পারেন। আবূ বাক্‌র সেই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু যে আদর্শবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি সেই কার্যটি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার একটি উদাহরণ প্রদানের জন্য, ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ বিষয়টি বর্ণনা করিবার ঠিক পরে পরেই, একটি জনশ্রুতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতিটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ আবূ বাক্‌র তাঁহার দুইজন ছাত্রের নিকটে একখানি তর্কশাস্ত্রের বই আবিষ্কার করেন। ক্রোধের সঙ্গে তিনি সেই বইখানি তাঁহাদের কাছ হইতে লইয়া যান। কিন্তু পরে তিনি ছাত্র দুইজনকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দান শেষ করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে বলেন। অতঃপর তাহাদেরকে তিনি সেই তর্কশাস্ত্রের বইখানি ফেরত দিয়া মন্তব্য করেন, "এখন তোমরা এই বই ও এই জাতীয় অন্যান্য বই নির্বিঘ্নে পাঠ করিতে পার।"

খালীফার দরবারের ঈর্ষাকাতর বিশিষ্ট উযীর আবূ যায়দ 'আবদু'র-রাহ'মান ইবনু'ল-য়ুজান বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করান। তাঁহার মৃত্যুতে স্বয়ং খালীফাও শোকাভিভূত হইয়াছিলেন।

আবূ বাক্‌র সর্বাগ্রে ছিলেন একজন পেশাদার হ'াকীম। তবে তিনি চক্ষুরোগের চিকিৎসা বিষয়ে একখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইব্‌ন আবী

উসায়বি'আ ও ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁহার কিছু সংখ্যক কবিতা সংরক্ষণ করিয়াছেন; কবি হিসাবে তিনি চিকিৎসকের সমরূপই বিখ্যাত ছিলেন।

(৮) আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-হাফীদঃ উপরিউক্ত আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদের পুত্র, সেভীলে ৫৭৭/১১৮১-৮২ তাঁহার জন্ম এবং ৬০২/১২০৬ সালে পঁচিশ বৎসর বয়সে বিষ প্রয়োগে মৃত্যু। পরে তাঁহার লাশ সেভীলে নিয়া গিয়া বিখ্যাত বিজয় তোরণের ভিতরে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের পার্শ্বে দাফন করা হয়। পিতার নিকট হইতে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তিনিও চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্য জানিতে উৎসাহিত হন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারীকৃত কিতাবু'ন-নাবাত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি খালীফা আন-নাসির ইব্‌নু'ল-মানসূ'রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই সেভীলে বাস করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র (৯) আবু'ল-'আলা মুহ'াম্মাদ গালেন (Galen)-এর রচনাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জীবনীমূলক তথ্য-উৎসসমূহ (১) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আনবা ফী তাবাকাতি'ল-আতিব্বা, কায়রো ১২৯১ হি. এইচ জাহীর (H. Jahier) ও এ. নূরুদ্দীন (A. Noureddine) কৃত ১৩শ অধ্যায়ের ফরাসী অনুবাদ, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.; (২) ইব্‌নু'ল-আব্বার, মু'জাম, সম্পা. Codera (BAH, ৪খ, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ.); (৩) কিতাবু'ত-তাকমিলা, সম্পা. Codera (BAH, v, vi, মাদ্রিদ ১৮৮৭, ৯খৃ.), নং ২৫৫, ৮৫৪, ১৬৯১, ১৭১৭; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, no. 683।

(২) সাধারণ গ্রন্থাবলী ঃ (১) Brockelmann, I, 486/640, 487/642, S I, 889,890; (২) G. Colin, Avenzoor, se vie et ses ocuvers, Paris 191; (৩) ঐ লেখক, La Tedhkira d, Abul-Ala, Paris 1911 (reviews bo Cl. Huart, in JA, 1913, I and 11; তায'কিরা-এর অনুবাদের আকর্ষণীয় সংশোধনসমূহ); (৪) G. Sarton, Introduction, ii, 230-4; (৫) H.P.J. Renaud, Trois etudes dhistoire dela medecine en Occidend in Hesperis, xii (1931); (৬)ঐ লেখক, in Hesperis, xx (1935), 87, 'আবদু'ল-মালিক ফারাজ-এর থিসিস Relations hispano- maghrebines au XIIe siecle-এর সমালোচনা, Paris 1935.

R. Arnaldex (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন যূলাক (ابـن زولاق)ঃ(বা যাওলাক) আবূ মুহ'াম্মাদ আল-হ'াসান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-লায়ছী, জ. ৩০৬/৯১৯, মৃ. ৩৮৬/৯৯৬ সনে, মিসরীয় ঐতিহাসিক, ইখ্‌শীদী শাসকগণের যুগে ও ফাতি'মী আমলের প্রথমদিকে অনেক কয়টি জীবন-চরিত, ইতিহাস ও ভূ-সংস্থানিক গ্রন্থের রচয়িতা। এই সকল গ্রন্থের প্রায় সবই বর্তমানে বিলুপ্ত হইলেও ঐ যুগের ইতিহাস প্রণয়নে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান সরবরাহ করিয়াছে। কথিত আছে, তিনি আল-কিন্দী রচিত মিসরের শাসনকর্তাগণ ও বিচারকদের সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির অনুপূরক লিখিয়াছিলেন, একটি গ্রন্থ মাযারাই (দ্র.) পরিবারের কর্মকর্তাগণ সম্পর্কে, অন্যান্য গ্রন্থ ইখ্‌শীদ কাফূর, আল-মু'ইয্য, কাহারও মতে আল-'আযীয-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে রচনা করেন। Ivanow-এর মতে একটি ইসমা'ঈলী গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত জাওহার-এর জীবনচরিত সম্ভবত আল-মু'ইয্য-এর জীবনী হইতে উদ্ধৃত অংশবিশেষ। এই সকল গ্রন্থ হইতে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন মাকরীযী তাঁহার প্রসিদ্ধ খিতাত ও ইত্তি'আজ-উভয় গ্রন্থে, ইব্‌ন হ'াজার তাঁহার রাফ'উল-ইস্‌র (১খ, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২) গ্রন্থে, ইব্‌ন সা'ঈদ ও পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থকার। মিসরীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মিসরীয় ব্যাকরণবিদ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-কিন্দী আস-সায়রাফী (দ্র. ইবনুস-স'ায়রাফী)-র জীবন-চরিতের পাণ্ডুলিপি (কায়রো ক্যাট., ৫খ, ১৩৪৮/১৯৩০, ১৪) তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, উদাবা, ৩খ, ৭-১১; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, বুলাক সং, ১খ, ১৬৭, De Slane, ১খ, ৩৮৮; (৩) Brockelmann, I, 149; SI, 230; (৪) কাহ্‌হালা ৩খ, ১৭৪; (৫) যিরিক্‌লী, আ'লাম, ১খ., ২২০; (৬) C.H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens.... ১খ, Strasburg ১৯০২খ., ১৩-১৫; (৭) R. Gottheil, আল-হ'াসান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন যূলাক, in JAOS, ২৮খ, (১৯০৭ খৃ.) ২৫৪-৭০; (৮) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, লাইডেন ১৯৬৮ খৃ., ১৫৪-৫; (৯) W. Ivanow Ismaili literature : A bibliograpical Survey, তেহরান ১৯৬৩ খৃ., ৩৯।

(সম্পাদনা পরিষদ) (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ইব্‌ন য়া'ঈশ (ابـن يـعيـش)ঃ আবেন য়া'ঈশ, স্পেন ও পর্তুগালে উদ্ভূত কয়েকজন য়াহূদীর পারিবারিক নাম, তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কূটনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ছিলেন। এই নামধারী বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কয়েকজন হইতেছেন (১) সলোমান বেন আব্রাহাম ইব্‌ন য়া'ঈশ (আবূ রাবী' সুলায়মান ইব্‌ন য়া'ঈশ ابـو ربـيـع سـليـمـان بـن يـعيـش)। ইনি সেভিলের একজন চিকিৎসাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, সেইখানেই মুহ'াররাম, ৭৪৬/মে, ১৩৪৫ মারা যান। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) ইব্‌ন সীনার আল-কানূন ফি'ত-তিব্ব-এর একখানি গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত আরবী ভাষ্য; (২) Pentateuch-এর উপরে আব্রাহাম ইব্‌ন এয্‌রার ভাষ্যের 'আরবীতে একখানি অতি বৃহৎ ভাষ্য; ও (৩) 'আরবী কবিতায় ব্যবহৃত কঠিন কঠিন শব্দসম্ভারের একখানি অভিধান। তিনি ও সলোমান বেন আব্রাহাম ইব্‌ন দাঊদ সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি, যিনি নিম্নলিখিত দুইখানি চিকিৎসা গ্রন্থ 'আরবী হইতে হিব্রুতে অনুবাদ করেন (১) ইব্‌ন রুশ্‌দ রচিত কুল্লিয়্যাত ফি'ত-তিব্ব (অনূদিত গ্রন্থের নাম মিখলোল Mikhlol) এবং (২) ইব্‌ন সীনার আল-উরজূযা -ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর টীকা সমেত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Steinschneider, Die hebraischen Ubersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, বার্লিন ১৮৯৩ খৃ., পুনর্মুদ্রণ, graz, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৬৭২-৩, ৬৮৬-৭, ৮৪০; (২) ঐ লেখক, Die arabische Literatur der Juden, ফ্রাঙ্কফোর্ট ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৬৭; (৩) H. Friedenwald, The Jews in medicine, বাল্টিমোর ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৫৬, ৬৩৪, ৬৪৩;(৪) Jewish Encyclopaedia, ১১খ, পৃ. ২১০, ৪৪৯, ৪৫৮; (৫) তাঁহার সমাধির শিলালিপির আলোকচিত্র উহার ভাষ্যসমেত, F. Cantera ও J. M.

Millas, Las inscripiones hebraicas de Espana-তে, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৭৫-৮০।

(২) সালোমো (ন) **ইব্‌ন য়া'ঈশ** [নামের অন্যান্য উচ্চারণ সাল্লোমো আবেনাজায়েক্‌স (স্বাক্ষর), আবেনাইশ, আবেনজাইশ] ওরফে আলভারো মেন্ডেষ (মেণ্ডেস) আনু. ১৫২০-১৬০৩ খৃ., ব্যবসায়ী ও অর্থ লগ্নী প্রদানকারী। তিনি আন্তর্জাতিক ও 'উছমানিয়া কূটনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি পর্তুগালের ট্যাভিরা (Tavira) নামক স্থানে এক মাররানো (নূতন খৃস্টান, গুপ্ত য়াহূদী) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই ভারতের নারসিঙ্গাতে (পরবর্তীতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী) খনি হইতে হীরা উত্তোলন করিয়া বিরাট ধনী হন এবং আনু. ১৫৫৫ খৃ. পুনরায় পুর্তগালে ফিরিয়া যান। রাজা ৩য় জোআও (Joao III) তাঁহাকে Knight of the Order of Santiago উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি মাদ্রিদ, Florence ও প্যারিসে বিভিন্ন মেয়াদে জীবন অতিবাহিত করেন। ১৫৮৪ খৃ., তিনি তুরস্কের সালোনিকায় গমন করেন এবং সেইখানে প্রকাশ্যভাবে পুনরায় য়াহূদী ধর্মে ফিরিয়া গিয়া ইস্তাম্বুলে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি অন্তর হইতে স্পেন দেশকে ঘৃণা করিতেন। য়ুরোপীয় কূটনৈতিক দলীয়-পত্রাদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্পেনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-তুর্কী আঁতাত গড়িয়া তুলিতে তিনি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তুর্কী সুলত়ান ৩য় মুরাদ ও রাণী ১ম এলিজাবেথ [রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক রডরিগো লোপেয (Rodrigo Lopez) তাঁহার ভগ্নিপতি ছিলেন]-এর উপর তাঁহার কিছুটা প্রভাব ছিল। তাহা ছাড়াও য়ুরোপের অপর কয়েকটি দেশের, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের রাজসভাতেও তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। তাঁহার কূটনৈতিক কার্যের ফলেই ইঙ্গ-স্পেনীয় যুদ্ধে স্পেন কর্তৃক 'উছ্‌মানিয়া শক্তিকে নিরপেক্ষ রাখিবার প্রচেষ্টা বিফল হয়, আবার তুরস্কের সফল হাঙ্গেরী অভিযানকালে ইংল্যাণ্ডের উদার নিরপেক্ষতাও নিশ্চিত হয় এবং ১০০৫/১৫৯৬ সালে হাচ ওভাসী (Kereztes)-এর চূড়ান্ত যুদ্ধে তুরস্ক জয়ী হয়। সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান তাঁহাকে মিটাইলীন (Mitylene)-এর ডিউক নিয়োগ করেন। টাইবেরিয়াস অঞ্চলের জমিদারী তাঁহাকে প্রদানের আদেশ নবায়িত করা হয়। আসলে তাহা তাঁহারই জনৈক আত্মীয় জোসেফ নাসিকে (Joao Miquez মৃ. ১৫৭৯ খৃ., দ্র. প্রবন্ধ নাসি) দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার নিজ পুত্র জ্যাকব (ফ্রান্সিসকো) সেইখানে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সালোমো ইব্‌ন য়া'ঈশ ১৬০৩ খৃ. ইস্তাম্বুলে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Wolf, Jews in Elizabethan, England, Transactions of the Jewish Hist. Soc. of England-এ প্রকাশিত, ১১খ, (১৯২৪-২৭ খৃ.), ১-৯১; (২) Galante, Don Salomon aben Yaeche, duc de Metelis, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.।

(৩) **ইব্‌ন য়া'ঈশ** ঃ নামক একটি বিখ্যাত পরিবার, পর্তুগালে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে জীবিত চিকিৎসক য়ুহায়া ইব্‌ন য়া'ঈশ-এর প্রসিদ্ধ বংশধরের এই পরিবারে ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে ১৪শ/২০শ শতাব্দী পর্যন্ত 'উছ্‌মানিয়া সাম্রাজ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ, রাব্বী (rabbi) ও ব্যবসায়ী জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Friedewald, The Jews in medicine, বাল্টিমোর, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৬৯১; (১) S. A. Rosanes Divrei yemei Yisrael be-Togarma (১খ, তেল-আবীব ১৯৩৬ খৃ., ২-৪খ (Qoroth ha-Yehudim be Turkiyah) সোফিয়া ১৯৩৬ খৃ.) ১খ. ৭০, ১৬৭-৮, ২খ, ৩৩, ৩খ, ৭৭, ১০৪, ৪খ, ৬; (৩) A. Galante, Don Salomon, পৃ. ২২; (৪) Jewish Ency., ১২খ. 581-4; (৫) B. Friedberg, Bet eqed sefarim, তেল-আবীব ১৯৫১-৬ খৃ., ১খ, ১০১৩, ৩খ, M. 3408

E.Birnbaum (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইব্‌ন য়া'ঈশ (ابن يعيش) ঃ মুওয়াফফাকুদ্দীন আবু'ল-বাকা য়া'ঈশ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন য়া'ঈশ আল-হ়'লাবী, ইব্‌নু'স-সানি নামেও পরিচিত আরব ব্যাকরণবিদ। ৩ রামাদ়'ান, ৫৫৩/২৮ সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ সালে আলেপ্পোতে জন্ম এবং ২৫ জুমাদা'ল উলা, ৬৪৩/১৮ অক্টোবর, ১২৪৫-এ সেখানেই মৃত্যু। তিনি প্রথমে আলেপ্পোতেই ব্যাকরণ ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি অধ্যয়ন করেন ৫৭৭/১১৮১ সালে আল-মাওসিলে এবং শেষে আবু'ল-য়ুমন আল-কিন্‌দীর তত্ত্বাবধানে দামিশ্‌কে। অতঃপর তিনি আলেপ্পোতে ফিরিয়া আসিয়া আজীবন ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ছাত্র ইব্‌ন খাল্লিকান (৬২৬-৭/১২২৯-৩০) ইব্‌ন য়া'ঈশের বিফলতা ও হাস্য রসিকতার পরিচায়ক বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার একটি উজ্জ্বল চিত্র প্রদান করেন। ইব্‌ন য়াঈশের অন্যান্য শাগরিদ ছিলেন য়াকূত (১খ, ৭৫৭, ইরশাদ, ৩খ, ৭৭ প.) ইব্‌ন মালিক জামালুদ্দীন ও আশ-শারীশী। যামখ্‌শারীর আল-মুফাসসালের উপর লিখিত বিশদ ভাষ্যের জন্য (G. Jahn কর্তৃক Leipzig -এ ১৮৮২-৬ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত) ইব্‌ন য়া'ঈশ বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি নিষ্ঠার সহিত সীবাওয়ায়হ ও বস্‌রার ব্যাকরণবিদদের অনুসরণ করিতেন। তবে তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বাকবহুল এবং কোথাও কোথাও অবিন্যস্ত। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের জন্য দ্র. Brockelmann, I, 397, SI, 521.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৮৪৩; (২) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জিনান, ৪খ, ১০৬; (৩) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ৪৯৯; (৪) G. Wel, in ZA, ১৯খ, ৪; (৫) ঐ লেখক, ইব্‌নু'ল-আনবারীর কিতাবু'ল-ইনসাফ-এর ভূমিকা (=Die Grammatischen Streitfragen der Basrer und Kufier, Leiden 1913), স্থা.।

J. W. Fuck (E.I.²)/ শিরিন আখতার

ইব্‌ন য়ামীন (ابن يمين)ঃ পূর্ণ নাম আমীর ফাখরুদ্দীন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন আমীর য়ামীনুদ্দীন মুহ়'ম্মাদ (৬৮৫-৭৬৯/১২৮৬-১৩৬৮), ইরানের বিখ্যাত কবি, যিনি আসলে একজন তুর্কী ছিলেন। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ শিক্ষা-দীক্ষায় বিখ্যাত ছিলেন এবং শাহী দীওয়ানের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (ইব্‌ন য়ামীন, কুল্লিয়্যাত, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কপি, ফার্সী পাণ্ডুলিপিসমূহ, নং ৪৯২, ভূমিকা, পাতা ২খ)। তাঁহার পিতা আমীর য়ামীনুদ্দীন মুহ়'ম্মাদ (দ্র. দাওলাত শাহ, তাযকিরাতু'শ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লাইডেন ১৯০১ খৃ., পৃ. ২৭২-২৭৫) তাঁহার যুগের বিখ্যাত 'আলিমগণের অন্যতম ছিলেন। ইরানী সাহিত্যের সকল ঐতিহাসিক দাওলাত শাহ্ (তায্‌কিরা, পৃ. সং. পৃ. ২৭৩)-এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইব্‌ন য়ামীনের পিতা আমীর

য়ামীনুদ্দীন মুহ'াম্মাদ, সুলত'ান মুহ'াম্মাদ খোদা বান্দাহ্‌র-শাসনকালে (৭০৩-৭১৬/১৩৪- ১৩১৬০ খুরাসানের ফারয়ুমাদ (فريومد) শহরে আগমন করেন এবং সেই স্থানে প্রয়োজনীয় সব কিছু ক্রয় করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইব্‌ন য়ামীন এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা মুহ'াম্মাদ খোদা বান্দাহ্‌র শাসনকাল ৭০৩/১৩০৪ সালে আরম্ভ হয় এবং ইব্‌ন য়ামীন-এর ফারয়ুমাদ শহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দরুন বুঝা যায় যে, তিনি এই শহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম তারিখ অবশ্যই উক্ত সালের পূর্বে ছিল এবং ইব্‌ন য়ামীনের পিতা অবশ্যই মুহ'াম্মাদ খোদা-বান্দার সিংহাসনারোহণের পূর্বে এই শহরে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমীর য়ামীনুদ্দীন এই শহরে খুরাসানের রাজস্ব উযীর (صاحب الدولة) 'আলাউদ্দীন মুহ'াম্মাদের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হইয়া উঠেন এবং মন্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দেখাশুনা করিতে লাগিলেন।

আমীর মুহ'াম্মাদ-এর পুত্র ইব্‌ন য়ামীন ফারয়ুমাদ শহরে ৬৮৫/১২৮৬ সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. সা'ঈদ নাফীসী, দীওয়ান ইব্‌ন য়ামীন, তেহরান, ১৩১৮ হি. শা., ১খ, পৃ. ক)।

ইব্‌ন য়ামীন সম্ভবত প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করনে। তাঁহার পিতা একজন সুযোগ্য কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন (মৃ. ৪ মুহ'াররাম, ৭২২/২৩ জানুয়ারী, ১৩২২, তারিখসম্বলিত খণ্ড কবিতা অনুযায়ী ইব্‌ন য়ামীন, কুল্লিয়াত, পূর্বোল্লিখিত কপি, পত্র ৪৫৮; কিন্তু দাওলাত শাহের তায'কিরা" গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৭২৪ হি. বলিয়া উল্লিখিত আছে)। ইব্‌ন য়ামীন যেহেতু মুস্‌তাওফী (مستوفى) ও তুগরাই (طغرئى) উপাধিতে বিখ্যাত-সেহেতু তিনি সম্ভবত সারবাদার (سربدار)-দের অর্থাৎ স্বল্প বাদশাহদের দরবারে ঐ সকল পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সারবাদার শাসকদের প্রশংসায় কবিতা রচনায় বিখ্যাত হইলেও তাহার পূর্ণ দীওয়ান গ্রন্থে (নিম্নে দ্র.) উযীর গিয়াছুদ্দীন ইব্‌ন রাশীদুদ্দীন ফাদলুল্লাহ মৃ. ৭৩৬/১৩২৬)-এর প্রশংসায়ও তাঁহার রচিত কাসীদা রহিয়াছে (উদাহরণস্বরূপ কুল্লিয়াত পৃ. গ্র., পাতা ২৩৫, ক.প.)। এইসব কবিতা হইতে মনে হয় যে, ইব্‌ন য়ামীন তাব্‌রীয গিয়াছিলেন এবং সেইখানে কিছুদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন জন্মভূমিতে অথবা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় অতিবাহিত করেন এবং নিকটস্থ বাদশাহ ও আমীরদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার বেশীর ভাগ কাসীদা সার্‌বাদার বাদশাহ্‌দের মধ্যে ওয়াজীহুদ্দীন মাস'উদ ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ (৭৩৮-৭৪৫/১৩৩৮- ১৩৪৪)-এর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনে নিবেদিত ছিল। এই সম্পর্কে ইব্‌ন য়ামীনের নিজের বর্ণনা (কুল্লিয়াত, পৃ. গ্র., পাতা ৫খ, প., এবং ইহার প্রতিলিপি, ফাসীহী, মুজ্‌মাল; E. G. Growne, History of Persian literature under Tatar dominion কেম্ব্রিজ ১৯২০ খৃ., পৃ. ২১২ প.) যে, তিনি রাজধানীতে ও ,ফস্বলে ভ্রমণে সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। এক সময়ের ঘটনা, উক্ত বাদশাহ ওয়াজীহুদ্দীন সারবাদারী ও জনৈক কারত (كرت) বাদশাহ মু'ইয়্যুদ্দীন মুহাম্মাদের মধ্যে যাওয়াহ (زواة) ও খাওয়াফ (خواف) নামক দুই শহরের মধ্যস্থলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাদশাহ ওয়াজীহুদ্দীন পরাজিত হন। এই যুদ্ধে ইব্‌ন য়ামীনের দীওয়ান লুণ্ঠনকারীদের হাতে পড়িয়া হারাইয়া যায় এবং পরে তাহা আর পাওয়া যায় নাই। দাওলাত শাহ্‌-এর মতে (তায'কিরা, পৃ. স., পৃ. ২৭৬) ইব্‌ন য়ামীন ৭৪৫/৩৪৪ সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার কুল্লিয়াত-এর খণ্ড কবিতা হইতে যে তারিখ পাওয়া যায় তাহা হইল ৭৫৪/১৩৫৩-১৩৪৪ সাল। সুতরাং দাওলাত শাহ-এর বক্তব্য সঠিক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় না। অপরদিকে ফাসীহী, মুজমাল-এ তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৮ জুমাদাল-উখরা, ৭৬৯/৩০ জানুয়ারী, ১৩৬৮ সাল উল্লেখ করিয়াছেন যাহা স্পষ্টত সঠিক বলিয়া মনে হয়।

ইব্‌ন য়ামীনের রচনাবলী ঃ উপরে বর্ণিত দীওয়ান, যাহা তিনি নিজেই সংকলন করিয়াছিলেন, ৭৪৩/'৩৪৩ সালে হারাইয়া যায়। ইব্‌ন য়ামীন এই দীওয়ান পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক খোঁজাখুজি করেন এবং এই উদ্দেশে কারত শাসক মু'ইয়্যুদ্দীনের প্রশংসায় একটি কাসীদা লিখিয়া প্রেরণ করেন, কিন্তু তবুও দীওয়ানখানা পাওয়া যায় নাই। ইব্‌ন য়ামীন শেষ পর্যন্ত অপারগ হইয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তির স্মারক ও কবিতার খাতায় তাঁহার যে সকল কবিতা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিখিত ছিল সেইগুলি সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। কিন্তু জানা যায় যে, এতৎপূর্বে রচিত সকল কবিতা তিনি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নই এবং এইজন্যই তাঁহার কাব্যকীর্তির অধিকাংশই খণ্ড কবিতার আকারে পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও দুর্ঘটনার পর রচিত কবিতা এবং দুর্ঘটনার পর হারানো দীওয়ান হইতে উদ্ধারকৃত কিছু কবিতার সমন্বয়ে তিনি ৭৫৩/১৩৫২-১৩৫৩ সালে একটি নূতন কুল্লিয়াত সঙ্কলন করেন (দ্র. কুল্লিয়াত, পৃ. গ্র., পাতা ৬খ) অনুরূপভাবে' A. S. Sprenger তাঁহার Catalogue of the Arabic, Persian Manuscripts of the Libraries of the kings of Oudh, কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ., ১খ, ৪৩৩-এ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কপিতে যেমন (B. Dorn Catalogue des manuscripts et xylographes Orientaux de la Bibliothewque Imperiale publique de St. Pitersbourg, ১৮৫২ খৃ., পৃ. ৩৫৮-তে ও মাতলাবী 'আবদু'ল মুকতাদির Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in The Oriental Public Library at Bankipur, কলিকাতা ১৯০৮ খৃ., ১খ, ৮০৪-এ তারিখ ৭৫৬ হি. উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন য়ামীন এই নূতন কুল্লিয়াত-এ একটি ভূমিকাও লিখেন। ভূমিকায় তিনি স্বীয় অবস্থা ও 'কুল্লিয়াত' সঙ্কলনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কোন কোন গ্রন্থকার, যাঁহারা ৭৪৫/-১৩৪৪ সালে ইব্‌ন য়ামীনের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ইব্‌ন য়ামীন কর্তৃক এই কুল্লিয়াত ও ইহার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এই কুল্লিয়াত ইব্‌ন য়ামীনের সমসাময়িকদের মধ্যে কেহ সঙ্কলন করেন এবং ইহার ভূমিকাও তিনি লিখেন (দ্র. Ethe, Cat. of the Persian Mss. in the library of the India Office. ১খ, ৭৭১; মাওলাবী 'আবদু'ল-মুক'তাদির, পৃ. গ্র., পৃ. ২০৪, ২০৬); কিন্তু এই কুল্লিয়াত যে ইব্‌ন য়ামীন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা হাম্‌দ ও না'ত-এর পর তিনি এইভাবে ইহার ভূমিকা শুরু করেন, "অতঃপর এই গ্রন্থের প্রণেতা ও লেখক মাহমূদ ইব্‌ন য়ামীন আল-মুস্‌তাওফী আল-ফারয়ুমাদী বলেন... ইত্যাদি" এবং ভূমিকার শেষে তিনি ভূমিকা লেখার তারিখ ১ শাওয়াল, ৭৫৩ হি. বলিয়া উল্লেখ করেন(পৃ. গ্র., পত্রক ২ক ও ৭খ)।

এই কুল্লিয়াত (كليات)-এ ইব্ন য়ামীন বিরচিত পনর হাজার শ্লোক, কিতাব কিত্'আত (كتاب قطعات) (পৃ. পাণ্ডু.)-এ আনুমানিক ৬৪০০ শ্লোক, কিতাব কাসাইদ (كتاب قصائد)-এ আনুমানিক ১৮০০ শ্লোক ও কিতাব গায'লিয়্যাত (كتاب غزليات)-এ 'আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে গাযাল সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যাহাতে আনুমানিক ৩৭০০ শ্লোক আছে; রিসালা কান্‌যি'ল-হিক্‌মা (رسالة كنز الحكمة) মুতাকারিব ছন্দে, মাক্‌সূর ও মাহ্‌যূফ ব্যতিক্রম সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র মাছ'নাবী। উল্লেখ্য যে, ফার্সী পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগ (বাকীপুর, ১খ, ২০৭)-এ নাসীহাত বুজুরজ্ মিহ্‌র (نصيحت بزرج مهر) শিরোনামে এই মাছ'নাবীর উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে পূর্বোল্লিখিত কপিতে কানযু'ল-হিক্‌মার একটি অংশবিশেষ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; ইব্ন য়ামীনের রচিত রুবা'ইয়্যাতও ছিল (৩৫০টি রুবা'ঈ); উল্লিখিত রচনাবলী ছাড়া ইব্ন য়ামীনের রিসালা-ই-কারনামাহ (رسالة كارنامه) নামক একটি ক্ষুদ্র মাছ'নাবীও আছে, হ'যাজ ছন্দে লিখিত, যাহাতে কবির জন্মস্থান ফারয়ুমাদ ও ইহার সহিত সম্পর্কিত লোকদের বর্ণনা আছে, এই মাছনাবী গ্রন্থখানা ৭৪১/১৩৪০ সালে রচিত হইয়াছিল (দ্র. মাওলাবী 'আবদু'ল-মুক'তাদির, পূ. গ্র., পৃ. ২০৬)।

ইব্ন য়ামীনের কবিতার মধ্যে কুল্লিয়াত-এ উদ্ধৃত খণ্ড কবিতাসমূহ বিখ্যাত। এই খণ্ড কবিতার এক বা একাধিক কপি প্রাচ্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহে মওজুদ রহিয়াছে। এই খণ্ড কবিতাসমূহ একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ., ভূপাল ১৮৯০ খৃ.)। V. Schlecta-Vssehrd ইব্ন য়ামীনের ১৬৪১টি খণ্ড কবিতা জার্মান অনুবাদসহ Ibn Yemins Bruchstucke শিরোনামে প্রকাশ করিয়াছেন, ভিয়েনা ১৮৮৭ খৃ.। E. H. Rodwell এক শত খণ্ড কবিতা মূল পাঠ ও ইংরেজী ভাষ্যসহ 100 Short Poems, the Persian text with Paraphrase শিরোনামে প্রকাশ করিয়াছেন, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ.। সর্বশেষে সা'ঈদ নাফীসী কর্তৃক সংশোধিত তেহ্‌রানে সংরক্ষিত পূর্ণাঙ্গ কপি অনুযায়ী (দ্র. হাদাইক', ফিহ্‌রিস্ত কিতাব খানা-ই মাজলিস-ই শূরা-ই মিল্লী, কুতুব-ই খাত্তী ফারসী, তেহ্‌রান ১৩২১ হি. শা., পৃ. ২০৪) দীওয়ান-এর একটি সংশোধিত কপি প্রকাশিত হয় (তেহ্‌রান ১৩১৮ হি. শা.) এই গ্রন্থে খণ্ড কবিতা (رباعيات) ও চতুষ্পদী কবিতা (রুবা'ইয়্যাত) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, শ্লোক সংখ্যা ৫১৩০।

ইব্ন য়ামীনের কুল্লিয়্যাত বা তাঁহার দীওয়ান খুব বেশী প্রচারিত হয় নাই এবং অনেকের ধারণা যে, তাঁহার দীওয়ান হারাইয়া গিয়াছে। এই কারণে ইব্ন য়ামীন শুধু তাঁহার খণ্ড কবিতার জন্যই বিখ্যাত হইয়া আছেন এবং তাঁহাকে খণ্ড কবিতার বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। ইব্ন য়ামীন তাঁহার কবিতায় নীতিশাস্ত্র (اخلاق) ও সূ'ফীতত্ত্বের বর্ণনা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যিক চিন্তা অন্যান্য নীতিজ্ঞ কবির অনুরূপ এবং তাঁহার তাসাওউফ সর্বেশ্বরবাদ বা ওয়াহ দাতু'ল-ওয়াজূদ (وحدة الوجود)-ভিত্তিক ছিল। ইব্ন য়ামীন একজন নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারার (Pessimistic) কবি ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে দুনিয়া ঘটনা-শৃঙ্খলা ও পরম্পরার নাম; ইহার কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা নাই। ইব্ন য়ামীনের প্রশ্ন ছিল ঃ মানুষের ভাগ্য যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই অনুবর্তী হয় তবে মানুষকে কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কেন জবাবদিহি করিতে হইবে এবং কেন তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইবে? ইব্ন য়ামীন দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনকে লক্ষ্যহীন ও অকারণ মনে করিতেন। এইজন্য সামাজিক ব্যবস্থায় তিনি পরিবার পদ্ধতি সমর্থন করিতেন না। তিনি তাঁহার এক কবিতায় বলেন, যদিও পিতা সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবুও প্রতিদানস্বরূপ পিতার জন্য সন্তানের কিছু করা কর্তব্য নয়। কেননা পিতাই তাহাকে অস্তিত্বের মাধ্যমে এই সংঘাতময় দুনিয়ার জীবনে ব্যাপৃত করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ইব্ন য়ামীনের আচার-আচরণে ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে কতিপয়সমূহে নৈরাশ্যবাদ কম ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি উপদেশ প্রদান করেন যে, জীবনটা কবিতপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে আনন্দে অতিবাহিত করা উচিত। উৎসর্গ, গর্ব ও গৌরব করাকে ঘৃণা করা উচিত। প্রকৃত বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সঠিক পথ ও সংশোধিত জীবন অবলম্বন ইত্যাদি সদগুণাবলী সকলের অর্জন করা কর্তব্য। ইব্ন য়ামীন তাঁহার এইসব চিন্তাধারা কবিতায় এমনভাবে বর্ণনা করেন যাহা দুর্বোধ্য নয়, সহজ ও প্রাঞ্জল এবং এইজন্য তাঁহাকে ইরানের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে গণ্য করা উচিত।

ইব্ন য়ামীন তাঁহার কুল্লিয়াতের ভূমিকায় বলেন যে, তিনি গদ্য রচনায়ও কিছুটা ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি গদ্যের মুক্তামালা রচনায় অপারগ এবং ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী ছিলেন না (প্র. কপি, পাতা ৫ক)। তিনি তাঁহার পিতা ও বন্ধু-বান্ধবদের নামে পত্র লিখিতেন। গদ্যে লিখিত তাঁহার দুইখানা পত্র আইন্দা (آئنده) সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে (দ্বিতীয় বর্ষ, পৃ. ৪৩৮-৪৪০) এবং ঐ সাময়িকীতে মালিকু'শ-শু'আরা' বাহার কর্তৃক পত্র দুইখানার সমালোচনাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইব্ন য়ামীনের কুল্লিয়াতের শেষের দিকে তিনখানা পত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইসব পত্র ও কুল্লিয়াতের ভূমিকা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইব্ন য়ামীন গদ্য রচনায়ও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কেননা তাঁহার পত্র, রচনাভঙ্গি, ভাষার মাধুর্য ও ভাবগর্ভ শব্দ প্রয়োগের ফলে এই কথা বলা যায় যে, তাঁহার গদ্য ফারসী সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়া (১) হাফ্‌ত ইকলীম, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ফারসী পাণ্ডুলিপিসমূহ, নং ২৩০, পাতা ২৮৪ প.; (২) খান্দামীর, হাবীবুস সিয়ার, বোম্বাই ১২৭১-১২৭৩ হি., ২খ., পৃ.৭৮; (৩) লুত্‌ফ 'আলী বেগ আযার, আতিশকাদাহ, পৃ. ১১; (৪) রিদা কুলী খান, মাজমা'উল-ফুসাহা, তেহরান ১২৯৫ হি., ২খ., পৃ. ২; (৫) Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, পৃ. ৮২৫, ৮৭১; (৬) ঐ লেখক, suppl., নং ২৬১-২৬২, ১০৭; (৭) Ethe, Grundriss der iranische Philologie, ২খ., পৃ. ৩০৩; (৮) Browne, সাদী হইতে জামী পর্যন্ত, 'আলী আসগ'র হিকমাত কর্তৃক অনুদিত (সংশোধন ও পরিবর্ধনসহ), তেহরান ১৩২৭ হি. শা., ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২২৯; (৯) রাশীদ য়াসিমী, ইব্ন য়ামীন, তেহরান ১৩০৩ হি. শা.; (১০) H. Masse, Anthologie Persane, প্যারিস ১৯৫০ খৃ., পৃ. ২১২ প.; [(১১) Encyclopaedia of Islam, লাইডেন, ১ম সং., ২খ, ৪২৮-এ লিপিবদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী]।

আহমাদ আতিশ (দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

ইব্ন য়াল্লাস (ابن يلس) ঃ মুহাম্মাদ আল-হাজ্জ ইলাল-'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ য়াল্লাস শাউশ, দারকাওয়া (দ্র.) তারীকার সূফী শায়খ। তিনি ১২৭১/১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তেলেম্‌সানে তিনি গভীরভাবে ধর্মতত্ত্ব ও আইন অধ্যয়ন করেন। সেইখানেই আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ

দাক্কালী তাঁহাকে তাসাওউফ শিক্ষা দান করেন। সূ'ফীতত্ত্বে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে মুহ'াম্মাদ আল-হাব্রী (মৃ. ১৯০০ খৃ.) ও ইব্নু'ল-হাবীব আল-বুযীদী (মৃ. মোস্তাগানেম-এ ১৯০৯ খৃ.)। সেখানে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন আহ'মাদ আল-আলাব্বী (বা ইব্ন 'আলীওয়া [দ্র.]) যিনি আলাবিয়া তারীকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১১ খৃ. তিনি তাঁহার ছাত্র মুহ'াম্মাদ আল-হাশিমী (দ্র.)-কে সঙ্গে লইয়া দামিশ্‌কে গমন করেন। ১১ জুমাদাছ'-ছানী, ১৩৪৬/৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭ সালে তিনি দামিশ্‌কে ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাঁহার এই ছাত্রই সিরিয়াতে দারকাওয়া-আলাবিয়া তারীকার আধ্যাত্মিক নেতারূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

তিনি একখানি দীওয়ান রচনা করেন (উহা দামিশ্‌কে মুদ্রিত হয়, তা. বি.), সেখানে তিনি লায়লার রূপ বর্ণনা করেন। এই লায়লা সূফীগণের পরম প্রিয় আল্লাহ্‌রই ভালবাসার প্রতীক। দামিশ্‌কে ফুকারা দলের যিক্‌র করিবার কালে তখনও তাঁহার কবিতা গানরূপে গাওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

J. L Michon (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্ন য়ূনুস (ابن يونس) ঃ অথবা য়ূনিস, তাঁহার পূর্ণ নাম আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন আবী সা'ঈদ 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন য়ূনুস্ আস'-সাদাফী। তিনি প্রসিদ্ধ মুসলিম জ্যোতির্বিদদের অন্যতম, ৩৯৯/১০০৯ সালে মৃত্যু।

জ্যোতিষ্ক বিদ্যায় ইব্ন য়ূনুস-এর প্রধান রচনা আল-যীজুল-কাবীর আল-হ'াকিমী (যাহার সম্পূর্ণ গ্রন্থবিদ্যমান নাই বলিয়া মনে হয়) আনুমানিক ৩৮০/৯৯০ সালে যাহা রচনা আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের বেশ কিছু সংখ্যক দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রকাশিত ও অনূদিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত যীজসমূহের (জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ছক) ইহা অন্যতম। তিনি বহু সংখ্যক জ্যোতিষ্ক বিষয়ক পর্যবেক্ষণের (গ্রহণ ও অন্যান্য প্রপঞ্জ) উল্লেখ করিয়াছেন যাহার কিছু সংখ্যক নবম ও দশম শতাব্দীর তাঁহার পূর্ববর্তীদের কর্তৃক প্রদত্ত এবং অপরগুলি কায়রোতে তিনি নিজেই নিরীক্ষা করিয়াছেন। বর্তমানে পরিচিত মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকাসমূহের মধ্যে তাঁহার তালিকাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। ইব্ন য়ূনুস তাঁহার পূর্ববর্তীগণ গবেষণার বিবরণ দানে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনার সুর বেশ আধুনিক।

Caussin কর্তৃক অপ্রকাশিত ৩ অধ্যায় ও Sedillot কর্তৃক অনূদিত কিন্তু অপ্রকাশিত বাদবাকী অধিকাংশ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া Delombre ইব্ন য়ূনুস-এর যীজসমূহের বিশ্লেষণ করেন। S. Newcomb ইব্ন য়ূনুস কর্তৃক বর্ণিত নিরীক্ষণসমূহের পর্যালোচনা করেন। তিনি বিশেষত চন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদী ত্বরণ, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সকল পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। সমতল ও গোলক সম্পর্কিত ত্রিকোণমিতির উপর ইব্ন য়ূনুস-এর মৌলিক অবদান পরবর্তী কালে Delambre, Von braunmuhl ও schoy কর্তৃক আলোচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Caussin Le livre de la grande table hakemite, in Notices et extraits..., vii (1804), 16-240; (২) Delambre, Hist. de lastron. dumoyen age, Paris 1819; (৩) S. Newcomb. Researches on the notion of the moon, in Washington Observations for ১৮৭৫ (Washington ১৮৭৮), Appendix, ২, ৪৪-৫৪-২৭৬-৮; (৪) von Braunmuhl, vorlesungen uber Geschichte der Trigonometrie, i, Leipzig ১৯০০; (৫) H. Suter, Die Math. und Astron. d. Araber, in abh. z. Gesch. d. math. Wissensch., x (১৯০০), ৭৭-৯। Suter কর্তৃক উল্লিখিত তালিকায় যোগ করা যাইতে পারে ঃ (৬) C. Schoy ও articles in the annalen der Hydrographie und Maritimen Meterologie: Das 20 Kapitel der grossen Hakemi-tischen Tafeln des ibn Yunus "Uber die Berechnung des Azimuts aus der Hohe und der Hohe aus dem Azimut", xlviii (১৯২০), ৯৭-১১১, Uber eine arabische methode, die Geograp- hische Breite aus der Hohe der Sonne im I Vertical (Hohe ohne Azimut) zu bestimmen, xlix (১৯২১), ১২৪-৩৩, Die Destimmung der geograp-hischen Breite eines Ortes durch beobachtungen der Meridianhohe der Sonne..., I (১৮২২) ৩-২০; (৭) C. Schoy, Beitrage zur arabischen Trigono-metrie, in Isis, v (১৯২৩), ৩৬৪-৯৯; (৮) Brockelmann, i, ২৫৫, SI, ৪০০; (৯) E.S.Kennedy, A survey of Islamic astronomical tables, in Trans. Amer., Philos Soc., xlvi(১৯৫৬ খৃ.), ১২৬।

B.R. Goldstein (E.I.[2])/মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

ইব্ন য়ূনুস (ابن يونس) ঃ আবূ সা'ঈদ 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন আহ'মাদ আস-সাদাফী (জ. ২৮১/৮৯৪ সালে, মৃ. সোমবার ২৬ জুমাদা'ল-উখ্‌রা, ৩৪৭/১৪ সেপ্টেম্বর, ৯৫৮ সালে, দিনটি আসলে মঙ্গলবার ছিল) ইমাম শাফি'ঈর প্রাথমিক যুগের একজন মিসরীয় প্রসিদ্ধ সমর্থক য়ূনুস ইব্ন 'আবদি'ল-আলার পৌত্র এবং একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর (উপরে) পিতা ছিলেন। তিনি মিসরীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা ছাড়া মিসর ভ্রমণকারী অথবা মিসরে বসতি স্থাপনকারী বিদেশীদের সম্বন্ধে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইটি পরবর্তী কালে গ্রন্থকারদের তথ্যের উৎস হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ্রন্থ দুইটি এখন সংরক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল আবু'ল-কাসিম য়াহ্‌য়া ইব্ন 'আলী ইবনি'ত-তাহ্‌হান রচিত পরিশিষ্টের অংশবিশেষের দামিশকে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সামআনী, ৩৫০b; (২) Sezgin, i ১খ, ৩৫৭ প।

F. Rosenthal (E.I.[2])/মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

ইব্ন রাইক (ابن رائق) ঃ বা মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাইক 'আব্বাসী খিলাফাতের প্রথম আমীরুল-'উমারা (দ্র.)। তিনি খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর খাযার গোত্রীয় জনৈক কর্মকর্তার সন্তান ছিলেন। আল-মুকতাদির-এর শাসনামলে ইব্ন রাইক পুলিসপ্রধান এবং পরে রাজপরিবারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। আল-কাহির-এর সিংহাসনে

আরোহণের পর প্রাক্তন খলীফাকে সমর্থন দানের জন্য এবং বাগদাদ হইতে পলায়নের জন্য তাঁহাকে অপমানিত হইতে হয়। পরে তিনি বসরার গভর্নর পদ লাভে সফল হন। আর-রাদী সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি ওয়াসিত-এও গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী গভর্নরদের অন্যতম ছিলেন এবং খলীফা ও উযীরদের অসুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রদেয় অর্থ আটকাইয়া রাখিতে ইতস্তত করিতেন না। তিনি ৩২৪/৯৩৬ সনে আমীরু'ল-'উমারা (আমীরদের আমীর) নিযুক্ত হন। সমগ্র সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খা রক্ষা করা ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের পরিচালনা ও সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ, এই সকল দায়িত্ব তিনি পদাধিকারবলে লাভ করেন। ইব্‌ন রাইক তাঁহার দুই বৎসরের আমীরাতকালে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে খলীফাকে ক্ষমতাশূন্য করিয়া রাখার ব্যাপারে প্রধানত নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশে হুজারিয়া (দ্র.) রক্ষীবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল কর্ম দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বশে রাখা যায় না। তিনি আহওয়ায-এর শাসনকর্তা বানু'ল-বারীদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। তাঁহাদের রাজ্য দখল করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালান, বিশেষ করিয়া প্রাক্তন উযীর ইব্‌ন মুক্‌লা (দ্র.)-র প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। এই ইব্‌ন মুক্‌লা তাহার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এত সব করিয়াও ৩২৬/৯৩৮ সনে তাঁহার জনৈক অধীনস্থ কর্মচারী বাজকাম কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হন। পরবর্তী কালে বাজকাম তাঁহাকে দিয়ার মুদার-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাজকাম-এর মৃত্যুর পরে নূতন আমীর কুরান কিজ-এর নিকট হইতে তিনি ক্ষমতা দখল করেন এবং যুল-হি'জ্জা ৩২৯/সেপ্টেম্বর ৯৪১ সনে নিজেকে আমীরুল-'উমারা হিসাবে পুনরায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। রাজাব ৩৩০/এপ্রিল ৯২৪ সনে হাম্‌দানী আল-হা'সান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, ইব্‌ন রাইক-এর নিকট হইতে শাস্তি প্রাপ্তির আশংকায় তাঁহাকে গোপনে হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Bowen, The Life and Times of Ali Ibn Isa, the Good Vizier, নির্ঘণ্ট; (২) M. Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, ১খ, আলজিয়ার্স ১৯৫১ খৃ., ৪১১-৪, ৪২০-৪, ৪২০-৪; (৩) Defremery, Memoire sur les emirs al-omera, in Memoires Pres. a l'Academie des Inser et Belles-Lettres, Ist Series, ii, Paris 1852, 105-96; (৪) সূলী, আখবারু'র-রাদী বিল্লাহ, অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬-৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.[2])/ ডঃ মোঃ ফজলুর রহমান

ইব্‌ন রাওয়াহা (দ. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)

ইব্‌ন রাজাব (ابن رجب) ঃ যায়নুদ্দীন (ও জামালুদ্দীন) আবু'ল-ফারাজ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন শিহাবিদ্দীন আবি'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন রাজাব আস-সালামী আল-বাগ'দাদী আদ্‌-দিমাশ্‌কী আল-হা'ম্বালী, জ. বাগদাদ। জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। আল-'আলীমী (মৃ. ৯২৭-১৫২০) লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্ম ৭০৬ হিজরীর ১৫ রাবী'উল-আওয়াল শনিবারে। কিন্তু ইব্‌ন হাজার তদীয় আনবাহু'ল-গুমার গ্রন্থে (পৃ. ১১১) তাঁহার জন্ম সন ৭৩৬ হি. বলিয়া লিখিয়াছেন এবং উহাই শুদ্ধ মনে হয়। স্বয়ং 'আলীমীর অপর এক বর্ণনায় উহার সমর্থন বিদ্যমান। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইব্‌ন রাজাব ৭৪৪/১৩৪৩ সালে বাগদাদ হইতে দামিশ্‌কে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল অল্প।

এখন যদি জন্মসাল ৭৩৬/১৩৩৫ বলিয়া ধরা হয়, তখন ঐ বালকের বয়স দাঁড়ায় ১৮ বৎসর। স্বয়ং ইব্‌ন রাজাবের এক বর্ণনায় উহার সমর্থন পাওয়া যায় যাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, আমি ৭৪১ হি. সালে যখন বালকমাত্র, তখন শারাফুদ্দীনের অধ্যাপনা চক্রে হাযির হইতাম।

অনুরূপভাবে ইব্‌নু'ল-'ইমাদ লিখেন ঃ ইব্‌ন রাজাব বাগদাদ হইতে ৭৪৪ হিজরীতে স্বল্প বয়সে তাঁহার পিতার সহিত দামিশ্‌কে আগমন করেন। কিন্তু আল-'আলীমীর বর্ণনাকে সঠিক মানিয়া লইলে দামিশ্‌ক আগমনের সময় ইব্‌ন রাজাবের বয়স দাঁড়ায় ৩৮ বৎসর। এই বয়সকে কোনমতেই 'স্বল্প বয়স' বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না যদিও ইব্‌ন হা'জারের আদ্‌-দুরারু'ল-কামিনা গ্রন্থেও ইব্‌ন রাজাবের জন্মসাল হিসাবে ৭০৬ হিজরীর কথাই লিখিত আছে যাহা তাঁহারই অপর গ্রন্থ আন্‌বাহ-এর বর্ণনার পরিপন্থী। যতদূর মনে হয়; আদ্‌-দুরার-এর লিপিকার ৩-এর স্থলে ০ বসাইয়া দিয়া ভুলক্রমে ৭৩৬-এর স্থলে ৭০৬ হি. করিয়া ফেলিয়াছেন। আর পরবর্তীকালে আস্‌-সুয়ূতী (যায়ল তাবাকাতি'ল্‌- হুফ্‌ফাজ), আল-মাক্কী (আস-সুহুব'ল-ওয়াবিলা) প্রমুখ আদ-দুরারকে অনুসরণ করিয়া ৭০৬ হি. লিখিয়াছেন। ইব্‌নু'ল-'ইমাদও আনবাহ্‌ গ্রন্থে ইব্‌ন হা'জারের ব্যাখ্যার আলোকে আল-'আলীমী প্রদত্ত জন্মসন ৭৩৬ হিজরীই সঠিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যু হয় ৭৯৫ হিজরীতে দামিশকে এবং এই সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

নিম্নলিখিত ৩২ টি গ্রন্থ ইব্‌ন রাজাবের গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা হয় ঃ (১) যায়লুন আলা ত'াবাক'াতি'ল-হ'ানাবিলা;এই গ্রন্থটিই ইব্‌ন রাজাবের খ্যাতির প্রধান উৎস। গ্রন্থটি আসলে সেই জীবনী সিরিজের অন্যতম যাহাতে ইমাম আহ্'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বাল (র) হইতে শুরু করিয়া চতুর্দশ শতক পর্যন্ত হা'ম্বালী মায্‌হাবের মনীষিগণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। এই জীবনী সিরিজে সকল কিতাব সংরক্ষিত নাই। কোন কোনটির পাণ্ডুলিপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ত'াবাক'াতু'ল-হানাবিলা সিরিজের প্রথম গ্রন্থটি আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১/৯২৩)-এর ত'াবাক'াতু'ল- আসহাব, ইহাও হস্তলিখিত আকারে আছে। অবশ্য নাবুলুসীকৃত উহার সারসংক্ষেপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (দামিশ্‌ক ১৩৫০ হি., সম্পা. 'উবায়দা আহ'মাদ) [মৃ. ৭৯৭/১৩৯৪]। অতঃপর ইব্‌ন আবী য়া'লা আল-ফাররা (মৃ. ৫২৬/১১৩১) ও ইব্‌নু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০) প্রণীত আল-মুন্‌তাজাম-এর নাম উল্লেখ করা হয়। আল-ফাররা-এর ত'াবাক'াতু ফুকাহা-ই আসহাবি'ল-ইমাম আহ্'মাদ যেইখানে শেষ হইয়াছে, ইব্‌ন রাজাব সেইখান হইতে তাঁহার কাজ শুরু করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিশিষ্ট শুরু করিয়াছেন ৪৬০ হি. সনে ওফাতপ্রাপ্ত এমন সব মনীষীর বিবরণ দ্বারা যাঁহারা আল-ফাররা-এর সহচর ছিলেন এবং তিনি ৭৫১ হি. পর্যন্ত মনীষিগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। H. Laoust ও সামিয়ুদ-দাহ্‌হান উহার মুদ্রণ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন (১খ, দামিশক ১৯৫১ খৃ., ৪৬০-৫৪০ হি. পর্যন্ত)। মুসলিম পণ্ডিত মহলে ইব্‌ন রাজাবের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছেন। আহ্'মাদ ইব্‌ন নাসরিল্লাহ বাগ'দাদী উহার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে

প্রাচীনতমটি গ্রন্থকারের ইনতিকালের মাত্র পাঁচ বৎসর পরেই লিখিত হইয়াছিল। উহার পরবর্তী কপিসমূহ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর লিখিত। জাহিরিয়া গ্রন্থাগার দামিশক (সংখ্যা, ইতিহাস) ৬১ ও কোপরুল ইস্তাম্বুল, নং ১১১৫, ১খ, বাঁকীপুর, নং২৪৬৬, দ্বিতীয় খণ্ড, নাদওয়াতু'ল-'উলামা ও তৃতীয় খণ্ড সিন্দিয়া গ্রন্থাগারে। ইব্ন রাজাবের পরবর্তী আলিমগণ এই সিরিজ রচনার কাজ অব্যাহত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ইব্ন মুফলিহ (মৃ. ৮৮৩/১৪৭৮), আল-'আলীমী (মৃ. ৯২৭/১৫২১), আল-গাযযী (মৃ. ১২১৪/১৭৯৯), ইব্ন হামীদ আল-মাক্কী (মৃ. ১২৯৫/১৮৭৮) ও জামীল আশ-শাত্তী। শেষোক্ত জনের আলোচনায় তাঁহার সমসাময়িক মনীষিগণেরও উল্লেখ আছে।

(২) শারহ জামি' আবী 'ঈসা আত-তিরমিযী; (৩) জামিউ'ল-'উলূম ওয়া'ল-হিকাম ফী শারহি' খামসীনা হ'াদীছ'ান মিন্ জাওয়ামিইল-কালিম (হিন্দুস্তান, তা. বি., মিসর ১৩৪৬ হি.); (৪) ফাতহু'ল-বারী ফী শারহি'ল-বুখারী, কিন্তু এই গ্রন্থখানা অসম্পূর্ণ। কেবল কিতাবু'ল-জানাইয পর্যন্ত লিখিত; (৫) শারহু' হ'াদীছি' যারলি জামি'আন (شرح حديث ما ذئبان جائعان), লাহোর ১৩২০ হি. আল-মারূযীর কিয়ামু'ল-লায়ল-সহ; (৬) শারহু' হ'াদীছি' মান সালাকা তারীকান য়ালতামিসু ফীহি 'ইলমান (شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما); (৭) ইখতিয়ারু'ল-আওলা ফী শারহি হ'াদীছি' ইখতিসামি'ল মালাই'ল-আ'লা, মুদ্রিত; আল মুনীরিয়া, মিসর তা. বি.; উর্দূ অনু. দীদার-ই ইলাহী নামে গুলাম রাব্বানী লোধীকৃত, লাহোর ১৩৫৬ হি.; (৮) নূরু'ল-ইকতিবাস ফী মিশকাতি ওয়াসিয়্যাতি'ন-নাবিয়্যি (স') লি-ইব্নি 'আব্বাস (نور الاقتباس فى مشكوة وصية النبى لا بن عباس); (৯) আল-ইস্তিখরাজ লি-আহকামি'ল-খারাজ, পাণ্ডু. প্যারিস নং ২৪৫৪; (১০) আল-কাওয়া'ইদু'ল-ফিক্হিয়্যা, কায়রো ১৩৫২ হি.; (১১) আল-কাওলু ফী তায্বীজী উম্মাহাতি আওলাদি'ল-গিয়াব; (১২) মাস্আলাতু'স-সালাতি য়াওমাল-জুমুআতি বাদায-যাওয়ালি ওয়া কাবলাস সালাতি (مسئلة الصلوة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلوة); (১৩) নুযহাতু'ল-আসমা ফী মাস্আলাতি'স-সিমা'; (১৪) ওয়াক আতু বাদ্র; (১৫) ইখতিয়ারু'ল আব্রার, পাণ্ডু. বার্লিন-এ নং ৯৬৯০; (১৬) ইসতিনশাকু নাসীমি'ল উনসি মিন নাফাহাতি রিয়াদি'ল-কুদ্স (استنشاق نسيم الانس من نفحات رياض القدس); (১৭) আল-ইসতিবৃতান ফী মা য়া'তাসিমু বিহি'ল-'আব্দু মিনা'শ-শায়ত'ান (الاستبطان فى ما يعتصم به العبد من الشيطان); (১৮) আহ্ওয়ালু য়াওমিল-কিয়ামা, ইহা যদি আহ্ওয়ালু'ল-কুবুর শীর্ষক গ্রন্থেরই অপর নাম হইয়া থাকে, তবে উহার পাণ্ডু. বার্লিনে নং ২৬৬১ ও আলেকজান্দ্রিয়া নং মাওয়াইজ ৬-এ বিদ্যমান; (১৯) আল-বিশারাতু'ল-উজমা ফী আন্না হ'াজ্জাল-মু'মিনি মিনান-নারি'ল-হুমা (البشارة العظمى فى ان حظ المؤمن من النار الحمى); (২০) কিতাবু'ত-তাওহীদ, পাণ্ডু. গোটায়, নং ৭০২; (২১) আল খুশূ ফি'স-সালা, মিসর ১৩৪১ হি.; (২২) যাম্মু'ল-খামার; (২৩) যাম্মু'ল-মালি ওয়া'ল-জাহ; (২৪) রিসালা ফী মা'নাল-'ইল্মি, পাণ্ডু. লাইপযিগ-এ ৪৬২; (২৫) সিফাতু'ন-নারি ওয়া'ত-তাহ্যীরু মিন দারি'ল-বাওয়ার (صفة النار والتحذير من الدار البوار) পাণ্ডু. বার্লিনে, নং ২৬৯৭, "আত-তাখবীফু মিনা'ন-নারি ওয়া'ত-তা'রীফ বিহালি দারি'ল-বাওয়ার শিরোনামে বিদ্যমান; (২৬) আল-ফারক বায়না'ন-নাসীহাতি ওয়া'ত-তায়ীর; (২৭) ফাদাইলু'শ-শাম; (২৮) ফাদলু 'ইলমি'স্-সালাফি 'আলা'ল-খালাফ, কায়রো ১৩৪৩ হি., ১৩৪৭ হি.; সম্ভবত ইহারই অপর নাম আল-'ইলমু'ন-নাফি' এবং হয়ত ইহাই রিসালাতুন ফী মানা'ল-'ইল্ম; (২৯) কাশফু'ল-কুরবা ফী হালি আহ্লিল-গুরবা গ্রন্থখানি বাদা'আল-ইসলামু গারীবান" হাদীছের ব্যাখ্যা, মিসর ১৩৫১ হি.; (৩০) আল-কাশফু ওয়া'ল-বায়ানু 'আন হাকীকাতি'ন-নুযূরি ওয়া'ল-আয়মান; (৩১) আল-কিফায়া (হিসায়া)-তু'শ-শাম বিমান ফীহা মিনা'ল-'আহ্লাম; (৩২০ আল-কালামু 'আলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; (৩৩) আল-লাতাইফু ফি'ল-ওয়া'জ, কায়রো ১৯২৪ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আদ্-দুরারুল-কামিনা, ২খ, ৩২১; (২) ঐ লেখক, আনবাহু'ল-গুমার, যায়লু তাবাকাতি'ল-হানাবিলার হাওয়ালায়, সম্পা. সামিয়ুদ-দাহ্হান; (৩) আস্-সুয়ূতী, যায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হু'ফফাজ, ৩৬৭; (৪) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, Yaltakaya মুদ্রণ, কলাম ১৯০৭; (৫) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য'-যা'হাব, ৬খ, ৩৩৯; (৬) ইব্ন ফাহ্দ মাক্কী, যায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হুফফাজ; (৭) আল-খাযানাতু'ত-তায়মূরিয়া, ২খ, ২২৩; (৮) হাবীব যায়্যাত, মাখতূতাতু দারি'ল-কুতুবি'জ-জাহিরিয়া, ৩৭; (৯) আয্-যিরিকলী ,আল-আলাম, ৪খ, ৬৭; (১০) Brockelmann, ২খ, ১০৭, পরিশিষ্ট, ২খ, ১২৯; (১১) হ'াশিম নাদ্বী, তায'কিরাতু'ন-নাওয়াদি'র (হায়দরাবাদ) দাক্ষিণাত্য ১৩৫০ হি., ১০১; (১২) যায়ল ত'াবাক'াতি'ল-হানাবিলা, সম্পা. সামিয়ুদ্-দাহ্হান ও Laoust, দামিশ'ক ১৯৫১ খৃ., ভূমিকা।

আবদুল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ইব্ন-রাব্বান (দ্র. আত-ত'াবারী)

ইব্ন রাশীক (ابن رشيق) ঃ আবূ 'আলী হাসান ইব্ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, অধিকন্তু আল-আয্দী, আল-মাসীলী ইফরীকিয়্যার সুবিখ্যাত সাহিত্যিকমণ্ডলীর অন্যতম। তিনি ৩৯০/১০০০ সনে কনস্টান্টাইন অঞ্চলের মসিলা (মাসীলা মুহাম্মাদিয়া)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুধু রাশীক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত বায়যান্টাইন গোত্রোদ্ভূত (রূমী) মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তিনি আযদ গোত্রের মিত্র হন এবং মসিলায় স্বর্ণকারের ব্যবসা করিতে থাকেন। এইখানে তাঁহার প্রথম জীবনের শিক্ষালাভের পর তরুণ হাসানের কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্যানুরাগের উন্মেষ ঘটে। ৪০৬/১০১৫ সনে যীরী আল-মু'ইয্য-এর সিংহাসনারোহণের বৎসর জ্ঞানার্জনে পূর্ণতা প্রাপ্তির আগ্রহেও বিকশিত কবিত্ব শক্তির সুযোগে ইব্ন রাশীক ইফরীকিয়্যার তৎকালীন রাজধানী ও সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি কেন্দ্র কায়রাওয়ান গমন করেন। সম্ভবত তাঁহার স্বদেশী আন-নাহ্শালীর সঙ্গে মসিলায় পরিচিত হওয়ার ফলে কায়রাওয়ান নগরীর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রখ্যাত পণ্ডিত আল-খুশানী আল-কায্যায, ইবরাহীম আর-হুস্রী প্রমুখের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়া তিনি উপকৃত হন। ইহা ব্যতীত তিনি ৪১০/১০১৯ সনের দিকে মহানুভব পৃষ্ঠপোষক ইব্ন আবির-রিজাল (দ্র.)-এর আশ্রয় লাভের সুযোগ পান। ইনি ছিলেন সুলতান আল-মু'ইয্য-এর গৃহশিক্ষক, একজন কবি, সাহিত্যিক, জ্যোতির্বেত্তা (য়ূরোপে মধ্যযুগে Abenragel, Albohazen ও Alboacen নামে সুপরিচিত) ও রাজকীয় যীরী সরকারী-নিবন্ধকের দফতরের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি তরুণ ইব্ন রাশীককে সেইখানে একটি চাকুরী দেন। ঐ

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তদুপরি তিনি উহাতে প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ রচনাদির মানদণ্ড অনুযায়ী সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যিক রসবোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। অপরের রচনা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালানো (السرقة) আরবী সাহিত্য সমালোচকদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত সমস্যা। বিষয়টি পূর্বেই আল-'উমদা গ্রন্থের উপসংহারে আলোচিত হইয়াছে। উহা তাঁহার কুরাদাতু'য-যাহাব ফী নাকদ আশ'আরি'ল-'আরাব (قراضة الذهب فى نقد اشعار العرب) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে (সম্পা. খানজী, কায়রো ১৯২৬ খৃ.; সম্পা. Ch. Bouyahia. প্রকাশিতব্য) কাব্য সৃষ্টি বিষয়ক গবেষণায় পরিণত হইয়াছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে উহা প্রত্যেক কবি তাঁহার কাব্যের বিষয়সমূহকে যে বিশেষ কাজে লাগাইয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ, প্রকাশভঙ্গি ও 'আরবী কবিতার আংশিক ক্রমবিকাশের গবেষণায়ও পরিণত হইয়াছে। ইব্‌ন রাশীকের উনমুযাজু'য-যামান ফী শু'আরা'ই'ল-কায়রাওয়ান (أنموذج الزمان فى شعراء القيروان) গ্রন্থে তাঁহার উদ্ভাবিত সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। [পুস্তকখানি বর্তমানে বিলুপ্ত, তবে পরবর্তীকালীন জীবনী অভিধানে উহার প্রায় সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় অংশই সংরক্ষিত আছে। এই সকল জীবনী গ্রন্থ ইহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব ইহার অনুকরণ করিয়াছে, তবে উহার সমমানের হয় নাই। ইবনু'ল-আব্বার তৎপ্রণীত অসমাপ্ত পুস্তক তুহফাতু'ল-কাদীম (যাহা আল-মুকতাদাব মিন কিতাব তুহফাতি'ল-কাদিম শিরোনামে সম্পাদিত হইয়াছে, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ভূমিকা) সম্বন্ধে কোন কিছুই গোপন রাখেন নাই]। উক্ত পুস্তকে তিনি তাঁহার যুগের ইফরীকীয় কবিদের জীবনী অপেক্ষা তাঁহাদের রচনাবলীতেই পূর্ণ মনোযোগ দেন। তাঁহার প্রতিটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক সমালোচনায় তিনি বস্তুনিষ্ঠ ও পদ্ধতিসম্মত সমালোচনা, অব্যর্থ সূক্ষ্ম বিচার, চিত্রকল্প রচনানীতি, বিশুদ্ধ, সংযত ও দৃঢ়বদ্ধ শব্দাবলীর সাহায্যে ভাষাচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি হইতে অন্য পদ্ধতির বর্ণনারীতি অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রচনার চমৎকারিত্ব নিঃশেষিত হইয়াছে। পরস্পর সম্পর্কিত উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থ 'আরবী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আল-উনমুযাজ গ্রন্থের রীতির সঙ্গে আল-মাহদিয়্যা অঞ্চলের কবিদের সম্পর্কে লিখিত আর-রাওদাতুল-মাওশিয়া ফী শু'আরা'ই'ল-মাহদিয়া (الروضة الموشية فى شعراء المهدية) নামক পুস্তকখানিকে সংযুক্ত করা চলে, তবে আমরা তৎসম্পর্কে সম্যক অবগত নহি। ইব্‌ন রাশীক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ আজকাল আর পাওয়া যায় না। (এইগুলি সংখ্যায় প্রায় ত্রিশখানি ছিল। অধিকাংশই রিসালা বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা, গ্রন্থপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত গ্রন্থকারদের তালিকায় উহাদের নাম দ্র.। তন্মধ্যে কোন কোনটি অধ্যায়ের শিরোনামমাত্র বা পূর্বে তালিকাভুক্ত নামের বিকৃত পুনরুক্তি)। এইগুলি ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (যথা বিরল ব্যবহৃত শব্দাদি বিষয়ক আশ-শুযূয ফি'ল-লুগা) হউক বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্‌ন শারাফের সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্কমূলক রচনাদি হউক, সাহিত্য সমালোচকরূপে তাঁহার গ্রন্থের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ঐগুলির সম্পর্ক রহিয়াছে। 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে ইব্‌ন রাশীকের স্থান নির্ণয়ের জন্য আরও দ্র. বাদী, বায়ান ও আল-মা'আনী ওয়াল-বায়ান।

ইব্‌ন রাশীকের প্রাচীন ও আধুনিক সকল জীবনীকারই তাঁহাকে একজন ঐতিহাসিক বলিয়াও দাবি করেন। কিন্তু এরূপ দাবির কোনটাই নিশ্চিত নয়। তাহারা কিছুটা স্পষ্টভাবেই মীযানুল-আমাল নামক কেবল যেই একখানি ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতারূপে তাঁহাকে গণ্য করেন (গ্রন্থখানি ইব্‌ন খালদূনের মতে একখানা সাধারণ ধারাবাহিক ইতিকথামাত্র, Prolegomenes, ১খ, ৮; Rosenthal, ১খ, ১০-আল 'উমদা, গ্রন্থের প্রণেতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অনুভূতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, দ্র. Prolegomenes, ৩খ, ৩৭৮, ৩৮০-১; Rosenthal, ৩খ, ৩৩৮, ৪০৫) তাহা বস্তুত একই নামের একজন আন্দালুসীয় লেখকের পুস্তক। তিনি হইলেন আবূ 'আলী আল-হুসায়ন ইব্‌ন আতীক ইবনি'ল-হুসায়ন ইব্‌ন রাশীক আত-তাগ'লাবী, মৃ. ৬৭৪/১২৭৫ সনের পরে (দ্র. লিসানুদ্দীন ইবনু'ল-খাতীব, আল-ইহাতা, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫, পৃ. ৪৮৪)। তাঁহাকে যে মুওয়াত্তার ভাষ্যকাররূপেও গণ্য করা হয় সেই ক্ষেত্রেও ঐ একই মন্তব্য অবশ্যই নির্ভুল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই গ্রন্থকারের একই নামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থকার ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে যেই সকল গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত ঃ (১) ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ. পৃ. ৫৩, ৫৭-৬৫; (২) কিফ্‌তী, ইন্‌বাহ, কায়রো ১৯৫০-৫ খৃ., ১খ, ২৯৮-৩০৪; (৩) য়া'কূত', ইরশাদ, কায়রো ১৯৩৬-৮ খৃ., ৮খ, ১১০-২১; (৪) ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিক, ১৭খ. পাণ্ডু. প্যারিস ২৩২৭; ৩৭[২]-৪১[২], যাহার প্রধান অবলম্বন ইব্‌ন বাস্‌সাম; (৫) ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯/১৮৮১-২ স্থা. ও ২খ, ২০৪ প.; (৬) সুয়ূতী, বুগ'য়া, কায়রো ১৩২৬/ ১৯০৮, পৃ. ২২০; (৭) আল-ওয়াযীরু'স-সাররাজ, আল-হুলালুস সুন্‌দুসিয়্যা, তিউনিস ১২৮৭/ ১৮৭০-১, পৃ. ৯৯-১০২; (৮) হ'াজ্জী খালীফা, ইস্তাম্বুল সং., পৃ. ১৮৫, ৩০১, ৯৭৩, ১০২৯, ১৯০৭ ও ১৯১৮; (৯) Brockelmann, ১খ, ৩০৭, পরি. ৫৩৯-৪০; (১০) হ'াসান হু'স্‌নী 'আবদু'ল-ওয়াহ'হ'াব, বিসাতু'ল- আকীক ফী হাদারাতিল-কায়রাওয়ান ওয়া শাইরিহা ইব্‌ন রাশীক, তিউনিস ১৩৩০/১৯১১-২; (১১) ঐ লেখক, আল-মুনতাখাবু'ল-মাদরাসী[২], কায়রো ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৭৫-৮; (১২) 'আবদু'ল-'আযীয আল-মায়মানী, ইব্‌ন রাশীক, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪-৬; (১৩) ঐ লেখক, আন-নুতাফ মিন শি'র ইব্‌ন রাশীক, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪-৫; (১৪) মুহ'াম্মাদ আন-নায়ফার, উনওয়ানু'ল-'আরীব, তিউনিস ১৩৫১/১৯৩২-৩, ১খ, ৫২-৪; (১৫) M. Amari, Storia dei musulmani di Sicilia[2], কাটানিয়া ১৯৩৩-৯ খৃ., ১খ, ৩৯, ২খ, ৫৬২-৭; (১৬) Ch. Pellat, Ibn Sharaf al-Kayrawani Questions de Critique litteraire, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ভূমিকা, পৃ. ১৮-২৩; (১৭) A Trabulsi, La Critique poetique des Arabes, দামিশক ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১০৫-৭ এবং স্থা.; (১৮) 'আবদু'র-রাহ'মান য়াগী, হায়াতু'ল-কায়রাওয়ান ওয়া মাওকিফ ইব্‌ন রাশীক মিনহা, বৈরূত ১৯৬২ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, দীওয়ান ইব্‌ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, বৈরূত তা. বি.; (২০) এইচ. আর. ইদরীস, Zirides, ২খ, ৭৯২-৪ ও নির্ঘণ্ট; (২১) Ch. Bouyahia, in Ann. de 1Un. de Tunis ১৯৬৫ খৃ., ২খ, ২৩৩-৪৪; আরও দ্র. ইব্‌ন শারাফ-এর গ্রন্থপঞ্জী, তাঁহাদের বিতর্কমূলক রচনাদির জন্য।

Ch. Bouyahla (E.I.[2]) মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন রাশীক (ابن رشيق) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'র রাহ'মান আল-কুশায়রী, মার্সিয়ার শাসনকর্তা, ৪৭৪/১০৮১-৪৮১/১০৮৮, সর্বপ্রথম ৪৭৪/১০৮১ সনে হিস্‌ন বাল্‌জ (আধুনিক Vilches)-এর 'আমিল বা

শাসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি শোনা যায়। এই বৎসর ইব্ন 'আম্মার (দ্র.) তাঁহার মনিব আল-মু'তামিদ ইব্ন আব্বাদের পক্ষে ইব্ন তাহিরের নিকট হইতে মার্সিয়া দখলের উদ্দেশে সেভিল (seville) হইতে ফিরিবার পথে ইব্ন রাশীকের সঙ্গে অবস্থান করেন। সেইখানে ইব্ন 'আম্মার ও ইব্ন রাশীক একটি সংঘ গঠন করেন, যাহার ফলে এক পর্যায়ে ইব্ন রাশীক মার্সিয়ার স্বাধীন শাসক হন। তবে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর খৃস্টানদের তরফ হইতে ক্রমাগত চাপের ফলে পার্শ্ববর্তী ভ্যালেনসিয়া ও আলমেরিয়া (Valencia, Almeria)-এর শাসকদের মতই ইব্ন রাশীকের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। বস্তুত ইব্ন রাশীকের রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে মার্সিয়া ৪৫ কি. মি. দক্ষিণস্থ আলেদো (Aledo)-তেই খৃস্টানদের একটি ঘাঁটি ছিল।

আল-মুরাবিত গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও যাল্লাকার যুদ্ধে খৃস্টানদের গুরুতর পরাজয়ের (৪৭৯/১০৮৬) তাৎক্ষণিক ফলাফল লেভান্ট (Levente)-এ বড় একটা অনুভূত হয় নাই। ইহাতে ইব্ন রাশীক মু'তামিদকে নামমাত্র একটি কর দিতে বাধ্য হন, আর আলেদো শহর খৃস্টানদের দখলেই থাকিয়া যায়। য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন-এর দ্বিতীয় অভিযান এই পরিস্থিতির অবসান ঘটায়। য়ূসুফ তাঁহার আন্দালুসীয় মিত্রদের সহায়তায় সরাসরি গিয়া আলেদো ঘাঁটি অবরোধ করেন (৪৮১/১০৮৮)। তিনি পূর্বেই সুলতান মু'তামিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন যে, মার্সিয়া প্রদেশ তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যদিও মনে হয়, ইব্ন রাশীক সুকৌশলে সেই চরম দুর্দিনের আগমন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে সক্ষম হন। তবুও শেষ পর্যন্ত আলেদো শহরে অবরুদ্ধ খৃস্টানগণকে সক্রিয় সহায়তা দানের সন্দেহে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং বন্দী করিয়া মু'তামিদের হস্তে অর্পণ করা হয়। 'আবদুল্লাহ যীরী বলেন যে, মু'তামিদ তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন, কিন্তু ইবনু'ল-খাতীবের মতে তাহাকে সেভিল (Seville)-এ বন্দী করিয়া রাখা হয়। ফলে ৪৮৪/১০৯১ সনে আল-মুরাবিত গোষ্ঠীর লোকজন শহরটি দখল করিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটে তাহা জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আব্বার, আল-হুল্লাতু'স-সিয়ারা, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ২খ, ১২৩-৪ ১৩৪-৫, ১৪০-৬, ১৭৫; (২) ইব্নু'ল-খাতীব, 'আমালু'ল-আ'লাম, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৬০, ২০১, ২৫৭; (৩) 'আবদুল্লাহ যীরী, Memoires, in And., ৩খ., (১৯৩৫ খৃ.), ৩২৪-৫, ৩৪০-৩ (মূল পাঠ), ৪খ (১৯৩৬-৯ খৃ.), ৪৫-৭, ৭৯-৮৪ (অনু.); (৪) 'আবদু'ল-ওয়াহিদ আল-মাররাকুশী, মুজিব, লাইডেন ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ৮৫, ৯২; (৫) A. Huici Miranda, Las grandes batallas de la Reconquista, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৯৪-৬।

J. F. P. Hopkins (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ (ابن راهوية) ঃ অর্থাৎ আবূ য়া'কূব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাখলাদ ইব্ন ইবরাহীম আল-হান্জালী আল-মারওয়াযী, একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ। তাঁহার পিতাকে রাহ্ওয়ায়হ বলিয়া ডাকা হইত, কারণ তিনি রাস্তায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ নিজে ১৬১/৭৭৮ সনে অথবা ১৬৬/৭৮২-৩ সনে মারব-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরাক, হিজায, য়ামান ও সিরিয়া সফর করেন। একাধিকবার বাগদাদ সফরের পর তিনি নীশাপুরের স্থায়ী নিবাসী হন এবং সেইখানেই ২৩৮/৮৫৩ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাযার এক পুণ্যস্থানের মর্যাদা লাভ করে। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-মুবারাক (দ্র.; Brockelmann, পরি. ১খ, ২৫৬), সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়না (দ্র.), আল্-বুখারীর রাবী ওয়াকী ইব্নু'ল-জাররাহ, জারীর ইব্ন 'আবদি'ল হামীদ (তাহ্যীবুত তাহ্যীব, ২খ, নং ১১৬) প্রমুখের নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করেন। পরবর্তী কালের সূত্রগুলি হইতে ধারণা করা যায় যে, অসংখ্য ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি হাদীছ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইব্ন কুতায়বা ও ইমাম মুসলিম (দ্র.)-এর শিক্ষক ছিলেন। য়াহ্য়া ইব্ন আদাম (দ্র.)-সহ অন্যান্য প্রামাণ্য হাদীছ সংকলনসমূহের [ইব্ন মাজা (দ্র.) ছাড়া] সংকলনগণ ও তাঁহার সমসাময়িক আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (দ্র.) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। একজন হাদীছবিদ হিসাবে তিনি স্বভাবতই আস্হাবুর-রায় (দ্র.)-এর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। ইব্ন কুতায়বা এই মর্মে তাঁহার কতকগুলি উক্তির (তা'বীল মুখতালিফি'ল-হাদীছ, পৃ. ৬৫-৬৭, Lecomte; পৃ. ৬৩-৭) উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অবিশ্বাস্য বহু কাহিনী প্রচলিত আছে; তবে ইহাও কথিত আছে, মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে ভ্রষ্ট তিনি স্মৃতি হইয়া পড়েন। তাহা ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে তিনি অনুপযুক্ত ছিলেন। ফিহ্রিস্ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি একখানা কিতাবুস-সুনান ফি'ল-ফিক্হ (প্রাচীন মুহাদ্দিস-এর শিরোনাম), কিতাবু'ল-মুসনাদ ও একখানা কিতাবু'ত তাফসীর নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত মুস্নাদের একটি অংশ আজও সংরক্ষিত (ক্যাটালগ, কায়রো[১], পৃ. ৪১৯) আছে এবং উহা হায়দরাবাদে মুদ্রিত হইবে (১৯৭৯ খৃ.)।

ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ-এর এক পৌত্র আবু'ত তায়্যিব মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ একজন মুহাদ্দিছ ও মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। হজ্জ হইতে ফিরিবার পর ২৯৪/৯০৬-৭ সনে কারমাতী (দ্র.)-রা তাঁহাকে হত্যা করে (ইব্ন ফারহুন, আদ-দীবাজ, কায়রো ১৩৩০ হি., পৃ. ২৪৪)।

ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ-এর উল্লিখিত এই পৌত্রের পুত্রের নামও মুহাম্মাদ। তিনিও একজন বিশিষ্ট মালিকী 'আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বাগদাদ বসবাস করেন এবং অবশেষে রামলার কাদী নিযুক্ত হন। ৩৩৬ বা ৩৩৭/৯৪৭-৯৪৯ সনে সেইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন (দীবাজ, ঐ; তারীখ বাগদাদ, ৩খ, নং ১২৬২, ইহাতে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির পরিচয় দৃশ্যত তালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্-বুখারী, আত্-তারীখুল-কাবীর, ১খ, নং ১২০৯; (২) ইব্ন কুতায়বা, তা'বীল মুখ্তালিফি'ল-হাদীছ; (৩) G. Lecomte, Ibn Qutayba, নির্ঘণ্ট; (৪) ঐ লেখক, Le Traite des divergences du hadit d'Ibn Qutayba, নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্ন আবী হাতিম, কিতাবু'ল জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ১খ, নং ৭১৪; (৬) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২৩০; (৭) আবূ নু'আয়ম, হিলয়াতু'ল-আওলিয়া, ৯খ, নং ৪৪৬ (ইহাতে তাঁহার প্রশংসাসূচক কিছু কবিতা ও তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ রহিয়াছে মাত্র); (৮) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ৬খ, নং ৩৩৮১ (একটি বিশদ নিবন্ধে সুদীর্ঘ এক বংশতালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে; (৯) ইব্ন আবী য়া'লা ,তাবাকাতু'ল-হানাবিলা, ১খ, ১০৯ (এক সংক্ষিপ্ত পুস্তক সমালোচনা); (১০) ঐ লেখক, ইখতিসারু'ন-নাবুলুসী, পৃ. ৬৮-৭০ (একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, অন্যান্য সূত্র হইতে উপকরণের সংযোগসহ);

বৎসরই তিনি সুলতান আল-মু'ইয্য-এর একজন সহচর ও রাজকবি হন। এইভাবে তাহার দ্বিমুখী উচ্চাভিলাষই আশাতীতরূপে পূর্ণ হয়। তাঁহার নৈতিক গুণাবলী, আকর্ষণীয় চরিত্র ও বিপুল কর্মশক্তির জন্য তখন হইতে ক্রমশ তাঁহার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি সুলতানের আনুকূল্য বৃদ্ধি পায়। তিনি রসিক, সতত প্রফুল্ল, উচ্ছল প্রাণচাঞ্চল্য সতেজ আর প্রকৃত পান- ভোজনোৎসব প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যীরী রাজধানীতে আমোদ-প্রমোদাদিতে আসক্ত এই কবিকে তাঁহার কবিতার জন্য প্রশংসা করা হইত। তাঁহার জীবৎকালেই তাঁহার কবিতা সুদূর সিসিলী ও স্পেন পর্যন্ত অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁহাকে অসংখ্য পরশ্রীকাতর শত্রুর মুকাবিলা করিতে হয়, তন্মধ্যে তাঁহার সমকক্ষতা অতিক্রম করিতে সচেষ্ট ইব্‌ন শারাফ (দ্র.)-ই সর্বাধিক নাছোড়বান্দা ছিলেন। সুলতান আল-মু'ইয্যই তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব জাগ্রত করেন। তিনি তাহার এই দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে কবিত্বের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে প্রেরণা দিতেন। তবে এই দুই কায়রাওয়ানী কবিগুরুর সিসিলীবাসী ভক্তদের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত ইব্‌ন রাশীক-এর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সিসিলীতে নির্বাসনের পর এই অবস্থার অবসান ঘটে। কায়রাওয়ানের পতনকালে ৪৪৯/১০৫৭ সনে যখন উহা বানূ হিলাল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়, তখন ইব্‌ন রাশীক আল-মাহদিয়্যায় সুলতান আল- মু'ইয্য-এর অনুগমন করেন। ঐ সময় হইতে সেইখানে তিনি সুলতান ও তৎপুত্র, ঐ শহরের শাসনকর্তা তামীম উভয়ের জন্যই স্তুতিগীতি রচনা করিতে থাকেন, যদিও কখনও কখনও তাঁহাকে সুলতান আল-মু'ইয্য-এর উগ্র বদমেযাজের কারণে ভোগান্তির শিকার হইতে হইত। পরাজয় বরণের ফলে সুলতানের স্বভাব খিটখিটে হইয়া যায়। সুলতানের মৃত্যুর (যাহা ৪৫৪/১০৬২ সনে ঘটে) পরে নয়, বরং সম্ভবত এই ধরনের নাটকীয় ঘটনাবলীর পরে তিনি কোন এক সময় সিসিলীতে চলিয়া যান এবং সেইখানে তাঁহার পূর্বে আগত ইব্‌ন শারাফ-এর সঙ্গে বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। তবে সেভিলের 'আব্বাসী সুলতান আল-মুতাদিদ-এর আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার প্রাক্তন স্বদেশবাসীর সঙ্গে তিনি স্পেনে যান নাই। তিনি ৪৫৬/১০৬৩-৪ কিংবা ৪৬৩/১০৭০-১ সনে মাযারায় ইনতিকাল করেন।

প্রধানত কবিত্বের জন্যই ইব্‌ন রাশীক-এর জীবনে উন্নতি ও সুখ্যাতি অর্জিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, একমাত্র ইব্‌ন খাল্লিকানই তাঁহার দীওয়ান-এর বিবরণ দিয়াছেন (ইব্‌ন য়া'ঈশ-এর বিবরণে, ৬খ, ৫০, ইব্‌ন রাশীক-এর বিবরণে নহে, যেমন বিভিন্ন গবেষণায় জানা যায়)। প্রসঙ্গত বিবরণটি ছিল অসম্পূর্ণ। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার সংশোধিত কবিতাগুলিতে (বিসাত; নুতাফ; দীওয়ান সম্পা. য়াগী; দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) অদ্যাবধি বিদ্যমান সকল কবিতা সংগৃহীত হয় নাই। এইগুলির মধ্যে ইব্‌ন রাশীক 'আরবী কবিতার সকল ঐতিহ্যগত বিষয়বস্তুই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার স্তুতি-কবিতা বিশেষ উপলক্ষাদিতে রচিত কবিতাগুলির বদৌলতে তিনি প্রধানত একজন রাজকবি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। বিধ্বস্ত কায়রাওয়ান নগরীর দুর্দশা বর্ণনায় রচিত তাঁহার কবিতা পরবর্তী কালের বহু বিখ্যাত শোকগাথা রচনার আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ জীবনকে উপজীব্য করিয়া রচিত এই সেরা শিল্পকর্মে যে ভয়াবহ মহীয়ান শোকগাথা প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ সবল রচনাশৈলীতে বিধৃত হইয়াছে কু (قل) ছন্দে লিখিত আল-মু'ইয্য সম্পর্কে রচিত তাঁহার শোকগাথার মতই উহাতে পাঠকের মনে মহাকাব্যের প্রেরণা সঞ্চার করিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু সর্বোপরি তাঁহার কবিতা সচেতন শৈল্পিক সৌষ্ঠব দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উহাতে কবির লক্ষণীয় প্রয়াসও প্রকৃত সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই অর্থে ইব্‌ন রাশীক একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কবি। সর্বোপরি তিনি 'আরবী কবিতার নিয়ম-কানুন ও কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে সর্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। উহা তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থ আল-উমদা ফী সিনাআতি'শ-শির ওয়া নাকদিহ (العمدة فى صناعة الشعر ونقده)-তে পরম কুশলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—প্রথমে ১ম খণ্ড তিউনিসে ১২৮৫/১৮৬৮ সনের কাছাকাছি সময়ে এবং পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ কায়রোতে ১৩২৫/১৯০৭, ১৩৪৪/১৯২৫, ১৯৩৪ ও ১৯৫৫ সনে। কয়েক দফায়, বিশেষত ইব্‌নু'ল-কাত্তা আস-সিকিল্লী, মুওয়াফফাকুদ্দীন আল বাগদাদী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন সাররাজ আশ-শান্তারীনী কর্তৃক সংক্ষেপিত হইয়াছে। গ্রন্থখানা সিসিলীতে পাঠ্য ছিল, বিশেষত স্বয়ং গ্রন্থকার ইহার পাঠ দান করিতেন। ইহা কাব্য সমালোচনাবিদ্যার একখানা 'মৌলিক' গ্রন্থ। 'আরবরা চিরদিন এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে, কবিতা একটি ললিত কলা', হয় কঠোর সাধনা দ্বারা লব্ধ, (মাসনূ' مصنوع) নতুবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছন্দিত (মাতবূ' مطبوع); তবে অন্তর 'প্রেরণার ভাবাবেগে নহে। আদিম যুগ হইতেই 'আরবদের নিকট কবিতা গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য তাহাদের প্রাচীন ও 'আধুনিক' কবিদের মত সমান সাফল্যের দাবিদার। 'আরবী কবিতা অর্থ-সম্পদে ও রূপগন্ধে গদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ইব্‌ন কুদামার মতে কবিতার বিভিন্ন উপাদানের তারতম্যের ভিত্তিতে উহার প্রকৃত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এইগুলি হইল শব্দ সম্পদ (اللفظ), ছন্দ (الوزن), অর্থ সম্পদ (المعنى), শ্লোকের অন্ত্যমিল (القافية), কবির শিক্ষা-সংস্কৃতি, বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য, যদ্দ্বারা তিনি স্বল্পায়াসে পাঠক সাধারণের প্রয়োজন ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল ধরনের কবিতা রচনা করিতে পারেন।

'আরবদের জীবন, তাহাদের ভাষা ও কবিত্ব শক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গ্রন্থখানির উপসংহার সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন যথার্থ উদ্ধৃতি এই কাব্য-সমালোচনা পুস্তকখানিকে সাহিত্যিক গুণ দান করিয়াছে। ফলে উহার সাহিত্যিক মান যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। আল-'উমদা গ্রন্থখানির আগাগোড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারমূলক যে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে, উহা সুদৃঢ় যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইব্‌ন রাশীক সর্বশ্রেষ্ঠ 'আরব সাহিত্য সমালোচকদের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন সমালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করায় ইব্‌ন সাল্লাম, ইব্‌ন কুদামা, আল-আমিদী, আল-জুরজানী প্রমুখের ধারাবাহিকতায় আল-আসকারীর যুগ পর্যন্ত উহাদের মান চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে তখনও পর্যন্ত সেইগুলি ছিল প্রাচ্যের অসম্পূর্ণ পদ্ধতি। ইব্‌ন রাশীক কবিতার সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া এমন এক সমন্বয় সাধন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহা একাধারে বিচারসম্মত, প্রণালীবদ্ধ ও মৌলিক। উহাতে তিনি শুধু তত্ত্ববিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কিত বিবরণ দিয়া কিংবা কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার সমালোচনা করিয়া অথবা কোনও এক বিশেষ কবির সমগ্র কাব্যের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং একজন সাহিত্যিক হিসাবে ও সমগ্রতার দৃষ্টিভঙ্গীতে কবিতার পর্যালোচনা করিয়াছেন। সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে উৎসারিত উক্ত সমালোচনায় শব্দ সম্পদে পূর্ণ অজস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ

(১১) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, তাহ্‌যীবুত তাহযীব, ১খ., নং ৪০৮; (১২) Brockelmann, পরি. ১. ২৫৭ (৩০৫-এর পরিবর্তে ৪১৯ পড়িতে হইবে)।

J. Schacht (E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

ইব্‌ন রিদওয়ান (ابن رضوان) ঃ আবুল-হাসান আলী ইব্‌ন রিদ্‌ওয়ান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন জা'ফার আল-মিসরী, মিসরের খ্যাতনামা চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় লেখক ও তর্কপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার জীবনী ও ব্যক্তিগত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত। কেননা তিনি প্রায় ষাট বৎসর বয়সে একটি আত্মজীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহার মর্মকথা ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা আত্মতুষ্টির প্রবল অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। এই অনুভূতি তাঁহার অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাপ্রসূত এবং এই ব্যাখ্যা হইতেই আবার তার্কিকতার প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল। জ. ৩৮৮/৯৯৮ সালে; তিনি ছিলেন কায়রোর নিকটবর্তী গীযা (জীযা)-র এক রুটি প্রস্তুতকারকের পুত্র, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। যৌবনে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, জীবিকা ও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন রাস্তায় জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তা ও অনুরূপ অন্যান্য কাজ করিয়া। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার কোনও শিক্ষক ছিল না। পরবর্তী কালে ইহা তাঁহার নিন্দার ব্যাপার হইয়াছিল যে, তিনি একান্তভাবে পুস্তক হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, চিকিৎসকদের দাবিকৃত শিক্ষানবিসীর ফীস দেওয়ার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বিবাহও করিতে পারেন নাই। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর তিনি চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিতে শুরু করেন। কায়রোর ফাতিমী খলীফা কর্তৃক মিসরের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইলে (এই খলীফা আল-হাকিম নহেন, যিনি ৪১১/১০২১ সালে অন্তর্হিত হন। ঐ সময়ে ইব্‌ন রিদওয়ানের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর; সম্ভবত তিনি আল-মুস্তানসিরের (৪২৭/১০৩৬-৪৮৭/১০৯৪ সাল) আমলে তিনি সম্পদ ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। মাকরান (দ্র.)-এর শাসনকর্তা আবু'ল-মুআস্‌কার আল-হুসায়ন ইব্‌ন মাদান অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইলে ইব্‌ন রিদওয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইব্‌ন রিদওয়ান কখনও মিসর ত্যাগ করেন নাই, এমনকি সম্ভবত কায়রোর পার্শ্ববর্তী এলাকাও ছাড়িয়া যান নাই। জ্ঞানের যে সকল শাখায় তিনি ব্যুৎপত্তির দাবি করিতেন সেই সব বিষয়ের তথ্যদানে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (ইবনু'ল-কিফতী)। তাঁহার বাড়ীর অবস্থান দীর্ঘকাল যাবত পরিচিত ছিল। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আর মতে তিনি দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ (যাহা ৪৪৫/১০৫৩ সালে শুরু হইয়াছিল)-এর সময় একজন য়াতীম বালিকাকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন; তিনি তাহাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেন এবং সে তাঁহার গৃহেই বড় হয়। কিন্তু একদিন তিনি যখন তাহাকে একাকী রাখিয়া যান সেই বালিকা ২০,০০০ দীনার মূল্যের স্বর্ণ ও তৎসহ বহু মূল্যবান দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে এবং ইহার পর তাহার সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নাই। এই ঘটনার পর ইব্‌ন রিদওয়ান মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন।

ইব্‌ন রিদওয়ান তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকগণের বিরুদ্ধে উগ্র বিতর্কের অবতারণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক, আর-রাযী, ইবনু'ল-জাযযার ইব্‌নুত তায়্যিব, ইব্‌ন বুত্‌লান (দ্র.) ও অন্যান্য। যদিও তিনি সুচিকিৎসক হিসাবে সর্বসম্মত খাতি লাভ করেন এবং যদিও ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ তাঁহাকে ইব্‌ন বুত্‌লান অপেক্ষা উত্তম চিকিৎসক এবং দর্শনে ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানে দক্ষতর ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করিয়াছিলেন, তথাপি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইব্‌ন রিদওয়ান অসুখী ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইবনু'ল-কিফ্‌তীর মতে, "তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা এবং তাহার বিচারশক্তি প্রখর ছিল না। অধিকন্তু তিনি দেখিতে সুশ্রী ছিলেন না। তথাপি বহু ছাত্র তাহার বক্তৃতা শুনিত এবং তাহার নিকট অধ্যয়ন করিত, ইহার ফলে তাঁহার খ্যাতি বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে", কিন্তু "তাহার শাগরিদগণ তাঁহার সম্পর্কে হাস্যকর নানা বিষয় বর্ণনা করিত। তাহাদের এই হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁহার যুক্তি, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য এবং যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তাহার উক্তি সম্পর্কে, অবশ্য যদি বর্ণনাকারীদের বিবরণ সত্য হয়।" তাঁহার শাগরিদবর্গের মধ্যে ছিলেন ফাতি'মী শাহ্‌যাদা, দার্শনিক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রেমিক ; মুবাশ্‌শির ইব্‌ন ফাতিক (দ্র.(Brockelmann, I, ৬০০ SI 829), য়াহূদী চিকিৎসক ও গ্রন্থপ্রেমিক আফরাঈম (Ephraim) ইব্‌নু'য-যাফ্‌ফান। য়াহ্‌দা ইব্‌ন সা'আদা নামক একজন অখ্যাত য়াহূদী চিকিৎসকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ; ইব্‌ন রিদ'ওয়ান তাঁহার উদ্দেশে দুইটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইব্‌ন আবী উস'আয়বি'আর মতে ইব্‌ন রিদওয়ান ৪৫৩ (১০৬১) সালে (অথবা ইব্‌নু'ল-কি'ফ্‌তী'র মতে সেই শতাব্দীর ষাটের দশকে) ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন রিদ'ওয়ানের সাহিত্যকর্ম ছিল বিপুল ; ইব্‌ন আবী উস'আয়বি'আ কর্তৃক রচিত তালিকা অনুসারে, দ্বিরুক্ত নামগুলি বাদ দিলে, ইহার সংখ্যা দাঁড়ায় এক শত। তন্মধ্যে অনেক কয়টি নিঃসন্দেহে ছোট প্রবন্ধ, অসম্পূর্ণ টীকা এবং এই জাতীয় রচনা। বিশখানার মত রচনার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। অল্প সংখ্যক রচনা জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক; কিন্তু অধিকাংশই চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত এবং বিষয়বস্তুর দিক হইতে গ্যালেন (জালীনূস)-এর ঘনিষ্ঠ অনুসরণে। ইব্‌ন রিদ্‌ওয়ান প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখিতেন, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন না। নিজস্ব কিছু যোগ না করিয়া তিনি কেবল হিপোক্রেট (Hippocrate বা বুক'রাত') ও গ্যালেনের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইব্‌নু'ল-কি'ফ্‌তী এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি ইব্‌ন রিদ'ওয়ানের রচনাকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। ঐগুলিকে তিনি 'সুবিন্যস্ত আহরণমাত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইব্‌ন রিদ'ওয়ানের চিন্তাধারায় মৌলিকত্বের এই অভাব একটি ইতিবাচক গুণে পরিণত হইয়াছে। ইহা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, তিনি আর-রাযীর মত মৌলিক চিন্তাবিদকেও গ্যালেনের চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী মত পোষণ করিতে দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অধিকাংশ বিতর্ক এই প্রতিপাদ্য হইতে সূচিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইব্‌ন আবী উস'াবি'আর মতে ইব্‌ন রিদ'ওয়ান "নিজস্ব বক্তব্যে ছিলেন উদ্ধত এবং তর্কে প্রতিপক্ষকে ভর্ৎসনাকারী।" ইব্‌ন বুতলান (নিম্নে দ্রষ্টব্য)-এর বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তু হইতেই ইহা সুস্পষ্ট।

তাঁহার রচিত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সমধিক খ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) টলেমির Quadripartitum-এর ভাষ্য (শারহু'ল-মাকালাতি'ল-আরবা'আ লি-বাত্‌লুমিয়ূস), ইহা ল্যাটিন ও তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং ল্যাটিন অনুবাদটি Quadripartitum-এর সহিত প্রথমদিকে ভেনিসের incunabula (খৃ. ১৫০০ সনের পূর্বে প্রকাশিত পুস্তিকা)-রূপে এবং পরে আরও কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছিল; (২) গ্যালেন-এর Ars Parva-র ভাষ্য শারহু'স-সিনা'আ'স-সাগীরা লি-জালীনূস (شرح الصناعة الصغيرة الجاليئوس); ইহাও

ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং পরে (Brockelmann, I, ৬৩৭, নং ১৪, ও SI, ৮৮৬, নং ২৪ এই দুইটি একত্র করিতে হইবে) পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহা হিব্রু ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছিল ; (৩) কিতাবু'ল-উসূল ফি'ত-তিব্ব (কুন্নাশ) ইব্‌ন রিদওয়ানের অন্য একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার যাহা হিব্রু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল; (৪) আল-কিতাবু'ন- নাফি' ফী তা'লীম সিনা'আতি'ত-তি'ব্ব, এই গ্রন্থখানিতে ইব্‌ন রিদ'ওয়ান গ্রীক চিকিৎসা সম্পর্কে লেখকদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সরাসরি পুস্তক হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করা অপেক্ষা শ্রেয় এবং এইভাবে তিনি স্বীয় শিক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনকে একটি গুণে পরিণত করিয়াছেন। এই গ্রন্থটিতে 'আরবদের নিকট গ্রীক বিজ্ঞান হস্তান্তর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। বিদ্যমান অংশের সারাংশ আছে Schacht-Meyerhof-এর Controversy-তে, ২০-৮ ; (৫) রিসালা ফী দাফ'ই মাদার্‌রি'ল-আব্‌দান বি-আর্‌দ মিস্‌র, একটি পুস্তিকা যাহাতে মিসর ও কায়রোতে স্বাস্থ্য ও রোগের অবস্থার বর্ণনা, প্লেগ ও ইহার কারণসমূহ, মিসরের অধিবাসীদের জন্য রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যগত বিধির বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ৫ম/১১শ শতকে শহরতলীসহ কায়রোর রোগ-চিকিৎসা সম্পর্কিত একটি ভূ-সংস্থান বিবরণী (topography) রহিয়াছে। এই শেষাংশের অনুবাদ M. Meyerhof, in Sitzungsber. d. physikalisch-medizinischen Sozietat, liv.Erlangen 1923, 197- 214, and in Comptes Rendus du Congres International de Medecine Tropicale et d'Hygiene, ২ খ., কায়রো, ১৯২৯ খৃ., ২১১-৩৫; আরও দ্র. K. Vollers, ZDMG, 88 খ., (১৮৯০ খৃ.), ৩৮৬ প.; (৬) অবশেষে ইব্‌ন বুতলানের সহিত তাঁহার বিরোধমূলক রচনা, যাহার তিনটি প্রবন্ধ সংরক্ষিত আছে (Schacht-Meyerhof-এর Controversy-তে, সম্পাদিত ও অনূদিত) ; দুইটি অথবা সম্ভবত তিনটি প্রবন্ধ বিলুপ্ত ; এই বিসংবাদ শারীরবৃত্তি (physiology)-র একটি বিতর্কিত বিষয় হইতে শুরু হয় এবং উপসংহারে ইব্‌ন রিদ'ওয়ান কায়রোর চিকিৎসকদের প্রতি ইব্‌ন বুত্‌লানকে একঘরে করিবার আহ্বান জানান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-লাতীফ, Relation de l'Egypte, অনু. Silvestre de Sacy, প্যারিস ১৮৩০ খৃ., ২৬, ১০৩ প. ; (২) ইব্‌নু'ল-কিফতী, তা'রীখু'ল-হুকামা, 88৩; (৩) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা', ২খ, ৯৯-১০৫; (৪) Barhebräeus [ইব্‌নু'ল-'ইব্‌রী (দ্র.)], কিতাব মুখ্‌তাসারি'দ-দুওয়াল, সম্পা. সালিহানী, বৈরূত ১৮৯০ খৃ., ৩৩১-৪ ; (৫) ইব্‌ন তাগ'রীবির্‌দী, ৪৫৩ সাল (চার ছত্রের একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন) ; (৬) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৩খ, পৃ. ২৯১ (দুই ছত্রের ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন); (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, ৪৮৭ (৩খ, ১৩৮); (৮) M. Stein-scheneider, Vite di matematici arabi tratte de unopera di Bernardino Balde, রোম ১৮৭৪ খৃ., ৪০-৫৫ ; (৯) ঐ লেখক, Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, Leipzig ১৮৭৭ খৃ., ৯৬-৮, ১৪৯, ৩২৯ ; (১০) G. Gabrieli, in Isis, vi (১৯২৪), ৫০০-৬; (১১) G. Sarton, Introduction to the history of science, ১খ, ৭২৯ প.; (১২) J. Schacht and M. Meyerhof, The medico-philosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo (Egyptian University, Faculty of Arts, Publ., No. 13), কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; (১৩) ঐ, in Bulletin of the Faculty of Arts of the University of Egypt, iv/2, ১৯৩৬ (এপ্রিল ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত), ১৪৫-৮ পৃ.; (১৪) F. Rosenthal, Die arabische Autobiographie (Studia Arabeca, ১খ., Analecta Orientalia 14), রোম ১৯৩৭ খৃ., ২১-৪ ; (১৫) M. C. Lyons `On the Nature of Man' (by Galen), in 'আলী ইব্‌ন রিদ'ওয়ান'স এপিটোম (Epitome) [অনুবাদ], in আল-আন্দালুস, ৩০খ., (১৯৬৫), ১৮০-৮ ; (১৬) Brockelmann, I, ৬৩৭ প.; (১৭) S I, ৮৮৬ (আরও পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. H. Ritter, in Oriens, ৩খ., (১৯৫০), ৮৭, নং ১৯৪ ; (১৮) F. Rosenthal, in Oriens, vii (১৯৫৪), ৫৭ প.; (১৯) A. S. Tritton, in JRAS, ১৯৫১ খৃ., ১৮২, নং ১; (২০) ফিহ্‌রিসু'ল-মাখ্‌তুতাতি'ল-মুসাওওয়ারা, ৩খ, নির্ঘন্ট, দ্র. 'আলী ইব্‌ন রিদ'ওয়ান ; (২১) A. Dietrich, Medicinalia Arabica, Gottingen ১৯৬৬ খৃ., নং ৯।

J. Schacht (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্‌ন রুশ্‌দ (ابن رشد) ঃ আবু'ল-ওয়ালীদ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মদ ইব্‌ন রুশ্‌দ আল-হাফীদ (পৌত্র), "আরাস্তু (Aristotle)- এর ভাষ্যকার", মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দুনিয়াতে Averroes নামে বিখ্যাত, কু'রআন বিষয়ক শাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম প্রকৃতি বিজ্ঞানী (পদার্থবিদ, চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ, জীববিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ), ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক।

১। **জীবন-তথ্য** ঃ ৫২০/১১২৬ সালে তিনি কর্ডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৫/১১৯৮ সালে মাররাকুশে ইনতিকাল করেন। 'আরবীতে তাঁহার জীবনীমূলক তথ্যসূত্র হইল ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, BAH, ৬খ, নং ৮৫৩ ; (২) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূন ; (৩) আল-আনসারী, ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল-এর ও ইব্‌ন'ল-আব্বার-এর অভিধান-সমূহের পরিশিষ্ট (সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয় রেনাঁ [Renan]-র সম্পূর্ণ রচনাবলীতে, ৩খ, ৩২৯); (৪) আয-যাহাবী, Annales (ঐ, পৃ. ৩৪৫); (৫) আবদু'ল-ওয়াহিদ আল-মাররাকুশী, মু'জিব।

ইব্‌ন রুশ্‌দ স্পেনের এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার দাদা (মৃ. ৫২০/১১২৬) ছিলেন খ্যাতনামা মালিকী আইনবিশারদ (فقيه) এবং কর্ডোভার বিশ্ববিখ্যাত প্রধান মস্‌জিদের ইমাম। তাঁহার পিতাও একজন কাদী ছিলেন। জীবনীকারগণ এই ভবিষ্যত ভাষ্যকারের অতি চমৎকার আইন বিষয়ক শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষক ছিলেন আল-হ'াফিজ আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন রিয্‌ক এবং তিনি খিলাফ (خلاف) বিজ্ঞান (আইন বিজ্ঞানের বিরোধ ও দ্বন্দ্বসমূহ)-এর সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। মুওয়াত্তা' গ্রন্থখানি তাঁহার মুখস্থ ছিল। ইব্‌নু'ল-আববার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইব্‌ন বাশকুওয়াল-এর নিকটও 'কিছু' লেখাপড়া করিয়াছিলেন, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছ' শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু একই লেখক বলিয়াছেন যে, হাদীছবিজ্ঞান রিওয়ায়া (رواية) অপেক্ষা আইন (فقه) ও মূলনীতি (أصول) অর্থাৎ দিরায়া (دراية)-তেই তিনি অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। তিনি আশ'আরী কালাম বিষয়েও পড়াশুনা করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ইহার সমালোচনা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি আবূ জা'ফার হারূন আত-তাজালী (Trujillo-এর অধিবাসী)-র ছাত্র ছিলেন, তিনি চিকিৎসা ছাড়া হ'াদীছ'শাস্ত্রেরও শিক্ষক ছিলেন (দ্র. 'উয়ূন)। ইবনু'ল-আব্বার তাঁহার আরও একজন শিক্ষক আবূ মারওয়ান ইব্‌ন জুর্‌রায়ুল-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন (উল্লেখ নং ১৭১৪) যিনি (তাঁহার মতে) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। জীবনীকারগণের নিকট হইতে তাঁহার দর্শন বিষয়ক অধ্যয়ন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইব্‌ন 'আবী উসায়বি'আ আল-বাজীর অনুসরণে সীমিত মন্তব্য করেন যে, ইব্‌ন রুশ্‌দ চিকিৎসাবিদ আবূ জা'ফার-এর নিকট 'দর্শন বিষয়ক বিজ্ঞান' (العلوم الحكمية) শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইবনু'ল-আব্বার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, "প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের (علوم الاوائل) প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল", উহা দ্বারা তিনি সম্ভবত পরোক্ষভাবে (গ্রীক) জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বুঝাইয়াছেন।

৫৪৮/১১৫৩ সালে ইব্‌ন রুশ্‌দ মাররাকুশে যান। রেনাঁ অনুমান করেন যে, সেখানে আল-মুওয়াহহিদ শাসক 'আবদু'ল-মু'মিন সেই সময়ে যে সমস্ত কলেজ স্থাপন করিতেছিলেন সেইগুলির নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। De Caelo-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সেইখানে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)-এর 'ক' খণ্ড (Book A)-এর ভাষ্যতে তিনি সম্ভবত তাঁহার জীবনের এই সময়ের কথাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির বিষয়ে অবশ্যই গবেষণা করিতে হইবে যাহাতে শুধু গণিতের উপর নির্ভর না করিয়া বাস্তব জ্যোতির্বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, "যৌবনে আমার ধারণা ছিল যে, এই গবেষণা সফলতার সঙ্গেই করা যাইবে; কিন্তু এখন বার্ধক্যে পৌঁছিয়া আমি সেই আশা ত্যাগ করিয়াছি..।" সম্ভবত এই সময়ে তিনি দার্শনিক-চিকিৎসাবিদ ইব্‌ন তুফায়ল-মু'মিনের উত্তরাধিকারী আবূ য়া'কূ'ব য়ূসুফের দরবারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আল-মাররাকুশী (মু'জিব, সম্পা. Dozy, পৃ. ১৭৪-৫) ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে সেই সাক্ষাতকারের বিবরণ সংগ্রহ হইয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার শিক্ষকের বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে। খলীফা ইব্‌ন রুশ্‌দকে আসমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি এমন বস্তু যাহা অনাদি কাল হইতে বর্তমান আছে, নাকি ইহা সময়ের কোন বিশেষ পর্যায়ে সৃষ্টি হইয়াছিল?" [ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, প্লেটো-র Timaeus ও De Caelo ও এরিস্টোটলের Metaphysics-এর কাল হইতে শুরু করিয়া Proclus ও Johannes Philoponus (য়াহ'য়া আন-নাহ্‌বী) পর্যন্ত এই সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় ছিল]। ইব্‌ন রুশ্‌দ সেই কঠিন প্রশ্নটি লইয়া দুর্ভাবনায় পড়েন, কিন্তু খলীফা য়ূসুফ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং উহার পরপরই তুফায়ল-এর সঙ্গে আলোচনায় নিরত হন যাহা হইতে প্রাচীন দার্শনিকগণ ও ধর্মতাত্ত্বিকগণের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় প্রমাণিত হয়। উহার ফলে কিছুটা সহজ পরিবেশের সৃষ্টি হইলে ইব্‌ন রুশ্‌দ আলোচনা আরম্ভ করেন এবং জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হন। ইব্‌ন রুশ্‌দ খলীফার নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করেন এবং তদবধি তাঁহার সহৃদয়তা ও পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিতে থাকেন। এই ঘটনা সম্ভবত ১১৬৯ খৃ. বা উহার সামান্য পূর্বে ঘটিয়া থাকিবে। আল-মাররাকুশী ইহাও বলেন যে, আমীরু'ল-মু'মিনীন ইব্‌ন তুফায়ল-এর নিকটে এরিস্টোটলের মূল পাঠ ও সেইগুলির অনুবাদের দুরূহতার বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি সেইগুলি সহজবোধ্য ভাষায় যেন ব্যাখ্যা করা হয় সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা হইয়া থাকে যে, ইব্‌ন তুফায়ল নিজে বেশী বৃদ্ধ ও বেশী ব্যস্ত থাকার দরুন ইব্‌ন রুশ্‌দকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলেন।

আবূ য়া'কূব য়ূসুফ-এর রাজত্বকালব্যাপী (৫৫৮-৮০/১১৬৩-৮৪) ইব্‌ন রুশ্‌দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ৫৬৫/১১৬৯ সালে তিনি সেভিলের কাদী নিযুক্ত হন (দ্র. মু'জিব, পৃ. ২২২)। সেই বৎসরই সমাপ্ত De Patribus animalium গ্রন্থখানির চতুর্থ খণ্ডের এক স্থানে তিনি তাঁহার পদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্ডোভাতে রক্ষিত তাঁহার বই-পুস্তক হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সেইসব কারণে তাঁহার ব্যাখ্যার কাজ বিঘ্নিত হয় (Munk, পৃ. ৪২২)। ৫৬৭/১১৭১ সালে তিনি কর্ডোভাতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও তিনি কাদী পদে বহাল ছিলেন। এই সময়ে অসংখ্য দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাষ্য রচনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। তিনি আল-মুওয়াহহিদ রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শহর, বিশেষ করিয়া সেভিল ভ্রমণ করেন, সেইখান হইতে ১১৬৯ ও ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থের তারিখ প্রদান করেন।

৫৭৮/১১৮২ সালে মাররাকুশে তিনি আবূ য়া'কূব য়ূসুফ-এর প্রধান হেকীম বা চিকিৎসকরূপে ইব্‌ন তুফায়ল-এর স্থলাভিষিক্ত হন (Tornberg, Annales Regum Mauritaniae, পৃ. ১৮১)। অতঃপর তিনি কর্ডোভার প্রধান কাদীর পদ লাভ করেন।

য়াকূ'ব আল-মানসূরের শাসনামলে (৫৮০-৯৫/১১৮৪-৯৯) ইব্‌ন রুশ্‌দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। শাসনের শেষভাগে (১১৯৫ খৃ. পর হইতে) তিনি খলীফার সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন। সেই ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মনে হয় যেন এই সময়ে খলীফা স্পেনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। আর সেই কারণেই ফাকীহগণের সমর্থন লাভ তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই ফাকীহগণই দীর্ঘকাল যাবত জনসাধারণের উপর তাঁহাদের কঠোর গোঁড়ামি মনোভাব প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন (দ্র. D. Macdonald, Development of Muslim Theology, নিউ ইয়র্ক ১৯০৩ খৃ., পৃ. ২৫৫)। ফলে ইব্‌ন রুশ্‌দকে শুধু যে কর্ডোভার নিকটবর্তী লুসেনা (Lucena)-তে নির্বাসিত করা হয় তাহাই নহে, কর্ডোভার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায়ে গঠিত বিচারালয়ের সম্মুখেও তাঁহাকে হাযির করা হয়, তাঁহার সকল মতবাদকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ধর্মের প্রতি বিপজ্জনক বিবেচনায় তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পোড়াইয়া ফেলিবার এবং দর্শন চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রীয় আদেশ জারী করা হয়। যাঁহারা ইব্‌ন রুশদ-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন বা দার্শনিক রীতি-পদ্ধতিতে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁহারা এই সুযোগে অশ্লীল ভাষায় তাঁহার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিতে থাকেন। সেই সকল সমালোচনা Munk কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (পৃ. ৪২৭-৮, ৫১৭)।

কিন্তু ইব্‌ন রুশ্‌দ রীতি-পদ্ধতি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সহনশীল বারবার অধিবাসিগণের মধ্যে বাস করিবার জন্য মাররাকুশে প্রত্যাবর্তন করিলে

অনুতপ্ত খলীফা পূর্বের সকল রাষ্ট্রীয় আদেশ বাতিল করিয়া দার্শনিককে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠান। তিনি পুনরায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া খলীফার দরবারে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার অনুগ্রহ বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। কেননা ৯ সাফার, ৫৯৫/১১ ডিসেম্বর, ১১৯৮ মাররাকুশে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে সেইখানেই তাগ'যুত-এর তোরণের বহির্ভাগে দাফন করা হয়। পরে তাঁহার লাশ কর্ডোভাতে লইয়া গিয়া পুনরায় সেইখানে দাফন করা হয়। সূ'ফী তাত্ত্বিক ইবনু'ল-'আরাবী, যিনি সেই সময়ে তরুণ যুবক ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় দাফনে উপস্থিত ছিলেন (তু. H. Corbin, L'imagination Creatrice dans le Soufisme d'Ibn Arabi, পৃ. ৩২-৮)।

২। **রচনাবলী** ঃ ইব্ন রুশ্‌দ-এর এই সমস্ত রচনার কালানুক্রমিক হিসাব নির্ণয় করিয়াছেন M. Alonso (La Cronologia en las obras de Averoes, in Miscelanea Camillas ১খ, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৪১১-৬০)। ইব্ন রুশ্‌দ কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। অধ্যাপক রেনাঁ (E. Renan) ও অধ্যাপক সারটন (G. Sarton) ইব্ন রুশ্‌দের গ্রন্থসংখ্যা ৬৭ খানা বলিয়া জানাইয়াছেন। অধ্যাপক ব্রোকেলমান ৩৯ খানা ও ইব্ন আবী উসায়বি'আ ৪৭ খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক রেনাঁ ও সারটন গ্রন্থগুলি বিষয় অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গ্রন্থগুলির মধ্যে রহিয়াছে দর্শন ২৮, চিকিৎসা বিজ্ঞান ২০, আইন (খুব সম্ভব ফিক্‌হ) ৮, ধর্মশাস্ত্র ৫, জ্যোতির্বিজ্ঞান ৪, ব্যাকরণ ২। ইহা ছাড়াও তাঁহার পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে ২ খানা ও প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, বর্তমানে তাঁহার যে সমস্ত গ্রন্থের নাম জানা গিয়াছে সেইগুলি উল্লেখ করা গেল ঃ (১) কিতাবু'ত-তাহ্‌সীল জুমি'আ ফীহি ইখতিলাফ আহ্‌লি'ল-'ইল্‌ম মিনা'স-সাহাবা ওয়াত-তাবি'ঈন ওয়াতাবি'ঈহিম (كتاب التحصيل جمع فيه اختلاف اهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم); (২) কিতাবু'ল-কুল্লিয়্যা শারহু'ল-উরজূযাতি'ল-মানসূবা ইলা'শ-শায়খির-রা'ঈস ইব্ন সীনা ফি'ত্‌-তিব (كتاب الكلية شرح الارجوزة المنصوبة الى الشيخ الرئيس ابن سينا فى الطب); (৩) কিতাবু'ল-মুকাদ্দিমা ফি'ল-ফিক্‌হ (فى الفقه); (৪) কিতাবু নিহায়াতি'ল-মুজতাহিদ ফি'ল-ফিক্‌হ (كتاب نهاية المجتهد فى الفقه); (৫) কিতাবু'ল-হায়ওয়ান (كتاب الحيوان); (৬) জাওয়ামি' কুতুব আরিস্‌তূতালীস ফি'ত-তাবী'আত ওয়া'ল-ইলাহিয়্যাত (جوامع كتب ارسطوطاليس فى الطبيعات والالهيات); (৭) কিতাবু দুরূরী ফি'ল-মানতিক (كتاب ضرورى فى المنطق); (৮) মুল্‌হাক বিহি তালখীস কুতুব আরিস্‌তূতালীস (ملحق به تلخيص كتب ارسطوطاليس); (৯) ওয়াকাদ লাখ্‌খাসাহা তালখীসান তাম্মান মুস্তাওফিয়্যা (وقد لخصها تلخيصا تاما موستوفية); (১০) তালখীসু'ল-ইলাহিয়্যাত লি-নিকূলাওস (تلخيص الالهيات لنقولاوس); (১১) তালখীস কিতাব মা বা'দা'ত-তাব'ইয়্যাত লি-আরিসতূতালীস; (১২) তালখীস কিতাবি'ল-আখলাক লি-আরিসতূতালীস (تلخيص كتاب الاخلاق لارسطوطاليس); (১৩) তালখীস কিতাবি'ল-বুরহান লি-আরিসতূতালীস (تلخيص كتاب البرهان لارسطوطاليس); (১৪) তালখীস কিতাবু'স সামা'আত-তাবী'ঈ লি-আরিসতূতালীস (تلخيص كتاب السماع الطبيعى لارسطوطاليس); (১৫) শারহ্‌ কিতাবি'স-সামা ওয়া'ল-'আলাম (شرح كتاب السماء والعالم); (১৬) শারহ্‌ কিতাবিন-নাফ্‌স লি আরিসতূতালীস (شرح كتاب النفس لارسطوطاليس); (১৭) তালখীস কিতাবি'ল-ইসতিকাত লি-জালীনূস (تلخيص كتاب الاستقات لجاليئوس); (১৮) তালখীস কিতাবি'ল-মিযাজ লি-জালীনূস (تلخيص كتاب المزاج لجالينوس); (১৯) কিতাবু'ল-কুওয়াত-তাব'ঈয়্যা লি-জালীনুস (كتاب القوى الطبعية لجالينوس); (২০) তালখীস কিতাবি'ল-'ইলাল ওয়া'ল-আ'রাদ লি-জালীনূস (تلخيص كتاب العلل والاعراض لجالينوس); (২১) তালখীস কিতাবি'ত-তা'আররুফ লি-জালীনূস (تلخيص كتاب التعرف لجالينوس); (২২) তালখীস কিতাবি'ল-হুমায়াত লি-জালীনূস (تلخيص كتاب الحميات لجالينوس); (২৩) তালখীস আওয়াল কিতাবি'ল-আদ্‌বিয়াতি'ল-মুফ্‌রাদা লি-জালীনূস (تلخيص اول كتاب الادوية المفردة لجالينوس); (২৪) তালখীসু'ন-নিস্‌ফিছ্‌-ছানী মিন কিতাব হীলাতি'ল-বার্'ই লি-জালীনূস (تلخيص النصف الثانى من كتاب حيلة البرء لجالينوس); (২৫) কিতাব তাহাফুতি'ত-তাহাফুত য়ুরাদ্দু ফীহি 'আলা কিতাবিত-তাহাফু'ত লি'ল-গাযালী (كتاب تهافت التهافت يرد فيه على كتاب التهافت للغزالى); (২৬) কিতাব মিনহাজি'ল-আদিল্লা ফী 'ইলমি'ল-উসূল (كتاب منهاج الادلة فى علم الاصول); (২৭) কিতাব সাগ'ীর সাম্মাহু ফাসলু'ল-মাকাল ফীমা বায়না'ল-হিক্‌মা ওয়া'শ-শারী'আ মিনা'ল-ইত্তিসাল (كتاب صغير سماه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال); (২৮) আল-মাসা'ইলু'ল-মুহিম্মা 'আলা কিতাবি'ল-বুরহান লিআরিস্‌তূতালীস (المسائل المهمة على كتاب البرهان لارسطوطاليس); (২৯) শারহ' কিতাবি'ল-কিয়াস লি-আরিস্‌তূতালীস (شرح كتاب القياس لارسططاليس); (৩০) মাকালা ফি'ল-কিয়াস (مقالة فى القياس); (৩১) কিতাবু ফি'ল-ফাহ্‌স হাল য়ুমকিনু'ল-আক্‌ল আল্লাযী ফীনা (كتاب فى الفحص هل يمكن العقل الذى فينا); (৩২) কিতাবু'ন-নাফ্‌স (كتاب النفس); (৩৩) মাকালা ফী আন্না মা য়া'তাকিদুহু'ল-মাশশা'উন (مقالة فى ان ما يعتقده المشاؤون); (৩৪) মাকালা ফি'ত-তা'রীফ বি-জিহাতি নাজ্‌র আবী নাসর ফীত কুতুবিহ্‌); (৩৫) কিতাব ফি'ল-আক্‌ল (مقالة فى التعريف بجهة نظر ابى نصر فى كتبه); (৩৬) মাকালা ফী ইত্তিসালি'ল-আক্‌লি'ল-মুফারিক বি'ল-ইনসান (كتاب فى العقل); (৩৭) মাকালা ফী ইত্তিসালি'ল-'আক্‌ল আল-মাফারিক বি'ল-ইন্‌সান (مقالة فى اتصال العقل المفارق بالانسان); (৩৮) মাস'আলা ফি'য-যামান (مسئلة فى الزمان); (৩৯) মাকালা ফী ফাস্‌খ শুবহা মিন ই'তিরাদ 'আলা'ল-হা'কীম ওয়া বুরহানিহ্‌ ফী উজূদি'ল-মাদ্দাতি'ল-উলা (مقالة فى فسخ شبهة من اعتراض على الحكيم وبرهانه); (৪০) মাকালা ফি'র-রাদ্দি 'আলা আবী 'আলী ইব্‌ন সীনা ফী তাকসীমিহি'ল-মাওজূদাত ইলা মুমকিন 'আলা'ল-ইতলাক (مقالة فى الرد على ابى على بن سينا فى تقسيمه الموجودات الى ممكن على الاطلاق); (৪১) মাকালা ফি'ল-মিযরাজ (مقالة فى المزراج);

(৪২) মাস'আলা ফী নাওয়া'ইবি'ল-হুম্মা (مسئلة فى نوائب الحمى); (৪৩) মাকালা ফী হারাকাতি'ল-ফালাক (مقالة فى حركت الفلك); (৪৪) মাকালা ফী হুম্মায়াতি'ল-'আফ্‌ন (مقالة فى حميات العفن); (৪৫) মাসা'ইল ফি'ল-হিক্‌মা (مسائل فى الحكمة); (৪৬) কিতাব ফীমা খালাফা আবু'ন-নাস্‌র লি-আরিসতু'তালীস (كتاب فيما خالف ابو النصر لارسطاوطليس); (৪৭) মাকালা ফি'ত-তি'রয়াক (مقالة فى التریاق); (৪৮) আল-কাওন ওয়া'ল-ফাসাদ (الكون والفساد); (৪৯) আল-আছারু'ল-'উলুব্বিয়্যা (الاثار العلوية); (৫০) আল-'আক্‌ল ওয়া'ল-মা'কূল (العقل والمعقول); (৫১) তাফসীর (تفسير); (৫২) ফাসলু'ল-মাকাল ওয়া তাকরীর মা বায়না'শ-শারী'আ ওয়া'ল-হিক্‌মা মিনা'ল-ইত্তিসাল (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال); (৫৩) দামীমা (ضميمة); (৫৪) কিতাব কাশফি'ল-মানাহিজি'ল-আদিল্লা (كتاب كشف المناهج الادلة)।

গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক হিসাব নির্ণয় করিয়াছেন M. Alonso (La Cronologia en Las obras de Averroes, Miscelana Camellas-এ, ১খ, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৪১১-৬০)। খলীফা য়ূসুফের দরবারে আগমনের পূর্বেই তিনি অর্গানন পদার্থবিদ্যা (Physics) ও অধিবিদ্যা (Metaphysics)-এর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য (جوامع) প্রণয়ন করিয়াছিলেন (১১৫৯ খৃ.)। ১১৬২ খৃ. চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সুবিখ্যাত বৃহৎ গ্রন্থ আল-কুল্লিয়্যাত (الكليات) প্রণয়ন করেন। ইহার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করিবার সময়েই তিনি তাঁহার বন্ধু আবূ মারওয়ানকে অনুরোধ করেন তিনি যেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয় (الامور الجزئية) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যাহাতে তাঁহাদের উভয়ের প্রণীত দুইখানি গ্রন্থ মিলিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় (ইব্‌ন আবী উসায়বি'য়া)। তিনি ১১৬৯ খৃ. সেভিলে প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। ১১৭০ খৃ. পদার্থবিদ্যা (السماء والعالم) ও অক্ষমুখ বৈশ্লেষিক ন্যায় (Posterior Analytics) সম্বন্ধে ভাষ্য, ১১৭১ খৃ. De Coeloet Mundo-এর ভাষ্য (جوامع) প্রণয়ন করেন। সেভিলে থাকাকালীন তিনি এইসব ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। ১১৭৪ খৃ. কর্ডোভায় তিনি অলংকারশাস্ত্র (rhetoric) ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এবং অধিবিদ্যা সম্বন্ধে মাঝারি ভাষ্য (الكليات) প্রণয়ন করেন। ১১৭৬ খৃ. Nichomachean Ethecs-এর মাঝারি ভাষ্য ও ১১৭৮ খৃ. de Substantia Orbis-এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ১১৭৯ খৃ. কিতাব কাশফি'ল-মানাহিজ আল-আদিল্লা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৮১ খৃ. De Anima (النفس)-এর ভাষ্য, ১১৮৬ খৃ. পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাষ্য, ১১৯৩ খৃ. গ্যালেনের De Fabrecus-এর ভাষ্য ও ১১৯৫ খৃ. ন্যায়শাস্ত্র (Logic) সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৭৪ খৃ. হইতে ১১৮০ খৃ.-এর মধ্যে আরও কতকগুলি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে (১) ফাসলু'ল-মাকাল; (২) প্রজ্ঞা বিষয়ক প্রবন্ধ (Treatise on Intellect); (৩) De Substantia Orbis; (৪) তাহাফুতু'ত-তাহাফুত প্রভৃতিও রহিয়াছে। ইহার পর তিনি কু'রআনের বিস্তারিত ভাষ্য রচনা শুরু করেন। বলা বহুল্য, এইখানে শুধু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচনা তারিখ দেওয়া হইয়াছে; সমস্ত গ্রন্থের রচনা তারিখ জানা যায় নাই।

গ্রন্থের সংখ্যা ও নামের তালিকা দেখিয়াই বুঝা যায়, ইব্‌ন রুশ্‌দ সেই সময়কার আলোচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখায়ই বেশ দক্ষ ছিলেন এবং সব কয়টিতেই তাঁহার কিছু না কিছু অবদানও রহিয়াছে।

অধ্যাপক রেনাঁও সারটনের ইবন রুশ্‌দের গ্রন্থের বিষয় বিভাগ সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলে বলা যায় যে, তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থের সংখ্যার প্রায় সমান। কিন্তু বর্তমান যুগ যেমন বিজ্ঞানের যুগ, সে যুগটা ছিল দর্শনের যুগ। ফলে তিনি সেই সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত থাকিলেও বিদ্বান সমাজের এক অংশই অর্থাৎ শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানিগণ সে সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের বেলায় তেমন আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা ছিল আরও কম। কিন্তু তাঁহার দর্শন গ্রন্থ বিদ্বান সমাজের প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করিয়া প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করায়। এই বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনায় তৎকালীন বিদ্বান সমাজ মুখর হইয়া উঠেন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদগণ ইহার কঠোর সমালোচনা শুরু করেন, যাহার ফলে তাঁহার জীবনে যেই দুর্যোগ দেখা দেয় তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণও মুসলিম ধর্মবিদগণের মত ইব্‌ন রুশ্‌দের দার্শনিক মতবাদ ধর্মবিরোধী বলিয়া সোচ্চার হইয়া উঠে। ১২১০ খৃ. প্যারিসের প্রাদেশিক কাউন্সিল এরিস্টোটল ও ইব্‌ন রুশ্‌দের গ্রন্থ পাঠ করা ধর্মবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করে। ১২১৫ খৃ. ইব্‌ন রুশদের Metaphysics পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১২৩১ খৃ. পোপ এরিস্টোটল ও ইব্‌ন রুশ্‌দের গ্রন্থাবলী শাস্ত্রসম্মতভাবে সংশোধন না করা পর্যন্ত পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ জারী করেন। এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হয়ত বা এইসব নিষেধাজ্ঞার কারণেই ইব্‌ন রুশ্‌দের এরিস্টোটলের ভাষ্যের প্রতি খৃষ্টান ও য়াহূদী পণ্ডিতগণ অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন এবং ইহার ল্যাটিন অনুবাদে তৎপর হন। ১২১০ খৃ. ইহার প্রথম ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১২২০ ও ১২৪০ খৃ. নূতন ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৩২, ১২৪০, ১২৬০ ও ১৩১৪ খৃ.-তে হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ খৃ. প্যারিসের বিশপ ইহার মধ্যে ২৯১টি মারাত্মক ভুল রহিয়াছে বলিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দকে ধর্মের বিপজ্জনক শত্রু বলিয়া ঘোষণা করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে উন্নততর ল্যাটিন অনুবাদ শুরু হয়। যাহা হউক, ইব্‌ন রুশ্‌দ পাশ্চাত্য জগতে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যেও দার্শনিক হিসাবেই পরিচিত হইয়া পড়েন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার অবদানের কথা চাপা পড়িয়া যায়।

বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানেই তাঁহার অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ২০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এইগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল কিতাবু'ল-কুল্লিয়্যাত ফি'ত-তি'ব্ব, ইহা ল্যাটিনে Colliget নামে অনূদিত হইয়া য়ুরোপে Liber Universalis de medicina চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসাবে প্রচারিত হয়। গ্রন্থখানি ১১৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত এবং ৭ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। এই ৭ খণ্ড যথাক্রমে : (১) শারীরবিদ্যা (Anatomy); (২) শারীরবৃত্ত (Physiology); (৩) সাধারণ রোগবিদ্যা (General Pathology); (৪) নিদান-রোগ নির্ণয় (Diagnosis); (৫) ভেষজ বিজ্ঞান (Materia Medica); (৬) স্বাস্থ্যবিদ্যা (Hygiene) ও ভৈষজ (Therapeutics) লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ

সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। চোখের পীড়া সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায়, তিনি অক্ষিপট (retina)-এর কাজ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্তমানেও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। নাড়ীর গতিতে স্বাস্থ্য ও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেই গতি নিরীক্ষা করিয়া কিভাবে রোগের অবস্থা নিরূপণ করা যায়, সেই সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া রোগ নিরূপণ করিবার পন্থা, বিভিন্ন প্রকার জ্বরের লক্ষণ ও প্রকৃতি, পীড়ার সংকটকাল প্রভৃতি বিষয়ে কয়েক পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। অন্য কয়েক পরিচ্ছেদে পথ্য, ঔষধ, বিষ, গোসল, ব্যায়াম, পেশী মালিশ (massage), রোগের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। শল্যচিকিৎসা (surgery) সম্বন্ধেও গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। নানা রকম ফোঁড়া, রক্তরোধক পদার্থ (styptics) দিয়া রক্তপাত বন্ধ করা, ছ্যাঁকা দেওয়া, বন্ধনী (ligature), হাড় ভাঙ্গায় বিজোড়ন (reduction), পট্টি (bandage) ইত্যাদি কিভাবে করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে, তবে মোটের উপর শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত।

কুল্লিয়্যাত আকারে ইবন সীনার 'কানূন'-এর কাছাকাছি হইলেও বৈজ্ঞানিকত্বে অনেকটা নিকৃষ্ট। ইহার আলোচনা 'কানূন'-এর চাইতে অনেকটা নিষ্প্রভ। ইহা ছাড়া আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইবন রুশদের অনুরোধেই ইবন যুহ্র তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থ 'কিতাবু'ত্-তায়সীর ফী মুদাওয়াতি'ত্-তাদবীর (كتاب التيسير فى مداواة التدبير) প্রণয়ন করেন। ইবন রুশ্দই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, একই ব্যক্তির দুইবার গুটি বসন্ত হয় না।

ইবন রুশ্দ, ইবন সীনার চিকিৎসা বিষয়ক কবিতা উরজূযা ফিত্-তিব্ব (أرجوزة فى الطب)-এর একখানা ভাষ্য প্রণয়ন করেন। উরজূযা তৎকালের অত্যন্ত সমাদৃত কবিতা। উরজূযা-র অর্থ হইল 'রাজায' ছন্দে লিখিত কবিতা।

ঔষধের ব্যবহার ইবন রুশ্দ বিভিন্ন রোগের ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ছিলেন না, বরং তিনি অনেকটা এই মাত্রাবিভাগ পরিত্যাগই করেন। অতএব আল-কিন্দী প্রমুখ চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেমনভাবে ঔষধ প্রস্তুতিতে বিভিন্ন প্রকার মূল পদার্থের মাত্রা বা পরিমাপের উপর জোর দিয়াছেন, ইবন রুশ্দ সেই প্রথা অবলম্বন করেন নাই। ইহা যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে সহায়ক নয়, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তবে তিনি গ্যালেনের অনেক মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন।

যতদূর জানা যায়, ১২৫৫ খৃ. পাদুয়ার য়াহূদী বোনাকোসা (Bonacosa) কুল্লিয়্যাতের ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৪৮২ খৃ. ইহার আর একখানি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৪৯০, ১৪৯৬, ১৪৯৭, ১৫১৪, ১৫৩০, ১৫৩১ ও ১৫৩৩ খৃ. অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ইহার লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কুল্লিয়্যাত দুইবার হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়।

ইবন রুশ্দের উরজূযা জার্মানীর হারমান (Herman) কর্তৃক ১২৫০ খৃ. প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ১২৬২ খৃ. ইহার অন্য একখানি ল্যাটিন অনুবাদ বেজিয়ার্স হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১২৮০ খৃ. ইহার আর একখানি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আরমেনগুয়াদ (Armenguad) Canticum de Medicina নাম দিয়া এই অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১২৬০ খৃ. ইহার একখানা হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ইবন রুশ্দের অন্য কতগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদকগণ হইলে মাইকেল স্কট (Michale Scott), উইলিয়াম দ্য লুনিসি (William de Lunisi), এন্ড্রিয়াস আলপাগাস (Andreas Alpagus) ও টলেডোর আলফনসো (Alfonso of Toledo)।

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতায় এক সূক্ষ্ম বিজ্ঞান চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন টলেমীর কাজের সমালোচনার মাধ্যমে। বোসো (Bossout)-এর মতে তিনি টলেমীর গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করেন। Theory of Multiplicity ও Eccentricity of the spheres সম্বন্ধে তিনি যেই মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা ছিল তখনকার বৈজ্ঞানিকগণের মতের বিরোধী। সেইজন্য ইহা তাঁহাদের নিকট সমাদর লাভ করেন নাই তবে ইহার বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিকগণের উপর তাঁহার এই মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তিনি গোলকের গতি (Motion of the Sphere) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানির নাম হইল কিতাব ফী হারাকাতি'ল-ফালাক (كتاب فى حركت الفلك)। ইহা ছাড়া তিনি টলেমীর আলমাজেস্টের একখানি ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। ভাষ্যখানি দুইভাগে বিভক্ত— একভাগে রহিয়াছে গোলক সম্বন্ধে বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ভাগে রহিয়াছে গোলকের গতি সম্বন্ধে আলোচনা। গ্রন্থখানি জ্যাকব আনাতোলী (Jacob Anatoli) কর্তৃক হিব্রুতে অনূদিত হয়। অধ্যাপক স্মিথ (Prof. Smith D. E.)-এর মতে ইবন রুশ্দ জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণীবিদ্যা (Zoology) সম্বন্ধে এরিস্টোটলের দুইখানা গ্রন্থ ঃ (১) De Parlibus Animalium ও (২) De Generatione Animalium-এর ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) তিনি গ্রীক গ্রন্থ De Plants-এর ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। আবহাওয়াবিদ্যা (Meteorology) সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Wustenfeld, Geschichte der Arabischen Aerzte (পৃ. ১০৪-১০৮, ১৮৪০ খৃ.); (২) L. Leclere, Medecine Arabe (২খ, ৯৭, ১০৯, ১৮৭৬ খৃ.); (৩) V. Fukala, Averroes War der erste, Welche die Netzhaut als den Lichtempfindlichen teil des Auges erkaunte (Archv fur Augenheit Kunde, ৪২খ, ২০৩ প., Wiesbaden ১৯০০ খৃ.); (৪) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber (পৃ. ১২৭, ১৯০০ খৃ.); (৫) Smith, D. E., History of Mathematics; (৬) Bossut, J, A General History of Mathematics; (৭) Surton, G., Introduction to the History of Science, ৩খ; (৮) Nasr, S. Hossein, Islami Science; (৯) Mieli, Aldo, La Science Arabe; (১০) Mrrie, M, Histoire des Sciences Mathematiques et Physiques; (১১) Woepke, F. Recherches Sur L'Histoire des Sciences Mathematiques; (১২) Draper, J. W., The

Intellectual Development of Europe; (১৩) Campbell, Dr. Donald, Arabian Medicine, ১ ও ২খ.; (১৪) Elgood, Dr. Cyril, A Medical history of Persia; (১৫) Rivers W. H. R., Arabes Medicine and Surgery; (১৬) Customs, Charles Green, An Introduction to the History of Medicine; (১৭) Dampier-Whetham, Sir W.C.D., A history of Science and its relation with Philosophy and History; (১৮) Haskins, CH., Studies in the History of Medical Science.

এম. আকবর আলী

M. Cruz Hernandez (Lafilosofia, arabe মাদ্রিদ, ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৫৩) ইব্ন রুশ্দ-এর রচনাবলী পাঠে ত্রুটি নিয়ন্ত্রক একটি পরিষ্কার সংক্ষিপ্তসার পেশ করিয়াছেন। অপরদিকে ল্যাটিন দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদগণের নিকট ইব্ন রুশ্দ একান্তভাবেই একজন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতা ঃ Averroes, che'l gran comento feo Dante, Inferno, ৪খ, ১৪৪। রেনাঁ ব্যাখ্যাগুলির অন্তর্নিহিত প্রকৃত মতবাদগুলিকে প্রায়শই এরিস্টোটলের বলিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং দার্শনিকের নিজস্ব মতবাদগুলির মধ্যকার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তবে এমনকি স্বয়ং ইব্ন রুশ্দও যেইখানে এই তফাত নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন সেইখানেও রেনাঁ-র মনোভাব হইল, "ইহা হয়ত বা তাঁহার পূর্ব-সাবধানতা, যাহা তিনি অপর একজনের নামের অন্তরালে অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে নিজস্ব দার্শনিক মতামত ব্যক্ত করিবার আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন" (Oeuvres completes, ৩খ, ৬১)। আরও একটু পরে (পৃ. ৬৭) তাহাফু্'ত-এর বিষয় সম্বন্ধে তিনি দাবি করেন, "ইহাতে যেই মতবাদ দেখা যায় উহার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে ইব্ন রুশ্দ-এর মারাত্মক বিরোধ দেখা যায়।" সত্য যে, রেনাঁ ল্যাটিন সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন; যে সংস্করণে ইব্ন রুশ্দ-এর নহে এইরূপ সংযোজনও থাকিতে পারে। রেনাঁ-র নিকট এবং মধ্যযুগে ইব্ন রুশ্দ-এর মতানুসারিগণের নিকট এই 'আরব চিন্তাবিদই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি এরিস্টোটলের মধ্যে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি ও মতবাদ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন— ইহা ছিল ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের বিরোধী। অতএব রেনাঁ তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত ধারণা অনুসারে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীকে মালিকী ফুকাহা'র অনুশাসনকে ধোঁকা দিবার বা চ্যালেঞ্জ করিবার চাতুর্যপূর্ণ উপায় বলিয়া মনে করেন। ইব্ন রুশ্দ-এর জীবনী ও রচনাবলী ভালভাবে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার এই মূল্যায়নের আদৌ কোন ভিত্তি নাই। Munk ভাষ্য ও টীকা হইতে ইব্ন রুশ্দ-এর নিজস্ব মতামত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Asian Palacios সেন্ট টমাস একুইনাস-এর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ইব্ন রুশ্দবাদ (Averroism) অধ্যয়ন করিবার পরে ধারণা করেন যে, দার্শনিকের ব্যক্তিগত মতাদর্শ খুঁজিতে হইলে তাহাফুত, ফাস্ল ও কাশ্ফ পাঠ করিতে হইবে। Gauthier মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি নিজে প্রশ্নটির একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত করিয়াছেন (La theorie d' Ibn Rochd, পৃ. ১-১৮) এবং নবূওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করিবার পরে দার্শনিক ও নবী সম্বন্ধে আল-ফারাবীর ধারণার সঙ্গে মূলত সাজুয্যপূর্ণভাবে ইব্ন ররুশ্দ-এর ধারণাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া মতামত সমাপ্ত করিয়াছেন, "এক ও অভিন্ন সত্যের দ্বৈতরূপী প্রকাশ যেইগুলি একদিকে বিমূর্ত ও পরিষ্কার, অপরদিকে আবার অসচেতন ও প্রতীকধর্মী। অতএব দর্শন ও ধর্ম কোন রকম দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়া পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করিবে। কেননা দুই শ্রেণীর মনের প্রতি প্রযোজ্য হইবার কারণে উভয়টির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। Cruz Hernandez দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদের মধ্যে a Priori-এর পসন্দ-অপছন্দকে অবাস্তব দেখাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানমূলক গবেষণা শেষ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, ইব্ন রুশ্দকে তাঁহার মতবাদ গোপন করিতে বাধ্য করা হয় নাই, কাজেই তাঁহার সমগ্র গ্রন্থখানি রচনাতে সততা ছিল এবং ইহাতে যে চিন্তার মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে তাহা সকলেরই স্বীকার করা উচিত।

'আরবীতে তাঁহার মাত্র স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থ বর্তমান আছে। অধিকাংশই রক্ষিত হইয়াছে ল্যাটিন বা হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'আরবী পাঠ হিব্রু হরফে লিখিত রহিয়াছে। Brockemann পাণ্ডুলিপি, সংস্করণ ও অনুবাদসমূহের একটি তালিকা (১খ, ৪৬১ প., পরিশিষ্ট ১, ৮৩৩-৬, ১২, ৬০৪ প.) তৈরি করিয়াছেন। M. Bouyges-কৃত Note sur les philosophers arabes connus ... ৫খ, ইব্ন রুশ্দ-এর 'আরবী পাঠসমূহের যেই তালিকা ... (১৯১২ খৃ.) উহাও আলোচনা করা যাইতে পারে। যেই সকল 'আরবী গ্রন্থ বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে বলিয়া জানা যায় সেইগুলি হইতেছে ঃ (১) পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বা মাঝারি আকারের ভাষ্য (আস্-সামা'উ'ত্-তাবী'ঈ); (২) De Caelo et mundo বিষয়ে (আস-সামা' ওয়া'ল-'আলাম); (৩) De Generatione et corruptione (আল-কাওন ওয়া'ল-ফাসাদ); (৪) Meteorologica বিষয়ে (আল-আছারু'ল-উলবিয়্যা); (৫) De Arima বিষয়ে (আন-নাফ্সী); (৬) তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নে (মা বা'দা'ত-তাবী'আ); (৭) De Sensu et Sensibilibus বিষয়ে (আল-'আক্ল ওয়া'ল-মা'কূল); (৮) তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) বিষয়ে সুবিশাল ভাষ্য (তাফসীর ....সম্পা. M. Bouyges, বৈরূত ১৯৩৮-৪৮ খৃ.); (৯) ফাসালু'ল-মাকাল ও (১০) দামীমা (সম্পা. ও ফরাসী অনু. Gauthier, Traite decisif, আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খৃ.), সম্পা. G. F. Hourani, লাইডেন ১৯৫৯ খৃ.; (১১) কাশ্ফু'ল-মানাহিজি'ল-আদিল্লা (সম্পা. ও ফাস্ল সমেত একত্রে জার্মান অনু. M. J. Muller, Philosophie und Theologie von Averroes, মিউনিক, মূল পাঠ ১৯৫৯ খৃ., অনু. ১৮৭৫)। কায়রোতে 'আবদু'র-রাহ্মান বাদাবী-এর গবেষণা ও প্রকাশনাসমূহেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৩। **ইব্ন রুশ্দ-এর চিন্তাধারা** ঃ একটি বিষয় নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয় যে, ইব্ন রুশ্দ মতবাদগত বিজ্ঞানের মাধ্যমেই দর্শনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আইন বিশেষজ্ঞ কাদী হিসাবে তিনি উসূল-এ উৎসাহী ছিলেন (এই বিষয়ে দ্র. R. Buunschvig, Averroes Juriste, Etudes...levi-Provencal-এ, ১খ, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ৩৫-৬৮)। ইব্নু'ল-আব্বার গুরুত্বপূর্ণ কিতাব 'বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতু'ল-মুকতাসিদ ফি'ল-ফিক্হ-এর উল্লেখ করিয়া বলেন, "ইহাতে তিনি বিষয়ান্তর আলোচনার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই প্রবণতার প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন এবং যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করিয়াছেন।" আইন বিষয়ে

তিনি যে উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল বিষয়টিতে চিন্তার কড়াকড়ি, যাহা দার্শনিক ন্যায় পর্যন্ত অত দূর না গিয়াও প্রজ্ঞাময়তা ও যুক্তিবিদ্যার সুব্যাখ্যাত পদ্ধতিতে বাঁধা ছিল। অপরদিকে ইহা সুবিদিত যে, তিনি দর্শন বিষয়ে প্রথম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন জনৈক হাকীম (চিকিৎসক)-এর নিকট। সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ক তাঁহার গ্রন্থ (আল-কুল্লিয়্যাত বা colliget)-এর শেষে তিনি অনুসৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমরা আমাদের যুক্তিসমূহে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও সাধারণ প্রশ্নসমূহ একত্র করিয়াছি....। যে আমাদের লিখিত সাধারণ বিষয়সমূহ অনুধাবন করিতে পারিবে সেই কুন্নাশ ('উয়ূন)-এর লেখকগণের চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোন্‌টি শুদ্ধ আর কোন্‌টি ত্রুটিপূর্ণ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে।" আল-কুল্লিয়্যাত রচনাকালে ইব্ন রুশ্দ Organon ও Physics অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ফলে স্বভাবতই তিনি তত্ত্ববিদ্যাগত সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা-ভাবনা করেন। অতএব এরিস্টোটলের মধ্যে তিনি প্রধানত সেই যুক্তিবিদকেই দেখিতে পান যিনি প্রমাণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি পদ্ধতির অনুরসণ করেন, সেই জ্ঞানীকেই দেখিতে পান যিনি মূর্ত হইতে শুরু করিয়া উহাকে সাধারণ যৌক্তিক বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন। Posterior Analytics-এর ভাষ্যে (রচনাকাল ১১৭০ খৃ.) জ্ঞানের ধারণাকে তিনি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি যথার্থ এরিস্টোটলকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এতদিন পর্যন্ত য়ূনানী ভাষ্যকারগণ, যথা আফরোডিসিয়ার আলেকজাণ্ডার ও মুসলিম ফালাসিফা, যথা ইব্ন সীনা প্রমুখের ভাষ্য দ্বারা এরিস্টোটলের যে ভাবমূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে সত্য এরিস্টোটলকে আবিষ্কার করেন। এই কারণেই তিনি ইব্ন সীনার দর্শনের কঠোর সমালোচনা করেন, যদিও সেই পূর্বসূরীর চিকিৎসা গ্রন্থের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (তিনি তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক কবিতা 'আল-উরজূযা ফি'ত-তি'ব্ব'-এর একখানি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন)। অন্যান্য দার্শনিকের মধ্যে তিনি আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদে আগ্রহী ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্লেটোর Republic গ্রন্থের ভাষ্য রচনাকালে তাঁহার নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মূলত তিনি ইব্ন বাজ্জাঃ-র ধারার অনুসারী ছিলেন এবং তাঁহার রিসালা-তে প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনের বিষয়ে ও একাকীত্বের শাসন (Regime of the solitary) সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইব্ন তুফায়ল-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের বিষয়টি সুবিদিত ঃ ইব্ন রুশ্দ হায়্যি ইব্ন যাকজান (দ্র.)-এরও একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। উভয় দার্শনিকের মধ্যে নিশ্চিত সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু উভয়ে দর্শন ও আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্মের মধ্যে নিহিত স্বাধীন প্রবণতার মিলনকে স্বীকার করিলেও ইব্ন তুফায়ল-এর মধ্যে হায়্যি ও আবসাল ব্যক্তিসত্তার এই দ্বৈততা যাহা উহাদের প্রতিরূপ প্রতিনিধিত্বকারী দ্বৈততা (মানব সমাজ হইতে দূরে সাধারণ জীবন যাহা গভীর ধ্যানে মগ্ন সেইখানে গূঢ় রহস্যের শেষে ইহার মীমাংসা পাওয়া যায়) জ্ঞানের এক রহস্যময় আলোকে লইয়া যায়, সেই বিষয়টি ইব্ন রুশ্দ-এর মধ্যে আদৌ পাওয়া যায় না-রেনাঁ তাহা পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন।

(ক) **ধর্মতাত্ত্বিক-দার্শনিক গ্রন্থসমূহ** ঃ মনে রাখিতে হইবে যে, সেইগুলি নিম্নলিখিত ক্রমঅনুসারে লিখিত হইয়াছিল ঃ (১) ফাসলু'ল-মাকাল ও ইহার অবশিষ্টাংশ দামীমা, কাশফু'ল-মানাহিজ (৫৭৫/১১৭৯, যাহাতে ফাস্‌ল-এর উল্লেখ রহিয়াছে); (২) তাহাফুতু'ত-তাহাফুত (যাহাতে পূর্ববর্তী কোন প্রবন্ধেরই উল্লেখ নাই এবং যাহা Vouyges অনুযায়ী ১১৮০ খৃ. পূর্বে রচিত হয় নাই)।

(১) **ফাসলু'ল-মাকাল ওয়া তাকরীব মা বায়না'শ-শারী'আ ওয়া'ল-হিক্‌মা মিনা'ল=ইত্তিসাল** ঃ (ধর্মীয় আইন ও দর্শনের মধ্যকার সামঞ্জস্যের উপর রচিত নির্ভরযোগ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা)। ইব্ন রুশ্দ কুরআনের পুরাপুরি সমর্থন রহিয়াছে এইরূপ দর্শনের একটি সূত্র দ্বারা প্রবন্ধ শুরু করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কুরআন শারীফের ৫৯ ঃ ২ ; ৭ ঃ ১৮৪ ও অন্যান্য আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গী, ইহার মাধ্যমে স্রষ্টা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়। এই সকল পাক কালাম ব্যাখ্যা করিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিনির্ভর অনুমান (قياس عقلى)-রূপে অথবা আইন ভিত্তিক অনুমানের (قياس شرعى) সঙ্গে মিলাইয়া ব্যবহার করিবার জন্য সুপারিশরূপে বলা হইয়াছে। এইভাবে আইন বুদ্ধিনির্ভর অনুমান (نظر)-কে প্রতিষ্ঠিত করে যাহার পদ্ধতি প্রমাণভিত্তিক ন্যায়ের (برهان) সঙ্গে পূর্ণতায় পৌঁছায়। এইখানে ইব্ন রুশ্দ ধর্মতাত্ত্বিকগণের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন যে, ধর্মের সংজ্ঞা কি এবং প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা কি হওয়া উচিত। তাঁহার উত্তরটি পরিষ্কার ঃ "আইন বিশ্বাসিগণের উপরে নৈতিক দায়িত্ব বর্তায়। কেননা উহা যখন কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে চিন্তানির্ভর অনুমান নির্দেশ করে তখন সেই নির্দেশ পালন করিতেই হয় অর্থাৎ চিন্তানির্ভর অনুমান করিবার পূর্বে মাত্রা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া এবং হিসাব রাখা যে, যন্ত্রের সঙ্গে উৎপাদিত কার্যের যেই অনুপাত, কল্পনার (Speculation) সঙ্গে ঠিক অনুরূপ আনুপাতিক ভূমিকা পালন করে কোনটি।" বুদ্ধিনির্ভর জ্ঞানের যে পরিপূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস তাহা অপেক্ষা ইহা কম বুদ্ধিনির্ভর বিশ্বাস (fides quaerens intellectum)। ইহার জন্য আবশ্যক বুদ্ধিনির্ভর অনুমান (قياس عقلى) জ্ঞান। কেননা তাহা ব্যতীত আল্লাহ্‌র পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। অনুরূপভাবে কিয়াস ফিকহী (قياس فقهى)-ও আবশ্যক যাহার সাহায্যে আইনগত বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়। যাহা হউক, এই বাধ্যবাধকতা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রজ্ঞাগত ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। কেননা কোন ব্যক্তিবিশেষের ধারণ ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছু আল্লাহ্ তাহার উপর আরোপ করেন না।

কিন্তু ইব্ন রুশ্দ বলেন, এই ধরনের ব্যাপক সীমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা পূর্ববর্তী গবেষণার ফল গ্রহণ ব্যতীত সম্ভব হয় না। কাজেই উপরিউক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে প্রাচীন দার্শনিকগণের চিন্তাধারাসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে (ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী ও তাঁর 'মাফাতীহু'ল-গ'ায়ব' গ্রন্থে অনুরূপ ধারণার বিষয় বলিয়াছেন, দ্র. ভূমিকা)। কাজেই অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিষেধ করা আইনের বিরোধী হয়—যদি অবশ্য নিরীক্ষাকারী ব্যক্তি যাকা'উ'ল-ফিতরা (ذكاء الفطرة) [একটি বিশেষ ধরনের শব্দ কুরআন হইতে গৃহীত, ইহা দ্বারা মানুষকে প্রদত্ত স্মরণশক্তি এবং সত্য অনুধাবনের ক্ষমতা বুঝায়, সঠিক অনুবাদে ইহার অর্থ দাঁড়ায় 'সত্য অনুধাবনের তীক্ষ্ণ বোধশক্তি'] এবং আল-'আদালাতু'শ-শার'ইয়া (العدالة الشرعية)-এর অধিকারী এবং উহার সঙ্গে নৈতিক গুণাবলীর সমন্বয় থাকে অর্থাৎ তিনি যদি আইন দ্বারা ব্যাখ্যাত ধর্মীয় ও নৈতিক যোগ্যতার অধিকারী হন। কিন্তু সব মানুষই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করে না, কেহ কেহ শুধু যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা (الاقاويل الجدلية)-এর মাধ্যমেই প্রমাণ গ্রহণে ইচ্ছুক। অন্যেরা

বাগ্মিতাপূর্ণ আলোচনা (خطابة)-এর পক্ষপাতী। আল্লাহ্ সকল মানুষের নিকট তাঁহার বাণী পৌঁছাইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে এই তিনভাবে কথা বলিয়া থাকেন (দ্র. কু'রআন, ১৬ ঃ ১২৬)। বুদ্ধিনির্ভর গবেষণা যদি এমন কোন সত্যে পৌঁছায় যাহার উল্লেখ কু'রআনে পাওয়া যায় না, তবে কোন সমস্যা থাকে না, উহা আইনেরই অনুরূপ (ফিক্হ-এর সঙ্গে এই নূতন তুলনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়) যখন নাকি সেইগুলি বৈধ ন্যায় বা আহ'কাম দ্বারা অনুমিত হয় এবং যেইগুলি প্রকটিত আইন গ্রন্থের পাঠে পাওয়া যায় না। কু'রআনের যেই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণের প্রয়োগ হয় নাই, ব্যহ্যিক প্রকাশিত অর্থে ন্যায়ের উপসংহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা যায়, তখন কোন অসুবিধা হয় না নতুবা ইহা আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ, আর তখন 'আরবী ভাষার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী শাব্দিক অর্থের ব্যাখ্যা প্রতীকী (مجازى) অর্থে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর চিন্তাধারা মুসলিম ব্যাখ্যারীতির সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, আইনবেত্তাগণ ইহাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্য বিষয়টা আর কিছুই নহে, কোন একটি পাঠকে মতামতের ন্যায়ের সিদ্ধান্তে (قياس ظنى বা syllogism of opinion) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ; দার্শনিকের তাবীল ন্যায়সঙ্গত হইবার জন্য আরও বেশী আইনসম্মত কেননা ইহা পাঠ ও যথার্থ ন্যায় (قياس يقينى)-এর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে যুক্তি হইতে গৃহীত বিষয় ও ঐতিহ্য হইতে গৃহীত বিষয়ের (الجمع بين المعقول والمنقول) মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে এবং উহাই ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর লক্ষ্য। কু'রআন শারীফেই ব্যাখ্যাযোগ্য আয়াতসমূহ এবং সহজে বোধগম্য আয়াতসমূহের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে; একদিকে আয়াত মুতাশাবিহাত (آيات متشابهات) এবং অপর দিকে আয়াত মুহকামাত (آيات محكمات) [কু'রআন ২ ঃ ৭] অর্থাৎ একাধিক অর্থবোধক আয়াত এবং সহজ ও তাবীল একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জ্ঞাত আছেন, আর জানেন সেই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহারা যথার্থ ও সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইব্‌ন রুশ্‌দ প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীদের জন্য তা'বীল-এর এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী (দ্র. সম্ভাব্য দুইটি পাঠ বিষয়ে L. Gauthier, La theorie, পৃ. ৫৯)। কোন্‌টির ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে এবং কোন্‌টি শাব্দিক অর্থে গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ধারণের জন্য ইব্‌ন রুশ্‌দ কোন ঐকমত্যের (দ্র. ইজমা') আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন, যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গেই তিনি উহার বিরোধিতা করেন, তাঁহার সেই বিরোধমূলক সমালোচনা চমকপ্রদভাবে ইব্‌ন হাযম-এর অস্তিত্ব-এর বাস্তব প্রমাণ অসম্ভব, সেই বিতর্কের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় (দ্র. R. Brunschvig, Averroes Juriste, পৃ. ৪৭)। এই বিষয়ে ইব্‌ন রুশ্‌দ আইনবেত্তাগণের মধ্যে বিতর্কিত একটি প্রশ্ন নিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন ঃ উহা তাক্‌ফীর বা বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ। তিনি মনে করেন যে, দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে আনীত সমাজচ্যুতির আদেশ তাক্‌ফীর কাত'আন (قطعا) বা 'আলা তারীকি'ল-কাত' (على طريق القطع) [অর্থাৎ এমন চূড়ান্ত বিরূপ অবস্থা গ্রহণ যাহার পরে আর আপীল নাই রূপে বিবেচনা করা উচিত নহে]। ইহা সুবিদিত যে, এমনকি অত্যন্ত সহনশীল ব্যক্তিগণও তাক্‌ফীর 'আলা তারীকি'ত-তাগ'লীজ (تكفير على طريق التغليظ) প্রয়োগকে অতি গুরুতর শাস্তি বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু শুধু জনমতের রায়ের বলেই কোন দার্শনিকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ গৃহীত হইতে দেওয়া উচিত নহে ; কেননা আল্লাহ তা'বীলের চর্চা শুধু বিদ্বানগণের মধ্যেই সীমিত রাখিয়াছেন। ইহা সকলের চর্চাযোগ্য বিষয় (إجماع مستفيض ঃ Consensus Communis) হইতে পারে না। এইখানে ইব্‌ন রুশ্‌দ দার্শনিকগণের সমর্থনে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আইনের বিশেষ জটিল দিকের ব্যবহার করিয়াছেন। আল-গ'াযালী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে যেইভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিও তাকফীরের বিরুদ্ধে সেইভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মত পরিবর্তন করিয়া দেখান যে, মুতাকাল্লিমূন (متكلمون) বা ধর্মতত্ত্ববিদগণই প্রায়শ তা'বীলের অপপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কু'রআনের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক আয়াতগুলির (১১ ঃ ৯) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কু'রআন পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব থেকেই (কুদরাতের সিংহাসন) কুরসী ও পানি বর্তমান ছিল এবং সৃষ্টির ছয় দিন পূর্বেও একটা সময় ছিল উহাই আকাশের সংখ্যা। অবশ্য দার্শনিকের পক্ষে এই ধরনের দুরূহ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভুল করাটা অসম্ভব নহে (ফি'ল-আশয়া' আল-'আবীসা)। সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার ঠিকই লাভ করিবেন, যেমন কোন কাদী ইজতিহাদ করিতে গিয়া ভুল করিলে সেই ভুল একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি (خطا) বলিয়া গণ্য হয়, যেরূপ ভুল-ত্রুটি দায়িত্ব পালন করিতে গেলে হইয়াই থাকে।

কাজেই এমন কতগুলি আইন সংক্রান্ত পাঠ রহিয়াছে যেইগুলির জাহির (বাহ্যিক) অর্থই গ্রহণ করা উচিত; সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতে গেলে কুফ্‌র বা বিদ্'আত হইবে। আবার এমনও কতগুলি পাঠ আছে যেগুলির ব্যাখ্যা করা আইনবেত্তাগণের জন্য নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে সেই তা'বীল আলোচনা করিতে যাওয়া কুফ্‌র বা বিদ'আত (যে সকল ধর্মতত্ত্ববিদ বুদ্ধিনির্ভর প্রমাণ প্রয়োগ করেন না তাঁহাদের ক্ষেত্রে এরূপই ঘটিয়া থাকে)। সবশেষে এমনও আবার কিছু পাঠ রহিয়াছে যেইগুলির সন্দেহ রহিয়াছে, যেমন পরজীবন বা আখিরাত বিষয়ক আয়াতগুলিতে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কর্তৃক সেইগুলির প্রতি আরোপিত গুণাবলীর (صفات) বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে, অপরদিকে সাধারণ লোকে সেইগুলি শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করিবে। পণ্ডিতগণের পক্ষে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ভাষাগত, ক্যাব্যিক বা ছন্দময় কোনভাবেই 'জনপ্রিয়' করিয়া তোলা উচিত নহে, তাঁহারা শুধু প্রামাণ্য গ্রন্থ (كتب البراهين) প্রণয়ন করিবেন, যেন কেবল অনুধাবন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সেইগুলি আয়ত্ত করেন। আল-গাযালী এই নীতি পালন না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল। পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থ সাধারণ লোকের পাঠের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া সমাজের নেতাগণের কর্তব্য।

বিশ্বাস হইতেছে কল্পিত চিত্রের (تصور) প্রত্যয়ন (تصديق)। এই প্রত্যয়ন মেযাজ অনুযায়ী প্রমাণসিদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ বা বাগ্মিতাপূর্ণ তর্কের প্রতিক্রিয়া। প্রতিগায়নের ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে অথবা উহার তুল্য (মিছ'াল) কিছুর সম্বন্ধে বোধগম্য হয়। ওহী যেহেতু ব্যাপকতর জনসংখ্যার উদ্দেশে প্রেরিত হয়, সেইজন্য উহাতে প্রমাণ খুব সামান্যই ব্যবহৃত হয়। এমনও ঘটিতে পারে যে, মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সূত্রগুলি সঠিক (يقينا) হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে ও শেষের সিদ্ধান্তে কোন শব্দ যদি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া থাকে (যাহা দ্বারা বস্তুর রূপ বুঝান হইয়াছে), তবে সেই পাঠের অর্থ শাব্দিকভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি প্রতীকী

শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে তবে উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। সূত্রগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে মতামত নির্ভর হইয়া থাকে আর সিদ্ধান্ত দ্বারা খোদ বস্তুকে প্রভাবিত করা হইয়া থাকে তখন সূত্রগুলির হয়ত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তকে নহে। সবশেষে সূত্রগুলি যদি শুধু মতামত দ্বারা গঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত প্রতীকী হয় সেই ক্ষেত্রে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া পণ্ডিতগণের নৈতিক দায়িত্ব, কিন্তু সাধারণ লোকের জন্য শাব্দিক অর্থের বেশী বুঝার প্রয়োজন নাই। নতুবা এই ক্ষেত্রে একজনের মনকে শাব্দিক অর্থ হইতে ভিন্নমুখী করা হয় যাহার অন্য কোন কিছুতে প্রবেশের অধিকার ছিল না এবং পাঠে যেহেতু শুধু মতামত ও প্রতীকী অর্থই দেওয়া আছে কোন ব্যক্তিকে অন্য কোনরূপ পাঠের সহায়তা বা সমর্থনও করে না, সেই ব্যক্তি অন্য কোনরূপ সহায়তা লাভ করিতেও সক্ষম নহে। ফলে তাহার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইবে।

অতএব সত্য মাত্র একটিই আছে এবং কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে একটিমাত্র সত্যের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশরূপ থাকিতে পারে না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, তাহা দুই ভাষা–যুক্তির ভাষায় ও কল্পনার ভাষায়, কথিত হইয়াছিল। কেননা তাহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তসাওব্বু'র (تصور) প্রচলিত হইয়া যাইবে। ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর মৌলিক অবদান হইতেছে সত্য অবলম্বন করিবার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া। মানুষ যেই পদ্ধতিসমূহের (طرق) মাধ্যমে সমর্থন পায় তাহাদের সাহায্যেই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া থাকে ; জনসংখ্যার অধিকাংশ কোন কিছুতে যে সমর্থন জানায় তাহা বিষয়টি সমর্থিত হইবার জন্যই, বস্তুটি কি সেইজন্য নহে। তাহাদের সত্য আত্মকেন্দ্রিক। যেই বুদ্ধিনির্ভর বস্তুবাদী মনোভাব তাহাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত উহা গ্রহণের অক্ষমতাহেতু তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত চেতনা-সত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তাহাদের নিকট যাহা পেশ করা হয় তাহাই তাহারা গ্রহণ করে। পরিণামে তাহারা যেই যুক্তিসিদ্ধ বা বাকচাতুর্যপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করে উহা তাহাদেরকে সত্যের প্রতিনিধিত্বকারী বাস্তব বা প্রতীকী কিছুর দিকে লইয়া যায় যাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের আত্মিক মনোভাবের ফলে কোন ভ্রান্ত কল্পিত চিত্রের পথে না যাইতে হয়। কু'রআনে ইহার উপলব্ধি রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল অতিক্রম করিয়া পণ্ডিতগণ তাব'ীলের মাধ্যমে যুক্তির পথ খুঁজিয়া পান যেই পথ খোদ সত্যকেই উপলব্ধি করিবার পথ দেখায়। একই সঙ্গে তাঁহারা আইন ও যুক্তির, ধর্ম ও দর্শনের ঐক্য বা মিলনকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আর সাধরণ মানুষ উহা অস্তিত্বের কথা না জানিয়াই সেই ঐক্য হইতে উপকার লাভ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পরিস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার এবং তাহাদের নিকট ব্যাখ্যার কোন কিছুর প্রকাশ না করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোনভাবে কিছু করিতে গেলে নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিবে। মু'তাযিলা ও আশ'আরীগণের ভুল বিশেষভাবে ইহাই হইয়াছিল। অধিকাংশ মানুষকে শুধু সাধারণ পদ্ধতিগুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা কুরআনে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। পাক কালামে যেই বিশেষ পদ্ধতি শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য ব্যক্ত হইয়াছে সেইগুলি পণ্ডিতগণের জন্যই সংরক্ষণ করিয়া রাখা উচিত। সবশেষে মা'কূল ও মানকূ'ল-এর যেই ঐক্য তাহা দুইটি বিধিবদ্ধকরণের নহে, দুইটি প্রকাশভঙ্গীর নহে, দুইটি সমপর্যায় শ্রেণীর প্রতিধিত্বের নহে। সত্য যে, ভিন্ন প্রকারের মন একই অভিন্ন সত্যে পৌছাইতে পারে; ইহা দুইটি পদ্ধতির বাস্তব ঐক্য—যাহার লক্ষ্য একটিমাত্র বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌছান—উহাদের মধ্যে একটি এই, অপরটি যাহা আত্মিক প্রমাণ ও অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, তাহা অপেক্ষা অধিক নহে। ইব্‌ন রুশ্‌দ উল্লেখ করেন নাই এইরূপ একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি এইভাবে বুঝান যায় যে, অঙ্ক বা বীজগণিতের একটি অভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া একই ফল লাভ করা যায়, যদিও অঙ্কের পদ্ধতি সত্যিকারের প্রত্যক্ষ অনুভূতির পর্যায়ে থাকাহেতু তথ্যের বাস্তব সম্পর্কের ক্ষেত্রে বীজগণিতের গতানুগতিক চিহ্নসমূহের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তোলে।

ফাস্‌লু'ল-মাকাল, পদ্ধতিবিজ্ঞানের উপরে লিখিত একটি পুস্তিকা। সমস্যামূলক উপাদান হইল সমগ্র মুসলিম চিন্তাধারার বিষয়–আইন বিশেষজ্ঞগণের, বৈয়াকরণগণের, কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণের এবং যথার্থই ধর্মতত্ত্ববিদগণের চিন্তাধারা। ইব্‌ন রুশ্‌দ এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ শব্দাবলী প্রয়োগ করেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত চাতুর্য ও দক্ষতার সঙ্গে এই সকল ধারণা য়ূনানী;র (গ্রীক) নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া যুক্তিবিদ্যার কাঠামোতে ব্যবহার করিয়াছেন, যেইগুলি পরে সহজেই দর্শনের সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ইহাই এরিস্টোটলের Organon-এর বুদ্ধিনির্ভর প্রমাণ (Analytics); যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ-পদ্ধতি (Topics), বাগ্মিতা ও যুক্তি (Rhetoric ও কিছুটা কম হইলেও Poetics বা কাব্যতত্ত্ব) কাঠামো, কখনও কখনও পশ্চাদ্‌পটে প্রাচীন গ্রীক তার্কিক পণ্ডিতগণের প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(২) কিতাবু'ল-কাশ্‌ফ 'আন মানাহিজি'ল-আদিল্লাহ ফী 'আকাম'ইদি'ল-মিল্লা ওয়া তা'রীফ মা ওয়াকা'আ ফীহা বি-হাসবি'ত-তা'বীল মিনা'শ-শুবাহি'ল-মুযায়্যিফা ওয়া'ল-বিদা'ই'ল-মুদিল্লাহ (ধর্মীয় গোঁড়াপন্থী নীতির সঙ্গে তুলনায় প্রমাণ সম্পর্কিত পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন এবং সেইগুলির মধ্যে ব্যাখ্যার পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধ ও নব উদ্ভাবনের সংজ্ঞা, যেইগুলি সত্যকে বিকৃত করে বা ভ্রান্তির পথে লইয়া যায়)। এই পুস্তিকায় পূর্বেরটি অপেক্ষা আরও পরিষ্কারভাবে তাহাফুতের ভবিষ্যত ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহার সাধারণ উপসংহার ইহার ভূমিকাতে পাওয়া যায়; ইহার লক্ষ্য প্রমাণ করা যে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ পণ্ডিতগণের দাবি বা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন কোনটিই মিটায় না। পুস্তিকাটিতে পাঁচটি অধ্যায় রহিয়াছে। প্রথমটির বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব; এই অধ্যায়ে লেখক হাশবিয়্যা, আশ'আরী, সূফী ও মু'তাযিলীগণের মতামতসমূহ পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথমোক্তগণের ক্ষেত্রে বিশ্বাস একান্তভাবেই কুরআন নির্ভর, সেইখানে যুক্তির কোন স্থান নাই ; ফাস্‌ল-এ এই প্রশ্ন পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। আশ'আরীগণ যুক্তি প্রয়োগ সমর্থন করেন; কিন্তু তাহাদের পদ্ধতি সমালোচনাযোগ্য। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তাঁহারা প্রমাণ করেন দুনিয়ার আকস্মিক সৃষ্টির (محدث) যুক্তি দ্বারা। কিন্তু যেই প্রতিনিধির মাধ্যমে বিশ্ব সৃষ্টি (محدث) করা হইয়াছিল তাঁহার নিশ্চয়ই কোন অবিনশ্বর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব থাকিবে। পরিণামে উহার কার্য অনন্ত এবং কার্যের প্রভাবও অনন্ত। এই পরিণতি এড়াইবার জন্য ধর্মতাত্ত্বিকগণের সঙ্গে একযোগে বলা সম্ভব নহে যে, চিরস্থায়ী সত্তার যেই কাজ, অনন্ত কালের মধ্যে কোথাও তাহার আরম্ভ আছে; কেননা সেইখানে একটি পূর্ব-অনুমিত কারণ থাকিবে যেই কারণ প্রথমে কার্যটি নির্গমন বা নিষ্পন্ন হইতে বাধা দিয়াছিল এবং অতঃপর অপর একটি কারণ উহাকে দ্রুততর করিয়াছিল। এই কারণটি আবার অনন্ত অথবা কালের মধ্যেই স্থিত। এইভাবে যুক্তির কাজ চলিতে থাকে, যেই বিষয়টি

ফাখরু'দ-দীন আর-রাযীর তাবৃক ও মুরাজ্জিহ বিষয়ে অনুরূপ যুক্তিতর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই চিন্তাধারার তাত্ত্বিকগণের, বিশেষ করিয়া সৃষ্টির পরমাণুবাদী তাত্ত্বিকগণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা হয়। ইব্‌ন রুশ্‌দ একটি গবেষণামূলক পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, সেইটিতে আল্লাহ্‌র সর্বময় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রজ্ঞা ও কুদ্‌রাতী শক্তির সুশৃঙ্খলতাকে নষ্ট করা হয়। তদুপরি আশ'আরী যুক্তিমতে ধারণা করা হয় যে, সমগ্র বিশ্বজগত আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী আকাশতলের দুনিয়ার মত ঠিক একইভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেই ধারণা প্রমাণিত হয় নাই (এরিস্টোটল মহাকাশ ও মহাকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সৃষ্টির পিছনে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কথা বলিয়াছেন)। ইব্‌ন রুশ্‌দ কাল বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন—কাল সৃষ্ট না অনন্ত। এইখানে সর্বপ্রাথমিক দার্শনিক আলোচনাসমূহ স্মরণযোগ্য, প্লেটো হইতে শুরু করিয়া এরিস্টোটল, অতঃপর মধ্য-প্লেটোনীয়গণ, কালভিসিয়াস টাউরাস (Calvisius Taurus), আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো (Philo of Alexandria), জোহান্নেস ফিলোপোনাস (Johannes Philoponus), য়াহয়া আন্-নাহ্‌বী পর্যন্ত (তু. Ernest Behlir, Die Ewigkeit der Welt ; J. Pouilloux ও R. Arnaldez, Philon l'Alexandrie, De Aeternitate, ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা)। অনন্তকে অতিক্রম করা যায় না, এই যুক্তিটি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, বর্তমান ঘটনাতে পৌঁছাইতে হইলে অবশ্যই আগে প্রবহমানতার কোন এক স্থান হইতে আরম্ভ ঘটিতে হইবে। সরল রৈখিক পরিস্থিতিতে ইহা সত্য, কিন্তু বৃত্তাকারে আবর্তনশীল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নহে, সেইখানে কোন্ স্থান হইতে প্রাথমিক আরম্ভ তাহা দৃশ্যত বুঝা যায় না। যেমন কোন একটি বিশেষ সময়ে আসমানে যে মেঘ থাকে, বাষ্পীভবন উহার প্রথম উদ্ভব নহে। কেননা বাষ্পীভবনের জন্যও বৃষ্টির প্রয়োজন, যাহা মেঘ হইতে হয়। এই মেঘ তাহা হইলে অন্য মেঘ হইতে উৎপন্ন ; মেঘের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সেইখানে কোন সর্বপ্রথম সৃষ্ট মেঘের ধারণা করিবার সুযোগ নাই। অপরদিকে ইহার সমরূপ ঋজুরেখার ঘটনাতে (যেমন মানুষ হইতে মানুষের জন্ম হয়) একটা আরম্ভের প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে অনুরূপ ঋজুরেখাতে প্রতিটি কারণ বা ঘটনা যদি অনন্ত প্রতিনিধির কোন আকস্মিক ঘটনা হইত, তবে বর্তমান ঘটনা-ফল সেই অনন্ত প্রতিনিধির কোন বর্তমান কার্য হইতে উৎসারিত হইয়া থাকিবে এবং সেই প্রতিনিধি আরও অগণিতবার ঘটনা ঘটাইয়া থাকিলেও বর্তমানে সৃষ্ট ঘটনা-ফলের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকিবে (দ্র. স্পিনোযার দ্বৈত-ঘটন বা Double Casualty)।

ইব্‌ন রুশ্‌দ আল-জুওয়ায়নীকে বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়া বলেন যে, যাহা অস্তিত্বশীল তাহার বিষয়ে তিনি বেখেয়াল ছিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া তিনি ইব্‌ন সীনার স্বতঃপ্রয়োজন ও স্বতঃসম্ভব (যাহা অপর দ্বারা প্রয়োজনীয়) সূত্রের বিরোধী হন যাহা স্বতঃই হওয়া সম্ভব তাহা কোন সময়েই প্রতিনিধি দ্বারা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। আল-জুওয়ায়নীর অপর যুক্তি হইল এই যে, অনন্ত মহাশূন্যের মধ্যে কোন একটি স্থানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু মহাশূন্যের সকল স্থানই একে অপরের অনুরূপ (দ্র. লাইবনিয), কাজেই একাধিক স্থানের মধ্যে কোন একটি নির্বাচন করিয়া লইবার জন্য একটি স্বাধীন ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ইব্‌ন সীনা এইখানে প্রতিবাদ করেন যে, মহাশূন্যের অস্তিত্বই যে অনন্ত ও অসীম উহা আগে প্রমাণ করিতে হইবে নতুবা ইহাকে ধারণ করিবার জন্য আবার অপর একটি মহাশূন্যের প্রয়োজন হইবে।

সূফীগণের মতবাদের বিরোধিতা করিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দ বলেন যে, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ হয়ত বুদ্ধিনির্ভর জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হইতে পারে কিন্তু তাহা উহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। মু'তাযিলীগণের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, স্পেন দেশে তিনি তাঁহাদের বিষয়ক কোন গ্রন্থ পান নাই; তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য না করিয়া কু'রআনের প্রমাণের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। ইহা ঐশী উপায় অবলম্বনে ও বস্তুর সৃষ্টির (প্রাণীজাত, বৃক্ষলতা ও আসমান) তত্ত্বের মাধ্যমে যুক্তির প্রয়োগ। ইব্‌ন রুশ্‌দ অজৈব হইতে জৈব পদার্থের উৎপত্তির উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। অতএব কোন প্রতিনিধির মাধ্যমেই জীবন সৃষ্টি হইয়া থাকে (Metaphysics book A-এর ভাষ্যে ইহা উত্থাপনার বিষয় ছিল, নীচে দ্র.)। আসমানসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে, উহা আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্ট, ইহা কু'রআনে উক্ত তাসখীর (تسخير) [সাখ্‌খারাল্লাহ্, বহু আয়াতে পাওয়া]-এর ধারণা। আল্লাহ্‌র আম্‌র-এর যে ধারণা অর্থাৎ তিনি নিজে অনড় কিন্তু সকল বস্তু তাঁহার আদেশে চলে, তাহা পুনরায় তাহাফুত গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেন। এই দুই ধরনের প্রমাণ সাধারণ মানুষের প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু পণ্ডিতগণ উহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যেই ভিত্তি সেই বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাপকতর ও গভীরতর জ্ঞান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আল্লাহ্‌র ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কুরআন ইহা প্রমাণ করিয়াছে বিশ্ব-সৃষ্টির সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা। পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দ সেই প্রমাণের গভীরতায় প্রবেশ করিয়াছেন। আশ'আরী যুক্তির সমালোচনা সূক্ষন ও বিশেষ ধরনের। ইহার শুধুমাত্র উল্লেখ করিলেই চলে।

তৃতীয় অধ্যায় আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে ঃ জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বাক্য। ইব্‌ন রুশ্‌দ কু'রআন শারীফে উক্ত মতামত ও ধর্মতাত্ত্বিকগণের উত্থাপিত সেইসব মত, যেইগুলির উল্লেখ্য কুরআনে নাই–এই দুইয়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। জ্ঞান বিষয়ে, আল্লাহ্ নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন; কেননা সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা ও প্রজ্ঞার পরিচয় রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ জ্ঞানী। অতএব তিনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কি বর্তমান আছে, কি বর্তমান থাকিবে আর কি ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু কু'রআন শারীফে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের এইরূপ প্রকাশ থাকিলেও ইহা মানুষের স্বীয় জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানীর যেই জ্ঞান তাহা জ্ঞাত বস্তুর প্রভাবের ফল (معلول للمعلوم), ইহা ইতিপূর্বেই ফাস্‌ল-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। চিরন্তন জ্ঞান, যাহা সৃষ্টিধর্মী, উহার ক্ষেত্রে বিপরীতটি সত্য। অতএব দার্শনিকভাবে বলিতে গেলে, ভবিষ্যত আকস্মিক ঘটনার যেই জ্ঞান উহার সমস্যার বিষয় আল্লাহ্ এবং মানুষ এই উভয়ের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে উত্থাপন করা সম্ভব নহে; তবে বুঝিবার জন্য উহাদের বিষয়ে আলোচনা একইভাবে করিতে হইবে। এই অধ্যায়ে কিছু পরিমাণ খাঁটি ইসলামী অজ্ঞেয়বাদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বিশেষ করিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য যে, সিফাত বা গুণাবলীকে সত্তাতে সংক্ষেপিত করা যায় কিনা বা নাফসিয়্যা (نفسية=সত্তাবোধক) বা মা'নাবিয়্যা (معنوية=গুণবোধক) যাহাই হউক না কেন, তাহাদের সংযুক্ত করা যায় কিনা। ইব্‌ন সীনা আশা'ইরা ও মু'তাযিলা-এই উভয়কেই অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাতিল করিয়া দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে খৃস্টান ত্রিত্ববাদের সমালোচনা করেন (কেননা গুণাবলীর প্রশ্নেই কালাম শাস্ত্র খৃস্ট ধর্মকে

আক্রমণ করিয়া থাকে; তু. আল-বাকিল্লানী, তামহীদ ও স্বয়ং ইব্‌ন রুশ্‌দ, তিনি এমন কি Metaphysics-এর ব্যাখায়ও তাহা করিয়াছেন, ৩খ, ১৬২০, ১৬২৩)। প্রবন্ধ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাব আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ৪র্থ অধ্যায় আল্লাহ্‌র দেহ ধারণ (Corporeati- ly) বিষয়ক আলোচনায় ইব্‌ন রুশ্‌দ আশ্চর্য রকমভাবে মু'তাযিলীগণকে যে কোনরূপ 'দেহ ধারণ' অস্বীকার করিবার কারণে দোষী করিয়াছেন এবং আশ'আরীগণকে দোষী করিয়াছেন এক রকমের আপোসমূলক সমাধানের চেষ্টা করার কারণে। বাস্তবে অবিনশ্বর সত্তা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাই নাই, আর এইসব মতবাদ তাহাদেরকে কোন ধারণা দেয়ও নাই; তাহারা শুধু একটি সত্তাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাদের স'লাত পাঠ করে, যেই সত্তার অবস্থান কোন একখানে রহিয়াছে। আল-কু'রআনে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'আরশে অবস্থান করেন। কাজেই কু'রআনের বাহ্যিক পাঠ অনুযায়ী এইরূপ শিখাইতে হইবে যে, আল্লাহ্ হইতেছেন আলোক; তাহা দ্বারা পর-দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দর্শন (رؤيا) বিষয়ক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তদুপরি আলোক যেইরূপ নিজে দৃশ্যমান নহে কিন্তু যে রঙের উপরে পতিত হয় সেই রঙ বা বস্তুকে চক্ষুর নিকট দৃশ্যমান করে, ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌ও সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং আলোর পর্দায় আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু একটি অবিনশ্বর সত্তাকে ধারণা করিতে হইলে আগে আত্মা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকিতে হইবে, যাহা সাধারণ মানুষের নাই এবং যাহা অর্জন করাও সহজ নহে। আল্লাহ্ কোন্ দিকে আছেন সেই 'দিক' (جهة)-এর মীমাংসা করিয়াছেন ইব্‌ন রুশ্‌দ স্থান বিষয়ে এরিস্টোটলের এই সূত্রের চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ঃ 'আবরণকারী বস্তুর সীমা' (Physics, ৪খ, ২১২ ক, খ)। আল্লাহ্ যদি কোন কিছু দ্বারা আবৃত না থাকেন তবে তাঁহার কোন স্থান নাই। কিন্তু তিনি কোন্ দিকে আছেন, যেহেতু বস্তুর বহিরাবরণ দিককে নির্দেশ করে। অতএব আবরণকারী গোলকের কোন স্থান নাই; কেননা উহার কোন বহিরাবয়ব নাই, আছে শুধু বস্তুহীন শূন্যতা। অতএব এই শূন্যের বাহিরের আবরণ দ্বারা চিহ্নিত দিকে অবস্থানকারী যেই সত্তা উহা অবশ্যই অবিনশ্বর হইবে। উহাই যথার্থ প্রমাণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র কার্যাবলী নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে ঃ সৃষ্টি, নবী প্রেরণ, তাক্‌দীর নির্ধারণ ও আল্লাহ্‌র হুকুম, সুবিচার, অবিচার ও ভবিষ্যত জীবন। সৃষ্টি সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দ ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যতীত আশ'আরীগণের বিরোধিতা করিয়া তিনি বলেন যে, দুনিয়াতে যদিও বা আকস্মিক ঘটনাবলী ঘটে তথাপি সামাগ্রিকভাবে দুনিয়া সৃষ্টি কোন আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র স্বাধীনতা খামখেয়ালী নহে। সবশেষে হুদূছ (حدوث) বা সত্তাবান হওয়া কুরআনের ধারণা নহে, উহা বিদ'আত। নবী-রাসূলগণের আগমন সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দ কুদরাতের প্রামাণ্য মূল্যের এবং ই'জাযু'ল-কু'রআনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাক্‌দীরের পূর্ব নির্ধারণের সমস্যাকে তিনি 'অত্যন্ত দুরূহ' বলিয়া মনে করেন। কু'রআনের আয়াতে ইহার সমর্থন ও অসমর্থন—এই উভয় রকম ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। হ'াদীছে'ও এই বিষয়টি সম্বন্ধে যেন সমর্থন ও অসমর্থন— এই উভয় রূপই লক্ষ্য করা যায়। উভয় অর্থবোধক পাঠই রক্ষা করিতে হইবে ঃ একদিকে মানুষের কার্যাবলী অবশ্যই যেমন কারণ ও কার্যে রূপায়ণের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী অবস্থার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু অপরদিকে আবার আমরা নিজেদের কাজের জন্য নিজেরাই দায়ী। কেননা "ইহা ত নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে সকল গুণ দিয়াছেন যেইগুলি দ্বারা আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধ-শক্তির মুকাবিলা করিয়া কোন কিছু অর্জন করিতে পারি"—যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতা রহিয়াছে। এইখানে একটি গৌণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন জড়িত। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন কারণেরই অস্তিত্ব নাই। আল্লাহ্‌র মাধ্যম ব্যতীত কোন কারণ বা উহার প্রভাব কিছুরই অস্তিত্ব নাই, আল্লাহ্ ও অন্যান্য কারণের ক্ষেত্রে 'প্রতিনিধি' শব্দটি যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ না করাই উচিত। কিন্তু কারণসমূহ কার্যকর হয়, শুধু যে আল্লাহ্ উপায় হিসাবে উহাদের ব্যবহার করেন তাহাই নহে, তিনি কারণরূপেই উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন সেইজন্যও। তদুপরি বলা যাইতে পারে যে, বস্তু বা অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ঘটে, অথচ দুর্ঘটনা ঘটে ভিন্ন কারণে। আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দ আশ'আরিয়্যাবাদের সঙ্গে একমত ঃ একই সঙ্গে উভয়টিকেই বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক এবং তিনিই ভাল ও মন্দ উভয়ের স্রষ্টা, তাহা হইলে আর দ্বৈতবাদ প্রবেশ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ মন্দকে সৃষ্টি করিয়াছেন ভালোর উদ্দেশেই; আগুন উপকারী, কিন্তু উহা দ্বারা যে অনিষ্ট হয় তাহা দুর্ঘটনা। এই জটিল সমস্যাটি সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দ সকল যুগেই অবিচার-অনাচারের রাজত্ব কায়েমের যত রকমের ভ্রান্ত যুক্তি অনুপ্রবেশ করিতে পারে সেই সবই নিঃসঙ্কোচে উত্থাপন করিয়াছেন। সত্য যে, বিষয়টি সাধরণ মানুষ ও স্বয়ং দার্শনিকগণ সকলকেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে বুঝান আবশ্যক। তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্ সকল ন্যায় ও অন্যায়ের উর্ধ্বে; তিনি ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু সেই ন্যায়পরায়ণ তিনি স্বয়ং বিচারক হইয়া যখন অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন তখন নহে। সবশেষে পরজীবন সত্য, উহা যুক্তির বিরোধী নহে। ইহার স্বরূপ বা প্রকারতা প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার উপরে নির্ভর করে।

গ্রন্থখানি ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে যাঁহারা সকল প্রকার সুষ্ঠু প্রমাণ-পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া পাক কালামের উপরে মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহাদের বিরুদ্ধে এবং তাহারা যেইসব সমস্যা উত্থাপন করেন সেইসবের বিরুদ্ধে রচিত। ইহার পশ্চাতে যেই অনুভূতি কাজ করিয়াছে তাহা আল-আশ'আরী ও আল-গাযালীর জীবনের প্রাথমিক দিককার অনুভূতি হইতে খুব পৃথক নহে। আল-আশ'আরী ও আল-গাযালী উভয়ে ইসলামের পক্ষে হুমকিস্বরূপ সৃষ্ট ভ্রান্তিসমূহ নিরসনের উদ্দেশে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজেরা ধর্মতত্ত্ববিদ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন; ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর মতে একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানের মধ্যেই সমাধান নিহিত। তিনি ধর্মতত্ত্বকে দোষারোপ করেন; কুরআন শরীফের বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থকে তিনি সামগ্রিকভাবে জ্ঞাননির্ভর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক অপেক্ষা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন। এরূপও ধরিয়া নেওয়া যায় যে, এইভাবে সাধারণ মানুষ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণয় দ্বারা তিনি সম্ভবত বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কু'রআন শারীফের যুক্তি ও বর্ণনা অশিক্ষিত সাধারণের নিকটে—যাহারা নিজেরা শিক্ষা লাভে অপারগ—অনাদৃত থাকিবে (পাশ্চাত্যের ইব্‌ন রুশ্‌দপন্থিগণের নিকট যাহা দ্বৈত-সত্যবাদ, অর্থাৎ যাহা ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য, অথচ দর্শনের ক্ষেত্রে মিথ্যা)। কিন্তু বিষয়টি তাহা নহে; ধর্মীয় সত্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহা সকল মানুষের জন্য সত্য, সেই মানুষ যেই হউক না কেন। ধর্মত্যাগের ন্যায় নিকৃষ্টতম দুর্ভাগ্য মানুষের জন্য আর কিছু হইতে পারে না। এখন দর্শন, বিশেষ করিয়া কোন দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন নিয়া যখন দার্শনিক আলোচনা হয়, তখন তাহা বহু লোকের ধর্মবিশ্বাস টলাইয়া দেয়, কাজেই ইহাকে পণ্ডিতগণের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

কিন্তু ধর্মতত্ত্বের অনিশ্চিত বা কূট যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে মূল পাঠ অবলম্বী বলিয়া মনে হইলেও সেইগুলি বরং আরও বেশী বিপজ্জনক, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ইহার উদ্দেশ্য হইল নির্ভরযোগ্য মতবাদকে ব্যাখ্যা দ্বারা পরিবর্ধিত করা, যাহাতে ইহা প্রত্যেকের নিকট অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। যেই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিনির্ভর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না, সেইখানে দার্শনিকগণও সাধারণ মানুষের মতই অবস্থায় পড়েন। তাঁহাদেরকেও কুরআনের শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করিতে হয় এবং ধর্মতত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হয়।

(৩) **তাহাফুতু'ত-তাহাফুত** ঃ ফাস্‌ল ও কাশ্‌ফ-এ আল-গাযালীকে কাঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। তাহাফুতু'ত-তাহাফুত-এ তাঁহার বিরুদ্ধবাদ আরও তীব্রতর হয়। আরও নিশ্চিত হয় এবং এইখানে ইব্ন রুশ্‌দ দর্শনের কঠিনতম সমস্যাগুলির মুকাবিলা করেন। এই গ্রন্থে সহজ ব্যাখ্যাসমূহ ও মধ্যমাকারের ভাষ্যসমূহের ফলকথাই একত্র হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ধর্মীয় প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মৌলিক ধারণাসমূহ; সেই ধারণা সৃষ্টির বিষয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাফুতু'ত-তাহাফুত আল-ফালাসিফার বিরুদ্ধে যেই আক্রমণ তাহার লক্ষ্য একমাত্র আল-গাযালীই নহেন, আল-গাযালীকৃত ইব্ন সীনার বিরোধিতামূলক বহু সমালোচনা ইব্ন রুশ্‌দ গ্রহণ করিয়াছেন; ঠিক আল-গাযালী কর্তৃক ব্যবহৃত যুক্তির আকারে না হইলেও অন্তত উহাদের উপসংহারের সঠিকতার কারণে। তাহাফুতু'ত-তাহাফুত, অতএব যথার্থ দর্শনের পুনর্গঠন, স্বয়ং এরিস্টোটলের দর্শন, মিথ্যা দার্শনিকগণের বিরোধী দর্শন, নব্য প্লেটোবাদী ফালসাফা যাহা এরিস্টোটলের চিন্তাধারাকে বিনষ্ট করিয়াছিল এবং ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতির বিরোধীয় দর্শন। এই অর্থে বলা যাইতে পারে যে, ইব্ন রুশ্‌দ-এর মৌলিক দার্শনিক মতবাদসমূহ এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

গ্রন্থখানির সঠিক পরিচিতি লিখিয়াছেন S. van den Berg তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাতে। দুই মুসলিম চিন্তাবিদ একটি মৌলিক বিষয়ে ভিন্ন মতবাদী হইয়া পড়েন ঃ উস্তাদ আল-জুওয়ায়নীর ধারায় আল-গাযালী (র) মনে করেন যে, দার্শনিক যুক্তি অঙ্কের পদ্ধতির মত কঠোর রীতিবদ্ধ নহে এবং মাকাসিদ-এ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভুলের একটি উৎস রহিয়াছে যাহা যুক্তিবিদ্যার চিন্তাশক্তিহীন সমর্থকগণকে ভ্রান্তির পথে লইয়া যায়। অপরপক্ষে এরিস্টোটল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মূল্যে বিশ্বাস করেন এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণের জন্য যেইরূপ দেখাইয়াছিলেন তদ্রূপ এখানেও দেখান যে, নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিকগণেরই কঠোর রীতির অভাব রহিয়াছে। কিন্তু সুষ্ঠু যুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে সেই অভিযোগ করা যায় না।

আল-গাযালীর গ্রন্থের এবং সেই অর্থে পরবর্তী ইব্ন রুশ্‌দ-এর গ্রন্থেরও একটি বড় অংশে আলোচিত হইয়াছে বিশ্ব সৃষ্টির সমস্যা। ইব্ন রুশ্‌দ সৃষ্টি অনন্ত বলিয়া ইহার সমাধান করিয়াছেন। এমন কোন শূন্যকাল (empty time) থাকিতে পারে না যাহার কোন পর্যায়ে কোন বিশেষ মুহূর্তে পৃথিবী আবির্ভূত হইয়াছিল। এরিস্টোটলের মতে কাল হইল গতি বা সংখ্যায়িত সংখ্যা (Physics,৪খ, ২১৯খ, ৮)। ইহা গতিকে পরিমাপ করিয়া থাকে শুধু সেই সীমার মধ্যে যেইখানে গতিও কালকে পরিমাপ করিয়া থাকে। কেননা উহারা পরস্পর পরস্পরের সংজ্ঞা (Physics, ৪খ, ২২০ খ, ১৪-১৬)। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর গতির কাল গতিকে পৃথিবীর ভিতরেই পরিমাপ করিয়া থাকে, অতএব পৃথিবীর বাহিরে এমন কোন গতি নাই যাহা পৃথিবীর গতিকে পরিমাপ করিতে পারিবে। বিভ্রমটা, অতএব, সাযুজ্যের (aligning); শূন্য ঋজু রেখ কালে পৃথিবীর আবর্তিত পরিভ্রমণ। যদি সেই কাল অনন্ত হয়, তবে অতিক্রমণীয় নহে যাহাতে যথার্থ কোন পরিভ্রমণ অসম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে কোন আবর্তিত পরিভ্রমণই অপর একটি পরিভ্রমণের উপর নির্ভরশীল নহে। উহাদের প্রতিটি প্রথম শক্তির কার্যের উপরে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভরশীল ঃ "উহাদের ক্রম আকাঙ্ক্ষিত ঘটনার ফল" (প্যারা ২০)। কারণসমূহের ক্রমের ক্ষেত্রে বর্তমান ক্রিয়াটি এই সকল কারণের ফল হওয়া আবশ্যক। সেইগুলি যদি সবই অনন্ত-অসীম হয় তবে ইহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান আবর্তিত পরিভ্রমণটি সংঘটনের জন্য অতীতের সকল পরিভ্রমণকে একত্রে যোগ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, "অতীত ও ভবিষ্যতের বৃত্তাকার গতিসমূহ অস্তিত্বহীন" (প্যারা ২৩)। এই উদাহরণটি হইতে দেখা যায় যে, তাহাফুতে পূর্বের রচিত গ্রন্থগুলিতে প্রদত্ত ধারণাসমূহই আরও গভীররূপে দার্শনিকভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছাকে আমাদের নিজেদের ইচ্ছার সম্পর্কতায় ধারণা করা উচিত নহে। উহা আল্লাহ্‌র মহিমার মধ্যে সংস্থিত, এই পৃথিবী হইতে আলাদা; পৃথিবী তাহা হইতে নির্গত হয় নাই, তাঁহার সঙ্গে চলমানতাও রক্ষা করিতেছে না। আল্লাহ্ প্রতিনিধি নহেন, যেইভাবে অন্তত প্রতিচ্ছায়ারূপে বলা হয় সেই অর্থে নহে—যেমন বলা হয়, "কোন ব্যক্তি একটি ছায়াকে তাহার নিজের ছায়া করে।" 'ইচ্ছা' শব্দটি দ্বারা যথার্থভাবেই বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বে অবস্থানরত সত্তার এই কর্মপদ্ধতি বুঝায়। এই কারণেই ইব্ন রুশ্‌দ এইরূপ স্রষ্টা যিনি তাঁহার কার্যের ফল দ্বারা অগণিত রকম বস্তু সৃষ্টি করিবেন, সেই ঘটনার মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখেন না। অতএব তিনি নির্গমনবাদিগণের ভিত্তি যেই আদর্শ যে, এক হইতে মাত্র একেরই সৃষ্টি হইতে পারে, উহা বাতিল করিয়া দেন।

তত্ত্ববিষয়ক ক্ষেত্রে (Ontology) ইব্ন রুশ্‌দ আল-গাযালীরই ন্যায় ইব্ন সীনার "সত্তার সত্তাতে অবস্থিত" (واجب الوجود بذاته) এই ধারণার সমালোচনা করেন। অতঃপর তিনি আরও সামনে অগ্রসর হন ঃ সত্তা হইতেছে উহা, "যাহা সদৃশভাবে দশটি শ্রেণীর বলিয়া বলা হইয়াছে। এই অর্থেই আমরা বলি যে, পদার্থ স্বতঃবর্তমান এবং আকস্মিকতা সম্বন্ধে বলি যে, উহা বর্তমানের মধ্যে বর্তমান থাকে, যাহার উপস্থিতির জন্য অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। বর্তমানের অর্থ হইতেছে 'সত্য' সকল শ্রেণীই একভাবে ইহাতে অংশগ্রহণ করে এবং যেই বর্তমানের অর্থ 'সত্য' উহার অবস্থান মানুষের মনে। যথা আত্মার বাহিরে অবস্থিত বস্তু আত্মার ভিতরস্থ বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (৩০৩-৪)। চিন্তার সারবস্তু শুধু একটি নামের অর্থের ব্যাখ্যা (شرح) এবং কেহ যখন জানেন যে, ইহা আত্মার বাহিরে বর্তমান, তখনই তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, উহা সারবস্তু। অতএব, উপাদান ও অস্তিত্বকে আলাদা করা বাস্তবিকই সম্ভব নহে। পার্থক্যটা শুধু চিন্তাতেই করা হয়। এইখানেই ইব্ন সীনার ভুল। স্বতঃবর্তমান অস্তিত্ব যদি খাঁটি উপাদান হয় তবে তাহা শুধু চিন্তাতেই বর্তমান। চিন্তার বাহিরে হয় ইহা উপাদান, যাহা বর্তমান, আর না হয়ত ইহা কিছুই নহে। ইহার যদি অস্তিত্ব থাকে তবে ইহাকে হওয়াইবার জন্য অস্তিত্ব 'যোগ করিবার' কোন অর্থ হয় না। যদি ইহার অস্তিত্ব না থাকে তবে অবর্তমানের সঙ্গে কোন কিছু যোগ করা সম্ভব নহে। অতএব ইব্ন সীনা যখন সম্ভবকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যাহার কোন একটি কারণ আছে,

তখন আগে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে যে, কি কারণের কথা বলা হইতেছে, যেহেতু একটি কারণের কল্পিত বস্তু যাহা একটি বর্তমানকে খাঁটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করিবে; তাহা ছাড়াও কোন কারণের ধারণা যদি সম্ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করে তবে হয় সম্ভাবনাটি প্রয়োজনীয় (ضروری) হইয়া পড়িবে (কেননা যেই কারণ উহাকে প্রয়োজনীয় করিয়াছে তাহা সংখ্যার অংশ হইয়া যায়) নতুবা পুনরুক্তি ঘটিবে। যাহার কারণ আছে তাহা সম্ভব অর্থাৎ ইহার একটি কারণ রহিয়াছে (২৭৭) এবং এই ধারা অসীমতা পর্যন্ত অনুসৃত হইতে পারে। সংক্ষেপে ইব্‌ন সীনা সম্ভাব্যতার ধারণাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। কেননা উহা দ্বারা তিনি হয় আবশ্যকীয় নতুবা চিন্তার সাধারণ মৌখিক ধারণা করিয়াছেন। ইব্‌ন রুশ্‌দ সত্য সম্ভাবনা (ممکن حقيقى)-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন, যাহা আবশ্যক সম্ভাবনা (ممکن ضروری)-তে পৌঁছায়। উহা দ্বারা তিনি সত্য সম্ভাবনা ভিত্তিক একটি আবশ্যক বাস্তবতাকে বুঝাইয়াছেন। কারণ হইতেছে একটি প্রতিনিধি (agent) যাহা সম্ভাবনাকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে, ইহা ব্যতীত অপর কোন কার্য নাই। আল্লাহ সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তব করেন যাহা আমরা দুনিয়াতে দেখি। দুনিয়া সামাগ্রিকতায় (بأمره) অস্তিত্বপ্রাপ্ত, খাঁটি সম্ভাবনা নহে। ইহা সুসংগঠিত সমগ্র, ইহা কারণসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা। সেই কারণসমূহই ইহার নিয়ম ও আল্লাহ্‌র আদেশ (أمر); কিন্তু ইহার সকল কিছুই, এমনকি আসমানসমূহও সুসংগঠিত সম্ভাবনা হইতে শুরু হইয়াছে (এমনকি শুধু স্থানের সম্ভাবনা হইলেও) এবং উহার প্রমাণ হইতেছে এই যে, এইখানকার সকল কিছুই গতির অধীন। আল্লাহ তাহা হইলে বাস্তবিকই একটি শক্তি এবং তাঁহার কার্যাবলী যে কি কি উহা তিনি জ্ঞাত আছেন। সঙ্গতভাবেই তাঁহাকে স্রষ্টা বলা উচিত। কিন্তু ইব্‌ন সীনা আল্লাহ্‌র যেই ধারণা দিয়াছেন তাহা ভিন্নতর। সত্তার এই যে দুই বিভাগ—বাস্তবতা (actuality) ও সম্ভাবনা (Potentiality)। ইহা ইব্‌ন সীনার বিভাগ প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব হইতে অনেক বেশী বাস্তববাদী। ইহা স্বতঃঅনুসারী, কেননা ইহা দশটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে পারে এবং সেই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী গতির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে সক্ষম। ইহা মহাকাশকে পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা ইহার গতিপথ বৃত্তাকার এবং শব্দটির আধ্যাত্মিক অর্থ অনুযায়ী ইহা সব রকম মধ্যবর্তী চরিত্রকে দূরীভূত করে। ইব্‌ন সীনার প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব— এগুলি অস্পষ্ট ধারণা যাহা একদিকে আল্লাহ্‌ ও অপরদিকে দুনিয়াকে নির্ধারণ করে এবং যাহা অযথার্থ প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত আর কোনভাবে এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আল্লাহ্‌র কার্যাবলীকে উহারা এমন সীমাবদ্ধ করে যে, উহাকে প্রায় কার্যই বলা যায় না ঃ প্রথম প্রজ্ঞার সঙ্গে সারবস্তুর খাঁটি মিলন বা ঐক্যের আঁশ্চর্য অগ্রগতি। ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর ধারণা যে, আল্লাহ্‌ তিনিই যথার্থ শক্তি, তিনি সকল সত্তাতে কার্যকর। E. Gilson এই দুই মুসলিম চিন্তাবিদের মধ্যে তুলনা করার পর লিখিয়াছেন, ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর মতে আল্লাহ্‌র বিশ্বজগতের অংশ। সেই বিশ্বজগতে মহিমময়তা বস্তুজাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার আধ্যাত্মিকে কারণ, অতএব বস্তুবাদী বিজ্ঞান যে উহার মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে প্রমাণ করিবে তাহা স্বাভাবিক।... এইভাবে ধারণা করা—আল্লাহ্‌ দুনিয়ার অন্তর্গত এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতই সর্বোচ্চ বিজ্ঞান, যাহার পরে আর কিছু নাই। ইব্‌ন সীনার বিশ্বজগত সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইব্‌ন সীনার ধারণাতে আল্লাহ্‌ অতীন্দ্রিয় ও অনন্ত এবং তাঁহার অবস্থিতি গতিময় প্রজ্ঞাসমূহের সীমার বাহিরে... উহাদের মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ তাহা হইতেছে তাঁহার প্রথম এবং একমাত্র নির্গমন (Jean Duns Scot, পৃ. ৭৭)। ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর ধারণায় যিনি আল্লাহ তিনি নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বস্তু নহেন। তিনি বস্তুজগতেই বর্তমান এবং তিনিই বিশ্বজগতের তোরণের মূলকেন্দ্র। কিন্তু তথাপি তিনি অতীন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা তাহার স্বরূপে তাঁহার নিকটে পৌঁছাইতে পারে না, স্রষ্টা (প্রথম ও প্রধান গতি প্রদানকারী) হিসাবে পারে। এই অর্থে ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর চিন্তাধারা হুবহু গোঁড়াপন্থী মুসলিম চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌র এই ধারণা ঠিক এরিস্টোটলের ধারণার স্রষ্টা নহেন, যদিও একান্তভাবে এরিস্টোটলীয় পদ্ধতিতে এই ধারণাতে পৌঁছান সম্ভব। তিনি Voesis Voeseo নহেন, যিনি স্বতঃভাবনা করেন এবং সচেতন না হইয়াই পৃথিবীকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন। ইব্‌ন রুশ্‌দ মনে করেন যে, নিশ্চল চালনাকারী যদিও নিশ্চল থাকিয়া চালনা করেন তবুও ইহা নিজের আদেশে নিজে পরিচালিত হন—যেমন নাকি বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়া করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌র কুরআনেই উক্ত সকল গুণ রহিয়াছে। গুণাবলী অত্যাবশ্যক এবং উপাদানের প্রকৃষ্টতা প্রকাশ করে। "গুণাবলী দ্বারা উপাদান গঠন করা যায় না, এরূপ ধারণা সঠিক নহে। কেননা উপাদানই নিজেকে নিখুঁত ও পূর্ণ করে (استكملت), গুণাবলী দ্বারা তাহা অধিকতর নিখুঁত (أكمل) এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়" (পৃ. ৩২৮)। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই গুণাবলী তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; আমাদের চিন্তাই তাহাদেরকে বিশেষায়িত করে যাহা দ্বারা আমরা অসীম স্বর্গীয় পূর্ণতার কোন না কোনটিকে ধারণা করিয়া থাকি।

বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র যেই জ্ঞান সেই বিষয়ে ইব্‌ন রুশ্‌দ পূর্বেই অন্যান্য গ্রন্থে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন এইখানেও সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সেই মতবাদ বিশ্বজগত সম্বন্ধে আমাদের যেই ধারণা তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে ; উহা বিমূর্ত ধরনের এবং প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট। বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যেই ধারণা, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, উপাদান-গঠিত ও নানাত্ববাদী, তাহার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট না হইয়া কার্যতায় হওয়া হেতু তাহা আমাদের সর্বসম্বন্ধীয় জ্ঞান অপেক্ষা বিশেষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সঙ্গেই অধিক নিকট-সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র যে ইচ্ছা তাহাও আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ নহে (উপরের আলোচনা দ্র.)।

অতঃপর শেষ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা। চূড়ান্ত প্রমাণ দ্বারা শুধু প্রজ্ঞা বিষয়ে, আধ্যাত্মিকতা ও অমরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কেননা আত্মার বৃত্তিসমূহের মধ্যে শুধু ইহাই অবিভাজ্য এবং দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহায়তা ব্যতিরেকেই কার্যকরী থাকে। ইহা হইতেই অবরোহী প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে যে, ইব্‌ন রুশ্‌দ ব্যক্তির অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু সেই মতবাদ তিনি তাঁহার এরিস্টোটল-এর ভাষ্যের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মতে যেই বৃত্তিগুলি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ব্যবহার বা পরিচালনা করে সেই বৃত্তি যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলও হইয়া পড়িবে এইরূপ প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। ইহা কোন সুদৃঢ় প্রমাণ না হইলেও অন্তত আলোচনার দ্বারোদ্‌ঘাটক। আত্মার জ্ঞান যেহেতু দুর্জ্ঞেয়, তাই সেই বিষয়ে পাক কালামের উপরে নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। পরকালে মানব দেহের পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহা প্রমাণযোগ্য নহে। কিন্তু অনুমান ভিত্তিক গুণাবলী নৈতিক গুণাবলী ব্যতিরেকে হইতে পারে না। আত্মা অমর কিন্তু উহা শুধু কামনা দ্বারাই স্থায়ী হইতে পারে না। সেইজন্য প্রয়োজন ঐ

নৈতিক গুণাবলীর, যেইগুলি দেহের উপস্থিতিরই অর্থবোধক। তবে পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা পার্থিব দেহেরই পুনর্গঠন নহে; কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী উহা হইবে আরেক দ্বিতীয় সৃষ্টি।

(৪) **Metaphysics-এর তাফ্‌সীর** ঃ ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর জীবনের শেষ রচনাবলী হইতেছে তাঁহার বিশালাকার তাফ্‌সীর। কাজেই দার্শনিক তাঁহার জীবনের শেষভাগে এরিস্টোটলের) Metaphysics হইতে যেই সমস্ত প্রধান মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা এখন সেইগুলি পরীক্ষা করিব। এরিস্টোটলের চিন্তা ও দর্শন-পদ্ধতি অত্যন্ত ভালভাবে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার পর ইব্‌ন রুশ্‌দ সেই মতবাদকে সহজ ও পরিচ্ছন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্ভাব্য একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব মতের সঙ্গে যেইটির বেশী মিল রহিয়াছে তিনি সেইটিই বাছাই করিয়া লইয়াছেন। এই তাফসীর বা ভাষ্য তাঁহার এক প্রধান সৃষ্টি। মূল গ্রন্থের 'আরবী অনুবাদগুলি উন্নত ধরনের ছিল না, ইব্‌ন রুশ্‌দ অনেক সময়ে সেইগুলির দুই-তিনটির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সুপ্রাচীন লেখকগণের সম্বন্ধেও তিনি পড়াশুনা করেন, যেমন—আফরোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার (Alexander of Aphrodisias), থেমিসটিয়াস (Themistius), দামিশকের নিকোলাস (Nicholas of Damascus) জোহান্নেস ফিলিপোনাস (Johannes Philiponus)। তাঁহাদের রচনাবলী সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন এবং কখনও কখনও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন স্বীকৃত ও গৃহীত সংস্করণের সংস্কার সাধন করিয়াছেন, এমনকি কোন পাঠের অবোধ্যতাহেতু যদি এমন মনে হইয়াছে যে, উহা এরিস্টোটলের মূল চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে সেই ক্ষেত্রে ইব্‌ন রুশ্‌দ মূলের সঙ্গে উহার সঙ্গতি সাধনও করিয়াছেন।

Metaphysics-এর লক্ষ্য ঃ এই বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা কয়েকটি শব্দের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। "এই গ্রন্থে তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করা।" এই বিজ্ঞানে সেইগুলির অনুমান ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছে। যে কোন আর্টের ক্ষেত্রে সেই আর্টের উদ্দেশ্য (موضوع)-এর যেই স্থান, এখানেও এই অর্থসমূহের সেই স্থান। কোন একটি বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার জন্য যেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে এইগুলি সেই শব্দ (Comment, Detta, Introd.)। অতএব এই শব্দগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের অংশ; সেইগুলির সাদৃশ্যমূলক অর্থ রহিয়াছে যাহা একমাত্র এইভাবেই আবিষ্কার করা সম্ভব, "এতদূর যে, পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর যেই পরীক্ষা করিয়া থাকেন এইখানেও সেই একই ক্রম অনুসারে শব্দগুলির পরীক্ষা করা হইয়াছে।" অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শব্দের একটি মাত্র অর্থ থাকাহেতু সেইগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর বা সাধারণ তাৎক্ষণিক চিহ্ন। তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রেও ইহাই সত্য যে, শব্দ চিহ্নই, কিন্তু এইখানে শব্দের সম্পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না। সেইগুলির স্থলে ব্যবহৃত হইবার মত আর কিছু নাইও। পরম সত্তার যেই সন্ধান, নব্য প্লেটোবাদীদের যেই স্বপ্ন তাহা ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর জন্য শুধু লক্ষ্যমাত্র। তাহা সব সময়েই বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহের বহু গুণতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেইগুলি ব্যতীত উহা হইত অনির্ধারিত এবং কোনরকম স্থায়ী মূল্যহীন। অতএব তত্ত্ববিদ্যা অবশ্যই সত্তার মৌলিক বহুমুখিতার সঙ্গে সম্পর্কিত হইবে যে, বহুমুখিতাকে দশটি শ্রেণীতে পেশ করা হইয়া থাকে বলিয়াই সত্তার তত্ত্বগত সমস্যা রহিয়াছে।

এই কারণেই বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান, গণিত ও পদার্থবিদ্যার ন্যায় তত্ত্ববিদ্যারও একই যৌক্তিক পদ্ধতি থাকিতে পারে না। সত্তা এক, অনন্ত, কারণ ইত্যাদি দ্বারা সাদৃশ্যমূলক প্রজ্ঞা বুঝায়। কাজেই এক অর্থে যদিও ইহা প্রথম বিজ্ঞান যাহা আর সকল বিজ্ঞানকে অনুধাবন করে এবং সেইগুলির নিরীক্ষা গ্রহণ করে, তথাপি ইহাকে সেইগুলির উৎসরূপে বিবেচনা করা যাইবে না যে, সেইগুলি সবই ইহা হইতে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ বা অবরোহিত করা যাইবে। তত্ত্ববিদ্যা নিজেই পদার্থবিদ্যাকে অনুসরণ করে। কেননা তত্ত্ববিদ্যা পদার্থবিদ্যা হইতেই বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল গ্রহণ করে। বাস্তবিক তত্ত্ববিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল, হইবার জন্য হওয়া (الموجود بما هو موجود); আর কোন বিজ্ঞানই ইহার উপরে অনুমান নির্ভর করে না। গণিত কোন বস্তুকে সংখ্যা দ্বারা গ্রহণ করে, সেই বস্তু বা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে না। পদার্থবিদ্যা কোন বস্তুকে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী গতি দ্বারা বিবেচনা করে। বস্তুর লাওয়াহিক (لواحق) তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা বিষয় অর্থাৎ বস্তু হইবার কারণে যাহা কিছু উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহা, আর ইব্‌ন রুশ্‌দ যাহার সংঙ্গে যোগ করিয়াছেন কারণ (أسباب)। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা কারণসমূহের সামগ্রিকতার বিজ্ঞান হইতে পারে না; কারণ বস্তু সবই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নহে এবং এই একই যুক্তি কার্যকারণের ক্ষেত্রেও সত্য। সেইহেতু তিনি তাঁহার চিন্তা-ভাবনাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "চূড়ান্তভাবে গৃহীত মূল সূত্র প্রয়োজনের চূড়ান্ত অর্থে বিবেচিত বস্তুসত্তার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে, যদিও বা আকস্মিকভাবে এমনও ঘটিয়া থাকে যে, কোন কোন বস্তুসত্তা অনুধাবনযোগ্য নহে এবং চূড়ান্ত বা পরমও নহে। যেই সকল বস্তুসত্তা চরম অর্থে গৃহীত, যে কোন অর্থে নহে, যেমন গতিবান বা সঞ্চালক কি গাণিতিক, এই মূল সূত্রগুলি তাহাদের জন্য (১ খ., ৩০০)। অতএব তত্ত্ববিদ্যা বস্তুবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এইগুলির সত্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে অর্থাৎ অস্তিত্বের অনুসন্ধান করে। এই ধারণার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় E (২খ., ৭১৩)-এর ভাষ্যে। তত্ত্ববিদ্যা যদি মহত্তম (أشرف) বস্তুর বিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা কি তবে সার্বজনীন এবং ইহা কি বহু শ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য হয়? ইহা কোন একটিমাত্র শ্রেণীর বিজ্ঞান নহে, বহু শ্রেণীর প্রতিই ইহার প্রয়োগ এবং বহু সত্তার বহুত্বের অধিকতর শক্তিশালী কারণ (afortiori)। অতএব সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বিশেষ বিজ্ঞানের মত সাধারণ বিজ্ঞান নহে। সার্বজনীনতায় ইহা প্রকৃতিতে সর্বাধিক মূর্ত এমন সকল কিছুতেই প্রযোজ্য হয়। সার্বজনীন বিজ্ঞান বিমূর্ত নহে এবং এইখানেই সার্বজনীনতা ও সাধারণের মধ্যে পার্থক্য। এইভাবে দেখা যায় যে, যথার্থ তত্ত্ববিদ্যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র যেই জ্ঞান তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দার্শনিক বৃথাই উহা অর্জনের চেষ্টা করেন। কারণ তিনি সাধারণ প্রস্তুতির ধারণা হইতে ও বস্তুগত উপলব্ধি হইতে কখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না। কেননা সাদৃশ্য অনুমান জ্ঞানের সম্পূর্ণ পদ্ধতি নহে। কিন্তু বস্তুসত্তাসমূহের মধ্যে বস্তু হইতে প্রকৃতি যদি বিচ্ছিন্নভাবে (الطبائع المفارقة) অবস্থান করিতে পারে, তবে তত্ত্ববিদ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইবে। এই প্রকৃতিসমূহ প্লেটোনীয় ধারণাসমূহের ন্যায় বিমূর্ত কোন ধারণার সারবস্তু নহে, এইগুলি পদার্থ ও আকার দ্বারা গঠিত নহে এইরূপ বাস্তবতা। ধর্মতত্ত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে থাকা উচিত একটি বস্তুসত্তা যাহা এই রকম বিচ্ছিন্ন, স্থির ও অনন্ত। ইহা মহাশূন্যস্থ জ্যোতিষ্কসমূহের বিজ্ঞানের উর্ধ্বে, অনন্ত কিন্তু গতিময়; সেইগুলির কারণ সম্বন্ধে ইহা এইরূপ ধারণা

করে; ঠিক যেমন প্রকৃতির বস্তুসমূহ সেইগুলি, যেইগুলি আপন সংজ্ঞার মধ্যে প্রকৃতি (كون)-কে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। কাজেই স্বর্গীয় বস্তু হইতেছে সেইগুলি, যেইগুলির সংজ্ঞার মধ্যে আল্লাহ ও স্বর্গীয় কারণসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (২খ, ৭১২)। সেইজন্যই গ্রীক Theologikhe শব্দটি আল-ইলাহিয়্যাতু'ল-কাওল (الالهيات القول)-রূপে অনূদিত ও বোধ্য হইয়াছে। "বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহ যেহেতু অ-বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের আগে অস্তিত্বশীল হয় তাই যেই বিজ্ঞান অস্তিত্বের দিক হইতে প্রথম ও প্রাচীনতম তাহা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের বিজ্ঞান হইবে" (২খ, ৭১১)। কিন্তু অস্তিত্বের দিক হইতে যাহা প্রথম তাহা জ্ঞানের দিক হইতে প্রথম নহে; কেননা শিক্ষার ক্রম শেষ প্রান্ত হইতে শুরু হয়। এই কারণেই এই বিজ্ঞানকে Metaphysicso প্রকৃতির পরে (মা বা'দা'ত'-তাবী'আ, ১খ, ৭১৪) বলা হইয়া থাকে।

কোন সত্তাই যেহেতু স্ব-ত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত সত্তা হয় না, তাই আল্লাহকে সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয় না—পরম সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিলেও না। কোন রকম বিভাগ বা আকারের মাধ্যমে সত্তাকে সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিলেও আল্লাহ্‌র ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। অতএব দশটি মৌলিক ধারণার মধ্যে মূর্ত সত্তাসমূহ ও ঐগুলির কারণসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অতঃপর তত্ত্ববিদ্যা আল্লাহ্‌র সন্ধান আরম্ভ করিবে। সেই সন্ধান-পর্যায়ে বস্তু ও আকারের, তারপর সম্ভাবনা ও বাস্তব ঘটনার মধ্যকার পার্থক্য আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে একটি কার্যকারণে পৌছান যায়; বস্তু বা সম্ভাবনা কোনটিই উহার অন্তর্ভুক্ত নহে এবং তাহা অনাদি ও গতি সঞ্চালক অনড় সত্তা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদার্থবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে মধ্যবর্ত একটি তত্ত্ববিষয়ক গবেষণার অস্তিত্ব আছে এবং তাহা সকল সত্তার মধ্যে সত্তারূপে বিবেচিত হইবার জন্য মূর্ত সার্বজনীনতার পর্যায়ে আছে। ইহা সেই ধর্মতত্ত্বকে সৃষ্টি করে যাহার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অর্থে আত্মিক নহে এবং প্লেটোনীয় অর্থে আদর্শবাদীও নহে এবং সত্যিকারের অর্থে Metaphysical বা অভিজ্ঞাতীত।

অতএব আশ্চর্যের কিছু নাই যে, ইব্‌ন রুশ্‌দ দুনিয়ার সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে আকস্মিকতার উপরেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিবেন। এরিস্টোটলের মত তিনিও উপলব্ধি করেন যে, সমাগ্রিকভাবে দুনিয়া প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহা নিজের মধ্যে কিছু বাস্তবতাকে ধারণ করে, যাহাদের অস্তিত্ব কেবল অতি ঘন ঘন সংঘটিত হইয়া থাকে (اكثرية)। ইহাতে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে সংঘটিত বাস্তবতার অস্তিত্ব (اقلية)-এর পূর্ব ধারণা রহিয়াছে। দৈব ঘটনের আকস্মিক সংঘটন ব্যতীত বীপ্সা বা পুনঃপুনঃ সংঘটিত ঘটনার একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক গতিশীল হইতে পারিত না এবং সেই ক্ষেত্রে সকল ঘটনা বা হেতুই শুধু প্রয়োজনে ঘটিত। অতএব এই দুনিয়াতে অবশ্যই আকস্মিক হেতু বর্তমান থাকিবে। কিন্তু প্রতিটি কারণ বা হেতুই যদি উহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে এবং হেতুটিও অপর একটি হেতু হইতে সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে একটি অনন্ত এবং সার্বক্ষণিকভাবে ক্রিয়াশীল আন্নিয়্যা (أنية) থাকিতে হইবে, যাহা প্রতিটি বস্তুসত্তার সৃষ্টি ও অপসৃয়মানতা পরম সত্তার ন্যায় নির্ধারণ করিবে।

ইব্‌ন রুশ্‌দ কোন সম্পূর্ণ সমাধানমূলক ধারণা মানেন না। সন্দেহ নাই যে, ঘটনার সঙ্গে কারণের সম্পর্ক সব সময়েই রহিয়াছে; কিন্তু কারণ কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে উপস্থাপিত হইতে পারে যখন সেই প্রক্রিয়া ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে না, বরং আগন্তুকস্বরূপ থাকে। "আকস্মিক ঘটনার পরিণতি ফলের যেই কারণ, উহা আদৌ কোন স্বাভাবিক গতির কারণ নহে" (২খ, ৭৩৫-৬)। ফল হয় এই যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে সৃষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে এই কারণের ঘটন হয় কারণবিহীন। স্বাভাবিক কারণসমূহ একটি স্বভাবতই পরিণতির দিকে পরিচালিত না হওয়া হেতু কোন কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া এইরূপ পরিণাম সৃষ্টি করে। যেমন আগুনে জ্বলে বা তাপ সৃষ্টি করে, ইহা স্বাভাবিক কার্যফল। কিন্তু আগুনে কোন মানুষ দগ্ধ হইলে সেই ক্ষেত্রে উহার কারণ-ফল জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে এবং উহাকে বিঘ্নত করে, যদিও আগুনের স্বাভাবিক পরিণতি-ফল জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করা নহে।

ইহার বিপরীত হইতেছে প্রাথমিক বস্তুসমূহের পরীক্ষা এবং তাহা তত্ত্ববিষয়ক প্রয়োজনে। Book A-এর ভাষ্যের দীর্ঘ ভূমিকাতে ইব্‌ন রুশ্‌দ এই কার্যের সম্পূর্ণ বুদ্ধিনির্ভর পরিকল্পনার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সেই বইখানিই বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণ বই, পরবর্তী দুইখানিতে শুধু ধারণা ও সংখ্যার দর্শনের সমালোচনা রহিয়াছে।

ইব্‌ন রুশ্‌দ সমানুপাতিক রাশি বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও (৩খ, ১৫৫২) আরোহণ সাদৃশ্যের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি দেখান যে, কোন বস্তুর যে সম্মুখবর্তিতা তাহা, দুইটি সংখ্যার মধ্যে কোন একটির যে অগ্রবর্তিতা, সেইরূপ নহে, বরং "উহা দুইটি সম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে একটির তুলনায় অপরটির যে অগ্রবর্তিতা, তাহা।" সারবস্তু সার্বজনীন নহে (ইহা প্লেটোর মতের বিরোধী)। ইহা অনুভূতির বস্তু, অনন্ত (سرمدى) মহাশূন্য বা বিকৃতিযোগ্য (فاسد) বস্তু এবং অনড় ও বিচ্ছিন্ন বস্তু। অনুভূতিগত অনন্ত বস্তুসমূহ পদার্থবিদ্যার বা প্রকৃতিবিদ্যার অন্তর্গত (ইব্‌ন সীনা এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন) "তত্ত্ববিদ্যা বিজ্ঞানী বস্তুরূপে বস্তুর মূল সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, বিচ্ছিন্ন বস্তুই প্রাকৃতিক পদার্থের মৌলিক নীতি ; কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য Physics, book i-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজন একদিকে জননশীল, বিকৃতিযোগ্য বস্তুসত্তা (অর্থাৎ পদার্থ ও আকার দ্বারা গঠিত) অথবা অনন্ত দ্রব্য; এবং অন্যদিকে book iii-এর শেষে যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ অনন্ত বস্তুকে গতি সঞ্চালনকারী স্বয়ং বস্তু হইতে মুক্ত (৩খ, ১৪২৪), তাহার উপরে নির্ভর করা। অগতিশীল স্থির বস্তু, তাই তত্ত্ববিদ্যার অংশ কিন্তু ইহার সম্বন্ধে ধারণা লাভের জন্য গতিশীল বস্তুসমূহের পরিবর্তন পরীক্ষা করা দরকার। সকল জননকার্য উদ্গত হয় সম্ভাবনাশীল পদার্থ হইতে। কিন্তু জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পদার্থ শুধু অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যথার্থতায় স্থিত। কাজেই মহাশূন্যস্থ বস্তুসমূহ বিভাজ্য বা বিকৃতিশীল কোনটিই নহে। ইহা ইব্‌ন সীনার মতের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন যে, সকল বস্তু বা পদার্থই সৃষ্টিসম্ভাবনাশীল।

সকল জননকার্যের তিনটি কারণ রহিয়াছে ঃ বিষয় (موضوع), সম্ভাবনাশীল বস্তু বা পদার্থ এবং দুইটি বৈপরীত্য (ضدان) যাহাতে নাকি উহা সম্ভবনাশীল; সংজ্ঞা যাহার সঙ্গে যুক্ত, তাহা হইতেছে আকার (صورة); অপরটি আকারহীনতা (عدم الصورة) বস্তু বা পদার্থের মূলনীতি এই রকম। আকার বা বস্তু কোনটি জনন করা যায় না, যাহা জনন করা যায় তাহা হইল গতি সঞ্চালন সৃষ্টিকারীর (محرك) কার্যের ফলে সৃষ্ট একটা ঐক্য বা মিলন; সঞ্চালন সৃষ্টিকারী যাহাকে গতিশীল করে তাহাই পদার্থ বা বস্তু এবং যাহার দিকে উহা গতিশীল হয় তাহাই আকার। কাজেই যেই একমাত্র বস্তুটির কারণ সৃষ্টি করা হয়, উহাকেই বলা হয় গঠিত বস্তু (مركب)।

Alexander ও Themistius-কে সমালোচনা করিতে গিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দ 'প্রতিশব্দগত' বা একার্থক কারণসত্তা (المواطئ) এই প্রশ্নটির উপর জোর দিয়াছেন মানুষ মানুষ হইতে জন্মায়। কিন্তু পশু যে পচন (عفونة)-এর ফলে জন্মায় উহা কিভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে? উহার ব্যাখ্যা হইবে এইরূপঃ কিছু পদার্থ রহিয়াছে স্বাভাবিক, যেইগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রজনিত হয় (এককের সৃষ্টি দ্বারা উহাই বুঝানো হইয়াছে), এবং কিছু রহিয়াছে ঘটনাক্রমিক জনন বা উৎপাদন, যেইগুলি প্রকৃতিতে কৌশল, আকস্মিকতা (بالاتفاق) বা স্বতস্ফূর্ততা (من تلقاء نفسه) দ্বারা উৎপাদিত হয়। কিন্তু সকল প্রাকৃতিক পদার্থ বা বস্তু পুরুষ পরম্পরায় প্রাকৃতিকই থাকে। অন্যান্য প্রাণী যেইগুলি পচনের ফলে জন্মায় সেগুলি কোন সমার্থক প্রতিনিধি দ্বারা প্রকৃতিরই উৎপাদন, আকস্মিকতার সৃষ্টি নহ। কেননা "আকস্মিকতা দ্বারা যাহা উৎপাদিত হয় তাহা নিয়ম (نظام)-বিহীন সৃষ্টি, তাহা প্রকৃতির অনুসৃত লক্ষ্য নহে।' দক্ষতাপূর্ণ প্রাকৃতিক কারণসমূহের সব সময়েই স্বাভাবিক পরিণতি রহিয়াছে। জীবের মধ্যে বীর্যের যে ক্ষমতা, ক্ষয়েরও ঠিক অনুরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহা কোন সৃষ্টির ধারায় (متناسل) স্বীয় সৃষ্টি উৎপাদন করে; বীর্যের মতই উহারও নিজ হইতে সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণী উৎপাদনের ক্ষমতা রহিয়াছে।

সকল বস্তুজাগতিক সত্তারই বস্তু বা পদার্থ রহিয়াছে। এই অর্থে "ইহার প্রকৃতি কতকটা সার্বজনীন"। কিন্তু বাস্তবিক যদি উহাই হইত তবে উহার একটি আকার থাকিত এবং আকারের কারণে উহাদের একত্ব থাকিত। তাহা হইলে সংখ্যায় এক হইয়া ইহা বহুত্বে কি করিয়া বর্তমান থাকিবে? তাহা সম্ভব একমাত্র এই কারণে যে, ইহা সৃষ্টি-সম্ভাবনাশীল। বস্তু সম্বন্ধে বলা হয় যে, যে ব্যক্তিগত পার্থক্য (الفصول الشخصية) বস্তুকে সংখ্যাগত বহুগুণতা দান করে সেইগুলি অপসারণ করিলেই উহা একত্ব লাভ করে এবং এইভাবে উহা বহু বস্তুর ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ইহাকে সাধারণ বলা হয় না; কারণ ইহার একটি সাধারণ আকার রহিয়াছে, যেই রূপ আকারের ক্ষেত্রে হয় (দ্র. ৩খ, ১৪৭৩)। আকারের ঐক্য হইতেছে এই সত্য যে, কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মূর্ত বস্তুসত্তা একই প্রজাতি বা একই শ্রেণী গঠন করে। "যেই দলকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্বারা এক ও অভিন্ন (اشتراك) আকারের বলিয়া চিহ্নিত করা যায়, আত্মার বাহিরে তাহারই সম্ভাবনাশীল অস্তিত্ব রহিয়াছে। পদার্থের মধ্যে বুদ্ধি যাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে তাহা একটি অস্তিত্বহীনতা; কেননা উহা একমাত্র না-সূচকতা দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়, যাহা উহা হইতে ব্যক্তির আকার প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পদার্থ বা বস্তুর যেহেতু আত্মার বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই, অন্তত যতদূর পর্যন্ত উহাকে উৎপাদিত রূপের ও বিকৃতিকারকের সামগ্রিকতায় ধারণা করা যায়, যাহা দ্বারা উহা শূন্যতা হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু বা পদার্থ হয় এবং উহার অস্তিত্ব আত্মার বাহিরে হয়, তাহাকে সংক্ষেপিত করিয়া বলা যায় যে, তাহা উপলব্ধিগত ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিতল; তাহাকে হয়ত দেখা যায় কিন্তু বুঝা যায় না" (পৃ. ১৪৭৩-৪)। সংক্ষেপে, যেই কারণে যায়দ-এর অস্তিত্ব আছে তাহা এই নহে যে, লোকটির পরিচিত আকারের সাধারণ বস্তু আছে, এই আকার ও এই বস্তু চিন্তাতেই বর্তমান এবং তাহাদের উভয়ের সার্বজনীন স্পষ্ট (positive) [আকার] এবং সার্বজনীন অস্পষ্ট (Negative) [বস্তু] এই দুইয়ের মুকাবিলা দ্বারা এবং ইহা শুধু আত্মাতে বর্তমান থাকাহেতু। আত্মার বাহিরে এই যায়দ নামক মূর্ত ও ব্যক্তিগত বাস্তব সত্তার উদ্ভব হইতে পারে না। সঠিকভাবে বলিতে গেলে কোন ব্যক্তির যেই সৃষ্টি তাহা বস্তু বা আকারের মাধ্যমে হয় না। M. Cruz Hernandez পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছেন, "la materia y la forma no Poseen per se actividad motora, ni autoprincipio de transformacion alguna।" যাহা অস্তিত্ববান হয় তাহা বিশেষ কোন বিষয়ে একটি ব্যক্তির আকার এবং যাহা কোন বিশেষকে সৃষ্টি করে তাহা নিজেও একটি বিশেষ। এইখানে ইব্‌ন রুশ্‌দ Themistius- এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করিতেন, জননের ক্ষেত্রে আকারটি সৃষ্টি হয় (তাঁহার মতে পচনের ফলে যে জীবজন্তুর বংশ বিস্তার হয় উহা ইহার একটি প্রমাণ। কারণ তিনি প্রশ্ন করেন, এই জীবজন্তুগুলির আকার কোথা হইতে আসিল?) মৌলিক আকার তাই ভিন্ন হইবে এবং বাহির হইতেই হইবে; সেইখানে একটি আকারদাতা (dator formarum واهب الصور) থাকিবেন, যিনি হইলেন নিমিত্ত বুদ্ধি (agent intellect, العقل الفعال)। ইব্‌ন সীনার মতবাদও ইহাই ছিল। তাঁহার মতবাদের ভিত্তি ছিল নিম্নের যুক্তিটি, "পদার্থে চারিটি গুণ, যথা তাপ, শৈত্য, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা ভিন্ন অন্য কোন কার্যকর শক্তি থাকে না। এই গুণগুলি উহাদেরই অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করে; কিন্তু মৌলিক আকারসমূহ পরস্পরের উপরে ক্রিয়াশীল হয় না।" ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর মতবাদ হইল, "কারণ-সত্তা শুধু বস্তু ও আকারের মিশ্রণফল উৎপাদন করে এবং তাহা করে বস্তুকে সঞ্চারণশীল করিয়া ও পরিবর্তিত করিয়া, যাহাতে উহার মধ্যে যাহা আছে, যাহা আকারের সম্ভাবনাময়, তাহা বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে।"

কারণ-সত্তা বিষয়ে ইব্‌ন রুশ্‌দ ধর্মতত্ত্ববিদগণের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা একটিমাত্র কারণ স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় কোন কারণ অস্বীকার করেন। ইহার কারণ তাহারা মনে করেন, সকল কার্যই কারণবিহীন সৃষ্টি এবং তাহারা যখন সঞ্চারণদাতাকে কোন সঞ্চারণশীল বা গতিশীল বস্তুর উপরে ক্রিয়াশীল হইতে দেখেন তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, উহাদের মধ্যে গতি সৃষ্টি করে কোন্‌টি? কিন্তু প্রশ্ন উহা নহে; সত্যিকারের কারণসত্তা উহাই যাহা কোন বিষয়কে সম্ভাবনা হইতে বাস্তবতায় পরিণত করে এবং একমাত্র এই অর্থেই বলা হইয়া থাকে যে, ইহা বস্তু ও আকারকে যুক্ত করে। বস্তুর প্রাথমিক স্তরে আকার বর্তমান এবং প্রথম গতিমানের মধ্যে কার্যকরভাবে বর্তমান—যেই অর্থে বলা হয়, ইহা শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য, শিল্পীর মনের ভিতরে থাকে, অনেকটা সেই রকম।

গতিময় সঞ্চারণকারীরা বাস্তবিকই কারণ-সত্তা, তাহাদের নিজেদের স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে। এইজন্যই কে গতিশীল করে শুধু তাহাই নহে, কে সমন্বয় সাধন করে উহাও বাহির করা আবশ্যক। যথার্থ ও সার্বজনীন একটি গতিরই অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাহা পৃথিবীর গতি ও সেই গতিই পৃথিবীর অন্য সকল গতিকে সদা গতিশীল ও চিরন্তন করিয়া রাখে (الاتصال والازلية)। এই পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্বতঃইচ্ছা দ্বারা গতিময় হয়। সেই ইচ্ছা উহাদের মধ্যে অনুপ্রাণিত করেন প্রথম স্থির গতিবান, "কারণ নিজেদের বিষয়ে উপলব্ধি রহিয়াছে যে, তাহাদের পূর্ণতা ও সারবস্তু সব গতির মধ্যেই নিহিত... এবং আরও যে, তাহাদের গতির ফলেই ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্ভাবনার অবস্থা হইতে বাস্তবতায় পরিণত হয় অর্থাৎ বস্তু আকার লাভ করে" (৩খ, ১৫৯৫)। প্রকৃতপক্ষে উপরের দৃষ্টান্ত মত আকার প্রথম গতি সঞ্চারণকারীর ক্ষেত্রে গতিময় এবং বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হইলেও বলিতেই হয় যে, সত্তাসমূহের যথার্থ উপলব্ধির জন্য বিপরীতটিই সত্য। "অনেকের ধারণা (يشبه) যে, তাহাদের দুইটি

অস্তিত্ব রহিয়াছে, একটি গতিতে, যাহা বাস্তব মূর্তে অস্তিত্ব এবং অপরটি সম্ভাবনাতে যাহা ভিন্ন আর এক আকারে তাহাদেরই অস্তিত্ব" (ঐ)। প্লেটোনীয় মতবাদের অনুসারিগণের এই ছিল মত, কিন্তু তাহারা যথার্থতায় পৌঁছাইতে পারেন নাই; কারণ উহাদের মধ্যকার পৃথক আকার গতি সঞ্চারকারী নহে ঃ প্রথম গতি সঞ্চারণকারীতে উহাদের অবস্থিতি, যাহা সকল বস্তুসত্তাকে উহাদের মধ্য দিয়া নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। মহাশূন্যের গতিময়তার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাদের নিজেদের পূর্ণতা এবং সেইজন্য উহার যে ক্রমাগত অনুসন্ধান তাহার ফলেই (تابع)। দ্বিতীয়ত, উহা বস্তুসত্তাকে সম্ভাবনা হইতে কার্যে পরিণত করার নিশ্চয়তা দান করে। "যেমন কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোন ধরনের একটি ব্যায়াম করে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে স্বাস্থ্য রক্ষা, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ ধরনের ব্যায়ামটির চর্চা করা" (১৫৯৬)।

প্রজ্ঞা বিষয়ে ইব্ন রুশ্দ Alexander-এর বিরুদ্ধে মতবাদ গ্রহণ করেন। Alexander-এর ধারণা ছিল যে, বস্তুগত প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং উহা বিনাশশীল, যাহার ফলে প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাধানহীন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইব্ন রুশ্দ Theophratus, Themistius ও অধিকাংশ এরিস্টোটলপন্থী দার্শনিকের বলিয়া বর্ণিত একটি মতবাদের বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, বস্তুগত প্রজ্ঞার অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং ভিন্ন প্রজ্ঞাময় কারণ-সত্তার বস্তুগত প্রকার যেই আকারের সেই আকারে থাকে। কিন্তু তিনি বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন এবং তাঁহার De Anima-তে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতিই নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুগত প্রজ্ঞা স্বতঃই সৃজনশীল ও বিনাশশীল (Bouyges, 1489)। ল্যাটিন অনুবাদসমূহে নঞার্থক non est generabilis et corruptibilis যোগ করা হইয়াছে। স্বভাবজ প্রজ্ঞা (بالملكة habitu) যাহা আমাদের নিকট বোধগম্য বিষয়ের জ্ঞান প্রসারিত করে, উহার সৃজনশীল ও বিনাশশীল দিক রহিয়াছে; বিনাশশীল দিক উহার কার্য, কিন্তু নিজের মধ্যে উহা বিনাশশীল নহে। উহা আমাদের নিকটে আসে শূন্য হইতে (من خارج) এবং আর প্রজনিত হয় না; সেই কারণেই সম্ভাবনাময় প্রজ্ঞা ইহার জন্য স্থানস্বরূপ (مكان), জাগতিক বস্তুস্বরূপ নহে। এই প্রজ্ঞা বস্তুগত প্রজ্ঞার সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ, ইহার কার্য ছিল এবং সেই কার্য সৃজনশীল বা জননশীল ছিল না, ইহার কার্যই ইহার সারবস্তু এবং ইহার মধ্যকার কোন কিছুর কারণেই ইহাকে বস্তুগত প্রজ্ঞার সঙ্গে একীভূত করা যায় না। কিন্তু ইহা যেহেতু উহার সঙ্গে একীভূত হয়, সেই ঐক্যহেতু ইহা উহার দ্রব্য নহে। ইহার যেই কার্য উৎপাদিত হয় তাহা ইহার উপকারের জন্য নহে, বরং অপরের উপকারের জন্য। কাজেই অনন্ত সত্তার পক্ষে কোন জননশীল ও বিনাশশীল সত্তাকে বোধের ক্ষমতা দান করা সম্ভব। মানুষ যখন পূর্ণতা অর্জন করে এই প্রজ্ঞা তখন সকল সম্ভাবনা ত্যাগ করে এবং তখন প্রয়োজনেই ইহার কার্য— যাহা ইহার মধ্যে অবস্থিত নহে— শূন্যতায় লুপ্ত হয়। কাজেই হয় আমরা এই প্রজ্ঞা দ্বারা আদৌ আর কিছু বুঝি না অথবা আমরা প্রজ্ঞা দ্বারা এই অর্থ বুঝি যে, ইহার অর্থ, এই অবস্থায়, সারবস্তুতে পরিণত হয়। ইব্ন রুশ্দ দেখান যে, দ্বিতীয় বিষয়টিই প্রকৃতপক্ষে সত্য (তু. ৩খ, ১৪৮৯-৯০)। প্রশ্নটি কঠিন। মনে হয় যেন ইব্ন রুশদ স্বভাবজ প্রজ্ঞাকে একটি উপায়রূপে ধারণা করিয়াছিলেন, যেইরূপে প্রজ্ঞাময় কারণ সত্তা আমাদের মধ্যে আমাদের আত্মার বস্তুগত প্রজ্ঞার অংশে বর্তমান থাকে। আমাদের মধ্যে উহার যেই কার্য তাহার একটি শুরু আছে এবং একটি শেষ আছে; পণ্ডিতগণের অর্জিত জ্ঞানের ন্যায়ই সব সময়ে ইহার ব্যবহার হয় না। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা অনুভূতির মনোবিজ্ঞানগত বাস্তবতার সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে, স্মৃতিশক্তির ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ইহা যখন নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় তখন আর ইহার আত্মার ক্রিয়াশীল অংশসমূহের প্রয়োজন হয় না; ইহা তখন নিজের উপরে ও নিজের উপরে গিয়া নিজেরই কার্যের উপরে নির্ভরশীল হয়; সেই অবস্থায় ইহা ইহার ধারণাগত বোধগম্যতার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। আমাদের এই প্রজ্ঞাময়তার পূর্ণতায় আমরা খোদ প্রজ্ঞাময় কারণ-সত্তা দ্বারা অর্থাৎ ইহারই মৌলিক গঠন প্রক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। ইহা হইতেই এই বক্তব্যটির সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা অদৃশ্য হইয়া যায়। এই মতবাদের সঙ্গে ইব্ন রুশ্দ যেই সংশোধনী যোগ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম, প্রামাণিক মূল্যের কোন পরিবর্তন না করিয়া তিনি উহাকে এরিস্টোটলের বলিয়া বলিয়াছেন, যাহা প্রমাণিত হয় তাহা সবই যেহেতু সত্য, যাহা কিছু প্রমাণযোগ্য নহে তাহাও যে মিথ্যা হইবে এমন কোন কথা নাই।

ইব্ন রুশ্দ-এর চিন্তাধারার সাধারণ পর্যালোচনার জন্য ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় রক্ষিত তাঁহার পাণ্ডুলিপিসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বর্তমান প্রবন্ধটি 'আরবী ভাষায় এ পর্যন্ত টিকিয়া থাকা তাঁহার রচনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। ল্যাটিন অনুবাদসমূহে কোন কোন বিষয়ে মূল গ্রন্থে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপহেতু কিঞ্চিৎ পাঠ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে— অনুবাদে সাধারণত যাহা হইয়া থাকে; সেইগুলিতে কোন কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্রে হয়ত বড় পার্থক্যও থাকিতে পারে। এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সতর্ক পঠন-পাঠন হইলে ভাল হইত কিন্তু তাহা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ।

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্বে Republic-এর উপর রচিত ভাষ্যের উল্লেখ করিতে হয়। সেইখানি হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে টিকিয়া আছে (ভূমিকা সমেত সম্পাদনা, অনুবাদ ও ভাষ্য E. I. J. Rosenthal, Averroes, Commentary on Plato's Republic, কেম্ব্রিজ ১৯৫৬ খৃ.)। ইব্ন রুশ্দ এরিস্টোটল-এর Politics-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না; তিনি প্লেটোর Politics পাঠ করিয়াছিলেন। "দুইখানি গ্রন্থ Nichomachean Ethics ও Republic একই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পরিপূরক, ইহা ইব্ন রুশদ বলিয়াছেন।" এইখানে আদর্শ নগর-রাষ্ট্রের ধারণার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া রহিয়াছে এবং এইখানে ইব্ন রুশদ-এর সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রায়শ আল-ফারাবীর ব্যবহার করিয়াছেন, য়ুনানী (গ্রীক) প্রতিষ্ঠানসমূহ (institutions)-কে অতি চমকপ্রদ উপায়ে মুসলিম বাস্তবতাতে প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন, যেমন poetics (কাব্যতত্ত্ব)-এর ক্ষেত্রে তিনি য়ুনানী কাব্য ও কাব্যতত্ত্বসমূহকে প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন। আইন বিষয়ে ও আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আল-মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বহু পরোক্ষ ইঙ্গিতও করিয়াছেন।

ইব্ন রুশদ-এর মুসলিম ছাত্র ছিল স্বল্প সংখ্যক। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে তাঁহার বিশাল খ্যাতির প্রভাব সর্বজনবিদিত। রেনাঁ ও তাঁহার পরে আরও অনেকে দাবি করিয়াছেন যে, ইব্ন রুশ্দ-এর চিন্তাধারায় মৌলিক কিছুই নাই। ইহার কারণ, রেনাঁ ইচ্ছা করিয়াই ধর্ম বিষয়ক ও আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অবমূল্যায়ন করিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে

গেলে তিনি মূল্যায়নেই ভুল করিয়াছেন, আর তাহার ফলে 'আরব চিন্তাধারা বিষয়ক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এক অন্ধকার ছায়া নিপতিত হইয়াছে। এইসব ঐতিহাসিকই ফালাসিফার মধ্যে গ্রীক চিন্তাধারার উত্তরাধিকারের অধিক আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইব্ন রুশ্দ-এর সমগ্র গ্রন্থাবলী অবিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করিলে এবং তাঁহার ব্যাপক চিন্তাধারার ঐক্যের বিষয়টি ধারণা করিতে পারিলে পরিষ্কারই উপলব্ধি করা যায় যে, ভাষ্যকার ইব্ন রুশ্দ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ঃ (১) M. Alonso, Averroes observador de la naturaleza, in al-And., ৫খ. (১৯৪০ খৃ.o; (২) ঐ লেখক, El 'ta'wil' y la hermeneutica sacra de Averroes, ঐ, ৭খ. (১৯৪২); (৩) R. Aranldez, La pensee religieuse d'Averroes, I. La creation dans le Tahafut, St. Isl-এ, ৭খ. (১৯৫৭ খৃ.), II, La theorie de Dieu dans le Tahafut-এ, ৮খ. (১৯৫৭ খৃ.), III, L'immortalite de I'ame dans le Tahafut-এ, ১০খ. (১৯৫৯ খৃ.); (৪) M. Asin Palacios. El averroismo teologico de Santo Tomas de Aquino Homenaje a F. Codera -তে, সারাগোসা ১৯০৪ খৃ.; (৫) T. J. De Boer. Die Widerspruche der Philosophie und ihr Ausgleich durch Ibn Roschd, স্ট্রাসবুর্গ ১৮৯৪ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, The History of Philosophy in Islam, লণ্ডন ১৯০৩ খৃ.; (৭) Carra de Vaux, Les penseurs de 1'Islam, ৪খ., প্যারিস ১৯২৩ খৃ.; (৮) P. S. Christ, The psychology of the active intellect of Averroes, ফিলাডেলফিয়া ১৯২৬ খৃ.; (৯) Cruz Hernandez, Historia de la filosofia hispano musulmana, মাদ্রিদ ১৯৫৭ খৃ., ২খ.; (১০) ঐ লেখক, La libertad y la naturaleza social del hombre segun Averroes, L'homme et son destin-এ, Louvain 1960; (১১) ঐ লেখক, Eticae Politica na filosofia de Averrois, Rev. Portug. de Filos-এ, ১৭খ. (১৯৬১ খৃ.); (১২) H. Corbin, Histoire de la philosophie islamique, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ.; (১৩) H. Derenbourg, Le Commentaire arabe d'Averroes sur quelques petits ecrits physiques d'Aristote, in Arch f. Gesch. d. Phil., ১৮খ. (১৯০৫ খৃ.); (১৪) J. Freudenthal ও S. Frankel, Die durch Averroes erhaltene Fragmente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles, Abhandle. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu-তে, বার্লিন ১৮৮৪ খৃ.; (১৫) L. Gauthier, La theorie d'Ibn Roschd sur les rapports de la religion et de la Philosophie, প্যারিস ১৯০৯ খৃ.; (১৬) M. Horten Die Metaphysik des Averroes, Halle ১৯১২ খৃ.; (১৭) ঐ লেখক, Die Haupthelren des Averroes nach seiner Schrift Die Widerlegung des Gazali, বন ১৯০৩ খৃ.; (১৮) F. Lasinio II commento medio di Averroe alla Poetica di Aristotele ('আরবী ও হিব্রু), Annali delle universita Toscane-তে, pisa ১৮৭২ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, II commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, Florence ১৮৭৭ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, Studi sopra Averroe, Annuario delle Societa Italiana per gli studi orientali-তে, ১৮৭২-৩ খৃ.; (২১) G. M. Manser, Die gottliche Erkenntnis der Einzeldinge und die Vorsehung bei Averroes, j. f. Phil. und spek. Theol.-এ, ২৩খ. (১৯০৯ খৃ.); (২২) ঐ লেখক, Das Varhaltnis von Glauben und Wissen bei Averroes, ঐ, ২৪খ. (১৯১০) ও ২৫খ. (১৯১১ খৃ.); (২৩) I. Mehren, Etudes sur la philosophie d Averroes concernant ses rapports avec celle d'Avicenne et de Gazzali, Museon -এ, ৭খ. (১৮৮-৯ খৃ.); (২৪) S. Munk, Melanges de Philosophie juive et arabe, প্যারিস ১৮৫৯ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.); (২৫) C. A. Nallino, নিবন্ধ Averroe, Enciclopedia italiana; (২৬) S. Nirenstein, The problem of the existence of God in Averroes, ফিলাডেলফিয়া ১৯২৪ খৃ.; (২৭) G. Quadri, La Philosophie arabe dans 1'Europe medievale des origines a Averroes, R. Huret কর্তৃক ফরাসী অনু., প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (২৮) M. Worms, Die Lehre der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalterlichen arabischen Philosohphen... (Append. Abhandl. des Ibn Rosd uber das Problem der Weltschopfung), in Beitr. der Gesch. d. Phil. d. Mittelalters, ৩/৪খ., Munster 1900 খৃ.; (২৯) M. Allard. Le rationalisme d Averroes d'apres une etude sur la creation BEO-তে, ১৪খ. (১৯৫২-৪খৃ.); (৩০) j. Windrow sweetman, Islam and Christian Theology, ২খ, ২য় ভাগ, লণ্ডন তা. বি., পৃ. ৭৩-২১০।

R. Arnaldez (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্ন রুশ্দ আল-মালিকী (ابن رشد المالكى) ঃ আবুল-ওয়ালীদ মুহ়াম্মাদ ইব্ন আহ়মাদ আল-জাদ্দ [বিখ্যাত দার্শনিক Averroes বা ইব্ন রুশ্দ (দ্র.)]-এর দাদা নামে বিখ্যাত তৎকালীন মুসলিম প্রতীচ্যের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মালিকী ফাকীহ্, মালিকের ব্যাখ্যাতা হিসাবে যাহার প্রতিভাকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল এরিস্টোটলের ব্যাখ্যাতা তাঁহার পৌত্র ইব্ন রুশদ-এর খ্যাতি। জ. ৪৫০/১০৫৮-৯, মৃ. ২১ যুল-কা'দা, ৫২০/৮ ডিসেম্বর, ১১২৬, তাঁহার নিজ শহর পূর্ব কার্ডোভায়, (ইব্ন) 'আব্বাসের গোরস্থানে সমাহিত।

৫১১/১১১৭ হইতে ৫১৫/১১২১ সন পর্যন্ত ইব্ন রুশ্দ কর্ডোভায় কাদি'ল-জামা'আ হিসাবে আন্দালুসীয় বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ছিলেন। কোন অস্পষ্ট কারণে তিনি হয়ত ইস্তফা (استعفاء)

দিয়াছিলেন অথবা বরখাস্ত হন যাহার সম্ভাবনা ন্যূন। পরিষ্কারভাবে জানা যায়, তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আরনিসওয়াল (Anzul) রণক্ষেত্রে ১৩ সাফার, ৫২০/১৯ মার্চ, ১১২৬ সনে Aragon (El Batallador)- এর প্রথম Alfonso-র পরাজয়ের পরে। পরাজয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আলফনসো খৃষ্টীয় জগতের জন্য আল-আন্দালুস পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় দ্রুত অগ্রগতি সাধন এবং মুজারাব (Mozarab)-গণের ব্যাপক সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। যেই অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তখন ইসলাম বিপদাপন্ন হইয়াছিল, ত্বরিত তাহা উপলব্ধি করিয়া ইব্‌ন রুশদ মুরাবিত' শাসক 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীন (দ্র.)-কে সতর্ক করা এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য ৩০ মার্চ, ১১২৬ সনে সত্বর মাররাকেশ গমন করেন। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুজারাবগণ তাহাদের নিরাপত্তার সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে- এই আইনগত মতামত ব্যক্ত করিয়া তিনি বিপুল সংখ্যক মুজারাবকে বিতাড়িত করিবার জন্য 'আলীকে রাযী করিলেন। ফলে বহু লোক Sale, Meknes ও মরিক্কোর অন্যান্য স্থানে নির্বাসিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরামর্শ দেন যে, নিজদের ভূখণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বিরুদ্ধে মুরাবিত'গণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আন্দালুসের নগর ও শহরসমূহে যেমন তদ্রূপ মাররাকেশের চারিপাশেও প্রাচীর নির্মাণ প্রয়োজন। আরও বলা হয়, স্পেনে মুরাবিত'-এর প্রতিনিধি 'আলীর ভাই আবূ ত'াহির তামীমকে বরখাস্ত করিবার পরামর্শও তিনি দিয়াছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে, তথায় ইসলামকে রক্ষা করিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। স্পেনে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ মাস পরে তিনি ইনতিকাল করেন। সেই বৎসরই তাঁহার পৌত্রের জন্ম হয়।

আবু'ল-ওয়ালীদ কু'রতুবী নামে পরিচিত ইব্‌ন রুশদ মালিকী ফিক্‌হের একজন মহান শিক্ষক, সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও মৌলিক রচনাবলীর সারসংক্ষেপ রচনাকারী ছিলেন। তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যসমূহের অন্যতম ছিল আল-উত্‌বী (মৃ. ২৫৫/৮৬৯)-র মুস্‌তাখ্‌রাজা অর্থাৎ কিতাবু'ল-বায়ান ওয়াত-তাহ্‌স'ীল লিমা ফি'ল-মুস্‌তাখরাজা ইত্যাদি (১১০ খণ্ডে)। অধুনা সমধিক পরিচিত তাঁহার কিতাব আল-মুকা'দ্দিমাতু'ল-মুমাহ্‌হাদাতু লি-বায়ানি মাক'তা'দাতহুর-রুসুমু'ল-মুদাওনা মিনা'ল-আহ্‌কাম (المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته الرسوم المدونة من الاحكام), কায়রো ১৩২৪ হি.; মুছান্ননা পুনর্মুদ্রণ, বাগদাদ তা. বি., কিন্তু ১৯৬০ দশকে)। তাঁহার শাগরিদ ইবনু'ল-ওয়াযযান-এর নিকট আমরা ঋণী নাওয়াযি'ল ইব্‌ন রুশদ শিরোনামে একটি ফাতওয়া সংগ্রহের জন্য যাহা ঐতিহাসিক এবং অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ, যাহার একটি চয়ন, একটি প্রদীপ্ত ভূমিকাসহ, ইহ্‌সান 'আব্বাস আল-আব্‌হাছ, ২২শ সংখ্যা (বৈরূত ১৯৬৯ খৃ., ৩-৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন রুশদের যেই সকল রচনা আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতে পরিলক্ষিত হয় একটি ক্ষুরধার যুক্তিপ্রবণ মন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও অনুপম প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত ইহ'সান 'আব্বাস-এর নাওয়াযিলের ভূমিকায় যাবতীয় মৌলিক সূত্র সন্নিবেশিত।

J.D.Latham (E.I.[2] Suppl.) মোঃ আনোয়ার শাহ

ইব্‌ন রুশায়দ (ابن رشيد) : পূর্ণ নাম মুহি'ব্বুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন রুশায়দ আল-ফিহ্‌রী আস্‌-সাব্‌তী, ফাকী'হ ও সাহিত্যিক। তিনি সিউটার অধিবাসী ছিলেন, যেমন তাহার সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (نسبة) হইতে বুঝা যায় এবং তিনি ৬৫৭/১২৫৯ সনে তথায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানে তিনি হ'াদীছ' ও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৬৮৩/১২৮৪ সনে তিনি হজ্জ আদায় এবং শিক্ষা সমাপ্ত করার নিমিত্ত প্রাচ্য ভ্রমণ করার মনস্থ করেন। আলমেরিয়ায়, যেইখান হইতে তিনি তাঁহার যাত্রা শুরু করেন, তিনি তৎকালীন নাস্‌রী বংশের মন্ত্রী কবি ইবনু'ল হ'াকীম আল-লাখ্‌মী আর-রুন্দীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করত আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া ও হিজাযে তাঁহার সহিত তিন বৎসর যাবত ভ্রমণ করেন। তিনি স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশে খ্যাতনামা শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সিউটা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর যাবত অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন। অতঃপর ইবনু'ল-হ'াকীম আর-রুন্দীর আমন্ত্রণক্রমে ৬৯২/১২৯২-৩ সনে নাস্‌রী রাজ্যে গমন করিয়া গ্রানাডার জামে' মসজিদের ইমাম ও খাতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেইখানে তিনি দৈনিক স'াহীহ' বুখারীর দুইটি হ'াদীছে'র ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। পরবর্তী কালে তিনি কাদিল মানাকীহ বা বিবাহ রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের গুপ্ত হত্যার পর (শাওয়াল ৭০৮/মার্চ ১৩০৯) ইব্‌ন রুশায়দ মারীনী শাসক 'উছ'মান ইব্‌ন আবী য়ূসুফ-এর রাজদরবারে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে মাররাকুশে প্রাচীন মস্‌জিদে ইমামের পদে নিয়োগ করেন। তিনি তথায় সর্বজনের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং জীবন সায়াহ্নে মারীনী সুলত'ানের একজন অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রতিপন্ন হন। তিনি ২৩ মুহ'াররাম, ৭২১/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৩২১ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, হ'াদীছ'শাস্ত্রে পারদর্শিতা, কৃচ্ছ্রসাধন ও বিনয়-নম্রতার প্রশংসায় সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি একজন মালিকী ফাকীহ্‌ ও বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। আল-মাক্কারী ইব্‌ন রুশায়দ-এর রচনাবলীর প্রায় দশটির শিরোনাম উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি হ'াদীছ' সম্পর্কিত বিভিন্ন শাস্ত্র, গণিত, 'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ছন্দ প্রকরণ সংক্রান্ত। তাঁহার চারিখানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার রিহ্‌লা মালু'ল-আয়বা ফীমা জুমি'আ বি-তুলি'ল-গায়বা ফি'র রিহ্‌লা ইলা মাক্কা ওয়া তায়্যিবা (مال العيبة فيما جمع بطول الغيبة فى الرحلة إلى مكة وطيبة) গ্রন্থের অংশবিশেষ এখনও Escurial-এ সংরক্ষিত আছে (পাণ্ডু. নং ১৬৮০, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৮৩৭-স্বহস্তাক্ষরে, ১৭৩৯; তু. H. derenbourg, Les manuscrits arabes de l.Escurial, ৩খ.)। এই গ্রন্থে লেখকের তিউনিসিয়া, দামিশক ও কায়রোর ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে নগণ্য ভৌগোলিক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। তবে ইহাতে সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক জীবন বৃত্তান্ত তাঁহাদের কবিতার বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র বিষয়ে লিখিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে কেবল কিতাবু ইফাদাতি'ন-নাসীহ বিত'-তারীফ বি-ইস্‌নাদি'ল জামি'আস সাহীহ (كتاب إفادة النصيح بالتعريف باسناد الجامع الصحيح) ৬৮৯/১২৯০ সালে লিখিত গ্রন্থখানা সংরক্ষিত আছে (পাণ্ডু. Escurial , ১৭৩২/১ ও ১৭৮৫/১)। আন্দালুসিয়ার ফ'কীহ্‌দের আত্মজীবনী সংগ্রহের একখানি গ্রন্থও কিতাবু'স সুনানি'ল-আব্‌য়ান ওয়া'ল-মাওরিদি'ল-আম'আন ফি'লমুহাকামা বায়না'ল-ইমামায়ন ফি'স'-সানাদি'ল-মু'আন 'আন (كتاب السنن الابين والمورد الامعن فى المحاكمة بين الامامين فى

(السند المعنعن) [(পাণ্ডু) Escurial ১৮০৬ খ.], বুখারী ও মুসলিম শারীফের মুহাদ্দিছ গণের একখানা জীবনী গ্রন্থ। ১৭৩৭ নং পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে ইব্‌ন রুশায়দ রচিত ছন্দ প্রকরণ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত খণ্ড (৪০ পত্রক), জুয মুখতাসার ফি'ল-আরূদ (جزء مختصر فى العروض) নামে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-খাতীব, ইহাতা, Escur[2] ১৬৭৩, পত্রক ১৩২-৫; (২) ইব্‌ন খাল্‌দূন, তা'রীফ, কায়রো সং.১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ৩১০; (৩) ইব্‌ন ফারহুন, দীবাজ, কায়রো সং, ১৩৫১/১৯৩২-৩, জীবনী নং ৩১০; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, আদ্‌-দুরারু'ল-কামিনা, হায়দরাবাদ সং, ১৩৫০/১৯৩১, জীবনী নং ৩০৮, ১১; (৫) ইব্‌ন ফাহ্‌দ, লাহ্‌জ, দামিশ্‌ক সং, ১৩৪৭/১৯২৮-৯, পৃ. ৯৭; (৬) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, পৃ. ৮৫; (৭) ঐ লেখক, যায়ল, দামিশ্‌ক সং, ১৩৪৭/১৯২৮-৯, পৃ. ৩৫৫; (৮) ইবনু'ল-কাদী, দুররাতু'ল-হিজাল, সম্পা. Allouche, রাবাত ১৯৩৪ খৃ., ১খ, জীবনী নং ৫২৪, পৃ. ২০১-৩; (৯) জাযওআতু'ল-ইক্‌তিবাস, লিথো., ফাস ১৩১৯/১৯০১, পৃ. ১৮০-৩; (১০) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ৩৫২; (১১) ঐ লেখক, আযহারু'র রিয়াদ, কায়রো সং ১৩৫৯/১৯৪০, ২খ, ৩৪৭-৫৬; (১২) ইবনু'ল 'ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, পৃ. ৫৬। M. Casiri-র মন্তব্য, Bibl. Ar. Bisp. escur., ২খ, ৮৬, ১৫৬, ১৬৫; (১৩) হাজ্জী খালীফার মন্তব্য, সম্পা. Flugel, ১খ, ৫০৭, ২খ, ৫৩৩, ৪খ, ৪৭৩, ৬খ, ১০২, ৭খ, ৬৩৪; Reinaud-এর মন্তব্য, Introduction a la geographie d Aboulfeda, cxxvii; Wustenfeld-এর মন্তব্য Gaschichtschreiber, পৃ. ৩৭৫ ও Pons Boigues-এর মন্তব্য Ensayo, জীবনী নং ২৭০, এইসব বর্তমানে বাতিল বলিয়া গণ্য। দ্র. Brockelmann, ২খ, ২৪৫, পরি. ২খ, ৩৪৪। আধুনিক রচনাবলী ঃ (১৪) M. M. Antuna, El tradicionista Aben Roxaid, de Ceut en la Real Biblioteca del Escorial La ciudad de Dios cxliii-এ, ১৯২৫ খৃ., ৫১-৬০; (১৫) R. Brunschvig, La Berberie orientale sous les Hafsides, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., intro. xxxii; (১৬) I Sanchez Perez. La Ciencia arabe en la Edad Media, মাদ্রিদ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩২।

R. Arie (E.I.[2])/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইব্‌ন রুস্‌তা (ابن رستة) ঃ আবূ 'আলী আহ্‌মাদ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন রুস্‌তা। তাঁহার জন্মভূমি ইস্‌ফাহান এবং তিনি ২৯০/৯০৩ সালে হিজায ভ্রমণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি কিতাবু'ল-আলাকি'ন-নাফীসা গ্রন্থের রচয়িতা, যাহার মাত্র ৭ম খণ্ডটিই টিকিয়া আছে (সম্পূর্ণ গ্রন্থটি অবশ্যই বিরাট ছিল)। খুব সম্ভবত ২৯০-৩০০/৯০৩-৯১৩ সনের মধ্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যমান খণ্ডটির বিষয়বস্তু হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রচয়িতা উচ্চ শিক্ষিত এবং সাহিত্যিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-আলাকি'ন-নাফীসা গাণিতিক, বিবরণমূলক ও জনতাত্ত্বিক ভূগোল এবং বিচিত্র ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত পুস্তক। প্রথম অনুচ্ছেদগুলিতে গগনমণ্ডল, রাশি, গ্রহসমূহ, নিখিল বিশ্বে ভূমণ্ডলের অবস্থান, ইহার আকৃতি, আয়তন ও উহার গোলকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থকার সুবিন্যস্তভাবে গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ভূগোলের আলোচনা করিয়াছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে ও অধিক উদ্ধৃতি পরিহার করিয়া এই বিষয়ে 'আরব, গ্রীক ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মতামত ও তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের উৎসসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন, এমনকি পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কে আর্যভট্টের মতামতও তাঁহার পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত প্রাজ্ঞ বিদ্বানদের মধ্যে রহিয়াছেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর আল-ফারগানী (আনু. ২১৮/৮৩৩) ও আহ্‌মাদ ইবনুত তায়্যিব আস-সারাখ্‌সী (মৃ. ২৮৬/৮৯৯)। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার মতামতের সমর্থনে কু'রআনের বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে ভূমিকার পর মক্কা ও মদীনা, পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুসমূহ, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ও সপ্ত ভূখণ্ড সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে। অতঃপর কন্‌স্টান্টিনোপল, খাযার, বুলগার, স্লাব, রুশ ও অন্যান্য জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার অতঃপর কোন কোন স্থানের ভ্রমণ পথের বিবরণ দিয়াছেন এবং মুসলিম নামের কয়েকটি শ্রেণীর, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও ধর্মীয় বিভেদ ও দৈহিক বৈশিষ্টপূর্ণ কিছু লোকের নাম উল্লেখ করিয়া গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়াছেন। ইসলামী ভূখণ্ডের বিবরণ ব্যতীত মুসলিম রাষ্ট্রবহির্ভূত অনেক অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে রহিয়াছে। অতএব এই পুস্তকের বিষয়-বৈচিত্র্যের কারণে ইহাকে "ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিশ্বকোষ" আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। ইহার বিন্যাস ও ভৌগোলিক বিষয়ের উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে পুস্তকটি বাল্‌খী ধারার বিপরীত ইরাকী ধারার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় (দ্র. জুগ্‌রাফিয়া, ৫৮০)। ইব্‌ন রুস্‌তার গ্রন্থ কুদামা ও ইবনু'ল-ফাকীহ-এর গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়, যাহাদের পদ্ধতিতেও মক্কা ও 'আরব ভূমির বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে এই ধারার অন্যরা ইরাক ও ইরান শহরকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অধিকন্তু ইব্‌ন রুস্‌তা সপ্ত ভূখণ্ডের বর্ণনায় পারস্যের কিশ্‌ওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রীক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। J. H. Kramers ইব্‌ন রুস্‌তার গ্রন্থকে সমাজের বিদগ্ধ শ্রেণীর আগ্রহ সৃষ্টিকারী সকল বিষয়ের তথ্যের সমৃদ্ধ উৎস হিসাবে যথাযথই মূল্যায়ন করিয়াছেন। "ইহা অনুমেয় যে, যে সমস্ত পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান ধর্মীয় ও হাদীছ সাহিত্যে স্থান লাভ করে নাই উহার সংগ্রহ এই ধরনের সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে" (দ্র. জুগ্‌রাফিয়া, E.I. suppl.)।

তাঁহার তথ্যের উৎস হিসাবে ইব্‌ন রুস্‌তা সম্ভবত আল-জায়হানী (দ্র.)-র গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে, তিনি অধুনালুপ্ত ইব্‌ন খুর্‌রাদায্‌বিহ (দ্র.)-এর পুস্তকের পূর্ণতর সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছেন। আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক যিনি ২ বৎসর খেমার (Cambodia)-এ অতিবাহিত করেন তাহার প্রস্তুতকৃত বিবরণ ইব্‌ন রুস্‌তা অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তী কালে অন্য বহু ভূগোলবিদ ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন রুস্‌তা, কিতাবু'ল-আলাকি'ন নাফীসা, সম্পা. de Geoje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ.(BGA, viii), ফরাসী অনু. G. Wiet, Les Atours Precieux, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (২) I. Yu. Krackowskiy, Iz. Soc., iv. মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ.; ('আরবী অনু. সালাহুদ্দীন 'উছমান হাশিম, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ১৬৪-৫); (৩) A. Miquel, La Geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XI[e] Siecle, প্যারিস-হেগ ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘণ্ট।

S. Maqbul Ahmad (E.I.[2])/মোঃ রেজাউল করিম

ইব্ন রূহ (ابن روح) ঃ আবু'ল-কাসিম হুসায়ন ইব্ন রূহ' ইব্ন আবী বাহ্'র আন্-নাওবাখ্তী, শী'আদের ইছ'না আশারিয়া (দ্র.) দলের প্রতীক্ষিত দ্বাদশ ইমামের ক্ষুদ্রতর গ'য়বা (দ্র.)-এর সময়ের (৩০৫/৯১৭-৩২৬/৯৩৮) তৃতীয় সাফীর বা ওয়াকীল। নাওবাখ্তী পরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনিই মাতার দিক দিয়া কুম্ম শহরের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি হ'াসান 'আসকারী (দ্র.)-এর নিকট 'বাব' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথম দিকের ইমামদের নিকট হইতে হ'াদীছ' বর্ণনা করিতেন। দ্বিতীয় সাফীর আবূ জা'ফার আল-উমারী কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও খলীফা মুক্তাদিরের শাসনামলে বাগদাদে তিনি নিজেকে ইছ'না আশারিয়া দলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। এক সময় আত্মগোপন করিয়া থাকাকালে তিনি আশ্-শালমাগ'ানী (দ্র.)-কে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন; কিন্তু পরে তাঁহাকে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সমালোচনা করেন। ক'ারামিত'া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগে ইব্ন রূহ' বানূ ফুরাতের তাঁহার সমর্থকগণের সহিত অভিযুক্ত হন। রাজস্ব সম্বন্ধীয় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন (৩১২/৯২৪/৯২৯)। মু'নিস তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। আর-রাদ'ীর শাসনামলে তিনি রাজদরবারের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শী'আ সভাসদদের মধ্যে বিদ্যমান বিতর্কের মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং ভদ্রভাবে সুন্নীদের বিরোধ প্রতিহত করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবু'ল-হ'াসান আস-সামাররীকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। শী'আ আইনবিশারদ ইব্ন বাবুওয়ায়হ-এর মাতা-পিতার দাবি ছিল যে, ইব্ন রূহের দু'আর বরকতে তাঁহাদের পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আব্বাস ইক'বাল, খানদান-ই নাওবাখ্তী, তেহরান ১৩১১ হি., দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৪৫, ২১২-২৪। পাশ্চাত্য ভাষায় দ্র.; (২) D. Donaldson, The Shi'ite religion, London 1933-253-5; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, অনু. de. Slane, ১খ, ৪৩৯, টীকা ২০ (আয্'-যাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, প্যারিস পাণ্ডুলিপি, জাতীয় গ্রন্থাগার, de. Slane, পুস্তক তালিকা নং ১৫৮১ হইতে গৃহীত); (৪) তাবারী, ইহ'তিজাজ (লিথো, তেহরান); (৫) ইবনু'ল-আছ'ীর, ৮খ, ২১৭, ২১৮; (৬) 'আরীব, ১৪১; (৭) আল-হিল্লী, খুলাসাতু'ল-আক'ওয়াল, প্যারিস পাণ্ডুলিপি, নং ১১০৮, পত্রক ৪১৭ ক; (৮) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, তেহরান ১৩০৭ হি., পৃ. ৩৭৮; (৯) মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, লিথো, তেহরান ১২৯৯ হি., পৃ. ১৮৯; (১০) দা. মা. ই., ১খ, ৫৩৫, পাঞ্জাব ১৯৬৪ খৃ.।

M.G.S. Hodgson (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন লাজা (ابن لجا) ঃ 'উমার ইবনু'ল-লাজা ইব্ন হু'দায়র আত-তায়মী, তায়ম ইব্ন 'আবদি মানাত গোত্রীয়, ১ম/৭ম শতকের 'আরব কবি। রাজায ছন্দে কবিতা ও ক'াসীদা রচনায় তাহার দক্ষতার কথা আল-জাহি'জ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ইব্ন সাল্লাম তাঁহাকে ইসলামী যুগের কবিগণের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া যান নাই ইহার প্রধান কারণ জারীর (দ্র.)-এর সঙ্গে তাঁহার কাব্যিক বাদানুবাদ। সেই হিজা (বিদ্রূপাত্মক কবিতা)-এর খণ্ডিত অংশ রক্ষিত আছে নাকাই'দ (সমালোচনা)-এ ও অন্যান্য কাব্যসংগ্রহে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার অন্যান্য রচনার অধিকাংশই অবহেলিত হইয়াছে।

জারীর-এর সঙ্গে তাঁহার বৈরীভাব সূলত সাহিত্যিক প্রকৃতিরই ছিল বলিয়া মনে হয়। ব্যাপারটি বাস্তবে ছিল স্ব স্ব প্রতিভা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী দুইজন কবির মধ্যকার বিবাদ, কিন্তু শীঘ্রই উহা রুচিহীন স্তরে গিয়া ব্যক্তিপর্যায় হইতে গোত্র পর্যায়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইব্ন লাজা আহ্ওয়ায-এ মারা যান বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বায়ান ও হ'ায়াওয়ান-এর নির্দেশিকা; (২) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, সম্পা. De. Goeje, 428-9; (৩) ইব্ন সাল্লাম, ত'াবাক'াত, ৩৬৩-৭২, ৪৯৯-৫০৪স, নির্দেশিকা; (৪) আগ'ানী, নির্দেশিকা; (৫) নাক'াইদ, ৪৮৭-৯১, ৯০৭; (৬) ফিহ্রিস্ত, ২২৫; (৭) মারযুবানী, মুওয়াশ্শাহ', ১২৭; (৮) ঐ লেখক, মু'জাম, ৪৭৮; (৯) বাগ'দাদী, খিযানা, কায়রো সং., ২খ, ২৫৯-৬২; (১০) ইব্ন রাশীক', 'উম্দা, ১খ, ১২৩; (১১) য়া'কূ'ত, ৬খ, ৬০; (১২) Nallino, Letteratura, 92, 97।

Ch. Pellat (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্ন লান্কাক (ابن لنكك) ঃ (ক্ষুদ্রকায় খোঁড়া লোকটির পুত্র), আবুল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন জা'ফার আল বাস'রী, বসরার একজন অপ্রধান কবি, মৃ. আনু. ৩৬০/৯৭০ সনে। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা যায়। তিনি বাগদাদে গমন করিয়া সেখানে দিবিল (দ্র.)-এর একটি কবিতা প্রচার করেন এবং কিছুকাল উযীর আল-মুহাল্লাবী (দ্র.)-র সভাসদ ছিলেন। আল-মুতানাব্বী যখন ৩৫১/৯৬২ সনে বাগদাদ সফর করেন তখন সম্ভবত উক্ত উযীর আল-মুহাল্লাবী (দ্র.)-র সভাসদ ছিলেন। আল-মুতানাব্বী যখন ৩৫১/৯৬২ সনে বাগদাদ সফর করেন তখন সম্ভবত উক্ত উযীরের পরামর্শক্রমেই তিনি তাঁহার উদ্দেশে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করেন।

তাঁহার কবিতাবলী একটি দীওয়ানে সংকলিত হয় এবং আস-সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ সেইগুলির প্রশংসা করেন। কিন্তু সেইগুলির মাত্র কয়েকটিই টিকিয়া আছে। অধিকাংশই ক্ষুদ্র আকারের, পাঠ করিলে ধারণা হয় যে, কবি নৈরাশ্যবাদী এবং একজন সমালোচকের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ছিল যে, তাঁহারা তাহাকে ন্যায্য গৌরব হইতে, তাহার নিজ শহর হইতে এবং সর্বোপরি সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অবশ্য একটি বিখ্যাত ছত্রে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষ নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেই দায়ী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ছ'আলিবী, য়াতীমা, ১খ, ৮৬, ২খ, ১১৬-২৬, ১৩২; (২) য়া'কূ'ত, উদাবা, ১৯খ, ৬-১১; (৩) সুয়ূত'ী, বুগ'য়া, ৯৪; (৪) কাল-কাশান্দী, সু'বহ', ১খ, ১৭৭ প.; (৫) A. Mez. Renaissance, 257 (স্প্যানিশ অনু., ৩৩০, ইংরেজী অনু., ২৬৮); (৬) R. Blachere, Motanabbi, 224-5, 228; (৭) ফারীদ বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৯১।

Ch. Pellat (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

ইব্ন লাহী'আ (ابن لهيعة) ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাহীআ ইব্ন উক্'বা, মিসরীয় হ'াদীছ'বেত্তা ও বিচারক (জ. আনু. ৯৬/৬৮৮-৮৯, মৃ. রবিবার, ১৫ রাবী-১, ১৭৪/১ আগস্ট, ৭৯০ অথবা ২৩ জুমাদা-২, ১৭৪/৬ নভেম্বর, ৭৯০)। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা এই ঃ তিনি ১৫৫/৭৭২ সনে মাসিক ত্রিশ দীনার বেতনে বিচারক নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক নিযুক্তির স্থলে মিসরের বিচারপতি

(কা'দি'ল-কু'দা'ত) পদে খলীফা কর্তৃক সরাসরি নিযুক্তির ইহাই ছিল প্রথম নজীর। তিনি নয় বৎসরেরও অধিক কাল বিচারকের পদে আসীন ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ অর্থাৎ প্রধানত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ নোট বই ও অন্য উপাত্তসমূহ সাকুল্যে বা অধিকাংশ ১৬৯, বরং ১৭০/৭৮৬ সালে এক অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইয়া যায় যাহা তাঁহার গৃহকে গ্রাস করে। জানা যায় যে, "কু'রআন সৃষ্ট (مخلوق)" এই মতবাদ পোষণকারিগণকে তিনি কাফির মনে করিতেন এবং তিনি শী'আ মতবাদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁহার পিতা লাহী'আ ১০০/৭১৮-১৯ সালে মারা যান বলিয়া কথিত আছে এবং তাঁহার ভাই 'ঈসা ইব্‌ন লাহী'আ, যাহার বরাতে তিনি হা'দীছ' বর্ণনা করিয়াছেন, শাওয়াল ১৪৫/ডিসেম্বর ৭৬২ সনে কিছুকালের জন্য মিসরের ভারপ্রাপ্ত (আলাস-সা'লাত) গভর্নর ছিলেন এবং শাবান ১৯৬/এপ্রিল ৮১২ সনের প্রারম্ভ হইতে (মধ্যখানে ১৯৮-৯৯/নভেম্বর ৮১৩-আগস্ট বা সেপ্টেম্বর, ৮১৪ পর্যন্ত বৎসরখানেক সময় বাদে) যু'ল-কা'দা ২০৪/এপ্রিল-মে ৮২০ সনে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিসরের কা'দী ছিলেন।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহী'আ কতিপয় প্রকাশিত (লিখিত) গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর অভিযানসমূহের (مغازى) ইতিহাস রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি হয়ত প্যাপিরাসে (papyrus) রক্ষিত কিছু সংখ্যক হাদীছ' ও ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু মূল গ্রন্থের রচয়িতা হইতে পারেন। ইব্‌ন 'আবদি'ল-হা'কাম (দ্র.)-এর মিসর বিজয়ের তথ্যাবলীর বহুলাংশ, বিশেষ করিয়া উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হা'দীছ'সমূহ ও আল-কিন্দীর গ্রন্থ মিসরের শাসক ও কা'দীগণ ও মিসরের অন্যান্য আঞ্চলিক ইতিহাস তাঁহার মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক হা'দীছ'বেত্তা তাঁহার বর্ণিত হাদীছ'সমূহকে সন্দেহজনক বলিয়া মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, তা'রীখ, ৩১খ. ১৮২ প.; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল হা'কাম ফুতূহ, সম্পা. C. C. Torrey, 244. 246, index, 334 f.; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, সম্পা. 'উকাশা, ৫০৫, ৬২৪; (৪) য়া'কূ'ব ইব্‌ন সুফ্‌য়ান, তারীখ, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল Topkapisarayi, Revan kosk, 1554. fol. 17 a; (৫) ইব্‌ন আবী হা'তিম আর-রাযী, জারহ', হায়দরাবাদ ১৯৪৩-৫১ খৃ., ২২খ, ১৪৫-৪৮; (৬) আল-কিন্দী, Governors and Judges, ed. R. Guest. 368-70, 417-26; index 659a. 665a. intro. 31 f; (৭) ইব্‌ন হি'ব্বান, ছি'কাত, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল, Topkapisarayi, Ahmet III, 2995, fol 282a (ঈসা; আপাতদৃষ্টিতে 'আবদুল্লাহ শুধু ইব্‌ন হিব্বান-এর দু' আফাতেই উল্লিখিত হইয়াছেন); (৮) 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন মান্দা, আত-তারীখু'ল মুসৃতাক্‌রাজ, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল Koprulu, i, 242, fol 275a (ঈসা) এবং পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে, যথা ঃ (৯) সাম'আনী, fol. 405b দ্র. গা'ফিকী; (১০) আয'-যাহাবী, মীযান, কায়রো ১৩৮২/১৯৬৩, ২খ, ৪৭৫-৮৩, ৩খ, ৩২২, ৪১৯; (১১) ঐ লেখক, তা'রীখু'ল-ইসলাম, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল Topkapi-sarayi Ahmet III ২৯১৭, ৬খ, fol 196a-b; (১২) আস'-সাফাদী, ওয়াফী, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল Topkapisarayi Ahmet III 2920, vol. xvii, fol. 96-a-b; (১৩) ইব্‌ন খাল্লিকান-de Slane, ২খ, ১৭-১৯; (১৪) ইব্‌ন হা'জার, রাফ'উ'ল-ইস্‌র, কায়রো ১৯৫৭-৬১, ২৮৭-৯৩ ('আবদুল্লাহ); (১৫) ঐ লেখক, তাহযীব, ৫খ., ৩৭৩-৯; ৮খ., ৪৫৮ প.; (১৬) ঐ লেখক, লিসান, ৪খ, ৪০৩প.; (১৭) ইব্‌ন কু'তলুবুগা', ছি'কাত, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল Koprulu, ১খ., ১০৬০, fol. 194b-195a; (১৮) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ২৮৩ প.; (১৯) Brockelmann, S I. 256; (২০) C.H. Backer, Papyri Schott-Reinhardt, Heidelbeg 1906, i, 9; (২১) M. J. Kister, in ARO, xxxii (1964) 233-36; (২২) Sezgin, i, 94; (২৩) N. Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, II, Chicago 1967, 208-21.

F. Rosenthal (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন লিয়্যা (ابن لزة) ঃ সাধারণভাবে 'আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ আবূ আম্‌র বুন্‌দার ইব্‌ন 'আবদি'ল হা'মীদ আল-কার্‌খী আল-ইস্'ফাহানীকে প্রদত্ত উপনাম (আস্-সুয়ূত'ী, বুগ'য়া, ২০৮)। নামটি সম্পর্কে প্রচুর অনিশ্চয়তা বিরাজমান রহিয়াছে। ফিহ্‌রিস্ত (৮৩) অনুসারে ইহা আবূ 'উমার মিনদাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-হা'মীদ আল-কার্‌খী ইব্‌ন লাযা (একটি লাক'ব)। Flugel ইহাকে পাঠ করিয়াছেন ইব্‌ন ল্যায়া-রূপে এবং তাঁহার Die Gr. Schulen der Araber, Leipzig ১৮৬২ খৃ., ২২৩-এ নামটি পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্ত-এর একটি পাণ্ডুলিপি Codex P-তে এই লাক'ব-এ এর স্থলে রহিয়াছে। আল-কি'ফত'ীর ইন্‌বাহু'র রুওয়াত (১খ, ২৫৭) [কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০]-এও উক্ত 'ر'-এর ব্যবহার রহিয়াছে। একই ব্যবহার পাওয়া যায় ইব্‌ন মাকতূম-এর তাল্‌খীস'-এ (ইন্‌বাহ্-এর সম্পাদকের মতে, ঐ টীকা ১)। সর্বোপরি য়াকূ'ত প্রণীত মু'জাম-এ ইহার রূপ বুনদার ইব্‌ন 'আবদি'ল হা'মীদ আল-কারখী আল-ইস্'ফাহানী, সাধারণভাবে ইব্‌ন লির্‌রা। আয্-যুবায়দীকৃত তা'বাক'াতু'ন-নাহ্'বীয্যীন (কায়রো ১৩৭৩/- ১৯৫৪, ২৮৮)-এ বুনদার আল-ইস্‌ফাহানী নামের প্রেক্ষিতে একটি অতি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত ইন্‌বাহ্‌তে একই ব্যক্তির জন্য দুইটি শিরোনামে উল্লেখ রহিয়াছে, একটি (নং ১৫৭) বুনদার আল-ইস'ফাহানীর জন্য এবং অপরটি (নং ১৫৯) বুনদার ইব্‌ন 'আবদি'ল-হা'মীদ ইব্‌ন লিরার জন্য। আল-কা'লীর আমালীতে (২য় সং, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৬), ৩খ, (যা'য়ল), ১০২ তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে বুনদার ইব্‌ন লুব্দা আল কারখীরূপে। প্রাগুক্ত নির্দেশনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নিজস্ব নাম (اسم) বুনদার অন্তত সুপরিচিত। তাঁহার পরিচিতি সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট সমর্থন হইতেছে ইব্‌ন কায়সান-এর উদ্ধৃতি (নিম্নে দ্র.)।

বুন্‌দার ছিলেন জাবাল অঞ্চল হইতে আগত একজন ইরানী বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আবূ উবায়দ আল-কা'সিম ইব্‌ন সাল্লামের ছাত্র। পরে তিনি বাগদাদ গমন করেন। তাঁহার খ্যাতি ও গুরুত্বের পশ্চাতে ছিল প্রধানত 'আরবী কাব্য এবং 'আরবগণের আখ্‌বার ও আন্‌সাব সম্পর্কে তাঁহার অগাধ জ্ঞান। ইব্‌ন কায়সান ছিলেন তাঁহার ছাত্র এবং ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিনি তাঁহার ইমরু'উল-কা'য়স-এর মুআল্লাকা'র ভাষ্যে এগারবার বুন্‌দার-এর নামোল্লেখ করিয়াছেন (পক্ষান্তরে আল-আসমা'ঈ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র দুইবার), বিশেষত কবির বংশক্রমের দুইটি বিধিসম্মত তালিকার একটি তিনি প্রদান করিয়াছেন (বুনদার-এর অনুসরণে [দ্র. ZA, ১৯ (১৯১৪ খৃ.), ২ ও ৯; পংক্তি ১৭ প.; অনুরূপ ZA.১৬ (১৯০২ খৃ.), ১৬]। আল-মুতাওয়াক্কিল প্রায়ই এই 'আরবীয় বিষয়ে বিদগ্ধ বিদ্বান ব্যক্তির ভাষণ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতেন। আল-মুবাররাদ যিনি অতি সম্প্রতি বসরা ত্যাগ করেন, তাঁহার মাধ্যমেই তিনি খলীফার নিকট পরিচিতি লাভ করেন এবং (যদি তথ্যসমূহ প্রামাণিক হয়) তাঁহার উন্নতির পশ্চাতে ইহার

উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। য়াকূ'তের মতে (মু'জাম, ৭খ, ১৪৩) বুনদার বহুকাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। তথাপি ইতোমধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান লাভের জন্য যথেষ্ট। ফিহ্‌রিস্ত (৮৩)-এ বুনদারকৃত চারটি গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাবু'ল-মা'আনিশ-শু'আরা ও কিতাবু জামি'ইল-লুগা। উভয় গ্রন্থই বর্তমানে বিলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে আল-ফিহ্‌রিস্ত (৮৩) ও য়াকূ'ত, মুজামু-উদাবা, ৭খ, ১২৮-৩৮ (ইরশাদ, ২খ, ৩৯০-৩) দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুয়ূতী (বুগ'য়া, ২০৮), শেষোক্তটি নামের জন্য আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

H. Fleisch (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইব্‌ন লিসান আল-হুম্মারা (ابن لسان الحمرة) ঃ ১ম-৭ম শতকের জনৈক বেদুঈনের উপনাম, যিনি আরবদের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের জন্য প্রবাদপুরুষরূপে গণ্য হইতেন। তাঁহার নাম ছিল আবূ কিলাব 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌নু'ল হুসায়ন ('আবদুল্লাহ ইব্‌ন হি'স্'ন) অথবা ওয়ারকা' ইব্‌নু'ল আশ'আর এবং তিনি বানূ তায়ম আল-লাত ইব্‌ন ছা'লাবা গোত্রীয় ছিলেন। হু'ম্মারা অর্থ লাল মাথাওয়ালা চড়ুই পাখী. Ammomanes "Isabelline lark" (Ammomanes deserti) alaudidae শ্রেণীর পাখী, কিন্তু তাঁহার পিতার উপনামের (তাঁহার নিজের উপনামেরও। কেননা কখনো কখনো তাঁহাকে শুধু লিসানু'ল-হু'ম্মারা বলা হইয়া থাকে) সঠিক উৎপত্তি জ্ঞাত হওয়া যায় না।

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বস্তুত কিছুই জানা যায় না; শুধু কিছু কিছু লোকশ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি কূফাতে আল-মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-র সাহচর্যে ছিলেন এবং তিনি প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, প্রাণবন্ত প্রত্যুত্তর ও নর-নারীর জীবন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন গোত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য পাওয়া যায় সেগুলি লোককাহিনী হইতে আহরিত। তাঁহাকে সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আরব বংশ পরিচয় বিশেষজ্ঞ (Genealogists) মনে করা হইত। এই বিষয়ে একটি প্রবাদ ছিল আন্‌সাব মিন ইবনি'ল-লিসান আল-হু'ম্মারা (আল-মায়দানী, আমছ'াল, কায়রো ১৩৫২-৩, ২খ, ৩০৯); আরও একটি প্রবাদ আ'মার মিন ইব্‌ন লিসানি'ল-হু'ম্মারা (পূ. গ্র., ১খ, ৫১৬) হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বোধ হয় এই সম্ভাব্য রূপটির বিকৃতিই বর্ণিত হইয়াছে। আলাম মিন ইব্‌ন লিসান আল-হু'ম্মারা (তু. Freytag, Ar. Prov., iii/I 163, no,. 268)। এই ধরনের বিকৃতি কিবার শব্দের কিব্‌র এই জাতীয় ভুল পাঠজনিত কারণে হইয়া থাকিতে পারে। কেননা ফিহ্‌রিস্ত (কায়রো ১৩৪৮ হি., ১৩২)-এর মতে ইব্‌ন লিসান আল-হু'ম্মারা অত্যন্ত গর্বিত ধরনের মানুষ ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, হায়াওয়ান, ২খ, ২০০, ২০৬; ৩খ, ২০৯; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ৩খ, ১৬২; (৩) ঐ লেখক, তারবী', ৬৩; (৪) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ৫৩৫; (৫) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশ্‌তিকা'ক, ২১৩; (৬) আগা'নী, ১৪খ, ১৩৮ (বৈরূত সং., ১৬খ, ৫০); (৭)ইব্‌ন হাযম, জাম্‌হারা, ২৯৬; (৮) দামীরী, দ্র. hummar; (৯) কামূস, দ্র. hummar; (১০) Zapiski of the Oriental Section of the Imp. Russian Arch. Soc. (Saint Petersburg), ২৭খ, ২৩৪-৪৪; (১১) Wustenfeld, Geschichtschreiber, no 6; (১২) Goldziher, Abhandl. zur Arab. Philologie, ii, XLI; (১৩) ফুয়াদ আল-বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৮৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন লুয়ূন (ابن ليون) ঃ [স্পেনীয় Leon?] আবূ 'উছ'মান সা'দ ইব্‌ন আবী জা'ফার আহ'মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আত্-তুজীবী, আন্দালুসী আলিম, মরমী কবি ও Lorca হইতে Almeria-তে আগত এক পরিবারে জ. ৬৮১/১২৮২। যদিও তিনি কদাচিৎ নিজ শহর ত্যাগ করেন, তবুও তাঁহার কালে তিনি ছিলেন বিজ্ঞতম ব্যক্তিদের একজন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় ব্যুৎপন্ন। ৭৫০/১৩৪৯ সনে প্লেগ মহামারীতে সেই শহরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, চিরকুমার, সংযমী সাধক ও স্বভাবত লাজুক হওয়ার কারণে তিনি জনগণকে পরিহার করিতেন। মাত্র কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্রের সহিত সাক্ষাত করিতেন, যাহাদের মধ্যে ছিলেন দুইজন উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি— ইব্‌ন খাতিমা (দ্র.) ও ইব্‌নু'ল-খাতীব (দ্র.)। তিনি একটি চমৎকার গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন, যাহা তৎকালীন আলেমেরিয়াতে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। শুধু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তিনি নির্ভুল পাঠ নির্ণয়ের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার রচনাবলী বিস্তর, তবে অধিকাংশ মৌলিক নহে। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে হা'দীছ', ভেষজবিদ্যা, ফারাইদ', ছন্দ প্রকরণ, কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক সংকলন। তাঁহার প্রিয় কর্ম ছিল গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর সারসংক্ষেপ লিখন এবং প্রায়শই ছন্দোবদ্ধভাবে। তাঁহার শতাধিক রচনার প্রায় সবই বর্তমানে বিলুপ্ত এবং যে সামান্য সংখ্যক বিদ্যমান তাহাও প্রকৃতপক্ষে অপ্রকাশিত, বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কিতাবু ইব্‌দাইল্-মালাহা' ওয়া ইনহা'ইর-রাজাহা' ফী উসূল সি'না'আতি'ল্-ফিলাহা' নামক উরজুয়া (সংক্ষিপ্ত ছন্দে রচিত কবিতা) [তু. art. filaha, ২খ, ৯০২a]।

ইব্‌ন লুয়ূন কাব্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; তবে তাঁহার ছাত্রগণের অন্যতম আল-হা'দ্‌রামীর স্বীকৃতিমতে তিনি নিজে মধ্যম শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্য রচনাবলীর একটি কিতাব নাস'াইহি'ল আহ'বাব ওয়া সা'হ'ইহি'ল আদাব-এর একটি প্রাচীন অংশ আল-মাক্কারী (নাফ্‌হ্, কায়রো সং. ১৩৬৭/১৯৪৯, ৮খ, ৫৮-৮৯)-র একটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তিনি ইহার আরও দুইটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়াছেন (৮খ, ৮৯-১০৮)। এই সকলই সাড়ম্বর শৈলীতে রচিত এবং তাঁহার সমসাময়িক Sem Tob de Carrion -এর প্রখ্যাত নীতিমূলক প্রবাদের সহিত তুলনীয়। তিনি মওয়াশ্‌শাহা'ত এরও প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S I, ৫৯৮, S II, ৩৮০ ; (২) ইব্‌নু'ল-কা'দী, দুর্‌রাতু'ল্-হি'জাল, রাবাত ১৯৩৪-৬, ২খ, ৪৬৭-৭০ ; (৩) আহ'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ (ইব্‌ন ফার্‌হূন, দীবাজ গ্রন্থের হা'শিয়া, কায়রো ১৩৫১ হি.), ১২৩-৪; (৪) মাক্কারী, নাফ্‌হ্, কায়রো সং, ৮খ, ৫৮-১১৪; (৫) E. Garcia Gomez, Silla del Moroy nuevas escenad andaluzas, Madrid ১৯৪৮ খৃ., ১১১-২; (৬) ঐ লেখক, Las Jarchas romances de la serrie arabe en su marco, Madrid ১৯৬৫ খৃ., ১৯৭-২০৩ ও ৪০৫; (৭) J. Bermudez Pareja, El Genera-life despues del incedio de ১৯৫৮ খৃ., in Cuadernos de la Alhambra, Granada, ১খ. (১৯৬৫ খৃ.), ৯-৩৯, স্থা.।

F. de la Granja (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইব্ন শাক্রূন আল-মিকনাসী (ابن شقرون المكناسى) ঃ (উচ্চারিত শুকরুন) আবূ মুহ'াম্মাদ অথবা আবূ নাসর 'আবদু'ল-ক'াদির ইব্নু'ল-'আরাবী আল-মুনাব্বাহী আল-মাদাগ্রী, সুলত'ান মাওলায় ইসমা'ঈল (১০৮২-১১৩৯/১৬৭৩-১৭২৭)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি একজন মরক্কো দেশীয় চিকিৎসক ও কবি। তিনি ১১৪০/১৭২৭-৮ সনের পরে ইনতিকাল করেন। তিনি ফাস (ফেয)-এ প্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আদার্রাক [দ্র.] আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর বসবাসের উদ্দেশে মেকনেসে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি সুলত'ানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি মোটামুটি কঠোর সংযমী জীবন যাপন করিতেন এবং নির্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন।

ইব্ন শাক্'রূন একটি 'আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন যাহাতে তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু ইব্ন শাক'রূন মূলত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন খাদ্য সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় ৬৭৩টি শ্লোকবিশিষ্ট একটি উর্জূযা (শাক্'রূনিয়্যা) রচনার মাধ্যমে। তাঁহার এই কবিতাটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ইহাতে তিনি ঐ সময়ের খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (সং তিউনিস ১৩২৩/১৯০৫; লিথো. ফাস ১৩২৪/১৯০৬, পাণ্ডু. রাবাত K. ১৬১৩)। ইহা ছাড়াও তিনি সারসাপারিল্লা ও সিফিলিসের চিকিৎসার উপর রচিত 'আন-নাফহাতু'ল-ওয়ারদিয়্যা ফি'ল-উশবাতি'ল-হিন্দিয়্যা' শীর্ষক পুস্তকের লেখক ছিলেন। এই মূল গ্রন্থটি H.J.P. Renaud ও G.S. Colin তাঁহাদের Documents marocains pour servir a l'histoire du "mal franc", (প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., সূচীপত্র) গ্রন্থে আলোচনা ও ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন যায়দান, ইছাফ 'আ'লামি'ন-নাস, রাবাত ১৩৪৭-৫২/১৯২৯-৩৩, ১খ, ২৬৪, ৫খ, ৩২০-৩০; (২) 'আলামী, আল-আনীসু'ল-মুত্রিব, লিথো. ফাস ১৩১৫ হি., পৃ. ১৯৩; (৩) Levi-Provencal, Chorfa, 297; (৪) Renaud, Medecine et medecins marocains, in AIEO Alger., ৩খ. (১৯৩৭ খৃ.), ৯০-৯; (৫) M. Lakhdar, La vie intellectuelle au Maroc, রাবাত ১৯৭১ খৃ., পৃ. ১৬১-৬ ও উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.)/মুহঃ আবূ তাহের

ইব্ন শাকির (দ্র. আল-কুতুবী)

ইব্ন শাদ্দাদ (ابن شداد) ঃ আবূ মুহা'ম্মাদ 'আবদু'ল 'আযীয ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন ত'ামীম ইব্নি'ল-মু'ইয্য ইব্ন বাদীস (মৃ. ৫৮২/১১৮৬-এর পরে), কখনও কখনও আবূ'ল-গ'ারীব 'ইয্যুদ-দীন আস-সানহাজী নামে অভিহিত। যীরী (Zirid) বংশের ঘটনাপঞ্জী লেখক এবং ত'ামীম (৪৫৪-৫০১/১০৬২-১১০৮)-এর পৌত্র ও য়াহ্'য়া ইব্ন তামীম (৫০১-৯/১১০৮-১৬)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রথমে তিনি মাহ্দিয়ার শেষ যীরী শাসক আল-হ'াসান ইব্ন 'আলীর পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় অন্ততপক্ষে কিছু কালের জন্য তাঁহার সহিত আল-মুওয়াহ্'হি'দ 'আবদু'ল-মু'মিনের নিকট গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ৫৫১/১১৫৬-৭ সনে তিনি পালেরমো (Palermo)-তে ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন এবং ৫৭১/১১৭৫-৬ সনের পূর্বেই দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি ৫৮২/১১৮৬ সনেও সেখানে ছিলেন; কারণ সেই বৎসর তিনি মাহ্দিয়্যার জনৈক নাগরিক প্রদত্ত ইফ্রীকিয়্যা সম্পর্কে কতগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন (আত্-তীজানী, রিহ্লা, তিউনিস সং ১৯৫৮ খৃ., ১৪)।

তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে কিছু শী'আবিরোধী প্রবণতা দেখা যায় (দ্র. আল-মাক'রীযী, ইত্তি'আজ, সম্পা. আশ-শায়্যাল, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৪৭)। ইব্ন খাল্লিকান, ইব্নু'ল-আছ'ীর (কামিল, কায়রো সং. ১৯৩৮-৯ খৃ., ৬খ, ১২৫), আন-নুওয়ায়রী, আল-মাকরীযী, আত-তীজানী (রিহ'লা, তিউনিস ১৯৫৮ খৃ., ১৪-৫, ৩৪১-৭) ও আবূ'ল-ফিদা' উহা ব্যবহার করেন। সম্ভবত গ্রন্থটির পূর্ণ নাম ছিল "কিতাবু'ল-জাম' ওয়া'ল-বায়ান... ... মিনা'ল-মুলূক ওয়া'ল-আ'য়ান" (كتاب الجمع والبيان فى الاجبار القيروان وفى من فيها وفى سائر بلاد المغرب من الملوك والاعيان)। ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত (দ্র. আশ্-শায়াল সম্পাদিত আল-মাক্রীযীর 'ইত্তিআজ'-এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ل) এবং ইহার পাণ্ডুলিপি মিসর ও সিরিয়াতে অদ্যাবধি আছে বলিয়া B. Lewis-এর ধারণা (The Origins of Isma'ilism, Cambridge ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫৭) ভ্রান্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সূত্রসমূহের জন্য দ্র.ঃ (১) Brockelmann, SI, ৫৭৫ ; (২) Amari, Storia, সম্পা. Nallino ১৯৩৩ খৃ., ১খ, ৪০-১ (আরো দ্র. ৩খ, ৪৮৬); (৩) H. R. Idris, Zirides, ১খ, পৃ. ১৮-১৯।

M. Talbi (E.I.[2])/আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্ন শাদ্দাদ (ابن شداد) ঃ ইয্যু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-হালাবী, স্থান বিবরণ ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের সিরীয় লেখক। জন্ম ৬১৩/১২১৭ সনে হালাব (Aleppo)-এ মৃত্যু ৬৮৪/১২৮৫ সনে কায়রোতে। তিনি একাধারে প্রধান শাসনকর্তার দফ্তর (Chancellery)-এর একজন সচিব ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। আলেপ্পোর শাসনকর্তা আল-মালিকু'ন-নাসির তাঁহাকে চাকুরীতে নিয়োগ করেন এবং ৬৪০/১২৪২-৩ সনে হার্রানের অর্থ বিভাগ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি সরকারী দায়িত্বে প্রেরণ করেন। পরবর্তী কালে মোঙ্গলরা যখন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল তখন ৬৫৭/১২৫৯ সনে তাঁহাকে রাজপরিবারের সহিত দামিশ্ক হইতে আলেপ্পোতে গমন করিতে এবং মায়্যাফারিকীন অধিকারকারী মোঙ্গলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে উত্তর সিরিয়া মোঙ্গলদের অধীনে চলিয়া যায় এবং বিশিষ্ট নাগরিকবর্গের অধিকাংশের ন্যায় ইব্ন শাদ্দাদও মিসরে পলায়ন করেন। তিনি মামলূক সুলতান বায়বারস্ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন এবং তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অনুগ্রহ লাভ করেন। এই সুল্তানের সহিত ভ্রমণকালে ৬৬৯/১২৭১ সনে সিরিয়ায় গমন করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

মিসরেই তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি রচনা করেন। গ্রন্থগুলি হইতেছে সিরিয়া ও জাযীরার ঐতিহাসিক স্থান বিবরণ বিষয়ক "আল-আ'লাকু'ল-খাতীরা ফী যিকরি উমারাইশ-শাম ওয়া'ল-জাযীরা", যাহা তিনটি অর্থপূর্ণ অধ্যায়ে ৬৭১/১২৭২-৩ ও ৬৮০/১২৮১-২ সনের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত হইয়াছিল এবং বায়বারসের জীবনী [য়ালত্কায়াকৃত Edirne পাণ্ডুলিপির (MS) তুর্কী অনুবাদ, ১৯৪১ খৃ.] যাহাকে কখনও কখনও ভুলক্রমে

বাহা'উ'দ-দীন ইব্‌ন শাদ্দাদের প্রতি আরোপ করা হয় (পরবর্তী নিবন্ধ দ্র.)। য়ামান সম্পর্কে লিখিত একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থও তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, SI², ৬৩৪, SI, ৮৮৩ ; (২) Cl. Cahen, La Syrie du nord ... Paris ১৯৪০ খৃ., সূচীপত্র ঐতিহাসিক স্থান বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) আলেপ্পোর বিষয়ে D. Sourdel প্রণীত, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ.; (৪) দামিশক-এর বিষয়ে S. Dahan প্রণীত, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ.; (৫) লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তীন-এর বিষয়ে S. Dahan প্রণীত, দামিশ্‌ক ১৯৬৩ খৃ.; জাযীরা সংক্রান্ত খণ্ডটির জন্য দ্র. ঃ (৬) Cl. Cahen, La Djazira au millien du XIIIe siecle d'apres `Izz al-din ibn Chaddad, REI, ৮ঃ (১৯৩৪ খৃ.), ১০৯-২৮।

D. Sourdel (E.I.²)/আবূ মুহাম্মদ আসাদ

ইব্‌ন শাদ্দাদ (ابن شداد) ঃ বাহা'উদ-দীন আবু'ল-মাহাসিন য়ূসুফ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন তামীম (পূর্বোক্ত 'ইয্যু'দ-দীন বলিয়া যেন ভ্রম না হয়) সুল্‌ত'ান সালাহু'দ-দীনের জীবনীকার, জ. ৫৩৯/১১৪৫ মাওসিলে ও অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃ. ৬৩২/১২৩৫ আলেপ্পোতে।

মাওসিলে (Mosul) শিক্ষ সমাপ্তির পর তিনি বাগদাদের নিজামিয়্যা-তে চারি বৎসর সহকারী শিক্ষক (মু'ঈন) হিসাবে অতিবাহিত করেন। মাওসিলে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কামালু'দ-দীন শাহ্‌রাযূরী কর্তৃক স্থাপিত মাদরাসাতে শিক্ষকতা করেন। মাওসিলের আতাবেকগণ তাঁহাকে দৌত্যকার্যে বিভিন্ন শাসকদের, যথা বাগ'দাদের খলীফা, সালাহু'দ-দীন ও পার্শ্ববর্তী নগরসমূহের গভর্নরদের নিকট প্রেরণ করেন। ৫৮৩/১১৮৮ সনে তিনি হজ্জ সমাপন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে দামিশকে অবস্থানকালে কাওকাব দুর্গ অবরোধকারী সালাহু'দ-দীন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার সংকলিত একটি হাদীছ গ্রন্থ শ্রবণ করেন। ইব্‌ন শাদ্দাদ জেরুসালেম (তখন মুসলিমগণের পূর্ণ দখলে) সফর করিবার পর মাওসিলে প্রত্যাগমনের জন্য সালাহু'দ-দীনের অনুমতি চাহেন। তাঁহার প্রতি উৎসর্গীকৃত ইব্‌ন শাদ্দাদের জিহাদ বিষয়ক একটি রচনায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া সালাহু'দ-দীন তাঁহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল (জুমাদা-১, ৫৮৪/জুলাই ১১৮৮ হইতে) করেন। তিনি সেনাবাহিনীর ও জেরুসালেমের বিচারপতি (ক'াদী) হিসাবে সালাহু'দ-দীনের মৃত্যু (৫৮৯/১১৯৩) পর্যন্ত তাঁহার সার্বক্ষণিক সাহচর্যে ছিলেন এবং সুলত'ানের মৃত্যুর একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা রাখিয়া যান।

অতঃপর ইব্‌ন শাদ্দাদ আলেপ্পো গমন করেন এবং তথায় সালাহু'দ-দীনের পুত্রগণের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ৫৯১/১১৯৫ সনে আল-মালিকু'জ'-জাহির তাঁহাকে ওয়াক্‌ফসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বসহ আলেপ্পোর বিচারক (কাদী) পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি নূরু'দ-দীনের মাদরাসার বিপরীত দিকে, শাফি'ঈ মায্‌হাবের উন্নতিকল্পে একটি জাঁকজমকপূর্ণ মাদরাসা ও একটি 'দারু'ল-হ'াদীছ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী স্থানে নিজের জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। আয়্যূবী পরিবারের বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টায় দৌত্যকর্মে তাঁহাকে বহুবার কায়রো গমন করিতে (৫৯৩, ৬০৩, ও ৬০৮ সনে) হইয়াছিল, ইহার অনেক রেকর্ড পাওয়া যায়। ৬২৯/১২৩২ সনে আলেপ্পোর আল-মালিকু'ল-'আযীয-এর সহিত বিবাহের জন্য আল-মালিকু'ল-কামিল-এর কন্যাকে যে প্রতিনিধিদল কায়রো হইতে আনয়ন করেন তিনি তাঁহার নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে ইব্‌ন খাল্লিকান, আবূ শামা ও ইব্‌ন ওয়াসিল-এর ন্যায় খ্যাতিমান লেখকবৃন্দ তাঁহার গৃহে প্রায়শ যাতায়াত করিতেন। ইব্‌ন খাল্লিকান এই বর্ষীয়ান গুণী ব্যক্তির একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। আবূ শামা ৬৩২ (s.a.?) সনে তাঁহার রচিত "যায়ল 'আলা'র-রাওদাতায়ন" গ্রন্থে ইব্‌ন শাদ্দাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। ইব্‌ন ওয়াসিল (দ্র.) ৬২৭ ও ৬২৮/১২৩০-১ সনে তাঁহার আলেপ্পো ভ্রমণকালে ইব্‌ন শাদ্দাদের ভাষণ শ্রবণ করেন।

ইব্‌ন শাদ্দাদের ক্ষুদ্র রচনাবলী ঃ (১) দালা'ইলু'ল-আহ'কাম, (পাণ্ডু, Paris, Bibl. Nat., 'আরবী পাণ্ডু. ৭৩৬); (২) মাল্‌জা'উ'ল-হুক্কাম 'ইনদা, ইল্‌তিবাসি'ল-আহ'কাম, (পাণ্ডু. ২ খণ্ডে, Egyptian National Libratry, Cairo); (৩) দুরূসু'ল-হ'াদীছ', ৬২৯/১২৩১ সনে কায়রোতে প্রদত্ত বক্তৃতামালা (Bodleian Library Cat., ১খ, ১১৭৩); (৪) কিতাবু'ল-'আসা', ফির'আওন-এর সহিত মূসা ('আ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে (পাণ্ডু. পাটনা); (৫) ফাদা'ইলু'ল-জিহাদ, সুল্‌ত'ান সালাহু'দ-দীনের নিকট অর্পিত পাণ্ডু. (Islanbul), Koprulu, ৭৬৪); (৬) আসমা'উ'র-রিজাল আল্লাযীনা ফী মুহায্‌যাবি'শ্‌-শীরাযী (Brockelmann-এ উল্লেখ নাই, ইস্তাম্বুল পাণ্ডু. Millet/Veliyuddin Carullah 255.)।

তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়্যা ওয়া'ল-মাহাসিনু'ল-য়ূসুফিয়্যা" (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) বা "সীরাত সালাহু'দ-দীন" শীর্ষক সুলতান সালাহু'দ-দীনের জীবনী, A. Schultens কর্তৃক ১৭৩২-৫৫ সনে প্রথম প্রকাশ, ফরাসী অনুবাদসহ সম্পাদনা করিয়াছিলেন De Slane, in RHC, HOr., iii, Paris ১৮৮৪, ৩-৩৭০; পুনর্মুদ্রণ, কায়রো ১৩১৭ হি.; C. R. Conder-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, The Life of Saladin..., লণ্ডন (PPTS1) ১৮৯৭ খৃ.; ইটালীয় ভাষায় অনূদিত উদ্ধৃতি, F. Gabrieli-কৃত Storici arabi delle Croeiate, n. p. 1957, 85 ff.। নিবন্ধ লেখকের নিকট পঠিত একটি পাণ্ডুলিপি (জেরুসালেম, আল-মাসজিদু'ল-আক্‌সা, তা'রীখ ৫৯৫)-র ভিত্তিতে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন জামালু'দ-দীন আশা-শায়্যাল, কায়রো ১৯৬৪। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত, ১ম খণ্ডটি সালাহু'দ-দীনের জন্ম, প্রাথমিক জীবন, গুণাবলী ও অভ্যাসাদি সম্বলিত এবং অপর খণ্ডটি তাঁহার যুদ্ধ ও বিজয় সম্বলিত। রচয়িতা দাবি করেন যে, সালাহু'দ-দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ (৫৮৪/১১৮৮)-এর পূর্ববর্তী বৎসরগুলি সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গের উপর এবং পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য স্বীয় পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন। বস্তুত (৫৮৪/১১৮৮ সনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের জন্য পরোক্ষ (Secondary) বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া বিভিন্ন বর্ণনায় ও কাল নিরূপণে কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তাঁহার রচিত জীবন চরিত, 'উমাদু'দ-দীন (দ্র.)-এর উদ্‌বর্তিত রচনাবলী সহকারে সালাহু'দ-দীনের জীবন বৃত্তান্তের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য উৎস যাহা পরবর্তী প্রায় সকল মুসলিম ও য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকই ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু শত্রু সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ ও ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহের নহে, বরং মুসলিম ও খৃষ্টান উভয় পক্ষের সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও ইহা অমূল্য তথ্য সরবরাহ করিয়াছে এবং

সালাহ্‌'দ-দীন ও ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কের উপর আলোকপাতকারী গুরুত্বপূর্ণ দলীলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। F. Gabrieli-র ভাষায় "চরিত্র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে রচিত রাজকীয় জীবন চরিতের নমুনা" হিসাবে ইহা "ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসমূলক সাহিত্যে অনন্য।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৮৫২; (২) আবূ শামা, আয্-যায়ল 'আলা'র-রাওদাতায়ন=তারাজিমু রিজালি'ল-কার-নায়নি'স- সাদির ওয়া'স-সাবি' (الذيل على الروضتين تراجم رجال القرنين السادس والسابع), কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১৬৩; (৩) ইব্ন ওয়াসিল, মুফাররিজু'ল-কুরূব, পাণ্ডু.;(৪) আবদু'ল-আজীম আল-মুন্‌যিরী, আত্-তাক্‌মিলা লি-ওয়াফায়াতি'ন-নাকালা (পাণ্ডু. Alexandria Municipal Library); (৫) বাহা'উদ্-দীন ইব্ন শাদ্দাদ, আন্-নাওয়াদিরু'স্-সুলতানিয়া...সম্পা. জামালু'দ্-দীন আশ-শায়্যাল, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ভূমিকা; (৬) H.A.R. Gibb, The Arabic sources for the life of Saladin in Speculum, 25 (1950), 58-72; (৭) C. Cahen, La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, Paris ১৯৪০ খৃ., ভূমিকা; (৮) H.L. Gottschalk, al-Malik al-kamil von Egypten und seine Zeit, Wiesbaden 1958, p. 33, 70 ff. ,166, 201, 204; (৯) M. Hilmy M. Ahmad, apud B. Lewis and P.M. Holt, Historians of the Middle East, London 1962, 87-8; (১০) F. Gabrieli, ibid., 104; (১১) Brockelmann, I. 316-7, SI, 549-50।

জামালু'দ-দীন আশ-শায়্যাল (E.I.²)/আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্ন শানাবূয (ابن شنبوذ) ঃ অথবা শানবূয বা শান্নাবূয আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্‌মাদ ইব্ন আয়্যূব ইব্নি'স-সাল্‌ত আল-বাগদাদী বহু দেশ পর্যটক, বিজ্ঞ 'কারী' 'ইল্‌ম কিরা'আতের শিক্ষক, মৃ. সাফার ৩২৮/নভেম্বর-ডিসেম্বর ৯৩৯। তিনি ইব্ন মাস্‌'উদ, উবায়্যি (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর কিরা'আত যাহা মাসহাফ 'উছ্‌মানী (রা) হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন, জুমু'আ ও জামাআতের সালাত (ফি'ল-মিহরাব)-এ প্রচলন করেন। সম্ভবত এই কারণে তাঁহার প্রভাবশালী সহকর্মী ইব্ন মুজাহিদ (যাঁহার সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করিতেন)-এর উদ্যোগে বিচারের জন্য ৩২৩/৯৩৫ সনে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয় এক বিশেষ আদালতে, যাহার সভাপতি ছিলেন উযীর ইব্ন মুক্‌লা ও ইব্ন মুজাহিদ ছিলেন প্রধান সদস্য। কুরআনের যে বিভিন্ন কিরাআতের জন্য তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বিচারকার্যের শুরুতে তিনি সাহসিকতার সহিত ও আক্রমণাত্মকভাবে তাহা সমর্থন করেন। কিন্তু মন্ত্রীর আদেশে বেত্রদণ্ড ভোগ করিবার পর বাধ্য হইয়াই তিনি প্রতিরোধ পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বীয় মত পরিত্যাগ করেন এবং এই মর্মে একটি দলীল স্বাক্ষর করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি মাসহাফ 'উছ্‌মানীর কিরাআতকেই একমাত্র শুদ্ধ পাঠরূপে গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রীর গৃহ হইতে খালাস পাইবার পর উত্তেজিত জনতার কবল হইতে আপন নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য ইব্ন শানাবূয প্রথমত বাগদাদের বাহিরে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস্-সূলী, আখ্‌বারু'র-রাদী বিল্লাহ্ ওয়া'ল-মুত্তাকী লিল্লাহ, সম্পা J. Heyworth-Dunne, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৬২-৩; ফরাসী অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬-৫০, ১খ, ১০৯-১০ (গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট সমেত); (২) ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. Flugel, ৩১-২; (৩) খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ১খ, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১, ২৮০-১; (৪) আস-সাম্'আনী, কিতাবু'ল-আন্‌সাব (GMS XX), ৩৩৯; (৫) য়াকূত, উদাবা, ৬খ, ৩০০-৪; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফাত, সম্পা. de Slane, ১খ, ৬৮৭-৮; (৭) অনু. de Slane, ৩খ, ১৬-৮; (৮) আয্-যাহাবী, তাবাকাতু'ল-কুররা, বার্লিন পাণ্ডু. or. fol. 3140, 42 v.-43 v.; (৯) ইব্নু'ল-জাযারী, আন-নাশ্‌রু ফি'ল-কিরাআতি'ল 'আশার, দামিশ্‌ক ১৩৪৫ হি. ১খ, ৩৯, ১২২; (১০) ঐ লেখক, গায়াতু'ন-নিহায়া, ২খ (Bibliotheca Islamica 8b), ৫২-৬; (১১) ইব্ন তাগরীবির্‌দী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, সম্পা. Juynboll, ২খ, ১৮৫৭ খৃ., ২৬৬-৭; (১২) TA, ২খ, ৫৬৮; (১৩) Brockelmann, S I, ৩১৯; (১৪) Noldeke et al. des Qor., ৩খ, ১১০-২, দ্র. KIRA'A।

R. Paret (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্ন শায়খ হিত্তীন (দ্র. আদ-দিমাশকী, শামসু'দ-দীন)

ইব্ন শারয়া (ابن شرية) ঃ 'আবীদ/'উবায়দ আল-জুরহুমী, জ্ঞান সাধক ও পুরাতত্ত্ববিদ, অর্ধ-ঐতিহাসিক, কিংবদন্তীর বর্ণনাকারী হিসাবে তাঁহার নাম প্রায়শ উল্লিখিত হয়। তাঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণে মতবিরোধ রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপিতে 'আবীদ ও 'উবায়দ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়; তবে 'উমায়র'-এর উল্লেখ ভ্রমাত্মক (ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বূলাক ১২৮৬-৭৩, ৩খ, ৩৫১ ; ইব্ন হাজার, ইসাবা, কলিকাতা ১৮৫৬-৭৩, ৩খ, ২০১)। শারয়া' ছন্দ (وزن) দ্বারা সমর্থিত [তু. O. Lofgren, Ein Gamdani Fund, Uppsala Universitets Arsskrift, vii (1935), 24; আল-হামাদানী, ইক্‌লীল, সম্পা. O. Lofgren, Uppsala 1954 p. 6]। অবশ্য ইব্ন হাজার শব্দটির উচ্চারণ 'শারিয়্যা' বলিয়া উল্লেখ করেন। সারিয়া, সারিয়া, সারিয়্যা ও শুবরুমারও উল্লেখ আছে (ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক; য়াকূত, উদাবা, ৫খ, ১০; উস্‌দ)।

ইব্ন শারয়ার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সমর্থনে অধুনা জোরদার প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে (তু. যথা N. Abbutt, Studies in Arabic Literary popyre, i, Chicago 1957, 9 ff.)। তবে জ্ঞান-সাধক ও লেখক হিসাবে তাঁহার ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে আনুমানিক উৎসসমূহের বর্ণনানুযায়ী মু'আবিয়া (রা) পুরাকাহিনী শ্রবণের জন্য তাঁহাকে নিজ দরবারে ডাকাইয়া আনেন। তিনি 'আবদু'ল-মালিকের রাজত্বকালে ২২০, ২৪০ বা ৩০০ বৎসরের অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন।

৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবূ হাতিম সিজিস্তানী (Muammarun, ed. Goldziher, Abh. z. arab. Phil., ii, 40-3) তাঁহাকে একজন দীর্ঘজীবী জ্ঞানসাধকরূপে জানিতেন। আল-জাহিজ (বুখালা,' কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ৪০, অনু. Pellat, ৬৭, ৩৩৭) তাঁহাকে বৃহৎ দক্ষিণ 'আরবের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; যেমন করিয়াছেন ইব্ন হিশাম, কিতাবু'ত-তীজান, হায়দরাবাদ ১৩৪৭ হি, ৬৬, ২০৯, গ্রন্থে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইব্ন কুতায়বা [তা'বীলু মুখতালিফি'ল-হাদীছ (تاويل مختلف الحديث), কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৬, ২৮৩; অনু.

Lecomte, দামিশ্‌ক ১৯৬৪ খৃ., ৩১৩)] তাঁহাকে দৃশ্যত দক্ষিণ 'আরবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একজন কুলজী বিশেষজ্ঞরূপে জানিতেন। ইসলামের প্রথম যুগের ঐতিহাসিকগণ সাধারণত তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আল-মাস'ঊদী (মুরূজ, ৪খ, ৮৯) দক্ষিণ 'আরবের ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁহার বর্ণনাকে কল্পকথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করার পক্ষপাতী।

তাঁহার কৃতিত্ব হিসাবে একটি প্রবাদ সংকলনের উল্লেখ থাকিলেও উহা সংরক্ষিত হয় নাই [ফিহ্‌রিস্ত, ৮৯; আল-বাক্‌রী, ফাসলু'ল-মাকাল (فصل المقال), খার্তুম ১৯৫৮ খৃ.; R. Sellheim, Die klassisch-arabischen Sprichwortersammlun- gen, The Hauge 1954, 45, 89, 149]। আল-মাস'ঊদী কর্তৃক (মুরূজ, ৩খ, ১৭৩-৫, ২৭৫ প., ৪খ, ৮৯ ; A. v. Kremer, Uber die sudarabische Sage, Leipzig 1866, 46 প.) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাজাদের কাহিনী ও অতীত ইতিহাস' (ফিহ্‌রিস্ত, ৮৯)-এর উদ্ধৃতি ইতোপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইব্‌ন হ'াজার রচিত ইসাবা, ৩খ, ২০২-এর একটি বিকৃত অংশে আল-হ'ামদানী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে গ্রন্থটির বহু বিচিত্র সংশোধিত অনুলিপি প্রচলিত ছিল। উহাদের একটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। ইহা 'আখবারু'ল-য়ামান ওয়া আশ'আরুহা ওয়া আনসাবুহা' (اخبار اليمن واشعارها ونسابها) শিরোনামে কিতাবু'ত-তীজান, হায়দরাবাদ ১৩৪৭ হি., ৩১১-৪৮৭-এর সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত। আল-মাস'ঊদী উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থাংশের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে যাহাতে উভয়ের সাধারণ ঐক্য প্রমাণিত হয় (তু. মুরূজ, ৩খ, ২৭৫ প., প্রকাশিত সংস্করণের ৪৮৩ প.)। প্রকাশিত পাঠে পরবর্তী সংযোজন রহিয়াছে। ইহাতে প্রায়শ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে মু'আবিয়া (রা)-র চাচাত ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে দক্ষিণ 'আরবে প্রত্যাশিত মাহ্‌দীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে (৪৭৮; আরও তু. নাশওয়ান উদ্ধৃত শ্লোকগুলি, শামসু'ল-'উলূম, GMS, xxiv, 103) এবং বারবার 'আলী বংশীয়দের প্রতিও; (ইহা পরবর্তী কালের ফাতিমী যুগের সংযোজন হইতে পারে, ৩২৩)। ইহাতে দায়লাম ও তুর্কদের (৪৭৬)-ও উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রাপ্ত উপাত্ত হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইতিহাস বর্ণনাকারী হিসাবে ইব্‌ন শারয়া নামের ব্যবহার ৩য়/৯ম শতাব্দীর পূর্বকালীন, যদিও তখন উক্ত জ্ঞানসাধকের ভাবমর্যাদা নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 'রাজাদের কাহিনী'-র রচয়িতা হয়ত দক্ষিণ 'আরবের অধিবাসী ছিলেন না, বরং বাগদাদের একজন পুরাতত্ত্ববিদ ছিলেন যিনি দক্ষিণ 'আরবের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে তৎকালীন রুচি অনুযায়ী, যে আগ্রহ বিদ্যমান ছিল তাহার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটিতে সত্যিকার দক্ষিণ 'আরবীয় লোক-কাহিনীর যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলিয়া V. Kremer যে অভিমত প্রকাশ করেন, উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন হইলেও উহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দ্র. ঃ (১) আল-জাহিজ, বায়ান, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ১খ, ৩৬১; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭, ১খ, ৩৬৫ ; (৩) ঐ লেখক, তারবী', সম্পা. Pellat, দামিশ্‌ক ১৯৫৫ খৃ., ৩৭, (২১); (৪) ইব্‌ন কুতায়বা, 'উয়ূন, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮, ২খ, ৩০৫ ; (৫) আগ'নী, ২১খ, ১৯১, ২০৬; (৬) মাস'ঊদী, তান্‌বীহ্‌, ৮২; (৭) উসামা ইব্‌ন মুনকিয, লুবাব, কায়রো ১৩৫৪/১৯৩৫, পৃ. ১২৩ প.; (৮) ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, পাণ্ডু. Topkapusaray, Ahmet iii, ২৮৮৭, ৩খ, ২৯৯b-৩০০a; (৯) আল-হারীরী, দুররাতু'ল-গাওওয়াস, সম্পা. Thorbecke, পৃ. ৫৫ প.; (১০) ইব্‌ন সীসরা, সম্পা. Brinner, Berkeley and Los Angeles ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ১৩৭ প., ২খ, ১০১ প.; (১১) 'আবদু'ল-কাদির আল-বাগ'দাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, ১খ, ৩৩২। আরও তু. ঃ (১২) Goldziher, Muh. St., ১খ, ৯৭, ১৮২ প., ২খ, ১৯১, ২০৩ প. ; (১৩) Brockelmann, I, ৬৩ প., SI, ১০০; (১৪) Sezgin, ১খ, ২৬০।

F. Rosenthal (E.I.[2])/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্‌ন শারাফ আল-কায়রাওয়ানী (ابن شرف القيرواني) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-জুযামী, লেখক ও কবি। আনু. ৩৯০/১০০০ সালে কায়রাওয়ান শহরে তাঁহার জন্ম। ইনি আবু'ল-হাসান আল-কাবিসী ও আবূ 'ইমরান আল-ফাসী-র তত্ত্বাবধানে কবিতা রচনা শুরু করেন, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার আল-কাযযায-এর তত্ত্বাবধানে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন এবং আল-হুসরী (দ্র.)-র তত্ত্বাবধানে রসসাহিত্যে রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত ইনি ইব্‌ন আবি'র্‌-রিজাল (দ্র.)-এর নিকটও শিক্ষা লাভ করেন। এক চক্ষু অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল-মু'ইয্য ইব্‌ন বাদীস (দ্র.)-এর সহচরদের দলভুক্ত হইতে সক্ষম হন। আর এইভাবে তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। অবশ্য ইহার ফলে যে তাঁহার কোনও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মে নাই, এমন নহে। তাঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন রাশীক (দ্র.) উল্লেখযোগ্য, যাঁহার নাম ইব্‌ন শারাফের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে তাঁহারা সমান্তরাল পন্থা অনুসরণ করিতেন। আল-মু'ইয্য চাতুর্যের সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে লালন করিলে পরিণামে সুফল ফলে। কেননা উহা কেবল বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও ব্যঙ্গ পত্র (অধুনালুপ্ত) আদান-প্রদানেই প্ররোচিত করে নাই, বরং উহার ফলে এমন কতিপয় গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে যাহা হইতে ৫ম/১১শ শতাব্দীর শুরুতে কায়রাওয়ানবাসীরা উচ্চমানের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারী ছিল বলিয়া প্রমাণ মিলে। এতদ্ব্যতীত ইব্‌ন শারাফ দরবারী কবিদের অভ্যাসগত কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আমীরের স্তুতি-গীত রচনা করিতেন, ফল ও ফুলের বর্ণনায় কবিতা লিখিতেন, রাজদরবারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সমাবেশে অংশগ্রহণ করিতেন, আর তাঁহার মনিবের সামান্যতম খেয়ালিপনার একটি তাৎক্ষণিক জওয়াব দিতেন।

হিলালী বহিরাক্রমণ (হিলাল দ্র.) আল-মু'ইয্য-কে ৪৪৭/১০৫৫ সনে আল-মাহ্‌দিয়্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে; তিনি তখন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিদ্বয়কে তাঁহার সঙ্গে নেন। তামীম ইব্‌নু'ল-মু'ইয্যের সঙ্গে কিছুদিন অবস্থানের পর ইব্‌ন শারাফ সিসিলীতে গিয়া মাযারায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইব্‌ন রাশীকও সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁহাদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন বলিয়া শোনা যায়। যাহা হউক, তিনি সিসিলীতে বেশী দিন বসবাস করেন নাই। ৪৪৯/১০৫৭ সনে তিনি স্পেনের পথে রওয়ানা হন। অতঃপর মুলূক'ত-তাওয়াইফ (দ্র.)-এর কয়েকটি দরবারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার পর তিনি অবশেষে Almeria-র নিকটবর্তী Berja-য় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার জীবনীকারগণ বলেন যে, তিনি ১ মুহ'াররাম, ৪৬০/১১ নভেম্বর, ১০৬৭ তারিখে Seville-এ ইনতিকাল করেন।

একজন দরবারী কবি হিসাবে ইব্‌ন শারাফকে ইব্‌ন বাসসাম (যাখীরা, ৪/১খ, ১৩৩) ইব্‌ন দার্‌রাজ আল-কাসতাল্লী (দ্র.)-র সঙ্গে তুলনা করেন। তৎপ্রণীত দীওয়ান, যাহা পরবর্তী কালে সংগৃহীত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে একখানা বৃহদায়তনের গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থকার স্বয়ং উহার যে সকল কবিতায় স্তবক বা গদ্য রচনার অনুচ্ছেদকে সংরক্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন সেগুলিকে তৎপ্রণীত 'আবকারু'ল-আফকার' নামক পুস্তকে সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই সবই বর্তমানে বিলুপ্ত। অনুরূপভাবে তাঁহার লুমাহু'ল-মুলাহ' (ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুতরিব, শ্লোক ৫৩v) ও সেরা গ্রন্থ 'আ'লামু'ল-ক'লাম'ও বর্তমানে বিলুপ্ত। এই সব কিছু বিবেচনা করিয়াও ইব্‌ন বাসসাম কর্তৃক সংরক্ষিত উদ্ধৃতাংশগুলি আল-মায়মানী আর-রাজাকূতী (আন-নুতাফ মিন শি'রায় ইব্‌ন রাশীক ওয়া যামীলিহ ইব্‌ন শারাফ, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪, পৃ. ৯০-১১৫) কর্তৃক সংগৃহীত কবিতাগুলি, ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি অনুচ্ছেদ, যেইগুলির রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্যের অভাব ও দুইটি খণ্ড রচনা যাহা আ'লামু'ল-কালামের অংশ বলিয়া মনে হয়, প্রথমত বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। গ্রন্থকার জানাইয়াছেন যে, আল-হামাযানী (দ্র.)-কৃত মাকামাত-এর আদর্শ অনুকরণ করিয়া তিনি কবিতায় কুড়িটি হাদীছের কাব্যরূপ দান করেন। উল্লিখিত এই দুইটি খণ্ড রচনা হইতেছে উহাদের দুইটি হ'াদীছ'। তিনি তাঁহার এই প্রবন্ধগুলিতে ছন্দোবদ্ধ পদ্ধতিতে তাঁহার পূর্ববর্তী 'আরব কবিদের সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর কিছুটা অমার্জিত ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার কয়েকটি পাঠ উপস্থাপন করেন। তাঁহার স্পেনে বসবাসকালে অর্থাৎ ৪৪৯/১০৫৭ হইতে ৪৬০/১০৬৭ সনের মধ্যবর্তী কালে গ্রন্থটি প্রণীত হয় বলিয়া মনে হয়। উহা সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কিত কায়রাওয়ানী মতবাদের বৈশিষ্ট্যমূলক নমুনা। উহার স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি ভাষাবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা ইহার বিভিন্ন দিক অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আল-মুকতাবাস পুস্তকে এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়হ্‌'হ'াব কর্তৃক মূল পাঠের সম্পাদনা, ৪খ. (১৯১১ খৃ.) ও রাসা'ইলু'ল-ইনতিকাদ নামে ইহার পুনর্মুদ্রিত রচনা, দামিশক ১৩২৯/১৯১১ (এম. কুর্দ 'আলী তাঁহার রাসা'ইলু'ল-বুলাগা', দামিশ্‌ক ১৩৬৫/১৯৪৬, পৃ. ৩০২-৪৪-এ মূল পাঠ কপি করিয়াছেন); আ'লামু'ল-কালাম শিরোনামে 'আবদু'ল-'আযীয় আল-খানজী কর্তৃক সম্পাদিত, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৬, Qutstions de critique litteraire শিরোনামে Ch. Pellat কর্তৃক সম্পাদনা ও অনুবাদ, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ.; Ibn Saraf al Qayrawani (m. ৪৬০/১০৬৭-৮) ela sua রিসালাতু'ল-ইন্‌তিকাদ শিরোনামে ইতালীয় ভাষায় U. Rizzitano কর্তৃক অনুবাদ, RSO, ২১/১ (১৯৫৬ খৃ.), পৃ. ৫১-৭২। উহাকে রিসালার শ্রেণীভুক্ত করার প্রশ্ন উঠে না; তবে পুস্তিকাখানির শেষ পৃষ্ঠায় উহার নামের সমস্যাটির সমাধান মিলিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, তাম্মাতি'ল-মাকামাতু'ল-মা'রূফা বি-মাসা'ইলি'ল-ইন্তিকাদ। গ্রন্থকার যদি তাঁহার গ্রন্থের সংরক্ষিত অসম্পূর্ণ অংশ দুইটির জন্য শিরোনাম ঠিক করিয়া থাকেন, তবে তাহা ইহাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন বাসসাম, যাখীরা, ৪/১খ, ১৩৩-৮৬; (২) য়াকূত, ইরশাদ, ৭খ, ৯৬ প.-উদাবা', ১৯খ, ৩৭ প.; (৩) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ২০৪-৫; (৪) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ১২০৮; (৫) সুয়ূত'ী, বুগ'য়া, ৪৬; (৬) হ'াজ্জী খালীফা, ১খ, ১৪৫; (৭) ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুতরিব, B.M. পাণ্ডুলিপি, পত্র ৫২r-৫৭v (কায়রো ও খার্তুম সং. ১৯৫৪ খৃ., নির্ঘণ্ট); (৮) ইব্‌ন নাজী, মা'আলিম, ৩খ, ২৪৯-৫১; (৯) এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌'হ'াব, বিসাতু'ল-আক'ীক ফী হাদারাতি'ল-কায়রাওয়ান ওয়া শা'ইরিহা ইব্‌ন রাশীক, তিউনিস ১৩৩০/১৯১১; (১০) ফুআদ বুসতানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৫৯-৬০।

নুওয়ায়রী-কৃত নিহায়া, ইব্‌ন দিহ্‌য়াকৃত মুতরিব, ইব্‌ন বাসসামকৃত যাখীরা, ইব্‌ন লুয়ূনকৃত লাম্‌হ, ইবনু'ল-'ইমাদকৃত খারীদা, 'উমারীকৃত মাসালিকু'ল-আবসার প্রভৃতি পুস্তক হইতে আহরণ করিয়া মায়মানীর কবিতা-সংগ্রহের সঙ্গে সংযোজিত হইলে সম্পূরণ কার্য সম্পন্ন হইবে (প্যারিসে একখানি নূতন কবিতা-সংগ্রহ প্রণয়ন কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে)। পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র আবু'ল-ফাদ্‌ল জা'ফার ইব্‌ন মুহ'াম্মাদও তাঁহার পিতার মতই প্রখ্যাত কবি ও গদ্য লেখক ছিলেন। ৪৪৪/১০৫২-৩ সনে কায়রাওয়ানে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে দেশান্তরিত হন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল স্পেনে কাটান। সেইখানে তিনি মুহ'াম্মাদ আল-মু'তাসিম (৪৪৩/১০৫১-৪৮৪/১০৯১)-এর রাজত্বকালে আলমেরিয়ায় উযীরের পদমর্যাদা লাভ করেন। ঐ দরবারে তিনি অনেক বৎসর কাটান। ৫৩৪/১১৩৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। আবু'ল-ফাদ্‌ল একজন পুরাপুরি সংস্কৃতিবান লোক ছিলেন। প্রচলিত কবিতার বিবিধ রকমে; প্রশংসাপূর্ণ কবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা ও নীতিবাক্যপূর্ণ কবিতার তিনি ছিলেন একজন সাবলীল রচনাশৈলীর অধিকারী। তিনি নুজহু'ন-নুস্‌হ ও সিররু'ল-বির্‌র নামক দুইখানি সংক্ষিপ্ত স্মরণীয় উক্তি-সংগ্রহ ও ফাকীরী প্রবচন-সংগ্রহের রচয়িতা ছিলেন। তদুপরি তিনি ফাকীরী জীবনধারা সম্পর্কে একখানি উর্‌জূযা (রাজায্‌ ছন্দে লিখিত কবিতা) লেখেন; কিন্তু এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত। আল-মায়মানী কর্তৃক সংকলিত কবিতাগুলির (নুতাফ, পৃ. ১১৬-২১, উপরে দ্রষ্টব্য) সঙ্গে ইব্‌ন বাসসাম কর্তৃক সংরক্ষিত কয়েকখানি সরকারী চিঠিপত্র ও কয়েকটি খণ্ড কবিতা (৩য় খণ্ড এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে) এবং পূর্বোল্লিখিত কয়েকখানি কাব্য সঞ্চয়ন গ্রন্থ সংযোজন করা যাইতে পারে।

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ নামক আবু'ল-ফাদ্‌লের জনৈক পুত্রকেও মাক্কারী তাঁহার Analectes index-এ একজন নীতিকথার কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাব্বী, বুগ'য়া, নং ৬১০ ও ১৫৫৭; (২) ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল, সিলা, নং ২৯৫; (৩) ইব্‌ন খাক'ান, কালা'ইদ, কায়রো, তা. বি., ২৬৩ প.; (৪) ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুতরিব, B.M. পাণ্ডুলিপি, পাতা ৫৪r; (৫) মাররাকুশী, মু'জিব, কায়রো ১৩২৪/১৯০৬, ৫০ (অনু. Fagnan, ৬৬); (৬) মাক্কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (৭) Fagnan-Dozy, Recherches[2], ১খ, ২৪৮ প.; (৮) Gonzalez Palencia, Literatura2, ৮৯-৯০; (৯) ফুআদ বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৬০-১; (১০) Ch. Pellat কর্তৃক Questions de critique (উপরে দ্র.) গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী, ২০, টীকা ৭।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব (ابن شهر اشوب) ঃ আবূ জা'ফার (বা আবূ 'আবদিল্লাহ) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব ইব্‌ন আবী নাস্‌'র ইব্‌ন আবি'ল-জায়শ, যায়নু'দ-দীন ('ইয্যু'দ্দীন রাশীদু'দ-দীন) নামে পরিচিত, ইমামী ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্মপ্রচারক ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি মাযানদারান প্রদেশের সারি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আকীদাগত কারণে তিনি সালজূ'ক

শাসিত ইরান ত্যাগ করিয়া আলোপ্পো নগরীতে গমন করেন। হামদানীদের শাসনকাল হইতে নগরীটি শী'আ মতাবলম্বী 'আলিমদের আশ্রয়স্থল ছিল। সেখানে পরিণত বয়সে ২২ শা'বান, ৫৮৮/২ সেপ্টেম্বর, ১৯২ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে জাবালু'ল-জাওশানে কবর দেওয়া হয়। স্থানটি অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হুসায়নী মাশহাদ-এর সন্নিকটে অবস্থিত। তৎকালে তিনিই শী'আ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন, এমন কি সুন্নীরাও তাঁহার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং তাঁহাকে মানিতেন। শারী'আত সম্পর্কিত তাঁহার ভাষণ শুনিয়া 'আব্বাসী খলীফা আল-মুক্তাফী (৫৩০-৫৫/১১৩৬-৬০) প্রভাবান্বিত হইলে বাগদাদে তিনি 'রাশীদু'দ-দীন' লাকাব লাভ করেন বলিয়া শোনা যায়, এমনকি তাঁহার সহিত বিরোধিতাকারিগণের, বিশেষত আয-যামাখশারী, মুহ'াম্মাদ আল-গাযালী ও আয-যামাখশারীর শাগরিদ তাঁহার সমসাময়িক আল-খাত'ীবু'ল-খুওয়ারিযমী আল-মাক্কী প্রমুখের নিকট হইতে তিনি 'ইজাযা' লাভ করেন বলিয়াও শোনা যায়। ইহ্‌তিজাজ গ্রন্থের প্রণেতা আবূ মানসূ'র আহ'মাদ ইব্‌ন আবী তালিব আত'-তাবারসী (আত'-তাবারসী দ্র.) মাজমা'উ'ল-বায়ান-এর প্রণেতা ফাদ্‌ল ইব্‌নু'ল-হাসান আমীনু'দ-দীন আত'-তাবারসী (দ্র. আত'-তাবারসী) ফারসী ভাষায় শী'আ দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত আল-কু'রআনের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর-প্রণেতা শায়খ আবু'ল-ফুতূহ আর-রাযী (দ্র. আর-রাযী) ছাড়াও অন্যদের মধ্যে আল-কুতব'র-রাওয়ান্দী, সায়্যিদ নাসিহু'দ-দীন আল-আমিদী প্রমুখ তাঁহার শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য যে শিক্ষকের কথা তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থ দুইখানিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তিনিই ছিলেন তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক শায়খ নাসীরু'দ-দীন আত'-তূসী। ইব্‌ন শাহরাশূবের পিতামহ, কোন কোন গ্রন্থে যিনি ইব্‌ন কায়াকী নামে উল্লিখিত, শায়খের সরাসরি ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রের মাধ্যমেই শায়খের 'উপদেশাদি' তাঁহার পৌত্রের নিকটে পৌঁছাইয়া দেন। আত'-তূসীর শাগরিদ হওয়ার দরুন ইব্‌ন শাহরাশূবকে পরোক্ষ খ্যাতিমান কা'দী আবু'স'-সা'আদাত আসাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-কাহির আল-ইসফাহানীরও শাগরিদ বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন সূত্র ইব্‌ন শাহরাশূবের বিপুল সংখ্যক ছাত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছে, আর ইহা তাঁহার পক্ষে মর্যাদার বিষয় যে, এমনকি আল-মুহাক্কি'ক আল-হিল্লীও মাত্র একজনের মধ্যবর্তিতায় (واسطة) তাঁহাকে উস্তাদ বলিয়া স্বীকার করেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান ঃ (১) মা'আলিমু'ল-'উলামা', সম্পা. 'আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৩৫৩/১৯৩৪-৫। আত্-তূসী-কৃত ফিহ্‌রিস্ত যাহা নাজাশী-কৃত রিজাল সমেত ইহার প্রধান উৎস গ্রন্থ ইহার সংগে একীভূত করা হইয়াছে। শী'আ কবিদের বিষয়ে অধ্যায়টিই গ্রন্থখানির এক অনুপম বৈশিষ্ট্য যাহা ইকবালের মতে নিশ্চিতভাবে ৫৭৩-৫৮১/ ১১৭৭-৮৬ সনে রচিত হইয়াছে; (২) মানাকিবু আলে আবী তালিব, ৩খ., সং. নাজফ ১৯৫৬ খৃ., হ'াদীছ' আর ইমামদের বংশবৃত্তান্ত না হইয়া ইহা বরং একখানি নামেমাত্র তত্ত্বীয় গ্রন্থরূপে প্রণীত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের অধিকাংশই শী'আ মতবাদের নামেমাত্র ব্যাখ্যা; (৩) মুতাশাবিহু'ল- কুরআন (তেহরানে মুদ্রিত); (৪) বায়ানু'ত-তানযীল; (৫) আলা মু'ত- তারা'ইক ফি'ল-হুদূদ ওয়া'ল-হাকাইক'; (৬) আনসাব আলে আবী ত'ালিব; (৭) আল-আসবাব ওয়া'ন-নুযূল 'আলা মাযহাবি আলি'র-রাসূল; (৮) আল-আরবা'ঈন ফী মানাকিব সায়্যিদাতি'ন-নিসা' ফাতিমাতি'য্‌-যাহ্‌রা'।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-ফুওয়াতী, তালখীস মাজমা'ই'ল-আদাব ফী মু'আমি'ল-আলকাব, ৪খ, সম্পা. মুসতাফা জাওয়াদ, ১খ, টীকা ৪৪৩ (উহাতে ইব্‌ন হ'াজার-কৃত লিসানু'ল-মীযান, আয'-যাহাবী-কৃত তা'রীখু'ল-ইসলাম গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ৫৮৮ সনের মৃত্যুসমূহ এবং য়াহ'য়া ইব্‌ন আবী তায়্যি আল-হালাবী-কৃত তা'রীখ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি জীবনী, যৎসম্পর্কে দেখুন Brockelmann, SI, ৫৪৯, দ্র. ইব্‌ন শাদ্দাদ শিরোনামে; (২) মীরযা মুহ'াম্মাদ তুনাকাবুনী, কিসাসু'ল-'উলামা', তেহরান, তা. বি., ৪২৮-৯; (৩) 'আব্বাস আল-কুম্মী আন-নাজাফী, কিতাবু'ল-কুনা ওয়া'ল-আলকাব, ১খ, নাজাফ ১৯৫৬ খৃ., ৩২৭-৮; (৪) আল-মামাকানী, কিতাব তানযীহি'ল-মাকাল ফী আহওয়ালি'র-রিজাল, ৩খ, নাজাফ ১৩৫২/১৯৩৩-৪, পৃ. ১৫৭; (৫) আগা বুযুর্গ তিহ্‌রানী, আয- যারী'আ দ্র.; (৬) ঐ লেখক, মুসাফ্‌ফা'ল-মাকাল ফী মুসান্নিফী 'ইলমি'র- রিজাল, তেহরান ১৯৫৯ খৃ., কলাম ৪১৪-৫; (৭) আল-'আমিলী, আ'য়ানু'শ-শী'আ, ৬খ, ২৮, ৪৬খ, ১৩৬, টীকা ২৫৫৬; (৮) আল- খাওয়ানসারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, লিথো. তেহরান ১৩০৬/১৮৮৮-৯, পৃ. ৬০২ (পৃ. সংখ্যা নির্ভুল নহে); (৯) মুহাম্মাদ 'আলী তাবরীযী খিয়াবানী, রায়হানাতু'ল-আদাব ফী তারাজিমি'ল-মা'রূফীন লি'ল-কুনয়া ওয়া'ল-লাকাব, ৬খ, তাবরীয, তা. বি., পৃ. ৪৭-৮; (১০) A. Eghbal, introduction to the editon of the Ma'alim, পৃ. ৩-১২; (১১) আল-কাহ্‌হালা' মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৯খ, ১৬।

B. Scarcia Amoretti (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ইব্‌ন শাহীন আজ-জাহিরী (ابن شاهين الظاهرى) ঃ গারসু'দ-দীন খালীল, কায়রো (অথবা জেরুসালেমে) ৮১৩/১৪১০ সনে জন্ম, মিসরীয় মামলূক বংশোদ্ভূত বুরজী সুলত'ান সায়ফু'দ-দীন তাতার-এর পুত্র, কায়রোতে শিক্ষালাভ করেন। কর্মজীবনে বার্‌সবায় ও চাকমাক-এর অধীনে একটি উত্তম প্রশাসনিক পদ লাভ করেন (তু. যিরিকলী, আ'লাম[২], ৩খ, ৩৬৭)। ৮৫৭/১৪৫৩ সনের কাছাকাছি সময়ে তিনি 'কাশফু'ল-মামালিক ওয়া বায়ানু'ল-উরুক ওয়া'ল-মাসালিক" নামক একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। "যুবদাত কাশফি'ল-মামালিক" নামক উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানি কেবল বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা মামলূক আমলের মিসরের একখানি নিখুঁত ও সঠিক চিত্র। Voyage en Egypte et en Syrie[2] নামক গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকখানি সম্পর্কে Volney সর্বাগ্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, সম্পা. Dugour ও Durand, প্যারিস ১৭৯৯ খৃ., Publ. de l'Ecole des Langues Prientales Viv নামক গ্রন্থে, ৩য় সিরিজ, ১৬ম খণ্ডে, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.। Paul Ravaisse উহার একখানি ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি ঃ প্যারিস B. N. ১৭২৪ ও ২২৫৮; বার্লিন ৯৮১৮; অক্সফোর্ড Bodl, ১খ, ৭৩৫ a ইস্তাম্বুল, Saray ২৯০০ ও ৩০০৮। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে Venture de Paradis কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত উহার একখানি উত্তম সংস্করণ ১৯৫০ খৃ. দামিশকের Institute Francais প্রকাশ করে।

ইব্‌ন শাহীন "কিতাবু'ল-ইশারাত ফী 'ইলমি'ল-'ইবারাত" নামক স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিষয়ক বহুল প্রচারিত একখানি গ্রন্থেরও রচয়িতা। গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় উহার বহু পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (আতিফ Ef.১৯৭৩; রাগিব পাশা ৬৪৬; কোপরুলু. ফাযিল P. 116; ইস্তাম্বুল

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগা'র A ৩৫, ২৯১২, ১৮৮৭, ৬২৪৫, ৬২৬৬; ইসকিলিপ ১২০৬; কায়রো ৪৮৫৬; প্যারিস ২৭৫২ ইত্যাদি)। 'আবদু'ল-গ'ানী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩০) প্রণীত ও কায়রোতে ১৩০১/১৮৮৩ সনে প্রকাশিত 'ত'া'তীরু'ল-আনাম ফী তাবীরি'ল মানাম' পুস্তকের হাশিয়ায় উহা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি আস-সা'লিমী (৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষাংশ) রচিত 'কিতাবু'ল-ইশারা ইলা 'ইলমি'ল-'ইবারা' পুস্তকখানির পরিবর্তিত সংস্করণ প্রণয়ন করেন। উহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর অন্যতম সূত্র গ্রন্থ বলিয়াও উল্লেখ করেন। উহাতে তিনি ত্রিশটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করেন। গ্রন্থকার উহার ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, 'আল-কাওকাবু'ল-মুনীর ফী উসূলি'ত-তা'বীর' নামে পূর্বেই তিনি একখানি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিয়াছেন (তু. শিহাবু'দ-দীন আল-মাকদিসী, মৃ. ৬৯৭/১২৯৮ প্রণীত 'আল-বাদরু'ল-মুনীর ফী 'ইলমি'ত-তা'বীর)। কথিত আছে, তিনি প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'আল-মাওয়াহিব ফি'খ্তিলাফি'ল-মাযাহিব' ও কয়েক অংশে বিভক্ত দীওয়ান গ্রন্থখানি উহাদের অন্তর্ভুক্ত (তু. যিরিকলী, পূ. স্থা.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Hartmann, Die geogaphischen Nachrichten uber Palastina und Syrien in Halil az-Zahiri, Kasf al-mamalik, গবেষণামূলক প্রবন্ধে উদ্ধৃত, Tubingen ১৯০৭ খৃ.; (২) Syriae descriptio, সম্পা. E.F.C. Rosenmuller, in Analecta Arabica. iii (1825); (৩) M. Steinschneider, in ZDMG, xvii (1863), 227 প.; (৪) সারকীস, ১৮৩২-৪ খৃ.।

J. Gaulmier and T. Fahd (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্ন শাহীন (দ্র. নিস্সীম বেন য়া'কোব ইব্ন শাহীন)

ইব্ন শিব্ল (ابن شبل) ঃ বা আশ-শিবলী [ইব্ন আবী উসায়বি'আর (৬৫৫/১২৫৭) মতে আবূ 'আলী আল-হু'সায়ন ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন য়ূসুফ আল-বাগ'দাদী, কিন্তু কুতুবীর মতে মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হ'াসান ইব্ন আবদিল্লাহ, কাহ্হালার মতে তাঁহার বংশপঞ্জী নিম্নরূপঃ ইব্ন 'আহ'মাদ ইব্ন শিব্ল্ উসামা আশ-শামী), আস-সাফাদী, হ'াজ্জী খালীফা ও পরবর্তী কালে আয-যিরিক্লী-র মতে মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হু'সায়ন ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন শিব্ল ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ববিদ, চিকিৎসক ও কবি। তিনি আল-কাদির বিল্লাহ ও আল-কা'ইম বি-আম্‌রিল্লাহ-এর সময়ে (৩৮১-৪৬৮/৯৯১-১০৭৫) জীবিত ছিলেন। তাঁহার সঠিক জন্মতারিখ অজ্ঞাত, যদিও কাহ্হালার মতে ইহা ৪০১/১০১০-১১। তিনি তাঁহার পারিবারিক বাসস্থান বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন এবং আস-সা'ফাদী, আল-কুতুবী, হ'াজ্জী খালীফা, আয'-যি'রক্লী ও কাহ্হালার মতে তিনি সেইখানেই ৪৭৩/১০৮০-১ সালে অথবা ইব্ন আবী উসায়বি'আর মতানুসারে ৪৭৪/১০৮১-২ সালে ইনতিকাল করেন এবং বাবু'ল-হ'ারব-এ তাঁহাকে দাফন করা হয়। উৎস গ্রন্থগুলিতে, বিশেষত 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা' গ্রন্থে তাঁহার চিকিৎসা পেশা সম্পর্কিত তথ্যাদি নাই বলিলেই চলে। শুধু উল্লেখ আছে যে, তিনি পরিণত বয়স পর্যন্ত এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন; তবে গ্রন্থগুলিতে তাঁহার রচিত দীওয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। গ্রন্থগুলিতে তাঁহার উদ্ধৃত তাঁহার কবিতাগুলি, বিশেষত যেই দুইটি প্রসিদ্ধ কাসীদা-র পূর্ণ উদ্ধৃতি ইব্ন আবী উসায়বি'আ দিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন কোনটির রচয়িতা নির্ণয় অনিশ্চিত (ইব্ন সীনা ও আল-মা'আররী-কে সম্ভাব্য রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়)। এই কবিতাগুলি মনে হয় ইব্ন সীনা ও 'উমার খায়্যামের মতবাদের ন্যায় জীবন সম্পর্কে তাঁহার দুঃখবাদী মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সম্পর্কে স্রষ্টার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ যান্ত্রিক ও অদৃষ্টবাদী ধারণা প্রতিফলিত করে। ইহা হইতে লেখকের প্রতি আরোপিত কিছুটা নাস্তিক্যবাদ বা অন্ততপক্ষে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লেখকের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক সন্দেহবাদ তদানীন্তন যুগধর্মের প্রতিফলন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা' ফী তাবাক'াতি'ল- আতিব্বা', সম্পা. A. Muller, ১খ., Gottingen ১৮৮৪ খৃ., ২৪৮-৫২; (২) আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, ২খ, কায়রো, রাজাব ১২৮৩/১৮৬৬, ২৪৪-৭; (৩) আস্'-সা'ফাদী, ওয়াফী, ৩খ, দামিশ্ক ১৯৫৩ খৃ., ১১-১৬, n. ৮৭২; (৪) হ'াজ্জী খালীফা, ১খ., স্তম্ভ ৭৬৬; (৫) কাহ্হালা, ৯খ, দামিশ্'ক ১১৫৯ খৃ., ১৯৬-৭; (৬) যিরিক্লী, আ'লাম, ২খ, ৩৩২। ইব্ন শিব্লী-এর কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য দ্র.ঃ (৭) কিফ্‌তী, আল-মুহ'াম্মাদূন মিনা'শ-শু'আরা', প্যারিস পাণ্ডু. ৩৩৩৫. পত্রক ৯১a-১০১b (M. Mammeri সম্পাদিত একটি সঙ্কলন প্রকাশিতব্য।

B. Scarcia Amoretti (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্ন শুবরুমা (ابن شبرمة) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন শুবরুমা ইব্নি'ত-তুফায়ল আদ'-দাব্বী, হাদীছ ও ফিক্‌হ'শাস্ত্রবিশারদ এবং কূফার কাদী। তিনি সময়ে সময়ে কবি ও চারুকলাশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ১৪৪/৭৬১ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা (বা পিতামহ) শুবরুমা নবী ক'ারীম (স)-এর একজন সাহাবী ছিলেন (ইসাবা, ২খ, ১৩৫) যিনি হযরত ইব্ন মাস'উদ (দ্র.)-এর পারিষদভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। উক্ত পরিষদে প্রায়শ আমীরের [ঐ পটভূমিতে খলীফা হযরত 'উছ'মান (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়] বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রচারিত হইত। এই ঘটনার মধ্যেই পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসে শুবরুমা ইব্নু'ত-তু'ফায়ল সম্পর্কে নীচ ধারণা প্রচলিত থাকার ব্যাখ্যা নিহিত আছে। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ (অথবা তাঁহার বংশধর; কেননা উভয়ের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান এই ইঙ্গিত বহন করে। ঐসব দূরদর্শী কূফাবাসীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহারা নূতন যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম ছিলেন এবং 'আব্বাসীদের নূতন শাসনক্ষমতা লাভের সঙ্গে আপোস করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। 'আব্বাসী যুবরাজ 'ঈসা ইব্ন মূসার নিকট ছোট বড় যে কোন ব্যাপারে তাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁহাকে কূফার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের, বিশেষত সাহাবী হযরত হুযায়ফা ইব্নু'ল-য়ামান (রা)-এর সঙ্গী আবূ তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা ও শী'আপন্থী 'আবদুল্লাহ ইব্নু'শ-শাদ্দাদ ইব্নি'ল-হাদের মতামতের নির্ভরযোগ্য পরিবেশক বলিয়া গণ্য করা হইত (তাহ'যীব, ৮খ, ২৫১; নাওয়াবী, সম্পা. Wustenfeld, ৩৪৯)।

আইনশাস্ত্রে ইব্ন আবী লায়লায় মতামত উদ্ধৃত করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না (ফিহ্‌রিস্ত, ২০২; তাহ'যীব, ৯খ, ৩০১), যদিও বিশেষজ্ঞগণ (য়াহ্'য়া ইব্ন মা'ঈন) উক্ত মতামতকে অচিরেই চ্যালেঞ্জ করেন। হ'াদীছ'শাস্ত্রে ইব্ন শুবরুমার গুরুত্ব খাটো করার প্রবণতা লক্ষণীয়—সেখানে তাঁহাকে শুধু একজন কবি, বুদ্ধিদীপ্ত রসিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং তাঁহার হ'াদীছ'সমূহের মধ্যে মাত্র কয়েকটি হ'াদীছ' বর্ণনা করা হয়। এমন ধারণা দেওয়া হয় যে, পার্শ্ববর্তী বসরা শহরের সাথে তাঁহার কোন যোগাযোগ ছিল না এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (রা)-এর

নিকট হইতে তাঁহার বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলির যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ক্ষমতাসীন গোঁড়াপন্থীদের (যথা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারাক যিনি ১৫১/৭৫৮ হইতে শিক্ষা দানে রত ছিলেন, বিশেষত ইব্‌ন সা'দ যিনি ইব্‌ন শুবরুমার জীবনালেখ্য রচনায় কিছু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন) তুলনায় হ'াম্বালীগণ ও মদীনাবাসিগণ তাঁহার ব্যাপারে অধিকতর অনুকূল মনোভাবাপন্ন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, তাবাক'াত, বৈরূত সং, ২৩খ, ৩৫০; (২) ইব্‌ন হ'াজার, তাহ'যীব, ৫খ, ২৫০; (৩) জাহিজ, বায়ান, ৩খ, ১৪৬ (যেখানে তাঁহাকে একজন দরবেশরূপে পেশ করা হইয়াছে); (৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ২১০; (৫) ওয়াকী, আখবারু'ল-কুদাত, সূচী দ্রষ্টব্য, ৪খ, ১৫।

J. C. Vadet (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্‌ন শুহায়দ্‌ (ابن شهيد) ঃ আবূ 'আমির আহ'মাদ ইব্‌ন আবী মারওয়ান 'আবদি'ল-মালিক ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন শুহায়দ্‌ আল-আশজা'ঈ একজন আন্দালুসী কবি, সাহিত্যিক ও উযীর। তিনি ৩৮২/৯৯২ সালে কর্ডোভাতে 'আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ শুহায়দ্‌ স্পেনে ১৬২/৭৭৮ সালের পূর্বে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই পরিবারের কোনও কোনও সদস্য উমায়্যা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। ১ম মুহ'াম্মাদের রাজত্বকালে (২৩৮-৭৩/৮৫২-৮৬) 'ঈসা ইব্‌ন শুহায়দ্‌ উযীর ছিলেন; আবূ 'আমির-এর প্রপিতামহ ৩১৭/৯২৯ সালে ৩য় 'আবদু'র-রাহ'মানের রাজত্বকালে উযীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ আবূ 'উমার হইলেন প্রথম উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যিনি ৩২৭/৯৩৯ সালে যু'ল-বিযারাতায়ন্‌ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা আবূ মারওয়ান্‌ একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন এবং আল-মানসূ'র তাঁহাকে উযীরও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব আবূ 'আমিরও যে অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন ইহা অবধারিতই ছিল এবং ৩৯৩/১০০৩ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সম্মানসূচক উযীর উপাধিটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং অল্প সময়েই তাঁহাকে বিরাট দায়িত্বভার বহন করিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি ঐ পরিবারের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। যাহা হউক, অতি শীঘ্র কর্ডোভাতে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় তাঁহার রক্ষক 'আমিরদের পতনের ফলে এবং উমায়্যাদের উৎখাত হওয়ার কারণে তিনি তাঁহার জন্মসূত্রে প্রত্যাশিত পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই; এই কারণে তিনি এইভাবে নিজেকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার দিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

যৌবনে তিনি সেই ধরনের শিক্ষাই পাইয়াছিলেন, যাহা অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সাধারণত পাইত। তিনি প্রচুর পরিমাণে কবিতা ও রসাত্মক রচনা, কিছু ইতিহাস ও ফিক্‌হ, সম্ভবত চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রেও কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে সরকারী কর্মচারী ও রাজসভাসদ হিসাবে যোগ্য প্রতিপন্ন করার মানসে নিজেকে তৈরি করিয়াছিলেন। অবশ্য যখন ৩৯৯/১০০৮ সালে গোলযোগ (فتنة) আরম্ভ হইয়াছিল তখন তিনি রাজদরবারের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সাহিবু'শ শুরতা (صاحب الشرطة পুলিস বিভাগের প্রধান) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন তাহা কেবল সম্মানসূচক উপাধি ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইব্‌ন হ'াযম্‌ [দ্র.] অপেক্ষা তিনি বিধিসঙ্গত প্রাধিকার সম্বন্ধীয় মতবাদে কিছু শিথিল হইলেও অসন্তোষের বৎসরগুলিতে রাজধানী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু হাম্মূদীগণ [দ্র.] ৪০৬/১০১৬ সালে কর্ডোভাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার কোনও সংকোচ ছিল না বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত তাঁহার অবস্থা সব সময় খুব নিরাপদ ছিল না এমনকি ইব্‌ন খাকান দাবি করিয়াছেন যে, একটি কথিত জাহ্‌দারিয়্যার অযৌক্তিক ব্যাখ্যার ফলে কিছু সময়ের জন্য তিনি (ইব্‌ন শুহায়দ্‌) বন্দীশালায় ছিলেন। ৪১৪/১০২৩ সালে আল-মুস্‌তাজহির্‌-এর সিংহাসনে আরোহণ তাঁহার অসুবিধাগুলির অবসান ঘটায় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং বাস্তবিকপক্ষে নূতন খলীফা তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিশেষত ইব্‌ন হ'াযম্‌-এর সহকর্মী হিসাবে। কিন্তু এই মন্ত্রিত্ব শুধু সাতচল্লিশ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইব্‌ন হ'াযম্‌ বন্দী হইলে ইব্‌ন শুহায়দ্‌ পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং মালাগাতে হাম্মূদী য়াহ'য়া ইব্‌ন 'আলীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত ৪১৬/১০২৫ সালে আল-মুস্‌তাক্‌ফীর পলায়নের পর কর্ডোভাতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদি শহর পুনরায় আর ত্যাগ করেন নাই। উমায়্যাগণকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শেষ চেষ্টার পর এবং ৪১৮/১০২৭ সালে আল-মুতাদ্দ সিংহাসনে আরোহণ করিলে নূতন খলীফার অধীনে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া তিনি যেই সমস্ত কর্ডোভাবাসী মন্ত্রী হাকাম ইব্‌ন সা'ঈদ-এর অবৈধ জুলুমের জন্য অসন্তুষ্ট ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ঘোষণাপত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজে সমবেত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে উহা পাঠ করিয়াছিলেন। আল-মুতাদ্দ-এর সিংহাসন ত্যাগের (৪২২/১০৩১) পর তিনি জাহওয়ারীদের দরবারে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জানাযা ইমামাত আবু'ল-হ'াযম্‌ নিজেই করিয়াছিলেন। ইব্‌ন শুহায়দ্‌ এক পার্শ্বে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘদিন রোগ ভোগ, যাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির কয়েকটি রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল, করার পর ২৯ জুমাদা'ল-উলা, ৪২৬/১১ এপ্রিল, ১০৩৫ সালে ইনতিকাল করেন। ঐ সময়ে তিনি পূর্ণ শক্তিসামর্থ্যবান ছিলেন।

ইব্‌ন শুহায়দ্‌কে সাধারণভাবে একজন লম্পট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় যিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন যাপন করিতেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার আচার-আচরণ তাঁহার সময়ে শুদ্ধাচারিগণ কর্তৃক নির্ধারিত মানের ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ তাঁহাকে তুচ্ছ আনন্দের খাতিরে তাঁহার আত্মার মুক্তি বিসর্জন দেওয়ার ও ধীরস্থির ভাব (جد) অপেক্ষা চপলতা (هزل)-কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে কোন কিছু না লেখার জন্য অভিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অতিরিক্ত গর্ব। তবে ইহা আক্ষেপ করার মত তত বেশী ছিল না; কারণ এই গর্বের কারণেই তাঁহার রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য্‌-যাওয়াবি' [رسالة التوابع والزوابع]-অনুপ্রেরণার জিন্নগণ (তাবি'আ-تابعة বহুবচন তাওয়াবি' توابع) ও যাওয়াবি' زوابع যাওবা'আ زوبعة-এর বহুবচন, এক জিন্নের নাম-পূর্ববর্তী শব্দের সহিত মিল রাখার উদ্দেশে এই শব্দ গঠন গ্রহণ করা হইয়াছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Ch. Pellat-এর বিশ্বাস, তিনি রিসালা-কে ইব্‌ন শুহায়দ্‌-এর যৌবনকালের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং ইহা ৪০১/১০১১ সালের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল (যদিও কতিপয় অধ্যায় পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে)। কেননা ইহা আবূ বাক্‌র ইব্‌ন হাযম্‌-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত যিনি উক্ত বৎসরে সংঘটিত

প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় ইনতিকাল করিয়াছিলেন (তু. E. Levi-Provencal, hist. Esp. Mus., ২খ, ৬৪, টীকা ৩)। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য অনুশীলনীগুলি লইয়া পদ্যে ও গদ্যে রচিত, যাহা ইব্ন শুহায়দ্ মহান 'আরবী কবি ও গদ্য লেখকগণের অনুকরণে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁহাদেরকে অতিক্রম করিতে না পারিলেও অন্তত সকলের সমকক্ষ হইতে পারিবেন। এই রচনাগুলির অন্তর্নিহিত ভাবধারা বিতর্কিত, কিন্তু রিসালার মৌলিকত্ব এইগুলির উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। মূলত রচনাটি ইব্ন শুহায়দ্-এর অনুপ্রেরণা দানকারী প্রতিভার পরিচায়ক যাহা তাঁহাকে জিন্নদের উপত্যকার দিকে পরিচালিত করিয়াছিল (বেহেশ্তের দিকে নয়), যেইখানে তিনি অতীতের মহান ব্যক্তিদের অনুসারিগণের (توابع) সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। যেই আকারে গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান আছে (যাহা এখন বিদ্যমান আছে তাহা হইল সৌভাগ্যক্রমে ইব্ন বাস্সাম কর্তৃক সংরক্ষিত উদ্ধৃতাংশ) তাহাতে ইহাকে একটি প্রস্তাবনা ও চারিটি দৃশ্যে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবনা ঃ ইব্ন শুহায়দ্ তাঁহার অকালপক্ব বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আবূ বাক্র ইব্ন হায্ম-এর মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন, স্বীয় সাহিত্য-রুচির উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার একটি প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। ইহা ছিল তারুণ্য সুলভ ভালবাসার পত্রের কতকটা বিস্মৃত মৃত্যুতে বিলাপ। অতঃপর সেইখানে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয় আশ্জা' গোত্রের (আশ্জা'উ'ল্-জিন্ন, আশ্জা'উ'ল্-ইন্স নয়) যুহায়র্ ইব্ন নুমায়র্ নামক এক জিন্ন, যে তাঁহাকে তাঁহার কবিতা শেষ করিতে সাহায্য করে এবং তাহার সর্বপ্রকার সাহায্য নিবেদন করে এবং তাঁহার কাছে তাহাকে (জিন্ন-কে) হাযির করার বিধিব্যবস্থা প্রকাশ করে।

প্রথম দৃশ্যে ঃ যুহায়র-এর নিকট ইব্ন শুহায়দ্ অনুরোধ করেন যে, তাঁহাকে যেন তাওয়াবি' যে উপত্যকায় বাস করে তাহা দেখিতে যাইতে দেওয়া হয় এবং এইভাবে তিনি যেন ইম্রুউ'ল্-কায়স, তারাফা, ক'য়স্ ইব্নু'ল- খাতীম, পরবর্তী কালের আবূ তাম্মাম, আল-বুহ'তুরী, আবূ নুওয়াস এবং অবশেষে আল-মুতানাব্বী প্রমুখ অনুপ্রেরণাদানকারী জিন্নদের সহিত সাক্ষাত করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কবির রচনা হইতে বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দ বা শ্লোক দ্বারা যুহায়র্ তাঁহাদের প্রত্যেকের তাবি'আ-কে আহ্বান করেন; কিছু ভূমিকার পর ইহা ইব্ন শুহায়দ্কে তাঁহার নিজের রচনা হইতে কিছু শ্লোক আবৃত্তি করিতে আহ্বান জানায় এবং অবশেষে তাঁহাকে ইহার ইজাযা (এক ধরনের dignus intrare বা প্রবেশাধিকারের মর্যাদা) প্রদান করে। আলোচিত তাবি'আ যেই কবির প্রতিনিধিত্ব করিত সেই কবির বৈশিষ্ট্য (যাহা ইব্ন শুহায়দ্ সহজেই কল্পনা করিতে পারিতেন) দ্বারা সর্বদা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যঃ আবূ 'আমির গদ্য লেখকদের অনুপ্রেরণাদানকারী জিন্নদের সহিত সাক্ষাত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আল্-জা'হিজ্' ও 'আবদু'ল-হ'মীদ-এর তাবি'আদ্বয় ছন্দোবদ্ধ গদ্য ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করে; কিন্তু তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীরা বার্বার ভাষায় কথা বলে। অতঃপর তিনি তাঁহার নিজের লেখা গদ্য হইতে কিছু অংশ পাঠ করেন এবং কিছুক্ষণ পর দুইজন গদ্য লেখকের নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইঁহারা তাঁহাকে শা'ইর খাত'ীব হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

তৃতীয় দৃশ্যঃ ইব্ন শুহায়দ জিন্নদের একটি সাহিত্যসভায় উপস্থিত আছেন এই সময় বিভিন্ন রচনা পরীক্ষিত হয়।

চতুর্থ দৃশ্যঃ আবূ 'আমিরকে কবিতা-লেখক গাধা ও খচ্চরের একটি দলের বিচারক হিসাবে ভূমিকা পালন করিতে বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি একটি রাজহংসীর যেইটি তাঁহার সমসাময়িকগণের একজনের, সম্ভবত ইব্নু'ল-হান্নাত (দ্র.)-এর তাবি'আ ছিল— সাক্ষাত পান এবং এইখানেই সাহিত্য সম্পর্কীয় উপদেশের বিভিন্ন বক্তব্য লইয়া বর্তমানে বিদ্যমান গ্রন্থটির মূল পাঠ শেষ হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও ইব্ন শুহায়দ-এর জীবনী লেখকগণ কিছু গদ্য রচনা তাঁহার প্রতি আরোপ করেন, যেইগুলি আংশিকভাবে পাওয়া যায় রিসালাতু'ত্-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি'-তে, একটি হ'ানূত্ আল-'আত্'ার (حانوت العطار) এবং আর একটি কিতাব কাশফি'দ-দাক্ক ওয়া ঈদ'াহি'শ-শাক্ক (كتاب كشف الدك وإيضاح الشك) যেইগুলি সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ইব্ন বাস্সাম কিছু সংখ্যক রিসালা তাঁহার য'াখীরাতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, এইগুলি অবশ্য আকর্ষণহীন নয়। কারণ এইগুলিতে 'বায়ান'-কে ব্যাখ্যা করার জন্য ইব্ন শুহায়দ-এর নিয়মিত উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়াছে, 'বায়ান'-এর চূড়ান্ত অর্থ সাহিত্য প্রতিভা। এই বিষয়ে তাঁহার উদ্বেগের কারণ হইল তিনি যেন ভবিষ্যত লেখকগণের (كتاب) নিকট ইহা প্রদান করিতে পারেন। ইঁহারাই সাহিত্যিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। এই সকল রচনার মূল পাঠে চারিটি ভাবধারা পরিস্ফুট ঃ (১) সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় কারিগরী নৈপুণ্য এবং দাসোচিত অনুকরণে নিহিত নয়, সাহিত্য প্রতিভায় থাকে সহজাত গুণাবলী আর সেই সঙ্গে দুর্লভ (غريب) ব্যবহৃত শব্দাবলী ও ব্যাকরণের জ্ঞান; (২) একমাত্র আল্লাহ্-ই 'বায়ান' শিক্ষা দিয়া থাকেন; (৩) সৌন্দর্য অবর্ণনীয় ও ব্যাখ্যাতীত, কেননা ইহা যথার্থভাবে সহজাত প্রতিভার অবদান এবং অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত; (৪) সংক্ষেপে একমাত্র বায়ানই কাব্যের পরিচায়ক। এই ব্যাপারে ইব্ন শুহায়দ তিন ধরনের সাহিত্যিককে (বিশেষত কবিদেরকে) চিহ্নিত করিয়াছেন ঃ যাঁহাদের মৌলিক ধারণা আছে কিন্তু অতটা অনুপ্রেরণা নাই; যাঁহারা অনায়াসে অতি উচ্চ স্তরের দীর্ঘ কবিতা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই রচনা করিতে সক্ষম; যাঁহারা কলা-কৌশলের উৎসগুলিকে ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং সাহিত্য সমালোচক হিসাবে ইব্ন শুহায়দ-এর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়; কেননা বিশেষত তিনি গদ্য ও পদ্যে 'আরবী সাহিত্যের বিবর্তন বিষয়ে একজন বোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু E. Garcia Gomez যে আবূ 'আমির ও ইব্ন হ'াযমকে আন্দালুসী কবিতা সৃষ্টির প্রবণতা সম্বলিত কাব্যিক মতবাদের নেতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন. তাহা সর্বশেষ বিশ্লেষণে অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হয়। গোমেয তাঁহার দুইটি রচনায় (১) Poesia arabigoandaluza, মাদ্রিদ ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬০-৫ ও (২) ত'াওক্'ল-হ'ামামা-এর অনুবাদ রচনার ভূমিকায় (পৃ. ৬-৯) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় এইজন্য যে, ইব্ন হ'াযম্ কোনও নূতন প্রথার প্রবর্তক ছিলেন না এবং ইব্ন শুহায়দ-এর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অনুপ্রেরণার সাহায্যে তাঁহার আদর্শ কবিগণকে অতিক্রম করা, কারিগরী নৈপুণ্য দ্বারা নহে। তাঁহার কিছু কবিতা নিশ্চিতভাবে উচ্চ মানের (উদাহরণস্বরূপ দাবীব-এর মূল ভাব) এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। একজন উচ্চ বোধশক্তিসম্পন্ন লেখক হিসাবে তিনি গ'াযাল-এ কৌশলগত অতি সূক্ষ্মতা আনয়ন করিয়াছেন, আর

স্তুতিকাব্যে তিনি তাঁহার পদমর্যাদাতুল্য আভিজাত্য ও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যদিও আবূ 'আমিরকে ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে স্পেনের প্রাচীন 'আরবী কবিতা (কেননা তিনি মুওয়াশ্‌শাহাত্ রচনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন নাই) ও সাহিত্য বিষয়ক গদ্যের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে, তবুও তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব ঐ বিশেষ পদ্ধতিতেই, যাহা তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার যৌবনকালের গ্রন্থ রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি' রচনার জন্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'ায়্যান-এর মাতীন গ্রন্থের পর্যবেক্ষণ ইব্‌ন বাস্‌সাম প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাঁহার য'াখীরা-তে (১/১খ., ১৬১-২৮৯ ও স্থা.) পূর্ণ জীবনীমূলক বর্ণনা সরবরাহ করিয়াছেন এবং গদ্য অথবা পদ্য রচনাগুলির বৃহত্তর অংশ, যাহা অদ্যপি টিকিয়া আছে, বিশেষ করিয়া রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি' হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছেন; ইহা বুতরুস আল্‌-বুস্‌তানী কর্তৃক দীর্ঘ ভূমিকাসহ পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, বৈরূত ১৯৫১ খৃ.; (২) ইব্‌ন খাক'ান, কালা'ইদ্ ও মাত্‌মাহ্'-তে, বিশেষ করিয়া কবিতা হইতে ব্যক্তিগত ভাষ্যসহ উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যাহা সাবধানতার সহিত পাঠ করা উচিত। জীবন চরিত সম্বন্ধীয় বর্ণনা আরও পাওয়া যায় নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহেঃ (৩) দ'াব্বী, বুগ্'য়া; (৪) য়াকূ'ত, উদাবা', ৩খ, ২২০-৩; (৫) ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, পৃ. ৭৮-৮৫; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান; (৭) ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ্ আল্‌-'উমারী, মাসালিক, ১৭খ, পাণ্ডু. প্যারিস ২৩২৭, পত্র ২৬ v-31r; (৮) সুয়ূত'ী, বুগ্'য়া। ইব্‌ন শুহায়দ-এর রচনাবলী হইতে উদ্ধৃতি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে এবং আরও আছে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ঃ (৯) ছা'আলিবী, য়াতীমা, ২খ, ৩৫-৫০ (ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন শুহায়দ অল্পকালের মধ্যেই প্রাচ্যেও খ্যাতিমান হইয়াছিলেন); (১০) 'ইমাদু'দ্‌-দীন আল-ইস্‌ফাহানী, খারীদা, পাণ্ডু. প্যারিস ৩৩৩১, পত্র ২০১r-২০৪r; (১১) ইব্‌নু'ল্‌-খাত'ীব, আ'মাল; (১২) মাক্কারী, Analectes। আধুনিক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ (১৩) আ. দারফ, বালাগাতু'ল্‌-'আরাব্ ফি'ল-আন্দালুস, কায়রো ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৪৩-৪৯; (১৪) H. Peres, Poesie Andalouse, স্থা.; (১৫) য. মুবারাক, La Prose arabe au IVe siecle, প্যারিস ১৯৩১ খৃ., পৃ. ২৩৩-৪০ (= আন্‌-নাছ্'রু'ল-ফান্নী, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২৫৮-৬০)। সুবিস্তারিত জীবনচরিতগুলির মধ্যেঃ (১৬) বুত'রুস আল্‌-বুস্‌তানী, রিসালাতু'ত্‌-তাওয়াবি' ওয়া'য্‌-যাওয়াবি'-এর ভূমিকা এবং (১৭) দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৬৯-৭৪; (১৮) J. Dickie, ইব্‌ন শুহায়দ; (১৯) A. biographical and critical study, আল-আন্দালুস-এ, ২৯/২ খ. (১৯৬৪ খৃ.), ২৩৪-৩১০, পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ; (২০) Ch. Pellat, ইব্‌ন শুহায়দ, হ'ায়াতুহু ওয়া আছারুহু, 'আম্মান তা. বি. [১৯৬৬ খৃ.]। Ch. Pellat, কাব্যিক রচনাগুলিকে পুনঃসংস্থাপনের একটি প্রচেষ্টা করিয়াছেন, দীওয়ান ইব্‌ন শুহায়দ আল-আন্দালুসী, বৈরূত ১৯৬৩ খৃ.।

Ch. Pellat (E.I.[2])/আ. র. মামুন

ইব্‌ন সা'আদা (ابن سعادة) ঃ আবূ আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-মুরসী (৪৯৬/১০০৩-৫৬৫/১১৭০), কাদী ও মুহ'াদ্দিছ'। তিনি তাঁহার জ্ঞাতি আবূ 'আলী আস'-সাদাফী (যাঁহার দীওয়ান ও হ'াদীছে'র মূল কপি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন), আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আত্তাব, আবু'ল-ওয়ালীদ ইব্‌ন রুশ্‌দ (ইব্‌ন রুশদ-এর পিতামহ) ও আবূ বাক্‌র ইব্‌নু'ল-'আরাবীর অধীনে শিক্ষালাভ করেন। ৫২০/১১২৬ সালে তিনি প্রাচ্যে সফর করেন এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জ সমাপন করেন। মক্কা, আলেকজান্দ্রিয়া ও আল-মাহ্‌দিয়্যার কতিপয় শিক্ষাবিদের অধীনে শিক্ষা লাভের পর তিনি ৫২৬/১১৩২ সালে মুরসিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কু'রআন সম্পর্কিত অধ্যয়ন, হ'াদীছ', ভাষাতত্ত্ব ও কালামশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল সূফ'ীবাদের প্রতি কিছুটা প্রবণতাসহ। তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী খাতীব, পরামর্শদাতা এবং হ'াদীছ' ও ফিক্‌হ'শাস্ত্রের শিক্ষক এবং মুরসিয়া ও জাতিবাতে পরপর কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সকল শহরে ও ভ্যালেনসিয়াতে হাদীছ বর্ণনা করেন এবং এই তিন শহরে পর্যায়ক্রমে জুমু'আর খুত'বা (ভাষণ) দান করেন। তিনি তাঁহার আইনের জ্ঞান ও ন্যায় সিদ্ধান্তের জন্য সমাদৃত হন এবং সর্বশ্রেণীতে জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ'সমূহের অন্যতম হইল আত-তিরমিযী'র জামি'।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আব্বার, নং ৭৪৬; (২) আল-মু'জাম (Codera, ৪খ,), নং ১৫৮; (৩) আদ'-দাব্বী, নং ৩০৮; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান-de Slane, ২খ, ৫০১n; (৫) ইব্‌ন ফারহূ'ন, আদ-দীবাজু'ল-মুযাহ্‌হাব, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ২৮৭; (৬) মাক্ক'ারী, Analectes, ৫৬৫ প. (ইব্‌নু'ল-'আব্বার, নং ৭৪৬ হইতে গৃহীত), পৃ. ৬০৭।

J. Robson (E.I.[2])/ মোঃ রেজাউল করিম

ইব্‌ন সা'ঈদ আল-মাগ্‌রিবী (ابن سعيد المغربي) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মালিক ইব্‌ন সা'ঈদ ছিলেন আন্দালুসীয় কবি, সাহিত্য সংকলক (anthologist), ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ, জ. ৬১০/১২১৩ সালে গ্রানাডার সন্নিকটে এমন এক পরিবারে, যাহার আদি পুরুষ ছিলেন মহানবী (স)-এর স'াহ'াবী 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির (রা, দ্র.)। এই পরিবার বহু পূর্বে স্পেনে হিজরত করিয়াছিল। 'ত'াওয়া'ইফ' আমলে সেখানে বানূ য়াহ্'সু'ব-এর কাল'আ অঞ্চলে (বর্তমান নাম Alcalala Real) নিজেদের জন্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারটি 'আল-মুওয়াহ্‌হি'দ' রাজবংশের অধীনে চাকুরী করিতে বাধ্য হইয়াছিল (এই পরিবারের জন্য দ্র. G. Potiron, Elements de biographie et de genealogie des Banu Said, in Arabica, xii/i, 1965, 78-92)। ঐতিহাগত বিদ্যার্জন ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে Seville-এ যৌবন অতিবাহিত করিবার পর ইব্‌ন সা'ঈদ পিতাকে সঙ্গে লইয়া হজ্জ করিবার জন্য ৬৩৯/১২৪১ সালে স্পেন ত্যাগ করেন (সফরে তাঁহার পিতা আলেকজান্দ্রিয়ায় ৬৪০/১২৪২ সনে ইনতিকাল করেন)। খুব সম্ভব তাঁহার রচিত 'কিতাবু'ল-মুগ'রিব ফী হুলা'ল-মাগ্‌রিব'-এর জন্য যে খ্যাতি কায়রোতে তাঁহার আগমনের পূর্বেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাকে তথায় বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পুস্তকটি তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই রচনার মূলে একটি কৌতুকাবহ ইতিহাস আছে। ৫৩০/১১৩৫ সনে 'আব্‌দু'ল-মালিক সা'ঈদ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী আবূ মুহ'াম্মাদ 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-হি'জারী কর্তৃক 'কিতাবু'ল-মুস্‌হিব ফী গ'ারা'ইবি'ল-মাগ'রিব' শিরোনামে ইহার রচনা আরম্ভ হয়। ইহাতে স্পেন বিজয় হইতে শুরু করিয়া ৫৩০ হিজরী পর্যন্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নূতন তথ্য সংযোজন ও শিরোনাম পরিবর্তনসহ সংকলনের

কাজ অব্যাহত রাখেন 'আব্‌দু'ল-মালিকের দুই পুত্র আহ্‌মাদ (মৃ. ৫৫৮/১১৬৩) ও মুহাম্মাদ (৫১৯-৯১/১১২৫-৯৫) এবং পরে শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র মূসা ও পরিশেষে 'আলী ইব্‌ন মূসা (ইব্‌ন সা'ঈদ আল-মাগ্‌রিবী)। একই পরিবারভুক্ত কয়েক পুরুষের সদস্যের শ্রম-সাধনার সমষ্টি এই গ্রন্থটি পূর্ণ রূপ লাভ করে ৬৪১/১২৭৩ সনে 'আলী ইব্‌ন মূসার হাতে, যখন তিনি মিসরে ছিলেন এবং ইহা ছিল স্বহস্ত লিখিত অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, যাহার বিবিধ খণ্ড ৬৪৫ হইতে ৬৫৭/১২৪৭-৫০ সন পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখ বহন করে এবং যাহা এই প্রখ্যাত গ্রন্থের খণ্ড সংস্করণগুলির ভিত্তিস্বরূপ [মিসর সংক্রান্ত অধ্যায়, সম্পা. যাকী মুহাম্মাদ হাসান, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., এক খণ্ড; স্পেন সংক্রান্ত অধ্যায়, সম্পা. A. Dayf, ১খ., কায়রো ১৯৫৩ খৃ. (তু. E.Levi-Provencal-এর সমালোচনা, in Arabica, i/2 (1954, 219-24), ২খ., কায়রো ১৯৫০ খৃ.; আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন সম্পর্কীয় বর্ণনার মূল পাঠ ও জার্মান ভাষায় অনু. K. vollers, in Semitist. Studien, Berlin 1894; K. C. Tallquist কর্তৃক প্রকাশিত এবং জার্মান ভাষায় অনূদিত, শিরোনামঃ العيون الدعج فى حلى دولة بنى طغج, Leiden 1898; সিসিলী সংক্রান্ত অংশ, সম্পা. Moritz, Palermo 1910]।

৬৪৮/১২৪৯ সনে ইব্‌ন সা'ঈদ হজ্জ সমাপনের উদ্দেশে মিসর ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি সমগ্র ইরাক ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন সম্ভবত তাঁহার পিতা কর্তৃক আরব্ধ গ্রন্থ কিতাবু'ল মুশ্‌রিক ফী হু'লা'ল-মাশ্‌রিক'-এর সমাপ্তির জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে। কথা ছিল, গ্রন্থটি প্রথমোক্ত গ্রন্থের সম্পূরক হইবে কিন্তু উহা সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে কায়রোতে উহার কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে 'আন-নাফহাতু;ল-মিস্‌কিয়্যা ফী রিহ্‌লাতি'ল-মাক্কিয়্যা' শীর্ষক ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা আরম্ভ করেন। তিউনিসে উপনীত (৬৫২/১২৫৪-৫) হইয়া তিনি আমীর আল-মুস্‌তানসি'র-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (দ্র. R. Brunschvig, Hafsides, index) এবং কিয়ৎকাল অবজ্ঞার শিকার থাকিয়া শেষ পর্যায় আনুকূল্য লাভে সমর্থ হন। ৬৬৬/১২৬৭ সনে তিনি দ্বিতীয়বার প্রাচ্য সফরে ইরান পর্যন্ত পৌছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি কিছুটা অস্পষ্টতায় আবৃত থাকে। মনে হয় তিনি ৬৭৫-১২৭৬ সনে তিউনিসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানেই ৬৮৫-১২৮৬ সালে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন সা'ঈদের কাব্যের যে সামান্য নমুনা বিদ্যমান (তাঁহার দীওয়ান লুপ্ত) তাহার বিচারে বিস্তর গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন রচনার মধ্যেও দেখা যায়; কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও ব্যক্তিগত অনুভূতি, যেমন প্রাচ্যে ভ্রমণকালে তিনি স্বদেশ আন্দালুসে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতির প্রধান ভিত্তি 'মুগ্‌রিব', যেই কাব্য-সংকলনগুলি তাহা হইতে উদ্ধৃত এবং তাঁহার ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত রচনা যাহার অধিকাংশই লুপ্ত। নিম্নবর্ণিত রচনাগুলি মুদ্রিত হইয়াছেঃ রায়াতু'ল-মুবাররিযীন ওয়া গায়াতু'ল-মুমায়্যিযীন, অংশত সম্পা. ও স্পেনীয় ভাষায় অনু. E. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২; ইংরেজী অনু. A. J. Araberry, Cambridge 1953; 'উন্‌ওয়ানু'ল-মুরকিসাত ওয়া'ল-মুত্‌রিবাত, যাহা মনে হয়, জামি'উল-মুরকি'সা'ত ওয়া'ল- মুত্‌রিবাত-এর একটি অংশ ছিল, সং. কায়রো ১২৮৬ হি.; আংশিক সম্পা. ও ফরাসী অনু. A. Mahdad, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ.; আল-গু'সূ'নু'ল- য়ানি'আ ফী মাহা'সিনি শু'আরা'ই'ল-মি'আতিস-সাবি'আ (الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة), সম্পা. Ibn Ibyari, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; ইখ্‌তিসা'রু'ল-কিদ্‌হি'ল-মু'আল্লা ফি'ত-তা'রীখি'ল-মুহাল্লা (اختصار القدح المعلى فى التاريخ المحلى), সম্পা. Ibyari, কায়রো ১৯৫৯ খৃ.; মুখতাস'ার জুগ্‌রাফিয়া (ও অন্যান্য শিরোনাম), সম্পা. J. Vernet, Tetuan ১৯৫৮ খৃ. [স্পেনীয় ভাষায় আংশিক অনু., ঐ লেখক, in Tamuda, ১খ, (১৯৫৩ খৃ.), ৬খ (১৯৫৮ খৃ.)], ফরাসী ভাষায় অনু.সহ সম্পা. G. Potiron। তাঁহার আরও কিছু রচনা বিদ্যমান; কিন্তু অপ্রকাশিত (পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann); পূর্বে উল্লিখিত মুশ্‌রিক ব্যতীত উল্লেখযোগ্য এই রচনাবলী পাওয়া যায় ঃ নাশ্‌ওয়াতু'ত-'তারাব ফী তা'রীখি জাহিলিয়্যাতি'ল-'আরাব (نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب) এবং আল-হুল্লাতু'স-সিয়ারা' ফী ত'াবাক'াতি'শ-শু'আরা' (কায়রো)। সমসাময়িক জ্ঞানিগণের, তাঁহার নিজ পরিবারবর্গের মক্কায় ভ্রমণের, ভূগোলশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার রচনাবলী আল-মাক্কারী অথবা আবু'ল-ফিদা' প্রমুখ পরবর্তী লেখকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সা'ঈদের ভূগোল সংক্রান্ত রচনাবলী ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুগ্‌রিব-এর ভূমিকায় তাঁহার আত্মজীবনী; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ., ১১২; (৩) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, পৃ. ৩৫৭; (৪) ঐ লেখক, হু'স্‌নু'ল-মুহাদারা, ১খ., ৩২০; (৫) হাজ্জী খালীফাঃ, নং ১২, ০৭৮; (৬) মাক্ক'ারী, Analectes, index; (৭) Pons Boigues, Ensayo, no. 260; (৮) A. Gonzalez Palencia, Literatura[2], 37, 108 176; (৯) Brockelmann, I, ৩৩৬-৭, SI, 576; (১০) F. de la Granja, in al-Andalus, xviii (1953), ২২৮; (১১) E. Levi-Provencal, Le zagal hispanique dans le Mugrib d'Ibn Said, in Arabica, i/1 (1954), 44-52; (১২) M. M. Antuna, Una obra fragmentaria de Abensaid el Magrebi existente en la Real Biblioteca del Escorial, in Bol. de la Real Acad. de la Hist., lxxxvi (1925), 639-48; (১৩) F. Bustani, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ১৮৭-৮; (১৪) G. Potiron, Un Polygraphe andalou du XIIIe siecle,.. Ibn Said, in Arabica, xiii/2, (১৯৬৬ খৃ.), ১৪২-৬৭।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইব্‌ন সা'ঈদ (দ্র. আল-মুনযি'র ইব্‌ন সা'ঈদ)

ইব্‌ন সা'উদ (ابن سعود) ঃ দার্'ইয়্যা (দ্র.) ও রিয়াদ-এর ওয়াহ্‌হাবী বংশের নাম; এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'উদ সালিখ বুল্‌দ 'আলী গোত্রের শাখাগোত্র মুক'রিন-এর লোক ছিলেন। এই গোত্র 'আরবের অন্যতম বৃহৎ ক'াবীলা বানূ 'আন্‌তারার অন্তর্গত ছিল, তাঁহার পিতা সা'উদ দার্'ইয়্যা-র শাসক ছিলেন। তিনি হিজরী একাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে (অর্থাৎ ১৭২৭ ও ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে) ইনতিকাল

করেন। ইব্‌ন সা'উদের বংশতালিকা অনুযায়ী মুহাম্মাদ ব্যতীত তাঁহার আরও তিন পুত্র ছিল, যথাঃ ছু'নায়্যান, মুশারী ও ফারহান। দারইয়্যা পরবর্তী কালে রিয়াদ-এর ওয়াহ্‌হাবীদের নেতৃত্ব অদ্যাবধি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'উদ-এর বংশে চলিয়া আসিতেছে। উক্ত বংশের ইতিহাসে ইব্‌ন ছুনায়্যান ও ইব্‌ন মুশারী শাখাদ্বয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নাই। তাহাদের মধ্যে ফারহান ও তাঁহার সন্তানদের উল্লেখ কেবল বংশতালিকায় দেখা যায়।

দার'ইয়্যা ও রিয়াদের ওয়াহ্‌হাবী রাজত্বের ইতিহাস তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যুগ রাজ্যের প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে ১৮২০ খৃস্টাব্দে উক্ত অঞ্চলসমূহের উপর মিসরীয়দের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত (এই সময়ে রাজধানী ছিল দার'ইয়্যা)। দ্বিতীয় যুগ (১৮২০-১৮৯৬) তুর্কী ও ফায়স'ালের হাতে রাজ্যের পুনর্বার প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে হ'াইল-এর বানূ রাশীদের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সমাপ্ত হয় (এই সময়ে রাজধানী ছিল রিয়াদ)। তৃতীয় যুগ ১৯০২ খৃ. হইতে (যখন সা'উদ বংশ পুনরায় রিয়াদ জয় করেন) অদ্যাবধি চলিতেছে।

১। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'উদ (১৭৩৫ (?)-১৭৬৬ খৃ.) ঃ আনুমানিক ১৭৪০ খৃস্টাব্দে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের প্রতষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব আল-'উয়ায়না হইতে, যেখানে তিনি কর্মতৎপর ছিলেন, বহিষ্কৃত হন। অতঃপর তিনি তাঁহার বন্ধু মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'উদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া প্রচার ও শক্তি দ্বারা উক্ত নূতন আন্দোলনের প্রসার ঘটান। ১১৫৯/১৭৪৬ (২৪ জানুয়ারী) সনে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অতি সত্বর কোন কোন শক্তিশালী প্রতিবেশী গোত্র, যেমন লাহ'সা' (আল-আহ'সা')-এর বানূ খালিদ ও নাজরান-এর মাকরামীকে এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, কিন্তু তাহারাও ওয়াহ্‌হাবীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি রোধ করিতে পারে নাই। মক্কার শারীফ ওয়াহ্‌হাবী হ'াজ্জীদেরকে এক পৃথক দলের অনুসারী মনে করিতেন এবং তাহাদেরকে পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করিতেন না। শারীফদের প্রেরিত পত্র মাধ্যমে ১১৬২/১৭৪৯ (২৫ ডিসেম্বর) সনে এই দল সম্পর্কিত খবর প্রথমবার কনস্টান্টিনোপল পৌঁছায়। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'উদ আনুমানিক তিরিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১১৭৯/১৭৬৫-৬৬ সনে দার'ইয়্যাতে ইনতিকাল করেন।

২। 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'উদ (১১৭৯-১২১৮/১৭৬৬-১৮০৩)ঃ তাঁহার শাসনামলে প্রাথমিক কয়েকটি বৎসর পার্শ্ববর্তী শহর ও গোত্রসমূহ, যেমন বানূ খালিদ, বানূ মাকরামী ও বানূ মুনতাফিকের সহিত একধারে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। ১৭৯৫ খৃ. ওয়াহ্‌হাবীগণ আল-আহসা' ও কা'তীফ অধিকার করে এবং এইভাবে তাহারা পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলও করায়ত্ত করে। উহাদেরকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বসরা ও বাগদাদের তুর্কী শাসকগণ ও তাঁহাদের মিত্র বানূ মুনতাফিক বারবার চেষ্টা করেন, যেমন ১৭৯৭ খৃ. মুনতাফিক গোত্রের শায়খ ছু'ওয়ায়নীর অভিযান এবং ১৭৯৮ খৃ. কিয়ায়া 'আলী পাশার অভিযান, কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৭৯৯ খৃ. 'আবদু'ল-'আযীয ও বাগদাদের পাশা-র মধ্যে ছয় বৎসরের অস্থায়ী সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১১৮৬/১৭৭২-৭৩ সনে মক্কার শারীফ সুরূর-এর ওয়াহ্‌হাবীদেরকে এক বিশেষ কর আদায় সাপেক্ষে পবিত্র স্থানসমূহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্থলাভিষিক্ত গ'ালিব (যাঁহার শাসনকাল ১২০২ হি. হইতে আরম্ভ হয়) এই সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন এবং তিনি ১৭৯০-১৭৯৫ ও ১৭৯৮ খৃ. হি'জায-এর দিকে ওয়াহ্‌হাবীদের অগ্রগতি রোধ করিবার ব্যর্থ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খৃ. তাঁহাকে ওয়াহ্‌হাবীদের সহিত সন্ধি স্থাপন এবং তাহাদেরকে হজ্জের অনুমতি প্রদান করিতে হয়, যাহার বিনিময়ে তাহারা এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, তাহারা আগামীতে শারীফের প্রভাবাধীন অঞ্চলে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

মক্কার শারীফ ও বাগদাদের শাসকের সহিত ওয়াহ্‌হাবীদের এই সন্ধিচুক্তি অল্প দিনই স্থায়ী থাকে। ওয়াহ্‌হাবীদের এক কাফেলার উপর শী'আ খাযাইলের আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সা'উদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয ১৮ যু'ল-হিজ্জা, ১২১৬/২১ এপ্রিল, ১৮০১ সনে কারবালার উপর আক্রমণ করিয়া তথাকার শী'আদের যিয়ারত স্থলসমূহ লুণ্ঠন করেন এবং ধ্বংস করিয়া দেন, এমনকি তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করেন। ১২১৪-১২১৫/১৮০০-১৮০১ সনে সা'উদ হজ্জ করিতে গমন করেন এবং প্রায় সেই সময়ে 'আসীর ও তিহামা-র গোত্রসমূহ এবং বানূ হ'ারব, যাহারা তখন পর্যন্ত শারীফ গ'ালিবের অধীন ছিল, ওয়াহ্‌হাবীদের সহিত মিলিয়া যায়। ইহার ফলে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় এবং ২৫ শাওওয়াল, ১২১৭/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ সনে ওয়াহ্‌হাবীগণ তা'ইফের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহা দখল করিয়া লয় এবং ৮ মুহ'াররাম, ১২১৮/৩০ এপ্রিল, ১৮০৩ সনে সা'উদ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। সা'উদ-এর প্রত্যাবর্তনের পর শারীফ গালিব মক্কার পূর্বে অবস্থানরত ওয়াহ্‌হাবী সৈন্যদের বহিষ্কৃত করেন (২২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১২১৮/১২ জুলাই, ১৮০৩), কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ওয়াহ্‌হাবীদেরকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হয়। প্রায় ১৮০০ খৃ. ওয়াহ্‌হাবীগণ পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা বাহরায়ন ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা গোত্রসমূহ তথা রা'সু'ল-খায়মা-র জাওয়াসামী গোত্রসমূহকে নিজেদের অধীনস্থ করিয়া লয়।

১৮ রাজাব, ১২১৮/৩ নভেম্বর, ১৮০৩ সনে ইমাদিয়্যা-র জনৈক শী'আ মতাবলম্বী ব্যক্তি দার'ইয়্যা-র মসজিদে 'আবদু'ল-'আযীযকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

৩। সা'উদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (১২১৮-১২২৯/১৮০৩-১৮১৪)ঃ বাগদাদ ও 'উমান-এর বিরুদ্ধে ছোটখাট পদক্ষেপ গ্রহণের পর সা'উদ, শারীফ গ'ালিব-এর শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার দৃঢ় সংকল্প করেন এবং ১১২০/১৮০৬ সনে মদীনা ও একই বৎসর যু'ল-কা'দার (জানুয়ারী ১৮০৬) মক্কা দখল করেন। গ'ালিব তাঁহার অবশিষ্ট ক্ষমতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে ওয়াহ্‌হাবীদের অনুগত হন। এই সময় ওয়াহ্‌হাবীগণ হিজাযেও নিজেদের চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করে। তুর্কী সুলত'ান কর্তৃক প্রেরিত হ'াজ্জীদের কাফেলার হ'ারাম শারীফে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, সুলতানের নামে খুতবা পাঠ স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং সরকারী ফরমানে সা'উদ দাবি করেন যে, কেবল দামিশকের গভর্নর নহে, বরং স্বয়ং 'উছমানী সুলতানকেও ওয়াহ্‌হাবী চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে হইবে। দামিশকের পাশার প্রবল অস্বীকারের প্রত্যুত্তরে সা'উদ জুলাই ১৮১০ সনে হাওরান পদানত করেন এবং পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী গোত্রসমূহের সামুদ্রিক দস্যুবৃত্তিকে বিরাট আকারে সুসংহত করেন, এমনকি ১৮০৯ খৃ. ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া এক অভিযান পরিচালনা করিতে হয় যাহা সেই বৎসরই ১৩ নভেম্বর রা'সু'ল-খায়মা-র উপর আক্রমণ করিয়া সমুদ্রের দস্যুবহরকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

যেহেতু 'উছ'মানী সরকার নিজ রাজত্বকে ওয়াহ্হাবীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার যোগ্যতা রাখিত না—এই কারণেই তিনি মিসরের গভর্নর মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশাকে পুনরায় হিজায জয় করিবার কাজে নিযুক্ত করেন।

মিসরীয় সৈন্যদের প্রথম অভিযান তুসূন পাশার অধীন অক্টোবরের শেষে অথবা নভেম্বর ১৮১১ খৃ.-এর শুরুতে য়ামবূ'উ'ল-বাহর ও য়ামবু'উ'ল-বারর-এর পুনর্বিজয় হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু যখন তুসূন পাশা মদীনার দিকে অগ্রসর হন তখন তাঁহাকে যু'ল-কা'দা ১২২৬/২৩ নভেম্বর, ১৮১১ তারিখে জুদায়দা-র সংকীর্ণ গিরিপথে সা'উদ-এর পুত্রদ্বয় 'আব্দুল্লাহ ও ফায়সাল-এর হাতে পরাজয় বরণ করিতে হয় এবং তাঁহাকে য়ামবূ'-এর দিকে পশ্চাদগমন করিতে হয়। ইহার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের শেষভাগে তিনি পুনরায় যুদ্ধ তৎপরতা আরম্ভ করেন এবং এইবার অধিক সফলতা অর্জন করেন। ফলে সেই বৎসর নভেম্বর মাসে মদীনা বিজিত হয় এবং ১৮১৩ সনের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে মক্কাও অধিকারে আসে। কিছু দিন পর তা'ইফও বিজিত হয়। অপরপক্ষে তারাবা নামক স্থানে ওয়াহ্হাবীগণ (১৮১৩ খৃ. গ্রীষ্মকালে) মিসরীয়দের অগ্রযাত্রা রোধে সক্ষম হয়। আগস্টের শেষভাগে মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশা স্বয়ং জিদ্দা আগমন করেন এবং তাঁহার সহিত সা'উদ-এর সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারাবা বিজয়ের অপর প্রচেষ্টায়ও (১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে) তুসূন পাশা পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ হন এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের (১৮১৫ খৃ.) শুরু পর্যন্ত মিসরীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ থাকে। এই সময়ে ৮ জুমাদা'ল-উলা, ১২২৯/২৮ এপ্রিল, ১৮১৪ তারিখে ৬৮ বৎসর বয়সে সা'উদ দারইয়্যাতে ইনতিকাল করেন।

৪। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'উদ (জুমাদা'ল-উলা, ১২২৯-যু'ল-কা'দা, ১২৩৩/২৭ এপ্রিল, ১৮১৪-৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮)ঃ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মুহা'ম্মাদ 'আলী তারাবার উপর আক্রমণ করিবার জন্য পুনরায় যাত্রা করেন এবং ১৫ জানুয়ারী তিনি তারাবার অভিযানে ওয়াহ্হাবীদের পরাজিত করিয়া শহর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি 'আসীরের দিকে অগ্রসর হন এবং কুনফুদার পথ দিয়া মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। মার্চ মাসে তুসূন পাশা হানাকিয়্যার পথ দিয়া নাজ্‌দ প্রবেশ করেন এবং আর-রাস্‌সের সুরক্ষিত শহর দখল করেন, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'উদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। এক বিশেষ ধরনের অস্থায়ী সন্ধি চুক্তি হয় এবং পারস্পরিক সন্ধির আলোচনা ১৮২৬ খৃ. পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুহা'ম্মাদ 'আলী পাশার পুত্র ইবরাহীম পাশা 'আরবভূমির সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং আঠার মাসের বিরতিহীন এক ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার সৈন্যসামন্তকে দার'ইয়্যা'র দ্বারপ্রান্তে লইয়া যান। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২ মে 'মাবিয়্যা' নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ্‌র পরাজয় হয়। একাধারে তিন মাস অবরোধের পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর মিসরীয়দের আর-রাস্‌স দখল এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চে দুরামা বিজয়, রাজধানী অবরোধ, যাহা 'আবদুল্লাহ ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সংরক্ষণ করিতেছিলেন, এপ্রিলের শুরু হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের সূচনা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৬ সেপ্টেম্বর শহর বিজিত হওয়ার পরও 'আবদুল্লাহ দার'ইয়্যা প্রাসাদে আরও কিছু দিন প্রতিরোধ করেন। অবশেষে ৯ সেপ্টেম্বর তিনি বিজেতার সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করেন, যিনি তাঁহাকে তাঁহার বংশ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহহাব-এর সন্তানদেরসহ কায়রো প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ 'আলী পাশা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'উদকে তাঁহার সচিব ও কোসাধ্যক্ষের সহিত কনস্টান্টিনোপল প্রেরণ করেন। সেখানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তাহাদের সকলকে হত্যা করা হয় (আয'-যি'রিকলী স্বীয় গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'উদ-এর ছবি সংযোজন করিয়াছেন)।

৫। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ইবরাহীম পাশা নাজ্‌দ পরিত্যাগ করিলে নিহত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'উদের ভ্রাতা মুশারী ইব্‌ন সা'উদ দার'ইয়্যা-তে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি স্বয়ং আল-'আরিদ-এ বসবাস করিতে থাকেন। অল্পকাল পরেই হু'সায়ন বেক, যাঁহাকে মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া মিসরে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি পথিমধ্যেই ইনতিকাল করেন (১২৩৫/১৮২০)। রাশিদ আল-হ'াম্বালীর ইতিহাস অনুযায়ী তাঁহার শাসনকাল ১২৩৩-১২৩৫/১৮১৮-১৮২০ সাল পর্যন্ত ছিল।

৬। তুর্কী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'উদ (১২৩৫-১২৪৯/ ১৮২০-১৮৩৪)ঃ মিসরীয় আক্রমণের সময় পলায়ন করিয়া সেদীর নামক স্থানে চলিয়া যান। মুশারী ইব্‌ন সা'উদ (৫)-এর ইনতিকালের পর তিনি রিয়াদ-এ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু মিসরীয়গণ তাঁহাকে উক্ত স্থান হইতে বহিষ্কৃত করেন। ১৮২২ খৃ. তিনি রিয়াদের দুর্বল মিসরীয় দুর্গস্থিত সেনার উপর আকস্মিক আক্রমণে সফলতা লাভ করেন। হিজাযের শাসকদের বিরুদ্ধে কখনও সফল এবং কখনও ব্যর্থ যুদ্ধ পরিচালনার পর অবশেষে তিনি মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশাকে ক দানে সম্মত হন। ১৮৩০ খৃ. তিনি আল-আহ'সা' অধিকার করেন এবং বাহ্‌রায়নেও তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন দার'ইয়্যার স্থলে যাহা অনাবাদী হইয়াছিল, ওয়াহ্হাবীগণ রিয়াদ-কে ১২৪৯/১৮৩৪ সনে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করেন।

৭। মুশারী ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্'মান ইব্‌ন মুশারী ইব্‌ন হ'াসান ইব্‌ন মুশারী ইব্‌ন সা'উদ তুর্কী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহকে হত্যা করেন, কিন্তু চল্লিশ দিন পর হু'ফ্‌হুফ-এ তাঁহার উপরও আক্রমণ করা হয় এবং ফায়সাল (৬)-এর পুত্র তাঁহাকে হত্যা করে।

৮। ফায়সাল ইব্‌ন তুর্কী (প্রথম শাসনকাল ১২৪৯-১২৫৫/ ১৮৩৪-১৮৩৯)ঃ ১৮৩৭ খৃ. সা'উদ (৩)-এর পুত্র খালিদ মিসরীয়দের সহযোগিতায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দার'ইয়্যা দখল করেন এবং তাঁহাকে রিয়াদে পরাস্ত করেন। মিসরীয় সেনাপতি খুরশীদ পাশা ২৫ রামাদান, ১২৫৪/১২ ডিসেম্বর, ১৮৩৮ তারিখে ফায়সালকে আদ-দেলেম নামক স্থানে পুনরায় পরাজিত করত তাঁহাকে বন্দী করিয়া মিসরে প্রেরণ করেন, কিন্তু ১২৫৯ হিজরীতে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিতে সফলকাম হন এবং আল-আহ'সা', আলকাসীম ও আল-'আরিদ-এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

৯। খালিদ ইব্‌ন সা'উদ (১২৫৫-১২৫৭/১৮৩৯-১৮৪১)ঃ ইব্‌রাহীম পাশার সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তিনি মিসরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশার সাহায্যে ১২৫২/১৮৩৫ সনে ফায়সাল ইব্‌ন তুর্কীর উপর আক্রমণ করেন এবং পরিশেষে ১২৫৫/১৮৩৮ সনে বিজয়লাভ করেন। তিনি মাসকাতের ইমামের নিকট হইতেও কর দাবি করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিসরীয় সেনার প্রত্যাবর্তনের পর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছুনায়্যান তাঁহাকে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে রিয়াদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। ইহার পর পরিস্থিতি তাঁহার প্রতিকূলে যায় এবং

প্রথমে ১২৭৫/১৮৪১ সালে আদ-দাম্মাম, পরে কুয়েত ও তথা হইতে মক্কা হইয়া তিনি জিদ্দা গমন করেন। সেখানে তিনি ১৮৬৪ খৃ. ইনতিকাল করেন।

১০। 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছুনায়্যান ইব্ন সা'উদ (১২৫৭-১২৫৯/১৮৪২-১৮৪৩)ঃ প্রথমে তিনি খালিদ (৯)-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহার বিরোধী হইয়া যান। তিনি মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর ফায়সাল (৮) যিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, রিয়াদে তাঁহাকে অবরোধ করিয়া বন্দী করেন এবং তিনি কারাগারেই (১২৫৯/১৮৪৩) ইনতিকাল করেন (ফায়সাল তাঁহার জানাযা পড়ান)।

১১। ফায়সাল' ইব্ন তুর্কী (দ্বিতীয় শাসনকাল ১২৫৯-১২৮২/১৮৪৩-১৮৬৫)ঃ স্বীয় বিজ্ঞোচিত ও শান্তিকামী প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি নাজদে নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার আমলে জাবাল শাম্মার-এর শাসক ইব্ন রাশীদ (দ্র.) যিনি তাঁহার মিত্র ছিলেন, মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মিসর ও তুরস্কের সুলতানের সহিত তাঁহার সুসম্পর্ক ছিল। তাঁহার শাসনকালেই পর্যটক প্যালগ্রেভ (Palgrave) ১৮৬২-১৮৬৩ খৃ. অতঃপর পেল্লী (Pelly) ১৮৬৫ খৃ. তাঁহার দেশ ভ্রমণ করেন। ১৩ রাজাব, ১২৮২/২ ডিসেম্বর, ১৮৬৫ ফায়সাল রিয়াদে কলেরা রোগে ইনতিকাল করেন (শেষ বয়সে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইতে থাকে; 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ, সা'উদ , ও 'আবদু'র-রাহ্'মান নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল)।

১২। 'আবদুল্লাহ ইব্ন ফায়সাল ইব্ন তুর্কী (মৃ. ১২৯১/১৮৭৪) [প্রথম শাসনকাল ১২৮২-১২৮৭/ডিসেম্বর ১৮৬৫-১৮৭১] ঃ পিতার ইনতিকালের পর ক্ষমতাসীন হন। ১২৮৭ হিজরীতে তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৩। সা'উদ ইব্ন ফায়সাল ইব্ন তুর্কী (১২৮৭-১২৯১/১৮৭১-১৮৭৪)ঃ তাঁহার শাসনকালের সূচনাতে তুর্কীগণ 'আবদুল্লাহ্র আহ্বানে—যিনি নির্বাসিত ছিলেন, কাতী' আল-আহ্'সা'ও দখল করেন এবং সা'উদের উহা উদ্ধারের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উহা তুর্কীদের দখলে থাকে। ১২৯১/১৮৭৪ সালে সা'উদ ইনতিকাল করেন।

১৪। 'আবদুল্লাহ ইব্ন ফায়সাল ইব্ন তুর্কী (দ্বিতীয় শাসনকাল ১২৯১-১৩০১/১৮৭৪-১৮৮৪) ঃ সা'উদ-এর ইনতিকালের পর তিনি পুনরায় ক্ষমতাসীন হন এবং মুহাম্মাদ ও সা'উদ-এর পুত্রদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৮৩ খৃ. হা'ইল-এর শাসক মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাশীদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অর্থাৎ সা'উদ-এর পুত্রগণ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহাকে নির্বাসিত করেন।

১৫। ফলে মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'উদ ক্ষমতাসীন হন। তাঁহার শাসনকাল ছিল স্বল্প দিনের।

১৬। মুহাম্মাদ-এর পিতৃব্য 'আবদু'র-রাহ্'মান ইব্ন ফায়সাল তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (১৮৮৬ খৃ.?) [জ. ১২৬৮/১৮৫২; মৃ. ১৩৪৬/১৯২৮]। তিনি বাদশাহ সা'উদ-এর পিতামহ ছিলেন। তিনি দুইবার ক্ষমতাসীন হন—প্রথম স্বীয় ভ্রাতা সা'উদ-এর মৃত্যুর পর; কিন্তু এক বৎসর পরই তিনি স্বীয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ্র পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনি আর একবার ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাশীদ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৭। 'আবদুল্লাহ ইব্ন ফায়সাল ইব্ন রাশীদ তৃতীয়বার (১৮৭৭-১৮৮৮ খৃ.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। 'আবদুল্লাহ সম্ভবত ১৮৮৮ খৃ. ইনতিকাল করেন (তু. আয-যিরিকলীর মতে মৃত্যু সাল ১৩০৭/১৮৯০) এবং উঁহার পর রিয়াদ হা'ইল-এর অধীনে চলিয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও 'আবদু'র-রাহ্'মান সিংহাসন পুনরায় দখল করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা চালান। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাশীদ রিয়াদ জয় করেন।

১৮। ফায়সালের তৃতীয় পুত্র মুহাম্মাদ-কে ১৮৯২ খৃ. রিয়াদ-এর আমীর নিযুক্ত করা হয়। অনুমিত হয় যে, মুহ'াম্মাদের মৃত্যুর পর ইব্ন রাশীদের কর্মচারিগণ রিয়াদ শাসন করিয়াছিলেন।

১৯। 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্'মান ইব্ন ফায়সাল (জ. ১২৯৭/১৮৮০; মৃ. ১৩৭৩/১৯৫৩)ঃ তিনি কুয়েত-এর শায়খ মুবারাকের সহযোগিতায়, যাঁহার নিকট তাঁহার পিতা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯০২ খৃ. রাজ্য ক্ষমতা দখল করিয়া পুনরায় রিয়াদ অধিকার করেন এবং হা'ইল-এর ইব্ন রাশীদের মুকাবিলায় সর্বদা উহা নিজ দখলে রাখেন। অবশেষে তিনি তুরস্কের সুলত'ানের সাহায্য প্রার্থনা করেন; তথাপি হা'ইল-এ বিরাজমান বিশৃঙ্খলার কারণে ও জনসাধারণের সাহায্যে যাহারা সা'উদ বংশের প্রতি ভালবাসা পোষণ করিত, 'আবদু'ল-'আযীয রিয়াদে নূতনভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সফল হন।

এই 'আবদু'ল-'আযীযই বর্তমান আল-মাম্‌লাকাতু'স- সা'উদিয়্যাতু'ল-'আরবিয়্যা-এর প্রতিষ্ঠাতা, নাজ্দ ও হিজায উভয়ই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী 'আবদু'ল-'আযীয হিজাযের বাদশাহ হন এবং তিনি সুলতান উপাধি পরিত্যাগ করিয়া হিজায, নাজ্দ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাদশাহ (মালিক) উপাধি ধারণ করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২০ মে বৃটিশের সহিত তাঁহার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ নাজ্দ ও হিজায রাজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। ১৯৩২ খৃ. রাজ্যের নাম আল-মামলাকাতু'স-'-সা'উদিয়্যাতু'ল 'আরাবিয়্যা রাখা হয়। ১৯৩৭ খৃ. য়ামান-এর সহিতও এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং ১৯৪২ খৃ. বৃটিশ কুয়েতের শায়খের পক্ষে আর একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া নাজ্দ ও কুয়েতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। 'আবদু'ল-'আযীয ১৯৫৩ খৃ. তা'ইফে ইনতিকাল করেন।

২০। তাঁহার পুত্র সা'উদ (জ. ১৯০৫ খৃ.) একই বৎসর নভেম্বর মাসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ভ্রাতা ফায়সাল ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (দ্র.) হিজায-এর গভর্নর, যুবরাজ, প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। রাষ্ট্র তখন পর্যন্ত নাজ্দ ও হিজায এই দুইটি প্রদেশে বিভক্ত থাকে এবং রিয়াদ ও মক্কা এই দুই শহর এই রাষ্ট্রের রাজধানী। বর্তমানে ইহার রাজধানী রিয়াদ এবং দেশটি ১৮টি প্রদেশে বিভক্ত। জাতীয় পতাকার রং সবুজ এবং উহার উপর সাদা রঙের দুইটি তরবারি আড়াআড়িভাবে স্থাপিত এবং কলেমা তায়্যিবা খচিত। রাষ্ট্রের মোট আয়তন প্রায় ৮,৩০,০০০ বর্গমাইল (২,১৫,৮০০০ বর্গ কি. মি.) এবং জনসংখ্যা এক কোটি চব্বিশ লক্ষ (১৯৮৫ খৃ.)। রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস হইল তেল। এখানে স্বর্ণের খনিও আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশিদ ইব্ন 'আলী আল-হাম্বালী, মুশীরু'ল-ওয়াজ্দ ফী মা'রিফাতি আনসাবি মুলূক নাজ্দ (ইব্ন সা'উদ বংশের বংশতালিকা ও উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৯১ হি. পর্যন্ত, পাণ্ডু. নিবন্ধকার); (২) 'উছ্'মান

ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন বিশ্‌র, 'উনওয়ানু'ল-মাজ্‌দ ফী তা'রীখ নাজ্‌দ, বাগদাদ ১৩২৮ হি.; (৩) আহ্‌মাদ ইব্‌ন যায়নী দাহলান, আল-ফাতহাতু'ল-ইসলামিয়্যা (মক্কা ১৩০২ হি.), ২খ, ২০২-২০৯; (৪) Ed. Scott Waring, A Tour to Sheeraz (লণ্ডন ১৮০৭ খৃ.), অধ্যায় ৩১; (৫) J. L. Rousseau, Description du Pachalik de Baghdad, প্যারিস ১৮০৯ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Notice sur la secte des Wahabis, in Fundgruben des Orients, ২খ, ১৯১-১৯৮; (৭) Corancez, Histoire des Wahabis depuis leur origine jusqua la fin de 1809, প্যারিস ১৮১০ খৃ.; (৮) Fousseau, Memoire sur les trois plus fameuses sectes du Musulmanisme, প্যারিস ১৮১৮; (৯) Sadlier, Diary of a Journey across Arabia during the year 1819, বোম্বাই ১৮৬৬ খৃ.; (১০) Jhon Lewis Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, লণ্ডন ১৮৩১ খৃ.; (১১) Felix Mengin, Histoire d l'Egypte sous le Gouvernment de Mohammed-Aly, প্যারিস ১৮২৩ খৃ.; (১২) Jules Planat, Histoire de la regeneration de l'Egypte, প্যারিস ১৮৩০ খৃ.; (১৩) Jomard, Etudes geographiaues et historiques sur l'Arabie, প্যারিস ১৮৩৯ খৃ.; (১৪) W. J. Handes, Narrative of the Life and Adventures of Giovanni Finati. who made the Campaigns against the Wahabees, লণ্ডন ১৮৩০ খৃ.; (১৫) Jones Brydges, A Brief History of the Wahauby-An Account of his Majesty's Mission to the Court of Persia in the Years 1801-1811, ২খ, লণ্ডন ১৮৩৪ খৃ.; (১৬) G. A. Wallin, in Journal of the Geogr. Soc, ২০খ. (১৮৫১ খৃ.), ২৯৩-৩৩৯; ২৪খ. (১৮৫৪ খৃ.), ১১৫-২০৭; (১৭) Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges., ১১খ, ৪২৭-৪৪৩ (জাওদাত, তা'রীখ, ৯খ, ৩৬২-৩৭১) ও ১৭খ, ২১৪-২২৬; (১৮) Selections from the Records of the Bombay Government, নং ২৪, নূতন সিরিজ, বোম্বাই ১৮৫৬ খৃ.; (১৯) William Gifford Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia, লণ্ডন ১৮৬৫ খৃ.; (২০) Carlo Guarmani, Il Neged settentrionale, জেরুসালেম ১৮৬৬ খৃ.; (২১) Pelly, in Journ. Geogr. Soc., ৩৫খ. (১৮৬৫ খৃ.), ১৬৯-১৯১; (২২) Lady A. Blunt, A Pilgrimage to Nejd, লণ্ডন ১৮৮১ খৃ.; (২৩) Snuock Hurgronje, Mecca, ১খ, ১৩৮ প.; (২৪) Ch. M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, লণ্ডন ১২৮৮ খৃ.; (২৫) Ch. Huber, Journal d'un Voyage en Arabie (1883-1884), প্যারিস ১৮৯১ খৃ.; (২৬) J. Euting, Tagbuch diner Reise in Inner-Arabien, লাইডেন ১৮৯৬-১৯১৪ খৃ.; (২৭) Noldeke, Reise nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien 1892, Brunswich 1895; (২৮) C. Ritter-এর রচনাবলী, Arabien, ২খ, ৪৭১-৫২০ ও A. Zehme, Arabien und die Araber zeit hundert Jahren, Halle 1875; (২৯) Dozy, Dssai sur l'hist. de l'Islami-sme, পৃ. ৪১০ প.; (৩০) মুহাম্মাদ আল-বাতানূনী, আর-রিহ্‌লাতু'ল-হিজাযিয়্যা, দ্বিতীয় সং, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ৮৭ প.; তুর্কী বরাত; (৩১) শানী যাদাহ, তা'রীখ, ১-৪খ., স্থা.; (৩২) জেওদেত, তা'রীখ, ১, ৫, ৭, ১১খ., স্থা.; (৩৩) 'আসিম, তারীখ, স্থা.; (৩৪) আয়্যুব সাবরী, তা'রীখ-ই ওয়াহ্‌হাবিয়ান, ইস্তাম্বুল ১২৯৬ হি.। সাম্প্রতিক কালে পত্রিকাসমূহের বর্ণনাগুলিকে M. Hartmann নিজ গ্রন্থ; (৩৫) Die Welt des Islam-এ, ২খ, ২৪-৫৪-তে একত্র করিয়াছেন। ওয়াহ্‌হাবীদের ইতিহাস অনেক উপন্যাসের বিষয়বস্তুও ছিল। যেমনঃ (৩৬) (Pope), Anastasius of Memoires of a Greek, written at the close of the eighteenth century, লণ্ডন ১৮১৯ খৃ., ৩খ.; (৩৭) Le recit de Fatalla Sayeghir, Lamartine হইতে, in Voyage en orient 1832-1833, ৪খ., আরও তু. JA, ৬ সংখ্যা, ১৮খ, ১৬৫ প.); (৩৮) C. von Vincenti, Die Tempelsturmer, বার্লিন ১৮৭৩ খৃ.। ইংরেজী বরাতঃ (৩৯) H. R. P. Dickson, the Arab of the Desert, লণ্ডন ১৯৪৯ খৃ.; (৪০) H. St. J. B. Phillby, Saudi Arabia, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (৪১) K. S. Truitchell ও E. J. Jurji, Saudi Arabia, দ্বিতীয় সং. ১৯৫৩ খৃ.। 'আরবী বরাতঃ (৪২) আল-আমীন আর-রায়হানী, তা'রীখ নাজদি'ল-হাদীছ; (৪৩) ঐ লেখক, মুলূকু'ল-'আরাব; (৪৪) ফু'আদ হামযা, কালব জাযীরাতি'ল-'আরাব; (৪৫) ঐ লেখক, আল-বিলাদু'ল-'আরাবিয়্যাতু'স-সা'উদিয়্যা; (৪৬) হাফিজ ওয়াহ্‌বা, জাযীরাতু'ল-'আরাব ফি'ল-কারনি'ল-'ইশ্‌রীন; (৪৭) খালিদ আল-ফারাজ, আহসানু'ল-কাসাস; (৪৮) আহমাদ আল-'আত্তার, সাক্‌রু'ল-জাযীরা; (৪৯) আবু 'ইয্যি'দ-দীন ফারীদ, আস-সা'উদ ফি'ত-তা'রীখ; (৫০) মুহাম্মাদ সাবীহ, আল-মালিক ইব্‌ন সা'উদ; (৫১) নাজীব নাসার, আর-রিজাল; (৫২) আবদুল্লাহ হুসায়ন, আল-মালিক 'আবদু'ল-'আযীয; (৫৩) মুহয়ি'দ-দীন রিদা, লাম্‌হা মিন্ সীরাতি'ল-মালিক 'আবদি'ল-'আযীয; (৫৪) 'উমার আবু'ন-নাস্‌র, সায়্যিদ জাযীরাতি'ল-'আরাব; (৫৫) আবদু'ল-হামীদ আল-খাতীব, আল-ইমামু'ল- 'আদিল; (৫৬) মুস্‌তাফা হাফনাবী, ইব্‌ন সা'উদ; (৫৭) Kenneth Williams, Prince of Arabia, 'আরবী অনু., ইব্‌ন সা'উদ, সায়্যিদু'ন-নাজ্‌দ ওয়া মালিকু'ল-হিজায; (৫৮) মুহাম্মাদ আলূসী, তা'রীখ নাজ্‌দ; (৫৯) 'আশা'ইরু'ল-'ইরাক; (৬০) মাজাল্লাতু লুগাতি'ল-'আরাব, ৩খ.; (৬১) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ২খ, ৬৬, ৩৩৬, ৩খ, ৯, ১৪২, ৪খ, ৯৬, ১৪২, ১৫২, ২০২, ২২২, ২৫৩, ৫খ, ৩৭১, ৮খ, ১২৬ প.; (৬২) উম্মু'ল-কুরা, ২৬ যু'ল-হিজ্জা, ১৩৪৬ হি., ৪ মুহাররাম, ১৩৪৭ হি. ও ১০ সাফার, ১৩৪৭ হি.; (৬৩) Antoin Ziscka, Ibn Seoud Roi de l'Arabie, ফরাসী অনু., ইব্‌ন সা'উদ, মালিকু'ল বিলাদি'ল-'আরাবিয়্যা; (৬৪) 'আবদু'র-রাহীম, আমীরু'ল-'আরাবিয়্যা।

J. H. Mordtmann/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইব্‌ন সা'উদ-এর বংশতালিকা

ক-(প্রাচীনতম শাখা) ১। সা'উদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুক্‌রিন
(মৃ. আনু. ১৭৩৫ খৃ.)

২। মুহাম্মাদ (১৭৩৫-১৭৬৬ খৃ.) ৩। ফারহান ৪। ছু'নিয়্যান ৫। মুশারী

৬। 'আবদু'ল-'আযীয (১৭৬৬-১৮০৩ খৃ.) ৭। 'আবদুল্লাহ (দ্র. খ নূতনতম শাখা)

৮ সা'উদ (১৮০৩-১৮১৪ খৃ.) ৯। 'আবদুল্লাহ ১০। 'আবদু'ল-রাহ'মান ১১। 'উমার

সা'উদ

১২। 'আবদুল্লাহ (শাসনকাল ১৮১৪-৮১৬ খৃ.) ১৩। ফায়সাল ১৪। নাসির ১৫। হাযলূল

১৬। সা'দ ১৭। খালিদ (১৮৩৯-১৮৪১ খৃ.

১৮। 'আবদু'র-রাহমান ১৯। 'উমার

২০। ইবরাহীম ২১। মুশারী (১৮১৯-১৮৪১ খৃ.)

২২। তুরকী ২৩। ফাহ্‌দ (ফুহায়দ)

২৪। হাসান

২৫। সা'দ ২৬। নাস্‌র ২৭। মুহাম্মাদ ২৮। খান

টীকা ঃ

৬। ('আবদু'ল-'আযীয)ঃ ১৮০৩ খৃস্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ (Mengin, ২খ, ৪৬৭); তু. Scott-Warning, পৃ. ১৭৭, ফরাসী অনুবাদ হইতে।

৮। (সা'উদ)ঃ মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর (Mengin, ২খ, ২০)। Rousseau ও Burckhardt-এর বর্ণনামতে তাঁহার বয়স ৪৫ ও ৫০-এর মাঝামাঝি ছিল।

৯। ('আবদুল্লাহ)ঃ ১৮১৫ খৃস্টাব্দে তিনি আর-রা'স-এর অন্তর্বর্তীকালীন সন্ধি চুক্তি করেন (Mengin, ২খ, ৪১ প.), দার'ইয়্যা বিজয়ের পর ১৮১৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার পুত্র সা'উদ নিহত হন (ঐ, পৃ. ১৩১; শানী যাদাহ, ২খ, ৩৮৩)।

১০। ('আবদু'র-রাহমান)ঃ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া মিসর প্রেরণ করা হয়।

১১। ('উমার)ঃ ১৮১৮ অথবা ১৮২০ খৃস্টাব্দে স্বীয় পুত্রদের সহিত তাঁহাকে কায়রোতে নির্বাসিত করা হয়।

১২। ('আবদুল্লাহ)-এর একটি ছবি Mengin প্রদান করিয়াছেন।

১৩। (ফায়সাল)ঃ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে দার'ইয়্যা অবরোধকালে নিহত হন (Mengin, ২খ, ১২৯)।

১৪। (নাসি'র)ঃ মাসক'াত-এর উপর আক্রমণকালে নিহত হন (Burckhardt ২খ, ১২২)।

১৬। (সা'দ), ১৭। (খালিদ), ২৩। (ফাহ্‌দ), ২৪। (হা'সান), ইঁহাদের সকলকে নির্বাসিত করিয়া কায়রো প্রেরণ করা হয়।

২২। (তুরকী) 'ইরাক ও সিরিয়ার উপর আক্রমণ করেন (Burckhardt, ২খ., পৃ. ১২২)।

২৫। (সা'উদ) ১৮১৮ খৃস্টাব্দে তিনি দার'ইয়্যা দুর্গ রক্ষা করেন এবং ১৮১৮ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় নাস্‌'র মুহ'াম্মাদ-এর সহিত কায়রোতে নির্বাসিত করা হয় (Mengin, ২খ, ১৩০, ১৩৩, ১৫৮)।

২৮। (খালিদ)-এর উল্লেখ কেবল আয়্যুব সাবারী ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। ১৭ নং-এ উল্লিখিত খালিদ-এর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

খ (নূতনতম শাখা)

টীকা ঃ

২। 'আবদুল্লাহ) (mengin তাঁহার উল্লেখ ২খ, ৪৮২ (১৭৭৮ খৃ.) এবং Carancez পৃ. ৪৬ (সিংহাসন লাভ ১৮০৩ খৃ.)।

৩। (তুরকী ঃ Blunt. ২খ, ২৬৯-এর বর্ণনানুসারে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ নামে তাঁহার আরও দুই সহোদর ছিলেন।

৫। 'আবদুল্লাহ (তু. Blunt. ২খ, ২৬৬ প.।

৬। (জালাবী ঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, দ্র. Doughty, ২খ., ৪২৮; তাঁহার পাঁচপুত্র ছিলঃ ফাহ্‌দ, মুহ'াম্মাদ, সা'উদ, মুসা'ইদ ও 'আবদু'ল-মুহ'সিন।

৯। (মুহ'াম্মাদ) Nolde, পৃ. ৮৯-এর বর্ণনানুযায়ী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাহার বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু উক্ত বর্ণনা সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে (তু. Palgrave, ১খ, ১৬৯ প.; Doughty, ২খ, ৪৩০ এবং Huber, Journal, ১খ, ১৬৯।

১০। ('আবদু'র - রাহ'মান) ঃ Palgrave- এর বর্ণনা অনুযায়ী (২খ, ৭৫) ১৮৬৩ খৃ. তাঁহার বয়স ১০ ও ১২-এর মধ্যে ছিল; Blunt, ২খ, ২৬৭।

(দা. মা. ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইব্‌ন সা'দ (ابن سعد) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মানী' (বা মা'ন) আল-বাস'রী আল-হাশিমী, কাতিবু'ল-ওয়াকিদী নামে খ্যাত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হ'াদীছ'বেত্তা ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৬৮/৭৮৪ সালে বস্‌রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪ জুমাদা'ল-উখ্‌রা, ২৩০/১৬ ফেব্রুয়ারী, ৮৪৫ সালে বাগ্‌'দাদে ইনতিকাল করেন। তিনি বানূ হাশিমের একজন 'মাওলা' (আশ্রিত) ছিলেন। তাঁহার পিতামহ হু'সায়ন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (মৃ. ১৪০ হি. অথবা ১৪১ হি.; দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন হ'াজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ২খ, ৩৪৪)-এর একজন আযাদকৃত দাস ছিলেন। ইব্‌ন সা'দ হ'াদীছে'র অন্বেষণে বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং বহু বিশেষজ্ঞের অধীনে হাদীছ' শিক্ষা করেন। পরিশেষে তিনি বাগ'দাদে বসতি স্থাপন করেন এবং আল-ওয়াকি'দী (দ্র.)-র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ইব্‌ন সা'দ তাঁহার কাতিব নিযুক্ত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হিশাম ইব্‌নু'ল-কালবীর অধীনে আনসাব (কুলজিশাস্ত্র)-ও অধ্যয়ন করেন। মিহ্‌না (দ্র.)-এর সময় আরও ছয়জন গোড়া 'আলিমসহ তাঁহাকে খলীফা আল-মা'মূনের নির্দেশে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং মু'তাযিলা মতের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার জন্য তাঁহাদেরকে বাধ্য করা হয় (তাবারী, ৩খ, ১১১৬ প., sub anno 218) ইব্‌ন সা'দ-এর খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁহার রচিত বিভিন্ন শ্রেণীর হ'াদীছ'বেত্তাদের জীবনীকোষ 'আত'-তাবাক'াতু'ল-কুব'রা (সম্ভবত ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বিদ্যমান রহিয়াছে)। হাদীছ অধ্যয়নের সহায়ক গ্রন্থরূপে ব্যবহারের উদ্দেশে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত যাহারা হ'াদীছ' বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, ইব্‌ন সা'দ তাঁহার ত'াবাক'াত গ্রন্থে তাঁহাদের ৪২৫০ জনের (প্রায় ৬০০ জন মহিলাসহ) জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ তাঁহার পূর্ববর্তী হ'াদীছ'বেত্তাদের গ্রন্থাবলী হইতে, বিশেষত আল-ওয়াকি'দী ও ইবনু'ল-কালবীর গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছের পূর্ণ সনদ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু কোন শিরোনাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি প্রায়শই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমারা (যিনি ইবনু'ল-কাদ্দাহ নামে পরিচিত, দ্র. তারীখ বাগ'দাদ, ১০খ; ৬২) রচিত কিতাবু নাসাবি'ল-আনসার গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই গ্রন্থটিও ইব্‌ন সা'দের নির্দেশে রচিত হইয়াছিল (ইব্‌ন সা'দ, ৩/২খ, ৭০)। ইব্‌ন সা'দ তাঁহার গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শুরু করিয়াছেন। অতঃপর স্তর অনুসারে জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। এইগুলিকে তিনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেন (যথা ঃ বাদ্‌রী আনস'ার স'াহ'াবা, বাদ্‌রী মুহাজির স'াহ'াবা)। প্রতিটি অংশে জীবনীগুলিকে সময়ানুক্রম অনুসারে, কখনও কখনও বংশানুক্রম অনুসারে সাজান হইয়াছে। স'াহ'াবীদের জীবনী সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি প্রায়ই দীর্ঘতর হইয়াছে। অন্যদের জীবনী বিষয়ক নিবন্ধগুলি প্রায়শ খুবই সংক্ষিপ্ত, এমন কি কোথাও কোথাও কেবল নাম দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু শূন্যস্থান পূর্ণ করা হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র আল-হু'সায়ন ইব্‌ন ফাহ্‌ম (মৃ. ২৮৯/৯০২) গ্রন্থটির সংশোধিত সংস্করণে ইব্‌ন সা'দের জীবনী শীর্ষক (৭/২খ, ৯৯) একটি নিবন্ধ সংযোজন করিয়াছেন। হারিছ ইব্‌ন আবী উসামা (মৃ. ২৮৪/৮৯৫) অপর একটি সংশোধিত সংস্করণ (ত'াবারী স্বীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন) প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংশোধনীটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ইব্‌ন আবি'দ-দুন্‌য়া (দ্র.)। ইহা ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল (দ্র. ইব্‌ন খায়র, ফাহরাসা, ২২৪)। E. Sachau ও অন্যদের প্রকাশিত সংস্করণে ইব্‌ন হায়্যা ওয়ায়দ (মৃ. ৩৮১/৯৯১)-এর সংস্করণের অনুসরণ করা হইয়াছে। ইব্‌ন সায়্যিদি'ন-নাস, যাহাবী, ইব্‌ন হ'াজার ও অন্য রচয়িতাগণ এই সংস্করণটি ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থটি E. Sachau কর্তৃক লাইডেন হইতে নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯০৪-১৯৪০ খৃ.)। নবম খণ্ডটি নির্ঘণ্টসম্বলিত। তাবাক'াতের ১২৩ পৃ.সম্বলিত একটি খণ্ড আগ্রা হইতেও প্রকাশিত হইয়াছিল (লিথো)। গ্রন্থটি অধুনা নয় খণ্ডে বৈরূত হইতে ইহ'সান 'আব্বাসের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইব্‌ন খাল্লিকান ও হ'াজ্জী খালীফা ত'াবাক'াতু'ল-কাবীর ছাড়াও কিতাবু তাবাক'াতি'স-সাগীর নামক তাঁহার অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌নু'ন-নাদীম তাঁহার ফিহ্‌রিস্তে ইব্‌ন সা'দের গ্রন্থ আখবারু'ন-নাবীর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা কোন গ্রন্থের নাম নহে বরং ত'াবাক'াতেরই প্রথম খণ্ড যাহাতে রাসূল (স)-এর জীবনী আলোচিত হইয়াছে।

জীবনীকারদের মতে ইব্‌ন সা'দ ফিক্‌হ'শাস্ত্র ও গ'ারীব হাদীছ' সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্ত-এ (MS. Chester Beatty, P. 60) তাঁহার ত'াবাক'াতের দুইটি সংস্করণ ছাড়াও 'কিতাবু'ল-হিয়াল নামক অপর একখানা গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্‌ন সা'দ আল-ওয়াকিদীর নিকট হু'রূফু'ল-কু'রআন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি ইহা ইব্‌ন আবী উসামাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইব্‌ন আবী উসামা এইগুলি ইব্‌ন মুজাহিদের নিকট বর্ণনা করেন (দ্র. ইবনু'ল-জাযারী, গ'ায়াতু'ন-নিহায়া, ২খ, ১৪২)। হাদীছের সমালোচকদের মধ্যে একজন বিশ্বাসভাজন বিশেষজ্ঞরূপে। তাঁহার শিক্ষক আল-ওয়াকিদীর মুকাবিলায় ইব্‌ন সা'দের সুখ্যাতি ছিল। আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবি'দ-দুন্‌য়া ও অন্যান্য মুহ'াদ্দিছ' তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মা'ঈন ছাড়া অন্যান্য মুহ'াদ্দিছ' ইব্‌ন সা'দকে ছিকা (বিশ্বস্ত) হাদীছ' বর্ণনাকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ত'াবাক'াতের লেখক মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ও সমনামের অপর ব্যক্তি মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দ আল-'আওফী (মৃ. ২৭৬/৮৮৮; দ্র. তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ৩২২ প.)-কে

একই ব্যক্তি মনে করিলে বিভ্রান্ত হইতে পারে। তাবারী যখন বর্ণনা প্রসঙ্গে হাদ্দাছানী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দ 'আন আবীহ এই সনদটির উল্লেখ করেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তিকেই বুঝাইয়াছেন। এই সনদটি অন্যূন ১৫৬০ বার তাঁহার তাফসীরে উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র.H. Horst, in ZDMG. ciii, 1953, 294) এবং তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থেও মাঝে মাঝে উল্লিখিত হইয়াছে (১, ৪৫, ৭৫, ১৪৩, ৩১৪, ৩৭৮, ১৯৩৪, ১৪৫১, ১৫৩০)। এই সনদে উল্লিখিত সকল রাবীই একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দের পিতা সা'দ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান ইব্‌ন 'আতি'য়া (তা'রীখ বাগ'দাদ, ৯খ, ১২৬; তু. ইব্‌ন সা'দ. ৬খ, ২১২, ২০); শেষোক্ত জনের পিতৃব্য হু'সায়ন ইব্‌ন হ'াসান ইব্‌ন 'আতিয়া আল-ক'াদী আল-হানাফী (মৃ. ২০১ বা ২০২ হি.; দ্র. তারীখ বাগ'দাদ, ৮খ, ২৯ প.; ইব্‌ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ২খ, ২৯৪) ও 'আতি'য়্যা ইব্‌ন সা'দ, (মৃ. ১১১ হি. কূফায়; দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ৬খ, ২১২; ইব্‌ন হ'াজার, তাহযীব, ৭খ, ২২৪-৬) যিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে কু'রআনের ভাষ্য বর্ণনা করেন। সমালোচকদের বিবেচনায় তাঁহাদের কেহই সন্দেহাতীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। 'আতিয়্যা ইব্‌ন সা'দ সম্পর্কে বলা হইত যে, তিনি আল-কালবীর নিকট হইতে তাঁহার তাফ্‌সীর লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে যে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল-খুদ্‌রী (রা)-র নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাত'ীব, তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ৩২১; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৬৫৬ (যিনি আয্‌-যুহ্‌রী সম্পর্কে তাঁহার ক্রটি নির্দেশ করিয়াছিলেন); (৩) যা'হাবী, তায্‌'কিরাতু'ল-হুফফাজ ২খ, ১২; (৪) ঐ লেখক, মীযানু'ল-ই'তিদাল, ৩খ, ৬৩; (৫) ইব্‌ন হ'াজার, তাহ্‌যীবু'ত--তাহ্‌যীব, ১০খ, ১৮২; (৬) Brockelmann, ১খ, ১৩৬, পরিশিষ্ট, ১, ২০৮; (৭) O. Loth Das Classenbuch des Ibn Sad, Leipzig 1869; (৮) E. Sachau সংস্করণের পৃথক খণ্ডের ভূমিকা; (৯) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, ৪খ, ৮৭ প.। Sachau সংস্করণের, বিশেষত ৫ম খণ্ডের ফাঁকা স্থানসমূহ সম্পর্কে দ্র. H. Ritter in Isl., xviii (1929), 196-9 ও K. W. Zettersteen in SB Pr. Ak. W., 1933, 790-820; (১০) ইহার তৃতীয় নির্ঘণ্ট সম্পর্কে দ্র. W. Gottschalk in ZDMG. cv (1955), 105-14. ইব্‌ন সা'দ আল-'আওফী সম্পর্কে দ্র. J. W. Fuck, in Studia orientalia in memoriam Caroli Brockelmann, Hall[e] 1968, 85 f.; (১১) EI, ii, Ist, ed Leiden.

J. W. Fuck. (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন সাদাকা (দ্র. সাদাকা, বানূ)

ইব্‌ন সা'দূন (দ্র. য়াহয়া ইব্‌ন সা'দূন)

ইব্‌ন সানাই'ল-মুল্‌ক (ابن سناء الملك) ঃ আবু'ল-কাসিম হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন আবি'ল-ফাদল জা'ফার ইব্‌নি'ল-মু'তামিদ, আল-কাদি'স-সা'ঈদ নামে পরিচিত। তিনি আয়্যূবী যুগের 'আরব কবি এবং দারু'ত-তিরায (دار الطراز) নামক গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন; গ্রন্থটি মুওয়াশশাহ (দ্র.) রীতিতে রচিত। তিনি কায়রোতে আনুমানিক ৫৫০/১১৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ৬০৮/১২১১ সালে ইনতিকাল করেন। মিসরীয় শিক্ষকদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার পিতা আল-কা'দী আর-রাশীদের মত তিনিও ক'াদীর পেশায় প্রবৃত্ত হন। তিনি আল-কাদিল-ফাদি'ল-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করেন; দামিশকে তিনি তাঁহার সহিত যোগদান করেন। স্বরচিত কিছু কাব্য তিনি তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। তিনি সুলত'ান গাযী সালাহু'দ্দীনের প্রশস্তিও রচনা করেন।

ইব্‌ন সানা'ই'ল-মুলক তেমন মৌলিকত্ব ছাড়াই গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাব্য রচনা করেন। তিনি একটি দীওয়ান [হায়দরাবাদ হইতে (দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, নূতন সিরিজ, নং ১২) ১৯৫৮ খৃ. মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হাক্ক কর্তৃক বিস্তারিত জীবনীসহ প্রকাশিত] ও ফুসূসুল-ফুসূল ওয়া উকূদু'ল-'উকূল' (فصوص الفصول وعقود العقول) [পাণ্ডু. প্যারিস, ৩৩৩৩] নামক নিজস্ব গদ্য ও পদ্য রচনা সঙ্কলনের প্রণেতা। তিনি "রূহু'ল-হায়াওয়ান" (روح الحيوان) শিরোনামে আল-জাহিজ-এর "কিতাবু'ল-হায়াওয়ান"-এর সারসংক্ষেপ রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাঁহার গুরুত্বের প্রধান কারণ এই যে, প্রাচ্যে তিনিই প্রথম মুওয়াশশাহাত (কখনও কখনও ফারসী শব্দসম্বলিত 'খারজা' সহকারে) রচয়িতা এবং তাঁহার নিকট লভ্য আন্দালুসী ও মাগ'রিবী নমুনাসমূহের রীতি হইতে সিদ্ধান্তে আসার পদ্ধতি তাঁহার আয়ত্তে ছিল, যদিও এই প্রয়াসের আয়াসসাধ্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তাঁহার গ্রন্থ "দারু'ত-তিরায ফী 'আমালিল-মুওয়াশশাহাত (دار الطراز في عمل الموشحات) জ. রিকাবী কর্তৃক ১৩৬৮/১৯৪৯ সালে দামিশক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফলে এমন এক সময়ে মুওয়াশশাহাত-এর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। যখন 'খারজা'র মৌলিকত্বের উপলব্ধি শুরু হইয়াছে মাত্র (দ্র. মুওয়াশশাহ)। গ্রন্থটিতে ৩৪টি নির্বাচিত আন্দালুসী ও মাগ'রিবী মুওয়াশশাহাত ও লেখকের নিজস্ব রচনার ৩৫টি নমুনা রহিয়াছে। এইগুলির শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা স্থান পাইয়াছে, যেইখানে ইব্‌ন সানাই'ল-মুলক এই কাব্য পদ্ধতির গঠন ও ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৩খ, শিরো.; (২) য়া'কূ'ত, উদাবা, ১৯খ, ২৬৫-৭১; (৩) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ৫খ, শিরো.; (৪) সুয়ূত'ী, হু'সনু'ল-মুহাদারা, ১খ, শিরো. (৫০ ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, কায়রো ১৯৫৫ খৃ, শিরো.; (৬) আল-'ইমাদু'ল-ইস্‌ফাহানী, খারীদা, মিসর, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, শিরো.; (৭) Brockelmann, ১খ, ৩০৪, পরি. ১, ৪৬২; (৮) J.Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides, প্যারিস, ১৯৪৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৯) ঐ লেখক, এফ, বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ-এ, ৩খ, ২০৩-৫।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইব্‌ন সাব্‌'ঈন (ابن سبعين) ঃ 'আবদু'ল-হাক্ক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন নাস্‌'র আল-মাক্কী আল-মুরসী আবূ মুহ'াম্মাদ কুত্‌বুদ্দীন, ভ্রমণরত দার্শনিক ও সূ'ফী (সূ'ফী 'আলা কা'ইদাতি'ল-ফালাসিফা অর্থাৎ দার্শনিক সূ'ফী)। তিনি নিজে ইব্‌ন দারা উপনাম ব্যবহার করিতেন। দারা শব্দটি বৃত্ত, বলয়, চন্দ্রের চতুর্দিকস্থ জ্যোতিচক্র ইত্যাদি নির্দেশ করে; এই ক্ষেত্রে স্পষ্টত নাল (Null) অথবা শূন্য (Zero) অর্থজ্ঞাপক, গ্রানাডার কাযী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ (মৃ. ৭৬০/১৩৫৮-৯)-এর মতে "মাগ'রিব-এর জনগণের কোন বিশেষ গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী দারা শব্দটি সাব'ঈন বা সত্তর সংখ্যাজ্ঞাপক এবং উহার আকৃতিসদৃশ। জ. ৬১৩ অথবা ৬১৪/

১২১৭-১৮ সালে মুর্সিয়া (Murcia)-তে, মৃ. ৬৬৮ অথবা ৬৬৯/ ১২৬৯-৭১-এ মক্কায়।

L. Massignon তাঁহাকে এক "তিক্ত মানসিকতাপূর্ণ ও নিপীড়িত আত্মা" বলিয়া অভিহিত করেন। তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া ও নির্যাতনপূর্ণ তাঁহার জীবন মনে হয় এক দীর্ঘ ও বেদনাপূর্ণ পরীক্ষা যাহা নম্র ও দরিদ্র জীবন যাপনকারী তাঁহার সাব‘ঈনিয়্যা শাগরিদগণের ভালবাসা ও আনুগত্য দ্বারা কিঞ্চিত উপশমিত হইয়াছিল। যে স্পেনে তিনি অধ্যয়নরত ছিলেন তথায় প্রথমত ভাগ্য তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়। ব্যাপক জ্ঞান ও চিকিৎসা ও রসায়নবিদ্যায় তাঁহার সূফী মতবাদ ছিল সন্দেহজনক। ধর্মতত্ত্বীয় তাঁহার কতিপয় মতবাদ, যথা ঃ সৃষ্টিকর্তাকে অস্তিত্ববান বস্তুসমূহের মধ্যে একমাত্র বাস্তবরূপে সংজ্ঞায়িত করার জন্য তিনি নিন্দিত হন। এই সংজ্ঞা অদ্বৈতবাদী বিশ্বাসের প্রচার হিসাবে বিবেচিত হয়, যাহা একজন গ্রীকপন্থী দার্শনিক হিসাবে তাঁহার অবস্থান ‘উলামা ও ফাকীহ্দের দৃষ্টিতে অধিকতর সন্দেহের উদ্রেক করিতে পারিত। শত্রুদের নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি আনুমানিক ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। একদল সহগামী শাগরিদ লইয়া তিনি সিউটা (Ceuta)-তে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই স্থানে তিনি এত খ্যাতি লাভ করেন যে, শহরের গভর্নর ইব্‌ন খালাস তাঁহাকে কতিপয় দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করেন। একজন দূতের মাধ্যমে Hoenstaufen- এর ২য় সম্রাট ফ্রেডারিক প্রশ্নগুলি আল-মুওয়াহ্হিদ সুলত়ান ‘আবদু’ল-ওয়াহিদ আর-রাশীদ (৬৩০-৪০/১২৩২-৪২)-এর নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দার্শনিকের শিক্ষা দ্বারা জনগণের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইতে পারে ভয়ে এই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা শীঘ্রই একজন দর্শনার্থীকে আপোসকারী মনে করিয়া বহিষ্কৃত করেন। পুনরায় ইব্‌ন সাব‘ঈন নির্বাসনে যাইতে বাধ্য হন। তিনি প্রাচ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি Badis ভ্রমণ করেন, পরে Bougie-তে উপনীত হন এবং এই শহরেই সূ‘ফী আশ-শুশ্তারী (৬১০-৬৮/১২১৩-৬৯)-র সাক্ষাত লাভ করেন, যিনি ছিলেন তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও ভ্রাম্যমাণ। প্রাচ্যের পথে ভ্রমণ অব্যাহত রাখিয়া তিনি তিউনিসে উপনীত হন। গোঁড়া ইসলামপন্থিগণের পরিবেশে এই অ্যারিস্টোটলীয় সূ‘ফী পুনরায় আলিমগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁহার প্রধান শত্রু আবূ বাক্র আস-সাকুনী Seville-এর একজন ধর্মবেত্তা, যিনি তিউনিসে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইব্‌ন সাব‘ঈন দ্রুত শহর ত্যাগ করেন। Gabes ও তথা হইতে কায়রো পর্যন্ত তাঁহার ভ্রমণের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কায়রোতে নিজকে মোটেই নিরাপদ মনে করেন নাই এবং মহান মামলূক সুলত়ান ১ম বায়বারস ছিলেন তাঁহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। একমাত্র মক্কার হ়ারাম এলাকাই তাঁহার আশ্রয় লাভের স্থান হিসাবে বাকী ছিল। কিন্তু সেইখানেও তিনি কুত্ব আল-কাসতাল্লানী (৬১৪/৮৬/ ১২১৭-৮৮) নামে একজন আন্দালুসীয় শরণার্থী কর্তৃক নির্যাতিত হন। যাহা হউক, একবার মাত্র তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ হইতে বেকসুর অবস্থায় পরিত্রাণ লাভ করেন।

M. A. F. Mehren ইব্‌ন সাব্‘ঈনকে ‘আরব ভ্রাম্যমাণ (Peripatetic) শিক্ষক সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিনিধিগণের অন্যতম হিসাবে গণ্য করেন । L. Massignon একই মত পোষণ করেন এবং মনে করেন যে, গ্রীক দর্শনের অনুসরণ (Hellenism) এই দার্শনিককে ইসলামের ইতিহাসে শিষ্যহীন করিয়া রাখে। ইব্‌ন খালদূন তাঁহাকে ওয়াহ্দাতু’ল-উজূদ অনুগামী তথা অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যাহাদেরকে তিনি তাজাল্লীবাদিগণের বিরোধী মনে করেন। ‘উলামা’, মুফতী, মুতাকাল্লিম ও ফাকীহদের জগতে তাহার বিচ্ছিন্ন অবস্থা (isolation) অবশ্যই মর্মপীড়াদায়ক। তাঁহার প্রতিক্রিয়া ছিল উদ্ধত আচরণ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের প্রতি ঘৃণাভরে তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত যাহার কারণে স্নায়বিক অসুস্থতার চাপ বৃদ্ধি পাইত; তাঁহার কয়েকজন জীবনীকারের বিবরণ অনুসারে এই স্নায়বিক বৈকল্য রক্তবমনও ঘটাইত। এই সম্ভ্রান্ত বিদ্বান ব্যক্তি সম্ভবত তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন সেই সরল বিনম্র লোকদের মধ্যেই যাহারা তাঁহার বক্তব্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহার ভাষণে বিমুগ্ধ হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শাগরিদ আশ-শুশতারী, যিনি নিজকে তাঁহার দাস বলিতেন এবং নিজের তিনটি যাজাল’ কবিতা তাঁহার প্রতি উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাকে আত্মাসমূহের চুম্বক (مغناطير النفوس) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে হাতের কব্জির শিরা উন্মুক্ত করিয়া Zenoপন্থী Stoic-দের পদ্ধতিতে নিজ জীবনের অবসান ঘটান (দ্র. ইন্তিহার) তাহা কোনক্রমেই অসম্ভাব্য নহে। প্রেমাবিষ্ট এই দার্শনিকের জন্য প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের এবং যে জগত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহা হইতে পলায়নের এই ছিল শেষ পন্থা।

আশ-শুশ্তারী তাঁহার একটি কাসীদায় তারীকা সাব্‘ঈনিয়্যার যে ইসনাদ (সূত্র) উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে গ্রীক ও মুসলিম—এই দুই কৃষ্টির অদিক্রমণ (overlap)-কে ইব্‌ন সাব‘ঈনের অনুসারিগণ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য যোগসূত্রের মধ্যে আমরা দেখি প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, আলেকজাণ্ডার The great, আল-হাল্লাজ, আশ-শুযী (যিনি মরমী সূ‘ফী হিসাবে অদ্ভুত প্রকৃতির অধিকারী আস-সুহ্রাওয়ার্দীর মুরশিদ ছিলেন) এবং আবূ মাদয়ানকে ঈশ্বরদের প্রতিনিধি ও মানব জাতির নিকট প্রেরিত Hermes-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক দর্শন ও মুসলিম তাস়াওউফ দীক্ষা দান ও গ্রহণের শৃঙ্খলে গ্রথিত করা হইয়াছে।

তাঁহার জীবনীকারগণ কিছু সংখ্যক রচনা তাঁহার প্রতি আরোপ করেন; প্রধান গ্রন্থাবলী বুদ্দু’ল-‘আরিফ, (যাহা তিনি ১৫ বৎসর বয়সে রচনা করেন বলিয়া কথিত), আদ-দুরাজ, আল-ইহাতা আল-ফাত্হু’ল-মুশতারাক (একটি পুস্তিকা); আল-ফাকীরিয়্যা, কতিপয় গবেষণামূলক গ্রন্থ ও কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. A. F. Mehren, Correspondance du Philosophe soufi Ibn Sabin Abdoul Haqq, avec l'empereur Frederic II de Hohenstaufen in JA, 1880 (এই নিবন্ধে রহিয়াছে তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত তথ্য, সম্রাট ২য় ফ্রেডারিকের উত্থাপিত ৪টি দার্শনিক প্রশ্নের তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে তাহার মূল পাঠ এবং তাঁহার প্রধান দুই জীবনীকার কুতুবীর ফাওয়াতু’ল-ওয়াফায়াত ও মাক্কারীকৃত নাফহু’ত-তীব-এর সংক্ষিপ্তসার); (২) আরও দ্র. ‘আবদু’ল-হাক্ক আল-বাদিসী রচিত আল-মাকসাদ (Vies des saints du Rif), G.S.Colin-কৃত টীকাসহ অনুবাদ, in AM, ২৬খ, (১৯২৬ খৃ.), ৪৭-৯, ১৮০-২, ১৪১; (৩) L. Massignon's helpful studies, Ibn Sabin et la critique psychologique dans l'histoire de la

Philosophie Nusuimane, in Memorial Henri, Basset, ii, Paris 1928., 123-30; (৪) ঐ লেখক, Recueil de textes inedits relatifs a la mystique en pays d islam, Paris 1929, 123-34; (৫) ঐ লেখক, Invstigaciones sobre Sustrai, in al-and, ১৪/১খ (১৯৪৯ খৃ.), জবিনী সংক্রান্ত তথ্য, ৩৩-৫।

A. Faure (E.I.2)/ মোঃ রেজাউল করিম

ইব্‌ন সামাজূন (ابن سمجون) ঃ আবূ বাক্‌র হামিদ, কর্ডোভার একজন চিকিৎসক ও ঔষধবিজ্ঞানী, যাহার সম্বন্ধে ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ (কায়রো ১৮৮২ খৃ., ২খ, ৫১) কর্তৃক প্রদত্ত জীবনী ব্যতীত আর কোন তথ্য আমাদের হাতে নাই। ইব্‌ন জুলজুল (দ্র.)-এর সমসাময়িক কর্ডোভায় ডাইয়োসকোরাইডিস (Dioscorides)-এর মূল পাঠ 'আরবীতে পুনর্লিখনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তিনি নিশ্চয়ই তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনতিকাল করেন। তিনি ভেষজ পদার্থ বিষয়ে আল-জামি' ফি'ল-আদাবিয়া আল-মুফরাদা (الجامع فى الادوية المفردة) শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি আল-ইদ্‌রীসীর ন্যায় ভেষজ লতাপাতাসমূহের তালিকা প্রণয়নে প্রাচীন শামীদের বর্ণমালাক্রম পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিটি প্রবন্ধে তিনি প্রতিটি উদ্ভিদের ও উহার ভেষজ গুণাবলীর বর্ণনা দিয়াছেন এবং এই সকল বিষয়ের জন্য যে সকল লেখকের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহাদের মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যেমন সর্বাগ্রে ডাইয়োসকোরাইডিস পরে জালীনূস (Galen), এজিনার পল (Paul of Aegina), আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারী, আহরান ইব্‌ন আ'য়ান, ইব্‌ন মাসাওয়ায়হ প্রমুখ। কতিপয় প্রবন্ধ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। উদাহরণস্বরূপ ঔষধে ব্যবহৃত বিষাক্ত গাছ (mandragora, يبروح) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি যাহাতে তিনি ইহার চেতনানাশক গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে অনুরূপ নামের ভিন্ন ব্যক্তির সহিত—যাহার উপনাম আবূ সার্কিন (ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, প. ৩৪, নং ৯৫; ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগ্‌রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, ২খ, ৫৩) এবং একই নামের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত গুলাইয়া ফেলা ঠিক হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. Kahle, Ibn Samagun und sein Drogenbuch Ein Kapitel aus den Anfangen der arabischen Medizin, in Documenta Islamica Inedita, বার্লিন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৫-৪৪।

J. Vernet (E.I.2)/মু. আলী আসগর খান

ইব্‌ন সায়হান (ابن سيهان) ঃ 'আবদু'র-রাহ্‌মান (ইব্‌ন সায়হান) ইব্‌ন আরতাতি'ল-মুহারিবী, মদীনার একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ১ম/৭ম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। তিনি শহরের উমায়্যা গভর্নর ও অভিজাত পরিবারের সদস্য, যথা ঃ আল ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উছ্‌মান ইব্‌ন 'আফফান, আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উত্‌বা ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান, 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌নু'ল-হাকাম, আল-ওয়ালীদ ইব্‌নু'ল-'উক্‌বা ইব্‌ন আবী মু'আয়ত প্রমুখের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন। বস্তুত তিনি বানূ হারব ইব্‌ন উমায়্যার হালীফ (চুক্তিবদ্ধ মিত্রতা) এক গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং এইজন্য তিনি ঘটনাক্রমে আমীর মু'আবিয়া (রা)-র বন্ধুত্ব ও আশ্রয় লাভ করেন। যদিও তাঁহার লিখিত কিছু সংখ্যক অতি উন্নত মানের (Classical) কবিতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং গায়িকা জামীলা (দ্র.)-এর প্রশংসায় লিখিত তাঁহার একটি কবিতাও পাওয়া গিয়াছে, তবুও এই অ-সৃজনশীল কবির কবিতা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায় নাই শুধু এই কারণে যে, তাঁহার কিছু রচনায় সঙ্গীতের সুর সংযোজিত হইয়াছিল। এই সমস্ত রচনায় তাঁহার বন্ধুবর্গের স্তুতির সহিত স্বাভাবিকভাবে সুরার প্রশংসাযুক্ত হইয়াছে, এমন কি সুরা উপভোগকে সমর্থন করিতে গিয়া ধর্মবিরোধী শব্দও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এইভাবে তিনি তাঁহার কবিতায় মুসলিমবিরোধী ভাব প্রকাশ কতিে গিয়া Bacchic অর্থাৎ সুরাদেবের পূজক কবিদের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। উমায়্যা বন্ধুদের সহিত সুরা পানের ফলে মারওয়ান ইব্‌নু'ল-হাকাম (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মারওয়ান আইনানুযায়ী তাঁহাকে আশিবার বেত্রাঘাতের আদেশ দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানী (বৈরূত সং, ২খ, ২০৮-২৬); (২) C.A. Nallino, Letteratura, French, tr. 96; (৩) F. Bustani, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৩১-২।

Ch. Pellat (E.I.2)/মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইব্‌ন সায়্যিদিন-নাস (ابن سيد الناس) ঃ ফাতহুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-য়া'মূরী আল-ইশবীলী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী লেখক। ইব্‌ন সায়্যিদিন-নাস-এর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান পরিবারটির বাসস্থান ছিল স্পেনের সেভিল (Seville)-এ। এখানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছিল। ফলে এই শহরটি ৬৪৬/১২৪৮ সনে খৃস্টানগণ দখল করিয়া লয়। তখন এই পরিবারের সদস্যগণ বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পিতামহ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ৫৯৭/১২০০-১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিউনিসে বসতি স্থাপন করেন এবং এই স্থানেই তিনি রাজাব, ৬৫৯/জুন, ১২৬১ সনে ইনতিকাল করেন (তু. আয-যাহাবী, 'ইবার, ৫খ, ২৫৫)। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ জুমাদাল-আখিরা, ৬৪৫/১২৪৭ সনের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট তিউনিস ও বিজায়াতে অধ্যয়ন চালাইয়া যান। তিনি কায়রোতে অবস্থান করেন এবং সেখানে কিছু সময়ের জন্য কামিলিয়ার শায়খ (রেক্টর) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জুমাদা'ল-উলা, ৭০৫/নভেম্বর, ১৩০৫ সনে ইনতিকাল করেন (ইব্‌ন হাজার, দুরার, ৪খ, ১৬২)। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ কায়রোতে ১৪ যু'ল-কা'দা, ৬৭১/২ জুন, ১২৭৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে যখন তাঁহার বয়স চার বৎসর হয় নাই, তিনি বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পিতার সহিত শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকিতেন (তু. 'উয়ুন, ১খ, ১৫২, ১৫৭, ১৮১, ২খ, ৩৪২, ৩৪৬ প্রভৃতি)। পারিবারিক সূত্রে তিনি একটি চমৎকার গ্রন্থাগারের উত্তরাধিকারী হন। ইহা তিউনিস হইতে কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থাগারে তাঁহার পিতামহের কাগজপত্র ছিল। তিনি কোন কোন সময়ে ইহার উদ্ধৃতি দিতেন (তু 'উয়ুন, ১খ, ৩০২, প্রভৃতি), বিশেষত তিনি তাঁহার সুন্দর, দ্রুত মাগ্‌রিবী ও পূর্বদেশীয় হস্তলিপির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। প্রায় সকল উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীর মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু এমন আভাস পাওয়া যায় যে, একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সংসর্গ বাঞ্ছনীয় ছিল না এবং তাঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যতটা বিদ্যানুরাগী হওয়া উচিত, তিনি ততটা ছিলেন না। তিনি জাহিরিয়াতে হাদীছের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদের দায়িত্বে

নিয়োজিত ছিলেন। আল-মালিকু'ল-মানসূর লাজীন তাহাকে একটি সরকারী পদ প্রদান করিতে চাহিলেন। তিনি জীবনের জন্য একটি অবসর-বৃত্তি গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়াও তাহার আয়ের অন্যান্য উৎস ছিল। ১১ শা'বান, ৭৩৪/১৭ এপ্রিল, ১৩৩৪ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি প্রচুর কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং সেগুলি প্রভূত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সাহাবা (রা) সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থের লেখকরূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। তিনি জামি'উ'ত-তিরমিযীর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন (তু. Sezgin, ১খ, ১৫৫)। আহ'মাদ ইব্‌ন আয়বাক ইব্‌নু'দ -দিময়াতী বিভিন্ন হ'াদীছ' ও হ'াদীছ' বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাকে ৭৩১/১৩৩০-১ সনে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নসমূহের উত্তর Scorial ১১৬০ (১১৫৫ Casari)-এ সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহাতে তাঁহার পিতার জীবনী সংক্রান্ত তথ্য ও নবী কারীম (স) সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী উয়ুনুল-আছার ফী ফুনূনি'ল-মাগাযী ওয়া'শ-শামাইল ওয়া'স-সিয়ার (عيون الاثر فى فنون المغازى الشمائل والسير), সম্পা. কায়রো ১৩৫৬ হি.) নামক গ্রন্থখানি তাঁহাকে স্থায়ী খ্যাতি দান করিয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক (ইব্‌ন হিশাম) ও আল-ওয়াকিদী (উভয় দ্র.)-কে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহা সংকলিত। ইহাতে আরও কতকগুলি উৎস হইতে তথ্য গৃহীত হইয়াছে। এই উৎসগুলি, যেমন মূসা ইব্‌ন 'উক'বা ইব্‌ন 'আইয আবূ 'আরূবা ও আবূ বিশ্‌র আদ-দাওলাবী (তু. 'উয়ুন, ২খ, ৩৪২-৭), এখন বিলুপ্ত বা অসম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত। তৎকালে তাঁহার গ্রন্থখানি প্রশংসনীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ইব্‌ন সায়্যিদি'ন-নাস নিজেই ইহার সংক্ষিপ্ত আকার দান করেন। বহুবার ইহার টীকা লিখিত হইয়াছে এবং কাব্যরূপও দান করা হইয়াছে। ইবরাহীম হ'ালাবী ইহার একটি টীকা গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং শামসুদ্দীন আশ-শাফি'ঈ (মৃ. ১৪৪১ খৃ.) কাব্যাকারে ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সমসাময়িক লেখকদের লিখিত জীবনীসমূহ, যেমন আস'-সা'ফাদী, ওয়াফী, ১খ, ২৮৯-৩১১; (২) আল-উদ্‌ফুবী, আল-বাদরু'স'-সা'ফির (বিলুপ্ত, ইব্‌নু'ল-'ইমাদ কর্তৃক উদ্ধৃত শাযারাত, ৬খ, ১০৮); (৩) আয-যাহাবী, আল-মু'জামু'ল-মুখতাস্‌স (বিলুপ্ত); (৪) আল-কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ৩৪৪-৯ প্রভৃতি ও বহু পরবর্তী বরাত, দৃষ্টান্তস্বরূপ আস-সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়া, কায়রো ১৩২৪ হি., ৬খ, ২৯-৩১; (৫) ইব্‌ন হ'াজার, দুরার, ৪খ, ২০৮-১৩। আরও তু. Pons Boigues, 320; (৬) R. Basset, in Le Museon, v (1886), 247-55 (তিউনিসীয়া পরিবার ইব্‌ন সায়্যিদি'ন নাস-এর একটি আলোচনাসহ); (৭) Brockelmann, I, 169, II, 85; SII. 77, SIII, 1252.

F. Fosenthal (E.I.[2])/মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইব্‌ন সারাবিয়্যুন (ابن سرابيون) ঃ সুহ্‌রাব কিতাবু 'আজা'ইবি'ল-আকালীমি'স-সাব্'আ গ্রন্থের রচয়িতা, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। অদ্যাবধি সংরক্ষিত তাঁহার গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি হইতে সামান্য কিছু তথ্য ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ভূমিকায় তিনি নিজেকে সুহ্‌রাব (পৃ. ৫) নামে উল্লেখ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, তিনি পারস্য দেশের লোক ছিলেন। উপরন্তু লেখক বাগ'দাদ ও ইরাকের নদ-নদীর (পৃ. ১১৪-৩৮) যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, কিছুকালের জন্য তিনি এই এলাকায় বসবাস করিয়াছেন। গ্রন্থটি ২৮৯-৩৩৪/৯০২-৪৫ সময়কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে এবং যদিও ইহার শিরোনাম হইতে মনে হয় যে, ইহা বিশ্বের বিস্ময়কর ('আজা'ইব) বিষয়াদিসম্বলিত, কিন্তু বিদ্যমান গ্রন্থে এমন কিছু নাই। পূর্ববর্তী লেখকদের গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত এই বিষয়ের তথ্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্তসাররূপে তিনি গ্রন্থখানির বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, বিশ্ব-মানচিত্র অংকনে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট নগর, সমুদ্র, নদী, পর্বত, উপত্যকা এবং স্থল ও জলপথের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সহজলভ্য করিয়া দেওয়া। সুতরাং তিনি বেলুনাকার ক্ষেত্রে প্রক্ষেপে (Cylindrical projection) পৃথিবীর মানচিত্র অংকন পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। H. von Mzik-এর মতে মানচিত্র তৈরির বিষয়ে নিঃসন্দেহে আল-খাওয়ারিযমী রচিত সূরা তুল-আরদ গ্রন্থের মূল কপিতে, যাহা সুহ্‌রাবের গ্রন্থের ভিত্তি ছিল, মানচিত্র অংকন সম্বন্ধে একই ধরনের ভূমিকা ছিল। (সুহ্‌রাবী আল-খাওয়ারিযমী কর্তৃক বর্ণিত বিশ্বমানচিত্রকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাদিয়া জাফ্‌রী বিস্তারিতভাবে পুনর্গঠন করিয়াছেন)। যদিও সুহ্‌রাবের গ্রন্থ প্রধানত আল-খাওয়ারিযমীর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, তবুও উভয়ের রচনার তুলনামূলক অধ্যয়ন হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অন্যান্য উৎসও অবশ্যই ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রকার অধ্যয়নের ফলে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলি পরিস্ফুট হয় ঃ (১) অনেক ক্ষেত্রে সুহ্‌রাব খাওয়ারিযমী প্রদত্ত নগর, নদীর মোহনা ও পর্বত ইত্যাদির অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশের পরিমাপে অতিরিক্ত ৫৫' যোগ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা নির্দেশক ছকে (Table) যে নকশা (figures) তিনি দিয়াছেন তাহাও কোন কোন ক্ষেত্রে আল-খাওয়ারিযমীর নকশা হইতে ভিন্নতর (পৃ. ৭) ইত্যাদি; (২) কোন কোন ক্ষেত্রে সুহ্‌রাব কর্তৃক প্রদত্ত দ্রাঘিমা রেখার অংক আল-খাওয়ারিযমীর নির্দেশিত অংকের তুলনায় অধিকতর শুদ্ধ মনে হয়। যেমন, আল-খাওয়ারিযমীর মতে বাগ'দাদ নগরীর দ্রাঘিমাংশ ৭৮°, কিন্তু সুহ্‌রাবের মতে ইহা ৭০° (তু. আল-বীরূনী "সিফাতু'ল-মা'মূরা 'আলা'ল-আরদ", ২৪, তিনিও ইহাকে ৭০° বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। আল-খাওয়ারিযমীর মতে ফুরাতের শাখানদী ঈসা বাগ'দাদের অভ্যন্তরে ৬৯°৪৫' ডিগ্রীতে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সুহ্‌রাব শাখা নদীটির মোহনার দ্রাঘিমা উল্লেখ করেন নাই; (৩) সুহ্‌রাব কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কিছু নদী, হ্রদ ও জলাভূমির নাম উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলির উল্লেখ আল-খাওয়ারিযমী করেন নাই। সুতরাং সুহ্‌রাবের পরিবেশিত তথ্যস্থান-নাম সনাক্তকরণে ও উহাদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে সহায়ক। তালিকায় সুহ্‌রাব কিছু নূতন নামও যোগ করিয়াছেন। যেমন কাশ্মীর বা'লাবাক্ক (পৃ. ২৩, ২৯), কিন্তু একই সঙ্গে বিষুব রেখার দক্ষিণের শহরগুলির নাম যাহা আল-খাওয়ারিযমী উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহা বাদ দিয়াছেন। সুহ্‌রাব কতগুলি পর্বতের নামও যোগ দিয়াছেন, যেমন তূর-সীনা, জূদী, সিয়াহ্, কোহ্ প্রভৃতি; (৪) সুহ্‌রাব বসরা সাগর (পারস্য উপসাগর)-কে ফারস স'াগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মুসলিম ভূগোলবিদগণের বালখী শাখা (school) দ্বারা প্রভাবিত; (৫) নদীগুলির বিন্যাসে দুইজনের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য ঃ যে ক্ষেত্রে আল-খাওয়ারিযমী উৎস এলাকার ভিত্তিতে নদীগুলির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে সুহ্‌রাব প্রায় সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদীগুলিকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল-খাওয়ারিযমী যেমন দিয়াছেন, তিনি নদীগুলির অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ

প্রদান করেন নাই এবং ফারসাখ বা মীল-এর হিসাবে কিংবা স্থানের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে উহাদের গতিপথ বর্ণনা করিয়াছেন; (৬) নামের ও নিজের সংযোজিত অংশগুলির বানানে সুহ্‌রাব diacritical marks ব্যবহার করিয়াছেন।

Karckovskiy-র মতানুসারে সুহ্‌রাবের অনুসৃত পদ্ধতি নাগরিকরূপে গৃহীত (naturalised) একজন বহিরাগত ব্যক্তির পদ্ধতির অনুরূপ। সুহ্‌রাব ও আল-খাওয়ারিযমীর গ্রন্থ পরস্পর পরিপূরক এবং দুইটিকে পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুহ্‌রাব, কিতাবু 'আজা'ইবি'ল-আকালীমি'স-সাব'আ ইলা নিহায়াতি'ল 'ইমারা (كتاب عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة), সম্পা. H. von Mzik, ভিয়েনা ১৯২৯ খৃ. (২) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারিযমী, কিতাবু সূরাতি'ল-আরদ, সম্পা. H. von Mzik, ভিয়েনা ১৯২৬ খৃ.; (৩)I. Yu. Krackovskiy, Izb. Soc, iv, 'আরবী অনু. সালাহু'দ্দীন 'উছমান হাশিম, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ১০৩-৪; (৪) আল-বীরুনী, সূরাতু'ল-মা'মূরা 'আলা আল-বীরুনী, Birunis picture of the World, ed. Zeki Validi Togam, Delhi MASI, no. 53. 1937.

এস. মাকবূল আহমাদ (E.I.²) মুহাম্মদ আল ফারুক

ইব্‌ন সালাম (ابن سلام) ঃ ইব্‌ন 'উমার (বা 'আম্‌র) মাগ'রিব-এর প্রথম পরিচিত ইবাদী ঐতিহাসিক। তিনি দক্ষিণ তিউনিসিয়ার তুজেইর (Tozeur) নামক স্থানে কিছুকালের জন্য (২৪০/৮৫৫ সালের দিকে) বসবাস করিয়াছিলেন। ২৬০/৮৭৩-৪ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উত্তর আফ্রিকার ইবাদীদের সম্বন্ধে তিনি একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ এখন বিদ্যমান নাই, কিন্তু উহা হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আশ-শাম্মাখীর কিতাবুস-সিয়ার-এ দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞাত শিরোনামের এই গ্রন্থটি উত্তর আফ্রিকার ইবাদী শায়খগণের, যথা ঃ লেখকের সমসাময়িক সালিহ আন-নাফ্‌সী (যাঁহার সহিত তিনি ২৪০ সনের দিকে তুজেউর-এ সাক্ষাত করিয়াছিলেন), নাফাছ ইব্‌ন নাস্‌র আন-নাফুসী ও সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াকীল আয-যাহানী, মৌখিক হস্তান্তরিত কাহিনীসমূহ হইতে সংকলিত হইয়াছিল। শাম্মাখীর গ্রন্থে প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহে জাবাল নাফসাতে ইসলাম প্রচার মাগ'রিব-এর প্রথম ইবাদী ইমামদের ইতিহাস (আবু'ল-খাত্তাব আল-মা'আফিরী ও আবু হ'াতিম আল-মালযূযী), 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর ইমামাতকালে তাহারত্ (Tahert)-এর ইবাদীদের সহিত প্রাচ্যে তাহাদের স্বধর্মীদের সম্পর্ক, কায়রাওয়ান ও মধ্য ও পূর্ব তিউনিসিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত ইবাদী সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থটি ২৬০/৮৭৩-৪ সনের অল্প পরেই সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইলেও ইহার সংকলনের সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। শাম্মাখী কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে উহাই ছিল শেষ তারিখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ্-শাম্মাখী, কিতাবু'স-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ১৩৩-৩৪, ১৩৫, ১৪২, ১৪৩, ১৬১, ১৬২, ২৬০-২; (২) T. Lewicki, Le culte du belier dans la Tunisie musulmane, REI-তে ৯খ. (১৯৩৫ খৃ.), ১৯৬-৭; (৩) ঐ লেখক, Une chronique ibadite, REI-তে ; ৮খ, (১৯৩৪);, ৭৩; (৪) ঐ লেখক, Les historiens, biographes et traditionnistes ibadites wahabites de l'Afrique du Nord du VIII^e au XVI^e siecle, Folia Orientalia -তে ৩খ., (১৯৬১-২খ). ১০৬-৭।

T. Lewicki (E.I.²)/মুহম্মদ আলী আসগর খান

ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী (ابن سلام الجمحى) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম, বসরা গোষ্ঠীর একজন হ'াদীছ'বিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি কুদামা ইব্‌ন মাজ'উন আল-জুমাহীর একজন 'মাওলা' (দ্র. 'আব্‌দ) ছিলেন এবং বস্‌রাতে ১৩৯/৭৫৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় শহরেই গতানুগতিক শিক্ষা আরম্ভ করেন (সাধারণভাবে ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য), বিশেষভাবে তাহার পিতার নিকট, যিনি কাব্য ও অভিধানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বসরা ও বাগ'দাদের তদানীন্তন বহু বিদ্বান ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন 'আরবী সাহিত্যের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আল-আসমা'ঈ, আবূ 'উবায়দা, আবূ যায়দ আল-আন্‌সারী, আল-মুফাদ্দাল আদ-দাব্বী প্রমুখ ও কতিপয় কবি, যেমন বাশশার অথবা মারওয়ান ইব্‌ন আবী হাফ্‌সা প্রমুখ। বিখ্যাত হ'াদীছ'বেত্তাগণের বর্ণনা মুতাবিক তিনি হ'াদীছ'ও সংগ্রহ করিতেন এবং ঐগুলি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ববর্গ, যেমন আবূ হ'াতিম আস্-সিজিস্তানী বা আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র) ও তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহর নিকট বর্ণনা করিতেন। একইভাবে তিনি ইতিহাস সংক্রান্ত হ'াদীছে'রও বর্ণনা দেন এবং 'উমার ইব্‌ন শাব্বা তাঁহার শ্রোতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি ২৩১/৮৪৫ বা ২৩২/৮৪৬ সালে বাগ'দাদে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহাকে কয়েকটি গ্রন্থের লেখকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন গারীবু'ল-কু'রআন (ইহা অবশ্য ইব্‌নু'ন-নাদীম কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই); কিতাবু'ল-ফাদি'ল (?) ফী মুলাহি (?) ল-আখবার ওয়া'ল- আশ'আর; কিতাব বুয়ুতাতি'ল-আরাব; কিতাবু'ল-হাল্লাব (আল-হালা'ইব?) ওয়া ইজ্‌রা'উ'ল-খায়ল এবং খুব সম্ভবত কিতাবু'ল-ফুরসানও। কিন্তু তাঁহার সুনাম প্রধানত ত'াবাক'াতু'শ-শু'আরার উপর নির্ভর করে। ইহাতে অবশ্য কতিপয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এইগুলির সমাধান সহজ নয়। কারণ মূল পুস্তকটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিদ্যমান এবং যেইভাবে ইহা আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাও সন্তোষজনক নহে। প্রকৃতপক্ষে যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, ইব্‌ন সাল্লাম বাস্তবিকই গ্রন্থটির মূল লেখক, তথাপি ইহার সারসংক্ষেপ মৌখিকভাবে বর্ণিত হয় এবং তাঁহার অন্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ খালীফা আল-ফাদ্'ল ইব্‌নু'ল-হুবাব আল-জুমাহী সম্ভবত ইহার উপর কাজ করিয়াছেন এবং প্রকৃত লেখকের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ হইবার প্রমাণ আল-জাহিজ যখন ইব্‌ন সাল্লামের উল্লেখ করেন, তিনি তাঁহার ইসনাদ উল্লেখ করেন (ইহা অবশ্য পরবর্তী কালে ত'াবাক'াত নামে পরিচিত গ্রন্থটি সম্পর্কে অপরিহার্যরূপে প্রযোজ্য নহে, কিন্তু মন্তব্যটির সাধারণ গুরুত্ব আছে), অথচ ইব্‌ন কুতায়বার মধ্যে ইসনাদ চাপিয়া যাইবার একটা প্রবণতা বিদ্যমান। কিতাবু ত'াবাক'াতি'শ-শু'আরা ১৯১৬ খৃ. লাইডেনে J. Hell (প্রধান সমস্যাসমূহ জার্মান ভাষায় লিখিত একটি মুখবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থটি ১৯২০ সালে মিসরে প্রকাশিত একটি সংস্করণের এবং বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশিত কতিপয় সংস্করণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। অবশেষে এম. এম. শাকির Hell অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া একটি মনোরম সমালোচনামূলক সংস্করণ ১৯৫২ খৃ. ত'াবাক'াতু ফুহূলি'শ-শু'আরা এই নুতন শিরোনামে কায়রো হইতে প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদক Hell-এর

মন্তব্যের উপর বিশদ সমালোচনাসহ একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ রচনা করেন, পাণ্ডুলিপির বিন্যাস পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত অসুবিধা দূর করিবার প্রয়াস পান। ইহার উৎসসমূহের তালিকা (তিনি ৭০ জন প্রমাণকারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন) প্রণয়ন করেন এবং ইহা হইতে পরবর্তী লেখকদের, বিশেষভাবে আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহ সংগ্রহ করেন। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোকপাত করে।

ইবনু'ন-নাদীম ইব্‌ন সাল্লামকে দুইটি প্রথক গ্রন্থের লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহার একটি কিতাবু ত'াবাক'াতি'শ-শুআরা'ই'ল- জাহিলিয়্যীন এবং অপরটি কিতাবু ত'াবাক'াতি'শ-শুআরা'ই'ল-ইসলামিয়্যীন, যাহা নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের দুইটি মৌলিক অংশ বলিয়া মনে হয়। উহাদের প্রতিটি অংশ দশ শ্রেণীর চারজন কবি সম্বন্ধে আলোকপাত করে। কিন্তু বাস্তবে এইরূপ পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, কারণ তৃতীয় খণ্ড দ্বারা তাহাদের পৃথক করা হইয়াছে—যাহাতে এক শ্রেণী মারাছী (চারজন কবি), বিভিন্ন শহরের এক শ্রেণীর কবি (মদীনা-৫, মক্কা-৯, আত'-ত'াইফ ৫, আল-বাহ্‌রায়ন -৩) এবং এক শ্রেণীর য়াহূদী কবির (৮ জন) বর্ণনা আছে। বইটিতে এইভাবে সর্বমোট ১১৪ জনের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল; কিন্তু উঁহাদের মধ্য হইতে ৫ জনের বৃত্তান্ত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে (তাঁহাদের জীবনী অবশ্য অতি সহজেই পুনর্গঠিত করা যায়)। বর্ণনাসমূহ সাধারণভাবে কেবল প্রাথমিক জীবনী ও কবিতাসমূহের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিসম্বলিত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত শুধু প্রয়োজনীয় দলীলই সরবরাহ করে না; উপরন্তু কবি নির্বাচন ছাড়াও ইহা অ-পেশাদারগণের ও পদ্য-সাহিত্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের রুচির স্বাক্ষর বহন করে। উপসংহারে প্রাচীন 'আরবী পদ্যের প্রকৃত রচয়িতা নির্ণয়ের সমস্যা সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক এবং আধুনিক সমালোচকগণ, যাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য অনেক উদাহরণ ইহাতে রহিয়াছে।

অলংকারশাস্ত্রের বিকাশ তাঁহার যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের জন্য আল-মা'আনী ওয়া'ল-বায়ান দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান ও বায়ান, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, নির্ঘন্ট; (৩) ইবনু'ন-নাদীম, কায়রো সং, ১৬৩, ১৬৫; (৪) খাতীব বাগ'দাদী, ৫খ, ৩২৭ প.; (৫) য়াকূত, উদাবা, ১৮খ., ২০৪-৫; (৬) সুবকী, ত'াবাক'াত, ১খ, ২৭; (৭) আবূ 'আলী আল-কালী, ১খ, ১৫৭; (৮) ইব্‌ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ১৮২-৮৩; (৯) সুয়ূতী, বুগ'য়া, ৪৭; (১০) আবু'ত-তায়্যিব আল-লুগাবী, সুয়ূতী-এ, মুযহির, ২খ, ২৫৩; (১১) A. Trabulsi, La Critique Poetique des Arabes, Damascus 1955, 34-7, 63-6, and index; (১২) Brockelmann, S I. 165; (১৩) R. Blachere, HLA, i, 139; (১৪) 'আলী জ. আল-তাহির MMIA -এ xli (1966) (১৫) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ১৯৭-৮।

Ch. Pellat (E.I.²)/মুহাম্মদ আলী আসগর খান

ইব্‌ন সাল্লাম (দ্র. আবূ 'উবায়দ ইব্‌ন সাল্লাম)।

ইব্‌ন সাসরা (ابن صصرا) ঃ (কখনও কখনও ভুলবশত সাসাররা, স'াসারী ও সারসারী উচ্চারণ করা হয়), দামিশ'কের একটি বিদ্বান পরিবারের নাম, কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের আত-তাগলিবী ও আল-বালাদী (যাহা বালাদ/বালাতশহরের প্রতি নির্দেশ করে, বর্তমান এস্কি মোসুল) নিস্‌বা (সম্বন্ধবাচক বিশেষণ) হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা মেসোপেটমীয় এলাকার লোক ছিলেন। আয়্যূবী ও মামলূক আমলের অন্যান্য সমশ্রেণীর পরিবারের মত এই পরিবারটিও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম তৎপরতার দিকে দিয়া কয়েক পুরুষের ঐতিহ্য বহন করে। আনুমানিক ৪৫০/১০৬০ সন হইতে ৮০০/১৩৯৮ সন পর্যন্ত সময়ে বহু মুহ'াদ্দিছ', ফাকীহ ও শিক্ষক এই বংশ হইতে উদ্ভূত হন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য সদস্যঃ

(১) **'আলী ইব্‌ন হুসায়ন, আবু'ল-হাসান** (ابو الحسن على بن حسين), মৃ. ৪৬৭/১০৭৪, একজন মুহ'াদ্দিছ', যিনি তামাম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আর-রাযী (মৃ. ৪১৪/১০২৩) ও আল-হু'সায়ন ইব্‌ন 'উছ'মান আল-য়াব্‌রূদী (মৃ. ৪০১/১০১০)-র সূত্রে হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন (তু. ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, ২খ, ২৫৭)। তাঁহার দৌহিত্র আবূ মুহ'াম্মাদ (হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-আনসারী,যিনি ইবনু'ল আকফানী (৪৪৪-৫২৩/১০৫২-১১২৯) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারই নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি মুহ'াদ্দিছ', হাফিজ ও লেখক হিসাবে 'আলী ইব্‌ন হু'সায়ন অপেক্ষাও অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন (দ্র. সিব্‌ত ইবনু'ল-জাওযী, মির্'আত, ১৩২; ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী,২খ, ৩৮৯)।

(২) মাহফূজ ইব্‌ন আবী মুহ'াম্মাদ আল-হ'াসান, আবু'ল-বারাকাত (أبو البركات محفوظ بن ابى محمد الحسن), আনু. ৪৫৫-৫৪৫/১০৬৩-১১৫১, একজন কাদী ছিলেন, তাঁহার পিতাও অনুরূপ কাদী ছিলেন এবং প্রধান ক'াদ'ী হিসাবে পরিচিত ছিলেন [ইবনু'ল-কালানিসী (Amedroz), পৃ. ৩১২ (আল-মিসরী (!) সাসরা)]। এই পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যগণ, যাহাদের সম্পর্কে জীবনাভিধান, ইতিবৃত্ত কিংবা অন্যান্য সমসাময়িক সূত্রাবলীতে উল্লেখ পাওয়া যায়, সকলেই মাহফূজ-এর তিন সন্তান, হিবাতুল্লাহ, 'আলী ও মুহ'াম্মাদ-এর কাহারও না কাহারও মাধ্যমে তাঁহারই বংশধর। এই তিনজনের মধ্যে হিবাতুল্লাহ্‌র পরিবার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

(৩) হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন মাহফূজ (هبة الله بن محفوظ) আবু'ল-গ'নাইম মৃ. ৫৬৩/১১৬৮, বিশ বৎসর বয়সে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন। হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন তাউস-এর ন্যায় শিক্ষকদের নিকট হইতে তিনি বহু হ'াদীছ' শ্রবণ ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবু'ল-হ'াসান আস-সুলামীর নিকট ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (সিব্‌ত ইবনুল-জাওযী, মির্'আত, পৃ. ২৭৪; ইব্‌ন তাগরীবরদী, ৩খ, ১২৫)।

(৪) আল-হ'াসান ইব্‌ন হিবাতিল্লাহ আবু'ল-মাওয়াহিব أبو المواهب الحسن بن هبة الله) ৫৩৭-৮৬/১১৪২-৯০,এই পরিবারের ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর সদস্যদের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি হ'াদীছ' অধ্যয়নের অভিপ্রায়ে মুসলিম প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। ইরাকে তিনি ইবনু'ল-বুতা (মৃ. ৫৬৪/১১৬৯)-র নিকট, ইরানে আল-হ'াসান ইব্‌ন আহ'মাদ আল-'আত্তার (মৃ. ৫৬৯/১১৭৪) ও ইব্‌ন মাশাদাহ (মৃ. ৫৭২/১১৭৬)-র নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি দামিশ'কের ঐতিহাসিক ইব্‌ন 'আসাকিরের সহচর ছিলেন। ইব্‌ন 'আসাকিরের ইতিহাসের "সামা'আত" (سماعات)-এ ও অন্যান্য লেখকের গ্রন্থে প্রায়শই তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার নিজের অন্তত ৪টি গ্রন্থের শিরোনাম জানা যায়। তিনিই এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি। তাঁহাকে কাসিয়ূন টিলায় পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয় (আয-যাহাবী, ৩খ, ৪৮; ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো, ৬খ, ১১২)।

(৫) আল-হু'সায়ন ইব্‌ন হিবাতিল্লাহ আবু'ল-ক'াসিম (أبو القاسم الحسين بن هبة الله), ৫৩০-৬২৬/১১৩৫-১২২৯, আল-হ'াসান-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একজন বিদ্বান ব্যক্তি ও হ'াদীছ'বেত্তা। তবে তিনি তত পরিচিতি লাভ করিতে পারেন নাই, বরং পরবর্তীকালের ইতিহাসবেত্তা ও ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ প্রায়শ তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার নামের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হ'াদীছে'র শিক্ষক হিসাবে তিনি খ্যাতিমান যাহা তিনি প্রথমে তাঁহার মাতামহ 'আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্‌ন হিলাল (মৃ. ৫৬৫/১১৭০)-এর নিকট এবং বর্তমানে অবলুপ্ত ১৭ খণ্ডবিশিষ্ট একটি গ্রন্থে তালিকাবদ্ধ আরও বহু সংখ্যক শিক্ষকের নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন (দ্র. আবূ শামা, তারাজিম, পৃ. ১৫৪; ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, কায়রো, ৬খ, ২৭২)।

(৬) সালিম ইব্‌নু'ল-হাসান আবু'ল-গ'নাইম, আমীনুদ্দীন (أبو الغنائم أمين الدين سالم بن الحسن) ৫৭৭/৬৩৭/১১৮১-১২৪০, তাঁহার পিতার সহিত কোন কোন সফরে অংশ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ পান (দ্র. Orientalia, ২খ, ১৮৬)।

সালিম-এর পুত্র ও পৌত্রগণ, ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পরিবারের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাণ্ডিত্যের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখেন। সালিমের পুত্রগণ, 'আবদু'র-রাহ'মান (মৃ. ৬৬৪/১২৬৬), আল-হ'াসান (মৃ.৬৬৪-১২৬৬) ও মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৬৭০/১২৭২) সকলেই তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য ও সর্বসাধারণের ধর্মীয় কার্য সম্পাদনের জন্য সাধারণত কাযী হিসাবে তাঁহাদের জীবনী গ্রন্থাবলীতে প্রশংসিত হইয়াছেন। পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ সালিমের পৌত্রগণ দামিশক প্রদেশের অর্থ বিষয়ক প্রশাসনে ব্যাপকভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ের প্রধান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নোক্তগণ উল্লেখযোগ্যঃ

(৭) ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন সালিম জামালুদ্দীন আবূ ইস্‌হাক (ابو اسحاق جمال الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن سالم) মৃ. ৬৯৩/১২৯৪, তিনি তাঁহার পিতার মত নাজিরু'দ-দাওয়াবীন (ناظر الدواوين) পদে অধিষ্ঠিত হন, যিনি তাঁহার পূর্ব ৬৭৮-৭৯/১২৭৯-৮০ হইতে এই পদে বহাল ছিলেন। পরবর্তী বৎসর দামিশকের উযীর ইব্‌ন কুসায়রাত-এর সহিত তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং উভয়কেই মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়। ৬৮২/১২৮৩ সালে তাঁহাকে মুহতাসিব পদে নিয়োগ করা হয় এবং একই সঙ্গে তাঁহাকে পূর্ব পদেও পুনর্নিয়োগ করা হয়। তিনি ৬৮২/১২৮৮ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত থাকেন। এই সময় তাঁহাকে ও দামিশকের অন্য অভিজাতবর্গকে কায়রোতে তলব করা হয় এবং তাঁহাদেরকে তাঁহাদের বিপুল ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। যাহা হউক, পরে তাঁহাকে তাঁহার মর্যাদা ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং ৬৯১/১২৯২ সালে তাঁহাকে পূর্ব পদে আবার স্থায়ী করা হয় (দ্র. আল-জাযারী, নং ২০৩, ইব্‌ন কাছীর, ১৩খ, ৩০২)।

(৮) সালিম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সালিম আবু'ল-গ'নাইম (أبو الغنائم سالم بن محمد بن سالم) ৬৪৪-৯৮/১২৪৬-৯৯ সালে ক'াযী হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং ৬৯১/১২৯২ সালে নাজিরু'ল-খাস্‌স (ناظر الخاص) নামে অভিহিত হন। ৬৯৩/১২৯৪ সালে তাঁহার চাচা ইব্‌রাহীম (দ্র. উপরে)-এর মৃত্যুর পর তাঁহাকে নাজি'রু'দ-দাওয়াবীন (ناظر الدواوين) পদে নিয়োগ করা হয় এবং ৬৯৬/১২৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন। এই সময় তাঁহাকে কায়রোতে তলব করা হয় এবং মুক্তির জন্য ৬০,০০০ দিরহাম দিতে বাধ্য করা হয়। কাযী হিসাবে তাঁহাকে পুনর্বহাল করা হয় বটে, কিন্তু তিনি নিঃস্ব অবস্থায় অল্প কয়েক বৎসর পরেই ইনতিকাল করেন (দ্র. Orientalia, ২খ, ২৯৭ Wiet, মান্‌হাল, নং ১০৫০)।

(৯) আবু'ল-'আব্বাস নাজমুদ্দীন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد) ৬৫৫-৭২৩/১২৫৭-১৩২২, নং ৮-এর ভ্রাতা ও বানূ স'াস'রা বংশের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি মিসর ও সিরিয়াতে হ'াদীছ', আইনশাস্ত্র ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। শিক্ষকতার জন্য তাঁহাকে কয়েকটি মাদরাসায় নিয়োগ প্রদান করা হয়। এইগুলির মধ্যে ছোট 'আদিলিয়া, আমীনিয়া, গাযালিয়া, বড় 'আদিলিয়া ও আতাবাকিয়া উল্লেখযোগ্য। ৬৯৫/১২৯৬ সালে সামরিক কাযী (قاضي العساكر) হিসাবে তাঁহার নাম ঘোষণা করা হয় এবং ৭০২/১৩০২ সালে তাঁহাকে দামিশকের শাফি'ঈ মায'হাবের প্রধান কাযী মনোনীত করা হয়। পরবর্তী ২১ বৎসর তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দামিশকের এই সময়ের ধর্মীয় ব্যাপারে ও বেসামরিক ঘটনাবলীতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর আন্দোলনও এইসব ধর্মীয় ব্যাপারের মধ্যে পড়ে। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া আসিত; দামিশকের কয়েকজন খ্যাতিমান পণ্ডিত তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অনেক জীবনীতে ও বরাতী পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে ইব্‌ন কাছীর, ১৪খ, ১০৬; আল-কুতুবী,ফাওয়াত, ১খ, ৬২; Weit, মান্‌হাল, নং ২৬০; ইব্‌ন হ'াজার, দুরার, ১খ, ২৬৩; ইব্‌ন তাগ'রীবির্‌দী (কায়রো), ৯খ, ২৫৮।

এই পরিবারের দুইজন মহিলা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন ঃ একজন হইতেছেন প্রধান কাযীর ভগ্নী আসমা ৬৩৮-৭৩৩/১২৪০-১৩৩৩ এবং দ্বিতীয়জন হইলেন আসমার কন্যা মালিকা, মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮।

শেষত Bodleian লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একটি একক পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে উহার লেখক হিসাবে একজন আঞ্চলিক ইতিহাসবেত্তা সম্পর্কে জানা যায়। তিনি হইলেন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ। সম্ভবত ইনি প্রধান কাযীর প্রপৌত্র ছিলেন। তাঁহার আদ-দুররাতু'ল-মুদী'আ ফি'দ-দাওলাতি'জ' জাহিরিয়া (الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية)। গ্রন্থটি সুলত'ান আজ'-জাহির বারকূক-এর আংশিক শাসনকালে দামিশক সম্পর্কে একটি মূল্যবান দলীল। ইহা A. Chronicle of Damascus 1389-1397 শিরোনামে W. M. Brinner কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, Berkeley ১৯৬৩ খৃ., ২ খণ্ডে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাইরাতু'ল-মা'আরিফ-এ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়,৩খ, ২৮৫; (২) W. M. Brinner-এর The Banu Sasra: A study in the transmission of a scholarly tradition প্রবন্ধে পরিবারটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, Arabia-তে, ৭খ/২ (১৯৬০ খৃ.), ১৬৭-৯৫; (৩) G. Vajda তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই প্রবন্ধের উপর কিছু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করিয়াছেন, A Propos des Banu Sasra, in Glanes interessant 1'histoire litteraire du VIIe/XIIe siecle dans le Mugam al-Suyuh dal dimyati, Arabica-তে, ৮/১খ. (১৯৬১ খৃ.), ৯৮।

W. M. Brinner (E.I.[2])/মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইব্‌ন সাহ্‌ল আল-ইস্‌রাঈলী (ابن سهل الاسرائيلي) ঃ আল ইশবীলী; আবূ ইসহা'ক' ইব্‌রাহীম ছিলেন সপ্তম/ ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম শাসিত স্পেনের মুষ্টিমেয় প্রকৃত কবিদের অন্যতম। এই সময়ের মধ্যে আবূ বাহ্‌'র সা'ফওয়ান ইব্‌ন ইদ্‌রীস (মৃ. ৬১৯/১২২২), আবু'ল-হা'সান 'আলী ইব্‌ন হা'রীক' (মৃ. ৬২২/১২২৫), মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস উরফে মারজু'ল-কুহ্‌'ল (মৃ. ৬৩৪/১২৩৬), ইব্‌ন লুব্বাল (মৃ ৬৮৩/১২৮৪), সা'লিহ' ইব্‌ন শারীফ আর-রুন্দী (মৃ. ৬৮৪/১২৮৫) ও হা'যিম আল-কা'রত'াজান্নী (মৃ. ৬৮৪/১২৮৫) প্রমুখ প্রখ্যাত কবির সঙ্গে তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, ইব্‌ন সাহ্‌ল তাঁহার সত্যিকার কবিসুলভ মেযাজ ও শিল্পীসুলভ অনুভূতির বলে পাঠকগণকে মুগ্ধ করেন।

সেভিল নগরীতে প্রায় ৬০৯/১২১২-১৩ সনে এক য়াহূদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র জীবন ঐ নগরীতেই অতিবাহিত করেন। পরিপূর্ণভাবে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের শেষ প্রান্তেই তাঁহাকে কেবল আমরা দেখিতে পাই জনৈক শাসনকর্তার সচিব হিসাবে। যে সেভিল নগরীতে তিনি বাস করিতেন তাহা ছিল বিষাদময় এবং সর্বক্ষণ ভয়-ত্রাসে তটস্থ। কিন্তু তিনি কাল্পনিক প্রেমের জগতে ও রোমান্টিক স্বপ্নলোকে উত্তরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬২৫/১২২৭ সনে যখন তিনি মাত্র ষোল বৎসর বয়সের কিশোর, তখন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন হূদ-এর প্রশংসায় আল-হায়ছামী যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চরণ সংযোজন করার যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কবি প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সমসাময়িকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার কাব্য রচনার ঊষা লগ্নে তিনি নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ দীওয়ানেই তাঁহার দৃঢ় ইসলাম প্রত্যয়ের পরিচয় সুপরিস্ফুট। তাঁহার সমকালীন কিছু লোক ইসলামের দীক্ষায় তাঁহার আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করিত এবং তাঁহার ঈমানের ব্যাপারে অত্যধিক কৌতূহল দেখাইয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিত। কিন্তু সর্বদা তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিতেন এবং তাহাদের উত্তেজক কথাবার্তার প্রতি কোনও মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার আন্তরিকতাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। কেননা যখন মুসলিম স্পেন চরম অধঃপতনে পড়িয়াছিল, তখন ইসলামে ধর্মান্তরিত হইলে পার্থিব সুখ-সুবিধার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেভিল নগরী যখন তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ড কর্তৃক বিজিত হয় তখন ইব্‌ন সাহ্‌ল ঐ নগরী ত্যাগ করিয়া সিউটা (Ceuta)-তে বসতি স্থাপন করেন এবং এইখানেই আবূ 'আলী ইব্‌ন খালাস নামক জনৈক শাসনকর্তার অন্যতম সচিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। ৬৪৯/১২৫১ সনে যখন এই শাসনকর্তা ইফরীকি'য়ার হা'ফ্‌সী শাসক আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মুসতানসি'র (১ম)-এর নিকট স্বীয় পুত্রকে একটি বার্তা লইয়া পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার জন্য ইব্‌ন সাহ্‌লকেই মনোনীত করেন। পর্যটকগণ যে পালচালিত জাহাজে ইব্‌ন সাহ্‌লকে আরোহণ করাইয়া যাত্রা আরম্ভ করেন, সেই জাহাজটি প্রচণ্ড ঝটিকায় পড়িয়া ডুবিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে উহার সকল আরোহী সলিল সমাধি লাভ করেন।

ইব্‌ন সাহ্‌ল-এর দীওয়ান আন্দালুসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্যতম। ইহাতে প্রায় সমগ্র কবিতাই প্রেম সম্পর্কিত ও মুওয়াশশাহা'ত নামক বিশেষ ধরনের রচিত কবিতা যাহাতে তাঁহার শিল্পী মেযাজ ও রোমান্টিক কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কিছু সংখ্যক কবিতা মূসা নামক এক যুবকের নামে এবং পরবর্তী আরও কবিতা মুহাম্মাদ নামে অপর একজন যুবকের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কতিপয় সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূসা হয়ত তাঁহার প্রাক্তন ধর্মমতের প্রতি অনুরাগ এবং তাহা বর্জনহেতু তাহার আক্ষেপের প্রতীক; মুহাম্মাদের নামে উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলি পরবর্তী রচনা ও যে ধর্মমত তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন তাহার প্রতি চরম আনুগত্যের প্রতীক। ইহার সমস্তই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অনুমান। বস্তুত তাহার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে একটি দীর্ঘ কবিতায় মক্কা অভিমুখে হজ্জীদের একটি কাফিলার বর্ণনা আছে এবং এমন গভীর মুসলিম ভাব-প্রবণতার চমৎকার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে যাহা সেই কালের কবিতায় দুর্লভ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, ১খ, ২৩-৩৫; (২) 'উমারী, মাসালিকু'ল-আব্‌স'ার (পাণ্ডুলিপি কায়রো), ৯খ, ৪৭৩; (৩) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ৫খ, ২৪৪, ২৯৬ (যেখানে বলা হইয়াছে ইব্‌ন সাহ্‌ল হি. ৬৪৯ বা ৬৫৬ সনে ইনতিকাল করেন); (৪) ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, সম্পা. শাওকী দা'য়ফ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ১খ, ২৬৪-৫; (৫) ঐ লেখক, রায়াত, নং ২০ 'আরবী মূল পাঠ, পৃ. ২২, স্পেনীয় অনু., পৃ. ১৪৯; (৬) ঐ লেখক, ইখতিসা'রু'ল-কি'দহি'ল-মু'আল্লা, সম্পা. Ibr. al Ibyari, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৪০-১; (৭) মাক্কারী, নাফ্‌হ' কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৫খ, ৬৬-৭১; (৮) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, মানহাল, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ৫১-৬; (৯) M. Hartmann, Das arab, Strophengedicht, Weimar. ১৮৯৭ খৃ., ১খ, ১খ, নির্ঘণ্ট; (১০) Brockelmann, ১খ, ২৭৩, S I, পৃ. ৪৮৩; (১১) M. Soualah, Poete Musulman d Espagne, আলজিয়ার্স ১৯১৪-৯; (১২) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, পৃ. ২০৭, তাঁহার দীওয়ানটি বহুবার কায়রোতে মুদ্রিত হইয়াছে (হি. ১২৭৯, ১৩০২), বৈরূতে (১৮৮৫ খৃ.) ও আলেকজান্দ্রিয়ায় (১৯৩৯ খৃ.); (১৩) মুহা'ম্মাদ আস-সাগীর ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ আল-'ইফরানী প্রণীত ভাষ্য আল-মাসলাকু'স-সাহ্‌ল ফী তাওশীহ' ইব্‌ন সাহ্‌ল, ১৩২৪ হি., ফাস-এ লিথোগ্রাফ করা হইয়াছিল।

H. Mones (E.I.²)/মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইব্‌ন সা'হি'বিস-সা'লাত (ابن صاحب الصلوة) ঃ আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাজী, আন্দালুসীয় গ্রন্থকার المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله الائمة। (সম্পা. 'আবদু'ল-হাদী আত-তাযী, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.) নামক আল-মুওয়াহ'হি'দগণের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস প্রণেতা। এই ইব্‌ন সা'হি'বি'স-সা'লাত সম্বন্ধে অথবা এই নামধারী অপর কতিপয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সম্পর্কের কোন বিষয়েই প্রকৃতপক্ষে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয় ইব্‌ন সাহিবিস সালাত স্বয়ং একজন আল-মুওয়াহ'হি'দ বংশীয় হা'ফিজ ছিলেন এবং স্পষ্টতই তিনি তাঁহার বর্ণিত ইতিহাসের ঘটনাবলীর সহিত গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। ৫৭৮/১১৮২ সনে তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে Brockelmann-এর বক্তব্য মনে হয় 'আমারি' হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। তাঁহার রচনা হইতেই ইহা নির্ণয় করা যায় যে, ৫৯৪/১১৯৮ সনে তিনি জীবিত ছিলেন (তাযীর ভূমিকা, পৃ. ২৪-৬)। আল-মান্নবি'ল-ইমামা গ্রন্থের যে অংশটি পাওয়া যায় তাহা ৫৫৪/১১৫৯ সনে আরম্ভ ও ৫৬৮/১১৭২ সনে সমাপ্ত, Brockelmann প্রদত্ত ৫৮০/১১৫৯ সনে নহে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann- S I, ৫৫৪।

J. F.P. Hopkins (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইব্‌ন সীদা (ابن سيدة) ঃ সীদুহ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন ইসমা'ঈল অথবা আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, একজন আন্দালুসীয় শব্দতত্ত্ববিদ ও অভিধান লেখক। তিনি মুরসিয়া (Murcia)-তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রবিবার ২৫ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৪৫৮/২৬ মার্চ, ১০৬৬ সালে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান সংকলন করিয়াছেন ঃ আল-মুখাস্‌সাস ও আল-মুহ্‌কাম।

ইব্‌ন সীদা তাঁহার পিতার মতই অন্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবন বেশী কর্মময় ছিল না। তাঁহার জীবন পরিপূর্ণভাবে শব্দতত্ত্ব ও অভিধান সংকলন বিদ্যায় নিয়োজিত ছিল। সম্ভবত এইগুলি ঐতিহ্যগতভাবে তাঁহার পরিবারে অনুশীলিত হইত। বস্তুত পিতার নিকট হইতেই তিনি তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিখ্যাত সা'ঈদ আল-বাগদাদী (দ্র.)-র দারসে উপস্থিত থাকিতেন। ইনি আবার আবূ 'আলী আল-ফারিসী এবং আস- সীরাফীর ছাত্র ছিলেন। তৎপর তিনি আবূ 'আমর আত-তালামানকীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁহার নিকট তিনি আবূ 'উবায়দ আল-হারাবীর গারীবু'ল-মুসান্নাফ মুখস্থ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তখন হইতেই ইব্‌ন সীদার জীবনী প্রামাণিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। দেনিয়াতে বসবাস করিবার উদ্দেশে তিনি একদিন মুরসিয়া ত্যাগ করেন; এই ঘটনার তারিখ জানা যায় নাই। দেনিয়াতে তিনি চমৎকার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাইয়াছিলেন আল-মুওয়াফফাক'কে। তাঁহারই নামে তিনি আল-মুখাস্‌সাস ও আল-মুহ্‌কাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তথাপি আল-মুহ্‌কাম-এর ভূমিকায় দেখা যায় যে, লেখক ইব্‌ন সীদা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন এবং নিজ ভাগ্যের উপর পুরাপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই আল-মুওয়াফফাক-এর মৃত্যুর পর ইব্‌ন সীদা দেশত্যাগ করার পথ বাছিয়া লইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবার দেনিয়াতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আর-মুওয়াফফাক-এর উত্তরাধিকারী ইকবালুদ-দাওলার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন।

ইব্‌ন সীদার অনেক গ্রন্থের মধ্যে (শারহু ইসলাহি'ল মান্তিক; আল-আনীক ফী শারহি'ল-হামাসা; আল আলাম ফি'ল-লুগা; আল-আ'লিম ওয়া'ল-মুতা'আল্লিম; আল ওয়াফী ফী 'ইল্‌মি আহকামি'ল-কাওয়াফী; শাযযু'ল-লুগা; আল-'আবীস) কেবল আল-মুখাস্‌সাস ও আল-মুহ্‌কাম এখন বিদ্যমান আছে। অন্য অভিধানগুলির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত অভিধানগুলিতে সামান্যতম স্পেনীয় বৈশিষ্ট্যও সুনির্দিষ্টরূপে দেখা যায় না। এই দুইটি গ্রন্থের বিন্যাস অপেক্ষা বিষয়বস্তুতে পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের বিষয়বস্তু অবশ্য পূর্ব রচিত পুস্তকসমূহ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আল-মুহ্‌কাম একটি ক্লাসিকধর্মী অভিধান। শব্দের সঠিক অর্থ অন্বেষণের জন্য রচিত আল-মুখাস্‌সাস বরং একটি সাদৃশ্যভিত্তিক অভিধান যাহা আল-গারীবু'ল-মুসান্নাফ-এর ধরনে সংকলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাব্বী, বুগয়া, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ., ৪০৫ (কোন সূত্র উল্লিখিত নাই); (২) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, সিলা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ., ৪১০, নং ৮৮৯; (৩) সা'ঈদ আল-আন্দালুসী, তাবাকাতু'ল-'উমাম, অনু. R. Blachere. 142; (৪) সুয়ূতী, বুগয়া, কায়রো ১৩২৬ হি., ৩২৭; (৫) হুমায়দী, জাযওয়া, সম্পা. আত-তানজী, কায়রো, ২৯৩; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো সং. ১৩১০ হি., ২খ, ২৫;(৭) য়াকূত, উদাবা, ১২খ, ২৩১-৫ (ইব্‌ন বাশকুওয়াল ও আল-হুমায়দীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন); (৮) সাফাদী, নাক্তু'ল-হিময়ান, ২০৪ (ইহাতে আল-হুমায়দী ও য়াকূতের উদ্ধৃতি আছে); (৯) ইব্‌ন খাকান, মাত্‌মাহ, ৬০ (তাঁহার উৎস উল্লেখ করেন নাই); (১০) আল-মুখাস্‌সাস ও আল-মুহ্‌কাম-এর ভূমিকা; (১১) M. Talbi, al Mukhassas d'Ibn Sida, etude, নির্ঘন্ট, তিউনিস ১৯৫৬ খৃ., ৫-১২; (১২) J. A. Haywood, ইব্‌ন সীদা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬), The greatest Andalusian Lexciographer, in Actas del Primer congreso de estudios arabes y islamicos, কর্ডোভা ১৯৬২ খৃ.; (১৩) D. Cabanelas Rodriguez, Ibn Sida de Murcia, el mayor lexicografo de al-Andalus, গ্রানাডা ১৯৬৬ খৃ.; (১৪) Brockelmann, I, ৩০৮, ৬৯১, S I., ৫৪২)।

M. Talbi (E.I.2)/আবদুর রহমান মামুন

ইব্‌ন সীনা (ابن سينا) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম আবূ 'আলী আল হুসায়ন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সীনা, লাতীনে Avicenna ও হিব্রু ভাষায় Aven Sina নামে তিনি পরিচিত। য়ূরোপে অধুনা ইব্‌ন সীনা নামের প্রচলন হইতেছে। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, প্রাচ্যে তিনি যথার্থভাবে "আশ-শায়খু'র-রাঈস" বা প্রধান শায়খ নামে অমর হইয়া আছেন। তিনি পৃথিবীর সকল জাতির সকল দেশের ও সকল যুগের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও গুণিগণের অন্যতম। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আর বর্ণনানুসারে (তাবাকাতু'ল-আতিব্বা, Ed. A. Muller, ২খ, ২ ইত্যাদি) ইব্‌ন সীনার পিতা 'আবদুল্লাহ মা ওরাউ'ন-নাহর"-এর সামানী আমীর ২য় নূহে'র সময়ে (৯৭৬-৯৯৭ খৃ.) নিজ প্রিয় জন্মভূমি বাল্‌খ হইতে বুখারায় আসেন এবং এক উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে খারামশীন-এ প্রেরণ করা হয়। ইহারই নিকটবর্তী আফশানা নামক গ্রামে তিনি বিবাহ করেন এবং এখানেই সাফার ৩৭০/আগস্ট ৯৮০ সনে ইব্‌ন সীনার জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহিত বুখারায় পৌছেন এবং সেখানে তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি কু'রআন মুখস্থ করেন। তৎপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট ফিক্‌হ ও কালাম শিক্ষা করেন। ইহার পূর্বেই তিনি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সৃষ্টি হয় ইসমা'ঈলীগণের সহিত মেলামেশার ফলে। ইস্‌মা'ঈলীগণ তাঁহার পিতার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। আত্মা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি তাহাদের আলোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা ইহা ভিন্ন কথা। ন্যায়-দর্শন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান (কিতাবু'ল-মাজিস্‌তী শেষ পাঠ পর্যন্ত) তিনি 'আবদুল্লাহ নাতিনীর নিকট শিক্ষা করেন। ইনি ঘটনাক্রমে বুখারায় আসেন এবং তাঁহার পিতার নিকট অবস্থান করেন। ছাত্রের মানসিক বৃত্তি এত দ্রুত বিকাশ লাভ করিতে থাকে যে, তিনি অল্প দিনেই শিক্ষককে ছাড়াইয়া যান। এই সময় তিনি পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শেষোক্ত বিজ্ঞানে তিনি অল্প সময়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং চিকিৎসা কার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। কথিত আছে, যখন চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল না, তখন হিপোক্রেটিস ইহা সৃষ্টি করেন; যখন ইহা মরিয়া গিয়াছিল, তখন গ্যালেন ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন; যখন ইহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তখন

আর-রাযী ইহাকে সুসংবদ্ধ করেন; ইহা অসম্পূর্ণ ছিল, ইব্‌ন সীনা ইহাকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি দিবারাত্র লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাকেন। নিদ্রাকর্ষণ অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটায় তজ্জন্য তিনি নিদ্রা প্রতিরোধক কিছু পান করিতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইত, এমনকি কোন কোন প্রশ্নের সমাধান নিদ্রার মধ্যেই হইয়া যাইত। চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে দর্শনশাস্ত্র বুঝিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ এরিস্টোটল পাঠ করিয়াও ইহা তাঁহার বোধগম্য হইল না। অবশেষে একদিন এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি আল-ফারাবীর একখানি পুস্তক (আল-ইবানা) নীলামে ক্রয় করেন। ইহা হইতেই তিনি সমস্ত বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে ইব্‌ন সীনার এত আনন্দ হইল যে, তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক সিজ্‌দা করিলেন।

১৬-১৮ বৎসর বয়সে ইব্‌ন সীনা বুখারার শাসনকর্তা নূহ' ইব্‌ন মানসূরে'র চিকিৎসায় পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন এবং এই সূত্রে তিনি বাদশাহী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি তাঁহার অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির সাহায্যে বিদ্যার্জনে উন্নতি করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এই নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত দিনগুলির অবসান ঘটিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল বিশ বৎসর। ইহার কিছুদিন পরে বুখারার সামানী শাসনকর্তারও মৃত্যু হয়। ইব্‌ন সীনা জীবনের ঘোর সঙ্কটময় অধ্যায়ের সম্মুখীন হইলেন। বুখারার শাসনকর্তার মৃত্যুতে যে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্রপাত হয় ইহার ফলে ইব্‌ন সীনা বুখারা ত্যাগ করেন।

১০০১ খৃস্টাব্দে তিনি খাওয়ারিযম পৌঁছেন। সেখানে তিনি 'আলী ইব্‌ন মা'মূনের দরবারে আবূ রায়হা'ন আল-বীরূনী, আবূ নাস্'র আল-'ইরাকী ও আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়র প্রমুখ 'আলিম ও সূফীর সহিত সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করেন। কিছুদিন খাওয়ারিযম অবস্থান করার পর তিনি ইরাক'-ই আ'জাম-এর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় মতের বিপরীত মত প্রকাশের কারণে তিনি গাযনীর সুলত'ান মাহমূদের ভয়ে এইখানেও বেশী দিন অবস্থান করেন নাই, প্রাণভয়ে জুরজান-এ প্রস্থান করেন (১০০৯ খৃ.)। সেইখানে তিনি অতি শীঘ্র এক নূতন সংকটের কবলে পড়িলেন। ১০১৫ খৃস্টাব্দে জুরজান হইতে 'রায়'-এ যাত্রাকালে দায়লাম-এ বুওয়ায়হী (بويه) রাজত্বের অবসানে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই অঞ্চলে অনেক কষ্ট ভোগ করেন। এই সময়ে তিনি কখনও মন্ত্রী, কখনও দার্শনিক, কখনও চিকিৎসক এবং কখনও বা উপদেষ্টার কার্য করিতেন, আবার কখনও তাঁহাকে রাজনীতিমূলক অপরাধীরূপে গণ্য করা হইত। ১০২২ খৃ. প্রারম্ভে তিনি আমীর 'আলাউদ-দাওলা আবূ জা'ফার কাকুওয়ায়হ-এর সাহায্য লাভ করেন। ইনি স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদের পোষক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্‌ন সীনাকে ইনি সর্বদা নিজের নিকটে রাখিতেন। এই সময়ে ইব্‌ন সীনা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অসুস্থ অবস্থাতেই কৃশ ও দুর্বল শরীরে ইস্‌ফাহান প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে দৃশ্যত তাঁহার অবস্থার ক্রমাবনতি বন্ধ হইল। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন তিনি আবার 'আলা'উ'দ-দাওলার সহিত হামাদান যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার পুরাতন শূল বেদনা তীব্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ফলে তিনি ৪ রামাদান, ৪২৮/২১ জুন, ১০৩৭ সনে ইনতিকাল করেন। হামাদানে তাঁহার কবর এখনও বিদ্যমান আছে।

ইব্‌ন সীনার রচনা কার্য আরম্ভ যদিও অল্প বয়সে হইয়াছিল, তথাপি জুরজান, হামাদান ও ইস্‌ফাহানের শাহী দরবারেই তাঁহার রচনাশক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। আবার যখন তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন শুরু হইল, তখন ভ্রমণ ও প্রবাস সত্ত্বেও তিনি নিজের বৃহৎ পুস্তকসমূহের সারসংক্ষেপ এবং কয়েকটি বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি এত সামগ্রিক, তাঁহার কল্পনা এত ব্যাপক, শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতা এত পরিপূর্ণ ও গভীর ছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছিল।

রচনাবলী : ইব্‌ন সীনার রচনাবলী গদ্য ও পদ্য উভয়ই অনেক, অধিকাংশ 'আরবীতে ও কিছু ফারসীতে। আশ-শিফা অল্প বয়সের রচনা হইলেও নিতান্ত ব্যাপক প্রকৃতির। ইহার কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে (লিথো ছাপা, তেহরান ১৩০৩ হি.), কোন কোন খণ্ডের অনুবাদ লাতীনে আছে (Pavia ১৪০৯ খৃ.)(/); ভেনিস ১৫৪৬ খৃ., Halle ১৮০৭ খৃ.)। ইহাতে তিনি সমগ্র দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যার উপর লেখনী চালনা করিয়াছেন। অতঃপর আন-নাজাত, ইহার এক অংশ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অংশ আশ-শিফা হইতে সংকলিত (রোম ১৫৯৩ খৃ., মিসর ১৩৩১ হি.)। জীবনের শেষভাগে তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সংশোধনের পর তিনি আল-ইশারাত ওয়া'ত-তানবীহাত পুস্তক রচনা করেন (মুদ্রণে J. Forget, ফরাসী অনুবাদসহ, Le Liver des theoremes et des avertissuments, লাইডেন ১৮৯২ খৃ.)। ইহার এক অংশ "আল-আন্‌মাতু'ছ-ছালাছা'ল-আখিরা মিনা'ল-ইশারাত ওয়া'ত-তান্‌বীহাত" নামে ফরাসী তরজমাসহ লাইডেনে ১৮৯১ খৃ. প্রকাশিত এবং মীকাঈল ইব্‌ন য়াহ্‌য়া কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

বিভিন্ন পণ্ডিত আল-ইশারাতের টীকা লিখিয়াছেন, যেমন (১) ফাখ্‌রুদ্দীন আর-রাযী লুবাবু'ল-ইশারাত নামে এক সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন; (২) নাসীরুদ্দীন তূসী, হাল্লু মুশ্‌কিলাতি'ল-ইশারাত; (৩) কুতবুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাহতানী আল-মুহাকিমাত, ইহাতে তিনি রাযী ও তূসীর রচনার বিচার-বিবেচনা করিয়াছেন; (৪) বাদরুদ্দীন মুহ'াম্মাদ আস্'আদ, তিনিও প্রথমোক্ত দুইজন ভাষ্যকারের পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়াছেন; (৫) ইব্‌ন কামাল পাশা, বাদ্‌রুদ্দীনের সমালোচনার উপর একটি টীকা লিখিয়াছেন; (৬) মীরযা জান শীরাযী, তূসীর ভাষ্যের উপর একখানি টীকা লিখিয়াছেন; (৭) সিরাজুদ্দীন মাহ'মূদ; (৮) বুরহানুদ্দীন নাসাফী ; (৯) ইব্‌ন কামুনা; (১০) রাফী'উদ্দীন আল-জীলী। ইহার পর আমীর 'আলা'উ'দ-দাওলার সহিত সম্প্রীতি হেতু ইব্‌ন সীনা হিকমাত-ই 'আলাঈ বা দার্‌সনামা-ই 'আলাঈ লিখেন। তাঁহার আর একটি পুস্তক আল-হিদায়া ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার ভাষ্য ও টীকা প্রণয়নে বিভিন্ন লেখক লেখনী চালনা করিয়াছেন। আল-হিদায়াতে ইব্‌ন সীনার কয়েকটি ফারসী কবিতাও আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'আল-কানূন ফি'ত-তিব্ব' অথবা সংক্ষেপে 'আল-কানূন' চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের একটি বৃহৎ, ব্যাপক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিণত রচনা। ইহাতে প্রাচীন ও সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামী আমলে লব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণেই এই পুস্তক প্রকাশের পর গ্যালেন, রাযী ও 'আলী ইব্‌ন 'আব্বাসের রচনাবলীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে. প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই পরবর্তী ছয় শত বৎসর অর্থাৎ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা কানূনের ভিত্তিতেই

হইত। প্রাচীন চিকিৎসার চরমোন্নতি গ্যালেনের মাধ্যমে হইয়াছিল; কিন্তু ইব্‌ন সীনা গ্যালেনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় ইব্‌ন সীনা যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার অনুমান ইহা হইতেই করা যায় যে, তিনি বেদনার পনরটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। চক্ষুর আবরণের প্রদাহ বর্ণনায় তিনি মধ্যস্থিত এবং পার্শ্বস্থ আবরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ক্ষয়রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এই রোগের বিস্তারে বাতাস ও পানির প্রভাব খুব বেশী। চর্মরোগের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া ব্যতীত তিনি ধাতুগত পীড়া ও ধাতুগত বিকৃতি, স্নায়বিক উপসর্গ—এমনকি প্রেমজনিত পীড়াও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মানসিক ও পীড়াগত তথ্যের নিদান নিরূপণ ও উহার বিশ্লেষণ করেন। ইহাতেই মনোবিশ্লেষণের (psycho-analysis) শুরু হয়। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে তিনি ঔষধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যায় অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটি নক্সা তৈরি করিয়াছেন।

য়ুরোপে এই পুস্তক Cannon medicina নামে প্রসিদ্ধ। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ১৪৭৬ খৃস্টাব্দে ইহা চারি খণ্ডে রোমে মুদ্রিত হয়। ইহার পরবর্তী মুদ্রণগুলি এইরূপঃ রোম ১৫৯৩ খৃ.; তেহ্‌রান ১২৮৪/১৮৬৭ (কেবল প্রথম খণ্ড), লিথো ছাপা, লখনৌ ১২৯৬/১৮৭৯ (কেবল জ্বর বিষয়ক এক খণ্ড); লখ্‌নৌ ১২৯৮/১৮৮১ (কেবল প্রথম খণ্ড), লখ্‌নৌ ১৩২৩/১৯০৫; বূলাক ১২৯৪/১৮৭৭। কানূন-এর লাতীন অনুবাদ সর্বপ্রথম Cremonese-এর Gherardo করেন, ভেনিস ১৫৪৪ খৃ., ১৫৮২ খৃ. ও ৫৯৫ খৃ. এবং কয়েক খণ্ডের অনুবাদ খৃস্টীয় ১৫ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে। যথা Milano 1473, Padua ১৪৭৬ খৃ., ১৪৯৭ খৃ., Venice ১৪৮৩, হিব্রু অনুবাদ, Naples ১৪৯১-১৪৯২ খৃ.।

অনেকে সমগ্রভাবে এই পুস্তকের অথবা ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের টীকা ও সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করিয়াছেন; যেমন ঃ (১) ইব্‌নু'ন-নাফীস; (২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী; (৩) কুতবুদ্দীন মাহ্‌মূদ; (৪) কুতবুদ্দীন ইবরাহীম; (৫) সা'দুল্লাহ; (৬) আল-'ইরাকী; (৭) আল-মুওয়াফফাক আস-সামিরী; (৮) ইব্‌ন খাতীব; (৯) নাজমুদ্দীন ইব্‌নু'ল-মিনফাক; (১০) ইব্‌নু'ল-'আলিমা; (১১) ইব্‌নু'ল-কূফ; (১২) আস-সাদীদ কাযরূনী; (১৩) ইব্‌নু'ল-'আরাব মিস্‌রী; (১৪) আল-'আমিলী; (৫) দা'উদ আনতাকী, ইনি সংক্ষেপিত কানূনও প্রকাশ করেন; (১৬) 'আল-খুজিন্‌দী; (১৭) রাফী'উ'দ্দীন জাবালী; (১৮) শারাফুদ্দীন রাজ্‌সী; (১৯) ইব্‌নু'ল-লাবুদী; (২০) ফাখরুদ্দীন ইব্‌নু'স-সা'আতী; (২১) ইব্‌ন জামী'; (২২) জা'ফার 'আলী বাহার, শারহ কানূন বূ'আলী সীনা ও টীকা, কপুরতাহ্‌লা ১৮৮৭ খৃ.; (২৩); খাওয়াজা রিদওয়ান আহ্‌মাদ, শারহ ওয়া তারজামা, লাহোর ১৯৫৩ খৃ., চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইব্‌ন সীনার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম আল-'আদ্‌বিয়াতু'ল-কাল্‌বিয়া, কাল্‌সী রিফ'আত বিলগে (Bilge) তুর্কী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন যাহা 'আরবী মূলসহ ইব্‌ন সীনার নবম শতবার্ষিকীতে স্মৃতিপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নাশআত 'উমার ইরদিলিপ (irdelp) ইহার উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন।

অংকের প্রতি ইব্‌ন সীনার আকর্ষণ ছিল প্রধানত দর্শনমূলক। তদুপরি তিনি কয়েকটি সমস্যার উপর মনোনিবেশ করেন এবং ইউক্লিড-এর অনুবাদও করেন। রিসালাতু'য-যাওয়ায়া (رسالة الزوايا) পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার অন্তরে পরমাণুর (Atom) ধারণাও বিদ্যমান ছিল। জ্যোতিষ্কবিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি কয়েকটি জ্যোতিষ্ক-বীক্ষণাগার স্থাপন ছাড়াও হামাদানে কয়েকটি মানমন্দিরও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইব্‌ন সীনার এই বিদ্যার প্রতি এত অনুরাগ ছিল যে, শেষ বয়সে তিনি গতিশীল পরিমাপ যন্ত্রের (Vehnier) ন্যায় একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন যেন যান্ত্রিক সংযোজন নিখুঁতভাবে হইতে থাকে। পদার্থবিদ্যায় তিনি গতি, মিলন, শক্তি, শূন্যতা, অসীমতা, আলোক ও উত্তাপ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোক-অনুভূতির কারণ যদি আলোক-কেন্দ্র হইতে আলোক কণা বিচ্ছুরণ হেতু হয় তবে আলোকের গতি সসীম থাকিবে। ইব্‌ন সীনা নির্দিষ্ট ওজনের আলোচনাও করিয়াছেন। تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات নামক গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়াছেন। এই সংগ্রহটিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে ঃ

(১) فى الطبيعيات (পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে); (২) فى الاجرام السماوية (নভোমণ্ডলীয় পদার্থসমূহ সম্বন্ধে); (৩) فى القوة الانسانية وادراكاتها (মানবীয় বৃত্তিসমূহ ও ইহাদের সম্বন্ধে); (৪) কিতাবু'ল-হুদূদ (সীমা-নির্দেশক বিষয়ে); (৫) ফী আকসামি'ল- উলূমি'ল-'আকলিয়্যা (চিন্তামূলক বিদ্যাসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে); ইহার অন্য নাম তাকাসীমু'ল-হিকমা ওয়া'ল-'উলূম (জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ); (৬) ফী ইছবাতি'ন-নুবুওয়াত (নবী প্রেরণের সত্যতা সম্বন্ধে); (৭) الرسالة النيروزية فى معانى الحروف الهجائية (বর্ণমালার অর্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ); (৮) ফি'ল-'আহদ (চুক্তি সম্বন্ধে); (৯) ফি'ল-আখ্‌লাক (নীতিশাস্ত্র) আশ-শিফা পুস্তকের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অংশটি আল-ফারাবী অপেক্ষা উন্নততর। শুধু তাহাই নহে. সমসাময়িক পাশ্চাত্য দেশসমূহ এই বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও উন্নততর। তিনি তাল-মান-লয় ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সুর সঙ্গীতের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সূত্রে ইব্‌ন সীনা আরও কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সুর লহরীর বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ধাতুসমূহের পরস্পর রূপান্তরকরণ সম্ভব নহে, কারণ ইহারা মূলত বিভিন্ন। মনে হয়, তিনি যেন ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহারই প্রবন্ধ معدنيات (খনিজ পদার্থসমূহ) ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপে ভূতত্ত্ব বিষয়ক ধ্যান-ধারণার একমাত্র উৎস ছিল ارسطو। প্রণীত جويات এবং (১) তাঁহার নামে প্রচলিত كتاب العناصر (২) ইহার লেখক কোন মুসলমান হইতে পারেন, যাঁহার অনুবাদ 'আরবী হইতে লাতীন ভাষায় হইয়াছে [এই দুই গ্রন্থ ছাড়া]। তিনি জীবাশ্ম (fossil) সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন এবং পাহাড়-পর্বতের গঠন প্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে ইব্‌ন সীনার অধিকাংশ প্রবন্ধ যাহাতে পারিভাষিক 'আরবী নামগুলির (সংজ্ঞার সহিত) লাতীন ভাষায় তরজমা রহিয়াছে, গ্রীক পণ্ডিতগণের নামের সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে, অথচ ঐ সমস্ত ইব্‌ন সীনারই রচনাবিশেষ। তিনি জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ করিয়াছেন ঃ (১) نظرى বা চিন্তামূলক (ইহার অধিকতর শাখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর দিকে গমনশীল; যথা পদার্থবিদ্যা, অংক ও অধিবিদ্যা); (২) عملى ব্যবহারিক (নীতিবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি)। উপাদান ও আকার হিসাবে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ; যথা (১) উচ্চবিদ্যা العلوم العالية-সমূহ; (২) নিম্নবিদ্যা

العلوم البسافلة-সমূহ এবং (৩) মধ্যবিদ্যা (العلوم الوسطى)-সমূহ। এই বিভাগে উচ্চবিদ্যা বা অধিবিদ্যা একে অন্য হইতে ভিন্ন, পদার্থবিদ্যায় ইহা পরস্পর সম্পর্কিত, আর কোন কোন বিদ্যায় ইহারা পৃথক অথবা পৃথক নয়ও। নাজারী জ্ঞানের আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইল ঃ (১) পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান যাহা গতি ও পরিবর্তনের অধীন; (২) গাণিতিক জ্ঞান যাহাতে পরিবর্তন ও গতিকে বস্তুসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। উচ্চ জ্ঞান এমন সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যাহা ব্যাখ্যার উর্ধ্বে।

ইব্‌ন সীনার চিন্তাধারার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় দর্শন ইহার বিকাশের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়াছিল। যদিও ইব্‌ন সীনা প্রায়শই এরিস্টোটলীয় মতবাদসমূহকে বহাল রাখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার দর্শনে আফলাতুনী ও নব্য-আফলাতুনী (Platonic and Neo-Platonic) উপাদানসমূহের সংমিশ্রণও রহিয়াছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মুক্তচিত্ত অনুসন্ধান প্রয়াসী দার্শনিক ছিলেন যিনি সমসাময়িক সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রাখিয়া, বিশেষত ইসলামী অধ্যাত্মবাদের প্রেক্ষিতে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি চিন্তাধারার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ চিন্তাপ্রসূত মতামত অত্যন্ত বিশদভাবে বারবার অতি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইগুলি বোধগম্য হওয়া দুরূহ। তাঁহার প্রতিপাদ্যগুলি দুর্বোধ্য হইলেও এমন নহে যে, আমরা এইগুলি সম্যক জ্ঞাত হইতে পারি না।

ইব্‌ন সীনার দর্শন ঃ منطق বা ন্যায়শাস্ত্র ঃ এরিস্টোটলের ন্যায় ইব্‌ন সীনার সমুদয় রচনার প্রারম্ভও হইয়াছে ন্যায়শাস্ত্র হইতে। ইব্‌রাহীম মাকদূর মনে করেন যে, দর্শনে তিনি এরিস্টোটল অপেক্ষাও অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন, বরং তাঁহার দর্শন এক হিসাবে নূতন ন্যায়ের অগ্রদূত। তিনি বলেন, মান্‌তিক একটি চিন্তামূলক শিল্প (الصنعة النظرية), ইহার কাজ হইল حقيقت حد ও حقيقت برهان অর্থাঃ সঠিক সীমা ও সঠিক ধারণা পর্যন্ত দার্শনিককে পৌঁছান। কারণ যে কোন প্রকারের জ্ঞানই হউক না কেন, তাহা হয় تصور অর্থাৎ নিছক ধারণা হইবে অথবা হইবে تصديق (তাসদীক) অর্থাৎ সত্যতা প্রতিপাদন। তাসদীক-এর মাধ্যম হইল কিয়াস (অনুমান)। ইহা সঠিক হইতে পারে, বেঠিকও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শব্দসমূহের তাৎপর্য নির্ণয় প্রয়োজনীয়। এইজন্য তিনি সম্বোধনমূলক (خطابى), বিতর্কমূলক (جدلى), বিভ্রান্তিমূলক (مغالطة) ও কুতর্কমূলক (وفسطائى Sophistry) প্রমাণ প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শব্দসমূহকে مفرد ও مركب এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। مفرد দুই প্রকারেরঃ সামগ্রিক (كلى) ও আংশিক جزئى সামগ্রিক একটি كلمة বা শব্দে গঠিত তবু ইহা ব্যাপক অর্থবোধক। আর আংশিক কেবল একটি অর্থবোধক। সংযুক্ত শব্দ যদিও কয়েকটি পদ লইয়া গঠিত হয় তবু ইহা একটি অর্থই প্রকাশ করে।

সত্তা (ذات=Being) ও অস্তিত্বের (وجود=existence) প্রশ্নে ইব্‌ন সীনার অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকট। তাঁহার মতে সত্তার মৌলিক পরিচয় (ماهية) ইহার নিজ অস্তিত্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত। সত্তার বর্ণনায় কেবল এইটুকু বলা যথেষ্ট নহে যে, ইহার ماهية ইহা হইতে ভিন্ন নহে অথবা ইহার অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কহীন নহে। এই সম্পর্কহীনতা কল্পনাই করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, এই কথাটি বাস্তবেও সত্য এবং কল্পনাতেও সত্য। সুতরাং ত্রিভুজ হইতে এই কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে ত্রিভুজ সম্বন্ধে ইহা বলা অসম্ভব হইয়া পড়িবে যে, উহা موجود ও ذاتى উভয়ই। Porphyry-এর (ঈসাগুজী) গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় যেই كليات خمسة ইব্‌ন সীনার মতে তাহা হইল এইরূপঃ

(১) জিন্‌স (جنس-জাতিবাচক); (২) নাও‘ (نوع) শ্রেণীবাচক); (৩) ফাস্‌ল (فصل বিভাজক); (৪) খাস্‌সা (خاصة বিশেষত্ব) ও (৫) ‘আরদ (عرض অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য)। جنس-এর বহু প্রকারভেদ نوع হইতে পারে, উহাদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। যদি কোন বস্তুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় ঃ ما هو অর্থাৎ "ইহা কি?" উত্তরে আমাদের ইঙ্গিত কোন বিশেষ نوع-এর প্রতি হইবে। জিন্‌সের উপর যেমন جنس الاجناس রহিয়াছে, তেমনি نوع-এর উপর বৃহত্তর نوع অর্থাৎ نوع الانواع রহিয়াছে। فصل একটি সামগ্রিক كلى ও ذاتى ব্যাপার যাহা দ্বারা এক نوع হইতে অপর نوع-কে পৃথক করা যায়। خاصة এইরূপ একটি সামগ্রিক বা كلى ব্যাপার যাহা কোন এক نوع-এর কোন عرض-কে অপর عرض-সমূহ হইতে পৃথক করে। عرض সামগ্রিক كلى হউক বা একক مفرد হউক, কোন অবস্থাতেই সত্তাগত ذاتى নহে। সেইজন্য عرض-এর মধ্যে অনেক نوع-এর সমাবেশ থাকে, যেমন "শুভ্রতা" ইহার মধ্যে দুধ ও চুন দুই-ই শামিল আছে। আবার প্রতিটি বস্তু হয়ত হইবে عين অর্থাৎ নিজ প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে অথবা মনের মধ্যে কাল্পনিক আকারে থাকিবে অথবা থাকিবে ঐ সমস্ত শব্দে বা লিখিত কথাসমূহে যেইগুলি উহাকেই নির্দিষ্ট করে। قضية-এর বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, উহা দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশক প্রতিজ্ঞা (قضية حمية) দ্বারা এই সম্বন্ধের সীমাহীন (مطلق) অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হয় এবং শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞা (قضية شرطية) দ্বারা উহার শর্তসাপেক্ষ বা সীমাবদ্ধ হওয়া বুঝায়। শর্তসাপেক্ষ قضية হয় متصلة হইবে অথবা منفصلة হইবে। যখন ইহা দ্বারা একের সহিত অন্যের সম্পর্কের স্থিতি (ايجاب) সূচিত হয় তখন ইহাকে متصلة বলা হয়। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ সম্পর্কের বিচ্ছেদ سلب বুঝাইলে منفصلة বলা হইবে। ايجاب দুই বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এবং سلب ইহার বিপরীত ইত্যাদি। ইব্‌ন সীনা আন-নাজাত পুস্তকে নানা প্রকার قضية সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত ইসলামী ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তকসমূহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

المادة বা সত্তার মূল্যের বিবেচনায় ইব্‌ন সীনা قضية-কে এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (১) الامادة الواجبة, যেমন মানুষের সহিত জীবত্বের সম্পর্ক আবশ্যিক, ইহার অনস্তিত্বের ধারণা অবাস্তব। (২) المادة الممتنعة। যেমন মানুষের মধ্যে প্রস্তরত্বের অবস্থা অসম্ভব, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। (৩) المادة الممكنة। যেমন মানুষের পক্ষে লেখক হওয়া, ইহা কখনও ঘটে, কখনও ঘটে না।

جهت-এর বিবেচনায় قضية-এর বিভাগ তিনি এইরূপ করিয়াছেন ঃ (১) ওয়াজিব-এ অর্থাৎ অস্তিত্বের স্থায়িত্বমূলক; (২) মুমতানি‘-এ অর্থাৎ অনস্তিত্বের স্থায়িত্বমূলক এবং (৩) মুমকিন-এ যাহা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব — উভয়ের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব সূচিত করে। যেই قضية-র মধ্যে جهت ও رابطة، محمول، موضوع এই চারিটির সমাবেশ ঘটে, তাহাকে رباعية বলে। ওয়াজিব, মুমতানি‘ ও মুমকিন সম্বন্ধীয় এই আলোচনাই ন্যায়শাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অধিবিদ্যায় উপনীত হয়।

قضايا مطلقة (শর্তহীন প্রতিজ্ঞাসমূহ) বিষয়ে তিনি এরিস্টোটলের ও তদীয় ভাষ্যকারগণের সহিত একমত নহেন। তিনি বিভিন্ন قضية বিষয়ে আলোচনাসূত্রে প্রথমে কিয়াসের দুই প্রকারভেদ সাব্যস্ত করিয়াছেন কামিল (পরিপূর্ণ) ও গায়র কামিল (অপরিপূর্ণ)। আবার কিয়াস কামিলকে আরও বিভক্ত করিয়া কিয়াস اقتراني ও কিয়াস استثنائي-তে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন কিয়াস ইক্তিরানীতে এমন সকল مقدمات-এর সমাবেশ হয় যাহাতে সিদ্ধান্ত نتيجة ও ইহার বিপরীত (نقيض) উভয়েই শামিল থাকে এবং ইস্তিছনাঈতে কেবল সিদ্ধান্ত অথবা ইহার বিপরীত যে কোন একটি উপস্থিত থাকে। ইকতিরানী কিয়াসসমূহের তিনটি রূপ আছেঃ (১) حملى (২) شرطى ও (৩) حملى شرطى পরবর্তী সময়ের পণ্ডিতগণের মনোযোগ প্রধানত হামলী কিয়াসসমূহের প্রতি ছিল। ইসতিছনাঈ কিয়াসসমূহের ইব্‌ন সীনা প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণের সহিত একমত নহেন। কিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ রূপ হইল برهان ইহা দুই প্রকারের (১) লিম্মী (لمى) এবং ইন্নী (انى)। আবার এইরূপ কিয়াসও আছে যাহা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক নহে এবং সেইজন্য এইগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ (بديهيات)-রূপে গণ্য করা হয়। مخلوق ও استقراء ও مما ثلة-এর পর্যায়ে তিনি استدلال, অনিয়ন্ত্রিত কিয়াসসমূহ, مغالطة সমূহ, سوفسطائى (বিভ্রান্তিকর) কিয়াসসমূহ ও বুরহান সম্বন্ধে সাধারণত বোধগম্য ভাষায় অভিজ্ঞতা বর্ণনা, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। দশটি মা'কূলাত (مقولات Categories) ও 'ইল্লাত (علة)-এর আলোচনায় তিনি জাওহার (অবিভাজ্য মৌলিক বস্তু), كم (পরিমাণ) اضافت ইদাফাত (সম্বন্ধ), كيف (রকম), اين আয়না (স্থান), متى মাতা (কাল), ওয়াদা (وضع) গঠনাবস্থা), ملك মিলক (অধিকার), ফিল (فعل) কার্য) ও انفعال ইনফি'আল (অভিভবন) এইগুলিরও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ইল্লাত চারি প্রকারের; যথা ঃ 'ইল্লাত মাদ্দী (Material বা বস্তুগত কারণ) 'ইল্লাত সূরী (formal বা আকারগত কারণ) ও 'ইল্লাত গা'ঈ (غائى লক্ষ্যগত বা final কারণ), 'ইল্লাত হারকী (efficient বা গতি'গত কারণ)।

পদার্থবিদ্যা ঃ ইব্‌ন সীনার নিকট পদার্থবিদ্যা একটি চিন্তামূলক শিল্প (الصنعة النظرية)। ইহার বিষয়বস্তু হইল দ্বিবিধ ঃ (১) বাস্তবে স্থির বস্তুসমূহ ও (২) ধারণাগত বস্তুসমূহ। পদার্থবিদ্যায় পদার্থসমূহের গতি ও স্থিতির আলোচনা করা হয়। পদার্থসমূহ محل অর্থাৎ স্থান বা স্বয়ং পদার্থটি ও حال অর্থাৎ অবস্থা বা আকৃতি—এই দুইয়ের সমবায়ে গঠিত হয়। পদার্থ ও আকৃতির মধ্যে ঐ সম্বন্ধই বিদ্যমান যাহা তাম্র ও তাম্র-নির্মিত কোন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। جسم (শরীরী পদার্থ) যাহাই হউক না কেন, তাহা পদার্থ ও আকৃতির সমবায়েই গঠিত। আকৃতির অস্তিত্ব পদার্থের অগ্রগামী। ইহারই মাধ্যমে جوهر (substance-মৌল পদার্থ) আত্মপ্রকাশ করে। عرض (Contingent form= আকৃতি, রূপ, প্রকাশ) [ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় جنس বা مقولة] অসংখ্য এবং এইগুলির উৎস হইল পদার্থ ও আকৃতির সম্মেলন (اتصال)। ইহা পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পরিভাষা যাহা হইতে ন্যায়শাস্ত্রে মা'কূলা (جنس) এবং পদার্থবিদ্যায় علة-এর ধারণার উৎপত্তি হয়। منطق হইতেই পদার্থবিদ্যায় قياس ও اصول উভয়ের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে منطق-ভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহকে বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের স্থিতি তাহাদের সত্তা (ذات) ও পূর্ণত্বসূচক গুণের (كمالات) উপর নির্ভর করে। كمالات বলিতে বুঝায় এমন সকল লক্ষ্য (Entelechia) যাহা হইতে কোন পদার্থ (جسم) বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিক পূর্ণতা (كمالات اولى) তাহাই যাহার অভাবে পদার্থের অনস্তিত্ব ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণতার (كمالات ثانية) জন্য অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব আদৌ আবশ্যিক (ضرورى) নহে। গতি (حركة) ও শক্তির (قوة) আলোচনা করিলে গতি হইতে জড়তার (سكون) ধারণার (تصور) উৎপত্তি এবং শক্তি হইতে গতিশীলতার (حركة) ধারণার উৎপত্তি হয়। ভারোত্তোলন ও বস্তুসমূহের প্রতিরোধ শক্তি যান্ত্রিক স্পন্দনের (حركة) সহিত সম্পর্কিত। قوة সীমাবদ্ধ ও পদার্থসমূহ গতির বাহ্যিক নিয়মের অধীন।

প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়ঃ (১) গতি حركة; (২) স্থিতি سكون; (৩) কাল زمان; (৪) স্থান مكان; (৫) শূন্যতা خلا; (৬) সসীমতা تناهى; (৭) অসীমতা لا تناهى; (৮) স্পর্শন- تماس (৯) সংঘবদ্ধতা-التمام ও (১০) সম্মিলন-اتصال। ইব্‌ন সীনার মতে এইগুলি দশ মাকূলাতের (Categories) হুবহু অনুরূপ। বিশ্ব একক, বহু সংখ্যক হওয়া অসম্ভব। সৃজনী গতিও এক এবং নিজ স্বকীয়তায় আবর্তনশীল। সুপ্রতিষ্ঠিত গতিসমূহের অস্তিত্ব কেবল ভূপৃষ্ঠের উপরই। ইহা সত্ত্বেও গতি আবর্তনের অধীন। পদার্থসমূহের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে। সৃষ্ট বস্তুসমূহ লইয়াই সৃষ্টিজগত। পদার্থসমূহ স্থিতিশীল বা গতিশীল কোনটাই নহে। গতি ও স্থিতি উহাদের অভ্যন্তর হইতেই আপনাতে সৃষ্ট হয়। এইরূপ অভ্যন্তরীণ শক্তি তিনটি ঃ (১) سبعى বা প্রাকৃতিক; (২) نفسى বা সত্তাজাত ও (৩) فلكى বা নভোমণ্ডলীয় শক্তি যাহা জাগতিক পদার্থসমূহের পিছনে অবস্থিত এবং উহাদের অবিচ্ছিন্ন গতির রক্ষক। ইব্‌ন সীনা গতি ও কালের ধারণাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাল গতি নহে, যদিও গতি ব্যতীত কালের কল্পনা করা সম্ভব নহে। তিনি অবিভাজ্য অংশসমূহের (اجزاء لا يتجزى atoms) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

মনোবিজ্ঞান ঃ মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ইব্‌ন সীনা ক্রমানুসারে উদ্ভিজ্জ মন (نفس نباتى) হইতে আরম্ভ করিয়া জীব মন (نفس حيوانى) এবং জীব মন হইতে মানব মন (نفس انسانى) অথবা (نفس ناطقة)-এর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। মনোবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার পুস্তকের নাম কিতাবু'ন-নাফ্স।

(১) উদ্ভিজ্জ মনে বিভিন্ন শক্তি কার্য করিতেছে; যথা খাদ্য সংগ্রহিণী শক্তি, বর্ধন শক্তি ও প্রজনন শক্তি।

(২) জীব মন দুইটি শক্তি লইয়া গঠিত। অনুভব শক্তি (القوة المدركة) ও গতি শক্তি (القوة المحركة)। গতিশক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ উদ্দীপক শক্তি (القوة الباعثة) যাহার কাজ শক্তি উৎপাদন করা। ইহাতে বাসনার সংযোগ হইলে ইহাকে বলা হয় القوة الشوقية অথবা القوة النزوعية উপকারী কার্যের দিকে ধাবিত হইলে এ শক্তিকে القوة الشهوية এবং অপকারী কর্মের দিকে ধাবিত হইলে ইহাকে القوة الغضبية বা ভয়াল শক্তি বলা হয়। القوة المحركة-এর দ্বিতীয় প্রকারের নাম কর্মশক্তি (القوة الفاعلة)। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী ও মাংসপেশীর উপর ক্রিয়াশীল এবং ইহাদের প্রসারণ ও সংকোচনের কারণ হয়।

(৩) মানবীয় মন নিজ প্রাথমিক অনুভূতিসমূহকে বুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছাইবার জন্য বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। এইগুলি বাহ্যিক হইতে পারে এবং অভ্যন্তরীণও হইতে পারে। বাহ্যিক গুণাবলীর প্রথমটি হইল মনঃসৃষ্টি (Phantasy) এবং ইহা ঐ সমস্ত দৃষ্ট-অদৃষ্ট বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। (ইহার পরবর্তী গুণাবলী হইল রূপায়ণ শক্তি (القوة المصورة), কল্পনা শক্তি (القوة المخيلة) বা চিন্তা শক্তি (القوة الفكرة), ধারণা শক্তি (القوة الواهمة), স্মরণ শক্তি (القوة الذاكرة)। ইব্‌ন সীনার মতে এইগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সহিত সম্পর্কিত। النفس الناطقة-এর সহিত এই শক্তি সম্পর্কে দুইটি রূপ প্রকাশ পায়ঃ (১) القوة العالمة জ্ঞান শক্তি বা চিন্তাশক্তি ও (২) القوة العاملة বা ব্যবহারিক শক্তি [তু. Kant, অবিমিশ্র জ্ঞান (عقل محض) বনাম ব্যবহারিক জ্ঞান (القوة العالمة عقل عملى) পদার্থ হইতে পদার্থোত্তর স্তরের দিকে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতের দিকে গতিশীল, আর القوة العالة নিম্নতর জগতের দিকে। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই সকল মতবাদ আত্মস্থ করিয়াছিলেন (তু. Albertus Magnatus)। জ্ঞান সম্বন্ধে ইব্‌ন সীনা বৈয়াকরণ য়াহ্‌য়া (John, the Grammarian)-এর ধারণাসমূহের আরো বিশদ রূপ দান করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তির মতবাদ আল-কিন্দী ও ফারাবীর মধ্যবর্তিতায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানুষের জ্ঞান যখন নিম্নতর জগত হইতে উচ্চতর জগতের দিকে উন্নীত হয়, তখন ইহা চারি পর্যায়ে বিভক্ত হয়; (১) العقل الهيولانى জড় বা বস্তুজ্ঞান যাহা সর্বতোভাবে একটি জড়শক্তিরূপে বিরাজমান, ইহার সম্ভাবনাসমূহ সুস্পষ্ট নহে; (২) العقل بالفعل — ইহার সম্ভাবনাসমূহ পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করে; (৩) العقل بالملكة ইহা নিজ সম্ভাবনাসমূহের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়; (৪) العقل المستفاد ইহার ঝোঁক শুধু معقولات বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাসমূহের প্রতি এবং পরিশেষে ইহা পরম সৃজনী 'আক্‌ল (العقل الفعال)-এর সহিত মিলিত হয়।

রূহ (روح) সম্বন্ধে ইব্‌ন সীনা অনেক দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব হইতে তত্ত্বগত (Theoretical) মনস্তত্ত্ব আলোচনার পথ ধরিয়া তিনি উহার গতিধারাকে تصوف-এর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রূহ জড়বস্তু (مادة) নহে; বরং صورت বা আকারেরই এক প্রকারভেদ (نوع)। রূহের প্রথম পরিপূর্ণতাই (كمال اول) দেহের পরিপূর্ণতা। এই অবস্থায় আমরা "ইহা কি" এই প্রশ্নের আলোচনা না করিয়া বরং "ইহা কি করে" এই জাতীয় আলোচনাই করি। তিনি বলেন, রূহ প্রকৃতপক্ষে একটি বিমূর্ত বস্তু (جوهر معنوى); ইহা প্রমাণের একটি উপায় হইল, যে সমস্ত প্রাচীন মতবাদে রূহ'কে সাকার বস্তুরূপে গণ্য করা হইয়াছে সেই মতবাদের পোষকদের ভ্রম নিরসন করা। দ্বিতীয় উপায় হইল, রূহ অশরীরী হওয়ার সপক্ষে অবরোহী (بديهى apriori) প্রমাণসমূহ পেশ করা; যেমন রূহ যদি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে অথবা শরীরের অস্তিত্বের পূর্বেও স্বীয় অস্তিত্বের সত্যতা ঘোষণা করিতে পারে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা একটি বিমূর্ত বস্তু (جوهر معنوى)। রূহ হইতেই শরীরের গঠন ও পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। ইহা হইতেই শরীরের অস্তিত্ব এবং ইহা দ্বারাই শরীরের কর্মশক্তি (قوة فعالية) স্থিত থাকে। কিন্তু যখন আমরা বলি, রূহ একটি বিমূর্ত বস্তু, তখন প্রশ্ন উঠে, ইহা কি প্রকার, ইহা কি কোনও জড় আকৃতি বিশিষ্ট কিছু (عقل مادى) বা বস্তুভিত্তিক চেতনা صورة معقولة বা বোধগম্য অবয়ব-এর অনুধাবন করিতে সক্ষম? কিন্তু কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই রূহ নিজেকে নিজে জানিতে পারে। রূহের ঈদৃশ শক্তি (ملكة)-সমূহ আছে যাহারা عقل-এর মাধ্যমে ছাড়া একে অন্যকে জানিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। যেমন অনুভূতির পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, নিজেকে নিজে অনুভব করে। عقل কিন্তু নিজেকে নিজেই বোধ করিতে ও বুঝিতে পারে। কোন যন্ত্র একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত কাজ করিবে, ইহার পর অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু عقل সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বয়সেই বোধগম্য বস্তুনিচয়ের (معقولات) অনুভব শক্তি অধিকতর পরিপক্বতা লাভ করে। সারকথা এই যে, জ্ঞানময় সত্তা (نفس ناطقة) জড় হইতে ভিন্ন একটি جوهر; ইহার জড় আকৃতি নাই।

কিন্তু যদি ইহার কোন জড় আকৃতি না থাকে অথবা যদি ইহা কোন যন্ত্র বা মাধ্যমের মুখাপেক্ষী না হয়, তবে রূহের জন্য দেহের প্রয়োজন কেন হইল? ইহা এই কারণে যে, দেহের পূর্বে রূহের ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; যখন দেহের সৃষ্টি হইল, তখন ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া রূহ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল। কিন্তু যদি রূহ ও দেহের মধ্যে এই একটি যোগসূত্র থাকে এবং যদি ইহাও স্বীকার করি যে, দেহের পূর্বে উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে ইহার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের কি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে? প্রমাণ এই যে, রূহ পূর্বাপর বা বর্তমান কোন অবস্থাতেই দেহের অধীন নহে; তদুপরি ইহা একটি جوهر بسيط বা অবিমিশ্র জাওহার যাহাতে ফানা ও বাকার ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরোধী (متضاد) ধারণা একত্র হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিবেচ্য কথা এই যে, ইব্‌ন সীনা রূহের ধারণাকে আকৃতির ধারণা হইতে পৃথক করিয়াছেন। তাহার নিকট রূহের অস্তিত্ব প্রথমত এইভাবে প্রমাণিত যে, রূহ একটি একক যাহার কারণে সমস্ত অনুভূতি সংক্রান্ত অবস্থার পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত, মূল (عينيه)-এর বিবেচনায় দেখা যায়, সাকারের আকৃতির পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহার অস্তিত্ব নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মধ্যযুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইত্যাকার প্রমাণাদির প্রভাব ছিল খুবই বেশী।

মানুষ ও ঊর্ধ্ব জগতের মধ্যে একাত্মতা (اتحاد) সম্ভব নহে, যাহা সম্ভব তাহা হইল সংযুক্তি (اتصال)। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌ন সীনা বলেন, বস্তুসমূহের সম্পর্কচ্ছেদের (تجريد) অর্থ এই নয় যে, আমরা এইগুলির মধ্যে কোন ভিন্ন অর্থ (مفهوم) সৃষ্টি করিতে চাহি অথবা ইহাও নহে যে, ঐগুলিকে কল্পনা (مخيلة) হইতে عقل-এর দিকে সরাইয়া নিতে চাহি। تجريد-এর উদ্দেশ্য হইল عقل-এর মধ্যে كلى ذاتى ও واجب الوجود-এর অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। মুজাররাদগুলির পত্তন (وضع) করা যায় না, ঐগুলিকে শুধু উপলব্ধি করা যায়। এরিস্টোটল ও ফারাবীর সহিত তিনি এই বিষয়ে একমত নহেন যে, মানবীয় عقل যখন عقل فعال-এর সহিত মিলিত হয়, তখন عقل ও معقول এক হইয়া যায়। যদি এইরূপ হইত, তবে আমরা চিন্তা (فكر) ও ধারণা (تصور)-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না। যদি কোন ধারণার বিষয় ও ধারণাকারী এক হইয়া যায় তবে স্পষ্টত ধারণার অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া যাইবে।

অধিবিদ্যা (ما بعد الطبيعيات) ঃ বা প্রাকৃতিকোত্তর অথবা যাহা জড়াতীত (metaphysics)- এরিস্টোটলের ন্যায় ইব্ন সীনার মতেও প্রাকৃতিকোত্তরের ভিত্তি ন্যায়শাস্ত্র (منطق)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহা আমাদের সময়কার গতানুগতিক মানতিক নহে, বরং সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে অতিপ্রাকৃতিক লোকে পৌঁছিবার চেষ্টা। ইব্ন সীনা বলেন, منطق-এর সূত্রগুলি জড় ও জড়াতীত উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকরী। عقل-এর পৃথকীকরণ যোগ্যতাও আমরা মানতিক-এর সূত্রগুলি হইতেই লাভ করি। ইহাদের অভাবে এক অস্তিত্বকে অন্য অস্তিত্ব হইতে পৃথক করা সম্ভব নহে। অস্তিত্ব (وجود) ও পদার্থ (شيء) এইরূপ দুইটি প্রাথমিক এবং بسيط مفهوم (অবিমিশ্র বোধশক্তিলব্ধ বা বোধশক্তির সহিত সম্পৃক্ত ধারণা) যাহার কোন সংজ্ঞা সম্ভব নহে। অস্তিত্ব جوهر ও اعراض —এই দুইয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। كثير؛ واحد فعل قوة؛ تام؛ ناقص؛ معلول؛ علة؛ حادث؛ قديم এই সবই অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য (اعراض) এই অবস্থায় ইহা বুঝা কঠিন নহে যে, কোন বস্তু ও আকার একে অন্য হইতে পৃথক। এই প্রকারে, যে সমস্ত জড় পদার্থের আকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দূরত্ব-নির্দিষ্ট, সেই সকল পদার্থের অস্তিত্বও অনুভব শক্তির আয়ত্তে আসিতে পারে। তদুপরি যদিও জড়-এর মধ্যকার দূরত্বের কারণে পদার্থ ও আকার উভয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু দূরত্বের মাধ্যমে রূপ লাভ করে না, কারণ দূরত্ব নিজেই হুবহু প্রতিষ্ঠিত থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারগুলির অবস্থাও ইহাই। ইহা আপন সত্তা বলেই সংযুক্ত বা নিযুক্ত নহে। সেইজন্য আমরা جسم-এর ধারণা مطلق-ভাবেও করিতে পারি। কিন্তু আকারের বাহিরে এরূপ একটি জিনিসও আছে, যাহা সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত এবং ইহাকে আমরা মাদ্দা (مادة) বলিয়া থাকি। পরিমাণ كميت আকারেরই একটি প্রকারভেদ (نوع); কিন্তু ইহা মাদ্দার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এইজন্যই দূরত্ব ও ঘনত্ব (حجم)— এই দুইয়ের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হইতে থাকে। আকার (صورة)-এর সম্বন্ধ মাদ্দার অনির্দিষ্ট অবস্থার সহিত। মাদ্দা ও সূরাত-এর মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে হইলে এই কথাটি অনুধাবন করিতে হইবে যে, আকার দূরত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি সংঘটিত (مصنوعي) বস্তু যাহা একটি রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হইতে আকারকে পৃথক করিয়া ফেলিলে মাদ্দা অনির্দিষ্ট থাকিয়া যাইবে। সুতরাং মাদ্দা এইরূপ একটি শক্তিও বটে যাহাতে সকল কর্মের সম্ভাবনা আছে। বস্তুত ইহা সাকার বস্তুর একটি ‘ইল্লাত ত বটেই এবং কাল হিসাবে ইহার অগ্রবর্তীও, কিন্তু ইহার অস্তিত্বের ‘ইল্লাত নহে। সুতরাং বিশ্বচরাচরের বিকাশের সোপানসমূহে মাদ্দা শুধু সূরাতই নহে, বরং সূরাত ও মাদ্দার সমন্বয়ে গঠিত জিস্ম অপেক্ষাও নিম্নতর পর্যায়ের বস্তু।

طبيعيات বা প্রাকৃতিকের বেলায় যেমন, তেমনি প্রাকৃতিকোত্তর (ما بعد الطبيعيات)-এর বেলাতেও ইব্ন সীনা কারণ চতুষ্টয় (العلل الاربعة)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মাদ্দা ও সূরাতগত ‘ইল্লাতসমূহের সম্পর্ক কেবল বাহির হইতেই (একটির সম্পর্ক فعل-এর সহিত এবং অপরটির সম্পর্ক আকার বা هيئة-এর সহিত)। তবে علة فاعلى ‘ইল্লাত অবশ্যই معلول-এর অগ্রবর্তী হইবে, যাহাতে علة فاعلة হইতেই معلول-এর প্রকাশ ঘটে। ‘ইল্লাত غائى ‘ইল্লাতসমূহের অন্যতম যেমন, তদ্রূপ উহা অন্য সমস্ত ‘ইল্লাতেরও ‘ইল্লাত। কারণ এই ‘ইল্লাতটি থাকিলেই অন্য সমস্ত ‘ইল্লাত সক্রিয় হয়। বলিতে গেলে, “ইল্লাত غائى-ই সব কিছুর কর্তা ও প্রথম গতিসঞ্চারক (محرك اول)। এমনি ‘ইল্লাত চতুষ্টয় যখন পরিশেষে ‘ইল্লাত غائى-এর সহিত একত্র হয় তখন জড় জগত ও ঐশী জগতের মধ্যে একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ একই সময়ে العلة الفاعلة অর্থাৎ সৃজনী কারণ ও العلة الغائية অর্থাৎ চূড়ান্ত কারণ উভয়ই। মাদ্দা ও সূরাত একে অন্যের কারণ নহে, বরং প্রত্যেকে ইহার নবোদ্‌গতদের (محدثات) ‘ইল্লাত। সেজন্য প্রকৃত ‘ইল্লাত হইল শুধু অবশ্যম্ভাবী সত্তা (واجب الوجود) এবং এইজন্য সমস্ত জিনিসের উদ্ভব ইহা হইতেই হয়। কিন্তু যদি একটি ‘ইল্লাতের মা'লূল শুধু একটিই হয় এবং একটি হইতে একটিরই উদ্ভব হয়, তবে আধিক্যের প্রকাশ কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, ওয়াজিবু'ল-ওয়াজূদ একই বটে এবং অবিমিশ্র (بسيط)। এইজন্য ফারাবীর বর্ণনামতে ইহা হইতে কেবল ‘আক্ল আওওয়াল-ই প্রকাশিত হইতে পারে; তবে ওয়াজিবু'ল-ওয়াজূদের সম্পর্কে ‘আক্ল আওওয়ালের অস্তিত্ব যেমন আবশ্যিক, তদ্রূপ যথাক্রমে عقل-এর সহিত দ্বিতীয় عقل-এর এবং দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয়ের সম্পর্ক এবং এইরূপে ক্রমানুসারে দশটি عقل-এর সম্পর্ক আবশ্যিক। ওয়াজিবু'ল-ওয়াজূদ (আল্লাহ্)-এর সত্তায় আধিক্যের লেশমাত্রও নাই, কিন্তু আমরা উহার সহিত صفات-এর সংযোগ স্থাপন করিতে পারি।

এইজন্য প্রশ্ন উঠে, ذات বা সত্তা কি? মানতিকবিদ ذات এবং ইহার محمول-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না, অথচ ইহাতে كل অর্থাৎ সমষ্টি এবং ইহার اجزاء অর্থাৎ ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তদ্রূপ পার্থক্য ذات ও ইহার محمول-এর মধ্যেও বিদ্যমান। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, ذات-এর বিভিন্ন সংখ্যক محمول (সিফাত) হইতে পারে।

ইব্ন সীনা ও ফারাবী উভয়ে বলেন যে, ذات ও وجود পরস্পর হইতে পৃথক। ফারাবীর মত, স্থিত বস্তুসমূহের (موجودات) জন্য যখন আমরা একটি ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ করি তখন ইহা স্বীকার করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে যে, সত্তা অস্তিত্ব নহে অথবা অস্তিত্বের আনুষঙ্গিকও নহে, এমনকি ممكن বা সম্ভাব্য-এর ذات-ও তাহার وجود হইতে পৃথক হয়। وجود একটি عرض বা অস্থায়ী অবস্থা, ইহা ذات-এর সহিত মিলিত হয়। এইজন্য واحد مطلق (absolute one-পরম একক) عرض নহেন, বরং তিনি عين ذات বা স্বয়ং সত্তা এবং এইজন্য عقل مطلق-এর সত্তায় জ্ঞান, জ্ঞানী ও জ্ঞাত (যথাক্রমে عاقل ও معقول) মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইব্ন সীনার মতে এই ‘আক্ল মুত্লাক সৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান নহে। তাঁহার নিজের ذات-এর অনুভূতি তাঁহার আছে এবং এই অনুভূতির ভিত্তিতে সৃষ্টির অনুভূতিও তাঁহার আছে। তিনি بالقوة অর্থাৎ তন্নিহিত শক্তিতে সমগ্র জ্ঞানায়ত্ত (معقولات) পদার্থ জগতের বাহক। তাই জ্ঞানায়ত্ত পদার্থসমূহের প্রকাশ আল্লাহ্ হইতেই হয়। তিনিই অবশ্যম্ভাবী সত্তা এবং সৃষ্টির রূপ প্রদানকারী। এই عقل فعال বা সৃজনী ‘আক্ল জ্ঞানায়ত্ত আকারসমূহকে রূহ্ দান করেন এবং রূহ্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারসমূহকে (صور محسوسة) বস্তুনিচয়ের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়।

অস্তিত্ব ও একত্ব যেইরূপ عرض বা অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য, كلية-ও তদ্রূপ বটে, কিন্তু এইরূপ শব্দসমূহ, যেইগুলির পিছনে কোন হাকীকাত (বাস্তব বস্তু) না থাকে সেইগুলি كليات-এর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। كليات-এর সম্পর্ক যেমন বস্তুনিচয়ের সহিত, তেমনি মন (ذهن)-

এর সহিত এবং এই দুইটি ছাড়া عقل فعال-এর সহিতও ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে।

অস্তিত্ব হয় আবশ্যিক (واجب) হইবে নতুবা সম্ভাব্য (ممكن) হইবে। মুমকিনের সত্তা ইহার অস্তিত্ব হইতে পৃথক, কিন্তু ওয়াজিবের সত্তা ইহার অস্তিত্ব হইতে পৃথক নহে। সম্ভাবনা (ইম্‌কান) ও অস্তিত্ব (ওয়াজূদ)-কে কেবল ذهن-এর সহিত সম্পর্কিতরূপে ধারণা করা ভুল। এইগুলি বাস্তব مفهوم بسيط (অবিমিশ্র) ও مطلق; এইজন্য তাহা বর্ণনার (توصيف) ঊর্ধ্বে। কারণ একের সংজ্ঞা দিতে হইলে অন্যের বরাত দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। ওয়াজিব, দ'ারূরী, ইম্‌কান, ইম্‌তিনা' বিষয়ক আলোচনাকালে ইব্‌ন সীনা দ'ারূরী (অবশ্য)-কে ওয়াজিব অপেক্ষা ব্যাপক (علم) বলিয়া মনে করিয়াছেন। ওয়াজিব কেবল অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে, কিন্তু দারূরী عدم অর্থাৎ অনস্তিত্ব ও ضرورة অর্থাৎ প্রয়োজন—উভয়ই জ্ঞাপন করে। একইরূপে ইম্‌কানেরও দুই অর্থ আছে। ইহার এক অর্থ ইম্‌কানু'ল-'আম বা ব্যাপক সম্ভাবনা, যাহা امتناع বা অসম্ভব হওয়ার বিপরীত এবং ইহার একটি মান্‌তিক সংক্রান্ত تصور রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ হইল, বিশেষ সম্ভাবনা বা ইম্‌কানু'ল- খাসস্‌। ইহা امتناع ও ضرورة এই দুয়েরই نفى (নেতি)-সূচক এবং ইহার মাফ্‌হূম সরাসরি অধিবিদ্যাগত।

সম্ভব (ممكن) এরূপ একটি অস্তিত্ব যাহার কোন 'ইল্লাত আছে, কিন্তু ওয়াজিব তাহাই যাহার কোন 'ইল্লাত নাই। আমরা ওয়াজিবকে প্রমাণিত করিতে পারি এবং তাহা এমন প্রমাণের সাহায্যে যাহাকে ইব্‌ন সীনা দালীলু'ল-ইম্‌কান অর্থাৎ মুম্‌কিন-এর প্রমাণ বলিয়াছেন। দলীল এই যে, মুম্‌কিনের অস্তিত্বের প্রমাণ ইহার মধ্যে ত বর্তমান নাই, সেইজন্য এমন একটি অস্তিত্বের প্রমাণের প্রয়োজন হয় যাহা সর্বপ্রকারের সম্ভাব্যতা হইতে মুক্ত। এমনিতেই প্রত্যেক মুম্‌কিন অন্য কোন মুম্‌কিনের 'ইল্লাত হইবে, কিন্তু এই ধারাকে সীমাহীন বিস্তৃতি দেওয়া যাইবে না। এই কারণে সর্বশেষ এইরূপ একটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয় যাহা কেবল সম্ভবই (মুম্‌কিন) নহে, বরং আবশ্যিক (ওয়াজিব)-ও বটে।

যদি আল্লাহ্ কারণসমূহের কারণ (علة العلل) হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্যসমূহের চরম লক্ষ্য (غاية الغايات)-ও বটেন। আবার যেহেতু শেষ কারণ (علة غائية) কোন অন্তে পৌঁছিবেই অর্থাৎ تناعى হইবে, সেইজন্য এই ধারাকে কোথাও শেষ করা দরকার। এই কারণে ইব্‌ন সীনা ইহাও বলেন যে, আমাদের নিকট প্রথম প্রারম্ভ (المبدأ الاول)-এর কোন প্রমাণ নাই, তিনি নিজেই সকল اثبات-এর اثبات বা সকল প্রমাণের প্রমাণ। আমরা তাঁহাকে বুর্‌হান-এর পথে পাইতে পারি না। তাঁহার কোন 'ইল্লাতও নাই, দলীলও নাই, সংজ্ঞাও নাই, বরং সমগ্র সৃষ্টি স্বয়ং তাঁহার প্রমাণ। এই পর্যায়ে আসিয়া ইব্‌ন সীনার দর্শন মিলিত হয় ধর্ম ও তাস'াওউফের সহিত।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, যেহেতু ইব্‌ন সীনা আল্লাহ্‌কে কারণসমূহের কারণ, চরম লক্ষ্য ও আদি প্রারম্ভ এবং অবশ্যম্ভাবী সত্তা মনে করেন, সুতরাং ইহার অর্থ এই হয় যে, তাঁহার সত্তা সর্বপ্রকারের ইম্‌কান, কুওয়াত ও মাদ্দা হইতে পবিত্র। তাঁহার না আছে কোন জিস্‌ম, আর না তিনি নিজে অন্য কোন জিস্‌মের মাদ্দা। তাঁহার না আছে কোন আকৃতি, আর না তিনি কোন আকৃতির জ্ঞানগত উপাদান (মাদ্দা মা'কূল) অথবা তিনি কোন জ্ঞানগত উপাদানের জ্ঞানগত আকারও নহেন। তিনি জ্ঞানও নহেন, ইচ্ছাও নহেন কিংবা জীবনও নহেন। এইগুলি তাঁহার বুনিয়াদী সিফাত নহে। এই সমস্ত সিফাতের সহিত যদি তাঁহাকে সম্পর্কিত করা হয়, তবে তাহাতে তাঁহার একত্বের ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু মু'তাযিলীগণের ধারণায় এইরূপ সিফাতের যোগ তাঁহার ওয়াহ্‌দানিয়্যাত-এর পরিপন্থী।

এরিস্টোটলের মতে ঐশী সত্তার পরিপূর্ণতা তাঁহার গতিহীনতার পরিণাম এবং গতিহীনতা হইল বিশ্বচরাচরকে না জানার পরিণতি। অন্যপক্ষে ইসলামের শিক্ষা এই যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। বিপরীত মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য মুসলিম দার্শনিকগণ নানা প্রকার প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন। ইব্‌ন সীনা বলেন যে, আল্লাহ্ বিশ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রশ্ন কেবল جزئيات বা খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে। আর খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান عمومى বা ব্যাপক। মানুষের মনে বস্তুসমূহের জ্ঞান একের পর এক এবং প্রমাণ মাধ্যমে আসে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাহা دفعة অর্থাৎ একসঙ্গে এবং স্থান-কাল-নিরপেক্ষভাবে আসে। অন্যপক্ষে যেহেতু ঐশী সত্তায় সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি প্রেমানুভূতি আছে, যাহা তিনি নিজস্ব পরিব্যাপ্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই কারণে জ্ঞান তাঁহার فعالية-এর একটি বুনিয়াদও বটে, বিশ্ব-জ্ঞান তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্যার সহজতর সমাধানের জন্য ইব্‌ন সীনা নব্য-আফ্‌লাতূনী صدور মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আদি 'ইল্লাত অর্থাৎ আল্লাহ্ صدور বা আত্মপ্রকাশের প্রয়াসী এবং فيضان অর্থাৎ বিকাশে সম্মত করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়।

اخلاق (ethics)ঃ নীতিবিদ্যা বিষয়ে ইব্‌ন সীনা এরিস্টোটলের সঙ্গে সঙ্গে আফ্‌লাতূনী ও নব্য-আফ্‌লাতূনী দর্শনও তাঁহার দৃষ্টি পথে রাখিয়াছেন। যেহেতু অবশ্যম্ভাবী সত্তা প্রতিটি বস্তুর প্রথম 'ইল্লাত ও শেষ লক্ষ্য (غاية), সেইজন্য বস্তুসমূহের প্রতি তাঁহার অনাদি করুণা আছে। মন্দের উৎস হইলঃ (১) অজ্ঞতা, দুর্বলতা, মন্দ স্বভাব ও অন্য প্রকারের চারিত্রিক অপূর্ণতা; (২) শোক ও দুঃখ, আবিলতা, বিষণ্ণতা, মনের দাসত্ব ইত্যাদি ও (৩) আত্মিক চাঞ্চল্য। তাকদীর (অদৃষ্ট) প্রসঙ্গে তিনি 'খায়রুহূ ও শাররুহূ মিনাল্লাহ্' অর্থাৎ অদৃষ্টের ভাল ও মন্দ আল্লাহ্ হইতে—এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং এই প্রশ্নে মু'তাযিলা ও জাবারিয়্যাগণের সহিত একমত নহেন। 'মন্দ' কোন শর্তশূন্য সিদ্ধান্ত (حكم مطلق) নহে। প্লেটোর ন্যায় তিনিও বলেন যে, প্রতিটি বস্তু হইতে তাহাই প্রকাশ পায় যাহার জন্য ইহার সৃষ্টি। এই সব সত্ত্বেও যেহেতু আল্লাহ্‌র অনাদি করুণায় সিদ্ধান্ত হইতে প্রথম 'ইল্লাতের মধ্যে অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেইজন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা ও খোদায়ী বা ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রমাণ মিলে। সক্রেটিস ও আফ্‌লাতূন (প্লেটো)-এর ন্যায় তিনিও সৌভাগ্য (endemonia)-কেই নীতিবিদ্যার চরম উদ্দেশ্য মনে করেন। ইহার উৎস হইল 'আক্‌লু'ল-আওওয়াল-এর সহিত সম্পর্ক (اتصال)। অবশ্য সক্রেটিস ও প্লেটোর মত তিনি বলেন না যে, নৈতিক চরিত্রের জন্য চিন্তার বিশুদ্ধতাই যথেষ্ট। তিনি চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব হইতে কর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথক করিয়াছেন; তবে তিনি যেন এই ব্যাপারে এরিস্টোটলের সহিত একমত যে, নৈতিকতার লক্ষ্য হইল অভ্যাসগতভাবে সৎ গুণাবলী অর্জন করা।

তাসাওউফ ও শারী'আত ঃ ইশারাত পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদ مقامات العارفين (তত্ত্বজ্ঞানিগণের স্থান) প্রসঙ্গে ইব্‌ন সীনা তাস'াওউফ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। عارف বা তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই যিনি

মানতিক ও 'ইল্‌ম-এর পথ হইতে সরিয়া আসিয়া حقيقة-এর নৈকট্য ও মিলন লাভ করিয়া عالم الهى বা আল্লাহ্‌র রাজ্যে উপনীত হন। 'আরিফগণকে কয়েকটি ঘাঁটি (مقام) পার হইতে হয় এবং তাঁহাদের বিভিন্ন স্তর (درجات) রহিয়াছে। ইহার বিভিন্ন পর্যায় আছে। زهد (অনাসক্ত জীবন), تقوى (সংযমশীলতা) ও رياضة (কৃচ্ছ্র সাধন), قال (মৌখিক স্বীকৃতি)-কে ক্রমে حال (আত্মিক মিলনজনিত বিস্মৃতির অবস্থা)-য় পরিণত করে। প্রসিদ্ধ সূফীতত্ত্ববিদ আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়রের নিকট লিখিত ইব্‌ন সীনার পত্রাবলী তাসাওউফের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়। এই বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি পুস্তিকাও আছে; যথা রিসালা ফি'ল-'ইশ্‌ক; রিসালা ফী মাহিয়্যাতি'স-সালাত; কিতাব ফী মা'না'য-যিয়ারা; রিসালা ফী দাফ্'ই'ল-গাম্‌ম মিনা'ল-মাওত ও রিসালাতু'ল-কাদ্‌র। প্রথমোক্ত চারিটি পুস্তিকা লাইডেন হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এবং Mehren-কৃত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও মূল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। রিসালাতু'ল-কাদ্‌র লাইডেন হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে حى بن يقظان-এর তুর্কী তরজমা শারাফু'দ-দীন য়ালতাকায়া কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল ও ব্যাখ্যা একত্রে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লাইডেন হইতে (মুদ্রণে মীখাঈল ইব্‌ন য়াহ্'য়া) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধের ভাষা রূপক বর্ণনামূলক (رمزى), ইহাই প্রতীয়মান হয়।

ইব্‌ন সীনার ইলাহিয়াত বা ঐশী তত্ত্ব ফারাবী ও রাসা'ইলু ইখওয়ানি'স-সাফা-এর সমন্বয়ে গঠিত। দার্শনিক স্বীকার করেন যে, 'আক্‌লের সকল পর্যায়ে ঈমান থাকা আবশ্যক। ঈমান ও 'আক্‌লের পরস্পর সম্পর্কের আলোচনায় তিন প্রকারের উক্তি করা যায়। যথা (১) 'আক্‌ল ও ঈমান একে অন্যের বিপরীত, সেইজন্য একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক রাখা প্রয়োজনীয় অথবা বলা যায় যে, (২) ঈমান 'আক্‌লের পরিপূর্ণ রূপ। সুতরাং ইহা 'আক্‌লকে পূর্ণতা দান করে, অথবা বলা যায় (৩) ঈমান কার্যত জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কারণস্বরূপ হয়। ইব্‌ন সীনা উপরিউক্ত দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থন করেন। শারী'আত হিক্‌মাত বা প্রজ্ঞার বিপরীত নহে। এইগুলির অস্তিত্ব পরস্পরের জন্য আবশ্যকীয়।

তিনি বলেন, রাসূলগণের মর্যাদা দার্শনিকগণের উর্ধ্বে এবং প্রত্যাদেশের (ওয়াহ্‌য়ি) স্থান হইল এক মহান ও উন্নত অনুভূতির অর্থাৎ একটি পবিত্র শক্তি (قوة قدسية)। ওয়াহ্‌য়ি, ইল্‌হাম ও رؤيا (স্বপ্ন)— এইগুলি আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞার অংশ। কিতাবু'ন-নাফ্‌স-এর শেষাংশে যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (باطنى حواس) উল্লেখ আছে, তাহার ইঙ্গিত ঐ পবিত্র শক্তির দিকে। এমনিতে যাহাদের অনুভব শক্তি প্রবল এমন কতক ব্যক্তি সূক্ষ্মতম সম্পর্কসমূহ হৃদয়ঙ্গম করেন এবং ইহাও সম্ভব যে, তাঁহারা বহু ঘটনার পূর্বাভাস প্রাপ্ত হন।

শারী'আতের কাজ হইল মানব জাতির সংশোধন। ইহার কাজ দ্বিবিধ—একটি প্রশাসনিক ও অন্যটি আধ্যাত্মিক। ইহাদের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীগণের যে সমস্ত ব্যাপারে এখতিয়ার থাকে, তাহা অন্য মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত। শারী'আত ও প্রজ্ঞা (حكمة)-এর ব্যাপারে ইব্‌ন সীনা শারী'আতের নিকটতর। এইজন্য তাঁহার সমস্ত দর্শন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের সহিত মিশিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের উপর তাঁহার প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য জগত ইব্‌ন সীনার প্রবল প্রভাব বহুলাংশে মানিয়া লইয়াছে। প্রথমে তাঁহার পুস্তকসমূহের অনুবাদ হইয়াছিল লাতিন ভাষায়। তৎপর এই সকল অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ও উহার টীকাভাষ্য প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁহার ভাবধারা পাশ্চাত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে মধ্যযুগে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ য়ুরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা, ধারণা, উদ্ভাবনা ও জ্ঞানভাণ্ডার, এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁহার নেতৃত্ব সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

Gundis Salinus ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি ইব্‌ন সীনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এইভাবেই ইব্‌ন সীনার মতবাদের ফলে মানুষের চিন্তাধারায় যে আলোড়ন শুরু হয়, তাহাতে খৃষ্টানদের দর্শনে অনুকূল ও প্রতিকূল—দুই প্রকার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। St. Thomas l'Aquini, যিনি ইব্‌ন সীনা অপেক্ষা আল-গ'যালী (র) কর্তৃক অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি ইব্‌ন সীনার দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, এমনকি ইব্‌ন রুশ্‌দের আবির্ভাব ও রেনেসাঁর সূত্রপাত সত্ত্বেও যখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় পট পরিবর্তন হইতেছিল, তখনও ইব্‌ন সীনার মতবাদ নব্য-দর্শনে বরাবর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিতেছিল। তাঁহার প্রভাবের প্রথম পর্যায় ছিল যখন তাঁহার পুস্তকাবলীর অনুবাদ হইতেছিল এবং জ্ঞানিগণ পূর্ণ আগ্রহে ১২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার মতবাদ অনুধাবন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল যখন পোপ এরিস্টোটলীয় দর্শনের পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিচারের আদেশ দেন (১২৬১ খৃ.)। তৃতীয় পর্যায় যখন টমাস প্রমুখ জ্ঞানী তাঁহার সমালোচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু টমাস সর্বদাই ইব্‌ন সীনার দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন।

টলেডোর Evak Raymond স্পেনে এই উদ্দেশে এক অনুবাদক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন যেন খৃষ্টান জগত 'আরব গ্রন্থকারগণের সহিত পরিচিত হইতে পারে। তাঁহাদের অনুবাদের কাল হইল ১১৩০ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি—যদিও এই অনুবাদের ধারা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রথমে এই অনুবাদ হয় 'আরবী হইতে ক্যাস্টিলী (Castilian) ভাষায় এবং পরে Johannes Hispalensis ক্যাস্টিলী হইতে লাতিনে অনুবাদ করেন। পরে Michael Scott (মৃ. ১২৩৬ খৃ.) ইব্‌ন সীনার বেশ কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতে ইব্‌ন সীনার চিন্তাধারা অবাধে গৃহীত হইতে থাকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রভাব শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়। এই সময়ে অধিকাংশ দর্শন পুস্তকের ভিত্তি ইব্‌ন সীনার ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এমনকি Roger Bacon-এর অধিকাংশ আলোচনা ইব্‌ন সীনার অনুকরণমূলক ছিল। আবার যেই সকল চিন্তাবিদ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার কোন কোন কথা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানের ও চিন্তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

ইব্‌ন সীনার নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীও প্রকাশিত হইয়াছেঃ (১) الارجوزة السينائية যাহার অপর নাম الارجوزة فى الطب লাখনৌ ১২৬১ হি.; (২) আস্‌বাবু হুদূছি'ল-হুরূফ, মিসর ১৯১৪ খৃ.; (৩) আল-ইশারা ইলা 'ইলমি ফাসাদি আহ্'কামি'ল-মুনাজ্জিমীন, ইহাকে রিসালা ফী রাদ্দি'ল-মুনাজ্জিমীনও বলা হয়, মুদ্রণ মিহ্‌রান, লুফান ১৮৮৫ খৃ.; (৪) রাফ্'উ'ল-মুদারৃরি'ল-কুল্লিয়্যা 'আনি'ল-'আবদানি'ল-ইন্‌সানিয়া, ইহা ইব্‌ন আবী বাক্‌র আর-রাশীর মানাফি'উ'ল-আগ'যিয়া পুস্তকের হাশিয়াতে মুদ্রিত, ১৩০৫ হি.; (৫) শিফা'উ'ল-আস্‌কাম ফী 'উলূমি'ল-হুরূফ ওয়া'ল-

আরকাম, মিসর ১৩২৮ হি.; (৬) আল-কাসীদাতু'ল-'আয়নিয়া, ত্রিশ চরণের একটি কবিতা; ইহা আল-কাসীদাতু'ল-গাররা' নামেও পরিচিত, লিথো. ১৬৩৫ খৃ.; বোম্বাই ১৩০৬ হি.; (৭) আল-কাসীদাতু'ল-মুয্দাওয়াজা ফি'ল-মানতিক, বন ১৮৩৬ খৃ.; (৮) মানতিকু'ল-মাশ্‌রিকায়্যিন, মাতবা'উ'ল-মুওয়ায়্যিদ, ১৩২৮ হি., ১৯১০ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ সা'ঈদ আল-আন্দালুসী, তাবাকাতু'ল-উমাম; (২) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আঃ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা' ফী তাবাকাতি'ল-আতিব্বা', কায়রো ১৮৮৩ খৃ.; (৩) ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী, তাবাকাতু'ল-হুকামা', কায়রো ১৩২৬ হি.; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, কায়রো ১২৯৯ হি.; (৫) ইসলাম ইনসাইক্লোপেদীসী, দ্র. ফারাবী, গাযালী, ইব্‌ন রুশ্‌দ; (৬) মুহাম্মাদ লুতফী জাম'আ, তা'রীখু ফালাসিফাতি'ল-ইসলাম ফি'ল-মাশ্‌রিক ওয়া'ল-মাগরিব, কায়রো ১৯২৭ খৃ.; (৭) T. J. de Boer, তা'রীখু ফালসাফাতি'ল-ইসলাম, 'আরবী অনু. মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হাদী আবূ রিদা', কায়রো ১৯৪৮ খৃ., এবং উর্দূ অনু. ডক্টর 'আবিদ হুসায়ন, মুদ্রণে জামি'আ মিল্লিয়্যা, দিল্লী ১৯২৭ খৃ.; (৮) মুসতাফা 'আবদু'র-রায্‌যাক, তাম্‌হীদ লি-তা'রীখি'ল-ফাল্‌সাফাতি'ল-ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৪৪ খৃ.; (৯) নাওফাল আফিন্দী, যুব্‌দাতু'স্‌-সাহা'ইফ ফী সুবাহাতি'ল-মা'আরিফ, বৈরূত ১৮৭৯ খৃ.; (১০) মুহাম্মাদ আল-বাহী, আল-জানিবু'ল-ইলাহী মিনা'ত-তাফ্‌কীরি'ল-ইসলামী, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (১১) ইব্‌ন সীনা, আশ-শিফা'; (১২) ঐ লেখক, আন্-নাজাত; (১৩) ঐ, আল-ইশারাত ওয়া'ত-তান্‌বীহাত; (১৪) ঐ লেখক, কিতাবু'ল-কানূন ফি'ত-তিব্ব (দেখুন 'উছমান আরগা'ন, ইব্‌ন সীনা বিবলিওগ্রাফীয়া, ইব্‌ন সীনা, Turkish Historical Society কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৭ খৃ.; (১৫) মুসতাফা ইব্‌ন আহমাদ, তাব্‌খীয (অথবা তাখ্‌বীয?) আল-মাতহূন, ইহা কানূন পুস্তকের অনুবাদ, রাগিব পাশা কুতুবখানা; (১৬) ইব্‌ন সীনা, তুর্ক-তারিখ ক্রোমি কর্তৃক ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; (১৭) মার'আশী মুসতাফা কামিল, ইব্‌ন সীনা, ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি.; (১৮) জা'ফার নাকদী, ইব্‌ন সীনা, তাদ্‌বীরু'ল-মানাযিল; (১৯) আবু'দ-দিয়া' তাওফীক, ইব্‌ন সীনা, ইস্তাম্বুল, আবু'দ-দিয়া' প্রেস; (২০) হিলমী দিয়া' আবি'ল-কিন, ইসলাম দোশিনজাহ্ সী, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ.; (২১) ইব্‌ন সীনা, হায়্য় ইব্‌ন য়াকজান (অনু. শারাফু'দ-দীন য়াল্‌তাকায়া (ইব্‌ন সীনা স্মারক গ্রন্থ, ১৯৩৭ খৃ.); (২২) জামীল সা'লাবাহ, Etude sur de metaphysique d' Avicenna; (২৩) A. F. Mehren, La philosophie d' Avicenne Museon ১৮৮৩ খৃ.; (২৪) Do, Vues theosophiques d' Avicenne, Museon, Louvain ১৮৮৬ খৃ.; (২৫) Do, L'Allegorie mystique (হায়্য় ইব্‌ন য়াকজান) অনুবাদ ও টীকাসহ, Museon, Louvre ১৮৮৬ খৃ.; (২৬) Do, L'Oseau (Kitaab altayr) traite, mystique d' Avicenne, Museon ১৮৮৭ খৃ.; (২৭) Do, Vues d' Avicenne Sur l'astrologie et surle rapport de la responsibilite humaine avec le destin, Museon ১৮৮৫ খৃ.; (২৮) Do, Les repports de la philosophie d'Avicenne avec l'Islam considere comme religion revelee et sa doctrine sur le develo-pement theorique et pratique de l'ame 1882 A. D.; (২৯) Haneberg, Zur Erkenntnisslehre von Ibn Sina und Albertus Magnus, Munich ১৮৬৬ খৃ.; (৩০) Samuel Landauer, Beitrage zur psychologie des Ibn Sina, Munich ১৮৭৩ খৃ.; (৩১) Max Horten, Das Buch der Genesung der Seele, শিফা' পুস্তকের জার্মান অনুবাদ, ১৯০৭ খৃ.; (৩২) Do, Texte zum streite Zwischen das Glauben (Farabi, Avicenna, Averroes), und Wissen im Islam, Bon ১৯১৩ খৃ.; (৩৩) T. J. de Boer, Geschichte der philosophie im Islam, ১৯০১ খৃ.; (৩৪) Leon Gauthier, La philosophie Musulmane, ১৯০০ খৃ.; (৩৫) B. Carra de Vaux, Avicenna, Paris ১৯০০ খৃ.; (৩৬) Vattier, La logique du fils de Sina, Paris ১৮৫৪ খৃ.; (৩৭) Forget, L'influence de la philosophie arabe sur la philosophie Scholastique (Reveu neo-Scholastique), পৃ. ৩৮৫-৪১০; (৩৮) C. Huit, Les Arabes et l'Aristotelisme (Les Annales de philosophie chretienne), Paris ১৮৯০ খৃ., ২১খ.; (৩৯) Munk, Ibn Sina (Diction-naire des sciences de Academie Francais), ১৮৮৫ খৃ.; (৪০) Do, Melanges de philosophie Juive et arabe, ১৮৮৬ খৃ.; (৪১) Aug. Schmolders, Essai sur les ecoles philosophique chez les Arabes et notamment sur de doctrine d' Algazzel, ১৮৪২ খৃ.; (৪২) G. Quadri, La philosophie arabe dans l'Europe medievale (Ibn Sina), আতালুবীকৃত অনুবাদ, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (৪৩) Etienne Gilson, Augustinisme Avicennisant (Arch. de Hist. doct. et litt. du moyen age); (৪৪) M. Goichen, La distinction de l'essence et de l'existence d'apres Ibn Sina, প্যারিস; (৪৫) Do, Le livre de la definition d' Ibn Sina; (৪৬) Do, Lexique de la philosophie d' Ibn Sina, Paris ১৯৩৮ খৃ.; (৪৭) ইব্‌রাহীম মাকদূর, L' orgnon d' Aristotle dans le monde arabe, Paris ১৯৩৪ খৃ.; (৪৮) E. Gilson, Avicenne et le point de Duns Scot Arch. d' Hist. de med., ১৯২৭ খৃ.; (৪৯) Goichen, Une Logique la logique d' moderne a l' epoque medieval Avicenne (Arch. d' hist. doct. et. litt. du moyen age), ১৯৪৮ খৃ.; (৫০) Do, La philosophie d' Avicenne et son influence en Europe medievale, ১৯৪৪ খৃ.; (৫১) Louis Gardet, Quelques aspects de la pensee avicenniene (Revue thomiste, ১৯৩৯ খৃ.); (৫২) Encyclopaedie de l'Islam, দ্র. "হিক্‌মা" (Huart) ও "ইশরাকিয়্যূন" (de Boer); (৫৩) M. S. Pinet, Compte rendu sur Avicenne (Revue des Etudes islamiques); (৫৪) E. Gilson,

Les sources greco-arabes de l'Augustinisme avicennisant (Arch. d'hist. doct. et litt. du moyen age, 1930); (৫৫) Do. Pourquoi saint Thomas a critique saint Augustin (ঐ সংগ্রহ, ১৯৩৬ খৃ.); (৫৬) ইব্‌ন সীনার পুস্তকাবলীর তালিকা 'উছ্‌মান আরগীন ব্যতীত Goichen-ও প্রস্তুত করিয়াছেন কাতিব চেলেবী ও ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী অনুযায়ী। দেখুন Goichen, La Philosophie d'Avicenne, প্রাথমিক অংশ। কয়েকটি ভ্রম এই গ্রন্থকার Distinction de l'essence et l'existence পুস্তকে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন সীনার মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকসমূহের একটি পূর্ণ তালিকা G. C. Anawati, Essai de Bibliographie Avicenniene (কায়রো ১৯৫০ খৃ.)-এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; (৫৭) A. R. Nicholson, A Literary History of the Arabs, পৃ. ৩৬০ প.; (৫৮) ইব্‌ন আল-ইবরী, তা'রীখ মুখতাসারি'দ্‌-দুওয়াল, পৃ. ৩২৫; (৫৯) ইব্‌ন কুতলুবুগা, তাজু'ত-তারাজিম, পৃ. ১৯; (৬০) আবু'ল-ফিদা', ২খ, ১৬১; (৬১) আল-বাগ'দাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, ৪খ, ৪৬৬; (৬২) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, পৃ. ২৪১; (৬৩) আদাবু'ল-লুগা, ২খ, ৩৩৬; (৬৪) লিসানু'ল-মীযান, ২খ, ২৯১; (৬৫) আল-ফিহ্‌রিস্‌তু'ত-তাম্‌হীদী, ৪৫৩, ৪৬৪, ৪৯৭, ৫১৬ হইতে ৫৬৬; (৬৬) ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযী, ইগ্‌াছাতু'ল-লহ্‌ফান, মিসর ১৩৫৭ হি., ২খ, ২৬৬; (৬৭) আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতি়কিয়্যীন, ১৪১ প.; (৬৮) আমীন মিরসী ইব্‌ন সীনার সমুদয় রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫০ খৃস্টাব্দে ইহা প্রচার করেন। ইহা দারু'ল-কুতুব আল-মিস্‌রিয়্যা-তে রক্ষিত আছে। আখ্‌বারু হিমায়াতি'ল-ইস্‌লাম, ইব্‌ন সীনা নম্বর, ২৫ জুন, ১৯৫৪ খৃ.; (৬৯) জামীল চেলেবী, ইব্‌ন সীনা; (৭০) জারুজ সাহ়াতা হাফ্‌ওয়ানী, মু'আল্লাফাত ইব্‌ন সীনা; (৭১) মাহ্‌মূদ আল-'আক্কাদ আশ-শায়খু'র-রা'ঈস ইব্‌ন সীনা; (৭২) বুলুস মাস্‌'আদ, ইব্‌ন সীনা আল-ফায়লসূফ; (৭৩) হামূদা গ'ারাবা ইব্‌ন সীনা বায়না'দ্‌-দীন ওয়া'ল- ফালসাফা; (৭৪) আশ-শাহ রাস্তানী, পৃ. ৩৪৮ প.; (৭৫) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, মুদ্রণ য়ালতাকায়া, স্তম্ভ ৯৪, ১৩১১, 'কানূন' শিরোনামে; (৭৬) আর-রাগি'ব, আয-যারী'আ, ২খ, ৪৮, ৯৬ ও ৭খ, ১৮৪; (৭৭) Leclerc, ১খ, ৪৬৬; (৭৮) Brockelmann, ১খ, ৪৫২ ও suppl., ১খ, ৮১২; (৭৯) A. Muller, Der Islam, ২খ, ৬৭ প.; (৮০) Encyelopaedia of Religion and Etheics, ২খ, ২৭২ প.; (৮১) Guiseppe Gabrieli, Avicenna; (৮২) E. G. Browne, Literary History of Persia, ১৯০৬ খৃ., ২খ, ১০৬-১১১; (৮৩) Do. Arabian Medicine, ১৯২১ খৃ.; (৮৪) H. G. Farmer, The Arabian Influence on Musical Theory, in JRAS, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৬১-৮০ ও in ISIS, ৮খ, ৫০৮-১১; (৮৫) K. Sudhoff, Planta noctis, ১৯০৯ খৃ.। ইব্‌ন সীনার 'কানূন'-এ উদ্ভিদ জাতীয় একটি রোগের উল্লেখ আছে। ইহা বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরই হয়। কানূনের লাতীন অনুবাদে ভুলবশত বানাত (স্ত্রীলোক) শব্দকে নাবাত (গাছপালা) পড়া হইয়াছে এবং অনুবাদে ইহার প্রতিশব্দ Planta ব্যবহৃত হইয়াছে (Sarton, ১খ, ৭১২); (৮৬) E.I.[2], ৩খ, পৃ. ৯৪১ প., লাইডেন ১৯৭৯ খৃ.।

সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/মোঃ রেযাউর রহীম

ইব্‌ন সীরীন (ابن سيرين) ঃ আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ, শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈগণের অন্যতম এবং হ'াসান আল-বাসরী (র) (দ্র.)-র সমসাময়িক এবং হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-র মুক্তদাস ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতা জারজারায়া-এর একজন কাসার বাসন-পেয়ালা নির্মাতা ছিলেন। খালিদ ইব্‌নু'ল-ওয়ালীদ (রা) তাঁহাকে ইরাকের 'আয়নু'ত-তাম্‌র কিংবা বায়সান হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। 'মু'জাম মা উস্‌তু'জিমা' গ্রন্থে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সীরীনকে 'আয়নু'ত- তাম্‌র-এর বন্দী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনা সঠিক বলিয়া স্বীকৃত নয়। কেননা 'আয়নু'ত-তাম্‌র বিজিত হইয়াছিল ১২ হিজরীতে এবং ঐ সময়ে ইব্‌ন সীরীনের জন্মও হয় নাই। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বায়সান-এর যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহা মুগীরা (রা) জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা সাফিয়্যা হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর দাসী ছিলেন। ইব্‌ন সীরীন দ্বিতীয় স্তরের হ'াদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বসরায় বসবাস করিতেন। তাঁহার ভগ্নি হাফসা ও কারীমা এবং ভ্রাতা আনাস, মা'বাদ ও য়াহ'য়া-এর ন্যায় তিনিও ধর্মভীরুতা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ, ৩৫৫ প.)। স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদানকারী (মু'আব্বির) হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। পরবর্তী লেখকগণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁহার নামে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। যথা মুন্‌তাখাবু'ল-কালাম ফী তাফসীরি'ল (তা'বীরি'ল)-আহ়লাম, কায়রো ১৮৬৮ খৃ. 'আবদু'ল-গ'ানী আন্‌-নাবুলুসী (দ্র.), তাছীর, ১খ,-এর টীকা-এ; কিতাবু'ত-তা'বীরি'র-রু'য়া, কায়রো ১২৮১ হি., লখনৌ ১৮৭৪ খৃ., কায়রো ১৮৯২ খৃ.; আরও দ্র. Hirschfeld, Verhandl. in. Kongresses Orient. internat. des XIII হামবুর্গ, পৃ. ৩০৭; Steinscheider, in Zeitschr. der Deutsch., Morgenl. Gesells., ১৭খ, ২৪৩ প.; Fischer, ঐ গ্রন্থ, পৃ. lxviii, ৩০৪, পরিশিষ্ট ২ এবং ইহাতে বর্ণিত বরাতসমূহ। ইব্‌ন সীরীন সম্ভবত ৩৩/৬৫৩ সনে মতান্তরে ৩৪/৬৫৪ সনে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরাতেই ৯ শাওওয়াল, ১১০/১৫ জানুয়ারী, ৭২৯ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ২২৬; (২) নাওয়াবী, সম্পা. Wustenfeld, ১০৬; (৩) ত'াবাক'াতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ৩খ, ৯; (৪) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ১/৭খ, ১৪০-১৫০; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াত, নং ৫৭৬; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ৯খ, ২৬৭; (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, ৬৮০; (৮) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ১৩৮; (৯) য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান, ১খ, ৩৩২ প.; (১০) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, লাইডেন ১৮৫১ খৃ., ১খ, ২৯৮; (১১) আল-খাতীব, তা'রীখ বাগ'দাদ, মিসর ১৯৩১ খৃ., ৫খ, ৩৩১ প.; (১২) আবূ নু'আয়ম, হিলয়া, ২খ, ৩৬৩ প.; (১৩) ইব্‌ন হ'াজার, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, ৯খ, ২১৪; (১৪) ইব্‌ন হ'াবীব, আল-মুহাব্বার, ৩৭৯, ৪৮০; (১৫) ইব্‌নু'ন- নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, সং, Flugel, ৩১৬; (১৬) য়াযলু'ল- মাযীল, ৯৫; (১৭) মু'জাম মা উসতু'জিমা, ১খ, ৩১৯; (১৮) Brockelmann, ১খ, ৬৬ [ও পরিশিষ্ট, ১খ, ১০২]।

T. Fahd (দা.মা.ই.)/এ. বি. এম. আবদুর রব

ইব্‌ন সুরায়জ (ابن سريج) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন 'উমার, ৩য়/৯ম শতকের প্রখ্যাত শাফি'ঈ 'আলিম ও তার্কিক। তাঁহার পিতামহ সুরায়জ (মৃ. ২৩৫/৮৪৯-৫০) একজন ধর্মপ্রাণ মুহ'াদ্দিছ' ছিলেন (ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, নুজূম, সম্পা. Juynboll, ১খ, ৭০৯ প.; কায়রো সং. ২খ, ২৮১ প.)। ইমাম শাফি'ঈ (র)-র বিখ্যাত সহচরদের পরে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ শাফি'ঈ 'আলিম গণ্য করা হয়। অধিকন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে আল-মুযানী [দ্র.] হইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়াছেন। আল-মুযানীর শাগরিদ 'উছ্‌মান ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনমাতী (মৃ. ২৮৮/৯০১) তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হইবেন—এই মর্মের হ'াদীছ'টি শাফি'ঈগণ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করেন। তিনি ফিক্‌'হের প্রশ্নে মন্ত্রী 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা [দ্র.]-র উপস্থিতিতে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন দাউদের সঙ্গেও তাঁহার পিতা দাউদ ইব্‌ন খালাফের সঙ্গে বিতর্ক করেন এই তথ্য অপ্রামাণিক নহে। ইহাতে উযীরের সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত বিতর্কে মাঝে মাঝে ঝটিকার সৃষ্টি হইত এবং এই সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম জীবনে ইব্‌ন সুরায়জ শীরায নগরীর কা'দী ছিলেন এবং মুহ'াদ্দিছ' হিসাবে অল্প-বিস্তর খ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জীবনের শেষদিকে 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা তাঁহাকে বাগদাদের কাদী নিয়োগ করিতে চাহিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইব্‌ন সুরায়জ কৌতূহলী হইয়া আল-জুনায়দ [দ্র.]-এর একটি অধ্যাপনা অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি সূফীবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ না করিলেও তৎপ্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করিতেন। আল-হ'াল্লাজ [দ্র.] সম্পর্কে আনু. ২৯৭/৯০৯ সনে তদন্ত শুরু হইলে তাঁহার সম্পর্কে একটি ফাতওয়া দিবার জন্য ইব্‌ন সুরায়জকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু হ'াল্লাজের ইলহামের উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা ঘোষণা করিয়া তিনি তাঁহার সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। তাঁহার চরিতকারগণ এই কাহিনী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। ইব্‌ন সুরায়জ ৫৭ বৎসর ৬ মাস বয়সে ৩০৬/৯১৮ (ফিহ্‌রিস্তের মতে ৩০৫) সনে বাগদাদ নগরীতে ইনতিকাল করেন।

চারি শতাধিক শিরোনাম (মুসান্নাফ)-বিশিষ্ট ইব্‌ন সুরায়জের বিপুল সাহিত্যকর্মের কিছুই সংরক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। আল-গ'াযালী কিতাবু'ল-ইনতিসার (আস্‌-সুব্‌কী কর্তৃক উল্লিখিত, ২খ, ৯৬) ও ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছামী 'কিতাবু'য্‌-যিয়াদাত' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কিতাবু'ল-ফুরূক ফি'ল-ফুরূ' (তাঁহার এই প্রকার সাহিত্য সম্পর্কে তু. Islamica,-২/৪, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৫০৫-৩৭) ও কিতাবু'ল-ওয়াদা'ই' (আমানত সম্পর্কে) আল-আসনাবীর নিকট ছিল। অন্যান্য উল্লিখিত শিরোনামের মধ্যে রহিয়াছে ঃ কিতাব মুখতাসার ফি'ল-ফিক্‌হ, কিতাবু'ল-হুন্‌য়া ফি'ল-ফুরূ', কিতাবু'ল-'আয়ন ওয়া'দ্‌-দায়ন ও কিতাবু'ল-ফারা'ইদ। (অবশ্য আস-সুব্‌কীর মতে কিতাবু'ল-খিসাল ফি'ল-ফুরূ' যে গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান নহে, সম্ভবত আবূ হ'াফ্‌স 'উমার রচিত, যিনি 'তায্‌কিরাতু'ল- 'আলিম ওয়া'ল-মুতা'আল্লিম' গ্রন্থেরও প্রণেতা। তাঁহার সম্পর্কে দ্র. আস-সুব্‌কী, ২খ, ৩১৩; Wustenfeld, নং ৭৫)। ইব্‌ন সুরায়জ তাঁহার প্রতিপক্ষীয় হানাফী, জাহিরী ও আহলু'ল-কালাম [দ্র. 'ইলমু'ল-কালাম]-এর বিরুদ্ধে আরও কতিপয় বিতর্কমূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি 'ইলমু'ল- কালাম সম্পর্কে কোন বিশেষ মতের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া জানা না গেলেও সম্ভবত এই কারণেই ফিহ্‌রিস্ত তাঁহাকে মুতাকাল্লিমগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ফলে আমরা শুনিতে পাই, তৎকর্তৃক কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা মুহাম্মাদ ইব্‌নি'ল-হাসান, কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা 'ঈসা ইব্‌ন আবান (হানাফী 'আলিম, মৃ. ২১২/৮৩৬), কিতাবু'ত-তাক'রীব বায়না'ল-মুযানী ওয়া'শ- শাফি'ঈ, কিতাব জাওয়াবি'ল-কাশানী, কিতাব ফি'র-রাদ্দি 'আলা ইব্‌ন দাউদ ফি'ল-কিয়াস ও "অন্য একটি গ্রন্থ যাহা শাফি'ঈদের বিরুদ্ধে ইব্‌ন দাউদের মতবাদ খণ্ডনে লিখিত" সম্পর্কে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২১৩; (২) আল-খাতীব 'আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ৪খ, নং ২০৪৪; (৩) আশ্‌-শীরাযী, ত'াবাক'াতু'ল-ফুকাহা', বাগদাদ ১৩৪৬ হি., পৃ. ৮৯ প.; (৪) য়াকূত, ইরশাদ, ৬খ, পৃ. ৩৮৯ প. (প্রসঙ্গত); (৫) আন্‌-নাওয়াবী, Biographical Dictionary, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৭৩৯-৪১; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, s.v. আহ'মাদ ইব্‌ন 'উমার; (৭) আয-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফফাজ, ত'াবাকা ১১, নং ৭৮, হায়দারাবাদ (Den) ১৩৭৭/১৯৫৮, ৩খ, ৮১১/১৩; (৮) তাজু'দ-দীন আস-সুবকী, আত-ত'াবাক'াতু'ল-কুব্‌রা, ২খ, পৃ. ৮৭-৯৬; (৯) F. Wustenfeld, Der Imam el-Schafi'i,ii, Gottingen 1891, no. 75 (based on Ibn Kadi Shuhba); (১০) ইব্‌ন তাগ'রীবির্‌দী, আন-নুজূমু'জ-জাহিরা, সম্পা. Juynboll, ২খ, পৃ. ২০৩; (১১) কায়রো সং., ৩খ, পৃ. ১৯৪; (১২) L. Massignon, আল-হাল্লাজ, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ৩৪, ১৬৪-৭; (১৩) Brockelmann, S.I. 306 ult. (প্রসঙ্গত); (১৪) মাস'আলাতু'স্‌-সুরায়জিয়্যা সম্পর্কে ঃ Goldziher, Streitschrift, পৃ. ৭৮ প.; (১৫) মূল 'আরবী পাঠ পৃ. ৫৭ প. (সম্পা. 'আবদু'র-রাহ'মান বাদাবী, কায়রো ১৩৮২/১৯৬৪, পৃ. ১৬৮); (১৬) L. Massignon, আল-হ'াল্লাজ, পৃ. ৫৮৬; (১৭) ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছামী, আত্‌-তুহফা ও ভাষ্যসমূহ কিতাবু'ত্‌-ত্'ালাক (সং, বূলাক ১২৯০ হি. ৩খ, ৪১৯ প.; কায়রো ১৩০৫ হি., ৭খ, পৃ. ১১২ প.)।

J. Schacht (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন সুরায়জ (ابن سريج) ঃ 'উবায়দুল্লাহ আবূ য়াহ্‌'য়া, 'আরবী সঙ্গীতে আদি হিজাযী মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। তিনি মক্কা নগরীতে ৪০/৬৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তুর্কী বংশীয় একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাঁহার মাতা বানূ মুত্তালিবের একজন মাওলাত (মুক্তদাসী)। তিনি নবী (স)-এর দানশীল ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফার (দ্র.)-এর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হইবার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বিলাপকারী (نائح)। তাঁহার কাজ ছিল জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ইব্‌ন মিস্‌জাহ (দ্র.)। তাঁহার সর্বপ্রধান শাগরিদ ছিলেন 'আল্‌-গারীদ (দ্র.), যিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্গীতে ছাড়াইয়া যান। মক্কা নগরীর সুধী মহল সঙ্গীতে ইব্‌ন সুরায়জ-এর দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক তাঁহাকে দামিশ্‌'কে আমন্ত্রণ জানান। ইসহাক আল-মাওসিলীর মতে তিনি ৬৮টি সুর রচনা করেন, ইহাদের ৬৩টি ছিল মৌলিক; তন্মধ্যে একটি "তিন শত নির্বাচিত সুর"-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি 'হাল্‌কা' ছন্দ রামাল ও হাযাজ পসন্দ করিতেন, কিন্তু 'ভারী' ছন্দগুলিতেও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি উপস্থিত সঙ্গীত রচনায় দক্ষ ছিলেন এবং ফারসী বাঁশি বাজাইতেন। তিনি 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ ও অন্য কবিদের কবিতায় সুর সংযোজন করেন। তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতারা অশ্রু রোধ

করিতে পারিত না। তাঁহার সঙ্গীত অন্তর হইতে উৎসারিত হইত, উহা মস্তিষ্কজাত ছিল না। তাঁহার কিছু সঙ্গীত তাঁহার জামাতা সা'ঈদ ইব্‌ন মাস'উদ আল-হুযালী-র নামে প্রচলিত। ইবন সুরায়জ ৯৬/৭১৪ সনে মক্কা নগরীতে গোদরোগে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রদত্ত অন্যান্য তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ ১২৬/৭৪৪ সাল। কাছীর ইব্‌ন কাছীর (আস-সাহ্‌মী) তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

ইব্‌ন ইস্‌হাক আল-মাওসিলী 'আখবার মা'বাদ ওয়া ইব্‌ন সুরায়জ' (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৪১, ৯) ও আবূ আয়্যুব আল-মাদীনী 'কিতাব ইব্‌ন সুরায়জ' রচনা করেন (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৪৮, ৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগ'ানী, নির্ঘণ্ট, বিশেষ করিয়া ৩য় সং, ১খ, ২৪৮-৩২৩; (২) Farmer, Ar. music, নির্ঘণ্ট।

J.W. Fuck (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

ইব্‌ন সুলায়ম আল-আস্‌ওয়ানী (ابن سليم الاسوانى) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ, ফাতি'মী বংশীয় ধর্ম প্রচারক (داعى দা'ঈ তুর্কী ধর্ম প্রচারক), (كتاب اخبار النوبة والمقرى وعلوة والمجة والنيل)-এর গ্রন্থকার। আনু. ৩৬৫/৯৭৫ সনে জাওহার আল-সিকিল্লী [দ্র.] এক বিশেষ দৌত্যকার্যে তাঁহাকে নুবিয়ার রাজদরবারে পাঠান। তিনি নুবিয়ারাজ জর্জ বাকত (bakt) [দ্র.]-কে (বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত কর) প্রদান পুনরায় শুরু করিতে রাযী করান, যাহা ইতোপূর্বে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ রাজপরিবারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হন। তিনি নুবিয়া দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য আলওয়া এলাকা পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তিনি যে বাজাওয়া উপজাতীয় অঞ্চল সত্যই সফর করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। কেবল মাকরীযী আল-খিতাত' পুস্তকে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু 'নাশক্‌'ল-আযহার' কিতাবে ইব্‌ন ইয়াস যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও আল-আসওয়ানীর গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। শেষোক্ত অংশগুলি পূর্বোক্ত উদ্ধৃত অংশের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, অদ্যাবধি সংরক্ষিত ঐ অনুচ্ছেদগুলিই প্রাচ্যের 'বিলাদু'স-সূদান' সম্পর্কিত প্রধান ঐতিহাসিক উৎসসমূহের অন্যতম। উহা চারি রকমের উপাত্ত সরবরাহ করেঃ অঞ্চলটির ভৌগোলিক জরিপ, উহার ঐতিহাসিক পটভূমি, সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কিত সারগর্ভ বিবরণ ও কয়েকটি পৌরাণিক গল্প।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাকরীযী, খিতাত, কায়রো, ১৯২২ খৃ., ৩খ, পৃ. ২৫২-৭৮; (২) ঐ লেখক, আত-তারীখু'ল-কাবীর আল-মুকাফফা, Bibl. Nat., প্যারিস, MS arabe 2144, v, পত্রক ২২৭-৮; (৩) Krackovskiy, Iz. Soc., iv, পৃ. ১৯২-৩ এবং তথায় উল্লিখিত সূত্রাদি; (৪) ইব্‌ন ইয়াস, নাশক্‌'ল-আয্‌হার ফী 'আজা'ইবি'ল-আক'তার, British Museum, London, MS. Add. ৭৫০৩, পত্রক ৭২ এ, ৭৩ বি, ৭৪ বি, ৭৬এ-৭৯ বি; (৫) Brockelmann, S I, পৃ. ৪১০; (৬) Y. F. Hasan, The Arabs and the Sudan, Edinburgh ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৯১-২, ১৯০-২; (৭) য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ২৪৭, ৩৩৯, ৫খ, ১৪৭, ৩০৮-৯।

য়ূসুফ ফাদ্‌ল হাসান (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌ন সূদা (সাওদা) (ابن سودة) ঃ ফেয-এর এক আন্দালুসী পরিবারের কয়েকজন বিখ্যাত মালিকী 'আলিম ও কাদীর নাম। উক্ত পরিবারটি ফেয-এর ৮০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাওদা (বর্তমান নাম ফাসু'ল-বালী) নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং সেইজন্য তাও'দী নামে পরিচিত।

১। আবু'ল-কা'সিম ইব্‌ন আবী মুহা'ম্মাদ কা'সিম ইব্‌ন সূদা আল-মুর্‌রী আল্‌-গারনাতী, ২৫ শাওওয়াল, ১০০৪/২২ জুন, ১৫৯৬ সনে ফেয-এ ইনতিকাল করেন। তিনি তাযা, মার্‌রাকুশ এবং ফেয-এর কা'দী ছিলেন (দ্র. আর-ইফ্‌রানী, সাফওয়া মানি'ন্‌তাশার, পৃ. ১০৬; আল-কাদিরী, নাশ্‌রু'ল- মাছানী, ১খ, ৩৪; আল-কাত্তানী, সাল্‌ওয়াতু'ল-আন্‌ফাস, ২খ, ৬১; Levi- Provencal, Chorfa, নির্ঘণ্ট)।

২। মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন সূদা (মৃ. ১০৭৬/১৬৬৬) ফেয-এর কাদী ছিলেন (দ্র. Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ৪০২)।

৩। আবূ 'আবদিল্লাহ মুহা'ম্মাদ ইব্‌নু'ত্‌-তা'লিব আত্‌-তাওদী, ২৯ যু'ল-হিজ্জা, ১২০৯/১৭ জুলাই, ১৭৯৫ সনে ফেয-এ ইনতিকাল করেন। তিনি বানূ সূদার সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন, এমনকি Levi-Provencal (Chorfa, পৃ. ৩৩২) তাঁহাকে মরক্কোতে জন্মগ্রহণকারী খ্যাতনামা 'আলিমদের শ্রেষ্ঠতম' বলিয়া মনে করেন। ফেয-এর নেতৃস্থানীয় 'উলামা-'র শিষ্যত্ব বরণের পর তিনি সূফ'ীবাদে দীক্ষিত হন। অতঃপর তাঁহার নিজ শহরে তাফ্‌সীর, হা'দীছ', ফিক্‌হ, তাস'াওউফ, কালাম, যুক্তিবিদ্যা ও উসূল শিক্ষাদান করেন। তাঁহার অগাধ জ্ঞানের জন্য তিনি সম্মানসূচক শায়খু'ল-জামা'আ (شيخ الجماعة) উপাধি লাভ করেন। ১১৯১/১৭৭৭-৮ সনে তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশে মক্কা গমন করেন এবং পবিত্র নগরীগুলিতে ও কায়রোতে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি অনেক ভাষণ দেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাজু'ল-'আরূস-এর প্রণেতা শায়খ মুরতাদা আয-যাবীদীর সহিত মিলিত হন। এই গ্রন্থে س-و-د শিরোনামাধীন তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। ফেয-এ তিনি তাঁহার সময়কার অধিকাংশ মরক্কোবাসীর ও বিখ্যাত 'আলিমগণের, বিশেষভাবে ইব্‌ন 'আজীবা (দ্র.)-র শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নের কয়েকটি উল্লেখযোগ্যঃ (১) তালি'উ'ল-আমানী 'আলা শারহি'য-যারকানী (দ্র.); (২) ইব্‌ন 'আসিম (দ্র.) প্রণীত তুহ্‌ফা-র একটি শার্‌হ, কায়রো, আত্‌-তাসূলী প্রণীত তুহফা-র ভাষ্যের হাশিয়ায়); (৩) আয'-যাক্কাক (দ্র.) প্রণীত লামিয়্যা-র ভাষ্য (পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৪৮৬, এই শার্‌হটি একটি টীকারও বিষয়বস্তু, পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৪৩৮); (৪) যাদু'ল-মুজিদ্দ আস-সারী ফী মাতালি'ই'ল-বুখারী, স'াহীহ বুখারীর একটি ভাষ্য, ফেয-এ প্রকাশিত, ১৩২৮-৩০ হি., ৪ খণ্ডে; (৫-৬) আদ্‌-দাও'উ'ল-লামি', খালীল [দ্র.]-কৃত শারহি'ল-জামি' সম্পর্কিত পাণ্ডু. রাবাত, ৪০, ৫১৪), আরও তাকয়ীদ 'আলা'ল-জামি' আল-মানসুব লি-খালীল (পাণ্ডু. রাবাত, নং১৪১৪); (৭) মানাসিকু'ল-হাজ্জ; (৮) তুহ্‌ফাতু'ল-ইখওয়ান (পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৩৯৫; পাণ্ডু. the Real Acad. de Cordoba [দ্র. আল-মুলক, ৪খ. (১৯৬৪-৫ খৃ., পৃ. ১০৮)]; (৯) পরিশেষে একটি ফাহ্‌রাসা [দ্র.] (পাণ্ডু. রাবাত, নং ৪১৪ bis)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইফ্‌রানী, সাওফা, পৃ. ১৫৯; (২) নাসিরী, ইস্‌তিকসা', ৪খ, ১৩৪; (৩) কাত্তা'নী, সাল্‌ওয়া, ২খ, ৭১; (৪) ফুদায়লী, আদ্‌-দুরারু'ল-বাহিয়্যা, ২খ, ২৯৪; (৫) Levi-Provencal, Chorfa, ৩৩২-৪; (৬) 'আ. গান্নুন, আন-নুবূগু'ল-মাগ্‌রিবী, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ১খ.,

২৯৩-৪; (৭) Brockelmann, পরি. ২, ৬৮৯ (আরও দ্র. পরি. ১, ২৬৩ ^{২}৪, পরি. ২, ৩৭৫)।

৪। আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ (১১৫৩-১২৩৫ /১৭৪০-১৮২০), উপরিউক্ত জনের পুত্র ও শাগরিদ। তিনি ফেয-এর কা'দী ছিলেন এবং আন-নাওয়াবীর "চল্লিশ হা'দীছ"-এর একটি ভাষ্য প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (পাণ্ডু. রাবাত, নং ৫৫)। আল-কাত্তা'নী, সাল্‌ওয়া, ১খ, ১১৫; Levi-Provencal, Chorfa, ১খ, ১১৫।

৫। আবু'ল-ফাদ্‌ল আল-'আব্বাস ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ, ২৬ জুমাদা'ল-উলা, ১২৪১/৬ জানুয়ারী, ১৮২৬ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি ফেয-এর কাদী ছিলেন (দ্র. আল-কাত্তানী, সাল্‌ওয়া, ১খ, ১১৬; Levi-Prvenal, Chorfa, নির্ঘণ্ট)।

৬। আবূ 'ঈসা মুহা'ম্মাদ আল-মাহ্‌দী ইব্‌ন আত-তা'লিব মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ (১২২০-৯৪/১৮০৫-৭৭), ইনিও একজন মালিকী ফাকীহ' ও ভাষা বিজ্ঞানী ছিলেন। ১২৬৯/১৮৫৩ সনে তিনি মক্কায় হজ্জ পালন (الحجازية) নামক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও অনেক টীকা গ্রন্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাশিয়া 'আলা শারহি'স- সামারকান্দী [দ্র.] 'আলা'র-রিসালাতি'ল-'আদুদিয়্যা (حاشية على شرح السمرقندى على الرسالة العضدية), আল-ঈজী [দ্র.] কর্তৃক প্রণীত (পাণ্ডু. রাবাত, নং ৩০৯) ও কিতাব ফি'ররাদ্দ 'আলা তা'লীফ মুহা'ম্মাদ আকানসূস (كتاب فى الرد على تأليف محمد أكنسوس) [দ্র. আকান্‌সূস] (পাণ্ডু. রাবাত, ৫১৩)।

৭। আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-কাস্‌র-এর কা'দী এবং ফেয-এ ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি যু'ল্‌-কাদা ১২৯৯/অক্‌টোবর ১৮৮২ সনে ইনতিকাল করেন (দ্র. আল-কাত্তানী, সাল্‌ওয়া, ১খ, ১২১; Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ৩৮০)।

৮। আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন আত-তালিব (১২৪১-১৩২১/ ১৮২৬-১৯০৩), ধর্ম ও ভাষা বিজ্ঞানে একজন বড় বিদ্বান ব্যক্তি, ১২৮০/ ১৮৬৩-৪ সনে আযেম্মোর-এর, অতঃপর ১২৯২/১৮৭৫ সনে তান্‌যিয়ার-এর এবং সর্বশেষে ১২৯৪/১৮৭৭ সনে মেক্‌নেস-এর কা'দী ছিলেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি প্রচারকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অত্যধিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ আল-বুখারীর সা'হীহ' গ্রন্থের একটি টীকা, বাস্‌মালা (بسملة) বিষয়ক একটি রিসালা ও রাফ'উ'ল-লুব্‌স ওয়া'শ-শুবুহাত 'আন্‌ ছুবূতি'শ-শারাফ মিন্‌ কিবালি'ল- উম্মাহাত (رفع اللبس والشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الامهات) নামক একটি গ্রন্থ, কায়রো ১২৩১ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত আরও দ্র.ঃ (১) দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ২০৮-৯; (২) সুলায়মান আল-হাওওয়াত (১১৬০-১২৩১/১৭৪৭-১৮১৬) আর্-রাওদা'তু'ল-মাক্‌সূদা ওয়া'ল-হুলালু'ল-মাম্‌দূদা ফী মা'আছির বানী সূদা নামক একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি বানূ সূদা পরিবারের একটি জীবন চরিত। ইহাতে উক্ত গোত্রের শুরু হইতে মুহা'ম্মাদ আত্‌-তাওদী (নং ৩) পর্যন্ত, যিনি আল-হাওওয়াত-এ শিক্ষক ছিলেন, তৎপুত্র আবু'ল-'আব্বাস (নং ৪) পর্যন্ত, এমনকি তাঁহার পৌত্র আবু'ল-ফাদ্‌ল (নং ৫) পর্যন্ত, যিনি আবার লেখকেরই ছাত্র ছিলেন—এই সকল মনীষীর জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থটির একটি মাইক্রোফিল্ম রাবাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন হাওকাল (ابن حوقل) ঃ আবু'ল-কা'সিম মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আলী (আন্‌-নাসীবী, আল্‌-বাগ'দাদী, দ্র. কাশ্‌ফু'জ-জুনূন), ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন খ্যাতিমান পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ। তিনি তাঁহার সমসাময়িক আল্‌-মুকাদ্দাসী (দ্র.)-র সহযোগিতায় স্বীয় ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের (عيان) আলোকে ভূগোলশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দান করেন।

তাঁহার জীবনকাল সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। তিনি উত্তর মেসোপটেমিয়া (আল্‌-জাযীরা)-র অন্তর্গত নাসীবীন শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি বাল্য জীবনের কয়েক বৎসর জন্মভূমিতেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৭ রামাদা'ন, ৩৩১/১৫ মে, ৯৪৩ সাল হইতে তিনি পরপর কয়েকবার তাঁহার স্মরণীয় ভ্রমণকার্যে বাহির হন (দ্র. কিতাবু সূরাতি'ল- আর্‌দ, ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৩)। ৩৩৬-৪০/৯৪৭-৫১ সালে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, সাহারার দক্ষিণাঞ্চল, ৩৪৪/৯৫৫ সালে মিসর ও উত্তরাঞ্চলীয় মুসলিম দেশসমূহ, আর্মেনিয়া, আযারবায়জান, ৩৫০-৮/৯৬১-৯ সালে আল-জাযীরা, 'ইরাক, খুজিস্তান ও ফারস, আনুমানিক ৩৫৮/৯৬৯ সালে খাওয়ারায্‌ম ও ট্রান্সঅক্সানিয়া এবং সর্বশেষে ৩৬২/৯৭৩ সালে সিসিলী পরিভ্রমণ করেন। এসব দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার জীবনকাল সম্পর্কে কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়; অবশ্য তাঁহার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য দলীল পাওয়া যায় না।

প্রায় নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, ইব্‌ন হাওকাল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার ব্যপদেশে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় পূর্বসূরী আল্‌-জায়হানী, ইব্‌ন খুররাদায্‌বিহ, কুদামা প্রমুখ পর্যটকের রচিত গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার রচনায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য, উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত উল্লেখ এই কথার প্রমাণ দেয় যে, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁহার রচনায় ফাতি'মীদের ধর্ম-দর্শনের প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রদর্শন হইতে আমরা তাঁহার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের আভাষ পাই যে, ফাতি'মীদের আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তথাপি ইহা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, তিনি ফাতি'মী মতবাদের প্রচারক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে নুবিয়া (Nubia) কিংবা উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা এবং উমায়্যা শাসনাধীন স্পেন ও কালবীর সিসিলী সম্পর্কে ইব্‌ন হাওকাল-এর মন্তব্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মিসরে ফাতি'মীদের শাসনের বিরুদ্ধে কখনও কখনও তাঁহার সমালোচনা কঠোর পেশাগত বিবেচনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। Dozy-র মতে ইব্‌ন হাওকাল ফাতি'মী খলীফাদের অধীনে গোয়েন্দার চাকুরী করিতেন।

সিসিলী সম্পর্কিত রচনা (যাহা এখন বিদ্যমান নাই) ছাড়া ইব্‌ন হাওকাল-এর প্রধান রচনা মুসলিম দেশসমূহের বিবরণ, যাহা কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক' (كتاب المسالك والممالك) অথবা 'কিতাবু- সূরাতি'ল-আর্‌দ (كتاب صورة الارض) নামে খ্যাত। মূল গ্রন্থটির যথার্থ ইতিহাস নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিভিন্ন সম্পাদনায় পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণটি হামদানী বাদশাহ সায়ফু'দ-দাওলাকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। সুতরাং উহা ৩৫৬/৯৬৭ সনের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কারণ এই সনেই বাদশাহ সায়ফু'দ-দাওলা ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় সংস্করণটি (যাহা ঐ রাজবংশের

সমালোচনায় পরিপূর্ণ ছিল) অন্য এক ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত ছিল, তাঁহার পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। এইটি অবশ্যই আনুমানিক ৩৬৭/৯৭৭ সালে রচিত হইয়া থাকিবে। পরিশেষে ৩৭৮/৯৮৮ সন নাগাদ গ্রন্থটির একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হওয়ার দরুন গ্রন্থটিতে বিভিন্ন দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষত সিসিলীর একাধিক বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি গোলমেলে বিষয় হইল আল-ইস্‌তাখরী (দ্র.)-র মূল গ্রন্থ হইতে কমবেশী বদলাইয়া তিনি যাহা আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা। A. Miquel-এর মতে (দ্র. E.I.², শিরো. ইব্‌ন হাওকাল) ইহাই ইব্‌ন হাওকাল স্বীয় বর্ণনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন হাওকাল-এর রচনা হইতে কোনও বিশদ বর্ণনা দেওয়া যায় না বা কোনও রায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না—আলোচ্য অংশগুলির মূল সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে। অধিকন্তু ধৈর্য সহকারে ও সুসংবদ্ধভাবে মূল গ্রন্থ দুইটির মধ্যে তুলনা করিলে পূর্বসূরী অপেক্ষা ইব্‌ন হাওকাল-এরই অধিক মৌলিকত্ব প্রমাণিত হয়। মোটামুটি এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, অভিপ্রেত ধারায় বিশেষ পরিবর্তনের কথা বাদ দিলে যাহা ইব্‌ন হা'ওক'লের মতে তিনি প্রকাশভঙ্গী জোরাল করা, বাক্যাংশ সম্প্রসারণ করা কিংবা ইস্‌'তা'খরীর মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রদান করার নিমিত্ত করিয়াছিলেন, এক কথায় ইব্‌ন হা'ওক'লের সব পরিবর্তন-পরিবর্ধন তাঁহার রচনাকে প্রশস্ততা ও বিশেষত্ব দান করিয়াছে, যাহা পরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইতে অতুলনীয়রূপে ব্যাপকতর ও মূল্যবান, যদিও পূর্ববর্তীটিও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান।

শুরুতেই এই কথা বলা যায় যে, ইব্‌ন হা'ওক'ল সম্ভবত আল-বাল্‌খী (দ্র.)-র ভৌগোলিক চিন্তাধারায় লিখিত রচনাবলীর সংশোধনী আকারে তাঁহার নিজের অবদান রাখা ছাড়া অধিক কিছু করিতে চাহেন নাই। আল্‌-ইস্‌'তাখরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ও অনুপ্রেরণা লাভের ব্যাপারে তিনি যেই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা ছিল মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রের একটি সংগ্রহমাত্র, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইব্‌ন হা'ওক'ল তাঁহার ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন। তাঁহার ভ্রমণলব্ধ নানা তথ্য তাঁহাকে এই গ্রন্থের মূল পাঠ রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করে, যাহা আল্‌-বালখীর গ্রন্থে, এমনকি আল-ইস্‌'তাখরীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে গৌণ ছিল। কারণ উহা প্রাথমিকভাবে সূরা মা'মূনিয়্যা (صورة مأمونية)-এর পুরাতন প্রথা অনুযায়ী মানচিত্রসমূহের ভাষ্য ছিল মাত্র। অতএব ইব্‌ন হা'ওক'ল-এর পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল উক্ত ভাষ্যকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনায় রূপান্তরিত করা, ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা এবং মানচিত্র ছাড়াই একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে পরিণত করা।

ইব্‌ন হা'ওক'ল-কৃত আর এক ধরনের পরিবর্তন এই ছিল যে, ইসলামী দুনিয়ার সাধারণ কাঠামো কিংবা বিস্তারিত বিবরণের সহিত প্রতিটি প্রদেশের সীমানা একের পর এক আলোচনা না করিয়া তিনি এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গী [যেমন আল-জায়হানী (দ্র.)-র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়] গ্রহণ করত তাঁহার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশ, মুসলিম দেশসমূহের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন। তুর্কী খাজার, দক্ষিণ ইতালীর শহরসমূহ, সূদানী ও নূবীয়দের সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলি এই ধরনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

মুসলিম অঞ্চলের ব্যাপারে তিনি অনুরূপভাবে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছেন, আর এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাসমূহ পশ্চিমী দেশসমূহ তথা মরক্কো, স্পেন, মিসর, সিসিলী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ, বিশেষত খুরাসান ও ট্রান্স-অক্সানিয়া সম্পর্কে লিখিত। তাহাদের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, শুধু এইসব পৃষ্ঠায় আমাদের মানোযোগ সীমিত রাখা ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন হাওকাল তাঁহার পূর্বসূরীর রচনায় নিজস্ব রচনার সীলমোহর অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিশেষ কোন বর্ণনার সংশোধন দ্বারাই হউক কিংবা শব্দাবলী বা ছন্দসমূহের বিন্যাসের সংশোধন দ্বারা। তাঁহার এই কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহার যুগেই গ্রন্থটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কোন অঞ্চলকে সেই সময়ে তিনি স্বচক্ষে যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার যথাযথ বর্ণনা প্রদান করার ব্যাপারে তাঁহার অবিরাম প্রচেষ্টা এবং দূর বা অতি সাম্প্রতিক অতীতের ব্যাপারে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি প্রদান—তাঁহার রচনাকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করা ছাড়াও ঐতিহাসিকের নিকট প্রশ্নাতীত মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রমে অর্থনৈতিক বিষয়াদির বর্ণনার ব্যাপারে ইহা বিশেষরূপে সত্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কৃষিজ ও শিল্প দ্রব্যাদির তুলনায় দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্যাদির প্রতি ইব্‌ন হা'ওক'ল-এর আসক্তি খুব কমই ছিল; দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট কোন যুগের কিংবা কোনও সন্দেহাতীত নিয়মের ভিত্তিতে যে কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা করিতে তিনি সমর্থ ছিলেন। তিনিই সেই যুগের একমাত্র 'আরব ভৌগোলিক যিনি তাঁহার বর্ণনায় বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের বাস্তব ও সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন।

De Goeje ১৮৭৩ খৃ. লাইডেন হইতে ইব্‌ন হা'ওক'ল-এর গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। লাইডেন হইতে ১৯৩৮ খৃ. Kramers কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ এখন উহার স্থান দখল করিয়াছে। Kramers-এর মূল পাঠের অনুবাদ G. Wiet-এর সংশোধন ও সংযোজনসহ Configuration de la terre শিরোনামে ১৯৬৪ খৃ. প্যারিস-বৈরূত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ J. H. Kramers ও G. Wiet-এর ভূমিকা ছাড়াও আমরা এখানে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী হইতে অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থাদির বিবরণ পেশ করিতেছি, যাহাতে আলোচ্য বিষয়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ঃ (১) Brockelmann, ১খ, ২৩৩, পরি. ১, ৪০৮ ; (২) কাহ্‌'হা'লা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ১১খ, ৫; (৩) R. Blachere ও H. Darmaun, Extraits des principaux geographes arabes du Moyen Age, প্যারিস ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ১৩৪-৬; (৪) I. Yu. Krackovskiy, Arabskaya geograficeskaya Literatura, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৯৮-২০৫; (৫) 'আরবী অনুবাদ (অধ্যায় ১-১৬ অদ্যাবধি প্রকাশিত) স. দ. 'উছ'মান হাশিম কর্তৃক, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২০০-৫; (৬) F. Gabrieli, Ibn Hawqal e gli Arabi de Sicilia, L'Islam nella storia-তে, বারি ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫৭-৬৭ (RSO হইতে পুনর্মুদ্রণ, ৩৬খ, ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৪৫-৫৩)। (৭) A. Miquel, La geographie humaine du monde musulman Jusqu'au milieu du XI^e s., প্যারিস ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২৯৯-৩০৯ ও স্থা.; (৮) P.J. Uylenbrock etc., De Ibn Haukalo Geographo, Lugd. Bat., ১৮২২ খৃ., পৃ. ৫-১৭; (৯) de Goeje, Die

Istakhri-Balkhi Frage, ZDMG-তে, ২৫খ. (১৮৭১ খৃ.), ৪২ প.; (১০) ঐ লেখক, Bibl. Geogr. Arab., ৪খ. ভূমিকা (Praef.), পৃ. ৪ প.; (১১) Dozy, Hist. des Musulmans d'Espagene, ৩খ, ১৭, ১৮১; (১২) Carra de Vaux, Les Penseurs d. l'Islam, ২খ, ৮; (১৩) H. Kurdian, The date of the Oriental Geography of Ibn Haukal, JAOS-এ, ৫৪খ. (১৯৩৪ খৃ.), ৮৪-৫; (১৪) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ্‌-জুনূন, য়ালতাকায়া সং ১৯৪৩ খৃ., কলাম ১৬৬৪।

A. Miquel (E.I.[2]) ও C. van Arendonk
(দা.মা.ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

ইব্‌ন হাওশাব (দ্র. মানসূর আল-য়ামান)।

ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী (ابن حجر العسقلانى): আবু'ল্‌-ফাদ্‌'ল শিহাবু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-'আস্‌কালানী, শাফি'ঈ মায'হাবের একজন মিসরীয় বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীছবিদ, বিচারক ও ঐতিহাসিক (৭৭৩-৮২৫/ ১৩৭২-১৪৪৯)। তাঁহার জীবন-কর্ম হ'াদীছ' বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখর নির্দেশ করে এবং তাঁহাকে যেমন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহ'াদ্দিছ'রূপে চিহ্নিত করে, তেমনি মুসলিম ধর্মীয় বিশেষজ্ঞের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি নিজে তাঁহার পারিবারিক নাম 'ইব্‌ন হ'াজার'-এর উৎপত্তি জানিতেন না। পারিবারিক কিংবদন্তী অনুসারে 'আস্‌ক'ালানী নিসবা (সম্বন্ধ)-টি ৫৮৭/১১৯১ সন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। স'ালাহু'দ-দীন যখন 'আস্‌ক'ালান (দ্র.)-কে ধ্বংস করিয়া উহার মুসলিম অধিবাসীদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন, তখন হ'াজারের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে কায়রো গমন করেন। সেইখানেই ইব্‌ন হ'াজার ২২ শা'বান, ৭৭৩/২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩৭২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার দাদা আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন বস্ত্র উৎপাদনকারী ছিলেন। ইব্‌ন হ'াজারের জন্মের সময় তাঁহার পিতার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতা নূরু'দ-দীন একজন বিখ্যাত ফাকীহ (আইনজ্ঞ) ছিলেন। কিন্তু তিনি বিচার বিভাগের প্রতিশ্রুতিময় পেশা অকালেই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় ও মক্কার পবিত্র স্থানের বর্ণনায় একখানা কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে তিনি সূ'ফী আস'-সা'নাফীরী (মৃ. ২৬ শা'বান, ৭৭২/১৫ মার্চ, ১৩৭১, তু. দুরার, ৪খ, ১৩১ প.)-এর যে সকল কারামাত ব্যক্তিগতভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেইগুলি বর্ণনা করিয়া একখানা 'উরজূযা (Urdjuga) প্রকাশ করেন। তিনি বুধবার, ২৩ (১৫) রাজাব, ৭৭৭/১৯ ডিসেম্বর, ১৩৭৫ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার ইনতিকালের সময় তাঁহার পুত্র ইব্‌ন হাজার খুব ছোট ছিলেন। তাই পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে কল্পনার ছবির মত অস্পষ্টভাবে স্মরণ করিতে পারিতেন (তু. দুরার, ৩খ, ১১৭ ও ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ৬খ, ২৫২ প.)। ইব্‌ন হাজার এই সময় পূর্ণ য়াতীম হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহার মাতা 'তুজ্জার' পূর্বেই ইনতিকাল করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মাতা তুজ্জারই পরিবারের সমৃদ্ধি ও প্রভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এক মিফতাবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন একজন কারিমী (দ্র.) ব্যবসায়ী। শিহাবু'দ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ 'আবদি'ল-মুহায়মিন নামে ইবনু'ল-'আরাবীর সূ'ফীবাদের একজন অনুসারীর সহিত পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি উক্ত বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ তাঁহার পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন (দাও', ২খ ১৮৪)। কাজেই নিঃসন্দেহে তিনি যথেষ্ট ধনবতী ছিলেন।

পূর্ববর্তী বিবাহ হইতে ইব্‌ন হ'াজারের পিতার আর একটি পুত্র ছিল। তিনিও একজন প্রতিশ্রুতিশীল বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই মারা যান। তুজ্জারের গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হজ্জ উপলক্ষে 'আরব দেশে অবস্থানকালে ও সঙ্গতভাবেই তাঁহার নাম রাখা হয় উম্মু মুহ'াম্মাদ সিত্তু'র-রাকব (রাজাব ৭৭০/ফেব্রুয়ারী ১৩৬৯; মৃ. জুমাদা-২, ৭৭৮/ ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৩৯৬)। তিনি তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন। "আমার মাতার মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন আমার মাতা।" তিনি পরে কারিমী ব্যবসায়ীদের বিখ্যাত যারুব্বী পরিবারের মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয-এর সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন, যাঁহার নানা নাসি'রু'দ-দীন আল-বালিসী আর একটি প্রভাবশালী কারিমী পরিবারের প্রতিনিধি ছিলেন এবং যিনি নিজে ৮৩৩/১৪২৯-৩০ সনে একজন অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি হিসাবে ইনতিকাল করেন (দ'াও', ৮খ, ২৪৬ প.), যদিও তাঁহার পিতা বহু সূত্র হইতে প্রাপ্ত সম্পদরাশি বিনষ্ট করত দেউলিয়া অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন (দ'াও, ৬খ, ৯২)। অল্প বয়স্ক পুত্র মুহ'াম্মাদ ও কন্যা ফাওযের জন্য তাঁহাদের ২৪ বৎসর বয়স্ক চাচা ইব্‌ন হ'াজার অনেক ইজাযা সংগ্রহ করিয়াছিলেন [তু. H. Ritter, in Oriens, ৬ (১৯৫৩ খৃ.), ৮২ ও দ'াও, ১২, ১১৬]। যাকীয়্যু'দ্‌-দীন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ নামে অন্য একজন খারুব্বী, যিনি একজন বিদ্বান হিসাবে জীবন শুরু করিয়া পুনঃপুনঃ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অনেক সম্পদশালী ও পরিবারের প্রধান হইয়াছিলেন (দুরার, ১খ, ৪৫০ প.)। ইব্‌ন হ'াজারের পিতা যাকীয়্যু'দ-দীনকে স্বীয় পুত্রের প্রধান অভিভাবক মনোনীত করায় পিতার মৃত্যুর পর ইব্‌ন হ'াজারের জীবন ৭৮৪/১৩৮২-৩ সনে তিনি (যাকীয়্যু'দ্‌-দীন) পরিচালিত করেন। যাকীয়্যু'দ-দীন ১১ বৎসর বয়স্ক ইব্‌ন হ'াজারকে মক্কায় হজ্জ করিতে লইয়া যান (যেখানে তিনি তাঁহার পিতার সহিত পূর্বেই একবার গিয়াছিলেন)। ৭৮৬ সনে তিনি ইব্‌ন হ'াজারকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং অচিরেই মুহ'াররাম ৭৮৭/ফেব্রুয়ারী ১৩৮৫ সনে ইনতিকাল করেন। যেই খারুব্বী ইব্‌ন হ'াজারের ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি যাকীয়্যু'দ্‌-দীনের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

ইব্‌ন হাজারের পটভূমি ছিল, বুনিয়াদী সওদাগরী সম্পদের ঐতিহ্য কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ অপেশাদারী তীব্র আগ্রহ, যাহা উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু তাঁহার জন্য আর্থিক বঞ্চনার কারণ হয় নাই (উদাহরণস্বরূপ তিনি যেই গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গৃহেই তাঁহার বিবাহ পর্যন্ত অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন)। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভ কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছিল। কারণ তিনি পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্বে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন নাই। নয় বৎসর বয়সেই তিনি কু'রআন মাজীদ হি'ফজ করিয়াছিলেন। যাকীয়্যু'দ-দীনের সহিত 'আরবদেশে তাঁহার অল্পকালীন অবস্থান তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়ন মিসরে প্রত্যাবর্তন ও যাকীয়্যু'দ-দীনের মৃত্যুর পরেই আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রথানুসারে তাঁহার অধ্যয়নের বিশদ বিবরণ, তাঁহার সকল শিক্ষকের নাম এবং যেই যেই শিক্ষকের নিকট

যেই যেই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন সেইগুলির তালিকা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার অধীত পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যেমন আল-মু'জামু'ল-মুফাহ্‌রাস [স্বহস্তে লেখা, ইস্তাম্বুল, মুরাদ মোল্লা ৬০৩, তু. Ritter, পূ. স্থা.; গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিসমূহ, কায়রো মুস্‌তালাহু'ল-হাদীছ, ৮২ ও Leningrad-এ, তু. V. Rosen, in Bulletin de l'Acad. Imper. des Sciences de st. petetsbourg, xxvi, (১৮৮০ খৃ.), ১৮-২৬, পুনর্মুদ্রিত Melanges Asiatiques, viii (১৮৮১ খৃ.) ৬৯১-৭০২; মাজ্‌মা'উ'ল্-মু'আস্‌সাস বি (লি)-মু'জামি'ল- মুফাহ্‌রাস (কায়রো, মুস্‌তালাহু'ল-হাদীছ ৭৫; M. Weisweiler, Istanbuler Handschriftenstudin, Leipzig ১৯৩৭ খৃ., নং ১০৫; মাকাসিদু'ল-'আলিয়্যাত ('আলিয়্যা) ফী ফিহ্‌রিস্তি'ল-মারবিয়্যাত (আল-কুতুব ওয়া'ল-আজযা'উ'ল-মার্‌বিয়্যা) (=পাণ্ডুলিপি বার্লিন ১০১২৩; Y. al-Ishsh, ফিহ্‌রিস্ত মাখ্‌তূতাত দারি'ল-কুতুবি'জ-জাহিরিয়্যা, দামিশ্‌ক ১৩৬৬/১৯৪৭, ৩১০) ও মাশ্‌য়াখা (ইস্তাম্বুল, Feyzullah, ৫৩৪, তু. Ritter, পূ. স্থা.) যাহার সহিত তাঁহার শিক্ষকগণের স্বহস্তে লিখিত ইজাযা ও তাঁহার তাযকিরা যোগ করিতে হইবে (ইস্তাম্বুল, Aya Sofya ৩১৩৯, তু. Ritter. পূ. স্থা.)]। ইব্ন হাজারের অন্য একজন অভিভাবক ও প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্নি'ল-কাত্তান, যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাকে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিয়াছেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক দিকের প্রতি তাঁহার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইব্ন হাজার যখন হাদীছশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সংকল্প করিলেন তখন যায়নু'দ-দীন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮০৬/১৪০৪) তাঁহার প্রধান শিক্ষক হইলেন। তিনি 'ইয্‌যু'দ-দীন ইব্ন জামা'আর সাহচর্যেও অনেক উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাঁহার নিকট তিনি ৭৯০/১৩৮৮ হইতে ৮১৯/১৪১৬ সনে ইব্ন জামা'আর মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। যাহা হউক, তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে কেহই তাঁহার উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই, যেমন তিনি নিজে পরবর্তী কালে তাঁহার কতিপয় ছাত্রের উপর বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইব্ন হাজার ২০ বৎসর বয়সে হাদীছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের সংকল্প বাস্তবায়িত হয় তিন বৎসর পর ৭৯৬/১৩৯৩-৪ সনে। শা'বান ৭৯৮/মে ১৩৯৬ সনে তাঁহার অভিভাবক ও শিক্ষক ইব্নু'ল-কাত্তান তাঁহার জন্য এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্কা 'উন্‌স' (Uns)-এর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। উন্‌স সামরিক বাহিনীর এক পরিদর্শক (নাজিরু'ল-জায়শ) 'আবদু'ল-কারীম ইব্ন আহমাদের কন্যা, যিনি মায়ের দিক দিয়া ছিলেন মানকূতিমূরের কন্যার প্রপৌত্রী। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ৬৯৮/১২৯৮ সনে তাঁহার নামে নামকরণকৃত একটি কলেজ মানকূতিমূর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বিবাহের পর ইব্ন হাজার তাঁহার স্ত্রীর পারিবারিক ভবনে বাস করিতে শুরু করেন এবং সেইখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। পরে তিনি আরও বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীকেই 'উন্‌স'-এর সহিত একই গৃহে বাস করার জন্য আনয়ন করিতে পারেন নাই। ইব্ন হাজারের মৃত্যুর পর প্রায় চৌদ্দ বৎসর উন্‌স জীবিত ছিলেন (মৃ. রাবী'-১, ৮৬৭/নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৪৬২, তু. দাও', ১২খ., ১০ প.)। তাঁহার বিবাহের পূর্বের মাসগুলি তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষা ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন এবং পরবর্তী বৎসর শাওওয়াল ৭৯৯/জুলাই ১৩৯৭ সনে হিজায ও য়ামান ভ্রমণ করেন, যাহা ৮০১/১৩৯৮ সনে সমাপ্ত হয়। তাহার পরের বৎসর তিনি ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় অধ্যয়ন করেন। যদিও তিনি পরবর্তী কালে অনেকবার হজ্জ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ৮০৬/১৪০৩ সনে পুনরায় য়ামান ভ্রমণ করেন এবং ৮৩৬-৭/১৪৩২-৩ সনে বার্‌সবায় (দ্র.)-এর সফরসঙ্গীদের মধ্যে শামিল হইয়া সিরিয়ায় শিক্ষা সফর করেন এবং ভাষণ দান করেন। তিনি যখন ৮০৩/১৪০০ সনে সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহার ছাত্র হিসাবে ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটে। শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলিতে গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার কার্য আরম্ভ হয়। ৭৯৫/১৩৯২-৩ সনে ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত একটি নিবন্ধ তাঁহার সর্বপ্রথম প্রকাশনা যাহার বিবরণ পাওয়া যায়। একই বৎসর দামামীনীর নুযূলু'ল-গায়ছ-এর একটি প্রশংসামূলক সমালোচনা পুস্তক তিনি রচনা করেন, যাহা আস-সাখাবী উদ্ধৃত করিয়াছেন, জাওয়াহির, পত্র ১৯০ a; তাঁহার উচ্চ প্রশংসিত দীওয়ানের (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত) অধিকাংশ কবিতাও তাঁহার অল্প বয়সের সৃষ্টি। তাঁহার পরবর্তী কালের অনেক বৃহৎ রচনাও ঐ সময়ই পরিকল্পিত ও আরম্ভ হইয়াছিল।

তাঁহার পেশাগত জীবন সাধারণ নিয়ম অনুসরণে প্রভাষক, অধ্যাপক, কলেজের প্রধান এবং সর্বশেষে বিচারক, অন্যান্য কার্যাবলীসহ, যেমন মুফ্‌তী, ধর্মপ্রচারক, গ্রন্থাগারিক প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত। বিচারক থাকাকালীন তিনি কিছু ছোটখাট উৎপাত ও পুনঃপ্রথাগত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন নির্বিঘ্নে উত্তরোত্তর খ্যাতি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। হাদীছে'র উপর তাঁহার ভাষণ আরম্ভ হয় শাওওয়াল ৮০৮/মার্চ ১৪০৬-এ শায়খূনিয়্যাতে। পরবর্তী কালে নূতনভাবে পুনর্নির্মিত জামালিয়্যা যখন রাজাব ৮১১/নভেম্বর ১৪০৮-এ উদ্বোধন করা হইয়াছিল তখন তিনি সেইখানে ও (জুমাদা-২, ৮১২/অক্টোবর ১৪০৯-এ) মানকূতিমুরিয়্যাতে ভাষণ দিয়াছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সম্পর্ক ছিল খানকাহ আল-বায়বারসিয়্যা-র সহিত। ৩ রাবী'ছানী, ৮১৩/৬ জুলাই, ১৪১০-এ তিনি ইহার শিক্ষা ও প্রশাসন (মাশায়খা ও নাজ'র) উভয় ব্যাপারেই প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৮১৬/১৪১৩ সনে তিনি উক্ত পদ হারান, কিন্তু রাবী'ছানী, ৮১৮/জুন ১৪১৫-এ তিনি প্রায় ৩১ বৎসরের জন্য উক্ত পদে পুনর্বহাল হন এবং ২০ জুমাদাউলা, ৮৪৯/২৪ আগস্ট, ১৪৪৫ সনে বহিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। দারু'ল-হাদীছ আল-কামিলিয়্যাতে তিনি তাঁহার শিক্ষাদান কার্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বায়বারসিয়্যার নিয়ন্ত্রণ পুনরায় লাভ করার জন্য সর্বক্ষণ তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ২ রাবী'ছানী, ৮৫২/৬ জানু, ১৪৪৮ সনে তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরের যু'ল-কা'দা মাসে (জানুয়ারি, ১৪৪৯) তাঁহার অন্তিম অসুখ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিছু মাস বায়বারসিয়্যাতে পুনরায় শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বায়বারসিয়্যার প্রশাসনামলে একটি উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহা ছিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃত্তি বা সুবিধাভোগী ছাত্রদের জন্য বর্ণানুক্রমিক নথি উন্মুক্ত করার পদ্ধতি, যাহা অন্যান্য কলেজে ও দীওয়ানু'ল-জায়শ (সামরিক দফতর)-এও অনুসরণ করা হইয়াছিল। হাদীছে বিভিন্ন প্রভাষক পদে এবং তাফসীর ও ফিক্‌হশাস্ত্রের সাময়িক প্রভাষক পদে কাজ করা ছাড়াও ইব্ন হাজার দারু'ল-'আদ্‌ল-এ ৮১১/১৪০৮-৯ সন হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত মুফ্‌তীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আল-আয্‌হার ও 'আমর মসজিদের সহযোগী প্রচারক ও ইমাম ছিলেন। ৮২৬/১৪২৩ সনে তিনি আনুমানিক চার হাজার

মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসহ মাহ'মূদিয়্যা গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রন্থাগারিক থাকাকালে, যাহা তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, তিনি দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, একটি বর্ণানুক্রমিক এবং অন্যটি বিষয়ানুক্রমিক।

তাঁহার প্রথম জীবনে য়ামানে তাঁহাকে বিচারকের পদ প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। যখন ২৭ মুহাররাম, ৮২৭/৩১ ডিসেম্বর ১৪২৩-এ (জাওয়াহির, শনিবার,) ২২ মুহ'াররাম/রবিবার, ২৬ ডিসেম্বর) তাঁহার বিরাট সুযোগ আসিয়াছিল তখন তিনি তাঁহার বন্ধু কা'দি'ল'-কু'দ'াত জালালু'দ-দীন আল-বুল্‌কী'নীর সংযোগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহযোগী বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রথমবার ১১ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি পদচ্যুত হন, কিন্তু মিসর (ও সিরিয়ার) প্রধান বিচারকের পদ তাঁহার জন্য মিলিতভাবে প্রায় ২১ বৎসরকাল স্থায়ী হয়। তাঁহার উক্ত পদে বহাল ও উহা হইতে পদচ্যুত হওয়ার বিবরণ নিম্নরূপ : ২ রাজাব, ৮২৮/২০ মে, ১৪২৫-এ পুনর্বহাল; ২৬ স'াফার, ৮৩৩/২৪ নভেম্বর, ১৪২৯-এ পদচ্যুত; ২৬ জুমাদা-১, ৮৩৪/৯ ফেব্রুয়ারী, ১৪৩১-এ পুনর্বহাল; ৫ শাওওয়াল, ৮৪০/১২ এপ্রিল, ১৩৩৭-এ পদচ্যুত; ৬ শাওওয়াল, ৮৪১/২ এপ্রিল, ১৪৩৮-এ পুনর্বহাল, মুহ'াররাম ৮৪৪/জুন ১৪৪০-এ পদচ্যুত, ২৬ স'াফার, ৮৪৪/২৭ জুলাই, ১৪৪০-এ পুনর্বহাল; ১৫ যু'ল-কা'দা, ৮৪৬/১৭ মার্চ, ১৪৪৩-এ পদচ্যুত, ২ দিন পরে পুনর্বহাল; (আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পদচ্যুত রাবী'-১, ৮৪৮/জুন, ১৪৪৪); ১১ মুহ'াররাম, ৮৪৯/১৯ এপ্রিল, ১৪৪৫-এ পদচ্যুত (কারণ একটি মিনার পতনের ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটিয়াছিল, তখন প্রধান বিচারকের অফিসকে ইমারতটির নিরাপত্তার জন্য দায়ী করার চেষ্টা করা হইয়াছিল); ৫ স'াফার, ৮৫০/২ মে, ১৪৪৬-এ পুনর্বহাল; যু'ল-হিজ্জা ৮৫০/মার্চ ১৪৪৭-এ পদচ্যুত; ৮ রাবী'-২, ৮৫২/১১ জুন, ১৪৪৮-এ পুনর্বহাল এবং তিনি শেষবারের মত পদচ্যুত হন ২৫ জুমাদা-২, ৮৫২/২৬ আগস্ট, ১৪৪৮-এ। ইহার কয়েক মাস পর মাগ'রিবের স'ালাতের এক ঘণ্টা পরে শনিবার দিবাগত রাত্রে, ২৮ যু'ল-হি'জ্জা, ৮৫২/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯-এ তিনি ইনতিকাল করেন। ব্যক্তিগত বিভিন্ন ওয়াক্‌ফসহ তাঁহার উইল (ওসিয়াতনামা) সংরক্ষিত আছে (জাওয়াহির, পত্র 324b-325b; আরও পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল, Reisul-kuttap ৪৯৮, পত্র 173b-175a)। তাঁহার শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক গুণাবলী, অনুরূপভাবে তাঁহার ধর্মীয় ও নৈতিক আচার-আচরণ তাঁহার শাগরিদ আস-সাখাবী'র বর্ণনামতে সম্পূর্ণভাবে ইসলামের স্বাভাবিক আদর্শসম্মত ছিল। তাঁহার জীবনীকারদের মধ্যে ভিন্ন মতধারী কেহ ছিলেন না; তবে আল-বাক্ক'াঈ তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম (তু. দা'ও', ১খ, ১০৪ প.)। তিনি একজন ভাল দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি সারা জীবন কবিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিদ্বান, শিক্ষক ও কর্মকর্তা হিসাবে ইব্‌ন হ'াজার যথেষ্ট সাফল্য ও প্রশংসা লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহার পারিবারিক জীবন নৈরাশ্যমুক্ত ছিল না। তাঁহার স্ত্রী 'উন্‌স' তাঁহাকে কোন জীবিত পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেন নাই। তিনি ৫টি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদের সকলের মৃত্যুর পরেও অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা যায়ন খাতূন (৮০২-৮৩৩/১৩৯৯-১৪২৯/৩০, তু. দা'ও,' ১২, ৫১) শাহিন আল-'আলা'ঈ (মৃ. ৮৬০/১৪৫৬. তু. দাও', ৩খ ২৯৬) নামক একজন মামলুক কর্মকর্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র য়ুসুফ (৮২৮-৯৯/১৪২৫-৯৩, তু. দাও' ১০খ, ৩১৩-১৮; Brockelmann, S II, 76; F. Rosenthal, মুসলিম ইতিহাস রচনাকারীদের একটি ইতিহাস, Leiden ১৯৫২ খৃ., ৩৭০) বিদ্বান হিসাবে কিছুটা সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও উত্তরাধিকারী হিসাবে ইব্‌ন হ'াজারের আশা পূর্ণ করিতে খুব একটা সক্ষম হন নাই। তিনি তাঁহার মাতামহের রচনাবলীতে তথাকথিত ভুল-ত্রুটির সংশোধনের দুঃসাহস করিয়া সাখাবী'র ক্রোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা ফারহ'া (৮০৪-২৮/১৪০২-২৫, তু. দাও', ১২খ, ১১৫) কেবল মুহিব্বু'দ-দীন ইবনু'ল আশকার (মৃ. ৮৬৩/১৪৫৮-৯)-এর সহিত বিবাহ পর্যন্তই বাঁচিয়াছিলেন। তৃতীয়া ও পঞ্চমা কন্যা গালিয়া (৮০৭-১৯/১৪০৫ ১৬, তু. দাও', ১২খ, ৮৫) ও ফাতিমা (৮১৭-১৯/১৪১৪-১৬, তু. দাও', ১২খ, ৮৮), এমনকি কৈশোর পর্যন্ত জীবিত থাকেন নাই। চতুর্থা কন্যা রাবি'আ (৮১১-৩২/১৪০৮-২৮/২৯, তু. দাও, ১২খ ৩৪) ১৫ বৎসর বয়সে শিহাবু'দ-দীন ইব্‌ন মাকনূন নামে একজন বয়স্ক প্রাক্তন বিচারককে বিবাহ করিয়াছিলেন, যিনি অল্পকাল পরেই মারা যান (৭৭৯-৮২৯/১৩৭৭-১৪২৬; তু. দাও', ২খ, ২০৮)। দ্বিতীয়বার তিনি তাঁহার পরলোকগত ভগ্নি ফারহার বিপত্নীক ইব্‌নু'ল-আশকারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উন্‌স-এর একটি তাতার (তুর্কী) ক্রীতদাসী, যাহাকে তিনি অপকৌশলের সহায্যে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তিনিই ইব্‌ন হ'াজারকে বাদরু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ নামে একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তান উপহার দিয়াছিলেন (বাদরু'দ-দীন মুহ'াম্মাদের জন্ম ১৮ সাফার, ৮১৫/৩০ মে, ১৪১২, মৃ. ১৬ জুমাদা-২ ৮৬৯/১৩ ফেব্রুয়ারী ১৪৬৫, তু. দাও ৭খ, ২০)। এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে, যে সকল বিজ্ঞজনোচিত পদে তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন বাদরু'দ-দীন শিক্ষাগতভাবে উহাদের জন্য যোগ্য ছিলেন না এবং তিনি কলেজের অর্থ ও নিজের সম্পদের ব্যাপারেও সুপ্রশাসক ছিলেন না। পরবর্তী কালে ইব্‌ন হাজারের যে সকল বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে লায়লা বিনত মাহ'মূদ ইব্‌ন তূগান (মৃ. প্রায় আশি বৎসর বয়সে ৮১১/১৪৭৬ সনে, তু. দাও', ১২খ, ১৩)-এর সহিত তাঁহার (বিবাহ ৮৩৬/১৪৩২ সনে সিরিয়া ভ্রমণের সময় আলেপ্পোতে সম্পন্ন) বিবাহ-ই তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

ইব্‌ন হ'াজারের স্থায়ী সুখ্যাতি অর্জিত হইয়াছিল প্রধানত সমুদয় হ'াদীছ' বিজ্ঞান ও তৎসক্রান্ত তাঁহার অসংখ্য রচনা দ্বারা। কেবল এইগুলির পরিমাণ বিবেচনা করিলেই প্রতিভাত হইবে যে, তাহাতে তিনি কিরূপ অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াছেন। শুধু অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার জীবনকালে তিনি সাহীহ বুখারী সম্পর্কে তাঁহার রচনার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসিত ছিলেন। তাঁহর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরেই তিনি সুদৃঢ়ভাবে স্বীয় বিদ্যার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যখন ৮০৪/১৪০১-২ সনে সাহীহ বুখারীর ইসনাদ সম্পর্কে খসড়া সমাপ্ত করত তিন বৎসর পর উহা 'তা'লীকু'ত-তা'লীক' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন (জাওয়াহির, পত্র ৬১ a, হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা Flugel, ১খ, ৫৩৪ প., সম্পা. Yaltkaya and Bilge, ১খ, ৫৫২)। 'ফাতহু'ল-বারী' নামে তাঁহার স'াহীহ বুখারীর বিশাল ভাষ্যের ভূমিকাটি (Brockelmann, S I, ২৬২; কায়রো ১৯৫৯-৬৩ খৃ.) ৮১৩/১৪১০-১১ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত ভাষ্যটি তাঁহার অধ্যাপনার সূত্রে ক্রমান্বয়ে রূপ লাভ করিতে থাকে এবং ৮১৭/১৪১৪ হইতে শুরু করিয়া ১ 'রাজাব, ৮৪২/১৮ ডিসেম্বর, ১৪৩৮-এ সমাপ্ত হয়। উক্ত গ্রন্থটির

সুখ্যাতি এত বেশী হইয়াছিল যে, ৮৩৩/১৪২৯-৩০ সনে ফাস ও সিজিস্তানের তায়মূরী শাসক শাহরুখ মিসরীয় শাসনকর্তা বারসবায়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উপাদানের অনুলিপি তাঁহার জন্য সংগ্রহ করিতে মুসলিম বিশ্বের অন্য প্রান্ত হইতে হাফসী আবূ ফারিস 'আবদু'ল-'আযীযও অনুরূপভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন হ'াজারের জীবনীমূলক অভিধানসমূহের অন্যতম 'আল-ইসাবা ফী তাময়ীযি'স্-সাহাবা (কলিকাতা ১৮৫৬-৯৩ খৃ.) সাহাবীগণের সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'তাহ্‌যীবু'ত্-তাহ্‌যীব' (৮০৭/১৪০৪-৫ সনে আংশিকভাবে পরিষ্কার অনুলিপিকৃত সং, হ'ায়দারাবাদ ১৩২৫-৭ হি.) এবং 'লিসানু'ল-মীযান' (হায়দরাবাদ ১৩২৯-৩১ হি.) মুহ'াদ্দিছ'গণ সম্বন্ধে। শেষোক্তটিতে (৮৪৭/১৪৪৩-৪ সনে খসড়া আকারে সমাপ্ত) এমন সব লোককেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, হ'াদীছে'র সহিত যাহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। মিসরী বিচারকদের জীবনী সম্বলিত রচনা 'রাফ'উ'ল-ইস্‌র' (কায়রো ১৯৫৭-৬১; একখানা পাণ্ডুলিপি যাহা তাঁহার দৌহিত্র য়ূসুফ কর্তৃক লিখিত, ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে, Suleymaniye, Molla Celebi ১২৩), ইহা ইতিহাসে ইব্‌ন হ'াজারের স্বীয় মর্যাদা ছাড়াও তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রমাণিত করে। 'আদ-দুরারু'ল-কামিনা ফী আ'য়ানি'ল-মি'আতি'ছ-ছামিনা (হায়দরাবাদ ১৩৪৮-৫০ হি.) ঐ সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনী সমন্বয়ে রচিত যাঁহারা অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীতে ইনতিকাল করিয়াছেন। ইহা সর্বপ্রথম জীবনী গ্রন্থ যাহাতে উক্ত শতকের সর্বশ্রেণীর বিখ্যাত লোকের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত দুরারের একটি বর্ষভিত্তিক সম্পূরক, ব্যক্তিগত জীবনীসহ, যাহা আন্তঃবার্ষিক বর্ণনানুক্রমে সাজানো হইয়াছে, ইহা ইব্‌ন হাজার কর্তৃক প্রচলিত হইয়া ৮৩২/১৪২৮-৯ সন পর্যন্ত জারী ছিল (পাণ্ডুলিপি ফটো ঃ কায়রো, তা'রীখ ৪৭৬৭, সম্ভবত আস-সাখাবীর পরিচিত দস্তখতের সহিত অভিন্ন, জাওয়াহির, পত্র ১৮৩b, দামিশ'ক-এ ইব্‌নু'ল-লুবূদীর অধিকারে)। ৭৭৩/১৩৭২ তাঁহার জন্মবর্ষ হইতে ৮৫০/১৪৪৬ সন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ষ বিবরণী ইতিহাস যাহার শিরোনামা 'ইনবা'উ'ল-গুমর' [তু. O. Spies, Bietrage zur arabischen Literaturgeschichte, in Abh. K.M. ১৯/৩ (১৯৩২ খৃ.), ৮৫-৭; হ'াসান হাবাশী, ইব্‌ন হ'াজারের ইনবা'উ'ল-গুমর-এর উপর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, অপ্রকাশিত পি.এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.]। উল্লিখিত অধিকাংশ রচনা ও এতদ্ব্যতীত তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে যান্ত্রিক সংকলন বলিয়া স্বীকৃত। এই সমস্ত পুস্তকের উপাদানসমূহের একটি বড় অংশ (সমসাময়িক তথ্যাদি ব্যতীত) পূর্ববর্তী এক বা একাধিক গ্রন্থকারের একই রকম সংকলনের উদ্ধৃতির সংগ্রহমাত্র। যাহা হউক, ইব্‌ন হ'াজার অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং তথ্যাদি সম্পূর্ণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কেবল তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই, সীমিতভাবে তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল সমালোচনামূলক। তিনি সর্বদা অতিরিক্ত উপাদানের সন্ধানে থাকিতেন যাহা দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্তীদের প্রদত্ত তথ্যাদি সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা যায়। এই মনোভাবের অনুসরণে তিনি বিরাট আকারের ও প্রশংসনীয়ভাবে নিখুঁত পুস্তকাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বস্তুত এইগুলি পূর্ববর্তী সকল সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার এবং বর্তমান কালের পণ্ডিতদের জন্য অপরিহার্য সহায়ক (Reference) গ্রন্থ। ইব্‌ন হ'াজারের রচনার সংখ্যা ১৫০ বলা হইয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া নিম্নলিখিতগুলিও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তা'জীলু'ল-মানফা'আত বি যাওয়া'ইদি রিজালি'ল-আইম্মাতি'ল-আরবা'আ (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২৪ হি.); আল-কাওলু'ল-মুসাদ্দাদ ফি'য-যুব্বি 'আনি'ল-মুসনাদ লি'ল-ইমাম আহ'মাদ (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৯ হি.); বুলূগু'ল-মারাম মিন আদিয়াতি'ল-আহ্‌কাম ফী 'ইলমি'ল-হ'াদীছ' (লখনৌ ১২৫৩ হি., কায়রো ১৩৩০ হি., উর্দূ অনু. ও ভাষ্য, লাহোর); নুয্‌হাতু'ন-নাজ্‌র ফী তাওদীহি নুখবাতি'ল-ফিক্‌র (সম্পা. Less প্রভৃতি Bibl. Ind, নব সিরিজ, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.); গিব্‌তাতু'ন-নাজির ফী তারজামাতি'শ-শায়খ 'আবদি'ল-ক'াদির, সম্পা. Ross, কলিকাতা ১৯০৩ খৃ.; তাবাক'াতু'ল-মুদাল্লিসীন (মিসর ১৩২২ হি.); তাক'রীবু'ত-তাহযীব (তাহয'ীবু'ত-তাহয'ীবের সংক্ষিপ্তসার, লখনৌ ১২৮১-৮২ হি.); নুখবাতু'ল-ফিক্‌র ফী মুসতালাহি আহলি'ল-আছ'র; তালখীসু'ল-হুবায়র (হিন্দ ১৩০৩ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাফ'উ'ল-ইস্‌র, ১খ, ৮৫-৮-তে নামপুরুষমূলক সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী যাহা আস-সাখাবী আল-জাওয়াহির ওয়া'দ-দুরার ফী তারজামাতি'শ-শায়খি'ল-ইসলাম ইব্‌ন হ'াজার-এ ব্যবহার করিয়াছেন। জাওয়াহির প্রকৃতপক্ষেই একখানা ব্যাপক ও তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী গ্রন্থ। পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল, তোপকাপিসারায়ি, আহমেত ৩য়, ২৯৯-কে অনুকরণ করিয়া এইখানে মৌলিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে [অন্যান্য পাণ্ডুলিপিঃ প্যারিস ২১০৫; Tarim, cf. R.B. Serjeant, in OAS, ১৩ (১৯৪৯-৫০ খৃ.), ৩০৭]; (২) আস-সাখাবী, দাও', ৩৬-৪০, উহাতে অনেক সমসাময়িক জীবনীর উল্লেখ আছে (উহাদের মধ্যে আটখানা এমন লোকের রচনা যাঁহারা ইব্‌ন হ'াজারের পূর্বে মারা গিয়াছেন)। যতদূর জানা যায়, তাঁহাদের খুব কম গ্রন্থই রক্ষিত আছে, কিন্তু জাওয়াহিরে তাঁহাদের অনেক কয়টির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আরও দেখুনঃ Brockelmann, ২খ, ৮০-৮৪, ৬৭৬, পরি. ২, ৭২-৬, পরি. ৩, ১২৫২; (৩) EI' and Supplement, s.v. ইব্‌ন হ'াজার; (৪) স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ও ইজাযাসমূহের (Idjazas) জন্য দেখুন, উদাহারণস্বরূপ O. Spies, op. cit., ১১৪ (তাহ্‌যীবের স্বহস্ত-লেখা); (৫) H. Riter, in Oriens, ৬খ (১৯৫৩ খৃ.), ৭৯-৮৩; (৬) F. Ben Achour, প্রাচ্যবিদগণের ২২তম সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে, Lieden ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ১৮৮; (৭) L. Nemoy, Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহ, New Haven ১৯৫৬ খৃ., Pl. ৩-পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নব সংস্করণ; (৮) আল-খিসালু'ল-মুকাফ্‌ফিরা, সম্পা. ম. রিয়াদ মাহিল, দামিশ'ক ১৩৮৩/১৯৬৩; (৯) আল-মাশয়াখা আল-বাসিমা লি'ল-কিবাবী, সম্পা. J. Sublet (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ। তু. Annuaire ১৯৬৪-৫, Ecole Pratique des Hautes Etudes, ৪২৫ প.); (১০) তাব্‌সীরু'ল-মুন্তাবিহ, সম্পা. 'আলী আল-বাজাবী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (১১) আস-সুয়ূতী, নাজ্‌মু'ল-ইকয়ান ফী আ'য়ানি'ল-আয়ান, সম্পা. F. Hitti, নিউ ইয়র্ক ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪৪, ৪৫-৫৩; (১২) তাশকুপ্রূ যাদাহ মিফ্‌তাহু'স্-সা'আদা, ১খ, ২০৯; (১৩) আস্-সুয়ূত'ী, তাদ্‌রীবু'র-রাবী, পৃ. ২৩২; (১৪) শাহ 'আবদু'ল-'আযীয, বুসতানু'ল-মুহাদ্দিছীন, পৃ. ১১৩; (১৫) জামীল বেক, 'উকূদু'ল-জাওহার, পৃ. ১৮৮ প.।

F. Rossenthal-C. van Arendonk
(E.I.[2] ও দা. মা ই.)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্‌ন হাতিম (ابن حاتم) ঃ বাদরু'দীন মুহাম্মাদ আল-হামদানী, য়ামানের দ্বিতীয় রাসূলী বংশীয় সুলতান আল-মুজাফ্‌ফার য়ুসুফ (৬৪৭-৯৪/১২৪৯-৯৫)-এর শাসনামলের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও ঐতিহাসিক।

মধ্যযুগের য়ামানের জীবনীমূলক ইতিহাসে কোথাও ইব্‌ন হাতিমের নাম পাওয়া যায় না এবং তাঁহার জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ কোনটিই জানা যায় না। তাঁহার বিষয়ে সর্বশেষ যে তথ্য জানা যায় তাহা ৭০২/১৩০২-৩ সালের ঘটনা। যাহা হউক, তাঁহার রচিত আয়্যূবীগণের ইতিহাস ও য়ামানে রাসূলী বংশীয়গণের ইতিহাস আস-সিমতু'ল-গালীয়ু'ছ-ছামান ফী আখবারি'ল-মুলূক মিনা'ল-গুয্য বি'ল-য়ামান (সম্পা. G. R. Smith, The Ayyubids and early Rasulids, etc., GMS, N. S. xxvi/I, The Arabic text, London 1974) হইতে তাঁহার ব্যক্তিজীবন ও সরকারী কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। তিনি হামদানের য়াম-এর বানূ হাতিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গোত্রীয়গণ ৫৬৯/১১৭৩ সালে আয়্যূবীগণ কর্তৃক য়ামান বিজয়ের সময়ে সান'আ' এলাকা নিয়ন্ত্রণ করিত, এই সান'আ'ই ছিল দেশের প্রধান শহর। অা এ, তাঁহারা ছিলেন ইসমা'ঈলী, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আল-মুজাফ্‌ফার য়ূসুফ-এর শাসনাধীনে কট্টর সুন্নী রাসূলী রাষ্ট্রে উচ্চ পদে উন্নীত হইতে তাঁহাকে খুব বেগ পাইতে হয় নাই। সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত চার অথবা পাঁচজন কর্মকর্তা সমবায়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র দলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি কখনও ভ্রাম্যমাণ দূত হিসাবে দেশের যেখানে যখন প্রয়োজন হইত সেখানে গমন করিতেন, আবার কখনও সুলতানের ব্যক্তিগত বার্তা লইয়া যাইতেন, আবার প্রয়োজনবোধে সামরিক অভিযানেও অংশগ্রহণ করিতেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী রচনার কাজ কিছুমাত্র ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হয় নাই। আয়্যূবীগণের ইতিহাস ও রাসূলী বংশের প্রথম দুইজন শাসকের যে ইতিহাস তিনি রচনা করেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বীয় গোত্র বানূ হাতিম-এর প্রতি সম্ভবত কিছুটা পক্ষপাতিত্ব তিনি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেখানে য়ামানের এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য রহিয়াছে। বহু শতাব্দী যাবত অগণিত ছোট ছোট বংশের শাসনের অবসানে তখন সবেমাত্র দেশটিতে একটি রাজনৈতিক ঐক্যসত্তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সিমত গ্রন্থে তিনি মুজাফফার য়ূসুফের শাসনের একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চাক্ষুষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি 'আল-'ইকদু'ছ-ছামীন ফী আখবার মুলূকি'ল-য়ামানি'ল-মুতা'আখ্‌খিরীন' নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, কিন্তু উহা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সিম্‌ত গ্রন্থটি অপেক্ষা ইহাতে স্পষ্টত আরও ব্যাপক কালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত সংস্করণগুলি ব্যতীত দ্র. (১) Smith, The Ayyubids, etc., Part 2, London 1978; (২) ঐ লেখক, The Ayyubids and Rasulids-the transfer of power in 7th/13th century Yemen, in IC, xlii, 1969, 175-88; (৩) Sir j. Redhoude and Muhammad Asal, el-Khazraji's History of the Rcsuli Dynasty of Yemen, GMS, iii, Leiden and London 1906-18.

G. R. Smith (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন হানী' আল-আন্দালুসী (ابن هانئ الاندلسي)ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানী' ইব্‌ন সা'দূন আল-আন্দালুসী, মাসীলা-র শাসক বানূ হাম্‌দূন ও চতুর্থ ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য-লি-দীনিল্লাহ্‌র খ্যাতনামা সভাকবি। আবূ নূওওয়াস (দ্র.) ইব্‌ন হানী আল-হাকামী হইতে তিনি যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা দেখানোর জন্য তাঁহাকে ইব্‌ন হানী' আল-আন্দালুসী বলা হইত। তিনি য়ামানী গোত্র আল-আয্‌দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই গোত্রটি, যাহারা 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-র মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পর অনেক সময় শী'আগণকে সমর্থন দান করে, তাঁহার ইফ্‌রীকীয় বংশধরগণ বিখ্যাত মুহাল্লাবী পরিবারের খ্যাতনামা আমীরদের একজন য়াযীদ ইব্‌ন হাতিমের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন। য়াযীদ ইব্‌ন হাতিম ১৫৫/৭৭২ সাল হইতে ১৭১/৭৮৭ সাল পর্যন্ত 'আব্বাসী খলীফাদের অধীনে ইফ্‌রীকিয়্যার শাসনকর্তা ছিলেন। শাসনতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস ও শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত শক্তিশালী নীতি অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে তিনি স্বতন্ত্ররূপে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

তথাপি ইব্‌ন হানী'র জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। সুন্নী ও ইসমা'ঈলী বরাতসমূহে তাঁহার সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল তথ্য কেবল মাসীলা এবং পরে আল-মান্‌সূরিয়্যা-র রাজদরবারে স্তুতিবাচক কবিতার একজন রচয়িতারূপে তাঁহার জীবনের ধারা বর্ণনা করিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি যে একটি ইসমা'ঈলী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এমনকি এই তথ্যই তাঁহার জীবনকালকে একটি রহস্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভেদ করা ছিল কঠিন।

তিনি সম্ভবত ৩২২/৯৩৪ সাল হইতে ৩২৬/৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথম উমায়্যা খলীফা আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ্‌র শাসনামলে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ইফ্‌রীকিয়্যার বাসিন্দা ছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে কর্ডোভায় চলিয়া যান এবং পরে সেভিলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবত ইহা সেই সময়ের ঘটনা, যখন আন্দালুসের যুবক আমীর তাঁহার পূর্বপুরুষদের রাজ্যটিতে শান্তি স্থাপন করিয়া নিজেকে খলীফা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই সময় 'বারবারি'র অপর প্রান্তে প্রথম ফাতিমী খলীফা আল-মাহ্‌দী বিল্লাহ্‌ মিসরের বিরুদ্ধে তাঁহার দুইটি অভিযান ব্যর্থ হইলে তাঁহার নূতন রাজধানী আল-মাহ্‌দিয়্যায় কর্ডোভার সিংহাসন সম্পর্কে তাঁহার সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুনরায় ব্যক্ত করিতেছিলেন। সমর্থন লাভের উদ্দেশে ফাতিমী প্রচারকার্য সম্পর্কিত লব্ধ তথ্যাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ২৯৭/৯০৯-১০ সালে খিলাফাত বিরোধী ফাতিমী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসমা'ঈলী ইমাম কর্তৃক মুসলিম স্পেনে নিয়োজিত প্রচারকদের (দু'আত) মধ্যে কবি ইব্‌ন হানী'-ও একজন প্রচারক ছিলেন। ইসমা'ঈলী প্রচারকগণ দীর্ঘকাল যাবত ইব্‌ন হাফ্‌সূনের মুযারাব দলীয় সমর্থকদের মধ্যে ও কাল্‌বী বংশোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত 'আরবদের সহযোগিতায় কাজ করিতেছিল যাহারা সেভিল ও অন্যান্য সুরক্ষিত শহরগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিল। ইহাদেরকে দমন করিতে তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমান তাঁহার পিতামহ আমীর 'আবদুল্লাহ্‌র পর বিশেষ জটিলতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইব্‌ন হানী' অন্যান্য বহু ফাতিমী প্রচারকের ন্যায় বণিক, সূফী অথবা বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে কাজ করিতেন। তিনি সেভিল হইতে এলভিরা, এমনকি কর্ডোভায়ও ইসমা'ঈলী দা'ওয়াত বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র দেখিতে পান। অধিকন্তু যুবক মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানী'-র বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম বিকাশ ঘটে সেভিলে, ইহার পর কর্ডোভা ও এলভিরায়। ইহাতে তাঁহার পিতার

ইসমা'ঈলী প্রভাবই প্রমাণিত হয়। তেমনি ইব্ন মাসাররা (মৃ. ৩১৯/৯৩১)-এর শাগরিদগণ যে দার্শনিক শিক্ষা বিস্তার করিতেছিলেন তাঁহার মধ্যে উহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত আল-মু'ইয্য-এর ভাবী প্রশংসাকারী ইব্ন হানী' এমন এক সময়ে তাঁহার অধ্যয়ন পরিচালনা করেন, যখন মু'তাযিলী যুক্তিবাদী মতবাদ ও ইব্ন মাসাররা-র আধিবিদ্যক মতবাদ, যাহা ইসমা'ঈলী বাতিনিয়্যা মতাদর্শের সদৃশ একটি বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই অধিবাসীদের একটি বৃহত্তর অংশ ছিল মুওয়াল্লাদ ও য়ামানী বংশীয় 'আরব। তাঁহারা উমায়্যা শাসনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং ফাতিমী প্রচার কার্যের প্রতি ছিল সংবেদনশীল। এইজন্য যুবক কবি ইব্ন হানী' সেভিলে (বানু'ল-হাজ্জাজ এবং য়ামানী অভিজাতদের অন্যান্য বৃহৎ পরিবারবর্গের একটি দুর্গ) ও এলভিরায় (Bobastro-এর নিকটবর্তী মুযারাবদের একটি জায়গীর, যাহারা দীর্ঘদিন যাবত কর্ডোভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আসিতেছিল) উমায়্যাদের প্রতি অনুরূপ শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলে প্রকাশ্যে স্বীয় ইসমা'ঈলী বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার সুযোগ অযথা নষ্ট করেন নাই। কিন্তু তিনি এমন এক সময়ে ফাতিমীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিজেকে পরিচিত করিয়া তোলেন যখন কর্ডোভায় আন-নাসিরের দৃঢ় সমর্থনে মালিকী মায্হাবের সুন্নী মতাদর্শ বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছিল। অবশেষে যুবক ইব্ন হানী' ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পরিশেষে তিনি কেন্দ্রীয় শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলে সেভিল বা এলভিরা কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দানের ঝুঁকি নেয় নাই। তাঁহার অভিভাবক বানু'ল-হাজ্জাজের বিশেষ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইবন হানী' আল-আন্দালুস ত্যাগ করিয়া ইফরীকিয়্যা চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। ৩৪১/৯৫২-৩ সালে আল-মু'ইয্য-এর ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আবূ য়াযীদ (দ্র.) কর্তৃক খারিজী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে একটি স্বল্পস্থায়ী বাধার পর ফাতিমীদের ভাগ্যে আবার গৌরবময় সাফল্য দেখা দেয়।

৩৪৭/৯৫৮ সালে ফাতিমী সৈন্যবাহিনী জাওহারের নেতৃত্বে মাগ্রিবে একটি অভিযান পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ মরক্কোতে উপনীত হয়। ইহার পর হানী' সিউটার বাহিরে ফাতিমী সেনাপতির সঙ্গে যোগদানের উদ্দেশে চিরতরে আন্দালুস ছাড়িয়া যাইতে আর দ্বিধা করিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে সেই সেনাপতির গৌরবগাথা রচনা করিতে শুরু করেন এবং 'ঘৃণ্য' উমায়্যাদের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে যুবক কবির জন্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনার একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি ছিলেন ফাতিমীদের একজন অতি উৎসাহী সমর্থক। পাশ্চাত্যে ও মুসলিম প্রাচ্যে তিনি ফাতিমী প্রচারকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদিতে ইব্ন হানী'র ভূমিকাকে একজন প্রচারকের ভূমিকা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাসীলার উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে জা'ফার ও য়াহ্য়া (প্রথমোক্ত ব্যক্তি আল-মু'ইয্য-এর দুধভ্রাতা) ভ্রাতৃদ্বয় ইব্ন হানী'কে সাদরে গ্রহণ করেন।

আল-মানসূরিয়্যার রাজদরবারে ইব্ন হানী' ইমামদের কৃতিত্বের প্রশংসা ও আল-মু'ইয্য-এর গৌরব সম্পর্কিত আতিশয্যপূর্ণ প্রশস্তিগাথা রচনায় আপন আবেগ প্রকাশ দ্বারা নিজেকে বিশেষ পরিচিত করিয়া তোলেন। এই রাজদরবারে আল-ফাযারী, ইব্নু'ল-ইয়াদী প্রমুখ প্রতিভাধর কবিও ছিলেন। ইব্ন হানী'র কবিতা শীঘ্রই ব্যাপকভাবে আবৃত্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে ইফরীকিয়্যার শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ও ধর্মীয় মতাদর্শ তাঁহাদের নিজস্ব অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে, এমনকি তাঁহাদের সীমানার বাহিরে পশ্চিমে কর্ডোভায় ও পূর্বে বাগদাদে উহা ছড়াইয়া পড়ে।

অনুরূপভাবে ফাতিমীদের রাজনৈতিক প্রচার সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনে ইব্ন হানী'র কবিতার প্রামাণিক মূল্য রহিয়াছে। ফাতিমীগণ 'আব্বাসী শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করিতেছিল। কিন্তু মুসলিম স্পেনে তাহারা তাহাদের দাবি সোচ্চার করিয়া তোলার কোন সুযোগেরও অসৎ ব্যবহার কখনও করে নাই, যেখানে তাহাদের বংশগত দুশমন উমায়্যাগণ তাহাদের মতবাদের প্রসার রোধ করিতে এবং তাহাদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত স্তব্ধ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। ফাতিমী যুগের ঐতিহাসিকদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও আল-মু'ইয্য-এর নামে উৎসর্গীকৃত তৎরচিত বিখ্যাত প্রশংসাবাদসমূহের সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য; তবে আল-মা'আররী ঐগুলির অতিরিক্ত নিন্দা করিয়াছেন এবং ইব্ন শারাফ অধিকতর পরিমিত সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইব্ন হানী' মুসলিম পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম খ্যাতনামা কবি। তাঁহার ইসমা'ঈলী বিশ্বাস ও ইমামের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তির আলোকে, অতিশয়োক্তির প্রতি তাঁহার আগ্রহ এবং কাব্যে ব্যবহৃত তাঁহার প্রতীকতার রহস্যের ব্যাখ্যা করা যায়। এইজন্য যে সকল পাঠক ইসমা'ঈলী মতবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানেরও অধিকারী নহেন, তাহাদের জন্য ইব্ন হানী'-র রচনাবলী রহস্যময় প্রতিভাত হয়। কেননা তাঁহার কবিতার ভাব উপলব্ধি করিতে এবং ইহা সঠিক মূল্য নির্ধারণ করিতে ইসমা'ঈলী মতবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অপরিহার্য।

তাঁহার মৃত্যুও রহস্যাবৃত্ত, এই সম্পর্কিত বিবরণও অনেকটা এলোমেলো। ইহা 'উমায়্যা বা 'আব্বাসী এজেন্টদের দ্বারা সংঘটিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হইতে পারে অথবা অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অতিশয় আবেগজনিত অপরাধও ইহার কারণ হইতে পারে, এমনকি তাঁহার মৃত্যুর তারিখও অনিশ্চিত। ইব্ন খাল্লিকান বর্ণনা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে ইব্ন হানীর মৃত্যুর তারিখ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইব্ন রাশীক রচিত কু'রাযাতু'য-যাহাব গ্রন্থে কেবল ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় (প্রকৃতপক্ষে তথায় ইহার উল্লেখ নাই)। সাধারণভাবে স্বীকৃত তারিখ ৩৬২/৯৭৩ সন।

তাঁহার কাব্যের কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা অথবা কোন সমালোচনা সম্বলিত সংস্করণ এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। তবে তাহার দীওয়ানের বহু মামুলী সংস্করণ (যাহা অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে) বূলাক ও বৈরূত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাব্বী, পৃ. ১৩০, নং ৭০১; (২) ইব্ন আব্বার, ১০৩, নং ৩৫০; (৩) ইব্ন খাতীব, ইহাতা, কায়রো ১৩১৯ হি., ২খ, ২১২; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ., ৪; (৫) আল-ফাত্হ ইব্ন খাকান, মাত্'মাহ্'ল-আনফুস, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি., পৃ. ৭৪; (৬) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব, কায়রো ১৩০২ হি., ২খ, ৩৬৪ (মাত্'মাহ'র নকল করা হইয়াছে মাত্র); (৭) আবু'ল-ফিদা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি., ২খ, ১১৮; (৮) Amari, Bibl. Ar. Sic, 'আরবী মূল পাঠ, fasc. ২খ, ৩১৭; (৯) মাক্রীযী, ইত্তি'আজু'ল-হুনাফা, জেরুসালেম, তা. বি. (১৯০৮ খৃ.), ৬২; (১০) ইব্নু'ল-আছীর, অনু.

Fagnan, ৩৭১; (১১) Fagnan, Histoire des Almohades d,al-Merrakechi, 93; (১২) von Kremer, Uber den shiitischen Dichter Abul-Kasim Muhammad ibn Hani, in ZDMG, ২৪খ, ৪৮১-৯৪; (১৩) Pons Boigues, ৭৪, ৩৭; (১৪) Brockelmann, I, 91; (১৫) Cl. Huart, Litter. ar., 96; (১৬) ইব্ন শারাফ আল-ক'ায়রাওয়ানী, মাসাইলু'ল-ইন্তিক'াদ, সম্পা. ও অনু. Ch. Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ৪১-৩; (১৭) নু'মান, ইফ্‌তিতাহু'দ-দাওয়া, সম্পা. F. Dachra- oui; (১৮) ইব্ন রাশীক', কু'রাযাতু'য-য'াহাব, সম্পা. Bouyahia; (১৯) ইব্ন হ'ায়্যান, মুক'তাবিস, সম্পা. হ'াজ্জী, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; (২০) M. Canard, Limperialisme des Fatimides et leur propagande, in AIEO Alger, 1942-7;(২১) 'আরিফ তামির, ইব্ন হানী আল-আন্দালুসী, বৈরূত ১৯৬১ খৃ.।

F. Dachraoui (E.I.[2])/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন হ'াফ্সূন (দ্র. 'উমার ইব্ন হ'াফসূন)

ইব্ন হ'াবীব (ابن حبيب) ঃ আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াবীব ইব্ন 'উমায়্যা ইব্ন 'আম্র একজন আরব ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি কু'ত'রুব (দ্র.) ও হিশাম ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-কালবীর ছাত্র ছিলেন এবং ২৩ যু'ল-হি'জ্জা, ২৪৫/২১ মার্চ, ৮৬০ সালে সামুররায় ইনতিকাল করেন। কাহারও কাহারও মতে হ'াবীব ছিল তাঁহার মাতার নাম। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বহু রচনার মধ্যে কেবল একটি পুস্তিকা, যাহার নাম মুখতালিফু'ল-কাবাইল ওয়া মু'তালিফুহা, আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। গ্রন্থটি 'আরব গোত্রসমূহের নামের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে রচিত। Wustenfeld গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন (uber die Gleichheit und Verschiedenheit der arabischen Stammenamen, Gottingen ১৮৫০ খৃ.)। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীও বিদ্যমান রহিয়াছে ঃ (১) কিতাবু মান নুসিবা ইলা উম্মিহী মিনা'শ-শু'আরা (كتاب من نسب الى امه من الشعراء), পাণ্ডু. কায়রো, ৩খ, ৩০০; ৫খ, ৩০৬; (২) কিতাবু'ল-মুনাম্মাক', পাণ্ডু. আন-নাসি'রিয়া গ্রন্থাগার; (৩) কিতাবু'ল- মুহ'াব্বার, সম্ভবত ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (১৯৪২ খৃ. মুদ্রিত)। য়াকূ'ত তাঁহার অন্য রচনাবলীরও উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১০৬; (২) Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, 67; (৩) Wustenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, 59; (৪) Brockelmann, ১খ, ১০৬; SI. 165; (৫) খাতীব বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২৭৭; (৬) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদাবা, সম্পা. আহ'মাদ ফারীদ, ১৮খ, ১১২; (৭) আয-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৩খ, ৮৮০; (৮) আস্-সুয়ূতী, আন্-নুজূমু'য-যাহিরা, ১খ, ৭৫৪, সম্পা. Juynboll, Leiden 1851; (৯) ঐ লেখক, বুগ'য়াতু'ল-উ'আত, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২৯।

দা. মা. ই./এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্ন হাবীব (ابن حبيب) ঃ আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন হ'াবীব আস্-সুলামী, আন্দালুসী 'আলিম যিনি সুলায়মান ইব্ন মানসূ'র-এর বংশধর বলিয়া দাবি করেন। তিনি হি'স্'ন ওয়াত' (যাহা Simonet কর্তৃক Huetor Vega বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে)-এ আনু. ১৮০/৭৯৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৮/৮৫৩ সনে কর্ডোভায় ইনতিকাল করেন। তিনি এলভিরা ও কর্ডোভায় অধ্যয়ন করেন এবং হজ্জ শেষে মদীনায় গমন করিয়া ইমাম মালিক (র) [দ্র.]-এর মায'হাবের জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে ইমাম মালিকের মায'হাব প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। স্পেনে ইহার পূর্বে ইমাম আওযা'ঈ (দ্র.)-র মায'হাব প্রচলিত ছিল। তাঁহার অগাধ জ্ঞানের দরুন তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আফ্রিকার আইনবিদ সাহনূন ইব্ন সা'ঈদ (দ্র.)-এর সহিত তুলনা করা হইত। তাঁহার নিজের বর্ণনানুসারে তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা ১০৫০ যেইগুলির মধ্যে Bodlein-এ রক্ষিত মাত্র একখানি পাণ্ডুলিপি ব্যতীত অন্য কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পাণ্ডুলিপি অতি প্রাচীন। ইহাতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স') ও বাইবেলকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি আশ্চর্যজনক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. E. I., ৩খ, ৭৭৫)।

ইব্ন হ'াবীব একজন হ'াদীছ'বিদ ছিলেন এবং স্পেনে হ'াদীছ' প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় (দ্র. যাহাবী, তায'কিরা, ২খ, ১০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দা'ব্বী, নং ১০৫৩; (২) ইবনু'ল-ফারাদী, তারীখ, নং ৮১৪; (৩) আবু'ল-'আরাব, ত'াবাক'াত 'উলামা ইফরীকি'য়্যা, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৮০, ৮১ (অনু. M. Ben Cheneb, Classes des Savants de l'Ifriqiya, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., পৃ. ১৫১); (৪) Dozy, Recherches, ১খ, ২৮; (৫) Wustenfeld, Geschichtschreiber, নং ৫৬; (৬) Pons Boigues, পৃ. ২৯; (৭) Gonzalez Palencia, Literatura[2], 14; (৮) Brockelmann, ১খ, ১৪৯-৫০, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৩১; (৯) য'াহাবী, তায'কিরা, হায়দরাবাদ ১৩৩৩ হি., ২খ, ১০৭।

A. Huici Miranda (E.I.[2])/মনোয়ারা বেগম

ইব্ন হাবীব (ابن حبيب) ঃ বাদ্‌রুদ্দীন আবূ মুহ'ম্মাদ আল-হ'াসান ইব্ন 'উমার আদ-দিমাশ্‌ক'ী আল-হ'ালাবী আশ-শাফি'ঈ (৭১০/১৩১০-৭৭৯/১৩৭৭) বিজ্ঞ 'আলিম ও আইনবিদ, কয়েকখানা ঐতিহাসিক, বিচার সংক্রান্ত ও কাব্যিক রচনা লেখক, দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যায়নুদ্দীন 'উমার (৬৬৩/১২৬৬-৭২৬/১৩২৬) আলেপ্পোতে বাজার পরিদর্শক (মুহ'তাসিব) ও হাদীছে'র শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরিবারটি ঐ শহরেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ৭৩০/১৩৩২ সালে ও পুনরায় ১৩৩৮ সালে ইব্ন হ'াবীব মক্কায় হাজ্জব্রত পালন করেন এবং এই সকল সফরের সময় তিনি কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুসালেম ও হেবরনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আলেপ্পোতে বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন পদে, যেমন বিচারালয়ের কারণিক (কাতিবু'ল-হু'কম) ও নথিপত্রাদির দফতরের কারণিক (কাতিবু'ল-ইনশা) পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই একজন সুপরিচিত লেখক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ৭৫৫/১৩৪৪ সালে তিনি ত্রিপোলী ভ্রমণ করেন, যেইখানে তিনি ঐ শহরের মামলূক-রাজপ্রতিনিধি মানজাক আন-নাসি'রী কর্তৃক সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সেইখানে দুই বৎসর

থাকিবার জন্য রাযী করাইয়াছিলেন। মানজাকের দামিশকের রাজপ্রতিনিধি হইবার পরে ৭৫৯/১৩৫৮ সালে তিনি পুনরায় ইব্‌ন হাবীবকে তাঁহার আলেপ্পোর বাড়ী হইতে এই শহরে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং পুনর্বার মনোযোগ আকর্ষণকারী সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত এই বিজ্ঞ 'আলিম আলেপ্পো প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিন বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৭৭৯/১৩৭৭ সালে তিনি আলেপ্পোতে ইনতিকাল করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতা বা গদ্যে রচিত তাঁহার বহু রচনার মধ্যে কেবল দশটি বর্তমান আছে বলিয়া জানা যায়। এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মামলূক শাসনকালের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস। সাম্রাজ্যের শুরু হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত (৬৪৮/১২৫০-৭৭৭/১৩৭৫) সালের ইতিহাস সম্বলিত এই গ্রন্থখানার নামকরণ তিনি করেন 'দুররাতুল-আসলাক ফী দাওলাতি' (মুলকি)-ল-আতরাক। তাঁহার পুত্র যায়নুদ্দীন তাহির ৭৭৮/১৩৭৬ হইতে ৮০১/ ১৩৯৯ পর্যন্ত এই রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। ১৮৪৬ সালে H. E. Weijers A. Meursinge প্রথম বৎসর ইহার ভূমিকা এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে প্রধানত জীবনী সংক্রান্ত মূল্যবান টীকাসমূহ প্রকাশ করেন। P. Leander ১৯১৩ খৃস্টাব্দে ভূমিকাটি এবং প্রথম আট বৎসরের পূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করেন। তাঁহার অন্য একখানা গ্রন্থ প্রকৃতি ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কবিতা ও গদ্যে রচিত নাসীমু'স-সাবা বিগত শতাব্দীতে অন্ততপক্ষে তিনবার মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যমান অন্য কয়েকখানা অপ্রকাশিত পুস্তক প্রাচীন কাল হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত যুবরাজদের ও নবীগণের একখানা ইতিহাস, কিতাবু'ল-মুশাজজার ফিত্‌-তারীখ (দ্র. Rosenthal, Historiography[2], 97) মামলূক সুলতান কালাউন ও তাঁহার পুত্রদের একখানা ইতিহাস (তায্‌কিরাতু'ন-নাবীহ ফী আয়্যামি'ল-মানসূর ওয়া-বানীহ্‌), বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের জন্য একখানা নজীর গ্রন্থ (কাশ্‌ফু'ল-মুরূত 'আন মাহাসিনি'শ-শুরূত) ও বিভিন্ন কবিতা সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতাই নবী কারীম (স)-এর প্রশংসা সম্বলিত।

একজন ঐতিহাসিক হিসাবে ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী তাঁহার রচনার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (নুজূম, ৫খ, ৩৩১), "লিখন শিল্পে (ইন্‌শা) ও বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গঠনে (শুরূত) তিনি ছিলেন তাঁহার সময়ের পরমোৎকর্ষের আদর্শ। রাজায ছন্দে লিখিত তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থখানা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। গ্রন্থখানা ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই আমি ইহার উল্লেখ কমই করিয়াছি। কোন অন্ত্যমিল তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তিনি একটি উপাত্ত (datum)-কে পরিত্যাগ করিতেন। ইহা আমার ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি নহে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, মান্‌হাল (Wiet), নং ১৭২০; (২) ইব্‌ন হাজার, দুরার, ২খ, ২৯; (৩) Quatremere, Histoier des Sultans Mamluks, i/b, 204 (সেইখানে ভুল তারিখ দেওয়া হইয়াছে); (৪) Wustenfeld, Geschichts chreiber, নং ৪৪০; (৫) Brockelmann, ২খ, ৩৬, S II; (৬) Orientalia, Leiden ১৮৪৬ খৃ., ২খ, ১৯৭-৪৮৯; (৭) P. Leander, আওস... ইব্‌ন হাবীব-এর দুররাতু'ল-আসলাক, in Le Monde Oriental, ৭খ. (১৯১৩ খৃ.), ১-৮১, ২৪২-৩।

W. M. Brinner (E.I.[2])/মনোয়ারা বেগম

ইব্‌ন হাবীব মুহাম্মাদ (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব)

ইব্‌ন হাম্‌দীস (ابن حمديس) ঃ 'আবদু'ল-জাব্বার আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-আয্‌দী, মুসলিম সিসিলীর একজন 'আরব কবি। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ (৫২৭/১১৩২-৩৩) এবং তাঁহার কিছু কবিতা হইতে (যেখানে তিনি নিজেকে একজন অশীতিবর্ষীয় ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি (প্রায়) ৪৪৭/১০৫৫ সালের দিকে Syracuse-এ জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ ইহা ছিল খৃস্টানদের সিসিলী বিজয়ের ঠিক পূর্বের ঘটনা। ১০৬০ খৃস্টাব্দে এই বিজয় সূচিত হইয়াছিল এবং Robert Rogerd Hauteville-এর সম্মিলিত অভিযানে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। Cataria-এর আমীর ইব্‌নু'ছ-ছুমনা (দ্র.) তাঁহাদের উভয়কে সিসিলী অভিযানের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে সিসিলীতে অতিবাহিত কবির যৌবনকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় (দীওয়ান, সম্পা. C. Schiaprarelli, নং ২৭, ১১০, ১২৭, ১৫৭, ২৬৯ ইত্যাদি) অতিরিক্ত মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদের পরোক্ষ উল্লেখ দ্বারা তাঁহার এই সময়কালটি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়, এমনকি এই সব কাব্যিক উপাদানের প্রচলিত প্রয়োগকে বাদ দিলেও (যাহা মদ্যপানের বর্ণনা সম্বলিত প্রায় সকল আরবী কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়) একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, সিসিলীর কোন কোন স্থানের জন্য কবির আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার আন্তরিকতার লক্ষ্য যাহার অবস্থান তাঁহার কবিতায় আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লিখিত Syracuse ও Noto ছাড়া আমাদের কাছে তাহা অজ্ঞাত।

স্পেনের উদ্দেশে সিসিলী ত্যাগের পূর্বে (৪৭১/১০৭৮-৭৯) নরম্যানের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন যুদ্ধে কবি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। সেভিলে তিনি শাহযাদা আল-মু'তামিদ ইব্‌ন 'আব্বাদ (দীওয়ান, নং ৩৪৪)-এর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। শাহযাদা কবি ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই প্রথম নির্বাসনে ইব্‌ন হাম্‌দীস শাহ্‌যাদার পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'আব্বাদী রাজধানীর জাঁকালো জীবন যাপনে অংশগ্রহণ করিতে এবং সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অনুধাবনের সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার কিছু কিছু কাসীদায় পরিস্থিতি অনুসারে সমসাময়িক কালের দুঃখজনক অথবা আনন্দময় ঘটনাবলীর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এই সম্পর্কে তাঁহার দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে (দীওয়ান, নং ২৭৭ ও ২৮৩)। এই গ্রন্থ দুইটিতে ইব্‌ন হাম্‌দীস ৪৭৯/১০৮৬ সালে সংঘটিত বিখ্যাত যাল্লাকা (দ্র.)-এর যুদ্ধে আল-মু'তামিদের বীরোচিত কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে আল-মুরাবিতূন ও আন্দালুসীয়গণ Alfonso VI-এর নেতৃত্বাধীন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

আল-মুরাবিতদের দ্বারা 'আব্বাদী রাজধানী বিজিত হওয়ার পর (আগস্ট ১০৯১) আল-মু'তামিদ সেভিল ত্যাগ করিলে ইব্‌ন হাম্‌দীস ইফরীকিয়া ও মাগ্‌রিবের উদ্দেশে যাত্রা করেন। অতঃপর তিনি সময় সময় আগমাত-এ আগমন করিতেন যেইখানে পরাজিত শাহযাদা আল-মু'তামিদ বন্দী ছিলেন (ইহা ছিল একটি উপলক্ষ, যাহার ফলে উভয়ের মধ্যে মর্মস্পর্শী কাব্যিক বিনিময় ঘটে, দীওয়ান, নং ৫২, ১৫৩ ও ৩৩৫)। কখনও কখনও তিনি আল-মাহ্‌দিয়ার যীরিদের সঙ্গে অথবা কখনও বিজায়াতে আত্মপ্রকাশ করিতেন। হাম্মাদী আল-মানসূর ইব্‌ন 'আলাই'ন-নাস (৪৮৩/১০৯০-

৪৯৭/১১০৪) তাঁহার সৈন্যসহ বিজায়াতে তাঁহার শাহী দরবার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা শাহ্যাদা মু'তামিদের নির্মিত স্থানসমূহের একটি। ইব্ন হ'ামদীসের ক'াসীদা নং ৩৪৭-এ ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

আল-মাহ্দিয়ার বিরুদ্ধে সিসিলীর দ্বিতীয় Roger পরিচালিত অভিযানটির ব্যর্থতার সময় ইব্ন হ'াম্দীস তিউনিসিয়া ত্যাগ করেন নাই। এন্টিয়কের জর্জ (George)-এর নেতৃত্বে এই অভিযানটি পরিচালিত হইয়াছিল। জুলাই ১১২৩ সালে নরম্যান যুদ্ধ জাহাজটি একটি ঝড়ের কবলে পড়ে। ফলে সৈন্যদলের একটি অংশমাত্র আফ্রিকীয় তীরে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। একটি প্রাথমিক সফলতার পর নরম্যানগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং নির্বিচারে নিহত হয়। কবির জন্য বিজয়োল্লাসের সময় উপস্থিত হইল। যে নরম্যানগণ তাহার জন্মভূমি সিসিলী আক্রমণ করিয়াছিল, মুসলিমদের হাতে তাহাদের নির্মূল হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া কবির মনে আনন্দ দেখা দিল। কিন্তু তখন কবির বয়স ছিল ৭০ বৎসর। তথাপি তিনি মুসলিমদের বীরোচিত কার্যের জয়গান গাহিতে সমর্থ হইলেন (দীওয়ান, নং ১৪৩)।

ইব্ন হ'ামদীস কোথায় ইনতিকাল করিয়াছিলেন, ইহার সঠিক স্থান জানা যায় না। কাসীদা নং ৩০১-এর মন্তব্যের বিচারে তাঁহার মৃত্যুর স্থান ছিল বিজায়া অথবা খুব সম্ভবত তিনি ৫২৭/১১৩২-৩ সালে মেজরকা (Majorca) দ্বীপে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইব্ন হামদীসের কাব্যিক রচনাবলী তাঁহার দীওয়ানে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার দুইটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে সিসিলীয় ভাবগ্রাহী কিছু কাসীদা রহিয়াছে, যেইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু জন্মভূমির জন্য কবির কাতরতা ও নরম্যানকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁহার অনুসারী সিসিলীবাসীদের প্রতি তাঁহার উপদেশ (দীওয়ান, নং ৭৫ ও ২৭০), ছন্দোবদ্ধ পত্র ও শোকগাথা (দীওয়ান, নং ২৪৫, ২৯৭, ৩৩০ ইত্যাদি), সেই সকল আমীর, মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে রচিত প্রশংসামূলক কবিতা অথবা দরবারী কবিতা, যাঁহাদের তিনি সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, 'আব্বাদী আল-মু'তামিদ (দীওয়ান, নং ৮৬, ৮৮, ১০১, ১২০, ১২৭ ইত্যাদি) ও তাঁহার পুত্র আর-রাশীদ (দীওয়ান, নং ৫৮), যীরি য়াহ্'য়া ইব্ন তামীম (দীওয়ান, নং ৩৩, ৩৪, ৬২, ১৩২, ২১৮, ২২৮), 'আলী ইব্ন য়াহ্'য়া (দীওয়ান, নং ৬৩, ৬৪, ১৩৪, ৪১), আল-হ'াসান ইব্ন 'আলী (দীওয়ান, নং ২৮৪ ও ৩১৪), নৈতিকতার উদ্দেশে নীতিগর্ভ উপদেশমূলক ক'াসীদা অথবা কবি মনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা (বিশেষত দীওয়ান, নং ১৮৮, ১৮৯, ১৯৩, ২২০ ও ২৩৮), মদ্যপানের বর্ণনা সম্পর্কিত কবিতা (দীওয়ান, নং ৫৬ ও ৫৭) এবং সর্বশেষে বহু সংখ্যক কাসীদা অথবা ওয়াস্'ফ শিরোনামের শ্রেণীভুক্ত কিছু খণ্ড কবিতা, যাহা প্রধানত সিসিলী ও আন্দালুস সম্পর্কে রচিত অথবা প্রকৃতি, যুদ্ধ, প্রাণী শিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রচিত (দীওয়ান, নং ৩, ৬, ১৭, ২১, ২৩, ৩১, ৮১, ১১৬, ১৬১)। ইব্ন হ'ামদীস বিদ্রূপাত্মক কবিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন (দীওয়ান, নং ৩২৮) এবং তাঁহার দীওয়ানে কোন হিজা (নিন্দাসূচক) কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইব্ন হ'াম্দীসের কাব্যরীতি ও তাঁহার কাব্যিক ভাষার ব্যবহার সমান নয়। তাঁহার কবিতায় অতি বাচনিক এবং শব্দ গঠন সংক্রান্ত সাবলীলতার সঙ্গে সঙ্গে অতীব মূল্যবান শব্দমালার পুনঃপুনঃ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁহার শব্দ গঠন বাকচাতুরী ও অনুপ্রাসের কৌশলমাত্র। ইহাদের অন্তর্হিত ভাবের দৈন্য গোপনের জন্য শ্লেষালঙ্কার ব্যবহার করা হয়। এই সম্পর্কে ইহা খুবই স্পষ্ট যে, ইব্ন হ'াম্দীস আল-মুতানাব্বীর প্রতিনিধিত্বশীল কাব্যিক নূতন রচনা পদ্ধতির সৌন্দর্য অথবা গঠনরীতির বশীভূত ছিলেন। ইব্ন হ'াম্দীস, বিশেষত প্রশংসাসূচক কবিতা রচনায় আল-মুতানাব্বীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কাব্যিক প্রতিভা লক্ষ্য করা যায় তৎরচিত বর্ণনামূলক খণ্ড কবিতাসমূহে। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে তিনি আন্দালুসীয় কাব্যিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াম্দীস সম্পর্কে সর্বপ্রথম আগ্রহী পণ্ডিত (১) M Amari, তিনি তাঁহার Bibliotheca arabo sicula ('আরবী পাঠ, Leipzig 1857; ইটালী অনু. Turin 1881-2)-এ সিসিলী সম্পর্কে ইব্ন হ'াম্দীসের রচিত কিছু কবিতা প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে কবির জীবনী সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য তিনি তাঁহার Storia dei Musulmani di Sicilia2, Catania 1933-9, ii, 592-602-এ প্রকাশ করেন। পরে বিদ্যমান দুইটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ দীওয়ানটি C. Schiaparelli (Rome 1897), কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তিনি ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ ইটালীয় অনুবাদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু অনুবাদটি অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। কেবল একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তিশীল (যাহা Vaticn-এ সংরক্ষিত ছিল) এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সংশোধনসহ ইহার একটি নূতন সংস্করণ ইহ'সান 'আব্বাস কর্তৃক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বৈরূত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহ্'সান 'আব্বাস প্রথম সংস্করণের সহিত বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত ১০০টি কবিতা সংযোজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। য়ূরোপীয় ভাষায় ইব্ন হ'ামদীসের কবিতার জন্য দ্র. (২) A. von Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, Berlin 1855, ii, 16-3; (৩) L. Bercher, Le palais d El-Mansour a Bougie, in RT. xxix (1922), 50-6; (৪) H. Masse, Un chapitre des analectes d al Maqqarisur la litterature descriptive chez les Arabes in Melanges Rene Basset, Paris 1923, i, 235-58; (৫) F. Gabrieli Ibn Hamdis, Mazara 1948; (৬) ঐ লেখক, Sicilia e Spagna nella vita e nella Poesia di Ibn Hamdis, in Dal mondo dell Islam, Milan-Naples 1954, 109-26; (৭) ঐ লেখক, Il palazzo hammadita di Bagaya descritto da Ibn Hamdis in Festschrift fur Ernst Kuhnely, Berlin 1959, 54-58 । ইব্ন হ'ামদীস সম্পর্কিত বরাতের জন্য আরও দ্র. (৮) U. Rizzitano, il contributo del monodo arabo agli studi arabo siculi, in RSO, xxxvi (1961), 89-93; (৯) 'আবদু'ল-মুগ্'নী আল-মিনশাবী ও মুসতাফা আস্'-সাক্কা, তারজামাত ইব্ন হ'াম্দীস আস-সিকিল্লী, কায়রো ১৩৪৭/১৯২৯; (১০) যায়নু'ল-'আবিদীন আস স'ানূসী, "ফি'ল-আদাবি'ল-আরাবী ওয়া দীওয়ান ইব্ন হ'াম্দীস", তিউনিস ১৯৫২ খৃ.; (১১) U. Rizzitano, মা ইব্ন হ'ামদীস আস-সি'কিল্লী, ফিক্র-এ ৭ম/৬ (মার্চ ১৯৬২ খৃ.), ৫৬৩-৭০; (১২) এফ. বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৬৯-৭১; (১৩) MMIA, xxxvii (1962/3), 407-13; (১৪) আদ-দ'াব্বী, বুগ্'য়া, নং ১৫৫৯ (তু. নং ১৮৮৪); (১৫) 'ইমাদুদ্দীন খারীদাতু'ল-কাসর, বাগ'দাদ ১৯৫৫ খৃ., ১খ,

১৮৪-১৮৫; (১৬) আল-মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব, বূলাক ১২৭৯ হি., ১খ, ২৩২; (১৭) ইব্‌নু'ল-আছীর, আল-কামিল, ১০খ., ৩৫৭; (১৮) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ৩০২; ২খ, ৩১; (১৯) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, নং ১৭৮৩; (২০) আস্ সামী, কামূস, আল-আ'লাম; (২১) Hammer-Purgstall, Literatur geschichte der Araber, ভিয়েনা ১৮৫৫ খৃ., ৬খ, ৫৫৬, নং ৬১৮৩, ৭৩৩-৩৫; নং ৬৪০৩; (২২) Wustenfeld, Geschitschreiber, Gottingen 1882, 234; (২৩) Brockelmann, ১খ, ২৬৯-৭০; S I, 474-475; (২৪) রিয়াসাত 'আলী নাদাবী, তারীখ সাকলিয়া, ১খ, ৩৪৯-৩৬৪।

U. Rizzitano, (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌ন হাম্‌দূন (ابن حمدون) ঃ বাহাউদ্দীন আবু'ল-মাআলী মুহাম্মাদ ইব্‌নু'ল-হাসান, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আবু'ল-কাসিম ইসমা'ঈল ইব্‌নু'ল-ফাদ্‌ল আল-জুরজানীর ছাত্র, জন্ম রাজাব ৪৯৫/এপ্রিল-মে ১১০২, জন্মস্থান বাগদাদ। তাঁহার পিতা একজন প্রথিতযশা অফিসার ছিলেন এবং অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা হামদানী বংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া দাবি করা হয়। এই বংশের পূর্বপুরুষের নাম হামদূন। খলীফা মুকতাফীর রাজত্বকালে (৫৩০/৫৫৫/১১৩৬-১১৬০) যিনি 'আরিদু'ল-'আসকারসহ (সেনাবাহিনীর পরিদর্শক বেশ কয়েকটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে কাফি'ল-কুফাত (كافى الكفاة প্রধান সচিব) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। খলীফা মুস্‌তানজিদ (৫৫৫-৫৬৬/১১৬০-১১৭০) তাঁহাকে দীওয়ানু'য-যিমাম (অর্থ মন্ত্রণালয়)-এর পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং নিজের একান্ত সহকারী পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এই শেষোক্ত পদে তিনি বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। ইব্‌ন হামদূন পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ইতিহাস, সাহিত্য, বিস্ময়কর ঘটনাবলী ও কবিতার সমন্বয়ে একটি সুবৃহৎ সংকলন (আত-তাযকিরা ফি'স-সিয়াসা ওয়াল-আদাবি'ল-মুলকিয়া (التذكرة فى السياسة والادب الملكيه) রচনা করেন, যাহা মামলূক শাসনামলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁহার পারিবারিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই তাযকিরার মধ্যে খলীফা এমন কতকগুলি অনুচ্ছেদ আবিষ্কার করেন যেগুলিকে তিনি সরকার ও রাজদরবারের প্রতি অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এই অপরাধে খলীফা আল-মুসতানজিদ তাঁহাকে ৫৬৪/১১৬৮ সালের প্রথমদিকে জেলখানায় বন্দী করেন। একই বৎসর বন্দী অবস্থায়ই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ বুধবার ১১ যু'ল-কা'দা/২৯ আগস্ট, ১১৬৭ এবং তাঁহাকে মাকাবিরে কুরায়শে দাফন করা হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র আবূ সা'দ আল-হাসান বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ইব্‌ন হামদূন তাঁহার রচনায় খুবই সতর্ক ছিলেন। আবূ সা'দ (৫৪৭-৬০৮/১১৫২-১২১১) একজন বড় গ্রন্থ সংকলক ছিলেন, যিনি শেষ জীবনে দারিদ্র্যে পতিত হন এবং তাঁহার রচনা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকেন।

ইব্‌ন হামদূনের তাযকিরার একটি অংশ কিতাবু'ল-আগানী (كتاب الاغانى) এবং অনুরূপ পুস্তকাদি হইতে গৃহীত। ইহার একটি দুষ্প্রাপ্য কিন্তু অসম্পূর্ণ কপি লন্ডনের বৃটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে যাহা Von Kremer আলেপ্পো শহরে পাইয়াছিলেন। এই পুস্তকের কিছু অংশ ১৩৪৫/১৯২৭ সালে কায়রোতে মুদ্রিত হয়।

ইব্‌ন হামদূনের এক ভ্রাতা গারসু'দ-দাওলা (غرس الدولة) আবূ নাস্‌র মুহাম্মাদ আল-হাসান (মৃ. ৫৪৫/১১৭০) নিজের সমসাময়িক সরকারী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার পিতা আবূ সা'দ আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (মৃ. ৫৪৬/১১৫১) বাগদাদের বিখ্যাত সচিব ও হিসাবরক্ষকদের মধ্যে গণ্য হইতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কাতিব আল-ইস্‌ফাহানী, খারীদা (Iraki Sectin), বাগদাদ ১৩৭৫/১৯৫৫, ১খ, পৃ. ১৮৪ প.; (২) ইব্‌নু'ল-জাওযী, মুনতাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৪ হি., ১০খ, ২২১-২; (৩) ইব্‌নু'দ-দুবায়ছী, আল-মুখতাসারু'ল-মুহতাজ ইলায়হি, পৃ. ৩৩, বাগদাদ ১৩৭১/১৯৫১; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, no. 626, and later authors; পুনরায় (৫) Brockelmann, I. 333, S I, 493, for the biography of his son Abu Sad, cf. (৬) Yakut, Udaba, iii, 215-17 (important Correction in the Cairo ed., ix, 187), for those of his brothers, Abu Nasr Muhammad and Abul Muzaffar Nasr, see (৭) ইব্‌নুল-ফুওয়াতী তালখীস, মাজমা'ই'ল-আদাব, বাগদাদ ১৯৬২ খৃ., ৪খ, পৃ. ১১৬১-৩ ও ১১৬৬ প.; (৮) ইব্‌নু'ল-আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল, কায়রো ১৩০৩ হি., ১১খ, পৃ. ১২৪; (৯) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াত, কায়রো ১৩৩১ হি., ১খ., পৃ. ৫১৬-১৭; (১০) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা সম্পা. Popper, ৩খ, পৃ. ১২; (১১) ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, বূলাক ১২৯৯ হি., ৪খ, পৃ. ১৮৬-৭; (১২) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., ২খৃ. ৩৫৭-৮; (১৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২খ, পৃ. ২৫৩; (১৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, পৃ. ২০৬; (১৫) আস-সামী, কামূসু'ল-আ'লাম, ইস্তাম্বুল ১৩০৬ হি., ১খ, পৃ. ৬১৮; (১৬) Von Kremer, Sitzber phil. Hist. Cl. Wiener Akad, 1851 খৃ., ৬খ, পৃ. ৪১৪-১৯; (১৭) ZDMG, 7 (1853), p. 215; (১৮) Amedroz, Tales of Official life from the Tadhkira of Ibn Hamdun, IRAS, 1908, 409-470; (১৯) E.I.[2], vol. 3, p. 784.

ইহসান ইলাহী রানা (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ মূসা

ইব্‌ন হাম্বাল (দ্র. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র))

ইব্‌ন হাম্মাদ (দ্র. ইব্‌ন হামাদু)

ইব্‌ন হামাদু (ابن حماد) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন আবী বাক্‌র আস-সানহাজী, বানূ হাম্মাদ (দ্র.) সম্পর্কীয় এবং তাহাদের কাল'আ (দ্র.) সন্নিকটস্থ গ্রামের জনভুক্ত একজন বার্বার কাযী ও ঐতিহাসিক। কাল্'আ ও বোজি (Bougie)-তে অধ্যয়নের পর তিনি Algeciras ও Sale-এর কাযী ছিলেন। যদি এই বিষয়ে মাফাখিরু'ল-বারবার (পৃ. ৬৫) গ্রন্থ প্রণেতার কোন বিভ্রান্তি না থাকে, যিনি তাঁহাকে আবু'ল-হাসান উপনাম (কুনয়া) প্রদান করেন, তিনি ৬১৬/১২১৯ সালে Azmmur-এরও কাযী ছিলেন। তিনি ৬২৮/১২৩১ সালে ইনতিকাল করেন।

কতিপয় পরবর্তী ঐতিহাসিক, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন খালদূন ('ইবার, ৭খ, ৪৩) ও মাফাখিরু'ল-বারবার (সম্পা. E. Levi-Provencal,

রাবাত ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৫১)-এর অজ্ঞাত গ্রন্থকার কর্তৃক ব্যবহৃত তাঁহার কিতাবু'ন-নুবাযি'ল-মুহতাজা ফী আখবার মুলূক সান্হাজা বিইফরীকিয়্যা ওয়া বিজায়া (كتاب النبذ المحتاجة فى اخبار ملوك سنهاجة بافريقية وبجاية) বর্তমানে পাওয়া যায় না; তবে ৬১৭/১২২০ সালে গ্রন্থিত তাঁহার 'উবায়দীগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস টিকিয়া আছে এবং পাণ্ডুলিপি আকারে প্যারিসে (Bibl. Nat ., 1868) ও আলজিয়ার্সে (১৯৮৮, ৩) সংরক্ষিত আছে। Cherbonneau প্রথম আংশিকভাবে ইহার অনুবাদ করেন (J A-তে, ১৮৬২ খৃ., ২খ, ৪৭০ প., ১৮৬৯ খৃ., ১খ, ১৯৯ প.) এবং পরবর্তী কালে M. Vonderheyden (Histoire des rois Obaidites, আলজিয়ার্স-প্যারিস ১৯২৭ খৃ.) সম্পূর্ণভাবে ইহার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। ইব্ন হামাদু কবিতাও রচনা করেন যাহার কিছু নিদর্শন সংরক্ষণ করেন আত-তিজানী (রিহ্‌লা, সম্পা. হ. হ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব, তিউনিস ১৩৭৭/১৯৫৮, পৃ. ১১৬-৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুব্রীনী, 'উনওয়ানুদ'-দিরায়া, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ., পৃ. ১২৮-৩০; (২) Amari, Bibliotheca arabo-sicula, পৃ. ৩১৭; (৩) স'ফাদী, ৪খ, ১৫৭-৮, নং ১৬৯২; (৪) এফ. বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৭৩-৪; (৫) R.Brunschvig, Melanges Gaudefroy-Demombynes-এ, কায়রো ১৯৩৫-৪৫ খৃ., পৃ. ১৫৬, টীকা ২; (৬) H. R. Idris, Zirides, ১খ, ১৯।

এই ইব্ন হ'ামাদুকে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে তাঁহার সমনামীয় আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'ামাদু আল-বারনুসী আস'-সাব্তীর সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুচিত। শেষোক্ত জন কাযী 'ইয়াদ'-এর শাগরিদ ছিলেন এবং বর্তমানে নিখোঁজ গ্রন্থ কিতাবু'ল-মুক্‌তাবিস ফী আখবারি'ল-মাগ'রিব ওয়াল-আনদালুস-এর প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, অনু. পৃ. ৩১৪, টীকা ১; (২) মাফাখিরু'ল-বারবার, পৃ. ৪৩, ৪৬, ৫৮, ৬৪; (৩) E.Levi-Provencal, in Arabica, ১খ. (১৯৫৪ খৃ.), ২৫-৬, টীকা ৩; (৪) R. Brunschvig, in Mel . Gaudefroy-Demombynes, পৃ. ১৫৬, টীকা ২; (৫) H. R. Idris, Zirides, ১খ, ১৯।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

ইব্ন হামামা [দ্র. বিলাল ইব্ন রাবাহ' (রা)]

ইব্ন হামিদ (ابن حامد) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হ'াসান ইব্ন হ'ামিদ বুওয়ায়হীদের অধীনে বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হ'াম্বালী 'উলামার অন্যতম। ৪০৩/১০১২ সালে মক্কায় হাজ্জ সমাপনের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে বেদুঈনগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁহার হ'াদীছ অথবা ফিক্'হশাস্ত্রের শিক্ষকগণের মধ্যে আবূ বাক্র আন-নাজ্জাদ (মৃ. ৩৪৮/৯৫৯) ও আবূ বাক্র আল-'আযীয (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩ সাল)-এর ন্যায় কতিপয় প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' অথবা ফাকীহ ছিলেন। শেষোক্ত আবূ বাক্র আল-'আযীয গু'লামু'ল-খাল্লাল (দ্র.) নামে অধিকতর পরিচিত।

উপরন্তু আহ'মাদ ইব্ন সালিম আল-খাত্‌লী তাঁহাকে আল-খিরাকী (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩)-র মুখ্‌তাসার কিতাব শিক্ষাদান করেন। উক্ত কিতাবটি বংশপরম্পরায় হাম্বালী ফাকীহদের শিক্ষার অংশবিশেষ ছিল। ইব্ন হ'ামিদের প্রধান পেশা ছিল শিক্ষকতা। কথিত আছে, তিনি খলীফা আল-ক'াদির (মৃ. ৪২২/১০৩১ সাল)-এর নিকট যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক জীবনে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ হইতে তিনি বিরত ছিলেন।

তাঁহার জীবনীকারগণ বিপুল সংখ্যক রচনাকে তাঁহার বলিয়া চিহ্নিত করিলেও মনে হয় এখন সেইসব রচনা বিলুপ্ত। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইতেছে কিতাবু'ল-জামি' ফী ইখতিলাফি'ল-ফুকাহা (كتاب الجامع فى اختلاف الفقهاء); সম্ভবত ইহা ছিল বিভিন্ন মায'হাবের মতানৈক্যের ব্যাখ্যার আলোকে হ'াম্বালী মাযহাবের একটি রূপরেখা। তিনি আল-খিরাকীর মুখ্‌তাসার গ্রন্থের একটি ভাষ্য (شرح) রচনা করেন যাহা বহুকাল যাবত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইত। তাঁহার চিন্তামূলক সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁহার অপর দুইটি গ্রন্থ প্রায়শই উল্লিখিত হয়। ইহার একটি হইতেছে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত (أصول الدين) এবং অপরটি হইতেছে আইনগত পদ্ধতি সম্পর্কিত (أصول الفقه)।

ইব্ন হ'ামিদ-এর প্রখ্যাত ছাত্রবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন আবূ বাক্র আর-রাওশানানী (মৃ. ৪০১/১০১১), ইনি ইব্ন বাত্তা আল-উক্‌বারীর (মৃ. ৩৮৭/৯৯৭)-ও ছাত্র ছিলেন। আবূ ইসহাক আল-বারমাকী (মৃ. ৪৪৫/১০৫৪) উত্তরাধিকার আইন (علم الفرائض)-এর একজন বিশেষজ্ঞ আবূ 'আবদিল্লাহ আল-ফুকা'ঈ (মৃ. ৪২৪/১০৩৩), যিনি আল-মানস্'র-এর মসজিদে শিক্ষকতা করিতেন; আবূ ত'ালিব ইবনু'ল-বাক্কাল (মৃ. ৪৪০/১০৪৮), ফাকীহ ও তার্কিক হিসাবে পরিচিত; পরিশেষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাযী আবূ য়া'লা ইবনু'ল-ফাররা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) যিনি পরবর্তী কালে শিক্ষক হিসাবে ইব্ন হ'ামিদের উত্তরাধিকারী হন এবং অতি শীঘ্রই ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগদাদে হ'াম্বালী মায'হাবের প্রধান শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খাতীব বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৭খ, ৩০৩; (২) আবু'ল-হু'সায়ন, ত'াবাক'াতু'ল-হানাবিলা, ২খ, ১৭১-৭; (৩) ইব্নু'ল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৭খ, ২৬৩-৪; (৪) ইবনু'ল-আছ'ীর, ৮খ, ২৬৯; (৫) ইব্ন কাছ'ীর, বিদায়া, ১১খ, ৩৪৯; (৬) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১৬৬-৭; (৭) শাত্তী, মুখ্‌তাসার ত'াবাক'াতি'ল-হানাবিলা, দামিশক' ১৩৩৯/১৯২১, পৃ. ২৬; (৮) গ. মাক্‌দিসী, Ibn Aqil et la rsurgence de l'Islam traditionaliste au XI[e] siecle (V[e] siecle de l'hegire) দামিশক' (PIFD) ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২২৭-৩২।

H. Laoust (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

ইব্ন হাযম (ابن حزم) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ 'আলী ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন হ'াযম, রামাদ'ানের শেষ দিন ৩৮৪/৭ নভেম্বর, ৯৯৪ সনে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন (কাহারও কাহারও মতে তাঁহার জন্মসন ৩৯৭ হিজরী, Brockelmann, ৩৮৩ হিজরীর ৩০ রামাদ'ান তাঁহার জন্মতারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) এবং ৪৫৬/১০৬৪ সালে মানতা লীশাম (Manta Lisham)-এ ইনতিকাল করেন। তিনি আন্দালুসের বিখ্যাত 'আরব কবি, ঐতিহাসিক, আইনবিদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও 'আরব মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তিনি জ'াহিরী (দ্র. জ'াহিরিয়া) নীতিমালা সংকলন করেন এবং সেইগুলির প্রক্রিয়া কু'রআনের বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

ইব্ন হায্মের জীবন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী ঃ ইব্ন হ'ায্ম যে যুগে জীবিত ছিলেন তাহা ছিল E. Gracia Gomez -এর মতে মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা দুঃসময় এবং "আন্দালুসিয়ায় ইসলামের চরম সংকটকাল"। ইব্ন হায্মের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত। তবে অধিকতর সম্ভাব্য মত এই যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নিবলা (Niebla) এলাকার মানতা লীশাম নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নিজেকে য়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ানের জনৈক ইরানী ক্রীতদাসের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। যাহা হউক, ইব্ন হ'ায্মের পিতামহ সা'ঈদ কর্ডোভায় বসতি স্থাপন করেন। পিতা আহ'মাদ প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং আল-মানসূ'র ও তৎপুত্র আল-মুজ'াফফারের উযীর ছিলেন। হ'াজিব আল-মানসূ'র ইব্ন আবী 'আমিরের সন্দেহভাজন না হইয়া সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী 'উমায়্যা খলীফার প্রতি কিভাবে বিশ্বস্ত থাকা যায় আহ'মাদের তাহা ভাল করিয়াই জানা ছিল।

ইব্ন হ'ায্মের বাল্যকাল কাটে শাহী হেরেমের পারিপার্শ্বিকতায়। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক ইব্ন হ'ায্মের জীবন অতি আদর-যত্নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তারপর তাঁহাকে আন্দালুসীয় বারবার ও স্লাভদের মধ্যকার রাজনৈতিক গোলযোগের শিকার হইতে হয়। 'আমিরীদের পতন ও মুহ'াম্মাদ আল-মাহদী কর্তৃক খলীফা দ্বিতীয় হিশামের স্থান দখলের পর ইব্ন হ'ায্মের পিতা আহ'মাদ পদচ্যুত হন এবং মাদীনাতু'য-যাহিরা প্রাসাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আল-মাহ্দীর হত্যাকাণ্ড ও হিশামের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের (যু'ল-হিজ্জা ৪০০/জুলাই ১০১০) পরও তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্লাভ সেনাপতি ওয়াহি'দ তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার যাবতীয় ধন-সম্পদ বাজেয়াফত করিয়াছিলেন। ইহার পর ইব্ন হায্ম পরিবার সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী দলের পক্ষে কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। আহ'মাদ স্লাভদের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ অশান্ত পরিবেশেই যুল-কাদা ৪০২/১০১২ সালে ইনতিকাল করেন। ইহার পর কিছুকাল ধরিয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলিতে থাকে। ৪০৩/১০১৩ সালে বালাত মুগীছে অবস্থিত ইব্ন হ'াযম পরিবারের বাড়ীটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। মুহ'াররাম ৪০৪ হিজরীতে ইব্ন হ'ায্ম কর্ডোভা ত্যাগ করিয়া আলমেরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি ৪০৭/১০১৬ সাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন। ঐ একই বৎসর আলমেরিয়ার গভর্নর খায়রান আল-'আমিরী উমায়্যা বংশের সুলায়মানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্দেশে বারবারদের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। খায়রানের মনে এই সন্দেহ ঢুকান হয় যে, ইব্ন হ'াযম উমায়্যাদের পক্ষে প্রচারণায় লিপ্ত রহিয়াছেন। তাই ইব্ন হায্ম ও তাঁহার বন্ধু মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহাককে প্রথমে কয়েক মাস বন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পর উভয়কে আলমেরিয়া হইতে বহিষ্কার করা হয়।

ইব্ন হ'ায্ম স্বীয় বন্ধু মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহাককে সঙ্গে লইয়া হিস্নু'ল-কাস্র গমন করেন। সেখানে তাহাদেরকে তথাকার গভর্নর সাদরে গ্রহণ করেন। Garcia Gomez-এর মতে হিস্নু'ল-কাস্র বর্তমান সানলুকারের নিকটবর্তী 'আযনাল কাযার' নহে, বরং ঐ স্থানটি মালাগা বা মুরসিয়া অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। দুই বন্ধু সেখানে বেশী দিন অবস্থান করেন নাই। যখন শুনিতে পাইলেন যে, সিংহাসনের উমায়্যা বংশীয় দাবিদার ভ্যালেনসিয়ায় অবস্থানরত চতুর্থ 'আবদু'র-রাহমান আল-মুরতাদা কর্ডোভার বারবারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তখন উভয়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুদ্র পথে ভ্যালেনসিয়া রওয়ানা হন। ইব্ন হ'ায্ম সেখানে কতিপয় বন্ধুর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি আল-মুরতাদার উযীর নিযুক্ত হন। গ্রানাডার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন। ৪১২/১০২২ সালের দিকে যখন ইব্ন হ'ায্ম জাতিভায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি তাওকু'ল-হামামা গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটিতে উপরিউক্ত ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট অনেকের জীবনেতিহাসের উল্লেখ আছে।

দীর্ঘ ছয় বৎসর অনুপস্থিতির পর ইব্ন হ'ায্ম শাওয়াল ৪০৯ হিজরীতে কর্ডোভা প্রত্যাবর্তন করেন। তখন সেখানে আল-ক'াসিম ইব্ন হ'াম্মূদ খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই সিংহাসনচ্যুত হন এবং ৪১৪/১০২৩ সাল পর্যন্ত কর্ডোভা বারবারদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অতঃপর পঞ্চম 'আবদু'র-রাহ'মান আল-মুসতাজ'হির নূতন খলীফা মনোনীত হন (রামাদ'ান ৪১৪/ডিসেম্বর ১০২৩)। তিনি স্বীয় বন্ধু ইব্ন হ'ায্মকে নিজের উযীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'আবদু'র-রাহ'মান ক্ষমতারোহণের সাত সপ্তাহ পর আততায়ীর হাতে নিহত হন (যু'ল-কাদা ৪১৪/জানুয়ারী ১০২৪) এবং ইব্ন হ'ায্ম পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ৪১৮/১০২৭ সালে তিনি পুনরায় জাতিভায় যান। য়াকূতের বর্ণনানুযায়ী আল-জ্যায়ানীর মতে ইব্ন হ'ায্ম হিশাম আল-মু'তাদ্দ-এর অধীনেও একবার উযীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পর্যন্তকার রাজনৈতিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁহার যৌবনে লালিত আদর্শ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তাই তিনি এখন হইতে আধা-অবসর জীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির কাজ, অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা দানে ব্রতী হন। মালিকী ফাক'ীহদের বিরুদ্ধে তাঁহার আক্রমণ ছিল সুতীব্র, তাঁহারা তৎসময়ে সর্বদা ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সমর্থন যোগাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পাইতেন। সেভিলের আব্বাদীদের প্রতি তিনি বিরোধী ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপের নিন্দা করিতেন। মোটকথা, তাঁহার অসহযোগিতামূলক আচরণের কারণে তিনি সরকার দলীয় চিন্তাবিদগণেরও ঘৃণার পাত্রে এবং শাসকদলের শত্রুতে পরিণত হন। তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের রাজ্যে অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতে থাকেন। ইহা ছিল মুলূকু'ত-তাওয়াইফ (Reyes de Taifas)-এর যুগ। এই যুগ কর্ডোভায় খিলাফাত বিলুপ্তির পর আরম্ভ হয়। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাসী উত্তরাধিকারবাদিগণ প্রায় সর্বত্রই শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। ইব্ন হ'ায্ম তাঁহার স্বদেশ মানতা লীশামে চলিয়া যান। তারপর তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি সম্পর্কে খুব সামান্য কিছুই জানা যায়। শোনা যায় যে, তাঁহাকে নিস্তব্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে শিক্ষাদান দুরূহ করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থীদের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। মাত্র কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী, যাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আল-হু'মায়দী অন্যতম ছিলেন, তাঁহার নিকট আগমন ও তাঁহার রচনা শ্রবণের দুঃসাহসিকতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রামে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার পুত্র আবূ রাফি'-এর বর্ণনানুযায়ী মৃত্যুকালে তিনি স্বরচিত ৪০০টি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন।

২। **ইব্ন হায্ম ও তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবন ঃ** ইব্ন হ'ায্ম অত্যন্ত উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ত'াওক' গ্রন্থে ও

মুসলিম স্পেনের উৎকর্ষ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে তাঁহার শিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার রচনাবলী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যথার্থ অর্থেই তাঁহার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন প্রধান সকল চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি প্রচুর জ্ঞান রাখিতেন। সকল লিখিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার অদম্য উসাহ ছিল এবং জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আবু'ল-কাসিম 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন আবী য়াযীদ আল-আযদী আল-মিসরীর নিকট তিনি হাদীছ, ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন (তাওক, অধ্যায় ২৮)। আইনবেত্তা আবু'ল-খিয়ার আল-লুগাবী তাঁহার ফিকহশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন (তাওক, অধ্যায় ২৬)। আবু সা'ঈদ আল-ফাতা আল-জা'ফারী কর্ডোভার বড় মসজিদে প্রাথমিক যুগের কবিতার যে ব্যাখ্যা দান করিতেন ইব্‌ন হাযম উহার উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন (তাওক, ২১)। তিনি আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনি'ল-জাসুরের নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (তাওক, ৩০)। স্পেন সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে ইব্‌ন হাযম তাঁহার দর্শনের উস্তাদরূপে আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান আল-মাযহিজীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহ বিখ্যাত রচনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উপরিউক্ত শিক্ষকগণ ব্যতীত সমসাময়িক কবি, মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি প্রায়শই তাঁহার গ্রন্থসমূহে আন্তরিকতার সহিত তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় সম্পর্কে তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের লিখিত তাঁহার পত্রসমূহের একটি সংগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার রিসালা ফী মারাতিবি'ল-'উলূম গ্রন্থটি দ্বারা বিচার করি, যাহা তাঁহার প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা বিশেষ, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইব্‌ন হাযম মানব সংস্কৃতি (অর্থাৎ তাহার সময়কার 'আরব সংস্কৃতি) রক্ষা ও উন্নয়নের উপায় হিসাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় একটি অপরটির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং উহাতে অবিরাম গবেষণার প্রয়োজন, যাহা বিলাসী জীবন যাপন পরিত্যাগ ব্যতীত সম্ভব নহে। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা মানুষ সাফল্য লাভের পথে ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বস্তুতপক্ষে ইব্‌ন হাযম অপেক্ষা সেই শতাব্দীতে অধিকতর যুগোপযোগী আর কোন চিন্তাবিদের আবির্ভাব হয় নাই।

৩। **ইব্‌ন হাযমের চরিত্র** : 'আরবী সাহিত্য সামগ্রিকভাবে নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য এইরূপ দাবি করিলে তাহা নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি করা হইবে। শ্রেষ্ঠ লেখক ও শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদকে সর্বদা তাঁহার লেখার মাধ্যমেই বুঝা যায়। ইব্‌ন হাযমও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। আধুনিক পাঠকের নিকট তিনি 'আরব ইসলামের ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী লেখক। Asin Palacios মনে করেন, তিনি ছোটবেলা হইতেই, যখন শাহী হেরেমে রমণীকুলের মধ্যে তাঁহার সময় কাটিত, অতি মাত্রায় আবেগপ্রবণ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে ইহাই তাঁহার ভীষণ অনুভূতিসম্পন্ন নীতিবোধে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তিগত ভালবাসার ক্ষেত্রে হউক কিংবা রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় জীবনে হউক, তিনি সর্বদা মিথ্যাচার, ভণ্ডামি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদি মানবাত্মাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবে। সুতরাং তিনি হৃদয়ের সে সকল নিভৃত স্থানকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন যেখানে অপ্রকাশিত ও প্রকাশের অযোগ্য অভিপ্রায়সমূহের দ্ব্যর্থবাচক মর্ম (যাহা অস্পষ্ট সিদ্ধান্তহীনতার জন্ম দেয়) লুকাইয়া থাকে, আর তিনি পরিণত বয়সে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে স্থায়ীভাবে বিষাদজনক সন্দেহপ্রবণতা আসন গাড়িয়া বসে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁহার রচনাসমূহে যে মূল চিন্তাধারার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহা তিনি তাঁহার যুগে মানুষের মধ্যে যে সমস্ত অনৈতিকতা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন উহার প্রতিক্রিয়া প্রসূত। ইসলাম তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে যে, এই সকল দোষ-ত্রুটি ও অনৈতিকতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর কোথাও নাই এবং তিনি সর্বশক্তি দিয়া এই বিশ্বাসের প্রতি অবিচল ছিলেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি তাঁহার নিজ বিশ্বাসকে এক বিরাট মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব পর্যন্ত এবং যাহাদের মুখোশ উন্মোচিত হইয়াছে এবং যাহারা আত্মরক্ষার জন্য উহার বিরোধিতা করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে উহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া রক্ষা করিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে উক্ত বিশ্বাসের বাহিরে অবস্থান করিতেন।

সত্যের প্রতি অদম্য আগ্রহ সহকারে আস্থাশীল একজন মানুষরূপে ইব্‌ন হাযম মানুষ ও সমাজের এই সকল অস্থিরতার সম্মুখীন হন এবং তাঁহার সকল গবেষণা কর্ম তর্কাতীত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত একটি সত্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়। এই সত্যই হইতেছে ইসলামের আল্লাহ যিনি অন্য সকল সত্যের ভিত্তি। বিশুদ্ধ মুসলিম ধর্মমত সত্যিকার মানব জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, কিন্তু উহাকে অবশ্যই মানুষের সৃষ্ট সকল প্রকার পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিবর্তন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। যদিও আল্লাহই মূল আশ্রয়দাতা, তবুও ইব্‌ন হাযম এই বিশ্বাসের উপর তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে চিন্তা করিয়া আইনের বাণীসমূহে এমন কতকগুলি সুদৃঢ় ভিত্তি আবিষ্কার করেন যেইগুলির উপর নির্ভর করা যায় এবং যেইগুলিকে ভুল ও প্রতারণার মুকাবিলায় প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা চলে। প্রথমত, তাঁহার মানুষের প্রতি বিদ্বেষ সত্ত্বেও এবং সম্ভবত এইজন্যই ইব্‌ন হাযম বন্ধুত্বকে স্বীকৃতি দেন এবং মানবিক সম্পর্কের বিষয়ে তাঁহার আদর্শবাদী ভাবধারায় উহাকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সত্যিকারের বন্ধুত্ব সত্য, সরলতা, পারস্পরিক সমঝোতা ও আন্তরিকতার উৎসস্বরূপ। একমাত্র বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই মুখের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, উহাতে কোন কিছু উহ্য অথবা কোন বিষয় সুচতুররূপে লুকাইয়া রাখিবার সন্দেহ থাকে না। এই দৃঢ় অভিমত হইতেই ইব্‌ন হাযমের ভাষার প্রতি ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাতে তাঁহার জাহিরী মতবাদের মূল নিহিত। একই চিন্তাধারা অনুসারে, তবে অন্য এক স্তরে ইব্‌ন হাযম বিশ্বাস করিতেন যে, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও কিছু সংখ্যক আইনবিদের কাল্পনিক যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদিতে তাহাদের কেবল আবেগপ্রবণতা, পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তিগত পসন্দই প্রকাশ পায়, যাহা এমনিতে অন্যায় কিন্তু মিথ্যা যুক্তি দ্বারা উহাতে বৈধতার প্রলেপ লাগান হয়। আর ইহা হইতেই স্পষ্ট হয়, যে সকল লোক আল্লাহ্র কথা শুনিবার পরিবর্তে মানুষের অনুমান। ভিত্তিক যুক্তির প্রতি নিজেদেরকে সমর্পণ করে তাহাদের জীবনে অসংখ্য বিচ্যুতির আবির্ভাব ঘটে। ইব্‌ন হাযমের এই নীতিতেই তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় রীতির মূল নিহিত, যেখানে যুক্তির অবশ্য একটি ভূমিকা রহিয়াছে, তবে তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ এবং আল্লাহ্র বাণী প্রদত্ত শিক্ষার অধীন।

সর্বশেষ ইব্‌ন হ'াযম বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বাস্তবতা মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারে। তবে শর্ত এই যে, মানুষকে তাহা জানিতে হইবে এবং কু'রআনের উপদেশ অনুযায়ী উহা পালনে আগ্রহী হইতে হইবে। ক্রোধ অনেক সময় স্পর্শকাতর চিন্তাবিদগণের লেখায় বিষাদের ভাব ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু ইব্‌ন হ'াযমের মধ্যে ইহার কোন কিছুই দেখা যায় না। তাঁহার লেখায় সামাজিক বিদ্যার সামান্যতম লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও তিনি পার্থিব জগত হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা এড়ান নাই। যদিও তিনি একটি আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি শুধু গোপনে নিজের মধ্যেই উহার চর্চা করেন নাই। তিনি রাজনীতিতেই যোগ দেন অথবা তাঁহার পুস্তকে বিতর্কিত বিষয়েরই অবতারণা করেন, সর্বক্ষেত্রেই তিনি একজন যোদ্ধা ও সক্রিয় লোক ছিলেন। যে শত্রুবাহিনীর সহিত তিনি লড়িয়াছেন তাহারাও রক্তমাংসের মানুষ, তিনি তাহাদের মতবাদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের সূত্রসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সম্ভবত এই অভিযোগ তোলা যাইতে পারে যে, তিনি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদেরকে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, কেবল অযৌক্তিক ও অযথার্থ কিংবা প্রতারণাপূর্ণ উক্তিসমূহের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন এবং এই উদ্দেশে কখনও কখনও এবং প্রচুর পরিমাণে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি তাহাদেরকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন; যাহাদের সহিত সত্যিকার কোন সংলাপে বসা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহারা নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে ভাষার বিকৃতি সাধন করিত এবং স্বাভাবিকভাবে যাহা বুঝাইতে চাহিত না তাহাই বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করিত। যথার্থ পরিভাষা অন্বেষণের সহিত, যাহাতে তাঁহার যুক্তি-প্রমাণসমূহ কোন আনুষ্ঠানিক বা ভাবমূলক বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত রহিয়াছে, তিনি যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা নিজস্ব অনুসন্ধান হইতে আহরিত উদাহরণ চয়নে বিশেষভাবে প্রতিভাত। সুতরাং কৃষিপণ্যের উপর যাকাত এবং উহা সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি স্পেনের কৃষি সম্পর্কে কিছু বলিয়াছেন। বাইবেলে বর্ণিত সরিষা বীজের শস্যকণা সম্পর্কিত কাহিনীর ব্যাপারে তিনি উহা হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদের আকার সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়াছেন। পরিমাণ সম্পর্কে তিনি এক প্রকার মুদ্দ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তিনি একটি পরিবারে দেখিতে পাইয়াছেন, যাহাদের মাধ্যমে এই মুদ্দটি পর্যায়ক্রমে হাত বদল হইয়া আসিয়াছে। তিনি তাহাদেরকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি ইসনাদ দ্বারা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, উহা মদীনা হইতে আসিয়াছে এবং মহানবী (স)-এর সময়ে সেইখানে উহা বর্তমান ছিল। এইভাবে তিনি উহাকে একটি প্রামাণ্য পরিমাপে পরিণত করেন। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ইব্‌ন হ'াযম যদিও বাস্তবসম্মত বিশদ বিবরণ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য পসন্দ করিতেন, তবুও তিনি তাঁহার সমন্বয়বোধের জন্যই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কু'রআন ও হাদীছের যে অসংখ্য বাণীর উপর মুসলিম ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন তাঁহার প্রবল আগ্রহের বিষয় ছিল। জ্ঞান, ভাষা, যুক্তিবিদ্যা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তাঁহার চিন্তাধারাসমূহ সর্বদা এই লক্ষ্যেই পরিচালিত হইত। তাঁহার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিভিন্ন মতাদর্শ ও উহার মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন; তাঁহার রচনারীতি একই সঙ্গে স্পষ্ট, সাবলীল ও বলিষ্ঠ। এই হিসাবে তাঁহার গ্রন্থসমূহের সহিত পাশ্চাত্য রীতির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এখানে তাঁহার একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, "ঐ সকল বাজে উক্তিকারীরা সত্যকে নানাভাবে পরিশোভিত করে, নিজদেরকে ধর্মতত্ত্ববিদ বলিয়া দাবি করে, তাহাদের মূর্খ কথায় হাযারো শব্দের মালা গাঁথে, কিন্তু শেষের কথাটি পূর্বেরগুলিকে নাকচ করিয়া দেয়।" এই মন্তব্যে ইব্‌ন হাযমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত এবং ইহাতে তাঁহার সেই গুরুত্বই প্রতিফলিত যাহা তিনি ভাবধারা ও রীতির ধারাবাহিকতায় সুসঙ্গতির প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। বস্তুতপক্ষে তিনি সত্যের অন্বেষণে ও বক্তব্যে স্মৃতিশক্তি যে ভূমিকা পালন করে তাহার প্রতি জোর দেন (যেরূপ পরবর্তী কালে Descartes করিয়াছেন)ঃ প্রমাণ ও আলোচনার সমগ্র বিষয়টি মনে রাখা অত্যাবশ্যক; যখনই স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তখনই ভুল সংঘটিত হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রচুর স্মৃতিশক্তি ও সুসমৃদ্ধ গঠনশৈলীর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁহার রচনা সর্বদাই সুবিন্যস্ত ছিল, কখনও উহার প্রধান যুক্তিতর্কের বিষয়গুলিতে অস্পষ্টতার ছাপ পড়ে নাই।

৪। **মনোবিজ্ঞানী ও নীতিবাদী হিসাবে ইব্‌ন হাযম ঃ** ইব্‌ন হ'াযমের প্রকৃতি, তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাঁহাকে একজন অতি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানী ও খ্যাতনামা নীতিবাদীতে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার এই পরিচয় তাঁহার সমগ্র রচনাতেই পরিলক্ষিত হয়, তবে বিশেষ করিয়া দুইটি গ্রন্থে অতি স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। গ্রন্থ দুইটির একটি 'ত'াওকু'ল-হ'ামামা' এবং অপরটি 'কিতাবু'ল-আখলাক ওয়া'স্-সিয়ার'। প্রথমটি প্রেম ও প্রেমিকদের সম্পর্কে লিখিত। এই বিষয়ে প্রাথমিক যুগের কবিতার (ক'াসীদার নাসীব; গ'াযাল) ভাষ্যকারগণও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সেই হিসাবে বিষয়টিতে ইব্‌ন হ'াযমের পূর্ববর্তী আরও লেখক ছিলেন, যাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা আল-জাহিজ ও ইব্‌ন দাউদ আল-ইসফাহানী। তাঁহার প্রথমোক্ত রচনাটি সাহিত্যের একটি বিশেষ রীতির অন্তর্ভুক্ত যাহা পরবর্তীতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে, যাহাকে 'প্রেম সংহিতা' নামে অভিহিত করা চলে। এই পুস্তকে প্রায়ই যথাযথ কাব্যিক উদ্ধৃতিসহ বহু ভাবসমৃদ্ধ বাক্য উপস্থাপন ও সুচিন্তিত মন্তব্য রহিয়াছে। এই কারণে শীঘ্রই ইহা একটি চিত্তাকর্ষক সংগ্রহরূপে সমাদৃত হয়। ইব্‌ন দাউদের 'কিতাবু'য-যাহ্‌রা'-কে এই ধরনের পুস্তকরূপে চিহ্নিত করা যায় এবং ইব্‌ন হ'াযমও তাঁহার পূর্বসূরীর রীতি সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারেন নাই। এই রীতিটির প্রথম যখন প্রচলন হয় তখন হইতে যদিও ইহার বিষয়বস্তু বেশ নীরস ছিল, কিন্তু আল-জাহি'জ ও ইব্‌ন হ'াযমের ন্যায় দক্ষ লেখকগণ উহাতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হন। Garcia Gomez প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীতে ত'াওকে'র বিষয়বস্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইব্‌ন হ'াযম ক্রমশ হালকা সাহিত্য সৃষ্টির বাঁধাধরা নিয়ম হইতে নিজেকে মুক্ত করেন এবং তাঁহার রচনা ক্রমেই গাম্ভীর্যপূর্ণ হইয়া উঠে। নিরপেক্ষ বিষয়ে তাঁহার নৈতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিফলন ঘটে; অধিকতর ব্যক্তিগত উদাহরণ ও প্রত্যক্ষ মন্তব্যের ব্যবহার দ্বারা উহাকে প্রগতিশীলভাবে আরও গভীরতা ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যতা প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে নৈরাশ্যবাদ ও তিক্ততার আভাস স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ইহা হয়ত সম্ভব যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি একই সময়ে লিখিত হয় নাই এবং উহাতে লেখকের অভিজ্ঞতার কোন এক বিশেষ পর্যায়ের প্রতিফলন ঘটিয়া থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ একটি অংশের

উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহার শুরু এইভাবে হইয়াছেঃ ওয়ালাকাদ রা'আয়তু মা'আতান কানাত মাওয়াদ্দাতুহা ফী গায়রি যাতিল্লাহ্ (সম্পা. L. Bercher, ৩৪৮)। ইহাতে এক বিশেষ ধর্মীয় ও মানবিক অনুভূতি উপলব্ধি করা যায়। কুবহু'ল-মা'সি'য়্যা শীর্ষক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে যাহাতে সত্যের প্রতিধ্বনি ও নারী মনস্তত্ত্বের কয়েকটি বেশ প্রাণবন্ত টীকা রহিয়াছে। মনোবিজ্ঞানী ও নীতিবাদীরূপে ইব্‌ন হ'াযমের প্রজ্ঞা নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছেঃ "বাহ্যিক সমর্পণ সম্পর্কে মন্তব্য (অধ্যায় ২৪, সম্পা. Bercher, ২৩৮), প্রেমিকদের কথার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য (পৃ. ১৮০) ও সান্ত্বনা দানের (কুনূ') দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য, বিশেষ করিয়া কবিগণের মধ্যে যাঁহারা নিজদেরকে তৃপ্ত করিবার প্রয়াস পান তাঁহাদের প্রচণ্ড আবেগের বহিঃপ্রকাশ দ্বারা (গারাদ; এই শব্দটির অর্থ সম্পর্কে দ্র. Dozy, Suppl.), গভীর ভাব ও অসাধারণ পরিকল্পনার উপর তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রদর্শন দ্বারাঃ তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতিগত শক্তি অনুযায়ী কথা বলেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল নিজেদের ইচ্ছা মাফিক ভাষা ব্যবহার করেন (ত'াহাক্কুম বি'ল-লিসান), বাগাড়ম্বরপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেন (তাশাদ্দুক ফি'ল-কালাম) এবং হৈ-হল্লা করিয়া বক্তৃতায় বাজিমাত করেন (ইস্‌তিতালাঃ বি'ল-বায়ান), যাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

আপাত অভিন্ন আচরণের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন উদ্দেশে এবং অপরের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ কৃত্রিম আচরণের (রিয়া') ভূমিকা সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য এবং অনুরূপ আরও অনেক রচনা হইতে ইব্‌ন হ'াযমের উপরিউক্ত গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইব্‌ন হ'াযম কিভাবে তাঁহার এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার আভাস ঐ সকল মন্তব্যে রহিয়াছে, যেমন উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও গোপন অর্থের কঠোর পর্যালোচনা দ্বারা যাহাতে কথার আড়ালে লুক্কায়িত বাক্‌সংযম কিংবা অন্যরূপ ভান করার আসল মতলব ফাঁস হইয়া পড়ে। যখন কোন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কিছু বলিতে এবং নিজকে প্রকাশ করিতে চায়, তখন সে সঠিক যোগাযোগের জন্য প্রণীত ভাষার রীতি মানিয়া চলে না, বরং সে তখন নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃত অবস্থা গোপন করার জন্য উহার বিকৃতি সাধন করে। ইব্‌ন হ'াযম যখন ত'াওক'-এ ইজ'হার শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি উহা সর্বদা নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেনঃ একজন লোক বাস্তবে যে রকম সে রকম কখনও নিজেকে প্রদর্শিত করে না; বরং সে মুখোশ ব্যবহার করে। এই কারণেই তিনি মানুষের ভাষার সমালোচনা করিবার পর আল্লাহ্‌র বাণীর ভিতর নির্ভুল সূত্রের সন্ধান করেন। তাঁহার মূল যুক্তি অনেক মুসলিম সাধকের যুক্তির অনুরূপ; কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই এবং মানবিক চেতনার গভীরে নির্ভুল আন্তরিকতাপূর্ণ অবস্থা-যেখানে ইলাহী তৎপরতা প্রকাশ পায় উহার অন্বেষণ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি মনে করেন যে, চেতনার কৃত্রিম প্রকৃতি সর্বদা একটি বাধাস্বরূপ। সুতরাং তিনি প্রকৃত বাস্তব, কু'রআন ও অনুপ্রাণিত হ'াদীছে'র বাণী "যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে" অর্থাৎ উহার জাহির আকারের প্রতি সমর্পণের জন্য মানুষকে তাহার নিজ হইতে বাঁচিবার পরামর্শ দান করেন। আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হইবার অর্থ তিনি যাহা বলেন, তাহা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করা যাহাতে তাঁহার আদেশ নম্রতা ও সংকোচের সহিত পালন করা যায়। মানুষ নিজের মধ্যে সত্য ও নিশ্চয়তার সন্ধান খুঁজিয়া পায় না, বরং আল্লাহ্‌র মধ্যে উহাদের সন্ধান পাওয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণীতে যে স্তরে পৌঁছিলে একমাত্র মিলন সম্ভবঃ বুদ্ধির মিলন বা ফাহ্‌ম।

কিতাবু'ল-আখলাক' ওয়া'স-সিয়ার গ্রন্থে উপরিউক্ত উপসংহারের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা কেবল ২৬৭ অনুচ্ছেদে (সম্পা. ও অনু. N. Tomiche, ৭৪/৯৬) ও অনুসৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ৫ (১৩/৮) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিতে চাই যেইখানে এই বলিয়া উপসংহার টানা হইয়াছেঃ "অতএব জানিয়া রাখ, একমাত্র একটি উদ্দেশ্য লাভ করিতে হইবে, আর তাহা হইল উদ্বেগ দূরীভূত করা এবং একমাত্র একটি উপায়েই তাহা সম্ভব, আর তাহা হইল আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করা (আল-'আমাল লিল্লাহ)"। সুতরাং ইব্‌ন হ'াযমের সমগ্র মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র কর্মের উপর কেন্দ্রীভূত, কিন্তু সেই কর্ম অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ সম্পর্কিত চিন্তা দ্বারা নির্ধারিত হইতে হইবে।

৫। **ভাষাতাত্ত্বিকরূপে ইব্‌ন হাযম** ঃ মিথ্যা ও ভুল স্পষ্টতই কথার সঙ্গে জড়িত। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইব্‌ন হ'াযম-এর নিকট এই ক্ষেত্রে নিন্দনীয় বিষয় হইল ভাষার উন্নতিকল্পে কাজ করার পরিবর্তে ভাষাকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ব্যবহার করা। বস্তুতপক্ষে ভাষার মধ্যে একটি বাস্তবতা বিরাজমান, ইহা আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত (দ্র. কু'রআন, ২ঃ ৩১), ইহাতে সত্য নিহিত আছে এবং ইহা সত্য আবিষ্কারের ও প্রকাশের একমাত্র উপায়, যতক্ষণ ইহাকে আল্লাহ প্রদত্ত মূল (আসলু'ল-লুগা) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানবিক আবেগের খেলার বস্তুতে পরিণত করা হয়, পরিণামে যাহা প্রতিটি ভাষাতেই উল্লিখিত উপায়টিকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং অভীষ্ট ফল (ইব্‌তালু'ল-লুগা) লাভ সম্ভব হয় না। ভাষার ব্যবহারে কথা কখনও নিছক মামুলী বিষয়ের হইবে না [ইস্‌তিলাহ (মানুষের সৃষ্ট) মতবাদের বিপরীতক্রমে ত'াওফীক (আল্লাহ প্রদত্ত) মতবাদ] কিংবা হেঁয়ালীপূর্ণও হইবে না। ইহার প্রতিটি জিনিস খোলাখুলি বলিতে হইবে। কারণ ইহার কাজই হইতেছে পারস্পরিক উপলব্ধি (তাফাহুম) ঘটান। এই কারণেই নিখুঁত বাণী (এবং ইহা আল্লাহ্‌র বাণীর একটি বৈশিষ্ট্য) সম্পূর্ণরূপে উহার 'জাহির' দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে, কোন প্রকার গোপন অর্থ (বাতি'ন) আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালান অর্থহীন উহাতে ইচ্ছা মাফিক রায় প্রদানের পথ সুগম হয় এবং মানবাত্মার আবেগ ও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে। সুতরাং নির্ভেজাল ব্যাকরণের তত্ত্বরাজ্যে ইব্‌ন হ'াযম সেই সকল তত্ত্বের ঘোর বিরোধী যাহাতে 'গোপন অর্থ' দ্বারা বাক্যের পদবিন্যাসের ব্যাখ্যা করা হয়। কথার অর্থের সহিত বক্তা কিংবা শ্রোতার মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যের সংঘর্ষ হওয়া উচিত নহে, উক্ত অর্থেই হইতেছে একমাত্র বস্তু যাহার কোন মূল্য আছে। শব্দের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ অর্থ (দলীল) বা মনোনীত অর্থ (ইশারা) রহিয়াছে। যাহারা উহা ব্যবহার করিবে তাহাদের উচিত উহার সঠিক অর্থে ব্যবহার করা এবং নিজেদের মনগড়া অর্থ দ্বারা উহাতে পরিবর্তন আনয়ন করা কোনক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং 'মা'না' ও 'মুরাদ বিহি'-এর অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত এবং উহা একমাত্র বাক্যের গঠন ও যে ভাষায় উহা বিবৃত হইয়াছে উহার উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে বাণীর কতগুলি মৌলিক শ্রেণী ('আনাসিরু'ল-কালাম) রহিয়াছে যাহা কথিত প্রতিটি শব্দের সাধারণ ও চূড়ান্ত ব্যঞ্জনাকে পরিবর্তিত করে, যথা অনুজ্ঞাসূচক, নির্দেশক ও অন্যান্যের মধ্যে প্রশ্নাত্মক; এইগুলি বাণীর অভ্যন্তরীণ প্রকরণ এবং ইহারা শ্রোতা কিংবা পাঠকের মনে কিছু সাড়া জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশে ভাষাগত বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে। ইব্‌ন হ'াযম হযরত আদাম ('আ)-এর ভাষাকে বিবেচনায় রাখিয়া ভাষা সৃষ্টির আদি সমস্যা সম্পর্কেও বিচ্ছিন্নভাবে আলোকপাত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট

মতামত ব্যক্ত করেন নাই। সংক্ষেপে 'আরবী কুরআনের ভাষা বলিয়া তিনি উহাকে মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা হিসাবে গণ্য করেন। এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই ব্যাপারে ইব্ন হ'াযমের কতকগুলি কৌতূহলজনক স্বজ্ঞাপ্রসূত মত রহিয়াছে, বিশেষত ভাষার বিবর্তন ও বিভিন্ন ভাষার মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে। কিন্তু তিনি সেইগুলির স্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেন নাই, সম্ভবত উহা সম্পাদনের পদ্ধতিগত কলা-কৌশলও তাঁহার জানা ছিল না এবং নিশ্চিতভাবে তিনি উহাকে মূল সমস্যারূপে গণ্য করিতেন না।

৬। **ইব্ন হ'াযমের যুক্তিবিদ্যা ঃ** ইব্ন হ'াযমের ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য ছিল এমন এক যুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করা যাহা ওহীর ও রাসূলের বাণীর জাহির অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম এবং যাহাতে আল্লাহ যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার স্থলে মানুষ যাহা বুঝিতে চাহে তাহা দ্বারা উহার অপব্যাখ্যা করার সুযোগ না থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদিও তিনি এরিস্টোটলের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং যুক্তিবিদ্যায় তাঁহার দখল ছিল, তবুও তাঁহার বিরোধীদের বিপক্ষে তিনি যে সকল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন উহাতে স্বাধীন চিন্তার উপায় হিসাবে কল্পিত যুক্তিবিদ্যা প্রণালী প্রয়োগের সীমা ও গুরুত্ব হ্রাসের প্রতিই তাঁহার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি যুক্তির মূল্যে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আল্লাহ যেভাবে কু'রআনে উহার ব্যবহার করিয়াছেন একমাত্র সেইভাবেই উহার ব্যবহার আইনসঙ্গত বলিয়া মনে করেন [দ্র. যে সকল আয়াতে 'য়া'কি'লূনা' (يعقلون) ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হইয়াছে]। প্রথমেই আসে প্রয়োজনীয় যুক্তিসম্মত স্বজ্ঞা-ক্ষমতার জ্ঞানের কথা (পারস্পরিক বিরোধমূলক নীতি, অংশ অপেক্ষা সমগ্র বড় ইত্যাদি নীতি), তারপর এমন এক ক্ষমতার, যাহা সৃষ্ট জীবের অনুভূতি বুঝিতে পারে আর যাহা পরিণামে তাহার ব্যবহারে ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধি হইতে বিভিন্ন হয় না। আর এই ক্ষমতার কাজ হইল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মর্মে প্রবেশ করা। যুক্তির মাধ্যমেও কথা বুঝিতে পারা যায় এবং আল্লাহ্র বাণীও যুক্তিগ্রাহ্য। সুতরাং মিথ্যা হইতে সত্যকে নিরূপণ করিবার ক্ষমতা যুক্তির রহিয়াছে। তবে তাহা সর্বদাই এমন কোন বিষয় সম্পর্কে হইতে হইবে যাহা অনুভূতির অভিজ্ঞতা কিংবা উক্তি দ্বারা উহার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে যাহা অবশ্যই ঘটনা দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত হইবে। কিন্তু উহার এইরূপ কোন সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতাই নাই যাহা উহার নিকট প্রদত্ত হয় না। কোন সত্য সৃষ্টি বা পুনর্গঠন ত দূরের কথা, কোন কিছুর মূল্য বিচার করিতে ইহা অসমর্থ, বিশেষত ভাল ও মন্দের নৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে। ইহাতে দূর কল্পনামূলক কিংবা বাস্তব অনুজ্ঞাসূচক কোন কিছু নাই যাহা দাবি করিতে পারে যে, আল্লাহ ইহাকে বিবেচনায় রাখেন। যুক্তি কোন শাসক নহে, বরং একজন কর্মী। আল্লাহ্র "নির্দেশনাবলী" বুঝিবার উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত এই যুক্তিই ইজতিহাদ করে, কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কোন অবদান নাই, কারণ ইহা জ্ঞানের রাজ্যে সমৃদ্ধি ঘটায় না। ইহার একমাত্র কাজ হইতেছে নাযিলকৃত বাণীসমূহের পূর্ণতার উপলব্ধি এবং এই সব সারগর্ভ ও স্পষ্ট বাণী সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ।

অধিকন্তু ইব্ন হ'াযম জেনাস (গণ) ও স্পেসিজ (প্রজাতি) সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যুক্তিবিদ্যার বাস্তবতার ক্ষেত্র স্বীকার করেন না। তিনি অবশ্য এই শব্দগুলির ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন নাই; তবে তিনি ভাষায় (ফি'ল-লুগা) ঐ সকল শব্দের সাধারণ যে অর্থ রহিয়াছে সর্বদা সেই অর্থেই উহাদের ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং বিতর্কের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র উহাদের পারিভাষিক অর্থে এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিতেন না। সর্বোপরি তিনি এই সকল তথাকথিত যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রবর্তন হইতে বিরত থাকেন। বস্তু ও আপতন, কর্ম ও শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির কোন 'হ'াযমীয় তত্ত্ব' নাই। তিনি যখন এই সকল শব্দের ব্যবহার করেন তখন হয়ত বিতর্ক ক্ষেত্রের অথবা কোন অভিন্ন ভাবধারা প্রকাশের জন্য কিংবা কু'রআন বা হ'াদীছের উল্লেখ প্রসঙ্গে উহার ব্যবহার করেন। সুতরাং তাঁহার ফিস'াল গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে তিনি এই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'প্রকৃতি (ত'াবী'আ) শব্দটি যেহেতু মহানবী (স) তাঁহার কোন কোন সমসাময়িক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন তাই উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।' 'প্রকৃতি'র যে দার্শনিক তত্ত্ব দার্শনিকগণ গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইতে ইহা ভিন্নতর।

ইহা সত্য যে, ইব্ন হ'াযম তাঁহার কিতাবু'ত-তাক'রীব গ্রন্থে এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যার একটি সারাংশ পেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে ইহা মনে করিবার কারণ নাই যে, তিনি উহাকে ঠিক এরিস্টোটলের ধারণা অনুযায়ীই বুঝিয়াছেন। তিনি যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন এবং কুরআন ও হ'াদীছ হইতে যে সকল উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই ইহার বড় প্রমাণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ভাষাতাত্ত্বিক উক্তি বিশ্লেষণের উপায়স্বরূপ একজন মুসলমানের পক্ষে উহাতে আগ্রহ পোষণ করা স্বাভাবিক এবং এই ক্ষেত্রে ইব্ন হ'াযমের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। আত-তাওহীদী কর্তৃক সংরক্ষিত আবূ সা'ঈদ আস-সীরাফী ও মাত্তা ইব্ন য়ূনুসের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সংলাপে আবূ সা'ঈদ এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যাকে এই বলিয়া নাকচ করিয়া দেন যে, উহা গ্রীক ভাষার সহিত সম্পৃক্ত এবং উহা 'আরবদের সামান্যতম ব্যবহারেও আসিতে পারে না। এই গ্রন্থটিতে ইব্ন হ'াযম একটি বিষয় বারবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি এরিস্টোটলের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সকল ভাষাতেই অভিন্ন। সুতরাং 'আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রেও উহা লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। যুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ (লুত্'ফ) হয় তবে তাহা এই কারণে যে, এই বিষয়টির ভিত্তি "বোধশক্তির উপর রচিত যাহা আল্লাহ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন"। ইহা ফাহমের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের প্রতি দিকনির্দেশ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বৈজ্ঞানিক মতপার্থক্য কোনক্রমেই একটি ধারণার মৌলিক উপাদানরূপে বিবেচিত হইতে পারে না এবং ধারণার বাহিরে কোন প্রকৃতি বা দার্শনিক মূলনীতির মৌলিক উপাদান হওয়া ত আরও দূরের ব্যাপার, ইহা শুধু নাম ও সত্তার একটি অপরটি হইতে পৃথক (তাময়ীয) করিবার উপায়মাত্র।

এরিস্টোটল সম্পর্কে এইরূপ ধারণার ফলে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ইব্ন হ'াযমের অন্যত্র বর্ণিত (বিশেষত কিতাবু'ল-ইহ'কাম গ্রন্থে) ধারণাসমূহের আদৌ কোন বিরোধিতা করা হয় নাই। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, যুক্তিবিদ্যার একাধিক মুসলিম লেখক দাবি করিয়াছেন যে, এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ইব্ন হ'াযমের সঠিক ধারণা ছিল না এবং এক অর্থে সম্ভবত ইহাও বলা যায় যে, তিনি এরিস্টোটলীয় গ্রন্থের পূর্ণ দার্শনিক গুরুত্ব অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সম্ভবত আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যার প্রতি ততখানি গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

কু'রআন ও হ'াদীছে'র যে সকল অংশের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত উহার সঠিক অর্থ নিরূপণের উপায় হিসাবে ইব্ন হ'াযম যুক্তিবিদ্যার

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। কু'রআন ও হ'াদীছে'র যে সকল অংশের মধ্যে ঐকমত্য স্পষ্ট নহে এবং যে সকল অংশ পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তিনি সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায়স্বরূপও যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন (এবং সম্ভবত যুক্তিবিদ্যার চর্চার পশ্চাতে ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল)। সুতরাং ইহা বায়ান (অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি বিষয়)-এর একটি যুক্তিবিদ্যার বিষয়, ভাষা সম্পর্কে জাহিরী ধারণা হইতে যুক্তিবিদ্যার জাহিরী ব্যবস্থা জন্মলাভ করে এবং উহা হইতেই পালাক্রমে জাহিরী ধর্মতত্ত্ব ও আইন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

মৌলিক নিয়ম এই যে, প্রথমে একটি পাঠের সকল উপাদানকে উহাদের সাধারণ অর্থে ('আলা'ল-'উমূম) বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত ইহা 'আনাসি'রু'ল-কালামের প্রতি প্রযোজ্য যাহাকে উহাদের সর্বাপেক্ষা জোরালো অর্থে বুঝিতে হইবে। সুতরাং একটি বাচনিক অনুজ্ঞার অবশ্য করণীয় আদেশসূচক সাধারণ অর্থ রহিয়াছে এবং উহাকে সেই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে যতক্ষণ অপর একটি পাঠে ইঙ্গিত (দলীল) পাওয়া না যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কোন আদেশ নহে, বরং আহ্বান কিংবা উপদেশমাত্র। অনুরূপভাবে একটি না-সূচক অনুজ্ঞার নিষেধাজ্ঞামূলক অর্থ রহিয়াছে এবং একমাত্র গৌণভাবেই কোন দলীলের ফলশ্রুতিস্বরূপ উহাকে বিরত থাকার উপদেশ হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে। দ্বিতীয়ত, শব্দসমূহকে অভিধানে প্রদত্ত উহাদের ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট কোন অর্থে ('আলা'ল-খুসূ'স') উহাদেরকে সীমিত রাখিতে হইলে তজ্জন্য অবশ্যই দলীল থাকিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইবে যে, 'সাধারণ' দ্বারা ইব্‌ন হ'াযম কেবল মতবাদগত সাধারণ বুঝাইবার প্রয়াস পান নাই। 'আরবী ভাষায় শব্দের বিভিন্ন অর্থের একটি অপরটির সহিত প্রায়ই কোন শব্দার্থ বিদ্যাগত (Semantic) সম্পর্কে থাকে না। 'উমূম হইতেছে একটি শব্দের অর্থসমূহের সমষ্টিমাত্র। যদি কোন সীমিত অর্থের ইঙ্গিত না পাওয়া যায় এবং সম্ভাব্য সকল অর্থই সমভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে সকল অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর যদি কোন কোন অর্থ প্রযোজ্য না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা দলীলের ভূমিকা পালন করিবে এবং সেখানে কোন্ কোন্ অর্থ বাদ পড়িবে উহার পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকিবে। ইহা 'উমূম ও খুসূসের মধ্যকার সম্পর্কও বটে যাহা ইস্‌তিছ্‌না' (ব্যতিক্রম) মতবাদের ভিত্তি। যখন দুইটি পাঠের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব থাকে, তখন নির্দিষ্টটি সাধারণটির অনুকূলে পরিত্যক্ত হয়। ইব্‌ন হ'াযম এই নীতিমালাকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া ফিক্'হ ও কালামের সকল সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োগ করিয়াছেন।

৭। **ইব্‌ন হাযম ও আইনের উৎসসমূহ ঃ** যতদূর কু'রআন সম্পর্কে বলা যায়, ইব্‌ন হাযমের ব্যাখ্যা মূলানুগ ও ব্যাপক। কারণ তিনি ইহার মূল পাঠের অর্থ অনুধাবনে সাধারণীকরণ নিয়মের তদীয় প্রয়োগ নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। এইরূপ যে সকল আয়াতের সীমিত প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইতে তিনি স্বীয় ভাবধারা উদ্ভাবনে সফল হন। তাঁহার এই সকল ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার সমগ্র আইন ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে। সুতরাং নিম্নের দুইটি আয়াতকে কু'রআনের 'সম্বন্ধিত নীতি' (কিতাবু'শ-শির্‌কাঃ) ভিত্তি বলিয়া ধরা হয় ঃ "প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার গ্রহণ করিবে না" (৬ ঃ ১৬৪) وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا এবং "আল্লাহ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই" (২ ঃ ২৮৬) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ। ইহা সত্য যে, এই সকল বিষয়ে ইব্‌ন হ'াযমই একমাত্র আইনজ্ঞ নহেন যিনি কু'রআনের বাণীকে নিজের সমর্থনে ব্যবহার করিতে গিয়া যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি আয়াতসমূহকে অত্যন্ত সীমিত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঋণ ও বন্ধক সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং কোন চুক্তিতে এইরূপ কোন শর্ত থাকিলে যাহা আল্লাহ্‌র গ্রন্থে অবর্তমান তাহা বাতিল হইবার নীতি সম্পর্কে তিনি সূরা ২ ঃ ২৮২-এর শর্তাবলীকে অত্যন্ত সীমিত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়। লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না, যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে"।

হ'াদীছ' সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত কঠোর মানদণ্ড প্রয়োগ করেন এবং আইনগত বিতর্কে সেই সকল বিষয়ের অধিকাংশই নাকচ করিয়া দেন যাহার উপর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নির্ভর করেন। অধিকন্তু তাঁহার কিতাবু'ল-ইহ'কাম গ্রন্থে স্বয়ং যে সমালোচনার অবতারণা করিয়াছেন উহার সাধারণ নীতিমালার প্রয়োগ করেন এবং ইহা হইতে তাঁহার অনস্বীকার্য ইতিহাসবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি শাফি'ঈগণের বিপরীতক্রমে কি'য়াস (দ্র.) প্রয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একদিকে কি'য়াস-এর ধারণার অস্পষ্টতার কারণে এবং অপরদিকে নজীরের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিরূপণের ইচ্ছাতে যে স্বেচ্ছাচারী উপাদান নিহিত থাকে তাহার কারণে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ কিতাবু'ল-মুহ'াল্লা-য় কি'য়াস দ্বারা সৃষ্ট অসঙ্গতির উপর জোর দিয়া উহা প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, কেন এক ক্ষেত্রে নজীরের ব্যবহার করা হইবে এবং অন্য ক্ষেত্রে হইবে না?

তিনি ইজমা'-এর পরিধিও হ্রাস করেন। তাঁহার মতে একমাত্র সাহাবীগণের মধ্যেই মতৈক্য সম্ভব ও নিশ্চিত। সুতরাং তাঁহাদের মতৈক্য ব্যতীত অন্য কাহারও মতৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইজমা' গ্রহণযোগ্য নহে।

৮। **আইনবিদ হিসাবে ইব্‌ন হাযম ঃ** ইব্‌ন হ'াযম জাহিরী মতের প্রতিনিধি— স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তত্ত্বক্ষেত্রে তিনি হ'নাফী মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং শাফি'ঈ মতের কিছুটা কম বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তত্ত্ব ও বাস্তব— উভয় ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান বিরোধ ছিল মালিকী মতের সাথে। এই মত তাঁহার সময়ে স্পেনে প্রবল ছিল। এমনও বলা যাইতে পারে, তিনি মালিকী আইনবিদদের অত্যাচারের বিরোধিতা ও নিন্দা করার কার্যকর উপায় হিসাবে জাহিরী মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। এই হিসাবে একজন

আইনবিদরূপে তাঁহার কাজ ছিল অযৌক্তিক বিশ্বাসিগণকে নিষ্কৃতি প্রদান করা। ইসলামে আহ্‌কাম পাঁচটিঃ যাহা অবশ্য করণীয় (ফারদ), যাহা নিষিদ্ধ (হারাম), যাহা পসন্দনীয় (মুস্তাহাব), যাহা অপসন্দনীয় (মাকরূহ) এবং যাহা অদূষণীয় (মুবাহ)। কোন কাজ প্রথম চার শ্রেণীর কোনটিতে দাবি করিলে তজ্জন্য জাহির আকারে কু'রআন ও হাদীছের বাণী প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে হইবে। যদি এইরূপে কোন বাণী পাওয়া না যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি সর্বশেষ শ্রেণীর অর্থাৎ মুবাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিক পরিবর্তন সূচিত দাবির প্রতি নিস্পৃহ থাকিয়া ইব্‌ন হাযম এমন একটি আইন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন যাহা মহানবী (স) ও সাহাবীগণের পরবর্তী আইনবিদদের দ্বারা সাধিত সকল প্রকার সংযোজন হইতে মুক্ত। সুতরাং তিনি অনেক ক্ষেত্রে আইনকে সহজতর করিয়া তোলেন যাহার সুস্পষ্ট উদাহরণ তাঁহার কিতাবু'ল-মুহাল্লা গ্রন্থের যাকাত অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অধ্যায়ে তিনি একমাত্র গম, যব, খেজুর ও যাবীব (কিশমিশ)-কে কৃষিপণ্যরূপে গণ্য করিয়াছেন এবং অন্য সকল প্রকার খাদ্যশস্য, ফলমূল ও তরিতরকারি ও বস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদ, রং ও ঔষধকে উহার বহির্ভূত মনে করিয়াছেন যাহা অন্যান্য মাযহাব কৃষিপণ্যরূপেই ভাবিয়াছে। অনুরূপভাবে মু'আমালাত সম্পর্কে প্রত্যেকে যেন তাহার শ্রমের ফল লাভ করিতে পারে—এই নীতির কঠোর প্রয়োগ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বের নিয়মকে অনেকখানি সীমিত করেন। বিক্রয় সম্পর্কিত তাঁহার রচনায় তিনি মহানবী (স) কর্তৃক বিধিকৃত বাণিজ্যিক নীতিমালা হইতে উদ্ভূত নিয়ম-কানুনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতের অবস্থার প্রতি এইরূপ প্রত্যাবর্তনের ফলে অনেক সুবিধার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায়ে ইব্‌ন হাযম বেশ উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সেখানে কু'রআন ও মহানবী (স) প্রদত্ত মহিলাদের অধিকারের সংরক্ষণের ব্যাপারে সোচ্চার হন, বিশেষ করিয়া জাব্‌র-এর অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেকাংশে সীমিত করিয়া দেন।

ইব্‌ন হাযম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলশ্রুতিস্বরূপ আইন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কারণ তিনি আইনকে মূলত ধর্মীয় বাস্তবতারূপে মনে করিতেন যাহা মানুষকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের ও তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণের সুযোগ প্রদান করে। ইহা উম্মাতের মধ্যকার ধর্মীয় বন্ধনসূত্রও। কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে একজন মানুষের পক্ষে সর্বোত্তম সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার অনুমতি রহিয়াছে; তবে তাহা কোনক্রমেই আল্লাহ্ প্রদত্ত মৌলিক নীতিমালার বিরোধী হইতে পারিবে না। উক্ত নীতিমালা সম্প্রসারণেরও কোন সুযোগ থাকিবে না। সুতরাং ইব্‌ন হাযমের আইন গ্রন্থ উসূলু'ল-ফিক্‌হের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত এবং তাহা বিশেষ অর্থে। তিনি মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআনের প্রতিটি বিষয়ই আসল। কু'রআনের যে বিধিটির অত্যন্ত নির্দিষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত তাহা নিজেই একটি নীতি এবং ঠিক সাধারণ বিধি হিসাবেও উহা একটি নীতি। আশ্-শাফি'ঈর ন্যায়, যাহাকে নির্দিষ্ট বিষয়রূপে গণ্য করা হয় তাহা হইতে সাধারণ কোন 'ইল্লাত (দ্র.) খুঁজিয়া বাহির করা ঠিক নহে, যাহা হইতে তা'লীল দ্বারা নূতন নূতন প্রয়োগ বাহির করা যাইতে পারে। আল্লাহ্‌র আইন কোন 'ইল্লাত (কারণ) মানে না; উহা নিজস্ব কোন মানের কারণে সৃষ্ট হয় নাই অথবা ইতিহাসের কোন এক মুহূর্তে মানব জাতির নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও উহার সৃষ্টি হয় নাই। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন এবং নিজের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু গ্রাহ্য করেন না।

এইরূপ চিন্তা করিলে একটি ঝুঁকি এই থাকিয়া যায় যে, আইন পুরাপুরি বর্তমানের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া পড়ে যাহা বরং চিরস্থায়িত্বেরই একটি রূপ। ইব্‌ন হাযমকে অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ দোষারোপ করা চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল ভাবমূলক ও আনুষ্ঠানিক বিবেচনার মধ্যে তিনি কতকগুলি চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথা শ্রমের ফলের অধিকারের প্রতি সম্মান, সাধারণ স্বার্থে একজনের সম্পদের উন্নয়ন সাধারণ ও মান বৃদ্ধিকল্পে বাধ্যবাধকতা, ভূমি সংক্রান্ত আইনের প্রতি সম্মান (মুযারা'আ ও মুগারাসা সম্পর্কিত পুস্তকসমূহে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে)। পরিশেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও আইন সঠিক অর্থে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু মুবাহ-এর ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এবং উহাতে মানুষের নূতন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা স্বীকৃত। অধিকন্তু মানবিক সম্পর্ক একচেটিয়াভাবে কোন আইনগত বিষয় নহে। সুতরাং কোন কিছুর হস্তান্তরকরণ চুক্তির শর্তরূপে লিপিবদ্ধ না থাকিলেও চুক্তির কোন এক পক্ষের "শুভেচ্ছার মাধ্যম" তাহা যথার্থরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহাতে যদিও কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই এবং ইহা দ্বারা কোন আইনগত অধিকার বর্তায় না তবুও ইহা একটি ভাল কাজ এবং এইজন্য আল্লাহ পুরস্কৃত করিবেন।

৯। **'ধর্মীয় ভাবধারার ঐতিহাসিক'-রূপে ইব্‌ন হাযম** ঃ ইব্‌ন হাযমকে Asin Palacios উপরিউক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি ইব্‌ন হাযমের জীবন, সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করিয়া ফিসাল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ফিসাল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সহিত সম্পর্কযুক্ত অথবা পূর্বে সম্পর্ক ছিল এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম সংক্রান্ত ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ। ইহার বর্ণনার পরিপূর্ণতা ও যথার্থতা নিঃসন্দেহে ইহাকে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে, ইব্‌ন হাযম ব্যাপক লেখাপড়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বর্ণনামতে গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য তিনি নিজে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্য চালাইয়াছিলেন। য়াহূদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে সত্য ও বিশেষ করিয়া গ্রানাডার একজন য়াহূদী ইব্‌ন নাগরিলার সহিত অনুষ্ঠিত তাঁহার বিতর্ক হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি উক্ত ধর্মসমূহের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা— উভয় সম্পর্কেই ভালভাবে জ্ঞাত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ কোন পুরাতন নীতি তাঁহার সময়েও প্রচলিত থাকিলে অথবা উহা সংশোধিত হইয়া থাকিলে তাহা উল্লেখ করিতে তিনি ভুলেন নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার গুণাবলী সন্দেহাতীত; কিন্তু 'ফিসাল' কেবল একজন ঐতিহাসিকেরই কর্ম নহে, ইহা ধর্মীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন ব্যক্তির কর্ম। ইহার সাধারণ পরিকল্পনা এইরূপ, ইব্‌ন হাযম প্রথমে মৌলিক দার্শনিক প্রশ্নসমূহ যাহা জ্ঞান ও সত্যে উপনীত হইবার সম্ভাবনার সহিত জড়িত তাহা দ্বারা শুরু করেন। তাহার পর তিনি প্রদত্ত উত্তরসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি 'কুতার্কিক' অর্থাৎ সন্দেহবাদীদের উত্তর বাতিল করিয়া দেন, আর যে উত্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা মানুষের পক্ষে সত্যের উপলব্ধি সম্ভব তাহা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত সমস্যা অনুধাবনে ব্রতী হন এবং যাহারা সৃষ্টিতে বিশ্বাসী তাহাদের পরীক্ষার জন্য যে সকল নীতি শিক্ষাদান করে সেগুলিকে তিনি বাতিল করিয়া দেন। একই প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি তাওহীদের সত্য প্রমাণ করেন এবং তারপর আল্লাহ্‌র বাস্তবতা যিনি

নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের নিকট বাণী প্রেরণ করেন, তাহাও প্রমাণ করেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিনি ইসলামেরই মৌলিক নীতিমালার দিকে অগ্রসর হন, যাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ অধিকতর স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় এবং ভ্রান্তিসমূহের নিরসন করা হয়। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া ইব্‌ন হা'যম সমালোচনার উদ্দেশে বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদ পরীক্ষা করেন, যথা সময়, মহাশূন্য ও দেহবিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, ভৌতিক ধর্মসমূহ, দ্বৈতবাদ, মৃত্যুর পর জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, য়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মে নবূওয়াত সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা (যীশুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে)। পরিশেষে ইসলাম সম্পর্কে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন ফিস'াল প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বিশ্বাসের একটি গ্রন্থে পরিণত হয়, যাহার দৃষ্টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসের উপর না রাখিয়া ধর্মীয় ও আইনগত ভাবধারার উপর নিবদ্ধ রাখা হয়, মুসলিম ধর্মমতের বিভিন্ন বিতর্কমূলক সমস্যাদি বিবেচনা করা হয় এবং জাহিরী মতবাদের নীতিমালা অনুসারে উহাদের সমাধান বাহির করা হয়।

এইখানে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মের আলোচনাকালে ইব্‌ন হাযম উহাদেরকে উহাদের নিজস্ব প্রেক্ষিতে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল উহাদের নীতি বা সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন যাহাতে তিনি উহাদেরকে ইসলামের সহিত তুলনা করিতে সক্ষম হন। সুতরাং তিনি নবূওয়াত ও আইন সম্পর্কে সীমিত ধারণার কারণে য়াহূদীদেরকে আক্রমণ করেন এবং নাস্‌খ (রহিতকরণ, বাতিলকরণ) সম্পর্কে, যাহা অপরিহার্যরূপে একটি মুসলিম ধারণা, তিনি তাহাদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। একইরূপে তিনি বাইবেলের সমালোচনা করিয়াছেন যে, নাযিলকৃত বাণী হইবার কোন নিশ্চয়তা উহাতে নাই। কারণ নাযিলকৃত বাণীর বৈশিষ্ট্য উহাতে অবর্তমান (কু'রআনকে এখানে মাপকাঠিস্বরূপ ধরা হইয়াছে) এবং তাহা হা'দীছের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনেও ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ উহা সম্পূর্ণরূপে ইসনাদবিহীন (ইব্‌ন হা'যম St. Luke-এর বাইবেলের প্রস্তাবনা হইতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন)।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তাহা প্রথমটি হইতে উদ্ভূত— ইব্‌ন হা'যম সর্বদাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত থাকিতেন। তিনি অমুসলিম অথবা মুসলিম যাহাদের সম্পর্কেই লিখিতেন সঠিক তথ্যনির্ভর আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা সততার সঙ্গে এবং প্রায়শ বিশদভাবে তুলিয়া ধরেন। ইহা তাঁহাকে ধর্মীয় ভাবধারার একজন ঐতিহাসিকরূপে প্রমাণিত করে।

দুর্ভাগ্যবশত তিনি যাহার সহিত একমত পোষণ করেন না, তাহার সমস্যাদির গুরুত্ব অনুধাবনের কখনও তিনি চেষ্টা করেন না। আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা অনুচিত—এই নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি দার্শনিক ও ধর্মীয় কল্পনাকে একজন অবাধ্য মানবাত্মার বৃথা কৌতূহলমূলক উক্তির অধিক কিছু মনে করেন না। সুতরাং যে মৌলিক কার্যক্রম বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয়ের সৃষ্টি করে উহার প্রতি শুরু হইতেই তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। এই কারণেই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহার যুক্তিজাল দ্বারা প্রতিপক্ষ আলোচনাকারীদেরকে ফাঁদে ফেলা এবং চুল চেরা বাকচাতুর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদেরকে স্ববিরোধী করিয়া তোলা অথবা প্রত্যয় উৎপাদন অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য দ্বারা মুকাবিলা করিয়া তাহাদের ধারণা অসার প্রতিপন্ন করা। একটি সাধারণ উদাহরণ ঃ যেমন তিনি মু'তাযিলাদের— যাহারা আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে সসীম বলিয়া মনে করে, আল্লাহ্‌কে ছারপোকা, মাছি অথবা পোকা অপেক্ষাও অধিকতর দুর্বল ভাবিবার কারণে দোষারোপ করিয়াছেন। ইব্‌ন হা'যম যদিও সব সময় এইরূপ চরম উক্তি করেন নাই বটে, তবে এই প্রবণতা তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতা স্বভাবগত নয়, ইহা তাঁহার ক্রোধের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। এইরূপে অতিশয়োক্তির পশ্চাতে তাঁহার মানসিক অবস্থা, পৃথিবীর প্রতি তাঁহার মনোভাব এবং জাহিরী মতাদর্শ ক্রিয়াশীল ছিল। ইব্‌ন হা'যম অন্যদের চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করিতেন না বটে, কিন্তু তাহাদের যুক্তির প্রক্রিয়া খুব সহজেই বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তিনি দক্ষতার সহিত স্বীয় যুক্তির ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

১০। **ইব্‌ন হাযমের ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ** কিতাবু'ল-মুহাল্লার শুরুতে আত-তাওহ'ীদ নামক একটি অধ্যায় রহিয়াছে, উহাতে ইব্‌ন হা'যমের 'আকীদার সারাংশ বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের প্রথম কর্তব্য যাহা ব্যতীত ইসলাম হয় না তাহা হইতেছে মনে-প্রাণে নিশ্চিতভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করা, যে বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র সন্দেহের লেশ নাই এবং মুখেও উচ্চারণ করা যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল"। তিনি অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় উন্নয়নের প্রকাশস্বরূপ 'আক্দ বি'ল-ক'াল্‌ব প্রশ্নের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন না। ইহা 'আত্মার কাজ' যাহা ধর্মীয় উপাসনার সময় দেহের কাজের সঙ্গী হইয়া থাকে। এই উক্তিটি কু'রআন সম্মত (৯৮ঃ৫)। ইব্‌ন হা'যমের এই বিষয়ে চিন্তাধারা অন্য এক স্থানে নিয়াত সম্পর্কীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে তিনি বলেন যে, নিয়াত সঠিক হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী অপর একটি নিয়াত দ্বারা উহার নিশ্চয়তা বিধান নিষ্প্রয়োজন। কারণ সেক্ষেত্রে অভিপ্রায়ের অভিপ্রায় এবং তাহা অনন্তের দিকে লইয়া যাইবে। তিনি মানুষের বিবেকের কুলুঙ্গিতে৫২১ (অধিষ্ঠানের বিশেষ স্থান) অবিশ্বাস করেন। প্রত্যেকের অন্তরের নিয়াতের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই; অন্তর কেবল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করিয়া নির্ধারিত বহিঃক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নিজস্ব গণ্ডীর বাহিরে নিজেকে সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশে কর্মতৎপর হয়।

মহানবী (স)-এর হা'দীছ' বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ পাওয়া যায় "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যতক্ষণ তাহারা সাক্ষ্য প্রদান না করে..."। একমাত্র জিহ্বাকেই শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা যাইতে পারে; এবং সেই কারণে ইব্‌ন হা'যম দার্শনিক পদ্ধতিতে সময় ও অস্থায়ী পার্থিব বিষয়ের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সৃষ্ট (মুহ'দাছ'), উহার একজন সৃষ্টিকর্তা (মুহ'দিছ', খালিক নামেও অভিহিত) আছেন এবং এই সৃষ্টিকর্তা অদ্বিতীয়। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন কারণ তাঁহাকে উহা করিতে বাধ্য করে নাই (বি-গ'ায়রি 'ইল্লাঃ আওজাবাত 'আলায়হি)। আত্মা সৃষ্ট, ইহা রূহ' হইতে পৃথক কিছু নহে। ইহা মানুষেরই একটি জীবন্ত অংশ যাহা অনুভূতি ও বাকশক্তির গুণে সমৃদ্ধ। কোন কোন হা'দীছ সাধারণভাবে উল্লেখ করে, যখন কোন মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন তাহার আত্মা বা রূহ' আল্লাহ্‌র হাতে থাকে। 'আরশ সৃষ্ট, কারণ আল্লাহ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি 'আরশের মালিক (৯ ঃ ১৩০) এবং যাহা কিছুরই মালিক আছে তাহাই সৃষ্ট। পরিশেষে আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুই তুলনীয় হইতে পারে না।

নবূওয়াত একটি উপায় যাহার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ হইল, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা কেবল আমাদেরকে জানান হইলেই আমরা জানিতে পারি [খবর خبر-এর

মাধ্যমে জ্ঞান]। হযরত মুহ'ম্মাদ (স) রাসূলদের মোহর; আল্লাহ্ তাঁহার এই সর্বশেষ রাসূলের মিল্লাত (ধর্মবিধি) দ্বারা অপরাপর সকল মিল্লাত বাতিল করিয়াছেন এবং তিনি সকল মানুষ ও জিন্ন জাতির প্রতি কু'রআনের আইন পালন করা আবশ্যকীয় করিয়া দিয়াছেন। আরও অনেক রাসূল ছিলেন, কুরআনে তাঁহাদের কাহারও উল্লেখ আছে এবং কাহারও উল্লেখ নাই (৪ঃ ১৪৯)। তাঁহাদের সকলকে বিশ্বাস করা অবশ্য কর্তব্য (ফারদ')। তাঁহারাও মানুষ, অন্যান্য সকল মানুষের মতই সৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ বান্দা।

জান্নাত বিশ্বাসীদের জন্য সৃষ্ট আবাসস্থল। জাহান্নাম সৃষ্ট বাসস্থান, কিন্তু কোন বিশ্বাসী সেখানে চিরদিনের জন্য থাকিবে না। আল্লাহ স্থির করিবেন, কোন্ মুসলমান সেইখানে যাইবে। যাহাদের বড় গুনাহসমূহ (কাবাইর) ভাল কাজ অপেক্ষা বেশী তাহাদেরকেই সেখানে যাইতে হইবে। পরবর্তী কালে মধ্যস্থতা (শাফা'আ) দ্বারা তাহারা উহা ত্যাগ করার ও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিবে। এই দুইটি বাসস্থান চিরস্থায়ী। যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহারা পানাহার করিবে, যৌন সম্পর্ক রাখিবে, কাপড় পরিধান করিবে এবং আনন্দ উপভোগ করিবে, কখনও কোন দুঃখের সম্মুখীন হইবে না। আর যাহারা জাহান্নামবাসী হইবে তাহারা কু'রআনে বর্ণিত নির্যাতন ভোগ করিবে। এই সকলই শাব্দিক অর্থে সত্য, রূপক অর্থে নহে, কারণ কু'রআন হইতেছে 'তিবয়ান লি-কুল্লি শায়' (প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ) [১৬ ঃ ৮৯]। আল-কু'রআনে বর্ণিত সকল অদৃশ্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা প্রয়োজন, এমনকি পাঠক যদি নাও বুঝিতে পারে যে, উহা কি করিয়া সম্ভব (নু'মিনু বিহা ওয়ালা নাদরী কায়ফা হিয়া)। যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট রক্ষিত ফাতিহা বা উম্মু'ল-কিতাব হইতে শুরু করিয়া শেষ দুইটি সূরা (আল-মু'আওবিযাতান) পর্যন্ত কু'রআনের একটি হরফও অস্বীকার করিবে সে কাফির। কোন ব্যক্তিই ধর্ম সম্পর্কে গোপন বিষয়ের অধিকারী নহে (তু. ২খ, ১৫৯, ১৭৪ ও ৩খ, ১৮৭)। ফেরেশতা, জিন্ন পুনরুত্থান, সিরাত, মীযান, হাওয কাওছার, মানুষের কার্যাবলী ফেরেশতাগণ যে পৃষ্ঠাসমূহে লিপিবদ্ধ করেন ('আমলনামা) তাহা এবং সে সকল কাজের সর্বশেষ বিবরণ প্রদান—এই সকলই প্রকৃত সত্য। ইহাতে বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। এই বিবরণের উদাহরণ নিম্নরূপঃ যদি কোন ব্যক্তি একটি ভাল কাজের চিন্তা করে এবং তাহা না করে, তবে তাহা তাহার অনুকূলে একটি ভাল কাজরূপে লিপিবদ্ধ হয়; যদি সে উক্ত কাজটি করে তবে সে জন্য দশটি কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়। যদি সে একটি মন্দ কাজের চিন্তা করে এবং সে আল্লাহ্‌র জন্য উহা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহা তাহার জন্য একটি ভাল কাজরূপে লিপিবদ্ধ হয়; যদি সে উহা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয় অথবা অন্য কোন কারণে বিরত থাকে, তবে তাহা আদৌ লিপিবদ্ধ করা হয় না; যদি সে উহা করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে একটি মাত্র মন্দ কাজরূপে লিপিবদ্ধ হয়। যদি কোন অবিশ্বাসী কোন মন্দ কাজ করে, তারপর মুসলমান হয় এবং সেই মন্দ কাজটি করিতে থাকে, তবে পরবর্তী জীবনে হিসাব রাখা হইবে সে শির্‌ক অবস্থায় কি করিয়াছে আর ইসলাম গ্রহণের পর কি করিয়াছে; যদি সে ইসলাম গ্রহণের পর অনুতপ্ত হয়, তবে সে শির্‌ক অবস্থায় যাহা কিছু করিয়াছে তাহা মোচন হইয়া যাইবে; যদি অবিশ্বাসী থাকাকালীন ভাল কাজ করিয়া থাকে এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহাকে অবিশ্বাসী ও মুসলমান—উভয় অবস্থাতেই ভাল কাজ করার জন্য পুরস্কৃত করা হইবে; যদি সে অবিশ্বাসীই থাকিয়া যায়, তবে তাহাকে এই পৃথিবীতে তাহার ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হইবে, কিন্তু আখিরাতে উহা হইতে সে কিছুই পাইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি 'আরবী না জানা অথবা ভুল বুঝার কারণে এই সকল কিছুই জানিতে না পারে, তবে যখন তাহার নিকট উহা ব্যাখ্যা করা হইবে তখন অবশ্যই তাহাকে উহা অন্তরে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং মুখে বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আরও বলিতে হইবে যে, হযরত মুহ'ম্মাদ (স') যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলই সত্য এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা।

আল্লাহ নিজে তাঁহার যে নাম ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন নাম তাঁহার প্রতি কেহ আরোপ করিতে পারিবে না এবং তিনি নিজে আমাদেরকে তাঁহার সম্পর্কে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন উহা হইতে ভিন্নতর কোন বর্ণনা তাঁহার সম্পর্কে কেহ দিতে পারিবে না। যে নাম তিনি নিজের জন্য রাখেন নাই সেই নাম তাঁহার প্রতি আরোপের জন্য মূল হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ (ইশতিক'াক') ব্যবহার করা যাইবে না। যেমন তিনি 'আরশে আসীন আছেন, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে 'আসীন' নামে অভিহিত করা যাইবে না। তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে ইব্‌ন হ'ায্‌ম বলেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানই হইতেছে হ'াক্ক। ইহা চিরন্তন এবং বর্তমানে যাহা কিছু আছে আর ভবিষ্যতে যাহা কিছু থাকিবে তাহার সকল কিছুতেই ইহা বিস্তৃত। অনুরূপভাবে তাঁহার শক্তির কোন সীমা নাই, উহা অসম্ভবকে (মুহ'াল) সম্ভবে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে; যাহা কোন দিন হইবে না তাহার উপরেও আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বিরাজমান (১৯ঃ ৩৫)। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে তিনিই আদেশ দান করেন, তিনিই প্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করিয়াছেন (আওজাবা'ল-ওয়াজিব) ও সম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন (আমকানা'ল-মুম্‌কিন) ইত্যাদি। তিনি 'ইয্‌যা, জালাল, ইকরাম, য়াদ, য়াদান, 'আয়ন, আ'য়ুন, কিব্‌রিয়া'-এর অধিকারী। ইহা সকলই সত্য। ইহা তাঁহার হইতেই উৎসারিত এবং অন্য কাহারও হইতে নহে। মু'তাযিলাদের ন্যায় আল্লাহ্‌র জ্ঞানকে তাঁহার সত্তার সহিত চিহ্নিত করা সম্ভব নহে, যাহার অর্থ দাঁড়ায় তাঁহাকে তাঁহারই সহিত চিহ্নিত করা। কারণ কোন পুস্তকেই আল্লাহ্‌কে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। একই যুক্তি তাঁহার অপরাপর গুণাবলীর প্রতিও প্রযোজ্য। যখন কেহ 'আল্লাহ' অর্থে 'জ্ঞানী' শব্দের ব্যবহার করে তখন আমরা দুইটি নামের ঠিক একই অর্থ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যখন আমরা বলি, আল্লাহ সর্ববস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, তখন আমরা আল্লাহ্‌র জ্ঞাত বস্তুগুলি সম্পর্কে কল্পনা করি। আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এই নামগুলি বর্ণনামূলক (আ'লাম) যাহা তাঁহার গুণাবলী হইতে উদ্ভাবিত নহে। বিপরীতক্রমে উহাদের হইতেও কোন গুণাবলী উদ্ভাবন অননুমোদিত। এই ক্ষেত্রে ইব্‌ন হায্‌ম আশ'আরীদের সহিত দ্বিমত পোষণ করেন যাহারা ইশ্‌তিক'াক' ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনি মনে করেন, তাহাদের ভুল এইখানে যে, তাহারা আল্লাহ নামের বাস্তবতা সংরক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করে, অথচ সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থান মু'তাযিলীদের মধ্যে। গভীর মনোযোগের সহিত কুরআন পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, যেরূপ ইব্‌ন হ'ায্‌ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌র সত্তাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করার কোনরূপ ঝুঁকি বিদ্যমান নাই, বরং এইগুলি তাওহ'ীদ ও লায়সা কামিছ্‌লিহি শায়'-এর এক রকমের সম্প্রসারণমাত্র। আল্লাহ্‌তে ব্যতীত কোথায়ও জ্ঞান নাই, আল্লাহ্‌তে ব্যতীত কোথায়ও শক্তি নাই। কারণ তিনিই একমাত্র জানেন ও শক্তিশালী এবং আমরা ইহা তাঁহার নিকট হইতেই জানি।

বিশ্বাসিগণ আল্লাহ্‌র যে দৃশ্য দেখিতে পাইবে তাহা এমন এক শক্তি (কু'ওওয়া) হইতে উৎসারিত যাহা এই পৃথিবীতে তাহাদের নাই। পৃথিবীতে

নিশ্চিতভাবেই মানুষ রঙ ও আকার দেখিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ ইহার অনেক উর্ধ্বে। অধিকন্তু সাধারণ বস্তু দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাহা স্পষ্টরূপে দেখা নাও যাইতে পারে অথবা তাহা দর্শন যন্ত্রণাদায়কও হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তদ্রূপ নহে। মহানবী (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র দর্শনে কাহারও কোন ক্লেশ হইবে না (লা তুদামূনা ফী রু'য়াতিহি)।

আল্লাহ মানুষের কার্যাবলী, ভাল ও মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে মানবাত্মার স্বাধীন চিন্তা (এখতিয়ার), ইচ্ছাশক্তি (ইরাদা) ও জ্ঞান (মা'রিফা)-এর সৃষ্টিকর্তারূপে অবশ্যই মনে করিতে হইবে। ফিসাল গ্রন্থে ইব্‌ন হ'াযম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ ইসতিত'া'আ (কর্মক্ষমতা) সৃষ্টি করিয়াছেন। সংক্ষেপে মানুষ তাহার সকল কর্মে স্বাধীনরূপে সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাকে বুদ্ধি-বিবেচনা দেওয়া হইয়াছে। কারণ আল্লাহ প্রত্যেককে তাহার ন্যায়সঙ্গত স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্‌র হাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষের স্বাধীনতা রহিয়াছে।

মুহাল্লা-র এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিধৃত 'ঈমান সংক্রান্ত' এই সকল বিষয় ফিসাল গ্রন্থে, বিশেষ করিয়া মু'তাযিলী ও আশ'আরীদের সহিত তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইসতিদ্‌লালের সহিত ঈমানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে কিতাবু'ত-তাওহ'ীদে নিম্নরূপ বর্ণনা রহিয়াছেঃ যে ব্যক্তি তাহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এবং স্বীয় মুখ দ্বারা সেই বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, তাহার এই বিশ্বাসের অনুকূলে লক্ষণীয় কোন ইঙ্গিত থাকুক বা না থাকুক, সে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করিবে। এই প্রশ্নটি ইব্‌ন হ'াযম কর্তৃক তাঁহার বন্ধু ইব্‌নু'ল-হ'াওওয়াছকে সম্বোধন করিয়া লিখিত ঈমানের উপর একটি অত্যন্ত চমৎকার রিসালা-র বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ইব্‌ন হাযম তাক'লীদের সূক্ষ্ম সমস্যাটি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহানবী (স)-এর শিক্ষার অনুসরণ করা অন্ধ অনুকরণ নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাহিরী নীতিমালাকে আইনের ক্ষেত্র হইতে ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। ইহাতে সমস্যার সহজীকরণ হইয়াছে, কিন্তু একজন তাত্ত্বিকের নিকট তাহা অপর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহা সত্য যে, জীবনের স্বকীয় যুক্তি রহিয়াছে এবং তাহা সহজেই অলঙ্ঘনীয় তত্ত্বীয় স্ববিরোধসমূহ কাটাইয়া উঠিতে পারে যাহা কল্পিত যুক্তিবিদ্যাকে হার মানায়। ভাষার ব্যবহারের ক্ষমতার কারণে (যাহা জীবনেরই অভিব্যক্তিস্বরূপ) ইব্‌ন হায্‌ম সহজেই কালামশাস্ত্রের হতবুদ্ধিকর বিষয়াবলীর উপহাস ও উহার নিন্দা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১১। **ইব্‌ন হায্‌মের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঃ** ঐতিহ্যগতভাবে ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া ইব্‌ন হ'াযম উমায়্যাদের ঘোর সমর্থক বৈধতাবাদী ছিলেন। ভাবিতে অবাক লাগে, কি করিয়া এইরূপ একজন কঠোর নীতিবান ধর্মীয় চিন্তাবিদ এমন একটি রাজবংশের সমর্থক হইলেন, মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যাহাদের প্রায়ই ইসলামের প্রতি আনুগত্যের অভাবে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ইব্‌ন হ'াযম-এর অনুরূপ আচরণের কারণ সম্ভবত প্রধানত আনুগত্য ও বন্ধুত্ব সম্পর্কিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিলাষে নিহিত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি উমায়্যাদেরকে 'আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্বকারীরূপেও মনে করিতেন বলিয়া অনুমতি হয়। তাঁহার সকল ধর্মীয় চিন্তাধারা 'আরব পটভূমিতেই পরিচালিত হইত। ইহা 'জামহারাত আন্‌সাবি'ল-'আরাব' শীর্ষক তাঁহার গ্রন্থটিতে অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, "আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমরা তোমাদেরকে জাতিতে ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা একজন অপরজনকে চিনিতে পার। কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে সে-ই সর্বাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তি যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌ভীরু।" যদিও আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা মহৎ, এমনকি সে যদি কৃষ্ণকায় এক বেশ্যার পুত্রও হয়, আর বিদ্রোহী ও অবিশ্বাসীর স্থান সর্বনিম্নে, এমনকি সে যদি কোন রাসূলের পুত্রও হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদেরকে জাতিতে ও গোত্রে সৃষ্টি করার পিছনে তাঁহার এক উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আর তাহা হইল মানুষ কর্তৃক একজন অপরজনকে স্বীকৃতি প্রদান। ইহারই ফলস্বরূপ বংশ পরিচয়-বিজ্ঞান আবশ্যিকভাবেই এক বিরাট মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়াছে।" বংশ পরিচয়মূলক গবেষণা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় এবং সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স')-এর বংশ পরিচয় জানা অথবা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, খিলাফাত কু'রায়শ বংশীয় লোকের হাতে রহিয়াছে অথবা যাহার সহিত কেহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে নিষিদ্ধ স্তর এড়াইবার জন্য তাহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। অপর কতকগুলি ফারদ 'আলা'ল-কিফায়া, যথা মুহাজিরূন ও আনসারের বংশ পরিচয় মনে রাখা উম্মার জন্য প্রয়োজনীয়। অপর এক প্রয়োগের কথা তিনি এইভাবে বলিয়াছেন, "কোন কোন আইনবিদ জিয্‌য়া কর নির্ধারণের ব্যাপারে এবং দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার অধিকার সম্পর্কে 'আরব ও অনারবদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। সুতরাং তাঁহারা তাগলিব গোত্রের খৃস্টান এবং অন্যান্য কিতাবীগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কয়িয়াছেন।" ইহা হইতে ইব্‌ন হ'াযম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "আল্লাহ কু'রআনে আমাদের নিকট বিভিন্ন বংশপরম্পরার কথা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা হইতে রাসূলগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহা হইতেই বংশ পরিচয় বিজ্ঞানের উদ্ভব। রাসূলুল্লাহ (স') স্বয়ং তাঁহার পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা আন-নাদ্'র ইব্‌ন কিনানার বংশধর' এবং আনসারদের বিভিন্ন গোত্রের নাম নির্ণয়কালে তিনি তাহাদের বিভিন্ন উপ-বিভাগের কথা মনে রাখিয়াছেন।

'আরবদের বংশপরিচয় গবেষণার এই ন্যায্যতা প্রতিপাদন হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌ন হ'াযম উহার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি স্পেনীয় ও কুরায়শ বংশীয়দের চরিত্রের সদগুণাবলী ও ত্রুটি-বিচ্যুতির তুলনা করিতে আনন্দবোধ করেন। আল-মাক্কারী কর্তৃক সংরক্ষিত আল-আন্দালুসের অধিবাসীদের গুণাবলী সংক্রান্ত চিঠিটিতে এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রহিয়াছে এবং একই সঙ্গে উহাতে ইব্‌ন হ'ায্‌মের চরিত্রের কিছু উৎকট স্বাদেশিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি নিঃসন্দেহে বাগদাদ ও বসরার প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা শিক্ষা-দীক্ষায় অন্যান্য শহর অপেক্ষা অগ্রণী ছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "আমাদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে বলা যায় যে, উহা এই ব্যাপারে নিম্নের প্রবাদটিতে উল্লিখিত অবস্থায় রহিয়াছেঃ একটি দেশে যাহাদের প্রতি নিম্ন মনোযোগ দেওয়া হয় তাহারা হইল সেই দেশের অধিবাসীবৃন্দ। আমি বাইবেলে পড়িয়াছি, যীশু বলিয়াছেন, কেহই তাঁহার স্বদেশে রাসূল নহেন।" স্পেনের প্রাচ্যের স্তুতি বন্ধ করার এবং নিজের গৌরবের কথা চিন্তা করার এখনই সময়, এই কথাগুলি অন্য কোনভাবে আরও সুন্দর করিয়া বলা যায় না। মনে হয় ইব্‌ন হ'াযম যে তিনটি আদর্শ সমুন্নত রাখিয়াছিলেন তাহা হইতেছে

জাহিরী মতবাদ, 'আরব জাতীয়তাবাদ ও উমায়্যা বংশীয় স্পেন। তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শের পরাজয় ঘটিলে তিনি কিভাবে অন্য দুইটি আদর্শে তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি উহাদের মধ্যে মুক্তির একমাত্র আশা দেখিতে পাইয়াছিলেন অথবা যে কোন প্রকারে হউক, সংগ্রাম অব্যাহত রাখার পর্যাপ্ত যুক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

ইব্‌ন হা'যম তাঁহার মৃত্যুর পর আল-গা'যালী (র)-র চিন্তাধারায় প্রভাবিত কাদী ইব্‌নু'ল-'আরাবী (দ্র.) কর্তৃক কিতাবু'ল-কাওয়াসিম ওয়া'ল-'আওয়াসিম নামক পুস্তকে আক্রমণের সম্মুখীন হন। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে 'আবদু'ল-হাক্ক ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ও ইব্‌ন যারকূন নামক কতিপয় মালিকী ধর্মীয় নেতা তাঁহাদের মায'হাব বিরোধী এই মহান নেতাকে আক্রমণ করেন (শেষোক্ত জন আল-মুহ'ল্লার বিরুদ্ধে কিতাবু'ল-মু'আল্লা নামক একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন)। অপরদিকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইব্‌নু'র-রূমিয়্যা ও মুরসিয়ার মহান সাধক ইব্‌নু'ল-'আরাবী (দ্র.) ইব্‌ন হা'যমের সমর্থক ছিলেন। ইব্‌নু'ল-'আরাবী মু'আল্লা শিরোনামে মুহ'ল্লার একটি সারসংক্ষেপ রচনা করেন। তিনি আইনের ব্যাপারে নিজেকে জাহিরী বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, জা'হিরী ধারণা ইব্‌নু'ল-'আরাবীর সূ'ফীতাত্ত্বিক নৃতত্ত্বে প্রধান ভূমিকা পালন করিয়াছিল। তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠ গুপ্ত চিন্তাবিদগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত।

অধুনা মুসলিম দেশসমূহে তাঁহার উপর লিখিত অসংখ্য পুস্তক, গবেষণা ও পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, ইব্‌ন হা'যমের প্রতি নূতন করিয়া কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা লাভবান হইতে পারে এবং অনেক সমস্যার সমাধানেও উহা সহায়ক হইতে পারে।

১২। **ইব্‌ন হাযমের রচনাবলী ঃ** ইব্‌ন হা'যমের প্রাথমিক রচনাবলীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটির Dozy পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (তা'ওকু''ল-হা'মামাঃ ফি'ল্-উল্‌ফা ওয়া'ল-উল্লাফ, সম্পা. D. K. Petroff, লন্ডন ১৯১৪ খৃ., দ্র. Goldziher-কৃত সমালোচনা, ZDMG, ৬৯খ, ১০৯২ প.) যাহা তিনি শাতি'বায় (পৃ. ১, লাইন ৮) ৪১৮ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে প্রণয়ন করিয়াছেন (তাওক, পৃ. ৭৯ প.) [খায়রানের মৃত্যুর (৪১৯ হি.) পূর্বে]। কিন্তু আবু'ল-জায়শ (তাঁহাকে এইরূপই পড়িতে হইবে) মুজাহিদ কর্তৃক খায়রানের উপর আক্রমণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের মধ্যকার বিবাদের পর রাবী'উ'ছ-ছানী ৪১৭ হিজরীতে গ্রন্থটি প্রণীত হইয়াছিল (দ্র. ইব্‌নু'ল-আছী'র, সম্পা. Tornberg, ৯খ, ১৯৫)। তা'ওক', পৃ. ৪২, লাইন ৭-এ আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্‌ন বাশকুওয়াল (নং ৩৩২)-এর মতানুসারে হা'কাম ইব্‌ন মুন্‌যি'র ৪২০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে ইনতিকাল করেন। প্রেম ও উহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লিখিত এই পুস্তকটিতে ইব্‌ন হা'যম ছোট ছোট গল্পের আকারে, যাহা তাঁহার অথবা তাঁহার সমসাময়িকদের নজরে আসিয়াছিল এবং নিজস্ব পদ্যে মনোবিদ্যা সম্পর্কে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে, ইব্‌ন হাযমের পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং তিনি একজন ধী-শক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধকার ও চিত্তাকর্ষক কবি ছিলেন। এই গ্রন্থটি তাঁহার একটি বিশেষ কীর্তি। তিনি ইহাতে তাঁহার সমসাময়িক কালের এমন একটি বিষয়ের উপর অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন যে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সম্ভবত ঐ সময়ে ইব্‌ন হা'যম রিসালা ফী ফাদলি'ল-আন্দালুস নামক আরেকটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার বন্ধু আবূ বাক্‌র মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত (আদ-দাব্বী, নং ৫৯) এবং আল-মাক্কারী [সম্পা. Dozy প্রমুখ, ২খ, ১০৯-১২১ সং. বূলাক, ২খ, ৭৬৭, লাইন ৮ প.] যাহার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকটি আল-বূন্ত দুর্গের অধিপতির আন্দোলন সম্পর্কে লিখিত (আল-মাক্ক'রী, ২খ, ১১০, তু. ইব্‌নু'ল-আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ৪৩২) এবং উহাতে স্পেনীয় মুসলমানদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর সুন্দর আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ইব্‌ন হ'াযমের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাক্‌তু'ল-'আরূস ফী তাওয়ারীখি'ল-খুলাফা' (স্পেনীয় অনুবাদসহ সম্পা. C. F. Seybold, Revista del centro de Estudios historicos de granada y su Reion, ১খ, ১৬০ প., ২৩৭ প., গ্রানাডা ১৯১১ খৃ.; L. Pareds-কৃত অপর একটি অনুবাদ লন্ডন হইতে ১৯৪১ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে) এবং জামহারাতু'ল-আনসাব (আনসাবু'ল-'আরাব) অন্যতম যাহা আনুমানিক ৪৫০ হিজরীতে রচিত হইয়াছে (দ্র. Codera, Mision historica en Argeliay Tunez, মাদ্রিদ ১৮৯২ খৃ., পৃ. ২৪ প., ৮৩)। শেষোক্ত গ্রন্থটি E. Levi-Provencal ১৯৪৮ খৃ. কায়রো হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন খালদূন ('ইবার, মুদ্রণ ১২৮৪ হি., ৬খ, ৮, ৮৯ প., ৯৭ ইত্যাদি) এই গ্রন্থটির অনেক প্রশংসা করিয়াছেন ও অনেক স্থানে উহার বরাত দিয়াছেন। গ্রন্থটিতে আল-মাগ'রিব এবং আন্দালুসের 'আরব ও বার্‌বার পরিবারসমূহের বংশপরিচয় বিধৃত হইয়াছে। Codera ইহাকে বানূ হা'ম্মূদ, বানূ তাজী'ব (এই দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার গ্রন্থ Estudios criticos de Historia arabe asponola, Zaragaza ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৩০১ প.-তেও রহিয়াছে) এবং বানূ উমায়্যা (উল্লিখিত গ্রন্থের প. ২৯ পৃ., ৪১ প., তু. পৃ. ১৪৭ প., ৭৫ প. এবং স্থা.) সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহের জন্য উৎসরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু ইব্‌ন হা'যম বিশেষভাবে একজন মুহ'দ্দিছ' ও ধর্মীয় 'আলিম হিসাবে নিজের অধিকাংশ সাহিত্যিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম প্রথম তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন অত্যুৎসাহী অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পরে জা'হিরী সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হন (দ্র. জাহিরিয়্যা) এবং মনে প্রাণে উহার পক্ষে কাজ করিতে থাকেন। মায'হাবের এই পরিবর্তন স্পষ্টত ঐ সময়ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল যখন তিনি উল্লিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (তু. আল-মাক্কারী, ২খ, ১২০, লাইন ৯ প.)। ইহা খুবই সম্ভব যে, ইব্‌ন হা'যম তাঁহার শিক্ষক আবু'ল-খিয়ার (এইরূপই পড়িতে হইবে, তা'ওক', পৃ. ৯৮, লাইন ১০) অর্থাৎ মাস'উদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন মুফলিত (যিনি জাহিরী মতাবলম্বী ছিলেন, ইব্‌ন বাশকুওয়াল, নং ১২৩৮; আদ্-দাব্বী, নং ১৩৬১)-এর শিক্ষা দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন (জাহিরী সমসাময়িকদের জন্য দ্র. ইব্‌ন বাশকুওয়াল, নং ১৯৫৫ ও ১১৯৬)। ইব্‌তালু'ল-কিয়াস ওয়া'র-রা'য় ওয়া'ল-ইস্‌তিহসান ওয়া'ত-তাক্‌লীদ ওয়া'ত-তা'লীল (পাণ্ডু. Pertsch, Virg-Gotha, নং ৬৪০) নামক গ্রন্থে, যাহা Goldziher সর্বপ্রথম সবিস্তারে অধ্যয়ন করিয়াছেন (Die Zahiriten, লাইপযিগ ১৮৮৪ খৃ.)। ইব্‌ন হা'যম তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেন যে, ফিক্‌হের যে সকল শাখার ভিত্তি কুরআন ও হা'দীছে'র উপর স্থাপিত নহে সেইগুলিকে বাতিল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার অপর এক গ্রন্থ কিতাবু'ল-আহ্‌কাম ফী (লি) উসূলি'ল-

আহ'কাম (পাণ্ডুলিপি খেদীবিয়া গ্রন্থাগার, ফিহ্‌রিস্ত মুদ্রণ ১৩০৫ হি., ২খ, ২৩৬)-এর সূচীপত্র হইতে অনুমিত হয় যে, উহাতেও ইব্‌ন হ'াযম এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন (তু. ফিসাল, ৩খ, পৃ. ৭৬)। মাসা'ইল উসূলি'ল-ফিক্‌হ গ্রন্থে এই নামে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক মিসরে ইব্‌নু'ল-আমীর আস-সাগানী ও আল-কাসিমীর পার্শ্বটীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। কিতাবু'ল-মুহাল্লা বি'ল-আছার ফী শারহি'ল-মুজাল্লা বি'ল-ইক্‌তিসার (ইখ্‌তিসার) গ্রন্থে ইব্‌ন হ'াযম জাহিরী মতাদর্শের ফিক্‌হ উপস্থাপন করিয়াছেন। খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে (ফিহ্‌রিস্ত, ৩খ, ২৯৭ প.) বর্তমান বিভিন্ন অনুলিপিতে দৃশ্যত এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, ইহা অসম্পূর্ণ অংশ লাইডেন, লিভবার্গ (ফিহ্‌রিস্ত নং ৬৪৬) ও কনস্টান্টিনোপল আয়াসোফিয়া (নং ১২৫৯ ও ১২৬০)-তে রহিয়াছে। বিষয়গত দিক দিয়া ইহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ তাঁহার আরেকটি গ্রন্থ ঈসাল ইলা ফাহ্‌মি'ল-খিসাল, (১খ., পৃ. ১১৪, লাইন্ ৭ প.) নামে বর্তমান ছিল, যাহা খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে তাঁহার পুত্র আবূ রাফি' রচিত মুখতাসার-এ বিদ্যমান রহিয়াছে (ফিহ্‌রিস্ত, ৩খ, ২৯৭, লাইন ১৩ প.)।

ইব্‌ন হ'াযম জাহিরী নীতিমালাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রয়োগের উদ্দেশে একটি নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছেন। এখানেও তিনি লিখিত শব্দ ও সর্বস্বীকৃত বর্ণনার প্রাথমিক অর্থকেই সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর আওতায়ই তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু'ল-ফাস্‌ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহাল (কায়রো ১৩১৭-১৩২১ হি.)-এ ইসলামের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, বিশেষ আশা'ইরাদের ব্যাপারে এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহারা যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছে তৎসম্পর্কে। কিন্তু কুরআনের মুতাশাবিহাত আয়াতগুলির ব্যাপারে ইব্‌ন হ'াযমকে অনেকটা বাধ্য হইয়াই কোন না কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে হইয়াছে। ঈমানী বিশ্বাস ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হ'াযমের চিন্তাধারার এখনও কেহ সমালোচনা করেন নাই। অবশ্য তাঁহার কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন তু. Horten-এ প্রদত্ত উদ্ধৃতি (নিম্নে দ্র.)। ইব্‌ন হাযম প্রবর্তিত নীতিমালার যে প্রভাব নীতিশাস্ত্রের উপর পড়িয়াছে তজ্জন্য দ্র. Goldziher, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬২ প.। অধিকন্তু আওলিয়া ভক্তি, তাসাওউফে বিশ্বাস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিরোধী তাওহ'ীদবাদী সহযোগী হিসাবে ইব্‌ন হাযম সম্পর্কে দ্র. Schreiner, Beitr. আমরা এইমাত্র যে গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহার সহিত আমাদেরকে সর্বপ্রথম Goldziher, সম্পূর্ণরূপে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন হ'াযম অনৈসলামী বিশ্বাস, যথা খৃস্টান ও য়াহূদী বিশ্বাসের সমালোচনা করিয়াছেন এবং উহাদের লেখার মধ্যে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে পবিত্র বাণী পরিবর্তনের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় [দ্র. Goldziher, Geschurun Zeitschr. fur die wiss. des judenthums, ৮ (১৮৭২ খৃ.), ৭৬ প. ও ZDMG, ৩২ [(১৮৭৮ খৃ.) ৩৬৩ প.; Schreiner ঐ, ৪২ খ, ৬১২ প.)] Isr. Friedlaender, Goldziher-কে অনুসরণ করিয়া যেরূপ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, এই গ্রন্থটির (যাহাকে লেখক বারবার দীওয়ান নামে অভিহিত করেন, যথাঃ ১খ, ১০৭, লাইন ১১; ৪খ, ১৭৮, লাইন ১৬, ৫খ, ৭৯, লাইন ১৮) ক্রমবিন্যাসে কিছু ত্রুটি রহিয়াছে এই কারণে যে, উহাতে এমন কতকগুলি পুস্তকও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহা প্রকৃতপক্ষে উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (Zur Komposition von Ibn Hazms Milal wan-Nihal, Orient. Stud. Th. Noldeke gewidment, ১খ, ২৬৭ প.)। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে, যাহাতে বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে, Friedlaender-এর অভিমত অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, উহাতে দুইবার দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অনুপ্রবিষ্ট অংশগুলি নিম্নরূপঃ (ক) মুদ্রিত পুস্তকের ১খ, ১১৬ হইতে ২খ, ৯১ পর্যন্ত, যাহা অবিকল কিতাবু ইজহার তাবদীলি'ল-য়াহূদ ওয়া'ন-নাসারা লি'ত-তাওরাত ওয়া'ল-ইন্‌জীল ওয়া বায়ান তানাকুদ মা বিআয়দীহিম মিনহা মিম্মা লা য়াহ্‌তামি লূ'ত-তা'বীল গ্রন্থের অনুরূপ; (খ) ৪খ, ১৭৮ হইতে ২২৭ পর্যন্ত, যাহা রিসালাতু'ন-নাসাইহি'ল-মুনজিয়্যাঃ মিনা'ল- ফাদা'ইহি'ল-মুখ্‌যিয়্যা ওয়া'ল-কাবা'ইহি'ল-মুরদিয়্যাঃ মিন আকওয়ালি আহলি'ল-বিদ'ই ওয়া'ল-ফিরাকি'ল-আরবা' আল-মু'তাযিলা ওয়া'ল মুরজি'আ ওয়া'ল-খাওয়ারিজ ওয়া'শ-শী'আ গ্রন্থের অনুরূপ। Friedlaender উহাতে উল্লিখিত অনৈসলামী চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করত (২খ, ১১১ হইতে ১১৭ পর্যন্ত) শী'আদের সম্পর্কিত অধ্যায়ের (৪খ, ১৭৮ হইতে ১৮৯ পর্যন্ত) অনুবাদ করিয়াছেন এবং শী'আ মতবাদ সম্পর্কে তিনি পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তথ্যসমৃদ্ধ পার্শ্বটীকা সংযোজন করিয়াছেন (The Heterodoxies of the Shiites, New Haven ১৯০৯ খৃ., in Journ. of the Amer. Orient. soc., ২৫খ ও ২৯খ; ঐ একই পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি ও সংশোধনী প্রসঙ্গে; আরও তু. ZDMG, ৬৬খ, ১৬৬); (গ) আরও সম্ভবত ৪খ, ৮৭ হইতে ১৭৮ পর্যন্ত, যাহা আল-ইমামা ওয়া'ল-মুফাদালা সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থের অনুরূপ, Friedlaender এই গ্রন্থটির কিতাবু'ল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা ফী কিসমি সিয়ারি'ল-খুলাফা' ওয়া মারাতিবিহা ওয়া'ল-ওয়াজিবি মিন্‌হা শীর্ষক গ্রন্থের সহিত তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়াছেন (যেইরূপ ইব্‌ন হ'ায়্যান য়াকূত গ্রন্থে করিয়াছেন)। সম্ভবত ইহাই ইব্‌ন হ'াযমের রিসালাঃ ফি'ল-মুফাদালা বায়না'স-সাহ'াবাঃ শীর্ষক গ্রন্থ, দামিশ্‌ক ওয়া গ'ায়রিহ্‌, পৃ. ৮২, লাইন ৪ (আল-মুফাদালা বায়না'স-সাহ'াবা একটি পৃথক গ্রন্থ যাহা আল-মাতবা'আতু'ল-হাশিমিয়্যা, দামিশক হইতে ১৯৪০ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে, মুদ্রাকর, সা'ঈদ আল-আফগানী)। তাঁহার অপর গ্রন্থ আন-নুবযাতু'ল-কাফিয়াফী উসূলি আহ'কামি'দ-দীন, বার্লিন পাণ্ডুলিপি নং ৫৩৭৬-এ রহিয়াছে।

তর্কশাস্ত্র বিষয়ে ইব্‌ন হ'াযম আত-তাক'রীর ফী হাদ্‌দি'ল-মানতিক নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি ফিসাল, ১খ, ৪, লাইন ১০; ফিসাল, ৩খ, ৯০; ফিসাল, ৫খ, ২০ লাইন ও ফিসাল, ৫খ, ৭০-এর বর্ণনার লক্ষ্য ঐ গ্রন্থটি কিছুটা ভিন্ন নামে হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারি। ইহাও ধারণা করা যাইতে পারে যে, কালামশাস্ত্রে ইব্‌ন হাযমের যে পুস্তকটি তাঁহার একক (ও প্রথম?) রচনা এবং যাহার উল্লেখ তিনি রিসালা তা'রীখ আদাব গ্রন্থে করিয়াছেন তাহার লক্ষ্যও ঐ একই গ্রন্থ, যদিও তিনি বিনয়বশত উহার নাম উল্লেখ করেন নাই। কালামশাস্ত্রে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন (ইব্‌ন খাল্লিকান, আয-যাহবী) মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'াসান আল-মায'হাজী (ইব্‌নু'ল-আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ৪১১)। একজন দার্শনিক লেখক হিসাবে ইব্‌ন হ'াযম তাঁহার অনেক

প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্‌ন হাযমের ঐ গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই, বরং উহাতে তিনি এরিস্টোটলের বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থটি ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে, অথচ ইব্‌ন হ'াযম সামগ্রিকভাবে এরিস্টোটলের উচ্চ মর্যাদার দাবিদার ছিলেন। এই বিষয়ে ইব্‌ন হ'াযম কর্তৃক প্রচলিত রীতি পরিত্যক্ত হওয়ার কারণেও গ্রন্থটি সমাদৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, ইব্‌ন হাযম ইন্দ্রিয়ানুভূতির (গুরুত্বের) উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

কিতাবু'ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ (মুদ্রণ কায়রো, তাফসীরু'ল-জালালায়ন গ্রন্থের পার্শ্বটীকারূপে, ১২৯৭ হি., ১৩০৮ হি.) এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থে, যাহা বর্তমানে বিলুপ্ত, ইব্‌ন হাযম কু'রআন ও হ'াদীছ' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বিতর্কমূলক লেখার মধ্যে একটি সমালোচনামূলক কবিতার উল্লেখ এখনও বাকী (দ্র. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খায়র, ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. Codera ও Ribera, ১খ, ৪০৯ প.), যাহা আস-সুবকী রচিত ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ২খ, ১৮৪-১৮৯-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই কবিতাটি বায়যান্টাইন সম্রাট Nikephoros II Phoka-এর পক্ষ হইতে লিখিত একটি আপত্তিকর কবিতার জওয়াবে লেখা হইয়াছিল (দ্র. আস-সুবকী, ঐ, ২খ., ১৭৮ প., সম্পা. Flugel, Dic. Arab...Mss...der Hofbibl. Zu. Wien, ১খ, ৪৪৯ প.)। ইব্‌ন হাযমের নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কিতাবু'ল-আখলাক ওয়া'স-সিয়ার ফী মুদাওয়াতি'ন-নুফূস (কায়রো, তা. বি.) তাঁহার পরিণত বয়স ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে। ইহাতে তিনি পবিত্র জীবন যাপনের উপদেশ দান করিয়াছেন এবং মহানবী (স')-এর জীবনাদর্শকে নৈতিকতার মানদণ্ডস্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন (দ্র. Goldziher, Vorlesungen, ৩০)। Miguel Asin এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা এবং স্পেনীয় ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন (Los Caracters y la conducta, Tratado de moral ptactica por Aben Hazam de Cordoba, মাদ্রিদ ১৯১৬ খৃ.; তু. ত'াওক', পৃ. ৪৩, লাইন ৮)। ইব্‌ন হ'াযম প্রকৃতিগতভাবেই বিতর্কপ্রিয় ছিলেন। তিনি য়াহূদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিতর্কের জন্য আহ্বান জানাইতেন। তিনি এক তুখোড় তার্কিক ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইত সে এইরূপে "দূরে নিক্ষিপ্ত হইত যেন কোন পাথরের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইত" (ইব্‌ন হায়্যান)। তিনি এইরূপ কিছু ব্যক্তিত্বেরও সমালোচনা করিয়াছেন যাহাদেরকে অধিকাংশ মুসলমান অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'আশ'আরী (র), আবূ হানীফা (র) ও মালিক (র)। একটি বিখ্যাত প্রবাদ অনুযায়ী ইব্‌ন হ'াযমের কলম তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল যেরূপ হ'াজ্জাজের তরবারি (ইব্‌নু'ল-'আরীফ)। ইহা সত্ত্বেও তিনি সকল সময় প্রতিপক্ষের প্রতি সুবিচারের প্রয়াসী ছিলেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। 'ইলমু'ল-আখলাক' নামক তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার এই কঠোরতার কারণস্বরূপ এক ব্যাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁহার চিন্তাধারার সহিত একমত পোষণ করিতেন। কিছু কালের জন্য তিনি আহ্‌মাদ ইব্‌ন রাশীকের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন (আদ-দাব্বী, নং ৪০০)। ইনি মুজাহিদের পক্ষ হইতে ম্যাজোরকায় (Majorca) গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং ধর্ম ও সাহিত্য উভয় বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ সমান ছিল। সুতরাং কুরতুবী ও অন্য 'আলিমগণ যখন ইব্‌ন হ'াযমের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারী করেন যে, তিনি মালিকী মায'হাব বিরোধী; তখন আহ্‌মাদ ইব্‌ন রাশীকের নিকট তাঁহার আশ্রয় মিলে (Dozy, Notices, ১৯০ প.)। তিনি ৪৩০ হি. হইতে ৪৪০ হি. পর্যন্ত সময়ে তাঁহার ছত্রছায়ায় ঐ দ্বীপের কিছু সংখ্যক লোককে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সক্ষম হন (দ্র. ইব্‌নু'ল-আব্বার, আত-তাক'মিলা, নং ১৪৬৭; ইব্‌ন বাশকুওয়াল, নং ৯০৩)। ইব্‌ন রাশীকের (যিনি ৪৪০ হিজরীর পরপরই ইনতিকাল করিয়াছিলেন) সম্মুখে একবার তিনি এক বিখ্যাত 'আলিম আবু'ল-ওয়ালীদ সুলায়মান আল-বাজীর সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিলেন যিনি ৪৪০ হিজরীর নিকটবর্তী কোন এক সময়ে প্রাচ্যদেশ হইতে ফেরত আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ম্যাজোরকার কোন এক ফাকীহ নিজ দলভুক্ত করেন তখন ইব্‌ন হ'াযমকে সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় (ইব্‌নু'ল-আব্বার, উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ, নং ৪৪৩, তু. Coder, Estudios Criticos ইত্যাদি, পৃ. ২৬৪-২৬৯)। ইব্‌ন হ'াযম যেহেতু সাধারণ্যে স্বীকৃত অনেক ইমামের বিরুদ্ধে কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন করিতেন, সেই কারণে তিনি অধিকাংশ 'আলিমের তীব্র কটাক্ষের পাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। উক্ত 'আলিমগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার তাঁহার জ্ঞান-গরিমার কারণেও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার চিন্তাধারায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করেন এবং শাসকের মনে তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ঢুকাইয়া দেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই অবস্থা এইরূপ হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা ইব্‌ন হাযমকে আর নিজেদের রাজ্যে বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন না। বানূ উমায়্যার প্রতি সহানুভূতির কারণে (তাশী', ইব্‌ন হ'ায়্যান) প্রতিপক্ষরূপে লোকেরা তাঁহাকে আরও বিপজ্জনক মনে করিতে থাকে। একের পর এক এইরূপ বিপদ ও দুর্যোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মানতালীশামে নিজ পারিবারিক এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁহার রচনাসমূহ ইশ্‌বীলিয়্যার বাজারে অগ্নিদগ্ধ করা হইলে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কবিতা লিখিয়া তাহাদেরকে নিন্দা করেন। নির্জনবাসেও ইব্‌ন হ'াযম লেখাপড়ার কাজ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আবূ রাফি'-এর উক্তি অনুযায়ী তিনি ৮০,০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী মোট ৪০০ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে বেশীর ভাগ পুস্তকের প্রচার নিজ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল (ইব্‌ন হ'ায়্যান)। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভিড় তাঁহার নিকট এইখানেও হইয়া গিয়াছিল; ইঁহারা 'আলিমদের রোষাগ্নির পরওয়া করিতেন না। ঐতিহাসিক আল-হুমায়দীও ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইব্‌ন হ'াযম নিজ গ্রামে ২৮ শা'বান, ৪৫৬/১৫ আগস্ট, ১০৬৪ তারিখে ইনতিকাল করেন (কিন্তু জায-ওয়াতু'ল-মুকতাবিস-এর মতে তাঁহার মৃত্যুর সন ছিল ৪৪৪ হিজরী, সারকীস, 'উমূদ ৮৫; Brockelmann ৩০ শা'বান, ৪৫৬ হিজরী উল্লেখ করিয়াছেন)। কথিত আছে, একবার মানসূ'র আল-মুওয়াহ্‌হিদ তাঁহার মাযারের নিকট বলিয়াছিলেন, "যখন কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন সকল 'আলিমকে ইব্‌ন হাযমেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়" (আল-মাক্কারী, ২খ, ১৬০, লাইন ১২)।

তাঁহার পুত্রদের মধ্যে আবূ রাফি' আল-ফাদ্‌ল (মৃ. ৪৭৯ হি.) একজন বিদগ্ধ লেখক হিসাবে (ইব্‌ন বাশকুওয়াল, সং ৯৯৪) ও আবূ উসামা য়া'কূব (ঐ লেখক, নং ১৪০৭) ও আবূ সুলায়মান আল-মুস'আব (ইব্‌নু'ল-আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ১০৯৭)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁহারা তাঁহাদের

পিতার জ্ঞান-গরিমার প্রচার ও প্রকাশে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

ইব্ন হাযমের মৃত্যুর পর বিশেষভাবে এইরূপ অনেক পুস্তক রচিত হয় যেইগুলিতে তাঁহার শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করা হয়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে (আয-যাহাবী, তায্কিরা, ২খ, ৯০ প.) যখন কাদী ইব্নু'ল-'আরাবী প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে ফিরিয়া আসেন তখন তিনি দেখিতে পান যে, পাশ্চাত্যে কুফর ও বিদ'আতের প্রচলন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি উহার বিরুদ্ধে কিতাবু'ল-কাওয়াসিম ওয়া'ল-'আওয়াসিম (আয-যাহাবী, তায্কিরা, ৩খ, ৩২৩ প.-তে উহার বরাত দিয়াছেন) এবং অপরাপর গ্রন্থ রচনা করেন। একই সময়ের কাছাকাছি মুহাম্মাদ ইব্ন হায়দারা (আয-যাহাবী, ঐ, ৪খ, ৫২) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন তালহাঃ (ইব্নু'ল-আব্বার, ঐ, নং ১৩৩০; আল-মাক্কারী, ১খ, ৯০৫, লাইন ৮)-ও এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তারপর প্রায় এক শতাব্দী পর মালিকী ফাকীহ 'আবদু'ল-হাক্ক ইব্ন 'আবদিল্লাহ (ইব্নু'ল-আব্বার, ঐ, নং ১৮১২) ও ইব্ন যারকূন (ঐ লেখক, নং ৯৬৭) ইব্ন হাযমের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন। ইব্ন যারকূন ইব্ন হাযমের গ্রন্থ কিতাবু'ল-মুহাল্লা-র জওয়াবে কিতাবু'ল-মু'আল্লা রচনা করেন। অপরদিকে এই ইব্ন যারকূনেরই এক শাগরিদ বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইব্নু'র-রূমিয়্যা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত ইব্ন হাযমের পক্ষাবলম্বন করেন। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী সূফী ইব্নু'ল-'আরাবীও তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রচার করেন এবং কিতাবু'ল-মুহাল্লার একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন, যাহার নামও আল-মু'আল্লা রাখা হয়।

কিতাবু'ল-ফাস্ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহাল গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিত Asin Palacios-এর গ্রন্থের Abenhazam de Cordoba y su Historia critica de las ideas religiosas)) প্রথম খণ্ডে ইব্ন হাযমের জীবন-চরিত, সমকালীন সময়ে তাঁহার অবস্থান, উন্নয়ন ও বিকাশ, ফিক্হী ও দার্শনিক নীতিমালা, প্রণীত গ্রন্থসমূহ ও মতাদর্শের সুবিস্তৃত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ১৯৩৫ খৃ. পর্যন্ত এই গ্রন্থটির পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশ মাদ্রিদ ১৯২৭-১৯৩২ খৃ.; তু. ঐ লেখক, El Cordobes Abenhazam, primer historiador de les ideas religiosas, Discurso de recepcion en la Academia de la Historia, La indiferencia religiosa en la Espana musulmana, মাদ্রিদ ১৯২৪ খৃ., কিতাবু'ল-ফাস্ল-এর ৫খ, ১১৯ হইতে ১২৪ পর্যন্ত অংশের স্পেনীয় অনুবাদ Cultura Espanala-তে ১৯০৭ খৃ., কিতাবু'ল-ফাস্ল (কায়রো ১৩২১ হি., ৫খ, ১৩৬-১৪০)-এর একটি অধ্যায়ের অনুবাদ E. Bergdolt করিয়াছেন (Ibn Hazams Abhandlung uber die Farben, ZS-এ, ৯খ, ১৯৩৩ খৃ., ১৩৯-১৪৬); ১৯২৯ খৃ. কায়রোতে কিতাবু'ল-ফাস্ল দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় (উর্দু অনুবাদ, তিন খণ্ডে সমাপ্ত, অনু. 'আবদুল্লাহ আল-'ইমাদী, হায়দরাবাদ, ভারত ১৯৪৫ খৃ., প.)।

A. R. Nykl তাওকু'ল-হামামা-র ইংরেজী অনুবাদ (A. book containing the Risala Known as the Doves Neckring about love and lovers, প্যারিস ১৯৩১ খৃ.) করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভূমিকার তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক (ইব্ন হাযম) সম্পর্কে আলোচনা ও গ্রন্থটির প্রণয়নকাল ৪১২-৪১৩/১০২২ খৃ.-রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন (পৃ. ৫৭ প.; দ্র. Asin Palacios, Abenhazam, ১খ, ৭৭ প., সংযোজন ৯২)। উহার একটি অনুবাদ ইংরেজী ভাষায় প্রফেসর Arberry ১৯৫৪ খৃ. করিয়াছিলেন। তাওকু'ল-হামামার রুশ অনুবাদ M. A. Sallir করিয়াছেন (Ibn Hazam, Ozerelje Golubki, Perewods arabskogo M. A. Salje (Sallier) pod redakciej I. Ju.Kracko-wskogo, মস্কো ১৯৩৩ খৃ.)। (তাওকু'ল-হামামার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন L. Bercher যাহা আলজিরিয়া হইতে ১৯৪৯ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। Das Halsband der Taube নাম দিয়া M. Weisweiler উহার জার্মান অনুবাদ করিয়াছেন যাহা লন্ডন হইতে ১৯৪১ খৃ. এবং দ্বিতীয়বার ফ্রাঙ্কফুর্ট হইতে ১৯৬১ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। তাওকু'ল-হামামার মূল গ্রন্থের সমালোচনার জন্য Goldziher-এর উপরে উল্লিখিত (প্রবন্ধ) গ্রন্থ ব্যতীত দ্র. Brockelmann, Lit. Zentralbl, ১৯১৫ খৃ., ১২৭৫ ও তাঁহার নিবন্ধ Beitrage zur Kritik u. Erklarung von Ibn Hazms Tauq al-Hamama, Islamica সাময়িকীতে প্রকাশিত, ৫খ, (১৯৩২ খৃ), ৪৬২ হইতে ৪৭৪ পর্যন্ত। এই নিবন্ধে তাওকু'ল-হামামার যে সকল উদ্ধৃতির উল্লেখ রহিয়াছে যাহা ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা তাঁহার রাওদাতু'ল-মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতু'ল-মুশতাকীন গ্রন্থে (দামিশ্ক ১৩৪৯ হি.) উদ্ধৃত করিয়াছেন; আরও দ্র. W. Marcais, Observations sur le texte du "Tawq al-Hamama," Memorial Henri Basset, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ২খ, ৫৯ হইতে ৮৮ পর্যন্ত ও দ্র. Nykl-এর অনুবাদের পার্শ্বটীকা (পৃ. ২২২ প.)। তাওকু'ল-হামামার একটি সংস্করণ দামিশক (১৩৪৯ হি.) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, আরও দ্র. E. Wiedemann, Beitrage zur Gesch der Naturwissenscha ten XLII. Zwei naturwissenschaftliche Stellen aus dem Werk von Ibn Hazm uber die liebe, uber das Sehen und den Magneten, S. B. P. M. S. Erlg., খণ্ড ৪৭ (১৪১৫ খৃ.), ৯৩ হইতে ৯৭ পর্যন্ত।

নৈতিক বিষয়ে রিসালাতু'ল-আখলাক ওয়া'স-সিয়ার ফী মাদাওয়াতি'ন-নুফূস গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ রহিয়াছে (আরও দ্র. Sarkis, মু'জামু'ল-মাত্বূ'আত, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮, কলাম ৮৬)। Asin Palacios এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন এবং স্পেনীয় ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন (Los caracteres y la conducta. tratado de moral practica por Abenhazam de Cordoba, মাদ্রিদ ১৯১৬ খৃ. আরও দ্র. উক্ত লেখকের গ্রন্থ Abenhazam, ১খ, ২৩২ প. ও আল-আন্দালুস, ২খ, (১৯৩৪ খৃ.), ১৮-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ; ঐ লেখকের প্রবন্ধ La moralgnomiea de Abenhazam, Cultura Espanola, ১৯০৯ খৃ. প্রকাশিত)। ঐ পুস্তকটির জন্য আরও দ্র. A. R. Nykl, Ibn Hazms Treatise on Ethics, A. J. S. L., ৪০খ, (১৯২৪ খৃ.), ৩০-৩৬-এ প্রকাশিত।

কিতাবু'ল-আহকাম ফী উসূলি'ল-আহকাম-এর একটি সংস্করণ ১৩৪৫/১৯২৬ সনে মাকতাবাতু'ল-খানজী, কায়রোতে ছাপা শুরু হইয়াছিল, কিন্তু মনে হয় তাহা শেষ হয় নাই।

কিতাব মাসা'ইল-ফিক্‌হ (দ্র. E.I., প্রথম সংস্করণ, লন্ডন, ২খ, ৩৮৫, লাইন ২৪ ও ২৭, আস-সাগানীর পরিবর্তে আস-সান'আনী পড়িতে হইবে) উসূল ফিক্‌হ সম্পর্কিত কয়েকটি উদ্ধৃতাংশ সম্বলিত একটি পুস্তক। এই উদ্ধৃতাংশগুলি মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাযমের গ্রন্থ আল-মুহাল্লার ভূমিকা হইতে নির্বাচন করিয়াছিলেন। উহার সহিত তিনি নিজস্ব ব্যাখ্যাদিও সংযুক্ত করিয়াছেন। এই পুস্তকটিই মাজমূ'আতু'র-রাসাইল ফী উসূলি'ত-তাফসীল ওয়া উসূলি'ল-ফিক্‌হ, সংকলিত, জামালু'দ-দীন আল-কাসিমী, দামিশক ১৩৩১ হি., পৃ. ২৭-৫২ ও মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-মুনীরিয়্যা (কায়রো ১৩৪৩-১৩৪৬ (হি.), ১খ., ৭৭-৯৯-এও বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিতাবু'ল-মুহাল্লা (দ্র. E.I., প্রথমে, সংস্করণ, লন্ডন, ২খ, ৩৮৪ খ, লাইন ২৭) (কায়রো ১৩৪৭-১৩৫২ হি.)-এর জন্যও দ্র. Asin, Abenhazam, ১খ, ২৬১ প.।

কিতাবু'ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ, যাহা তাফসীরু'ল-জালালায়ন-এর কোন কোন সংস্করণের পার্শ্বটীকারূপে ছাপা হইয়াছিল (দ্র. ২খ, ৩৮৫ খ, লাইন ৫৮), প্রণেতা বাহ্যত আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াযম ছিলেন (এবং ভুলক্রমে তাঁহার নাম আবূ মুহ'াম্মাদ 'আলী ইব্‌ন হ'াযম-রূপে উক্ত হইয়াছে)।

ইব্‌ন হ'াযমের যে সকল গ্রন্থ বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে উহার সহিত ১৬টি প্রবন্ধের আরও একটি সংকলন সংযোজন করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত এবং তাহা H. Ritter মাসজিদ ফাতিহ (ইস্তাম্বুল) গ্রন্থাগারে 'আরবী পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ২৭০৪ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি এক হিসাবে প্রত্যুত্তর প্রতিবাদ সম্বলিত। উহার পূর্ণ বিবরণ Asin Palacios তাঁহার Un codice inexplorado del Cordobes Ibn Hazm শীর্ষক প্রবন্ধে (আল-আন্দালুস, ২খ, ১৯৩৪ খৃ., ১-৫৬) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্ভবত এই প্রবন্ধগুলি সমন্বয়ে রচিত (নং ৪) রিসালাতু'দ-দুর্‌রা ফী তাহ'কীকি'ল-(তাদকীকি'ল)-কালাম ফীমা য়ালযামু'ল-ইনসানু ইতিক'াদুহূ; সেই রিসালাতু'দ-দুর্‌রা-ই হইবে যাহার বিরুদ্ধে পরবর্তী কালে ক'াদী ইব্‌নু'ল-'আরাবী আল-ইশবীলী (দ্র. Asin Palacios, Abenhazam, ১খ, ৩০৩ প.) রিসালাতু'ল-গু'র্‌রা লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মারাতিবু'ল-ইজমা' নামক আর একটি গ্রন্থও সংরক্ষিত আছে, দ্র. বাঁকীপুর, পাণ্ডুলিপি সূচী, খণ্ড ১৯, নং ১৮৯২; তু. হ'াজ্জী খালীফা; কাশফু'জ-জুনূন, Flugel সংস্করণ, ৫খ, ৪৮৫, নং ১১৭৪৭ ও JA., বর্ষ ৪, নং ১৮ (১৮৫১ খৃ.), পৃ. ৫০০ প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Garcia Gomez অনূদিত তাওকু'ল-হ'ামামার স্পেনীয় অনুবাদ El Collar de la Paloma, মাদ্রিদ ১৯৫২-এর পরিশিষ্ট-২-এ একটি বর্ণনামূলক জীবনী গ্রন্থপঞ্জী ইসমা'ঈল আল-আমীর আস-সান'আনী দেওয়া হইয়াছে। এই পরিশিষ্টটিতে তাওক সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর গ্রন্থপঞ্জী বিশেষভাবে বিধৃত হইয়াছে। কিতাবু'ল-আখ্‌লাক ওয়া'স-সিয়ার-এর N. Tomiche-কৃত অনুবাদ Epitres Morales, বৈরূত ১৯৬১ খৃ.-এর শেষে তৎকর্তৃক প্রদত্ত অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থপঞ্জী দ্বারা ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার সহিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ যুক্ত হইতে পারে ঃ (২) Y. Linant de Bellefonds, Ibn Hazm et le Zahirisme Juridique, in Revue Algerienne (Revue de la Faculte de Droit D'Alger), নং ১ (১৯৬০ খৃ.); (৩) R. Arnaldez, Le guerre saint selon Ibn Hazm de Cordoue, in Etudes d'orientalisme dedies a la memoire de Levi-Provencal; (৪) ঐ লেখক, Sur une interpretation economique et sociale des theories de la Zakat en Droit muslman, in Cahiers de l'Institut de Sciences Economiques et Appliquees: L'Islam, l'Economie et la Techniaue, নং ১০৬ (অক্টোবর ১৯৬০, সিরিজ ৫, নং ২]; (৫) Fadhel Ben Ashour, Un ouvrage inconnu d'Ibn Hazm, in Actes du 22^{e} Congres des Orientalistes (১৯৫১ খৃ.), ২খ. (১৯৫৭ খৃ.); (৬) য়াকূত, ইরশাদু'ল-আরীব (সং. Gibb Trust, ৬/৫), ৮৬৫ প.; (৭) ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, নং ৪৫৯; (৮) ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী, তা'রীখু'ল-হু'কামা', সম্পা. Lippert, ২৩২ প.; (৯) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, আস-সিলা, নং ৮৮৮ ও ৪০; (১০) আদ-দাব্বী, বুগ্‌য়াতু'ল-মুলতামিস, নং ১২০৪ ও ৪১২; (১১) 'আবদু'ল-ওয়াহিদ আল-মাররাকুশী, আল-মুজিব (সম্পা. Dozy), ২য় সংস্করণ, নির্ঘণ্ট; (১২) ইব্‌ন খাকান, মাতমাহ (কনস্টান্টিনোপল ১৩০২ হি.), ৫৫ প.; (১৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ (হায়দরাবাদ, ভারত), ৩খ, ৩৪১; (১৪) আল-মাক্কারী, সম্পা. Dozy, ১খ, ৫১১ প. (বূলাক সং, ১খ, ৩৬৪ প.) এবং নির্ঘণ্ট; (১৫) Cat. Cod. Arab. Bibl. Lugd. Bat., ১খ, ২৬৭ প.; (১৬) ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা, প্যারিস, ৩খ, ৪; (১৭) Dozy, Script. arab. de Abbadidis loci, ৩খ, ৭৫, ১৩০ প. (আন-নুওয়ায়রী); (১৮) ঐ লেখক, আল-বায়ানু'ল-মুগ'রিব, ভূমিকা, পৃ. ৬৪ প.; (১৯) ঐ লেখক, Hist. des Musulmans d'Espagne, নির্ঘণ্ট; (২০) Goldziher, Die Zahiriten, পৃ. ১০৯-১৮৬ ও স্থা.; (২১) ইব্‌ন হ'াযম শীর্ষক প্রবন্ধ, Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ehtics; (২২) Schreiner, Beitr. z. Gesch. der theol. Bewegungen im Islam, পৃ. ৩ প.; (২৩) Macdonald, Development of Muslim Theology, পৃ. ২০৯ প., ২৪৫ প.; (২৪) Brockelmann, ১খ, ৩৯৯ প. (তু. ৫২৫ ও ২খ, ৭০১) ও ৪১৯ [পরিশিষ্ট, ১খ, ৬৯২; Islamica, ৫খ (১৯৩২ খৃ.), ৪৬২, ৪৭৪]; (২৫) Pons Biogues, Ensayo bio- bibliografico, নং ১০৩, পৃ. ১৩০ প.; (২৬) Friedlaender, The Heterodoxies, ভূমিকা; (২৭) Horten, Die philos. Systeme der Spekul. Theologen, পৃ. ৫৬৪ প. (কিতাবু'ল-ফিসাল হইতে যে সকল বিষয় এখানে গৃহীত হইয়াছে তাহা কেবল আংশিকভাবে সত্য); (২৮) petrof, তাওক, পৃ. ৭ প., অধিকন্তু পৃ. ৯-এ অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে; (২৯) সা'ঈদ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-আন্দালুসী, ত'াবাক'াতু'ল-উমাম, সম্পা. শায়খু, বৈরূত ১৯১২ পৃ. ৭৫-৭৭; (৩০) ইব্‌নু'ল-'আরাবী আল-ইশবীলী, আল-'আওয়াসিম মিনা'ল-কাওয়াসিম, আলজিয়ার্স ১৩৪৬ হি., ১খ, ৮৫; ২খ, ৬৭ প.; (৩১) আন-নুওয়ায়রী, Historia de los Musulmanes de Espanay Africa por en-Nuguairi, 'আরবী পাঠ ও M. Gaspar Remiro-কৃত স্পেনীয় অনুবাদ, ১খ, গ্রানাডা ১৯১৭ খৃ., মূল পাঠ, পৃ. ৯৫ প., অনু. পৃ. ৯৪ প.;

(৩২) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান ওয়া 'ইব্‌রাতু'ল- য়াক্‌জান, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৩৭-৪০ হি., ৩খ, ৭৯-৮১; (৩৩) Ing di Matteo, Le pretese contradizzioni della S. Scrittura secondo Ibn Hazm, রোম ১৯২৩ খৃ.; (৩৪) A. Gonzalez Palencia, Historia de la Literatura arabigo-espanola, বারসিলোনা ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৪০-৫৭ ও স্থা.; (৩৫) R. Dozy Historie des Musulmans d'Espagne, নূতন সংস্করণ E. Levi- Provencal-এর তত্ত্বাবধানে পরিবর্তিত, লন্ডন ১৯৩২ খৃ., ২খ., ৩২৬-৩৩২ ও স্থা.; (৩৬) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২৯৯; (৩৭) যাকী মুবারাক, আন-নাছ্‌রু'ল-ফান্নী, ২খ, ১৬৬-১৮৭; (৩৮) ইব্‌নু'ল-খাতীব, আল-ইহাতা, ৩খ, ১৪৪; (৩৯) সম্পদের যৌথ মালিকানার নিয়মাবলী সম্পর্কে ইব্‌ন হাযমের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দ্র. মানাজি'র আহ্‌সান গীলানী ও গুলাম দাস্তগীর রাশীদ, ইসলামী ইশতিরাকিয়্যাত, মাকতাবা খুদ্দাম মিল্লাত, করাচী, তা. বি.।

R. Arnaldez (E.I.[2]) ও C. van Arendonk
(দা.মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন হাযম (ابن حزم) ঃ একটি বিখ্যাত আন্দালুসীয় পরিবারের পিতৃনাম, এই পরিবারের কয়েকজন সদস্য উমায়্যা খিলাফাতের আমলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন নিঃসন্দেহে আবূ মুহাম্মাদ 'আলী ইব্‌ন হাযম, এখানে বানূ হাযম-এর বিষয়েও কিছু তথ্য দেওয়া হইল। কেননা ইহা লইয়া প্রায়শ বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

(১) 'আলীর পিতা ছিলেন আবূ 'উমার আহ্‌মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন হাযম ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন খালাফ। তিনি হাজিব আল-মানসূর ইব্‌ন আবী 'আমির-এর এবং তাঁহার পুত্র আল-মুজাফ্‌ফার-এর দরবারে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ৩৯৯/১০০৯ সালে সংঘটিত মারাত্মক ঘটনাবলী দ্বারা তিনি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন (দ্র. প্রবন্ধ আল-আন্দালুস) এবং ২৮ যু'ল-কা'দা, ৪০২/২১ জুন, ১০১২ সালে ইনতিকাল করেন। দ্র. (১) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৪০; (২) আদ-দাব্বী, বুগ্‌য়া, নং ৪১২; (৩) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., index; (৪) ঐ লেখক, En relisant le Collier de la colombe, in al-Andalus, xv/2 (1950), 345-7.

(২) 'আলীর বড় ভাই আবূ বাক্‌র, তাঁহার শুধু কুন্‌য়া (উপনাম)-এর কথা জানা যায়। তিনি ৩৭৯/৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২২ বৎসর বয়সে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। কর্ডোভাতে যু'ল-কাদা ৪০১/জুন, ১০১১ সালে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়াছিল। ইব্‌ন শুহায়দ (দ্র.) তাঁহার রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি' নামক গ্রন্থখানি তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেইখানে এই বইখানির রচনাকাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্র. (১) ইব্‌ন হাযম, তাওক্‌'ল-হামামা, সম্পা. ও অনু. L. Bercher, 303, 309; (২) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ii, 64-5; (৩) ঐ লেখক, En relisant..., 346-7।

(৩) 'আলীর পুত্র আবূ রাফি' আল-ফাদ্‌ল, সেভিলের 'আব্বাদীগণের চাকুরীতে প্রবেশ করেন, তিনি রাজাব ৪৭৯/অক্টোবর ১০৮৬ সনে সংঘটিত আয-যাল্লাকা (দ্র.)-র যুদ্ধে নিহত হন। তিনি আল-হাদী ইলা মারিফাতি'ন-নাসাব আল-'আব্বাদী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। দ্র. ইব্‌নু'ল-আব্বার, হুল্লা, সম্পা. মু'নিস, ২খ, পৃ. ৩৪।

(৪) অপর যে একজন ইব্‌ন হাযম-এর নাম প্রায়শ উল্লিখিত হইয়া থাকে তিনি হইলেন 'আলীর চাচাতো ভাই আবু'ল-মুগীরা 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্‌ন হাযম। তিনি প্রশাসনের সচিব এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। খলীফা আল- মুসতাজ'হির-এর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে তিনি উযীর নিযুক্ত হন (৪১৪/১০২৩)। পরে তিনি সারাগোসার ছোট রাজাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ৪৩১/১০৪০ সালে যখন শহরটির পতন ঘটে তখন তিনি মুন্‌যি'র ইব্‌ন য়াহ্‌য়ার উযীর ছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং পরে সম্ভবত অর্থের বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি ৪৩৮/১০৪৬ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি কর্ডোভার তরুণ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, যাঁহাদের উঁচু মানের সাহিত্য প্রতিভা ছিল; ইব্‌ন শুহায়দ-এর সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক সুবিদিত। ইব্‌ন খাকান-এর মতে (মাতমাহ, ২২; আল-মাক্কারী, Analectes, i, 408-9) ইব্‌ন শুহায়দ যে আবু'ল-মুগীরার উপর খুব একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, শেষোক্ত জন তাঁহার বন্ধুর মৃত্যুর পরে অনেক মার্জিত জীবন যাপন করিতেন। ইব্‌ন হায়্যান (ইব্‌ন বাস্‌সাম কর্তৃক যাখীরা গ্রন্থে উদ্ধৃত, ১/১খ., ১১১) তাঁহাকে একজন উঁচুদরের কাব্য ও গদ্য লেখক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, যৌবনে তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতা ছিল যে, চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে যখনই তিনি কোন বিষয়ে তর্কে অবতীর্ণ হইতেন তখন বরাবর তিনিই জয়ী হইতেন। সম্ভবত স্পেনের সীমানার বাহিরেও তাঁহার কিছু কিছু সুখ্যাতি ছিল। কেননা কায়রাওয়ানী ইব্‌নু'র-রাবীব (দ্র.) যে বিখ্যাত পত্রটিতে আন্দালুসীয়গণকে সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের মধ্যকার বিখ্যাত ব্যক্তিগণের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিতেছেন না, উহা তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া প্রেরিত হইয়াছিল। আবু'ল-মুগীরা এই সমালোচনাসমূহের কিছুটা জওয়াব দিয়াছিলেন, কিন্তু ইব্‌ন বাস্‌সাম (যাখীরা, ১/১, ১১৩-৬) এই উত্তরের সমগ্র অংশ সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই, বিশেষ করিয়া দুঃখজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পত্রটির শেষে যে আন্দালুসীয় গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া ছিল তাহা তিনি বিলুপ্ত করিয়া দেন। জানা যায় যে, 'আলী ইব্‌ন হাযমও এই পত্রখানির উত্তর দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই পত্রের পাঠ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে, সম্ভবত সম্পূর্ণ পত্রখানিই রহিয়াছে (দ্র. ইব্‌নু'র-রাবীব)। এতদ্ব্যতীত ইব্‌ন বাস্‌সাম ও আল-মাক্কারী উভয়ে আবু'ল-মুগীরার গদ্য ও কাব্য রচনার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি পাঠে বুঝা যায় যে, তাঁহার যথেষ্ট সাহিত্যিক দক্ষতা ছিল। (দ্র.) (১) ইব্‌ন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/১খ., ১১০-৫২; (২) ইব্‌ন হাযম, তাওক্‌'ল-হামামা, সম্পা. ও অনু. L. Bercher, পৃ. ২৩৭; (৩) ইব্‌ন খাকান, মাতমাহ, পৃ. ১২; (৪) আল-মাক্কীর, Analectes, নির্ঘন্ট; (৫) ইব্‌নু'ল-খাতীব, আমালু'ল-আ'লাম, পৃ. ১৯৭; (৬) H. Peres, Poesie, 14, n. 4, 57; (৭) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ii, 334; (৮) Dozy, HME[2], ii, 330; (৯) Ch. Pellat, in al-Andalus, xix/I, (1954), 53।

Ch. Pellat (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্‌ন হাযিম (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাযিম)

ইব্‌ন হায়্যান (ابن حيان) ঃ আবূ মারওয়ান হায়্যান ইব্‌ন খালাফ ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন হায়্যান নিঃসন্দেহে সমগ্র স্পেনে মধ্যযুগের মুসলিম ও খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণের শ্রেষ্ঠতম। 'আরব জীবনীকারগণ তাঁহার

জীবন কিংবা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে খুব অল্পই বর্ণনা দিয়াছেন। জ. ৩৭৭/৯৮৭-৮ সালে কর্ডোভায়, উযীর আল-মান্‌সূর (দ্র.)-এর সচিব ছিলেন তাঁহার পিতা যিনি অবশ্যই তাঁহার শিক্ষা এবং উমায়্যা বংশের অনুকূলে বলিষ্ঠ মত গঠনের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনজন শিক্ষক ছিলেনঃ ব্যাকরণবিদ ইব্ন আবি'ল-হু'বাব, বাগদাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সা'ঈদ ও হা'দীছবিদ ইব্ন নাবাল। তাঁহার স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে, কর্ডোভার শাসনকর্তা আবু'ল-ওয়ালীদ ইব্ন জাহ্‌ওয়ার তাঁহাকে সরকারী মন্ত্রী দফতরে পত্রনবীস-এর পদ প্রদান করিয়া দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা জানি, কত তীব্র ভাষায় তিনি তাঁহার সমকালীন অনেক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তা'ওয়া'ইফ রাজ্যগুলির বিভেদ ও অরাজকতার প্রতি তাঁহার তীব্র ঘৃণা ও ফিত্‌না (বিপর্যয়) সম্বন্ধে হউক, যেহেতু তিনি মধ্যযুগের শেষপাদে (Culmination) জীবন যাপন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার পূর্ববর্তীদের রচনার উপর ভিত্তি করিয়া সমকালীন প্রচণ্ড আলোড়নপূর্ণ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করিতে এবং পরবর্তী ইতিহাস সংকলকগণের জন্য মানদণ্ড স্থাপন করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি রাবী'উ'ল- আওওয়াল ৪৬৯/অক্টোবর ১০৭৬ সালে ইনতিকাল করেন।

যেই রচনাবলী অল্পাধিক নিশ্চয়তা সহকারে ইব্ন হা'য়্যান-এর প্রতি আরোপিত হয়, তন্মধ্যে দুইটি বিখ্যাত 'মুক্‌'তাবিস' ও 'মাতীন'। স্পেনীয়-'আরব কৃষ্টির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগে ইব্ন হা'য়্যান বিরাট আকারে আল-আন্দালুসের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বেকার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে তিনি মৌলিকত্বের দাবি না করিয়া লিখিত ইতিবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। মুক্‌'তাবিস গ্রন্থটি এই ধরনের শাব্দিক অর্থে ইক্‌'তিবাস-অগ্নি হইতে (অঙ্গার) আহরণ ও রূপক অর্থে 'মুক্‌'তাবিস' এমন ব্যক্তির গ্রন্থ যিনি অপরের রচনা কপি করেন। সুতরাং ইহা পূর্ববর্তী রচনাবলীর একটি সংগ্রহ; যেমন আধুনিক এক সংস্করণে করা হইয়াছে, কপিতে মূলে প্রাপ্ত ছেদগুলির ইংগিত রহিয়াছে। সুতরাং রচনাশৈলী তাঁহার নিজস্ব নহে, বরং মূল উৎসের; সেইজন্য গুণগত বিচারে পরিবর্তনশীল। অধুনালুপ্ত বহু গ্রন্থের উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করিয়া তিনি একটি অতুলনীয় ঐতিহাসিক চিত্রের (Fresco) মাধ্যমে আল-আন্দালুসের ইতিবৃত্ত অনুধাবন করিতে সাহায্য কয়িাছেন; স্বয়ং শাসনকর্তা এই চিত্রের প্রধান নায়ক হইলেও ইহা বাস্তবতার অভিব্যক্তি। যাহা হউক, মুহাফিজখানায় রক্ষিত দলীলাদির সাহায্যে বা উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধবাদীগণের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় রচনাবলী দ্বারা উক্ত চিত্রের সংশোধন সম্ভব নহে।

ইব্ন হা'য়্যানের মৌলিক গ্রন্থ 'মাতীন' এই উপদ্বীপটির সমগ্র মুসলিম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে তাঁহার সময়কার অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ৫ম/১১শ শতাব্দীর ইতিহাস, ৬০ খণ্ডে, বিস্তারিত বিবরণের দিকে প্রশংসনীয় লক্ষ্য রাখিয়া যথাযথ ও নির্ভুল বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহাতে ঘটনাবলীর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবনের বিরল প্রজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও মাতীন-এর সকল খণ্ডই লুপ্ত, তথাপি গ্রন্থকারের বিশেষ ভক্ত ইব্ন বাস্‌সাম (দ্র.) আমাদের জন্য গ্রন্থটির বহু সংখ্যক ও ব্যাপক উদ্ধৃতি সংরক্ষণ করায় লুপ্ত গ্রন্থ-খণ্ডগুলির পুনর্গঠন বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছে—অবশ্য যথেষ্ট আয়াস সাপেক্ষে ও মিসরে প্রকাশিত (অসম্পূর্ণ) যা'খীরা সংস্করণের দৌলতে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যাহা বিরল এমন সতর্ক বিশ্বস্ততার সহিত ইব্ন বাস্‌সাম সর্বক্ষেত্রে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদগুলির আদি ও অন্ত নির্দেশ করিয়াছেন যাহাতে এই পুনর্গঠন সহজতর হইয়াছে।

স্পেনীয়-উমায়্যা সংক্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক E. Levi-Provencal বলিয়াছেন, "স্পেনীয়-উমায়্যা ইতিহাসের কোন বিশেষ দিক বিবেচনা করিতে যিনিই চাহিবেন তাঁহাকে প্রায় সময়ই ইব্ন হা'য়্যান-এর রচনার দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাঁহার মুক্‌'তাবিস না হইলে আমরা 'রাযী'দ্বয়ের রচনার কোন উদ্ধৃতিই লাভ করিতাম না কিংবা প্রায় সমগুরুত্বপূর্ণ ও একই মতবাদপোষক ১০ম শতাব্দীর অন্য দুইজন ঐতিহাসিক অর্থাৎ কু'রায়শী মু'আবিয়া ইব্ন হিশাম ইব্নি'শ-শাবানিসী ও কর্ডোভার অন্য এক 'আরব বংশোদ্ভূত আল-হা'সান ইব্ন মুহা'ম্মাদ ইব্ন মুফার্‌রিজ—উঁহাদেরও কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যাইত না; তাঁহার বহু সংখ্যক উদ্ধৃতির আনুকূল্য ব্যতীত মিলাইয়া দেখা সম্ভব হইত না, ইব্নু'ল-কূ'তীয়া-র ইতিহাস গ্রন্থের বৃহৎ অংশ, আল-খুশানী ও ইব্নু'ল-ফারাদীর রচনা হইতে উদ্ধৃত ব্যাপক পরিচ্ছেদগুলি যাহা প্রকাশিত খণ্ড অপেক্ষা কম সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত। সর্বশেষ কথা ইব্ন হা'য়্যান ব্যতীত ইব্ন 'ইযারীর (আল-বায়ানু'ল-মুগ্'রিব-এ) সংক্ষিপ্ত সংকলন (তাল্‌খীস') কখনও দিনের আলো দেখিতে পাইত না কিংবা সম্ভবত ফলশ্রুতিস্বরূপ Dozy-র ইতিহাসেও।

মুক্‌'তাবিস-এর তৃতীয় খণ্ড Chronique du regne du calife umayyade Abd Allah a Corodoue শিরোনামে M.M. Antuna কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, প্যারিস ১৮৩৭ খৃ. ও Kh. Ghorayyib কর্তৃক স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, in Cuadernos de historia de Espana, Buenos Aires ১৯৫২ খৃ.; E. Levi-Provencal ও E. Garcia Gomez প্রকাশ করিয়াছেন। Textos ineditos del Muqtabis... sobre las origenes del reino de Pamplona, in Al-Andalus, xix (১৯৫৪ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ৩খ, ৫০৩; (২) E. Garcia Gomez, A proposito de Ibn Hayyan, in al-Andalus, ১১খ., ৩৯৫-৪২৩; (৩) M. Antuna, Abenhayan de Cordoba y su obra Historica, মাদ্রিদ ১৯২৫ খৃ.; (৪) Dozy, Loci de Abbadidis, ১খ, ২১৮; (৫) Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ১৫২-৩; (৬) Brockelmann, SI, ৫৭৮; (৭) ঐ লেখক, in OLZ, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৬৮-৭১; (৮) ইব্ন বাস্‌সাম, যা'খীরা, 1/2, ৮৪-১২৯; (৯) F. Bustani, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৮০।

A. Huici Miranda (E.I.[2])/আবদুর রহমান মামুন

ইব্ন হায়্যূস্ (ابن حيوس) ঃ আবু'ল-ফিতয়ান মুহা'ম্মাদ ইব্ন সুলতান ইব্ন মুহা'ম্মাদ ইব্ন হা'য়্যূস আল-গানাবী ৫ম/১১শ শতাব্দীর সিরীয় কবি, জন্ম দামিশকে সা'ফার ৩৯৪/ডিসেম্বর ১০০৩ সনে। প্রথমে তিনি মনে হয় সিরিয়ার ত্রিপোলীবাসী বানূ 'আম্মার (দ্র. 'আম্মার)-এর মাওলা (দ্র.) ছিলেন, যদিও তাঁহাকে ৪২৯/১০৩৭-৮ সনে আলেপ্পোতে ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মিসরের ফাতি'মীদের প্রতি সহানুভূতির দরুন ইতিমধ্যে স্বাধীনতা অর্জনকারী বানূ 'আম্মার-এর অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হন। ৪৬৪/১০৭২ সনে মিরদাসী (দ্র.) মাহ'মূদ ইব্ন নাস্'র (৪৫৭-৬৭/ ১০৬৫-৭৫) তাঁহাকে আলেপ্পোতে ডাকিয়া পাঠান এবং কবি তাঁহার প্রশংসার কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুতে

তিনি একটি মারছিয়া (শোকগাঁথা) রচনা করেন যাহাতে নাস্‌'র ইব্‌ন মাহ'মূদ (৪৬৭-৮/১০৭৫-৬)-এর স্তুতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্তঘাতকের হাতে নাস্‌'র নিহত হইলে ইব্‌ন হ'য়্যুস তাঁহার উত্তরাধিকারী সাবিক' ইব্‌ন মাহমূদের রাজদরবারে থাকিয়া যান। এতদসত্ত্বেও ৪৭৩/১০৮০ সনে আলোপ্পো দখলকারী মুসলিম ইব্‌ন কু'রায়শের প্রশংসায় কবিতা রচনায় তাঁহার মনে কোন দ্বিধার সৃষ্টি হয় নাই। পুরস্কারস্বরূপ মুসলিম তাঁহার জায়গীর হিসাবে মসূল (আলি-মাওসি'ল) প্রদান করেন। কিন্তু উহার দখল লইবার পূর্বেই কবি শা'বান ৪৭৩/ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১০৮১ সনে ইনতিকাল করেন।

আল-মা'আররীর পর ইব্‌ন হায়্যুসকে ৫ম/১১শ শতকের সিরিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গণ্য করা হয়। তাঁহার রচিত দীওয়ান (কাব্য সংগ্রহ) ১৯৫১ খৃ. খালীল মারদাম কর্তৃক দামিশকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-'আদীম, যুবদাতু'ল-হ'লাব ফী তা'রীখ হ'লাব, সম্পা. এস. দাহ্‌হান, দামিশ্‌ক' ১৯৫১-৪ খৃ., ১খ, ২৫৮, ২খ, ৭৪-৫; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ২খ., ১০-২; (৩) ইব্‌নু'ল-ক'লানিসী, পৃ. ১০৮; (৪) Brockelmann, SI, 456; (৫) ফুআদ বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৮১-৩।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মুহাম্মাদ নওয়াব আলী

ইব্‌ন হার্‌ব (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা')

ইব্‌ন হার্‌মা (ابن هرمة) ঃ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সা'লামা (ইব্‌ন 'আমির) ইব্‌ন হার্‌মা আল-ফিহ্‌রী আবূ ইস্‌হ'াক' মদীনার একজন 'আরব কবি। তিনি ৯০/৭০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ-তালিকা নির্ভরযোগ্য হইলে তিনি কুরায়শ বংশীয় ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। 'আলাবীদের সমর্থক হিসাবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-হ'াসান (দ্র.) ও আল-হ'াসান ইব্‌ন যায়দ (দ্র.)-এর খেদমতে থাকেন এবং তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করেন। কথিত আছে, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (দ্র.) 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ইব্‌ন হার্‌মা তাঁহাকে সমর্থন দান হইতে বিরত থাকেন। আগ'ানী কতিপয় লোকের নামোল্লেখ করিয়াছেন যাঁহাদের জন্য তাঁহার কাব্য অনুশীলনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা অবশ্য স্মর্তব্য যে, উমায়্যাদের, বিশেষ করিয়া ওয়ালীদ ইব্‌ন য়াযীদ-এর প্রশংসা কীর্তনের পর তিনি ১৪০/৭৫৭ সালে আল-মানসূ'র-এর আনুকূল্য লাভের প্রচেষ্টা চালান। আল-মানসূর তাঁহার অতীত কার্যকলাপ ক্ষমা করিয়া দেন। সম্ভবত তিনি আল-মাহ্‌দীরও সান্নিধ্য লাভ করেন। কারণ তিনি ১৭০/৭৮৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি বাকী' (দ্র.) গোরস্তানে সমাহিত হন। কিন্তু সেই কালে তিনি এমন বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হন যে, কোন্‌ লেখকই তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। যাহা হউক, আয্‌-যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার 'আখবার ইব্‌ন হার্‌মা' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন (ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো সং., পৃ. ১৬১)।

ইব্‌ন হার্‌মার দৈহিক ও নৈতিক চিত্র আদৌ হৃদয়গ্রাহী নহে। তিনি ছিলেন কুৎসিত, ক্ষুদ্রাকার, একগুঁয়ে ও অর্থলোভী। অধিকন্তু তিনি ছিলেন মদ্যাসক্ত। এই বদ অভ্যাসটি তাঁহার কতিপয় ব্যর্থতার কারণ হইয়াছিল। যদিও বর্ণিত আছে যে, আল-মানসূর তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই মর্মে ফরমান জারি করেন যে, তাঁহাকে মাতাল অবস্থায় পাওয়া গেলে ৮০ চাবুক মারা হইবে, কিন্তু যে পুলিস তাঁহাকে মদীনার প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত করিবে তাহাকে ১০০ চাবুক মারা হইবে।

তাঁহার কবিতা হইতে, যাহা বর্ণনাকারী (راوى) ইব্‌ন রুবায়হ্‌ কর্তৃক হস্তান্তরিত এবং আল-আসমা'ঈ ও পরবর্তী কালে ইব্‌নু'স-সিক্কীত আস'-সুক্কারী ও আস'-সূলী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা খুবই নগণ্য এবং সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে। তাঁহার বৃহৎ দীওয়ান (ديوان)-এ রহিয়াছে বেদুঈন রীতির কাসীদা (قصيدة), ব্যঙ্গ কবিতা, প্রেমের কবিতা ও মদ্য কবিতা। ইহা স্মর্তব্য যে, আল-আস'মা'ঈ ও আবূ 'উবায়দা ইব্‌ন হারমাকে কাব্য প্রতিভার শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতম হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যিনি প্রাচীন কবিতা রচনাশৈলীর পশ্চাৎরক্ষী সৈনিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। অতএব তিনি ভাষাতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশেষ প্রমাণ পণ্ডিতদের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হন। আল্‌-জাহিজ', বিশেষ করিয়া তাঁহার টিকটিকি ও ব্যঙ্গ সম্বন্ধে লিখিত উপকথার মূল বচন (text) প্রদান করেন এবং অপর এক প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাকে বাদী' (بديع)-এর ব্যবহারের জন্য বাশ্‌শার (দ্র.)-এর সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। বাস্তবিকপক্ষে মনে হয়, তিনি ছিলেন অন্যতম প্রথম কবি যিনি এই 'ব্যবসায়ে' উৎসসমূহের সদ্ব্যবহার করেন; তাঁহার নুকতাবিহীন শব্দমালা দিয়া লিখিত কা'সীদা ইহার প্রমাণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বুখালা', বায়ান ও হ'ায়াওয়ান, নির্ঘণ্টসমূহ; (২) ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, পৃ. ৭১৯-৩১; (৩) বুহ'তুরী, হ'ামাসা, নির্ঘণ্ট; (৪) আবূ তাম্মাম, হ'ামাসা, পৃ. ৬৮, ২৪৭; (৫) ইব্‌নু'ল-মু'তায্য, তাবাক'াত, পৃ. ২-৪ (টীকা); (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৬খ, ১৭৫-৬; (৭) আগ'ানী, ৪খ, ১০১-১৩ (বৈরূত সং, ৪খ, ৩৬৯-৯৭); (৮) হু'স্‌রী, যাহ্‌র, পৃ. ৮৮, ৫৫৫, ৮২৪; (৯) ঐ লেখক, জাম', পৃ. ১০৩; (১০) বাগদাদী, খিযানা, বূলাক', ১খ, ২০৩-৪ (কায়রো সং, ১খ, ৩৮৩-৪); (১১) ছা'আলিবী, ছিমার, পৃ. ৩৫৩; (১২) দামীরী দ্র. না'আমা; (১৩) Brockelmann, SI, 134; (১৪) ফুআদ. আল-বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ১২২-৩।

Ch. Pellat (E.I.²)/মুহাম্মদ মকবুলুর রহমান

ইব্‌ন হিজ্জা (ابن حجة) ঃ আবূ বাক্‌র (অথবা আবু'ল-মাহাসিন) তাকী'য়ুদ-দীন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-হামাবী আল-ক'াদিরী আল-হ'ানাফী আল-আয্‌রারী, মামলূক আমলের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ও গদ্যকার। তিনি ৭৬৭/১৩৬৬ সনে হামাত-এ জন্মগ্রহণ করে। তিনি প্রথমে বোতাম প্রস্তুতকারকের ব্যবসা করিতেন (আয্‌রারী)। ইহার পর তিনি নিজেকে অধ্যয়নে নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশে তিনি দামিশক, মাওসিল ও কায়রো ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বারকূ'ক (দ্র.) কর্তৃক দামিশক' অবরোধের সময় সেখানে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল তিনি তাহা ৭৯১/১৩৮৯ সনে মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় দেখিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই তিনি তাঁহার প্রথম রচনার বিষয়বস্তু পাইয়াছিলেন। ইহা ছিল ইব্‌ন মাকানিস-এর কাছে লিখিত একখানা পত্র (পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৯৭৮৪)। সুলতান 'আল-মু'আয়্যাদ (৮১৫-২৪/১৪১২-২১)-এর একান্ত সচিব আল-বারিযীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তিনি কায়রোর দীওয়ানে মুনশীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮২২/১৪১৯ সনে আমীর ইব্‌রাহীম যখন এশিয়া মাইনরে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আল-বারিযীর মৃত্যুর (৮৩০/১৪২৭) পর তিনি হ'ামাতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি ১৫ শা'বান, ৮৩৭/২৭ মার্চ, ১৪৩৪ তারিখে ইনতিকাল করেন।

ইব্ন হি'জ্জা গদ্য ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। আছ'-ছামারাতু'শ-শাহিয়্যা ফি'ল-ফাওয়াকি'হি'ল-হ'মাবি'য়্যা ওয়া'য-যাওয়া'ইদি'ল-মিস'রিয়্যা (الثمرات الشهية فى الفواقيه الحموية والزوائد المصرية) শীর্ষক কাব্য সংকলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবিতা হইল বাদী'ইয়্যা (অথবা তাক'দীম আবী বাক্র) [পাণ্ডুলিপিসমূহ, কায়রো, বার্লিন, Escorial] ১৪৩টি শ্লোকের সমন্বয়ে রাসূলুল্লাহ (স')-এর প্রশংসায় রচিত। উহাতে নামোল্লেখসহ 'ইল্ম বাদী' (অলংকারশাস্ত্র)-এর ১৩৬টি বাক্যালংকার রহিয়াছে। ৮২৬/১৪৩৩ সনে গ্রন্থকার 'খিয়ানাতু'ল-আদাব ওয়া গ'য়াতু'ল-আরাব' (প্রকাশিত কলিকাতা ১২৩০ হি., আল-মুতানাব্বীর দীওয়ানের একটি পরিশিষ্ট হিসাবে; বুলাক ১২৭৩, ১২৯১ হি., কায়রো ১৩০১ হি.) নামে ইহার একটি ভাষ্য লিখেন। যেহেতু তাঁহার বাদী'ইয়্যা কবিতাটি 'ইয়্যু'দ-দীন আল-মাওসিলী ও স'াফিয়্যুদ-দীন হি'ল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি "ছুবূত'ল-হু'জ্জা 'আলা'ল-মাওসিলী ওয়া'ল-হিল্লী লি-ইব্ন হি'জ্জা" নামক গ্রন্থে ইহার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন (পাণ্ডু. বার্লিন)। তাঁহার কবিতা ও গদ্য সংগ্রহ "ছ'মারাতু'ল-আওরাক" গ্রন্থে কায়রো হইতে দামিশ্ক পর্যন্ত তাঁহার ভ্রমণের বর্ণনা আছে (প্রকাশিত বূলাক', আর-রাগি'ব আল-ইস'ফাহানীর মুহ'াদারাতু'ল-উদাবা' গ্রন্থের হ'াশিয়ায়; কায়রো ১৩০০ হি., হাশিয়ায় তাঁহার তা'বীলু'ল-গ'ারীব; আল-ইব্শীহীর আল-মুস্তাত'রাফের হ'াশিয়ায়, কায়রো ১৩২০-১ হি.)। অন্য একখানা কাব্য সংকলন মাজরা'স-সাওয়াবিক' ইহাতে ঘোড়া সম্বন্ধে ইব্ন হি'জ্জা ও ইব্ন নুবাতা-র অনেক কবিতা রহিয়াছে (পাণ্ডু. গোথা)।

'বাদী'-এর উপর তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ কাশ্ফু'ল-লিছ'াম 'আন ওয়াজ্হি'ত-তাওরিয়া ওয়া'ল-ইস্তিখ্দাম, ১৩১২ হি. বৈরূতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার য়াকূ'তুল-কালাম ফী মানাবা'শ-শাম, MMIA, ৩১খ, (১৯৫৬ খৃ.)-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইব্ন হি'জ্জা অনেক পুরাতন গ্রন্থাবলীর নূতন সংকলন ও সংক্ষিপ্তসারও তৈরি করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইব্নু'ল-হাব্বারিয়্যার আস্-স'াদিহ' ওয়া'ল বাগি'ম, (সংক্ষিপ্তসার দেখুন আশ-শিরওয়ানীর নাফ্হ'াতু'ল-য়ামান, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১৬১-৭)। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও মূল্যবান গ্রন্থ হইল 'কাহওয়াতু'ল-ইনশা'। ইহা সরকারী চিঠিপত্র, সনদ (diploma) ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের একটি সংকলন। এইগুলি ঐ সময়ে লিখিত যখন তিনি মামলূক দফতরে চাকুরী করিতেছিলেন (অসংখ্য পাণ্ডু., বিশেষ করিয়া দারু'ল-কুতুব এবং Escorial-এ রক্ষিত আছে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নু'মানী, আর-রাওদু'ল-'আতি'র (পাণ্ডু. Wetzst., ২খ, ২৮৯), পত্রক ৮০ v; (২) মুন্তাখাব মিন তা'রীখ কু'ত্বি'দ-দীন আন-নাহ্রাওয়ানী (পাণ্ডু. Leiden,২০১০), পত্রক ৮৫ v; (৩) Brockelmann, SI, 448, II, 8; (৪) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৩৬; (৫) বালাগ'া ও আল-মা'আনী ওয়া'ল-বায়ান প্রবন্ধদ্বয় দেখুন।

C. Brockelmann (E.I.[2])/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন হিন্দূ (ابن هندو) ঃ আবু'ল-ফারাজ 'আলী ইব্নু'ল-হু'সায়ন আল-কাতিব, দূতাবাসের সচিব, সাহিত্যিক, কবি ও চিকিৎসক, রায়-এর অধীবাসী, কিন্তু শিক্ষা লাভ করেন নীশাপুরে, যেখানে তাঁহার গ্রীক জ্ঞানের সহিত পরিচয় ঘটা প্রথম দিকে 'আদু'দু'দ-দাওলার দীওয়ানে চাকুরীরত থাককালে তাঁহার পক্ষে তিনি কতিপয় চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। আল-মুতানাব্বীর আগমনকালে তিনি ৩৫৪/৯৬৫ সনে আররাজান-এ উপস্থিত ছিলেন। ৪২০/১০২৯ নহে, বরং ৪১০/১০১৯ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সম্ভবত বুওয়ায়হীগণের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন।

আংশিকভাবে পরবর্তী কাব্য সংগ্রহে রক্ষিত একটি দীওয়ান (সংকলন) ব্যতীত তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে একটি "মিফতাহু'ত-তি'ব্ব," যাহা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান এবং অন্য একটি "আল-কালিমু'র-রূহ'ানিয়্যা মিনা'ল-হি'কামি'ল-য়ূনানিয়্যা" ১৩১৮/১৯০০ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি আরোপিত আরও গ্রন্থাবলী, যথা কিতাবু'ন-নাফ্স আল-মাক'ালাতু'ল-মুশাওবিক'া ফি'ল-মাদখালি ইলা 'ইলমি'ল-ফালাক (كتاب النفس المقالة المشوقة فى المدخل الى علم الفلك) (আল-ফালসাফা) ও আর-রিসালাতু'ল-মাশ্রিকিয়্যা, উনমূযাজু'ল-হি'কমা (الرسالة المشرقية، انوذ الحكمة)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ হ'ায়্যান, মাছ'ালিবু'ল-ওয়াযীরায়ন, পৃ. ১৫৩; (২) ছ'া'আলিবী, য়াতীমা, ৩খ, ২০, ২১, ২১২-৪; (৩) ঐ লেখক, তাতিম্মাতু'ল-য়াতীমা, ১খ, ১৩৪-৪৪; (৪) ঐ লেখক, খাস'সু'ল-খাস্'স', পৃ. ১৬৭; (৫) বাখারযী, দুময়াতু'ল-কাস্'র, পৃ. ১১৩-৫; (৬) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্ক', ১১খ, ৫৪৭; (৭) ইব্ন আবী উস'ায়বি'আ, ১খ, ৩২৩-৭; (৮) য়াকূ'ত, উদাবা, ১৩খ, ১৩৬-৪৬; (৯) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, শিরো.; (১০) R. Blachere, মুতানাব্বী, পৃ. ২৩৭; (১১) ফুআদ বুস্তানী, দাইরাতুল-মাআরিফ, ৪খ, ১২৭-৮; (১২) Brockelmann, SI, 425-6.

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন হিনযাবা (দ্র. ইব্নু'ল-ফুরাত)

ইব্ন হিব্বান (ابن حبان) ঃ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন হি'ব্বান আত-তামীমী আল-বুসতী আশ্-শাফি'ঈ একজন হাদীছশাস্ত্রবিদ (মুহ'াদ্দিছ')। ২৭০/৮৮৩-৪ সালে তিনি বুস্ত (দ্র.)-এ এক 'আরব বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (য়াকূত, ১খ, ৬১৩ ও ইব্ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ১১৪-তে তাঁহার বংশ-তালিকা দেখুন)। তিনি হ'াদীছে'র অন্বেষণে ট্রান্সঅক্সানিয়া (ما وراء النهر) হইতে মিসর পর্যন্ত বহু দেশ ভ্রমণ করেন (তিনি যে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং যে সকল বিদ্বান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন, য়াকূ'ত, ১খ, ৬১৩-৫-তে তাঁহার তালিকা দেওয়া আছে)। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে নীশাপুরের আবূ বাক্র ইব্ন খুযায়মা আশ্-শাফি'ঈর প্রভাব ছিল তাঁহার উপর সর্বাধিক। তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন কিভাবে হ'াদীছে'র সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা যায় এবং কিভাবে তাহা হইতে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সিজিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে তিনি কতিপয় হ'াম্বালী মতাবলম্বী কর্তৃক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কারণ তিনি শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহ অসীম এবং তিনি তাহাদের নরত্বারোপমূলক বিশ্বাস (আল-হ'াদ্দ লিল্লাহ) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন (সুব্কী, তাবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ২খ, ১৪১ প.; ১খ, ১৯০; ইব্ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ১১৩), এমনকি হ'াম্বালীগণ তাঁহাকে যিনদীক (ধর্মদ্রোহী) বলিয়াও অভিযুক্ত করেন। কারণ তিনি বলিতেন যে, নবূওয়াত জ্ঞান ও কর্মের মধ্যেই নিহিত (النبوة علم وعمل), ইব্ন হ'াজার, পূ. গ্র., ৫খ, ১১৩, ১২)। তাই তিনি সামারকান্দ চলিয়া গেলেন, যেখানে তিনি তাঁহার হাদীছ ও ফিক্'হ-এর বিপুল জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ

বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা দ্বারা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহানুভূতি লাভ করেন এবং সামারকান্দের বিচারক নিযুক্ত হন (প্রায় ৩২০/৯৩২)। সেখানে আমীর আবু'ল-মুজাফ্ফার তাঁহার ও তাঁহার অনেক ছাত্রের জন্য একটি সুফফা স্থাপন করেন (দ্র. ইদ্রীসী, মৃ. ৪০৫/১০১৪, তা'রীখ সামারকান্দ, ইব্ন হ'াজার কর্তৃক উদ্ধৃত, পূ. গ্র., ৫খ, ১১৪)। এই অবস্থায় তাঁহার অনেক শত্রু দেখা দিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন, আস্'-সু'লায়মানী (৩১১-৪০৪/৯২৩-১০১৪) বলিলেন যে, ইব্ন হিব্বান তাঁহার নিয়োগের জন্য আবূ'ত-তায়্যিব আল-মুস'আবীর কাছে ঋণী, যাহার জন্য তিনি কারমাতীদের উপর একখানা বই লিখিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রমাণ করেন যে, সামারকান্দের লোকেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল (য়াকৃত, ১খ, ৬১৯, ১৭)। তাঁহার ছাত্র আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হাকিম ইব্নু'ল-বায়্যি' (৩৩১-৪০৫/৯৩৩-১০১৪)-এর মাধ্যমে আমরা জানি (যাহাবী, তায্'কিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, ৩খ, ১২৬; য়াকৃত, ১খ, ৬১৫) যে, তিনি ৩৩৪/৯৪৫-৬ সনে নীশাপুরে প্রথমবারের মত ইব্ন হিব্বানের সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাঁহার মুস্তাম্লী (কেরানী) হিসাবে কাজ করেন। ইহার পর ইব্ন হিব্বান বিচারক হিসাবে নাসা'-তে গমন করেন। ৩৩৭/৯৪৮ সনে তিনি নীশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এইখানে একটি খানকাহ স্থাপন করেন। তিন বৎসর পর তিনি চিরকালের জন্য নীশাপুর ত্যাগ করেন এবং সিজিস্তানে ফিরিয়া যান। আস'-সুলায়মানীর মতে (য়াকৃত, ১খ, ৬১৯) তিনি ইব্ন বাবু-কে তাঁহার কারমাতীর উপর রচিত গ্রন্থখানা উপহার দেন এবং তাঁহাকে প্রশাসনে একটি পদ প্রদান করা হয়। তিনি ২১ শাওওয়াল, ৩৫৪/২০ অক্টোবর, ৯৬৫ সনে ৮০ বৎসর বয়সে বুস্ত-এ ইনতিকাল করেন। এমনকি য়াকূতে'র যুগেও তাঁহার কবর যিয়ারত করা হইত।

ইব্ন হিব্বান একজন সৃজনশীল লেখক ছিলেন। ইহার প্রমাণে বলা যায় যে, আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী তাঁহার চল্লিশটি বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত কবিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি নীশাপুরে তাঁহার বাড়ী ও গ্রন্থাগার পণ্ডিতদের জন্য উপহারস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থগুলির কপি বা অনুলিপি করিতে পারেন। কিন্তু উহার অধিকাংশই তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী গোলযোগময় দিনগুলিতে নষ্ট হইয়া যায় (য়াকৃত, ১খ, ৬১৬, ৬-৬১৮, ৫; ৬১৮, ২১-৬১৯, ৪)। উহার অল্প সংখ্যক (গ্রন্থ) আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ঐ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আল-মুসনাদু'স'-সা'হীহ' 'আলাত-তাকাসীম ওয়া'ল-আনওয়া' অন্যতম। তাঁহার পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা ইহাতে হাদীছগুলি সুবিন্যস্তভাবে সাজান হইয়াছে, এমনকি ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পাঠ করা হইত (শাওকানী, ইতহাফু'ল-আকাবির, পৃ. ৬৯; আরও দেখুন ইব্ন সালিম আল-মাক্কী, আল-ইমদাদ, পৃ. ৫৪ ও কুরানী, আল-আনাম, হায়দরাবাদ ১৩২৮ হি., পৃ. ৩৫)। তাঁহার (তা'রীখ) আছ্-ছিকাত গ্রন্থটি হ'াদীছে'র বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার উপর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ যাহা সম্প্রতি হ'াফিজ যাহাবী, হ'াফিজ ইব্ন হ'াজার ও অন্যান্য সমালোচক কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার হইল কিতাব মাশাহীর 'উলামাই'ল-আমসার, সম্পা. M. Fleischhammer in Bibliotheca Islamica, xxii (১৯৫৯ খৃ.)। রাওদ'াতু'ল-'উকালা' ওয়া'নুযহাতু'ল-ফুদালা' (কায়রো ১৩২৮ হি.) নামে তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক আর একখান কিতাব আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দেখুন Brockelmann, ১খ, ১৬৪; SI, ২৭৩।

J.W. Fuck (E.I.[2])/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্ন হিরযিহিম (ابن حرزهم) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন ইসলা'ঈল ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আইনজ্ঞ ও গাযালী (র)-র সূফ'ীতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ফাস-এর অধিবাসী ছিলেন। আত-তাদিলী তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবনীকার। কিন্তু তাদিলীর বর্ণনায় তাঁহার জন্মতারিখ উল্লিখিত হয় নাই। ধারণা করা যাইতে পারে, তিনি য়ূসুফ ইব্ন তাশ্ফীনের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। আল-মুরাবিত বংশের পতনের প্রায় ১৬ বৎসর পর তিনি শা'বান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে ৫৫৯/জুলাই ১১৬৪ সনে ইনতিকাল করেন।

তিনি যখন খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন, তখন আবু'ল-ফাদ্ল ইব্নু'ন-নাহ্বী (৫১৩/১১১৯-২০) নামক এমন একজন শায়খের সাহচর্যে আসেন, যিনি ইমাম গ'াযালী (র)-র চিন্তাধারার খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। 'আলী তাঁহার ইমাম গাযালী (র)-র সূফ'ীতত্ত্বের দীক্ষার জন্য যাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী তিনি হইলেন তাঁহার পিতৃব্য আবূ মুহ'াম্মাদ স'ালিহ ইব্ন হিরযিহিম। তাঁহার এই আত্মীয় (যাঁহার সহিত তাঁহাকে ভুল করা বাঞ্ছনীয় নহে) পূর্বদিকে সফর করেন এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে অবস্থান করেন, যেখানে তিনি উস্তাদ আবূ হামিদের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। 'আলী ইব্ন হিরযিহিম নিজেও ফাস-এ শিক্ষা দানকালে তাঁহার এই শিক্ষার সুফল কতিপয় বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন তরুণ ও মনোযোগী আবূ মাদ্য়ান মু'আয়ব, যিনি শিক্ষা লাভের আগ্রহে যোগ্য শিক্ষকের অন্বেষণে মরক্কো পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

আল-মুরাবিতগণ বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের বিচারে যখন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল সেই কঠিন দিনগুলিতে ইব্ন হিরযিহিম তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি আল-মুরাবিত ফাকীহগণের আপোসহীন মালিকী মাযহাব দ্বারা সৃষ্ট শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে সন্দেহ ও ভীতির যন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন। কথিক আছে, আল-গ'াযালী (র)-র ইহ্য়া' নামক যে গ্রন্থটি কর্তৃপক্ষের দাবি ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি স্বীয় গৃহে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাকে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত নিতে হইয়াছিল। তিনি স্বপ্নে সাংঘাতিক প্রহারের শিকার হন, এমনকি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পরও তিনি উক্ত প্রহারের প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতে থাকেন। উক্ত আসমানী সতর্কীকরণ তাঁহার জন্য হিতকর হইয়াছিল। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মাধ্যমে তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বীয় চিন্তাধারার সংরক্ষণ ও স্বীয় মতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ ও জীবনে শান্তিপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে একটুও ভীত ছিলেন না। তিনি ফাস-এ কারাদণ্ড ভোগ করেন। তৎকালীন জীবিত সাধক আবূ য়া'যা'র অলৌকিক হস্তক্ষেপ (জনগণের নিকট সীদী বূ'আযযা নামে পরিচিত) তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা ছিল এমন একটি ঘটনা যাহা ইব্ন বাররাজানের মৃত্যুকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে, যে কারণে ইব্ন হিরযিহিম তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া সূফীবাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ফাকীহগণের অত্যাচারের নিন্দা জ্ঞাপন করিতে অনুপ্রাণিত হন।

ইব্ন হিরযিহিম মাররাকুশে অবস্থানকালে আলী ইব্ন য়ূসুফ, ইব্ন বাররাজান (দ্র.)-এর লাশটি শহরের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করার আদেশ জারী করিয়াছিলেন। ইব্ন হির্যিহিম ঐ অপমানজনক আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শাহযাদার আদেশ অমান্য করিয়া

রাজধানীর জনগণকে প্রকাশ্যে একটি জানাযা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত সূফী সাধকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

মেধা ও বুদ্ধিমত্তার ঔজ্জ্বল্যের বিচারে ইব্ন হিরযিহিমকে ইব্নু'ল-'আরীফ, ইব্ন বাররাজান, এমনকি গ্রানাডার আবূ বাক্র আল--মায়ূরকীর সহিতও তুলনা করা যায় না। ইব্নু'ল-কাসীসহ উক্ত তিনজন প্রতিনিধি স্থানীয় স্পেনীয় সূফী মতবাদের প্রবক্তাই আল-মুরাবিতী শাসনের আপোসহীন অনমনীয় বিরোধী ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তর্কাতীত ও সন্দেহাতীতভাবে আবু'ল-ফাদ্ল ইব্নু'ন্-নাহ্‌বীর মত ঐ শায়্খ দলেই তাঁহার অবস্থান যাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু তাঁহারা সাহসী এবং অনেকটা সুদক্ষও ছিলেন। সাধারণভাবে মাগরিবে, বিশেষভাবে স্পেনে আল-মুরাবিতী বিচার-ব্যবস্থার কঠোরতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ করার মত যথেষ্ট সাহস ও চরিত্রশক্তির অধিকারী এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিবাদ উক্ত শাহী বংশের পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। অবশেষে ইব্ন তূমার্ত নামক অন্য একজন শায়্খ যিনি আল-গ'াযালী (র)-র চিন্তাধারার অনুসারী বলিয়া দাবি করেন, এই শাহী বংশকে উৎখাত করিয়াছিলেন।

সীদী 'আলীর কবর ফাস-এর ১৫ কিলোমিটারের মত দক্ষিণ-পূর্বে সিদি হারাযেম অবস্থিত। সেখানে একটি উষ্ণ পানি ঝর্ণা বিদ্যমান, যেখানে শহরের লোকেরা খুব ঘন ঘন যাতায়াত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী ইব্ন আবী যার', ফাস ১৩০৩/১৮৮৬, পৃ. ১৯১; (২) ইব্নু'ল-ক'াদী, জাযওয়াতু'ল-ইক্‌তিবাস, ফাস ১৩০৯/১৮৯২, পৃ. ২৯৩; (৩) কাত্তনী, সালওয়াতু'ল-আনফাস, ফাস ১৩১৬/১৮৯৯, ৩খ, ৬৯; (৪) আহ'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ, ফাস ১৩১৭/১৯০০, পৃ. ১৮২; (৫) হিরযিহিম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে El-Maqsad দেখুন (Vies des saints du Rif)। টীকাসহ G.S.Colin কর্তৃক অনুবাদ, in A M, ২৬ খ. (১৯২৬ খৃ.), ১২০, নং ৩৮৫; (৬) তাদিলী, তাসাওউফ, সম্পাদিত A. Faure, রাবাত ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৪৭ প., ৫ম-৭ম/১১শ-১৩শ-শতব্দীতে মাগ'রিবে ও বিশেষ করিয়া মরক্কোতে বসবাসকারী দরবেশদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্য। এই জীবনী সংগ্রহখানা সূফী-সাধকদের প্রাচীনতম জীবনী গ্রন্থ বিধায় প্রথম আলোচনা পুস্তক।

A. Faure (E.I.[2])/এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া

ইব্ন হিশাম (ابن هشام) ঃ আবূ মুহা'মাদ 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন হিশ'াম ইব্ন আয়্যুব আল-হিম'য়ারী আল-বাসরী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত বিষয়ে লিখিত 'সীরাতু'র-রাসূল' (স) (سيرة الرسول) গ্রন্থের জন্য সুপরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীছবেত্তা, কুলজিবিশারদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈয়াকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানী। কুলজিশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁহার বংশ-পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁহার পরিবার হিময়ার বংশোদ্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, মতান্তরে তিনি 'আদনান গোত্রের লোক। ইব্ন হিশাম বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার পরিবার বসরা ত্যাগ করিয়া মিসর চলিয়া যায় এবং তিনি এইখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। এইখানে ইমাম শাফি'ঈ (র)-র সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তিনি ১৩ রাবী'উ'ছ-ছানী, ২১৮/৮ মে, ৮৩৩ সালে, মতান্তরে ২১৩/৮২৮ সালে ফুসতাত (মিসর)-এ ইনতিকাল করেন। দক্ষিণ 'আরবীর পুরাকীর্তিসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত 'কিতাবু'ত'-তীজান' আজও বিদ্যমান।

তিনি প্রধানত ইব্ন ইসহাক (দ্র.) রচিত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবন-চরিত 'আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা' (السيرة النبوية) গ্রন্থের সংশোধনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে ইহাই মৌলিক গ্রন্থ। ইব্ন ইসহাকের একক গ্রন্থ হিসাবে ইহা বর্তমানে সংরক্ষিত নাই, বরং উহা হইতে ইব্ন হিশাম কর্তৃক বর্জিত অংশসমূহ আত'-তা'বারী ও আল- আয্‌রাকীর মত ঐতিহাসিকদের লেখায় সংরক্ষিত আছে। তুলনা করিয়া দেখিলে প্রমাণিত হয় যে, ইব্ন হিশাম মূলত সেই সকল অংশ বর্জন করিয়াছেন যাহা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের সহিত প্রাসঙ্গিক নহে। অধিকন্তু তিনি ইব্ন ইসহাকের সীরাতের উদ্ধৃত কতিপয় কবিতার অধিকতর সঠিক পাঠ লিপিবদ্ধ করেন, নূতন কবিতা যোগ করেন, কঠিন শব্দ ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং কোথাও কোথাও বংশতালিকা সংশোধন করেন। ইহাতে যেই অপূর্ণতা ছিল তিনি তাহাও পূরণ করেন। ইব্ন হিশামের সংস্করণের জনপ্রিয়তার কারণ ইহাই (ইব্ন হিশামের সংযোজনগুলি ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থের A. Guillaume কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে অধ্যয়ন সুবিধাজনক)। ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থটির তথ্য সম্পর্কে অবহিত হন যিয়াদ আল-বাক্কাঈ (মৃ. ১৮৩/৭৯৯) হইতে, যিনি অধিকাংশ সময় কূফায় অতিবাহিত করেন এবং সম্ভবত অধ্যয়নের উদ্দেশে ইব্ন হিশাম ইরাক ভ্রমণ করেন (আল-বাক্কা'ঈ-র জন্য তু. ইব্ন খাল্লিকান, নং ২৪৭; de Slane, ১খ., ৫৪৫)। ইব্ন হিশামের গ্রন্থটির মূল বর্ণনাকারী (রাবী) ছিলেন ইব্নু'ল- বার্‌কী নামে তাঁহার একজন ছাত্র (দ্র. আয'-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল- হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ ১৯৫৫-৮ খৃ., ত'াবাক'া ৯, নং ৪৫, ৪৬; আরও দ্র. সীরা)। ইব্ন হিশাম-কৃত 'সীরাতু'র-রাসূল' (স') গ্রন্থখানা এক অমর কীর্তি। পরবর্তী কালে মহানবী (স) সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় যত সীরাত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বা হইতেছে—উহার মূল ভিত্তি হিসাবে এই সীরাত গ্রন্থটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে— ইহার বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। যেমন (১) আস-সুহায়লীর আর-রাওদু'ল-উনুফ, (২) আবূ যার আল-খুশানীর শারহ্'স-সীরা আন-নাবাবিয়্যা ও (৩) বাদ্‌রু'দ-দীন আল-'আয়নী-কৃত 'কাশফু'ল-লিছাম ফী শার্‌হ সীরাত ইব্ন হিশাম'। গ্রন্থটির কতিপয় সংক্ষিপ্তসারও রচিত হইয়াছে। যেমন (১) বুরহানু'দ-দীন ইব্‌রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ আশ-শাফি'ঈর আয-যাখীরা ফী মুখতাসারি'স- সীরা; (২) আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন ইব্‌রাহীম আল-ওয়াসিতীর মুখতাসার সীরাত ইব্ন হিশাম ও (৩) 'আবদু'স-স'ালাম হারূন-কৃত তাহ্‌যীব সীরাত ইব্ন হিশাম।

মূল গ্রন্থটি ফারসী, উর্দূ, বাংলা, পশতু, গুজরাটি, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদে ইব্ন ইস'হাকের সীরাতকে মূল হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ইব্ন হিশামের সংযোজনকে টীকা আকারে পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৩৯০, অনু. De lane, ২খ, ১২৮; (২) সুয়ূতী, বুগ'য়া, পৃ. ৩১৫; (৩) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জানান, ২খ, ৭৭; (৪) ইব্ন ইসহাক, সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Einleitung, পৃ. ৩৪-৩৮; (৫) 'উমার রিদা কাহ্‌হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, বৈরূত তা.বি., ৬খ, ১৯২; (৬) আবু'ল-কাসিম 'আবদু'র-রহমান আল-খাছ'আমী আস-সুহায়লী, আর- রাওদু'ল- উনুফ, বৈরূত তা. বি., ১খ., ভূমিক; (৭) 'আবদু'স-সালাম হারূন, তাহ'যীব সীরাত ইব্ন

হিশাম, বৈরূত তা. বি., পৃ. ১০-১২; (৮) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতু'ন-নাবী, উর্দু অনু. 'আবদু'ল-জলীল সিদ্দীকী ও গুলাম রাসূল মিহ্‌র, ২য় সং., লাহোর ১৯৬৬ খৃ., ১খ, ভূমিকা; (৯) আল-মুনজিদ ('আরবী অভিধান), ২৬শ সং, বৈরূত ১৯৮২ খৃ., ২খ, ৮, ১৩; (১০) ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া (উর্দু), করাচী, পৃ. ৭৬-৭; (১১) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ৪৫; (১২) দা. মা. ই. (উর্দু), ১ম সং., লাহোর ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৭৩০।

W. Montgomary Watt (E.I.²)/
মুহাম্মদ নুরুল আমীন ও মুহাম্মদ মূসা

ইব্‌ন হিশাম আল-লাখমী (ابن هشام اللخمى) ঃ আস-সাবতী, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ্'মাদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন খালাফ, অভিধান বিশেষজ্ঞ, বৈয়াকরণ, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি সম্ভবত স্পেনের সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল সিউটায় (Ceuta) বসবাস করিয়া নিশ্চিতভাবে সেভিলেই ৫৭৭/১১৮২ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার জীবন সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানিতে পারি। তবে তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার শিক্ষকদের ও ছাত্রবৃন্দের তালিকা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাবলীর শিরোনামসমূহের ইঙ্গিত দিয়াছেন যেইগুলির মধ্যে কতিপয় ব্যাখ্যামূলক রচনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের মধ্যে "আল-ফাওয়া'ইদু'ল-মাহসূরা ফী শারহি'ল-মাকসূ'রা" (ইহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে; দ্র. Brockilmann, Sl, 172; আংশিক সম্পাদনায় Boysen, 1828 [দ্র. মাকসূরা]) শীর্ষক ইব্‌ন দুরায়দ-এর মাকসূরার উপর লিখিত শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই গ্রন্থটি আস-সাফাদী (ওয়াফী, ২খ, ১৩০১) ও আল-বাগদাদী (খিযানা, বূলাক, ১খ, ৪৯০-কায়রো, ৩খ, ১০৫) কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য একটি গ্রন্থ হইল ছা'লাবের ফাসীহ নামক পুস্তকের উপর একটি শারহ যাহা হইতে সহজেই ভাষার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইব্‌ন হিশামের রুচির পরিচয় পাওয়া যায় (তু. আস-সুয়ূতী, বুগ'য়া, ২০)। খাল শব্দের বিভিন্ন অর্থের উপর লিখিত তাঁহার কিছু সংখ্যক কবিতা এবং সর্বোপরি, "লাহ্‌নু'ল-আম্মা"(সাধারণ লোকের ভুল বাকধারা)-এর উপর একটি পুস্তক অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। "লাহ্‌নু'ল-'আম্মা" এই শিরোনামটি ইব্‌নু'ল-আব্বার ও আস-সুয়ূতীর প্রদত্ত পুস্তক (ম.হ.ন. লাহ্‌নরূপে পঠিত)। যদিও আল-মাররাকুশী ইহাকে ভিন্নভাবে "তাক'বীমু'ল-লিসান"-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। Escorial পাণ্ডুলিপিসমূহে ইহার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যথা পাণ্ডুলিপি ৪৬, কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলাক'য-যুবায়দী ফী লাহনি'ল-'আওয়াশ ও পাণ্ডুলিপি ৯৯, "কিতাবু'ল-মাদখাল (মুদখাল) ইলা তাক'বীমি'ল-লিসান ওয়াত-তা'লীমি'ল-বায়ান"। স্পেনীয় ও মরক্কোদেশীয় আঞ্চলিক 'আরবী সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদানকারী এই রচনাটির দুইটি মৌলিক বিভাগ রহিয়াছে। প্রথম বিভাগে লেখক আয-যুবায়দী ও ইব্‌ন মাক্কী [দ্র.]-এর সমতুল্য বই দুইটি সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেন এবং একই সঙ্গে প্রাচীন অভিধান বিশেষজ্ঞদের রচনা হইতে যুক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত ব্যবহৃত রূপসমূহের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। মধ্যবর্তী রূপান্তরশীল অংশটির জন্য তিনি যে সকল শব্দের উপভাষামূলক রকমভেদ (লুগাত) পাওয়া যায় সেইগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাষাভাষীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ভাল শব্দটি ব্যবহার করিবার একটি প্রবণতা রহিয়াছে যাহার ফলে তাহারা ভুল করিতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিভাগে ধ্বনিতাত্ত্বিক (ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতি), রূপতাত্ত্বিক কিংবা শব্দার্থগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রচলিত অশুদ্ধ বাকধারাসমূহের আলোচনা রহিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় আমদানীসমূহ কঠোরভাবে চিহ্নিত করিয়া উহার পরিবর্তে সমার্থবোধক বিশুদ্ধ 'আরবী শব্দাদি ব্যবহার করা হইয়াছে। অশুদ্ধ রূপসমূহ "তাহারা বলে" এইরূপ সূত্র দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অথচ শুদ্ধ রীতি অনুসারে বলা উচিত বা অনুরূপ সূত্র ব্যবহার করা হইয়াছে। ধ্রুপদী কাব্য হইতে গৃহীত, কিন্তু 'আম্মা (সাধারণ জনগণ) কর্তৃক দূষিত ও বিকৃত বহু প্রবাদ উল্লেখ করিয়া সন্দর্ভটি সমাপ্ত হইয়াছে। সমপর্যায়ের সকল রচনার ন্যায় "আম্মা" শব্দটির ব্যবহার দ্বারা একটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার জন্য 'লাহ্‌নু'ল-আম্মা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

'আবদু'ল-'আযীয আল-আহওয়ানী Melanges Taha Hussain (Cairo 1962, 273-94) নামক পুস্তকের শেষ অধ্যায়টির সম্পাদনা করিয়াছেন। একই লেখক ইতোপূর্বে রচনাটির ও ইহার লেখকের উপর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার শেষে তিনি রচনাটির দ্বিতীয় বিভাগে উল্লিখিত আল-মাগ'রিব অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দসমূহের (আলফাজ মাগ'রিবিয়্যা) একটি চয়নিকাও উপস্থাপন করেন (দেখুন RIMA, iii/1 [1376/1956], 133-57, ও iii/2, 285-321)। M.El-Hannach একই বিভাগের অবশিষ্টাংশ সমালোচনামূলকভাবে প্রচুর টীকাসহ সম্পাদনা করিয়া ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে Paris iv বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন; তবে ইহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি মোটামুটি সাধারণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই 'মাদখাল' একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়াটির বিবরণ অনুধাবন করা সম্ভব। যেমন আয-যুবায়দী ও ইব্‌ন মাক্কীর নিবন্ধদ্বয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইব্‌ন হিশাম বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেইগুলি পুস্তকাকারে একত্র না করিয়াই ছাত্রদেরকে অবহিত করেন। ইব্‌নু'শ-শারী নামক এক ব্যক্তি ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক রাখিয়া যাওয়া কিংবা তাঁহার ছাত্রদের দ্বারা লিখিত নোটসমূহ ৬০৭/১২১০ সনে "কিতাবু'ল-মাদখাল ফী তাক'বীমি'ল-লিসান" শিরোনামে একত্র করেন। ৮/১৪শ শতকের শুরুতে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হানী' আল-লাখমী আস-সাবতী (মৃ. ৭৩৩/১৩৩২; দেখুন সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ৮২ ও Pons Boigues, Ensayo, 319) এই সমস্ত উপকরণ বিন্যস্ত করিয়া এইগুলিকে "ইনশাদু'দ-দাওয়াল (ল) ওয়া-ইরশাদু'স-সু'আল" নামে প্রকাশ করেন। একই শতকে ইব্‌ন খাতিমা (মৃ. ৭৭০/১৩৬৫) আবার শেষোক্ত রচনাটির উপর কাজ করিয়া "ঈরাদু'ল-লা'আল মিন ইনশাদি'দ-দাওয়াল (ল)" শিরোনামে একটি সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করেন। পরিশেষে জনৈক অজ্ঞাত লেখক এই শেষ সংস্করণটি হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন, যাহা G. S. Collin একটি প্রকাশনার উপযোগী দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন (Hesperis, xii/2 [1931], 1-32), এই উদ্ধৃতিটির ভূমিকা হইতেই আমরা এই বর্ণিত ধারাটির ইতিহাস নির্ণয় করিতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পূর্বে উল্লিখিত রচনাবলী ছাড়াও দ্র. (১) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাকমিলা, নং ১০৫৩; (২) ইব্‌ন দিহয়া, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৮৩; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকূশী, আয-যায়ল ওয়া'ত-তাকমিলা, পাণ্ডু. B. N. Paris 1256, f. 25; (৪) সুয়ূতী,

বুগ্'য়া, ২০-১; (৫) H. Derenbourg, Catalogue, i, 58; (৬) Pons Boigues, Ensayo, 280; (৭) Brockelmann, I. 308, I², 113, 375, SI, 541.

Ch. Pellat (E.I.² Suppl.)/আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্ন হুবায়রা (ابن هبيرة) ঃ দুইজন লোকের নাম 'উমার ইব্ন হুবায়রা ও তাঁহার পুত্র য়ূসুফ ইব্ন 'উমার। তাঁহারা উভয়ে উমায়্যা শাসনামলে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কায়সী (কায়স দ্র.) দলীয় ছিলেন—এই দলভুক্ত উত্তর 'আরবের বাসিন্দারা দক্ষিণ 'আরবের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন। কোন না কোন দলের প্রার্থী খলীফাদের ভয়াবহ উত্তরাধিকার যুদ্ধে তাঁহাদের সপক্ষে জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা উভয়ে সুদৃঢ় ভিত্তিতে কূফায় স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী য়ামানীদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং ভয়ংকার বিক্ষুব্ধ পরিবেশে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন। এইজন্য তাঁহারা শাসিত জনগণের মধ্যে উপজাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইয়া তুলিতে প্ররোচনা দান করিতেন। এতগুলি ঘটনায় সুনাম হানির ফলে উভয় ইব্ন হুবায়রার ঐতিহাসিক মর্যাদা খুব একটা খ্যাতির অনুকূল ছিল না। পিতা 'উমার সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, বায়যানটীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদে (৯৭/৭১৩) অংশগ্রহণ করার পর তিনি য়ামানী দলের জানের শত্রু দ্বিতীয় য়াযীদ-এর অধীনে ইরাকের শাসনকর্তা হন। তিনি দ্বিতীয় য়াযীদের সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পর ১০৩/৭২০ সনে মাসলামা ইব্ন 'আবদি'ল-মালিকের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই মত (বায়যানটীয় সীমান্তে তাঁহার দল যুদ্ধ পরিচালনার কারণে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুন) সম্ভবত তাঁহার উপরে বানু'ল-মুহাল্লাব দলের কাজকর্ম গুটাইয়া ফেলিবার ভার ন্যস্ত করা হয়। খুরাসান তাঁহার শাসনাধীন অঞ্চলের অংশ হওয়ায় তিনি খলীফার সুস্পষ্ট নির্দেশবলে সা'ঈদ ইব্ন 'আম্র আল-হারাশী নামক জনৈক কায়সী সহকারীর কাছে তথাকার দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে স্বীয় কর্তব্যকর্মে হাত দেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইসলামের মুজাহিদগণকে উদ্দীপিত করিয়া সাগদিয়ানার জনগণের মধ্যে— যাহারা তখনও পর্যন্ত তাহাদের 'আরব বিজেতাদের সঙ্গে তাহাদের ভাগ্য মিলাইতে ইতস্তত করিতেছিল), সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। তৎসত্ত্বেও মুসলিম ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আসলাম ইব্ন যুর'আ নামক জনৈক বাক্র বংশীয় ব্যক্তি সা'ঈদ ইব্ন 'আম্রের স্থলাভিষিক্ত হন। ইব্ন হুবায়রা উত্তর 'আরবের বাসিন্দাদের সমর্থনে অটল থাকেন। আল-ফারাযদাক একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ছিলেন তাহাদের গৌরব ও প্রধান সমর্থক (দীওয়ান, সম্পা. সাবী, পৃ. ৪১৬)। যুদ্ধ দ্বারা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে ইব্ন হুবায়রা কঠোর আচরণ করিতেন। তিনি 'আরব জাতীয়তাবাদের নামে এবং ইসলামের নামে নিজের শাসনকার্য চালাইতেন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, তাঁহার শাসন প্রণালী নিষ্কলঙ্ক ছিল না, যদিও গাতাফান গোত্রভুক্ত বলিয়া গর্ববোধকারী এই মহান সম্ভ্রান্ত 'আরবকে অসচ্চরিত্রতা অপেক্ষা দোষদর্শিতার অভিযোগেই অধিকতর অভিযুক্ত করা হয়। য়ামানবাসী খালিদ আল-কাসরীকে ইব্ন হুবায়রার স্থলে নিয়োগ করা ১০৫/৭২৪ সনে সিংহাসনারোহণের পর খলীফা হিশাম-এর প্রাথমিক কাজকর্মের অন্যতম ছিল। ইনি কুরায়শীদের প্রতি সুহৃদভাবাপন্ন ছিলেন। 'উমার ইব্ন হুবায়রার পুত্র য়ূসুফ ১২৯-৩২/৭৪১-৯ সালে ইরাকেরও শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ পদে নিযুক্তির আগে খলীফা হিশামের আদেশে তিনি খালিদ আল-কাসরীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার পিতা খলীফার অনুগ্রহ বঞ্চিত হইলে তিনি সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। অবশ্য তাঁহার চরম বিজয় মুহূর্ত অনেক বিলম্বে আসিয়াছিল। গভর্নর হিসাবে তাঁহার কার্যকলাপ ছিল হারানো বস্তুর জন্য দীর্ঘদিনের সংগ্রামেরই নামান্তর। তাঁহার শাসিত এলাকাটিকে তিনি ক্রমে ক্রমে জয় করিতে বাধ্য হন। সর্বাগ্রে তিনি 'আয়নু'ত-তাম্র-এ খারিজীদেরকে পরাস্ত করেন। এইভাবে সাওয়াদ-এ শান্তি স্থাপন করার পর তিনি আহওয়ায, জিবাল ও জাযীরা পুনর্দখল করিতে সক্ষম হন। তাঁহার শাসনামলেই আবূ মুসলিমের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা নাস্র ইব্ন সায়্যারকে সাহায্য দানের জন্য দ্রুত অগ্রসর হন নাই। অবশেষে ইব্ন হুবায়রার সেনাদল যখন লড়াইয়ে নামিল; তৎপূর্বেই খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের হাতে উমায়্যা খলীফাদের ভিত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে ইব্ন হুবায়রা মারওয়ানকে তাঁহার ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইব্ন হুবায়রার প্রধান সহকারী 'আমির ইব্ন দু'বারাঃ জাবাল্ক-এর যুদ্ধে নিহত হন। য়ামানীদের বিদ্রোহের কারণে বিক্ষুব্ধ কূফায় স্বীয় অধিকার বজায় রাখিতে অসমর্থ হইয়া য়ূসুফ ওয়াসিত-এ পলায়ন করেন। সেইখানে আবূ মুসলিমের সেনাপতি হ'াসান ইব্ন কাহতাবা কর্তৃক এগার মাস যাবৎ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তিনি তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার অনুগামী উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে একযোগে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁহার পিতার ন্যায় য়ূসুফও মাওয়ালীদের বিরুদ্ধে 'আরব আভিজাত্যবাদ ও 'আরব শাসনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমর্থন করেন। ইঁহারা নিজেদের সমর্থনে য়ামানী দলের এক বিপুল অংশের লোকজনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন। তিনি আপন দলের নেতৃবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া 'আব্বাসী প্রচারকদের দলে যোগদান করেন। এই ষড়যন্ত্রের পরিধি ও ইহার ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও উভয় হুবায়রাই সক্রিয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'উমার ইব্ন হুবায়রা সম্পর্কে ঃ (১) তাবারী, ২খ., ১৪৫৩, ১৪৫৬, ১৪৭১, ১৪৮১,১৪৮৮; (২) য়া'কূবী, ৩খ (সং. নাজাফ, পৃ. ৫২); (৩) দীনাওয়ারী, পৃ. ৩৪৪; (৪) ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ৯খ, ২২৩ ও ২২৯। য়ূসুফ ইব্ন 'উমার ইব্ন হুবায়রা সম্পর্কে ঃ (১) ত'াবারী, ২খ, ১৯৪৪, ১৯৮৪, ৩খ, ২৫০৪, ২৫০৫; (২) য়া'কূ'বী, ৩খ, ৫৯; (৩) Wellhausen, Das arabische Reich und dein Stuz, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৩৩৬ ও স্থা.।

J-C. Vadet (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্ন হুবায়রা (ابن هبيرة) ঃ 'আওনু'দ-দীন আবু'ল-মুজাফ্ফার য়াহ্'য়া ইব্ন মুহ'াম্মাদ আশ-শায়বানী আদ-দূরী আল-বাগ'দাদী, 'আব্বাসী খলীফা আল-মুক্তাফী (৫৩০/১১৩৬-৫৫৫/১১৬০) এবং আল-মুস্তান্‌জিদ (৫৫৫/১১৬০-৫৬৬/১১৭০)-এর অধীনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক নাগাড়ে ষোল বৎসর মন্ত্রিত্বে বহাল ছিলেন। বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে দুজায়ল জেলার 'দূর' গ্রামে রাবী'উ'ছ-ছানী ৪৯৯/ডিসেম্বর ১১০৫-জানুয়ারী ১১০৬ সনে তাঁহার জন্ম। যৌবনের প্রথম ভাগ তিনি সেইখানেই কাটান। তিনি যৌবনকালে বাগদাদে গিয়া আবূ বাক্র আদ্-দীনাওয়ারীর (মৃ.৫২৩/১১৩৮) কাছে হ'াম্বালী ফিক্'হ (ইসলামী আইনতত্ত্ব) এবং প্রখ্যাত হ'াম্বালী ভাষাবিজ্ঞানী আল-জাওয়ালীকীর (মৃ. ৫৪০/১১৪৫) নিকট আদাব (সাহিত্য) অধ্যয়ন করেন। তিনি কয়েকজন মুহ'াদ্দিছে'র কাছে হ'াদীছ'ও অধ্যয়ন

করেন। কিছুকাল তিনি কঠোর সংযমী তাপস ও ধর্ম প্রচারক আবূ য়াহ্'য়া মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহয়া আয-যাবীদীর শাগরিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত বাগদাদ নগরীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আল্লাহ্র অতুল্য গুণাবলী ঘোষণা করিতেন।

খলীফা আল-মুকতাফীর আমলে ইব্ন হুবায়রা সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ক্রমশ পদোন্নতির মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে এই খলীফার উযীরের পদ লাভ করেন। ইব্ন হুবায়রার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশেষ সালজূক· শাসকদের প্রতিপত্তির সমাপ্তি ঘটে। ফাতিমী বংশ শাসিত মিসর নূরু'দ-দীন কর্তৃক বিজিত হওয়ার পিছনে তাঁহারও হাত ছিল। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাম্বালী মাযহাবের প্রসার ঘটে এবং উহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার পূর্ব হইতেই এইরূপ একটা প্রবণতা চলিয়া আসিতেছিল, আর তাঁহার শাসন ক্ষমতা লাভের উহাই আংশিক কারণ। তাঁহার বহু সংখ্যক শত্রু ছিল; সম্ভবত তাহারা তাঁহার নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার ছয় মাস পরে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হয় বলিয়া জানা যায়। ১২ জুমাদা'ল-উলা, ৫৬০/মার্চ ১১৬৫ সালে ইব্ন হুবায়রার মৃত্যু হয়।

ইব্ন হুবায়রা তাঁহার জীবদ্দশায় রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যার্জনে কম তৎপর ছিলেন না। তিনি প্রামাণিক হ'াদীছ· সংগ্রহ গ্রন্থদ্বয় আল-বুখারী ও মুসলিম-এর আল-ইফ্সাহ 'আন মা'আনি'স·-সিহ'াহ (الافصاح عن معانى الصحاح) নামক একখানা ভাষ্য রচনা করেন। উহা কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। 'ফিক্'হ' শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি হ'াদীছ· সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশকালে মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া তিনি আইন সম্পর্কে এক দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন, যাহাতে চারিটি মায'হাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ যেই সকল প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করিতেন আর যে সকল প্রশ্নে তাঁহাদের মতভেদ ছিল উভয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিষয়টি তাঁহাকে এতই কৌতূহলী করিয়া তোলে যে, এক লক্ষ দীনারের মত বিপুল অর্থ ব্যয়ে তিনি দূরবর্তী প্রদেশসমূহ হইতে শারী'আতের চারি মায'হাবেরই প্রখ্যাত 'আলিমগণকে বাগদাদে আনয়ন করেন।

তৎপ্রণীত গ্রন্থখানির শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশে তিনি ইহা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু উযীরের ব্যয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত 'আলিমগণের ঐ সমাবেশের অবশ্য একটা রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল। গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে প্রস্তুত করা হয় এবং ঐগুলি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ও উযীরগণের গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করে। ইহা ছাড়া এইগুলি খলীফা আল-মুস্তানজিদ ও আয়্যূবী সুলত'ান নূরুদ্দী-দীন যাঙ্গীর লাইব্রেরীগুলিতে স্থান লাভ করে। গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম আল-ইশরাফ (الاشراف), কিন্তু রাগি'ব আত·-তাব্বাখ (আলেপ্পো ১৯২৯ খৃ.) কর্তৃক মূল বৃহত্তর কলেবরের গ্রন্থখানির সম্পাদনার পর হইতে উহা আল-ইফসাহ (الافصاح) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন ইব্ন হুবায়রা আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেনঃ (১) আল-মুকতাসাদ, ব্যাকরণবিষয়ক, ইব্নু'ল-খাশ্শাব (মৃ. ৫৬৭/১১৭২) যাহার চারি খণ্ডে সমাপ্ত একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন; (২) ইব্নু'স-সিক্কীত-কৃত ইস্লাহু'ল-মানতিক গ্রন্থের একখানা সংক্ষিপ্তসার; (৩) শারী'আতের হাম্বালী মায'হাবের বিধিমতে আল-'ইবাদাতু'ল-খাম্স; (৪) উর্জূযা ফি'ল-মাক্সূর ওয়া'ল-মামদূদ; (৫) উর্জূযা ফী 'ইলমি'ল-খাত্ত।

তাঁহার সমসাময়িক ইব্নু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০) আল-মুকতাবাস মিনা'ল-ফাওয়া'ইদি'ল-'আওনিয়া (المقتبس من الفوائد العونية) [অর্থাৎ আওনু'দ-দীন ইব্ন হুবায়রা] নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ইব্ন হুবায়রা হইতে যেই সকল বর্ণনা শুনিয়াছেন, কেবল সেইগুলির ভিত্তিতেই উহা রচনা করেন বলিয়া মনে হয়। ইব্নু'ল-জাওযী অন্য এক গ্রন্থে মাহ্দু'ল-মাহ্দ (محض المحض)-এ ইব্ন হুবায়রার মূল ইফ্সাহ (বুখারী ও মুসলিম হ'াদীছ· গ্রন্থদ্বয়ের ভাষ্য) গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহের একখানা সঙ্কলনও রচনা করেন।

ইব্ন হুবায়রা সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি প্রধানত তাহা তাঁহার সমসাময়িক ইব্নু'ল-জাওযীর নিকট হইতেই পাইয়াছি। তবে তাঁহার জীবনীকার হাম্বালী মাযহাবভুক্ত ইব্নু'ল-মারিস্তানিয়্যা (৫৯৯/১২০২)-র নিকট হইতে আমরা আরও বিস্তারিত তথ্য অবগত হইয়াছি। তৎপ্রণীত গ্রন্থখানা বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানা হইতে ইব্ন রাজাব তাঁহার যায়ল-এর অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, আল-মুন্‌তাজাম ফী তা'রীখি'ল-মুলূক· ওয়া'ল-উমাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৮/১৯৩৯, ১০খ, ২১৪-৭; (২) ইব্ন রাজাব, যায়ল 'আলা তাবাকাতি'ল-হানাবিলা, সম্পা.ম. হামিদ আল-ফিকী, কায়রো ১৯৫২-৩ খৃ., ১খ, ২৫১-৮৯; (৩) Brockelmann, ১খ, ২৯৮, পরি. ১খ, ৬৮৮-৯ ও গ্রন্থপঞ্জী; (৪) H. Laoust, Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad, REI-এ, ২৭খ. (১৯৫৯ খৃ.), ১০৯-১০ ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য টীকা ২৫৭; (৫) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্ফু'জ-জুনূন, শিরো. ইফ্সাহ, ইস্লাহ, উরজূযা।

G. Makdisi (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

ইব্ন হুবায়্শ (ابن حبيش) ঃ আবু'ল-কাসিম 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ য়ূসুফ ইব্ন আবী 'ঈসা আল-আনসারী আল-মুর্‌সী, স্পেনীয় হ'াদীছ·বেত্তা। ইব্ন হুবায়্শ ৫০৪/১১১০ সালে আলমেরিয়ার ভ্যালেনসিয়া-র শারিকা (Jerica) হইতে আগত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলমেরিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ৫৩০/১১৩৫ সালে তিন বৎসরের জন্য কর্ডোভা গমন করেন। অতঃপর আলমেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৫৪২/১১৪৭ সালে যখন আস-সু'লায়তীন বা 'ক্ষুদ্র সুলতান', লিওনের সপ্তম আলফন্‌সো-র নেতৃত্বাধীন খৃস্টানদের নিকট শহরটির পতন হয় তখন সেইখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আলফন্‌সোর সহিত এক সাক্ষাতকারকালে তিনি আলফন্‌সোকে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বংশধর বলিয়া প্রমাণ করেন। অতঃপর আলফন্‌সো ইব্ন হুবায়্শ ও তাঁহার পরিবারকে মুক্ত করিয়া দেন। পরবর্তী কালে তিনি ভ্যালেনসিয়ার জাযীরাত শাক্‌র (Alcira)-এ আনুমানিক ১২ বৎসর যাবত বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৫৫৬/১১৬১ সালের দিকে তিনি মুরসিয়ায় প্রধান মসজিদের খাতীব নিযুক্ত হন। বিশ বৎসর পর তিনি মুরসিয়ার কাযী হন এবং ৫৮৪/১১৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার এক শাগরিদের বর্ণনামতে (ইব্নু'ল-আব্বার, তাক্'মিলা, ২খ, ৫৭৪) তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব এই ছিল যে, তিনি ইব্ন আবী খায়ছ'মা (মৃ. ২৭৯/৮৯৩, তু. Brockelmann, ১খ, ২৯২) রচিত হাদীছ·শাস্ত্র বিষয়ক বিশাল গ্রন্থ আত্-তা'রীখু'ল-কাবীর সম্পূর্ণ অথবা ইহার অধিকাংশ মুখস্থ করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন হুবায়শ ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল [দ্র.]-এর কিতাবু'স-সিলা গ্রন্থটি বর্ধিত করিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা কখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। তাঁহার টীকা ও অন্যান্য সামগ্রী ইব্‌নু'ল-আব্বার [দ্র.]-এর হাতে আসে এবং তিনি ঐগুলি কিতাবু'স-সিলার তাঁহার প্রণীত তাক্‌মিলায় (সংযোজন) ব্যবহার করেন। ইব্‌ন হুবায়শ যে সাহিত্যকর্মের জন্য প্রধানত সুনাম অর্জন করিয়াছেন উহার নাম কিতাবু'ল-গাযাওয়াত বা কিতাবু'ল-মাগাযী (যুদ্ধাভিযানের গ্রন্থ) এবং পূর্ণ নাম কিতাবু যিকরিল-গাযাওয়াতি'দ-দামিনা আল-কাফিলা ওয়া'ল-ফুতূহি'ল-জামি'আ আল-হাফিলা আল-কাফিলা ওয়া'ল-ফুতূহি'ল জামি'আ আল-হাফিলা আল-কাইনা ফী আয়্যামি'ল-খুলাফা আল-উলা আছ-ছালাছা (كتاب (ذكر) الغزوات الضامنة الكافلة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الاولى الثلاثة)। যেইরূপ নাম হইতে প্রকাশ পায়, পুস্তকটিতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ ক্ষেত্রে খলীফা আবূ বাক্‌র (রা), 'উমার (রা) ও 'উছমান (রা)-র আমলের বিজয়ী অভিযানসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইব্‌ন হুবায়শ পুস্তকটি রচনার জন্য আল-মুওয়াহ্‌হিদ বংশীয় আবূ য়া'কূ'ব য়ূসুফ [দ্র.]-এর নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই আদেশ ৫৭৫/১১৭৯-৮০ সালের ঠিক সেই দিনটিতে কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (উপরে দ্র.) অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর তখন লাভ করেন।

কতকগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে পুস্তকটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং De Goeje (Memoire sur le Fotouh as-Sham, লাইডেন ১৮৬৪; Memoire sur la conquetre de la Syrie[2], লাইডেন ১৯০০) ও Caetani (Annali dell' Islam, মিলান ১৯০৫) উহা ব্যবহার করিয়াছেন, শেষোক্ত জন J. Horowitz-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। অতি সাম্প্রতিক কালে W. Hoenerbach বেশ প্রাচীন উৎস ওয়াকিদীর কিতাবু'র-রিদ্দা-র যেই যেই অংশ ইব্‌ন হুবায়শ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার নীচে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন (Watima's Kitab ar-Ridda aus Ibn Hagar's Isaba, Akad. d. Wissens, u. d. Lit in Mainz, Abh. d. Geistes-u. Sozalwissenschaftl. Kl., 1951, Nr. 4. প. ২২০ প.)। সামগ্রিকভাবে যদিও ইব্‌ন হুবায়শ তাবারীর ইতিহাসের (তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলূক) সহিত পরিচিত ছিলেন, তবুও তিনি কিছু নূতন তথ্যও দান করিয়াছেন এবং ইসলামের বিজয়ের প্রাথমিক কালের জন্য নিঃসন্দেহে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য উৎস যাহার অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন।

ইব্‌নু'ল-আব্বার ইব্‌ন হুবায়শকে পাশ্চাত্যে ইসলামের সর্বশেষ মহান হাদীছ বেত্তারূপে অভিহিত করিয়াছেন (وكان أخر ائمة المحدثين بالمغرب)। তাঁহার অন্তত কয়েকজন অনুসারী ছিলেন যাঁহারা যশ ও খ্যাতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ইব্‌ন দিহ্‌য়া (Brockelmann, ১খ, ৩১০, তু. ৩৭১, Pons Boigues, নং ২৩৮) ও ইব্‌ন হাওতিল্লাহ্ (Pons Boigues, নং ২২৩ ও ২২৯) ও আল-কালা'ঈ (Brockelmann, ১খ, ৩৭১; Pons Boigues,নং ২৩৯) ভ্রাতৃদ্বয়। আল-কালা'ঈ, কিতাবু'ল-ইক্‌তিফা' বিমা তাদাম্মানাহু মিন মাগাযী রাসূলিল্লাহ্ ওয়া মাগাযি'ছ-ছালাছাতি'ল-খুলাফা' (كتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازى رسول الله ومغازى الثلاثة الخلفاء) নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার দ্বিতীয় অংশে তিনি বিশেষভাবে তাঁহার শিক্ষক ইব্‌ন হুবায়শকে অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব ইব্‌ন হুবায়শ-এর কিতাবু'ল-গাযাওয়াত-এর জন্য কিতাবু'ল-ইক্‌তিফা'-র বর্তমান পাণ্ডুলিপিসমূহ, যাহা সংখ্যায় অধিক, দেখা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) (Brockelmann, ১খ, ৩৪৪, পরি. ১, ৫৮৭; (২) Pons Boigues, পৃ. ২৫৩-৫৪, নং ২০৫; (৩) ইব্‌নু'ল-আব্বার, সম্পা. Codera, ২খ, ৫৭৩-৭৫, নং ১৬১৭; (৪) আদ-দাব্বী, সম্পা. Codera, পৃ. ৩৪৫-৪৬, নং ৯৮৮; (৫) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব, কায়রো ১৩৬৯/১৯৪৯, ৫খ, ২০৭; (৬) W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften der konigl. Bibliothek zu Berlin, ৯খ, ২২১, নং ৯৬৮৯ (ইহাতে কিতাবু'ল-গাযাওয়াত-এর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে); (৭) L. Caetani, Annali dell' Islam, ২খ, ৫৫০ (১১ হি., শাখা ৭০) ও নির্ঘণ্টসমূহ; (৮) D. M. Dunlop, The Spanish Historian Ibn Hubaish, JRAS-এ, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৩৫৯-৬২।

D. M. Dunlop (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌ন হুবাল (ابن هبل) ঃ মুহায্যিবু'দ-দীন আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ, একজন চিকিৎসক, সম্ভবত ৫১৫/১১২২ সালের দিকে বাগদাদে তাঁহার জন্ম। তিনি নিজামিয়া মাদরাসায় প্রথমে ব্যাকরণ ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন; কিন্তু অনতিবিলম্বে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পর তিনি খিলাত-এর শাহ-ই আরমান-এর সাধারণ চিকিৎসক পদে নিয়োগ লাভ করিলে বিস্তর ধন-দৌলত অর্জন করেন। পরে তিনি মারদীন-এর বাদরু'দ-দীন লু'লু'-র অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে আল-মাওসিল-এ চলিয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িলেও তিনি ৬১০/১২১৩ সন অবধি জীবিত ছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-মুখতারাত ফি'ত-তিব্ব', সং. হায়দরাবাদ, ৪খণ্ড, ১৩৬২-৪/১৯৪৩-৪ নামে আখ্যাত। D. Koning তাঁহার Traite sur le Calcul dans les reins et-dans la vessie গ্রন্থে, পৃ. ১৮৬ প. উহার দুইটি অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন হুবাল একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শামসু'দ-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ পর্যায়ক্রমে একজন চিকিৎসক হন। সালজূক বংশীয় সুলতান কায়কাউস-এর দরবারে চিকিৎসাকার্যে নিয়োজিত থাকেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, সম্পা. Muller, ১খ, ৩০৪ প; (২) ইব্‌নু'ল-কিফতী, তা'রীখু'ল-হুকামা', সম্পা. Lippert, পৃ. ২৩৮-৯; (৩) Leclerc, Histoire de la medecine arabe, ২খ, ১৪১ প.; (৪) Brockelmann, ১খ, ৪৯০, পরিশিষ্ট ১, ৮৯৫; (৫) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, ৪৩০; (৬) F. Bustani, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ১১৬-৭।

J. Vernte (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ইব্‌ন হুযায়ল (ابن هذيل) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান আল-ফাযারী আল-আন্দালুসী, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গ্রানাডার একজন পণ্ডিত ও লেখক, যিনি গ্রানাডার নাস্‌রীগণ

(দ্র.)-এর দরবারে স্থান লাভ করিয়াছেন। আল-গানী নামে পরিচিত সুলতান মুহাম্মাদ (৫) ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন ইস্মা'ঈল (যিনি ৭৫৫/১৩৫৪ ও ৭৬৩/১৩৬২ সালে রাজত্ব করিয়াছিলেন)-এর অনুরোধক্রমে ইব্ন হুযায়ল তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান কিতাবু তুহ্ফাতি'ল-আন্ফুস ওয়া শিআরু সুক্কানি'ল-আন্দালুস গ্রন্থটি রচনা করেন (পাণ্ডু. B.N. Madrid, নং ৫০৯৫ ও Escurial, Cod. ১৬৫২)। জিহাদ-এর উপর লিখিত এই গ্রন্থখানিতে তিনি আন্দালুসীয় মুসলিমদেরকে সশস্ত্র বাহিনীর পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাহাদের খ্যাতিমান বিজয়ী পূর্বপুরুষদের বাহিনীর মত পুনরায় একটি অশ্বারোহী বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে জোর তাকীদ দেন [দ্র. ফারাস ও ফুরূসিয়্যা]। কিন্তু উক্ত মহৎ কারণে সামরিক পেশা গ্রহণের প্রচারাভিযানের এই প্রথম প্রয়াস গ্রানাডার জনগণের মধ্যে প্রায় কোনরূপ উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। তাহারা বরং কৃষিকাজ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পকলার ন্যায় শান্তিপূর্ণ কাজকর্মকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার তুলনায় অগ্রাধিকার দান করিয়াছে। সুতরাং প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে যখন খৃস্টান আক্রমণের হুমকি দিনের পর দিন স্পষ্ট হইয়া উঠে তখন জনসাধারণকে তাহাদের জড়তা কাটাইয়া উজ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য পুনরায় ইব্ন হুযায়লকে আহ্বান জানান হয়। পঞ্চম মুহাম্মাদের পৌত্র রাজকুমার সপ্তম মুহাম্মাদ আল-মুস্তা'ঈন (৭৯৪-৮১০/ ১৩৯২-১৪০৮) এই আহ্বান জানান। কিন্তু ইব্ন হুযায়লের নূতন গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা না থাকায় তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কিতাব হিল্য়াতি'ল-ফুরূসান ওয়া শি'আরি'শ-শুজ'আন নামে প্রস্তুত করেন।

এই গ্রন্থ দুইটির (যাহা আসলে মাত্র একটিই) বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য স্বয়ং লেখক ভূমিকায় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ... বর্তমান গ্রন্থটি লড়াই ও যুদ্ধ-সংগ্রাম, যুদ্ধের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র, অশ্বের ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ, অশ্বের অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় এবং সর্বশেষ অশ্বারোহণ শিক্ষা ও উহার পরিপূরক বিষয়াদি সম্পর্কে লিখিত।...আল্লাহ্র শুকরিয়া, এই গ্রন্থখানি যে সকল কলা-কৌশল সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ভাবের দিক হইতে ইহা এক ফলপ্রদ প্রক্রিয়ার সন্ধানদাতা। বস্তুতপক্ষে যে ব্যক্তি নিজেকে যুদ্ধ-সংগ্রামের সহিত জড়িত রাখিতে চাহে তাহার জন্য ইহা এক অভিজ্ঞানস্বরূপ এবং যে ব্যক্তি বর্শা ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত তাহার জন্য ইহা পথ প্রদর্শকের কাজ করে।" এই উদ্ধৃতাংশটি কিতাব হিল্য়াতি'ল-ফুরসান-এর L. Mercier-কৃত ফরাসী অনুবাদ হইতে গৃহীত, যিনি ইব্ন হুযায়লের আবিষ্কারক, সম্পাদন ও অনুবাদক হইবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন।

মধ্যযুগীয় মুসলিম বাহিনীর সামরিক কলাকৌশল ও অশ্বারোহণ সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য অতিশয় শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থখানি ব্যতীত ইব্ন হুযায়লের আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রহিয়াছে। যেমন পশু বিজ্ঞানে কিতাবু'ল-ফাওয়া'ইদি'ল-মুসাত্তারা ফী 'ইল্মি'ল্-বায়তারা (মাদ্রিদ ১৯৩৫ খৃ.), রসসাহিত্যে কিতাবু মাকালাতি'ল্-উদাবা' ওয়া মুনাজারাতি'ন-নুজাবা' ও রাজনীতিতে কিতাবু 'আয়নি'ল্-আদাব ওয়া'স্-সিয়াসা ওয়া যায়নি'ল্-হাসাব ওয়া'র্-রিয়াসা। ধর্ম সম্পর্কিত অপর দুইটি গ্রন্থও তাঁহার নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার শুধু নামটুকুই আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইহার একটি কিতাবু তায্কিরাতি মান ইত্তাকা এবং অপরটি কিতাবু কামালি'ল্-বুগয়া ওয়া'ন-নায়ল।

ইব্ন হুযায়লের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁহার লেখার ধারা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি ৮ম/১৪শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালের স্পেনীয় মুসলিম অভিজাতগণের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন, অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত ও উঁচু সংস্কৃতিমনা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S II, ৩৭৯; (২) L. Mercier, La parure des cavaliers et l'insigne des preux de Ben Hodeil el Andalousy (কিতাবু হিল্য়াতি'ল্ ফুরসান-এর 'আরবী মূল পাঠ), প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, La parure des cavliers ...(ফরাসী অনু. ও তৎসহ টীকা ও ভাষ্য এবং মাগ্‌রিব ও প্রাচ্যের বিশুদ্ধ বংশজাত অশ্ব, অশ্বারোহণবিদ্যা ও 'আরবদের অশ্বারোহণ সংক্রান্ত ক্রীড়ার ইতিহাস সংক্রান্ত সমালোচনামূলক পরিশিষ্টসমূহ), প্যারিস ১৯২৪ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, L'ornement des ames et la devise des habitants d'el-Andalus, Traite de guerre Sainte islamique (কিতাবু তুহ্ফাতি'ল-আনফুস্-এর 'আরবী মূল পাঠ), প্যারিস ১৯৩৬ খৃ., (৫) ঐ লেখক, L' ornement des ames.....ফরাসী অনু., প্যারিস ১৯৩৬ খৃ.; (৬) ইব্ন হুযায়ল, হিল্য়াতু'ল-ফুরসান ওয়া শি'আরু'শ-শুজ'আন, সম্পা. মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-গানী হাসান (সংগ্রহ যাখা'ইরু'ল আরাব, খণ্ড ৬), কায়রো ১৯৫১ খৃ. (শুধু মূলের একটি পুনর্মুদ্রণ L. Mercier কর্তৃক ১৯২২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত)।

F. Vire (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবনুছ-ছুমনা (ابن الثمنة) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম। সিসিলীর শেষ কাল্‌বী আমীর (যিনি সামসান নামে পরিচিত ছিলেন)-কে ৪৪৪/১০৫২-৩ সনে (ইব্ন খালদূনের মতে ৪৩১/১০৩৯-৪০ সালে) অপসারণ করিয়া যে সকল মুসলিম সেনাপতি সিসিলী নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন ইব্নুছ-ছুমনা তাঁহাদের একজন। অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বীপের পূর্ব উপকূলবর্তী Syracuse-এর শাসক হওয়ার পর কাটানিয়ার একচ্ছত্র শাসনকর্তা ইব্নু'ল-মাকলাতীকে হত্যা করিয়া তাহাকে ইব্নু'ল-হাওওয়াস (দ্র.) নামে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নরম্যানদের সিসিলী দখলের জন্য সমর্থন দান ও উৎসাহিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে ১০৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে Count Roger সর্বপ্রথম এই দ্বীপে সসৈন্যে অবতরণ করেন। কিন্তু Roger বেশী দিন টিকিতে না পারিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন এবং ইব্নু'ছ-ছুমনা কাটানিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সব ঘটনার কয়েক মাস পর নরম্যানরা Messina দখল করে এবং ইব্নু'ল হাওয়াস-এর সেনাবাহিনীকে আক্রমণের উদ্দেশে ইব্নু'ছ-ছুমনার সহিত মিলিত হয়। ইব্নু'ল-হাওয়াস Castrogiovanni-র উপকণ্ঠে পরাজিত হন। এই স্থানটি খৃস্টানরা ইতঃপূর্বে এক মাসকাল অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু নরম্যানরা এই দুর্গটিকে আত্মসমর্পণ করাইতে ব্যর্থ হওয়ায় Robert ও Roger এলাকাটি ত্যাগ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যপক্ষে ইব্নু'ছ-ছুমনা তাহার দুর্দমনীয় শত্রুদের পরাভূত করার জন্য আমরণ যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং ৪৫৪/১০৬২ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicili গ্রন্থের উৎসসমূহে ইব্‌নু'ছ'-ছু'মনা যে সমস্ত ঘটনায় অংশগ্রহণ করেন সেগুলির গ্রন্থপঞ্জীর অনেকটা বিস্তারিত উল্লেখ আছে এবং এইগুলি তাহার Biblioteca arabo-sicula-তে প্রকাশিত হইয়াছে, লাইপযিগ ১৮৫৭ খৃ.।

U. Rizzitano (E.I.[2])/ মোঃ সাহাবুদ্দিন খান

ইব্‌নুত তাআবীযী (ابن التعاويذى) ঃ আবুল-ফাত্‌হ, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (নুশতিকীন) ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, আয়্যূবী শাসনামলের একজন সরকারী কর্মকর্তা এবং বাগদাদের প্রসিদ্ধ 'আরব কবি। তিনি সিব্‌ত ইব্‌নুত-তাআবীযী অথবা কেবল আত-তাআবীযী নামে অধিকতর পরিচিত। তিনি ১০ রাজাব, ৫১৯/১২ আগস্ট, ১১২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২ শাওয়াল, ৫৮৩/৫ ডিসেম্বর, ১১৮৭ (তু. য়াকূ'ত) অথবা ৫৮৪ হি. সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে আত্-তা'আবীযী এইজন্য বলা হইত যে, তিনি তাঁহার মাতামহ আবূ মুহ'াম্মাদ আল-মুবারাক ইব্‌নু'ল-মুবারাক ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন নাস্‌র আস-সাররাজ আল-জাওহারীর নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, যিনি তাবীয লিখিতেন। সুয়ূতী'ও তাঁহার আত-তা'আবীযী নিসবার একই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন (লুব্বুল-লুবাব, পৃ. ৫৩)।

আত-তা'আবীযী ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন প্রতিভাবান কবি ও লেখক। ইব্‌ন খাল্লিকান লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বের দুই শত বৎসরের কবিদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কোন কবি পাওয়া যায় না। সমালোচকগণ তাঁহার কবিতার সাবলীলতা ও শব্দের সূক্ষ্ম প্রয়োগ কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে, অন্য কবিগণ তাঁহার কবিতা নকল করিয়া নিজেদের নামে প্রচার করিত। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখজনক ঘটনা ছিল এই যে, তিনি যৌবনকালেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। এইজন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন এবং শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। য়াকূত এই সকল কবিতার কিছু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পূর্বেই তাঁহার দীওয়ান সংকলন করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে রচিত কবিতাগুলিকে আয-যিয়াদাত নামে তাঁহার দীওয়ানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার দীওয়ানের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে যিয়াদাত অংশটি বিদ্যমান নাই। তাঁহার দীওয়ানটি প্রকাশিত হইয়াছে (সম্পা. Margoliouth, মাতবাউল-মুক'তাত'ফ, ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৫১৯)।

আত-তা'আবীযী খলীফা মুসতানজিদ, মুসতাদী ও আন-নাসি'রের শাসনকালে জীবিত ছিলেন এবং সকলের পৃষ্ঠপোষকতা ও পুরস্কার লাভ করেন। তিনি জাগীরদারীর অর্থ বিভাগ (দারুল ইক'তা')-এর সচিব (কাতিব) ছিলেন। এই বিভাগে চাকুরীকালে তিনি কিছুদিন 'ইমাদুল-কাতিবের সঙ্গে অতিবাহিত করার সুযোগ পান। 'ইমাদ, সুলত'ান স'ালাহ'দ্দীন আয়্যূবীর নিকট সিরিয়ায় চলিয়া গেলেও তা'আবীযীর সঙ্গে তাহার পত্র যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। দীওয়ান ছাড়াও তিনি "আল-হাজাবা ওয়া'ল-হিজাব" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ২খ, ১৯-২২; (২) আবু'ল-ফিদা, তারীখ, ৪খ, ৭৬; (৩) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা, ১৮খ, ২৩৫-২৪৯; (৪) আস'-সাফাদী, নাকতু'ল-হিময়ান, মিসর ১৯১০ খৃ., পৃ. ২৫৯; (৫) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৩খ, ৯৪১; (৬) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতুয'-যাহাব, ৪খ, ২৮১। আরও দ্র.; (৭) কাহ্'হ'ালা, মু'জাম, ১০খ, ২৭৮; (৮) য়ূসুফ য়াকূ'ব মাসকূনী, দীওয়ান, Margoliouth কর্তৃক কায়রো হইতে ১৩২১/১১০৩ সালে প্রকাশিত; (৯) Brockelmann, I 249, S I, 442.

আবদুল মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌নুত তায়্যান (দ্র. তাম্মাম ইব্‌ন গালিব)

ইব্‌নুত-তিক্‌তাকা (ابن الطقطقى) ঃ (স'াফিয়্যুদ্দীন ও জালালুদ্দীন) আবূ জাফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তাজিদ্দীন আবিল-হ'াসান 'আলী (ইব্‌ন রামাদ'ান), একজন ইরাকী ঐতিহাসিক। হযরত হ'াসান (রা) এবং ইব্‌রাহীম আত-তাবাতাবার মাধ্যমে তিনি ছিলেন হযরত 'আলী (রা)-এর অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ। মোঙ্গলদের বাগদাদ জয়ের কিছুকাল পরে ৬৬০/১২৬২ সালের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রামাদ'ান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারটি আল-হিল্লা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার পিতা তাজুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন রামাদ'ান কূফা ও বাগদাদে আলী বংশীয় একজন নাক'ীব ছিলেন। তিনি প্রচুর সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন; কিন্তু আলাউদ্দীন ও শামসুদ্দীন আল-জুওয়ায়নী (দ্র.) ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে ৬৮০/১২৮১ সালে তাঁহাকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার সম্পদ বিনষ্ট করা হয় (ইব্‌ন ইনাবা, 'উমদাতু'ত'-তা'লিব, আন্-নাজাফ ১৩৮১/১৯৬১, পৃ. ১৮০ প.)। পিতার মৃত্যুর পর ইব্‌নুত তিকতাকা আল-হিল্লা ও শী'আদের পবিত্র স্থানসমূহের (নাজাফ ও কারবালা) শী'আ বংশীয়দের নাকীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খুরাসানের এক ইরাকী বংশোদ্ভূত মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ইরাক ও আযারবায়জানে ব্যাপক সফর করেন। ৬৯৬/১২৯৭ সালে মারাগা গমন করেন এবং ৭০১/১৩০১ সালে মাওসিল ভ্রমণ করেন, কিন্তু মৌসুমের প্রতিকূলতার জন্য তাবরীযের গমন পথে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। এই সময় মাওসিলে অবস্থানকালে (জুমাদাল-উখরা হইতে শাওয়াল ৭০১/ফেব্রুয়ারী হইতে জুন ১৩০১) তিনি তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ আল-ফাখরী রচনা করেন। গ্রন্থটি মোঙ্গল শাসক গ'াযান খান কর্তৃক নিয়োজিত মাওসিলের গভর্নর (ওয়ালী) ফাখরুদ্দীন ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীমের নামের সহিত সম্পর্কিত। গ্রন্থটি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে সুলত'ানদের কর্মকাণ্ড ও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াংশে মুসলিম দেশসমূহের ইতিহাসের সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক সুলত'ানের অবস্থা বর্ণনার পর তাঁহার উযীরের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশটি হুবহু ইব্‌নু'ল-আছ'ীর রচিত কামিলুত তাওয়ারীখ গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু বিলুপ্ত গ্রন্থ, যথা আল-মাসউদী রচিত আওসাত তারীখ ও তারীখ কাবীর ইত্যাদির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আস-সূলী ও হিলাল আস-সাবী রচিত গ্রন্থাবলী হইতে উযীরদের ইতিহাস লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটিতে শী'আ মতাদর্শের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হইলেও ইহা গোঁড়ামী হইতে মুক্ত (E. Amar)। হিন্দুশাহ ইব্‌ন সানজার ৭২৩-২৪/১৩২৩-২৪ সালে তাজারিবুস সালাফ নামে ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং ২৪৪১-এর ভিত্তিতে, যাহাকে তখন পর্যন্ত একমাত্র পাণ্ডুলিপিরূপে মনে করা হইত, W. Ahlwardt (জার্মান ভাষায় সংযোজনসহ) ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন (Gotha 1860)। গ্রন্থটির কিছু সারসংক্ষেপ, যথা Jourdain, fundgruben desOrients, ৫খ, ২৮-৪০ পৃষ্ঠায়, De sacy chresto-

mathie (২য় সংস্করণ), মূল পাঠ, ১খ, ১-৪৬ ও অনু. পৃ. ১-৯২ -; henzius, Fragmenta, arabica, Petroppli 1828, পৃ. ১-১০৪ ও Freytag, Chrestomathia arabica, Bonn 1834, পৃ. ৮৪-৯৬ (৪র্থ পৃষ্ঠায় যে সকল তারীখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক নয়) প্রকাশ করিয়াছেন। Cherbonneau ইহার ফরাসী অনুবাদসহ J a, 1846, ১খ, ২৯৭-৩৫৯ ও ২খ, ৩১৬-৩৩৮ ও ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে ১খ, ১৩৪-১৪৭, প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাগারে অন্য একটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে মুদ্রিত অপর একটি সংস্করণ রহিয়াছে (নং ২৪৪২)। এই সংস্করণটি Hartwig Derenbourg-এর প্রচেষ্টার ফল (Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Ethudes, Sciences philologiques et historiques, 1895 ২য় সংস্করণ, প্যারিস ১৯১০ খৃ.)। ইহার সঙ্গে M. Emile Amar-কৃত ফরাসী অনুবাদও (Archives Marocaines, ১৬খ, ১৯১০ খৃ.) রহিয়াছে। মূল গ্রন্থটি ১৩১৭ হি. সালে মিসরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মাহমূদ তাওফীক কর্তৃক ১৯২১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত একটি সংস্করণও রহিয়াছে। মুনয়াতু'ল-ফুদালা ফী তাওয়ারীখি'ল-খুলাফা ওয়া'ল-উযারা নামে ইব্নু'ত তিকতাকার একখানা গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি সম্ভবত ফাখ্রীর ঐতিহাসিক অংশের একটি পরবর্তী সংস্করণ। ইব্নু'ল-ফুওয়াতী কিতাবু'ল-গ'য়াত নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (তালখীসু মাজমাইল-আদাব, সম্পা. এম. জাওয়াদ, ৪/২খ, দামিশ্ক ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৭৮৪)। তিকতাকা শব্দটি বাহ্যত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার শব্দ (টিক টাক) হইতে গঠিত এবং ইহা এমন ধরনের ভাষণকে বুঝায়, যাহাতে তীব্রতা ও শব্দের আধিক্য রহিয়াছে (তাজুল-আরূস, ৬খ, ৪২৪; H. Derenbourg, ৪র্থ পৃষ্ঠায় ইহার বরাত উল্লেখ করিয়াছেন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শায়খু, মাজানি'ল-আদাব, ৭খ, ১২; (২) সারকীস, মু'জাম, 'উমূদ ১৪৬; (৩) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ২খ, ৯৪৯; (৪) Brockelmann, 1, ২খ, ১৬১ ও পরিশিষ্ট, ২খ, ২০১; (৫) Storey, ii, 80 f., 1232 f.; (৬) J. A. Boyle, in BSOAS, ১৪খ. (১৯৫২ খৃ.), ১৭৫-৭; (৭) 'আব্বাস আল-আয্যাবী, আত-তা'রীফ বিল-মুওয়ারিখীন, বাগদাদ ১৩৭৬/১৯৫৭, ১খ, ১৩১-৭; (৮) E.I.J. Rosenthal, Political thought in medieval Islam, Cambridge 1958, 62-7; (৯) J.Kritzeck, in J. Kritzeck and R.B. Winder, The world of Islam New York 1959, 159-84; (১০) দা.মা.ই., ১ম সং ১৩৮৪/ ১৯৬৪, ১খ, ৫৮৫-৬।

F. Rosenthal-Cl. Huart (E.I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুত তিলমীয (ابن التلميذ) ঃ আবু'ল-হ'াসান হিবাতুল্লাহ ইব্ন আবি'ল 'আলা সা'ঈদ (সাই, তু. য়াকূত এবং য়াফি'ঈ) ইব্ন (হিবাতিল্লাহ ইব্ন, তু. য়াকূত) ইব্রাহীম, তাঁহার সম্মানজনক উপাধি মুওয়াফ্ফিকুল-মুল্ক ও আমীনুদ্দাওলা। শেষোক্ত উপাধিতেই তিনি অধিকতর পরিচিত। তিনি বাগদাদের একজন 'আরব খৃস্টান চিকিৎসাবিদ ছিলেন। ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ইরানে অবস্থান করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। 'আরবী ভাষায় চমৎকার ব্যুৎপত্তি ছাড়াও তিনি ফারসী ও সিরীয় ভাষা জানিতেন। তাহা ছাড়া কবিতা ও সঙ্গীতেও তাহার দক্ষতা ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন চমৎকার হস্তলিপিকার (Calligrapher)। খৃস্ট ধর্মতত্ত্বে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইসলামী সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। চিকিৎসার সহিত সম্পৃক্ত হাদীছে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন যাজক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় এবং বাগদাদের খৃস্টান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার সমসাময়িকগণ ও পরবর্তিগণ (উদাহরণ 'আবদু'ল-লাতীফ দ্র.) তাঁহাকে খুবই উচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি খলীফা আল-মুক্তাফী (দ্র.), আল-মুসতান্জিদ (দ্র.) ও আল-মুস্তাদীর (المستضى) আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত আদুদুদ-দাওলা কর্তৃক রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ হাসপাতালের খৃস্টান পরিচালক (সাউর, একটি সিরীয় উপাধি) ছিলেন। খলীফা আল-মুস্তাদী তাঁহাকে চিকিৎসা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন এবং এই পদের দায়িত্ব হিসাবে তাহাকে বাগদাদ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের সকল চিকিৎসকের ব্যবসায়িক যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইব্ন আবী উসায়বিআ (১খ, ২৬১) এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণকালে সংঘটিত একটি হাস্যকর কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্নুত-তিলমীয ২৮ রাবীউল-আওয়াল, ৫৬০/১২ ফেব্রুয়ারী, ১১৬৫ সালে চান্দ্র বৎসরের হিসাবে ৯৫ বৎসর এবং সৌর বৎসরের হিসাবে ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ মারা যান। তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য বহু সম্পদ ও একটি বিরাট গ্রন্থাগার রাখিয়া যান। পুত্রের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থাগারটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা যায় যে, ইব্নু'ত তিলমীয চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য (Theory) শিক্ষাদানের ভিত্তিস্বরূপ গ্রীক চিকিৎসাবিদদের রচনাবলী ছাড়াও ইব্ন সীনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কানূন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকজন খ্যাতনামা শাগরিদকে তাঁহার অনুসারীরূপে লাভ করিয়াছিলেন (ফাখরুদ্দীন আল-মারিদীনী, ইব্ন আবি'ল-খায়র, আল-মাসীহী, রাদিয়ুদ্দীন আর-রাহবী, মুওয়াফফিকুদ্দীন ইব্নু'ল-মাতরান প্রমুখ)।

তাঁহাদের অধিকাংশই পরবর্তী কালে ইরাক হইতে সিরিয়া ও মিসর চলিয়া যান। সেইখানে তাহারা নূতন নূতন চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলিই ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মিসরে প্রসিদ্ধি লাভ করে (দ্র. ইব্নু'ন-নাফীস)। ইব্নু'ত তিলমীয চিকিৎসা বিষয়ের সকল শাখাতেই বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি তাহার মৌলিক রচনা নহে। ইহার অধিকাংশই বুকরাত (Hippocrates)-এর Corpus (সংগ্রহ) এবং জালীনূস Galen)-এর গ্রন্থসমূহ অথবা ইব্ন সীনা, রাযী, হুনায়ন ও অন্যান্য খৃস্টান চিকিৎসাবিদের রচনাবলীর ভাষ্য ও সারসংক্ষেপ। যাহা হউক, ঔষধ বিজ্ঞান (Pharmocology) সম্পর্কিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি প্রায়ই পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁহার গ্রন্থ আকরাবাযীন (Pharma- copoeia) [বৃটিশ মিউজিয়াম, Gotha ও মিসরে ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রহিয়াছে] এবং হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য লিখিত ইহার দুইটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। এই সকল গ্রন্থ আদুদী হাসপাতালে তখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সাবুর ইব্ন সাহ্ল (মৃ. ২৫৫/৮৬৯) রচিত ঔষধ বিষয়ক গ্রন্থের স্থল দখল করে। এই সকল রচনা ও অন্যান্য গ্রন্থ (রক্তক্ষরণ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ, আল-মাকালাতু'ল-আমীনিয়া ফি'ল-

ফাস্দ, লাক্ষ্ণৌ ১৩০৮ হি. ও একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক চিকিৎসা পদ্ধতি আল-মুজাররাবাত, সংক্ষিপ্তরূপে; তাহা ছাড়া কাওয়াইদু'ল-আদবিয়া, কিতাবু'ল-আকনা ও কাবিয়ুল আদবিয়া) পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে (তু. Brockelmann, ১খ, ২৩৮, পরি, ১খ, ৮৯১)। এখন পর্যন্ত ইহার কোনটিই মুদ্রিত হয় নাই। য়াকূত তাঁহার অন্যান্য অনেক গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-কিফতী, পৃ. ৩৪০; (২) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ, ২৫৯-৬৭; (৩) Wustenfeld, Gesch. d. arab. Arzte, 97; (৪) Leclerc, Histoire de la medicine arabe (১৮৭৬), ২খ., ২৪-২৭; (৫) Brockelmann, ১খ, ৪৮৭ ও পরি, ১খ, ৮৯১; (৬) G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore 1931, ii, 234; (৭) য়াকূত, ইরশাদ, ৭খ, ২৪৩ প.; (৮) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল জিনান, ৩খ, ৩৪৪; (৯) Dietrich, Medicinalia, no 43 and no. 116; (১০) যিরিক্লী, আ'লাম, ৯খ, ৫৯; (১১) ইব্ন খাল্লিকান, ২খ, ১৯১ (সম্পা. Wustenfeld, v, 129, no. 520); (১২) দা.মা. ই., দ্র. শিরো.।

M. Meyerhof (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুত-তুওয়ায়র (ابن الطوير) ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদু'স সালাম ইবনু'ল-হ'াসান আল-কায়সারানী আল-মিসরী (৫২৫-৬১৭/ ১১৩০-১২২০) ছিলেন শেষ ফাতি'মী শাসকদের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। সুলতা'ন সালাহুদ্দীনের সময় দুর্ভাগ্যবশত হারাইয়া যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুই বংশের ইতিহাস নুযহাতু'ল-মুকলাতায়ন ফী আখবারিদ-দাওলাতায়ন তিনি রচনা করেন। মামলূক যুগের ঐতিহাসিক ইব্নু'ল-ফুরাত, আল-মাকরীযী, আল-কালকাশানদী, ইব্ন তাগরীবিরদী, এমনকি তাহাদের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূন শেষ ফাতি'মীদের ইতিহাস এবং ঐ সময়কার সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞানের বেশ কিছু অংশের জন্য তাঁহার গ্রন্থের কাছে ঋণী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Cl. Cahen, Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides, in BIFAO, xxxviii (1937), 10-14 and 16, n. I.

Cl. Cahen (E.I.[2])/ মনজুর আহসান

ইব্নুদ-দাওয়াদারী (ابن الدواداری) ঃ আবূ বাক্র ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আয়রাক আদ-দাওয়াদারী ছিলেন মিসরীয় ঐতিহাসিক। বায়বারস (Boybars)-গণের দাওয়াদার আমীর সায়ফুদ্দীন বালাবান আর-রূমী আজ-জাহিরীর অধীনে তাহার পিতা জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ্ চাকুরী করিতেন। এই কারণে তিনি দাওয়াদারী উপনামে অভিহিত হইতেন। সালাহুদ্দীন মুনাজ্জিদ তাঁহার পিতামহ (সারখাদ-এর আমীর)-কে ইয়্যুদ্দীন আয়বাক আল-উস্তাদার আল-মুআজ্জামী (মৃ. ৬৪৫/১২৪৭-৪৮)-রূপে প্রমাণ সহকারে শনাক্ত করিয়াছেন যিনি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জীবনীকার ইব্ন আবী উসায়বি'আ (দ্র.)-র পৃষ্ঠপোষক। কতকটা অসম্ভবপর প্রতিপন্ন হইলেও সালজূকী বংশোদ্ভূতরূপে এই পরিবারের পরিচয় দেওয়া হয়।

ইব্নু'দ-দাওয়াদারীর পরিবার কায়রোর হারাতু'ল-বাতিলিয়াতে বসবাস করিতেন। তাঁহার পিতা ১১ বৎসর কাল অর্থাৎ ৭১০/১৩১০ সাল পর্যন্ত শারকিয়া প্রদেশ, বিলায়াতু'ল-উরবান ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মুতাওয়াল্লী পদে কাজ করেন। এই পদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিন দামিশকে গমন করেন। সেইখানে তিনি প্রথমে মিহ্মানদার এবং পরে মুশিদ্দুদ দাওয়াবীন-এর পদ লাভ করেন। যদি মতানৈক্যের কারণে শেষোক্ত পদটি হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তবু ৭১৩/১৩১৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিহ্মানদার পদে বহাল ছিলেন। আজলুন নামক স্থানে দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহাকে আযরিআত-এ তাঁহার মাতা-পিতার কবরের নিকট দাফন করা হয়।

ইব্নু'দ-দাওয়াদারীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে তাহার লেখার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি সম্ভবত বালক বয়সে কায়রোতে বাস করিতেন এবং পরে তাঁহার পিতার সহিত দামিশকে আগমন করেন। তিনিও সরকারী কোন পদে চাকুরী করিয়াছিলেন; কিন্তু পদের নাম উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় এই চাকুরী ছিল মিসরেই। ৭২৩-১৩২৩ সনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ (Chronik, ix, 310) হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, হয়ত বারীদ অর্থাৎ ডাক বিভাগীয় কোন পদে তিনি ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে একখানি বিশ্ব ঐতিহাসিক বিবরণী দুরারু'ত-তীজান এবং অপরখানি উহারই সংক্ষিপ্তসার "কানযুদ-দুরার"। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানির স্বহস্তলিখিত কপি নয় খণ্ডে ইস্তাম্বুলে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ষষ্ঠ খণ্ড (ফাতিমী বংশ সম্পর্কিত) ও নবম খণ্ড (মুহ'াম্মাদ ইব্ন কালাউনের রাজত্বকাল সম্পর্কিত) মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, ৭০৯/১৩০৯ সাল হইতে তিনি এই গ্রন্থের নোট ও খসড়া রচনার কাজ আরম্ভ করেন। শেষ খণ্ড রচনার কাজ আরম্ভ করেন ৭৩২/১৩৩১-২ সালে যাহা ৭৩৬/১৩৩৫ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ যাকী বে-কৃত, Memoire sur les moyens propres determiner en Egypte une renaissance des lattres arabes, Cairo 1910, 13-15; (২) Brockelmann, S II, 44; (৩) Koprulzde Mehmed Fuad, Tu'rk edebiyatind ilk mutasaw wiflar, Istanbul 1918, 279, n. 2-282; (৪) C. l Cahen, Les chroniques arabes, in REI, 1936, 343-4; (৫) Die Chronik des Ibn ad- Dawadari, vi (ed. Salah ad-din al-Munaggid, Cairo 1961; BSOAS, xxvi (1963), 429-31), ix (ed. H. R. Roemer, Cairo 1960); (৬) Fihris Dar al Kutub, v, Cairo 1930, 310.

B. Lewis (E.I.[2])/মোঃ জহুরুল আশরাফ

ইব্নুদ-দাবায়ছী (দ্র. ইব্ন দুবায়ছী)

ইব্নুদ-দায়বা' (ابن الديبع) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ 'আবদু'র রাহমান ইব্ন 'আলী ওয়াজীহুদ্দীন আশ-শায়বানী আয-যাবীদী আশ-শাফি'ঈ, একজন 'আরব ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ৪ মুহাররাম, ৮৬৬/৯ অক্টোবর, ১৪৬১ সালে য়ামানের যাবীদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪৪/১৫৩৭ সালে তথায় ইনতিকাল করেন। প্রাচীন চরিতকারগণ তাঁহাকে ইব্নু'দ-দায়বা নামে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আল-জিরাফী তাঁহাকে কেবল আল-কাদী আল-হাফিজ আবদুর-রাহমান আদ-দায়বা নামে বর্ণনা করেন। ন্যুবিয় ভাষায় দায়বা শব্দের অর্থ শুভ্র

(আল-মুহিব্বী, খুলাসা, ৩খ, ১৯২; তাজু'ল আরূস, ৫খ, ৩২৫)। ইহা তাঁহার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ 'আলী ইব্ন য়ূসুফের উপাধি ছিল।

ইবনু'দ-দায়বা বাল্যকালেই তাহার পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি তাহার মাতামহ দ্বারা যাবীদে লালিত-পালিত হন। এই সময় তিহামাতু'ল-য়ামান ছিল শাফি'ঈ শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি তাঁহার মাতামহের অধীনে সামান্য কিছু অধ্যয়ন করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মাতুল যাবীদের মুফতী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈলের অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁহার নিকট তিনি প্রথমে কু'রআন অধ্যয়ন করেন; অতঃপর গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় ও ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যাবীদের ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত বায়তু'ল ফাকীহ (দ্র.) শহরে হাদীছ-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার হজ্জে গমন করিয়াছিলেন। আস-সাখাবী ও আশ-শাওকানীর বর্ণনানুসারে তিনি ৮৮৩/১৪৭৯ সালে সর্বপ্রথম হজ্জে গমন করেন (EI, প্রথম সংস্করণের ৯৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সাল ৮৮১ সঠিক নয়)। ৮৮৫/১৪৮১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ সম্পাদন করেন। ইহার পর তিনি যায়নুদ্দীন আহমাদ ইব্ন 'আবদি'ল-লাতীফ আশ-শারজী (মৃ. ৮৯৩ হি.)-এর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং ইতিহাস শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। ৮৯৭/১৩৯১ সালে তিনি তৃতীয়বার হজ্জ সম্পাদন করেন। এই সময় তিনি কিছুকাল হিজাযে অবস্থান করেন এবং মিসরীয় শাফি'ঈ মুহাদ্দিছ আস-সাখাবী (র)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। আস-সাখাবী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি কবিতায় ইবনুদ দায়বা হাদীছে'র ইমাম হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কবিতাটি তিনি তাঁহার উস্তাদের মজলিসে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

য়ামানে তাহিরী (দ্র.) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আমির ইব্ন তাহির কর্তৃক শেষ রাসূলীদের নিকট হইতে এডেন অধিকারের প্রায় আট বৎসর পর জন্মগ্রহণ করিয়া ইবনু'দ-দায়বা প্রায় ষাট বৎসর এই রাজবংশের অধীনে বসবাস করেন। তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চতুর্থ ও শেষ তাহিরী শাসক আল-মালিকুজ জাহির দ্বিতীয় আমির ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব। তিনি দ্বিতীয় আমিরের অনুরোধে উক্ত রাজবংশের ইতিহাস সম্বলিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ আল-ইক্'দু'ল-বাহির ফী তারীখি দাওলাতি বানী তাহির (العقد الباهر فی تاريخ دولة بنی طاهر) রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ রচনার পুরস্কারস্বরূপ দ্বিতীয় আমির (৮৯৪/৯২৩/১৪৮৯-১৫১৭) তাঁহাকে খিল'আত ও জায়গীর প্রদান করেন। আমির তাঁহাকে যাবীদে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিরাট মসজিদে হাদীছে'র শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইবনু'দ দায়বা রাজাব ৯৪৪/ডিসেম্বর ১৫৩৭ সালে সেইখানেই ইনতিকাল করেন। নিম্নে তাহার রচনাবলী উল্লেখ করা হইলঃ

(১) বুগয়াতু'ল-মুস্তাফীদ ফী আখবারি মাদীনাতি যাবীদ (بغية المستفيد فی اخبار مدينة زبيد), ইহা তাঁহার বিদ্যমান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে ৯০১/১৪৯৫-৬ সাল পর্যন্ত যাবীদ শহরটির ইতিহাস সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং রচয়িতার আত্মজীবনীর মাধ্যমে গ্রন্থটি সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তথাকার শাসকদেরও ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থটির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অংশ ৯ম/১৫শ শতাব্দী অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়। গ্রন্থটির অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু C. Th. Johanrsen কোপেনহেগেনের একটি ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া ল্যাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Historia Jemanae, Bonn 1828, তিনি ইহাতে ভূমিকা ও টীকা সংযোজন করিয়াছেন। ইবনু'দ দায়বা উক্ত গ্রন্থের দুইটি পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন (ক) আল ফাদলু'ল-মাযীদ ফী তারীখি যাবীদ (الفضل المزيد فی تاريخ زبيد) (খ) কুররাতু'ল উয়ূন ফী আখবারি'ল-য়ামানি'ল-মায়মূন (قرة العيون فی اخبار اليمن الميمون)। শেষোক্তটি দ্বিতীয় আমিরের মৃত্যু ও মামলূকদের দ্বারা মিসর হইতে তাহিরী শাসনের প্রায় সম্পূর্ণ পতনের পর ৯২৪/১৫১৮ সাল পর্যন্ত অবস্থার বর্ণনাসমেত সমাপ্ত হইয়াছে (ইবনু'দ দায়বা দ্বিতীয় আমিরের কিছু সমালোচনামূলক একটি শোকগাথা রচনা করিয়াছেন)। ইবনু'দ দায়বা তাহার জীবনের শেষ বিশ বৎসর যাবীদে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় য়ামান 'উছমানী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। (২) আহসানু'স-সুলূক ফী মান ওয়ালিয়া যাবীদ মিনা'ল-মুলূক (احسن السلوك فی من ولی زبيد من الملوك) রাজায ছন্দে রচিত একটি কাব্য। এই ছন্দ ইতিহাস রচনার উত্তম মাধ্যম নহে (পাণ্ডুলিপি, বার্লিন, ফিহ্রিস্ত, নং ৯৭৬৩; বৃটিশ মিউজিয়াম, ফিহ্রিস্ত, নং ১৫৮৩, প্রথম খণ্ড; খেদীবিয়া গ্রন্থাগার, ফিহ্রিস্ত, ৫খ., ১৩৮; blochet, নং ৫৮৩২; ২য় খণ্ড; Houtsma, Catal d. Une coll. ৪৯০, ৩য় খণ্ড;)। (৩) তায়সীরু'ল-উসূল ইলা জামিই'ল-উসূল মিন হাদীছি'র রাসূল (তু. Brockelmann, ১খ, ৩৫৭), কায়রো ১৩৩১ হি., ইহা ইবনুল আছীর রচিত জামিউল-উসূল গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ। (৪) তাময়ীযু'ত তায়্যিব মিনাল-খাবীছি মিম্মা য়াদূরু আলা আলসিনাতিন নাসি মিনা'ল-হাদীছ (تميز الطيب من الخبيث مما يدور على السنة الناس من الحديث), ইহা আস-সাখাবী রচিত আল-মাকাসিদু'ল জান্না-এর একটি সারসংক্ষেপ এবং ইহাতে অনেক সংযোজনও রহিয়াছে। তিনি হি. ৯০৬ সালে এই গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত করেন (পাণ্ডুলিপি, Brockelmann, পৃ. স্থা; Princeton ফিহ্রিস্ত, নং ৩৬; কায়রো মুদ্রণ ১৩২৪ হি.)। উল্লিখিত গ্রন্থটি হাদীছ সম্পর্কে রচিত এবং ছাত্রদের কাছে উপকারী গ্রন্থরূপে প্রমাণিত। (৫) কিতাবু ফাদাইলি আহলি'ল য়ামান (অথবা ফাদাইলি'ল-য়ামান ওয়া আহ্লিহী), তু. Griffini, Zeitschr. d Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 69, 75; গ্রন্থটি য়ামানের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও ইহার অধিবাসীদের সম্পর্কে রচিত। ইহা ছাড়া ইবনু'দ-দায়বা স্বীয় আত্মজীবনী রচনা করেন। (৬) গায়াতু'ল-মাতলূব ওয়া আ'জামু'ল-মিন্নাতি ফীমা য়াগফিরুল্লাহু বিহিয-যুনূব (غاية المطلوب واعظم المنة فيما يغفر الله به الذنوب)। (৭) কাশফু'ল- কিরবা ফী শারহি দুআই আবী হিরবা, হাজ্জী খালীফা, ৪খ, নং ৮১৭৬; ইবনু'দ দায়বার মাওলিদ শারীফও মুদ্রিত হইয়াছে, লিথো, মক্কা ১৩১৩ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, ৮খ, ২৫৫; (২) আল-আয়দারুসী, আন-নূরুস সাফির, বাগদাদ ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২১২; (৩) আশ-শাওকানী, আল-বাদ্রুত তালি'; (৪) Johnnsen, Historia Jamanae, 8 (তু. পৃ. ১৯৭ প., ২৩৯, ২৪৯); (৫) Rieu, Suppl., নং ৫৮৬, ১খ.; (৬) Brockelmann, ২খ, ৪০০ প., তু. ১৮৫, ৭১২, পরিশিষ্ট ২, পৃ. ৫২৮ প.; (৭) তাঁহার জীবনী সম্পর্কে যে সকল পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যেগুলিকে এখানে ব্যবহার করা হয় নাই, সেইগুলি বৃটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্য পাণ্ডুলিপির তালিকায় (Cat. Cod. Mss. Orient), ২খ, ১৬৭২ ب ১নং টীকায় উল্লিখিত রহিয়াছে;

(৮) আস্-সাখাবী, আদ-দাওউল-লামি, কায়রো ১৩৪৫ হি., ৪খ, ১০৪-৫; (৯) আয-যিরিক্লী, আ'লাম, কায়রো ১৩৭৪ হি., ৪খ, ৯১-২; (১০) আল-জিরাফী, আল-মুকতাতাফ মিন তারীখিল-য়ামান, কায়রো ১৩৬৭ হি., ৮২-৮৫; (১১) দা. মা. ই., দ্র. শিরো.।

C. Van Arendonk-G. Rentz (E.I.[2])/
এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুদ দায়া (ابن الداية) ঃ আহ্'মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন ইব্রাহীম, তূলূনী ঐতিহাসিক। তাঁহার পিতা য়ূসুফ ছিলেন খলীফা আল-মু'তাসিমের পালক ভ্রাতা এবং ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহ্দীর প্রশাসনিক সহকারী। এই সূত্রে য়ূসুফ বাগদাদ ও সামাররার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন এবং তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে বহু সাহিত্যিক ও চিকিৎসক ছিলেন। ২২৪/৮৩৯ সালে ইব্নু'ল-মাহ্দীর ইন্তিকালের পর তিনি দামিশ্'কের উদ্দেশে সামাররা ত্যাগ করেন। তিনি তথা হইতে মিসরে যান এবং তখন হইতে সেখানেই ছিল তাঁহার বাসস্থান। 'আব্বাসী সরকার ও ইব্নু'ল-মুদাব্বিরের সহিত য়ূসুফের সম্পর্ক ছিল বলিয়া তিনি আহ্মাদ ইব্ন তূলূনের সন্দেহভাজন ছিলেন। ইব্ন তূলূন তাঁহাকে বন্দী করেন; কিন্তু তাহার বহু সংখ্যক বন্ধুর হস্তক্ষেপের ফলে অনতিকাল পরেই তাহাকে মুক্তি দেন। য়ূসুফের মৃত্যুর পর আহ্'মাদ ইব্ন তূলূন য়ূসুফের পুত্র আহ্'মাদ ও শেষোক্ত জনের ভ্রাতাকে গ্রেফতার করেন; তাহার নথিপত্র বাজেয়াফত করেন এবং গুপ্তচরবৃত্তির সাক্ষ্য অনুসন্ধান করেন, কিন্তু অপরাধমূলক কোন কিছু না পাইয়া উভয় ভ্রাতাকে মুক্তি দান করেন।

য়ূসুফ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহ্দী সম্বন্ধে একটি গল্পের বই রচনা করেন যাহা নিশ্চিতভাবেই তাঁহার নামে আরোপিত আগানীর ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহ্দী সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর মূল সূত্র (উদাহরণস্বরূপ আগানী, ১খ, ২৫৩, ২৬৮, ২খ, ৩৫৩, ৩খ, ২৯, ৪খ, ৩৩৭, ৩৬১ ৬খ, ২২, ৯খ, ১৪৮, ১৭৩, ১৬খ, ৬, ২৪৯ ইত্যাদি)। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের ন্যায় তিনিও রন্ধন প্রণালী সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং সম্ভবত তাহাকেই বুঝান হইয়াছে, যিনি আবূ নুওয়াস সম্পর্কে একটি গল্পের বই ও আবূ নুওয়াসের একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি সম্ভবত তাঁহার পুত্র আহ্'মাদ-এর রচনাবলীর জন্য প্রচুর বিষয়বস্তু সরবরাহ করেন। ইব্ন হাওকাল কর্তৃক উদ্ধৃত ১খ, ১২৪ [তু. F. Gabrieli, in RSO, xxxvi (১৯৬১ খৃ.), ২৪৬], তাঁহার আখ্বারু'ল-আতিব্বা গ্রন্থটি সম্ভবত আল-কিফ্তী ও ইব্ন আবী উসায়বি'আর উৎস (তাঁহার য়ূসুফ ইব্ন ইব্রাহীমের উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং ইহা এই ক্ষেত্রে একটি যুক্তি হইতে পারে)।

আহমাদ ইব্ন য়ূসুফ সাধারণত ইব্নু'দ দায়া বা স্তন্যধাত্রীর পুত্র নামে পরিচিত (যদিও এই উপনামটি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতার ছিল বলিয়াই মনে হয়)। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই সরকারী কর্মকর্তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্মের যুক্তিসঙ্গত আন্দাজভিত্তিক তারিখ ২৪৫-২৫০/৮৫৯-৮৬৪-এর মধ্যে হইতে পারে। কথিত আছে, তিনি ৩৩০-৩৪০/৯৪১-৯৫১ সালের মধ্যে ইনতিকাল করেন। এই সম্পর্কে কোনও সঠিক বিবরণ নাই। তিনি আহ্'মাদ ইব্ন তূলূনের একটি জীবনী রচনা করেন। ইব্ন সা'ঈদের মুগ'রিব-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতে এই তথ্য জানা যায় (সম্পা. K.Vollers, বার্লিন ১৮৯৪ খৃ., Semitistische Studien, i)। ইহা আহ্'মাদ ইব্ন তূলূনের অনুরূপ জীবনী রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই জীবনী ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে জনৈক 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-বালাবী কর্তৃক রচিত হয় (সম্পা. এম. কুর্দ আলী, দামিশ্ক' ১৩৫৮ হি.)। এতদ্সত্ত্বেও তিনি ইব্নু'দ দায়ার রচনাকে গোলমেলে ও অসম্পূর্ণ বলিয়া সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, উহা পেশাদার ঐতিহাসিকের রচনা নহে। খুমারাওয়ায়হ্ ও হারূন এবং তূলূনী লেখকদের রচিত জীবনী গ্রন্থসমূহ য়াকূত কর্তৃক পৃথক রচনা হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে (য়াকূত', উদাবা, ২খ, ১৫৭-৬০)। কিন্তু এই রচনাসমূহ আহ্'মাদ ইব্ন তূলূনের জীবনীরই সমগোত্রীয়, ঠিক যেমন ইব্নু'দ দায়ার হুস্নুল-উক্বা তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-মুকাফাআ-এর অংশ হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। মুকাফাআ (সং. কায়রো ১৯১৪, ১৯৪০, ১৯৪১ খৃ.) তিনটি অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে রহিয়াছে সৎকার্যের পুরস্কার সম্পর্কে গল্প, কুকর্মের শাস্তি সম্পর্কে গল্প ও সংকটময় অবস্থা হইতে সময়োচিত পরিত্রাণ লাভ সম্পর্কিত গল্প। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নাও হইতে পারে (তু. F. Sayyid, তাঁহার সম্পাদিত ইব্ন জুল্জুলের ত'াবাক'াতু'ল-আতিব্বা, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৭২, টীকা ৪৩)। চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ/জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে রচিত অপর দুইখানা জীবনী গ্রন্থ সংরক্ষণ করা হয় নাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি নকল টলেমীয় Centiloquium (আছ্'-ছামারা)-এর ভাষ্য লিখেন যাহা মূল 'আরবী ছাড়াও (আংশিকভাবে?) গ্রীক ভাষায় অনূদিত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে (Cat. Codicum Astrol., ii, 74, iii, II)। মন্ত্রী 'আলী ইব্ন 'ঈসার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত তাঁহার রচিত Compendium of Logic গ্রন্থটি হারাইয়া গিয়াছে।

মুকাফাআ ও ইব্ন তূলূনের জীবনীর অংশবিশেষ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্নুদ-দায়া তাহার চতুর্দিকের জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। ইব্ন তূলূনের বিরুদ্ধে কোন রকম পারিবারিক শত্রুতা পোষণ করিলেও তিনি কোথাও তাহা প্রদর্শন করেন নাই। অপরপক্ষে তিনি ইব্ন তূলূনের মহৎ গুণাবলীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমসাময়িক সংস্কৃতির ভাষা, প্রচলিত রীতি এবং ব্যক্তি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ তাঁহার রচনাবলীতে ঘনিষ্ঠভাবে চিত্রায়িত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত', পূ. স্থা., ইব্ন যুলাক' ও ইব্ন আসাকিরের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত (সম্ভবত য়ূসুফ ইব্ন ইব্রাহীমের নেতৃত্বে রচিত); (২) Brockelmann, ১খ, ১৫৫, SI, ২২৯; (৩) A. Schade, in ZDMG, lxxxviii (1934), 269-72; (৪) B. Lewis, in Byzantion, xiv (১৯৩৯ খৃ.), ৩৮৩-৬; (৫) আহ্'মাদ বাদাবী, আল-উসূলু'ল-য়ুনানিয়া, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ২৪-৯।

F. Rosenthal (E.I.[2]) / পারসা বেগম

ইব্নুদ-দুবায়ছী (ابن الدبيثي) ঃ জামালুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন য়াহ্'য়া, ইরাকী ঐতিহাসিক, জ. সোমবার, ২৬ রাজাব, ৫৫৮/রবিবার, ৩০ জুন, ১১৬৩ সালে ওয়াসিতে এবং মৃ. সোমবার, ৮ রাবীউছ ছানী, ৬৩৭/৭ নভেম্বর, ১২৩৯ তারিখে বাগদাদে। তাঁহার ওয়াসিতের ইতিহাস গ্রন্থখানি সংরক্ষিত হয় নাই। যায়ল অথবা মুযায়্যাল নামে সচরাচর অভিহিত এবং ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান তাঁহার বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থখানি আস্-সাম্'আনী রচিত গ্রন্থের অনুবৃত্তি যাহা আবার খাতীব আল-বাগ'দাদীর তারীখ বাগদাদ-এ ছিল। এই গ্রন্থটি

পুরাপুরিভাবে জীবনচরিতমূলক, ইহাতে আস্-সামআনীর মৃত্যুর (৫৬২/১১৬৬) পরে এবং তিনি যাহাদের জীবনী রচনা করেন নাই তাহাদের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থভুক্ত অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ইব্নুদ-দুবায়ছীর পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশে তিনি বাগদাদের একজন পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক আল-কাতীঈর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি তাহাকে ইমাম বুখারীর স'াহীহ পড়াইয়াছিলেন (আল-মুখ্তাসারুল-মুহতাজ ইলায়হি, পৃ. ২০) এবং বিশ বৎসরের বয়োকনিষ্ঠ তাঁহার এক ইতিহাসবেত্তা শাগরিদ ইব্নুন-নাজ্জার তাঁহার গ্রন্থের অনুবৃত্তি রচনা করেন। ইব্নু'দ দুবায়ছীর ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার আয-যাহাবী তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন (খণ্ড-১, যাহাতে মুহাম্মাদ (স) হইতে আল-হাসান ইব্ন 'আলী পর্যন্ত জীবনী রহিয়াছে, আল-মুখতাসারুল-মুহতাজ ইলায়হি মিন্ তারীখ ইব্নিদ দুবায়ছী শিরোনামে, মুস্তাফা জাওয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, বাগদাদ ১৩৭১/১৯৫১; খণ্ড-২ একটি জীবনীমূলক ভূমিকাসহ, বাগদাদ ১৯৬৩ খৃ.; উহাতে সম্পাদক সঠিক নিস্বারূপে দাবায়ছী উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লেখকের মৃত্যুর দৃশ্যত ভুল তারিখ ৬৩৯ উল্লেখ করিয়াছেন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুসতাওফী, History of Irbil, ইব্ন খাল্লিকান কর্তৃক উদ্ধৃত, নং ৬৩৩; (২) যাহাবী, হুফফাজ, ৪খ, ১৯৯ প., একই লেখকের তারীখু'ল-ইসলাম ও ইবার দুষ্প্রাপ্য; (৩) ইব্নু'ল-ফুওয়াতী, আল-হাওয়াদিছু'ল-জামি'আ, বাগ'দাদ ১৩৫১ হি., ১৩৫; (৪) আস্-সুবকী, ত'াবাক'াতুশ শাফিইয়্যা, ৫খ, ২৬; (৫) আস্-সাখাবী, ইলান, in F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, লাইডেন ১৯৫২ খৃ., ৩৮৬, ৪০৬; (৬) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, ১৮৫ প.; (৭) Brockelmann, I ৪০২; SI ৫৬৫। এই সময়ের অপর এক ইব্নু'ন-দুবায়ছীর নাম আহ'মাদ ইব্ন জাফার ইব্ন আহ'মাদ (৫৫৮-৬২১/১১৬৩-১২২৪)। তিনি বর্তমান নিবন্ধের ইব্নু'দ-দুবায়ছীর চাচাতো ভাই ছিলেন বলিয়া কথিত। কিন্তু তাঁহার পিতামহের নাম হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না (ইব্নুল ফুওয়াতী, তাল্খীস মাজ্মাইল-আদাব, বাগ'দাদ, ১৯৬২ খৃ., ৪খ, ৮৯৭ প.; (৮) ইব্নুস-সাবুনী, কাতমিলা, বাগ'দাদ ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৩২১, সম্পাদক মুস্তাফা জাওয়াদের একটি টীকাসহ)।

F. Rosenthal (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্নু'দ-দুমায়না (ابن الدمينة) ঃ উমায়া যুগের অন্তিম লগ্নের ও 'আব্বাসী যুগের সূচনাকালের একজন অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবি। তাঁহার নাম ছিল আবু'স-সারী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন আহ'মাদ। তিনি খাছআম গোত্রের শাখাগোত্র বানূ আমির ইব্ন তায়মুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহার মাতা ছিলেন আদ-দুমায়না বিন্ত হুযায়ফা আস্-সালুলিয়া। তাহার সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রীকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধকারী ব্যক্তি তাঁহার হস্তে নিহত হয়। অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ কন্যাকেও হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত ঘটনাহেতু সংঘটিত পারিবারিক বিবাদে নিহত হন। এই কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনাসমূহের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে এবং আগানীতে (১৫ খ., ১৫১-৪) এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া অনেক কৃত্রিম কবিতা রচিত হইয়াছে।

তাঁহার কবিতায় তিনি প্রধানত প্রেম ও প্রেমসঞ্জাত দুঃখ-কষ্টের কথা 'আরবী প্রেমমূলক কবিতার আবেগময় রীতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। আঙ্গিক ও অনুভূতিপ্রবণতার দিক দিয়া সমভাবাপন্ন হওয়ার ফলে তাহার কিছু কবিতা, এমনকি সমস্ত কবিতা অন্য কবির রচিত বলিয়া মনে করা হয়। অপরদিকে কথিত আছে, তিনি ইব্নু'ত তাছমিয়া নামক তাঁহার এক সমসাময়িক কবির একখানা কাসীদা নিজ নামে চালাইয়া দেন (দ্র. বাক্রী, সিমতু'ল লা'আলী, ৪৯০; আরও তু. ঐ, পৃ. ৪৯)। তাঁহার কিছু কবিতা (প্রায়ই প্রক্ষিপ্ত) জনপ্রিয় প্রেমগাথায় পরিণত হয় (আগ'ানী, ১০খ, ১৬১, ১৫খ, ১৫১, ১৯খ, ৮২ প., ২১ খ, ২৫২, ১৭)। আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার আখবার ইব্নি'দ দুমায়না সঙ্কলন করেন (ফিহ্রিসত, ৩খ, ১৩; তু. আগ'ানী, ১৫খ, ১৫১)। একই নামে ইব্ন আবী তাহির কর্তৃক আর একখানা পুস্তক লিখিত হয়। ১৩৩৭/১৯১৮ সালে কায়রোতে তাঁহার দীওয়ান প্রকাশিত হয় (দ্র. মাশ্রিক ১৯২০ খৃ., পৃ. ৪৮৯)। ইহা দারু'ল-কুতুবের দুইটি পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এ. আর. আন-নাফফাখের সুচারু সম্পাদনার জন্য (কায়রো ১৩৭৯/১৯৬০) ছা'লাব ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন হাবীব-এর সংশোধন সম্বলিত সর্বাপেক্ষা পুরাতন পাণ্ডুলিপি (ইস্তাম্বুল আসির, Ef. ৯৫০; O. Rescher, in MFOb, ৫খ, ৫১৫) ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann ,S I, ৪০; (২) ইব্ন কুতায়বা, পৃ. ৪৫৮ প.; (৩) ইব্ন রাশীক, 'উমদা, ২খ, ২৭, ১৯; (৪) ওয়াশশা, পৃ. ৫৪; (৫) আগ'ানী, ১৫খ, ১৫১-৭; (৬) বাক্রী, সিম্তু'ল-লাআলী, পৃ. ১৩৬, ২৬৪; (৭) হামাসা, নির্ঘণ্ট, কালী, য়া'কূত।

J. W. Fuck (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্নুন-নাজার (ابن النظر) ঃ আবূ বাক্র আহ'মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-উমানী; ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে উমান-এ বসবাসকারী 'ইবাদী পণ্ডিত (তিনি খারদালা ইব্ন সামা'আ কর্তৃক নিহত হন)। তিনি ফিক্হ সম্বন্ধীয় কবিতাবলীর সংকলন কিতাবুদ-দাআম-এর প্রণেতা ছিলেন। পুস্তকটির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কায়রোতে হি. ১৩৫১ সনে। তাঁহার অন্য রচনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিতাবু সিলকিল-জুমান ফী সিয়ারি আহ্লি উমান উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. de C. Motylinski, bibliographie du Mazb, in Bulletin de Correspondance Africaine, ৩খ (১৮৮৫), ১৯, নং ২১; (২) 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুমায়দ আস-সালিমী, আল-লুম্আতু'ল-মুরদিয়্যা, মাজমূ সিত্তাতি কুতুব নামক সংকলনে মুদ্রিত, আলজিয়ার্স, n.d. (১৩২৬), ২১৭-৮; (৩) J. Schacht, Bibliotheques et Manuscrits abadites, in R. Afr., c/৪৪৬-৯ (১৯৫৬ খৃ.), ৩৮৩, নং ২৬।

T. Lewicki (E.I.[2]) আবদুল বাসেত

ইব্নুন-নাজ্জার (ابن النجار) ঃ মুহি'ব্বুল্লাহ ইব্ন মাহ'াসিন আল-বাগ'দাদী, ঐতিহাসিক এবং তৎকালীন নেতৃস্থানীয় শাফি'ঈ মুহ'াদ্দিছ', জন্ম বাগদাদে ৫৭৮/১১৮৩ সালে। তাঁহার পিতা পেশাগতভাবে একজন কাগজ প্রস্তুতকারী ছিলেন। তিনি তাহাকে উসূল ও হ'াদীছ' শিক্ষা দান আরম্ভ করেন; তাহার শিক্ষাদাতাগণের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-য়ুমন আল-কিন্দী, ইব্নু'ল-কুলায়ব, ইব্নু'ল-হ'াসীন, ইব্নুল-জাওযী প্রমুখ।। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর যাবত তিনি প্রাচ্যের সকল মুসলিম দেশ, 'আরব ও মিসর পর্যটন করেন। অতঃপর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানে নূতন প্রতিষ্ঠিত আল মুস'তানসি'রিয়া মাদরাসায় হ'াদীছে'র প্রধান শাফি'ঈ অধ্যাপক

ও পরিচালক নিযুক্ত হন। ৬৪৩/১২৪৫ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ইতিহাস, জীবনী, হ'াদীছ'-সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসাবিদ্যা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রেম ও সংসর্গের রীতিনীতি বিষয়ক একুশখানি জ্ঞাত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। এইগুলির মধ্যে শুধু তাহার মদীনার ইতিহাস আদ-দুররাতু'ছ' ছামীনা ফী আখবারি'ল-মাদীনা (الدرة الثمينة فى اخبار المدينة) গ্রন্থকানিই পূর্ণাঙ্গ আকারে টিকিয়া আছে। অপর দুইখানি গ্রন্থ, আল-কামাল ফী মারিফাতির রিজাল (الكمال فى معرفة الرجال) ও তারীখ লি-মাদীনাতি'স-সালাম (تاريخ المدينة السلام) শুধু খণ্ডাংশ আকারে পাওয়া যায়।

তাঁহার সহকর্মী য়া'কূ'ত আল-হ'ামাবী ও তাঁহার ছাত্র ইবনু'স সা'ঈ তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। য়া'কূ'ত তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সংস্কৃতিবান, ইতিহাস ও সৎ সাহিত্যের বোদ্ধা, উৎসাহী সমঝদার, একজন অতি চমৎকার আলাপী ও বক্তা এবং সুন্দর কবিতা রচয়িতা" (ইরশাদ, ৭খ, ১০৩)। তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার তিন হাজার পুরুষ ও চার শত নারী শাগরিদ (مشيخة) ছিল (যাহাবী, হুফফাজ, ৪খ, ২১৩)। ইতিহাস গ্রন্থসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য ইবনু'ন-নাজ্জার মূল লেখকগণের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতেন। সমসাময়িক কালের জ্ঞানী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গে তিনি প্রচুর পত্রালাপ করিতেন এবং তথ্য সরবরাহকারী পণ্ডিতগণের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবার জন্য ব্যাপকভাবে সফর করিতেন।

ইবনু'ন-নাজ্জার-এর বাগদাদের ইতিহাস, যাহা আল-খাতীব প্রণীত গ্রন্থের একটি পরিশিষ্ট (ذيل), আস-সা'ঈ (মৃ. ৬৭৪/১২৭৫-৬), ইবনু'ল-ফুওয়াতী (মৃ. ৭২৩/১৩২৩) ও ইব্ন রাফি' (মৃ. ৭৭৪/১৩৭২-৩) কর্তৃক পরিসমাপ্ত হয়। রিজাল বিষয়ে রচিত তাহার গ্রন্থখানি ইব্ন কিলিছ (Kilic) (মৃ. ৮৫২/১৩৬০-১), হ'াফিয আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৭-৮) ও হ'াফিয ইব্ন হাজার (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮-৯) কর্তৃক পরিসমাপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত ঃ (১) ইবনু'ল ইমাদ, শায'রাত, ২খ, ২২৬; (২) ইব্নুল-ফুওয়াতী, হাওয়াদিছ, পৃ. ২০৫; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৬খ, ২৮-৯; (৪) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ৫২২; (৫) Wustenfeld, Geschicht-schreiber, পৃ. ১২২-৩; (৬) Brockelmann, পরি. ১, ৩৬০; (৭) Hammer-Pugrstall, Literaturges-chichte, ৭খ, ৩৫৭; (৮) Cl. Huart, Histoire, প্যারিস ১৯০১ খৃ., পৃ. ২২৯। আরও উদার আলোচনার জন্য দ্র. (৯) C. E. Farah, Ibn al-Najjar a neglected Arabic Historian, JAOS- এ, ১৯৬৪খৃ., পৃ. ২২০-৩০।

C. E. Farah (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

ইব্নুন-নাত্তাহ্ (ابن النطاح) ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'লিহ ইব্ন মিহ্রান আন্-নাত্তাহ, মুহ'াদ্দিছ', কুলজীবিদ ও ঐতিহাসিক (মৃ. ২৫২/৮৬৬ সন)। তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়; তবে তাঁহার নিস্বা (আল-বাস্রী) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বস্রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। হ'াদীছ' শ্রবণ ও বর্ণনার জন্য তিনি বাগদাদ সফর করিতেন।

ইবনু'ন-নাত্ত'াহ ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকতর গৌরব অর্জন করেন। তাহার নির্ভরযোগ্য সূত্রের মধ্যে ছিলেন আল-ওয়াকিদী, আল-মাদাইনী ও আবূ উবায়দা মা'মার ইবনু'ল-মুছান্না। তাহার লুপ্ত গ্রন্থ কিতাবুদ (অথবা আখবারুদ)-দাওলাতি'ল 'আব্বাসিয়ার কল্যাণে পরবর্তী জীবনীকারগণ তাহাকে 'আব্বাসীদের বংশ ইতিহাসের অন্যতম পথিকৃৎ গ্রন্থকার বলিয়া বিবেচনা করেন। উল্লিখিত গ্রন্থটি তাহার মৌলিক রচনা হউক অথবা F. Rosenthal-এর ধারণামতে তাঁহার শিক্ষক রচিত একটি পূর্ববর্তী গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণ হউক, ইহা নিশ্চিত যে, ইবনু'ন-নাত্তাহই প্রথম 'আব্বাসী বংশের ইতিহাসের রূপরেখা ও কাঠামো প্রদান করেন এবং তাঁহার গ্রন্থ উত্তরসুরিগণের যাত্রাপথ প্রদর্শন করে। এতদ্ব্যতীত ইবনু'ন নাত্তাহ কতিপয় ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক ও কুলজী সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যাহা ইবনু'ন-নাদীম-এর ফিহ্রিস্ত-এ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সম্ভবত মদীনার উৎকর্ষাদি ও ইমরাতগুলি সম্পর্কীয় একটি পুস্তকের প্রণেতা। তবে তাঁহার কোন গ্রন্থই বিদ্যমান নাই এবং ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকগণ কদাচিৎ তাঁহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন বা তাঁহার গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. উদা, তাবারী, ৩খ, ২৭৬; আল-ইক্দু'ল ফারীদ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১খ., ২৭৮)। অবশ্য আ. আদ-দুরী বলেন, ইবনু'ন-নাত্তাহ সম্ভবত 'আব্বাসীগণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আখ্বারু'ল-'আব্বাস ওয়া বিলদিহি-এর প্রণেতা, যাহা পাণ্ডুলিপি আকারে বাগদাদে Institute of Higher Islamic Studies-এর পাঠাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহার প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাগুলি লুপ্ত (২০৪ ফলিও বিদ্যমান) এবং ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থটি আল-'আব্বাস ও তাঁহার বংশধর 'আব্বাসীগণের একটি জীবনীমূলক বর্ষপঞ্জী। পাণ্ডুলিপিটির আকস্মিক পরিসমাপ্তিতে বুঝা যায়, ইহা অসম্পূর্ণ। যাহা হউক, নিশ্চিতভাবে ইবনু'ন-নাত্তাহ-এর প্রতি এই গ্রন্থের আরোপ হইবে দুঃসাহসিক। কারণ তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য অতি সামান্য এবং এই পাণ্ডুলিপিসম্ভূত সিদ্ধান্তও পর্যাপ্ত নহে।

হ'াদীছ'বিদরূপে ইবনু'ন-নাত্তাহ মুহ'াদ্দিছ'মণ্ডলীতে সুপরিচিত ছিলেন যাহারা তাহাকে নির্ভরযোগ্য (ছিকা) মনে করিতেন। এই রায় একজন পথিকৃৎ ঐতিহাসিকরূপে তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

মুসলিমগণের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইবনুন-নাত্তাহ-এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাহার সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা বিস্ময়কর। তাহার জীবন সম্পর্কে নির্দেশনা অত্যন্ত বিরল, তথাপি মাস্'উদীর গ্রন্থকারপঞ্জীতে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (মুরূজ, সম্পা. অনু. Pellat. শা. ৮)। তিনি সাখাবীকৃত ঐতিহাসিকগণের তালিকা (প্রধানত মাস্'উদীর তালিকা হইতে উদ্ভূত, যদিও বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত)-তেও অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Rosenthal, History, 430 ('আরবী অনু. পৃ. ৬৮৬); (২) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১০৭; (৩) হাজ্জী খালীফা, ১খ., ২৮৩; (৪) আল-খাত'ীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ., ৩৫৭-৮; (৫) আয-যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, ৩খ., ৬৪৪; (৬) ঐ লেখক, আল-মুশ্তাবাহ, কায়রো ১৯৬২ খৃ., ১খ., ৭৪; (৭) ইব্ন হ'াজার আল-আসক'ালানী, তাহ্যীবুত তাহ্যীব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৯খ., ২২৭; (৮) ঐ লেখক, লিসানু'ল মীযান, হায়দরাবাদ, ৬খ., ৬৯৩; (৯) ঐ লেখক, তাক্রীবুত তাহ্যীব, মদীনা ১৯৬০ খৃ., ২খ., ১৭০-১। আধুনিক উৎসসমূহ ঃ (১০) G. Levi Della Vida, Les Livres des

chevaux, লাইডেন ১৯২৮ খৃ. (Publication de la fondation De Goeje, ৩৪ খ., ৮); (১১) Brockelmann, SI ২১৬; (১২) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, লাইডেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৭৯, ৩৩৭, ৩৯৯ (?) ৪৩০ ('আরবী অনু. স. আল-আলী, মূল্যবান সংযোজনসহ, পৃ. ১২৭, ৫৪৮, ৬৪২, ৬৯৭); (১৩) আ. দুরী ضوء جديد in bull. Coll. arts and science, ii (১৯৫৭ খৃ.), ৬৫; (১৪) আ. আযযাবী, আত্-তা'রীফ বিল-মুআররিখীন ফী আসরি'ল মুগুল ওয়াত্-তুর্কমান, (التعرف بالمؤرخين فى عصر المغول والتركمان), বাগদাদ ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৩৮-৯।

F. Omar (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

ইব্‌নুন-নাদীম (ابن النديم) ঃ আবু'ল-ফারাজ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী য়া'কূব ইসহাক আল-ওয়াররাক আল-বাগ'দাদী, সুবিখ্যাত কিতাবু'ল-ফিহ্রিস্ত গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা 'আরবী গ্রন্থসমূহের একখানি নির্ঘণ্ট যাহার রচনা স্বয়ং লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী (পৃ. ২, ছত্র ১২; ৩৮, ২৮, ৮৭, ১৯; আরও তু. ১৩২, ৭ ও ২১৯, ৭) ৩৭৭/৯৮৭-৮ সালে সমাপ্ত হয়। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। ইবনু'ন-নাজ্জার-এর যায়ল তারীখ বাগ'দাদ অনুযায়ী (দ্র. Flugel সংস্করণ, ১খ, ১২, টীকা ২) তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ২০ শাবান, ৩৮৫/১৭ সেপ্টেম্বর, ৯৯৫ এবং অন্যদের মতে ৩৮৮/৯৯৮ (দ্র. ইব্ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ৭২, সেইখানে ৩৮, সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ); ৩৮৫ হি. পরবর্তী তারিখসমূহ (যথা ৮৭, ৬; ১৬৯, ১৩, উভয়ই হস্তলিখিত খণ্ড B-তে নাই) অনুলিপিকারগণের সংযোজন; তু. ১৯৩, ১৭ সেইখানে লেখক তৎকৃত গ্রন্থ তালিকাতে শূন্য স্থানসমূহ পূরণের জন্য পাঠকগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। ২৩৭, ৬-এ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৩৪০/৯৫১-২ সালে তিনি জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। তাহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, তাঁহার জন্ম ৩২৫/৯৩৬-৭ সালের পরে হইতে পারে না। তাঁহার পারিবারিক পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাঁহাকে ইসহাক (দ্র.) ইব্ন ইবরাহীম আল-মাওসিলী আন-নাদীম-এর সঙ্গে বা আল-বালাযুরীর জনৈক ছাত্র য়াহয়া ইব্নু'ন-নাদীমের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। তাঁহার উপনাম আন-নাদীম (অর্থাৎ রাজ্যের কোন আমীর উমারার, এমনকি স্বয়ং খলীফার সহচর) দ্বারা কাহার প্রতি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাও জানা যায় না। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই একজন পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন (ওয়াররাক =وراق) যিনি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি করেন এবং সেইগুলি বিক্রয় করেন (দ্র. Dozy, দ্র. পৃ .৩০৩, ২৪; ৩১৮, ৭, ৩৫১, ১৪)। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন (দ্র. যথা পৃ. ৩৩৭, ২৬ প.; ৩৪৯, ৭ যেইখানে দারুর-রূম দ্বারা বাগদাদ শহরের বায়যানটীয়গণের অধ্যুষিত এলাকা বুঝান হইয়াছে)। তিনি কখনও কখনও মাওসিলে অবস্থানের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৮৬, ১২; ১৯০, ২; ২৫৬, ২৫; ও সম্ভবত ১৯৭, ৪; কেননা তূসীর মতে পৃ. ২৭১, আস-সাফওয়ানী মাওসিলের অন্যতম কাযী ছিলেন)। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে তিনি আস-সীরাফী (দ্র.) মৃ. ৩৬৮/৯৭৮-৯), আলী ইব্ন হারূন ইব্নি'ল-মুনাজ্জিম (মৃ. ৩৫২/৯৬৩) (পৃ. ১৪৪, ১১) ও দার্শনিক আবূ সুলায়মান আল-মানতিকী [দ্র.] (পৃ. ২৪১, ১৩)-র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হাদীছও শ্রবণ করিতেন (২৪, ১৪ ইত্যাদি)। তিনি 'ঈসা ইব্ন 'আলী (জ. ৩০২/৯১৪-৫, মৃ. ৩৯১/ ১০০০-১)-এর পরিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই 'ঈসা বানু'ল- জাররাহর মহান উযীর" 'আলী ইব্ন 'ঈসা (দ্র.)-এর পুত্র ছিলেন, যিনি যুক্তিবিদ্যা ও গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয় বিজ্ঞানসমূহে (العلوم القديمة) প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন (পৃ. ১২৯)। তাঁহার বাড়ীতে ইব্নু'ন-নাদীম খৃষ্টান দার্শনিক ইব্নু'ল-খাম্মার (পৃ. ২৪৫, ১২)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। ইঁহাদের সহিত, যাঁহাদের কেহই গোঁড়াপন্থী সুন্নী ছিলেন না, তিনিও দর্শনশাস্ত্র ও বিশেষ করিয়া দর্শনের প্রতি ও বিশেষত আরিস্তু (এরিস্টোটল) [দ্র. ২৪৭, ৪-১৪] এবং সাধারণত বিজ্ঞানসমূহের প্রতি তাঁহাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মীয় সহনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যে শী'আপন্থী ছিলেন উহা তাঁহার জীবনীকারগণের (ইব্ন হ'াজার, l. c.) দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি শী'ঈ-র পরিবর্তে খাস্'সী, সুন্নী-র পরিবর্তে আল-হা'শ্বি'য়্যা ['আম্মী (পৃ. ২৩৩, ২), "সুন্নীগণ"-এর জন্য পৃ. ২১, ১৬; ১৭৯, ১০; ২৩১, ২২], আহ্লু'স-সুন্না-র পরিবর্তে আহ্লু'ল-হ'াদীছ' (পৃ. ২২৫, ১) শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। শী'ঈ ইমামগণের ও আহ্লু'ল-বায়ত-এর নামের পরে তিনি রাসূলগণ-এর নামের সঙ্গে ব্যবহৃত প্রশস্তি অর্থাৎ 'আলায়হি'স-সালাম ব্যবহার করেন (১৭৩, ৩; ২২০, ১৬; ২২২, ৬; ২৩৫, ১২)। তিনি ইমাম আর-রিদ'াকে মাওলানা (২২১, ৬) বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি দাবী করেন যে, আল-ওয়াকি'দী (দ্র.) শী'ঈ ছিলেন, কিন্তু সেই সত্যটি তাকি'য়্যা দ্বারা (৯৮, ২১) গোপন করেন। অধিকাংশ (গোঁড়াপন্থী) "হ'াদীছ'বেত্তা" যায়দিয়্যা ছিলেন বলিয়া তিনি দাবি করেন (পৃ. ১৭৮ প.; ১৯৪, ১৫)। মু'তাযিলীগণকে তিনি বলিয়াছেন আহ্লু'ল-'আদ্ল (পৃ. ১৮০, ২২), আশ্'আরীগণকে বলিয়াছেন আল-মুজাবিরা (পৃ. ১৭৯, ১০; ১৮০, ৭; ১৮১ ছত্র ২, ৫, ২২; তু. আল-ইজ্বার, পৃ. ১৮১, ৬)। তিনি যে ইমামিয়া (ইছ্'না 'আশারিয়্যা বা বার ইমামে বিশ্বাসিগণ) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সাব্'ইয়্যাগণের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণাবোধ হইতে (পৃ. ১৮৯, ১০) এবং তাহাদের ইতিহাস রচনাকালে তিনি যেইসব সমালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে (পৃ. ১৮৬, ২৫ এবং ১৮৮, ৩০)। তিনি বলিয়াছেন যে, জনৈক শাফি'ঈ মনীষী গোপনে ইমামী ছিলেন। তিনি তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শী'ঈগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ ইব্নু'ল-মু'আল্লিম (দ্র. আল-মুফীদ, দা'ঈ ইব্ন হাম্দ'ান, পৃ. ১৯০, ২ ও লেখক খুশ্‌কুনানাজ (sic !) (পৃ. ১৩৯, ২৪)। সেই একই পরিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন য়া'কূ'বী (Jacobite) য়াহ্'য়া ইব্ন 'আদী (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩), যিনি 'ঈসা ইব্ন 'আলীর দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন এবং পেশাগতভাবে ইব্নু'ন-নাদীম-এর ন্যায় একজন পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিকার ও পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন (পৃ. ২৬৪, ৮)।

ফিহ্রিস্ত গ্রন্থখানি, উহার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা অনুযায়ী 'আরবী ভাষায় 'আরব বা অনারব লেখকগণের রচিত সকল গ্রন্থের নির্ঘণ্টরূপে রচনা করা হইয়াছে। ইহা দুই সংস্করণ বা সংশোধন দ্বারা মূল্যায়িত পাঠ আকারে পাওয়া যায়, উভয় সংস্করণের কাল ৩৭৭/৯৩৮ সন। বড় সংস্করণটিতে [দশটি 'আলোচনা' (مقالات) রহিয়াছে। উহাদের প্রথম ছয়টিতে ইসলামী বিষয়ে রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছেঃ (১) মুসলমান, য়াহূদী ও খৃষ্টানগণের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা; তবে কুরআন ও কুরআন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রসমূহের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে; (২) ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব, (৩) ইতিহাস, জীবনী, কুলজী ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ, (৪) কাব্য, (৫) ধর্মতত্ত্ব (كلام), (৬) আইন (فقه) ও হাদীছ। শেষ চারিটি

আলোচনাতে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে, যথাঃ (৭) দর্শন ও "প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহ", (৮) কিংবদন্তী, উপকথা, যাদুবিদ্যা, সম্মোহন ইত্যাদি, একেশ্বরবাদী নহে এইরূপ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস (مقالات) (যথা সাবি'ঈ, মানী ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ও চৈনিকগণ সম্বন্ধে আলোচনা); (৯) আল্-কেমী। সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানিতে রহিয়াছে (ভূমিকা ও লিপিসমূহ এবং বিভিন্ন বর্ণমালা বিষয়ে লিখিত প্রথম আলোচনার প্রথম অধ্যায় ব্যতীত) শুধু শেষ চারিটি আলোচনা, অন্য কথায় গ্রীক, সিরীয় ও অন্যান্য ভাষা হইতে 'আরবী অনুবাদসমূহ ও সেই সব অনুবাদ গ্রন্থের আদর্শে রচিত অন্যান্য 'আরবী গ্রন্থ। বৃহৎ সংস্করণখানির প্রথম অর্ধাংশ (পৃ. ২-১৭২, ৭. Flugel) পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে, P-Paris (de Slane নং ৪৪৫৭) ৬১৭/১২২-১ সালে লিখিত এবং B-Chester Beatty, A. J. Arberry কর্তৃক Islamic Research Association Miscellany-তে, ১খ. (I. R. A. সিরিজ নং ১২, ১৯৪৮ খৃ., ১৯-৪৫); (B-তে শুধু পৃ. ২-১৭২ (Flugel)-এর পাঠই নহে (কিছু সংখ্যক পাতা হারাইয়া যাইবার ফলে পৃ. ১৪, ২২০-২৯, ১৩ বাদে), বরং পঞ্চম আলোচনার শুরু অংশও রহিয়াছে, যেইখানে আন-নাশি'ল-কাবীর (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রথম ভাগের পাঠও দেওয়া আছে। বৃহত্তর সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধ (পৃ. ১৭২, ১১-৩৬০, Flugel) পাণ্ডুলিপি আকারে S-ইস্তাম্বুল-এ রক্ষিত আছে, সেহিত 'আলী পাশা ১৯৩৪ খৃ. (দ্র. H. Ritter, Isl.-এ, ১৭খ, ১৫-২৩)।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানি (পৃ. ২-২১, ২৩ ও ২৩৮, ৫-৩৬০, Flugel) রক্ষিত আছে হস্তলিখিত K-ইস্তাম্বুল-এ, Koprulu ১১৩৫, ৬০০/১২০৩-৪ সালে লিখিত (দ্র. Ritter, l. c.) যিনি দেখাইয়াছেন যে, Flugel-এর পাণ্ডুলিপিসমূহ H, V ও C প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপিসমূহ হইতে গৃহীত। বৃহৎ সংস্করণটির মুখবন্ধ ও সূচীপত্র Flugel-এর পৃ. ২-৪, ৬-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মুখবন্ধে Flugel-এর পাঠের পৃ. ২, ৯-এর পরিবর্তে পাওয়া যায় ঃ "ইহা গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয়গণের রচিত প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহের, যে সমস্ত গ্রন্থ 'আরবী ভাষায় ও 'আরবী লিপিতে (অনুবাদের মাধ্যমে) পাওয়া যায়, উহাদের একটি তালিকা-গ্রন্থ" এবং উহার সূচীপত্রও সেই অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে প্রণয়ন করা হইয়াছে। উভয় ভূমিকারই তারিখ এক, ৩৭৭/৯৮৭-৮, তথাপি Ritter-এর ধারণামতে সংক্ষিপ্তখানিই হয়ত বা প্রথম সংস্করণ এবং মুদ্রিত পাঠ পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে, বিশেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি S, যেমন উহাতে বহু শূন্য স্থান রাখা হইয়াছে যাহাতে পরে তারিখ, নাম, বইয়ের নাম, এমনকি সম্পূর্ণ প্রবন্ধও সংযোজন করা যায়, তাহা হইতে মনে হয় যেন উহা একখানি অসম্পূর্ণ খসড়া। উভয় মুখবন্ধেই আন-নুফূস (النفوس) শব্দটির (পৃ. ২, ৫) পরে নিম্নলিখিত উৎসর্গীকরণ (Flugel ইচ্ছাকৃতভাবেই উহা বাদ দিয়া গিয়াছেন, দ্র. ২খ, ১) পাওয়া যায়ঃ আতালাল্লাহু বাকাআ'স-সায়্যিদি'ল-ফাদি'ল (أطال الله بقاء السيد الفاضل), যাহা হয়ত 'ঈসা ইব্‌ন 'আলীকে (তু. ২২৪, ৬) কিংবা হয়ত দার্শনিকগণের পরিমণ্ডলীর অপর কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নির্দেশ করিয়া থাকিবে। হাজ্জী খালীফা (২খ, ২১১) সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানিকে "ফাওযু'ল-'উলূম" (فوز العلوم) এই নামে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উহাতে পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এই সকল বিজ্ঞানে "সাফল্য লাভের" প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে এবং উহা সহজ সরল 'নির্ঘন্ট' অপেক্ষা বেশী উপযোগী।

দুই সংস্করণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তফাতও রহিয়াছে। শেষের পাঁচটি আলোচনা পূর্ববর্তীগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তারিত; সেইগুলিতে দর্শনের উৎপত্তি, আফলাতূন (Plato) ও আরিস্তু (Aristotle)-এর জীবনী, আলফ লায়লা ওয়া লায়লা বা আরব্য উপন্যাস-এর উৎস, পিরামিড ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। মানীদের (Manichaeans), সাবি'ঈদের ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বিষয়ে লিখিত পরিচ্ছেদে তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত অতি মূল্যবান তথ্যাদি রহিয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি ক্ষতিকর যাদু, নির্দোষ যাদু, ইন্দ্রজাল, কুসংস্কার ও আলকেমী বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। অপরদিকে প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদকে গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সেইগুলিতে আলোচনাধীন লেখক বা কবির রচনাবলীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনীমূলক স্বল্পতম তথ্যমাত্র সংযোজিত হইয়াছে। স্বয়ং পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন বলিয়া তিনি প্রধানত এবং সর্বোপরি বই সম্বন্ধেই অধিক আগ্রহী ছিলেন, লেখক সম্বন্ধে নহে। উহার বিশেষ করিয়া আরও একটি কারণ থাকিতে পারে যে, সেই সময়ে কবি ও লেখকগণের জীবনীমূলক গ্রন্থ (طبقات) ইতোমধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তিনি শুধু সেই সমস্ত গ্রন্থই তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যেইগুলি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা যেইগুলি সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি প্রত্যায়ন করিয়াছিলেন। প্রায়শ তিনি গ্রন্থের আকার উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আধুনিক কবিগণের পরিচ্ছেদে যেইখানে তিনি প্রত্যেক কবির নামের সঙ্গে তাঁহার দীওয়ান-এর পৃষ্ঠা সংখ্যাও (কোন্ আকারের কাগজের পৃষ্ঠা ও ছত্র সংখ্যা কত তাহার উল্লেখসমেত) সংযোজন করিয়াছেন। ইহা তিনি এইজন্য করিয়া থাকিবেন যে, অনেক লিপিকার প্রায়শ ক্রেতাগণের নিকট অসম্পূর্ণ কপি বিক্রয় করিয়া প্রতারণা করিত (পৃ. ১৫৯, ১৭ প.)। অনেক সময়ে তিনি বিখ্যাত লিপিকারগণ (calligraphers) কর্তৃক লিখিত কপিসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন ঃ ইব্‌নু'ল-কূফী, ইব্‌ন মুকলা, আবু'ত-তায়্যিব, আবু'শ-শাফি'ঈ, আত-তিরমিযী (পৃ. ৬১, ৫), ইব্‌ন 'আম্মার, যিনি তৎকালীন আধুনিক কবিতা গ্রন্থের অনুলিপিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন (পৃ. ১৬০-৩) ও অন্যগণ। তিনি গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তি, তাহাদের গ্রন্থাগারসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৪০, ১৮ প., ২৬৫, ২৩) এবং একটি গ্রন্থ নিলামের ঘটনা (পৃ. ২৫২, ২৭ প.) ও পুস্তক ব্যবসায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৭০, ৫ ও ৮; ৭৭, ১৪; ৭৯, ২৩; ২৭১, ৫; ৩৫৯, ২০)। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে (পৃ. ৪, ৭-২১, ২৪) তিনি 'আরব ও অনারব ১৪টি জাতির বর্ণমালা, তাহাদের লিখন পদ্ধতি এবং লেখার কলম ও বিভিন্ন ধরনের কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

রচয়িতা ইমামী ছিলেন বলিয়া ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে এমন কিছু মন্তব্য রহিয়াছে যেইগুলি গোঁড়াপন্থী পাঠকগণের প্রতি আঘাতস্বরূপ হইতে পারে। যেমন তিনি দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মু'তাযিলী মতবাদ ওহীর মাধ্যমে লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. Arberry, l. c., পৃ. ২৯)। কাজেই বিস্ময়ের কিছু নাই যে, একেবারে আদি উদ্ধৃতিসমূহ আত-তূসী (দ্র.) বিরচিত ফিহ্‌রিস্ত 'কুতুবি'শ-শী'আ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আত-তূসীর এক পুরুষ আগে ফিহ্‌রিস্ত-এর একখানি নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন আল-ওয়াযীর আল-হুসায়ন ইব্‌নু'ল-'আলী আল-মাগরিবী [দ্র.] (মৃ. ৪১৮/১০২৭), যিনি আল-হাকিম-এর জনৈক উযীরের পুত্র ছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁহারও

প্রবল শী'আ অনুরাগ ছিল। প্রথম চারিটি আলোচনা সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করেন য়াকূত (মৃ. ৬২৬/১২২৮); তিনি তাঁহার ইরশাদু'ল-আরীব-এ (দ্র. Bergstrasser, ZS-এ, ২খ, ১৮৫) আল-মাগ'রিবীর সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইব্নুন-নাদীম-এর স্বহস্তে লিখিত কপিও ব্যবহার করিয়াছেন যদ্দ্বারা একেবারে সহজে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি এমন কোন একখানি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন যেইখানি B ও S পাণ্ডুলিপি ও Flugel-এর সংস্করণের ন্যায় (দ্র. ১খ, ১৫ প. ও Ritter, l. c., পৃ. ২২ প.) লেখকের স্বহস্তে লিখিত কপির প্রতিলিপি (حكاية) বুঝাইবার জন্য করা হইয়াছিল। আভিধানিক আস-সাগা'নী (মৃ. ৬৫০/১২৫২) তৎকৃত 'উবাব (দ্র. খিযানাতু'ল-আদাব, ৩খ., ৮৩) গ্রন্থে অনুরূপ দাবি করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থখানি ইব্নু'ল-কিফ্‌তী, ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ইব্ন হাজার, হা'জ্জী খালীফা ও অন্যরাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইব্নু'ন-নাদীম ইহা ছাড়াও কিতাবু'ল-আওসাফ ওয়া'ত-তাশ্‌বীহাত (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১২, ২) রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইখানি বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীতঃ (১) কিতাবু'ল-ফিহ্‌রিস্ত mit Anmerkungen hrsg. von Gustav Flugel, ২ খণ্ডে, লাইপযিগ ১৮৭১-৭২ খৃ.; পুনর্মুদ্রণ ঃ (ক) কায়রো ১৩৪৮ হি. (উহাতে Houtsma কর্তৃক WZKM-এ, ৪খ, লাইডেনে রক্ষিত খণ্ডাংশগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; (খ) বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.; R. Tajadod কর্তৃক ফারসী অনু. তেহরান ১৯৬৫ খৃ.; (২) J. Fuck, Neue Materialien zum Fihrist, ZDMG-তে, ৯০খ, ২৯৮-৩২১; (৩) ঐ লেখক, Some hitherto unpublished texts on the Mutazilite movement (পাণ্ডু. B হইতে), Prof. M. Shafi Presentation volume-এ, Lahore ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৫১, ৭৬; (৪) A. J. Arberry, New Material in the Kitab al-Fihrist, in Islamic Research Association Miscellany, ১৯৪৮ খৃ., ১খ, পৃ. ৩৫-৪৫ (পাণ্ডু. B হইতে 'আল-জাহিজ' বিষয়ক নিবন্ধ); ফিহ্‌রিস্ত-এর কিছু কিছু দীর্ঘ অধ্যায় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন; (৫) A. Muller, Die griechischen Philosophen in d. arab. Uberlieferung, Halle ১৮৭২ খৃ.; (৬) H. Suter, Das Mathematikerverzeichnis im Fihrist, Abhandlungen zur Gesch. d. math. Wiss.-এ, ৬খ., (১৮৯২ খৃ.); (৭) ঐ লেখক, ঐ, ১০খ. (১৯০০ খৃ.) ও ১৪খ., ১৯০২ খৃ.; (৮) M. Steinschneider, Die arabischen Ubersetzungen a. d. Griech. (দ্র. ZDMG, ১খ, ৩৭১); (৯) Kessler, Mani, বার্লিন ১৮৯৮ খৃ., ১খ, ৩৩১ প.; (১০) Berthelot, La chimie au moyen-age, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ., ৩খ, ২৬ প.; (১১) G. Ferrand, Relation de voyages etc., ১৯১৩ খৃ., ১খ, ১১৮-৩৬ (বরাতসমেত, পৃ. ১৬ ও পৃ. ৩৪৫, ২০ প., Flugel); (১২) J. Fuck, The Arabic Literature on Alchemy..., Ambix-এ, ৪খ (১৯৫১ খৃ.), ৮১-১৪৪। আরও দ্র.; (১৩) Brockelmann, ১খ, ১৪৭; পরি. ১, ২২৬।

J. W. Fuck (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুন-নাফীস (ابن النفيس) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম 'আলা'উ'দ-দীন আবু'ল-'আলা' 'আলী ইব্ন আবি'ল-হা'রাম ইব্নি'ন-নাফীস আল্-কুরাশী আদ্-দিমাশকী। তিনি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যুর সন-তারিখ ব্যতীত তাঁহার জীবনের অল্প ঘটনা জানা যায়। কারণ তাঁহার সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও ইব্ন আবী উসায়বি'আ তাঁহার লিখিত চিকিৎসকদের ইতিহাস গ্রন্থে ইব্নু'ন-নাফীসের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আল্-'উমারী ও আস্-সাফাদী তাঁহার জীবনের কিছু ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যক্তিগত স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। দামিশ্‌ক অথবা উহার আশেপাশের কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (সম্ভবত আল্-কুরাশিয়্যা গ্রামে)। দামিশ্‌কে তিনি মুহায্‌যিবু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহীম ইব্ন 'আলীর অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তাঁহার এই উস্তাদ মুহায্‌যিবু'দ-দীন 'আদ-দাখ্‌ওয়ার' নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি নিজে ইব্নু'ত-তিলমীয (দ্র.)-এর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হন, যাঁহাদের অনেকে বাগদাদ ও দামিশ্‌ক হইতেও আগমন করেন (তাঁহার মৃত্যু সন ৬২৮/১২৩০, ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ২খ, ২৩৯-৪৬)। ইব্নু'ন-নাফীস চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এক সময় তিনি কায়রো গমন করেন এবং সেইখানে তাঁহাকে মিসরের প্রধান চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হয়। সুলতান প্রথম বায়বারস (দ্র.)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মর্যাদাও তিনি সেখানে লাভ করেন। অনুমান করা হয় যে, তিনি নাসি'রী হাসপাতালে নিযুক্ত ছিলেন এবং এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দান করেন। এই ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন ইব্নু'ল-কুফ্‌ফ (Brockelmann, 1, 649; S I, 899), যিনি শল্য চিকিৎসার উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (দেখুন আল-জাররাহ)। মাস্‌রূরিয়্যা মাদ্‌রাসায় শাফি'ঈ আইনের উপর তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণ আবূ হা'য়্যান আল-গার্‌নাতী (দ্র.) যুক্তিবিদ্যায় তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতির উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ভাষাতত্ত্ববিদ ইব্নু'ন-নাহ্‌হাস (দ্র.) তাঁহার ব্যাকরণ রচনা পদ্ধতির অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হন এবং তাঁহার নিজের জন্য কায়রোতে একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। চান্দ্র মাসের হিসাবে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ২১ যু'ল-কা'দা, ৬৮৭/১৮ ডিসেম্বর, ১২৮৮ তারিখে কায়রোতে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদ, ধন-সম্পদ ও গ্রন্থরাজি সুলতান কালাউন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সদ্য নির্মাণকার্য সমাপ্ত (৬৮৩/১২৮৪) মানসূ'রী হাসপাতালে দান করিয়া যান। রোগীকে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কখনো তাঁহার অভ্যস্ত পদ্ধতি হইতে বিচ্যুত হইতেন না, যতদিন পর্যন্ত রোগীর নিরাময়ের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেন, ততদিন কোন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন না এবং যতদিন পর্যন্ত একটি মাত্র অযৌগিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিজের মনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন, ততদিন কোন যৌগিক ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন না (আল-'উমারী)। চিকিৎসার ব্যাপারে এই সমস্ত আধুনিক ধারণার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং ভক্তজনদের নিকট অত্যধিক প্রশংসিত ও দ্বিতীয় ইব্ন সীনা নামে আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও ইব্নু'ন-নাফীস বাস্তব ক্ষেত্রে চিকিৎসক অপেক্ষা একজন বিজ্ঞ তাত্ত্বিক হিসাবেই অধিক দক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তথাপি তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা সকলের মনেই রেখাপাত

করে। ইব্‌নু'ন-নাফীসের সাহিত্যকর্ম প্রচুর ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রধানত একজন টীকাকার হইলেও স্বাধীন চিন্তা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ লেখাই তিনি নিজের ধ্যান-ধারণা হইতে লিখিয়াছেন, অন্যের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার ধার করেন নাই। ইহার শক্তিশালী প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় যে, তাঁহার ভাষ্য বা টীকামূলক রচনা ছাড়া অন্যান্য লেখায় তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে কোন উদ্ধৃতি বা তাঁহাদের উল্লেখ নাই বলিলেই চলে।

তাঁহার এই স্বাধীন চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইল মানুষের শরীরে রক্ত চলাচল সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ। তাঁহার এই মতবাদ তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রচলিত মতবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সেই সময় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গ্যালেন ও ইব্‌ন সীনার মতবাদ অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহাদের মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কথাই গৃহীতব্য ছিল না। কেহই তাঁহাদের মতবাদের সমালোচনা করিবার সাহস করিতেন না। ইব্‌নু'ন-নাফীসই প্রথম এই দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। তিনি রক্ত চলাচল সম্বন্ধে এই দুই সর্বজনমান্য বৈজ্ঞানিকের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও যথার্থ নয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

ইব্‌নু'ন-নাফীস তাঁহার 'জারহু' তাশবীহি'ল-কানূন লি-ইব্‌নি সীনা' (ইব্‌ন সীনার 'কানূন' গ্রন্থের এনাটমি অংশের ভাষ্য) গ্রন্থে এই দুঃসাহসিক মতবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানা চিকিৎসা বিজ্ঞানের শারীরবৃত্ত (Physiology) বিষয়ের দিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গ্রন্থের ৫ জায়গায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল সম্বন্ধে ইব্‌ন সীনার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইব্‌ন সীনার মত যে গ্যালেনের মতবাদেরই পুনরুক্তি, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদের প্রতিবাদও করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সালাত। আমাদের উদ্দেশ্য হইল, সাধ্যমত উস্তাদ ইব্‌ন সীনা (আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রতি রহম করুন) শারীরতত্ত্বে যে সমস্ত মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলি ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা। তাঁহার কানূন-এর ১ম খণ্ডে ও ৩য় খণ্ডে শারীরতত্ত্ব বিষয়ে যে সমস্ত বর্ণনা রহিয়াছে আমরা সেইগুলি একত্র করিয়া পর্যালোচনা করিয়াছি। ধর্মীয় অনুশাসন ও স্বভাবগত অনুকম্পাই সরাসরিভাবে মানুষের শরীর ব্যবচ্ছেদের পথে আমাদের প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমরা শরীরের অভ্যন্তরস্থ গঠন প্রভৃতি অনুশীলন করিতে আমাদের পূর্বে যাঁহারা এই সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া গ্যালনের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিয়াছি। আমাদের মতে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, হৃৎপিণ্ডের অন্যতম কাজ হইল জীবন-তেজ উৎপাদন করা। এই জীবন-তেজ হইল অতি পরিষ্কৃত রক্ত ও বায়বীয় পদার্থের বিরাট সংমিশ্রণ। সেইজন্য হৃৎপিণ্ডে অতি পরিষ্কৃত রক্ত ও বাতাসের দরকার যাহাতে এই দুইয়ের সংমিশ্রণে জীবন-তেজ উৎপন্ন হইতে পারে, হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে এই সৃষ্টির কাজ হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে ও অন্যান্য যে সব জীবের মানুষের মত ফুসফুস আছে, সেইগুলির হৃৎপিণ্ডে আর একটি প্রকোষ্ঠ থাকা অতীব দরকার যাহাতে রক্ত পরিষ্করণের কাজ চলিতে পারে এবং সেই পরিষ্কৃত রক্ত বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে। কেননা বাতাস যদি ভারী রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে এক রকমের সমজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রকোষ্ঠটি হইল ডান দিককার প্রকোষ্ঠ।

"ডান দিকের প্রকোষ্ঠে রক্ত পরিশোধিত হইয়া বাম দিককার প্রকোষ্ঠে যাওয়া দরকার যেইখান হইতেই জীবন-তেজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে চলাচলের কোন পথ নাই। কেননা হৃৎপিণ্ডের সমস্তটাই জমাট। অনেকেই যেমন ধারণা করিয়া থাকেন ইহার মধ্যে তেমন কোন দৃশ্য চলাচলের পথ নাই কিংবা গ্যালেন যে অদৃশ্য চলাচলের পথের কথা বলিয়াছেন তেমন কোন অদৃশ্য পথও নাই। আসল ব্যাপারটি অন্যরূপ। হৃৎপিণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র সবই বন্ধ এবং ইহার পদার্থগুলিও খুব পুরু। তাই রক্ত পরিশোধিত হইয়া ফুসফুস-ধমনী (Pulmonary artery)-র মধ্য দিয়া ফুসফুসে গিয়া পৌঁছায়। তাহাতেই ফুসফুসের আয়তন (Volume) বর্ধিত হয় যেন পরিশোধিত রক্ত বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বিন্দু পর্যন্ত পরিশোধিত হয়। এই পরিশোধিত অংশ ফুসফুস-শিরা (Pulmonary vein) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়া যায়। ইহা বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া জীবন-তেজ তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করে। রক্তের যে অংশ ভালভাবে পরিশোধিত হয় না, তাহা ফুসফুসেই থাকিয়া যায় এবং ফুসফুসের পুষ্টি যোগায়।

"এইজন্য ফুসফুস-শিরাতে কঠিন পদার্থের দুইটি স্তর রহিয়াছে যাহাতে ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্ত আরও বিশুদ্ধভাবে পরিশোধিত হয়। ফুসফুস-ধমনীতে অন্যদিকে রহিয়াছে পাতলা পদার্থ, যাহাতে শিরার মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া আসিতে পারে। এইজন্যই দুইটি রক্তকোষের অর্থাৎ ফুসফুস-শিরা ও শিরা মধ্যে বোধগম্য চলাচলের পথ রহিয়াছে।" পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি এই ফুসফুস-ধমনী ও মহাধমনীর (Aorta) বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ফুসফুস-ধমনী মহাধমনী অপেক্ষা ছোট। কেননা শিরাতে থাকে অল্প পরিমাণ রক্ত আর মহাধমনীতে থাকে সেই রক্ত ও বাতাসের সংমিশ্রণ, অন্য কথায় সমস্ত দেহের জীবন-তেজ।

অন্য এক পরিচ্ছেদে তিনি হৃৎপিণ্ডে ৩টি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে বলিয়া ইব্‌ন সীনা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইব্‌ন সীনা এরিস্টোটলকে অনুসরণ করিয়াই এই মত প্রকাশ করেন। এরিস্টোটলের মতে দেহের পরিমাপ অনুসারে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যার কম-বেশী হয়, ইব্‌নু'ন-নাফীসের কথায় এই মত ঠিক নয়। হৃৎপিণ্ডে মাত্র দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে, একটি থাকে রক্তে পরিপূর্ণ, এইটি রহিয়াছে ডানদিকে আর অন্যটিতে থাকে জীবন তেজ, এইটি রহিয়াছে বাম দিকে, এই দুইয়ের মধ্যে চলাচলের কোন পথ নাই, তেমনি পথ থাকিলে জীবন-তেজের জায়গায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া জীবন-তেজকে নষ্ট করিয়া ফেলিত। পূর্ববর্তী কালের মনীষীদের এই সম্বন্ধে মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আসলে দুই হৃদ্‌প্রকোষ্ঠের পর্দা (Septum) অন্য স্থানের তুলনায় বেশী ঘন জিনিসে ভর্তি যাহাতে রক্ত বা জীবন-তেজ ইহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে না পারে। যাঁহারা বলেন যে, এই জায়গায় বহু ছিদ্র রহিয়াছে, তাঁহারা মারাত্মক ভুল করেন। এই রকম মনে করিবার কারণ হইল প্রাচীন ধারণা—তাহা হইল, ডান দিকের হৃদ্‌প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত প্রবাহ ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। এই ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে রক্ত ডানদিকের প্রকোষ্ঠে উত্তপ্ত হইয়া ওঠে এবং ফুসফুসের মধ্য দিয়া বাম হৃদ্‌প্রকোষ্ঠে যায়।

বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইব্‌নু'ন-নাফীসের এই মতবাদটি পুরাপুরি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহার আবিষ্কর্তা হিসাবে বিজ্ঞান জগতে তাঁহাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। বস্তুত ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার এই অবদানের কথা প্রচারিতই হয় নাই। ১৯২৪ খৃ. মিসরের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ মুহ্‌য়ি'দ-দীন আত্‌-তাবারী তাঁহার ডক্টরেট থিসিসের প্রবন্ধে ইব্‌নু'ন-নাফীসের এই মতবাদের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার

সেই থিসিস কোন বিজ্ঞান পত্রিকায় বা গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত না হওয়ায় বিজ্ঞানী মহলে কোন সাড়া জাগে নাই। অধ্যাপক Max Meyerhof এই প্রবন্ধ দেখিতে পাইয়া এই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হন এবং ১৯৩৩ খৃ. ইব্নু'ন-নাফীসের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবার পরই এই দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে রক্ত চলাচলের এই বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ আবিষ্কারের সম্মান দেওয়া হইতেছিল ইংল্যান্ডের ১৭শ শতাব্দীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভেকে (William Harvey, 1568-1657)। হার্ভে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন ১৬১৬ খৃ. এক বিজ্ঞান সভায়। তিনি অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহার মতবাদ ব্যক্ত করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলেন, "আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা এতই অভিনব ও অপূর্ব যে, ইহার জন্য শুধু যে ঈর্ষান্বিত লোকেরা ঈর্ষার রোষানলে পতিত হইবে তাহাই নহে, হয়ত সমগ্র মানবজাতিই আমার শত্রুতে পরিণত হইবে। এই চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছি।"

তাঁহার এই 'ভয়' বিনা কারণে নহে। তাঁহার পূর্বে স্পেনের পাদ্রী চিকিৎসক মাইকেল সার্ভিটাস (Michael Servitus) বাইবেলের বাণী The soul is in the blood-এর যথার্থতার প্রমাণ হিসাবে ইব্নু'ন-নাফীসের মতবাদ প্রচার করেন, অবশ্য ইব্নু'ন-নাফিসের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বাইবেলের দোহাই দিয়া তাঁহার খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ Christeanisms Restetution-এ তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানা ১৫৫৩ খৃ. প্রথমদিকে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মবেত্তারা ইহার বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁহাদের মতে এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বাইবেল বিরোধী। সেইটা ছিল ইনকুইজিশনের (Inquisition) মূল। ইনকুইজিশনের বিচারকদের আদেশে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইল এবং বিচারে বাইবেল বিরোধী মতবাদ প্রচার করার জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। সেই বৎসরই অক্টোবর মাসে তাঁহাকে স্টেকে (Stake) জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হয় এবং তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার গ্রন্থখানাও পোড়াইয়া ফেলা হয়।

মাইকেলের অবস্থা স্মরণ করিয়াই যে হার্ভে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন সে বিষেয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ১৬১৮ খৃ. তিনি লিখিতভাবে এই মতবাদ প্রকাশ করেন তাঁহার Exercitateo Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis Animalibus গ্রন্থে। তখন ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্টদের (Protestant) প্রবল প্রতাপ। রাজা প্রোটেস্ট্যান্ট, হার্ভে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। এই মতবাদ বাইবেল বিরোধী বলিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টানরা ইহার বিরোধিতা করিলেও প্রোটেস্ট্যান্টগণ হার্ভের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা লইতে সাহস পাইল না; তাই হার্ভে নিগ্রহের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পসার একেবারে কমিয়া গেল। লোকে বলিত, তাঁহার মাথায় ছিট আছে।

হার্ভে ও মাইকেল ছাড়া ইটালীর রিয়াল্ডো কলম্বো (Realdo Colombo) রক্ত চলাচল সম্বন্ধে এমনি মতবাদ প্রকাশ করেন তাঁহার De re Anatomica Libri xv গ্রন্থে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৫৫৯ খৃ.। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, খৃ. ১৬শ/১৭শ শতকের এইসব য়ূরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ইব্নু'ন-নাফীসের গ্রন্থের কথা জানিতেন কিনা এবং তাঁহাদের আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি না জানাইয়া ইব্নু'ন-নাফীসের মতবাদের স্ব স্ব ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তিমাত্র কি না। মাইকেল তাঁহার গ্রন্থে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলি ইব্নু'ন-নাফীসেরই অনুরূপ। রিয়াল্ডোর ব্যাপারে একই কথা বলা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মনে হয়, তাঁহারা ইব্নু'ন-নাফীসের গ্রন্থের কোন ল্যাটিন অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এখন পর্যন্তও কোন ল্যাটিন অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে অধ্যাপক ম্যাক্স মায়ারহফ ও অধ্যাপক মার্টিন প্লেসনার প্রমুখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইব্নু'ন নাফীসের গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব খৃ. ১৬শ শতকে আন্দ্রিয়া আলপালো (Andrea Alpalo) [মৃ. ১৫২০ খৃ.] এই অনুবাদকার্য করিয়াছিলেন। আন্দ্রিয়া ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল সিরিয়াতে বাস করেন এবং 'আরবী পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধানে ব্যাপক ভ্রমণ করেন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু 'আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, যদিও অনেক কয়টি মুদ্রিত হয় নাই।

ইব্নু'ন-নাফীস চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, ফিক্হ, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই। এখানে তাঁহার কতকগুলি গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা গেল ঃ

১। মূজিযু'ল-কানূন লি-ইব্ন সীনা ফি'ত-তিব্ব, ইব্ন সীনার চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কানুনের সংক্ষিপ্তসার, এই গ্রন্থে কানুন-এর শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শারীরতত্ত্ব (Physiology) অংশ বাদ দিয়া অন্যান্য অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে চিকিৎসকদের জন্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত দরকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। কেননা চিকিৎসা বিষয়ে, বিশেষ করিয়া রোগ ও ঔষধের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ইহাতে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায়। গ্রন্থখানা ৪ খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের থিওরী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ২য় খণ্ডে একক ঔষধ ও একাধিক ঔষধের মিশ্রণ ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ৩য় খণ্ডে শরীরের বিভিন্ন অংশের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ সম্বন্ধে এবং ৪র্থ খণ্ডে অন্যান্য রোগের কারণ, লক্ষণ ও সেইগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় ইহার ভাষ্য, প্রতিভাষ্য ও অন্য ভাষায় অনুবাদের বহর হইতে। হাজ্জী খালীফা এই ভাষ্য ও প্রতিভাষ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম ভাষ্য লেখেন আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-হ'াকিম আশ-শুয়ায়দী (মৃ. ১২৯১ খৃ.)। তাহার পর ভাষ্য লেখেন জামালু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-আকসারা'ঈ (মৃ. ১৩৯৭ খৃ.)। তৃতীয় ভাষ্য লেখেন তায়মূরী নৃপতি উলুগ বেগের (মৃ. ১৪৪৯ খৃ.) নিজস্ব চিকিৎসক নাফীসু'দ-দীন ইব্ন 'ইবাদ আল-কিরমানী। তিনি কিরমানে লেখা শুরু করেন এবং সামারকান্দে ১৪৩৭ খৃ. তাহা সমাপ্ত করেন। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়া গারদু'দ-দীন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-হ'ালাবী ১৫৬৩-৬৪ খৃ. একখানা প্রতিভাষ্য লেখেন। নাফীসুদ-দীনের ভাষ্য ১৯১০ খৃ. লিথোগ্রাফ মুদ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। ইহা তুর্কী ও হিব্রু ভাষায়ও অনূদিত হয়। আল-মুনিজ নামে আর একখানা ভাষ্য প্রকাশ করেন মাহ'মূদ ইব্ন আহ'মাদ আল-আমবাতী আল-হ'ানাফী ১৫শ শতাব্দীতে। এই ভাষ্যখানা খুব বড়। অন্যান্য সময়েও কতকগুলি ভাষ্য প্রণীত হয়। এইসব ভাষ্যকারের দুইজন হইলেন শিহাবু'দ-দীন ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-ঈজী আল-বুলবুলি ও সাদীদু'দ-দীন আল-কাযারূনী। কাযারূনীর ভাষ্যের নাম হইল আশ্-শারহু'ল-মুগনী বা আল-মুগ'নী ফী শারহি'ল-মূ'জিয

Compen- dium Medicine নাম দিয়া মূজিয়ু'ল-কানূন-এর একখানা ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভব গ্রীস হইতে Seter Ha-Mugiz নামে ইহার একখানা হিব্রু অনুবাদও প্রকাশিত হয়। তুর্কী ভাষায় আরও দুইখানা অনুবাদের কথা জানা যায়। একখানা হইল মুসলিহু'দ্-দীন মুসতাফা ইব্নু'স-সুরূরীর (মৃ. ১৫৬১ খৃ.), অন্যখানার অনুবাদকর্তা আহ্মাদ ইব্ন কামাল। ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানা ১৮২৮ খৃ. হইতে ১৯০৬ খৃ.-এর মধ্যে অন্ততপক্ষে ৬বার লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হয়।

২। কিতাবু'শ-শামিল ফি'ত্-তি'ব্ব', ঔষধ সম্বন্ধে ব্যাপক গ্রন্থ। আবু হ'ায়্যানের কথায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঔষধ সংক্রান্ত এই গ্রন্থ তিনি ৩০০ খণ্ডে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষে পরিণত হইত। যাহা হউক, এই ৮০ খণ্ডের সব কয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই, মাত্র ৩ খণ্ড (৩৩শ, ৪২শ ও ৪৩শ খণ্ড) কিছু দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এই ৩ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৯৪, ৯৬ ও ৯৭ এবং এইগুলি গ্রন্থকারের নিজের হাতে লেখা (দেখুন N. Heer, in RIMA, vi (1960), 203-10)। ৪২শ ও ৪৩শ খণ্ড ৬৪১/১২৪৩-৪৪ সনে লিখিত হয়। এই তিন খণ্ড ও আরও দুই খণ্ডের অংশবিশেষ রক্ষিত আছে লোফক ও বডলিয়ন লাইব্রেরীতে (Oxford)।

৩। কিতাবু'ল-মুখতার। মিনা'ল-আগযিয়াঃ (كتاب المختار من الأغذية), খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে পসন্দ-অপসন্দ, বার্লিন সরকারী লাইব্রেরীতে এক কপি রক্ষিত আছে।

৪। রিসালা ফী মানাফি'ই'ল-'আদাইল ইনসানিয়াত, মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য সম্বন্ধে। গ্রন্থখানা কায়রোর লাইব্রেরীতে বর্তমান আছে, গ্রন্থখানা হুমামু'দ-দীন খালীলের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। খুব সম্ভব হুমামু'দ-দীন ছিলেন লুবিস্তানের হাজাবাপি বংশের রাজকুমার।

৫। শারহ ফুসূলি আবকু'রাত, হিপোক্রেটসের Aphorism গ্রন্থের ভাষ্য। ইহার অনেক পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

৬। শারহ্ তাক'দিমাতি'ল-মা'রিফা লি-আবকুরাত ফি'ত-তিব্ব, হিপোক্রেটসের Prognsties গ্রন্থের ভাষ্য।

৭। শারহ ওয়াবা' 'আম লি-আবকুরাত, হিপোক্রেটস-এর মহামারী রোগের গ্রন্থের ভাষ্য।

৮। শারহ রিসালা ইবদিদিয়া লি-আবকুরাত ওয়া তাফসীরি'ল-মারাদি'ল-কাওয়া'ই'দ, হিপোক্রেটসের রোগের শ্রেণী সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাষ্য।

৯। শারহ মাসা'ইল ফি'ত-তিব্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে হুনায়ন ইব্ন ইসহাকের প্রশ্নাবলীর ভাষ্য।

১০। শারহ ইবদিসিয়া লি-আবকুরাত ওয়া তাফসীরি'ল-সাবাদা'ল-ওয়াফিদ।

১১। কিতাবু'ল-মুহাযযিব ফি'ল-কুহ্লঃ চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিশদ গ্রন্থ। চক্ষুরোগ সম্বন্ধে 'আরব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহা বলা যায় না। গ্রন্থখানা বিস্তারিত, তবে অসম্পূর্ণ এবং সংকলন একেবারে মৌলিক নয়। পরবর্তী কালের অনেক গ্রন্থকারই ইহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। যেমন ১৪শ শতাব্দীর মিসরের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী সাদাকা ইব্ন ইবরাহীম আশ-শাদীলী।

১২। শারহু'ল-কানূন, ইব্ন সীনার 'কানূন'-এর ভাষ্য। ভাষ্যখানা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থকার মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি এই ভাষ্য প্রণয়নে 'কানূনের' বিষয়সূচীই প্রধানত অনুসরণ করিয়াছেন। তবে প্রথম তিন অধ্যায় হইতে শারীরবিদ্যা বিষয়ে সমস্ত তথ্য একত্র করিয়া অন্য এক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কানূনের ২য় অধ্যায় আল-আদবিয়া আল-মুফরাদের সাধারণ ঔষধের বিষয়ে আলোচনার পর আকরাবাদীন (Pharmacology) অধ্যায়টি সংযোজন করিয়াছেন। এই অধ্যায়টি কানূনের ৫ম অধ্যায়। এইরূপ বিন্যাসে অধ্যায়গুলি আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংযোজিত হইয়াছে বলা চলে। এই ভাষ্যের বিভিন্ন অধ্যায় মোটামুটি স্বতন্ত্রভাবে সংস্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ চিকিৎসাবিদদের প্রয়োজনীয় অধ্যায় খুঁজিয়া লইতে আঁতিপাঁতি করিতে হইত না। ইহার কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি তুরস্কের আয়া সোফিয়া লাইব্রেরীতে বর্তমান রহিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্য য়ুরোপের রেনেসাঁ যুগের চিকিৎসাবিদ পণ্ডিত আন্দ্রিয়া আলপাগো কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে মুদ্রিত হয় (দেখুন M.T. d' Alvery, in Medioevo e Rinascimento, studr in onore di Bruno Nardi, i, florence 1955, 195 প.)।

১৩। শারহু তাশরীহি'ল-কানূন লি-ইব্ন সীনা, এই গ্রন্থে তিনি রক্ত চলাচল মতবাদ প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, ইব্নু'ন-নাফীসের মতবাদের অনুরূপ মতবাদ প্রচারকালে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী চিকিৎসাবিদগণ তাঁহাদের ধর্মীয় নেতাদের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ইব্নু'ন-নাফীস তেমন কোন বিরোধিতার সম্মুখীন না হইলেও তাঁহার এই মতবাদ তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের মুসলিম জগতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মনে কোন ঔৎসুক্য জাগায় নাই। তাঁহারা ইহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন— ইহার কারণ জানা যায় না। হয় পূর্ববর্তী গণ্যমান্য বিজ্ঞানীদের প্রতি অতি ভক্তি অথবা ইহার পূর্ব শতাব্দী হইতে মুসলিম বিজ্ঞান জগতে অনুসন্ধিৎসার প্রতি অনীহার যে হিমপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল তাহারই বিমূর্ত প্রকাশ। যতদূর জানা যায়, কানূনের এক অজ্ঞাতনামা ভাষ্যকার (Bibliotheque Nationale Arabe 3772) ইব্নু'ন-নাফীসের সহিত একমত পোষণ করেন এবং অন্য একজন অখ্যাত ফাদিলু'ল-বাগদাদী তাঁহার কানূনজা গ্রন্থের ভাষ্যে ইহার সমর্থন করেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন খ্যাত-অখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইহা লইয়া কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। শুধু ১৪শ শতাব্দীর মাহ্মূদ ইব্ন মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩৪৪ খৃ.) তাঁহার কানূনজা গ্রন্থে এই মতবাদের সমালোচনা করেন এবং ইব্নু'ন-নাফীস ইব্ন সীনার যে সমালোচনা করেন তাঁহারও প্রতিবাদ করেন (Berlvi Ahlwardt 6294)।

১৪। কিতাবু'ল-মুহায্যাব ফী তি'ব্বি'ল-'আয়ন (كتاب المهذب فى طب العين), চক্ষুতত্ত্ব (Ophthalmology) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি মুখবন্ধ সমেত দুই খণ্ডে বিভক্ত। মুখবন্ধে গ্রন্থকার মানুষের ও বিভিন্ন জীবজন্তুর চক্ষুর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম খণ্ড দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে তাত্ত্বিক বিষয়, যেমন— দৃষ্টি (vision) এবং চোখের নানা রকম রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অংশে সুস্থ চোখ ও রোগগ্রস্ত চোখের কিভাবে যত্ন লইতে হইবে সেই সম্বন্ধে ব্যবহারিক কার্যনীতি আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কার্যনীতি একত্র করিয়া চোখের বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত রোগ

দেখা দেয় সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা এবং এই সমস্ত রোগে যেসব অবিমিশ্র ও মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে বিষয়গুলির ক্রমিকতা শ্রেণী ও গুরুত্ব অনুযায়ী যেভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসাবিদ হুনায়ন ইব্ন ইসহাক ও 'আলী ইব্ন 'ঈসা প্রণীত গ্রন্থের বিন্যাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গ্রন্থখানি সব দিক দিয়াই চিত্তাকর্ষক। প্রথমত মুসলিম জগতের চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা বিশদ ও সম্পূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ইহাতে একজন সুবিখ্যাত তাত্ত্বিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী কর্তৃক চক্ষুরোগের চিকিৎসা বিষয়ে কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও ব্যবহারিক প্রথার প্রবর্তন।

এই পর্যন্ত গ্রন্থখানির তিনখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা পুরাতন পাণ্ডুলিপিখানি Biblioteca vaticana (Arab. Ms. 307)-তে রক্ষিত আছে। ইহা লিখিত হয় ৮৫১ হিজরীতে (১৪৪৮ খৃ.) এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬। গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে কিতাবু'ল-মুহ্'যাব ফী তি'ব্বি'ল-'আয়ন। দ্বিতীয়খানিও Biblioteca vaticana (sbath MS 17)-তে রক্ষিত রহিয়াছে। ইহা ১৮শ শতাব্দীতে লিখিত অসম্পূর্ণ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭ মাত্র। এই পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে কিতাবু'ল-মুহাযযাব ফী হিকমি'ল-'আয়ন। তৃতীয় পাণ্ডুলিপিখানি আছে বার্লিনের Staatsbibliothek Prenssischer kulturbesitz গ্রন্থাগারে (M 3 or. cet 2365)। এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে কিতাবু'ল-মুহাযযাব। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৫, ১১১৫/১৭০৪ সালে লিখিত।

১৫। শারহ' মাকালা ফি'ল-ইশারাত ইলা 'ইলমি'ল-মানতিক লি-ইব্ন সীনা, ইব্ন সীনার লজিক সম্বন্ধে গ্রন্থ।

১৬। শারহ' কিতাবি'ল-হিদায়া লি-ইব্ন সীনা ফি'ত-তিব্ব, ইব্ন সীনার 'হিদায়া' গ্রন্থের ভাষ্য। আবূ হ'ায়্যান এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। তারীকুল-ফাসাহা-বাগ্মিতার পথ; আবূ হ'ায়্যানের মতে ইব্নু'ন-নাফীস যে ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। খুব সম্ভব এই গ্রন্থখানা সেই ব্যাকরণেরই এক খণ্ড।

১৮। শারহু'ল-লুমা'স লি-আবি'ল-'আলা সা'ইদ, ভাষাতত্ত্ববিদ সা'ইদ ইব্নু'ল-হ'াসান আর-রাবায়ী আল-বাগ'দাদীর ফুসূস গ্রন্থের ভাষ্য।

১৯। শারহু'ত-তানবীহ্ লি-আবী ইসহাক আশ-শীরাযী ফি'ল-ফুরূ', শীরাজের আবূ ইসহাক ইব্রাহীম (মৃ. ১২৮৭ খৃ.) মুসলিম আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ তানবীহ্-এর ভাষ্য।

২০। মুখতাসারু'ল-মানতিক (লজিকের সংক্ষিপ্তসার), আবূ হ'ায়্যান এই গ্রন্থখানার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানা খুব সম্ভব গ্রন্থকারের অন্যতম গ্রন্থ কিতাবু'ল-উবায়কাতের অন্য নাম অথবা ঐ গ্রন্থেরই ভাষ্য। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার কিতাবু'ল-উবায়কাতের ভাষ্য; কিন্তু ইহা অন্যান্য ভাষ্যের মত নয়। সাধারণত ভাষ্যে যেসব আঙ্গিক বর্তমান, ইহাতে তাহার অভাব দেখা যায়।

যুক্তিবিদ্যার উপর ইব্নু'ন-নাফীসের লেখাসমূহের মধ্যে তাঁহার নিজের গ্রন্থ কিতাবু'ল-উবায়কাতের উপর লিখিত টীকা বর্তমান আছে। তাঁহার এই গ্রন্থ এরিস্টোটলের Organon ও Rehoteric (অলংকারশাস্ত্র) গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। যে খণ্ডে Analytica Priora সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাহাতে যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে কিয়াস (দ্র.)-এর সীমিত গুরুত্ব এবং ইসলামী আইনে ইহার আইনগত প্রমাণের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের উপর তাঁহার লিখা এবং আশ-শীরাযী (দ্র.)-র তান্বীহ্-এর উপর লিখিত তাঁহার টীকা বিলুপ্তির হাত হইতে বাঁচিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের উপর লিখিত তাঁহার গ্রন্থ 'মুখ্তাসার ফী 'ইল্মি উসূলি'ল-হ'াদীছ' সংরক্ষিত হইয়াছে।

২১। আর-রিসালাতু'ল-ক'ামিলিয়্যা ফি'স-সীরাতি'ন্-নাবাবি'য়্যা, যাহার ইংরেজী অর্থ করা যায় The Theologus Autodidactus গ্রন্থখানা 'ফাদিল ইব্ন নাতি'ক, নামেও পরিচিত। ইব্নু'ন-নাফীসের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমা তাঁহার সমসাময়িক সবার দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার এই শক্তিমত্তার আর একটি নিদর্শন একটি রচনা, যেখানে তিনি এক নির্জন দ্বীপের পটভূমিকায় কামিল নামের এক ব্যক্তির মুখে বিমূর্ত যৌক্তিকতায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নবী (স)-এর জীবনের ও মুসলিম জাতির ইতিহাসের ঘটনাবলী, এমনকি তাঁহার নিজের জীবনকালে সংঘটিত মোঙ্গলদের আক্রমণ ও মুসলিম শাসকদের দৈহিক অবয়ব, তাহা সুলত'ান বায়াবারসের হউক না কেন সব কিছু— যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সবই ছিল অপরিহার্য। সবই আল্লাহ্‌র নির্দেশে সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহার অপেক্ষা ভাল কিছু সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিগত ঘটনাবলীর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁহার আরও কয়েকটি পুস্তকের নামঃ বুগ্'য়াতু'ত-ত'ালিবীন ওয়া হজ্জাতু'ল- মুতাতাব্বিবীন; বুগ্'য়াতু'ল-ফিতান মিন 'ইলমি'ল-বাদান; রাকা'ইকু'ল- হুলাল ফী দাকা'ইকি'ল-হিয়াল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-'উমারী (শিহাবু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্ন ফাদলিল্লাহ), মাসালিকু'ল-আবসার (ফী আখবারি মুলূকি'ল-আমসার); (২) আস্-সাফাদী (খালীল ইব্ন আয়বাক), আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত, (দেখুন মূল বই ও অনুবাদ in The Theologus Autodidactus); (৩) আস্'-সু'বকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি, ৫খ, ১২৯; (৪) F. Wustenfeld, Geschichte der arabischen Arzte und Naturforscher, Gottingen 1840, 146 f.; (৫) L. Leclerc, Histoire de la medecine arabe, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., ২খ, ২০৭-৯; (৬) Brockelmann, ১খ, ৬৪৯; (৭) S I, ৮৯৯ প. (অনেক সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ দ্র. The Theologus Autodidactus, ভূমিকা, শাখা 8; (৮) মা'হাদু'ল-মাখ্তূতাতি'ল-'আরাবিয়্যা, ফিহরিস্'ল-মাখ্তূ'ত'াত আল-মুসাওওয়ারা, ৩/২খ, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘন্ট; (৯) A Dietrich, Medicinalia Arabica, Gottingen ১৯৬৬ খৃ., নির্ঘন্ট; (১০) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, বাল্টিমোর ১৯৩১ খৃ., ১০৯৯-১১০১; (১১) মুহ্য়ি'দ-দীন আত্-তাতাবী, Der Lungenkreislauf nach el-Koraschi, দিক্তকৃত সন্দর্ভ, Freiburg i, Br. ১৯২৪ খৃ.; (১২) M. Meyerhof, Ibn al-Nafis und seine Theorie des Lungenkreislaufs, in Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, iv, Berlin 1933, 37-88; (১৩) সংক্ষেপিত সংস্করণ in BIE, ১৬খ. (১৯৩৪ খৃ.), ৩৩-৪৬ ও in Isis, ২২খ. (১৯৩৫ খৃ.), ১০০-১২০; (১৪) 'আবদু'ল-কারীম চীহাদী, Ibna

an-Nafis et la decouverte de la circulation pulmonaire, দামিশ্‌ক ১৯৫৫ খৃ. (ইহাতে কানূনের দৈহিক গঠনবিদ্যার উপর ইব্নু'ন-নাফীসের ও কানূনের উপর একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির টীকা আছে); (১৫) G. Wiet, Ibn al-Nafis et la circulation pulmonaire, in JA, 1956, 95-100 (important); (১৬) J. Schacht, Ibn al-Nafis, Servetus and Colombo, in al-Andalus, xxii (1957), 317-36; (১৭) ঐ লেখক, The Thelogus Autodidactus of Ibn al-Nafis, অক্সফোর্ড ১৯৬৮ খৃ. (পূর্ণ গ্রন্থ তালিকাসহ); (১৮) M. Meyerhof (Caero), Ibn an-Nafis (xiiith cent. and his Theory of the Lesser circulation I3 ISIS Vol. xxiii), 935; (১৯) On the Mohon of the Heart and Blood in Animals by William Hary, ed. Alexgnder Bowie, London 1889; (২০) Goyanes, Miguel Serveto, Leologo, Geografo y medicoetc. Madrid 1933; (২১) Emilie Savage-smith, Ibn al-Nafis's Perfected Book on Opthalmology and His Treatment of Trachoma and its Sequelae, Journal for the History of Arabic Science, vol. 4, No 1, 1980; (২২) হাজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ., ২খ., ১০২৪, ৫খ., ৭১৪।

Max Meyerhof-(J. Schacht) (E.I.[2])/
এম. আকবর আলী ও মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্নুন-নাবীহ (ابن النبيه) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন য়াহ্‌য়া কামালু'দ-দীন ইব্নু'ন-নাবীহ, আয়্যূবী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি (মৃ. ৬১৯/১২২২)। তাঁহার সঠিক জন্মস্থান অজ্ঞাত। তবে সম্ভবত তিনি ৫৬০/১১৬৪ সনে মিসরের কায়রো নগরীর সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশাবলী, প্রাথমিক শিক্ষা বা তাঁহার শিক্ষকদের সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

রাজনীতি চর্চা অপেক্ষা মনের পরিতুষ্টি সাধনকেই শ্রেয় ভাবিয়া তিনি কায়রোতে সরল, সহজ, শান্তিময় ও সুখী জীবন যাপন করেন। সেইখানে তিনি অনেকের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুদের মধ্যে কাদী আল-আস'আদ ইব্নু'ল-খাতীব ইব্ন মাম্মাতীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্মানে তিনি একটি কাসীদা বা স্তুতি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার জবিনীকারগণ বলেন, তিনি আয়্যূবী বংশের বহু রাজকুমারের উদ্দেশে প্রশংসাগীতি রচনা করেন, তন্মধ্যে আল-মালিকুল-'আদিল ও আল-মালিকু'ল-মুজাফ্‌ফার গাযীর নাম উল্লেখযোগ্য।

কায়রোতে আশানুরূপ পৃষ্ঠপোষকের অভাবে তিনি সম্ভবত ৬০০/১২০৪ সনে উত্তর জাযীরায় নিসীবীন-এ বসতি স্থাপন করেন। সেইখানে তিনি যুবরাজ আল-আশরাফ মূসার দরবারে দীওয়ানু'ল-ইনশা' পদে রাজকীয় পত্র লেখকের দায়িত্বে নিয়ুক্ত থাকিয়া এক নিশ্চিন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। উহাই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের দরবারেও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তাঁহার এই পৃষ্ঠপোষকের নামে পঁয়ত্রিশটি উৎকৃষ্ট কবিতা উৎসর্গ করেন। এই সকল প্রশংসাগীতির প্রণয়োদ্দীপক প্রস্তাবনা (নাসীব) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন উঁচুদরের প্রেম-কবি ছিলেন। তিনি ৬১৯/১২২২ সনে নিসীবীনে ইনতিকাল করেন।

১২৯৯/১৮৮১ সনে বৈরূতে ও ১৩১৫/১৮৯৫ সনে কায়রোতে 'আলী পাশা ফিকরীর টীকাসমেত তাঁহার দীওয়ান (কবিতা সংকলন) প্রকাশিত হয়। কথিত আছে, তিনি নিজেই গ্রন্থখানির বিষয় নির্বাচিত করেন। উহার পরবর্তী সংস্করণে দুইটি মুওয়াশ্‌শাহ ও একটি রুবা'ঈ ছাড়াও ১৫৯০টি শ্লোক রহিয়াছে। প্রশংসা-গীতির প্রস্তাবনায় এবং কোন, কোন অসম্পূর্ণ পাঠ্যাংশে প্রণয়াবেগ গুরুত্ব লাভ করিলেও ইব্নু'ন-নাবীহ-এর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্তুতিবাদ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ১৪৩-৫০; (২) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ, ৮৫; (৩) সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা, কায়রো ১২৯৯হি., ১খ, ২২৬; (৪) যিরিকলী, আ'লাম, ৫খ, ১৫২; (৫) কাহহালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৭খ, ১৯১; (৬) J. Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৮৭-১০৪; (৭) এম. কে. হুসায়ন, দিরাসাত ফি'শ-শি'র ফী 'আসরি'ল-আয়্যূবিয়্যীন, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৫৩-৬১; (৮) 'ইয্‌যাত হাসান, ফিহ্‌রিস মাখতূতাত দারি'ল-কুতুব আজ-জাহিরিয়্যা "আশ-শি'র", দামিশক ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২৩০-১; (৯) Brockelmann, ১খ, ৩০৪, S I, পৃ. ৪৬৫।

J. Rikabi (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলহি বখ্‌শ

ইব্নুন-নাহ্হাস (ابن النحاس) ঃ প্রকৃত নাম আহ্‌মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল (মৃ. ৩৩৮/৯৫০), একজন মিসরীয় ব্যাকরণবিদ। ইব্নু'ন-নাহ্হাস প্রাথমিক যুগের কাব্যে, বিশেষভাবে কু'রআনে পারদর্শী ছিলেন। সীমিত ও আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার সময়ে বসরা ও কূফাবাসীদের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল তিনি তাহাতে কোন অংশগ্রহণ করেন নাই; বরং নিজেকে অধিকতর জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত রাখেন, বিশেষভাবে কু'রআনের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এই জ্ঞান-সাধনার ফলস্বরূপ তিনি "কিতাব মা'আনি'ল-কু'রআন" (كتاب معانى القرآن) ও "কিতাবু'ন-নাসিখ্ ওয়া'ল-মান্‌সূখ" (كتاب الناسخ والمنسوخ) নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন (যাকী মুজাহিদ কর্তৃক কায়রোতে প্রকাশিত)। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহার ব্যাপক পড়াশুনা ও অন্যান্য মতের বিদ্বানগণের সহিত অনেক যোগাযোগ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। একজন বৈয়াকরণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি মাত্রায় সাহস ও অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করেন। অবশ্য তিনি তিনজন কু'রআন বিশেষজ্ঞ, যেমন আল-যাজ্জাজ, আল-আখ্‌ফাস ও মুবাররাদের ছাত্র ছিলেন (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৪)। প্রকৃতপক্ষে জানা যায় যে, যেই সমস্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন না, সেই সমস্ত ব্যাপারে তিনি প্রায়ই শাফি'ঈ কাযী ইব্নু'ল-হাদ্দাদ-এর সহিত পরামর্শ করিতেন (তু. আখ্‌বারু'ল-হাল্লাজ, সম্পা. Massignon, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৭৮) এবং তিনি সকলের নিকট হইতে, এমনকি যাঁহারা যুক্তিতর্কের চর্চা করিতেন (أهل النظر) তাঁহাদের নিকট হইতেও তথ্য গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। এই অবস্থার কারণেই তিনি তাঁহার উত্থাপিত সকল প্রশ্নেই নিজস্ব মতামত গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মতামত একজন আদর্শবাদীর দৃঢ়তা সহকারে বর্ণনা করিতে তাঁহার দ্বিধা ছিল না। আল-খালীল-এর একটি কপি তাঁহার

নিকট ছিল এবং কূফাবাসীদের কুরআন-এর ব্যাখ্যাকে তিনি ভুল বলিয়া দোষারোপ করিতেন। এইভাবে এই ব্যাকরণবিদ, যিনি বস্‌রা মতবাদের প্রতি অস্পষ্টভাবে কিছুটা নৈকট্য অনুভব করিতেন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (أحكام شرعية)-এর বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে নূতন বিভিন্ন সমস্যার ছোটখাট বিরোধ এবং পূর্বসূরিগণ প্রদত্ত কুরআন-এর অর্থের ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন। সাধারণভাবে নাস্‌খ (نسخ) (দ্র.) অর্থাৎ রহিত করা বা বাতিল করার ধারণার প্রতি ইব্নু'ন-নাহ্‌হাসের একটি স্পষ্ট ঘৃণা ছিল। কেননা ইহাতে কু'রআনের আয়াতকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। সমানভাবে তিনি মাজায্ (مجاز) (দ্র.) বা কু'রআনের রূপক অর্থ গ্রহণকে অপসন্দ করিতেন, যেইখানে অনেক পণ্ডিত কু'রআনের কোন কোন আয়াতের রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শাফি'ঈ সমাধান অর্থাৎ নাদ্‌ব (ندب)-এর অনুসরণকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং এইভাবে মানসূখ (منسوخ) বা রহিতকৃত আয়াতসমূহের মর্যাদা নৈতিক উপদেশ হিসাবে বজায় থাকে। বিষয়বস্তু যখন এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, সেইখানে সামান্যতম নমনীয়তা বা আপোস-রফার অবকাশ নাই (যেমন হজ্জ অথবা জিহাদ), তখন মানসূখ বা আয়াত রহিত হওয়ার মত মানিয়া লওয়াই একমাত্র পথ। ইব্নু'ন-নাহ্‌হাস নিজেকে সর্বদা ধর্মীয় বিষয়াদিতেই নিয়োজিত রাখিতেন। আল্লাহ্‌র নামসমূহের অর্থ বিষয়ক তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। চাপা ও মৌন স্বভাবের এই মানুষটি একাধারে ধনলিপ্সা ও কৃচ্ছ্রের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কখনও জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ করেন নাই এবং তাঁহার মৃত্যুর ঘটনার সহিত অনেক অপ্রিয় ও ব্যঙ্গাত্মক গল্প প্রচলিত হইয়াছে। সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পূর্ববর্তী, এমনকি তাঁহার সমসাময়িক বৈয়াকরণদের হইতে ভিন্ন ধরনের হইলেও ইব্নু'ন-নাহ্‌হাস মনের অসাধারণ একাগ্রতা সহকারে এমন পথ অনুসরণ করেন, যেই পথের অনুসরণ যদিও তাৎক্ষণিক কম সাফল্যের সহিত তাহাকে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নাদি, যেমন সুন্নাহ ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মর্যাদা, আল্লাহ্‌র নামসমূহে প্রতিফলিত তাঁহার গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann ১, ১২৩, পরি, ১, ২০১; (২) যুবায়দী, ত'াবাক'াত, ১৯৫৪ খৃ., সং, পৃ. ২৩৯; (৩) কি'ফ্‌তী, ১খ., ১০১; (৪) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ১৩২৬ হি. সং, পৃ. ৩২।

J. C. Vaet (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্নু'য-যাক্কা'ক (ابن الزقاق) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন আতি'য়াতিল্লাহ্ ইব্ন মুতাররিফ ইব্ন সালামা, একজন আন্দালুসীয় কবি। তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে সম্ভবত ভ্যালেনসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্যই তাঁহার নিস্‌বা আল-বালান্‌সী হইয়াছে, যদিও মাঝে মাঝে তাঁহাকে আল-মুরসী (মুরসিয়া হইতে নিস্‌বা) সম্ভবত ভুলক্রমে দেওয়া হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সামান্য যাহা জানা যায়, তাঁহার কিয়দংশ পরস্পরবিরোধী। ভিন্ন লেখক অনুসারে তাহার বংশতালিকা ভিন্ন হয়, কিন্তু সর্বাধিক সম্ভাব্য বংশতালিকা হইল যাহা শুরুতে উল্লিখিত হইয়াছে। জানা যায় যে, তাঁহার মাতা মহান কবি ইব্ন খাফাজা (দ্র.)-র ভগ্নি ছিলেন; তাঁহার পিতা সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরস্পরবিরোধী ইব্ন 'আবদি'ল মালিক তাঁহাকে সেবিলের বানূ আব্বাদ (দ্র. আব্বাদী)- এর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, যখন আল-মুরাবিতুন (৪৮৪/১০৯১) কর্তৃক আল-মু'তামিদ উৎখাত ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন তখন তিনি এই সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, তিনি ভ্যালেনসিয়াতে বসবাস করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি বড় মসজিদের মুআয্‌যিন ছিলেন। আল-মাক্কারী (Analectes, ২খ, ১৯৬) বলিয়াছেন যে, তিনি একজন দরিদ্র কারিগর ছিলেন এবং একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে তাহার পুত্র একটি ভূমিকা পালন করিয়াছেন যাহা রূপকথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন লেখকগণও তাঁহার বংশগত নাম সম্বন্ধে একমত নহেন ঃ কেহ তাঁহার নিস্‌বাকে আল-লাখ্‌মী বলিয়া মনে করেন যাহা খাঁটি 'আরবীয় উৎসের ইঙ্গিতবহ, অন্যেরা বার্বার জাতিভুক্ত হিসাবে প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে আল-বুলুগগীনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্নু'য-যাক্কা'ক নামে এই কবি পরিচিত হয়া সম্পর্কেও তাঁহারা একমত নহেন। এই নাম অন্য নামের সহিত মিশিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা বিকৃত হইয়া ইবনুর রাক্কাক ও ইবনুদ-দাক্কা'ক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তিনি ইবনুস-সীদ আল-বাত'ালয়াওসী (দ্র. আল বাতাল্‌য়াওসী)-র নিকট হ'াদীছ' শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার মাতুল ইব্ন খাফাজার নিকট কবিতা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিস্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ লিপি (যাহা তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন) অনুসারে তাঁহার জীবনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সুখময়। তিনি ৫২৮/১১৩৩ অথবা ৫৩০/১১৩৫ সালে চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই ইনতিকাল করেন।

ইব্নু'য-যাক্কা'ক (যাহার কবিতাগুলি দীওয়ান আকারে সংকলিত, এক হাত হইতে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে) অল্প সময়েই প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং 'আরব লেখক ও সমালোকগণ, এমন কি আধুনিক প্রাচ্য ভাষাবিদগণও তাঁহাকে মুসলিম স্পেনের একজন মহান কবি হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। E. Garcia Gomez- এর মতে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি ইব্ন খাফাজার অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু অন্ধভাবে নয়; তাহার কবিতা কম দীপ্তিমান প্রতীয়মান হইলেও অধিকতর সংযত ও মার্জিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, নং ১৮৪৪; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী, আয্'-যায়লওয়াত তাক্'মিলা, সম্পা. ইহ্'সান 'আব্বাস বৈরূত ১৯৬৪ খৃ., ৫খ., ২৬৫-৮; (৩) ইব্ন দিহ'য়া, আল-মুত'রিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১০০-১০; (৪) ইব্ন সা'ঈদ, আল-মুগ'রিব, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ২খ., ৩২৩-৩৮; (৫) H. Peres, Poesie andalouse, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., নির্ঘন্ট; (৬) E. Garcia Gomez, Inb al-Zaqqaq, Poesias, সম্পা. ও অনু. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ.। দীওয়ান ইবনিয-যাক্কাক আল-বালান্‌সীর সম্পাদনাটি, যাহার উপর পূর্বে গবেষণা হইয়াছে, আফীফা মাহমুদ দায়ারানী কর্তৃক ১৯৬৪ খৃ. বৈরূতে প্রকাশিত হইয়াছে।

F. De La Granga (E.I.[2])/আবদুর রহমান মামুন

ইব্নুয-যাবীর (ابن الزبير) ঃ আবূ কাছ'ীর 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যাবীর ইব্নি'ল-আশয়াম আল-আসসাদী ১ম/৭ম শতাব্দীর একজন 'আরবী কবি। পরবর্তীকালে তিনি প্রাচীন (Classical) রীতিতে স্থানীয় উমায়্যাদের, বিশেষত আস্‌মা ইব্ন খারিজার প্রশংসায় স্তুতিকাব্য রচনা করেন। কূফা দখলকারী মুস'আব ইব্নু'য-যুবায়রের অনুসারিগণ-কর্তৃক তিনি বন্দী হওয়ার পর মুস'আব তাঁহার প্রতি নম্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তীকালে তিনি যুবায়রীদের প্রশংসায় স্তুতিকাব্য রচনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যুবায়রের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি

কবির বন্ধু ছিলেন। স্বীয় ভ্রাতা আমরের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আগানীর মতে তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাকে সকলেই ভয় করিত। কারণ ইহা অশ্লীল না হইলেও অত্যন্ত তিক্ত ছিল। তাঁহার মাতুল মুআবি'য়া (রা)র কারণে কূফার শাসনকর্তা 'আবদু'র-রাহমান ইবন উম্মিল হাকামের সহিত তাঁহার বিরোধ সম্যক জানা ছিল। অধিকন্তু তিনি খলীফার নিকট তাঁহার ভাগিনেয় দ্বারা কবির প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কারণ কবি যাহাতে ন্যায় বিচার লাভ করেন খলীফা তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন তাঁহার কোন একটি বহুল উদ্ধৃত কবিতায় তিনি আল-হাজ্জাজকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। কথিত আছে, তিনি শেষোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এক অভিযানে অথবা মেডিয়ার সামরিক অভিযানে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগদান হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় পালায়নকালে সম্ভবত ৭৮/৬৯৮ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'য-যাবীরের কিছু সংখ্যক শ্লোক অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, আগানী ১৩খ, ৩৩-৪৯-এ বিস্তারিত উল্লেখ আছে, বৈরূত সংস্করণ ১৪ খ, ২১১-৪৬; আরও দ্র.ঃ (২) জাহি'জ, বায়ান, ১খ, ২২৬; (৩) ঐ লেখক, বুখালা, সম্পা. হা'জিরী, ২০৭, ৩৮০; (৪) ইব্‌ন কু'তায়বা, শির, নির্ঘন্ট; (৫) ঐ লেখক, উয়ুন, ,২খ, ১৮৬; ৩খ., ৬৭, ২৬৫; (৬) ইব্‌ন সাল্লাম, ত'াবাক'াত, ১৪৬; (৭) মুবাররাদ, কামিল, ১২২, ২১৭, ৬৬৫; (৮) হুস্‌রী, যাহ্‌র, ৪০৫, ৪৭৪, ৮১৭; (৯) তাবারী, ২খ, ২৩১, ২৬৯, ৮৭১; (১০) মাস্'উদী, মুরূজ, ৫খ, ৩০০-১; (১১) মারযুবানী, মুজাম ২৪৪, ৪৭০; (১২) বাগ'দাদী,, খিযানা (বুলাক) ১খ, ৩৪৫; ২খ, ১০০; (১৩) ইবনু'ল আছীর, ২খ, ৩১৭, ৪খ, ৩০, ২৭২, ৩০৭; (১৪) তিব্‌রীযী, শারহ দীওয়ানিল-হ'ামাসা, স্থা.; (১৫) Caetani, Annali ২খ, ২৩১, ২৬৯, ২৬৯, ৮৭১; (১৬) nallino, Letteratura, ১৩৩, ১৪৩, ফরাসী অনু. ২০৫-৬, ২২০

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মোঃ সাহাবুদ্দিন খান

ইব্‌নুয-যায়্যাত (ابن الزيات) ঃ আবূ য়াকু'ব য়ূসুফ ইব্‌ন য়াহ্'য়া ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান, মরক্কোর বিদ্বান ও ফাকী'হ, জীবনীকাররূপে বিখ্যাত ও সম্মানিত; তিনি তাদ্‌লা (তাদিলা)-র অধিবাসী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশকাল মাররাকুশ ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অতিবাহিত করেন। তিনি মরক্কোর বিখাত সূ'ফী আবু'ল-'আব্বাস আস সাব্‌তী (৫২৪/৬০১-১১৩০/১২০৪)-র অন্যতম সহচর ছিলেন। রেগরাগার কাদী পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি ৬২৮ বা ৬২৯/১২৩০-১ সনে ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, তাঁহার লাশ মাররাকুশ-এ নীত হয় এবং নগর-প্রাকারের বহির্ভাগে বাবুল খামীস নামে পরিচিত ফটকের নিকটে সীদী মুহ'াম্মাদ আল ফাররান ও সীদী মুহাম্মাদ আল-বারবুশীর কুব্বাতে দাফন করা হয়।

ইবনু'য-যায়্যাত আত্-তাদিলী তাঁহার বিখ্যাত সূ'ফী জীবনীসংগ্রহ আত-তাশাওউফ ইলা রিজালিত্-তাস'াওউফ (সম্পা. A. Faure, রাবাত, ১৯৫৮ খৃ.)-এ যে সকল সূ'ফীর জীবনী (fioretti) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনাচরণেও তিনি তাহাদেরই ন্যায় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ৬১৭/১২-১ সালে সমাপ্ত এই মূল্যবান সূ'ফী-জীবনী গ্রন্থখানি আহ্‌মাদ ইব্‌রাহীম আল-মাজিরী-এর আল-মিনহাজুল-ওয়াদি'হ ফী তাহ্'কীকি কারামাতি আবী মুহ'াম্মাদ স'ালিহ', 'আবদু'ল-হাক্ক আল-বাদিসী-এর মাক্‌সাদ ও ইব্‌ন কুনফুয আল-কুসানতীনী-র উন্‌সু'ল ফাকীর গ্রন্থের সমবায়ে মরক্কোর ধর্মীয় ইতিহাসের প্রাচীনতম তথ্য-উৎস। তাশাওউফ গ্রন্থে ৫ম/১১শ ও ৭ম/১৩শতক শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে মাররাকুশ বা দক্ষিণ মরক্কোবাসী বা অবস্থানকারী দরবেশগণের (সালিহুন) জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। ইবনু'য যায়্যাত দেশের সকল দরবেশের জীবনীসম্বলিত দ্বিতীয় আরেকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই; তবে মরক্কোর মহান সূ'ফী আবু'ল-'আব্বাস আস-সাব্‌তী সম্বন্ধে তিনি যে চমৎকার বিজ্ঞপ্তি লিখিয়াছিলেন তাঁহার একাধিক কপি রহিয়াছে। ইহা প্রায়শই তাশাওউফের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সংযোজিত করা হইয়া থাকে। কাদী 'আব্বাস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মাররাকুশী তাঁহার ইলাম বি-মান হাল্লা মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আলাম এর ২য় খণ্ডে উহা নকল করিয়াছেন) ফেয ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ২৪০-৬৫ দ্র.; A. faure, Abul-Abbas al-Sabti, la justice et la charite, in Hesperis, xliii [1956]. 448-56]) । সাহিত্যের ক্ষেত্রে আল-হারীরীর মাকামাত-এর একখানি ভাষ্য ইবনু'য-যায়্যাত-এর প্রতি আরোপিত ; কিন্তু উহা বিলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবনু'য-যায়্যাত-এর গ্রন্থাবলীর জন্য দ্র. ঃ (১) আহ্'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ বি-তাত'রীযিদ-দীবাজ, ফেয ১৯০০ খৃ., পৃ. ৩৮৬; (২) ইবনু'ল-মুওয়াক্কি'ত, আস্-সাআদাতু'ল আবিদয়্যা ফিত্-তারীফ বি-মাশাহীরি'ল-হা'দ্‌রাল-মাররা কুশিয়া, ফেয ১৯১৮ খৃ., ১খ, ১৪৭; (৩) E. Levi-Provencal, Chorfa, ২২০। মরক্কোর ধর্মীয় ইতিহাসের প্রাচীনতম তথ্যাবলীর জন্য দ্র.; (৪) 'আবদু'ল-হ'াক্ক আল-বাদিসী, আল-মাক্‌সাদ (রীফের সূ'ফীগণের জীবনী), টীকাসহ ফরাসী অনু. G. S. Colin in AM, xxvi (1926), I প.। তাশাওউফ-এর প্রামাণ্য বিষয়ে দ্র.; (৫) Hesperis, xli (1954), 482; (৬) A Faure, Le Tashawwuf et l'ecole ascetique marocaine des XI^e^-XII^e^-XIII^e^ siecles de l ere chreteinne, in Melanges Louis Massignon, Damascus 1957, ii, 119-31

A. Faure (E.I.²)/ হুমায়ন খান

ইব্‌নুয-যায়্যাত (ابن الزيات) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক, 'আব্বাসী আমলের উযীর। তিনি খলীফার দরবারে সরকারী পদাধিকারী এক সওদাগর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সচিবের কাজে দক্ষতা এবং বিদ্যাবেত্তার পরিচয় পাইয়া খলীফা আল-মুতাসি'ম আনু.. ২২১/৮৩৩ সালে ইবনু'য-যায়্যাতকে উযীর পদে নিযুক্ত করেন। পরে প্রদান কা'যী ইব্‌ন আবী দু'আদ ও তিনি উভয়ে সাম্রাজ্যের সাধারণ নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নিজেদের অবদান রাখেন।

খলীফা আল-ওয়াছিক' (২২৭-৩২/৮৪২-৭)-এর শাসনামলেও তিনি উযীর পদে বহাল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কয়েকজন সচিবের উপরে, বিশেষ করিয়া দুইজন তুর্কী নেতার সহকারীর উপরে (যাহারা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন) কঠোর অর্থদণ্ড আরোপের জন্য খলীফাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। অপরাধী ব্যক্তিগণের উপরে একটি বিশেষ ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবার জন্য তিনি তাহাদেরকে তান্নূরে ভরিয়া রাখিতেন (তান্নুর ছিল একটি নলাকৃতির লোহার বস্তু বা নিপীড়ন যন্ত্র; উহার ভিতরে অসংখ্য তীক্ষ্ণ লোহার ফলা সন্নিবিষ্ট ছিল)। কাদিল কু'দা'ত ইব্‌ন আবী দু'আদ-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাঁধে। সেই

বিবাদের কারণ সম্ভবত ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান (محنة) পরিচালনার বিষয়ে তাঁহার ভূমিকা কতটুকু ছিল তাহা জানা যায় না।

খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফাত লাভ করিবার পরে যদিও তাঁহাকে চাকুরীতে বহাল রাখেন, তাহা ছিল নিতান্তই সাময়িক, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই সাফার, ২৩৩/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৮৪৭ সালে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার নিজেরই উদ্ভাবিত উক্ত নিপীড়নমূলক শাস্তি তাঁহার প্রতি প্রয়োগের আদেশ দেন। অল্পদিন পরেই ইব্নু'য-যায়্যাতের মৃত্যু হয়। উযীর পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বৃথাই তুর্কী নেতাগণের প্রভাব খর্ব করিতে চেষ্টা করেন, পরিণামে তিনি শুধু কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতারই দুর্নাম রাখিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী : D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইব্নুয-যারকালা (দ্র. আয-যারকালী)

ইব্নুয-যিবারা (ابن الزبعرى) : 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য যিবারা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহ্ম, খ্যাতনামা কু'রায়শ কবি, বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত রচনার জন্য বিখ্যাত (ইব্ন রাশীক, 'উমদা, ১খ, ১২৪, ১৯), যে ব্যক্তি তাঁহার হিজা (দ্র.) কাব্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও স'াহাবীগণকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। ইব্ন ইস্হাক কর্তৃক রক্ষিত কবিতাসমূহের মধ্যে একটিতে (ইব্ন হিশাম, ৪১৭ প., যিনি যথার্থভাবে কবিতাটির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দিহান) হিজরতের পরে সংঘটিত প্রথম অভিযানের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। বদর-এর যুদ্ধের পর সে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামা আল-আজ্লানী [ওয়াকি'দী (Wellhausen), 139]-কে হত্যা করে এবং অতঃপর মক্কার নেতাগণের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করে (ইব্ন হিশাম, ৫২১ প., বলেন যে, অন্যরা সেই শোকগাথা আশা বানী তামীম-এর রচিত বলিয়া মনে করেন)। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আম্র ইব্নু'ল-'আস (দ্র.), হুবায়রা ইব্ন আবী ওয়াহ্ব ও আবূ আযযা [যাহারা রাসূল (স')-এর নিন্দায় বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছিল]-এর সঙ্গে ইব্নু'য-যিবারাকে বানূ আব্দ মানাত ও অন্যান্য সম্মিলিত গোত্রের নিকটে প্রেরণ করা হয় রাসূল (স')-এর বিরুদ্ধে সহায়তা করিবার আহ্বান জানাইবার উদ্দেশে (ওয়াকি'দী, ১০১)। সে উহুদ-এর যুদ্ধে মক্কাবাসিগণের বিজয়কে মহিমান্বিত করিয়া যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিল তন্মধ্যে দুইটিকে ইব্ন ইসহা'ক (ইব্ন হিশাম, ৬১৬ প. ও ৬১৯ প., তু. ৬৩৬ পৃষ্ঠাও), হা'স্সান ইব্ন ছা'বিত (রা)-এর প্রদত্ত প্রত্যুত্তরসহ একত্রে সংকলিত করিয়াছেন। অপর একটি কবিতাতে (ইব্ন হিশাম কর্তৃক হা'স্সান ইব্ন ছা'বিত ও কাব ইব্ন মালিক উভয়ের প্রত্যুত্তরসহ প্রদত্ত, ৭০৩-৫) খন্দকের যুদ্ধের (আল-খান্দাক') কথা বলা হইয়াছে। রাসূল (স') যখন মক্কাবাসিগণের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন তখন কাবার দ্বার রক্ষক 'উছমান ইব্ন তাল্হা, আম্র ইব্নু'ল আস ও খালিদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ রাসূল (স')-এর নিকট গিয়া ইসলাম কবুল করেন। আম্র ইব্নু'ল-আস (রা)-এর মত 'উছ'মানও ইব্নু'ল যিবারা-এর স্বগোত্রীয় ছিলেন, একটি কবিতায় সে তাহার নিন্দা জ্ঞাপন করে (ইব্ন হিশাম, ৭১৮)। হু'দায়বিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়কার কিছু সংখ্যক কবিতা মক্কাবাসী মাওহাব ইব্ন রাবাহ'-এর বিরুদ্ধে রচিত। ইব্ন রাবাহ' আবূ বাসীর (দ্র. ইব্ন হিশাম, ৭৫১ প. ও ওয়াকি'দী, ২৬১ প.) সংক্রান্ত ব্যাপারে সুহায়ল ইব্ন আম্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স') যখন কবিতা রচনা ও গানের মাধ্যমে এতকাল তাঁহার ক্ষতি সাধনকারী কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন (ইব্ন হিশাম, ৮১৯) তখন ইব্নু'য যিবারা হু'বায়রা ইব্ন আবী ওয়াহ্ব-এর সঙ্গে নাজরান-এ পলায়ন করে এবং হা'সসান ইব্ন ছাবিত তাঁহাকে রাসূল (স') ঘোষিত ক্ষমার নিশ্চয়তা প্রদান করিলেই সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। এই উপলক্ষে রাসূল (স')-এর উদ্দেশে রচিত কবিতাটি যে তাহারই রচনা তাহা ইব্ন হিশাম (৮২৮)-এর মতে অনিশ্চিত। তাহার প্রতি আরোপিত অন্যান্য কবিতার তারিখ নির্ণয় করা যায় না, উদাহরণস্বরূপ আবূ দাহ্বাল (দ্র.)-এর জনৈক পূর্বপুরুষ খালাফ ইব্ন ওয়াহ্ব আল-জুমাহী (আগ'নী, ৭খ, ১১৪)-এর প্রশংসায় রচিত কবিতাটি। ইহার পর জানা যায়, কাবার গিলাফাদি বিষয়ে সে কুরায়শের পক্ষে অপমানজনক কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিল; তখন কুরায়শগণ তাহাকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিতে বানূ সাহ্'মকে বাধ্য করে, তাহারা তাহাকে শাস্তি প্রদান করে এবং কেবল কুসায়ির সম্মানে প্রায়শ উদ্ধৃত একটি কবিতা রচনা করিবার পরেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় (আয়নী, শাওয়াহিদ, ৪খ., ১৪০; ইব্ন হিশাম, ২খ., ২৫ ইত্যাদি)। কিন্তু এই কবিতার কিছু কিছু ছত্র মাত্রূদ ইব্ন কাব-এর কবিতাতেও পাওয়া যায় (আশ-শারীফ আল-মুরতাদা, আমালী, ৪খ., ১৭৯; আরও য়াকু'বী, ১খ., ২৮২)। আরও এক উপলক্ষে সে কুরায়শ গোত্রের সমালোচনা করে (জুমাহী; ৫৭; আগ'নী, ৪খ., ১৪০; সুহায়লী, রাওদ, ১খ, ৯৪) সম্ভবত এই কারণে যে, তাঁহারা মুহ'াম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া উপার্জন হারাইবার ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক ছিল। অন্যান্য কবির রচিত কিছু কিছু কবিতাও অনেক সময়ে তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়, যথা : কাব ইব্ন মালিক (য়াকুত, ৪খ., ১৬৯; তু. ইব্ন হিশাম, ৭০৫ ও আগ'নী ১, ১৫খ., ২৯, ২১) এবং উমায়া ইব্ন আবি'স-সাল্ত', (no. xi, Schulthess)। অপর পক্ষে ইব্নু'য-যিবারার কবিতাও অন্যের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, যথা : বানূ খালিদা, বিন্ত আক্রাম-এর প্রশস্তিসূচক তাহার কবিতাটি [দ্র. আল-মুবাররাদ, মা ইত্তাফাকা লাফ্জুহ (ما اتفق لفظه)] সম্পা. A. Memon, Cairo 1350 27, সম্পাদকের পাদটীকাসহ। অন্যান্য কবিতা (আগ'নী, ১খ., ৬২, ৬৪) হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কবি 'উমার ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আ-এর পিতা 'আবদুল্লাহ ও দাদা আবূ রাবী'আ-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিশালী বানূ মাখ্যুম-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান পরিবার বানু'ল-মুগীরা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্ন মাখ্যুম পরিবারেরও তিনি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন (দ্র. আল-জাহিজ, বায়ান, ১খ, ৪৬, ২০; এই পরিবারের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রের জন্য আরও দ্র. ইব্ন হা'জার, ইসাবা, ১খ., পৃ. ১৪৯, দ্র. বুস্র ইব্ন সুফ্য়ান)। অন্য যে সকল কবিতাতে মক্কাবাসিগণ ও মুসলিমগণের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে তাহাতে আমাদের এই কবি কখনও ধর্মীয় বা আদর্শগত কোন মতবিরোধের ইঙ্গিত করে নাই, বরং মনে করে, এই যুদ্ধগুলি একই গোত্রের উপ-গোত্রগুলির মধ্যে বিবাদের ফলে উদ্ভূত। নিজ উপগোত্র সম্বন্ধে সে ছিল গর্বিত এবং ইহার গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাহিয়াছে। নূতন ধর্মটি তাহার পরিদৃষ্টির কোন পরিবর্তন ঘটায় নাই। কারণ তাহার সম্বন্ধে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, সেও দিরার ইব্নু'ল-খাত্তাব আল-ফিহ্রী খলীফা 'উমার (রা)-এর শাসনামলে একবার তাহাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী হাস্সান ইব্ন ছা'বিত-এর

সঙ্গে সাক্ষাত করিতে গিয়া বহু পূর্বে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিল, সেগুলি আবৃত্তি করিয়া যেমন তাহার বিরক্তি উৎপন্দন করিয়াছিল, তেমনি শেষোক্ত জনের (হাস্‌সানের) প্রত্যুত্তরগুলির আবৃত্তিও তাহার মুখে শুনিতে হইয়াছিল (আগ'ানী, ৪খ., ১৪০; জুমাহী, ৩০)। এই গোত্রপ্রীতি, এমন কি তাহার মৃত্যুর বহু পরে পর্যন্ত তাহার রচিত কবিতার স্বরূপ নির্ধারণে সহায়ক হইয়াছিল। বানূ হাশিম-এর বিরুদ্ধে রচিত তাহার কবিতাসমূহ উমায়্যাদের নিকট জনপ্রিয় ছিল এবং য়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়াকে যখন বলা হয় যে, তাহার সৈন্যদল মদীনা দখল করিয়াছে তখন সে ইবনু'য-যিবারার একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে [দীনাওয়ারী (Guirgass), ২৭৭; ইব্‌ন আব্‌দ-রাব্বিহ, 'ইক্‌দ, ১৩২৬ হি, ২খ., পৃ. ২৩৩, অতিরিক্ত কবিতাসহ যাহাতে য়াযীদ নিজকে সম্বোধন করিয়াছে}, এমন কি আল মু'তাদিদ-এর শাসনামলেও (২৭৯/৮৯২-২৮৯/৯০২) য়াযীদ-এর পাপকর্মসমূহের বর্ণনামূলক একখানি রাষ্ট্রীয় নির্দেশপত্রে এই কাহিনীটির উল্লেখ করা হয় (তাবারী, ৩খ., ২১৭৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত দ্র. ঃ (১) ইব্‌নুল-আছীর, ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর ও ইব্‌ন হাজার রচিত সাহাবীগণের জীবনী; (২) আল-জুমাহী, সম্পা. Hell, 57-60; (৩) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশতিকাক, সম্পা. Wustenfeld, 76; (৪) আগানী[১], ১৪খ, ১১-২৫; (৫) বাকরী, সিমতু'ল-লা'আলী, ৮৩৩ প.; (৬) আমিদী, মু'তালিফ, ১৩২ প.; (৭) A Fischer and E. Braunlich, Schawahid Indices, 328 a; (৮) P. Minganti, in RSO, xxxviii, 323-59 (biography and Collections of Poems with translations)।

J. W. Fuck (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবনুয-যুবায়র (ابن الزبير) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ আয যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার ইবনি'য-যুবায়র ইবনি'ল-আওয়াম, একজন কুলজীবিদ। ১৭২/৭৮৮ সালে মদীনাতে তাঁহার জন্ম হয়। 'আলী সমর্থকদের সহিত বিবাদে জড়িত হইয়া অবশেষে তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেইখানে ২৩৫/৮৫০ সালে অবস্থান করেন বলিয়া জানা যায়। ২৪২/৮৫৬ সালে তিনি মক্কার কাযী নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই ২৫৬/৮৭০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত ৩০ খানিরও বেশী গ্রন্থের শিরোনামের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেইগুলির মধ্যে মাত্র দুইখানি বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছেঃ (১) আল-মুওয়াফফাকিয়াত (الموفقيات) যেই গ্রন্থখানি খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর পুত্র মুওয়াফফাক-এর জন্য সংকলিত কাহিনী-সংগ্রহ, এবং (২) সুবিখ্যাত [জাম্‌হারাত] নাসাব কুরায়শ ওয়া আখবারুহা (جمهرة نسب قريش وأخبارها)। যথেষ্ট সুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও নাসাব কুরায়শ-এর দ্বিতীয়ার্ধ মাত্র অদ্যাবধি টিকিয়া আছে (সম্পা. মাহমুদ শাকির, কায়রো ১৩৮১/১৯৬১।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ১খ, ১৪১, পরি, ১, ২১৫; (২) Sezgin, ১খ, ৩১৯; (৩) য়াকূ'ত', ইরশাদ, ৪খ, ২১৮-২০; (৪) যাহাবী, ত'াবাক'াতু'ল-হুফফাজ, ত'াবাক'া ৮, নং ১২৪; শাকির-এর সম্পাদনায় একখানি পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা রহিয়াছে।

J. F. P. Hopkins (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্‌নুয-যুবায়র (ابن الزبير) ঃ আবূ জাফার আহ'মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইবনিয-যুবায়র ইব্‌ন মুহাম্মাদ আছ-ছাকাফী আল-আসিমী আন্দালুসী হ'াদীছ'বেত্তা, কারী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক, জন্ম জায়েন (Jain-জায়্যান) যু'ল'-কা'দা, ৬২৭/সেপ্টেম্বর অক্টোবর, ১২৩০; মৃ. গ্রানাডা, ৮ রাবী-১, ৭০৮/২৬ আগস্ট, ১৩০৮। তিনি কু'রআন পাঠেই বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জীবনীকারগণ 'আরবী ভাষার উপরে তাঁহার দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তিনি ছিলেন আল-আন্দালুস ও মাগ'রিবের মুহ'াদ্দিছ'। অন্যায়ের প্রতিকারপ্রবণতা হেতু নিজ শহরে ও তৎপর মালাগায় পলায়ন করিতেও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। তখন বাধ্য হইয়া তিনি সেইখান হইতেও পলায়ন করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর বিপক্ষ প্রভাবশালী যাদুকর ইবরাহীম আল-ফাযারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই শহর ত্যাগ করিয়া গ্রানাডাতে আশ্রয় লইতে হয়। কথিত আছে, শেষ পর্যন্ত সেইখানে মালাগা'র শাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট উক্ত যাদুকরের বিরুদ্ধে তিনি প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়াতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রানাডার আমীর প্রথমে তাঁহাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন, পরে আমীরের সঙ্গে তাহার মতবিরোধ হয়। কিন্তু তৎপর আবার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে এবং তিনি জামি' মসজিদের খাতীব ও ইমামরূপে নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবত একই সঙ্গে নির্বিবাদে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। তিনি বিবাহের কাদীর দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। সকল গ্রানাডাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্ররূপে তিনি গ্রানাডাতেই ইনতিকাল করেন।

জীবনীকারগণ তাঁহার রচিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) মিলাকু'ত'-তাবীল ফি'ল-মুতাশাবিহি'ল লাফজ ফি'ত'-তানযীল (ملاك التأويل فى المتشابه اللفظ فى التنزيل) (২) আল-বুরহান ফী তারতীব সুওয়ারি'ল কু'রআন (البرهان فى ترتيب سور القرآن); (৩) আল-ই'লাম বিমান খুতিমা বিহি'ল-কুতর আল-আন্দালুসী মিনা'ল-আ'লাম (الاعلام بمن ختم به القطر الاندلسى من الاعلام); (৪) কিতাবু'য-যামান ওয়া'ল-মাকান; (৫) রাদ্দু'ল-জাহিল মিন ইতিসাফি'ল-মাজাহিল; (৬) গ্রন্থ মু'জাম ; (৭) সিবাওয়ায়হ-এর কিতাব-এর একখানি তালীক' (সংযোজন) এবং সবশেষে একমাত্র যে গ্রন্থখানি আংশিকভাবে অদ্যাবধি টিকিয়া আছে; (৮) সিলাতু'স সিলাযাহা ইব্‌ন বাশকুওয়াল-এর তাকমিলার অনুবৃত্তি এবং যাহার শেষাংশ E. Levi-Provencal কর্তৃক রাবাত হইতে ১৯৩৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৬ষ্ঠ ও ৭ম/১২শ ও ১৩শ শতকের বিশিষ্ট আন্দালুসী ব্যক্তিগণের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal সংস্করণের ভূমিকা; (২) ইবনু'ল-খাতীব, ইহাতা, ১খ, ৭২; (৩) ইব্‌ন ফারহুন, দীবাজ, ফেয সংস্করণ, ৫৭; (৪) ইবনু'ল-কাদী, দুররাতু'ল হিজাল, সম্পা. Allouche, রাবাত, ১৯৩৪-৬ খৃ., নং ৮; (৫) যাহাবী, হুফফাজ, ৪খ, ২৭৫; (৬) ইব্‌ন হাজার দুরার, ১খ, ৮৪-৮ নং. ২৩২; (৭) সুয়ূত'ী, বুগ্‌য়া, ১২৬-৭; (৮) হ'াজ্জী খালীফা, ১খ, ৩৬৩, ২খ, ১১৫, ৫খ, ৬২৬; (৯) Dozy, De Abbadidis, ii, 166; (১০) Pons Boigues, Ensayo, no. 268; (১১) Brochelmann, S II, 375-7; (১২) DM, iii, 132.

Ch. Pellat (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইবৃনয-যুবায়র (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র)।

ইব্‌নুর-রাওয়ান্দী অথবা আল-রেওয়েন্দী (ابن الراوندى): আবুল-হু'সায়ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন য়াহ্‌'য়া ইব্‌ন ইসহা'ক মুতা'যিলী ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী; তৃতীয়/নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম। বিরুদ্ধ মত থাকা সত্ত্বেও তাহার মৃত্যুকাল (যাহা চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগে দশম শতাব্দীতে বলিয়া বিতর্কিত) প্রথমটি বলিয়া ধরাই সমীচীন। কেননা ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁহার যে অনুমিত সমালোচনা রহিয়াছে (দ্র. আল-বারাহিমা, কিন্তু প্রবন্ধে এই উক্তির উল্লেখ নাই) সেই গ্রন্থের কথা য়াহূদী মুতাকাল্লিম দাউদ ইব্‌ন মারওয়ান আর রাক্কী কর্তৃক একটি অপ্রকাশিত খণ্ড রচনার মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মুতাকাল্লিম আল-মুকাম্মিস নামে পরিচিত। তাঁহার সাহিত্যকর্মের রচনাকাল তৃতীয়/নবম শতাব্দী [তু. G. Vajda in Oriens, ১৫শ খণ্ড (১৯৬২ খৃ.), ৬১ n. I.]।

ইব্‌নুর-রাওয়ান্দীর বৃদ্ধিমত্তার বিকাশের ইতিহাস জটিলতাময়। তিনি প্রথমে মু'তাযিলী মতবাদের অনুসারী ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি তাহার বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করেন এবং নির্দয়ভাবে তাহাদেরকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তিনি তাহাদের বাস্তব অথবা আপাতপ্রতীয়মান অসামঞ্জস্যের উপর জোর দেন, তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা হইতে ধর্মবিরোধী উপসংহার টানেন এবং সম্ভবত তাহাদেরকে ত্যাগ করিবার পর তাহাদেরকে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিতে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। শী'আ মতবাদের প্রতি তাহার আসক্তি স্বল্পকালীন হইলেও অনস্বীকার্য নহে, কিন্তু এই ব্যাপারে আরও নিশ্চিত যে, ইহার পর তিনি মুক্ত বুদ্ধির প্রতি ধাবিত হন। ইহা সম্ভবত তাহারাই মত প্রবল ব্যক্তিত্ব আবূ ঈশা আল-ওয়াররাক (দ্র.)-এর প্রভাবের ফসল। তিনি শেষ পর্যন্ত সন্দেহবাদী ছিলেন কিনা তাহা স্পষ্ট নহে অথবা তিনি শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, মু'তাযিলীদের এই দাবীর সত্যতাও অস্পষ্ট। যাহাই হউক না কেন, আত-তাওহীদী (দ্র.)-র ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং ভাষার উপর তাহার পূর্ণ দখলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইব্‌নু'র-রাওয়ান্দীর গ্রন্থপঞ্জীতে কিছু অস্পষ্টতা রহিয়াছে। Fihrist অনুসারে তাহার গ্রন্থাবলীর দুইটি তালিকা রহিয়াছে; এইগুলি তাঁহার রচনা বলিয়া কথিত। একটি তালিকা আটটি নামসম্বলিত, অন্যটি (অসম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত ৩৭টি নামসম্বলিত, তন্মধ্যে প্রথম সাতটি গ্রন্থ তাহার মু'তাযিলী মতামত পোষণের সময় রচিত বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় তালিকাটিতে প্রথম তালিকায় উল্লিখিত কোনও গ্রন্থের উল্লেখ নাই (তাজ, যুমুররুয, আতু'ল-হিকমা, দামিগ, কাদীব, ফারীদ (বা ফিরিন্দ?), (মুরজান, লুলু'আ); অপরপক্ষে এই তালিকায় ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ক্রমিক নম্বরসম্বলিত কিছু প্রতিবাদ রহিয়াছে। অনুমান করা হইয়া থাকে যে, এইগুলি ইব্‌নু'র রাওয়ান্দী কর্তৃক রচিত (দ্র. J. Fuck, Texts... from Ibn al-Nadims Kitab al Fihrist, in Professor Muhammad Shafi presentation volume, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., ৭২ পৃ.)। H. S. Nyberg (তাঁহার সম্পাদিত কিতাবু'ল-ইনতিসার-এ 'আরবীতে লিখিত ভূমিকা, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ৩২ প., A. N. Bader সম্পাদিত কিতাবু'ল-ইন্‌তিসার-এ ফরাসী ভাষায় লিখিত ভূমিকা, Le Livre du Triomphe . বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., সপ্তবিংশ-ত্রিশ খণ্ড) উনিশটি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার সহিত কিতাবু'ল-খাতির এবং সম্ভবত কিতাবুল মারিফা যোগ করা উচিত, আল-জুব্বাঈ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন (দ্র. A. Borisov, in So, iv (১৯৪৭ খৃ.), ৮১ প.]।

তাহার তিনটি গ্রন্থের খণ্ডাংশ তাহার ধ্যান-দারণার প্রতিবাদকারী লেখকের রচনায় সংরক্ষিত আছে ঃ (১) কিতাব ফাদীহাতি'ল মু'তাযিলা আল-খায়্যাতের কিতাবু'ল-ইনতিসারে রক্ষিত আছে; ইহা বিভক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার এক বৃহৎ অংশ কিতাবু'ল ইনতিসারে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে। ইব্‌নুর-রাওয়ান্দীর আক্রমণ ইহার প্রথম অংশে রহিয়াছে। ইহা মু'তাযিলী গ্রুপের একটি ওজর অথবা স্তুতিবাদের জওয়াবস্বরূপ। এই ওজরের নাম ফাদীলাতু'ল মু'তাযিলা। ইহার রচয়িতা আল-জাহিজ। ইহার দ্বিতীয় অংশ শী'আদের সমর্থক বক্তব্যসম্বলিত। Nyberg- এর সম্পাদিত এই গ্রন্থ A. N. Nader কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ (সাবধানে ব্যবহার্য)-সহ পুনর্মুদ্রিত হয়, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.; (২) কু'রআনের বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার কিতাবু'দ-দামিগ-এর খণ্ডাংশ কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার (দ্র.) কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হয়। তিনি আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈর প্রতিবাদের সময় ইহা পুনঃপ্রকাশ করেন (ইহাও হারাইয়া গিয়াছে)। এই খণ্ডাংশসমূহ পরবর্তীকালে ইব্‌নুল-জাওযী কর্তৃক তাঁহার মুনতাজামএ পুনঃপ্রকাশিত খণ্ডাংশসমূহের ন্যায় নহে (দ্র. আল মুগনী, ১৬শ খণ্ড, কায়রো ১৩৮০/১৯৬০, পৃ. ৩৮৯-৯৪ ও ১৫৬ ও ৪১৬)। আল-মুগ'নীর বারাহিমা (১৫শ খণ্ড, কায়রো ১৯১৫ খৃ., ১০৯-৪৬)-এ সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত প্রতিবাদের মধ্যে ইব্‌নু'র রাওয়ান্দীর কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু ৭৩ ও ১২৭ নম্বর পৃষ্ঠায়, তাছবীত দালা'ইলি'ন-নুবুওয়া, সম্পা. 'আবদু'ল-ক'রীম 'উছ'মান, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫১ প., ৬৩, ৯০ প., ১২৮প., ২২২, ২২৪ প., ২৩২ পৃষ্ঠায় ইব্‌নু'র-রাওয়ান্দীর গ্রন্থাবলীর ব্যবহারের উপর শী'আ প্রচারবিদগণ জোর দিয়াছেন; (৩) কিতাবু'ল-যুমুররুয-এর কিছু খণ্ডাংশ ইসমা'ঈলী আল-মু'আয়াদ ফি'দ্‌-দীন (দ্র.)-এর মাজালিসে সংরক্ষিত আছে; সম্পাদনা ও অনুবাদ P Kraus in Beitrage (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)।

আল-মাতুরীদী (দ্র.)-র (পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজ Add. ৩৬৫১, ৯৬, ১০১) কিতাবু'ত তাওহীদে ও নাসির-ই খুসরাও [দ্র.] (বিশেষত আল ওয়াররাকের বিরুদ্ধে) কিতাব-ই জামি'উ'ল হিকমাতায়ন, সম্পাদনা Corbin Moin, তেহরান ১৯৫৩ খৃ., ২৩২ প. (হাশবিয়্যা কিন্তু সুন্নী উৎসসমূহে ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাতে সে সম্বন্ধে কিছু নাই)-এ যে সমস্ত উদ্ধৃতি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলির আক্ষরিক যথার্থ্য নিশ্চিত নহে এবং সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তদন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে।

কিতাবু'ল-যুমুররুয'-এর প্রচুর উদ্ধৃতি স্পষ্টতই ইব্‌নু'র রাওয়ান্দীর ধর্মবিরোধী মতবাদ নির্দেশ করে এবং ইহার জন্যই তিনি পরবর্তী যুগের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার রচনায় সাধারণভাবে নুবূওয়াতের তিক্ত সমালোচনা ও বিশেষভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নুবূওয়াতের সমালোচনা রহিয়াছে। অধিকন্তু তিনি এই মত পোষণ করেন যে, ধর্মীয় মতবাদ যুক্তি দ্বারা গ্রাহ্য নহে এবং এই কারণে ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। নবীদের প্রতি আরোপিত অলৌকিকত্ব তাঁহার মতে পুরাপুরি আবিষ্কৃত বিষয় এবং নবীগণকে যুক্তিসঙ্গতভাবে যাদুকরদের সহিত তুলনা করা চলে। মুসলমানদের চোখে মহত্তম অলৌকিক গ্রন্থ কুরআনও তাহার নিকট কোন সম্মানজনক আচরণ লাভ করে নাই। তাহার মতে ইহা ঐশী গ্রন্থও নহে ও এমন কি ইহা অনুকরণীয় কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মও নহে। তাঁহার মতামতসমূহ সকল প্রকার ধর্মের প্রতিই আক্রমণাত্মক। এই আক্রমণাত্মক মনোভাবকে আবরণ দেওয়ার উদ্দেশে উব্‌নু'র-রাওয়ান্দী এই কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন যে, এই সমস্ত ধর্মীয় মতবাদ ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচারিত।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের তীব্র সমালোচক একজন অধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে তাহার খ্যাতি ৪র্থ/১০ম শতকে মুসলিম সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। কারায়েত য়াহূদী লেখক সালমন ইব্ন যেরুহাম ও যেফেত ইব্ন 'আলী কর্তৃক তাহার নাম একজন মারাত্মক ও প্রবল ধর্মবিরোধী হিসাবে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে।

মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ বংশপরম্পরায় কয়েক পুরুষ ইব্নু'র রাওয়ান্দীর আক্রমণাত্মক মতবাদের যুক্তি খণ্ডনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তন্মধ্যে আল-খাওয়ত, আল-জুব্বা'ঈ, আবূ সাহ্ল আন নাওবাখ্তী, আবূ হ'শিম, আল-আশ'আরী, আল-মাতুরীদী, আল কাবী প্রাথমিক দিকের কয়েকজন মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. Kraus রচিত মূল গ্রন্থ Beitrage zur islamischen Ketzergeschichte, in RSO, ১৪খ, (১৯৩৪ খৃ.) পৃ. ৯৩-১২৯, ৩৩৫-৭৯ (ইব্নু'র-রাওয়ান্দীর উপর ইংরেজী এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের প্রথম সং-এর পরিশিষ্ট) প্রায় সকল গ্রন্থপ ীর কথা ইহা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উল্লিখিত আছে; (২) য়াহূদী 'আরবী সাহিত্যে ইব্নু'র-রাওয়ান্দীর প্রসঙ্গের জন্য ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে (পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী কেবল একটি সংকলন) S. Poznanski, in MGWJ ৫১ খ. (১৯০৭ খৃ.) প. ৭৩১ প., এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ও বিশেষ করিয়া ইব্নু'র-রাওয়ান্দী ও অল্পকাল পরের য়াহূদী ধর্মবিরোধী হায়াওয়ায়হ আল-বাল্খী) হিব্রু ভাষায় M. Zucker রচিত গ্রন্থ Rav Saadya gons Translation of the Torah নিউ ইয়র্ক ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৩-৫, ২৯-৩৩; আরও দ্র., G. Vajda, in REJ, ৯৯ খ. (১৯৩৫ খৃ.), পৃ. ৮৮ প.; (৩) Kraus-এর পুস্তক 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন A Badawi, মিন তারীখি'ল-ইল্হাদ ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৫ খৃ., ৭৭-১৮৮; (৪) তাওহীদী হইতে অনুচ্ছেদ আল ইমতা ওয়া'ল-মু'আনাসা, কায়রো ১৩৫৩, ২খ, ১৪; ও (৫) আল-বাসাইর ওয়ায-যাখাইর, একই তারিখ ও স্থান, পৃ. ১৮৩; (৬) ইব্নুর রাওয়ান্দীর উপর ইব্ন মুরতাদা কর্তৃক দেয়া নোটিশ S. Diwald Wilzer কর্তৃক সম্পাদিত Die Klassen der Mutaziliten, Wiesbaden ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৯২, ১-১৫ ছত্রে পাঠ করা যাইতে পারে; (৭) ইব্নু'ল-আনবারীর নুযহাতু'ল আলিব্বা অনুচ্ছেদ যাহা Kraus কর্তৃক Beitrage, ৩৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা অতি সম্প্রতি সামাররা'ঈ, বাগদাদ ১৯৫৯ খৃ. পৃ. ১৫০ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে পাওয়া যায়; (৮) Brockelmann-এর নোটিশগুলিও দ্র. S.I. প. ৩৪০ প.; (৯) in F. Sezgin, GAS. ১খ, ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৬২০ প. ও (১০) যিরিক্লী, আ'লাম, ১খ, পৃ. ২৫২। আরও দ্র.; (১১) H. S. Nyberg সম্পাদিত Amr Ibn Ubaid et Ibn al-Rawendi, deux reprouves, in Classicisme et declin culturel dans l histoire de l'Islam, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১২৫-৩৬; (১২) J. van Ess রচিত Archiv fur Geschicte der Philosophie, ৪৫ খ. (১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ৭৯-৮৬; (১৩) Die Erkenntnislehre des Adudaddin al Ici, Wiesbaden ১৯৬৬ খৃ., বিশ্লেষণমূলক সূচীতে উল্লিখিত অনুচ্ছেদসমূহ, পৃ. ৪৯৫ হইতেছে তত্ত্বমূলক গবেষণার (দালীলাদি হিসাবে অপরিপক্ক কিন্তু সার্বিকভাবে উৎকর্ষমূলক) একটি আংশিক প্রাথমিক চিত্র।

P. Kraus (g. Vajda)(E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইবনুর রাকীক (ابن الرقيق) ঃ (মৃ. ৪১৮/১০২৭-৮ এর পরে) অথবা আর রাকীক আবূ ইসহ'াক ইব্রাহীম ইব্নু'ল-কাসিম আল-কাতিব আল-ক'য়রাওয়ানী প্রায় শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল যাবত যীরীগণের সচিবরূপে কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইব্ন রাশীক তাঁহার 'উমদা গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইব্নুর-রাকীক একজন প্রতিভাবান বিদ্বান ও কাহিনীকার ছিলেন। ইব্ন রাশীক স্বীকার করিয়াছেন যে, ইব্নু'র রাকীক কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, যদিও তাঁহার রচনাশৈলীতে সচিবসুলভ রীতি পদ্ধতি প্রকট ছিল। য়াকূ'ত (মু'জাম, ১খ, ২১৭-২৬) তাঁহার কবিতার কিছু দীর্ঘ খণ্ডাংশ সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কু'ত্বু'স-সুরূর (পাণ্ডু. প্যারিস B.N. nos, 4829, 4830 and 4831. অন্যান্য পাণ্ডু-র জন্য দ্র. Brockelmann) গ্রন্থটিও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, ইহার মদ্য সংক্রান্ত আবেগমণ্ডিত কবিতাগুলি প্রাচ্যের রীতি অনুসারে রচিত।

কিন্তু ইব্নু'র রাকীককে তাঁহার সমকালীন (দ্র. ইব্ন রাশীক', য়াকূ'ত কর্তৃক মু'জামে উদ্ধৃত, ১খ, পৃ. ২১৬) এবং উত্তরপুরুষগণ একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ইব্ন খালদূন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন (মুক'াদ্দিমা, বৈরূত সং. ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৪), ইফরীকিয়ার ও যে রাজ্যসমূহের রাজধানী ছিল কায়রাওয়ান উহার ইতিহাসের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁহার এই সুখ্যাতি ছিল সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার কিতাবু তারীখি ইফরীকিয়্যা ওয়া'ল-মাগ'রিব-এর উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন শাদ্দাদ, ইব্নু'ল আছীর (মৃ. ৬৩০/১২৩৩) ইব্নু'ল আব্বার (মৃ. ৬৫৮/১২৬০), আত-তি'জানী (ম. ৭০৮/১৩০৮-এর পরে) ও বিশেষভাবে ইব্ন ইযারী (আনু. ৭০৬/১৩০৬-৭), আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩২/১৩৩১-২), ইব্ন খালদূন (মৃ. ৮০৮/১৪০৫-৬) ও আল-মাক্রীযী (মৃ. ৮৬৪/১৪৪২-৩) তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। আস-সাখাবী (ই'লান, পৃ. ১২২; মৃ. (৯০২/১৪৯৬-৭), আশ-শাম্মাখী ও এমন কি আল-ওয়াযীর আস্-সাররাজ (হুলাল, পৃ. ২৮৯ প.) প্রমুখ ১১৩৭/১৭২৪-৫ সালে যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতে সরাসরি ইব্নু'র-রাকীক-এর রচনা হইতে উদ্ধৃত করেন। ইব্নু'র-রাকীক-এর ইতিহাসে গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, তিউনিসিয়ার কতিপয় ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে, বাস্তবিকপক্ষে উহার সন্ধান পাওয়া দুরূহ, রচনার খণ্ডাংশ বেনামী, রচনার শুরুর দিক ক্রটিপূর্ণ এবং রচনার শেষের দিকে প্রকাশের স্থান ও তারিখের উল্লেখ নাই। মাগরিব-এর ইতিহাসে উকবা ইব্ন নাফি'(রা)-এর শাসনকাল হইতে প্রথম ইবরাহীম-এর রাজত্বকালের উল্লেখ দেখা যায়, উহা পাণ্ডুলিপি এম. আল-মান্নুনী রাবাত-এ সংগ্রহ করেন, এম. আল-কাবী উহা প্রকাশ করেন (তিউনিসিয়া ১৯৬৮ খৃ.)। প্রকাশক এম. আল কাবী উহাকে ইব্নু'র রাকীক-এর রচনা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সহিত্যকার অর্থে এই স্বীকৃতি ছিল যথেষ্ট সন্দেহজনক। পরিশেষে বলা যায়, ইব্নু'র-রাকীকে'র গ্রন্থ হইতে গৃহীত উদ্ধৃতিসমূহের যদি যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইতে বিশেষ যত্নসহকারে সংকলকদের দ্বারা সেইগুলি উল্লিখিত হইলেও শী'আ মতবাদের প্রতি সহানুভূতির দরুন ঐ সকল সংলাপ প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মনে হয় পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ, যাঁহারা দীর্ঘ উদ্ধৃতির ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা উক্ত প্রভাব বিস্মৃত হইয়াছেন কিংবা উপেক্ষা করিয়াছেন।

ইব্নু'র-রাকীককে ৩৮৮/৯৯৮ সালে যীরী-বাদীগণ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে মিসরের আল-হাকিম-এর নিকট প্রেরণ করেন। য়াকূ'ত

(মু'জাম, ১খ, ২২২-৪) কর্তৃক পুনরুল্লিখিত একটি কবিতা হইতে জানা যায় যে, কায়রোয় তিনি দীর্ঘকাল যাবত অবস্থান করেন। কায়রোর আনন্দময় পরিবেশ তাঁহার রচনায় আবেগময় ভাষায় বিধৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্য যে সকল রচনার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই, সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলির উল্লেখ করা যায়ঃ কিতাবু'ন নিসা (মহিলাদের সম্পর্ক); আর রাহ ওয়া'ল ইরতিয়াহ (আনন্দ সম্পর্কে); আল-আগানী (সঙ্গীত সম্পর্কে) ও নাজমু'স-সুলূক ফী মুসামারাতি'ল-মুলক (সার্থক রাজসভাসদ সম্পর্কিত গ্রন্থ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, (উৎসসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন), I, 161, S I, 252; (২) Amari, Storia, সম্পা. Nallino, 1933, i, 39; (৩) যিরিকলী, আলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১খ, ৫১-২; (৪) H. R. Idris, Zirides, i, xiv and ii 81-2; (৫) ইব্নু'র রাকীক-এর জীবনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ য়াকূত, মু'জামু'ল উদাবা (কায়রো সং ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ২১৬-২৬)।

M. Talbi (E.I,[2])/ ফজলুল রহমান

ইব্নুর রাবীব (ابن الربيب) ঃ আবূ 'আলী হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আত-তামীমী, আল-কাদী আত তাহারতী নামেও পরিচিত ছিলেন (কেননা কিছুদিন তিনি তাহারত-এর কাযী ছিলেন)। তিনি কায়রাওয়ান-এর ভাষাতত্ত্ববিদ কবি ও সাহিত্যিক; ৪৩০/১০৩৮-৯ সালে সেইখানেই ইনতিকাল করেন। আবু'ল-মুগীরা ইবন হাযম (দ্র. ইবন হায্ম)-এর উদ্দেশে লিখিত একটিমাত্র রিসালার জন্য তাঁহাকে স্মরণ করা হয়। এই রিসালায় তিনি আন্দালুস-এর অধিবাসীদের সমালোচনা করিয়ছিলেন। (মূল রচনা ইবন বাসসাম, যাখীরা, ১খ., ১১১-১৩; আল মাক্কারী, Analectes, ২খ, ১০৮-৯; হ. হ. 'আবদু'ল ওয়াহ্হাব, আল-মুনতাখাব আল-মাদ্রাসী, কায়রো ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৬৪-৬; ইংরেজী অনু. P.de Gayangos, The history of the Mohammedan dynasties in Spain, লণ্ডন ১৮৪০ খৃ., ১খ, ১৬৮-৭০, গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান)। এই রিসালা হইতে দুই প্রকারের উত্তর পাওয়া যায় ঃ প্রথম উত্তর আবু'ল-মুগীরা ইবন হায্ম হইতে (ইহার আংশিক মূল রচনা ইবন বাস্সাম যাখীরা, ১/১, ১১৩-৬ তে পাওয়া যায়); দ্বিতীয় উত্তর ইহার চাচাত ভাই 'আলী ইবন হায্ম হইতে [মূল রচনা— মাক্কারী, Analectes, ২খ, ২০৯-২১; ইংরেজী অনু. P. de Gayangos, পূ. গ্র., ১খ, ১৭০-৯০; ফরাসী অনু. Ch.Pellat, al-andalus, ১৯/১খ, ১৯৫৪ খৃ.) ৬১-১০৩, গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান]

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধটির মধ্যে রহিয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ফজলুর রহমান

ইব্নুর-রাহিব (ابن الراهب) ঃ কিবতী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু গ্রন্থ প্রণেতা; জন্ম ১২০০ হইতে ১২১০ খৃস্টাব্দের মধ্যে এবং মৃত্যু ১২৯০ হইতে ১২৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। তিনি প্রধানত Chronicon Orientale গ্রন্থটির জন্য ইতিহাস-লেখক হিসাবে পরিচিত। খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতেই তাঁহার এই পরিচিতি, যদিও ইহা সত্য নয়। বস্তুত ৭ম/১৩শ শতাব্দীর খৃস্টান 'আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগে আবূ ইসহাক ইবনু'ল-আসসাল (দ.)ও আবু'ল-বারাকাত ইবন কাবার (দ্র. সহনুশ আল-খিলাফা (অথবা কেবল আন্-নুশ্), আবূ শাকির ইব্নু'স-সানা (সানাউদ-দাওলার সংক্ষিপ্ত রূপ) আররাহিব আবু'ল কারাম (ওরফে আবু'ল মাজ্দ), বুতরুস ইবনু'র মুহাযযিব শীর্ষস্থানীয় বিশ্বকোষ-সংকলক। তিনি মানবিক জ্ঞানে প্রায় সকল শাখাতেই লিখিয়াছেন। বস্তুত ঐ যুগে একজন 'আরব খৃস্টানের পক্ষে যে জ্ঞানানুশীলন সম্ভব ছিল, সবই তিনি করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দার্থ বিশ্লেষণবিদ্যা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব (এবং এইগুলির সামগ্রিক শাখা উপশাখাসহ সকল বিষয়) সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন। শুধু যে ইহাই তাঁহার রচনাবলীকে বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য দিয়াছে তাহা নহে, কারণ তৎকালীন পরিবেশে এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভা খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না, বরং চূড়ান্ত বিষয় হইতেছে তাঁহার রচনা পদ্ধতি, তাঁহার অধ্যয়ন-সমীক্ষার বিপুল পরিসর ও পরিশেষে গ্রীক, যাককীয় (খৃষ্ট ধর্মীয়), মুসলিম 'আরব ও খৃস্টান সাহিত্যের মৌলিক সূত্রে প্রচুর সম্পদ— যাহা তিনি তাঁহার রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং যাহা হইতে তিনি ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক চিন্তামূলক রচনা নহে, বরং তাঁহার উল্লিখিত সংকলনটির উপরই তাঁহার রচনার মূল্য নিহিত।

ইব্নু'র-রাহিব প্রাচীন কায়রোর এক ধনাঢ্য ও বিশিষ্ট কিবতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবারের সকলেই খৃস্টান যাজক এবং তৎকালীন মিসরের আয়্যূবী প্রশাসনে বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার পিতা যিনি ঐ সময় আস-সানা আর-রাহিব বা আর্-রাহিব আনবা বুতরুস নামে সমধিক পরিচিত (বৃদ্ধ বয়সে খৃস্টান সন্ন্যাসী) ছিলেন, তিনি সরকারী প্রশাসন ও যাজকীয় মহল, উভয় ক্ষেত্রেই সুনামের অধিকারী ছিলেন। তিনি দুইবার সরকারী অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে তিনি যাজকীয় কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিলেন। এই দীর্ঘ মেয়াদের শেষের দিকে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপের পদটি (১২১৬-৩৫ খৃ) শূন্য ছিল, তিনি তখন অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদের জন্য অস্থায়ী প্যাট্রিআর্ক হিসাবে কাজ করেন। ইহার পর তিনি Cyrillus b. Laklak (1235-43)-এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Patriarchate- এর আওতায় বিরোধী পক্ষের যাজকদের মুখপাত্র হন। তাঁহার পুত্র আন-নুশু আবূ শাকির 'আল-মু'আলাকার বিখ্যাত গির্জায় Deacon হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দৃশ্যত দীওয়ানু'ল জুয়ুশ (দ্র.) বিভাগে একজন ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদেও দায়িত্ব পালন করেন।

অপেক্ষাকৃত পরে ও সম্ভবত মিসরে মামলুক শক্তির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার প্রেক্ষাপটে তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেন। বস্তুত তাঁহার এই সাহিত্যিকর্ম তৎপরতা ৬৫৫/১২৫৭ হইতে ৬৬৯/১২৭০-১ সনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পরবর্তীকালে ইব্নু'র রাহিব নিজেকে তাঁহার রচনাবলীর পুনর্লিখন ও উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত রাখেন। তাঁহার রচনা অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে রচিত এবং এইগুলি এখনও অসম্পাদিত। পূর্বাপর তারিখ অনুযায়ী এইগুলি হইতেছে ঃ (ক) কিতাবু'ত-তাওয়ারীখ ঃ তিনটি পাণ্ডুলিপিতে সম্প্রতি এই রচনাটি সনাক্ত করা গিয়াছে। বস্তুতপক্ষে এই রচনাটির ভিত্তিতেই ইবনু'র-রাহিবের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে স্পষ্ট তিনটি খণ্ড রহিয়াছে এবং এই তিন খণ্ড রচনা আবার ৫১টি অসমান অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে রহিয়াছে জ্যোতির্বিদ্যা ও ঘটনাপঞ্জী সংক্রান্ত সমীক্ষা (অধ্যায় ১-৪৯), পৃথিবীর ইতিহাস (অধ্যায় ৪৮), ইসলামের ইতিহাস (অধ্যায় ৪৯) ও চার্চের ইতিহাস (আলেকজান্দ্রিয়ার খৃস্টীয় প্যাট্রি আর্কগণের ইতিহাসের আকারে, অধ্যায় ৫০) এবং পরিশেষে প্রাচ্যের সাতটি নিখিল বিশ্বখৃস্টীয় ঐক্য বিধায়ক পরিষদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (অধ্যায় ৫১)।

Contents

বিখ্যাত Chronicon Orientale গ্রন্থটি বস্তুতপক্ষে কেবল দীর্ঘ ঘটনাপঞ্জীমূলক বিভাগের একটি সংক্ষিপ্তসার বিশেষ (অধ্যায় ৪৮-৫০)। ইহা ছাড়া খৃস্টান ইতিহাস লেখক আল্-মাকীন ইব্নু'ল-'আমীদ (দ্র.) ব্যাপক মাত্রায় কিতাবু'ত তাওয়ারীখ-কে কাজে লাগাইয়াছেন এবং এই ইতিহাস লেখকের বরাতেই দৃশ্যত আল-মাক্'রীযী (দ্র.) ও ইব্ন খালদূন (দ্র.) বরাবর কিতাবু'ত-তাওয়ারীখ-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই গ্রন্থটি ক্লাসিক্যাল ইথিওপীয় (গীয) ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন Etchegule Enbaqom-এর ন্যায় যশস্বী ব্যক্তি, যিনি তৎকালে ইথিওপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। এজন্য আবূ শাকির শীর্ষক বিশ্ব ঘটনাপঞ্জি ও যাজকীয় বর্ষ সংক্রান্ত সারগ্রন্থ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য নমুনা।

(খ) কিবতী ভাষাতত্ত্ব, ১২৬৩ খৃ. সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে ছন্দোবদ্ধ কিছু শব্দ (সুল্লাম মুকাফফা) রহিয়াছে, যেগুলি 'আরব অভিধান প্রণেতাদের পদ্ধতি মাফিক রচিত। উহার আগে ব্যাকরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে (দ্র. মুকা'দ্দিমা)। এই ব্যাকরণ ইহার মৌলিকত্বের সুবাদের মধ্যযুগের ধারাবিন্যস্ত কিবতী ভূমিকাগুলির তুলনায় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যদিও ঐ পারিভাষিক শব্দাবলীর অস্তিত্ব বর্তমানে লুপ্ত বলিয়াই দৃশ্যত মনে হয়; তবুও উপক্রমণিকা, যাহা ব্যাকরণের সঙ্গেই এখনও বজায় রহিয়াছে, মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় (ইহাতে লেখক তাঁহার প্রকল্পটিও বিস্তারিত আকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন), ইহা তাঁহার সমসাময়িক ইব্নু'ল আস্সাল (দ্র. সুল্লাম (রচিত (Scala rimata -এর তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ মানের অভিধান সংকলন।

(গ) কিতাবু'শ শিফা (১২৬৭-৮ খৃ.) বাইবেলীয় খৃস্টতত্ত্বমূলক রচনা, যাহা পুরাপুরি ব্যাখ্যামূলক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বিপুলায়তনে পরিকল্পিত এই গ্রন্থটি মূলত জীবনবৃক্ষের (The Tree of Life) আদলে গড়িয়া তোলা হয়। এই কল্পতরুর ত্রয়ী কাণ্ডের (আস'ল) প্রতিটি অংশ তিনটি শাখা (ফার) ধারণ করিয়া আছে, আর ঐ শাখাগুলি অসংখ্য ফলভারে (ছামারা) অবনত। এই রচনার সর্বত্র রহিয়াছে প্রচুর যাজকীয় ও অন্য ধরনের ভাষ্য ও পরিভাষা (বিশেষত নেস্তোরীয় ইব্নু'ত তায়্যিবের ফিরদাওস আন-নাস্রানিয়্যা) যাহা 'ঈসা (আ)-এর নশ্বর দেহ সংক্রান্ত বাইবেলীয় ভাষ্যাদির এক কৌতূহলোদ্দীপক 'আরবীয় সংকলন বিশেষ।

(ঘ) কিতাবু'ল বুরহান (১২৭০-১ খৃ.) ৫০টি অধ্যায়ে (মাস'আলা) রচিত এক ব্যাপক ধর্মীয় দার্শনিক সংহিতা বিশেষ। ইহা সমসাময়িক কালের শিক্ষিত কিবতী জনগণের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও সংস্কৃতি— প্রায় সকল বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনা ইহাতে করা হইয়াছে, বিশেষভাবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কিতাবু'ল-বুরহানে শয়তানের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্র সর্বময়তা শুভত্বের যে আলোচনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবেই পারস্য দেশীয় মহান ধর্মতাত্ত্বিক ফাখরুদ্দীন আর রাযী (দ্র.)-র কিতাবু'ল আরবাঈন-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Graf, GCAL ii, 428 35; (২) Adel y. Sidarus, Ibn al-Rahibs Leben und Werk, Ein Koptisch arabischer Enzyklopadist des 7/13. Jahrhunderts (Islamkundliche Untersuchungen 36), Freiburg 1975, সূত্রাদি ও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ।

A. Sidarus (E.I.[2] Suppl.)/ইয়াসিন আহমদ

ইবনু'র-রূমিয়্যা (ابن الرومية) ঃ আবূ'ল 'আব্বাস (কখনও কখনও আবূ জা'ফার أبو جعفر) আহ্'মাদ ইব্ন আবী 'আব্দিল্লাহ মুহ'ম্মাদ ইব্ন মুফাররিজ ইব্ন আবি'ল-খালীল আল-উমাবী আল-হ'ায্মী আজ' জাহিরী আন-নাবাতী আল-আশ্শাব ছিলেন একজন স্পেনীয় 'আরব ভেষজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী (Pharmacobotanist)। তিনি ৫৬১/১১৬৬ সনে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩৭/১২৪০ সনে তথায় ইনতিকাল করেন। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার জন্ম তারিখ ৫৬৭/১২৭২ সন। কথিত আছে, তাঁহার মাতৃকুল ছিল বায়যানটীয়। ইহা হইতে তিনি তাঁহার ডাক নাম অর্জন করেন; তবে তিনি এই নাম শুনিতে পসন্দ করিতেন না। যাহাই হউক, তিনি ছিলেন উমায়্যা বংশের একজন আযাদকৃত মওলানা। তাঁহাকে মালিকী মায্হাবের একজন মুহ'াদ্দিছ' ও ফাকীহ হিসাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইয়াছিল। তিনি পরে জাহিরিয়্যাদের সহিত যোগ দেন এবং ইব্ন হ'াযম (দ্র.)-এর একজন একান্ত অনুগত ভক্তে পরিণত হন। কার্যকলাপ সংক্রান্ত তাহার রচনাবলীর কিছুই সম্ভবত এখন আর টিকিয়া নাই। কিছু রিজাল-গ্রন্থ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ আল মুলিম বি-যাওয়াইদ (المعلم بزوائد) (অথবা বিমা যাদাহু بمازاده) আল-বুখারী আলা-মুসলিম, (البخارى على مسلم), ইখ্তিসার গারাইব হা'দীছ মালিক (লিদ দারাকুতনী) (امتصار غرائب حديث مالك (اللدار قطنى), নাজমুদ-দারারী ফী-মা তাফাররাদা বিহি মুসলিম 'আনি'ল-বুখারী (نم الدرارى فيما تفردبه مسلم عن البخارى) উপরন্তু ইব্নু'ল-কাত্তান (মৃ. ৩৬০/৯৭১)-এর কিতাবু'ল-কামিল ফি'দ-দু'আফা ওয়া'ল-মাত্-মাত্রূকীন এবং ইহারই পরিশিষ্ট হিসাবে আল-হাফিল ফী তাদ্লীলীল-কামিল (الحافل فى تدليل الكامل), সর্বশেষে স'লাত (Prayer) সম্পাদনের ফিক্'হসম্মত অনুসন্ধান, যেমন হুকমুদ্-দুআ ফী আদ্বারিস-স'লাওয়াত (حكم الدعاء فى أدبار اللصوات) ও কায়ফিয়াতু'ল-আযান য়াওমাল-জুম'আ (كيفية الاذان يوم الجمعة) প্রভৃতি। ৬১৩/১২১৬ সনে হাজ্জব্রত পালন উপলক্ষে তিনি যেই ব্যাপক শিক্ষা সফর সম্পন্ন করেন, সেই সময়ে তিনি উল্লিখিত বিষয়সমূহে জ্ঞান অর্জন করেন। এই সফরেই তিনি উত্তর আফ্রিকা, মিসর, হি'জায, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। মাররাকুশী তাঁহার য'য়ল (দৃ. গ্রন্থপঞ্জী) গ্রন্থে ইব্নু'র-রূমিয়্যার এক অসাধারণ দীর্ঘ জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এই অতি দীর্ঘতর কারণ যে, ইব্নু'র-রূমিয়্যা যেই সকল মুহ'াদ্দিছ' ও ফাকী'হ-র বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা হ'াদীছ' বর্ণনার ব্যাপারে তাঁহার সূত্র ছিলেন, মাররাকুশী তাঁহাদের প্রায় সকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি অবশ্য প্রকৃত সুখ্যাতি অর্জন করেন ভেষজ-উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসাবে কৃতিত্বের জন্য। তাঁহার নিজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৫৮৩/১১৮৭ সনে মাররাকুশ-এ ইব্নু'ল-বায়্তার-এর অন্যতম শিক্ষক 'আবদুল্লাহ ইব্ন স'লিহ-এর নিকট তাঁহার ভেষজবিদ্যার হাতেখড়ি হয়। তাঁহার নিকট তিনি তিনটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেনঃ (১) ডিওস কোরিডিস (Dios Corides)-এর মেটেরিয়া মেডিকা (Materia medica); (২) ইব্ন জুলজুল (দ্র.)-এর রচনা, যাহাতে তিনি ডিওস কোরিডিস প্রদত্ত আমিশ্রিত ঔষধসমূহের নাম ব্যাখ্যা করেন (তাফ্সীর আস্মা'ই'ল- আদ্বিয়াতি'ল-মুফরাদা মিন কিতাব দিয়ুসকূরীদিস تفسير أسماء ادوية المفردة من كتاب ديسكوريدس) ও (৩) একই লেখকের ঔষধাদি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, যেই ঔষধগুলি সম্বন্ধে ডিওস-কোরিডিস উল্লেখ করেন নাই

(মাকালা ফী যিকরি'ল-আদবিয়া আল্লাতী লাম য়াযকুর্‌হা দিয়ুস্‌কুরীদিস مقالة فى ذكر الادوية التى لم يذكرها ديسكوريدس الخ)। সতের বছর পর (৬০০/১২০৪) তিনি নিজে উল্লিখিত বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন, মারারাকুশেও তিনি এই সমস্ত শিক্ষা দেন। ইতিমধ্যে ইব্‌ন জুলজুল-এর লেখায় ভুলত্রুটিসমূহ তাঁহার মনে রেখাপাত করে এবং ইহা হইতেই তিনি অনুরূপ গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন, যেমন তাফসীর আসমা'ই'ল-আদবিয়া আল-মুফ্‌রাদা মিন কিতাব দিয়ুসকূরীদিস (গ্রন্থখানির নাম ইব্‌ন জুলজুল-এর গ্রন্থের অনুরূপ)। খুব সম্ভব ইহাই অনেকটা নিশ্চিত যে, এই গ্রন্থখানাই মাজমূ'আ নুরুসমানিয়্যে ৩৫৮৯-তে একটি অজ্ঞাতনামা গ্রন্থরূপে বিরাজ করিতেছে। বর্তমান লেখক টীকা ও জার্মান অনুবাদসহ ইহার মূল পাঠের একটি সংস্করণ প্রস্তুত করিতেছেন। ইব্‌নু'র-রূমিয়্যা ডিওস কোরিডিস লিখিত বিষয়সমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করেন। তিনি ভেষজ ঔষধির আরোগ্য সংক্রান্ত গুণাবলী প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দেন। পক্ষান্তরে ঐ সবের উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রচুর আলোচনা করেন। এইসব ভেষজ ঔষধির নামকরণও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা হইতে মোজারাবিক (Mozarabic) [দ্র. আলজামিয়া] সম্বন্ধে এবং মরক্কোর তৎকালীন প্রচলিত বার্বার উপভাষাসমূহ সম্বন্ধে জানিবার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ পাওয়া যায়। সর্বোপরি লক্ষণীয় যে, লেখক নিশ্চিত ও অনিশ্চিতের মধ্যে, বিশেষ করিয়া যাহা পূর্ব হইতে আগত এবং যাহা স্বয়ং দেখিয়াছেন তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে রাখেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান পরিহার করিয়া সংকলনের উপর জোর দেওয়া হইত এবং লিখিত উৎসসমূহের উপর অতিরিক্তভাবে নির্ভর করা হইত, তাহা হইলে বিশেষ করিয়া প্রকৃতিকে পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মযবুত ভিত্তি প্রণয়নের জন্য এইখানে যেই প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহাকে উচ্চ মূল্যাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা হয় যে, ইব্‌নু'র-রূমিয়্যা তাঁহার উল্লিখিত প্রাচ্য ভ্রমণ শুরু করিবার পূর্বেই 'তাফসীর' লিখিয়াছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার দ্বিতীয় রচনা হইল আর্‌-রিহ্‌লাতু'ল-মাশ্‌রিকিয়্যা যাহা আরও ব্যাপক এবং যাহা তাঁহার দুই বৎসর দীর্ঘ এই ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক ফলাফল সমৃদ্ধ; তবে ইব্‌নু'ল-বায়্‌তার-এর অসংখ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই দ্বিতীয় রচনাটির বিষয়ে জানিতে পারা যায়। সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হইতেছে প্যাপাইরাস প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা যাহা প্লিনি (Pliny)-র পরে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (ইহার জন্য ও অন্যান্য 'আরবীয় বর্ণনার জন্য দ্র. A. Grohmann, Allgemeine Einfuhrung in die arabischen Papyri, ভিয়েনা ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৩৫ প.)। ইব্‌নু'র-রূমিয়্যার রিহ্‌লা হইল একখানি উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দেখিয়া L. Leclerc (Histoire de la medecine arabe, ২খ, ২৪৪) এবং M. Meyerhof (Maimonide ৩৩) মন্তব্য করেন যে, ইব্‌নু'র-রূমিয়্যা 'আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচারে তাঁহাকে আল-গাফিকী'-র (দ্র. উপরে) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু আল-গাফিকী-র বহু ত্রুটি ইব্‌নু'র-রূমিয়্যা দেখাইয়া দিয়াছিসেন; তাঁহার আত্‌-তান্‌বীহ 'আলা আগ্‌লাতি'ল-গাফিকী ফী আদবিয়াতিহি (التنبيه على أغلاط الغافقى فى أدويته) [মারারাকুশী কর্তৃক উদ্ধৃত, যায়ল, ১/২খ, ৫১৩) দুর্ভাগ্যক্রম হারাইয়া গিয়াছে। একই অবস্থা হইয়াছিল তাঁহার যৌগিক ঔষধ সম্পর্কে লেখা মাকালা ফী তারকীবি'ল- আদবিয়া (مقالة فى تركيب الادوية) নামক নিবন্ধটির; ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ এই নিবন্ধটির উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূন, ১খ, ৮১; (২) ইব্‌নু'ল-আব্বার, আত্‌-তাকমিলা লি-কিতাবি'স-সিলা, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ১খ, ১২১; (৩) আবূ শামা, তারাজিম রিজালি'ল-কার্‌নায়নি'স-সাদিস ওয়া'স-সাবি', কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭, পৃ. ১৭০; (৪) ইব্‌ন সা'ঈদ, ইখ্‌তিসারু'ল-কিদ্‌হ আল-মু'আল্লা ফি'ত্‌-তা'রীখি'ল-মুহাল্লা, সম্পা. ইব্‌র আল-ইবয়ারী, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৮১; (৫) আল-মার্‌রাকুশী, আয-যায়ল ওয়া'ত্‌-তাক্‌মিলা, সম্পা. শারীফা, ১/২খ, ৪৮৭-৫১৮; (৬) যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৭৭/১৯৫৮, ৪খ, ২১০; (৭) সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত, ৮খ, ৪৫ (নং ৩৪৫১); (৮) ইব্‌ন রাফি', মুন্‌তাখাবু'ল-মুখতার, বাগদাদ ১৩৫৭ হি., পৃ. ৮; (৯) ইব্‌নু'ল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখবার গারনাতা, কায়রো ১৩১৯ হি., ১খ, ৮৮-৯৩; (১০) ইব্‌ন ফারহুন, দীবাজ, কায়রো ১৩৫১ হি., পৃ. ৪২ প.; (১১) মাক্কারী, নাফ্‌হু'ত্‌-তীব, সম্পা. ই. 'আব্বাস, ২খ, ৫৯৬, ৩খ, ১৩৫, ১৩৯, ১৮৫; (১২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায্‌রাতুয্‌-যাহাব, ৫খ, ১৮৪; (১৩) A. Dietrich, Medicinaia arabica, Gottingen ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১৮৩-৭; (১৪) ঐ লেখক, Acc. Naz. Lincei, Convegno Internaz-এ, পৃ. ৯-১৫, এপ্রিল ১৯৬৯ (Oriente e Occ. nel Medioevo: Filosofia e Scienze), রোম ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৯০; (১৫) M. Ullmann, Die Medizin im Islam, লাইডেন ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২৭৯ প.।

A. Dietrich (E.I.[2] Suppl.)/মুহাম্মাদ ওয়াহিদুল ইসলাম

ইব্‌নুর-রূমী (ابن الرومى) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌নু'ল-'আব্বাস ইব্‌ন জুরায়জ (অথবা জুর্‌জিস কিংবা জুরজীস) ৩য়/৯ম শতাব্দীর কবি; ২ রাজাব, ২২১/২১ জুন, ৮৩৬ সনে বাগদাদে জন্ম এবং তথায় ২৮৩/৮৯৬ সনে ইনতিকাল। কোন কোন সূত্রে তাঁহার ইনতিকাল ২৭৬/৮৮৯ সনে অথবা ২৮৪/৮৯৭ সনে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্‌নু'র-রূমীর পিতা আল-'আব্বাস ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত বায়যান্টীয় ক্রীতদাস এবং 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন জা'ফার-এর মাওলা। সম্ভবত ইনিই (আল-'আব্বাস) পরিবারের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। 'আবদুল্লাহ আস-সিজ্‌যী-র কন্যা হাসানা ছিলেন তাঁহার মাতা; ইনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন।

ইব্‌নু'র-রূমীর শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। জানা যায় যে, তিনি একটি বিদ্যালয়ে (যেখানে অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করিত) ভর্তি হইয়াছিলেন। আরও জানা যায় যে, তিনি তাঁহার পিতার বন্ধু এবং তাঁহারই মত এক মুক্ত ক্রীতদাস ও বানু'ল-'আব্বাস-এর মাওলা মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি ছা'লাব, আল-মুবার্‌রাদ, আয-যাজ্জাজ, ৩য় আল-আখ্‌ফাশ, ইব্‌নু'স-সার্‌রাজ প্রমুখ সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই পরিবেশ তাঁহার জন্য বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রস্তুত করে; ইহার প্রমাণ তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আল-মাস্‌'ঊদী মন্তব্য করেন, "কবিতা ছিল তাঁহার অনেক সহজাত ক্ষমতার ন্যূনতম প্রকাশ।" আল-মা'আররী তাঁহাকে প্রধানত একজন দার্শনিক বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই একজন পণ্ডিতরূপে তাঁহাকে বেশ সুখ্যাতির অধিকারী করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কতিপয় বিদ্বেষী সমালোচকের মতে তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার মদ্যপানের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার সঙ্গে খাপ খাইত না, অথচ মদ্যাসক্তি হইতে তিনি মুক্ত থাকিতে পারিতেন না।

অল্প বয়সেই ইব্‌নু'র-রূমীর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার কতিপয় কবিতা তিনি ছাত্র জীবনেই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিশ বৎসর বয়সেই তিনি কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতার পাঠ্যবস্তু, ব্যাখ্যা সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বিদ্বেষমূলক সমালোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। স্বীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ত পুরস্কার লাভে কবির পবিত্র অধিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া তিনি প্রধান বিচারালয়ে তাঁহাকে প্রদত্ত একটি নিয়োগ গ্রহণের পরিবর্তে একজন স্তুতিকাব্য-রচয়িতার বৃত্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি এই নিয়োগ লাভের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড শী'আ মতবাদ ও তাঁহার মু'তাযিলা মতবাদ অনিবার্যভাবে তাঁহার জন্য রাজদরবারের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কেবল জীবন-সায়াহ্নে আসিয়া তিনি সেখানে প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। 'আব্বাসী বংশের যে শাখাটিতে তিনি আশ্রিত ছিলেন উহা তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে সক্ষম ছিল না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক 'উবায়দুল্লাহ্‌র পিতা 'ঈসা ইব্‌ন জা'ফার ছিলেন আল-আমীনের মাতা বেগম যুবায়দা-র ভ্রাতা; হাশিমী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় ভাগিনাকে আস্থাবান উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহার অল্পকাল পরে আল-আমীন ও আল-মা'মূনের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে আল-আমীনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। আল-মা'মূনের বিজয় তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদেরকে রাজদরবার হইতে নির্বাসিত করিয়াছিল। ইহার পর তাঁহার বংশধরদের আর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২৫০/৮৬৪ সনে ইব্‌নু'র-রূমী তখনও পর্যন্ত একটি বিশেষ তাকি'য়্যা (গোপনীয়তা) রক্ষা করিতেন। আত-তা'লিবী য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'উমার কর্তৃক যায়দী শী'আদের পক্ষে কূফায় সূচিত বিদ্রোহের প্রতি প্রকাশ্যে তাঁহার সমর্থন দান করিয়াছিলেন। য়াহ্'য়ার উদ্দেশে নিবেদিত তাঁহার দুইটি শোক-কাব্যের প্রতিটি ছিল এক-একটি শী'ঈ ফাতওয়া, বিদ্রোহের প্রতি এক-একটি আহ্বান এবং 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে এক-একটি প্রচণ্ড ও অপমানকর হুমকি। এই রাজবংশের প্রতি একই রকম শত্রুতা দীওয়ানে সংরক্ষিত তাঁহার অন্যান্য কবিতায়ও দেখা যায়।

কিন্তু আল-মু'তামিদের ভ্রাতা আল-মুওয়াফ্‌ফাকের শাসন আমলে সম্ভবত কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্য পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আল-মুওয়াফ্‌ফাক 'আলীপন্থীদের প্রতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমনকি কথিত আছে, তিনি আল-মুওয়াফ্‌ফাকের নীতি অনুসরণকারী তদীয় পুত্র আল-মু'তাদিদের পারিষদবর্গেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। মু'তাদিদ নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং নিজ প্রাসাদে বিভিন্ন বিদ্বান ও জ্ঞানী-গুণীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বায়তু'ল-হিক্'মার বিলুপ্ত ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

ক্ষমতাসীন দলের সহিত দীর্ঘদিনের বিরোধিতার ফলে ইব্‌নু'র-রূমী রাজদরবারের বাহিরে সম্পদশালী পৃষ্ঠপোষক অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দীওয়ান বানূ তাহির, বিশেষ করিয়া 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ, আহ্'মাদ ইব্‌নু'ল-খাসীব, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়াযদাদ, আহ্'মাদ ইব্‌ন ইসলাঈল-ইসমা'ঈল ইব্‌ন বুলবুল, সা'ঈদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ ও তদীয় পুত্র আল-'আলো'; বানূ ওয়াহ্‌ব, বিশেষ করিয়া আল-কাসিম ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ, আহ্'মাদ ইব্‌ন ছাওয়াবা, ইব্‌রাহীম ইব্‌নু'ল-মুদাব্বির; বানূ'ল-জার্‌রাহ, বানূ'ল-ফুরাত, বানূ নাওবাখ্‌ত এবং আরও অনেক ছোট সচিব যাঁহাদের সংখ্যা এত যে, বর্ণনা করা সম্ভব নয়— তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইঁহাদের অনেকেই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নানা রকম উপহার-উপঢৌকন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অপচয়কারী ও অমিতব্যয়ী এই কবিকে সন্তুষ্ট করা ছিল কষ্টসাধ্য। যাহারা তাঁহার সকল বাসনা পূরণ করিতেন না, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই কবির প্রশংসা বিদ্রূপে রূপান্তরিত হইত। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবনের প্রথমদিকে তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কারণেই কতিপয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় এইরূপ কাজ করিতে উৎসাহ পান নাই। তিনি যে মূলত বায়যান্টীয় ও খৃস্টান ছিলেন, একথা অন্যেরা ভুলিতে পারেন নাই, যদিও তিনি একজন মুসলমান ছিলেন এবং নবদীক্ষিত মুসলমান হিসাবে অত্যন্ত উগ্র খৃস্টান বিরোধী মনোভাবের ধারক ছিলেন। তাহা ছাড়া অনেকেই তাঁহার ঔদ্ধত্য ও আক্রমণ প্রবণতা এবং দাম্ভিক ও হুমকিপূর্ণ বাচনভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে কিংবা দ্রুত কোন উপহার লাভের প্রচেষ্টায় এই ধরনের বাচনভঙ্গী গ্রহণ করিতেন। তাঁহার উগ্র আবার কখনও কখনও একেবারে অশ্লীল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক পৃষ্ঠপোষক তাঁহাকে অনেকবার ধমকাইয়াছেন।

যাহা হউক, এইসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁহার ইনতিকালের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বলিয়া কতিপয় শী'ঈ ও মু'তাযিলী সূত্রে অনেক সংযম সহকারে হইলেও যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁহাকে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আল-কা'সিম তখনও উযীর হন নাই (পাণ্ডু. প্যারিস ৩৫৯৪-এ খলীফাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে)। তিনি তখন পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীয় নিয়োগ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশে যে কোন প্রকার কলঙ্ক এড়ান ও তাঁহার সম্বন্ধে সকলের ভাল ধারণা লাভ করিবার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, তাঁহার শী'আ-বিদ্বেষ ও রক্তপিপাসু মেযাজ আরও পরে প্রকাশ পায়। কিন্তু যেভাবে কাসিমের অনুসারিগণ কবিকে ভয় দেখাইবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নানা রকম গুজব ছড়াইয়াছিল এবং যাহার ফলে তিনি বৃদ্ধ, পীড়িত ও আশংকাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কবির ইনতিকাল সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাহা সত্ত্বেও কবির শেষ অসুখ সম্বন্ধে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিবরণে অনুমিত হয় যে, তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

সাধারণ্যে প্রচলিত গুজবও সম্ভবত কবির রোগ সংক্রান্ত কুসংস্কার ও বিষাদপ্রবণতার কল্পিত বর্ণনাসমূহের জন্য দায়ী। তাঁহার সাধারণ জীবনে এইগুলির সমর্থনে কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে তিনি যখন একে একে তাঁহার বিলম্বিত বিবাহের চারিটি (কমপক্ষে) সন্তান ও স্ত্রীকে হারাইলেন এবং স্বীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আল-ক'াসিম কর্তৃক পরিত্যক্ত ও তাঁহার ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হইলেন তখন হয়ত এইসব অভিযোগের পিছনে সম্ভাব্য কোন সত্যতা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ইব্‌নু'র-রূমী নিজে তাঁহার কবিতাগুলি একটি দীওয়ানে (সংকলনে) সংগৃহীত করিয়া যাওয়ার অবকাশ পান নাই। এই কাজ সর্বপ্রথম হাতে নিয়াছিলেন জনৈক আল-মুসায়্যাবী, সম্ভবত 'আলী ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌নি'ল-মুসায়্যাব যিনি কবির বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার একটি জীবনী রচনা করেন যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবিতাগুলি অতঃপর আস-সূলী কর্তৃক সংগৃহীত হয়, যিনি দীওয়ানটির আরেকটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে কবিতাগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়। আস-সূলীর এই প্রয়াস অব্যাহত থাকে এবং আবু'ত-তায়্যিব ওয়াররাক ইব্‌ন 'আব্‌দূস আল-জাহ্‌শিয়ারী কর্তৃক সমাপ্ত হয়। কথিত আছে, আবু'ত-তায়্যিব এই সংস্করণটিতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হাজার খানেক শ্লোক সংযোজিত করিয়াছিলেন। টিকিয়া থাকা এইসব পাণ্ডুলিপির মোট শ্লোক সংখ্যা প্রায় সতের হাজার হইবে।

এই বিশাল দীওয়ানের শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃ. মুহাম্মাদ শারীফ সালীম প্রথম দুইটি বর্ণের কবিতা মুদ্রিত করেন। পাঁচ বৎসর পর একই সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত আরও পাঁচটি বর্ণের কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পাদক তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত না দেখিয়াই মারা যান। দীওয়ানের কোন সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশে ইহাই একমাত্র উদ্যোগ এবং প্রকৃতপক্ষে সালীম কেবল একটি পণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহাতে অবশিষ্ট অন্যান্য সকল পাণ্ডুলিপির সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার কাজ পুনরায় সম্পন্ন করার সুবিধা হয়।

ইহা ছাড়াও এই দীওয়ানের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আল-বারূদীর চয়নিকা (কায়রো ১৯০৯ খৃ.), কামিল কীলানীর নির্বাচিত কবিতাসমূহ (কায়রো ১৯২৪ খৃ.) ও আল-'আক্কাদের সংকলন (কায়রো ১৯৩০ খৃ.) উল্লেখযোগ্য।

ইব্‌নু'র-রূমী তাঁহার এই গ্রন্থের বৃহত্তম অংশে সাহিত্যের প্রাচীন ভাবধারার পুনরাভ্যুদয়বাদীরূপে নিজেকে জাহির করেন। তবে তাঁহার রচনা এতই পরিবর্তনশীল ছিল যে, তাঁহাকে বিশেষ কোন কবি-সম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত করা বেশ কঠিন। ভাব, শিল্প ও সুচিন্তিত কমনীয়তায় মুতানাব্বীর পূর্বাভাস দানকারী গতানুগতিক কবিতার পাশাপাশি এমন অনেক কবিতাও দেখা যায় যেইগুলির স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগপ্রবণতা, স্বভাবসিদ্ধতা ও নির্মলতা পূর্ব হইতেই রূমিয়্যাতু আবী ফিরাস-এর সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশক কাব্য ও আস্-সানাওবারীর স্বভাব-কবিতাসমূহের অনুরূপ চিত্রের আভাস দেয়। ইহা ছাড়া তাঁহার দীওয়ানে শত শত, প্রধানত ক্ষুদ্র এমন কবিতাও রহিয়াছে, যাহাতে তিনি তাঁহার সমসাময়িক অন্য যে কোন কবির তুলনায় নিজেকে এমন একজন সমাজ-কবি হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যিনি ফরমায়েশ মত কবিতা রচনায় সক্ষম এবং যিনি নিজের বিদ্যা ও কৃত্রিমতার প্রতি অনুরাগ এবং হাস্যরসাত্মক ও অসাধারণ বস্তুর অন্বেষণ দ্বারা সকলকে তীব্র আলোকে ধাঁধাইয়া দিতে সচেষ্ট। সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাগদাদী ঐতিহ্যের এক উদাহরণ, যাহা পরবর্তী শতাব্দীতে দরবারী কবিতাকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ জীবনীমূলক প্রাচীন উৎসসমূহঃ (১) মাস্'ঊদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; (২) যুবায়দী, ত'াবাকাত, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১২৫-৭; (৩) মারযুবানী, মু'জাম, কায়রো ১৯৬০ খৃ., ১২০, ১৪৫-৭, ৪১০; (৪) ঐ লেখক, মুওয়াশ্‌শাহ, কায়রো ১৩৪৩ হি., ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৭-৮, ৩৫৭-৮, ৩৭৯; (৫) তাওহ'ীদী, 'ইম্‌তা', কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ১খ, ২৭; (৬) আশ-শারীফ আল-মুরতাদা, আমালী, ১৯৫৪ খৃ. সং, ১খ, ২৩৯, ২৯০; (৭) মা'আররী, গুফ্‌রান, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., সূচী; (৮) হুসরী, যাহ্‌রু'ল-আরাব, সূচী; (৯) ঐ লেখক, জাম্‌উল-জাওয়াহির, সূচী; (১০) ইব্‌ন শাফ আল-কায়রাওয়ানী, মাসা'ইলু'ল-ইন্‌তিকাদ, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ৩৪-৫; (১১) বাগ্'দাদী, তা'রীখ বাগ্‌দাদ, নং ৬৩৮৭, ১২খ, ২৩-৬; (১২) ইব্‌ন রাশীক, 'উম্‌দা, স্থা.; (১৩) সাম্'আনী, আন্‌সাব, ১৯১২ খৃ., ২৬৩; (১৪) ইব্‌নু'ল-জাওযী, মুন্‌তাজাম, হায়দ্‌রাবাদ ১৯৩৮ খৃ., ৫খ., ১৬৫-৮; (১৫) য়াকূ'ত, উদাবা', ৩খ, ২৩৪; (১৬) ইব্‌নু'ল-আছীর, ৭খ, ১৫৯; (১৭) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., নং ৪৩৬, ৩খ, ১৪২; (১৮) ইব্‌ন ত'াবাতাবা, ফাখ্‌রী, প্যারিস ১৮৯৫ খৃ., ৩২৯-৩১, ৩৪৫-৬, ৩৫০; (১৯) য়াফি'ঈ, মির্'আতু'ল-জানান, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ১৯৮-২০০; (২০) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, কায়রো ১৩৪৬-৫১ হি., ১১খ, ৭৪-৫; (২১) ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, কায়রো, ৩খ, ৯৬-৭; (২২) দাওলাত শাহ, তায্'কিরা, ২৩-৪; (২৩) 'আব্বাসী, মা'আহিদু'ত-তান্‌সীস, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ১খ, ১০৮; (২৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ২খ, ১৮৮, ১৯৭; (২৫) Paris, Bibl. Nat., MS ar. 3594, 77-8; (২৬) ফিহ্‌রিস্ত, ১৬৫, ৩০৪।

পাণ্ডুলিপি ঃ মূল পাঠঃ (২৭) Istanbul, Nuruosmaniye 3859, 3860; (২৮) Ahmed III 2558; (২৯) Aya Sofya 4262; (৩০) Escurial 277; (৩১) Leiden 610; (৩২) কায়রো, দারু'ল-কুতুব, ১৩৯, ৫৯২, ১৩৭১, ১৯৬৫।

সম্পাদিত সংস্করণসমূহ ঃ (৩৩) মুহ'াম্মাদ শরীফ সালীম, দীওয়ান ইব্‌নি'র-রূমী, কায়ারো ১৯১৭-২২ খৃ. (ء হইতে خ পর্যন্ত কবিতা); (৩৪) S. Boustany, ইব্‌নু'র-রূমী, দীওয়ান, প্যারিস ১৯৬১ খৃ. (ر হইতে ز পর্যন্ত কবিতার টাইপ করা গবেষণাপত্র); (৩৫) ঐ লেখক, ইব্‌নু'র-রূমী, দীওয়ান, III^{e} Partie, প্যারিস ১৯৬৭ খৃ., س হইতে ظ পর্যন্ত কবিতার টাইপ করা সন্দর্ভ; (৩৬) কামিল কীলানী, দীওয়ান ইব্‌নি'র-রূমী, কায়রো ১৯২৪ খৃ.; (৩৭) মাহ্‌মূদ সামী আল-বারূদী, মুখ্‌তারাত, কায়রো ১৯০৯-১১ খৃ.; (৩৮) A. R. Julius Germanus, Ibn Rumi's Dichtkunst, in AO, vi/1-3 (1956), 215-83.

প্রাচীন সংকলন গ্রন্থ ঃ (৩৯) ইব্‌ন দাঊদ, কিতাবু'য-যাহ্'রা; (৪০) ইব্‌ন আবী 'আওন, কিতাবু'ত-তাশ্‌বীহাত; (৪১) 'আস্‌কারী, দীওয়ানু'ল-মা'আনী ও কিতাবুস'-সিনা'আতায়ন; (৪২) আল-কালী, আমালী; (৪৩) হুসরী, যাহ্‌রুল-আদাব ও জাম্'উ'ল-জাওয়াহির; (৪৪) ইব্‌ন রাশীক, 'উমদা; (৪৫) নুওয়ায়রী, নিহায়া; (৪৬) ইব্‌ন আছীর, আল-মাছালু'স-সা'ইর; (৪৭) জুরজানী, আস্‌রারু'ল-বালাগা; (৪৮) ইব্‌নু'শ-শাজারী, হামাসা; (৪৯) মুরতাদা, আমালী ইত্যাদি।

আধুনিক আলোচনা গ্রন্থসমূহ ঃ (৫০) আল-'আক্কাদ, ইব্‌নু'র-রূমী, হায়াতুহু মিন্ শি'রিহ্, কায়রো ১৯৩১ খৃ.; (৫১) R. Guest, Life and Works of Ibn er-Rumi, London 1944 ('আরবী অনু. হু'সায়ন নাস্‌সার, বৈরূত ১৯৬০?); (৫২) মিদ্‌হাত 'উকাশ, ইব্‌নু'র-রূমী,

দামিশক ১৯৪৮ খৃ.; (৫৩) 'উমার ফাররূখ, ইব্‌নু'র-রূমী, ১৯৪২ খৃ. (১৯৪৯ খৃ.); (৫৪) মুহ়াম্মাদ 'আব্‌দু'ল-গানী হ়াসান, ইব্‌নু'র-রূমী, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (৫৫) Mohi-el-Dine Saber, Ibn ar-Rumi poete satirique et caricaturiste de Baghdad (টাইপকৃত সন্দর্ভ, Bordeaux 1949); (৫৬) ঈলিয়্যা সালীম আল-হাবী, ইব্‌নু'র-রূমী, বৈরূত ১৯৫৯ খৃ.; (৫৭) 'আলী শালাক', ইব্‌নু'র-রূমী, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; (৫৮) S. Boustani, Ibn ar-Rumi, sa vie et son aeuvre, Beirut 1967; (৫৯) F. Boustani, in DM, iii, 121-7; (৬০) Brockelmann, SI, 173-5.

S. Boustany (E.I.[2])/ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

ইব্‌নুল-'আওওয়াম (ابن العوام) ঃ পূর্ণ নাম আবূ যাকারিয়্যা য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন আহ়মাদ ইব্‌নি'ল-'আওওয়াম আল-ইশ্‌বীলী; কৃষিবিদ্যা বিষয়ে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ কিতাবু'ল-ফিলাহাঃ-র প্রণেতা। গ্রন্থখানা শুধু মুসলিম স্পেনেই নহে, বরং মধ্যযুগীয় সমগ্র বিশ্বে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। ইহার অত্যধিক গুরুত্ব সম্বন্ধে এই বিষয়টি হইতে ধারণা করা যায় যে, সমগ্র য়ুরোপে বহুকাল ধরিয়া কৃষিবিদ্যা বিষয়ে রচিত কোন গ্রন্থ উহার সমতুল্য মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই (Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, ৪২৪-২৫)। ইব্‌নু'ল্-আওওয়াম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের মনীষী ছিলেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তিনি স্পেনের অন্তর্গত সেভিলের অধিবাসী ছিলেন, শুধু এইটুকু ছাড়া তাঁহার জীবনী সম্পর্কে অন্য কোন তথ্য আমাদের জানা নাই। ইব্‌ন খালদূন স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুলবশত ধারণা করিয়াছেন যে, তাঁহার কিতাবু'ল্-ফিলাহা গ্রন্থখানা প্রকৃতপক্ষে ইব্‌নু'ল-ওয়াহ্‌শিয়্যা কর্তৃক রচিত আল-ফিলাহাতু'ন-নাবাতিয়্যা নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। হ়াজ্জী খালীফা ও ইব্‌ন খাল্লিক়ান তাঁহার উল্লেখ করেন নাই।

কিতাবু'ল-ফিলাহা রচিত হইবার এক শত বৎসর পূর্বে 'উমার ইব্‌ন হ়াজ্জাজ (দ্র.) কৃষিবিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বলা যায়, ইব্‌নু'ল্-'আওওয়াম কিতাবু'ল্-ফিলাহা রচনা করিয়া মুসলিম স্পেনের সেই ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখিয়াছেন, যাহা কৃষিকর্ম ও উদ্যান রচনায় 'আরবদের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণার সহিত সম্পর্কিত। অতএব কিতাবু'ল-ফিলাহা-র উৎসসমূহের ধারা 'আরবী উৎসগুলি, বিশেষ করিয়া ইব্‌নু'ল-ওয়াহ্‌শিয়্যার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীকদের কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞানরাশি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ইব্‌নু'ল-'আওওয়াম ও তাঁহার সমসাময়িক বিদ্বানগণের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, পরিবর্ধন ও অভিজ্ঞতারও বিরাট দখল ও অবদান রহিয়াছে। উহার কারণ এই যে, কৃষিকার্য, উদ্যান রচনা ও উদ্যান পরিচর্যার প্রতি 'আরবদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই কারণেই স্পেনের উদ্যানসমূহে এখনও 'আরবীয় উদ্যান-রচনারীতি অনেকখানি অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্পেনীয়রা 'আরবদের নিকট হইতে যেই সকল মূল্যবান উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে, কৃষিকার্য ও উদ্যান রচনায় শৈল্পিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন এবং পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হইতেছে উহাদের প্রধান।

কিতাবু'ল্-ফিলাহা গ্রন্থে চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। প্রথম ত্রিশ পরিচ্ছেদে কৃষিকার্য বিষয় এবং শেষ চারি পরিচ্ছেদে পশু পালন, মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা ও মৌমাছি পালনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌নু'ল-'আওওয়াম উক্ত গ্রন্থে পাঁচ শত পঁচাশি প্রকারের ক্ষুদ্র গাছপালা এবং পঞ্চাশের অধিক ফলবান বৃক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে উহার বিভিন্ন রকমের রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে এবং জমি, সার ও বৃক্ষের কলম সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

সর্বপ্রথম গাযীরী (Casiri)-ই গ্রন্থ তালিকায় (Catalogue) এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, কিতাবু'ল-ফিলাহা গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি Escurial-এ সংরক্ষিত আছে। অতঃপর ১৮০২ খৃ. G.A. Banqueri নামক তাঁহার জনৈক ছাত্র উক্ত গ্রন্থখানা স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। উর্দু ভাষায়ও উহা অনূদিত হইয়াছে (আজমগড়ে মুদ্রিত)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত E. Meyer তাঁহার Geschichte der Botanik-এ কিতাবু'ল-ফিলাহা গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃ. Mullet ও Clement ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। Dozy (Suppl., ভূমিকা, পৃ. ১৮) ও পরবর্তী কালে C. C. Moncada গ্রন্থখানার সম্পাদক ও অনুবাদক উভয়েরই কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. A. Banqueri, Libro de Agricultura Su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia Ebn el Awam, Seveliano, ১ ও ২খ., মাদ্রিদ ১৮০২ খৃ.; (২) C.C. Moncada, Sul taglia della vite di Ibn al-Awwam, Actes du 8e congres des Orientalistes-এ, স্টকহল্‌ম ১৮৮৯ খৃ., ২খ, ২১৫-২৫৭; (৩) E. Meyer, Geschichte der Botanik, ৩খ, ২৬০-৬; (৪) Brockelmann, ১খ, ৪৯৪ প. ও পরিশিষ্ট ১, ৯০৩; (৫) Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ.।

J. Ruska ও সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

ইব্‌নুল-আক্‌ফানী (ابن الاكفانى) ঃ একটি সম্বন্ধবাচক নাম বা নিসবা, অর্থ আক্‌ফান বা চাদর বিক্রেতা (তু. আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, পত্রক ৪৭ খ)। এই নামে কয়েকজন ব্যক্তি রহিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনজন উল্লেখযোগ্য।

(১) আল-ক়াদী আবূ মুহ়াম্মাদ 'আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আল-হ়ুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন আল-আক্‌ফানী আল-আসাদী, আইন বিশারদ। তিনি ৩১৬/৯২৮ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪০৫/১০১৪ সালে সেখানেই ইনতিকাল করেন। প্রথমে তিনি মদীনাতে কাদী পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর বাবু'ত-তাক-এ এবং উহার পরে সূক়ু'ছ-ছুলাছা'-তে (উভয়টিই বাগদাদে) ক়াদীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে ৩৯৬/১০০৫-৬ সাল হইতে তিনি সমগ্র বাগদাদের ক়াদী নিযুক্ত হন। হ়াদীছ বর্ণনাতে তিনি দুর্বল ছিলেন; কিন্তু হ়াদীছ বেত্তাগণের ভাল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (দ্র. আল-খাত়ীব আল-বাগ়দাদী, তা'রীখ বাগ়দাদ, ১০খ, ১৪১-২, নং ৫২৮৪)।

(২) হিবাতুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহ়মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ আল-আন্‌সারী আদ-দিমাশ্‌কী, আবূ মুহাম্মাদ আল-আক্‌ফানী, ঐতিহাসিক, আশি ঊর্ধ্ব বয়সে ৫২৪/১১২৯ সালে তিনি দামিশকে ইনতিকাল করেন। তিনি

জীবনীমূলক গ্রন্থসমূহের রচয়িতাঃ (১) জামি'উ'ল-ওয়াফায়াত (বর্তমানে পাওয়া যায় না) ও (২) তাতিম্মাত তা'রীখ দারায়্যা ওয়া তাসমিয়াত মান হাদ্দাছা মিন আহলিহা (তু. এস. আল-মুনাজ্জিদ, মু'জামু'ল-মু'আররিখীন আদ-দিমাশকিয়্যীন..., বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩১-২ এবং সেখানে উদ্ধৃত তথ্য উৎসমূহ, বিশেষ করিয়া ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, পৃ. ৭৩, আরও দ্র. মাক্কারী নাফহু'ত-তীব, সম্পা. Dozy, et alii, i, 562)।

(৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'ঈদ, শামসু'দ-দীন আবূ 'আবাদিল্লাহ্ আল-আন্‌সারী, ইব্‌নু'ল-আক্‌ফানী নামেই অধিক পরিচিত, চিকিৎসাবিদ ও বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি সিনজারে জন্মগ্রহণ করেন, ৭৪৯/১৩৪৮ সালে কায়রোতে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন। তিনি বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত ছিলেন। কায়রোর আল-বিমারিস্তান আল-মানসূরীতে (দ্র. বিমারিস্তান) একটি প্রভাবশালী পদে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার বিষয়ে সমসাময়িক কালে একটি বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন আস-সাফাদী তাঁহার আল-ওয়াকী বি'ল-ওয়াফায়াত গ্রন্থে, ২খ, ২৫-৭ এবং তদীয় আ'য়ানু'ল-'আস্‌র নামক গ্রন্থে (পাণ্ডু. আতিফ এফেন্দী, ১৮০৯, দ্র. শিরো., খুবই অতিরঞ্জিত জীবনী, প্রশংসাসূচক মন্তব্যপূর্ণ) এবং ইব্‌নু'ল-আক্‌ফানীর পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন আস্‌-সাফাদী তাঁহার আলহানু'স-সাওয়াজি' নামক গ্রন্থে (পাণ্ডু. Berlin, Cat. Ahlwardt, 8631, iii, 33a প.)। অন্যান্য জীবনীমূলক বিবরণীঃ (১) ইব্‌ন হাজার, দুরার, ৩খ, ২৭৯-৮০; (২) আল-মাক্‌রীযী, আল-মুকাফফা, পাণ্ডু. Leiden Or. 1366a, ff. 38b-40a; (৩) আশ্‌-শাওকানী, আল-বাদরুত-তালি', ২খ, ৭৯-৮০; (৪) আয্‌-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৬খ, ১৮৯) সকলই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আস-সাফাদীর বিবরণ হইতে নেয়া।

ইব্‌নু'ল-আক্‌ফানীর প্রায় ২২ খানি গ্রন্থ অদ্যবধি টিকিয়া আছে বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞান বিষয়ক। অন্যগুলি তর্কশাস্ত্র, তাফসীর, ফিরাসা, জ্যোতির্বিদ্যা, আরবা'ঈন, অংকশাস্ত্র ও জ্যামিতি বিষয়ক। সেইগুলির মধ্যে কোনটিই মৌলিকত্বের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইব্‌নু'ল-আক্‌ফানীর যে খ্যাতি তাহা প্রধানত তাঁহার ইরশাদু'ল-কাসিদ ইলা আসনাই'ল-মাক'াসিদ নামক বিশ্বকোষের জন্য। এই মহাগ্রন্থে তিনি ৬০টি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা পদ্ধতিতে তিনি আল-ফারাবীর ইহ্‌য়া'উলূমকে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম দুইটি অধ্যায় উপক্রমণিকা, সেখানে সাধারণভাবে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচ্য শাখা লইয়া আলোচনা করিবার পরে ইব্‌নু'ল-আক্‌ফানী একে একে আল-আদাব (১০টি বিভাগ), আল-মানতিক (৯টি বিভাগ), আল-ইলাহী (৯টি বিভাগ, তন্মধ্যে কুফর), আত্‌-তাবী'ঈ (১০টি বিভাগ), আল-হানদাসা (১০টি বিভাগ), আল-হায়'আ (৫টি বিভাগ), আল-'আদাদ (৭টি বিভাগ, তন্মধ্যে শেষেরটি হইতেছে আল-মুশীকা) বিষয়সমূহ লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে আস্‌-সিয়াসা, আল-আখলাক ও তাদবীরু'ল-মান্‌যিল, সেখানে প্রয়োগীয় বিজ্ঞানও (আল-'উলূমু'ল-'আমালিয়্যা) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—সকল বিভাগেরই গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে। গ্রন্থখানির সবশেষে আছে কতগুলি দার্শনিক শব্দ ও উহার সংজ্ঞা। 'ইরশাদু'ল-কাসিদ গ্রন্থখানিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই তাশ-কাপরূযাদা (দ্র.) তাঁহার মিফ্‌তাহু'স-সা'আদা গ্রন্থখানি রচনা করেন উভয় গ্রন্থের বিষয়সূচী দেখিলে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে যে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা দেখিলেই উহা সহজে বুঝা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বিভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবার মত যে, ইরশাদু'ল-কাসিদ গ্রন্থখানির প্রায় ৪০টি পাণ্ডুলিপি রাবাত হইতে ভারতের রামপুর পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন সংস্করণঃ (১) A. Sprenger, কলিকাতা ১৮৪৯ খৃ. এবং (২) মাহমূদ আবু'ন-নাস্‌'র, কায়রো ১৯০০ খৃ. (কোনটিই খুব সন্তোষজনক নহে)। ইব্‌নু'ল-আক্‌ফানীর জীবনী, রচনাবলী ও প্রভাবের বিষয়ে জানিবার জন্যঃ (৩) J. J. Witkam কর্তৃক সম্পাদিত ইরশাদু'ল-কাসিদ-এর ভূমিকা অংশ দ্র.। এই গ্রন্থখানি 'আরবী বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক E. Wiedemann-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস ছিল, সেইজন্য দ্র. তাঁহার (৪) Aufsatze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, সম্পা. W. Fischer, Hildesheim 1970, index, s. v. Afkani. সঙ্গীত বিষয়ক অধ্যায়টি (৫) A. Shiloah কর্তৃক অনূদিত হইয়া Yuval-এ প্রকাশিত হয়, i, 1968, 221-48. তাহা ব্যতীত দ্র. (৬) Brockelmann, II[2], 171, S II, 169-70।

J. J. Witkam (E.I.[2] Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইব্‌নুল-আছীর (ابن الأثير) ঃ একটি পারিবারিক নাম (জানামতে পরস্পর সম্পর্কহীন কয়েকটি পারিবারেরই এই নাম ছিল)। একটি পরিবারের তিন বিখ্যাত ভাই নিজেদের কীর্তি দ্বারা নামটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উজ্জ্বলতা দান করিয়া গিয়াছেন। সেই তিন ভাইয়ের নাম ছিল মাজদু'দ-দীন, 'ইয্‌যু'দ-দীন ও দিয়া'উ'দ-দীন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে, যথাক্রমে ভাষাতত্ত্ব, ধর্মীয় শাস্ত্র, ইতিহাস তত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পিতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-কারীম (অনেক সময়ে, কিন্তু সম্ভবত ভুলক্রমে, লেখা হয় মুহা. ইব্‌ন মুহা. ইব্‌ন 'আবিদি'ল-কারীম) ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র কাল ব্যাপিয়া জীবিত ছিলেন, তিনি মাওসিলের যাঙ্গী বংশীয় শাসকগণের অধীনে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন, কর্মস্থল ছিল জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার (সেই কারণেই তাঁহার নিস্‌বা হয় আল-জাযারী)। তাঁহার তিন বিখ্যাত পুত্রই সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি সচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়, জাযীরাত ইব্‌ন 'উমার ও মাওসিলে তাঁহাদের সম্পত্তি ছিল, তাহা ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগও ছিল।

১। মাজদু'দ-দীন আবু'স-সা'আদাত আল-মুবারাক ৫৪৪/১১৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র যৌবনকাল তিনি মাওসিলেই অতিবাহিত করেন। সেইখানে তিনি সরকারী চাকুরী করিতেন, প্রথমে গাযী ইব্‌ন মাওদূদ-এর অধীনে, পরে গাযীর ভাই মাস'উদ-এর অধীনে এবং অতঃপর শেষোক্ত জনের পুত্র আর্‌সলান শাহ-এর অধীনে। কিছুকালের জন্য তিনি মুজাহিদু'দ-দীন কায়মায-এর সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমে ইরবিলে ছিলেন, পরে সেখান হইতে মাওসিলে যান এবং গাযী কর্তৃক প্রদত্ত শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনা করিতেন। তিনি শেষ জীবনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাঁহার প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ ও উপদেশের যথেষ্ট কদর ও মূল্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার ঐতিহাসিক ভাইয়ের বর্ণিত একটি কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, দৈহিকভাবে অচল হইয়া যাইবার পরে তিনি রাজনৈতিক জটিলতা অপেক্ষা নিরিবিলি জীবনই

বেশী পসন্দ করিতেন। তিনি ২৯ যু'ল-হিজ্জা, ৬০৬/২৪ জুন, ১২১০ সালে বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন।

তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে জামি'উ'ল-উস্'ল নামক একখানি হাদীছ সংগ্রহ গ্রহণযোগ্য মানের বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থ ছিল। (তাঁহার স্বাক্ষরিত প্রথম কপিখানি ইস্তাম্বুলে রক্ষিত আছে (ফায়যুল্লাহ, নং ২৯৯; তু. H. Ritter, in Oriens, vi 1953, 71-7)। তাঁহার সংকলিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছে' ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দের অর্থসমেত অভিধান, আন-নিহায়া ফী গারীবি'ল-হ'াদীছ' ওয়া'ল-আছ'ার (কায়রো ১৩২২ হি. ও ১৯৬৩-৬৫ খৃ.) খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই কারণেই পরে উহা লিসানু'ল-'আরাব-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিতাবু'ল-বানীন ওয়া'ল-বানাত ওয়া'ল-আবা' ওয়া'ল-উম্মাহাত ওয়া'ল-আযওয়া-এর ওয়া'য-যাওয়াত গ্রন্থের বিশেষ ধরনের নাম সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লেখেন কিতাবু'ল-মুরাসসা', অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন C. F. Seybold, Weimar 1896, Semiische Studien, 10/11। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ইমাম শাফিঈর মুসনাদ গ্রন্থে সম্পর্কে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুত্তাকী নারী ও পুরুষগণের বিষয়ে রচিত গ্রন্থ (আল-মুখতার ফী মানাকিবি'ল-আখয়ার, ইহার সূচীপত্র দিয়াছেন O. Spies, in Mo, XXIV, 1930, 31-55) এবং সম্ভবত রাসাইলের একখানি সংগ্রহ (Brockelmann কর্তৃক ৫নং-রূপে অন্তর্ভুক্ত) সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ব্যাকরণ ও কু'রআনের ভাষ্য বিষয়ক তাঁহার প্রধান দুইটি গ্রন্থ ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থ 'কিতাবু'ল-আনসাফ ফি'ল-জুম্'ই বায়না'ল-কাশ্‌ফ ওয়া'ল-কাশশাফ' ১৯২৬ খৃ. মীরাট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) 'ইয্‌যু'দ-দীন আবু'ল-হ'াসান 'আলী ৪ জুমাদা-১, ৫৫৫/১৩ মে, ১১৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বড় ভাইয়ের মত তিনি কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল মাওসিলে অতিবাহিত করেন, কিন্তু বেসরকারীভাবে একজন পণ্ডিত হিসাবে। হজ্জযাত্রার কালে এবং মাওসিলের শাসকের দূত হিসাবে তিনি প্রায়শই বাগদাদ গমন করিতেন। তন্মধ্যে অন্তত একবার হজ্জ হইতে ফিরিবার পথে তিনি মাজদু'দ-দীন-এর সঙ্গে ছিলেন। সেইবার তিনি জনৈক বাগদাদী পণ্ডিতের সঙ্গে পড়াশুনা করিবার সুযোগ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আটাশ বৎসর বয়সে তিনি সুলতান সালাহু'দ-দীন (দ্র.)-এর নেতৃত্বে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাঁহার ভাই দিয়া'উ'দ-দীনও একই সঙ্গে ছিলেন (দ্র. কামিল, Sub anno, 584)। জীবনের প্রায় শেষভাগে ৬২৬-২৮/১২২৮-৩১ সালে তিনি কিছুকাল আলেপ্পোর আতাবেক-এর সম্মানিত মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। সেই কারণে তাঁহার পরিকল্পিত দামিশ্‌ক ভ্রমণ এক বৎসরের জন্য বিলম্বিত হয়। আলেপ্পোতে থাকাকালে য়াকূত (দ্র.) ইনতিকালের ঠিক আগে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য লেখা বাগদাদের একটি ফাউন্ডেশনে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হন, কিন্তু সেই কাজটি অনেকটা সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া জানা যায়। উহার অল্পদিন পরে তিনি ইনতিকাল করেন (শাবান বা রামাদ'ান ৬৩০/মে-জুন, ১২৩৩)।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য কার্যের জন্য যে পরিমাণ খ্যাতি ও প্রভাব তিনি অর্জন করিয়াছিলেন সেই তুলনায় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে আমরা অসম্পূর্ণভাবে জানিতে পারি। আস-সাম'আনীর আনসাব গ্রন্থের একটি অত্যন্ত সফল সহায়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে রচিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের জীবনীমূলক গ্রন্থ, যথাক্রমে আল-লুবাব ফী মা'রিফাতি'ল-আনসাব ও উসদু'ল-গাবা ফী মা'রিফাতি'স-সাহাবা বুঝিবার সুবিধার্থে ঐগুলির সহায়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি যে একখানি ধর্মভাবোচ্ছ্বাস নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করেন, সেই গ্রন্থকে তাঁহার অধিকতর উল্লেখযোগ্য অবদান বলা যাইতে পারে। মাওসিলের যাঙ্গী (আতাবেক) শাসক বংশ সম্বন্ধে তিনি 'আল-বাহির' নামে তুলনামূলকভাবে ছোট একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার পিতার ও নিজের লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি সেইখানি লেখেন। আল-কামিল ফি'ত-তা'রীখ নামে তিনি যে কালানুক্রমিকভাবে বিশ্ব সৃষ্টির পর হইতে ৬২৮ হি. পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস সঙ্কলন করেন তাহা বাস্তবিক মুসলিম ইতিহাস রচনার চরম উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। গ্রন্থখানি বিশাল তথ্য সম্ভার হইতে সুনির্বাচিত ও বাছাই করা অংশসমূহ গ্রহণ করিবার কারণে, পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনা এবং স্থানে স্থানে লেখকের ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটিবার কারণে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে গেলে আবার কিছু কিছু ত্রুটিও ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যেমন মূল তথ্য উৎসের উল্লেখ সর্বত্র দেওয়া হয় নাই এবং কালানুক্রমিকতাও সর্বদা রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে যাঙ্গী বংশীয়গণের প্রতি যে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়। ফলে কিছুটা ঘটনার বিকৃতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই ধরনের ত্রুটি থাকা একেবারে অপ্রত্যাশিত কিছু নহে এবং ঐতিহাসিকের বিরাট অবদানকে ছোট করিয়া দেখিবার মত কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

(৩) দিয়া'উ'দ-দীন আবু'ল-ফাতহ্ নাসরুল্লাহ, বৃহস্পতিবার ২০ শা'বান, ৫৫৮/বুধবার ২৪ জুলাই, ১১৬৩ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিন ভাইয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মময় জীবন যাপন করেন, রাজনীতিতে গিয়া তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেন এবং উযীর উপাধি লাভ করেন। এপ্রিল ১১৯১ সালে তিনি সুলত'ান সালাহু'দ-দীনের সঙ্গে যোগদান করেন (অবশ্য উহার পূর্বেও একবার ৫৮৩/১১৮৭ সনে তিনি সুলত'ানের বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়)। সেই বৎসরের প্রায় শেষদিকে নিজ পসন্দ অনুযায়ী তিনি সালাহু'দ-দীনের পুত্র আল-আফদাল-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং ৫৮৯/১১৯৩ সালে সালাহু'দ-দীনের ইনতিকালের পরে দামিশ্‌কে তাঁহার উযীর হন। এই পদে থাকাকালে তিনি দেশে এত বেশী অপ্রিয় হইয়া পড়েন যে, আল-আফদাল যখন দামিশ্‌ক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন তখন তিনি বহু কষ্টে সেখান হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (ইব্‌ন খাল্লিক'ান-এর মতে) সম্ভবত তিনি মিসরে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মাওসিলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি আরসলান শাহ্-এর অধীনে চাকুরী লাভ করেন। ৫৯৫/১১৯৯ সালে তিনি সিরিয়া ও মিসরে পুনরায় আল-আফদালের সঙ্গে মিলিত হন এবং ৫৯৭/১২০১ সালে তাঁহার সঙ্গে সিরিয়ার মধ্য দিয়া আফদালের শেষ লক্ষ্য সুমায়সাত-এর উদ্দেশে রওয়ানা হন। ৬০৭/১২১১ সালে তিনি আল-মালিকু'জ-জাহির গাযীর সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশে আলোপ্পো গমন করেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেইখান হইতে মাওসিল চলিয়া যান। ৬১১/১২১৪ সালে প্রথমে তিনি ইরবিলে বসবাস করিতে থাকেন, সেইখান হইতে পুনরায় সিনজারে গিয়া বাস করেন এবং শেষ পর্যন্ত ৬১৮/১২২১ সালে পুনরায় মাওসিলে গিয়া বসবাস করেন। সেইখানেই

তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি মাহমূদ ইব্ন মাস'উদ ইব্ন আরসলান শাহ-এর ও বাদরু'দ-দীন লু'লু'র অধীনে কাতিবু'ল-ইনশা' পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাগদাদে একটি দৌত্যকার্যে যাইবার কালে সোমবার, ২৯ রাবী'-২, ৬৩৭/২৮ নভেম্বর, ১২৩৯ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার এক পুত্র শারাফু'দ-দীন মুহাম্মাদ (৫৮৫-৬২২/ ১১৮৯-১২২৫) লেখক হিসাবে পিতার অনুসারী হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে তাঁহার ইনতিকাল হয়।

দিয়া'উ'দ-দীন-এর লেখা সকল বই সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) আল-ওয়াশি'য়ুল-মারকূম (বৈরূত ১২৯৮ হি.); (২) আল জামি'উ'ল-কাবীর (সম্পা. মুসতাফা জাওয়াদ ও জামীল সা'ঈদ, বাগদাদ ১৩৭৫/১৯৫৬) এবং সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ (৩) আল-মাছালু'স-সা'ইর, ইহা প্রথম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে (ইহার সংস্করণ ও পুরাতন পাণ্ডুলিপির বিষয়ে দ্র. S. A. Bonebakker, in Oriens, xiii-xiv, 1961, 186-94)। তাহা ছাড়া আল-ইসতিদরাক ফি'ল-আখ্য 'আলা'ল-মা'আখিয আল-কিন্দিয়্যা (কায়রো ১৯৫৮ খৃ., আল-মুতানাব্বী যে আবূ তাম্মাম-এর উপরে নির্ভরশীল হইয়াছিলেন সেই বিষয়ক গ্রন্থ, উহার রচয়িতা ছিলেন একই ইব্নু'দ-দাহহান, তিনি মাজদুদ-দীন-এর শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি ইব্নুদ-দাহহান-এর আল-ফুসূলু'ল-আদাবিয়্যার একখানি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন) এবং আনীস আল-মাকদিসী কর্তৃক সংকলিত তাঁহার রাসা'ইল-এর উপরেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (তোপকাপি সারায়ে আহমাদ, ৩খ, ২৬৩০ নং পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে [সেইখানির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন O. Rescher, in RSO, iv, (1911-2), 7-26], সেই গ্রন্থটি বৈরূত হইতে ১৯৫৯ খৃ. প্রকাশিত হয় (তাঁহার মতে বৈরূত রক্ষিত একটি সংকলন কিছুটা ভিন্ন সংগ্রহ রহিয়াছে)। এই রাসা'ইল তৎকালীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে লিখিত; বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাহিত্যিক ভাষায় যাহা কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা, তন্মধ্যে হয়ত বা সাবূহ বা সকালের পানীয় বিষয়ক সন্দর্ভের জন্য তাঁহার জনৈক বন্ধু কর্তৃক লিখিত একটি ভূমিকা (দ্র. রাসা'ইল, পৃ. ২৪৫ প.)। এই বন্ধুটির খ্যাতি অবশ্যই তাঁহার এক সময়ের সহকর্মী বিখ্যাত কাদী আল-ফাদিল আল-বায়সানীর খ্যাতি অপেক্ষা কমই ছিল। এইগুলি ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ের উপরে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে মিসর সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ রিসালা (ইব্ন খাল্লিকান ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন), ইনশা' সম্বন্ধে একখানি সহজবোধ্য ছোট বই, নাম আল-মা'আলি'ল-মুখতারা'আ ও আবূ তাম্মাম; আল-বুহতুরী, দীক আল-জিন্ন ও আল-মুতানাব্বীর একখানি কাব্য সংকলন উল্লেখযোগ্য। 'আরবী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক অবদানের যথেষ্ট সুখ্যাতি রহিয়াছে; কিন্তু বিষয়টির যথার্থতা অনুসন্ধানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) পিতা সম্বন্ধে তথ্যাবলী (ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে আহৃত) পাওয়া যাইবে। 'ইযযু'দ-দীন-কৃত আল-বাহির গ্রন্থের 'আবদু'ল-কাদির এ. তুলায়মাত কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা হইতে, কায়রো, তা.বি. (১৩৮২/১৯৬৩) ও (২) দিয়া'উ'দ-দীন কর্তৃক সম্পাদিত আল-জামি' গ্রন্থে; পরিবারের সদস্যগণের বিষয়ে তথ্যাবলী পাওয়া যাইবে; (৩) H. Ritter, Oriens, vi, 71 প.; (৪) মুহাম্মাদ শারাফু'দ-দীন (-তুর্কী মেহমেদ শেরেফেদ্দীন), (য়াল্‌তকায়া), Ibn Ethirler, (ইস্তাম্বুল ১৩২২ হি.) বইখানি পাওয়া যায় নাই।

(১) নং-এর জন্য ঃ মাজদু'দ-দীন-এর জীবনী বিষয়ক তথ্য পাওয়া গিয়াছে প্রধানত তাঁহার ভাইদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে, এক ভাই 'ইযযু'দ-দীন (দ্র. কামিল, sub anno, 606) প্রদত্ত বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন; (৫) য়াকূ'ত, উদাবা', ৬খ, ২৩৮-৪১ এবং অপর ভাই দিয়া'উ'দ-দীন-এর প্রদত্ত বলিয়া বিবরণী; (৬) ইব্নু'স-সা'ঈ-এর আল-জামি'উ'ল-মুখতাসার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, পৃ. ১৯৯-৩০১ (বাগদাদ ১৩৫৩/১৯৩৪)। সমসাময়িক অন্যান্য লেখক যেমন ইব্ন নুকতাঃ, ইব্নু'ল-মুসতাওফী (ইরবিলের ইতিহাস) ও আল-মুনযি'রীর খুবই সীমিত তথ্যাবলীর কতটুকু; (৭) ইব্ন খাল্লিকা'ন-এর (নং ৫২৪) বা (৮) ইব্নু'ল-'ইমাদ-এর শাযা'রাত গ্রন্থে (৫খ, ২২ প.) গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত নিরূপণের অপেক্ষায় রহিয়াছে; (৯) Brockelmann,, 1, 438 f., S 1, 305, 607-9.

(২) নং-এর জন্য ঃ 'ইযযু'দ-দীন অনেক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ইতিহাস য়াকূত-এর উদাবা'-তে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং মূল নির্ভর ইব্ন খাল্লিকান প্রদত্ত যৎসামান্য মন্তব্য (নং ৪৩৩), তিনি আঠার বৎসর বয়সে আলেপ্পোতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের লেখকগণ তেমন উল্লেখযোগ্য আর কোন তথ্য সংযোজন করিতে পারেন নাই। কামিল গ্রন্থে তাঁহার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে প্রদত্ত তথ্যাবলীর জন্য দ্র.ঃ (১০) আ. আ. তুলায়মাত সম্পাদিত আল-বাহির-এর ভূমিকাংশ; [বাহির গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে; (১১) Histoiere des Atabecs de Mosul নামে Recueil des Historiens des Croisades, Hist. or.-এর ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ.]। য়াকূ'ত সম্বন্ধে মন্তব্য বিষয়ে জানিবার জন্যঃ (১২) মুসতা'ফা জাওয়াদ কর্তৃক ইব্নু'ল-ফুওয়াতীর তালখীস মাজমা'ই'ল-আদাব গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাবলী, ৪খ; পৃ. ১, ২৬০ প.। মধ্যযুগে তাঁহাকে কতটা ইযযতের দৃষ্টিতে দেখা হইত, সেই বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র.; (১৩) আস-সাখাবী, ই'লান, উহা F. Rosenthal-এর A History of Muslim Historiography-এর অন্তর্ভুক্ত, Leiden 1952, 332, 413. আরও সাম্প্রতিক কালের সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্য দ্র.ঃ (১৪) Cl. Cahen, La Syrie du Nord, Paris 1940, 58-60; (১৫) H. A. R. Gibb, in Speculum, xxv, 1950, 58-72: (১৬) H. L. Gottschalk, al-Malik al-Kamil, Wiesbaden 1958, 6 f.; (১৭) ম. হিলমী ম. আহমাদ ও F. Gabrieli, in Lewis and Holt (edd.), Historians of the Middle East, London 1962, 88-90, 98 ff.; (১৮) Brockelmann, I, 402, 422 f., S I, 565, 587 f.।

(৩) নং-এর জন্যঃ দিয়া'উ'দ-দীন-এর যে জীবনীসমূহ তাঁহার প্রাথমিক কালের সমসাময়িকগণ, যথা ইব্নু'ল-মুসতাওফী ও ইব্নু'ন-নাজ্জার রচনা করিয়াছিলেন সেইগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না। ফলে এখন আমাদেরকে নির্ভর করিতে হয় ইব্ন খাল্লিকান-এর উপর (নং ৭৩৪) এবং (১৯) ইব্নু'স-সাবূনীর তাকমিলা-তে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসমূহ রহিয়াছে (সম্পা. মুসতা'ফা জাওয়াদ, বাগদাদ ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৪-৬) সেগুলির উপর। সেই সকল তথ্য কতকাংশে পরখ করিয়া নেওয়া যায় রাসা'ইলে প্রাপ্ত তথ্যাবলী হইতে, তু. (২০) D. S. Margoliouth, in Actes du Dixieme Congres Intern. des Or., Section III,

Leiden 1896, 9-21; (২১) Cl..Cahen, in BSOAS, xiv (1952), 34-43; আরও দ্র. (আয-যাহাবী ও আস-সাফাদী-কৃত জীবনী গ্রন্থসমূহের অভাবে) (২২) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ৫খ, ১৮৭-৯। তাঁহার পুত্রের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. রাসা'ইল, পৃ. ২৪৫ এবং ইব্ন খাল্লিকান ও আল-জামি'উ'ল-কাবীর গ্রন্থের ভূমিকা; (২৩) Brockelmann, I, 357 f, S I, 521.

F. Rosenthal (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-আজদাবী (ابن الاجدابى) ঃ পূর্ণ নাম আবূ ইসহা'ক ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল আত-তা'রাবুলূসী। ইব্নু'ল-আজদাবী উপনামেই সমধিক পরিচিত, 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদ, মূলত লিবিয়ার অন্তর্গত আজদাবিয়া নামক স্থান হইতে আগত পরিবারের লোক। নিজে ত্রিপোলী (লিবিয়া)-তে বাস করিতে, এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন। তাঁহার ইনতিকালের সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। তবে সম্ভবত ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জীবনী লেখকগণ শুধু জ্ঞানের গভীরতা এবং সেই সময়কার পণ্ডিতগণের প্রযুক্তি সংক্রান্ত সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁহাকে ন্যূনাধিক আটটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাবলীর নাম হইতে দেখা যায় যে, তিনি অভিধান সংকলনবিদ্যা, ছন্দ প্রকরণ (Metrics), আবহবিদ্যা (আন্ওয়া' নিবন্ধ দ্র.) ও কুলজী শাস্ত্রে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিশেষত মুস'আব আয-যুবায়রী (দ্র.) কর্তৃক রচিত 'নাসাব কুরায়শ' গ্রন্থের একখানা সারসংক্ষেপ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র নিম্নোক্ত দুইটি গ্রন্থের নাম য়াকূ'ত (উদাবা', ১খ., ১৩০; বুলদান, 'আজদাবিয়া নিবন্ধ দ্র.) ও আস-সুয়ূতী কর্তৃক (বুগ'য়া, পৃ. ১৭৮) সংরক্ষিত হইয়াছেঃ (১) কিফায়াতু'ল-মুতাহাফ্ফিজ ওয়া নিহায়াতু'ল-মুতালাফ্ফিজ ফি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা ও (২) কিতাবু'ল-আনওয়া'। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে মাত্র উক্ত গ্রন্থদ্বয়ই বিলুপ্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটির— যাহা একখানা অভিধান-সংক্ষিপ্তসার বটে—বেশ কিছু সংখ্যক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এখনও রক্ষিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হইয়াছে (তু. Brockelmann, ১খ, ৩০৮, SI, ৫৪১)। গ্রন্থখানা শ্লোকাকারেও বিন্যস্ত হইয়াছিল। উহা একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিতও হইয়াছে, বিশেষভাবে ১২৮৫/১৮৬৮ সনে কায়রো হইতে এবং ১৩০৫/১৮৮৭ সনে বৈরূত হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় গ্রন্থের একখানা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি 'ইয্যাত হাসান কর্তৃক আংকারা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত উহাকে বিলুপ্ত বলিয়া মনে করা হইত। তিনি ইহা ১৯৬৪ খৃ. দামিশ্ক হইতে প্রকাশ করেন (ইহ্য়া'উ'ত-তুরাছি'ল-ক'াদীম নামক সংকলন গ্রন্থের নবম খণ্ড)। উক্ত গ্রন্থের নাম হইতে কিতাবু'ল-আয্মিনা ওয়া'ল-আন্ওয়া' 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক প্রণীত কুতুবু'ল-আনওয়া' (আল্-আনওয়া' শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাবলী)-এর তালিকায় উক্ত গ্রন্থের নাম অনেক সময়ে উল্লিখিত হইয়া থাকে [তু. Ch. Pellat, Dictions rimes..., in Arabica, ২/১ (১৯৫৫ খৃ.), ৩৭]। উক্ত গ্রন্থ ইব্ন কুতায়বা কর্তৃক প্রণীত অনুরূপ গ্রন্থ (যাহা হামীদুল্লাহ-Pellat কর্তৃক সম্পাদিত ও ১৯৫৬ খৃ. হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও সংক্ষিপ্ত হইলেও অধিকতর সুবিন্যস্ত ও অপেক্ষাকৃত কম জটিল বটে। উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন পঞ্জিকা ('আরব, রোমান ও সিরীয়), প্রধান প্রধান নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্রন্থসমূহ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং ঋতুচক্র, রাশিচক্র, চন্দ্রের কলাসমূহ-এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উহাতে স'লাতের সময় নির্ণয়, পবিত্র মক্কা তথা কা'বা ঘরের দিক নির্ণয়ের পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রকারের বায়ুর তালিকা ও পরিচয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর উহাতে 'নাও' (النوء) শাস্ত্রের সংজ্ঞা, জুলিয়াস সীজার প্রবর্তিত পঞ্জিকা (Julian Calendar) অনুযায়ী বৎসরের মাসসমূহের ক্রমবিন্যাস ও উহাদের সিরীয়, 'আরবী ও ল্যাটিন নাম, মহাকাশের পরিবর্তনশীল জ্যোতি, বৈজ্ঞানিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে সেগুলি ভালভাবে বুঝা যায়। মিসরীয় সনের মাসসমূহের প্রারম্ভকাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই (আল-আনওয়া' নিবন্ধ দ্র.)। উক্ত গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক কার্যধারা এবং এতদসম্পর্কিত বচন ও প্রবাদ বাক্যসমূহ প্রকৃতিগতভাবে চিরাচরিত ঐতিহ্যের অনুরূপ। অবশ্য এই কথা সত্য যে, উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত কোনও কোনও বিষয় বর্তমান নিবন্ধের লেখক কর্তৃক সংগৃহীত এতদ্সম্পর্কিত বিষয়াবলী হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতে সূর্যাস্তকালে, মধ্যরাত্রিতে ও প্রভাতকালে যে যে নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যরেখা অতিক্রম করে, তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। সব দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায়, ইব্নু'ল-আজ্দাবী কর্তৃক রচিত জনপ্রিয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান সম্পর্কিত উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা যদিও অনেক পরে রচিত এবং যদিও উহাতে তথ্যগত অনেক ভুল-ভ্রান্তি রহিয়াছে, তথাপি আনওয়া' শাস্ত্র বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী (কুতুবু'ল-আনওয়া')-এর তালিকায় উহা একটি সম্মানিত আসনের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত উৎসসহ দেখুনঃ (১) 'ইয্যাত হাসান কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবু'ল-আনওয়া' গ্রন্থের পরিচিতির উদ্দেশে তৎকর্তৃক লিখিত ভূমিকা; (২) হ'াজ্জী খালীফা, ৫খ, ৫৪; (৩) যিরিক্লী, আ'লাম, ১খ, ২৫; (৪) বুসতানী, DM, ২খ, ৩২৮; (৫) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-বুলদান, ১খ, ১০০-১।

Ch. Pellat (E.I.²)/মু. মাজহারুল হক

ইব্নুল-'আদীম (ابن العديم) ঃ কামালু'দ-দীন (আবূ হ'াফস') আবু'ল-কাসিম 'উমার ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন আবী জারাদা ইব্নি'ল-'আদীম আল-'উক'ায়লী আল-হানাফী। আদাবু'ল-লুগা গ্রন্থে, সম্ভবত ইব্নু'শ-শিহ্না-এর (রাওদ'াতু'ল-মানাজির) অনুসরণে তাঁহার নাম 'উমার ইব্ন 'আব্দি'ল-'আযীয ইব্ন আহ'মাদ উল্লিখিত (৩খ., ১৭০)। কাশ্ফু'জ-জুনূন-এর রচয়িতা তাঁহার নাম 'উমার ইব্ন আবী জারাদা 'আব্দু'ল-আযীয লিখিয়াছেন (নং ২৯১)। তিনি আলেপ্পোর একজন ঐতিহাসিক ও মুহ'াদ্দিছ ছিলেন। জ. যু'ল-হিজ্জা ৫৮৮/ডিসেম্বর, ১১৯২ (তারিখটি স্বয়ং ইব্নু'ল-'আদীমের বর্ণিত, দ্র. য়াকূত ও ইব্ন কাছী'র), মৃ. ২৯ জুমাদা'ল-উলা, ৬৬০/২১ এপ্রিল, ১২৬২ সালে কায়রোতে। তিনি ইরাকের একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 'আরব পরিবারসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মূসা ২০০/৮১৫ সালের দিকে বানূ 'উক'ায়ল-এর লোকদের সংগে মহামারীর কারণে বস্রা হইতে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং সওদাগররূপে আলেপ্পোতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশকে বানূ 'আদীম নামে অভিহিত করার নিশ্চিত কারণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই পরিবারের কয়েকজন সদস্য আলেপ্পোর শাসকদের অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। উক্ত পরিবারের সদস্যগণ ক্রমান্বয়ে পাঁচ পুরুষ যাবত কাদীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার

পিতা যাঙ্গী ও আয়্যূবী শাসনামলে একজন প্রধান কাযী ছিলেন। ইব্নু'ল-'আদীম প্রথমে আলেপ্পো শহরে, তৎপর জেরুসালেমে (তাঁহার পিতা তাঁহাকে ৬০৩/১২০৬-৭ সালে এবং পরে ৬০৮/১২১১-১২১২ সালে জেরুসালেম লইয়া যান), অতঃপর দামিশ্ক, ইরাক ও হিজাযে শিক্ষা লাভের পর আলেপ্পোর শাদবাখ্ত মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপর তিনি কাযীর পদ লাভ করেন। অতঃপর শেষ দুই আয়্যূবী শাসক আল-মালিকু'ল-'আযীয (৬১৩-৬৩৪/১২১৬-১২৩৬) ও আল-মালিকু'ন-নাসি'র (৬৩৪-৫৮/১২৩৬-৬০)-এর আমলে উযীর নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রদূতরূপে তিনি কয়েকবার বাগদাদ ও কায়রো সফর করেন। ৯ সাফার, ৬৫৮/২৫ জানুয়ারী, ১২৬০ সালে মোঙ্গলগণ আলেপ্পো দখল এবং লুণ্ঠন করিলে তিনি আল-মালিকু'ন-নাসিরের সঙ্গে মিসরে পলায়ন করেন। হুলাগু (হালাকু খাঁ) প্রধান কাযীরূপে তাঁহাকে সিরিয়া প্রত্যাগমনের আমন্ত্রণ জানান; কিন্তু নির্দেশ পালনের পূর্বেই তিনি কায়রোতে ইনতিকাল (২৯ জুমাদা'ল-উলা, ৬৬০/২১ এপ্রিল, ১২৬২) করেন। আল-মুকাত্তাম-এ তাঁহাকে দাফন করা হয়। 'ফাওয়াত' গ্রন্থে অন্যান্য সূত্রের বিপরীতে তাঁহার মৃত্যু সাল ৬৬৬/১২৬৭-৬৮ লেখা হইয়াছে।

ইব্নু'ল-'আদীমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলেপ্পো সম্পর্কে রচিত দুইটি ইতিহাস গ্রন্থঃ بغية الطلب فى تاريخ حلب আলেপ্পোর খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চরিতাভিধান, খাতীবু'ল-বাগ'দাদী (দ্র.) ও ইব্ন 'আসাকির (দ্র.)-এর অনুসরণে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত, দশ, মতান্তরে চল্লিশ খণ্ডে সংকলিত বিরাট কলেবর হওয়াতে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কখনও সমাপ্তি লাভ করে নাই। ফলে তীমূরের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের আক্রমণের পূর্বেই ইহার খণ্ডগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে ইব্নু'শ-শিহনাও কেবল একটি খণ্ডের সন্ধান লাভ করেন (দ্র. Cat. Codd. Arab. Bibl. Acad. Lugd Bat., ii. 82)। ইহার খণ্ডগুলি সংরক্ষিত রহিয়াছে প্যারিসে (কিতাব খানা-ই আহ্লিয়্যা, de Slane, cat., নং ২১৩৮), লন্ডনে (Cat. Codd. MSS. Or., বৃটিশ মিউজিয়াম, ২খ, নং ১২৯০) এবং খুব সম্ভব কনস্টান্টিনোপলে (আয়া সোফিয়া, নং ৩০৩৬, দ্র. Horovitz, Mitt. Sem, Or. Spr., বার্লিন, ১০খ, ৬০, নং ৫১)। ইব্নু'ল-'আদীম স্বয়ং উক্ত গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ (৬৪১/১২৪৩ সাল পর্যন্ত) যুবদাতু'ল-হ'লাব ফী তা'রীখ হ'লাব (زبدة الحلب فى تاريخ حلب) শিরোনামে ইতিহাস রচনার ধারায় লিখিয়াছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি সমাপ্তির পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। প্যারিসে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি (de Slane, নং ১০৬৬; অপর একটি পাণ্ডুলিপি St. Petersburg-এ আছে, যাহা সম্ভবত প্যারিসের পাণ্ডুলিপি, দ্র. V. Rosen, Not. Sommaires des manuscr. arabes du Musee Asia., St. Petersburg 1881 A. D., P. 98, no. 160) হইতে নিম্নলিখিত লেখকগণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন ঃ G. W. Freytag, Selecta ex historia Halebi, Lutetiae Par. 1819; Regnum Saahd-aldaulae in oppido Halebi, Bonn 1820 A. D.; Historiens orientaux des Croisades, iii, 691-732; H. Derenbourg, Vie d' Ousama (Publ. de I' Ec. des Langues of. viv., ক্রমিক-২, ১২/১) ৫৬৯-৮৫; E. Blochet, L'histoire d' Alep de Kamaladdin 'আরবী মূল পাঠ ল্যাটিন অনুবাদ ও টীকাসহ সম্পা. Freytag, প্যারিস-বন ১৮১৯-১৮২০; বন ১৮২০; 'আরবী মূল পাঠের ফরাসী অনু. in Rev. de l'Orient Latin, 1897, A. D., 146-235; 1898 A. D., 37-107; 1899. p. 1-49, ইহার পরে মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'াম্বালী (মৃ. ৯৭১/১৫৬৪) ৬ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৯৫১/২৭ জুন, ১৫৪৪ সাল পর্যন্ত সময়ের একটি সারসংক্ষেপ يذكرها নামে প্রস্তুত করিয়াছেন (তু. Cat. Codd. MSS. Or. in British Museum, no. 334, তু. Bibl. Bodl. MSS. Orient, Vol. 1, No. 810, 836; V. Rosen, Not. Sommaires, no 203)।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ বুগ্য়াঃ-কে ভবিষ্যতে সচল রাখার চেষ্টা পুনরায় করা হয়ঃ (১) 'আলা'উ'দ-দীন আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ (ইব্ন সা'দ নামে পরিচিত) ইব্ন খাতীব আন-নাসিরিয়্যা (মৃ. ৮৪৩/১৪৩৯) در الحبب فى تاريخ اعيان حلب শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে রহিয়াছে আলেপ্পো নগরের বিবরণ এবং ৬৫৯ হিজরী হইতে পুস্তকটির রচনাকাল পর্যন্ত আলেপ্পোর বিশিষ্ট অধিবাসীদের জীবন-চরিত। Brockelmann ও Horovitz (Mitt. Sem. Of. Spr., ১০খ, ৬০ প.) এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। অতঃপর মুওয়াফ্ফাকু'দ-দীন আবূ যারর আহ'মাদ ইব্ন ইব্রাহীম (মৃ. ৮৮৪/১৪৭৯) কুনূযু'য-যাহাব নামে ইহার একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন; (২) মুহিব্বু'দ-দীন আবু'ল-ফাদ্ল মুহ'াম্মাদ ইব্নু'শ-শিহ্না আল-হ'ালাবী (মৃ. ৮৯০/১৪৮৫) নুযহাতু'ন-নাওয়াজির ফী রাওদি'ল-মানাজির المنتخب فى (تكملة) تاريخ حلب শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বার্লিনে ইহার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে (Ahlwardt, Verz, নং ৯৭৯১); ১ম খণ্ড লন্ডনে (Cat. Codd. Or., in British museum, নং ৪৩৬, পৃ. ২); ২য় খণ্ড Gotha (Pertsch, verz, নং ১৭৭২)-য়; ৩য় খণ্ড প্যারিসে (de Slane, Cat. নং ১২৩৯)। ইব্নু'শ-শিহ্না-র এক বংশধর ১০১৪ হইতে ১০২৪ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন, যাহাতে তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালের অবস্থাদি সম্পর্কে টীকা সংযোজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির তালিকার জন্য দ্র. Pertsch, Verz. d. arab. Hdss. zu Gotha, no. 1724, অধিকন্তু Cat. Codd. Arab. Bibl. Lugd. Bat., ২খ, ৮৫, নং ৯৫২। 'আদ-দুররু'ল-মুন্তাখাব ফী তা'রীখি মাম্লাকাতি হালাব (الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب) নামে Joseph Elias Sarkis কর্তৃক বৈরূত হইতে ১৯০৯ সালে এই সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হইয়াছে। A. v. Kremer এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন [দ্র. Sitzungsber, d. Wien. Akad.-দর্শন ও ইতিহাস, ৪র্থ পর্ব (১৮৫০ খৃ.), ১খ., ১২৫ প.]।

আল-আখ্বারু'ল-মুস্তাফাদা ফী যিকরি বানী আবী জারাদা (الاخبار المستفادة فى ذكر بنى ابى جرادة) নামে ইব্নু'ল-'আদীম নিজ বংশের যে ইতিহাস গ্রন্থ য়াকূত-এর জন্য রচনা করিয়াছিলেন, য়াকূত তাঁহার গ্রন্থ আল-ইরশাদ (৬খ., ১৮-৩৫; আহ'মাদ ফারীদ সংস্করণ, ১৫খ, ৫ প.)-এ ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে আলেপ্পোর ধ্বংস সম্পর্কিত মারছিয়্যাটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই কবিতার কিছু অংশ আবু'ল-ফিদা' উপরিউক্ত গ্রন্থে নমুনাস্বরূপ পেশ করিয়াছেন। তিনি

৬১০/১২১৩ সালে আল-মালিকু'জ-জাহির-এর নিকট তাঁহার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাহার শিরোনাম ছিল আদ্-দারারী ফী যিক্রি'য্-যারারী (الدرارى فى ذكر الذرارى)। এই হস্তলিখিত পত্রটি নূরী 'উছ্'মানিয়্যা, পাণ্ডুলিপি নং ৩৭৯০ হইতে নকল করিয়া 'মাজমূআ (ইস্তাম্বুল ১২৯৮ হি., ২য় সংখ্যা)-তে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইব্নু'ল-'আদীম-এর সর্বশেষ গ্রন্থ (الوصيلة (يا الوصلة الحبيب في وصف الطيبات والطيب যাহাতে সকল প্রকার সুগন্ধি ও আতর তৈরির পদ্ধতি নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার পাণ্ডুলিপি আছে বার্লিন (Ahlwardt. Verz, নং ৪৬৩), বৃটিশ মিউজিয়ামে (Ellis ও Edwards, A. descr. List of the Arab. Mss. acquired since 1894, London 1912, পৃ. ৫৬, ৬২, নং Or ৬৩৮৮) ও বাঁকীপুরে (Cat. of the Arab. and Pers. MSS. in the Orient. Publ. Libr., ৪খ, ১৪৬, নং ৯৬)। য়াকূ'তের মতে তিনি খ্যাতনামা খুশ্‌নাবীস (সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিকার)-দের মধ্যে গণ্য। সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁহার চমৎকার হস্তাক্ষরের নমুনা রহিয়াছে (তু. Cat. des Mss. et Xylographes orient. de la Bibl. Imp., নং ১৪৭)। গদ্য ব্যতীত কবিতা রচনায়ও তাঁহার দক্ষতা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াকূত, ইর্শাদু'ল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব, ৬খ, ১৮-৪৬, আহ্'মাদ ফারীদ সংস্করণ, ১৫-৫৭; (২) আল-য়ূনীনী, যায়লু মির'আতি'য্-যামান, প্রথম সংস্করণ, ১খ, ৫১০ প.; (৩) আবু'ল-ফিদা', তা'রীখ; ৪খ, ৬৩৪; (৪) ইব্নু'ল-ওয়ারদী, ২খ, ২১৫; (৫) ইব্ন শাকির, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি., ২খ, ১০১; (৬) য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান, ৪খ, ১৫৮; (৭) ইব্ন কাছ্'ীর, আল-বিদায়া, ১৩খ, ২৩৬; (৮) ইব্ন আবি'ল-ওয়াফা', আল-জাওয়াহিরু'ল-মুদী'আ, ১খ, ৩৮৬; (৯) ইব্নু'য্-যায়্যাত, আল-কাওয়াকিবু'স্-সায়্যারা, পৃ. ২৭২; (১০) ইব্ন কুত্লূবুগা, ত'াবাক'াতু'ল-হানাফিয়্যা (Abh. f. d. Kunde des Morg., লাইপযিগ ১৮৬২ খৃ.), ২খ, নং ১৪৩; (১১) ইব্ন তাগরীবির্দী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, ৭খ, ২০৮; (১২) আস-সুয়ূত'ী, হুসনু'ল-মুহাদারা, ১খ, ২২০; (১৩) হাজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, য়ালতাকায়া সং, 'উমূদ ২৪৯; (১৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৫খ, ৩০৩; (১৫) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, ১৪৭; (১৬) আত-ত'াব্বাখ, আ'লামু'ন-নুবালা', ২খ, ৩১৩, ৪খ, ৪৬৪; (১৭) মাজাল্লাতু'ল-মাজমা'ই'ল-'ইল্মী, ২৩খ, ২৫১; (১৮) আল-ফিহ্‌রিস্ত তাম্‌হীদী, পৃ. ৫৬৪; (১৯) যুবদাতু'ল-হ'ালাব, মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা; (২০) Wustenfeld, Geschichtschreiber der Araber, নং ৩৪৫; (২১) Weijers, Orientalia, ২খ, ২৪৮; (২২) Brockelmann, ১খ, ৩৩২ ও পরিশিষ্ট, ১খ, ৫৬৮; (২৩) E.I.^{2}, vol. 3, p. 695-6.

Brockelmann ও 'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-আন্বারী (দ্র. আল-আনবারী, আবু'ল-বারাকাত)

ইব্নুল-'আফীফ আত-তিলিমসানী (ابن العفيف التلمسانى) ঃ শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আফীফি'দ-দীন সুলায়মান ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আত-তিলিমসানী, ছদ্মনাম আশ-শাব্বু'ল-জারীফ (ধীশক্তিসম্পন্ন তরুণ যুবক) একজন দক্ষ কবি ছিলেন।

তাঁহার পিতা 'আফীফু'দ-দীন আত-তিলিমসানী (দ্র. আত-তিলিমসানী) একজন সূফী ছিলেন। তিনি তিলিমসান পরিত্যাগপূর্বক কায়রোস্থিত সা'ঈদ আস-সু'আদার খানকাহে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। কবি সেখানে ১০ জুমাদা'ল-উখরা, ৬৬১/২১ এপ্রিল, ১২৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনকালে ইব্নু'ল-'আফীফ পিতার সহিত দামিশক গমন করেন এবং তথায় পিতা ও কতিপয় 'আলিমের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি অচিরেই কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং কাসিয়ূন পর্বতের পাদদেশে বসবাস করিতে থাকেন।

বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে তিনি যৌবনকাল হইতেই কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। স্তুতি কবিতার মাধ্যমে তিনি তদানীন্তন খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান, বিশেষ করিয়া তিনি হামাত-এর আয়্যূবী শাসক আল-মানসূ'র মুহাম্মাদের গুণাবলী সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন।

রচনাশৈলীর দিক দিয়া কিছু শৈথিল্য থাকিলেও তাঁহার কাব্য ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ। তাঁহার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিছুদিন তিনি ইহা প্রতিহত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কাব্য জগত হইতে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নিজকে নিজের গৃহ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। যৌবনকালের প্রারম্ভে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ১৪ রাজাব, ৬৮৮/৩ আগস্ট, ১২৮৯ সালে কবি ইনতিকাল করেন।

ইব্নু'ল-'আফীফ বাধা-বন্ধনমুক্ত ও সরল জীবন যাপন করিতেন। প্রধানত প্রেমগাঁথা রচনার মাধ্যমে তাঁহার কাব্যিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তাঁহার প্রেমগাথায় তদানীন্তন যুগের অসামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে। তিনি দূবায়ত ও মুআশ্‌শাহাত কবিতাও রচনা করেন।

তাঁহার নিপুণতা ও প্রকাশের দক্ষতা তাঁহাকে কাব্য রচনায় সমকালীন যুগের প্রচলিত রচনা পদ্ধতি পরিহার করিতে সক্ষম করিয়াছিল। সাধারণত মানুষকে সম্বোধন করিয়া রচিত তাঁহার প্রেমগাঁথাগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সম্ভবত ইহা সঠিক হইবে না।

ইব্নু'ল-'আফীফের 'দীওয়ান' সংক্ষিপ্ত হইলেও স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেন। ইহা কায়রোতে (হি. ১২৭৪, ১২৮১, ১৩০৮) ও বৈরূতে (খৃ. ১৮৮৫, ১৮৯১, ১৯০৭) কয়েকবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সংস্করণগুলি ছিল অত্যন্ত মামুলি ধরনের [একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ বর্তমানে (১৯৬৭ খৃ.) প্যারিসে প্রস্তুতির পথে; পাণ্ডুলিপির জন্য দেখুন Brockelmann, I, 300, S I, 458 adding MS দামিশক, জাহিরিয়্যা, নং ৫১২৬]। তাঁহার রচিত কতিপয় মাকামাতও বিদ্যমান (পাণ্ডু. প্যারিস ৩১৬৭, ৩৯৪৭; ইস্তাম্বুল, তোপকাপি সারায়ি ২৪০২; বার্লিন ৮৫৯৪)। ইহার একখানা দামিশকে প্রকাশিত হইয়াছে, তা. বি. ও তাঁহার দুইটি খুতবাও বিদ্যমান (পাণ্ডু. বার্লিন ৩৯৫৩)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ৪২২; (২) যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, পাণ্ডু. বৃটিশ যাদুঘর, Or. ৫৩, পত্রক ৬২ v.; (৩) সাফাদী, আল-ওয়াফী, ৩খ, ১২৯-৩৬; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, ৪০৫; (৫) ইব্ন তাগ'রীবির্দী ৭খ, ৩৮১; (৬) হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১৭৮৬; (৭) যিরিক্‌লী, আ'লাম, ৭খ, ২১; (৮) কাহ্‌হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ১০খ, ৫৩; (৯) Brockelmann, I, 300, S I, 458.

J. Rikabi (E.I.^{2})/মকবুলুর রহমান

ইব্নুল-আব্বার (ابن الأبار) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন আবী বাক্র ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-কুদা'ঈ, ঐতিহাসিক, হ'াদীছ'বেত্তা, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন উহার উদ্ভব হইয়াছিল ওনদা-তে এবং তাহাই ছিল স্পেনের কুদা'ঈগণের পৈতৃক বাসস্থান। তিনি রাবী'-২, ৫৯৫/ফেব্রুয়ারী ১১৯৯ সালে ভ্যালেন্সিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে যৌবনকাল অতিবাহিত করেন এবং কয়েকজন শিক্ষকের নিকটে শিক্ষাভ্যাস করেন। নিজের মু'জাম গ্রন্থে তিনি সেই উস্তাদগণের কথা লিখিয়াছেন। বিশ বৎসরেরও অধিক কাল যাবত তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান হাদীছবিশারদ আবু'র-রাবী' ইব্ন সালিম-এর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই শিক্ষকই তাঁহাকে ইব্ন বাশকুওয়াল-এর সিলা গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি ফী তালাবি'ল-'ইল্ম (জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে) উপদ্বীপ ব্যাপিয়া কয়েকবার ভ্রমণে বাহির হন এবং ভ্যালেনসিয়ার মু'মিনী গভর্নরগণের সচিবরূপে দায়িত্ব পালন করেন। এই শহরটি ইব্ন মারদানীশ (দ্র.) কর্তৃক বিজিত হইবার পরে রামাদ'ান ৬৩৫/এপ্রিল-মে ১২৩৮ সনে আরাগোন-এর রাজা ১ম জেম্‌স কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। তখন ইব্নু'ল-আব্বারকে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাহায্যের জন্য তিউনিসের হাফসী সুলতান আবূ যাকারিয়্যা (দ্র. হাফসীগণ)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। সেখানে ৪ মুহ'াররাম, ৬৩৫/১৭ আগস্ট, ১২৩৮ সনে তিনি সীন হরফের অন্ত্যমিলযুক্ত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন [দ্র. (১) আল-মাক্কারী, Analectes, ii, 651; (২) ঐ লেখক, আয্হার, ৩খ, ৩০৭]। সেই কবিতাটিতে তিনি স্বীয় শহরের অবরোধের করুণ অবস্থা তুলিয়া ধরেন। অতঃপর তিনি ভ্যালেনসিয়াতে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ১ম জেম্‌স কর্তৃক ১৭ সাফার, ৬৩৬/২৮ সেপ্টেম্বর, ১২৩৮ সনে শহরটি দখল করিবার কয়েক দিন পরেই সেখান হইতে চলিয়া যান (দ্র. Dozy, Notices, 190)। আল-গুবরীনী ('উনওয়ন, পৃ. ১৮৩) বলেন যে, তিনি তিউনিসে যাইবার আগে বুগিতে (Bougie) থামিয়াছিলেন। সেখান আবূ যাকারিয়্যা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ অর্থ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন, কিন্তু সরকারী দস্তাবেজে সাহিবু'ল-'আলামা পদ পূরণের প্রত্যায়িতকরণের স্থান পূরণ না করিয়া শূন্য রাখিবার নির্দেশ দেন। ইব্নু'ল-আব্বার এই আদেশ পালন না করায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। তবে অল্পদিন পরেই তাঁহাকে মাফ করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়।

আবূ যাকারিয়্যার ইনতিকালের পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুস্তানসির প্রথমে তাঁহাকে কিছুকাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাখেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার প্রতি এই আমীর ও তাঁহার উযীরগণ বিরূপ হইয়া যান এবং তাঁহাকে নির্যাতন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তাঁহার সকল রচনা বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। পরীক্ষা করিয়া সেগুলির মধ্য হইতে স্বয়ং আমীরের বিরুদ্ধে লিখিত একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাওয়া যায়। কবিতাটি পাঠ করিয়া শুনানো হইলে আমীর আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া যান এবং ইব্নুল-আব্বারকে বর্শার আঘাতে হত্যা করিবার আদেশ দেন। ইব্নু'ল-আব্বার ২০ মুহ'াররাম, ৬৫৮/৬ জানুয়ারী, ১২৬০ সালে মারা যান। পরের দিন তাঁহার লাশ, সকল বইপত্র, তাঁহার কবিতাসমূহ ও পুরস্কারসমূহ সকল কিছু একত্রে পোড়াইয়া ফেলা হয়। ইব্নু'ল-আব্বার-এর লিখিত কিছু সংখ্যক সরকারী পত্র (দ্র. মাক্কারী, আয্হার, ৩খ, পৃ. ২১১ প.) ও কবিতা (দ্র. ঐ লেখক, Analectes, i, 658, 868, ii, 762; ঐ, আয্হার, ২খ, পৃ. ২২৩ প.) বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা পাই। তিনি সর্বমোট বই লিখিয়াছিলেন প্রায় ১৫ খানার মত (সেইগুলি প্রায় ৪৫ খণ্ডে ছিল), তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রক্ষিত হইয়াছে ঃ

(১) কিতাবুত-তাক'মিলা লি-কিতাবি'স-সিলা [ইহা ইব্ন বাশকুওয়াল (দ্র.)-এর সিলা গ্রন্থের সংযোজন, সম্পা. Codera, ২ খণ্ডে, মাদ্রিদ ১৮৮৮-৯ খৃ. (BAH, v, vi,)]; ইহা একটি সংযোজন, তাহাতে পাঠ বিভিন্নতা ও নির্দেশিকা রহিয়াছে, Alarcon ও Gonzalez Palencia কর্তৃক Miscelanea de estudios y textos arabes-এ প্রকাশিত, মাদ্রিদ ১৯১৫ খৃ., পৃ. ১৪৭-৬৯০, এই গ্রন্থের শুরুর অংশ সম্পাদনা করেন Bel ও Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ.। জীবনীমূলক অভিধান রচনা সমাপ্ত হয় তিউনিসে। (২) আল-মু'জাম ফী আসহাবি'ল-কাদী আল-ইমাম আবী 'আলী আস-সাদাফী, সম্পা. Codera, Madrid 1886, (BAH, iv)। (৩) কিতাবু'ল-হুল্লাতি'স-সিয়ারা'; আংশিকভাবে সম্পাদনা করেন R. Dozy, প্রকাশিত হয় Notices sur quelques, manuscrits arabes-এ, Leiden 1847-51, (আরও দ্র. ঐ লেখক, Recherches[2] ও Scriptorum arabum loci de Abbadidis) ও Muller, প্রকাশিত হয় Beitrage zur Geschichte der westlichen Araber-এ Munich 1866-78; সম্পা. এইচ. মু'নিস, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ২ খণ্ড; ইব্নু'ল- আব্বার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও পঠন-পাঠন করেন 'আবদুল্লাহ্ আত-তাব্বা', কিতাবু'ল-হুল্লাতি'স-সিয়ারা', বৈরূত ১৯৬২ খৃ.। কবিগণের জীবনী ঃ (৪) তুহ্ফাতু'ল কাদিম, স্পেনের কবিদের বিষয়ে রচিত, এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করেন বালফীকী, আল-মুকতাদাব মিন কিতাব তুহ্ফাতি'ল-কাদিম, সম্পা. এ. বুস্তানী, মাশরিক (Machriq)-এ প্রকাশিত, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ও ইব্রাহীম আল-ইবয়ারী, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.। (৫) ই'তাবু'ল-কুত্তাব (সচিবগণের সন্তুষ্টি), সম্পা. সালিহ আল-আশতার, দামিশ্ক ১৯৬১ খৃ.; (৬) দুরারু'স-সিম্ত ফী খাবারি'স- সিব্ত [রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারবর্গ ও 'আলী পন্থিগণের বিষয়ে] সংস্করণ তৈরি করেন এ. গেদিরা, তিনি আল-আন্দালুসের পাঠ (২২/১, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৩১-৫৪ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বইখানিতে লেখক উমায়্যাদের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কিছুটা শী'আ প্রবণতারই পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীতঃ (১) গুবরীনী, 'উনওয়ানু'দ-দিরায়া ফী মান 'উরিফা মিনা'ল-'উলামা' ফি'ল-মি'আতি'স-সাবি'আ বি-বিজায়া, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯১০, পৃ. ১৮৩; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, বূলাক ১২৯৯/১৮৮১-২, ২খ, ২২৬; (৩) মাক্কারী, Analectes, index; (৪) ঐ লেখক, আয্হারু'র রিয়াদ ফী আখবার 'ইয়াদ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্ন খালদূন, Barbaras, অনু. de Slane, ii, 307, 347-50; (৬) যারকাশী, তা'রীখু'দ-দাওলাতায়ন, অনু. Fagnan, Constantine 1895, 36, 38, 48,; (৭) Pons Boigues, 409; (৮) Gayangos, Hist. of the Moh. dynasties in Spain, ii, 528 ff.; (৯) R. Brunschvig, Hafsides, index; (১০) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ২৯৪,; (১১) Brockelmann, I, 340-1, S 1, 580-1।

M. Ben Cheneb-(Ch. Pellat) (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-আব্বার (ابن الابار) ঃ আবূ জা'ফার আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-খাওলানী, একজন আন্দালুসীয় কবি, যিনি সেভিল-এর প্রথমদিকের 'আব্বাদীগণ (দ্র.)-এর পার্শ্বচরদের মধ্যে বসবাস করিতেন এবং ৪৩৩/১০৪১-২ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত দীওয়ানের কয়েকটি মাত্র কবিতা রক্ষিত আছে, বিশেষত ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদ-এর প্রশংসায় রচিত একটি, কোন কোন উপলক্ষে রচিত কবিতা ও কিছু বিবরণমূলক কবিতা। অলংকারময় ভাষায় রচিত কবিতা তাঁহার গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেইগুলি সমসাময়িক আন্দালুসীয় জীবন পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহার কবিতার প্রিয় বিষয় ছিল মদ্য, ভোগবিলাস, গ্রামাঞ্চলে পদযাত্রা ও রমণী। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কবিতায় ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসের উপাদান প্রকট। তাঁহার রচনাশৈলী চমৎকার, তাঁহার রচনায়— রূপকালঙ্কার ও উপমা প্রচুর এবং তিনি অলংকার ব্যবহারে অনবদ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

হ'াজ্জী খালীফা (নং ৯৩৪, ২১৬৫, ২৬৪৬ ও ৫১৫৯) ঐতিহাসিক ইব্নু'ল-আব্বার ও এই ইব্নু'ল-আব্বারকে একই ব্যক্তি মনে করিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ২খ.; (২) দাব্বী, বুগ্'য়া, নং ৩৫২; (৩) আবু'ল-ওয়ালীদ আল্-হিম্য়ারী, বাদী', সূচী; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ৪৪; (৫) মাক্কারী, Analectes, সূচী; (৬) Pons Boigues, Ensayo, 409; (৭) S. Khalis, Lavie litteraire a Saville au XIe Siecle, অভিসন্দর্ভ, Sorbonne ১৯৫৩ খৃ. (অপ্রকাশিত); (৮) H. Peres, Poesie andalouse, 186; (৯) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল- মা'আরিফ, ২খ., ২৯৫।

M. Ben Cheneb (E.I.[2])/রুহুল আমীন

ইব্নুল-'আমীদ (ابن العميد) ঃ আদি বুওয়ায়হী আমলের দুইজন উযীরের নাম প্রথম জন সাহিত্যিকরূপেও পরিচিত।

১। আবু'ল-ফাদ্ল মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী 'আবদিল্লাহি'ল-হু'সায়ন ইব্ন মুহ'াম্মাদ মধ্য-ইরানের শী'আ শহর কুম্ম-এর অধিবাসী একজন ফেরীওয়ালা বা গম ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। পরবর্তী কালে সরকারী দফতরে খুরাসানের 'কাতিব' (সচিব) হিসাবে নিযুক্ত হন এবং 'আমীদ (দ্র.) উপাধি লাভ করেন যাহা অত্র এলাকায় সাধারণত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে প্রদান করা হইত। ইব্নু'ল-'আমীদ ৩২৮/৯৩৯-৪০ সনে রুক্নু'দ-দাওলা কর্তৃক তদীয় উযীর নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরেরও কম ছিল এবং তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন।

ইব্নু'ল-'আমীদের পিতা প্রথমত তাবারিস্তানের যিয়ারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারদাবীজের (৩২৩/৯৩৫) উযীর ছিলেন। অতঃপর তিনি আমৃত্যু সামানী বংশের উযীর ছিলেন। ছা'আলিবী বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনিই বুওয়ায়হী শাসক 'ইমাদু'দ-দাওলার সঙ্গে মারদাবীজের সম্পর্ক উন্নত করেন এবং তাঁহাকে কারাজ (كرج)-এর গভর্নর পদ প্রদান করেন।

কোন্ অবস্থায় ইব্নু'ল-'আমীদ রুক্নু'দ-দাওলার উযীর নিযুক্ত হন তাহা জানা যায় না এবং উযীর হইবার পূর্বে তাঁহার মর্যাদা কি ছিল, সে ব্যাপারেও ইতিহাস নিশ্চুপ। অবশ্য ছা'আলিবীর বর্ণনামতে আবু'ল-ফাদ্ল শুধু পিতার জীবদ্দশাতেই নহে, বরং তাঁহার পরও ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন এবং কালক্রমে উযীরের পদে নিয়োজিত হন।

ইব্নু'ল-'আমীদের জীবন প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশকে সুদৃঢ় করিতে এবং দেশের বিরুদ্ধে উত্থিত বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হয়। ৩৩৯/৯৫০-৫১ পর্যন্ত কোন ইতিহাসবিদ তাঁহার কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। উক্ত বৎসরে তিনি মুসাফিরী (দ্র.) মারযুবানকে, যিনি রুক্নু'দ-দাওলা কর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন, মুক্ত করার একটি ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করিয়া দেন। পরবর্তী বৎসর সামানী সেনাপতি ইব্ন কারাতেগিনের আক্রমণ প্রধানত তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ৩৪৪/৯৫৫-৫৬ সনে তিনি ইব্ন মাকান-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং ৩৩৫-৩৬ সনে দায়লামী পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে কিছুই শোনা যায় নাই। রুক্নু'দ-দাওলা কিছুকালের জন্য তাঁহার শিশুপুত্র, পরবর্তী কালের 'আদুদু'দ-দাওলা (দ্র.)-এর সঙ্গে ইব্নু'ল-'আমীদকে নিয়োজিত করেন। উক্ত বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর ইব্নু'ল-'আমীদ রায়-এ বৃদ্ধ রুক্নু'দ-দাওলার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ৩৫৫/৯৬৬ সনে এই শহরের মধ্য দিয়া বায়যান্টাইন সীমান্তের উদ্দেশে গমনকারী একদল অবিশ্বস্ত খুরাসানী (গাযী) সেনাদলের বিশৃঙ্খলা দমনে কৃতকার্য হন। ৩৫৬ হি. সনে রুক্নু'দ-দাওলার মিত্র ইব্রাহীম সালারের পক্ষে আযারবায়জানের আনুগত্য আদায় করেন। সর্বশেষ ৩৫৯ হি. কুর্দী নেতা হাসান ওয়ায়হ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন। এই অভিযানকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহার পুত্রকে পিতার নিষেধের অবাধ্য হইয়া সেনাবাহিনীর জনপ্রিয় নেতা সাজিবার সুযোগ আনিয়া দেয়। ৫ সাফার, ৩৬০/৯ ডিসেম্বর, ৯৭০ সালে ৩২ চান্দ্র বৎসর যাবত উযীর পদে বহাল থাকার পর ইব্নু'ল-'আমীদ হামাযানে ইনতিকাল করেন। ওয়ারাতের এই সুদীর্ঘ কাল পরবর্তী কালে একমাত্র উযীর নিজামু'ল-মুল্কই অতিক্রম করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানা যায় না। তাঁহার গ্রন্থাগারিক মিসকাওয়ায়হ সাধারণভাবে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। স্বয়ং রুক্নু'দ-দাওলার ও দায়লামীদের বিশৃঙ্খল স্বভাব সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসন পুনর্গঠন ও পরিচালনায় এবং সেনাবাহিনীর উপর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবার কারণে, বিশেষত এই শেষোক্ত ব্যাপারে তাঁহার ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতার কারণেই তিনি দৃশ্যত তাঁহার শাসকের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। ইবনুল-'আমীদের নাম উল্লেখ না করিয়া কুম্ম-এর ইতিহাসে তাঁহার সময়ে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত যে পদক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা নিশ্চিতভাবে তাঁহার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মিসকাওয়ায়হ-এর মতে ইব্ন হিন্দ-এর ফারস-এ শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ লাভের পর তাঁহাকে লিখিত ইব্নু'ল-'আমীদের পত্রটি ছিল একজন যোগ্য প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ।

ইব্নু'ল-'আমীদের খ্যাতি শুধু সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য নহে, বরং জ্ঞানবত্তা, মনীষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। এই কারণে তাঁহাকে দ্বিতীয় জাহিজ বলা হইত। ছা'আলিবী, বলেন, "রচনা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করেন ইব্নু'ল-হামীদ এবং ইহার পূর্ণতা ঘটান ইব্নু'ল-'আমীদ।" তিনি জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, অধিবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং অন্য কবিদের অসংখ্য কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। তাঁহার একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল যাহার গ্রন্থাগারিক ছিলেন ইব্ন মিসকাওয়ায়হ।

ইব্নু'ল-'আমীদ স্বল্পভাষী, অমায়িক, নম্র ও উদার ছিলেন। একবার কবি মুতানাব্বী (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করায় তিনি

তাঁহাকে দুই বা তিন হাজার দীনার পারিতোষিক প্রদান করেন। মুতানাব্বী ছাড়াও ইব্ন নুবাতা, আস্-সা'দী ও অন্য কবিগণও তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি ৬ সাফার, ৩৬০/ডিসেম্বর ৯৭০ সনে ষাট বৎসরের কিঞ্চিৎ উর্ধ্ব বয়সে হামাযানে ইনতিকাল করেন। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুর সন ৩৫৯/৯৬৯ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সঠিক নহে।

ইব্নু'ল-'আমীদের শিক্ষকগণের কোন তালিকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইব্ন নাদীম তাঁহার আল-ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থের এক স্থানে মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন সা'ঈদকে তাঁহার শিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে স্বীয় পুত্র আবু'ল-ফাত্‌হ (৩৩৭-৩৬৬ হি.) ও আস্-সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ (৩২৬-৩৮৫ হি.) যিনি ইব্নু'ল-'আমীদের সাহচর্যের কারণেই আস-সাহিব উপাধি লাভ করেন (ওয়াফায়াত, ১খ, ৭৫)। ইহা ছাড়াও রুক্নু'দ-দাওলার পুত্র 'আদুদু'দ-দাওলাও ছিলেন যিনি তাঁহাকে সর্বদা "আল-উস্তায়ু'র-রা'ঈস" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ইবু'ল-'আমীদের পরিবার কুম্ম-এর অধিবাসী ছিলেন। এই পরিবারে মন্ত্রিত্ব ও সচিবের পদ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদেরকে বারমাকী পরিবারের প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য করা হইত এবং মুসলিম রাজ্যে ফারসী ভাষা প্রচলনের অগ্রদূত বলা হইত।

ইব্নু'ল-'আমীদের ইনতিকালের পর তদীয় পুত্র আবু'ল-ফাত্‌হ মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। তিনিও জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন।

ইব্ন হ'ায়্যান আত্-তাওহ'ীদী তাঁহার 'মাছালিবু'ল-ওয়াযীরায়ন' গ্রন্থে ইব্নু'ল-'আমীদ ও সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ-এর একটি বিচ্যুতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু ইব্নু'ল-'আমীদ, সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ ও আবূ হ'ায়্যানের চরিতকারগণ কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এক স্থানে ইব্নু'ল-'আমীদ ও ইব্ন 'আব্বাদ-এর তুলনায় বলা হইয়াছেঃ 'ইব্নু'ল-'আমীদ ইব্ন 'আব্বাদ অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান, ভদ্র ও বিনয়ী এবং দানশীল ও মহত্ত্বের দাবি করিতেন; কিন্তু উভয়ে নিজ নিজ দাবিতে অসত্যবাদী ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান লিখিয়াছেন যে, আত্-তাওহ'ীদী এই বর্ণনায় সুবিচার করেন নাই।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, ইব্নু'ল-আছীর ও ইব্ন খালদূন উভয়ে তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের মেয়াদ ২৪ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্নু'ল-আছীর আরও লিখিয়াছেন যে, ৩২৮ হিজরীতে রুক্নু'দ-দাওলা তাঁহাকে উযীর পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু ৩৬০ হিজরীতে ঘটে। কিন্তু কোন সূত্রেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ৩২৮ হিজরীতে উক্ত পদে বহাল হইবার পর তাঁহাকে কখনও অপসারণ করা হইয়াছিল। এই হিসাবে তাঁহার মন্ত্রিত্বকাল ৩২ বৎসর, ২৪ বৎসর নহে।

ইব্নু'ল-'আমীদের রচনাবলী ঃ (১) দীওয়ানু'র-রাসা'ইল ইব্ন নাদীম-এর মতে ইহা ইব্নু'ল-'আমীদের পত্রাবলীর সংকলন। ইব্ন মিসকাওয়ায়হ তাঁহার কতক রাজনৈতিক পত্রের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। (২) কিতাবু'ল-মায্‌হাব ফি'ল-বালাগা'ত, ইব্ন নাদীম-এর ফিহ্‌রিস্তে কেবল ইহার উল্লেখ আছে। (৩) কিতাবু'ল-খাল্ক' ওয়া'ল-খুলুক, মা'আহিদু'ত-তান্‌সীস গ্রন্থের লেখক এই পুস্তকের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রচয়িতা উক্ত গ্রন্থের পরিষ্কার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। (৪) দীওয়ান ফি'ল-লুগা, আল-বাগ'দাদী তাঁহার খিযানাতু'ল-আদাব গ্রন্থে আল-মুতানাব্বীর পরেই উহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মোটকথা, ইব্নু'ল-'আমীদ অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোঙ্গলদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ইব্নু'ল-'আমীদের রচনাবলীসহ আমাদের উত্তরাধিকারের বৃহৎ অংশ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থই এখন আমাদের নিকটে নাই। অবশ্য 'আরবী পদ্য ও গদ্য রচনার কিছু খণ্ডিতাংশ বিভিন্ন সাহিত্য পুস্তকে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. বুওয়ায়হীগণ। মিসকাওয়ায়হ রচিত তাজারিব (হ'ামাযানী রচিত ও A. Y. Kanan সম্পা. পুস্তক তাকমিলা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ হইবে) ব্যতীত প্রধান উৎসগুলি ঃ (১) আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহ'ীদী, মাছালিবু'ল-ওয়াযীরায়ন, সম্পা. ইবরাহীম কায়লানী, দামিশ্‌ক' ১৯৬১ খৃ. (বিশেষত পৃ. ৫৫-৫৬ ও ২১২ হইতে শেষ পর্যন্ত); (২) ইব্ন মিসকাওয়ায়হ, তাজারিবু'ল- উমাম, ৬খ, ১৪১, ১৫৯, ২২৪-৮২; (৩) আছ-ছা'আলিবী, য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র, মিসর ১৯৩৪ খৃ., ৩খ, ১৩৭; (৪) আল-হুসরী, যাহ্‌রু'ল-আদাব ওয়া ছামারু'ল-আলবাব, সম্পা. যাকী মুবারাক, ১খ, ১১১, ২খ, ২৪৪; ৩খ, ১৮৭, ২৩৪, ৪খ, ১৭৯। ইব্নু'ল-'আমীদের রচনার নমুনার জন্য দ্র.ঃ (৫) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', ২খ, ৩০১ ও ৫খ, ৪০২; (৬) ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৮খ, ১৪১, ২৩৮; (৭) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, সম্পা. Wustenfeld, নং ৭০৭; (৮) আল 'আব্বাসী, মাআহিদু'ত-তানসীস, ২খ, ১১৫, তা. বি.; (৯) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৩খ, ৩১-৩৪; (১০) উমরা'উ'ল-বায়ান, পৃ. ৫৪৬-৫৭০; (১১) আল-ইম্‌তা'উ'ল- মাওয়ানিসা, ১খ, ৬৬; (১২) Amedroz, নিবন্ধ The vizier Abu'l-Fadl Ibn al-Amid, in Der Islam, ২খ, ৩২৩-৫১; (১৩) খালীল মারদাম, ইব্নু'ল-'আমীদ, দামিশ্‌ক' ১৯৩১ খৃ.; (১৪) Nicholson, A Literary History of the Arabs, পৃ. ২৬৭।

২। আবু'ল-ফাত্‌হ 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হুসায়ন পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র, যাঁহার জ. ৩৩৭/৯৪৮ সনে পারস্যের রায়-এ এবং যিনি ৩৬৬/৯৭৭ সনে নিহত। রুক্নু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীর শাসনামলে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বাইশ বৎসর বয়সে উযীর পদে অধিষ্ঠিত হন। মু'আয়্যদু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীও তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। মৃত্যুর কারণে তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি অসি ও মসীতে পারদর্শী ছিলেন। এই কারণেই খলীফা আত-তা'ই' লিল্লাহ-এর পক্ষ হইতে তিনি যু'ল্-কিফায়াতায়ন উপাধি লাভ করেন। প্রথম হইতেই 'আদুদু'দ-দাওলা-এর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল বিধায় তাঁহার ভাই মু'আয়্যিদু'দু-দ-দাওলা-কে তাঁহার প্রতি বিরূপ করিয়া দেন। অবশেষে 'আদুদু'দ-দাওলা-এর ইঙ্গিতে ৩৬৬ হিজরীর রাবী'উ'ছ'-ছ'ানীতে মু'আয়্যিদুদ-দাওলা আবু'ল-ফাত্‌হকে বন্দী করেন এবং কঠিন নিপীড়ন করিয়া হত্যা করেন। আবূ বাক্‌র আল-খাওয়ারিযমী তাঁহার মৃত্যুতে একটি শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন। আবু'ল-ফাত্‌হ-এর শিক্ষকগণের মধ্যে তাঁহার পিতা ব্যতীত ইব্ন ফারিস-এর নাম পাওয়া যায়। আল-মুতানাব্বীর সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন মিসকাওয়ায়হ, তাজারিবু'ল-উমাম, ৬খ, স্থা.; (২) আছ-ছা'আলিবী, য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র, ৩খ, ১৬৩-১৬৯; (৩) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', ৫খ, ৩৪৭-৩৭৫; (৪) ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৮খ, ২৪৩ প.; (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য-যাহাব, ৩খ, ৫৫ প.; (৬) নাকতু'ল-হিম্‌য়ান, সম্পা. আহ'মাদ যাকী পাশা, পৃ. ২১৫।

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার ও Cl. Cahen
(E.I.² ও দা. মা. ই)/মোঃ রেজাউল করিম

ইব্নুল-'আমীদ (দ্র. ইব্নু'ল-কালানিসী)

ইব্নুল-আমীন মাহ্মূদ কোমাল (দ্র. ইনাল)

ইব্নুল-আ'রাবিয়্যি (ابن الاعرابى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ আবূ 'আবদিল্লাহ্, কূফী বিদ্বান ব্যক্তির ব্যাকরণশাস্ত্র সংক্রান্ত মতবাদের অনুসারী একজন ভাষাবিজ্ঞানী। কথিত আছে, তিনি সিন্ধুর জনৈক ক্রীতদাসের পুত্র ছিলেন, যিনি আল্-'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল্-হাশিমীর মওলা (আযাদকৃত) হইয়াছিলেন। ১৫০/৭৬৭ সনে কূফায় ইব্নু'ল-আ'রাবিয়্যির জন্ম। তিনি প্রধানত আল্-কিসা'ঈ (দ্র.), আবূ মু'আবিয়া আদ্-দারীর, আল্-কাসিম ইব্ন্ মা'ন আল্-মাস'ঊদী (দ্র. ফিহ্রিস্ত, কায়রো, পৃ. ১০৩) এবং আল্-কিসা'ঈ (দ্র.)-এর শাগরিদ ছিলেন। শেষোক্ত জন ইব্নু'ল-আ'রাবিয়্যির মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 'আল-মুফাদ্দাল-এর মুফাদ্দালিয়্যাত গ্রন্থখানি ইব্নু'ল-'আরাবিয়্যি হস্তান্তর (প্রকাশ) করেন। ইব্নু'ল-আ'রাবিয়্যির নিজেরও অনেক শাগরিদ ছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ছা'লাব (দ্র.), ইব্রাহীম আল্-হারবী, ইব্নু'স্-সিক্কীত (দ্র.) ও সা'ঈদ ইব্ন সাল্ম ইব্ন কুতায়বা। তাঁহার জীবনীকারগণ ব্যাকরণ, অভিধান, কুলুজীবিদ্যা ও কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি কোন পুস্তকের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে এই পরিমাণ বিষয় লিখাইয়াছিলেন যাহা কয়েকটি উটের বোঝায় পরিণত হইয়াছিল। আল্-জাহিজ তাঁহাকে বাগদাদ অথবা সামাররায় অবস্থানকালে জানিতেন এবং প্রায় একজন রাবী হিসাবে তাঁহাকে উল্লেখ করেন। বসরার বিদ্বান ব্যক্তি আবূ 'উবায়দা ও আল্-আস্মা'ঈর প্রতি তাঁহার অযৌক্তিক ও অশালীন আক্রমণের জন্য আল্-জাহিজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঐ দুই বিদ্বান কিছুই জানিতেন না বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দাবি করিতেন যে, অনেক কিছুই তিনি বেদুঈনদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, যাহা আল্-আস্মা'ঈর মতের পরিপন্থী। কিন্তু তিনি নিজেই এমন সব উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন এবং অদ্ভুত ব্যাকরণগত নিয়ম পালন করিতেন যে, তাঁহার সমালোচকগণ সহজেই তাঁহার অজ্ঞতার প্রমাণ দেখাইতে সমর্থ হইত, এমনকি সেই সকল ক্ষেত্রেও, যেখানে তিনি একজন সুপণ্ডিত হিসাবে বিবেচিত।

টেরা দৃষ্টিসম্পন্ন ও খোঁড়া (মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব তাঁহাকে আল্-আ'রাজ নামেও অভিহিত করেন) এই বিদ্বান ব্যক্তি খুব সম্মানিত কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে তাঁহার পাণ্ডিত্য কিছু সফলতা অর্জন করিয়াছিল। কেননা এক শতেরও অধিক লোক তাঁহার পাঠ শ্রেণীতে উপস্থিত থাকিত। সামাররায় আল্-ওয়াছিক তাঁহার নিকট একটি ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান চাহিয়াছিলেন, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বেশ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। মু'তাযিলীদের প্রতি তাঁহার বৈরিতা সত্ত্বেও স্বয়ং আহ্মাদ ইব্ন আবী দু'আদ [দ্র.] সামাররায় তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন এবং ইহা ছিল ১৩ শা'বান, ২৩১/১৪ এপ্রিল, ৮৪৬ তারিখের ঘটনা (কিন্তু তাঁহার ইনতিকালের তারিখ সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে, ২৩০ হইতে ২৩৩ হিজরী সনের মধ্যে যে কোন একটি হইতে পারে)।

তিনি প্রায় বিশখানি গ্রন্থের প্রণেতাঃ কিতাবু'ন-নাওয়াদির, কিতাবু'ল-আনওয়া', কিতাব সিফাতি'ন-নাখ্ল, কিতাব সিফাতি'য-যার্', কিতাবু'ল-খায়ল, কিতাব তা'রীখি'ল্-কাবা'ইল, কিতাব মা'আনি'শ-শি'র, কিতাব তাফ্সীরি'ল-আম্ছাল (ফিহ্রিস্ত, আল-কাবা'ইল, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত), কিতাবু'ন্ নাবাত, কিতাবু'ল-আল্ফাজ; কিতাবু'ন-নাসাবি'ল্-খায়েল, কিতাব নাওয়াদিরি'য্-যুবায়রিয়্যীন, কিতাব নাওয়াদির বানী-ফাক্'আস, কিতাবু'য্-যুবাব (আস্'-সুক্কারী কর্তৃক বর্ণিত), কিতাবু'ন-নাব্ত ওয়া'ল-বাক্ল ও অন্যগুলি (Brockelmann)-এর তালিকায় রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই আজ পর্যন্ত টিকিয়া আছে, যেইগুলি কিতাবু'ল্-ফাদি'ল ফি'ল-আদাব, একটি শোকসঙ্গীত সংগ্রহ, Wright কর্তৃক প্রকাশিত (Op. ar., ৯৭-১২২), কিতাবু'ল্-বি'র (কায়রো, ৭খ, ৬৫২) [দ্র. বি'র] ও কিতাবু আস্মা'ই খায়লি'ল-'আরাব ওয়া ফুরসানিহা, যাহা সম্ভবত উপরে বর্ণিত কিতাবু নাসাবি'ল্-খায়ল-এরই নামান্তর (সম্পা. G. Levi Della Vida, Les Livres des Chevaux, লাইডেন ১৯২৮ খৃ.)। আল্-আখ্তাল প্রণীত দীওয়ানের উপর তাঁহার টীকার জন্য দ্র. আল্-আখ্তাল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বুখালা', বায়ান এবং হায়াওয়ান, সূচী; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, মুহাব্বার, সূচী; (৩) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২৩৮; (৪) ঐ লেখক, 'উয়ূন এবং আদাবু'ল-কাতিব, সূচী; (৫) তাবারী, ৩খ, ৯৭২, ১৩৫৭; (৬) কালী, আমালী, সূচী; (৭) মুবাররাদ, কামিল, সূচী; (৮) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৯) মাস্'ঊদী, মুরূজ, ৪খ, ১১৭, ৭খ, ১৬২-৪; (১০) ফিহ্রিস্ত, কায়রো, ১০২-৩; (১১) মারযুবানী, মুওয়াশ্শাহ্, সূচী; (১২) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ.; (১৩) খাতীব বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ৫খ, ২৮২-৫; (১৪) য়াকূত, উদাবা', ১৮খ, ১৮৯-৯৬; (১৫) ইব্নু'ল-আছীর, মাছাল সা'ইর, ৪৯০; (১৬) নাওয়াবী, তাহ্যীব, ৭৮৪; (১৭) সুয়ূতী, বুগ্য়া, ৪২-৩; (১৮) সাফাদী, ওয়াফী, দামিশ্ক ১৯৫৩ খৃ., ৩খ, ৭৯-৮০ (নং ৯৯৩); (১৯) আন্বারী, নুযহা[২] ৯৫-৭; (২০) যুবায়দী, তাবাকাত, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ২১৩; (২১) ফিহ্রিসু'ল-মু'আল্লিফীন, তিতুআন ১৯৫২ খৃ., ২৪৮; (২২) আল-মুক্তাবাস, ৬খ, ৩-৯; (২৩) Fuck, Arabiya, ৪৯-৫১ (ফরাসী-অনু., ৭৫-৮) ও নির্ঘণ্ট; (২৪) R. Sellheim, Die klassisch-arabischen Sprichwortersa- mmlungen, দি হেগ ১৯৫৪ খৃ., ৪৯ ও নির্ঘণ্ট; (২৫) Brockelmann, S I, 179-80; (২৬) ফুআদ. আল-বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৪০-৪।

Ch. Pellat (E.I.^{2})/মু. আবদুল মান্নান

ইব্নু'ল-'আরাবী (ابن العربى) ঃ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-মা'আফিরী, সেভিলের একজন হাদীছবেত্তা, জ. ৪৬৮/১০৭৬, মৃ. ৫৪৩/১১৪৮। তিনি ৪৮৫/১০৯২ সনে তাঁহার পিতার সহিত প্রাচ্য ভ্রমণ করেন এবং দামিশ্ক ও বাগদাদে লেখাপড়া করেন। তিনি ৪৮৯/১০৯৬ সনে হজ্জ আদায় করেন, উহার পর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবূ হামিদ আল-গাযালী (র) ও অন্যান্য আলিমের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি পিতার সহিত মিসর গমন করেন এবং কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় হাদীছশাস্ত্রবিদগণের সহিত মিলিত হন। ৪৯৩/১১০০ সনে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সেভিল প্রত্যাবর্তন করেন, সেইখানে তাঁহাকে জ্ঞানের বিশ্বকোষরূপে গণ্য করা হইত। বিভিন্ন বিষয়, তথা হাদীছ, ফিক্হ্, উসূল, কুরআন সংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র, আদাব, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মাক্কারী তাঁহার রচনার এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন (Analectes, ১খ, ৪৮৩ প.)। তন্মধ্যে

আত-তিরমিযীর হ'াদীছ' সংগ্রহের একখানা ভাষ্য 'আরিদাতু'ল- আহ্‌ওয়াযী রহিয়াছে। তাঁহার অনেক গ্রন্থই আজ আর টিকিয়া নাই। সেভিলে কিছু দিনের জন্য তিনি কাদী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন; তখন অপরাধীদের প্রতি কঠোর ও নিরীহ লোকদের প্রতি দয়াশীল—এই সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই পদে ইস্তফা দেন এবং নিজেকে শিক্ষাদান ও রচনা— এই উভয় প্রকারের কাজে নিয়োজিত করেন। মুওয়াহ্‌হিদগণ যখন সেভিলে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাকে ও অন্যান্যকে মার্‌রাকুশ লইয়া যাওয়া হয়, সেইখানে প্রায় এক বৎসরকাল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তিনি মাররাকুশ হইতে ফেয (ফাস) ভ্রমণকালে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। মাক্কারী বলেন, তাঁহার কবর যিয়ারতের উদ্দেশে লোকেরা সেখানে গমন করে এবং তিনি উহা কয়েকবার পরিদর্শন করিয়াছেন। ইব্‌নু'ল-'আরাবী সাধারণভাবে উচ্চ প্রশংসিত হইলেও সকলেই তাঁহাকে হ'াদীছ' বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহাকে ছিকা (নির্ভরযোগ্য) ও ছাবাত (বিশ্বস্ত)-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ও তাঁহার নিকট হইতেই হ'াদীছ' শ্রবণকারী ক'াদী 'ইয়াদ ইব্‌ন মূসা (মৃ. ৫৪৪/১১৪৯)-র মতে লোকেরা তাঁহার হ'াদীছে'র সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯) তাঁহাকে দা'ঈফ (দুর্বল) বলিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, নং ১১৮১; (২) আল-মাক্কারী, Analects, ১খ, ৪৭৭-৮৯; (৩) আয-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফফাজ, ৪খ, ৮৬-৯০; (৪) ইব্‌ন খায়র, ফাহ্‌রাসা, পৃ. ৫৬৭ (Bibl. Arab.-Hisp., ১০ খ.); (৫) ইব্‌ন ফারহূন, আদ্‌-দীবাজু'ল-মুযাহ্‌হাব, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ২৮১-৪; (৬) ইব্‌ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ২৩৪; (৭) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, বূলাক' ১২৭৫ হি., ১খ, ৬৯৭ প., De. Slane (ইংরেজী অনু.), ৩খ, ১২-১৪; (৮) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫৪৬ হি.; (৯) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নির্ঘণ্ট, নং ২০৪৫; (১০) Brockelmann, ১খ, ৫২৫, S I, ৬৩২ প., ৭৩২ প.।

J. Robson (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌নুল-'আরাবী (ابن العربى) ঃ শায়খ আবূ বাক্‌র মুহ্‌য়ি'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-হাতি'মী আত'-তা'ঈ, যিনি সাধারণত ইব্‌নু'ল-'আরাবী (অথবা ইব্‌ন 'আরাবী, বিশেষত প্রাচ্য দেশসমূহে) এবং আশ-শায়খু'ল-আকবার নামে খ্যাত একজন প্রখ্যাত সূ'ফী ১৭ রামাদ'ান, ৫৬০/২৮ জুলাই, ১১৬৫ তারিখে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত মুরসিয়া নামক স্থানে জন্ম। তাঁহার নিস্‌বা আল-হাতি'মী আত্‌-তা'ঈ নির্দেশ করে যে, তিনি প্রাচীন 'আরব গোত্র তা'ঈ-এর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন, প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম যেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ৫৬৮ হি. সালে ইব্‌নু'ল- 'আরাবী সেভিল (ইশবীলিয়া)-এ চলিয়া আসেন, যাহা সেই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি ত্রিশ বৎসরকাল সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ 'আলিমদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি যে সকল শায়খের নিকট তাসাওউফ শিক্ষা শুরু করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত এইখানেই হইয়াছিল। আটত্রিশ বৎসর বয়সে (৫৯৮/১২০১-২) তিনি প্রাচ্যদেশে যাত্রা করেন। সেইখান হইতে তিনি আর কখনও স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন নাই। প্রথমে তিনি মিসরে পৌঁছেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর নিকট প্রাচ্য ও এশিয়া মাইনরে দীর্ঘ ভ্রমণে লিপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি বায়তু'ল-মাক্‌দিস, মক্কা, বাগদাদ ও আলেপ্পো গমন করেন। পরিশেষে তিনি দামিশ্‌কে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। সেইখানে তিনি ৬৩৮/১২৪০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে জাবাল কাসীয়ূন-এর পাদদেশে দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার দুই পুত্রকেও এই স্থানে দাফন করা হয় (আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, ২খ, ৩০১; ইব্‌নু'ল-জাওযী, মির'আতু'য-যামান, ৪৮৭)।

ইব্‌নু'ল-'আরাবীর মর্যাদা ও 'আকা'ইদ সম্পর্কে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। কাহারও মতে তিনি একজন কামিল ওয়ালী ও কুতুব ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। অন্য এক দল তাঁহার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। অনেক বিশিষ্ট 'আলিমও তাঁহার ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার 'আকা'ইদের সমর্থনে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মাজ্‌দু'দ্‌-দীন আর-রাযী, জালালু'দ-দীন আস্‌-সুয়ূতী, 'আবদু'র-রায্‌যাক আল-কাশানী-র নাম উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী কালের 'আলিমদের মধ্যে 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ্‌-শা'রানীর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তাঁহার উল্লেখযোগ্য বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ছিলেন রাদিয়্যু'দ-দীন ইব্‌নু'ল-খায়্যাত, আয্‌-যাহাবী, ইব্‌ন তায়মিয়া, ইব্‌ন ইয়াস, মুল্লা 'আলী আল-কারী ও কাশ্‌ফু'ল-গুম্মা 'আন হাযিহি'ল-উম্মা-এর রচয়িতা জামালু'দ্‌-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নূরি'দ্‌-দীন। বর্তমান কালেও ইব্‌নু'ল-'আরাবীর রচনাবলী সম্পর্কে এইরূপ পারস্পরিক ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মুসলিম তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং অধ্যাত্ম সাধনার অনুসারিগণকে তাঁহার রচনাবলী অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দেন।

রচনাবলী ঃ প্রাচীন ও আধুনিক বরাতসমূহে ইব্‌নু'ল-'আরাবীর রচনাবলী সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার রচনাবলীর সঠিক সংখ্যা, এমনকি তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। 'আবদু'র-রাহ্‌মান জামী (নাফ্‌হাত, পৃ. ৬৩৪) একজন বাগদাদী বুযুর্গের বরাতে তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আশ্‌-শা'রানী (য়াওয়াকীত, পৃ. ১০) জামীর বরাতে গ্রন্থাবলীর সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারি শত বলিয়া বর্ণনা করেন। আল-বুর্‌হানু'ল-আয্‌হার ফী মানাকিবি'শ্‌-শায়খি'ল-আক্‌বার (কায়রো ১৩২৬ হি.)-এর রচয়িতা মুহাম্মাদ রাজাব হিলমী তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৮৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একটি বিবেচনার ব্যাপার যে, ইব্‌নু'ল-'আরাবী ৬৩২ হি. সালে অর্থাৎ ইনতিকালের ছয় বৎসর পূর্বে একটি স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি তাঁহার ২৫১-টিরও অধিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পরবর্তী কালে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন গ্রন্থকেও তাঁহার রচিত বলিয়া চাপাইয়া দিতে চাহে, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে লিখিত প্রমাণস্বরূপ এই স্মৃতিকথাটি পেশ করা হইবে। যেই সকল গ্রন্থের নাম উক্ত স্মৃতিকথায় নাই, সেইগুলিকে বাদ দেওয়া হইলে তাঁহার রচনাবলীর সঠিক সংখ্যা দাঁড়াইবে তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত সংখ্যার অর্ধেকের তুলনায় কিছু বেশী। ইহাও অসম্ভব নয় যে, পরবর্তী 'আলিমগণ তাঁহার 'আকা'ইদ ও চিন্তার সহিত সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া সেইগুলিকে তাঁহার নামে চালাইয়া দিয়াছেন। কেননা সেইগুলিতেও ইব্‌নু'ল-'আরাবীল রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সমসাময়িক কালের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় ইব্নু'ল-'আরাবী বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বেশীর ভাগ গ্রন্থই তাস'াওউফ সম্পর্কিত। ইহা ছাড়া তিনি হ'াদীছ', তাফসীর, সীরা, সাহিত্য ও তাসাওউফ বিষয়ে কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তদুপরি প্রকৃতি বিজ্ঞান, বিশেষত বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ও গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কেও তাঁহার কিছু রচনা রহিয়াছে।

তাঁহার রচনাবলীকে কালানুক্রমিক বিন্যস্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাহা ছাড়া মাত্র ১০টি গ্রন্থের সঠিক রচনাকাল জানিতে পারা যায়। অনুমান করিয়া এতটুকু বলা যায় যে, অমুক গ্রন্থটি লেখক প্রথম জীবনে স্পেন ও আল-মাগ্‌রিবে থাকাকালে রচনা করিয়াছেন অথবা শেষ জীবনে প্রাচ্যদেশে থাকাকালে রচনা করিয়াছেন। মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ ছাড়া সব গ্রন্থই প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ মক্কা ও দামিশ্‌কে অবস্থানকালে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার যে সকল গ্রন্থে চিন্তার পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায়, সেইগুলি তাঁহার জীবনের শেষ বিশ বৎসরের রচনা। যেমন ফুতূহাত, ফুসূস ও তানাযযুলাত ইত্যাদি। তাঁহার প্রাথমিক জীবনের রচনাবলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, সেইগুলি কোন বিশেষ একটি বিষয়ের উপর রচিত। সেই সকল গ্রন্থে শেষ জীবনের গ্রন্থাবলীর ন্যায় চিন্তার পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায় না।

নিম্নে ইবনু'ল-'আরাবীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা হইলঃ (১) আল-আরবা'উনা স'াহীফা মিনা'ল-আহ'াদীছি'ল-কু'দসিয়্যা; (২) আল-আখলাক', ভ্রান্তিবশত এই গ্রন্থটি ইব্নু'ল-'আরাবীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে (দ্র. মাজাল্লাতু'ল-মাজমা'ই'ল-'ইল্‌মী, দামিশক', ৪খ, ৩৪৮); (৩) আল-আমরু'ল-মুহ্'কামু'ল-মারবূত' ফী মা য়ালযামু আহলু'ত-তারীক' মিনা'ল-মাশরূত'; (৪) ইনশা'উ'দ-দাওয়া'ইর, ল্যাটিন অনুবাদসহ, লাইডেন ১৯১৯ খৃ.; (৫) আল-আনওয়ার ফী মা য়াম্‌নাহু বি-স'াহিবিল-খাল্‌ওয়া মিনা'ল-আসরার; ইহার অপর নাম আল-আনওয়ার ফীমা য়াফ্‌তাহু 'আলা সাহি'বি'ল-খালওয়া মিনা'ল-আসরার, মিসর ১৩৩২হি.; (৬) তাজু'র'-রাসা'ইল ওয়া মিনহাজু'ল-ওয়াসা'ইল; (৭) তাজাল্লিয়াতু 'আরা'ইসি'ন-নুসূস ফী মানাসসাতি হুক'মি'ল-ফুসূস, তুর্কী ভাষায় 'আবদুল্লাহ আল-বাসনাবীকৃত ভাষ্যসহ, বূলাক' ১২৫২ হি.; (৮) তুহফাতু'স-সাফারা ইলা হাদারাতি'ল-বারারা, ইস্তাম্বুল ১৩০০ হি.; (৯) তাফসীর, বূলাক' ১২৮৩ হি.; (১০) দীওয়ান, মিসর ১২৭১ হি., লিথো. বোম্বাই; (১১) যাখা'ইরু'ল- আ'লাক'; (১২) রাদ্দু'ল-মা'আনি'ল-আয়াতি'ল-মুতাশাবিহাত ইলা মা'আনি'ল-আয়াতি'ল-মুহ'কামাত; (১৩) রূহু'ল-কুদ্‌সী ফী মুনাসাহাতি'ন্-নাফ্স, লিথো. মিসর ১২৮১ হি.; (১৪) শাজারাতু'ল-কাওন, বূলাক ১২৯২ হি.; (১৫) আস্-স'ালাতু'ল-আকবারিয়্যা; (১৬) আল- ফুতূহাতু'ল-মাক্কিয়্যা ফী মা'রিফাতি'ল-আস্‌রারি'ল-মালিকিয়্যা ওয়া'ল- মুলকিয়্যা, মক্কায় লিখিত গ্রন্থটি তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও শেষ গ্রন্থ, হিজরী ৬২৯ সালে গ্রন্থটির সংকলন সমাপ্ত হয়, বূলাক ১২৭৪ হি.; (১৭) ফুসূসু'ল-হি'কাম ওয়া খুসূসু'ল-কিলাম অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি ৬২৭ হি. সালে দামিশ্‌কে রচিত, ইস্তাম্বুল ১২৫২ হি.; 'আবদু'ল-গ'ানী আন-নাবুলুসী ও মুল্লা জামী-কৃত ভাষ্যসহ, মিসর ১৩০৪ হি.; মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাবী এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন, ফুসূসু'ল-কিলাম, থানাভবন ১৩৩৮ হি.; (১৮) আল-কাওলু'ন্- নাফীস ফী তাফলীসি ইব্‌লীস এই গ্রন্থটিকেও ভ্রান্তিবশত ইব্নু'ল-'আরাবীর নামের সহিত যুক্ত করা হয়, দ্র. ইব্‌ন গানিম আল-মাক্'দিসী; (১৯) কুর'আতু'ত-তুয়ূর লি-ইস্‌তিখ্‌রাজি'ল-ফাল ওয়াদ-দামীর, লিথো, মিসর ১২৮৯ হি.; (২০) আল-কুর'আতু'ল-মুবারাকাতু'ল-মায়মূনা ওয়া'দ্-দুর্‌রাতু'ছ্-ছামীনাতু'ল-মাসূনা, লিথো, মিসর ১২৭৯ হি.; (২১) কাসীদাতু'ল-মা'শারাত, 'উছ'মান 'আবদু'ল- মান্নানকৃত ভাষ্যসহ; (২২) কুন্‌হু মা লাবুদ্দা লি'ল-মুরীদি মিন্‌হু, মিসর ১৩২৮ হি.; (২৩) মাজ্‌মূ'উ'র রাসা'ইলি'ল-ইলাহিয়্যা, মিসর ১৯০৭ খৃ.; (২৪) মুহাদারাতু'ল-আবরার ওয়া মুসামারাতু'ল-আখয়ার ফি'ল আদাবিয়্যাত ওয়া'ন্‌নাওয়াদির ওয়া'ল-আখবার, লিথো মিসর ১২৭২ হি.; (২৫) মুখ্‌তাসার ফী মুস্‌তালাহাতি'স্-সূফিয়্যা, (২৬) মাফাতীহু'ল-গায়ব, ইব্‌ন 'আরাবীর তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; (২৭) মাওয়াকি'উ'ন্-নুজূম ওয়া মাতালি'উ আহিল্লাতি'ল-আসরার ওয়া'ল-'উলূম, মাত্‌বা'উ'স-সা'আদা, ১৩২৫)।

চিন্তাধারা ও রচনাশৈলী ঃ ইব্নু'ল-'আরাবীর রচনারীতিতে ঐক্যধারা লক্ষ্য করা যায় না। সময়ে সময়ে তাঁহার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিত। কখনও তিনি স্বচ্ছ ও সাবলীল বর্ণনারীতি অনুসরণ করিতেন, আবার কখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন রীতি অবলম্বন করিতেন। তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু কি এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইহার গুরুত্ব কতটুকু, তাহারই উপর তাঁহার রচনারীতি কি হইবে তাহা নির্ভর করিত। তাঁহার বর্ণনায় কাব্যিক বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায় এবং সাধারণ গদ্য রীতিও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত তারজুমানু'ল-আশ্'ওয়াক-এর কোন কোন কবিতা উচ্চ মানের সূ'ফী 'আরবী কবিতার সহিত তুলনীয়। তাঁহার জীবনের শেষদিকের রচনাবলী বিশেষত ফুসূ'স খুবই দুর্বোধ্য। ইহার রচনারীতি সাংকেতিক, রূপক ও পারিভাষিক। এই বিষয়টি ধারণা বহির্ভূত নয় যে, যে সকল বিষয়কে সহজ ও সাধারণভাবে বর্ণনা করা যায়, ইবনু'ল-'আরাবী ইচ্ছাকৃতভাবে সেইগুলিকে দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত করার চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে তিনি সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি হইতে স্বীয় সর্বেশ্বরবাদ ধারণা গোপন রাখিয়াছেন। তাঁহার সঠিক 'আকা'ইদ সম্পর্কীয় মতবাদ সম্বন্ধে মুসলিম বিশ্বে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুরআনে ও হ'াদীছে'র অন্তরালে স্বীয় চিন্তাধারাকে গোপন রাখিতে কিছুটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। এক বিচারে তাঁহার রচিত ফুসূস গ্রন্থটিকে কু'রআনের তাফসীর বলিয়াও অভিহিত করা যায়। ইব্নু'ল-'আরাবী তাফসীরের জন্য যে সকল আয়াত চয়ন করিয়াছেন, এইগুলির ব্যাখ্যা তিনি এইরূপে প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি ইহাদের যে অর্থারোপ করিতে চাহিয়াছেন, উহার বর্ণনায় সেই অর্থই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন সময় 'আরবী ব্যাকরণের বিপরীতে কু'রআনকে ওয়াহ্'দাতু'ল-ওয়াজূদ সম্পর্কিত দর্শনের একটি ধারাবাহিক চিন্তাধারার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করিয়াছেন যে, যেন একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা অসম্ভব। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হ'াদীছ'সমূহের ব্যাখ্যায়ও তিনি একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

খুব কম লোকই ইহা অস্বীকার করিবেন যে, ইবনু'ল-'আরাবী একজন সূ'ফী সাধক হওয়া ছাড়াও একটি উন্নত মৌলিক চিন্তাধারার ধারক-বাহক ছিলেন। কিন্তু এতদুভয়ের কোন্ দিকটি তাঁহার প্রবল ও উল্লেখযোগ্য ছিল, এই বিষয়টি মীমাংসার ক্ষেত্রেই আসল জটিলতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি একজন সূ'ফী দার্শনিক এবং একটি নূতন চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন ছিল কিছুটা অবিন্যস্ত ও উদার মতাবলম্বী (eclectic)। তাঁহার মধ্যে গভীর সূ'ফী চিন্তাধারার প্রাবল্য ছিল। এই কারণে তাঁহার রচনাবলীর কোথাও প্রমাণস্বরূপ

ধারাবাহিকভাবে পেশকৃত এমন কোন দলীলের সাক্ষাত পাওয়া যাইবে না, যাহা সূফীসুলভ অনুপ্রেরণা ও সূফী চিন্তাধারার প্রাবল্যের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। তদুপরি তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের কল্পলোকে বিচরণকারী। তাঁহার চিন্তা ছিল তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু তাহাতে দলীল উপস্থাপনের একটি গভীর ধারাও অব্যাহত থাকে। তবে সময়ে সময়ে ইহার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। তাঁহার দর্শনে যৌক্তিকতা ও সূফী চিন্তাধারা, এতদুভয়ের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। স্বীয় চিন্তাধারা প্রকাশে তিনি কখনও সাধারণ প্রমাণের ব্যবহার করেন, আবার কখনও তাহা এড়াইয়া যান। পরে উহা প্রমাণের জন্য সূফী অভিজ্ঞতার বরাত পেশ করেন অথবা এই সম্পর্কে কেবল একটি কাল্পনিক বর্ণনা প্রদান করেন। ইব্নু'ল-'আরাবী স্বীয় আত্মিক চেতনায় ধ্যান-ধারণাকে বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা এমন একটি শক্তি, যদ্দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা স্বীয় কল্পনা দ্বারা এমন কিছু বিষয়ের 'মুশাহাদা (প্রত্যক্ষ) করিয়াছেন, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর তুলনায়ও অধিকতর সত্য। অতএব ইহা বলা যায় যে, অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নমুনা উপস্থাপনের বিচারে তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন এবং স্বীয় চিন্তাধারাকে সূফী ভূষণে রূপ দেওয়ার বিচারে তিনি একজন সূফী দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা রীতি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ।

তাঁহার দর্শনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইল নৈর্বাচনিক ও সারগ্রাহী ভাবধারা (Eclectic)। তিনি বিশ্ববাসীর সামনে দর্শনের একটি পদ্ধতি পেশ করিয়াছেন। এই পদ্ধতির মৌল উপাদান প্রতিটি সম্ভাব্য সূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। তাঁহার সামনে গ্রীক দর্শনের সেই সমস্ত চিন্তাধারাও বিদ্যমান ছিল, যাহা মুসলিম দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের মাধ্যমে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল। তিনি সকল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রবীণ সূফীদের রচনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। স্বীয় দার্শনিক পদ্ধতির প্রয়োজনে যে সকল বিষয় তিনি উপযোগী মনে করেন, সেই সকল বিষয় হইতে উপকরণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহার একটি গ্রন্থেও ইহার কোন সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় না, যদিও বলা হয় যে, তাঁহার ফুসূসু'ল-হিকাম গ্রন্থে তাঁহার দর্শনের প্রধান প্রধান ধারার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে। তবে তাঁহার অন্যান্য রচনার ব্যাপক অধ্যয়ন ও অসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষয়ের স্তূপের মধ্যে নিহিত সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের অনুন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ের আলোকে গভীর চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তাঁহার চিন্তাধারা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

'আকাইদ ঃ ইব্নু'ল-'আরাবী সম্পর্কে ইব্ন মাস্'দী-র এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবানঃ "ইবাদতে তিনি বাহ্যিক মতের এবং বিশ্বাসে প্রচ্ছন্ন দৃষ্টির অনুসারী ছিলেন।" যে মৌলনীতির উপর ইব্নু'ল-'আরাবীর সূফী দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল ওয়াহ্দাতু'ল-ওয়াজূদ (একক অস্তিত্ববাদ)। তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি শব্দে এই বিশ্বাসের বর্ণনা দিয়াছেন, সেই সত্তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল কিছু সৃজন করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং এই সকল কিছুর মূল সত্তা (أعيانها) [ফুতূহাত, ২৭খ, ৬০৪]। তাহা ছাড়া তাঁহার নিম্নোক্ত কবিতায়ও এই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়ঃ হে স্বীয় সত্তায় বস্তুসমূহের স্রষ্টা! তুমি তোমার সৃষ্টিসমূহকে একত্রকারী, তুমি এমন বস্তু সৃজন কর, যাহার অস্তিত্ব তোমাতে নিঃশেষ হয় না, তুমিই সসীম এবং তুমিই অসীম (ফুসূস, পৃ. ৮৮)।

একক অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসের একটি ধারণা এইরূপ যে, সমগ্র বস্তুজগত ইহার পশ্চাতে গুপ্ত সত্তার একটি ছায়ামাত্র অর্থাৎ সকল বস্তুর চূড়ান্ত ভিত্তি হইল সেই প্রকৃত অস্তিত্বের সার যাহা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। বুদ্ধির সসীমতা স্রষ্টা ও সৃষ্টির দ্বিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে এবং স্রষ্টার একত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অনুরূপ একত্বকে উপলব্ধির একমাত্র পন্থা অধ্যাত্ম সাধনা। অতএব দুইভাবে ইহার চর্চা করা যায়।

সত্তাগত দিক দিয়া তিনি এমনই একটি অস্তিত্ব, যাহা স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। একই সঙ্গে তিনি মানব জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। জ্ঞান বলিতে এখানে সেই জ্ঞানই বুঝায় যাহা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত। এই জ্ঞান দ্বারা যাহার সম্পর্কে জানা যায়, তাহা নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হইয়া যায়। কোন কিছু নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হওয়া অর্থ সীমিত হওয়া, আল্লাহ্র সত্তা ও অস্তিত্ব ইহার বিপরীত। এইজন্য মু'তাযিলীগণ যখন আল্লাহ্র পূর্ণ তান্যীহ্ (عينيت)-এর উপর গুরুত্বারোপ করে তখন তাহারা মনে করে যে, ইহাতে আল্লাহ্কে সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে রাখা হইল; কিন্তু ইহা তাহাদের বিভ্রান্তি। কেননা আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তার সঙ্গে কোন কিছু বলা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করার নামান্তর। প্রকৃত তান্যীহ হইল পূর্ণ একত্ববাদ। ইব্নু'ল-'আরাবী ইহাকে তানযীহু'ত-তাওহীদ বলিয়াছেন। উল্লিখিত তানযীহ্ কালামশাস্ত্রবিদদের তানযীহ্ হইতে ভিন্নতর। অপরদিকে সত্তাকে বহুত্ব রূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। তদবস্থায় উহা বস্তুজগতের সমার্থবোধক। উক্ত উভয়কে একই সঙ্গে একত্র করা হইলে সত্তা আল্লাহ্ও হইতে পারে এবং সৃষ্টিজগতও হইতে পারে, স্রষ্টাও হইতে পারে, সৃষ্টিও হইতে পারে, একও হইতে পারে এবং অনেকও হইতে পারে, বাহিরও হইতে পারে, এবং ভিতরও হইতে পারে, গুপ্তও হইতে পারে এবং ব্যক্তও হইতে পারে। অন্য কথায় আমরা যদি প্রচলিত ধারায় দ্বৈতবাদের পরিভাষায় দ্বিত্বের চিন্তা করি তাহা হইলে সত্তা সম্পর্কে প্রতিটি প্রকারের দুইটি বিপরীত গুণের বর্ণনা দিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি সূফীবাদের অনুরূপ আধ্যাত্মিক পন্থায় লব্ধ জ্ঞানকে গ্রহণ করি তাহা হইলে সত্তা কেবল একটিই এবং বস্তুজগত একটি কল্পনামাত্র।

ইব্নু'ল-'আরাবীর দর্শনে আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধ্যান-ধারণার অবকাশ পাওয়া যায়। আল্লাহ এই স্বরূপকে যদি একক অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও চিন্তা করা হয়, তাহা হইলেও গূঢ়তম বিষয়সমূহ ইব্নু'ল-'আরাবী, স্পিনোযা (Spinoza) প্রমুখ দার্শনিকের একক অস্তিত্ববাদ, নির্বিকারবাদীদের (Stoics) অনুপ্রেরণাহীন একক অস্তিত্ববাদ এবং অজ্ঞেয়বাদী বস্তুবাদ হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণিত হয়। ইব্নু'ল-'আরাবী ও স্পিনোযার ধর্মীয় প্রবণতা ও প্রেরণা এবং সাধারণ আল্লাহ্ভীরু লোকদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মতভেদ খুবই কম। কিন্তু ইব্নু'ল-'আরাবী একটি মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা একদিকে পরাবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব (الهيات)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। অপরদিকে তিনি বলেন, আল্লাহ্র অস্তিত্ব যেখানে অপরিহার্য ও অংশীদারবিহীন, যাহা বর্ণনা ও চিন্তার সীমাবদ্ধতাবহির্ভূত, সেইখানে এমন এক সত্তা বিরাজমান যাঁহার উপর ঈমান আনা হয়, যাঁহাকে ভালবাসা হয় এবং যাঁহার 'ইবাদত করা হয়। শেষোক্ত স্বরূপটি যদিও ইসলামের একত্ববাদী রূপের খুবই কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়, তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান, যাহাকে কোনমতেই এড়াইয়া যাওয়া যায় না। ইহা ঠিক যে, আল্লাহ আমাদের আরাধ্য উপাস্য, কিন্তু ইহা মুসলিম, খৃস্টান বা য়াহূদীদের ধর্মীয় বোধের ভিত্তিতে নয়, বরং এই বিচারে যে, যাহা আরাধ্য উপাস্য, তাহা এক প্রকার

মূল সত্তা। উহাকে কোন নির্দিষ্ট আকৃতি, বিশ্বাস বা ধর্মমতের আওতায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। যাঁহার 'ইবাদত করা হয় তিনি নিজেই স্বীয় সত্তার স্বরূপ। তিনি স্বীয় অগণিত সৃষ্টির মধ্যে নিজকে প্রকাশ করেন। আল্লাহ্‌কে শুধু একটি রূপে সীমাবদ্ধ করা এবং অপর সকল রূপ হইতে তাঁহাকে ব্যতিক্রম কল্পনা করা কুফরী। উপাসনার যোগ্য প্রতিটি রূপে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বীকৃতির মধ্যে ধর্মের সঠিক প্রাণ নিহিত। একক অস্তিত্ববাদী ইব্নু'ল-'আরাবী এই ধর্মমতেরই প্রচার-প্রসার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই মাযহাবটি সমগ্র মাযহাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকল 'আকাইদকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করিয়া থাকে। ইব্নু'ল-'আরাবী নিম্নোক্ত কবিতায় তাঁহার সেই মতটি ব্যক্ত করিয়াছেন, "আমার প্রেম সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত; কিন্তু আমার প্রেমাস্পদ সম্পর্কে তাঁহারা অজ্ঞ।" অপর একটি কবিতায় ইব্নু'ল-'আরাবী বলেন, "আমার হৃদয়ে সকল ছবি উদ্ভাসিত হয়; ইহা হরিণদের জন্য একটি চারণক্ষেত্র, খৃস্টান সন্ন্যাসীদের মঠ, পৌত্তলিকদের মন্দির এবং তাওয়াফকারীদের কা'বা, তাওরাতের ফলক ও কু'রআনের পবিত্র গ্রন্থ। আমি প্রেমধর্মের অনুসারী। প্রেম আমাকে যে দিকেই লইয়া যায়, আমি সেই দিকেই যাত্রা করি, কেননা প্রকৃত ধর্মই আমার ধর্ম এবং আমার ঈমান" (তারজুমানু'ল-আশওয়াক, পৃ. ৩৯-৪০)।

ইব্নু'ল-'আরাবীর সূ'ফী দর্শনের ভিত্তি ইসলামী তাসাওউফ ও আল্লাহ্‌তত্ত্বের (الهيات) ইতিহাসের গভীরে স্থান লাভ করিয়াছে। যদিও সামগ্রিকভাবে তাঁহার চিন্তাধারা তাঁহার নিজস্ব, তথাপি তাঁহার বিচরণ সর্বত্র। সম্ভাব্য সকল সূত্র হইতে তিনি উপাদান গ্রহণ করেন। ইসলামের একত্ববাদী দর্শন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে ইব্নু'ল-আরাবী সর্বদাই এই ব্যাখ্যা দেন যে, ইহার অর্থ সামগ্রিক অস্তিত্ব (وجود كل)-এর একত্ব। তিনি প্রাচীন সূফী ও আল্লাহতত্ত্ববিদদের চিন্তাধারা হইতেও অনেক উপাদান গ্রহণ করেন। অতএব তিনি একত্ব ও বহুত্ব এবং বস্তুজগতে বিভিন্ন স্বরূপে একক সত্তার ক্রমাগত প্রকাশ সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা আশ'আরী মতবাদের জাওহার (মূল উপাদান), আ'রাদ (যাহার নিজস্ব অস্তিত্ব নাই) এবং নিরন্তর পরিবর্তন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তিশীল বলিয়া বুঝা যায়। যদিও তাঁহার দর্শন ও নব্য প্লেটোবাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি তিনি চিন্তাধারা ও পরিভাষার সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নির্বিকারবাদী (Stoics) ও নব্য প্লেটোবাদী দর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্নু'ল-'আরাবীর তাজাল্লিয়াত মতবাদ ও প্লেটোনাস (Platonus)-এর ইশরাকিয়্যাত মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সঠিক হইবে না। 'আক্ল আওওয়াল, রূহ-ই কুল্ল, ফিতরাত ও জিস্‌ম-ই কুল্ল ও মূল সত্য (حقيقت مطلق)-এর বিভিন্ন দিক বা অভিব্যক্তি অর্থাৎ দৃশ্যত ইহা বিভিন্ন। কিন্তু প্লেটোবাদীদের মতে এইগুলির প্রতিটির পৃথক ও ভিন্ন অস্তিত্ব রহিয়াছে। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার একক সত্তা হইতে সেইগুলি পর্যায়ক্রমিকভাবে উদ্ভূত হয়। এই দিক দিয়া ইব্নু'ল-'আরাবীর চিন্তাধারা Hegel-এর পরম সত্তা সম্পর্কীয় (مطلق عينيت) মতবাদের নিকটতর। ইশরাক', তাজাল্লী, ওয়াহদাত, কাছরাত ইত্যাদি পরিভাষাসমূহের এমন কোন ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়, যাহা দ্বারা একক সত্তার একত্ব বিনষ্ট হয় অথবা উহার অস্তিত্ব বহুত্বে পরিণত হয় অথবা অন্য কোন অস্তিত্ব সেই সত্তায় রূপান্তরিত হয়। ইব্নু'ল-'আরাবীর মতে অস্তিত্ব জগত একটি বৃত্তাকারে বর্তমান। যেই বিন্দু হইতে ইহা শুরু হইয়াছে সেইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। অপর পক্ষে নব্য প্লেটোবাদীদের মতে সেই অস্তিত্ব সরল রেখা ধরিয়া চলে। ইহার যাত্রাবিন্দু কখনও ইহার শেষ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না।

কালাম ইলাহী ঃ ইব্নু'ল-'আরাবী প্রথম মুসলিম চিন্তাবিদ, যিনি আল-কালিমা (আল্লাহ্‌র কালাম) ও ইনসান-ই কামিল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ পেশ করিয়াছেন। ফুসূসু'ল-হিকাম ও আত্-তাদ্‌বীরাতু'ল-ইলাহিয়্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। তাঁহার ফুতূহাত ও অন্যান্য রচনায়ও ইহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। পরাবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে 'কালাম ইলাহী' বিশ্বে একটি বোধগম্য জীবন্ত মূল। উহা নির্বিকারবাদীদের 'আক্ল-ই কুল্ল-এর কিছুটা অনুরূপ, যাহা সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। ইব্নু'ল-'আরাবী উহাকে হাকীকাতু'ল-হাকাইক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উহাকে আল-হাকীকাতু'ল-মুহ'াম্মাদিয়্যা-এর সমার্থক বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইহার উচ্চতর ও পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে, যাঁহাদেরকে আমরা ইনসান-ই কামিলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, যাঁহাদের মধ্যে সকল নবী, ওয়ালী ও স্বয়ং মুহ'াম্মদ (স')-ও অন্তর্ভুক্ত। ইনসান-ই কামিল এমন একটি দর্পণ, যাহাতে আল্লাহ্‌র সকল গুপ্ত রহস্য প্রতিবিম্বিত হয় এবং উহা এমন একক সৃষ্টি, যাহাতে আল্লাহ্‌র সকল গুণ অভিব্যক্ত হয়। ইনসান-ই কামিল বিশ্বের ক্ষুদ্র জগত এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। উহা এমনই একটি সত্তা যাহাকে আল্লাহ্‌র স্বরূপে (গুণাবলী) সৃষ্টি করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-'আরাবী, আল-ফুতূহাতু'ল-মাক্কিয়্যা, কায়রো ১২৯৩ হি.; (২) ঐ লেখক, ফুসূসু'ল-হিকাম, টীকাসহ সম্পা. A.E. Affifi, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, ইনসা'উ'দ্-দাওয়া'ইর; (৪) ঐ লেখক, আত্-তাদ্‌বীরাতু'ল-ইলাহিয়্যা; (৫) ঐ লেখক, 'উক্‌লাতু'ল-মুস্‌তাওফিয, সম্পা. Nyberg, শিরোনাম Kleiner Schriften des Ibn Arabi; (৬) ঐ লেখক, তারজুমানু'ল-আশ্‌ওয়াক, R. A. Nicholson-কৃত অনুবাদসহ মূল পাঠ, লন্ডন ১৯১১ খৃ.; (৭) আদ্-দাব্বী, বুগ্‌য়াতু'ল-মুলতামিস, সম্পা Codera; (৮) ইব্নু'ল-আব্বার, আত্-তাক্‌মিলা, সম্পা.; (৯) ইব্‌ন বাশ্‌কুওয়াল, আস্-সিলা; (১০) আল-মাক্কারী, নাফ্‌হু'ত্-তীব, সম্পা. Dozy, ১খ, ৫৬৭-৮৩; (১১) আশ্-শা'রানী, তাবাকা'তু'স্-সূফিয়্যা; (১২) ঐ লেখক, আল-য়াওয়াকীত ওয়া'ল জাওয়াহির, কায়রো ১৩০৬ হি., পৃ. ৬-১৪; (১৩) ইব্‌ন শাকির, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, ২খ, ২৪১; (১৪) ইব্নু'ল 'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি.; (১৫) জামী, নাফাহাতু'ল-উন্‌স; (১৬) সিব্‌ত ইব্নু'ল-জাওযী, মির'আত, সম্পা. Jewett, পৃ. ৪৮৭; (১৭) A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Mohyid-Den, Cambridge University Press 1939; (১৮) A. Palacios, Abenmasarra; (১৯) ঐ লেখক, Psicologia Segum Mohidin Abenarabi, in Acts of the 14th Oriental Congress, আল-জাযা'ইর ১৯০৫ খৃ.; (২০) Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte d. Araber, ৭খ, ৪২২ প.; (২১) von Kremer, Gesch. der herrsch. Ideen des Islams, পৃ. ১০২ প.; (২২) Goldziher, Vorlesungen, ১৭১ প.; (২৩) Brockel-

mann, ১খ, ৪৪১ প., পরিশিষ্ট, ১খ, ৬৯৫, ৭৮৫, ৭৯০; (২৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, ১খ, ১৯৩; (২৫) জিলাউল-আয়নায়ন, পৃ. ৪৩; (২৬) মিফ্তাহুস্-সা'আদা, ১খ, ১৮৭; (২৭) জায্ওয়াতু'ল-মুক্তাবিস্, পৃ. ১৭৫; (২৮) 'আবদু'ল-বাকী সারূর, মুহ্য়ি'দ-দীন ইব্ন 'আরাবী'; (২৯) মাওলানা আশ্রাফ 'আলী থানাবী, তানবীহু'জ-জারবী ফী তানযীহি ইব্নি'ল-আরাবী, থানাভবন ১৩৪৬ হি.; (৩০) E.I.², vol, 3, p. 707-11: (৩১) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, দারু'ল-ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২, ৬খ, ১১৪-২১।

আবু'ল-'আলা' 'আফীফী (দা. মা. ই.)/
এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-'আরীফ (ابن العريف) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন 'আতা'ইল্লাহ আস্-সানহাজী, একজন খ্যাতনামা সুধী ও লোকমান্য সূফী। ইব্ন খাল্লিকানের বিবরণ অনুসারে সোমবার ২ জুমাদা'ল-উলা, ৪৮১/২৪ জুলাই, ১০৮৮ সনে তাঁহার জন্ম এবং ২৩ সাফার, ৫৩৬/২৭ সেপ্টেম্বর, ১১৪১ সনে মার্রাকুশে মৃত্যু।

তাঁহার পিতা এক সময়ে তাঞ্জিআরে 'আরীফ ছিলেন অর্থাৎ শহরে নৈশ-প্রহরায় নিয়োজিত প্রহরীদের প্রধান ছিলেন। এই কারণেই তাঁহার এই 'ইব্নু'ল-'আরীফ' পদবীর উদ্ভব ঘটে। স্বভাবের দিক হইতে অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহী হইলেও তিনি একজন তাঁতীর কাছে শিক্ষানবিশী করেন। কিন্তু অধ্যয়নের ইচ্ছা তাঁহার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে যে, শেষ অবধি নানা রকম বিঘ্ন ও হুমকি সত্ত্বেও তাঁহার সেই প্রবল ইচ্ছাকে অবদমিত রাখা যায় নাই। পরিশেষে আলমেরিয়ায় তিনি ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিতে ও তাঁহার কাব্যপ্রীতি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি একজন হাদীছবিদ, কারী ও কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি Saragossa, Valencia, Almeria-তে শিক্ষকতা করেন।

শেষোক্ত Almeria শহরেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য অর্জন করেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, তপশ্চর্যা ও ধ্যানমগ্নতার সুবাদে তিনি একজন বরেণ্য সূফীর মর্যাদা লাভ করেন এবং বিপুল সংখ্যক লোক তাঁহার মুরীদ হয়। ঐ সময় আলমেরিয়া ছিল আন্দালুসীয় সূফীবাদের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র এবং আল-মুরাবিত ফাকীহদের বিরোধিতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রও। আলমেরিয়ার সূফীগণই এক সম্মিলিত ফাতওয়ায় আল-গাযালী (র)-র গ্রন্থাদি ধ্বংসের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানান। কর্ডোভার কাযী ইব্ন হাম্দীন ঐ গ্রন্থগুলি ধ্বংসের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আবূ বাক্র ইব্ন 'আবদি'ল-বাকী ইব্নু'ল-'আরীফকে সূফীবাদে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মাযারে উৎকীর্ণ পরিচয় লিপিতে তাঁহার খলীফাদের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে যাহা G. Deverdun কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচয় লিপিতে জুনায়দ (র) [২৯৮/৯১০]-এর শাগরিদদের নামের মধ্যে আবূ সা'ঈদ আহ্মাদ ইব্নু'ল-আ'রাবী (৩১১/৯৫১-২)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। M. Asin Palacios (Abenmasrra ysu esuela, Madrid 1914, 35)-এর বিবরণ অনুযায়ী পরে মক্কায় এই আবূ সা'ঈদ আহ্মাদ ইব্নু'ল-আ'রাবীর সহিত ইব্ন মাসার্রার সাক্ষাত হইয়াছিল। এখানে ইহা জানা গিয়াছে যে, ইব্ন মাসার্রার (২৬৯-৩১৯/৮৮৩-৯৩১) শিক্ষা মুসলিম পাশ্চাত্যে আল-গাযালী (র)-র দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রচারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আন্দালুসী সূফী মহলের উপর এক ব্যাপক ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অনুমিত হয় যে, গাযালী (র)-র মতবাদ স্পেনীয় সূফীতত্ত্বকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে। সর্বোপরি ফাকীহগণের প্রবল বিরোধিতার ব্যাপারে ইহা এক দৃঢ় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। Seville-এর ইব্ন বার্রাজান, গ্রানাডার আবূ বাক্র আল-মায়ূরকী, ইব্ন কাসী প্রমুখ ব্যক্তি Algarve-এ ফাকীহদের প্রতিরোধে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার জন্য তাঁহারা প্রধানত গাযালী (র)-র ইহ্য়া' গ্রন্থের নিকট ঋণী।

উল্লিখিত তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিপজ্জনক বিবেচনা করিতেন। তিনি কি ইব্নু'ল-'আরীফের সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন? ইব্নু'ল-খাতীব (কিতাব আ'মালি'ল-আ'লাম, সম্পা. Levi-Provencal, রাবাত ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২৮৬) লিখিয়াছেন, তিনি ছিলেন নাজীরুহু ফি'ল খুল্লা (আল্লাহ্র সহিত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে তিনি ইব্ন বার্রাজানের সমকক্ষ)। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পত্রালাপের অংশবিশেষ Father Nwyia উদ্ধার ও প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায়, ইব্নু'ল-'আরীফ পত্রে তাঁহাকে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহার মনিব! তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আল-মুরাবিত 'আলী ইব্ন য়ূসুফ, আবূ বাক্র আল-মায়ূরকীসহ তাঁহাদের উভয়কে মার্রাকুশে ডাকিয়া পাঠান। 'আলী ইব্ন য়ূসুফ এই বিষয়টি এইভাবে পরিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ফাকীহদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের মতবাদ যাচাই করিয়া দেখিবেন। ইব্ন বারাজানকে তাঁহার কোনও কোনও বক্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের জন্য বলা হয়, বিশেষত যে বক্তব্যগুলি ধর্মবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং খুব শীঘ্রই ইনতিকাল করেন। অন্যদিকে ইব্নু'ল-'আরীফের শত্রু আলমেরিয়ার কাযী ইব্নু'ল-আসওয়াদের নির্দেশে তাঁহাকে শৃংখলিত রাখা হইয়াছিল। শাসনকর্তা অবিলম্বে তাঁহার শৃংখল মুক্তির নির্দেশ দেন। তিনি তাঁহাকে সসম্মানে দরবারে গ্রহণ করেন এবং যেখানে খুশী যাইবার স্বাধীনতা দেন। কিন্তু তিনি আর সেই সুবিধা গ্রহণের অবকাশ পান নাই; বরং ঐ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। মনে করা হয় যে, ইব্নু'ল-আসওয়াদই তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন, যদিও এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। দরবেশ সুলভ পুণ্য জীবনের জন্য তিনি যে মর্যাদা ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার যে সর্বজনসম্বীকৃত মহৎ খ্যাতি ছিল এবং রাজদরবারে যে অনুকূল ব্যবহার তিনি লাভ করিয়াছিলেন উহা হইতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী শিবিরের লোক হইলেও ইব্নু'ল-'আরীফ আবূ বাক্র মায়ূরকীর মত রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়াইয়া আপোসের ফাঁদে পা দেন নাই। যেমন আবূ বাক্র আল-মায়ূরকী মার্রাকুশে যাইবার সমন পাইয়া পলায়ন করেন, অন্যদিকে মার্রাকুশের যুবরাজ ইব্ন বার্রাজানের লাশ শহরের ময়লার জালে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আজ ইব্নু'ল-'আরীফের যে একটিমাত্র রচনার নাম জানা যায় তাহা হইতেছে 'মাহাসিনু'ল-মাজালিস' শীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। M. Asin Palacios ঐ গ্রন্থটি অধ্যয়ন ও অনুবাদ করিয়াছেন। মুরসিয়ার ইব্নু'ল-'আরবীর বিবেচনায় গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "ঐ গ্রন্থটি অন্তর্বর্তী সর্বেশ্বরবাদ সম্পর্কিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অধিতত্ত্বগুলির যৌক্তিক ভিত্তি ও ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ মূল্যবান।"

মার্রাকুশে সীদী বেল'আরীফের মাযার অবস্থিত। তাঁহার জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে 'আলী মস্জিদের অঙ্গনে

ও কাযী আবূ 'ইমরান মূসা ইব্ন হাম্মাদের কবর (রাওদা)-এর নিকট দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-'আরীফ মূসা, মাহাসিনু'ল-মাজালিস, 'আরবী পাঠ, অনু. ও ভাষ্য M. Asin Palacios, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ. (ইহার মুখবন্ধে ইব্নু'ল-'আরীফের এক বিশদ জীবনী দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে বহু 'আরবী সূত্রের উল্লেখ রহিয়াছে)। M. Asin Palacios,-এর প্রদত্ত নামগুলির সহিত নিম্নলিখিত নামগুলি যোগ করা যাইতে পারেঃ (২) ইব্নু'ল-মুওয়াক্কিত্, আস-সা'আতু'ল-আবাদিয়্যা, ফাস ১৯১৮ খৃ., ১খ, ১০৯-১২; (৩) 'আব্বাস ইব্ন ইব্রাহীম, ই'লাম রিমান হাল্লা মার্রাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আ'লাম, ফাস ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ১৬০ প. (এই সূফীর বহু জীবনীকারের রচনা হইতে অনেক উদ্ধৃতিসহ); (৪) তাদিলী, আত্-তাসাওউফ ইলা রিজালি'ত-তাসাওউফ, সম্পা. A. Faure, রাবাত ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৯৬ (৭ম/১৩শ শতাব্দীর সংকলন); (৫) In Los Almoravides, Tetuan 1956, 285 প., j. Bosch Vila আল-মুরাবিত ক্ষমতার অবক্ষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আন্দালুসীয় সূফীদের তৎপরতার বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মাযারে উৎকীর্ণ পরিচয়লিপির জন্য দ্র.ঃ (৬) G. Deverdun, Inscriptions arabes de Marrakech, রাবাত ১৯৫৬ খৃ., ১৭; (৭) Father Paul Nwyia-এর নিবন্ধ, Note sur Quelques fragments inedits de la correspondance d' Ibn al-'Arif avec Ibn Barrajan, in Hesperis, xliii (1956), 217-21 হইতে দুই সূফীর মধ্যকার সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি পাওয়া যায়।

A. Faure (E.I.²)/আফতাব হোসেন

ইব্নুল-আরীফ (ابن العريف) ঃ আল-হুসায়ন ইব্নু'ল-ওয়ালীদ ইব্ন নাস্র আবু'ল-কাসিম ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে একজন আন্দালুসীয় বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রধানত একজন বৈয়াকরণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্বদা আন্-নাহ্বী (ব্যাকরণবিশারদ) ডাকা হইত। তিনি প্রথমে তাঁহার নিজ শহর কার্ডোভায় ইব্নু'ল-কুতিয়্যা (দ্র.)-এর তত্ত্বাবধানে এবং পরে ইফ্রীকিয়া-তে ইব্ন রাশীকের অধীনে প্রতিপালিত হন। তিনি মিসরে অনেক বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সেখানে তাঁহার ভ্রাতা আল-হাসানকে জ্ঞানে-গৌরবে অতিক্রম করেন। তাঁহার ভ্রাতাও ইব্নু'ল-'আরীফ (মৃ. ৩৬৭/৯৭৭-৮) নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিলে হাজিব আল-মানসূর ইব্ন আবী 'আমির তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের গৃহশিক্ষক (মু'আদ্দিব) নিযুক্ত করেন। তিনি সর্বদা আল-মানসূরের সাহিত্য-সভায় (মাজালিস) অংশ গ্রহণ করিয়া প্রখ্যাত সা'ইদ আল-বাগদাদী (দ্র.)-র সহিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে বিখ্যাত করিয়া তোলেন। জীবনী লেখকগণ এই প্রতিযোগিতার কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইব্নু'ল-'আরীফ মাঝে মাঝে অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আল-মানসূরের সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপ্রতিভ করিতে কৃতকার্য হইতেন। কিন্তু পরিশেষে ঐ ইরাকী ব্যক্তিটি জয়ী হইতেন।

ইব্নু'ল-'আরীফ সাহিত্য ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ও নিবন্ধ লিখেন কিন্তু ইহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি ৩৯০/১০০০ সালে সারভেরায় মানসূরের একটি শেষ অভিযানকালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে টলেডোতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হুমায়দী, জাযওয়াতু'ল-মুক্তাবিস, পৃ. ১৮২; (২) দাব্বী, বুগ্য়া, নং ৬৫৩; (৩) ইব্নু'ল-ফারাদী, তা'রীখ, নং ৩৫৪; (৪) সুয়ূতী, বুগয়া, পৃ. ২৩৭; (৫) য়াকূত, উদাবা', ১০খ, ১৮২-৯৩; (৬) মাক্কারী, Analectes, ১খ, ৩৮৩-৪। সা'ইদ-এর সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্র.ঃ R. Blachere, in Hesperis, ১০খ. (১৯৩০ খৃ.), ১৫-৩৬, স্থা.।

F. de la Granja (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুর রব

ইব্নুল-'আল্কামী (ابن العلقمى) ঃ মু'আয়্যাদু'দ-দীন আবূ তালিব মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (অথবা মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ) ইব্ন 'আলী আল-আসাদী আল-বাগদাদী, শেষ 'আব্বাসী খলীফা আল-মুসতা'সিম (দ্র.)-এর উযীর। ইব্নু'ত-তিকতাকার বর্ণনানুসারে নীলনদের তীরে অবস্থিত 'নীল' নামের একটি শহর হইতে আগত একটি শী'আ পরিবারে ইব্নু'ল-'আল্কামীর ৫৯৩/১১৯৭ সালে জন্ম এবং তিনি জুমাদা'ল-উখরা (জুমাদা'ল-উলা, তু. ইব্নু'ত-তিকতাকা) ৬৫৬/জুন (মে) ১২৫৮ সালে ইনতিকাল করেন। আস্-সাফাদী তাঁহার জন্মতারিখ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৫৯১ বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার এই বর্ণনা এই সম্পর্কিত অন্যান্য সূত্রের পরিপন্থী। ইব্ন কাছীরের একটি বর্ণনা দ্বারাও উপরিউক্ত বর্ণনা খণ্ডন করা যায়। তিনি বর্ণনা করেন, এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল-'আল্কামী ৬৫৬ হি. সালে ইনতিকাল করেন এবং এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর। Encyclopaedia of Islam (২খ, ৩৬০) প্রথম সংস্করণে T. H. Weir তাঁহার মৃত্যুসাল জুমাদা'ল-উলা ৬৫৫/ ১২৫৭ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি মুদ্রণ বিভ্রাট। কারণ ইহা ফরাসী সংস্করণে মৃত্যু সাল জুমাদা'ল-উলা, (কিন্তু ইংরেজী ২য় সং-এ ২ জুমাদা-২) ৬৫৬/১২৫৮ উল্লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার পিতামহ সর্বপ্রথম আল-'আল্কামী নিস্বা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি খলীফার নির্দেশের ভিত্তিতে ফুরাত নদীর পশ্চিম দিকে আল-'আল্কামী (দ্র.) নামক একটি খাল খনন করিয়াছিলেন।

'আব্বাসী খলীফা আল-মুস্তান্সির বিল্লাহ (দ্র.)-এর শাসনামলে (৬২৩-৪০/১২২৬-৪২) শামসু'দ-দীন ইব্নু'ন-নাকিদকে বরখাস্ত করার পর ইব্নু'ল-'আল্কামী গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর খলীফা আল-মুসতা'সিম বিল্লাহ (দ্র.)-এর শাসনামলে নাসরু'দ-দীন ইব্নু'ন-নাকিদের মৃত্যুর পর ৬৪২/১২৪৪ সালে তিনি উযীর পদ লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর তিনি এই পদে কার্যরত ছিলেন। অতঃপর তাঁহার উযীর থাকাকালীন মোঙ্গল আক্রমণের ফলে 'আব্বাসী খিলাফাতের পতন ঘটে।

কথিত আছে, ইব্নু'ল-'আল্কামী হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও একজন মামলূককে হালাকু খানের নিকট প্রেরণ করেন। মাওসিলের শাসক আল-মালিকু'র-রাহীম বাদ্রু'দ-দীন লু'লু' (মৃ. ৬৫৭/১২৫৯)-এর প্রেরিত পত্র, যাহাতে তাতারদের ক্রমাগত অগ্রাভিযানের সংবাদ ছিল, খলীফার নিকট পৌঁছে নাই। 'আলকামীর এই পরিকল্পনার কারণ এই ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হয়, খলীফার প্রিয় ব্যক্তি 'দাওয়াদার' (দাওয়াতদার)-এর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ছিল। ফলে তাঁহার কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) দোদুল্যমান হইয়া পড়িবার আশংকা দেখা দেয়। তাহা ছাড়া বাগদাদের কার্খ অঞ্চলে শী'আ-সুন্নী দাঙ্গার সময় সরকার শী'আগণকে কঠোর হস্তে দমন করেন, এমনকি সেই সময় হযরত 'আলী (রা)-এর বংশীয়দের প্রতি অসম্মানজনক

আচরণ করা হয়। ইহাতে ইব্নু'ল-'আল্কামী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত এইজন্যই নাসীরু'দ-দীন তূসীর ন্যায় তিনিও খিলাফাতের পতন কামনায় অগ্রসরমান মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের প্রতি প্রথমেই সহযোগিতার হাত বাড়ান ('আব্বাস ইক্বাল, তারীখ মুফাস্সাল-ই ঈরান)। কিন্তু এই বিষয়টির কোন সঠিক প্রমাণ নাই। কথিত আছে, পরে তিনি তাঁহার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমার আশার বিপরীত ফল ফলিয়াছে" (جرى القضاء بالعكس ما املته)। অতঃপর অধিকারের পর হালাকু খান শহরের শাসনভার ইব্নু'ল-'আল্কামীর উপর অর্পণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় শীঘ্রই শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। কিন্তু মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তাহা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। অতএব অল্পদিন পরেই তাঁহার ক্ষমতার পতন ঘটে। শোকে-দুঃখে তিনি অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। হালাকু খান আল-'আল্কামীর পুত্র শারাফু'দ-দীন আবু'ল-কাসিম 'আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন।

ইব্নু'ত-তিক্তাকা তাঁহার 'আল-ফাখরী' গ্রন্থে হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের যে ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন, ইহাতে মোঙ্গলদের আক্রমণের ব্যাপারে ইব্নু'ল-'আল্কামীকে কোন প্রকার দোষারোপ করা হয় নাই, বরং জোরালো ভাষায় তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে। কেবল ওয়াস্সাফই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তীব্র ভাষায় আল-মুস্তা'সিমের সঙ্গে তাঁহার গাদ্দারীর সমালোচনা করেন। কিন্তু ওয়াসসাফের কাছে এই ব্যাপারে সমসাময়িক কালের কোন প্রমাণ নাই। অন্যদিকে তাঁহার সমসাময়িক তূসী ও জুওয়ায়নী এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ ইহার সঠিক মীমাংসা দিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যবশত সম্পূর্ণ ব্যাপারটি শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে মূল সত্যটি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে।

ইব্নু'ল-'আল্কামী একজন 'আলিম, ফাদিল, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গ্রন্থানুরাগী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শারাফু'দ-দীন আবু'ল-কাসিমের বর্ণনানুসারে তাঁহার গ্রন্থাগারে দশ হাযার পুস্তক ছিল। তিনি সব সময় জ্ঞানী বিদ্যানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। শাসন পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় কর্ম সম্পাদনে তাঁহার পূর্ণ দক্ষতা ছিল। এইজন্য তাঁহার সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ করিতেন। তাঁহার অনুরোধে ইব্ন আবি'ল-হাদীদ শারহ নাহ্জি'ল-বালাগা রচনা করিয়াছিলেন। আস-সাগানী কর্তৃক আল-'আবাব রচনার পশ্চাতেও তাঁহার অনুগ্রহ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ত-তিক্তাকা, আল-ফাখ্রী ফি'ল-আদাবি'স্-সুলতানিয়্যা ওয়া'দ-দুওয়ালি'ল-ইসলামিয়্যা, সম্পা. W. Ahlwardt, পৃ. ৩৮৩-৯০; (২) আবু'ল-ফিদা', সম্পা. Adler, ৪খ, ৫৫০; (৩) ইব্ন শাকির, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ২খ,১৫২; (৪) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান, ৪খ, ১৪৭; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন- নিহায়া, ১৩খ, ২১২; (৬) আস্-সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত, ১খ, ১৮৪; (৭) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, পৃ. ৫৩৬ প.; (৮) ইব্নু'ল- ফুওয়াতী, আল-হাওয়াদিছু'ল-জামি'আ, পৃ. ২০৮-৩৬; (৯) আল-মাক্রীযী, আস্-সুলূক', প্যারিস ১৮৩৭ খৃ., ১খ, ৩২০-৪০০; (১০) আদ-দিয়ার বাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস, ২খ, ২৭৭; (১১) কারাহমানী, আখবারু'দ- দুওয়াল ওয়া আছারু'ল-আওওয়াল, পৃ. ১৮০ প.; (১২) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য্-যাহাব, ৫খ, ২৭০; (১৩) ওয়াস্সাফ, মুন্তাখাবু'ত্-তাওয়ারীখ; (১৪) Sykes, History of Persia; (১৫) আমীর 'আলী, A Short History of the Saracens; (১৬) 'আব্বাস ইক্বাল, তারীখ মুফাস্সাল-ই ঈরান; (১৭) E.I.², Leiden 1975, iii, 702.

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার ও সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/ এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-আল্লাফ (ابن العلاف) ঃ আবূ বাক্র আল-হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন যিয়াদ ইব্নি'ল-'আল্লাফ [তাঁহাকে এই নামে ডাকা হইত যেহেতু তাঁহার পিতা ছিলেন কাত্ত্ (قت) নামক বনজ শস্য বিক্রেতা] আন-নাহ্রাওয়ানী ছিলেন একজন কবি ও হাদীছবেত্তা। তিনি প্রায় এক শত বৎসর (২১৮-৩১৮/৮৩৩-৯৩০) জীবিত ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বাগদাদের খলীফাদের দরবারে যাইতেন ও বিশেষভাবে আল-মু'তাদিদ ও ইব্নু'ল-মু'তায্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা জানা ছিল এবং নিজেও বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিবারের একজন সদস্য কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থাবলী যখন সংকলিত হয় এবং যাহা তিনি যাহাদের সম্পর্কে স্তুতিমূলক কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কে বিবরণ সম্বলিত ছিল, তাহা সাকুল্যে চার শত পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ হইয়াছিল। এই কথার সত্যতা অবশ্য ফিহ্রিস্ত-এর বিবরণের (কায়রো সং, ২৩৮) নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। ইব্নু'ল-'আল্লাফের খ্যাতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাঁহার রচিত পঁয়ষট্টি শ্লোকের একটি কাসীদার উপর (ছন্দ মুনসারিহ্ শব্দের মিল-দী دى)। এতদ্ব্যতীত এখানে সেখানে তাঁহার রচিত কিছু সারগর্ভ কবিতাও তাঁহাকে এই খ্যাতি প্রদান করিয়াছে। এই কবিতায় তিনি তাঁহার বিড়ালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিড়ালটি তাঁহার প্রতিবেশীর বাড়ীতে কবুতর খাইতে গিয়া সেই বাড়ীর লোকদের হাতে মারা পড়ে। যখন কবির পুত্র আবু'ল-হাসান এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন তখন ইহা আস-সাহিব ইব্ন 'আব্বাদকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটি মনে করা হয় ইব্নু'ল-মু'তায্য-এর মৃত্যুতে রচিত একটি শোকগাথা। ইব্নু'ল-মু'তায্য ইব্নু'ল-মুক্তাদির কর্তৃক নিহত হন। কবিতাটি সম্পর্কে আরও মনে করা হয় যে, ইব্নু'ল-ফুরাতের পুত্র (দ্র. D. Sourdel, Vizerat, সূচী) আল-মুহাস্সিনের উপর অথবা ইব্নু'ল-'আল্লাফের একজন ক্রীতদাসের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছিল সেই দিকে ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-মু'তায্য, তাবাকাত, পৃ. ১৭০-১; (২) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, ৩৮০; (৩) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ৭খ, ৩৭৯; (৪) সাফাদী, নাক্তু'ল-হিম্য়ান, পৃ. ১৩৯-৪২; (৫) দামীরী, দ্র. hirr; (৬) H. Bowen, 'আলী ইব্ন 'ঈসা, Cambridge-London ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮১-২; (৭) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৮৮-৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/পারসা বেগম

ইব্নুল-আশ'আছ (ابن الاشعث) ঃ 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নি'ল-আশ'আছ, হাদরামাওত-এর একটি সম্ভ্রান্ত কিন্দী পরিবারের উত্তরসূরি। ৮০-২/৬৯৯-৭০১ অথবা ৮০-৩/৬৯৯-৭০২ সালে আল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত আল-আশ'আছ (দ্র.)-এর পৌত্র (দ্র. উল্লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত সূত্রসমূহ ছাড়া অতিরিক্ত তথ্যের জন্য L. Caetani, Annali, 40 A. H., ৫০১-৫, ইহাতে তাঁহার সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন

এবং একটি অত্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; H. Lammens, Mo`awia ler, 131, 150-2) এবং মুহাম্মাদ (দ্র.)-এর পুত্র। তাঁহার পিতামহ আল-আশ'আছ অপেক্ষা পিতা মুহাম্মাদ কম খ্যাতিমান ছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার সময়কালের ঘটনা প্রবাহের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইবনু'ল-আশ'আছের মাতার নাম ছিল উম্ম 'আম্র এবং তিনি ছিলেন সা'ঈদ (দ্র. আত-তাবারী, নির্ঘণ্ট) ইব্ন কায়স আল-হামদানী (আগানী, ৫খ, ১৫৩)-র কন্যা। বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ রহিয়াছে, আবদু'র-রাহমান তাঁহার পিতার রাজনৈতিক তৎপরতায় সহায়তা প্রদান করিতেন। তিনিই 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ-এর নিকট মুসলিম ইব্ন 'আকীল (৬০/৬৮০)-এর আত্মগোপনের স্থানটি উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও ঘটনাটি ছিল তাঁহার একটি হঠকারী কার্যকলাপের ফলাফল মাত্র (আত-তাবারী, ২খ, ২৩১, ২৬১)। ৬৭/৬৮৬ সালে তিনি মুস'আব-এর পক্ষে আল-মুখতার (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং সম্ভবত তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় বন্দীদের মধ্যে যাহারা আল-মুখতারের সমর্থক ছিল তিনি স্বয়ং তাহাদের হত্যা করেন অথবা হত্যা করিতে মুস'আবকে উৎসাহিত করেন (ঐ, পৃ. ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪৯ প.)। ইহার পর ৭২/৬৯১-২ সন পর্যন্ত কোন সূত্রে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই বৎসর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেঃ দুজায়ল নদীর তীরে ক্যাথলিকগণের গীর্জার নিকটে 'আবদু'ল-মালিক মুস'আবকে পরাজিত ও হত্যা করেন (জুমাদা'ল-উলা অথবা উখরা ৭২/অক্টোবর ৬৯১, এই যুদ্ধের কালপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য হাজ্জাজ, ৩৪, নং ১) এবং হাজ্জাজ, সম্ভবত জুমাদা'ল উখরাতে ইব্নু'য্-যুবায়র-এর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মক্কায় প্রেরিত হন। যতদূর জানা যায়, আল-মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরা (দ্র.) মুস'আবকে পরাজিতকারী উমায়্যা খলীফার অধীনে পদ গ্রহণ করেন এবং স্পষ্টতই 'আবদু'র-রাহমানও একই পথ অনুসরণ করেন। কারণ ইহা পরিজ্ঞাত আছে যে, 'আবদু'ল-মালিকের ভ্রাতা বিশ্র তাঁহাকে ৫০০০ কূফাবাসী সেনাদলের অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়া উমায়্যা খালিদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন খালিদ ইব্ন আসীদ-এর নেতৃত্বে খারিজীগণের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন (৭২/সম্ভবত ৬৯২ সনের প্রথম মাসসমূহে)। এই সকল খারিজী আল-আহওয়ায শহর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেও প্রায় কুড়ি দিন পর সরকারী সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং 'আবদু'র-রাহমান রায় (Rayy) গমন করেন। বিশ্র তাঁহাকে উক্ত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন (আত-তাবারী, ২খ, ৮২৬ প.)। 'আবদু'র-রাহমানের কার্যকলাপ সম্পর্কে সূত্রসমূহে ৭২ হইতে ৭৬ সাল পর্যন্ত কোন তথ্য পরিদৃষ্ট হয় না। ৭৫/৬৯৪-৫ সনে আল-হাজ্জাজকে আরাবিয়া হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ইরাকের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি কূফা শহরে প্রবেশ করেন। ইহার পর হইতে 'আবদু'র-রাহমানকে উর্ধ্বতন পদে অধিষ্ঠিত কঠিন প্রকৃতির আল-হাজ্জাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। আযরাকীগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই অপর এক দল খারিজী ইরাক সংলগ্ন এলাকাসমূহ ও ইরাকের অভ্যন্তরে আতংক বিস্তার করিতেছিল; ইহাদের অধিকাংশই ছিল শায়বান গোত্রভুক্ত। অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক সেনার সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি সরকারী সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুতরভাবে পরাজিত করে (Perier, পূ. গ্র., পৃ. ১০৯-২৯)। অতঃপর আল-হাজ্জাজ 'আবদু'র-রাহমানকে ছয় সহস্র অশ্বারোহীর এক বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করিয়া শাবীব (দ্র.)-এর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দান করেন। শাবীবের রণকৌশলের ভক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনাপতি আল-জায্ল 'উছমান ইব্ন সা'ঈদ (আত-তাবারী, ২খ, ৯০১-১০)-এর প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে ইব্নু'ল-আশ'আছ দ্রুত খারিজীগণের পশ্চাতে দাবিত হন এবং একই সঙ্গে তিনি যে কোন অপ্রত্যাশিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করেন। অভিযান ক্রমশ দীর্ঘায়িত হইতে থাকিলে আল-মাদাইন-এর প্রশাসক 'উছমান ইব্ন কাতান আল-হাজ্জাজকে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সমালোচনা করিয়া একটি পত্র প্রদান করেন। আল-হাজ্জাজ তাঁহাকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাইলে তিনি শাবীবের বিরুদ্ধে এক আক্রমণ পরিচালনা করেন কিন্তু খারিজীগণের পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হন এবং তাঁহার সেনাবাহিনীর ১১২০ (অথবা ৭২০) জন সৈন্যসহ তিনি নিহত হন। তাহার পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশ কূফা অভিমুখে পলায়ন করে (আত-তাবারী, ২খ, ৯৩০-৭)। এই যুদ্ধের সময় 'আবদু'র-রাহমান অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হন এবং তাঁহার জনৈক সহযোদ্ধার (ইব্ন আবী সাবরা) সাহায্যে পলায়নে সমর্থ হন। কতিপয় দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল-হাজ্জাজ তাঁহাকে আমান (নিরাপত্তা) প্রদান না করা পর্যন্ত তথায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন (আত-তাবারী, ২খ, ৯৩৭-৯)।

ইরাকের প্রশাসক ও ইব্নু'ল-আশ'আছের মধ্যে প্রথম দিকে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (আল-হাজ্জাজের পুত্র মুহাম্মাদ, ইব্নু'ল-আশ'আছের জনৈকা ভগ্নিকে বিবাহ করেন), কিন্তু অতি শীঘ্রই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইব্নু'ল-আশ'আছের বিদ্রোহ পর্যালোচনা করিতে গিয়া সকল সূত্রই এই মনোভাব পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নিজ সম্ভ্রান্ত বংশ সম্পর্কে গর্বিত ইব্নু'ল-আশ'আছ ইহা সুস্পষ্টভাবে সকলকে পরিজ্ঞাত করেন যে, তাঁহার বিবেচনায় সকল আমীরের মধ্যে তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল-মাস'উদীর মতে (তান্বীহ, পৃ. ৪০৭) তিনি নিজে নাসিরু'ল-মু'মিনীন (বিশ্বাসিগণের সাহায্যকারী) উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবত ইহার মাধ্যমে উমায়্যা ও আল-হাজ্জাজ—যাহাদেরকে তিনি খারাপ মুসলমান হিসাবে ঘৃণা করিতেন তাহাদের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রকৃত বিশ্বাসিগণের সমর্থকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে কাহ্তানীরূপেও দাবি করেন যাঁহার আবির্ভাবের জন্য য়ামানীগণ অপেক্ষা করিতেছিল, যিনি তাহাদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করিবেন (G. van Vioten, Recherches, 61)। এইরূপ ঔদ্ধত্য প্রশাসকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল এবং তিনি তীব্র ভাষায় ইব্নু'ল-আশ'আছে'র ব্যবহারের নিন্দা করেন (উদা. "দেখ, তাহার চলাফেরা লক্ষ্য কর। ইচ্ছা হয় যে, আমি তাহার মস্তক ছেদন করি")। এই সকল মন্তব্য ইব্নু'ল-আশ'আছের গোচরীভূত করা হইলে তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন (কথিত আছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরাম বা বিশ্রাম গ্রহণ করিব না", আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৩)। উভয়ে উভয়কে প্রচণ্ড ঘৃণা করিতে শুরু করেন (the Anonyme Arabische chronik, 318, ইব্ন কাছীর ও অন্যান্য গ্রন্থকার এই ঘৃণার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন)। ঘটনা প্রবাহ যখন এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহা কূফায় চমক সৃষ্টি করে। ৭৮/৬৯৭-৮ সন হইতে খুরাসানসহ সিজিস্তান [দ্র.] আল-হাজ্জাজের অধীনে ছিল

(আত-তাবারী, ২খ, ১০৩২-৪)। স্থানীয় শাসনকর্তার উপর দায়িত্ব অর্পিত ছিল সীমান্তবর্তী কাবুলিস্তান এলাকাকে বশীভূত রাখা। বিভিন্ন সূত্রে রুত্বীল [দ্র.] (তবে সম্ভবত যুনবীল পড়া উচিত) নামে বর্ণিত উক্ত এলাকার শাসক মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করিতে থাকে। ৭৯/৬৯৮-৯ সনে জনৈক 'রুতবীল' আল-হাজ্জাজের নিযুক্ত প্রশাসক 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবী বাক্রা-কে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করিলে আল-হাজ্জাজ এই অবস্থার চূড়ান্ত অবসানের লক্ষ্যে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। ইহা চমৎকার অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইবার কারণে ময়ূর বাহিনী (জুয়ূশুত-তাওয়াবীস) নামে পরিচিত হয়। ইহার নেতৃত্ব দানের জন্য তিনি পরপর দুইজন সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং চূড়ান্তভাবে 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নি'ল-আশ'আছকে মনোনীত করেন। এই নিয়োগটিই কৃফায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'আবদু'র-রাহমানের জনৈক পিতৃব্য প্রশাসককে এই মর্মে সতর্ক করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু আল-হাজ্জাজ তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে অস্বীকার করেন। আত্-তাবারীর মতে (২খ, ১০৪২) এই সময়ে 'আবদু'র-রাহমান কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন তাহা অজ্ঞাত। একটি মতানুযায়ী (আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৬) তাঁহাকে জনৈক সামরিক নেতার বিরোধিতা নির্মূল করিবার জন্য কিরমানে পাঠানো হইয়াছিল। এই নেতা প্রয়োজনের সময় সিজিস্তান ও সিন্ধুর শাসনকর্তাকে সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই মতানুসারে প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী ইহাই তুলনামূলকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনারূপে প্রতীয়মান হয়, যদিও অপর এক স্থানে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি ময়ূর বাহিনীর সহিত গমন করেন (আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৪)।

Perier-এর Vie d'al-Hadjdjadj গ্রন্থে এই বিদ্রোহের একটি অতি দীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিটি ঘটনা বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি ও বক্তৃতা, পত্রাবলী ও কবিতাসমূহের অনুবাদ দ্বারা সমর্থিত। এইখানে কেবল একটি সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাতে কতিপয় ঘটনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, যেইগুলির মাধ্যমে এই ঘটনাটির উন্মেষ, বিকাশ ও হেতু বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, যাহা উমায়্যা খিলাফাতের পতন প্রায় আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ৮০/৬৯৯-৭০০ সনে ইব্নু'ল-আশ'আছ সিজিস্তান উপস্থিত হন। তাঁহার পদক্ষেপ ছিল সেখানকার সেনা ছাউনিতে অবস্থানরত সৈন্যদলকে তাঁহার ময়ূর বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা। রুতবীলের পক্ষ হইতে প্রদত্ত একটি শান্তি প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া কাবুলিস্তান আক্রমণ করেন। তাঁহার রণকৌশল ছিল ইব্ন আবী বাক্রার কৌশল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রাম ও দুর্গ দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে তিনি সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার দখলীকৃত এলাকাসমূহকে বার্তা সংগ্রাহক দলের মাধ্যমে সংযুক্ত করেন। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের সন্নিহিত এলাকাসমূহে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি বুস্ত-এ প্রত্যাবর্তন করেন। আরও অভ্যন্তরে আক্রমণ বা অভিযান পরিচালনা ৮১/৭০০ সালের বসন্ত পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু তাঁহার এই পরিকল্পনা আল-হাজ্জাজকে জানান হইলে তিনি তাঁহাকে কতিপয় উদ্ধৃতি ও আপত্তিকর বার্তা প্রেরণ করেন এবং তাহাতে তাঁহাকে কাবুলিস্তানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিতে এবং তথায় আমৃত্যু শত্রুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বার্তায় সেনাবাহিনীর প্রতি জমি কর্ষণের আহ্বান ছিল, যাহা অভিযান স্থগিত রাখিবার মৌন সম্মতি বলিয়া মনে হইলেও (Perier, ১৬২) প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল একটি হুমকি। তিনি বিদ্রূপাত্মকভাবে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সৈন্যদের ফসল বপন করাও উচিত। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত হইবার পূর্বেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দান করিবেন না। তাঁহাকে কাপুরুষ ও অযোগ্যরূপে অভিযুক্ত করিয়া আল-হাজ্জাজ তাঁহার বিরুদ্ধে যে প্রচারণা শুরু করেন তাহাতে 'আবদু'র-রাহমান নিশ্চিতভাবেই ক্রোধান্বিত হন (ইতিমধ্যেই তিনি এই প্রকার অভিযোগের প্রতি তাহার স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন), কিন্তু তিনি তাঁহার উপদেষ্টাবর্গের উপদেশ ব্যতিরেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ইব্ন কাছীর (৯খ, ৩৫) নির্দিষ্টভাবে একটি সভার উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে তিনি ইরাকী নেতৃবৃন্দের নিকট প্রশাসকের আদেশ ব্যক্ত করেন। সৈন্যবাহিনীর প্রতি তিনি অধিকতর কূটনৈতিক কায়দায় ভাষণ দেন। তিনি তাহাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, যেভাবে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন তাহার প্রতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমর্থন রহিয়াছে, এইগুলি দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করিবার পর আল-হাজ্জাজের আদেশ ও অভিযোগ সম্পর্কে তাহাদের অবহিত করিবার পর তিনি ঘোষণা করেন, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন, "এখন আমি তোমাদের সমকক্ষ একজনমাত্র। যদি তোমরা অগ্রযাত্রা কর তবে আমিও তাহা করিব। যদি তোমরা অস্বীকার কর, আমিও অস্বীকার করিব।" ইহার পর সৈন্যরা চিৎকার করিয়া বলে যে, তাহারা আল- হাজ্জাজের আদেশ মান্য করিবে না। সুপরিচিত কবি, বাগ্মী ও হাদীছবেত্তা আবূ তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা প্রশাসককে উৎখাত করার ঘোষণা করিলে এবং অপর একজন বক্তা সেনাদলকে ইরাক অভিমুখে যাত্রা ও তথা হইতে আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিতাড়িত করার আহ্বান জানাইলে তাহারা ইব্নু'ল-আশ'আছে'র প্রতি তাহাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে ইব্নু'ল-আশ'আছ' রুত্বীলের নিকট একটি চুক্তির প্রস্তাব করেন যাহা রুত্বীল গ্রহণ করে যদি ইব্নু'ল 'আশআছ বিজয়ী হন, তবে তিনি রুতবীলকে কতিপয় সুবিধা প্রদান করিবেন; যদি তিনি পরাস্ত হন তবে রুত্বীল তাহাকে সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করিবে। ইরাক অভিমুখে অভিযাত্রার সময়ে তাঁহার সহগামী কবিবর্গ অগ্রিমভাবে বিজয় উদ্‌যাপন করিতে থাকে; আ'শা হামদান-এর একটি কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আল হাজ্জাজ বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মত্যাগী ও উৎপীড়নের পথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহাকে শয়তানের বন্ধুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখ করা হয় যে, ইব্নুল-আশ'আছ', মা'আদ্দী ও ছাকাফীগণের বিরুদ্ধে কাহ্তানী ও হামদানীগণের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন (এইভাবে ইহাতে গোত্রীয় হিংসা ঘৃণা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মত রূপ প্রদান করা হয়)। বিদ্রোহী বাহিনী ফারস-এ উপনীত হইলে একটি নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব হয়। আকস্মিকভাবে ইহা বোধগম্য হয় যে, আল হাজ্জাজের উৎখাতের সঙ্গে সঙ্গে খলীফাকেও উৎখাত করিতে হইবে এবং তাহারা তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কুররা ও ধর্মোন্মাদগণ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহী বাহিনীর অধিকাংশ ভ্রান্ত ইমামকে প্রত্যাখ্যান করার শপথ গ্রহণ করে এবং ইব্নু'ল- আশ'আছের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের পুনঃঅঙ্গীকার প্রদান করে। ইব্নু'ল-আশ'আছ পক্ষান্তরে তাহাদের নিকট বায়আত-এর শপথ প্রদান করেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি জ্ঞাত হইয়া আল-হাজ্জাজ বসরা গমন করেন এবং 'আবদু'ল-মালিককে সিরীয় সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। খলীফা তাঁহাকে একটির পর

একটি সেনাদল প্রেরণ করিতে থাকেন। তুসতার-এর সন্নিকটে ইব্নু'ল-আশ'আছের অগ্রবর্তী বাহিনী আল-হাজ্জাজের বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে (৯ অথবা ১০ যিলহাজ্জ, ৮১/২৪ অথবা ২৫ জানুয়ারী, ৭০১)। আল-হাজ্জাজ দ্রুত বসরা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন। এই প্রকার বিচক্ষণ তৎপরতা সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ এইরূপ কথিত হয়, ইবনু'ল-'আশআছের সহিত ৩৩ হাজার অশ্বারোহী এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার পদাতিক সেনা ছিল। যেহেতু বসরায় আল-হাজ্জাজের পক্ষে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না, সেইহেতু তিনি নিজেকে আয্-যাবিয়াতে সুরক্ষিত করেন। ২৯ যিল-হাজ্জ 'আবদু'র-রাহ'মান বসরায় প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করেন। এক মাস যাবত কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর সার্বিকভাবে আল- হাজ্জাজের বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয় (তাহাদের রসদের অভাব ঘটে), শেষ পর্যন্ত মুহ'াররামের শেষে, ৮২/মার্চ, ৭০১ সালের প্রারম্ভে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়। ইব্নু'ল-আশ'আছ বিজয়ের প্রান্তদেশে উপনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু সিরীয় সুফয়ান ইব্নু'ল-আবরাদ-এর সাহসিকতা ও দক্ষতায় পরিস্থিতি উল্টাইয়া যায়। বহু সংখ্যক কুররা (ইব্ন কাছীরপ্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহারা হইতেছে 'উলামা) নিহত হয়। আল-ওয়াকিদী প্রদত্ত ও পরবর্তীতে ইব্ন কাছীর দ্বারা পুনরুক্ত (৯খ, ৪০) এই যুদ্ধের প্রতি আরোপিত এমন কিছু তথ্য ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে ইহার পরবর্তীতে সংঘটিত দায়রু'ল-জামাজিম (দ্র.)-এর যুদ্ধে ঘটে। এই পরাজয়ের পর ইব্নুল-আশ'আছ তাঁহার কূফাবাসী সেনাবাহিনী ও বসরার অশ্বারোহী বাহিনীর সেরা অংশসহ কূফা শহরে গমন করেন। বসরায় তাঁহার নিম্নপদস্থ সেনাপতি হাশিমী 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আব্বাস শহরে তাহার অবস্থান সুরক্ষিত রাখিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু বসরাবাসিগণ কালক্ষেপ না করিয়া আল-হাজ্জাজের প্রস্তাবিত আমান গ্রহণ করে (আমানটি ছিল দ্ব্যর্থক ও অনিশ্চিত; ইহা সত্ত্বেও তিনি অসংখ্য বিরোধী প্রায় ১১ হাজারকে হত্যা করিতে দ্বিধা করেন নাই)। সুতরাং একদল বসরাবাসীসহ তিনি কূফায় তাঁহার নেতার সহিত পুনরায় মিলিত হন। কূফায় আগমনের পর ইব্নু'ল-'আশআছ প্রথমে নগর দুর্গ হইতে আল-মাদাইন-এর একজন মাতার ইব্ন নাজিয়াকে বহিষ্কৃত করেন, শেষোক্ত ব্যক্তি বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; কেবল উচ্চ মই ও অন্যান্য আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাসম্বলিত একটি সর্বাত্মক আক্রমণের পর তিনি নিজেকে উক্ত দুর্গে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। কূফায় অবস্থানকালে উমায়্যা শাসনে অসন্তুষ্ট অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে যোগদান করিলে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতা আয়্যুব ইব্নু'ল-হাকাম ইব্ন আবী 'আকীলকে বসরার নেতৃত্বে রাখিয়া আল-হাজ্জাজ কূফা অভিমুখে যাত্রা করেন (মধ্যসাফার, ৮২/এপ্রিল, ৭০১)। পথিমধ্যে ইব্নু'ল আশ'আছের আদেশে অশ্বারোহী দলসমূহ তাঁহাকে বিব্রত করিতে থাকে। কূফার নিকটে একটি প্রশস্ত প্রান্তরে উপনীত হইলে তিনি দায়র কুররা (দ্র.)-তে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং 'আবদু'র-রাহমান শহর ত্যাগ করিয়া দায়রুল-জামাজিম (দ্র.)-এ তাঁহার সৈন্যসহ ছাউনি স্থাপন করেন। এই সময় তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষের কাছাকাছি, যাহার এক লক্ষ ছিল নিয়মিত বেতনভুক্ত সৈন্য ও অবশিষ্ট মাওয়ালী। আল-হাজ্জাজের বাহিনী ছিল ক্ষুদ্রতর এবং তাঁহার অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাযুক। কেননা কেবল অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেই তাঁহার বাহিনীর রসদ পৌঁছাইতে পারিত। ইহা সত্ত্বেও সিরীয় সহায়ক বাহিনী তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হয়। উভয় বাহিনী পরিখা খনন করিয়া অবস্থান গ্রহণ করে এবং আল-যাবিয়ার ন্যায় এখানেও বেশ কিছুকাল খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত থাকে। যেহেতু দামিশ্কের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরিস্থিতির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন, 'আবদু'ল-মালিক আল-হাজ্জাজের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহীদের সহিত আপোস-আলোচনা শুরু করিতে রাযী হন। তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ ও তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর প্রতি প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, তিনি আল-হাজ্জাজকে বরখাস্ত করিবেন, ইরাকী সেনাবাহিনীকে সিরীয়দের সমান বেতন প্রদান করিবেন এবং 'আবদু'র-রাহমানকে তাঁহার পসন্দমত ইরাকের যে কোন শহরে প্রশাসকরূপে নিয়োগের আমন্ত্রণ জানান। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের এক সভায় এই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, যদিও 'আবদুর-রাহমান এক ভাষণে তাহাদের প্রতি এই প্রস্তাব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁহারা এই ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত ছিল যে, শত্রুপক্ষ কেবল তাঁহাদের অসুবিধাজনক অবস্থার কারণেই এই আপোস প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছে (প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে আল-হাজ্জাজের শিবিরে দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজমান ছিল) এবং নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত বিজয় তাহাদেরই হইবে। সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হইবার পরও উভয় বাহিনী দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান অব্যাহত রাখে। কথিত আছে, এই পরিখার যুদ্ধ প্রায় এক শত দিন বা প্রায় চারি মাস অব্যাহত ছিল এবং এই সময়ে সর্বমোট আটচল্লিশটি সংঘর্ষ ঘটে। গভর্নরের সর্বাপেক্ষা তিক্ত বিরোধী ছিল কারীগণ। তাহারা উন্মত্তভাবে স্থির বিশ্বাসী ছিল যে, তাহারা উমায়্যাগণের অধার্মিকতা দ্বারা বিপন্ন বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করিতেছে। তাহারা জাবালা ইব্ন যাহ্র ইব্ন কায়স আল-জু'ফীর হুকুমাধীন এক উপদলে নিজেদেরকে সংগঠিত করে এবং কেবল এই নেতার মৃত্যুর পরই তাহাদের সাহসিকতার অবসান ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। অবশেষে শাবান, ৮২/সেপ্টেম্বর, ৭০১-এ একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম দিকে ইব্নু'ল আশ'আছের সৈন্যবাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় থাকিলেও সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং ইব্নু'ল-আশ'আছ তাহাদের পুনরায় সংগঠিত করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইবার পর কেবল সামান্য সংখ্যক সমর্থক সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পরিবারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য কূফা গমন করিবার পর তিনি বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে আল-হাজ্জাজ কূফায় প্রর্ত্যাবর্তন করেন, তথায় একটি সংক্ষিপ্ত আদালত স্থাপন করেন এবং অসংখ্য বিদ্রোহী বন্দীকে হত্যা করেন।

কিন্তু ইব্নু'ল-আশ'আছ তথাপি পরাজিত হন নাই। তাঁহার সমর্থক-গণের অন্যতম মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস ইরাকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আল-মাদাইন দখল করেন। অপর একজন কুরায়শী 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন সামুরা আল-হাজ্জাজের অধীনস্থ সেনাপতিকে বসরার কর্তৃত্ব তাঁহার নিকট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। কূফায় এক মাস অতিবাহিত করার পর আল-হাজ্জাজ পুনরায় তাঁহার অভিযান শুরু করেন এবং দাজলার তীরে মাসকিন নামক স্থানে সমবেত বিদ্রোহী বাহিনীর একটি সচেষ্ট শক্তিশালী অবশিষ্টাংশের সম্মুখীন হন। প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী স্থায়ী এই সংঘর্ষে তিনি ইব্নু'ল-আশ'আছ'কে চূড়ান্তভাবে পরাভূত করেন এবং এই পরাজয় তাঁহার ঘোষিত বিদ্রোহের সমাপ্তি সূচনা করে। ইহার পর যে সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে, তাহা ছিল ইহার মৃত্যুযন্ত্রণামাত্র। ঝোঁপ-ঝাড় ও জলাভূমির মধ্য দিয়া জনৈক পশুপালকের পথ-নির্দেশনায় একদল সিরীয় সৈন্য বিদ্রোহীদের শিবিরে চকিত আক্রমণ করে। একই সঙ্গে আল-হাজ্জাজ

অপর দিক হইতে তাঁহাদের উপর হামলা চালান। পলায়ন তৎপর বহু সংখ্যক বিদ্রোহী নিজেদের নদী মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং সলিল সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহা ছিল ইব্‌নু'ল-আশ'আছের তৃতীয় পরাজয়। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি এইবার সিজিস্তান অভিমুখে পলায়ন করেন। পলায়নের সময় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরিত 'উমারা ইব্‌নু'ত-তামীমা আল-লাখমীর নেতৃত্বাধীন আল-হাজ্জাজের সেনাদলের সহিত তাঁহাকে পুনরায় সংগ্রাম করিতে হয় (ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনানুসারে ৯খ, ৪৭, ইব্‌ন গান্‌ম)।

সিজিস্তান পৌছিলে তিনি পুনরায় সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হন। যারা -এ তাঁহার আমিল তাঁহার জন্য নগর তোরণ উন্মুক্ত করিতে অস্বীকার করেন; বুস্‌ত-এর আমিল তাহা উন্মুক্ত করেন, কিন্তু আল-হাজ্জাজের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলিত করেন। আল-আশ'আছে'র সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া রুত্‌বীল উক্ত আমিলকে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য করেন এবং কয়েক মাস পূর্বে প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনের উদ্দেশে তাঁহাকে নিজের সঙ্গে কাবুলিস্তান লইয়া যান এবং তথায় তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৬০ হাজার পলাতক সৈন্য পুনরায় সিজিস্তানে সম্মিলিত হয়। তাঁহারা ইব্‌নু'ল-আশ'আছ'কে পুনরায় সংগ্রাম শুরু করিতে আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি সম্মত হন (বিশ্বাসঘাতক আমিল-এর সহিত তাহার মুকাবিলা ও ইহার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের জন্য আরও দ্র. ইব্‌ন কাছীর, ৯খ, ৪৮ প; ইহাতে আল-ওয়াকি'দীর প্রদত্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে)। কিন্তু আল-হাজ্জাজের সেনাপতি 'উমারা অগ্রসর হইলে ইব্‌নু'ল-আশ'আছের সমর্থকবৃন্দের অধিকাংশ তাঁহাকে প্রতিরোধ প্রদানে সমর্থ হইবে না-এই ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া খুরাসান গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহাদের আশা ছিল, সেখানে তাহারা নূতন সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইবে এবং আল-হাজ্জাজ অথবা 'আবদু'ল-মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদেরকে রক্ষা করিতে পারিবে। ইব্‌নু'ল-আশ'আছ' তাহাদের সহিত ছিলেন। কিন্তু 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সামুরার নেতৃত্বে ২ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দল ত্যাগ করিলে তিনি তাহার সমর্থকগণের মধ্যে আর ঐক্য বজায় নাই এই অজুহাত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত অনুগামী হইতে ইচ্ছুক এইরূপ সেনাদলসহ রুতবীলের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। খুরাসানে অবস্থানরত অবশিষ্ট বাহিনী ইতোমধ্যে উল্লিখিত হাশিমীকে তাহাদের নেতা নির্বাচন করে ('আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আব্বাস ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌নি'ল হারিছ ইব্‌ন 'আবদি'ল মুত্ত'লিব; আল-ওয়াকি'দী ইব্‌ন কাছী'রের বর্ণনায় 'আবদু'র রাহমান ইব্‌ন 'আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবী'আ ইব্‌নি'ল হ'ারিছ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুত্ত'লিব); ইহার অনতিকাল পরেই য়াযীদ ইব্‌নু'ল-মুহাল্লাব তাহাদেরকে যুদ্ধে জড়িত করিলে তাঁহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দকে বন্দীরূপে আল-হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করা হয়, যিনি ইহাদের প্রায় সকলকে হত্যা করেন। নির্মম প্রশাসক যখন প্রতিশোধ গ্রহণে ও গণদণ্ড প্রদানে ব্যস্ত, 'আবদুর-রাহ'মান তখন রুত্‌বীলের দরবারে বসবাস করিতেছিলেন। কিন্তু পুনরায় তিনি সংকট সৃষ্টি করিতে পারেন এই আশংকায় আল-হাজ্জাজ অবিরামভাবে তাঁহার আশ্রয়দাতার নিকট পত্র প্রেরণ করিত থাকেন। এই সকল পত্র তাঁহাকে তাহাদের হাতে অর্পণ করার প্রচেষ্টায় কখনও হুমকি, কখনও লোভনীয় অঙ্গীকার প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত রুতবীল নতি স্বীকার করেন। 'আবদু'র-রাহ'মানের মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছে। কথিত আছে, স্বয়ং রুত্‌বীল তাঁহাকে হত্যা করেন অথবা তিনি কোন প্রকার ব্যাধিতে ইনতিকাল করেন এবং আল-হাজ্জাজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার খণ্ডিত মস্তক তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। তবে বিভিন্ন সূত্র সাধারণভাবে যে বর্ণনাটি গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক ঃ আল-হাজ্জাজের নিকট প্রেরিত হওয়ার জন্য যখন তাঁহাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় উমারায় বন্দী রাখা হয় তখন তিনি রুখখাজ-এর একটি দুর্গ শীর্ষ হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করেন এবং পতনের সময় তাহার সহিত যে ব্যক্তিটি শৃংখলিত ছিল, তাহাকেও টানিয়া লইয়া যান (৮৫/৭০৪)।

কালপঞ্জী ঃ ঘটনাসমূহের কাল-নির্ঘণ্ট সুনিশ্চিত নয়, কারণ যদিও কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যথাঃ তুসতার ও আল যাবিয়া-এর যুদ্ধের দিন ও মাস সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রসমূহ ঐকমত্য পোষণ করিলেও বৎসর সম্পর্কে তাহারা সেইরূপ একমত নন। Wellhausen (Ar. Reich, 150 f., ইং. অনু., পৃ. ২৪১ প.) এই প্রশ্নটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং উপরে উল্লিখিত তারিখসমূহে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদ্রোহের প্রারম্ভের জন্য ৮১ ইব্‌নুল-'আশআছ-এর তিনবার পরাজয়বরণ ৮২ সালে, সিজিস্তানে গোলযোগ ও খুরাসানে সংঘর্ষের জন্য ৮৩ সাল, আল ওয়াকিদী (আত-তাবারীতে উদ্ধৃত, ২খ, ১০৫২ ও ১১০১; তু. ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ১৮১ প.)-র মতে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে ৮২ সালে, আল-যাবিয়ার যুদ্ধ ৮৩-তে এবং ইহার পর সঙ্গতিহীনভাবে দায়রু'ল-জামাজিম-এর যুদ্ধের সালরূপে ৮২-এর উল্লেখ করিয়াছেন; সঙ্গে তিনি যোগ করিয়াছেন যে, অপরাপর কতিপয় সূত্রের মতে ইহা ৮৩-তে ঘটে (আত-তাবারী, ২খ, ১০৭০)। এই কালপঞ্জীটি পূর্বতনটির সহিত এবং বিভিন্ন ঘটনার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একইভাবেএকমাত্র আবূ মিখনাফ (আত-তাবারী, ২খ, ১০৯৪)-এর প্রদত্ত একটি যবানীতে উল্লিখিত তারিখ ১৪ জুমাদা-২, ৮৩/১৫ জুলাই, ৭০৩ ও একইভাবে অগ্রহণযোগ্য। যদি বসরার নিকট অনুষ্ঠিত সংঘর্ষের জন্য ৮৩ সাল মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই সকল সংঘর্ষ ও দায়রুল-জামাজিমের চূড়ান্ত যুদ্ধের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধান থাকে। যদি কেহ বসরার সন্নিকটের সংঘর্ষ ৮২ সালে সংঘটিতরূপে চিহ্নিত করেন, তবে মধ্যবর্তীকালের ব্যবধান অসম্ভব রকম দীর্ঘ হইয়া যায় (দ্র. perier, ১৮৬, নং ৩)। ইব্‌ন কাছীর (৯খ, ৪২ ও ৪৭) কূফার নিকটে অনুষ্ঠিত পরিখার যুদ্ধের সময়সীমা দীর্ঘায়িত করিয়াছেন, যাহাতে ইহা তাহার প্রদত্ত ৮২ সালের বিবরণী সম্পূর্ণ করে এবং কতিপয় বিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধ ও দায়রু'ল-জামাজিমের চূড়ান্ত যুদ্ধকে ৮৩ সালের বিবরণীতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি বিভিন্নমুখী বিবরণীসমূহকে সমন্বয় করার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রদত্ত সমাধানটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইহার ফলে দায়রু'ল-জামাজিমে পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় দুই সেনাবাহিনী যে চার মাস সময় অতিবাহিত করে, তাহা তাহাকে উপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্রোহের হেতু ঃ 'আরবীয় সূত্রসমূহের প্রায়শই একটি প্রবণতা দেখা যায় যে, তাঁহার ব্যক্তিবিশেষের সহিত সংশিষ্ট ঘটনাবলীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিতে গিয়া তাহারা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক ঘৃণার ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। অপরপক্ষে বাস্তব তথ্য এইরূপ কোন ঘৃণার অস্তিত্বের নির্দেশনা প্রদান করে না। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গভর্নর ইব্‌নু'ল-আশ'আছকে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। কথিত আছে, অন্যান্য কার্য সম্পাদনার জন্য তিনি তাহাকে

কিরমানে প্রেরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে ময়ূর বাহিনীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং যে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সম্ভবত নিজের উপর তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাসই তাঁহার এই অন্ধত্বের কারণ (তু. আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৪) অথবা তাঁহার জন্য বিব্রতকর এবং সম্ভবত বিপজ্জনক এই ব্যক্তিটিকে তিনিও ইরাক হইতে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একজন সাধারণ বংশোদ্ভূতরূপে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিন্দীকে ঘৃণা করিতেন— এই ধারণাটি যদি সত্য হইত তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই তাহাকে এত অধিক সহায়তা ও আনুকূল্য প্রদান করিতেন না এবং যদি তিনি তাহার প্রতি ইব্‌নু'ল-আশ'আছের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে অবহিত থাকিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তে এরূপ কোন সুবিধা প্রদান করিতেন না, যাহার মাধ্যমে আশ'আছ তাহার বিদ্বেষপ্রসূত ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ৮১-এর হেমন্তকাল পর্যন্ত আশ'আছ বিশ্বস্তভাবে তাহার ঊর্ধ্বতনের আদেশ পালন করেন। সুতরাং দেখা যায় যে, 'আরব সূত্রসমূহের বিপরীতে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা না হইলেও অন্ততপক্ষে ইহার প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান করিয়া অন্যত্র এই বিদ্রোহের প্রকৃতি অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। von Kremer তাঁহার রচিত Culturgeschichtliche Streifzuge (২৩ প.) ও Culturgeschichte des Orients, (১খ, ১৭২ প.) ও A. Muller-এর Cap an Vloten, ১৭, ২৬ দ্বারা অনুসৃত) গ্রন্থদ্বয়ে ইব্‌নু'ল-আশ'আছের বিদ্রোহকে মাওয়ালী আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা সুনির্দিষ্টভাবে বসরা ও কূফায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারিগণের প্রারম্ভিক কাল হইতে মুসলিম 'আরবগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভের সহিত সংযুক্ত। Wellhausen (Ar. Reich, ১৫১ প. ইং. অনু. ২৪৩ প.) যদিও ইহা স্বীকার করেন যে, ইহাদের নেতা আল-মুখতারের পতনের মাত্র কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং আল-হাজ্জাজ এমন কিছু ব্যবস্থা কার্যকর করিয়াছিলেন যাহার ফলে নূতন দীক্ষিতগণের জন্য কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, তথাপি তিনি এই ধারণার সহিত একমত নহেন যে, ইব্‌নু'ল-আশ'আছের বিদ্রোহ আল-মুখতারের বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায় ছাড়া ভিন্নতর কিছু নয়। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, মাওয়ালীগণ বিরাট সংখ্যায় তাহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে, যাহা তৎকালীন রীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং যদিও তাহারা নিশ্চিতভাবেই 'আরবদের সমর্থক সিরীয় সরকারের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিল, তথাপি তাহাদের দাবীসমূহই এই বিদ্রোহের মূল হেতু ছিল না। তাহার মতে বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল সরকারী কর্তৃত্বের উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী প্রতিনিধি, সাধারণ বংশীয় আল-হাজ্জাজের বিরুদ্ধে 'আরব সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের বিরোধিতা ঘোষণা বিভিন্ন 'আরব গোত্র তাহাদের নেতৃবৃন্দেকে আরও স্বেচ্ছায় অনুসরণ করিয়াছিল এই কারণে যে, বিভিন্ন যুদ্ধে তাহাদের দীর্ঘ অংশগ্রহণ ও দূরবর্তী প্রদেশসমূহের সেনাঘাঁটিতে তাহাদের অবস্থান ক্রমশ দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু কেবল কূফাবাসী য়ামানীগণই ইব্‌নু'ল-আশ'আছকে তাহাদের নেতারূপে বিবেচনা করে নাই, একই সঙ্গে অন্যান্য গোত্র ও বসরার অন্যান্য দল তাহার প্রতি সমর্থন দান বন্ধ করে নাই, সেইজন্য Wellhausen আরও বলেন যে, এই বিদ্রোহের মাধ্যমে যাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতেছে সিরীয় শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের জন্য ইরাকীগণের একটি নূতন প্রচেষ্টা এবং সিরীয় সামরিক বাহিনী ব্যবহার ও তাহাদেরকে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। Wellhausen-এর এই সকল যুক্তি অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য; কিন্তু কুররা শ্রেণীর প্রবলভাবে অংশগ্রহণ সত্ত্বেও তিনি যখন উল্লেখ করেন যে, এই বিদ্রোহে কোন প্রকার ধর্মীয় ভাবধারা ছিল না, তখন মনে হয় তাঁহার বিবেচনা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সম্ভবত এই বিদ্রোহকে দুইটি স্বতন্ত্র পর্বে চিহ্নিত করা উচিত। প্রারম্ভে ইহা ছিল কেবল একটি সেনাবিদ্রোহ। রাজনীতিক আল হাজ্জাজ একজন সমরবিশারদ ব্যক্তিরূপে স্বীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করেন এবং দূর হইতে এমন একজনকে চরম আদেশ প্রদানের ঝুঁকি গ্রহণ করেন যাহার সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল, যিনি সুপরিজ্ঞাত ছিলেন যে, শীত মৌসুমে কাবুলিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল চলাচলের অযোগ্য থাকে এবং যাহার দূরদৃষ্টি ছিল যে, এই সময়ে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করার যে কোন প্রচেষ্টা দুই বৎসর পূর্বে ইব্‌ন আবী বাক্‌রা-এর সেনাবাহিনী যে চূড়ান্ত দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল উহার পুনরাবৃত্তিই ঘটাইবে। এই আদেশের প্রতি সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়াও বোধগম্য। কিন্তু বিদ্রোহী বাহিনীর ইরাক অভিমুখে যাত্রার সময়ে ও তথায় উপস্থিত হইবার পর বিদ্রোহের চরিত্র পরিবর্তিত হয় এবং ধর্মীয় ভাবধারাটি ক্রমশ প্রকট ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার মূল্যায়নের জন্য সিজিস্তানে অবস্থানকালে ইব্‌নু'ল-আশ'আছকে প্রদত্ত তাহার সৈন্যদের বায়'আত-এর সহিত ফারস-এ অবস্থানকালে তাহাদের নেতা ও তাহাদের মধ্যে বিনিময়কৃত বায়'আত তুলনা করাই যথেষ্ট। এই সময়ে তাহারা তাঁহার প্রতি আনুগেত্যর শপথ (বায়া'উহু) গ্রহণ করে এবং তিনি তাহাদের বলেন, "আল্লাহ্‌র শত্রু আল-হাজ্জাজকে উৎখাত করিতে আমাকে সাহায্য কর (তুবায়ি'উনী), আমাকে সমর্থন দাও এবং আমার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান কর, যতদিন না আল্লাহ্ তাহাকে ইরাক হইতে বিতাড়িত করেন।" জনতা তাঁহার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করে (বায়া'আহু, আত-তাবারী, ২খ, ১০৫৫); ইসতাখ্‌র (আত-তাবারী, ২খ, ১০৫৮)-এ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি ছিল ভিন্ন। জনগণ ইব্‌নু'ল-আশ'আছের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল (বায়া'উহু), কিন্তু তিনি নিম্নোক্ত বায়'আত দ্বারা তাহাদের জওয়াব দান করেন: 'তোমরা আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁহার রাসূল (স)-এর সুন্নাহ্ রক্ষা, ভ্রান্তিপূর্ণ ইমামগণকে উৎখাত এবং যাহারা রাসূল (স)-এর আত্মীয়-পরিজনের রক্তপাতকে ন্যায় (আল-মুহিল্লীন) জ্ঞান করে, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অঙ্গীকার করিয়া শপথ (তুবায়ি'উনা) গ্রহণ করিবে'। যখন তাহারা 'হ্যাঁ-সূচক জওয়াব প্রদান করে কেবল তখনই তিনি তাহার বায়'আত (বায়া'আ) প্রদান করেন (আত-তাবারী, ২খ, ১০৫৮; ইব্‌ন কাছীর, ৯খ, ৩৬)। এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহের নিয়ন্ত্রণ তাঁহার হস্তচ্যুত হয় যদিও তিনি সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যান। তাঁহার ক্ষমতা হ্রাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হইতেছে দায়রু'ল-জামাজিমে প্রধানগণের সমাবেশে খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের প্রস্তাব গ্রহণে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ প্রত্যাখ্যাত হওয়া (আত তাবারী, ২খ, ১৭০৪ প.)। কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ দ্বারাও ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। কোন সূত্রে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের প্রতি ইব্‌নু'ল-আশ'আছের কোন ভাষণের উদ্ধৃতি নাই, যাহা আছে তাহা হইতেছে কোন বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর প্রতি এই অবস্থায় কোন সামরিক নেতার জন্য স্বাভাবিকভাবে প্রদত্ত কতি য় নির্দেশমাত্র (আত-তাবারী ২খ, ১০৯৫)। অপরপক্ষে এই সকল সূত্র কুররা শ্রেণীর উগ্র ভাষণসমূহের উল্লেখ করিয়াছে যাহাতে প্রচলিত ধর্মবিরোধী প্রবর্তক এবং সত্যত্যাগী ও

অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশ্বাস ও পার্থিব সম্পত্তির (দীনাকুম ওয়া দুন্য়াকুম) নিরাপত্তা বিধানের আহ্বান করা হইয়াছে। কারণ যদি অপর পক্ষে (নিঃসন্দেহে উমায়্যাগণ) বিজয়ী হয় তবে তাহা এই উভয়েরই ধ্বংস সাধন করিবে অথবা ঘোষণা করে যে, পৃথিবীতে তাহাদের তুলনায় অধিকতর অত্যাচারী ব্যক্তি আর কেহ নাই (আত তাবারী, ২খ, ১০৮৬ প.)। ইহা সত্য যে, কাহিনীকারগণের এই শ্রেণীর ভাষণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্রোহ সূচনা করেন তাহা দ্বারা বিদ্রোহের সমর্থনে পরিচালিত প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে তাহাদের সম্পূর্ণ নীরবতা অত্যন্ত চমকপ্রদ। কুররাগণ যখন মৃত্যুবরণের শপথ গ্রহণ করে এবং বাস্তবিকভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, তখন ইব্নু'ল-আশ'আছ খলীফার সহিত আপোস স্থাপনে ও অস্ত্র সংবরণের প্রতি অনুরাগী হন। যখন ইহা নিশ্চিত হইয়া উঠে যে, তাহাদের বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে তখনও তিনি অপরাপর বহু নেতার ন্যায় নিজেকে যুদ্ধের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ না করিয়া সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। আয-যাবিয়ার পরাজয়ের পর তিনি পশ্চাদপসরণ করেন, দায়রু'ল-জামাজিম ও আল-মাসকিনের পরাজয়ের পর পলায়ন করেন এবং খুরাসানে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ মনে হয় যে, তিনি কেবল এই কারণেই যুদ্ধ চালাইয়া যান যে, তাঁহার ভবিষ্যত নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। সম্ভবত তিনি হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, অপরাপর উদ্দেশ্যে এখন সেই লক্ষ্যকে স্থানচ্যুত করিয়াছে যাহার জন্য বিভিন্ন গোত্র প্রধান (আরব অভিজাত শ্রেণী) ও ইরাকী সেনাদল প্রথমে তাহার অভিযানে যোগদান করিয়াছিল এবং তিনি সেইগুলিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। বিপ্লবের ব্যাপ্তি যে বর্ধিত হইয়া ক্রমশ যে সকল ব্যক্তি উমায়্যা রাজত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহারা তাহাদের প্রতিশোধের জন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে সমর্থন সন্ধান করিতেছিল এবং যাহারা প্রায়শই ছিল মাওয়ালী, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল, তাহা আল-হাজ্জাজের হস্তে পতিত বিদ্রোহী বন্দীদের প্রতি তাঁহার আচরণ হইতেও প্রমাণিত হয়। কথিত আছে (আত-তাবারী, ২খ, ১০৯৭), তিনি সকল কুরায়শী, সকল সিরীয় ও দুই সারিস (সিফফীনে ঘোষিত) গোত্রভুক্ত সকল সদস্যকে চরম শাস্তি প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করেন। উপরন্তু তিনি তাঁহার বন্দীদের নিকট হইতে সর্বোপরি এই মর্মে ঘোষণা আদায় করেন যে, তাহারা ছিল ধর্মে অবিশ্বাসী (কাফির; আত-তাবারী, ২খ, ১০৯৬; তু. মাস'উদী, মুরূজ, ২খ, ৩৫৮) ও বিপ্লবে সহায়তা দানকারীদের সহিত যুক্ত এবং পারসিক মাওয়ালীগণকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করেন (আল বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ৩৭৩-৪; আল-মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ২৮৬)। আরবদের প্রতি তাঁহার ক্ষমা প্রদর্শন ও হাযার হাযার মাওয়ালীর প্রতি তাহার কঠোর শাস্তি প্রদানে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি শেষোক্ত দলকেই বিদ্রোহ দমনের পরও সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রধান উৎসসমূহ হইতেছেঃ (১) তাবারী, (২খ, ১০২৩-৫, ১০৪২-৭৭, ১০৮৫-১১১০, ১১৩২-৬ এবং নির্ঘন্ট), ইনি প্রধান কাহিনীকার আবূ মিখনাফ এবং তাঁহার রচিত কিতাব দায়রু'ল-জামাজিম ওয়া খাল 'আবদি'র-রাহমান ইব্নি'ল-'আশআছ (ফিহ্রিস্ত, ৯৩) নামক পুস্তিকার উপর; এবং Ahlwardt সম্পাদিত Anonyme arabische chronik (৩০৮-১০, ৩১৮-৫৯)-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহাদের সহিত (২) ইব্ন কাছীর প্রণীত বিদায়া যুক্ত হইতে পারে। কেননা ইহার ধারাবাহিক বর্ণনা প্রাঞ্জল এবং ইহা ওয়াকিদী হইতে কতিপয় বিস্তারিত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছে। অন্য সূত্রসমূহ হয় গুরুত্বপূর্ণ নূতন কোন তথ্য প্রদান করে না অথবা পাঠকের নিকট অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। (৩) দীনাওয়ারীর ন্যায় একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার (তিওয়াল, ২৫৩, ৩২২-৫) একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন যাহাতে বিদ্রোহটি হইতেছে কূফায় পরিচালিত প্রচারণারফল এবং যাহাতে ইব্নু'ল-আশ'আছ ধর্মীয় যুক্তি প্রদান করেন এবং যাহাতে বিদ্রোহিগণ এই শহর হইতে যাত্রা শুরু করে; (৪) অন্যান্য গ্রন্থকার, যথা ঃ আল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা-এর গ্রন্থকার তথ্য-সমূহের ব্যবহার করিয়াছেন কেবলমাত্র সাহিত্যিক চরিত্রের কতিপয় ঘটনা ও ভাষণের সূচনারূপে এবং ইহারা সম্ভবত অপ্রামাণিক। ইহা ছাড়া তথ্যের জন্য এইগুলি পাঠ করা যাইতে পারে (৫) তাবারী (Zotenberg), ৪খ, ১২৭-৪৮; (৬) ইব্ন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা, কায়রো ১৩২২/১৯০৪, ২খ, ৫১ প., ৫৬-৮৬; (৭) বালাযুরী, আনসাব, ৫খ, ২২৯, ২৬০, ২৬২ প., ২৭৬, ৪খ, ৬০ (বিদ্রোহের পূর্বের ঘটনাবলী); (৮) ঐ লেখক, ফুতূহ, ৬৭, ২৯৩, ৩২৩, ৩৯৯ প., ৪১৭; (৯) য়া'কূবী, Historiae ২খ, ৩৩১-৪; (১০) মুবাররাদ, কামিল, ১৫৪ ১৫৫, ১৭৬, ৬৫৪, ৬৫৫; (১১) ইব্ন রুসতা, in BGA, ৭খ, ২০৫, ২২৯, ২৮২ প.; (১২) মাস'উদী, তানবীহ, in BGA, ৮খ, ৩১৪-৬; (১৩) ঐ লেখক, মুরূজ ৫খ, ৩০২-৫ এবং নির্ঘন্ট (কতিপয় ভুল তথ্যসহ, যথাঃ রুত্বীল ভারতের জনৈক রাজা ছিলেন); (১৪) আগানী, ৫খ, ১৫৩-৫, ১৬১, ১০খ, ১১০, ১১১, ১৯খ, ১৪০, ১৫৪-৬ এবং নির্ঘন্ট; (১৫) তা'রীখ-ই-সীসতান, সম্পা. বাহার, তেহরান ১৯৩৫ খৃ., ১১২-৮; (১৬) ইবনু'ল-আছীর, কামিল, ২খ, ২২৪; ৪খ, ২৬, ২২৫, ২৮০, ৩৩৩-৬, ৩৬৫-৭, ৩৭০-৯, ৩৮৩-৯, ৩৯৯-৪০১ এবং নির্ঘন্ট; (১৭) সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী, মিরআতুয-যামান, ২৫৯r-৬০r., ২৬৮r.-২৬৯v., ২৭২r., ২৮৬v.-২৮১r.;(১৮) ইব্ন শাকির আল কুতুবী, 'উয়ূনু'ত-তাওয়ারীখ, পাণ্ডুলিপি প্যারিস, 3v.-5r., 6r., and v, 8r.-9r. 10r; (১৯) সাফাদী, ওয়াফী, পাণ্ডুলিপি. Bodl., fol. 107r.-v.; (২০) ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ৯খ, ৩৫-৭, ৩৯-৪২, ৪৭-৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫; (২১) ইব্ন খালদূন, বূলাক, সম্পা. ১২৮৪ হি., ৩খ, ৪৭-৫০, ৫২। 'আরবীয় সূত্র সম্পর্কে ও অপরাপর নির্দেশনার জন্য দ্র. ঃ (২২) L. Caetani, Chronographia islamica, ৮১ হি., ৯৭০-৮২ হি. ৯৮০ প., ৮৫ হি., ১০২৬; (২৩) ফারাযদাক প্রণীত একটি দীর্ঘ বিদ্রূপাত্মক কবিতার জন্য দ্র. তাঁহার দীওয়ান, সম্পা. Hell. নির্ঘন্ট, ১৯ অনু. Boucher, 623-33; (২৪) G. Weil. Geschichte d. chalifen, ১খ. ৪৪৯-৬৫; (২৫) J. Wellhausen, Das Arabische reich, 145-56, 157-8, নং-১ (ইংরেজী অনু. Weir ২৩২-৪৮, ২৫২). (২৬) A. Muller, Der Islam im Morgem und Abendland, ১খ, ৩৯০-২; (২৭) W. Muir, The caliphate, পৃ. ৩৪৭-৯; (২৮) Perier, vie dal Hadjdjadj ibn Yousof, প্যারিস ১৯০৪ খৃ., পৃ. ১২৯-৩২, ১৫৮-৬৬, ১৬৭-২০৪ এবং নির্ঘন্ট।

L. Veccia Vaglieri (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইব্‌নুল-আশ'আছ (দ্র. হামদান কারমাত)

ইব্‌নুল-'আস্‌সাল (ابن العسال) ঃ মধু ব্যবসায়ী, কিব্‌তী (قبطى) পরিবারভুক্ত। মূলত এই পরিবার এক অজ্ঞাত সময়ে মধ্য মিসরের বেনি সুয়েফ প্রদেশের সাদামানৃত গ্রাম হইতে আসিয়া কায়রোতে বসতি স্থাপন করেন। এইখানে ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে আয়্যূবী দরবারে ইহার সদস্যবর্গ ধনসম্পদ ও মর্যাদায় উচ্চ আসন লাভ করেন। তাহারা রাজধানীতে একটি বাসগৃহের মালিক হন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের আসন দখল করেন। তাঁহাদের ইতিহাস অস্পষ্ট হইলেও তাহাদিগকে মধ্যযুগের সর্বোচ্চ শিক্ষিত কিবতীদিগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত।

মিসরের আধুনিক যুগের গোড়ার দিকের ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগীয় খৃস্ট-'আরবী সাহিত্যে ইব্‌নু'ল-'আসসালকে শুধুমাত্র একক ব্যক্তি হিসাবে অস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তৎপর ১৭১৩ খৃস্টাব্দে Renaudot (পৃ. ৫৮৫-৮৬ গ্রন্থাবলী নিম্নে উক্ত হইল) উদ্‌ঘাটন করেন যে, উক্ত নামে আলাদা দুই ভাই স্বাধীনভাবে সাহিত্য রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁহাদের কিছু পাণ্ডুলিপি শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় Rieu (পৃ. ১৮) এই সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হন যে, তাহারা ছিলেন তিন ভ্রাতা, দুই ভ্রাতা নহেন। অতঃপর ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বিভিন্ন সূত্র (বিশেষ করিয়া প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনেল) হইতে ম্যালন (JA, ১৯০৫ খৃ., ৫০৯-২৯) Rieu-এর সমর্থন করেন এবং প্রমাণ করেন যে, এই তিনজন আওলাদু'ল-'আস্‌সাল মধু উৎপাদনকারী বা মধু ব্যবসায়ীর পুত্রগণ-এই যৌথ নামে প্রচুর সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। অনুমিত হয় যে, উক্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার উপাধি ও পেশা ইহাই ছিল। য়া'কূব, নাখলা, রুফায়লা সহ কপ্‌টিক ঐতিহাসিকগণ (পৃ. ১৮৫)এবং কপটিক ইতিহাস কমিশন (লাজনাতু'ত-তারীখিল-কিবতী, পৃ. ১৪৮-৫২) " আওলাদু'ল-'আসসাল"-এর সহিত পিতা ও চতুর্থ ভ্রাতা যুক্ত করিয়া উহাদের সংখ্যায় দুইজন যোগ করেন। তাহারাও আয়্যূবী আমলাতন্ত্রে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যদিও সমৃদ্ধ সাহিত্যের নিদর্শন শুধু অন্য তিন জনই রাখিয়া যান। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে Higgins (নিম্নে দ্র.) বহু পরিশ্রম করিয়া এক নূতন মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে আওলাদু'ল-'আস্‌সাল দুইটি স্বতন্ত্র বংশ ছিল-এক বংশ ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং অন্য বংশ ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে। যুক্তিটি বৃটিশ মিউজিয়ামের একমাত্র পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠার (colophon বা পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় নাম তারিখ ইত্যাদি লিখিত থাকে) অনিশ্চিত তারিখের (৫০০/১১০৭) ভিত্তিতে রচিত বিধায় বর্তমানে আমরা ৭ম/১৩শ শতাব্দীর বংশই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব।

আওলাদু'ল-'আস্‌সাল-এর পূর্ণ নামগুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) আবু'ল-ফাদ্'ল ইব্‌ন আবী ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আবী সাহ্‌ল জিরজিস ইব্‌ন আবি'ল-য়ুস্‌র য়ুহান্না ইব্‌ননি'ল আস্‌সাল, পিতা; তিনি "আল-কাতিব আল-মিসরী" অর্থাৎ মিসরী সচিব নামে পরিচিত। তিনি ফাখ্‌রুদ-দাওলা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন; (খ) আস্-সাফী আবু'ল-ফাদাইল ইব্‌নু'ল-'আস্‌সাল, সাফিয়্যুদ- দাওলা উপাধিসম্বলিত; (গ) আল-আস'আদ আবু'ল-ফারাজ হিবাতুল্লাহ ইব্‌নুল-'আস্‌সাল; (ঘ) আল-মু'তামান আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌নু'ল 'আস্‌সাল, মু'তামানু'দ-দাওলা উপাধি সম্বলিত; (ঙ) আল-আমজাদ আবু'ল-মাজ্‌দ ইব্‌নু'ল 'আস্‌সাল, যিনি সৈন্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দীওয়ানের সচিব ছিলেন। প্রথমোক্ত দুইজন সহোদর ভ্রাতা হিসাবে বর্ণিত; শেষোক্ত দুইজন তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

আস-সাফী, আল-আস'আদ এবং আল-মু'তামান সাহিত্যিক হিসাবে তালিকাভুক্ত। আপাত গুরুত্ব থাকিলেও বহু সংখ্যক রচনা হইতে আরও তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের জীবনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান স্বল্প থাকিবে। আর এই সব গ্রন্থই আওলাদু'ল-'আস্‌সাল সম্পর্কে গবেষণা করিবার প্রধান উৎস। তাঁহারা সকলেই চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন যখন মিসর উহার উপকূলসমূহে ক্রুসেডের উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিহত করে। পরিণামে দামিয়েত্তার পতন (১২৪৮) ঘটে এবং ১৩৫০ খৃস্টাব্দে মানসূ-রার প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ফরাসীরাজ নবম লুই চরমভাবে পরাজিত ও বন্দী হন। এই সময়ের আয়্যূবী শাসনাধীনে আওলাদুল-'আস্‌সালগণের দৃঢ় অবস্থান ইহাই প্রমাণ করে যে, কিব্‌তীগণ শাসক বংশের অনুগত এবং ক্রুসেডের বিরোধী ছিল। এই ক্রুসেড আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ছিল ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি, যাহা ধর্মদ্রোহিতা অপেক্ষা জঘন্য পাপ হিসাবে গণ্য।

তাঁহাদের তৃতীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, আস-সাফী ও আল-আস'আদ উভয়েই ৬৫৮/১২৬০ সালের পূর্বে ইনতিকাল করেন। এই তিনজনের প্রধান গ্রন্থগুলি আনুমানিক ৬২৭-৩৭/১২৩০-৪০ এর দশকে লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তাঁহারা সকলেই বিজ্ঞান ও মানবিক-উভয় ক্ষেত্রেই প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই 'আরবী লিখন পদ্ধতিতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অধিকন্তু কপ্‌টিক, গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন।

আয়্যূবী যুগের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র মিসরে কপটিক ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যদিও ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হইতেছিল যে, 'আরবী ভাষা ইহার অস্তিত্বের পক্ষে ভয়ানক বিপদ। তাই এক নূতন পণ্ডিতগোষ্ঠীর উদ্ভব হইল, যাহারা 'আরবীতে কপ্‌ট ভাষার ব্যাকরণ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহাদের পূর্বপুরুষের ভাষার সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবার জন্য কপ্‌ট্-আরবী অভিধান সংকলন করিলেন। নিম্নে প্রদত্ত তাঁহাদের রচনাবলীর বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, এই গোষ্ঠী হিসাবে আওলাদু'ল-'আস্‌সাল নিজেদের প্রসিদ্ধ করিয়া তোলেন। কপ্‌টিক ভাষাতত্ত্বে তাহাদের ব্যুৎপত্তি ব্যতীত তাঁহারা কপ্‌টিক গীর্জার অনুশাসন, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, খৃস্টীয় যুক্তিবিদ্যা, ধর্ম প্রচারবিদ্যা, বাইবেল চর্চা, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং তাঁহাদের নিজেদের ধর্মের বিষয়ে সর্বপ্রকার অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

গীর্জা তাঁহাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্প্রদায়ের অপেশাদার প্রশাসক বা নেতা হিসাবে তাঁহারা সংস্কার-আলোকবর্তিকা এমন এক মুহূর্তে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যখন ধর্মযাজকের পদ খোদাহীন লোকদের করতলগত হইয়াছিল। কুখ্যাত সিরিল ইব্‌ন লুকলুক (১২৩৫-৪৩) প্রতারণা করিয়া সেন্ট মার্কের সিংহাসন অধিকার করেন ও গীর্জার উচ্চপদ ঘুষরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করেন এবং ঘুষের বিনিময়ে রাজ সমর্থন ক্রয় করেন। অবশেষে ১২৩৯ খৃস্টাব্দে গীর্জার উচ্চপদস্থ বিশপগণ সিরিলকে গীর্জা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভা, সম্ভবত পুরাতন কায়রোর মু'আল্লাকা গীর্জাতে আহ্বান করিতে বাধ্য করেন। এই সভা গীর্জা ও যাজক সম্পর্কীয় সমস্ত ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করে এবং সম্পূর্ণ সংস্কারের নির্দেশ দেয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আস-সাফী ছিলেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভার সচিব ও ইহার প্রাণশক্তি। বিশপগণ তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি অতীতের সমস্ত প্রাপ্ত উৎস হইতে কপ্‌টিক গীর্জার অনুশাসন, আইন ও ঐতিহ্যের এক সর্ববৃহৎ ও কালজয়ী গ্রন্থ সংকলন করেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানা তাহার

নামানুসারে আল মাজমূ'উ'স-সাফাবী নামকরণ করা হয় এবং অদ্যাবধি ইহা প্রমাণিক গ্রন্থ হইয়া আছে।

আওলাদু'ল-'আস্সালের কীর্তিময় অবদান তাহাদের পাণ্ডুলিপিসমূহের সংখ্যা ও প্রকৃতি হইতে মূল্যায়ন করা যাইতে পারে। একমাত্র কপটিক যাদুঘরেই ঊনপঞ্চাশটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া য়ুরোপীয় সংগ্রহসমূহে আরও বেশী পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভ্যাটিকান, Florence, বদলেইআন, বৃটিশ যাদুঘর, বিবলিওথিক ন্যাশনেল এবং সরকারী ও ব্যক্তিগত অন্যান্য বহু সংগ্রহশালা আছে, যাহার সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত জরিপের জন্য আমরা পরলোকগত Mgr. Georg Graf- এর অক্লান্ত পরিশ্রমের কাছে ঋণী।

বহু সংখ্যক ধর্মীয় ও ভাষাতত্ত্বের পুস্তক ছাড়া তাঁহারা 'আরবী কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন যাহা নিম্নমানের নহে। সেইগুলির মধ্যে ধর্ম প্রচারবিদ্যা ও উত্তরাধিকার আইনসম্বলিত উরজূযা ধরনের কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে সিদ্ধান্ত লওয়া যায় যে, আস-সাফী ছিলেন গীর্জার আইন বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক; আল-আস'আদ ছিলেন ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যাকারী ও ব্যাকরণবিদ এবং আল-মু'তামান ছিলেন ধর্মবিদ্যাবিশারদ ও ভাষাতাত্ত্বিক। ইসলামী মধ্যযুগে কপ্টিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা হয় যদিও তাহাদের প্রচেষ্টার গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি এখনও শৈশবেই রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, ii, Vatican city, 1947, 296-7, 387-414; (২) Die koptische Gelehrtenfamilie der Aulad al Assal und ihr Schrifttum in Orientalia N. S. I. (1932), 34-56, 129-48, 192-204; (৩) A. J. B. Higgins, Ibn al-Assal, in Journal of thrological Studies xliv (1943), 73-5; (৪) Ladjnat al-Tarikh al-Kibti, Tarikh al-Umma al Kibtiyya, second series, Cairo 1925, 148-52; (৫) A. Mallon, Ibn al-Assal, Les trois ecrivains de ce nom, in JA, 10 eme serie, vi (1905), 509-29; (৬) Une ecole de savants Egyptiens au moyen age, in Beyrouth Melanges, i (1906), 122 ff.; (৭) Marcus Smaika and Yassa Abd al-Massih, Catalogue of the Coptic and Arabic MSS is the coptic Museum the Patriarchate, The principal churches of Cairo and Clexandria and the monasteries of Egypt, 2 vols, cairo 1939-42, (See Index, ii, 567); (৮) E. Renaudot, Historia patriarcharum alexandrinorum, Paris 1713, 585 ff.; (9) C. Rieu, Supplement to Catalogue of Arabic MSS in the British Museum, London 1894, 18 ; (১০) য়াকুব, নাখালা, নুফায়লা, তারীখুল উম্মা, আল-কিবতিয়া, কায়রো ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ১৮৫; (১১) J. M. Vansleb, Histoire de leglise copte d' alexandrie, Paris 1677, 335,ff; (১২) দা. মা. ই. ১ম সং., ১খ, ৬১৪-৫।

A. S. Atiya (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আবদুল কাদের

ইব্নুল-আহ্তাম (দ্র. 'আম্র ইব্নু'ল আহ্তাম)

ইব্নু'ল-আহ্নাফ (দ্র. 'আব্বাস ইব্নু'ল আহ্নাফ)

ইব্নু'ল-আহ্মার (ابن الأحمر) ঃ একদল কবির ডাক নাম; তন্মধ্যে একজন ইয়াদী (দ্র. আমিদী, মু'তালিফ, পৃ. ৩৮), একজন কিনানী (ঐ), একজন বাজালী (ঐ. গ্র., পৃ. ৩৭; আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ২খ, ২১৪) এবং সর্বাধিক পরিচিত একজন বাহিলী। এই কবির কুলপঞ্জীর উৎস সংক্রান্ত দলীল-পত্রাদির মধ্যে যথেষ্ট গরমিল রহিয়াছে। তবে সম্ভবত তাহাকে আবু'ল-খাত্তাব 'আম্র ইব্নু'ল আহ্মার ইব্নি'ল-'আমাররাদ ইব্ন তামীম ইব্ন রাবী'আ ইব্ন হিরাম ইব্ন ফাররাস ইব্ন আসুর আল-বাহিলী নামে ডাকা হইত। ইনি মুখাদরামূন (দ্র.) দলভুক্ত ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করার পর (ঐ সময় তাহার একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়) সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং খলীফা হযরত 'উছমান (রা)-এর শাসনকালে ইনতিকাল করেন। সম্ভবত তাঁহার কবিতাবলী সংকলিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে আরবী ভাষার নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অবশ্য চারিটি শব্দ উদ্ভাবনের জন্য তাঁহার সমালোচনাও করা হয়। ইব্ন সাল্লাম তাঁহাকে মুসলিম কবিদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার ভাষা প্রশংসার যোগ্য, তবে তিনি বহু বিরল শব্দাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাবলীতে অসংখ্য নীতিবাক্য স্থান পাইয়াছে। আর উহাতে এক জাতীয় জঙ্গলী হাঁসের (কাতা) বর্ণনা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ; হায়াওয়ান, (২) ঐ লেখক, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্ন কুতায়বা, 'উয়ূন; (৪) ঐ লেখক, আনওয়া; (৫) ঐ লেখক, 'আদাবু'ল-কাতিব, নির্ঘণ্ট; (৬) ঐ লেখক, শি'র, পৃ. ৩১৫-৮; (৭) ঐ লেখক, মা'আরিফ, ৫৮৭; (৮) বুহ্তুরী, হামাসা, ১৮৭; (৯) আবূ তাম্মাম, হামাসা, ৩১৪; (১০) কালী, আমালী, বিষয়সূচী; (১১) ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাত, ৪৯২-৩; (১২) মুবাররাদ, কামিল, বিষয়সূচী; (১৩) কুরাশী, জামহারা, ১৫৮-৬০; (১৪) জাওয়ালীকী, মু'আররাব, ১০৪, ১৪২; (১৫) আগানী, ১৩খ, ১৪৪; (১৬) আমিদী, মু'তালিফ, ৩৭; (১৭) মারযুবানী, মু'জাম, ২১৪; (১৮) 'আসকারী, সিনা'আতায়ন, ৫৩; (১৯) ইব্নু'ল-আনবারী, আদ্দাদ, বিষয়সূচী; (২০) বাগদাদী, খিযানা, বূলাক সং., ৩খ, ৩৮-৯; (২১) ইব্ন হাজার, ইসাবা, নং ৬৪৬৬; (২২) ইব্নু'ল-আছীর, ৬খ, ৩০০; (২৩) 'আব্কারয়ূস, ২৩০-১; (২৪) মা'আররী, গুফরান, বিষয়সূচী।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্নুল-ইখ্শীদ (ابن الأخشيد) ঃ আবূ বাক্র আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মাজূর বাগদাদের একজন মু'তাযিলী (২৭০-৩২৬/৮৮৩-৯৩৮)। বাগ্মিতা, 'আরবী ভাষার উপর দখল এবং জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি বদান্যতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। স্বীয় সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়ের প্রধান অংশ তিনি জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে দান করিয়া দিতেন। আল খাতীব আল-বাগদাদীর মতে তিনি একজন অতি সম্মানিত হাদীছ বর্ণনাকারী (রাবী) ছিলেন। তিনি যে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ছিলেন, আল-খাতীব আল-বাগদাদী এইরূপ কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তিনি জা'ফার আল-ফারয়াবীর কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন। ফিক্হের

ক্ষেত্রে তিনি শাফি'ঈ মাযহাব অনুসরণ করিতেন এবং তাহাকে শাফি'ঈ মাযহাবে একজন বিশারদ বলিয়া গণ্য করা হইত। কালামশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁহাকে আল-কা'বী ও আবূ হাশিম আল জুব্বাঈর বিরোধী বলা হইত। তিনি সম্ভবত মু'তাযিলা মতের এক সংশোধিত রূপ পেশ করিয়াছিলেন, যাহা সনাতন ইসলামী বিশ্বাসের সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল এবং অধিকতর জনপ্রিয়। তাহার এই মত শাফি'ঈ মাযহাবের অধিকতর অনুকূল এবং তাহার হাদীছ ও তাফসীরের জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিহ্‌রিস্ত কিতাবে তাহার রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি আত-তাবারী লিখিত তাফসীরের একটি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন এবং মুরজি'আ (দ্র.) মতবাদ খণ্ডন করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ১৭৩; (২) খাতীব বাগদাদী, ৪খ, ৩১; (৩) ইব্ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ১খ, ২৩১; (৪) ইব্নু'ল মুরতাদা, তাবাকাত, বৈরূত, ১৯৬১ খৃ., ১০০, ১১০; (৫) এ, নাদির, মু'তাযিলা, ৪৫, ৪৬, ৩০৭; (৬) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩২৯।

J. C. Vadet (E.I.²)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনু'ল-ইতনাবা আল-খাযরাজী (ابن الاطنابة الخزرجي) ঃ 'আম্র ইব্ন 'আমির ইব্ন যায়দ মানাত [তাহার বংশতালিকা ইব্ন সা'দ, ৮খ, ২৬৪, ২-এ তাহার নাতনী 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (দ্র.)-র স্ত্রী কাবশা, বিন্ত ওয়াকিদ ইব্ন 'আমর সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য], খুযা'আ, বংশের বানু'ল-কায়ন ইব্ন জাস্‌র গোত্রীয় নিজ মাতা ইতনাবার নামে পরিচিত একজন পৌত্তলিক 'আরব কবি। তিনি আল-আওস (দ্র) ও আল-খায্‌রাজ (দ্র.) বংশীয় যুদ্ধে খাযরাজ দলীয় নেতা ছিলেন। অন্যদিকে আওস দলীয় নেতা ছিলেন হযরত নবী কারীম (স)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর পিতা মু'আয ইব্নু'ন-নুমান। আওস ও খাযরাজ বংশদ্বয় ফারি' দুর্গে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর ইবনু'ল-ইতনাবা রক্তপণ পরিশোধ করত দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন (ইব্নু'ল-আছীর, ১খ, ৫০০-২, ভুলবশত সেখানে তাঁহার নাম 'আমির ইব্নু'ল-ইত্‌নাবা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। বানূ 'আমির ইব্ন সাসা'আ-এর ক্ষমতাশালী নেতা খালিদ ইব্ন আমিরের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যখন আবূ কাবূস আন-নু'মান (রাজত্বকাল আনু. ৫৮০-৬০২)-এর রাজদরবারে আল-হারিছ ইব্ন জালিম আল-মুররী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক খালিদকে হত্যা করে, তখন ইব্নু'ল-ইতনাবা তাঁহার এই কাপুরুষজনোচিত আচরণের নিন্দা করেন। কিন্তু আল-হারিছ তাঁহাকে অকস্মাৎ বন্দী করেন। ফলে ইব্নু'ল ইতনাবাকে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় (ইব্নু'ল আছীর, ১খ, ৪১৯ প.)। আগানী (১) [১০খ, ৩০] গ্রন্থে আবূ 'উবায়দার উদ্ধৃতি দিয়া এই ঘটনার কল্পিত বর্ণনায় ইব্নু'ল ইতনাবাকে হিজাযের রাজা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং আল-হারিছের বিরুদ্ধে তাহার দাসিগণ কর্তৃক নিন্দাসূচক কবিতা গীত হওয়ার সময় তিনি মুকুট বা তাজ পরিহিত অবস্থায় মদ্যপানরত ছিলেন বলিয়া চিত্রায়িত করা হইয়াছে। এই বিবাদের পর ইব্নু'ল-ইতনাবার বন্ধু যায়দ আল-খায়ল আত-তা'ঈ (মৃ. ১০/৬৩১-২) বানূ মুররা গোত্রকে আক্রমণ করত আল-হারিছ ইব্ন জালিমকে বন্দী করেন, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

কবি হিসাবে ইব্নু'ল-ইতনাবার খ্যাতি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব সংক্রান্ত তাঁহার কিছু সংখ্যক অতুলনীয় কবিতার (ইব্ন কুতায়বা, উয়ূনুল-আখবার, ২খ, ১৯১, ১০; ১৯৩, ৩) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিশেষত নিম্নোক্ত পংক্তিটি উল্লেখযোগ্যঃ " এবং যখন আমার আত্মা (ভয়ে) হাঁপাইতে থাকে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলি, দৃঢ়ভাবে অবস্থান কর, তাহা হইলে তুমি হয় প্রশংসিত হইবে নতুবা শান্তি পাইবে।" সিফফীন যুদ্ধে হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন পলায়ন করার মত অবস্থায় উপনীত হন, তখন এই পংক্তি আবৃত্তি করিয়া নিজেকে সাহস যোগান (তাবারী, ১খ, ৩৩০০; মুবাররাদ, কামিল, ৭৫৩ প্রভৃতি)। ইখওয়ানু'স-সাফা (রাসাইল, কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ, ১৫৪) মানুষের কার্যাবলীর উপর কবিতার গভীর প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টান্ত হিসাবে এইগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পংক্তিগুলি সম্ভবত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে মধ্যস্থতার লক্ষ্যে কবি রচিত কোন কবিতা (ইব্নু'ল-আছীর, ১খ, ৫০১ ; Early Arabic Odes, এস. এম. হুসায়ন কর্তৃক সঙ্কলিত, নং ১২ প্রভৃতি)-র অন্তর্ভুক্ত। একটি কাসীদাতে (ইব্নু'ল-আছীর, ১খ, ৫০২-এ উল্লিখিত; ইব্নু'শ-শাজারী, হামাসা, ৫২ প. ও আবূ তাম্মাম, হামাসা, ৭১৪ প. ও দ্রষ্টব্য) কবি নিজের ও নিজ গোত্রের গৌরব বর্ণনা করেন।

আল-হারিছ ইব্ন জালিম (আগানী, ১০খ, ৩০)-এর বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার উল্লিখিত নিন্দাসূচক কবিতাটিতে সুর সংযোজন ও কণ্ঠদান করেন 'আযযা আল-মায়লা (দ্র.) আগানী, ১, ১৬খ, ১৪, ১০খ, ৩১; (২) কবিতার উদ্ধৃতির জন্য A fischer and E. Branulich, schawahid Indices, 329।

J. W. Fuck (E.I.²)/ মোঃ আব্দুল মান্নান

ইব্নুল ইফ্লীলী (ابن الافليلى) ঃ সংক্ষেপে আল-ইফলীলী নামে পরিচিত। তাঁহার পূর্ণ নাম আবু'ল-কাসিম ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আয-যুহ্‌রী। তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। সিরিয়ার (?) আল-ইফলীল হইতে আগত এক পরিবারে তিনি ৩৫২/৯৬৩ সালে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি 'আরবী কাব্য, ব্যাকরণ ও গারীব (দ্র.) অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দ, বাক্যাংশ, হাদীছ বা কাব্যের গুণগ্রাহী ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ছন্দশাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কথিত হইলেও তিনি স্বকীয় কাব্য সম্পর্কে গর্ববোধ করিতেন। কিন্তু আল-হিজারী (apud ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব, ৭৩) তাঁহার কবিতা ও গদ্য রচনাকে অত্যন্ত প্রাণহীন বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মাত্র দুইটি কবিতা ব্যতীত অন্যগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই।

ইব্ন শুহায়দের রিসালাতুত-তাওয়াবি' ওয়ায-যাওয়াবি' (apud Ibn bassam, Dhakhira, i/I, 233ff-ed. B. al-bustani, 168ff.)-এর নামটি অনুচ্ছেদ হইতে মনে হয় তিনি স্থূলকায় ও খর্বাকৃতির ছিলেন। খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন এবং বড় আকারের নাকের জন্য পীড়া বোধ করিতেন। একই গ্রন্থকারের মতে apud Ibn Bassam, i/I 207-8 Pellat, in al-andalus 1956/2, 283) তাঁহার এই বিসদৃশ শারীরিক গঠনই তাঁহাকে দীর্ঘদিন যাবত কাতিব (দ্র.) পেশা গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছিল, যে কাতিবের পেশাকে তিনি তাহার নিজের জন্য নির্ধারিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যাহা হউক, ফিতনা (বিপর্যয়)-র সময়ে তিনি হাম্মূদী (দ্র.) শাসকদের অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং অবশেষে আল-মুসতাকফী (৪১৪-১৬/১০২৪-২৫)-এর অধীনে কাতিব (সচিব) নিযুক্ত হন। কিন্তু ইব্ন হায়্যানের মতে (apud Ibn

Bassam, i/I 241) তিনি তাঁহার কাজ দ্বারা নিয়োগকারীর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অস্বাভাবিক লিখন-শৈলীর জন্য কর্মচ্যুত হন। তৃতীয় হিশাম ৪১৮-২২/১০২৭-৩১)-এর অধীনে তিনি অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া মুতবাক (দ্র. কুরতুবা)-এর কারারুদ্ধ হন। ইহার পর হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। ১৩ যুল-কাদা, ৪৪১/৯ এপ্রিল, ১০৫০ তারিখে রবিবার কর্ডোভায় তিনি ইনতিকাল করেন।

ইব্নু'ল-ইফলীলী সাধারণত ব্যাকরণ ও সাহিত্য (আদাব) বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ইব্ন শুহায়দ তাঁহার কঠোর সমালোচনা করেন (বিশেষত apud Ibn Bassam, i/I 206-7) । ইব্ন শুহায়দ তাঁহার সময়ের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাহার একগুয়েমী ও অহংকারের জন্যও তিনি তাহাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন, যাহার জন্য অন্যরাও তাঁহার সমালোচনা করেন। যাহা হউক, এই ভাষাতত্ত্ববিদ তাহার শিক্ষা দান কার্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার শিক্ষা দান পদ্ধতি অনেক ছাত্রকে আকৃষ্ট করে। তাঁহাদের মধ্যে আল-আলাম আশ্-শান্তামারী (দ্র. আশ্-শানতামারী) সম্ভবত সর্বাধিক বিখ্যাত। স্পেনের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ আল-মুতানাব্বী রচিত দীওয়ান-এর ভাষ্য লিখিয়াও ইব্নু'ল-ইফলীলী খ্যাতি অর্জন করেন (দ্র. আল-মাক্কারী, Analectes, ii, 118= Pellat, in al-Andalus, 1954/1, 84, H. Peres, Poesie andalouse, 35; আস্-সাফাদী, Nakt, ৩১৪)। দীওয়ান-এর এই ভাষ্যে (যাহার কতিপয় বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে) তিনি প্রতিটি শ্লোকের সংক্ষিপ্ত গদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং প্রতিটি কবিতার প্রথমে পরিচিতিমূলক ভূমিকা সংযোজন করিয়া তাহাতে উক্ত কবিতা রচনার পরিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. R. Blachere, Motanabbi, 295, n. 8)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হ'ায়্যান, apud Ibn Bassam, Dhakhiga i/I 240-42; (২) দাব্বী, বুগ্'য়া, ১৯৯; (৩) ইব্ন সা'ঈদ, মুগ্‌রিব, ৭২-৭৪; (৪) ইব্ন বাশকুওয়াল, নং ১৯৫; (৫) ইব্ন খায়র আল-ইশ্‌বীলী, ফাহ্‌রাসা, ৪০৩-৪; (৬) য়াকূ'ত, উদাবা, ২খ, ৪-৯; (৭) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, ১২; (৮) সুয়ূতী বুগ্'য়া, ৩৪, ১৮৬; (৯) মাক্কারী, Analectes, index; (১০) Gonzalez Palencia, Literatura², 227; (১১) R. Blachere, Motanabbi, 295-96; (১২) এফ. আল-বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল মা'আরিফ, ২খ, ৩৪৭-৪৮; (১৩) Ch. Pellat, ইব্ন শুহায়দ আল-আন্দালুসী হ'ায়াতুহু ওয়া আছ'রুহু, আম্মান (১৯৬৬ খৃ.), ৫৬-৫৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্নুল-'ইব্রী (ابن العبرى) : পূর্ণ নাম গ্রেগরিউস য়ুহান্না আবু'ল-ফারাজ ইব্ন আহ্‌রূন (হারূন) ইব্ন তাওমা, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ, পাশ্চাত্য দেশে Bar Hebraeus নামে পরিচিত, জ. ৬২৩/১২২৬ সনে দিয়ারবাক্‌র প্রদেশের অন্তর্গত মালাতি'য়া নামক স্থানে এবং মৃ. ৬৮৫/১২৮৬ সনে মারাগাতে। তাঁহার লাশ মাওসি'ল-এ আনিয়া মথীর (Mar Mattiai) গীর্জাতে দাফন করা হয়। তিনি য়াকুবিয়া (Jacobians) খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি হালাব শহরের আল মালিকুন-নাসির-এর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কোনও কোনও খৃস্টান পণ্ডিত তাঁহাকে ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী বলিয়াছেন। তাঁহার উপনাম ছিল আবু'ল-ফারাজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন সন্তান ছিল না; কারণ তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এবং নিজ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্নু'ল-ইব্রী গ্রীক, সিরীয় ও 'আরবী ভাষা শিক্ষা করার পর দর্শন, অধিবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ফার্সী ভাষাও জানিতেন। ৬৪০/১২৪৩ সনে যখন তাতারী হামলার কারণে দেশ হইতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেয়, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আন্তাকি'য়ায় পলায়ন করেন। তথায় তিনি ধর্মাচরণ ও কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ করেন। তিনি আন্তাকি'য়া হইতে সিরিয়ার ত্রিপোলীতে চলিয়া যান। সেইখানে ৭৬৫/১২৬৪ সনে তিনি য়াকুবিয়া সম্প্রদায়ের মাফরিয়ানা (সিরীয় ভাষার শব্দ patriarch এর অধস্তন সর্বোচ্চ পদের যাজক যাহার অধীনে অনেক আছ'কুফা থাকেন) নিযুক্ত হন। বিশপ ইগ্‌নাতিয়ুস-এর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিবাদ দেখা দিল, তখন ইব্নুল-য়ুহান্না ইব্নু'ল-মাদিনীর বিরুদ্ধে দীউনীসিয়ুস উন্‌জুরকে সমর্থন দান করিলেন। ৬৫১/১২৫৩ সনে দীউনীসিয়ূস তাঁহাকে হ'লাব-এর যাজকীয় এলাকায় পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার জনৈক সহপাঠী সালীবা ভিন্ন দলের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। উক্ত দলের পৃষ্ঠপোষক য়ুহান্না ইব্নু'ল-মাদিনী, সালীবাকে পূর্বেই প্রাচ্যের মাফরিয়ানা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ইব্নু'ল ইব্রী হ'লাব-এ আগত তাঁহার পিতার গৃহে নির্জনবাসী হইয়া যান। অতঃপর তিনি মালাতিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু অন্তরালে অখ্যাত থাকিবার কালটি ছিল সংক্ষিপ্ত। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি আল-মালিকুন নাসি'র-এর নৈকট্য লাভ করেন। যখন হালাকু খান হালাব আক্রমণ করিলেন তখন স্থানীয় লোকজন যাহাতে তাতারীদের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায় তজ্জন্য ইব্নু'ল 'ইব্রী হালাকু খানের সহিত সাক্ষাত করিতে যান। কিন্তু তাতারীদের হিংস্রতা তাঁহার উক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে দিল না। ৬৬২-১২৬৪ সনে তৃতীয় আগনাতিয়ুস তাঁহাকে ইরাক ও প্রাচ্যদেশে মাফরিয়ানা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি আর একবার হালাকু খানের সহিত সাক্ষাত করেন।

কথিত আছে, ইব্নু'ল 'ইব্রী 'আরবী ও সিরীয় ভাষায় ত্রিশের অধিক গ্রন্থ সংকলন করেন। আস-সাম'আনী উক্ত গ্রন্থসমূহের নামের তালিকা উল্লেখ করিয়াছেন (আরও দ্র. আল-মাক্তাবাতু'শ শারকিয়া, ২খ, ২৬৮-৩২১)। তাঁহার সুবিখ্যাত তারীখ মুখতাসারিদ-দুওয়াল (E. Pocoke—এর ল্যাটিন অনুবাদসহ মূল পাঠ, অক্সফোর্ড ১৬৬৩ খৃ., দ্বিতীয় প্রকাশ, ইনতুন সা'লিহা'নী, কর্তৃক বৈরূত ১৮৯০ খৃ.; তৃতীয় প্রকাশ, বৈরূত ১৯৫৮ খৃ.; Bruens ও Kirsch, Leipzig ১৭৮৮ খৃ.) ১৭৮৩ খৃ. জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থে ৬৮৩/১২৮৪ সন পর্যন্ত কালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের একখানা সংক্ষিপ্তসার লামুউন মিন আখ্‌বারি'ল-আরাব, E. Pocoke ল্যাটিন ভাষায় উহারও অনুবাদ করিয়াছেন। ইব্নু'ল-'ইব্রী কর্তৃক রচিত আর একটি গ্রন্থ হইতেছে মুন্‌তাখাবু'ল-গাফিকী ফি'ল্-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা। উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিতও হইয়াছে। ৬৮৪/১২৮৫ সনে লিখিত উহার একখানা পাণ্ডুলিপি তায়মুরী সংগ্রহে রক্ষিত। ইব্নু'ল 'ইব্রী রচিত আরও দুইটি গ্রন্থের নাম আন্-নাফ্‌সু'ল-বাশারিয়া ও দীওয়ান। শেষোক্তটি সিরীয় ভাষায় রচিত। উভয় গ্রন্থই মুদ্রিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুকাদ্দিমা তারীখ মুখ্‌তাসারিদ দুওয়াল, তৃতীয় সং., পৃ. ج হইতে و পর্যন্ত; (২) লুইস শায়খু, নাবযা ফী তারজামা ওয়া তালীফ

আবি'ল-ফারাজ, ১৮৯৮ খৃ.; (৩) আল-মুকতাতাফ (সাময়িকী), ৫৮, ৩২০; (৪) সারকীস, আল মু'জামুল-মাত্‌বূ'আত, 'উমূদ ৩৩৯; (৫) আয-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, দ্বিতীয় সং., ৫খ, ৩০৮; (৬) আল-মাশ্‌রিক (সাময়িকী), ১খ, ৬১১; (৭) আল-লু'লু'উল মানছূ'র, ৪১১-৪৩০; (৮) দাইরাতু'ল-মাআরিফি'ল-ইস্‌লামিয়া, ১খ, ২২৬; (৯) Brockelmann, ১খ, ৩৪৯-৫০, পরিশিষ্ট, ১খ, ৫৯১; (১০) E.I.[2], vol. 3, Leiden 1979, esp. Bibl.

'আবদু'ল-মান্নান উমার (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

ইব্‌নুল 'ইমাদ (ابن العماد) ঃ 'আবদু'ল-হায়্যি ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আবু'ল-ফালাহ্‌ আদ-দিমাশকী, ইব্‌নু'ল 'ইমাদ আল-আক্‌রী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হ'াম্বালী মায'হাবের একজন সিরীয় শিক্ষক ছিলেন (১০৩২-১০৮৯/১৬২৩-১৬৭৯)। ১০৮০/১৬৭০ সালে তিনি "শায'রাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব" শিরোনামে একখানি বৃহৎ জীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত এই জীবন চরিত গ্রন্থের ব্যাপ্তিকাল হিজরী প্রথম বৎসর হইতে এক হাজার সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও ইহাতে মৃত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনার উপরই মূলত দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং এই বর্ণনা বিস্তারিতভাবেই করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার মত দরিদ্র পণ্ডিতদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহারা দারিদ্র্যের কারণে নিজস্ব পাঠাগার গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে রচিত হওয়ার কারণে ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে এই গ্রন্থ তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে এখনও প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় এবং এই গ্রন্থের মধ্যেও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে বর্তমানে ইহার যে সংস্করণ পাওয়া যায় (কায়রো ১৩৫০-৫১ হি.) তাহাতে একটি ব্যবহারযোগ্য নির্ঘণ্টের অভাব খুবই দুঃখজনক। কিন্তু বৈরূত সংস্করণ (১৩৯৯/১৯৭৯) এই অসুবিধা দূর করিয়াছে। তাঁহার আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম ঃ (২) বুগ'য়া উলা আন-নুহা ফী শারহি'ল-মুনতাহা; (৩) মারছু'ল বাদীইয়া; (৪) মুতিয়াতু'ল আমান মিন হানাছিল-ঈমান ফি'ল-ফিক'হ্‌।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল আছার, কায়রো ১২৮৪ হি., ২খ, ৩৪০ প.; (২) Brockelmann, S II, 403; (৩) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফুজ জুনূন, দারু'ল-ফিক্‌র ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৫০৮; (৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, গ্রন্থকার পরিচিত।

F. Rosenthal (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্‌নুল-ইমাম আশ-শিল্‌বী (ابن الامام الشلبى) ঃ প্রকৃত নাম আবূ 'আম্‌র 'উছ'মান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'উছ'মান। তিনি ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতকে আন্দালুসিয়ার একজন শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবনীকার ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি সিলভেস (Silves)-এ জন্মগ্রহণ করেন। কর্ডোভা ও সেভিলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং এই সময়েই আবু বাক্‌র ইব্‌নু'ল-'আরাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই সমসাময়িক ইব্‌ন বাস্‌সাম (দ্র.) ও ইব্‌ন খাকান-এর গুণমুগ্ধ হিসাবে তিনি তাহাদের লিখিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Sequel) লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহাদের গ্রন্থে যে সকল মনীষীর জীবনী বাদ দিয়াছিলেন তাঁহাদের ও ৫৫০/১১৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত (ইহার অল্পদিন পরই তিনি ইনতিকাল করেন) সময়কালের সমসাময়িকদের জীবনী এই পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার গ্রন্থ বিলুপ্ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ের সংকলকগণ তাঁহার রচনা হইতে প্রচুর খণ্ডিত অংশ সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের শিরোনামের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সংক্ষেপে সাধারণত সিম্‌তু'ল জুমান হিসাবে পরিচিত। সম্ভবত ইহার পূর্ণ নাম ছিল সিম্‌তু'ল-জুমান ওয়া সাফাতুল-লা'আলি ওয়া সিক্‌তু'ল-মারজান। ইব্‌ন সাঈদ তাহার মুগরিব (Mughrib) গ্রন্থে সিবৃত হইতে প্রায় ৩৫টি খণ্ডিত রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী সম্পর্কে ধারণা করার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ। এই সমস্ত রচনাংশ বিচার করিয়া মনে হয়, রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া সিম্‌তুল জুমান, ইব্‌ন খাকানের মাতমাহ ও কালাইদ অপেক্ষা ইব্‌ন বাস্‌সাম রচিত যাখীরার অধিক নিকটবর্তী। তাঁহার গদ্য রচনা যাহা সর্বদা ছন্দোবদ্ধ নহে, মাঝে মাঝে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যবান তথ্য ও বিস্তারিত বর্ণনায় সমৃদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ, মুগরিব, ১খ, ৬০-৬২)। কবিতা ও গদ্য রচনার যে নমুনা ইব্‌নু'ল ইমাম উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ইব্‌ন সা'ঈদের লেখায় দৃষ্ট রচনা শ্রেণীর অনুরূপ এবং ইহা হইতে বলা যায় যে, মুগরিব-এর এক-চতুর্থাংশ সিম্‌তু'ল-জুমান হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, নং ১৮৩৩; (২) ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগরিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, কায়রো ১৯৫৩., ২খ, নির্ঘণ্ট; (৩) মাক্কারী, নাফ্‌হ, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২খ, ২৩৩, ৩খ, ২৯, ৯খ, ২৪৬; (৪) Gayangos, i, 476; (৫) Pons Boigues, no. 181.

H. Mones (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইব্‌নুল-উখুওওয়া (ابن الاخوة) ঃ দিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-কুরাশী আশ-শাফি'ঈ, যিনি ইব্‌নু'ল উখুওওয়া বলিয়া পরিচিত। আশ-শায়যারী নামক একজন সিরীয় লেখকের লেখাকে মিসরীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বাখ্যা করিয়া হিসবা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজীতে গ্রন্থটিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ R. Levy বিতর্কিত শিরোনাম মা'আলিমু'ল-কুরবা ফী আহকামি'ল-হিসবা নামে প্রকাশ করেন (GMS, n. s. xii, London 1938, ইব্‌ন হ'াজার durar, Hydarabad no, 446)। হইতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, যাহা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কিত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত একমাত্র সূত্র, লেখক ৭২৯/১৩২৯ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ও হিসবা শিরোনামে লেখা রচনা ছাড়া দেখুন M. Gaudefroy-Demombynes, Sur quelques ouvrages de hisba, in JA, ccxxx (1938), 449f.

Cl. Cahen (E.I.[2])/মনজুর আহসান

ইব্‌নুল-ওয়ান্নান (ابن الونان) ঃ আবু'ল 'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ, ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মরক্কোর কবি। তিনি মরক্কোর সাহিত্য অঙ্গনে সুপরিচিত ছিলেন এবং একটি কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ও জন্মের তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহাকে তুওয়াত (দক্ষিণ আলজিরিয়া ও মরক্কো)-এর 'আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। তিনি নিজকে হিময়ারী, সুতরাং য়ামানী বলিয়া পরিচিত করিতেন এবং আনসার বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করেন। তিনি ফেয-এ বসবাস করিতেন এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন। সেইখানে তাঁহার পরিবার

বানূ মাল্লুক (তৎকর্তৃক পরিবর্তিত নাম বানূ মুলুক) নামে পরিচিত ছিল এবং অজ্ঞাত কাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। আল-ওয়ান্নান তাঁহার পিতামহের ডাকনাম। তাঁহাকে কেন এই উপনামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল, তাঁহার খিটখিটে স্বভাবের জন্য অথবা ওয়ানূন (করতাল, দ্র. লিসান, و-ن-ن মাদ্দায়) বাজাইতেন বলিয়া, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তাহার পিতা আলাবী সুলত'ান মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (১১৭০-১২০৪/১৭৫৭-৯০)-এর সভাকবি ছিলেন। সম্পূর্ণ বধির হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রগাঢ় বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। একজন হাস্যরসিক সভাসদ হিসাবে অফুরন্ত গল্প ভাণ্ডারের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশন করার অশেষ ক্ষমতার খ্যাতি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য সুলতান নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সম্ভবত প্রকাণ্ড মুখ ও নাকের জন্যই সুলত'ান তাঁহাকে আবু'শ-শামাক'মাক' (দ্র.) বলিয়া ডাকিতেন। কূফা হইতে আগত এক কবির অনুরূপ নাম ছিল এবং তিনি স্তুতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় তাঁহার পিতার মতই পারদর্শী ছিলেন। এই উপনাম (কুন্য়া) তাঁহার নিজ নামের অংশে পরিণত হয়। তাহার সন্তানের নামের সহিত এবং যে উরজুযা লিখিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, তাহার সহিত এই কুন্য়া যুক্ত হইয়া যায়।

আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ তাহার পিতার জীবদ্দশায় অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতানের দরবারে প্রবেশাধিকার পান নাই। ঈর্ষাই ছিল প্রবেশে বাধা। কারণ সুলতানের জন্য যে উরজুযা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি স্থির করিলেন যে, যে কোন উপায়েই হউক, তাহা সুলত'ানকে শুনাইতে হইবে। এই উদ্দেশে তিনি একটি ফন্দি আঁটিলেন। রাজকীয় শোভাযাত্রা যেই শৈলান্তরীপ বাহিয়া যাতায়াত করিত একদিন তিনি সেই পথের শৈল শিখরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুলত'ান যখন ঐ পথ অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তিনি অতি উচ্চ কণ্ঠে আলঙ্কারিক ভাষায় রাজায ছন্দে রচিত কতিবার নিম্নে উল্লিখিত চরণদ্বয় আবৃত্তি করিলেনঃ

"আমার প্রভু, পয়গাম্বর (নবী) তনয়,
আবু'শ-শামাক্'মাক' ছিলেন
আমার পিতা (আবী)।"

সুলত'ান তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কাছে ডাকিলেন, তাঁহার কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, উদার হস্তে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অনুগামী দল (entourage)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। এই পদে তিনি আমৃত্যু বহাল ছিলেন। ইহা ১১৮৭/১৭৭৩-এর ঘটনারূপে কথিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত পত্রাবলী ও কিছু সংখ্যক কবিতা তাঁহার বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল উরজুযা শামাক'মাকি'য়া নামে পরিচিত ছিল। যেহেতু রাজায ছন্দে রচিত ২৭৫টি কবিতার কাফিয়াটি ছিল শামাকমাকি'য়া শিক্ষা বিষয়ক মূল্যবোধের জন্যই ইহার খ্যাতি। বাস্তবিকপক্ষে ইহা হইতেছে ঐতিহ্যবাহী 'আরব সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি। এমনভাবে ইহা বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে সেই যুগের একজন শিক্ষিত মরক্কোবাসী অতি সহজে ইহা বুঝিতে, শিক্ষা করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারিতেন। শব্দাবলীর ব্যবহারে, মরু প্রান্তরের বর্ণনায়, জাহিলিয়া যুগের কবিদের উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট, যথা প্রবহমান বায়ুসমূহের নাম, উদ্ভিদ ও প্রাণী, ইহার জনশ্রুতি, লৌকিক উপাখ্যান, জীবনী, ঐতিহাসিক বাস্তবতা, বিখ্যাত ব্যক্তি (পুরুষ ও নারী উভয়)। সংক্ষেপে বলিতে হয়, ইহা হইতেছে 'আরবদের কাব্য ও ইতিহাসের এক বিরাট সংগ্রহের সমন্বয়। ফলে শামাক'মাকি'য়াকে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহার ও মু'আল্লাক'াত, দীওয়ান ও মাকামাত-এর ন্যায় ইহারও মর্মার্থ মুখস্থ করা হইত। ইহার বহু ভাষ্যকার রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ (১) আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন খালিদ আন-নাসিরী, যাহ্রু'ল-আফ্নান মিন হাদীকাতি ইবনি'ল-ওয়ান্নান, লিথু, ফেয ১৩১৪/১৮৯৬; (২) আবূ হ'ামিদ আলহ'াজ্জ মুহ'াম্মাদ আল-মাক্কী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-বিতাওরী আশ-শারশালী আল-হ'াসানী, ইক্তিতাফু যাহ্রাতি'ল-আফনান মিন দাওহাতি কাফিয়্যাতি ইব্নি'ল-ওয়ান্নান, লিথু, ফেয্ ১৩৩৩/১৯১৫; (৩) আবূ মুহ'াম্মাদ আল-'আরাবী ইব্ন আলী আল-মাশরাফী, শারহুশ-শামাকমাকিয়া (কাত্ত'ানী, ফিহ্রিস্ত, ২খ, ১৫); (৪) 'আবদুল্লাহ কান্নুন (গান্নুন), শারহুশ-শামাকমাকি'য়া, কায়রো ১৯৬৪।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাসি'রী সালাবী, ইস্তিকসা, ৪খ, ১২২; (২) E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922, 150, 210, 353; (৩) ঐ লেখক, Les manuscrits arabes de Rabat, Paris 1921, 28, no. 80, 115, no, 340; (৪) Brockelmann, s II, 706; (৫) 'উমার তাওফীক' সাফার আগা, আন্-নুসূসু'ল-আদাবিয়া, Casablanca n. d., 308-18; (৬) এ. কুত্তানী, দাইরাতু'র মা'আরিফ, ৪খ, ১৪১-২।

M. Hadj-Sadok (E.I.[2])/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্নুল-ওয়ারদী (ابن الوردى) ঃ যায়নুদ্দীন আবু হ়ফ্স উমার ইব্ন মুজাফফার ইব্ন উমার ইব্ন আবিল ফাওয়ারিস মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-ওয়ারদী আল-কুরাশী আল-বাক্রী আশ-শাফিঈ, একজন শাফি'ঈ ফাকীহ্, ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও কবি। ৬৮৯ অথবা ৬৯১/১২৯০-২ সালে মাআররাতুন-নু'মান-এ জন্ম (জন্মস্থানের নামানুসারে আল-মা'আররী নামেও পরিচিত) এবং আলেপ্পো (হালাব)-তে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৭ যুলহি'জ্জা, ৭৪৯/১৮ মার্চ, ১৩৪৯-এ মৃত্যু।

তিনি প্রথমে তাঁহার নিজ শহরে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর হামাত, দামিশক' ও আলেপ্পোতে জ্ঞানচর্চা করেন। সম্ভবত তিনি মানবিজ ও আলেপ্পোর উপ-কাদী হিসাবে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি স্বপ্ন দর্শনের পর সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের রচয়িতাঃ দীর্ঘ কবিতা সম্বলিত দীওয়ান, মাক'ামাত পুস্তিকা আলোচনা, প্লেগের উপর একটি পুস্তিকা ইত্যাদি। (ফারিস আশ-শিদ্য়াক' কর্তৃক ইস্তাম্বুলে ১৩০০ হি.-তে মাজমূ'আতু'ল-জাওয়াইব-এ প্রকাশিত); লামিয়্যাতু'ল ইখওয়ান ওয়া মুরশিদাতু'ল-খিল্লান অথবা ওয়াসিয়্যাত অথবা নাসীহাত, নৈতিক বিষয়ে রামাল ছন্দে রচিত ৭৭টি স্তবকবিশিষ্ট একটি কবিতা, দীর্ঘ একটি ক্লাসিক (মাস'উদ ইব্ন হাসান আল-কুনাবীর ভাষ্যসহ, কায়রো সং, ৩০১ হি.) তানসীবু'ল আলবাব (C. J. David-এ. মাওসিল ১৮৬৩ খৃ.; আরও আশ-শিরওয়ানী, নাফহাতু'ল-য়ামান, ফরাসী অনু. RI, 1900 খৃ.; A Roux কর্তৃক মূল পাঠসহ, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ.); তাহরীরু'ল খাসাসা ফী তায়সীরি'ল খুলাসা, ইব্ন মালিক-এর আলফিয়ার গদ্যরূপ (পাণ্ডুলিপি কায়রো); আত'-তু'হফাতু'ল ওয়ারদিয়া ফী মুশকিলাতি'ল-'ইরাব, ১৫৩টি শ্লোকের একটি উরজুযা (সম্পা. R. Abicht, Breslu 1891) পূর্ববর্তী রচনার ভাষ্য (পাণ্ডুলিপি Berlin) আল-বাহজাতু'ল ওয়ারদিয়া একটি উরজুযা, ৫০০০ চরণে

আল-কাযবীনী রচিত আল-হাবীস সাগীর-এর তরজমা (শাফি'ঈ ফিক্হ-এর একটি গ্রন্থ) [Lith Cairo 1311]; তাতিম্মাতু'ল-মুখতাসার ফী আখবারি'ল-বাশার, আবু'ল ফিদার ইতিহাসের সংক্ষেপ, ৭২৯ হইতে ৭৩৯/১৩২৯ হইতে ১৩৪০ পর্যন্ত বিস্তৃত (কায়রো ১২৮৫ হি.); আল-মাসাইলু'ল মুযযাবা ফি'ল-মাসাইলি'ল মুলাক্কাবা, উত্তরাধিকার প্রশ্নে ৭১টি স্তবকবিশিষ্ট একটি উরজুযা (পাণ্ডু. বার্লিন, কায়রো); আশ-শিহাবুছ ছাকিব ওয়া'ল-আযাবু'ল ওয়াকিফ, সূফীতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি রচনা (পাণ্ডু. আয়া সোফিয়া); আল-আলফিয়াতু'ল ওয়ারদিয়া, স্বপ্নের ব্যাখ্যার উপর একটি উরজুযা (১২৮৫ হি. সালের বুলাক সংস্করণের পর মিসরের আরও বেশ কয়েকটি সংস্করণ); আল-লুবাব ফী 'ইলমি'ল-'ইরাব, আদ-দুররা ইব্ন মু'তীর আলফিয়ার ভাষ্য; তায'কিরাতু'ল (মুযাক্কিরাতু'ল) গারীব; আবকারু'ল আফকার।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ১১৬; (২) সুবকী, তাবাক'াতু'শ- শাফিইয়া, ৪খ, ২৪৩; (৩) সুয়ূতী, বুগ্য়া, ৩৬৪; (৪) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ১খ, ১৬১; (৫) ইব্ন হ'াজার, দুরার, ২খ, শিরো.; (৬) ইব্ন ইয়াস, বাদাইউয-যুহূর, ১খ, ১৯৮; (৭) Wustenfeld, Geschitschreiber, no-412; (৮) সারকীস, মু'জাম, নির্ঘন্ট দ্র.; (৯) যিরিক্লী, আ'লাম, নির্ঘন্ট দ্র.; (১০) Brockelmann, II, 140-1, S II, 174-5; (১১) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফুজ জুনূন, দারু'ল-ফিক্র ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৭৮৯-৯০; (১২) দা. মা. ই., ১/৭২১-২২।

Moh. Ben Cheneb (E.I.[2])/মুহ'াম্মদ তাহির হুসাইন

ইব্নুল-ওয়ারদী (ابن الوردى) : সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস 'উমার, শাফি'ঈ 'আলিম, মৃত্যু যুল-কা'দা ৮৬১/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৪৫৭। কথিত আছে, তিনি খারীদাতু'ল আজাইব ওয়া ফারীদাতু'ল-গ'ারাইব নামক একটি গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা এক প্রকারের ভূগোল পুস্তক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের ইতিহাস; তবে ইহার তেমন কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। ভূমিকায় প্রামাণিক বরাতসমূহের উল্লেখ থাকিলেও (আল-মাস'ঊদী, আত-তূসী, ইব্নু'ল-আছীর, আল-মাররাকুশী) খারীদা মিসরে বসবাসকারী (আনু. ৭৩২/১৩৩২) নাজমুদ্দীন আহ'মাদ ইব্ন হ'ামদান ইব্ন শাবীব আল-হাররানী আল-হাম্বালীর জামি'উল-ফুনূন ওয়া সালওয়াতু'ল-মাহ্যূন গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের সমস্ত কিছু লওয়া হইয়াছে। তথাপি রচনাটি প্রাচ্যবিদদের মধ্যে কিছুটা প্রচলিত এবং তাঁহারা উহার অংশবিশেষ অনুবাদ অথবা প্রকাশ করিয়াছেন : De Guignes A. Hylander (Lund 1824), C. J. Tornberg (Upsala) M. Fraehn (Halle) ইত্যাদি, হি. ১২৭৬ সাল হইতে কায়রোতে ইহা বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে। যাহা হউক, দুইটি সমস্যা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, প্রথমটি ইবনু'ল-ওয়ারদীর নাম সম্বন্ধে। আয-যিরিক্লীর মতে তাঁহার নাম ছিল ইব্নু'ল-উরূদী, দ্বিতীয়টি হইল খারীদার প্রকৃত রচয়িতা সংক্রান্ত। কাহারও মতে ইহার রচয়িতা যায়নুদ্দীন ইব্নু'ল-ওয়ারদী (পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্র.) এবং ইহার ভ্যাটিকান পাণ্ডুলিপিতে রচয়িতার নাম উমার ইব্ন মানসূ'র ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইবনি'ল ওয়ারদী আস্-সুবকী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন ইয়াস, বাদাইউয-যুহূর, ২খ, ৬; (২) Brockelmann, II, 131-1, S II, 162-3; (৩) এফ বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ১৩৭; (৪) যিরিকলী, আ'লাম, পৃ.১০।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

ইব্নুল-কাত্তা' (ابن القطاع) : 'আলী ইব্ন জা'ফার ইব্ন 'আলী আশ্-শানতারীনী আস্-সা'দী আস-সিকিল্লী, কাব্য সঙ্কলক, ইতিহাসবেত্তা, বৈয়াকরণ ও অভিধান প্রণেতা (কবি হিসাবে তাঁহার রচনা সম্পর্কে আমাদের খুব কমই জানা আছে)। জ. ৪৩৩/১০৪১ সনে গৃহযুদ্ধে সিসিলী দ্বীপটি ধ্বংসকালে। তিনি ইব্নু'ল বির্র (দ্র.)-এর মত বিদ্বজ্জনের তত্ত্বাবধানে অভিধান ও ব্যাকরণ অধ্যয়নে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন, যাহারা সূত্রানুযায়ী তাঁহাকে আল-জাওহারী (দ্র.)-এর সিহাহ-এর সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১০৬১ খৃ. নরম্যান সৈন্যরা দ্বীপটি জয় করিতে আরম্ভ করিলে ইব্নু'ল-কাত্তা' কিছু-সংখ্যক অভিজাত মুসলমানসহ সিসিলী ত্যাগ করেন। আন্দালুসিয়ায় স্বল্পকালীন অবস্থানের পর তিনি মিসর অভিমুখে যাত্রা করেন, সেখানে তিনি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

নূতন আবাসভূমিতে তাঁহার জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের কাছে মাত্র কয়েকটি তথ্য রহিয়াছে। যথাঃ তিনি অবিলম্বে ফাতিমী উযীর আফদাল ইব্ন বাদরু'ল-জামালী (দ্র.)-র পুত্রদের গৃহশিক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ছন্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ শাগরিদ তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যাহাদের মধ্যে আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন বাররী (দ্র. ইব্ন বাররী) উল্লেখযোগ্য। ইব্নু'ল কাত্তা' ৫১৫/১১২১ সনে মিসরে ইনতিকাল করেন এবং ইমাম আশ-শাফি'ঈর কবরের অদূরে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত তাঁহার কতিপয় রচনা (যাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়) [a list of these will be found in U. Rizzitano, Notizie bio-bibliografiche, See Bibl] ব্যতীত তাঁহার দুইটি রচনা আংশিকভাবে বিদ্যমান আছে। প্রথমটি কিতাবু'দ-দুররাতি'ল-খাতীরা মিন শুআরাইল-জাযীরা, 'আরব সিসিলী কাব্য সঙ্কলন। পরবর্তী কালের সঙ্কলকদের প্রচেষ্টার ফলে পুস্তকখানির কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি টিকিয়া আছে (দেখুন Notizie bio- bibliografiche, 275-80)। দ্বিতীয়টি আল-মুলাহ্'ল-আস্রিয়া, তাঁহার অন্যান্য রচনা সামগ্রিকরূপে হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, যেইগুলির প্রায় সবই অপ্রকাশিত। সেইগুলি আল-মাজমূ' মিন্ শি'রিল-মুতানাব্বী ওয়া গাওয়ামিদিহ (المجموع من شعر المتنبى وغوامضه) (কবি সায়ফুদ দাওলার কতিপয় পংক্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, দ্র. Bibl.) ছন্দ সম্পর্কে পাঁচটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থমালা (দ্র. Notizie bio bibliografiche, 282-4), কিতাবু'ল-আফ'আল, যাহা সর্বপ্রথম E. Griffini-এর গোচরীভূত হইয়াছিল (দ্র. Centenario della nascita di M. Amari, Palermo 1910, i, 431 প.) আমাদের কাছে যাহার একটি সংস্করণ রহিয়াছে (Haydarabad 1354) এবং সর্বশেষ, অপ্রকাশিত আব্নিয়াতু'ল-আস্মা (দ্র. Notizie bio-bibliografiche, 285-92), যাহাতে ভূমিকা (দীবাজা), অধ্যায়সমূহের সূচী ও উপসংহার প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : Brockelmann প্রদত্ত সূত্রসমূহ, I 308 ও S I, 540, ব্যতীত দ্র. : (১) U. Rizzitano, Notizie bio-biblografiche su Ibn al-Qatta il siciliano", in Atti Acc. Naz. dei Lincei, 8th, Series, ix (1954), 260-94; (২) idem, Un-Commento di Ibn al

Qatta il Siciliano" ad alcuni versi di al Mutanabbi, in RSO, xxx (1955), 207-27; (৩) idem, Un compendio dell Antologia di Poeti arabo-siciliani intitolata ad Durrah al Khatirah min Shuara al Gazirah di Ibn al Qatta il siciliano, in Atti Acc, Naz. dei Lincei, Memorie, 8th series, viii (1958), 335-78।

U. Rizzitano (E.I.[2])/ মু. আবদুল মালেক

ইবনুল ক'াত্তা' 'ঈসা ইব্ন সা'ঈদ (ابن القطاع عيسى ابن سعيد)ঃ আল-য়াহ্‌সু'বী একজন আন্দালুসীয় উপমন্ত্রী, জন্ম অখ্যাত পরিবারে, কিন্তু মূলত 'আরব বংশীয়। একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষকের পুত্র হইলেও তিনি নিজেকে সামাজিক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিতে সফল হইয়াছিলেন, এজন্য আল-মানসূ'র (দ্র.)-কে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ তিনিই তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ করিয়াছিলেন, এমনকি যীরী ইব্ন আতিয়ার সুবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য তিনি ৩৮৬/৯৯৭ সনে মরক্কোতে প্রেরিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন (তু. H. R. Idris, Zirides, 81)।

আল্-মানস্'রের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-মালিক আল্-মুজাফফার (দ্র) উযীর হিসাবে তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন, এমনকি তিনি তাঁহার কনিষ্ঠতমা ভগ্নিকে 'ঈসার পুত্রের সহিত বিবাহ দেন (৩৯৬/১০০৫)। অবশ্য তাঁহার উন্নতিতে অনেক শত্রুর উদ্ভব হয়। অপরদিকে তিনি 'আবদু'ল-মালিকের ভ্রাতা 'আবদু'র রাহমান ও তাঁহার মাতা জালফার ক্ষোভানলে পতিত হন, অথচ ইতিপূর্বে তাঁহার প্রতি ইহাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। যে আমীরগণের নিকট তিনি বহুলাংশে ঋণী ছিলেন রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস পাইয়া এবং স্লাভদের (সাকালিবা) (দ্র.) কর্তৃত্বে ঈর্ষাপরায়ণ উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাগণ দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তিনি তাঁহাদের শাসনের অবসান ঘটানোর এবং দ্বিতীয় হিশামের স্থলে তৃতীয় 'আবদু'র-রাহ'মানের প্রপৌত্র হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-জাব্বারকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। যাহা হউক, আল্-মুজাফফার তাঁহার বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র সম্পর্ক বিভিন্ন সূত্রে অবহিত হইয়া সেই হীন ষড়যন্ত্র পণ্ড করিয়া দেন এবং তাঁহার উযীরকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার ফুর্তিবাজ সহচরবৃন্দ কর্তৃক পরিবৃত অবস্থায় তিনি ইবনু'ল ক'াত্তা'কে ডাকিয়া পাঠান এবং নিজ মজলিসেই তাঁহার লোক দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করান। ইব্ন হ'ায়্যান এই অতিশয় বেদনাদায়ক ঘটনার একটা সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। ঘটনাটি ঘটে ১০ রাবীউল আওয়াল, ৩৯৭/৪ ডিসেম্বর, ১০০৬ সনে। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে জানা যায়, তাঁহার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা চলিয়া আসিতেছিল তিনি ইহার তুলনায় অনেক দরিদ্র ছিলেন। হাজিবদের প্রতিশোধ স্পৃহা তাহার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও অধীনস্থ কর্মচারিগণ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'ায়্যান, apud Ibn Bassam, Dhakira, i/I, 103-7 (See also 100-2) ; (২) Ibn Idhari, Bayan, iii, index; (৩) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ii, index; (4) F. Bustani, Dairat al-Maarif, iii, 459-60.

Ch. Pellat (E.I.[2])/মু. আবদুল মালেক

ইবনুল-ক'াত্তান (ابن القطان)ঃ মধ্যযুগীয় মুসলিম পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের নিকট সুপরিচিত নাম, যাহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত একজন ব্যক্তির নাম বলিয়াই মনে করা হইত। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহা দুইজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম ছিল যাহারা খুব সম্ভব পিতা ও পুত্র ছিলেন। তবে ইহা একটি অনুমানমাত্র। এই বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলা যায় না বিধায় এই ব্যক্তিদ্বয়কে জ্যেষ্ঠ্য-কনিষ্ঠরূপে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে হয়।

(১) ইবনুল-ক'াত্তান, জেষ্ঠ্য ঃ এই ব্যক্তিটি ফাস (ফেস)-এর 'আলিম ও ফাকী'হ, জনৈক আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-মালিক ইব্ন য়াহ্'য়া আল-কুতামী আল-ফাসী হিসাবে সনাক্তযোগ্য। আমরা জানি যে, তাঁহার ইনতিকালের তারিখ ১ রাবীউল-আওয়াল, ৬২৮/৭ জানুয়ারী, ১২৩১। যেহেতু তাঁহার সকল জীবনীকার একমত যে, তিনি ৬২৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে "কিতাবু নাজমি'ল জুমান" (নিম্নে দেখুন) গ্রন্থের রচয়িতা হওয়া (যেমনটি Levi- Provencal ও তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ মনে করেন) প্রায় অসম্ভব। কারণ এই গ্রন্থটির রচয়িতা আল-মুওয়াহ'হি'দ খলীফা আল-মুরতাদা (রাজত্বকাল ৬৪৬-৬৫/১২৪৮-৬৬)-র অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন। এই ইবনু'ল-কাত্তানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। অতএব অনুমিত হয় যে, তিনি কিংবা তাঁহার পিতা ও পরিবার আন্দালুসিয়া হইতে ফাসে হিজরত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে আল-মুওয়াহ্‌হি'দগণের অধীনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি গুরুত্ব লাভ করেন। বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মাররাকুশের "তালাবার প্রধান ছিলেন এবং তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর চাকুরীতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন (তালাবা আল-মুওয়াহহিদগণের বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রেণী, ইহাদের জন্য, বিশেষ করিয়া ইব্‌নু'ল-ক'াত্তানের জন্য দেখুন Hopkins, Medieval Muslim government in Barbary, ১০৪ প. ও ১০৮ পর্যায়ক্রমে)। খলীফা আবু য়াকু'ব য়ূসুফ আল-মুস্‌তানসিরের মৃত্যুর পর ইব্‌নু'ল-কাত্তান (জ্যেষ্ঠ) আল মুওয়াহ'হি'দগণের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের শিকার হন। আট মাসের শাসনের পর খলীফা 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ (আল-আদিল)-এর নিকট পরাজয় বরণ করিলে উক্ত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে। ৬২১/১২২৪ সনে মাররাকুশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও তিনি পুনরায় তথায় প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু আর কখনও তিনি সেইখানে নিরাপদে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে কিংবা নিশ্চিন্তভাবে শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি সিজিলমাসার কাদী ছিলেন। সিজিলমাসা নগরটি তখন খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল। এই ইব্‌নু'ল-ক'াত্তানের প্রতি আরোপিত রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) আবদুল-হাক্ক' আল-ইশ্‌বীলীর কিতাবু'ল আহ'কাম (ইব্‌নু'ল-ক'াত্তান, কনিষ্ঠের কিতাবুল-আহ'কাম বলিয়া যাহাকে ভুল করা হয়)-এর একটি ভাষ্য; (২) মাক'ালা ফি'ল-আওযান; (৩) আন-নাজার ফী আহ'কামিন নাজার।

(২) ইব্‌নু'ল-ক'াত্তান (কনিষ্ঠ) ওরফে আবু 'আলী (ও/অথবা আবু মুহ'াম্মাদ) আল-হ'াসান (অথবা আল-হু'সায়ন) ইব্ন 'আলী ইব্‌নিল-ক'াত্তান,

ঐতিহাসিক, আইনবিদ (ফাকীহ) ও মুহাদ্দিছ। ইব্নু'ল-কাত্তান, জ্যেষ্ঠের তুলনায় এই ইব্নু'ল-কাত্তান আশ্চর্যজনকভাবে জীবনী গ্রন্থসমূহে উপেক্ষিত হইয়াছেন; এইগুলিতে তিনি কোন স্থান পান নাই। "ইব্ন 'আলী ইব্নি'ল-কাত্তান" নামে বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা যথার্থই তাহাকে পূর্ববর্তী ইব্নু'ল-কাত্তানের একজন পুত্র হিসাবে ধরিতে পারি। তাঁহার জন্মের ও ইনতিকালের তারিখসমূহ অজ্ঞাত। আমরা বড়জোর এতটুকু বলিতে পারি যে, তিনি আল-মুরতাদার (উপরে দেখুন) রাজত্বকালে উন্নতি ও তাঁহার আনুকূল্য লাভ করেন এবং ইব্ন ইযারীর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি এই শাসকের জন্য "কিতাবু নাজমি'ল-জুমান ওয়া ওয়াহিদিল বায়ান ফীমা সালাফা মিন আখবারিয-যামান" (শিরোনামটির অন্যান্য রূপও রহিয়াছে) শীর্ষক একটি ইতিহাস এবং আরও কিছু সংখ্যক গ্রন্থ, যেমন "কিতাবু শিফাইল-গালাল ফী আখবারি'ল আম্বিয়া ওয়ার-রুসুল", "কিতাবু'ল-আহ্কাম লিবায়ানি আয়াতিহ আলায়হিস-সালাম" (হাদীছ সম্পর্কে), "কিতাবু'ল মুনাজাত" ও কিতাবু'ল-মাসমূ'আত" রচনা করেন। এই সমস্ত রচনার মধ্যে "নাজ্‌ম"-এর একটি অংশ শুধু টিকিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই অংশটি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে মাগরিবী লেখকগণ, বিশেষত ইব্ন ইযারী কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই শুধু রচনাটি সম্পর্কে জানা যায়। সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে বিশেষভাবে যতটুকু বুঝা যায় তাহাতে মনে হয়, সম্পূর্ণ নাজমটি ছিল 'আরবদের বিজয় হইতে শুরু করিয়া লেখকের সময় পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের ইতিহাসের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভূগোলের উপর লিখিত একটি বিশাল বিশ্বকোষবিশেষ। টিকিয়া থাকা অংশটিতে ৫০০-৩৩/১১০৬-৭ হইতে ১১৩৮-৯ সময়কালের আলোচনায় একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রাসাদ ঘটনাপঞ্জী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আসল সরকারী দলীল-পত্রের উপস্থাপন ও মিসরের ফাতিমীদের সম্পর্কে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না-এমন তথ্যাদি উপস্থাপনের কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত ইতোমধ্যে বিস্মৃত রচনাবলীর লেখকরে উদ্ধৃতি দানেরও জন্য ইহা বিশেষভাবে মূলবান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. F.P Hopkins, Medieval Muslim Government in Barbary, London 1958, পৃ. স্থা; (২) মাহ্মূদ 'আলী মাক্কী, জুয মিন কিতাবি নাজমি'ল-জুমান (Muhammad V. University Publications), রাবাত, তা. বি., অনু. ১৯৬৬ খৃ., প্রায় সকল বরাত মাক্কীর এই সংস্করণের ভূমিকায় দ্র.)। আবুল-হাসানের জন্য দেখুন; (৩) I. Abbas, Contributions to the Material on the History of the Almohads, as portrayed by a new biography of Abu al Hasan Ibn al-Kattan (628/1230), in Akten des VII, Kongresses fur Arabistik und Inslamwissen schaft, Gottingen 1976-15-38.

J. D. Latham (E. I.[2] Suppl.)/আবু মুহাম্মদ আসাদ

ইব্নুল কাত্তান (ابن القطان) ঃ আবু'ল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইব্ন আবী 'আবদিল্লাহ আল-ফাদ্ল ইব্ন 'আবদি'ল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনি'ল হুসায়ন ইব্ন 'আলী আল-বাগ্দাদী, বাগদাদের হাদীছবিদ, চক্ষু চিকিৎসক ও বিশেষত কবি, জ. ৪৭৮/১০৮৬, মৃ. ২৮ রামাদান, ৫৫৮/৩০ আগস্ট ১১৬৩। অধুনালুপ্ত কিছু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও সমালোচকগণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকিলেও ইব্নু'ল-কাত্তান প্রধানত তাঁহার শক্তিশালী ব্যঙ্গ রচনা, Golziher-এর মতে (Muh. St. ii, 60) যাহা খলীফা বা অন্য কাহাকেও রেহাই দেয় নাই। তাঁহার মুজূন (مجون) রসজ্ঞান ও হায়সা বায়সা (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার আচরণের জন্যই সমধিক পরিচিত। তিনি বাহাউদ্দীন যুহায়র (দ্র.) কর্তৃক প্রায়শ ব্যবহৃত কায়দায় অন্ত্যচরণটি বাদ দিয়া দুবায়ত [দ্র. রুবাঈ]-এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফিলুন/মুতাফাইলুন/ ফাউলুন [ফাইলুন] ছন্দটির প্রথম ব্যবহারকারিগণের অন্যতম ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, মুনতাজাম, ১০খ, ২০৭; (২) ইব্নুল আছীর, ১১খ, ১৯৬; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ৩খ, ১১৬-২১; (৪) য়াফিঈ, মিরআত, ৩খ., ৩১৫; (৫) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ., ২৭৪, ২৮৫-৮; (৬) ইব্ন শাকির, ফাওয়াত, ২খ, ২৯৩-৫; (৭) ইব্ন হাজার লিসানু'ল মীযান, ৬খ, ১৮৯; (৮) ফ. আল-বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৬২-৩; (৯) আজ. জ. আত-তাহির, আশ-শি'রু'ল-আরাবী ফি'ল আসরিস-সালজুকী, বাগদাদ ১৯৬১ খৃ., নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E.I.[2])/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্নুল-কাদী (ابن القاضى) ঃ শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্ন আবি'ল-আফিয়া আল্-মিক্নাসী, মরক্কোর জনৈক বহুল গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার প্রণীত জীবনচরিতসমূহ উচ্চ প্রশংসিত। জ. ৯৬০/১৫৫৩ সালে বিরাট যানাতা (দ্র.) গোত্রের এক বিখ্যাত পরিবারে ফাস নগরে। তাঁহার পিতা তাঁহার লেখাপড়ার তদারক করিতেন এবং মাগরিববাসী সর্বোত্তম শিক্ষকবৃন্দের, বিশেষত শায়খ আবু'ল-মাহাসিন যূসুফ আল্-ফাসীর নিকট তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, এমনকি পরবর্তী কালে তিনি পাটীগণিত ও উত্তরাধিকার বণ্টন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেন। বিদ্যার্জন সমাপ্তির ঐকান্তিক আগ্রহে ইব্নু'ল-কাদী হজ্জ সমাপনের সুযোগে মুসলিম প্রাচ্যের বিখ্যাত 'উলামার নিকট দুই বৎসর যাবত অধ্যয়ন করেন। ৯৮৬/১৫৭৮ সালে তাঁহার প্রত্যাবর্তন সা'দী সুলতান আহ্মাদ আল-মানসূর [দ্র.]-এর সিংহাসন আরোহণের সময়ে যুগপৎ সংঘটিত হয় এবং সুলতানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ৯৯৪/১৫৮৬ সালে তিনি সমুদ্র পথে প্রাচ্যদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করেন এবং পথিমধ্যে খৃষ্টান জলদস্যুদের হাতে বন্দী হন। অতঃপর প্রায় সন্দেহাতীতভাবে স্পেনে ১১ মাসব্যাপী বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার পর তাঁহার মনিব ২০,০০০ আউন্স স্বর্ণের (?) বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইব্নু'ল-কাদী তাহার সমগ্র রচনা তাঁহার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকের প্রতি উৎসর্গ করেন এবং দৃশ্যত কোন সরকারী দায়িত্ব ব্যতীতই রাজানুগামিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে থাকেন। অনির্ধারিত কোন তারিখে তিনি সালে (Sale)-এর কাদী নিযুক্ত হন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে উহা প্রত্যাহৃত হয়। অবশেষে তিনি নিজ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনীকারগণ লিপিবদ্ধ করেন যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি সাহীহুল-বুখারী [দ্র.]-র ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং নাফহুত তীব-এর প্রখ্যাত গ্রন্থকার আল-মাক্কারী [দ্র.]-র শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। মাক্কারী ৬ শাবান, ১০২৫/১৯ আগস্ট, ১৬১৬ (অথবা সম্ভবত উক্ত বৎসরই কয়েক মাস পূর্বে) ফাস-এ তাঁহার মাযার যিয়ারত করেন।

ইব্নু'ল-কাদীর যেই রচনাবলীর শিরোনাম রক্ষিত আছে উহাদের সংখ্যা চৌদ্দ। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক দুইটি জীবন-চরিত

সংকলন ঃ (১) দুররাতু'ল-হিজাল ফী আস-মাইর-রিজাল (درة الحجال فى اسماء الرجال), প্রখ্যাত মুসলিম মনীষিগণের জীবন-চরিতসহ মরক্কোর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের চরিতাভিধান এবং ইব্ন খাল্লিকান [দ্র.] রচিত ওফায়াতু'ল আ'য়ান-এর সম্পূরণার্থে রচিত। রচনাটি Durrat al hijal, Repertoire biographiue d ahmad Ibn al Qadi শিরোনামে I.S. Allouche কর্তৃক দুই খণ্ডে সম্পাদিত হইয়াছে, Rabat ১৩৪৪-৬; (২) জাযওয়াতু'ল-ইকতিবাস ফীমান হাল্লা মিনা'ল-আ'লাম মাদীনাতি ফাস (جذرة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس) শিরোনামদৃষ্টে বুঝা যায়, উহা ফাস-এ বসবাসকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও মনীষিগণের চরিতাভিধান। অধিকন্তু ইহা উক্ত শহরের স্থান বিবরণের একটি অত্যন্ত কার্যকর নির্দেশিকাও বটে। ১৩০৯/১৮৯২ সালে ফাস-এ গ্রন্থখানা লিথুগ্রাফে মুদ্রিত হয়। সুখপাঠ্য এই গ্রন্থখানা মারীনী ও সা'দী রাজবংশদ্বয়ের অধীনে মরক্কোতে সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সাধারণ চিত্র প্রদান করে।

তাঁহার অপ্রকাশিত সাকুল্যে ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-মুন্তাকা'ল-মাকসূ'র আলা মাআছিরি'ল খিলাফাতি'ল-মানসূর (المنتقى المقصور على مآثر الخلافة المنصور), অন্য একটি রূপঃ আলা মাহাসিনিল খালীফাতি আবি'ল 'আব্বাস আল-মানসূর (على محاسن الخليفة ابى العباس المنصور); মহান সুলতানের স্তুতিবাদমূলক এই রচনা তাঁহার জীবনের ইতিহাস নহে, বরং একটি সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কাব্য সংগ্রহ বটে। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ, বিশেষত আল-ইফরানী [দ্র.] ও আন্-নাসিরী [দ্র.] ইহার বহুল ব্যবহার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহের অতিরিক্তঃ (১) E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২খৃ. (অত্যাবশ্যক); (২) ইব্ন যায়দান, ইত্হাফু আলামিন নাস..., ১খ, Rabat ১৯২৯ খৃ., ৩২৬-৮; (৩) 'আব্বাস ইব্ন ইব্রাহীম, আল-ই'লাম বিমান হাল্লা মাররাকুশ, ফাস ১৯৩৬ খৃ., ২খ, ৯৩-৬; (৪) 'আবদু'স-সালাম ইব্ন সুদা, দালীল মুআররিখি'ল মাগ'রিবি'ল্-আকসা, Tetuan 1950 খৃ. (বিশেষত নং ৬১, ৬২, ৪৬৬, ৪৯০, ৮৪০, ১৩৬২, ১৩৬৩); (৫) I.S. Allouche ও A. Regragui, Catalogue des manuscrits arabes de Rabat, Rabat 1958 খৃ.।

G. Deverdun (E.I.²)/মুহাম্মদ আবদুর বাসেত

ইব্নুল-কায়সারানী (ابن القيسرانى) ঃ নিসবা ফিলিস্তীনের কায়সারিয়া নির্দেশক (দ্র. সাম'আনী, কিতাবুল আনসাব, প্রবন্ধ আল-কায়সারী)। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এই নামে পরিচিতঃ

(১) আবু'ল-ফাদ্'ল মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ'মাদ আল-মাক'দিসী আশ-শায়বানী, একজন 'উলূমুল-হ'াদীছ' বিশেষজ্ঞ। ৬ শাওয়াল, ৪৪৮/১৭ ডিসেম্বর, ১০৫৮ সালে তিনি জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬৮/১০৭৫ সাল হইতে শুরু করিয়া বাগদাদে অধ্যয়ন করেন এবং হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্বের প্রাচ্য অংশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। একজন অক্লান্ত ভ্রমণকারী হইয়া তিনি হ'াদীছ অন্বেষণের জন্য তাঁহার সকল ভ্রমণ পদব্রজে সম্পন্ন করেন এবং যাহা তাঁহাকে প্রদান করা হইত তাহাই কেবল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হইতে বিরত থাকিতেন। এই কারণে তিনি প্রায়শ বহু কষ্ট ভোগ করিতেন; তিনি হাদীছ সংগ্রহের একজন দক্ষ নকলনবীশ হিসাবেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। পরিশেষে তিনি হামাযানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সেইখানে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশে জেরুসালেম অভিমুখে রওনা হন এবং সেইখান হইতে মক্কা মুকাররামায় গমন করেন। ইহা ছিল তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ। হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পথে ২৮ রাবীউল-আওয়াল, ৫০৭/১৩ ডিসেম্বর, ১১১৩ সালে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ও তাহার ব্যক্তিগত চারিত্রিক দৃঢ়তা সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করিলে সমালোচকগণ বিভিন্নভাবে তাঁহার বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার বিচার করেন। আল-আন্সারী, আল-হারাবী (দ্র.) একজন বিশ্বস্ত তরুণ হিসাবে তাঁহাকে উল্লেখ করেন। ইব্ন মান্দা যিনি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন তিনি ও অন্যরা তাঁহার প্রশংসা করেন। তবে অন্যান্য সমালোচক, যেমন আবু'ল-ফাদ্'ল মুহাম্মাদ ইব্ন নাসির আস্-সালামী (মৃ. ৫৫০/১১৫৫, তু. ইব্ন রাজাব, আয-যায়ল আলা তাবাকাতি'ল-হানাবিলা, কায়রো ১৩৭২/১৯৫২, ১খ, ২২৫-৯, নং ১১৩; আয্-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল হুফফাজ, ৪খ, হায়দরাবাদ ১৩৩৪ হি., ৮১-৫, ১৬শ ত'াবাক'াত; Brockelmann, SI, 200, no. 7. সংশোধন করিতে হইবে) তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা অস্বীকার করেন অথবা অন্ততপক্ষে এই সম্পর্কে সন্দেহ করেন। এইরূপ ধারণা অংশত তাঁহার লালিত কতিপয় মতের কারণে হইয়া থাকিতে পারে। কোন কারণ ব্যতিরেকেই তিনি জাহিরী মাযহাব অবলম্বন করেন। ইহা কেবল সাধারণ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার প্রবণতার একটি যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন হইয়া থাকিবে (ভ্রমাত্মকভাবে তাঁহাকে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীও বলা হইয়া থাকে)। ইহাও একই প্রবণতার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। তিনি চরমপন্থী সূফীবাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সূফী জযবা সৃষ্টি করিবার মাধ্যম হিসাবে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত (দ্র. সামা')-কে বৈধ মনে করেন।

তিনি স্বীয় পুত্র আবূ যুর'আ তাহির ইব্ন মুহ'াম্মাদ (জ. ৪৮১/১০৮৮, মৃ. ৫৬৬/১১৭০)-কে বিশেষভাবে হাদীছের উচ্চ ইসনাদসমূহ অর্জন করিতে নিয়োজিত করেন। তিনি যদিও হাদীছশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন না, তথাপি হামাযান হইতে বাগদাদে আগমন করিয়া এই সকল হাদীছ বর্ণনা করিতেন। আবু'ল-ফাদ্ল আল-কায়সারানী প্রধানত হাদীছ বর্ণনার পদ্ধতিগত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু সারগর্ভ রচনাসহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। Brockemann (নিম্নে দ্রষ্টব্য) পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাঁহার রচনাসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিম্নবর্ণিত রচনাসমূহ মুদ্রিত হইয়াছেঃ (১) কিতাবু'ল-আনসাবি'ল মুত্তাফিকা ফি'ল-খাত্তিল মুতামাছিলা ফি'ন-নাক্ত ওয়াদ-দাব্ত, আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-ইসফাহানী (মৃ. ৫৮১/১১০৫)-র একটি সম্পূরকসহ editio princeps by p. de Jong, Homonyma inter nomina relativa, Leiden ১৮৬৫; (২) কিতাবু'ল জাম' বায়না রিজালি'স সাহীহায়ন (একটি দীর্ঘতম শিরোনামসহ), হায়দর'াবাদ ১৩২৩ হি.; (৩) তাযকিরাতু'ল-মাওদু 'আত, কায়রো ১৩২৩, S. I, ১৩২৭ হি.; (৪) শুরূতু'ল-আইম্মাতিস- সিত্তা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ যাহিদ আল-কাওছারী, কায়রো ১৩৫৭ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত', ৪খ, ৬০১ প. (দ্র. আল-মাক্দিস); (২) ইব্ন খাল্লিকান, নির্ঘণ্ট; (৩) আয-যাহাবী, হুফফাজ; ৪খ, ৩৭-৪১, তাবাকা, ১৫;

(৪) আল-মাক্রীযী, কিতাবু'ল মুকাফফা, de jong- এর ভূমিকাসহ মুদ্রিত এবং কিতাবুল জাম' (অধিকাংশ সবিস্তারে, জীবন চরিত দ্বারা আবুল ফাদল- এর কবিতা হইতে উদ্ধৃতিসমূহ সমেত)-এর সংকরণের শেষভাগে; (৫) ইব্ন হ'াজার আল-আসকালানী, লিসানুল-মীযান দ্র.; (৬) ইব্নু'ল 'ইমাদ, শায'ারাত, ৪খ, ১৮; (৭) সারকীস, মু'জামুল মাতবূ'আত, ১খ, ২২১ প.; (৮) Brockelmann, ১খ, ৪৩৬, ৬০৩।

(২) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন নাস'র ইব্ন সাগীর ইব্ন দাগির ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন খালিদ শারাফুদ্দীন, (ابو عبد الله محمد بن نصر بن صغير بن داغر شرف الدين) নূরুদ্দীন যাঙ্গীর আমলে সিরিয়ার প্রখ্যাত কবি ও ইব্ন মুনীর আত-তারাবুলুসী আর-রাফফা-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। ৪৭৮/১০৮৫ সালে তিনি আক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুকালের জন্য বাগদাদের যান্ত্রিক ঘড়িসমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অতঃপর আলেপ্পোতে বসবাস করিতে শুরু করেন। আমীর মুজীরুদ্দীন (Zambaur, 30) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি ৫৪৮/১১৫৪ সালে বাগদাদে পৌঁছিবার ১০ দিন পর ইনতিকাল করেন। তাঁহার অধীত বিষয়সমূহের মধ্যে হাদীছও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ইব্ন আসাকির (দ্র.)-এর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং আস-সাম'আনী (দ্র.) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন (কিতাবু'ল আন্সাব, দ্র. আল-কায়সারী)। জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যামিতি ও পাটীগণিতেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। তাঁহার কবিতার অধিকাংশই ছিল শাসনকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের স্তুতিবাদ। ইব্ন খাল্লিকান আলেপ্পোতে তাঁহার দীওয়ান-এর স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন এবং তাঁহার কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। য়াকূত আরও ব্যাপক উদ্ধৃতিসমূহ প্রদান করেন। আবূ শামা (দ্র.) তাঁহার রচিত "কিতাবুর- রাওদাতায়ন" গ্রন্থে তাঁহার কতিপয় কাসীদা উদ্ধৃত করেন। তাঁহার দীওয়ান-এর কেবল একটি পাণ্ডুলিপি (অসম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত) টিকিয়া আছে বলিয়া মনে হয় (কায়রো, ৩খ, ১১১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, নির্ঘণ্ট; (২) য়াকূত, ইরশাদ, ৭খ, ১১২-২১; (৩) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৪খ, ১৫০; (৪) Brockelmann, S.I, ৪৫৫; (৫) দামাই, ১/৬৪৯-৫০।

J. Schacht (E.I.²)/মোহাম্মদ আব্দুল বাসেত

ইব্নুল-কালবী (দ্র. আল-কালবী)

ইবনুল-কালানিসী (ابن القلانسى) ঃ ইব্ন আসাদ আত-তামীমী (আনু. ৪৬৫-৫৫৫/১০৭৩-১১৬০), দামিশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য। ইনি কিছু কালের জন্য ঐ শহরের রাঈস ছিলেন এবং সর্বোপরি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৫৫৫/১১৬০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ব্যাপী উহার ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

সাধারণভাবে যায়ল তারীখ দিমাশক (ذيل تاريخ دمشق) নামে পরিচিত ইব্নু'ল কালানিসী রচিত ইতিহাসখানি দুই খণ্ডসম্বলিত; প্রতিটি খণ্ডের সীমা কতকটা অস্পষ্ট। প্রথম খণ্ডটির প্রথম কিছু পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে। ইহা লেখকের যৌবনকাল পর্যন্ত ইতিহাস সম্বলিত এবং প্রাথমিক সিরীয়-মিসরীয় মুহাফিজখানা ও ছোটখাটো সময়পঞ্জীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ইহা হিলাল আস-সাবির বাগদাদের হারান ইতিহাস লইয়া মোটেই রচিত নহে (অথবা অন্ততপক্ষে যতটা ভাবা হইয়া থাকে তদপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে উহার উপর নির্ভরশীল)। অবশিষ্ট অংশের জন্য ইব্নু'ল কালানিসী মুহাফিজখানা হইতে সংগৃহীত তথ্য ছাড়াও তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার সমসাময়িকদের প্রত্যক্ষ করা ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থটি সাহিত্য স্বরূপ রচনার দাবিদার নয়, বরং দামিশ্ক ও ইহার চতুর্দিকে অবস্থিত মধ্য সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কিত লেখকের একটি ব্যক্তিগত বর্ণনা রহিয়াছে। এই বর্ণনা অবশ্য পক্ষপাতমুক্ত নহে; কিন্তু ইহা 'আরবীয় ইতিহাস শাস্ত্রের মূল অংশের তুলনায় অসাধারণভাবে জীবন্ত। ইহা অত্যন্ত উচ্চ মানের রচনা এবং ইব্নু'ল-আছীর, সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী ও আবূ শামা এবং পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণের এ বিষয়ে জ্ঞানের এক উৎস। তাঁহারা এই রচনার উপর নির্ভর করিয়াই খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যকার ধর্মযুদ্ধের প্রথম অর্ধশতাব্দী কালের মধ্য সিরিয়ার ইতিহাস জানিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শতাব্দীর শুরুতে ইহা আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং আরও পরবর্তী কালে অনূদিত হওয়ার ফলে ধর্মযুদ্ধ ও ল্যাটিন-প্রাচ্যের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় ইহা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যায়ল, ইহার একমাত্র পাণ্ডুলিপি হইতে Amedroz কর্তৃক ১৯০৮ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়; (২) ১৯৩২ খৃ. The Damascus Chronicle of the Crusades H.A.R. Gibb কর্তৃক ৪৯০-৫৫৫ পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাসের একটি ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে (উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু বাদ দেওয়া হয়); (৩) ১৯৫২ খৃস্টাব্দে Damas de 1075 a 1154 নামে ফরাসী ভাষায় উক্ত সময়কালের ইতিহাসের একটি আংশিক অনুবাদ হয়। প্রথমোক্ত অনুবাদটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুখবন্ধ রহিয়াছে। ইতিহাসটি প্রথম অংশের জন্য Arabic & Islamic Studies in honour of Hamiltion A. R. Gibb, লাইডেন ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ১৫৬-৫৭, Cl. Cahen-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Cl. Cahen-(E.I.²)/পারসা বেগম

ইব্নুল-কাসিম (ابن القاسم) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ্ 'আবদু'র রাহ'মান ইব্নু'ল-কাসিম ইব্ন খালিদ ইব্ন জুনাদা আল-উতাকী, মালিক ইব্ন আনাস (র) [দ্র.]-এর সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত শাগরিদ এবং মালিক-এর মতামতসমূহের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রচারক বলিয়া বিবেচিত। তিনি ছিলেন উতাকা (عتقاء) বংশধরদের আশ্রিত (মাওলা) এবং উতাকা ছিল একদল বন্দী ডাকাত, যাহাদেরকে মুহ'াম্মাদ (স') মুক্তি দান করেন। জ. রামলা-এ ১২৮/৭৪৬ সালে অথবা সম্ভবত ১৩২/৭৪৯ সালে এবং মৃ. ১৯১/৮০৬ সালে কায়রোতে। বর্ণিত আছে, তিনি তাঁহার শিক্ষক মালিক (র)-এর নিকট বিশ বৎসর যাবত অধ্যয়ন করেন এবং মালিকী মাযহাবকে মিসর এবং তথা হইতে উত্তর আফ্রিকা ও আল-মাগ'রিব পর্যন্ত প্রচার করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। মালিকী মাযহাবের একটি প্রধান রচনা মুদাওয়ানা (مدونة) প্রথমে আসাদ ইব্নু'ল ফুরাত (দ্র.)-এর এবং পরে সাহ্নুন (দ্র.)-এর প্রশ্নাবলীর যে সকল জওয়াব ইব্নু'ল-কাসিম দিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে المدونة রচিত। শেষোক্ত (সাহ্নুন)-এর রচনাটি সঙ্গতভাবে আল-মুদাওয়ানা ওয়া'ল-মুখতালিতা নামে পরিচিত। কারণ গ্রন্থকার ইনতিকালের পূর্বে উহার সংশোধন এবং সম্পাদনা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। গ্রন্থটি জনগণের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে এবং সাধারণ্যে মুদাওয়ানা নামে পরিচিত হয়। অন্যপক্ষে আসাদ ইব্ন ফুরাতের রচনাটি কেবল কতিপয় খণ্ডাংশে আসাদিয়্যা নামে টিকিয়া আছে। পরবর্তী পণ্ডিতগণ প্রায়ই সাহ্নুন-এর মুদাওওয়ানাটির ব্যাখ্যা করেন।

ইব্নু'ল-কা'সিম তাঁহার শিক্ষক মালিক (র) রচিত মুওয়াত্তা' ا-এর একটি পাঠ (version)-এর গ্রন্থকারও বটে এবং এই পাঠের যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত। তিনি মুওয়াত্তা'-য় অন্তর্ভুক্ত হাদীছ ব্যতীত অন্য হাদীছ' বেশী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, শিরো.; (২) ইব্ন নাজী, মা'আলিমু'ল-ঈমান, ২খ, ২প. (আসাদ ইব্নু'ল-ফুরাতের জীবন-চরিত); (৩) ইব্ন ফারহূন, দীবাজ, দ্র. শিরো.; (৪) ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৭খ, নং ৫০০; (৫) মাখ্লূফ, শাজারাতু'ন-নূর, নং ২৪; (৬) M. B. Vincent, Etudes sur la loi musulmanel, প্যারিস ১৮৪২ খৃ., ৩৮ প.; (৭) Brockelmann, ১খ., ১৮৬ ও ১ম সং. ১৮৯৮ খৃ., ১খ, ১৭৬ প., S I, ২৯৯; (৮) W. Heffening, in Museon, ১খ., ৮৬-৯৭, (মুদাওওয়ানার একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত এবং কায়রোতে ১৩২৩ হি., ১৫ খণ্ডে ও কায়রো ১৩২৫ হি., ৪খণ্ডে, এই দুইটি মুদ্রিত সংস্করণের মূল পাঠের তুলনা; (৯) J. Schacht, in Etudes d'Orientalisme.. Levi-Provencal, ১৯৬২ খৃ., ১খ, ২৭৩-২৮১ প.।

J. Schacht (E.I.[2])/মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইব্নুল-কিত্ত (ابن القط) নামে অভিহিত উমায়্যা বংশীয় যুবরাজ আহ্'মাদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন ১ম হিশাম ২৮৮/৯০১ সালে জামোরা (Zamora) আক্রমণের জন্য বিখ্যাত।

আমীর ১ম মুহ'াম্মাদের রাজত্বের শেষভাগে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী 'আবদুল্লাহ্-এর সমগ্র রাজত্বকালে কর্ডোভাতে উমায়্যা আমীরাতের ঐক্য ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে 'আরব ও বারবার' সামন্তদের রাজদ্রোহিতা ও অবিরাম বিদ্রোহ লিওন (Leon)-এর ৩য় আল্ফনসোকে কায়েম্ব্রা (Coimbra), য়্যাস্টরগা (Astorga), লিওন ও আমায়া (Amaya) ঘাঁটিসমূহ হইতে অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করিতেছিল। ২৮০/৮৯৩ সালে তিনি জামোরা (Zamora)-র দুর্গ পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁহার সৈন্যদল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে 'বারবার'দের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়।

ইহা ব্যতীত আরাগন (Aragon)-এর বানূ কাসী, এক্সট্রেমাডুরা (Extremadura)-র ইব্ন মারওয়ান এবং সর্বোপরি রোনডা (Ronda)-র নিকটবর্তী পার্বত্য এলাকায় ইব্ন হাফ্সূন (দ্র.) সকলেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে লিওন সীমান্তের দিকে, যেইখানে বারবারগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিত, সেইখানে আধ্যাত্মিক ও উগ্র ধর্মীয় উদ্দীপনাপূর্ণ একটি দলের ক্রমাগত সমাগম হইতেছিল। তখন প্রাচ্য হইতে মু'তাযিলা মতবাদের আমদানী হইতেছিল এবং দার্শনিক ইব্ন মাসার্রা (দ্র.) কর্ডোভার Siera-তে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছিলেন।

আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে ইত্যাকার গোলযোগের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল অনেক দুঃসাহসী ভাগ্যন্বেষী অতি গোঁড়া ও ভণ্ড ব্যক্তিগণ, যাহারা নিজদেরকে সমসাময়িক প্রশাসনের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল; তাহারা উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকার অধিবাসী বারবারদের উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন লাভ করিতেছিল।

এই সমস্ত ব্যক্তির একজন, যিনি ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে সমসাময়িক সামাজিক চালচলন ও নৈতিকতার নিন্দাবাদ প্রচার করিতে উদ্যত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যখন উত্তর আফ্রিকাতে ফাতিমী শী'আ 'দা'ওয়া'-র প্রভাবে ইসমা'ঈলী মতবাদ বিস্তার লাভ করিতেছিল, তিনি ছিলেন আন্দালুসী প্রচারক আবূ 'আলী আস-সার্রাজ, যিনি জিহাদ প্রচারের ছলে মুসলিম তাপসের ছদ্মবেশে অতি চাতুর্যের সহিত দেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিলেন।

তিনি গৃহে বোনা মোটা কাপড়ের পোশাক ও রশির তৈরী স্যাণ্ডেল পরিধান করিয়া গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করত সারা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। "২৮৫/৮৯৮ সালে পরিকল্পিত আরাগণের বানূ কাসী ও 'উমার ইব্ন হাফ্সূন-এর মধ্যে মৈত্রীবন্ধনকে সফল করিবার উদ্দেশে তিনি এই ছদ্মবেশে অতি তৎপরতার সহিত কার্য করিতেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিন বৎসর পর উমায়্যা বংশীয় যুবরাজ জ্যোতিষবিদ্যাভক্ত আহমাদ ইব্ন মু'আবিয়া, যিনি সিংহাসন লাভের উচ্চাভিলাষ গোপন করিতেন না, তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্ররোচিত করিতে সক্ষম হন।

ইব্ন সার্রাজ নিজকে সংস্কারক মাহ্দী হিসাবে জাহির করেন। তাঁহাদের দুইজন Los pedroches [ফাহ্সু'ল-বাল্লূত] জেলায় এবং Almaden-এর Sierra-তে (জাবালু'ল-বারানিস) পরিক্রম করেন। তথায় জামোরা-র বারবারগণ তাঁহাদেরকে প্রবল উদ্দীপনার সহিত সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহারা বারবারগণকে জামেরা-র বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার প্রলুব্ধ করেন।

ইব্নু'ল-কিত্ত-এর ঐন্দ্রজালিক কৌশল দর্শনে তাঁহার সমর্থকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ('আরব সূত্রানুযায়ী ষাট হাযারেরও বেশী) এই ধর্মান্ধ দলের সম্মুখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, জামোরার সপ্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং তিনি দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। যখন দূরদর্শী আস্-সার্রাজ তাঁহার সৈন্য-সামন্তকে সরাইয়া লইতেছিলেন তখন ইব্নু'ল-কিত্ত আল্ফন্সো-কে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান যদি তিনি তাঁহার লোকজনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে না চাহেন। আল্ফন্সো ঘৃণাব্যঞ্জক ক্রোধে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানপূর্বক দুয়েরো (Duero) নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। 'আরব তথ্যানুযায়ী ইব্নু'ল-কিত্তের জয়সূচক একটি খণ্ডযুদ্ধের পর জামোরা অবরোধ করা হইল। কিন্তু বারবার নেতা নাফ্যা মোহমুক্ত হইয়া তাঁহার সৈন্য-সামন্তসহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ফলে আরও লোক দল ত্যাগ করে।

কতিপয় অমীমাংসিত খণ্ডযুদ্ধের পরে ইব্নু'ল-কিত্ত প্রায় সকল অনুসারী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দিশাহারা অবস্থায় উন্মত্তভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং ২০ রাজাব, ২৮৮/১০ জুলাই, ৯০১ সালে নিহত হন। বহুদিন পর্যন্ত জামোরার একটি ফটকের শীর্ষে তাঁহার মস্তক ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

৩য়/৯ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে নিম্নাঞ্চলীয় ও কেন্দ্রীয় Marches-এর ইতিহাসে এই হর্ষ-বিষাদমিশ্রিত অভিযানটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার অধিক কিছু ছিল না। ইহার একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল, ঐ বৎসরই ৩য় আল্ফন্সোর পুত্র, ভাবী ৩য় অরডোনা (Ordono) একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ভিসিও (Viseo) হইতে যাত্রা করিয়া ট্যাগাস নদী অতিক্রম করেন। তৎপর গুয়াডিয়ানা (Guadiana) অতিক্রম করিয়া সেভিল প্রদেশে পৌঁছেন এবং তথায় একটি গ্রাম লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 382-5; (২) Dozy, Hist. Mus. Esp.[2], ii, 132-4; (৩) ইব্নু'ল-আব্বার, হুল্লা, পৃ. ৯১-২; (৪) Sampiro, re-ed. Huici, in cron. lat. de la Reconquista, i, 269; (৫) Cirot, Chron. leonaise, ii, 33; (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ১খ, ৩৬৩ (description of Zamora reproduced by Makkari, Analectes, i, 223)।

A. Huici Miranda (E.I.[2])/মোহাম্মদ মোমতাজ হোসেন

ইব্নুল-কিফ্তী (ابن القفطى) ঃ জামালু'দ-দীন আবু'ল- হ'াসান 'আলী ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহি'দ আশ- শায়বানী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী 'আরব লেখক, উত্তর মিসরের কিফ্‌ত- এ ৫৬৮/১১৭২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ৫৮৩/১১৮৭ সনে জেরুসালেমে গমন করেন। তাঁহার পিতা সেইখানে গাযী সালাহু'দ-দীনের বিখ্যাত প্রধান বিচারপতি ও উপদেষ্টা কাদিয়ু'ল-ফাদিল-এর সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন ছাত্র হিসাবে সেইখানে অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েক বৎসর তাঁহার পরবর্তী কালের রচনাসমূহের উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সালাহু'দ-দীনের মৃত্যুর পরে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলার কারণে ৫৯৮/১২০১ সনে তিনি আলেপ্পোতে গমন করিতে বাধ্য হন। সেইখানে তাঁহার পিতার জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে ও উৎসাহে তিনি পুনরায় তাঁহার পণ্ডিতসুলভ কাজ-কর্মসমূহ চালাইয়া যাইতে সক্ষম হন। শেষে আলেপ্পোর আতাবেগ আল-মালিকু'জ-জাহির তাঁহাকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদির দীওয়ান-এর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দায়িত্বটি গ্রহণ করিলেও ইহার সূত্রেই তিনি 'আল-কাদি'ল-আকরাম' এই সম্মানজনক উপাধিটি লাভ করেন। 'আল-জাহিরের মৃত্যুর (৬১৩/১২১৬) পর তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পর আজ-জাহিরের উত্তরাধিকারী তাঁহাকে একই পদে নিযুক্ত করেন এবং তখন হইতে ৬২৮/১২৩০ সন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে তিনি এই পদে বহাল থাকেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইব্নু'ল-কিফ্তী জ্ঞান চর্চার সম্প্রসারণের উদ্দেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থানকে কাজে লাগাইয়াছিলেন। কারণ এই বৎসরগুলিতেই তিনি মোঙ্গলদের নিকট হইতে পলাইয়া আসা য়াকূ'তকে আলোপ্পোতে আশ্রয় দান করেন এবং তাঁহার বিশাল ভৌগোলিক অভিধান সংকলনে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন। নিজের অনুরোধে ৬২৮/১২৩০ সনে তাঁহাকে কর্ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে ইব্নু'ল-কিফ্তী ৬৩৩/১২৩৬ সালে আল-মালিক আল-'আযীয কর্তৃক উযীর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক বৎসর নিজস্ব অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকিতে সক্ষম হন। ৬৪৬/১২৪৮ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ইব্নু'ল-কিফ্তীর যে ২৬টি গ্রন্থের নাম জানা যায় উহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি টিকিয়া রহিয়াছেঃ (১) কিতাবু ইখবারি'ল-'উলামা' বি-আখবারি'ল-হুকামা', যাহা সাধারণত তা'রীখু'ল-হুকামা' নামে পরিচিত। ইহা আয-যাওযানী রচিত একটি সংক্ষিপ্তসার (৬৪৭/১২৪৯ সনে লিখিত), সম্পা. J. Lippert, Leipzig 1903-এ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে সংকলিত বহু বর্ণনাসহ ৪১৪ জন চিকিৎসক, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদদের জীবনী স্থান পাইয়াছে। গ্রীক উৎসের বর্ণনাসমূহ মূল রচনাটিতে আর টিকিয়া নাই। (২) 'ইন্বাহু'র-রুওয়াত 'আলা আন্বাহি'ন-নুহাত, ১-৩ খণ্ড, সম্পা. মুহ'াম্মাদ আবু'ল-ফাদ্‌ল ইবরাহী'ম, কায়রো ১৩৬৯-৭৪। ইহাতে প্রায় এক হাযার জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনী রহিয়াছে। তাঁহার মরণোত্তর গ্রন্থ 'আখবারু'ল-মুহাম্মাদীন মিনা'শ-শু'আরা'-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র Ms. Paris arab. 3335-এ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশিষ্ট নামগুলি প্রধানত ঐতিহাসিক রচনা বিষয়ক স'লাহু'দ-দীনের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত কায়রোর ইতিহাস, সালজূকগণের, মিরদাসীগণের, বুওয়ায়হ্‌গণের, মাহমূদ ইব্ন সাবুকতাকীনের, মাগরিবের ও য়ামানের ইতিহাস। ইব্ন মাকতূম (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮)-এর সংক্ষিপ্তসারে বিধৃত বিশাল তা'রীখু'ল-কিফ্তী স্পষ্টতই উল্লিখিত কায়রোর ইতিহাস হইতে অভিন্ন। অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে একক ব্যক্তি জীবনী (ইব্ন রাশীক, আবূ সা'ঈদ আস-সীরাফী প্রমুখের) পণ্ডিতগণের ইতিহাস (আল-কিন্দীর শায়খগণের), আল-বালাযুরীর 'আনসাব'-এর একটি ক্রোড়পত্র ইত্যাদির নির্দেশক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ১৯১-৩; (২) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', কায়রো, ১৫খ, ১৭৫-২০৪-ইরশাদ, সম্পা. Margoliouth, ৫খ, ৪৭৭-৯৪; (৩) ঐ লেখক, মু'জামু'ল-বুলদান, ৪খ, ১৫২; (৪) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা', সূচীপত্র; (৫) Barhebraeus, তা'রীখ মুখতাসরি'দ-দুওয়াল, সম্পা. সালহানী, পৃ. ৪৭৬; (৬) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ৩৫৮; (৭) ঐ লেখক, হুস্‌নু'ল-মুহ'াদারা, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ২৬৫; (৮) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, ২৩৬; (৯) আদফাবী, আত-তালি'উস-সা'ঈদ, কায়রো ১৩৩৩ হি., পৃ. ৩৫৮; (১০) ইব্ন তাগরীবির্‌দী, নুজূম, কায়রো ১৩৫৫ হি., ৬খ, ৩৬১; (১১) A, Muller, Actes du 8e Congres Internat. des Orientalistes, Section i, Leiden 1890, 15-36; (১২) Brockelmann, I[2], 396 প., S I, 559; (১৩) R. Sellheim, in Oriens, viii (1955), 348-52; (১৪) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, দারু'ল-ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৭০৯।

A Dietrich (E.I.[2])/আবূ মুহাম্মদ আসাদ

ইব্নুল-কিরিয়্যা (ابن الكرية) ঃ আবূ সুলায়মান আয়্যুব ইব্ন যায়দ, যায়দ মানাত বংশীয় (আল-কিরিয়্যা সম্ভবত তাঁহার মাতার বা জনৈকা নানীর নাম ছিল), একজন নিরক্ষর বেদুঈন বলিয়া কথিত। তাঁহার আশ্চর্য বাগ্মিতা কিংবদন্তীতে পরিণত হয় এবং তাহা সাহ্‌বান ওয়াইল (দ্র.)-এর খ্যাতিকেও ম্লান করিয়া দেয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর সফরসঙ্গিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সাহিত্য (আদাব) সম্পর্কিত পুস্তকে যে সকল ছন্দোবদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায়—হইয়া থাকে যে, সেগুলি তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার প্রভু হাজ্জাজ-এর সঙ্গে আলোচনাকালে বা তাঁহার প্রশ্নের জওয়াবস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্ণনা পাওয়া যায়, পরে তিনি ইব্নু'ল-আশ'আছ (দ্র.)-এর দলে যোগদান করেন। সেইখানে তিনি ইবনুল আশ'আছু-এর চিঠিপত্র রচনা করিতেন এবং তাহার বক্তৃতা তৈরি করিতেন, এমনকি আল-গাদবান ইব্নু'ল-কাবা'ছারা-এর নামে সাধারণত প্রচলিত বিখ্যাত উক্তিটি, "Lunch off al-Hadjdjadj before he dines off you" অর্থাৎ আল-হাজ্জাজ-এর সঙ্গে দুপুরের আহারশেষে চলিয়া আইস নতুবা তিনি রাত্রির আহারের পরে তোমাকে বিদায় দিবে", ইব্নু'ল-কিরিয়্যা-র প্রতিও আরোপ করা হয়। ইব্নু'ল-আশ'আছ-এর অন্যান্য সমর্থকের সঙ্গে

তিনিও বন্দী হন এবং জল্লাদ তাঁহার শিরশ্ছেদ করে কিংবা আল-হাজ্জাজ স্বয়ং বল্লমের আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন (৮৪/৭০৩)।

আগানীতে (বৈরূত সং., ২খ, ৬) আল-আসমা'ঈর একটি মন্তব্য পাওয়া যায় যাহা হইতে ইব্নু'ল-কির্রিয়্যার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। "দুইজন ব্যক্তি সব সময়ে মাজ্নূন নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন, বানূ 'আমির বংশের মাজনূন (দ্র. মাজনূন-লায়লা) ও ইব্নু'ল-কির্রিয়্যা, এই উভয় চরিত্রই বর্ণনাকারীদের অভিনব সৃষ্টি।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান, ২খ, ১০৪; (২) ঐ লেখক, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, নির্ঘণ্ট; (৪) বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ২৯০; (৫) তাবারী, ২খ, ১১২৭-৯; (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৫খ, ৩২৩, ৩৮৩, ৩৯৪-৬; (৭) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৮) হুস্রী, যাহ্র, পৃ. ৩০৪, ৪৭৬, ৯০৫; (৯) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্ক, ৩খ, ২১৬-১৯; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, ৮৩; আরও দ্র. (১১) বায়ান, ১১১৫-a।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-কূতিয়্যা (ابن القوطية) ঃ আবূ বাক্র ইব্ন 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুযাহিম, মুসলিম স্পেনের একজন বৈয়াকরণ, বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক। তাঁহার উপাধির অর্থ 'গথিক নারীর পুত্র', কারণ তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ 'ঈসা ইব্ন মুযাহিম ছিলেন খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয-এর মুক্তদাস, তিনি সারা নাম্নী ওলমানদুর কন্যা ও ভিতিযা নামক সর্বশেষ পূর্ব-ভিজিগথ রাজার নাতনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সারা-দের পরিবার সেভিলে বাস করিত। তিনি সকলকে সেখানে রাখিয়া দামিশক গমন করেন এবং সেখানে খলীফা হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিকের নিকটে নিজ চাচা আরদাবাসতে-র বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন যে, তিনি ভাইয়ের অর্থাৎ সারার পিতার মৃত্যুর পরে অন্যায়ভাবে আল-আন্দালুসের পূর্বে অবস্থিত তাঁহার সম্পদাদি হস্তগত করিয়াছেন। 'ঈসা ও সারা অতঃপর আল-আন্দালুসে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ সেভিলে বসবাস করিতে থাকেন। ইব্নু'ল-কূতিয়্যা ছিলেন উমায়্যাগণের একজন মাওলা এবং অপরদিকে আবার ভিজিগথ শাসকগণের সঙ্গে রক্ত সম্পর্কিত একজন অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি। তিনি সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু কর্ডোভাতে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি নিজ শহর সেভিলে এবং অতঃপর আল-আন্দালুসের রাজধানীতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার সুবিখ্যাত শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন হাসান ইব্ন 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়রী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্ন আয়মান, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন লুবাবা ও কাসিম ইব্ন আসবাগ। কর্মজীবনে তিনি কর্ডোভাতে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া কাদী আবু'ল-হায্ম খালাফ ইব্ন 'ঈসা আল-ওয়াশকী ও ঐতিহাসিক ইবনুল-ফারাদী, শেষোক্তজনই ছিলেন তাঁহার প্রধান জীবনীকার। তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু বৈয়াকরণ ও আভিধানিক হিসাবে বরং আরও অধিক সুখ্যাত ছিলেন। এই উভয় বিষয়েই তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ পরবর্তী কয়েক পুরুষ যাবত সুখ্যাতি অর্জন করে। আইন বিষয়ক একজন উপদেষ্টা হিসাবে ও হাদীছবেত্তা হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন এবং সমালোচিত হইলেও ব্যাকরণ ও অভিধান বা শব্দতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধেও লোকে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিত। খ্যাতির সূত্রেই সমসাময়িক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে তাঁহাকে খলীফা ২য় আল-হাকামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহাকে কাদী পদ দান করা হয়, সেই পদে সারা জীবন তিনি অশেষ সম্মান ভোগ করিয়া যান। পরিণত বয়সে তিনি ২৩ রাবী'-১, ৩৬৭/৬ নভেম্বর, ৯৭৭ সনে মঙ্গলবার কর্ডোভাতে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কিতাবু'ল-মাকসূর ওয়া'ল-মামদূদ বিশেষ খ্যাত ছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল গ্রন্থ টিকিয়া আছে সেগুলি হইলঃ (১) কিতাব তাসারীফি'ল-আফ'আল, ইহা I. Guidi কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (Il libro dei verbi di Ibn al-Qutiyya, লাইডেন ১৮৯৪ খৃ.) এবং সম্প্রতি 'আলী ফাওদা কর্তৃক আল-আফ'আল নামে পুনঃসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (২) তা'রীখ ইফতিতাহি'ল (বা ফাতহিল)-আন্দালুস, মুসলমানগণ কর্তৃক আইবেরীয় উপদ্বীপ বিজয় এবং অতঃপর একেবারে আমীর 'আবদুল্লাহ্র শাসনের শেষভাগ পর্যন্ত আমীরাতের ইতিহাস; প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ডু. নং ৭০৬ হইতে Gayangos, Saavedra ও Cordera কর্তৃক প্রস্তুত 'আরবী পাঠ ১৮৬৮ খৃ. মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু J. Ribera কর্তৃক উহা স্পেনীয় অনুবাদ ও একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকাসমেত Historia de la Conquista de Espana de Abenalcotia el cordobes (ইহা Coleccion de obras arabiqos de historia y geografia que publica la Real Academia de la Historia-এর ২য় খণ্ড) নামে মাদ্রিদ হইতে মাত্র ১৯২৬ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) ইতিপূর্বে A. cherbonneau একখানি অসম্পূর্ণ ফরাসী অনুবাদ Histoire de la conquete de l'Espagne par les Musulmans নামে JA-তে প্রকাশ করেন, (183), 458-85 and viii, (1856), 428-527; (৪) O. Houdas এই 'আরবী পাঠের প্রথম খণ্ড ফরাসী অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন, নাম Historia de la conquete de l'Andalousie, প্রকাশিত হয় Recueil de textes...-এ, Ecole des Langues Orientales-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক, i, Paris 1889, 219-80; (৫) E. Fagnan-ও তদীয় Extvaits গ্রন্থে তাঁহার কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ অনুবাদ করেন, পৃ. ১৯৫ প.। তা'রীখ গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক কালে পুনঃসম্পাদিত হইয়া বৈরূত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তা.বি. (১৯৫৭ খৃ.?), সম্পাদনা করিয়াছেন 'আবদুল্লাহ আনীস আত-তাব্বা'।

ইব্ন কূতিয়্যা তাঁহার কালপঞ্জী (Chronicle) ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুখস্থ বলিয়া যান এবং জনৈক ছাত্র তাহা লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে শ্রুতলিপি আকারে কিছু কিছু শ্রেণীবদ্ধ বক্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত রহিয়াছে এবং এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, অন্যান্য ছাত্র দ্বারা কৃত ইহার ভিন্নতর কপি রহিয়াছে। এইরূপ অনুমান করিবার সমর্থন পাওয়া যায় এই ঘটনা হইতে যে, কায়রো হইতে প্রকাশিত তা'রীখ ফাতহি'ল-আন্দালুস-এর সম্পূর্ণ সংস্করণটিতে অনেক পাঠ বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে (দ্র. মুহ. ইব্ন 'আয্যূয, Una edicion parcial poco conocida de la Historia de Ibn al-Qutiyya, in al-Andalus, 1952, xvii, 233-7-)। এই কালপঞ্জী বা ঘটনাপঞ্জীখানি ৫ম/১১শ শতাব্দীর আগে প্রকাশিত হয় নাই। ৩য়/৯ম শতাব্দীর আল-আন্দালুসের ইতিহাসের

তথ্যের জন্য ইহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কেননা ইহাতে এমন সব ইতিহাস, কিংবদন্তী, পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিগত ধারণাসমূহের বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যাহা আর কোন লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না, বিশেষ করিয়া কর্ডোভার দরবারের জীবনধারা বিষয়ে এবং কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য। তবে বিশেষ করিয়া গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে কতকটা বিচ্ছিন্ন, কতকটা যেন অযথার্থ ও একেবারে নিশ্চিত নহে এইরূপ কিছু তথ্যও রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-ফারাদী, তা'রীখ 'উলামা'ই'ল-আন্দালুস, নং ১৩১৬; (২) দাব্বী, বুগ্য়াতু'ল-মুলতামিস, নং ২২৩; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, বূলাক, ২খ, ৩৩৬ (de Slane, iii, 79); (৪) ছা'আলিবী, য়াতীমা, ১খ, ৪১১; (৫) আল-ফাত্হ ইব্ন খাকান, মাতমাহ, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি., পৃ. ৫৮; (৬) সুয়ূতী, বুগ্য়া, পৃ. ৮৪; (৭) Dozy, Hist. de l'Afrique et de l'Espagne, intitulee al-Bayano l-Mogrib, Leiden 1848-51, i, 28-30 (এখনও প্রয়োজনীয়); (৮) Wustenfeld Geschichtschreiber, no. 141; (৯) Pons Boigues, Ensayo, no 45; (১০) Brockelmann, I, 150, S I, 232; (১১) মুহাম্মাদ বেন চেনেব, Et. sur les personnages mentionnes dans l'Idjaza du Cheikh Abd al-Qadir al-Fasi, no. 231; (১২) Sanchez Albornoz, Fuentes de la historia Hispano-Musulmana del siglo VIII (En torno a los origenes del feudalismo), ii, Mendoza 1942, 216-23 and index (critical and fundamental)।

J. Bosch-Vila (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-কুফ্ফ (ابن القف) ঃ আমীনু'দ-দাওলা (আমীনু'দ-দীন) আবু'ল-ফারাজ য়া'কূব ইব্ন ইসহা'ক, চিকিৎসক ও শৈল্যবিদ 'আল-মালিকী আল-মাসীহী (মেলকাইট খৃষ্টান) আল-কারাকী নামে সুবিদিত।

তিনি ৬৩০/১২৩৩ সালে কারাক [দ্র.]-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুওয়াফ্ফাকু'দ্-দীন য়া'কূব ছিলেন আয়্যূবী দরবারের একজন সুপণ্ডিত মুন্শী। 'আরাবী ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, লিপিশিল্পবিদ্যা, কাব্য ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ইব্ন 'আবী উসায়বি'আ তাঁহার 'উয়ূনু'ল-আনবা' গ্রন্থে (কায়রো ১৮৮২ খৃ., ২খ., ২৭৩-৪) ইব্নু'ল-কুফ্ফ-এর সংক্ষিপ্ত হইলেও একমাত্র সম্পূর্ণ ও সমকালীন জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার পিতা সম্ভবত ৬৪৩/১২৪৫ সালে কার্যোপলক্ষে বদলি হওয়ায় তাঁহাদের পরিবার আল-কারাক হইতে সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সারখাদ-এ গমন করে। সেইখানে ইব্ন আবী উসায়বি'আর সঙ্গে তাঁহার পিতার পরিচয় ঘটে এবং উভয়ের সম্পর্ক ক্রমে আজীবন সখ্যে পরিণত হয়। ইব্ন আবী উসায়বি'আ বন্ধুপুত্রের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বন্ধুর অনুরোধে আবু'ল-ফারাজকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিতে সানন্দে সম্মত হন। তাঁহার শিক্ষকতায় আবু'ল-ফারাজ প্রথমেই ভেষজ চিকিৎসার মৌলিক পাঠক্রম ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অধিগত করেন। অতঃপর তিনি ভেষজ চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করেন। উক্ত শতকের মধ্যভাগে তাঁহার পিতা নূতন চাকুরীর সন্ধানে দামিশ্ক গমন করিলে আবু'ল-ফারাজ পরিবারের সঙ্গে তথায় স্থানান্তরিত হন এবং সিরীয় রাজধানীতে তাঁহার অধ্যয়ন চালাইয়া যান। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও তিনি দর্শন, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক ইতিহাস, অধিবিদ্যা ও গণিতও অধ্যয়ন করেন। বলা বাহুল্য, তিনি উক্ত নগরীর হাসপাতালসমূহে চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। আয়্যূবী সুলতান আন-নাসি'র সালাহু'দ-দীন য়ূসুফের শাসনামলে (৬৪৮-৫৮/১২৫০-৬০) ইব্নু'ল-কুফ্ফ সর্বপ্রথম আজলূন [দ্র.]-এ সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক ও শৈল্যবিদ হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং এই নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল তিনি সেইখানেই অতিবাহিত করেন।

ইব্নু'ল-কুফ্ফ-এর খ্যাতি সম্ভবত বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তিনি সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকের অনুরোধে তিনি তাঁহার বিখ্যাত শৈল্য-চিকিৎসা গ্রন্থ 'উমদাতু'ল-ইসলাহ ফী 'আমাল সিনা'আতি'ল-জাররাহ্', সং. হায়দরাবাদ ১৩৫৬/১৯৩৭-সহ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার অন্য রচনাসমূহ অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারেই রহিয়াছে, যেইগুলির মধ্যে তাঁহার ভেষজ চিকিৎসা বিষয়ক 'আশ-শাফী ফি'ত্-তিব্ব'-ও রহিয়াছে। ইব্ন সীনার চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-কানূন' সম্পর্কে তাঁহার টীকাভাষ্য 'শারহু'ল-কানূন', হিপোক্রেটিজের (Hippocrates) 'এফরিজম্স্' (Aphorisms) সম্পর্কে টীকাভাষ্য 'আল-উসূল ফী শারহি'ল-ফুসূল' পৃথক মূল্যায়নের দাবি রাখে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা 'জামি'উ'ল-গারদ ফী হিফ্জি'স্-সিহ্হা ওয়া'দ-দিফা'ই'ল-মারূদ, সম্পর্কেও বিশেষ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তিনি ৬৮৫/১২৮৬ সালে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে দামিশ্কে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী-উসায়বি'আর 'উয়ূনু'ল-আন্বা' ছাড়াও 'হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, সং. ইস্তাম্বুল, ৬খ, ৫৪৫; (২) Leclerc, Histoire, ii, ২০৩-৪; (৩) Brockelmann, GAL, I, 649, S I, ৮৯৯; (৪) E. Wiedemann, Beschreibung von Schlangen bei Ibn Kaff, in SPMSE, xlviii-xlix (১৯১৬-১৭ খৃ.), ৬১-৪; (৫) G. Sobhy, Ibn l-kuff, an Arabian surgeon of the VII century al-Higra, in Jnal. of the Egyptian Medical Association, xx (১৯৩৭ খৃ.), ৩৪৯-৫৭; (৬) O. Spies, Beitrage zur arabischen Zahnheilkunde, in Sudhoffs Archiv, xlvi (১৯৬২ খৃ.), ১৫৩-৭৭; (৭) G. Kircher, Die einfachen Heilmittel aus dem Handbuch der Chirurgie des Ibn al-Quff, diss., Bonn 1967; (৮) S. Hamarneh, The Physician, therapist and surgeon Ibn al-Quff, কায়রো ১৯৭৪ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, Catalogue of Arabic manuscripts on medicine and pharmacy at the British Library, কায়রো ১৯৭৫ খৃ., ১৮৯-৯৩।

S. K. Hamarneh (E.I.[2] Suppl.)/হোসনে আরা রহমান

ইব্নুল-খাতীব (ابن الخطيب) ঃ গ্রানাডার মন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ আস্-সাল্মানী, লিসানু'দ্-দীন ও যু'ল-ওয়াযারাতায়ন উপাধিতে আখ্যায়িত হইয়াছেন। আবার মৃত্যুর পর তাঁহার নামের সহিত কিছু অতিরিক্ত উপাধিও সংযোজিত হইয়াছে। সম্ভবত ধর্মীয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তাঁহাকে লিসানু'দ্-দীন বা ধর্মের মুখপাত্র উপাধিতে সম্মানিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ

করিবার জন্য তাঁহাকে যু'ল-ওয়াযারাতায়ন বা অসি ও মসি— দুই মন্ত্রিত্বের অধিকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। য়ামান-এর মুরাদ গোত্রের সালমান শাখার একজন সদস্য হিসাবে তাঁহাকে 'আরব বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরূপে সনাক্ত করা হয়। তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষ প্রথমত সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং পরে ২য়/৮ম শতাব্দীতে আইবেরীয় উপদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন, অতঃপর কর্ডোভায় বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁহার পরিবার পর্যায়ক্রমে টলেডো, লোজা (Loja) ও গ্রানাডায় বসবাসের জন্য গমন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই পরিবার বানূ ওয়াযীর বা মন্ত্রীর বংশ হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু সা'ঈদ ইব্ন 'আলী আল-খাতীব আস্-সাল্মানীর নামানুসারে উহা বানু'ল-খাতীব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

লিসানু'দ্-দীন ইব্নু'ল-খাতীব গ্রানাডা হইতে ৫০ কিলোমিটার দূরে লোজা-য় ২৫ রাজাব, ৭১৩/১৫ নভেম্বর, ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রানাডায় শিক্ষা লাভ করেন। কারণ তাঁহার পিতা বানু নাস্'র-এর সুলতান আবু'ল-ওয়ালীদ ইসমা'ঈল-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া গ্রানাডায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ইব্নু'ল-খাতীব তথায় বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। এইসব শিক্ষকের নাম তাঁহার জীবনীকারগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল শিক্ষকের দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষাদানের গুণে এবং তাঁহার জ্ঞান অর্জনের জন্য তীব্র আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সক্ষম হন। এই পরিপক্ব জ্ঞানের ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি ষাটটির অধিক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আন্দালুসে (স্পেন) না হইলেও অন্ততপক্ষে গ্রানাডায় তিনি একজন গ্রন্থকার, কবি ও রাজনীতিবিদ হিসাবে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ৭ জুমাদা'ল-উলা, ৭৪১/৩০ অক্টোবর, ১৩৪০ সালে তাঁহার পিতা সালদো বা তারিফা-র যুদ্ধে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চাকুরীর অন্বেষণে বাহির হন। এই সময় তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য তাঁহাকে মন্ত্রী আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্নু'ল-জায়্যাব-এর প্রশাসনিক ও প্রায়োগিক নির্দেশনায় সুলতান আবু'ল-হাজ্জাজ য়ূসুফ ইব্ন ইসমা'ঈল-এর সচিবের পদে নিয়োগ লাভে সহায়তা করে। মধ্যশাওয়াল ৭৪৯/মধ্যজানুয়ারী ১৩৪৯ সালে মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রী আবু'ল-হাসানের মৃত্যু হইলে ইব্নু'ল-খাতীব ওয়াযীর উপাধিতে ভূষিত হইয়া কাতিবু'ল-ইনশা' বা রাজকীয় নিবন্ধকের দফতরের প্রধান হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ৫ম মুহ'াম্মাদ আল-গানী বিল্লাহ্‌র রাজত্বকাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। সুলত'ান তাঁহার পদমর্যাদা বর্ধিত করেন এবং এই সময়েই তিনি যু'ল-ওয়াযারাতায়ন উপাধি গ্রহণ করেন। ৭৬০/১৩৫৮-৫৯ সনে ৫ম মুহ'াম্মাদের সিংহাসনচ্যুতির ফলে কয়েক বৎসরের জন্য ইব্নু'ল-খাতীবের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। ইব্নু'ল-খাতীবের পৃষ্ঠপোষক হাজিব (রাজকীয় গৃহাধ্যক্ষ) রিদ্ওয়ান উল্লিখিত শাসকের পতনের পূর্বে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে তিনি তাঁহাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু রিদওয়ান গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার পর লিসানু'দ্-দীন ইব্নু'ল-খাতীবকে কারারুদ্ধ করা হয়। তঁহার বন্ধু ও মারীনী সুলতান আবূ সালিম-এর সচিব ইব্ন মারযূকের মধ্যস্থতায় তিনি কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং পদচ্যুত নৃপতির সহিত মরক্কোয় নির্বাসিত জীবন যাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি মারীনী শাসিত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া সালে (Sale) নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। এইখানে তিনি ১৩৬২ খৃ. পর্যন্ত নির্জন জীবন যাপন করেন। এই স্থানে অবস্থানের সময় তিনি বেশ কিছু ভূসম্পত্তি অর্জন করেন এবং কতিপয় গ্রন্থ লেখার কাজ সমাপ্ত করেন [দ্র. এ. এম. আল-'আব্বাদী, মু'আল্লাফাত লিসানি'দ-দীন ইব্নি'ল-খাতীব ফি'ল-মাগ'রিব, Hesperis-এ, ৪৬খ. (১৯৫৯ খৃ.), ২৪৭-২৫৩]। জুমাদা'ল-আখিরা ৭৬৩/মার্চ-এপ্রিল ১৩৬২ সালে ৫ম মুহ'াম্মাদ যখন পুনরায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন ইব্নু'ল-খাতীব গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মন্ত্রিত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন এবং দরবারের প্রধান অমাত্য হিসাবে বিবেচিত হন। কিছু দিনের মধ্যে পুনরায় তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ১৩৭১ খৃ. শত্রুদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে তিনি গ্রানাডা রাজ্যের পশ্চিম অংশে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া সিউটায় উপনীত হন এবং পরে তিলিমসানে পৌছেন। সুলতান আবূ ফারিস 'আবদু'ল-'আযীয তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুদের, বিশেষ করিয়া গ্রানাডার কাযী আন-নাবাহী ও মন্ত্রী আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাম্রাকের প্ররোচনায় তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁহাকে বিচারের উদ্দেশে গ্রানাডায় ফেরত পাঠাইবার জন্য সিউটার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সুলতান 'আবদু'ল-'আযীয ও তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৩য় মুহাম্মাদ আস-সা'ঈদ তাঁহাকে গ্রানাডায় ফেরত পাঠাইতে অস্বীকার করেন। মুহ'াম্মাদের পদচ্যুতির পর আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন আবী সালিম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় তাঁহাকে গ্রানাডায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাঁহাকে বিচারের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। সুলায়মান ইব্ন দাঊদ মারীনী রাজদরবারে একজন প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে সুলায়মান ইব্নু'ল-খাতীবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইব্ন যামরাকের আদালতে তাঁহার বিচার চলিতেছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয় মনে করিয়া সুলায়মান বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বিচারাধীন এই পণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যার জন্য কয়েকজন ঘাতক নিযুক্ত করেন। এই ঘাতকরা ৭৭৬ হিজরীর শেষের দিকে মে-জুন ১৩৭৫ সালে কারাগারে প্রবেশ করিয়া ইব্নু'ল-খাতীবকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে।

৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর অধিকাংশ কালের জন্য ইব্নু'ল-খাতীব গ্রানাডার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞানের এক অনুপম উৎস হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ইতিহাস, কবিতা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য, সূফীতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজকীয় নিবন্ধকের দফতরের দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁহার লিখিত পত্রাদি ভাব ও ভাষার সাবলীলতায় ও লালিত্যে, একজন প্রখ্যাত লেখকের মতে 'সাহিত্যের বিস্ময়' হিসাবে গণ্য হইতে পারে। উহার একটি নমুনা রায়হানাতু'ল-কুত্তাব ওয়া নু'জাতু'ল-মুনতাব গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে, যাহা হইতে M. Gaspar y Remiro কিছু অংশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার বিভিন্ন মূল পাঠ তাঁহার Correspondencia diplomatica entre Granada y Fez (siglo XIV), Extrnctos de la Raihana Alcuttab"...(Mss. de la Bibl. del Escorial), শিরোনামের প্রবন্ধে অনুবাদ করিয়াছেন, গ্রনাডা ১৯১৬ খৃ.। মারীনী সুলত'ানগণের দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন, মরক্কোয় নির্বাসিত জীবন যাপন ও

গ্রানাডার বিভিন্ন দুর্গ পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁহার লিখিত বিভিন্ন রিহ্লা, রিসালা ও মাকামা যথাযোগ্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে (কিছু উদাহরণের জন্য দ্র. এ. এম. আল-'আব্বাসী, মুশাহাদাত লিসানি'দ-দীন ইব্নি'ল-খাতীব ফী বিলাদি'ল-মাগরিব ওয়া'ল-আন্দালুস (মাজমূ'আঃ মিন রাসা'ইলিহী), আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৮ খৃ. তিনি পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন ঃ (১) খাতরাতু'ত-তায়ফ ফী রিহ্লাতি'শ-শিতা' ওয়াস-সায়ফ; (২) Muller রচিত গ্রন্থ Beitrage, ১খ, পৃ. ১-১৩ হইতে মূল পাঠ গ্রহণ করিয়া E. Garcia Gomez কর্তৃক, EI prawgon centre Malagn y snle. শিরোনামে অনূদিত, al-Andalus সাময়িকীতে প্রকাশিত (২খ, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৮৩-৯৬)। গ্রন্থের 'আরবী অনুবাদ, মুফাখারাত মালাকা ওয়া সালা ও (৩) মি'য়ারু'ল-ইখ্তিবার ফী যিক্‌রি'ল-মা'আহিদ ওয়া'দ-দিয়ার, যাহা প্রথমে Simonent কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Descripcion del reino de Granada bajo dominacion de los naseritas (মাদ্রিদ ১৮৬১ খৃ.) শিরোনামের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরে Muller কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া তাঁহার Beitrage, ১খ, ৪৫-১০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশেষে 'আব্বাদী কিতাব নুফাদাতু'ল-জিরাব ফী 'উলালাতি'ল-ইগতিরাব [পাণ্ডু. এস্কোরিয়াল ১৭৫৫] হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া লিসানু'দ-দীন ইব্নু'ল-খাতীবের মাগরিব পরিভ্রমণ সংক্রান্ত রিহ্লার সর্বপ্রথম একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটির প্রারম্ভে ভূমিকা ও শেষাংশে টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হইয়াছে যাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

ইব্নু'ল-খাতীব চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার আল-মা'লূমা এবং রিসালা ফী তাকবীনি'ল (তাকাওউনঃ)-জানীন-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে [তু. Renaud, Hesperis-এ, ১৯খ. (১৯৪২-৫ খৃ.), ৯৭ প., ৩৩খ, (১৯৪৬ খৃ.) ২১৩ প.]। জায়শু'ত-তাওশীহ নামক তাঁহার একটি কাব্য সংকলন গ্রন্থ (তু. Stern, two anthologies of muwassah poetry ঃ Ibn al-Hatib's...,Arabica-তে, ২খ., (১৯৫৫ খৃ., ১৫১-৬৯)-ও রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার স্বরচিত কবিতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, যেইগুলির উল্লেখ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইব্নু'ল-খাতীবের রচনাবলী সম্পর্কে Mme. Arie-এর সন্দর্ভকে অসমাপ্তির জন্য গণ্য না করিয়া গ্রানাডার এই মহান ব্যক্তিত্বের রাজনীতি ও সাহিত্যের বাস্তব চিত্র ও তাঁহার রচনাবলীর পূর্ণ তালিকার জন্য মাক্ক'ারী রচিত নাফ্হু'ত-তীব-এর শেষ অধ্যায়সমূহে বর্ণিত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইবে (আরও দ্র. ইব্ন খালদুন, Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ৩৩৪-৪৭, নং ২৯৪; এবং Brockelmann, ২খ., ২৬০-৬৩ এবং পরি. ২খ., ৩৭২)।

ইব্নু'ল-খাতীব সূফীতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রের উপরও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তবে একজন ঐতিহাসিক হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সূফীতত্ত্বের উপর তাঁহার রাওদাতু'ত-তা'রীফ বি'ল-হুব্বি'শ-শারীফ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে (পাণ্ডু. দামিশ্ক জাহিরিয়া, তাসাওউফ, ৮৫)। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও গ্রন্থ আছে (দ্র. 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আল-ফালসাফা ওয়া'ল-আখ্লাক 'ইনদা ইব্নি'ল-খাতীব, Tetuan ১৯৫৩ খৃ., এবং শেষে মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আত-তিত্তাওয়ানী, ইব্নু'ল-খাতীব মিন খিলাল কুতুবিহ, যেইগুলির কোন সুসংবদ্ধ সমালোচনা হয় নাই)। ইব্নু'ল-খাতীব ইতিহাসের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস বিষয়ক তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে তিনটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ (১) আল-ইহাতা ফী তা'রীখ (ভিন্ন বর্ণনায় আখ্বার গারনাতা) গ্রন্থটি গ্রানাডার ইতিহাস সম্বন্ধে এক মূল্যবান সম্পদ। ইহা প্রধানত দুইটি অংশে বিভক্ত। উহার একটি অংশে শহরের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং অপর অংশে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী সুসমঞ্জসভাবে পেশ করা হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে এমন আমীর ও অমাত্য আছেন, যাঁহারা গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সমস্ত জীবন সেইখানে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং এমন ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা অন্য স্থান হইতে গ্রানাডা পরিদর্শনে আসিয়াছেন। এইসব বর্ণনার সহিত অনেক চিত্তাকর্ষক ও অনন্য ঐতিহাসিক টীকা সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটির একটি সমালোচনামূলক পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হয় নাই; বরং ইহার কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ সংস্করণ দুই খণ্ডে ১৩১৯/১৯০১-২ সনে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৫ খৃ. উহার একটি খণ্ড 'আবদুল্লাহ 'ইনান কর্তৃক সম্পাদিত। এই সংস্করণ ও ইহাতাঃ-র প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য সম্পাদকের ভূমিকা ছাড়া দ্র. MIDEO, ৩খ, ১৯৫৬ খৃ.,৩২৪-৮। (২) আল-লামহাতু'ল-বাদরিয়্যা ফি'দ-দাওলাতি'ন-নাসরিয়্যা। Casiri এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং ইহাতা-র অংশবিশেষ লাতিন অনুবাদসহ তাঁহার Bibliotheca-তে (২খ, ৭১ প., ১৭৭-২৪৬, ২৪৬-৩১৯) প্রকাশ করিয়াছেন। লামহাঃ-র একটি গ্রহণযোগ্য সংস্করণ ১৩৪৭/১৯২৮-৯ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছে; I. S. Allouche উহা হইতে কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার La vie economique et social a Grenade au XIVe siecle শিরোনাম প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হিসাবে mel. d'hist. et darcheol: Hommage a G. Marcais (আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ৭-১২)-এ প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্নু'ল-খাতীবের এই গ্রন্থটিতে প্রায় ৬২৮-৭৬৫/১২৩০-১৩৬৩ সাল পর্যন্ত নাস্‌রী শাসকগণের জীবনীসহ গ্রানাডার সভ্যতার একটি মনোরম বিবরণ উপস্থাপিত হইয়াছে। (৩) আ'মালু'ল-আ'লাম ফীমান বুয়ি'আ কাবলা'ল-ইহতিলাম মিন মুলূকি'ল-ইসলাম যাহা ৭৭৪-৭৬/১৩৭২-৭৪ সনে লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার সর্বশেষ রচনাগুলির অন্যতম [আংশিক সম্পা. এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাবের সম্পাদনায় Centenario M. Amari-তে (১৯১০ খৃ., ২খ, ৪২৭-৪৮২; অনু. R. Castrillo, El Africa del Norte en el "Amal al-Alam" de Ibn al-Jatib, মাদ্রিদ ১৯৫৯ খৃ.] ও E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane extraite du "Kitab A'mal al-A'lam", রাবাত ১৯৩৪ খৃ., বৈরূত ১৯৫৬ খৃ.; আংশিক সম্পা. এ. এম. আল-'আব্বাদী ও এম. আই. আল-কাত্তানী, আল-মাগরিবু'ল-'আরাবী ফি'ল-আসারিল-ওয়াসীত, ক্যাসাব্লাঙ্কা ১৯৬৪ খৃ.)। ইহা ইসলামের ইতিহাসের একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ। উহার প্রথম অংশে প্রাচ্যের, দ্বিতীয় অংশে মুসলিম স্পেনের ও তৃতীয় অংশে উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলীর ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল নিবন্ধে প্রদত্ত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র.ঃ (১) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, ৭খ, ৩২২-৩৩৬, ৩৪১; (২) ইব্ন হাজার,

আদ্-দুরারু'ল- কামিনা, ৩খ, ৪৬৯-৪৭৪; (৩) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, আল-মানহালু'স-সাফী, ৩খ, ১৮৭; (৪) আল-মাক্ক'ারী, নাফহু'ত-তীব, নির্ঘণ্টের সহযোগিতায়; (৫) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ২৪৪-২৪৭; (৬) M. M. Antuna, El Poligrafo granadino Abenaljatib en la Real Biblioteca del Escorial, এস্কোরিয়াল ১৯২৬; (৭) Cl. Sanchez Albornoz, Fuentes de la historia hispanomusulmana del siglo VIII, ২খ, En torno a los origenes del feudalismo, Mendoza ১৯৪২ খৃ., নির্ঘণ্ট, শিরো. Aben Alijatib (কিছু সংশোধন প্রয়োজন); (৮) E. Garcia Gomez, Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, মাদ্রিদ ১৯৪৩ খৃ.; (৯) আহ্'মাদ মুখতার আল-'আব্বাদী, Los moviles economicos en la vida de Ibn al-Jatib, al-Andalus-এ, ২০খ. (১৯৫৫ খৃ.), ২১৪-২১; (১০) দা. মা. ই., ১খ, ৫০১-৩।

J. Bosch-Vila (E.I.[2])/এ. কে. এম ইয়াকুব আলী

ইব্নুল-খায়্যাত (ابن الخياط) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আর-রাবা'ঈ। ফাতিমী খলীফাগণ ৩৩৭/৯৪৮ সনে সিসিলী দ্বীপের (দ্র. সিকিল্লিয়া) শাসনভার কাল্‌বী আমীরগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। এই আমীরগণের দরবারে এই 'আরব কবি অর্ধ শতাব্দী কাল অতিবাহিত করেন।

পালেরমো নগরীতে ইব্‌নু'ল-খায়্যাতের জীবনকালের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। বস্তুতপক্ষে বানূ কাল্‌ম (৪৩১/১০৪০ পর্যন্ত)-এর শেষ প্রতিনিধিগণের দরবারে তাঁহার কবি হিসাবে সকল কর্মতৎপরতার সকল চিহ্নই লুপ্ত হইয়া যাইত, যদি আবু'ত-তাহির ইসমা'ঈল ইব্‌ন আহ্‌মাদ আত্-তুজীবী আল-বার্‌কী "ইখ্‌তিয়ারু'ল-খালিদিয়্যায়ন মিন্ শি'র বাশ্‌শার" (সম্পা. মুহা. বাদ্‌রু'দ-দীন আল-'আলাবী, কায়রো ১৯৩৪ খৃ.) গ্রন্থের পর্যালোচনায় কবির কিছু কবিতার অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত না করিতেন। শেষোক্ত জন ইব্‌নু'ল খায়্যাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; তবে কখন ও কোথায় এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় সেই সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নহি।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তাঁহার কবিতার প্রায় দুই শত চরণের ভিত্তিতে ইব্‌নু'ল-খায়্যাতকে একজন প্রকৃত কালবী স্তুতিকার হিসাবে পরিগণিত করা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তিনি ইহাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত পুনঃপুনঃ চক্রান্ত ও রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রাম অবলোকন করেন। কা'ইদ ইব্‌নু'ছ-ছুমনার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে কালবী রাজতন্ত্রের তরান্বিত পতন পর্যন্ত তিনি সেখানে বর্তমান ছিলেন। যদিও তাঁহার কয়েক চরণ বিদ্যমান কবিতার ভিত্তিতে তাঁহার কবি প্রতিভার পর্যালোচনা অত্যন্ত কঠিন, তথাপি এই সকল কবিতার ছন্দে কালবী পরিবারের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছাড়াও যে দেশে তিনি তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ কাল অতিবাহিত করেন তাঁহার প্রাকৃতিক পটভূমিকার কতিপয় দিকের প্রতি তাঁহার সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-খায়্যাতের কবিতার মননশীলতার গভীরে প্রবেশের একমাত্র প্রয়াস—ইহ্‌সান 'আব্বাসের আল-'আরাব ফী সিকিল্লিয়্যা, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ২০৭-২৩ [দ্র. U. Rizzitano, Il contributo del mondo arabo agli studiarabo-siculi, in RSO, ৩৬খ., ১৯৬১ খৃ., ৮৩-৪]; (২) আত্-তুজীবী ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সূত্রে ইব্‌নু'ল-খায়্যাতের কবিতা সংরক্ষিত আছে সে সম্পর্কে আলোচনা U. Rizzitano, Nuove fonti arabe per la storia dei Musulmani di Sicilia, in RSO, ৩২খ., ১৯৫৭ খৃ., [Scritti in onore di G. Furlani], ৫৩৬, n. 2।

U. Rizzitano (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্নুল-খায়্যাত (ابن الخياط) ঃ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মান্‌সূ'র-ইব্‌নু'ল-খায়্যাত নামে পরিচিত। সামারকান্দ-এর মূল বাসিন্দা হইলেও তিনি বসরা ও বাগদাদে বসবাস করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যাকরণবিদ। কথিত আছে, বাগদাদে তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আল-যাজ্জাজ (দ্র.; মৃ. ৩১৬/৯২৮)-এর সহিত তর্কে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-কাসিম আল-যাজ্জাজী ও আবূ 'আলী আল-ফারিসী। শেষোক্ত জন সায়ফু'দ-দাওলার নিকট লিখিত এক প্রত্যুত্তরে ইব্‌নু'ল-খায়্যাতকে কলঙ্কিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেন (দ্র. য়াকূত)। ইহা হইতে আরো জানা যায় যে, এই ব্যাকরণবিদ তাঁহার জীবনের এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বধিরতায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু য়াকূতের বর্ণনামতে ইব্‌নু'ল-খায়্যাত চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী ও একজন সুসহচর ছিলেন। তিনি বসরায় ৩২০/৯৩২-এ ইনতিকাল করেন।

কিতাবু'ল-মা'আনি'ল-কুরআন ব্যতীত ইব্‌নু'ল-খায়্যাত প্রণীত বলিয়া কথিত অন্য সকল গ্রন্থই 'আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কিত, আন্-নাহ্‌বু'ল-কাবীর, আল-মূজায ফি'ন্-নাহবি, আল-মুকনি ফি'ন-নাহবি। ফিহরিস্ত (৭৭ ও ৮১)-এর সময় হইতে এই ব্যাকরণবিদকে 'মিম্মান খালাতা'ল-মাযহাবায়ন' অর্থাৎ যাহারা বসরা ও কূফার ব্যাকরণের দুই পদ্ধতির মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে ইহাকে ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে না। ইহার মূল বক্তব্য এই যে, কতিপয় ক্ষেত্রে বসরার রীতি অনুসরণ করিলেও কতিপয় ক্ষেত্রে তিনি কূফার মতামত ব্যবহার করিয়াছেন। তবে তিনি মিশ্র ব্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। কারণ বাগ'দাদের ব্যাকরণের কোন উদারপন্থী পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann-এ ইব্‌নু'ল-খায়্যাত সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই; (২) কাহ্‌হালা, ৯খ, ২৩-এ প্রদত্ত সকল নির্দেশনা য়াকূত-এর তথ্যের অতিরিক্ত কিছু দান করে না; (৩) মু'জামু'ল-উদাবা', ১৭খ, ১৪১-২; (৪) ইরশাদ, ৬খ, ২৮৩-৪; (৫) আরও দ্রষ্টব্য, যুবায়দী, তাবাকাত, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, পৃ. ৭৫-৬-এ প্রদত্ত ক্ষুদ্র কাহিনী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্নুল-খাশ্শাব (ابن الخشاب) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-খাশ্শাব (পরবর্তী কালে ইব্‌নু'ল-খাশ্শাব নামে পরিচিত) আন-নাহ্‌বী (তাঁহার নামের এই রূপটি প্রদান করেন তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌নু'ল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৮ হি., ১০খ, ২৩৮)। তাঁহার জন্মস্থান জানা যায় না এবং জন্মের যে তারিখ (৪৯২/১০৯৯) পাওয়া যায় তাহাও নিশ্চিত নহে (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান-এর সমালোচনা, ২খ, ২৮৯)। তিনি বাগদাদে জীবন যাপন করেন এবং সেখানেই ৩ রামাদান, ৫৬৭/৩০ এপ্রিল, ১১৭২ তারিখে ইনতিকাল করেন। এই তারিখ সাধারণভাবে গৃহীত।

ইব্নু'ল-খাশ্শাবের চরিত্র জটিল ধরনের। তাঁহার মধ্যে অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা ছিল। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন আল-জাওয়ালীকী ও আবূ সা'আদা ইব্নু'শ-শাজারী, কিন্তু তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা সকল উস্তাদের নিকটই জ্ঞান অর্জনের জন্য গমন করিতেন এবং অবিরাম পড়াশুনা করিতেন। সংক্ষেপে তৎকালীন বাগদাদে যাহা কিছু শিক্ষা করা সম্ভব ছিল, তাহার সকল কিছুই তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইসলামী বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা করেন, এই সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফারা'ইদ (উত্তরাধিকার আইন) ও নাসাব (বংশানুক্রম)। ব্যাকরণ (নাহ্ও) শিক্ষার পরে তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তদুপরি অংক, জ্যামিতি (হানদাসা), যুক্তিবিদ্যা (মান্তিক) এবং য়াকূতের মতে ফালসাফা (দর্শন)-ও অধ্যয়ন করেন।

তিনি একজন শিক্ষক ও সুবক্তা ছিলেন, যিনি সাবলীলভাবে বক্তৃতা করিতেন। অনেক সময়ে রসিকতাও তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সহিত প্রয়োগ করিতেন। তদুপরি তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল খুবই সুন্দর। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আবূ সা'দ আস-সাম'আনী ও 'ইমাদু'দ-দীন আল-ইসবাহানী। শেষোক্ত জন তাঁহার সম্বন্ধে একখানি প্রশংসাগাথা রচনা করেন (খারীদাতু'ল-কাস্র, আল-কিসমু'ল-'ইরাকী, দামিশ্ক ১৩৭৫/১৯৫৫, ১খ, ২৮ ও আল-কিফ্তী, ইন্বাহ, ২খ, ১০২)। কিন্তু এই পরিতুষ্টিজনক শিক্ষাদান কার্য ব্যতীত তাঁহার বিশাল প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা সামান্যই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। চারিটি রাদ্দ (বাতিলকরণ), পাঠ্য বিষয়সমূহ বা গৃহীত শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিক্রিয়া, তিনটি শারহ (ভাষ্য পুস্তক) যাহা তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই এবং অন্যান্য কিছু লেখা। এই সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও কিসের যেন একটা অভাব ছিল। আল-কিফ্তী (পূ. গ্র., পৃ. ১০১) তাঁহার দাজ্জার বা আচ্ছন্ন মনোভাবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি উহা দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। এখানে আমরা একটু ইঙ্গিত পাই যে, তাঁহার স্নায়বিক সুষমতা পুরাপুরি ছিল না। ইহা হইতে তাঁহার পোশাক-আশাক পরিধানের নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং আচরণের অস্বাভাবিকতার কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তদুপরি আবার তিনি লালসাপরায়ণ ছিলেন বলিয়াও অভিযোগ পাওয়া যায়।

রাদ্দ ঃ ইব্ন বাবাশায-এর রাদ্দ, তাঁহার আয-যাজ্জাজী-র (হাজ্জী খালীফা, ২খ, নং ৪১৯৭) কিতাবু'ল-জুমালি'ল-কাবীর-এর ভাষ্যগ্রন্থ। আবূ যাকারিয়্যা আত-তিব্রীযী-র রাদ্দ তৎকৃত ইব্নু'স-সিক্কীত-এর ইসলাহু'ল-মান্তিক-এর তাহ্যীব-এ (ঐ, ১খ, নং ৮২৮)। আবূ সা'আদা ইব্নু'শ-শাজারী-র রাদ্দ, তাঁহার আমালীর শেষ মাজলিস-এ, আল-মুতানাব্বী (ঐ, ১খ, নং ১১৮০)-র কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয়। উল্লিখিতগুলির মধ্যে মাত্র একটি রক্ষিত হইয়াছে, আল-হারীরী-র মাকামাত-এর রাদ্দ। ইহা বিভিন্ন নামে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত (দ্র. Brockelmann, S I, 494) ও আল-ইসতিদরাকাত 'আলা মাকামাতি'ল-হারীরী ওয়া ইনতিসার ইব্ন বার্রী নামে প্রকাশিত (ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি.)। সেই মাকামাত অনুসরণে (কায়রো ১৩২৬ হি.); আরও দ্র. হাজ্জী খালীফা, ১খ, নং ১৩১৯। তৎরচিত আল-হারীরীর দুর্রাতু'ল-গাওওয়াস বিষয়ের টীকাভাষ্যের প্রশ্নে এবং ইব্ন বার্রী প্রদত্ত জওয়াবের জন্য (দ্র. Ch. C. Torrey, Oreient. Studien Th. Noldeke gewidmet, Giessen 1906, i, 212-3)।

শারহসমূহ ঃ ইব্ন জিন্নীর কিতাবু'ল-লুমা' ফি'ন্-নাহ্ও-এর শারহ (ভাষ্য)। উযীর ইব্ন হুবায়রাকৃত মুকাদ্দিমা ফি'ন্-নাহ্ও-এর শারহ। বর্তমানে পাওয়া যায় একটি , উহা হইল 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী-কৃত কিতাবু'ল-জুমাল ফি'ন্-নাহ্ও-এর শারহ; তিনি ইহাকে বলিতেন আল-মুরতাজাল ফী শারহি'ল-জুমাল। ইহার পাণ্ডু. গোথা (২১১) এবং অন্যত্র (Brockelmann, S I, 504) পাওয়া যায়।

হাজ্জী খালীফা (৫খ, নং ১১০১৯) তাঁহার আল-লামি' ফি'ন্-নাহ্ও ও মাওয়ালীদ আহ্লি'ল-বায়ত (৬খ, নং ১৩৩৬০)-এর প্রতিও নির্দেশ করেন সেগুলি বাস্তবিক তাঁহার রচিত বলিয়াই মনে হয়, আর সেগুলি তাঁহার নাসাব জ্ঞানের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরিউক্ত সূত্রসমূহে উল্লেখ নাই সেরূপ দুইটি গ্রন্থও পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও রক্ষিত আছে। পাণ্ডু. কোপ্রুলূ ১৩৯৩/৫ (পাঁচ পত্রক) (MSO, ১৫খ, ১৯১১ খৃ., ১৯৩, নং ৫৭-তে রহিয়াছে আল-লুমা' ফি'ল-কালাম আলা লাফজাঃ আমীন আল-মুস্তা'মালা

মালা ফি'দ-দু'আ' ওয়া হুকমিহা; ইহা 'আমীন' শব্দটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা। পাণ্ডু. কায়রো, ৩খ, ২৮১-২-এ রক্ষিত আছে। আল-কাসীদা আল-বাদী'আ আল-'আরাবিয়্যা আল-জামি'আ লি-শাতাতি'ল-ফাদা'ইল ওয়া'র-রুমূযি'ল-'ইলমিয়্যা। ইহা তিনি আবু'ল-বারাকাত ইব্নু'ল-আনবারী (তাঁহারই মত আল-জাওয়ালীকীর ছাত্র)-কে উৎসর্গ করেন। ইহা ইসলামী বিজ্ঞানের দশটি বিষয় সম্পর্কিত কাব্যিক রচনা, উল্লিখিত ক্যাটালগে (২৮২) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং Brockelmann কর্তৃক পুনরুল্লিখিত হইয়াছে (S I, 494)। এই ক্যাটালগে এইরূপ বরাতেরও উল্লেখ আছেঃ দ্র. 'আবদুল-কাদির আল-মাগরিবী, আল-বায়্যিনাত ফি'দ্-দীন ওয়া'ল-ইজতিমা' ওয়া'ল-আদাব ওয়া'ত্-তা'রীখ, ১খ, ২০৪-১৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীতঃ (১) Brockelmann, II, 646 and S I, 493-4; (২) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig, 1900, no. 208. 'আরবী সূত্রসমূহঃ একযোগে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেনঃ (৩) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', ১২ খ., ৪৭-৫৮; (৪) ইরশাদ, ৪খ, ২৮৬-৮ ও (৫) কিফতী, ইন্বাহু'র-রুওয়াত, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ৯৯-১০৩। তাঁহার জন্ম তারিখের জন্য দ্র.ঃ (৬) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ২খ, ২৮৮-৯০, নং ৩২৩। অন্যান্য লেখকের রচনায় প্রধানত পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় ঃ (৭) আবূ আহমাদ আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান, হায়দরাবাদ ১৩৩৮ হি., ৩খ, ৩৮১-২; (৮) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ৪খ, ২২০-২; (৯) সুয়ূতী, বুগ্যা, ২৭৬-৭, য়াকূত-এর উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন, উপরে উৎসের উল্লেখ করা হইয়াছে ইত্যাদি। দ্র. কিফতী, ইনবাহ-এর হাওয়ালা, ২খ, ৯৯, টীকা ১।

H. Fleisch (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-খাসীব (ابن الخصيب) ঃ আবূ 'আলী আহমাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্নি'ল-খাসীব আল-আনবারী, কাতিব এবং ৩য়/৯ম শতাব্দীর বিদ্বান ব্যক্তি; নাত্তাহ নামে পরিচিত ছিলেন। আবার তাঁহার পিতামহ ইব্রাহীমের ন্যায় (দ্র. ইব্নু'ল-মু'তায্য, তাবাকাত, ৯২) আল-খাসীবী নামেও খ্যাত ছিলেন। এই শেষোক্ত নাম তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্বপুরুষ এককালে মিসরের গভর্নর আল-খাসীব ইব্ন 'আবদি'ল-হামীদ হইতে। কবি আবূ নুওয়াস স্বীয় কাব্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন (দ্র. E. Wagner, Abu Nuwas, Wiesbaden 1965, 70 ff. and index)।

তাঁহাকে অনেক সময় উযীর আহ্‌মাদ ইব্নু'ল-খাসীব ও তাঁহার পৌত্র উযীর আহ্‌মাদ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (দ্র. আল-খাসীবী)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ভুল করা হইয়া থাকে। বস্তুত ইনি 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন তাহির (মৃ. ৩০০/৯১৩)-এর সচিব বা সেক্রেটারী ছিলেন। 'ফিহরিস্ত' (কায়রো সং. ১৮১) হইতে জানা যায় যে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির (মৃ. ২৯৬/৯০৮-৯) কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই দণ্ডিত ব্যক্তি সম্ভবত 'উবায়দুল্লাহ (মৃ. ৩০১/৯১৪)-এর পুত্র ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। তবে 'আরবী পত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার স্থায়ী আসন রহিয়াছে (দ্র. যথা আ. জ. সাফওয়াত, "জামহারাত রাসা'ইলি'ল-'আরাব", ৪খ, ৩৬২-৪)।

ইব্নু'ন-নাদীম (কায়রো সং., ১৮০) এবং তাঁহার পরে য়াকৃত (উদাবা', ২খ, ২২৭-৩০) এই নাস্তাহকে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) বড় এক খণ্ড পত্র সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থ; (২) কিতাবু'ত-তারীখ; (৩) কিতাব তাবাকাতি'ল-কুত্তাব; (৪) কিতাব সিফাতি'ন-নাফ্স ও (৫) একটি ব্যক্তিগত পত্র সাহিত্য সংগ্রহ। ইব্নু'ন-নাদীম লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পত্রাবলীর অধিকাংশই ছিল ইখওয়ানিয়্যাত। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইব্নু'ল-মু'তায্য-এর সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ ছিল। তাঁহার কবি খ্যাতিও ছিল এবং তাঁহার রচিত কয়েক ছত্র কবিতা পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র.ঃ হুসরী, যাহ্‌র, পৃ. ১১৩ (সেখানে বাস্তাহ-কে 'নাস্তাহ'-রূপে সংশোধন করিয়া পাঠ করিতে হইবে)।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2]) হুমায়ুন খান

ইব্নুল-খাসীব (ابن الخصيب) ঃ আবূ বাক্র আল-হাসান ইব্নু'ল-খাসীব, জ্যোতিষী। ইনি ২য়/৮-৯ম শতকে বারমাকী মহলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তু. ইব্নু'ল-কিফতী-তে উল্লিখিত কিতাবু'ল-মানছূর, যাহা য়াহ্‌য়া ইব্ন খালিদের প্রতি উৎসর্গ করা হইয়াছিল)। য়ূরোপে ইনি "Alkasin filius Alkasit" নামে পরিচিত ছিলেন [তু. MS Bibliothique Nationale 7.934-এর শেষ পৃষ্ঠা (colophon) ও Derwischt, Bibliographie generale de l'astronomie, London 1964) এবং তদপেক্ষা অধিক "Albubather" নামে পরিচিত ছিলেন (Scheibel, Astronomische bibliographie, Breslau 1792, under year 1492]। তাঁহাকে "Auctor astronomiae Perspicuus" এই তোষামোদসূচক আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহার রচিত যে সকল গ্রন্থ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে (তু. Brockelmann) সেগুলির আলোকে বলা যায় যে, এই 'astronomer' প্রধানত একজন 'astrologer' ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ইহার বেশী কোন তথ্য জানা নাই যে, তিনি পারস্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল কূফাতে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার উপর এই জন্মস্থানের প্রবল ছাপ পড়িয়াছিল এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, তৎকালে পারস্যবাসীদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি 'সেবিয়ান' মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত 'ইখতিয়ারাত' ও 'মাসা'ইল' (electiones, interrogationes)-এর কলা-কৌশল ব্যবহার করিতেন। তিনি 'Lots' (অর্থাৎ আপাতসদৃশ একাধিক বস্তু বা ধারণার মধ্য হইতে নির্বাচন দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর) পদ্ধতি (Sahm, pars, তু. আল-বীরূনী, কিতাবু'ত-তাফ্হীম, সম্পা. জালাল পায়মানী, পৃ. ৪৪০) ব্যবহার করিতেন। টলেমী কর্তৃক তৎকৃত Tetrabiblion (opus quadripartitum)-এ নির্ধারিত জ্যোতির্বিদ্যার আপাত বৈজ্ঞানিক সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র, রাশিচক্রের প্রতীকাদি ও বিভিন্ন চক্রের পরস্পর সহ ও অসহ অবস্থান এবং Lots সম্বন্ধে দূরকল্পী গবেষণায় আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি শিশুর জন্মলগ্নে তাহার জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্র বা রাশিচক্রের প্রভাব নির্ধারণে hayladj/hyleg-এরও ব্যবহার করিতেন। তিনি রাজ্য ও রাজবংশের স্থায়িত্বকাল (তাহ্‌বীল সিনী'ল-'আলাম) [সম্ভবত Zurvanite বা ভারতীয় গণনা রীতির ঐতিহ্য হইতে উদ্ভূত] সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার জীবনীকার ইব্নু'ল-কিফতীর ক্রোধের উদ্রেক করেন। ইব্নু'ল-কিফতী অভিযোগ করেন যে, মিসরের উপর Sign of Gemini (মিথুন রাশি)-এর ভৌগোলিক প্রভাবের উপর ইব্নু'ল-খাসীবের অসীম বিশ্বাসপ্রসূত ঐ সমস্ত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাকে (জীবনীকারকে) বিভ্রান্ত করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন তথ্যসম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিধিপত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার বিপুল তথ্যভাণ্ডার সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের সুদৃষ্টি অর্জনে সহায়ক হইয়াছিল এবং পরে ভিন দেশীয় সভ্যতার সাগ্রহ অনুমোদনও আনিয়া দিয়াছিল। যে গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইল মুগ্‌নী ফি'ল-মাওয়ালীদ, De nativitatibus, জ্যোতিষ বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থের আংশিক উদ্ধৃতি। তিনি উহার ফারসী নাম দিয়াছিলেন 'কার-ই মিহ্‌তার' (রাজপুরুষগণের করণীয়?)। ইহার পাঠ Escurial-এর 'আরবী সংগ্রহশালায় রহিয়াছে। ল্যাটিন অনুবাদ রক্ষিত আছে Bibliotheque Nationale-এর পাণ্ডুলিপি বিভাগে দুইটি Sessa সংস্করণে, যাহা ভেনিস হইতে ১৪৯২ ও ১৫০১ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছিল। ইব্নু'ল-খাসীবের অনুবাদক ছিলেন য়াহূদী পণ্ডিত Plato of Tivoli, তাঁহার পাণ্ডুলিপি ছিল Sessa সংস্করণের ভিত্তি। দুই শতাব্দী পরে Elector of Saxony- এর বিদ্বান গ্রন্থাগারিক Johannes Milius, Albubather-এর রচনাবলীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নিজে সেগুলির উপর টীকা ভাষ্য রচনা করেন। তখন হইতে De nativitatibus-এর সহিত Pseudo-Hermes Trismegistus-এর সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্য হইয়া যায়। Sessa এই উভয়টিকে এক খণ্ডে গ্রন্থিত করেন (Milius, Memorabilia bibliothecae ienensis sive Designatio manuscriptorum, 199)। জীবনের প্রথম ভাগে যেরূপ ছিল, তেমনি জীবনের শেষভাগেও Albubather-এর গ্রন্থাবলী মধ্যযুগীয় আলকিমিয়া বা অলৌকিক ঘটনা প্রভাবিত সাহিত্য (Hermetic Literature)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র.ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২৭২; (২) ইব্নু'ল-কিফ্‌তী, সম্পা. খানজী, কায়রো, পৃ. ১১৪; (৩) Brockelmann, I, 221, S I, 394।

J. C. Vadet (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-খাসীব (দ্র. আল-খাসীবী)

ইব্নুল-গারাবীলী (দ্র. ইব্ন খাসিম আল-গায্যী)

ইব্নুল-গাসীল (দ্র. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানজালা)

ইব্নুল-জাওযী (ابن الجوزى) ঃ 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন আবি'ল-হ'াসান ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ (হ'াজ্জী খালীফায় 'আবদুল্লাহ) আবু'ল-ফারাজ (আবু'ল-ফাদা'ইল) জামালুদ-দীন আল-কুরাশী আত-তামীমী আল-বাকরী আল-হ'াম্বালী আল-বাগদাদী, প্রসিদ্ধ হ'াম্বালী ফাকীহ, মুহ'াদ্দিছ', ঐতিহাসিক, ধর্ম প্রচারক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, ৫১০/১১২৬ সালে বাগদাদে জন্ম (জন্মসাল সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কারণ ইবনু'ল-জাওযীর নিজেরই তাঁহার সঠিক জন্মসাল জানা ছিল না। এই সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি অনেকটা অস্পষ্ট জবাব দিতেন)। তবে তিনি সম্ভবত হিজরী ৫০৮-৫১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে (ইব্ন রাজাব, যাযল 'আলা ত'াবাক'াতি'ল-হানাবিলা, পত্রক ১৩১খ.)। সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী তাঁহার জন্মসাল ৫১০ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মির'আতু'য়-যামান, পৃ. ৪৮৩)।

তাঁহার নিস্বা (সম্বন্ধবাচক নাম) আল-জাওযী সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। সঠিক বর্ণনা এই যে, বসরার একটি মহল্লা জাওযা-র সাহিত নিস্বা-টি সম্পর্কিত (জাওয, শায'রাতু'য-যাহাব, কায়রো সংস্করণ, ৪খ., ৩৩০) এবং তাঁহার একজন পূর্বপুরুষ জা'ফার সেই মহল্লার অধিবাসী ছিলেন (ইব্ন রাজাব আল-হাম্বালী, যায়ল 'আলা ত'াবাক'াতি'ল-হানাবিলা, কোপরুলু পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল, নং ১১১৫, পত্রক ১৩০ক; ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য-যাহাব, পৃ. স্থা.; মির'আতু'য-যামান, পৃ. ৪৮১)।

তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। অতঃপর তাঁহার মাতা ও ফুফু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সমসাময়িক প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষালাভের উদ্দেশে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার উস্তাদগণের তালিকায় ৭৮ জন 'আলিমের নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ইব্নু'য্-যাগূনী (মৃ. ৫২৭/১১৩৩), আবূ বাক্র আদ-দীনাওয়ারী (মৃ ৫৩২/১১৩৭-৩৮), আবূ মানসূর আল-জাওয়ালীকী (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪-৪৫), আবু'ল-ফাদ্ল ইব্নু'ন-নাদির (মৃ. ৫৫০/১১৫৫), আবূ হাকীম আন-নাহ্রাওয়ানী (মৃ. ৫৫৬/১১৬১) ও কাদী আবূ য়া'লা ইব্নু'ল-ফার্‌রা'-এর পৌত্র আবূ য়া'লা (৫৫৮/১১৬৩)-এর নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে আবূ বাক্র আদ-দীনাওয়ারীর নিকট ফিক্হ ও তর্কশাস্ত্র (তু. ইব্ন রাজাব আল-হ'াম্বালী, কিতাবু'য-যায়ল, সম্পা. H. Laoust ও সামী দাহ্হান, দামিশ্ক ১৯৫১ খৃ., Institut Francais, দামিশ্ক, ১খ, ২২৮-৩০) এবং আবূ মানসূ'র আল-জাওয়ালীকীল নিকট বিশেষত 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন (দ্র. ইব্ন রাজাব, পৃ. গ্র., ১খ, ২৪৪-৪৬; Brockelmann, ১খ, ২৮০; পরিশিষ্ট, ১খ, ৪৯২)। যেহেতু তাঁহার বংশের লোকেরা তামার ব্যবসায় করিতেন, এইজন্য প্রাচীন নামের সংরক্ষণের সময় তাঁহার নিস্বা আস-সাফ্ফার-ও উল্লেখ করা হয়।

ইব্নু'ল-জাওযী প্রখর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার উসতাদ ইব্নু'য-যাগূনী (ইব্ন রাজাব, পৃ. গ্র., পৃ. সং., ১খ, ২১৬-২০) লোকদেরকে ধর্মোপদেশ দান করিতেন। তৎকালে ইহা একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় ছিল। উস্তাদের মৃত্যুর পর ইব্নু'ল-জাওযী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন তিনি এই মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। তবে পরে তাঁহার ওয়ায শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জামি'উ'ল-মানসূ'র-এ ওয়ায করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাঁহার সাধনা আরও তীব্র হয়। যেহেতু তাঁহার নিকট উত্তম নফল ইবাদাত ছিল জ্ঞানার্জন, সেহেতু যুহ্দ (কৃচ্ছ্রসাধনা)-এর প্রতি তাঁহার কোনরূপ অনুরাগ ছিল না; বরং তিনি পানাহার ও স্মরণশক্তি বর্ধক খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেন এবং পোশাক-পরিচ্ছেদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।

ইব্নু'ল-জাওযী তাঁহার ওয়াযের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সকল ওয়াযে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও আলংকারিক বাক্যবিন্যাস চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। খলীফা আল-মুক্তাফীর শাসনামলে (৫৩০-৫৫/১১৩৬-৬০) ইব্নু'ল-জাওযী তাঁহার উযীর ইব্ন হুবায়রার বিশেষ সমর্থন ও অনুগ্রহ লাভ করেন। ইব্নু'ল-জাওযী প্রতি শুক্রবার ইব্ন হুবায়রার গৃহে অনুষ্ঠিত ওয়ায মাহফিলে ওয়ায করিতেন (যায়ল, ১খ, ৪০২)। খলীফা আল-মুসতানজিদের শাসনামলে (৫৫৫-৬৬/১১৬০-৭০) ইব্নু'ল-জাওযী শাহী মসজিদে ওয়ায করিবার অনুমতি লাভ করেন। খলীফা বাগদাদের অন্যান্য শায়খ ও 'আলিমগণের সঙ্গে তাঁহাকেও খিল'আত প্রদান করিয়াছেন। খলীফা আল-মুসতাদী'র শাসনামলেও (৫৬৬-৭৪/১১৭১-৯) তিনি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তিনি খলীফার নামে আল-মিসবাহু'ল-মুদী ফী দাওলাতি'ল-মুস্তাদী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর হি. ৫৬৮ সালে মিসরে ফাতিমীদের পতন এবং 'আব্বাসী খলীফার নামে খুত্বা প্রবর্তিত হইলে তিনি কিতাবু'ন-নাস্‌র 'আলা মিস্‌র নামক অপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁহাকে বহু পুরস্কার প্রদান ছাড়াও বাবুদ-দারাব-এ ওয়ায করার অনুমতি দান করেন।

বিভিন্ন খলীফা ও উযীরের সঙ্গে ইব্নু'ল-জাওযীর এই সম্পর্ক সম্পদ লাভ বা কোনরূপ পার্থিব সুবিধা লাভের উদ্দেশে ছিল না, বরং ইহা ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁহার মর্যাদার স্বাভাবিক স্বীকৃতিরই প্রকাশ। তাঁহার পুত্র আবু'ল-কাসিমের জন্য রচিত গ্রন্থ 'লিফ্তাতু'ল-কাবিদ ফী নাসীহাতি'ল-ওয়ালাদ' (ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু., ইস্তাম্বুল, নং ৫৭৯৪; তাহা ছাড়া কায়রোতে প্রকাশিত ১৩৫৯ হি.)-এ তিনি বর্ণনা করেন, "জীবিকার্জনের জন্য আমি কখনও কোন আমীরের তোষামোদ করি নাই।"

হি. ৫৭০ সালে ইব্নু'ল-জাওযী বাগদাদের দারব দীনার-এ একটি মাদারাসা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে দার্স দেওয়া শুরু করেন। সেই বৎসরই তিনি তাঁহার ওয়াযসমূহে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওয়ায অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেন (ইব্ন রাজাব, পৃ. পাণ্ডু., পত্রক-১৩৩ ক)। ইহা ছিল সেই সময়, যখন ইব্নু'ল-'আরাবীর খ্যাতি শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। সমকালীন খলীফা কেবল ইব্নু'ল-জাওযীর ওয়ায অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। বাগ'দাদের অধিকাংশ লোক নিয়মিতভাবে তাঁহার ওয়াযে মাহফিলে অংশগ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার দারস অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার লোকের সমাগম হইত বলিয়া কথিত এবং ওয়ায মাহফিলে প্রায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত হইত (ইব্ন রাজাব, পৃ. পাণ্ডু., পত্রক ১৩৪ খ; ইব্ন জুবায়র, রিহ্লা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২০ ও ৪)। জনগণের উপর তাঁহার ওয়াযের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, প্রায় লক্ষাধিক

লোক তাঁহার হাতে তাওবা করিয়াছিল। তিনি নিজেও স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবু'ল কুস্সাস ওয়া'ল-মুযাক্কিরীন'-এ ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় বিশ হাযার য়াহূদী ও খৃষ্টান তাঁহার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অধিকাংশ বরাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, শেষ বয়সে ইব্নু'ল-জাওযী বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিপদের কারণ এই ছিল যে, শায়খ 'আবদুল-কা'দির জীলানী (র)-র পুত্র ও তাঁহার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ ইব্নুল-জাওযী তাঁহার পিতার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইহা ছাড়া অন্যান্য কিছু কারণও ছিল, যাহার ফলে ইব্নুল-জাওযী ওয়াসিত শহরে গ্রেফতার হন এবং পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে খলীফার মাতার হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তিলাভ করেন [আর-রাফি'ঈ, মিরআতু'য-যামান ওয়া 'ইব্রাতু'ল-য়াক্জান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৮ হি., ৩খ., ৪৭৭-৭৮]। অতঃপর তিনি বাগ'দাদে ফিরিয়া আসেন এবং রামাদা'ন ৫৯৭/১২০০ সালে মামুলী রোগ ভোগের পর ইনতিকাল করেন। সেইদিন বাগ'দাদের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং সমস্ত শহরে মাতম পড়িয়া গিয়াছিল। জানা যায় যে, ইব্নু'ল-জাওযীর অধিকতর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ওয়ায-নসীহত। তিনি তাঁহার এই সকল ওয়াযে উহা মসজিদেই অনুষ্ঠিত হউক অথবা গৃহে, রাস্তায় চলমান অবস্থায় অপ্রস্তুত পরিবেশে হউক অথবা নিয়ম মাফিক প্রস্তুতির মাধ্যমেই হউক, সর্বাবস্থায় হাম্বালী মায্'হাবের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তিনি বিদ্'আতের অনুসারীদের এত কঠোর সমালোচনা করিতেন যে, খোদ তাঁহার মায্'হাবের অনুসারীদের মধ্যেই ফিত্নার আশংকা দেখা দেয়। তাহারা তাঁহাকে অনুরূপ সমালোচনা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি ইমাম গাযালী (র) রচিত 'ইহ্য়া' 'উলূমি'দ্-দীন গ্রন্থটিকে দুর্বল হাদীছ' হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশে গ্রন্থটির নূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

রচনা-সংকলনেও ইব্নু'ল-জাওযীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তিনি যে গতিতে ওয়ায করিতেন, একই গতিতে রচনার কাজেও ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি তিন শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইগুলির কয়েকটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। এইজন্য অধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। তাঁহার সময় পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম লেখক এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইব্নু'ল-জাওযী নিজে তাঁহার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা সংকলন প্রস্তুত করিয়াছেন, ইব্ন রাজাব প্রণীত যায়লু'ত-তাবাকাতি'ল-হানাবিলা-য় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (পূর্বোক্ত পাণ্ডু., পত্রক ১৩৫খ-১৩৮খ)। সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযীও মিরআতু'য-যামান-এ বিষয়ানুসারে একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় আড়াই শত পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে বর্তমানে পাওয়া যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি (তু. Brockelmann, ১খ., ৫০১; পরিশিষ্ট, ১খ, ৯১৪ প.; হ'াজ্জী খালীফা, ৫খ, ৫২০-২৩)। নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর নাম দেওয়া হইলঃ

১। আল-মুনতাজাম ফী তা'রীখি'ল-মুলূক ওয়া'ল-উমাম ঃ ইহা একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটির অধ্যায়সমূহে ইব্ন জারীর আত্-তাবারী রচিত ত'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলূক'-এর সারসংক্ষেপ দেওয়া হইয়াছে। শেষাংশকে, যাহাতে ৫৭৩/১১৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ইব্নু'ল-জাওযীর সময়ের সংশ্লিষ্ট বিবরণের মূল বরাতরূপে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে বিশেষত খুরাসানের সাল্জূকদের অবস্থা ও 'আব্বাসী খলীফাদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অপেক্ষা ব্যক্তি জীবনের ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সময়ে সময়ে বাগদাদে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তির, বিশেষত মুহাদ্দিছ ও 'আলিমগণের অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন, যাঁহারা সেই বৎসরসমূহে ইনতিকাল করিয়াছেন। অতএব ইহা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আল-মুনতাজাম একটি প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ যে অর্থে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে বুঝিয়া থাকেন, তৎপরিবর্তে জীবনী সম্বলিত এমন একটি গ্রন্থ বলা যায়, যাহাতে সালের ক্রমানুসারে ঘটনা বিন্যস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিতঃ (১) প্যারিস, জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলাশা শেফার সংগৃহীত পাণ্ডু.-র তালিকা, নং ৫৯০৯; (২) লন্ডন, বৃটিশ মিউজিয়াম, নং Add. 7320; তু. Amedroz, JRAS, 1906, পৃ. ৮৫১; পূর্বোক্ত সাময়িকী, ১৯০৪ খৃ., পৃ., ২৭৩ প.; (৩) দামিশ্ক, হাবীব যায়্যাত, খাযা'ইনু'ল-কুতুব ফী দিমাশ্ক, পৃ. ৭৮, নং ৬২; (৪) ইস্তাম্বুল, Horovitz, Mitt. Sem. Or. Spr., ১০খ, ৬; আয়া সোফিয়া (ইস্তাম্বুল)-এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (নং ৩০৯৬) যাহা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি, ইহার অনুসরণে গ্রন্থটি দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, হায়দারাবাদ (দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছ'মানিয়্যা), ১৩৫৫-৫৭ হি.।

(২) সিফাতু'স্-সাফ্ওয়া ঃ (সাফওয়া, তু. আয্-যাহাবী, তায্কিরাতু'ল-হুফফাজ), চারি খণ্ডে সমাপ্ত, হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে মুদ্রিত (দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছ-মানিয়্যা), ১৩৫৫-১৩৫৭ হি.; এই গ্রন্থটি মূলত আবূ নু'আয়ম ইস্ফাহানীর হিলয়াতু'ল-আওলিয়া'-র সমালোচনাসহ সারসংক্ষেপ। ইহাতে স্তরানুসারে সূ'ফীদের জীবনী ও উক্তিসমূহকে একত্র করা হইয়াছে।

(৩) তাল্বীসু ইব্লীস (কায়রো ১৯২৮ খৃ.), একটি ওয়ায গ্রন্থ। ইহাতে তিনি জনসাধারণের ইসলামী শারী'আত বিরোধী ক্রিয়াকর্মকে শয়তানী প্রভাবের ফল বলিয়া উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে অনুরূপ ক্রিয়াকর্ম হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। ইহাতে তিনি দার্শনিক, নুবূওয়াত অস্বীকারকারী, খারিজী, অধ্যাত্মবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার সূ'ফীদের মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং তাহাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তাহা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামী দলের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থটি সর্বদিক দিয়া উত্তম ও উপকারী।

(৪) কিতাবু'ল-আয্'কিয়া (কায়রো ১৩০৪ ও ১৩০৬ হি.) ঃ গ্রন্থটি মেধার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুরু করা হইয়াছে। অতঃপর সমাজের প্রতিটি স্তরের মেধাবী ব্যক্তিদের মেধা সম্পর্কিত ছোট ছোট কাহিনী নকল করা হইয়াছে।

(৫) কিতাবু'ল-হাছ্ছি 'আলা হিফজি'ল-'ইল্ম ঃ (কোপরোলু গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু., ইস্তাম্বুল, নং ৪/১১৫৭; আরও দ্র. GALS, ১খ, ৯১৭, নং ৭৮)। এই গ্রন্থে কু'রআন-হাদীছ হিফ্জ-এর উপকার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইব্নু'ল-জাওযী দাবি করেন যে, মুসলিম জাতি স্বীয় গ্রন্থাবলী হিফ্জ-এর মাধ্যমেই অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অতঃপর তিনি সেই সকল মৌল ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যাহা হিফ্জ করার জন্য অপরিহার্য। তিনি স্মরণশক্তি

বর্ধক খাদ্য ও ঔষধেরও বিবরণ দিয়াছেন। পরিশেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রসিদ্ধ হাফিজদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণও পেশ করিয়াছেন।

(৬) কিতাবু'ল-হু'মাকা ওয়া'ল-মুগাফ্ফিলীন (দামিশ্‌ক সংস্করণ ১৩৪৫ হি., শহীদ 'আলী পাশার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু., ইস্তাম্বুল, নং ২১৪০, তু. GALS, ১খ., ৯১৬)। গ্রন্থটিতে আহাম্মক ও অলসদের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭) আল-মাওদূ'আতু'ল-কুব্‌রা মিনা'ল-আহাদীছি'ল-মারফূআত (দ্র. GALS, ১খ., ৯১৭, সংখ্যা ২৬); ইহার আলোচ্য বিষয় প্রক্ষিপ্ত হ'াদীছে'র সমালোচনা। ইহাতে সেই সকল হাদীছই উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা জনসাধারণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাল করা হইয়াছিল। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ।

(৮) যাম্মুল-হাওয়া (দ্র. GALS, পৃ. স্থা., নং ৬০)। ইহাতে প্রবৃত্তি, প্রেম ও অনুরাগের ক্ষতিসমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা হইতে মুক্তির বিষয়সমূহও আলোচিত হইয়াছে।

(৯) কিতাবু'ল-কুস্‌সাস ওয়া'ল-মুযাক্কি'রীন (দ্র. GALS, ১খ., ৫০৩, নং ১০)। ইহা ইব্‌নু'ল-জাওযীর একটি উন্নত মানের মনোরম গ্রন্থ। ইহাতে খ্যাতনামা ধর্মীয় কাহিনীকারদের উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাঁহারা যে ভিত্তিহীন ও হাস্যকর কাহিনীর অবতারণা করিয়াছিলেন ইহার আলোচনা করিয়াছেন। যেমন একদিন একজন কাহিনীকার ওয়ায করিতেছেন, যে ব্যাঘ্রটি যূসুফ ('আ)-কে ভক্ষণ করিয়াছিল ইহার নাম ছিল অমুক। উপস্থিতদের একজন বলেন যে, যূসুফ ('আ)-কে তো কোন ব্যাঘ্র খায় নাই। তৎক্ষণাৎ কাহিনীকার বলেন, যে ব্যাঘ্রটি যূসুফ ('আ)-কে খায় নাই, উহার নাম ছিল এই। গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বের কারণ এই যে, গ্রন্থকার ইহাতে তাঁহার সময়ের সকল নিরর্থক ভিত্তিহীন 'আকা'ইদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশ বর্তমান কাল পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

এখানে তাঁহার ওয়ায ও খুতবাসমূহের সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, বর্ণনা রীতির বিচারে যেইগুলি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে উক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে অনুমিত হয়। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপঃ (১) কিতাবু 'আজাবি'ল-খুতাব (ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল, নং ৪/৫২৯৫)। ইহাতে তেইশটি খুত্‌বা রহিয়াছে। প্রথম খুতবাটির অন্ত্যমিলের বর্ণ 'আলিফ', দ্বিতীয়টির 'বা', তৃতীয়াটির 'জিম'...। শেষের খুতবাসমূহে কেবল নুকতাবিহীন বর্ণবিশিষ্ট বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে; (২) কিতাবু'ল-য়াকূ'তা ফি'ল-ওয়া'য অথবা য়াকূতাতু'ল-ওয়া'ইয ওয়া'ল-মাও'ইযা, দ্র. কাশ্‌ফু'জ-জুনূন; 'উছ'মান আতহারী প্রণীত রাওনাকু'ল-মাজালিস-এর সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. GALS, ১খ., ৯১৯, নং ৪৭)। ইহাতে নমুনাস্বরূপ বিন্যস্ত খুতবাসমূহ রহিয়াছে; (৩) আন্‌-নুত্‌কু'ল-মাফ্‌হূম মিন আহলি'স-সামতি'ল-মা'লূম (দ্র. GALS, নং ২২)। ইহাতে উদ্ভিদ, পদার্থ ও জীবজন্তু, ইহাদের ভাষা বা অবস্থা দ্বারা মানুষকেও উপদেশ প্রদানের উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় কাহিনী ও হ'াদীছে'রও উল্লেখ আছে; (৪) আখবারু আহলি'র-রুসূখ বি-মিকদারি'ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ, ইব্‌ন হাজারের 'মারাতিবু'ল-মুদাল্লিসীন গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত, মিসর ১৩২২ হি.; (৫) কিতাবু'ল-আয্‌কিয়া', মিসর ১৩০৪ হি.; (৬) তালকীহ ফাহূম আহ্‌লি'ল-আছার ফী মুখতাসারি'স-সিয়ার ওয়া'ল-আখবার, ইহার একটি খণ্ড লাইডেন-ব্রাসেল্‌স হইতে মুদ্রিত, ১৮৯২ খৃ., সম্পা. Brockelmann; (৭) তানবীহু'ন-না'ইমি'ল-গামার; (৮) রূহু'ল-আরওয়াহ্‌, মিসর ১৩০৯ হি.; (৯) রু'উসু'ল-কাওয়ারীর ফি'ল-খুতাব..., মিসর ১৩৩২ হি.; (১০) সীরাতু 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয, মিসর ১৩৩১ হি.; (১১) মানাকিবু 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয, সম্পা. C. H. Beeker, Leipzig-Berlin 1899-1900; (১২) মুলতাক'াতু'ল-হিকায়াত, মুখতাসারু রাওনাকি'ল-মাজালিস-এর হাশিয়ায় মুদ্রিত, ১৩০৯ হি.; (১৩) মাওলিদু'ন-নাবিয়্যি (স) (লিথো.), মিসর ১৩০০ হি., বৈরূত ১৩৩০ হি.; (১৪) আল-ওয়াফা ফী ফাদা'ইলি'ল-মুস্‌তাফা, সম্পা. Brockelmann.

যদি 'আরবী সাহিত্যে ইব্‌নু'ল-জাওযীর স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, ওয়াযে ও খুত্‌বায় তিনি ছিলেন অনন্য। এই বিষয়ে রচিত তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার খুতবা ও ওয়াযসমূহ ভাষা ও বর্ণনারীতির বিচারে মাকামাত-ই হারীরীর সহিত তুলনীয়। কারণ তিনি ইহাতে সহজ ও সাবলীল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যবিন্যাসে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। ইহা ছাড়া এই সকল ওয়াযে তিনি এমন সব গল্প-কাহিনীর উল্লেখ করেন, যাহা ধর্ম ও চরিত্র সম্বন্ধীয় নসীহতগুলিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। পাঠকগণ এই সকল খুতবা পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু ইব্‌নু'ল-জাওযীর অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন 'আলিমের মতে তাঁহার সকল রচনা প্রশংসার যোগ্য। তথাপি ইব্‌নু'ল-জাওযী নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি এই সকল বিষয়ের রচয়িতা নন, সংকলকমাত্র (ইব্‌ন রাজাব, যায়ল, পূর্বোক্ত পাণ্ডু., পত্রক ১৩৫ খ)। এই কারণে স্বয়ং তাঁহার মায্‌'হাবের অনুসারিগণ তাঁহার গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের অভিমত এই যে, ইব্‌নু'ল-জাওযী হ'াদীছ'শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেও তিনি কালামশাস্ত্রবিদদের জটিলতার মীমাংসা করিতে জানিতেন না। কিন্তু ইহা বলা অপরিহার্য যে, অনুরূপ সমালোচনা তাঁহার হ'াদীছ'শাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথায় তাঁহার অন্যান্য রচনা উন্নততর ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই সকল রচনার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ব্যাপক আলোচনা রহিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাঁহার এই সকল গ্রন্থ স্বীয় বিষয়ে মূল বরাতের যোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতু'ল-আ'য়ান (বূলাক ১২৯৯ হি.), ১খ ৩৫০ প.; (২) আয্‌-যাহাবী, তাবাক'াতু'ল-হুফ্‌ফাজ, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, ৪৫; (৩) আয্‌-যাহাবী, তায্‌'কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে মুদ্রিত, ৪খ, ১৩৫-১৪১; (৪) আল-য়াফি'ঈ, মি'রাআতু'ল-জিনান, ৩খ, ৪৮৯-৯১; (৫) আস্‌-সুয়ূতী, ত'াবাক'াতু'ল-মুফাস্‌সিরীন, পৃ. ১৭, নং ৫০; (৬) সিব্‌ত ইব্‌নু'ল-জাওযী, মিরআতু'য্‌-যামান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫২ খৃ, ৮খ, ২য় অধ্যায়, পৃ. ৪৮১, ৫২৪; (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, পৃ. ৪২৭; (৮) তাশ কোপরূওয়াদাহ্‌, মিফ্‌তাহু'স-সা'আদা, ১খ, ২৬০; (৯) ইব্‌ন কাছী'র, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩খ, ২৮; (১০) ইব্‌নু'ল-ইমাদ শায'রাতু'য্‌-যাহাব, মিসর ১৩৫০ হি., ৪খ, ৩২৯; (১১) খায়রু'দ-দীন আয্‌-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ২খ, ৪৯৯; (১২) Brockelmann, ১খ, ৬৫৬-৬৬ এবং পরিশিষ্ট ১খ, ৯১৪-২০; (১৩) 'আবদু'ল-হ'ামীদ আল-'আলূসী, মু'আল্লাফাত ইব্‌নি'ল-জাওযী, বাগ'দাদ ১৩৮৫/১৯৬৫; (১৪) E.I.[2], III, Leiden 1979; (১৫) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, দারু'ল-ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৫২০-২৩।

আহ'মাদ আতাশ (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-জাওযী, সিব্ত (سبط ابن الجوزى) ঃ শামসু'দ-দীন আবু'ল-মুজাফ্ফার য়ূসুফ, ইব্ন কীয্ওগলূ (Kizoghlu) (সঠিক ফারগালী; তু. ইব্ন খাল্লিকান ও শাযারাত) আল-হ'াম্বালী অতঃপর আল-হানাফী, প্রখ্যাত লেখক আবুল-ফারাজ 'আবদুর-রাহ'মান আল-জাওযীর দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা কীয্ওগ্লূ, উযীর ইব্ন হুবায়রা (দ্র.)-এর একজন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তী কালে উযীর তাঁহাকে আযাদ করিয়া দেন। আয্-যিরিক্লী লিখিয়াছেন যে, কীয্ওগ্লূ (অর্থ ভাগিনা) সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযীর পিতার উপাধি ছিল না, বরং স্বয়ং সিব্ত ইব্নুল-জাওযীর উপাধি ছিল (আল-আ'লাম, ৩খ, ১১৮৩)। তাঁহার মাতার নাম ছিল রাবি'আ। সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী ৫২৮/১১৮৬ (অথবা ৫৮১/১১৮৫) সালে বাগ'দাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার নানা তাঁহাকে লালন-পালন করেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতেই শিক্ষালাভ করেন। ৬০০ হিজরীতে তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হন এবং পরিশেষে দামিশ্কে শিক্ষক ও ওয়া'ইয (নসীহতকারী) নিযুক্ত হন। ২০ যু'ল-হি'জ্জা, ৬৮৪/১৭ ফেব্রুয়ারী, ১২৮৫ সালে তিনি সেইখানেই ইনতিকাল করেন (ভিন্নমতে তাঁহার মৃত্যুর সন ৬৫৪/১২৫৬, E.I.[2])। তাঁহার দাফনের সময় সিরিয়ার সুলতান আল-মালিকু'ন-নাসির উপস্থিত ছিলেন। তিনি "মির'আতু'য-যামান ফী তা'রীখি'ল-আ'য়ান" নামক একখানা ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত (দ্র. ইব্ন খাল্লিকান)। ইহাতে সৃষ্টির প্রথম হইতে হি. ৬৫৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। হি. ৪৯৫-৬৫৪ সালের বর্ণনা সম্বলিত ইহার শেষ খণ্ডের ফটোকপি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক James Richard Jowett প্রকাশ করিয়াছেন (শিকাগো ১৯০৭ খৃ.)। এই অংশটি হায়দরাবাদ হইতেও দুই খণ্ডে ১৯৫১ ও ১৯৫২ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। শিকাগো-এ মুদ্রিত সংস্করণটিতে গ্রন্থটি আবু'ল-ফারাজ আল-জাওযীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভূমিকাসহ খোদ সেই গ্রন্থেই উক্ত ভুলের সংশোধন করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের হি. ৪৫০-৫৩২ সাল পর্যন্ত সময়ের বর্ণনা সম্বলিত অংশের কতিপয় উদ্ধৃতি (ফরাসী অনুবাদসহ) Recueil des Historiens des Croisades কর্তৃক Historiens Orientaux, ৩খ, ৬৫ প. (প্যারিস ১৮৭২ খৃ.)-এ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অপর গ্রন্থ تكرة خواص الامة بذكر خصائص الائمة (তেহরান ১২৮৫ হি.)। তাহা ছাড়া তিনি তাফ্সীরু'ল-কুরআন (২৭ খণ্ডে) শারহ্ জামি'ই'ল-কাবীর ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুব্কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ৫খ, ৯৮; (২) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতু'ল-আ'য়ান, মিসর ১২৯৯ হি., আল-ওয়াযীর য়াহ্য়া ইব্ন হুবায়রা-এর জীবনী শীর্ষক নিবন্ধ, ৩খ, ২৩৫; (৩) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য-যাহাব, ৫খ, ২৬৬; (৪) তাশ কোপরুযাদাহ, মিফ্তাহু'স-সা'আদা, ১খ, ২০৮; (৫) আয্-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ৩খ, ১১৮৩; (৬) ইব্ন কুত্লূবুগা, নং ২৫৬; (৭) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, পৃ. ২৩০; (৮) Brockelmann, 1, 347, S. I, 589; (৯) E.I.[2]) দ্র. শিরো.; (১০) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্ফু'জ-জুনূন, ৬খ, ৫৫৪-৫।

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-জাদ্দ (ابن الجد) ঃ একটি পরিবারের সদস্যদের নাম (বানু'ল-জাদ্দ) যাঁহারা ৫ম-৬ষ্ঠ/১১শ ১২শ শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ছিলেন, যাহার মূল ইব্ন তাগ'রীবিরদী (৬খ, ১১২) অনুসারে জনৈক আল-ফারাহ ইব্নু'ল-জাদ্দ আল-ফিহ্রী পর্যন্ত পৌছে। তাঁহারা Seville ও Niebla-তে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যেখানে তাঁহাদের বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিল। এই পরিবারের চারিজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) আবুল-হ'াসান (অথবা আল-হুসায়ন) য়ূসুফ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-জাদ্দ (ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ১/২খ, ১০৯ প.; ইব্ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ৩৪০; ইব্ন ফাদলিল্লাহি'ল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, পাণ্ডু. দারু'ল-কুতুব, কায়রো, নং ৪৩১)। তাঁহার সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আসক্তি এ চাপল্য তাঁহার প্রাপ্য উচ্চ শিখরে পৌছিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ইব্ন 'আম্মার (দ্র.) স্বল্প সময় Murcia-তে রাজত্ব করাকালে তিনি তাঁহার অধীনে সচিব (কাতিব) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) তাঁহার চাচাতো ভাই ও সমসাময়িক আবুল-ক'াসিম মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্নি'ল-জাদ্দ ছিলেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উক্ত পরিবারের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি এবং হাদীছ, ফিক্হ, সাহিত্য ও কুল্জীতে তৎকালীন বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। আল-মু'তামিদ ইব্ন 'আব্বাসের পুত্র য়াযীদ আর-রাদী যখন তাঁহার পিতা কর্তৃক Algeciras-এর গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে স্বীয় উযীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবার তিনি যখন রোন্দা-র গভর্নর হইয়া যান তখন তিনি আবু'ল-কাসিমকেও নিজের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন। ৪৮৪/১০৯১ সনে আল-মুরাবিতদের হাতে য়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন (ইব্নু'ল-আব্বার, হুল্লা, apud De Abbadidis, ii, 75; ed. Mones, ii, 71)। অতঃপর তিনি Seville-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন Niebla-এর অধিবাসীরা তাঁহাকে শহরটির আইনজ্ঞের Jurisconsult (খুত্তাতু'শ-শূরা)-এর আসন প্রদান করেন। তিনি নিস্পৃহভাবে পদটি গ্রহণ করেন। য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন তাঁহাকে স্বীয় দফতরে কাতিব (সচিব) নিয়োগ করা পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তিনি ৫১৫/১১২১ সনে মাররাকুশে মৃত্যু পর্যন্ত সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (ইব্ন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ১১৪৯; ইব্ন খাক'ান, কালা'ইদ, কায়রো ১২৮৩ হি., ১০৯ প.; ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব, ১খ, ৩৪১-২; আল-মাররাকুশী, মু'জিব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১৭৩; ইব্ন দিহ্'য়া, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১৯০-২; ইব্ন বাসসাম, যাখীরা, পাণ্ডু. বাগদাদ, ২খ, fols ১৮৫-২১৩)। আবু'ল-কাসিম ইব্নু'ল-জাদ্দ একজন উত্তম গদ্য লেখক ছিলেন, তাঁহার রচনা ভঙ্গি সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লেখক (মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবি'ল-খিসাল, তাঁহার ভ্রাতা আবূ মারওয়ান, আবূ বাক্র ইব্নু'ল-কাবতুরনূ প্রমুখ) তুলনায় এমন উচ্চ স্তরে ছিল যাহাকে মুসলিম স্পেনে গদ্য রচনার সর্বোচ্চ শিখর বলা যায়।

(৩) উক্ত পরিবারের তৃতীয় সদস্য আবূ 'আমির আহ্'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্নি'ল-জাদ্দ একজন সুবিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ছিলেন, ৫৫০/১১৫৫ সনে আল-মুওয়াহ্হিদূন-এর অনুচরগণ কর্তৃক বন্দী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, যদিও তিনি রাজনীতিতে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেন নাই (ইব্ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ৩৪২-৩; আল-মাক্কারী, Analectes, ২খ, ৪৬৮; আস-সুয়ূতী, বুগয়া, পৃ. ২৭৫)।

(৪) পরিবারের চতুর্থ ও শেষ প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহাকে উল্লেখ করা যায়, তিনি আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন য়াহ্'য়া ইব্নি'ল-ফারাহ্ ইব্নি'ল-জাদ্দ। তিনি পরিবারের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইব্নু'ল-আব্বার তাকমিলায় তাঁহার প্রতি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ উৎসর্গ করেন (নং ৮২৫)। জ. ১ রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৪৯৬/ডিসেম্বর ১১০২ সনে Niebla-তে। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যেমন ইব্ন রুশ্দ ও আবূ বাক্র ইব্নু'ল-'আরাবী। ইব্ন রুশ্দ তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন নিজকে শুধু ব্যাকরণ, সাহিত্য ও হাদীছ পাঠে সীমাবদ্ধ না রাখেন, বরং ফিক্হ ও উসূল অধ্যয়নে ব্রতী হন। তাঁহার সেই উপদেশ মত তিনি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং অচিরেই ইব্ন রুশ্দের একজন প্রিয় শাগরিদে পরিণত হন। প্রায় ৫২১/১১২৭ সনে তিনি Seville আইনজ্ঞ (Jurisconsult) নিযুক্ত হন এবং শাওওয়াল ৫৮৬/নভেম্বর ১১৯০ সালে ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই উচ্চ পদে দীর্ঘ ৬৫ বৎসরকাল অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার প্রতি আবূ য়ূসুফ য়া'কূব আল-মানসূর (৫৮০-৯৫/১১৮৪-৯৮)-এর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী আবি য়াকূব য়ূসুফের, (৫৫৮-৮০/১১৬২-৮৪) রাজত্বকালে অন্যায় অভিজ্ঞতার শিকার হইয়াছিলেন। Sanarem (৫৮০/১১৮৪)-এর বিরুদ্ধে একটি দুর্ভাগ্যজনক ও বিফল অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। এই কষ্টদায়ক দিনগুলিতে তিনি Niebla-তে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যক্তির সহিত ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন (তু. A Huici Miranda, Hist. pol. del imperio almohade, ১খ, ২৫৫-৩০৯)। তিনি একজন ফাকীহ ও শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁহার কোন রচনা রাখিয়া যান নাই, কিন্তু স্বীয় পদমর্যাদার গুণে সম্পদ অর্জনে সমর্থ হন। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিজের শহর Niebla-র প্রধান ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উদ্ধৃত সূত্রগুলি ব্যতীতঃ (১) ইব্ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ২৪৩; (২) ইব্ন ফারহূন, দীবাজ, পৃ. ৩০২; (৩) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ৪খ, ২৮৬; (৪) সাফাদী, ওয়াফী, ফটোকপি দারু'ল-কুতুব, কায়রো, ৩/১খ., fol. ৫৮; (৫) মাক্কারী, Analectes, ১খ, ৫৬৩; (৬) এম. এ. মাক্কী, ওয়াছা'ইক জাদীদা 'আন 'আসরি'ল-মুরাবিতীন, in RIEI, মাদ্রিদ, ৭-৮খ, ১১৬, ১৮২-৬; (৭) E. Teres, Linajes arabes en al-Andalus, in al-Andalus, ২২/১খ, ১৯৫৭ খৃ., ৫৫, ১১১, ২৪/২খ, ৩৩৭-৭৬।

H. Mones (E.I[2])/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইব্নুল-জায্যার (ابن الجزار) ঃ আবূ জা'ফার আহ'মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবী খালিদ, কায়রাওয়ানের বিখ্যাত চিকিৎসক, আনু. ৩৯৫/১০০৪-৫ সনে অতি বৃদ্ধ বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা ও চাচা আবূ বাক্রও চিকিৎসক ছিলেন। ইফরীকিয়্যার বাহিরে তিনি কখনও ভ্রমণে যান নাই। তিনি বিখ্যাত ইসহাক ইব্ন সুলায়মান আল-ইসরা'ঈলী (দ্র.)-র শাগরিদ ছিলেন, জনহিতৈষী ছিলেন এবং একান্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তিনি ধনী-দরিদ্র সকলেরই সেবা করিতেন এবং দরিদ্রের জন্য কিতাব তিব্বি'ল-ফুকারা' (দরিদ্রদের চিকিৎসা পুস্তক) নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। দুঃখের বিষয়, চিকিৎসা বিষয়ক তাঁহার রচিত প্রায় বিশখানা গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থখানিও বিলুপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট আছে কেবল রিসালা ফী ইবদালি'ল-আদ্‌বিয়া (বিকল্প ঔষধ) ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাদু'ল-মুসাফির (পর্যটকের পাথেয়)। তাঁহার শাগরিদ 'উমার ইব্ন হ'াফ্স ইব্ন বারীক দ্বারা শেষোক্ত গ্রন্থখানি স্পেনে প্রবর্তিত হয়। উহা ইটালিতে পরিচিত এবং গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্তী কালে ইহা ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয় তাঁহার কতিপয় গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তিনটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেনঃ কিতাব মাগ'যী ইফ্রীকিয়্যা ('আরব বিজয় সম্পর্কে), কিতাবু আখবারিদ্-দাওলা (ফাতিমী রাজবংশ সম্পর্কে), কিতাবু'ত্-তা'রীফ বি-সাহীহি'ত-তা'রীখ (জীবনী সংগ্রহ, য়াকূত কর্তৃক ব্যবহৃত) এবং সম্ভবত কিতাবু ত'াবাক'াতি'ল-কুদাত (বিচারকদের স্তর বিভাগ) এবং একটি ভৌগোলিক গ্রন্থ কিতাবু 'আজা'ইবি'ল-বুলদান (বিভিন্ন দেশের বিষয়)। এই পুস্তকগুলি বিলুপ্ত, তবে কিতাবু'ল-'উয়ূন-এর অজ্ঞাতনামা লেখক ও আল-বাক্রী, ইব্ন হ'ায়্যান, আবূ বাক্র আল-মালিকী ও আস-সাফাদী দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, i, 238/274, S. I, 424; (২) সুয়ূতী, বুগ্য়া, ১১৭; (৩) হ'াজ্জী খালীফা, ইস্তাম্বুল সং., ২খ., ৩১৮; (৪) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ., ৮-১২; (৫) য়াকূত, উদাবা', ২খ, ১৩৬; (৬) মাকরীযী, ইত্তি'আজ, সম্পা. শায়্যাল, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৩২; (৭) আবূ বাক্র আল-মালিকী, রিয়াদু'ন-নুফূস, প্যারিস MS, fol. ৯৭r, ১০১v; (৮) সা'ঈদ ইব্ন আহ'মাদ আল-আন্দালুসী, ত'াবাক'াতু'ল-উমাম, tr. R. Blachere, পৃ. ১১৯; (৯) ইব্ন জুলজুল, ত'াবাক'াতু'ল-আতিব্বা', কায়রো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৮৮-৯১ ও ৮৮ পৃ. নোট; (১০) A. Ben Milad, L'ecole medicale de Kairouan, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ.; (১১) H. R. Idris, La Berberie orientale sous les Zirides, i-ii, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris (E.I[2])/মুহাম্মদ নওয়াব আলী

ইব্নুল-জাযারী, শামসুদ-দীন (ابن الجزرى شمس الدين) ঃ আবু'ল-খায়র মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন য়ূসুফ আল-জাযারী, ফাকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ), কারী (কিরা'আত বিশেষজ্ঞ) ও ক'াদী (বিচারক)। ২৫ রামাদ'ান, ৭৫১/২৬ নভেম্বর, ১৩৫০ তারিখে দামিশকে জন্ম। স্থানীয় শহরে ধর্মীয় শিক্ষা, বিশেষত হ'াদীছ ও কিরা'আত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ৭৬৮/১৩৬৭ সনে তিনি মক্কায় গমন করিয়া হজ্জ করেন। অতঃপর কায়রো গমন করিয়া কিরা'আত শিক্ষা চালাইয়া যাইতে থাকেন। পরে দামিশ্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হাদীছ ও ফিক্হ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এতদুপলক্ষে আদ-দিময়াতী, আল-আবারকূহী ও আল-আসনাবীর শাগরিদ দলের বৈঠকে যোগদান করিতে থাকেন। ইহার পর তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করিয়া অলংকারশাস্ত্র ও শারী'আতের উসূলু'ল-ফিক্হ (ইসলামী আইনের মূল সূত্র) অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ইব্ন 'আবদি'স-সালামের শাগরিদ দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি মুফতীর দায়িত্ব পালনের জন্য ৭৭৪/১৩৭৩ সনে ইসমা'ঈল ইব্ন কাছীর (দ্র.)-এর, ৭৭৮/১৩৭৬ সনে দিয়া'উ'দ্-দীনের এবং অবশেষে ৭৮৫/১৩৮৩ সনে শায়খু'ল-ইসলাম আল-বুলকীনী (দ্র.)-র অনুমোদন লাভ করেন। তিনি দামিশকে প্রত্যাবর্তনের পর কিরা'আত শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, অতঃপর ৭৯৩/১৩৯১ সনে কাদী

(বিচারক) পদে নিযুক্ত হন। যাহা হউক, ৭৯৮/১৩৯৬ সনে তাঁহার মিসরস্থ সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত করা হইলে তিনি 'উছমানী সুলত'ান বায়াযীদের রাজধানী বুরসায় চলিয়া যান। আংকারার যুদ্ধের (৮০৫/১৪০২) পর বায়াযীদ বন্দী হইলে তায়মূর লং অন্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁহাকে সামারকান্দে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি তাঁহার শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত রাখেন। শা'বান ৮০৭/ফেব্রুয়ারী ১৪০৫ সনে তায়মূরের মৃত্যু হইলে ইব্নু'ল-জাযারী প্রথমে খুরাসান, পরে তথা হইতে হিরাত, যায্দ, ইসফাহান হইয়া অবশেষে শীরায নগরীতে গমন করেন। তিনি সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ইহার পর তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পীর মুহ'াম্মাদ তাঁহাকে ঐ শহরের ক'াদী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বসরায় যান এবং ৮২৩/১৪২০ সনে মক্কা ও পরে মদীনায় গমন করিয়া কয়েক বৎসর কাটাইয়া শীরাযে ফিরিয়া আসেন। ৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৮৩৩/৬ ডিসেম্বর, ১৪২৯ তারিখে তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন।

ইব্নু'ল-জাযারী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে অধিকাংশই কিরা'আত, ফিক্'হ ও হাদীছ' বিষয়ক। উহার কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে, বাকীগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে।

(১) গায়াতু'ন-নিহায়া ফী ত'াবাক'াতি'ল-কুর্রা', সম্পা. Bergstrasser ও Pretzl, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩-৫, ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। (২) তায়্যিবাতু'ন্-নাশ্র ফি'ল-কিরা'আতি'ল-'আশ্র, শা'বান ৭৯৯/মে ১৩৯৬ সনে সমাপ্ত আল-কুরআনের দশজন ঐতিহাসিক কারী সম্পর্কে এক হাজার চরণবিশিষ্ট একটি উরজূযা, সং. কায়রো ১২৮২ হি., ২৩০৭; (৩) আদ্-দুর্‌রাতুল-মুদিয়্যা ফী কিরাআতিল-আ'ইম্মাতিছ-ছালাছাতিল-মারদিয়্যা, ৮২৩/১৪২০ সনে সমাপ্ত ২৪১ চরণবিশিষ্ট একটি কবিতা, সম্পা. কায়রো ১২৮৫ ও ১৩০৮ হি.। (৪) মুনজিদু'ল-মুকারি'ঈন ওয়া মুরশিদু'ত- তালিবীন, আল-কুরআন পাঠের আয়াসসাধ্যতা বিষয়ক, সম্পা. কায়রো ১৩৫০ হি.; (৫) আল-মুক'াদ্দিমাতু'ল-জাযারিয়্যা, আল-কু'রআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে রচিত ১০৭ চরণের একটি উরজূযা, সং. কায়রো ১২৮২, ১৩০৭। গ্রন্থকারের পুত্র আবূ বাক্‌র আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ উহার একখানা টীকা রচনা করিয়াছেন। (৬) ৮০৬/১৪০৩ সনে সমাপ্ত উল্লিখিত পুস্তকের নাম আল-হাওয়াশি'ল-মুফাহ্‌হিমা ফী শারহি'ল-মুক'াদ্দিমা, সং. দিল্লী ১২৮৮ হি., কায়রো ১৩০৯ হি.। (৭) আল-হি'স্নু'ল-হাসীন মিন কালামি সায়্যিদি'ল-মুরসালীন, মুনাজাতে ব্যবহৃত হ'াদীছে'র একখানা সঙ্কলন, সং. কায়রো ১২৭৯, ১৩১৫ হি., আলজিয়ার্স ১৩২৮ হি., উর্দূ অনু. দিল্লী ১৮৭১ খৃ.। (৮) আয-যাহ্‌রু'ল- ফা'ইহ্ ফী যিক্‌র মান তানায্‌যাহা 'আনি'য-যুনূব ওয়া'ল-কাবা'ইহ্, কায়রো ১৩০৫, ১৩১০ হি.। (৯) আল-মুস'ইদু'ল-আহ'মাদ ফী খাতমি মুসনাদি'ল-ইমাম আহ'মাদ, কায়রো ১৩৪৭/১৯২৯।

আল-জাযারীর যে সকল গ্রন্থ আজও বর্তমান, অথচ এখনও প্রকাশিত হয় নাই (পাণ্ডুলিপির জন্য Brockelmann, দ্র.) তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) কিতাবু'ন-নাশ্‌র ফি'ল-কিরা'আতি'ল-'আশর, আদ-দানী (দ্র.) প্রণীত তায়সীর-এর টীকা। (২) তাহবীরু'ত-তায়সীর ফি'ল-কিরাআত, উচ্চারণ সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ। (৩) গ্রন্থকারের যৌবন বয়সে লিখিত (৭৬৯/১৩৬৭) আত্-তাম্‌হীদ ফী 'ইল্‌মি'ত্-তাজ্‌বীদ'; (৪) তাবাক'াতু'ল-কুর্‌রা' সম্পর্কিত মুখতাসার অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা (প্রাগুক্ত দ্র.); (৫) হ'াদীছে'র প্রয়োগবিদ্যাগত পরিভাষা সম্পর্কে একখানা গবেষণামূলক পুস্তক, মুক'াদ্দিমা 'ইলমি'ল-হ'াদীছ'; (৬) আল-কু'রআনের ১১ঃ ৪৩ নং আয়াত সম্পর্কে একটি পুস্তিকা কিফায়াতু'ল-আলমা'ঈ ফী আয়াতি "য়া আর্‌দু'বলা'ঈ"; (৭) আল-হিদায়া ইলা মা'আলিমি'র-রিওয়ায়া, আল-কু'রআনের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একখানা 'উরজূযা'; (৮) মুখতাসারু'ন- নাসীহা বি'ল-আদিল্লাতি'স-সাহীহা, নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তক। (৯) আল-ইসাবা ফী লাওয়াযিমি'ল-কিতাবা, লিপি কৌশল বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক গ্রন্থ। (১০) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একখানা সংক্ষিপ্ত 'উরজূযা'। মহানবী (স') সম্পর্কে রচিত কতিপয় গ্রন্থঃ (১১) আর-রিসালাতু'ল-বায়ানিয়্যা ফী হাক্কি আবাওয়ায়ি'ন-নাবিয়্যি, নবী কারীম (স)-এর মাতাপিতার ইসলাম গ্রহণ বিষয়ক; (১২) আল-মাওলিদু'ল- কাবীর, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী; (১৩) যাতু'শ্-শিফা' ফী সীরাতি'ন-নাবিয়্যি ওয়া'ল-খুলাফা', মহানবী (স), নিষ্ঠাবান খলীফাগণ ও ১ম বায়াযীদের শাসনকাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গায়াতু'ন্-নিহায়া, ২খ, ২৪৭., ইহাতে তাঁহার জনৈক শাগরিদ গ্রন্থকারের জীবনী সম্পর্কে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; (২) তাশকোপরূযাদে, আশ্-শাকা'কু'ন-নু'মানিয়্যা, ইব্‌ন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০, ১খ., ৩৯-এর হাশিয়াতে লিপিবদ্ধ; (৩) সুয়ূতী, তাবাক'াতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ২৪খ, ৫; (৪) সাখাবী, দাও', ৮খ., ২৫৬; (৫) ইব্‌ন খাওয়ান্দ-শাহ্, রাওদ'াতু'স-সাফা', লখনৌ ১৮৭৪ খৃ, ৬খ., ১২৪; (৬) খান্‌দামীর, হাবীবু'স্-সিয়ার, বোম্বাই ১২৭৩/১৮৫৭, ৩খ., ৯০; (৭) শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০, ২খ., ২৫১; (৮) মা'আরিফ (উর্দূ মাসিক), আজমগড়, ৮১/৫ খ. (নভে. ১৯৫৭), ৩২৫-৪৪, ৮১/৬ খ. (১৯৫৭ খৃ.), ৪৪১-৫২, ৮২/১ খ., (জানুয়ারী ১৯৫৮), ৬২-৭৬; (৯) যাহাবী, যায়ল তাবাকাতি'ল-হুফ্‌ফাজ, দামিশ্‌ক ১৩৪৭/ ১৯৪৯, পৃ. ৩৭৭; (১০) সিদ্দীক হাসান খান কান্নৌজী, ইতহাফু'ন-নুবালা' আল-মুত্তাকীন, কানপুর ১২৮৮/১৮৭১, পৃ. ৩৯২; (১১) Brocklmann, II, ২০১-৩, S II, ২৭৪-৭৮; (১২) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪০৫-৬; (১৩) দা.মা.ই. (উর্দূ), ১খ, ৪৬২-৪; (১৪) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৫৫ খৃ., ৬খ, ১৮৭-৮।

M. Ben Cheneb (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইলাহি বখ্শ

ইব্নুল-জার্‌রাহ (ابن الجراح) ঃ দুইজন উযীরের নাম। (১) 'আব্‌দু'র রাহ্‌মান ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন দাঊদ, ৩২৪/৯৩৬ সালে ইব্‌ন মুক্‌লা পদচ্যুত হইলে খলীফা আর-রাদী প্রাক্তন উযীর 'আলী ইব্‌ন 'ঈসাকে উযীরের শূন্য পদটি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি স্বীয় দুর্বলতা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। ফলে তাঁহার ভ্রাতা 'আব্‌দু'র-রাহমানকে উযীরের পদটি প্রদত্ত হয়। কিন্তু 'আব্‌দুর-রাহ্‌মান উক্ত পদের গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য ছিলেন না। তিনি মাত্র তিন মাস উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইহার পর ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহাকেও বন্দী করা হয় এবং তাঁহার উপর মোটা অংকের জরিমানাও ধার্য করা হয়। ৩২৯/৯৪১ সালে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ইতিহাসের পাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। কুরতেগীন আমীরু'ল-উমারা' নিযুক্ত হইলে তিনি খলীফা আল-মুত্তাকীর দরবারে কিছুকাল উযীরের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাকে উযীরের পদবী দেওয়া হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ত্-তিকতাকা, আল-ফাখরী (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৮১ প.; (২) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৮১ প.; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর (সম্পা. Tornberg), ৮খ, ১৩৫,

২১১, ২৩৪ প., ২৮০; (৩) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ৬৬২; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১১খ, ১৫৪; (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ৩০০।

(২) আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন 'ঈসা ইব্ন দাঊদ, তিনি প্রথমোক্ত 'আবদু'র-রাহ্‌মানের ভ্রাতা। তিনি ২৪৫/৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খিলাফাতের দাবিদার 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-মু'তায্য-এর সমর্থক হওয়ার কারণে 'আবদুল্লাহ্‌র হত্যার পর ২৯৬/৯০৮ সালে 'আলীকে ওয়াসিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু আল-মুকতাদিরের উযীর ইব্নু'ল-ফুরাত তাঁহাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ৩০০/৯১২-১৩ সালে খলীফা তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তী বৎসরের শুরুতে তিনি রাজধানীতে পৌঁছেন। তিনি মিতব্যয়িতার সাহায্যে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা সংশোধন করেন, কিন্তু সামরিক বাহিনীর বেতন হ্রাস করার ফলে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য দিকে তাঁহার ব্যবস্থাগুলি অন্য লোকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ইহাতে তিনি খলীফার নিকট স্বীয় ইস্তফাপত্র পেশ করেন এবং তাহা মঞ্জুর করার জন্য খলীফার নিকট আবেদন করেন; কিন্তু খলীফা তাঁহার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাহা সত্ত্বেও ৩০৪/৯১৭ সালের শেষদিকে তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া বন্দী করা হয় এবং ইব্নু'ল-ফুরাত এক অথবা দুই বৎসর পর্যন্ত অতি কষ্টে উক্ত পদের কাজ চালাইয়া যান কিন্তু জুমাদা'ল-উলা ৩০৬/নভেম্বর ৯১৮ সালে তাঁহার পদটি হ'মিদ ইব্নু'ল-'আব্বাসকে প্রদান করা হয়, যিনি একজন বয়স্ক ও দুর্বল লোক ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি 'আলী ইব্ন 'ঈসার পরামর্শের উপর নির্ভর করিতেন; কিন্তু অল্পকাল পর 'আলী ও হামিদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। ৩০৮/৯২০-২১ সালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যের দরুন গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার পর 'আলীকে উযীরের পদ পেশ করা হয়; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। যেহেতু হামিদের উপর খলীফার সুনজর ছিল না এবং 'আলীর কার্পণ্যের দরুন অশান্তি বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেইজন্য ৩১১/আগস্ট ৯২৩ সালে ইব্নু'ল-ফুরাতকে আবার উযীরের পদ প্রদান করা হয়। 'আলীকে বন্দী করা হয় এবং বিরাট অংকের অর্থ প্রদানে বাধ্য করত ইব্নু'ল-ফুরাত তাঁহাকে মক্কায় নির্বাসিত করেন। মক্কার গভর্নর (ওয়ালী)-কে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন 'আলীকে সান'আ'-য় প্রেরণ করেন। ইব্নু'ল-ফুরাতের পদচ্যুতির পর পুলিস প্রধান মু'নিসের সুপারিশে 'আলীকে ক্ষমা করা হয়। ৩১২/৯২৫ সালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। যু'ল-কা'দা ৩১৪/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ৯২৭ সালে মু'নিসের প্রভাবে তখনকার মত দামিশকে অবস্থানকারী 'আলীকে বাগদাদে আমন্ত্রণক্রমে উযীরের পদ প্রদান করা হয়। কার্যত তিনি পরবর্তী বৎসরের প্রথমদিকে উক্ত পদ গ্রহণ করিলেও যখন জানিতে পারেন যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে পুনরায় এক প্রকার অস্থিরতা দেখা দিয়াছে এবং খলীফাও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে অনিচ্ছুক, তখন তিনি উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণস্বরূপ শারীরিক দুর্বলতার জন্য উক্ত দায়িত্ব পালনে স্বীয় অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। প্রথমদিকে খলীফা ইহার অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেও শেষদিকে তাঁহাকে সম্মত করা হয়। এইভাবে রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩১৬/মে ৯২৮ সালে 'আলীকে পদচ্যুত করা হয় এবং তদস্থলে ইব্ন মুক্‌লা (দ্র.)-কে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী কালে খলীফা আর-রাদী তাহাকে দুইবার উযীরের পদ প্রদান করেন, প্রথমবার তিনি খিলাফাত লাভের পরপরই এবং দ্বিতীয়বার ৩২৪/৯৩৬ সালে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে প্রথমবার ইব্ন মুক্‌লা ও দ্বিতীয়বার 'আলী ভ্রাতা 'আবদু'র-রাহ্‌মানকে উযীরের পদ প্রদান করা হয়। 'আলী ইব্ন 'ঈসা যু'ল-হিজ্জা ৩৩৪/জুলাই-আগস্ট ৯৪৬ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হিলালু'স-সাবি, কিতাবু'ল-উযারা' (সম্পা. Amedroz), পৃ. ২৮১-৩৬৪; (২) য়াকৃত, ইরশাদু'ল-আরীব (সম্পা. Margoliouth), ৫খ, ২৭৭-৮০; (৩) ইব্নু'ত-তি'ক'তাকা, আল-ফাখরী (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৬৪-৩৬৬; (৪) তাবারী, ৩খ, ২১৯০ প.; (৫) 'আরীব (সম্পা. de Geoje), স্থা.; (৬) ইব্নু'ল-আছীর (সম্পা. Tornberg), ৮খ, নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৩খ, ৩৫৯ প.; (৮) Weil, Gesch. d. Chalifen, ২খ, ৫৪৪ প.; (৯) Muller, Der Islam im Margen-und Abendland, ১খ, ৫৩৩; (১০) ইব্ন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; (১১) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ৩৩৬।

K.V. Zettersteen (দা.মা.ই.)/
এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-জাস্‌সাস (ابن الجصاص) ঃ অর্থাৎ প্লাস্টারকারীর (বা বিক্রেতার) পুত্র; ইহা অন্তত এমন দুই ব্যক্তির উপনাম যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভের যোগ্য, তাঁহারা হইলেনঃ (১) আবূ য়া'কূ'ব ইসহা'ক ইব্ন 'আম্মার আল-কূফী। তিনি তাঁহার রচিত 'আব্বাসী কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন। 'আব্বাসী যুবরাজ 'ঈসা ইব্ন মূসা (দ্র.)-র সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ য়া'কূত, উদাবা' ৬খ, ৭৪-৬ (= ইরশাদ, ২খ, ২৩২)।

(২) আবূ 'আবদিল্লাহ হু'সায়ন (অথবা হাসান) ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইবনি'ল-জাস্‌সাস আল-জাওহারী, যিনি ছিলেন 'আব্বাসী যুগের প্রসিদ্ধ মণিকার ও মূলধন বিনিয়োগকারী ধনী ব্যক্তি। তূলূনী খুমারাওয়ায়হ পরিবারের অন্তঃপুর (হ'রেম)-এ যাতায়াতকারী দালালরূপে তাঁহার কর্মজীবনের শুরু। অনুমিত হয় যে, একখানি কণ্ঠহারের বদৌলতে তাঁহার সৌভাগ্যের সূচনা হয়। তাঁহাকে এই কণ্ঠহারের মুক্তাগুলিকে আকারে ছোট করিয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইলে তিনি তদস্থলে ক্ষুদ্রতর আকারের মুক্তা বসাইয়া দিলেন। এইগুলির মূল্যের পার্থক্য তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক হয়। তাঁহার মনিব তাঁহার কন্যা কাতরু'ন-নাদা'-র সঙ্গে মু'তাদিদ-এর পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে স্থাপন করিতে নির্দেশ দিলে ২৮০/৮৯৩ সনে তিনি নিজেই কন্যাটিকে বাগদাদে লইয়া আসেন (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কন্যাটি স্বয়ং খলীফার স্ত্রী হইলেন) এবং 'আব্বাসী রাজধানীতে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি কাতরু'ন-নাদা'-র অলংকারাদি তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং কয়েক বৎসর পর খলীফা-পত্নীর মৃত্যুর পরও তিনি সেগুলি রাখিয়া দেন। ফলে তাঁহার ধন-সম্পদ তৎ-পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইব্নু'ল-মু'তায্য (দ্র.)-কে আশ্রয়দানের অপরাধে ২৯৬/৯০৮ সনে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া জরিমানা করা হয়। কিন্তু অচিরেই আল-মুকতাদির-এর আর্থিক সংকট তাঁহাকে গুরুতর দুর্দশায় নিপতিত করে। ৩০২/৯১৪-৫ সনে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। সূক্ য়াহয়া এলাকায় অবস্থিত প্রাসাদ ও তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তি, যাহার মোট মূল্য (বহু লক্ষ দীনার) রূপকাহিনীসুলভ অঙ্কে উপনীত হইয়াছিল, বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। অবশ্য তিনি তাঁহার ধন-সম্পদের অংশবিশেষ রক্ষা করিতে সক্ষম হন এবং পরবর্তী জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি ৩১৫/৯২৭-৮ সনে ইনতিকাল করেন।

যাহা হউক, তাঁহার বিপুল ধন-দৌলত এবং তিনি যে অতিমাত্রায় বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন, উহাই তাঁহাকে তাঁহার উত্তরপুরুষের কাছে মুখ্যত পরিচিত করে নাই। বস্তুত অনেক ক্ষুদ্র কাহিনীই তাঁহার খ্যাতির ভিত্তি। এই কাহিনীগুলির নায়ক তিনি নিজেই। ক্ষীণ বুদ্ধির এক ব্যক্তিকে পাইয়া বসিয়াছে কতগুলি অদ্ভুত ও হাস্যকর মন্তব্য প্রকাশের প্রবণতা, ঐ কাহিনীগুলিতে তাঁহাকে এমনভাবেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যাদি কোনক্রমেই তাঁহার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। এই সকল উপস্থিত বুদ্ধিপ্রসূত জওয়াবমূলক মন্তব্যের মধ্যে যতখানি প্রামাণ্য মনে হয় তাহা খুব সম্ভব ইবনু'ল-জাস্সাস-এর নিজ ইচ্ছার তাগিদেই রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনি অতিশয় সুরসিক ব্যক্তি, অথচ নিজেকে অজাতশত্রুরূপে পরিচিত করিয়া তাঁহার ধন-সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তাঁহার নামে প্রচলিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কাহিনী আরোপ করা। তবে লক্ষণীয়, আসল কথাটি হইল ভাঁড় জাতীয় ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার নামের সংযোগ। কারণ বিত্তবান মূলধন বিনিয়োগকারীরা কদাচিৎ ইহাদের সমগোত্রীয় হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ, ২১৩৩ প.; (২) Miskawayh, in Amedroz and Margoliouth, Eclipse, ১খ, ৮; (৩) হিলালু'স-সাবি', সম্পা. Amedroz, পৃ. ২৩; (৪) 'আরবী, Tab. cont., পৃ. ২৮-৯, ৪৬; (৫) সূলী, আখ্বারু'র-রাদী ...অনু. M. Canard, পৃ. ৬৪ ও নির্ঘণ্ট; (৬) হু'স'রী, জাম্', পৃ. ২৪৯ প.; (৭) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৮খ, ১১৭-৯, ২৮৩; (৮) তানূখী, নিশওয়ার, ১খ, ১৮-৩২; (৯) ইব্নু'ল-জাওযী, হ'ামক'া, পৃ. ৩০-৪১; (১০) ঐ লেখক, মুনতাজাম, ৬খ, ২১১-৪; (১১) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট; (১২) F. Rosenthal, Humor, পৃ. ১৩; (১৩) F. Bustani, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪০৯-১০।

Ch. Pellat (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

ইব্নুল-জাহ্ম (দ্র. 'আলী ইব্নু'ল-জাহ্ম; মুহাম্মাদ ইব্নু'ল- জাহ্ম)।

ইব্নুল-জিল্লীকী (দ্র. 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন মারওয়ান)।

ইব্নুল-ফাকীহ্ (ابن الفقيه) ঃ আবু বাকর আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-হামাযানী, 'আরবী ভাষায় রচিত একখানি ভূগোলের ইরানী গ্রন্থকার। ইনি ২য়/৯ম শতকে জীবিত ছিলেন (মৃ. ৩৪০/৯৫১, হ'াজ্জী খালীফা)। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যে মাত্র একখানি এখনও সংক্ষিপ্ত আকারে টিকিয়া রহিয়াছে। De Goeje একটি প্রামাণ্য ভূমিকা সংযোজন করিয়া এই পুস্তকটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৮৫ খৃ.)। ইব্নু'ন-নাদীম ও ভূগোলবিদ আল-মুক'াদ্দাসী ইব্নু'ল-ফাকীহ সম্পর্কে যে সকল তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, De Goeje সেইগুলি উক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত করেন। তন্মধ্যে সকল তথ্য সমানভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। ইব্নু'ল-নাদীমকৃত 'ফিহ্‌রিস্ত' গ্রন্থে (পৃ. ১৫৪) বলা হইয়াছে, "তিনি দুই হাযার পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি কিতাবু'ল-বুলদান প্রণয়ন করেন। উহা বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, বিশেষত আল-জায়হানীকৃত পুস্তকাদি ও ('আরবী ভাষার) হাল আমলের শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দ সম্পর্কে একখানি পুস্তক হইতে নির্বাচিত অংশের সঙ্কলন।" পাঁচখানি পুস্তকের একসঙ্গে একটি রচনা তৎকৃত বলিয়া আল-মুকাদ্দাসী আহ্'সানু'ত-তাকাসীম (সম্পা. De Goeje পৃ. ৪-৫) মনে করেন। উহার সকল ভৌগোলিক তথ্য যথাযথ না হওয়ায় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে অবান্তর আলোচনা থাকায় তিনি উহার সমালোচনা করিয়াছেন। য়াকূত তাঁহার গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ('উদাবা', ২খ, ৬৩) বলিয়াছেন যে, ইব্নু'ল-ফাক'ীহ ও তাঁহার পিতা সুপরিচিত হাদীছবেত্তা ছিলেন।

ইব্নু'ল-ফাকীহ-কৃত মৌলিক রচনাবলী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির তিনখানি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে। তদুপরি De Goeje-কৃত সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার পর চতুর্থ পাণ্ডুলিপিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ তিনখানা পাণ্ডুলিপির রচয়িতা, প্রকাশক ও প্রকাশনার স্থান-কাল সম্বলিত শেষ পৃষ্ঠাগুলি দৃষ্টে De Goeje এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি সম্ভবত আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন জা'ফার আশ্-শায়যারী কর্তৃক রচিত। গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে বাদ দিয়া অথচ মামুলি অনুচ্ছেদগুলিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি গ্রন্থখানির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিনষ্ট করিয়াছেন (মন্তব্যটি আল-মুকাদ্দাসীর সমালোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। ইব্নু'ল-ফাক'ীহ-কৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতে য়াকূত তৎকৃত মু'জামু'ল-বুলদ'ান পুস্তকে অনেক অনুচ্ছেদ ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভূমিকা De Goeje, পৃ. ৯; য়াকূত, বিষয়সূচী, পৃ. ৩০০ দ্র.)। ইব্নু'ল-ফাক'ীহ-এর রচনা যে অধিকতর অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জিত ছিল, ইহা তাহারই একটি প্রমাণ। কেননা কোনও ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর যে, গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না করিয়াই য়াকূত তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

Sprenger (Post-und Reisroutin, p. xvii প.) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইব্নু'ল-ফাক'ীহ ২৯০/৯০৩ সনের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর আমলে ২৮৭ ও ২৮৮ সনে ঘটিয়াছে এমন দুইটি ঘটনা ইব্নু'ল-ফাক'ীহ বর্ণনা (মূল পাঠ, ৫৩ ও ৩১৯) করিয়া তাঁহাকে "আমাদের খলীফা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৫৩)। সুতরাং অনুচ্ছেদটি নিশ্চিতভাবেই খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছে। অপরপক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুক্তাফীর ক্ষমতা প্রাপ্তির পূর্বেকার একটি ঘটনার বিবরণ পেশ (পৃ. ২৭০) উপলক্ষে তিনি দুইবার তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ২৫৩ ও ২৭০)। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ইব্নু'ল-ফাক'ীহ তাঁহার গ্রন্থের রচনাকার্য খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর ইনতিকালের পর সমাপ্ত করেন। 'আম্র ইব্ন লায়ছকে যে খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর আদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (পৃ. ৫৩, ১১৭), তৎসম্পর্কিত একটি অনুচ্ছেদে এই বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেননা আত'-তাবারী (৩খ, ২২০৮) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকাকালে এই খলীফাই তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন, কিন্তু ঐ দণ্ডাদেশ খলীফার ইনতিকালের পূর্বে কার্যকর হয় নাই। সুতরাং দেখা যায়, ইব্নুল-ফাক'ীহ ২৮৯-৯০/৯০২-৩ সনে তাঁহার পুস্তক রচনা করেন (ঐ তারিখের পরবর্তী কালের কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা উহাতে উল্লিখিত হয় নাই)।

ইব্নু'ল-ফাক'ীহ যে হামাযান শহরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা কেবল তাঁহার নিসবা (জন্মস্থানগত উপাধি) দ্বারাই সমর্থিত হয় তাহা নহে, তিনি ঐ শহরটির ও ইহার জেলার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতেও প্রমাণিত হয়। বিবরণটির পরপরই তিনি তাঁহার জন্মভূমি সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সকল দেশের বিবরণ দিয়াছেন আর একের পর এক যেভাবে আলোচনার স্থান সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ক্রমাগত

সেইভাবে আমরা এখানে দেশগুলির নামের তালিকা প্রদান করিতেছিঃ ইরান, 'আরব, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, রূম, জাযীরা, নুবিয়া ও আবিসিনিয়া। মাগ্‌রিব বা পশ্চিম আফ্রিকা, আন্দালুসিয়া বা দক্ষিণ স্পেন ও সূদান সম্পর্কে উহাতে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন দেশের জন্য যে যে পরিমাণ স্থান বন্টন করা হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সম্পাদকই সম্ভবত উহাদের অনুপাত নির্ধারণ করিয়াছেন। ইরানকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিই এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ইব্নুন-নাদীম বলেন, গ্রন্থখানির নাম কিতাবুল-বুলদান। কিন্তু উহার নামপত্র (নাম, লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, মূল্য প্রভৃতির বিবরণ সম্বলিত পৃষ্ঠা) ও ভূমিকা না থাকায় এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। চতুর্থ পাণ্ডুলিপিখানিতেও (মাশহাদ নগরীস্থিত ইমাম রিদার মাযারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত) ১৯২৩ খৃ. Z. V. Togan যাহা লইয়া গবেষণা করেন, পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা না থাকায় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু Z. V. Togan স্বীকার করিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থখানির প্রকৃত পাঠ্যাংশের বেশ বড় অংশই পাণ্ডুলিপিতে স্থান পাইয়াছে। উহাতে ইরাক ও মধ্যএশিয়া সম্পর্কে মূল্যবান অতিরিক্ত তথ্যাদিও রহিয়াছে (যদ্দারা De Goeje-কৃত সংস্করণের পরিবর্ধন ও সংশোধন সম্ভবপর হইয়াছে)।

সাহিত্য সম্পর্কিত যে আলোচনাকে অপ্রাসঙ্গিক ভাবিয়া আল-মুক'দ্দাসী সমালোচনা করিয়াছেন তাহা গুরুত্বহীন বা অপ্রয়োজনীয় নহে, উহা গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঐগুলি বইখানির ভৌগোলিক অধ্যায়গুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (যেইগুলি অট্টালিকাদি ও নীতিকথামূলক গল্পাদি সম্পর্কে গ্রন্থকারের সুরুচির দৃষ্টান্ত)। ইহা দ্বারা প্রকৃত তথ্যাদি সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি যোগে পাঠকের মনোযোগ বজায় রাখিবার জন্য গ্রন্থকারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশের মহিমা কীর্তন করিয়া রচিত একটি নিবন্ধ ভিন্ন অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল এইরূপঃ গুরুতর বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় আলোচনা চলিতে চলিতে শ্রুতিমধুর রসাত্মক কথায় সমাপ্তি, আর ঠাট্টাচ্ছলে লঘু বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করিয়া গুরুতর বিষয়ে সমাপ্তি (পৃ. ৪১), সিরিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে বসরা নগরীর বাসিন্দাদের কোনও বিষয়ে বাকবিতাণ্ডা, তাল জাতীয় গাছ হইতে আঙ্গুর গাছের শ্রেষ্ঠত্ব (পৃ. ১১৮), অট্টালিকার মহিমা কীর্তন (পৃ. ১৫১), গ্রন্থকারের দায়িত্ব-কর্তব্য, উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মূল্য—অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই সকল আলোচনা সমগ্র গ্রন্থটির ভূমিকারূপে গৃহীত হইতে পারে (পৃ. ১৯৩), বিশুদ্ধ পানির প্রশংসা (পৃ. ২২০), আর প্রতিটি দেশকে আল্লাহ এক বিশেষ সম্পদ উপহার দিয়া থাকেন যাহা অন্যান্য দেশকে দেওয়া হয় না (২৫১)। আল-মুক'দ্দাসী বলেন, ইব্নু'ল-ফাকীহ অনেক ক্ষেত্রেই আল-জা'হিজ-এর রচনার ভিত্তিতে লিখিয়াছেন (শেষোক্ত লেখকের নাম ইনি তিনটি স্থানে উল্লেখ করিয়াছেনঃ পৃ. ১১৬, ১৬৫ ও ২৫৩), কিন্তু এই সকল অপ্রাসঙ্গিক রচনার ফলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আল-জা'হিজ-এর রচনা হইতে সরাসরি উদ্ধৃত না করিয়া ইনি তৎকর্তৃক প্রভাবিত হন। De Goeje রচনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানে উহাদের বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্ণনা তাঁহার মূল্যায়নের ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে, "আমি ভাবিয়াছিলাম যে, গ্রন্থগুলি হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশ অধ্যয়নই ইহার মূল্য নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট হইবে; কিন্তু আরও বিশদভাবে পরীক্ষার ফলে এই সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাইতে হইয়াছে।"

৩য়/৯ম শতকের শেষার্ধের সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রন্থটি অতি মূল্যবান অবদান রাখিয়াছে। ইহাতে ভূগোল ও ইতিহাসের অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে যাহা এ যাবত জানা যায় নাই কিংবা অসম্পূর্ণভাবে জানা গিয়াছিল। এইগুলি য়াকূত-এর প্রধান উৎস গ্রন্থাদির অন্তর্গত হওয়ায় আর সেইগুলি হইতে মুকাদ্দাসী অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দেওয়ায় উহা পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্য গ্রন্থকার A. Miqeuel, যিনি উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত ইহার সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারে, "কালক্রম অনুযায়ী 'আরবী ভাষার ভূগোলের ইতিহাসে ইব্নু'ল-ফাকীহ এক অপরিহার্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মূলত ব্যবহারিক ভূগোল-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণীত গ্রন্থাদির পর তিনি তাঁহার রচনায় একাধারে সাহিত্য ও কৃষ্টির কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রায়োগিক-ভূগোল রচনারীতির শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং অপরপক্ষে বিশ্বের গ্রন্থকারগণকে মুসলিম বিশ্বের প্রতি কৌতূহল নিবদ্ধ করিতে সহায়তা করেন।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-ফাকীহ, Compendium libri Kitab al-boldan, সম্পা. M. J. De Goeje (=BGA, V), লাইডেন ১৮৮৫ খৃ; (২) Brockelmann, I, 227, no 4, S I, 405, no, 4-406 (E. Braunlichএকটি নূতন সংস্করণ প্রণয়ন করিতেছেন); (৩) R. Blachere, Extraits des principaux geographes arabes du moyen-age, পৃ. ৭০ প. (ইব্ন'ল-ফাকীহ তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত লোকাচারবিদ্যা বিষয়ক বহু সংখ্যক উপকথা, মতাদর্শ ও ধারণা অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন); (৪) G. Wiet, Introduction a la Litterature Arabe, নির্ঘণ্ট; (৫) I. Yu. Krackovskiy, Izbranniye, socineniya, ৪খ, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৫৬-৯ ('আ. অনু. ১৬২-৪); (৬) A. Z. Validov(=Z.V. Togan), Meshkhedskaya rukopis Ibnu-l- Fakikha, in lzvestiya Russkoy Akad. Nauk, 1994, 237-48 [j. Deny কর্তৃক JA-তে রিভিউকৃত, cciv (1924), 149; G. Ferrand কর্তৃক JA-তে রিভিউকৃত, ccviii (1926), 146]; (৭) P. Kahle Zu Ibn al-Fakih, in ZDMG, lxxxviii (1934), 43-5; (৮) A. Miquel, La geographe humaine du monde musulman jusquau milieu du Zi^e siecle j.-C., Paris 1967, p. XXII, chap. v and index; (৯) বর্তমানে (১৯৬৭ খৃ.) উল্লিখিত চারিখানি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে একখানি ফরাসী অনুবাদ রচিত হইয়াছে; (১০) দা.মা.ই. (উর্দু), ১খ, ৬৩৩; (১১) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, ৬২।

H. Masse (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

ইব্নুল-ফাররা' (ابن الفراء) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হু'সায়ন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন খালাফ ইব্ন আহ'মাদ ইব্নু'-লফারার', ইনি ক'াদী আবূ য়া'লা নামে সমধিক পরিচিত। আল-ক'াদির (৪২২-৬৭/১০৩১-৭৫)-এর রাজত্বকালের শেষদিকে এবং আল-কা'ইম-এর রাজত্বকালে (৩৮১-৪২২/৯৯১-১০৩১) তিনি বাগ'দাদের হ'াম্বালী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার জন্ম মুহ'াররাম ৩৮০/এপ্রিল ৯৯০। সালে এবং ১৯ রামাদ'ান, ৪৫৮/আগস্ট ১০৬৬-এ তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পিতা (মৃ. ৩৯০/১০০০) ছিলেন একজন হানাফী, তিনি নোটারীর (شاهد) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, খলীফা আল-মূতী' ও

বুওয়ায়হী নৃপতি শাহযাদা মু'ইয়্যদ-দওলা তাঁহাকে কাদি'ল-কুদাত-এর পদ প্রদান করিলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তরুণ ইব্‌নু'ল ফাররা'-কে হাম্বালী মাযহাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কথিত আছে, কালক্রমে তিনি ইব্‌নু'ল-হ'ামিদ-এর অন্যতম প্রিয় শাগরিদে পরিণত হন। ইব্‌নু'ল-হ'ামিদ-এর নিকট তিনি আল-খিরাকী (মৃ. ৩৬৩/৯৭৪)-র বিখ্যাত মুখ্‌তাসার গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

৪০৩/১০১২ সালে ইব্‌নু'ল-হ'ামিদ-এর মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, ৪১৪/১০২৫ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করিতে যান এবং প্রত্যাবর্তনের পর হাদীছ ও হাম্বালী ফিক্‌হ অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ৪২১/১০৩০ অথবা ৪২২/১০৩১ সালে তিনি হানাফী প্রধান কাযী আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মাকূলা (মৃ. ৪৪৭/১০৫৫)-এর নোটারীর পদটি প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও এই পদ গ্রহণের জন্য 'শারীফ' আবূ 'আলী আল-হাশিমী (মৃ. ৪২৮/১০৩৭) তাঁহাকে রাযী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার কয়েক বৎসর পর সম্ভবত ৪২৮/১০৩৭ সালে হাম্বালী মায'হাবের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক আবূ মানসূ'র ইব্‌ন য়ুসুফ (মৃ. ৪৬০/১০৬৭) ও আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন জারাদা (৪৭০/১০৭৭)-এর হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি পদটি গ্রহণ করেন। ৪২৯/১০৩৮ সালে কতিপয় আশ'আরী ধর্মশাস্ত্রবিদ তীব্র ভাষায় তাঁহাকে এই মর্মে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি তাঁহার কিতাবু'স-সিফাত (كتاب الصفات) গ্রন্থে আল্লাহর মানবীয় গুণ ও মানবিক দেহ মতবাদের সমর্থন করিয়াছেন (ক'ামিল, ৮খ, ১৬ ও ১০৪)। ৪৩২/১০৪০ (অথবা অন্যান্য উৎস অনুযায়ী ৪৩৩/১০৪১) সালে তিনি খলীফার প্রাসাদে অনুষ্ঠিত কাদিরিয়্যা নামক গ্রন্থের পবিত্র পঠনকালে সমবেত বিশাল শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত যাহিদ আবু'ল-হাসান আল-কায্‌বীনী (মৃ. ৪৪২/১০৫০)-ও উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, তিনি ৪৪৫/১০৫৩ সালে ইব্‌নু'ল-মুস্‌লিমার সভাপতিত্বে দারু'ল-খিলাফায়-অনুষ্ঠিত সভায় হাযির ছিলেন। এই সভার লক্ষ্য ছিল ধর্মমত সম্পর্কিত বিষয়সমূহে খিলাফাতের সরকারী মতবাদ নির্ধারণ করা, বিশেষত আল্লাহর গুণাবলী ও কু'রআন- এর অসৃষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করা। এই সকল ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌নু'ল-ফাররা' সম্ভবত তাঁহার সমসাময়িক শাফি'ঈ আল- মাওয়ারদীর ন্যায় উযীর ইব্‌নু'ল-মুস্‌লিমার পারিষদবর্গের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে ইব্‌ন মাকূলার মৃত্যুর পর ইব্‌নু'ল-মুস্‌লিমার উপদেশে ও আবূ মানসূ'র ইব্‌ন য়ুসুফ-এর সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ৪৪৭/১০৫৫ সালে ইব্‌নু'ল ফাররা' খলীফার প্রাসাদের এক অংশ, হারীম-এর কাযী হইতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি নিজের কতিপয় শর্ত আরোপ করেন। সরকারী শোভাযাত্রাসমূহে তাঁহার অংশগ্রহণ অথবা খলীফার সহিত সাক্ষাতপ্রার্থী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাত প্রত্যাশিত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না এবং প্রাসাদে তাঁহার শরীরী উপস্থিতি হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে; প্রতি মাসে একদিন করিয়া তাঁহাকে নাহ্‌রু'ল-মু'আলা ও বাবু'ল-আযাজ-এ অবস্থান করার অনুমতি দিতে হইবে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হারীম-এ তাঁহার পক্ষে একজন প্রতিনিধি (نائب) নিয়োগ করা হইবে। এই স্থানে তাঁহার দায়িত্বের সহিত পরবর্তী কালে হাররান ও হুল্‌ওয়ান-এর দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ইব্‌নু'ল-ফাররা' তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার আল-মানসূ'র মসজিদে হ'াদীছ শিক্ষা দান করিতেন।

ইব্‌নু'ল-ফাররা' বহু গ্রন্থের রচয়িতা। এইগুলির মধ্যে যেইগুলি প্রধান সেইগুলি তাঁহার পুত্র কাদী আবু'ল-হুসায়ন (মৃ. ৫২৭/১১৩৩) প্রণীত তাবাক'াতু'ল-হানাবিলা (২খ, ২০৫; তু. Brockmann, ১খ, ৫০২ ও পরি. ১, ৬৮৬) গ্রন্থে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আল-খিরাকী প্রণীত মুখতাসার গ্রন্থে তাঁহার রচিত ভাষ্য বহুকালব্যাপী গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইত। লোক-আইন বিষয়ক তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ল-আহ'কামি'স-সুল্‌ত'ানিয়্যা (১৩৫৭/১৯৩৮ সালে কায়রোতে প্রকাশিত) একই বিষয়ে আল-মাওয়ারদী রচিত গ্রন্থের সহিত কোন কোন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যপূর্ণ হইলেও বহুতর ক্ষেত্রে তাহা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের এই ব্যাপারটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, উভয় ব্যক্তিই ইব্‌নু'ল-মুস্‌লিমার পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, একজন ছিলেন শাফি'ঈ এবং অপরজন হাম্বালী মায'হাবের অনুসারী।

সম্ভবত ইব্‌নু'ল-ফাররা'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে তাঁহার কিতাবু'ল-মু'তামাদ (كتاب المعتمد), তিনি অসমান দৈর্ঘ্যের ইহার দুইটি বিন্যস্ত রূপ প্রস্তুত করেন (ক্ষুদ্রাকার রূপটি পাণ্ডুলিপি আকারে দামিশ্‌কের জাহিরিয়্যা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে)। কালাম সম্পর্কিত পুস্তকাবলীর অনুকরণে লিখিত মু'তামাদ কোন হ'াম্বালী অনুসারী রচিত এই শ্রেণীর প্রথম প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্যতম। ইহার মুখবন্ধে জ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব সম্পর্কে রূপরেখা রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন উসূলু'ল-ফিক্'হ ও ফুরূ'—এই উভয় ক্ষেত্রেই হ'াম্বালী মায'হাবের ব্যাখ্যামূলক কতিপয় পুস্তকের রচনা ইব্‌নু'ল-ফাররা'-এর কীর্তি।

সমসাময়িক কালের ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ইব্‌নু'ল-ফাররা' গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তিনি প্রচুর সংখ্যক প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সকল রচনার প্রতিধ্বনি প্রায়শই মু'তামাদ-এ দৃষ্ট হইলেও এইগুলির মূল পাণ্ডুলিপিসমূহ বর্তমানে বিলুপ্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল কাররামিয়্যা, বাতিনিয়্যা, মুজাস্‌সিমা, আশ্'আরী ও সাধারণভাবে কালাম-এর সমর্থকবৃন্দের, যথা ইব্‌নু'ল-লাব্বান (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪)-এর সম্পর্কিত মতের খণ্ডনসমূহ (ردود)। ইহা ভিন্ন অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে, তাঁহার কিতাবু'ল-ঈমান (كتاب الايمان) (পাণ্ডুলিপি জাহিরিয়্যাতে) ও বিশেষত কিতাবু ইব্‌তালি'ত-তা'বীলাত লি-আখবারি'স-সিফাত, যাহাতে তিনি হ'াম্বালীগণের প্রশ্নাতীত বিশ্বাস (تسليم)-এর সহিত আশ'আরীগণের অর্ধ-যুক্তিবাদের (تأويل) পার্থক্য ও তুলনা করিয়াছেন (এই রচনাটি সম্পর্কে তু. ত'াবাক'াতু'ল-হানাবিলা, ২খ, ২০৭ প.; ইব্‌ন তায়মিয়া, in MRK, পৃ. ৪৪৫)।

অধিকাংশ হ'াম্বালী, যাঁহারা ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনতিকাল করেন তাঁহারা বিভিন্ন মাত্রায় ইব্‌নু'ল-ফারারা'-এর শিক্ষা অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন অতিশয় সক্রিয় আশ'আরীবাদের অন্যতম প্রধান ও প্রবলতম বিরোধী শারীফ আবূ জা'ফার (মৃ. ৪৭০/১০৭৭); হাররান-এর কাদী আবু'ল-ফাত'হ আল-হাররানী (৪৭৬/১০৮৩), যিনি তাঁহার দুই পুত্রসহ শী'ঈ আমীর মুসলিম ইব্‌ন কুরায়শ-এর সহিত এক সংঘর্ষে নিহত হন; আবু'ল-ফারাজ আশ-শীরাযী (মৃ. ৪৮৬/১০৯৪) আমীর তুতুশ-এর সমর্থনপুষ্ট হইয়া ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় হ'াম্বালী মাযহাব প্রসারে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। আবূ মুহ'াম্মাদ আত-ত'ামীমী (মৃ. ৪৮৮/১০৯৫), আবু'ল-ফাত'হ আল-হুল্‌ওয়ানী (৫০৫/১১১২) ও আবু'ল-খাত্ত'াব আল-কালওয়াযানী (মৃ. ৫১০/১১১৬)-সহ অপরাপর বহু ব্যক্তিকে প্রায়শই ইব্‌নু'ল-ফাররা'-এর অনুসারীরূপে বিবেচনা করা হয়।

ইব্নু'ল-ফাররা' তিন পুত্র রাখিয়া যান, যাঁহাদের নাম তাঁহার 'মায্'হাব'-এর ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন শায়খ আবু'ল-হু'সায়ন (মৃ. ৫২৫/১১৩১; যায়ল, ১খ, ২১২-৪; Borckelmann, পরি. ১, ৫৫৭)। তিনি তাবাকাতু'ল-হানাবিলা গ্রন্থের প্রণেতা।

ইব্নু'ল-ফারারা'-এর জনৈক ভ্রাতা মুহ'াদ্দিছ' আবূ খাযিম ইব্নু'ল-ফাররা' (মৃ. ৪৩০/১০৩৯; মুন্তাজাম, ৮খ, ১০২)-কে সময় সময় একজন মু'তাযিলীরূপে উল্লেখ করা হয়। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ খাযিম ইব্ন 'আবী য়া'লা (মৃ. ৫২৭/১১৩৩)-এর সহিত গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়। শেষোক্ত জন ছিলেন একজন ফাকীহ ও মুহ'াদ্দিছ'।

তাঁহার অনুসারিগণের মধ্যে ইব্নু'ল-ফাররা'-এর সম্মান এত উচ্চে ছিল যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীকাল সকল হ'াম্বালীর নিকট তিনি কেবল 'আল-কাদী' নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার পরে অবশ্য মুওয়াফফাকু'দ-দীন ইব্ন কুদামা (মৃ, ৬২০/১২২২) এবং ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষদিকে হ'াম্বালীগণ আল-মার্দাবী (মৃ. ৮৮৫/১৪৮৪; Brockelmann, পরি. ১, ১৩০)-কে আল-কাদী উপাধি দ্বারা অভিহিত করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খাতীব বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২৫৬ (নং ৭৩০); (২) আবু'ল-হুসায়ন, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ১৯৩-২৩১ (রচনাবলীর তালিকাসহ, পৃ. ২০৫); (৩) ইব্নু'ল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৮খ, ২৪৩-৪; (৪) ইব্ন কাছ'ীর, বিদায়া, ১২খ, ৯৪-৫; (৫) নাবুলুসী, কিতাবু'ল-ইখতিসার, দামিশ্ক ১৩৫০/১৯৩২, পৃ. ৩৮৯-৪১৫; (৬) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ৩০৬-৭; (৭) Brockelmann, ১খ, ৫০২ ও পরি. ১, ৬৮৬। আরও দ্র.ঃ (৮) H. Laoust, La Profession de foi d'Ibn Batta, দামিশ্ক', (PIFD) ১৯৫৮ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad, in REI, ১০৫৯ খৃ., পৃ. ৯৬-৮; (১০) গ. মাক'দিসী, Ibn `Aqil et la resurgence de I'lslam tradionaliste au XIe siecle (V^e siecle de l'hegire), দামিশ্ক' (PIFD) ১৯৬৩ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. Laoust (E.I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইব্নুল-ফারাদী (ابن الفرضى) ঃ আবু'ল-ওয়ালীদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন নাস্র আল-আয্দী ইব্নি'ল-ফারাদী, আন্দালুসীয় বিদ্বান, জ. ২২ যু'ল-কা'দা, ৩৫১ দিবাগত রাত্রে/২২-২৩ ডিসেম্বর ৯৬২, কর্ডোভায়। তিনি নিজ শহরেই ফিক্হ, হ'াদীছ', সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, বিশেষ করিয়া আবূ যাকারিয়্যা য়াহ্'য়া ইব্ন মালিক ইব্ন 'আ'ইয ও ক'াদী মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয আল-খার্রাযের নিকট। ৩৮২/৯৯২ সালে কায়রাওয়ান হইয়া হজ্জ-এ গমন করেন। ফাকীহ ইব্ন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী (দ্র.) ও আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন খালাফ আল-কাবিসীর দারসে (ক্লাসে) যোগদান করেন। তিনি কায়রো, মক্কা ও মদীনায় আরও অধ্যয়ন করেন। স্পেনে ফিরিয়া তিনি কিছুকাল কর্ডোভায় অধ্যাপনা করেন। তৎপর মারওয়ান বংশীয় শাসক মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্দীর শাসনামলে তিনি Valencia-র কাদী নিযুক্ত হন। বার্বারগণ কর্ডোভা অধিকার করিয়া হত্যা-লুণ্ঠন শুরু করিলে ইব্নু'ল-ফারাদী ৬ শাওওয়াল, ৪০৩/২০ এপ্রিল, ১০১৩ সালে নিজ গৃহে নিহত হন। তিনদিন তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া থাকে; চতুর্থ দিন বিকৃত ও গলিত অবস্থায় একটি আবর্জনা স্তূপ হইতে উহা আবিষ্কার করত গোসল ও কাফন ব্যতীতই দাফন করা হয়। কথিত আছে, মক্কায় হজ্জের সময় তিনি কা'বার গিলাফ ধরিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ যেন তাঁহাকে শহীদের মৃত্যু দান করেন।

ইব্নু'ল-ফারাদী ফিক্হ', হ'াদীছ', সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভ্রমণকালে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কেবল তা'রীখু 'উলামা'ই'-আন্দালুস, সম্পা. Codera, BAH, vii-viii, মাদ্রিদ ১৮৯১ খৃ. বিদ্যমান। গ্রন্থটির সতর্ক ও সঠিক পরিবেশন ও পর্যাপ্ত তথ্যের সমাবেশ ইব্নু'ল-ফারাদীকে সমগ্র আইবেরীয় উপদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধারাবাহিক জীবনচরিত রচনায় পথিকৃতের মর্যাদা দান করিয়াছে। ৫ম/১১শ ও ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীতে ইব্ন বাশকুওয়াল (দ্র.) তাঁহার সিলা' সংযোজনের মাধ্যমে এই ধারাটি অব্যাহত রাখিয়া ও সম্প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইব্নু'ল-আব্বার (দ্র.) তাঁহার তাকমিলাতু'স'-সিলা দ্বারা ঐ গ্রন্থটিকে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করেন। পরিশেষে ইব্নু'ল-ফারাদীর তা'রীখের সংযোজেনের এই প্রক্রিয়া ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্নু'য-যুবায়রের রচিত সিলাতু'স-সিলা-র মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইহার একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থপ্রিয় সীদী মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-কাত্ত'ানীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপিটির 'আয়ন বর্ণ দ্বারা আরম্ভ একটি আংশিক সংস্করণ Levi-Provencal কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, রাবাত ১৯৩৭ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০/১৮৯২, ১খ, ২৬৮; (২) যাহাবী, হুফফাজ, ৩খ, ২৭৭; (৩) মাক্কারী, নাফহু'ত্-তীব, কায়রো ১৩০২ হি., ১খ, ৩৮৩; (৪) ইব্ন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৫৬৭; (৫) ইব্ন ফারহুন, দীবাজ, ফেয ১৩১৬/১৮৯৮, পৃ. ১৪৯, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ১৪৩; (৬) ইব্ন খাকান, মাতমাহু'ল-আনফুস, ইস্তাম্বুল ১৩০২/১৮৮৪, পৃ. ৫৭; (৭) দাব্বী, বুগ'য়াতু'ল-মুলতামিস, পৃ. ৩২১, নং ৮৮৮; (৮) সুয়ূত'ী, ত'াবাক'াতু'ল-হুফ্ফাজ, ১৩খ, ৫১; (৯) Wustenfeld, Geschichtschreiber der Araber, পৃ. ৫৫, নং ১৬৫; (১০) Codera, Aben Alfaradhi Hist. Vir. Doct. iii, (Bibl. Arab. Hisp. viii), নির্ঘণ্ট; (১১)Pons Boigues, Ensyo bio-bibliografico, পৃ. ১০৫, নং ৭১০; (১২) Brockelmann, ১খ, ৩৩৮, S. I., ৫৭৭-৮; (১৩) ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ১/২খ, ১৩০-২; (১৪) Huart, Arabic Lit., পৃ. ২০৩; (১৫) দা.মা.ই. (উর্দূ), ১খ, ৬৩২।

M. Ben. Cheneb-A. Huici Miranda (E.I.²)/
এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-ফারিদ (ابن الفارض) ঃ 'উমার ইব্ন 'আলী (শারাফু'দ-দীন) আবু'ল-ক'াসিম আল-মিস্রী আস্-সা'দী একজন বিখ্যাত সূফী কবি। আল-ফারিদ (উত্তরাধিকারের অংশ বিতরণকারী) নামটি তাঁহার পিতার পেশা নির্দেশক (দ্র. দীওয়ান, কায়রো ১৩১৯ হি., পৃ. ৩), যিনি হামাত-এর বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কায়রো চলিয়া আসেন। এখানেই তাঁহার পুত্র 'উমার ৫৭৬/১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে 'উমার শাফি'ঈ আইন ও হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি সূফী মতবাদে দীক্ষিত হন

এবং বহু বৎসর নির্জন 'ইবাদতে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি কায়রোর পূর্বদিকের পাহাড়ে (আল-মুকাত্তাম), মরুভূমিতে, বন্য পশুদের মধ্যে, অতঃপর হিজাযে নিঃসংগ সাধকের জীবন যাপন করেন এবং মহানবী (স)-কে স্বপ্নে দর্শন করেন। কায়রো প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার মৃত্যু (৬৩২/১২৩৫) পর্যন্ত একজন ওয়ালীরূপে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে থাকেন। আল-মুকাত্তামের পাদদেশে অবস্থিত তাঁহার মাযারে এখনও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইব্নু'ল-ফারিদের 'দীওয়ান' আকারে ছোট হইলেও ইহা 'আরবী সাহিত্যের অত্যন্ত মৌলিক কাব্যগুলির অন্যতম। তাঁহার অপ্রধান কবিতাগুলি রচনা রীতির উৎকর্ষে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং অলংকার শাস্ত্রের রচনা কৌশলে অল্প বিস্তর প্রয়োগসমৃদ্ধ। এই কবিতাগুলি সম্ভবত সূফী সমাবেশে সুর সহকারে গীত হওয়ার উদ্দেশে রচিত (Nallino, in RSO, viii, 17)। এইগুলির বাহ্য ও গূঢ় অর্থসমূহ এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, ঐগুলিকে প্রেমের কবিতা অথবা আধ্যাত্মিক স্তবগান— উভয়রূপেই পাঠ করা চলে। কিন্তু দীওয়ানটিতে দুইটি পুরাপুরি আধ্যাত্মিক কবিতাও রহিয়াছেঃ (১) খামরিয়্যা বা মদ্যের বর্ণনা সম্বলিত কবিতা, যাহাতে আল্লাহ্-প্রেমের 'সুরা' হইতে উৎপন্ন 'মত্ততা'র বর্ণনা রহিয়াছে এবং (২) নাজমু'স-সুলূক বা 'আধ্যাত্মিক সাধনার কবিতা'; ৭৬০ চরণের এই কবিতাটিকে প্রায়শ আত্-তা'ইয়্যা আল-কুব্রা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং এই নামকরণের উদ্দেশে একই হরফ তা (ط)-এর সহিত ছন্দমিল রাখিয়া রচিত অতি সংক্ষিপ্ত অপর একটি কবিতা হইতে ইহাকে পৃথকরূপে চিহ্নিতকরণ। দৈর্ঘ্যে দীওয়ানের বাকী অংশের প্রায় সমান এই সুবিখ্যাত কাসীদাটিতে ইব্নু'ল-ফারিদ আধ্যাত্মিকতার সমগ্র অভিজ্ঞতার এক মর্মস্পর্শী মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ দান করিয়াছেন। ফলে এই কাসীদাটি এক অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অবদান ও শিক্ষামূলক রচনা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে অধ্যাত্মবাদীর অভিজ্ঞতা মুসলিম মৌলবাদের বাস্তব প্রকাশরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সূফীগণের মধ্যে 'তা'ইয়্যা' এক অত্যুচ্চ রচনার স্থান দখল করিয়া আছে এবং উহার অনেক ভাষ্যও রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, 262 ও S I, 462 প., দীওয়ানের প্রথম সম্পাদক কবির পৌত্র 'আলী রচিত কবির একটি জীবনী রুশায়্যিদ ইব্ন গালিব আদ্-দাহ্দা সংস্করণ, Marseille ১৮৫৩ খৃ.-এর ভূমিকারূপে মুদ্রিত হইয়াছে, আরও দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, নং ৫১১; (২) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতুয- যাহাব, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ৫খ, ১৪৯ প.; (৩) সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১খ, ২৪৬; ও Di Matteo (নীচে দ্র.) ও Nallino প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. স্থা., পৃ. ৮। অন্যান্য সংস্করণঃ কায়রো ১৩১৯ হি. (দুইটি ভাষ্যসহ) এবং ১৩৩৫ হি. (সংক্ষিপ্ত টীকাসহ)। তা'ইয়্যা আল-কুব্রার অনুবাদসমূহ ঃ (৪) Von Hammer, Das arabische hohe Lied der Liebe, ভিয়েনা ১৮৫৪ খৃ. ('আরবী মূল ও জার্মান কাব্যানুবাদ, শেষোক্তটি অর্থহীন); (৫) Di Matteo (রোম ১৯১৭ খৃ.); (৬) Nicholson, Studies in Islamic mysticism, কেম্ব্রিজ ১৯২১ খৃ., অধ্যায় ৩, "The odes of Ibn al-Farid", পৃ. ১৯৯-২৬৬ (ব্যাখ্যামূলক টীকাসহ); (৭) খাম্রিয়্যার অনুবাদ (a) ইংরেজী, A. Sefi, in BSOS, ii (1922), 235-48; (b) ফরাসী, E. Dermenghem, L'eloge du vin, প্যারিস ১৯৩১ খৃ. (আন-নাবুলুসীর ভাষ্যের অনুবাদসহ); (c) ড্যানিশ, in J.Pedersen, Muhammedansk Mystik, কোপেনহেগেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫৪-১৩৩; (৮) Nallino ইব্নু'ল-ফারিদ সম্পর্কে পূর্ণ সমালোচনামূলক রচনা Di Matteo-এর অনুবাদের সমালোচনাতে লিখিয়াছেন, in RSO, viii (1919-20), 1-106 and 501-62। আরও দ্র. Pearson, নং ২৩৬৩১, ২৩৬৩৪।

R.A. Nicholson [J Pedersen] (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

ইব্নুল-ফাহ্হাম (ابن الفحام) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম আবু'ল-কাসিম 'আবদু'র-রাহ্মান ইব্ন 'আতীক ইব্ন খালাফ আস-সিকিল্লী (৪২২-৫১৬/১০৩০-১১২২), মুক্রি, সম্ভবত সিসিলীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে মিসরে হিজরত করেন। সেখানে ৪৩৮/১০৪৬-৭ সনে অর্থাৎ খলীফা আল-মুস্তানসির-এর সময়ে (৪২৭-৯৭/১০৩৬-৯৪) তাঁহাকে আমরা কিরা'আত শিক্ষার্থী হিসাবে দেখিতে পাই। ইহাতে কিছুটা ব্যুৎপত্তি লাভ করার ফলে তিনি আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাশিম, ইব্ন নাসীফ, 'আবদু'ল-বাকী ইব্ন ফাসির, আবু'ল-হুসায়ন আল-ফারিসী আশ-শীরাযী প্রমুখের মত 'আলিমদের ভাষ্য শ্রবণের যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁহার ব্যাকরণের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত তাহির ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন বাবাশাদ (দ্র.) এবং বিখ্যাত মুকাদ্দিমার দুইটি সম্পাদিত ভাষ্যের একটি পরবর্তী পাঠকদের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার কৃতিত্বের বিশেষ দাবিদার হইতেছেন ইব্নু'ল-ফাহ্হাম; ছাত্রগণ শিক্ষকের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ইহা লিপিবদ্ধ করেন। অন্য ভাষ্যটি খালাফ ইব্ন ইব্রাহীম (মৃ. ৫১১/১১১৭ খৃ.)-এর নামের সঙ্গে যুক্ত।

তাঁহার সিসিলীয় জীবনের কোন কিছুই তেমন জানা যায় না এবং মিসরে তাঁহার দীর্ঘকালীন অবস্থানের বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কেও আমরা কিছুই জানি না। তিনি ৫০৪/১১১০--১১ সালে অজানার উদ্দেশে মিসর ত্যাগ করেন। জীবনীকারগণ শুধু এইটুকুই বলেন যে, একজন কিরা'আত শাস্ত্রের পণ্ডিত হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁহার খ্যাতি এত বেশী ছিল যে, তিনি শায়খু'ল-ইস্কান্দারিয়্যা উপাধি লাভ করেন। ঐ শহরে তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্যঃ আবূ তাহির আস্-সিলাফী (দ্র.) এবং অন্যজন সিসিলীর বংশোদ্ভূত ভাষাবিজ্ঞানী ও ব্যাকরণবিদ 'উছমান আস্-সিকিল্লী (সময়কাল ৫ম-৬ষ্ঠ/১১শ-১২শ শতাব্দী)।

ইব্নু'ল-ফাহ্হাম, আত্-তাজরীদ ফী বুগ্য়াতি'ল-মুরীদ শিরোনামে কিরা'আত শাস্ত্রের উপর রচিত পুস্তকের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। অন্যদিকে তাঁহার মুফ্রাতাদ য়া'কূবও ঐতিহ্যগত মুসলিম শাস্ত্রীয় সাহিত্যানুশীলনে বিস্মৃতপ্রায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ জীবন-বৃত্তান্ত সূত্রের জন্য, পাণ্ডুলিপিসমূহ; সমালোচনাসমূহ, কবিতাগুচ্ছ ইত্যাদির জন্য বাবাশাদ-এর রচনা; অধিকন্তু তাজরীদের অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ ও প্রমাণের জন্য দেখুন U. Rizzitano, Ibn al-Fahham muqri' "Siciliano", in Studi Or. in onore de G. Levi Della Vida, রোম ১৯৫৬ খৃ., ২খ., ৪০৩-২৪।

U. Rizzitano (E.I.[2])/মোঃ রেজাউল করিম

ইব্নুল-ফুওয়াতী (ابن الفوطى) ঃ ইব্নু'স-সাবুনী বলা হয়। কামালু'দ-দীন আবু'ল-ফাদাইল 'আবদু'র-রায্যাক ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হাম্বালী একজন প্রখ্যাত হাদীছবেত্তা, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। জ. ১৭ মুহার্রাম, ৫৪২/২৫ বা ২৬ জুন, ১২৪৪ সনে

বাগদাদের, মা'ন ইব্ন যাইদা আশ-শায়বানী (দ্র.)-র বংশধর ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মারব (مرو)-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতামহ মুওয়াফ্ফাকু'দ-দীন আবদু'ল-কাহির আল-বাগ'দাদী আল-হ'াম্বালী যিনি ফুওয়াত (ডোরাকাটা কাপড় যাহা সিন্ধু প্রদেশ হইতে আমদানী এবং সাধারণত লুঙ্গী হিসাবে ব্যবহৃত হইত, নামক এক ধরনের কাপড়ের ব্যবসা করিতেন)-এর সহিত সম্পর্কিত করিয়া তাহাকে ফুওয়াতী বলা হইত।

তিনি শৈশবেই পবিত্র কু'রআন মুখস্থ করেন। খলীফা আল-মুসতা'সিম বিল্লাহ্-এর গৃহশিক্ষক মুহ্য়ি'দ-দীন য়ূসুফ ইব্ন আবি'ল-ফারাজ 'আবদি'র-রাহ'মান ইবনি'ল-জাওযী (দ্র.) এবং তাঁহার সমপর্যায়ের অপরাপর বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট হইতে তিনি প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণকালে তাঁহার বয়স ছিল ১৪ বৎসর এবং তখন তিনিও অন্যদের সঙ্গে বন্দী হন, সম্ভবত দুই বৎসর পর মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ৬৬০/১২৬১ সনে তিনি বিখ্যাত বিদ্বান ও উযীর খাজা নাসীরু'দ-দীন আত'-তূসী (দ্র.)-র সঙ্গে মারাগা গমন করেন। সেইখানে তিনি মানতিক, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ইহা ছাড়া 'আরবী ও ফারসী ভাষায়ও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উভয় ভাষায়ই তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মারাগায় মুবারাক ইবনু'ল-খালীফা আল-মু'তাসিমও ছিলেন তাঁহার একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক। অতঃপর ৬৬৯ হিজরীর প্রথমদিকে তিনি নাসীরু'দ-দীন তূসীর মানমন্দির-গ্রন্থাগারিক (খাযানাতু'র-রাসাদ Observatory Library)-এর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কথিত আছে, এই পাঠাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল চার লক্ষাধিক। ইব্নু'ল-ফুওয়াতী এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারিয়া খুবই উপকৃত হন এবং এইখানে ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যয়নের অধিকতর সুযোগ পান। ৬৭৯/১২৮০-৮১ সনে তিনি তাঁহার স্বদেশ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। শীঘ্রই আল-মাদ্‌রাসাতু'ল-মুস্তানসিরিয়্যা গ্রন্থাগারের পরিচালক নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু সেই পদে বহাল থাকেন। তিনি ৩ মুহাররাম, ৭২৩/১৭ জানুয়ারী, ১৩২৩ সনে ইনতিকাল করেন। শূনীযিয়া-তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি পরপর তিনবার আযারবায়জান গমন করিয়া ঈলখানী ওলজীয়তু (Ilkhanid Oldjeytu) রাজদরবার ও ইহার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয়বার আযারবায়জান হইতে বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের পর প্রশাসনিক রদবদলের দরুন তিনি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি বাগদাদে পক্ষাঘাতের আক্রমণে অচল হইয়া ইনতিকাল করেন।

জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশে ইব্নু'ল-ফুওয়াতীকে দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করিতে হয় নাই। তবে তাঁহার রচনাবলীর মাধ্যমে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানাহরণের জন্য ৬৮১ হি. কূফা, হি'ল্লা, সালমাস (হি. ৭০০), হামাদান (হি. ৬০৪), আররান (হি. ৭০৫) ও তাবরীয (হি. ৭০৬) ভ্রমণ করেন।

তিনি অনেক পাণ্ডুলিপি নিজ হাতে নকল করেন কিন্তু ইহার অধিকাংশই বিলুপ্ত। তিনি ইতিহাস ও জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ধরনের রচনা ও সংকলনকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। কথিত আছে, তিনি মোট ৮৩ টি সংকলন ও রচনার কাজ সমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এইগুলির মধ্যে অল্প সংখ্যকই আমাদের যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎরচিত কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনাঃ (১) মু'জামু'ল-(মাজ্মা'উ'ল?)-আদাব ফী মু'জামি'ল-আসমা' 'আলা মু'জামি'ল-আলকাব (তালখীস)। ইহা একখানা প্রথম শ্রেণীর চরিতাভিধান যাহা উপনাম ও উপাধি অনুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার চল্লিশতম খণ্ড লেখকের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। ইহার চতুর্থ খণ্ড 'ইয্যু'দ-দীন হইতে কায়ল পর্যন্ত, ৭১২/১৩১২ সনে লিখিত (দামিশ্ক জাহিরিয়্যা, তালিকা, ইশ্'শ পৃ. ১৬৫) এবং পঞ্চম খণ্ড ل, ك এবং م বর্ণ লইয়া রচিত (লাহোর-এ, এবং ইহাও গ্রন্থকারের স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি)। পরবর্তী খণ্ডটি এম. 'আবদু'ল-কুদ্দূস আল-কা'াসিমী কর্তৃক লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হইয়াছে (পরিশিষ্ট, ১৯২৯ ও খ. ১৬-২৩, ১৯৪০-৪৭ খৃ.)। মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক সম্পা. ৪র্থ খণ্ডটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দামিশ্ক-এ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। (২) আল-হাওয়াদিছু'ল-জামি'য়া ওয়া'ত'-তা'জারিবু'ন-নাফি'আ মিনা'ল-মি'আতি'স- সাবি'আ। ইহা ৬২৬-৭০০/১২২৮-১৩০১ সনের বর্ষক্রমিক ঘটনাবলীর ইতিহাস গ্রন্থ। ইহা মুস্তাফা জাওয়াদ কর্তৃক ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে প্রকাশিত; (৩) মুখতাসার আখবারি'ল-খুলাফা'ই'ল- আব্বাসিয়্যীয় (Brockelmann, তাক্‌মিলা, ১খ, ৫৯০); (৪) তালখীসু মাজ্মা'ই'ল-আদাব। ইহা গ্রন্থকারের মু'জামু'ল-আদাব-এর সংক্ষিপ্তসার। সম্ভবত ইহা দশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ইহার একটি দুষ্প্রাপ্য শোভন লিপি শাফি'ঈয়্যা'-তে বিদ্যমান, ২০৯ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট ও শেষাংশবিহীন, চারি হাযার 'আলিমের জীবনী সম্বলিত; (৫) যায়ল 'আলা তা'রীখি শায়খিহী ইবনি'স-সা'ঈ। ইবনু'ল-ফুওয়াতীর শিক্ষক তাজু'দ-দীন 'আলী ইব্ন আনজাব আস-সা'ঈ রচিত পঁচিশ খণ্ডবিশিষ্ট তা'রীখের পরিশিষ্ট হিসাবে আঠার খণ্ডে গ্রন্থটি আল-জুওয়ায়নীর জন্য রচনা করিয়াছিলেন; (৬) দুরারু'ল-আস্‌দাফ ফী গুরারি'ল-আওসাফ। ইহা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁহার সঙ্গে মানবজাতির দীদার সংক্রান্ত একখানা বিশদ ও বৃহৎ গ্রন্থ। সহস্রাধিক গ্রন্থ অনুশীলনের পর 'ইবনু'ল-ফুওয়াতী ইহা রচনা করেন: (৭) তালকীহু'ল-আফহাম ফি'ল-মু'তালাফ ওয়া'ল-মুখ্‌তালাফ (তা'রীখ); (৮) কিতাবু'ত-তা'রীখ 'আলা'ল-হাওয়াদিছ (সাধারণ ইতিহাস); (৯) নাজমু'দ-দুরারি'ন-নাসিআ ফী শি'রিল-মি'আতি'স-সাবি'আ (একাধিক খণ্ডে রচিত); (১০) মু'জামু'শ-শুয়ূখ, এই গ্রন্থে ইবনু'ল-ফুওয়াতী স্বীয় পাঁচ শত শিক্ষকের জীবনী সন্নিবেশিত করেন; (১১) তিনি 'আবদু'ল-কারীম নামধারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে (আদ-দুরারু'ন-নাজীম ফী মান তাসাম্মা 'আবদু'ল-কারীম, তালখীস, ৪খ, ১৯১৫), বংশানুক্রমিক (কিতাবু'ন- নাসাবি'ল-মুশাজ্জার, তালখীস, ৪খ, ভূমিকা, ৫৯ প.) ও পেশা ও কারিগরি শিল্প হইতে উদ্ভূত বংশধারার বিদ্বানগণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (বাদা'ই'উ'ত- তুহাফ ফী যিকরি মান নুসিবা মিনা'ল-'উলামা' ইলাস-সানা'ই' ওয়া'ল- হিরাফ, তু. তালখীস, ৪খ, ভূমিকা, ৬০ প.) এবং অনুরূপভাবে সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থবোধক শব্দের একটি তালিকা ছক আকারে রচনা করেনঃ (আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখ্‌তালিফ); (১২) কিশোর বয়সের রচনাবলীর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম মোমবাতির প্রশংসায় (ফী ওয়াসফি'শ-শামা', তালখীস, ৪খ, ৪৫) গ্রন্থ রচনা করেন; (১৩) প্রথম দিককার অন্য একখানি গ্রন্থ মারাগায় অবস্থানকালে লিখিত, সম্ভবত ইহা মানমন্দিরে কার্যরত ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশিকা পুস্তক হিসাবে রচনা করেন, কিতাব মান কাসাদা'র-রাসাদ (তালখীস, ৪খ, ৫৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন শাকির আল-কুতবী, ফুওয়াত, বূলাক ১২৯৯ হি., ১খ., ২৭৪-২৭৬; (২) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৪ হি., ৪খ, ২৭৪-২৭৬; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৪৯ হি., ২খ, ৩৬৪-৩৬৫; (৪) ইবনু'ল-'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৬খ, ৬০, আরও দ্র. ৫খ, ২৭৮, ২৮৬; (৫) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ, ৩৫৬-৩৫৭ (ইহাতে ইবনু'ল-ফুওয়াতীর পরিবর্তে ইবনু'ল-কুরাতী লিপিবদ্ধ হইয়াছে); (৬) আল-কাত্তানী, আল-ফিহ্রিস, ২খ, ২৭৫; (৭) মুহাম্মাদ ইকবাল, ইব্নু'ল-ফুওয়াতী (ইসলামিক কালচার-এ), ১৯৩৭ খৃ., ৫১৬-৫৪৩; (৮) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ, ২০২; (৯) এতদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত আধুনিক নির্ভরযোগ্য রচনাবলী যাহাতে ইব্নু'ল-ফুওয়াতীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক রচিত তালখীস গ্রন্থে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাইতে পারে; (১০) মুহাম্মাদ রিদাউ'শ-শাবীবী, মু'আররিখু'ল-'ইরাক ইবনু'ল-ফুওয়াতী, ২খ (বাগদাদ ১৩৭০-৭৮/ ১৯৫০-৫৮); (১১) F. Rosenthal, A History of Muslim Hisltoriography, Leiden 1952, 414; (১২) কূরকীস 'আওওয়াদ, in Sumer, ১৩খ (১৯৫৭ খৃ.), ৫৩ প.; (১৩) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, ৫খ, ৫৬৬-৭।

ইহসান ইলাহী রানা-F. Rosenthal
(E.I.² ও দা. মা. ই.)/ এ. বি. এম. আবদুর রব

ইব্নুল-ফুরাত (ابن الفرات) ঃ একটি শী'ঈ পরিবারের সদস্য এবং 'আব্বাসী খলীফা অথবা ইখ্শীদী আমীরগণের অধীনে উযীর অথবা সচিব পদের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তির নাম। এই পরিবারের প্রাচীনতম যে সদস্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় তিনি 'উমার ইব্নু'ল-ফুরাত। ইনি 'আলী বংশীয় 'আলী আর-রিদা-এর প্রতিনিধি আল-মা'মূনের শী'ঈ নীতির বিরুদ্ধে ইরাকীগণের বিদ্রোহের সময় ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহ্দীর আদেশে ২০৩/৮১৮-৯ সালে বাগদাদে নিহত হন। আপাতদৃষ্টিতে জনৈক মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহার পুত্রগণই অর্থাৎ ফুরাত বংশ ৩য়/৯ম শতাব্দীতে শী'ঈ উযীর ইসমা'ঈল ইব্ন বুলবুল (দ্র.)-এর পরিষদ সদস্যরূপে রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন।

(১) আবু'ল-আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা ইব্নি'ল-হাসান ইব্নি'ল-ফুরাত, ইসমা'ঈল ইব্ন বুলবুলের সুনজর হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর আল-মু'তামিদ-এর শাসনকালের শেষভাগে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। খলীফা আল-মু'তামিদ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব প্রদান করেন। প্রথমে তাঁহাকে ইরাকের ভূমি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং পরে কয়েক মাস তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। আবু'ল-'আব্বাস তাঁহার ভ্রাতা আবু'ল-হাসান 'আলীর সহায়তায় সুন্নী সচিববৃন্দ, বিশেষত জাররাহ খান্দানের সদস্যগণের নিকট হইতে সম্পত্তির হিসাবপত্র গ্রহণ করিতে শুরু করেন। আল-মুক্তাফীর শাসনামলেও তিনি তাঁহার পদে বহাল থাকেন। তবে এই সময় তিনি নূতন উযীর আল-কাসিম ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। অবশ্য শেষোক্ত জন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই তিনি (২৯১/৯০৪) ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. Sourdel, Vizirat, index. (২) আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, জন্ম ২৪১/৮৫৫ সালে, ইনি কয়েকবারই খলীফা আল-মুক্তাদির-এর উযীর ছিলেন। প্রথমদিকে আল-মু'তাদিদ ও আল-মুক্তাফীর শাসনকালে তিনি তাঁহার ভ্রাতা আবু'ল-'আব্বাস আহ্মাদ-এর সহকারী ছিলেন। পরে তিনি উযীর আল-'আব্বাস ইব্নু'ল-হাসান-এর দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠেন এবং ইব্নু'ল-মু'তায্য-এর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে (রাবী'উ'ল-আওওয়াল ২৯৬/ডিসেম্বর ৯০৮) তরুণ খলীফা আল-মুক্তাদির তাঁহাকে উযীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। উযীর হিসাবে তাঁহার এই পর্বে ইব্নু'ল-ফুরাত ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁহার উপর শুধু খলীফার মাতা ও প্রাসাদের প্রধান খোজাগণ সমন্বয়ে গঠিত গণ্যমান্য গোষ্ঠীর (সাদাত) পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ফলে তিনি ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতাপূর্ণ কার্যাবলীতে মাতিয়া উঠেন এবং কয়েকবার বিশাল অঙ্কের রাষ্ট্রীয় অর্থ তসরুফ করেন। এই কারণে যু'ল-হিজ্জা ২৯৯/জুলাই ৯১২-এ তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। পুনরায় যু'ল-হিজ্জা ৩০৪/জুন ৯১৭-এ তাঁহাকে উযীর নিয়োগ করা হয় এবং এইবার তিনি আযারবায়জানের গভর্নরের বিদ্রোহজনিত সমস্যাসমূহের শিকারে পরিণত হন। পুনরায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় (জুমাদা'ছ-ছানী ৩০৬/ নভেম্বর ৯১৮)। তাঁহার উত্তরাধিকারীর উযীর থাকাকালে সম্পূর্ণ সময় তিনি প্রাসাদে বন্দী জীবন কাটান এবং হামিদ ইব্নু'ল-'আব্বাস (দ্র.)-এর বিপ্লবের সময় তিনি মুক্তিলাভ করেন। পুনরায় তিনি উযীর নিযুক্ত হন (রাবী'উছ'- ছানী ৩১১/আগস্ট ৯২৩)। ইব্ন ফুরাত-এর এই তৃতীয় ও চূড়ান্ত ওয়ারাতকাল অত্যন্ত নাটকীয় প্রমাণিত হয়। তাঁহার পুত্র আল-মুহাস্সিন-এর পরামর্শক্রমে তিনি নিঃসংকোচে বিগত বৎসরসমূহে তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পূর্বসূরী উযীরের আমলে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির নিকট হইতে শক্তি প্রয়োগে বিপুল অর্থ আদায় করেন।

ইব্নু'ল-ফুরাত ও তাঁহার পুত্রের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ এইবার শীঘ্রই খলীফার পারিষদবর্গের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করে। এই উষ্মা আরও বৃদ্ধি পায় যখন মুহাররাম ৩১২/এপ্রিল-মে ৯২৪-এ কারমাতীগণের দ্বারা হজ্জযাত্রীদের উপর হামলার সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছায়। আল-হাজিব ও গার্ড বাহিনীর কতিপয় অফিসারের চাপের মুখে আল-মুক্তাদির অবশেষে উযীরকে গ্রেফ্তার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩১২/জুন ৯২৪)। ইব্নু'ল-ফুরাত ও তাঁহার পুত্রকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়, কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রীর কিছুটা উদ্ধত আচরণের ফলে খলীফা তাঁহার প্রতি বিরূপ হন। একই সঙ্গে নবনিযুক্ত উযীর সেনাবাহিনীর এক অংশকে এই মর্মে প্ররোচিত করিতে থাকেন যে, বন্দীদের অবিলম্বে হত্যা করা হউক। খলীফা জনতার ক্রোধের প্রেক্ষিতে পুলিস প্রধান নাযূককে উহাদের হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন (রাবী'উছ-ছানী ৩১২/জুলাই ৯২৪)।

এইভাবে শোচনীয় পতন ঘটে এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি ছিলেন বিচক্ষণ অর্থ সংস্থানকারী ও রাজনীতিবিদ, যিনি কখনও নিজেকে খলীফার একজন অনুগত সেবকরূপে প্রমাণ দেন নাই। তিনি শুধু শিক্ষিত ও অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ছিলেন না, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন। অত্যন্ত জটিল সমস্যাদির তাৎক্ষণিক সমাধানে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে এই সময়ে যে সকল প্রতারণা ও আত্মসাতের ঘটনা অতি সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রয়োজনমত তাহা তিনি অত্যন্ত কার্যকরভাবে দমন করেন। তাঁহার প্রতি

আরোপিত মন্তব্যসমূহ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আব্বাসী সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনধারার ও কোষাগারের সম্পদ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুবক্তারূপে ইবনুল-ফুরাত তরুণ আল- মুকতাদির-এর সহমর্মিতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন আল-মুকতাদির-এর শিক্ষক এবং আল-মুকতাদির শেষ পর্যন্ত তাহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন নিখুঁত সভাসদ। তাহার বাহ্যিক বদান্যতা ও বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ তাহার সম্মান বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। সময়ে সময়ে খলীফার স্বার্থের সহিত অভিন্ন থাকিলেও প্রধানত তাঁহার নিজ গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই তিনি ফারস-এর ন্যায় প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নিজ সম্পদ বৃদ্ধি, তাঁহার সহযোগীদের ধন বৃদ্ধি ও যে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের তিনি সদস্য ছিলেন তাহার সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, এই দলটি ছিল ইছনা আশারিয়া আন্দোলনের একটি চরমপন্থী অংশ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L .Massignon, Les origines shiites de la famille vizirale des Banul furat, in Melanges, Gaudefroy-Demombynes, কায়রো ১৯৩৫-৪৫ খৃ., পৃ. ২৫-৯; (২) ঐ লেখক, Recherches sur les Shiites extremistes a Bagdad a la fin du troisiems siecle de l'Hegire, in ZDMG, xcii (1938), 378-82; (৩) H. Bowen, The Life and Times of Ali ibn Isa, the Good Vizier, Cambridge and London 1928, index; (৪) D. Sourdel, Vizirat, index.

(৩) আবুল খাত্ত'াব জা'ফার ইব্ন মুহ'াম্মাদ, উপরিউক্ত ব্যক্তির ভ্রাতা; তাঁহাকে ২৯৬/৯০৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূমি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ২৯৭/৯০৯-১০ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

(৪) আবুল ফাত্হ' আল ফাদ্'ল ইব্ন জা'ফার, ইব্ন হিনযাবা (তাহার মাতার নামানুসারে) নামেও পরিচিত; পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র ও উযীরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ২৯৭/৯০৯-১০ সালে পূর্ব অঞ্চলের ভূমি বিভাগের দায়িত্বে তিনি তাহার পিতার পরিবর্তে নিয়োগ লাভ করেন এবং সেইখানে ২৯৯/৯১১-২ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁহার পিতৃব্যের দ্বিতীয় ওযারতির সময় ৩০৪/৯১৭ হইতে ৩০৬/ ৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি পুনরায় এই পদে নিয়োজিত ছিলেন; অতঃপর ৩১৫/৯২৭ হইতে ৩১৮/৯৩০ সাল পর্যন্ত 'আলী ইব্ন ঈসা (দ্র.)-র দ্বিতীয়বার ওযারতি করেন এবং ইব্ন মুকলা (দ্র.)-এর ওযারতের আমলে তিনি এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। ৩১৯/৯৩১ সালে আমীর মুনিস-এর সহায়তায় তিনি সাওয়াদ-এর ভূমি বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। পুনরায় তিনি পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন ৩১৯/৯৩১ হইতে ৩২০/৯৩২ সাল পর্যন্ত। এই সময় উযীর ছিলেন আল-হুসায়ন ইবনুল-কাসিম। এই উযীর ছিলেন শী'ঈ মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তিনি নিজ চতুষ্পার্শ্বে ইব্নু'ল-ফুরাতের প্রাক্তন সহযোগীদের একত্র করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩২০/৯৩২ সালে তিনি স্বয়ং উযীর পদ লাভ করেন, যদিও তাহা ছিল কয়েক মাসের জন্য। অত্যন্ত বিপজ্জনক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি খলীফাকে সেনা-সর্বাধিনায়ক মুনিস-এর অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য উৎসাহিত করেন। উজান মেসোপটেমিয়া হইতে মুনিস তখন প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, বিদ্রোহী সেনাপতির বিরুদ্ধে নিজ সেনাদলের নেতৃত্ব দান করিতে তিনি খলীফাকে উৎসাহিত করেন। অচিরেই যে সংঘর্ষ ঘটিল তাহাতে খলীফা নিহত হন। পরবর্তী কালে আর-রাদীর রাজত্বকালে আল-ফাদলকে মিসর ও সিরিয়ায় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়; তাঁহার উপাধি ছিল পরিদর্শক। তিনি অতঃপর মিসরের খিলাফাতে মুহ'াম্মাদ ইব্ন তুগ্'জ-এর দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রধান আমীর ইব্ন রাইক ৩২৫/৯৩৭ সালে তাঁহাকে উযীর সভায় নিয়োগ করেন। আমীরের কন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ হয়। ৩২৬/৯৩৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ইরাক ত্যাগ করিয়া মিসরে গমন করেন। ফিলিস্তীনের রামলাতে ৩২৭/৯৩৮ সালে তাহার মৃত্যু হয়। সেইখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Bowen, Ali Ibn Isa, index.;(২) D. Sourdel, Vizirat, index; (৩) Suli, Akhbar, ar-Radi Billah, tr. M. Canard, Algiers 1946-50, index, i, 154, n. 11.

(৫) আবুল ফাদ্'ল জা'ফার ইব্নু'ল ফাদ্'ল, উপরিউক্ত ব্যক্তির পুত্র, জন্ম ৩০৮/৯২১ সালে, ইনি দেশ প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত মিসরের ইখ্শীদীগণের উযীর ছিলেন; আমীর আনজুর (৩৩৪/৯৪৫-৬) ও 'আলী (৩৪৯/৯৬০)-র রাজত্বকালে এবং ইহার পর খোজা কাফুর (৩৫৫-৭/৯৬৬-৮)-এর সময়ে। কাফুর প্রথমত রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু পরে বাগদাদের খলীফার নিকট হইতে শাসকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অনতিকাল পরেই ইনতিকাল করেন। কাফুরের মৃত্যু ও ফাতি'মীগণের আগমনের মধ্যবর্তী ঘটনাবহুল সময়ে জা'ফার নিজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তিনি বহির্দেশীয় হুমকি ও বংশভিত্তিক সংকটকালে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিতে ব্যর্থ হন। বলপূর্বক বিভিন্ন প্রকার অর্থ আদায়ের ফলে কাফুরী ও ইখ্শীদী সেনাদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশেষে দুইবার এইরূপ ঘটিবার পর জা'ফার-এর প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয় এবং তিনি আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। নূতন আমীরের জনৈক আত্মীয় ও সিরিয়ার গভর্নর আল-হাসান ইব্ন উবায়দিল্লাহ এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করা নিজ দায়িত্বরূপে গ্রহণ করত জা'ফারকে গ্রেফতার করেন। অবশ্য অনতিকাল পরেই তাহাকে মুক্তি দান এবং মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এই অবস্থায় তিনি ফাতি'মী জেনারেল জাওহার (দ্র.)-এর দূতগণকে সাক্ষাত দান করেন এবং মিসরে ফাতি'মী সেন্যবাহিনীর প্রবেশে সাহায্য করেন। পরে তাঁহাকে উযীর পদ প্রদান করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা আল হ'াকিমের রাজত্বকালে ৩৯১/১০০১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। আল- হ'াকিম তাঁহার পুত্র আবুল-'আব্বাসকে কয়েক দিনের জন্য উযীর নিয়োগ করিয়া ৪০৫/১০১৪-৫ সালে হত্যা করেন।

জা'ফার ইব্নু'ল-ফাদ্'ল কবি ও বিদ্বজ্জনের বদান্য সমর্থক ও উৎসাহদাতারূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, বিশেষত তিনি প্রখ্যাত হ'াদিছ'বেত্তা আদ-দারা কুতনীকে মিসরে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি একজন খামখেয়ালী ব্যক্তিরূপেও পরিচিত ছিলেন। তাহার সর্প ও বৃশ্চিকের ভীতিপ্রদ সংগ্রহ তাঁহার প্রতিবেশিগণকে সদা সন্ত্রস্ত ও ভীত রাখিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Wiet, L. Egypte arabe, in G Hanotaux, Histoire de la nation egyptienne,

প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., ৪খ, ১৪৯-৫০, ১৫৩; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ, ৩১৯ প.; (৩) য়াকূত, উদাবা, ২খ, ৪০৫-১২; (৪) ইব্‌নু'ল আছীর, ৯খ., ১১৯, ১২০; (৫) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্‌নুল-ফুরাত (ابن الفرات) ঃ নাসি'রুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবদির-রাহীম ইব্‌ন 'আলী আল-মিসরী আল-হ'ানাফী (৭৩৫-৮০৭/১৩৩৪-১৪০৫), মিসরীয় ঐতিহাসিক, কায়রোর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি কায়রোর মাদ্‌রাসা মুইযযিয়া-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি কায়রোতে ইনতিকাল করেন এবং সমাহিত হন। তিনি তারীখুদ দুওয়াল ওয়াল-মুলূক নামক এক বিরাট গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে তিনি ৫০০/১১০৬-৭ সালের পরবর্তী সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে (প্রধানত ভিয়েনায়)। পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে মনে হয় ইহার অনুলিপি বেশী সংখ্যায় প্রস্তুত করা হয় নাই অথবা সমসাময়িক কালে ইহা তেমন মূল্যবান বিবেচিত হয় নাই (সম্ভবত ইহার রচনারীতির মান সম্পর্কে সন্দেহ ও গোঁড়া মতবাদের কারণে)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আল-মাকরীযী ও অন্যান্য পণ্ডিত এই পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ণনার বিস্তৃতির জন্যই নয়, বরং সূত্রের আধিক্যের জন্যই এই সমস্ত সূত্র পাশাপাশি ও হুবহু উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহাদের চয়নে উদারতার পরিচয় রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি গোঁড়াপন্থী মুসলিম লেখকদের সাথে শী'আ নেতা ইব্‌ন আবী তায়্যি ও খৃস্টান ইব্‌নুল-আমীদকেও একইরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থের সব কয়টি খণ্ড বর্তমানে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় নয়। এইগুলির মূল্য ব্যবহৃত ঐতিহাসিক সূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ও বিদ্যমানতার উপর নির্ভরশীল। ইহার প্রথম দুই-তৃতীয়াংশের অধ্যায়সমূহে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর আলেপ্পোর শী'আ ইব্‌ন আবী তায়্যি, মিসরের ইব্‌ন তুওয়ায়র প্রমুখের বিস্মৃত, অথচ উল্লেখযোগ্য পঞ্জীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় আয়্যূবী ও প্রাথমিক যুগের মামলূক শাসনের বিবরণ আছে, ইহার গুরুত্ব কম হইলেও একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। এই ঘটনা প্রবাহ গ্রন্থকারের নিজের জীবনকালের হওয়ায় ইহা গুরুত্বের দাবিদার। এই গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন অংশ ৭৮৯/৯৯/১৩৮৭-৯৭ সালের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত দুই খণ্ড (৯ম খণ্ডে, ভিয়েনা, সম্পা. সি. কে, যুরায়ক, বৈরূত ১৯৩৬ খৃ. ও নাজলা ইয্‌যুদ্দীনসহ ১৯৩৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া ৬৭২-৯৬/১২৭৪-৯৭ সালের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত অন্য দুইটি খণ্ড (৬খ ও ৭খ) উপরিউক্ত সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদনায় ১৯৩৯-৪২ খৃ. প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডগুলির মাঝের এক শতাব্দীর তথ্যসম্বলিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। প্রাথমিক যুগের কতিপয় খণ্ডের মধ্যে বেশ কিছুর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান (প্যারিস, লন্ডন ও বুরসায়)। ইহাদের সবই হি. ৫০০-৬৫ ও ৫৮৫-৬৯৬ সালের (হি. ৬২৫-৬৩৮-এর ফাঁকে কিছুদিন পূর্বেও যাহা বিদ্যমান ছিল সম্প্রতি মরক্কোতে অবস্থিত একটি খণ্ডের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইয়াছে, ইহার ফটোকপি বৈরূতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে এবং যুরায়কের সম্পাদনায় উক্ত খণ্ডসমূহ তথা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে)। অনুরূপভাবে হি. ৫৬৩-৮ ও ৫৮৫ সালের ইতিহাস (এই দুই সময়ের তথ্যাদি ভিয়েনা পাণ্ডুলিপির ৪র্থ খণ্ডে একত্রে পাওয়া যায়) এম. হ'াসান এম. আশ-শাম্মা কর্তৃক ১৯৬৭ খৃ. বসরায় প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ, ৭ম/১৩শ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি যাহার সমস্তই লেখকের হস্তলিখিত সেইগুলি হস্তলিখিত সিরিজ হিসাবে রক্ষিত আছে ভিয়েনা এ. এফ. ৮১৪-এ, Vatican V 720 পাণ্ডু. (৬৩৯-৫৮ হি.) এবং মরক্কোর পাণ্ডুলিপিদ্বয় উক্ত সিরিজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যায়। আস-সাখাবী (দ্র. যেমন F. Rosenthal, Historiography, 419) রচনায় অশিষ্ট রীতির জন্য ইব্‌নু'ল ফুরাতকে দোষী করিয়াছেন। কিন্তু রচনারীতির এই সমালোচনা কেবল পরবর্তী কালের তথ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে। উক্ত গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ প্রাথমিক যুগের লেখকদের উদ্ধৃতি সম্বলিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, II, 50. S II, 49; (২) Cl. Cahen, in Comptes-rendus de l'Acad. des Inscr., 1935; (৩) ঐ লেখক, In BIFAO, 1937; (৪) ঐ লেখক, Syrie Nord, 85-6; (৫) C. Zurayk তৎপ্রকাশিত সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা (ix/i, 1936), Zurayk সংস্করণের অতিরিক্ত প্রকাশিত উদ্ধৃতি, ed. Levi Della Vida, in Orientalia (সিরিয়ায় মোঙ্গল অভিযান সম্পর্কে); (৬) Le Strange, in JRAS, 1900 (মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগ্‌দাদ অধিকার সম্পর্কিত); (৭) Karabacek, Beitrage zur Geschichte der mazyaditen, Leipzig 1874, 117; (৮) Michaud, Bibliotheque des Croisdes, iiv (by Reinaud, ১৩শ শতাব্দীর বিভিন্ন উদ্ধৃতি); (৯) প্যারিস পাণ্ডুলিপি, Bibl. Nat. 1596. Amable jourdain মামলূক বংশের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ।

Cl. Cahen (E.I.[2])/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইব্‌নুল-বাওওয়াব (ابن البواب) ঃ আবুল-হাসান আলী ইব্‌ন হিলাল, বুওয়ায়হী শাসনামলের একজন খ্যাতনামা 'আরব হস্তলিপি বিশারদ। তিনি ইব্‌নুস-সিত্‌রী নামেও পরিচিত, ৪১৩/১০২২ সালে (এই সালটি ৪২৩/১০৩২ অপেক্ষা অধিকতর সম্ভাব্য) তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মাযারের পার্শ্বে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন বাগদাদের খলীফাদের দরবারের একজন দারওয়ানের পুত্র। এইজন্য তাঁহাকে ইব্‌নুল-বাওওয়াব (দারওয়ানের পুত্র) নামে অভিহিত করা হয় এবং এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। বাগদাদের উযীর ফাখরুল-মুলক আবূ গালিব মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন খালাফের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতাহেতু সমসাময়িক সরকারী মহলে তাঁহার অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি কিছুকাল শীরাযে বুওয়ায়হী বাহাউদ দাওলা গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রঙ্গীন আলংকারিক হস্তলিপিকার (তাঁহার হস্তলিপির একটি মাত্র নমুনা অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে), একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং একজন হাফিজ-ই কু'রআন। তিনি কুরআনের ৬৪টি হস্তলিখিত অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি ছিলেন মুসলিম আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি লিখনশিল্প সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক কাব্য ও একটি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাথমিক যুগের 'আরব গ্রন্থকারদের মতে তাঁহার খ্যাতির মূল কারণ, তাঁহার এক শত বৎসর পূর্বেকার প্রখ্যাত পূর্বসূরী উযীর ইব্‌ন মুক্‌লা (দ্র) যে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইব্‌নুল-বাওওয়াব ইহাকে পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন এবং উহার চূড়ান্ত রূপ দান করেন। পরবর্তী কালে কেবল য়াকূত আল-মুসতা'সিমী (দ্র.) তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। এইভাবে একটি উল্লেখযোগ্য পন্থায় ইব্‌নুল বাওওয়াব সু-আনুপাতিক লিপি (আল-খাত্তু'ল-মানসূব)-কে প্রসিদ্ধি দান করেন। E. Robertson N.

Abbott হস্তলিপিবিদ্যার উপর রচিত পরবর্তী পুস্তকাদিতে বর্ণিত বর্ণের তাত্ত্বিক পরিমাণ পদ্ধতি দ্বারা ইহার (আল-খাত্তুল-মানসূব-এর) মৌলিক জ্যামিতিক নক্‌সা পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষত খোদ শিরোনামটির অর্থ সম্ভবত "সুন্দর হস্তলিপি" ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা সত্ত্বেও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, Chester Beatty গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত (পাণ্ডুলিপি k.১৬) ইব্নুল-বাওয়াবের ৩৯১/১০০০-১ সালে লিখিত ও স্বাক্ষরিত কু'রআনের একখানি অনন্য নমুনা দ্বারা আধুনিক কালে আমরা তাঁহার হস্তলিপির মূল্যায়ন করিতে সক্ষম। ইহার হস্তলিপি ইহার রঙ্গিন অলংকারের ন্যায় মনোরম। ইহাতে নাস্‌খী টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছিল; ইহার স্টাইল ছিল জ্যামিতিক এবং ইহার ভূষণ D.S.Rice-এর বহুদিনের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। তিনি এই নমুনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে নিজকে নিবিষ্ট করেন এবং এই বিখ্যাত হস্তলিপি বিশারদের নামে আরোপিত অন্য পাঁচটি পাণ্ডুলিপির জালিয়াতি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন (উক্ত পাঁচটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে সালামা ইব্ন জান্দালের দীওয়ানের দুইটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত রহিয়াছে; এই পাণ্ডুলিপি দুইটি ৫ম/১১শ শতাব্দীর রচিত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহাতে জাল স্বাক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্নুল-বাওওয়াবের জীবনী সম্পর্কে আরব গ্রন্থকারদের রচিত গ্রন্থে বিস্তারিত বরাতসহ পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও হস্তলিপিশাস্ত্রে তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে রচিত সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীর জন্য দ্র.ঃ (১) D. S. Rice, The unique Ibn al-Bawwab manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin 1955। তাঁহার লিখন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দ্র.ঃ (২) Cl. Huart, Les calligraphes et les miniaturistes de l'Orient Musulman, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৮০-৮৪; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, নং ৪৬৮, অনু. de Slane, ২খ, ২৮২; (৪) হ'াবীব এফেন্দী, খাত্ত' ওয়া খাত্তা'তান, পৃ. ৪৪।

J. Sourdel Thomine (E.I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল -বাকিল্লানী (দ্র. আল-বাকিল্লানী)।

ইব্নুল বান্না (ابن البناء) ঃ আবূ 'আলী আল-হ'াসান ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-বাগদাদী (৩৯৬/১০৫-৪৭১/১০৭৯), কু'রআনী 'আলিম, হ'াদীছ'বিদ এবং বাগদাদে হ'াম্বালী মায'হাবের আইন উপদেষ্টা। তিনি প্রথমে কা'দী আবূ 'আলী ইব্ন আবী মূসা আল-হাশিমী (মৃ. ৪২৮/১০৩৭)-র এবং পরে কাদী আবূ য়া'লা ইব্নুল-ফাররা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬)-র পরিচালনাধীনে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। প্রাপ্য সূত্রাদি হইতে তাঁহার পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি সারা জীবন বাগদাদেই বসবাস করেন বলিয়া মনে হয় এবং সেখানে ৫ রাজাব, ৪৭১/১১ জানুয়ারী, ১০৭৯ সনে ইনতিকাল করেন। আল মুতামান আস-সাজী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ম/১৫শ শতকে ইব্ন হ'াজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) পর্যন্ত শাফিঈগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের সমালোচনা ও প্রশংসা উভয়ই করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষক কা'দী আবূ য়া'লার জীবনকালেই বাগদাদের পূর্ব অঞ্চলের তাঁহার শিক্ষক জীবনের সূচনা হয়। সেথায় তাহার দুইটি শিক্ষাচক্র ছিল একটি প্রাসাদ জামি' মসজিদে (জামিউল-কাসর) এবং অপরটি আল-মানসূ'রের জামি' মসজিদে। ধনাঢ্য হ'াম্বালী বণিক আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন জারাদা স্বনির্মিত ও স্বীয় নামে পরিচিত হইব্ন জারাদা মসজিদ কলেজে শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তিনি এই বণিক পরিবারের একজন বিশেষ শিক্ষকও ছিলেন।

ইব্নুল-বান্না এক শত পঞ্চাশটি পর্যন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত (কেহ কেহ পাঁচ শত বলেন; তবে মনে হয় ইহা নকল নবীসের ভ্রম)। তিনি ইতিহাস, জীবনী, ফিক্‌হ, ধর্মীয় সাধনা, হ'াদীছ', ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাপ্রণালী ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকার ইব্ন রাজাব তাঁহার রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে আটাশটি শিরোনাম উল্লিখিত। দামিশ্‌কের জাহিরিয়া গ্রন্থাগারে তাঁহার চারিটি রচনার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে (এইগুলির একটি ইব্ন রাজাবের তালিকায় স্থান পায় নাই)।

ইব্ন রাজাবের তালিকায় "আত্-তারীখ" ইতিহাস বা ঘটনাপঞ্জী (Chronicle) নামে উল্লিখিত ইব্নু'ল-বান্নার দিনপঞ্জীটি (diary) ৫ম/১১ম শতাব্দীতে বাগদাদের সামাজিক ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রচনাটি বস্তুত একটি দিনপঞ্জী, যাহাতে লেখক আব্বাসী নগরীটির দৈনন্দিন ধর্মীয় সামাজিক জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত দিনপঞ্জীটির একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র সংরক্ষিত, যাহা ১ শাওয়াল, ৪৬০/৩ আগস্ট, ১০৬৮ হইতে ১৪ যুল-কা'দা, ৪৬১/৪ সেপ্টেম্বর ১০৬৯ সালের বিবরণমাত্র। লেখক ৪৭০/১০৭৭-৮ সন অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত দিনপঞ্জী লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি কোন সময় হইতে ইহা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। মুসলিমগণের ইতিহাস রচনার ইতিহাসে ইব্নু'ল-বান্নার দিনপঞ্জী তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এত প্রাথমিক যুগে নিয়মিতভাবে লিখিত দিনপুঞ্জীটির অস্তিত্ব ছিল প্রায় অভাবিত (তু. F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, 151)। দিনপঞ্জীটির রক্ষাপ্রাপ্ত অংশটিতে প্রধানত হ'াম্বালীগণ ও তাহাদের কার্যকলাপ আলোচিত। এই সময়েই বিখ্যাত হাম্বালী ব্যক্তিত্ব ইব্ন 'আকীল (দ্র.) মুতাযিলী চিন্তাদারার প্রতি আগ্রহের কারণে স্বীয় মায'হাবের একটি দল দ্বারা নির্যাতিত হইতেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্নল-বান্নার দিনপঞ্জীর বিদ্যমান অংশটির জন্য দ্র.ঃ (১) G. Makdisi, Autograph diary of an eleventh century Historian of Baghdad, in BSOAS, xviii (1956), 9-31, 239-60, xix (1957), 13-48, 281-303, 426-43। তাঁহার জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কে আরও বর্ণনার জন্য দ্র.ঃ (২) পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, xviii, 1-31। ইব্নু'ল বান্না সম্পর্কে আরও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র.ঃ (৩) পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, xviii, P.I.n.2. ইব্ন 'আকী'ল সম্পর্কিত ঘটনার উৎস হিসাবে দিনপঞ্জীটির জন্য দ্র. (৪) G. Makdisi, Nouveaux details sur l'affaire d Ibn Aqil in Melanges Louis Massignon, iii, 91-126 ।

G. Makdisi (E.I.[2])/আবূ মুহাম্মদ আসাদ

ইব্নুল-বান্না' আল-মার্‌রাকুশী (ابن البناء المراكشي) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উছ'মান আল-আয্দী, মরক্কোর একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী। প্রধানত অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ ও গূঢ় বিজ্ঞানরাজির জ্ঞানের উপর তাঁহার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ৯ যু'ল-হি'জ্জা, ৬৫৪/২৯ ডিসেম্বর, ১২৫৬ সনে মারৱাকুশে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার জন্ম শহরে ঐতিহ্যগত বিজ্ঞানরাজি

যথা 'আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, কু'রআন, হাদীছ ও ফিক্হ' অধ্যয়ন করেন। সেইখানে যে সকল উস্তাদের নিকট তিনি গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের সনাক্তকরণ লইয়া এখনও বিতর্ক চলিতেছে; তবে তিনি নিজকে আগমাত (দ্র.)-এর দরবেশ আবূ যায়দ আবদুর রাহ'মান আল-হায্মীরীর অনুরক্তদের শামিল করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই দরবেশ তাঁহার গণিতশাস্ত্রের জ্ঞানকে গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালনা করেন। মারীনী সুল্তানদের দ্বারা কয়েকবার ফাস-এ গমনের জন্য আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজধানী ও মাররাকুশ উভয় স্থানে কিছু সংখ্যক শাগরিদ সংগ্রহ করেন। মনীষী ও সূফী হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সময় সময় বহু দূরবর্তী স্থান হইতে আগমন করিতেন। মুসলিম পাশ্চাত্যে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ঐতিহ্য বজায় রাখিতে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রে, বিশেষত যে অংকে ভগ্নাংশ ও বর্গমূলসমূহের সমাবেশ রহিয়াছে (আসন্ন মান নির্ণয়ের ফরমুলা ($\sqrt{a2+r}$ (for $r > o$) ঃ $\sqrt{a2+r} \approx a + \frac{r}{2a+1}$) ইহার জন্য মনে হয় তিনি প্রধানত একজন চমৎকার জনপ্রিয়তা সৃষ্টিকারী এবং গুবার রাশি (দ্র. হিসাবুল-গুবার)-সমূহের গণনায় একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। খুব সম্ভব তিনি ৫ রাজাব শুক্রবার, ৭২১/৩১ জুলাই, ১৩২১ মাররাকুশে ইনতিকাল করেন এবং অচিরেই কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন। ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদুবিদ্যায় প্রযুক্ত তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে অলৌকিক কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাসহ তিনি এক প্রকার যাদুকর বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার চরিতকারগণ তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, মহান চরিত্র ও অনিন্দনীয় আচরণের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ইব্নুল-বান্নার প্রতি আরোপিত গ্রন্থমালার ফিরিস্তি মোটামুটি দীর্ঘ। আশিটির উপর রচনা ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে এবং বিদ্যার সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ শাখাসমূহে রচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত 'আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা, অলংকারশাস্ত্র. তাফ্সীর, উসূলুদ্দীন ও ফিক্হ, উত্তরাধিকার বণ্টন, ন্যায়শাস্ত্র, ইন্দ্রজাল, ভবিষ্যত্ কথন, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র, এমনকি আল-গাযালীর ইহ্য়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণও তন্মধ্যে রহিয়াছে। তবে তাঁহার গ্রন্থরাজির অল্প কয়েকখানা মাত্র রক্ষা পাইয়াছে (দ্র. Brockelmann)। কেবল একটি মাত্র রিসালা ফিল-আন্-ওয়া (সম্পা. ও অনু. H. P. Rennaud, Le calendrier d Inb al-Banna de Marrakech, Paris 1948) পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সন্দেহাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত হইল তাল্খীস 'আমালিল-হিসাব। ইহা কয়েকটি ভাষ্যের বিষয়বস্তু (দ্র. Suter ও তাহাতে যোগ করুন ইব্ন কুনফুয M. S. Rabat 531 যাহা Levi-Provencal তালিকায় ইব্ন হায়দুরের প্রতি আরোপিত)। A. Marre কর্তৃক ইহা Atti Ac. Lincei, xvii (1864)- এ অনূদিত হইয়াছে এবং ১৮৬৫ সনে রোমে পৃথকভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে। আরও লক্ষণীয় হইল রাফউল হিজাব 'আন ইল্মিল-হিসাব (তিউনিস পাণ্ডু. ১০৩০১, ২০৬ R ১৮৪ R. তাল্খীস অপেক্ষা ইহা অধিকতর বিবরণ সম্বলিত)। মাসাইল ফি'ল-আদাদিত তাম্মি ওয়ান নাকিস (তিউনিস পাণ্ডু. ২৮৪০), কানূন লি-ফাস্লিশ (ফাদ্ল?) শাম্স্ ওয়াল-কামার ওয়া আওকাতু'ল-লায়ল ওয়ান-নাহার (Escorial পাণ্ডু., ৭৮৮/১৬) ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি ছক ঃ মিন্হাজুত-ত'ালিব লি-তা'দীলিল-কাওয়াকিব (MS. Escorial 909/I; আলজিয়ার্স ১৪৫৪/১)। আশা করা যায়, বর্তমানের অসম্পূর্ণ গবেষণা ছাড়া এই মনীষী সম্পর্কে আরও কাজ করা হইবে। তিনি ছিলেন মাগ'রিবের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যাঁহার জ্ঞান ইব্ন খাল্দূনেরও গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ বাবা, নায়লুল-ইব্তিহাজ, ফাস ১৩১৭ হি., পৃ. ৪১ (অনু. A Marre, in Atti. Ac. Lincei, xix, I প.); (২) ইব্ন খাল্দূন, মুক'াদ্দিমা, নির্ঘণ্ট; (৩) মাক্কারী, আয্হারুর-রিয়াদ, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্নুল-ক'াদী, জাযওয়াতুল ইক'তিবাস, ফাস ১৩০৯ হি., পৃ. ৭৩; (৫) ঐ লেখক, দুররাতুল হিজাল, Allouche সম্পাদিত, রাবাত ১৯৩৪ খৃ., ১খ, ৫; (৬) ইবনুল-মুওয়াক্কিত, আস-সাআদাতুল আবাদিয়া, ফাস ১৩৩৬ হি, ১খ, ৭০ প.; (৭) 'আব্বাস ইব্ন ইব্রাহীম, আল-ই'লাম বিয়ান হাল্লা মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনাল আ'লাম, ফাস ১৯৩৬খৃ., ১খ, ৩৭৫ প.; (৮) সালাবী, ইস্তিক্সা, ২খ, ৮৮; (৯) কাত্ত'ানী, সালওয়াতুল আন্ফাস, ফাস ১৩১৬ হি., ২খ, ৪৮; (১০) J. A. Sanchez Perez, Biografhias de los matematicos arbes que florecieron en Espana, Madrid 1921, 51; (১১) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ii, 1000; (১২) Suter, no. 899; (১৩) Brockelmann, II, 330, S II, 363; (১৪) H. P.J. Renaud, Ibn al-Banna de Marrakech, sufi et mathematicien (XIIIe-XIVe s J.-C.) in Hesperis, xxv/I (1938), 13-42. with a complete list of the works of Ibn al Banna; (১৫) J. Vernet, Contribucion al estudio de la labor astronomica de Ibn al-Banna, Tetuan 1952; (১৬) M. al Fasi, Ibn al-Banna al adadi l-Marrakushi, in RIEI, Madrid, vi/I-2 (1958), 1-10.

H. Suter-M. Ben Cheneb (E.I.[2])/
ড. এম. আবদুল কাদের

ইব্নুল-বায্যায আল-আরদাবীলী (ابن البزاز الاردبيلي) ঃ তাওয়াক্কুলী (তুকলী) ইব্ন ইসমাঈল শায়খ সাদরুদ্দীন আল-আরদাবীলী (মৃ. ৭৯৪/১৩৯১-২)-র মুরীদ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন সাফাবিয়া সূ'ফী তারীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাহ্ ইসমাঈল (মৃ. ৯৩০/১৫২৪) [দ্র.]-এর পূর্বপুরুষ হিসাবে সাফাবী (দ্র.) পদবীর উৎস শায়খ সাফিয়্যুদ্দীন আল-আরদাবীলী (মৃ. ৭৩৫/১৩৩৪)-র পুত্র ও উত্তরাধিকারী (আরও দেখুন আরদাবীল)। ইব্নুল বায্যাযের সঠিক সময়কাল জানা যায় না। শায়খ সাদরুদ্দীনের প্রেরণায় তিনি "সাফওয়াতুস-সাফা" বা মাওয়াহিবুস সানিয়্যা ফী মানাকিবিস সাফাবিয়া" শীর্ষক শায়খ সাফিয়ুদ্দীনের একটি জীবনী রচনা করেন। অলংকারবহুল বাগাড়ম্বরতা বর্জিত সরল শৈলীতে লিখিত এই বিশাল গ্রন্থটি সর্বপ্রথমে শায়খের কারামাত ও সূফী মত সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে। ইহা এই তারীকার খানকাহ্য় দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও বিশদ বর্ণনা দান করে এবং ঈলখানীগণ (দ্র.)-এর আমলের ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের সহিত শায়খের সম্পর্কেরও একটি বিবরণ প্রদান করে।

India office no. 1842 (Ethe', Cat. of pers. mss. i. col. 1008) পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পুস্তকের নাম, প্রকাশনার স্থান ও তারিখ যাহাতে সম্ভবত ভুলক্রমে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্নুল বায্যায শাবান ৭৫৯/

জুলাই- আগস্ট ১৩৫৮ সনে ইহার রচনা শেষ করেন। সাফওয়াতুস- সাফার অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, যেইগুলির মধ্যে তুর্কী অনুবাদও রহিয়াছে, এই গুরুত্বপূর্ণ সাধু জীবনাশ্রিত সাহিত্য কর্মের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। ইহার এখনও কোন সমালোচনামূলক সংস্করণ পাওয়া যায় না। আহ্'মাদ ইব্ন কারীম তাবরীযী বোম্বাইতে ১৩২৯/১৯১১ সনে ইহার একটি লিথো. মুদ্রণ প্রকাশ করেন।

১০ম/১৬শ শতকে সাফাবী রাজবংশের ঘনটাপঞ্জী লেখকগণ সাফাবিয়্যা তারীকার প্রথম যুগের জন্য এবং সপ্তম ইমাম মূসা আল-কাজিমের বংশধর বলিয়া দাবিদার সাফাবীদের বংশবিবরণের জন্য সাফওয়াতুস-সাফাকেই প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহার করিত। অবশ্য এই বংশবিবরণী অত্যন্ত বিতর্কিত, কারণ এই গ্রন্থে সাফাবীদের বংশতালিকা অন্ততপক্ষে পূর্ণরূপে আবুল ফাত্হ আল-হুসায়নী কর্তৃক সন্নিবেশিত হয়, যিনি সাফাবী শাহ তাহ্মাস্প-১ (মৃ. ৯৮৪/১৫৭৬)-এর আদেশক্রমে সাফওয়াতুস সাফার পরিমার্জন করেন (Storey, i/I, 13 প, ও i/2, 1196প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storey, i/2, 939; (২) Browne, LHP, ii, iv, 34-40; (৩) Nikitine, Essai danalyse du Safwat us-safa, in JA (1957), 385-94; (৪) Z. V. Togan, Sur lorigine des Safavides, in Melanges Massignon, iii, দামিশক ১৯৫৭ খৃ., ৩৪৫-৫৭; (৫) Hanna Sohrweide, Der Sieg der Safaviden in Persien und seine Ruckwirkungen auf die shiiten Anatoliens im 16 Jahrhundert, in Isl., xli (1965), 97; (৬) Mahmud Bina-Motlagh, Scheich Safi von Ardabil diss, Gottingen 1969, 19-22 ও স্থা.; (৭) Erika Glassen, Die fruhen Safawiden nach Qazi Ahmad Qumi, Islamkundliche Untersuchungen 5, Freiburg i. Br. 1970, 18 প., 21-52; (৮) M. M. Mazzaoui, The origins of the Safawids, Shiism, Sufism and Gulat, Freiburger Islamstudien 3, Wiesbaden 1972, 47 প.। সা'ফওয়াতুস সা'ফার একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ Utah and Freiburg im Breisgau বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে Mazzaoui -এর নির্দেশনাধীনে কর্মরত একটি যুগ্ম দল কর্তৃক প্রণীত হইতেছে।

E. Glassen (E.I.[2]. Suppl.) আবূ মুহাম্মদ আসাদ

ইব্নুল বায়তার (ابن البيطار) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহ'মাদ দিয়াউদ্দীন ইব্নি'ল বায়তার আল-মালাকী, একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ঔষধবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আন্দালুসের মালাগা (مالقة) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত তিনি মালাগার ইব্নু'ল বায়তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন (তু. ইব্নু'ল-আব্বার, আল-মু'জাম, নং ৩৫, ১৬৫, ২৪১)। তিনি সেভিলে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার উস্তাদ আবুল-আব্বাস আন-নাবাতী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ ও আবু'ল-হাজ্জাজের সঙ্গে সেবিলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে লতাগুল্ম সংগ্রহ করিতেন। ৬১৭/১২২০ সালের দিকে তিনি প্রাচ্যের দিকে হিজরত করেন। উত্তর আফ্রিকা (মরক্কো, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া) অতিক্রম করার পর তিনি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পরিভ্রমণ করেন। মিসরে পৌছার পর তথাকার আয়্যূবী সুলত'ান আল-মালিকুল-কামিল তাঁহাকে ঔষধি সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞদের প্রধান (رئيس على سائر الشابين) নিয়োগ করেন। কায়রো হইতে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনা করেন। পরে তিনি দামিশ্কে বসতি স্থাপন করেন, যেইখানে তাঁহার ছাত্র ছিলেন ইব্ন আবী উসায়বিআ, যাহার সঙ্গে তিনি একত্রে লতাগুল্ম সংগ্রহ করিতেন। তিনি ৬৪৬/১২৪৮ সালে দামিশ্কে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার প্রধান রচনাবলী ঃ (১) আল-মুগ্'নী ফি'ল আদ্বিয়াতি'ল-মুফরাদা (المغنى فى الادوية المفردة), গ্রন্থটি আল-মালিকুস-সালিহ নাজমুদ্দীনের নামে উৎসর্গীত। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে প্রতিটি রোগের সঠিক ঔষধির বর্ণনা দিয়াছেন। (২) আল-জামি' লি-মুফরাদাতি'ল আদবিয়া ওয়া'ল-আগ'যিয়া (الجامع لمفرداة ردوية والاغذية), এই গ্রন্থটিও নাজমুদ্দীন আয়্যূবের নামে উৎসর্গীকৃত (কায়রোতে ১২৯১/১৮৭৪ সালে মুদ্রিত; ইহার চমৎকার ফরাসী অনু. L. Leclerc কর্তৃক Notices et extraits, এ , ২৩, ২৫ ও ২৬খ, ১৮৭৭-৮৩ খৃ.; জার্মান অনু. J. Sontheimer কর্তৃক, স্টুটগার্ট ১৮৪০-২ খৃ.)। এই গ্রন্থে লেখক স্বীয় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১৪০০টি ঔষধি প্রাণী, শাক-সবজি ও খনিজ দ্রব্যের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে তিনি আর-রাযী, ইব্ন সীনা, আল-ইদ্রীসী ও আল-গাফিকীসহ প্রায় ১৫০ জনেরও অধিক বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। Meyerhof sobhy [(The abridged version of the book of simple drugs... of al-Ghafiqi by Dregorius Abu-l-Farag (Barhebraeus)] কায়রো, গুচ্ছ ১ (১৯৩২ খৃ., পৃ. ৩২-৩) মনে করেন যে, ইব্নুল-বায়তারের জামি' গ্রন্থটি তাঁহার উস্তাদগণের গ্রন্থাবলী হইতে কিছু বিষয়বস্তুর সংযোজনসহ আল-গাফিকী রচিত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে নকলের মাধ্যমে রচিত। এই সন্দেহজনক বক্তব্য ছাড়াও (বিশেষত যেহেতু মধ্যযুগের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত সততার ধারণা বর্তমান কালের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল) ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধীত ঔষধির মোট সংখ্যার প্রায় ১০০০টি ইতোপূর্বেই লেখকদের জানা ছিল। মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই গ্রন্থটির বিশেষ প্রভাব ছিল, উদাহরণস্বরূপ আর্মেনীয় আমীর দাওলাতের নাম উল্লেখ করা যায়; (৩) মীযানুত-তাবীব (ميزان الطبيب) (৪) রিসালা ফি'ল-আগ'যিয়া ওয়া'ল- আদবিয়া (رسالة فى الاغذية والادوية) (৫) মাক'ালা ফিল-লীমূন (مقالة فى الليمون); (৬) ডিওসকোরিই'ডিস (Dioscorides)-এর ভাষ্য, ইহার একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ৫৫০টি ঔষধির তালিকা রহিয়াছে। Dioscorides-এর প্রথম চারিটি পুস্তকে এইগুলি আলোচনা করা হইয়াছে; ব্যবহারিক পরিভাষাগুলির পাশাপাশি ল্যাটিন ও বার্বার ভাষার সমার্থক শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে [দ্র. MMMA, 3/1 (১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ১০৫-১২]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উসায়বিআ, সম্পা. Muller, ২খ, ১৩৩; (২) যিরিক্লী, আ'লাম, ৪খ, ১৯২-এ অন্যান্য 'আরবী উৎসের তালিকা দিয়াছেন; (৩) Brockelmann, ১খ, ৪৯২, পরিশিষ্ট, ১, ৮৯৬; (৪) Sarton, Introduction, ২খ, ৬৬৩; (৫) Wustenfeld, Arab, Aerzte..., নং, ২৩১; (৬) Fr. R. Dietz, Analecta medica. 1/1 Elenchus materiae medicae Ibn Baitharis pars prima (লাইপযিগ ১৮৮৩ খৃ.); (৭) L.

Leclerc, Etudes historiques et philologiques sur Ebn Beithar, in JA. ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৪৩৩-৫৯; (৮) ঐ লেখক, Hist. de la medecine arabe, ২খ, ২২৫। Somtheimer-এর অনুবাদ সম্বন্ধে দ্র. (৯) R. Dozy, in ZDMG, ২৩ খ, ১৮৩-২০০; (১০) R. Basset, Les noms berberes des plantes dans le traite des simples d Ibn beitar, in Giornale Soc. As. It, ১২খ. (১৮৯৯ খৃ.), ৫৩-৬৬; (১১) E. Sickenberger, Les plantes egyptiennes d Ibn b., BIE- তে, ২য় সিরিজ, ১০খ. (১৮৯০ খৃ.); (১২) A. dietrich, Medicinalia arabica, নং ৬১, পৃ. ১৪৭; (১৩) Meyerhof, al Andulus- এ, ৩খ. (১৯৩৫ খৃ.), ৩১; (১৪) C. Dubler, I.B, en armenio, al-andalus-এ, ২১খ. (১৯৫৬ খৃ.), ১২৫-৩০; (১৫) দা. মা. ই. (উর্দূ), ১খ, ৪৩৯-৪০; (১৬) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, ৫খ, ৪৬১।

J. Vernet (E.I.²)/ এ. এন. এম. মাহ্‌বুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল বাল্খী (ابن البلخى) ঃ সালজূক যুগের ইরানী গ্রন্থকার; তিনি তাঁহার জন্মস্থান ফারস প্রদেশের স্থানীয় ইতিহাস, স্থান বিবরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পারস নামাহ লিখেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তথ্য ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই, এমনকি তাঁহার সঠিক নামও জানা যায় নাই; তবে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বাল্খ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ ছিলেন বার্কয়ারুক ইব্ন মালিক শাহের গভর্নর আতাবিক রুক্নুদ-দাওলা অথবা নাজমুদ-দাওলা কুমারতিগীন-এর অধীনে ফারসের মুসতাওফী বা হিসাবরক্ষক। ইব্নু'ল-বালখী তাহার পিতামহের সহিত থাকিয়া ফারসের প্রভূত স্থানীয় জ্ঞান অর্জন করেন। তদনুসারে তিনি প্রদেশের একটি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ রচনা করিবার জন্য সুলতান মুহ'াম্মাদ ইব্ন মালিক শাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হন। যেহেতু এই গ্রন্থে তিনি ফারসের আতাবিক ফাখরুদ্দীন চাওলী তখনও জীবিত বলিয়া উল্লেখ করেন— তাই ফারসনামাহ্র রচনাকাল ৪৯৮/১১০৫ সনে মুহাম্মাদের সিংহাসন আরোহণ এবং চাওলীর মৃত্যুকাল ৫১০/১১১৬ এর মধ্যবর্তী সময় হইবে।

ফারসনামাহ্র প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ হাম্যা ইসফাহানীর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া পারস্যের ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস ও আরবদের ফারস বিজয় কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সংকলিত; কিন্তু অবশিষ্টাংশটি প্রদেশের স্থান-বিবরণ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধীয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ। ইহার পরিশিষ্ট শাবানকারা কুর্দী ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি অংশ। এই বইটির শেষ তৃতীয়াংশ ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে হামদুল্লাহ্ মুসতাওফী (দ্র.) কর্তৃক তাহার নুযহাতুল-কুলূব-এর ভৌগোলিক অংশের জন্য খুব বেশী ব্যবহার করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-বালখী, ফারসনামাহ্র শেষ তৃতীয়াংশ, সম্পা. G. Le Strange ও R. A. Nicholson, GMS, N. S., ১খ, লন্ডন ১৯২১ খৃ.; (২).ইতিপূর্বে ইহা Le Strange কর্তৃক অনূদিত হয়, JRAS (১৯১২ খৃ.); (৩) আরও দ্র. পারস্যের ফার্স প্রদেশের একটি স্বতন্ত্র বর্ণনা, Description of the province of Fars in Persia, লন্ডন ১৯১২ খৃ.; (৪) আরও দ্র. Storey, ১খ, ৩৫০-১ ও Storey-Bregel, ২খ, ১০২৭-৪।

C.E. Bosworth (E.I.² Suppl.) মোঃ আনোয়ার শাহ

ইব্নুল বালাদী (ابن البلدى) ঃ শারাফুদ্দীন আবূ জা'ফার আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন সাঈদ ছিলেন আল-মুসতানজিদ-এর উযীর। ইব্নুল বালাদী ওয়াসিত-এ নাজির থাকাকালে ৫৬৩/১১৬৭/৮ সনে উযীর নিযুক্ত হন। উস্তাদদার আদুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্র সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। রাবীউছ্-ছানী ৫৬৬/ডিসেম্বর ১১৭০ সালে আদুদ্দীন ও আমীর কুতবুদ্দীন কর্তৃক খলীফা নিহত হইবার পর আদুদ্দীনকে উযীর নিযুক্ত করিবার জন্য খলীফার উত্তরাধিকারী আল-মুসতাদীকে তাহারা বাধ্য করিয়াছিলেন যাহার ফলে আল-বালাদীর প্রাণদণ্ড হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুত তিকতাকা, আল-ফাখরী, ed. Derenbourg, পৃ. ৪২৬-৯ (Eng. tr. Whitting 305 f.); (২) ইব্নু'ল-আছীর, ১১খ, ২১৬ প., ২৩০, ২৩৭।

K.V.Zettersteen (E.I.²)/মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইব্নুল বিতরীক (দ্র. সাঈদ ইব্নুল-বিতরীক)

ইব্নুল-বিরযালী (দ্র. আল-বিরযালী)

ইব্নুল বিরর (ابن البر) ঃ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্নি'ল হ'াসান (অথবা আল-হ'ুসায়ন) আস-সিকিল্লী, অভিধান রচয়িতা ও ভাষাতাত্ত্বিক, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষের দিকে সিসিলী দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচ্যদেশে অধ্যয়ন শেষে কালবী শাসনামলের শেষার্ধে তিনি সিসিলীতে প্রত্যাবর্তন করেন (৪১৫/১০২৪ সালে তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া ও মাহ্দিয়া নগরে আবুত তাহির ইসমাঈল আত-তুজিবী আল-বারকীর সহিত ছিলেন)। এই সময়ে সিসিলীতে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী কাইদ (নেতা)-এর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জাতিকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কাইদগণের অন্যতম মাযারার শাসনকর্তা ইব্ন মানকূদ (Mankud) [সূত্রগুলি তাঁহার নামের বানান সম্পর্কে একমত নহে] তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ইব্নুল বিরর তাহার নূতন বাসস্থানে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। কখনো কখনো তাহার সহিত কবি ইব্ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী (দ্র.)-র সাক্ষাত হইত। কিন্তু এই সিসিলীয় কবির মদ্যপানে আসক্তির জন্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ইব্ন মানকূদ তাঁহাকে মাযারা হইতে অন্যত্র সরাইয়া দিতে বাধ্য হন। অতঃপর এই বিদ্বান ব্যক্তি পালেরমো নগরীতে চলিয়া যান এবং ভাষাতত্ত্ববিদের পেশায় ব্যাপৃত থাকেন এবং ইব্ন আব্বার-এর মতে তিনি ৪৬০/১০৬৭ সাল পর্যন্ত তথায় বসবাস করেন।

যে সকল সূত্র তাঁহার অবদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব তাহারাও সকলেই একবাক্যে ইব্নুল বিরর-এর তিনটি প্রধান কৃতিত্বের বিষয়ে একমত (১) তিনি তাহার শিক্ষাগুরু ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নীশাপুরীর নিকট হইতে প্রাপ্ত আল-জাওহারীর প্রসিদ্ধ অভিধান সিহাহ তাহার শাগরিদ ইব্নুল কাত্তা (দ্র.)-এর নিকট হস্তান্তর করিয়া যান এবং যিনি এই অভিধানটি মিসরে প্রচার করিতে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু আন-নীশাপুরী, ইব্নুল বিরর, ইব্নুল-কাত্তা— এই তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কোন জীবনীকার সন্দেহ পোষণ করেন।

(২) মিসরে আল-মুতানাব্বীর কাব্যধারার ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাহার অবদান (তাহার শিক্ষক সালিহ ইব্ন রিশ্দীন এই বিষয়ে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন) ও সিসিলীতেও যেথায় মুতানাব্বীর রাবী আলী ইব্ন 'আলী

হামযা আল-বাসরীর বসতি স্থাপনের তারিখ (৩৭৫/৯৮৫) হইতে সায়ফুদ-দাওলার স্তুতিকারের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) তাছক'ীফু'ল-লিসান ওয়া তালকীহুল-জানান গ্রন্থের সংশোধন, গ্রন্থটি সিকিউলো (Siculo) মাগ'রিবী সম্পর্কে রচিত এবং তাহার শাগরিদ আবূ হ'াফ্‌স উমার ইব্‌ন মাক্কী (দ্র.) কর্তৃক সংকলিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) U. Rizzitano, Notizie bio-bibliografiche su Ibn al-Qatta il "siciliano, in Rend. Lin., ix/5-6 (1954), 269-70 and 280-81; (২) ঐ লেখক, Un Commento di Ibn al-Qatta il `siciliano' ad alcuni versi di al--Mutanabbi, in RSO, xxx (1955), 208-9; (৩) ঐ লেখক, Il tathqif al-lisan wa-talqih al-ganan di Abu Hafs Umar b. Makki, in Studia Orientalia (of the Centro di Studi Orientali della custodia Francescana di Terra Santa), Cairo, i (1956), 194-207; (৪) ইব্‌ন আব্বারের তাক্‌মিলা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাহা ইহসান আব্বাসের আল-আরাব ফী সিকিল্লিয়া, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১০৯-১০, গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা সংযোজন করা উচিত।

U. Rizzitano, (E.I.[2])/ইবরাহিম ভূঁইয়া

ইব্‌নুল-মাওলা (ابن المولى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম, কবি, খলীফা আল-মাহ্‌দীর শাসনামলে জীবিত ছিলেন, তাহার জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি মদীনার সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আম্‌র ইব্‌ন আওফ গোত্রে প্রতিপালিত হন এবং মালিকী আইনবেত্তা ও হাদীছবেত্তা ইব্‌নুল-মাজিশূন-এর সঙ্গে পড়াশুনা করেন। তিনি কতকটা বিমর্ষ ও স্পর্শকাতর মেযাজের মানুষ ছিলেন। আগানীতে উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, তিনি স্বীয় অস্পষ্ট চিন্তাধারার কবিতা আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন। এই কবিতাসমূহে তাঁহার এক প্রকার উদাসীন বীরত্বের মানসিকতা প্রকাশ পায়, যাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে প্রেমের বিষণ্ণতাবোধ, কাল ও জীবনের ভয়। ইহা ছাড়া তাহার মধ্যে একটি স্ববিরোধিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যে অমূলক ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি বিদ্যমান থাকিলেও প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দূর-দূরান্তে অপরিচিত গুণী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনি প্রশস্তি গাথা রচনা করিতেন (যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা প্রতিচ্ছায়া যে সম্পর্কে 'আরব কবিগণ কবিতা রচনায় প্রলুব্ধ হইতেন)। যেমন তিনি মিসরের গভর্নর ও এককালের বাশশার ইব্‌ন বুরদ-এর পৃষ্ঠপোষক য়াযীদ ইব্‌ন হ'াতিম (মৃ. ১৭০/৭৮৮), 'আব্বাসী শাহযাদা জাফার ইব্‌ন সুলায়মান (নাসাব কুরায়শ, ২৯, ৩১) ও মহানবী (স)-এর চাচাত ভাই কুছাম ইব্‌নুল আব্বাস (যাহার মাযার সমরকান্দে অবস্থিত) [ঐ. ৩৩]-এর মত ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণের প্রশস্তি রচনা করেন। তিনি খলীফা আল-মাহ্‌দীর সভাকবি হইবার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। ইহা সুবিদিত ঘটনা যে, অতীতের প্রতি ও দক্ষিণ 'আরবের তমদ্দুনের প্রতি এই খলীফার অশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি আন্তরিকভাবে মদীনাবাসিগণের সহযোগিতা কামনা করিতেন, যদিও তাহারা 'আলী বংশীয় বিদ্রোহী মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌নি'ল হ'াসান (নাসাব কুরায়শ, ৫৩)-এর স্মৃতির প্রীতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। ইব্‌নুল-মাওলা তাহার আরও বহু স্বদেশবাসীর ন্যায় দক্ষিণ আরবীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আন্তরিক সহানুভূতি সহকারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গৃহকাতর ও কখনও কখনও দুর্বার কল্পনাপ্রবণ মদীনাবাসীদের সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার সেই শক্তিশালী প্রচার দ্বারা তিনি তাহাদেরকে নূতন আব্বাসী খলীফা, তাঁহার সভাসদ ও তাঁহার প্রশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগ'ানী, ৩খ, ৮৮-৯৬, ৪খ, ১১৫; (২) দাইরাতুল-মাআরিফ, ৫খ, ৩২।

J-C.Vadet (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

ইব্‌নুল-মারযুবান (দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন খালাফ)

ইব্‌নুল-মাশিতা (ابن الماشطة) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌নি'ল-হ'াসান, 'আব্বাসী যুগের সচিব, যিনি ৩০৬/৯১৮ হইতে ৩১১/৯২৩ পর্যন্ত হ'ামিদ ইব্‌নু'ল-'আব্বাস (দ্র.)-এর মন্ত্রিত্বের আমলে বায়তুল-মালের পরিচালক ছিলেন। তিনি কিতাবুল উযারা (উযীরদের গ্রন্থ) নামক একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন যাহা বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রন্থকার, বিশেষত আল-মাসঊদী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১)D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্‌নুল-মাহ্‌য (দ্র. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন বাশীর)।

ইব্‌নুল-মুআযযাল (ابن المعذل) ঃ আবুল-ক'াসিম আবদুস সামাদ ইব্‌নু'ল-মুআযযাল ইব্‌ন গায়লান ইব্‌নি'ল হ'াকাম আল-আবদী, বসরা নগরীর আরবী বিদ্রূপাত্মক কবিতার একজন রচয়িতা (মৃ. ২৪০/৮৫৪-৫)। তিনি আবদুল-কায়স পরিবারভুক্ত ছিলেন। এই পরিবারের অনেকেই কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন তথ্যপঞ্জীতে তাহার পিতামহ গায়লানকে কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাঁহার পিতা, বিশেষত আবান আল-লাহিকী (দ্র.)-র সহিত বিদ্রূপাত্মক ও সরস কবিতা বিনিময় করিতেন। এই সকল কবিতার একটি আবূ নুওয়াস (১২৭৭ হি. সংস্করণ; ৭৯ পৃ. ১৩৩২ হি. সংস্করণ, পৃ. ১৫১; কায়রো সংস্করণ-এর ১৯৫৩ খৃ., ইহা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, ছন্দ রামাল, অন্ত্যমিল আনা)-এর দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত করিবার মত যথেষ্ট মৌলিকতা গুণসম্পন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইব্‌নুন-নাদীম (ফিহ্‌রিস্ত, কায়রো, পৃ. ২৩৪) পঞ্চাশ পাতার একটি কবিতা সংগ্রহ আল-মুআযযালের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কবিতাই আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে (আস-সূলী, আওরাক, কার্য সম্পর্কে আলোচনার অধ্যায়, আগানী, ১২খ, ৫৭-৮-বৈরূত সংস্করণ, ১৩খ, ২২৮-৩০; Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৬৭-৮)।

আবদুস সামাদের ভ্রাতৃদ্বয় আহ'মাদ ঈসা ও 'আবদুল্লাহও কবি ছিলেন। কিন্তু ইব্‌নুন-নাদীমের (ঐ) মতে তাঁহাদের রচনার পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। প্রথমোক্ত কবি আবু'ল-ফাদ্‌ল আহ'মাদ ইব্‌নু'ল-মুআযযাল প্রাচীন রীতিনীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার কিছু কবিতা সংরক্ষিত আছে। তাঁহার কবিতার প্রধান আকর্ষণ ছিল বাক্‌পটুতা ও ধর্মীয় অনুরাগ। ইহা আবদুস-সামাদের নৈতিক শিথিলতার বিপরীতধর্মী গুণ। মনে হয় তিনি কাব্যজগত হইতে অনেক দূরবর্তী কোন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। অবশ্য আগানী (১২খ, ৫৭-বৈরূত সং., ১৩খ, ২২৮) যখন তাঁহাকে মু'তাযিলী বলিয়া আখ্যায়িত করেন তখন আল-জাহিজ (বায়ান, ১খ, ১০৩, ২খ, ৩০৬) তাঁহাকে মালিকী মায'হাবের বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অবশ্য ফিহ্‌রিস্ত (পৃ. ২৮২) তাঁহাকে

মালিকী মাযহাবের বলিয়াই উল্লেখ করে। ফিহ্‌রিস্তে ইব্‌নু'ল-মাজিশূন নামে তাঁহার শিক্ষকদের একজনের ও ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক আল-ক'াদী নামে তাঁহার ছাত্রবৃন্দের একজনের কথা উল্লিখিত আছে। যদিও এই বর্ণনা বিকৃত, তথাপি ইহাতে তাহাকে কিছু পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে কিবাতুল ইল্লা (আল-কুতুবী, ফাওয়াত, শিরো. দ্র.)। কোন কোন মতানুযায়ী আহ্‌মাদকে বসরা নগরীর একজন প্রসিদ্ধ লোক হিসাবে গণ্য করা হয় -যিনি বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে কিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, এমনকি সামাররার খলীফার নিকটও তাহার যাতায়াত ছিল (ইব্‌নুল মুতায্য, ত'াবাক'াত, পৃ. ১৭৫; আল-হুস্‌রী, যাহ্‌র, পৃ. ৬৫১ প.)।

অবশ্য এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় সদস্য ছিলেন আবদুস সামাদাল-মারযুবানী (মুওয়াশশাহ, পৃ. ৯ ও তাঁহার সম্বন্ধে আখবার আবদিস সামাদ ইব্‌নি'ল-মুআযযাল নামে দুই শত পৃষ্ঠার (ফিহ্‌রিস্ত, ১৯১) এক বিবরণী রচনা করেন। ইব্‌নু'ন-নাদীমের পৃ. ২৩৪) মতানুযায়ী তাঁহার দীওয়ান ১৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত। আল-হু'সরী (যাহ্'র, পৃ. ৬৫৪) তাঁহাকে তাঁহার সময়ে বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি আছ'-ছা'আলিবী (খাসসুল-খাসস, তিউনিস ১২৯৩ হি., পৃ. ১০০) সমর্থিত উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু মনে হয় এইরূপ সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নহে। অবশ্য আবু হিলাল আল-আস'কারীর ন্যায় একজন সমালোচক তাঁহার কিছু কিছু কবিতাকে আল-বুহতুরীর কাব্যাংশের (সিনাআতায়ন, পৃ. ২৩৪) তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করিতেন। আগ'ানীতে (১২খ, ৫৭-৭২, বৈরূত সংস্করণ, ১৩খ, ২২৮-৫৯) তাঁহার সম্বন্ধে দীর্ঘ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে, তাহা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব অল্পই জানি। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল খবর (তথ্য) রহিয়াছে তাহা হইতে আল-আসমাঈ, বসরার গভর্নর ও স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা মাত্র জানা যায়। যদিও ২২৬/৮৪১ সালের পূর্বে তিনি সামাররাতে ছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীর মত তিনি কখনও রাজধানীতে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একটি উদ্যানের বর্ণনা অথবা আপ্যায়নের বিবরণী তাঁহার কবিতায় সরসতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সংরক্ষিত কবিতার অধিকাংশই সরাসরি তাঁহার নৈতিক শৈথিল্য, অহংকার, অন্যান্য কবির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এবং সকলকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করিবার প্রবণতা এই সকল বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দেয়। এই মনোভাব হইতে কেহই নিস্তার পান নাই, তাহার বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশী, এমনকি তাঁহার ভ্রাতা আহ'মাদ পর্যন্ত নহেন। নিজ শহরে আহ'মাদের খ্যাতির জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ঈর্ষাবোধ করিতেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতার শিকার ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই সমানভাবে সেইগুলির জবাব দিতেন। ইহাদের মধ্যে হামদান ইব্‌ন আবান আল-লাহিকী, আল-জাম্মায (দ্র.), য়াহ্'য়া ইব্‌ন আকছাম (দ্র.) ও আবূ তাম্মামের মত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন। আছ'-ছা'আলিবীর (পূ. গ্র.) মতানুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তি আবদুস সামাদের আক্রমণের দরুন বসরায় আসিবার বাসনা পরিত্যাগ করেন (কিন্তু আগ'ানীতে ব্যাপারটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে আবূ তাম্মামকে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে)। এই সকল বিদ্বেষপূর্ণ আলাপনের জন্য তাঁহাকে আবুস সুম্ম উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। ফলে লোকেরা তাহাকে যথেষ্ট ভয় করিত। ইহাও কথিত আছে, কিছু বিদ্রূপাত্মক স্তবকে একজন কায়না ও একজন গায়ক এমনভাবে নিন্দিত হইয়াছেন যে, জীবিকার্জনের জন্য তাহাদেরকে বসরা ত্যাগ করিতে হয়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকা বিবরণাদি ও খণ্ডলিপি হইতে ইব্‌নুল-মুআযযালের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বসরার ২য়-৩য়/৮ম-৯ম শতকের ঐ সকল কবির আদর্শ প্রতিনিধিত্ব করে যাহারা লম্পট ও বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। তাহারা অপরের সুনাম নষ্ট করিতে, কুৎসা রটনা করিতে এবং প্রেম ও সুরা সম্পর্কিত ঐসব গান গাহিতে ভালবাসিত যাহাতে অশ্লীলতার প্রকাশ ও ব্যঙ্গরসের অনস্বীকার্য প্রতিভার স্বাক্ষর যুগপৎ বিধৃত হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বিবরণে উল্লিখিত উৎসসমূহ ছাড়াও দ্র. (১) সূলী, আওরাক', কবিদের উপর রচিত অংশ, সম্পা. J. Heyworth Dunne, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., নির্ঘণ্ট; (২) ইব্‌নুল-মুতায্য, তা'বাক'াত, পৃ. ১৭৫-৬; (৩) আবূ তাম্মাম, হ'ামাসা, ১খ, ১০২ (বেনামে উল্লিখিত কবিতাসমূহ); (৪) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', পৃ. ৩৪৬; (৫) ইব্‌নুল জাররাহ', ওয়ারাকা, নির্ঘণ্ট; (৬) মুবাররাদ, কামিল, নির্ঘণ্ট; (৭) ক'ালী, আমালী, নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্‌ন আবী আওন, তাশবীহাত, পৃ. ১৯, ৫৮, ৫৯, ৭৬, ৯১, ৯৫, ১৭৫, ২০০, ২২১, ২৫৯, ৩১২; (৯) ইব্‌নুশ-শাজারী, হ'ামাসা, পৃ. ৯২, ১৮১, ১৯৬, ২২৪; (১০) জাহি'জ, আল-মাহ'াসিন ওয়াল-মাসাবী, পৃ. ৩৮২; (১১) ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহ, ইক'দ, কায়রো ১৯৪০ খৃ., ২খ, ১৪৪; ২১৮, ৩খ, ২৪৪; ৭খ, ৫৩; (১২) ইব্‌ন রাশীক', উমদা, ১খ, ৯০; (১৩) হু'স'রী, যাহ্'র, ৬৫১-৬; (১৪) ঐ লেখক, জাম', পৃ. ৩১০; (১৫) সীরাফী, নাহ্'বিয়্যীন, পৃ. ৩৩-৫; (১৬) আসকারী, সিনাআতায়ন, পৃ. ২৩১, ২৩৪, ৪৫৫; (১৭) ঐ লেখক, দীওয়ানুল মাআনী, নির্ঘণ্ট; (১৮) ছ'আলিবী, ছি'মারুল-কুলূব, পৃ. ২১৭; (১৯) আমিদী, মুওয়াযানা, ইস্তাম্বুল ১২৮৭ হি., পৃ. ১৩৬; (২০) কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ, ৫৭৫; (২১) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ৩খ, ৯০; (২২) গুযূলী, মাত'ালি', ১খ, ৯-১০; (২৩) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল মাআরিফ, ৪খ, ৫২; (২৪) Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৬৮; (২৫) ঐ লেখক, ইব্‌নুল-মুআয'য'াল ওয়া আশ'আরুহ।

Ch. Pellat (E.I.[2])/পারসা বেগম

ইব্‌নুল-মু'আল্লিম (দ্র. আল-মুফীদ)

ইব্‌নুল-মুওয়াক্কিত (ابن الموقت) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-মাররাকুশী, ১৮৯৪ খৃ. মাররাকুশে জন্মগ্রহণ করেন, সেইখানেই ৩০ নভে., ১৯৪৯ খৃ. মারা যান। তাঁহার পিতা মাররাকুশের ইব্‌ন য়ূসুফ মসজিদে মুওয়াক্কিত (সময় নির্ধারক) পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই কারণেই পুত্র লেখক জীবনের শুরুতে ইব্‌নুল মুওয়াক্কি'ত এই লেখক নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তিনি যখন পিতার পদে নিযুক্ত হন তখন হইতে নিজেই আল-মুওয়াক্কি'ত নামে পরিচিত হন।

১৯১৭ খৃ. হইতে তিনি মরক্কো সম্বন্ধে উৎসাহী পণ্ডিতগণের নিকট তাহার চারখানি জীবনীমূলক গ্রন্থের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। সেইগুলির মধ্যে প্রধান ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির নাম আস-সাআদাতু'ল আবাদিয়্যা ফিত-তা'রীফ বি-মাশাহীরিল হাদরা আল-মাররাকুশিয়্যা (লিথোগ্রাফ, ফাস ১৯১৭-১৮ খৃ., ২খ.)। দ্বিতীয় গ্রন্থ তাত'রিু'ল-আনফাস ফিত-তা'রীফ বিশ-শায়খ আবি'ল-'আব্বাস, একখানি গবেষণা গ্রন্থ, উহা মাররাকুশের সাতজন শহর-কু'তবের অন্যতম আবুল-'আব্বাস আস-সাব্‌তী সম্বন্ধে রচিত। লেখক গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠার পার্শ্বের খালি জায়গায় তাহার পিতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-মুবারাক-এর জীবনীগ্রন্থ ইজহারুল-মাহামিদ ফিত-তা'রীফ বি-মাওলানাল-ওয়ারিদ (লিথোগ্রাফ, ফাস, ১৩৩৬/

১৯১৮) নামে সংযোজন করিয়াছেন। এই পর্বে চতুর্থ ও শেষ গ্রন্থখানির নাম আল-ইন্বিসাত বিতাল খীসিল-ইগতিবাত, ইহা সীদি মুহ'াম্মাদ বু জানদার (দ্র. Allouche and Regragui, cat des mss, arabes de Rabat ii, 226)-এর রচিত কিতাবুল-ইগতিবাক বি-তারাজিম আলামির-রিবাত গ্রন্থখানির অবশিষ্টাংশ।

ইব্নু'ল-মুওয়াক্কি'ত সেই সকল 'আলিমের বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ ও মানসিক গড়ন লাভ করিয়াছিলেন যাহারা সূফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজকে অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার পিতা, যিনি আল-জাযুলীর দালাইল গ্রন্থখানির অতি নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন—স্বীয় পুত্রকে পড়াশুনাতে উৎসাহদান এবং নিজ জীবনে মহত্ত্ব ও দয়া-দাক্ষিণ্য আচরণের পরাকাষ্ঠা দ্বারা তাহার সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই তিনি নিজের রচিত গ্রন্থসমূহে মরক্কোর পবিত্র জীবনী গ্রন্থ রচয়িতাগণ কর্তৃক অতি সম্মানীয়ভাবে গৃহীত বাক্য 'বিযিকরি'স-সুলাহা' তানযিলু'র-রাহ্মা'—সূফী দরবেশগণের আলোচনা করিলে আল্লাহ্র রাহ্মাত নাযিল হয়— কথাটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ইব্নু'ল-মুওয়াক্কি'ত সন্তুষ্টির সঙ্গেই তাঁহার স্বদেশের ইব্ন আসকার, ইব্নু'ল-কাদী ও আহ'মাদ বাবার ন্যায় জীবনীকারগণের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি কায়রোর সুবিখ্যাত নিষ্ঠাবান সংস্কারক মুহ'াম্মাদ আবদুহ ও মুহ'াম্মাদ রাশীদ রিদার রচনাবলী এবং মুহ'াম্মাদ হাফিজ ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ আল-মুওয়ায়লিহী-এর ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলিহুন-এর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং নব-দীক্ষিত সুলভ উদ্দীপনা নিয়া তৎকালীন গোঁড়াপন্থী সংস্কারকগণ কর্তৃক পরিচালিত ধর্মীয় রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

তিনি বিদা-এর উপরে আল-কাশ্ফ ওয়াত-তিবয়ান 'আন হালি আহ্লিয-যামান (কায়রো ১৯৩২ খৃ.) নামক একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে নূতনভাবে লেখক জীবন শুরু করেন। উহার প্রায় পরপরই আর-রিহ্লাতু'ল-মাররাকুশিয়্যা (কায়রো ১৯৩৩ খৃ.) প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি একটি সহজ সরল নীতিকথাপূর্ণ গল্পের মাধ্যমে সমসাময়িক মুসলিম সমাজের অন্ধকার দিকের নৈরাশ্যময় চিত্র অঙ্কন করেন। তখন হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ দেশের ভিতরে বিভিন্ন ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজের বিরুদ্ধে ফাকীর দরবেশ ও তাঁহাদের মাযারের প্রতি অত্যধিক আসক্তিপরায়ণ ও বিদআতীদের বিরুদ্ধে এবং কাদী ও কাইদগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। তাঁহাদেরকে তিনি গভীর দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি আধুনিক রীতিনীতির সমালোচনা করিতেন, গতানুগতিক 'উলামাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সর্বসাধারণকে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের আচরিত সুন্নাহ আস-সালাফিস সালিহ-এর প্রতি আহ্বান জানাইতেন এবং স্বীয় বিরুদ্ধ শক্তির প্রতি সমালোচনামূলক মারাত্মক পুস্তিকাটি প্রকাশ করিতেন।

জীবনের শেষভাগে ইব্নু'ল-মুওয়াক্কি'ত কঠোর নৈতিকতাবাদী, ন্যায়বিচারের প্রতি অতি একনিষ্ঠ এবং একান্তভাবেই মৌলিক নীতিপন্থী হইয়া পড়েন। তৎকালীন পরিবেশও তাহার এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য উপযোগীই ছিল। মনে হয় যে, তিনি প্রাচীন হিব্রু নবীগণের আত্মারই মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি ধর্মীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যাহার এক কপি তিনি স্বয়ং সুলতান সীদী মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সেই পুস্তিকাতে তিনি কিছু সংখ্যক অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যত ঘটনাবলীর কথা বলেন, সেইগুলির মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ১৯৮০ খৃ.-এর শুরুতে দুনিয়াতে ঈসা মাসীহ (আ)-এর আবির্ভাব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Chorfa (বিশেষ করিয়া ৪৫ ও ৪৬); (২) A. Faure, Un reformateur marocain, Muhammad b. Muhammad b. Abd Allah al-Muwaqqit al Marrakusi, Hesperis-এ, ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১-২, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী সমেত।

A Faure (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-মুকাফ্ফা' (ابن المقفع) ঃ আবূ আম্র (পরে আবূ মুহ'াম্মাদ) রূযবেহ্ (Rozbeh) পরে 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল- মুবারাক দাযুবেহ্ (Dadoye) আল-মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২/ ৭২৩-৭৫৯), একজন প্রসিদ্ধ 'আরবী গদ্যকার, ভারত ও পারসিক সভ্যতার সাহিত্য গ্রন্থাবলীর 'আরবী ভাষায় প্রথম অনুবাদকগণের একজন। তিনি ছিলেন 'আরবী গদ্য সাহিত্যের উদ্গাতাদের অন্যতম। তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাঁহার আসল নাম ছিল রূযবেহ্। তাহার পিতা দাযুবেহ, যিনি পরবর্তী কালে আল-মুবারাক নামে পরিচিত, ইরানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হ'াজ্জাজ অথবা খালিদ আল-কাসরীর অধীনে একজন কর আদায়কারী ছিলেন। তিনি ১০২/৭২০ (মতান্তরে ১০৬/৭২৬) সালের দিকে সম্ভবত ফারসে (বর্তমান নাম ফীরূযাবাদ, দ্র. মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ১২৬ প.; ফীরূযাবাদী, কামূস, জুর শীর্ষক নিবন্ধ) জুর শহরের এক সম্ভ্রান্ত ইরানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা তহসীলদার থাকাকালে প্রজাদের নিপীড়ন করিয়া অর্থ উপার্জন এবং কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ করেন। ইহার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে এমনভাবে পীড়ন করা হয় যে, তিনি পংগু হইয়া যান। ফলে তাঁহাকে আল-মুক'াফ্ফা (পংগু) ডাকনামে অভিহিত করা হয়। তাহার পুত্র রূযবেহও (তিনি সম্ভবত পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) ইব্নু'ল-মুকা'ফফা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ইব্নুল-মুক'াফ্ফা বস্রায় লালিত-পালিত হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য আবু'ল-খামুস ছাওর ইব্ন য়াযীদ ও আবু'ল-গাওলকে তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা তাঁহাদের সাহচর্যে ও দীক্ষায় ভাষা ও সাহিত্যে এতখানি দক্ষতা অর্জন করেন যে, আল-আসমাঈর ন্যায় একজন উচ্চ মানের ব্যাকরণবিদেরও ধারণা, তাহার রচনাবলীতে ভাষাগত কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহা কেবল ইব্নুল মুকাফ্ফাকেই ধরিতে পারিতেন।

'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি কিরমান গমন করেন এবং দাউদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন উমার ইব্ন হুবায়রা প্রমুখ উমায়্যা গর্ভনরদের দরবারে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এইখানে দায়িত্ব পালন করা অবস্থায়ই তিনি সম্ভাব্য সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হন। পরে 'আব্বাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে আল-মানসূরের পিতৃব্য ঈসা ইব্ন আলীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাতা সুলায়মান বসরার গভর্নর ছিলেন। ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা তাহার জীবনের উত্তম বৎসরগুলি কূফা ও বস্রায় অতিবাহিত করেন। বাগদাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইরাকের এই দুইটি শহর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। এই সময় সেখানে মুতী ইব্ন ইয়াস, ওয়ালিবা ইব্ন হুবাব, হ'াম্মাদ আজরাদ, বাশ্শার ইব্ন বুরদ প্রমুখ শিক্ষিত ও

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মিলনক্ষেত্র ছিল। তাঁহাদেরকে যানাদিকা (দ্র. যিনদীক) বলিয়া সন্দেহ করা হইত। ১৩৯/৭৫৬ (মতান্তরে ১৪২/৭৫৯) সালে অথবা ইহার কিছু পরে তাহার যে অকাল করুণ মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে কোন ধর্মীয় কারণ ছিল না; বরং ব্যক্তিগত আক্রোশ ও রাজনৈতিক কারণে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। ইব্নু'ল-মুকাফফার পৃষ্ঠপোষক ঈসা ইব্ন 'আলীর ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ভ্রাতুষ্পুত্র আল-মানসূরের খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু খলীফা তাহাকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি লজ্জিত হইয়া ভ্রাতা ঈসা ইব্ন আলীর কাছে গমন করেন। ঈসা তাহার অপর ভ্রাতা সুলায়মানকে সঙ্গে লইয়া খলীফার দরবারে গমন করেন এবং বিদ্রোহী ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবার সুপারিশ করেন। খলীফা তাঁহাকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হয়। এই চুক্তিপত্র লেখার ভার পড়ে ইবনু'ল-মুকাফফার উপর। তিনি এমন আবেগময়ী ভাষায় ও অপরিহার্য অঙ্গীকার আরোপে শান্তিচুক্তিটি রচনা করেন যে, খলীফা বিদ্রোহীকে ক্ষমা করার শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং তিনি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইহাতে আল-মানসূরের সন্দেহপ্রবণ মন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। তিনি এই দাম্ভিক সচিবকে অপসারণের নির্দেশ দেন। বসরার নূতন গভর্নর সুফয়ান ইব্ন মুআবিয়া আল-মুহাল্লাবী নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ইব্নু'ল-মুকাফফার সঙ্গে তাহার দীর্ঘ দিনের বিরোধ ছিল। তিনি গভর্নরের প্রাসাদে নীত হন এবং তাঁহাকে পীড়ন করিয়া হত্যা করা হয়। ঈসা ইব্ন আলী ও সুলায়মান তাঁহাদের মাওলার হত্যার প্রতিশোধ দাবি করেন। খলীফা সুফয়ানকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁহাকে পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হাযির করার নির্দেশ দেন। পরে সুফয়ানের সমর্থকদের সুপারিশক্রমে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। ইব্নু'ল-মুক'াফফার এক পুত্র মুহাম্মাদ পরবর্তী সময় আল-মানসূরের সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এরিস্টোটলের কিছু কিছু তর্কশাস্ত্রীয় পুস্তক তাহার পুত্র মুহাম্মাদ গ্রীক ও সুরয়ানী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সাধারণত এইগুলি তাহার পিতার নামে আরোপিত হইয়া থাকে।

ইব্নুল-মুক'াফফা ৩৬ বৎসর বয়সে নিহত হইলেও তিনি অনেক অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলির মাত্র কিয়দংশ বর্তমান রহিয়াছে। ইহারও কোন কোনটি এমন অবস্থায় রহিয়াছে যে, ইহা ইব্নু'ল-মুক'াফফার রচনা কি না তাহা অনিশ্চিত। ইব্নু'ল মুক'াফফার গদ্য রচনাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ অনুবাদ গ্রন্থ ও মৌলিক রচনা। নিম্নে তাহার অনুবাদ গ্রন্থগুলির বর্ণনা দেওয়া হইলঃ

(১) কালীলা ওয়া দিমনা (দ্র.) ঃ ভারতীয় উপকথার একটি বিখ্যাত সংগ্রহ। ইহা পাহ্লাবী ভাষার Pancatantra Tantrakhyayka-এর 'আরবী অনুবাদ। এই পাণ্ডুলিপিটি প্রথম কিস্রা আনোশীর-ওয়ানের শাসনামলে Burzoe-এর মাধ্যমে ভারত হইতে ইরান পৌঁছে। তিনি সংস্কৃত হইতে পাহলাবী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (দ্র. কালীলা ওয়া দিমনা শীর্ষক নিবন্ধ)। অল্প দিনেই ইহার পরিচিতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, ত্রিশটিরও অধিক ভাষায় ইহার অনুবাদ করা হয় (V. Chauvin, Bibliographies des ouorages arabes ou raltifs aux arabes II, Leipzig 1897); তবে ইব্নু'ল- মুক'াফফাকৃত 'আরবী অনুবাদ "কালীলা ওয়া দিম্না" সমধিক প্রসিদ্ধ (বিস্তারিত বিবরণের জন্য কালীলা ও দিম্না দ্র.)।

(২) সিয়ারু'ল-মুলূক অথবা সিয়ারু মুলূকি'ল-আজাম ঃ ইহা তারীখ মুলূকিল-আজামের পূর্ণ অনুবাদ যাহা খুদায়নামা নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় য়াযদগিরদের শাসনামলে সরকারের ব্যবহৃত বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে একজন অথবা একাধিক রচয়িতার হাতে লিখিত। খুদায়নামা-এর কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে টিকিয়া নাই; কিন্তু অনারব বাদশাহদের সম্পর্কে আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীতে যে সকল বিবরণ রহিয়াছে, ইহাদের একক ভিত্তিও উপরিউক্ত গ্রন্থ। ফিরদাওসীর শাহনামাও এই শ্রেণীর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, খুদায়নামা-এর আরও কয়েকটি অনুবাদ বর্তমান ছিল; এমনকি শাহনামা-ই ফিরদাওসীর সূত্র ও অপর একটি শাহনামা যাহা আবূ মানসূর আবদুর -রাযযাকের সম্মানে গদ্যাকারে সংকলিত হইয়াছিল (তু. A. Christensen, Le regne du roi Kowadh I et le communisme Mazdekite, কোপেনহেগেন ১৯২৫ খৃ., পৃ. ২২ প.; ঐ লেখক, L' Iran sous les Sassanides, পৃ. ৪৫ প.; যাবীহুল্লাহ সাফা, হামাসা সারাঈ দার ঈরান, তেহরান ১৩২৪ হি.শ., পৃ. ৯৫ প.; উক্ত গ্রন্থাবলীতে অন্যান্য বরাতেরও উল্লেখ রহিয়াছে)।

(৩) কিতাবুর রুসুম বা কিতাবুল-আঈন ঃ আয়ীননামাগ-এর অনুবাদ। ইহাতে সাসানীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং সেই সময়ের আইন-কানুন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অনুবাদটিরও কোন পাণ্ডুলিপির সাক্ষাত পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে (দ্র. A. Christensen, L' Iran, পৃ. ৫৭প.)।

(৪) রিসালা তানসার জ নৈতিক বিষয়ে লিখিত একটি চিঠি, যাহা তানসারের পক্ষ হইতে তাবারিস্তানের শাসকের নিকট লিখিত হইয়াছিল। এই অনুবাদটির একটি ফারসী সারসংক্ষেপ ইস্ফিনদিয়ার রচিত তারীখ তাবারিস্তান-এ উল্লিখিত রহিয়াছে। I. Darmesteter ইহার সম্পাদনা করেন এবং ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (JA., 1894, পৃ. ১৮৫ প., ৫০২ প.; তু. C. A. Storey, Persian Literature, ২য় অধ্যায়, ২খ., পৃ. ২৬০, টীকা ১)। মুহাম্মাদ মীনাবী ইহার প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুকরণে চিঠিটি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিকতর বিশুদ্ধ Tansar's epistle to goshnasp. treating of the Political social and religious Problems of Sassanian Times (A. Christensen, পূ. স্থা., পৃ.৫৮ প.)।

(৫) কিতাবুত-তাজ ফী সীরাতি আনোশীরওয়ান, পাহলাবী ভাষা হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইব্ন কুতায়বা রচিত উয়ূনুল আখবার-এ ইহার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে (দ্র. A. Christensen, পূ. গ্র., পৃ. ৫৬ প.; যাবীহুল্লাহ সাফা, পূ.গ্র., পৃ. ৪৫)।

(৬) কিতাব-ই সাগীস্রান (=কিতাব-ই সারদারান সীসতান), আল-মাসউদীর সূত্র হইতে তিনি ইহা বর্ণনা করেন (মুরূজুয যাহাব, সম্পা. B. de Meynard P. de Courteil, প্যারিস ১৮৬৩ খৃ., ২খ, ১১৮)। ইহাতে তুর্কী ও ইরানীদের প্রাচীন যুদ্ধাবলী, সিয়াওশ (سیاوش)-এর মৃত্যু, রুস্তমের কাহিনী ইত্যাদির বর্ণনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহাতে এমন কিছু বিবরণ রহিয়াছে, যাহা খুদায়নামা-এ পাওয়া যায় না। এইজন্য গ্রন্থটি ইরানীদের খুব পসন্দনীয় ছিল (তু. A. Christensen, Les Kayanides, কোপেনহেগেন ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১৪২ প.; যাবীহুল্লাহ সাফা, পূ.গ্র., পৃ. ৪৩ প.)।

(৭) কিতাবুল বায়কার ঃ ইহার বিষয়বস্তু কিয়ানী বংশের ইতিহাস। আল-মাসউদী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. মুরূজুয যাহাব, পূর্বোক্ত

সংস্করণ, ২খ, ১৪৩; ঐ লেখক, কিতাবুত-তান্‌বীহ ওয়াল-ইশরাফ, ফরাসী অনু. C. de Vaux, প্যারিস ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ১৩৬; তু. A Christensen. Les Kayanides, পৃ. ১৪৩ প.)।

(৮) কিতাব মাযদাক ঃ ইহাতে মাযদাকের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি সাসানী শাসনামলে একটি নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা ছিল সমাজতন্ত্রীদের মতবাদের সহিত অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রথম কুবায-এর শাসনকালের সহিত ইহা সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থাবলীতে ইহার বহু উদ্ধৃতির উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. A Christensen, Le regne du roi kowadh, I, পৃ. ৪৪ প.; ঐ লেখক, L Iran sous les Sassanides, পৃ. ৬৩ ও ৩৩০, হাশিয়া)।

ইব্‌ন আবী উসায়বিআ (উয়ূনুল-আনবা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ৩০৮) ও অন্যান্য রচয়িতা বলেন যে, ইব্‌নু'ল-মুকাফফা এরিস্টোটলের রচনাবলী কিতাব কাতীগুরিয়াস (Categories) কিতাব বারীমীনিয়াস ও কিতাব আনালিকা (Analyties) এবং ফারফ্রেবিয়াস-এর ঈসাগুজীতে ও পাহলাবী ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নূতন পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন জাওহারের পরিবর্তে তিনি আয়ন পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, দ্র. মিফতাহুল-উলূম, সম্পা. G. Van Vloten, ১৮৯০ খৃ., পৃ. ১৪৮)। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতের অভিমত এই যে, এই অনুবাদগুলি ইব্‌নুল-মুক'াফফা-কৃত নহে, বরং তাহার পুত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌নি'ল-মুকাফফা ঐগুলির অনুবাদ করিয়াছেন [তু. C.A. Nallino, Noterelle su Ibn al Muqaffa e suo figlio, in RSO, ১৯ খ. (১৯৩৩-৩৪ খৃ.), ১৩০ প. Raccolta di scrittie editi, ineditti, রোম ১৯৪৮ খৃ., ৬খ, ১৭৫ প.]।

ইব্‌নু'ল-মুক'াফফার রচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, নীতিকথা ও রাজনীতি। তাহা ছাড়া ইব্‌নু'ল-মুক'াফফার কিছু চিঠিপত্র রহিয়াছে, যেইগুলিকে তাহার রচনার উত্তম নমুনা হিসাবে গণ্য করা হয়। নিম্নে তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) আল-আদাবুস সাগীর, ইহা নীতিকথা সম্বলিত একটি ছোট পুস্তিকা (সম্পা. আহ'মাদ যাকী পাশা, আলেকজান্দ্রিয়া ১৩২৯ হি.; মুহ'াম্মাদ কুরদ আলী, রাসাইলুল-বুলাগা', ৩য় সংস্করণ, কায়রো ১৩৬৫ হি., পৃ. ৩৪-৩৭)।

(২) আদ্‌-দুররাতু'ল-য়াতীমা অথবা আল-আদাবুল-কাবীর ফী তাআতি'ল-মুলূক, একটি পুস্তিকা। ইহাতে বাদশাহ ও আমীরদের সঙ্গে মেলামেশা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (আহমাদ যাকী পাশা প্রথমোক্ত নামে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ১৩৩০ হি. এবং মুহ'াম্মাদ হ'াসান নাইল আল-মুরসাফী কায়রো হইতে ১৩০০ হি. প্রকাশ করেন; দ্বিতীয় নামে শাকীব আরসালান কায়রো হইতে ১৯১০ খৃ. এবং পরে উভয় নামে মুহাম্মাদ কুরদ আলী, রাসাইলুল-বুলাগা' গ্রন্থে, পৃ. ৪০-১৬০)। ফরাসী ও জার্মান অনুবাদের জন্য দ্র. Brockelmann, পরি. ১, পৃ. ২৩৫, নং ১।

(৩) রাসাইল, চিঠিপত্রের একটি সংকলন, খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে ইহা সংরক্ষিত ছিল মুহাম্মাদ কুরদ আলীর তত্ত্বাবধানে। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে (রাসাইলুল-বুলাগা, পৃ. ১৩৬-৪৪)।

(৪) রিসালাতুস'-সাহাবা, এই পুস্তিকায় ইব্‌নু'ল-মুক'াফফা রাজনৈতিক বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আমীরুল মুমিনীন (সম্ভবত 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূ'র)-কে কিছু উপদেশ দিয়াছেন। সম্ভবত এই পুস্তিকাটিকেই আর-রিসালাতুস' সি'য়াসিয়া বলা হইয়াছে। মুহ'াম্মাদ কুরদ আলীর তত্ত্বাবধানে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে (রাসাইলুল-বুলাগা, পৃ. ১১৭-৩৪)। এই পুস্তিকাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্র. S. D. Goitei, A turning point in the History of Muslim State, in Islamic Culture, 32 (১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ১২০-৩৫।

(৫) হিকামু ইব্‌নি'ল-মুক'াফফা, এই পুস্তিকায় জ্ঞানগর্ভ ছোট ছোট প্রবচনের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হি. ১৩২৪ সালে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং মুহ'াম্মাদ কুরদ আলী রচিত রাসাইলুল-বুলাগা গ্রন্থেও ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে (পূ. সং., পৃ. ১১২-১৬)।

(৬) আল-য়াতীমাতুছ-ছানিয়া, এই পুস্তিকার কিছু অংশ আহ'মাদ ইব্‌ন আবী ত'াহির (মৃ. ৭৮০ হি.) রচিত আল-মানজূম ওয়াল-মানছূ'র-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং ইহা হইতে রাসাইলুল বুলাগা'য় মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ১০৮-১১।

(৭) আল-আদাবু'ল-ওয়াজীয লিল-ওয়ালাদি'স-সাগীর, উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তিকা, ইহার মূল 'আরবী পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব নাস'ীরুদ্দীন তূসী ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, Suppl. , ১খ, ২৩৬; কিতাব খানা-ই কোপরুলু, ইস্তাম্বুল, নং ১৫৮৯, পত্রক ২৬১খ-২৭১খ, একটি উত্তম পাণ্ডুলিপি, ইহা ৭৫০ হি. সালে লিখিত। বাহ্যত ইব্‌নু'ল-মুকাফফা এই পুস্তিকাটি স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিটি শ্লোক এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা শুরু করা হইয়াছে, যাহার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'হে পুত্র! যে সকল গুণ অর্জনের জন্য তিনি তাহার পুত্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নরূপঃ কৃতজ্ঞতা, কর্মমুখী হওয়া, সত্যবাদিতার উপর সুদৃঢ় থাকা— যদিও তাহাতে ক্ষতির আশংকা দেখা যায়, সদালাপ, ধৈর্য, চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী হইতে দূরে থাকা, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য ইত্যাদি।

কথিত আছে, ইব্‌নু'ল-মুক'াফফা উপরিউক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও কুরআনের মুকাবিলায় "আল-মুআরিদ'াতু লিল-কু'রআন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একজন যায়দী ইমাম আল-কাসিম ইব্‌ন ইব্‌রামীম (মৃ. ২৪৬/৮৬০) উহার জওয়াবে "আর-রাদ্দু আলায-যিনদীকিল-লাঈন ইব্‌নি'ল-মুকাফফা" নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি M. Guidi প্রকাশ করিয়াছেন La Lottatra l islame il manicheismo, un libro di Ibn-al-Muqaffa Contro corano Confutato da al-Q-b-I, রোম ১৯২৭ খৃ., তু. C. A. Nallino, Noterella su I. M. e. suo figlio, in RSO, ১৯৩৩, ১৯৩৪ খৃ., ১৪খ, ১৩০ প.; G. Vajda, in JA., ১৯৩৬ খৃ., ২৮৮খ, ৩৪৯প.।

কিন্তু বর্ণনাটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত আল-ক'াসিম ইব্‌ন ইব্‌রাহ'ীমের রচিত গ্রন্থটির যথার্থতা সম্পর্কে সমকালীন কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত, উক্ত বর্ণনাটিকে সঠিক বলিয়া ধরা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে, ইব্‌নু'ল মুক'াফফা স্বীয় পুত্রকে আত্মার বিশুদ্ধতা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে ইহার উপর আমল করেন নাই। ইহাতে তাহার সকল উপদেশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কোন কোন লেখক তাহাকে যিনদীক বলিয়াছেন (দ্র. যথা আস্‌-সায়্যিদ আল-মুরতাদা, আল-আমালী, কায়রো ১৯০৭ খৃ., ১খ, ৯৩ প. ; ইহারই অনুলিপি

আবদুল-কা'দির আল-বাগ'দাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো ১২৯৯ হি., ৩খ, ২০৯ প.; আল-বীরূনী, মা লিল-হিন্দ, সম্পা. E. Sachau, লন্ডন ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ১৩২; আল-বাকিল্লানী, ই'জাযুল-কু'রআন, কায়রো ১৩৪৯ হি., পৃ. ২৫ প.)। কিন্তু এই দাবিটি বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই যে, ইব্‌নু'ল-মুকা'ফফা স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তা-ভাবনার কারণে স্বীয় রচনাবলীতে এমন মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা অনুধাবন করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা তাহার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। ইহা একটি চিন্তার বিষয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহার ফল সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি যদি "আল-মাআরিদাতু লিল-কু'রআন"-এর ন্যায় কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা হইলে বস্‌রার গভর্নর সুফয়ান ইব্‌ন মুআবিয়ার ন্যায় দুশমনের জন্য তাহাকে হত্যা করার আর কোন কারণ খুঁজিতে হইত না এবং খলীফা তাঁহাকে হত্যার জন্য তিরস্কার করিতেন না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌নু'ল-মুকা'ফফা কু'রআনের বিপরীতে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তবে ইহা সম্ভব যে, ইব্‌নু'ল-মুকা'ফফার খ্যাতি সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি উক্ত নামের একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন এবং আল-কা'সিম ইব্‌ন ইব্‌রামীম ইহার জওয়াবে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, ইব্‌নুল-মুক'ফফা তাহার স্বল্প পরিসর জীবনে বিভিন্ন অনুবাদ ও জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর মাধ্যমে 'আরবী গদ্য সাহিত্যকে প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় 'আরবী ভাষায় বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিতে থাকে। তাঁহার অনুবাদ ও রচনা পরবর্তী কালেও এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাঁহাকে আধুনিক 'আরবী সাহিত্যের উদ্‌গাতাদের মধ্যে গণ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া ঃ (১) আল-বালাযুরী, আনসবু'ল-আশরাফ, শাহীদ আলী পাশা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (ইস্তাম্বুল), নং ৫৯৭ ক-৩২০ক; (২) আল-জাহ্‌শিয়ারী, কিতাবুল-ওয়াযারা ওয়া'ল-কুত্তাব, H. Von Mzik-কৃত ফটো সংস্করণ, লাইপ্‌যিগ ১৯২৬ খৃ., তাহা ছাড়া মুসতাফা আস্‌-সাক্কা সংস্করণ, কায়রো ১৩৫৭ হি., পৃ. ৭৯ প., ১০৩-১১০; (৩) ইব্‌নু'ন-নাদীম, কিতাবুল-ফিহ্‌রিস্ত, Flugel ed., ১খ, ১১৮; (৪) আল-আগ'ানী, প্রথম সংস্করণ, ১২খ, ৮১, ১৩ খ, ১৩২; ১৬খ, ১৪৮; ১৮খ, ৭৬, ২০০; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ., ১৮৭ প. (মানসূ'র হাল্লাজের অবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনায়); (৬) ইব্‌নু'ল-কিফতী, আখবারুর-উলামা, কায়রো ১৩৫৫ হি., ১খ, ৯৯-১৭৯; (৭) S. de Sacy, Calila et Dimna, প্যারিস ১৮১৬ খৃ., পৃ. ১০ প.; (৮) Brockelmann, Arabe, ১খ, ১৫১ প. ও Suppl. ১খ, ২৩৩ প.; (৯) Cl. Huart, Litterature, পৃ. ২২১১; (১০) JA. ক্রমিক ১০, ১৭ খ, ৫৫৪; (১১) যাকী মুবারাক, La prose arabe, প্যারিস ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৪৯প.; (১২) আবদুল জালীল, Breve histoire de la Litterature arabe, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১০৭ প.; (১৩) F. Gabrieli, Lopera di Ibn al-Muqaffa, in RSO, ১৩খ. (১৯৩১-৩৪ খৃ.), পৃ. ১৯৭-২৪৭; (১৪) P. Kraus, Zu Ibn-al Muqaffa, in RSO, ১৯৩৪ খৃ., ১৪খ, ১-২০; (১৫) Ch. Pellat, La milieu Basrien et la formation de Gahiz, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৬) Dominique Sourdel, La Giographie d Ibn al maqafa dapres les sources anciennes arabica, ১খ. (১৯৫৪ খৃ.), ৩০৬-৩২৩ (এই নিবন্ধে ইব্‌নুল মুকা'ফফা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা রহিয়াছে); (১৭) E.I.[2]), ৩খ., ৮৮৩-৫।

আহ'মাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌নুর মুকাফ্‌ফা (ابن المقفع) ঃ উশমুনায়ন-এর বিশপ Severus-এর আরবী নাম। মঠবাসী হইবার পূর্বে তাহার নাম ছিল আবুল বিশ্‌র। তাহাকে কেন ইব্‌নুল-মুক'াফফা (খঞ্জের পুত্র) নামে ডাকা হইত তাহা অজ্ঞাত। তিনি ঈসা (আ)-এর প্রকৃতির একত্বের প্রবক্তা ছিলেন এবং কপটিক প্যাট্রিয়ার্ক ফিলোথিয়স (Patriarch Philotheos, ৯৭৯-১০০৩ খৃ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায় যে, ফাতি'মী খলীফা আল মুইয্য তাঁহাকে ধর্মীয় ব্যাপারে কাযীদের সঙ্গে বির্তকের অনুমতি দিয়াছিলেন (Huart, Hist. des Arabes, i, 344)। যে সকল গির্জাধিপতি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্যাট্রিয়ার্কের পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের ইতিহাস রচনা করেন। Abbe Renudot স্বীয় সঙ্কলন (Historia Patriacha-rum Alexandrinorum Jacobitarum, প্যারিস ১৭১৩ খৃ.)-এর রচনায় উক্ত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হামবুর্গ মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (নং ১২৬৬)। এই পাণ্ডুলিপিটি সাধারণত প্রাপ্য মূল পাঠের পাণ্ডুলিপিগুলি অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু ইহাতে কেবল প্রথম খণ্ড রহিয়াছে এবং সেন্ট মার্ক হইতে শুরু করিয়া প্রথম Michael-1 পর্যন্ত ইহার আলোচনা শেষ হইয়াছে। Chr. F. Seybold ইহার মূল পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন (Veroffentli-chungen aus der Hamburger Stadtbibliothek, ৩খ, ১৯১৩ খৃ.; Brockelmann Katal. d. orient. Hss. der Stadtbibl, Zu Hamburg, I, xiii 160 f.; A v. gutschmid, Kleine Schriften, ii, 511)। Seybold ইহার মূল পাঠের একটি সংস্করণ Corpus Script Chistian Orientalium (Script. arabici, ক্রমিক-৩, ৯খ, ১ম ও ২য় অধ্যায়, প্যারিস-লাইপযিগ ১৯০৪-১৯১০ খৃ.)-এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে Evetts, Patrologia Orientalis- এ (১ম খণ্ড, ২য় ও ৪র্থ অধ্যায়; History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria) ইহা প্রকাশ করেন। প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং ৩৩০-এ উনপঞ্চাশতম প্যাট্রিয়ার্ক দ্বিতীয় মার্ক ৭৯৯-৮১৯ (খৃ.) হইতে Sanuthios (১০৩২-১০৪৬ খৃ.) পর্যন্ত প্যাট্রিয়ার্কদের তালিকা ক্রমানুসারে সাজান হইয়াছে। ইব্‌নু'ল-মুকাফফাই প্রথম কপ্‌টিক খৃষ্টান, যিনি খৃষ্ট ধর্মীয় সাহিত্যে 'আরবী ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদের "প্রথম চারি পরিষদের ইতিহাস" L. Leroy S. Grebaut 'আরবী, হাবশী ও ফরাসী ভাষায় R. Graffin F. Nau-এর রচিত Patrologia Orientalis- এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি একই, এই বিশ্বাসের সমর্থনে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। তাঁহার অপর একটি রচনার পাণ্ডুলিপিও প্যারিস ও ভ্যাটিকানে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, Gesch. der Christl. Literaturen des Orients, Leipzig 1907, p. 71; (২)

G. Christlicharabische Literatur, Graf, Die Freiburg in Breisgau, 1905, p. 42-46; (৩) Baumstark, Die christl. Literaturen des Orients (Sammlung Goschen 1911), ii, ll, 24,31-32, 55; দা. মা. ই., ১খ, ৭০২-৩।

CL. Huart (E.I.²) এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-মুজাবির (ابن المجاور) ঃ জামালু (নাজ্মুদ্দীন আবুল -ফাত্হ্ য়ূসুফ ইব্ন য়াকূ'ব ইব্ন মুহ'াম্মাদ আশ-শায়বানী আদ-দিমাশ্কী, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ 'আরবের ভূগোল, ইতিহাস ও রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রধান উৎস গ্রন্থ তারীখুল-মুসতাবসির (বা মুস্তানসির)-এর প্রণেতা হিসাবে বিখ্যাত।

পারসিক বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত দামিশকের অধিবাসী য়ূসুফ ইব্ন য়াকূ'ব ৬০১/১২০৪-৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৯০/১২৯১ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে যে যৎসামান্য উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতে তাহার কর্মজীবন সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়।

তারীখুল-মুসতাবসির প্রণেতা আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য তাহার নিজের সম্পর্কে বেশী কিছু বলেন নাই। তিনি ৬১৮ হিজরীতে ভারতে ছিলেন, কিন্তু কিভাবে তিনি সেখানে আসিলেন অথবা সেখানে তিনি কি করিতেন, ইহার কোন কিছুই তিনি বলেন নাই। ৬১৮/১২২২ সালের শেষদিকে তিনি ভারত হইতে জাহাজযোগে এডেন গমন করেন। তিনি হি. ৬১৯, ৬২৪ ও ৬২৬ সালে অন্তত তিনবার যাবীদ পরিভ্রমণ করেন; তিনি হি. ৬২১ সালে মক্কায় ছিলেন এবং একই বৎসর বিবি হাওয়ার সমাধি ধ্বংসের পূর্বে ও পরে জিদ্দাতেও ছিলেন। য়ামানের গুলাফিকা বন্দরেও গমন করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে তিনি 'আরবের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা কোথাও উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় সর্বশেষ তারিখ যুল-হি'জ্জা ৬২৬/১২২৯ উল্লিখিত হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে বুঝা যায় গ্রন্থটির রচনা উহার বেশী দিন পরে হয় নাই।

গ্রন্থটির প্রণেতা হিসাবে য়ূসুফ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-মুজাবির আদ-দিমাশকীর সাধারণভাবে স্বীকৃত পরিচিতিই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইত। কিন্তু O. Lofgren- এর সংস্করণের (১৯৫১-৪ খৃ.) ২৫২ পৃষ্ঠায় উল্লিখত একটি মাত্র বাক্যের কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাক্যটিতে লেখক নিজের পরিচয় এইরূপে দান করিয়াছেন, "আমার পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্নি'ল-মুজাবির আল-বাগদাদী আন নায়সাবুরী।" আলোচ্য সংস্করণটি প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে মুহাম্মাদ জাওয়াদ গ্রন্থটির প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি গ্রন্থটির লেখক হিসাবে য়ূসুফ ইব্ন য়াকূবকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। জাওয়াদ আরও লিখিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন যে, এইরূপ একটি গ্রন্থ এক ব্যক্তি তাহার বিশ-পচিশ বৎসর বয়সের সময় লিখিয়া থাকিবেন, যিনি তাহার অবশিষ্ট ষাট বৎসরের জীবনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর কিছুই লিখেন নাই। জাওয়াদের অনুরূপ আপত্তির মুখে আরও উল্লেখ করা যায় যে, ইব্নু'ল-'ইমাদ য়ূসুফ ইব্ন য়াকূবের মৃত্যুতে এক শোকবাণীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাগদাদের ইতিহাসে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু 'আরবের ইতিহাসে তাহার অনুরূপ কোন আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন নাই। ইব্ন তাগরীবিরদী য়ূসুফ ইব্ন য়াকূবকে কেবল একজন হ'াদীছ' বর্ণনাকারীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবূ (বা) মাখ্রামা মৃ. ৯৪৭/১৫৪০)-এর দক্ষিণ 'আরবের উপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তকও Lofgren সম্পাদনা করিয়াছেন। এই আবূ মাখরামা বহুবার তারীখুল-মুস্তাব্সিরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একবারও উহার প্রণেতারূপে ইব্নু'ল-মুজাবিরের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি সাধারণত "আল-মুসতাব্সির তাঁহার ইতিহাসে" এই বলিয়া গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ মাখরামা আল-জানাদী (মৃ. ৭৩২/১৩৩২) ও আল-আহ্দাল (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) রচিত এবং Lofgren সম্পাদিত ২৬০ পৃষ্ঠার দক্ষিণ 'আরবের জীবন চরিতসমূহের কোথাও ইব্নু'ল-মুজাবিরের জীবন সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ নাই।

গ্রন্থটির নাম তারীখুল-মুস'তাব্সির হইলেও ইহা ততটা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ নহে যতটা সফরসূচীর বিবরণ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন শহর ও উপজাতি এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। ইহাতে 'আরবের পরবর্তী আয়্যূবী, য়ামানের প্রাথমিক রাসূলী ও লেখকের এই এলাকায় গমনের পূর্বক্ষণে মক্কায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী কাতাদী শারীফদের সম্পর্কে কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিভিন্ন শহরের মধ্যকার গমনপথ ও ফারসাখ হিসাবে প্রতিটি পর্যায়ের দৈর্ঘ্য বর্ণনায় অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। ভৌগোলিক বর্ণনায় উত্তরে মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে শুরু করা হইয়াছে, কিন্তু মহানবী (স)-এর এই শহরটি সম্পর্কে উহাতে আদৌ কোন বর্ণনা স্থান পায় নাই। জিদ্দা, যাবীদ ও এডেনের বিবরণ বিশেষভাবে বিস্তারিত এবং ঐ তিনটি শহরের সুবিন্যস্ত মানচিত্র ও অন্যান্য অনেক স্থানের অনুরূপ মানচিত্রও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। উমান উপসাগর তীরবর্তী কাল্হাত, মুস্কাত ও সুহার পর্যন্ত বিস্তৃত আরবের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা সম্পর্কে অন্যান্য অনেক 'আরব ভূগোলবিদের তুলনায় অনেক ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। পারস্য উপসাগরীয় এলাকার একমাত্র যে স্থানটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা হইল কায়স (কীশ) দ্বীপ। গ্রন্থটির সর্বশেষে রহিয়াছে আল-বাহ্রায়নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ। সেখানে তখন ৩৬০টি গ্রাম ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রামগুলির একটি ব্যতীত সব কয়টিতেই ইমামী (দ্বাদশ শীঈ) সম্প্রদায়ের বাস ছিল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে ৩৬০টি গ্রাম স্পষ্টতই অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থটিতে ইসলামী দল-উপদল, বিবাহপ্রথা, দাসপ্রথা, ওজন ও পরিমাপ, মুদ্রা, বস্ত্র, মদ্য, কৃষি, জাহাজ চলাচল ও শুল্ক সম্পর্কে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। হিন্দু বানর দেবতা হনুমান সংক্রান্ত লোককাহিনীর উল্লেখ থাকায় এডনকে শ্রীলঙ্কার স্থানে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সন্দেহ নাই কোন কোন গল্প দারুণভাবে অবিশ্বাস্য, কিন্তু অনেক গল্পেই বিশুদ্ধতার ছাপ বর্তমান। লেখক তাহার অনেক তথ্য স্থানীয়ভাবে বেদুঈন ও শহরবাসী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী লেখকগণের লেখা হইতে তিনি প্রচুর তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন মক্কার ঐতিহাসিক আল-ফাকিহী, যাবীদের ঐতিহাসিক উমারা ও ভূগোলবিদ ইব্ন হাওকাল। কখনও কখনও স্বীকৃতি ব্যতীতই ইহাদেরকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তারীখুল-মুস্তাবসির-এর লেখক স্পষ্টতই পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতেন। কিন্তু 'আরব উপদ্বীপের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতা বাস্তবিকই সীমাহীন, যেরূপ এডেনের এক য়াহূদী

স্বর্ণকারের নিকট শোনা একটি কাহিনীর বারবার উল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত কাহিনী অনুযায়ী হিজাযের ঠিক পারপরই 'শনিবার নদী, (নাহ্‌রুস-সাব্‌ত) নামে একটি নদী ছিল নদীটি বালুকাময় এবং সপ্তাহে মাত্র একদিন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। নদীর অপর পারে দশ কোটি য়াহূদীর বাস ছিল, যাহারা সকলেই মহানবী (স)-এর আমলে খায়বার ও ওয়াদিল-কুরা হইতে আগত য়াহূদীদের বংশধর। লেখক অর্ধডজন স্থানে স্বপ্ন যোগেপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ধরনের তথ্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (তিনি তাঁহার স্বপ্নের তারিখ বর্ণনায় যতখানি সুনির্দিষ্ট, গ্রন্থটির প্রায় অন্য যে কোন বিষয়ের তারিখ বর্ণনায় ততখানি সুনির্দিষ্ট নহেন)। লেখক 'আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত তাহার বিভিন্ন কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবি হিসাবে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রন্থটি প্রথম A. Sprenger কর্তৃক পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে আনীত হয়। তিনি 'আরবের বিভিন্ন পথের বর্ণনাকালে ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করেন। F. Hunter তাঁহার এডেন সম্পর্কিত পুস্তকে তারীখুল-মুস্‌তাব্‌সির-এর এক দীর্ঘ অংশের S. B.Miles-কৃত অনুবাদ সংযোজিত করিয়াছেন। C. de Landberg ফারসী অনুবাদসহ মূল 'আরবী গ্রন্থের অনেক অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। G. Ferrand এডেন সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। Logren সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সম্পাদনার পূর্বে এডেন সম্পর্কে লিখিত অংশ তাঁহার Arabische Texte (১৯৩৬ খৃ.)-এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিস্তৃত টীকার কারণে উহার অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা এখনও প্রয়োজন।

তারীখুল-মুসতাব্‌সির-এর প্রণেতারূপে উপরে উল্লিখিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ইব্‌নু'ল-মুজাবির নামের একমাত্র ব্যক্তি নহেন। এই নামের অপর একজন হইলেন নাজমুদ্দীন আবু'ল-ফাতূহ য়ূসুফ ইব্‌নু'ল-হুসায়ন ইব্‌নি'ল-মুজাবির আশ-শীরাযী। তাঁহার পিতা শীরায হইতে দামিশক আসিয়াছিলেন। দামিশ্‌কে ছেলেদের শিক্ষক হিসাবে য়ূসুফ সালাহুদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। সালাহুদ্দীন তাঁহাকে তাঁহার পুত্র আল-আযীয 'উছমানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। আল-আযীয যখন মিসরের অধিপতি হন তখন য়ূসুফকে তাঁহার উযীর নিযুক্ত করেন। এই য়ূসুফ হিজরী ৬০১ সালে, যে বৎসর য়ূসুফ ইব্‌ন য়াকূ'ব ইব্‌নি'ল-মুজাবিরের জন্ম হয়, ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, দামিশকের বানুল মুজাবির পরিবারের নামকরণ তাহাদের এক পূর্বপুরুষের কারণে হইয়াছে, যিনি সিরীয় রাজধানীর পার্থিব স্বর্গ অপেক্ষা মক্কায় (আল-মুজাওয়ারা) বাস করিতে পসন্দ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Brockelmann, I, 482 (634), SI, 883; (২) A. Sprenger, Die Post-und Reiserouten des Orients, লাইপযিগ ১৮৬৪ ; (৩) F. Hunter, An account of the British settlement of Aden in Arabia, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ.; (৪) C. de Landberg, Etudes sur les dialcetes de l'Arabie meridionale, লাইডেন ১৯০১-১৩ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Glossaire Datinois, লাইডেন ১৯২০-৪২ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Arabica, ৪-৫খ., লাইডেন, ১৮৯৭-৯৮ খৃ.; (৭) G. Ferrand, in JA, ser, xi, t. xiii (1919 খৃ.) ৪৭১-৮৩; (৮) O. Lofgren, Arabische Texte zur kenntnis der Stadt Aden im Mittelalter, = তারীখ ছাগ্‌র আদান (আবূ মাখ্‌রামা, ইব্‌নু'ল-মুজাবির, আল-জানাদী ও আল- আহদাল), Uppsala ১৯৩৬-৫০ খৃ.; (৯) ম. জাওয়াদ, in REI, ১২খ. (১৯৩৮ খৃ.), ২৮৬; (১০) O. Lofgren, সম্পা. Ibn al- Mugawir, Dscriptio Arabiae Meridionalis তারীখুল মুস্‌তাব্‌সির, লাইডেন ১৯৫১-৫ খৃ.; (১১) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, ৪১৭; (১২) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, কায়রো, ৮খ, ৩৩; (১৩) আয-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম (য়ূসুফ ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন ইব্‌নি'ল-মুজাবির ও য়ূসুফ ইব্‌ন য়াকূ'ব ইব্‌নি'ল-মুজাবির), কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ৯খ, ৩০১-২ ও ৩৪১।

G. Rentz (E.I.[2])/ মু. আবদুল মান্নান

ইব্‌নুল-মুতায্য (ابن المعتز) ঃ আবুল-আব্বাস আবদুল্লাহ (২৪৭-২৯৬/৮৬১-৯০৮), 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতায্য-এর পুত্র এবং 'আরবের অতি প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক। তিনি আবুল-'আব্বাস আল-মুবাররাদ, ছা'লাব ও তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধভাষী বেদুঈনদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ও সংস্রব ছিল। স্বীয় চাচাত ভাই খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর দরবারে যদিও তাহার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান ছিল, তবুও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকের সাহচর্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। আল-মুক্‌তাফীর মৃত্যুর পর যখন আল-মুক্‌তাদির খলীফা হইলেন, তখন তাহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন অমাত্যগণ ইব্‌নু'ল-মু'তাযযকে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করিয়া মুক্‌তাদিরকে পদচ্যুত করিলেন (২০ অথবা ২৩ রাবীউল-আওয়াল, ২৯৬ হি.) এবং তাঁহাকে খলীফা ঘোষণা করিলেন। তিনি শুধু একদিনের জন্য খলীফা ছিলেন। একদিন পর তিনি একজন মণিকার (ইব্‌নু'ল হাস্‌সাস)-এর বাড়ীতে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। সেই স্থান হইতে তিনি বন্দী হন এবং মুনিস নামক একজন চাকর তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে (২ রাবীউছ-ছানী, ২৯৬/২৯ ডিসেম্বর, ৯০৮)।

এই দুঃখজনক ঘটনার পূর্বে কতিপয় পুস্তক রচনা করার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। পুস্তকগুলির নাম I. Kratschkovsky লিখিত একটি প্রবন্ধে Une liste des oeuvres d' Ibn al Mutazz, in Roczinik Orijentalistyczny, ১৯২৭ খৃ., ৩খ, ২৫৫-২৬৮ শিরো, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সাহিত্যের বিবেচনায় ইব্‌নু'ল-মুতায্য-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা হইতেছে তাঁহার দীওয়ান। আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ য়াহ্‌য়া আস্‌-সূলী (মৃ. ৩৩৫/৯৪৬) সর্বপ্রথম উহার বিন্যাস ও গ্রন্থনা করেন। আস-সূলী তাঁহার কবিতাগুলিকে বিষয় ভিত্তিক বিশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রতিটি অংশে কবিতার অন্ত্যমিল 'আরবী বর্ণমালা অনুসারে বিন্যস্ত করিয়াছেন। অতঃপর আরও কয়েক ব্যক্তি তাঁহার কবিতাগুলি ভিন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করিয়াছেন। B. Lewin, Der Diwan des Abdallah Ibn al-Mutazz শিরো. যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখন সংরক্ষিত আছে, ৪খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ., ৩খ, ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ., (Bibliotheca Islamica 17 d. c.)। ইব্‌নু'ল-মুতায্য-এর এই দুইটি কাব্য গ্রন্থের অধ্যায়গুলি شراب مراثى اوصاف طرديات معاتبات এবং زهد (যথাক্রমে মদ্য, ভর্ৎসনা, শিকার, প্রশংসা, শোকগাথা ও সংসারে অনাসক্তি) শিরোনামে বিভক্ত।

ইব্‌নু'ল-মুতায্য 'আরবী কবিতা ও সাহিত্যে স্বীয় যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম তাবাক'তু'শ-

শুআরাইল মুহ্দাছীন যাহা 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১২৮৫ হি. সনে হস্তলিখিত একমাত্র পরিপূর্ণ তেহরানে রক্ষিত কপির ভিত্তিতে ইক্বাল 'আব্বাস একটি ফটো অফসেট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার শিরোনাম The Tabaqa-al-Shuara al-Muhdatin of Ibn al-mutazz, London 1939 A. D., in QMNS, ১৩খ.। ঐ পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত কপি Escural- এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (দ্র. উল্লিখিত সং, ভূমিকা, পৃ. ২৪), কিন্তু এই কিতাব সাকুল্যে ইব্নু'ল-মুতায্য-এর রচিত নহে।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইব্নু'ল-মুতায্য-এর আরেকটি গ্রন্থ কিতাবু'ল-বাদায়ি, যাহা Escural- গ্রন্থাগারে রক্ষিত একমাত্র কপির ভিত্তিতে I. Kratschkovsky প্রকাশ করিয়াছেন (GMS, ১০খ, লণ্ডন ১৯৩৫ খৃ.)। উক্ত গ্রন্থে সাহিত্যিক সৌকর্য (صنائع ادبى) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহা সর্বপ্রথম গ্রন্থ, যাহা ইসলামী সাহিত্যে ও বিষয়ে রচিত হইয়াছে। বাহ্যত মনে হয় যে, এই বিদ্যা بديع ও ইহার পরিভাষা ইব্নু'ল-মুতায্য-এর সৃষ্টি। কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, তিনি এই বিদ্যার উদ্ভাবক নহেন, বরং তিনি সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিষয়গুলিকে একত্র করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার লেখনী চালনার কারণ পুরাতন ও নূতন কাব্যের আলোচনা। কেননা ইব্নু'ল-মুতায্য-এর সমকালে অভিজ্ঞ সমালোচকগণ সাহিত্যিক সৌকর্যের ভিত্তিতে আধুনিক কবিতার বিরূপ সমালোচনা করিতেন। ইব্নু'ল-মুতায্য আধুনিক কবিগণের সমর্থনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তিনিও আধুনিক কবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যেই নৈপুণ্যকে 'বাদী' (অভিনব) বলা হয়, উহা অতীত কাল হইতেই বড় বড় 'আরবী কবির কবিতায়, এমনকি কু'রআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাদীছে'ও পাওয়া যায়।

ইব্নুল-মুতায্য-এর অন্যান্য রচনার জন্য দ্র. J. Kratschkovsky-এর পূ. প্রবন্ধ; Brockelmann, দ্বিতীয় সং., ১খ, ৭৯, ৮০-এর পরিশিষ্ট, ১খ, ১২৯-১৩০।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস্-সূলী, আশ'আরু আওলাদি'ল খুলাফা ওয়া আখবারুহুম মিন কিতাবি'ল-আওরাক (اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم من كتاب الأوراق), সং. J. Heyworth Dunne, কায়রো-লন্ডন ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১০৭-২৯৬ (শুধু তাঁহার কবিতা ও গদ্যের নমুনা সম্বলিত); (২) আল-খাতীব, তারীখ বাগ'দাদ, ১০খ, ৯৫-১০১; (৩) কিতাবুল আগ'ানী, ৯খ, ১৪০ প.; (৪) ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ১খ, ৩০৮ প.; (৫) আত্-তাবারী, তারীখ, সম্পা. de Geoje, ৩খ, ২২৮১ প.; (৬) Otto Loth, Leben und werke des Abdullah Ibn al-Mutazz, Leipzig ১৮৮২ খৃ.; (৭) C. Lang, Mutadid als Prinz und Regent, in ZDMG, ৪০ খ, ৫৬৩ প.; (৮) E.I.², ৩খ., ৮৯২-৩; (৯) হাজ্জী খালীফা, কাশফ, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ., ৫খ, ৪৪৩।

আহমাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/আ. ন. ম. রফীকুর রহমান

ইব্নুল-মুদাব্বির (ابن المدبر) ঃ ৩য়/৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাররা, মিসর ও সিরিয়ায় আবু'ল হাসান আহ'মাদ ও আবু ইসহাক (আবু য়ুসর) ইবরাহীম ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইব্নি'ল-মুদাব্বির নামক ভ্রাতৃদ্বয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, রাজকর্মচারী, সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই পরিবার পারস্য বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ সেই সম্পর্কে কিছু উল্লিখিত নাই।

(১) আবু'ল-হাসান (মৃ. ২৭০/৮৮৩ বা ২৭১/৮৮৪), খলীফা আল-ওয়াছিক (২২৭/৮৪২-২৩২/৮৪৭)-এর শাসনামলে দীওয়ানুল জায়শ পরিচালনা করেন। আল-মুতাওয়াক্কি'ল (২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১)- এর শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি সাতটি দীওয়ানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সম্ভবত অনেকটা উপ-উযীরের মত। আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁহাকে কবির সম্মান দিতেন। এইভাবে আবু'ল-হাসান আহমাদ একজন প্রভাবশালী রাজসভাসদে পরিণত হন। ২৪০/৮৫৪ সালে সন্দেহপ্রবণ উযীর উবায়দুল্লাহ ইবন খাকান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই তিনি দামিশকে ও উরদুন (জর্দান)-এর রাজস্ব পরিচালক (عامل الخراج) নিযুক্ত হন এবং দামিশকে চলিয়া যান (ঐ নগরীর প্রশস্তিমূলক তাঁহার রচিত একটি কবিতার বদৌলতে, য়াকূত, ৩খ, ২৪৩)। ২৪৭/৮৬১ সালে তিনি মিসরে ঐ একই পদ গ্রহণ করেন। গোখাদ্য (المعارى) এবং কস্টিক সোডার একচেটিয়া ব্যবসায়ের মতন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নূতন কর (مكوس) আরোপ করেন (C.H. Becker, Beitrage, পৃ. ১৪৪; তু. প.; A. Grohmann, Apercu..., পৃ. ৭৪., প্যাপিরাস-এর পাতায় লিখিত প্রমাণসমূহ আলোচনা করত)। এইভাবে তিনি বহু শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত অর্থ পরিচালক হিসাবে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালে মিসরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি। রামাদ'ান ২৫৪/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৮৬৮ সালে যখন আহ'মাদ ইবন তূলূন নবনিযুক্ত গভর্নর হিসাবে আল-ফুসতাত-এ প্রবেশ করেন, আহ'মাদ ইব্নু'ল মুদাব্বির উৎকোচ হিসাবে মূল্যবান উপহারাদি দিয়া তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। কারণ ইবন তূলূন সেইগুলি প্রত্যাখান করেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় মিসরে ও সামাররার রাজদরবারে তাহা পরিণতি লাভ করে। এই বিরোধে আহ'মাদ ইবন তূলূন বিজয়ী হন। তিনি আহ'মাদ ইব্নু'ল-মুদাব্বিরকে গদিচ্যুত করিয়া তাহাকে বন্দী করিতে এবং তাহার ধন-সম্পদ বাজেয়াফত করিতে সমর্থ হন। ২৫৮/৮৭২ সালের শেষভাগে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং দামিশক', উরদু ও ফিলিস্তীন-এর অর্থ পরিচালক হিসাবে আবার সিরিয়াতে বদলি করা হয়। আহ'মাদ ইবন তূলূন কর্তৃক দামিশক' অধিকারের অল্পকাল পরেই আবার ইব্নু'ল-মুদাব্বিরকে গ্রেফতার করা হয় (ইবন আসাকির, ২খ, ৬২) এবং বিচারে তাঁহাকে ৬,০০,০০০ দিরহাম জরিমানা (مصادرة) দিতে বলা হয়। তাঁহাকে মিসরে প্রেরণ করা হয় এবং আমৃত্যু কারারুদ্ধ রাখা হয়। ফিহ্রিস্ত অনুযায়ী আহ'মাদ ইব্নু'ল মুদাব্বির বাহ্যত বিলুপ্ত কিতাবু'ল-মুজালাসা ওয়াল-মুযাকারা (كتاب المجالسة والمذاكرة)-এর রচয়িতা ছিলেন। তাহার রচিত কিছু কবিতা এবং তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান আগ'ানী, মুরূজ, তারীখ দিমাশক' প্রভৃতি গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।

(২) আবু ইসহ'াক (আবু য়ুস্‌র) ইবরাহীম (মৃ. শাওয়াল ২৭৯/ডিসেম্বর ৮৯২-জানুয়ারী ৮৯৩) ছিলেন খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর অনুগ্রহভাজন এবং তাঁহার ফুর্তিবাজ সঙ্গীদের (ندماء) মধ্যে একজন। সেই সূত্রে তিনি খলীফার উপর ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ২৪০/৮৫৫ সালের দিকে উযীর উবায়দুল্লাহ ইবন খাকান তাঁহাকে সম্ভবত তদীয় ভ্রাতা আহমাদসহ অপসারিত করেন। ইবরাহীমকে কারাগারে নিক্ষেপ

করা হয় এবং তিনি পরবর্তী বৎসরগুলি সেইখানেই অতিবাহিত করেন। কোন সময় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় তাহা জানা যায় নাই। কিছুকাল পর তাঁহাকে আহওয়াস প্রদেশের কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয়। সম্ভবত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি বিদ্রোহী যানজ (২৫৫/৮৬৮- ২৭০/৮৮৩)-এর সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া বসরায় আনা হয় এবং সেইখানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কারাগারের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। আল-মাসঊদী, মুরূজ, ৮খ, ১৩ ও ইব্ন খাল্লিকান, পৃ. ৬১৫, অনু. de Slane, ৩খ., ৫৬-৭ এই সকল সূত্রে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ২৬৯/৮৮২ সালে তিনি খলীফা আল-মু'তামিদ (২৫৬/৮৭০-২৭৯/৮৯২)-কে সিরিয়া সফরে সঙ্গদান করেন এবং অল্প কিছু কালের জন্য তাঁহার উযীরদের মধ্যে একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভূমি প্রশাসন বিভাগ (ديوان الضياع)-এর পরিচালক হিসাবে ইনতিকাল করেন। ইবরাহীম ইব্নু'ল-মুদাব্বির সম্ভবত আল-আযরা ফী মাওয়াযীনি'ল-বালাগা ওয়া আদাওয়াতি'ল-কিতাবা (العذراء فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة) নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা প্রশাসন ও বেসামরিক চাকুরী বিষয়ে রচিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অন্যতম (W. Bjorkman, Staatskanzlei, পৃ. ৮ ও পাদটীকা, কিন্তু আল-ফিহ্রিস্ত কিংবা হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লেখ করা হয় নাই; দ্র. বায়ান, ১১১৫ ক)। তাঁহার রচিত অনেক কবিতা, যেইগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক গায়ক 'আরীব-কে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং অনেক উপাখ্যান কিতাবুল-আগানী, য়াকূত-এর ইরশাদ, আত-তানুখীর নিশ্ওয়ার ইত্যাদিতে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আর. আল-আযরা, সম্পা. এম. কুর্দ আলী, রাসা'ইলুল-বুলাগা, কায়রো ১৩৩১/১৯১৩ খৃ., পৃ. ১৭৬-৯৩; (২) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১২৩ ও নির্ঘণ্ট; (৩) তাবারী, নির্ঘণ্ট (শুধু ইবরাহীম); (৪) ইব্নু'ল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৫) য়াকুবী, ২খ, ৫৯৬, ৫৯৯, ৬১৩, ৬১৫ প. (শুধু আহ্‌মাদ); (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ, ১৬০-৪ (ইবরাহীম), ৮খ, ১৩-৮ (আহ্‌মাদ); (৭) ইব্ন সা'ঈদ, মুগ্‌রিব, সম্পা. K. Vollers, বার্লিন ১৯০৪ খৃ. (Semitistische Studien, hersg, C. Bezold, Heft I), পৃ. ৯ প.; (৮) মাক্‌রীযী, খিত্‌াত বূলাক সং., ১খ, ১০৩ প., ১০৭, ৩১৫ ; (৯) য়াকূত, উদাবা (ইব্রাহীম); (১০) আগ'নী, ১৯খ, ১১৪-৩৪ (ইবরাহীমী, তালিকাসমূহ শিরো, ইবরাহীম ও আহ্‌মাদ; (১১) আত-তানুখী, নিশ্ওয়ারু'ল-মুহাদারা, সম্পা. D. S. Margoliouth, লন্ডন ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৩১-৩ (শুধু ইবরাহীম); (১২) ইব্ন আসাকির, তারীখ দিমাশক, দামিশক ১৩৩০/১৯১১-২, পৃ. ৫৯-৬২ (আহ্‌মাদ); (১৩) C. H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam, strassburg 1902-3 খৃ., পৃ. ১৪২ প., ও ১৫৪ প.; (১৪) W. Bjorkman, Beitrege zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten, হামবুর্গ ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮ ও নির্ঘণ্ট; (১৫) A. Grohmann, Apercude Papyrologie arade, কায়রো ১৯৩২ খৃ. (Etude de papyrologie Tome I), পৃ. ৭৪ প. ; (১৬) যাকী মুহ্‌াম্মাদ হ্‌াস্সান, Les tulunides, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৭) D. Sourdel, La vizirat abbaside, দামিশক ১৯৫৯-৬০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৮) Brockimann, SI, ১৫২-৩; (১৯) G. Gabrieli, Nota bibliographica, in Rend. Lin., ২১খ. (১৯১২ খৃ.), পৃ. ৩৭৩।

H.L. Gottschalk (E.I.[2])/ পারসা বেগম

ইব্নুল-মুনকিয (দ্র. উসামা; মুলকিয বানূ)

ইব্নুল-মুনযির (ابن المنذر) ঃ আবূ বাক্‌র ইব্ন বাদ্‌র, আল-বায়তার আন-নাসিরী উপনামে পরিচিত, মিসরের মামলূক সুলত্‌ান আন-নাসির, নাসিরু'দ-দীন মুহ্‌াম্মাদ ইব্ন কালাউনের (যিনি ৬৯৩/১২৯৪, ৬৯৮/১২৯৯ হইতে ৭০৮/১৩০৯ পর্যন্ত এবং ৭০৯/১৩১০ হইতে ৭৪১/১৩৪১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন) আস্তাবলের অধিনায়ক ও প্রধান পশু চিকিৎসক ছিলেন। এই সুলত্‌ানের অনুরোধেই তিনি ৭৪০/১৩৩৯-৪০ সালে "কাশিফ হ্‌াম্মি'ল-ওয়ায়ল ফী মা'রিফাতি আমরাদি'ল খায়ল" শিরোনামে অশ্ববিদ্যা বিষয়ে নিবন্ধ লিখেন। প্রাচীন উৎস, বিশেষত কামিলু'স'-সিনা'আতায়ন (আল-বায়তারা ওয়া'য-যারতাফা) ও নিশ্চতরূপে ৩য়/৯ম অথবা ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর জনৈক ইব্ন আবী খাযম অথবা ইব্ন আখী হিয়ামের রচনা অবলম্বনে এই নিবন্ধ সংকলিত হয়। লিপিকারগণ অচিরেই মামলূক আমলের এই পশু চিকিৎসকের গ্রন্থের দ্বিতীয় নামকরণ করেন। ইহা আরও সহজতরভাবে "কিতাবু'ন-নাসিরী" নামে পরিদৃষ্ট হয় (MSS Paris, Bibl. Nat. 2813-14 and Vienna, Flugel 1481)। Le Naceri: la perfection des deux arts ou traite complet d'hippologie et d'hippiatrie arabes, trad. de l'arabe d'Abou Bekr Ibn Bedr শিরোনামে তিন খণ্ডে A. Perron এই নিবন্ধের বিস্তারিত আলোচনাসহ একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত ইহার প্রথম খণ্ডে পরিচিতি হিসাবে 'আরবী অশ্ব ও অশ্বের প্রজনন সম্বন্ধীয় প্রভৃত তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে (দ্র. ফারাস এবং ফুরূসিয়্যা)। মিসরে অশ্ব পালন খামারের উন্নয়নের ব্যাপারে সুলত্‌ান আন-নাসি'রের বিশেষ প্রচেষ্টার বিষয়টি ইহাতে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু অশ্ব সম্বন্ধীয় নির্বাচিত প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রথম খণ্ডের ভূমিকা J. Bon Hammer-Purgstall (in Das Pferd bei den Arabern, Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien, vi, 1855-6) কর্তৃক বিশেষ মুরব্বিয়ানা ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং ইহার অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রকাশকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার সংশোধন করিতেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৫৯ খৃ.) অশ্ববিদ্যা বিষয়ক অধ্যায়ের অনুবাদ এবং তৃতীয় খণ্ডে (১৮৬০ খৃ.) অশ্ব পালন ও প্রজনন বিষয়ক অংশের অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রভূত বিশ্বস্ত অথ্য-প্রমাণসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট উৎস হইলেও A. Perron-এর Le Naceri গ্রন্থটি প্রাচীন 'আরব অশ্ববিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের আর আদৌ মৌলিক আকর গ্রন্থ নহে। কেননা বিগত শতাব্দীতে এই বিষয়ের উপর অসংখ্য প্রামাণিক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি মাত্র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিতাবু হিলয়াতি'ল-ফুরসা...এর গ্রন্থকার আন্দালুসিয়ার ইব্ন হুযায়ল (দ্র.) ছিলেন ইব্নু'ল-মুনযির-এর সমসাময়িক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) in addition to the reference given above, Brockelmann, II, 136 and S II, 169; (২) দা. মা. ই., ১খ, ৭১১-২।

j. Ruska-(F. Vire)(E.I.[2])/শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

ইব্‌নুল-মুবারাক (ابن المبارك) ঃ (র), 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-মুবারাক ইব্‌ন ওয়াদিহ্, কুন্‌য়া আবূ 'আবদি'র-রাহ্‌মান আল- হানজালী আত-তামীমী আল-মারূযী আল-ইমাম আল-হাফিজ শায়খু'ল- ইসলাম ফাখরু'ল-মুজাহিদীন কুদওয়াতু'য-যাহিদীন, তাবা'আ-তাবি'ঈন, জ. ১১৮/৭৩৬ অথবা ১১৯/৭৩৭ সনে। আল-'আব্বাস ইব্‌ন মুস'আবের মতে তাঁহার পিতা ছিলেন তুর্কী এবং মাতা খাওয়ারিয্‌ম বংশোদ্ভূতা। তিনি যুগপৎভাবে জ্ঞানান্বেষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এই উদ্দেশে তিনি ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর, য়ামান প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বহু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খের নামঃ ইমাম আবূ হানীফা, য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আন্‌সারী, 'আসিম আল-আহওয়াল, ইব্‌ন 'আওন, মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন 'আজলান, মূসা ইব্‌ন 'উকবা, আল-আমাশ, হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া, সুফয়ান আল-ছাওরী, শু'বা, আল-আওযা'ঈ, ইব্‌ন জুরায়জ, ইমাম মালিক, লায়ছ, 'আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন ইব্‌ন মিহ্‌রান, মা'মার ইব্‌ন রাশিদ, য়ূনুস ইব্‌ন য়াযীদ আল-আয়লী প্রমুখ।

তিনি ইমাম মালিক (র)-এর 'মুওয়াত্তা' পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সাহীহ্ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত কতিপয় হ'াদীছ' অন্তর্ভুক্ত করেন। অসংখ্য রাবী তাঁহার নিকট হ'াদীছ' শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কতিপয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হইলঃ সুফয়ান আছ-ছাওরী, ইব্‌ন রাশিদ, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী, ইব্‌ন 'উয়ায়না, ফুদায়ল ইব্‌ন 'ইয়াদ, মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মান, আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম প্রমুখ। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে নু'আয়ম ইব্‌ন হাম্মাদ, ইব্‌ন মাহ্‌দী, আল-কাত্তান, ইস্‌হাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায়হ্, য়াহ্'য়া ইব্‌ন মুঈন, ইবরাহীম, ইব্‌ন ইসহাক আত-তালিকানী, আহ্'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ মার্‌দাবিয়্যা, ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবান আল-ওয়ারাক বিখ্যাত।

তিনি ছিলেন একাধারে হ'াদীছ'বেত্তা, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, কবি ও ফাকীহ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বিশেষত ফিক্'হ্, গাযওয়া, যুহ্‌দ, রিকাক ইত্যাদি বিষয়ের উপর। তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন ও বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণেও তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে বলিলেন, "আমি যদি তোমার বইগুলি পাই তবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিব।" তখন আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার কিঃ ইহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত আছে।" তিনি ছিলেন হ'াদীছে'র হাফিজ এবং আবূ উসামার মতে আমীরু'ল-মু'মিনীন ফি'ল-হ'াদীছ' (امير المؤمنين فى الحديث)। ইমাম আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বল (র) ও আবূ উসামা বলেন, "ইব্‌নু'ল-মুবারাকের যুগে তাঁহার তুলনায় অধিক জ্ঞানপিপাসু আর কেহই ছিলেন না। তিনি জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" ইব্‌নু'ল মাহ্‌দী বলেন, "ইমাম চারিজনঃ আছ-ছাওরী, মালিক, হ'াম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ও ইব্‌নু'ল-মুবারাক।" ইব্‌ন মা'ঈন বলেন, "তিনি ছিলেন মহান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও ছিকহ রাবী, হ'াদীছে'র সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁহার গ্রন্থসমূহে বিশ অথবা একুশ হাযার হ'াদীছ' সংরক্ষিত ছিল।" ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আয়্যাশের মতে সমকালীন 'আলিমগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। ইমাম হাকিমের মতে তিনি ছিলেন তাঁহার যুগের ইমাম। 'আলী ইব্‌নু'ল-হাসান বলেন, "এক শীতের রাত্রে আমি ইব্‌নু'ল-মুবারাকের সঙ্গে মস্‌জিদ হইতে বাহির হইতেছিলাম। তিনি দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া আমাকে একটি হাদীছ শুনাইলেন এবং আমিও তাঁহাকে হ'াদীছ' শুনাইলাম। এই আলোচনায় রাত্রি শেষ হইয়া গেল এবং মু'আয্‌যিন আসিয়া ফজরের আযান দিল।"

হাদীছের শিক্ষালাভ ও ইহার বর্ণনার ক্ষেত্রে ইব্‌নু'ল-মুবারাকের মূলনীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁহার মতে যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য জ্ঞানচর্চা করে শুধু তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে, নির্ভরযোগ্য ছিকা রাবীর নিকট হইতে হ'াদীছ' গ্রহণ করিবে এবং নির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট তাহা বর্ণনা করিবে। ছিকা রাবীর নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়া তাহা অনির্ভরযোগ্য (غير ثقة) রাবীর নিকট বর্ণনা করিবে না। অনুরূপভাবে অনির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট হইতে হ'াদীছ' শ্রবণ করিয়া তাহা নির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট বর্ণনা করিবে না। ইব্‌নু'ল-মুবারাক বলেন, "আমি চার হাযার শায়খের নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক হাযার জনের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছি।" আল-'আব্বাস ইব্‌ন মুস'আব বলেন, "আমি তাঁহার আট শত শায়খের সাক্ষাত লাভ করিয়াছি।"

নু'আয়ম ইব্‌ন হ'াম্মাদ বলেন, "আমি ইব্‌নু'ল-মুবারাকের তুলনায় বড় জ্ঞানী ও মুজ্‌তাহিদ আর দেখি নাই।" 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সিনান বলেন, ইব্‌নু'ল-মুবারাক মক্কা মু'আজ্জামায় আগমন করিলেন এবং আমি তখন সেইখানে ছিলাম। বিদায়ের সময় সুফ্‌য়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না ও আল-ফুদায়ল ইব্‌ন 'ইয়াদ তাঁহাকে বিদায় জানাইতে আসিলেন। তাঁহাদের একজন বলিলেন, "তিনি প্রাচ্যবাসীর ফাকীহ" (فقيه اهل المشرق), তখন অপরজন বলিলেন, "তিনি পাশ্চাত্যবাসীরও ফাক'ীহ্" (فقيه اهل المغرب)। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদাম বলেন, "আমি কোন কঠিন মাস'আলার সমাধান ইব্‌নু'ল-মুবারাকের গ্রন্থাবলীতে খুঁজিয়া না পাইলে নিরাশ হইয়া পড়িতাম, হয়ত আর কোথাও ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না এই ভাবিয়া।" আল-খালীলী তাঁহার আল-ইরশাদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উম্মাতের ঐকমত্য অনুযায়ী ইব্‌নু'ল-মুবারাক ছিলেন ইমাম। তাঁহার মাধ্যমে এত কারামাত প্রকাশ পাইয়াছে যেইগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তাঁহাকে আল-আবদাল (দ্র.)-ও বলা হয়। ইমাম নাসা'ঈ বলেন, ইব্‌নু'ল-মুবারাকের যুগে তাঁহার তুলনায় বড় জ্ঞানী কেহ ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। আল-ফুদায়ল বলেন, "এই (কা'বা) ঘরের প্রতিপালকের শপথ! আমি তাঁহার সমকক্ষ কোন লোক দেখি নাই।"

ইব্‌ন মু'ঈন ইব্‌ন সা'দ, আল-'ইজলী ও ইব্‌ন হিব্বানের মতে তিনি ছিলেন ত্রুটিমুক্ত, নিরাপদ ও শক্তিশালী ছিকহ রাবী (كان ثقة مثبتا مأمونا)। আল্লাহ্ তা'আলা যত সৎ গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইব্‌নু'ল-মুবারাকের মধ্যে সেইগুলির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ইব্‌ন 'উয়ায়না বলেন, "আমি তাঁহার ও সাহাবাগণের বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া ইব্‌নু'ল-মুবারাকের উপর তাঁহাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই নাই। কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহারা তাঁহার উপর অধিক মর্যাদাবান। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরকতময় সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।" ইমাম মালিক (র)-এর অন্যতম শাগরিদ য়াহ্‌য়া আল-আন্দালুসী বলেন, "আমরা ইমাম মালিকের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইব্‌নু'ল-মুবারাকের প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হইলে তিনি তাঁহাকে আসার অনুমতি দিলেন। আমরা লক্ষ্য করিলাম, তিনি স্বস্থান হইতে সরিয়া ইব্‌নু'ল-মুবারাকের জন্য জায়গা করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নিজের পাশে বসাই-লেন, অথচ তিনি অন্য কাহারও বেলায় তাহা করেন নাই। মালিকের সম্মুখে হাদীছ পাঠ করা হইত এবং তিনি কোনও ব্যাপারে উপস্থিত লোকদের

জিজ্ঞাসা করিতেন, এই বিষয়ে তোমাদের কি জানা আছে? ইব্নু'ল-মুবারাক অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইহার জওয়াব দিতেন। ইমাম মালিক তাঁহার এই ভদ্রতা ও বিনয়ে অবাক হইলেন এবং তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর বলিলেন, "ইনি হইলেন ইব্নু'ল-মুবারাক, খুরাসানের ফাকীহ্।"

একদা ইব্নু'ল-মুবারাকের কতিপয় শাগ্রিদ একত্র হইয়া বলিলেন, "আস, আমরা তাঁহার অবদান ও সৎ গুণাবলী হিসাব করিয়া দেখি। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, 'ইল্মু'ল-ফিক্হ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, কবিতা, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী, সাহসী যোদ্ধা, কৃচ্ছ্রসাধনাকারী, অনর্থক কথা পরিহারকারী, রাত্রি জাগরণকারী 'আবিদ, ন্যায়-ইনসাফের ধারক ও সত্যবাদী, সংগী-সাথীদের সহিত তাঁহার খুব কমই মতবিরোধ হইত। তিনি পর্যায়ক্রমে এক বৎসর হজ্জে এবং এক বৎসর জিহাদে যাইতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের আয় হইতে প্রতি বৎসর গরীব- মিসকীনদেরকে এক লক্ষ দিরহাম দান করিতেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন।" আবূ সুলায়মান বলেন, "একদা খলীফা হারূনু'র-রশীদ 'আয়ন যারবা (দ্র.)-তে আগমন করিয়া ইব্নু'ল-মুবারাককে তলব করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ইব্নু'ল-মুবারাক হইলেন খুরাসানের অধিবাসী। তিনি আমীরু'ল-মু'মিনীনের অপসন্দনীয় কাজে ও কথায় সাড়া দেওয়ার মত ব্যক্তি নহেন। ফলে খলীফা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। অতএব আমি যদি তাঁহাকে ডাকিয়া আনি তবে খলীফাও ধ্বংস হইবেন, ইব্নু'ল-মুবারাকও নিহত হইবেন এবং আমিও ধ্বংস হইব। তাই আমি আর তাঁহাকে ডাকিলাম না। খলীফা পুনর্বার তাঁহাকে তলব করিলে আমি বলিলাম, হে আমীরু'ল-মু'মিনীন! এই লোকটি অশিষ্ট ও বদমেজাযী। অতএব তিনি আর তাঁহাকে ডাকিলেন না। তিনি ছিলেন খাল্ক-ই কুরআন (القرآن مخلوق) মতবাদের চরম বিরোধী। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন সৃষ্ট (مخلوق) বলিয়া ধারণা করে সে মহান আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করে।

ইব্ন সা'দের মতে তিনি জিহাদ হইতে ফিরিবার পথে ফুরাতের তীরে অবস্থিত (বাগদাদের নিকটবর্তী) হীত (هيت) নামক স্থানে রামাদান ১৮১/৭৯৭ সনে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাযার যিয়ারতের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ১ম সং, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩২৬ হি., ৫খ, ৩৮২-৭, নং৬৫৭; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, ২য় সং, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ৪৪৫, নং ৫৮৩; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৪-৯, তাবাকা ৬, নং ২৬০; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২য় সং, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ২৯৫-৭; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৫খ, ৪৬৯, ৪৮৮, ৫৪৭, ৬খ, ৪০৭, ৪০৯, ৭খ, ২৬৯, ৩৪২, ৩৫০, ৩৭০, ৪৭২, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯; (৬) ইমাম বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, ২য় সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯০/১৯৭০, ৩/১খ, ২১২, নং ৬৮০; (৭) 'আবদু'র- রাহ্মান ইব্নু'ল-জাওযী, কিতাব সিফাতি'স-সাফওয়া, ১ম সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯২/১৯৭২, ৪খ, ১০৮-২১; (৮) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ২য় সং, ঢাকা ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৩৯০-৯২; (৯) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, বৈরূত ১৩৯৭/১৯৭৭, ৫খ, ৮২০-২১; (১০) মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, মাশাহীর 'উলামাই'ল-আমসার (Bibl. Isl., xxii), পৃ. ১৯৪ প.; (১১) ইব্নু'ল-কায়সারানী, কিতাবু'ল-জাম', পৃ. ২৫৯ প.; (১২) আস-সাম'আনী, পৃ. ১৭৯ a; (১) The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Leiden-London 1979, ৩খ, ৮৭৯; (১৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২য় সং, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ১০খ, ১৭৭-৯।

মুহাম্মদ মূসা

ইব্নুল-মুযাওবিক (দ্র. ইব্নু'স-সাদীদ)

ইব্নুল-মুযাহিম (দ্র. নাস্র ইব্ন মুযাহিম)

ইব্নুল-মুরতাদা (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া)

ইব্নুল-মুরাবি' (ابن المرابع) ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আয্দী, ৮ম/১৪শ শতকের আন্দালুসিয়ার একজন লেখক ও কবি, জ. ভেলেয-মালাগা (Velez-Malaga Ballish)-এ। ইব্নু'ল-খাতীবের মতে তিনি ছিলেন সাধারণ মেধার একজন প্রাদেশিক সাহিত্যিক এবং বিদ্রূপাত্মক কবিরূপে লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। তারীকা আদাবিয়্যা-র তারীকা সাসানিয়্যার (দ্র. সাসান) প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বিশেষ পরিচিত। ক্ষমতাসীনদের কৃপা লাভের প্রত্যাশায় আজীবন তিনি তাঁহার দক্ষতা ও লেখনীর সাহায্যে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করেন; কিন্তু অধিকতর সাফল্য লাভে ব্যর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। তাঁহার কতিপয় কবিতা পরিচিত; কিন্তু একটি কুক্কুট ছানার মৃত্যুতে রচিত সুন্দর শোকগাথা ব্যতীত অন্য কোন কবিতায় তেমন বিশেষত্ব নাই। শাহযাদা আবূ সা'ঈদ ফারাজ-কে উৎসর্গীকৃত একটি মাকামা তাঁহার শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য রচনা, যাহাতে 'ঈদু'ল-আয্হা উদ্যাপনের উদ্দেশে একটি মেষ সংগ্রহার্থে তাঁহার দুঃসাহস ও পাগলামীর কাহিনী বর্ণিত আছে। আন্দালুসিয়ায় 'মাকামা' সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন হিসাবে রচনাটির গুরুত্ব আছে। ইহাতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজের ভবঘুরে জীবনের আলেখ্যই রচনা করিয়াছেন যাহা সম্পূর্ণরূপে তৎকালীন রুচিগ্রাহ্য এবং যাহা জটিল ও দুরূহ শৈলীতে রচিত জনপ্রিয় বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয়। ৭৫০/১৩৫০ সালে য়ুরোপের প্রলয়ঙ্কর মহামারীতে (Black Death) তিনি তাঁহার নিজ শহরে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-খাতীব, ইহাতা, MS Escorial no. 1673, 226-30; (২) মাক্কারী, নাফহুত-তীব, Cairo ed, 1949, vi, 315 viii, 209-13, 363-4; (৩) A. M. al-Abbadi, (مقامات العيد لابن محمد عبد الله الازدى), in Revista del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid, ii (1954), 159-73; (৪) F. de la Granja, La "Maquama de la Fiesta-" de Ibn al-Marabi al-Azdi, in Etudes d'orientalisme dediees a la memoire de Levi Provencal, Paris 1962, ii, 591-603.

F. de la Granja (E.I.[2])/শেখ মোঃ তবীবুর রহমান

ইব্নুল-মুসলিমা (ابن المسلمة) ঃ উপনাম, প্রথমে আল-আর-রাকীল পরিবারের আহ্মাদ ইব্ন 'উমারকে (মৃ. ৪১৫/১০২৪) প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে এই নামে তাঁহার বংশধরগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতক পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন। এই বংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তাঁহার

পৌত্র আবু'ল-কাসিম 'আলী ইব্নু'ল-হুসায়ন, যিনি সম্মানজনক উপাধি রা'ঈসু'র-রুআসা' নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ৪৩৭/১০৪৫ হইতে ৪৫০/১০৫৮ পর্যন্ত বাগদাদের খলীফার উযীর ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যেইগুলির অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই। বুওয়ায়হীগণ কর্তৃক ৩৩৪/৯৪৫ সালে বাগদাদ বিজয়ের পরে খলীফার উযীরের পদ বিলুপ্ত করা হয়। এই বংশের অবক্ষয় ও পরিবারের পরবর্তী সদস্যগণের পরস্পর প্রতিযোগিতার জন্যই খলীফার পক্ষে আল-কাসিমকে পুনরায় সরকারীভাবে উযীর পদে পুনঃনিয়োগ করা সম্ভবপর হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে কতকাংশে সত্যিকারের কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এই পদটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল বা কি শিক্ষাগত যোগ্যতা বা খিদমতের কারণে খলীফা সওদাগর পরিবার হইতে উদ্ভূত জনৈক আইনজীবী আবু'ল-কাসিমকে সর্বপ্রথম সেই পুনরুজ্জীবিত উযীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে অতি সামান্যই জানা যায়।

ইব্নু'ল-মুসলিমা ছিলেন একজন উদার হাম্বালী, তিনি সম্ভবত হাল্লাজী ও আশ'আরী বিরোধী থাকিয়াও শাফি'ঈ মাযহাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাগদাদের সুন্নীগণের মধ্যে উদ্ভূত শী'ঈ প্রবণতাযুক্ত মুতাকাল্লিমূনের বিরোধিতায় হাদীছের পুনঃপ্রবর্তন আন্দোলনে ও খিলাফাত কর্তৃক ইসমা'ঈলিয়্যাবাদের বিরুদ্ধে গৃহীত এবং বুওয়ায়হী অভিভাবক (রক্ষাকর্তাগণ) কর্তৃক সমর্থিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতিগত ভূমিকাতে নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্নু'ল-মুসলিমা ও খ্যাতনামা আইনজ্ঞ আল-মাওয়ারদী, সেই সময়কার খলীফাগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্য (যাঁহার নিকটে) আমরা ঋণী, এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারিলে বিষয়টি অবশ্যই অতি চিত্তাকর্ষক হইত। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ও অবশ্যই এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সমসাময়িকগণ মনে করিতেন যে, ইব্নু'ল-মুসলিমাই বাগদাদে সালজূক বংশীয় সুলতান ও তাঁহার অধীনে তুর্কীগণকে আনয়নের জন্য দায়ী ছিলেন। সন্দেহ নাই যে, তিনিই ছিলেন সক্রিয় কর্মকর্তা এবং সম্ভবত সেই নীতির উদ্যোক্তা, যদিও বা পরবর্তী কালে তাঁহার ব্যাখ্যা বা সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে তাঁহার অনুমান নবাগত শক্তিশালী অভিভাবকদের ব্যাখ্যার সঙ্গে খুব মিল নাই। কিন্তু ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না যে, তাঁহার এই ভূমিকার যথার্থ কারণ কি ছিল এবং খলীফা আল্-কা'ইম কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ (যদি কিছু দিয়া থাকেন) তিনি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কতটুকু লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে, তুগরিল বেগ-এর বাগদাদ প্রবেশের (৪৪৭/১০৪৪) ঠিক পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর যাবত ইব্নু'ল-মুসলিমার সঙ্গে তুর্কী বূরী বেতনভোগী সৈন্যদলের নেতা আল-বাসাসীরীর মধ্যে সংঘাত চলিতেছিল। শেষোক্ত জন সর্বদা অর্ধ বিদ্রোহভাবাপন্ন অবস্থায় ছিলেন। তিনি (আল-বাসাসীরী) শেষ পর্যন্ত সালজূকদের স্থলে ফাতিমীদেরকেই স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথমদিকে ইচ্ছুক ছিলেন কিনা বা থাকিলেও কতটুকু ছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরে তুগরিল বেগ সযত্নে খিলাফাত ও খিলাফাতের মৌলিক রীতি-পদ্ধতিসমূহের প্রতি তাঁহার আনুগত্য বিশেষভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন যেজন্য ইব্নু'ল-মুসলিমা কর্তৃক অনেক পূর্বেই তাঁহাকে প্রদত্ত খিতাবসমূহ যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং এই আনুগত্যও স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয়।

তুর্কীগণ বাগদাদে তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলে ইব্নু'ল-মুসলিমা পলাতক আল-বাসাসীরীর পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হস্তগত করেন এবং তাহাদের উপর নূতন শাসকগণ কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক দাবিসমূহ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। কাজেই তুগরিল যখন তাঁহার ভ্রাতার বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত ইরানে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন এবং আল-বাসাসীরী মেসোপটেমিয়ার 'আরবদের সমর্থন ও ফাতিমীদের অর্থপুষ্ট হইয়া পুনরায় বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি ইব্নু'ল-মুসলিমার উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সেই নিষ্ঠুরতা 'আরব রাজপুরুষের নিকটে 'আব্বাসী খলীফা যেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভোগ করিতেন অবশ্যই তাহা হইতে ভিন্নতর ছিল। সালজূক সুলতান কর্তৃক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পূর্বেই নির্যাতনের ফলে এই উযীরের মৃত্যু হয় (৪৫০/১০৫৮)।

তাঁহার পুত্র আবু'ল-ফাত্হ আল-মুজাফ্ফার কিছু কালের জন্য (৪৭৬/১০৮৩) খলীফার উযীর ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র 'আদুদু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন হিবাতিল্লাহ ইবনি'ল-মুজাফ্ফারও বেশ কিছু কালের জন্য (৫৬৬-৫৭৩/১১৭১-১১৭৮) খলীফা আল-মুস্তাদীর উযীর ছিলেন। সত্য যে, খলীফা তুর্ক কায়মায-এর চাপের মুখে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তুর্কীগণ সেই সুযোগে উযীরের বাড়ীও তছনছ করিয়াছিল। কায়মায বাগদাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (৫৭০/১১৭৪) 'আদুদু'দীন তাঁহার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি যখন হ'াজ্জে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন জনৈক বাতিনীর হস্তে নিহত হন (৫৭৩/১১৭৮)। তাঁহাদের বংশের অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 'ইমাদুদ-দীন তাঁহার "খারীদা" গ্রন্থের একটি বিশেষ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। কবি সিব্ত ইব্নু'ত-তা'আবিযী তাঁহার প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্নু'ল-মুসলিমার (রা'ঈসু'র-রু'আসা') জন্য প্রধান তথ্যসূত্র হইলঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, মুনতাজাম, ৮খ; (২) ইব্নু'ল-আছীর-এর কামিল, ৮-৯ খ. এবং বিশেষভাবেঃ (৩) সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী রচিত (অপ্রকাশিত) মির'আতু'য-যামান। খাতিমী দৃষ্টিভঙ্গী জানার জন্য দ্র.ঃ (৪) ধর্ম প্রচারক আল-মু'আয়্যাদ আশ-শীরাযী রচিত সীরাঃ, সম্পা. কামি'ল হু'সায়ন, কায়রো ১৯৪৯ খৃ. (নির্ঘণ্ট)। তাঁহার তৎপরতা ও ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্র.ঃ (৫) G. Makdisi, Ibn ʿAqil et la resurgence de l'Islam traditionaliste, 1963, মনে হয় যেন যেই খলীফা ইব্নু'ল-মুসলিমাকে ক্ষমতায় রাখিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে মতবিরোধের বিষয়টি ইনি বিশেষ জোর দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরও দ্র.ঃ (৬) প্রবন্ধ আল-বাসাসীরী। তাঁহার বংশের পরবর্তী সদস্যগণের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র.ঃ (৭) মুনতাজাম, ৯ ও ১০খ. (নির্ঘণ্ট) ও (৮) কামিল, ৯-১১ খ., (নির্ঘণ্ট)।

Cl. Cahen (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-লাব্বাদ (দ্র. 'আবদু'ল-লাতীফ আল-বাগ'দাদী)।

ইব্নুল-লাব্বানা (ابن اللبانة) ঃ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-লাখমী, ৫ম/১১শ শতকের আন্দালুসীয় কবি। তিনি দেনিয়া (Denia)-তে জন্মগ্রহণ করেন, যাহা হইতে তাঁহার নিস্বা আদ্-দানী হইয়াছে এবং যে নিস্বা দ্বারা তিনি প্রায়শ উল্লিখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন ইব্নু'ল-লাব্বানা (গোয়ালিনীর পুত্র) নামে।

ইব্ন বাস্‌সাম (যাখীরা, ৩খ, apud ইব্ন সা'ঈদ, মুগরিব, সম্পা. শ. দায়ফ, ২খ, ৪০৯)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁহার মাতা দুধ বিক্রয় করিতেন। জানা যায় যে, তাঁহার এক ভাই 'আবদু'ল-'আযীযও কবি ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি কাব্যচর্চা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন।

ইব্নু'ল-লাব্বানার জীবন সম্বন্ধে সামান্যই তথ্য অবগত হওয়া যায়। উহা সম্ভবত সমসাময়িক যুগের আরও বহু কবির জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, যাঁহারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ কোন পৃষ্ঠপোষক কামনা করিতেন যাঁহার উদ্দেশে তাঁহারা কাব্যিক প্রশংসা পাঠ করিতেন। প্রথমে তিনি বহু কবির পৃষ্ঠপোষক আলমেরিয়ার আল-মু'তাসিম-এর দরবারে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যান, পরে টলেডোর আল-মা'মূন-এর দরবারে ও বাদাজোযের আল-মুতাওয়াক্কিল-এর দরবারেও গমন করিয়া তথাকার রাজপুরুষগণের সামনে স্তুতি কাব্য পাঠ করেন। বিভিন্ন উৎস গ্রন্থে এই সকল শহরে তাঁহার (সম্ভবত সংক্ষিপ্ত) অবস্থানের সাহিত্যিক কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেভিলের শাসক আল-মু'তামিদ ইব্নু'ল-'আব্বাদ (দ্র.) পরে যাঁহার দরবারের সহিত তিনি আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই দরবারে ইব্নু'ল-লাব্বানার অবস্থান বিষয়ে মোটামুটি যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সেইগুলি হইতে জানা যায় যে, বাদশাহ ও শাহ্‌যাদাগণ কর্তৃক তিনি আপনজনের ন্যায়ই গৃহীত হইয়াছিলেন। আর তিনিও তাঁহাদের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ মমত্ব বোধ করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশে তিনি যে সকল প্রশস্তিমূলক কাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেইগুলিতেও আন্তরিকতার পরিচয় রহিয়াছে। ৪৮৪/১০৯১ আল-মু'তামিদ যখন আল-মুরাবিতগণ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন, তখন Garcia Gomez-এর ভাষায় যে স্বল্প সংখ্যক 'আরব কবির অশ্রু প্রবাহিত করার ক্ষমতা ছিল তাঁহাদের অন্যতম ইব্নু'ল-লাব্বানা। তিনি ক্ষমতাচ্যুত শাসক ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বহনকারী জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিবার দৃশ্যটিকে অত্যন্ত গভীর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। সাবেক মনিবের প্রতি ইব্নুল-লাব্বানার আনুগত্য এই ঘটনাতেই শেষ হয় নাই, তিনি কবি-সুলতানের উদ্দেশে প্রশস্তি-কাব্য রচনা অব্যাহত রাখেন এবং আফ্রিকাতে নির্বাসিত শাসককে দেখিবার জন্য আগমাত-এ গমন করেন।

আল-মু'তামিদের মৃত্যুর পরে ইব্নু'ল-লাব্বানা বুগিতে গমন করিয়া সেইখানে আল-মু'তাসিমের অন্যতম পুত্র 'ইযযু'দ-দাওলার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং সেই সাক্ষাতের ঘটনা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন (আল-মাক্কারী, Analectes, ২খ, ২৫০)। অতঃপর ৪৮৯/১০৯৬ সনে তিনি ম্যাজর্কাতে গমন করেন এবং সেইখানে শাসক মুবাশ্‌শির ইব্ন সুলায়মানের প্রশস্তিতে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আল-মাক্কারীর মতে (পৃ. গ্র., ২খ, ৬০৯) কবি কর্তৃক আল-মু'তামিদকে উৎসর্গীকৃত কবিতাসমূহের সঙ্গে পরবর্তী এই সকল কবিতার কোন মানগত তুলনা হয় না। কবির জীবনের শেষভাগ একের পর এক ষড়যন্ত্র দ্বারা বিঘ্নিত হয় এবং তিনি ৫০৭/১১১৩ সালে ম্যাজর্কাতে ইনতিকাল করেন।

ইব্নু'ল-আব্বারের মতে (তাকমিলা, নং ৫১১) তাঁহার কবিতাসমূহ একটি দীওয়ানে সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু সেইগুলির একটি কপিও এ পর্যন্ত টিকিয়া নাই। বর্তমানে তাঁহার কিছু কিছু কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের শুধু নাম ও বিষয় অবগত হওয়া যায়। সব কবিতাই বানূ 'আব্বাদ সম্পর্কিত।

সকল সমালোচক এবং কাব্য সঙ্কলক ইব্নু'ল-লাব্বানার চমৎকার কবি প্রতিভার প্রশংসায় এবং কাব্যিকে সৌন্দর্যের বিষয়ে একমত। কিন্তু 'আরবী সাহিত্যে তাঁহার সার্বজনীন খ্যাতি সেভিলের শাসকের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের কারণে। তাঁহার সেই আনুগত্য অব্যাহত ছিল। সিমতু'ল-জুমান গ্রন্থের রচিয়তা ইব্নু'ল-ইমাম এই কারণে তাঁহাকে কবিদের সামাওয়া'ল (The Sama'wal of the poets) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন (apud Ibn Sa'id, Mughrib, ii, 411) এবং অন্যান্য যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সকলেই তাঁহার এই গুণটির প্রশংসা করিয়াছেন।

ইব্নু'ল-লাব্বানা মুওয়াশ্‌শাহাতেরও রচয়িতা ছিলেন। সেইগুলির মধ্যে একটি বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে। উহার সমাপ্তি অংশে একটি চমৎকার প্রণয় কাহিনীমূলক "খারজা" (দ্র. মুওয়াশ্‌শাহ্) রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত দ্র.ঃ (১) আল-মু'তামিদ ও 'আব্বাদীগণ প্রবন্ধ দুইটির শেষের গ্রন্থপঞ্জী। অতিরিক্ত দ্র.ঃ (২) দাব্বী, বুগ্'য়া, নং ২১৩; (৩) ইব্ন দিহ্‌য়া, মুত্রিব, কায়রো সং. ১৯৫৪ খৃ., ১৭৮-৯; (৪) ইব্ন খাকান, কালা'ইদ, বূলাক ১২৮৩ হি., পৃ. ২৪৫-৫২; (৫) Pons Boigues, Ensayo, 172-75; (৬) E. Garcia Gomez, Qasidas, ed. Andalucia, Madrid 1940, 83-95। মুওয়াশ্‌শাহাত রচয়িতা হিসাবে ইব্নু'ল-লাব্বানা বিষয়ে পাঠের জন্য দ্র.ঃ (৭) E. Garcia Gomez, Las Jarchas romances de la serie arabe en su marco, Madrid 1965, 283-8; (৮) ঐ লেখক, আল-আন্দালুস-এ, xxvii (1962), 72-3, 75-9; (৯) S.M. Stern, in Arabica, ii (1955), 60।

F. de la Granja (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্নুল-হাওওয়াস (ابن الحواس) ঃ 'আলী ইব্ন নি'মা, সর্বশেষে কাল্‌বী আমীর আল-হাসান আস-সামসাম-এর পর যেসব কা'ইদ সিসিলীর শাসনের অংশীদার হন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আমীর আহমাদ আল-আকহাল (৪০৯/১০১৯-৪২৯/১০৩৮)-এর ভ্রাতা। তিনি ৪৪৪/১০৫২-৫৩ সালে সিংহাসনচ্যুত হন (ইব্ন খালদূনের মতানুসারে ৪৩১/১০৩৯-৪০)। ইহা ছিল মুসলিম সিসিলীর সর্বাপেক্ষা দুর্যোগপূর্ণ সময়। দেশটি ছিল গৃহযুদ্ধ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জরিত। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ একই সময়ে বায়যান্টীয়দের হস্তক্ষেপ এবং দেশের মাটিতে যীরী (Zirid) সৈন্যবাহিনীর অবতরণের প্রত্যাশী ছিলেন। এই গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে যখন কা'ইদ ইব্নু'ল-হাওওয়াস এগ্রিজেন্টো (Agrigento) ক্যাস্ট্রোজিওভ্যানে (Castro-giova- nni), ক্যাস্ট্রোনুভো (Castronuvo) ও ইহাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক হিসাবে বহাল থাকিতে সক্ষম হন তখন তাঁহার ভগ্নিপতি ইব্নু'ল-মাক্'লাতী কাটানিয়া (Catania) দখল করিয়া লন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সিরাকাস (Syracuse)-এর শাসক ইব্নু'ছ-ছুমনা উহা শীঘ্রই তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লন। ইব্নু'ল-মাক্লাতী স্ত্রী মায়মূনা (ইব্ন হাওওয়াসের ভগ্নি)-সহ বন্দী ও নিহত হন।

সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক ব্যাপার লইয়া দুই শ্যালক-ভগ্নিপতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কিছুকাল পর ক্যাস্ট্রোজিওভ্যানির (Castro-geovanni) সন্নিকটে প্রতিপক্ষের উপর বিজয় লাভ করিয়া ইব্নু'ল-হাওওয়াস প্রায় গোটা সিসিলীর একমাত্র শক্তিশালী কা'ইদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তিনি নরম্যানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নিজের অবস্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হন। পরাজিত ইব্নু'ছ-ছুমনা প্রণালী

অতিক্রম করিবার জন্য নরম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান। তাহারা ১০৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে সিসিলীতে অবতরণ করে। মুসলিম বাহিনীর সহিত কাউন্ট রজার্সের প্রথম মুকাবিলা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হন। ফলে নরম্যানরা পশ্চাদাপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েক মাস পর আক্রমণকারীদের হাতে 'মেসিনা' (Messina)-র পতন ঘটে। আক্রমণকারীরা ইব্‌নু'ছ-ছুমনার বাহিনী দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং ক্যাস্ট্রোজিওভ্যানির সন্নিকটে তাহাদেরকে পরাজিত করে।

কিন্তু তাহারা দুর্গে অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে পারে নাই। এই ঘটনাবলীর দুই অথবা তিন বৎসর পর ইব্‌নু'ল-হাওওয়াস ও তামীম ইব্‌নু'ল-মু'ইয্য-এর পুত্র যীরী আয়্যূবের বাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহাতে ইব্‌নু'ল-হাওওয়াসের পতন ঘটে। নরম্যানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সমর্থন দানের জন্য ইফ্রীকিয়্যা হইতে আগত বাহিনী দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া আয়্যূব সিসিলীতে অবতরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-হাওওয়াস প্রধানত যে সকল ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট, সেইগুলির গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যায় এম. আমারী কর্তৃক নির্দেশিত উৎসসমূহে, Storia dei Musulmani di Sicilia², কাটানিয়া ১৯৩৩-৯ খৃ. (দ্র.) এবং তাঁহার Biblioteca arabo-Sicula, Leipzig 1857-তে প্রকাশিত। আরো দেখুনঃ (২) এইচ. আর. ইদরীস, Zirides, সূচী।

U. Rizzitano (E.I.²)/মু. মকবুলুর রহমান

ইব্‌নুল-হাজ্জ (ابن الحاج) ঃ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম, বিশেষত একজন মশহূর মালিকী ফাকীহ, চারিজন বৈয়াকরণ, দুইজন নাসিরী আমলের আন্দালুসীয় সাহিত্যিক এবং একজন কবি ও ধর্মতত্ত্ববিদ যিনি আস্-সানূসীর ভাষ্য লিখিয়াছেন।

এই মালিকী ফাকীহ-এর নামঃ (১) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-'আব্দারী আল-ফাসী কায়রোতে ৭৩৭/১৩৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার মাদ-খালু'শ-শার'ই'শ-শারীফ (مدخل الشرع الشريف)-এর জন্য পরিচিত। ইহা হি. ১৩২৯ সালে কায়রোতে মুদ্রিত হয়। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যকে জনপ্রিয় করার বাসনাই প্রকটিত হইয়াছে। একজন ফাকীহ, যিনি অনেকটা বিবেক দ্বারাই পরিচালিত, এমন লোক যিনি 'জ্ঞান' ও 'কর্ম'-কে অভিন্ন মনে করিতেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থখানা এমন কতিপয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যেই নীতিগুলি অনুযায়ী 'ইবাদতের কর্ম প্রকৃত নিয়াত বা উদ্দেশ্যবিহীন হইলে শারী'আত মুতাবিক হয় না। তিনি ব্যক্ত করেন, "ইবাদত কর্মের দুইটি দিক আছেঃ প্রথমটি শরীরের ভঙ্গি, দ্বিতীয় মনের উদ্দেশ্য; তবে দ্বিতীয়টিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।" ইহাতে ইহ্‌য়া'উলূম [তিনি আল-গাযালী (র.), ১খ., ১২-এর উদ্ধৃতি দেন]-এর নীতিসমূহের মালিকী রীতিতে প্রয়োগ পরিষ্কার দেখা যায়, যাঁহা উদ্দেশ্য বা নিয়াতের নামে ফিক্‌হশাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক (تصوف) বিষয়সমূহের বিশ্লেষণের সহিত চিহ্নিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, পরি-২, পৃ. ৯৫; (২) বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪২৮।

বৈয়াকরণদের মধ্যে ছিলেনঃ (২) আবু'ল-'আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-আয্‌দী ইশ্‌বীলী (মৃ. ৬৪৭ অথবা ৬৫১/১২৪৯ অথবা ১২৫৩)। তিনি সীবাওয়ায়হ-এর আল-কিতাব-এর অন্যতম ভাষ্যকার এবং আল-গাযালী (র)-র আল-মুস্‌তাসফাফা উসূলি'ল ফিক্‌হ-এর সংক্ষিপ্তসার ও ইমামাত বিষয়ে লিখিত একখানা গ্রন্থ ইত্যাদির প্রণেতা ছিলেন (দ্র. আস্-সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, পৃ. ১৫৬)।

(৩) শীছ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হায়দার আল-কিনাবী আল-কিফ্‌তী (মৃ. ৫৯৮ অথবা ৫৯৯/১২০২-৩) ছিলেন একজন কবি, রসিক, মুহ'াদ্দিছ ও বৈয়াকরণ। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার আবূ তাহির আস-সিলাফীর ছাত্র ছিলেন। উপদেশমূলক কাব্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার প্রচুর বিদ্যাবত্তার প্রেক্ষিতে তাহা বিশেষ উপযোগী ছিল। তিনি সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রে নিজেও এক প্রখ্যাত বাকচতুর ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার অনেক গ্রন্থ ছাড়াও সালাহু'দ-দীনকে লিখিত একটি উপদেশমূলক হিতবাণী আছে। তিনি মালিকী ফিক্‌হশাস্ত্র সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন (দ্র. য়াকূত কায়রো সং, ১১খ, ১৭৮; তু. আস-সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, পৃ. ২৬৭)।

দুইজন ১৯শ শতকের বৈয়াকরণকেও ইব্‌নু'ল-হ'াজ্জ বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের নাম (৪) আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আস-সুলামী (মৃ. ১২৭৩/১৮৫৬) ও (৫) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হামদূন আস-সুলামী (মৃ. ১২৭৪/১৮৫৭)। তাঁহারা উভয়ে প্রাচীন আল-আলফিয়্যা-র ভাষ্য লিখিয়াছিলেন (দ্র. সারকীস, পৃ. ৭০)।

আন্দালুসীয়দের মধ্যেঃ (৬) আবু'ল-বারাকাত মুহাম্মাদ আল-বালাফিকী (মৃ. ৭৭১/১৩৭০) অন্যতম। তিনি তাঁহার যুগের সার্থক লেখক। মাদাম সোলেদাদ গিলবার্ট (Soledad Gilbert) আল-আন্দালুস সাময়িকীতে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ২৭খ. (১৯৬৩ খৃ.), ৩৮১-৪২৪। ইব্‌ন জাযারী তাঁহার অন্যান্য কৃতিত্ব ছাড়াও তাঁহাকে একজন কিরাআত বিশেষজ্ঞ (قارى) হিসাবে গণ্য করিয়াছেন (সম্পা: Bergstrasser, নং ৩৩৯১)।

(৭) আহ'মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছ'মান ইব্‌ন য়া'কূ'ব ইব্‌ন সা'ঈদ কর্তৃক আস্-সানূসী (দ্র.) প্রণীত ক্ষুদ্র 'আকীদা গ্রন্থখানা কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল [(দ্র.) Brockelmann, পরি. ২, ৩৫৫; বুস্‌তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪২৮]।

J.-C. Vadet (E.I.²)/ওহীদুল আলম

ইব্‌নুল-হাজ্জ (ابن الحاج) ঃ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আন-নুসায়রী, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় পণ্ডিত ও কবি। তিনি ৭১৩/১৩১৩ সালে গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন, ৭৩৭/১৩৩৭ সালে স্পেন ত্যাগ করেন এবং ৭৫৯/১৩৫৮ সনের পূর্বে ফিরিয়া আসেন নাই। এই সময় তিনি পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে দুইবার সফর করেন এবং মারীনী ও হাফসী রাজত্বকালে কাতিব হিসাবে কাজ করেন। ৭৮৫/১৩৮৩ সালে তাঁহার ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কাযী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু তিনি নাস্‌রীদের শাসনামলে দৌত্যকার্যও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যকর্ম বিশটি শিরোনাম দ্বারা পরিচিত। কিন্তু ইহার কিছুই বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা নাই। তবে কবিতার কিছু কিছু খণ্ডাংশ বিভিন্ন কাব্য-সংগ্রহে, জীবনী, অভিধান ইত্যাদিতে ছড়াইয়া আছে। এই সংগ্রহ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। ইহা তিনটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত। অবশ্য ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এইগুলি একই ইব্‌নু'ল-হাজ্জ-এর রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J.F.P Hopkins, An Andalusian Poet of fourteenth century: Ibn al-Hajj, in BSOAS,২ ৪খ. (১৯৬১ খৃ.), ৫৭-৬৪।

J.F.P. Hopkins (E.I.²)/ওহীদুল আলম

ইব্‌নুল-হাজ্জ (ابن الحاج) ঃ হাম্‌দূন ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান আস্-সুলামী আল-মিরদাসী আল-ফাসী, ১১৭৪-১২৩২/১৭৬০-১৮১৭, মাওলায় সুলায়মান-এর শাসনামলের (১২০৬-৩৮/১৭৯২-১৮২৩) অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ Levi-Provencal তাঁহার Les historiens des chorfa গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ ৩৪২, নং ৫)।

মরক্কোর উল্লিখিত সুলতান তাঁহাকে ফাকীহরূপে নিযুক্ত করিলে তিনি প্রথমে ফাস (ফেজ) নগরের মুহ্‌তাসিব, অতঃপর গার্‌ব-এর কা'ইদরূপে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তৎপূর্বে জীবনের একটা বড় অংশ ব্যাপিয়া তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। তিনি কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ ও ভাষ্য রচনা করেন, ধর্মীয় ধরনের কয়েকখানি পত্রসাহিত্যও রচনা করেন এবং নিজে যে হজ্জ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহা ছাড়া একখানা মাকসূরা (দ্র.), ইব্‌ন 'আতাইল্লাহ্ আল-ইসকান্দারী (দ্র.)-র হিকাম গ্রন্থের একটি কাব্যরূপ রচনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিসূচক প্রায় ৪,০০০ ছত্রের একখানি কাব্য (উহার টীকা ও ব্যাখ্যাসহ ৫ খণ্ডে) এবং সুলত'ানের প্রশংসা জ্ঞাপক কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রাবাতে রক্ষিত আছে [দ্র. Levi-Provencal, Les manuscrits arabes de Rabat, Paris 1921, nos. 292 (৫), 305, 337,338, 434, 497 (11-12) এবং তাঁহার কাব্য রচনার কিছু কিছু অংশ (উল্লিখিত mss. 337 ও 338 বর্তমানে K 963 ও K 1707] একত্র করিয়া একটি দীওয়ানে সংকলিত করিয়া ফাস হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক মুওয়াশ্‌শাহাত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কাব্যবিশারদের বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ সুখ্যাতি রহিয়াছে। কখনও কখনও তিনি অদ্ভুত রকমের ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়া খেলা করিতেন। এম. লাখদার (দ্র.Vie litteraire, 283-4) তাঁহার রচিত একটি কবিতা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, উহা বাসীত ছন্দে ২৬ বয়াতে রচিত, প্রতি মাত্রা 'দী' অন্ত্যমিলযুক্ত প্রতিটি অর্ধ বয়েত চারিটি ভাগে বিভক্ত। তাহা আবার ক্রমান্বয়ে লাল, কালো, নীল ও কালো কালিতে লেখা, নীল ছত্র বাদ দিলে মুনসারিহ ছন্দ হয়, নীল ও লাল বাদ দিলে মুকতাদাব ছন্দ হয়। আর শুধু লাল বাদ দিলে মাদীদ মাখবুন হয়।

হাম্‌দূন ইব্‌নু'ল-হাজ্জ-এর বংশলতিকা ও মানাকিব (দ্র.) বিষয়ে তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ আত'-তালিব একখানি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন, নাম রিয়াদু'ল-ওয়ারদ্ (দ্র. Levi-Provencal, Chorfa, 342-5), উহার পাণ্ডুলিপি রাবাতে রক্ষিত, নং ৩৯৬।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাসিরী, কিতাবু'ল-ইসতিক'সা, ৬খ., ১৫১; (২) কাত্তানী, সালওয়াতু'ল-আনফাস, লিথো' মুদ্রণ, ফাস ১৩১৬/১৮৯৮, ৩খ, ৪; (৩) ফুদায়লী, আদ-দুর্‌রাতু'ল-বাহিয়্যা, লিথো' মুদ্রণ, ফাস ১৩১৪/১৮৯৬, ২খ, ৩২৭; (৪) সা'ইহ্, আল-মুনতাখাবাতু'ল-'আবকারিয়্যা, রাবাত ১৯২০ খৃ., পৃ. ৮৩; (৫) এ. গান্নুন, আল-নুবুগুল-মাগরিবী, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ১খ, ২৯৬-৭, ২খ, ২৫৭, ২৮২-৭; (৬) ইব্‌ন সূদা, দালীল মুআররিখিল-মাগরিবিল-আক্‌সা, কাসাব্লাংকা ১৯০৬ খৃ., ১খ, ২১৫, ২খ, ৩৪৯, ৩৯০, ৪২১-২; (৭) এ. আল-জিরারী, মুওয়াশ্‌শাহাত মাগরিবিয়্যা, কাসাব্লাংকা ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ১৮২-৫; (৮) এম. লাখদার, vie litteraire, পৃ. ২৮১-৪।

সম্পাদক মণ্ডলী (E.I.², Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইব্‌নুল-হাজ্জাজ (ابن الحجاج) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হুসায়ন ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ বুওয়ায়হী আমলের একজন শী'আ 'আরব কবি। তিনি ৩৩০/৯৪১ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ বংশপরম্পরায় সরকারী কর্মকর্তা ও সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম আস-সাবি' (৩১৩-৮৪/৯২৫-৯৪, দ্র. আস-সাবি')-এর নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। তিনিই তাঁহাকে প্রশাসনিক পেশা গ্রহণ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার কাব্য প্রতিভা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে, তিনি সরকারী পদ ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি উযীর আল-মুহাল্লাবীর সহিত সংযুক্ত ছিলেন, যাঁহার প্রশংসায় তিনি স্তুতিকাব্য লেখেন এবং আল-মুতানাব্বী সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন (দ্র. R.Blachere, আবু'ত-তায়্যিব আল-মুতানাব্বী, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২২৪-২৫) এবং মুহাল্লাবীর মৃত্যুতে তিনি শোকগাথা (৩৫৩/৯৬৩) রচনা করেন। পরে তিনি উযীর আবু'ল ফাদ্‌ল আল-'আব্বাস আশ-শীরাযী ও আবু'ল-'আব্বাস মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-'আব্বাস-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চিত্তবিনোদনকারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। 'ইয্‌যু'দ-দাওলার একজন হাজিব (প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক)-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাঁধে। ফলে কিছু কালের জন্য তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। অতঃপর 'ইয্‌যু'দ-দাওলার প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি বাগদাদের 'মুহতাসিব' নিযুক্ত হইতে কৃতকার্য হন। ইব্‌ন বাকিয়্যার মন্ত্রীত্বের আমলে (৩৬২-৬/৯৭৩-৭) এবং ইঁহার আমলেই এই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার পর ইহা পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হন। এই সময় তিনি আবু'ল-ফাত্‌হ ইব্‌নু'ল-'আমীদ-এর (দ্র. ইব্‌নু'ল 'আমীদ-২) সংস্পর্শে আসেন, যিনি তাঁহার কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, অতঃপর ইব্‌ন 'আব্বাস (দ্র.) হইতে কিছু বৃত্তি লাভ করেন এবং বুওয়ায়হী শাসকদের বদান্যতা হইতে উপকৃত হন। তবে তিনি প্রধানত মন্ত্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহচর্যই চাহিতেন, তাঁহাদের আশ্রয় ও বদান্যতা তিনি ভোগ করিতেন। মনে হয় ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফাতি'মী বংশের জনৈক ব্যক্তি যাঁহার স্তুতিবাদ তিনি গাহিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার কাব্যরোষ ভয় করিতেন, তাঁহার নিকট হইতে তিনি এক হাযার দীনারও লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে পদ-প্রতিপত্তির সুযোগে অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারী ক্রয় করেন, এমনকি কোন কোন গ্রামের খাজনার মালিকও হইয়াছিলেন। মোটকথা, এইভাবে নিজকে একজন প্রতিপত্তিশালী লোক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মৃত্যু পর্যন্ত সুখে-সম্পদে বসবাস করেন। তাঁহার নিজ জমিদারী এস্টেটে (জুমাদাছানী, ৩৯১/মে ১০০১) তাঁহার ইনতিকাল হয়। বাগদাদে মূসা আল-কাজিম-এর মাযারের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্‌নু'ল-হাজ্জাজ-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, একজন মুহ্‌তাসিব ও ভূসম্পত্তির অধিকারী সংসারী লোক হইয়াও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর রাখিতেন। ইব্‌নু'ল-হাজ্জাজের কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ভিন্নতর একটি রূপ প্রকাশ পায়। তিনি একদিকে যেমন প্রচলিত রীতিতে স্তুতি ও

নিন্দামূলক কাব্য রচনা করিয়াছেন, অন্যদিকে বহু যৌন আবেদনমূলক অশ্লীল কবিতাও রচনা করিয়াছেন। এই রীতিটিকে তিনি সুখ্ফ (سخف) (দ্র.) নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার সাধারণ কাব্য ভাষা বেশ মার্জিত। এইগুলিতে তাঁহার মৌলিক কাব্য প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। পক্ষান্তরে সুখ্ফ রীতির রচনায় তাঁহাকে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ফলে অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই জাতীয় কবিতায় তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে।

ইব্নু'ল-হাজ্জাজের দীওয়ান এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, কোন কোন সরকারকে ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারী করিতে হইয়াছে (দ্র. Machriq, ১০খ, ১০৮৫)। তাঁহার সমসাময়িক ও বন্ধু আশ-শারীফ আর-রাদী (মৃ. ৪০৬/১১১৬ [দ্র.]) তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলির আন-নাজীফ মিনা'স-সাখীফ (النظيف من السخيف) নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আসতু'রলাবী (মৃ. ৫৩৪/১১৩৯-৪০), বিশেষত 'সুখ্ফ' জাতীয় লেখাগুলি লইয়া গবেষণা করেন এবং দুর্‌রাতু'ত-তাজ ফী শি'র ইবনি'ল-হাজ্জাজ (درة التاج فى شعر ابن الحجاج) নামে একটি সংকলন তৈরি করেন (পাণ্ডু. প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগার, ৫৯১৩)। ইহা ইব্নু'ল-খাশ্শাব (দ্র.)-এর মন্তব্যসহ তৎকর্তৃক অনুলিখিত হয়। ইহা একটি অপ্রকাশিত রচনার বিষয়বস্তু, যাহা Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৩ খৃ. ইব্নু'ল-হাজ্জাজ সম্বন্ধে গবেষণা-সন্দর্ভ হিসাবে 'আলী আত-তাহির পেশ করিয়াছিলেন। ইব্ন নুবাতা আল-মিসরী ৬৮৬=৭৬৮/১২৮৭-১৩৬৬ [দ্র.]-ও লাতাইফু'ত-তালতীফ (لطائف التلطيف) (পাণ্ডু. কোপেনহেগেন, ২৬০) নামে একটি কাব্য সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ছা'আলিবী, য়াতীমা, ৩খ., ৩০-১০২; (২) ইব্ন তাগ্‌রীবিরদী, সম্পা. Popper, ১খ, ৮৯; (৩) য়াকূত, ইরশাদ, ৪খ, ৬-১৬-উদাবা', ১০খ, ২০৬-৩২; (৪) 'আব্বাসী, মা'আহিদু'ত-তান্‌সীস, কায়রো ১৩২৬ হি., ১খ, ১১, ২খ, ৬২ প.; (৫) খাওয়ানসারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, পৃ. ২৩৯-৪০; (৬) ইব্নু'ল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৭খ, ২১৬; (৭) হিলাল আস-সাবি' তা'রীখু'ল-উযারা', সম্পা. Amedroz, লাইডেন ১৯০৪ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ১৫৫ প.; (৯) খাতীব বাগদাদী, ৮খ, ১৪; (১০) A. Mez, Renaissance, নির্ঘণ্ট; (১১) Brocklmman, পরি.-১, ১৩০; (১২) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৩৩-৫।

D.S.Margoliouth [Ch. Pellat] (E.I.[2])/ওহীদুল আলম

ইব্নুল-হাজিব (ابن الحاجب) ঃ জামালু'দ-দীন আবূ 'আম্র 'উছমান ইব্ন 'উমার ইব্ন 'আবী বাক্র আল-মালিকী, একজন মালিকী ফাকীহ ও ব্যাকরণবিদ। তাঁহার কুর্দী পিতা আমীর 'ইয্যু'দ-দীন মূসাগ আস-সালাহীর গৃহাধ্যক্ষ বা হাজিব ছিলেন বলিয়া তিনি ইব্নু'ল-হাজিব নামে পরিচিত। জন্ম ৫৭০/১১৭৪-৭৫ সালে, পরে দক্ষিণ মিসরের (Upper Egypt) 'আসনা' নামক পল্লীতে। তিনি কায়রোতে কৃতিত্বের সঙ্গে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ কুরআন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, মালিকী ফিক্হ ও উসূল, 'আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদি, বিশেষত আশ-শাতিবী ও মুহাম্মাদ আল-গাযালীর নিকট অধ্যয়ন করেন। ইহার পর অন্তত কয়েক বৎসর তিনি কায়রোতে বসবাস এবং তথায় অধ্যাপনা করেন। 'আমালী গ্রন্থে কায়রো শহরে তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে প্রদত্ত তারিখ, সর্বপ্রথম ৬০৯/১২১২-৩ সাল, সর্বশেষ ৬১৬/১২১৯-২০ সাল ইব্ন কাদী শুহ্বা (৪০১) দামিশ্কে'র উদ্দেশে তাঁহার যাত্রার তারিখ ৬১৭/১২২০-১ বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। ইব্নু'ল-হাজিব দামিশ্কে উমায়্যা জামি মস্জিদের মালিকী যাবিয়ায় অধ্যাপনা করেন। আয়্যূবী ইসমা'ঈল আস-সালিহ-এর সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে ইব্নু'ল-হাজিব দামিশ্ক হইতে বহিষ্কৃত হন (৬৩৯/১২৪১-২, in Brockelmann, 1[2], ৩৬৭; ৬৩৮/১২৪০-৪১, ইব্ন কাদী শুহ্বা, ৪০১)। তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন, তৎপর আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থায়ীভাব বসতি স্থাপন করেন। কিছুকাল পর তিনি বৃহস্পতিবার ২৬ শাওয়াল, ৬৪৬/১১ ফেব্রুয়ারী, ১২৪৯ সালে তথায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে আবূ হায়্যান আল-গারনাতীর একজন শিক্ষক ইব্নু'ল-মুনায়্যির-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

ইব্নু'ল-হাজিব মালিকী ফাকীহরূপে খ্যাতি অর্জন করিলেও তাঁহার প্রধান পরিচিতি ছিল ব্যাকরণবিদরূপে। ফাকীহরূপে তিনিই প্রথম মিসরী মালিকী চিন্তাধারাকে মাগরিবের মালিকী চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন। ব্যাকরণবিদ হিসাবে তাঁহার পদ্ধতি ছিল দীর্ঘকাল অনুসৃত সারসংক্ষেপ ও ভাষ্য রচনার। কিন্তু ইহাতে তিনি এত উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন যে, তিনি 'আরবী ব্যাকরণকে দুইটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পুস্তকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুস্তক দুইটিঃ (১) আশ-শাফিয়া, সারফ (শব্দ প্রকরণ) সম্পর্কে; (২) আল-কাফিয়া, নাহ্ও (বাক্য প্রকরণ) সম্পর্কে। গ্রন্থ দুইটি বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ফলে ইব্নু'ল-হাজিব অনন্য সুনাম অর্জন করেন। বহু ভাষ্যকার পুস্তক দুইটির ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি আয-যামাখ্শারীর মুফাসসালকে অতিক্রম করত সারফ ও নাহ্ও-কে পৃথক করিয়া ইব্ন জিন্নী ও আল-মাযিনীর ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছেন।

রচনাবলীঃ (১) আশ-শাফিয়া, অনেকবার মুদ্রিত, কায়রো সংস্করণটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইব্নু'ল-হাজিব নিজেও ইহার একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, যাহা ইস্তাম্বুল হইতে ১৩১১ হি. সালে প্রকাশিত হইয়াছে (হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত, ৪,৩)। বহু সংখ্যক ভাষ্যের মধ্যে রাদিয়্যু'দ-দীন আল-আসতারাবাযী রচিত ভাষ্যটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও বহুবার মুদ্রিত। একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে একটি উন্নত মানের সংস্করণটির সঙ্গে 'আবদু'ল-কাদির আল-কাফিয়া, শারহ-এর ন্যায় এখন পর্যন্ত এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির উন্নত মানের সংস্করণ তিন খণ্ডে ১৩৫৮/১৯৩৯ সালে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণটির সঙ্গে 'আবদুল-কাদির আল-বাগদাদী রচিত শারহি শাওয়াহিদী-র একটি খণ্ড সংযোজিত। (২) আল-কাফিয়া, ১৫৯২ খৃ. রোমে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়; ইহার পর দিল্লী, কানপুর, কলিকাতা, তাশখন্দ, ইস্তাম্বুল ও বূলাক হইতে বহুবার মুদ্রিত। হি. ১২৭৫ সালে ইস্তাম্বুল হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত সংস্করণটি সর্বাধিক প্রশংসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত শাফিয়া-র শারহ-এর ন্যায় এখন পর্যন্ত এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির উন্নত মানের কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ভাষ্যসমূহ ও বিদ্যমান পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, 1[2], 367-8, SI, 531-5। (৩) আল-আমালীঃ ইহা তাঁহার পুত্র আল-মুফাদ্দাল অথবা তাঁহার শাগরিদদেরকে প্রদত্ত মৌলিক পাঠ। Brockelmann বিভিন্ন তারিখসহ ইহাকে দুইটি সিরিজে বিভক্ত করিয়াছেনঃ (ক) কুরআন সম্পর্কে মুতানাব্বী, অন্যান্য কবি প্রভৃতি; (খ) কুরআনের কিছু কিছু আয়াত সম্পর্কে, বিশেষত আয-যামাখ্শারী রচিত

মুফাসসাল সম্পর্কে। (৪) আল-কাসীদাতু'ল-মুওয়াশ্শাহা বি'ল-আসমা'ইল-মু'আন্নাছা (القصيدة الموشحة بالاسماء المؤنثة) স্ত্রীবাচক অন্ত্যচিহ্ন ছাড়া স্ত্রীবাচক বিশেষ্যসমূহের একটি ছন্দোবদ্ধ বিবরণ (কামিল ছন্দে রচিত); A. Haffner and L. Cheikho, Dix anciens traites de philologie arabe (২য় সং. বৈরূত ১৯১৪ খৃ.), 157-এ প্রকাশিত; এফ. এ. বুস্তানী রচিত দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ. (১৯৫৮ খৃ.), ৪২৬-এ পুনঃপ্রকাশিত। (৫) রিসালা ফি'ল-'উশ্র, বিশেষণরূপে আওওয়াল ও আখির, 'উশ্র (দশম ভাগ)-এর সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, বার্লিন পাণ্ডুলিপি, ৬৮৯৪; (৬) শারহু'ল-মুকাদ্দিমা আল-জুযূলিয়া, পাণ্ডু. ফাস, কারাবিয়্যীন (দ্র. Brockelmann, S I, 539 ও 541); (৭) কিতাবু'ল- মাকসাদি'ল-জালীল ফী 'ইলমি'ল-খালীল (كتاب المقصد الجليل فى علم الخليل), 'আরবী ছন্দ প্রকরণের একটি ছন্দোবদ্ধ বিবরণ (বাসিত ছন্দে); পাণ্ডু. বিভিন্ন গ্রন্থাগারে (Brockelmann, 1², 371, S I, 537); অধিকন্তু (ঐ) পাণ্ডু. সম্পর্কে সাতজন ভাষ্যকারের বরাত। Freytag তাঁহার Darstellung der arabischen Verkunst Bnn (1830)-এ 'আরবী ছন্দ প্রকরণের এই ছন্দোবদ্ধ বিবরণটি (৩৩৪-৪৩) জার্মান অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন; (৮) 'আকীদা ইসলামী, ধর্মবিশ্বাস, পাণ্ডু. (Brockelmann, S. I, 539; সংশোধনের জন্য Esc², 1561, 6), (৯) ই'রাব বা'দি আয়াতি'ম-মিনা'ল কু'রআনি'ল-'আজীম (اعراب بعض آيات من القرآن العظيم), পাণ্ডু. আলেপ্পো, 'উছ'মানিয়া মাদ্রাসা (মক্কায় নহে); দ্র. MMIA, xii, 470 and 471 foot; (১০) মুনতাহা'স-সু'আল ওয়া'ল-'আমাল ফী 'ইলমায়ি'ল-উসূল ওয়া'ল-জাদাল (منتهى السوال والعمل فى علمى الاصول والجدل) মালিকী মায'হাব অনুসারে আইনের উৎস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ, পাণ্ডু. (Brockel- mann, I², 372 ও S I, 537)। ইব্নুল হা'জিব ইহার একটি সঙ্কলন, 'উয়ূনু'ল-আদিল্লা (পাণ্ডু. প্যারিস, ৫৩১৮) ও একটি সংক্ষিপ্তসার মুখ্তাসারু'ল-মুনতাহা ফি'ল-উসূল (বহু পাণ্ডু. Brockelmann, ঐ)। এই মুখ্তাসার-এর বহুভাষ্য রচিত হয় (তৎপর ভাষ্যের টীকা ও অধিক টীকা; দ্র. ঐ)। 'আদুদু'দ-দীন আল-ঈজী লিখিত ভাষ্যও (আল-'আদুদিয়্যা) বিভিন্ন টীকাসহ ইহা প্রকাশিত হইয়াছে (বূলাক ১৩১৬-১৯ হি.)। হি. ১৩২৬ সালে কায়রো হইতেও প্রকাশিত হয়। (১১) আল-মুখ্তাসার ফি'ল-ফুরূ' অথবা জামি'উ'ল-উম্মাহাত অথবা কেবল আল-মুখতাসারু'ল-ফার'ঈ (M. Ben Cheneb-কর্তৃক EI²-এ প্রদত্ত শিরোনাম অনুসারে, দ্র. ইব্নু'ল-হাজিব) মালিকী আইনের এই সারসংক্ষেপ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (দ্র. Brockelmann, I², 373 ও S I, 538-9)। খালীল ইব্ন ইসহাক আল-জুন্দী (আলজিরিয়ায় সীদী খালীল) ইহার ভাষ্য (التوضيح) লিখিয়াছেন, যিনি আইন সম্পর্কে ইব্নুল হাজিবকে তাঁহার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; টীকাসমূহের ন্যায় পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (দ্র. Brockelmann, ঐ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া (১) Brockelmann, I², 367-73 ও S I, 531-9; (২) M. Ben Cheneb, Etude sur Les personnages mentionnes dans L'idiaza du Cheikh Abd el-Qadir al-Fasi, Paris 1907, no. 191; (৩) M. Morand, Le droit musulman algerien (rite malikite), Les origines, Algiers 1913, 9 ff. 'আরবী বরাতসমূহঃ (৪) সুয়ূতী, বুগ্য়া, ৩২৩; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো, ২খ., ৪১৩-৪ (নং ৩৮৬); (৬) তাকি'য়্যি'দ-দীন ইব্ন কাদী শুহ্বা, ত'াবাকা'তু'ন-নুহাত ওয়া'ল-লুগাবিয়্যীন, পাণ্ডু. দামিশ্ক, জাহিরিয়্যা, ৪৩৮ তা'রীখ, ৪০১-২; (৭) ইব্ন ফারহুন, আদ-দীবাজ, কায়রো ১৩২৯ হি., ১৮৯-৯১; (৮) ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, ৩খ, ১৩-১৪ (অনু. Rosenthal, ৩খ, ১৮-১৯); (৯) M. S. Howell, Grammar of the Classical Arabic Language, i, preface, xviii-xix; (১০) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ., ৫খ।

H. Fleisch (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্নুল-হাদ্রামী (ابن الحضرمى) ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (অথবা 'আমির) ইব্নি'ল-হাদরামী মু'আবিয়া (রা)-র একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি সিফ্ফীন (দ্র.) যুদ্ধ ও সালিশ ঘটনার উত্তরকালে ৩৮/৬৫৮ সালের এক ঘটনার জন্য স্মরণীয় হইয়া আছেন। 'আম্র ইব্নু'ল-'আস (রা) কর্তৃক মিসর স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের পর মু'আবিয়া (রা) 'ইরাকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং চিন্তা-ভাবনার পর ইহা উপলব্ধি করেন যে, কূফা অপেক্ষা বসরায়-ই তিনি অধিক সংখ্যক সমর্থক লাভ করিতে পারেন। কাজেই ইরাকে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইলে তাঁহাকে বসরা হইতেই কার্যারম্ভ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তিনি 'আম্র ইব্নু'ল-'আস (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিয়া ইব্নু'ল-হাদরামীকে বসরায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিলেন, বসরাবাসীদের সমর্থন লাভের জন্য তাঁহাকে উমায়্যাদের সাম্প্রতিক কালের বিজয় ও উষ্ট্রের যুদ্ধের করুণ স্মৃতির উপর ভিত্তি করিয়া সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য চালাইতে হইবে, রাবী'আ ('আবদু'ল-কায়স)-কে বিশ্বাস করা চলিবে না; কিন্তু আয্দ গোত্রের বন্ধুত্ব অর্জন করিতে হইবে; তাহার পর সালিশের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন লাভ করিবার জন্য প্রধানত মুদার গোত্রের (তামীম) উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং শহরটি হযরত 'আলী (রা)-র প্রভাবমুক্ত করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন চলমান ঘটনাবলীর ব্যাপারে বসরাবাসীদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য বিরাজমান ছিল এবং শান্তি-শৃঙ্খলাই ছিল তাহাদের নিকট প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কাজেই বসরায় গমন করিয়াই তাঁহাকে কঠিন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাঁহার চূড়ান্ত ব্যর্থতার সাথে আল-আহ্নাফ ইব্ন কায়স (দ্র.)-এর নিরপেক্ষতার কোন সম্বন্ধ ছিল না—এমন কথা জোর দিয়া বলা চলে না। যাহাই হউক, হযরত 'উছ'মান (রা)-এর রক্তের বদলা নিতে প্রস্তুত এমন কিছু সংখ্যক বসরাবাসীকে তিনি তাঁহার পাশে এমনই মযবুতভাবে একত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অস্থায়ী গভর্নর যিয়াদ ইব্ন আবীহি আতঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং দারু'ল-ইমারা ত্যাগ করিয়া আয্দ গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইব্নু'ল-হাদ্রামীর সমর্থকগণ গভর্নরের বাসভবন বলপূর্বক দখল করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আল-আহ্নাফ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং সাময়িকভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত 'আলী (রা) ঠিক এই সময়ে আ'য়ান ইব্ন দুবায়'আ আল-মুজাশি'ঈকে বসরায় প্রেরণ করেন। কিন্তু বসরায় উপস্থিতির পরের দিনই অর্থাৎ বিরোধী দলগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হইবার মত যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিবার পূর্বেই তিনি খুব সম্ভব খারিজীদের হস্তে নিহত হন। এই অবস্থায়ও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অসম্মত

'আয্‌দদের আগ্রহ-উদ্দীপনার অভাবে ঘটনাচক্রের গতি আরও স্তিমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক প্রেরিত জারিয়া ইব্‌ন কুদামা (দ্র.)-র বসরায় আগমনের পর আতিথ্য প্রদানকারী জনৈক সুনবীল-এর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। জারিয়া অনুকূল অবস্থার সুযোগ লইয়া ইব্‌নু'ল-হাদরামীর আশ্রয়স্থল অবরোধ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। ফলে হাদ্‌রামী তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ নিশ্চিহ্ন হইয়া যান। এমতাবস্থায় আশা ভঙ্গের বেদনা বুকে চাপিয়া মু'আবিয়া (রা)-কে ৪১/৬৬১ সাল পর্যন্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। অবশেষে বুস্‌র ইব্‌ন আবী আরতাত (দ্র.)-এর সবল হস্তক্ষেপের ফলে বসরা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ, ৩৪১৩-৭; (২) ইব্‌ন হ'াবীব, মুহ'াব্বার, ২৯০; (৩) বালাযুরী, আনসাব, ১খ, ৫৫৬ ক; (৪) ইব্‌ন, আবি'ল-হাদীদ, শারহ্ নাহজু'ল-বালাগা, ১খ, ৩৪৮-৫৫ (ওয়াকি'দী ও ইসমা'ঈল ইব্‌ন হিলাল আছ'-ছ'াকাফী কিতাবু'ল-গারাত অনুসরণে লিখিত); (৫) ইব্‌ন সা'দ, তাবাক'াত, ৭/১ খ., ৩৮-৯; (৬) 'আস্‌কালানী, ইসাবা, নং ৪৮৪০; (৭) ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারা, ২১০; (৮) Caetani, Annali, ১০খ., ১৫১-৬৭; আরও দেখুন জারিয়া ইব্‌ন কুদামার গ্রন্থপঞ্জী।

Ch. Pellat (E.I.[2])/খান মুছলেহ উদ্দীন আহ্‌মদ

ইব্‌নুল-হাদ্দাদ (ابن الحداد) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন 'উছ'মান আল-কায়সী, Cadix (ওয়াদী আশ) হইতে আগত আন্দালুসীয় কবি, যাহার ফলে তিনি আল-ওয়াদী আশী নামে পরিচিত। ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাকমিলা, ১৩৩-এর বর্ণনামতে তাঁহাকে মাযিনও বলা হইত। তিনি তাঁহার জীবনের বৃহৎ অংশ আল-মু'তাসিম (মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মা'ন ইব্‌ন সুমাদিহ, ৪৪৩-৯০/১০৫১-৯৭)-এর দরবারী কবি হিসাবে আলমেরিয়া (Almeria)-তে অতিবাহিত করেন। ইব্‌ন সুমাদিহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার প্রচণ্ড রোষ এড়ানোর জন্য ৪৬১/১০৬৮-৯ সালের দিকে তিনি আলমেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া কিছু দিনের জন্য Saragossa-তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে আলমেরিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া ৪৮০/১০৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সেইখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইব্‌নু'ল-হা'দ্দাদ একজন কবি, গদ্য লেখক ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কবিতা প্রচুর, বিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং মনোরম ভাবমূর্তি ও সূক্ষ্ম রূপালংকারে পরিপূর্ণ, কিন্তু উপরিউক্ত গুণগুলি তাঁহার স্তুতি কবিতায় এতটা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে সুপরিচিত হইল নুওয়ায়রা (Nuwayra) নামের একজন খৃস্টান সন্ন্যাসিনীর নামে উৎসর্গীকৃত কবিতা। ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী (মাসালিকু'ল-আবসার, কায়রো ১৯২৪ খৃ., ১খ, ৩৮৫) অনুসারে উক্ত সন্ন্যাসিনী নীল নদের পূর্বতীরে আসয়ূত-এর উত্তরে 'রীফা-র মঠে বসবাস করিত। ইব্‌নু'ল-হাদ্দাদ হিজাযে গমনের উদ্দেশে কূস হইতে 'আয়যাব অতিক্রম করিবার সময় তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তাহার সৌন্দর্য কবিকে এতটা মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার হজ্জের কথা ভুলিয়া গিয়া অনেক দিন পর্যন্ত এই মঠের কাছে বসবাস করেন। কবি স্পেনে প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘকাল পরেও নুওয়ায়রা তাঁহাকে অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছিল। নুওয়ায়রার উদ্দেশে লিখিত কবিতাগুলি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইব্‌নু'ল-হাদ্দাদের দীওয়ান বিরাট আকারের, এমনকি কবিতাগুলির অন্ত্যমিলের বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত ছিল। তিনি সীন (س) বর্ণের একটি কাসীদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে গর্বিত ছিলেন, যাহাকে তিনি হ'াদীক'াতু'ল-হাকীকা (সত্যকুঞ্জ) বলিতেন এবং যাহার মাত্র দুইটি চরণ আমরা পাই। এইগুলি তাঁহার ধ্যানের প্রবণতা ও হিকমা কবিতার প্রতি তাঁহার আগ্রহ প্রদর্শন করে যাহাকে তিনি ফালসাফিয়্যাতী (আমরা দার্শনিক কবিতা) বলিতেন। তাঁহার গদ্যহীন পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টা ও অদ্ভুত উপমায় পরিপূর্ণভাবে দুষ্ট। ইব্‌ন বাসসাম কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁহার অধিকাংশ গদ্য রচনা গভীর দুঃখ ও একটি বিবদমান মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। আল-মুসতাম্বাত নামে অভিহিত ছন্দশাস্ত্রের একটি পুস্তিকা ইব্‌নু'ল-আব্বার তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাকমিলা, ১৩৩; (২) ইব্‌ন বাসসাম, যাখীরা, ১/২খ, ৩০১-৩৬; (৩) ইব্‌ন সা'ঈদ, মুগ'রিব, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ১খ, ১৪৩-৫; (৪) ঐ লেখক, রায়াত, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., ৭৪-৫/২৩৪-৫; (৫) ইব্‌নু'ল-খাতী'ব, ইহাতা, কায়রো ১৩১৯ হি., ২খ, ২৫০-১; (৬) ইব্‌ন খাকান, মাতমাহ, ৮০; (৭) সাফাদী, ওয়াফী, ২খ, ৮৬; (৮) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, ১৬৭; (৯) ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, ১খ, কায়রো ১৯২৪ খৃ., ৩৮৪-৬; (১০) ইব্‌নু'ল 'ইমাদ আল-ইসফাহানী, খারীদা, পাণ্ডু. দারু'ল--কুতুব, কায়রো ১২ খ, পত্র ৫৪; (১১) কিফতী, মুহ'াম্মাদূন, পাণ্ডু. দারু'ল-কুতুব, পত্র ৩২; (১২) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ৩৩৮-৯ ও নির্ঘণ্ট; (১৩) Dozy, Rechercehes[2], ১খ, ২৫৩-৬; (১৪) Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore ১৯৪৬ খৃ., ১৯৪-৫; (১৫) H. Peres, Andalouse, নির্ঘণ্ট।

H. Mones (E.I.[2])/উম্মে সালমা বেগম

ইব্‌নুল-হান্নাত (ابن الحناط) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আর-রু'আয়নী আল-কুরতুবী আল-কাফীফ, একজন আন্দালুসীয় কবি লেখক। ৫ম/১১শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হিসাবে বিবেচিত হইতেন। তিনি ছিলেন একজন শস্য ব্যবসায়ীর পুত্র (এইহেতু সাধারণত তিনি যে নামে পরিচিত ছিলেন ভুলক্রমে তাহা প্রায়ই ইব্‌নু'ল-খায়্যাত ابن الخياط লেখা হইতে)। বিদ্যার্জনের সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি কর্ডোভার বানূ যাক্‌ওয়ান নামে এক কাদী পরিবারের নিকট ঋণী ছিলেন (দ্র. ইব্‌ন যাক্‌ওয়ান ابن ذكوان)। তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন। জন্মগতভাবে তাঁহারা চক্ষুর গঠন ত্রুটিপূর্ণ থাকায় তিনি অল্প বয়সেই দৃষ্টিশক্তি হারান। তথাপি ইহা তাঁহার ব্যাপক জ্ঞানার্জনে, এমনকি জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর মনোনিবেশে এবং জীবন সায়াহ্নে সাফল্যের সহিত রোগ চিকিৎসার কলা-কৌশল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ৫ম/১১শ শতকের গোড়ার দিকে তিনি হাম্মূদীগণের 'আলী ও আল-ক'াসিম ইব্‌ন হ'াম্মূদ-এর প্রশংসায় কিছু কবিতা রচনা করেন। তাঁহার কিছু কবিতায় আলীপন্থী মানসিকতা পরিলক্ষিত হইলেও ইহা দ্বারা তাঁহাকে শী'আ মতাবলম্বী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হইবে না। অধিকন্তু তিনি উমায়্যা খলীফা তৃতীয় হিশাম কর্তৃক কাতিব (দ্র.) নিযুক্ত হন (৪১৮-২২/১০২৭-৩১)। তাঁহার জীবনীকারদের মতে তর্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগের ফলেই তিনি ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং কর্ডোভা হইতে নির্বাসিত হন। তিনি আলজেসিরাস-এ মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-ক'াসিম ইব্‌ন হ'াম্মূদ (৪২৮-৪০/১০৩৬-৪৮)-এর শরণাপন্ন হন। এখানে তিনি অনেক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। যেমন তিনি

ইব্ন 'আব্বাদ (মৃ. ৪৩৪/১০৪২)-কে অভিনন্দন জানান, আবু'ল-হায্ম জাওহার (মৃ. ৪৩৫/১০৪৩) স্মরণে শোকগাথা রচনা করেন এবং ৪৩৭/১০৪৫ সালে বাদাজোয (দ্র. Aftasids)-এ আল-মুজাফফারের সাক্ষাত লাভের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে ইনতিকাল করেন।

সাহিত্যাঙ্গনে ইব্ন শুহায়দ (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার বিরোধ সর্বজনবিদিত। প্রকৃত প্রস্তাবে দুইজনই পরিপূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী ধারণা পোষণ করিতেন। ইব্নু'ল-হান্নাত এমন এক রচনাশৈলীর সমর্থক ছিলেন যাহা কখনও কখনও বাদী' ও গারীব (بديع وغريب)-এর অপরিমিত ব্যবহার দ্বারা বৈশিষ্ট্যময় হইত। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দীর্ঘ খণ্ড বাক্যে লিখিত তাঁহার ছন্দময় গদ্য এখনও পাঠককে আনন্দ দান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রধান উৎসঃ (১) ইব্ন বাস্সাম, যাখীরা, ১/১খ, ৩৮৩ প., তিনি ইব্ন হায়্যান হইতে উদ্ধৃতি এবং ইব্নু'ল-হান্নাতের কবিতা ও গদ্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। আরো দেখুন (২) ইব্ন সা'ঈদ, মুগ্‌রিব, সম্পা. শাহ্ দায়ফ, পৃ. ১২১-৪; (৩) ইব্ন বাশ্‌কুওয়াল, সিলা, পৃ. ৬৪০; (৪) মাক্কারী, Analectes, সূচী (দ্র. ইব্নু'ল-খায়্যাত); (৫) দাব্বী, বুগ্‌য়া, পৃ. ৬৭; (৬) ইব্নু'ল-আব্বার, তাকমিলা, পৃ. ১২২; (৭) H. Masse, in Mel. rene Basset, i, 256-7; (৮) H. Peres, Poesie andalouse, সূচী।

Ch. Pellat (E.I.²)/মকবুলুর রহমান

ইব্নুল-হানাফিয়্যা (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্নুল-হানাফিয়্যা)

ইব্নুল-হাব্বারিয়্যা (ابن الهبارية) ঃ আবূ য়া'লা আশ-শারীফ নিজামু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালিহ্ আল-'আব্বাসী আল-হাশিমী, সালজূক আমলের একজন 'আরব কবি, 'আব্বাসী যুবরাজ 'ঈসা ইব্ন মূসা (দ্র.)-র বংশধর। তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল তাঁহার কোন এক মাতামহ হাব্বার-এর নামানুসারে। তিনি সম্ভবত পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু পূর্বে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন (আযারবায়জানে জন্মের কথাও বলা হয়)। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার ফলে তিনি হাদীছের বর্ণনাকারী (রাবী)-দের মধ্যে গণ্য হইয়া যান। কিন্তু ধর্মীয় আলোচনার প্রতি কোন আকর্ষণ তিনি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি ঐ সময়ের রংগ-রসিক ব্যক্তি ও ধনী যুবকদের সহিত কুতরাব্বুল (দ্র.)-এর নিশাচক্রগুলিতে যাতায়াত করাকে অগ্রাধিকার দিতেন। এই সকল স্থানে যাতায়াত তাঁহার মধ্যে বিকৃত কামপ্রবণতা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কথার সত্যতা তিনি নিজেই তাঁহার কবিতায় স্বীকার করেন। যাহা হউক, তাঁহার বিশিষ্ট কাব্যিক মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও 'আরবী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহাকে কবিতা রচনায় নিয়োজিত হইবার প্রতি অনুরাগী করিয়া সম্পূর্ণ অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের উদ্দেশে তিনি সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, প্রথমত বাগদাদের জাহীরীদের (দ্র. জাহীর) স্তুতি গান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে এই ধরনের দাসত্বসুলভ তোষামোদী কর্মের অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে তিনি অচিরেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের শত্রুতে পরিণত হন। উদাহরণস্বরূপ যখন ৪৪৮/১০৯১ সালে যুবক ইব্ন জাহীর দ্বিতীয়বারের মত খলীফার উযীর নিযুক্ত হইলেন, তিনি এই পদোন্নতিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এমন এক দারুণ বিদ্রূপাত্মক কবিতার মাধ্যমে যাহা অচিরেই জনগণের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমসাময়িকদের প্রতি তাঁহার আক্রমণাত্মক স্বভাব তাঁহাকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে বাধ্য হইয়া ইসফাহানে গিয়া নিজামু'ল-মুল্ক (দ্র.)-এর সুধীমণ্ডলীতে স্থান লাভের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত নিজামু'ল-মুল্ক তাঁহাকে তাঁহার অনুগামীমণ্ডলী (entourage)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার কর্মকুশলতার অভাবে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের দারুণ রোষে পতিত হন। নিজামু'ল-মুল্ক তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিয়াও শেষ পর্যন্ত ফাকীহ্ সাদ্রু'দ-দীন মুহাম্মাদ আল-খুশান্দীর সুপারিশে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তিনি তাজু'ল-মুল্ক ও মাজ্‌দু'ল-মুল্ক-এর পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একটি কবিতায় তিনি তৎকালীন সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এমনকি খলীফা আল-মুক্তাদী (৪৬৭-৮৭/১০৭৫-৯৪), মালিক শাহ (৪৬৫-৮৫/১০৭২-৯২), নিজামু'ল-মুল্ক ও স্বয়ং তাজু'ল-মুল্কের বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া একসঙ্গে অনেকের শত্রুতা কুড়াইলেন। তাজু'ল-মুল্ক তাঁহাকে স্বীয় আনুকূল্যে পুনর্বহাল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাজু'ল-মুল্কের গুপ্তহত্যার (৪৮৬/১০৯৩) পর অগত্যা ইস্‌ফাহান ত্যাগ করিয়া ইব্ন হাব্বারিয়্যা কিরমানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি উযীর মুকরাম ইব্নু'ল-'আলা', বিশেষত সাল্‌জূক বংশীয় ঈরানশাহ (দ্র.) [রাজত্বকাল ৪৮৯-৪৯৪/১০৯৬-১১০১]-এর উদ্দেশ্যে স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক মাজ্‌দু'ল-মুল্ক-এর নামে উৎসর্গ করিলেন (হি. ৪৮৯ ও ৪৯২-এর মধ্যে)। তাঁহার রচিত নাতা'ইজু'ল-ফিতনা ফী নাজমি কালীলা ওয়া দিমনাঃ (কালীলাঃ ওয়া দিমনা-র কাব্যানুবাদ) এবং আল-হিল্লা-র প্রতিষ্ঠার (৪৯৫/১১০১-২) পর মায়্‌য়াদী সা'দাকা ইব্ন মানসূরকে প্রেরণ করিলেন তাঁহার অন্য গ্রন্থটি আস-সাদিহ্ ওয়া'ল-বাগিম। তখনও তিনি কিরমান ত্যাগ করেন নাই যখন সম্ভবত ৫০৯/১০১৫-৬ সালে (বাস্তবিকপক্ষে ৫০৪/১০১০-১) অতি বৃদ্ধ বয়সে (বলা হইয়া থাকে ৯৫ বৎসর বয়সে) সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ইব্নু'ল-হাব্বারিয়্যা একটি দীওয়ান রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিন বা চারিটি খণ্ডে সমাপ্ত এই দীওয়ান অবশ্যই খুব ব্যাপক হইয়া থাকিবে; কিন্তু ইহার কেবল কিছু উদ্ধৃতাংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা 'ইমাদু'দ-দীন আল-ইসফাহানীর (খারীদাতু'ল-কাস্‌র, পাণ্ডু. Leiden or. 21a) কল্যাণে এখনও টিকিয়া আছে। এই উদ্ধৃতিগুলিতে বেশীর ভাগে স্থান পাইয়াছে سخف (নির্বুদ্ধিতামূলক) ও هجو (বিদ্রূপাত্মক) কবিতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রশংসামূলক কাব্য ও প্রেমকাব্য। 'ইমাদু'দ-দীনের মন্তব্য অনুসারে প্রথমোক্ত দুই প্রকারের কবিতায় কবি ইব্নু'ল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু মনে হয় তিনি তাঁহার আদর্শের মত কৌতূহলোদ্দীপক-ভাবে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কারণ তিনি কোন কোন উপলক্ষে উন্নততর মানের কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। অধিকন্তু তিনি নিজেকে উচ্চ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন প্রচারকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ করিতেন। ইব্নু'ল-হাব্বারিয়্যা প্রকৃতপক্ষে কেবল উল্লিখিত কালীলা ওয়া দিমনা-র রাজায ছন্দে কাব্যানুবাদকই [বোম্বাই ১৩০৪/১৮৮৬ ও ১৩১৭/১৮৯৯, বা'আবদাঃ (লেবানন) ১৯০০; নি'মাতুল্লাহ আল-আসমার, যিনি মূল পাঠে কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন] ছিলেন না, বরং তিনি

কিতাবু'স-সাদিহ্ ওয়া'ল-বাগিম-এরও রচয়িতা ছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি ছিল সর্বমোট ২,০০০ চরণের উরযূজা (রাজায ছন্দে রচিত কবিতা সংগ্রহ)। ইহার সূচনায় ছিল একটি মনোরম গল্প, যাহার একজন নায়ক (চরিত্র) একটি গল্প বলার মাঝে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন একটি গল্পের অবতারণা করে, ইহার পর আছে কালীলা ওয়া দিমনা-র অনুপ্রেরণায় রচিত কতক জন্তু-জানোয়ার বিষয়ক গল্প এবং সর্বশেষে রহিয়াছে কতক নৈতিক উপদেশমূলক অনুচ্ছেদ। উক্ত হইয়াছে যে, রচয়িতা এই গ্রন্থের রচনায় দশটি বৎসর ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং প্রকাশিত হইয়াছে তিনটি সংস্করণঃ কায়রো ১২৯২/১৮৭৫-৬, বৈরূত ১৮৮৬ খৃ., কায়রো ১৯৩৬ খৃ.। ফুলকু'ল-মা'আনী একটি কবিতা সংগ্রহ, দ্বাদশ অধ্যায় বিভক্ত যাহাতে গদ্যে ও কবিতায় রচিত গল্পের সমাবেশ (দ্র. সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী, মিরআতু'য-যামান, পাণ্ডু. প্যারিস ১৫০৫, ২৮১ ক-২৮৪ ক; Barthold, in Zap. Vost. Otd. Imp. Arkh. Obc., xviii, 0144 ff.)। য়াকৃত প্রসঙ্গক্রমে কিতাবু'ল-লাকা'ইত নামে একটি গ্রন্থের নামও (ইরশাদ, ৬খ, ২৯৭) উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সম্ভবত একটি অভিধান ছিল। দাবাখেলা সম্বন্ধে তাঁহার 'উরজূযা" সাদিহ্ গ্রন্থের একটি অংশবিশেষ/খারীদাতু'ল- 'আজা'ইব-এর প্যারিস পাণ্ডুলিপির শেষের দিকে এই উরজূযা পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দ্রঃ (১) সাম'আনী, আন্সাব, ৫৮৭ b; (২) ইব্নু'ল-আন্বারী, নুযহাতু'ল-আলিব্বা', কায়রো ১২৯৪ হি., পৃ. ৪৩৭; (৩) ইমামু'দ-দীন আল-ইসফাহানী, নুসরাতুল- ফাতরা, পাণ্ডু. প্যারিস পৃ. ২১৪৬, ৫৮a, ৬০a, ১০৩a, ১০৪-৫; (৪) য়াকূত, ১খ, ৫৫৫, ৬৯৪, ২খ, ৪৬, ৪খ, ৮০৯; (৫) 'আসক'লানী, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ৩৬৭-৮; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, ২৮৩, ২খ, ৩৮৬-৯, ৪৮৪, ৩খ, ৪৩৫; (৭) ইব্নু'ত-তিক্তাকা, ফাখ্রী, ১খ, ২৬৬-৭; (৮) সাফাদী, ওয়াফী, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ, ১খ, ১২৪, ১৩০-৩; (৯) সারকীস, পৃ. ২৭১-২; (১০) Recueil de textes relatifs a lhist. des Seldj., ২খ., ৬৫ ও নির্ঘণ্ট; (১১) Chauvin, Bibliographie, ২খ., ১৭১-৪; (১২) ফুআদ আল- বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ., ১১৬-৭; (১৩) Brockelmann, I, 252-3, S I, ৪৪০; (১৪) A. Dj. আত-তাহির, আশ-শি'রু'ল-'আরাবী ফি'ল-'ইরাক ওয়া বিলাদি'ল-'আজাম ফি'ল-'আস্রি'স-সালজূকী, বাগদাদ ১৯৬১ খৃ., ১খ, ১২৪-৪৫ ও নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মনোয়ারা বেগম

ইব্নুল-হাবহাব (দ্র. 'উবায়দুল্লাহ ইব্নু'ল-হাবহাব)

ইব্নুল-হায়ছাম (ابن الهيثم) ঃ আবূ 'আলী আল-হ'াসান (মতান্তরে মুহ'াম্মাদ) ইব্নু'ল-হ'াসান (মতান্তরে আল-হুসায়ন) ইব্নি'ল-হায়ছ'াম আল-বাস্রী আল্-মিসরীকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গ্রন্থে আলহাযেন (Alhazen), আভেন্নাছান (Avennathan) ও আভেনেতান (Avenetan) বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। তিনি 'আরবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ এবং নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে।

যতদূর জানা যায়, ইব্নু'ল-হায়ছ'াম ৩৫৪/৯৬৫ সালে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য এই তারিখ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার জন্ম ৩৫৫/৯৬৫-৬৬ সালে। এই সময়ে বাগদাদে খলীফা ছিলেন আল মুতী' লিল্লাহ (৯৪৬-৭৪ খৃ.)। বসরা জন্মস্থান বলিয়া ইব্নু'ল-হায়ছ'ামের নামের সঙ্গে আল-বাস্রী নিস্বাটিও সংযুক্ত হয়। তিনি বসরাতেই শিক্ষালাভ করেন এবং সেখানেই সরকারী রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চাকুরীরত অবস্থাতেই বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ফলে সরকারী কার্যে অন্যমনস্কতার অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। বরখাস্ত হওয়ার পর তিনি জ্ঞানান্বেষণের জন্য তখনকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত নানা স্থান পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি প্রকৌশল বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং ঐ বিষয়ে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি মিসরের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেখানকার নীল নদের উপর বাঁধ দিয়া নদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং তদনুযায়ী একখানি নকশাও প্রস্তুত করেন। এই সময়ে মিসরের খলীফা ছিলেন ফাতি'মী বংশের আল-হাকিম (৩৮৬-৪১১/৯৯৬-১০২১)। ইবনুল হায়ছাম নকশাটি খলীফা আল-হাকি'মের নিকট প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁহাকে মিসরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন।

ইব্নু'ল-হায়ছাম মিসরে আসিয়া নীল নদ পর্যবেক্ষণ করেন এবং বর্তমানে যে স্থানে আসওয়ান বাঁধ স্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানই বাঁধের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই অনুসারে পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি দ্বারা তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং খলীফাকেও সে কথা জানাইয়া দেন।

খলীফা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তখনকার মত বৈজ্ঞানিককে রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত করেন। চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও খলীফার ক্ষোভ ও খামখেয়ালী মরজীর কথা মনে করিয়া বৈজ্ঞানিক স্বস্তি পাইতেছিলেন না। সুতরাং কিছুদিন চাকুরী করার পর মস্তিষ্ক বিকৃতির ভান করিয়া অনুপস্থিত রহিলেন। খলীফা তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিলেন। খলীফার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই অবস্থায়ই জীবন যাপন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপান্তরিত করা অসম্ভব বলিয়া জানাইয়া দিয়া গোপনে মিসর ত্যাগ করিয়া সিরিয়া চলিয়া যান এবং খলীফার মৃত্যুর পর পুনরায় মিসরে ফিরিয়া আসেন।

যাহা হউক, ইহার পর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত মিসরেই বাস করেন। এই সময়ে কোন চাকুরী গ্রহণ না করিয়া নকলনবিসি পেশা অবলম্বন করেন। তাঁহার হস্তলিপি ছিল খুবই সুন্দর। জ্ঞানানুরাগিগণ তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির জন্য তাঁহা দ্বারা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সকল নবিসি কার্যের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এমনিভাবেই তাঁহার জীবনের শেষ ১৯/২০ বৎসরে অনেক কয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪৩০/১০৩৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইব্নু'ল-হায়ছাম বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে এই পর্যন্ত তাঁহার ১৮২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশের নানা লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি বর্তমান রহিয়াছে। ইস্তাম্বুলের অধ্যাপক ইসমাঈল পাশা (মৃ. ১৯০২ খৃ.) বিষয় অনুযায়ী ইব্নু'ল-হায়ছ'ামের গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সংখ্যা হইলঃ (১) অংকশাস্ত্র ২৫; (২)

জ্যোতির্বিজ্ঞান ২৩; (৩) ন্যায়শাস্ত্র ১৫; (৪) পদার্থ বিজ্ঞান ১১; (৫) দর্শন ১১; (৬) মনোবিজ্ঞান ৬; (৭) ভূগোল বিজ্ঞান ৬; (৮) প্রাণি বিজ্ঞান ৩; (৯) রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান ৩; (১০) চিকিৎসা বিজ্ঞান ২; (১১) সাহিত্য ২; (১২) ক্ষেত্রতত্ত্ব ২; (১৩) যুদ্ধ বিজ্ঞান ১; (১৪) হস্তলিপিবিদ্যা ১; (১৫) ধর্মশাস্ত্র ১; (১৬) রসায়ন বিজ্ঞান ১; (১৭) জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) (১৮) জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of knowledge) ১। ইহা ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলি নানা বিষয় লইয়া লিখিত।

এই তালিকাকে কিছুতেই সঠিক বলা চলে না। ইব্ন আবী উসায়বি'আ বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াই অঙ্কশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয়ের গ্রন্থের সংখ্যা হইল ৪১ এবং ইহার মধ্যে জ্যামিতির সংখ্যাই হইল ২৬। অধ্যাপক ইসমা'ঈল ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে ১ খানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইব্ন আবী উসায়বি'আর তালিকায় ৩ খানা ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ১৩ খানা পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতির ২১ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল গ্রন্থের অনেক কয়টিই আকারে ক্ষুদ্র। তাঁহার বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে গ্রীক গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করিয়া টলেমী সম্বন্ধে। তিনি টলেমীর গ্রন্থ অধ্যয়ন, সম্পাদনা ও সমালোচনা করেন [দ্র. Pines, Congres Int. Hist. des Sciences, x (1962) ও M. Schramm, Ibn al-Haythams Wey Zur Physik, 1963, bibliographical lists, iii, 38 এবং iii, 64]।

সৃষ্টির জগতে ইব্নু'ল-হায়ছামকে যাহা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইল বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার অবদান। ইহার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান ও তৎসঙ্গে বিজড়িত সমস্যা সম্বন্ধে অবদান শুধু সে যুগেই বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, এ যুগের বৈজ্ঞানিকদেরও বিস্ময়াভিভূত করিয়াছে! এই বিংশ শতাব্দীতেও তাঁহার এই সমস্ত সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকগণ horribly Prolix বলিয়া অভিহিত করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আল্লেন (Prof. J. F. Allen F. R. S.)-এর কথায় Al-Hazen could be said to have a 20th century mind in a 10th century setting. এই শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞান ঐতিহাসিক অধ্যাপক সারটনের কথায় Ibn al-Haitham is the greatest Muslim physicist and one of the greatest students of Optics for all times who must also be rated among the most prodigious figures in the world of Scholarship.

'আলো সম্বন্ধে তাঁহার কিতাবু'ল-মানাজির গ্রন্থে প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মতবাদ বিজ্ঞান জগতকে সঠিক পন্থার সন্ধান দেয়। তাঁহার পূর্বে ইউক্লিড, এরিস্টোটল, টলেমী প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানী-দার্শনিকগণ প্রচার করেন যে, আলোর রশ্মি কোন বস্তুর উপর পতিত হইলেই বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। এই মতবাদটি স্বতঃসিদ্ধ তথা অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। ইব্নু'ল-হায়ছাম সর্বপ্রথম তাঁহার কিতাবু'ল-মানাজির গ্রন্থে এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু হইতে আলোর রশ্মি চোখের উপর পতিত হইলেই সেই বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। ইব্নু'ল-হায়ছামের মতবাদটি পরবর্তী কালে বিজ্ঞান জগতে সঠিক মতবাদ বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আল-বীরূনী ও ইব্ন সীনাও এই মতবাদ পোষণ করিতেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রসর হন নাই। ইব্নু'ল-হায়ছামের কিতাবু'ল-মানাজির পরবর্তী কালে Greater work than those of Euclid and Ptolemy বলিয়া স্বীকৃতি পায়। অধ্যাপক সারটনের মতে, "Kitab al-Manazir must be listed among the listed Classics, indeed it influenced scientific thought for six centuries"।

ইব্নু'ল-হায়ছাম আলোর প্রবাহ, আলোর সহিত বিভিন্ন রংয়ের সম্পর্ক, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং সেইজন্য নানাবিধ দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সেইগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এইভাবে তিনি ইউক্লিড ও টলেমীর বহু মতবাদ সংশোধন ও সম্প্রসারণ করেন। ইউক্লিডের মতে আলোর প্রতিফলন (angle of incidence) সমান। ইব্নু'ল-হায়ছাম ইহার সঙ্গে সংযোজন করেন যে, আপতিত কোণ প্রতিফলিত কোণ ও আপতন তলের উপরকার লম্ব (normal-a line Perpendicular to the surface) একই সমতলে অবস্থিত। টলেমীর মতে দুইটি বিভিন্ন মাধ্যমে (যেমন বাতাস ও পানি) আলোর প্রতিসরণের সময় আলোর পথ যে আপতন ও প্রতিসরণ কোণ সৃষ্টি করে তাহাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রহিয়াছে। ইব্নু'ল-হায়ছাম প্রমাণ করেন যে, এই নিয়ম শুধু ক্ষুদ্র কোণ ১৫° হইতে ২০° কোণের বেলায়ই প্রযোজ্য। আপতন কোণ ইহার অপেক্ষা বেশী হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না, অনুপাতও পরিবর্তিত হইবে। ১৭শ শতাব্দীতে অধ্যাপক স্নেল (Prof. Wilbord Snell, d. 1650) প্রমাণ করেন যে, আল-হায়ছামের সিদ্ধান্ত সঠিক। তবে এই দুই কোণের সাইন অনুপাত (Ratio of Sines) একটি নিত্যাঙ্ক (Constant)। ইহা বর্তমানে Snell's Law নামে পরিচিত। বলা যায় যে, এই দুইটি কোণের মধ্যে যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা ইব্নু'ল-হায়ছামের নজর এড়াইয়া যায় এবং প্রায় ছয় শত বৎসর লাগে সেই সম্বন্ধটি আবিষ্কার করিতে।

একটি হাল্কা স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে অপেক্ষাকৃত ভারী আর একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় আলোর যে প্রতিসরণ বা দিক পরিবর্তন হয় ইব্নু'ল-হায়ছামের মতে তাহা হয় বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর গতিবেগের তারতম্যের কারণেই। বর্তমানেও ইহা সঠিক বলিয়া গৃহীত। তিনি নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত করেন, যে পথে গেলে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়, আলো সেই পথই (Optical path) অবলম্বন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ফারমাট (Prof. Pierre de Fermat, মৃ. ১৬৬৫ খৃ.) ১৬৫৮ খৃ. এই সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক রূপ দেন তাঁহার ন্যূনতম সময়ের (Principle of Least time) প্রস্তাবনায়। তিনি ইহার জন্য বিজ্ঞান জগতে বিশেষ স্বীকৃতি পান। ইব্নু'ল-হায়ছাম এই সকলের গোড়াপত্তন করিলেও শেষ পর্যন্ত আগাইয়া যান নাই।

তাঁহার যে সমস্ত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত, এইগুলির মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) মাকালা ফী ইসতিখ্রাজ সামাতি'ল-কিব্লা [তু. C. Schoy, Abhandlung uber die Bestimmung der Richtung der Qibla, in ZDMG, lxxv (1921),

242-53], ইহাতে তিনি কোট্যানজেন্ট (Cotangent-কট) সূত্র প্রমাণ করেন ঃ

$$\text{Cotg. } \alpha = \frac{\text{Sin } \varphi 1, \cos. (\lambda 2 - \lambda 1) - \cos. \varphi 1 \text{ tg. } \varphi^2}{\text{Sin. } (\lambda 2 - \lambda 1)}$$

(২) মাকালা ফী হায়'আতি'ল-'আলাম, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ, এই গ্রন্থের দুইটি হিব্রু অনুবাদ, তিনটি ল্যাটিন অনুবাদ, একটি জে. এম. মিলাস (J. M. Millas) কর্তৃক সম্পাদিত Las traducciones orientales..., 285-312, একটি ফারসী ও একটি ক্যাস্টিলিয়ান ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালের আবু রুশ্দ, আল-কাযবীনী ও Peurback প্রমুখ লেখকের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে (তু. W. Hartner, The Mercury Horoscope, ১২২-৩৫)। (৩) কিতাবু ফি'ল-মানাজির বা কিতাবু'ল-মানাজির গ্রন্থখানি যে পদার্থবিদ্যার অন্যতম শাখা আলোক বিজ্ঞানে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধেও উচ্চাঙ্গের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক কামালু'দ-দীন আল-ফারিসী (মৃ. আনু. ৭২০/১৩২০) এই গ্রন্থের একখানি সাবলীল ভাষ্য প্রণয়ন করেন (সং হায়দরাবাদ ১৩৪৭-৮/১৯২৮-৩০)। গ্রন্থখানি Thesaurus Opticus নামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এবং ১৫৭২ খৃ. Basle হইতে F. Risner কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের পঞ্চম মাকালায় ইব্নু'ল-হায়ছামের গাণিতিক প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। ইহাতে তিনি বর্তমানে তাঁহার নামে পরিচিত উপপাদ্যটির প্রমাণ করেনঃ A ও B দুইটি বিন্দু O কেন্দ্র এবং R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমতলে অবস্থিত। বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু M নির্ণয় করিতে হইবে—যেখানে A হইতে নির্গত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া B বিন্দুর ভিতর দিয়া গমন করিবে। ইব্নু'ল-হায়ছামের প্রদত্ত প্রমাণ যাহা খুবই জটিল, চার মাত্রার একটি সমীকরণের সৃষ্টি করে এবং উহা একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত ও একটি বৃত্তের ছেদ দ্বারা সমাধান করা হয়। পরবর্তী কালে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এই সম্পাদ্যটির প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু গাণিতিক পদ্ধতির অভাবে তিনি উহাকে যান্ত্রিকভাবে সমাধান করেন। C. Huygens (মৃ. ১৬৯৬ খৃ.) শেষ পর্যন্ত ইহার সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সহজ প্রমাণ দেন (তু. Encyclopaedia delle matematiche elementari, i/2, 388-9); (৪) মাকালা ফী দাও'ই'ল-কামার (مقالة فى ضوء القمر) ইহা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, কারণ ইহাতে আলোক, বর্ণ ও নভোমণ্ডলীয় গতি সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; (৫) ফি'ল-মারায়া'ল-মুহ্‌রিকা বি'দ-দাওয়া'ইর (তু. Schramm, ii, 18 ও iii, 8) E. Wiedemann কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত, Bibliotheca Mathematica, x (1910), 293-307; (৬) ফি'ল-মারায়া'ল-মুহরিকা বি'ল-কুতু', গ্রন্থখানি পরাবৃত্তাকার আয়না সম্বন্ধে লিখিত [J. L. Heiberg and E. Wiedemann কর্তৃক অনূদিত, Bibliotheca Mathematica, x (1910), 201-37]; (৭) ফী আন্না'ল-কুরাঃ আওসা'উ'ল-আশকালি'ল মুজাস্‌সামা আল্লাতী ইহাতুহা মুতাসাবিয়া ওয়া আন্না'দ-দা'ইরা আওসা'উ'ল-আশকালি'ল-মুসাত্তাহা আল্লাতী ইহাতুহা মুতাসাবিয়া (فى ان الكرة اوسع الاشكال المجسمة التى احاتها متساوية وان الدائرة اوسع الاشكال المسطحة التى أحاتها متساوية) H. Dilgan কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত এবং ভাষ্যকৃত (Actes IX^{e} Congres Internat. d'Hist. des Sciences, 1959, 453-60)। এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে, একই বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত দুইটি সুষম বহুভুজের মধ্যে যাহার বাহু সংখ্যা বেশী, তাহার তল ও পরিসমাপ্তি বেশী; (৮) ফী কায়ফিয়্যাতি'ল-ইযলাল [E. Wiedemann কর্তৃক সংক্ষেপিত অনুবাদ, in SBPMS Erlg., xxxix (1907), 226-48]; (৯) ফী আছারিল্লাযী ফি'ল-কামার (Carl Schoy কর্তৃক অনূদিত,'Hanover ১৯২৫ খৃ.); (১০) ফি'দ-দাও' J. Haarmann কর্তৃক সম্পাদিত এবং Adhandung uber des Licht নামে জার্মান ভাষায় অনূদিত, in ZDMG, xxxvi (1882), 195-237 এবং কায়রো ১৯৩৬ খৃ. পুনঃপ্রকাশিত; (১১) ফি'ল-মাকান [E. Wiedmann কর্তৃক সংক্ষেপিত অনুবাদ, in SBPMS Erlg., xli (1909), 1-25], ইহার সহিত পরবর্তী বইটির কোন সম্পর্ক নাই; (১২) ফি'ল-মাকান ওয়া'য-যামান (তু. Schramm, ii, 2 ও iv, 68)। ইহা Prof. Schramm কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত; (১৩) ফী ইরতিফা'ই'ল-কুতব [অনু. Carl Schoy, in De Zee, x (1920), 586-601]; (১৪) ফী সূরাতি'ল-কুসূফ [ই. উইডম্যান কর্তৃক অনূদিত, in SBPMS Erlg., xlvi (1914), 155-69] পুস্তকে সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য Camera obscura ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে; (১৫) ফী ইসতিখরাজ মাসআলা আদ-দিয়া [E. Wiedemann কর্তৃক ১৯০৯ খৃ. অনূদিত, in SBPMS, Erlg. xli (1909), 11-13]; (১৬) Cremona-এর Gerard কর্তৃক একখানা গ্রন্থঃ Liber de crepusculis et nubium ascensionibus নামে অনূদিত হয়। De crepusculis নামীয় গ্রন্থটির সহিত প্রকাশিত হয় (লিসবন ১৫৪২ খৃ.) ও Risner কর্তৃক "Thesaurus" পুস্তকের পরিশিষ্ট হিসাবে পুনর্মুদ্রিত; (১৭) ফি'ল-মা'লূমাত [অংশবিশেষ L. A. Sedillot কর্তৃক অনূদিত; in JA, xxii (1834), 435-58]; (১৮) ফী তারবি'ই'দ-দা'ইরা, H. Suter কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, Zeitsch. fur Mathematik und Physik. Hist. Abt., xlvi (1899), 33-47; (১৯) ফী মিসাহতি'ল-মুজাস্‌সাম (আল-জিস্‌ম) আল-মুকাফী', অনু. H. Suter, in Biblio-theca Mathematica, xii (১৯১২ খৃ.), ২৮৯-৩৩২; (২০) ফি'শ-শাফাক, প্রদোষ সম্বন্ধে গ্রন্থ; Cremona-এর Gerad কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এবং ১৫৪২ খৃ. লিসবন হইতে প্রকাশিত; (২১) ফী শাকলি বানী মূসা, E. Wiedmann কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত; (২২) ফী উসূলি'ল-মিসাহা, E. Wiedmann কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত; (২৩) ফী আদওয়া'ই'ল-কাওয়াকিব (فى اضواء الكواكب), E. Wiedmann কর্তৃক ১৯১৪ খৃ. জার্মান ভাষায় অনূদিত।

উল্লেখ্য যে, ইব্নু'ল-হায়ছাম ইহাও প্রমাণ করেন যে, জ্যোতির্বিদ্যায় গোধূলি শুরু অথবা শেষ হয় যখন সূর্যের উচ্চতা ১৯°-তে পৌঁছায় এবং সেখান হইতে শুরু করিয়া তিনি বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা ৫২,০০০ পাদ (Pace) বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। তিনি বায়ব প্রতিসরণের সঠিক ব্যাখ্যা দান করেন, দিগন্তের কাছে চন্দ্র ও সূর্যের আনাত ব্যাসের বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি গোলকীয় অপেরণ আবিষ্কার করেন; কিন্তু তিনি তীব্র বক্রতা

(Caustic curve) বিবেচনা করেন নাই। তিনি দেখান যে, ছায়াপথ পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং ইহা বায়ুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ ইহার কোন লম্বন নাই। গণিতের জগতে তিনি আল-মাহানীর সম্পাদ্যটি সুন্দরভাবে সমাধান করেন। ম্যাজিক স্কোয়ার (magic squares) সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন এবং বাণিজ্যিক গণিতেও কিছু অবদান রাখেন [তু. E. Wiedemann, Uber eine besondere Art des Gesellscha-ftsrechens......,SBPMS Erlg., lviii (1928) 191-96].

তাঁহার "রিসালা ফী সিনা'আতি'শ-শি'র মুমতাবিজা মিনা'ল-য়ূনান্নী ওয়া'ল-'আরাবী" গ্রন্থে ইব্নু'ল-হায়ছ'াম সম্ভবত গ্রীক স 'আরবী সাহিত্য-সমালোচনার ধারার সংযোগ সাধন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত পুস্তক ছাড়াও দ্রষ্টব্যঃ (১) Brockelmann, I, 469, S I, 851; (২) Sarton, Introduction to the History of Science, I, 721; (৩) Steinschneider, Aven Natan e la teoria dell' origine della luce lunare e delle stelle, in Bull. di bibiliogr. e di storia delle scienze matematiche e fis che, i, Rome 1868, 33-40; (৪) মুস্তাফা নাযীফ বেক, ইব্নু'ল-হায়ছ'াম ওয়া বুহূছুহু ওয়া কুশূফুহু'ন-নাজারিয়্যা, কায়রো ১৯৪২-৪৩ খৃ., ২ খণ্ডে; (৫) H. J. J. Winster, The optical researches of Ibn al-Haytham, in Centaurus, iii, (1954), 190-210; (৬) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ১২৮-৩০; (৭) Vaux, Baron Carra de Ibn al-Haitham; (৮) Max Meyerhoff, The Legaey of Islam; (৯) Dempier, Welham, A. Short History of Science; (১০) Dunlop D. M., Arab Civilization to 1500 A. D.; (১১) Mason, Stephen, F, A History of the Sciences; (১২) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আনবা' ফী তাবাক'াতি'ল-আতিব্বা, সম্পা. Muller, ২খ, ৯০-৯৮; (১৩) Richtencye, Introduetion to Modern Physics; (১৪) আল-কিফতী, তা'রীখু'ল-হুক'ামা', সম্পা. Lippurt, পৃ. ১৬৫; (১৫) A. Mackenzie, A. E, The Major Achievement of Science; (১৬) Mich, Aldo, La Science Arabe; (১৭) Hall A. R., The Scientific Revolution; (১৮) Myers E. A., Arabic Thought and the Western World; (১৯) দা.মা.ই., ১খ, ৭৩০-২; (২০) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, বৈরূত ১৪০২/১৯৮২, ৬খ, ৬৬-৮।

J. Vernet (E.I.²)/এম. আকবর আলী ও
এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

ইব্নুল-হাসান আন-নুবাহী (দ্র. আন-নুবাহী)

ইব্নুশ-শাজারী আল-বাগ্দাদী (ابن الشجرى البغدادى) ঃ আবু'স্-সা'আদাত হিবাতুল্লাহ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'ামযা হযরত 'আলী (রা) ইব্ন আবী তালিবের একজন বংশধর (এইজন্য তাঁহাকে আশ্-শারীফু'ল-হ'াসানী আল-'আলাবী বলা হয়), বাগদাদের একজন ব্যাকরণবিদ ও কবি। তাঁহার জন্ম রামাদান ৪৫০/নভেম্বর ১০৫৮ সনে। অনেক শিক্ষকের নির্দেশনাধীনে পুরুষাঙ্গ ক্রমিক বিদ্যা শিক্ষার পর [তাঁহার ছাত্র ইব্নু'ল-আন্বারী (দ্র.) কর্তৃক তাঁহার নুযহা গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত তাঁহার ব্যাকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত 'আলী (রা) পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন শিক্ষকের তালিকা দ্রষ্টব্য] তিনি ৭০ বৎসর যাবত ব্যাকরণ শাস্ত্রের শিক্ষকতা করেন। একই সময়ে তিনি তাঁহার বাসভূমি আল-কার্খ-এর অন্তর্গত তালিবীস-এর নাকীবের সহকারী (না'ইব) ছিলেন। তিনি রামাদান ৫৪২/ফেব্রুয়ারী ১১৪৮ সনে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার গৃহেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

৪৮টি অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সমষ্টি গ্রন্থটিই 'আমালী' নামে পরিচিত এবং ইহাই তাঁহার প্রধান রচনা (সং হায়দরাবাদ ১৩৪৯ হি.) যাহা ইব্নু'ল-খাশ্শাব (দ্র.)-এর সহিত আলোচনা প্রসংগে রচিত তাঁহার ইন্তিসার-এর দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তিনি একটি হামাসারও (সম্পা. Krenkow, হায়দরাবাদ ১৩৪৫ হি, কায়রো ১৩০৬ হি., মুখতারাত শু'আরা'ই'ল-'আরাব শীর্ষক) সংকলক ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে ইব্ন জিন্নী (দ্র.)-র লুমা'-এর একটি ভাষ্য এবং মা'ত্তাফাকা লাফজুহ ওয়া'খ্তালাফা মা'নাহ্" শীর্ষক একটি নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গাযাল আকারের কবিতা, স্তুতিবাদ ও মারছিয়্যা কবিতাসমূহে বিশেষ কোন মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আন্বারী, নুযহা (শেষ জীবনে রচিত); (২) য়াকূত, উদাবা', ১৯খ, ২৮২-৪; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, নির্ঘণ্ট, দ্র. শিরো.; (৪) সুয়ূতী, বুগ্য়া, ৪০৭-৮; (৫) Brockelmann, S I, 493; (৬) F. Krenkow, in JRAS, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৯৬-১০০; (৭) ফুআদ বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল্-মা'আরিফ, ৩খ, ২৫২।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্নুশ-শালমাগানী (দ্র. মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আশ-শালমাগানী)

ইব্নুশ্-শাহীদ (ابن الشهيد) ঃ আবূ হ'াফ্স 'উমার আত-তুজীবী, ৫ম/১১শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব। তিনি আলমেরিয়ার শাসক আল-মু'তাসিম ইব্ন সুমাদিহ-এর স্তুতিকাব্য রচয়িতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার জীবন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইব্ন বাস্সাম তাঁহার যাখীরা গ্রন্থে (১/২খ, ১৮০-২০০) তাঁহার সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন সা'ঈদও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন বর্ণনায় না যাইয়া মুগ্রিব (সম্পা. শাওকী দায়ফ, ২খ, ২০৯-১০)-এ কেবল তাঁহার বিষয় উল্লেখ করেন।

কবি হিসাবে ইব্নু'শ-শাহীদ বিশেষ খ্যাতির দাবিদার না হইলেও সমকালীন বহু উদীয়মান কবির অন্যতম ছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি একজন গদ্য রচয়িতা হিসাবেও গুরুত্বের দাবিদার। তবে ইহা বিচার করিবার সুযোগও ইব্ন বাস্সাম কর্তৃক পেশকৃত একটি রিসালা ও একটি মাকামা-তে (শেষোক্তটি আংশিক বিদ্যমান) সীমাবদ্ধ। মাকামাটিতে ললিত ছন্দোবদ্ধ গদ্যে অতিরিক্ত অলংকার ব্যবহার ব্যতিরেকে একটি ছোট গল্পের ধারায় বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। তবে ভাব ও গঠনের ব্যাপারে ইহা প্রাচ্যের মাকামা-র উচ্চাংগ রচনাবলী হইতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল বিবরণে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও দ্র. (১) হুমায়দী, জাযওয়াতু'ল-মুক্তাবিস, কায়রো ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৮৩-৪; (২) দাব্বী, বুগ্য়া, নং ১০৬৫; (৩) H. Peres, Poesie andalouse, পৃ. ৩৭, ৮৩, ৩৬৮ (বইটিতে ইব্ন সুহায়দের স্থলে ইব্নু'স-সাহীদ পড়িতে হইবে

এবং ইব্ন শুহায়দের সহিত তাঁহার সম্পর্কিত হওয়ার বরাতটি উপেক্ষণীয়); (৪) F. de la Granja. Los fragmentos en prosa de Abu Hafs Umar Ibn al-Sahid, আল আন্দালুস-এ, ২৫ খ. (১৯৬০ খৃ.), ৭১-১২।

F. de La Cranja (E.I.2)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইব্নুশ্-শিহ্না (ابن الشحنة) ঃ মুহিব্বু'দ-দীন আবু'ল-ফাদ্ল মুহাম্মাদ জ. ১৪০২-১৪০৫, ৮৬৬/১৪৬৩ হইতে ৮৭৬/১৪৭১ পর্যন্ত কায়রোর প্রধান হান্াফী কাদী; ইনতিকাল ৮৯০/১৪৮৫ সালে। তিনি আলেপ্পোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্যভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ মাহমূদ আল-খুতলুকী বা ইব্নু'ল-খুতলূ নামীয় একজন মুক্তদাস ছিলেন, যিনি ৬১৬/১২১৯ সনের দিকে আয়্যূবী শাসক আল-মালিকু'ল-'আযীযের আলেপ্পোর কাদী ছিলেন এবং আলেপ্পো দুর্গের মসজিদের অনুকূলে একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্মরণীয় হইয়া আছেন। উক্ত মসজিদের স্মৃতিফলক হিসাবে ৮১১/১৪০৮ তারিখের একটি উৎসর্গপত্র এখনও বিদ্যমান। তিনি নিজে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে "আদ-দুরারু'ল-মুনতাখাব ফী তা'রীখ মামলাকাতি হালাব" (الدرر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب) শিরোনামে আলোপ্পো ও উত্তর সিরিয়ার বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থটি। ইহা ('ইয়যু'দ-দীন) ইব্ন শাদ্দাদ (দ্র.) কর্তৃক পূর্বে রচিত গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ। J. Sauvaget উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থটির রচয়িতারূপে তাঁহার নামে সন্দেহ প্রকাশ ভিত্তিহীন। কেননা লেখক নিজে তাঁহার পিতা কর্তৃক ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জ ঃ (১) Brockelmann, II, ৫৩, SII, ৪০; (২) J. Sauvaget, "Les perles choisies", d'Ibn ach-Chichna, বৈরূত ১৯৩৩ খৃ., ভূমিকা; (৩) E. Herzfeld, Materiaus pour un Corpus inscriptionum arabicarum ২খ., Syrie du nord, Inscriptions et monuments d'Alep, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ১৩০-১।

D. Sourdel (E.I.2)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইব্নুস-সা'আতী (ابن الساعاتى) ঃ (ঘড়ি প্রস্তুতকারকের পুত্র), পূর্ণ নাম ফাখ্রুদ-দীন রিদওয়ান (অথবা রুদওয়ান) ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন রুস্তাম আল-খুরাসানী, দামিশ্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন যিনি দামিশ্কে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার পিতা একজন দক্ষ ঘড়ি প্রস্তুতকারক ছিলেন, তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হইতেছে দামিশ্কে'র জামি' মসজিদের প্রবেশ-পথের ঘড়িসমূহ, তিনি যাঙ্গী বংশীয় আল-মালিকু'ল-'আদিল নূরু'দ-দীন মাহমূদ (মৃ. শাওওয়াল ৫৬৯/মে ১১৭৪) কর্তৃক এই কাজে নিয়োজিত হন। তাঁহার পিতা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইব্নু'স-সা'আতী একজন চিকিৎসক ও সুদক্ষ সাহিত্য বিশারদ ছিলেন। যুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য দার্শনিক বিষয়েও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। অধিকন্তু ঘড়ি প্রস্তুতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সুদক্ষ। প্রথমত তিনি আল-মালিকু'ল-ফা'ইয ইব্নু'ল-মালিক আল-'আদিল মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যূব (সালাহু'দ-দীনের ভাগিনা)-এর উযীর ছিলেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আল-মালিকু'ল-মু'আজ্জাম ইব্নু'ল-মালিক আল-'আদিল (মৃ. ৬২৪/১২২৭) সনের উযীর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দামিশকে ৬২৭/১২৩০ সনের দিকে ইনতিকাল করেন। ঘড়ি প্রস্তুত সংক্রান্ত তাঁহার একখানি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান, রিসালা ফী 'আমালি'স-সা'আত ওয়া ইসতি'মালিহা (E. Wiedemann ও Fritz Hauser-কৃত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, Uber aie Uhren im Bereich der islamischen Kultur, in Nova acta academiae naturae curiosorum, c (1915), 176-267), যাহাতে তিনি প্রথমত তাঁহার পিতার ঘড়ি সম্পর্কে বলিয়াছেন, যাহা তিনি মেরামত ও উৎকর্ষ সাধন করেন।

তাঁহার ভ্রাতা বাহা'উ'দ-দীন আবু'ল-হ'াসান 'আলী, তিনিও ইব্নু'স-সা'আতী নামে একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন যাঁহার 'দীওয়ান' A. E. Khuri সম্পাদনা করেন (বৈরূত ১৯৩৮-৯ খৃ.)। তিনি ৬০৪/১২০৭ সালের দিকে কায়রোতে ইনতিকাল করেন; তাঁহার বিস্তৃত জীবনীর জন্য দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, নং ৪৮৯।

হানাফী ফাকীহ মুজাফফারু'দ-দীন আহমাদ ইব্ন 'আলী আল-বাগদাদী (মৃ. ৬৯৪/১২৯৫)-কে এই একই নাম (ইব্নু'স-সা'আতী) দেওয়া হইয়াছে। তিনি বহুল ব্যবহৃত ফিক্হশাস্ত্রের সারসংক্ষেপ মাজমা'উ'ল-বাহ্রায়ন ওয়া মুলতাকা'ন-নায়্যিরায়ন গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। গ্রন্থটি ছিল আল-কুদূরী (দ্র.)-র মুখতাসার এবং আন-নাফাসী-এর মানজূমা গ্রন্থের একটি অভিযোজন; বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. তাবাকাতু'ল-হানাফিয়্যা, সম্পা. Flugel, ৪।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ২খ, ১৮৩; (২) Suter, Abhand. z. Gesch. d. Mathem. Wissench., ১০খ, ১৩৬, ১৪খ, ১৭৪; (৩) ঘড়ি ও মুসলিমদের ঘড়ি প্রস্তুত সম্পর্কে দেখুন E. Wiedemann, Beitrage zur Gesch. d. Naturwissensch., iii, v, vi, x, in Sitzungsber. physmediz. Soz. Erlangen, xxxvii (1905), xxxviii (1906); (৪) Brockelmann, I, 256, 382-3, 473; S I, 456, 658, 866; (৫) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ii, 631-2; (৬) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen den Araber, পৃ. ১৩৬, ১৭৪, ২১৮।

H. Suter-[J. Vernet] (E.I.2)/মোঃ রেজাউল করিম

ইব্নুস-সাইগ আল-'আরূদী (ابن الصائغ العروضى) ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হ'াসান ইব্ন সিবা' আল-জুযামী, যিনি ইব্ন শায়খি'স-সালামিয়্যা নামেও পরিচিত; কবি, ব্যাকরণবিদ ও শব্দকোষ সংকলক; জ. ৬৪৫/১২৪৭ সনে দামিশ্কে এবং মৃ. সেখানে আনুমানিক ৭২২/১৩২২ সালে। ইব্নু'স-সা'ইগ স্বর্ণকার পাড়ার একটি দোকানে ব্যাকরণ, ছন্দ প্রকরণ ও রম্য রচনা শিক্ষা দিতেন। তিনি বেশ কিছু সংখ্যক টীকার লেখক এবং বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্তকারক (ইব্ন দুরায়দের মাকসূরা-র ব্যাখ্যা আল-জাওহারীর সিহাহ্-এর একটি সংক্ষিপ্তসার, ইব্ন খারূফ ও আস-সীরাফী কর্তৃক প্রদত্ত সীবাওয়ায়হ্-এর কিতাবের ব্যাখ্যাসমূহের একটি সংক্ষিপ্তসার (কারাবিয়্যীনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি) প্রভৃতিসহ একটি মাক'ামা বিশিষ্ট বড় দীওয়ানের সংক্ষিপ্তকারক ছিলেন। শেষোক্তটিতে তিনি স্বীয় শহর হইতে অনেক দূরে থাকায় স্বদেশের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংকলন বিখ্যাত যাহরিয়্যাসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুতুবী, ফাওয়াত দ্র.; (২) সাফাদী, ওয়াফী, ২খ, ৩৪০; (৩) হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৯৫; (৪) কাহ্হালা, ৯খ, ১৯২; (৫) ফুআদ, বুস্তানী, DM, iii, 281-2 ,ইব্ন সা'ইগ নামে পরিচিত অন্যান্য ব্যক্তির জন্য দ্র. DM, iii, 281-282।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/এম. আলী আসগর খান

ইব্নুস-সা'ঈ (ابن الساعى) ঃ আবূ-তালিব তাজু'দ-দীন 'আলী ইব্ন আন্জাব ছিলেন ইরাকের একজন ঐতিহাসিক (১৪ শা'বান, ৫৯৩/২ জুলাই, ১১৯৭-২০ রামাদা'ন, ৬৭৪/৮ মার্চ, ১২৭৬) বাগদাদে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন বলিয়া মনে হয়। পর্যায়ক্রমে তিনি নিজামিয়্যা ও মুস্তা'নসিরিয়্যা—উভয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। সূফীবাদের প্রতি অনুরক্ত থাকায় ৬০৮/১২১১-১২ সালে তিনি ('উমার ইব্ন মুহ'াম্মাদ) আস্-সুহরাওয়ার্দী কর্তৃক সূফী তারীকায় দীক্ষিত হন। 'উবায়দুল্লাহ নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল, তিনি ৭ শা'বান, ৬৩২/২৭ এপ্রিল, ১২৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এইগুলিই তাঁহার জীবনের জানা ঘটনা। তাঁহার জীবন শুরু হইয়াছিল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী যুগে, কিন্তু মোঙ্গল হামলার ঝটিকায় পড়িয়া তাহা পরবর্তী কালে পর্যুদস্ত হয়।

ইব্নু'স-সা'ঈ এমন এক সময়ে বাগদাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন, যখন ইতিহাস রচনা প্রভৃত উন্নতি লাভ করিতেছিল। তিনি বহু সখ্যক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও বেশ বৃহদাকারের হাদীছ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন, সেইগুলিকে প্রধানত রচনা বিলাস বলা যাইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রচনা করেন আল-হারীরী রচিত মাকামাত-এর বহু খণ্ড সম্বলিত ভাষ্যের কয়েকখানা, ছা'লাব রচিত ফাসীহ্-এর ও নাহজুল-বালাগার ভাষ্যসমূহ এবং সমসাময়িক কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থ। 'আশিক ও মা'শূক ও "যাহিদগণ" (শেষোক্ত পুস্তকটি মনে হয় তাঁহার শেষ রচনা) সম্ভবত সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধে রচিত। তাঁহার ইতিহাস সংক্রান্ত রচনার সংখ্যা অনেক। তিনি আন্-নাসির হইতে আল-মুসতা'সিম পর্যন্ত শেষ চারিজন 'আব্বাসী খলীফার জীবনচরিত রচনা করেন; জীবনী সংগ্রহসমূহ, যেমন বাগদাদের ইতিহাসের ধরাবাহিকতা, ফাকীহদের শ্রেণীবিভাগ, 'আব্বাসী খলীফাদের গুণাবলী ও নিজামিয়্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকবৃন্দের জীবনচরিত, ধারাবাহিক ইতিহাস ও আরও অনেক কিছু। সম্ভবত শতাধিক গ্রন্থের লেখক হইলেও নিশ্চিতভাবে তাঁহার রচনার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ঐ কালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ইরাকের অন্যান্য ঐতিহাসিকের রচনার মত ইব্নু'স-সা'ঈ রচিত অধিকাংশ লেখাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী লেখকদের রচনায় কিছু কিছু উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁহার একটিমাত্র বিস্তারিত বর্ষানুক্রমিক ইতিহাস গ্রন্থ এই পর্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহার নাম আল জামি'উল-মুখতাসার (৯ম ভাগ, যাহার মধ্যে আছে হি. ৫৯৫-৬০১ সনের ঘটনাবলীর আলোচনা, সম্পা. মুস্তাফা জাওয়াদ, বাগদাদ ১৩৫৩/১৯৩৪) এবং 'আব্বাসী খলীফাদের কতিপয় স্ত্রী সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যাহার নাম জিহাতু'ল-আইম্মাতি'ল খুলাফা মিনা'দ-দারাইর ওয়া'ল-ইমা, যাহা ইব্নু'স-সা'ঈর রচনা বলিয়া স্বীকৃত এবং মুস্তাফা জাওয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (নিসাউ'ল-খুলাফা, কায়রো তা. বি. [১৯৬০?])। আখ্বারু'ল খুলাফা নামক 'আব্বাসী খলীফাদের সম্বন্ধে লিখিত একখানা সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ ইতিহাস তাঁহার রচনা হওয়া সম্ভব নয়। একটি পাঁচ খণ্ড সম্বলিত গ্রন্থ আখ্বারু'ল-উদাবার অস্তিত্ব (P. Sbath কর্তৃক দাবিকৃত al-Fihris, Supplement, Cairo 1940, 38; Brockelmenn, S II, 935, No. 58) তাঁহার সহিত সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারটি পুরাপুরি অনিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) (ইব্নু'ল-ফুওয়াতী), আল-হাওয়াদিছু'ল জামি'আ, বাগদাদ ১৩৫১ খৃ., ৩৮৬; (২) আদ-দিময়াতী, মু'জাম, দ্র. G. Vajda, Le Dictionaire des autorites de Abd al Mumin al-Dimyati, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৭১; (৩) আয-যাহাবী, তারীখু'ল-ইসলাম, বর্ষ ৬৭৪; (৪) মু'জাম (অথবা ইহার তালখীস) ইব্ন কাদী শুহ্বা প্রণীত (অপ্রাপ্য); (৫) আস-সাফাদী (অপ্রাপ্য); (৬) আবদু'ল-কাদির আল-কুরাশী, জাওয়াহির, ১খ, হায়দরাবাদ ১৩৩২ হি., পৃ. ৩৫৪; (৭) তাকিয়্যুদ্দীন আল-ফাসী, মুস্তাখাবুল-মুখতার, বাগদাদ ১৩৫৭ হি., ১৩৭-৯; (৮) ইব্নু'ল 'ইমাদ, শায'রাত ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ৫খ, ৩৪৩ প. ; আরও দ্র. Brockelmenn, S I, ৫৯০ প., (S II, 935??); (৯) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, পৃ. ৫৬, ৫৮, ৩০৫ প., ৪১০, ৪১৩, ৪২৪, ৪৬২ প., ৪৯১; (১০) 'আব্বাস 'আযযাবী, আত্-তা'রীফ বিল-মু'আররিখীন, ১খ, বাগদাদ ১৩৭৬/১৯৫৭, পৃ. ৯০-৫; (১১) মুস্তাফা জাওয়াদ, তাঁহার সম্পাদিত নিসাউল-খুলাফার ভূমিকা।

F. Rosenthal (S I.2)/ মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইব্নুস-সাওদা (দ্র. আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা)

ইব্নুল সাগীর (ابن الصغير) ঃ ঐতিহাসিক ও তাহিরত-এর রুস্তামী ইমামগণ সম্পর্কে লিখিত ইতিবৃত্ত প্রণেতা। ইব্ন সালাম ইব্ন 'উমার (দ্র.)-এর রচনার সারাংশ ব্যতীত উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের সম্পর্কে তাঁহার রচনাই বর্তমানে টিকিয়া থাকার প্রাচীনতম দলীল। ইব্নুস-সাগীরের ইতিবৃত্ত মাগরিবের ইবাদী ঐতিহাসিকগণের নিকট অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইজন আল-বাররাদী (দ্র.) ও আশ-শামমাখী ইহা হইতে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দান করিয়াছেন। রচনার এক পর্যায়ে একটি ইবাদী বিরোধী মন্তব্য থাকিলেও তাহিরত-এর ইবাদীগণ, বিশেষত রুস্তামীগণ সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁহার মতামত নিশ্চিতভাবেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন শী'ঈপন্থী এবং তাঁহার গ্রন্থের একাধিক স্থানে তাঁহার শা'ঈপন্থী প্রবণতা দৃশ্যমান। তরুণ বয়সে তিনি তাহিরত-এর আর-রাহাদিনা মহল্লার একটি দোকানের মালিক ছিলেন এবং উক্ত মহল্লায় অবস্থিত মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য যাইতেন। ইমাম আবুল-য়াকজান (امام ابو اليقظان)-এর রাজত্বকালের কিছু সময়ে এবং ইমাম আবূ রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন এবং এই সময় সম্ভবত ২৯০/৯০৩ সনের কোনও সময় তিনি তাঁহার ইতিবৃত্ত রচনা করেন।

ইব্নুস-সাগীরের রচনা বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক ইতিহাসের স্থলে একটি কাহিনী ভিত্তিক ইতিহাস এবং A. de C. Motylinski সঠিকভাবেই ইহাকে La monographie de la Tahert abadhite dans sa vie intime-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মূল উৎসরূপে গ্রন্থকার তাহিরত-এর বিভিন্ন ব্যক্তি, বিশেষত ইবাদীগণের বর্ণিত কাহিনী ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী প্রায়শ তাহাদের পূর্বপুরুষগণের প্রদত্ত বিভিন্ন ঘটনার মতামত সম্পর্কীয়। খুব কম ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার তথ্য

সর্বরাহকারীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জনৈক আহ্‌মাদ ইব্ন বাশীর-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Chronique d' Ibn Saghir Sur les imams rostemides de Tahert, সম্পা. ও ফরাসী অনু. A de C. Motylinski, in Actes du XIV^{e} Congres Intern. des Orient, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., তৃতীয় খণ্ড (সংযুক্তি), প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ৩-১৩২; (২) A. de C. Motylinski, Bibliographie du Mzab. Les livres de la secte abadhite, in Bull. de correspondance, Africaine, ৩খ. (১৮৮৫ খৃ.), ৪৫-৬; (৩) আবু'ল 'আব্বাস আশ-শাম্মাখী, কিতাবুস-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ১৯২, ১৯৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২৬২, ২৬৩; (৪) T. Lewicki, Une Chronique ibadite in REI, ১৯৩৬/৩, ৬৯; (৫) ঐ লেখক, Les Historiens, biographes et traditionnistes ibadites-wahbites de l' Afrique de Nord du VIII^{e} au XVI^{e} siecle, in Folia Orientalia, ৩খ. (১৯৬১-২ খৃ.), ১০৫-৬।

T. Lewicki (E.I.^{2})/আবদুল বাসেত

ইব্নুস-সাদীদ (ابن السديد) ঃ তিনি ইব্নু'ল-মুযাওবিক নামেও পরিচিত। ফাখরুদ্দীন মাজিদ ইব্ন আবি'ল-ফাদাইল ইব্ন সানাইল-মুলক যাহাকে 'আবদুল্লাহ ইব্নু'স সাদীদ আল-কিব্তীও বলা হয়, মৃ. ৮৩৩/১৪৩০ সনে। প্রভাবশালী সচিব সা'দুদ্দীন ইব্ন গুরাব-এর অনুকম্পায় তিনি একজন প্রশাসনিক কর্মচারীরূপে বিভিন্ন সরকারী পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্যই জানা যায়। ইব্ন গুরাব (দ্র.)-এর ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন কিব্তী। মাম্লূক সুলতান আন-নাসির ফারাজ (রাজত্বকাল ৮০১-১৫/১৩৯৯ ১৪১২) [দ্র.]-এর রাজত্বকালে তিনি একটির পর একটি উচ্চ পদ অলংকৃত করেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত পদসমূহের মধ্যে ছিল ৮০৭/১৪০৪-৫ সনে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক (ناظر الجيش) এবং ৮০৮/১৪০৫-৬ সনে ছয় মাস কালের জন্য ইব্ন গুরাব-এর স্থলাভিষিক্তরূপে একান্ত সচিব (كاتب السر)। এই সময় ইব্ন গুরাব প্রথম শ্রেণীর আমীরের পদে উন্নীত হইয়া পরিষদের প্রধানরূপে পদোন্নতি লাভ করেন। ইব্ন গুরাবের মৃত্যুর পর সুলতানের অনুগ্রহ অভিলাষী তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতহু'দ্দীন ফাতহুল্লাহ (মৃ. ৮১৬/১৪১৩ সন) সচিব নিযুক্ত হন এবং ইব্নু'স সাদীদ উক্ত পদ হইতে অপসারিত হইয়া রাজকীয় আস্তাবলের নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হন। সুলতান ফারাজ তাঁহার রাজত্বের অবসানকারী সংঘাতের সময় ইব্নু'স-সাদীদকে দ্বিতীয়বার সচিব পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু এই নিয়োগ কার্যকর হইবার পূর্বেই সুলতান নিহত হন। অতঃপর ইব্নুস সাদীদ অখ্যাতভাবে জীবন নির্বাহ করেন। সুলতান আল-আশ্‌রাফ বারস্‌বায় (রাজত্বকাল ৮২৫-৪১/১৪২২-৩৮) [দ্র. বারস্‌বায়]-এর পরম প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর জানিবেক আস্-সূফী তখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইব্নু'স-সাদীদের উক্ত জানিবেকের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ও দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব না থাকিলে হয়ত তিনি শান্তিতে তাঁহার জীবন নির্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু কারাগার হইতে পলায়নের পর সুলতান বারস্‌বায়ের সিংহাসন ও জীবনের প্রতি জানিবেকের উপর্যুপরি হামলার প্রচেষ্টা সুলতানকে বহুকাল যাবত ভীত ও সন্ত্রস্ত রাখে এবং তিনি পুনঃপুনঃ জানিবেকের সম্ভাব্য লুকাইবার স্থানে হামলা করিয়া সন্দেহভাজন ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করেন। রাবীউল-আওয়াল ৮২৯/মার্চ ১৪২৬ সনে ইব্নু'স-সাদীদকে গ্রেফতার করা হয় এবং যদিও কোন দৃঢ়ভাবে এই মর্মে প্রতিবাদ করেন যে, তিনি জানিবেকের অবস্থানের কোন তথ্য জানেন না এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁহার সহিত কখনও সাক্ষাত হয় নাই, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে মুদগর দ্বারা নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। ইব্নু'স-সাদীদ কায়রো হইতে নির্বাসিত হন এবং জানিবেকের কারণে সর্বক্ষণ ভীতি ও দুর্দশার মধ্যে চারি বৎসর অতিবাহিত করিবার পর ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wiet, Manhal, নং ১৯৫০; (২) ইব্ন তাগরীবিরদী (Popper), ৬খ, ১৬৭, ১৭৩, ৩০৬, ৫৯৮, ৮১৫; (৩) মাক্‌রীযী, সুলূক, ২খ, ৩২১, ৪২০; (৪) সাখাবী, দাও, ৫খ, ২৩৫; (৫) সংক্ষিপ্ত জীবনী, in Wiet, Les secretaires, পৃ. ২৮৩।

W.M. Brinner (E.I.^{2})/আবদুল বাসেত

ইব্নুস-সাদীদ (ابن السديد) ঃ কারীমুদ্দীন আবু'ল ফাদাইল আক্রাম ইব্ন হিবাতিল্লাহ আল-কিবতী আল-মিসরী, কারীমুদ্দীন আল-কাবীর নামে পরিচিত (আনু. ৬৫৪-৭২৪/১২৫৬-১৩২৪), কপ্ট কেরানী শ্রেণীর সদস্য, পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবদুল কারীম নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামে তিনি সময় সময় পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সরকারী কর্মজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় সুলতানুল-মুজাফফার বায়বারস (৭০৮-৯/১৩০৮-৯)-এর সচিব (كاتب)-রূপে। সুলতানের পতনের ফলে কিছুকাল বিপদগ্রস্ত হইলেও তিনি বায়বারস-এর উত্তরসুরি আন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউন (৭০৯-৪১/১৩০৯-৪০)-এর অধীনে উন্নতি লাভ করেন। উক্ত শাসকের তৃতীয়বারের রাজত্বকালে ইব্নু'স সাদীদ কিছু কালের জন্য সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

সাধারণভাবে খালীল ইব্ন আয়বাক আস-সাফাদী রচিত একটি জীবনীর ভিত্তিতে প্রদত্ত প্রায় সকল সাময়িক ও পরবর্তী বিবরণীতে দাবি করা হয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম "গোপনীয় তোষাগার নিয়ন্ত্রক" (الخاص। অথবা الخواص) উপাধি লাভ করেন। তবে আল্-মাক্‌রীযীর মতে (তু. খিতাত, বুলাক সং., ২খ, ২২৭) উপাধিটি ফাতিমী আমল হইতে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ কর্তৃক মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত করিয়া ইব্নু'স-সাদীদকে নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করিবার পূর্বে পদটির গুরুত্ব ছিল অতি সামান্য। এই পদে তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রশাসক। ইহা ছাড়াও তিনি অন্যান্য উপাধির অধিকারী ছিলেন, যথাঃ সুলতানের ওয়াকীল ও আমীদ দাওলা। তাহার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল মানসূরী হাসপাতাল ও মাদরাসার আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং আহ্‌মাদ ইব্ন তূলূন-এর মসজিদের ওয়াক্ফ তত্ত্বাবধান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুলতানের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবস্থায় ইব্নু'স-সাদীদের চরম নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই নিয়ন্ত্রণ এত কঠোর ছিল যে, একটি কাহিনীমতে সুলতান তাঁহার নিয়ন্ত্রকের অনুপস্থিতিতে একটি হাঁস ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেও উহার মূল্য প্রদানে অক্ষম ছিলেন। তথাপি সেই সময়ের সকল রাজকর্মচারীর ন্যায় ইব্নু'স-সাদীদও তাঁহার পদোন্নতির জন্য তাঁহার প্রভুর ব্যক্তিগত অভিরুচি ও আর্থিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বহু কাহিনীতে বর্ণিত সুলতানের সহিত তাঁহার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং উচ্চ পদ সত্ত্বেও ইব্নুস-সাদীদ এমন এক অদৃষ্ট বরণ করেন,

যাহা কতিপয় কাহিনীকার বারমাকীদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কি কারণে সুলত'ানের অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হন তাহা অজ্ঞাত; তবে ৭২৩/১৩২৩ সনে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। প্রধান কাদীর উপস্থিতিতে তিনি এই মর্মে একটি স্বীকারোক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন যে, তাঁহার অধিকারভুক্ত সকল সম্পদ প্রকৃতপক্ষে সুলতানের সম্পত্তি এবং ইহার কোন অংশই তাঁহার নিজের নয় (খিতাত, বুলাক,২খ, ৫৯)। ইহার পর তাঁহাকে একের পর এক স্থানে কয়েদ রাখা হয়, কায়রোর উপকণ্ঠে আল-কারাফাতে তাঁহার স্বনির্মিত সমাধি ভবন হইতে কারাকুশ শাওবাক, তথা হইতে জেরুসালেম এবং শেষাবধি উত্তর মিসরের আস্ওয়ানে, তথায় তাঁহার গ্রেফতারের কয়েক মাস পরে তাহাকে নিজ পাগড়ী দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যদিও কিছু কাহিনীকার ইহাকে আত্মহত্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপরাপরগণ ইহার পশ্চাতে সুলতানের নির্দেশ থাকা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইব্নু'স-সাদীদের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর সুলত'ান তাঁহার পুত্র আলামুদ্দীন 'আবদুল্লাহকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করান এবং জোরপুর্বক তাঁহার পিতার বিপুল লুক্কায়িত সম্পদের অবস্থান প্রকাশ করিতে বাধ্য করেন। একটি সমসাময়িক বিবরণীতে (আদ-দাওয়াদারী, কানযুদ-দুরার, ৯খ, ৩১৫) দাবি করা হয় যে, ইবনু'স-সাদীদ মিসরের য়ুরোপীয় বণিকগণের নিকট বিপুল অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং যে বৎসর তিনি গ্রেফতার হন, সেই বৎসরই কোন য়ুরোপীয় শাসিত অঞ্চল, সম্ভবত সাইপ্রাসে পলায়নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই বিবরণীতে আরও বলা হয় যে, তিনি লাজিকিয়া বন্দরটিকে তাঁহার পলায়নের পথ হিসাবে ব্যবহার করার মানসে ইহাকে আলেকজান্দ্রিয়ার সমকক্ষতা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণে সুলত'ানকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। অপরপক্ষে ইব্ন তাগরীবিরদী (কায়রো সং., ৯খ, ৭৭) পূর্ব নজীর অনুসরণে তাঁহার আন্তরিক ইসলামী মনোভাব, তাঁহার উদারতা, বিশ্বস্ততা ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন।

তাঁহার ভগ্নীর পুত্রের নামও ছিল কারীমুদ্দীন আকরাম (মানহাল, নং ৫১৬) এবং মাতুলের সহিত পার্থক্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে বলা হইত কারীমুদ্দীন আস্-সাগীর। ইনি নাজিরুদ-দাওলারূপে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁহাকেও আসওয়ানে নির্বাসিত করা হয়। তথায় ৭২৬/১৩২৬ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নয় বৎসর পর কারীমুদ্দীন আস-সাগীর ও তাঁহার মাতুল ইবনুস-সাদীদ উভয়ের পুত্রদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়।

যদিও সুলত'ানের ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিবর্তনকে ইবনুস-সাদীদের পতনের কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়, তথাপি জটিলতর ঐতিহাসিক কারণসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা যাইতে পারে। ইহার একটি হইতেছে ইবনুস-সাদীদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৃহীত সুলত'ানের অর্থ ব্যবস্থার পুনঃসংস্কারে প্রতিফলিত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত সম্ভাব্য যোগাযোগ। অপর একটি হইতেছে ৭২১/১৩২১ সনে সংঘটিত কায়রো ও মিসরের অন্যত্র খৃস্টান বিরোধী সংঘর্ষের সহিত সংযুক্ত ঘটনাবলীর সহিত ইব্নু'স-সাদীদের জড়িত থাকার স্পষ্ট সন্দেহ। ইহাও লিপিবদ্ধ আছে যে, অগ্নি সংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত খৃস্টানদের পক্ষে মধ্যস্থতা করার জন্য জনতা তাঁহাকে প্রস্তর বর্ষণ করে এবং বিধ্বস্ত একটি খৃস্টান গীর্জার স্থানে নির্মিত একটি মিহরাব ধ্বংস করার আদেশ দানে সুলত'ানকে রাযী করার জন্য ধার্মিক মুসলমানগণ তাঁহার নিন্দা করেন (তু. খিতাত, পৃ. ৫১১, ৫১৪-৬)। কতিপয় নির্মাণ প্রকল্প ইব্নু'স-সাদীদের কীর্তি বলিয়া ধারণা করা হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে কায়রোর একটি মসজিদ, একটি খানকাহ ও দামিশ্কের উপকণ্ঠে অবস্থিত তাঁহার নাম ধারণকারী দুইটি মসজিদ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত প্রায় সকল প্রাপ্তব্য জীবনীই অদ্যাবধি অপ্রকাশিত আস'-সা'ফাদীর রচনার ভিত্তিতে রচিত এবং একইভাবে তথ্যপূর্ণ। (১) ইব্ন হাজার-কৃত দুরার যাহাতে আকরাম (১খ, ৪০১-৪) ও 'আবদু'ল-কারীম (২খ, ৪০১-৪) শিরোনামে দুইটি জীবনী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; (২) আল-কুতুবী-কৃত ফাওয়াত, ২খ, ৮-১৫; (৩) ইব্ন তাগরীবিরদী (কায়রো)। ৯খ, বিশেষভাবে ৭৫-৭; (৪) আয-যিরিক্‌লী-কৃত, আল-আ'লাম, ৪খ, ১৮০ ও (৫) দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ১৬৪-এর ন্যায় আধুনিক রচনাও এই পর্যায়ে পড়ে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ (৬) দাওয়াদারী, কানয্, ৯খ. (সম্পা. Roemer), ১৮৮, ২০৩, ২১৭, ২৪৭, ২৮২, ২৯৬, ৩০২, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩১৪-১৫, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৭৬, ৩৯০, ৩৯৪ ও (৭) খিতাত (বুলাক'), ২খ, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ১৩১, ১৬৪, ১৮৬, ২২৫, ২২৭, ২৬৯, ৩৯২, ৪২৫, ৪২৬, ৫১১, ৫১৪,-১৬। অপরাপর সহায়িকা ঃ (৮) Sauvaire, in JA, ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ২৩১, ২৬৭-৬৮; (৯) Wiet, Manhal, নং ১৪৬৩; (১০) ঐ লেখক, Lampes, app. no. 21-2; (১১) 'আলী পাশা, ২খ, ২৮, ৩খ, ৯৯-১০০।

W. M. Brinner (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

ইব্নুস-সাফফার (ابن الصفار) ঃ আবু'ল-ক'াসিম আহ'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উমার আল-গাফিকী আল-আন্দালুসী, স্পেনীয় জ্যোতির্বিদ এবং গাণিতিক মাসলামা আল-মাজ্‌রীতী (দ্র.)-র শাগরিদ, গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পর পর্যন্ত তিনি কর্ডোভায় বসবাস করিতেন। অতঃপর তিনি দেনিয়াতে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করেন এবং সেই স্থানে ৪২৬/১০৩৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। সা'ইদ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৬২/১০৭০ হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ইব্নু'স-সাফফার সিন্দ্‌হিন্দ পদ্ধতিতে এক প্রস্থ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা ও অক্ষাংশ নির্ণয়ক যন্ত্রের (Astrolabe) ব্যবহার সম্পর্কিত একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বোক্তটি মনে হয় আংশিকভাবে হিব্রু অক্ষরে 'আরবী ভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে (পাণ্ডু. Paris, hebr., 1102)। পরবর্তীটি J. M. Millas Vallicrosa কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র সম্পর্কিত এই নিবন্ধটির দুইটি ল্যাটিন তরজমা রহিয়াছে Johannes Hispalensis-কৃত অনুবাদটি আল মাজরীতীর রচনা (Alcacim de Magerit qui dicitur Al macherita) এবং অপরটি টিভোলির প্ল্যাটো অনূদিত এবং ইবনু'স সাফফার-এর রচনা বলিয়া ধারণা করা হয় (Abucazin filio Asafar)। যেহেতু উভয় রচনাই ইব্নু'স সাফফার-এর 'আরবী মূল পাঠের প্রতিনিধিত্ব করে, সেইহেতু Millas Vallicrosa তাঁহার ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের প্রবন্ধে যুক্তি দেখান যে, একটি তরজমায় আস্'-সাফফারের স্থানে আল-মাজরীতীর নাম স্থান পাওয়ার কারণ তাহাদের উভয়েরই একটি উপনাম (আবু'ল-কাসিম) জনিত বিভ্রান্তি। দুইটি পৃথক সংস্করণে Jacob ben Makhir-কৃত একটি হিব্রু এবং আর একটি স্পেনীয় অনুবাদও পাওয়া যায়। ইব্নু'স'-সাফফার প্রণীত অন্য কোন প্রবন্ধের খোঁজ পাওয়া যায় না।

সা'ইদ আল-আন্দালুসী, আবু'ল-কাসিম ইবনুস সাফফার-এর এক ভ্রাতা মুহাম্মাদকে একজন অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্রের নির্মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি যে অন্তত একটি অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্রের নির্মাতা (৪২০/১০২৯) তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় [তু. L. A. Meyer, Islamic astrolabists and their works, Geneva ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Steinschneider, Die hebraischen Ubersetzungen des Mittelalters, Berlin ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ৫৮০; (২) H. Suter, Die Math und Astron. d. Araber und ihre Werke, in Abh. z. Gesch. d. math Wissensch., ১০ খ. (১৯০০ খৃ.), ৮৬; (৩) Brockelmann, I, 256, S I, 401; (৪) সাইদ আল-আন্দালুসী, কিতাব তাবাকাতিল-উমাম, সম্পা. Cheikho, 70 (R. Blachere, 131); (৫) J. M. Millas Vallicrosa, Las traducciones orientales en los manoscritos de la biblioteca Catedral de Toledo, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., ২৬১-৮৪ (অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র সম্পর্কিত ইবনুস সাফফার-এর প্রবন্ধের Johannes Hispalensis-কৃত ল্যাটিন তরজমার একটি সংস্করণ); (৬) ঐ লেখক, Los Primeros tratados de astrolabio en la Espana arabe in Revista de Instituto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, ৩খ. (১৯৫৫খৃ.), ৩৫-৪৯ (অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র সম্পর্কে ইবনু'স-সাফফার-এর 'আরবী মূল পাঠ পৃথকভাবে পৃষ্ঠা নম্বরসহ পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত, পৃ. ৪৭-৭৬)।

B.R. Goldstein (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

ইব্নুস-সামহ (ابن السمح) ঃ আবু'ল-কাসিম আসবাগ ইব্ন মুহাম্মাদ, জ্যামিতিবিদ, প্রধানত তাঁহার শাগরিদ আবূ মারওয়ান সুলায়মান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ইব্নি'ন-নাশীর বিবরণ হইতে জানা যায় এবং উহা সা'ইদ আল-আন্দালুসী (P. 70 of Cheikho ed.) এবং পরে ইব্নু'ল-আব্বার (Pp. 246-7 of Bel and Ben Cheneb ed.) ও ইব্ন আবী উসায়বিআ (বৈরূত সং, ৩খ, ৬২-৬৩) কর্তৃক উদ্ধৃত। এই বিশেষজ্ঞের মতে তিনি মঙ্গলবার ১৮ রাজাব, ৪২৬/শুক্রবার (!) ২৯ মে, ১০৩৬ সৌর বৎসর জীবিত থাকিয়া গ্রানাডায় ইনতিকাল করেন। অতএব, তিনি ৯৭৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। ইব্নুল আব্বার আরও জানান যে, তিনি আসলে কর্ডোভার একটি জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারের লোক; কিন্তু ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের গণ্ডগোলের সময় তিনি গ্রানাডার হাবুস ইব্ন মাক্সানের আশ্রয়ে পলায়ন করেন (আনু. ৪১০-২৯/১০১৯-৩৮)।

মাসলামা আল-মাজরীতীর (মৃ. ৩৯৮/১০০৭-৮; দ্র. ইব্নু'ল আব্বার ও ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, অনু. Rosenthal, iii, 126-7 ও ১৩০) শাগরিদ ইব্নু'স সামহ গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি ও তালিকা এবং সম্ভবত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্নুন-নাশী নিম্নলিখিত রচনাগুলি তাঁহার প্রণীত বলিয়া তালিকাভুক্ত করেন (১) কিতাবু'ল মাদখাল ইলাল-হান্দাসা ফী তাফসীর কিতাব উক্লীদুস (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪৭); (২) কিতাব ছিমারিল-'আদাদ, আল-মুআমালাত হিসাবে পরিচিত (তু. হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৪৯৩); (৩) কিতাব তাবীআতি'ল 'আদাদ; (৪) কিতাবু'ল কাবীর ফি'ল-হান্দাসা (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ১৭২); (৫) নাবিকদের কোণ মাপক (astrolabe) যন্ত্র তৈরির দুই প্রবন্ধ সম্বলিত একটি বই (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪০-১); (৬) কোণ মাপক (astrolabe) ব্যবহার সম্বলিত ২০০ অধ্যায়ের একটি বই; পাণ্ডুলিপি আকারে British Museum-এ সংরক্ষিত (Arab 495; অংশত Esc. Arab 972 ff. 29-29v, তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪০-১ ও Millas, Vallicrosa, Los Primeros tratados, 48); (৭) যীজুস-সিন্দহিন্দ-এর উপর ভিত্তি করিয়া দুই জুয়- এর একটি যীজ (তু. আল-খাওয়ারিযম), একটি সারণী সম্বলিত এবং অপরটি ভাষ্যসহ মূল পাঠ আয-যারকালীর কিতাবুল-আমাল বিস-সাফীহার ৬৩তম অধ্যায় (the Libros del Saber, সম্পা. Rico y Sinobas, iii, 209-11) যাহাতে জ্যোর্তির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় স্থানসমূহের সমতা বিধানে যীজের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ বলা হয় যে, এই বিষয়ে ইব্ন সামহ হারমেসকে অনুসরণ করেন। ৬৪তম অধ্যায় কিরণ নিক্ষেপকরণের উপর এবং ৬৫তম অধ্যায় তারকাসমূহ উদিত হওয়া সম্বন্ধে যাহাতে হারমেসের মতবাদ অনুসরণ করা হয় বলিয়া কথিত এবং হয়ত ইব্নু'স-সাম্হ-এর যীজ হইতে গৃহীত। যীজের একমাত্র বিদ্যমান অন্য অংশটি আল-জাহানী কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া মনে হয় (ed. I. Heller, Noribergae, 1549)। তাহা Nii" প্রতীকটি যীশু খৃষ্ট ও সিজ্লারের মধ্যবর্তী বিরতি এবং Yii' প্রতীকটি কিরণের অভিক্ষেপ বুঝাইতে [তু. ইব্ন হাযমের রিসালা ফী ফাদলিল-আন্দালুস (আল-মাক্কারী, Analectes, ii, 119; ফরাসী অনু. Ch. Pellat, in al-and., xix/i (1954), 89) ও হাজ্জী খালীফা, ৩খ, ৫৫৭]; (৮) কিতাবু'ল-কাফী ফি'ল-হিসাবিল-হাওয়াঈ, যাহা মোটামুটি MSS. Esc. Arab 973 ff. 1-30 ও Berlin Arab 6010 ff. 1-23-এ বিদ্যমান (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ২০-১); (৯) কিতাবু'ল- কামিল ফি'ল-হিসাবিল-হাওয়াঈ (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ২৭)।

ইব্নুস-সাম্হ প্লানেটারিয়াম (Planetarium) সম্বন্ধেও একটি পুস্তক রচনা করেন। ইহা স্পেনীয় ভাষায় Libro des las laminas de Las vii Planetas -এর প্রথম গ্রন্থ হিসাবে অনূদিত হয়। ইহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৪১৬/১০২৫ সনের গ্রহসমূহের অপভূর (apogees) দ্রাঘিমা দেওয়া হইয়াছে (Libros del Saber, iii, 241-71)। ইব্ন খালদূন (৩খ, ১৩৫) তাঁহাকে টলেমীর Alamgest-এর সংক্ষিপ্ত সারের লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Steinschnieder (Heb. uber., 584) মনে করেন যে, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি বস্তু সম্বন্ধে লিখিত একটি পুস্তিকা Kalonymos ben Kalonymos -এর ১৩১২ খৃ. সমাপ্ত হিব্রু অনুবাদ যাহার লেখক হিসাবে "সাম্মাহ"-কে দেখান হইয়াছে উহারও লেখক ইব্নু'স-সাম্হ। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, (Die europ. Uber., Sect. 182) ল্যাটিন ভাষায় লিখিত Abnacah-এর antidotarium-ও তাঁহারই রচনা। কিন্তু কেবল নামের অস্পষ্ট সামঞ্জস্য ছাড়া কোনটিতেই এই কৃতিত্ব তাহার প্রতি আরোপণের সমর্থনে কিছুই নাই। উপরন্তু Millas Vallicrosa (Azarquiel, 4, 247 and 278)-এর ধারণা যে, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্নু'স, সাম্হ যাহার পর্যবেক্ষণ কার্যাবলী

আয-যারকালী কর্তৃক উল্লিখিত তিনিই আমাদের এই লেখক— এই মত ভুল, বরং তিনি আমাদের লেখকের পিতা হইতে পারিতেন। পরিশেষে তাঁহার সমসাময়িক আল-মাজরীতীর ছাত্র আবূ বাক্‌র ইব্‌ন বিশ্‌রূন (দ্র. ইব্‌ন খালদূন, ৩খ, ২৩০) কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত রসায়নশাস্ত্রের উপর একটি পুস্তিকার গ্রহীতা হিসাবে ইব্‌নু'স-সাম্‌হের নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং F. Rosenthal (ঐ, ২খ, ৬৯৬) উল্লেখ করেন যে, মাসলামার একটি জীবনীতে আল-মাজরীতী ও ইব্‌নু'স-সাম্‌হের মধ্যে মতবিরোধী ছিল এই মন্তব্যটির প্রামাণিক রচয়িতা হিসাবে ইব্‌ন বিশ্‌রূনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, Rosenthal মন্তব্য করেন যে, ইব্‌ন বিশ্‌রূনের পুস্তকটি ছদ্মলিপি সম্বলিত; এইজন্য অদ্যাবধি অস্পষ্ট। ইব্‌নু'স সাম্‌হ সম্বন্ধে ইহা অতিরিক্ত কোনও আলোকপাত করে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌নুস সাম্‌হের উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর জন্য দ্র. (১) Steinschneider, Heb. Ueber., 585; (২) Suter, 85; (৩) Sanchez Perez. Biografias de matematicos arabes, Madrid 1921 67; (৪) Brockelmann, I, 623, S I., 861; (৫) E. S. Kennedy, Islamic astronomical tables, Philadelphia 1956, no. 26.। নিম্নলিখিত রচনাবলীতে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ঃ (৬) J. M. Millas-Vallicrosa, Estudios sobre Azarquied, Madrid Granada 1943-50, Los Primeros tratados de astrolabia en la Espana arabe, in Rev. Inst. Egipcio de Est. Isl. en Madrid, iii (1955), 35-49- এ একটি প্রবন্ধ যাহা তাঁহার Nuevos estudios sobre historia de la ciencia espanola, Barcelana 1960, 61-68-তে পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার রচনাবলী ও প্রভাব সম্বন্ধে কোনও গবেষণা হয় নাই।

D. Pingree (E.I.²)/মু. আলী আসগর খান

ইব্‌নুস-সায়রাফী (ابن الصيرفى) ঃ আবূ বাক্‌র য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-আনসারী, আন্দালুসীয় কবি, ঐতিহাসিক, জনশ্রুতি সংগ্রাহক। তিনি ৪৬৮/১০৭৪ সনে গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং তিনি যথেষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, বিশেষত মুওয়াশশাহাত-এর ক্ষেত্রে। তিনি গ্রানাডায় আমীর আবূ মুহাম্মাদ তামফীন-এর কাতিব (সচিব) ছিলেন। তারীখুদ-দাওলাতি'ল লামতুনিয়্যা অথবা আল-আনওয়ারু'ল-জালিয়্যা ফী আখবারিদ দাওলাতি'ল-মুরাবিতিয়া নামক আল-মুরাবিত রাজবংশের একখানি ইতিহাস রচনার উপর তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত । এই ইতিহাস প্রথমে সমাপ্ত হয় ৫৩০/১১৩৫-৬ সনে; অতঃপর লেখক ইহার রচনা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত চালাইয়া গিয়াছেন। সম্ভবত ৫৫৭/১১৬২ সনে (অপর একটি সূত্রমতে তিনি ৫৭০/১১৭৪-৫ সনে মারা গিয়াছেন, কিন্তু ইহা খুব অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়)। তিনি উরিহিউলা (Orihuela)-য় মারা যান। তাঁহার এই ইতিহাস গ্রন্থখানি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, বিশেষত ইব্‌ন ইযারীর বায়ান-এর মধ্যে উহা সংরক্ষিত এবং ইহার প্রকাশনা সম্পর্কে E. Levi- Provencl প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন (দ্র. Levi-Provencal and R. Menendez Pidal, in al-Andalus, ১৩খ. (১৯৪৮ খৃ.), ১৫৭, ১৬০, ১৬১) এই ইতিহাস সম্পর্কে আল-হুলালুল-মাওশিয়াতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছ এবং ইহা হইতে কতকগুলি অনুচ্ছেদ ইব্‌নু'ল-খাতীব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃক পুনর্বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আব্বার, তাক্‌মিলা, নং ২০৪৫; (২) ইব্‌নু'য-যুবায়র, সিলাতু'স-সিলা, সম্পা. E. Levi-Provencal, রাবাত ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৮৩; (৩) ইব্‌নু'ল-খাতীব, ইহাতা, MS Escurial, ৪১৬; (৪) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ৪১৬ (ইব্‌নুয যুবায়রের অনুসরণে); (৫) Pons-Boigues, Ensayo, নং ১৯৩, পৃ. ২৪০-১ এবং সেখানে প্রদত্ত বরাতসমূহ; (৬) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মাআরিফ, ৩খ, ২৯২।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইব্‌নুস-সায়রাফী (ابن الصيرفى) ঃ তাজুর রিয়াসা আমীনুদ্দীন আবু'ল-কাসিম 'আলী ইব্‌ন মুনজিব ইব্‌ন সুলায়মান, একজন মিসর দেশীয় রাজকর্মচারী এবং অজস্র গদ্য ও কবিতার লেখক। তিনি ২২ শাবান, ৪৬৩/২৫ মে, ১০৭১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ একজন কাতিব এবং পিতা একজন পোদ্দার (money changer) ছিলেন। সেনা বিভাগের ওয়ালী (দীওয়ানুল-জায়শ) ও পরবর্তী কালে প্রধান দীওয়ানের পদে উন্নীত ইব্‌ন মুফাররিজ-এর নিকট তিনি কাতিব-এর পেশা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৪৯৫/১১০২ সনে উযীর আল-আফদাল ইব্‌ন বাদর (দ্র.) তাঁহাকে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে (দীওয়ানুল-ইনশ') বদলি করেন। ইহার প্রধান সানাউল-মুলক আবূ মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পর ইব্‌নু'স সায়রাফী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং সেখানে তিনি ২০ সাফার, ৫৪২/২১ জুলাই, ১১৪৭ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কর্মরত ছিলেন।

নিম্নে তাঁহার রচিত সাহিত্যকর্মের মোটামুটি একটি তালিকা প্রদত্ত হইলঃ (১) সিজিল্লাত (রাসাইল নামে কথিত), ইহা তিনি তাঁহার অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রচনা করিয়াছিলেন। য়াকূত হইতে জানা যায় যে, তিনি সরকারী চিঠির একটি সংকলন (চারি খণ্ডেরও অধিক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অথচ ইব্‌ন সাঈদ (আল-মুরকিসাত, পৃ. ১১১) বলেন, তিনি এইরূপ পত্র সংকলনের কুড়িটি খণ্ড দেখিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরেও যেইগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং যাহা বিভিন্ন ইতিহাস ও সাহিত্য পুস্তকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য দ্র. জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, মাজমূআতু'ল-ওয়াছাইকিল ফাতিমিয়া। (২) কানূন দীওয়ানির-রাসাইল, ইহা Chancery-তে অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির প্রদর্শক, সম্পা. আলী বাহজাত, কায়রো ১৯০৫ খৃ., বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ফরাসী অনুবাদ H. Masse, Code de la Chancellerie, in BIFAO, xi (1914), 65-120, পুস্তকখানি আল-আফদাল কুতায়ফাত (দ্র.)-কে উৎসর্গীকৃত। (৩) আল-ইশারা ইলা মান নালাল-বিয়ারা, ইহা ইব্‌ন কিল্লিস হইতে আল-বাতাইহী (দ্র.) পর্যন্ত ফাতিমী উযীরদের ইতিহাস, সম্পা. 'আবদুল্লাহ মুখলিস, in BIFAO, xxv (1924), 49-112, addendum, xxvi (1926), 49-70; (৪) আল-আফদালিয়াত, ইহা আল-আফদাল ইব্‌ন বাদর-এর জন্য লিখিত চিঠি ও প্রবন্ধসমূহের সংকলন। একটি অনুপম পাণ্ডুলিপি (ইস্তাম্বুল, ফাতিহ ৫৪১০; Institute of Arabic manuscripts, Cairo-এর একখানিতে Microfilm) নিম্নলিখিত শিরোনামযুক্ত সাতটি ক্ষুদ্র রচনা (opuscula) সন্নিবেশিত রহিয়াছেঃ (ক) রিসালাতুর আফও (উযীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা); (খ)

রাদ্দুল-মালিম (ক্ষুদ্র উপাখ্যান ও উপযুক্ত কবিতার উদ্ধৃতিসহ উযীরের ন্যায় বিচারের প্রশংসা); (গ) লুমাহু'ল-মুলাহ; (ঘ) মানাইহুল-কারাইহ; (ঙ) মুনাজাতু শাহরি রামাদ'ান; (চ) আকাইলু'ল-ফাদাইল ও (ছ) আত-তাদাল্লী ফি'ত তাসাল্লী। য়াকূত প্রদত্ত ইবনু'স-সায়রাফীর "পুস্তকগুলির" তালিকার মধ্যে এইগুলির চারিটির উল্লেখ আছে; সুতরাং সম্ভবত য়াকূত অপর যে তিনখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে তিনখানির অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত জানা যায় না (উমদাতু'ল-মুহাদাছা, ইস্তিনযালুর-রাহমা কিতাব ফিস্-সুক্র) সেইগুলি ছিল একই ধরনের রিসালা। ইবনু'স- সায়রাফীর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ দৃশ্যত একখানি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাথমিক যুগের ফাতিমী উপাখ্যানের অনুক্রম। ইহা ইবন আয়বাক আদ-দাওয়াদারী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে (কানযুদ-দুরার, ৫খ., সম্পা. এস. মুনাজ্জিদ, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১১১ ইত্যাদি; তু. B. Lewis, in BSOAS, xxvi, 1963, 430)। সর্বপ্রথম উদ্ধৃতি আল-কাইম-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে এবং সর্বশেষ উদ্ধৃতি ৫২৬/১১৩২ সনে আল হাফিজ-এর সিংহাসনে আরোহণ সম্পর্কে। ইবন আয়বাক বহুবার, বিশেষত ফাতিমী খলীফাদের প্রশংসাসূচক কবিতাবলীর জন্য এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার ঐতিহাসিক ও পত্রকাব্য (epistolary) রচনা ছাড়াও কয়েকখানি সুন্দর কবিতা সংকলন (anthology)-এর জন্যও তাঁহার প্রশংসা করা হয়। তন্মধ্যে সিসিলীয় ও স্পেন দেশীয় 'আরব কবিদের সম্বন্ধে লিখিত অন্ততপক্ষে দুইখানি সংকলন এখনও বিদ্যমান। ইবনু'স-সায়রাফী লিখিত পত্রগুলি ফাতিমী যুগের গদ্য রচনাশৈলীর মূল্যবান পথপ্রদর্শক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় (১) ইবন মুয়াসসার, তারীখ মিস্র, ed. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খৃ., ৮৭-৮ (মাকরীযী কর্তৃক অনুসৃত, ইত্তিআজ, পাণ্ডুলিপি ১৪১ ক); (২) য়াকূ'ত, উদাবা, ৫খ, ৪২২-২৩; আরও দ্র. Brockelmann, S I, 489-90; (৩) জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, মাজমূআতু'ল-ওয়াছাইকি'ল ফাতিমিয়্যা, ১খ, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ২য় সং, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৬৫ খৃ.; (৪) মুহ'াম্মাদ কামিল হু'সায়ন, ফী আদাবি মিস্রি'ল-ফাতি'মিয়্যা, কায়রো ১৯৫০খৃ.; (৫) F. Gabrieli, L'antologia di Ibn as-sairafi sui poeti arabo-siciliani, in Boll. del Centro di Studi filologici e linguistici Siciliani, ii (1954), 1-15; (৬) O . Kaak, De la poesie arabo-sicilienne, in Atti del cong. Intern. di poesia e di filologia per il vii centrnario della poesia e della lingua italiana, Palermo 1953, 155-64.

জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল (E.I.²)/ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবনুস-সাররাজ (ابن السراج) ঃ আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইবনুস সারী আস-সাররাজ (জিন প্রস্তুতকারক) আন-নাহ্বী আল বাগ'দাদী, 'আরব ব্যাকরণবিদ। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত, কিন্তু তিনি বাগদাদে বসবাস করিতেন। তিনি আবু'ল-'আব্বাস আল-মুবাররাদের কনিষ্ঠতম ছাত্র ছিলেন, এই কারণে মুবাররাদ তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। কিছু দিনের জন্য তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়নের পরিবর্তে তর্কশাস্ত্র ও সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু পরে ব্যাকরণ অধ্যয়নে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগদাদে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কয়য়কজন খ্যাতিমান ব্যাকরণবিদ তাঁহার শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত হন, যেমন আবু'ল-কাসিম আল-যাজাজ্জী, আবূ সা'ঈদ আস-সীরাফী, 'আলী ইবন 'ঈসা আর-রুম্মানী ও আবূ 'আলী আল-ফারিসী। তাঁহার মার্জিত আচরণ ও যুক্তিপূর্ণ শিক্ষাদানের উল্লেখ পাওয়া যায় (ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ৩খ, ৪৬২)।

যেই সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের ফলে 'আরব ব্যাকরণবিদগণ সীবাওয়ায়হ-এর কিতাবকে তাহাদের গ্রন্থের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন, আল-মুবাররাদের ছাত্র হিসাবে ইবনু'স-সাররাজও উক্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকতার ফসল হিসাবে তিনি উক্ত কিতাব-এর একটি শারহ্ (ভাষ্য) রচনা করেন। তিনি কিতাব-এর মতবাদগুলির পুনরুল্লেখ করেন বিভিন্ন নীতিমূলক গ্রন্থে; যথা কিতাবু'ল-উসূলি'ল-কাবীর, যাহা খুবই প্রশংসিত হইয়াছিল। অতঃপর কিতাবু জুমালি'ল উসূল (য়াকূতের মতে ওয়াহুয়াল-উসূলু'স সাগীর, মু'জাম ১৮খ, ২০০)। ফিহ্রিস্ত (৬২)-এ আরও উল্লিখিত হইয়াছে কিতাবু'ল-মুজায, কিতাবু'ল-জুমাল, কিতাবু'ল- মুওয়াসালাত ফি'ল-আখ্বার ওয়া'ল-মুযাকারাত (كتاب المواصلات في الاخبار والمذاكرات) ও কিতাবু'ল ইশতিকাক (য়াকূত-এর মতে ইহা তিনি সমাপ্ত করেন নাই, দ্র.)। য়াকুত কিতাবু'ল-খাত্ত ও কিতাবু'ল হিজা নামক আরও দুইটি গ্রন্থ যোগ করিয়াছেন।

ইবনুস সাররাজ "কিতাবুর রিয়াহ ওয়াল-হাওয়া ওয়ান-নার" গ্রন্থে অভিধান-সঙ্কলন সম্পর্কে, কিতাবুল-ইহতিজাজিল কুররা ও কিতাবুশ-শাক্ল ওয়ান-নাক্ত (আল-কিফ্তী কর্তৃক উল্লিখিত, ইন্বাহ, ২খ, ২৯৫) গ্রন্থ দুইটিতে কুরআনী বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রত্যুত্তর প্রদানে আগ্রহী ইবনু'স সাররাজ কিতাবু'শ শি'র ওয়াশ-শু'আরা রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি খুবই সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী ছিলেন। যৌবনেই যুল-হি'জ্জা ৩১৬/ফেব্রুয়ারী ৯২৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

অনেক লেখক, যাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইবন খাল্লিকান (ওয়াফায়াত, ৩খ, ৪৬৩), আবু'ল-বারাকাত ইবনু'ল-আন্বারী (নুয্হাতু'ল-আলিব্বা, সম্পা. A. Amer, 150) ও আল-কিফ্তী (ইন্বাহ, ৩খ., ১৪৬) ইবনু'স সাররাজের ইনতিকালের তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এইভাবে ঃ "ফী য়াওমিল-আহাদ লি ছালাছি লায়লাতিন বাকীনা মিন যিল-হি'জ্জা" (في يوم الاحد الثلاث ليلة بقين من ذي الحجة) অর্থাৎ ২৭ যু'ল-হিজ্জা, রবিবার/১০ ফেব্রুয়ারী; কিন্তু এই ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার ছিল না (H.G. Cattenoz-এর দিনপঞ্জী (table) ২য়, সং. । এই তথ্যের উৎস ছিল ব্যাকরণবিদ আবু'ল-ফাত্হ উবায়দুল্লাহ ইবন আহ'মাদ (তাহার সম্পর্কে দ্র. আস্-সুয়ূতী, বুগ্য়া, পৃ. ৩১৯)।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে ঃ কিতাবুল-উসূ'ল (Br. Mus. suppl. 916; Brockelmann, SI. 274); ইহাই অবশ্য আল-কাবীর; কিতাবু'ল হিজা, কিতাবু'ল-মুজায, রাবাত-এর সাধারণ গ্রন্থাগারে সম্প্রতি সংযোজিত একটি মাজমূআতে কিতাবদ্বয় সন্নিবেশিত, নং. ১০০ ق (শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন Moustafa el-Chouemi and Bensalem damerdji., বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫); কিতাবু'ল 'আরূদ (অন্য সূত্রে উল্লিখিত হয় নাই), একই মাজমূ'আতে সন্নিবেশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৬২; (২) আবূ বাক্র আয-যুবায়দী, তাবাক'াতুন-নাহ্বিয়্যীন ওয়া'ল-লুগাবিয়্যীন, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪,

১২২-৫; (৩) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা, ১৮খ., ১৯৭-২০১; (৪) ইরশাদ, ৭খ., ৯-১২; (৫) কিফ্তী, ইন্বাহুর রুওয়াত 'আলা আন্বাহিন-নুহাত, কায়রো ১৩৬৭/১৯৫৫, ৩খ, ১৪৫-৯; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ৩খ, ৪৬২-৩; (৭) মুজায-এর সম্পাদকবৃন্দের মুক'াদ্দিমা (ভূমিকা), উল্লিখিত মাজমূ'আ সম্পর্কেও তথ্য ইহাতে আছে।

H. Fleisch (E.I.2)/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইব্নুস-সাররাজ (ابن السراج) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আবদি'র-রাহ'মান আল-কুরাশী আদ-দিমাশকী ছিলেন একজন 'আরব অতীন্দ্রিয়বাদী সূ'ফী। তিনি ৭১৪/১৩১৪ সালের দিকে আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক কাহিনীর একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ইহার শিরোনাম ছিল তুহ্ফাতুল-আরওয়াহ ওয়া মিফতাহু'ল আরবাহ। ইহা ছিল তাঁহার বিলুপ্ত গ্রন্থ তাশবীহু'ল-আরওয়াহ ওয়া'ল-কুলূব ইলা যিক্রি 'আল্লামি'ল-গুয়ূব (تشويح الارواح والقلوب الى ذكر علام الغيوب)-এর একটি অংশ (দ্র.Ahlwardt, Verzeichnis der ar. Hdss. von Berlin, no. 8794)

C. Brockelmann (E.I.2)/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইব্নুস-সাররাজ (ابن السراج) ঃ গ্রানাডার নাস্‌রী রাজ্যের ৯ম/১৫শ শতকের ইতিহাসে বিখ্যাত এক পরিবারের পিতৃকুলীয় পদবী (appellative)। স্পেনীয় সাহিত্যে খৃ. ১৬শ শতকে "আবেনসেরাজ" [Abencerraje]-রূপে এই পদবী উল্লিখিত আছে (১৫শ শতকের শেষ পাদে Benserrge-এর উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে)। এক শতাব্দীরও অধিক পরে ফরাসী সাহিত্যে Abencerage (Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 351]-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে Levi-Provencal-এর প্রতি শ্রদ্ধার (Pace) সহিত বলিতে হয় যে, ইহা সিরাজ হইতে গঠিত নহে। পরিশেষে ইংরেজী সাহিত্যে আবেনসিরাজ [Abencerraje]-রূপে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

'ইব্নু'স-সাররাজ এই পিতৃকুলীয় পদবীটি ৯ম/১৫শ শতকের বহু পূর্বেও পরিচিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মালাগার আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (৫শ/১১শ শতকের হাম্মূদী [দ্র.]-গণের স্তাবক) জনৈক কবি ৭ম/১৩শ শতকে আলমেরিয়াবাসী পেচিনা (pechina)-র জনৈক ব্যাকরণবিদ ও আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ (গ্রানাডার জামি' মসজিদের ফাকী'হ ও খাতী'ব) নামক অপর একজনেরও এই পদবী ছিল। পরবর্তী শতকের প্রথম ভাগে আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইবরাহীমের নামের পরে "ইব্নু'স-সাররাজ" খিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন গ্রানাডার একজন চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, যাঁহার রচনাবলী বর্তমানে লুপ্ত হইলেও ঐ সময় সমাদৃত হইয়াছিল। ৮ম/১৪শ শতকের শুরু পর্যন্ত এই পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, যদিও তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক অনির্ণেয়। "বানূ সাররাজ" সম্ভ্রান্ত 'আরব বংশীয় দৃশ্যত প্রাচীন য়ামানী বংশীয় পদবী বলিয়া দাবি করা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিখ্যাত স্পেনীয় 'আরব কুলজি গ্রন্থসমূহে উহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮ম/১৪শ শতকের মধ্যভাগ হইতে গ্রানাডায় লক্ষ্য করা যায় সুপরিচিত একটি পরিবারের উদ্ভব—যাহার সদস্যগণ সামরিক কৃতিত্ব ও ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই পরিবারের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আবী 'আবদিল্লাহ ইব্নি'স সাররাজ (মৃ. ৭৬৬/১৩৬৪) যিনি ছিলেন রোন্ডার কাসাবার সেনাপতি এবং ইহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চলের শাসক। ৯ম/১৫শ শতকের প্রথমভাগে এই পরিবার নাস্‌রী রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং জিহাদে সাহসিকতার জন্য খ্যাতি লাভ করে। উক্ত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পূর্বেই পরিবারটি একটি শক্তিশালী ও নির্মম উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

খৃ. ১৪১৯ সালে এই দল Guadix Illora-এ কর্তৃত্ব সম্পন্ন নেতাদের মাধ্যমে প্রথম বিদ্রোহ ঘটায়। নাসরী বংশের অপ্রাপ্তবয়স্ক শাসক ৮ম মুহ'াম্মাদ (El Pequeno)-এর পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন (regent) 'আলী আল-আমীনের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণতায় তাঁহাকে হত্যা করত ৮ম মুহাম্মাদের স্থলে ৫ম মুহ'াম্মাদের পৌত্র ৯ম মুহ'াম্মাদকে (Elzurdo) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। অভ্যুত্থানের সংগঠক আবূ'ল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ ইব্নু'স-সাররাজের হাতে আসে প্রধান উযীরের দায়িত্ব এবং পরবর্তী আট বৎসর যাবত ইব্নু'স সাররাজ পরিবার গ্রানাডায় কর্তৃত্ব করে।

১৪২৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন রিদওয়ান বানীগাশ (Bane-gass)-এর নেতৃত্বে রাজানুগত সমর্থকগণ মুহ'াম্মাদ (৮ম)-কে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তখন য়ূসুফ ইব্নু'স-সাররাজ ও তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহাদের সুলত'ানের সহিত তিউনিসের হাফসী আবূ ফারিসের দরবারে নির্বাসনে গমনের পরিবর্তে ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় থাকিয়া ক্ষমা প্রাপ্তির সুযোগ লাভের পক্ষে গোপন তৎপরতা চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্ষমা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ক্যস্টিলের দ্বিতীয় জুয়ান ও আবূ ফারিসের সহায়তায় ৯ম মুহাম্মাদকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। খৃ. ১৪২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই য়ূসুফ ইব্নু'স-সাররাজ ও তাঁহার সুলতান গ্রানাডার ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৪৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন যখন ইব্নু'স-সররাজ ক্যাস্টীলীয় রাজানুগত গ্রানাডীয় যুক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে লোজা (Loja)-র যুদ্ধে নিহত হন। এই যৌথ বাহিনীর সাফল্য চতুর্থ য়ূসুফকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু য়ূসুফের শাসনামল ছিল সংক্ষিপ্ত। ১৪৩২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ৯ম মুহ'াম্মাদ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং য়ূসুফ ইনতিকাল করেন। ৯ম মুহাম্মাদের তৃতীয় পর্যায়ে সারা শাসনামলে অর্থাৎ ১৪৪৫ সাল পর্যন্ত য়ূসুফ ইব্নু'স-সারাজের পুত্রদের (মুহাম্মাদ ও আবূ'ল-কাসিম) ও তাহাদের পরিবার ও দলের অন্য সদস্যদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পক্ষান্তরে খৃ. ১৪৪৫-১৪৬০ সাল পর্যন্ত ছিল উত্থান-পতনের সময়। কেননা ঐ সময়ে নাসরী সিংহাসন প্রথমে ১০ম মুহাম্মাদ এল কোজো El cojo) ও ৫ম য়ূসুফ, পুনরায় ১০ম মুহ'াম্মাদ এবং আবার ৯ম মুহ'াম্মাদের দখলে আসে যিনি ১৪৫৩ সালের শেষভাগ কিংবা ১৪৫৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শাসন করেন। সুলত'ান সাদ (Ciriza/Muley Zad/Cah; reg. 1454-62, 1462-4) তাঁহার ক্ষমতার জন্য যেহেতু বানূ সাররাজের (যাহাদের তখনকার নেতা ছিলেন আবুস সুরূর আল-মুফাররিজ) নিকট ঋণী ছিলেন। সেইজন্য এই পরিবার কিছু সময় সুলতান সাদের অনুগ্রহ লাভ করে। ১৪৬০ সালে উপরিউক্ত আবূ'ল-ক'াসিমের পুত্র, অন্য এক আবূ'ল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফকে রাজ্যের একজন প্রভাবশালী কাইদ (নেতা) হিসাবে এবং আরও একজন য়ূসুফ ইব্নুস-সাররাজকে মুফাররিজ-এর আমলের একজন উযীররূপে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু শীঘ্রই এই সম্পর্কে ফাটল ধরে। অভিভাবকত্বাধীন অবস্থায় বিরক্ত এবং সম্ভবত তদস্থলে তৎপুত্র আবূ'ল-হ'াসান 'আলীকে (Muley Haeen) প্রতিষ্ঠিত করিবার

গোপন প্রয়াসে ক্রুদ্ধ হইয়া সাদ আলহামরা (১৪৬২ খৃ. জুলাই)-এর মুফাররিজ্জ ও উযীর য়ূসুফকে সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেন। মুহাম্মাদ ও 'আলী ইব্নু'স-সাররাজ মালাগায় পলায়ন করিয়া Castile- এর সাহায্যের নিশ্চিত প্রতিজ্ঞাপ্রাপ্ত ৫ম য়ূসুফকে (Aben Ismael) সিংহাসনের পাল্টা দাবিদার হিসাবে দাঁড় করান। তাঁহার অকাল মৃত্যু আবু'ল হ'াসান 'আলীকে পুনরায় অগ্রগামী করিয়া দেয় এবং খৃ. ১৪৬৪ সালের আগস্ট মাসে তিনি বানুস-সাররাজ-এর যোগসাজশে সা'দকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। ফলে ইবনু'স-সাররাজ পরিবার পুনরায় ক্ষমতায় আসে। এই পরিবারে বিবাহ করেন প্রভাবশালী কাইদ জনৈক ইব্রাহীম ইব্নু'ল-আশ'আর যিনি প্রধান উযীর হন এবং তাঁহার প্রশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হন উপরিউক্ত মুহাম্মাদ ইব্নু য়ূসুফ আস-সাররাজ-এর পুত্র আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি শীঘ্রই তাঁহাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৪১৯ খৃ. আবু'ল-হ'াসান 'আলী ১ম মুহাম্মাদের কন্যা ফাতি'মাকে বিবাহ করেন। মুহ'াম্মাদের মৃত্যুর পর জনগণের রক্ষকরূপে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; সেই শ্রদ্ধা ফাতি'মার ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। এই কারণে বয়স্ক আবু'ল-হ'াসান 'আলী যখন একজন ধর্মত্যাগী খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করেন তখন এই বিবাহকে ফাতিমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রকাশ্য অপমান বিবেচনা করিয়া জনগণ বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে জঘন্যতম প্রতিশোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া যায় তাহারা পলায়ন করে। কেহ কেহ মদীনা, সিদোনিয়া ও আগুইলার (Aguilar)-এর বিশিষ্ট পরিবারে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যরা ক্যাস্টীলিয়ার বিভিন্ন সীমান্ত শহরে চলিয়া যায়। ১৪৮২ খৃ. গোপনে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা 'আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাহার স্থলে ফাতি'মার গর্ভজাত তাঁহার প্রথম পুত্র আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (দ্বাদশ বিখ্যাত Boabdil)-কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। Boabdil-এর শাসনামল ও মুসলিম গ্রানাডার শেষ দিন পর্যন্ত এই পরিবারের দল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। একবার গ্রানাডা খৃষ্টানদের দখলে চলিয়া গেলে (১৪৯২ খৃ.) ইব্নু'স-সাররাজ পরিবার তল্পিতল্পা গুটাইয়া আলপুজাররা (Alpujarra) এবং পরে ১৪৯৩ সালের মার্চ মাসে প্রায় সকলেই একযোগে আল-মাগরিবে দেশান্তরী হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যেই পরিবার স্পেনে এত দক্ষতার সহিত ইসলামের গৌরব সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিল, কয়েকটি আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে সেই পরিবারটিই ইহার পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী হইল।

Perez de Hita রচিত Historia de los vandos de Zegries y Abencerrajes (১৫৯৫, ১৬১৯ খৃ.) গ্রন্থে বর্ণিত ইব্নুস সাররাজ পরিবারের ইতিবৃত্ত কয়েক কণা সত্যকে কেন্দ্র করিয়া রচিত একটি কাল্পনিক কাহিনীমাত্র। Motos de Granada (গ্রানাডার মূরগণ) সম্পর্কীয় পরবর্তী সাহিত্যিক বিবরণ এই প্রসিদ্ধ উপন্যাসের ছাঁচে ঢালাই হয়। এই উপন্যাসে ইবনু'স-সাররাজ পরিবারের সদস্যগণ বীরত্ব, বীরধর্ম ও মোহনীয়তার প্রতীকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ছিল সাহসী কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ও চরম বিশ্বাসঘাতক যেগরিসগণ (Zegries)। যেগরিস শব্দটি ছাগারী (ثغرى) (সীমান্তরক্ষী) শব্দ হইতে উদ্ভূত। অনুমিত হয় যে, স্পেনে এই শব্দটির প্রয়োগ হইতে মাগরিবী মুজাহিদূন (যাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বস্তুত ৯ম/১৫শ শতাব্দীর বহু পূর্বে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল)-এর সম্পর্কে। Boabdil-এর অবমাননা ও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে মিথ্যা ও গোপনে প্রচারিত অভিযোগে ইবনুস সাররাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় নিঃসংশয় ব্যক্তিগণকে আল-হ'াম্রা (الحمراء) প্রাসাদে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করা হয়। সব কিছু ত ধ্বংস হয় না। এই হত্যাযজ্ঞের খবর প্রকাশ পায়, ফলে বিদ্রোহ শুরু হয়। ভয়াবহ যুদ্ধের পর Muley Hacen-কে শাসকরূপে ঘোষণা করা হয়; তবে পরিশেষে বিদ্রোহীদেরকে শান্ত ও Boabdil-কে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইব্নু'স-সাররাজ পরিবারের সদস্যগণকে নির্বাসিত করা হয়, তাহারা Fastile- এ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাদেরকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

Zegres-গণ এই নাটকের শুরুতেই Boabdil-কে ইবনুস সাররাজ পরিবারের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য boabdil-এর স্ত্রীর মর্যাদায় যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল পরিণামে তাহা অপনোদিত হইল এবং খৃষ্টান Knight-গণ অভিযোগকারীদেরকে হত্যা করিল। ১৭শ ও ১৮শ শতকে য়ুরোপের অন্যান্য লেখকও ইব্নুস সাররাজ পরিবারকে তাহাদের রচনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য Chaleau brand ও তাহার রচনা Les aventures du dernier Abencerage।

আল-হ'ামরার Cuarto de Los Leones sala de Los Abencerrajes নামটির উদ্ভব হইয়াছে বিভিন্ন কাহিনী হইতে, যাহাতে বিবৃত হইয়াছে, ইব্নুস সাররাজ পরিবারের ৩১ জনেরও অধিক সদস্য নিহত হয় ১০ম মুহ'াম্মাদ মতান্তরে Muley Hacen বা Boabdil-এর হস্তে। কল্পকাহিনীর মূল সম্ভবত (ক) সা'দ কর্তৃক মুফাররিজ ও উপরিউক্ত য়ূসুফ হত্যার কাহিনীতে এবং (খ) Cuarto de Los Leones Harnando de Baeza কর্তৃক বর্ণিত সা'দ ও আবুল-হ'াসান আলী কর্তৃক ৯ম মুহ'াম্মাদ ও তাহার সন্তানগণের হত্যার কাহিনীতে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Ceco de Lucena Pardes, los Abencerrajes leyenda e historia, গ্রানাডা ১৯৬০ খৃ., ও গ্রন্থপঞ্জী (৭৩-৫); (২) R. Arie. L. Espagne musulmane au temps des Narrides, প্যারিস ১৯৭৩ খৃ., ১৩০ প.।

J. D. Lathama (E.I.[2] Suppl.)/মনজুর আলম ওয়াহ্রা

ইব্নুস-সাররাজ (দ্র. ইবনুল কিত্ত)

ইব্নুস সারায়া (দ্র. সাফিয়্যুদ্দীন আল-হিল্লী)

ইব্নুস-সালার (দ্র. আল-আদিল ইব্নুস-সালার)

ইব্নুস-সালাহ (ابن الصلاح) : তাকিয়্যুদ্দীন আবূ আমর উছ'মান ইব্ন আবদির-রাহ'মান আল কুর্দী আশ-শাহরাযুরী, শাফিঈ মায'হাবের অনুসারী ছিলেন। শাহরাযুরের সন্নিকটে ইরবিল জেলার শারাখান নামক গ্রামে ৫৭৭/১১৮১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৪৩/১২৪৫ সনে দামিশ্কে ইনতিকাল করেন। তিনি শাহ্রাযুরে পিতার নিকট ফিক্হ'শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা পরে তাহাকে মাওসিল (Mosul)-এ লইয়া যান ; তথায় তিনি হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। তিনি বাগদাদ, নীশাপুর, মারব (مرو), দামিশ্ক', আলেপ্পো, হাররান ও জেরুসালেমসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করেন। ইব্ন খাল্লিকান শাওয়াল ৬৩২/জুন-জুলাই ১২৩৫ সনে দামিশকে এক বৎসর তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন এবং তাহাকে তাফসীর, হ'াদীছ', ফিক্হ', ইল্মুর রিজাল ও হ'াদীছ'শাস্ত্রের সমস্ত

শাখায় ও ভাষাতত্ত্বে তাহার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি জেরুসালেমের সালাহিয়া মাদ্রাসায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন এবং পরে দামিশকে যান। সেইখানেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। তিনি রাওয়াহি'য়্যা মাদ্রাসায় ও শিক্ষাদান করেন। মালিক আল-আশ্রাফ যখন দামিশকে দারুল-হ'াদীছ' নির্মাণ করেন, তখন সেখানে ইব্নু'স স'লাহ্ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি সিত্তুশ-শাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবনির্মিত শামিয়া জুওয়ানিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন যে, তিনি একই সঙ্গে তিনটি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার দায়িত্ব তিনি যথাযথ পালন করেন। তিনি তাঁহার ফাত্ওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, হ'াদীছ'শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এমন শিক্ষক ছিলেন যাহার ক্লাসসমূহে বহু শিক্ষার্থীর সমাগম হইত। তাঁহার রচনাবলী সংখ্যায় বেশী না হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত। তিনি হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা সম্বলিত একটি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উহা বিদ্যমান থাকিলেও এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার ফাত্ওয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৩৪৮ হি.)। হ'াদীছ' শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থটিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি ইহাকে "কিতাব মা'রিফাতি আনওয়া 'ইলমিল-হ'াদীছ' হাযা" (হাদীছ'শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার পরিচয় গ্রন্থ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা গ্রন্থটির শিরোনাম কিনা তাহা স্পষ্ট নয়। ১৩০৪ হিজরীতে লক্ষ্ণৌতে "মুকাদ্দিমাতু ইবনি'স স'লাহ্ ফী 'উলূমিল-হাদীছ" শিরোনামে এবং আলেপ্পোতে (১৩৫০/১৯৩১) ইরাকীর ভাষ্যসহ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাগি'ব আত্'-তা'ব্বাখের টীকাসহ "উলূমু'ল-হ'াদীছি'ল মা'রূফ বি-মুক'াদ্দিমাতি ইব্নি'স স'লাহ" শিরোনামে উহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ৬৫টি পরিচ্ছেদে (নাও) বিভক্ত এবং হ'াদীছ'শাস্ত্রের উপর একটি উচ্চ মানের গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইবার দাবিদার। ইহার অনেক ভাষ্য ও সংক্ষিপ্তসার লিখিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্-নাওয়াবীর "তাক'রীব" যাহা JA, Serie ix, vols. xvi-xviii, W. Marcais কর্তৃক অনূদিত। অনুরূপ অন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ইব্ন কাছ'ীর কর্তৃক ইহার সংক্ষিপ্তসার যাহা ব্যাখ্যাসহ আল-বিছ্'ল-হ'াদীছ' (কায়রো ১৩৭০/১৯৫১) শিরোনামে আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ শাকির কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, সম্পা. de Slane, ২খ, ১৮৮-৯০; (২) আয-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফফাজ, ৪খ, ২১৪ প.; (৩) আস-সুব্কী, তাবাকাত্'শ-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুবরা, ৫খ, ১৩৭-৪২; (৪) ইব্ন হ'াজার আল-আস্কালানী, নুখবাতুল-ফিক্র, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৪, পৃ. ২প.; (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, হি. ৬৪৩ সাল; (৬) হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ৮৭৬৬; (৭) Brockelmann, I, 440-42, SI, 610-12.

J. Robson (E.I.[2])/ মু. আলী আসগর খান

ইব্নুস সিক্কীত (ابن السكيت) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ইব্ন ইস্‌হ'াক; একজন বিখ্যাত 'আরব ভাষাবিদ ও অভিধান রচয়িতা। তিনি খুযিস্তানের দাওরাক নামক স্থানের অধিবাসী এক পরিবারের বংশধর। তিনি সম্ভবত ১৮৬/৮০২ সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার ডাকনাম আস-সিক্কীত (অল্পভাষী)। কবিতা ও অভিধান রচনায় অভিজ্ঞ বলিয়া তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস শুরু করেন, অতঃপর তাঁহার শিক্ষাজীবন আবূ আমর আশ-শায়বানী, আল-ফাররা, ইব্নু'ল 'আরাবী প্রমুখ খ্যাতনামা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সমসাময়িকদের ন্যায় তিনি 'আরবী ভাষায় পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য কিছুদিন বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাগদাদের দারবুল-কানতারায় শিক্ষাদানের পর তিনি উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ছাত্রদেরকে পাঠ দানকালে শ্রুতলিপি আকারে লিখাইয়াছিলেন। আল- মুতাওয়াক্কিলের দুই পুত্র আল-মু'তায্য ও আল-মু'আয়্যাদ-এর শিক্ষা দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই সূত্রে খলীফার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। 'আলী (রা)-র বংশধরদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সম্মুখে এই অনুরাগের অবিবেচনা প্রসূত প্রকাশ তাঁহার অধঃপতন ডাকিয়া আনে। তুর্কী রক্ষী সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে পদদলিত করা হয় (এমনকি বলা হয় তাঁহার জিহ্বা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল)। ৫ রাজাব, ২৪৪/১৭ অক্টোবর, ৮৫৮ সনে ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬ ইত্যাদি বিভিন্ন সনের কথা উল্লেখ করা হয়।

ব্যাকরণে ইব্নু'স-সিক্কীত কূফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ হিসাবে পরিগণিত করা হয় না। অপরদিকে তাঁহার রচিত অভিধান ও ভাষ্যসমূহ (যেইগুলির জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন) তাঁহাকে বসরী মতবাদের সহিত কিছুটা সম্পৃক্ত করে। কেননা তিনি বসরার সুবিখ্যাত প্রভাবশালী পণ্ডিতবর্গ আল-আসমা'ঈ, আবূ উবায়দা, আবূ যায়দ আল-আনসারী প্রমুখের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাগদাদ মতবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনপ্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করিতেন।

অভিধান রচনা ও 'আরবী কবিতায় পারদর্শী ইব্নু'স-সিক্কীত মোট বিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় ঃ কিতাবু ইস্লাহি'ল-মান্তিক (كتاب إصلاح المنطق) (সম্পা. শাকির ও হারূন, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯; তু. Oriens, ১ ৩খ, ১৯৫০ খৃ., ৩২৫ প.), কিতাবু'ল আলফাজ (كتاب الألفاظ), সম্পা. Cheikho, বৈরূত ১৮৯৭ খৃ. (আল-খাত'ীব আত-তাবরীযীর ভাষ্য কানযু'ল-হুফফাজ, সম্পা. Cheikho, বৈরূত ১৮৯৫-৮ খৃ.); এতদ্ব্যতীত Haffner কিতাবু'ল-কাল্ব ওয়াল-ইবদা'ল (كتاب القلب والابدال) [in texte zur arabischen Lexicographie, Leipzig ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৩-৬৫] ও কিতাবু'ল-আদ্দাদ (كتاب الأضداد) (in Drei Quellenwerke uber dieaddad, বৈরূত ১৯১৩ খৃ.) নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন দীওয়ানসমূহের সমালোচনামূলক সংশোধনের ক্ষেত্রে একদিকে আল-আসমা'ঈ, আবূ উবায়দা ও আরও কতিপয় বিদ্বান বিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং অপরদিকে আস-সুক্ক'ারী (দ্র.) উক্ত পদ্ধতির পূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন; কালক্রমানুসারে ইব্নু'স-সিক্কীতে অবস্থান হইল এই দুইয়ের মাঝখানে। সেই কারণে ইব্নু'স-সিক্কীত কর্তৃক অতি সতর্কতার সহিত সংগৃহীত ও ভাষ্যকৃত ফিহ্‌রিস্ত (১খ, ১৫৭-৮)-এর তালিকাভুক্ত প্রাচীন কবিদের দীওয়ান সাধারণত সমালোচকদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। তাঁহার রচনার মাত্র কয়েকটি এখনও টিকিয়া আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল আল-খান্সা সম্পর্কিত (দ্র. কবির দীওয়ান, সম্পা. Cheikho, বৈরূত ১৮৯৬ খৃ.); ইব্নু'ল-ওয়ারদ সম্পর্কিত (দ্র. Noldeke, die

Gedichte des Urwa ibn Alward, Gottingen ১৮৮৩ খৃ.), কায়স ইব্নু'ল-খাতীম সম্পর্কিত (সম্পা. Th. Kowalski, লাইপযিগ ১৯১৪ খৃ.) এবং আল-হুতায়'আ সম্পর্কিত (সম্পা. ন. আ. তাহা ও ম. হ'ালাবী, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ১খ, ৭২, ১৫৭-৮ (কায়রো সং., পৃ. ১০৭-২২৪-৫); (২) আল-আন্‌বারী, নুয্‌হা, সম্পা. A. Amer, পৃ. ১০৯-১১; (৩) যুবায়দী, ত'াবাক'াত, RSO-তে, ৮খ; (৪) ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহ্‌রাসা, পৃ. ৩৮২; (৫) য়াকৃ'ত, উদাবা, ২০খ, ৫০-২; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ, ৩০৯; (৭) সুয়ূতী, বুগ্'য়া, পৃ. ১৮; (৮) Flugel, Die grammetischen Schulen der Araber, লাইপযিগ ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১৫৯; (৯) M. Ben Cheneb, Etude sur la fahrasa, পৃ. ৪৩৩, শাখা ২৩৭; (১০) R. Blachere, HLA, ১খ, ১১৩; (১১) ম., মাখ্যূমী, মাদ্‌রাসাতু'ল-কূফা, বাগদাদ ১৩৭৪/১৯৫৫, পৃ. ১৫৫; (১২) স. আ. আহ'মাদ আলী, ইব্নু'স-সিক্কীত, লাহোর তা. বি.; (১৩) ঐ লেখক, ZDMG-তে, ৯০ খ. (১৯৩৬ খৃ.), ২০১-৮; (১৪) R. Sellheim, Die klassisch arabischen Sprichwortersammlungen , হেগ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১১২ ও নির্ঘণ্ট; (১৫) H. Fleisch, traite de philologie arabe, ১খ, বৈরূত ১৯৮১ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৬) Brockelmann, I[2], ১২১, পরি—১, পৃ. ১৮০।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্নুস-সিতরী (দ্র. ইব্নুল-বাওয়াব)

ইব্নুস-সীদ (দ্র. আল-বাতালয়াসী)

ইব্নুস্-সুন্নী (ابن السنى) ঃ আবূ বাক্র আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মদ ইব্ন ইস'হাক। তিনি ইব্নু'স-সুন্নী আদ-দীনাওয়ারী আশ-শাফি'ঈ নামে পরিচিত, প্রখ্যাত হাদীছবিদ এবং জাফার ইব্ন আবী তালিবের আযাদকৃত দাস, যিনি আশি বৎসরেরও অধিক সময় জীবিত ছিলেন এবং ৩৬৪/৯৭৪ সালে ইনতিকাল করেন। হ'াদীছে'র জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি অধিকাংশ সময় ভ্রমণে কাটাইতেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন (১) 'আমালুল য়াওম ওয়াল-লায়লা অথবা আমালুয়াওমিন ওয়া লায়লাতিন (দ্র. শাযারাত)। ইহাতে দিবারাত্রির সময় কিভাবে অতিবাহিত করা হইবে সেই সম্পর্কীয় নবী আকরাম (স)-এর হাদীছসমূহ একত্র করা হইয়াছে। এই বিষয়ের উপর ইমাম নাসা'ঈ, আবূ নু'আয়ম ইসফাহানী, সুয়ূতী ও আল-মুন্‌যিরীও হ'াদীছ' সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইব্নু'স সুন্নীর গ্রন্থখানিই অধিক হাদীছ সম্বলিত, উহার পাণ্ডুলিপিসমূহ বাকীপুর, রামপুর ও বার্লিনে সংরক্ষিত আছে, প্রথম সং হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৫ হি., ২৪৮ পৃ. সম্বলিত; (২) কানা'আত (অল্পে তুষ্টি) বিষয়ে একটি পুস্তিকা; (৩) আল-মুজতাবা, সুনান নাসা'ঈর সারসংক্ষেপ।

হ'াদীছ'বিশারদগণ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ইমাম নাসা'ঈ, 'উমার ইব্ন আবদান বাগ'দাদী, আবূ খালীফা আল-জুমাঈ, আবূ আরূবা আল-হাররানী, যাকারিয়া আস্-সাজী, আয-যামলাকানী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। আলী ইব্ন 'উমার আল-আসাদ আবাদী, 'আবদুল্লাহ আল-ইসফাহানী, আহ'মাদ আল কাস্‌সার প্রমুখ ছিলেন তাঁহার ছাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জিনান, হায়দরাবাদ, (দাক্ষিণাত্য), ২খ, পৃ. ৩৮; (২) সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ১ম সং., ২খ., পৃ. ৯২; (৩) যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ৩খ., পৃ. ১৫১; (৪) ইব্নুল-'ইমাদ, শায'রাতুয্-যাহাব, ৩খ, ৪খ; (৫) হা'জ্জী খালীফা, কাশফুজ জুনূন, ৪খ, ২৬৮; (৬) Brockelmann, ১খ, ১৬৫ ও পরিশিষ্ট, ১খ, ২৭৪।

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
আ. ফ. সাইয়েদ মাস্‌উদ হোসেন

ইব্ব (أب) ঃ য়ামানের তা'ইয্য নামক সানজাক-এর ইব্ব নামক কাদা (ক'াদী বা বিচারকের এলাকা)-এর সাবেক রাজধানী। বর্তমানে ১৯৪৬ খৃ. হইতে ইহা একটি পৃথক লিওয়া এবং ইব্ব, উদায়যী, সুফাল, কুতাবা ও য়ারীম নামক কাদাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। য়ামানের প্রকৃতিগত 'ই'-সহকারে এই শহরটির নামের উচ্চারণ ছাড়াও আব্ব' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (Niebuhr-এ Aebb)। কিছুকাল পূর্বে আনুমানিক ৪,০০০ জন সংখ্যা অধ্যুষিত এই প্রাচীরবেষ্টিত শহরটি যু-জিব্‌লা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা 'আদান হইতে সান'আ অভিমুখী উর্ধ্বগামী রাস্তার ধারে অবস্থিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের A. Beneyton মিশনের প্রস্তাবে আল-হুদায়দা হইতে তাইয্য পর্যন্ত যেই রেলপথ নির্মাণের কথা ছিল, সেই প্রস্তাব অনুসারে এই শহরটিতে উক্ত রেলপথের একটি স্টেশন স্থাপন করিবার প্রস্তাব ছিল। বর্তমানে ইহা অনুরূপভাবে তাইয্য হইতে সান 'আগামী মহাসড়কের ধারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই রেলপথ প্রকল্পটি কখনও বাস্তবায়িত হয় নাই এবং পরবর্তী কালে মোটরযান চলাচলের উন্নয়নের ফলে উহা অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৫° মি. উর্ধ্বে এক উর্বর অঞ্চলে অবস্থিত। এইখানে খাদ্যশস্য ও ফলমূল ছাড়াও কফি, কাত, নীল ও ওয়ারস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শহরটির মধ্যে প্রায় ৬০টি মসজিদ রহিয়াছে; পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয় কৃত্রিম প্রণালীর সাহায্যে কয়েকটি পর্বত হইতে যেইগুলি প্রায় ৩২০০ মি. উচু। পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক সময় একটি রৌপ্য খনি বিদ্যমান ছিল (leiden Islam stichting-এর ছবি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ১খ., ৭৮; (২) আল-হাম্‌দানী, পৃ. ১৮৯; (৩) C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Copenhagen ১৭৭২ খৃ., পৃ. 239; (৪) A. Sprenger, Die Post-und Reiserouten des Orients (Abh. d. Deuts chen Morgenl. Ges., iii/3, Leipzig 1864), 154; (৫) H. Burchardt, Reiseskizzen aus dem Yemen, in ZG Erdk, Berl., 1902, 605; (৬) A. Grohmann, Sudarabien als Wirtschaftsgebiet, i, Vienna 1922, 165, 206, 213, 216, 223, 225, 230, 251f.; ii Brunn 1933, 129., 138, 141-3, 149; (৭) Western Arabia and the Red Sea, Neval Intelligence Division 1946, 360, 574 প.।

A Grohmann (E.I.[2])/ মু. আবদুল মান্নান

ইবরাইল (ابرئل) ঃ রুমানীয় ভাষার ব্রাইলা (Braila) শব্দ হইতে গৃহীত, দানিউব (Danube) নদীর বাম তীরে অবস্থিত রুমানিয়া Wallachia (Tara Romaneasca) শহর, সিরেট (Siret)

নদী যেইখানে আসিয়া দানিউবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেইখান হইতে ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কয়েকটি বাণিজ্যপথের মিলনস্থলে অবস্থানহেতু ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। ৮ম/১৪শ ও ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে ট্রানসিলবানিয়ার ব্রাসভ (Brasov)-এর সঙ্গে এবং পোল্যান্ডের লেমবার্গ (Lemberg)-এর সঙ্গে ব্রাইলার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। এই নগরীর বন্দরে শুধু যে দানিউবের বিভিন্ন বাণিজ্য-শহরের নৌকা আসিত তাহাই নহে, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর হইতেও জাহাজ আসিয়া ভিড়িত, এমনকি ১০ম/১৬শ শতকে বসফরাস ও কৃষ্ণসাগর যখন তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল তখনও এইখানে প্রতিদিন গড়ে ৭০ হইতে ৮০টি জাহাজ ভিড়িত। তুরস্কের সুলতান ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক ওয়াল্লাচিয়ার নৃপতি ভলড টেপেস (Vlad Tepes)-এর বিরুদ্ধে অভিযানকালে একটি তুর্কী নৌবহর এই ব্রাইলাতে সৈন্য অবতরণ করাইয়াছিল (৮৬৬/১৪৬২)। কিন্তু সুলতান ১ম সুলায়মান কর্তৃক রাবী-২, ৯৪৫/সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ সালে মোলডাভিয়া (Moldavia) অভিযানের পরেই শহরটি তুরস্কের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে। তখন ওয়াল্লাচিয়ার নৃপতি রাড় পাইসী (Radu Paisie) শহরটি সুলতানের কাছে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন (৮৪৬/১৫৩৯)। সুলতান তখন শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত এলাকাও স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ব্রাইলা 'উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হইলে তখন নূতন শাসকগণ ইহার পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়—কর, ভূমি-আইন ইত্যাদি সম্পর্কীয় ১০ম/১৬শ শতকের একটি নিয়ন্ত্রণ বিধির সংগ্রহ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। উছমানী তুর্কীদের অধীনে ব্রাইলা (ইবরাইল) একটি সরবরাহ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এইখান হইতে ওয়াল্লাচিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ইস্তাম্বুলে প্রেরিত হইত। পরবর্তী তিন শতাব্দী যাবত ইহার ইতিহাস উছমানী সুলতানগণ কর্তৃক বিজিত দানিউব তীরবর্তী অন্যান্য বাণিজ্য বন্দরের সঙ্গে অভিন্নই ছিল। অতঃপর রুমানিয়ার নৃপতিগণের নেতৃত্বে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে এই শহরটি তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়। ৯৮২/১৫৭৪ সালে মোলডাভিয়ার রাজা আইওয়ান সেল কুমপ্লিট (Ioan cel Cumplit) এই শহরটি জ্বালাইয়া দেন, কিন্তু তিনি দুর্গ দখল করিতে ব্যর্থ হন। রাজাব ১০০৩/মার্চ ১৫৯৫ সালে ওয়াল্লাচিয়ার মিহাই ভিটিয়াযুল (Mihai Viteazul) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া দুর্গের সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন, কিন্তু সেই সময়েই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাহার মৃত্যু হইলে ব্রাইলা পুনরায় সুলতানেরই হস্তগত হয়। ১০৬৯/১৬৫৯ সালে রাজা মিহনিয়া (Prince Mihnea) সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বল্প সময়ের জন্য শহরটি দখল করেন। রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া কর্তৃক ব্রাইলা অধিকৃত হইলেও পুনরায় সুলতানের নিকট প্রত্যর্পিত হয়। পরবর্তী অপর একটি যুদ্ধে রুশগণ ব্রাইলা অধিকার করিতে সক্ষম হয় (৬ জুন, ১৮২৮) এবং অবশেষে খৃ. ১৮৩০ সালে সম্পাদিত আড্রিয়ানোপোলের সন্ধি দ্বারা শহরটি ওয়াল্লাচিয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে শহরটি বুলগেরীয় স্বদেশত্যাগী স্বাধীনতাকামীদের কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যাহার ফলে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতার পথ সুগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Irene Beldiceanu-Steinherr N. Beldiceanu, Acte du régne de Selim I concernant quelques echelles danubiennes de Valachie, de Bulgarie et de Dobrudja in Sudost-Forschungen ২৩খ. (১৯৬৪ খৃ.), ১০৫-৬; (২) L. Chalkondylas, De rebus turcicis, বন ১৮৪৩ খৃ., পৃ. ৫০৫; (৩) M. Costachescu, Documente moldovencsti inainte de Stefan cel Mare, ২খ, Jassy ১৯৩২ খৃ., ৬৩৫-৩৬; (৪) C. C. Giurescu, Istoria pescuitului si a pisciculturii in Romania ১খ, বুখারেস্ট ১৯৬৪ খৃ., ৫৮, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৯৩, ৯৪, ১১৪, ২০১, ২০৮, ২১৯, ২৩৩, ২৩৫, ২৪০, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৫৬, ৩০৫, ৩১৬; (৫) D. C. Giurescu, Ion Voda cel Viteaz. বুখারেস্ট ১৯৬৩; (৬) Istoria Romaniei, বুখারেস্ট ১৯৬২ খৃ., ২খ., ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৪, ৯১৬; বুখারেস্ট ১৯৬৪ খৃ., ৩খ., ১৯১, ২১৭, ৪৭৯, ৬০৯, ৯২৬, ৯২৯, ৯৯২-৪; (৭) I. R. Mircea, Tara Romaneasca si inchinarea raielii Braila, in Balcania, ৪খ., (১৯৪১ খৃ.), ৪৬১, ৭৫; (৮) মুকরিমীন খালীল (সম্পা.), দাস্তুরনামেই এন্‌বেরী, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১০০; (৯) P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, বুখারেস্ট ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১১৩, ১২৩, ২৪৮; (১০) ঐ লেখক, Mircea cel Batran, বুখারেস্ট ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৯১-৭., ১০৩; (১১) P. P. Panaitescu, D. Mioc, b. Tara Romaneasca, I, 1247-1500, বুখারেস্ট ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১০৯, ১৩০-১; (১২) R. I. Perianu, Raiua Brailei, in Revista Istorica Romana, ১৫/৩খ. (১৯৪৫ খৃ.), ২৮৭-৩৩৩; (১৩) H. Schiltberger, Reiscbuch, সম্পা. V. Langmantel, Tubingen ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ৫২; (১৪) Hadiye Tuncer, Osmanli imparatorlugunda toprak hukuku, arazi kanunlari ve kanun aciklamalari, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১৯৬-২০৭, ২১০-১৬।

N. Beldiceanu (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্রাহীম (আ) (ابراهيم عليه السلام) ঃ খালীলুল্লাহ, 'আরব ঐতিহাসিকগণ (আত-তাবারী, ইব্ন হাবীব, আল-মাসঊদী) তাঁহার বংশতালিকা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্রাহীম ইব্ন তেরহ ইব্ন নাহোর ইব্ন সারুগ ইব্ন রিয়ু ইব্ন পেলগ ইব্ন এবর ইব্ন শেলহ (শালাহ) ইব্ন অরফখ্শাদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ, যাহা সম্ভবত বাইবেলের আদিপুস্তক ১১শ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অধিকাংশ 'আলিম ইব্রাহীম শব্দটিকে অনারব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শব্দটির কয়েকটি রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা ইব্রাহীম (যাহা প্রসিদ্ধ), ইব্রাহাম, ইব্রাহিমু, ইব্রাহিম, ইব্রাহাম, ইব্রাহুম, বারাহিম ও বারাহিমা (আন্-নাওয়াবী, আল-জাওয়ালীবী)। আদিপুস্তক (১১ অধ্যায়, ২৬ প.)-এ এই নামটি দুইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; প্রথমত অবরাম অর্থাৎ মর্যাদাবান-এর পিতা, অতঃপর আদিপুস্তক (১৭ অধ্যায়, ৫ পৃ.)-এ বর্ণিত হইয়াছে, তোমার নাম এখন হইতে আর আবরাম বলা হইবে না, বরং তোমার নাম হইবে আব্রাহাম [ইব্রাহীম] (আবূ রাহম অর্থাৎ বহু গোত্রের পিতা)।

আল-কুরআনে ২৫টি সূরায় ৬৯ বার তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। "ইব্রাহীম" নামে আল-কুরআনু'ল-কারীমে একটি সূরা (নং ১৪)-ও

রহিয়াছে, যাহা মক্কায় নাযিল হয়। ইব্‌রাহীম (আ) বিশিষ্ট নবীগণের অন্যতম ['আরবের কুরায়শ গোত্রের আদি পিতা ইসমা'ঈল (আ) [দ্র.] তাঁহার প্রথম সন্তান, ইসরাঈল (দ্র.) বংশের আদি পিতা ইসহাক (আ) [দ্র.] তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান। কু'রআনের সূরা ৬ ঃ ৭৫-এ দেখা যায় তাঁহার পিতার নাম আযার (দ্র.)। তিনি বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত প্রাচীন "উর" নগরের অধিবাসী ছিলেন]। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে "উম্মাহ" তু. ১৬ঃ১২০ ও "ইমামুন-নাস" তু. ২ঃ১২৪ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আল-কু'রআনুল কারীম বারংবার তাঁহাকে "হানীফ" ও "মুসলিম" (যেমন তু. ৩ঃ৬৭) শীর্ষক গুণবাচক নামে উল্লেখ করিয়াছে এবং ইব্‌রাহীম-এর বংশধরকে "কিতাব", "হিকমা" ও মুলকই আজীম (বিশাল সাম্রাজ্য) দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, তু. ৪ ঃ ৫৪। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে বন্ধু (খালীল)-এর মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন এবং সকল উম্মাতের নিকট তাঁহাকে প্রিয়পাত্র করিয়াছেন। অধিকাংশ নবী তাঁহারই বংশধর।

কু'রআনু'ল-কারীমে ইব্‌রাহীম (আ)-এর অবস্থা ও গুণবালী সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শিরক, তারকা পূজা ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার কাওম ও অন্যদের সহিত তাঁহার বিতর্ক অত্যন্ত জোরালোভাবে পেশ করা হইয়াছে।

ইব্‌রাহীম (আ)-কে বাল্যকালেই আল্লাহ্ তাআলা "রুশদ" (সৎ পথের জ্ঞান) [২১ ঃ ৫১] দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে "কাল্‌ব সালীম" (বিশুদ্ধ চিত্ত, ৩৭ ঃ ৮৪) দান করিয়াছেন। সৃষ্টি রহস্য, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা দেখিয়া ইব্‌রাহীম (আ)-এর তাওহীদের বিশ্বাস পূর্ণতা ও দৃঢ়তা লাভ করে (৬ ঃ ৭৫)। মৃতকে জীবিতকরণের গোপন তত্ত্ব জানিতে চাহিলে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন (২ ঃ ৬০)।

মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ইব্‌রাহীম (আ)-এর জিহাদের কথাও আল-কুরআনু'ল-কারীমে কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তাঁহার ও তাঁহার অভিভাবক আযার-এর তর্ক-বিতর্ক সূরা মারয়াম-এ উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশেষে তিনি তাঁহাকে বিদায়ী সালাম দেন এবং সকল মুশরিক হইতে পৃথক হইয়া যান (১৯ ঃ ৪২-৪৭)।

ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রশ্ন ছিল, "এই মূর্তিগুলি কি, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ?" উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইগুলির পূজা করিতে দেখিয়াছি।" অতঃপর ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন, "তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও স্পষ্ট গুমরাহীতে রহিয়াছ।" এই তাবলীগেরও প্রভাব কমপক্ষে এতটুকু হইয়াছিল যে, তাহারা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইব্‌রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনিয়াছ, না কৌতুক করিতেছ?" তু. ২১ ঃ ৫২-৫৫; আরও দ্র. ২৯ ঃ ১৬ প্.; ২৬ ঃ৭০ প. ও ৩৭ ঃ ৮৫ প.।

একদিন শহরবাসীরা কোন উৎসব উপলক্ষে শহরের বাহিরে চলিয়া গেলে ইব্‌রাহীম (আ) অসুস্থার অজুহাতে শহরে রহিয়া যান এবং একখানি কুঠার লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন যেইখানে অনেক মূর্তির সম্মুখে নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রীর ভোগ সাজান ছিল। তিনি মূর্তিগুলির উদ্দেশে বলিলেন, "তোমরা খাও না কেন?" অতঃপর তিনি কুঠারাঘাতে কোনটির হাত, কোনটির পা ও কোনটির মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং বৃহত্তম মূর্তির হাতে কুঠারখানি রাখিয়া দিলেন। শহরবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া এই কাণ্ড দেখিল এবং ইব্‌রাহীম (আ)-কে ইহার জন্য অভিযুক্ত করিল। তিনি বলিলেন, "তোমাদের বড় ঠাকুর ইহা করিয়াছে। উহারা কথা বলিতে পারিলে তোমরা উহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" তখন তাহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিল এবং বলিল, "তুমি তো জান যে, উহারা কথা বলিতে পারে না।" এমনিভাবে ইব্‌রাহীম (আ) যখন কার্যত মূর্তির অসহায়তা তাঁহার কাওমের মন-মগজে বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন এবং বুঝাইলেন, "আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর উপাসনা কর যাহা তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করিতে পারে না।" তাহারা যখন ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না, তখন কেহ কেহ বলিল, "ইব্‌রাহীমকে হত্যা কর।" অন্যরা বলিল, "তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া ভস্মীভূত কর।" অতঃপর একটি চুল্লী নির্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল এবং ইব্‌রাহীম (আ)-কে উহাতে নিক্ষেপ করা হইল; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন, يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ "হে অগ্নি! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও" (২১ ঃ ৬৯)। অতঃপর ইব্‌রাহীম (আ) সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে উহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই সময়ে ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত একজন কাফির [নামরূদ ইব্‌ন কানআন ইব্‌ন সাল হারীব ইব্‌ন নামরূদ ইব্‌ন কুশ ইব্‌ন কানআন ইব্‌ন হাম ইব্‌ন নূহ, দ্র. আল-মুহাববার, পৃ. ৩৯৩, ৪৬৫-৬৬]-ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। সে বলে," আমার প্রভু আমাকে বাদশাহী ও কর্তৃত্ব দিয়াছেন।" ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন, "তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।" নামরূদ বলিল, "আমিও (যাহাকে ইচ্ছা) জীবিত রাখিতে পারি এবং (যাহাকে ইচ্ছা) মৃত্যু ঘটাইতে পারি।" ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন, "আচ্ছা, আল্লাহ্ সূর্য পূর্বদিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও।" অতঃপর সে কাফির হতবুদ্ধি হইয়া গেল (২ ঃ ২৫৭)।

অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইবার পর ইব্‌রাহীম (আ) লূত (আ)-সহ তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া দেশত্যাগ করত ইরাক হইতে শাম চলিয়া যান। কু'রআনু'ল-কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিঃসন্দেহে ইব্‌রাহীম ও তাঁহার সঙ্গী-সাথিগণ মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ (৬০ ঃ ৪)। সুতরাং প্রাসঙ্গিকভাবেই এই কথা মানিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা হিজরত করিয়া শামে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আযার ছিল না, যাহাকে ইব্‌রাহীম (আ) বিদায়ী সালাম দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন (১৯ ঃ ৪৭)। য়াকূত আল-হামাবীও আযার-এর শামে গমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন (মু'জামু'ল বুলদান, ১খ, ৭৮০)। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা, যাহার অধিকাংশের উৎসই হইল ইসরাঈলী বর্ণনা, জানা যায় যে, ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতা তেরহ হাররান-এ ইনতিকাল করেন (দ্র. আল-মুহাববার, পৃ. ৪)। ইহাতে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে, আযার ও তেরহ দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তি (আরও দ্র. আযার শিরো.)।

বিদেশ-বিভূঁইয়ে পৌঁছিয়া ইব্‌রাহীম (আ) অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি কান'আন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যন্ত বাসনা ছিল এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আও করিয়াছিলেন رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মপরায়ণ ছেলে দান কর" (৩৭ ঃ ১০০)। তাঁহার স্ত্রী [সারা বিন্‌ত লাবিন ইব্‌ন বাছবীল ইব্‌ন নাহোর, যিনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন-দ্র. আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৯৪;

আল-মাস'ঊদী, ১খ, ৮৫]-র কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি ইব্‌রাহীম (আ)-কে এক স্থিরবুদ্ধি (حليم) পুত্র (ইসমাঈল)-এর সুসংবাদ দেন। [অতঃপর হাজার (হাজিরা)-এর গর্ভে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে ভক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষাস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সের প্রথম সন্তান (১৪ ঃ ৩৯) ও হাজারকে অকুণ্ঠ চিত্তে নির্বাসনে দিয়া আসেন মরুময় মক্কায় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত অবলুপ্ত আদি কা'বা সন্নিহিত একটি স্থানে (১৪ ঃ ৩৭)। ধু ধু সেই মরুভূমিতে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। ইহাই সেই অফুরন্ত উৎস যাহা "যামযাম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঝর্ণার উদ্ভবে জনসমাগমের শুরু হইল। আগন্তুকগণ মা ও শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইল (১৪ ঃ ৩৭)। কারণ তাহারা বুঝিল, উহাদের কল্যাণেই ঝর্ণা প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের যত্নে উভয়েই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আসিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত যোগদান করিলেন। তখন ইসমা'ঈল (আ) বেশ কার্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে পুত্রের কুরবানীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে কুরবানী করিতে দেখিয়াছি— ইহাতে তোমার কি মত?" অতঃপর ইসমাঈলের পূর্ণ সম্মতিতে ইব্‌রাহীম (আ) পুত্রকে কুরবানী করিবার জন্য উদ্যত হইলেন (৩৭ ঃ ১০২-১০৭)। মিনা নামক স্থানে ইব্‌রাহীম (আ) এই মহান কুরবানীর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহ সন্তানের পরিবর্তে কুরবানীর জন্য এক মহান জন্তু দান করেন। সেই কুরবানীর রীতি আজও মিনায় এবং মুসলিম জগতের সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে]। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা "মানুষের ইমাম" (امام للناس)-এর মর্যাদায় বিভূষিত করেন (২ঃ১২৪) এবং তাঁহাকে ইসহাক নামক আরও এক পুত্রের সুসংবাদ দেন (৩৭ঃ১০১)।

[কান'আন অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক-এর জন্ম হয় (১১ ঃ ৭১-৭৩)। হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমা'ঈল (আ)-কে মক্কায়, ইসহাক (আ)-কে ফিলিস্তীনে (কানআনে) ও লূত (আ)-কে মরু সাগর (জর্দান) অঞ্চলে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইসমা'ঈল (আ) ও ইসহাক (আ) এবং তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেই হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত নবুওয়াত ও নেতৃত্বভার অর্পিত থাকে]।

কুরআন কারীমে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমা'ঈল (আ) উভয়ে মিলিয়া কা'বা পুনঃনির্মাণ করেন। নির্মাণের সময় তাঁহারা দুআ করেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মাত করিও, আমাদেরকে 'ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও, যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে; তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবে। তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ১২৭-১২৯)। কা'বা গৃহ নির্মাণের পর মক্কার জনপদের জন্যও ইব্‌রাহীম (আ)-দুআ করেন, "হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও" ১৪ ঃ ৩৫ প.)।

ইব্‌রাহীম (আ)-এর সাহীফারাজী (صحف ابراهيم) (গ্রন্থসমূহের)-এর উল্লেখও কু'রআনে কারীমে রহিয়াছে (৫৩ ঃ ৩৬, ৩৭; ৮৭ ঃ ১৯)। ঐতিহাসিকগণের মতে কয়েকখানি সাহীফা তাঁহার উপর নাযিল হয়। কথিত একখানি সাহীফা, যাহা তাঁহার উপর নাযিল হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা হয়— ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. G. H. Box, Testament of Abraham, London 1927)।

ইব্‌রাহীম (আ)-এর সন্তানাদির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ ইসমাঈল (আ) [হাজার-এর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র], ইসহাক (আ) [সারার গর্ভজাত]; কান'আনী স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার আরও কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল (দ্র. আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৯৪)।

আন-নাওয়াবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ) বাবিল অঞ্চলের "কূছা" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল নুনা (দ্র. মু'জামুল-বুলদান, ৪খ, ২১৭)। [এক বর্ণনামতে তাঁহার মাতার নাম ছিল "উশা"। তিনি "কূছা" নামক স্থানে একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কারণ বাদশাহ নামরূদ একটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত নবজাত শিশুকে হত্যা করিবার উদ্দেশে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দেয়। এই পর্বত গুহাতে ইব্‌রাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন (ছা'লাবী, পৃ. ৪৪; তাবারী, ১খ, ২৫৬; যামাখশারী, ১খ., ১৭২; বায়দাবী, ১খ, ১৩৩; ইবনু'ল আছীর, ১খ, ৯৬; য়াকূত, দ্র. কূছা; আল-বাক্‌রী, পৃ. ৪৮৫; আল-মুকাদ্দাসী, পৃ. ৮৬১]। আর এক বর্ণনামতে ইব্‌রাহীম (আ) বালদানিয়া শহরের "উর" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন [এবং ১৭৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন]। ইনতিকালের পর তাঁহাকে "হাবরূন"-এর Machpelah (মাকফালা) নামক গুহায় দাফন করা হয়। উক্ত স্থানটি বর্তমানে "আল-খালীল" নামে পরিচিত (য়াকূত, ২খ, ১৯৪) যাহা আল-বায়তু'ল-মুক'দ্দাস হইতে এক মনযিল (১০/১২ মাইল) দূরে অবস্থিত (নাওয়াবী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কু'রআন মাজীদ, স্থা., তাফসীরসহ; (২) বাইবেল; (৩) ইব্‌ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৯৪২ খৃ., স্থা.; (৪) আল-জাওয়ালিকী, আল-মুআব্বার, লিবসিয়া, ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৮; (৫) আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ২২০ প.; (৬) আছ'-ছা'লাবী, কিসাসু'ল- আম্বিয়া, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ৪৩-৪৮, ৫৯-৬০; (৭) আল-কিসা'ঈ, কিসাসুল-আম্বিয়া, লাইডেন ১৯২২ খৃ., ১খ, ১২৮-১৪৫, ১৫৩; (৮) আল-মাসঊদী, মরূজুয যাহাব, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., ১খ, ৮২ প.; (৯) ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩ হি., পৃ. ১৫; (১০) আন-নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা, কায়রো সং., ১খ, পৃ. ৯৮, ১০২; (১১) মুহ'ম্মাদ বাকির মাজলিসী, হায়াতু'ল-কুলূব, লখনৌ ১২৯৫ হি., পৃ. ১৮৫-২৩৫; (১২) Gesenius, Hebrew and English Lexicon, London 1857, p. 9; (১৩) Jewish Encyclopaedia, New York 1901, vol./1, 83-91; (১৪) Pinnock, Analysis of Scripture History, কেম্ব্রিজ (তা.বি.), নির্ঘণ্ট; (১৫) সুলায়মান নাদাবী, আরদু'ল-কু'রআন, ৪র্থ সং., ১৯৫৬ খৃ.।

ইহ্‌সান ইলাহী (দা. মা. ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

E.I. প্রথম সংস্করণে ইব্‌রাহীম শিরোনামে এই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, কুরআন কারীমে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইব্‌রাহীম (আ)-কে কা'বা গৃহের নির্মাতা এবং দীন-ই হানীফ-এর প্রবর্তক হিসাবে তুলিয়া ধরা হয় নাই।

অবশ্য দীর্ঘকাল পর তাঁহাকে এই সকল বিশেষণে বিশেষিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাক্কী সূরাগুলির কোথাও ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত ইসমা'ঈল (আ)-এর সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় না এবং তাঁহাকে প্রথম মুসলমান বলিয়াও কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই, বরং তাঁহাকে কেবল একজন নবী ও পয়গাম্বর হিসাবে দেখা যায়। সেখানে তাঁহাকে কা'বা গৃহের প্রতিষ্ঠাতা, ইসমাঈলের পিতা, 'আরব-এর পয়গাম্বর ও পথপ্রদর্শক এবং দীন-ই হানীফ-এর প্রচারক বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য মুহাম্মাদ (স)-এর মাদানী যিন্দিগী শুরু হইলে তখন মাদানী সূরায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর উল্লেখকালে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখও করিতে দেখা যায়। প্রশ্নকারিগণ ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাক্কী যিন্দিগীতে তিনি (স) সকল বিষয়েই য়াহূদীদের উপর নির্ভর করিতেন এবং তাহাদের রীতি-নীতি পসন্দ করিতেন। তাই ইব্‌রাহীম (আ)-কেও সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতেন য়াহূদীগণ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিত। কিন্তু মদীনায় যখন য়াহূদীগণ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল তখন তিনি য়াহূদীদের য়াহূদীবাদ হইতে পৃথক ইব্‌রাহীমী দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং ইব্‌রাহীম (আ)-কে দীনে হানীফ-এর প্রচারক, 'আরবের পয়গাম্বর, ইসমা'ঈল (আ)-এর পিতা এবং কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসাবে পেশ করিলেন। এই প্রশ্ন ও এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মুহ়াম্মাদ হিফজুর-রাহ়'মান সিউহারবী, কাসাসু'ল-কু'রআন, দিল্লী, ১খ, ১৪০-১৫১। এই সম্পর্কে দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ১/১খ., ২৮ প.-এ মুহ়'াম্মাদ ফারীদ ওয়াজদীর একটি সংযোজন দেওয়া হইয়াছে যাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

মুসলিম-অমুসলিম কোন ঐতিহাসিকই এই কথা বলেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী দাওয়াত প্রচার-প্রসারের জন্য য়াহূদীদের সাহায্য লইয়াছেন, বরং তাঁহারা সকলেই ইহার বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কা ও মদীনা উভয় জায়গার য়াহূদী তাহার ঘোরবিরোধী ছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানি দিত। খোদ কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে, "তুমি য়াহূদী ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি সর্বাধিক কট্টর দুশমনরূপে দেখিতে পাইবে এবং তাহাদেরকে তুমি মুমিনদের সর্বাধিক নিকটতম বন্ধুরূপে দেখিতে পাইবে যাহারা নিজদেরকে খৃষ্টান বলিয়া দাবি করে" (৫ ঃ ৮২)।

জাহিলী যুগে 'আরবগণ য়াহূদীগণকে কোন মূল্যই দিত না, বরং তাহাদের সম্পর্কে এমনও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, য়াহূদীদের প্রতিবেশী থাকাও তাহারা পসন্দ করিত না এবং যে সকল স্থান তাহারা নিজেদের হিজরতের জন্য মনোনীত করিয়াছিল সেইখান হইতে য়াহূদীগণকে তাহারা বিতাড়নের পক্ষপাতী ছিল।

ইসমাঈল (আ)-এর জন্মদাতা বা আদনানী 'আরবের প্রথম পুরুষ যে ইব্‌রাহীম— কু'রআন কারীমেই এই কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় নাই, বরং তাওরাতে ইহার পূর্বেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইব্‌রাহীম তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী (?) হাজার ও তাঁহার সন্তান ইসমাঈলকে 'আরব ভূমিতে নির্বাসিত করেন এবং সেইখান হইতেই ইসমাঈলী 'আরবের সৃষ্টি হয়।

ইসলাম ইব্‌রাহীম (আ)-কে য়াহূদীবাদের সহিত সম্পৃক্ত হওয়াকে কখনও সম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করে নাই, বরং উল্টাভাবে য়াহূদীদের এই দাবি যে, ইব্‌রাহীম য়াহূদী ছিলেন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই ইরশাদ হইয়াছে (অনু.), "ইব্‌রাহীম য়াহূদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম" (৩ঃ৬৭)। "তুমি বল, হে কিতাবীগণ! ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তো তাহার পরেই নাযিল হইয়াছিল, তোমরা কি বুঝ না?" (৩ ঃ ৬৫)।

ইসলাম কখনও য়াহূদীবাদের সহায়তায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার পক্ষপাতী ছিল না। কারণ কুরআনের শিক্ষাই হইল, ইসলাম বনী আদমের জন্য মনোনীত সেই প্রাচীন দীন যাহা আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিভিন্ন দীন ও মতবাদের প্রবক্তাগণ উহাতে পরিবর্তন করিয়া উহার আসল পথ হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে উহাকে পাক পবিত্র করিবার জন্য যুগে যুগে রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এইভাবে শেষ নবী হযরত মুহ়াম্মাদ (স) আগমন করিয়াছেন।

কু'রআন কারীমে বলা হইয়াছে (অনু.), "তিনি তোমাদের জন্য দীন-এর সেই পথই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহ়কে, আর যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন মূসা ও 'ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবল বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কু'রআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে। সুতরাং তুমি উহার দিকেই আহ্বান কর (অর্থাৎ সেই সম্মিলিত ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করিতে যাহা সকল দীন-এর মধ্যে রহিয়াছে— যাহাতে সকল দীন এক হইয়া যায়—ওয়াজদী) এবং উহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি (সকল দীনের ঐক্য প্রতীয়মান করার জন্য) এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহই আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই অর্থাৎ কোন শত্রুতা ও ঝগড়া নাই, আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট" (এই সকল আয়াত সূরা আশ-শূরার, যাহা মক্কায় নাযিল হয়) (৪২ ঃ ১৩-১৫)।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন দীনকে ইহার প্রথম ভিত্তির প্রতি ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহে যাহা নূহ (আ)-এর যুগে কায়েম হইয়াছিল, ইব্‌রাহীম (আ)-এর যুগে নহে। স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ইব্‌রাহীম (আ) সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ব্যাপারে নূহ (আ)-এর অনুসারীমাত্র, নূতন ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা নহেন।

কুরআন কারীমে প্রত্যক্ষভাবে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম-এর অনুসরণ করার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইজন্য নহে যে, তিনি ইসলামের প্রথম প্রবর্তক, বরং এইজন্য যে, তিনি 'আরবের একটি বৃহৎ গোত্রের আদি পিতা। তাই এমনিভাবে তাহাদের মধ্যে তাঁহার অনুসরণের আগ্রহ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কাবা সম্পর্কে কথা হইল যে, উহা অদ্ভুত আকৃতির কোন মন্দির ছিল না, যেমন কারনায়ক (দ্র. ৫০৭) অথবা জনগণের পসন্দমত কোন সুরম্য অট্টালিকা ছিল না— যাহাতে বিচিত্র কারুকার্য খচিত থাকিবে এবং বিভিন্ন গোত্র উহা দখল করিতে বিবাদে লিপ্ত হইবে। উহা ছিল নিতান্তই সাধারণ

চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটি ইমারত। আর আরবগণ চতুষ্কোণবিশিষ্ট ইমারতকেই কা'বা বলে। আর তাহা ছিল সেই ধরনের ইমারত যাহা লোকে স্বহস্তে নির্মাণ করে, তাই তাহাতে স্থাপত্যের কোন অলঙ্করণ নাই, কারণ উহাই ইবাদতখানা। অতএব ইব্‌রাহীম (আ) যাহাকে সকল উম্মাতই নবী বলিয়া মান্য করে নিজের জন্য ও নিজের সন্তানদের সালাত আদায় করার জন্য এমনি একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন— ইহা কি অসম্ভব?

আর ইহা যখন প্রমাণিত যে, ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পুত্রকে এই অঞ্চলে বসবাস করিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যেমন তাওরাতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে— তখন সেইখানে তাঁহার জন্য সাধারণ একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করা ছিল অতীব জরুরী। আর আজ পর্যন্ত কেহই এই ব্যাপারে মতভেদ করেন নাই যে, ইব্‌রাহীম (আ)-ই উক্ত ইবাদতখানার ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর এই উক্তি করা কিভাবে সঠিক হইতে পারে যে, মুহাম্মাদ (স) কেবল উক্ত গৃহের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য উহাকে ইব্‌রাহীম (আ)-এর নির্মিত বলিতেছেন (যদিও ইব্‌রাহীম (আ) ইহার নির্মাতা ছিলেন না)। এই গৃহের নাম বায়তুল্লাহ হওয়া কা'বার কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে নহে। মুসলমানদের নিকট সকল মসজিদই বায়তুল্লাহ। কাবার মর্যাদা এইজন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা মক্কায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বায়তুল্লাহ যাহা মানুষের ইবাদতের জন্য নবী রাসূল গণকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ইসলামের প্রচারের ভিত্তিসমূহের মধ্যে কা'বাকে যে একটি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন নাই তাহার প্রমাণ হইল, মক্কায় অবস্থানের গোটা সময়টিতে তিনি বায়তুল মুক'াদ্দাসের দিকেই মুখ করিয়া সালাত আদায় করেন।

তিনি যে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি দীন-ই ইব্‌রাহীম-এর উপর স্থাপন করেন নাই তাহা স্বয়ং Springer-এর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মদীনা গমনের পূর্বে ইহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন নাই। অতএব তাহাদের দাবি সঠিক বলিয়া বিবেচনা করা হইলে ইহাই হওয়া উচিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায়ই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতেন যখন তিনি এমন সকল গোত্রের মধ্যে ছিলেন যাহারা নিজদেরকে ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া দাবি করিত। কিন্তু তিনি যখন মদীনায় পৌঁছিলেন যেখানকার সকল গোত্রই ছিল য়ামানী, তাহারা ইব্‌রাহ'ীম (আ)-এর সহিত নিজদেরকে সম্পৃক্ত করিত না (তু. সুলায়মান নাদাবী আরদু'ল কু'রআন, ৪র্থ সং, ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ৮৫ প.)। তখন যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, তিনি আকর্ষণ সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইতেন—তবুও বলা যায় যে, তাঁহার আকর্ষণ সৃষ্টির এই পদ্ধতি হইতে পারে না যে, তিনি ইসলামকে দীন-ই ইব্‌রাহীম বলিবেন। কারণ ইহা তখন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

ইসলাম যেই জিনিসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে তাঁহার দাওয়াতের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইল বিশ্বের সর্বপ্রথম রাসূলের এই দীন। আর এই দীন-এর দ্বারাই ইসলাম মানুষের মধ্যকার মতপার্থক্যের অবসান করিতে প্রয়াসী। তাই ইসলাম বলে," লোকসকল! তোমরা বুদ্ধি ও বিদ্যা (علم)-এর সাহায্য গ্রহণ কর এবং পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা সত্যতার যে সকল আলামত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন— নিজেদের আক'ীদা ও শারীআতের ভিত্তি তাহারই উপর স্থাপন কর।" কোন রাসূলের ব্যক্তিগত বুযুর্গী ও মর্যাদার উপর তাহার ভিত্তি রাখা যায় না। ইসলাম প্রত্যেককে সুষ্ঠভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ আমলের যিম্মাদার এবং তার জন্য জওয়াবদিহি করিতে হইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন (অনু.), "য়াকূব-এর নিকট যখন মওত আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করিবে? তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ-এর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ইলাহ-এরই ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী। যেই উম্মাত অতীত হইয়াছে— উহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা উহাদের, তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাঁহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না" (২ ঃ ১৩৩-১৩৪)।

উপরের বক্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কোনও ব্যক্তি, গোত্র বা বংশের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষপাতী নহে, বরং আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানের উপরই উহা নির্ভরশীল, অন্য কিছুর উপর নহে। তাই ইসলাম বংশ, দেশ ও বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ ঃ ১৩)। অতঃপর ইসলাম ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে যে, মানুষের ঐক্যের চাহিদা হইল, তাহাদের দীনও এক হইবে, আর তাহাই হইল সেই সর্বপ্রাচীন দীন যাহা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে দ্বিতীয় আদাম (হযরত নূহ) [আ]-কে প্রদান করিয়াছিলেন যাহা ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, এই দীন একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ভিত্তির উপর কায়েম হওয়া উচিত। আর তাহা হইল, মানুষের ফিত্‌রাত (দ্র.) এবং বুদ্ধি ও বিদ্যা উহার মূল বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই দুইটি বিষয়ই জাহিরী ও বাতিনী উন্নতির মূল উৎস। ইহা ছাড়া মানুষের আর কোনও গত্যন্তর নাই। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের মানসিক প্রশান্তির জন্য এই দীনের বিকল্প আর কোন পন্থা নাই (দাইরাতুল-মাআরিফ আল-ইসলামিয়া)।

মুহ'াম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী (দা.মা.ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

ইব্‌রাহীম (ابراهيم) ঃ কু'রআন মাজীদের চতুর্দশ সূরার শিরোনাম, মাক্কী সূরা, আয়াত সংখ্যা পঞ্চাশ। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বৃদ্ধ বয়সের শিশু সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ) এবং তাঁহার মাতা হযরত হাজারকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে লুপ্ত কা'বার সন্নিহিত স্থানে মক্কার তরুলতাবিহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রাখিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে যে দু'আ করিয়াছিলেন তাহাই এই সূরার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং এইজন্য সূরার শিরোনাম "ইবরাহীম"। তিনি দু'আ করিলেন, আল্লাহ্ যেন মক্কা নগরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন, তাঁহাকে ও তাহার আওলাদকে পৌত্তলিকতা হইতে দূরে রাখেন (আয়াত নং ৩৫), যে পরিজনকে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র নিকটস্থ শস্যহীন স্থানে বসবাস করিবার জন্য রাখিয়া যাইতেছেন তাঁহারা (ও তাঁহাদের বংশধর) যেন সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, লোকের হৃদয় যেন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের জীবিকার জন্য আল্লাহ যেন খাদ্যশস্যের (ثمرات) ব্যবস্থা করেন, যাহাতে সম্ভবত তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৩৭)। এই সঙ্গে ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) বৃদ্ধ বয়সে এই দুই সন্তান দানের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করেন

(৩৯)। তিনি আরও বলেন, "হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমাকে ও আমার বংশধরকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারীতে পরিণত কর, আমার দু'আ কবুল কর (৪০)।" সমাপ্তিতে তিনি নিজের, নিজ পিতামাতার ও হিসাব-নিকাশের দিনে মুমিনগণের মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন (৪১)।

এই সূরায় দুইটি প্রণিধনযোগ্য উপমার অবতারণা করা হইয়াছে ঃ (১) কাফিরগণের সৎকর্মাদি যেন ভস্ম স্তূপ, প্রবল বাতাস তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায় তাহাদের নাগালের বাহিরে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য ব্যতীত সৎকর্ম মূল্যহীন (১৮)। (২) পবিত্র কথা (ঈমান) যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় এবং শাখাগুলি দিগন্ত প্রসারিত, আল্লাহ্‌র অনুমতিতে ইহা সর্বক্ষণ ফল দান করে (২৪-২৫)। অন্যপক্ষে অপবিত্র বাক্য (কুফর) একটি অপবিত্র বৃক্ষতুল্য যাহাকে মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে সহজে উপড়াইয়া ফেলা হয়, স্থিতি বলিতে ইহার কিছুই নাই (২৬)। আল্লাহ মু'মিনগণকে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্যের সাহায্যে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন অর্থাৎ ঈমান তাহাদেরকে জয়যুক্ত করিবে এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করিবেন (২৭)।

অন্য বহু সূরাতে যেমন, তদ্রূপ এই সূরাতেও উপলক্ষের তারতম্যে, কাফিরদের নানা অজুহাতের জওয়াবে, কিছু পরিবর্তিত বাকধারায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা আল্লাহ্ প্রতিটি কাওমের নিকট তাহাদেরই ভাষাভাষী নবী পাঠাইয়াছেন (৪), তোমরা যদি শোকরগুযারী কর তবে তিনি তাঁহার দান বৃদ্ধি করিবেন, কুফরীর বদলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে (৭)। জালিমগণকে ধ্বংস করিয়া মু'মিনগণকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেন (১৩-১৪), নূতন মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে আদৌ শক্ত ব্যাপার নহে (১৯-২০)। কিয়ামতের দিন শয়তান নিজকে দায়মুক্ত করিবার ছলে কাফিরদেরকে বলিবে, তোমাদের উপর আমার ত কোন কর্তৃত্ব ছিল না, তবে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করিয়াছিলাম আর তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে; সুতরাং আমার কি দোষ? আজিকার এই সংকটে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারিব না, তোমরাও আমার সাহায্যকারী হইবে না (২৩)। রাসূলুল্লাহ (স)-কে ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও সান্ত্বনা দানের উদ্দেশে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, "তুমি মনে করিও না, জালিমগণ যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন, তবে তিনি তাহাদেরকে অবকাশ দিয়াছেন সেই বিশেষ দিনটি পর্যন্ত যখন... (৪২) তুমি মনে করিও না আল্লাহ তাহার রাসূলগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন (৪৭)।

এতদ্ব্যতীত এই সূরাতেও আল্লাহ তাঁহার একত্ব, কুদরাত ও সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলকে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অবধারিত জয়ের কথা বলিতে গিয়া পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের উল্লেখ ও তাঁহাদের অবাধ্য উম্মাতের পরিণাম সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন জারীর, যামাখশারী, বায়দাবী ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলী।

আহমদ হোসাইন

ইব্‌রাহীম (ابراهيم) ঃ অষ্টাদশ 'উছমানী সুলতান, প্রথম আহ্‌মাদ (দ্র.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। ১২ শাওয়াল, ১০২৪/৪ নভেম্বর, ১৬১৫ জন্মগ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ বাল্যজীবন তিনি নিশ্ছিদ্র কারাবাসেই অতিবাহিত করেন, তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে (যেইভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ চারি ভ্রাতাকে হত্যা করা হইয়াছিল) এই ভীতি সর্বদা তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। ফলে যখন চতুর্থ মুরাদ (দ্র.) ইনতিকাল করেন এবং ইব্‌রাহীম ছিলেন বংশের একমাত্র জীবিত রাজপুত্র, তখন তাহার মাতা কোসেম ও প্রধান উযীর কারা মুসতাফা পাশার যৌথ অনুরোধ-উপরোধে তিনি কারাগার হইতে বাহির হন (১৬ শাওয়াল, ১০৪৯/ফেব্রুয়ারী ১৬৪০)।

ইব্‌রাহীমের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর কারা মুসতাফা যোগ্যতার সঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পারস্যের সহিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি বিধান করেন; Szon চুক্তি (১৫ মার্চ, ১৬৪২)-র মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের নবায়ন করেন এবং এই সময়ে (১০৫১/১৬৪২) কোসাকগণ (Cossacks) হইতে Azov[Azok. দ্র.)] পুনরুদ্ধার করেন। তিনি মুদ্রণ সংস্কার ব্যবস্থা (দ্র. সিক্কা) কার্যে পরিণত করেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশে নূতন সূত্রে ভূমির জরীপ কার্য [তাহ্‌রীর (দ্র.)] সম্পন্ন করেন এবং ইস্তাম্বুলের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে অবাধ্য প্রাদেশিক গভর্নরগণের (১০৫৩/১৬৪৩ নাসুহ পাশা-যাদা হুসায়ন পাশার বিদ্রোহ দমন) বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইব্‌রাহীম তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের কল্যাণ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করিতে সক্ষম হন। প্রধান উযীর তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নূতন প্রভুর নামে সরকারী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করেন [F. R. Unat, Sadrazam Kemenkes Kara Mustafa Pasa layihasi, in Tarih Vesikalari, 1/6 (1942), 443-80]; Koci Beg (দ্র.)] ও শাসন সম্পর্কিত উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্তসার পেশ করেন (Ms Revan 1323? autograph) ও Topkapisarayi- তে সংরক্ষিত সুলতানের নিজ হস্তে লিখিত দলীলপত্রে প্রতীয়মান হয়— তিনি প্রধান উযীরকে, উদাহরণস্বরূপ, ইস্তাম্বুলে অস্ত্র-রসদ সরবরাহ পর্যাপ্ত করিবার দিকে মনোযোগ দিতে জোর তাকীদ দিয়াছিলেন [C. Ulucay, Sultan Ibrahim deli mi, hastami idi? in Tarih Dunyasi, no. 12 (1950) at p. 498; cf. IA, art. Ibrahim, 880 b.]। সম্ভবত বাল্যকালের ভীতি ও মানসিক উত্তেজনার ফলশ্রুতিতেই তিনি স্থায়ী মাথাব্যাথায় ভুগিতে থাকেন এবং শারীরিক অবসন্নতায় আক্রান্ত হন। অধিকন্তু তিনি হয়ত নপুংসক এবং বংশের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করিতে পারিবেন না, এই সন্দেহের বশে তাঁহার মাতা ও অনুগামিগণ তাঁহাকে হারেম (harem)-এর ভোগ-বিলাসে গা ভাসাইয়া দিতে উৎসাহিত করেন। শীঘ্রই তিনি দ্রুত গতিতে অনেক সন্তানের পিতা হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যত সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদ, দ্বিতীয় সুলায়মান ও দ্বিতীয় আহ্‌মাদ (দ্র.)। এইভাবে তিনি স্ত্রীগণ ও প্রিয়পাত্রদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পতিত হন এবং সুলতানের বেসামাল অবস্থার চিকিৎসায় সক্ষম চিকিৎসক জিন্‌জি খোজার (দ্র. হুসায়ন, জিন্‌জি খোজা) এই দাবির প্রেক্ষিতে হাতুড়ের কবলে পড়েন।

জিন্‌জি খোজা ও তাঁহার সহচর রিকাবদার য়ূসুফ ও সুলতানযাদা মুহাম্মাদ পাশা ক্রমাগত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। উৎকোচ গ্রহণে তাঁহারা ধনী হইতে থাকেন। অবশেষে ন্যায়পরায়ণ কিন্তু বোকা কারা মুসতাফার মৃত্যুদণ্ডের (২১ যু'ল-কা'দা, ১০৫৩/৩১ জানুয়ারী, ১৬৪৪)-এর ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। সুলতান যাদা মুসতাফা এখন প্রধান উযীর পদে নিযুক্ত হন, জিন্‌জি খোজাকে আনাদোলু-এর কাদী 'আসকার-এর পদে নিয়োগ করা হয় এবং

য়ূসুফ কাপুদান পাশা হন নূতন প্রধান উযীর। সুলত'ানের অমিতব্যয় ও খামখেয়ালী স্বভাবকে সংযত করিবার কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নাই। এই বিপদকালে মাল্টা দ্বীপের জলদস্যু কর্তৃক মিসরগামী একটি হজ্জযাত্রীবাহী জাহাজের গ্রেফতারের দরুন সুলতান ক্রোধান্বিত হন। তিনি য়ূসুফের অনুপ্রেরণায় ক্রিট আক্রমণ করেন (১ জুমাদা-১, ১০৫৫/জুন ১৬৪৫)। ফলে সুলত'ান লিপ্ত হইয়া পড়েন ভেনিসের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, যাহা ২৪ বৎসর যাবত চলে (দ্র. ইকরীতিশ; কানদিয়্যা)। Canea (Hanya)-কে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করার ব্যাপারে য়ূসুফ পাশার প্রাথমিক সাফল্যে প্রধান উযীর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। দুইজনের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও একগুঁয়ে সুলত'ানকে বশে আনিবার জন্য উভয়ের প্রচেষ্টার পরিণতিতে পরপর মুসতাফা চাকুরিচ্যুত হন (শাওওয়াল ১০৫৫/ ডিসেম্বর ১৬৪৫) এবং য়ূসুফ মৃত্যুদণ্ডে (যু'ল-হিজ্জা ১০৫৫/জানুয়ারী ১৬৪৬) দণ্ডিত হন।

হ'ারেম-এর সুন্দরী রমণীদের প্রতি সুলত'ানের আসক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিল যখন তিনি তাহাদের একজনকে (তেলি খাসসেকি)-কে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন [বিবাহের পর মল্লভূমি (Hippodrom) পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত ইব্রাহীম পাশার প্রাসাদ পত্নীর নিকট হস্তান্তর করিয়া উহাকে পশু লোমে (fur) নির্মিত গালিচার দ্বারা আবৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়]। যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশে নহে, বরং খামখেয়ালীপনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে সুলতান জনসাধারণের উপর যে অত্যধিক কর ধার্য করিয়াছিলেন তাহা ক্রমাগত প্রদেশসমূহ [সিভাস-এ ভারভার 'আলী পাশার বিদ্রোহ ইপশীর মুসতাফা পাশা (দ্র.) দমন করিয়াছিলেন] এবং ইস্তাম্বুলে অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন জানিসারী অফিসার কতিপয় 'উলামা সদস্যকে ষড়যন্ত্রে যোগদানে প্ররোচিত করেন, প্রথমে প্রধান উযীর আহ্'মাদ পাশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়, ১৮ রাজাব, ১০৫৮/৮ আগস্ট, ১৬৪৮ তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় এবং তাঁহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করা হয় (এই ঘটনা হইতে তাঁহার পরবর্তী উপনাম হয় "হামার পারে")। একই দিনে ইব্রাহীমকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহাকে রুদ্ধ প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মাদ (চতুর্থ)-কে সিংহাসনে উপবিষ্ট করা হয়। ইব্রাহীমের সমর্থকগণ তাঁহাকে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন করিতে পারেন— এই আশঙ্কায় দশ দিন পরে নূতন প্রধান উযীর সোফু মেহমেদ পাশা, শায়খু'ল-ইসলামকে (তিনি তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের ফাতওয়া দিয়াছিলেন) সঙ্গে লইয়া সুলত'ানকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা (২৮ রাজাব, ১০৫৮/১৮ আগস্ট, ১৬৪৮) করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ ইতিহাসঃ (১) P. Rycout, The History of the Turkish Empire, London 1680; (২) Hammer-Purgstall, v, 295-454; (৩) Zinkeisen, iv, 530-802; (৪) Ranke, Die, Osmanen und die Spanische Monarchie..2, iv, 64-71; (৫) Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, iii/i, 212-44; (৬) T. Yilmaz Oztuna, Turkiye Tarihi, ix, Istanbul 1966, 98-141. Fara Popular account of the Period, দ্র. আহ্'মাদ রাফীক', সামুরদেওরি, ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ. ও ঐ, কাদিনলার সালত'ানাতি, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি.। 'উছামানী ইতিবৃত্ত ঃ (৭) হ'াজ্জী খালীফা, ফেযলেকে, ২খ, ২১৯-৩৩০, ৩৩৯-৪০; (৮) না'ঈমা, ৩খ, ৪৫২-৪, ৩৩৪; (৯) কারাচেলেবিযাদে 'আবদু'ল-'আযীয, রাওদ'াতু'ল-আব্রার, ৬১৪; (১০) মুনেজ্জিম-বাশী, ৩খ, ৬৭৯-৯৩; (১১) সোলাকযাদা, পৃ. ৭৬৬-৭৩।

উপরের বিবরণ ইব্রাহীম শীর্ষক নিবন্ধ (in A, fasc, 49, pp. 88-5)-এর সংক্ষিপ্তসার। উক্ত নিবন্ধে মুহাফিজখানার দলীল-দস্তাবেজের বরাত, উদ্ধৃতি ও আরও গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে।

M. Tayyib Gokbilgin (E.I.[2])/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্রাহীম ১ম (ابراهيم الأول) ঃ ইব্নু'ল-আগ'লাব ইব্ন সালিম ইব্ন 'ইক'াল (১৮৪-৯৬/৮০০-১২), আগ'লাবী-ইফ্রীকী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত গোত্রের একজন তামীমী ছিলেন। মুসলমানদের বিজয়ের ফলে এই গোত্রে বহু পূর্ব হইতেই খুরাসানে বসতি স্থাপন করে। এইখানে তাহারা, বিশেষ করিয়া মুহাল্লাবীগণের শত্রুতে পরিণত হয়। পরে ইব্রাহীমকে পুনরায় মিসরে এবং পরবর্তী কালে ইফ্রীকিয়্যায় তাহাদের মুকাবিলা করিতে হয়। আগলাবীগণের পূর্বপুরুষ আল-আগ'লাব মার্ব আর-রূয-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাগ্রহে 'আব্বাসীদের পক্ষ নেন এবং আবূ মুসলিম আল-খুরাসানীর সঙ্গে তাহাদের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হন। তাহাদের বদৌলতে তিনি ইব্নু'ল-আশ'আছ-এর সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাগরিব-এ প্রথম সফর করেন। পরে (১৪৪/৭৬১) তাঁহাকে যাব অঞ্চলের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়, ইহা বর্তমান constantinois-এর দক্ষিণে অবস্থিত Aures-এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল। ১৪৮/৭৬৫ সালে ইব্নু'ল-আশ'আছ' তাঁহার নিজ সৈন্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইলে আল-আগ'লাব কায়রাওয়ানে তাঁহার স্থলে অপর একজনকে নিযুক্ত করেন। অসংখ্য বিদ্রোহের ফলে দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। এই ধরনের এক বিদ্রোহের সময়ে দেওয়ালের পাদদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

তাঁহার পরিবার মিসরে ফিরিয়া যায়। এই সময়ে ইব্রাহীমের বয়স ছিল দশ বৎসর। তিনি ফিক্হ'শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা শুরু করেন এবং আল-লায়ছ ইব্ন সা'দ (মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এর একজন সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হন। কিন্তু 'আব্বাসী সেনাবাহিনীর একজন প্রখ্যাত কর্মকর্তার বংশধর বলিয়া তিনি স্বাভাবিকভাবেই বংশগত ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেন। তিনি মিসরের জুন্দ (সেনাবাহিনী)-এ যোগদান করেন এবং বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিদ্রোহ দেশকে বিশৃংখলার দিকে লইয়া যায়। তিনি ১৭৪/৭৯০ সালে সরকারী খাযাঞ্চীখানা লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেন। আল-বালাযুরীর মতানুসারে তাঁহার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত কিছু তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই কার্যের জন্য মিসরের মুহাল্লাবী গভর্নর তাঁহাকে নির্বাসনদণ্ড দেন এবং তাঁহার পরিবারের ঐতিহ্যগত শত্রু অপর মুহাল্লাবীর তত্ত্বাবধানে তাঁহারই শাসিত রাজ্য যাব-এ তাঁহাকে বাস করিতে বাধ্য করেন।

যে অসুবিধাগুলি ইফরীকিয়্যার জন্য ক্রমাগত বিশৃংখলার সৃষ্টি করিয়াছিল সেগুলি ইব্রাহীমের অনুকূলে আসায় তিনি যাব-এ নিজের অবস্থান সুসংহত করিতে সক্ষম হন। তাঁহার পিতার স্মৃতি সেখানে অম্লান ছিল। আইনের সীমাকে লঙ্ঘন করা যাইবে না— সর্বোপরি তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় দুঃখ-কষ্টের দরুন নমনীয় পন্থা গ্রহণপূর্বক নিজেকে তিনি বিদ্রোহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন। ফলে যাব-এ যখন ক্ষমতার

শূন্যতা সৃষ্টি হয় (উল্লিখিত বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে) তখন তিনি প্রকৃত কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আগাইয়া আসেন। ১৭৯/৭৯৫ সালে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাগদাদ হইতে হারছামায় গমন করেন, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন। আনুমানিক দুই বৎসর পরে তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া আর-রাশীদ তাঁহাকে ডেপুটি গভর্নর হইতে পদোন্নতি দিয়া যাব-এর গভর্নর নিযুক্ত করিয়া সরাসরি স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে লইয়া আসেন।

শীঘ্রই একটি নূতন বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে কায়রাওয়ানও তাঁহার হস্তগত হয়। রামাদান ১৮৩/অক্টোবর ৭৯৯ সনে তিউনিসিয়ার তামীমী গভর্নর তাম্মান (মালিক ইব্ন যায়দ মানাত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত গোত্রের শত্রু ছিল) ইব্নু'ল-'আক্কীকে কায়রাওয়ান হইতে বিতাড়িত করেন। ইব্রাহীম গভর্নরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাব হইতে সেইখানে ছুটিয়া গেলেন। কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা বাস্তবিকপক্ষে খলীফা কিংবা ইফরীকীদের কাহারো সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। বাগদাদী ও ইফরীকীর নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণে ইব্রাহীমকে ইব্নু'ল-'আক্কীর দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আর-রাশীদকে সুবিধা প্রদানের ওয়াদা দেওয়ায় তিনি ইব্রাহীমের জন্য বংশগত আমীর পদের প্রবর্তন করেন। এইভাবে বিনা ক্লেশে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইফরীকিয়্যা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

সহজে এই ক্ষমতা প্রাপ্তি ইব্রাহীমের জন্য কোন রকম অসুবিধা যে সৃষ্টি করে নাই তাহা নহে। ফুকাহা' ও জুন্দ সদস্যদের শত্রুতার কারণে তাহাদের সঙ্গে ইব্রাহীমকে বিরোধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। তাঁহার কর্তৃত্বকে সুসংহত করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অপমান সহ্য করিতে হয় এবং অনেক ধৈর্য, বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ক্ষমতা হস্তগত হইবার পর তিনি কায়রাওয়ান-এর দুই মাইল দক্ষিণে আল-'আব্বাসিয়্যা নামে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত সুদৃঢ় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, কৃষ্ণকায় সৈন্যদের একটি শক্তিশালী প্রহরী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদল পরবর্তী কালে বহুবার এই আমীর বংশকে রক্ষা করিয়াছিল। ১৮৬/৮০২ সনে তিউনিসিয়ায় বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত ঘটে, ইহার পরে ত্রিপোলীতে (১৮৯/৮০৫) আরও একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু জুন্দ-এর বিদ্রোহই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সময়মত খলীফা কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের ফলেই এই বিদ্রোহ যথাসময়ে দমন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রথম ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর (২১ শাওওয়াল, ১৯৬/৫ জুলাই, ৮১২) তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'আবদুল্লাহ ত্রিপোলীতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন।

প্রথম ইব্রাহীম একজন সংস্কৃতিবান, শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে স্মরণীয় ছিলেন। আন-নুওয়ায়রী লিখিয়াছেন, "তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত, বক্তা ও কবি ছিলেন। তিনি শক্তিশালী ও ন্যায়বিচারকও ছিলেন। তাঁহার পূর্বে সচ্চরিত্রের এমন ধারক, সুনীতির এমন রক্ষক, স্বীয় প্রজাসাধারণের এমন কল্যাণকামী ও সাংগঠনিক বিষয়ে এমন শক্তিশালী কোন আমীর ইফরীকিয়্যা শাসন করে নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ, বৈরূত সং. ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৩২৬-৮; (২) ইব্নু'ল-আব্বার, হুল্লা, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৯৩-১০১; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, কামিল, কায়রো সং. ১৯৩৮-৯ খৃ., ৫খ, ৯৬, ১০৪, ১২১, ১৪১, ১৫৬-৭, ৬খ, ৬৩; (৪) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, সম্পা. G. S. Colin ও E. Levi-Provencal, Leiden 1948, i, 90-5; (৫) ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, বৈরূত সং. ১৯৫৮ খৃ., ৪খ, ৪১৭-২১; (৬) ইব্নু'ল-খাতীব, আ'মাল, in centenario Amari, ii, 434-6; (৭) নুওয়ায়রী, নিহায়া, সম্পা. স্পেনীয় অনু.-সহ G. Remiro, Granada 1917-9, ii, 60-5; (৮) M. Vonderheyden, La Berberie Orientale Sous la dynastie des Benou l-Arlab, Paris 1927; (৯) M. Talbi, L'Emirat aghlabide, Paris 1966.

M. Talbi (E.I.[2])/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্রাহীম ২য় (ابراهيم الثانى) ঃ আহ্‌মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নি'ল-আগ্‌লাব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্নি'ল-আগ্‌লাব ১০ যু'ল-হিজ্জা, ২৩৫/২৭ জুন, ৮৫০ জন্মগ্রহণ করেন। ১ম ইব্রাহীম-এর পরে আগ্‌লাবী রাজবংশে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ব্যতিক্রমধর্মী গুণাবলীর জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। বৈধ উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া রাজপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের উৎসাহে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞ প্রশাসক হিসাবে রাজত্ব শুরু (২৫১/৮৭৫) করেন। এই লক্ষ্য হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই, বরং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন, যথা প্রচলিত মূল্যহীন খণ্ড খণ্ড মুদ্রা (কিতা') প্রত্যাহার করেন। ইহার ফলে কায়রাওয়ানে ভয়াবহ দাঙ্গার (ছাওরাতু'দ-দারাহিম) সূত্রপাত ঘটে। রক্তপাত এড়ানোর জন্য ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার সংকল্পে অবিচল থাকেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনায়ন করেন।

কিন্তু মানসিক অসুস্থতা তাঁহাকে ক্রমশ অবনতির দিকে লইয়া যায়। শীঘ্রই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যাহার ফলে শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং ক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহার হয়। ফলে যথেষ্ট রক্তপাত হয়। তাঁহার লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এমনকি অকারণেও তিনি বহু অপরাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অপরাধ তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে।

এইভাবে পরবর্তী বংশধরের নিকট তিনি একজন দানব হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন এবং অসংখ্য ভয়াবহ ঘটনার প্রধান নায়ক হিসাবে স্মরণীয় হইয়া আছেন। এই সকল ভয়াবহ ঘটনার শিকার ছিল তাঁহার পুত্র-কন্যা, চাকর-বাকর, দাস-দাসী, তাঁহার অনুরক্তগণ ও আরও অনেকে। যে সকল সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐতিহাসিক তাঁহার এইরূপ ভীতিপ্রদ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ইসমা'ঈলীদের প্রচারণার ফলশ্রুতি। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে এই প্রচারণা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহীম-এর স্বৈরাচার ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। বার্‌বার্‌গণই অন্যদের তুলনায় বেশী এই স্বৈরাচারের শিকার হইয়াছিল। তাহারাই প্রথম দেশব্যাপী বিদ্রোহের সূত্রপাত করে (২৬৮-৯/৮৮১-৩) এবং ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করে। ইহাতে যাহারা প্রাণ হারাইল তাহাদের লাশ মালবাহী গাড়ীতে বহন করিয়া গণকবরে নিক্ষেপ করা হইল। বার বৎসর পরে (২৮০-৮৯৩) এই সংগ্রামের নেতৃত্বে সামন্ত প্রভুদের পালা আসিল। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরকে পর্যুদস্ত করিবার উদ্দেশে আমীর যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলশ্রুতিতেই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। যাহারা এই নীতির শিকার হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বালাযমা-র নগর দুর্গের গর্বিত যোদ্ধাগণ। বালাযমা ছিল কুতামা পর্বমালার কেন্দ্রীয় পর্বত স্তূপ এবং এই স্থান হইতে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল

তাহাই আগ্'লাবী রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করে। দ্বিতীয় ইব্রাহীমের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তিনি প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা "জুন্দ"-এর যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ১ম যিয়াদতুল্লাহ-কে প্রায় সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি। বাস্তবিকপক্ষে তিনি সহজেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাভূত করিলেন। তাহারা তাহাদের শক্তিকে একত্রীভূত করিবার চেষ্টাও করিল না। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি নাফ্সা বার্বারদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত (২৮৩-৪/৮৯৬-৭) হইয়া পড়েন এবং তাহাদের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। অতঃপর তাঁহার চাচাতো ভাই ত্রিপোলীর শাসনকর্তাকে চরম নিষ্ঠুর অবস্থায় হত্যা করিয়া তিউনিসিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি মিসর (যেই স্থান হইতে আবু'ল-'আব্বাস ইব্ন তূলূন ২৬৭/৮৮০-১ সালে ইফরীকিয়্যার বিরুদ্ধে ব্যর্থ যুদ্ধ অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন) আক্রমণের অভিনয় করেন।

কয়েক বৎসর পরে (২৮৯/৯০২) তিনি তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় 'আবদুল্লাহ-কে সিসিলী হইতে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার সপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং দরবেশের জোড়াতালিযুক্ত পোশাকে আহ্লু'ল-বাসা'ইর (জ্ঞানিগণ) পরিবেষ্টিত হইয়া অনুশোচনাগ্রস্ত তপস্বীর ন্যায় কসেনযা-র দেওয়ালের নীচে শাহাদত বরণের উদ্দেশে গমন করেন এবং তাহা লাভ করেন (১৭ যু'ল-কা'দা, ২৮৯/২৩ অক্টোবর, ৯০২)। সমগ্র দক্ষিণ ইতালিতে আমীরের পদার্পণ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল এবং কথিত আছে, তাঁহার পরিকল্পনা রোমের পথে বায়যানটিয়ার অধিকার অপেক্ষা ন্যূনতর কিছু ছিল না। তাঁহার রাজত্বকাল একদিকে শক্তির এবং অন্যদিকে নির্বুদ্ধিতার স্বাক্ষর বহন করে। যে ব্যাধি তাঁহাকে ক্রমেই ক্ষয় করিতেছিল উহার প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসক হিসাবে তাঁহার অবনতি ঘটে। তাঁহার ভুল সিদ্ধান্ত ফাতিমীদের বিজয়ের পথ প্রস্তুত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আব্বার, হুল্লা, সম্পা. এইচ. মু'নিস, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ১খ., ১৬, ১৬৫, ১৭১-৪, ১৭৯-৮১, ১৮৫, ১৮৭, ২৬৬; (২) ইব্নু'ল-আছীর, কামিল, কায়রো সং. ১৯৩৮-৯ খৃ., ৫খ, ৫-৭, ৩৬, ৩৯, ৬৭, ৮২, ৯১, ১০৩; (৩) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ed. G. S. Colin and E. Levi-Provincal, Leiden 1948, ১খ, 115-34; (৪) ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, বৈরূত সং. ১৯৫৮ খৃ., ৪খ, ৪৩৪-৬; (৫) ইব্নু'ল-খাতীব, আ'মাল, in Centenario Amari, ii, 439-43; (৬) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ed. with Spanish tr. G. Remiro, Granada 1917-9, ii, 82-92; (৭) শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রো ১৮৪৩-৪ খৃ., ২১৫, ২২৯, ২৩৭, ২৬৭-৭২, ২৭৫, ৩২০; (৮) আল-কাদি'ন-নু'মান, ইফতিতাহু'দ-দা'ওয়া, সম্পা. in Preparation by F. Dachraoui, Tunis; (৯) M. Vonderheyden, La Berberie orientale sous la dynastie des Benou L-Arlab, Paris 1927; (১০) M. Talbi, L'Emirat aghlabide, Paris 1966.

M. Talbi (E.I[2])/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্রাহীম আদ্হাম পাশা (ابراهيم أدهم باشا) ঃ সুলত'ান ২য় 'আবদু'ল-হামীদের অধীনে ইনি একজন 'উছমানী প্রধান উযীর ছিলেন। তিনি সম্ভবত চিয়স (Chios) নামক স্থানে ১৮১৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভূত। তিনি খুসরেব পাশার (خسرو باشا) [দ্র.] একজন ক্রীতদাস হিসাবে লালিত-পালিত হন এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। একজন খনিজ প্রকৌশলী হিসাবে ১৮৩৯ খৃ. প্যারিসে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর তিনি ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহাকে কর্নেল পদমর্যাদায় শূরা-ই 'আস্কেরীর (উচ্চ সামরিক পরিষদ) সদস্য মনোনীত করা হয়। কয়েক বৎসর আনাতোলিয়ায় খনিজের প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে চাকুরী করার পর তাঁহাকে রাজপ্রাসাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য ১২৬৩/১৮৪৭ সনে ইস্তাম্বুলে ডাকিয়া পাঠান হয়। তাঁহাকে মীর লিওয়া (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) হিসাবে ১২৬৪/১৮৪৮ সনে এবং তিন বৎসর পর ফেরীক (লেফটেন্যান্ট জেনারেল) হিসাবে উন্নীত করা হয়। পরবর্তী কালে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে ১২৭১/১৮৫৫ সনে তাঁহাকে সামরিক পদ হইতে অপসারণ করা হয়। তথাপি মুহ'াররাম ১২৭১/অকটোবর ১৮৫৪ সনে মাজলিস-ই তান্জীমাত (সংস্কার পরিষদ)-এর একজন সদস্য মনোনীত হইয়া তিনি তাঁহার পদমর্যাদা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ২৬ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১২৭৩/২৪ নভেম্বর, ১৮৫৬ সনে মুস্তাফা রাশীদ পাশা (দ্র.)-র মন্ত্রীসভায় উযীরের পদমর্যাদায় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। ৮ রামাদান, ১২৭৩/২ মে, ১৮৫৭ সনে ঐ পদ হইতে বরখাস্ত হইবার পর তিনি মাজলিস-ই তানজীমাত-এ প্রত্যাবর্তন করেন। ২৯ জুমাদা'ল-উলা, ১২৭৬/২৪ ডিসেম্বর, ১৮৫৯ সনে মেহমেদ রুসদু পাশা (দ্র.)-র মন্ত্রিসভায় তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৯ মুহ'াররাম, ১২৭৮/১৭ জুলাই, ১৮৬১ সনে বরখাস্তের পর তিনি একই দফতরে পরবর্তী ১৫ বৎসরে তিনবার মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি গণপূর্ত, জনশিক্ষা ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে তিরহালা ও য়ান্য়া-র গভর্নর হিসাবে, শূরা-ই দাওলাত (উচ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদ) ইত্যাদির একজন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ৫ রাবী'উ'ল আওওয়াল, ১২৯৩/৩১ মার্চ, ১৮৭৬ সনে বর্লিনে রাষ্ট্রদূত হিসবে নিযুক্ত হইয়া তিনি মাত্র কয়েক মাস বিদেশে ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি বলকান সঙ্কট মীমাংসার জন্য কনস্টান্টিনোপল সম্মিলনে 'উছমানী উপ-প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হন। ঐ সম্মিলনে তাঁহার দৃঢ় মনোভাবের জন্য তিনি নূতন সুলত'ান ২য় 'আবদু'ল-হ'ামীদের আস্থাভাজন হন। তিনি তাঁহাকে ৯ যু'ল-হি'জ্জা/২৬ ডিসেম্বর, শূরা-ই দাওলাত-এর সভাপতি এবং ২১ মুহ'াররাম, ১২৯৪/৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ সনে মিদহাত পাশা (দ্র.)-র স্থলে প্রধান উযীর নিযুক্ত করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বের বিশেষ ঘটনা হইল, ১৯ মার্চ 'উছমানী সংসদ অধিবেশনের উদ্বোধন এবং ৯ এপ্রিল লণ্ডন চুক্তি পরিহার। ফলে রাশিয়া 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 'উছমানী সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে তিনি পরিষদের আস্থা হারাইলেন এবং প্রধানত সেই কারণে তাঁহাকে ৭ মুহাররাম, ১২৯৫/১১ জানুয়ারী, ১৮৭৮ সনে প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে বরখাস্ত করা হয়। ৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১২৯৬/৩ মার্চ, ১৮৭৯ সনে তাঁহাকে ভিয়েনায় রাষ্ট্রদূত মনোনীত করা হয়। ২০ রাবী'উ'ল-আখির, ১৩০০/২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ কুচুক সা'ঈদ পাশা (দ্র.)-র মন্ত্রীসভায় তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। অবশেষে তিনি ১৪ যু'ল-হি'জ্জা, ১৩০২/২৪, সপ্টেম্বর, ১৮৮৫ সনে বরখাস্ত হন। তিনি ২ রামাদ'ান, ১৩১০/২০ মার্চ, ১৮৯৩ সনে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন এবং উস্কুদার-এর মিহরিমাহ সুলত'ান-এর মসজিদের নিকট তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্রাহীম আদহাম পাশা একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হইতে পারেন নাই। ১৮৭৭ খৃ. সর্বনাশা তুর্কী-রুশ যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে

অনেকাংশে দায়ী করা যায়। তৎসত্ত্বেও তুরস্কের আধুনিকীকরণে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৬ খৃ. জনশিক্ষা বিভাগে মন্ত্রী থাকাকালীন তোপকাপি প্রাসাদের নিকটে একটি আধুনিক ছাপাখানা (মাতবা'আ-ই 'আমিরি) স্থাপন এবং ১৮৬৯ খৃ. গণপূর্ত পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন তুরস্কে দশমিক পদ্ধতির পরিমাপ চালুকরণ তাঁহার কীর্তির মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। মাজমূ'আ-ই ফুনূন (১৮৬২ খৃ.)-এ প্রকাশিত তাঁহার ভূবিদ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ তুরস্কের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র 'উছ'মান হামদী (দ্র.), ইসমা'ঈল গালিব (দ্র.) ও খালীল আদহাম এলদেম (দ্র.)-ও তুরস্কের শিক্ষা ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ৪খ, ৮৪৪ প.; (২) এম. কামাল ঈনাল, Osmanli devrinde son sadriazamlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪০-৫৩ খৃ., পৃ. ৬০০-৩৫; (৩) এম. যাকী পাকালিন, Son sadrazamlar ve basvekiller, ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ., ২খ, ৪০৩-৭৭; (৪) I. Alaettin Govsa, Turk meshurlari ansiklopedisi, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., শিরো.; (৫) I. Hakki Uzuncarsili, Ibrahim Edhem Pasa ailesi ve Halil Edhem Eldem, in Halil Edhem hatira kitabi, আঙ্কারা ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ৬৭-৭০; (৬) Turk Asiklopedisi, শিরো.। আরও দ্র.ঃ (৭) আহ্'মাদ সা'ইব, 'আবদু'ল-হামীদিন আওয়া'ইল-ই সালত'নাতী, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ৭৪ প., ১৪৪ প., ১৯১; (৮) মাহ্'মূদ জালালু'দ-দীন, মির'আত-ই হাক'ীকাত, ইস্তাম্বুল ১৩২৬-৭ হি., ১খ, ২৬৯ প., ২৯২ পৃ., ৩খ, ২২ প.; (৯) ই. যিয়া কারাল, Osmanli tarihi, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ., ৮খ, নির্ঘণ্ট; (১০) R. Devereux, The first Ottoman constitutional period, বাল্টিমোর ১৯৬৩ খৃ., নির্ঘণ্ট।

E. Kuran (E.I.[2])/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম ইব্ন আদ্হাম (ابراهيم بن ادهم) ঃ (র) ইব্ন মানসূর ইব্ন য়াযীদ ইব্ন জাবির (আবূ ইস্হাক) আল-'ইজলী, খুরাসানের বাল্খ শহরে তাঁহার জন্ম। তিনি বাকর ইব্ন ওয়া'ইল গোত্রভুক্ত কূফার একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য উৎস গ্রন্থসমূহে তাঁহার মৃত্যু সন দেওয়া হইয়াছে ১৬১/৭৭৭-৭৮।

তিনি ছিলেন ২য়/৮ম শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সূ'ফীদের অন্যতম। পরবর্তী সাধু জীবনীতে তিনি, বিশেষত তাঁহার বৈরাগ্যের জন্য বিখ্যাত। R. A. Nicholson তাঁহাকে "অপরিহার্যভাবে এমন একজন অনুশীলনকারী শ্রেণীর সংসার বিরোগী ও সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তি হিসাবে বিশিষ্ট করিয়াছেন," যিনি বৈরাগ্যবাদকে মরমীবাদ হইতে পৃথককারী সীমারেখা অতিক্রম করেন নাই। ইব্রাহীম সূ'ফীদের পরবর্তী বংশধরগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বিশেষত দুইটি কারণেঃ (১) তাঁহার বদান্যতা, যাহা বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের অনেক কাহিনী দ্বারা বিশদকৃত এবং (২) তাঁহার আত্মত্যাগের কার্যাবলী ঐসব বিলাসিতার সহিত সম্পর্কিত যাহা তিনি বর্জন করেন, অথচ তিনি প্রাথমিক জীবনে ঐগুলি উপভোগ করেন।

প্রাথমিক 'আরবী উৎস গ্রন্থগুলি, প্রধানত আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী ও ইব্ন 'আসা'কির হইতে তাঁহার জীবনের একটি রূপরেখা অংকন করা যায়। আনুমানিক ১১২/৭৩০ সালে অথবা সম্ভবত ইহারও পূর্বে তিনি বাল্খ-এ বসবাসকারী 'আরব সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৭/৭৫৪ সালের কিছু সময় পূর্বে চিরতরে খুরাসান ত্যাগ করিয়া সিরিয়া চলিয়া যান। প্রধানত এই ভূখণ্ডে তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশে কিছুটা যাযাবরের মত জীবন যাপন করেন। উত্তরে সুদূর সায়হুন নদী ও দক্ষিণে সুদূর গাযযা পর্যন্ত তিনি গমন করেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অনুমোদন করেন নাই, জীবিকা অর্জনের জন্য স্বহস্তে কাজ করিতেন। তিনি শস্য কর্তন, কৃষকের ফসল কাটিয়া লওয়ার পরে পরিত্যক্ত শস্যাদি একটু একটু করিয়া সংগ্রহকরণ ও শস্য চূর্ণ করিতেন অথবা উদাহরণস্বরূপ, ফল বাগানের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সকল কাজ ছাড়া সম্ভবত তিনি বায়যান্টীয় সীমান্তে সামরিক অভিযানে লিপ্ত ছিলেন। ছুগূর (সিরিয়ার উত্তরদিকে আধুনিক তুরস্কে অবস্থিত) অর্থাৎ সীমান্তের ঘাঁটিগুলি তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিতে বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীকারগণ আমাদেরকে বলিয়াছেন যে, তিনি বায়যান্টীয়দের বিরুদ্ধে দুইটি স্থল ও দুইটি নৌ-অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নৌ-অভিযানে তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন (আবূ নু'আয়ম, ৭খ, ৩৮৮)। ইব্ন 'আসা'কির (পৃ. ১৯৬) তাঁহার মৃত্যুর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর অবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করে। কতিপয় বর্ণনামতে এক বায়যান্টাইন দ্বীপে সুকীন অথবা সুকানান নামক দুর্গের নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় মিসরে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিভিন্ন স্বল্পনির্ভযোগ্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কবর Tyre, বাগদাদ, দামিশ্ক, "the city of Lot" (-কাফ্র বারীক), জেরুসালেমের নিকটস্থ জোরিমি'আহ-এর গুহা ও সিরিয়ার উপকূলে অবস্থিত জাবালায় বিদ্যমান। এই শেষোক্ত মতটি সর্বাধিক প্রচলিত।

সাধু জীবনীতে ইব্রাহীম ইব্ন আদ্হাম বাল্খের রাজা হিসাবে সুপরিচিত— যিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্বপ্রথম আস-সুলামী-(মৃ. ৪১২/১০২১) তাঁহাকে রাজকীয় মর্যাদা দান করেন। আস-সুলামীর বর্ণনার রূপকথা-প্রকৃতি যথেষ্ট স্পষ্ট। কারণ ইহাতে অমর নবী খিদ্র-এর সহিত ইব্রাহীমের সাক্ষাতের একটি বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, আস-সুলামীর পর হইতে এই রূপকথা ইব্রাহীমের জীবনের বর্ণনাগুলিতে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল পাওয়া যায়। এইরূপে ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিতে তাঁহার বৈরাগ্য জীবনে দীক্ষা গ্রহণ বা তাঁহার অনুশোচনা তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের সহিত সংযুক্ত। ইহার বর্ণনা প্রায় দশটি বিভিন্ন বিষয়ের অধীনে শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, যথা রাজপ্রাসাদের ছায়ায় উপবিষ্ট জনৈক ভিক্ষুকের পূর্ণ সন্তোষ সম্পর্কে চিন্তা করার পর তিনি অনুতপ্ত হন অথবা ফকীরের বেশে খিদ্র এই দুনিয়ার অস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা পরিচিত বিষয়টি সর্বপ্রথমও বটে। ইহা কালাবাযীর গ্রন্থে (পৃ. ১০৮) পাওয়া যায়, "তিনি আনন্দচ্ছলে শিকার করিতে বাহির হইয়া গেলেন। একটি কণ্ঠস্বর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, এই কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই এবং এই কাজ করিতে তোমাকে আদেশ দেওয়া হয় নাই। দুইবার কণ্ঠস্বরটি তাঁহাকে ডাকিয়া ইহা বলিল এবং তৃতীয়বার ডাক আসিল তাঁহার ঘোড়ার জিনের অগ্রভাগ হইতে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! এখন হইতে আমি আর কখনও আল্লাহ্র অবাধ্য হইব না, যে পর্যন্ত আমার প্রভু আমাকে গুনাহ্ হইতে রক্ষা করেন।"

এইখানে মন্তব্য করা যাইতে পারে, ইব্রাহীমের সংসারত্যাগী জীবন গ্রহণের কাহিনী গৌতম বুদ্ধের কাহিনীর ধাঁচে তৈরি করা হইয়াছে, এই দাবির (সর্বপ্রথম Goldziher কর্তৃক উপস্থাপিত, দ্র. JRAS, ১৯০৪ খৃ., পৃ. ১৩২-৩৩) সত্যতা সম্পর্কে একাধিকবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। (উদাহরণস্বরূপ দ্র. L. Massignon, Essaisur les origines, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ৬৩; তু. R. C. Zaehner, Hindu and Muslim Mysticism, লন্ডন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১২১-২২)। সম্ভবত এখন আর এই দাবি মানিয়া লওয়া উচিত নয়।

বাল্খ হইতে সিরিয়ায় ইব্রাহীমের দেশত্যাগ সুপ্রমাণিত এবং তাঁহার সংসারবিরাগী জীবন গ্রহণ সম্পর্কে যে বহুবিধ বিভিন্ন রূপকথা আছে তাহা হইতে তাঁহার দেশত্যাগের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যাহা হউক, ইব্ন 'আসাকির-এর গ্রন্থে (পৃ. ১৬৮) একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য আছে যাহা ইবরাহীমের দেশত্যাগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "আবূ মুসলিম হইতে পলায়ন করিয়া ইব্রাহীম ইব্ন আদহাম, জাহ্দাম-এর সহিত খুরাসান ত্যাগ করেন; অতঃপর তিনি ছুগূর-এ বসবাসের জন্য গমন করেন।" আল-বুখারী (৬/১, পৃ. ২৩) ইহার সত্যতার দৃঢ় সমর্থনকারী তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, (য়ামামা-র) জাহদাম (ইব্ন 'আবদিল্লাহ) এই সময় খুরাসান ত্যাগ করিয়াছিলেন। আবূ মুসলিম (দ্র.)-এর বিদ্রোহের সাল ১২৯/৭৪৭-ও ইবরাহীমের জীবন সম্পর্কে জানা তথ্যাদির মধ্যে কোন কাল নিরূপণ সম্পর্কিত অসঙ্গতি পাওয়া যাইবে না। এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্থান এইখানে নাই। শুধু ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, প্রাপ্তিসাধ্য উপাদানগুলি ভালভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইব্ন 'আসাকির-এর গ্রন্থের এই বর্ণনা গ্রহণ না করার কোন কারণ পাওয়া যাইবে না।

'আরবী ভাষায় মুদ্রিত রচনাদির আলোচনা এইখানেই শেষ। ইব্ন আদ্হাম সম্পর্কে মুদ্রিত রচনাবলী অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় কিছু পরিবর্তিত হইয়াছেঃ অনেক তথ্য হারাইয়া গিয়াছে, অথচ অধিকতর লোককাহিনী সংক্রান্ত ও কাল্পনিক বিষয় গৃহীত হইয়াছে এবং প্রায়ই এইগুলিকে অনেক অলংকৃত করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া ফারসী ভাষায় মুদ্রিত রচনাদির ক্ষেত্রে দেখা যাইতে পারে, এই ভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল উৎসগ্রন্থ হইতেছে ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার-এর তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া" (দ্র. 'আত্তার)। ইব্রাহীম সম্পর্কে ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় মুদ্রিত রচনাদির অনেক কয়টি ফারসী ভাষার মাধ্যমে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় লিখিত উৎসগ্রন্থগুলি প্রকৃত তথ্যাবলী হিসাবে প্রায় সম্পূর্ণ মূল্যহীনঃ প্রামাণিক মনে হয় এমন বিশদ আলোচনার কিছু অংশ (যথা ফারসী উৎস গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত ইব্রাহীমের ইনতিকালের দিন ও মাস এবং মালয়ী উৎস গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত কতিপয় ব্যক্তির নাম) কাল্পনিকই হইতে পারে। 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় মুদ্রিত রচনাদির অন্য একটি দিক এই যে, এইগুলিতে ইবরাহীম সম্পর্কে ক্ষুদ্র কাহিনীগুলির বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ আত্মচরিত পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মচরিতের পূর্বে তাঁহার পিতা আদ্হামের একটি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অতীব অলংকৃত জীবনী বিভিন্ন ভাষায় লিখিতঃ দারবীশ হাসান আর-রূমী লিখিয়াছেন তুর্কী ভাষায়, 'আরবী ভাষায় লিখিত ইহার একটি সারসংক্ষেপ অথবা উদ্ধৃতিসমূহের সংকলন হইতে ইহা জানা গিয়াছে। উর্দূ ভাষায় লিখিয়াছেন মুহাম্মাদ আবু'ল-হাসান। "কাশমীরী ভাষায়" তাঁহার অতীব অলংকৃত জীবনী লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পাণ্ডুলিপি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মালয়ী ভাষায় লিখিত অলংকৃত জীবনী হাদরামাওত হইতে আগত শায়খ আবূ বাক্র-এর প্রতি সম্ভবত আরোপযোগ্য। মালয়ী সংস্করণের একটি প্রকাশিত সারসংক্ষেপ জাভা, সুনদান ও বুগী ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র সংস্করণসমূহের উৎস বলিয়া মনে হয়। এই বর্ণনাগুলি ছাড়া ইব্রাহীম ইব্ন আদ্হাম সম্পর্কীয় ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি ইসলামী, বিশেষত সূফী রচনাদিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে সূফী দলগুলি তাঁহার স্মৃতি স্থায়ীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছে। বর্তমানে আদ্হামিয়্যা সূফী দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কিনা ইহার কোন প্রমাণ এই নিবন্ধ লেখকের জানা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ চারটি সংক্ষিপ্ত প্রথমদিকের উৎসগ্রন্থ ('আরবী ভাষায়)ঃ (১) আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬/৮৭০), কিতাবু'ত-তা'রীখি'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., ১/১খ, ২৭৩; (২) ইব্ন হিব্বান আল-বুস্তী (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫), কিতাব মাশাহীরি 'উলামা'ই'ল-আমসার, সম্পা. Fleischhammer, কায়রো/Wiesbaden ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৮৩; (৩) আগ'নী', ১২খ, ১১১, ১১৩; (৪) আল-কালাবাযী (মৃ. আনু. ৩৮৫/৯৯৫), কিতাবু'ত-তা'আররুফ, সম্পা. A. J. Araberry, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১০৮ (অনু. A. J. Araberry, The Doctrine of the Sufis, Cambridge ১৯৩৫ খৃ.,); (৫) আস-সুলামী (মৃ. ৪১২/১০২১), কিতাব তাবাকাতি'স-সূফিয়া (সম্পা. J. Pedersen, লাইডেন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৩ প.), ইহাতে সর্বপ্রথম একটি প্রকাশ্য রূপকথার রুচিকর সুগন্ধ পাওয়া যায়।

অত্যধিক পরিমাণে তথ্যবহুল উৎস গ্রন্থাবলীঃ (৬) আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী (মৃ. ৪৩০/১০৩৮), হিলয়াতু'ল-আওলিয়া', কায়রো ১৯৩৭-৩৮ খৃ., ৭খ, ৩৬৭-৯৫, ৮খ, ৩-৫৮ ও (৭) ইব্ন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৬), আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, দামিশক ১৩৩০ হি., ২খ, ১৬৭-৯৬। আবূ নু'আয়ম কর্তৃক লিখিত ইব্রাহীমের উক্তিগুলি ও তাঁহার সম্পর্কে রচিত ক্ষুদ্র কাহিনীসমূহ হইতে তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়।

ফারসী ভাষায় সর্বাধিক তথ্যবহুল উৎস গ্রন্থঃ (৮) ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার, তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া' (সম্পা. R. A. Nicholson, লন্ডন ও লাইডেন ১৯০৫ খৃ., ১খ, ৮৫-১০৬)। A. Pavet de Courteille, J. Hallauer, Claud Field, Bankey Beheri ও A. J. Araberry তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া'-র প্রাসঙ্গিক অংশাবলীর অনুবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি উদাহরণের জন্য দ্র.ঃ (৯) আল্লাহ দিয়াহ চিশতী আল-'উছমানী (মৃ. ১৬৬৮ খৃস্টাব্দের পরে), সিয়ারু'ল-আক্তাব, লখনৌ ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ২৯-৪৫।

তুর্কী ভাষায় রচিত ইবরাহীমের জীবনীর 'আরবীতে সারসংক্ষেপ সম্পর্কে দ্র.ঃ (১০) W. Ahlwardt, Die Handschriften zu Berlin, বার্লিন ১৮৯৬ খৃ., ৮খ, ৪৭-৪৯।

উর্দূ কবিতা সম্পর্কে দ্র.ঃ (১১) Garcin de Tassy, Histoire de la Litterature hindouie et hindoustanie, প্যারিস ১৮৭০ খৃ., ১খ, ১০১। মালয়ী সংস্করণ সম্পর্কে দ্র. (১২) Studies in Islam v/I, নূতন দিল্লী ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৭-২০।

ইব্ন আদ্হাম সম্পর্কে তথ্যের একটি উপযোগী সংকলন নিম্নলিখিত উৎস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাইতে পারেঃ (১৩) ZA, ২৬খ., (১৯১২ খৃ.), পৃ.

২১৫-২০-এর মধ্যে প্রকাশিত R. A. Nicholson-এর একটি নিবন্ধ; (১৪) H. Ritter-এর Das Meer der Sele, লাইডেন ১৯৫৫ খৃ. (দ্র. নির্ঘন্ট); (১৫) E.I., ১ম সং-এ প্রকাশিত "Ibrahim b. Adham" শীর্ষক নিবন্ধ। এই সাধুপুরুষকে চিত্র দ্বারা বর্ণনা করার উল্লেখের জন্য দ্র.ঃ (১৬) W. G. Archer, Indian Painting in the Punjab Hill, লন্ডন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯২।

Russell Jones (E.I.2)/ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান (ابراهيم بن عبد الرحمن) ঃ ইব্‌ন 'আওফ' আয্-যুহরী, মদীনানিবাসী একজন তাবি'ঈ। উপনাম আবূ ইসহা'ক, কাহারও মতে আবূ মুহা'ম্মাদ। কেহ আবূ 'আবদিল্লাহও বলিয়াছেন। ইনি প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আওফ' (রা)-এর পুত্র, মাতার নাম উম্মু কুলছূম। তিনি 'উক'বা ইব্‌ন আবী মু'ঈত-এর কন্যা। ১০ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স')-এর জীবদ্দশায়ই ইব্‌রাহীম-এর জন্ম হইয়াছিল। আবূ নু'আয়ম ও আবূ ইসহা'ক তাঁহাকে সা'হাবীদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন প্রথম সারির তাবি'ঈ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পিতা 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা), 'উছ'মান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা), 'আলী (রা), সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্ক'াস (রা), তালহা (রা), 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির (রা), আবূ বাক্‌রা (রা), সুহায়ব (রা) ও জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা)-এর নিকট হা'দীছ' শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সূত্রে হা'দীছ' বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'উমার ফারূক (রা) হইতেও তিনি হা'দীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন কিনা সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আল-বায়হাকীর মতে তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়া'কূব ইব্‌ন শায়বা-এর মতে তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট হা'দীছ' শুনিয়াছেন। ঐতিহাসিক আল-ওয়াকি'দী ও আত-তাবারানীও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবী যি'ব ইব্‌রাহীম-এর পুত্র সা'দ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন, 'উমার (রা) যখন রু'ওয়ায়শিদ আছ'-ছাকাফীর গৃহ পোড়াইয়া দেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। গৃহটিতে মদ্য বিক্রি হইত। ইব্‌রাহীম-এর শাগরিদদের মধ্যে তাঁহার পুত্র সা'দ ও সালিহ ও ইমাম আয-যুহ্‌রীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হিজরী ৯৫ বা ৯৬ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হা'জার আল-'আসক'লানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৯৫, নং ৪০৪; (২) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শায'রাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ১১১; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ২, নং ১৩; (৪) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন মুহা'ম্মাদ আল-খাতীব, আল-ইক্‌মাল ফী আসমা'ই'র-রিজাল (মিশাকাতু'ল-মাসাবীহ-এর সহিত সংযুক্ত), দিল্লী তা.বি., পৃ. ৫৮৬; (৫) ইব্‌ন হা'জার আল-'আসকালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ., ১৩৯, ১৪০; (৬) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ., ৩৮; (৭) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ, ৪; (৮) মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন সা'দ, আত-তা'বাকা'তু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৫খ, ৫৫; (৯) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ১খ, ৪২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (ابراهيم بن عبد الله) ঃ আন্-নাফ্‌সু'য্-যাকিয়া নামে পরিচিত এবং মুহা'ম্মাদ (দ্র.)-এর সহোদর ভ্রাতা। তাঁহারা উভয়ই যৌথভাবে 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূ'র-এর বিরুদ্ধে ১৪৫/৭৬২-৩ সনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহাদের পিতা 'আবদুল্লাহ ছিলেন আল্-হা'সান (আল-মুছান্না) ইব্‌নু'ল-হা'সান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব ও ফাতি'মা বিন্‌তু'ল-হুসায়ন ইব্‌ন 'আলীর পুত্র। এইভাবে তিনি ছিলেন পিতার দিকে হা'সানী এবং মাতার সূত্রে হু'সায়নী। ফলে তিনি আল-মাহ্‌দ (বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী) উপনামে পরিচিতি লাভ করেন। খলীফা প্রথম আল্-ওয়ালীদ-এর রাজত্বকালে তাঁহার পিতা আল্-হা'সানের মৃত্যু হইলে তিনি প্রচণ্ড কর্তৃত্বের অধিকারী হন এবং ফলে হাসানী ও হাশিমী ('আলী ও 'আব্বাসী)-গণের শায়খরূপে পরিগণিত হন। ইব্‌রাহীমের মাতা হিন্দ বিন্‌ত আবী 'উবায়দা 'আলীপন্থী 'আবদুল্লাহ্‌কে বিবাহ করিবার পূর্বে খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের পুত্র 'আবদুল্লাহ্-এর পত্নী ছিলেন। কবিরূপে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল এবং বিভিন্ন সূত্রে তাঁহার কিছু কিছু কাব্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

তাঁহাদের পরিবারের কোন একজনকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য 'আলীপন্থিগণের আন্দোলন শুরু হয় উমায়্যা আমলের প্রারম্ভেই। দ্বিতীয় আল্-ওয়ালীদ (দ্র.)-এর হত্যার পর আল-আবওয়া'-তে অনুষ্ঠিত হাশিমীগণের এক সমাবেশে 'আবদুল্লাহ উপস্থিত সকলকে [তৎকালীন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হু'সায়নী জা'ফার আস্-সা'দিক (দ্র.) ব্যতীত] এই মর্মে একমত করিতে সক্ষম হন যে, তাঁহার পুত্র মুহা'ম্মাদকে খলীফা পদের দাবিদাররূপে স্বীকৃতি দান করিবেন। বত্রিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ মুহা'ম্মাদ এইভাবে বায়'আত লাভ করেন। তাহার পর দুই ভ্রাতা মুহা'ম্মাদ ও ইব্‌রাহীম সাম্রাজ্যের সর্বত্র, বিশেষত সিন্ধু পর্যন্ত সুদূরতম প্রাচ্য অঞ্চলে এক প্রচণ্ড প্রচার অভিযানে লিপ্ত হন। 'আব্বাসী আস্-সাফ্‌ফাহ্ রাজত্ব লাভ করিলে ব্যর্থমানোরথ হইয়া 'আলী অনুসারিগণ সাময়িকভাবে হাতোদ্যম হইলেও তাঁহাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ না করিয়া অপেক্ষমাণ থাকেন। দুই ভ্রাতা সঙ্গোপনে তাঁহাদের দল ভারি করিবার প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল পরিবর্তন করিয়া 'আব্বাসীগণকে নিন্দার শিকাররূপে চিহ্নিত করেন। আস্-সাফ্‌ফাহ তাঁহাদের এই সকল কর্মতৎপরতা উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরসূরি আল্-মানসূর ইহাতে বিক্ষুব্ধ হন। যেহেতু ১৩৬/৭৫৪ সনের হজ্জের সময় মুহা'ম্মাদ ও ইব্‌রাহীম তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন নাই এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, সেহেতু ১৪০/৭৫৮ সনে তিনি মদীনার একটি 'দার'-এ বৃদ্ধ 'আবদুল্লাহ ও অল্প কিছুকাল পরে অপর কতিপয় 'আলীপন্থীকে কারারুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে এই সকল বন্দীকে কূফা শহরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এক কুখ্যাত অন্ধকার কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। তাঁহার আশা ছিল ইহাতে ইব্‌রাহীম ও মুহা'ম্মাদ তাঁহাদের গোপন তৎপরতা বর্জন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু পিতার উপদেশে তাঁহারা তাঁহাদের বৈপ্লবিক তৎপরতা মুলতবী রাখিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

আল-মানসূর তাঁহার অনুসন্ধান তীব্রতর করিলে মুহা'ম্মাদ 'আব্বাসীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১ রাজাব, ১৪৫/২৫ সেপ্টেম্বর, ৭৬২ সনে মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই তৎপরতার সময় তিনি ১৪ রামাদা'ন, ১৪৫/৬ ডিসেম্ব, ৭৬২ সনে নিহত হন। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য মুহা'ম্মাদ আন-নাফ্‌সু'য্-যাকিয়া।

ইব্রাহীম কিছুকাল বসরাতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় তাঁহার আন্দোলনের প্রচুর সমর্থক ছিল। মুহাম্মাদ পূর্বাহ্নেই তাঁহাকে স্বীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করিলে ইব্রাহীমও ১ রামাদান, ১৪৫/২৩ নভেম্বর, ৭৬২ সনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মদীনার তুলনায় বসরাতে তাঁহার আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী। বাগদাদের নির্মাণকার্যে ব্যস্ত আল-মানসূর এই বিদ্রোহের ফলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং কূফার অধিবাসিগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য সৈন্য আনয়ন করেন এবং সৈন্যসংখ্যা বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশী প্রতীয়মান করার কৌশল অবলম্বন করেন। একই সঙ্গে তিনি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তৎপর 'ঈসা ইব্ন মূসা (দ্র.)-কে বিজয় লাভের পরই অবিলম্বে তাঁহার সৈন্যসহ ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান করেন। বসরার প্রশাসক বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁহার সহায়তায় ইব্রাহীম বসরার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, কোষাগার দখল করেন এবং অন্যান্য শহর ও অঞ্চল (আল-আহওয়ায, ফারস্ ও ওয়াসিত-এর কয়েকটি শহর) দখলের জন্য সশস্ত্র দল প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদের মৃত্যু সংবাদ বসরায় পৌঁছিলে বিদ্রোহিগণ ইব্রাহীমের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে এবং ইব্রাহীম তাঁহার সমর্থকগণের এক অংশের আহ্বানে কূফা অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করেন। ইহার পর তিনি বসরায় 'ঈসা ইব্ন মূসার আক্রমণের অপেক্ষায় না থাকিয়া বাখামরায় গমন করেন (১ যু'ল-কা'দা, ১৪৫/২১ জানুয়ারী, ৭৬৩)। এই স্থানে 'আব্বাসী ও বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রাথমিকভাবে 'ঈসার অগ্রবর্তী বাহিনী বিধ্বস্ত হইলেও এই প্রাথমিক ব্যর্থতা শীঘ্রই সরকারী বাহিনীর বিজয়ে পরিণত হয়। তাঁহার অনুগামীদের অধিকাংশ বিশৃঙ্খলভাবে ছত্রভঙ্গ হইলে ইব্রাহীম মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত সমর্থকসহ একাকী মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ২৫ যু'ল-কা'দা, ১৪৫/১৪ ফেব্রু., ৭৬৩ ইনতিকাল করেন। অন্যমতে এই ঘটনা ঘটে যু'ল-হি'জ্জা মাসে। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৭ বৎসর। দুই ভ্রাতার এই বিদ্রোহ ১৪৫ হি. সনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সম্পূর্ণ কাল স্থায়ী হয়।

এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার পশ্চাতে কতিপয় কারণ বিদ্যমান ছিল। মদীনায় মুহাম্মাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত ছিল অসময়োচিত, বিশেষত মদীনায় তাঁহার এই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল সংগ্রহে তিনি ব্যর্থ হন। আল-মানসূ'রের ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া এবং মদীনায় সংঘটিত প্রথম বিদ্রোহ তাৎক্ষণিকভাবে দমন করত অধিকতর সৈন্যসহ বসরা আক্রমণের সুযোগ লাভ, 'আলী অনুসারী সমর্থকগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব। শেষোক্ত কারণটি প্রমাণিত হয় নিম্নের ঘটনা হইতেঃ মদীনাবাসিগণ প্রারম্ভিক পর্যায়ে অসতর্কতাহেতু মুহাম্মাদকে সমর্থন দান করিলেও 'ঈসার অগ্রাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় খলীফার প্রতি আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করে। অন্যান্য শহরের সমর্থকগণ মাদীনা বা বসরা কোন শহরের সাহায্যেই আগাইয়া আসে নাই। অধিকাংশ ফাকীহ্ কেবল মৌখিক সমর্থন অথবা ইমাম আবূ হানীফা (র)-র কথিত সাহায্যের ন্যায় আর্থিক সহায়তা দানের মধ্যে নিজেদের সমর্থন সীমাবদ্ধ রাখেন। কূফাবাসিগণ শেষ পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় থাকে। মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীমের ভ্রাতা মূসাকে তাঁহাদের অঞ্চলের প্রশাসকরূপে প্রেরণ করা হইলে সিরিয়াবাসিগণ তাঁহাকে উক্ত স্থান হইতে বিতাড়িত করে। ওয়াসিত-এর সমর্থকগণ সংঘর্ষের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার জন্য অপেক্ষা করা শ্রেয় বলিয়া মনে করে। বাখামরার যুদ্ধের সময় ও ইহার পূর্বে অনেক দলত্যাগের ঘটনা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও ছত্রভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে 'আলীপন্থীদের ব্যর্থতার কারণ শুধু শেষ মুহূর্তের ঘটনাবলীই নহে, সম্ভবত ইহার পূর্বে 'আব্বাসীগণের ক্ষমতা অধিকারের পরিস্থিতিতে নিহিত। 'আলীপন্থিগণ সঠিকভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করিয়া উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। উভয় পক্ষের প্রচারের ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের গুণাবলী ও ক্ষমতা প্রাপ্তির অধিকার এবং উভয় পক্ষ সঠিক ধর্মপথে রাজ্য পরিচালনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু 'আব্বাসীগণ ক্ষমতা লাভের পর প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্গীকার পালন করিতে থাকে। ফলে 'আলীপন্থীদের পক্ষে এই নূতন শাসকগণের বিরোধিতা করিবার উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন কষ্টকর হইয়া পড়ে। যখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আংশিকভাবে ধর্মীয় সংস্কারের এক সক্রিয় ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল এবং জনগণ তাহাদের সমস্যা সমাধানে 'আব্বাসীগণের উপর আস্থাশীল তখন কেবল আইনানুগ অধিকারের ভিত্তিতে নয়া শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তাহাদের নিজস্ব পরিবারের সদস্যদের এই সংঘাত সৃষ্টিতে জনগণের সহায়তা ও সমর্থন দানের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। উপরন্তু 'আলীপন্থীদের হাসানী শাখাই কেবল এই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং অপর প্রধান শাখা হু'সায়নীগণের ইহাতে অংশগ্রহণের কোন ইচ্ছাই ছিল না। হাসানীগণের অনুকূলে সাধারণভাবে মুসলিম জনগণের উদ্দীপনার অভাব অপর একটি সম্ভাব্য কারণ। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বকে নিপীড়নকারী বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে হাসানীগণের মনোভাব ছিল অস্পষ্ট অথবা বিতর্কমূলক। যদিও প্রাসঙ্গিক সম্পর্কে তথ্যাবলী তর্কাতীত নয়, তথাপি জানা যায় যে, ইব্রাহীম ও তাঁহার যায়দী সমর্থকগণের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান ছিল। ইহার কারণ, যায়দীগণ সন্দেহ করে এবং শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে, তাহাদের ও হাসানীগণের অভীষ্ট লক্ষ্য অভিন্ন নহে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে যায়দীগণ ছিল একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও তাহাদের লক্ষ্য ছিল সামাজিক সংস্কার (দ্র. L. Veccia Vaglieri, op. cit., গ্রন্থপঞ্জী)। ফলে বসরায় ইব্রাহীমের সহিত যায়দী দলগুলির অভিযানে যোগদানের শর্তরূপে দাবি করে যে, মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীমের সম্ভাব্য মৃত্যুতে সেনাপতিত্ব লাভ করিবে শহীদ যায়দ ইব্ন হু'সায়ন (দ্র.)-এর পুত্র 'ঈসা। ইব্রাহীমের সহিত শীঘ্রই তাহাদের মতানৈক্য দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্বদানের জন্য তাহাদের নিজস্ব একজনকে নির্বাচনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তবে শেষ পর্যন্ত আল-মানসূ'র তাহাদের এই অন্তর্কলহের সুযোগ গ্রহণ করিবেন আশঙ্কায় তাহারা উক্ত অভিপ্রায় ত্যাগ করে। তবে বিজয়ের পর আলোচনা অনুষ্ঠানে তাহারা তাহাদের অধিকার বজায় রাখে। ইহার পর তাহারা অনুষ্ঠানসমূহের পদ্ধতি, যুদ্ধে ব্যবহৃত কৌশলের রূপরেখা, রসদ ও অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে। ইহা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক যায়দী 'আলীপন্থীদের সহিত যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে এবং তিনি আহত হইলে বীরত্বের সহিত তাঁহার আহত দেহ রক্ষা করে।

ইব্রাহীম তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্ততপক্ষে নিম্নোক্ত ঘটনাটি ইহারই সত্যতা সমর্থন করেঃ মু'তাযিলাবাদের প্রবর্তকদ্বয় ওয়াসিল ইব্ন 'আতা' ও 'আম্র ইব্ন 'উবায়দ যখন তাঁহাদের কতিপয় অনুসারীসহ মদীনায় আগমন করেন এবং খিলাফাতের 'আলীপন্থী দাবিদারের সহিত সাক্ষাত করিতে চান তখন 'আবদুল্লাহ (তাঁহার উপদেষ্টাগণের সম্মতিক্রমে) এই মত ব্যক্ত করেন যে,

তাঁহারা মুহ'াম্মাদ নয়, বরং ইব্রাহীমের সহিত সাক্ষাত করুন। ইহার পশ্চাতে কারণ ছিল প্রশ্নকর্তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাক্ষাতকার জটিল সমস্যাপূর্ণ হইবে। মাকাতিল (পৃ. ১৯৩ প.) এই মর্মে সমর্থন দান করেন যে, ইব্রাহীম তাহাদের উপর বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে না হইলেও অন্তত সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার ভ্রাতার তুলনায় অধিকতর সুশিক্ষিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি কাব্যপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার আশ্রয়দাতা ও সমর্থক মুফাদ্দাল আদ-দাব্বী (দ্র.)-এর কবিতাবলীর একটি সঙ্কলন প্রণয়ন করেন। তিনি নিজেও কাব্যচর্চা করিতেন। তিনি ছিলেন সক্রিয় ও সাহসী। লুক্কায়িত থাকাকালেও তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সহিত অতি বিপদসংকুল পরিস্থিতি মুকাবিলা করেন (তাবারী, ৩খ, ২৮৪-৯০)। বিভিন্ন সূত্র তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। যেই সকল ঘটনায় তাঁহাকে উদারপন্থী ও ক্ষমাপরায়ণরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, সেইগুলি আরও চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হি. ১৪৫ সনের বিদ্রোহের বিস্তৃত বর্ণনার জন্য দ্র.ঃ (১) আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানীর মাকাতিলু'ত-তালিবিয়্যীন; (২) তাবারী, ৩খ, ১৪৩, ১৪৭, ১৫২, ১৫৮, ১৬৩ প. (দুই ভ্রাতার আন্দোলন সম্পর্কে আল-মানসূ'রের উদ্বেগ এবং তাঁহার গৃহীত ব্যবস্থাবলী প্রসঙ্গে), ১৬৯-৯০ ('আলীপন্থী বন্দীদের কূফায় স্থানান্তর ও তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা), ২৮২-৩১৮ (ইব্রাহীমের বিদ্রোহ); (৩) মাক'াতিল, সম্পা. A. SAKR, কায়রো ১৩৬৫ হি. ২০৫-২৯, ২৩২-৩০৯ (ইব্রাহীম ও মু'তাযিলাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা, ২৯৩ প.), ৩১৫-৮৯ (ইব্রাহীমের বিদ্রোহ); যায়দীগণের প্রতিবাদ ৩৩৪, তু. ৩৩২, ৩৩৩-৫, ৩৪৪, ৩৭০, ৪০৫ প., ৪০৮; অধিকন্তু দ্র. (৪) বালাযুরী, আনসাব, পাণ্ডু. প্যারিস, ৬১২ v-৬৩২ r; (৫) Fragmenta Historicorum arabicorum, সম্পা. De Goeje ও De Jong, Lieden ১৮৬৯ খৃ., ২৩০-৫ ও নির্ঘণ্ট; (৬) য়া'কূবী, Historiae, ২খ, ৪১৮ প., ৪২৪, ৪৩১ প., ৪৪৪ প., ৪৫০-৬; (৭) ইব্ন 'আবদি রাব্বিহ, 'ইক'দ, কায়রো ১২৯৩ হি., ৩খ, ৩৪-৪১; (৮) মাস্'উদী, মুরূজ, ৬খ, ১৯৪-২০২; (৯) আগ'ানী, ১৮খ, ২০৭ প. (ইব্রাহীমের মাতা হিন্দ-এর কাব্য ও এর বিবাহসমূহ), ২০৮ প., ১৫খ, ৮৯; (১০) য়াকূত, দ্র. বাখাম্রা; (১১) ইব্নু'ল-আছ'ীর, ৫খ, ৪০২-২২, ৪২৮-৩৭ এবং নির্ঘণ্ট; (১২) আবু'ল-ফিদা', মুখতাসার তা'রীখি'ল-বাশার, ২খ, ১৬-২০; (১৩) যাহাবী, আল-'ইবার ফী খাবার মান গামার, সম্পা. মুনাজ্জিদ, ১খ, ১৯৮-২০৩; (১৪) ইব্ন কাছীর, কায়রো ১৩৪৮-৫৩ হি., ১০খ, ৮০ প.; (১৫) ইব্ন 'ইনাবা, 'উমদাতু'ত-তালিব, নাজাফ ১৩৩৭/১৯১৮, ৮৭-৯২; (১৬) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, বূলাক' ১২৮৪ হি., ৩খ, ১৮৭-৯৬ (বৈরূত ১৯৫৮ খৃ., ৩৯৮ প.); (১৭) মুহসিনু'ল-আমীন আল-'আমিলী, আ'য়ানু'শ-শী'আ, ৫খ, ৩০৮।

পাশ্চাত্যের গ্রন্থাকারবৃন্দ ঃ (১৮) G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim ১৮৪৬-৫১ খৃ., ২খ, ৪০-৫৬; (১৯) W. Muir, The Caliphate, লন্ডন ১৮৯১ খৃ., পৃ. ৪৫০-৪; (২০) A. Noeldeke, Der Chalif Mansur, in Orientalische Skizzen, ১২৬-৩৪; (২১) C. van Arendonk, De Opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden ১৯২১ খৃ, পৃ. ৪০-৫৩ (ফরাসী অনু. J. Ryckmans, Les de buts de l'Imamat Zaidite au Yemen, Lieden ১৯৬০ খৃ., দুই ভ্রাতার সমর্থকবৃন্দ, পৃ. ২৮৫-৯০; (২২) Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৯৭-৮; (২৩) L. Veccia Vaglieri, Divagazioni su due rivolte alidi, in A Francesco Gabrieli, রোম ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩১৫-২১, ৩২৮, ৩৩৭-৪১, ৩৪২ প.; (২৪) বিদ্রোহে কতিপয় মু'তাযিলাপন্থীর যোগদান এবং "শী'আপন্থী মু'তাযিলাবাদী" কর্তৃক দুই ভ্রাতাকে ইমামরূপে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে দ্র.ঃ W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen, বার্লিন ১৯৬৫ খৃ., ৭২-৪, ২১১।

L. Veccia Vaglieri (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ (ابراهيم بن عبد الله) ঃ ইব্ন কারিজ আল-কিনানী একজন বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ ও তাবি'ঈ, বানূ যুহ্রার মিত্র বানূ কিনানা গোত্রে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি 'উমার (রা) ও 'আলী (রা)-এর দর্শন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সূত্রে কোন হ'াদীছ' বর্ণনা করেন নাই। আবূ হুরায়রা (রা), জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা), মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ান (রা), আস-সা'ইব ইব্ন য়াযীদ (রা) প্রমুখ স'াহ'াবীর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সূত্রে হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সমসাময়িক যুগের খ্যাতনামা মুহ'াদ্দিছ'গণ তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয, আবূ 'আবদিল্লাহ আল-আগারর, আবূ স'ালিহ আস্-সাম্মান, আবূ সালামা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ও য়াহ'য়া ইব্ন আবী কাছ'ীর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাম আল-আ'মাশ তাঁহার নিকট এক সহস্র হ'াদীছ' শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার নির্ভরযোগ্যতায় কোন দ্বিমত নাই। হ'াদীছ'বিশারদগণ উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীর-এর খিলাফাতকালে তিনি মিসরে গমন করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহর নাম নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম বলিয়াছেন। ইব্ন আবী হ'াতিম (র) ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন কারিজ ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কারিজকে দুই ব্যক্তি সাব্যস্ত করত দুই শিরোনামে উপস্থাপন করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহারা দুই ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। য়াহয়া ইব্ন মা'ঈন (র)-এর মতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই মতভেদের কারণ হইল, ইমাম যুহ্রী (র) তাঁহার নাম নির্ণয়ে ভুল করিতেন। কখনও তিনি ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ বলিতেন এবং কখনও বলিতেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম। তাঁহার শাগরিদ মা'মার, ইব্ন জুরায়জ, 'আবদু'ল-জাব্বার ও য়াহ'য়া ইব্ন কাছীর তাঁহার সূত্রে ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ বলিয়াছেন এবং অন্যান্য শাগরিদ বলিয়াছেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম। তিনি ১০১ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৫৭, ৪খ, ৭; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১৩৪, ১৩৫; (৩) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৩৭; (৪) মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতু'ল-কুব্রা, বৈরূত, ৫খ, ৫৮।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-সান্কানী (ابراهيم بن عبد الله السنكانى) ঃ (র), আশ্-শায়খ (মৃ. ১৬ মুহাররাম, ৭৫৩/১৩৫২)। তিনি শায়খ 'আয়নু'দ-দীন বিজাপুরীর নিকট মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ করেন এবং কিছুকাল দৌলতাবাদে তাঁহার সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ভাইরূল-এ এবং তথা হইতে বিজাপুরে চলিয়া আসেন। তিনি নিজ শায়খের জীবদ্দশায় বিজাপুরে ইনতিকাল করেন। শায়খ 'আয়নু'দ-দীন আতওয়ারু'ল-আবরার (اطوار الابرار) গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী এবং কামিল ওয়ালী ছিলেন। বাসাতীনু'স্-সালাতীন (بساتين السلاطين) গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ আছে।

তারীখু'ল-আওলিয়া' (تاريخ الاولياء) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি শায়খ 'আলা'উ'দ-দীন আল-জীউরী, শায়খ শাম্সু'দ-দীন আদ-দামিগানী, শায়খ মিনহাজু'দ-দীন আত-তামীমী ও শায়খ 'আয়নু'দ-দীন বিজাপুরীর নিকট 'ইলমে মা'রিফাত লাভ করেন। বিজাপুর শহরে তাঁহার মাযার রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখ্নাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ৩ (উর্দূ অনু. আবূ য়াহ্‌য়া ইমাম খান, লাহোর ১৯৬৫ খৃ.)।

মুহাম্মদ মূসা

ইব্রাহীম ইব্ন 'আলী (দ্র. আশ-শীরাযী)

ইব্রাহীম ইব্ন 'আলী (ابراهيم بن على) ঃ ইব্ন আহ্‌মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ আত্-তারসূসী, সিরিয়া অঞ্চলের ৮ম/১৪শ শতকের বিখ্যাত মুফ্‌তী, কাদী ও গ্রন্থকার। কাদী ইব্রাহীম-এর উপাধি ছিল নাজমু'দ-দীন এবং তিনি কাদী নাজমু'দ-দীন আত-তারসূসী নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার পিতা কাদী 'ইমাদু'দ-দীন 'আলী ইব্ন আহ্‌মাদ আত্-তারসূসী বিদ্যাবত্তা এবং দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে কু'রআন মাজীদ খতমের কৃতিত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ৭২৭/১৩২৬ সালে তিনি দামিশক-এর কাদি'ল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) পদে অধিষ্ঠিত হন এবং কিছুকাল পরে স্বীয় পুত্র ইবরাহীম-এর পক্ষে পদত্যাগ করেন। কাসিম ইব্ন কুতলূবুগা'র বর্ণনামতে কাদী ইব্রাহীম হি. ৭৪৬ সালে দামিশকের কাদী পদে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কাদী ইমাদু'দ-দীন 'আলী হি. ৭৪৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, অথচ মুল্লা 'আলী আল-কারী তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৭৩২ হি. উল্লেখ করিয়াছেন।

কাদী নাজমু'দ-দীন ইবরাহীম শিক্ষক, লেখক, মুফ্‌তী ও কাদী হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার রচিত আনফা'উ'ল-ওয়াসা'ইল ফী তাহ্‌রীরি'ল-মাসা'ইল (انفع الوسائل فى تحرير المسائل) গ্রন্থটি যাহা সাধারণ্যে আল-ফাতওয়া'ত-তারসূসিয়া (الفتوى الطرسوسية) নামে সমধিক পরিচিত, মুসলিম জগতে বিপুলভাবে সমাদৃত। তিনি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল আত-তারসূস-এর মায্যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫৮/১৩৫৭ সালে দামিশকে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাসিম ইব্ন কুতলূবুগা, তাজু'ত-তারাজিম, সম্পা. Flugel, লাইপযিগ ১৮৬২ খৃ., নির্ঘন্ট; (২) মুল্লা 'আলী আল-কারী, আল-আছমারু'ল-জানিয়্যা ফী তাবাকাতি'ল-হানাফিয়্যা, নির্ঘন্ট; (৩) আবু'ল-হাসনাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়া'-ইদু'ল- বাহিয়্যা, ১ম সং, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ১০, ১১৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইব্ন 'আলী ইব্ন হাসান (ابراهيم بن على بن حسن) ঃ আস-সাক্কা' মিসরী শিক্ষক ও ধর্ম প্রচারক যাঁহার পিতৃ পরিবার শাবরাখূম, পূর্বেকার যিফ্‌তা-র মারকায এবং বর্তমান নিম্নাঞ্চলীয় মিসরের কুওয়ায়সনা গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার জ. ১২১২/১৭৯৭ সালে কায়রোতে এবং সেইখানেই সারা জীবন অতিবাহিত করেন। ১২৩৪/১৮১৯ সাল পর্যন্ত কুত্তাব এবং পরে আল- আযহার-এ (শাফিঈ জ্ঞান-বিজ্ঞান) পাঠক্রম সমাপ্ত করিবার পর তিনি আল-আযহার-এ শিক্ষক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনীকারগণ তাঁহার রচনাবলীর শিরোনাম লিপিবদ্ধ এবং তাঁহার কর্মপ্রীতি ও অধ্যয়ন-প্রীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। কারণ উনিশ শতকের আল-আযহারের শিক্ষকদের ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। মাদাম 'আফাফ লুতফী সায়্যিদ-এর গবেষণা সবেমাত্র উক্ত বিষয়ের তথ্য সরবরাহ করিতে শুরু করিয়াছে। বিশ বৎসরেরও অধিক কাল আল-আযহার মসজিদে ওয়া'ইজ-এর ভূমিকায় তিনি বাগ্মী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সব রকম পর্ব ও অনুষ্ঠানে খুতবা দিতেন। তিনি সুয়েজ খালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'আরবী ভাষায় একটি ভাষণ দান করেন (পোর্ট সা'ঈদ, ১৬ নভেম্বর, ১৮৬৯ খৃ., 'আবদু'র-রাহ্‌মান আর-রাফি'ঈ, 'আসর ইস্‌মা'ঈল, ১খ, ১০২)। তাঁহার 'গায়াতু'ল-উমনিয়্যা ফি'ল-খুতাবি'ল-মিম্বারিয়্যা (غاية الامنية فى الخطب المنبرية) পুস্তকটি বৎসরের সকল শুক্রবার, 'ঈদ উৎসবের দিনসমূহ ও বিশেষ ঘটনাবলীর (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি) উপযোগী খুত্‌বার সংকলন। ইহাতে খৃ. উনিশ শতকে মুসলিমদের ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন রহিয়াছে। ১২৬৩/১৮৪৭ সনে তিনি হজ্জ পালন করেন। ১৫ রামাদান, ১২৮০/২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ তাঁহাকে ২,০২০ রৌপ্য মুদ্রার (piastrics) একটি অবসর ভাতা মঞ্জুর করা হয় [আব্‌দিন্ প্যালেস আর্কাইভ (Archives), মাদাম 'আফাফ লুত্‌ফী সায়্যিদ]। জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি রুগ্ন ছিলেন এবং ১৪ জুমাদা'ছ-ছানিয়া, ১২৯৮/১৪ মে, ১৮৮১ সালে ইনতিকাল করেন। আধা-সরকারী মর্যাদায় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার দৌহিত্র হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সাক্কা' ও (জ. ১২৬২/১৮৪৬) একজন 'আলিম এবং আল-আযহারে ওয়া'ইজ ছিলেন। তিনি ২৪ জুমাদা-১, ১৩২৬/২৪ জুন, ১৯০৮ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার মাতামহের কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যিরিকলী, আ'লাম, ১খ, ৪৮; (২) আহ্‌মাদ আল-হুসায়নী, মুকাদ্দিমাতু মুরশিদি'ল-আনাম লি-বিররি উম্মি'ল-ইমাম (مقدمة مرشد الانام لبر ام الامام), (পাণ্ডু. কায়রো, দারু'ল-কুতুব, ফিক্‌হ শাফি'ঈ, নং ১৫২২, ২খ, ৬৩৮-৪৮, ৬৭৫); (৩) Brockelmann, II, 490, S II, 747 (গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণ তালিকা, আরও দ্র. পরবর্তী দুইটি বরাত); (৪) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতু'ল-জাদীদা, ১২খ, ১১৮; (৫) আল-মু'জামু'ল-আসগার লি-তারাজিমি ওয়া মু'আল্লাফাতি 'উলামাই'ল-আযহার (المعجم الاصغر لتراجم ومؤلفات علماء الازهر), বিজ্ঞপ্তি নং ২৭। সাধারণভাবে আল-আয্‌হারের সদস্যদের জন্য দ্র.ঃ (৬) 'আফাফ লুত্‌ফী

সায়্যিদ, The Role of the Ulama in Egypt during the early nineteenth century, in P. M. Holt (ed.), Political and social change in modern Egypt, Oxford 1968 ও (৭) The Beginning of modernization among the rectors of al-Azhar, in W. R. Polk and R. L. Chambers (ed.), The beginning of modernization in the Middle East : the nineteenth century, Chicago 1968.

J. Jomier (E.I.[2])/মোহাম্মদ রুহুল আমীন

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আলী আল-আহ্‌দাব (ابراهيم بن على الاحدب) ঃ লেবাননের একজন হানাফী শায়খ ছিলেন। ত্রিপোলীতে ১২৪৩/১৮২৭ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২ রাজাব, ১৩০৮/৩ মার্চ, ১৮৯১ সনে ত্রিপোলীতে ইনতিকাল করেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর 'আরব সংস্কৃতির একজন বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন। ঐতিহ্যগত শিক্ষা সমাপনের পর তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন (১২৬৪-৮/১৮৪৮-৫২)। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুলে গমন করেন। তথায় তিনি সুলতান 'আবদু'ল-মাজীদ-এর সম্পর্কে স্তুতিমূলক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি কয়েক বৎসরের জন্য সা'ঈদ জাম্বুলাত-এর উপদেষ্টা এবং তাঁহার সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরিশেষে তিনি ১২৭৬/১৮৫৯ সনে বৈরূতে বিচারক নিযুক্ত হন। ছ'মারাতু'ল-ফুনূন নাটকে (revue) তিনি সহযোগী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিক কাজকর্মে তিনি এই সময় হইতে গভীরভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে তাঁহার নানাবিধ কবিতা সংকলন, সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী, ব্যাকরণ, রাসা'ইল, মাকামাত, নাটক, সংবাদপত্রের নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনাবলীর কিছু অংশ হারাইয়া গিয়াছে; অন্যগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়। বারটি কিংবা অনুরূপ সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষত আল-মায়দানী (বৈরূত ১৩১২/১৮৯৪, ২খণ্ডে) কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদ বাক্যের সংকলনকে তিনি "ফারা'ইদু'ল-লা'আল ফী মাজ্‌মা'ই'ল-আমছাল" নামে কবিতা আকারে রচনা করিয়াছেন। Brockelmann (S III, 533) প্রদত্ত তালিকা অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ (বিশেষত তাফ্‌সীলু'ল-য়াকূত যাহা... ইবরাহীম-এর পুত্র সা'ঈদ প্রদত্ত); তবে জাব্বূর 'আবদু'ন-নূর-এর তালিকা (দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৭খ, ১৭০-৪) প্রায় সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। যদিও নাহদা (نهضة Rennaissance) আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় নামগুলি তাঁহার নামকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল, তথাপি ইবরাহীম আল-আহদাব তাঁহার অকৃত্রিম 'আরবী সংস্কৃতির দৌলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে এবং ইহা দ্বারা সেই ঐতিহ্য তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হন, অথচ ইহা তাঁহাকে সমসাময়িকভাবে (tentarity) হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য পুনর্জাগরণ আন্দোলনে অংশগ্রহণে বিরত করে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফারা'ইদু'ল-লা'আল-এর ভূমিকা, রচয়িতা সা'ঈদ ও হু'সায়ন, আল-আহদাব-এর দুই পুত্র; (২) 'আবদু'র-রায্‌যাক আল-বায়তার, হিল্‌য়াতু'ল-বাশার ফী তা'রীখি'ল-কারনি'ছ-ছালিছ 'আশার, ১খ, দামিশ্‌ক ১৯৬১ খৃ.; (৩) যিরিক্‌লীর, গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত রচনাবলী, কাহ্‌হালা ও দাগির।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল (ابراهيم بن اسماعيل) ঃ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক আস'-সা'ফ্‌ফার, বুখারার প্রখ্যাত 'আলিম, ফাকী'হ ও গ্রন্থকার। তাঁহার কুন্‌য়া (উপনাম) আবূ ইস্‌হ'াক, উপাধি রুক্‌নু'ল-ইসলাম। ইব্‌রাহীমের পিতা আবূ ইব্‌রাহীম ইস্‌মা'ঈল আস'-সা'ফ্‌ফার, পিতামহ আবূ নাস্'র আহ'মাদ আস'-সা'ফ্‌ফার ও প্রপিতামহ ইস্‌হাক আস'-সা'ফ্‌ফার সকলেই ছিলেন হানাফী মায্‌হাবের অনুসারী, ইসলামী বিষয়সমূহে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান 'আলিম এবং সমাজ জীবন হইতে অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদে কর্মতৎপর।

আস'-সা'ফ্‌ফার শব্দের অর্থ পিতলের তৈজসপত্রাদি নির্মাতা অথবা বিক্রেতা। ইব্‌রাহীমের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ এই ব্যবসা করিবার কারণে বংশের নিস্‌বা হয় আস'-সা'ফ্‌ফার। ইস্‌মা'ঈল শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ৪৬১/১০৬৮ সালে বুখারার তৎকালীন শাসক খাকান নাস্‌র ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এই অপরাধে তাঁহাকে হত্যা করেন। ইব্‌রাহীম হাদীছ, ফিক্‌হ, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সমসাময়িক কালের বুখারার শ্রেষ্ঠতম 'আলিমরূপে সুখ্যাত ছিলেন। তিনি মক্কা শারীফে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং তা'ইফ শহরে তাঁহার ইনতিকাল হইলে সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্‌রাহীম স্বীয় পিতার নিকট হ'াদীছ', ফিক্'হ ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন। ইমাম তাহাবী রচিত হাদীছ গ্রন্থও তিনি পিতার নিকটই অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হ'াদীছে'র হ'াফিজ শায়খ আবূ হাফ্‌স 'উমার ইব্‌ন মান্‌সূরের নিকট ইমাম মুহ'াম্মাদ রচিত আস-সিয়ারু'ল-কাবীর, শায়খ আবূ য়া'কূব-এর নিকট ইমাম আবূ হানীফা (র) রচিত কিতাবু'ল-'আলিম ওয়া'ল-মুতা'আল্লিম ও শায়খ আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক ও অন্যান্য মুহ'াদ্দিছে'র নিকট অধ্যয়ন করেন। ইব্‌রাহীমের নিকট যাঁহারা হাদীছ ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের অন্যতম ফাখ্‌রু'দ-দীন কাদী খান আল-হ'াসান ইব্‌ন মানসূ'র। স্বীয় পুত্র আবু'ল-মাহ'ামিদ হাম্মাদও তাঁহার শাগরিদ ছিলেন।

শায়খ ইব্‌রাহীমের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবু'স-সুন্নাতি ওয়া'ল-জামা'আ ও তালখীসু'য-যাহিদী উল্লেখ্য।

শায়খ ইব্‌রাহীম সূ'ফী-দরবেশের ন্যায় সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন এবং বংশের ঐতিহ্যগত ধারায় নির্ভীক চিত্তে "আম্‌র বি'ল-মা'রূফি ওয়া'ন-নাহ্‌য়ু 'আনি'ল-মুন্‌কার" (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ) সম্পর্কিত আল-কু'র্‌আনের নির্দেশ পালনে আজীবন যত্নবান ছিলেন। শাসকবর্গের অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধে তাঁহার কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়। সম্ভবত এই কারণেই সুল্‌ত'ান আহ্‌'মাদ সাঞ্জার ইব্‌ন মালিক শাহ (১০৯৬-১১৫৭ খৃ.) তাঁহাকে বুখারা হইতে মার্‌ব (مرو)-এ লইয়া আসেন এবং সেইখানে তাঁহার বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শায়খ ইব্‌রাহীম ২৬ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৫৩৪/১১৩৯ সালে বুখারায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল কারীম আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আন্‌সাব, আস'-সা'ফ্‌ফার শিরোনাম; (২) মুল্লা 'আলী আল-কারী, আল-আছ'মারু'ল-জানিয়্যা ফী ত'াবাক'াতি'ল হানাফিয়্যা, নির্ঘণ্ট; (৩) আল-হ'াকিম আবূ 'আব্‌দিল্লাহ আল-হাফিজ, তা'রীখ নায়সাবূর; (৪) 'আল্লামা আবু'ল- হাসনাত মুহ'াম্মাদ 'আব্‌দু'ল-হ'ায়্যি আল-লাখ্‌নাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল- বাহিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-হানাফিয়্যা, ১ম সং., ১৩২৪ হি., মাতবা'আতু'স-সা'আদা, মিসর, পৃ. ৭, ১৪, ৪৪, ৪৬।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসহাক (ابراهيم ابن اسحاق) ঃ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন বিশ্‌র আল-হারাবী, আবূ ইসহা'ক (১৯৮-২৮৫/৮১১-৯৮) হ'াদীছ'বিদ, আইনবেত্তা ও বিদ্বান। হ'াদীছ'শাস্ত্র বিষয়ে তিনি ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হা'ম্বাল (র)-এর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আস্‌-সুব্‌কী তাঁহাকে শাফি'ঈ হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বসরাবাসী মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ, যিনি সর্বদা হাম্বালী মায'হাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন (Brockelmann, SI, 310), হ'াদীছ'বেত্তা 'আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম ও আল-কা'াসিম ইব্‌ন সাল্লাম নামক জনৈক বিদ্বান ও তাফ্‌সীরকার। ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য তিনি প্রায়শ বৈয়াকরণ ছা'লাব ও তদীয় ছাত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ-এর সংস্পর্শে আসিতেন (Brockelmann, S I, 283)। হাদীছ' বর্ণনাকারীরূপে তিনি মূসা ইব্‌ন হারূনকে লাভ করিয়াছিলেন, যিনি আত্‌-তাবারীর তথ্য সরবরাহকারী ছিলেন। তিনি মু'তাযিলীগণের, বিশেষ করিয়া কু'রআন সৃষ্ট গ্রন্থ, তাহাদের এই মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ সমর্থক, অদৃষ্টবাদের প্রবক্তা ও বিখ্যাত উযীর ইব্‌ন 'আবী দু'আদ-এর শত্রু বলিয়া পরিচিত এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার কঠোর মুজাহাদার জন্য সমসাময়িকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। অশেষ ধৈর্য, তিতিক্ষা ও তাকদীরের উপর অবিচল আস্থার কারণে তিনি প্রায় বীরপুরুষের মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কাহিনী নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে; বহু গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়াও তাঁহাকে গণ্য করা হয়। যেমন (১) কিতাব মানাসিকি'ল-হ'াজ্জ; (২) কিতাবু'ল-হাদায়া ও (৩) কিতাবু'ল- হা'মাম; এতদ্ব্যতীত চব্বিশখানি হাদীছ সংগ্রহ গ্রন্থ। রাসূলুল্লাহ (স') যে দশজন সাহাবীকে জান্নাত লাভের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছসমূহ ব্যতীতও তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের উমায়্যা ও 'আব্বাসী যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তিগণের বর্ণিত হাদীছ ও শুধু সাহ'াবীদের নিজস্ব বর্ণিত হ'াদীছ' সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার রচিত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (গারীবু'ল-হ'াদীছ') ও নৈতিকতা বিষয়ক একখানি প্রবন্ধও (কিতাব ইক্‌রামি'দ-দায়ফ) অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। তবে এই দুইখানি গ্রন্থের কোনটিই প্রকাশিত হয় নাই। মু'তাযিলী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সুন্নী প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারী ব্যক্তিত্ব, যথা ইব্‌ন আবী শায়বা, ইব্‌নু'ল-মুনাদী, ইব্‌ন সা'ইদ ও ইব্‌ন মা'ঈন প্রমুখের সঙ্গে ইব্‌রাহীম-এর নামও উল্লেখ করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S I, 188; (২) প্রধান উৎসগ্রন্থ য়াকূত, উদাবা[২], ১খ, ১১২; (৩) শাফি'ঈ মায্‌হাবের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে সুব্‌কী, ত'াবাক'াত, ১খ, ২৬; (৪) উহার বিরুদ্ধ মত পাওয়া যায় ইব্‌ন কাছীর ও য়াফি'ঈর লেখায় যাঁহারা তাঁহাকে হ'াম্বালী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন (মিরআতু'ল-জিনান, ২খ, ২১০ ও বিদায়া, ৯খ, ৭৯); (৫) আল-খাতীব, তারীখ বাগ'দাদ, ৬খ, ২৭-এ এই বিষয়টির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না (তু. তায্‌কিরা, ২খ, ১৬২)।

J.-C. Vadet (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন খালিদ (দ্র. আবূ ছাওর)

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান আল-খুরাসানী (ابراهيم ابن طهمان الخراسانى) ঃ তাব্'ঈ তাবি'ঈ যুগের প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ', হিরাতে জন্ম, কিছুকাল নীশাপুরে বসবাস করিয়াছেন; অতঃপর বাগদাদে আগমন করেন এবং সর্বশেষে মক্কায় নিবাস গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না। অসংখ্য মুহ'াদ্দিছের নিকট তিনি হ'াদীছ' শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ ইসহ'াক আস-সাবী'ঈ, আবূ ইস্‌হ'াক আশ-শায়বানী, 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন সুহায়ব, আবূ জাম্‌রা, নাস্'র ইব্‌ন 'ইমরান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ আল-জুমাহী, আবু'য-যুবায়র, আল-আ'মাশ, শু'বা, সুফয়ান আছ-ছাওরী ও আল-হাজ্জাজ ইব্‌নু'ল-হাজ্জাজ আল-বাহিলীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসাবে খ্যাত। হ'াদীছ' বিশারদগণ একবাক্যে তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল-মুবারাক, ইমাম আহ'মাদ, আবূ হ'াতিম ও আবূ দাউদ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'উছমান ইব্‌ন সা'ঈদ আদ-দারিমী বলেন, তিনি (ইব্‌রাহীম) হাদীছ'শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য মুহ'াদ্দিছ' ছিলেন। হ'াদীছে'র ইমামগণ সাগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ' আহরণ করিতেন এবং তাঁহার নির্ভরযোগ্যতার প্রত্যয়ন করিতেন। প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায়হ্‌ বলেন; হাদীছে'র ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ রাবী, তাঁহার বর্ণনা ছিল উৎকৃষ্ট এবং তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। সমগ্র খুরাসানে তাঁহার তুলনায় অধিক সংখ্যক হ'াদীছ' কাহারও জানা ছিল না। য়াহয়া ইব্‌ন আকছাম তো এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে খুরাসান, ইরাক ও হিজায-এর অন্যতম প্রধান মুহ'াদ্দিছ' বলিয়া দাবি করিয়াছেন। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আম্মার আল-মাওসিলী বাহ্‌রায়নের জুওয়াছায় সর্বপ্রথম জুমু'আর সালাত আদায় করা হইয়াছে বলিয়া যে হাদীছটি তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য নহে— এই মন্তব্য করিয়া তাঁহাকে হা'দীছ বর্ণনায় দা'ঈফ (দুর্বল) উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন সূত্রেও হ'াদীছ'টি বর্ণিত হওয়ায় তাঁহার সম্পর্কে এই উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ঈমান-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্‌রাহীম-এর ইর্‌জা' (একটি মতবাদ)-র দিকে কিছুটা ঝোঁক ছিল। এই ইর্‌জা' মতবাদের কারণে কেহ কেহ তাঁহার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহ'মাদ বলেন, তিনি ইর্‌জা' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাহ্‌মিয়্যা দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসকালানী বলেন, সঠিক কথা হইল, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। ইর্‌জা' সম্পর্কে তাঁহার বাড়াবাড়ি প্রমাণিত নহে। তিনি এই মতের প্রচারকও ছিলেন না। উপরন্তু ইমাম হ'াকিম-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল তাঁহাকে সালিহীন (সৎ কর্মশীলগণ)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার স্মরণ করিতেন। আল-খাতীব বর্ণনা করেন যে, বায়তু'ল-মাল হইতে ইব্‌রাহীমের জন্য সামান্য পরিমাণ ওয়াজীফা (ভাতা) নির্ধারিত ছিল। একদা তাঁহার নিকট খলীফার দরবারে বসিয়া একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি জানি না। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, জনাব, প্রতি মাসে আপনি বায়তু'ল-মাল হইতে এই পরিমাণ ভাতা ভোগ করেন আর একটি মাস'আলার উত্তর জানেন না? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, উহার সহিত উত্তর দিতে না পারার কি সম্পর্ক? আমি যাহার উত্তর দিতে ব্যর্থ হইলাম তাহারই বিনিময়ে (অর্থাৎ 'ইল্‌ম-এর বিনিময়ে) যদি আমাকে ভাতা প্রদান করা হইত তাহা হইলে বায়তু'ল-মাল নিঃশেষ হইয়া যাইত। জওয়াবটি খলীফার খুবই পছন্দ হইয়াছিল। সম্ভবত আল-মাহদী তখন খলীফা ছিলেন। ঐতিহাসিক আল-খাতীব, য়াহ্'য়া আয-যুহ্‌লীর সূত্রে ইবরাহীম-এর মৃত্যু তারিখ ১৫৮ হিজরী উল্লেখ করিয়াছেন। মালিক ইব্‌ন সুলায়মান-এর মতে তিনি ১৬৮ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন। আয-যাহাবী শেষোক্তটিকেই সঠিক

বলিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় ১৬৩ হি. সালও পাওয়া যায়। ইব্রাহীম-এর ছাত্রসংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে হাফ্স ইব্ন ‘আবদিল্লাহ আস-সালামী খালিদ ইব্ন নিযার, ‘আবদুল্লাহ ইব্নু’ল-মুবারাক, আবূ ‘আমির, মুহ়াম্মাদ ইব্ন সিনান ও মুহ়াম্মাদ ইব্ন সাবিক আল-বাগ্দাদীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উস্তাদ সাফওয়ান ইব্ন সুলায়মও তাঁহার নিকট হইতে হ়াদীছ় আহরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ়াজার আল-‘আসক়ালানী, তাহযীবু’ত-তাহ্যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১২৯, ১৩০, ১৩১; (২) ঐ লেখক, তাক়রীবু’ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৩৬; (৩) আয-যাহাবী, তায্কিরাতু’ল-হু়ফ্ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/ ১৩৭৬, ১খ., ২১৩; (৪) ‘আবদু’র-রাহ়মান আল-মুবারাকপূরী, মুক়াদ্দামাতু তুহ়ফাতি’ল-আহ়ওয়াযী, বৈরূত তা. বি., পৃ. ২৫৩; (৫) ইব্নু’ল-‘ইমাদ আদ-দিমাশকী, শায়রাতু’য-যাহাব, বৈরূত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ২৭৫।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইব্ন মায়সারা (ابراهيم بن ميسرة) ঃ একজন খ্যাতনামা তাবি‘ঈ, বংশানুক্রমে তা’ইফ-এর অধিবাসী ছিলেন, পরবর্তী কালে মক্কায় নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। তিনি মক্কাবাসী জনৈক ব্যক্তির মাওলা ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ়াদীছ় শ্রবণ করিয়াছেন। প্রবীণ তাবি‘ঈদের নিকট হইতে তিনি হ়াদীছ় আহরণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তাবি‘ঈ তাউস ও সা‘ঈদ ইব্নু’ল-মুসায়্যিব তাঁহার প্রধান উস্তাদ। তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অগণিত। আয়্যূব আস-সুখতিয়ানী, ইব্ন জুরায়জ, সুফয়ান আছ়-ছা়ওরী সুফয়ান ইব্ন ‘উয়ায়না তাঁহার উল্লেখযোগ্য ছাত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী। সমকালীন ‘আলিম ও মুহ়াদ্দিছ়গণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্ন ‘উয়ায়না বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন মায়সারা ছিলেন সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী রাবী। ইব্নু’ল-মাদীনী বলেন, আমি সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ত়াউস-এর শাগরিদদের মধ্যে তাঁহার পুত্র অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী না ইব্রাহীম? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি যদি ইব্রাহীমকে প্রাধান্য দেই তবে তাহা যথার্থ হইবে। ইমাম আল-বুখারীর মতে তাঁহার বর্ণিত হ়াদীছে়র সংখ্যা অনূ্যন ষাটটি। হুমায়দী বলেন, সুফয়ান ইব্রাহীম হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলিতেন, তোমার চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, আল্লাহ্ তাহার ন্যায়। তিনি মারওয়ান ইব্ন মুহ়াম্মাদ-এর শাসনকালে ১৩২ হি. ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়ালিয়্যা’দ-দীন মুহ়াম্মাদ আল-খাতীব, আল-ইকমাল ফী আসমা’ই’র-রিজাল (মিশকাতু’ল-মাসাবীহি-র সহিত সংযোজিত), দিল্লী তা.বি., পৃ.৫৮৬; (২) মুহ়িয়্যি’দ-দীন ইব্ন শারাফ আন-নাওয়াবী, তাহযীবু’ল-আসমা’ ওয়া’ল-লুগাত, মিসর, তা. বি., ১খ, ১ম ভাগ, ১০৫; (৩) ইব্ন হ়াজার আল-‘আসকালানী, তাহযীবু’ত-তাহ্যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১৭২; (৪) ঐ লেখক, তাক়রীবু’ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৪৪; (৫) মুহ়াম্মাদ ইব্ন সা‘দ, আত-তাবাক়াতু’ল-কুব্রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৫খ, ৪৮৪; (৬) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু’ছ-ছি়কাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ, ১৪।

আবুল বাশার মুহাঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইব্ন মাস্‘উদ (سلطان إبراهيم بن مسعود) ঃ সুলতান ইব্ন মাহ্মূদ ইব্ন সাবুক্তিগীন আল-গায্নাবী, সুলতান মাহ্মূদ-এর প্রপৌত্র এবং গায্নীর প্রজাবৎসল, উদার প্রকৃতির মহানুভব নৃপতি। ১০৩০ খৃস্টাব্দে সুলতান মাহ্মূদের মৃত্যুর পর যেই কয়জন শাসক গায্নীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তন্মধ্যে সুলত়ান ইব্রাহীম বীরত্ব, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশলের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত। স্বীয় ভ্রাতা ফারুরুখ যাদ (فروخ زاد)-এর মৃত্যুর পর ৪৫১/মার্চ ১০৫৯ সালে ইব্রাহীম গাযনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় সালজূক় তুর্কী, গূরী সর্দারগণ তাহাদের ক্ষমতা বিস্তারে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে। ভারতবর্ষেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইব্রাহীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও বীর সেনানায়কোচিত সাহসিকতা দ্বারা স্বীয় শক্তি সংহত করিতে এবং কয়েকটি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই তিনি খুরাসান-এর অধিপতি দাউদ ইব্ন মীকা’ঈল ইব্ন সালজূক়-এর সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উভয় রাষ্ট্রই স্বীয় অন্তর্ভুক্ত এলাকার সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয় এবং পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। তিনি সালজূকীদের সহিত বৈরিতার অবসান ঘটাইয়া বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিবার লক্ষ্যে স্বীয় পুত্র ৩য় মাস‘উদকে সালজূক় সাম্রাজ্যের তৎকালীন অধিপতি অল্প-আরস্‌লান-এর পুত্র মালিক শাহ্-এর কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এইভাবে রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করিয়া ইব্রাহীম ভারতের হৃত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। ৪৭২/১০৭৯ সালে তিনি পাঞ্জাবের দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আজূধান (Ajudhan) শহর দখল করেন। আজূধান শহরের আধুনিক নাম পাক পত্তন (Pak-Pattan)। ইহা পাঞ্জাবের শাহীওয়াল জেলার অন্তর্গত এবং শতদ্রু (Sutlej) নদীর তীরস্থ প্রসিদ্ধ শহর, শাহীওয়াল (সাবেক মন্টগোমারী) হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং লাহোর হইতে প্রায় দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত। এইখান হইতে তিনি পশ্চিমাভিমুখে অভিযান পরিচালনা করিয়া রূপাল (Rupal) নামক শহর অধিকার করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মতে ইহার পর তিনি এমন একটি দুর্গম অঞ্চল জয় করেন যেই অঞ্চলে বহু যুগ হইতে শুধু পৌত্তলিক খুরাসানীরাই বসবাস করিত যাহাদের পূর্বপুরুষদের আফ্রাসিয়াব দেশান্তর করিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। W. Haig-এর মতে এই স্থানটি গুজরাটের অন্তর্গত নাভাসারী (Navasari) এবং অধিবাসীরা ছিল পার্সী (Parsi), অগ্নি-উপাসক (The Cambridge History of India, ৩খ, ৩৪-৫)। তারীখ-ই ফিরিশতাহ্-র লেখক এই শহরের নাম ‘দির্‌রাহ’ (دره) Dirra) বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক জন ব্রিস মনে করেন, স্থানটি মুলতানের পার্শ্ববর্তী একটি শহর (History of the Rise of the Mohamedan Powers in India, ১খ, ৮০-৯৬)। তারীখ-ই ফিরিশ্তাহ্-র উর্দূ অনুবাদক উপরিউক্ত স্থানটি নৈনীগাল (نینی گال) অঞ্চল বলিয়া ধারণা করেন (১খ, ৮১)।

ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা এই দির্‌রাহ অঞ্চলটিকে চতুর্দিক হইতে নিবিড় অরণ্য পরিবেষ্টিত দুর্গম এলাকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেই কারণে স্থানীয় অধিবাসীরা নিরুপদ্রব স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছিল এবং সুলতান ইব্রাহীম-এর পূর্বে কেহই এই এলাকায় কোন অভিযান পরিচালনা করিবার

সাহস করে নাই। সুলতান দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে তাঁহার বিরাট বাহিনীসহ দির্‌রাহ-এর সন্নিকটে আসিলে কয়েক হাজার সৈন্যকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দির্‌রাহ-তে প্রবেশের পথ সুগম করিবার নির্দেশ দেন। অত্যধিক বর্ষার কারণে তাঁহাকে তিন মাস এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়। বর্ষা মওসুমের শেষে তিনি এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া অধিবাসিগণকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু তাহারা এই আহ্বানে সাড়া না দিয়া বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে সুলত'ান জয়ী হন এবং এক লক্ষ বন্দীসহ গাযনী প্রত্যাবর্তন করেন। সুলতান বলিতেন, "আমার পিতামহের মৃত্যুর পর আবূ মাস'উদের পরিবর্তে আমি তাঁহার স্থলাবিষিক্ত হইলে গায্‌নাবীদের বিশাল রাজত্ব এত সংকুচিত হইয়া যাইত না।"

সুলত'ান ইব্‌রাহীম-এর ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে কথিত আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর হইতে তিনি রাজাব, শা'বান ও রামাদ'ান—এই তিন মাসের সাওম আজীবন রাখিয়াছেন। তাঁহার দানশীলতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততার বহু কাহিনী আছে। কথিত আছে, একদা একজন শ্রমিককে অতি কষ্টে একটি ভারী প্রস্তরখণ্ড মাথায় করিয়া বহন করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং শ্রমিককে রাস্তার উপরই প্রস্তর খণ্ডটি ফেলিয়া দিতে বলেন। বহুকাল যাবত রাস্তার উপর এই প্রস্তর খণ্ডটি এই ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুরোধ সত্ত্বেও পথিমধ্য হইতে এই প্রস্তরখণ্ডটি অপসারণের তিনি অনুমতি দেন নাই। একটি শাহী ইমারতের নির্মাণকার্যে ব্যবহারের জন্য শ্রমিকটি ভারী প্রস্তর বহন করিতেছিল। বাহরাম শাহ-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত ঐ প্রস্তরখণ্ড রাস্তার উপর হইতে সরান হয় নাই।

সুলত'ান ইব্‌রাহীম-এর হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল। তিনি প্রতি বৎসর স্বহস্তে কু'রআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং উহা এক বৎসর মক্কা শারীফের আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম-এ এবং অন্য বৎসর মদীনার মসজিদ নাবাবীতে প্রেরণ করিতেন। ন্যায়বিচার, বদান্যতা ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি জনগণের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁহার উপাধি ছিল আস্-সুলত'ানু'ল-'আদিল, আল-মালিকু'ল-মু'আয়্যিদ, রাদিয়্যু'দ-দীন এবং উপনাম ছিল আবু'ল- মুজাফ্‌ফার। তাঁহার মন্ত্রিগণের মধ্যে আবূ সুহায়ল খূজান্‌দী, খাজা মাস'উদ রাজ্‌হী ও 'আবদু'ল-মাজীদ আহ্'মাদ ইব্‌ন 'আবদিস-সামাদ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তাহ্‌র বর্ণনামতে তাঁহার পুত্রের সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং কন্যার সংখ্যা ৪০। কন্যাগণকে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিদ্বানদের নিকট বিবাহ দেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সালজূক' সম্রাট মালিক শাহের এক কন্যার সহিত তিনি স্বীয় পুত্র মাস'উদ (৩য়)-এর বিবাহ দেন এবং এই পুত্র পরবর্তীতে তাঁহার ইনতিকালের পর গাযনীর সুলত'ান হন।

সুলত'ান ইব্‌রাহীম-এর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে দুইটি বর্ণনা রহিয়াছে। একটি বর্ণনামতে ৪৮১/১০৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল ছিল ৩১ বৎসর। অন্য সূত্রে তাঁহার মৃত্যুকাল ৪৯২/১০৯৮ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতানুসারে তাঁহার রাজত্বকাল ৪২ বৎসর। W. Haig-এর মতে সুলত'ান ইব্‌রাহীম সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর শান্তিপূর্ণ রাজত্ব করিয়া ২৫ আগস্ট, ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-কাসিম ফিরিশ্‌তা, তারীখ-ই ফিরিশ্‌তা (উর্দূ), নওল কিশোর, লাখনৌ ১৯৩৩ খৃ, ১খ, ৮০-৮২; (২) John Briggs, History of the Rise of the Mohamedan Powers in India (তারীখ-ই ফিরিশতা-র ইং. অনু.), ১খ, ৭৯-৮১, ভারতীয় সং., কলিকাতা ১৯৬৬ খৃ., vol. I, pp. 79-81; (৩) Lt. Colonel Sir Wolselyhaig (সম্পা.), The Cambridge History of India, এস. চান্দ এন্ড কোঃ লিঃ, রামনগর, নয়াদিল্লী ১৯৭৯ খৃ., ৩খ, ৩৪-৩৫; (৪) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হ'াসানী, নুয্‌হাতু'ল-খাওয়াতির, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ আল- 'উছ'মানিয়্যা, হায়দরাবাদ (ভারত), ১৯৭৪ খৃ., ১খ., ৭৬-৭৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

ইব্‌রাহীম (রা) ইব্‌ন মুহাম্মাদ (স) [ابراهيم (رض) ابن محمد (ص)] ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বশেষ সন্তান। হিজরী অষ্টম সনে ৮ যু'ল-হিজ্জা মাসে তিনি মদীনার উপকণ্ঠে 'আলিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা মারিয়া বিন্‌ত শাম'উন আল-কিবতিয়্যা (রা) উক্ত স্থানে অবস্থান করিতেন। মিসর-রাজ মুক'াওকিস তাঁহাকে ও তাঁহার ভগ্নী শীরীনকে রাসূলুল্লাহ (স')-এর খেদমতে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন যিয়াদ হইতে ইব্‌ন লাহীআ বর্ণনা করেন যে, মারিয়া (রা) যখন গর্ভবতী হইলেন তখন জিব্‌রীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "হে ইব্‌রাহীমের জনক! আপনার উপর সালাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মারিয়ার গর্ভে একটি সন্তান দান করিয়াছেন। তিনি আপনাকে তাঁহার নাম ইব্‌রাহীম রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইহাতে আপনাকে বরকত দিন এবং ইহ ও পরলোকে এই সন্তান আপনার চক্ষু শীতলকারী হউক।" ইব্‌রাহীম (রা)-এর ভূমিষ্ঠকালে রাসূলুল্লাহ (স) বা তাঁহার ফুফু সাফিয়্যা (রা)-এর বাঁদী ও হযরত আবূ রাফি' (রা)-এর স্ত্রী সালামা (রা) ধাত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আবূ রাফি' (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার জন্মের সুসংবাদ প্রদান করিলেন তিনি আবূ রাফি' (রা)-কে একটি দাস উপঢৌকন দিয়াছিলেন। জন্মের সপ্তম দিবসে রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহার 'আকীকা সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁহার মাথা মুণ্ডন করিয়া চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করেন এবং তাঁহার নামকরণ করেন ইব্‌রাহীম। দুগ্ধদানের জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স') উম্মু বুরদা খাওলা বিন্‌ত যায়দ আল-আনসারীয়া (রা)-কে এই সুমহান কাজের সুযোগ প্রদান করেন। বিনিময়ে তিনি তাঁহাকে কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স') ইব্‌রাহীমকে দুগ্ধ পান করাইবার দায়িত্ব উম্মু সায়ফ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কাদী 'আয়াদ-এর মতে উম্মু বুরদা ও উম্মু সায়ফ অভিন্ন ব্যক্তি। উম্মু সায়ফ (রা)-এর স্বামীর নাম বারা'আ ইব্‌ন আওস যিনি মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করিতেন এবং একজন কর্মকার ছিলেন। ফলে তাঁহার গৃহ সর্বদা ধূম্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। এতদসত্ত্বেও উদগ্র পিতৃস্নেহে রাসূলুল্লাহ (স') প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, শিশু সন্তানকে কোলে লইতেন এবং আদর ও চুম্বন করিতেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স')-এর ন্যায় স্নেহশীল কোন পিতা দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ (স') আমাদের সহকারে প্রায়ই সেখানে যাইতেন এবং সন্তানকে আদর-সোহাগ করিতেন। ইব্‌রাহীম (রা) যখন আঠার মাস বয়সে উপনীত হন তখন উম্মু সায়ফ-এর গৃহে থাকাকালেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মরাণাপন্ন অবস্থা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ সেখানে চলিয়া গেলেন। তিনি ইব্‌রাহীম (রা)-কে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি তাঁহার বুকের উপর ছটফট করিতেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। এমতাবস্থায় ইব্‌রাহীম (রা) ইনতিকাল করেন। 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন 'আওফ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও কাঁদিতেছেন। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ ইব্‌ন 'আওফ! ইহা মমত্ববোধ। আল্লাহ তা'আলা ইহা মানুষের অন্তরে গ্রথিত করিয়াছেন। 'আম্‌র বলেন যে, ইব্‌রাহীম (রা)-এর যখন মৃত্যু হইল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইব্‌রাহীম আমার পুত্র। আমারই বক্ষদেশে তাহার ইনতিকাল হইয়াছে। তাহার জন্য দুইজন দুগ্ধ দানকারিণী রহিয়াছে। বেহেশতে বসিয়া তাহারা আমার পুত্রের দুগ্ধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করিবে। বারা'আ (রা) হইতে বর্ণিত, ইব্‌রাহীম (রা)-এর মৃত্যু হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ তোমরা তাহাকে জান্নাতু'ল-বাকী'তে দাফন কর; জান্নাতে তাঁহার জন্য দুগ্ধ দানকারিণী রহিয়াছে এবং জান্নাতেই তাহার দুগ্ধপান সমাপ্ত হইবে। ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবদির রহমান বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী আওফা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র ইব্‌রাহীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি শিশু বয়সে ইনতিকাল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে যদি কোন নবী হইত তাহা হইলে ইবরাহীম জীবিত থাকিতেন।

ইব্‌ন 'আসাকির স্বীয় সনদে জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেনঃ ইব্‌রাহীম জীবিত থাকিলে নবী হইত। ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইব্‌রাহীম কত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার দোলনাকে ভরিয়া ফেলিয়াছিলেন। জীবিত থাকিলে তিনি নবী হইতেন। কিন্তু তোমাদের নবী (স)-ই সর্বশেষ নবী। সুতরাং তাঁহার আর জীবিত থাকা হইল না। ইমাম আহমাদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম জীবিত থাকিলে সিদ্দীক ও নবী হইতেন। আসমা' বিন্‌ত য়াযীদ হইতে বর্ণিত যে, যখন ইব্‌রাহীম (রা) ইন্‌তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদিতেছিলেন। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) ও 'উমার ফারূক (রা) তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে আপনিই সর্বাধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় বেদনাহত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা'র ক্রোধ হইবে এমন কোন উক্তি আমি করি না। তাঁহার অঙ্গীকার তো সত্য, অবধারিত। নিশ্চয় আমাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীর অনুসারী হইবে। হে ইব্‌রাহীম! আমরা তোমার জন্য ব্যথা-বিহ্বল। হে ইব্‌রাহীম! তোমার জন্য আমরা বেদনাহত। ছোট্ট একটি তক্তপোষের উপর তাঁহার লাশ রাখা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন এবং সালাতে চারবার তাক্‌বীর পাঠ করেন। ইব্‌ন 'আসাকির বর্ণনা করেন, 'আলী আল-মুরতাদা (রা) বলেন, যখন ইব্‌রাহীম (রা)-এর ইনতিকাল হইল, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁহার মাতা মারিয়া (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার কক্ষে ছিলেন। আমি ইব্‌রাহীম (রা)-এর মৃতদেহ একটি টুকরিতে ভরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আমার সম্মুখে তুলিয়া লইলাম। অতঃপর তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসিলাম। তিনি তাঁহাকে গোসল করাইলেন এবং কাফন পরিধান করাইলেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি তাঁহাকে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন যায়দ-এর বাড়ীর নিকটস্থ যমীনে দাফন করেন। তাঁহার কবরের পার্শ্বেই ছিল 'উছ্‌মান ইব্‌ন মায'উন (রা)-এর কবর। 'আলী (রা) কবরের ভিতরে নামিয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে ফাদ্‌ল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) কবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু তারিখ লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। আবূ দাঊদ ও বায়হাকীর বর্ণনা অনুসারে তিনি দুই মাস দশ দিন জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে তাঁহার ইনতিকাল হইয়াছিল হিজরী নবম সালে। আনাস (রা) ও বারা'আ (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম (রা) ষোল মাস বয়সে ইনতিকাল করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুসারে তিনি আঠার মাস বয়সে ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন রাসূলুল্লাহ (স) দশম হিজরী সনের রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার মাস। হযরত 'আইশা (রা)-এর বর্ণনা হিসাবেও তাঁহার বয়স হইয়াছিল আঠার মাস। ইব্‌রাহীম (রা)-এর ইনতিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। 'আরবদের ধারণা ছিল, কোন বড় ব্যক্তিত্বের ইনতিকাল হইলে সূর্যগ্রহণ হয়। ফলে সাধারণভাবে প্রচারিত হইল, ইব্‌রাহীম (রা)-এর ইনতিকালের কারণেই আজ সূর্যগ্রহণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) সালাতু'-কুসূফ (সূর্যগ্রহণের সালাত) আদায় করার পর তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধরণা খণ্ডনকল্পে ইরশাদ করিলেনঃ হে লোকসকল! চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌ তা'আলার দুইটি নিদর্শন। কোন মানুষের মৃত্যুতে ইহাতে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা উহাতে গ্রহণ লাগিতে দেখ তখন উহা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সালাত পড়িতে থাক। সিহাহ সিত্তা'য় এই হাদিছটি হযরত 'আইশা (রা), আবূ মাস'উদ (রা), জাবির (রা), আসমা' (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আল-জামি'উ'স-সাহীহ, দিল্লী তা.বি., ১খ, ১৪১, ১৭৪; (২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ১খ., ২৯৬; (৩) আবূ দাউদ, আস-সুনান, কলিকাতা তা. বি., ১খ, ১৭৪, ১৭৫; (৪) হাফিজ ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত তা. বি., ৫খ., ৩০৯, ৩১০, ৩১১; (৫) ইমাম নাওয়াবী, রিয়াদু'স-সালিহীন, ভারত তা. বি., ৩৮৯; (৬) শিব্‌লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪৩০, ৪৩১; (৭) হাকীম আবু'ল-বারাকাত দানাপুরী, আসাহ্‌হু'স-সিয়ার, ঢাকা তা. বি., পৃ. ৫৬১; (৮) ইদ্‌রীস কান্‌ধ্‌লূবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, ভারত তা. বি., ২খ, ৫৮৯; (৯) ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, দিল্লী তা. বি., ১খ, ১২০; (১০) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ১খ, ১৩৪, ২৬০, ৩খ, ৭, ৮খ, ৪৩৬; (১১) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, মিসর তা. বি., ১খ, ৫৪; (১২) ইব্‌নু'ল-আছীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ১খ, ৩৮; (১৩) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১, নং ৫; (১৪) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৯৫, নং ৩৯৮; (১৫) ইব্‌নু'ল-জাওযী, আল-ওয়াফা, ২খ, ৬৪৮, ৬৫৬; (১৬) ঐ লেখক, সিফাতু'স-সাফ্‌ওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৬৮/১৩৮৮, ১খ, ৫৭; (১৭) সায়্যিদ কাসিম মাহ্‌মূদ সম্পা., ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া (উর্দূ), করাচী, তা. বি., পৃ. ৫২; (১৮) মুহ্‌য়ি'দ-দীন ইব্‌ন শারবাফ আন-নাবাবী, তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর, তা. বি., ১খ, ১ ভাগ, ১০২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (ابراهيم بن محمد) ঃ আল-ইমাম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌নি'ল-'আব্বাস, কুন্‌য়া আবূ ইসহাক, তিনি ইব্‌রাহীম আল-ইমাম নামে অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন

জনৈকা মুক্তদাসীর পুত্র। তিনি ৮২/৭০১-২ সালে আল-হুমায়মা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মূসা ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবু'ল-'আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ্, আবূ জা'ফার ও আল-'আব্বাসের সঙ্গে লালিত-পালিত হন।

তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ 'আব্বাসী দা'ওয়া-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কূফায় বানূ মুসালিয়্যা-র হারিছী উপগোত্র এবং তথাকার মাওয়ালীদের মধ্যে ইহার প্রধান কেন্দ্র ছিল; কিন্তু শীঘ্রই ইহার কার্যকলাপ খুরাসানে স্থানান্তরিত করা হয়, অবশ্য কূফা ও আল-হুমায়মা-এর সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা হয়। কোন আন্দোলনকে ইহার নেতার সহিত সনাক্ত করা এবং আন্দোলনের কৃতিত্বের সম্মান নেতাকে প্রদান করিবার মুসলিম চরিতকারদের প্রবণতার ফলে 'আব্বাসী আন্দোলনের কতিপয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা নিরূপণে জটিলতা দেখা দেয়। ১২৫/৭৪২-৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর ইব্রাহীম আন্দোলনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে একটি নব পর্যায়ের সূচনা হয়। তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, উদারতা ও হাশিমীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা দ্বারা সেই সময়ে তিনি সময়ের চাহিদা মিটাইবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। তাহা সত্ত্বেও আবূ হাশিম বাকীর ইব্ন মাহান, সুলায়মান ইব্ন কাছীর আল-খুযা'ঈ প্রমুখ দা'ঈ-এর ভূমিকা ভুলিবার নহে, যাঁহারা ইব্রাহীমের পিতা মুহাম্মাদের সময় হইতে দা'ওয়াতের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। সেই বৎসরই মক্কায় কিছু সংখ্যক দা'ঈ ইব্রাহীমকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আহ্বান করেন; কিন্তু ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১২৭/৭৪৪-৫ সালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাকীরের পরামর্শে ইব্রাহীম আল-ইমাম সুলায়মানের জামাতা আবূ সালামা হাফ্স্ ইব্ন সুলায়মানকে কূফায় প্রধান দা'ঈ নিযুক্ত করেন।

পরিস্থিতি এক চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে উপলব্ধি করিয়া সুলায়মান আল-খুযা'ঈ তাঁহার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশে আবূ সালামার মাধ্যমে ইব্রাহীমকে অনুরোধ জানান। সুলায়মান আল-খুযা'ঈ ও অন্যান্য দা'ঈ কেবল অস্বীকার করিলেই ইব্রাহীম তাঁহার মাওলা আবূ মুসলিম (দ্র.)-কে ১২৮/৭৪৫-৬ সালে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করেন। তিনি আবূ মুসলিমকে সব সময় আবূ সালামা-র পার্শ্বে থাকিতে এবং সুলায়মান আল-খুযা'ঈর নির্দেশ পালন করিতে আদেশ দেন। আবূ মুসলিম ইব্রাহীমের নিকট হইতে সকল 'আরবকে নির্বিশেষে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া যে বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত নহে। প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণও এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই। 'আব্বাসী দা'ওয়ার কলাকৌশল এবং অবস্থার সঙ্গেও এই অভিযোগের কোন সঙ্গতি নাই। ইহা সম্ভবত 'আব্বাসী বিরোধী একটি অপপ্রচার। সুলায়মান আল-খুযা'ঈ প্রথমদিকে আবূ মুসলিমকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ সম্ভবত তাঁহার মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ইব্রাহীম তাঁহার 'আব্বাসী বংশীয় কোন লোক তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন; পরে তাঁহাকে ইহাতে সম্মত হইতে রাযী করান হয়; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি আপোসহীন ছিলেন যে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা তাঁহার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। যদিও 'আব্বাসী বিপ্লব ছিল একটি জটিল ব্যাপার, তথাপি ধারণা করা হয় যে, মূল আবেদন পেশ করা হইয়াছিল 'আরবদের মধ্যে, বিশেষত মার্ব (Marw) ও ইহার পল্লীসমূহে। দা'ঈগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 'আরবগণ ক্ষমতার চালিকা শক্তি এবং খুরাসানে আক্রমণকারী হিসাবে অভ্যুত্থান একমাত্র 'আরবদের দ্বারাই সম্ভব ছিল। অতএব 'আরবদেরকে বশীভূত করাই হইল ক্ষমতা দখল করা। নাস্র ইব্ন সায়্যার ও ইব্নু'ল-কারমানীর মধ্যকার বিরোধ অচলাবস্থায় পৌঁছা এবং উভয় দলের অনুগামী 'আরব উপজাতিগণ বিষণ্ন ও পরিবর্তন কামনার পূর্ব পর্যন্ত দা'ঈগণ তাহাদের তৎপরতা চালাইতে পারেন নাই। 'আব্বাসী দা'ওয়ার এই কেন্দ্রবিন্দুতে য়ামানী অনুগামিগণ তাহাদের অনুসারী উপজাতিগণকে আন্দোলনে শরীক হইতে আবেদন জানান, যেমনভাবে রাবী'ঈ ও মুদারীগণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল (আখবারু'ল-'আব্বাস, পত্রক ১১৮ খ)। অসন্তুষ্ট 'আরবগণ উমায়্যাদের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যোগদান করেন। উমায়্যাগণ এই নীতির বলে স্থায়ী 'আরব অধিবাসীদের উপর কর ধার্য করিয়াছিল এবং এই কর দিহ্কান (দ্র.)-দের মাধ্যমে আদায় করা হইত। 'আরবগণ উমায়্যা সামরিক নীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেন। এই নীতিতে মুক'তিলা-কে দীর্ঘ সময়ের জন্য সীমান্ত অঞ্চলে রাখা হইত (অর্থাৎ তাজ্মীরু'ল-বু'উছ) এবং একই সঙ্গে গানীমা-র একটি বর্ধিত অংশ দাবী করা হইত (শা'বান, The Social Background, 140 ff.)।

ইব্রাহীমের নির্দেশে ১৫ রামাদান, ১২৯/৩০ মে, ৭৪৭ সনে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। আবূ মুসলিম সাফিদহান্জ্-এর খুযা'ঈ পল্লীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, য়ামানী 'আলী ইব্ন কারমানীকে খুরাসানের গভর্নররূপে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে বশীভূত করেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহাকে খারিজী শায়বান আস্-সাগীর-এর তৎপরতা প্রতিরোধ করিতে ব্যবহার করেন। এইভাবে নাস্র ইব্ন সায়্যারকে মার্ব হইতে বিতাড়িত করা 'আব্বাসী অনুগামীদের পক্ষে সহজ হয়। ইব্রাহীম খুরাসানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের পর কাহ্তাবা ইব্ন শাবীব আত-তা'ঈকে খুরাসানের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। এই সেনাবাহিনী ইরাকের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

'আব্বাসী আন্দোলনের অগ্রগতি ও সফলতার মুহূর্তেই ইব্রাহীম আল-হুমায়মা গ্রেফতার হন। দ্বিতীয় মারওয়ান কিভাবে একটি গোপন সংগঠনের প্রধানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এই সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত নাস্রের প্রচেষ্টায় ইব্রাহীমের গ্রেফতার সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাকে হার্রানে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তথায় তিনি মুহ'ার্রাম ১৩২/আগস্ট ৭৪৯ সালে ইনতিকাল করেন। অভিযোগ করা হয় যে, তাঁহাকে মারওয়ানের নির্দেশে হত্যা করা হইয়াছিল অথবা বিষ পানে হত্যা করা হইয়াছিল। তবে তাঁহার মহামারীতে পতিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, যাহা সেই বৎসর সিরিয়াকে ধ্বংস করিয়াছিল। একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে তাঁহার মৃত্যুতে শক্তিশালী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দা'ঈ আবূ সালামা ও আবূ মুসলিমের হাতে নেতৃত্ব আসিয়া যায়। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইব্রাহীমের উত্তরাধিকারী এবং ভ্রাতা আবু'ল-'আব্বাস (দ্র.)-এর খিলাফাত লাভে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইব্রাহীমের পুত্র 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ও মুহাম্মাদ খিলাফাতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁহারা তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্রাহীম ও তাঁহার সমকাল সম্পর্কে জানার জন্য অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যেঃ (১) বালাযুরী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ইহার প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ প্রাথমিক গুরুত্বের দাবিদার, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল Asir Ef. 597-8 ও প্যারিস পাণ্ডু., পত্রক ৭৬৮ক-৭৭৫ ক; (২) আখবারু'ল-

'আব্বাস... ওয়া বিলাদিহ্‌, পাণ্ডু. Institute of Higher Islamic Studies, বাগদাদ, পত্রক ১১৩খ-২০৩খ, ইহাতে 'আব্বাসী তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে; (৩) ইব্‌ন আ'ছাম আল-কূফী, ফুতূহ্‌, ইস্তাম্বুল পাণ্ডু., তৃতীয় আহ্‌মাদ ২৯৫৬, ইহাতে খুরাসানে বসতি স্থাপনকারী 'আরব বাসিন্দাদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে; (৪) আবূ যাকারিয়্যা আল-আযদী, তা'রীখু'ল-মাওসিল, MS Chester Beatty, পত্রক ৩৮ প., ইহা 'আব্বাসীদের প্রতি 'আরবদের সমর্থন সম্পর্কিত সার্বজনীন প্রবণতার একটি আঞ্চলিক ইতিহাস। ইহাতে সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাখ্যামূলক তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য তাবারীর (দ্র. নির্ঘণ্ট) কিছু অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাহা ছাড়া ইব্‌রাহীম সম্পর্কে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অন্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ হইলঃ (৫) য়া'কূবী, তা'রীখ, ২খ, ৩৯৩, ৩৯৮ প.; (৬) জাহিজ, ফাদ্‌লু বানী হাশিম, সম্পা. সানদূবী, ৭৯; (৭) ছদ্ম ইব্‌ন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়া'স্‌-সিয়াসা, ২খ, ২২১ প., ২১৭ প.; (৮) দীনাওয়ারী, পৃ. ৩৩৮ প., ৩৪৪-৬, ৩৫৭; (৯) Fragmenta Historab., সম্পা. De Goeje, পৃ. ১৮৩-৯৮; (১০) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৪খ, ৬১, ৬৯ প., ৮৯., ৯৭ প.; (১১) ঐ লেখক, তান্‌বীহ্‌, ৩৩৮-৯; (১২) P. A. Grvaznevie (সম্পা.), Arabskiy Anonim XI veka, মস্কো ১৯৬০ খৃ., পত্রক ২৫৫খ, ২৮৪ক, ২৮৯খ, ২৯৫ক। আরও দ্র.ঃ (১৩) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৮খ, ৬০; (১৪) আগানী[৩], ২খ, ৭৪; পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এই যুগ সম্পর্কে লেখার সময় কেবল প্রাথমিক কালের এই গ্রন্থাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, অতিরিক্ত মূল্যবান তথ্যের জন্য দ্র.ঃ (১৫) বাল'আমী, অনু. H. Zotenberg, ১৮৬৭ খৃ.; (১৬) ইব্‌নু'ল-আছীর, ৫খ, (নির্ঘণ্ট); (১৭) ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্‌ক, ২খ, ২৮৭ প., ২৯১, ২৯২; (১৮) যাহাবী, তা'রীখু'ল- ইসলাম MS British Mus. পত্রক ৪ক-৫খ; (১৯) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ইং অনু. De Slane, ১খ, ৫৭৫-৬, ২খ, ১০৩; (২০) মাক্‌রীযী, আন্‌-নিযা', পৃ. ৫; (২১) ঐ লেখক, মুন্‌তাবাখু'ত- তায্‌কিরা, পাণ্ডু. প্যারিস, ar. 1514, পত্রক ৮৮খ-৮৯ক; (২২) আখবারু'দ্‌-দুওয়ালি'ল-মুনকাতি'আ, MS British Mus. 3685, পত্রক ১০১ খ.; (২৩) ইব্‌নু'দ-দায়া, মুকাফাত, কায়রো ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৭৯; (২৪) ইব্‌ন খাল্‌দূন, মুকাদ্দিমা, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ১খ, ৫৭৯; (২৫) ঐ লেখক, 'ইবার, ৩খ, ২১৭ প., ২৫৩, ২৭৮, (২৬) আল-কালকাশান্দী, মাআছিরু'ল- ইনাফা, সম্পা. এ. ফার্‌রাজ, কুয়েত ১৯৬৪ খৃ. (নির্ঘণ্ট); (২৭) অ-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি, ইব্‌নু'ল-জাওযীর রচিত বলিয়া কথিত, বৃটিশ মিউজিয়াম, Add. 7320, fols. 80-92.

আধুনিক গ্রন্থাবলীঃ (২৮) G. van Vloten, Recherches sur la domination arabe, Amsterdam 1894; (২৯) J. Wellhausen, The Arab Kingdom, অনু. M. Weir, কলিকাতা ১৯২৭ খৃ., অধ্যায় ৮ ও ৯; (৩০) G. G. Sadighi, Les Mouvements religieux iraniens, ১৯৩৮ খৃ. (নির্ঘণ্ট); (৩১) 'আবদু'ল-'আযীয আদ্‌-দূরী, আল-'আসরু'ল-'আব্বাসী আল-আওওয়াল, বাগদাদ ১৯৪৫ খৃ., প্রথম অধ্যায়; (৩২) Spuler, Iran, পৃ. ৩৪-৪৭; (৩৩) D. C. Dennett, মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ খৃ.; (৩৪) এম. এ. শা'বান, The Social and political background of the Abbasid revolution in Khurasan, পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ খৃ.। ইহা খুরাসানে বসবাসকারী 'আরবদের সম্পর্কে জানার মূল ভিত্তি। (৩৫) গুলাম হুসায়ন য়ুসুফী, আবূ মুসলিম সারদার-ই খুরাসান, তেহরান ১৯৬৬ খৃ.; (৩৬) সালিহ আল-'আলী, ইস্‌তীতানু'ল-'আরাব ফী খুরাসান, in Bull. Coll Arts, বাগ্‌দাদ ১৯৫৭ খৃ.; (৩৭) C. Cahen, Points de vue sur la "Revolution abbaside", in Revue Historique, fasc. 468 (1963), 295-338; (৩৮) দূরী, দাও' জাদীদ 'আলা'দ্‌-দা'ওয়াতি'ল-'আব্বাসিয়্যা, Bull. Coll Arts, বাগ্‌দাদ ১৯৬০ খৃ.; (৩৯) ঐ লেখক, নিজামু'দ্‌-দারা'ইব ফী খুরাসান, Bull. Coll. Arts, বাগদাদ ১৯৬৫ খৃ.; (৪০) R. N. Frye, The Addasid conspiracy, in Indo-Iranica, ৫খ, (১৯৫২ খৃ.), ৯-১৪; (৪১) ঐ লেখক, The Role of Abu Muslim, in MW, xxxvii (1947), 28-39; (৪২) S. Moscati, Studi su Abu Muslim, in Rend. Lin., viii/4/(1949), 474-95; (৪৩) এফ. 'উমার, আল-জুযূরু'ত-তা'রীখিয়্যা লি'দ্‌-দি'আই'ল-'আব্বাসিয়্যী বি'ল-খিলাফা, in Madj. Kull. al-dirasat al-Isl., ২খ., (বাগদাদ ১৯৬৮ খৃ.), ৭৭ প.।

F. Omar (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (ابراهيم بن محمد) ঃ ইব্‌ন তাল্‌হা আত্‌-তায়মী, একজন মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ, উপনাম আবূ ইসহাক। কুরায়শী ব্যাঘ্র হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম খাওলা বিন্‌ত মান্‌জূর ইব্‌ন যাবান। তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ উষ্ট্রযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নিহত হন। এই হিসাবে ইব্‌রাহীম-এর জন্ম তারিখ হিজরী ৩৬ সাল। তিনি হযরত 'উমার (রা)-এর সূত্রে মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি হযরত 'আইশা (রা), 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌নি'ল-'আস (রা) ও 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তবে সরাসরি তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় না। তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাসান-সহ 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আকীল ও 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্‌ন 'আওফ প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) তাঁহাকে কূফার খারাজ আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন। হিশাম ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক-এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। হিজরী ১১০ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১৪৫; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৪১; (৩) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৯৭৯/১৩১৯, ১খ, ১৩৬; (৪) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৮/১৩৯৮, ৪খ, ৫।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ, আশ-শায়খ (الشيخ ابراهيم بن محمد) ঃ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আদ-দায়বুলী আস্-সিন্ধী, সিন্ধুর ৪র্থ/১০ম শতকের খ্যাতনামা 'আলিম ও মুহাদ্দিছ। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম কর্তৃক ৯৩/৭১১ সালে সিন্ধু ও মুলতান বিজিত হইলে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বসতি ও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সিন্ধুর প্রধান শহর দাইবুল (দেবল, বর্তমান থাট্টা) ৪র্থ/১০ম শতকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। দাইবুলের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছগণের মধ্যে শায়খ ইব্রাহীম অন্যতম। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত; তিনি সম্ভবত ৩৪৫/৯৫৬ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি মক্কার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আস-সাইগ আল-কাবীর (الصائغ الكبير) (মৃ. ২৯১/৯০৩) এবং বাগদাদের হাফিজুল হাদীছ মূসা ইব্ন হারূন আল-বাযযায [মৃ. ২৯৪/৯০৬] হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, হাদীছ অধ্যয়নের জন্য শায়খ ইব্রাহীম মক্কা ও বাগদাদ গমন করিয়াছিলেন। আস-সাম'আনী ও আল-হামাবী তাঁহাকে একজন 'আলিম ও মুহাদ্দিছরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সাম'আনী, আল-আনসাব (Gibb memorial series), পত্র ২৩৭ ক; (২) য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, সম্পা. Wustenfeld, Leipzig 1866, ২খ, ৬৩৮; (৩) আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ৬৪; (৪) ড. মোহাম্মদ এছহাক, India's Contribution to the study of Hadith Literature, Dhaka University, 2nd Ed. 1975, P. 32; (৫) নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ., ১খ, ১৭৭; (৬) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ই. ফা. বা., ২ সং., ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৬৬৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইব্ন যাকওয়ান আল-হাররানী (ابراهيم بن ذكوان الحرانى) ঃ তিনি আব্বাসী খলীফা আল-হাদীর উযীর ছিলেন। খলীফা শাসনভার গ্রহণের সময় প্রভাবশালী আর-রাবী'কে উযীর ও রাজপ্রাসাদের সরকার হিসাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ইব্রাহীম আল-হাররানীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। খলীফা যখন জুরজানের গভর্নর ছিলেন তিনি তখন তাঁহার উপদেষ্টা ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক ইব্রাহীমকে উযীর হিসাবে উল্লেখ করেন না, বরং অর্থ বিষয়ক পরিচালক হিসাবে উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ D. Sourdel, Vizirat, index.

D. Sourdel (E.I.²)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম ইব্ন য়া'কূব (ابراهيم بن يعقوب) ঃ আল ইসরাঈলী আত-তুরতুশী, স্পেন দেশীয় য়াহূদী পর্যটক, তুরতুশায় জন্ম—এই কথা তাঁহার নামের নিস্বা হইতে জানা যায়। ৩৫৪/৯৬৫ সনের কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব য়ুরোপে সুদীর্ঘ দেশ পর্যটনের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। তিনি অশ্ব বা দাস-ব্যবসায়ী ছিলেন, আর ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনি স্পেনের উমায়্যা খলীফাদের স্বার্থে গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে তিনি য়ুরোপের য়াহূদী উপনিবেশগুলির সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারিতেন—এই কারণেই তাঁহাকে এই কাজে মনোনীত করা হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহার ভ্রমণ পথেও যে কয়টি স্থানে তিনি অবস্থান করেন সেই সম্পর্কে এই পর্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণটাই অনুমানমাত্র। স্ল্যাভনিক ভাষাভাষী দেশগুলিতে তাহার ভ্রমণ পথ সংক্রান্ত যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে Annales E.S.C, (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)-তে উপস্থাপিত পরিকল্পনা সামান্য সংশোধন করিয়া নিম্নবর্ণিত ভ্রমণ পথটিকে মোটামুটি সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারেঃ বোর্দো (Bordeaux), নয়ারমৌতিয়ার (Noirmoutier), সেন্ট-মালো (Saint-Malo), রোয়েন (Rouen), উটরেকট (Utrecht), এইক্স-লা-চ্যাপেল (Aix-la-Chapelle), মেইঞ্জ (Mainz), ফুলদা (Fulda), সোয়েস্ত (Soest), পাদারবর্ন (Paderborn), শ্লেসউইগ (Schleswig), মাগদাবার্গ (Magdeburg) [এখানে তিনি সম্রাট প্রথম অটো (Otto) -র রাজদরবারে অভ্যর্থনা লাভ করেন]; প্রাগ (Prague), ক্রাকো (Cracow), আগবার্গ (Augsburg), কোরটোনা (Cortona) ও ত্রাপানী (Trapani)। ইব্রাহীমের নিজের কথায় জার্মান জাতির ফ্রাঙ্ক শাখা অধ্যুষিত ও স্লাভনিক ভাষাভাষী জনসাধারণ অধ্যুষিত দুইটি দেশ যে তাঁহার ভ্রমণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত দেশগুলি হইল ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম য়ুরোপের ল্যাটিন এলাকা ঃ ইটালী, রাইন নদীর পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলি ও জার্মানীর দক্ষিণাংশ।

পরবর্তী গ্রন্থকারগণ ইব্রাহীমের কথা যেইভাবে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, অতীতে এক সময় তাঁহার একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছিল যাহা এক্ষণে বিলুপ্ত। এখন প্রধানত আল-বাকরী (দ্র.) ও আল-কাযবীনী (দ্র.)-র মারফত হয় সরাসরি অথবা আল-উযরী (দ্র.)-র মাধ্যমে তাঁহার এই ভ্রমণ সম্পর্কে জানা যায়। য়ুরোপে স্লাভ দেশগুলি বিশেষত পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, Schwerin-mecklenburg- এর Salv Obodrites এলাকাগুলি ও স্পেনের কিছু কিছু বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনায় আল-বাকরী ইবরাহীমের গ্রন্থকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, ইব্রাহীমের গ্রন্থখানি হয় য়ুরোপে ভ্রমণের সাদাসিধা বিবরণ ছাড়াও তথ্যবহুল অথবা তিনি এইখানা ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। স্লাভ দেশগুলির স্বার্থে আল-কাযবীনী পোল্যান্ড ও 'নারীদের শহর' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুইটি সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি ইহা উল্লেখ করুন আর না-ই করুন অথবা আল-উযরীর মধ্যস্থতার উল্লেখ করুন, পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপের শহরগুলি সম্পর্কে লিখিত টীকা রচনার জন্য আল-কাযবীনী ইবরাহীমের নিকট ঋণী। মূল গ্রন্থখানি রচনার তারিখ ও উহার বর্তমানে বিদ্যমান খণ্ডিত অংশগুলির রচনার মান, বিশেষত স্লাভ জাতি সম্পর্কিত অংশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থটির এতখানি অংশের বিলুপ্তি বিশেষ দুঃখের বিষয়। ঐ অসম্পূর্ণ অংশগুলি বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, পর্যটকের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাচনিকভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি ঐ ভ্রমণ বৃত্তান্তে স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ফুলডার মঠ, সোয়েস্ট-এর লবণ কূপ বা লবণ খাত, আপসবার্গ বা প্রাগের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে সুবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যাসমূহ এবং এমন প্রকৃত ঘটনার ইঙ্গিত যে, সুদূর জার্মানীতে ৩০১-২/৯১৪-৫ সনে সামারকান্দে প্রস্তুত সামানী দিরহাম পাওয়া গিয়াছে, ইত্যাকার বিবরণ সম্বলিত পূর্বোক্ত ধরনের পরিচ্ছেদগুলি অত্যন্ত সুপরিচিত। অবশ্য মৌখিকভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি অধিক পরিমাণে থাকিলেও উহা যথেষ্ট

মূল্যবান, তাহা বুলগেরিয়ার নাগরিকদের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি কিংবা আয়ার্ল্যান্ডের সমুদ্রতট হইতে দূরবর্তী এলাকায় তিনি শিকার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয়। পরিশেষে আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বলা যায়, একজন বিদেশী পর্যটকের কাছে সেদিনকার উন্নয়নশীল য়ুরোপের অবস্থা কেমন ছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার একখানি প্রকৃষ্ট আদর্শ গ্রন্থ।

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন য়া'কূব প্রণীত গ্রন্থের স্লাভ জাতি সম্পর্কিত খণ্ডিত অংশগুলি T. Kowalski (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) কর্তৃক সম্পাদিত এবং (প্রকৃত ঘটনাসমূহ পুরাপুরি সন্নিবেশিত করিয়া পোলিশ ও ল্যাটিন ভাষায়) অনূদিত হইয়াছে। A. Miquel পশ্চিম য়ুরোপ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদগুলির ফরাসী অনুবাদ (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) প্রকাশ করিয়াছেন। M. Canard কর্তৃক সমগ্র গ্রন্থখানির একটি ফরাসী অনুবাদ প্রণীত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Kunik ও V. Rosen Izvestiya al-Bekri i drugikh avtorov o Rusi i Slavyanakh, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৭৮-১৯০৩ খৃ.; (২) G. Jacob, Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert uber Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere deutsche Stadte, বার্লিন ১৮৯১ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Studien in arabischen Geographen, বার্লিন ১৮৯২-৬ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Arabi- sche Berichte von Gesandten an germanische Furstenhofe aus dem 9. und 10. Jahrhundert, বার্লিন-লাইপযিগ ১৯২৭ খৃ.; (৫) T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podrozy do'Krajow slowianskich w Przekazie al-Bekriego , ক্রাকো ১৯৪৬ খৃ.; (৬) I. Yu. Krachovskiy, Arabskaya geograficeskaya literatura, মস্কোলেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৯০-৩, এস. ডি. উছ'মান হা'শিম কর্তৃক আরবী অনুবাদ (এ পর্যন্ত ১-১৬ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত), কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১৯০-২; (৭) M. Canard, Ibrahim Ibn Ya'qub et sa relation de voyage en Europe, in Et. Levi-Provencal, দ. প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ২খ, ৫০৩-৮ (আরও গ্রন্থপঞ্জী সমেত); (৮) A. Miquel, L' Eurpoe occidentale dans la relation arabe d' Ibrahim b. Yaqub, in anna les E.S.C., ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১০৪৮-৬৪; (৯) ঐ লেখক, La geographie humaine du monde musulman jusquau milieu duXI^e siecle, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১৪৬-৮।

A. Miquel (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন য়াযীদ আন-নাখঈ (ابراهيم بن يزيد النخعي) ঃ (র) প্রখ্যাত তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। তিনি কূফায় বানুন-নাখা' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। উপনাম আবূ ইমরান। বংশ পরিক্রমা এইরূপ ঃ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌নিল-আসওয়াদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌নিন-নাখা'। তাঁহার মাতার নাম সুলায়কা বিন্‌ত কায়স এবং তিনি প্রখ্যাত তাবি'ঈ আলক'মা ইব্‌ন কায়স-এর ভগিনী। খ্যাতনামা তাবিঈ আল-আসওয়াদ ইব্‌ন য়াযীদ তাঁহার পিতৃব্য। তিনি এক চক্ষুহীন ছিলেন। শৈশবেই তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেন। এই সময় তিনি আইশা (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। আবূ মা'শার বলেন, ইব্‌রাহীম জনৈকা [আইশা (রা)] নবী-পত্নীর নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি তাঁহার শরীরে লাল কাপড় দেখিয়াছেন। আয়্যূব প্রশ্ন করিলেন, তিনি কিভাবে তাঁহার কাছে যাইতেন অর্থাৎ পর্দা লংঘন হইত না? আবূ মা'শার বলেন, আলকামা ও আল-আসওয়াদের সহিত তিনি হজ্জ পালন করিতে যান। আইশা (রা)-র সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইব্‌রাহীম অপ্রাপ্তবয়স্ক বিধায় আইশা (রা)-র সম্মুখে চলিয়া যাইতেন। আইশা (রা)-র সূত্রে তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই।

তিনি অন্য কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন হিব্বান তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুছ-ছিকাত-এ বলেন যে, তিনি আইশা (রা) ছাড়াও হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের উভয়ের নিকট রাসূলুল্লাহ (স')-এর হাদীছও শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আবূ হাতিম বলেন যে, ইব্‌রাহীম একমাত্র আইশা (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন নাই। আর তিনি আইশা (রা)-র নিকট হইতেও রাসূলুল্লাহ (স')-এর কোন হাদীছ শ্রবণ করেন নাই। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাল পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাত লাভ করেন নাই। ইব্‌ন হ'াজার আল-আসকালানী বলেন, ইব্‌রাহীম-এর জন্ম হইয়াছিল হিজরী ৫০ সালে (?) আর মুগীরা (রা) হিজরী ৫০ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন। সুতরাং ইব্‌রাহীম তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিতে পারেন না। তবে ইহা সত্য যে, সাহাবীর দর্শন ও সাক্ষাত লাভ হিসাবে ইব্‌রাহীম তাবি'ঈ ছিলেন। কিন্তু হাদীছ বর্ণনার দিক হইতে তিনি তাবউ' তাবি'ঈন ছিলেন।

তাঁহার উস্তাদের সংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে আলকামা, মাসরূক ও আল-আসওয়াদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলকামা ও আল-আসওয়াদের সূত্রে তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর ফিক্‌হ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হিসাবে তৎকালীন উলামা কিরামের স্বীকৃতি লাভ করেন। মুগীরা বলেন, আমরা ইব্‌রাহীমকে এমন ভয় করিতাম যেমন একজন শাসককে ভয় করা হইয়া থাকে। আ'মাশ বলেন, অনেক সময় তিনি সালাতশেষে যখন আমাদের নিকট আগমন করিতেন তখন কিছু সময় এইভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন যে, তখন তাঁহাকে অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ মনে হইত। আ'মাশ আরও বলেন, ইব্‌রাহীম হ'াদীছ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তালহা বলেন, কূফায় আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হইলেন ইব্‌রাহীম ও খায়ছামা।

ইব্‌রাহীম লেখার উপর আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি তাঁহার স্মরণ শক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতেন। তিনি বলিতেন, যখনই কেহ কোন কিছু লিখিয়াছে তখনই সে তাহার লেখার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ইব্‌ন আওন বলেন, ইব্‌রাহীম হাদীছের রিওয়ায়াত বিল-মা'আনী (হ'াদীছে'র অর্থ বর্ণনা) করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স')-এর বরাত দিয়া তিনি কখনও হ'াদীছ' বর্ণনা করিতেন না। একদা আবূ হ'াশিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইমরান! আপনার নিকট কি রাসূলুল্লাহ (স')-এর কোন হ'াদীছ' পৌঁছে নাই যাহা আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করিবেন? তিনি বলিলেন, অবশ্যই পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমি সাহাবী বা উস্তাদের নাম লইয়া হ'াদীছ' বর্ণনা করিতে পসন্দ করি। ইহা আমার জন্য সহজতর। ইব্‌রাহীম খ্যাতি পসন্দ

করিতেন না। তিনি কখনও মঞ্চে উপবেশন করিতেন না। কোন বিষয়ে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তিনি সেই বিষয়ে কিছু বলিতেন না। তিনি ইহাও চাহিতেন না যে, তাঁহার নিকট সকলে প্রশ্ন লইয়া আসুক। তাঁহার ছাত্র যুবায়দ বলেন, আমি যখনই ইব্‌রাহীমের নিকট কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, তখনই তাঁহার চেহারায় বিরক্তির ছাপ দেখিয়াছি। তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদ ইব্‌ন আওন বলেন, একদা আমরা তাঁহার মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আবূ ইমরান! আল্লাহ্‌র কাছে আমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি হু'যায়ফা (রা)-এর সমীপে আসিয়া আরয করিল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। হুযায়ফা (রা) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা না করুন। ইহা শুনিয়া আগন্তুক মজলিসের এক পার্শ্বে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর হু'যায়ফা (রা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হু'যায়ফার স্থলে পৌঁছান। এইবারে সন্তুষ্ট হইয়াছ তো? অতঃপর ইব্‌রাহীম বলিলেন, দেখ তোমরা এক একজন মানুষের নিকট এইভাবে আস যেন তোমরা তাহার অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। মনে কর যে, সে এইরূপ ঐরূপ। ইহার পর তিনি হাদীসের গুরুত্ব তুলিয়া ধরিলেন এবং ইহার উপর অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। আর বিদআতের নিন্দা জ্ঞাপন করিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার নিকট জ্ঞান পিপাসুগণের সমাবেশ ঘটিত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিত। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র-এর ন্যায় প্রখ্যাত তাবি'ঈকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, তোমরা আমার নিকট ফাতওয়া চাও, অথচ তোমদের মাঝে ইব্‌রাহীম বিদ্যমান। ইমাম আবূ রুযায়নকে কোন প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিতেন, ইব্‌রাহীম-এর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর এবং তিনি যে উত্তর প্রদান করেন সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করিও। ইব্‌রাহীম স্বীয় মজলিসে অধিক লোক সমাগম পসন্দ করিতেন না। তিনি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথা বলিতেন না। শিক্ষা মজলিসেও তাঁহার এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিত। মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন সীরীন বলেন, তোমরা কি ঐ যুবকের কথাই বলিতেছ যে আমাদের সহিত একত্রে মাসরূক-এর মজলিসে বসিত, কিন্তু এত চুপচাপ থাকিত যে, মনেই হইত না সে আমাদের সঙ্গে উপবিষ্ট আছে?

ইব্‌রাহীম স্বয়ং বলেন, আমি জীবনে কোন দিন কাহারও সহিত ঝগড়া করি নাই। তিনি তাঁহার কোন দাসকে কখনও শাস্তি দিতেন না। আর বিশেষ প্রয়োজনে শাস্তি দিলেও তাহা হইত নামমাত্র শাস্তি। তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে বিরক্ত করিতেন না। ফুদায়ল বলেন, ইব্‌রাহীম কাহাকেও তাহার পেশার ব্যাপারে নিন্দা করা পসন্দ করিতেন না। জীবনের সুখ-দুঃখ সকল অবস্থাতেই তিনি শান্ত থাকিতেন। আ'মাশ বলেন, অনেক সময় আমি তাঁহাকে কষ্টে জর্জরিত দেখিতাম। এতদসত্ত্বেও তিনি বলিতেন, আমি ইহাতে ছাওয়াবের আশা করি। মুগীরা বলেন, কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলিতেন, আল্লাহ্‌র কোন না কোন নিয়ামতের সহিত আছি। তদীয় পত্নী হুনায়দা বলেন, ইব্‌রাহীম একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন পানাহার করিতেন। আবূ মিসকীন হইতে বর্ণিত যে, ইব্‌রাহীম তাঁহার গৃহে খেজুর থাকাকে খুবই পসন্দ করিতেন। তাঁহার নিকট কাহারও আগমন ঘটিলে যদি নিকটে কিছু না থাকিত তাহা হইলে ডাক দিয়া বলিতেন, খেজুর নিয়া আস। কোন ভিক্ষুক আসিলে তাহাকে খেজুর প্রদান করিতেন।

তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও সৎ সাহসের অধিকারী ছিলেন। হ'জ্জাজ ইব্‌ন যূসুফ-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠ সোচ্চার ছিল। যায়দ বলেন, আমি ইব্‌রাহীমকে হা'জ্জাজ-এর নিন্দা করিতে শুনিয়াছি। মানসূর বলেন, ইব্‌রাহীম বলিতেন, হাজ্জাজের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে, সে সত্যিকারের অন্ধ। তাঁহার নিকট হা'জ্জাজ-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সিজদা করিলেন। শাসক ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত তাঁহার উঠাবসা ছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া (উপঢৌকন) বিনিময় হইত। আ'মাশ বলেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ খায়ছামা একদিন আমাকে বলিলেন, তুমি ও ইব্‌রাহীম বড় মসজিদে গিয়া বসিয়া থাক। আর তোমাদের কাছে সরকারী বাহিনী ও নেতৃস্থানীয় লোক গিয়া ভিড় জমায়। আমি ইহা ইব্‌রাহীমের নিকট বলিলে, তিনি উক্তি করেন, হাঁ, তাহাদেরকে বর্জন করার তুলনায় ইহা অনেক শ্রেয়। কারণ তাহাদেরকে বর্জন করিলে আমাদের সম্পর্কে তাহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত উক্তি করিবে।

তাঁহার যুগে মুরজিআ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনিও তাহাদের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। হারিছ বলেন, ইব্‌রাহীম বলিতেন, তোমরা এই সম্প্রদায় হইতে সাবধান থাকিও। মুরজিআদের বিশ্বাস আল ইরজা (অর্থাৎ ঈমানের পর গুনাহ্ মানুষের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না)-কে তিনি সর্বদা বিদ'আত বলিয়াছেন। যাহারা মোজার উপর মাস্‌হ করাকে বৈধ মনে করিত না তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলিতেন, তাহারা প্রকারান্তরে সুন্নাহ হইতেই বিমুখ। কেহ কেহ তাঁহাকে শী'আ মতাবলম্বী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অমূলক। জনৈক ব্যক্তি একদা তাঁহার সম্মুখে বলিল, আমার কাছে আবূ বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) হইতে 'আলী (রা) অধিক প্রিয়। তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, যদি 'আলী (রা) তোমার এই কথা শুনিতেন তাহা হইলে তোমার পৃষ্ঠে চাবুক মারিতেন। অবশ্য তিনি 'উছ'মান (রা)-এর উপর 'আলী (রা)-কে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলিতেন, 'উছ'মান (রা) সম্পর্কে খারাপ মনোভাব পোষণ করা অপেক্ষা আকাশ হইতে পড়িয়া যাওয়াকে আমি অধিক ভালবাসি।

ইব্‌রাহীম-এর নির্ধারিত কোন পোশাক ছিল না, তবে গ্রীষ্মকালে সাধারণত লাল বর্ণের চাদর ও হলদে লুঙ্গী পরিধান করিতেন। জুমু'আর দিন সাধারণত হলদে দুইটি চাদর পরিদান করিতেন। কখনও ঈষৎ জাফরানী বর্ণের জামাও পরিধান করিয়াছেন। মুহিল্ল বলেন, আমি তাঁহাকে দীর্ঘ হাতাবিশিষ্ট চামড়ার জুব্বা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি। তখন তিনি তাঁহার হাত বাহির করিতেন না। তিনি তায়ালিসা নামক স্থানে প্রস্তুতকৃত টুপি পরিধান করিতেন। তিনি পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার একটি লৌহনির্মিত আংটি ছিল। ইহার নক্‌শা ছিল (ذباب لله ونحن لله) অর্থাৎ মাছিও আল্লাহ্‌র আর আমরাও আল্লাহ্‌র। ইহা তিনি বাম হস্তে পরিধান করিতেন।

তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সামান্য মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে তিনি ৯৫ হিজরীতে কূফায় ইনতিকাল করেন। ভিন্নমতে তিনি ৯৬ হিজরীতে ইনতিকাল করিয়াছেন। আবূ নুআয়ম এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেন, সম্ভবত তিনি ৯৬ হিজরীর প্রথম লগ্নে ইনতিকাল করিয়াছেন। ইহা ছিল ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিকের শাসনকাল। তখন তিনি ৪৯ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। আবু'ল-হায়ছাম বলেন, ইনতিকালের আগের দিন আমি তাঁহার নিকট গিয়া দেখি যে, তিনি ক্রন্দন

করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাঁদিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, দুনিয়ার বিরহ যন্ত্রণায় নহে, বরং আমার এই কন্যা দুইটির জন্য। পরের দিন গিয়া দেখি তিনি ইনতিকাল করিয়াছেন। ইব্ন আওন বলেন, ইনতিকালের সংবাদ শুনিয়া আমরা তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কোন ওসিয়াত করিয়াছেন? উত্তর আসিল, তিনি কবর পাকা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য লাহ্দ কবর করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, যেন তাঁহার কবরের নিকট আগুন না নেওয়া হয়। ইব্ন আওন বলেন, আমরা রাত্রে তাঁহার দাফনকার্য সম্পন্ন করি।

ইব্ন কুতায়বার বর্ণনামতে 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্নু'ল-আসওয়াদ তাঁহার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। ইবন আওন বলেন, ইব্রাহীমের ইনতিকালের পর আমি ইমাম শা'বীর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইব্রাহীমের দাফন কার্যে উপস্থিত ছিলে? আমি হাঁসূচক মাথা নাড়িলাম। তিনি বলিলেন, দেখ, আল্লাহ্র শপথ! তিনি তাঁহার মত জ্ঞানী-গুণী কাহাকেও রাখিয়া যান নাই। বলিলাম, কূফায়? শা'বী বলিলেন, কূফা, বসরা, শাম, হিজায— কোথাও নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত'-তা'বাকা'তু'ল কুব্রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ২৭০; (২) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৯৭৬/১৩৯৬, পৃ. ২০৪; (৩) ইব্ন হ'াজার আল-আসকালানী, তাহ্যীবুত-তাহ্যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩২৫ হি., ১খ, ১৭৭, ১৭৮; (৪) আয-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/১৩৭৬, ১খ, ৭৩; (৫) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯০, ৪খ, ৮, ৯; (৬) ইব্ন হ'াজার আল-আসকালানী, তাক'রীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৪৬; (৭) ইব্নুল-জাওযী, সিফাতুস-সাফ'ওয়া হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭০/১৩৯০, ৩খ, ৪৬; (৮) মুহয়িদ্দীন ইব্ন শারাফ আন-নাওয়াবী, তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল -লুগাত, মিসর তা. বি., ১খ, ১ম ভাগ, ১০৪।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইবরাহীম ইব্ন য়ুসুফ (ابراهيم بن يوسف) ঃ ইব্ন মায়মূন কুদামা আল-বাল্খী; বর্তমান আফগানিস্তানের খুরাসান অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজধানী বাল্খ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং হাদীছ ও ফিক'হশাস্ত্রের একজন ইমাম হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। হ'াম্মাদ ইব্ন যায়ীদ ও অন্যান্যের নিকট অধ্যয়নের পর শায়খ ইবরাহীম বাগদাদ গমন করেন এবং ইমাম আবূ য়ুসুফ (র)-এর নিকট দীর্ঘকাল ফিক্হ অধ্যয়ন করত উহাতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইমাম আবূ য়ুসুফের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেন, " কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাদের অভিমত অনুযায়ী ফাত্ওয়া (ইসলামী আইন বিষয়ক অভিমত) দেওয়া বৈধ হইবে না যদি না সে জানে যে, আমাদের অভিমতের সূত্র কি।"

ফিক্হ অধ্যয়নের পর শায়খ ইবরাহীম হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন ইমাম সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) ও ইমাম ওয়াকী-এর নিকট এবং উভয়ের সূত্রে তিনি অনেক হ'াদীছ' বর্ণনা করেন। মদীনায় ইমাম মালিক (র)-এর হ'াদীছে'র দারসে একদিন মাত্র যোগদান করেন এবং তাঁহার সূত্রে একটিমাত্র হ'াদীছ' বর্ণনা করেন। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, শায়খ ইব্রাহীম হ'াদীছ' শ্রবণের উদ্দেশে ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত হইলে কুতায়বা ইব্ন সা'দ ইমাম মালিককে বলেন, "ইনি ত মুর্জিআপন্থী" (هذا يرى الارجاء)। ইমাম মালিক এইজন্য শায়খ ইবরাহীমকে মজলিস ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি বিনা প্রতিবাদে মজলিস ত্যাগ করেন। মজলিসে থাকাকালে শায়খ ইব্রাহীম মাদক দ্রব্য সম্পর্কে নীতি নির্ধারক অতি গুরুত্বপূর্ণ এই একটিমাত্র হ'াদীছ'ই ইমাম মালিকের নিকট শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ঃ

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

"সকল নেশাদায়ক দ্রব্যই খাম্র (মদ) এবং সকল নেশাদায়ক দ্রব্যই হারাম।"

কুরআনে উল্লিখিত খাম্র (মদ)-এর ব্যাখ্যা এই হাদীছ হইতে গৃহীত।

হ'াদীছ' গ্রন্থাদিতে শায়খ ইব্রাহীমের সূত্রে বর্ণিত অনেক হ'াদীছ রহিয়াছে। ইমাম যাহাবী ও ইমাম নাসাঈ তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত (ছি'কাহ) রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মুরজিআপন্থী হওয়া সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করা হয় সে সম্বন্ধে আল্লামা ইব্ন হিব্বান বলেন, বাহ্যত মুরজিআ ভাবাপন্ন মনে করা হইলেও তিনি ছিলেন আন্তরিকভাবে সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী।

এইখানে মুরজিআ মতবাদ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাইতে পারে। মূল প্রশ্নটি ঈমানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সহিত সম্পৃক্ত। খারিজী ও মু'তাযিলীদের মতে মুমিন ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ করিলে তাহার ঈমান অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই সে কাফির হইয়া যায় এবং এমতাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইলে সে জাহান্নামী হইবে। প্রশ্নটির সহিত সমসাময়িক রাজনীতি গভীরভাবে জড়িত ছিল। মধ্যপন্থী মুরজিআদের অভিমত হইল, কোন অবস্থায় একজন মুমিন ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ করিয়া ফেলিলে তাহার অন্তর হইতে ঈমান তিরোহিত হইয়া যায় না। অতএব তাহাকে কাফির বলা যায় না। সে একজন গুনাহগার মু'মিন। পরকালে তাহার শাস্তি কি হইবে তাহা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। পরকালের পরিণতি সম্পর্কে মতামতদানে বিরত থাকায় (ইরজা) মুরজিআদের এইরূপ নামকরণ হয়। আহ্লুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের মতাদর্শের সহিত মধ্যপন্থী মুরজিআদের মতের অনেকটা মিল আছে। চরমপন্থী মুরজিআ সম্প্রদায় অবশ্য কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) ঈমান ও আমাল উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করিলেও তিনি আমালকে ঈমানের সংজ্ঞার অঙ্গীভূত করেন না। এই কারণে বিরোধী দলসমূহ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারিগণকে মুরজিআ বলিয়া অপবাদ দিত। শায়খ ইব্রাহীম এই মতাদর্শ জনিত বিরোধের কারণে গোঁড়া সুন্নীদের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইমাম মালিক (র)-এর মাজলিস হইতে নীরবে নির্গমন তাঁহার মহত্ত্বের ও ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা আবূ 'ইসমাত ইব্ন য়ুসুফ আল-বাল্খী (দ্র.) উভয়ই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হ'াদীছ' ও ফিক্হশাস্ত্রের ইমামরূপে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শায়খ ইব্রাহীম ২৪১/৮৫৫ সালে, মতান্তরে ২৩৯/৮৫৩ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল-কারীম আস-সামআনী, কিতাবু'ল আনসাব, আল-বালখী শিরোনাম; (২) আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, নির্ঘণ্ট; (৩) 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন আবী হ'াতিম, কিতাবুর-রাদ্দি আলাজ-জাহমিয়্যা; (৪) আবূ হ'াতিম ইব্ন হিব্বান, কিতাবুস-সিফাত; (৫) আল্লামা 'আবদু'ল-হায়্যি আল লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, সা'আদা প্রেস, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ১১-১২।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইব্ন শাহরিয়ার আল-হামাযানী (ابراهيم بن شهريار الهمذانى) ঃ শায়খ ফাখরুদ্দীন উপাধি, আল-ইরাকী নিস্‌বা, তিনি শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার ভাগিনেয়, মতান্তরে শায়খ শিহাবুদ্দীন 'উমার সুহ্‌রাওয়ারদীর ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি হামাযানের মাকজান (বাকুনজান) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই পূর্ণ কু'রআন মাজীদ মুখস্থ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র জীবন শেষ করিয়া হামাযানের কোন এক মাদ্‌রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। একটি সূত্র হইতে জানা যায়, তিনি হামাযান হইতে বাগদাদে আসেন এবং তথায় শায়খ সুহ্‌রাওয়ারদীর হাতে বায়'আত হন। তিনি তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং একাধারে কয়েক বৎসর ইবাদাত-বন্দেগী ও অনুশীলনে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহার মুরশিদ তাঁহাকে ভারতে যাইয়া ইসলাম প্রচার করিতে নির্দেশ দেন। এইখানে পৌঁছিয়া তিনি মুলতানের শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া তিনি বাতিনী জ্ঞান অর্জন করিতে থাকেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক দরবেশ দলের সহিত মুলতান আসেন এবং শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার সংসর্গে থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা করিতে থাকেন। শেষে তাঁহার নিকট হইতে খিরকা লাভ করেন। শায়খ বাহাউদ্দীন তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দেন।

ইব্রাহীম শাহরিয়ার দীর্ঘ ২৫ বৎসর শ্বশুরের সাহচর্যে কাটান। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি শ্বশুরের প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হন। ঐশী প্রেমে আত্মহারা (مجذوب) অবস্থায় তিনি কবিতা ও গাযাল পাঠের মাধ্যমে নিজের আবেগ প্রকাশ করিতেন। শায়খ যাকারিয়্যার অন্যান্য মুরীদ ইহাকে তাঁহাদের মুরশিদের তারীকা ও রীতিনীতির পরিপন্থী মনে করিতেন। তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়া এই পদ হইতে সরিয়া দাঁড়ান এবং এডেনের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া যান। এডেনের সুলত'ান তাঁহার আগমনের কথা অবগত হইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং শাহী মেহমানখানায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর হজ্জের উদ্দেশে তিনি মক্কা রওয়ানা হইয়া যান। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাওযা মুবারক যিয়ারত করার পর এশিয়া মাইনর যান এবং কূনিয়া (قونية) পৌঁছিয়া শায়খ মুহ্‌য়িদ-দীন ইব্নু'ল 'আরাবীর খলীফা ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শায়খ সাদরুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া ফুসূসুল-হিকাম (فصوص الحكم) গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লুম'আত (لمعات) রচনা করেন।

পরে তিনি মিসর চলিয়া আসেন এবং বার্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কায়রো শহরে বসবাস করেন। মিসরের তৎকালীন সম্রাট তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন দান করিলে তিনি ইহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং নিম্নের আয়াত পাঠ করেন, "বল, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তাহার জন্য আখিরাতই উত্তম" (৪ ঃ৭৭)। অতঃপর তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া শুনান। সম্রাট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়েন। অতঃপর তিনি মিসর হইতে দামিশক চলিয়া আসেন। এখানে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহার পুত্র শায়খ কাবীরুদ্দীন ভারত হইতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে তিনি সন্তানকে নিকটে ডাকিয়া এই আয়াত পড়িয়া শুনান, "সেই দিন (কিয়ামত) মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা, তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে। সেইদিন তাহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখিবে। সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল, আর অনেক মুখমণ্ডল হইবে ধূলিধূসর, সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা। ইহারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারী" (৮০ ঃ ৩৩-৪২)।

ইহার পর তিনি কলেমা তায়্যিবা পাঠ করিতে করিতে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৮ বৎসর আল-আমীর ইব্ন আহ'মাদ আর-রাযী তাঁহার হাফ্‌ত ইকলীম (هفت اقليم) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ৬৮৮ মতান্তরে ৭০৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কিন্তু দাওলাত শাহ্ তাঁহার তায'কিরাতুশ-শু'আরা (تذكرة الشعراء) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি ৭০৭ হিজরীতে (১৩০৭ খৃ.) দামিশকে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে মুহ্‌য়িদ্দীন ইব্নু'ল- আরাবীর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল-হ'ায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল খাওয়াতির, ২য় সং, হাদরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ১, ২; (২) ইসলামুল হ'াক্ক মাজাহিরী, তারীখ মাশাইখে হিন্দ, সাহারানপুর (ভারত), তা. বি., ১খ, ১২৭; (৩) রাঈস আহ'মাদ জা'ফারী, আনওয়ার-ই আওলিয়া, ৩য় সং, ভারত ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৪৬১-৮।

মুহাম্মদ মূসা

ইব্রাহীম ইব্ন শাহরুখ (ابراهيم بن شاه رخ) ঃ (আবুল ফাত্‌হ মিরযা ইব্রাহীম সুলত'ান বাহাদুর) তায়মূরীয় যুবরাজ শাহরুখ (দ্র.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ২৮ শাওয়াল, ৭৯৬/২৩ আগস্ট, ১৩৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ৮১২/১৪০৯ সালে ইব্রাহীম বাল্‌খ, কাবুল ও বাদাখশানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তুখারিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ৮১৭/১৪১৪ সালে ফারস-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব বিশ বৎসরকাল তিনি তাঁহার মৃত্যু (৪ শাওয়াল ৮৩৮/৩ মে. ১৪৩৫) পর্যন্ত পালন করেন। তিনি ৮২৩-৪/১৪২০-১ ও ৮৩২/১৪২৯ সালে আযারবায়জানে শাহরুখের সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ৮২৪/১৪২১ সালে তিনি খুযিস্তানকে তায়মূরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইব্রাহীমের দুই সন্তান ছিল ইসমাঈল (মৃ. আনু. ৮৩৫/১৪৩২) ও 'আবদুল্লাহ্ (জ. ২৭ রাজাব, ১৩৬/১৯ মার্চ, ১৪৩৩ সালে)। 'আবদুল্লাহ্ অপ্রাপ্ত বয়সে ফারস-এর গভর্নর হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পরে তিনি সামারকান্দের গভর্নর নিযুক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুর-রাযযাক ইব্ন ইসহাক কামালুদ্দীন সামারকান্দী, মাতলা'উল সা'দায়ন ওয়া মাজমা'উল বাহরায়ন (সম্পা. মুহাম্মাদ শাফী), ২/১খ, লাহোর ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৪৯-৫০, ২৮৫, ৪০০ প., ৪৭০-১, ৬০৪ প., ২/২-৩খ, লাহোর ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৬৪২, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৭৫-৬; (২) ঐ, London, School of Oriental and African Studies, MS. no. 46684, f. 92a.

R. M. Savory (E.I.[2])/মনজুর আহ্‌সান

ইব্রাহীম ইব্ন শীরকূহ (ابراهيم ابن شيركوه) ঃ আল-মালিক আল-মানসূ'র নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মালিক আল-মুজাহিদ আসাদুদ্দীন শীরকূহ দ্বিতীয়, সালাহু'দ্দীনের চাচতো ভাই। রাজাব

৬৩৭/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১২৪০ সনে তাঁহার পিতা শীরকূহ (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার পিতা শীরকূহ আলেপ্পো ও দামিশ্‌কে'র আমীর ছিলেন। তাদমুর, রাহ্‌বা ও মাকসীন অঞ্চল সম্বলিত হিম্‌স্ প্রদেশ যখন তাহার করায়ত্ত তখন সিরীয় অঞ্চলে খাওয়ারিযমীদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রবল হইতে থাকে। রাবীউছ-ছানী ৬৩৮/অক্টোবর-নভেম্বর ১২৪০ সনে বুযাআতে আলেপ্পো বাহিনীর পরাজয়ের খবর পাইয়া তিনি দামিশক হইতে সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া উত্তর দিকে রওয়ানা হন। রাজাব ৬৩৮/জানুয়ারী ১২৪১ সনে খাওয়ারিযমীগণ আলেপ্পোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে; কিন্তু শহর আক্রমণ না করিয়া উহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টনের চেষ্টা চালায় এবং তাহাতে ব্যর্থ হইয়া পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ করে। ইব্রাহীম তাহাদেরকে সুকৌশলে পর্যুদস্ত করেন এবং শাওয়াল ৬৩৮/এপ্রিল ১২৪১ সনে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। তিনি তাহাদের উপর সাফার ৬৪০/আগস্ট ১২৪২ ও ৬৪১-এর শেষার্ধে এবং ৬৪২ সনের শুরুর দিকে এপ্রিল-জুন ১২৪৪ সনে উপর্যুপরি আরও কয়েকটি বিজয় লাভ করেন। সম্ভবত ইহার পর খাওয়ারিযমীরা সিরিয়া হইতে বিতাড়িত হয়।

ইব্রাহীম ইব্ন শীরকূহ কায়রোর সালিহ আয়্যূব ও দামিশকে'র সালিহ ইসমাঈলের মধ্যকার পারিবারিক কলহে জড়াইয়া পড়েন। ৬৪২/১২৪৪ সনের বসন্তকালে দামিশক ও কায়রোর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়; কারাকের আয়্যূবী যুবরাজ নাসির দাঊদ ও ইব্রাহীম উভয়েই সালিহ ইসমাঈলের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহা ছাড়া ইব্রাহীম Templar-এর নাইটদেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম ব্যক্তিগতভাবে ফ্রাঙ্কদের সহিত চুক্তি নবায়ন করিবার উদ্দেশে আক্কাতে গমন করেন। মিসরের শাসনকর্তা তাঁহার পক্ষে খাওয়ারিযমীদের (যাহারা নিজদেরকে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর নিকট বিক্রি হওয়ার জন্য সব সময় রাযী থাকিত) সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কেননা জুমাদাল-উলা ৬২৪/১৮ অক্টোবর, ১২৪৪ সালে উত্তর-পূর্ব গাযযা এলাকায় হারবিয়া অথবা ফরবীহা (Forbie)-র যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে ফ্রাঙ্কো-সিরীয় বাহিনী পরাভূত হয়। পরবর্তী বৎসর সালিহ আয়্যূব যুল-হিজ্জা ৬৪২/মে ১২৪৫ সনে দামিশ্‌ক অবরোধ করেন, ছয় মাস পরে শহরটির পতন হয় এবং ইসমাঈল ক্ষতিপূরণস্বরূপ বা'লাবাক্ক লাভ করেন। খাওয়ারিযমীরা সালিহ আয়্যূবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ৬৪৪/১৬৪৬ সনে ইসমাঈলের পক্ষে নিজেদের সাহায্যের প্রস্তাব করে যাহাতে ইসমাঈল দামিশক পুনর্দখল করিতে পারেন। সালিহ আয়্যূবের বেতনভুক্ত ইব্রাহীম ইব্ন শীরকূহ ও আলেপ্পোর নাসির য়ূসুফ এক বিরাট বাহিনীসহ দক্ষিণাভিমুখে রওয়ানা হন। খাওয়ারিযমীরা দামিশ্‌ক অবরোধ তুলিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসে। তাহারা ৮ মুহ'াররাম, ৬৪৪/২৬ মে, ১২৪৬ সনে হিম্‌সের হ্রদের নিকট পরাজয় বরণ করে। ইব্রাহীম দামিশ্‌কে পৌঁছেন এবং শহরের পশ্চিমে নাইরাবে তাঁবু ফেলেন। এখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১২ সাফার, ৬৪৪/২৮ জুন, ১২৪৬ সনে ইনতিকাল করেন। হিমসে তাঁহার পিতার কবরের পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পুত্র আবুল-ফাত্হ মূসা আল-মালিকু'ল-আশ্‌রাফ মুজাফফারুদ-দাওলা উপাধি ধারণ করিয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং সালিহ আয়্যূবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবূ শামা, তারাজিম রিজাল, সম্পা. কাওছারী, ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১৭৮; (২) E. Blochet, Hist. d Alep de Kamal ad-din, 213-26; (৩) আল-মাকীন ইব্নু'ল-আমীদ, Chronique des Ayyoubides, সম্পা. cl. Cahen, in BEO, xv (1955-7), 109-84; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫খ, ২২৯; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, অনু. de Slane, ১খ, ৬২৭-৮; (৬) ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ১৩খ, ১৫৪-৭২; (৭) R. grousset, Hist. des Croisades, iii, 416, 419; (৮) Cl. Cahen, syrie du Nord, 648-9; (৯) S. Runciman, Hist. of the Crusades, iii, 223, 225-6, 228; (১০) K. Setton সম্পা., A. History of the Crusades, ii, 561-4, 708-10.,

N. Elisseeff (E.I.[2])/মনজুর আহসান

ইব্রাহীম ইব্ন সায়াবা (ابراهيم بن سيابة) : দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধের একজন সাধারণ কবি ছিলেন, যিনি আনু. ১৯৩/৮০৯ সনে ইনতিকাল করেন। অখ্যাত বংশ পরিচিতি ও আব্বাসীদের একজন মাওলা এই ব্যক্তি ইব্নুল-মু'তায্য-এর মতে আল-মাহ্দীর দফতর-সচিব ছিলেন। কিন্তু জান্দাকা সন্দেহে তিনি পদচ্যুত হন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার সময়কার অনেকের মত তিনি ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কিত কিংবদন্তী অনুসারে তাহার মধ্যে বুদ্ধির অভাব ছিল না। ইব্নু'ল-মু'তায্য তাঁহাকে একজন স্বভাব কবি (মাতবু') বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অপরদিকে আগানীর লেখকের মত ভিন্নতর। তাঁহার মতে তিনি যেসব কবিতা লিখিয়াছিলেন ইহার গুরুত্ব সামান্যই। ইব্রাহীম আল-মাওসিলী ও তাঁহার পুত্র ইসহাক তাঁহার প্রতি বন্ধুত্বের কারণে এইসব কবিতায় সুর সংযোজন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি কিছু পরিমাণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি সমাজের উপর তলার লোকজনদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। য়াহ্'য়া ইব্ন খালিদ আল-বারমাকীর উদ্দেশে (ইহা পরিষ্কার নহে যে, কী পরিস্থিতিতে) তিনি একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আল-জাহিজ-এর (বায়ান, ৩খ, ২১৫) মতে বাগদাদের অধিবাসীরা তখন ইহা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান ও বুখালা, indexes; (২) জাহশিয়ারী, ২০৩ (অশুদ্ধভাবে ইব্রাহীম ইব্ন শাবাবা); (৩) ইব্ন কুতায়বা, উয়ূনু'ল-আখ্বার, ১খ, ২৯৩; (৪) ইব্নু'ল মু'তায্য, ত'বাকা'ত, ৩৬-৭; (৫) আগানী, ১০খ, ৫--৮ (Beirut ed.. xii, 80-4)।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.[2])/মনজুর আহসান

ইব্রাহীম ইব্ন সুলায়মান (ابراهيم بن سليمان) : আর-রূমী আল-কুনাবী, ৮ম/১৪শ শতকের এশিয়া মাইনরের কিরমান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর এবং সালজূক শাসনামলের রাজধানী কূনিয়ার একজন প্রখ্যাত 'আলিম, মুফাসসির, নীতিবিশারদ ও ব্যাকরণবিদ। তাঁহার উপাধি ছিল রাদিয়্যুদ্দীন। খ্যাতনামা 'আলিমদের নিকট বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বিশেষভাবে 'আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং এইজন্য তাঁহার নামের সহিত আল-মানতিকী (ন্যায়শাস্ত্রবিদ) ও আন-নাহ্বী (ব্যাকরণবিদ) শব্দদ্বয় সংযোজিত হয়। শিক্ষাকাল সমাপ্তির পর তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার বহু ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। তিনি সাতবার হজ্জ পালন করেন।

শায়খ ইব্রাহীমের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ইমাম মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল হাসান আশ-শায়বানী রচিত আল-জামিউ'ল কাবীর গ্রন্থের ছয় খণ্ডে বিভক্ত ভাষ্য শারহুল-জামিইল-কাবীর। তিনি শারহুল মানজূমা নামক পুস্তকটি ৭৩২/১৩৩১ সালে রচনা করেন। এই পুস্তকটির রচনাকাল হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ম/১৪শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মোল্লা আলী আল-কারী বলেন, শায়খ ইব্রাহীম একজন বিজ্ঞ 'আলিম, ব্যাকরণবিদ ও তাফসীরকার ছিলেন এবং স্বভাব-চরিত্রে তিনি ছিলেন বিনয়ী ও সদাচারী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মোল্লা 'আলী আল-কারী, আল-আছ'মারুল জানিয়া ফী তাবাক'াতি'ল-হানাফিয়্যা, নির্ঘণ্ট; (২) আল্লামা আবু'ল-হাসানাত মুহ'াম্মাদ আবদুল-হ'ায়্যি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ফী তাবাক'াতি'ল-হানাফিয়্যা, আস সা'আদা, প্রেস, ১ম সং, কায়রো, ১৩২৪ হি., পৃ. ৯।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইবরাহীম ইব্ন হিলাল (দ্র. আস-সাবি)

ইবরাহীম ইব্নুল-আশ্তার (ابراهيم بن الاشتر) ঃ মালিক ইব্নুল-হ'ারিছ আন-নাখাঈ নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র (দ্র. আল-আশ্তার) একজন সিপাহী, যিনি 'আলী (রা)-পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইতঃপূর্বে তিনি সিফফীন (দ্র.)-এ 'আলী (রা)-র পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল-মুখ্তার ইব্ন আবী উবায়দ (দ্র.)-এর পক্ষ সমর্থনই তাঁহার ঐতিহাসিক গুরুত্বের ভিত্তি। বস্তুত মনে হয়, এই আন্দোলনকারীর সহিত যোগদানের পূর্বে তিনি ইতস্তত করিয়াছিলেন। স্বয়ং কাহিনীকারগণ মনে করেন যে, আল-মুখ্তারকে 'আলী (রা)-র পুত্রের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতিদানে সম্মতির পূর্বে মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়্যা কর্তৃক ইব্রাহীমের নিকট লিখিত বলিয়া একখানি চিঠি জাল করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন আল-মুখতার। ইব্নু'ল আশ্তার [যাহার নাম বিখ্যাত খাশাবিয়া (দ্র.) দলের সহিত উল্লেখ করা হয়, হু'সায়নিয়া দলের সহিত নহে, যাহা হু'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তাঁহাদের আবেদন হইতে অনুমিত] খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন উমায়া বাহিনীর উপর পরাজয়ের আঘাত হানিয়া এবং এইজন্য যে, ১০ মুহ'াররাম, ৬৭/৬ আগস্ট, ৬৮৬ তারিখে আল-মাদাইন-এর নিকটস্থ আল জাযির-এর যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ (দ্র.) ও আরও কয়েকজন প্রধান প্রতিপক্ষকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করেন। নিহতদের মস্তকগুলি আল-মুখতার-এর কাছে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সেইগুলি 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যুবায়র-এর নিকট পাঠাইয়া দেন।

১৪ রামাদান, ৬৭/৩ এপিল, ৬৮৭ মুস'আব ইব্নু'য-যুবায়র-এর বাহিনী কর্তৃক কূফা অবরোধকালে অবরুদ্ধদের প্রতিআক্রমণে আল-মুখতারের মৃত্যু হইলে এবং ইব্নু'ল-আশ্তার-এর অবর্তমানে যুবায়রী দল এই সাহসী সেনাপতির সাহায্য লাভ করে (ইব্নু'ল আশতার তাঁহার নেতা কর্তৃক আল-মাওসিল-এ প্রেরিত হইয়াছিল)। 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁহার শত্রুগণের নিকট হইতে ইব্রাহীমকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি তাহাদের অনুগত রহিলেন। মুস্'আব-এর সেনাদলে যুদ্ধ করিবার সময় তিনি জুমাদা-১, ৭২/অক্টোবর ৬৯১ তারিখে দায়রুল- জাছালীক (দ্র.) নামক যুদ্ধের প্রাক্কালে নিহত হন। আল-মাসঊদী, ইব্রাহীম-এর অন্তিম মুহূর্তগুলির একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ শত্রুদের নিকট প্রেরিত হইলে পর উহাকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

ইব্রাহীম ইব্নু'ল-আশতারকে কখনও কখনও আবূ ইম্রান ইবরাহীম ইব্ন য়াযীদ ইব্ন কায়স আন-নাখাঈ নামক কূফার একজন ফাকীহ' ও মুহ'াদ্দিছ' ৯৫০-৬৫/৬৭৯-৭১৫) বলিয়া ভুল করা হয় (দ্র. ইব্ন হাজার, তাহ্যীব)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্নু'ল-আছ'ীর, Sub annis, পৃ. ৬৭, ৭২; (৩) বালাযুরী, আনসাব, নির্ঘণ্ট; (৪) মাস্উদী, মুরূজ, ৫খ., ২২২, ২২৩, ২২৪-৫, ২৪২-৬; (৫) ইব্নু'ল-কাল্বী-Caskel, দ্র. জামহারা, tab. 264 and register; (৬) আগ'ানী, বৈরূত সং, ১৭খ., পৃ. ২৫২; (৭) দাইরাতু'ল মাআরিফ, ২খ., ১২২-৩।

সম্পাদনা পরিষদ E.I.2)/ মুহাম্মদ রুহুল আমীন

ইব্রাহীম ইব্নুল ওয়ালীদ (ابراهيم بن الوليد) ঃ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক আবূ ইসহ'াক, খলীফা ১ম আল-ওয়ালীদ (দ্র.)-এর এক ক্রীতদাসীর পুত্র (আল-য়া'কূবীর গ্রন্থে তাঁহার নাম সুআর ও আল-মাসঊদীতে দায়রা)। তাঁহার ভাই ২য় য়াযীদ (দ্র.) খিলাফাত লাভের (২০ জুমাদাল উখ্রা, ১২৬/৯ এপ্রিল, ৭৪৪) তিন দিন পর তাঁহাকে ওয়ালিয়্যল-আহদ পদে নিযুক্ত করেন। আত'-তা'বারীর মতে কাদারিয়া (দ্র.)-দের জিদের দরুন এই নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহারা সিংহাসনের জন্য এমন একজন উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিল, যিনি তাহাদের সাহায্যকারী হইবেন। ২য় য়াযীদ উরদুন জেলায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলে ইব্রাহীমকে উহার আমীর (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। কেবল আল-য়া'কূবীর বিবৃতি মতে ইব্রাহীম কর্তৃক বিষ প্রয়োগে য়াযীদের মৃত্যু হয় বলিয়া মনে করা হয়। য়াযীদের ইনতিকালের (৭ কিংবা ১৯ যুল'-হিজ্জা, ১২৬/২০ সেপ্টেম্বর বা ২ অক্টোবর, ৭৪৪) পর ইব্রাহীমের খিলাফাত কেবল সিরিয়ার দক্ষিণাংশ মানিয়া লয়। উত্তরাংশে হিম্স-এর অধিবাসিগণ তাঁহার মামাতো ভাই 'আবদু'ল-আযীয ইব্নু'ল-হাজ্জাজ (দ্র.)-কে, যাহাকে ইব্রাহীম সেখানকার আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেখানে প্রবেশে বাধা দিলে তিনি শহরটি অবরোধ করিতে বাধ্য হন।

ইতিপূর্বে ২য় আল-ওয়ালীদের ইনতিকাল হইলে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের শাসনকর্তা মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদ (দ্র.) সসৈন্যে জাযীরায় গিয়া গোপনে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দের আনুগত্য গ্রহণ করেন। আল-ওয়ালীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে তিনি য়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে নূতন খলীফার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির ফলে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান ছাড়াও তিনি জাযীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। চুক্তি সম্পাদনের পর মারওয়ান আর্মেনিয়ায় সসৈন্য প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় য়াযীদের ইনতিকাল ও ইবরাহীমের সিংহাসন লাভ তাঁহাকে সমরাভিযান পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি নূতন খলীফাকে সিংহানচ্যুত করিবার জন্য জাযীরা ও আর্মেনিয়ার সৈন্যবাহিনী লইয়া সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ইব্রাহীমের দুই ভাই বিশর (দ্র.) ও মাসরূরকে হালাব (ইব্নু'ল-আছ'ীর-এর মতে কিন্নাসরীন)-এর রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। ইহার পর তিনি 'আবদু'ল আযীয ইব্নুল-হাজ্জাজ কর্তৃক আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহার করেন (অথবা কোন কোন সূত্রে জানা যায়, শেষোক্ত ব্যক্তি আগেই শহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সেখান হইতে

বিতাড়িত করেন)। ঐ সময়ে 'আবদু'ল আযীয পলাইয়া দামিশকে পৌঁছিলে সেখানকার বাসিন্দাগণ তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ৮০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া মারওয়ান দামিশকের দিকে অগ্রসর হইলে ইব্‌রাহীম তাহার চাচাতো ভাই সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'আবদির-মালিকের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ফলে দামিশ্‌কে'র নিকটবর্তী আয়নুল-জারর নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে সেনাদলটি দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং (সাফার ১২৭/১৮ নভেম্বর ৭৪৪) উহার সেনাপতি দামিশকে পলায়ন করেন। এই পরিস্থিতিতে দামিশকে'র আমীরগণ ২য় আল-ওয়ালীদের দুই বন্দী পুত্র আল-হ'াকাম ও 'উছ'মানকে হত্যার সঙ্কল্প করে। কেননা মারওয়ান আয়নুল-জারর-এর যুদ্ধের পূর্বে ২য় আল-ওয়ালীদের পুত্ররূপে খিলাফাতে তাঁহাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে রাযী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, উহাদের একজন খলীফা হইলে তিনি তাহার পিতার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এইভাবে সিংহাসনের দাবিদারদের ইনতিকাল হইলে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। তখন হইতে মারওয়ান তাঁহার নিজের দাবি পেশ করার সুযোগ পান। তিনি দামিশ্‌কে' পৌঁছিলে তথাকার অধিবাসিগণ অবিলম্বে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। মারওয়ান যখন দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন তখন ইব্‌রাহীম কিরূপ আচরণ করেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আল-য়া'কূবী বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দামিশকে'ই মারওয়ানকে নূতন খলীফারূপে স্বীকৃতি দেন। ৯১৫ সাফার, ১২৭/২৬ নভেম্বর, ৭৪৪)। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে তিনি সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের সহিত তাদ্‌মুর (Palonyra) নামক স্থানে পলায়ন করেন।

অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তিনি নিজের উদ্যোগে মারওয়ানের নিকট হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ইহাতে (আল-মাখলূ) বলিয়া তাঁহার ডাকনাম রটিয়া যায়। যাহা হউক, তখন হইতে ইব্‌রাহীম ২য় মারওয়ানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে থাকেন। তিনি খলীফার অন্যতম পারিষদ হওয়াতে সকলের নিকট হইতে সম্মানজনক ব্যবহার পাইতে থাকেন। যাব (দ্র.)-এর যুদ্ধে তাঁহার ইনতিকালের দিনটি (১১ জুমাদাল-উখরা, ১৩২/২৫ জানুয়ারী, ৭৫০) ইতিহাসে উমায়্যা আমলের সমাপ্তি দিবস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। কথিত আছে, যে সকল পলাতক লোকজন নদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহের মধ্যে তাঁহার লাশ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অন্য ধরনের বিবরণও রহিয়াছে। ইব্‌নু'ল-আছ্‌ীরের মতে তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলী (দ্র.) কর্তৃক সিরিয়ায় নিহত হন। আল-মাসঊদীর মতে মারওয়ান দামিশ্‌ক অধিকার করিয়া ইব্‌রাহীমকে সেখান হইতে বিতাড়িত করেন এবং যাব-এর যুদ্ধের পূর্বে তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন এবং তাঁহার মৃতদেহ শূলে বিদ্ধ করেন। আদ-দীনাওয়ারী বলেন যে, মারওয়ান দামিশ্‌কে' প্রবেশের দিনেই তাঁহাকে হত্যা করেন।

স্পষ্টতই মনে হয়, তিনি সর্বসম্মতভাবে সিংহাসনে আসীন না হওয়ার কারণে আল-মাসঊদী তাঁহাকে উমায়্যা খলীফাদের তালিকাভুক্ত করেন নাই। বস্তুত খলীফা আল-ওয়ালীদের ইনতিকালের পর যখন সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন ইব্‌রাহীম যে কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নাই তাহা অবশ্য সত্য। তাঁহার খলীফা হওয়ার পূর্বেকার ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রগুলি একেবারে কিছুই উল্লেখ করে নাই এবং তাহারা তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনকালে তাঁহাকে কোনই গুরুত্ব দেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ, ৮৩৯, ১২৭০, ১৮৩৪, ১৮৬৯, ১৮৭৫, ১৮৭৬, ১৮৭৭, ১৮৯০, ১৮৯২, ১৮৯৩, ৩খ, ৪১ ও সূচী; (২) য়াকূ'বী, ২খ, ৩৪৯, ৪০২, ৪০৩; (৩) দীনাওয়ারী, আল-আখ্‌বারুত-তি'ওয়াল, সম্পা. Guirgass, পৃ. ৩৫০; (৪) মাসঊদী, মুরূজ, ৬খ, ১৯, ৩২, ৫০, ৭৩, ৭৪, ৩৫২, ৯খ, ৪৩; (৫) ইব্‌নু'ল আছীর, ৫খ, ২২৩, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৩-৬, ৩২২ ও সূচী; (৬) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ১০খ, ১৩, ২১-৩, ৪৩; (৭) G. Weil, Gesch d. Chalifen, ১খ, ৬৭৮-৮৫; (৮) J. Wellhausen, Das arabische Reich, ইং. অনু. The Arab kingdom and its fall, কলিকাতা ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮৪। অন্যান্য সূত্রের জন্য দ্র. (৯) L. Caetani, Chronographia, ৫খ, ১৫৯৯।

V. Cremonesi (E.I.²)/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মাহ্‌দী (ابراهيم بن المهدى) ঃ তিনি ছিলেন একজন 'আব্বাসী শাহযাদা। ১৬২/জুলাই ৭৭৯ সনের শেষদিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং রামাদা'ন ২২৪/জুলাই ৮৩৯ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি খলীফা আল-মাহদী (দ্র.) ও তাঁহার দায়লামী বংশোদ্ভূত শিক্‌লা নামক ক্রীতদাসীর পুত্র। খলীফা আল-মা'মূন (দ্র.) মারবে অবস্থান করিয়া যখন 'আলী আর-রিদাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তখন তিনি বাগদাদে ছিলেন। বাগদাদের অধিবাসী ও 'আব্বাসী অভিজাতগণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কেননা ইহা 'আব্বাসী প্রথম খলীফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনসম্মত নিয়ম-নীতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়। অতঃপর আল-মা'মূনের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাঁহার স্থলে তাঁহার চাচা ইবরাহীমকে খলীফারূপে ঘোষণা করা হয়। তিনি শাসনকালীন আল-মুবারাক নাম ধারণ করেন। ৫ মুহাররাম, ২০২/২৪ জুলাই, ৮১৭ সনে বৃহৎ মসজিদে সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইবরাহীম-এর শাসনকাল ছিল স্বল্পকালীন। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথমত বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। মা'মূনের সম্মতি অনুসারে তাঁহার সেনাপতিদ্বয় সা'ঈদ ইব্‌ন সাজূর ও 'ঈসা ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ওয়াসিত-এর নিকটে ২৬ রাজাব, ২০২/৭ ফেব্রুয়ারী, ৮১৮ সনে ইরাকের গভর্নর আল-হ'াসান ইব্‌ন সাহ্‌ল (দ্র.) কর্তৃক প্রস্তুত হন। তাহাদের পরাজয়ের পর 'ঈসা প্রকাশ্যে আল-মা'মূনের পক্ষ অবলম্বন করেন। সেই সময়ে অন্যান্য নেতা গোপনে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য কাজ করিয়াছিলেন। আল-মা'মূনের বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ইবরাহীম তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করেন। খলীফার নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পূর্বে তিনি যু'লহি'জ্জা ২০৩/জুন ৮১৯ সনে পদত্যাগ করেন। খলীফা ১৪ সাফার, ২০৪/১১ আগস্ট, ৮১৯ সনে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। ইব্‌রাহীম কয়েক বৎসর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ২১০/৮২৫-৬ সালে কোন এক সময়ে তাঁহার নির্জন আবাস ফাঁস হইয়া যায়। তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং সম্ভবত পরবর্তী কালে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

ইবরাহীম ইব্‌নু'ল-মাহ্‌দীকে ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিকতায় জড়িত করা হইয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পাদনে যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না। তিনি একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, সঙ্গীত ও গান রচনার খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের দয়ায় ও কৃপায় তিনি ২১০/৮২৫-৬ সন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বাগদাদে এবং অতঃপর সামার্‌রাতে একজন কবি-গায়কের জীবন যাপন করেন এবং অতঃপর তিনি খলীফার দরবারে একজন সরকারী স্তাবকের ভূমিকা পালন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Barbier de Meynard, Ibrahim fils de Mehdi, Paris 1869 (offprint from JA); (২) D. Sourdel, Le vizirat abbaside, নির্ঘন্ট; (৩) তাবারী, ৩খ, নির্ঘণ্ট; (৪) য়া'কূবী, নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্‌ন তায়ফূর, কিতাব বাগ'দাদ, নির্ঘণ্ট; (৬) মাস'উদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; (৭) আগানী, তালিকাসমূহ; (৮) ইব্‌নু'ল-আছীর, ৬খ., নির্ঘণ্ট; (৯) ইব্‌ন তাগরীবির্‌দী, ১খ., ৫৭৮ প.; (১০) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৮; (১১) ইব্‌ন খাল্লিকা'ন-de Slane, i, 16 ff.

D. Sourdel (E.I.²)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মুদাব্বির (দ্র. ইব্‌নুল-মুদাব্বির)

ইব্‌রাহীম ইব্‌নুস-সিন্দী (ابراهيم بن السندى) ঃ ইব্‌ন শাহাক, 'আব্বাসী বংশের মিত্র (مولى)। ইনি বিশেষ দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁহার বিশদ জীবনী সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি বড় একটা জানা যায় নাই। তাঁহার পিতা আস-সিন্দী ইব্‌ন শাহাক-এর সম্পর্কেও একই ব্যাপার। সম্ভবত তিনি সিন্ধুদেশ হইতে আনীত ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরবর্তী কালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সিরিয়ায় কা'দী (ইব্‌ন কুতায়বা, 'উয়ূন, ১খ., ৭০) ও শাসনকর্তা (والى) ছিলেন (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ৫খ., ৩৯৩)। তবে খলীফা হারূনু'র-রাশীদের প্রতি বিশেষ আনুগত্যের দায়িত্বসহ পুলিশ অফিসারের ভূমিকা পালনই তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল বলিয়া মনে হয়। খলীফা তাঁহাকে বারামিকা (দ্র.) পরিবার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নের বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করেন, এমনকি জা'ফার আল-বারমাকীর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়ার পর তিনি সম্ভবত টাঁকশালের ভারপ্রাপ্ত হন (Father Anastase, নুকূদ, কায়রো-বাগদাদ ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৪৮, ৪৯, ৫৭)। সঠিকভাবে বলিতে গেলে তিনি পুলিশ প্রধান ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, বরং খলীফা হারূনু'র-রাশীদ ও খলীফা আল-আমীনের আমলে সাহিবু'শ-শুরতা (صاحب الشرطة)-এর অধীনে কর্মচারীরূপে তিনি বাগদাদের একটা এলাকায় দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি ঐ দুই খলীফার বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন। কবি কুশাজিম মাহ'মূদ ইব্‌নু'ল-হুসায়ন ইব্‌নি'স-সিন্দী (মৃ. ৩৩০/৯৪১-২) ছিলেন তাঁহার পৌত্র (ফিহরিস্ত, কায়রো, পৃ. ২৪০; M. Canard, সায়ফুদ্দাওলা, পৃ. ২৯১)। আস-সিন্দী সম্পর্কে আরও দ্র. জাহিজ, Couronne, পৃ. ৪০; জাহ্‌শিয়ারী, উযারা', পৃ. ২৩৬-৭; তাবারী, ৩খ, ২৮১ প.; জাহিজ, হায়াওয়ান, ৪খ., ৪২৩, ৪২৫, ৫খ., ৩৩৯, ৩৯৩; ফাখরী, পৃ. ১৪৫; মাস'উদী, তানবীহ, সম্পা. সাবী, পৃ. ৩০২; ঐ লেখক, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ., ১৩৫, ১৭৩; ইব্‌ন বাবুয়া, ইছবাতু'ল-গায়বা, সম্পা. Moller, পৃ. ৩৭; D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

তাঁহার বন্ধু আল-জাহিজ কয়েকটি গ্রন্থে ইবরাহীম আস-সিন্দীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সুপরিচিত। জাহিজ তাঁহাকে "এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, বাগ্মী, কুলজীবিদ, ফাকীহ, বৈয়াকরণ ও ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিছ, কবিতার প্রচারক (راوى) ও কবি, জ্যোতিষী ও চিকিৎসক" হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন (বায়ান, ১খ, ৩৩৫)। আল-জাহিজ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কালামা-বিদদের (متكلمون) অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন; তবে তিনি তাঁহার বংশবৃত্তান্ত ও রিজালু'দ-দা'ওয়া (সম্ভবত রাজনীতির প্রচারকগণ) সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থের অন্য এক অংশ (রাসা'ইল, সম্পা. হারূন, পৃ. ৭৭) তিনি বলিয়াছেন, ইব্‌রাহীম "তাঁহার মনিবগণকে সমর্থন করিতেন, তাঁহাদের সুখ্যাতির দাবীপ্রচার করিতেন (أيام), তাঁহাদেরকে মানিয়া চলিবার জন্য জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেন, জনগণকে তাঁহাদের মানাকিব (সদ্‌গুণাবলী) শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে" এবং তাঁহার বাকপটুতার জন্য মনিবদের কাছে তিনি "দশ হাযার উন্মুক্ত তরবারি অপেক্ষা বেশী কার্যকর ছিলেন"। আল-জাহিজ-এর মতে ইব্‌রাহীম-এর ভাই নাস্‌র (বায়ান, ১খ, ৩৩৫) ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় হাদীছসমূহ বিশ্বস্ততার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাঁহার (ইব্‌রাহীম-এর) বর্ণনাসমূহ কুরায়শ ও 'আব্বাসীদের ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই গুলিতে এমন সব তথ্য রহিয়াছে যেইগুলির সহিত হায়ছাম ইব্‌ন 'আদী (দ্র.) ও ইব্‌নু'ল-কালবী (দ্র.)-র গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত তথ্যসমূহের কোন মিল নাই, কিন্তু এগুলি অলঙ্কৃত (مصور) ছিল না। ৩য়/৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যেই ধরনের রাজনৈতিক প্রচারকার্য চলিত, সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়া খুবই দরকার। জাহিজ-এর তথ্যাদির অতিরিক্ত শুধু জানা যায় যে, ইব্‌রাহীম কূফায় একটি প্রশাসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন (ইব্‌ন কুতায়বা, 'উয়ূন, ৩খ., ১২১; আছ-ছা'আলিবী, ছিমার, পৃ. ৩৫৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহের অতিরিক্তঃ (১) জাহিজ, বুখালা', সম্পা. হাজিরী, পৃ. ১৯, ২৬৫; (২) ঐ লেখক, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৪) ঐ লেখক, মুখতার, বার্লিন ৫০৩২ [দ্র. Oriens, ৭/১খ (১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ৮৬]; (৫) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ্‌, 'ইক্‌দ, ১৯৪০ খৃ. সং, ১খ., ১৭৯, ২খ., ১৫, ২৮, ২৯, ২৭৯; (৬) মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৭৩৭; (৭) বায়হাকী, মাহাসিন, পৃ. ১৭৮; (৮) ইব্‌ন কুতায়বা, 'উয়ূনু'ল-আখবার, ২খ, ১২১ প.; (৯) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ., ১৩০।

Ch. Pellat (E.I.²)/মুহম্মদ ইলহি বখশ

ইব্‌রাহীম আল-ইমাম (দ্র. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ)

ইবরাহীম কাজী (قاضى ابراهيم على) ঃ মূল নাম ইবরাহীম আলী, নিকাহ রেজিষ্ট্রার হিসাবে কাজী খেতাব যুক্ত হইয়াছে। মনে করা হয়, ১৯০৮ খৃ. সময় তৎকালীন সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বিয়ানী বাজার থানার বড়দেশ নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শিশু ইবরাহীমের বয়স যখন পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর তখন তিনি পিতৃহারা হন। ফলে তিনি তাঁহার চাচাদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। অধুনালুপ্ত স্থানীয় বড়দেশ মাদরাসায় তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। ১৯২৮ সনে আসাম মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষায় (ফার্স্ট মাদরাসা একজামিনেশনে) তিনি বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা হইতে তিনি ১৯৩৪ সনে ফাইনাল মাদরাসা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৬ সনে তদানীন্তন অখণ্ড বাংলার মাদরাসা বোর্ডের কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মুমতাযুল মুহাদ্দিছীন সনদ লাভ করেন। ছাত্র জীবন হইতে তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু ও অধ্যয়নে আন্তরিক। শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি ছিল তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা। শিক্ষকদের প্রতি অনুগত থাকা ছিল তাঁহার ছাত্র জীবনের ব্রত।

মাওলানা আতহার আলী (র) ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী মুগাদিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্র হিসাবে কিশোরগঞ্জকে বাছিয়া লন এবং

তথায় সপরিবারে চলিয়া যান। এই সময় যুবক ইবরাহীমকে তিনি তথায় আহ্বান জানাইলে তিনিও কিশোরগঞ্জ চলিয়া যান। তাহাকে হায়বত নগর মাদরাসায় শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়।

মাওলানা সিরাজ উদ্দীন আহমদ 'বিয়ানী বাজার মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করিয়া মাওলানা ইবরাহীমকে নিজ এলাকায় চলিয়া আসিতে তাগিদ দেন। তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে তিনি স্বীয় এলাকায় ফিরিয়া আসিয়া ১৯৪৪ সনে উক্ত মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। কিশোরগঞ্জে অবস্থানকালে কাজী সাহেব মাওলানা আতাহার আলী (র)-এর নিকট আধ্যাত্মিকতার সবক গ্রহণ করেন। কাজী সাহেব ১৯৩৯ সনের রামযান মাসে থানাভবনে থানবী (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং তিনি তাঁহাকে বায়'আত করেন। অতঃপর থানবী (র) তাঁহাকে স্বীয় খলীফা মাওলানা আতাহার আলীর নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। মুরশিদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মাওলানা আতাহার আলী (র)-এর দরবারে ফিরিয়া আসেন। তদানীন্তন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ছিল নিখিল ভারতীয় 'আলিমদের একমাত্র সংগঠন। অখণ্ড ভারতের প্রশ্নে তৎকালে উলামায়ে কিরাম দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলে থানবী (র)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পাল্টা জমিয়ত গঠিত হয়, যাহার নামকরণ করা হয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। মাওলানা আতাহার আলী হন জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম আসাম প্রাদেশিক শাখার সভাপতি। তদানীন্তন সিলেট ও কাছাড় জেলাদ্বয়ে এই সংগঠনের শাখা গঠনের দায়িত্ব আরোপিত হয় কাজী ইবরাহীমের উপর।

সিলেটের গণভোট প্রশ্নে কাযী ইবরাহীম আলীর অবদান ইতিহাসে অম্লান থাকিবে। অবশ্য এই আন্দোলনের তিনি একটি মাত্র অংশ ছিলেন। সার্বিক আন্দোলনে তদানিন্তন পাকিস্তানের জাতীয় নেতা ও ছাত্র নেতারা পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে সিলেটে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিলেটের জনগণ পাকিস্তানের পক্ষে গণভোটে রায় দেন।

গণভোট শেষ হইলে মাওলানা আতাহার 'আলীর আমন্ত্রণে ১৯৪৮ সালে কাযী সাহেব পুনরায় কিশোরগঞ্জ চলিয়া যান। জামি'আ ইমদাদিয়্যা কিশোরগঞ্জ মাদরাসার মুফতী পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। অত্যন্ত সুনামের সহিত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও বিয়ানী বাজারের জনগণ তাঁহাকে নিজ এলাকায় ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিতে থাকেন। তিনি এক বৎসর পরই ১৯৪৯ সনে আবার বিয়ানীবাজার ফিরিয়া আসেন। ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল ছিল নেজামে ইসলাম পার্টি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এই জয়লাভের পিছনে কাযী ইবরাহীম আলীর যথেষ্ট অবদান ছিল।

কাযী ইবরাহীম 'আলী ছিলেন একজন নীতিবান ব্যক্তি। অন্যায়ের সহিত তিনি কোন সময় আপোস করেন নাই। দীন ইসলামের বিপরীতে তিনি কোন দিন পার্থিব সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেন নাই। ১৯৬১ সনে ফিল্ড মার্শাল আয়্যুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন নামে একটি আইন জারী করিলে, তিনি কাযী পদ হইতে ইস্তফা দেন।

হযরত শাহজালাল (র)-এর কবরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার দরগাহে যে সকল বিদ'আত হয় উহার বিরুদ্ধেও কাযী সাহেব অভিযান চালাইয়াছিলেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় থাকায় যেমনিভাবে এই অপকর্ম গোটা দেশ হইতে উৎখাত করা যায় নাই তেমনিভাবে সিলেট হইতেও উহা উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নাই। তবে এই কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে শাহজালাল (র)-এর দরগাহে উহা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য ওয়ালীগণের কবরকে কেন্দ্র করিয়া যাহা হইতেছে সেই তুলনায় সিলেটে উহা খুবই কম।

১৯৬১ সনে বাংলাদেশের বিশেষত সিলেট অঞ্চলের সর্বস্তরের 'উলামায়ে কিরামকে লইয়া ঐতিহাসিক শাহী ঈদগাহ ময়দানে সাত দিনব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মৌলিক ইস্যুতে 'আলিমগণকে কাছাকাছি আনা। এই সেমিনারের মূল উদ্যোক্তা যদিও মরহুম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) ছিলেন, কিন্তু উহার নেপথ্যে ছিলেন কাযী ইবরাহীম 'আলী। 'আলিম সমাজের মাঝে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর কাযী সাহেব দুইটি অধিবেশনে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁহার অভিমত ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় দাবিতে 'উলামায়ে কিরামের ঐক্য কেবল অপরিহার্যই নয়, বরং তাহা ফরযে আইন। তাঁহার এই বক্তব্যে উপস্থিত জনতা অভিভূত হইয়া উহার সহিত একমত পোষণ করেন।

মাওলানা আতাহার 'আলীর ইনতিকালের পর তিনি হাফেজ্জী হুজুরের সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৮০ সনে হাফেজ্জী হুজুর তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করেন। এত উচ্চ পর্যায়ের একজন আধ্যাত্মিক নেতার খিলাফত লাভ করিলেও তিনি উহা গোপন রাখিতেন। অবশ্য উহা পরবর্তীতে আর গোপন থাকে নাই।

অধ্যয়ন ছিল তাঁহার নিত্য দিনের অপরিহার্য অংশ। কিতাব সংগ্রহ ছিল তাঁহার বিরাট সখের কাজ। ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। ফিকহশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থগুলির বিরাট একটি সম্ভার ছিল তাঁহার গৃহে।

শিরক বিদ'আতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোসহীন। আমাদের সমাজে শিরক বিদ'আত বিরাট ব্যাধি হিসাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। অজ্ঞতা এবং একশ্রেণীর লোকের রুটি রোজীর ধান্ধার ফলে শিরক ও বিদ'আত সমাজে প্রসার লাভ করে। কাযী সাহেবের পরামর্শ ছিল, কোন আমল বিদআত হিসাবে চিহ্নিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে বিরত হইয়া তওবা করা হইল ঈমানের দাবি। কিন্তু বাপদাদার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে ফলে আমরা সেই পথই অনুসরণ করিব বলিয়া এই ব্যাপারে হটকারীর পথ বাছিয়া লওয়া হইল জাহিলী যুগের দাবি। কাযী সাহেবের দালীলিক যুক্তির আয়নায় শিরক-বিদআতের ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অজস্র মানুষ বহুদিনের লালিত বিদআত ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাযী ইবরাহীম ছিলেন ধীরস্থির ও মিষ্টভাষী, ভাবাবেগ মুক্ত। স্বীয় মতের বিরুদ্ধবাদীগণের সহিতও তাঁহার ব্যবহার ছিল মার্জিত ও রুচিপূর্ণ। প্রতিপক্ষের প্রতি ছিল তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ। তাঁহার জবান হইতে কেহ এতটুকু নিন্দাও শুনে নাই। তাঁহার সমালোচনা ছিল মমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ। পথ চলিতেন ধীর-স্থিরভাবে মন্থর গতিতে। তাহার ওয়াজ ছিল সুবিন্যস্ত ও যুক্তিনির্ভর।

কাযী ইবরাহীম 'আলী কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পর 'আলিম সমাজে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। এই কিতাবটির নাম আল-বিদআতু আলা দাওইল কুরআনি ওয়াস- সুন্নাহ (البدعة على ضوء القران والسنة)। এই কিতাবে তিনি বিদআতের স্বরূপ উদঘাটনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাযী সাহেব ছিলেন দুই ছেলে ও ছয় মেয়ের জনক। বার্ধক্য জনিত কারণ ছাড়াও কাযী ইবরাহীম ছিলেন গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আর

হাপানী রোগ ছিল পূর্ব হইতেই, ফলে শয্যাশায়ী ছিলেন অনেক দিন। অবশেষে ১৩ শাবান, ১৩১৬ হি. / ২২ পৌষ, ১৩০২ বাংলা / ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৬ সন শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট ১৯৯৬ খৃ., ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত; (২) আবদুল হাকীম তপাদার, কাজী ইব্রাহীমের ইনতেকাল এক নক্ষত্রের পতন, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি; (৩) মরহুমের সন্তানাদি ও স্থানীয় পরিচিত জনপদের নিকট হইতে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

ফয়সল আহমদ জালালী

ইব্‌রাহীম (কারী, মুহাম্মাদ) (قارى محمد ابراهيم) ঃ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কারী, 'আলিম, 'ওয়া'ইজ ও চিশতিয়া তারীকার পীর। জ. নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার ননুয়া গ্রামে, তারিখ অজ্ঞাত। পিতার নাম পানাহ্ মিয়া। শৈশবে স্থানীয় মাদরাসায় 'আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি মক্কা মু'আজ্জামার সাওলাতিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন (দ্র. সাওলাতু'ন-নিসা')। এই মাদ্রাসার সুপ্রসিদ্ধ কারী রারক্‌সুস-এর নিকট তিনি 'ইল্‌ম কিরাআত শিক্ষা লাভ করেন এবং সপ্ত-কিরাআতের সনদ্ প্রাপ্ত হন। তৎকালে একজন বাঙালী মুসলিম ছাত্রের পক্ষে ইহা ছিল অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এই সময়টি ছিল শারীফ হু'সায়নের রাজত্বকাল। ঘটনাক্রমে একদিন বাদশাহ হুসায়ন কারী ইব্‌রাহীমের কিরাআত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে সাওলাতিয়া মাদরাসার 'ইলম কিরাআতের শিক্ষক নিযুক্ত করার আদেশ দান করেন। দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবত কারী ইব্‌রাহীম ঐ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ঐ সময় তিনি এক শিক্ষিতা 'আরব কন্যাকে বিবাহ করেন।

আনু. ৩০ বৎসর বয়সে তিনি সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নদীর ভাঙনে তাঁহার গ্রাম বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হওয়ায় লক্ষীপুর থানার (বর্তমান) জিলা মাছিমপুর গ্রামে তিনি জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামগঞ্জ থানার দৌলতপুর গ্রামের নিকটস্থ দশ ঘরিয়া বাজারে এক মাহফিলে তাঁহার মধুর তিরাওয়াত শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ দেবনগর গ্রামের তিতুমিয়া পাল নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহার এক কন্যাকে কারী সাহেবের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বসবাসের জন্য একটি বাড়ীর ব্যবস্থার আশ্বাস দান করেন। 'আরব স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল। বর্ণিত আছে যে, কারী সাহেব আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। কারী সাহেব দৌলতপুর গ্রামে বসবাস শুরু করিলেন। তিনি তথায় মসজিদ, একটি মাদরাসা ও বহিরাগত ছাত্রদের জন্য ছাত্রবাস নির্মাণ করেন। কারী সাহেব মাক্কী, মাদানী, নাজদী ও মিস্‌রী লাহ্‌জায় কিরাআত শিক্ষা দিতেন। অনতিকালের মধ্যে তাঁহার মাদ্‌রাসার সুখ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে তাঁহার কিরাআত অভূতপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

অতঃপর রূহানী তা'লীম হাসিল করিবার উদ্দেশে তিনি উত্তর ভারতের গাংগূহ্ শহরের প্রসিদ্ধ পীর মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাংগূহী (র) [দ্র. রাশীদ আহ'মাদ, মৃ. ১৯০৫ খৃ.]-এর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন। কথিত আছে, মাত্র সতর দিনের অক্লান্ত সাধনায় কারী সাহেব তাঁহার মুরশিদের খিলাফাত লাভ করেন।

কারী সাহেবের ১১ পুত্র ও ৭ কন্যা জন্মলাভ করে। দৌলতপুরের ছোট্ট বাড়ীতে স্থান সংকুলান হয় না বলিয়া তিনি এই বাড়ী বিক্রয় করিয়া তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলার উজানী গ্রামে একটি বৃহৎ বাগানবাড়ী ক্রয় করেন। এই বাড়ীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন যাহাতে দূর-দূরান্ত হইতে আগত ছাত্রগণ 'ইল্‌ম কিরাআত শিক্ষা করে। বাংলাদেশে বর্তমানে যত খ্যাতনামা কারী আছেন তাঁহাদের অধিকাংশ কারী ইব্‌রাহীমের ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র। ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৪৩ খৃ./১৩৫০ বাং সনের ২৭ ফাল্গুন তিনি উজানীর বাড়ীতে ইনতিকাল করেন।

কারী সাহেবের মুরীদানের মধ্যে বরিশাল জেলার চরমোনাই-এর মরহুম পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (দ্র.)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারীগণের নাম উল্লেখযোগ্যঃ (১) মুহাম্মদ ইস্‌মাঈল, (২) বশীরুল্লাহ, (৩) ইব্‌রাহীম, (৪) হাবিবুল্লাহ, (৫) 'আবদুস সুবহান, (৬) হাসান আহ্‌মাদ ও (৭) সাখাওয়াতুল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) এম. ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, ২য় সংস্করণ, ফেনী ১৯৮১ খৃ., ১খ., ১৬৬-১৭০; (২) নূরুর রহমান, তায্‌কিরাতু'ল-আওলিয়া, ২খ., ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; (৩) সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খান, চরমোনাই মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক ছাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ফাইন আর্ট প্রেস, বরিশাল, পৃ. ২-১৪, ১৬-১৭, ৫১; (৪) সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, হযরত কারী ইব্রাহীম ছাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, চরমোনাই, বরিশাল, দশম সংস্করণ ১৩৯০ বাংলা।

ড. সিরাজুল হক

ইব্‌রাহীম খাঁ, প্রিন্সিপাল (ابراهيم خان) ঃ (১৮৯৪-১৯৭৮ খৃ.) শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ সাহিত্যিক। জন্ম টাংগাইল জেলার ভূয়াপুরের বিরামদী গ্রামে ১৮৯৪ খৃ.। বিরামদী গ্রামের বর্তমান নাম শাহবাজ নগর। ইব্‌রাহীম খাঁর পিতার নাম শাহবাজ খাঁ, মাতার নাম রতন খানম। ইঁহারা ছিলেন ছয় ভাই ও এক বোন। তন্মধ্যে ইব্‌রাহীম খাঁ ছিলেন ষষ্ঠ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন টাংগাইলের বাসাইল উপজেলার বাসিন্দা। শিশু বয়সে ইব্‌রাহীম খাঁ মাতৃহারা হইলে পিতা ও সৎমার স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত-পালিত হন। তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয় পাশের গ্রাম লোকেরপারা পাঠশালায়। সেই পাঠশালা হইতেই ইব্‌রাহীম খাঁ নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারী পাস করিয়া ১৯০৬ খৃ. হেমনগর হাই স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি যে বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন সেই বাড়ির পরিবেশ লেখাপড়ার অনুকূল ছিল না। এই কারণে তিনি পরবর্তী বৎসর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পিনাং হাই স্কুলে চলিয়া যান এবং এই স্কুল হইতেই ইব্‌রাহীম খাঁ ১৯১২ খৃ. এন্ট্রান্স পাস করেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ হইতে ১৯১৬ খৃ. আই. এ. পাস করেন। ইচ্ছা ছিল আলীগড়ে লেখাপড়া করিবেন। কিন্তু জনৈক প্রিয় শিক্ষকের পরামর্শে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইতে গিয়া এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা নিয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অপরাধ ছিল তিনি জাতিতে মুসলমান। পরে তিনি কলিকাতার রিপন কলেজ বি. এ. ভর্তি হন। কিন্তু থাকিবার জায়গা না থাকায় তিনি কলিকাতার সেন্ট পল কলেজে চলিয়া আসেন এবং সেই কলেজ হইতেই ১৯১৮ খৃ. ইব্‌রাহীম খাঁ ইংরেজীতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। এম. এ. পড়ার আশায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পড়াশুনায় ইতি টানিতে হয়। পরবর্তী সময়ে ইব্‌রাহীম খাঁ ১৯১৯ খৃ. প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া এম. এ. পাস করেন এবং ১৯২৩ খৃ. 'ল' ডিগ্রী লাভ করেন।

মানসিকভাবে ইব্‌রাহীম খাঁ ছিলেন ঐতিহ্য সচেতন মুসলমান স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা আর মমত্ববোধই ছিল ইব্‌রাহীম খাঁর প্রতি

কর্মের প্রেরণার উৎস। পিনাং স্কুলে অধ্যয়নকালেই ইবরাহীম খাঁ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ও কবি কায়কোবাদের মত ঐতিহ্য সচেতন মুসলিম মনীষীদের সাহচর্যে আসিবার সুযোগ পান। তৎকালীন পরিবেশ আর পরিস্থিতি ইবরাহীম খাঁকে আত্মসচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। এই কারণে সরকারী চাকুরীর নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইবরাহীম খাঁ কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষক হিসাবে, তাহাও বেসরকারী স্কুলে। করটিয়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে যোগ দেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে টাংগাইলের জমিদার মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অনুরোধে। ইবরাহীম খাঁ শিক্ষাবিস্তার আর সমাজ সেবার প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে নিবেদিত। এই কারণে শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য করটিয়া হাই স্কুলে চারি বৎসর শিক্ষকতার পর ইবরাহীম খাঁ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জর্জ কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি করটিয়ার জমিদারদের ছোট তরফের জুনিয়র উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ওকালতি পেশা তেমন জমিয়া উঠে নাই।

তাই আবার তিনি শিক্ষকতায় ফিরিয়া আসেন। ইবরাহীম খাঁর গ্রামটিতে করটিয়ার জমিদার চাঁন মিয়ার সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় করটিয়া সাদত কলেজ। ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন করটিয়া সাদত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল। তৎকালে সমগ্র বাংলা, বিহার ও আসামে সাদত কলেজ ছিল প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিম পরিচালিত কলেজ। আর ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন প্রথম মুসলিম প্রিন্সিপাল। ইব্রাহীম খাঁ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এই উপমহাদেশের, বিশেষ করিয়া এই বাংলার মুসলিমদের অধঃগতির প্রধান কারণ অশিক্ষা। তাই শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মুসলিমদের বুকে জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার প্রত্যাশা নিয়াই তিনি এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় নামিয়াছিলেন। করটিয়ার মত এক অজ পাড়াগাঁয়ে কলেজ স্থাপন করিয়া ইব্রাহীম খাঁ সফল হইয়াছিলেন। সাদত কলেজ বাংলার আলিগড়রূপে খ্যাত হইয়াছিল। তিনি সাদত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন দীর্ঘ বাইশ বৎসর। ১৯২৬ খৃ. হইতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইবরাহীম খাঁ ছিলেন করটিয়া সাদত কলেজের একজন নিষ্ঠাবান ও আদর্শবান প্রিন্সিপাল। তাই তিনি প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ নামেই সমধিক পরিচিত।

স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল কামনাই ইব্রাহীম খাঁকে রাজনীতি মনস্ক করিয়া তোলে। তাই তিনি শিক্ষকতা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, রায়ত আন্দোলন, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনে ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। ঐতিহ্য সচেতন ইব্রাহীম খাঁ তাঁহার রাজনৈতিক জীবনেও দেশ, জাতি এবং ধর্মকে অভীষ্ট করিয়াছিলেন। স্বধর্ম আর স্বজাতির কল্যাণ কামনাই ছিল ইব্রাহীম খাঁর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইবরাহীম খাঁ পূর্ববঙ্গ সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে ছিলেন ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। তখন তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইব্রাহীম খাঁ ১৯৪৬ খৃ. প্রাদেশিক আইন পরিষদে, ১৯৫৩ খৃ. পাকিস্তান গণপরিষদে এবং ১৯৬২ খৃ. এম. এন. এ. নির্বাচিত হন। ইব্রাহীম খাঁ তাঁহার রাজনৈতিক জীবনেও দেশ, জাতি ও ধর্মকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর পরিচয় কেবল শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নহে, তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকও। অবশ্য তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির পিছনেও স্বধর্ম ও স্বজাতির কল্যাণ চিন্তাই ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহার সব ধরনের লেখাই কেবল শিল্প নয়, এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পানে ধাবিত হইয়াছে এবং তাহা হইল জাতি-ধর্ম-ঐতিহ্যের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা তথা নিপীড়িত মানুষের মঙ্গল ভাবনা। কবিতা রচনা দিয়া শুরু হইয়াছিল ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্যিক জীবন। তবে কথা সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসাবেই ইব্রাহীম খাঁ সাহিত্য জগতে সমধিক পরিচিত। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত লেখা 'মাদ্রাসায় অনাচার' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'মোসলেম হিতৈষী' নামক কাগজে। ইবরাহীম খাঁ তখন মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁহার ভাষা সহজ-সরল। তিনি সমাজের অতি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে অনাড়ম্বর ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কুলি-চাষা, ধোপা-মেথর, মালি ও নাপিতরাই তাঁহার বেশীর ভাগ গল্প ও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। প্রকৃত অর্থে গল্প সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্য তাহাই। একজন সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসাবেও ইব্রাহীম খাঁর নাম অগ্রগণ্য। অনেক পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন। ইসলাম বিষয়ক বেশ কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখকও ইব্রাহীম খাঁ। কর্মজীবনে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' ও 'নয়া চীনে এক চক্কর'-এর মত আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাহিনী।

ব্যক্তি জীবনে ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন সদালাপী এবং রসিক প্রকৃতির লোক। তাঁহার বিভিন্ন লেখায় এই রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পুরাপুরিভাবেই। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশিত গ্রন্থঃ উপন্যাস–বৌ-বেগম; নাটক–কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, কাফেলা, ঋণ পরিশোধ। ভ্রমণ কাহিনীঃ ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র, পশ্চিম পাকিস্তানের পথেঘাটে, নয়া জগতের পথে, নয়াচীনে এক চক্কর। গল্পঃ লক্ষীছাড়া, সোনার শিকল, গায়ের গোলাব। রসগল্পঃ আলু বোখারা। ইসলাম ধর্ম বিষয়কঃ মহামতি মুহাম্মদ, ইসলাম সোপান, ইসলামের মর্মকথা। শিশু সাহিত্যঃ কবিতা–ক খ, শিয়াল পণ্ডিত ব্যাঘ্র মামা, নীল হরিণ, দাদুর জাম্বিল, গুলবাগিচা, তুর্কী উপকথা, ছোটদের শাহনামা। নাটিকা (ছোটদের)ঃ জঙ্গী বেগম, নিজাম ডাকাত। জীবন্তিকাঃ নজরুল ইসলাম, ওমর ফারুক, বাবর, সালাহ উদ্দীন, আমাদের মহানবী। যুদ্ধ বিষয়কঃ খালেদের সমর স্মৃতি-জঙ্গী জীবন। শিক্ষা ও সমাজ বিষয়কঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা–ভাষণগুচ্ছ (শিক্ষা বিষয়ক)। জীবন স্মৃতিঃ বাতায়ন। ইংরেজী গ্রন্থঃ Anecdotes From Islam, Gleanings in Golden Fields, To My Students, A Peep into our Rebel Poet. এখানে উল্লেখ্য যে, ইব্রাহীম খাঁর Anecdotes from Islam গ্রন্থটি মালায়লাম, উর্দূ ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় তর্জমা হইয়াছে। গ্রন্থটি ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলে পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃত।

এই সবের বাহিরেও ইব্রাহীম খাঁর আরো অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ রহিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখা ইব্রাহীম খাঁর একটি পত্র হইতে জানা যায়, তাঁহার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে ৫০ খানির মত। বিচিন্তা শিরোনামে ৫০টি খাতা আছে, এইগুলির প্রতিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা গড়ে ৩০০। এই খাতাগুলিতে আছে ইব্রাহীম খাঁর লেখা প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ও রচনা। ইব্রাহীম খাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাঁহার নিজের ও সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি এবং বই-পুস্তক, প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে

দান করিবেন। কিন্তু পারিবারিক জটিলতার কারণে ইবরাহীম খাঁ তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছেন।

ইব্‌রাহীম খাঁ ইনতিকালের পূর্বে তাঁহার শেষ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি রচনায় রত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বার্ধক্যজনিত কারণে ইব্‌রাহীম খাঁ ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান আবদুল হামিদ, ইব্‌রাহীম খাঁর সাহিত্য সাধনা, পৃ. ৫৫; (২) আবদুল লতিফ ভূঁইয়া সম্পা., ইব্‌রাহীম খাঁ স্মরণে, ইব্‌রাহীম খাঁ একাডেমী, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল ১৯৮০ খৃ.; (৩) সৈয়দ আবদুস সুলতান, প্রিন্সিপাল সাহেব স্মরণে, পৃ. ২৬; (৪) তোফায়েল আহমদ, অন্তরঙ্গ আলোকে অধ্যক্ষ ইব্‌রাহীম খাঁ, পৃ. ১৯; (৫) আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, দখিণ হাওয়া, অন্তরঙ্গ আলোকে, পৃ. ৭৯; (৬) মুফাখখারুল ইসলাম, তার প্রভাব, পৃ. ১৩; (৭) আইরিন পারভীন খান, ইব্‌রাহীম খাঁর কথা, পৃ. ২৬-৩৫; (৮) আ. ফ. ম. খলিলুর রহমান সম্পা., ফাল্গুনী, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, মে ১৯৮৫; (৯) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৯ খৃ., স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ৪খ, ৩১, ১৬৫; (১০) ইব্‌রাহীম খাঁ, বাতায়ন, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ খৃ.; (১১) হোসেন মাহমুদ, ইব্‌রাহীম খাঁর লাইফ, কামাল পাশা, ৫ এপ্রিল, ১৯৮৪, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা; (১২) ইসরাঈল খান, ইব্‌রাহীম খাঁ ঃ কর্ম ও জীবন, দৈনিক সংগ্রাম, ১ মার্চ, ১৯৮৩, ঢাকা।

সাজ্জাদ হোসাইন খান

ইব্‌রাহীম খান (ابراهيم خان) ঃ ইব্‌রাহীম খান যাদে বংশের আদি পুরুষ। তিনি দ্বিতীয় সেলীম-এর কন্যা ইস্‌মা খান সুলত'ান (মৃ. ৯৯৩/১৫৮৫)-এর পুত্র, প্রধান উযীর সুকুল্লু মাহ'মূদ পাশা (দ্র.)-র সঙ্গে তাঁহার প্রথম বিবাহ বন্ধনের ফল এই সন্তান। একটি পরবর্তী বৃত্তান্ত অনুযায়ী (হাদীক'াতু'ল-জাওয়ামি', ২খ, ৩৮) শাহযাদীর পুত্রদের জীবিত থাকিতে দেওয়া হইত না সম্ভবত এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া (দেখুন দামাদ) তাঁহার জন্মের ব্যাপারটি প্রথমে গোপন করা হয়। তিনি মুহাররাম ১০০৩/সেপ্টম্বর ১৫৯৪ সালে কাপীজী-বাশী হিসাবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১০১৯/১৬১০ সালে বোসনা-র বেগলের বেগি নিযুক্ত হন, যদিও এইরূপ পদোন্নতি দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর বিধিবদ্ধ আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কেননা শাহযাদীদের পুত্রদের সানজাক বেগির পদের উর্ধ্বে পদোন্নতি সঙ্গত ছিল না (তু. কানূন নামা-ই আল-ই 'উছ'মান, TOEM supp, 1330, p. 29)। তাঁহার পদোন্নতি ও অন্যান্য উচ্চ রাজকীয় পদবীতে বিভূষিত হওয়া সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহা কেবল আল-মায়দান নামক স্থানের সম্পত্তি সুলতানকে প্রদান করারই পুরস্কারবিশেষ, যেইখানে তাঁহার পিতার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল এবং সেই স্থানের প্রয়োজন ছিল প্রথম আহমাদের মসজিদ নির্মাণের জন্য (Barozzi-Berchet, Relazioni, 181)। তিনি ১০৩১/১৬২১-২ সালের পর ইনতিকাল করেন।

তাঁহার বংশধর ইব্‌রাহীম খান যাদে-ইওরেনোস্‌যাদে ও তুরখান যাদের ন্যায় সাম্রাজ্যে এক ঐতিহাসিক পরিবার গঠন করেন, যদিও তাঁহারা রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে কখনো অভিষিক্ত হন নাই। জীবনীকারগণ তাঁহার দৌহিত্র 'আলী বেগ-এর নাম বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন (রাশিদ, ২খ, ৩৬১। Hammer-Purgstall, ix, 563, no. 2696; de La Motraye, Voyages, i, 326)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধে এই উপকথার জন্ম হয় যে, যদি 'উছমানী রাজবংশের অবসান হয়, তবে ইহার স্থলে ইব্‌রাহীম খান যাদে বংশ উত্তরাধিকারী হইবে। এই কারণে সুলত'ানগণ এই বংশের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য ছিলেন (de La Motraye, Vojages, i, 261 f; G. C. von den Driesch, Historische Nachricht..., Nurnberg 1723, 137; D. Cantemir, The History....of the Othman Empire, London 1734, 107; C. W. Ludeke, Beschreibung des Turkischen Reiches...,Leipzig 1771-8, i, 292 ii, 63)। আয়্যুব শহরতলীর গোল্ডেন হর্ন (স্বর্ণশৃঙ্গ) এলাকায় তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ সুকুল্লু মাহ'মূদ পাশা (জেওদেত, তা'রীখ, ৬খ, ১৯৮)-এর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হিসাবে তিনি কিছুকাল আগে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ছাড়া আরও দ্র.ঃ (১) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ১খ, ৯৯; (২) C. White, Three years in Constantinople, ii, 307; (৩) M. Tayyib Gokbilgin, art. Ibrahim Han, in IA, ইব্‌রাহীমের জীবনী ও তাঁহার বংশের অন্য সদস্যদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য অপ্রকাশিত ইতিবৃত্তের তথ্য ও 'উছ'মানী দলীল-পত্রাদির সংরক্ষণাগারের উৎসসমূহ ইহার ভিত্তি।

J. H. Mordtmann(E.I.²)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইবরাহীম চতুলী (ابراهيم چتولى) ঃ ইব্রাহিম চাতুলী (১৮৯৪-১৯৮৪) খৃ. 'আলিম ও রাজনীতিক। জন্ম সিলেট জেলার জৈন্তার চতুল পরগনায়। এই কারণে তিনি চতুলী নামে জনপ্রিয়। তাঁহার গ্রামের নাম হারাতৈল। পিতা মুন্‌শী আব্দুল করীম। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। খিলাফত আন্দোলনের সময়ে চরকার চক্কর নামক পুঁথি লিখিয়া আব্দুল করীম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার নিজ পুত্র ইবরাহিম চতুলীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, শুন যাদু ইব্রাহিম, বলিছে আব্দুর করিম

বাবা যারে ডাকিছ সদয়,
বাছা, থাক জেলখানায়॥
জেলের কষ্ট নিরঞ্জনে মিঠাইবা কোন দিনে
মনের সাধ পুরাইব আল্লায়।
বাছা- জগতে মুসলিম যত, হইয়াছে পাগল মত
খেলাফত বেদিনে লুটায়।

বাছা- সে আশা উনিশ শ' বাইশে, পুরে সাত জানুয়ারী মাসে সিলেটের বৈরাতী জেলখানায়।"

বাছা-এই কবিতাংশ হইতে খিলাফত আন্দোলনে ইবরাহিম চতুলীর অংশগ্রহণের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলে। তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা 'আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষা জানিতেন। নিজ বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঝিঙাবাড়ী ও ফুলবাড়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ভারতের রায়পুর মাদ্রাসায় তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দেওবন্দের মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানীর শিষ্য ছিলেন। তিনি সিলেটের নয়াসড়ক মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতে এই মসজিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি

জামীআতুল উলামায়ে হিন্দের অন্যতম সক্রিয় নেতা ছিলেন। ১৯৪৬ খৃ. তৎকালীন আসাম প্রদেশের ৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৪টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী নির্বাচিত হইলেও ৩টি আসনে জমীআতে উলামায়ে হিন্দের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। জৈন্তায় ইবরাহীম চতুলী ছিলেন তাহাদের অন্যতম। ইহাতে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাহার প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। রেফারেন্ডামে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলে তিনি ১৯৪৭ খৃ. প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ সহজ সরল অমায়িক নিরহংকার মানুষ। তিনি সমাজের কল্যাণে অবদান রাখেন। ১৯৮৪ খৃ. ৯০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.; (২) ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, সিলেট ১৯৯৪ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, সিলেটের একশত একজন, সিলেট ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ২০৭-৯।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ইব্‌রাহীম আত-তায়মী (ابراهيم التيمى) ঃ (র) প্রখ্যাত তাবি'ঈ, উপনাম আবূ আস্‌মা', পিতার নাম য়াযীদ ইব্‌ন শারীক। কূফার বানূ তায়ম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধিক সাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন। ইব্‌ন হিব্বান-এর মতে তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-র নিকটও হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি যাঁহাদের নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন তাঁহারা হইলেন ঃ হারিছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র), 'আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) স্বীয় পিতা য়াযীদ ইব্‌ন শারীক (রা)-এর নিকট হইতে তিনি বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাঁহার নিকট হইতে যাঁহারা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বায়ান ইব্‌ন বিশ্‌র, য়ূনুস ইব্‌ন 'উবায়দ ও সুলায়মান ইব্‌ন মিহ্‌রান আল-আ'মাশ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন নিষ্ঠাবান তাপসপ্রবর হিসাবে সর্বজনখ্যাত ছিলেন। অনবরত ক্ষুৎ-পিপাসায় অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিতেন। আ'মাশ (র) বলেন, ইব্‌রাহীম আমাকে বলিলেন, কখনও এমনও হয় যে, পর্যায়ক্রমে দুই মাস যাবত আমি আহার করি না। আর শোন, তুমি কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ করিও না। আ'মাশ আরও বলেন, ইব্‌রাহীম পূর্ণ মাস রোযা রাখিতেন। ইহার মাঝে বিরতি দিতেন না এবং সামান্য দুধ বা ছাতুর শরবত দ্বারা ইফ্‌তার করিতেন, ইহার অধিক কিছুই খাইতেন না। তিনি সালাতে এত দীর্ঘ সিজদা করিতেন যে, অনেক সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পাখী বসিয়া ঠোকর দিত। তিনি বলিতেন, আমি আমার কথাকে যখন কর্মের সহিত মিলাই তখন আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি যে, আমি হয়ত মিথ্যাবাদী। হি. ৯২ সালে হাজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ কর্তৃক তিনি নিহত হন। ইমাম ওয়াকিদীর মতে ইহা ছিল হি. ৯৪ সাল। তখনও তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ভিন্নমতে তিনি ওয়াসিত-এর জেলখানায় ইনতিকাল করেন। 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁহার বন্দী হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে হাজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌রাহীম আন-নাখ'ঈকে ধরিয়া আনার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ইব্‌রাহীম আত-তায়মীর নিকট আসিয়া বলে, আমরা ইব্‌রাহীমকে সন্ধান করিতেছি। তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য ইব্‌রাহীম আন-নাখ'ঈ। কিন্তু তিনি তাঁহার ন্যায় সমুন্নত ব্যক্তির সন্ধান দেওয়াকে বৈধ মনে করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, হাজ্জাজের জিন্দানখানায় গেলে তিনি আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবেন না। সুতরাং তিনি জওয়াবে বলিলেন, আমিই ইব্‌রাহীম। ফলে তিনি বন্দী হইয়া হাজ্জাজের সমক্ষে নীত হন। হাজ্জাজ তাঁহাকে অন্ধকার কক্ষে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। সে কক্ষে আলো প্রবেশের কোন পথ ছিল না এবং শীত হইতে রক্ষার কোন বস্ত্র ছিল না। প্রতি দুইজনকে একটি শৃংখলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যেই ইব্‌রাহীম আত-তায়মীর অবস্থা এত নাজুক হইয়া পড়িল যে, তাঁহার আকৃতি পর্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মাতা বন্দী পুত্রকে দেখিবার জন্য জেলখানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রকে তিনি কোনক্রমেই চিনিতে পারিলেন না, যতক্ষণ না ইব্‌রাহীম মায়ের সঙ্গে কথা বলিলেন। এইভাবে তিনি কিছু দিনের মধ্যেই ইনতিকাল করেন। হাজ্জাজ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, জনৈক ব্যক্তি বলিতেছে, অদ্য রাত্রে এই নগরীতে একজন জান্নাতবাসীর ইনতিকাল হইয়াছে। প্রভাতকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওয়াসিত নগরীতে আজ রাত্রে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কিনা? উত্তর হইল, হাঁ, জেলখানায় ইব্‌রাহীম আত-তায়মী ইনতিকাল করিয়াছেন। এতদশ্রবণে তিনি বলিলেন, আমার এই দর্শন সত্যিকারের স্বপ্ন নহে। ইহা শয়তানের ভেল্‌কিমাত্র। অতঃপর তিনি ইব্‌রাহীম (র)-এর লাশ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/১৩৭৬, ১খ, ৭৩; (২) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ, ৭, ৮; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫ হি., ১খ, ১৭৬, ১৭৭; (৪) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ., ৪৫, ৪৬; (৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ২৮৫, ২৮৬; (৬) ইব্‌নু'ল-জাওযী, সিফাতু'স-সাফ্‌ওয়া, হায়দরাবাদ ১৯৭০/১৩৯০, ৩খ, ৪৮।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্‌রাহীম তিশ্‌না (তাস্‌না) (مولانا ابراهيم تشنة) ঃ মাওলানা, খৃ. বিশ শতকে যাঁহারা বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সিলেটের গাছবাড়ীর মাওলানা ইবরাহীম তিশনার নাম বিশেষ স্মরণীয়। জ. কানাইঘাট উপজেলার বাটাই আইল গ্রামে ১২৮৯/১৮৭২ সালে। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের মহানায়ক সিলেট বিজেতা শাহ্‌জালাল (র)-এর কথিত অনুসারী ৩৬০ আওলিয়া'র অন্যতম শাহ তাকি'য়্যুদ-দীন (র)-এর বংশধররূপে পরিচিত শাহ 'আবদু'র-রাহমান কাদিরী ছিলেন ইবরাহীম তিশনার পিতা। তিনি সিলেটের বিখ্যাত ফুলবাড়ী মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দেওবন্দ, দিল্লী প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রে দীর্ঘ নয় বৎসর জ্ঞান সাধনার পর ইবরাহীম তিশ্‌না স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং ১৩১৭/১৮৯৯ সালে উমারগঞ্জে ইম্‌দাদুল 'উলূম মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা এবং এই মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। আরও জ্ঞান হাসিলের উদ্দেশে ইব্‌রাহীম ১৩২২/১৯০৪ সালে কলিকাতা মাদ্‌রাসার প্রধান মুদাররিস (শিক্ষক) মাওলানা নাজির হাসান দেওবন্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর পর হাদীছের সনদ লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসায় মুগ্ধ হইয়া উস্তাদ তাঁহাকে তিশ্‌না (পিপাসু) উপাধিতে ভূষিত করেন, ইহাতে তিনি ইবরাহীম তিশ্‌না নামে সুপরিচিত হন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি

মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশারাফ 'আলী থানাবী (র)-র বায়'আত গ্রহণ এবং মুরশিদের সান্নিধ্যে থাকিয়া কামালিয়াত হাসিল করেন। খিলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন।

তিশনা একজন মরমী কবিও ছিলেন। তিনি ৩০৮ টি মুরশিদী গান রচনা করেন, যেইগুলিতে উদাত্ত আল্লাহ প্রেম অপরূপ রসে মূর্ত হইয়াছে। তিশ্‌না বাংলা, 'আরবী, ফারসী, উর্দূ ভাষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন এবং বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। বহু উর্দূ কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সর্বদা তিনি স্ব-সমাজের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করিতেন। সূফী সাধক তিশনার বহু কারামাত-এর কথাও জানা যায়। তিনি ১৩৫০/১৯৩১ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., ২৩৬-৩৮; (২) মুহ'াম্মাদ আবদু'ল-জালীল বিস্‌মিল, সিলহেট-মে উরদূ,' আঞ্জুমান-ই তারাক্কী-ই উরদূ, পাকিস্তান, করাচী ১৯৮০-৮১ খৃ., ১৪৪-৫১; (৩) ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১১১-৪; (৪) বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লব, ঢাকা ১৯৮০ খৃ., পৃ. ২৪; (৫) মাওলানা মুফতি মোহ'াম্মদ রহমতুল্লাহ, হায়াতে তাইয়েবা, সিলেট ১৯৮৫ খৃ.; (৬) মাসিক মদীনা, ঢাকা, মার্চ ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৩২-৪০।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ইব্‌রাহীম দারবীশ পাশা (ابراهيم درويش پاشا) ঃ (১৮১২-৯৬ খৃ.), একজন তুর্কী সেনাপতি। তিনি জনৈক ইবরাহীম আগার পুত্র এবং লোফচা (বুলগেরিয়ার Lovets)-র অন্যতম আ'য়ান [দ্র.] (সম্মানিত ব্যক্তি)। একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর তিনি কমিশন্ড অফিসার পদে উন্নীত হন। ১২৫২/১৮৩৬-৭ সনে তিনি বিনবাশী এবং ২৮ এপ্রিল, ১৮৬২ সনে মুশীর (general)-এর পদ লাভ করেন। তিনি মনটেনিগ্রোর (দ্র. কারাদাগ) সাময়িরক অভিযানসমূহের অধিনায়ক ছিলেন এবং ১৮৬৫ খৃ. তাউরুস-এর কোযান অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে আহমাদ জাওদেত পাশার সহিত চতুর্থ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। ১৮৭৫ খৃ. হারযেগোভিনা (Herzegovina)-র বিদ্রোহ দমনে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। ১৮৭৭-৮ খৃ. রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় তিনি অসাধারণ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন; লাযিসতান রক্ষার সেনাপতি হিসাবে তিনি বারবার রুশ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত কৃতিত্বের সহিত বাতুমি (দ্র.) নিজেদের অধীনে রাখেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র তুর্কী সেনাপতি যিনি এই যুদ্ধে অপরাজিত ছিলেন। অতঃপর তিনি একের পর এক নিম্নবর্ণিত পদগুলি লাভ করেনঃ দিয়ার বাক্‌র ও স্যালোনিকার গভর্নর, নৌবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রী, সেনা কর্মকর্তাদের প্রধান এবং মিসরে নিযুক্ত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনার। তিনি ২২ জুন, ১৮৯৬ খৃ. ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে দীওয়ানয়োলু-তে সুলতান মাহ'মূদ-এর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাওদেত পাশা, মা'রূদাত, TTEM-এ, বর্ষ ১৫, নং ১০/৮৭ ও বর্ষ ১৬, নং ১৪/৯১; (২) ঐ লেখক, তাযাকির, ১-৩খ, সম্পা. C. Baysun, আঙ্কারা ১৯৬০-৭ খৃ. (নির্ঘণ্ট); (৩) মাহ্‌মূদ জালালু'দ-দীন পাশা, মির'আত-ই হাক'ীকাত, ইস্তাম্বুল ১৩২৬ হি., ১খ, ৪৬, ৪৮, ৭৯, ২খ, ১১৮; (৪) মেহমেদ 'আরিফ, Bashimiza gelenler, ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি., পৃ. ২০৫; (৫) W. E. D. Allen ও P. Muratoff, Caucasian battlefields, লন্ডন ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২১৫, টীকা ১; (৬) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, ৫৫২ (ইহা হইতে উপরে উল্লিখিত নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে)।

M. C. Sihabeddin Tekindag (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান

ইব্‌রাহীম পাশা (ابراهيم پاشا) ঃ (১৪৯৩-৯৪২/১৫৩৬), সুলতান প্রথম সুলায়মানের প্রধান উযীর ছিলেন। তিনি ইতিহাসবেত্তাদের নিকটে 'মাকবূল' (প্রিয়) এবং 'মাকতূল' (প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত) হিসাবে পরিচিত। সম্ভবত তিনি এপিরাস (Epirus)-এর তীরে পারগা (Parga) শহরের নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে দাস হিসাবে ক্রীত হইয়া 'শাহী মহলে' লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর শাহযাদা সুলায়মান যখন মানীসায় (সাগুনীসীয়া) গভর্নর ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। অপর একটি বর্ণনানুসারে ইস্‌কান্দার পাশা কর্তৃক একটি আকস্মিক অভিযানের সময় তিনি বন্দী হন এবং কিফি [Kefe]-তে অবস্থানরত শাহযাদা সুলায়মানকে উপঢৌকন স্বরূপ অথবা জলদস্যুদের দ্বারা ধৃত হইয়া মানীসার নিকটবর্তী একজন বিধবা মহিলার নিকটে বিক্রীত হন ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি শাহযাদার আস্থা ও বন্ধুত্ব অর্জন করেন এবং সুলায়মানের সিংহাসনারোহণের (৯২৬/১৫২০) পর তিনি তাঁহার খাস্‌স ওদা বাশী (خاص اوطه باشى শাহী মহলের দারোগা দ্র.) হিসাবে নিয়োজিত হন। পরবর্তী বৎসর সুলতান Hippodrome-এর উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে তাঁহার জন্য বিখ্যাত রাজপ্রাসাদটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন (z. Orgun, Ibrahim Pasa Sarayi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ. ও Istanbul দ্র.)। ইতোমধ্যে 'ইবরাহীম আগা'-এর প্রভাব উযীরদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে এবং ১৩ শা'বান, ৯২৯/২৭ জুন, ১৫২৩ সালে পীরী মুহ'াম্মাদ পাশা (দ্র.)-র স্থলে তাঁহাকে প্রধান উযীর ও রুমেলির বেগলার বেগি (গভর্নর)-এর পদে নিয়োগ করা হয় (দ্র. Pecewi, ১খ, ২০)। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বৎসর। এইরূপ অভূতপূর্ব পদোন্নতি সরাসরি রাজপ্রাসাদের চাকুরী হইতে রাষ্ট্রের দুইটি সর্বোচ্চ পদের একই সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ আহ'মাদ পাশাকে গভীরভাবে অসন্তুষ্ট করে (দ্র. আহমাদ পাশা খা'ইন)। তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণেই পদোন্নতির প্রত্যাশা করিতেন এবং তিনি মিসরের গভর্নর হিসাবে রাজধানী হইতে বিদায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজাব ৯৩০/মে ১৫২৪ সালে সুলায়মানের ভগিনী খাদীজা সহিত ইবরাহীম পাশার বিবাহ অতি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। চারি মাস পরে তিনি আহমাদ পাশার বিদ্রোহের ফলে উদ্ভূত সংকট নিরসনের জন্য মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি এক বৎসর অনুপস্থিত থাকেন এবং অতঃপর সম্ভবত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক প্ররোচিত জেনিসারী বাহিনীর বিক্ষোভের ফলশ্রুতিতে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া পাঠান হয়। ৯৩২/১৫২৬ সালে হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে বিখ্যাত অভিযান প্রেরণের প্রেক্ষাপটে তাঁহাকে সেরদার (দ্র.) নিয়োজিত করা হয় [দ্র. Mohac]। ইব্‌রাহীম পাশা বুদা (T. Budin দ্র.) হইতে হারকিউলেস (Hercules), ডায়ানা (Diana) ও এ্যাপোলো (Apollo)-এর তিনটি তাম্র নির্মিত মূর্তি তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপনের উদ্দেশে আনয়ন করেন [এই ঘটনা ফিগানী (দ্র.)-কে তাঁহার বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় প্ররোচিত করে যে কারণে কবিকে নিজের জীবন দিতে হইয়াছিল]। পরবর্তী বৎসর ইবরাহীম পাশা আনাতোলিয়ার বিদ্রোহ দমন করেন

[-Danismend, Kronoloji, ২খ, ১২১-৫; জালালী (in supplement) ও কালিন্দের শাহ]। ৯৩৫/১৫২৯ সালে (তাঁহার বেরাত-এর জন্য দ্র. ফেরীদূন, মুনশা'আত[২], ১খ, ৫৪৪-৬। তাঁহার খাস্‌স ৩০ লক্ষ আকচে মূল্যমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; দ্র. Pecewi, ১খ, ১২৯) সেরদার হিসাবে তাঁহার পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে বুদীন (Budin) পুনরাধিকৃত এবং ভিয়েনা [Bec দ্র.] অবরুদ্ধ হয়। ৯৩৮/১৫৩২ সালে পরিচালিত তৃতীয় হাঙ্গেরীয় অভিযানের ফলশ্রুতিতে শুধু গুনয্‌ (Guns) দুর্গটি অধিকৃত হয় [(Hung. Koszeg; T. Kosek দ্র.)]। পরবর্তী বৎসর ফার্ডিন্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Cornelius Schepper-এর সহিত আপোস আলোচনায় ইব্‌রাহীম পাশা প্রায় পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট [A. von Gevay, Urkunden und Aktenstucke, ২খণ্ড, ভিয়েনা ১৮৪০-৪২ খৃ, অংশ-৬; Missions diplomatiques de... Scepperus- Mem. del' Ac. Roy. des Sciences de Belfique, ৩০, (১৮৫৭)] ইব্‌রাহীমের অধ্যধিক ও বিপজ্জনক উদ্ধত মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করে।

একই বৎসরের শরৎকালে পারস্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইব্‌রাহীম 'উছমানী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলেপ্পোতে (হালাব) শীতকাল অতিবাহিত হইবার পর তিনি ২৫ মুহাররাম, ৯৪১/৬ আগস্ট, ১৫৩৪ সালে তাবরীয অধিকার করেন। এইখানে সুলতান পরবর্তী মাসে তাঁহার সহিত যোগদান করেন। ২৪ জুমাদা-১, ৯৪১/১ ডিসেম্বর, ১৫৩৪ সালে বাগদাদ অধিকৃত হয়। এই অভিযানকালেই ইব্‌রাহীমের কর্তৃত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। এইখানে তাঁহাকে প্রেরিত একটি শাহী ফরমানে তাঁহার আলকাব (উপাধিসমূহ)-এর মধ্যে 'কা'ইম-মাকাম-ই সালতানাত' (Topkapi Sarayi archives, নং ২৭৫৯) উল্লেখ আছে এবং সেনাবাহিনীর ঘোষকগণ এই লাকাব-এর সহিত "সের 'আসকার সুলতান এমরিদূর" এই লাকাবটি যোগ করিয়া তাহাদের ঘোষণায় পরিসমাপ্তি ঘটায় (Pecewi, ১খ, ১৮৯)। অত্যন্ত ধনবান ও প্রভাবশালী বাশ-দেফতারদার ইসকান্দার চেলেবী ইহাতে আপত্তি করায় ইব্‌রাহীম পাশা প্রথমে তাঁহার পদচ্যুতির ব্যবস্থা করেন এবং পরে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রাজাব ৯৪২/জানুয়ারী ১৫৩৬ সালে সুলতান ও প্রধান উযীর ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরের মাসে ইব্‌রাহীম পাশা ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সহিত শর্তাধীন আত্মসমর্পণের আলোচনা পরিচালনা করেন (Charriere, Negotiations, ১খ, ২৫৫ প.)।

অতঃপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোন প্রকার আভাস ছাড়াই সুলতান তাঁহার আনুকূল্য রহিত করিয়া দেন। ২২ রামাদান, ৯৪২/১৪-১৫ মার্চ, ১৫৩৬ সালের রাত্রিতে তোপকাপী সারায়ির হারেমে ইব্‌রাহীমের শয়ন কক্ষে তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় (Pecewi, ১খ, ১৯১)। অস্ত্রাগারের পশ্চাতে জানফেদা যাবিয়িসিতে তাঁহার মৃতদেহ দাফন করা হয় (হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি', ১খ, ২৮; ২খ, ৩৯)। তাঁহার পতনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা পরিবেশন করা হয়ঃ সার্বভৌম ক্ষমতামূলক পদবীর জন্য অন্যায় দাবি, ইসকান্দার চেলেবীর মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে তাঁহার দায়িত্ব, ৯৪১/১৫৩৪ সনের অভিযান অত্যধিক ব্যয়, ধর্মবিরোধী মনোভাব, খুররাম সুলতান [দ্র.]-এর (Roxelana) ষড়যন্ত্র, ইব্‌রাহীমের অভিভাবক ওয়ালিদে হাফসা সুলতানের মৃত্যুর পর অবাধ ক্ষমতা লাভ এবং সম্ভবত তাঁহার অপর স্ত্রী মুহসিনার কারণে তাঁহার স্ত্রী প্রথম সুলায়মানের ভগ্নী খাদীজা সুলতান-এর ঈর্ষান্বিত মনোভাব ইত্যাদি।

খাদীজার গর্ভে মুহাম্মাদ শাহ নামক ইব্‌রাহীম পাশার একটি পুত্র সন্তান ছিল। ইব্‌রাহীমের মাতা-পিতা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যূনুস নাম ধারণ করেন এবং তাঁহাকে একজন 'সানজাক-বেগি' হিসাবে নিয়োগ করা হয়। পরন্তু তাঁহার দুই ভ্রাতাও শাহী মহলে নিয়োগ লাভ করে (Alberi, Relazioni... ও ৩খ, ১০৩)। তাঁহার স্ত্রী মুহসিনা ও তিনি স্বয়ং ইস্তাম্বুল (হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি', ১খ, ২৮), গালাতা, মক্কা শরীফ, হাযারগারাদ প্রভৃতি স্থানে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আল-মায়দান-এ অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদটি পরবর্তীতে একটি প্রশিক্ষণ স্কুল 'আজামী ওগলান্‌স (দ্র. গুলাম, ১০৮৭ ক)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। গোল্ডেন হর্নে অবস্থিত সূতলূজে-তে তাঁহার উদ্যানগুলি অনেক দিন ধরিয়া জনপ্রিয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল ('আতা, ১খ, ১১১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ ইতিহাসসমূহঃ (১) Hammer-Purgstall, ৩খ, ৩২-১৬৩, ৯খ., ২৯-৩২; (২) Zinkeisen, GOR, ২খ., ৩খ., ৭০-৮১; (৩) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, ২খ., আংকারা ১৯৪৯ খৃ., ৩০৫-৪৬।

'উছমানী ইতিবৃত্ত ঃ (১) Pecewi, ১খ, ২০, ৭৯-৯১; (২) জালাল-যাদে মুসতাফা (দ্র.), তা'বাক'াতু'ল-মামালিক (in MS, অপ্রকাশিত, অথচ গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু লেখক ইব্‌রাহীমের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন); (৩) 'আলী, কুনহু'ল-আখবার (in MS); (৪) ঐ লেখক, মাহাসিনু'ল-আদাব (অপ্র.), হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি', ১খ, ২৯-এ উল্লিখিত; (৫) "ফেরদী [দ্র.] (-বোসতানযাদে), সুলেমান নামে (পাণ্ডু.-তে); (৬) কেমাল পাশা যাদে, পরিচ্ছেদ ১০ (=Pavet de Courteille, Histoire de la campagne de Mohacz.., প্যারিস ১৮৫৯ খৃ.)।

সমসাময়িক পাশ্চাত্য উৎস ঃ (১) Marino Sanuto, Diarii, ৩৫খ, ২৫৮ প.; (২) Alberi, Relazioni, ৩য় সিরিজ, ৩খ, ৯৯ প. (Bragadino), ১১৩ প. (Minio); (৩) P. Giovio, Cose dei Turchi, ভেনিস ১৫৪১ খৃ.; (৪) A. Geuffroy, Briefve description de la mort du grand turc, প্যারিস ১৫৪৬ খৃ.; (৫) G. Postel, La tierce Partie des orientales histoires, Poitiers ১৫৬০ খৃ., ৪৮-৬১; (৬) দা.মা.ই., ১খ, ৩৬৭-৬৯।

তাঁহার স্ত্রীদের জন্য দ্রষ্টব্যঃ (১) Cagatay Ulucay, Osmanli rultanlarina ask mektuplari, ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ.; (২) I. H. Uzuncarsili, Kanuni...Ibrahim Pasa padisah damadi degildi, in Bulleten, ২৯/১১৪ (১৯৬৫ খৃ.), ৩৫৫-৬১।

আলোচ্য প্রবন্ধটি IA, ৫০, ৯০৮-১৫-তে প্রকাশিত নিবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার। উহাতে আরও অধিক গ্রন্থপঞ্জী, বিশেষ করিয়া (৯১৫ ক) মুহাফিজ'খানা হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি সংযোজিত হইয়াছে।

M. Tayyib Gokbilzin (E.I.[2])/মুহঃ আবু তাহের

ইব্‌রাহীম পাশা (ابراهيم باشا) ঃ মুহাম্মাদ 'আলী (দ্র.)-র জ্যেষ্ঠ পুত্র, মিসরের প্রধান সেনাপতি ও রাজপ্রতিনিধি। তাঁহাকে প্রায়ই মুহাম্মাদ 'আলীর পালিত পুত্র বলা হইয়া থাকে। ১৭৮৭ খৃ. যখন মুহাম্মাদ 'আলী আমীনাকে বিবাহ করেন তখন নিঃসন্দেহে তিনি তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন। ইব্‌রাহীমের পালক-পিতা ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত কাভাল্লা (Kavalla)-র শাসনকর্তা (corbadji), আমীনা ছিলেন যাঁহার

আত্মীয়া। মুহাম্মাদ 'আলী তৎপুত্র তূসূনকে বেশী পসন্দ করিতেন— সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ১৮১৬ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর তূসূনের ইনতিকাল হয়। ইব্‌রাহীম ও তূসূনের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অবশ্য তাঁহার জন্মের বৎসর সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নাই, সাধারণত ১৭৮৯ খৃ.-কে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় (কিন্তু কখনো কখনো ১৭৮৬ খৃ.-ও উল্লিখিত হইয়াছে)। জাবারতী-র ন্যায় প্রাচীনতর গ্রন্থকারদের বর্ণনায় ইব্‌রাহীম মুহাম্মাদ 'আলীর পুত্র ছিলেন না এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

মিসরে তাঁহার অবস্থা খানিকটা পাকাপোক্ত হইলে মুহাম্মাদ 'আলী ১৮০৫ খৃ. তাঁহার দুই পুত্র ইব্‌রাহীম ও তূসূনকে এবং ১৮০৯ খৃ. তাঁহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ সন্তানগণ, ইসমা'ঈল ও দুই কন্যাকে ডাকাইয়া আনেন। তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত প্রতিভূরূপে ১৮০৬ খৃ. কাপুদান পাশার সঙ্গে ইব্‌রাহীম পাশাকে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়। ১৮০৭ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বৃটিশ নৌবহর চলিয়া গেলে তুরস্কের কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে ফেরত পাঠান। সেই বৎসর ইব্‌রাহীম দেফ্‌তেরদার হন। ১৮১১ খৃ. মামলূকদের পাইকারী হত্যার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে উত্তর মিসরে পাঠাইয়া দেন। তিনি অবশিষ্ট মামলূকগণকে বিতাড়িত করিয়া নুবিয়ায় প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি বেদুঈনগণকে বশীভূত করিয়া দেশে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপিত করেন। মুহাম্মাদ আলীর মিসরের চাষআবাদযোগ্য জমি দখলের নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহার শাসনকালে সকল ইলতিযাম (দ্র.) ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয় এবং ১৮১২ খৃ. জমিজমার জরিপকার্য সমাপ্ত হয় (G. Baer, A. History of land ownership in modern Egypt. লন্ডন ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৪ ও ৬)। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত তিনি উজান (Upper) মিসরের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কেন্দ্রীয় তুর্কী সরকার তাঁহাকে পাশা খেতাব দান করেন।

তাঁহার পিতা ওয়াহ্‌হাবীদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য ১৮১৬ খৃ. তাঁহাকে 'আরবে পাঠান। ১৮১১ হইতে ১৮১৩ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার ভাই তূসূন এবং ১৮১৩ হইতে ১৮১৫ খৃ. পর্যন্ত মুহাম্মাদ 'আলী নিজেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিন বৎসরব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধের পর লক্ষ্য অর্জিত হয়। ওয়াহ্‌হাবীদের রাজধানী আদ-দিরইয়া (দ্র.) বিধ্বস্ত হয় এবং সপরিজন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু'স সাউদ বন্দী হইয়া মিসরে প্রেরিত হন। ১৮১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ইব্‌রাহীম বিজয়ীর বেশে কায়রোয় প্রবেশ করেন। উহার অব্যবহিত পরেই সুলতান তাঁহাকে জেদ্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ 'আলীর তৃতীয় পুত্র ইসমাঈল নুবিয়া ও সিন্নার জয় করেন (১৮২০-২১ খৃ.) এবং অপর এক অভিযানকারী বাহিনী কোর্দাফান আক্রমণ করে। পুরাতন স্বর্ণখনি লুণ্ঠন ও তাঁহার পিতার নূতন সেনাবাহিনী গঠনের জন্য যুদ্ধবন্দী দাস সংগ্রহই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। ইব্‌রাহীম পাশাকে প্রধান সেনাপতিরূপে সিন্নারে পাঠানো হইলে তিনি সেখানে দাস সংগ্রহ কার্য ত্বরান্বিত করিয়া উহাদেরকে মিসরে প্রেরণ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন (R. Hill, Egypt in the Sudan 1820-1881, লন্ডন ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১১-১২)।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে ফরাসী কর্নেল Seves-এর অধীনে ন্যস্ত এই সকল নূতন সৈন্যের (নিজাম জাদীদ) প্রশিক্ষণদান কার্যে ইব্‌রাহীম পাশা অংশগ্রহণ করেন। ইব্‌রাহীম ছিলেন এই য়ূরোপীয় উস্তাদের অধ্যবসায়ী ছাত্র। তাঁহার পরবর্তী সমরাভিযানগুলিতে এই ফরাসী শিক্ষকই সুলায়মান পাশা (দ্র.) নামে তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়ান।

গ্রীকদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী তারিখে জারিকৃত সুলতানের এক আদেশে Morea জয় করিবার জন্য মুহাম্মাদ 'আলীকে দায়িত্ব দেওয়া হইলে তিনি তৎপুত্র ইব্‌রাহীম পাশাকে ১৮২৪ সনের জুলাই মাসের শেষদিকে য়ূরোপীয় পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত একটি উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনী ও পর্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়া সেখানে প্রেরণ করেন। তাঁহার Navarino অধিকার ও Tripolitsa প্রবেশের ফলে উপদ্বীপটি কার্যত তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আসিয়া যায়। Missolonghi অবরোধ ও দখল করিতে তাঁহার ১৮২৬ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময় লাগে। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যস্থতার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় তুর্কী সরকার ও মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে নাভারিনোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ সরকারের সম্মিলিত মিত্রপক্ষীয় নৌবহর ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে মিসর-তুর্কী নৌবহরের বৃহত্তর অংশ ধ্বংস করিয়া দেয়। বৃটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতি এডমিরাল কডরিংটন আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে আসিয়া পড়িলে মুহাম্মাদ 'আলী তাঁহার পুত্র ও মিসরীয় সেনাদলটিকে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হন। ইব্‌রাহীম ১৮২৮ সনের ১০ অক্টোবর তারিখে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্‌রাহীম পাশাকে তাঁহার পিতা ১৮৩১ খৃ. সিরিয়া অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঐ বৎসর ১ নভেম্বর তারিখে সেনাবাহিনী নিয়া তিনি ফিলিস্তীনে উপনীত হন। ছয় মাস অবরোধের পর ১৮৩২ সনের ২৭ মে তারিখে তাঁহার হস্তে আক্কা দুর্গের পতন ঘটে। তৎপূর্বে হি'ম্‌স-এর দক্ষিণে অবস্থিত যারআর সমতল ভূমিতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে তিনি পরপর ত্রিপোলী ও আলেপ্পোর পাশাদ্বয়কে পরাজিত করেন। তিনি জুলাই মাসের ৮-৯ তারিখে আলেপ্পোর মুহাম্মাদ পাশার অধীনে তুর্কী অগ্রবর্তী রক্ষীদলকে হিম্‌সের যুদ্ধে পরাজিত করেন; ২৯ জুলাই তারিখে বায়লান গিরিপথে হু'সায়ন পাশার অধীনে মূল তুর্কী সেনাবাহিনীকে আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে এবং ২১ ডিসেম্বর তারিখে রাশীদ পাশার অধীনে তুর্কী সৈন্যদলকে কোনয়ার যুদ্ধে পরাভূত করেন। ইব্‌রাহীমের এই সকল বিজয়ের ফলে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া তাঁহার পরবর্তী সমরাভিযানগুলি সহজসাধ্য হইয়াছে।

এই বিজয়গুলি দ্বারা মিসরীয় সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেনাপতিরূপে ইব্‌রাহীমের দক্ষতা, তুর্কী শাসনের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তির ধুয়া তুলিয়া সিরিয়ার বিভিন্ন দলের সংহতি সাধন ও লেবাননের প্রভাবশালী আমীর বাশীর দ্বিতীয় শিহাবকে স্বপক্ষে আনয়নের সামর্থ্য দ্বারা তাঁহার নীতির চাতুর্য প্রমাণিত হইয়াছে। অভিযান পরিচালনা করিয়া ইব্‌রাহীম পাশা কুতাহিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে ১৮৩৩ সনের মে মাসে য়ূরোপীয় শক্তিবর্গের চাপের মুখে তুর্কী সুলত'ান ও মুহ'াম্মাদ 'আলীর মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদনুযায়ী সিরিয়া ও আদানা এলাকা তাঁহার শাসনাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইব্‌রাহীম তুর্কী সুলত'ানের নিকট হইতে আদানার মুহাস্‌সিল খিতাব লাভ করেন এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে নববিজিত রাজ্যটির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একটি এককেন্দ্রিক প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাহা ছিল মুহাম্মাদ আলীর মিসর সরকারের একটি যন্ত্র, উহা চালু করার ফলে ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়ার বিভিন্ন জাতিভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় (তু. W. R. Polk,

The Opening of South Lebanon, 1788-1840, কেমব্রিজ Mass. ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১০৬-৪০)। ফলে বিক্ষিপ্তভাবে হইলেও ক্রমেই গুরুতর সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করা এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াফত করার যে কার্যক্রম ইব্‌রাহীম গ্রহণ করেন, বিশেষত এ ক্ষেত্রে উহাই প্ররোচনা দান করে। খৃষ্টানদের মর্যাদা উন্নীত হওয়ায় মুসলিম দ্রুযগণ সঙ্কিত হয় এবং সমাজে ঐতিহ্যবাহী জীবন ধারণ প্রণালী ব্যাহত হয়, বিশেষত হাওরান-এর দ্রুয বিদ্রোহ দমনের জন্য maronite-গণকে নিয়োগ করার পর ইব্‌রাহীমের সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরেও দুই যুগ ধরিয়া উহার অনেক কুফল ফলিয়াছে।

১৮৩৯ খৃ. তুরস্ক আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ঐ বৎসর ২৪ জুন তারিখে Biredjik-এর পশ্চিমে অবস্থিত নিযিব-এর যুদ্ধে হ'াফিজ পাশার অধীনে তুর্কী সেনাদলের বিরুদ্ধে ইব্‌রাহীম এক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত নৌ-সেনাপতি ফাওযী পাশার নেতৃত্বাধীন তুর্কী নৌবহর মুহ'াম্মাদ 'আলীর পক্ষে চলিয়া যায়। যে সকল শক্তির মধ্যস্থতায় ১৮৪০ সনের ১৫ জুলাই তারিখে লন্ডন চুক্তি (তথাকথিত চারি শক্তির মিত্রতা চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়, তাহাদেরই হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সিরিয়ার আক্কা পর্যন্ত এলাকা হইতে তাঁহার দখল প্রত্যাহার করিয়া মিসরের বংশানুক্রমিক পাশা খিতাবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলিয়া মুহ'াম্মাদ 'আলীর কাছে দাবি করা হইলে ফরাসী সমর্থনের প্রত্যাশায় তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহাকে কোন প্রকার সমর্থন না দিয়া মিত্রশক্তির নৌবহর সিরিয়া ও মিসরের উপকূল অবরোধ করে। তীরে অবতরণকারী তাহাদের সেনাদল আর লেবাননের যে সকল শত্রুভাবাপন্ন জনগণকে তাহার বিরুদ্ধে ক্ষেপানো হইয়াছিল, এতদুভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া ইব্‌রাহীম সংকটাপন্ন হইয়া পড়েন। বৃটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতি নেপিয়ার (Napier) আক্কা অধিকার করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় মুহ'াম্মাদ 'আলীর সঙ্গে যে আপোস আলোচনা চালান, তাহার ফলে মুহ'াম্মাদ আলী ১৮৪০ সনের ২২ নভেম্বর তারিখে সিরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে রাযী হন। ২৯ ডিসেম্বর তারিখে সৈন্যদল লইয়া তিনি গাযযার (Gaza) পথ ধরিয়া মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা ছাড়া তাহার সেনাদলের একাংশকে তিনি সুলায়মান পাশার অধীনে আকাবা উপসাগরের পথেও স্বদেশে ফেরত পাঠান।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে ইব্‌রাহীম পাশা প্রধানত মিসরের শাসনকার্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন। কৃষিকার্য সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ও আগ্রহ প্রশংসিত হইয়াছে। তিনি কয়েক দফা য়ূরোপ ভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য Wateringplave (যে স্থানে রোগ নিরাময়ের জন্য বিশেষ পানি পাওয়া যায়)-গুলিতেও কয়েকবার যান। পিতার বার্ধক্যের জন্য ইব্‌রাহীম ১৮৪৮ সনের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে মিসরের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি সুলতানের ফরমান পান। যাহা হউক, ১৮৪৮ সনের ১০ নভেম্বর তারিখে তাঁহার পিতার আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১ম 'আব্বাস হিলমী (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের (শাসনকাল ১৮৬৩০৭৯ খৃ.) মাধ্যমে তিনিই মিসরের প্রাক্তন খেদিভ রাজবংশের আদি পুরুষ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌রাহীম পাশার জীবনী সম্পর্কে আদ্যোপান্ত গবেষণা আজও সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহার কর্মজীবনের ধারা বা অগ্রগতি সম্পর্কে প্রাথমিক সূত্রাদি এখনও পর্যন্ত নিয়মানুগভাবে অনুসন্ধান করা হয় নাই। ঐগুলি হইতেছে ঃ (১) (ক) আবদুর রাহ'মান আল-জাবারতী, আজাইবু'ল-আছ'ার, বুলাক ১২৯০ হি.; (২) (খ) সরকারী মুহাফিজখানায়, বিশেষত কায়রো ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত দলীল-পত্রাদি (দ্র. P. M. Holt সম্পাদিত) Political and Social change in modern Egypt, লন্ডন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৮-৫১। দলীল-পত্রাদির নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) আসাদ এইচ রুস্তাম কর্তৃক সিরীয় অধ্যায় হুরূব ইব্‌রাহীম পাশা আল-মিসরী ফী সুরিয়া ওয়াল-আনাদূলু, কায়রো ১৯২৭ খৃ. এবং (৪) A Corpus of Arabic documents relating to the history of Syria under Mehemet Ali Pasha, বৈরূত ১৯২৯-৩৪.; (৫) য়ূরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী দলীল-পত্র সংরক্ষণাগার হইতে সংগৃহীত মুহ'াম্মাদ 'আলীর শাসনের বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস যাহা বাদশাহ ১ম ফুআদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে (Precis de l'histoire d Egypte par divers historiens et archeologues, ৩খ, কায়রো ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৬ দ্র.); (৬) (গ) দেশত্যাগী ব্যক্তি ও ভ্রমণকারীদের বিবরণ, যাহাদের অনেকেই ফরাসী (Jean-Marie Carre, Voyageurs et ecrivains francais en Egypte, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৬৯-৩২৩ দ্র.)। প্রধানত মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশা সম্পর্কে লিখিত বহু আধুনিক গ্রন্থে ইব্‌রাহীম পাশা সম্পর্কিত তথ্যাদি মিলিবে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত গ্রন্থটি নির্বাচিত করা হইয়াছে ঃ (৭) H. Dodwell, The founder of modern Egypt, কেম্ব্রিজ ১৯৩১ খৃ.; (৮) 'আবদু'র-রাহ'মান আর-রাফিঈ, আস্‌র মুহ'াম্মাদ আলী, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (৯) Helen Anne B. Rivlin, The Agricultural policy of Muhammad Ali in Egypt, কেম্ব্রিজ Mass., ১৯৬১ খৃ.; (১০) সিনাসি আলতুনদাগ (Sinasi Altundag) তুর্কী মাহাফিজ খানার দলীল-পত্রাদি ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন Kavalali Mehmet Ali Pasa isyani Misir meselesi ১৮৩১-১৮৪৩, আঙ্কারা ১৯৪৫ খৃ.; (১১) ইব্‌রাহীম পাশার সিরীয় জীবন সম্পর্কে আসাদ জে. রুস্তাম, The Royal Archives of Egypt and the origins of the Egyptian expedition to Syria 1831-8141, বৈরূত ১৯৩৬ খৃ. ও (১২) The Royal Archives of Egypt and the disturbances in Palestine, 1834, বৈরূত ১৯৩৮ খৃ.।

P. Kahle [P. M. Holt) (E.I.[2]) মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্‌রাহীম পাশা কারা (إبراهيم پاشا قرة) ঃ উছমানী সুলতান ৪র্থ মুহ'াম্মাদ-এর প্রধান উযীর ১০৩০/১৬২০ সালে বায়বুর্ত (Bayburt)-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আবাযা হাসান পাশা (দ্র.)-র একজন লেভেন্দ (দ্র. Lewend) বা অনিয়মিত সৈন্য হিসাবে তাঁহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০৬৯/১৬৫৮ সালে আবাযা হাসান-এর বিদ্রোহ দমনের পর তিনি পর্যায়ক্রমে প্রথমে ফিরারী মুস্‌তাফা পাশার এবং সর্বশেষে কারা মুস্‌তাফা পাশার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি কারা মুস্‌তাফা পাশার পারিবারিক ব্যবস্থাপক বা কেত্‌খুদা (كتخدا) নিযুক্ত হন। পাশাদের প্রতিপত্তির সাহায্যপুষ্ট ও সুলতানের আস্থাভাজন হইয়া তিনি রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। রাবীউল আখির ১০৮২/আগস্ট ১৬৭১ সালে তিনি কুচুক বা ছোট এবং পরে বুয়ুক মীর আকোর বা বড় আস্তাবলের

দারোগা নিযুক্ত হন (রাশিদ, ১খ, ২৫৫)। পরে যখন তাহার পৃষ্ঠপোষক কারা মুস্‌তাফা প্রধান উযীর নিযুক্ত হন (১০৮৭/১৬৭৬) তখন তাহাকে তৃতীয় উযীরের পদে নিযুক্ত করা হয় (সিলাহদার, ১খ, ৬৫৩)। যাহা হউক, সুলতানের সহিত ইব্‌রাহীমের ক্রমবর্ধমান অন্তরঙ্গতায় কারা মুস্‌তাফা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে শাহী দরবার হইতে অপসারণের উদ্দেশে কাপুদান পাশা (قپودان پاشا) পদে নিয়োগ করান (১৭ রামাদান, ১০৮৮/১৩ নভেম্বর, ১৬৭৭)। কিন্তু ইবরাহীম অবিলম্বে তাঁহার জন্য প্রধান উযীরের কাইম মাকাম (قائم مقام) বা প্রতিনিধির অতিরিক্ত পদ যোগাড় করিয়া রাজধানীতে তাঁহার স্থায়ী অবস্থান সুনিশ্চিত করেন। প্রধান উযীর তাঁহাকে উভয় পদ হইতে বরখাস্ত করাইয়া পঞ্চম উযীরের পদে নামাইয়া আনিতে সফল হন (১০ শাওয়াল, ১০৮৯/২৫ নভেম্বর, ১৬৭৮; সাফীনাতুল-উযারা, সম্পা. Parmaksizoglu, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩৯-এ প্রদত্ত তারিখ ভ্রমাত্মক)। কিন্তু তাহাতে সুলতানের উপর ইব্‌রাহীমের প্রভাব হ্রাস পায় নাই; তিনি পর্যায়ক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় উযীর হন এবং অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কারা মুস্‌তাফা তাঁহাকে কাইম মাকাম পদে পুনর্নিয়োগ করা দূরদর্শিতার কাজ বলিয়া মনে করেন। ভিয়েনা অবরোধকালে অভিযানে সহায়তা দানের উদ্দেশে তিনি বেলগ্রেডে অবস্থান করেন। কিন্তু এই অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ পাইবামাত্রই তিনি Edirne-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হইতে তিনি সক্রিয়ভাবে কারা মুস্‌তাফার বিরুদ্ধে সঙ্গোপনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকের প্রাণদণ্ড আদায়ে এবং প্রধান উযীর পদে নিজের নিযুক্তি লাভে সমর্থ হন (যুল-হি‘জ্জা ১০৯৪/ডিসেম্বর ১৬৮৩, দ্র. সিলাহদার, ২খ, ১১৯-২১)। যাহা হউক, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্ভূত মারাত্মক পরিস্থিতির মুকাবিলা করিতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম এবং একবারের জন্যও তিনি নিজে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। ফলে ২০ মুহাররাম, ১০৯৭/১৭ ডিসেম্বর, ১৬৮৫ (এইরূপ রাশিদ, ২খ, ৬) সালে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি হজ্জে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহার শত্রুগণ ইহাকে একটি ভাওতা বলিয়া সুলতানকে সতর্ক করিয়া দিল যে, ইহা দ্বারা তিনি (ইবরাহীম) তাঁহার প্রথম জীবনের “জালালী” (جلالى) কার্যকলাপে প্রত্যাবৃত হইয়া আনাতোলিয়ার উত্তেজনা বৃদ্ধিকরণে প্রয়াস পাইবেন। তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয় এবং তাঁহাকে রোডস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় (রাবীউল আখির ১০৯৭/মার্চ ১৬৮৬) এবং কিছু দিন পরেই তাঁহার প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (শাবান ১০৯৮/জুন ১৬৮৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কারা ইব্‌রাহীম পাশার জীবন বৃত্তান্তের দুইটি প্রধান উৎসের একটি হইতেছে ঃ (১) রাশিদ (১খ, ২৫৫, ৩৩৪, ৩৯২, ৪২৯, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪৫, ৪৬৯, প., ৪৭৫, ৪৮৪, পৃ.; ২খ, ৬) এবং অপরটি (২) Findiklili Mehmed Agha Silihdar (১খ., ৬৫৩, ৬৫৬, ৬৬৩, ৬৬৯, ৬৭১, ৭১৬, ৭১৮, ৭২৬ প., ৭৩৮, ৭৪৯ প.; ২খ, ৭ প., ১২, ১৭, ১১৯ প., ১২৯, ১৮৯, ২০১ প., ২০৯ প., ২১৫, ২২৫ প., ২২৮ প., ২৩৭, ২৪২ প., ২৭৯, ২৮৮, ২৯৪)। সরকারী ইতিহাসবেত্তা হিসাবে রাশিদ, ইবরাহীম পাশার ব্যর্থতার বিবরণ প্রদানে তৎপর। পক্ষান্তরে সিলাহদার তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তুলিয়া ধরিতে ইতস্তত করেন নাই। আরও দ্র.ঃ (৩) হাদীকাতু’ল-উযারা, পৃ. ১১০-১; (৪) সিজিল্ল-ই ‘উছমানী, ১খ, ১১০; (৫) Hammer-Purgstall, ৬খ., স্থা., এই নিবন্ধটি তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধটির সংক্ষিপ্ত রূপ, fascs, ৪৯-৫০, পৃ. ৯০৬-৮; , যেইখানে আরও অধিক বরাত দেওয়া হইয়াছে।

I. Parmaksizoglu (E.I.[2])/শেখ মোঃ তবীবুর রহমান

ইব্‌রাহীম পাশা চানদারলী (দ্র. জানদারলি)।

ইব্‌রাহীম পাশা, দামাদ (ابراهيم پاشا داماد) ঃ (১০১০/১৬০১) তুরস্কের ‘উছমানীদের প্রধান উযীর। পেসেবীর মতে (Pecewi, ২খ, ২৮৪) ইব্‌রাহীম পাশা বোস্‌নীয় বংশোদ্ভূত। ভেনিসীয় উৎস তাঁহাকে "di nazione schiavonl" (Alberi, iii, ২৪১-২, ২৯০, ৩৬৭-৮) অথবা "di chersego" (Alberi, iii, ৪৩২, আরও তু. Soranzo, 10 "nativo della Provincia di herzecovina") বলিয়া উল্লেখ করে। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়াছেন, Mixadoi: তিনি ইব্‌রাহীম পাশাকে di natione schiavona, del luoco detto Chianichii, una breve giornata discosto da Ragusi" (Historia 266) হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সিরিয়াস্থ ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূত Giovanni Michele-এর দোভাষী Chrestoforo de Boni- এর নিকট হইতে। ইব্‌রাহীম পাশার ন্যায় তিনিও Chrestoforo de Boni) ছিলেন Ragusi রাজ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলের স্লাভ বংশোদ্ভূত। ৯৯৩/১৫৮৫ সালে লেবাননে দ্রুযদের বিরুদ্ধে ইব্‌রাহীম পাশার অভিযানকালে তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হন (Minadoi, Historia, 277)। ইব্‌রাহীম পাশার জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। Minadoi (Historia, 266) ১৫৮৮ সালের (তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের তারিখ) নিকটবর্তী সময়ে লিখিত বিবরণে ইব্‌রাহীম পাশার বয়ঃক্রম প্রায় ৩২ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইস্তাম্বুলে রক্ষিত ভেনিসীয় বেইলির (Venetian balio relazioni-তে উল্লিখিত বিবরণে ইব্‌রাহীম পাশার জন্মকাল ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে বলিয়া ইঙ্গিত রহিয়াছে।

devshirme(দ্র. জানিসারীরূপে পরবর্তী কালে গৃহীত)-এর শিশু হিসাবে ইব্‌রাহীম পাশা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন, রিকাবদারের (জীনরক্ষক) পদে তিনি উন্নীত হন এবং ৯৮২/১৫৭৪ সালে তৃতীয় মুরাদের সিংহাসন আরোহণকালে সিলাহ্‌দার (অস্ত্ররক্ষক) হন। অতঃপর ৯৮৮/১৫৮০ সালে তিনি জানিসারী (রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী) প্রধান নিযুক্ত হন। ৯৯০/১৫৮২ সালে রুমেলীয় বেগলারবেগ (Beglerbeg of Rumeli) পদে নিযুক্ত হন এবং এই পদে সমাসীন থাকাকালে ঐ বৎসরের গ্রীষ্মকালে তৃতীয় মুরাদের পুত্র পরবর্তী কালের তৃতীয় মাহ্‌মূদের খৎনা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৯৯০/১৫৮৩ সালে তৃতীয় মুরাদের অন্যতম কন্যা আইশার সহিত তাঁহার বাগদান পর্ব সম্পন্ন হয় এবং তিনি উযীর পদে উন্নীত হন।

৯৯১/১৫৮৩ সালে তাঁহাকে মিসরে বেগ্‌লারবেগ হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। ৯৯৩/১৫৮৫ সালে সিরিয়ার মধ্য দিয়া মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লেবাননের দ্রুয সর্দারদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ইস্তাম্বুলের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই শাহযাদী আইশার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে তিনি সুলতানকে অপরিমিত উপঢৌকন (পেশকান-ই আযীম) প্রদান করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরে ইব্‌রাহীম পাশার পদ ও মর্যাদার অগ্রগতির

সঠিক চিত্র সুস্পষ্ট নয়। কোন তথ্যে তাঁহাকে পঞ্চম উযীর (Venetian relazione of 1583; alberi, iii, 241), কোন তথ্যে তাঁহাকে চতুর্থ উযীর (Venetian relazione of 1585; alberi, iii, 290) এবং কোন তথ্যে তাঁহাকে তৃতীয় উযীর (Solakzade, 609-narratin events of 993/1585) হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছু পরবর্তী কালের এক বিবরণে তাঁহাকে দ্বিতীয় উযীর বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে [তু. Giovanni Moro (1590) in Alberi, iii, 367 and Bernando Lorenzo (1592) in Alberi, ii, 357]।

এই বৎসরগুলির মধ্যে অতি অল্প কালের জন্য ইব্‌রাহীম পাশা কাপুদান অর্থাৎ উছমানী নৌবহরের প্রধান নৌ-সেনাপতি হিসাবে কাজ করেন (হাজ্জী খালীফার তুহ্‌ফাতু'ল কিবার, ১৪০; Danishmend, Kronoloji iii, 543-এ নিম্নের তারিখগুলির উল্লেখ আছেঃ রাজাব ৯৯৫/জুলাই ১৫৮৭-জুমাদাল-উলা ৯৯৬/এপ্রিল ১৫৮৮)। ১৫৯০ খৃ. বেনিসীয় Bailo Giovanni Moro রাজ্যপরিষদের সদস্যদের নিকট পেশকৃত তাঁহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, অস্ত্রাগারের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতান উলুজ হ'াসান পাশাকে কাপুদান হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (Alberi, iii, 357; "senza che ibrahim ne Sapesse Parola")। সেলানীকীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায় যে, (তারীখ, পৃ., ২৫৪) ইব্‌রাহীমকে তাঁহার পদ হইতে জুমাদাল উলা ৯৯৬/এপ্রিল ১৫৮৮ সালে অপসারিত করা হয়। দানিশমান্দ এই তারিখকে সংশোধন করিয়া kronoloji, iii, ১১১ ও ১১৩-এ জুমাদাল-উলা ৯৯৭/এপ্রিল ১৫৮৯ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১০০৩/১৫৯৫ সালে সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের সিংহাসনে আরোহণের ফলে ইব্‌রাহীম পাশা আর একবার দ্বিতীয় উযীর পদে নিযুক্ত হন (হাজ্জী খালীফা, Fedhleke, i, 10)। এই সময়ে 'উছ'মানী সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়ার সহিত এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয় (১০০১-১০১৫/১৫৯৩-১৬০৬)। শাবান ১০০৩/এপ্রিল ১৫৯৫ সালে ওয়াল্লাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানকালে প্রধান উযীর ফারহাদ পাশার অবর্তমানে দ্বিতীয় উযীর হিসাবে ইব্‌রাহীম পাশা ইস্তাম্বুলের প্রধান উযীরের স্থলাভিষিক্ত (কাইম-মাকাম) নিযুক্ত হন।

শাবান ১০০৪/এপ্রিল ১৫৯৩ সালে উযীর কোজা সিনান পাশার ইনতিকালের পর ইব্‌রাহীম পাশা উযীর পদে উন্নীত হন। সাত মাসের কিছু কম সময় তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে 'উছ'মানীগণ খৃষ্টানদের নিকট হইতে গুরুত্বপূর্ণ Egri অর্থাৎ হাঙ্গেরীয় ঈগার (Erlau) দুর্গ দখল করেন (মুহ'াররাম-সাফার ১০০৫/সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৫৯৬) এবং রাবীউল আওয়াল ১০০৫/অক্টোবর ১৫৯৬ সালে সংঘটিত Hac Wvasi (Mezo Keresztes)-এর যুদ্ধে সম্রাট দ্বিতীয় রুডল্‌ফের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরে চিগালাযাদে সিনান পাশা (দ্র.) প্রধান উযীর নিযুক্ত হন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে রাবীউল-আখির ১০০৫/ডিসেম্বর ১৫৯৬ সালে ইব্‌রাহীম পাশাকে আরও একবার ঐ পদ প্রদান করা হয়। রাবীউল আওয়াল ১০০৬/নভেম্বর ১৫৯৭ সালে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার প্রধান উযীরের পদ হইতে বরখাস্ত করা হয়। জুমাদাল-উখ্‌রা ১০০৭/জানুয়ারী ১৫৯৯ সালে তৃতীয়বারের জন্য তিনি ঐ পদে পুনর্নিযুক্ত হন এবং ইনতিকাল পর্যন্ত আড়াই বৎসরকাল ঐ পদে বহাল থাকেন।

প্রধান উযীর ও সর্দার (প্রধান সেনাপতি) হিসাবে ইব্‌রাহীম পাশা হাঙ্গেরীর যুদ্ধে নিয়োজিত তুর্কী বাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১০০৮/১৫৯৯ সালের অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহের সংস্কার ও অধিকতর শক্তিশালীকরণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় হাঙ্গেরীয়দের 'উছ'মানীদের প্রতি অধিকতর অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি। ইব্‌রাহীম পাশা বেলগ্রেডে শীতকাল কাটাইয়া ১০০৯/১৬০০ সালে কানিযসা (kanizsa দ্র.)-র খৃষ্টান দুর্গ জয়ের উদ্দেশে তাঁহার সৈন্য পরিচালনা করেন এবং অল্পকাল অবরোধের পর রাবীউল-আখিরা ১০০৯/অক্টোবর ১৬০০ সালে উহা দখল করেন। এই স্মরণীয় বিজয়ই কার্যত তাঁহার কর্মজীবনের শেষ কাজ। ৯ মুহাররাম, ১০১০/১০ জুলাই ১৬০১ সালে বেলগ্রেডের নিকটবর্তী যেমুন নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রাপ্ত তথ্যসমূহে ইব্‌রাহীম পাশাকে একজন সুদর্শন পুরুষ (Alberi, iii, 241-2; Minadoi, 266, "bello di sembianti), উদার (Alberi, iii, 432), তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু শঠ (Alberi, iii, 290— তু. also Pecewi, ii. 229-231)" "leggiero dicervello e vario" (Alberi ii, 357) ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে তিনি বিশেষ বিচক্ষণ ও উচ্চ পদমর্যাদার উপযোগী ব্যক্তি ছিলেন না (Alberi ii, 432; "none riputato prudente, ne atto a supremo commando"— relazion^e of matteo Zane, dated 1594) বলিয়াও মন্তব্য করা হয়। তৎসত্ত্বেও ১৫৯৬, ১৫৯৯ ও ১৬০০ খৃ. তাঁহার হাঙ্গেরী অভিযানে সাফল্য অনস্বীকার্য এবং উহা Matteo Zane-এর এই শেষের মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের উদ্রেক করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সেলানীকী, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি., পৃ. ১৫৮, ১৬৮ প., ১৯৩, ২০৫, ২২২, ২৫৪; (২) Pecewi, Tarikh, Istanbul 1281-3, ii, 21, 25, 168, 170, 189 ff., 206 ff., 209, 224, 227, 231 ff., 284; (৩) হাজ্জী খালীফা, ফেযলেকে, ইস্তাম্বুল ১২৮৬-৭ হি., পৃ. ১০, ৫৩, ৬৭, ৮৪, ৮৬ প., ৯২ প., ৯৯, ১০২, ১১৬প., ১২৩ প., ১৩৫, ১৪২, ১৪৬ প.; (৪) ঐ লেখক, তুহ্‌ফাতু'ল-কিবার, ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি., পৃ. ১৪০; (৫) নাঈমা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮১-৩ হি., ১খ, ৮০, ১০৭, ১১০, ১১৭, ১২৩ প., ১২৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬৮, ১৭০, ১৭২, ১৮৪ প., ১৮৭, ২০৪, প., ২২১ প., ২২৮ প., ২৩৪ প., ২৪৭ প., ২৫১ প.; (৬) সোলাকযাদে, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯৮ হি., পৃ. ৬০৩, ৬০৮, ৬২৫ প., ৬৩১ প., ৬৩৯ প., ৬৪৪, ৬৫০, ৬৫১ প., ৬৫৬ প., ৬৬০ প.; (৭) 'উছ'মানযাদে তাইব, হাদীকাতু'ল উযারা, ইস্তাম্বুল ১২৭১ হি., পৃ. ৪৫; (৮) হু'সায়ন আয়্‌ওয়ান সারায়ী, হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি, ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি., ১খ, ১৬; (৯) সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ১খ, ৯৭; (১০) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devleti zamaninda kullanilmis olan bazi muhurler hakkinda bir tetkik, in Belleten iv (1940), 506-7 (and plate XCI, No. 4); (১১) ঐ লেখক, Osmanli taribi, iii/2, Ankara 1954, 351-4, 357, 359, 613; (Index); (১২) I. H. Denismend, Izahli Osmanli tarihi kronolojisi, iii, Istanbul 1950

III, 113, 543; (১৩) G. T. Minadoi, Historia della guerra fra Turchi e Persiani, Venice 1594, 266-7, 270-1, 275,-95, স্থা.; (১৪) L. Soranzo, L'Ottomanno, Ferrara 1598, 10; (১৫) E. Alberi, Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato, ser. 3. Florence 1840-55, ii, 357, iii, 241-2, 290, 357, 367-8, 432-3; (১৬) O. Burian, The report of Lello, third English ambassador to the Sublime Porte (Ankara Universitesi Dil ve Tarih- Cografya Fakultesi yayinlari no 83), Ankara 1952, 1-4; (১৭) Hammer-Purgstall, Histoire, vii, 125, 148, 167, 165-74, সম্পা. 300-3, 312, 319, 332, 341, 349-61., 431-2, and viii, 4, 6-7, 379-8; (১৮) IA. Ibrahim Pasa (by Ismet Parmaksizoglu)।

V.J. Parry (E.I.2)/শেখ মোঃ তবীবুর রহমান

ইব্‌রাহীম পাশা, নেভশেহিরলী (ابراهيم پاشا نيبه شهيرلى) ঃ তুরস্কের 'উছ্‌মানী সুলত'ান তৃতীয় আহমাদ (দ্র.)-এর প্রধান উযীর ইব্‌রাহীম পাশা নেভশেহিরলী, মুশকারায় (موشقره) [বর্তমান নেভ্‌সেহির] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনৈক আলী আগার পুত্র ছিলেন। ১১৪৩/১৭৩০ সনে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার জন্মতারিখ প্রায় ১০৭৩/১৬৬২ ছিল বলিয়া মনে করা হয়, মতান্তরে ১৬৭৮ খৃ.। তিনি ১১০০/১৬৮৯ সনে চাকুরীর অন্বেষণে ইস্তাম্বুলে আসেন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদের চাকুরী যোগাড় করিয়া দেন। এখানে তিনি পরপর হেল্‌ওয়াজী (হালওয়ায়ী), বাল্‌তাজী ও কাতিব হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। এড্রিনে (Edrine) তিনি যুবরাজ আহ্‌মাদের সহিত পরিচিত হন। আহমাদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে (১১১৫/১৭০৩) ইব্‌রাহীমকে খোজা প্রধানের (দারুস-সা'আদা আগাসী) সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি একটানা ছয় বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলত'ানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হওয়ায় ইব্‌রাহীমের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাকে এড্রিন (Edrine) হইতে নির্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ১১২৭/১৭১৫ সনে দামাদ 'আলী পাশা কর্তৃক পরিচালিত গ্রীস (Greece) অভিযানে তিনি মিউকুফাতচী (দ্র.) হিসাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনঃবিজিত মোরিয়ায় (Morea) তাঁহাকে তাহরীরের (দ্র.) দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। পরের বৎসর তিনি নীশ (Nish)-এর দফ্‌তরদার হিসাবে পেটারওয়াদিন (Peterwardein) অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রধান উযীর নিহত হওয়ার পর তিনি সাফল্যের সহিত সমূহ বিপদ প্রতিহত করেন এবং এই পরাজয়ের সংবাদ সুলতান তৃতীয় আহ্‌মাদকে পরিবেশন করার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ইহার পর হইতে যাহাতে সুলত'ানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা যায়, এই ধরনের পদগুলি ইব্‌রাহীম অলংকৃত করেন। রাবীউল-আওয়াল ১১২৯/ফেব্রুয়ারী ১৭১৭ সনে তিনি দ্বিতীয় উযীরের মর্যাদা লাভ করিয়া আহ্‌মাদের প্রিয়তমা কন্যা ও 'আলী পাশার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা বিধবা পত্নী ফাতি'মার পাণিগ্রহণ করেন। সুলত'ানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য সুলত'ানকে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেও তিনি প্রধান উযীর খালীল পাশার মতামতের বিরুদ্ধে জয়ী হইতে সমর্থ হন। যাহা হউক, বেলগ্রেড (Belgrade) [দ্র.] হস্তচ্যুত হওয়ায় (রামাদা'ন ১১২৯/আগস্ট ১৭১৭) 'উছ্‌মানীগণ আলোচনায় বসিতে বাধ্য হন। ১ ফেব্রুয়ারী, ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং অবশেষে "শান্তি নীতি"র প্রবক্তারূপে ইব্‌রাহীম পাশা ৮ জুমাদাছ-ছা'নী, ১১৩০/৯ মে, ১৭১৮ সালে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন। শান্তি আলোচনা অব্যাহত রাখিতে তিনি সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। মাত্র দুই মাস পরেই তাহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার পুরস্কারস্বরূপ প্যাসারোভিজের (passarowitz) সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

তুরস্ক আরও বেশী পরিমাণে বিদেশ অভিযানে ব্যাপৃত থাকুক, ইব্‌রাহীম তাহা চাহিতেন না, বরং তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শুধু একটি সক্রিয় সেনাদলকে বেতনভুক্ত সৈনিক করিতে, নূতন কর ধার্য ও মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাহা হউক, প্যারিসের দৌত্যকর্মে নিযুক্ত ইরমিসেকিজ চেলেবি মেহমেদ ইফেন্দী (yirmisekez celebi Mehmed Efendi)-এর ভাসাই (Versailles) ও ফনটেইনবলু (fontainebleau) বর্ণনায় সম্ভবত তিনি ও সুলত'ান অনুপ্রাণিত হইয়া বস্‌ফোরাসের (Bosphorus) তীরে, ইয়ুব (Eyyub) ও কাগীদখানে (Kaghidkhane) [সাদাবাদ, য়ুরোপের মিষ্টি পানি] কল্পনার রঙ্গে রঙ্গীন, কোশ্‌কুস নামক ঝর্ণাধারা ও রাজপ্রাসাদ (এমনাবাদ, নেশাতাবাদ প্রভৃতি) নির্মাণে ব্যাপৃত হন। এখানে বিলাসবহুল প্রমোদ অনুষ্ঠান, সঙ্গীত ও কাব্য চর্চা অনুষ্ঠিত হইত। নেদিমের (দ্র.) কাব্যে ইহা জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই বিদগ্ধ, কিন্তু বেপরোয়া, ব্যয়বহুল বিলাসিতা "তুলিপোশানিয়ায়" (tulipoania) বিধৃত হইয়াছে। ইহা ইব্‌রাহীমের প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য "লালে দেউরী" (Lale dewri) খেতাব বহন করিয়া আনে। তুরস্কে ইসলামী বই-পুস্তক মুদ্রণের প্রচলন ছিল "পশ্চিমীকরণ" (Westernization) প্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন (ইব্‌রাহীম মুতাফাররিকা, মাতবা'আ দ্র.)। যাহা হউক, এই বিলাসবহুল অমিতব্যয়িতা ও অনুমোদিত চুক্তির ফলে দেশের কিয়দংশ হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং ইব্‌রাহীমকে সমালোচনা করার আরও যথেষ্ট কারণস্বরূপ, যেমন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও নির্ভরশীলদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন ও বিদেশী রাজদূতদের পালনে দেশের জনগণ বিরক্ত ও ব্যথিত হয়।

পারস্যের কোন একটি দূতাবাস হইতে প্রত্যাগত দুররী ইফেন্দী (Durri Efendi) সেখানকার আন্দোলনমুখর অবস্থা এবং আফগান ও রাশিয়ানদের দ্বারা পারস্য আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা শুনিয়া ইব্‌রাহীম দেশের বিখ্যাত নেতৃবর্গকে আহ্বান (রাজাব ১১৩৪/মে ১৭২২) করিয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত রক্ষাকল্পে 'উছ্‌মানী হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করেন। এই ধরনের নীতি ভীতিকর ও হুমকিস্বরূপ ছিল। বাস্তবে দেখা গেল, 'উছ্‌মানী সাম্রাজ্য পারস্যের সহিত নহে, বরং কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীরের রাজ্যগুলির অধিকার লইয়া রাশিয়ার সহিত সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়ে, তথাপি পারস্য ভাগাভাগির অভিপ্রায়ে ১৭২৩ খৃ. জুলাই মাসে Marquis de Bonnac-এর মধ্যস্থতায় রাশিয়ার Peter the Great-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (শাওয়াল ১১৩৬/জুন ১৭২৪)। সুতরাং যে যুদ্ধ ১১৩৫/১৭২৩ সনে শুরু হইয়াছিল (কার্যত যুদ্ধটি ১১৪৯/১৭৩৬ সন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল) তাহা তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে শত্রুতায় সীমাবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিল। হামাযান, আনজা, তাব্‌রীয, রেওয়ান প্রভৃতি দখল করায় দ্বিতীয় তাহ্‌মাস্‌প

(দ্র.) শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ফলে ১৭ সাফার, ১১৪০/৪ অক্টোবর, ১৭২৭ সনে স্বল্লায়ু হামাযান চুক্তি সম্পাদিত হয়। পারস্যের একটি অভিযান তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়ায় ১৭৩০ খৃ. অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহমাদ পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু উসকূদার-এ শিবির স্থাপিত হইলেও সাহসিকতাপূর্ণ কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে চূড়ান্ত অসন্তোষের কারণে প্যাট্রোনা খালীল (দ্র.)-এর নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সুলতান প্রথমে ইব্‌রাহীম পাশাকে ইস্তাম্বুলে গিয়া বিক্ষোভ দমন করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু সুলতান পরে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের অবস্থান রক্ষা করার একমাত্র ভরসা (পরিণামে ব্যর্থ হইয়াছিলেন) তাঁহার প্রিয়পাত্রকে বিসর্জন দেওয়া। ১৭ রাবীউল-আওয়াল/৩০ সেপ্টেম্বর সুলতান তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেন। শায়খুল-ইসলাম ও দেশের অন্যান্য বিখ্যাত 'উলামা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের জন্য ফাতওয়া প্রদান করিলেন। তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তাঁহার মৃতদেহ বিদ্রোহীদের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়া ছিন্নভিন্ন করা হয়।

ইব্‌রাহীম জীবনের প্রথমাংশে এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন যে, কৌশলগত দিক হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের সহিত তুরস্কের জড়িত হওয়া সুবিবেচনা প্রসূত নহে। তিনি একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন এবং না'ঈমা (দ্র.)-র নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তিনি 'আয়নীর 'ইকদু'ল-জুমান, 'আবদু'র-রাযযাক-এর মাতলা'উ'স সাদায়ন-এর ন্যায় বিখ্যাত পুস্তকগুলি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি কবি, শিল্পী ও হস্তলিপি বিশারদদের অত্যন্ত উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেক জায়গায়, বিশেষ করিয়া ইস্তাম্বুল, উরগুপ ও নিজের জায়গা মুশ্‌কারায় বহু ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইব্‌রাহীম মুশকারায় অনেক নূতন নূতন ইমারত নির্মাণ ও সন্নিহিত এলাকায় উপজাতিদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসে উৎসাহিত করিয়া একটি শহরে পরিণত করেন। এই শহরেরই নাম "নেভ্-শেহির" (Nev-shehir)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'উছ'মানী ঘটনাপঞ্জী (তারীখ-ই রাশিদ) রাশিদ, ৩-৫খ. স্থা.; (২) চেলিবিযাদে আসিম, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., ("রাশিদ", ৬ষ্ঠ খণ্ড); (৩) সুবহী, ইস্তাম্বুল ১১৯৮ হি.; (৪) সিলাহদার মেহমেদ, নুসরেতনামে (অপ্রকাশিত MS); (৫) আবদী, আন্‌কারা (TTK) ১৯৪৩ খৃ.।

সাধারণ ইতিহাসসমূহ ঃ (৬) Hammer-Purgstall, ৭খ, স্থা.; (৭) Zinkeisen, GOR, ৫খ., স্থা.; (৮) I. H. Uzuncarsili, Osmanli tarihi, ৪/১-২খ, আন্‌কারা ১৯৫৬-৯ খৃ.। এতদ্ব্যতীতঃ (৯) Gerard Cornelius von den Driesch, Historische Nachricht von der Kayserl, Gross-Botschaft nach Constantinopel, Nurnberg ১৭২৩ খৃ., পৃ. ১৭১ (ইব্‌রাহীমের ছবিসহ); (১০) C. Schefer (সম্পা.), Memoire historique sur l'ambassade par le marquis de Bonnac, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.; (১১) A. Vandal, Une ambassa de francaise en Orient sous Louis ১৫, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.; (১২) সিজিল্লই 'উছ'মানী, ১খ, ১২৩-৪; (১৩) 'উছ'মানযাদে তাইব্, হাদীক'াতু'ল-উযারা, পৃ. ২৯ প.। অতিরিক্ত সূত্র ঃ (১৪) আহ্'মাদ রেফীক, দামাদ ইব্‌রাহীম পাশা জামানীন্দা, উরগুপ ভি নেভসিহির, in TOEM, ১৪/৩ ৮০ খৃ. (১৩৪০), ১৫৬-৮৫; (১৫) মুনীর আকতেপে, Damad Ibrahim Pasa devrinde lale, in TD, ৪/৭-৬/৯ (১৯৫৩-৪), (১৬) ঐ লেখক, in TM, ১১খ., (১৯৫৪ খৃ.), ১১৫-৩০ (তুলিপোমানিয়া সম্বন্ধে); (১৭) ঐ লেখক, Patrona isyani, ১৭৩০, ইস্তাম্বুল ১৮৫৮ খৃ. (পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ); (১৮) ঐ লেখক, Nevsehirli Damad Ibrahim Pasa'ya aid iki vakfiye, in TD, ১১/১৫ (১৯৬০ খৃ.), ১৪৯-৬০; (১৯) M. L Shay, The Ottoman Empire from 1720 to 1734 as revealed in despatches of the Venetian Baili (Illinois Studis in the Social sciences, xvii/3), Urbana 1944, উল্লিখিত বিষয়টি নেভশেহিরলি ইবরাহীম পাশা in IA, 92, ২৩৪-৯ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তকরণ (আরও গ্রন্থপঞ্জী মূল গ্রন্থে সংযোজিত)।

M. Munir Aktepe (E.I.²)/মুহাঃ আবু তাহের

ইব্‌রাহীম পেচেবী (দ্র. পেচেবী)

ইব্‌রাহীম বালয়াবী (ابراهيم بليوبى) ঃ মাওলানা ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক (সদর মুদাররিস)। তিনি ১৩০৪ হিজরী সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বালয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের কিতাবসমূহ সেই সময়কার প্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা হাকীম জামিলুদ্দিন নগীনভী, মাওলানা ফারুক আহমাদ চরয়াকুটি, মাওলানা আবদুল গাফফার ও মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ খানের নিকট অধ্যয়ন শেষে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। তিনি শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদুল হাসান, মুফতী আযীযুর রহমান উসমানী ও হাকীম মুহাম্মদ হাসান (র) এর নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। ১৩২৭ হিজরী সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ হইতে দাওরায়ে হাদীছের সনদ প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীর ফতেহপুর 'আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। ইহার পর ১৩৮৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০ বৎসর পর্যায়ক্রমে মুরাদাবাদ জেলার উমরী মাদ্‌রাসা, আযমগড় জেলার দারুল 'উলূম মেউ মাদরাসা, বিহার প্রদেশের দারভাঙ্গা জেলার ইমদাদীয়া মাদরাসা, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা ও দারুল 'উলুম দেওবন্দে মুহাদ্দিস ও প্রধান মুদাররিস হিসাবে কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী দারুল 'উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় তিনি দুই বৎসর শায়খুল হাদীছ হিসাবে খিদমত আঞ্জাম দেন। শ্রেণীকক্ষে হাদীছের তাৎপর্য বিশ্লেষণের সময় তিনি দর্শন ও যুক্তির আশ্রয় লইতেন। ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, শ্রীলংকা, নেপাল এবং আফ্রিকার বহু দেশে তাঁহার বিপুল সংখ্যক ছাত্র দীনের বিভিন্নমুখী খিদমতে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

দারুল 'উলুম দেওবন্দ হইতে প্রকাশিত ১৩৩৩ সালের বার্ষিক রোয়েদাদে তাঁহার প্রতিভার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, মাওলভী মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম সাহেব সকল শাস্ত্রে পারদর্শী একজন শিক্ষক। মানতিক ও ফালসাফার কিতাবসমূহ তিনি সুনামের সহিত পড়াইতেন। ফালসাফা, মানতিক ও কালাম শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাবালী তথা সারা, শামসে বাযেগাহ, কাযী মুবারক, হামদুল্লাহ ও উমূরে আম্মাহসহ শারহে মাতালী ও শারহে ইশারাত প্রভৃতির অধ্যাপনা তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

মাওলানা ইব্‌রাহীম বালয়াবী (র) তাফসীর, হাদীছ, আকাইদ ও কালাম শাস্ত্রে সমসাময়িক কালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হন।

শিক্ষার্থীগণ প্রবল উদ্দীপনা ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া তাহার ক্লাসে অংশগ্রহণ করিত। সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহ সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনা ছিল তাহার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাহার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে-

১. শারহু জামে তিরমিযী;
২. দিয়াউন নুজুম-শারহু সুল্লামিল 'উলুম;
৩. রিসালায়ে মুসাফাহা;
৪. রিসালায়ে তারাবীহ;
৫. আনওয়ারুল হিকমাত।

মাওলানা ইবরাহীম বালয়াবী (র) দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৩৮৭ সালে ৮৪ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে দেওবন্দের মাকবারা-ই কাসেমীতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সায়্যিদ মাহবুব রিয্ভী, দারুল 'উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মাওলানা আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহইয়া ও ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩/১৪২৪, ১ ও ২ খণ্ড, পৃ. ৬৯২-৪; (২) আন্ওয়ারুল বারী, ২ খণ্ড, পৃ. ২৭৫; (৩) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯২ খৃ., পৃ. ১৯১-২; (৪) মুফতী জসীম উদ্দীন, দারুল 'উলূম হাটহাজারীর ইতিহাস, বুখারী একাডেমী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ২০০২/১৪২৩ হি., পৃ. ১৯৬।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ইব্‌রাহীম বে আল-কাবীর আল-মুহাম্মাদী (ابراهيم بى الكبير المحمدى) ঃ তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ বে আবুয-যাহাব-এর মামলূক। ১১৮২/১৭৬৮-৯ সনে তাঁহাকে "বে" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ১১৮৬/১৭৭২-৩ সনে আমীরু'ল-হজ্জ এবং ১১৮৭/১৭৭৩-৪ সনে দফতরদার পদে নিযুক্ত হন। আবুয-যাহাব যখন শায়খ জাহিরু'ল-'উমার (মুহাররাম ১১৮৯/মার্চ ১৭৭৫)-এর বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়াছিলেন তখন ইব্‌রাহীমকে মিসরে তাঁহার উপ-অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের পর মিসরের কর্তৃত্ব ইব্‌রাহীম ও মুরাদ বে-র নেতৃত্বে তাঁহার অনুগামীদের (মুহাম্মাদিয়া) নিকট চলিয়া যায়; প্রথমোক্ত ব্যক্তি শায়খুল-বালাদ হইয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তির চরিত্রে প্রবল বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুরাদ ছিলেন একগুঁয়ে, সাহসী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অন্যপক্ষে ইব্‌রাহীম ছিলেন আপোসকামী; কিন্তু কম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রকৃতির। মৃত আলী বে (দ্র.)-এর খুমদাদ ও অনুচর ইসমাঈল বে, যিনি এ যাবত ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়। বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত অমাত্য ইব্‌রাহীম ও মুরাদকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তর মিসরে পলায়ন করেন। সেই সময়ে ইসমাঈল বে শায়খুল-বালাদ নিযুক্ত হন (জুমাদা-২, ১১৯১/জুলাই ১৭৭৭)। ইসমাঈল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে অক্ষম হন। মুরাদ ও ইব্‌রাহীম পুনরায় মিসরে প্রবেশ করেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি শায়খুল বালাদ-এর পদ পুনরাধিকার করেন (মুহাররাম ১১৯২/ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮)। 'আলী বংশীয়দের প্রধান (আলী বে-এর মামলূক) হাসান বে আল-জুদ্দারীর পরিচালনায় একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুহাম্মাদিয়াগণের এই প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল। মুরাদ উপদলীয় কলহে প্ররোচনা দেন, আলী বংশীয়গণকে কায়রো হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদেরকে সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করা হয় (জুমাদা-১, ১১৯২/জুন ১৭৭৮)। যুগল কর্মকর্তা তাহাদেরকে আবার মিসর হইতে তাড়াইতে ব্যর্থ হন। ইসমাঈল বে সেখানে তাহাদের সহিত মিলিত হন এবং ১১৯৫/১৭৮১ সনে মুরাদ দক্ষিণের অনেকটা অংশ তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দেন। ১১৯৭/১৭৮৩ সালের শেষের দিকে কায়রোতে মুহাম্মাদিয়্যাদের উপদলীয় কোন্দল মুরাদ ও ইব্‌রাহীমের মধ্যে প্রকাশ্য কলহে পরিণত হয়। শাওয়াল ১১৯৮/সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ সনে ইব্‌রাহীমকে কায়রো হইতে বহিষ্কার করা হয় এবং মুরাদ ক্ষমতা দখল করেন। তাঁহারা পুনরায় মতৈক্যে পৌঁছেন এবং ইব্‌রাহীম শায়খুল-বালাদ পদে রাবী-২, ১১৯৯/ফেব্রুয়ারী ১৭৮৫ সনে পুনরাধিষ্ঠিত হন। ইতোমধ্যে মিসরের নিরাপত্তা ও কৃষির মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটে। মরুপথে হজ্জযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রার সুযোগ-সুবিধার অভাব ঘটে এবং ১১৯৮/১৭৮৩-৪ ও ১১৯৯/১৭৮৪-৫ দুই বৎসর তাঁহারা মদীনা যিয়ারত করিতে ব্যর্থ হন। এই সঙ্কটকালে তুরস্কের সরকার জাযাইরলী গাযী হাসান পাশার নেতৃত্বে মিসরে অভিযানকারী বাহিনী প্রেরণ করিয়া হস্তক্ষেপ করেন। তাহারা বকেয়া কর, পবিত্র নগরদ্বয়ের পাওনার দাবি ও মরুপথে হজ্জযাত্রীদের মদীনা পৌঁছিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক নিন্দা জ্ঞাপন করে। যুগল কর্মকর্তা কিছুটা ইতস্তত করার পর প্রতিরোধ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (২১ রামাদান, ১২০০/১৮ জুলাই, ১৭৮৬)। কিন্তু মুরাদের নেতৃত্বে তাহাদের বাহিনী পরাজিত হয় এবং ৮ শাওয়াল/৪ আগস্ট ইব্‌রাহীম কায়রো ত্যাগ করেন। ইহার চারি দিন পর হাসান পাশা কায়রো পৌঁছেন এবং ইসমাঈল বে ও হাসান বে আল-জুদ্দাবীকে আবার মিসর হইতে ডাকিয়া পাঠান এবং (১৪ মুহাররাম ১২০১/৬ নভেম্বর, ১৭৮৬ তারিখে) প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে শায়খুল-বালাদ ও শেষোক্ত জনকে আমীরুল-হজ্জ নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে ইব্‌রাহীম ও মুরাদ পালাক্রমে দক্ষিণে আশ্রয় লাভ করেন। সেখান হইতে হাসান পাশা তাঁহাদেরকে উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হন। কায়রো ত্যাগের পূর্বে (২৩ যুল-হিজ্জা, ১২০১/৬ অক্টোবর, ১৭৮৭) তিনি এক রাজকীয় ফরমান জারী করিয়া কায়রো হইতে তাহাদেরকে বহিস্কৃত করেন; কিন্তু আবার মিসরে বাস করিবার অনুমতি দেন। তখন এক পক্ষে ইসমাঈল এবং অন্য পক্ষে মুরাদ ও ইব্‌রাহীম— এই দুই দলের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়। কায়রোতে অভ্রান্ত অমাত্যদের অতিরিক্ত দাবি অন্য দিকে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক আবার মিসরের সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার ফলে এই কয়েক বৎসর মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। মুহাররাম ১২০২/অক্টোবর ১৭৮৭ ও মুহাররাম ১২০৫/অক্টোবর ১৭৯০ সনে জনসাধারণ বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। প্লেগ মহামারীতে ইসমাঈল বে-র ইনতিকালে (রাজাব ১২০৫/মার্চ ১৭৯১) পরিস্থিতি ইব্‌রাহীম ও মুরাদ-এর অনুকূলে ঝুঁকিয়া পড়ে। উভয়ই যুলকা'দা ১২০৫/জুলাই ১৭৯১ সনে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে হাসান বে আল-জুদ্দাবী আবার মিসরে পলায়ন করেন। যুগল কর্মকর্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাসনকাল Nepolean Bonaparte-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সাত বৎসর স্থায়ী ছিল (মুহাররাম ১২১৩/জুলাই ১৭৯৮)। শুবরাখীত ও ইনবাবায় মুরাদ-এর পরাজয় এবং তাহার পর ইব্‌রাহীমের সিরিয়া পলায়ন (২১ জুলাই, ১৭৯৮) যুগল কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটায়। ইব্‌রাহীম ইহার পর আর মিসরে তাঁহার কর্তৃত্ব ফিরিয়া পান নাই। ফরাসীদের চলিয়া যাওয়ার পর মুহাম্মাদ 'আলী পাশা ভাইসরয় (Viceroy) হিসাবে নিযুক্ত (১৮০১-৫) হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষমতা

লাভের জন্য অন্য কয়েকজনের সঙ্গে ইব্‌রাহীম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। মুহাম্মাদ 'আলীকে অবিশ্বাস করিয়া তিনি আবার মিসরে থাকিয়া যান, যখন বহু সংখ্যক মামলূক সম্ভ্রান্ত অমাত্য কায়রো চলিয়া যায় এবং এইভাবে তিনি কায়রোর নগরদুর্গের হত্যাকাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পান (৫ সাফার, ১১২৬/১ মার্চ, ১৮১১)। তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ নুবীয়ায় চলিয়া যান এবং বর্তমান Dongola (দ্র.)-য় স্থায়ী শিবির স্থাপন করেন (ordu, ইহা হইতে সুদানের জায়গার নামকরণ হয় আল-উরদী)। জাবারতীর ভাষায় বলা যায়, "তাহারা এখানে ভুট্টার চাষাবাদ করিয়া খাইত এবং তাহাদের দেশের দাস ব্যবসায়ীরা যে রকম পোশাক পরিধান করে তাহারাও তাহাই পরিধান করিত।" কায়রোতে তাঁহার ইনতিকালের সংবাদ পৌঁছে রাবী-২, ১২৩১/মার্চ ১৮১৬ সনে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাবারতী, 'আজাইবুল আছার (Bulaked), বিশেষ করিয়া ১১৮৯ সনের (vol. i) এবং ১১৯০-১২১২ (vol ii) সনের নথিপত্রে তাঁহার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময়কার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং vol. iv, পৃ. ২৬৩-৪ তাঁহার ইনতিকালের সংবাদ।

P.M.Holt (E.I.[2])/মু. মাহবুবুর রহান

ইব্‌রাহীম আল-মাওসিলী (ابراهيم الموصلى) ঃ আবূ ইসহাক, প্রাথমিক 'আব্বাসী যুগের বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার। তিনি ১২৫/৭৪২ সালে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮/৮০৪ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা মাহান (ইব্‌রাহীম এই নাম পরিবর্তন করিয়া মায়মূন নামকরণ করেন) এবং তাঁহার মাতা দূশীর ফারস্-এর আররাজানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে ইরাক আগমন করেন। তিনি তাঁহার পিতাকে হারাইবার পর তাঁহার মাতা নিজ ভাইদের নিকট তাঁহাকে লইয়া যান এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন। কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হয়। কেননা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে সঙ্গীত অধ্যয়নের অনুমতি দিবেন না। তিনি প্রথমে মাওসিল নামক স্থানে গমন করেন। তখন হইতেই তাঁহার নিসবা হয় মাওসিলী, যদিও অন্যান্য ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি রায়-এ গমন করেন এবং সেখানে সঙ্গীতের পারস্য রীতি শিক্ষা করেন। খলীফা আল-মানসূর-এর একজন দূত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অর্থ প্রদান করেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি উবালার পার্শী (Magian) জুওয়ানাওয়াহ-এর অধীনে প্রশিক্ষণ লাভে সক্ষম হন। অতি অল্প পরেই তিনি মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন 'আলী কিংবা তাঁহার ভ্রাতা 'আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। পরবর্তী কালে সঙ্গীতের মহান পৃষ্ঠপোষক খলীফা আল-মাহ্‌দীর শাহী দরবারে তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। সেইখানে সঙ্গীতজ্ঞ ফুলায়হ ইব্‌ন আবি'ল-আওরা আল-মাক্কী ও সিয়াত-এর সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হয় এবং শেষোক্ত জন প্রদত্ত শিক্ষায় তিনি লাভবান হন (আগ'ানী [৩], ৬খ, ১৫২)। খলীফার পুত্র মূসা (পরবর্তী কালে খলীফা আল-হাদী নাম ধারণ) এবং হারূনু'র-রাশীদ কূফাতে তাঁহাকে তাহাদের ভোজ উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। আল-মাহদী এই উৎসব সম্পর্কে অবগত হইয়া ইব্‌রাহীমকে কারারুদ্ধ করেন। অনুরূপ অবস্থায় আবুল-আতাহিয়া অনতিকাল পূর্বে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ইব্‌রাহীম তাহাতে সুর সংযোজন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। ইব্‌রাহীম সমস্ত জীবন মদ্যাসক্ত ছিলেন। আল-হাদী ১৬৯/৭৮৫ সনে খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইব্‌রাহীমকে ডাকিয়া পাঠান। আল-হাদী তাঁহার প্রতি খুবই সদাশয় ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মাসিক সম্মানী ১০,০০০ দিরহাম ছাড়াও প্রচুর উপহার পাইতেন (আগানী [৩], ৫খ, '৬১, ৩)। ইহা ছাড়া তাঁহার ভূসম্পত্তি (ঐ, ৫খ, ১৯৩) ও সঙ্গীত শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক আয়ের উৎস ছিল। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন সুলায়মান ইব্‌ন সাল্লাম ও মুখারিক। এতদ্ব্যতীত আল্লাওয়ায়হি ও আমর ইব্‌ন বানা— উভয়ই পরবর্তী কালে ইব্‌নু'ল-মাহ্‌দীর সঙ্গে যোগদান করেন, বংশীবাদক বারসাওমা ও বীণাবাদক যাল্‌যাল— উভয়কেই আবিষ্কার করেন ইব্‌রাহীম। আল-মুআল্লা (ইব্‌ন আয়্যুব) ইব্‌ন তারীফ পেশাগত শিল্পী না হইয়া তাঁহার ভ্রাতা লায়ছ-এর ন্যায় প্রশাসনে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শ্বেতাংগিনী ক্রীতদাসিগণকে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন। ইহাদের মূল্য কৃষ্ণাঙ্গী ও পীতবর্ণা বালিকাদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল (আগানী [৩], ৫খ, ১৬৪ প.)। তিনি হারূনুর-রাশীদের আমলে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিলেন। এই প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতি তাঁহার ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। তাঁহাকে প্রত্যহ খলীফার সঙ্গে থাকিতে হইত। পরবর্তী কালে প্রতি শনিবার তাঁহাকে (আগানী, ৫খ, ৩৩) নিজ বাসভবনে অবস্থান করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ভ্রমণেও তাঁহাকে খলীফার সঙ্গী থাকিতে হইত।

হারূনের নির্দেশেই ইব্‌রাহীম তাঁহার সহকর্মী ইব্‌ন জামি' ও ফুলায়হ ইব্‌ন আবি'ল-আওরা-এর সহযোগিতায় ১০০টি গান নির্বাচন করেন (আল-আসওয়াতু'ল-মিআতি'ল-মুখতারা)। এই গানগুলিকে ভিত্তি করিয়াই আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী কর্তৃক লিখিত কিতাবু'ল-আগানীর কাঠামো তৈরি হয়। ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জামি'র এই পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই উল্লেখযোগ্য। কেননা তাহাদের মধ্যে তাহাদের শিল্পকর্মের নিয়ম-নীতির ব্যাপারে মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইব্‌ন জামি' সঙ্গীতশিল্প, ছন্দবিদ্যা ও রাগিণীতে সামান্য পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে ইব্‌রাহীম প্রাচীন হিজাযী রীতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, যাহাকে তিনি ক্লাসিক্যাল বা অত্যুত্তম মনে করিতেন। এই মতপার্থক্য প্রাচীন ও আধুনিকপন্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। প্রথমোক্তটির নেতৃত্ব প্রদান করেন ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (দ্র.) এবং দ্বিতীয়টির নেতৃত্ব দান করেন ইব্‌রাহীম ইব্‌নু'ল-মাহ্‌দী (দ্র.)। ক্লাসিকপন্থীদের চরম বিজয় সূচিত হওয়ার পর আল-মুতাওয়াক্কিল- এর আমলে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়। পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হইয়া ইব্‌রাহীম ৬৩ বৎসর বয়সে ১৮৮/৮০৪ সালে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী কালের লোকেরা তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়কদের একজন হিসাবে সব সময়ই স্মরণ করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীত এতই আবেগ সৃষ্টি করিত যে, খোদ শয়তান এইসব গানের প্রেরণা দিত বলিয়া লোকেরা মনে করিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌রাহীম ও তাঁহার পুত্র এবং তাঁহাদের সমকালীন গীতিকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকারদের সম্পর্কে প্রধান উৎসঃ (১) কিতাবু'ল-আগ'ানী (দ্র. নির্ঘণ্ট, আগানী [৩] এ ইব্‌রাহীমের উপর প্রবন্ধ ,৫খ, ১৫৪-২৫৮); (২) তারীখ বাগদাদ, ৬খ, ১৭৫-৮; (৩) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৪০; (৪) ইব্‌ন খাল্লিক'ান, নং, ৯; (৫) H. G. Farmer, History of Arab music, নির্ঘণ্ট; (৬) E. Neubauer, Musiker am Hofe der fruhen Abbasidn, Frankfurt am main 1965, 182 প.।

J. W. Fuck (E.I.[2])/ মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম মুতাফাররিকা (ابراهيم متفرقة) ঃ তুর্কী রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, প্রথম তুর্কী মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত। ইরদিল (ট্রান্সিলভানিয়া)-এর (বর্তমান হাঙ্গেরী) Kolozsvar (Cluj) নামক স্থানে কালবিনী (Calvinistive) খৃস্টান মাতাপিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পারিবারিক ও খৃষ্টীয় নাম অজ্ঞাত। তিনি সম্ভবত ১৬৭০ ও ১৬৭৪ খৃ.-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার খৃস্টান জীবন সম্পর্কিত কোন তথ্য তুর্কী সূত্রসমূহ হইতে পাওয়া যায় না। Czezarnak de Saussure নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত হাঙ্গেরীয় ক্যাথলিকের বর্ণনামতে ইব্রাহীম একজন কালভীনপন্থী (Calvinist) ধর্মযাজক হওয়ার জন্য Kolozvar কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ইব্রাহীম তুরস্কে Ferenc Rakocxzi-এর সাহচর্যে থাকাকালীন ১৭৩২ সালে Czezarnak de Saussure তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণার আলোকে ইব্রাহীমকে প্রথাগতভাবে দীক্ষিত একজন কালভিনীয় হিসাবে উপস্থাপন করা হইত। কিন্তু ইব্রাহীমের অপ্রকাশিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী রিসালা ইসলামী (رسالة اسلامى) Ms. Esad Ef. 1187) -এর ভিত্তিতে N. Berkes এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইব্রাহীম কালভিনপন্থী (Calvinist) ছিলেন না, বরং একত্ববাদী (ত্রিত্ববাদ বিরোধী) ছিলেন। যে সময়ে তুর্কীগণ হাঙ্গেরী নিয়ন্ত্রণ করিত এবং Habsburgs-এর কর্তৃত্ব হইতে ট্রান্সিলভানিয়ার স্বাধীনতার সমর্থক ছিল— সেই সময়ে ট্রান্সিলভানিয়ার একত্ববাদ খুব শক্তিশালী ছিল। ট্রান্সিলভানিয়া ও একত্ববাদের পক্ষে তুর্কী পৃষ্ঠপোষকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এবং Habsburgs যখন Kolozvar দখল করে, তখন ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃত্ব অর্জন করে। ফলে ট্রান্সিলভানিয়ার একত্ববাদিগণকে Servetus David-এর রচনাবলী পাঠের অনুমতি দেওয়া হইত না। ইব্রাহীমকে কালভিনীয় বলিয়া বিশ্বাস করার সম্ভাব্য কারণ এই যে, তিনি ধর্মতত্ত্বের ছাত্র থাকাকালীন যে কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন তখন উহা নিপীড়িত ও গোপন একত্ববাদিগণের অধিকারে ছিল না, বরং উহা কালভিনীদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। তাহার রচনাবলীতে কিভাবে তিনি গোপনে ত্রিত্ববাদ বিরোধী মৌলিক পুস্তকাদি এবং সম্ভবত সারভিটাস-এর Biblica Sarca পাঠ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত বাইবেলের অংশসমূহকে ত্রিত্ববাদ দর্শনের প্রবক্তা অপসৃত অথবা বিকৃত করিয়াছিল। কিভাবে তিনি সৎপথ (هداية) প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে "তুর্কীতে পরিণত" হইবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Czezarnak de Sassure ইব্রাহীমের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত বর্ণনার উৎপত্তির জন্য সূত্রভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই বর্ণনামতে যাহা সন্দেহাতীত নয় অথবা ইব্রাহীম বা অন্য কোন মৌলিক সূত্রের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়— অস্ট্রীয় ও তুর্কী বাহিনীর সংঘর্ষের সময় তিনি তুর্কী বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং পরবর্তী কালে তাঁহাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হয়। তাঁহার মালিক ছিল নির্দয় এবং তাঁহার দরিদ্র আত্মীয়দের পক্ষে মুক্তিপণ প্রদান করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করার প্রত্যাশা করিতে না পারিয়া তিনি বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব তিনি ট্রান্সিলভানিয়ার Habsburgs- শাসন হইতে পলায়ন করিয়া ১৬৯১ সালে Toky olimre-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন, যিনি তুর্কী সেনাবাহিনীর মিত্রতায় ট্রান্সিলভানিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য Habsburgs-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। সম্ভবত ইব্রাহীম Tokoly- এর পক্ষে তুর্কীদের সঙ্গে যোগাযোগ অফিসার হিসাবে কাজ করিয়াছেন। বস্তুত পক্ষে তুর্কী চাকুরীতে তাঁহার পরবর্তী পেশায় ইহাই ছিল প্রধান কাজ।

ইব্রাহীম কিভাবে তুর্কী ও মুসলিম সংস্কৃতি আয়ত্ত করেন অথবা তিনি Enderun (দ্র.)-এ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন কিনা এ তথ্য অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁহাকে তুর্কী সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং পদোন্নতির মাধ্যমে তিনি পরবর্তী কালে তুর্কী আমলাতন্ত্রের সদস্যভুক্ত হইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দশ বৎসর পর তাঁহার রচিত "রিসালি-ই ইসলামিয়্যি" গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের পক্ষ সমর্থনমূলক রচনা নয়, যেমনভাবে Karacson ও তাঁহার অনুসারীরা দাবি করেন, বরং তাঁহার প্রথম জীবনের একত্ববাদ ও ইসলাম ধর্মে উত্তরণের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রমাণ করার জন্যই তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তুর্কী প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত কোন মতামতও এই গ্রন্থে নাই। এ বিষয়ে তিনি পরবর্তী কালে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অপরপক্ষে রচনাটিতে ক্যাথলিকবাদ ও পোপগণের পার্থিব ক্ষমতার প্রবল নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ক্যাথলিক বিশ্বের উপর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থখানিতে বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত তাওহীদবাদী ইসলামকে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং এই মহানবীর আগমন সম্পর্কে খোদ 'ঈসা (আ) ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করিয়াছেন। এই যুক্তিগুলি তুর্কীদের নিকট নিশ্চয় আকর্ষণীয় ছিল। কেননা তুর্কীগণ তখন ক্যাথলিক বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করিয়াছিল।

তুর্কী সরকারী চাকুরীতে ইব্রাহীমের পেশাগত জীবন ও কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এই পুস্তকখানি রচনার পর হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহাকে মুতাফাররিকা (দ্র., শাহী দরবারের দারোগা যিনি প্রয়োজনমত বহু বিচিত্র দায়িত্ব পালন করিতেন)-এর স্থায়ী পদে উন্নীত করা হয় এবং তিনি তুর্কী সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টা ও দূত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই চাকুরীতে প্রবেশের সময় হইতে ইব্রাহীম ধর্মতত্ত্বীয় আলোচনায় বিরত থাকেন বলিয়া মনে হয়। তিনি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রিন্স ইউগিন (Eugene)-এর সঙ্গে আপোস-মীমাংসার জন্য ১১২৭/১৭১৫ সালে তাঁহাকে ভিয়েনা প্রেরণ করা হয়। ১১২৮/১৭১৬ সালে তুর্কী সমর্থিত স্বাধীনতাকামী হাঙ্গেরীয়গণ তাহাদের আন্দোলন জোরদার করিবার জন্য বেলগ্রেডে মিলিত হইলে তিনি সেখানে তুর্কী কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। ১৭১৭ সালে ফ্রান্স হইতে তুরস্কে আগত প্রিন্স Ferenc Rakoczi-এর যোগাযোগ অফিসার হিসাবে ১১৩২/১৭২০ সালে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। যদিও হাবস্‌বুর্গের অধীন হাঙ্গেরীয়দের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টায় Rakoczi-এর তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে ইব্রাহীমের কার্যক্রম নিছক অবৈতনিক মর্যাদা লাভ করে। তথাপি ১৭৩৫ সালে Rakoczi-এর মৃত্যু পর্যন্ত ইব্রাহীম এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে আরও কূটনৈতিক মিশনে প্রেরিত হইতে থাকেন। ১১৫০/১৭৩৭ সালে পোল্যান্ড চুক্তির বিষয়ে সমঝোতার জন্য তিনি কিয়েভ

(Kiev)-এর রাজার নিকট প্রেরিত হন। ১১৫০-২/১৭৩৭-৯ সালে মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী-ফরাসী মিত্রতা উন্নয়নে তাঁহার ভূমিকা ছিল অন্যতম। অরসোভা (Orsova)-র দুর্গ তুর্কী সেনাবাহিনীর নিকট সমর্পণের সময় তিনি তুর্কী সরকার ও অস্ট্রিয়া বিরোধী হাঙ্গেরীয়ানদের পক্ষে আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী-সুইডিশ সহযোগিতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি Comte de Bonneval-এর সংগে (দ্র. আহমাদ পাশা বনিভাল) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১১৫৬/১৭৪৩ সালে দাগেস্তানে একটি কূটনৈতিক মিশনে তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়।

সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে ইব্রাহীমের সুখ্যাতি তাঁহার সরকারী চাকুরী ও কূটনৈতিক কার্যকলাপের তুলনায় তুর্কী জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁহার বৃহত্তর অবদানের উপর নির্ভরশীল। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় ও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। Passarulicz (১১৩১/১৭১৯)-এর চুক্তির পরবর্তী কালে য়ূরোপীয় সামরিক পদ্ধতি প্রবর্তনের সূচনা হয়। ইব্রাহীম সম্ভবত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন যাহারা এই প্রক্রিয়ার পরিপুষ্টি সাধন করেন এবং ইহা ছাড়া নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সঞ্জাত তথ্যও সরবরাহ করেন। খুব সম্ভব তিনিই তৃতীয় আহ্‌মাদের নিকট প্রদত্ত প্রথম স্মারকলিপির উদ্যোক্তা, যাহাতে সামরিক বিভাগের পুনর্বিন্যাস ও তুর্কী সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য য়ূরোপীয় অফিসারগণকে নিযুক্ত করার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হইয়াছিল।

কিন্তু যে অসম সাহসী উদ্যোগ তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে উহা ছিল তাঁহার একটি তুর্কী মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা। মুদ্রণালয় সম্পর্কিত এই ধারণাটি ১৭১৯ সালে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যখন মুহাম্মাদকে— যিনি Yirmisekiz Celebi নামে পরিচিত কূটনৈতিক মিশনে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়, তখন ফরাসী সূত্রে দেখান হয় যে, তিনি ইতোমধ্যেই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও অনুমতি দানের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রধান উযীর ইব্রাহীম পাশা, মেহমেদ চেলেবী (Mehmed Celebi) ও শেষোক্ত জনের পুত্র সাঈদ আফেন্দী (পরবর্তী কালে 'পাশা' ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত) ও শায়খুল-ইসলাম ১১৪০/১৭২৭ সালে ইব্রাহীমকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমর্থন ও উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন। ওয়াসীলাতুত তিবা'আ (وسيلة الطباعة) শিরোনামে একটি নিবন্ধে ইব্রাহীম মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেন এবং মুসলমানগণের মধ্যে মুদ্রণশিল্পের অভাবে ইসলামী শিক্ষা যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন এবং ইহার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যত মুসলমানগণের ও তুর্কী রাষ্ট্রের জন্য কি উপকার বহন করিয়া আনিতে পারে তাহা জোরালোভাবে প্রকাশ করেন।

তিনি ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিতর্কিত কোন রচনা মুদ্রণের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে কোন প্রকার বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে যুক্তিহীন বিরোধিতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ধর্মীয় প্ররোচনা ছিল না, বরং উহা ছিল নকলনবীশ ও হস্তলেখাবিদদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সৃষ্ট। মুদ্রণের বিষয়ে ইব্রাহীমের প্রধান আগ্রহ ছিল তাঁহার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পেশার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামী সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়বস্তু। তাঁহার ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত রচনা ছিল পার্থিব বিষয়বস্তু ভিত্তিক, যেমন ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ও পদার্থ বিজ্ঞান (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মাতবা'আ (مطبع)। মুদ্রাকর হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সম্পাদক, সংকলক, অনুবাদক ও লেখক। তিনি অনেক মানচিত্রও অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং ঐগুলির অধিকাংশ মুদ্রণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ভূগোলবিদ ও মানচিত্র অংকনবিশারদ হিসাবে গর্ববোধ করিতেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় "ওয়াআনকূলী" (وأنقولى) নামক শব্দকোষ। ইহা বৃহদাকারের দুই খণ্ডে ১ রাজাব, ১১৪১/২০ জানুয়ারী, ১৭২৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৭৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ছাপাখানাটির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর বন্ধ থাকার পর পুনরায় মুদ্রণ কার্য শুরু হইলেও ১১৫৫/১৭৪২ সালে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত সময়ে অত্র মুদ্রণালয় হইতে সর্বমোট ১৭ খানা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, যাহা ইসলামী মুদ্রণের প্রাচীনতম গ্রন্থ (পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন ভন হ্যামার-এর Des Osmanischen Rieches, ৭খ, ৫৮৩, তা. বি.)।

১১৪৪/১৭৩১ সালে ইব্রাহীম তদীয় গ্রন্থ 'উসূলু'ল হিকাম ফী নিজামি'ল উমাম' রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য ছিল য়ূরোপের খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির কাছে তুর্কী শক্তির পতনের কারণসমূহ তুলিয়া ধরা এবং আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ, উহাদের সামরিক বিন্যাস ও সংগঠন এবং সর্বশেষে তুর্কী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দোষমুক্ত করার পথনির্দেশ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করা (ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত ১১৪৫/১৭৩২; ফরাসী অনু. Baron Reviczki, Traite de la tactique, ভিয়েনা ১৭৬৯ খৃ.)। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। আধুনিক ভৌগোলিক অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান এবং য়ূরোপীয় জাতিসমূহের অবস্থা ও তাহাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেন। নৌ-শক্তি দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্যের পরিবেষ্টন ও ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের পরিণতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণকারীদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি না হইলেও পিটারের অধীনে রাশিয়ার আধুনিকীকরণের ফলশ্রুতি সম্পর্কে তুর্কী কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করিবার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম ব্যক্তি।

১১৫৮/১৭৪৫ সালে ইব্রাহীম ইনতিকাল করেন এবং গালাতা নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্রাহীমের মুদ্রণালয় হইতে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের তালিকা (১) মাতবা'আ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (২) Czezarnak de Saussure, Lettres de Turquie (1700-39) et Notices (1740), সম্পা. Thaly, বুদাপেস্ট ১৯০৯ খৃ.; (৩) G. Toderini, Letteratura turchesca, ভেনিস ১৭৮৭ খৃ., ৩খ.; (৪) A. Vandal, Une Ambassade francaise en Orient sous Louis XV, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২৮ প.; (৫) I. Karacson, ইব্রাহীম মুতাফাররিকা, in TOEM, ১খ. (১৩২৬ হি.), ১৭৮-৮৫; (৬) F. Babinger, Stambuler Buchwesen im 18. Jahrhundert, লাইপযিগ ১৯১৯ খৃ.; (৭) ইহ্‌সান (Sungu), Ilk Turk matjaasina dair yeni vesikalar, in Hayat, ৩খ. (১৯২৮ খৃ.), ৪১৩-৪; (৮) Selim, N. Gercek, Turk matbaaciligi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ.; (৯) A. Adnan-Adivar, Osmanli Turklerinde ilim, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., ১৪৭-৫২; (১০) K. Mikes, Turkiye

mektuplari, আঙ্কারা ১৯৪৪ খৃ., ১১৭ প. ও ১৫২ প.; (১১) Aladar v. Simonffy, Ibrahim Muteferrika Bahnbrecher des Buchdrucks in der Turkei, বুদাপেস্ট ১৯৪৪ খৃ., তুর্কী অনু. ইব্রাহীম মুতাফাররিকা, Turkiyede matbaaciligin Banisi, আঙ্কারা ১৯৪৫ খৃ.; (১২) I. A. art Ibrahim Muteferrika (T. Halasi Kun); (১৩) N. Berkes, Ilk Turk matbassi kurucusunun dini ve fikri kimligi, in Belleten, xxvi/104 (১৯৬২ খৃ.), ৭১৬-৩৭; (১৪) ঐ লেখক, The development of secularism in Turkey, Mcgill ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩৬-৪৬।

Niyazi Berkes (E.I.²)/মুহাঃ সিরাজুর ইসলাম হুসাইনী

ইব্রাহীম মুফতী (مفتى ابراهيم) ঃ মাওলানা, ১৯১৭ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ছত্তারহাট সংলগ্ন ভিংরুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনশী হামিদ আলী। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে তিনি পটিয়া থানাধীন জিরী ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় জামায়াতে ছুয়াম পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর উচ্চতর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৩ সালে উত্তর ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। তথায় ছয় বৎসর তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, 'আরবী সাহিত্য ও ইসলামী দর্শন বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৩৯ সালে দাওরায়ে হাদীছ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ফিক্হ ও ফারায়েদ (ইসলামী উত্তরাধীকার আইন) সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ তিনি মাওলানা মুফতী কিফায়াত উল্লাহ (র) ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর নিকট বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। হিন্দুস্তান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পর্যায়ক্রমে তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল 'উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৩৯-১৯৪২), চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৪৩-১৯৪৯), পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদ্রাসা (১৯৫০-১৯৫১) ও পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ায় (১৯৫১-১৯৭৯) মুহাদ্দিস, হেড মাওলানা ও প্রধান মুফতী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি বেশ কিছু সময়ের জন্য পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া কেন্দ্রিক ইত্তেহাদুল মাদারিসুল ইসলামিয়া বাংলাদেশ নামক কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। শ্রেণীকক্ষে তাঁহার পাঠদান পদ্ধতি ছিল অতি আকর্ষণীয়। অতি মেধাবী ও কম মেধাবী নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্রগণ তাঁহার দারসে সমানভাবে উপকৃত হইত। তাঁহার ৩৮ বৎসরের শিক্ষকতা জীবনে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের হাজার হাজার ছাত্র দীনি 'ইলম হাসিল করিয়া সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইসলামী আইনের ভাষ্যকার হিসেবে তাঁহার দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ বিদেশ হইতে প্রেরিত বিভিন্ন শরইয়া প্রশ্নাবলীর সমাধানে তিনি তত্ত্ব ও যুক্তি নির্ভর ৩৭০০ ফতোয়া প্রদান করেন। পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার ফিক্হ বিভাগে এইসব ফতোয়া সাত খণ্ডে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। সময় জ্ঞান ছিল তাঁহার তীব্র। তিনি তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাইয়াছেন। ইল্মে দীন আহরণ ও বিতরণ ছিল তাঁহার জীবন সাধনা। কুরআন, হাদিছ, ফিকহ ও দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয়। বিনয় ও তাকওয়া ছিল তাঁহার চারিত্রিক ভূষণ। মাওলানা মুফতী ইবরাহীম (র) দারসে নিযামীর অনেক জটিল আরবী-ফার্সী কিতাবের উর্দু ভাষায় তরজমা ও ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁহার রচিত, অনূদিত ও সংকলিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা প্রায় ২৭টি। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী বেশ আলোচিত।

১. সহীহ বুখারী-এর তাকরীর (আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র)
২. সহীহ মুসলিম-এর তাকরীর (আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী (র)
৩. তাহাবী-এর তাকরীর (আল্লামা শামসুর হক আফগানী (র)
৪. জামে তিরমিযী-এর তাকরীর (আল্লামা মিয়া আসগার হোসাইন (র)
৫. আত-তাওদীহুদ দারুরী লিহাল্লী মাসাইলিল কুদূরী;
৬. মুনিয়াতুর রাজী লিহাল্লীস সিরাজী;
৭. আত-তাকরীব লি হাল্লী শারহিত তাহযীব;
৮. আল-বায়ানুর রায়িক লি হাল্লী মীযানিল মানতিক;
৯. আত-তাওদীহাত লি হাল্লি মুআল্লাকাতিল আরবাআ;
১০. আল-বায়ানাত লিল মাকামাত;
১১. খুলাসাতুল হাওয়াশী লি হাল্লী উসূলিশ শাশী;
১২. আল-হাললুল জালী লিমা ফী দীওয়ানে আলী (রা);
১৩. আত-তাশরীহাত লিল-মিরকাত;
১৪. আত-তাকরীরুল মুনাযযাম লি হাল্লী মুশকিলাতিল মুসাল্লাম;
১৫. আনওয়ারুদ দিরায়া লিমান য়ুতালিউল হিদায়া;
১৬. মুরাদুর রাগিবীন-শারহু মুফীদি তালিবীন;
১৭. সিরাজুম মুনীর-শারহু নাহু মীর;
১৮. দাফয়ে রাঞ্জ শারহে পাঞ্জগাঞ্জ;
১৯. ইযালাতুল হাযান-শারহু নাফহাতিল য়ামান;
২০. শারহে মুসতাত্‌রাফ;
২১. শারহে মা লা বুদ্দা মিনহু;
২২. শারহে হিদায়াতিন নাহু;
২৩. শারহে সুগরা কুবরা;
২৪. শারহে মিয়াতি 'আমিল মানযুম;
২৫. শারহে মীযান ওয়া মুনশায়িব;
২৬. ইছবাতে দু'আ ওয়া মুনাজাত বাদ সালাতে মাকতুবাত;
২৭. আস-সাবীলুল আয়সার।

মাওলানা মুফতী ইবরাহীম দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৮০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ৬৩ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলাধীন চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ইবরাহিম, মুহম্মদ (محمد ابراهيم) ঃ (১৮৯৪-১৯৬৬ খৃ.) বিচারপতি আইনজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার শৈলডুবি গ্রামে মাতামহের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন আহমদ। মুহম্মদ ইবরাহিম বরিশাল জেলা স্কুল হইতে দুইটি স্বর্ণপদকসহ বৃত্তি লাভ করিয়া কৃতিত্বের সহিত মেট্রিক পাশ করেন। ১৯১৮ খৃ. ঢাকা কলেজ হইতে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পাশাপাশি আইন বিষয়েও অধ্যয়ন করেন। ১৯২১ খৃ. তিনি ঢাকা কলেজ হইতে আইন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯২২ খৃ. ফরিদপুর জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৯২৪ খৃ. ঢাকা বারে যোগদান করেন। খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ১৯২৪

হইতে ১৯৪৩ খৃ. পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৩৯ খৃ. ঢাকা জেলা কোর্টে পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ খৃ. তিনি প্রাদেশিক বিচার বিভাগের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে মনোনয়ন লাভ করেন এবং ১৯৫০ খৃ. বিভিন্ন স্থানে জেলা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ খৃ. তিনি ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর সুনামের সহিত এই দায়িত্ব পালন করিয়া ১৯৫৬ খৃ. অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সততা ও স্পষ্টবাদিতার কারণে আইনজীবী ও বিচারক হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য নির্বাচন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ খৃ. নভেম্বর হইতে ১৯৫৮ খৃ. অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৮ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় আইন মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। আইয়ুব খানের প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি শীঘ্রই দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিবেন। সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট মন্ত্রী সভায় পেশকালে তিনি অধিকাংশ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থ বিষয়ে এখতিয়ার থাকিবে কেন্দ্রের হাতে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশসমূহের অধীনে ন্যস্ত থাকিবে। সংসদীয় সরকারের প্রতি তাঁহার আগ্রহ থাকিলেও দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি সরকারের ব্যাপারেও তিনি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করেন। তাহার সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের স্বায়ত্ব শাসনের বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয় এবং প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীসভার সহকর্মী দ্বারা তিনি সমালোচিত হন। ১৫ এপ্রিল, ১৯৬২ খৃ. তিনি মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৪ খৃ. আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুহম্মদ ইবরাহিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া ১৯১৯ খৃ. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন"-এর সহিত (১৯২৬-৩৮খৃ.) যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ খৃ. ইহার নবম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বুলবুল একাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর সভাপতি-অবৈতনিক প্রাদেশিক স্কাউট কমিশনার ও পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৬ খৃ. তিনি পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বৈষম্যমূলক মনোভাবের এবং গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক সংবিধান ঘোষণার বিরুদ্ধে তাঁহার অকুতোভয় ভূমিকার জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৩ খৃ., ৮খ., পৃ. ২৮৬; (২) মুহম্মদ ইবরাহিম ঃ একজন সত্যিকার দেশ প্রেমিক, দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ১৩ অক্টোবর, ২০০৫ খৃ.; (৩) দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ১৩ অক্টোবর, ২০০৫ খৃ,।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইবরাহিম, মুহম্মদ (محمد ابراهيم) ঃ (১৮৮১-১৯৮৭ খৃ.) বিশিষ্ট 'আলিম, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী। মুহম্মদ ইবরাহিম বাংলাদেশের ফেনী জেলার সদর উপজেলার বারাহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রিয়াজ উদ্দিন ভূঞা। তিনি ফেনীতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী কালে চট্টগ্রাম সরকারী মুহসিনিয়া মাদরাসা (বর্তমান হাজী মুহসীন কলেজ) হইতে ১৯০০ খৃ. ফাইনাল মাদরাসা পরীক্ষা পাশ করেন। শিক্ষাশেষে তিনি রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন।

তিনি ১৯১৯ খৃ. খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী জেলা খিলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও বৃটিশ বিরোধিতার কারণে বৃটিশ সরকার ১৯২১ খৃ. তাঁহাকে এক বৎসর কারাদণ্ড দেন। প্রথমে তাঁহাকে আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ও পরে মুর্শিদাবাদ কারাগারে দণ্ডভোগ করিতে হয়। ১৯২৯ খৃ. নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দেন এবং নোয়াখালী জেলা শাখার সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ খৃ. বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির মনোনয়নে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ সেনবাগ এলাকা হইতে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (এম.এল.এ.) নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তিনি মুসলীম লীগ প্রার্থী খান বাহাদুর আবদুল গোফরানকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৪৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৩৮ খৃ. হইতে ১৯৪৮ খৃ. ও ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৮ খৃ. পর্যন্ত তিনি ফেনী ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩২ খৃ. হইতে বহুদিন তিনি নোয়াখালী জেলা বোর্ড ও স্কুল বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১৯৫২ খৃ. নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হইলে মুহম্মদ ইবরাহিম ইহাতে যোগ দেন। তিনি সারা পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ফেনী মহকুমা কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৯ খৃ. সম্মিলিত বিরোধী দলীয় (Cop) একজন নেতা হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমন্ত্রণে রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করিয়া বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। মুহম্মদ ইবরাহিম ফেনী 'আলীয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ইহার সচিবের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। মাদরাসাটির উন্নয়নে তিনি নিজ অর্থ ও ভূমি দান করিয়াছেন এবং উন্নয়ন সহায়তার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান ও রেঙ্গুন সফর করিয়াছেন। তিনি ফেনী কলেজ ও ফেনী হাই স্কুলের গভর্নিং বডিরও সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি নোয়াখালী জেলায় বহু স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে ফেনীর বারাহীপুরে জামেয়া ইসলামীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতা করিয়াছেন। মুহম্মদ ইবরাহিম ভারতের প্রখ্যাত 'আলিম মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর (র) মুরিদ ছিলেন। ১৭ নভেম্বর, ১৯৮৭ খৃ. তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহাকে নিজ বাড়ীর মসজিদ সংলগ্ন স্থানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ. (২) ঐ লেখক বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইবরাহিম মুহম্মদ (محمد ابراهيم) ঃ ডাক্তার, (১৯১১-১৯৮৯ খৃ.) চিকিৎসক, শিক্ষক, সংগঠক, সমাজকর্মী ও বাংলাদেশে ডায়াবেটিস

চিকিৎসার পথিকৃৎ। পুরা নাম শেখ আবু মুহম্মদ ইবরাহিম। তিনি ভারতের পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার কায়েরায় জন্মগ্রহণ করেন। মুহম্মদ ইবরাহিম ১৯৩৮ খৃ. কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম. বি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাউজ ফিজিশিয়ান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ খৃ. দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলিয়া আসেন। কিছু দিন চট্টগ্রামে সিভিল সার্জন পদে চাকুরী করিবার পর তিনি ১৯৪৮ খৃ. উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ১৯৫০ খৃ. এম. আর. সিপি ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়া তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ডাঃ ইবরাহিম প্রথমে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কিছু একটি করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, যক্ষ্মা নিরাময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ অন্যান্য বহু সংখ্যক সংস্থা সারা বিশ্বে ব্যাপক কার্যক্রম চালাইতেছে। অথচ এমন অনেক অসংক্রামক রোগ রহিয়াছে যাহা সরাসরি প্রাণ সংহার না করিলেও ইহা হইতে অনেক জটিল রোগের উৎপত্তি হয়, যাহা প্রাণ সংহারের কারণ হইতে পারে। এই রোগের ভয়াবহতা লইয়া উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন ধারণা নাই। ডাঃ ইবরাহিম লক্ষ্য করিলেন ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যাহার দ্বারা কিডনী, হৃদপিণ্ড, স্নায়ু, পচনশীল ঘা, পায়ের ক্ষত, চোখের রোগসহ বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় আক্রান্ত হইয়া মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করিতেছে। ডায়াবেটিসকে সফল রোগের মা বলা হইয়া থাকে। তিনি স্থির করিলেন, ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য একটা কিছু করিতে হইবে। এই ভাবনা ও লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া ১৯৫৬ খৃ. ঢাকায় সেগুন বাগিচায় নিজ বাড়ীতে কিছু সংখ্যক সমাজকর্মীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করিলেন পাকিস্তান ডায়াবেটিক সমিতি।

পরবর্তী কালে তিনি করাচী ও লাহোরে ইহার শাখা স্থাপন করেন। ১৯৫৭ খৃ. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তিনি সেগুন বাগিচায় বহিঃ রোগী (out patient) ক্লিনিক স্থাপন করেন। এইখান হইতে তিনি তাঁহার চিকিৎসা সেবা শুরু করেন। ডাঃ ইবরাহিম ১৯৮০ খৃ. ঢাকার শাহবাগে বারডেম (Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders/BIRDEM) নামে একটি বহুমূত্র স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও গবেষণা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সেগুন বাগিচার ক্লিনিকটি তিনি এই বৃহৎ কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ লোকবল গঠনের উদ্দেশ্যে ডায়াবেটিস এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিজম বিষয়ে বারডেমে একটি একাডেমী ও গড়িয়া তোলেন। আশির দশকের মাঝামাঝি হইতে মেডিসিনের বিভিন্ন বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রী ও পিএইচডি প্রোগ্রাম এইখানে চালু রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইহা একটি আদর্শ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। সৃজনশীল স্বাস্থ্য সেবার জন্য বারডেম ১৯৮২ খৃ. হইতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। তিন দশকের অধিক কাল ধরিয়া ডাঃ ইবরাহিম বিনামূল্যে মানসম্পন্ন সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রনোদনার মাধ্যমে দেশ জুড়িয়া বহুমুত্র রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ডায়াবেটিক সমিতি দেশব্যাপী স্থানীয় পর্যায়ে অধিভুক্ত সমিতির মাধ্যমে ৫২টি জেলায় ৫৩ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে আট লাখেরও বেশী নিবন্ধিত ডায়াবেটিস রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করিতেছে। তিনি (Bangladesh Institute of Research and Training for Applied Netritior (BIRTAN) প্রতিষ্ঠা করেন এবং দরিদ্র ও বেকার বহুমূত্র রোগীদের জন্য ঢাকার জুরাইনে একটি পুনর্বাসন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন।

তিনি ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৯ খৃ. পর্যন্ত Bangladesh Association of Geriatries-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং Institute of Geriatric Medicine and Research প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। ডাঃ ইবরাহিম ১৯৭৬ হইতে ১৯৭৮ খৃ. পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রবীণ ও বয়স্কদের সেবার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি লণ্ডনস্থ International Federation of the Aged এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সদস্য ছিলেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সর্বপ্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৭৬-৭৭ খৃ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁহাকে জাতীয় অধ্যাপকও নিযুক্ত করেন। ডাঃ ইবরাহিম পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ও পাকিস্তান বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করিয়াছেন। ১৯৮৯ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পরে বারডেম কমপ্লেক্সকে ইবরাহিম মেমোরিয়েল ডায়াবেটিস সেন্টার নামকরণ করা হইয়াছে। বারডেম কপ্লেক্সে ডায়াবেটিস চিকিৎসা ছাড়াও ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক, হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ইবরাহিম কার্ডিয়াক এন্ড রিসার্চ ইন্সষ্টিটিউট, ইবরাহিম মেডিকেল কলেজ এবং অধিভুক্ত সমিতির কার্যক্রম চলিতেছে। ডাঃ ইবরাহিম তাঁহার আপন মহিমায় হইয়াছিলেন বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতের কিংবদন্তি পুরুষ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অবদানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে পুরস্কার, পদক ও সম্মাননা প্রদান করিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা পদক (১৯৭৯ খৃ.), বেগম জেবুন্নেছা ও মাহবুব উল্লাহ ট্রাষ্ট স্বর্ণপদক (১৯৮১ খৃ.) মাহবুব আলী খান স্মৃতি ট্রাষ্ট স্বর্ণপদক (১৯৮৫ খৃ.) ফেলো, বাংলা একাডেমী (১৯৮৫ খৃ.), ফেলো, ইসলামিক একাডেমী অব সায়েন্সস, আম্মান, জর্ডান, (১৯৮৬ খৃ.), কুমিল্লা ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক (১৯৮৬ খৃ.), খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ মেমোরিয়েল ট্রাস্ট স্বর্ণ পদক (১৯৮৯ খৃ.) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ স্বর্ণপদক (১৯৮৯ খৃ.), সিতারা-ই পাকিস্তান (১৯৬৩ খৃ.)। ডাঃ মুহম্মদ ইবরাহিম ১৯৮৯ খৃ. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ৮খ., পৃ. ৩৯৩; (২) এক স্বপ্নবান পুরুষ ডাঃ মুহম্মদ ইবরাহিম, দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১৭ মার্চ, ২০০৬ খৃ.; (৩) দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খৃ.; (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইব্‌রাহীম আল-য়াযিজী (দ্র. আল-য়াযিজী)

ইব্‌রাহীম আর-রূমী (ابراهيم الرومى) ঃ আস-সায়্যিদ, ইরানী বংশোদ্ভূত তুরস্কে বসবাসকারী একজন বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, ফিক্‌হ-শাস্ত্রবিদ, মুফতী ও লিপিকলা বিশারদ। তাঁহার পিতা ইরানের সায়্যিদ বংশীয় একজন সূফী সাধক ছিলেন এবং উছ্‌মানী শাসনামলে সম্ভবত খৃ. পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে তুরস্কে আগমন করেন। তিনি আংকারার উত্তর-পূর্বে

অবস্থিত আমাসিয়া (اماسية) শহরের উপকণ্ঠে একটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সায়্যিদ ইব্‌রাহীম আমাসিয়া শহরেই লালিত- পালিত হন এবং পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইসলামী বিষয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন শায়খ সিনানুদ্দীন ও প্রখ্যাত 'আলিম শায়খ হ'াসান ইব্‌ন 'আবদি'স-সামাদ আস-সাসূনীর নিকট। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তুরস্কের বিভিন্ন মাদরাসায় কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে তিনি আনাদুলু (اناضول) প্রদেশের শহর মারযাফুন (মারযীফুন, মারসীওয়ান (مرسيوان مرزيفون مرزفون) মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে হিসার (حصار) ও কনস্টান্টিনোপল মাদরাসাতেও শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান বায়াযীদ খান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-ফাতিহ (১৪৮১-১৫১২ খৃ.) আমাসিয়া শহরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি পরিচালনার দায়িত্বভার সায়্যিদ ইব্‌রাহীমের উপর ন্যস্ত করেন। ফাতওয়া বিভাগের দায়িত্বভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

সায়্যিদ ইব্‌রাহীম ভোগ-বিলাসমুক্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। স'ালাতে বসিবার রীতিতে তিনি সারা জীবন হাঁটু ভাঁজ করিয়া বসিতেন। তিনি কখনও শয্যায় শয়ন করিতেন না এবং বসিয়া নিদ্রা যাইতেন—এইরূপ কথিত আছে। তিনি কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন অতিবাহিত করেন। অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি বহু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি ৯৩৫/১৫২৮ সালে ইনতিকাল করেন এবং তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় নব্বই বৎসর। এই হিসাবে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ৮৪৫/১৪৪১ সাল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্লামা আবু'ল-হ'াসানাত মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল হায়্যি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা ফী ত'াবাক'াতি'ল-হানাফিয়্যা, আস-সা'আদা প্রেস, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৯।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্‌রাহীম লোদী (ابراهيم لودى) ঃ দিল্লীর লোদী সুলতানদের সর্বশেষ সুলত'ান। তিনি ৯৩২/১৫২৬ সালে ঐতিহাসিক প্রথম পানিপথ যুদ্ধে বাবুর (দ্র.) কর্তৃক পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা ইহা দিল্লীর সালত'ানাত (দ্র.)-এর পরিসমাপ্তি এবং মুগল শাসনের সূত্রপাত চিহ্নিত করে যাহা চারি শতাব্দীর অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

তিনি সিকান্দার লোদীর (reg. ৮৯৪/১৪৮৯—৯২৩/১৫১৭) জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন (৮ যুলকা'দা, ৯২৩/২২ নভেম্বর, ১৫১৭ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পর তিনি পিতার সিংহাসনে আসীন হন)। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং অনুদার ছিলেন। তাই ইব্‌রাহীমের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিপ্রায় উচ্চ পদস্থ অমাত্যগণ পসন্দ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে শাসক হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অসন্তুষ্টির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারা সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা করেন এবং ইব্‌রাহীমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খানকে জৌনপুর (দ্র.)-এর শারকী প্রদেশের শাসনকর্তা হিসাবে অধিষ্ঠিত করেন। পদস্থ অমাত্যগণের এই পদক্ষেপে বিপদ উপলব্ধি করিয়া ইব্‌রাহীম এই দ্বৈত শাসনের অবসানের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং জালাল খানকে সদ্যপ্রাপ্ত ক্ষমতা হইতে অপসারণের জন্য তৎপর হন। ইব্‌রাহীমের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া জালাল খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু সুলত'ানের সেনাবাহিনীর শক্তি প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করেন। সেখানে তিনি মানসিংহের পুত্র বিক্রমাজিৎ-এর আশ্রয় লাভ করেন, যিনি এতদিন সাহসিকতার সহিত ইব্‌রাহীম লোদীকে প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। এই ব্যাপারটি ইব্‌রাহীমকে গোয়ালিয়র আক্রমণ ও অবরোধ করিতে তৎপর করিয়া তোলে। অবরোধ চলিতে থাকা অবস্থায় জালাল খানকে গ্রেফতার করা হয় এবং হানসীতে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাঁহাকে অন্যান্য বিদ্রোহী আফগান পদস্থ অমাত্যদের সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হয়। জালাল খান পরবর্তীতে কারাগারে ইনতিকাল করেন।

সাম্রাজ্যের অভিজাত অমাত্যদের অসন্তোষ আশংকা করিয়া ইব্‌রাহীম অমানুষিক নির্যাতন শুরু করেন। ইহার ফলে তিনি তাঁহার পিতার অভিজ্ঞ ও অনুগত রাজকর্মচারীদের সহানুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং "তাহাদেরকে বহিরাক্রমণকারীদের কোলে ঠেলিয়া দেন"। দুইজন নেতৃস্থানীয় অভিজাত অমাত্য সুলত'ান সিকান্দারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মিয়া ভোয়া ও কালপীর শাসনকর্তা আজাম হুমায়ুন সারওয়ানীকে সুলতানের প্ররোচণায় কারাগারে হত্যা করা হয়। তাঁহাদের এহেন পরিণতি অন্যান্য অমাত্যকে বিপদের আশংকায় শংকিত করিয়া তোলে। ফলে তাঁহারা নিজেদের নিরাপত্তা অনুসন্ধান শুরু করেন। তাঁহাদের অনেকে বিদ্রোহ করেন এবং এই কারণে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব কায়েম হয়। সেই সময়ে সুলত'ান বিদ্রোহীদেরকে দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তাতার খান লোদীর পুত্র দাওলাত খান লোদীর নেতৃত্বে পাঞ্জাব বিদ্রোহ করে। ইহাতে সুলত'ান অবাধ্য গভর্নরদেরকে দিল্লীতে ডাকিয়া আনিতে তৎপর হইয়া উঠেন। বিপদ আশংকায় দাওলাত খান তাঁহার পরিবর্তে নিজ পুত্র দিলাওয়ার খানকে রাজদরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহার ফলে সুলতান অত্যন্ত রাগান্বিত হন। কিছু সময়ের জন্য তিনি দিলাওয়ারকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সেইখানে তিনি অনেক অভিজাত অমাতদের অত্যাচার ও অপমান ভোগ করিতে দেখেন। তিনি রাজভক্তির বদৌলতে অতি নগণ্য পুরস্কার পাইয়া পাঞ্জাব প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার পিতাকে ইব্‌রাহীমের আসল অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, ইব্‌রাহীম সিংহাসন দখল করিয়া টিকিয়া থাকিলে তাঁহার ভাগ্যেও এইরূপ ঘটিতে পারে। তাই দাওলাত খান বাবুরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার এই উপলব্ধিও হইল যে, তাঁহার এই কর্ম পাঠান সাম্রাজ্যের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি হইবে এবং নূতন বিদেশী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠার আহ্বান বহন করিয়া উপমহাদেশের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইবে।

বাবুরের অগ্রাভিযানের খবর পাইয়া ইব্‌রাহীম অসংখ্য সৈন্যসহ দুর্বার গতিতে আক্রমণকারীর মুকাবিলার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। কথিত আছে, এই সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী ছিল। দুই সেনাদল পানিপথ প্রান্তরে মুখামুখী হইল। বাবুরের গোলন্দাজ বাহিনী ও তাঁহার উচ্চতর কলাকৌশল শত্রুর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ইব্‌রাহীম বীরের মত বাধা দিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহিনী সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ তুর্কীদের সমকক্ষ ছিল না। তিনি মাথায় রাজমুকুট ধারণ করিয়া সকল প্রকার রাজকীয় তসমায় ভূষিত হইয়া ইনতিকাল করেন।

তিনি প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাবুর তাঁহার লোক-লশ্‌করকে ইব্‌রাহীমের লাশ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁহার লাশ তাঁহার অভিজাত অমাত্য ও ব্যক্তিগত রক্ষীদের মৃতদেহের ভিতরে পাওয়া যায়। তাঁহার বিচ্ছিন্ন মস্তক বাবুরের নিকট আনা হইলে তাঁহাকে বীরের মর্যাদায় দাফন করা হয়। তিনি যে স্থানে ইনতিকাল করেন, ইহারই সন্নিকটে তাঁহার সাদামাটা চুনকাম করা

সমাধি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। কালক্রমে ইহা স্থানীয় অধিবাসীদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাঁহারা সর্বশেষ লোদী সুলত'নকে একজন শহীদ হিসাবে গণ্য করে এবং একজন দরবেশের মত তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শুরু করে।

বাবুরের সাক্ষ্য (তু. বাবুর নামাহ, ইং অনু., পৃ. ৫৪১, ৪৭৮) হইতে আমরা অবগত হই যে, সুলত'নের বিধবা মাতা তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন নাই। বাবুর তাঁহার প্রতি উদার আচরণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং বাবুর রক্ষা পান। সকল ষড়যন্ত্রকারীকেই ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ইব্রাহীমের মাতাকে কাবুলে নির্বাসিত করা হয়। তৎসত্ত্বেও গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় কাবুলে যাওয়ার পথে নিজেই নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইব্রাহীমের নাবালেগ পুত্রকেও তাহার মাতামহের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কাবুলে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তাঁহার ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহ'মাদ য়াদগার, তারীখ-ই শাহী, কলিকাতা ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ৬৫-১১২; (২) নি'মাতুল্লাহ, তারীখ-ই খানজাহানী, সম্পা. এস. এম. ইমামু'দ-দীন, ঢাকা ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২২৯-৫৯; (৩) 'আবদুল্লাহ, তারীখ-ই দাঊদী, আলীগড় ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৮৫-১০৭; (৪) নিজামুদ্দীন আহ'মাদ, তাবাকাত-ই আকবারী (গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘণ্ট), ১খ, ৩৪১প.; (৫) ফিরিশ্তা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী, লাখনৌ ১৮৬৭ খৃ., ১খ, ৩৪৭ প.; (৬) 'আবদু'ল-বাকী নিহাওয়ান্দী, মা'আছির-ই রাহীমী (গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘণ্ট, ১খ, ৪৭৮ প.); (৭) 'আবদু'ল-কাদির বাদায়ূনী, মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ (গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘণ্ট), ১খ, ৩২৬; (৮) বাবুরনামা (memoirs of Babur), ইং. অনু. A.S. Beveridge, লন্ডন ১৯২২ খৃ., ২খ, ৪৭৮, ৫৪১ ও নির্ঘণ্ট; (৯) আবদুল হালিম, History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra, ঢাকা ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৩২-৯৮; (১০) Cambidge History of India, iii, 246-50.

A. S. Bazmee Ansari (E.I.²)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম শাহ শারকী (ابراهيم شاه شرقى) : সালাতীনুশ-শারক-এর তৃতীয় সুলত'ান ছিলেন। জৌনপুর রাজ্যের শাসকগণকে এই নামে অভিহিত করা হইত। ৮০৪-৪৪/১৪০২-৪০ সালে তিনি তাঁহার বড় ভাই মুবারাক শাহ কারানফুল-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা খোজা (eunuch) মালিক সারওয়ারের পোষ্যপুত্র ছিলেন। এই মালিক সারওয়ার ছিলেন জৌনপুরের প্রথম সুলত'ান, ইহারা হাব্শী ছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। ইব্রাহীম একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; বিহারের পশ্চিমদিকে কয়েল (Koyl) [পরবর্তী আলীগড়] হইতে ইতাওয়া ও পূর্বে তিরহুত পর্যন্ত; ইহার আয়তন অস্ট্রীয়া রাজ্যের প্রায় সমান ছিল। পরবর্তী কালে জৌনপুর যে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়, ইব্রাহীমের অবদান তাহাতে ছিল সর্বাধিক। সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার— এই উভয় উপায়ে তিনি তাঁহার অবদান রাখেন। অতঃপর তিনি ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, উদ্দেশ্য স্বয়ং দিল্লীকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন; ৮০৯/১৪০৭ কনৌজ ও সম্ভলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন; পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, গুজরাটের প্রথম মুজাফফার শাহ দিল্লীর সুলত'ানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি দিল্লী আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তিনি দিল্লী সুলত'নাতের অন্যান্য রাজ্য আক্রমণ করিতে অকৃতকার্য হইলেন। বিয়ানা দক্ষিণ-পশ্চিম আগ্রা ও কাল্পী আক্রমণ তৎপরতা হইতেও দুর্ভাগ্যবশত তিনি ৮৩৪/১৪৩১ সালে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। অনুরূপভাবে মালওয়ার হুসাং শাহ গুরী (দ্র.)-রও একই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। ইহার পর হইতে বিভিন্ন সময়ে (তিনি) বাংলার সালত'নাতের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন। এক বিবরণে জানা যায়, ইব্রাহীম শারকী পাণ্ডুয়ার শেখ নূর কুতবুল 'আলাম-এর সহায়তায় অনধিকারী (usurper) রাজা গণেশের পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ইসলাম ধর্মানুসারী জীবন যাপন করিতে সফল হন। ৮৩৬/১৪৩২ সালে বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে বাংলার সুলত'ান তখন তায়মূরের পুত্র শাহরুখ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুলতান ইব্রাহীম তাঁহার সমগ্র রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। জৌনপুর সালতানাতের অধীনে নূতন ভূখণ্ড আনয়নে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক হিসাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁহার রাজত্বকাল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এইজন্যই জৌনপুর প্রাচ্যের শীরায নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার দরবারের উদার পরিবেশের জন্য মুসলিম বিশ্বের বহু 'আলিম ও বিদ্বজ্জন তথায় আকৃষ্ট হইতেন। জৌনপুরে মূল্যবান সাহিত্যকর্ম এবং অনুরূপভাবে কালাম ও ফিক্হ'শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার রাজধানীকে বহু সুদৃশ্য ইমারত দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আতালার সর্ববৃহৎ মসজিদটি তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : দ্র. জৌনপুর ও শারকী প্রবন্ধদ্বয়।

J. Burton-Page (E.I.²)/মোঃ লোকমান হোসেন

ইব্রাহীম শাহ, সায়্যিদ (سيد ابراهيم شاه) : সায়্যিদ, সিলেটের 'তরফ' বিজেতা সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন (র)-এর প্রপৌত্র সায়্যিদ ইবরাহীম ইব্ন মুসাফির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীন মুহ'াম্মাদ শাহ (১৪১৫-৩১) তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মালিকুল-'উলামা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করেন। ময়মনসিংহের হযরত নগর (জঙ্গলবাড়ী)-এর জমিদার কালিদাস গজদানী তাঁহার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম 'ঈসা খাঁর পূর্বপুরুষ। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত তাঁহার বংশপরিচিতি সঠিক নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৬৩-৬৪ ; (২) সৈয়দ মুর্তাজা আলী, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ৩৮; (৩) সৈয়দ এমদাদুল হক, মোহনাবাদের ইতিহাস (প্রকাশের স্থান ও সন অজ্ঞাত), পৃ. ৩৪-৩৫; (৪) সৈয়দ আবদুল আগাফর, তরফের ইতিহাস, ১২৯২ বাংলা, পৃ. ৩৬; (৫) এস. এন. এইচ. রিজভী, সম্পা., সিলেট ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার, ১৯৭০ খৃ., মলাটে ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৩২৫; (৬) অধ্যাপক মুহম্মদ আসাদ্দর 'আলী, সিলেটের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারা, সম্পা. সৈয়দ মোস্তাফা কামাল, সিলেট ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৬। গ্রন্থগুলি নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিদ্যমান।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ইব্‌রাহীম শিনাসী (দ্র. শিনাসী)

ইব্‌রাহীম শীরাযী (ابراهيم شيرازى) ঃ যিনি হ'াজ্জী ইব্‌রাহীম শীরাযী নামে সমধিক পরিচিত, কাজার বংশীয় শাসনামলের প্রথম দিকের একজন ইরানী প্রধান উযীর। তিনি যান্দ রাজবংশীয়দের হাত হইতে কাজারদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। য়াহূদী বংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত তাঁহার পিতা একচক্ষুবিশিষ্ট হ'াজ্জী হাশিম শীরাযের কালান্তার (দ্র.) বিভাগে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের একটি পদে তাঁহার নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কারীম খান যান্দ-এর ইনতিকালের পরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তিনি তাঁহার দফতর প্রধান মীরযা মুহ'াম্মাদ কালান্তারের প্রতি যে তোষামোদের নীতি গ্রহণ করেন, তাহার ফলে তিনি যান্দ শাসক জা'ফার খানের অনুগ্রহ লাভ করেন। ইনি পরবর্তী কালে মীরযা মুহাম্মাদের পদচ্যুতি ও ইনতিকালের পরে তাঁহাকে শীরাযের কালান্তার নিয়োগ করেন (১২০০/১৭৮২)। জা'ফার খানের উত্তরাধিকারী ও যুবক পুত্র লুতফ আলী খান যান্দ এই ভুঁইফোঁড় ব্যক্তির প্রতি সাধারণ নিঃশর্ত সমর্থন দান করেন এবং কাজার আকা মুহাম্মাদ খানের সঙ্গে সংগ্রামকালে তাহার রাজধানীর দায়িত্বভারও এই সুযোগ সন্ধানী কালান্তারের হস্তেই অর্পণ করেন।

শাসকদের ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধ-বিগ্রহের অশুভ পরিণাম হইতে সাধারণ নাগরিকবৃন্দকে রক্ষাকল্পে অথবা প্রায় নিষ্ফল ও ব্যর্থ একটি লক্ষ্যের সহিত নিজেকে যুক্ত না রাখার ইচ্ছায় হ'াজ্জী ইব্‌রাহীম তাঁহার সাহসী কিন্তু অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এইভাবে ১২০৫/১৭৯১ সালে যখন লুত্‌ফ 'আলী রাজধানীর দায়িত্ব হ'াজ্জী ইব্‌রাহীমকে ন্যস্ত করেন এবং সসৈন্যে শীরায নগরের বহির্ভাগে সেনাশিবির স্থাপন করেন, তখন হ'াজ্জী ইহরাহীম-এর ষড়যন্ত্রে শীরাযের যানদ শিবিরে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশে এক বিস্ময়কর সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ফলে লুত্‌ফ 'আলী শিবির হইতে পলায়ন করেন এবং শীরায চিরতরে যান্দগণের নিকট হস্তান্তরিত হয়। হ'াজ্জী ইব্‌রাহীম যান্দগণের পাল্টা আক্রমণের ভয়ে কাজারদের নিকট আবেদন জানান। আকা মুহ'াম্মাদ খান শীরায নগরী দখল করেন এবং কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধ কালান্তারকে সমগ্র ফারস প্রদেশের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেন (১২০৬/১৭৯১)। তবে যানদের উৎখাতের পর ও হ'াজ্জী ইব্‌রাহীমের আঞ্চলিক আধিপত্য রোধ করার জন্য শীরায ও সমগ্র ফারস প্রদেশ কাজার রাজপুত্র বাবা খান (যিনি পরে ফাত্‌হ 'আলী শাহ্ নামে পরিচিত হন)-এর শাসনাধীনে দেওয়া হয় এবং হ'াজ্জীকে নামেমাত্র প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শাহের অনুচর করিয়া ই'তিমাদুদ-দাওলা উপাধিতে ভূষিত করা হয় (১২০৯/১৭৯৫)।

ফাত্‌হ 'আলী শাহ সিংহাসনে আরোহণের জন্য হ'াজ্জী ইব্‌রাহীমের বিজ্ঞ ব্যবস্থার কাছে ঋণী ছিলেন। ফলে হ'াজ্জী ইব্‌রাহীমের সম্মান ও সৌভাগ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পারস্যের প্রদেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদ ও অনেক জমিজমা লাভ করেন। যাহা হউক, তাঁহার ঔদ্ধত্য ও আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক বিরূপতার জন্ম দেয় এবং তাঁহার কতিপয় বিরোধী ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজকর্মের কিছু বানোয়াট ও কিছু সঠিক তথ্য শাহের নিকট তুলিয়া ধরে। অতঃপর একটি গোপন রাজকীয় আদেশ জারী করিয়া রাজকীয় গুপ্তঘাতকদের দ্বারা হ'াজ্জী ইব্‌রাহীম ও তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজনকে পূর্ব-নির্ধারিত একই সময়ে তেহ্‌রান ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বন্দী করিয়া হত্যা করা হয় (১২১৫/১৮০১)। তাঁহার পুরুষ বংশধরদের মধ্যে মাত্র দুইটি শিশু বালক প্রাণে রক্ষা পায়।

হ'াজ্জী ইব্‌রাহীমের পতনের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মীরযা শাফী মাযানদারানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যিনি পরে ফাত্‌হ 'আলী শাহ্ দ্বারা তিরস্কৃত হন। তাঁহার রাজনৈতিক বিরোধিগণ তাঁহার তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতা, হীন স্বার্থপরতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞাহীনতার জন্য তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আবদু'র-রাযযাক ইব্‌ন নাজাফ কুলী, মা'আছির-ই সুলত'ানিয়া, ৭১-৪; (২) যায়ল-ই মীর 'আবদু'ল-কারীম ওয়া আকা মুহাম্মাদ রিদা বার তারীখ-ই গীতীগুশায়, সম্পা. সা'ঈদ নাফীসী, তেহ্‌রান ১৩১৯ হি., ৩৩৯-৯৫; (৩) এম. হ'াসান খান, ই'তিমাদুস-সালত'ানা, সাদরুত-তাওয়ারীখ, তেহ্‌রান ১৩৪৯ হি., ১২-৪৩; (৪) হ'াজ্জী মীরযা হাসান ফাসাঈ, ফারস-নামায়ি নাসিরী, তেহ্‌রান ১৩১৪ হি., ২৪৯-৫০; (৫) আহ'মাদ মীরযা 'আবদু'দ-দাওলা, তারীখ-ই আদুদী, সম্পা. H. Kuhi-i Kirmani, তেহ্‌রান ১৩২৮ হি., ৫১; (৬) রিদা কুলী খান হিদায়াত, রাওদ'াতু'স- সাফা-ই নাসিরী, নূতন সং. তেহ্‌রান ১৩৩৯ হি., ৯খ, ৩৬৭-৭০; (৭) মাহদী-য়ি বাগ'দাদ, তারীখ-ই রিজাল-ই ঈরান, কারন-ই ১২, ১৩, ১৪, তেহ্‌রান, ১খ, ২১-৮; (৮) Sir J. Malcolm, History of Persia, London 1861, ii, 217-24; (৯) Sir H. J. Brydges, The Dynasty of the Kadjars, London 1833, p. cxli; (১০) R.G. Watson, A History of Persia, লন্ডন ১৮৮৬ খৃ.; (১১) P. Horn, Geschichte Iran in islamischer Zeit, in Gr. Ir. Phil., ii, index; (১২) Sir P. Sykes, A History of Persia[2], লন্ডন ১৯৩০ খৃ., ii, 295-6, 302, see also the Bible. to Karim Khan Zand.

A. H. Zarrinkoob (E.I.[2]. Suppl.) মুঃ আবুল কালাম আযাদ

ইব্‌রাহীম হাক্কী পাশা (ابراهيم حقى باشا) ঃ ১২৭৯-১৩৩৭/১৮৬৩-১৯১৮, 'উছমানী তুরস্কের রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক ও উযীরে আযাম (১৯১০-১১), ২২ শাওয়াল, ১২৭৯/১২ এপ্রিল, ১৮৬৩ সালে বেশীকতাশ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রেমযী এফেন্দী ছিলেন সাকীয (Chios)-এর মুতাসাররিফ ও বেশীকতাশ পৌর কাউন্সিলের সভাপতি। ইব্‌রাহীম হাক্কী স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। অতঃপর সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং স্কুলে (মাকতাব মুলকিয়্যি) ভর্তি হন এবং সেইখান হইতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি গৃহশিক্ষকের নিকটে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮৮২ খৃ. তিনি বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অবৈতনিক শিক্ষানবীশরূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পর বৎসর তিনি রাজপ্রাসাদে অনুবাদক পদে নিযুক্ত হইয়া সুলত'ান ২য় 'আবদু'ল-হামীদ-এর জন্য বিদেশী ভাষায় উপন্যাসসমূহ অনুবাদ করেন এবং ১৮৮৬ খৃ. রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস ও আইনের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ১৮৯৪ খৃ. তিনি তুরস্ক সরকারের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। এইভাবে অতি অল্প বয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি 'উছমানী শাসনতন্ত্রের উচ্চতর পদসমূহ লাভ করেন। আইন উপদেষ্টারূপে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিশনে ও দেশের বাহিরের কূটনৈতিক

মিশনসমূহেরও দায়িত্ব পালন করেন এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

নব্য তুর্কী আন্দোলনের পরে হ'াক্কী স্বল্পকালের জন্য মুহ'াম্মাদ কামিল পাশার মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ইতালীতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ইস্তাম্বুলে তখন ছিল মহারাজনৈতিক অস্থিরতার কাল, বিপ্লব-পরবর্তী প্রথম আঠার মাসের স্বল্প সময়ের মধ্যে পরপর পাঁচটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং পাঁচটিরই পতন ঘটে। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৯ খৃ. প্রধান মন্ত্রী হিলমী পাশা (দ্র.) পদত্যাগ করিলে তাহার উত্তরাধিকারী কে হইবেন ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। তখন সম্ভাব্য অন্যদের মধ্যে হ'াক্কী পাশার নামও বিবেচনাধীন হয় এবং ১২ জানুয়ারী ১৯১০ খৃ. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার কারণে তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। সেই নিয়োগ ইউনিয়নপন্থী ও রক্ষণশীল— এই উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হওয়া হেতু হাক্কী পাশা সকল দলের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে মত বিনিময় করিতে পারিতেন, তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম হন। উযীরে আযমরূপে তাঁহার অন্যতম প্রাথমিক কাজ ছিল তুর্কী সামরিক বাহিনীসমূহের সর্বাধিক নায়ক, দেশে সামরিক আইন প্রশাসক ও তুর্কী রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী মাহমূদ শাওকাত (Sevket) পাশাকে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী নিয়োগ করা, যাহা দ্বারা তাঁহাকে মন্ত্রীসভার কর্তৃত্বাধীনে আনা সম্ভব হয়।

হ'াক্কী পাশার বিশ মাস স্থায়ী প্রধান মন্ত্রিত্বের কাল ছিল রাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক শান্তির যুগ। তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের মধ্যে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস (দ্র. ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কী জামঈয়্যাতি) ও বিরোধী দলীয়গণের মধ্যকার সংঘাত পূর্বের মতই প্রচণ্ডরূপে চলিতে থাকে। দেশের ভিতরে ইব্‌রাহীম হাক্কী মধ্যপন্থী প্রভাব সৃষ্টি করেন। দেশের বাহিরে তাহার ভূমিকা ছিল যথেষ্ট কর্মতৎপর। ১৯১০ খৃ. তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানী সফর করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রনায়কগণের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯১১ খৃ. ৩০ সেপ্টেম্বর ইতালী চরম শর্তাবলী আরোপ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলে পরে তিনি পদত্যাগ করেন। 'উছ'মানী তুর্কী সাম্রাজ্য অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইবার এবং কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার দায়ে তাঁহাকে দায়ী করা হয় এবং তিনি প্রসন্নভাবেই সেই সকল অভিযোগের দায়দায়িত্ব মানিয়া নেন। হাক্কী পাশা অতঃপর আর কোন রকম কার্যকর বা খোলাখুলি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতে না পারিয়া নীরবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ফিরিয়া যান। কিন্তু অন্যদিকে বিরোধী দলীয়গণ ইতালী প্রশ্নে কূটনৈতিক ব্যর্থতার দায়ে তাঁহার প্রকাশ্য বিচার দাবি করিতে থাকে।

যাহা হউক, ১৯১৩ খৃ. জানুয়ারী মাসে ইউনিয়নপন্থী দল ক্ষমতা লাভ করিয়া বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক নূতনভাবে স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যেই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল সেইগুলির মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হয়। হাক্কী পাশাকে লন্ডনে প্রেরণ করা হয়, সেইখানে পরবর্তী সতের মাস যাবত তিনি একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। তুরস্ক সরকারের আইন উপদেষ্টা হওয়ায় চুক্তির শর্তাবলীও তিনিই রচনা করেন। ১৯১৫ খৃ. জুলাই মাসে হাক্কী পাশা বার্লিনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন, উহা ছিল সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদ। এই নিযুক্তি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তুরস্ক তখন তাহার মিত্র রাষ্ট্র জার্মানীর সঙ্গে অধিকতর কর্মতৎপরতার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছিল। তদুপরি সেই পরিবর্তনটির সূচনা করিবার জন্য যে ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করা হয় তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের একজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এবং তুরস্কের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদগণের অন্যতম। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, জার্মানীতে রাষ্ট্রদূত পদে পূর্বে নিযুক্ত জনৈক সামরিক অফিসারের (মাহ'মূদ মুখতার পাশা) স্থলে এবারে একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়। বার্লিনে হাক্কী পাশা ১৯১৭ খৃ. নূতন তুর্কো-জার্মান চুক্তিসমূহ সম্পাদনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিসমূহ সংক্রান্ত আইনগত শর্তসমূহের স্থলে নূতন খসড়া প্রস্তুতির কার্যে সহায়তা করেন। রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের পর হাক্কী তুরস্কের অন্যতম সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে ১৯১৮ খৃ. মার্চ মাসে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির (Treaty of Brest-Litovsk) ব্যবস্থা করেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করেন। ১৯১৮ খৃ. ২৯ জুলাই তিনি বার্লিনে ইনতিকাল করেন। ৭ আগস্ট বেশিকতাশের য়াহয়া এফেন্দি গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইব্‌রাহীম হ'াক্কী পাশার আমলাতান্ত্রিক ও সুশিক্ষাগত যে মনোভাব ছিল, উহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় তাঁহারই একটি বক্তব্য দ্বারা—যেইখানে তিনি সুলতান 'আবদু'ল-হামীদ ও ফরাসী সম্রাট ১১শ লুই-এর মধ্যে তুলনা করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃ. জনৈক বিদেশী পর্যবেক্ষকের নিকট তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "১১শ লুই, কার্ডিনাল বালাউকে একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনিই ছিলেন আধুনিক ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার শাসন আমলের ঘটনাসমূহ আজ অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ফ্রান্স বর্তমান রহিয়াছে। ঠিক একই রকমভাবে ইতিহাস যেই দিন সুলতান 'আবদু'ল-হ'ামীদ-এর শাসনামলকে বিচার করিবে, সেই দিন ক্ষুদ্র ঘটনাসমূহ সবই উপেক্ষিত হইবে এবং এই সত্যই প্রকাশিত হইবে যে, তিনি তুরস্ককে একটি দেশ হিসাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন" (Allen Upward, The east end of Europe, London 1908, 338-9)। ইউনিয়ন পার্টিপন্থী রাজনীতিকগণের প্রতি তাঁহার মনোভাবও একই রকম ছিল। তিনি তাঁহাদের পার্টিতে যোগদান করেন নাই, এমনকি তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে তিনি স্বীকার করিতেন যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা তাঁহাদেরই রহিয়াছে। ইহা রাজনীতির বুদ্ধিনির্ভর পন্থা হইলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক মনোভাবের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্কই ছিল না। ইহা দ্বারা রাজনীতিবিদ হিসাবে হাক্কী পাশার অসফলতার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশাসক ও কূটনীতিক হিসাবে তাঁহার যে অবদান তাহা ছিল সত্যই তুলনাহীন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Adnan-Adivar, in IA, v, 892-4; আরও দ্র. (২) K. M. Inal, Osmanli devrinde son sadria zamlar, Istanbul 1940-53, 1764-1804; (৩) 'আলী চানকায়া, মুলকিয়ে তারিহি ভি মুলকিয়েলিলের, আনকারা ১৯৫৪ খৃ., ৫৪-৮; (৪) এ. এফ. তুর্কগেলদি, গোরূপ ইসিত্তিকলেরিম, আনকারা ১৯৫১ খৃ., উহার বিভিন্ন স্থান দ্র.। হ'াক্কী পাশা ১৯১৩-১৪ খৃ. লন্ডনে যে অ্যাংলো-তুর্কী আলোচনাসমূহের প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন সেজন্য দ্র. (৫) British documents in Public Record Office (London), F.O. 371/2125, 2126 ইত্যাদি। আরও দ্র.

সমসাময়িক তুর্কী সংবাদপত্রসমূহ, বিশেষ করিয়া তানীন ও ইকদাম। (৬) দা. মা.ই. ১/৩৭৩।

Feroz Ahmad (E.I.2)/হুমায়ুন খান

ইব্‌রাহীম আল-হামিদী (দ্র. আল-হামিদী)

ইব্‌রাহীম আল-হালাবী (দ্র. আল-হালাবী)

ইব্‌রাহীম হিলমী পাশা (দ্র. কেচিবোয়ুনুয়ু)

(আল) ইব্‌রাহীমী (الابراهيمى) ঃ মুহ'াম্মাদ আল-বাশীর, আলজিরীয় সংস্কারক, পণ্ডিত ও লেখক, ১৩ শাওয়াল, ১৩০৬/১২ জুন, ১৮৮৯ সালে বুগি (Bougie)-তে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমগ্র শৈশব ও যৌবনকালব্যাপী তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ইতোমধ্যে ১৪ বৎসর বয়সে তাহার চাচা মুহ'াম্মাদ আল-মাক্কী আল-ইব্‌রাহিমী পরিচালিত মাদরাসায় তিনি কুরআন অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ১৯১২ খৃ. হিজায গমনের পথে তিনি তিন মাসকাল কায়রোতে অবস্থান করেন এবং সেখানে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ও রাশীদ কর্তৃক রাওদা দ্বীপে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দারুল-ওয়ায ওয়াল-ইরশাদ-এ অধ্যয়ন করেন। মদীনাতে বাশীর ইব্‌রাহীমী তাফসীর ও হাদীছ বিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন, বংশানুক্রমিক ইতিহাস পাঠ করেন এবং বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে গবেষণায় নিরত হন। মদীনা শারীফেই তিনি ইব্‌ন বাদীস (দ্র.)-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। তিন মাস যাবত এই দুই তরুণ পণ্ডিত ধর্মীয় সংস্কার কার্যের পরিকল্পনা, আলজিরিয়াতে 'আরবী শিক্ষার কার্যের পরিকল্পনা ও আলজিরিয়াতে 'আরবী শিক্ষার পুনঃপ্রচলনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় মনোনিবেশ করেন।

দামিশকের মাদরাসা সুলত'ানিয়াতে দুই বৎসরকাল (১৯১৭-১৮) অধ্যাপনা করিবার পর ইব্‌রাহীমী আলজিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ইব্‌ন বাদীস-এর সহযোগে কাজ শুরু করিয়া দেন, তাঁহারা ধর্মীয় সংস্কারের প্রচার কার্য শুরু করেন এবং একটি জাতীয় তামাদ্দুনিক কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩১ খৃ. আলজিরীয় মুসলিম 'উলামা প্রতিষ্ঠান স্থাপন হইতে শুরু করিয়া অবৈতনিক 'আরবী শিক্ষা দান পদ্ধতির প্রতিষ্ঠান এবং একটি সংস্কারমূলক 'আরবী প্রকাশনা সংস্থা (উহার প্রধান মুখপত্র ছিল আশ-শিহাব ও আল-বাসাইর) স্থাপিত হয়।

১৯৪০ খৃ. এপ্রিল মাসে ইব্‌ন বাদীস ইনতিকাল করিলে ইব্‌রাহীমী আলজিরিয়ায় সংস্কার আন্দোলনের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে (অন্তত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে) জাতীয়তাবাদী আদর্শের লক্ষ্য এক করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। দীর্ঘ দশ বৎসরকাল প্রচার কার্য চালাইবার ফলে তিনি দেশবাসীর জন্য যে দাবিসমূহ উত্থাপন করিয়াছিলেন সেইগুলিকে তিনটি শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ (১) রাষ্ট্রীয় (ঔপনিবেশিক) প্রভাব হইতে ইসলাম ধর্মকে পৃথক করা; (২) ইসলামী আইনের স্বাধীনতা এবং (৩) 'আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান। তাহা ছাড়া 'উলামা সংগঠনের উদ্যোগে 'আরবীতে অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও তিনি নিরলসভাবে চেষ্টা করেন। ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য ও মেধাবী ছাত্রগণকে 'আরবীতে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার জন্য 'উলামা সংগঠন অন্য 'আরব দেশসমূহের নিকট আর্থিক ও শিক্ষাগত সহায়তা কামনা করে। শায়খ ইব্‌রাহীমীকে একটি মিশনের সঙ্গে প্রাচ্যে প্রেরণ করা হয় যেন তাৎক্ষণিকভাবে তিনি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও কথাবার্তা চালাইতে পারেন (১৯৫২ খৃ.)। অতঃপর ১৯৬২ খৃস্টাব্দের পূর্বে তিনি আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

প্রাচ্যে অবস্থানকালে ইব্‌রাহীমী একটি 'আরব ও মুসলিম দেশরূপে বিবেচিত আলজিরিয়ার মুখপাত্ররূপে কাজ করেন। যে সকল দেশে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন (মিসর, ইরাক, হিজায, কুয়েত ও পাকিস্তান) সেখানকার ধর্মীয় ও বুদ্ধিজীবী মহলের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে তিনি অংশগ্রহণ করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই সমসাময়িক ইসলামের একজন বিশাল ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৬১ খৃ. তিনি কায়রোর 'আরবী ভাষা বিষয়ক একাডেমীর একজন কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন।

আলজিরিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পরে শায়খ ইব্‌রাহীমী তাঁহার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সদ্য-স্বাধীন আলজিরিয়ার প্রথম নেতাগণের সমর্থন হারান; তাঁহার রাজনৈতিক মত ছিল ইসলামী শূরা (দ্র.)-এর আদর্শ ভিত্তিক এবং তিনি "স্বাধীন ও ন্যায়বিচার রহিয়াছে এইরূপ একটি নগর প্রতিষ্ঠা"র প্রচারণা চালাইয়াছিলেন। তিনি ১৯ মুহ'াররাম, ১৩৮৫/২০ মে, ১৯৬৫ সালে আলজিয়ার্সে ইনতিকাল করেন।

বাশীর ইব্‌রাহীমী, ইব্‌রাহীম বাদীস ও তায়্যিব আল-উকবীর সমবায়ে আলজিরিয়ার মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম স্থপতি ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট বক্তা, লেখক ও নিষ্ঠাপন্থী ইসলামী নিয়ম-শৃঙ্খলার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে চিরায়ত 'আরবী তমদ্দুনের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি বলিয়াও বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

ইব্‌রাহীমীর রচনাবলীর পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু আল-বাসাইর-এর জন্য লিখিত সম্পাদকীয়সমূহ যাহা 'উয়ুনুল-বাসাইর নামে সংকলিত হইয়া (কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ৬৯৩ পৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যগুলি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) ভাষাগত বিষয়ক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে দশটির মত সংক্ষিপ্ত রচনা [আত-তাসমিয়া বিল-মাসদার আল-সিফাতুল্লাতী জাআত 'আলা ওয়ায্‌ন ফা'আল; আন-নুকায়াত ওয়ান নুফায়াত, বা ফু'আলা এইরূপের শব্দাবলী; আল-ইত্তিরাদ ওয়াশ-শুযূয; বাকায়া ফাসহি'ল-আরাবিয়া ফি'ল লাহজিল আম্মিয়া আল-জাযাইরিয়া; রিসাল ফী মাখারিজিল হুরূফ ওয়া সিফাতিহা বায়নাল আরাবিয়া আল-ফুসাহা ওয়াল- আম্মিয়া প্রবাদ (আমছাল) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের সংযোজন ইত্যাদি]; (২) ধর্ম বিষয়ক কিছু সংখ্যক পঠন-পাঠন (হিকমাত মাশরূইয়াতিয-যাকাত ফি'ল-ইসলাম; শুআবুল-ঈমান); (৩) একটি নাটক কাহিনাত আওরাস ("La Kahena"); (৪) একখানি বিশাল দীর্ঘ উরজূযা (৩৬,০০০ শ্লোক); লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এই মহাকাব্যখানি (মালহামা)-তে ইসলাম ও আলজিরিয়ার ইতিহাস এবং আলজিরিয়ার মুসলমানগণের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্মজীবনীমূলক নোট, in RAAC, xxi (১৩৮৬/১৯৬৬), ১৩৫-৫৪, আনা (انا) এই সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত ; (২) A. Merad, Le Reformisme musulman en Algerie de 1925 a 1940, Pris-The Hgue 1967, নির্দেশিকা।

A. Merad (E.I.2)/হুমায়ুন খান

ইব্রিশীম (দ্র. হারীর)

ইব্রী (عبرى) ঃ পূর্ব 'আরব উপদ্বীপের ওমানের একটি শহর (উমান দ্র.)। ইব্রী, আল-হাজার পর্বতশ্রেণীর দেশ, অভ্যন্তর ভাগের ঢালু হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে আর-রুব'উল খালী মরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ ভূমি আজ-জাহিরা জেলার রাজধানী। পর্বতের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া যে বিশাল উপত্যকা (ওয়াদী) বালুকাময় ভূমির নিকটে গিয়া ওয়াদীল-কাবীর নাম পরিবর্তন করিয়া ওয়াদীল-'আয়ন নামে পরিচিত হইয়াছে, শহরটি উহার নিকটে অবস্থিত। ওয়াদীর আরও উচ্চ ভূমিতে আল-আরাকী ও আদ্দারীয শহর দুইটি অবস্থিত। ইব্রীর ঠিক পূর্বে আস-সুলায়ফ জনপদ এবং আরও পূর্বে গেলে জাবালুল-কাওর পর্বতের সুউচ্চ রেখা, তাহারও পরে অবস্থিত নায্ওয়া, যাহা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ওমান ইমামাতের রাজধানী ছিল। ইব্রীর দক্ষিণে ওমানের নূতন তৈল শোধনাগারসমূহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ফাহ্দ। ইব্রী শহরটি চুক্তিভুক্ত (trucial) উপকূলভূমি এবং আল-বুরায়মী (দ্র.) হইতে আশ-শারকিয়া ও জালান জেলাদ্বয় পর্যন্ত প্রধান অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পথে একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইব্রী হইতে আল-বুরায়মী পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিতে পথে আফলাজ বানী কিতাব নামক গ্রামশ্রেণী পার হইয়া যাইতে হয়।

ইব্রিয়্যানী গোত্রের নাম হইতে শহরটির ইব্রী নামকরণ হইয়াছে। তাহারা আয্দ গোত্র এবং তৎপূর্ববর্তী হযরত হূদ (আ) [দ্র.]-এর বংশধর বলিয়া দাবি করে। তবে ইব্রিয়্যিন-এর বর্তমান সদর দফতর বা কেন্দ্রীয় আবাসস্থল হইতেছে নায্ওয়ার নিকটবর্তী আল-হামরাতে এবং ইব্রীর সঙ্গে তাহাদের তেমন কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই। ইব্রীর প্রভাবশালী গোত্র হইতেছে য়াআকীব, যাহারা আদিতে দক্ষিণ 'আরব হইতে আগত বলিয়া দাবি করিলেও বর্তমানে ওমানের গাফিরী (উত্তর 'আরবীয়) গোত্রীয়গণের অন্তর্ভুক্ত। ইব্রীর অন্য অধিবাসিগণের মধ্যে রহিয়াছে বানূ কালবান গোত্রের লোকজন।

ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যতীত ইব্রী শহরটি আজ-জাহিরার যাযাবরদের বাজার হিসাবেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই যাযাবরদের মধ্যে দুরূ'গণ (দ্র.) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যাযাবররা বিখ্যাত ওমানী উষ্ট্র বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্তে স্থানীয় কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে। এখানকার কৃষিক্ষেত্রের বিশেষ দিক হইতেছে খর্জুর ও অন্যান্য ফলের বাগিচা, যেইগুলি পর্বতমালা হইতে অভ্যন্তর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত, সমগ্র ওমানে সম্ভবত সর্ববৃহৎ। উৎপাদিত ফলের মধ্যে রহিয়াছে আম, পীচ, খোবানি, নাশপাতি, কলা, কমলালেবু, বেদানা, কুল ও পেয়ারা।

ইবাদী ইমামগণের আমলে একটি জেলার রাজধানীরূপে ইব্রীতে যে মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল তাহা সম্ভবত সমগ্র ওমানের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদী মসজিদ। বিভিন্ন সময়ে এই শহরটি ওয়াহ্হাবীগণের অধিকারে আসে। ১২৫১/১৮৩৬ সনে বৃটিশ নৌবাহিনীর দুইজন অফিসার ওয়েলস্টিড (Wellsted) ও হোয়াইটলক (Whitelock) য়ুরোপীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম সেই অঞ্চল ভ্রমণকারীরূপে যখন ইব্রীর উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন তাঁহারা শহরটি ওয়াহ্হাবী বসতি দ্বারা পূর্ণ দেখিতে পান, তাহারা পর্যটকদ্বয়কে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে। ১৩৭৫/১৯৫৫ সনে বৃটিশ সাংবাদিক জে. মরিস (J. Morris) যখন মস্কটের সুলতান সা'ঈদ ইব্নু'ত তায়মূর-এর ট্রেন সহযাত্রীরূপে ইব্রীতে গমন করেন তখন তিনি অবশ্য সেই পুরাতন কোনরূপ বিদেশী ভীতির সম্মুখীন হন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আস-সালিমী, নাহ্দাতু'ল-আয়ান বি-হুররিয়াত উমান, কায়রো ১৩৮০ হি.; (২) J. Wellsted, Travels in Arabia, London 1838; (৩) Admiralty, A Handbook of Arabia, London 1916-7; (৪) J. Morris, Sultan in Oman, London 1957.

G. Rentz (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

ইব্রী (দ্র. য়াহূদ)

ইব্রীক (ابريق) ঃ ইসলামী শিল্পে এই নামটি দ্বারা ব্যবহার ও উপাদান নির্বিশেষে যে কোন হাতলওয়ালা বড় জগ বা সোরাই ধরনের পানপাত্র বুঝায়। তবে সাধারণত ইহা দ্বারা পানি অথবা সুরা ঢালার পাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। অধিকন্তু সঙ্গে একটি চিলমচি সহযোগে ইহা হাত ও পা ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ ধরনের ইব্রীক অন্য কয়েকটি নামেও পরিচিত, যেমন কুবরা বা বুলবুলা (দ্র. আবূ নুওয়াস, দীওয়ান, সম্পা. Wagner, বৈরূত ১৯৫৮ খৃ., ১খ., ৫৪, ৩)।

৪র্থ/১০ম শতক পর্যন্ত প্রাথমিক যুগের ধাতব পানপাত্রের নির্মাণের ভৌগোলিক উৎস এখন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রকার অনুযায়ী সেইগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যাহা সাসানী ও সোগদীয় আদিরূপ হইতে প্রকৃত ইসলামী আকারের দিকে ধীরে ধীরে রূপ লাভ করে। এইগুলির সর্বপেক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত গড়ন হইল প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী অবয়ব ও পাত্রের নিম্নাংশের দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, ক্রমে ঘাড়ের দিকে গুরুত্ব আরোপিত হয় অর্থাৎ পাত্রের আকারগত পরিবর্তন যাহাতে পাত্রটির দেহের সহিত উহার গলা, মুখ ও পায়ার রূপান্তর সুসাম সম্পূর্ণ ও পরিচ্ছন্নভাবে ঘটে। এই সময়ে পাত্রের গায়ে পলকাটা করিবার প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এক ধরনের ইব্রীকের বৈশিষ্ট্য ছিল পাত্রে দ্বিধাবিভক্ত গলা তৈরি করা যাহা নিম্নের দিকে ক্রমেই সরু হইয়া গিয়াছে এবং উপরের অর্ধেক বেলুনাকার ও কাটা কাজ করা। ডিম্বাকারের অথবা বেলুনাকার পাত্রটি তিনটি ক্ষুদ্র পায়ার উপর স্থাপিত (দ্র. Survey, Pl 244A)। অন্যগুলি কায়রোতে রক্ষিত মারওয়ান ইব্রীক নামে পরিচিত (দ্র. Survey, Ps 245-6)। উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কালক্রমানুসারে সর্বআকারের ইব্রীকগুলি ডিম্বাকৃতির এবং নীচু ঘেরযুক্ত পাদানি ও সরল, অথচ কিছুটা ঢেউ খেলানো গলা ও চ্যাপ্টা ঠোঁটবিশিষ্ট ছিল। ইহাদের সুন্দর ভারসাম্যযুক্ত এই আকারটি সালজূক আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এক প্রকারের ইব্রীক (মারওয়ান ইব্রীক) ব্যতিরেকে বাকী সকলই হাতল কানার নিকটে আসিয়া গলাতে মিলিয়াছে। প্রচলিত আকারের পাত্রগুলির আংটায় (ধরিবার সময় বৃদ্ধ আঙ্গুল রাখিবার জায়গা) থাকিত ডালিম বা বেদানা অথবা খেজুর পাতার নকশা।

৫ম/১১শ শতকের শুরু হইতে ৭ম/১৩শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত খুরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার কারখানাগুলিতে পিতলের ইব্রীক তৈরি হইত, সেগুলির নল হইত প্রদীপের নলের আকৃতির মত। প্রথমদিককার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন ফারগানাতে আখসীকাছ-এ ও প্রাচীন উশরুসানার শাহরাস্তানে। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের শেষভাগ হইতে ৭ম/১৩শ শতকের শুরুর দিককার নমুনাগুলি রৌপ্য ও তাম্রখচিত। এই ধরনের একটি ইব্রীক

প্যারিসে রক্ষিত আছে, উহার নির্মাণ তারিখ ৫৮৬/১১৯০-৯১ সাল ((দ্র. Survey, Pl 1309A) । ৫ম/১১শ শতকের শেষভাগ হইতে ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতক পর্যন্ত খুরাসানের কারখানাগুলি চালু ছিল, সেগুলিতে উঁচু নলবিশিষ্ট ইব্‌রীক তৈরি হইত। উহাদের কতকগুলি ছিল বর্তুলাকারের, আবার কতকগুলি ছিল খাঁজকাটা অথবা পলকাটা তরমুজ আকৃতির। এই ধরনের একটি পল ইব্‌রীক-এর গায়ে মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ-আল হারাবীর স্বাক্ষর খোদিত রহিয়াছে, উহার নির্মাণ তারিখ ৫৭৭/১১৮১ সাল (S. Mayer, Islamic Metalworkers, 1959, 59; উল্লিখিত সব প্রকারের বর্ণনা ও নিদর্শনের জন্য দ্র. আবু'ল-ফারাজ আল-'উশ, A bronze ewer with a high spout। সেখানে লেখক যে সকল তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি বিতর্কিত হইতে পারে।

৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মাওসিল, দামিশ্‌ক ও কায়রোর কারখানাগুলিতে জাঁকজমকপূর্ণ কারুকাজ করা পিতলের ইব্‌রীক তৈরি হইত, সেগুলির আকার ছিল অনেকটা নাশপাতির মত, পাত্রের গা হইত মসৃণ অথবা পলকাটা ও বর্তুলাকার; গলা হইত লম্বা ও সোজা। স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত বলাকাস ইব্‌রীকের নমুনা বৃটিশ মিউজিয়ামে (দ্র. Barret, Islamic metalwork, 1949, Pls. 12-13) এবং দুইটি ইব্‌রীক প্যারিসে রক্ষিত আছে (দ্র. Rice, Inlaid Brasses, পরিশিষ্ট, নং ১৬ ও ২১)। নাশপাতির ন্যায় গড়ন এবং সরল নলই ছিল ৮ম/১৪শ শতকের মামলূক আমলের ইব্‌রীকে'র গড়নের বৈশিষ্ট্য। সেগুলির উঁচু আকার নিম্নাংশে ক্রমেই সংকুচিত এবং গলার উপরিভাগ একটি ভারী পিয়ালাযুক্ত থাকিত (দ্র. The arts of Islam, Hayward Gallery 1976, no. 216)। বাঁকানো নল ও হাতলবিশিষ্ট মজবুত স্ফীত আকারের চাপা অথবা কুপি (funnel) আকারের এবং উপরের দিকে উল্টানো চ্যাপ্টা উঁচু পা, এই আকারের ইব্‌রীক ৯ম/১৫শ শতকে মিসর ও ইরানে একই সময় দেখা যাইত (দ্র. J. Carswell, Six tiles)। কায়রো ও দামিশ্‌কের রঙিন টালিতে ইব্‌রীকে'র নক্সার প্রচলিত হইতে অনুমান করা যায় যে, যাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শনসমূহে যে যে এলাকার আভাস পাওয়া যায়, উহার তুলনায় এই পাত্র আরও ব্যাপক অঞ্চলে প্রচলন ছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তী ক্ষুদ্র চিত্রে ইবরীকে'র যে ছবি দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে, ১০ম/১৬শ শতকগুলিতেও এই আকারের ইবরীক প্রচলিত ছিল। চীনা মাটির তৈরী ইব্‌রীকগুলিতেও ধাতব ইবরীকে'র গঠনই অনুসৃত হইত। প্রথমদিককার কিছু কিছু চীনা মাটির তৈরী ইব্‌রীকে', এমনকি জোড়ার অংশগুলি পর্যন্ত অনুকরণ করা হইত। উঁচু নলবিশিষ্ট গোলাকার অথবা বেলুনাকার ইব্‌রীকের প্রচলন হয় ৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতকে, বিশেষ করিয়া পারস্যের একরঙা খোদাইকৃত উজ্জ্বল চকচকে পাত্রের গায়ে।

মদ্য ঢালিবার ইব্‌রীক ও হাত ধুইবার ইব্‌রীকে'র চিত্র প্রায়শ ক্ষুদ্র চিত্র (miniatures) এবং অন্যান্য মাধ্যমে দেখা যায় (৮ম/১৪শ শতকের হাত ধুইবার পাত্রাদির বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. M. S. Ipsiroglu, Saray alben, diez'sche Klebedande aus den Berliner Sammlungen, Wiesbaden 1964, Pls. xvii and xviii)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ গ্রন্থসমূহ (১) A. U. Pope (ed.) A survey of Persian art, Oxford 1938-39; (২) G. Wiet, Objects en cuivre. Cat. Gen. du Musee Arabe du Caire, 1932. Monographs on single objects: (৩) K. Erdmann, Islamische Giessgefasse des II. Jahrhunderts, in Panteon, xxii (July-Dec. 1938), 251-4; (৪) D. S. Rice, Studies in Islamic metalwork, II, in BSOAS, xv/i (1935), 66-79; (৫) ঐ লেখক, An Unpublished 'Mosul' ewer dated 627/1229, in BSOAS, xv/2 (1953), 229-32; (৬) ঐ লেখক, Inlaid brasses from the workshop of Ahmad al-Dhaki al-Mawsili, in Ars Orientalis, ii (1957); (৭) U. Scerrato, Oggetti metallici di eta Islamica in Afghanistan, II: Il Ripostiglio di Maimana, in AIUON, N. S. xiv/2, Naples1964; (৮) A. S. Melikian Chirvani, Cuivres inedits de l'epoque de Qa'itbay, in Kunst des Orients, vi/2 (1969), 119-24; (৯) B. Marshak, Bronze ewer from Samarkant, in A. A., Ivanov and S. S. Sorokin (সম্পা.) Srednyaya Aziya Iran (Central Asia and Iran), Leningrad 1972, 61-90 (With English summary); (১০) আবু'ল-ফারাজ আল-'উশ, A Bronze ewer with a high spout in the Metropolitan Museum of Art, in Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, সম্পা. R. Ettinghausen, New York 1972, 191 প.; (১১) J. Carswell, Six tiles, ঐ, পৃ. ১০১ প.। চিত্র বা নমুনাসহ ইসলামী সোরাইয়ের নিয়মানুগ বিবর্তনের আলোচনার জন্য দেখুনঃ E. Baer, Metal Work in Islamic art and civilization.

Eva Baer (E.I.², Suppl.)/নাজমা খান মজলিস

ইব্‌রুহ (ابرح) ঃ (স্পেনীয় Ebro), উত্তর-পূর্ব স্পেনের নদী। 'আরবী ভাষায় স্পেনের ভৌগোলিক বিবরণ রচয়িতাগণের অধিকাংশই এবরো (Ebro) নদীটির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল বর্ণনাই গতানুগতিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, ইহা Nabarra পর্বত বা রূমে উৎপন্ন হইয়া তুদেলা (Tudela) ও সারাগোসা (Zaragoza)-র মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তুরতূশা (tortosa)-র সামান্য নিম্নে ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। মুসলমানরা কখনও ইব্‌রুহ নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটবর্তী অঞ্চলের পানি নিয়ন্ত্রণ করে নাই এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। একই কথা দুয়েরো (Duero) নদী সম্বন্ধে সত্য; যুহ্‌রীর বর্ণনানুসারে ইবরুহ ও দুয়েরো (Duero) এই উভয় নদীর উৎপত্তি স্থান অভিন্ন। কখনও কখনও নদী তীরবর্তী অন্যান্য শহরেও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন কালাহুর্‌রা (Calahorra), মিকনাসা (Mequinenza) ও ইফ্‌লীশ (Flix); আবার উপনদীসমূহেরও উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন জাল্লাক (বা জিল্লিক বা জিল্লাক) [Gallego], শীকার (Segre) ও নাহ্‌র আয-যায়তূন (Cinca)। 'আবদু'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী ও ইব্‌ন সা'ঈদ নদীটির কথা জানিতেন, যদিও নাম উল্লেখ করেন নাই। বাক্‌রী আক্‌রী আইবেরীয়া (ইবারিয়া) ও এবরো (Ebro) নাম দুইটির শাব্দিক ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। যুহ্‌রী

উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই নদীতে স্বর্ণ পাওয়া যায় (নদীর ঠিক কোন্‌খানে তাহা উল্লেখ করেন নাই) এবং আরও এক বিভ্রান্তিকর তথ্য সংযোজন করিয়াছেন যে, তুদেলা হইতে মিকনাসা পর্যন্ত এবং পুনরায় ইফলীশ হইতে তুরতূশা পর্যন্ত ১০০ মাইলব্যাপী নদীর তীরে লণ্ঠন বা আলো জ্বালাইয়া রাখা হইত (য়াতা'আতাওনা'স- সুরুজ)।

নদীটির নাম 'আরবীতে লেখা হয় 'আলিফ', 'বা', 'রা', 'হা' দিয়া, পাণ্ডুলিপিতে আলিফের আগে নুকতাবিহীন হামযা দেওয়া আছে; মাগ্‌রিবী রীতিতে উহা দ্বারা 'মাদ্দা' বুঝায়। উহা দ্বারা এইরূপ বুঝা যায় যে, প্রথম পদের স্বরবর্ণটি ফাত্‌হারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা আবরু (হ), আবরু (হ) ও উহা বাস্তবিক স্পেনীয় Ebro উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অপরপক্ষে যাঁহারা নামটিকে আইবেরিয়া-র সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন ইবরু (হ)। ঈবরুহ এই বানানরূপ কখনও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. প্রামাণিক ভূগোল গ্রন্থের লেখকগণ (২) যুহ্‌রী, কিতাবু'ল-জুগরাফিয়া, আল্‌জিয়ার্স Bib. Nat., পাণ্ডুলিপি নং ১৫৫২ প., ৪১ক, ৫১খ, ৬৮খ., সম্পা. M. Hadj-Sadok, in BEt. Or., ২১ (১৯৬৮ খৃ.), নির্দেশিকা।

J. F. P. Hopkins (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইব্‌লীস (ابليس) ঃ শয়তানের আসল নাম। তাহাকে 'আদুব্বুল্লাহ (عدو الله) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দুশমন অথবা কেবল 'আদুব্বু' (عدو) বলা হইয়া থাকে। কু'রআনের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বাহ্যত 'ইব্‌লীস' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। শব্দটির ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে (অনারবী) ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। শব্দটি 'আরবী না 'আজামী, এই বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাবিদ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। আবূ 'উবায়দা, আল-যাজ্জাজ, ইব্‌নু'ল-আন্‌বারী, সীবাওয়ায়হ, আয্-যামাখশারী ও অন্যান্য ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদের একটি বৃহৎ দল শব্দটিকে 'আজামী বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, 'ইব্‌লীস' শব্দটি ب-ل-س ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই কারণে 'ইব্‌লীস' শব্দটি غير منصرف। কোন বিশেষ্য غير منصرف হওয়ার জন্য ৯টি কারণের যে কোন দুইট কারণ উহাতে থাকিতে হইবে অথবা এমন একটি কারণ থাকিতে হইবে, যাহা দুইয়ের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু 'ইব্‌লীস' শব্দটিতে কেবল علم ('আলাম-নাম) কারণটি ছাড়া অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় না। অন্যথায় افعيل-এর সমরূপের অন্যান্য শব্দ (যেমন اجفيل–اخريط–احليل–اكليل)-এর ন্যায় 'ইব্‌লীস' শব্দটিও منصرف হইত।

ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাসের একটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে ابلس। শব্দটিকে সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হইয়াছে ابليس ابلسه الله من الخير كله 'ইবলীসকে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের কল্যাণ হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিয়াছেন'। তাবারী পরে আস্-সুদ্দীর একটি উক্তিও পেশ করেন, যাহাতে ابلس। শব্দটি অকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ كان اسم ابليس الحارث وانما سمى ابليس حين ابلس متحيرا (ইবলীসের নাম ছিল হারিছ, কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ ও পেরেশান হওয়ার পর হইতে তাহার এইরূপ নামকরণ করা হয়)। প্রায় অনুরূপ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছেঃ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ "যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে, সেই দিন অপরাধিগণ হতাশ হইয়া পড়িবে" (৩০ঃ১২)।

D' Herbelot ও য়ুরোপের অন্য প্রাচ্যবিদগণ 'ইব্‌লীস' শব্দটিকে গ্রীক শব্দ (-যায়াবূলূস)-এর 'আরবী রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই শব্দ দুইটির মধ্যকার সম্পর্ক ও সাদৃশ্য এবং ব্যুৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করা দুরূহ। স্মর্তব্য যে, বাইবেলের (আদি পুস্তকের) যে স্থানে আদাম (আ) ও হাওওয়া' ('আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, সেখানে 'আদাম ('আ) [অথবা হাওওয়া']-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে প্রলুব্ধকারী অস্তিত্বরূপে ইব্‌লীস বা যায়াবূলূস বা 'আযাযীল অথবা শয়তানের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, বরং হায়্যা (حية, সাপ-Serpent) নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অপর নাম একটি ভিন্ন শব্দ Gadreel বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খৃস্টানদের কিংবদন্তীতে (Life of Adam and Eve, 15, Kautzsch Apokryphon) তাহাকে Devil, Daemon বা Satan বলা হইয়াছে।

'আরবী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দূ সাহিত্যে 'ইব্‌লীস'-কে 'শয়তান' (দ্র.)-এর সমার্থক গণ্য করা হইয়াছে। ফারসী সাহিত্যে 'আযাযীল শব্দটিও বহুল ব্যবহৃত এবং ইব্‌লীসকে ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা হয়। অধিকন্তু তাহাকে "ফেরেশ্‌তাদের প্রশিক্ষক" (معلم الملائكة) বলা হইয়াছে (এবং সাধারণের ভাষায় ইব্‌লীসকে প্রথম প্রশিক্ষকও বলা হইয়া থাকে)। ইব্‌ন সা'দ একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ حضرهم ابليس فى صورة شيخ كبير من اهل نجد (ইব্‌লীস তাহাদের কাছে একজন বৃদ্ধ নাজ্‌দী বুযুর্গরূপে উপস্থিত হয়, তাবাকাত, ১/১খ, ১৫৩)। সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ফারসী সাহিত্যেও "শায়খ নাজ্‌দী" অর্থে ইব্‌লীস (বা শয়তান) ব্যবহৃত হয়। কিতাবু'ল-আগানী গ্রন্থেও ইব্‌লিস সম্পর্কে কিছু কাহিনী পাওয়া যায়। যেমন প্রসিদ্ধ 'আরবী কবি 'উমার ইব্‌ন রাবী'আ একবার কূফা গমন করেন। সেখানে তিনি "সাহিবু ইব্‌লীস" 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হিলারের কাছে অবস্থান করেন (আল-আগানী, ১খ, ৬৭)। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মায়মূন আল-মাওসিলী এক জিন্ন-এর নিকট হইতে "মাখূরী রাগ" (আল-গিনাউ'ল-মাখূরী) শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেই জিন্ন তাহার নাম ইব্‌লীস জানায় এবং পরে অদৃশ্য হইয়া যায় (আল-আগানী, ৫খ, ৩৬-৩৮)। কবি ফিরদাওসী তাঁহার একটি কবিতায় জরোথুস্ট্রীয়দের আহরীমান-এর জন্য 'ইব্‌লীস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. শাহনামাহ, কলিকাতা ১৮২৯ খৃ., ৩খ, ১১৬৫, ছত্র ২)। এখানে ইহা উল্লেখ করা অত্যুক্তি হইবে না যে, ফারসী কবিতায় ছন্দমিলের প্রয়োজনে কোন সময় ইব্‌লীস (ابليس) শব্দটির আলিফকে বিলুপ্ত করা হয় (দ্র. মাওলানা রূমী, মাছ্‌নাবী, নিকলসন সংস্করণ, লন্ডন ১৯২৯ খৃ., ৬ষ্ঠ দফতর, ৩৬১৪, পৃ. ৪৯২)।

কুরআনে 'ইব্‌লীস' শব্দটি মোট ১১ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, আদাম ('আ)-কে সিজ্‌দা করার ঘটনা প্রসঙ্গে নয়বার উক্ত হইয়াছেঃ ২০ ঃ ১১৬; ১৫ ঃ ৩১, ৩২; ৩৮ ঃ ৭৪, ৭৫; ১৭ ঃ ৬১; ১৮ঃ ৫০; ৭ ঃ ১১; ২ ঃ ৩৪। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও 'ইব্‌লীস' শব্দটি সূরা আশ্-শু'আরায় وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ (ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে–২৬ ঃ ৯৫) এবং সূরা সাবা'য় وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ (উহাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ সাবা'বাসীদের সম্পর্কে ইব্‌লীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণিত করিল–৩৪ ঃ ২০)-এ উক্ত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথমদিকের সহিত সম্পর্কিত সূরা তাহা-য় আদাম ('আ) ও ইব্লীসের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য আদাম শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)। আদাম ('আ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সিজ্দা করার জন্য সকল ফেরেশ্তাকে নির্দেশ দেন [এখানে সিজ্দা অর্থ 'ইবাদত নয়, বরং আদাম ('আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-বায়দাবী, ১খ, ৫০-৫১]। এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, 'ইবাদত অর্থে ফেরেশ্তাগণ 'আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করে নাই। কেননা 'ইবাদতের উদ্দেশে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও সিজ্দা করা শির্ক ও কুফরী। আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করার বিষয়টির তিনটি ব্যাখ্যা হইতে পারেঃ (১) প্রকৃতপক্ষে সিজ্দাটি ছিল আল্লাহ্রই নির্দেশিত এবং তাঁহারই উদ্দেশে নিবেদিত, আদাম ('আ) ছিলেন কিব্লা মাত্র। কেননা মুসলমানগণ কা'বা-র দিকে মুখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই সিজ্দা করিয়া থাকেন; (২) এখানে সিজ্দা অর্থ আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রকাশ করা, সাধারণত সিজ্দা অর্থে যাহা বুঝায়, এখানে তাহা নহে; (৩) আদাম ('আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিজ্দা করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র 'ইবাদাত। কেননা আল্লাহ্র নির্দেশেই এই সিজ্দা করা হইয়াছিল। সকল ফেরেশ্তা আদাম ('আ)-এর সামনে অবনত হয়। কিন্তু একমাত্র ইব্লীস তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি জানায়। সে গর্ব ও অহংকারে মৌল উপাদানের বিচারে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। ইব্লীস বলে, আমি আগুনের সৃষ্ট এবং আদাম মাটির, আমি কেন মাটির সৃষ্টিকে সিজ্দা করিব (তু. ইব্নু'ল-কায়্যিম, বাদা'ইউল-ফাওয়া'ইদ, ৪খ, ১৩৯-১৪১, সেখানে ১৫টি কারণে আগুনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে; তাহা ছাড়া দ্র. তাহ্যীবু'ল-আস্মা', পৃ. ৯৬-৯৭)। অতঃপর গর্ব ও অহংকার করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইব্লীসকে জান্নাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। তখন হইতেই ইব্লীস আদাম ('আ) ও তাঁহার বংশধরদের শত্রুতে পরিণত হয়। ইব্লীস আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সুযোগ প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ইব্লীস আরয করে, হে পালনকর্তা! আমি তোমার বান্দাগণকে নানা প্রকার ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করিব। উত্তরে আল্লাহ্ বলেনঃ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ [আমার (খাস) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকিবে না—১৫ : ৪২, ১৭ : ৬৫]।

আদাম ('আ) ও তাঁহার স্ত্রী হাওয়া' ('আ) জান্নাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদেরকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বিরত রাখা হয়। কিন্তু ইব্লীস তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া তাঁহাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত করে। তাঁহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তাহাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা জান্নাতের বৃক্ষের পত্র দ্বারা নিজেদের শরীর আবৃত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। কিছুকাল পর আল্লাহ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। তাঁহাদেরকে ক্ষমা করা হয়। স্বীয় অনুগ্রহে তিনি তাঁহাদের মনে কিছু বিনয়বাক্যের উদ্রেক করেন এবং তাঁহাদের তাওবা কবূল করা হয়।

বিভিন্ন তাফসীর ও নবীদের কাহিনী বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে আদাম ('আ) ও ইব্লীস সম্পর্কে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশই য়াহূদী উৎস হইতে গৃহীত। এই সকল বর্ণনা কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত নয়।

কোন কোন 'আলিম ইব্লীসকে ফেরেশ্তাদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন (আন-নাওয়াবী, ১০৬)। ইব্ন জারীর আত্-তাবারী 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং বলেন, ইব্লীস ফেরেশ্তাদের একটি দল বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদেরকে আল-জিন্ন (দ্র.) (الجن) বলা হইত এবং তাহারা "নারু'স্-সামূম" (অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ, ১৫ : ২৭) হইতে সৃষ্ট। ইব্লীসের নাম ছিল হারিছ এবং সে জান্নাতের রক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফেরেশ্তাগণকে নূর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাবারী অপর একটি বর্ণনায় বলেন, অন্যায় করার পূর্বে ইব্লীস ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'আযাযীল। ইব্লীস মর্ত্যবাসী ছিল (তাফসীর, ১খ, ৫০৩)। ইমামিয়্যা দলের কোন কোন 'আলিমও ইব্লীসকে ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করেন।

ছা'লাব বলেন, ইব্লীসকে যদি ফেরেশ্তাদের মধ্যে গণ্য করা হয় অথবা ফেরেশ্তাদের একটি দল বলিয়া মনে করা হয়, তবে فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ-এর মধ্যে اِلاَّ অব্যয়টি استثناء متصل-রূপে ব্যবহৃত হইবে; অন্যথায় اِلاَّ অব্যয়টি استثنا منقطع-রূপে ব্যবহৃত হয় (পৃ. ৭৩)।

ধর্মতত্ত্ববিদ ও তাফসীরকারদের মতে ইব্লীস ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং জিন্নদের শ্রেণীভুক্ত ছিল। স্বয়ং ইবলীসের ভাষ্য, "তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা এবং তাহাকে (আদামকে) কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ" (৭ : ১২, ৩৮ : ৭৭)। তাহা ছাড়া আল্লাহ্র উক্তিঃ "এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হইতে" (৫৫ : ১৫)। অনুরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, "এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে (১৫ : ২৭)।" শী'আ 'আলিমদের একটি বৃহৎ অংশের অভিমত এই যে, ইব্লীস ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং ফেরেশ্তাদের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল এবং বাহ্যত তাহাদের সঙ্গে ছিল। কখনও ফেরেশ্তাগণকে সম্বোধন করা হইলে ইব্লীসও সম্বোধিত হইত। ইমাম জা'ফার সাদিক (র) বলেন যে, ফেরেশ্তাদেরও ধারণা ছিল যে, ইব্লীসও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র আল্লাহ্ই জ্ঞাত ছিলেন যে, ইব্লীস তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব ইব্লীসকে আদাম ('আ)-এর সিজ্দার নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহা হইতে যাহা প্রকাশ হওয়ার, তাহাই প্রকাশিত হইল (হায়াতু'ল-কুলূব, পৃ. ৬৯-৭০)।

আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করার জন্য ফেরেশ্তাগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, কু'রআনে কেবল ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট আয়াতে এই ব্যাখ্যারও সুযোগ রহিয়াছে যে, আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করার জন্য ইব্লীসকে পৃথকভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কু'রআনের আয়াত مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি নত হইলে না? ৭ : ১২)-এ ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইব্লীস সিজ্দা না করার কারণও বর্ণনা করেঃ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (আপনি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাহাকে সিজ্দা করিবার নহি, ১৫ : ৩৩)। সে আরও বলেঃ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا (আমি কি তাহাকে সিজ্দা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? ১৭ : ৬১)।

আদাম ('আ) ও ইব্লীসের কাহিনীকে কোন কোন 'আলিম কেবল উপমা বলিয়া বর্ণনা করেন। এই কাহিনীর উপমার স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মুহাম্মাদ 'আবদুহ, ১খ, ২৮১ প.। অতএব ইব্লীসের কুমন্ত্রণা ও প্রলুব্ধকরণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষের পশ্চাদানুসরণকারী অপবিত্র আত্মা তাহাকে খারাপের প্রতি প্রলুব্ধ করে। ইহা দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে যে, স্বভাবগতভাবে মানুষ সৎ কাজের প্রয়াসী, কিন্তু অন্য কিছু দ্বারা প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হইয়া মানুষ অসৎ কাজের দিকে ধাবিত হয়।

আদাম ('আ) ও তাঁহাদের বংশধরদের পশ্চাদানুসরণের জন্য ইব্লীসকে নিযুক্ত করা হয় নাই। ইব্লীসকে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সুযোগ দিয়া আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের বিভ্রান্ত করার সরঞ্জাম সৃষ্টি করেন নাই। কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে, "খালিস বান্দাদের উপর তোমার (শয়তানের) কোন ক্ষমতা থাকিবে না" (১৫ ঃ ৪২)। অতএব আল্লাহ ইব্লীসকে আদাম ('আ) ও তাঁহার বংশধরদের উপর জয়ী করেন নাই।

কুরআনের আয়াত اذ قلنا للملئكة (যখন আমি ফেরেশ্তাগণকে বলিলাম) এই 'কাওল' শব্দের অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইলহাম। যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন" (১৬ ঃ ৬৮; ইব্ন কুতায়বা, তাবীল মুশ্কিলি'ল-কুরআন, ৭৮)।

জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ইব্লীস ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কুরআন ও হ'াদীছে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সাধারণ কাহিনীমতে ইব্লীস বায়সান নামক স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 'আরব ঐতিহাসিকগণ ইব্লীসের সন্তানদের নামও উল্লেখ করিয়াছেনঃ আছ-ছুবার, যালফিয়ূন, দামিস্ (বা দাসিম), আল-আ'ওয়ার ও মিস্ওয়াত (আল-মুহাব্বার, ৩৯৫), বায়যাখ বিন্ত (ইব্ন) ইব্লীস (ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৩১১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে যে সকল বরাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি ছাড়াঃ (১) তাফসীর গ্রন্থাবলীতে (সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ) যাহা (ক) আত- তাবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩৭৪ হি.; (খ) আয্-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, বূলাক ১৩১৮ হি., ২খ, ২২৭; (গ) আল-বায়দাবী, আনওয়ারু'ত-তান্যীল, Fleischer সংস্করণ, লাইপ্যিগ ১৮৪৬ খৃ., ১খ, ৫০-৫১, ৩২০; (ঘ) আর্-রাযী, মাফাতীহু'ল-গায়ব, কায়রো ১৩০৮ হি., ১খ, ৫০ প., ২৬১ প., ৪খ, ৩৪১ প.; (ঙ) আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি-আহ্কামি'ল-কুরআন, কায়রো ১৩৫৩ হি., ১খ, ২৯৫; (চ) ইব্ন কাছীর, তাফসীর, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; (ছ) আবু'ল-কালাম আযাদ, তারজুমানু'ল-কুরআন, লাহোর ১৯৩৬ খৃ., ২খ, ৩; (২) আয্-সিহ'াহ'স-সিত্তা (নির্ঘণ্ট); (৩) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, Sachau সংস্করণ, ১/১খ, ১৫৩; ১/২খ, ২৯, ৩১; (৪) আবূ 'উবায়দা, মাজাযু'ল-কুরআন, সিযগীন সংস্করণ, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ৩৮; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৯৪২ খৃ., ৩৯৩, ৩৯৫; (৬) ইব্ন কুতায়বা, তা'বীলু মুশরিকি'ল-কু'রআন, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ৭৮, ১৮৯, ২৪০; (৭) ঐ লেখক, গারীবু'ল-কু'রআন, কায়রো (সংশ্লিষ্ট আয়াতের অধীনে); (৮) ছা'লাব, মাজালিস, কায়রো ১৩৪৮ হি., ৭৩, ১৭৫; (৯) আল-আশ'আরী, আল-ইবানা, কায়রো ১৩৪৮ হি., ২৬, ৩৯ প., ৬১; (১০) সীবাওয়ায়হ্, আল-কিতাব, প্যারিস ১৮৮১ খৃ., ১৯; (১১) ইব্ন দুরায়দ, জামহারাতু'ল-লুগা, হায়দরাবাদ ১৩৪৪-১৩৪৫ হি., ১খ, ২৮৮, ৩খ, ৩৭৭; (১২) ইব্ন ফারিস, মু'জামু মাকায়ীসি'ল-লুগা, কায়রো ১২৬৬ হি., ১খ, ২৯৯-৩০০; (১৩) 'ঈসা ইব্ন ইব্রাহীম আর-রাবা'ইয়ি, নিজামু'ল-গারীব, ৩৮; (১৪) 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগ'দাদী, আল-ফারকু বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো ১৯১০ খৃ., পৃ. ৩৯; (১৫) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব (প্যারিস সংস্করণ), ১খ, ৫০-৫৪, ৬০, ৬৬, ১২১; (১৬) আল-ইসফাহানী, আল-ফিহ্রিস্ত, Flugel সংস্করণ, ৩১১; (১৭) আর-রাগিব, আল-মুফরাদাত, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫৯; (১৮) আল-কিসাঈ, কাসাসু'ল-আম্বিয়া', লাইডেন ১৯২২-২৩ খৃ., ১খ, ২৩-৭৩; (১৯) আছ-ছা'লাবী, কাসাসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩০১ হি., ১৯ প., ৩৭; (২০) আন-নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা', কায়রো ১খ, ৯৫-৯৭, ১০৬-১০৭; (২১) ইব্নুল আছীর আল-জাযারী, নিহায়া, কায়রো ১৩২২ হি., ১খ, ২৫-২৬, ১১১; (২২) আল-জাওয়ালীকী, আল-মু'আররাব, Sachau সংস্করণ, লাইপ্যিগ ১৮৬৭ খৃ., ৮; (২৩) আজ-জাওহারী, আস্-সিহাহ, বূলাক ১২৮২ হি., ১খ, ৪৪৩; (২৪) দাহ্খুদা, লুগাতনামা, তেহরান ১৩২৫ খুরশীদী, ১খ, ২৭৯-৮০; (২৫) মুহ'াম্মাদ বাকির মাজলিসী, হায়াতু'ল-কুলূব, লাখ্নৌ ১২৯৫ হি., ৪১২ প., ৬০ প.; (২৬) হিফজু'র-রাহ'মান সিয়ূহারবী, কাসাসু'ল-কুরআন, ১৩৬০ হি., ১খ, ৬, ৭, ১৫, ৩১-৩৩; (২৭) D. Herbelot, Bibliotheque Orientale, প্যারিস ১৭৭৭ খৃ., ১খ, ৬২০ প.; (২৮) Pihan, Dictionaire Etymologique, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ., ২১১; (২৯) Lane, Lexicon, ১খ, ২৪৮; (৩০) Jewish Encyclopaedia, লন্ডন-নিউ ইয়র্ক ১৮৯৫ খৃ., ১১খ, ২০ প., ৬৮ প.; (৩১) Hastings প্রমুখ, Dictionary of the Bible, এডিনবরা ১৯০৬ খৃ., ১খ, ৩৬; ৪খ, ৪০৭ প., ৪৬০; (৩২) Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, ১৯৫৯ খৃ., ৪খ, ৬১৭, ৬১৮-১৯; (৩৩) Pinnock, Analysis of Scripture History, Cambridge, ১০; (৩৪) Encylopaedia of Islam, ১ম সংস্করণ, ইব্লীস শীর্ষক নিবন্ধ (তাহা ছাড়া Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden, London 1953, 145-46)।

ইহ্সান ইলাহী রানা (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইমাম রাগিবের মতে 'আরবী ভাষায়ঃ (১) ইবলাস সেই ভয়-ভীতিকে বলা হয়, যাহা চরম নিরাশা হইতে সৃষ্টি হয় (মুফ্রাদাত, মিসর, তা. বি., ১খ, ১২৮); (২) আবার ابلس। অর্থ قل خيره অর্থাৎ 'তাহার মংগল হ্রাস প্রাপ্ত হইল'। আল-বালাস (البلس) তাহাকে বলা হয়, যাহা হইতে সকল প্রকার মঙ্গল বিদূরিত হইয়াছে (من لا خير عنده); (৩) তাহা ছাড়া তাহাকেও بلس বলা হয়, যাহার মধ্যে মন্দের সাক্ষাত পাওয়া যায়; (৪) যখন কাহাকেও বলা হয়, ابلس من رحمة الله। তখন উহার অর্থ হয়, 'সে আল্লাহ্র রহ্মাত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে'। এই অর্থে শব্দটি সকর্মক ক্রিয়ারূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, ابلسه غيره। 'তাহাকে কেহ নিরাশ করিয়া ফেলিয়াছে' (৫) ابلس في امره-এর অর্থ تحير ও دهش অর্থাৎ 'সে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে; (৬) ابلس فلان-এর অর্থ দুঃখ ও চিন্তার কারণে অমুক ব্যক্তি নিশ্চুপ ও নির্বাক হইয়া গিয়াছে (سكت غما); (৭) ابلس। শব্দটি অসাবধান হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (তাজু'ল-'আরূস, ৪খ, ১১১)। এই সকল শাব্দিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'ইব্লীস' অর্থ দাঁড়ায়ঃ এমন একটি অস্তিত্ব, যাহা আল্লাহ্র রহ্মাত হইতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহার অস্তিত্ব অকল্যাণে পরিপূর্ণ।

উল্লিখিত মন্দ গুণাবলীর জন্য হয়ত ইব্লীসকে এই নামে ডাকা হয়। এই বিবেচনায় ইহা তাহার একটি গুণগত অথবা সত্তাগত নাম। ইব্লীস কোন কাল্পনিক শক্তির নাম নয়, যাহা বাহ্যিক জগতে পরিদৃষ্ট হয়। আবার ইহা মানুষের সেই প্রকৃতিগত বা আত্মিক শক্তিরও নাম নহে, যাহা মানুষকে অন্যায়-অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করে। মূলত ইহা একটি এমন অস্তিত্ব যাহার স্বতন্ত্র বাহ্যিক সত্তা আছে। আল-কু'রআনে উক্ত হইয়াছেঃ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ সে জিন্নদের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, ১৮ ঃ ৫০ (তু. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, ১/১খ, ১০ম অধ্যায়)।

'আল্লামা ইব্ন সীরীন (মুনতাখাবু'ল-কালাম, ১খ, ২, মিসর ১৩২৪ হি.) ও 'আবদু'ল-গানী আল-নাবুলুসী (তা'তীরু'ল-আনাম, ১খ, ২, মিসর ১৩২৪ হি.) বর্ণনা করেন, শুধু জাগ্রত অবস্থায়ই মানুষের উপর শয়তানের প্রভাব পড়ে না, বরং স্বপ্নলোকেও শয়তান মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই স্বপ্নের শ্রেণীবিভাগ করিয়া তিনি লিখেন, স্বপ্ন তিন প্রকারঃ (১) মনের চিন্তা-ভাবনা (حديث نفسى); (২) শয়তানী স্বপ্ন; (৩) রহমানী স্বপ্ন। যাঁহারা স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তাঁহারা শয়তানের বাহ্যিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

ইব্লীস ও শয়তান ঃ কুরআনের যে সকল আয়াতে ইব্লীসের আদাম ('আ)-কে সিজ্দা না করার উল্লেখ আছে, সেই সকল আয়াতে সাধারণত ইব্লীস শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অপরদিকে যে সকল আয়াতে আদাম ('আ)-এর পদস্খলন ও তাঁহার বিভ্রান্ত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই আয়াতে 'শয়তান' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্লীস সেই অস্তিত্বের নাম, যে আল্লাহ্র নির্দেশকে অমান্য করিয়াছে। আর শয়তান হইল সে, যে আদামকে প্রতারিত করে এবং মন্দ কর্মে ও অবাধ্যতায় প্রলুব্ধ করে। অতএব ইব্লীস হইল সত্তাগত বা গুণগত নাম এবং শয়তান হইল সাধারণ নাম। যে ইব্লীস আদাম ('আ)-কে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছিল, তাহাকেও গুণগত বিচারে সাধারণভাবে শয়তান বলা হয় এবং জিন্ন ও মানুষদের মধ্যে যাহারা ইব্লীসের অনুসরণ করিয়া কুমন্ত্রণা দান করে এবং পাপ বিস্তার করে তাহারাও শয়তান নামে অভিহিত। কামূসের লেখক বর্ণনা করেন যে, الشيطان معروف وكل عاد متمرد من انس او جن اودابة অর্থাৎ 'এক শয়তান তো সকলেরই পরিচিত, অপরপক্ষে সকল সীমা অতিক্রমকারিগণও শয়তান, সে মানুষ বা জিন্ন অথবা চতুষ্পদ জন্তু যাহাই হউক না কেন'।

কুরআনে মানুষের জন্যও শয়তান শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্ন জারীর কুরআনের আয়াত وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ (২ ঃ ১৪)-এর ব্যাখ্যায় ইব্ন 'আব্বাসের এই উক্তিটি ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ واذا خلوا الى شياطينهم من اليهود الذين يأمرونهم التكذيب অর্থাৎ 'এই আয়াতে শয়াতীন শব্দ দ্বারা য়াহূদী দলপতিগণকে বুঝান হইয়াছে, যাহারা তাহাদেরকে কু'রআনে অবিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিত'। إِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ (শয়তানই তোমাদেরকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়, ৩ ঃ ১৭৫)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে প্রাচীন ভাষ্যকারগণ লিখেন, ভীতি প্রদর্শনকারী এই শয়তান ছিল না'ঈম ইব্ন মাস'উদ আশ্জা'ঈ। বদ্রের যুদ্ধের পর মুসলমানগণকে মক্কার কাফিরদের সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শনের জন্য সে মদীনায় আগমন করিয়াছিল (তু. ইব্ন কাছীর, উক্ত আয়াত)। মূল কথা কু'রআনের বহু স্থানে মানুষের জন্য শয়তান শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু 'ইব্লীস' কেবল সেই অস্তিত্বকেই বলা হইয়াছে, যে আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করিতে অস্বীকার করে।

'আবদুল মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইব্শীর মুসতাফা পাশা (দ্র. ইপশীর মুসতাফা পাশা)

আল-ইব্শীহী (الابشيهى) ঃ বাহা'উ'দ-দীন আবু'ল-ফাত্হ মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মান্সূর, মিসরীয় গ্রন্থকার (৭৯০/১৩৮৮, ৮৫০/১৪৪৬-এর পরবর্তী কালে) ও একটি বিখ্যাত সঙ্কলনের প্রণেতা। তাঁহার জন্ম মিসরের ফায়্যূম-এর আব্শূয়া নামক একটি গ্রামে (ইহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধবাচক বিশেষণ আল-ইব্শীহী-এর উৎপত্তি, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহাকে আল-ইব্শায়হীরূপেও উচ্চারণ করা হয়)। তবে তাঁহার জীবনকালের অধিকাংশ অতিবাহিত হয় মাহাল্লা কুবরা অথবা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র শহর নাহ্রারীর-এ। তিনি প্রায়শই কায়রো গমন করিতেন এবং তথায় শাফি'ঈ চিকিৎসক জালালু'দ-দীন আল-বুলকীনীর পুত্র একই নামধারী জালালু'দ-দীন আল-বুলকীনীর নিকট শিক্ষালাভে সক্ষম হন (Brockelmann, পরি. পৃ. ১৩৯)। কথিত আছে, ইব্নু'ল-ফারিদ ও ইব্ন ফাহ্দ (ঐ, পৃ. ২২৫)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী আল-বিকা'ঈ (ঐ, পৃ. ১৭৭) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে আল-মুস্তাতরাফ ফী কুল্লি ফান্নি মুসতাজারাফ (المستطرف فى كل فنى مستظرف) নামক গ্রন্থ। ইহা হইতেছে 'আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য সংগ্রহ (বূলাক ও কায়রোতে দশাধিক সং., ফরাসী অনু. G. Rat, প্যারিস-Toulon ১৮৯৯-১৯০২ খৃ.)। তবে আস-সাখাবী (দাও', ৭খ, ১০৯)-র মতে তিনি আতওয়াকু'ল-আয্হার 'আলা সুদূরি'ল-আন্হার (أتواق الازهار على صدور الانهار) নামক একটি উপদেশমূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং চিঠিপত্র লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত তায্কিরাতু'ল-'আরিফীন ওয়া তাব্সিরাতু'ল-মুসতাবসিরীন (تذكرة العارفين وتبصرة المستبصرين) পাণ্ডুলিপি দামিশ্কে রক্ষিত, দ্র. আয-যায়্যাত, খাযা'ইনু'ল-কুতুব ফী দিমাশ্ক, পৃ. ৮০, নং ২৪) নামক গ্রন্থেরও প্রণেতা। মুস্তাতরাফ গ্রন্থে গ্রন্থাকার মূলত একজন কাব্য সংকলক হিসাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছেন, "যিনি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, উপদেশমূলক আলোচনা ও প্রাজ্ঞ প্রবচন" প্রকাশের জন্য উৎকণ্ঠিত। তাঁহার পূর্বসূরীরূপে তিনি আয-যামাখশারী (রাবী'উল-আব্রার) ও ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ্ (আল-'ইকদু'ল-ফারীদ)-কে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি হ'াদীছ' (মুওয়াত্তা', তিরমিযী) ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থসমূহ (ইব্নু'ল-জাওযী) হইতে তাঁহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার কিছুটা এলোমেলো উপস্থপনা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক নয়। প্রারম্ভিক অংশে মানব মন ও বিচার-বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোকঃ ধর্ম, জ্ঞান, সুসংস্কার, বিভিন্ন সদ্গুণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন (পরিচ্ছেদ ১ হইতে ১৬)। ইহার পরের অংশে রহিয়াছে সমাজ ও ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যময় শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ (পরিচ্ছেদ ১৭-২২); ইহার পর পুস্তকটিতে বিশুদ্ধ নৈতিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (পরিচ্ছেদ ৫২ পর্যন্ত); ইহার পর ভিন্নতর বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া প্রকৃতির বিভিন্ন বিস্ময় এবং কাব্য ও সঙ্গীতের লৌকিক কলাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ফলে মুস্তাতরাফ

বস্তুতপক্ষে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ বিশ্বকোষ" (M. Rat, তাহার অনুবাদের মুখবন্ধ, ১০)। ইহা ছিল সৎ মুসলিমগণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য পুস্তকস্বরূপ। পরস্পরের সহিত নীতিগতভাবে আলাদা থাকিয়াও ইহাতে সুকুমার সাহিত্য (أدب) ও অমিশ্র নীতিশাস্ত্র (أخلاق)-এর ক্ষেত্রে সম্মিলনে কোন দ্বিধা করা হয় নাই। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পুস্তকটি অত্যন্ত সুবিবেচনাপূর্ণ এবং কেবল অতি-প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচার পালনগুলিই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সামাজিক নীতি হিসাবে ইহা সাধু ব্যক্তিগণের 'দারিদ্র্য' ও কর্মজীবীর সৎ পরিশ্রম, উভয়েরই মর্যাদা বিবৃত করিয়াছে। ন্যায়নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণের পক্ষে উপদেশ দান করে। দানশীলতা ও উদারতা সম্পর্কে ইহাতে উদাত্ত ও উচ্ছসিত আলোচনা করা হইয়াছে যাহার চূড়ান্ত হইল ঈছার (ايثار) ["অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার"]-এ। গ্রন্থকার লিখনভঙ্গীতে উচ্চ স্তর হইতে অতি সাধারণ স্তরে নামিয়া আসিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং তাঁহার রচনা একই সঙ্গে এক শ্রেণীর Furstenspiegel, সাহিত্য সম্পর্কিত পত্র ও কায়রোর জনপ্রিয় ভাষায় কথিত প্রবাদ বহুল কাহিনীসমূহের সংকলন। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে মিসরের কথ্য ভাষার অবস্থান ও রূপ সম্পর্কে মুস্‌তাতরাফ অমূল্য তথ্য দান করে (Goldziher, in ZDMG, xxxv, 528, a review of the work by Spitta Bey: Grammatik des arabischen des vulgar Dialektes von Aegypten, ১৮৮০)। 'আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীকে আল-ইব্‌শীহী যে স্বাভাবিতায় একটি কথ্য ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসংবৃত রচনা তৎযুগের একটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের স্থান লাভ করিয়াছে। মুহাম্মাদ আস'আদ (ইমামযাদে?)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এক মেক্‌চিযাদে আহ্‌মাদ-কৃত একটি তুর্কী অনুবাদ (ইস্তাম্বুল ১২৬১-৩/১৮৪৫-৭) আধুনিক কাল পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, যাহাতে "অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত কুরআনের বাণী, রাসূলের উপদেশ, ভাষাতত্ত্বীয় সমস্যাদি ও হাস্যরসাত্মক কাহিনীসমূহ" একসূত্রে গ্রন্থিত হইয়াছে (তুর্কী ভূমিকা)। অনুবাদকের রচিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে (১-২৯) ইসলামের মূলনীতিসমূহ (ওয়াহদানিয়্যাত, 'ইবাদাতের পাঁচ রুক্‌ন, দরিদ্র লোকদের প্রতি ও ওয়ালীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) আলোচিত হইয়াছে।

আল-ইব্‌শীহী সম্বন্ধসূচক বিশেষ্য (نسبة)-টি অপর কয়েকজন ব্যক্তিও ব্যবহার করিয়াছেনঃ (১) মিসরীয় মালিকী ফাকীহ ও সাহিত্যিক আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা (৮৩৪-৯৮/১৪৩০-৯২)। তিনি সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন মালিকী আবু'ল-কাসিম আন-নুওয়ায়রীর নিকট এবং ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষালাভ করেন প্রাচীন মালিকী গ্রন্থকার আবূ যায়দ, সীদি খালীল ও কাদী 'ইয়াদ-এর নিকট, কু'রআন পাঠবিদ্যায় (علم القراءة) তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ এবং সম্ভবত তিনি তাহির ইব্‌ন 'আরাবশাহ-এর ছাত্র ছিলেন (Brockelmann, পরি. ২, পৃ. ২১)।

(২) শাফি'ঈ মতাবলম্বী মুহাদ্দিছ শিহাবু'দ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী (মৃ. ৮৯২/১৪৮৭)। ইনি তাঁহার বহু পর্যটন ও পাণ্ডিত্যের কারণে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইব্‌ন হারফূশ ও ইব্‌ন সাহ্‌সাহ্‌ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আস্‌-সাখাবীর যোগাযোগ ছিল এবং শেষোক্তজন তাঁহাকে নকল করার ও তাঁহার হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ আল-মাকাসিদু'ল-হাসানা-র একটি অননুমোদিত রূপ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন (Brockelmann, পরি. ২, পৃ. ৩১; সাখাবী, দাও', ১খ, পৃ. ১৮৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ২খ., ৫৬, পরি, ২, পৃ. ৫৫।

J.-C. Vadet(E.I.2)/আবদুল বাসেত

'ইবাদ (দ্র. নাসারা)

'ইবাদত (عبادة) ঃ ইসলামী শারী'আতের একটি পরিভাষা, ব. ব. 'ইবাদাত (عبادات; ع-ب-د) ধাতু হইতে নির্গত। 'আব্‌দ (দাস), 'আবিদ ('ইবাদতকারী), মা'বূদ (উপাস্য) ও মা'বাদ ('ইবাদতের স্থান)-ও উক্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আব্‌দ শব্দটি স্বাধীন-এর বিপরীত দাস বা পরাধীন বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে শব্দটির ৩টি অর্থ রহিয়াছেঃ (১) আরাধনা, উপাসনা, যেমন লিসানু'ল- 'আরাব-এ আছে عبد الله عبادة اى تأله له। সে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করিয়াছে', ইহার অর্থ সে একনিষ্ঠভাবে তাঁহার 'ইবাদত করিয়াছে। (২) নিজের চরম অসহায়ত্ব ও কাকুতি-মিনতির প্রকাশ (العبادة غاية التذلل)। (৩) আনুগত্য (العبادة الطاعة)।

ইমাম রাগি'ব (র) বলেন, 'ইবাদত দুই প্রকারেরঃ (১) বাধ্যতামূলক 'ইবাদত। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, "আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে এবং সব জিনিসের ছায়া সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার সম্মুখে নত হয়" (১৩ ঃ ১৫)। "তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদায় অবনত হইয়া আছে–যাহারা রহিয়াছে আসমানে, আর যাহারা রহিয়াছে যমীনে–সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু ও বহু সংখ্যক মানুষ" (২২ ঃ ১৮; আরও দ্র. ১৬ ঃ ৪৯, ২৪ ঃ ৪১)। (২) ইচ্ছামূলক 'ইবাদত— ইহা বিবেক ও বাকশক্তিসম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাহারা এই 'ইবাদত করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, "হে মানবজাতি! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের 'ইবাদত কর— যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (২ ঃ ২১)।

'আব্‌দ-ও চারি প্রকারের ঃ (১) মানুষ, (২) সমগ্র সৃষ্টিকুল, (৩) 'ইবাদত ও খিদমতের মাধ্যমে 'আব্‌দ; ইহা আবার দুই প্রকারের ঃ (ক) আল্লাহ্‌র খাস বান্দা, যেমন "আরও স্মরণ কর আমাদের বান্দা ('আব্‌দ) আয়্যূব-এর" (৩৮ ঃ ৪১); "দয়াময় রহ্‌মানের বান্দাগণ (عباد) যমীনের বুকে বিনম্রভাবে পদচারণা করে" (২৫ ঃ ৬৩; আরও দ্র. ৩৮ ঃ ৪৫, ৩৮ ঃ ১৭, ১৯ ঃ ২, ১৭ ঃ ৩, ১৮ ঃ ৬৫ ইত্যাদি); (খ) দুনিয়ার বান্দা (عبد الدنيا واعراضها), ইহারা সব সময় পার্থিব স্বার্থলাভ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তা'ইসা 'আব্‌দুদ-দিরহামি তাইসা 'আব্‌দু'দ-দীনার (দিরহাম ও দীনারের বান্দারা ধ্বংস হইয়াছে)।

শারী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদতের অর্থ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পন্থায় আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, তাঁহার নিকট বিনয় প্রকাশ করা এবং তাঁহার নির্দেশের আনুগত্য করা। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বান্দার প্রতিটি কাজই 'ইবাদত হিসাবে গণ্য যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজের স্বীকয়তাকে বিসর্জন দেওয়া এবং তাঁহার হুকুম-আহ্‌কামের আনুগত্য করা। মানুষের এমন প্রতিটি বৈধ কাজ যাহার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁহার নির্দেশাবলীর আনুগত্য— তাহাই 'ইবাদত। ইমাম রাযী (র) বলেন,

আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি পোষণ করাই 'ইবাদত (التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ আয়াতে যে 'ইবাদতের হুকুম দেওয়া হইয়াছে উহার অর্থ কি? তিনি জওয়াবে বলিলেন, 'ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইহার মধ্যে ঐ সমস্ত বাহ্যিক এবং গোপন কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় এবং যাহা তাঁহার সন্তোষ লাভের মাধ্যম। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখা, বিশ্বস্ততা, পিতা-মাতার আনুগত্য, ওয়াদা পালন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার নির্দেশ, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ, প্রতিবেশী, য়াতীম-মিসকীন ও অধীনদের সহিত, তাহারা মানুষ হউক অথবা জীব-জন্তু, উত্তম ব্যবহার, আল্লাহ্র যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং এই ধরনের যাবতীয় নেক কাজ 'ইবাদতের অংশ ও অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি মহব্বত, আল্লাহ্র রহমাতের আশা পোষণ, তাঁহার শাস্তির ভয়, তাক্ওয়া, আমানত, ইখলাস, ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাওয়াক্কুল, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি উত্তম গুণাবলীও 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত (ইসলাম এক নাজার মে, পৃ. ২১১)।

ইমাম গাযালী (র) তাঁহার আরবা'ঈন গ্রন্থে ১০ প্রকার 'ইবাদতের কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ সালাত, সাওম, যাকাত, কু'রআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির, হালাল পন্থায় উপার্জনের প্রচেষ্টা, প্রতিবেশী ও সঙ্গী-সাথীদের হক (অধিকার) আদায়, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত পালন (মা'আরিফু'ল কু'রআন, ১খ, ৮৬-৭)।

সূ'ফী দর্শনে 'ইবাদত অর্থ— আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহের হিফাজত করা, তাঁহার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা, শির্ক ও ইহার উপাদানসমূহ হইতে দূরে থাকা এবং স্বীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া সত্য দর্শনের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া (الفناء عن مشاهدك فى مشاهدة الحق)। অতএব (১) যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে ও ছাওয়াব লাভের আশায় তাঁহার 'ইবাদত করে, যাহার নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) রহিয়াছে সে এই ধরনের 'ইবাদত করে; (২) যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার কারণে সন্তুষ্ট চিত্তে ও তাঁহার আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ স্বীকার করিয়া তাঁহার 'ইবাদত করে (يعبده تشوفا بعباده وقبول تكاليفه) এবং যাহার অন্তর্দৃষ্টি (عين اليقين) রহিয়াছে সে এই ধরনের 'ইবাদত করে; (৩) যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র ইলাহ (উপাস্য) হওয়ার কারণে ও নিজে আল্লাহ্র 'আব্দ হওয়ার কারণে তাঁহার 'ইবাদত করে এবং যাহার চূড়ান্তভাবে সত্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা (حق اليقين) রহিয়াছে, সে এই ধরনের 'ইবাদত করে (আল-মিরকাত, ১খ, ৬০)।

বস্তুত মহানবী (স)-এর শিক্ষা 'ইবাদতের গণ্ডিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা অনুযায়ী এমন প্রতিটি পুণ্যকাজ যাহা বিশেষভাবে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের উপকার ও কল্যাণের জন্য করা হয় তাহাই 'ইবাদত। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্যই এবং কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর উপকারার্থেই সম্পন্ন হইতে হইবে, কিন্তু ইহার পিছনে ব্যক্তিগত সুনাম, খ্যাতি অর্জন অথবা অন্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি পার্থিব কোন হীন স্বার্থলাভের উদ্দেশ্য থাকিবে না; বরং কেবলমাত্র আল্লাহ্র ভালবাসা এবং তাঁহার নৈকট্য ও সন্তোষ অর্জনই উদ্দেশ্য। হালাল রুজী অন্বেষণ, গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্য, লোকদের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ মিটান ও সম্প্রীতি স্থাপন, রুগ্নদের সেবাযত্ন ইত্যাদি সব 'ইবাদত; বরং কোনও কোনও ইবাদতের তুলনায় উত্তম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বিধবা ও গরীবদের সাহায্যের জন্য যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের সৈনিক এবং দিনের বেলায় যে ব্যক্তি রোযা রাখে ও রাত্রি জাগরণ করিয়া 'ইবাদত করে তাহার সমতুল্য (বুখারী, কিতাবুল-আদাব)। নবী (স) সাহাবীগণকে বলিলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে নফল রোযা-নামায ও দান-খয়রাতের তুলনায় উত্তম কাজের কথা বলিয়া দিব না? সাহাবীগণ বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন ঃ اصلاح ذات البين অর্থাৎ "পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ও সম্পর্কের উন্নয়ন" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল-আদাব)। অপর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (স) ইবাদতের ব্যাপক ক্ষেত্রের কথা নিম্নোক্ত বাক্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন, হে আদাম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা কর নাই। বান্দা বলিবে, হে প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার সেবা করিতে পারি? অথচ আপনি সারা জাহানের রব! তিনি বলিবেন, তুমি কি জানিতে না আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল? তুমি তাহার সেবা-যত্ন কর নাই। তুমি কি জানিতে না, তুমি যদি তাহার সেবা করিতে তবে আমাকে তাহার নিকটে পাইতে? হে আদাম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাও নাই। বান্দা বলিবে, হে প্রতিপালক! আমি কেমন করিয়া আপনাকে আহার করাইতে পারি, অথচ আপনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক? তিনি বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাকে আহার করাও নাই। তুমি যদি তাহাকে আহার করাইতে তবে নিশ্চয়ই ইহার ছাওয়াব আমার নিকট পাইতে... (মুসলিম হইতে মিশকাতে উদ্ধৃত, কিতাবুল-জানাইয)।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, 'ইবাদত কেবল উপাসনা -আরাধনার নাম। সালাত, সাওম ইত্যাদি কয়েকটি 'ইবাদত ব্যতীত আর যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা 'ইবাদত নয়। শারী'আতের অনেক বিভাগের মধ্যে কেবল একটি বিভাগই 'ইবাদত, গোটা শারী'আত ও ইহার শাখা-প্রশাখা, 'ইবাদত নয়। এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, ইসলাম ব্যতীত দুনিয়ার আর সব প্রচলিত ধর্মে 'ইবাদতের এই সীমিত অর্থই প্রচলিত আছে। সেখানে 'ইবাদত' ও উপাসনা-আরাধনা' উভয়টিকে সমার্থক মনে করা হয়। তাহা ছাড়া সালাত, সাওম ইত্যাদির বিশেষ মর্যাদা ও মহিমা এবং অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে ইহার অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া মনের মধ্যে ইহাই একমাত্র 'ইবাদত হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। বস্তুত মহানবী (স)-এর শিক্ষা 'ইবাদতের গণ্ডিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা অনুযায়ী এমন প্রতিটি পুণ্য কাজ যাহা বিশেষভাবে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের উপকার ও কল্যাণের জন্য করা হয় তাহাই 'ইবাদত।

'ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ঃ আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁহার 'ইবাদত করার জন্যই মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'ইবাদত করার আহ্বান জানাইবার জন্য তাহাদের নিকট অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যত কিতাব নাযিল করিয়াছেন তাহাতে কেবল একটিমাত্র নির্দেশ রহিয়াছে যে, সমস্ত পথ, পন্থা ও নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র 'ইবাদতের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। অন্য কাহারও 'ইবাদত-উপাসনা ও আনুগত্য ইহার মধ্যে শামিল করা যাইবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি জিন্ন ও মানুষ এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা কেবল আমার 'ইবাদত করিবে" (৫১ ঃ ৫৬)। "তাহাদেরকে কেবল এক আল্লাহ্র 'ইবাদত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই। তিনি তাহাদের আরোপিত শির্ক হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র" (৯ ঃ ৩১)। অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি প্রতি জাতিতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছি (এই আহ্বান জানাইবার জন্য) যে, তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর এবং তাগূত (দ্র.) হইতে দূরে থাক" (১৬ ঃ ৩৬)। "আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠাইয়াছি তাহাকে এই ওহী দিয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই, অতএব তোমরা আমারই 'ইবাদত কর" (২১ ঃ ২৫)। "আমি নূহ-কে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছি। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নাই" (৭ ঃ ৫৯; আরও দ্র. ২৩ ঃ ২৩ ও ৭১ ঃ ৩)। "সে (হূদ) বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নাই" (৭ ঃ ৬৫; আরও দ্র. ১১ ঃ ৫০ ও ২৩ ঃ ৩২)। "সে (সালিহ) বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নাই" (৭ ঃ ৭৩; আরও দ্র. ১১ ঃ ৬১ ও ২৮ ঃ ৪৫)। "সে (ইব্রাহীম) তাহার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলিল, আল্লাহ্র 'ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর" (২৯ ঃ ১৬)। "সে (শু'আয়ব) বলিল, হে আমার জাতি! আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নাই" (৭ ঃ ৮৫; আরও দ্র. ১১ ঃ ৮৪ ও ২৯ ঃ ৩৬)। "অথচ আল-মাসীহ্ ('ঈসা) বলিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর— যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব" (৫ ঃ ৭২; আরও দ্র. ৫ ঃ ১৭৭)। "বল (হে মুহ'াম্মাদ), হে আহ্লি কিতাব! আস একটি কথার দিকে যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তাহা এই যে, আমরা (উভয়ে) আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও 'ইবাদত করিব না, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না..." (৩ ঃ ৬৪)।

ধর্মের পূর্ণতা বিধান ও সংস্কার সাধানের ক্ষেত্রে নবূওয়াতে মুহ'াম্মাদীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অবদান এই যে, উহা দুনিয়ার 'ইবাদতগৃহসমূহ হইতে বাতিল ও কৃত্রিম মা'বূদ (উপাস্য)-গুলিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে, ঐগুলির পূজা-উপাসনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং একমাত্র আল্লাহ্র সম্মুখে আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টির মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "যমীন ও আসমানসমূহে যাহা কিছু আছে তাহা সবই রহ'মানের নিকট বান্দা (عبد) হিসাবে উপস্থিত হয়" (১৯ ঃ ৯৩)। "বল, আমার স'ালাত, আমার যাবতীয় 'ইবাদত অনুষ্ঠান (বা কুরবানী), আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহ্র জন্য" (৬ ঃ ১৬২)।

শির্ক-এর সহিত আল্লাহ্র 'ইবাদত করিলে অর্থাৎ আল্লাহ্র 'ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক বানাইলে তাহা গ্রহণযোগ্যও হইবে না এবং 'ইবাদত বলিয়াও গণ্য হইবে না। যে ব্যক্তিই মুশরিক অবস্থায় স্বীয় দৃষ্টিতে কোন নেক আমল করে— ইহার জন্য সে আখিরাতে কোন পুরস্কারের অধিকারী হইবে না, তাহার গোটা জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং পরিণামে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। মহামহিম আল্লাহ বলেন, "অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন সৎকাজ করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের 'ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে" (১৮ ঃ ১১০)। "বল (হে রাসূল), যদি বাস্তবিকই দয়াময় রহমানের কোন সন্তান থাকিত তবে আমিই হইতাম তাঁহার সর্বপ্রথম 'ইবাদতকারী" (৪৩ ঃ ৮১)। "আমি সেই সত্তার 'ইবাদত করিব না কেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমাদের সকলকেই ফিরিয়া যাইতে হইবে?" (৩৬ ঃ ২২)। "আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না" (৪ ঃ ৩৬)। "বল, আমাকে তো কেবল আল্লাহ্র 'ইবাদত করার এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" (১৩ ঃ ৩৬)। "তাহারা শুধু আমার 'ইবাদত করিবে এবং আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না" (২৪ ঃ ৫৫)। অতএব যে 'ইবাদতের সহিত শির্ক মিশ্রিত তাহা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইবে না। "কিন্তু তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদের সব কৃতকর্ম বিফল হইয়া যাইত" (৬ ঃ ৮৮)। "যদি তুমি শির্ক কর তবে তোমার যাবতীয় আমল নিষ্ফল হইয়া যাইবে" (৩৯ ঃ ৬৫)।

ইসলাম কাফিরদেরকে দেবদেবী, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পাথর ও অন্যান্য সৃষ্টির 'ইবাদত পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায় এবং তাহাদেরকে যাবতীয় দলীল-প্রমাণের সাহায্যে বুঝান হয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই 'ইবাদতের যোগ্য নহে। কিন্তু ইহার পরও তাহারা যখন ইহা হইতে বিরত হইল না তখন ইসলামের পয়গাম্বরকে তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়ঃ "বলিয়া দাও, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি সেই সবের 'ইবাদত করি না— তোমরা যেইগুলির 'ইবাদত কর। আর না তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর— যাঁহার 'ইবাদত আমি করি। আমি সেইগুলির 'ইবাদতকারী নহি— তোমরা যেইগুলির 'ইবাদত কর.." (১০৯ ঃ ১-৬)।

'ইবাদতে মধ্যস্থতা ঃ দুনিয়ার মুশরিক সম্প্রদায় সাধারণত বলে যে, তাহারা অন্যান্য সত্তার 'ইবাদত করে বটে কিন্তু তাহাদেরকে সৃষ্টিকর্তা মনে করিয়া তাহা করে না। তাহারা আল্লাহ্কেই সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য মানে কিন্তু তিনি হইলেন অসীম নিরাকার সত্তা এবং তাঁহার ইজ্জত ও মর্যাদা অতীব উচ্চ ও মহান। সেই পর্যন্ত তাহারা সরাসরি কি করিয়া পৌঁছিতে পারে? এইজন্য তাহারা ঐসব সৃষ্টিকে ওসীলা ও মাধ্যম বানাইতেছে, যেন ইহারা তাহাদের দু'আ ও আবেদন-নিবেদনগুলি তাঁহার দরবারে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। "আমরা তো ইহাদের 'ইবাদত করি কেবল এইজন্য যে, উহারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে" (৩৯ ঃ ৩)। কিন্তু ইসলাম এই মাধ্যমের বিলোপ সাধন করিয়াছে। ইসলামী শারীআতে 'ইবাদতের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার বান্দাদের মধ্যে কোন বিশেষ গোষ্ঠী অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন নাই। বান্দা (আব্দ) সরাসরি তাহার মা'বূদকে সম্বোধন করিবে, তাঁহার নিকট স্বীয় আবেদন পেশ করিবে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমিই তোমাদের ডাকে সাড়া দিব" (৪০ ঃ ৬০)। "আমি নিকটেই আছি, যে আমাকে ডাকে আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই" (২ঃ১৮৬)।

যে কোন স্থানে 'ইবাদত করা যায় ঃ অন্যান্য ধর্ম 'ইবাদতকে উপাসনালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার বাহিরে কোন উপাসনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, অনির্বাণ শিখা হইতে দূরে অগ্নিপূজারীদের কোন পূজা হইতে পারে না, গির্জা বা প্যাগোডা ব্যতীত অন্য

কোথাও খৃস্টান ও বৌদ্ধদের কোন অর্চনা অনুষ্ঠিত হয় না, কিন্তু ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিজগতের যে কোন স্থানে 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যাইতে পারে। ইসলামী শারী'আতে সমগ্র জগতটাই ইবাদতগাহ। রাসূলুল্লাহ (স') বলেনঃ "আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ বানানো হইয়াছে" (বুখারী, কিতাবু'স-সালাত, বাব জুইলাত লিয়া'ল-আরদু মাসজিদান ওয়া তুহরান)।

'ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা ঃ আল্লাহ্‌র প্রয়োজনে নয়, বরং নিজের প্রয়োজনেই মানুষ আল্লাহর 'ইবাদত করে। কারণ মহামহিম আল্লাহ কোন সৃষ্টির 'ইবাদতের মুখাপেক্ষী নহেন। 'ইবাদত করিলে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে, অন্যথায় ক্ষুণ্ন হইবে— এইরূপ ধারণা অমূলক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যবানীতে মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের জীবিত ও মৃত, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যক্তিরা এবং প্রাণী ও অপ্রাণী সকলে সম্মিলিতভাবে যদি আমার সর্বাধিক মুত্তাকী বান্দার অনুরূপ হইয়া যায়, তবে ইহাতে আমার রাজত্বের সামান্যতম শ্রী বৃদ্ধিও ঘটিবে না। পক্ষান্তরে তাহারা যদি সম্মিলিতভাবে আমার সর্বাধিক পাপিষ্ঠ বান্দার অনুরূপ হইয়া যায়, তবে ইহাতেও আমার রাজত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হইবে না" (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) লিখিয়াছেন, العبادة حق الله تعالى على عباده لانه منعم عليهم ومجاز لهم بالارادة (আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের নিকট হইতে 'ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। কেননা তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদেরকে অজস্র নিআমত ও পুরস্কার দান করিয়াছেন)। রাসূলুল্লাহ (স') মু'আয (রা)-কে বলিলেন, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি অধিকার রহিয়াছে? তাহারা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না (বুখারী ও মুসলিম হইতে মিশকাতে উদ্ধৃত, কিতাবু'ল ঈমান)।

বস্তুত মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্যই স্রষ্টার 'ইবাদত করে। তাহাদের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করার প্রবণতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ অহংকারে নিমজ্জিত হইয়া আল্লাহ্‌র এই অধিকারকে অস্বীকার করে তবে ইহার পরিণতি হইবে অধঃপতন ও জাহান্নাম। কারণ ইহা শয়তানের কাজ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা নত করা এবং অবিচলভাবে তাঁহার ইবাদত করা ফেরেশতাসুলভ কাজ। ইহার পরিণতি হইতেছে সাফল্য, জান্নাত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ। মহান আল্লাহ্ বলেন, "যেসব লোক গর্ব-অহংকারে নিমজ্জিত হইয়া আমার 'ইবাদত হইতে বিমুখ থাকে তাহারা নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে" (৪০ ঃ ৬০)। "কেহ যদি তাঁহার 'ইবাদত করাকে নিজের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও অহংকার করে, তবে তিনি অচিরেই তাহাদেরকে পরিবেষ্টন করিয়া নিজের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন... অতঃপর তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন" (৪ ঃ ১৭২-৩)। "তোমার প্রতিপালকের নিকট যাহারা রহিয়াছে তাহারা কখনও অহংকারের বশবর্তী হইয়া তাঁহার 'ইবাদত হইতে বিমুখ হয় না" (৮ ঃ২০৬)।

নিষ্ঠা সহকারে ইবাদত ঃ ইবাদত সহীহ্ হওয়ার জন্য ইখলাস (দ্র.) বা নিষ্ঠা অপরিহার্য শর্ত। ইখলাস ব্যতীত কোন আমল সহীহ্ হয় না। ইহা 'ইবাদতের সৌন্দর্য। ইহার প্রভাবে 'ইবাদতের মধ্যে লোক প্রদর্শনেচ্ছা ও পার্থিব কোন প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে না। হ'াদীছে' ইহাকে ইহ্‌সান (দ্র.) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা এমন একটি স্তর বা পর্যায় যেখানে পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত থাকার চেতনা জাগ্রত থাকে এবং মন অন্য সব দিক হইতে মুক্ত থাকে। সর্বশক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌কে নিজের সম্মুখে উপস্থিত জানিয়া তাঁহার মহত্ত্ব ও মর্যাদার কথা স্মরণে রাখিয়া এবং তাঁহার ভয় ও প্রেম অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে প্রশান্ত মনে তাঁহার 'ইবাদত করাই ইহ্‌সান। মহানবী (স) ইহসান সম্বন্ধে বলেন ঃ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর যেন তাঁহাকে দেখিতেছ। কেননা যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও না, কিন্তু তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখিতেছেন" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। অর্থাৎ 'ইবাদতের মাধ্যমে তুমি যদি তাঁহাকে (আল্লাহ) দেখিতে না পাও তবে অন্তত মনের মধ্যে এই ভাব জাগ্রত কর যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে দেখিতেছেন। কেননা বান্দা যখন এই অনুভূতিসহ তাঁহার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তখন সে নিজের আমল ও ইবাদতকে যথাসাধ্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে এবং নিজের মনকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে নিবিষ্ট হইতে দেয় না। ইহ্‌সান কেবল সালাতের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নহে, বরং সমগ্র জীবন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এইরূপ ভাবধারাসহ আল্লাহ্‌র বান্দা (আব্‌দ) হইয়া জীবন যাপন করার নাম ইহ্‌সান। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য নফ্‌সকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হইবে এবং কিভাবে ইহার অনুশীলন করিতে হইবে তাহা নবী (স)-এর একটি হ'াদীছ' হইতে জানা যায়ঃ "মহান আল্লাহ বলেন, আমি স'ালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিয়াছি। বান্দা যাহা কামনা করে তাহা পাইবে। সে যখন বলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে" (মুসলিম)। এই হাদীছের মর্মানুযায়ী 'ইবাদতে মশগুল হইলে আত্মচেতনা জাগ্রত থাকে এবং নিবিষ্ট মনে (حضور القلب) 'ইবাদতের অনুশীলনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়। মন আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং তাঁহার প্রেমে চিত্ত বিভোর হয়। রাসূলুল্লাহ (স') এক ব্যক্তিকে সালাতরত অবস্থায় হাত দিয়া দাড়ি নাড়িতে দেখিয়া বলিলেন ঃ لو خشع قلبه خشعت جوارحه (তাহার মনে আল্লাহ্‌র ভয় থাকিলে তাহার অংগ-প্রত্যংগও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিত)।

'ইবাদত আনুগত্য অর্থে ঃ কুরআন মাজীদে 'ইবাদত শব্দটি আনুগত্য (ইতা'আত) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে আদাম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের 'ইবাদত (আনুগত্য) করিও না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তোমরা আমারই 'ইবাদত কর, ইহাই সোজা পথ" (৩৬ ঃ ৬০-১)। ইমাম রাযী লিখিয়াছেন, لا تعبدوا الشيطان-এর অর্থ لا تطيعوه (উহার আনুগত্য করিও না)। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের আনুগত্য করা, উহার নির্দেশ মানিয়া চলা ও উহার তাবেদারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতএব আনুগত্যও 'ইবাদতের' অন্তর্ভুক্ত। নিম্নোক্ত আয়াতে اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ [তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যেকার দায়িত্বশীল লোকদেরও (৪ ঃ ৫৯)] আমাদেরকে নবী-রাসূল ও শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ শাসকদের আনুগত্য যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশে হয় তবে তাহা আল্লাহ্‌র-ই ইবাদত ও তাঁহারই আনুগত্যরূপে গণ্য করা হইবে। ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র হুকুমে আদাম (আ)-কে সিজদা করিয়াছিলেন। ইহাও বাস্তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও 'ইবাদত ছিল না। শাসকদের আনুগত্য করিলে উহা কেবল তখনই শাসকদের 'ইবাদতরূপে গণ্য হইবে যখন তাহাদের আনুগত্য এমন সব ব্যাপারে করা হয় যাহাতে আল্লাহ্‌র কোন অনুমতি ছিল না।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসিয়া যদি তোমাদের কোন কাজের হুকুম দেয়, তখন তোমাদের দেখিতে হইবে তাহার এই হুকুম আল্লাহ্র হুকুমের অনুরূপ কিনা। তাহা আল্লাহ্র হুকুমের অনুরূপ ও উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে উহার সহিত শয়তানের যোগ রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তুমি যদি তাহার আনুগত্য কর তবে তুমি তাহার ও শয়তানের 'ইবাদত করিলে। অনুরূপ তোমাদের নফ্স (نفس) যদি তোমাদেরকে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত করে, তবে দেখিতে হইবে শারী'আত সেই কাজের অনুমতি দিয়াছে কিনা। যদি অনুমতি না দিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে তোমার নফ্স একটা শয়তান অথবা শয়তান উহার সহিত রহিয়াছে। উহার কথামত কাজ করিলে তুমি নফ্সের 'ইবাদত করার অপরাধে অভিযুক্ত হইবে।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "কিন্তু শয়তানের 'ইবাদতের কয়েকটি পর্যায় রহিয়াছে। কখনও এমন হয় যে, মানুষ একটা কাজ করে। তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ তাহার মুখও উহার সহিত আনুকূল্য করে, অন্তরও উহার সহিত সমানভাবে শরীক হয়। আবার কখনও এমন হয় যে, মানুষ অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যবহার করিয়া একটা কাজ তো সম্পন্ন করে কিন্তু তাহার অন্তর ও মুখ উহার সহিত শরীক হয় না। কোনও কোনও ব্যক্তি একটি পাপ কাজ করে এইরূপ অবস্থায় যে, তাহার অন্তর এই কাজে রাজী হয় না, আর মুখ আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাহারা মুখে স্বীকার করে যে, তাহারা এই গুনাহ্র কাজ করিতেছে। তবে ইহা হইল বাহ্যিক অঙ্গ দ্বারা শয়তানের 'ইবাদত। আর যাহারা নির্দ্বিধায় অপরাধ করিয়া যায়, আর মুখেও নিজেদের কাজের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, বাহির ও ভিতর উভয় দিক দিয়াই তাহারা শয়তানের ইবাদত করে" (তাফসীর কাবীর, ২৬খ, ৯৬-৭)।

দু'আও 'ইবাদত ঃ দু'আই মূল 'ইবাদত, 'ইবাদতের প্রাণ হইল দু'আ। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করাই 'ইবাদতের মূল ভাবধারা। কারণ দু'আর মাধ্যমে বান্দা (আব্দ) নিজের প্রতিপালকের নিকট স্বীয় অভাব ও কষ্টের কথা পেশ করিয়া এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও প্রভুত্বের স্বীকৃতি দান করে, নিজের দাসত্বের অঙ্গীকার করে এবং নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। বন্দেগীর এইরূপ প্রকাশ নিছক একটি ইবাদত, বরং 'ইবাদতের সার। নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একটি হ'াদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ان الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعونى استجب لكم ঃ [দু'আই 'ইবাদত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের (ডাকে) সাড়া দিব" (৪০ ঃ ৬০) তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসঈ, ইব্ন মাজা, ইব্ন আবী হাতিম, ইব্ন জারীর]।

আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হ'াদীছে নবী (স) বলেনঃ الدعاء مخ العبادة। "দু'আই ইবাদতের সার" (তিরমিযী)।

আরকানে আরবা'আর বিশেষ গুরুত্ব ঃ 'ইবাদত হিসাবে ইসলামী শারী'আতে ঈমানের পরেই আরকানে আরবা'আ অর্থাৎ স'লাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রহিয়াছে। সাধারণভাবে এই চারটি ইবাদত ফরয (فرض) বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফলে এই সন্দেহ হওয়া উচিত নয় যে, এই চারটি বিশেষ ফরয 'ইবাদতের ব্যাপক অর্থকে সীমিত করিয়া দিয়াছে। শারীআত মূলত 'ইবাদতের বহু শাখা-প্রশাখা ও অংশসমূহকে চারটি স্বতন্ত্র শিরোনামের আওতাভুক্ত করিয়া দিয়াছে। যেমন (১) বান্দার এমন সব নেক আমল যাহার সম্পর্ক একান্তভাবে মানুষ ও তাহার স্রষ্টার সহিত—তাহাকে সালাত শিরোনামের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) এমন সব নেক আমল যাহা প্রত্যেক মানুষ অন্যের উপকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য করিয়া থাকে— তাহা যাকাত শিরোনামের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৩) আল্লাহ্র রাস্তায় যাবতীয় প্রকারের দৈহিক ও আত্মিক কুরবানী, কোন মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কষ্ট বরাদাশ্ত এবং এই পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী জৈবিক ও বস্তুগত ভোগ-লালসার মলিনতা হইতে নফ্সকে পবিত্র রাখা ইত্যাদিকে সাওম শিরোনামের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৪) মিল্লাতে ইব্রাহীমী ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য অটুট রাখা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা-সাধনাকে হজ্জ শিরোনামের অধীন করা হইয়াছে (সীরাতুন-নাবী, ৫খ, ৫৬)।

অনন্তর এই ফরযগুলির মধ্যে অধিকাংশের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ্র সহিত স্থাপিত হয়। এই 'ইবাদতগুলি অনুষ্ঠানের সময় একদিকে থাকে বান্দা আর অপরদিকে থাকেন আল্লাহ তাআলা। যেমন সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন , 'তোমাদের কেউ যখন সালাতের মধ্যে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তাহার সামনে উপস্থিত থাকেন" (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ)। অন্য সব 'ইবাদত ও আমল যদিও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়, কিন্তু মাঝখানে কোন না কোন সৃষ্টি বর্তমান থাকে এবং এই বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতীত তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ মানুষ যখন স'লাত আদায় করে তখন সরাসরি আল্লাহ্র সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু সে যখন আদালতের বিচারক হিসাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে, তখন সরাসরি আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরিবর্তে মানুষের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাহার কান, মুখ ও চোখ তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

তাহা ছাড়া এই রুকনগুলির মৌলিক কাঠামোও 'ইবাদতের কাঠামোর সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত অর্থাৎ এই রুকনগুলি যেভাবে সম্পাদন করা হয় তাহার উপর 'ইবাদতের বিশষ ও গভীর ছাপ পড়িয়া যায়। ইহার অনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভিতর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, ইহা 'ইবাদতেরই কাজ। ইহা অন্য কোনও কাজ বলিয়া কখনও ধারণা হয় না। কিন্তু অন্যান্য আমলের অবস্থা তদ্রূপ নহে। ইহার বাহ্যিক কাঠামোর উপর 'ইবাদতের ছাপ থাকে না এবং তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মন সাক্ষ্য দেয় না যে, তাহাও ইবাদত। উপরন্তু মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র 'ইবাদতকারী হওয়ার অনুপ্রেরণা এবং 'ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই চারটি রুকন-এর বিশেষ অবদান রহিয়াছে, অন্যান্য ধর্মীয় আমলের মধ্যে, যাহা বর্তমান নাই। সঠিক অর্থে এই বিশেষ চারটি 'ইবাদত ব্যতীত মানুষের মধ্যে সেই স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হইতে পারে না— যাহা সমগ্র জীবনের কর্মতৎপরতাকে 'ইবাদতের ভাবধারায় পরিপূর্ণ করার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে এই চারিটি বিশেষ 'ইবাদতকে ফরযে আয়ন বা অলংঘনীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে— যাহাতে প্রত্যেক মুমিনের নিকট শক্তির এই উৎস অবশ্যই বর্তমান থাকে— যাহার সাহায্যে সে সমগ্র 'ইবাদতের প্রতিটি অংশ পালনের শক্তি লাভ করিতে পারে। তাই এই রুকন কয়টি সমস্ত 'ইবাদতের প্রাণসত্তাস্বরূপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাফসীর গ্রন্থসমূহে 'ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দ্র., বিশেষত (১) ফাখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরু'ল কাবীর, তেহরান তা. বি., ২৬খ, ৯৩-৭, ২৮খ, ২৩১, ২৩৩, ২খ, ৯৭-১০০; (২) সায়্যিদ আবু'ল আলা মাওদূদী, তাফহীমু'ল কু'রআন, ৪খ, (১১শ সং, লাহোর

১৯৮১ খৃ.), ৪২০, ২৬৭-৮, ৩৫৫, ৩৮২, ২খ. (১৬শ সং, লাহোর ১৪০২/১৯৮২), ২১, ৭৬-৭, ১১৫, ৫খ. (১১শ সং, লাহোর ১৯৮২ খৃ.), ১৫৫-৬; (৩) মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী, মাআরিফু'ল-কু'রআন, ১খ. (নূতন সং, করাচী ১৩৯৯/১৯৭৯), ৮৬-৭; (৪) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নাবী (স), ৩য় সং, আজমগড় (ভারত) ১৩৭১/১৯৫২, ৫খ, ১৭-৫৮; (৫) মাওলানা সাদরুদ্দীন ইসলাহী, ইসলাম এক নাজার মে, ৪র্থ সং, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১৯৭-২১৪; (৬) আর-রাগি'ব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবি'ল কু'রআন, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৩১৯-২০; (৭) ইবন মানজূর, লিসানুল-আরাব, ع-ب-ر শিরোনামের অধীন; (৮) সায়্যিদ আবুল-আলা মাওদূদী, তাফহীমাত, ১ম সং, দিল্লী ১৯৭৯ খৃ., ১খ, "ইসলাম মে ইবাদাত কা তাসাব্বুর" প্রবন্ধ দ্র.; (৯) ঐ লেখক, কু'রআন কী চার বুনয়াদী ইসতিলাহী, ৮ম সং, লাহোর-করাচী-ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১১৫-৩৮; (১০) ঐ লেখক, ইসলামী 'ইবাদাত পর এক তাহ'কীকী নাজার, ১৩শ সং., লাহোর ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৭-১৯; (১১) ঐ লেখক, খুতবাত, ২য় সং, লাহোর ১৯৮০ খৃ., পৃ. ১৩১-৪১; (১২) মুল্লা আলী আল-কারী, আল-মিরকাত, মুলতান (পাকিস্তান) তা. বি., ১খ, ৫৯-৩০; (১৩) শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা, ১ম সং, দিল্লী ১৩৫৫ হি., ১খ, ৬৭, ২খ, ৬৬-৭; (১৪) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ কিতাবুস স'লাত, বাবঃ কাওলিন-নাবিয়্যি (স) জুইলাত লিয়াল-আরদু মাসজিদান ওয়া তাহূরান; কিতাবু'ল-আদাব, কিতাবু'ল জিহাদ, বাবু'ল হিরাসা ফি'ল-গাযবি, কিতাবুর রিকাক, বাব মাঁয়্যুত্তাকা মিন ফিত্নাতি'ল-মাল; (১৫) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল-ঈমান; (১৬) আত-তিরমিযী, আল-জামি', আবওয়াবুদ-দা'ওয়াত, বাব মা জাআ ফী ফাদলি'দ-দুআ, আবওয়াবু সিফাতি'ল-কিয়ামা, হ'াদীছ নং ৭৮, আবওয়াবুল ঈমান, বাব-৪ (উর্দূ অনু. মাওলানা বাদীউয-যামান, করাচী তা. বি., ২খ, ১৯৭); (১৭) আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবু'ল-আদাব, বাব ইসলাহ্ যাতিল-বায়ন; (১৮) ইবন মাজা, আস-সুনান, কিতাবুয-যুহ্দ, বাব ফি'ল মুকাছ্ছিরীন, হ'াদীছ নং ৪১৩৫, বাব ফী যিক্‌রিত-তাওবা; (১৯) মুওয়াত্তা ইমাম মুহ'াম্মাদ, কিতাবু'স-সালাত, বাব আন নুখামা ফি'ল-মাস্‌জিদ ওয়ামা য়ুকরাহু মিন যালিকা; (২০) আল-গাযালী, ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, বৈরূত তা. বি., ৪খ, কিতাবু'ন-নিয়্যা ওয়া'ল-ইখ্লাস ওয়াস-সিদ্ক, অনুচ্ছেদঃ ইখলাস, ১খ, ১৫০।

আবূ সাঈদ মুহম্মদ ওমর আলী ও মুহাম্মদ মূসা

ইবাদাতখানা (عبادت خانه) ঃ আভিধানিক অর্থ নামায ঘর। ইহা মুগল সম্রাট আকবার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনার জন্য নির্ধারিত ভবন বা কক্ষ। আকবার কর্তৃক ৯৮৩/১৫৭৫ সালে তাঁহার ফতেহ্‌পুর সিক্রি (দ্র.)-র শাহী দরবারে ইহা নির্মিত হয়। এই সময়ে তিনি মুসলিম আইনের সর্বজনগ্রহণযোগ্য সাধারণ ব্যাখ্যা নির্ধারণের জন্য উৎসাহী ও সচেষ্ট ছিলেন এবং মুসলিম শাস্ত্রবিদ ও আইনবিদগণকে তাহাদের মধ্যকার অনৈক্য মীমাংসার জন্য আলোচনা করিবার এবং সমাধানে পৌঁছাইবার জন্য আহ্বান জানাইতেন। এইরূপ অনেক আলোচনায় তিনি নিজেও উপস্থিত থাকিতেন। এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয় যে, মুসলিম ধর্মবিশ্বাস কেবল আইনের সূক্ষ্ম বিষয়েই বিভক্ত নয়, বরং মৌলিক নীতিতেও মতানৈক্য রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নিকট প্রতিপন্ন হয়। 'ইবাদাতখানার মুক্ত ও তিক্ত ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কের ফলে বাদায়ূনীর বর্ণনামতে মুসলমানদের তথাকথিত ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি আকবারের অনাসক্তি দেখা দেয়। তিনি তখন 'ইবাদতখানার আলোচনায় অমুসলিম ধর্মযাজকগণকে আহ্বান করিয়া বিতর্কের পরিধিকে প্রশস্ত করেন, যাহার ফলে হিন্দু, খৃস্টান ও ফরাসী ধর্মযাজকগণ (Gessuite Mission) তখন হইতে তাহাদের ধর্মকে ব্যাখ্যা করিতে এবং মুসলিম 'আলিমগণের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিকগণের চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিবরণ দাবিস্তান-ই মাযাহিব-এ লিপিবদ্ধ আছে।

৯৮৭/১৫৭৯ সালের মাহদার (Mahdar)-এর পরে একদল স্বার্থান্বেষী 'আলিম আকবারকে মুসলিম আইনের একজন বড় ব্যাখ্যাকারী ও প্রয়োগকারী বলিয়া ঘোষণা করিলে তখন হইতে 'ইবাদাতখানার আলোচনা বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু মাহদার সাধারণ মুসলমানদের মোটেই সমর্থন পায় নাই এবং তখন আকবার নিজেই বৃহত্তর ধর্মীয় ভাবধারা গ্রহণ করিতে শুরু করেন। অধিকন্তু তিনি পরে শীঘ্রই ফতেহ্‌পুর সিক্রি পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মীয় মনীষীদের সহিত তাঁহার এই আলোচনা অন্য কোথাও তাঁহার দরবারে অনুষ্ঠিত হইত। ফতেহ্‌পুর সিক্রির 'ইবাদাতখানা ভবনের প্রকৃত অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-ফাদ্‌ল, আয়ন-ই আকবারী, সম্পা. Blochmann, Bibl. Ind., Calcutta 1867-77; (২) ঐ লেখক, আকবার নামা, Bibl. Ind., Calcutta 1873-87; (৩) আবদুল-কাদির বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, Bibl. Ind., Calcutta 1864-69; (৪) অজ্ঞাতনামা লেখক, দাবিস্তান-ই মাযাহিব, নাওল কিশোর, লাখ্‌নৌ ১৯০৪ খৃ.; (৫) শ্রীরাম শর্মা, The Religious Policy of the Mughal Emperors, বোম্বে ১৯৬২ খৃ.; (৬) আযীয আহ'মাদ, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, অক্সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৬৮-৬৯; (৭) ঐ লেখক, An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh 1969, পৃ. ২৯; (৮) S. A. A. Rizvi, Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign, New Delhi 1975, পৃ. ১১১ প. ও নির্ঘণ্ট।

M. Athar Ali (E.I.[2] Suppl.)/কাজী মুঃ কামরুজ্জামান

ইবাদান (ابدان) ঃ নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল (Western Region)-এর অন্তর্ভুক্ত শহর, ১৮২০ খৃ. দশকে ইহার উৎপত্তি হয় একটি "Egba" পল্লীর অবস্থান স্থলে, প্রাচীন অয়ো সাম্রাজ্যের (Oyo Empire) ভ্রাম্যমাণ য়ুরুবা (Yoruba) সৈন্যগণের কয়েকটি দল (Ile, Ife, Ijebu) যুদ্ধ ছাউনীরূপে এই শহরের পত্তন করে। সেই সময়টি ছিল ইয়োরুবা (Yorubaland) দেশের ইতিহাসে প্রচণ্ড উত্থান পতনের সময়। অয়ো সাম্রাজ্য তখন মারাত্মক অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ক্রমবর্ধমান বহিঃশক্তির চাপের মুখে দ্রুত ক্ষীয়মাণ। এই সময়ে ফুলানী (Fulani) গোত্রভুক্ত উপদলের জোট ইলোরিন (Ilorin)-কে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং অবশেষে ১৮৩৭ সালে প্রাচীন অয়োর অধিবাসীদেরকে দেশত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। এই সকল উদ্বাস্তুর কিছু সংখ্যক ১০০ মাইল দক্ষিণে নূতন অয়ো শহর পত্তন করে, অন্যরা ইবাদানে বসতি স্থাপন করে। দক্ষিণ ইয়োরুবাতে বিভিন্ন ইয়োরুবা রাজ্যের মধ্যে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা ও উপকূলীয় বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য তীব্র সংঘাত চলিতে থাকে।

ইয়োরুবাল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শরণার্থীর আগমনের দরুন ইবাদান দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে, ইবাদানের পাহাড়গুলি ও ইহার সেনাদলের সমর শক্তি শরণার্থিগণকে এই স্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় প্রলুব্ধ করে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইবাদানের জনসংখ্যা ৬০,০০০ ও ১,০০,০০০-এর মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯১১ খৃ. সালের আমশুমারী অনুসারে লোকসংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০ যাহা ১৯৫২ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৫৯,১৯৬-তে দাঁড়ায়। বর্তমানে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় আফ্রিকায় ইবাদানই সর্ববৃহৎ নগরী। সামান্য সংখ্যক পৃথক জাতিসত্তার দেশান্তরী বসতি স্থাপনকারী (১৯৫২ সালের হিসাবে ৫%) বাদে জনগোষ্ঠীর সকলেই ইয়োরুবাল্যান্ডের বিভিন্ন অংশের ইয়োরুবা গোত্রভুক্ত। ইবাদানকে প্রায়ই বলা হয় "গ্রাম-নগরী"। কারণ ইহার জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশের জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল নগরীর উপকণ্ঠস্থিত কৃষিভূমি চাষাবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইবাদানে উন্মেষ ঘটে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষামুখী এক বিশদ রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা যাহা ছিল এতদিনের ঐতিহ্যগত ইয়োরুবা রাজতন্ত্র হইতে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক। সামরিক শৌর্য ও দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যই ইবাদান ফুলানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ইয়োরুবা রাজ্যসমূহের চাপ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়। কালক্রমে ইহা নিজ সামর্থ্যে অনেক করদ রাজ্য লইয়া একটি মহাশক্তি হইয়া উঠে।

ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংকুল এই অবস্থার অবসান ঘটে যখন বৃটিশ উপকূল হইতে উত্তরাভিমুখী তাহাদের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করে এবং অবশেষে ১৮১৩ সালে ইবাদানের উপর একটি সন্ধিচুক্তি চাপাইয়া দেয়। শান্তি স্থাপন ও বৃটিশ শক্তির অগ্রগতি নগরীর অধিকর্তাদের ক্ষমতার ভিত্তিকে ধূলিসাৎ করে। ক্রমান্বয়ে পরোক্ষ শাসনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসকগণ ইবাদানকে অয়োর আলাফিন (Alafin of Oyo)-এর ধর্মীয় ও আইনগত কর্তৃত্বে ন্যস্ত করে এবং বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির সহযোগে আলাফিন নগর অধিকর্তাদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। কিন্তু এই দুর্বল ও ক্ষুদ্র অয়োর অধীনে ইবাদানের বশ্যতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৩৬ খৃ. ইবাদান সম্পূর্ণভাবে অয়োর কর্তৃত্ব হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং বেল (Bale) নূতন উপাধি অলুবাদান (Olubadan) গ্রহণ করে। ১৯৫২ খৃ. ইবাদান নাইজেরিয়া ফেডারেশনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত হয়।

ইবাদানের ইতিহাসের প্রারম্ভিক কালেই এইখানে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে, প্রধানত উত্তর হইতে আগত মুসলিম বণিক ও ইতস্তত পরিভ্রমণকারী মালাম্স (malams)-এর মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইবাদানের সামরিক প্রধানগণ যুদ্ধে সফলতা লাভের আশায় মুসলিম ইমাম নিয়োগ করেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে নগরীতে ইসলামের প্রসার শুরু হয় বৃটিশ শাসকদের আগমনের সময়। সেই সময় হইতেই এই প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ও দ্রুততার সহিত অব্যাহত রহিয়াছে অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর সুসংগঠিত ও আর্থিকভাবে সচ্ছল খৃস্টান মিশনারী ও গির্জাসমূহের কার্যক্রমকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া।

নগরীর সর্বাধিক সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম মালিকী মায্হাবের সুন্নী। কিছু সংখ্যক মুসলিম কাদিরিয়া তরীকার অনুসারী, আরো কিছু রহিয়াছে তিজানিয়া (দ্র.) তরীকার সমর্থক। নগরীতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন রহিয়াছে যাহাদের প্রধানতম দায়িত্ব ইসলামী বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ। ইহা ছাড়া আছে কিছু ইসলামী সেবা ও প্রচার সংস্থা। উলামা পরিষদ নগরীর কেন্দ্রীয় মসজিদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নির্বাহ ছাড়াও প্রধান ইমাম ও তাহার দুই সহকারীকে মনোনীত করে। তবে অলুবাদান (Olubadan) তাঁহাদেরকে সরকারীভাবে নিযুক্ত করেন ও বিশেষ অনুষ্ঠানে।

শুক্রবার সেখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদে সালাতুল-জুমু'আর জামাআতে কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশ ঘটে। ১৯৪২ হইতে ১৯৫২ সনের মধ্যে নগরীর ইমামাত ও বসতি স্থাপনকারী হাউসা (Hausa) সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগতভাবে কয়েকটি তীব্র বিবাদ ঘটে এবং হাউসাগণ প্রধানত ইয়োরুবা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় প্রধান মসজিদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাহাদের নিজস্ব এলাকাধীন সাবু (Sabo) নামে পরিচিত বিশেষ মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করে। অলুবাদান ও বৃটিশ কর্মকর্তাদের অব্যাহত বিরোধিতার মুখেও হাউসাগণ পৃথক জুমু'আর ব্যবস্থা চালু রাখে। ক্রমে আরো কয়েকটি মুসলিম গোষ্ঠী এই পথ অনুসরণ করে। বর্তমানে কেবল একটি উপলক্ষেই নগরীর সকল মুসলিম একত্র হয়। এই উপলক্ষটি হইতেছে নগরীর উপকণ্ঠে আয়োজিত দুই ঈদের প্রতিটির উদ্বোধনী দিনের প্রভাতে সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশাল ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। উত্তর নাইজেরিয়ার অন্যান্য মুসলিম নগরীতে অবর্তমান শুক্রবারের সালাতের এই বিচ্ছিন্নতা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদানে ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক কৃতিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইয়োরুবার ইতিহাস সম্পর্কিত সকল প্রকাশনাতেই ইবাদানের ইতিহাস অধ্যায় আছে। দ্রষ্টব্যঃ (১) S. Johnson, The History of the Yorubas, লন্ডন ১৯২১ খৃ.; (২) অলুবাদানকৃত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, I. B. Akinyele, The Outlines of Ibadan History, Lagos 1946; (৩) S. O. Biobaku, I. O. Dina P.C.Lloyd সম্পাদিত, Ibadan ১৯৪৯ খৃ.-এ আছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক পশ্চিম আফ্রিকা সম্মেলন (ইবাদান)-এ পঠিত কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ রচনা; (৪) G. Parrinder, Religion in an African City, অক্সফোর্ড ১৯৫৩ খৃ., ইহাতে ইবাদানে ধর্মের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবং নগরীতে ইসলামের অভ্যুদয় ও উন্নতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ তথ্য সম্বলিত আলোচনা রহিয়াছে; (৫) Akin Mabogunje, The growth of residential disttricts in Ibadan, in The Geographical Review, lii/I(১৯৬২ খৃ.), ৫৬-৭৭, হইতে নগরীর ভূ-বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে; (৬) দুইটি Ph. D. Thesis সরাসরি সুসংহতভাবে ইবাদানের ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে, Thesis-গুলি হইলঃ B Awe, The Rise of Ibadan as a Yoruba power in the nineteenth century, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ খৃ. ও G. Jenkins, Politics in Ibadan, Northwestern University ১৯৬৪ খৃ., প্রথমোক্তটি যেখানে আলোচনা শেষ করে, শেষোক্তটি সেখান হইতে আলোচনা শুরু করে। উভয় পুস্তকই বর্তমানে প্রকাশনার ব্যবস্থাধীন; (৭) নগরীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক, বিশেষ করিয়া ইসলাম সম্পর্কে একটি নিবন্ধে কতিপয় বিশেষজ্ঞ লিখিত কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে, P.C. Lloyd. A. Mabogunje ও B. Awe (eds.), The city of Ibadan, কেমব্রিজ ১৯৭৬ খৃ.।

A. Cohen (E.I.²) মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আল-ইবাদিয়া (الاباضية) ঃ খারিজীগণ (দ্র.)-এর অন্যতম প্রধান শাখা, বর্তমানে ইহাদেরকে দেখা যায় উমান, পূর্ব আফ্রিকা, ত্রিপোলিতানিয়া (জাবাল নাফূসা ও যুআগা) ও দক্ষিণ আলজিরিয়াতে (ওয়ারগলা ও মযাব অঞ্চলে)। শাখাটির প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে একজন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ আল-মুররী আত-তামীমীর নাম হইতে এই দলের নামটি আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। সচরাচর আবাদিয়া রূপটিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঃ ইহা শুধু উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ জাবাল নাফুসাতেই) নহে (দ্র. A. de C. Motylinski, Le Djebel Nefousa, Paris 1898-9, 41 ও স্থা.), সেখানে ৯ম/১৫শ শতকে ইহার ব্যবহারের প্রত্যায়ন করিয়াছেন ইবাদী লেখক আল-বাররাদী (দ্র. কিতাব জাওয়াহিরিল-মুনতাকাত, কায়রো ১৩০২ হি., পৃ. ১৫৫), বরং উমানেও ব্যবহৃত হয় (দ্র. Niebuhr, Voyage en Arabie, 1780. ii, 198)। কিন্তু সমসাময়িক কালে ইবাদী লেখকগণ প্রথমোক্ত রূপটিকেই অর্থাৎ ইবাদিয়া রূপটিকেই সঠিক স্থানে প্রায়শ ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আতফিয়্যাশ আল-মিযাবী, রিসালা শাফিয়া ফী বা'দিত-তাওয়ারীখ, আলজিয়ার্স তা. বি., ৪৯)। এই নামটির আরও একটি রূপের কথা জানা যায় ইবাদা (দ্র. আল-হামদানী, সিফাত জাযীরাতি'ল-'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Leiden 1884-91, i, 88; Neibuhr-এর মতে উপরে উল্লিখিত, ২খ., পৃ. ১৯৮, ২০০, ২০১)। উমানের ইবাদীগণের বেইআসি (Beiasi), বিইআসি বা বেইআদি এই নামও ছিল (আরও দ্র. Badger, History of the Imams and Seyyids of Oman by Salil ibn-Razik. London 1871, 387)। মনে হয় যেন শেষ নামটি (বায়াদি= Bayadi-এর জন্য) মুবায়্যিদা নামটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সাধারণভাবে খারিজীগণকে এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে (দ্র. Brunnow, Die Charidschiten unter den ersten Omayyaden, Leiden 1884, 30, n.)। ইবাদীগণ নিজদেরকে শুরাত (দ্র.) নামেও পরিচয় দিয়া থাকে। উহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রথম খারিজীগণকে বা আল-মুহাক্কিমাগণকে বুঝাইয়া থাকে [দ্র. (১) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৭৫; (২) A. de. C. Motylinski, Chronique d Ibn Saghir, in Actes du xive congres Intrn. des orient., Algiers 1905, 81; (৩) ইয়া'কূবী, বুলদান, পৃ. ৩৫২]।

২য়/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবূ মিখনাফ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী এই ধর্মীয় গোত্রটির উদ্ভব হয় ৬৫/৬৮৪-৫ সালে যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ অপর শাখা আহ্‌লু'ত-তাওহীদগণের প্রতি কি ধরনের মনোভাব গ্রহণ করা হইবে সেই বিষেয়ের প্রশ্নে চরমপন্থী খারিজীদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসেন [দ্র. (১) Brunnow, পূ. গ্র., ৬০-১; (২) Wellhausen, Die Religios Politischen Oppos-tionsparteien im alten Islam, Berlin 1901, 28-9]। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে সময়ে বলিয়া ধারণা করেন, ইবাদীগণের উদ্ভব উহার অনেক আগে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমান লেখকের মত এই যে, এই ধর্মীয় দলটির এবং সেই সঙ্গে অপর মধ্যপন্থী খারিজীদল সুফরিয়্যাগণ (দ্র.)-এর আদি ইতিহাস কা'আদা [নীরব বা শান্ত, দ্র. (১) Brunnow, পূ. গ্র., ২৯; (২) Wellhausen, পূ. গ্র., ২৯] খারিজীগণের উদ্ভবের সঙ্গে অভিন্ন বা যুক্ত হওয়া উচিত। শেষোক্ত দলটি ১ম/৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বসরাতে খাওয়ারিজের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র আবূ বিলাল মিরদাস ইব্‌ন উদায়্যা আত-তামীমীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইবাদী ঐতিহ্যে উল্লিখিত আছে যে, আবূ বিলাল ছিলেন ইবাদিয়্যাগণের অন্যতম অগ্রদূত বা দলের প্রথম ইমামগণের অন্যতম [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, কিতাবু'স-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ৬৬প.; (২) আল- বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৬৭ প.; (৩) আস-সালিমী, কিতাবু'ল-লুম'আ আল-মুরদিয়্যা, ১৩২৬ হি., পৃ. ১৮৭; (৪) সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, লউওউ (Lwow) বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু. নং, ১০৮২, ২খ., পৃ. ১৩৫, ৬৬৪-৫। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য লেখক আবূ বিলালকে সুফরিয়্যা-গণের ইমাম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, দ্র. যথাঃ আল-ইসফারা'ইনীর লেখা Haarbrucker-এর asch-Schahrastani's Religio- npartheien und Philosophenschulen, Halle, 1850, ii, 406]। এই প্রচলিত মতটিই অধিক সম্ভাব্য মনে হয়, বিশেষ করিয়া এই বিবেচনায় যে, আবূ বিলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনই ছিলেন যাহারা বিশিষ্ট ইবাদিয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় দলটির প্রকৃত সংগঠক ছিলেন সেই জাবির ইব্‌ন যায়দ (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৯) ও আল-ওয়ালীদ আল-'আবদী। ইনি চরমপন্থী খারিজী নেতা নাফি' ইবনু'ল-আযরাক-এর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মধ্যপন্থী খারিজী দলের অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৯। তদুপরি আবূ বিলালের যে শিক্ষা, উদাহরণস্বরূপ, ইসতি'রাদ পালন করা (দ্র. Wellhausen, op. cit., 25-6), সেইগুলি বহুলাংশে ইবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে অভিন্ন।

আবূ বিলাল ৬১ হিজরীতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন এবং উহার এক বৎসর পরে এক যুদ্ধে মারা যান। অতঃপর সম্ভবত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ মধ্যপন্থী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৬৪ হিজরীতে প্রধান প্রধান খারিজী নেতার মধ্যে তাঁহার নাম দেখা যায়, [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৭; (২) Wellhausen, op. cit., 27]। ৬৫ হি. আযরাকীগণের দল ও মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। চরমপন্থিগণ যুবায়রীগণ হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বসরা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর ইব্‌ন ইবাদ প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকিবার পর স্বীয় সমর্থকগণকে লইয়া সেইখানেই থাকিয়া যান (দ্র. আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৫-৬)। ইবাদীগণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় এভাবে শুরু হয়, এই সময়টাকে বলা যায় কিতমান (গোপন, এই শব্দটির বিষয়ে দ্র. নিম্নে এবং আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৬ আমল। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানিতে পারা যায়। ইবাদী সাহিত্য হইতে বুঝা যায় যে, এই ধর্মীয় দলের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম পণ্ডিত ব্যক্তি (দ্র. সিয়ারু'ল-'উমানিয়া, পৃ. ৭৪, ১০৮)। ইবাদী তথ্য উৎস হইতে জানা যায় যে, দলের সদস্যগণ তাঁহাকে ইমাম আহ্‌লিত-তাহ্‌কীক, ইমামু'ল-মুসলিমীন ও ইমামুল-কাওম বলিয়া উল্লেখ করিত [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৭; (২) সিয়ারুল-উমানিয়া, পৃ. ১০৮, ১১১; (৩) আল-বাররাদী, পূ. গ্র.; (৪) P. K. Hitti, al-Baghdadis Characteristics of muslim Sects, কায়রো ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৮৭]। এই উপাধি ইব্‌ন ইবাদ যে সময়ে মদীনা প্রতিরোধের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (৬৪/৬৮৩-৪) শুধু তখনই ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৬৫ হি.

পরে ইবাদীগণ যে কিতমান অবস্থায় ছিল তাহাতে মনে হয় যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ইমামাত থাকার সম্ভাবনা ছিল না, অন্তত শব্দটির রাজনৈতিক যে অর্থ, সেইরূপ ইমাম তিনি ছিলেন না। সম্ভবত এই উপাধিটির মধ্যে এইরূপ কোন ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তিনি কোনরূপ গোপন ইবাদী ধর্মীয় সরকারের সভাপতি ছিলেন, দলের ঐতিহাসিকগণ জামাআতু'ল-মুসলিমীন নামে সেইরূপ সংগঠন বা সরকারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছিল একটি পরিষদ, দলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শায়খগণকে লইয়া ইহা গঠিত হইত (তন্মধ্যে একজন ছিলেন আল-ওয়ালীদ আল-আবদী)। ইহার সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের আযযাবা পরিষদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেইখানে বানূ রুস্তামগণের ইমামাতের পতনের পরে সেই পরিষদ গঠন করা হইয়াছিল। ইব্‌ন ইবাদ-এর কু'উদ (নীরবতাবাদ বা শান্তিবাদ) উহার মূলে সম্ভবত ছিল উমায়্যা খলীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (৬৫-৮৬/৬৮৫-৭০৫)-এর সহিত একটা সমঝোতা সৃষ্টির আশা। বস্তুত তিনি শাসক খলীফার সহিত পত্র যোগাযোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইবাদী কালপঞ্জীতে তাঁহার দুইখানি নাসাইহ (নসীহতপত্র) রক্ষিত আছে। পত্র দুইখানি তিনি খলীফাকে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি হইতে উভয়ের মধ্যকার সুসম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে একখানি পত্র খলীফা 'আবদু'ল-মালিক জনৈক সিনান ইব্‌ন 'আসিম-এর মারফত এই ইবাদী নেতাকে যে বার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন উহার উত্তর [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৭; (২) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৬-৬৭; (৩) সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, পৃ. ৪৪৫-৫৫; (৪) Sachau, Religiose Anschauungen der Ibaditischen Muhammedaner, in MSOS As., ii, 52-9]। এই দুইখানি পত্রের মধ্যে প্রথমখানি অবশ্যই ৬৭/৬৮৬-৭ সালের পরে লেখা হইয়া থাকিবে। কেননা উহাতে মুস'আব-এর নিকটে আল-মুখতার-এর পরাজয়ের বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। এই মুস'আব ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌নু'য-যুবায়র-এর ভাই, যুদ্ধটি সেই বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল [দ্র. (১) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৬৩; (২) Brunnow, op. cit, 86-90]। ইব্‌ন ইবাদ-এর পত্রখানিতে ইবাদী তরীকার আহকামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়, সেরূপ বিবরণযুক্ত পত্র উহাই ছিল প্রথম (ইব্‌ন ইবাদ ও খলীফা 'আবদুল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আরও দ্র. R. Rubinacci, Il Califfo Abd al-Malik b. Marwan e gli ibaditi, in AIUON, n. s. v 1954, 99-121]। আশ-শাম্মাখী অনুযায়ী (পূ: গ্র., পৃ. ৭৭) ইব্‌নু'ল-ইবাদ চরমপন্থী খারিজীগণের বিরুদ্ধে তর্কমূলক মুনাজারাতও রচনা করেন। তাঁহার ওফাতের সঠিক তারিখ জানা যায় না। ইবাদী জীবনীসমূহে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় তাবাকার হাকীম বা পণ্ডিত। শাহরাস্তানী যে লিখিয়াছেন (দ্র. মিলাল, ed. Cureton, 10) এবং আল-কাযবীনীও যে লিখিয়াছেন (দ্র. আজাইব, ed. Wustenfeld, i, 37), ইব্‌ন ইবাদ একেবারে বৃদ্ধ বয়সে মারওয়ান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ-এর শাসনামল পর্যন্ত (১২৭-৩৪/৭৪৫-৫২) জীবিত ছিলেন তাহা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

বসরাতে ইব্‌ন ইবাদ উমায়্যা খলীফাগণের সঙ্গে যেরূপ সুসম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারী আবু'শ-শা'ছা জাবির ইব্‌ন যায়দ আল-আযদীও বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইবাদী ধর্মীয় দলের প্রধান পণ্ডিত এবং একজন খ্যাতনামা হাদীছবেত্তা। এই পণ্ডিতের বাড়ী ছিল উমানের নাযওয়া শহরের নিকটে [দ্র. (১) সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, পৃ. ৬৭৫; (২) য়াকূত, ২খ, পৃ. ২৪৩-৪] আরব লেখকগণ তাঁহাকে প্রাথমিক যুগের অন্যতম প্রধান খারিজী বলিয়া মনে করেন (দ্র. আশ-শাহরাস্তানী, পূ. গ্র., পৃ. ১০২)। তাঁহার সম্ভাব্য জন্মতারিখ ছিল ১৮/৬৩৯ সাল এবং তাঁহার ওফাতের তারিখ ৯৩ হি., ৯৬ হি. ও ১০৩ হি. তিন রকমের পাওয়া যায় [দ্র. (১) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৫ ; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., ৭৭; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৭২; (৪) সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, পৃ. ৬৮৬]। সেই হিসাবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ-এর সমসাময়িক ছিলেন। জাবির ইব্‌ন যায়দ ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল -'আব্বাস (রা) [দ্র.]-এর একজন পরম বন্ধু ও শাগরিদ তাঁহার নিকট হইতে তিনি কিছু সংখ্যক হাদীছ গ্রহণ করিয়াছিলেন [দ্র. (১) য়া'কূত, ২খ, পৃ. ১৫৬-৭, ২৪৩-৪; (২) আশ-শামমাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭০, ৯৬; (৩) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫১]। সম্ভবত এই কারণেই ও তাঁহার বিদ্যাবত্তার গুণে জাবির তৎকালীন মুসলিমগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আশ-শাম্মাখী এই প্রসঙ্গে (পূ. গ্র., পৃ. ৭০) মালিক ইব্‌ন আনাস (রা)-এর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি সম্ভবত সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলনের সংকলক ছিলেন। তাঁহার রচিত দীওয়ান পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল। বর্তমানে উহা হারাইয়া গিয়াছে; উহার একমাত্র সংগ্রহটি ৩য়/৯ম শতাব্দীতে বাগদাদে 'আব্বাসীগণের গ্রন্থাগারে ছিল [দ্র. (১) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ.১৮৪; (২) E. Masqueray, Chronique d Abou Zakaria, Algiers-Paris 1878, 181-5]।

জাবির-এর ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন সুন্নী হ'াদীছ'বেত্তা এবং য়াকূত (পূ. গ্র.) তাঁহাকে, এমনকি আহাদু আইম্মাতি'স-সুন্নাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অপর দিকে আবার জাবির খারিজী চরমপন্থিগণের সঙ্গে মতদ্বৈততা পোষণ করিতেন, তিনিই ইবাদী মতবাদকে একটি যথার্থ রূপ দান করেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৬০)। এই অবদানের কারণেই ইবাদী গ্রন্থসমূহে তাঁহাকে উমদাতু'ল-ইবাদিয়া বা আসলুল-মায'হাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭০; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, স্থা.]। তাঁহাকে ইমামুল-মুসলিমীন বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে (দ্র. সিয়ারু'ল উমানিয়্যা, পৃ. ১১১)। ইব্‌ন ইবাদ না হইয়া সম্ভবত তিনিই ছিলেন এই ধর্মীয় দলটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দেখা যাইতেছে যে, এই সুবিখ্যাত ইবাদী বিদ্বান ও হাদীছবেত্তা যিনি সকল মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তিনিই বলিতে গেলে তাঁহার পূর্বসূরী কর্তৃক গৃহীত কার্যটি অর্থাৎ খলীফাগণের ইবাদী মতবাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখিবার মত পরিস্থিতি বজায় রাখিবার দায়িত্বটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, জাবির-এর দলটির সভাপতি থাকিবার প্রথম বৎসরগুলি ইবাদিয়াগণের জন্য খুবই অনুকূল ছিল। জাবির ইরাকের ক্ষমতাবান গভর্নর আল-হ'াজ্জাজ (৭৬-৯৫/৬৯৫-৭১৪) (দ্র.)-এর সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই সাফল্যে সহায়তা করিয়াছিলেন হ'াজ্জাজ-এর সচিব খারিজী য়াযীদ ইব্‌ন আবী মুসলিম [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭১, ৭৪; (২) আল-মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫৬]। তিনি, এমনকি তাঁহার নিকট হইতে একটা বেতনও লাভ করিতেন। ইহা ছিল আল-হ'াজ্জাজ যখন খারিজী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন সেই সময়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল-হাজ্জাজ-এর সঙ্গে জাবির-এর সুসম্পর্ক ছিল, এমনকি ওয়াসিত শহরের পত্তনের পরেও (৮৩-৬/৭০২-৫

সাল) জাবির-এর প্রতি ইরাকের গভর্নরের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিল (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৪)।

কিন্তু ১ম/৭ম শতকের শেষের দিকে তাঁহাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মনে হয় যেন সম্পর্কের এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল খলীফা 'আবদু'ল-মালিক-এর মৃত্যু (৮৬/৭০৫)। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই খলীফা ইবাদীগণের প্রতি সুদৃষ্টি রাখিতেন। অপর একটি কারণ ছিল যে, বসরার ইবাদীগণ সেই সময়ে মুহাল্লাবী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, ইরাকের গভর্নর তাঁহাদেরকে অপসন্দ করিতেন। বস্তুত বসরার অতি নিষ্ঠাবান ইবাদীগণের অন্যতম ছিলেন খুরাসানের সাবেক গভর্নর য়াযীদ ইবনু'ল-মুহাল্লাবের ভগ্নি আতিকা। সেই গভর্নরকে আল-হাজ্জাজ চেষ্টা করিয়া পদচ্যুত করাইয়াছিলেন এবং ৮৬/৭০৫ সালে তাঁহাকে বন্দীও করিয়াছিলেন। মুহাল্লাবীগণের মধ্যে ইবাদী মতবাদ গ্রহণকারী ছিলেন হালবিয়া নাম্নী অপর এক মহিলা, যিনি ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগের দিকে মক্কায় বাস করিতেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৮, ১১৭; (২) J. Perier, Vie dal-hadjdjadj ibn Yousof, Paris 1904, 221, 232]।

এই দুইটি ব্যতীত তৃতীয় আর একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বসরার ইবাদীগণের চরম পন্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তন্মধ্যে যাহারা বিপ্লবী ধরনের ছিল, তাহারাই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিত অর্থাৎ যাহারা খুরূজের সমর্থক ছিল তাহারা শুরাত হিসাবে নিজেদের যে পরিচয় ছিল তাহা বদলাইয়া কা'আদা হইতে চাহিতেছিল। এই ধর্মীয় গোত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে ও লেখা হইতে আমরা বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতার নাম জানিতে পারি বিস্তাম ইব্ন 'উমার ইব্নি'ল-মুসীব আদ-দাব্বী। তিনি আল-মাসকালা নামেও পরিচিত ছিলেন। পূর্বে তিনি সুফরী ছিলেন এবং শাবীব (দ্র.)-এর সমর্থক ছিলেন। ৭৭/৬৯৬ সালে শাবীব-এর পরাজয়ের পরে তিনি ইবাদী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং বসরাতে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি শুধু একজন বিখ্যাত যোদ্ধাই ছিলেন না, একজন মুতাকাল্লিম বা ধর্মতত্ত্ববিদও ছিলেন। মনে হয় যেন বসরার ইবাদীবাদের দৃঢ় সমর্থকগণ ৮১-২/৭০১-২ সালে 'আবদু'র-রহ'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল আশ'আছ-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বস্তুত 'আবদু'র-রহ'মানের সেনাবাহিনীতে একটি দলই ছিল বসরা ও কূফার সৈন্যদের লইয়া গঠিত, উহাদের সেনাপতি ছিলেন জনৈক বিস্তাম ইব্ন মাসকালা (সম্ভবত উল্লিখিত মাসকালার সঙ্গে অভিন্ন)। যুদ্ধে তিনি নিজের সকল সৈন্যসমেত নিহত হইয়াছিলেন [দ্র.(১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১১১; (২) Wellhausen, op. cit., 46-7; (৩) Perier, op. cit., 173, 176, 184, 191-3]।

এই সকল অতি উৎসাহী ইবাদীগণের কার্যকলাপের ফলেই হাজ্জাজ তাহাদেরকে আর সমর্থন দান করেন নাই। জাবির-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল সম্ভবত একটি খুনের ঘটনা। জাবিরের প্ররোচনায় হাজ্জাজের একজন গুপ্তচর নিহত হইয়াছিল (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৫)। তিনি তখন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ইবাদীগণের উপর নির্যাতন আরম্ভ করেন। ইবাদী নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট জনদের অধিকাংশকেই হয় উমানে নির্বাসিত করা হয় (যেমন স্বয়ং জাবির ও অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী শায়খ হুবায়রা; দ্র. আশ শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৬,৮১) অথবা কারারুদ্ধ করা হয় (এই বিষয়ে জানিবার জন্য আরও দ্র. সিয়ারু'ল-উমানিয়া, পৃ. ২৫০)। যে সকল ইবাদী নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় তন্মধ্যে ছিলেন জাবিরের ছাত্রগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান ও ইবাদী জামাআর সভাপতিরূপে বসরাতে তাঁহার উত্তরাধিকারী আবূ 'উবায়দা মুসলিম ইব্ন আবী কারীমা আত-তামীমী (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৭)। আমাদের জ্ঞান অনুসারে সকল খারিজী নেতার মধ্যে সম্ভবত তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও নেতা। উমায়্যা বংশের শেষ শাসকগণের আমলে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন।

আবূ 'উবায়দা সম্ভবত ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন (আগানী অনুসারে ২০খ, ৯৭, তাঁহার ডাকনাম ছিল কূদীন এবং আল-জাহিজ রচিত আল-বায়ান অনুসারে ১খ, ১৩৩ ও ২খ, ১২৬, ডাকনাম ছিল কারযীন বা কূরীন)। 'আরব বানূ তামীম গোত্রের একজন মাওলা ছিলেন (আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৩)। তিনি জাবির-এর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় ত'াবাকার আরও অন্য বিখ্যাত ইবাদী শায়খগণের, যেমন জা'ফার ইবনু'স-সাম্মাক আল-'আবদী ও সুহার আল-'আবদীর সঙ্গে পড়াশুনা করেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৯, ৮১)। আল-হাজ্জাজের মৃত্যুর (৯৫/৭১৪) পরে য়াযীদ ইবনু'ল-মুহাল্লাব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আবূ 'উবায়দা সমেত অন্যান্য ইবাদীকে জেল হইতে মুক্তি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে বসরাতে ইবাদীগণের নেতা নিযুক্ত করেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৭)। ইবাদী গ্রন্থসমূহে তাঁহাকে ইমামুল-মুসলিমীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, পৃ. ১১১)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার পূর্বসূরী জাবির-এর ন্যায়ই শুধু বসরার জামাআতু'ল-মুসলিমীন-এর সভাপতি ছিলেন এবং কাউন্সিলের অন্য সদস্যগণের, যেমন দুম্মান ইবনু'স-সাইব, আবূ নূহ, এমনকি তাহার নিজেরও সাবেক শিক্ষক জা'ফার ইবনু'স-সাম্মাক-এরও মুকাদ্দাম (নেতা) ছিলেন (দ্র. সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, পৃ. ৬৭২)।

আবূ 'উবায়দা একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি জাবির ইব্ন যায়দ, জা'ফার ইবনু'স সাম্মাক ও সুহার আল-আবদী কর্তৃক বর্ণিত একখানি হাদীছ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন [দ্র. (১) Lewicki, Une chronique ibadite, in REI, 1934, 72; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৩; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫]। মুসলিম দুনিয়ার সকল স্থান হইতে ইবাদীগণ অধ্যয়নের জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহ্‌য়া আল-বারুনী, রিসালাত সুল্লামুল-আম্মা ওয়াল-মুবতাদিঈন ইলা মা'রিফাতি আইম্মাতিদ-দীন, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৬-৮)। আবূ 'উবায়দ-এর ধর্মীয় নীতি প্রথম দিকে ইব্ন ইবাদ-এর উমায়্যাগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করিবার নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ইরাকের নূতন গভর্নর য়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কল্যাণমূলক মনোভাবের কারণে সেই সম্পর্ক আরও অধিকতর সুফলবাহী হয়। ইব্ন মুহাল্লাব তাহার ভগ্নি আতিকার মাধ্যমে বসরার ইবাদীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই আতিকা ছিলেন একজন অতি নিষ্ঠাবতী ইবাদী। মহান খলীফা ২য় 'উমার খিলাফাত লাভ করিলে (৯৯-১০১/৭১৭-২০ সালে) তখন ইবাদী শায়খগণ বিশেষভাবে আশাবাদী হইয়া উঠেন যে, তাহারা আরও বেশী উমায়্যা সুদৃষ্টি লাভ করিবেন। আবূ 'উবায়দা এই খলীফার নিকট দূতস্বরূপ কয়েকজন ইবাদী শায়খকে প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন সালিম আল-হিলালী ও বিখ্যাত বিদ্বান শায়খ জা'ফার ইবনু'স-সাম্মাক। এই শেষোক্ত জন তাঁহার বিশাল পাণ্ডিত্যের জন্য ইবাদী গ্রন্থাবলীতে ইমামু'ল-মুসলিমীন নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। খলীফার পুত্র 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'উমার যখন মারা যান তখনও এই ইবাদী প্রতিনিধি

দলটি তাঁহার দরবারে অবস্থান করিতেছিল [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৯-৮০; (২) সিয়ারু'ল-উমানিয়্যা, পৃ. ১১১, ৬৬৫, ৬৬৬]।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একমাত্র এই ইবাদী দলই যে খলীফার সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহা নহে। জানা যায় যে, অপর একটি খারিজী দলও এই খলীফার নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহাদের নেতা ছিলেন শাওযাক (তাহার বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Wellhausen, পূ., গ্র., পৃ. ৪৮) এবং উহারা বাস করিত মেসোপটেমিয়ার রাবী'আ জেলাতে (দ্র. মাস'উদী, মুরূজ, ৫খ, ৪৩৪-৫)। এই ইবাদী প্রতিনিধি দলের দৌত্যের ফলাফল জানা যায় না; তবে ইহার ফলেই হয়ত ইবাদী ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়া বসরার কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮১)। কিন্তু ইবাদীগণের এই সুবিধাজনক অবস্থা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। খলীফা ২য় 'উমার ১০১/৭২০ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় য়াযীদ বসরার ইবাদীগণের পৃষ্ঠপোষক মুহাল্লাবাসীগণের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বসরার ইবাদীগণের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। তবে এই সময়ে তাহাদের মনোভাবের সম্পূর্ণ একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে এবং প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী বিপ্লবী নেতাগণের মধ্যে ছিলেন আবূ নূহ। ইনি একজন বিখ্যাত খাতীব ছিলেন এবং খিলাফাতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন। আবূ মুহাম্মাদ আন-নাহদী, ইনি বসরার মসজিদে খুত্'বা প্রদানকালে জনগণকে ইরাকের গভর্নর খালিদ ইব্ন আবদিল্লাহ (১০৫-২০/৭২৩-৩৮)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৮,৯৭; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫]। বসরার উদ্যোগী ইবাদীগণের কার্যকলাপ শহরের গভর্নর বিলাল ইব্ন আবূ বুরদা আল-আশ'আরীর উপেক্ষামূলক মনোভাবের কারণে বিশেষ উৎসাহ ও অগ্রগতি লাভ করে (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৯৭)।

আবূ উবায়দা প্রথমে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি তখনও আশা করিতেছিলেন যে, খলীফাকে ইবাদীগণের প্রতি সন্তুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, আযরাকী চরমপন্থীরা যেরূপ বিদ্রোহ করিয়াছিল, ইবাদীগণের পক্ষে সেরূপ খুরূজ-এর আশংকা খুবই কম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। কেননা তাহার ভয় ছিল, বসরার ইবাদীগণের মধ্যে সম্ভবত খিলাফ বা একাধিক দলের সৃষ্টি হইয়া যাইবে। তাহাদের অধিকাংশ নিজেদের কু'উদ অবস্থা হইতে জুহূর অবস্থায় চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল (নিম্নে দ্র., তু. আশ-শাম্মাখী, পূ., গ্র., পৃ. ৮৩-৮)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তিনি চাহেন নাই যে, বসরার ইবাদীগণ নাফি' ইব্নু'ল-আযরাক-এর অনুসরণে রাজধানীর বাহিরে কোথাও গিয়া একটি ইমামাত প্রতিষ্ঠিত করুক, বরং সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তিনি বসরার ধনী ও অগণিত ইবাদী সমাজকে একটি ইবাদী প্রচার— ভিত্তিরূপে ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতে তাহা প্রসারিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে তিনি ইবাদী উত্থান ঘটাইতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগান এবং উমায়্যা খিলাফাতের ধ্বংসাবশেষের উপর এক বিশ্বজনীন ইবাদী ইমামাত সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য আবূ 'উবায়দা বিপ্লবী ধরনের এক সরকার গঠন করেন। সেখানে তিনি স্বয়ং সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচার ও কার্যকলাপের দায়িত্বে থাকেন এবং বসরার অপর একজন বিশিষ্ট ইবাদী শায়খ হাজিব আত-তা'ঈ থাকেন যুদ্ধ ও অর্থ বিষয়ের দায়িত্বে [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৯২, ১১৪; (২) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৬৫]। একটি বায়তু'ল-মাল গঠন করা হয়; ইহার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ নিশ্চয়ই যথেষ্ট ছিল। কেননা জানা যায় যে, মাত্র একজন ধনী ইবাদী সওদাগর, নাম আবূ তাহির, একাই ১০,০০০ দিরহাম প্রদান করিয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১১৪-১৫)।

বসরাতে একটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়। সেখানে আবূ 'উবায়দা স্বয়ং গোপনে ছাত্রগণকে প্রচারকার্য শিক্ষাদান করিতেন, সকল মুসলিম প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট ছাত্রগণ আগমন করিত। এই প্রচার কর্মিগণকে অতঃপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া হামালাতু'ল-'ইল্ম, "জ্ঞানের বাহক" বা নাকালাতু'ল- 'ইল্মরূপে বাহিরে পাঠান হইত। এইরূপ এক একটি দলের প্রধানরূপে আবূ 'উবায়দা এমন একজনকে নির্বাচিত করিতেন যিনি ইমাম হইবার যোগ্য বা ভবিষ্যতে কাদী হইবার যোগ্য হইবেন। এই সকল হামালাতু'ল-'ইল্মকে খিলাফাতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার কার্যের জন্য পাঠান হইত। সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুসারী গড়িয়া উঠিলে তখন জুহূর অবস্থা ঘোষণা করা হইত [দ্র. (১) Masqueray, op. cit, 19, 20, 21; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১২৪; (৩) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৭৬; (৪) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫]। ইবাদী ঐতিহাসিকগণের মতে আবূ 'উবায়দা এরূপ প্রচারক দল মাগরিবে, য়ামানে, হাদ্রামাওতে, 'উমানে এবং খুরাসানে প্রেরণ করিয়াছিলেন দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১১৪; (২) আস-সালিমী, পূ. স্থা.]। এই প্রচার অভিযান অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। উময়্যাগণের পতনের পূর্বে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহার মধ্যে ইবাদী প্রচারকগণের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। মাত্র কয়েক বৎসর পরেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে মাগরিবে, হাদ্রামাওতে ও 'উমানে কয়েকটি ইবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। আর সেইগুলি আযরাকী আন্দোলন অপেক্ষাও বেশী মারাত্মকভাবে খিলাফাতের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় (নিম্নে দ্র.)।

ইবাদী সম্প্রসারণের এই আমলে বসরার ইবাদিয়্যাগণ কিতমান অবস্থায় থাকে অর্থাৎ নিজেদের মতবাদকে তাহারা গোপন করিয়া রাখে। 'আব্বাসীগণ ক্ষমতায় আসার পরেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে নাই, কেবল ইবাদীগণ নূতন খলীফাগণের পরিবারের কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন খলীফা আল-মাহদী (১৫৮-৬৯/৭৭৫-৮৬)-র ফুফু (বা খালা) ও তাঁহার স্বামী 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাবী'। তাঁহাদের এক ছেলে পর্যন্ত ইবাদী মতে দীক্ষিত হয় (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১০৭-৮)। এইরূপও মনে হয় যে, খলীফা আবূ জা'ফার (১৩৬-৫৮/৭৫৩-৭৫) বেশ কিছুকাল যাবত ইবাদীগণের প্রতি বিশেষ সুদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। যেমন জানা যায়, তিনি হাজিব আত-তা'ঈ-এর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন (দ্র. আশ- শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৯১)। আবূ 'উবায়দা ও হাজিব উভয়েই আবূ জা'ফার-এর শাসনামলে মারা যান (দ্র. আশা-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৩, ৯১)। ৫ম/১১শ শতকের ইবাদী ঐতিহাসিক আবূ যাকারিয়্যা' য়াহ্'য়া ইব্ন আবী বাক্র আল-ওয়ারজালানী যে লিখিয়াছেন, আবূ 'উবায়দা রুস্তামী ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান-এর শাসনামলে (১৬৮-২০৮/৭৮৫-৮২৩; তু. Masqueray, op. cit., 51) মার' গিয়াছেন তাহা আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য নহে।

আবূ 'উবায়দার ইনতিকালের পরে বসরার ইবাদী ধর্মীয় সমাজের পতন শুরু হয়। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর তথ্যানুযায়ী আরও আগেই খলীফা আবূ জা'ফার সেই পতন লক্ষ্য করিয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৯১)। যাহা হউক, আবূ 'উবায়দার ইনতিকালের পর ইবাদিয়্যাগণের ধর্মীয় নেতা ও পরিষদের সভাপতি হন আর-রাবী' ইব্ন হাবীব আল-বাসরী। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে দলের কেন্দ্রীয় সভা বসরাতেই ছিল, এমনকি তখনও সেখান হইতে নূতন হ'মালাতু'ল-'ইল্মগণকে 'উমানে পাঠান হয় [দ্র. (১) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৬৭; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৬]। বসরার মাশা'ইখই ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে সংঘটিত আন-নুক্কার-এর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করিয়াছিলেন (নিম্নে দ্র.)। ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান-এর শাসনামলেও এই শহরই ইবাদী তমদ্দুনের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি সেখানে ১,০০০ দীনারের বই ক্রয় করিয়াছিলেন (দ্র. আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৯৫)। আন-নুক্কার-এর ঘটনার অল্পকাল পরেই আর-রাবী' ও বসরার অন্যান্য ইবাদী শায়খ 'উমানে চলিয়া যান, সেখানে ইতোমধ্যে আর-রাবী'-র উত্তরাধিকারী আবূ সুফয়ান মাহবূব ইব্নু'র-রাহীল বসবাস করিতেছিলেন [আর-রাবী' ও আবূ সুফয়ান সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. (১) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৬৭; (২) আস-সালিমী, লুমা'আ, পৃ. ১৮৫, ১৮৬; (৩) Masqueray, op. cit., 74, n. 2, p. 136-7; (৪) Lewicki, Une chronique, 70-2; (৫) ঐ লেখক, Notice sur la chronique ibadite d'ad-Dargini, in RO, xi, 159-60]।

বসরার বাহিরে ইবাদী দলসমূহ ঃ (ক) কূফাঃ Wellhausen দিও বলিয়াছেন যে, ৫৯/৬৭৯ সালের হত্যাকাণ্ডের পরে কূফার খারিজীরা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়, তথাপি প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে আমরা জানিতে পারি, ইবাদীরা এই শহরে অন্তত ২য়/৮ম শতাব্দীর সমগ্রকাল ব্যাপিয়া বসবাস করিতেছিল। বস্তুত এই কূফা শহর হইতেই ইবাদীগণের আল-হারিছিয়্যা উপদলের প্রতিষ্ঠাতার উদ্ভব হইয়াছিল (নিম্নে দ্র.)। এই দল দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিল। কূফার ইবাদী ওয়াহ্বী ফাকীহগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন আবু'ল-মুহাজির আল-কূফী, তিনি ২য়/৮ম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 139 n.; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১২১; (৩) Wellhausen, op. cit., 24]।

(খ) ইরাকের অন্যান্য অংশেঃ বিভিন্ন উপদলের ইবাদীগণ সম্ভবত বসরা হইতে আল-মাওসিল পর্যন্ত সড়কের পার্শ্বের গ্রামগুলিতে বাস করিত (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১২০-১)।

(গ) আল-মাওসিল ঃ এখানেও ইবাদীদের দেখা যাইত। এই শহরের ইবাদী বিদ্বান ব্যক্তিগণের মধ্যে ইবাদী গ্রন্থসমূহ অনুসারে, আবূ বাক্র আল-মাওসিলী বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন। একটি বিষয় খুবই সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীতে লেখকগণ যে সকল খারিজীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ইবাদীও ছিল, তাহারা আল-মাওসিলের পশ্চিমে অবস্থিত আল-জাযীরা প্রদেশে বাস করিত [দ্র. (১) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮০; (২) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৬৭; (৩) আল-মাস'উদী, পূ. গ্র., ৫খ, পৃ. ২৩০-১; (৪) হুদূদু'ল-'আলাম, পৃ. ১৪০]।

(ঘ) হিজায ঃ মদীনা ও মক্কাতে যথেষ্ট সংখ্যক ইবাদী ছিল বলিয়া মনে হয়, এমনকি ২য়/৮ম শতাব্দীতেও এই দুই শহরে ইবাদী জামা'আ ছিল। ২য় হিজরী শতকে মক্কাতে সম্ভবত খুবই প্রবল ইবাদী প্রচারকেন্দ্র ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতেও মক্কাতে কিছু কিছু ইবাদী অবশিষ্ট ছিল। ২য় ও ৩য় হিজরী শতকে হিজাযের খ্যাতনামা ইবাদী পণ্ডিত ও বিদ্বানগণের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-হুর 'আলী ইব্নু'ল-হুসায়ন আল-'আনবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, মুহ'াম্মাদ ইব্ন সালামা ও ইব্ন 'আব্বাদ আল-মাদানী [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 64, 121-3, 147; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৯৭-৯; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৩; (৪) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৭৯]।

(ঙ) মধ্য 'আরব ঃ আবূ 'উবায়দা সম্ভবত 'আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের দিকে হ'মালাতু'ল-'ইল্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা য়ামামাতে হইতে পারে, যেখানে অল্পকাল আগে নাজদিয়্যা দলের একটি খারিজী ইমামাত ছিল, উহার সঙ্গে ইব্ন ইবাদ-এর নীতিগত মিল ছিল [দ্র. (১) আল-বারূনী, সুল্লাম, পৃ.৭; (২) Wellhausen, op. cit., 29-32; (৩) Brunnow, op. cit., 61]।

(চ) হাদরামাওত ও য়ামান ঃ এই দুই অঞ্চলে ইবাদী মতবাদ যে কবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে সম্ভবত ইবাদী দলের প্রথম নেতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইবাদ-এর কর্মতৎপরতার সঙ্গে এই উভয় স্থান জড়িত। ইব্ন হাওকালের মতে (দ্র. ১খ, পৃ. ৩৭) ইব্ন ইবাদ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আল-মুযায়খিরা এলাকায় ইনতিকাল করেন। ইব্ন ইবাদ যে য়ামানে গিয়াছিলেন তাহা সম্ভবত খারিজীগণ কর্তৃক দক্ষিণ 'আরব বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, উহা ৬৫-৭৩/৬৮৫-৯২ সালের মধ্যকার ঘটনা। এই অঞ্চলে খারিজী অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, বরং ৭৩ হি. সালে উহার অবসান হয়। তবে এইরূপ মনে হয় যে, দক্ষিণ 'আরবে খারিজী প্রবণতা রহিয়া গিয়াছিল, উমায়্যা খিলাফাতের পতনকালে সেই প্রবণতার চূড়ান্ত রূপ এক বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন বসরা হইতে ইবাদী প্রচারকগণ। তাহারা দক্ষিণ 'আরবে উমায়্যা বিরোধী মনোভাবকে উস্কানি দিয়া আসিতেছিল। এই মনোভাব সেখানে বিরাজিত ছিল খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ কর্তৃক সান'আ'র গভর্নররূপে নিযুক্ত আল-ক'াসিম ইব্ন 'উমার-এর শাসনামলে (ইবাদী গ্রন্থসমূহে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে কুওয়ায়সিম বলিয়া) এবং হাদরামাওতের উমায়্যা গভর্নর ও আল-ক'াসিম ইব্ন 'উমার-এর অধস্তন ইব্রাহীম ইব্ন জাবালা ইব্ন মাখরামা আল-কিন্দীর শাসনামলে।

বিচ্ছিন্নতাবাদিগণের নেতা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহয়া আল-কিন্দী, তিনি হাদারামাওতের গভর্নরের কাদী ছিলেন এবং তালিবু'ল-হ'াক্ক নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি একজন পরহেযগার ও উদ্যোগী মানুষ ছিলেন। তিনি আবূ 'উবায়দা মুসলিম ইব্ন আবী কারীমার সঙ্গে একটি সমঝোতা করেন। তিনি তাঁহাকে উমায়্যা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করেন। ইহা সম্ভবত ১২৭ হি-র শেষদিকে অথবা ১২৮ হি-র প্রথমদিকের ঘটনা। একই সঙ্গে আবূ 'উবায়দা মুসলিম বসরার একদল বিশিষ্ট ইবাদীকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহয়ার সন্নিকটে প্রেরণ করেন, যেন তাঁহাকে হাদরামাওতের একটি ইমামাত সংগঠন করিবার কাজে সহায়তা করিতে পারেন। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন আবূ হামযা আল-মুখতার ইব্ন 'আওফ আল-আযদী ও বাল্জ 'উকবা আল-আযদী। হাদরামাওতে পৌঁছিয়াই

এই প্রতিনিধিদল 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহয়াকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন, এইভাবেই প্রথম ইবাদী ইমামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহিগণ হাদরামাওতের রাজধানী দখল করিয়া নেয় এবং পরে ১২৯/৭৪৬-৭ সালে সমগ্র দক্ষিণ 'আরবের রাজধানী সান'আ' অধিকার করে। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহয়া দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা দখল করিবার সংকল্প করেন। ইবাদী সেনাবাহিনীতে মাত্র ৯০০ বা ১,০০০ শক্তিশালী সৈন্য ছিল। ফলে আবূ হ'ামযা আল-মুখতারের নেতৃত্বে তাহারা সহজেই মক্কা ও মদীনা অধিকার করিয়া নেয়। আবূ হামযা আল-মুখতার এই দুই শহরে যে সকল খুত্বা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি 'আরব ইতিহাসে রক্ষিত আছে।

হিজায অধিকার করিবার পরে ইবাদীগণ সিরিয়াতে উমায়্যা শাসনের তাৎক্ষণিক হুমকিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, উহাই ছিল খিলাফাতের কেন্দ্র-স্থলস্বরূপ। তখন খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদ বাধ্য হইয়া এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইবাদ'ীদের বিরুদ্ধে তিনি 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আতিয়্যা আস-সা'দীর নেতৃত্বে ৪,০০০ শক্তিশালী সিরীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি ইবাদীগণকে পরাজিত করিয়া প্রথমে মদীনা ও পরে মক্কা পুনর্দখল করেন। আবূ হ'ামযা আল-মুখতার যুদ্ধে নিহত হন। এই সংবাদ পাইয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহয়া সান'আ' হইতে ইবাদী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন যাহাতে সিরীয় বাহিনী য়ামানে প্রবেশ করিতে না পারে। জুরাশ-এর অনতিদূরে দুই বাহিনী পরস্পরের মুখামুখি হয়, যুদ্ধে ইবাদীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং তালিবু'ল-হাক্ক নিহত হন। বাদবাকী ইবাদীগণ সুরক্ষিত শহর শিবাম-এ গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আতিয়্যা খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদের নিকট হইতে মক্কাতে ফিরিয়া আসিবার আদেশ পান। ফলে তিনি হাদরামাওতের ইবাদীগণের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন (তিনি এমনকি তাহাদের স্বাধীনতা মানিয়া লইতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন)। তালিবু'ল-হ'াক্ক-এর মৃত্যুর পরে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ আল-হাদরামীকে হাদরামাওতের ইবাদীগণ ইমাম হিসাবে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ধরিয়া নেয়, বসরার ইবাদ'ী মাশা'ইখও তাঁহাকেই স্বীকার করিয়া নেন। ইবাদী ইমামত ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। আল-হামাদানীর মতানুসারে দাও'আন শহর (দো'আন) ৪র্থ হিজরী শতকে এই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। হাদরামাওতের ইবাদ'ীগণ সম্বন্ধে সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় হিজরী ৫ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াহয়ার পরাজয়ের পর য়ামানের ইবাদ'ীগণের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ১৩০/৭৪৮ সালে 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আতিয়্যার বাহিনীর নিকট পর্যুদস্ত হইবার পর তাহারা 'আব্বাসী রাষ্ট্রের প্রজাতে পরিণত হয়। ভূগোলবিদ আল-ইদ্রীসীর মতে অন্তত ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত য়ামানে কয়েকটি ইবাদী দল বর্তমান ছিল। মনে হয়, মধ্যযুগে হাদরামাওত ও 'উমানের উপকূলের মাঝখানে অবস্থিত মাহরা-র অধিবাসিগণও ইবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এই দেশের লোকেরা ৩য় হিজরী শতকের শুরুর দিকে 'উমানের ইমামকে কর দিত। সাবেক তালিবু'ল-হাক্ক ইমামাতের এলাকার বাহিরেও সকোত্রা দ্বীপে ইবাদ'ীরা বাস করিত, সেখানকার অধিবাসিগণ মাহরার লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আল-হামদানীর মতে এই দ্বীপে কিছু সংখ্যক আশ-শূরাত (এই লেখক ইবাদীগণকে এই নামেই উল্লেখ করিয়াছেন) ছিল, তাহারা সুন্নীদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল (দক্ষিণ 'আরবের ইবাদীগণের ইতিহাস সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. T. Lewicki, Les Ibadites dans l' Arabie du Sud au moyen age, in Folia Orientalia, i, 1959, 3-18)।

(ছ) 'উমান ঃ 'আরবের আর যে একটি অঞ্চলে ইবাদীরা সক্রিয় ছিল, তাহা হইল 'উমান। এই দেশের ইবাদ'ীগণের উদ্ভব সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। এখানকার ইবাদ'ীগণের পূর্ব ইতিহাস সম্ভবত আবূ বিলাল-এর ইবাদী-পূর্ব খারিজী দলের কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রকৃত ঘটনা হিসাবেই জানা যায় যে, ১ম/৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে 'উমানের লোকেরা এই খারিজী নেতার গভীর অনুরাগী ছিল। তদুপরি ৭৩ হিজরী সাল পর্যন্ত কিছু কালের জন্য 'উমান 'আরবে গঠিত একটি ইমামাতের অধীনে ছিল, যাহা গঠন করিয়াছিল নাজাদাত-এর খারিজী দল। ১ম/৭ম শতকের শেষভাগ হইতে 'উমানের অধিবাসিগণের খারিজীবাদ পুরাপুরি ইবাদী বৈশিষ্ট্য লাভ করে— সম্ভবত জাবির ইব্ন যায়দ-এর কর্মতৎপরতার ফলে ও বসরা হইতে আগত ইবাদী বিদ্বান ব্যক্তিগণের প্রভাবের ফলে। এই সফল পণ্ডিত ব্যক্তি আল-হাজ্জাজ কর্তৃক বহিষ্কৃত হইয়া সেখানে গিয়াছিলেন।

আধুনিক ইবাদ'ী পণ্ডিত আতফিয়্যাশ যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'উমানের ইবাদীয়্যার ইতিহাস তাবি'ঈগণের আমল হইতে শুরু হইয়াছে, কিন্তু ইবাদী মতবাদের যথার্থ প্রচার শুরু হয় ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এবং তাহা সম্ভবত সেই সময়ে আবূ 'উবায়দা সেখানে যে হ'ামালাতু'ল-ইল্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন উহার ফলে। এই সকল প্রচারককে সাহায্য করিয়াছিলেন 'উমানের একজন খ্যাতনামা ফাকীহ, নাম খিয়ার ইব্ন সালিম আত-তা'ঈ এবং দেশের অপর একজন বিদ্বান ব্যক্তি, নাম মূসা ইব্ন আবী জাবির আল-আযকানী। এই প্রচারকার্যের ফলে ১৩২/৭৫০ সালে 'উমানে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রদান করেন দেশের সাবেক রাজপুত্রগণের জনৈক বংশধর, আল-জুলানদা ইব্ন মা'উদ (আল-বারূরাদী তাঁহার নাম আল-কুলান্দ ইব্নু'ল-জুলান্দ উল্লেখ করিয়াছেন), তিনি তাহাদের ইমাম নির্বাচিত হন। এই ইবাদী ইমামাত হাদরামাওতে ও য়ামানে সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু ইহা খুবই স্বল্পস্থায়ী হয় এবং ১৩৪/৭৫২ সালে একটি 'আব্বাসী অভিযানের ফলে শেষ হইয়া যায়। সেই অভিযানের সেনাপতি ছিলেন খাযিম ইব্ন খুযায়মা, ইমামও এক যুদ্ধে নিহত হন। এই পরাজয়ের ফলে 'উমানের ইবাদিয়্যাগণ যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও খলীফা আস-সাফ্ফাহ কর্তৃক নিযুক্ত এই দেশের 'আববাসী গভর্নর ইবাদী মতবাদের প্রতি যথেষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে, এখানে আবূ 'উবায়দার উত্তরাধিকারী আর-রাবী' ইব্ন হাবীব কর্তৃক নূতন হ'ামালাতু'ল-'ইল্ম (বিশেষ করিয়া বিখ্যাত আল-বাশীর ইব্নু'ল-মুনযির) প্রেরণের ফলে এবং মূসা ইব্ন আবী জাবির-এর কর্মতৎপরতার ফলে 'উমানে পুনরায় ইবাদী উত্থান হয় এবং তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড আবার শুরু হয়। এই নূতন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয় নাযওয়া শহর এবং সেইখানেই ১৭৭/৭৯৩ সালে মূসা ইব্ন আবী জাবির আল-আযকানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কাউন্সিল সভায় 'উমানের ইমামরূপে মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আফ্ফান (ইনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী 'আফ্ফান বা মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী 'আফ্ফান নামেও পরিচিত)-কে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি ছিলেন বানূ য়াহমাদ-এর আযদী গোত্রের লোক। মনে হয়, তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-ওয়ারিছ ইব্ন কা'ব আল-খারূসীর শাসনামলে (১৭৮-৯২/৭৯৫-৮০৮) বসরার মাশায়িখ 'উমানে স্থানান্তরিত হন এবং তখন উহাই ইবাদীগণের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে

পরিণত হয়। ইবাদিয়্যা ইতিহাসে 'উমানের যে বিশেষ দান তাহা এই প্রবাদটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিধৃত হইয়াছেঃ বাদা'ল-'ইল্ম বি'ল-মাদীনা ওয়া-ফাররাখা বি'ল-বাসরা ওয়াতারা ইলা 'উমান (জ্ঞানের ডিম্ব প্রসব করে মদীনাতে, তা দেওয়া হয় বসরাতে এবং তাহা উড়িয়া 'উমানে যায়; দ্র. আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৩)।

এখানে আরও একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, আল-ওয়ারিছ ইব্ন কা'ব আল-খারূসী ও ২য়/৮ম শতাব্দীতে হাদরামাওতের ইবাদী ইমাম আল-ওয়ারিছ ইব্ন কা'ব আল-হাদরামী যে অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাহা বলা সম্ভব। 'উমানের অন্যান্য ইবাদী ইমামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গাস্সান ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-য়াহমাদী আল-আযদী (মৃ. ২০৭-৮২২-৩), 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন হামিদ (তিনি ১৮ বৎসরকাল শাসন করেন) ও আল-মুহান্না' ইব্ন জা'ফার (২২৬-৩৭/ ৮৪১-৫২)। শেষোক্ত জনের শাসনামলে হাদরামাওত 'উমান রাজ্যের অংশ ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী আস-সাল্ত ইব্ন মালিক ২৭৩/৮৮৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এই সময়কার অপর একজন ইবাদী ইমামের কথা জানা যায়ঃ রাশীদ ইব্নু'ন-নাদ্র, ইনি আস-সাল্ত ইব্ন মালিক-এর ঠিক পরেই শাসন করেন। এই সময় হইতেই ইবাদীগণের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব (নিযারী ও হিনাবী গোত্রীয়গণের মধ্যকার যুদ্ধ) দেখা দেয়।

৩য়/৯ম শতাব্দীতে উমানের কোন কোন ইবাদী নেতা ওয়ালী (গভর্নর) উপাধি বা মুতাকাদ্দিম (প্রধান) উপাধি গ্রহণ করেন। কেননা এই আমলে রুস্তামীগণই সর্বসম্মতভাবে ইবাদীগণের ইমাম বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। যাহা হউক, 'উমানের এই ইবাদী শাসকগণ দেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, মাগ'রিবের ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন না। 'উমান কয়েকটি জেলাতে বিভক্ত ছিল; প্রতিটি জেলার দায়িত্বে ছিলেন একজন করিয়া গভর্নর। ইমামগণ বা মুতাকাদ্দমগণ নাযওয়া-তে বাস করিতেন।

২৮০/৮৯৩ সালে 'আব্বাসী সেনাপতি মুহাম্মাদ ইব্ন নূর-এর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধে জয়লাভের পর 'আব্বাসীগণ পুনরায় 'উমান জয় করেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে সেনাপতি নূর নিহত হন। 'উমান যে 'আব্বাসী খিলাফাতের উপরে নির্ভরশীল ছিল তাহা বাহ্যিক মাত্র, প্রকৃতপক্ষে সেখানে ইবাদী ইমামাতই বিনা বাধায় চলিতে থাকে। ইবাদী তথ্যসূত্র হইতে জানা যায় যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে কয়েকজন ইবাদী ইমামের শাসনের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। সেই শতাব্দীর প্রথম দিকে 'উমানের ইমামগণ মাহ্রা দেশটির উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'উমানের ইবাদীগণের পরবর্তী ইতিহাসের জন্য এই অধ্যায়ের শেষে যে সকল গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি দেখা যাইতে পারে। এই বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, উপরে উল্লিখিত ঘটনাক্রমগুলি সবই একেবারে সঠিক না হইতে পারে এবং এই প্রবন্ধের তথ্যাবলীর সঙ্গে বর্তমান লেখকের ইতঃপূর্বে লিখিত গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাবলীরও কিছু কিছু গরমিল লক্ষিত হইবে।

মধ্যযুগে 'উমানে ইবাদী জনসংখ্যা কিরূপ হইয়াছিল সে বিষয়ে খুব অল্পই জানিতে পারা যায়। দেশটির ইতিহাস (যেমন সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, কাশফু'ল-গুম্মা ইত্যাদি) হইতে এইরূপ মত প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, 'উমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী দল বাস করিত সুহার ও তাওওয়াম (বর্তমানে আত-তাওওয়াম বা আল-বেরেইমা) শহরের মাঝে একটি কাল্পনিক রেখা টানিলে উহার দক্ষিণে। ইবাদীরা, বিশেষ করিয়া আল-বাতিনা জেলাতে এবং রুস্তাক-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বাস করিত, তথ্যসূত্রে উল্লিখিত অঞ্চল ও জেলাসমূহ সেখানেই অবস্থিত। এই স্থানগুলির মধ্যে ছিলঃ 'উমানের সাবেক ইবাদী রাজধানী নাযওয়া ও উহার শহরতলী এলাকা, 'আক্র নাযওয়া ও সামাদ নাযওয়া, পরে আযকা, বাহলা, ফারুক (ইহা জাবির ইব্ন যায়দ-এর বাসভূমি), মান্হ, ফাল্জ, নাখ্ল, সামা'ইল, আল-হাজার ও নাখ্ল-এর বিপরীত উপকূলে অবস্থিত ওয়াদাম শহর, উমানের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মাসকাত, কারয়াত, তায়ওয়া ও কালহাত-এ এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে যেমন খারূস ও রিয়ামে যথেষ্ট সংখ্যক ইবাদী বাস করিত। 'উমানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের বিষয়ে প্রায় কিছুই জানা যায় না। মনে হয় যেন ইবাদিয়্যাগণের মূল অংশটা খরূস জেলা ও রিয়াম জেলার সীমান্তের দক্ষিণে বেশী দূরে যায় নাই। উত্তর 'উমানের প্রধানত আস-সির্র অঞ্চল ও জুলফার (বা জুল্লাফার) শহর সম্বন্ধে তথ্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সেখানে ইবাদীগণ বাস করিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইবাদীদের অধিকৃত ও বসবাসের যে এলাকা, তাহার পরিমাণ খোদ 'উমান অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ ছিল, বিশেষ করিয়া ৩য়/৯ম শতাব্দীতে ইবাদীগণের গৌরবময় আমলে অবস্থা সেইরূপ ছিল। বর্তমানে 'উমানী গোত্রের গাফিরী ও হিনা-র প্রধান প্রধান বিচ্ছিন্ন অংশের লোকেরা ইবাদী মতাবলম্বী [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৭৮, ৯৩ ও স্থা.; (২) আল-দারজীনী, কিতাব তাবাকাতি'ল-মাশায়িখ, পাণ্ডু, নং ২৭৫, Cracow collection, f. 14v-15r; (৩) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৭০; (৪) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ১৭৪, ২১৯, ২৭৭, ৬৬৭, ৬৭৬, ৬৭৭ ও স্থা.; (৫) Masqueray, op. cit., 136-43; (৬) আস-সালিমী, তুহফাতু'ল-আ'য়ান বি-সিরাত আহ্ল 'উমান, ১-২খ, কায়রো ১৩৪৭ হি., স্থা.; (৭) আত-তাবারী, ৩খ, পৃ. ৭৮, ৮১, ৪৮৪, ৫০১; (৮) সালীল ইব্ন রাযীক, History of the Imams and Seyyids of Oman..., অনু. G. P. Badger, London 1871, স্থা.; (৯) E. Sachau, Uber eine arabische Chronik aus Zanzibar, in MSOS, i, 1-19; (১০) C. Huart, Histoire des Arabes, ii, Paris 1913, 257-82; (১১) L. Massignon, Annuaire du monde musulman², 58-60; (১২) H. Klein, Kapitel xxxiii, der anonymen arabischen Chronik Kasf al-Gumma al-Gami li-ahbar al-umma betitelt Ahbar ahl-Oman min auwal islamihim ila' htilaf Kalimatihim...(theris), Hamburg 1938; (১৩) L. Veccia Vaglieri, L'Imamato Ibadita dell Oman, in AIUON, n. s. iii, 1949, 245-82; (১৪) T. Lewicki, Les Ibadites dans l'Arabie du Sud, passim, সুন্নী 'আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণের লেখাতেও 'উমানের ইবাদীগণের বিষয়ে তথ্যাবলী পাওয়া যাইবে]।

(জ) পূর্ব আফ্রিকা ঃ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে (মধ্যযুগের 'আরব লেখকগণ এই অঞ্চলকে বলিতেন বিলাদু'ল-যান্জ) ইবাদীবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে তথ্যাবলী পাওয়া যায় না। সেখানে প্রথম ইবাদীবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সম্ভবত 'উমানের সওদাগরগণ, সেই প্রচার ৩য়/৯ম শতকে শুরু হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের পূর্ব আফ্রিকার ইবাদী শায়খগণের মধ্যে পণ্ডিত আল-ওয়ালীদ ইব্ন বারিক আল-কিলবী

আল-ইবাদীর নাম জানা যায়, তিনি কিলওয়া শহরের অধিবাসী ছিলেন। বিলাদু'ল-যানজ-এ ইবাদী মতাবলম্বী গড়িয়া উঠে ১১-১২শ/১৭-১৮শ শতাব্দীতে, তখন পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের প্রধান প্রধান অংশের সঙ্গে 'উমানের যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে পূর্ব আফ্রিকার অধিকাংশ যানযিবারে বাস করে [দ্র. (১) সালীল ইব্ন রাযীক, পূ. গ্র., পৃ. ৯২, ২০৫; (২) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৭১]।

(ঝ) কিশ্ম ঃ এই দ্বীপটি কিরমানের নিকটে রাস মাসনাদাম-এর বিপরীতে অবস্থিত, মধ্যযুগের 'আরব লেখকগণ ইহাকে জাযীরাত ইব্ন কাওয়ান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসিগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী পর্যন্ত ইবাদী মতাবলম্বী ছিল (দ্র. আল-ইদরীসী, অনু. Jaubert, i, 158)।

(ঞ) পারস্য ঃ ২য়/৮ম শতাব্দীর শুরু হইতেই খুরাসানে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের একটি ইবাদী দল ছিল, আবূ 'উবায়দা সেখানে যে হামালাতু'ল-'ইল্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার ফলে। বিশেষ করিয়া এখানকার প্রথম ইবাদী প্রচারক হিলাল ইব্ন 'আতিয়্যা আল-খুরাসানীর কর্মতৎপরতার ফলে সেই দলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। খুরাসানের স্থানীয় অন্যান্য ইবাদী পণ্ডিতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন, বিশেষ করিয়া আবূ গানিম বিশ্র ইব্ন গানিম আল-খুরাসানী (৩য়/৯ম শতক), তিনি ছিলেন আল-মুদাওওয়ানা নামে পরিচিত বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। ২য়/৮ম শতকের শুরুর দিকে ফারস প্রদেশেও কিছু কিছু ইবাদী ছিল। আল-মাস'ঊদী পারস্যে হামযিয়্যাগণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, উহারা ইবাদী মতবাদী হ'ামযা আল-কূফী (নিম্নে দ্র.)-র অনুসারী ছিল কিনা অথবা 'আজারিদাগণের একটি উপগোত্র ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৭, ৮৮, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১১৯; (২) সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যা, পৃ. ৬৬৭; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫, ১৮৬; (৪) আল-মাস'ঊদী, পূ. গ্র., ৫খ, পৃ. ২৩০-১; (৫) আশ-শাহরাস্তানী, অনু. Haarbrucker, i, 144-5; (৬) A. de C. Motylinski, Le nom berbere de Dieu chez les abadhites, in Rafr., 1905, 146]।

(ট) ভারত উপমহাদেশ ও চীন ঃ 'উমানের ইবাদী ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথম হইতেই এই দেশের ইমামগণের সেনাবাহিনীতে হিন্দের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সৈন্যরা ছিল। সম্ভবত সেই সৈন্যদের মাধ্যমে এবং 'উমান, পারস্য ও জাযীরাত ইব্ন কাওয়ানের সওদাগরগণের মাধ্যমে সিন্ধুতে ইবাদী মতবাদ অনুপ্রবেশ করে। 'উমানের ইমাম রাশিদ ইব্ন সা'ঈদ-এর শাসনামলে সিন্ধুর রাজধানী আল-মানসূরা-তে ৪৪৫/১০৫৩ সালে তখনও কিছু কিছু ইবাদী বর্তমান ছিল, ইমাম সে সময়ে তাহাদের নিকটে একটি সিরাহ (চিঠি) পাঠাইয়াছিলেন। তবে সেখানে তাহারা কোনরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। আল-মাস'ঊদী কিরমান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলে ৪র্থ/১০ম শতকে যে খারিজীদের অস্তিত্বের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা এবং এই ইবাদীরা অভিন্ন হইতে পারে। চীনে যে সকল মুসলিম বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক ইবাদী থাকা সম্ভব। কেননা ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইবাদী প্রধান এলাকা হইতে গিয়াছিল, যেমন 'উমান, হাদরামাওত ইত্যাদি। ইবাদী মতবাদী গ্রন্থসমূহে 'উমান ও বসরায় দুইজন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত রহিয়াছে যাঁহারা সওদাগরও ছিলেন, আবার ইবাদী সৈনিকও ছিলেন, আবূ 'উবায়দা 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-কাসিম আস-সাগীর ও আন-নাজার ইব্ন মায়মূন। তাঁহারা ২য়/৮ম শতকে চীনে গিয়াছিলেন [দ্র. (১) আল-মাস'ঊদী, পূ. গ্র., ৫খ, পৃ. ২৩১; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৩; (৩) সালীল ইব্ন রাযীক, পূ. গ্র., পৃ. ৩৫; (৪) Lewicki, Les Premiers commercants arabes en Chine, in RO, xi, 173-86]।

(ঠ) মিসর ঃ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে ইবাদী মতবাদ মিসরে বিস্তার লাভ করে, স্বল্পকালের মধ্যে বসরা ও মদীনাসহ সেই দেশ ইবাদীর বিদ্যা চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইবাদী গ্রন্থসমূহে এমন কয়েকজন পণ্ডিতের নাম লেখা রহিয়াছে যাঁহারা মিসরের অধিবাসী ছিলেন, যেমন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্বাদ [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১২২; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৬]।

(ড) ইফরীকিয়্যা ও মাগরিব ঃ উত্তর আফ্রিকার ইবাদী দলসমূহ কিছু সময়ের জন্য এই গোত্রর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে সর্বপ্রথম ইবাদী মতবাদ প্রচার করেন সালামা ইব্ন সা'ঈদ (সালমা ইব্ন সা'দ) নামক বসরার জনৈক শায়খ। তিনি ২য়/৮ম শতকের শুরুতে কায়রাওয়ানে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সুফরী প্রচারক 'ইকরিমা নামক ইব্ন 'আব্বাস (মৃ. ১০৭/৭২৫-৬)-এর একজন মাওলা [তু. (১) Masqueray, op. cit. 3-4; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৯৮; (৩) আদ-দারজীনী পূ. গ্র., পত্রক ৪]। সালামার কর্মতৎপরতা যথেষ্ট সফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কেননা বৎসর বিশেক পরে ত্রিপোলিতানিয়াতে যথেষ্ট সংখ্য ইবাদী দেখা যায়, তাহাদের নেতা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ আত-তু'জীবী। এই নেতা প্রথমে হাওওয়ারা (দ্র.)-র বারবার গোত্রীয় লোকদের মধ্য হইতে সমর্থক সংগ্রহ করিতেন, মধ্যযুগে হাওওয়ারার অন্তর্ভুক্ত ত্রিপোলী ও উহার পূর্বে অবস্থিত একেবারে তা'উরগা-র সেবখা পর্যন্ত।

কর্তৃত্ব অতঃপর দুইজন ইবাদী প্রধানের উপরে ন্যস্ত হয়, তাঁহাদের নাম 'আবদু'ল-জাব্বার ইব্ন কায়স আল-মুরাদী ও হারিছ ইব্ন তালিদ আল-হাদরামী। এই দুই নেতাও হাওওয়ারার উপরে নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁহাদের আমলে বর্তমান ত্রিপোলীতানিয়ার বাদবাকী অংশও ইবাদীগণের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই সময়ে যে সকল বারবার গোত্র ইবাদীবাদ গ্রহণ করে তন্মধ্যে ছিল ত্রিপোলিতানিয়ার যানাতা ও নাফ্সা। শেষোক্তগণ ত্রিপোলিতানিয়ার জেবেল-এর যে অংশে বাস করিত তাহা এখনও তাহাদের নাম বহন করিতেছে। আল-হারিছকে ইমামু'ল-আহ'কাম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তবে আল-হারিছ ও 'আবদু'ল-জাব্বার সম্ভবত একযোগেই শাসন করিতেছিলেন [দ্র. (১) ইব্ন 'আবদি'ল-হ'াকাম, ফুতূহ মিস্র, ed. Torrey, 244; (২) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৭০; (৩) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ১৭৫, ৫৯৭; (৪) T. Lewicki, La repatition geographique des groupements ibadites dans l. Afrique du Nord au moyen-age, in RO, xxi, 1957, 308; (৫) ইব্ন খালদূন, Histoire des Berberes, tr. de Slane, i, 219]।

আল-হারিছ ও 'আবদু'ল-জাব্বার ১৩১/৭৪৮-৯ (বা ১৩২/৭৪৯-৫০) সালে একে অপরকে হত্যা করেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে ইসমা'ঈল ইব্ন যিয়াদ আন-নাফূসী (আবু'ল-যাজিব ইসমা'ঈল নামেও পরিচিত)

ত্রিপোলিতানিয়ার বারবার গোত্রসমূহ দ্বারা নেতা নির্বাচিত হন। তাঁহার উপাধি হয় ইমামু'দ-দিফা' (প্রতিরক্ষার ইমাম)। 'আব্বাসীগণ যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন, সে সময়ে তিনি কাবিস (গাবেস) শহর ১৩২ হি. সনে অধিকার করেন, কিন্তু কায়রাওয়ানের 'আরব গভর্নর 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন হাবীব-এর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া এই শহরের নিকটেই তিনি নিহত হন। নেতা নির্বাচিত হইবার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় [দ্র. T. L Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines. Part I, Warsaw 1957, 23, lilens 1-2 and 127-8]।

সম্ভবত এই সময়েই ইবাদী (বারবার গোত্র-উদ্ভূত) 'উমার ইব্‌ন ঈমকাতেন-এর আবির্ভাব ঘটে। প্রাথমিক ইবাদী ইতিহাস অনুসারে তিনিই সর্বপ্রথম জাবাল নাফূসাতে কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি নিজে শিখিয়াছিলেন মাগমাদাস এলাকায় [সুপ্রাচীন Macomades Syrtis ও আধুনিক মারসা যা'আফরান; দ্র. (১) আশ শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৪২; (২) Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines. 55] যে বড় উপকূলীয় সড়ক মাগরিব ও প্রাচ্য দেশসমূহকে যুক্ত করিয়াছে উহার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে।

ইসমা'ঈল ইব্‌ন যিয়াদ আন-নাফূসীর মৃত্যুর পরে ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু দেশের লোকেরা ইবাদীই থাকিয়া যায়। ত্রিপোলিতানিয়া হইতে অথবা দক্ষিণ তিউনিসিয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হইতেই ১৪০/৭৬০ সালে কয়েকজন বারবার বসরাতে গিয়া সেখানকার ইবাদী মাশায়িখ-এর সভাপতি আবূ 'উবায়দা আত-তামীমীর নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিগণই পরে ত্রিপোলিতানিয়াতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে ইবাদীবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইব্‌ন মাগতীর (বা ইব্‌ন মুগতীর) নামক জনৈক নাফূসী। তিনি ১৯৬ হি. সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন [দ্র. (১) Strothman, Berber und Ibaditen. in Isl., xvii, 266; (২) Lewicki, Etudes berberes nord-africaines, 93, 95]। একজনের নাম ছিল 'আসিম আস-সাদরাতী, পরবর্তী কালের আল-মাগরিবের ইবাদী সেনাপতিগণের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায় (মৃ. ১৫৫/৭৭২, দ্র. Lewicki op. cit., 77)। একজনের নাম ছিল আবূ দাঊদ আল-কিবিল্লী, ইনি দক্ষিণ তিউনিসিয়ার নাফযাওয়া-র অধিবাসী ছিলেন এবং আরেকজনের নাম ছিল ইসমা'ঈল ইব্‌ন দাররার আল-গাদামিসী। শেষোক্ত জন 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন রুস্তাম নামক একজন পারস্যবাসী, ইনি আদিতে কায়রাওয়ানে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ 'আরব অঞ্চলের একজন 'আরব, নাম আবু'ল-খাত্তাব 'আবদু'ল-আ'লা আস-সাম্‌হ আল-মা'আফিরী আল-হিময়ারী (ইনি আল-মা'আফিরা গোত্রের একজন মাওলা ছিলেন, দ্র. বায়ান, ১খ, পৃ. ৩১৭)-এর সহিত মিলিত হইয়া, আবূ 'উবায়দ যেরূপ 'উমান ও খুরাসানে প্রচারক দল প্রেরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ একটি প্রচারক দল (হ'ামালাতু'ল-'ইল্‌ম) গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আবূ 'উবায়দার নিকট হইতে ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদীগণকে লইয়া একটি ইমামাত গঠন করিবার আদেশ লাভ করেন এবং তাঁহার স্বভাবসুলভ পূর্বজ্ঞান দ্বারা 'আবু'ল-খাত্ত'াবকে ভবিষ্যত ইমামরূপে অনুমোদন প্রদান করেন। হ'ামালাতু'ল-'ইল্‌ম-এর কর্মতৎপরতা খুবই সফল হয়। ১৪০ হিজরীতে ত্রিপোলিতানিয়ার বিশিষ্ট ইবাদীগণ ত্রিপোলীর নিকটবর্তী সায়্যাদ-এ অনুষ্ঠিত এক গোপন সভায় মিলিত হন এবং আবু'ল-খাত্তাবকে ইমাম নির্বাচিত করেন। হাওওয়ারা, নাফূসা ও অন্যান্য স্থানের ইবাদী বারবার গোত্রীয় লোকেরা নূতন ইমামের নেতৃত্বে সমগ্র ত্রিপোলিতানিয়া এবং সেই সঙ্গে ত্রিপোলী শহর দখল করিয়া নেয়, এই শহরই হয় ইমামের বাসভবন। অতঃপর তাহারা সাফার ১৪১/জুন-জুলাই ৭৫৮ সালে ইফরীকিয়্যার 'আরব রাজধানী আল-কায়রাওয়ান অধিকার করে, সেই শহর তখন ওয়ারফাজ্জুমা-র বারবার গোত্রীয় সুফরীদের দখলে ছিল। আবু'ল-খাত্তাবের এই সকল সাফল্যের ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বারকার পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া সমগ্র ত্রিপোলিতেনিয়া, তিউনিসিয়া ও বর্তমান আলজিরিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চল, সেই সঙ্গে কনস্ট্যান্টাইন- এর উত্তরে অবস্থিত কোতামা অঞ্চল। এইরূপও অনুমিত হয় যে, আবু'ল-খাত্তাবের কিছুটা প্রভাব সিজিলমাসার সুফরীদের উপরও বিস্তৃত হইয়াছিল [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 34; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৩০ ও স্থা.; (৩) আল-বাক্‌রী, কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. de Slane, 149, অনু. 285-6; (৪) ইব্‌ন খালদূন, পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ৩৭৫; (৫) H. Fournel, Les Berbers, Paris 1875-81, i, 357; (৬) Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, 112-4]।

আবু'ল-খাত্ত'াবের ইমামাত বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ত্রিপোলীর পূর্বে তাওয়ারগা (বা তাউরগা)-তে সংঘটিত এক যুদ্ধের পরে মিসরের গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্‌নু'ল-আশ্'আছ আল-খুযা'ঈর নেতৃত্বে পরিচালিত 'আব্বাসী বাহিনী ১৪৪/৭৬১ সালে উহা ধ্বংস করিয়া দেয়। আবু'ল-খাত্ত'াব ও তাঁহার কয়েক হাযার সমর্থক যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর ইব্‌নু'ল-আশ'আছ পুনরায় আল-কায়রাওয়ান দখল করেন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 37-8; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৩২; (৩) আল-বাক্‌রী, পূ. গ্র., মূল পাঠ ৭, অনু. ২২; (৪) ইব্‌ন খালদূন, পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ২২০, ৩৭৪-৫; (৫) Fournel, op. cit., i., 358-60; (৬) Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, 113-4]।

ইবাদীগণের বাকী অংশ হয় ত্রিপোলিতানিয়ার অভ্যন্তর ভাগে গিয়া আশ্রয় নিয়াছিল অথবা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মধ্যমাগরিব অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেখানে 'আব্বাসীগণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নূতন নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এইভাবেই 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন রুস্তাম যিনি পূর্বে কায়রাওয়ানের ইবাদী গভর্নর ছিলেন এবং অন্যতম হ'ামালাতু'ল-'ইল্‌ম ছিলেন, তিনি ইফরীকিয়্যা পুনর্দখলকারী 'আরব সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন করিয়া বিলাদু'ল-জারীদের পশ্চিমে অবস্থিত সূফ আজ্জাজ, যেখানে ত্রিপোলিতানিয়া হইতে আগত কিছু সংখ্যক ইবাদী সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইয়া আধুনিক আলজিরিয়ার পশ্চিম দিকে গমন করেন, সেখানে তাহেরত শহরটির প্রতিষ্ঠা (বা পুনর্নির্মাণ) করেন। কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকটি ইবাদী গোত্রের বিচ্ছিন্ন অংশ (অধিকাংশই সম্ভবত ইফরীকিয়্যা হইতে আগত মুহাজির), যেমন লামায়াগণ, লাওয়াতাগণ ও নাফযাওয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে সমর্থন দান করে। 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন রুস্তাম যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কেননা আবু'ল-খাত্ত'াবের মৃত্যুর পরে ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী নেতা হাওওয়ারী আবূ হাতিম আল-মালযূযী কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহাকে যাকাত প্রদান করিতেন এবং তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিতেন। এই দুইজন নেতা ছাড়াও এই সময়ে উত্তর আফ্রিকাতে আরও অন্যান্য নেতা ছিলেন, যেমন

'আসিম আস-সাদরাতী, যাঁহাকে ইবাদী লেখকগণ এমনকি ইমাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আল-মিসওয়ার আল-বানাতীও [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 40-2; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., ১৩৩, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১; (৩) আল-বাক্রী, পূ. গ্র., মূল পাঠ ৬৮, অনু. ১৪০; (৪) ইব্ন খালদূন পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ২২০-২২১, ৩৭৫, ৩৮০; (৫) Fournel, op. cit., i, 37-1]।

এই সকল বিভিন্ন নেতার কর্মতৎপরতার ফলে ১৫১/৭৬৮ সালে উত্তর আফ্রিকাতে বিদ্রোহ দেখা দেয়, সুফরীগণও তাহাতে যোগদান করে। সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন আবূ হাতিম, তিনি ইমামু'দ-দিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। 'আরবী তথ্য সূত্রসমূহ হইতে এই বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ঃ ইহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ঘটনা হইতেছে আবূ হাতিম কর্তৃক আল-কায়রাওয়ান দখল। তিনি 'আরবদের নিকট হইতে সেই শহর অধিকার করেন, অতঃপর তিনি যাব-এর অন্তর্গত তুবনা অবরোধ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে। অতঃপর আবূ হাতিম, 'আব্বাসী সেনাপতি য়াযীদ ইব্ন হাতিম ত্রিপোলীতানিয়ার পূর্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সেই বাহিনীর নিকট পরাজিত হন, ১৫৫ হিজরীতে তিনি মারা যান [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 41-9; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৫-৮; (৩) ইব্ন খালদূন, পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ২২১-৩, ৩৭৯-৮৫; (৪) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৭৩; (৫) Fournel, op. cit., i, 364-80]।

আবূ হাতিম-এর পরাজয়ের পরে এবং ত্রিপোলিতানিয়াতে ইবাদী ইমামাতের অবসান ঘটিলে তখন ত্রিপোলিতানিয়া ও তিউনিসিয়ার বিচ্ছিন্ন বারবার ইবাদীগণ পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। সম্ভবত এই অভিযানের অংশ হিসাবেই ইফরীকিয়্যা হইতে কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন খারিজী ১৫৬ হি. সনে সীমান্ত পার হইয়া কিতামাগণের দেশে গিয়া আশ্রয় নেয়; ইব্ন খালদূন-এর বিবরণ হইতে ইহা জানা যায়। এই মুহাজিরগণ সম্ভবত 'আবুদ'র-রাহমান ইব্ন রুস্তাম-এর সঙ্গে যোগদান করেন, তখন হইতে উত্তর আফ্রিকাতে ইবাদী তৎপরতার সদর দফতর হয় তাহেরত শহর। 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন রুস্তাম ১৬০ বা ১৬২ হি.-তে ইমাম নির্বাচিত হন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., i, 49, ff.; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৮ প.; (৩) A. de C. Motilinski, Chnonique d'Ibn Saghir, 63-4]।

অতঃপর তাহেরতের ইমামগণকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। 'আবদু'র-রাহমান (১৬৮-২০৮/৭৮৪-৮২৩ সাল) ও আল-আল্লাহ্ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব (২০৮-৫৮?/৮২৩-৭২?)-এর আমলে মাগরিবে ইবাদীবাদ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। 'আবদু'ল-ওয়াহহাব অনেক যুদ্ধের পরে ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে উত্তর আফ্রিকার সকল বারবার গোত্রকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিতে সক্ষম হন। এইরূপও মনে হয় যে, তিনি মূল ইফরীকিয়্যা প্রায় জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাস্তবিক ধারণা হয় যে, নাফযাওয়া গোত্র হইতে উদ্ভূত নুসায়র ইব্ন সালিহ আল-ইবাদীর যে বিদ্রোহ ইফরীকিয়্যাতে ১৭১/৭৮৭-৮ সালে ঘটিয়াছিল এবং উহার ফলে যে ১০,০০০ (হাযার) ইবাদী নিহত হইয়াছিল [দ্র. (১) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, পৃ. ৮২; (২) ইব্ন খালদূন, পূ. গ্র., ১খ., পৃ. ২২৪; (৩) Fournel, op. cit., i, 384] উহার উদ্দেশ্য ছিল এই দেশটিকে তাহেরত্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। সম্ভবত এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার কারণেই তাহেরত্-এর ইমাম 'আব্বাসী খলীফার প্রতিনিধি, আল-কায়রাওয়ানের 'আরব গভর্নর রাওহ ইব্ন হাতিম-এর সহিত শান্তি চুক্তি করিতে বাধ্য হন। বস্তুত তাহেরত্ ও আল-কায়রাওয়ানের মধ্যকার সন্ধির কথাবার্তা ১৭১ হি. আফ্রিকার ইবাদীগণের বিপর্যয়ের সেই একই বৎসর শুরু হয় (দ্র. Fournel, op. cit., i, 387)।

এই সকল পারস্পরিক আলোচনার ফলে উত্তর আফ্রিকাতে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়। আল-কায়রাওয়ানের গভর্নরগণ ও আগলাবী আমীরগণ বারবার ইবাদী গোত্রগুলিকে খুব বেশী বিরক্ত করিতেন না, ইতঃপূর্বে উহারা প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল যাবত শাসিত হইয়াছিল। ইব্নু'স-সাগীরের মতে (পৃ. ১৭, অনু. পৃ. ৭৩) এই সময়ে তাহেরতের ইমামাতের সীমানার মধ্যে ছিল তেলেমসেন (বা তেল্মসেন) ও ত্রিপোলীর মধ্যবর্তী সকল দেশ। পশ্চিম দিকে রুস্তামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহেরত-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ ও সেরসূ অঞ্চল, সেখানে লামায়া, সাদারাতা, মাযাতা, লাওয়াতা, হাওওয়ারা, নাফূসা, যাওয়াগা, মাতমাতা, মিকনাসা, আযদাজা ও গুমারা, বার্বার গোত্রসমূহের ইবাদিয়্যাগণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। এই সকল গোত্রের অধিকাংশ লোক ৩য়/৯ম শতকের শেষভাগে এবং ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমভাগে ইবাদীবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিমে তাহেরত্ রাষ্ট্রের সীমানা পৌঁছিয়াছিল ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত মারসা ফাররূখ ও মারসা'ল-খারায পর্যন্ত (আরযেও ও মোসতাগানেমের মধ্যবর্তী স্থান, বর্তমান নাম লা কাল্লে) বা মারসা'ল-দাজাজের নিকটে (আলজিয়ার্স ও বুগির মধ্যবর্তী স্থান)। দক্ষিণে রুস্তামী ইমামাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়াদী রীগ ও ওয়ারগলা-র মরূদ্যানসমূহ। হোদনা ও যাবের অংশ ও জাবাল আওরাস লইয়া গঠিত একটি সরু অংশ যেখানে ইবাদীরা বাস করিত। ইহা দ্বারা তাহেরত্ ইমামাতের পশ্চিম অংশকে আধুনিক তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী জেলাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ৩য়/৯ম শতকের শুরুতে ইবাদী রাষ্ট্রের এই পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র দক্ষিণ তিউনিসিয়া অর্থাৎ কাফসা (বা গাফ্সা), আস-সাহিল জেলা (বর্তমান নাম সাহেল), বিলাদু'ল-জারীদ (মধ্যযুগের ইবাদী লেখকগণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন আল-কুসূর বলিয়া) এবং সেই সঙ্গে উহার বিভাগসমূহ, যথা কাসতীলিয়্যা (তোযিউর), কানত্রারা, নাফযাওয়া ও হারছ-নাফাছা, দক্ষিণ-পূর্ব তিউনিসিয়ার পর্বতাঞ্চল ও ত্রিপোলী শহর বাদে সমগ্র ত্রিপোলিতানিয়া। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রুস্তামী ইমামাতের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-ভাগ আগলাবী রাজ্যকে চতুর্দিক হইতেই ঘিরিয়া ছিল। ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত আগলাবী শক্তি ছিল তিউনিসিয়াতে ও উত্তর-পূর্ব আলজিরিয়াতে সীমাবদ্ধ।

২২৪/৮৩৯ সালের আগে আগলাবীগণ রুস্তামী বেষ্টনী ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই বৎসর তাহারা ইবাদী রাজ্যের একটি সরু অংশ দখল করিতে সক্ষম হয়। সেই ভূ-ভাগ তাহেরত-এর সঙ্গে ত্রিপোলিতানিয়াকে যুক্ত করিয়াছিল অর্থাৎ কাফসা, আস-সাহিল ও বিলাদু'ল-জারীদ জেলাসমূহ। আগলাবী সেনাপতি 'ঈসা ইব্ন রায়'আন আল-আযদী উহা জয় করেন। ইব্ন 'ইযারী আমাদেরকে এই তথ্য প্রদান করিয়াছেন, তিনি দক্ষিণ তিউনিসিয়ার বারবারদের ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই, শুধু উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা ছিল লাওয়াতা, যাওয়াগা ও মিকনাসা গোত্রের লোক। কাফসা ও কাসতিলিয়্যাগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে এই গোত্রের লোকেরা ব্যাপকভাবে নিহত হয় এবং ইহার ফলেই দক্ষিণ

তিউনিসিয়াতে রুস্তামী আধিপত্যের অবসান ঘটে, আর মাগ'রিবের ইবাদী রাজ্য দুইটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় [দ্র. (১) A. de C. Motylinski, Chronique d' Ibn Saghir, tr. 74, 78, 102, 122; (২) আল-বাক্রী, পূ. গ্র., মূল পাঠ ৫৫, ৭০, ৭২-৩, ৮১-২, অনু. ১১৭, ১৪৪, ১৪৮, ১৬৪, ১৬৬; (৩) আদ-দারজীনী, পূ. গ্র., পত্রক ১০২v; (৪) আল-বিসয়ানী, তা'লীফ, পাণ্ডু. নং ২৭৭, Cracow সংগ্রহ, ৩৩-৪, ৫৮, ১৪০; (৫) আল-য়া'কূবী, বুলদান, পৃ. ৩৪৬, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৬; (৬) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., ১৫৪, ১৫৯, ১৬১-৫, ১৮১, ১৯৪, ১৯৬, ২০৩, ২১৪, ২৭৫, ৫৯০, ৫৯৬, ৫৯৭; (৭) ইব্ন খুররাদাযবিহ, মূল পাঠ পৃ. ৮৮-৯, অনু., পৃ. ৬৩; (৮) ইব্নু'ল-ফাকীহ, আল-বুলদান, পৃ. ৭৯; (৯) M. Vonderheyden, La Berberie orientale, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., স্থা.; (১০) T. Lewicki, La repartition Geographique des groupements ibadites dans l' Afrique du Nord au moyen-age, in RO, xxi (1957), 301-43; (১১) ঐ লেখক, Les Ibadites en Tunisie au moyen-age, Rome 1959; (১২) ঐ লেখক, Un document ibadite inedit sur l'emigration des Nafusa du gabal, in Folia Orientalia, i/2 (1960), 175-91, ii (1950), 214-6]।

উত্তর আফ্রিকার বাহিরে বসরা ও সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের ইবাদীপন্থী দলসমূহ ইব্ন রুস্তাম-এর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া নেয় এবং "তাঁহার নাম দ্বারা নিজেদের বই ও দলীলাদির তারিখ চিহ্নিত করে" [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 53; (২) A. de C. Motylinski, Chronique d' Ibn Saghir, tr. 65-71]। সম্ভবত এই কারণেই হইবে যে, 'উমানের ইবাদী শাসকগণ কখনও ৩য়/৯ম শতকে ইমাম উপাধির সঙ্গে ওয়ালী (গভর্নর) বা মুতাকাদ্দিম (নেতা) উপাধিও গ্রহণ করিতেন (উপরে দ্র.)]।

৩য় হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে তাহেরত-এর ইমামাত, আন-নুক্কারগণের, খালাফিয়্যাগণের, ইব্ন মাসসালাগণের (ইহারা তাহেরত-এর নিকটই একটি স্বাধীন ইবাদী রাজ্য গঠন করিয়াছিল) ও অন্যদের (নিম্নে দ্র.) রাজনৈতিক বিভেদের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং আগলাবীগণ কর্তৃক সমগ্র দক্ষিণ তিউনিসিয়া বিজয়ে সাফল্য লাভের ফলে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ক্রমেই পতন ও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। ত্রিপোলিতানিয়াতে রুস্তামী প্রভাব সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় ২৮৩/৮৯৬ সালে এই কারণে যে, সেই বৎসর আগলাবী সেনাবাহিনী বিখ্যাত মানূ-র যুদ্ধে (ত্রিপোলী ও কাবিসের মাঝখানে অবস্থিত) শক্তিশালী বার্বার ইবাদী গোত্র নাফূসার সেনাদলকে পরাস্ত করে, আর সেই নাফূসার সেনাদলই ছিল ইফরীকিয়্যাতে রুস্তামী রাজ্যের প্রধান শক্তি [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ২৬৭-৯; (২) আদ-দারজীনী, পূ. গ্র., fol. 31v; (৩) Masqueray, op. cit., 194-202; (৪) Ibn Idhari, op. cit., ১খ, পৃ. ১২৯; (৫) Fournel, op. cit., i, 575; (৬) Vonderheyden, op. cit., 44-5]।

তাহেরত রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ২৯৬/৯০৯ সাল পর্যন্ত কোনক্রমে টিকিয়া থাকে। অতঃপর আবূ 'আবদিল্লাহ আশ-শী'ঈ-এর বাহিনীর নিকটে তাহাদের পতন ঘটে। তিনি আগলাবী, রুস্তামী ও সিজিলমাসার মিদরারী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর শক্তিশালী ফাতি'মী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতি'মী বাহিনী তাহেরত দখল করিয়া লইলে অতঃপর সর্বশেষ রুস্তামী ইমাম আবূ য়ূসুফ য়া'কূব সেখান হইতে সপরিবারে পালায়ন করেন। বিখ্যাত সকল পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তাহেরত হইতে সঙ্গে লইয়া তিনি তাহেরত রাজ্যেরই দক্ষিণ সীমান্তে, ওয়ারগলা মরূদ্যানে অবস্থিত সাদরাতা-তে গিয়া আশ্রয় নেন। সেখানে কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহারা সেই অঞ্চলে ইবাদী ইমামাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিতে থাকেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৩৬৫; (২) Masqueray, op. cit., 251-8; (৩) Fournel, op. cit., ii, 52-95]। কিন্তু পরে সম্ভবত ওয়ারগলা মরূদ্যান অভিমুখে ফাতি'মী বাহিনী একটি অভিযান পরিচালনা করিলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিত্যক্ত হয় (দ্র. Masqueray, op. cit., 220-3)। তাহা ছাড়া ইতোমধ্যেই নাফূসাতে একটি নূতন ইবাদী ইমামাত গড়িয়া উঠিতেছিল, সেখানে ফাতি'মী বাহিনী আরও অনেক পরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে এখানে আবূ য়াহয়া যাকরিয়্যা' আল-ঈরজানীর কার্যকলাপের বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ করিতে হয়। এই নেতাকে হাকিম বা ইমাম মুদাফি' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ইবাদী তথ্যসূত্র হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি জাবাল নাফূসাতে বাস করিতেন এবং প্রায় পনের বৎসর যাবত সেখানে শাসন পরিচালনা করেন। বানূ রুস্তাম-এর পতনের পর উত্তর আফ্রিকার কোন একজন ইবাদী ওয়াহ্বী প্রধানের ইমাম উপাধি গ্রহণের উহাই ছিল প্রথম উদাহরণ। তাঁহার ক্ষমতা জাবাল নাফূসার সীমানার বাহিরে বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ফাতি'মীগণের রাজ্য হইতে তিনি স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ৩১১/৯২৩-৪ সালে মারা যান। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ হাকিম উপাধি ধারণ করিতেন এবং বস্তুত ফাতিমী রাজ্য হইতে স্বাধীনই ছিলেন। পরবর্তী সময়ে জাবাল নাফূসার একজন হাকিমকে আনুমানিক ৪৩০-৫০ হিজরী সালের দিকে সিরীয়গণের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করা হয়। অর্ধ স্বাধীন জাবাল নাফূসার হাকিমগণ (পরবর্তী কালে উপাধি শায়খ) ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত টিকিয়াছিলেন [দ্র. T. Lewicki, Ibaditica, 2: Les Hakims du Gabal Nafusa, in RO, xxvi (1962), 97-123]।

৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে উত্তর আফ্রিকাতে পুনরায় একটি ইবাদী রাজ্য গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা চলে। এইবারে নুক্ক'রী গোত্রের জনৈক সদস্য আবূ য়াযীদ মাখলাদ ইব্ন কায়দাদ (মৃ. ৩৩৫/৯৪৬-৭) ত্রিপোলিতানিয়া, যাব ও মাগ'রিবের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন ইবাদী গোত্রীয়গণকে একত্রীভূত করেন (দ্র. E.I.², পরিশিষ্ট, প্রবন্ধ আল-নুক্কার)। বিশ বৎসর পরে মাগরিবের ইবাদীগণ আরও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ৩৫৮ হি.-তে ফাতি'মীগণের বিরুদ্ধে খুরূজ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দেখা দেয় বিলাদু'ল-জারীদ-এ, ইহার নেতৃত্ব দেন বানূ বিসয়ান গোত্রের দুইজন ইবাদী-ওয়াহ্বী শায়খ, নাম আবু'ল-কাসিম এবং তাঁহার ইনতিকালের পর আবূ খাযার (ইব্ন খালদূনের মতে পূ. গ্র., ২খ., পৃ. ৫৪২ঃ আবূ জা'ফার আয-যানাতী)। ইহার ফলে ইবাদীগণ সাময়িকভাবে ত্রিপোলিতানিয়া, দক্ষিণ তিউনিসিয়া, যারবা দ্বীপ, যাব রীগ ও ওয়ারজলান (বা ওয়ারগলা) মরূদ্যান দুইটির উপরে আধিপত্য লাভ করে। বিলায়াতু'দ-দিফা' ঘোষণা করা হয়, প্রতি প্রদেশের জন্য গভর্নর নিয়োগ করা হয়, এমনকি এইরূপও

চিন্তা-ভাবনা করা হয় যে, তাহারা স্পেনের উমায়্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিবে। আবূ খাযার এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন, এক মাযাতা গোত্র হইতেই তিনি ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হয় এবং বাগায়-এ বিদ্রোহীরা নির্মূল হইয়া যাইবার পরে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ ফাতিমীগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 288-310; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৩৪৬-৬২; (৩) Fournel, op. cit., ii, 349]।

এই বিদ্রোহের পরে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ আর কোন ইমামাত গঠনের চেষ্টা করে নাই এবং অতঃপর তাহারা কিতমান (গোপনীয়তা অবলম্বন) অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যাহা হউক, মাগরিবের বিভিন্ন স্থানে ও ইফরীকিয়্যাতে ছোট ছোট ইবাদী-ওয়াহ্বী রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি ফাতিমীগণ হইতে বা সুন্নী উত্তর আফ্রিকার রাজবংশগুলি হইতে স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ছিল। উপরে জাবাল নাফূসার ইবাদী হাকিমগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বর্তমান লেখক একটি বিশেষ গবেষণা গ্রন্থে (দ্র. T. Lewicki, La repartition geographique des groupements ibadites) ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেযযান-এর ইবাদী দলসমূহের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সেই দলগুলি রুস্তামী শাসনের পরেও টিকিয়াছিল (রুস্তামী শাসন উল্লিখিত প্রদেশসমূহের অধিকাংশগুলিতেই ৩য়/৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছিল)। এই সময়কার তিউনিসিয়াতে ইবাদী দলসমূহের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে T. Lewicki-এর Les Ibadites en Tunisie au moyen-age গ্রন্থে।

ওয়ারগ্‌লা মরূদ্যান ৪র্থ/১০ম শতকের দিকে শাসিত হইত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায়ে গঠিত একটি পরিষদ দ্বারা [উজুহ্, আয়ান, আকাবির, তু. (১) আদ-দারজীনী, পূ. গ্র., পত্রক ৩৮; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ৩৬৫]। পরবর্তী কালে ৫ম/১১শ শতকে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের মধ্যে (হাকিম, মুকাদ্দাম ও রাঈস ছাড়াও) এক নূতন পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত হয়ঃ একটি ধর্মীয় সরকার, উহা আল-'আযযাবা বা বৈরাগী ধরনের দরবেশগণকে লইয়া গঠিত হইত, তাহাদের সভাপতি হইতেন একজন শায়খ। তিনি সকল ইবাদী দলের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতেন (দ্র. হালকা)।

গৃহযুদ্ধের ফলে ও ফাতিমীগণের নিকটে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের ফলে এবং তাহার পরে ফাতিমীগণ ও উত্তর আফ্রিকার অন্য সুন্নী শাসকগণের হাতে বিদ্রোহীদের অধিকতর নিপীড়নের ফলে উত্তর আফ্রিকাতে ইবাদীবাদের পতন শুরু হয়। সেই পতন বানূ হিলালের স্থানান্তরে গমনের পরে আরও তরান্বিত হয়। উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া কয়েকটি অতি দুর্গম অঞ্চলে চলিয়া যাইতে থাকে, সেখানে তাহারা অদ্যাবধি বসবাস করিয়া আসিতেছে। এইভাবেই ইবাদীগণ মধ্যমাগরিব হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে ওয়ারগ্‌লা মরূদ্যানে ও রীগ-এ গিয়া অন্য ইবাদী দলসমূহের সঙ্গে যোগদান করে এবং অতঃপর, এমনকি মযাব(Mzab)-এর নূতন উপনিবেশ পর্যন্ত গড়িয়া তোলে। সেখানে পরবর্তী কালে ওয়ারগ্‌লা ও রীগ হইতে অবশিষ্ট ইবাদীগণ আসিয়া আশ্রয় নেয়। ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদীগণ মধ্যযুগের শেষভাগে জাবাল নাফূসাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। বর্তমানে উত্তর আফ্রিকায় শুধু মযাবে, জেরবা দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশে, পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার উপকূল অঞ্চলের যুআরাতে ও জাবাল নাফূসার অর্ধেক এলাকাতে ইবাদীবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। এখন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান গোত্র রহিয়াছে ওয়াহ্বীগণ ও নুক্কারীগণ। উহারাই এক সময়ের শক্তিশালী অধিবাসীর শেষ বংশধর, এককালে উত্তর আফ্রিকার ইতিহাসে উহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

উত্তর আফ্রিকার ইবাদী ইমামগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বসরা ও মক্কার মাশায়িখের সঙ্গে এবং উমানের বিদ্বানগণের সঙ্গে বেশ সক্রিয় সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন। উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ যে তাঁহাদের প্রাচ্যের স্ব-মতবাদিগণের সহিত পত্র বিনিময় করিতেন সেগুলির কিছু কিছু অংশ মাগরিবের ইবাদী ইতিহাস গ্রন্থে রক্ষিত আছে (দ্র. যথা Masqueray, op. cit., 65-6)। ইহা ব্যতীত প্রাচ্য দেশীয় ইবাদীগণ মাঝে মাঝে মাগরিবে সফর করিতে যাইতেন অথবা দূত প্রেরণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বানূ রুস্তামীর শাসনামলে খুরাসানী জ্ঞানী পণ্ডিত আবূ গানিম-এর মাগরিব অঞ্চল পর্যটনের কথা উল্লেখ করা যায় [দ্র. (১) A. de C. Motylinski, Chronique d Ibn Saghir, tr. 65-71; (২) Masqueray, op. cit., 51-3, 63-7, 74-5, 136-41]। অপরদিকে মাগরিব হইতেও আবার ইবাদী পণ্ডিতগণ প্রাচ্য দেশসমূহে তাহাদের স্ব-মতবাদী ভাইদের কাছে সফরে আসিতেন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 180-5: (২) A. de C. Motylinski, op. cit. tr. 112]।

রুস্তামী ইমামাতের পতনের পরে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের সঙ্গে প্রাচ্যের ইবাদীগণের মধ্যকার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা কমিয়া যায়। তথাপি একেবারে ৭ম/১৩শ শতকেও উমানের মাশায়িখ প্রাচ্যে লিখিত কয়েকখানি ইবাদী কিতাব মাগরিবে প্রেরণ করেন এবং উত্তর আফ্রিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ইবাদী লেখক আদ-দারজীনীকে উমানে ব্যবহারের জন্য উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের ইতিহাস রচনার কাজে নিযুক্ত করেন (দ্র. T. Lewicki, Notice sur la chronique ibadite d' al-Dargini, in RO, xi, 1936, 156)। আরও পরবর্তী কালে ১০ম/১৬শ শতকের শুরুর দিকে মাগরিবের ইবাদী জীবনীকার আশ-শাম্মাখী উমানের আস-সামাইলী নামক জনৈক বিদ্বানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন (T. Lewicki, Une Chronique ibadite, in REI, 1934, 66)।

(চ) পশ্চিম ও মধ্যসুদান ঃ Sur la diffusion des formes d architecture religieuse musulmane a travers le Sahara নামক Travaux de l Institut de Recherches Sahariennes-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে (xi, 1954, 11-27) J. Schacht দেখাইয়াছেন যে, দক্ষিণ তিউনিসিয়া, ওয়ারগ্‌লা ও মযাব-এর ইবাদীগণই মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া হাউসা (নাইজিরিয়া)-তে কানুরিস ও ফুলবে (peuls)-গণের দেশে আনিয়াছিল। সেভাবেই "ঘুরানো সিঁড়িযুক্ত" মীনার তিউনিসিয়া হইতে ওয়ারগলা হইয়া সুদানে পৌঁছিয়াছিল, আয়তাকৃতির মিহ্‌রাব গিয়াছিল মযাব হইতে এবং ফুলবেগণের মধ্যে যে মসজিদে মিম্বার করিবার রীতি নাই, তাহাও ইবাদীগণের প্রভাবের কারণে। J. Schacht-এর মতে এই ইবাদীরাই খোদ ইসলাম ধর্মকে "অন্ধকার আফ্রিকার" কোন কোন অংশে পরিচিত করাইয়াছিলেন।

মধ্যযুগীয় 'আরবী তথ্যসমূহ, বিশেষ করিয়া উত্তর আফ্রিকার ইবাদী তথ্য-উৎসসমূহে বস্তুত অনেক চিত্তাকর্ষক ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ

রহিয়াছে যে, ২য়/৮ম হইতে ৮ম/১৪ম শতক পর্যন্ত মধ্যসুদানে সওদাগরগণের ও সম্ভবত ইবাদী প্রচারকগণের কার্যকলাপ ছিল। রুস্তামী রাজ্যের রাজধানী তাহেরত শহর ২য়/৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ শহরের পত্তনের পর হইতেই সুদানের সঙ্গে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল (সুদানের বাণিজ্য শহরগুলি ছিল সম্ভবত আওদাগুস্ত ও ঘানা) এবং রুস্তামী ইমাম আফলাহ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব-এর শাসনামলে (২০৮-৫৮ হি.) ঘানার বা গাওয়ের রাজার দরবারে, এমনকি একজন ইবাদী রাজদূতও ছিলেন। আল বিস্য়ানীর কিতাবু'স-সিয়ার গ্রন্থের (MS no. 277, of the Cracow collection 59) একটি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আফলাহ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব তাহার পিতার জীবিতকালে (অতএব অবশ্যই ২০৮/৮২৩ সালের আগে হইবে) ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সুদানের জাওজাও (GogoGao) জেলাতে সফর করিতে যাইবেন, কিন্তু ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহহাব নিষেধ করাতে তিনি আর পর্যটনে যাইতে পারেন নাই।

যে বাণিজ্য পথ প্রধানত সিজিলমাসা শহরের উপর দিয়া এবং পশ্চিম সাহারা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেই পথ অনুসরণ করিয়াই ইবাদীবাদ আওদাগুস্ত-এ প্রথম শিকড় বিস্তার করিয়াছিল (বর্তমান নাম Tagdaoust, আধুনিক মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে)। সেখানে ৪র্থ-৫ম/১০ম-১১শ শতকে নাফূসা, লাওয়াতা, নাফযাওয়া ও যানাতা বারবার গোত্রের বিচ্ছিন্ন অধিবাসীদের দেখা যাইত জানা যায়, ইহারা ছিল ইবাদী গোত্র। মধ্যযুগীয় ইবাদী তথ্যসূত্রে কয়েকজন ইবাদী সওদাগরের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন বিলাদুল-জারীদ-এর লোক। ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতকে তাহারা ঘানাতে গিয়াছিলেন। এই সওদাগরগণের মধ্যে একজন পণ্ডিত আবূ মুসা আল-বিস্য়ানী, ওয়ারগলা মরূদ্যান হইয়া গায়ারা শহরে আসিয়াছিলেন (গায়ারো, গউনদিওউরো, আধুনিক সেনেগালের কায়সের নিকটে)। সেখানে তিনি "মূর্তিপূজারী লোকদের মাঝে মারা গিয়াছিলেন বলিয়া ইবাদী ইতিহাসে বিশেষ জোর সহকারে উল্লিখিত রহিয়াছে।

এইরূপ হওয়া অসম্ভব নহে যে, যে মুসলিম ধর্ম প্রচারক ৪০০ হি.-এর আগে মাল্লেল (মাল্লী)-এর প্রকৃতি পূজারী রাজাকে ইসলাম কবুল করাইয়াছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইবাদী। আদ-দারজীনী (৭ম/১৩শ শতক) ও আশ-শাম্মাখী (১০ম/১৬শ শতক) যে একটি জনশ্রুতির বিবরণ দিয়া গিয়াছেন যে, বিলাদু'ল-জারীদের অধিবাসী জনৈক ইবাদী প্রচারক 'আলী ইব্ন য়াখলাফ আন-নাফূসী যে, ৫৭৫/১১৭৯-৮০ সালে "ঘানার কেন্দ্রস্থলে" মালীর প্রকৃতি পূজারী রাজাকে ইবাদীবাদ কবুল করাইয়াছিলেন, উহারও কিঞ্চিৎ সত্যতা থাকিতে পারে। এই সকল যোগাযোগের একটি ফল হইয়াছিল যে, ৭৫৩/১৩৫২ সালের দিকে যাগারী এলাকাতে সাদা অধিবাসী অর্থাৎ বারবার জনগণের মধ্যে ইবাদীপন্থী ধর্মীয় দল দেখা যায়। যাগারী ছিল ওয়ালাতা ও নাইজারের মধ্যে অবস্থিত এলাকা, আধুনিক Dioura ture-ssangha Bacikounou- র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

এরূপ মনে হয় যে, ৩য়/৯ম শতাব্দীতে জাবাল নাফূসা ও তাকরূর নামক আধুনিক সেনেগালে অবস্থিত একটি নিগ্রো রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও বর্তমান ছিল (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ২৭৩)।

উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ ও সুদানের মধ্যে ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতকে চলমান বাণিজ্যের বিস্তারিত তথ্যাদি তাদেমেক্কেত-এ বাণিজ্য অভিযান বিষয়ক। এই তাদেমেক্কেত বা তাদমেক্কা দক্ষিণ সাহারার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র, ইহা Ifoghas-এর Adrar-এ নাইজার নদীর বাকের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে, এখন আস্-সুক (বাজার) নামে পরিচিত। সেখানেই ৩য়/৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করেন আবূ য়াযীদ মাখলাদ ইব্ন কায়দাদ। তিনিই পরবর্তী কালে ফাতিমিগণের বিরুদ্ধে ইবাদী গোত্র নুক্কারীদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আল-বাকরীর মতে তাদেমেক্কা হইতে আল-কায়রাওয়ান পর্যন্ত যে পথ সাহারা অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা (ইবাদী) মরূদ্যান ওয়ারগলা ও দক্ষিণ তিউনিসিয়ার উপর দিয়া গিয়াছিল, সেখানেও অগণিত ইবাদী জনসংখ্যা ছিল। এই তথ্যটি অন্যান্য সূত্র হইতেও জানা যায়। একটি কাফেলা পথও তাদেমেক্কার সঙ্গে ত্রিপোলী শহরের সংযোগ করিয়াছিল, সেই পথ গাদামেস শহরের উপর দিয়া গিয়াছিল। এই শহরে ৮ম/১৪শ শতকে তখন পর্যন্ত ইবাদী অধিবাসী ছিল। উত্তর আফ্রিকার ইবাদী ইতিহাস হইতে বিভিন্ন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া একদিকে ওয়ারগলা মরূদ্যান, বিলাদু'ল-জারীদ ও জাবাল নাফূসার মধ্যকার এবং অপরদিকে তাদেমেক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক তথ্যাদি লাভ করা যায়।

ইবাদীগণ ও মধ্যসুদান অর্থাৎ সাদ (চাদ) হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়ে জানা যায় যে, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেযযানের সওদাগরগণই প্রধানত এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতেন, বিশেষ করিয়া জাবাল নাফূসার ক্ষুদ্র ফেযযান রাজ্য যাওবীলার (বর্তমান নাম যৌইলা Zouila) ব্যবসায়িগণ, সেইখানে সেই ১৪৫/৭৬২ সালেই ইবাদী অধিবাসী ছিল এবং ৩য়/৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আল-য়া'কূবীর আমলে তখন পর্যন্ত সেখানে ইবাদীগণের বসবাস ছিল। যাওবীলাকে বলা হইত মধ্যসুদানের প্রবেশ পথ, আর এইখানেই ছিল দেশের গোলাম বা ক্রীতদাস ব্যবসায়ের প্রায় একচেটিয়া কেন্দ্র স্থান। জাবাল নাফূসার ইবাদীগণের সঙ্গে সাদ (চাদ) হ্রদ অববাহিকার নিগ্রো অধিবাসিগণের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রুস্তামী ইমামগণের প্রতিনিধি জাবাল নাফূসার গভর্নর আবূ 'উবায়দ 'আবদু'ল-হামীদ আল-জানাওউনী (৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে) বারবার ভাষা ও 'আরবী ভাষা ছাড়াও কানেমী ভাষায় কথা বলিতেন, (সম্ভবত কানৌরী ভাষায়)। এই সকল বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলিতেছিল একটি অতি প্রাচীন পথ ধরিয়া, সেই পথ ফেযযান ও কাওয়ারের উপর দিয়া গিয়াছিল। আধুনিক ইবাদী লেখকগণের মতে (আল-বারূনী, রিসালাতু'ল-আম্মা ওয়া'ল-মুবতাদি'ঈন, কায়রো ১৩২৪ হি., ২৩-৪), খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সুদানে ইবাদীবাদের সমর্থক ছিল [দ্র. (১) J. Schacht, op. cit., Passim; (২) T. Lewcki, Quelques extraits inedits relatifs aux voyages des commercants et de missionaires ibadites nord africains au Pays du soudan occidental au moyenage, in Folia Orientalia ii, 1960-1, 1-27; (৩) idem L' Etat nord-africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental a la fin du VIIe et au IXe siecle, in Cahiers d' Etudes Africaines, ii/4, 1962, 513-35 ; (৪) idem Traits d' histoire du commerce transsaharien, Marchands, et

missionaires ibadites en soudan occidental et central ou cours des VIII^e-XIIe siecles, in Etnografia Polska, viii, 1964, 291-311]

(ন) স্পেন ও সিসিলী ঃ মাগ্‌রিব হইতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ইবাদীবাদ স্পেনে প্রবেশ করে। তাহেরতের শূরার যে ছয়জন সদস্য ছিলেন, যাঁহারা ১৬৮/৭৮৪-৫ সালে 'আবদু'র রাহমান ইব্ন রুস্তাম-এর মৃত্যুর পরে ইমাম নির্বাচিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন স্পেনীয় মাস'ঊদ আল-আন্দালুসী ও 'উছ্‌মান ইব্ন মারওয়ান আল-আন্দালুসী [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 54-9; (২) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৫)। ৫ম/১১শ শতকে তখন পর্যন্ত স্পেনে কিছু কিছু ইবাদী বাস করিত (দ্র. ইব্ন হায্‌ম, ফিসাল, ৪খ, পৃ. ১৭৯, ১৯১]। এখানকারই মত সিসিলীতেও ৪র্থ ও ৫ম হি. শতকে একটি ইবাদী ওয়াহ্‌হাবী উপনিবেশ ছিল (দ্র. আল-বিসয়ানী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৯-৬০)।

মতবাদ ঃ ইবাদিয়্যা ও অপর একটি সূফী গোত্র সুফরিয়্যা এই উভয়ই উদারপন্থী খাওয়ারিজ মতবাদ। চরমপন্থী খারিজী, যেমন আযরাকীগণ (দ্র. প্রবন্ধ আযারিকা) হইতে উহারা কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে, যে খারিজী নহে এইরূপ মুসলমানকেই চরমপন্থী আযারিকাগণ কুফফার (অবিশ্বাসী, কাফির) জ্ঞান করিয়া থাকে, একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী মুশরিকূন বলিয়া মনে করে না। এই বিশ্বাসের পরিণামেই তাহারা ইসতি'রাদ (দ্র. ধর্মীয় কারণে গুপ্তহত্যা)-কে বাতিল করিয়াছে, অথচ খারিজী চরমপন্থীরা বহু পূজারীদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমান স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে হত্যা করা বৈধ বলিয়া মনে করিত। অনুরূপভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করাও নিষিদ্ধ। অ-ইবাদীগণের সঙ্গে বিবাহের অনুমোদন আছে। একটি বাস্তব ঘটনায় জানা যায় যে, ইবাদী ইমাম 'আবদু'র-রাহ্‌মান-এর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল সিজিলমাসার সুফরী শাহযাদার সহিত (দ্র. ইব্ন খালদূন, পূ. গ্র., ১খ., পৃ. ২৬২)।

ইবাদিয়্যা রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে একটি বিষয় জোর দিয়া বলা যায় যে, মুহাককিমাগণের (সর্বপ্রথম খারিজীগণ) মতবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহারা মনে করিত যে, ইমামাত থাকাটা একেবারে অত্যাবশ্যক নহে। যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা বাধ্য হইয়া ইমাম ছাড়াও চলিতে পারে উহাকে ইবাদী লেখকগণ বলিয়াছেন আল-কিতমান (দ্র. আদ-দারজীনী, পূ. গ্র., পত্রক ৩ r)। এই অবস্থাতে ইবাদী মতবাদ আজ জুহুর বা প্রকাশরূপের বিরোধিতা করিয়া থাকে অর্থাৎ ইমামাত ঘোষণা করা যায় না (দ্র. আদ-দারজীনী, পূ. স্থা.)। কিতমান অবস্থা হইতে যুহুর অবস্থায় যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন দেশের ইবাদী মাশায়িখ (দ্র. Masqueray, op. cit., 144, n.)।

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যে ইমাম নির্বাচন করা হইত তাহাকে বলা হইত ইমাম যুহুর (আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৮), আর আহ্‌লু'ল-কিতমান দ্বারা যখন ইমাম মানিয়া নেওয়া হয়, (দেশের জনগণ তখন গোপন অবস্থাতে থাকে, যেন কোন দুঃসময়ে তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাঁহাকে বলা হয় ইমামু'দ-দিফা' (প্রতিরক্ষার ইমাম, আর তাঁহার শাসনকে বলা হইত বিলায়াতু'দ-দিফা' [তু.(১) আদ-দারজীনী, পূ. স্থা.; (২) আল-বীরূনী, রিসালাত সুল্লাম আহলি'ল-আম্মা, ১০, ২]। এই উপাধিগুলি ব্যতীত ইমামু'ল-আহ্‌কাম ও ইমাম আহ্‌লি'ত-তাহ্‌কীক উপাধিও পাওয়া যায়। ইবাদী ইমামগণকে প্রায়শই আমীর, আমীরু'ল-মুমিনীন ও আমীরু'ল- মুসলিমীনও বলা হইত [দ্র. (১)Masqueray, op. cit, 43, 53; (২) A. de C. Motylinski, Chronique d Ibn Saghir, tr. 131; (3) Wellhausen, op. cit., 14; (৪) তবে তুলনীয়, আশ-শাহরাস্তানী, মিলার, সম্পা. Cureton, 100] রা এমনকি খলীফা পর্যন্ত বলা হইত [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ২৬২; (২) ইব্ন খুররাদাযবিহ্‌, পূ. গ্র., 'আরবী পাঠ, পৃ. ৮৭; (২) ইবনু'ল-ফাকীহ্‌, পূ. গ্র., পৃ. ৭৯]।

উত্তর আফ্রিকার বারবার ইবাদীগণ তাহাদের ইমামকে এমন কি মালিক (বাদশাহ) বলিয়াও সম্বোধন করিত [উদাহরণত তু. আবূ যাকারিয়্যা, কিতাবুস-সীরা, MS of the Cracow collection, fol. 12v; (২) আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৭০, ইবাদিয়াগণের মধ্যে মুলক-এর বিষয়ে আলোচনা তু.]। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শেষোক্ত এই উপাধিটি খারিজী মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, সেই মতানুযায়ী মুল্‌ক বা রাজতন্ত্রের ধারণা শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা মিশ্রিত নহে। ইমাম নির্বাচিত হইতেন স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের বা শায়খগণের সমবায়ে গঠিত একটি সভা বা কাউন্সিলের নির্বাচন দ্বারা এবং সেই সভা গোপনভাবেই অনুষ্ঠিত হইত, পরে তাহা জনসাধারণকে জানান হইত। প্রথম দিককার ইমামগণ সাধারণত বসরার মাশায়িখ কর্তৃকই মনোনীত হইতেন, আর তাঁহারাই ছিলেন এই ধর্মীয় গোত্রের আধ্যাত্মিক নেতা। যেমন বসরার আবূ 'উবায়দা মুসলিম ইব্ন আবী কারীমার প্রতিনিধি আবূ হামযা আল-মুখতার ইব্ন আওফ আল-আযদী আস-সুলামী, ইমাম তালিবি'ল-হাক্ক'কে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলেন [(1)Masqucray, op. cit., 21-3, 51; (২) A. de C. Motylinski, chronique d Ibn Saghir, tr. 63-4; (৩) Badger, op. cit., 30-1; (৪) Lewicki, Les Ibadites dans l'Arabie du Sudaumoyen-age, 7]।

অনেক সময়েই নির্বাচনের বিষয়টি কোন একটি বিশেষ গোত্র বা বিশেষ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত (যেমন তাহেরত-এর বানূ রুস্তাম গোত্র)। ইমামগণ কু'রআন ও সুন্নার নির্দেশ অনুযায়ী ও প্রথম ইমামগণের আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ইমামু'ল-বায়'আত যিনি হইতেন তিনি একই সঙ্গে যুদ্ধের, বিচার কার্যের ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়েরও নেতা হইতেন। তিনি সর্বময় শাসক হইতেন, কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধন ব্যতীতই তিনি ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করিতেন। কেহ যদি ইমামের ক্ষমতাকে সীমিত করিতে চেষ্টা করিত তবে সেই ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এইভাবে আন-নুক্কারীগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ইমাম নির্ধারিত মতবাদগুলি পালন না করিলে তাহাকে অপসারিত করা যাইত। যে সকল বিচারক ইমামের সেরূপ অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন তাহারা সম্ভবত মাশায়িখই হইতেন, বিশেষ করিয়া বসরার (দ্র. Masquray, op. cit., 144-5, n.)।

মনে হয়, রীতি অনুযায়ী মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে কয়েকজন ইবাদী ইমাম থাকিতে পারিতেন। বাস্তবিক একই সময়ে তাহেরত, উমান, হাদরামাওত ইত্যাদি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ইবাদী ইমাম ছিলেন। এই নীতিটি পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত ছিল আজারিদা গোত্রীয় খারিজী দলের একটি শাখা হামযিয়্যাগণের ধর্মীয় নীতিতে। উহাদের মতে সমগ্র

দুনিয়া খারিজীবাদে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে একই সময়ে একাধিক ইমাম থাকিতে পারিবেন (দ্র. আশ-শাহরাস্তানী, অনু. Haarbrucker, i, 145)।

তবে ইবাদী দুনিয়া জোড়াই একটি প্রবণতা ছিল যে, তাহারা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী একটি ইমামাত কায়েম করিবে এবং ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে বস্তুত তাহা সফলও হইয়াছিল, যদিও বা স্বল্প সময়ের জন্য। এখানে আমরা রুস্তামী ইমামগণের কথাই বলিতেছি, প্রাচ্য ও পশ্চিমের সকল ইবাদী দলই কিছু সময়ের জন্য তাহাদের ইমামাত মানিয়া লইয়াছিল, যদিও তাহাদের এক হইতে অপরের দূরত্ব থাকিবার কারণে এই সকল দল কখনও একত্রীভূতও হইতে পারে নাই, কখনও বিশ্বজনীনতাও অর্জন করিতে পারে নাই (দ্র. Masquray, op. cit., 51, 74-5)।

যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির মতপার্থক্য থাকিলেও এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, ইমামাত ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন আরেক ধরনের সরকার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল—এই যৌথ ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেমন ছিল আল-হারিছ ও 'আবদু'ল- জাব্বার-এর ক্ষেত্রে, আল-বাররাদীর মতে (পূ. গ্র., পৃ. ১৭০) তাঁহারা ছিলেন মুশতারিকান ফি'ল মুল্‌ক। সত্য যে, এই ঘটনাটি মৌলিক খারিজী মতবাদকেই অস্বীকার করিবার শামিল ছিল এবং উহার ফলে দলের সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন (দ্র. আল-বাররাদী, পূ. গ্র., পৃ. ১৭০-২)।

সাধারণভাবে ইবাদীগণের যে মতবাদ ও রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতবাদ সেগুলির সঙ্গে কতগুলি প্রধান বিষয়ে সুন্নী মতবাদেরই মিল লক্ষ্য করা যায়। ইবাদী মতবাদ মালিকীগণ হইতে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা যায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে কুরআন সৃষ্টির বিষয়ে এই দুই মতাবলম্বিগণের যে ধারণা তাহা (দ্র. Z. Smogorzewski, Un poeme abadite sur certains divergences entre les Malikites et les Abadites, in RO, ii, 260-8)। অনেকে ইবাদী মতবাদের সঙ্গে মু'তাযিলাগণের মতবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন [দ্র. (১) Goldziher, Dogme, 163, 281; (২) C. Nallino, in RSO, vii, 455-60]। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির এরূপ কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না যে, মু'তাযিলী ধারণাগুলি ইবাদী ধারণার সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করিতেই হয় যে, ইবাদী মতবাদের উপরে এই মু'তাযিলী প্রভাব এতই অধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল যে, 'আরব ভূগোলবিদ আল-বাক্‌রী ইবাদী দলকে আল-ওয়াসিলিয়্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পূ. গ্র., 'আরবী পাঠ, পৃ. ৭২)। এই দুই মতাবলম্বিগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে, এমনকি কয়েকটি মিশ্র মতবাদের ভিত্তিও সৃষ্টি হইয়াছিল।

আরও একটি বিষয় বলা দরকার যে, ইবাদীগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। সর্বাপেক্ষা আগের যে মুতাকাল্লিম-এর কথা জানা যায়, তিনি ছিলেন বসরার একজন ইবাদী, নাম বিস্তাম ইব্‌ন 'উমার ইবনি'ল-মুসীব আদ-দাব্বী (উপরে দ্র.)। তিনি ৭৭ হি. হইতে ৮১ হি. পর্যন্ত সেখানে কার্যরত ছিলেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পূ. গ্র., পৃ. ১১১; (২) প্রাথমিক আমলের ইবাদী মুতাকাল্লিমগণ সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. ঐ. পৃ. ৮৩]। ইসলামী পণ্ডিতগণ যাহাদের সর্বপ্রাচীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন সেই মু'তাযিলী মুতাকাল্লিমগণ ২য়/৮ম শতকের আগে আবির্ভূত হন নাই (দ্র. Goldziher, op. cit., 80)।

ইবাদী মতবাদ সম্বন্ধে জানিবার জন্য এই অধ্যায়ে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত আরও দেখা যাইতে পারেঃ (১) আশ-শাম্মাখী, কিতাবু'ল-ঈদাহ, ১৩০৯ হি., ১-৪খ; (২) আয- যায়তালী, কানাতিরুল-খায়রাত, ১৩০৭ হি., ১-৩ খৃ.; (৩) আস-সাদরাতী, কিতাবুদ-দালীল ওয়াল-বুরহান, ১৩০৬ হি; (৪) আবদু'ল-'আযীয (বেনি ইসগুয়েনের), কিতাবুন-নীল, ১৩০৫ হি., ১-২খ; (৫) আতফিয়্যাশ, শারহ কিতাবীন-নীল; (৬) Zeys, Legislation mozabite, আলজিয়ার্স ১৮৮৬ খৃ.; (৭) E. Sachau, Muhammadanisches Erbrecht nach der Lehre der ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika, in SB Pr. Ak. W., 1894; (৮) idem, Uber die religiosen Anschanugen d. ibaditischen Muhammedaner in Oman und Ostafrika, in MSOS As., ii, 1899, 47-82; (৯) A. de C. Motylinski, L Aqida des Abadhites, in Recueil de Memoires et de Textes publie en l'Honneur du XIVe congres des Orientalistes; (১০) A. Imbert, Le droit ibadhite chez les musulmans de Zanzibar, Algiers 1903; (১১) M. Mercier, Etude sur le waqf abadhite, Algiers 1927 and review by Z. Smogorzeuwski in RO, v, 243-58; (১২) M. M. Moreno, Note di teologia ibadita, in AIUON, n. s. ii, 1949, 299-313; (১৩) C. A Nallino, Rapporti fra la dogmatica mutazilita e. quella degli Ibaditi dell Africa Settentrionale, in RSO, vii, 1916-18, 455-60; (১৪) R. Rubinacci, La purita rituale secondo gli Ibaditi, in AIUON, n. s. vi, 1957, 1-41; (১৫) E. zeys, Droit mozabite, Algiers 1891.

ইবাদী তারীকাসমূহ ঃ ইবাদী ধর্মীয় গোত্রের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রায় প্রথমদিকেই বিভেদ (ইফতিরাক) ও মতবিচ্যুতির (খিলাফ, মুখালাফা) কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে তাহাদের মধ্যে অগুনতি আধা-রাজনৈতিক ফিরকা বা দল, উপদল সৃষ্টি হয়। এই বিভেদসমূহ প্রথমদিকে— কিতমান আমলে একান্তই গোঁড়াপন্থী ছিল। পরে ২য়/৮ম শতকের প্রথমার্ধ হইতে অন্যান্য ধর্মীয় দলের উদ্ভব হয়, সেগুলি হয় রাজনৈতিক সমস্যার কারণে, ইবাদিয়্যার ন্যায় একটি ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। সব সময়েই বিভেদরূপই দেখা দেয়। ইবাদী বিভেদের পিছনে যে রাজনৈতিক কারণসমূহ ছিল, তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় ঃ আল-হারিছ ও 'আবদু'ল-জাব্বার যে যৌথ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন তাহা এবং পরবর্তীকালে ইমামের উপরে যে শর্তাবলী আরোপ করা হয় তাহা। এই শেষোক্ত কারণে ইবাদীবাদের প্রধান উপদল নুক্কারীগণের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী স্তরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী ছিল বলিয়া মনে হয় আল-ইবাদিয়া আল্-ওয়াহ্‌বিয়াগণ। আল-মাগরিবের ওয়াহ্‌বীগণ নিজেদেরকে

আহ্লে মাযহাব বলিয়া পরিচয় দেয়। আল-ইবাদিয়্যা আল-ওয়াহ্বিয়্যাগণই ছিল সকল ইবাদী দলের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক এবং এই একমাত্র দলটিই সকল খারিজী দলের মধ্যে বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে। খাওয়ারিজ-এর এই দলটি মধ্যপন্থী।

অপর একটি ইবাদী দল ছিল আল-হারিছিয়্যা উপদল। এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক হামযা আল-কূফী। তিনি ২য়/৮ম শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। তিনি বসরার ইবাদী মাশায়িখের সভাপতি আবূ উবায়দা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান এবং কাদ'র-এর প্রশ্নে খারিজী মত গ্রহণ করেন। অন্য যে সকল ইবাদী পণ্ডিত হামযার মত সমর্থন করিয়াছিলেন জনৈক আল-হারিছ ইব্ন মাযয়াদ আল-ইবাদী, তাঁহার নাম হইতেই হারিছিয়্যা শাখার নাম হইয়াছিল।

আল-হারিছিয়্যা ছাড়াও অপর একটি ইবাদী উপদলের মধ্যেও ইবাদী মু'তাযিলী মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উহারা সেই দল "যাহারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত নহে সেইরূপ আনুগত্য গ্রহণ করিয়া থাকে"। এই দলটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ৩য়/৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরে।

আবূ 'উবায়দার আমলে ইবাদীদের মধ্যে আরও একটি মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। সালিহ ইব্ন কুছায়র নামক জনৈক ইবাদী মুতাকাল্লিম ধর্মবিরোধী মত প্রকাশ করেন।

জনৈক সুফয়ানও একটি ধর্মীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। তিনি আবূ 'উবায়দার ইবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

অপর একটি উপদল ছিল তারীফিয়্যা দক্ষিণ 'আরবে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন তারীফ, আনুমানিক ১২৯/৭৪৭ সালের দিকে। তিনি ইমাম তালিবি'ল-হাক্ক-এর অন্যতম সহচর ছিলেন। এই মতাবলম্বী-দের সংখ্যা প্রাচ্য দেশেই বেশী ছিল, সেই অঞ্চলে ৩য়/৯ম শতকের প্রথমার্ধে তিনটি প্রধান ইবাদী শাখার অন্যতম ছিল, অপর দুইটি শাখা ছিল ওয়াহ্বী ইবাদী ও শাবিয়া (নুক্কারী)।

নুক্কারীগণ (দ্র. প্রবন্ধ আন-নুক্কার) ছিল ইবাদীগণের অপর একটি প্রধান শাখা, মধ্যযুগ ব্যাপিয়া তাহারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। ৩য়/৯ম শতকের শেষভাগে তাহারা উত্তর আফ্রিকাতে একটি ইমামাত গঠন করিয়াছিল, উহা তাহেরতের ইমামাত হইতে ভিন্ন ছিল। এই সময়ের একজন নুক্কারী ইমামের নাম পর্যন্ত জানা যায় আবূ আম্মার 'আবদু'ল-হামীদ আল-আ'মা। তিনি ছিলেন আবূ য়াযীদ মাখলাদ ইব্ন কায়দাদ-এর শিক্ষক। পরে আবূ 'আম্মার-এর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন আবূ য়াযীদ। নুক্কারীগণ তাঁহাকে "মুমিনগণের শায়খ" নির্বাচিত করিয়াছিল, তিনি আযযাবা সমবায়ে গঠিত কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে নুক্কারী ইমামাত পরিচালনা করিতেন। আবূ য়াযীদ ধর্মীয় কারণে গুপ্তহত্যা (ইসতি'রাদ) অনুমোদন করিয়া ইবাদী ধর্মীয় নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া যান। সেই অনুমোদন তিনি প্রদান করিয়াছিলেন আযরাকীগণ ও মাগ'রিবী সুফরীগণের অনুসরণে।

'আরবী তথ্যসূত্র হইতে জানা যায়, নুক্কারীগণের অন্য নামও ছিল, যেমন শাবিয়্যা, য়াযীদিয়্যা বা মিসতাওয়া। এই মতের অনুসারিগণ নিজদেরকে মাহবূবিয়্যীন বলিয়া পরিচয় দিত। মাগ'রিবেই তাহারা অগুনতি সংখ্যায় ছিল; তবে উমানে ও দক্ষিণ 'আরবেও তাহাদের দেখা যাইত। তাহাদের মধ্যকার বিশিষ্ট বিদ্বানগণের মধ্য একজন ছিলেন হারূন ইব্নু'ল-য়ামানী। ইবাদী লেখকগণ তাহাকে হারূন আল-মুখালিফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ওয়াহবিয়্যাগণের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক তর্কমূলক লেখা 'উমানের ইবাদী সংগ্রহে রক্ষিত আছে। উহা সিয়ারু'ল-'উমানিয়া নামে পরিচিত।

ইবাদী উপশাখা আন-নাফাছিয়্যা (বা আন-নাফ্ফাছিয়্যা)-র উদ্ভব হইয়াছিল বিলাদু'ল-জারীদে সম্ভবত ৩য়/৯ম শতকের গোড়ার দিকে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা নাফাছ (বা নাফ্ফাছ) রুস্তামী ইমাম আফলাহ্ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবকে দোষারোপ করেন যে, তিনি মুসাওবিদাগণের অর্থাৎ আগলাবীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অবহেলা করিয়াছিলেন এবং বিলাসী জীবন যাপন করিতেন। নাফাছ-এর মতে খুত্বা একটি অপ্রয়োজনীয় সংযোজন বিধায় উহা বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। নাফাছ-এর মতবাদ একটি কিতাবে লিখিত হয়। পরবর্তী কালে ইফরীকিয়্যার বিখ্যাত ওয়াহ্বী ইবাদী পণ্ডিত মাহদী আন-নাফুসী উহা বাতিল করিয়া দেন। দুঃখের বিষয় যে, সেই দুই কিতাবের কোনটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না। নাফাছ-এর অনুসারিগণ জাবাল্ নাফূসাতে ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত এবং তিউনিসিয়ার সর্বদক্ষিণে ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত বাস করিত। এই ধর্মীয় দলের অবশিষ্ট অনুসারিগণ বর্তমানে গারয়ান ও জাবাল নাফূসাতে বাস করে, তাহারা নাফ্ফাতী নামে পরিচিত।

ইবাদী উপশাখা আল-খালাফিয়্যা একান্তই রাজনৈতিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল। ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে ত্রিপোলিতানিয়াতে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খালাফ ইব্নু'স-সাম্হ। তিনি ইমাম আবু'ল-খাত্তাব আবদু'ল-'আলা ইব্নু'স-সাম্হ আল-মা'আফিরী আল-হিময়ারীর বংশধর ছিলেন। বেশ কিছুকাল ইহা গোঁড়া মতবাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিভেদের সৃষ্টি করে। এই শাখার অনেক অনুসারী ছিল, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়াতে।

৩য়/৯ম শতকে মাগ'রিবের ইবাদীবাদের মধ্যে আরও একটি রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি হয়। উহা ছিল হাওয়ারা গোত্রের ইব্ন মাসসালা আল-ইবাদীর বিদ্রোহ, তিনি তাহেরতের পার্শ্বেই একটি স্বাধীন ইবাদী রাজ্য গঠন করেন।

আল-'উমারিয়্যা নামে পরিচিত ইবাদী শাখাটি গঠন করিয়াছিলেন 'ঈসা ইব্ন 'উমার (বা 'উমায়র) সম্ভবত ২য়/৮ম শতকের প্রথমার্ধে। 'উমারিয়্যাগণ মতবাদের দিক হইতে ওয়াহ্বী ইবাদীগণ হইতে যথেষ্ট ভিন্নতা করিত। আবূ যাকারিয়্যা আল-ওয়ারজালানীর মতে এই দুইটি শাখার মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। কুরআনের বিষয়ে 'উমারীগণ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-র পাঠ অনুসরণ করিত। শুধু উত্তর আফ্রিকাতেই তাহাদের অনুসারী ছিল।

আল-হাসানিয়্যা (বা আল-হুসায়নিয়্যা) ইবাদী শাখার মতবাদের অনুরূপ ছিল। এই উপ-শাখাটির অনুসারী উত্তর আফ্রিকা ব্যাপিয়া ছিল, শাখার নামকরণ হয় প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইব্নুল-হুসায়ন (বা আল-হাসান) আল-আতরাবুলুসী আল-ইবাদীর নামানুসারে। তিনি সম্ভবত ৩য়/৯ম শতকের প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত দীওয়ান ৪র্থ/১০ম শতকের গোড়ার দিকে ওয়ারগলাতে পরিচিত ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতক পর্যন্ত জাবাল নাফূসার পূর্বদিকের জেলাগুলিতে এই মতবাদের অনুসারিগণ বাস করিত।

৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে ফারছিয়্যা নামক ইবাদীদের আর একটি শাখা গঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা সুলায়মান ইব্ন য়াকূব ইব্ন আফলাহ

ছিলেন ওয়ারগলা মরূদ্যানে বসবাসকারী রুস্তামী ইমামগণের বংশধর। তিনি ভেড়ার বৃহৎ অন্ত্র (ফারছা) খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা হইতেই শাখাটির নাম হয়। এরূপও হইতে পারে যে, সুলায়মান-এর মতবাদ আহ্‌মাদ ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন আল-আতরাবুলুসীর দীওয়ান দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

অপর একটি ইবাদী ধর্মীয় শাখা সাক্কাকিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা সাক্কাক যে সময়ে মানুষকে ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন সেই আমল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই ধর্মজ্ঞানী মনে করিতেন যে, জামা'আতে সালাত আদায় করা এবং আযান এই দুইটি রীতি সংযোজিত, ঠিক স্বাভাবিক ইসলামের বিধান নহে। তিনি সুন্নাহও বাতিল করিয়া দেন। ওয়াহ্‌বী ইবাদীরা এই সাক্কাকীগণকে মুশরিকূন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই শাখার অনুসারিগণ কোন সময়েই খুব বেশী সংখ্যায় ছিল না, আর ৫ম/১১শ শতকের শেষভাগের মধ্যে ইহাদের আর অস্তিত্বই ছিল না। ইহারা বিলাদুল জারীদের কানতারা জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

অপর একটি ইবাদী উপশাখা হাফসিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাফ্‌স ইব্‌ন আবি'ল-মিকদাম, কিন্তু কোন সময়ে তাহা জানা যায় না। তাহাদের মত ছিল যে, ঈমান (বিশ্বাস) ও শিরক (আল্লাহকে শরীক স্থাপনকারিগণ অর্থাৎ কাফির)-এর মাঝখানেই মা'রিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর জ্ঞান নিহিত আছে।

য়াযীদিয়্যা উপশাখার ইবাদীরা ছিল য়াযীদ ইব্‌ন আবী আনীসা (বা য়াযীদ ইব্‌ন উনায়স)-এর অনুসারী। এই একই নামের অপর ইবাদী উপদলীয়রা ছিল নুক্কারীদের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। পার্থক্য করিবার জন্য ইহাদের মূল বিশ্বাসের অন্যতম বিষয় এই ছিল যে, আল্লাহ পরে নূতন একটি কু'রআন জনৈক পারসী পয়গাম্বরের উপরে নাযিল করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, য়াযীদ তাঁহার এই ফাদাইল-এর ধারণাকে বহু দূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ধারণাটি ছিল এই যে, 'আরবদের তুলনায় পারসিকদের বা ইরানীদের ও বারবারদের বিশেষ গুণাবলী অধিক ছিল। এই ধারণাটির বীজ ওয়াহ্‌বী ইবাদীগণের মধ্যেও নিহিত ছিল।

এই বিভিন্ন ইবাদী দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ইবাদী ঐতিহাসিকগণ প্রায়শ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন শাখা-উপশাখার মধ্যে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত, বিশেষ করিয়া নুক্কারীগণ, বানূ মাসসালাগণ ও খালাফিয়্যাগণ প্রায়ই রুস্তামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। তবে তাহেরতের ইমামাতের পতনের পরে এই সকল বিবদমান দল-উপদলগুলির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ত্রিপোলিতানিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত যীযু জেলার অধিবাসিগণ ছিল বিভিন্ন মিশ্র ধরনের ইবাদী, যেমন ওয়াহ্‌বিয়া, নুক্কারী খালাফিয়্যা ও নাফফাছিয়্যা। তাহারা সকলে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিত, একটি সাধারণ পরিষদ তাহাদেরকে পরিচালনা করিত। ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে সেই পরিষদের প্রধান ছিলেন একজন ওয়াহ্‌বী। তিনি বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিয়াছিলেন একজন নুক্কারীর উপর, রামাদানের সালাত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন জনৈক খালাফীর উপর এবং আযানের দায়িত্ব দিয়াছিলেন একজন নাফফাছীর উপর (দ্র. T. Lewicki, Les subdivisions de l'ibadiyya, in Stud. Isl., 1958 ix, 71-82)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত দ্র.ঃ (১) 'আলী য়াহয়া মু'আম্মার, আল-ইবাদিয়া ফী মাওকিবিত-তারীখ, ১-৩ খ., কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৪; (২) Annals of Oman from early times to the year 1728 A. D., from an Arabic MS by Sheykh Sirhan., tr. with notes by E.C. Ross, in JASB. xliii (1874), 111-96; (৩) বাগ'দাদী, ফারক; (৪) চাইখ বেকরি (শায়খ বাকরী), Le Kharijisme berbere, in AIEO Alger, xv (1957), 55-108; (৫) G. Crupi la Rosa, I transmettitori della dottrina Ibadita, in AIUON, n. s. v. (1954), 123-39; (৬) H. Klein, Kapitel XXXIII der anonymen arabischen Chronik, Kasf al gumma al-gami'li-ahbar al umma, Hamburg 1938; (৭) T. Lewlicki, Ibaditica, I. Tasmiya suyuh Nafusa, in RO, xxv/2 1961, 87-120; (৮) ঐ লেখক, Les Historiens, Biographes et traditionnistes ibadites wahbites de l'Afrique du Nord du VIII^{e} au XVI^{e} siecle in folia Orientalia iii (1961-2), 1-134; (৯) ঐ লেখক, Les ibadites dans l'Arabie du Sud au moyen age, in Akten des XXIV Intern, Orientalisten-Kongresses, 362-4; (১০) ঐ লেখক, Melanges berbers-ibadites, in REI, 1936/3, 267-85; (১১) ঐ লেখক, Quelques textes inedits en vieux berbere provenant dune chronique ibadite anonyme, in REI, 1934/3, 275-96; (১২) A. de. C. Motylinski, Bibliographie du Mzab, in Bulletin de Correspondence Africaine, iii (Algiers 1885), 15-72; (১৩) ঐ লেখক, L'Aqida des Abadhites in Recueil de Memoires et de Textes publie en l'honneur du XIV^{e} Congres des Orientalistes, Algeria 1905-505-45; (১৪) R. Rubinacci, Il " Kitab al Gawahir" di al Barradi, in AIUON, n. s. iv (1952), 95-110; (১৫) ঐ লেখক, Notizia di alcuni monoscritti ibaditi esistenti presso l'Instituto Universitario Orientale di Napoli, in AIUON n. s. iii (1949), 431-8; (১৬) ঐ লেখক, Un antico documento di vita cenobitica musulmana, ibid, x (1961), 37-78 and tabl. i-ix; (১৭) E. Sachau, Uber eine arabische Chronik aus Zanzibar, in MSOS, i/2 (1898), 1-19; (১৮) সালিমী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুমায়দ তুহফাতু'ল-'আয়ান বি-সিরাতি আহ্‌ল 'উমান, সম্পা. আতফিয়াশ, ১-২খ, কায়রো ১৩৪৭-৫০ হি.; (১৯) J. Schacht, Bibliotheques et manuscrits abadites, in RAfr., c/446-8 (1956), 375-98; (২০) ঐ লেখক, Notes mozabites in al-Andalus, xxii/1 (1957), 1-20; (২১) Z. Smogorzewski, Essai de bio-bibliographie ibadite wahbite, Avant-propos, in RO, v, 45-57;

(২২) ঐ লেখক, Zrodla abadyckie do Historii Islamu (wzarysie), Lwow 1926; (২৩) ঐ লেখক, Materiaux pour une bio-bibliographie ibadite-wahbite (fragments of a larger work in manusctipt); (২৪) R. Strothmann, Der, religionspolitische und dogmatische Ort der ibaditen, in Ephemerides orientales, no, 31 (March 1927), I ff.; (২৫) ঐ লেখক, Literatur der Ibaditen ibid, 9 ff.; (২৬) ঐ লেখক, Berber und Ibaditen, in Isl., xvii (1928), 258 ff.; (২৭) L. Veccia Vaglieri, Il conflitto Ali-Muawiya e la secessione kharigita riesaminati alla luce di fonti ibadite, in AIUON, n. s. iv (1952), 1-94, v (1954) 1-98; (২৮) ঐ লেখক, Le vicende del harigismo in epoca abbaside, in RSO, xxiv (1949), 34ff.; (২৯) ঐ লেখক, Sulla denominazione "Hawarig", in RSO xxvi (1951), 41-46.

T. Lewicki (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবাহা (১) (اباحة) ঃ مصدر (ক্রিয়া বিশেষ্য), মূল অর্থ "কোন বস্তুকে দৃশ্যমান বা প্রতিভাত করা', তাৎপর্য, "দর্শনকারী ইহাকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করিতে পারে", ইহা হইতে "কোন বস্তুকে কাহারও জন্য অনুমতিযোগ্য করা বা গ্রহণযোগ্য করা" যদি সে চাহে। ইসলামী ফিক্হ-এ ইবাহা অনেক পরস্পর সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত এবং একটি পরিভাষায় পরিণত হইয়াছে যথা ইস্তিবাহা (استباحة) অর্থ কোন জিনিসকে অনুমোদিত, মুক্ত বা আইনানুগ বলিয়া বিবেচনা বা গ্রহণ করা, মুবাহ (مباح) (বিপরীত محظور) অর্থ-"নিরপেক্ষ বা উদাসীন" অর্থাৎ কাহারও জন্য যেমন বাধ্যতামূলক বা সুপারিশকৃত নহে, আবার নিষিদ্ধ বা দূষণীয়ও নহে। মুবাহ ইহার প্রায় সমার্থক শব্দ জাইয (جائز) অর্থাৎ "আপত্তিমুক্ত, বৈধ, অনুমতিপ্রাপ্ত" হইতে ভিন্নতর। যাহা নিষিদ্ধ নহে এই অর্থে হালাল-এর ধারণা (concept)-টি ব্যাপকতর।

শব্দটি কু'রআনে নাই। সর্বাগ্রে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সময় হইতে ক্রমাগত পারিভাষিকভাবে শব্দটির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে এমন সকল ব্যাপার বা বস্তু সম্পর্কে যাহা গ্রহণ বা ব্যবহারের অনুমতি সকলেরই আছে। পরিভাষারূপে ব্যবহৃত না হইলেও ইবাহার এই অর্থটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একটি হ'াদীছে' রহিয়াছে যাহার মর্মার্থ এই, "সকল মুসলিমের তিনটি জিনিসে সমান অধিকার ঃ পানীয়, পশুখাদ্য ও আগুন (ইব্ন মাজা, আহ'মাদ ইব্ন হাম্বাল)। আবূ দাঊদ-এ রহিয়াছে ইহার একটি ভিন্ন পাঠ যাহা আরও পূর্বেকার অর্থাৎ আ'মাশ (মৃ. ১৪৭ বা ১৪৮/৭৬৪-৫)-এর যুগের বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। তখন হইতে ইহা ইসলামী আইনের সাধারণ বিধিতে পরিণত হইয়াছে। মাজাল্লা (দ্র.)-তেও অনুরূপ একটি নিবন্ধ বিদ্যমান। সংকীর্ণতর অর্থে শব্দটি (ইবাহা), মালিক কর্তৃক তাহার সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্য (আংশিক) ভোগ করার অধিকার প্রদানকেও বুঝাইতে পারে; কিন্তু ভোক্তা কর্তৃক ইহাকে স্ব-সম্পত্তিতে পরিণত অথবা বিক্রয় করা ইবাহার আওতা বহির্ভূত। এই বিধানও মাজাল্লায় বিদ্যমান।

কর্ম সম্পাদন সম্পর্কে ইবাহা-এর অর্থ এমন অনুমতি যদ্দ্বারা নিয়োজিত ব্যক্তি (agent) ইচ্ছানুযায়ী কর্মটি সম্পন্ন করিতে পারে (জুরজানী) অথবা এমন একটি নির্দেশ যাহা কর্মের অনুরোধ নহে; বরং করা বা না করা ঐচ্ছিক" (তাহানাবী)। মুবাহ কর্ম পালনে কোন পুণ্য নাই এবং বর্জন গর্হিতও নহে। ইবাহার বিশদ বিবরণে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা উসূলু'ল-ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে কু'রআনের ব্যাখ্যা অধ্যায়গুলিতে [অধ্যায় বিন্যাসের এই রীতি খাওয়ারিযমী (৪র্থ/১০ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) কিতাবু মাফাতীহি'ল-'উলূম-এ পূর্বেই দৃষ্ট ছিল]। এই বিতর্কগুলির সর্বপ্রথমটি যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দেয় তাহা এই, কুরআনে পরিষ্কারভাবে যেই সকল খাদ্যদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নাই তাহা খাওয়া হালাল গণ্য হইবে না হারাম? সুনান আবী দাঊদে বর্ণিত (আত ইমা, ৩০) এক হ'াদীছে' রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "মুশরিকরা কিছু কিছু জিনিস খাইত এবং অপবিত্র মনে করিয়া কতিপয় জিনিস হইতে বিরত থাকিত। এখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং যাহা হালাল বা হারাম তাহাকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা হালাল ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হালাল, যাহা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হারাম এবং যেই খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই তাহা আইনানুগ সুবিধা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত আয়াত আবৃত্তি করিলেন, "বল, আমার কাছে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, তবে যদি মৃত প্রাণী হয়", (৬ ঃ ১৪৫)। এতদ্ব্যতীত ৭ ঃ ৩১ আয়াতের كُلُوْا وَاشْرَبُوْا পরোক্ষ অর্থে, যেই সমস্ত খাদ্য ও পানীয় পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নাই তাহা বৈধ বা হালালরূপে গণ্য হয়। বুখারীর একটি অধ্যায়ের (ই'তিসাম, ২৭) শিরোনামে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত নীতির বিরোধিতা না করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে অবৈধ গণ্য করিতে হইবে, যতক্ষণ না উহার মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হইবে।

খারিজীগণ, বিশেষত নাজ্দা-এর অনুসারীবৃন্দ (আল-আশ'আরী, মাকালাত, ১খ, ৯০, ১০-১৫, ১২৭, ৪-৬) অনুরূপ আর এক পর্যায়ের মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহাদের মতবাদ এই যে, সে সকল ধর্মীয় কর্ম বাধ্যতামূলক তাহা অবশ্যই কোন একজন রাসূলের দ্বারা ঘোষিত হইতে হইবে এবং কোন ব্যক্তি এমন কর্মকে বৈধ জ্ঞান করিতে পারে যাহা তাহার কাছে অবৈধ প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং কোন ব্যক্তি অবৈধতা সম্বন্ধে অনবহিত হইলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। বায়হাসিয়্যা দলটি এত দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা বলিত, মূলত মদ পানের অনুমতি ছিল, কু'রআনে ইহার নিষেধাজ্ঞা ছিল না, এমনকি মাতাল হইলেও নহে (ঐ, ১১৭, ৬ প.)।

মু'তাযিলী (দ্র.)-গণের উত্থাপিত বিতর্কসমূহে এই প্রশ্নটি মানবীয় কার্যাবলীর বিমূর্ত (abstract) গুণাবলী সম্পর্কীয় সাধারণ আলোচনায় পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী নাযিল হওয়ার পূর্বে (অথবা দুই বাণী নাযিলের মধ্যবর্তী সময়ে) মানুষের কার্যাবলীকে নীতিগতভাবে বৈধ অথবা অবৈধ গণ্য করিতে হইবে। মু'তাযিলীগণ, যাহারা আলোচনা শুরু করেন তাহাদের এই সূত্র (premise) হইতে যে, বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তিই (عقل) নির্ধারণ করে কোন কর্ম حسن (ভাল বা উপকারী) এবং কোন কর্ম قبيح (মন্দ বা অপকারী); তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে এই প্রশ্নে। যেই কার্যাবলীর মধ্যে ভাল (حسن) এবং মন্দ (قبيح) সমপরিমাণে বিদ্যমান যাহাতে কোনটির গ্রহণ অথবা বর্জন শ্রেয় বিবেচনা করিবার পথ পাওয়া যায় না এইরূপ কার্যাবলী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী কি হইবে? মনে হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ

পক্ষ এইরূপ কর্মকে নিরপেক্ষ বা মুবাহ গণ্য করেন, অন্যেরা ইহাকে নিষিদ্ধ (মাহজূর (محظور) মনে করেন। অপর এক দল মনে করেন, এই সম্পর্কে মত প্রকাশ স্থগিত (موقوف) থাকিবে যতদিন প্রত্যাদেশ (وحى)-এর মাধ্যমে ইহার স্বরূপ নির্ধারিত না হয়। এতদসত্ত্বেও যেহেতু নিশ্চিতভাবে মন্দ নহে, এইরূপ কার্যাবলীকে حسن (ব্যাপকতর অর্থে)-এর শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। জাহিরী (ظاهرى) ও কিয়াস (قياس)-এর অনুসারিগণের সহিত ইব্ন হাযমও ১০ ঃ ৫৯ ও ১৬ ঃ ১১৬ আয়াতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই জাতীয় কর্মের গুণ বর্ণনা স্থগিত থাকিবে। যাঁহারা মনে করেন, কোন কর্ম বা বস্তুর হুস্ন (حسن) বা কুব্হ যুক্তির (عقل) ভিত্তিতে নহে, বরং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায় (যাহাতে তাহারা মু'তাযিলীগণের যুক্তির ভিত্তিকেই অস্বীকার করেন) সেই সুন্নী ফাকীহ ও কালামবিদমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিষয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উপরিউক্তরূপ কর্ম বা বস্তু নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ— এই মতের পক্ষে পেশ করা হয় ৫ ঃ ১ ও ৫ ঃ ৪ আয়াত ও বিপরীত মতের সমর্থনে ২ ঃ ২৯ ও ২০ ঃ ৫০ আয়াতের উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ হানাফীর মতে ঐগুলি সিদ্ধ (جائز)। মালিকী ও শাফিঈগণের মধ্যে ব্যাপকতর মত এই যে, প্রত্যাদেশ লাভের পূর্বে এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োগ অর্থহীন; হাম্বালীরা এই ব্যাপারে বিভক্ত।

যাহা হউক, ইহা সর্বসম্মত যে, ইসলামের ব্যবহারিক আইনের সাধারণ নীতি এইঃ "যেই জিনিস স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ (বা নিন্দনীয়) নহে এবং যাহা দৃশ্যত ক্ষতির কারণ হয় না, তাহা মুবাহ"। প্রাথমিক যুগ হইতে ক্রমাগত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে এই সাধারণ নীতি প্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে, যদিও ইহা উসূলু'ল ফিক্হ-এর নীতিমালায় কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। আল্লাহ্‌র কু'রআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহতে যে সকল জিনিস নিষিদ্ধ নহে তাহা আল-জাহিজ-এর মতে সর্বতোভাবে মুবাহ (مباح مطلق) [রিসালাতুল কিয়ান, সম্পা. Finkel, কায়রো ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৫৬; অনু. Pellat, in arabica, ১০ খ. (১৯৬৩ খৃ.), ১২৫]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Lexicon, শব্দমূল দ্র.; (২) তাহানাবী, Dictionary of Technical Terms, শব্দমূল দ্র.; (৩) আল-জুরজানী, তা'রীফাত, শব্দমূল দ্র.; (৪) Santillana, Istiuzion, ১খ., ৮, ১৪; (৫) J. Schacht, Introduction, 121; (৬) শাফি'ঈ, রিসালা, বূলাক ১৩২১ হি., পৃ. ৪৯; (৭) ইব্ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, কিতাবু'ল বুয়ূ, অধ্যায় ৫ (অনু. A. Laimeche, Averroes Livre des, echanges, আলজিয়ার্স ১৯৪০ খৃ., ৮৪); (৮) মাজাল্লা, arts. ৮৩৬, ৮৭৫, ১২৩৪; (৯) আল-কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার, আল-মুগ্নী, ১৭খ., কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১৪৪-৮; (১০) আবু'ল-হুসায়ন আল-বাস্রী, কিতাবু'ল মু'তামাদ ফী উসূলি'ল-ফিকহ, ২খ., দামিশ্ক ১৯৬৫ খৃ., ৮৬৮ প. (অধ্যায়ঃ আল-কালাম ফি'ল-হাজ্র ওয়াল-ইবাহা); (১১) ইব্ন হাযম, আল-ইহ্কাম ফী উসূলিল-আহ্কাম, কায়রো ১৩৪৫ হি., ১খ., পৃ. ৫২ প., অধ্যায় ৬; (১২) ফাখরু'ল-ইসলাম আল-বাযদাবী, কানযুল-উসূ'ল (وصول) ইলা মারিফাতি'ল-উসূ'ল ('আবদু'ল -'আযীয আল-বুখারীর ভাষ্য কাশফু'ল আস্রারসহ), ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হি., ৩খ., ৯৫প. (বাবুল মুআরাদা); (১৩) আল-গাযালী, আল-মুস্তাস্ফা, বূলাক ১৩২২ হি., ১খ., ৬৩, ৭৫ (আল-কুতুবু'ল-আওয়াল, ফান্‌ন ১ ও ২) ; (১৪) মুওয়াফফাকুদ্দীন ইব্ন কুদামা, রাওদাতুন-নাজির, কায়রো ১৩৪২ হি., ১খ., ১১৬-২৩ (অধ্যায় হাকীকাতুল-হুক্‌ম, ৩য় ভাগ); (১৫) আল-কারাফী, শারহ তানকীহি'ল-ফুসূল ফি'ল-উসূ'ল, তিউনিস ১৩২৮/১৯১০, পৃ. ৭৭প. (অধ্যায় ১, ফাস্'ল ৭), ১১৯ প. (অধ্যায় ৪, ফাস্‌ল ২); (১৬) তাজুদ্দীন আস-সুব্কী, জাম্'উল-জাওয়ামি' (আল-মাহাল্লীর ভাষ্য ও আল-আত্তারের পরিমার্জনাসহ), কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭, ১খ., ৯৪ প. (আল-মুকাদ্দিমাত), ২খ., ৩৯৪ (অধ্যায় ৫, মাস'আলাতু হুকমি'ল-মানাফি' ওয়াল-মাদাররা): (১৭) আশ-শাতিবী, আল-মুওয়াফফাকাত, সম্পা. 'আবদুল্লাহ দাররায, ১খ., ১০৯ প. (কিতাবু'ল-আহকাম, ১খ., শাখা ১-৫); (১৮) আস-সুয়ূতী, আল-আশবাহ্ ওয়ান নাজাইর, মক্কা ১৩৩১ হি., পৃ. ৫৮-৬৩ (২য় ভাগ, কাইদা ২); (১৯) ইব্ন নুজায়ম, আল-আশ্বাহ ওয়ান-নাজাইর, কায়রো ১৩২২ হি., ২৬ প. (نوع ا, কাইদা, ৬); (২০) ইব্ন আবিদীন, রাদ্দুল-মুহ্তার (আল-হাসকাফীর ভাষ্যসহ, ইস্তাম্বুল ১৩২৪-৬ হি., ৩খ., ৩৩৭ (কিতাবুল জিহাদ, বাব ইস্‌তী'লাই'ল-কুফফার); (২১) ইব্ন বাদ্‌রান, আল-মাদ্খাল ইলা মাযহাবি'ল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, কায়রো তা. বি., পৃ. ৬৪ প. (আল ইক্দু'ল-খামিস) ও সাধারণভাবে উসূলুল-ফিক্হ সম্পর্কীয় রচনাবলী; (২২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল-গায়ব, কু'রআন ৭ ঃ ৩১, ৪০ ঃ ১৭-এর ভাষ্য; (২৩) Comte L. Ostrorog, Droit Public musulman, প্যারিস ১৯০১ খৃ., ১খ., ৬৪-৬ (পুনর্মুদ্রণ, El-Mawerdi, LI Droit du califat, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ৫৬-৮); (২৪) Goldziher, Vorlesungen, ৫৯-৬৩; (২৫) K. Faruki, in Islamic Studies (সাময়িকী), করাচী ১৯৬৬ খৃ., ৭৬ প.।

J. Schacht(E.I.2) এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবাহা (২) (إباحة) ঃ অর্থ অনুমতি, সাধারণভাবে নীতিশাস্ত্র বিরোধী (antinomian শিক্ষা অর্থাৎ নীতিমূলক অনুশাসন মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক নহে) মতবাদ বা কর্মের অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত, কতিপয় শী'আ, ও সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিত। প্রাথমিক কাল হইতেই অধিকতর চরমপন্থী শী'আদের মধ্যে নীতিবিরোধী প্রবণতা শক্তিশালী ছিল। "নিষিদ্ধের অনুমতি প্রদান"কারী (إباحة أو تحليل المحارم) শী'আমণ্ডলীর কতিপয় প্রান্তিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ইহা একটি পৌনঃপুনিকভাবে ক্রমাগত আরোপিত অভিযোগ। অন্যান্য মানদণ্ডের মধ্যে এই অভিযোগটি তাহাদেরকে (গুলাত, চরমপন্থী দ্র.) শ্রেণীভুক্ত করিবার সহায়ক হইয়াছে। প্রচলিত ধর্মমত বিরোধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লেখকগণ (Heresiographers) এমন অনেক দলের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়্যা অথবা মুহাম্মাদ আল-বাকির-এর মাধ্যমে ইমামাত-এর অধিকারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বা এই দলের শাখাতে পরিণত হয়।

এই সকল দলের মতে ইমাম-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশ্বাস, যেই জ্ঞান— সাধারণভাবে ইমামের প্রকৃত স্বরূপের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হইত— ছিল সর্বপ্রধান মৌল ধর্মীয় কর্তব্য। এই বিশ্বাস এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, অপর সকল দায়িত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কথিত এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রেক্ষিতে তখন কুরআনে বর্ণিত অনুশাসনগুলিকে ইমাম অথবা সত্যিকারের বিশ্বাসীমণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য

প্রকাশমূলক ব্যাখ্যা (تأويل) করা হইত। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক বিধানগুলিকে ধর্মের শত্রুদের প্রতি প্রযোজ্য বিবেচিত হইত অথবা প্রকৃত ইমামকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, কু'রআনের বিধি-বিধানগুলি যেন তাহাদের শাস্তিস্বরূপ "শৃঙ্খল ও বোঝা"। এই সকল দলের বিরুদ্ধে অবধারিতভাবে শারী'আপন্থিগণের আনীত লাম্পট্যের অভিযোগ সাবধানতা সহকারে বিচার্য।

প্রাথমিক যুগের ইস্মা'ঈলী মতবাদ এই প্রেক্ষিতে পরিবর্তন আনয়ন করে। ইস্মা'ঈলীগণ দাবি করে যে, সপ্তম যুগের নেতা (Master قائم) মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ (স)-এর যুগের ও তৎপ্রদত্ত আইনসমূহের বৈধতার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং কু'রআন ও ইহার আইনসমূহকে ইহাতে অন্তর্নিহিত (باطن) জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয়। ইহার বাহ্যিক (ظاهر) শব্দগত অর্থের বিপরীত উক্ত অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা চিরবৈধতার অধিকারী। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধীবাদ সরকারী ফাতিমী দা'ওয়া-এর তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই দা'ওয়া সঙ্গতিপূর্ণভাবে দাবি করিতে থাকে যে, জাহির ও বাতি'ন, শারী'আ ও তা'বীল, কর্মসমূহ ও জ্ঞান যুগপৎভাবে বাধ্যতামূলক। পরবর্তী কালে ফাতিমী দা'ওয়াঃ হইতে বিচ্যুত, বিশেষত দ্রুয (Druze) ও নিযারী আন্দোলনে এই মতবাদের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। (W. Madelung) সূফীগণের মধ্যে নৈতিকতাবিরোধীবাদের উন্মেষ বিলম্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রাথমিক যুগের সূফীগণ সাধারণত উপাসনা কর্মে কঠোরতাবাদী (rigorist) এবং বিবেকের ক্ষেত্রে tutiorist অর্থাৎ এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, যদি ধর্মীয় অনুশাসনের বিপরীতে কর্মের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয় স্বাধীনতা, তবে ইহার পক্ষে যুক্তি হইতে হইবে সুনিশ্চিত অথবা সকল রকমের মত হইতে অধিক সম্ভাব্য (দ্র. Websters New International Dictionary, (c) 1976)। কিন্তু সূফীগণের মাধ্যমে যেই আধ্যাত্মিক জীবনধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে, সেই ক্ষেত্রেও নৈতিকতাবিরোধী চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে। কখনও কখনও সূফীগণ সম্ভবত পূর্বতন শী'আদের অভিজ্ঞতা, এমন কি তাহাদের ভাষাগত ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী হইয়া পড়েন।

শী'আগণের ন্যায় সূফীগণও মনে করেন যে, কুরআন ও হাদীছের মূল পাঠের অন্তরালে একটি বাতিন অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে এবং কতিপয় সূফী উপলব্ধি করেন যে, বাতিনের অনুসরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি শাব্দিক অর্থে প্রকাশিত বিধান হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। কিন্তু শী'আ নৈতিকতাবিরোধীবাদের মধ্যে যেই ক্ষেত্রে ইমাম ও তাঁহার সম্মানিত অনুসারীমণ্ডলীর ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিফলিত, সূফী মরমীবাদ অপরাপর সকল মরমীবাদের মতই সেই ক্ষেত্রে শাব্দিকভাবে প্রকাশিত ব্যবস্থাবলীকে অধিকতর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব করে। বাতিন বাক্যের কেবল একটি খামখেয়ালী রূপক অর্থ নহে, বরঞ্চ বাতিন একটি অন্তর্নিহিত মর্মার্থ (Spirit) এবং বাক্য কেবল ইহার একটি নিকট প্রতিরূপ, উদাহরণমূলক রূপ যাহা সংকেতরূপী উপাসনা পদ্ধতি (Symbolisation), এমন কি স্বল্প আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মনের জন্য অভিযোজিত (adapted)। সুতরাং যখনই কেহ এই মর্মার্থ উপলব্ধি করিবে তখন ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, তাহার নিকট বাক্য অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে এবং মর্মার্থ নিজেই তখন যথা প্রয়োজনীয় কর্মের উদ্ভব ঘটাইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যদি আল্লাহ্ সরাসরিভাবে বিবেককে আলোকিত করেন, তাহা হইলে শারী'আতপন্থী 'আলিমগণ বিধি-নিষেধের যেই জ্ঞানপ্রসূত ব্যাখ্যাসমূহ দিয়াছেন তাহা তুলনামূলকভাবে কৃত্রিম। এই কারণে, এমন কি যেই সকল সূফী 'উলামা' দ্বারা স্থিরীকৃত জীবন-মানের সমর্থন করেন তাঁহারাও কেবল আনুগত্য ও দৃষ্টান্তমূলক আগ্রহের ভিত্তিতে বিতর্কের প্রবণতা প্রদর্শন করেন। শারী'আতপন্থী 'উলামা' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছাকে অধিকতর সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়াছেন এইরূপ দাবীর ভিত্তিতে আলোচনা করেন না। সূফীগণের বিশ্বাস ছিল, অধ্যাত্ম জ্ঞানের অগ্রগামী মরমীবাদীগণ আল্লাহর বন্ধুবিশেষ এবং যেমন শী'আগণ মনে করিতেন, ইমামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে শারী'আতী আইনের বিধি-বিধান হইতে মুক্ত না হইলেও তাঁহার পাপ ক্ষমা করা হইবে। অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক সূফী বিশ্বাস করিতেন যে, আল্লাহর বন্ধু ও তদ্রূপ মুক্ত, যদিও তাঁহার পক্ষে আল্লাহর আদেশ পালন করিয়া যাওয়া কেবল স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার কারণেই এবং তাঁহার পদস্খলন হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে। কাহারও কাহারও ধারণা ছিল, প্রকৃতিগতভাবেই কামিল সূফী কোন পাপ করিতে অক্ষম, তাঁহার কৃত এমন কোন কর্মকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

সূফী মতবাদ স্বয়ং শারী'আতের সহিত সংঘাতের সৃষ্টি করে। যেই সূফীভক্ত আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছেন তিনি হয়ত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হস্তে এমনই সমর্পিত যে, তিনি তাঁহার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নহেন। যদি তিনি আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাত সম্পাদন না করেন, তবে তাহা অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়— আল্লাহ তাঁহার প্রেমাসক্ত বান্দার হিফাজত করেন। এই অবস্থায়, বিশেষত বেআইনী উক্তি (شطحيات)-সমূহকে দোষমুক্ত বিবেচনা করা হয়। সর্বাবস্থায় নবদীক্ষিত শাগরিদকে তাহার পীরের পূর্ণ আনুগত্যে সম্মত হইতে হয়; বহু জনের মতে, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে শারী'আতের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও। উপরিউক্ত সূফীগণের প্রার্থনার রীতি প্রায়শই শারী'আতবিরোধীরূপে প্রতিভাত হয়— সঙ্গীত ও নৃত্যে, এমনকি পরিণামে মাদক সেবন বা সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহের প্রতি অবলোকনের কারণে। সূফী কৈফিয়ত্দাতাগণ (apologists) দাবী করেন যে, যাহা কিছু ভক্তি যোগে করা হয় তাহা আইনের ঊর্ধ্বে। মালামাতিয়্যা (দ্র.) সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় সূফী তাঁহাদের সদ্গুণসমূহকে আড়াল করা এবং পাপগুলিকে প্রকাশ করা নীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় এই পাপকর্মসমূহ তাঁহারা কেবল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সূফী শিক্ষা, তাহা যত সাবধানতামূলক বাক্যে প্রদত্ত হউক না কেন, শারী'আতী আইনের প্রতি সূফীর আনুগত্যকে অন্তত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। কিন্তু সকল প্রকার সূফী শিক্ষাই রহস্যমূলকঃ কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিগণই যাহা শিক্ষা দান করা হয় তাহার পশ্চাতের প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। এই কারণে চরমপন্থিগণ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সূফীবাদে দীক্ষিতদের জন্য শারী'আতী আইন প্রকৃতপক্ষে আদৌ প্রযোজ্য নহে। উপরন্তু সূফীগণ মনে করেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সকল ধর্মই সমভাবে পূর্ণাঙ্গ না হইলেও সমান বৈধ পন্থা। সুতরাং কোন একটি ধর্মের আইনকে একটি অস্থায়ী সহায়কের ঊর্ধ্বে ধারণা করা যায় না। এই ধরনের চরমপন্থিগণ বহু পর্যায়ে বিভক্ত। এক প্রান্তে রহিয়াছেন যাঁহারা মনে করেন নীতিবিরোধিতাবাদ (antinomianism) কেবল একটি গূঢ় নীতিমাত্র, বাস্তবে অনুশীলনের জন্য

নহে; অপর প্রান্তে আছেন, যাঁহারা কোন না কোন ধর্মীয় অজুহাতে সকল প্রকার সামাজিক মান ও নীতিকে অস্বীকার করেন। সাধারণত ইবাহা অর্থ নৈতিকতাহীন আন্তর্ব্যক্তিক আচরণ নহে, বরং ইহা আনুষ্ঠানিক কৃত্য ও ব্যক্তিগত বিধি (যথাঃ খাদ্য গ্রহণ, যৌনতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে শারী'আতের মানদণ্ড বর্জন করা। সূফীগণের মধ্যে যাঁহারা শারী'আত সমর্থন করেন তাঁহারা ইবাহাঃ গ্রহণকারী (কখনও 'ইবাহিয়্যাঃ' নামে আখ্যায়িত)-দের সকলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।

কতিপয় তারীকাঃ (طريقة) শারী'আত অনুসরণে দৃঢ়তার জন্য বিশেষ লক্ষণীয়, যথাঃ নাক্শবান্দিয়্যা (দ্র.) ও কাদিরিয়্যা (দ্র.); অন্যান্য তারীকা, যথা বেক্তাশিয়্যা (দ্র.) অবজ্ঞার সহিত নৈতিকতা লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত। এই প্রকার তারীকাসমূহকে ফারসীতে বে-শার' বলা হয়। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চরমপন্থী নৈতিকতাবিরোধী দরবেশগণকে কালান্দার (দ্র.)-রূপে অভিহিত করা হইত। কিন্তু শারী'আতপন্থী তারীকার অভ্যন্তরেও কতিপয় শায়খ ব্যক্তিগতভাবে বে-শার' অবস্থান গ্রহণ করিতে পারিতেন।

শী'আঃ নৈতিকতা-বিরোধীবাদ জন্মগ্রহণ করে chiliastic hops (যীশুর পুনরাগমন ও সহস্র বৎসরব্যাপী পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপন [=millennium] সংক্রান্ত আশীর্বাদ অর্থাৎ মাহ্দীর আগমন প্রত্যাশা) হইতে যে, আল্লাহর প্রতিনিধি কপটতাময় অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ এই পৃথিবীকে রূপান্তরিত করিয়া ইহাকে সুবিচারে পরিপূর্ণ করিবেন। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল— এই পৃথিবী ও ইহার রীতিনীতি হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করা এবং নূতন বিধান সমর্থনের জন্য প্রস্তুত থাকা। অন্যপক্ষে সূফী নৈতিকতাবিরোধীদের উদ্ভব হয় এক প্রকার মরমী অভিজ্ঞান ও দৃষ্টি হইতে, যাহাতে অন্তর্নিহিত নৈতিক প্রতিবেদনশীলতা সকল বাহ্যিক বিধি-বিধানকে নগণ্য অথবা খামখেয়ালী (arbitrary) রূপ প্রদান করে। কিন্তু এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী— অবতার-আগমন আশাবাদ ও মরমীবাদ সময়ে সময়ে একীভূত হইয়া যায়, বিশেষত মধ্যযুগের শেষভাগে যখন নিযারী ইসমা'ঈলীগণের ন্যায় একটি শী'আঃ সম্প্রদায় একটি সূফী তারীকার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে একাধিক সূফী তারীকাঃ একটি শী'আ ও কমবেশী সহস্র বর্ষব্যাপী ধর্মরাজ্যের আশাবাদমূলক (chiliastic) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ অধিকাংশ সূফী রচনাবলী শারী'আত সমর্থক হইলেও উল্লিখিত ইবাহার প্রতি এক বা একাধিক প্রবণতা তাহাতে পরিদৃষ্ট। জালালু'দ-দীন রূমীর মাছনাবী এইরূপ প্রবণতার প্রায় সব কয়টিকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে প্রদর্শন করে। গাযালীরকৃত আহ্লু'ল-ইবাহা-র সমালোচনা গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাঃ Otto Pr[illegible] কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে "Der Antinomismus der islamischen Mystik"-সহ Die Streitschrift des Gazali gegen die Ibahija, মিউনিখ ১৯৩৩ খৃ. (SB Bayer. Ak., Phil-hist. Abt., Jahrgang ১৯৩৩ খৃ. Heft7)।

M.G.S. Hodgson. (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইবাহাতিয়া (اباحتية) ঃ হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়। কতিপয় ভারতীয়-মুসলিম (Indo-Muslim) ঐতিহাসিক ইবাহাতিয়া ও ইবাহিয়্যা বা আস্হাবু'ল-ইবাহা-এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। যেহেতু ইসমা'ঈলীগণ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু ঐ সমস্ত লেখক মনে করেন যে, ইবাহাতিয়া পদটি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য। যাহা হউক, এতদসংক্রান্ত প্রমাণাদির গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই উল্লেখসমূহ দ্বারা হিন্দু "তান্ত্রিক" সম্প্রদায়কে বুঝান হইয়াছে। যাহারা "বামমার্গী" কিংবা "বামচারী" (বামপন্থী) নামেও পরিচিত এবং "শাক্ত-দের" একটি উপ-সম্প্রদায়। এই তন্ত্রগুলি "বামমার্গীদের" ধর্মশাস্ত্র। 'তান্ত্রিকদের' পূজা পদ্ধতির অপরিহার্য করণীয় হইল "পঞ্চমকর" বা পঞ্চসাধন, যথাঃ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মেমন-(রহস্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ও যৌন সঙ্গম); তাহারা স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পূজা করে। এই পূজা অনুষ্ঠানটিকে 'ভৈরবী চক্র' বলা হয় (S. H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim history, ১খ, ৩৪২)। এই সম্প্রদায়ের অনুসারিগণ মুসলিম শাসনামলে উড়িষ্যাতে সবিশেষে শক্তিশালী ছিল। ফুতূহাত-ই ফীরূয শাহী-তে উল্লেখ আছে যে, ইবাহাতিয়াঃ সম্প্রদায় প্রতিমা তৈরি করিয়া উহার পূজা করিত। সম্ভবত উহা স্ত্রী যৌনেন্দ্রিয়ের প্রতীকরূপী মূর্তি। সীরাত-ই ফীরূয শাহী (পৃ. ১৪৬)-তে বর্ণিত আছে যে, ইবাহাতিয়াঃ সম্প্রদায়ের লোকদের একটি নির্দিষ্ট দিন আছে যখন তাহারা এক নির্ধারিত স্থানে এই উদ্দেশ্য একত্র হয়। তাহারা গোবর দ্বারা লেপন করে এবং পৌত্তলিকদের প্রথানুযায়ী তথায় চাউল ও ময়দা ছিটাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা যাহাকে এই সম্প্রদায়ের দীক্ষা দিতে চায়, এই স্থানে আসিয়া তাহাকে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িতে আদেশ করে এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্য অবিশ্বাসের (كفر) মন্ত্রাদি শিক্ষা দান করে এবং সে তাহাদের অনুসারী হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করার আহ্বান জানায়। ঐ রাত্রিতে তাহারা তাহাদের কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও ভগ্নিদেরকে একত্র করে এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান করিতে দেয়। পুস্তকে ঐ রাত্রির যৌন অনাচারের বর্ণনাও রহিয়াছে। ইহাই হইল বামমার্গীদের ধর্মকাণ্ড। গ্রন্থখানার মূল পাঠের পরবর্তী পর্যায়ে (পৃ. ৫৯) স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, জাজনগর (উড়িষ্যা)-এর অধিবাসিগণ সকলেই ইবাহাতী মতাবলম্বী ও মূর্তিপূজক। প্রতিটি শহরেই তাহাদের মন্দির আছে, জগন্নাথের মন্দিরই তাহাদের প্রধান উপাসনালয়। তৎকালে উড়িষ্যাতে বামমার্গী তান্ত্রিক মতবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফীরূয শাহ, ফুতূহাত-ই ফীরূয শাহী, বৃটিশ মিউজিয়াম, MS. Or. ২০৩৯; (২) সীরাত-ই ফীরূয শাহী, পাণ্ডু. বাঁকীপুর পাবলিক লাইব্রেরী (মূল পাঠের পৃষ্ঠার বরাতগুলি লিটন লাইব্রেরী কপিখানায় দেওয়া হইয়াছে, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়); (৩) H. H. Wilson, The religious sect of the Hindus, মাদ্রাজ ১৯০৪ খৃ.; (৪) S. H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim history, ১খ, বোম্বাই ১৯৩৮ খৃ.; (৫) I. H. Qureshi, The administration of the Sultanate of Dehli, করাচী ১৯৫৮ খৃ.।

I. H. Qureshi (E.I.[2])/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইবাহিয়্যা [দ্র. ইবাহাঃ (২)]

ইবিল (ابل) ঃ 'আরবী শব্দ, সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। ইহা camelidae বা উষ্ট্রের দুইটি প্রধান জাতের সমষ্টিগত নাম। উহারা এক কুঁজবিশিষ্ট camelus dromedarius বা dromedary এবং দুই কুঁজবিশিষ্ট camelus bactrianus বা মামুলি উট। সচরাচর মধ্যএশিয়া, পশ্চিম চীন ও উত্তর ইরানে 'আরবদের কাছে ফালিজ (বহুবচনে ফাওয়ালিজ) নামে পরিচিত শেষোক্ত শ্রেণীর উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়।

'ইরাব নাম্নী 'আরবী উষ্ট্রীর সঙ্গে জোড়া কুঁজবিশিষ্ট প্রজনিষ্ণু উষ্ট্রের সঙ্গমের ফলে শাবক উৎপাদনে অক্ষম বুখ্ত নামক (একবচনে বুখতী, ব. ব. বাখাতী) সঙ্কর শ্রেণীর উষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিত। ইহারা প্রধানত ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হইত (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ভূমিকা দ্র.; আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৩খ, ৪-৫; আল-বায়হাকী, মাহাসিন, পৃ. ১১০; আদ-দামীরী, আলোচ্য শিরোনাম দ্র.; লিসানু'ল-'আরাব, আলোচ্য শিরোনাম দ্র.; Leo Africanus, অনু. Epaulard, ২খ, ৫৫৬)। বাদও (BADW) শীর্ষক নিবন্ধে [নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিও এক্ষণে উহার গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত F. Gabrieli (সম্পা.), L'Antica societa beduina, রোম ১৯৫৯ খৃ.; R. Mauny, Tableau geographique..., পৃ. ২৮৭ প. ও গ্রন্থপঞ্জী]। 'আরব ও উত্তর আফ্রিকার উষ্ট্রপালক গোষ্ঠীগুলির বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমান নিবন্ধে আমরা কেবল camelus dromedarius সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। সিন্ধু উপত্যকা হইতে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত ও কঙ্গো অঞ্চলে এই জাতের উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা উহাকে শুধু 'উষ্ট্র' বা 'উট' নামে আখ্যায়িত করিব।

পশুটির বর্ণনা দানের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ সম্বন্ধে 'আরবী ভাষা যে বিস্ময়কররূপে সমৃদ্ধ, উহার প্রাচীন কবিতা ও অভিধানের শব্দভাণ্ডার হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। উষ্ট্র মরুচারী বেদুঈনদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়স্থলের প্রধান যোগানদার। মরুযাত্রীরা উহাদের পিঠে চড়িত এবং উহাদের দ্বারা ভারী মোট বহন করাইত (দ্র. ইব্ন সীদুহ, মুখাস্সাস, ৭খ, ১-১৭৪; F. Hommel, Die Namen der Saugethiere bei den sudsemitischen Volkern, লাইপযিগ ১৮৭৯ খৃ., ১৬০-এর অধিক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন)। বয়সের ক্রমবৃদ্ধি অনুযায়ী উষ্ট্রের বিভিন্ন নাম রহিয়াছে (আধুনিক যুগের জন্য Jaussen, Moab, পৃ. ২৭০ দ্র.)। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উহার অনেক শ্রেণীবিভাগও রূপকালঙ্কারের সাহায্যে তদ্রূপ আরও বহু শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও উহার চারিটি নাম বাস্তবিকই সুনির্দিষ্টঃ ইবিল (স্ত্রীলিঙ্গ) বলিতে উষ্ট্র জাতিকে ও উষ্ট্রীগুলিকে, বা'ঈর বলিতে লিঙ্গ নির্বিশেষে কোন একটি, নাকাঃ বলিতে মাদী এবং জামাল বলিতে নর উষ্ট্র [(কখনও কখনও পুং জাতি বুঝাইতে ইবিল-এর সঙ্গে ইহা সমার্থক যুগ্ম শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়; দ্র. Ch. Pellat, Sur quelques noms d'animaux domestiques in arabe classique, in GLECS, viii (২৫ মে, ১৯৬০ খৃ.), পৃ. ৯৫-৯]। আল-কুরআনে উষ্ট্রের চারিটি নাম দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে নাকাঃ নামটি বিশেষত সালিহ, ছামূদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে (৭ঃ ৭৩ ও ৭৭, ১১ঃ ৬৪, ১৭ঃ ৫৯, ২৬ঃ ১৫৫, ৫৪ঃ ২৭, ৯১ঃ ১৩ দ্র.)। মনে হয় উটের (গলার আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করত) হিব্রু শব্দ gimel হইতে জামাল শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। উহা হইতে গ্রীক ও ল্যাটিন (camelus) শব্দটিরও উৎপত্তি হইয়াছে।

আল-কুরআন অবশ্যই বলিয়াছে (৮৮ঃ ১৭), "তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উষ্ট্রের (ইবিল) দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?" কিন্তু কেহ কেহ এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহাতে পরোক্ষভাবে মেঘের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শয়তানের বংশধর (ব.ব. শায়াতীন)-রূপে পশুটির উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাস রহিয়াছে (তু. আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ১খ, ২৯৭ ও ৩৪৩; ইব্ন কুতায়বা, মুখতালিফু'ল-হাদীছ, পৃ. ১৬৩)। অধুনা প্রচলিত একটি লোক কাহিনী মতে উষ্ট্র পশ্চাদ্দিকে প্রস্রাব করে; কারণ হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর দেহ যাহাতে ময়লায় কলুষিত না হয়, সেজন্য উহার আকৃতির পরিবর্তন ঘটান হইয়াছে (বিশেষত দ্র. H. Masse, Croyances et coutumes persanes, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., ১খ, ১৮৭)। প্রাচীন 'আরবরা বিশ্বাস করিত যে, 'আদ, ছামূদ প্রভৃতি বিলুপ্ত জাতিরা যে সকল উষ্ট্রযূথের মালিক ছিল উহাদের বংশধররা ওয়াবার (দ্র.) দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বন্য জীবন (হূ'শ) যাপন করিয়াছিল। ঐ সময়ে উহাদের নরগুলি 'আরব মাদী উষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইলে উহার মেহারা জাতের (মাহরিয়্যা) উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণীর উষ্ট্র কৃশদেহ, হালকা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গতির দ্রুততার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত স্বল্পখ্যাত কতিপয় অন্যান্য জাতেরও উদ্ভব হইয়াছে। 'আরবে যে যুগে বন্য জন্তুরূপে উষ্ট্র ঘুরিয়া বেড়াইত তখন হইতেই এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহাও লক্ষণীয় যে, জিরাফকে হয় camelidae অর্থাৎ উষ্ট্র গোত্রভুক্ত, না হয় বৃহদাকার চিতা বাঘ বা অন্য কোন জন্তুর সাথে উষ্ট্রীর মিলনজাত সঙ্কর প্রাণীভুক্ত মনে করা হইয়া থাকে (আল-জাহিজ, তারবী', নির্ঘণ্ট, যারাফাঃ শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)।

উষ্ট্র কুরবানী অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। জাহিলী যুগে মক্কায় হাজ্জ পালনকালে শাস্ত্রীয় আচারমতে উষ্ট্র কুরবানী দেওয়া হইত (J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., নির্ঘণ্ট, hady শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)। যূথবদ্ধ উষ্ট্রের সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হইলে চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইত; আর উহাদের সংখ্যা ততোধিক হইলে তাহার দ্বিতীয় চক্ষুটির দশাও তদ্রূপ হইত (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ১খ, ১৭)। (শত্রুর) অশুভ দৃষ্টি হইতে হিফাজতের জন্য, পশুগুলির বদনোজর এড়াইবার এবং শত্রু গোষ্ঠীর আক্রমণ হইতে উহাদেরকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রথা অনুসৃত হইত। ইহাকে 'আতীরাঃ (দ্র.)-র সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। চর্মরোগ ('উর্র)-গ্রস্ত জন্তুগুলির রোগ নিরাময়ের জন্য সুস্থ জন্তুর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হইত। দানশীল কর্তারা মেহমান আপ্যায়নে সর্বদা উষ্ট্র যবেহ করিতেন। আর হতভাগ্য উষ্ট্রকেই মায়সির (দ্র.) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শিকার হইতে হইত। জীবদ্দশায় বেদুঈন মালিকের নিত্যসঙ্গী, উষ্ট্র কিয়ামতের দিন তাহাকে সেবার উদ্দেশে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুকালেও তাহার অনুষঙ্গী হইত (বালিয়্যা দ্র.)। এমনকি, সম্প্রতি এক উষ্ট্রপালক গোত্র তাহাদের উষ্ট্রী ও শাবকগুলিকে শোকার্ত চীৎকারের অনুরূপ শব্দ করিয়া শোকযাত্রার বিলাপে অংশগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে (A. Dhina Nomadisme, পৃ. ৪২৭-৮ দ্র.)। উট বরকতময় পশু, উহার গোশত ভক্ষণ ঈমানের কাজ (তু. J. Wellhausen, Reste, 115, n.2)। মরক্কোতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মহানবী (স) বলিয়াছেন, "উষ্ট্র আমার প্রিয়; যে ব্যক্তি তাহার গোশত ভক্ষণ করে না সে আমার উম্মাত নয়" (Westermarck, Survivals, পৃ. ১০৫-৬)। বাস্তবিক নৈতিকতার দৃষ্টিতে উহার গোশত বৈধ হইলেও খুর বিভক্ত না হওয়ায় য়াহূদীরা তাহা অবজ্ঞার সঙ্গে পরিহার করে (Lev., ১১ঃ ৪; Daut., ১৪ঃ ৭)। স্বপ্নে উষ্ট্র দর্শন সাধারণত শুভ লক্ষণ। যদি কোন উষ্ট্র ইরান দেশের গৃহের দরজায় নিদ্রিত থাকে তবে গৃহস্বামীর মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া তথায় ধারণা করা হয় (H. Masse, Croyances, ১খ, ১৯৩)।

বেদুঈনদের প্রিয় বাহন উষ্ট্রীকে জাহিলিয়্যা যুগের কবিতায় গৌরবের স্থান দেওয়া হইয়াছে। কাসীদা কবিতায় উষ্ট্র পৃষ্ঠে ভ্রমণ সম্পর্কিত বর্ণনায় উচ্চ প্রশংসাত্মক বহু বিশেষণযুক্ত উষ্ট্রের বিস্তারিত বিবরণ পওয়া যায়। কবি তারাফাঃ-র মু'আল্লাকাঃ এইজন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ (ফরাসী অনু. Caussin de Perceval, apud L. Machuel, Auteurs arabes, প্যারিস ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৪৫-৭; ইং. অনু. A. J. Araberry, The seven odes, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৮৩-৫)। কিন্তু আরও অনেক কবিতায় যাহাতে কবি উট সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কবিতার মৌলিক ভাবধারার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য আধুনিক কবিদের মধ্যে যাহারা কদাচিৎ বাহক উষ্ট্র দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ উপলব্ধি করেন যে, তাহারাও উক্ত ঐতিহ্যের সহিত একমত থাকিতে বাধ্য। 'মরুভূমির জাহাজ' উষ্ট্রের চলনভঙ্গি, বেগ, গাম্ভীর্য ও সহনশীলতাকেই কবিরা সর্বাধিক শ্রদ্ধা করেন (সাফীনাতু'ল-বার্র; দ্র. I. Goldziher, in ZDMG, ৪৪খ, (১৮৯০ খৃ.), পৃ. ১৬৫ প., বিশ্লেষণঃ G. H. Bousquet, in Arabica, ৭/৩ (১৯৬০ খৃ.), পৃ. ২৫৫-৬)। মরুভূমি অতিক্রম করিবার জন্য দীর্ঘ পথ যাত্রাকালে বেদুঈনগণ পানি সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত পানির মশকাদি (রাবিয়া) উষ্ট্রের পিঠে বোঝাই করিত। কিন্তু কোন কোন সময় তাহাদের কতকগুলির মুখ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখা হইত যেন তাহারা রোমন্থন করিতে না পারে, যাহাতে তাহাদের পাকস্থলীতে পানযোগ্য যতটুকু পানি তখনও রক্ষিত থাকিত, প্রয়োজনবোধে তাহা যেন পাওয়া যায় (ফাজ্জ, দ্র. লিসানু'ল-'আরাব, আলোচ্য শিরোনাম)। অন্য সময়ে তাহারা একটি উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রের গলা কাটিয়া তাহার রক্ত (মাজদূহ) সংগ্রহ করিয়া পান করিত (দ্র. Arabica ২/৩ (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ৩২৭)। ইহাও কথিত আছে যে, উষ্ট্র রক্তপাত ঘটান বন্ধ করিত। কেননা উহাদেরকে রক্তপণ (দ্র. দিয়াঃ) পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হইত এবং কনের মোহরানাও উষ্ট্রের দ্বারা পরিশোধ করা হইত। তাই বলা হইয়াছেঃ উষ্ট্রের নিন্দা করিও না; কেননা উহারা রক্তপাত (রাকূ'উ'দ-দাম) এড়াইবার এবং অভিজাত বংশীয়া মহিলার মোহরানা পরিশোধের উপায়মাত্র। একটি হাদীছে বলা হইয়াছে, 'কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত উষ্ট্র উহার মালিকের শক্তির উৎস, মেষ একটি আশীর্বাদ ও অশ্বের কপালের কেশগুচ্ছে মঙ্গলের সম্পর্ক বর্তমান থাকিবে।'

উষ্ট্রের চরিত্রে প্রায়ই অসূয়াপূর্ণ আচরণ (তু. H. Masse, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৭) ও একগুয়েমী লক্ষ্য করা যায়। প্রজনন উষ্ট্র (তু. Leo Africanus, ২খ, ৫৫৭) বিস্ময়কররূপে শক্তিশালী, আর সে যে দলের পথিকৃৎ কাহাকেও উহার সন্নিকটে আসতে দেয় না। সে প্রচণ্ড নাদে তাহার তালু (শিক্শিকাঃ)-কে মুখের বাহিরে অভিক্ষিপ্ত করে। যে সকল পুং উষ্ট্র শাবককে প্রজননের উদ্দেশ্যে বাছাই করা হয়, কেবল উহাদেরই সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা হয়। ইহাতে পুং উষ্ট্রগুলির মধ্যে কঠোর লড়াই এড়ান সম্ভবপর হয়। উহাদের যেগুলি বাহক ও যেগুলি ভারবাহী হইবে তাহাদিগকে শাবক অবস্থাতেই বাছাই করা হয়। প্রতিটি গোত্র একটি লাল উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দ্বারা তাহাদের উষ্ট্রপালকে চিহ্নিত করিয়া দিত এবং এতদুপলক্ষে যে উৎসব পালিত হইত কালক্রমে তাহার তাৎপর্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে (দ্র. মাওসিম)।

উষ্ট্রের শারীরিক শক্তি ও উহার পিঠে ভারী বোঝা থাকা সত্ত্বেও যেরূপ অবলীলাক্রমে উহা মাটি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার প্রশংসা করা হইয়া থাকে। 'আরবী সাহিত্যে উহাকে হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এক অর্থে হস্তী যেমন ভারতীয়দের প্রতীক, তেমনি উষ্ট্র 'আরবদের প্রতীক।

প্রাচীন 'আরবরা পরিবহণ কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশে গদির উপর আদিম ধরনের জিন (ইকাফ) বা কুঁজের আকারবিশিষ্ট কাতাদ স্থাপন করিত। W. Dostal (in L' antica societa beduina, পৃ. ১৫ প.) বাহক উষ্ট্রের ও উহার কুঁজের সঙ্গে উষ্ট্রারোহীর সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। এই লেখকের মতে কুঁজের পশ্চাতে আসন গ্রহণের রীতি সরাসরি কুঁজ বা ককুদের উপরে জিন স্থাপন প্রথা অপেক্ষা পুরাতন। খৃস্টীয় সনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত রীতির প্রচলন হইয়াছে। Leo Africanus (১খ, ৩৫) উষ্ট্রের ককুদ ও গ্রীবাদেশের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহৃত এক প্রকার জিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আজকালকার উষ্ট্রারোহী সেনাদলের রাহ্লাঃ অর্থাৎ গদির অনুকরণ, যাহা জন্তুর দুই অংশ ফলকের মধ্যবর্তী উচ্চ সন্ধির উপরে স্থাপিত বিশেষ এক ধরনের হাল্কা জিন। আদিম 'আরবরা নিশ্চয়ই উষ্ট্রের খালি পিঠে চড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহারা সাধারণত একটা গদি (রাহ্ল) ব্যবহার করিত, চর্মসজ্জিত হইলে যাহাকে রিহালাঃ বলা হইত। চর্মের ফালি দ্বারা সংযুক্ত দুই খণ্ড বক্র কাষ্ঠ দ্বারা এই জিন (কাতাদ) প্রস্তুত হইত। একটা তাকিয়ার সাহায্যে ককুদ হইতে ইহার পার্থক্য বজায় রাখা হইত এবং বুক (গুরদাঃ), পেট (হাকাব) ও কটিদেশ (রাবাদ)-এর তলা দিয়া যে সকল বেল্ট বাঁধা হইত তাহারা উহাকে যথাস্থানে বিন্যস্ত রাখিত। মামুলি গলার দড়ি (রাসান) অপেক্ষা নাকে ঝুলানো আংটির (খিযামাঃ) ভিতর দিয়া পরানো দড়ির সাহায্যেই পশুটিকে বেশী সহজে আয়ত্তে আনা যাইত। আর উহাকে পরিচালনা করিতে একখানা বাঁকা ছড়ি (মিহ্জান) ব্যবহার করা হইত। এক শ্রেণীর বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মহিলারা পালকিতে (হাওদাজ) চড়িতেন। দোদুল্যমান বস্ত্রাদি-আবৃত চক্রাদি দ্বারা গম্বুজের আকৃতিতে উহা প্রস্তুত হইত এইভাবে যাহাতে মহিলা যাত্রীরা পুরুষদের চোরাচাহনী হইতে পরদা বজায় রাখিতে পারে। এই ধরনের একটি পাল্কি যাহাতে উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত 'আ'ইশাঃ (রা) চড়িয়াছিলেন তাহা ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে (আল-জামাল দ্র.)। আজকালও বিশেষত বিবাহ উৎসবে এই ধরনের পাল্কির প্রচলন রহিয়াছে, উহারা 'আত্তু'শ, বাসূ'র ইত্যাদি নামে আখ্যাত। তদুপরি যতদূর জানা যায়, উষ্ট্রের আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের বর্ণনা প্রাচীনকালে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ। আর বিষয়ের নাম তরিকার রদবদল সামান্যই হইয়াছে (দ্র. Jaussen, Moab, পৃ. ২৭২-৩)। সাহারা মরুভূমির Touareg [তাওয়ারীক দ্র.] জাতের উষ্ট্রের উষ্ট্রারোহী সেনাদের রাহ্লা ছাড়াও চারি প্রকারের গদি রহিয়াছেঃ তারিক, ক্রুশের আকারের অগ্রভাগবিশিষ্ট জিন; তাম্‌যাক একই আকারের, তবে অধিকতর বিলাসপূর্ণ; তাহ্য়াস্ত, আরও সাদাসিধা, জিনের অগ্রভাগে আয়তাকারবিশিষ্ট আড়াআড়ি বাঁধা ব্যাটেন সমন্বিত; আখাভী, স্ত্রীলোকের উপযোগী জিন অধিক প্রশস্ত, অধিক ভারী ও পার্শ্বে ঝুলানো অর্ধবৃত্তাকার চক্র সমন্বিত (Ch. de Foucauld, Dict. touareg-francais, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., ২খ, ৫৪৭, ৭২৩; ৩খ, ১২৭৩; ৪খ, ১৬২৩)।

যে সকল গোত্রের লোকেরা অন্তত আংশিকভাবে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এখনও জমি চাষ, শস্য মাড়াই প্রভৃতি কৃষিকার্যের জন্য উষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে (G. Boris, Documents, স্থা., ছবি ও শব্দ তালিকাসহ), আর Leo Africanus (২খ, ৪০) সমগ্র

Numidia এলাকায় একটি অশ্ব ও একটি উষ্ট্রকে একই জোয়ালে আবদ্ধ করিয়া চাষকার্য করার প্রথার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল Cape Bon (তিউনিসিয়া)-এর কৃষকগণ সচরাচর দুই চাকাওয়ালা গাড়ীতে উষ্ট্র জুড়িয়া থাকে। পাকিস্তানের করাচি নগরের রাস্তায় উষ্ট্রকে চারি চাকাবিশিষ্ট মালগাড়ী টানিতে দেখা যায়।

তবু এই ধরনের কাজকর্মে উষ্ট্রের কার্যক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। কেননা উষ্ট্রের গুণাবলী উত্তপ্ত মরুময় পরিবেশে সম্পূর্ণ উপযোগী। আর বিশাল মরুভূমির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে এবং যে সকল অঞ্চলের আবহাওয়া, বৃক্ষলতা বিপুল সংখ্যায় অশ্বের লালন-পালনের অনুপযোগী সেখানে আকস্মিক আক্রমণ (দ্র. গাযওয়াঃ) পরিচালনা করিতে উষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অভিযানগুলিতে বাহক ও ভারবাহী পশুরূপে উষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ইরাক বিজয়কালে ইরানের সেনাপতি নিজেই একটি এক কুঁজবিশিষ্ট Dromedary শ্রেণীর উষ্ট্র পৃষ্ঠে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোদ্ধারা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই শত্রুর মুকাবিলা করিতে অভ্যস্ত ছিল। আর অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই অশ্বারোহী যোদ্ধারা আক্রমণ শুরুর জন্য যুদ্ধব্যূহ রচনা করিত (তু. 'তানযালা' ক্রিয়া পদটির অর্থ যুদ্ধের জন্য উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ)। তখন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব প্রথম সারিতে থাকিল না। ইতিবৃত্তকারগণ বর্ণনা করেন যে, যে সকল বিদ্রোহী বসরায় হযরত 'আলী (রা)-র সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক উষ্ট্র ছিল (আল-জামাল দ্র.); কিন্তু যখন অধিক দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তখন কেবল লটবহর বহনের জন্যই উষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর ইহা উল্লেখযোগ্য যে, G. Wiet কর্তৃক সংকলিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থে (Grandeur de l' Islam, প্যারিস ১৯৬১ খৃ.) উষ্ট্রের যুদ্ধের পরে আর উষ্ট্রের উল্লেখ দেখা যায় না, এমন কি যখন 'উকবাঃ ইব্ন নাফি' (দ্র.) ফায্যান (দ্র.) জয়ের জন্য রওয়ানা হন, তখন তিনি আট শত পানির মশকবাহী চারি শত উষ্ট্রসমেত চারি শত অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটান (ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম, Conquete de l'Afrique du Nord2, সম্পা. ও অনু. A. Gateau, আলজিয়ার্স ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ৬১)। ইতিবৃত্তকার ও ভৌগোলিকগণ যখন উত্তর আফ্রিকার শুষ্ক তৃণাবৃত প্রান্তরের উষ্ট্রদলগুলির কথা বলেন তখন তাঁহারা অনেক বড় বড় সংখ্যার উল্লেখ করেন (R. Mauny, পূ. গ্র., পৃ. ২৮৯-৯১)। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুরাবিতগণ কিরূপে সিজিলমাসা সরকারের পঞ্চাশ হাযার পশু লইয়া পালাইয়া গিয়াছিল তাহা ইব্ন খালদূন (Berberes, ২খ, ৭০) বর্ণনা করিয়াছেন। যখন খেয়াল করা হয় যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একমাত্র ওরান প্রদেশেই এক লক্ষ আশি হাযার উষ্ট্র ছিল, তখন এ সকল সংখ্যাকে আর অতিশয়োক্তি মনে হয় না। 'আরবীভাষী জনগণের মধ্যে শুধু আন্দালুসীয়রাই উষ্ট্র আরোহণ ও ভারবাহী উষ্ট্রের অতি পরিচিত দৃশ্য দর্শনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে (H. Peres, Poesie andalouse, ভূমিকা) ১০ম/১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে Leo Africanus উষ্ট্র সম্পর্কে একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করেন (Description de l'Afriqeue, ২খ, ৫৫৫-৮)। তিনি যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন ঃ যে সকল 'আরব উষ্ট্রের মালিক তাহারা অভিজাত শ্রেণীর এবং তাহারা স্বাধীন জীবন যাপন করে। কেননা এই সকল পশুর সাহায্যে তাহারা মরুভূমিতে টিকিয়া থাকিতে পারে। তাঁহার কোন কোন উক্তি অতি কথন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন তিনি বলিয়াছেন যে, আফ্রিকার উষ্ট্র চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ দিন যাবত তাহাদের বোঝা বহন করিতে পারে। আর এই সময়ে ইহাদেরকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় খাওয়াইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। কেননা তাহাদের বোঝা নামান হইলে তাহাদেরকে সেখানে কিছু ঘাস, কাঁটা গুল্ম ও কয়েকটি ডাল খাইতে দেওয়া হয় কিংবা তিনি দূরত্বের উল্লেখ করিলে স্পষ্টতই অতিশয়োক্তি করেন। তদুপরি তিনি উল্লেখ করেন যে, একাদিক্রমে পাঁচদিন যাবত অনাহারে পথ চলিতে থাকিলে উষ্ট্রের কুঁজ-মধ্যস্থ চর্বি ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত চর্বি প্রাচীন 'আরবদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি বলেন যে, চালকগণ হিদা' (দ্র. গিনা') নামক গীত গাহিয়া পরিশ্রান্ত উষ্ট্রগুলিকে চলিতে প্রেরণা যোগায়। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি কায়রোয় দামামার তালে তালে একটি উটকে নাচিতে দেখিয়াছেন। Leo Africanus সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি একটি ভগ্নস্বাস্থ্য উষ্ট্রকে মাত্র কয়েক দীনার মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এক শত উষ্ট্রের মূল্য এক হাযার ডুকাট মাত্র। এতদপেক্ষা সুনির্দিষ্ট অংকের হিসাব উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। কেননা জন্তুটির শারীরিক অবস্থা, বিক্রয় এলাকা ও বাহনরূপে উহার উপযুক্ততার ভিত্তিতে উহার মূল্য বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। তিনি কাফেলা (কাফিলাঃ দ্র.) সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এই বিষয়ে Leo Africanus-এর সংক্ষিপ্ত টীকা প্রাসঙ্গিক। আজকালও বড় বড় শহরে শ্রমিক উষ্ট্র ও ভারবাহী উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি অবশ্য তৃণাবৃত অঞ্চলের কাছাকাছি নহে। ঐ উষ্ট্রগুলির মালিক এমন গোত্র যাহাদের মালিকানায় ধীর গতি, সবল, ভারবাহী উষ্ট্র রহিয়াছে। তদুপরি একটা চলনসই সহজ প্রশিক্ষণের পর বাহক-উষ্ট্র 'মিহারি' (মাহরী)-গুলিকে দ্রুত ভ্রমণের জন্য মরুভূমি অঞ্চলে প্রতিপালন করা হয়। এক বৎসর গর্ভধারণ করিয়া প্রসবান্তে মাহরিয়্যাঃ উষ্ট্রী উহার শাবককে স্নেহশীলা মাতার মত যত্ন করে। উহার অন্ত্রগুলিকে আটকাইয়া পেটের মধ্যে রাখিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া উহার শরীরটা চওড়া বেল্ট দ্বারা বাঁধা থাকে; আর মানুষের সংসর্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য উহাকে তাঁবুর মধ্যে রাখা হয়। উহার লোম বসন্তকালে ছাঁটিয়া ফেলা হয় এবং শাবকের বয়স এক বৎসর হইলেই উহার একটি নাকে ছিদ করা হয়। পরে উহাতে লোহার আংটি পরাইয়া তাহাতে দড়ি পরানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাতে একখণ্ড সূঁচালো কাষ্ঠ পরানো হয়। ফলে যখন উহা মায়ের স্তন চুষিতে যায় তখন মাকে উহা খোঁচা দিলে সে লাথি খাইয়া স্তন ছাড়িয়া কচি ঘাসের সন্ধান করিতে থাকে। দুই বৎসর বয়স হইলে তাহার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সর্বাগ্রে তাহাকে স্থান ত্যাগ না করিয়া নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর তাহার পিঠে জিন পরাইয়া নাকে আংটি পরাইয়া উহার ভিতর দিয়া একটি নিয়ন্ত্রণকারী রজ্জু পরাইয়া দেওয়া হয়। হালকা বেত্রাঘাত দিয়া যথাসাধ্য দ্রুত দৌড়াইতে এবং মালিকের আজ্ঞা শোনামাত্র তাহাকে হাঁটু গাড়িতে শিখানো হয়। উষ্ট্রের চর্মে লঘুতম আঘাত দ্বারা উহার সূক্ষ্ম অনুভবশীলতাকে জাগ্রত করিলে পূর্ব হইতে শিক্ষা লাভের ফলে আপন স্বভাববহির্ভূত ক্ষেত্রেও তাহার প্রতিক্রিয়া একান্ত সহজ হইয়া থাকে। উষ্ট্র প্রায় ২৫ বৎসর বাঁচে। ইহার চলার গতি ঘণ্টায় ৫ হইতে ১২ মাইল এবং ১৫ হইতে ২০ ঘণ্টায় ইহা নব্বই মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু তাহার পর বিশ্রাম গ্রহণ উহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারবাহী উষ্ট্র গড়পড়তা ৩৩৬ পাউন্ড বা ৪ মণ বোঝা লইয়া ঘণ্টায় ২½/৩ মাইল চলিয়া একটানা ১৫/২০

মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। 'মরুভূমির জাহাজ' উষ্ট্রের গাম্ভীর্য ও সহিষ্ণুতার কথা রূপকথায় পরিণত হইয়াছে। উহার দেহাভ্যন্তরে যে পাঁচটি পানির থলি রহিয়াছে, উহাতে সে পর্যাপ্ত পানি সঞ্চয় করিয়া রাখে। আর উহার শরীরের উত্তাপ বৈচিত্র্যকে ধন্যবাদ, যাহা ৩৪° হইতে ৪০.৭° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠানামা করে। উহার পিপাসা যৎসামান্যই। এইভাবে উহারা একটানা কয়েক দিন ধরিয়া পানি পান না করিয়াই চলিতে পারে, আর স্বল্প পরিমাণে ঝোপের ডালপালা খাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে। তবে পানি ছাড়া এক সপ্তাহ কাটাইলে উহার ওজন দুই শত পাউণ্ডেরও অধিক কমিয়া যায়। তখন উহার স্বাস্থ্যকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে ২৫ গ্যালন পানি, পর্যাপ্ত খাদ্য ও দীর্ঘ বিশ্রামের দরকার হয়। বেদুঈনরা যদিও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অশ্বের সেবাযত্ন করে, উষ্ট্রের বেলায় তদ্রূপ না করিলেও প্রাচীনকাল হইতে তাহাদের উষ্ট্রের জন্য চারণভূমি ও পানির অন্বেষণে তাহারা সর্বদা তৎপর রহিয়াছে। এই কারণে তাহাদের মধ্যে প্রায়শ সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াওঃ (১) Gen Daumas, Moeurs et coutumes de l' Algerie. প্যারিস ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৩৫২-৯; (২) Cdt. Cauvet. Le dromadaire d'Afrique. in Bull. Soc. Geog. d'Alger, ১৯২০ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Le chameau. প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Le chameau, histoire, religion, litterature, প্যারিস ১৯২৬ খৃ.; (৫) M. Benhazera. Six mois chez les touareg du Ahaggar, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (৬) Th. Monod. Meharees, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; (৭) Leo Africanus, অনু. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ.; (৮) G. Doutressoule, L'elevage en AOF. প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ২৭১-৭; (৯) A. Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab[2], প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২৬৯-৭৬; (১০) R. Montagne, La civilisation du desert, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ.; (১১) E. Finbert, Le chameau, vaisseau du desert, প্যারিস; (১২) H. Lhote, Les Touaregs du Hoggar, প্যারিস ১৯৪৪ খৃ.; (১৩) A. Dhina, Contribution a' l'etude du nomadisme, in Mel. L. Massignon, দামিশক ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ৪১৭-২৮; (১৪) R. Mauny, tableau geographique de l' Ouest africain au moyen age, ডাকার ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৫) G. Boris, Documents linguistiques et ethnographiques sur une region du Sud tunisien (Nefzaoua), প্যারিস ১৯৫১ খৃ.; (১৬) E. Demongeot, Le chameau dans l'Afrique du Nord romaine, in Annales ESC, ১৯৬০ খৃ.; (১৭) J. P. Roux, Le chameau en Asie centrale: Lon nom, son elevage, sa place dans la mythologie, in Central Asiatic Journal, ৫খ (১৯৫৯ খৃ.); (১৮) বাদও শীর্ষক নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীও দ্র.; (১৯) 'উছমানী সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর পরিবহন ও সরবরাহ কার্যে উষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে হারব, ৫ম শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.।

Ch. Pelat (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইমজাদ ঃ (বারবার) অথবা আমজাদ, ইমজাদ (إمزاد) স্থানীয় ভাষায় অর্থ হইল "চুল, পশম"। ইহা তুয়ারেগ (Tuareg) [তাওয়ারিক দ্র.] গোত্রীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত একটি বাদ্যযন্ত্র এবং সাধারণভাবে বেহালার সহিত তুল্য। ধ্বনি প্রকাশক বাক্সটি (Sounding-box) বিভিন্ন ব্যাসের (২০ হইতে ৫০ সেন্টিমিটার) ক্যালাব্যাশ (calabash) জাতীয় লাউয়ের খোলের অর্ধেকের উপর ত্বরিৎ পাকা করা এবং লোমবিহীন ছাগচর্ম বিছাইয়া দিয়া রজ্জু বা বাবলা জাতীয় বৃক্ষের কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া দিয়া তৈরি করা হয়; প্রায়শ উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত চিত্রশোভিত অথবা তিফিনাগ (দ্র. বারবার, ৬ষ্ঠ) বর্ণমালার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা সুশোভিত ছাগচর্মটির একটি অথবা দুইটি জায়গায় শব্দ ছিদ্র (Sound-hole) করা হয় [এই ছিদ্রকে আহাগ্গার উপভাষায় টিত (চক্ষু) বলা হয়]। এই ছিদ্র করা হয় সাধারণত ব্রিজ (bridge)-এর ডাইনে অথবা বামে অথবা ব্রিজ এবং টান করিয়া বাঁধা ছাগচর্মের নিম্নে প্রতীয়মান যে কাষ্ঠদণ্ডের গ্রীবা একদিক হইতে গিয়া আর একদিকে উঠিয়াছে তাহার মধ্যে। আর এই গ্রীবার প্রতিটি প্রান্তে একটি তন্ত্রী, রজন-চর্চিত অশ্ব লাঙ্গুল লোম-নির্মিত, চামড়ার একটি পাতলা টুকরা দ্বারা আটকান থাকে; তন্ত্রীটির টান ভাবকে, যাহা দেখিতে 'ক্রস'-এর মত, একত্রবদ্ধ দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা গঠিত ব্রিজের মাধ্যমে ছাগচর্মের উপর ধরিয়া রাখা হইয়াছে; গ্রীবায় গ্রন্থির সাহায্যে বদ্ধ একটি সঞ্চালনশীল ডোরা দিয়া তৈরী 'ফাঁসে'র সাহায্যে উহা নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং প্রান্ত হইতে ইহার দূরত্বের সমন্বয় সাধন করা যায়। ছড়টি (bow) অর্ধ বৃত্তাকারবিশিষ্ট একটি বক্র কাঠের সরু দণ্ড যাহা দুই প্রান্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং যাহা হইতে একটি তন্ত্রী প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এই তন্ত্রীটিও রজনের পরিবর্তে গঁদের বৃক্ষ (gum-tree) হইতে প্রস্তুত জতু দ্বারা চর্চিত ঘোড়ার চুল দ্বারা তৈরী (পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্র দ্র.)।

বাদক (মহিলা) ইমজাদটিকে তাঁহার উরুর উপরে রাখে। কেননা সে পা পিছনে গুটাইয়া মাটির উপর নীচু হইয়া বসে, তাহার বাম হাত গ্রীবাটির বাহিরের দিক ধরিয়া রাখে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ফাঁসের উপর থাকে, ডান হাত ছড়টিকে তন্ত্রীর সহিত সমকোণে ধরিয়া বুকের দিকে ঝুঁকাইয়া ধরিয়া রাখে। এইভাবে ইমজাদটি "আংশিকভাবে আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্ররূপে তৈরী, চয়নকৃত তন্ত্রীসম্বলিত বাদ্যযন্ত্রের মত ধরা হইয়া থাকে এবং ছড়বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মত বাজান হইয়া থাকে"। ইমজাদ বাজাইবার ব্যাপারটি প্রায়োগিক শিক্ষার (গ্রন্থপঞ্জী দেখুন) একটি বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই যন্ত্রে যে সুর-লহরী বাজান হয় তাহা প্রাচীন ধরনের এবং ইহা ইসলামের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন।

Father Ch. de Foucauld-এর সময়ে ইমজাদ ছিল "জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র— অভিজাত, মার্জিত ও সুষমমণ্ডিত" এবং ইহা কিয়ৎ পরিমাণে তুয়ারেগ (touareg) পিতৃভূমির প্রতীকস্বরূপ আহাল নামে পরিচিত প্রেমগীতির আসরে বাজান হইত এবং লোকদেরকে গান হইতে বঞ্চিত করা ছিল চরম শাস্তি, বিশেষ করিয়া কোন নিষ্ফল আক্রমণের পর বাজান অথবা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, বেহালায় (আওত ইমজাদ) ঝংকার তোলা "চিত্তাকর্ষক ও মন ভুলানো শব্দের উচ্চারণ" বুঝাইত। যদিও তৎকালে অভিজাত মহিলাদের অর্ধেক ইহা বাজাইত— যদিও ভাল বাদকের সংখ্যা ছিল চার অথবা পাঁচ— বর্তমানে এই বাদ্য যন্ত্রটি প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং যুবক-যুবতীদের উপর ইহার অনিষ্টকর প্রভাব থাকায় কোন কোন শিবিরে ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

AB = গ্রীবা

$\alpha\beta$ = চামড়া ও ক্যাল্যাব্যাশের মধ্য দিয়া চামড়ার নিচ দিয়া প্রবিষ্ট করান কাষ্ঠদণ্ডের অংশ।

$\alpha\beta K$ = ক্যাল্যাবাশ

$\alpha P\beta Q$ = চামড়া

$\pi\pi\pi\pi$ = ক্যাল্যাবাশের উপর চামড়াকে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া রাখার "চামড়ার ফালি"।

$\varphi c' c'' \varphi c''$ = ব্রিজ

O,O = শব্দ ছিদ্র

E = সুর বাঁধার ফাঁস

$\beta\varphi EA\gamma$ = তন্ত্রী (String)

β,γ = যে বিন্দুতে আটকানো থাকে।

$\mu\iota$ = ছড়ের তন্ত্রী

[Ch. de foucauld, *Dictionnaire touaregfranceies*, Paris 1952, III, P. 1271 হইতে]

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Benhazera, Six mois chez les Touareg du Ahaggar, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (২) A. Lavignac, Encyclopedie de la musique, ১৯২২ খৃ, ৫খ, ২৯২৫-৬; (৩) H. Lhote, Les Touaregs du Hoggar, প্যারিস ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ২৮৭-৮; (৪) Ch. de Foucauld, Dict. touareg-francais, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., ৩খ, ১২৭০-৩; (৫) L. Balout, and A. Sautin, Le jeu de l'imzad, in AIEO Alger, ১৬খ, (১৯৫৮ খৃ.), ২০৭-১৯; (৬) L. Balout (সম্পা.), Collections ethnographiques,, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., Plates Lxxv-Lxxvi.

Ch. Pellat (E.I.[2])/আ. র. মামুন

ইম্তিয়াযাত (امتيازات) ঃ বাণিজ্যিক সুবিধাবলী ও শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ (চুক্তি)। ১। বাণিজ্যিক সুবিধাবলীর সর্বপ্রথম দলীলী সাক্ষ্য পাওয়া যায় ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে যাহা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিম মুহাফিজখানাসমূহে প্রাপ্ত। এই সকল দলীল 'উছমানী সাম্রাজ্যের শর্তাধীনে (আত্মসমর্পণ) সুবিধা প্রদান করিবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম-খৃস্টান সাম্রাজ্যের শাসকগণের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সর্বপ্রথম প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে এমন মনে করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই সময়ের পূর্বে এই ধরনের দলীলের রূপরেখা অথবা পদ্ধতিগত ভাষা কি ছিল সেই সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভবত অর্থহীন। মুসলিম স্পেন হইতে মিসর ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই সকল প্রচলিত দলীল অভ্যন্তরীণভাবে ফুসূল, শুরূত, মারসূম, আমান, কিতাব আমান এবং মাঝে মাঝে সুল্হ্ নামে পরিচিত। অতি নগণ্য ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক তরফা ও আইনগত দৃষ্টিকোণ হইতে ডিক্রী (মারাসীম)-মূলক প্রকৃতির, কিন্তু সনদপ্রাপ্ত দলীল (হুজাজ) নয়। চানসেরী (Chancery) বা মুহাফিজ- খানার রীতি-পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হইতে বাণিজ্যিক সুবিধাবলী উদ্ভূত হইত আমান নীতি প্রতিফলিত দলীল হইতে, বিশেষভাবে ইহা নির্ধারিত হইত আমান আম নামে বর্ণিত বিধিসমূহের একটি উপবিভাগ হইতে। এই শ্রেণীকরণের এইরূপ দলীলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল জনগোষ্ঠীর প্রধান (ইমাম) বা তাঁহার প্রতিনিধির (না'ইব) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। প্রায়োগিক শব্দ আমান-এর ব্যবহার এই স্থলে কেবল অলংকারের মাধ্যম দ্বারা আইনগত পরিবর্তন লুক্কায়িত করার প্রচেষ্টা বলিয়া বুঝিতে হইবে।
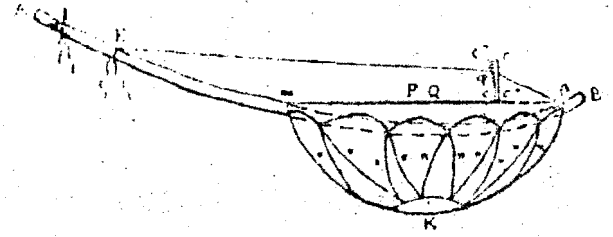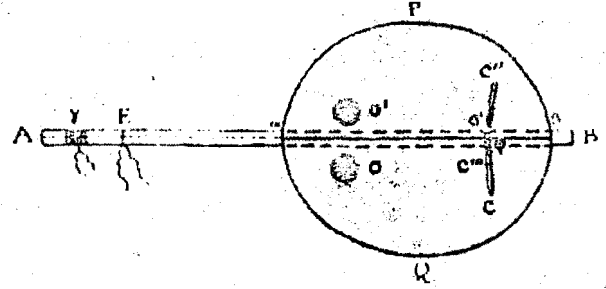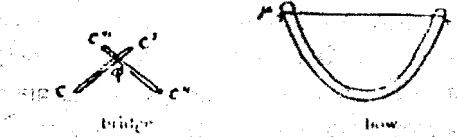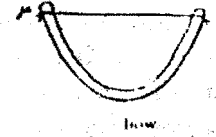
সকল বাণিজ্যিক সুবিধাতেই স্পষ্টভাবে অথবা অস্পষ্টভাবে দারু'ল-ইসলামে অ-মুসলিম, অ-যিম্মী ব্যবসায়ীদের মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

১। ব্যক্তি ও সম্পদের উপর সর্বাত্মক নিরাপত্তা বিধান ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্তঃ (ক) ধর্মীয় অধিকার, উপাসনার স্বাধীনতা, দাফন ও পোশাকের স্বাধীনতা। (খ) জাহাজসমূহের মেরামত, জরুরী রসদ, জলদস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য ও জাহাজডুবি আইন Lex nsufragii-এর বিলুপ্তি সাধন। (গ) মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধানের নিকট অভিযোগ প্রেরণের অনুমতি লাভ।

২। রাষ্ট্রসীমা বহির্ভূত ক্ষমতা ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ (ক) বাণিজ্য দূতের ইখ্তিয়ার। (খ) বাণিজ্য দূতের বেতন ও অন্যান্য (প্রাপ্ত) রেহাই।

৩। যৌথ দায়িত্বের বিলুপ্তি সাধন।

এই সকল সুবিধা যাহা বিনিময় দলীল (Instrumentum reciprocum) বলিয়া গণ্য হইত অথবা যেইগুলি দারু'ল-হারব-এ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইত কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই শপথ গ্রহণ ও সত্যায়ন সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বৈধতার সময়সীমা সম্পর্কে

উত্তর আফ্রিকার দলীলে মাঝে মধ্যে উল্লেখ থাকিলেও লেভান্টীয় দলীলে কদাচিৎ ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে দলীলসমূহের অতিরিক্ত উৎসাবলী হইতে ধারণা পাওয়া যায় যে, এই সময়সীমা ছিল অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য অথবা দুই বৎসর পর নবায়নযোগ্য যাহা বিশেষ কোনও বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যদূত হিসাবে প্রেরিত প্রতিনিধি নিয়োগের সহিত সমকালীন।

বাণিজ্যিক সুবিধাদির ক্রমবিকাশ. জন্মস্থানসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার (ius soli) এবং মাতাপিতা সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার (ius Songvinis)-এর পরস্পর বিরোধী নীতিমালার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সরকারী ও ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতিমালার রাষ্ট্রবহির্ভূত সদাপরিবর্তনশীল প্রয়োগে ইহা প্রকটিত হয়। যদি বাণিজ্য দূত তাঁহার জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ মামলা বা উইলবিহীন মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্পষ্ট জটিলতার ব্যাপারে আইনগত ইখতিয়ার বহাল রাখেন তবে তাঁহাকে তাঁহার জনগোষ্ঠীর যে কোন সদস্য দ্বারা গৃহীত ঋণের দায়ে দায়ী ও বিবেচনা করা যাইবে। শ্রেণীনিবেশিত "কাফালাঃ" (মোটামুটি অর্থঃ জামিন)-এর ধারণায় বিধৃত হইয়াছে যৌথ দায়িত্ব নির্দেশক "আমান 'আম্ম"-এর মূলত তাত্ত্বিক ধারণা, মৌলিক আমান 'আম্ম-এর তাত্ত্বিক ধারণাকে একটি যৌথ পদ্ধতির বাস্তব রূপ দান করা হয়। এই পর্যায়ে ইহাকে য়ূরোপীয় বাণিজ্য আইনের আমমোক্তারনামা (Procuratio)-এর ক্রমবিকাশের সহিত সদৃশ বলিয়া মনে করা যায়। বাণিজ্যদূত একজন প্রতিভূ (রাহীনাঃ) এই ধারণাটি ছিল একটি সুবিধাজনক প্রস্তাবনা। সুতরাং দেখা যায় যে, একতরফা ডিক্রীর মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদানের যুক্তিসম্মত সঙ্গতি ছিল। ইহাতে প্রধানত রাজন্যশাসিত একক শাসনে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির জরুরী প্রয়োজনের সহিত সুসামঞ্জস্য রক্ষা হইত এবং একই সাথে 'রুসিমাঃ নামক উদ্বোধনী প্রথা দ্বারা প্রতীকীকৃত চান্সারীর আইনমালার নীতির সহিত মিলাইয়া চলিতে পারিত। এ ঘটনাবলীর এই অবস্থানের প্রায় কোন ব্যতিক্রম ছিল না এবং এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে ৯১৩/১৫০৭ সনের মামলূক ভেনিসীয় চুক্তি, যাহা শেষ পর্যন্ত কখনই সুলতান দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই।

ইসলামী বণিক আইন ও মধ্যযুগীয় য়ূরোপীয় আইনের যৌগিক মিলনের প্রশ্নটি অত্যন্ত হয়রানিকর এবং শেষ পর্যন্ত ইহার উত্তর লাভের জন্য আইনগত সাক্ষ্যের বদলে ভাষ্যগত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারস্থ হইতে হয়। একটি সুস্পষ্ট সম্ভাবনা হইতেছে যে, এইরূপ 'আরবীয় দলীলের সমকালীন য়ূরোপীয় 'অনুবাদ' যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা বস্তুত 'আরবী রূপটিরই 'মৌলিক রূপ'। স্বভাবতই ইহা সহজতর শব্দান্তরে প্রকাশিত এবং মুসলিম চান্সারী পদ্ধতির জন্য স্থূলভাবে পরিবর্তিত। এই বিষয়ে অধুনা প্রচলিত দলীলসমূহের মধ্যে বর্তমান 'ইনশা' নামক পদ্ধতি পুস্তকে বর্ণিত রূপরেখা হইতে মিলযুক্ত পরিবর্তন ও সাধিত রূপ স্মর্তব্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহ দ্র.ঃ আমান, বাণিজ্যদূত, দামান, কূটনৈতিক, জিওয়ার, কাফালাঃ এবং J. Wansbrough, The safeconduct in Muslim Chancery practice, in BSOAS, ৩৪খ, (১৯৭১ খৃ.), ২০-৩৫।

J. Wansbrough (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

২. 'উছমানী সাম্রাজ্য

(ক) 'শর্তাধীন আত্মসমর্পণের' চরিত্র ও বিষয়বস্তু ঃ হারবীগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী দানের ক্ষেত্রে 'উছমানীগণ সব সময়ই ফিক্হ-এর নীতিসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট থাকিতেন (হানাফী মাযহাব মতে; দ্র. ইব্রাহীম আল-হালাবী, মুলতাকা'ল-আবহুর, তুর্কী অনু. মেভকূফাতী, ইস্তাম্বুল ১৩২০ হি., ১খ, ৩৪৭-৯)। নূতন শর্তাধীন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব শায়খু'ল-ইসলামের নিকট উপদেশের জন্য প্রেরিত হইত (তু. G. F. abbott under the Turk.., ১৪৯; Charriere, ৩খ, ৯২) এবং একজন মুসলিম ও একজন 'মুসতা'মিন'-এর মধ্যে উদ্ভূত কোন নূতন সমস্যার ক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রশ্নে নূতন একটি 'ফাতাওয়া' আনীত হইত (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১০৪৬/১৬৩৭ সনের একটি 'ফাতওয়া' যাহাতে বলা হইয়াছে, কোন মুসলিম একতরফাভাবে কোন বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। ইস্তাম্বুল, বাস ভেকালেত আরসি ভি, DHY, Francalu নং ২৬/১)।

কোন হারবীকে আমান (দ্র.)-এর নিশ্চয়তা প্রদানের প্রাথমিক পূর্বশর্ত ছিল যে, তাহাকে এই নিশ্চয়তা প্রাপ্তির জন্য শান্তি ও বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করিয়া আবেদন করিতে হইবে। এই শর্তটি প্রতি 'আহ্দ নামাহ-এর প্রথম পংক্তিতে উল্লিখিত আছে এবং এই অঙ্গীকারপত্রের বিনিময়ে 'ইমাম' স্বয়ং নিজেকে আমান-এর নিশ্চয়তায় আবদ্ধ করেন। আমানটিকে অতঃপর একটি 'চুক্তি' ('আহ্দ) দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়। এই শর্তসমূহসম্বলিত দলীলকে বলা হয় 'আহ্দনামাহ্ এবং ইহাতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুকে বলা হয় 'উহ্দ অথবা শুরূত। 'উছমানীগণ এই পরিভাষা বহাল রাখেন; কিন্তু অন্য সকল সুবিধা দানকারী দলীলের ন্যায় 'আহ্দনামাহ লিখিত হইত 'বেরাত' (নিশান নামেও অভিহিত)-এর ন্যায় পদ্ধতিতে। দলীলে শপথ অংশটি আল্লাহ্র সম্মুখে সুলতান-এর অঙ্গীকার এবং ইহাই মুসতা'মিন (নিরাপত্তাকামী)-এর প্রতি অঙ্গীকারের নিশ্চয়তা (শপথের ধারা প্রণালীর জন্য দ্রষ্টব্য V. L. Menage, in Documents from Islamic chancellries, অক্সফোর্ড ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৯৪)। 'আহ্দনামাহ-এর একতরফারূপ এবং ইহার সুবিধা প্রদানের স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে J. Porter-কৃত রচনায় (Observations, লন্ডন ১৭৭১ খৃ., পৃ. ৩৬২)। কোন মুসতা'মিন কখন তাঁহার বন্ধুত্ব ও আন্তরিক শুভেচ্ছার (ইখ্লাস) অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে এবং ফলে কখন তাহাকে প্রদত্ত 'আহদনামাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে তাহা নির্ধারণ করার একতরফা ক্ষমতা একমাত্র সুলতানের। এই কারণেই 'উছমানী কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরিত ফরমান ও অন্যান্য পত্রে একটি পংক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকিত যে, আলোচ্য মুসতা'মিন "বন্ধু ও আস্থাভাজনরূপে" আচরণ করার অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছে (দোস্তলুক ভে সাদাকাত উযেরে)। সকল 'বেরাতে-এর' ন্যায় 'আহ্দনামাহ'-সমূহ সুলতান কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত হইত এবং তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কর্তৃক পুনরানুমোদিত হইত।

'আহ্দনামাহ্ অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে 'উছমানী কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ শর্তসমূহ বিবেচনা করিতেন ঃ (১) ফিক্হ সম্পর্কিত নীতিমালা; (২) আবেদনকারী দেশ হইতে প্রাপ্তব্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক সুবিধা; (৩) সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও আর্থিক সুবিধাদি। নির্ধারক হেতুসমূহের মধ্যে ছিল খৃষ্টান জগতের মধ্যে রাজনৈতিক মিত্র লাভের সুযোগ, বস্ত্র, টিন ও ইস্পাতের ন্যায় দুর্লভ সামগ্রী ও কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিশেষভাবে রাজকোষের নগদ অর্থের প্রধান উৎস শুল্ক রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ। য়ূরোপীয় শক্তিটি তাঁহার বাণিজ্যদূত অথবা বণিক সম্প্রদায়ের সহিত আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের মতে প্রয়োজনীয় বিধান উক্ত 'আহ্দনামায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করিত।

এই লক্ষ্যে তাহারা তাহাদের ইচ্ছা জোরপূর্বক চাপাইয়া দেওয়ার জন্য 'উছমানী বন্দরসমূহ বর্জনের হুমকি প্রদানেও সচেষ্ট হইত। যদি 'আহ্‌দনামাহ্ সম্পন্ন করার পর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে এমন প্রশ্নের উত্থাপন হয়, তবে সেইগুলির পরিপূরক খাত্ত্-ই-শারীফ দ্বারা সমঝোতা আনয়ন করা হইত। পরবর্তী পুনর্নবায়নকৃত 'আহ্‌দনামায় এইগুলি সম্পূরক অনুচ্ছেদরূপে অন্তর্ভুক্ত হইত (উদাহরণস্বরূপ ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ১০৮৬/১৬৭৫)। সংঘাতের ক্ষেত্রে 'আহ্‌দনামাহ্ কেবল স্থানীয় প্রয়োগমূলক কানূন, ফরমান ও প্রবিধানসমূহকে বাতিল করিত। এমন কতিপয় ফরমানের অস্তিত্ব বর্তমান যাহাতে 'আহ্‌দনামাহ্-এর পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এমন কিছু পূর্ববর্তী আদেশ বাতিল করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে (উদাহরণঃ লন্ডন পাবলিক রেকর্ড অফিস, SP ১০৫/২১৬. ১১১১/ ১৬৯৯-এর ফরমান)। কোন 'আহ্‌দনামাহ্-এর সম্পন্ন হইবার পর সুলতান সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহে ফরমান প্রেরণের মাধ্যমে তাহাদের উক্ত 'আহ্‌দনামার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে অবহিত করিতেন এবং এই শর্তাবলী পালনের আদেশ দান করিতেন।

অলিখিতভাবে ইহা পারস্পরিকভাবে উপলব্ধি করা হইত যে, দানকৃত সুবিধাবলীর প্রতিদানে সমরূপ সুবিধা প্রত্যাশিত এবং এই প্রত্যাশা পূরণ না হইলে মুসলিম শাসক 'বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা'র পূর্বশর্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারিতেন (তু. Man Latrie, Traites de paix, পৃ. ১১৪-৫)। যখন ভেনিসীয়গণ ভেনিসে তৎপর মুসলিম ব্যবসায়িগণকে সমুদ্র ও স্থলপথে নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধানে ব্যর্থ হয় (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য A. Sagredo-F. Berchat, Il Fondaco dei Turchi in Venezia, মিলান ১৮৬০ খৃ., S. Turan, Venedik'te Turk ticaret merkezi, in Belleten, ৩২/১২৬ (১৯৬৮ খৃ.), ২৭৪-৮৩) তখন 'উছমানী সরকার তাহাদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা প্রদানে তাহাদের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করার জন্য হুশিয়ারী প্রদান করে (রুস্‌তেম পাশা-এর পত্র Belgeler ১/২, ১৬১-তে T. Gokbilgin দ্বারা প্রকাশিত; Turan, পৃ. গ্র., ২৭৬)। আনাতোলিয়ার তুর্কমেন রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাধীন আত্মসমর্পণে (নিম্নে দ্রষ্টব্য) ও 'উছমানী 'আহ্‌দনামাতে পারস্পরিক সুবিধা দানের নীতিমালা কতিপয় বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইত। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে সমুদ্রবক্ষে আক্রান্ত ও ক্ষতির জন্য খেসারত, ঋণগ্রস্ততার ক্ষেত্রে একক দায়িত্ব গ্রহণ (যৌথ দায়িত্ব নয়), পলাতক দেনাদারকে আটককরণ ও জাহাজডুবির ক্ষেত্রে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও মালামালের সুরক্ষাকরণ (তু. ৯৪৭/১৫৪০ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, প্রকাশক Gokbilgin, Belgeler, ১/২, ২৪৮-৫০)।

এই পারস্পরিক প্রতিরক্ষা প্রদানের নীতি বিশেষভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যের যিম্মী প্রজাগণ (য়াহূদী, আর্মেনীয়, গ্রীক ও স্লাভ)-এর পক্ষে য়ুরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ দান করিয়াছিল, পূর্ব য়ুরোপ বিশেষত পোলান্ডে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় আঞ্চলিক (Levant) বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে সুলতানের আমানপ্রাপ্ত যিম্মীগণের হাতে চলিয়া যায়। বহু যিম্মী পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরসমূহে প্রাচ্য দোভাষী প্রতিনিধি ও দালালরূপে পশ্চিমী বণিকগণকে সেবা করার পর লেগহর্ন ও ভেনিসের পশ্চিমা বণিকগণের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। ফলে ভেনিসীয় ও ফরাসীগণ ইহাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে শুরু করে [Ch. Roux, পৃ. ১৫৩; Porter, পৃ. ৪৩৩-৭; H. Inalcik, Capital Formation in the Ottoman Empire, in J. Econ. Hist. ২৯ খ. (১৯৬৯ খৃ.) ৯৭-১৪৯]। 'উছমানী সুরক্ষার ফলে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয় 'খারাজ-গুযার'-এর পদমর্যাদাপ্রাপ্ত রাগুসানগণ। এইভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল একটি বাস্তবতা যাহা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যকে লাভবান করিয়াছিল।

১. মুস্‌তা'মিন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি এবং ইহাদের প্রাপ্ত সুবিধাবলী ঃ কোন 'উছমানী নগর বা বন্দরে বসবাসকারী বিদেশী বণিক সম্প্রদায় কর্তৃপক্ষের সহিত লেনদেন সম্পাদনের জন্য তাহারা তাহাদের পক্ষে কাজ করার জন্য নিজেরাই একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিত। ইহারা বিভিন্নভাবে 'বাইলো' (=তুর্কী বালিওয), কন্সাল (=তুর্কী কোনসোলোস) অথবা ফ্লোরেন্সবাসীদের ক্ষেত্রে 'এমিনো' (=তুর্কী এমীন) নামে পরিচিত ছিল। সুলতান তাহাকে তাহার কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতার গণ্ডি এবং তাহার দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্ট ঘোষণা সমন্বিত একটি 'বেরাত' প্রদান করিতেন এবং এইভাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত একটি শ্রেণী, একটি তা'ইফে বা একটি মিল্লাত অস্তিত্ব লাভ করে। এই পদ্ধতিটি বণিক সমবায়ের 'কেতখুদা' বা ধর্মীয় নেতা (বিশপ প্যাউরিয়ার্ক ইত্যাদি) নির্বাচন ও বেরাত প্রদানের মাধ্যমে সরকারী স্বীকৃতি দানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অন্ততপক্ষে প্রথম শতাব্দীতে মুস্‌তা'মিন জনগোষ্ঠীর প্রতি 'উছমানী সাম্রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে, উদাহরণস্বরূপ ১০৪৪/১৬৩৪ সনের ন্যায় আধুনিককালেও সুলতান ফরাসী সম্রাটের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া এক খাত্ত্-ই-শেরীফ দ্বারা comte de Cesy-কে ফরাসী দূত নিয়োগ করেন (Togas, ৩২-৩)। তবে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী বৎসরসমূহে অন্য পশ্চিমী দেশসমূহের শর্তাধীন আত্মসমর্পণ অর্জনের মাধ্যমে তাহাদের দ্বারা নূতন ধারণার আমদানী ঘটে এবং এই সকল বণিকদলের জন্য পূর্ণ বহির্দেশীয় মর্যাদা অর্জনের প্রচেষ্টা চালান হয় যাহার ফলে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ইহা সত্য যে, 'উছমানীগণ কখনই এই সকল দলকে নিজস্ব দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত বাসস্থানে বসবাসে সক্ষম স্ব-শাসিত উপনিবেশে পরিণত হইতে দেয় নাই যাহা বায়যানটীয় সাম্রাজ্য ও Golden Horde-এর এলাকায় সম্ভব হইয়াছিল। তথাপি দলসমূহের নিজস্ব সরকার বা কোম্পানী সময় সময় প্রবিধানের বিধি প্রণয়ন দ্বারা দলের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত অথবা উহাদের উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করিত (ফরাসী রূপের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Comte de Saint Priest, Memoires; P. Masson, Un type de reglem-entation commerciale.., in Viertelsj. f. Soz und Wirt. gesch, ৭খ, ২৪৯-৯৫; Fr. Ch.-Roux, Les Echelles..., পৃ. ১৭১-৯৩; R. Paris, Hist. du commerce de Marseille, ৫খ, ১৯৯-২৩৭; ভেনিসীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজী পদ্ধতির মধ্যে তুলনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ N. Steensgaard, Consuls and Nations in the Levant, in the Scandinavian Economic History Review, ১৫/১-২, (১৯৬৭ খৃ.), ১৩-৫৫)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশসমূহ 'উছমানী সরকারের উপর বাণিজ্যদূতের মর্যাদা সম্পর্কে তাহাদের নিজস্ব অভিমত চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চালায়। এই লক্ষ্যে তাহারা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের শর্তে নূতন অনুচ্ছেদ আনয়ন করে যে,বাণিজ্যদূত রাজদূতের সহকারীমাত্র,

তাহাকে কারারুদ্ধ করা যাইবে না, তাহার বিরুদ্ধে আনীত আইনগত মোকদ্দমা বিবেচনা ও ফয়সালার জন্য তুর্কী সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইবে এবং কেবল রাজদূতই তাহাকে অপসারণ অথবা স্থানান্তরকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১০১০/১৬০১ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, ফেরীদূন-এ মুনশাআত ২খ, ৫৫০)। ইস্তাম্বুলে আবাসিক রাজদূতগণ প্রথমত বাণিজ্যে বসবাসরত তাহাদের মিল্লাত-এর সাধারণ প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইতেন। বাণিজ্যদূত ও বন্দরসমূহে দোভাষী নিয়োগের মত কার্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত মিল্লাত-এর অন্য সকল কার্যের মত কেবল রাজদূতের মাধ্যমেই সম্পন্ন হইতে পারিত। রাজদূতের সহিত তাহার নিজস্ব দেশীয় সরকার ও স্বদেশীয় মিল্লাতের সম্পর্ক বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র—ভেনিস, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড—এর জন্য ছিল বিভিন্ন রকম (বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. Steensgaard-কৃত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ)।

তাঁহাকে প্রদত্ত বেরাত-এর ক্ষমতাবলে বাণিজ্যদূত তাঁহার মিল্লাত-এর বিষয়াবলী তত্ত্বাবধান, আমদানীকৃত মালের নিবন্ধীকরণ এবং রাজদূত ও বাণিজ্যদূতের প্রাপ্য যথাযোগ্য কর সংগ্রহের কার্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার 'দেশে'র কোন জাহাজ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে বন্দর ত্যাগের অনুমতি পাইত না এবং তাঁহার স্বদেশিগণের মধ্যে উদ্ভূত কোন বিতর্ক ও মোকদ্দমা তিনি তাঁহার দেশের আইন ও রীতিনীতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতেন। তিনি স্বয়ং, তাঁহার ভৃত্য ও তাঁহার পশু বাহিনী, তাঁহার আবাসস্থল, ভ্রমণকালে ও রাত্রিকালীন বিশ্রামস্থলে সকল বাধা-বিপত্তির ঊর্ধ্বে বিবেচিত হইত। তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পদসামগ্রী সকল কর হইতে মুক্ত ছিল (বাণিজ্যদূতের বেরাত-এর একটি উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য, লন্ডন, PRO. SP. ১০৫/৩৩৪, W. Rye-এর জন্য, ১০৩৯/১৬২৯ সনের)। এই সকল দায়িত্ব পালনের স্বার্থে বাণিজ্যদূত 'উছমানী কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করিতে পারিতেন (এই ক্ষমতা লাভ করার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উভয়েই একটি চাভুশ ও এক বা একাধিক জানিস্যারী (য়াসাক্‌চী নামেও পরিচিত) মঞ্জুরীরূপে প্রাপ্ত হইতেন (তু. ফুরাত, তুর্ক-ইংগিলিয মুনাসেবেতলেরী . . . পৃ. ১৯৭, দলীল ৯)।

বাণিজ্যদূতের বিচার-সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ছিল 'আইনের ব্যক্তিত্ব' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ৯২৭/১৫২১-এর অনুচ্ছেদ ১৬, ৯৭৭/১৫৬৯ সনে ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১২; ৯৮৮/১৫৮০ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১৬)। এই নীতিটি প্রাচীনতম সমর্পণ চুক্তির সময় হইতে চালু ছিল (Mas. Latrie, Traites. ,৮৭-৯)। ফরাসী সরকার 'উছমানী সাম্রাজ্যে ইহাকে বিস্তৃত আইনও প্রবিধান দ্বারা সংগঠিত করে (K. Lippmann, Die Konsular-jurisdiction im Orient, Leipzig 1898; A. Benoit, Etude sur les capitulations..., Nancy ১৮৯০)। কোন মুসতা'মিন ও মুসলিমের মধ্যে সংঘটিত ফৌজদারী মামলা ও মোকদ্দমা 'উছমানী বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হইত। উক্ত আদালতসমূহে মুসতা'মিনগণের ন্যায্য বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পরে প্রচুর সংখ্যক নূতন অনুচ্ছেদ 'আহ্‌দনামাতে সন্নিবেশিত করা হয়। কেবল কাযীর নিবন্ধন পুস্তকে উল্লিখিত এবং হুজ্জাতপ্রাপ্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেই আদালতী পদ্ধতির সাহায্য কামনা করা সম্ভব ছিল (৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ৬; ৯৮৮/১৫৮০ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ৬)। মুসতা'মিনের দোভাষীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন মামলার শুনানী সম্ভব হইত না (৯২৭/১৫২১ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১৭; ৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১১; ৯৮৮/১৫৮০ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১৫)। কোন মুসতা'মিন ও যিম্মীর মধ্যে অনুষ্ঠিত মামলার ক্ষেত্রে যিম্মীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইত (৯২৭/১৫২১-এর ভেনিসীয় সমর্পণ, অনু. ২৩)। চারি সহস্রাধিক "আকচির" (Akces) মামলা ও আপীলসমূহ কেবল দীওয়ান-ই-হুমায়ূন-এ অনুষ্ঠিত হইত (১০১০/১৬০১ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ২৪)। মিথ্যা সাক্ষ্য হইতে উদ্ভূত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আনীত মামলার বিবেচনা করা হইত না (৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৭)। যদিও ৯ম/১৫শ ও ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে মুসতা'মিনগণ, এমন কি নিজেদের মধ্যে আনীত মামলার ক্ষেত্রেও প্রায়শই 'উছমানী দরবারে গমন করিত (দ্র. Belleten, ২৪/৯৩ (১৯৬৯ খৃ., ৭১)। পরবর্তী-কালে তুলনামূলকভাবে কম কোর্ট ফিস সময় সময় মুসলিমগণকে বাণিজ্যদূতের আদালতের ব্যবহারে আগ্রহী করিয়া তুলে (Steen-gaard. ২৩)।

৯৪৩/১৫৩৬ সনের খসড়া শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ অনুসারে (নিম্নে দ্রষ্টব্য) 'উছমানী সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপনকারী কোন মুসতা'মিনকে দশ বৎসর বসবাসের পর যিম্মী মর্যাদা গ্রহণ করিয়া জিয্‌য়াঃ কর দানের কর্তব্য পালন করিতে হইত (যদিও হানাফী আইন অনুযায়ী কোন বিদেশী ব্যক্তি কেবল এক বৎসরের জন্য মুসতা'মিনরূপে অধিকার প্রাপ্তির অনুমতি পাইত; মেভকূফাতী, ১খ ৩৪৮)। বাস্তবপক্ষে মুসতা'মিনকে সর্বদা আগমন ও বহির্গমনে ব্যস্ত বণিকরূপে বিবেচনা করিয়া উছমানীগণ কোন বিধি বলবৎ করেন নাই। তথাপি সময় সময় তাহাদের জিযয়া কর প্রদানে বাধ্য করার চেষ্টা চলিতে থাকে (উদাহরণস্বরূপ, ১০২৫/১৬১৬ সনে; দ্র. Belin Les capitulations. ৮৯; Wood, ৫০ ও পরবর্তী দ্র. Basve-kalet Arsivi, DAY. Francalu নং ২৬, রাজাব ১০৬১ ও রাবী'উছ-ছানী, ১০৫৯-এর দলীল-পত্রাদি)।

ইস্তাম্বুলের পর সর্বাপেক্ষা জনবহুল বিদেশী মিল্লাত (millet)-সমূহের কেন্দ্র ছিল স্মার্না (Smyrna) [১০ম/১৬শ শতাব্দীর অন্তিমভাগ হইতে; প্রধানত ইংরেজ, তৎপর ফরাসী ও ওলন্দাজ জাতি এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক ভেনিসীয়]; সিদ্দন (ফরাসী); আলেপ্পো (ফরাসী, ভেনিসীয়, ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ); স্যালোনিকা (১০৯৬/১৬৮৫ সন হইতে ফরাসীগণ, ইহার পরে অন্যান্য জাতীয় সদস্য); কায়রো (ফরাসী, ভেনিসীয় এবং কিছু কালের জন্য ইংরেজগণ)। দ্বিতীয় মুহাম্মাদ গালাতা জেনোয়াবাসী বণিকগণকে বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই সকল সুবিধা পরবর্তীকালে 'লাতীন মিল্লাত'-এর উপরও কার্যকর হয় (Magnifica Communita di pera), hs. M.A. Belin, Hist. de la Latinite de Constantinople, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ১৬৬)। এই মর্মে প্রচলিত দলীল-পত্র পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন [এই মুহূর্তে দ্রষ্টব্য, Berlin, পূ. গ্র., 156-65; E. Dallegio d' Alessio, Traite entre les Genois de Galata et Mehmet II, in Echos d' Orient, 29U, 161-175; T.C. Skeat, Two Byzantine documents, in BMQ, ১৮খ., (১৯৫৩ খৃ.), ৭১-৩]। ২৩ জুমাদা'ল-উলা, ৮৫৭/১ জুন, ১৪৫৩ সনের তারিখ সম্বলিত 'আহ্‌দ-নামাহ্ (গ্রীক ভাষায়)-এর মূল পাঠে (Skeat-প্রদত্ত পূর্ণ

পাঠ, পূর্বোল্লিখিত স্থানে) বর্ণিত আছে। সুলতান শপথের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি সৈন্যবাহিনী আনয়ন করিবেন না বা প্রাচীর ধ্বংস করিবেন না (কতিপয় অপর অনুবাদকের মতে তিনি এই সকল প্রাচীর ধ্বংস করিবেন) এবং জেনোয়াবাসিগণ তথায় তাহাদের নিজেদের মধ্যে নির্বাচিত একজন 'কেতখুদা'-এর অধীনে তাহাদের স্বদেশীয় আইন ও প্রথা অনুসারে বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু ৩ জুন ইদির্নে (Edirne) অভিমুখে যাত্রার পথে পেরা (pera) সফরের সময় তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন (সার্বিক প্রতিরক্ষার দাবীর আলোকে), স্থানে স্থানে স্থল প্রাচীরসমূহের ধ্বংস সাধন করেন এবং এই কার্যের মাধ্যমে 'আহ্‌দনামার একটি মূলনীতি বাতিল বলিয়া পরিগণিত করেন; পেরা ক্রমে একজন কাযী ও একজন সুবাশী (subashi)-র নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণরূপে একটি 'উছমানী শহরে পরিণত হয় [দ্র. ইস্তাম্বুল]।

অতি প্রারম্ভিককাল হইতেই অপরাধ [দ্র.দিয়াত] অথবা ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিল্লাত-এর যৌথ দায়িত্ব পালনের নীতি বর্জন করা হয় (তু. Mas Latrie, ৯২); তথাপি পূর্বতন অন্যান্য ইসলামী প্রশাসনের ন্যায় 'উছমানী সরকারও অতিথি (guest) রাষ্ট্র বা তাহার জনগণ দ্বারা দা'ওয়াতকারী (host) দেশের ক্ষতি হয় এমন কার্য সংঘটিত হইলে তাহার জন্য মুসতা'মিন জনগোষ্ঠীকে এক প্রকার যৌথ জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিত। এই সকল ক্ষতিকর কার্যের মধ্যে ছিল জলদস্যু দলের আক্রমণ, রাজস্ব উৎপাদক খাতে উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকারী দেনা পরিশোধে ব্যর্থতা ('ইলতিযাম' দ্র. মুলতাযিম) অথবা জাল মুদ্রার ব্যবহার ও প্রচার (উদাহরণস্বরূপ দ্র. Chardin, ১খ, ১৫; Abbott, Under the turk, ২৩৭-৪৩; Masson, ১খ, ১৭৬)ঃ এইরূপ ব্যবহারের 'উছমানী ব্যাখ্যা ছিল যে, এইরূপ কার্যের মাধ্যমে 'অতিথি' রাষ্ট্র তাহাদের 'বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা' পালনের অঙ্গীকার প্রত্যক্ষভাবে ভঙ্গ করিয়াছে। এই সকল আদায়কৃত কর পাশাগণের নিজস্ব ব্যক্তিগত লাভের জন্য আদায়কৃত খাজনা যাহা আভানিয়াস (ফরাসী avanies) নামে পরিচিত তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (B. Homsy-Fr Les capitula-tions, ৫৭-এর মতে যে কোন প্রকার আদায়কৃত যৌথ জরিমানামূলক কর বুঝাইতে ব্যবহৃত শব্দ আভানিয়া 'আরবী শব্দ 'হাওয়ানা' হইতে উদ্ভূত; কিন্তু মনে হয় ইহার উৎপত্তির অধিকতর সম্ভাবনাময় উৎস হইতেছে 'আওয়ান, 'জোরপূর্বক কিছু আদায় করা' এবং ইহার মূল عنى 'আওয়ারিদ'-এর সহিত কোনরূপ সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব)। পাশাগণ কর্তৃক আদয়কৃত আভানিয়া সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট 'দেশে'র সহিত সেই মুহূর্তে বিরাজমান সম্পর্কের গভীরতার উপর পরিবর্তনশীল। 'উছমানী সরকারী মুহাফিজখানায় এমন দলীলও বর্তমানে আছে যাহাতে আদায়কৃত আভানিয়া সম্পূর্ণভাবে ফেরত প্রদানের আদেশ দান করা হইয়াছে (Basvekalet Arsivi, DHY Ecnebi derter-leri)। এই সকল ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাইবার লক্ষ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ গৃহীত শর্তাধীনে সমর্পণ দলীলে নূতন অনুচ্ছেদসমূহের সংযুক্তি ঘটে (১০১৩/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু, ১৬; ১০১০/১৬০১ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ২০ ও ৩০; সাধারণভাবে আভানিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রষ্টব্য Masson, ১খ, ১-৪; Roux, ৫৩-৬; R. Paris, ২৯৪-৩১৬; Svornos, ৫৬-৬৬)। তাহাদের মিল্লাত-এর পক্ষে রাজদূত বা বাণিজ্যদূত দ্বারা আভানিয়া সংক্রান্ত দাবীর প্রতিবাদ জানান হইত। আভানিয়া প্রদানের লক্ষ্যে তাহাদের মিল্লাতের বাণিজ্য সম্ভারের উপর বাণিজ্যদূতের প্রবর্তিত cottimo শুল্ক ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক আদায় হইয়া দাঁড়ায়। ভেনিসীয়গণ কতিপয় সম্ভার, বিশেষত বস্ত্রের উপর ১ শতাংশ আদায় করিত (দ্র. বৃটিশ মিউজিয়াম, Ms Or. ৯০৫৩, পত্রক ২৮২), 'উছমানী বন্দরে পণ্য বোঝাইকারী সকল জাহাজের উপর ফরাসীগণ জাহাজের আকারের উপর নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আদায় করিত (Masson, ১খ, ১৭৬, Svoronos, ৭০-৫)।

২. ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্ত সুবিধাবলী ঃ 'আহ্‌দনামায় সংযোজিত নূতন নূতন অনুচ্ছেদের ফলে কোন বিশেষ বণিক ব্যক্তিকে প্রদেয় সুবিধাবলীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বস্তুতপক্ষে এইগুলি ছিল প্রথাসিদ্ধ বহুকালব্যাপী চালু অধিকার যাহা পরে মুসতা'মিনগণের চাপের ফলে ক্রমান্বয়ে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর অনুচ্ছেদসমূহে বিশেষ ধারা হিসাবে স্থান লাভ করে (এই সকল পুরাতন অনুচ্ছেদের সুসংবদ্ধ আলোচনার জন্য দ্র. Mas Latrie, ৮৩-১১৬)।

হারবীর দাসত্ব বরণ না করিয়া দারু'ল-ইসলামের মধ্যে পরিভ্রমণ করার ও তাহার পণ্যদ্রব্য গানীমা (দ্র,)-রূপে লুণ্ঠিত না হইবার নিশ্চয়তা দানকারী আমান সম্পূর্ণ 'উছমানী সাম্রাজ্যের জন্য বৈধ ছিল (বি'ল-জুমলে মেমালিক-ই 'উছমানিয়্য)। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য এই সাধারণ আমানের কার্যকারিতা লাভের জন্য কোন মুসতা'মিনকে ভ্রমণ করিবার পূর্বে তাঁহার রাজদূতের মাধ্যমে সুলতানের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও তাহা সঙ্গে বহন করিতে হইত। ইহাকে বলা হইত উয়ন-ই-হুমায়ূন (দ্র. j. H. Mordtmann, Zwei osmanische passbriefe..., in MO G, ১খ, ১৭৭-২০১; Menage, পূ. স্থা., ৯৬-৯; এই দলীলকে বলা হইত মুরুরনামে; একজন কাযী বা অন্য কোন কর্মকর্তা প্রদত্ত অনুরূপ অনুমতিকে বলা হইত য়োল তেষ কিরেসি; এই প্রসঙ্গ সম্পর্কিত একটি অনুচ্ছেদের জন্য দ্র. ৯২৮/১৫২১ মনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ২১)। প্রকৃতপক্ষে সাধারণত মুসতা' মিনগণের বসবাস কেবল কতিপয় বন্দর এবং এই সকল বন্দরের নিকটস্থ স্থানের ও খানসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল (সিদ্-এর বণিকগণকে তাহাদের খানের মধ্যে তাহাদের কর্ম তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইত, দ্র. DHY, Francalu, ২৬/১, ১০৫৯/১৬৪৯ সনের একটি দলীল; তবে অন্যান্য স্থান, যেমন স্মার্না, আলেপ্পো ও গালাতায় বণিকগণের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার ছিল)। কাযীর রেজিস্ট্রি খাতায় বর্ণিত ঘটনা হইতে মুসলিমগণ কর্তৃক বিদেশী নাগরিককে দাসত্বে আবদ্ধ করার নজীর পাওয়া যায় (যথা Bursa, সিজিল্লাত; তু. Dernschwam, Tagebuch, সম্পা. এ. Babinger, Munich ১৯২৩, ৪২)। অপরাপর অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে তাহারা উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য মুসলিম পোশাক পরিধানের ও অস্ত্র বহন করার অনুমতি প্রাপ্ত হইত।

মুসতা'মিনগণের আবাসস্থল কোন 'উছমানী কর্মকর্তা দ্বারা পলাতক আসামী বা দাস এবং লুক্কায়িত স্থান বা চোরাচালানকৃত পণ্যদ্রব্যেরও দাস হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে, এই সন্দেহের ক্ষেত্রেই তল্লাসী করা হইত। এই ব্যতিক্রমের অপব্যবহারের ফলে নূতন নূতন অনুচ্ছেদের উদ্ভব ঘটে (উদাহরণত ১১৫৩/১৭৪০ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৬৫)।

মুসতা'মিনের সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নে ব্যবস্থাবলী ছিল, 'উছমানী সাম্রাজ্যে মৃত্যুবরণকারী কোন ব্যক্তি যদি উইল রাখিয়া যায় তবে তাহার সম্পত্তি তাহার

নির্বাচিত উত্তরাধিকারিগণের নিকট সমর্পিত হইত, যদি সে উইল না করিয়া ইনতিকাল করে অথবা তাহার উত্তরাধিকারিগণ অন্য এলাকার অধিবাসী হয়, তবে তাহার সম্পত্তি কাযীর তত্ত্বাবধানে সমর্পিত হইত এবং তিনি তাহা বাণিজ্যদূত বা মৃত ব্যক্তির অংশীদার বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট হস্তান্তর করিতেন। এই নিয়ম-কানূন ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি [তু. মেভকূফাতী, ২খ, ২৪৮, 'উছমানী কানূন-এর সাধারণ সংকলনে একটি পৃথক সংবিধি (Statute) [দ্র.] TOEM, ১৩২৯ সনের 'ইলাভি, পৃ. ৫২]।

৩. **সমুদ্রপথে আমান** ঃ আমানের নীতি হইতে আহৃত সমুদ্র পথে ভ্রমণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ফিক্‌হ-এর প্রথম দিক্‌কার গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় না (তু. মু. খাদ্দুরী, ১০৯-১৭)। তবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের প্রথম পর্যায়ের দলীলসমূহে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (Mas Latrie, ৯৭)। ফলে কোন মুসলিম জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হইলে মুসতা'মিনের পক্ষে আমানের সুরক্ষা কামনা করার অধিকার ছিল। তবে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পারস্পরিকতার নীতিটি সমুদ্রবক্ষ সম্পর্কিত বিষয়ে ঐ সকল অনুচ্ছেদসমূহে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'উছমানীগণ তাহাদের আধিপত্য ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর, লোহিত সাগর, বস-ফোরাস প্রণালী, দার্দানেলিস প্রণালী ও ওট্রান্টো (Otranto) প্রণালী (৯২৮/১৫২১ সনের ভেনিসীয় চুক্তি দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে করিতেন। অন্য কথায় এই সকল বারিরাশিকে তাঁহারা দারু'ল-ইসলামের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। ১১৫৯/১৭৪৭ সনে 'অস্ট্রিয়া অধিকারের যুদ্ধে'র সময় 'উছমানীগণ মোরিয়ার প্রান্ত হইতে ক্রীটের পশ্চিম প্রান্ত এবং তথা হইতে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার পূর্ব পার্শ্বে ফরাসী ও ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজসমূহের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১১০৯/১৬৯৭ সনে 'উছমানী বন্দরসমূহের উপকূলে নগর-দুর্গ হইতে কামানের গোলা বর্ষণের সকল সামরিক সংঘর্ষসূচক প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় (PRO, Sp ১০৫, ১১০৯/১৬৯৮ সনের দলীল)। গোড়ার দিকে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ন্যায় 'উছমানী 'আহ্‌দনামাসমূহে ও মুসতা'মিনগণকে সমুদ্রপথে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। উপরন্তু ইহাতে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা ছিলঃ মুসলিম জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, মুসলিম পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর ফেলার অধিকার ও উপকূলের যে কোন স্থানে পানি ও রসদ গ্রহণের অধিকার, যে কোন আনগারয়া (angarya) দায়িত্ব পালনের জন্য জাহাজ ও নাবিকগণকে জবরদস্তিমূলক কাজ হইতে রক্ষাকরণ, সমুদ্রবক্ষে অথবা যদি স্থলে চড়ায় আটকাইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য ও সুরক্ষা, কোন কারণবশত স্থলভাগে অবতরণে বাধ্য হইলে ব্যক্তিবিশেষ ও তাহাদের পণ্যের সুরক্ষা প্রদান, জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা ও জলদস্যুতার কারণে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ (৯২৮/১৫২১ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ৭, ১৩, ১৪, ২২, ২৫ ও ২৬; ৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১, ২, ১৩, ১৫ এবং ১৭; ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১, ৩, ৪, ৬, ১৭, ও ১৯)। যতদিন পর্যন্ত 'বার্‌বারী জলদস্যু' বাহিনী 'উছমানী আধিপত্যের অধীন ছিল, তাহাদের নিকট হইতে সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য নূতন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয় (১০১২/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১৯, ২০; ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৪৭)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে মুসতা'মিন জাহাজসমূহকে 'উছমানী বন্দরসমূহের মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হইলে এই নূতন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য নূতন অনুচ্ছেদের আবির্ভাব হয় (উদাহরণ ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদসমূহ ৪১-৪৪)।

৪. **স্বাধীনভাবে পণ্য বিক্রয় ও পরিবহনের নিশ্চয়তা** ঃ সাধারণত আমান প্রদানের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই প্রথম দিকের অনুচ্ছেদসমূহে এই সকল বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ইহার সহিত পরবর্তীকালে অপব্যবহারজনিত নূতন সংযোজিত অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজন করা হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও 'উছমানী যুদ্ধ জাহাজসমূহের অধিনায়কগণের নিষিদ্ধ অথবা চোরাচালানকৃত পণ্যদ্রব্যের জন্য তল্লাসী করার ক্ষমতা সংরক্ষিত করা হইয়াছে (এই বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রণীত অনুচ্ছেদসমূহঃ ১০১৩/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদসমূহ ৩০, ৩২, ৪৪; ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদসমূহ, ১৭, ২০, ২৩ ও ৫৩)। ইহাতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইস্তাম্বুল ও বসফোরাসে জাহাজসমূহ পরীক্ষা করার পর ইহাদের পুনরায় গ্যালিপোলীতে পরীক্ষার প্রয়োজন নাই (৯২৮/১৫২১ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ২৬)। সময় সময় কোন শুল্ক কর্মকর্তা কোন বণিককে তাহার মতের বিরুদ্ধে পণ্যদ্রব্য খালাস করিতে বাধ্য করিত (ইহার ফলে প্রণীত হয় ১০১৩/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীল, অনু. ১৭)। স্থানীয় বণিকগণের চাপ প্রয়োগ অথবা চক্রান্তের মাধ্যমে তাহাদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করিত (ফলাফল শেষোক্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, ৩৩তম অনুচ্ছেদ ও ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ৫ম অনুচ্ছেদ) অথবা তাহাদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের চেষ্টা করিত (ফলে DHY-তে Francalu নং ২৬/১-এর দলীলসমূহ)।

বিদেশী বণিকগণকে প্রায়শই নানাবিধ অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হইতে হইতে। উদাহরণস্বরূপ অভ্যন্তরীণ বাজারের অস্থিতিশীলতা রোধের জন্য 'উছমানী সরকার সময় সময় বিভিন্ন পণ্যের (বিশেষত শস্য, চামড়া, তুলা ও ধাতব দ্রব্য) রফতানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করিত অথবা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ফলে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহে নূতন নূতন অনুচ্ছেদের সংযোজন করা হয় (ফরাসী অনুচ্ছেদ ১৪, ইংরেজী অনুচ্ছেদ ৫৩), যদিও সাধারণভাবে ইহার প্রতিকার ছিল বিস্তৃতভাবে সংগঠিত চোরাচালানের আশ্রয় গ্রহণ (Masson, ১খ, ৪১৭)।

সর্বপ্রথম 'আহ্‌দনামাসমূহে 'উছমানী কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হার উল্লেখ না করিয়া 'প্রচলিত প্রবিধান ও প্রথা অনুযায়ী' (আদেত ভে কানূন উযীরি) শুল্ক ও অন্যান্য প্রাপ্তব্য কর আদায়ের ব্যবস্থাতেই পরিতৃপ্ত ছিল। ইহার ফলে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর পক্ষে শুল্ক হার ২ শতাংশ হইতে ৪ শতাংশ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে স্বাভাবিক হার ছিল ৫ শতাংশ; কিন্তু 'উছমানী শুল্ক হার আমদানীকারকের মর্যাদা, পণ্যের প্রকৃতি ও কোন্ স্থানে তাহা কার্যকর হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিত এবং সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইত। ইহা ছাড়াও য়ুরোপের অভ্যন্তরে চলাচলকারী পণ্যের উপর আরোপিত কর হইতেও ইহাকে সুস্পষ্টভাবে পৃথকীকৃত করা হয় নাই (দ্র. MAKS)। এই সকল অসঙ্গতির ফলে সৃষ্ট কতিপয় বিতর্কের প্রেক্ষিতে মুসতা'মিনগণ প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও সর্বনিম্ন শুল্ক হার ৩

শতাংশে নির্ধারিত করাইতে সক্ষম হয় (এই সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে (দ্র. Wood, ২৭) এবং অন্য সকল কর হইতে অব্যাহতি লাভ করে (যথাঃ প্রধানত কাস্সাবিয়্যা অথবা কাসসাব-আক্‌চেসী, মাসদারিয়্যা, রেফতিয়্যা, য়াসাক্‌চী বাজ—ইহাদের জন্য দ্র. MAKS)। শুল্ক বিভাগের কেরানী বা অন্যান্য কর্মচারীর নিকট পাওনা পরিশোধের ঐতিহ্যগত প্রথা শুল্ক হারকে পুনরায় সরকারী ৩% হইতে প্রকৃত ৪.৫%-এ উন্নীত করে। কতিপয় পণ্যকেও অতিরিক্ত করসাপেক্ষে যুক্ত করা হয়ঃ তূলার ক্ষেত্রে কাস্তার-রেসমী, সিল্কের ক্ষেত্রে মীযান-রেসমী, মোহায়ের-এর জন্য তামগা-রেসমী ইত্যাদি। পুনরায় প্রতিটি জাহাজকে তাহাদের নোঙ্গরকৃত বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণকে সেলামলীক বা সেলামেতিয়্যা নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইত (প্রথমদিকে ৩০০ আকচি, ১১/১৭শ শতাব্দীতে ৯৬০০ আকচী)। মুসতা'মিন বণিকগণকে তাহাদের রাজদূত ও বাণিজ্যদূতের ব্যয়ভার বহনের জন্য অতিরিক্ত ২.৫% 'Consulage' (তুর্ক কোনসোলোস হাক্কী অথবা কায়লাজ হাক্কী) শুল্ক হারের সহিত যুক্ত করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে চালু শুল্ক হারকে বাড়াইয়া ৯ শতাংশে উন্নীত করে। বিতর্ক এড়াইবার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজদূতগণ নির্দিষ্ট শুল্ক হার প্রবর্তনে এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীলে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হন (উদাহরণ ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজগণ কর্তৃক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীল, অনুচ্ছেদ ৬২-৫)।

(খ) ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ঃ (১) সমুদ্র তীরবর্তী ইতালীয় রাষ্ট্রসমূহের আমল (৭০০/১৩০০-৯৭৭/১৫৬৯)।

আনাতোলিয়ার সালজুক সুলতানগণ সাইপ্রাস-রাজন্যবর্গ ও ভেনিসীয়গণকে ৬০৩/১২০৭ সনের প্রারম্ভেই বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে (O. Turan, Turkiye Selcuklulari hakkinda resmi vesikalar, আংকারা ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১০৮-১৯, ১২১-৩৭)। বর্তমানে বিদ্যমান এমন প্রাচীনতম 'আহ্‌দনামাটি যু'ল-কা'দা ৬১৬/জানুয়ারী ১২২০ তারিখের (Tafel and Thomas, ১খ, ৪৩৮, ২খ, ১৪৩; O. Turan, পৃ. গ্র., ১২৪-৩৭; ১২২৫ খৃ. কোনিয়াতে একজন ফরাসী বণিকের জন্য দ্র. Belin, ৩৭)।

'উছমানীগণ যখন প্রথম ৭৫৩/১৩৫২ সনে রুমেলিতে প্রবেশ করে [দ্র.Gelibolu] তখন তাহাদের সহিত জেনোয়ার (তখন ভেনিসের সহিত যুদ্ধরত) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং জেনোয়াকে তাহারা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ শর্তসমূহের প্রথমটি প্রদান করে। যদিও এই প্রথম মূল পাঠটি বর্তমানে পাওয়া যায় না, তবুও ১৯ জুমাদা'ল-উলা, ৭৮৯/৯ জুন, ১৩৮৭ সনেরটি বর্তমানে টিকিয়া আছে (ল্যাটিন পাঠ Silvestre de Sacy-Pf, Notices et extraits, ১১/১খ, ৫৯-৬১; তু. M. Belgrano, in Atti della Soc. Lig., ১৩খ, ১৪৬-৯)। আনাতোলিয়ার কোন তুর্কমেন রাজন্য কর্তৃক কোন ল্যাটিন রাষ্ট্রকে প্রদত্ত প্রাচীনতম বাণিজ্যিক সুবিধাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ১৩৪৮ সনে সম্পাদিত আয়দীন ওগলু খিদ্‌র বেগ ও The Holy League (পোপের রাজ্য, ভেনিস, রোডসের নাইটগণ ও সাইপ্রাস)-এর মধ্যকার শান্তিচুক্তিতে (মূল পাঠের জন্য দ্র. Tafel ও Thomas, ৪খ, ৩১৩)। কিন্তু ৭১১/১৩১১ সনের প্রারম্ভেই রোডসের বণিকগণ মেনতিশি (Mentishi) রাজ্যে সক্রিয় ছিল (Heyd, ২খ, ৩৬) এবং পরে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বৎসরগুলিতে আলতোলুওগো (আয়া ছোলুক) [Altolugo (Ayatholuk)] ও পালাতিয়া (বালাত)-তে ভেনিসীয় বাণিজ্য দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় (Heyd, ১খ, ৫৪৫)। প্রথম বায়েযীদ-এর রাজত্বকালে এই সকল স্থান 'উছমানী আধিপত্যের অধীনে আসিলে সুলতান এই সমস্ত প্রাপ্ত সুবিধার স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং 'আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার সমুদ্র ও স্থলপথে তাঁহার শাসনাধীন' সমস্ত অঞ্চলে প্রসারিত করেন। (মূল পাঠের জন্য দ্র. G.M. Thomas, Diplomatarium, ৪খ, নং ১৩৪)। 'উছমানীগণ কর্তৃক এদির্নে (Edirne) অধিকৃত হওয়ার সময় হইতেই (৭৬২/১৩৬১ সন) ভেনিস সুলতানের নিকট হইতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি লাভের চেষ্টা করিতেছিল (I. Bratianu, Etudes Byzantines, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ১৬৭)। ৭৬৮/১৩৮৪ সনে 'উছমানী রাজ্যভুক্ত এলাকা হইতে শস্য সংগ্রহ এবং 'উছমানী ভূমিতে, সম্ভব হইলে গালাতা-র বিপরীত দিকে অবস্থিত উসকুদার-এ একটি বাণিজ্যক বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভের জন্যও ভেনিস কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করিতেছিল (Thomas, Dopl., ২খ, নং ১৪১; F. Thiriet, Regestes, ১খ, ১৬৫)। ৮২২/১৪১৯ সনের শান্তিচুক্তি ভেনিস ও প্রথম মুহাম্মাদ-এর পিতামহ অর্থাৎ প্রথম মুরাদ-এর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির উল্লেখ করে (Thomas, Dipl., নং ১৭২)। প্রথম বায়েযীদ শস্য রফতানীর অনুমতি প্রদান অথবা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা ভেনিসের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন (M. Silber-schmidt, Das Orient, Problem..., লাইপযিগ ১৯২৩ খৃ.)। আংকারা-র যুদ্ধের পর গৃহযুদ্ধের সময়কালে 'উছমানী দাবিদারগণ ভেনিসকে খুশী করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। সুলায়মান চেলেবী সক্রিয়ভাবে ভেনিসীয় সমর্থন কামনা করেন (lorga, Notes, ১খ, ১২২) এবং ৮০৬/১৪০৩ সনের শান্তিচুক্তিতে প্রথমবারের মত সংঘ সদস্যগণকে (ভেনিস, বায়যান্টাইন, জেনোয়া, রোডসের নাইটবাহিনী) গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাবলী প্রদান করা হয় (মূল পাঠ in Thomas, Dipl., ২খ, নং ১৫৯)। মূসা চেলেবি ১৩ জুমাদা'ল-উলা, ৮১৪/৩ সেপ্টেম্বর, ১৪১১ সনে ফানার-এ এই সমস্ত সুবিধা অনুমোদন করেন (Thomas, Dipl., নং ১৬৪)। ইহার পর ক্রমান্বয়ে ১৭ শাওওয়াল, ৮২২/৬ নভেম্বর, ১৪১৯ (Thomas, Dipl., নং ১৭২), ১৫ যু'ল-হিজ্জাঃ, ৮৩৩/৪ সেপ্টেম্বর ১৪৩০ (ঐ, নং ১৮২) এবং ২৫ যু'ল-কা'দাঃ, ৮৪৯/২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৬ (F. Babinger and F. Dolger, Mehmed's II, fruhester Staatsvertrag, ১৪৪৬ খৃ., in Or. chr. per., ১৫/৩-৪ খৃ., ১৯৪৯ খৃ., ২২৫-৫৮)-এর চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়।

তাঁহার প্রপিতামহ ১ম বায়েযীদের ন্যায় ২য় মুহাম্মাদ ও ইতালীয় উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের মর্যাদা হ্রাস করিয়া তাহাদেরকে শুধু রাজস্ব প্রদানকারীর মর্যাদা দান করিবার নীতি অনুসরণ করেন। ৮৬৭/১৪৬৩-৮৮৪/১৪৭৯ সনের 'উছমানী—ভেনিসীয় যুদ্ধ ভেনিসীয় বাণিজ্যের প্রতি প্রবল আঘাত হানিলেও ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় নাই এবং ৪ রাবী'উ'ল-আখিরা, ৮৮৪/২৫ জুন, ১৪৭৯ (তু. A. Bombaci, in BZ, ৪৭খ, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২৯৮-৩১৯)-এর চুক্তি এবং ২য় বায়েযীদ দ্বারা ইহার নবায়ন (যু'ল-কা'দাঃ-এর শেষ ৮৮৬/জানুয়ারী ১৪৮২, মূল পাঠ, Archivio di Strato, Venice)-এর মাধ্যমে ভেনিস তাহার ইতোপূর্বে প্রাপ্ত সুবিধাবলী ছাড়াও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী কিফি ও

ত্রাবযোন-এর সহিত ব্যবসায় করার অনুমতি লাভ করে। ৯০৪/১৪৯৮ সনে পুনরায় ভেনিসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্বে 'উছমানীগণ নেপলেস্-এর রাজাকে একটি শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির সুবিধা প্রদান করে (S.N. Fisher, The foreign relations of Turkey..., উরবানা ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৬১)। ২৪ রামাদান, ৯০৯/২০ মার্চ, ১৫০৩ তারিখে 'উছমানী- ভেনিসীয় চুক্তিতে এই সকল সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করা হয় (Marino Sanuto, ৫খ, ৪২-৭; তু. Bonelli, II, trattato..., ৩৬৩)। এই সকল চুক্তি পরে ১ম সেলীম (১৬ শা'বান, ৯১৯/ ১৭ অক্টোবর, ১৫১৩) ও ১ম সুলায়মান (১৭ মুহাররাম, ৯২৮/১৭ ডিসেম্বর, ১৫২১) দ্বারা নবায়িত হয় (তুর্কী মূল রূপ Archivio di Stato-তে)। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ ১জুমাদা'ল-উখরা', ৯৪৭/২ অক্টোবর, ১৫৪০-এর সন্ধিপত্রের মাধ্যমে [L. Bonelli, II trattato..., ৩৩২-৩; W. Lehmann, Der Friede- nsvertrag এবং বর্তমানে (তুর্কী মূল পাঠ) ক. Gokbilgin, in Belgeler, ১/২খ, ১২১-৮] বাণিজ্যিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছিল—'আরব ভূমি ও বসনিয়া অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ত্রাবযোন ও কিফি-কে বাদ দেওয়া হয়। ৯৭৮/১৫৭০-৯৮০/১৫৭২ সনের বৎসরগুলিতে ভেনিস ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতামূলক পরিস্থিতি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নূতন এক প্রতিযোগী ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের সুযোগ দান করে। এই পর্যন্ত ভেনিস পূর্ব ভূমধ্যসাগর, ইস্তাম্বুল ও মিসরে বাণিজ্যিক প্রাধান্য উপভোগ করিয়া আসিতেছিল [পরবর্তীকালীন ভেনিসীয় সম্পূর্ণ চুক্তির জন্য দ্র. ৩য় মুরাদ, তুর্কী পাঠ, সুলায়মানিয়্যাঃ লাইব্রেরী, পাণ্ডু. Esad Ef. ২৩৬২, ৬৩-৭০; (রাবী'উ'ছ-ছানী ১০০৪/ডিসেম্বর ১৫৯৫) Belin, in JA, VIIe Serie, ৮খ, ৩৮৪-৪৪২, তু. Noradounghian, ১খ, ৪০৮-৯]।

'উছমানীগণ কর্তৃক সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের ফলে Capitultion চুক্তিসমূহের মূল্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১ম সেলীম মামলূক সুলতানগণ কর্তৃক ভেনিস (দ্র. B. Moritz, Ein Firman des Sultan Selim Fur die Venetianer, in Festschrift Sachau, ৪২২ প.) এবং কাটালান ও ফরাসীগণের বাণিজ্যদূত (গায়্যা-তে রাবী'উ'ছ-ছানী ৯২৩/মে ১৫১৭ তারিখে ১ম সুলায়মান কর্তৃক পুনর্নবায়িত শর্তাবলী, উহার ইতালীয় ও ফরাসী পাঠের মূল্যায়নের জন্য দ্রষ্টব্য Charriere, ১খ, পৃ. ১২১-৯)-কে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি পরবর্তীকালে পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্ম-সমর্পণের মডেলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ ধারণা অমূলক, 'উছমানীগণ আনাতোলীয় আমীর শাহীর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় [J.H. Mordtmann, Die islamisch- frankischen Staatsver-trage, in Zeitaehrift fur Politik, ১১খ (১৯১৮ খৃ.)]।

মিসরে অবস্থিত কাটালানীয়-ফরাসী যৌথ বাণিজ্যদূতকে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পাদিত ছিল না। অবশ্য ৯৪৩/১৫৩৬ সনে সুলতানের সহিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে সুবিধা লাভের প্রচেষ্টা হিসাবে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সের জন্য একটি প্রত্যক্ষ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি আদায়ের প্রচেষ্টা চালান। তাঁহার রাষ্ট্রদূত J. de la Forest ইব্রাহীম পাশা (Charriere, ১খ, ২৮৫, ভূমিকা)-এর সহিত আলোচনার ভিত্তিতে যে Traite প্রণয়ন করেন সুলায়মান তাহা অনুমোদন করেন নাই (তু. Charriere, ১খ, ২৯৩-৪ অনুচ্ছেদ ১৭) এবং ইহার অল্পকাল পরেই ইব্রাহীমকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (২২ রামাদান, ৯৪২/১৫ মার্চ, ১৫৩৬)। J. de la Forest- এর সম্পাদিত একটি চুক্তির অনুরূপঃ 'শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ'-সমূহের মধ্যে এক প্রকার 'সন্ধির উদাহরণ কেবল এই একটিই (অপর সকলই একতরফাভাবে প্রদত্ত 'আহ্দনামারূপে দেওয়া হয়) এবং ইহা আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছে (Belin, ৫৯; মু. খাদ্দুরী, Warand Peace...., পৃ. ২৩৭; I. Soysal, in TD, ৩/৫-৬খ, ৭৮; H.J. Liebesney, ৩১৭)। এই দলীলটি যে শেষ পর্যন্ত খসড়ারূপেই থাকিয়া যায় তাহা ইস্তাম্বুল হইতে প্রেরিত Rincon- এর পত্রাদি হইতে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় (Charriere, ১খ, ৩৮৯, ৩৯৬-৭, ৪১৩-৪)। ইহার বক্তব্য কেবল ১৭৭৭ খৃ., Comte de Saint-Priest দ্বারা d'Aramon-এর দলীল-পত্রাদির মধ্যে আবিষ্কৃত হয় [দ্র. G. Zeller, Une legende qui dure.., in Revue d' hist. mod. et contemporaine, (১৯৫৫ খৃ.), ২খ, ১২৭-৩২ ও (উত্তর প্রদানে) M.E., Les capitulations de 1535 ne sont pas une legende, in Annales E.S.C., ১৯খ, (১৯৬৪ খৃ.)]।

(২) পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্যের কাল ঃ (৯৭৭/ ১৫৬৯-১১৮৮/১৭৭৪)

'উছমানী-ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির প্রথম প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় ৭ জুমাদা'ল-উলা, ৯৭৭/১৮ অক্টোবর, ১৫৬৯-এ। সুলায়মান-এর রাজত্বকালে (Belin, ৮৯) সংঘটিত বর্ণনাসমূহ নিশ্চিতভাবেই মামলূক সুলতানগণের প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির পুনর্নবায়ন যাহা তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ 'উছমানী সাম্রাজ্যব্যাপী বর্ধিত করিয়াছেন (Charriere, ১খ, ১২৩)। ৯৭৭/১৫৬৯ সনে ২য় সেলীম-এর সিংহাসন লাভ এবং মিসরে নূতন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে (দ্র. Safvet,in TOEM, ৩খ, ৯৯৩ এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের ভূমিকা)। ফরাসী রাজা এই পরিস্থিতিটি মুকাবিলা করার জন্য Calude du Bourg-কে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন (Charriere, ৩খ, ৬৪, নোট ১; Mission diplomatique de Claude du Bourg, in Revue d'Hist dipl. ১৮৯৫ খৃ.) এবং তিনি অতি সহজেই 'আহ্দনামা লাভ করেন (তুর্কী পাঠ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, MS Or. ৯০৫৩, প., ২৫২-৫; ফরাসী পাঠ Testa-তে, ১খ, ৯১-৬) যাহাকে রাষ্ট্রদূত Noailles ১৫৭২ খৃ., "le plus ample et avantageux traite qui jamais fut tire du Levant" নামে অভিহিত করিয়াছেন (Testa ১খ, ১১১)। যেহেতু উক্ত বৎসর 'উছমানীগণ সেই সময়ে ভেনিসের অধিকারভুক্ত সাইপ্রাস আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল, তাহারা স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা'র ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত ছিল। এই ক্যাপিচুলেশনটি প্রস্তুত করা হয় ভেনিসীয় ক্যাপিচুলেশনের ভিত্তিতে (তু. ধারা ১৬, ও Charriere, ৩খ, ৯১ নোট ১)। অতিরিক্ত শেষ ধারাটি (১৭)-এর মতে (Charriere,G) শায়খু'ল-ইসলাম-এর প্রতিবাদ ও ভেনিসের হিংসার কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই সকল সুবিধার ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ফরাসী

বাণিজ্য দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া শীঘ্রই ভেনিসের তুলনায় বৃহত্তর হইয়া দাঁড়ায় এবং এই প্রাচুর্যের অংশীদার হওয়ার মানসে অন্যান্য পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের বণিকগণকে ফরাসী জাহাজ ফরাসী পতাকার আশ্রয়ে সমুদ্র যাত্রায় উৎসাহিত করিয়া তোলে (৯৮৯/১৫৮১ সনের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ অনুযায়ী এই সকল বিদেশী বণিকেরা ছিল ইংরেজ, পর্তুগীজ, স্পেনীয়, কাটালানীয়, সিসিলীয়, আনকোনায়ী ও রাগুসানীয়)। এই সময় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণকারী দেশসমূহের মধ্যে সুলতান কেবল ফ্রান্স, ভেনিস ও পোল্যান্ডকে স্বীকার করিতেন (২০ শা'বান, ৯৬০/১ আগস্ট, ১৫৫৩ সনের পোলীস শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের তুর্কী মূল পাঠ দ্রষ্টব্য, প্রকাশনা T. Gokbilgin, in Belgeler, ১/২খ, ১৯৬৩ খৃ., ১২৮-৩০)। ফ্রান্সের উপর ক্রমাগত স্পেনীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে (৯৮১/১৫৭৩ সন) ইহার প্রতি 'উছমানীগণ সন্দেহভাজন হইয়া উঠেন এবং ৯৮৩/১৫৭৫ সনে নূতন সুলতান ৩য় মুরাদ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ পুনর্নবায়ন করিবার পূর্বে ইংরেজ বনিকগণ তাহাদের নিজেদের জন্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ লাভের আশায় অনুমতি ভিক্ষা করে [Wood, 7; Jenkinson-কে ৯৬০/১৫৫৩ সনে প্রদত্ত (Hakluyt, ৫খ., ১০৯)]। সুবিধাবলী কখনই বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজ বণিকগণ মস্কো, ককেশাস ও হারমুয হইয়া একটি বাণিজ্য পথ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত ছিল। 'উছমানীগণ কর্তৃক আযারবায়জান দখলের ফলে (৯৮৬/১৫৭৮) তাহাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে তাহারা পুনরায় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রতি তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে (W. Foster England's quest of Eanstern trade, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ২১-৭১)। দুইজন উদ্যমী ইংরেজ ব্যবসায়ী Osborne FmÄ Staper সুলতানের নিকট লিখিত রাণী এলিজাবেথ-এর একটি পত্রসহ তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে William Harborne-কে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন। Harborne এই তিন মুখ্য উদ্যোক্তাগণের জন্য সীমিত একটি ইজাযাত-ই-হুমায়ূন সংগ্রহ করেন যাহা তাঁহাদের ইস্তাম্বুলে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে (মুহাররাম ৯৮৮/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৫৮০, পাঠ প্রকাশনী I.H. Uzuncarsile, in Belleten ৪২/৫১ (১৯৫০ খৃ.), ৬১৫, দলীল ২)। রাণীকে প্রদত্ত উত্তরে (পৃ. স্থা, দলীল-১) ২য় মুরাদ ইংরেজ বণিকগণকে 'বন্ধুত্ব ও সরল বিশ্বাস' বজায় রাখার শর্তে আমান-প্রদান করেন। দুই রাজকীয় সরকারের মধ্যে এই পুনর্মিলনের পশ্চাতে ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে নির্দেশিত রাজনৈতিক পরিকল্পনা (CSP, ভেনিস, ৮খ, মুখবন্ধ, পৃ. ৩৯-৪৬); অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও 'উছমানী কর্তৃপক্ষ অধিকতর সুলভে ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ও অস্ত্র প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যেমন টিন ও ইস্পাত সংগ্রহের সুযোগ লাভের সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। ৪ রামাদান, ৯৮৭/২৫ অকটোবর, ১৫৭৯-তে লিখিত এক পত্রে এলিজাবেথ এই বাণিজ্যিক সুবিধা তাঁহার সমস্ত প্রজার জন্য প্রযোজ্য করিতে অনুরোধ করেন (ল্যাটিন হইতে ইংরেজী অনুবাদ, in Kurat, Turk-Ingiliz, ১৮১) এবং যেহেতু সেই সময় ইস্তাম্বুলে কতিপয় রাষ্ট্রনায়ক স্পেনের বিরুদ্ধে ইংরেজগণের সহিত বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন (in Koprulu armagain, ৩০৮-১৫), ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে (অনুচ্ছেদ ১৯ দ্র.) একটি পূর্ণাঙ্গ 'আহ্‌দনামা প্রদান করেন [রাবী'উ'ল-আখির ৯৮৮/মে ১৫৮০; Kurat প্রকাশিত তুর্কী পাঠ Turk-Ingiliz ১৮২-৬, কতিপয় ভ্রান্তিপূর্ণ ও Uzuncarsili কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ (Belleten ৬১৭-৯), বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাঠ MS Or. ৯০৫৩, প. ২৪৮-৫০ এবং অন্যান্য পরবর্তী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের পাঠ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ইংরেজী পাঠটি জুন ১৫৮০ সনের তারিখ সম্পন্ন, দ্র. Hakluyt, ৫খ, ১৭৮-৮৩, তু. P. Wittek, in Bull. of the Inst. of Historical Research, ১৯/৫৭ (১৯৪২ খৃ.), ১২১-৩৯]।

পুনর্নবায়িত ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণে M. de Germigny কিন্তু এই মর্মে একটি দফা সংযোজনে সক্ষম হন যে, ইংরেজ বণিকগণ পূর্বের মতই ফরাসী পতাকার তলে সমুদ্র যাত্রা অব্যাহত রাখিবে। তদসত্ত্বেও ফরাসী ও ভেনিসীয়গণের চক্রান্তের মুখে Horborne একটি নূতন 'আহ্‌দনামা লাভ করেন (রাবী'উ'ছ-ছানী ৯৯২/মে ১৫৮৩) এবং সুলতান রাণীর নিকট একটি অনুমোদনপত্র প্রেরণ করেন (একই মাসের শেষ দিকে, Kurat, Turk-Ingiliz, ১৮৭, দলীল-৫)।

এইভাবে শুরু হয় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফরাসী ও ইংরেজগণের মধ্যে এক দীর্ঘ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও সংঘাত (Testa, ১খ, ১৫১-১৭১; A. Horniker, William Harborne and the beginning of Anglo-Turkish diplomatic and commercial relations, in J. Mod. Hist., ১৮খ, ১৯৪৬ খৃ.)। ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির নব অবস্থান স্বীকার করিয়া লয় (১০১২/১৬০৪ সনের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৪)। কিন্তু ওলন্দাজগণ পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে ইংরেজ পতাকা তলে সমুদ্র যাত্রায় আগ্রহী হইয়া উঠিলে পুনরায় নূতন করিয়া সংঘাতের সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে 'উছমানী সরকার ওলান্দাজগণকে পৃথক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ দান করেন (৭ জুমাদা'ল-উলা, ১০২১/৬ জুলাই, ১৬১২; Dumont-এ অন্তর্ভুক্ত পাঠ, Corpe diplomatique ৫/২খ, ২০৫; দ্র.), A. Ernstberger, Europas Widerstand gegen Hollands erste Gesandtschaft bei der pforte (১৬১২ খৃ.), মিউনিখ ১৯৫৬ খৃ.)। কিন্তু ১০৬২/১৬৫২ সনের মত পরবর্তীকালেও ফ্রান্স এই মর্মে তুর্কী সম্রাটের সমর্থন আদায় করে যে, যে সমস্ত খৃস্টান রাষ্ট্রের ইস্তাম্বুলে নিজস্ব দূতাবাস নাই তাহাদের সকল বণিককে ফরাসী পতাকাতলে বাণিজ্য করিতে হইবে (ইস্তাম্বুল, Basvekalet Arsivi, DHY, Francalu defterleri, নং ২৬)। ৯৮০/১৫৭২ সনের দিকে রাগুসা নিজকে সুলতানের করদ রাজ্য (খারাজ-গুযার) বলিয়া দাবী করিয়া ফরাসী নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে (Testa, ১খ, ১০১)। ফরাসীগণ বহুকাল পর্যন্ত মিসরে একটি ইংরেজ বণিক উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় (R. Fedden, Notes on the British comsulate, in Egypt, in BIE, ২৭খ., ১৯৪৬ খৃ., ১-২১)। জুমাদাল-উলা ১০৫৪/জুলাই ১৬৪৪-এর এক ফরমানে সুলতান মিসরে নিযুক্ত ইংরেজ বাণিজ্যদূতকে জেনোয়া ও সিসিলীয় বণিকগণের নিকট হইতে দূতাবাসের পাওনা আদায় করা নিষিদ্ধ করেন (Basvekalet Arsivi, DHY, Francalu, নং ২৬)। কিন্তু ১০৩০/১৬২০ এবং ১০৯৪/১৬৮৩-এর মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে ইংরেজগণ সঠিকভাবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। দারু'ল-হারব-এর রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিততর ও অপেক্ষাকৃত

কম ব্যয়বহুল হিসাবে ইংরেজগণের নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 'উছমানী সরকার ফরাসী প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া হারবীগণকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শক্তির ছত্রছায়ায় সমুদ্রযাত্রা করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে এই সময়ে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহে একটি 'সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্র' দফা প্রথবারের মত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে (উদাহরণ ১৫৮০ খৃস্টাব্দের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১৯)। অন্য যে সকল নূতন দফা পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীলে সংযুক্ত করিতে সমর্থ হয় সেইগুলি সমসাময়িক পরিস্থিতি ও চাপের প্রতিবিম্বমাত্র। ১০১০/১৬০১ সনে Lello কর্তৃক প্রাপ্ত নূতন ইংরেজ ক্যাপিচুলেশনে (ফেরীদূন, মুনশা'আত, ২খ., ৩৮১-৫-এ তুর্কী পাঠ) ১৭টি নূতন দফা দেখা দেয় (ফরাসীদের জন্য ইহা ছিল একটি পরাজয়)। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে শুল্ক হার হইতে রেহাই দেওয়া হয় এবং বাধাহীনভাবে উহা ব্যবহৃত হইতে অনুমতি দেওয়া হয়। এই শেষ দফাটি ছিল তৎকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্ন—রৌপ্য মুদ্রার বাণিজ্যিক বিনিময়ের সহিত জড়িত (দ্র. H. Inalcik, in Belleten ১৫/৬০, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৬৫৬-৬১)। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিল, ভেনিস ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে আনীত দ্রব্যাদির উপর মূল্য ভিত্তিতে ইংরেজগণের জন্য তিন- শতাংশ হারে শুল্ক নির্ধারণ। এই ব্যবস্থা তখন পাঁচ-শতাংশ হারে শুল্ক সাপেক্ষে বাধ্য অন্যান্য রাষ্ট্রকে ইংরেজ পতাকাতলে তাহাদের রফতানী পণ্য চালান দিতে উৎসাহী করিয়া তোলে। পরবর্তী একটি নবায়নে হুণ্ডির অপব্যবহার রোধে একটি দফা সংযোজিত হয় (Noradounghian, ১খ, ১৬৫, অনুচ্ছেদ ৫৮)।

জুমাদা'ল-উখরা ১০৮৬/সেপ্টেম্বর ১৬৭৫ সনে John Finch-এর রাজদূত থাকাকালীন সময়ের পূর্বেকার প্রদত্ত সুবিধাবলী এবং এতকাল যাবত প্রদত্ত সকল খাত্ত-ই শেরীফ-এর সমন্বয়ে একটি নূতন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয় (G. F. Abbott, Under the Turk....,লণ্ডন ১৯২০ খৃ.)। এই সময় অন্তর্ভুক্ত প্রধান অনচ্ছেদসমূহ ছিল (Noradounghian, ১খ, ১৬৭-৮, অনুচ্ছেদ ৭২-৫) পশমী ও রেশমী সামগ্রীর উপর ধার্যকৃত মাত্রাতিরিক্ত কর হারের অবলোপন। স্মার্নাতে ইংরেজ বণিকগণের প্রধান রফতানী পণ্য ছিল রেশম ও পশমী পণ্য এবং মাত্রাতিরিক্ত এই কর বিতর্কের সৃষ্টি করিতেছিল। এই সময়ে Finch তাঁহার রাজার জন্য পাদিশাহ উপাদি লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেন, এই উপাধি ফরাসী সম্রাট ১০১৪/১৬০৩ সন হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন (ফেরীদূন, ২খ, ৪০০)। Finch-এর সম্পাদিত আত্মসমর্পণ চুক্তি ফরাসী ও ভেনিসীয়গণের ঈর্ষার উদ্রেক করে (Abbott, ১৪৭)।

১১শ/১৭শ শতাব্দীতে ফরাসী ক্যাপিচুলেশন ও ইহার কার্যকারিতা 'উছমানী-ফরাসী রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইত। ৩য় মুহাম্মাদ (১০০৫/১৫৯৭; পাঠ P. de Rausas-এ) ও ১ম আহ্‌মাদ (১০১২/১৬০৪; পাঠ Testa, ১খ, ১৪১-৫১-এ ও Noradounghian, ১খ., ৯৩-১০২-এ; তুর্কী পাঠ ফেরীদূন-এ, ২খ, ৪০০-৪)-এর আমলে সম্পাদিত চুক্তির নবায়ন সংঘটিত হইয়াছিল। বিশেষ অন্তরঙ্গতার ফলে ফরাসীগণ ইহাতে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নূতন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় (F.S. de Breves, Relation..,প্যারিস ১৬৩০ খৃ., অনুচ্ছেদসমূহের পর্যালোচনা Belin, ৮৪-৯; J. de Gontaut-Biron, Ambassade en Turquie..., 1605-1610, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৮৮-৯ খৃ.)। পূর্বোক্তটির প্রধান অনুচ্ছেদসমূহে ভেনিসীয় ও ইংরেজ বণিক ব্যতীত সকল 'রাষ্ট্র'-কে ফরাসী পতাকাতলে ভ্রমণ করার, শস্য রফতানী করার, রৌপ্য মুদ্রায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ও (এই বিষয়ে একটি ফরমান দ্র. Basvekalet Arsivi, Fekete tasnifi নং ২৩৯৬) বারবারী জলদস্যু হইতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের (অনুচ্ছেদ, ১, ৪, ৮) ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শেষোক্তটি জেরুসালেম অভিমুখী খৃস্টান তীর্থযাত্রী ও জেরুসালেম অভিমুখে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফরাসীদের হস্তে সমর্পণ করে (অনুচ্ছেদ ৪-৫)। এই দফাসমূহের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ফরাসীগণ 'উছমানী সাম্রাজ্যের সকল ক্যাথোলিক ধর্মাবলম্বী ও ক্যাথোলিক মিশনারীর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী উত্থাপন করে। ১০২৮/১৬১৯ সনে Comte de Cesy কর্তৃক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ নবায়ন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে (Tongas, ২০) ইহার পর হইতে তুর্কী সম্রাটের দরবারে ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাজারে ফরাসী প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে (Masson ১খ, ১২৪-৩০; Tongas, ১৩৯-২১৫)। জেনোয়া এই যাবত ফরাসী পতাকাতলে কর্মরত ছিল। তুর্কী সম্রাট জেনোয়াকে একটি পৃথক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি করেন এবং তাহাদের শুল্ক হার ৩ শতাংশ হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় (১০৭৬/১৬৬৫; Chardin, Voyages, ১খ, আমস্টার্ডাম ১৭১১ খৃ., ৬-১৭; Noradounghian-এ ইতালীয় পাঠ দ্র., ১খ, ১২৪-৩২)। Koprulu-গণের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের সময় কিছুকাল ফ্রান্সের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত থাকে এবং ফরাসী বাণিজ্য ১০২৯/১৬২০ সনের তুলনায় এক-দশমাংশে নামিয়া আসে (Masson, ১খ, ৩১; Tongas, ৫-৬৫)। শেষ পর্যন্ত পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে Colbert-এর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ফরাসীগণ ১০৮৪/১৬৭৩ সনে গুরুত্বপূর্ণ নূতন দফাগুলির অন্তর্ভুক্তিসহ তাহাদের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি নবায়ন করিতে সমর্থ হয় (তুর্কী পাঠ, মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ, ৪-১৪; ফরাসী পাঠের জন্য দ্র. Noradounghian, ১খ, ১৩৬-৪৫; 'আহ্‌দনামা সম্পর্কে চতুর্থ মুহাম্মাদ-এর একটি পত্র, Testa-তে, ২খ, ১৬৯; আলোচনার বিবরণের জন্য দ্র. A. Vandal, Les voyages du Marquis de Nointel, 1670-1680, প্যারিস ১৯০০ খৃ., পৃ. ৯৯-১১২)। গুরুত্বপূর্ণ নূতন দফাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুল্ক হার ৩ শতাংশে হ্রাস করা, সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ এবং তুর্কী সম্রাটের দারবারে জেসুইট ও কাপুচিন মিশনারীগণের নিরাপত্তা প্রদানের ফরাসী অধিকার প্রাপ্তি।

১০৯৪/১৬৮৩ সন হইতে পরবর্তী কালে য়ুরোপে 'উছমানী সাম্রাজ্য বিপদের সম্মুখীন হইলে এবং তুর্কী সুলতানের জন্য পশ্চিমী শক্তিসমূহের কূটনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন হইয়া পড়িলে ক্যাপিচুলেশন বা শর্তাধীন আত্মসমর্পণের প্রথা এক নূতন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হইতে নূতন সুবিধাবলী রাজনৈতিক সহায়তার বিনিময়ে প্রকাশ্য প্রদত্ত ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হইতে থাকে। ১১০১/১৬৯০ সনের এক খাত্ত-ই শেরীফ-এর বলে ফরাসীগণ মিসরে তাহাদের জন্য কার্যকর শুল্ক হার ১০ শতাংশ হইতে ৩ শতাংশে হ্রাস করিতে সমর্থ হয় এবং জেরুসালেমের বিভিন্ন পবিত্র স্থান ক্যাথলিকগণকে ফেরত দেওয়া হয় (প্যারিস, Hist. de

Marseille, ৮৯-৯০)। ১১০৯/১৬৯৭ সনে ফরাসীগণ হ্যাবসবুর্গগণের সহিত শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে তুর্কী সুলতান ইংল্যান্ডের দিকে মনোযোগী হন, ইংরেজগণকে মিসর ও ইস্তাম্বুলের মধ্যে সমুদ্র পথে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয় এবং মিসরে একটি ইংরেজ বাণিজ্য দূতাবাসের উদ্বোধন করা হয় (Fedden, পৃ. গ্র., ১৩-১৪)। ১১২৮/ ১৭১৬ ও ১১৫৩/১৭৪০-এর মধ্যে ফ্রান্সের সহিত সমঝোতা আনয়নের ফলে পুনরায় দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়। বেলগ্রেড চুক্তিতে (১১৫২/১৭৩৯) সমাপ্ত আলাপ-আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী ও এক চুক্তির পক্ষে তাঁহার সম্রাটের নিশ্চয়তা আনয়নকারী Marquis de Villeneuve (দ্র. A. Vandal, Une Ambassade francaise en Orient sous Louis xv...,প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.) এই পর্যন্ত প্রদত্ত সুবিধাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ও বৃহৎ সুবিধাবলী আদায় করিতে সক্ষম হন (১১৫৩/১৭৪০; তুর্কী পাঠ in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ, ১৪-৩৫; ফরাসী পাঠ in Testa, ১খ, ১৮৬-২১০; Noradounghian, ১খ, ২৭৭-৩০০)। সুলতান এই সকল প্রদত্ত সুবিধাবলী তাঁহার উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হইতেও অনুমোদন করেন (তু. in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ, ৯০, ১১৭৪/১৭৬১ সনের প্রুশীয় শর্তাধীন আত্মসমর্পণ চুক্তি)। এইভাবে 'উছমানী সরকার একটি মূল্যবান দরকষাকষির অস্ত্র পরিত্যাগ করে, যাহার ফলে এতদিন পর্যন্ত নূতন দফাগুলির প্রতিটি নূতন রাজত্বকালের শুরুতে আলোচনার মাধ্যমে নিরূপণ করা হইত। নূতন দফাসমূহে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোন অন্তর্ভুক্তি ছিল না। ইহার পরবর্তী বৎসরগুলিতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যে ফরাসীগণ এক অপ্রতিহত অবস্থান বজায় রাখে এবং 'উছমানী বন্দরসমূহে তাহাদের কোন প্রতিযোগী ছিল না (দ্র. R. Pares ৯৩-১০৯)। য়ুরোপের যে কোন রাষ্ট্র এই সময় সামান্যতম অর্থনৈতিক উন্নতির পর্যায়ে থাকিলেই একটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় কোম্পানী গঠন করিয়া তুর্কী সম্রাটের নিকট শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের চুক্তি আদায়ের প্রচেষ্টায় রত হইত। ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির অবস্থান দুর্বল করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতির কার্যকারিতায় 'উছমানীগণ সাড়া প্রদান করে (সুইডেনঃ ১১৪৯/১৭৩৭, পাঠ in Noradounghian, ১খ, ২৩৯; তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ, ১৪৬; দুই সিসিলীর রাজ্যঃ ১১৫৩/১৭৪০, text in Noradounghian, ১খ, ২৭০; ডেনমার্কঃ ১১৭০/১৭৫৬, ফরাসী পাঠ, in Noradounghian, ১খ, ৩০৮; তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ, ৫২; প্রুশিয়াঃ ১১৭৪/১৭৬১, ফরাসী পাঠ in Noradounghian, ১খ, ৩১৫, তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ., ৮৩; স্পেনঃ ১১৯৭/২৭৮৩, তুর্কী পাঠ, in জেওদেত, তা'রীখ, ২খ., ৩৩৮-৪৩ এবং মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ., ২১২; ফরাসী পাঠ, in Noradounghian, ১খ, ৩৪৪)। এই সমস্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ দানকালে তুর্কী সুলতান প্রধানত য়ুরোপে বন্ধু লাভের রাজনৈতিক লক্ষ্য দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য জেওদেত, ২খ, ১৮৪-২০৩-এ স্পেনীয় আলোচনার বিবরণী)।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উছমানী সাম্রাজ্যের দুই শক্তিমান শত্রু হাবসবুর্গ ও রাশিয়াকে চাপের মুখে অনিচ্ছুকভাবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এইভাবে নূতন পর্যায় পূর্ণতা লাভ করে।

(৩) **য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়াররূপে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি** ঃ ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আগসবার্গ ও নুরেনবার্গের জার্মান ব্যবসায়িগণ ভেনিসীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাধীনে ইস্তাম্বুলে সক্রিয় ছিল (দ্র. H. Kellenbenz, Handelsverbindung zwischen Mitteleuropa und Istanbul, in Studi Veneziane, ৯খ, ১৯৩-৯)। শুল্ক বিভাগীয় দলীলসমূহ হইতেও 'উছমানী হাঙ্গেরীতে স্থলপথে ব্রেসলো হইতে বস্ত্র আমদানীর প্রমাণ মিলে [L. Fekete এবং Gy. Kaldy-Nagy, Rechnungsbucher turkischer Finanzstellen in Buda (offen), বুদাপেস্ট ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৭৩০]। সম্রাট ৫ম চার্লস ও ফার্ডিনান্ডকে প্রদত্ত ৯৫৪/১৫৪৭ সনের সন্ধির শর্ত হিসাবে বণিকগণকে যাতায়াতের নিরাপত্তা (আমন ও আমান emn u aman) দেওয়া হয় (ফেরীদূন, ২খ, ৩৪০ ও ৩৪১)। ১০২৫/১৬১৬ সনে Zsitva-torok-এর চুক্তির নবায়নের ফলে (ফেরীদূন, ২খ, ৩২৪; মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৭৫, অনুচ্ছেদ ৯-১০; Latin text in Noradounghian, ১খ, ১১৩-৮), বণিকগণ সম্রাট, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও ফান্ডার্স-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ৩ শতাংশ শুল্ক হারে বাণিজ্য ও ভ্রমণ করিতে অনুমতি লাভ করে। তদুপরি জেসুইট পুরোহিতগণকে 'উছমানী এলাকায় বসবাস ও গির্জা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৭)। ১০৭৮/১৬৬৭ সনে অস্ট্রিয়া একটি বাণিজ্যিক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের চেষ্টা করে (H. Hassinger, Die erste Wiener Handels kompanie, 1667-1683, in Vierteli. fur Soz. und Wirtschaftsgeschichte, ৩৫/১ খ., ১৯৪২ খৃ., ৫৩)। ইহার ফলে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে সৃষ্ট শত্রুতার জন্য এই সকল বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণভাবে কাছে লাগান সম্ভব হয় নাই। যদিও ১১১১/১৬৯৯ সনের Carlowitz-এর চুক্তিমত (অনুচ্ছেদ ১৪) 'উছমানীগণ অন্য য়ুরোপীয় জাতিসমূহকে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাবলী হ্যাবস্‌বার্গ সম্রাটের অধীন রাষ্ট্রসমূহের জন্যও কার্যকর করিতে স্বীকৃত হয়, তথাপি শেষোক্তগণ কেবল Passarowitz চুক্তির পরই পূর্ণ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি লাভ করে (১১৩০/১৭১৮; ফরাসী পাঠ, in Nora- dounghian, ১খ, ২২০-৭; তুর্কী পাঠ in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৩খ, ১১২-২০)। ইহার শর্তানুসারে জাহাজসমূহকে দানিয়ুবে স্বাধীনভাবে চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়। তবে ইহাদের জন্য কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের অনুমতি ছিল না (অনু. ২০)। সম্রাট কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্য দূতাবাস আছে এমন যে কোন স্থানে এবং তাঁহার ইচ্ছাধীন অপর যে কোন স্থানে বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের অধিকার লাভ করেন। অস্ট্রিয়া ও পারস্য দেশীয় বণিকগণ ৫ শতাংশ হারে শুল্ক প্রদানে দানিয়ুব ও কৃষ্ণ সাগরের মাধ্যমে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ দলীলে কোন শপথের উল্লেখ নাই। জার্মানীর সহিত বাণিজ্য প্রধানত Trieste, Venice ও দানিয়ুবের মাধ্যমে প্রসার লাভ করিতে থাকে (H. Grenville, Observa- tions, সম্পা. A.S. Ehrenkreutz, Ann Arbor, ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৫৪)। ১১৬০/১৭৪৭ সনে এই আত্মসমর্পণসমূহ নবায়িত হয় (তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৩খ, ১৩৫-৪২) এবং সম্রাট এই মর্মে সুবিধা আদায় করেন যে, টুসক্যানি (Tuscany), হামবুর্গ ও লুবেক

(Lubeck)-এর গ্রান্ড ডাচির (Grand Duchey) বণিকগণ তাঁহার পতাকার আশ্রয়ে ভ্রমণ করিবে (যেমন জেনোয়াবাসী বণিকগণ ১১৩৭/১৭২৫ সন হইতেই করিয়া আসিতেছিল)। রাশিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অস্ট্রিয়া নূতন দফা আদায়ে সচেষ্ট হয় এবং এই সকল শর্ত রক্ষিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা প্রদানে একটি সনদ লাভ করে (১১৯৮/১৭৮৪, ফরাসী পাঠ in Noradounghian, ১খ, ৩৭৯-৮২, তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৩খ, ১৫২-৫)। এই সকল দফার মধ্যে ছিল মোলদাভিয়া ও ওয়াল্লাচিয়া (Wallachia)-তে বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের অধিকার, রাশিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত সকল প্রধান নদী ও সাগরে (কৃষ্ণসাগরসহ) জাহাজ চলাচলের অধিকারের ন্যায় অনুরূপ অধিকার এবং এই মর্মে ঘোষণা করে যে, কেবল অস্ট্রীয় ছাড়পত্রই কোন পরিব্রাজকের জন্য যথেষ্ট।

৯ম/১৫শ শতাব্দীতে রুশ বণিকেরা আযাক (আজোভ) ও কিফি-তে বাণিজ্যরত ছিল এবং এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বুরসাতে তাহাদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় (৯০৩/১৪৯৭ সনে তৃতীয় ইভান তাঁহার দূত Pleshceyev-কে রুশ বণিকগণের জন্য সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ইস্তাম্বুল প্রেরণ করেন)। তাহারা হয় ব্যক্তিগত ইযন-ই হুমায়ূন অথবা মুসলিম বণিকগণের ইস্‌তি'মান-এর মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষরূপে ভ্রমণ করিত। উদাহরণের জন্য দ্র. F. Dalsar. Bursa'da ipekcilik. ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৯১)। লোমশ পশুচর্মের সুবিখ্যাত বাজার কাযান জার (Czar) কর্তৃক অধিকৃত (৯৫৯/১৫৫২) হইলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়। সুলতান তাঁহার প্রাসাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বণিকগণকে লোমশ পশুচর্ম সংগ্রহে মস্কো প্রেরণ করেন (উদাহরণত দ্র. Dalsar, পৃ. ১৯২-৩) এবং জারের বণিকগণ ব্যক্তিগত অনুমতিপত্রসহ সিল্ক সামগ্রী ক্রয় করিতে বুরসায় আগমন করে। ১১১২/১৭০০ সনের ইস্তাম্বুল চুক্তিতে বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানের প্রশ্নটি পরবর্তী আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ১০)। কিন্তু একটি বিশেষ অনুচ্ছেদের (১২) দ্বারা রুশ সন্ন্যাসিগণকে জেরুসালেমে তীর্থযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়। বেলগ্রেড চুক্তির (১১৫২/১৭৩৯) ৯ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উভয় পক্ষের ব্যবসায়িগণের জন্য বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, কৃষ্ণসাগরে পণ্যদ্রব্য কেবল তুর্কী জাহাজে পরিবহন করা হইবে। Kucuk Kaynardja [(দ্র.), ১১৮৮/১৭৭৪]-এর চুক্তি অনুসারে তুর্কী সম্রাট পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় রাশিয়াকেও 'উছমানী অধিকারভুক্ত পানিসীমায় নৌ চালনার অধিকার দান করেন। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণসাগর প্রণালীসমূহ ও দানিয়ুবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। স্থল ও নৌপথে আগমনকারী রুশ বণিকেরা 'সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে'র মর্যাদা লাভ করিবে। ফরাসী ও ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সকল শর্ত রাশিয়াকেও দান করা হয় এবং জার-কে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী স্থানে বাণিজ্য দূতাবাস ও উপ-বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। অন্যান্য দফার মধ্যে ছিলঃ অপরাধীদের সম্পর্কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান (অনুচ্ছেদ ৬), রাজদূত ও দোভাষিগণকে কূটনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান (অনুচ্ছেদ ৭, ৮ ও ১৪) এবং পরিশেষে জার-কে পাদিশাহ উপাধি প্রদান (অনুচ্ছেদ ১৩)। যেহেতু সুবিধাবলী একটি পারস্পরিক ও দ্বিপাক্ষিক সন্ধিতে (আধুনিক মতে) অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে প্রদত্ত তুর্কী সম্রাটের একতরফা 'আহ্‌দনামা হইতে কাঠামো ও আইনগত চরিত্র—উভয় দিক হইতেই পৃথক ছিল এবং স্বভাবতই পাঁচ বৎসর পর তুর্কী সম্রাট ইস্তাম্বুলকে সরবরাহ করিতে প্রয়োজনীয় রাশিয়াগামী পণ্যবাহী জাহাজসমূহকে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলে রাশিয়া ইহাকে চুক্তির বরখেলাফ বলিয়া বিবেচনা করে (নাক্‌দ-ই 'আহ্‌দ জেওদেত, ২খ, ১৩৫)। ওয়াল্লাচিয়া, মোলদাভিয়া ও সিনোপ-এর মত সংবেদনশীল স্থানসমূহে রুশ বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় (জেওদেত, ২খ, ১৪৪; ৩খ, ১২৫-৭)। তুর্কী সম্রাট আপাত দৃষ্টিতে এখনও শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিকে বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের প্রজাদেরকে ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তিসমূহকে ইচ্ছানুযায়ী প্রদত্ত সুবিধা বলিয়াই গণ্য করিতে থাকেন। কিন্তু রাশিয়া এই সময়ে চাপ প্রয়োগ করিতে শুরু করেঃ আয়নালী কাভাক (১১৯৩/১৭৭৯ঃ তুর্কী পাঠ দ্র. মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৩খ, ৩৭৫-৮৪; ফরাসী পাঠ, দ্র. Noradounghian, ১খ, ৩৩৮)-এর ব্যাখ্যা প্রদায়ক সম্মেলনে Kucuk Kaynardja-এর চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ-এর গঠন পর্যালোচনা করা হয় এবং ইহা পুনরুল্লেখ করা হয় যে, (অনুচ্ছেদ ৬) ইহা একটি পারস্পরিক চুক্তি এবং ইহাকে একতরফাভাবে বাতিল ঘোষণা করা যাইবে না। শেষ পর্যন্ত ক্রিমিয়া অধিকার করিয়া রাশিয়া তুর্কী সম্রাটকে এই অধিকার স্বীকার করিতে এবং ফরাসী ও ইংরেজগণকে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে ৮১ দফাসম্পন্ন একটি পূর্ণ শর্তাধীনে সম্পূর্ণ চুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য করে (১১৯৭/১৭৮৩ঃ তুর্কী পাঠ in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৩খ, ২৮৫-৩১৯; ফরাসী পাঠ in Noradounghian, ১খ, ৩৭১-৩)। প্রস্তাবনা ও উপসংহারে বলা হইয়াছে, এই 'আহ্‌দনামা একটি চুক্তি যাহা Kucuk Kaynardja-এর চুক্তির সম্পূরক। এই দলীলটি পশ্চিমী দেশসমূহের সহিত সম্পাদিত তুর্কী সম্রাটের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে এক নূতন বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে, বিশেষভাবে তাহারা কৃষ্ণসাগরে রুশ জাহাজ প্রবেশের অনুমতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং প্রথমদিকে তাহার বাণিজ্য সম্প্রসারণের আশায় রাশিয়া ইহাদের উৎসাহিত করিতে থাকে (Wood, ১৮০-১)। ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতেই ইংরেজগণ (Wood, ৪৯; Grenville, ৪৯-৫৪) ও ফরাসীগণ (Masson, ২খ, ৬৩৭-৫৫; R. Paris, ৪৫৫) বারংবার কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এখন রাশিয়াকে এই অধিকার প্রদান করা হইলে তাহারা নিজেরাও তাহাদের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ("সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের") দফার ভিত্তিতে একই অধিকার প্রাপ্তির দাবি করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দাবি মানিয়া নেওয়া হয় নাই। ইংরেজগণ এই অধিকার লাভ করে ১২১৪/১৭৯৯ সনের এক স্মারকলিপি 'নোটের' মাধ্যমে (পাঠ in Noradounghian, ২খ, ৩৫-৬) এবং ফ্রান্স প্যারিস চুক্তির ২নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে (১২১৭/১৮০২ঃ text in মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৩৬; আলোচনার বিবরণীর জন্য দ্র. I. Soysal, Fransiz Ihtilali ve Turk-Fransiz munase- betleri, 1789-1802; আঙ্কারা ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩১৫-৩৭)। এই একই অধিকার পরে অন্য শক্তিসমূহকে প্রদান করা হয় (সারদিনিয়া, ডেনমার্ক, স্পেন, দুই সিসিলী টুস্‌কানী; দ্র. Noradounghian, ২খ, ১০২, ১৩৭, ১৪০, ২১৯)।

(৪) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অপব্যবহার ও ইহাদের বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টা ঃ ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত য়ুরোপীয় বাণিজ্যিক দেশসমূহের সহিত আচরণে 'উছমানীগণ তাহাদের ঐতিহ্যগত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখে এবং আমান ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া

উহার সুবিধাবলী প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে তাহারা ইহা হইতে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপজ্জনক ফলাফলের কথা বিবেচনা করে নাই। ১৭৭১ খৃস্টাব্দের দিকে তুর্কী সুলতান বিবেচনা করেন (Observations, ৩৫৭-৪৬৪) যে, তখন বর্তমান সুবিধাবলীর অধিক কিছু দাবি করার সম্ভাবনা খুবই কম। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মতে (Masson, ১খ, ৪৭৩) 'উছমানীগণ এই ব্যাপারে (toute la securite et toutes les facilites necessaires) 'সামগ্রিক নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রিক সুবিধাবলী' দিয়াছিলেন। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, য়ুরোপীয়গণ ঘোরতর দৌরাত্মপূর্ণভাবে এই সকল বিশেষ সুবিধার অপব্যবহার করে। এই ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম বৎসরগুলিতে 'উছমানী সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম য়ুরোপের আধিপত্যে পতিত হয়। ফলে ১৭৮৮ খৃ. ফরাসী রাজদূত Choiseul- Gouffier 'উছমানী সাম্রাজ্যকে 'ফ্রান্সের সমৃদ্ধতম উপনিবেশসমূহের অন্যতম' (une des Plus riches colonies de la France) বলিয়া অভিহিত করিতে পারিয়াছিলেন (Masson, ২খ, ২৭৯)। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে এই সকল বিশেষ সুবিধা 'উছমানী রাষ্ট্র ও অর্থনীতির জন্য কোন হুমকি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'উছমানী সরকার তখনও অপব্যবহার রোধ করার মত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এই সময়ে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ চাপ ও হুমকি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বল হইয়া পড়া 'উছমানী রাষ্ট্রকে সুবিধাবলী সম্প্রসারিত ও নবায়িত করিতে বাধ্য করে এবং অপব্যবহার রোধে আনীত সংশোধনীসমূহ বাধা দিতে সমর্থ হয়।

যে অপব্যবহারটি প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়াছিল তাহা তুর্কী সুলতানের যিম্মী প্রজাদের জন্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের অধিকারের সম্প্রসারণ। হারবী (শত্রু) রাজ্যের একজন মুসতামিন একজন 'উছমানী প্রজা অপেক্ষা অধিক সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করিত। কিছু সংখ্যক যিম্মী নিজেদের জন্য এই সকল সুবিধা আদায়ের এক পন্থা বাহির করে। ইহা বিদেশী রাষ্ট্রদূত অথবা বাণিজ্যদূতকে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে দোভাষী পদে নিয়োগের অনুমতি (বেরাত) লাভ। শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্যদূতগণের নির্দিষ্ট সংখ্যক দোভাষী নিয়োগের অধিকার ছিল এবং এইরূপ কোন দোভাষীকে প্রদত্ত বেরাত দ্বারা (নমুনার জন্য দ্র. Basvekalet Arsivi, DHY Ecnebi defterleri; London, Public Record office, Sp ১০৫/৩৩৪) সুলতান বেরাতধারীকে, তাহার পুত্র ও ভৃত্যগণকে জিয্‌য়া ও রা'আয়া (رعايا)-দের জন্য দেয় অন্যান্য কর হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশসমূহ তাহাদের দোভাষীদের জন্য বিভিন্ন কূটনৈতিক নিরাপত্তার শর্ত আদায় করিয়া নেয়। উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ আত্মসমর্পণের ৪৫ নং অনুচ্ছেদ, মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ১খ., ২৫১; Noradounghian, ১খ., ১৫৭)। রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্যদূতগণ অর্থ মূল্যের বিনিময়ে দোভাষী হইতে মোটেই ইচ্ছুক নয় এমন যিম্মীদের জন্য বেরাত সংগ্রহ করিতে থাকে এবং এই উপায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করে। এই সকল বেরাতধারী [দ্র.] অথবা "barataires" ও তাহাদের ভৃত্য (Sous-barataires) মুসতা'মিনগণের ন্যায় একই বিশেষ আর্থিক ও আইনগত সুবিধাদি ভোগ করিত এবং অনুরূপ হ্রাসকৃত শুল্ক হার প্রদান করিত। ১২০৮/১৭৯৩ সনে কেবল আলেপ্পো শহরেই ১৫০০ জন যিম্মী বণিক দোভাষীর বেরাতের অধিকারী ছিল—পরীক্ষা করা হইলে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে মাত্র ছয়জন প্রকৃত দোভাষীরূপে কর্মরত (কিস্‌বী তা'রীখি, তৎসহ দ্র. জেওদেত, ৬খ, ১৩০; ১১৭৮/১৭৬৪ সনে স্যালোনিকায় অনুষ্ঠিত পরীক্ষা সম্পর্কে দ্র. Svoronos ১৫২; ১২০০/১৭৮৫ সন ও ১২২১/১৮০৬ সনে অনুষ্ঠিত অপরাপর পরীক্ষার জন্য দ্র. জেওদেত, ৩খ, ১৩০, ২৭০; ৮খ, ১০৭)।

ইহাই একমাত্র অপব্যবহার ছিল না। শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রাপ্ত সুবিধাবলী তাহাদের নাগরিক নয় এমন 'প্রতিরক্ষিত ব্যক্তিগণে'র জন্য প্রসারিত করার অধিকার ছিল। ইহাতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ফলে বিদেশী নাগরিকগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী ভোগ করার জন্য কোন 'উছমানী প্রজার জন্য কেবল কোন ইচ্ছুক বাণিজ্যদূত বা রাষ্ট্রদূতের নিকট হইতে নিয়োগের অনুমতি (patente) প্রাপ্তি যথেষ্ট ছিল। ১২২৩/১৮০৮ সনের দিকে রুশগণ ১২০,০০০ জন গ্রীককে 'প্রতিরক্ষিত ব্যক্তি' হিসাবে তালিকাভুক্ত করে (barataires ও Proteges-এর জন্য দ্র. বিশেষভাবে F. Rey, La Protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, প্যারিস ১৮৯৯ খৃ.)। তৃতীয় সেলীমের রাজত্বকালে 'উছমানী রাষ্ট্রনায়কগণ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং তাহাদের বিশেষ সুবিধা বহির্ভূত অবস্থা হইতে 'উছমানী প্রজাগণকে উদ্ধার করিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেইরূপে ১২০৭/১৭৯২ সনে প্রদত্ত এক বেরাতের মাধ্যমে য়ুরোপের সহিত বাণিজ্যরত কোন যিম্মী বণিক ও তাহার দুই সহকারীকে কোন মুসতা'মিন-এর দোভাষী ও তাহার ভৃত্যদের ভোগ করা সকল সুবিধা ও রেহাই প্রদান করা হয় (দ্র. ও নূরী, মেজেল্লি-ই উমার-ই বিলিদিয়্যি, ১খ, ৬৭৫-৮)। এই সকল বণিককে বলা হইত 'আভরূপা তুজ্জারী' (Avrupa tudjdjari)। স্বল্পকাল পরেই পারস্য ও ভারতের সহিত বাণিজ্যরত কতিপয় মুসলিম ব্যবসায়ীকে বেরাতের মাধ্যমে একই সুবিধাবলী প্রদান করা হয় এবং ইহাদের বলা হয় 'খায়রিয়্যা তুজ্জারী' (Khayriyye tudjdjari)। তাহাদের সকল বিষয় বিশেষ প্রশাসনিক পদ্ধতি ও একটি বিশেষ আদালত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

আ'য়ানগণ অর্থাৎ স্থানীয় স্বৈরাচারী শাসকগণ এই সকল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল (ফিলিস্তীনে শায়খ জাহির ও পরবর্তী কালে জায্‌যার আহমাদ পাশা, মিসরে মুহাম্মাদ আলী, রূমেলীতে তেপেদেলেনলি 'আলী পাশা [দ্র.]) তাহাদের নিজস্ব কোষাগারের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশে তাহারা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের অপব্যবহারের ফলে উদ্ভূত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ প্রদান করেন। তাহাদের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে ছিল বিশেষ কিছু পণ্যের রফতানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, একচেটিয়া ব্যবস্থা আরোপ, একচেটিয়া পণ্যের বিক্রয় নির্ধারণ, রফতানীযোগ্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও মুসতা'মিনগণের ভোগকৃত নৌচলাচলের অধিকারের বিলোপ সাধন। কেন্দ্রীয় সরকারও ক্রমবর্ধমানভাবে একচেটিয়া ব্যবস্থা (য়াদ-ই ওয়াহিদ) ও ইলতিযাম (দ্র.) প্রয়োগের মাধ্যমে রফতানী পণ্য হইতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করিতে শুরু করে। ইহা ছিল সরকারের সম্পূর্ণ এখতিয়ারভুক্ত একটি প্রাচীন নীতি। আবার অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর প্রযোজ্য অন্য করসমূহ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের এখতিয়ারের সম্পূর্ণ বাহিরে। এতদসত্ত্বেও ১৮৩০ খৃস্টাব্দের দিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষভাবে ইংল্যান্ড, শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নূতন পরিস্থিতিতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয়

অঞ্চলের বাজারে আরও অধিক প্রবেশ্য, নিরাপদ ও স্থিতিশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। একটি রাজনৈতিক সংকটকে পুঁজি করিয়া ইংল্যান্ড বাল্তালিমানের সম্মেলনের (পাঠ গ্রেট বৃটেন, সংসদীয় দলীল, ১৮৩০, ২৯১-৯৫; Noradounghian, ২খ, ২৪৯ ও ২৫৪ পৃষ্ঠায় নোট; V. J. Puryear, International Economics and Diplomacy in the Near East[2], ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১১৭-২৬) মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে সকল বিদ্যমান শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাবলী সর্বকালের জন্য স্থায়ী বলিয়া গণ্য হয় (অনুচ্ছেদ ১) এবং একই সাথে আমদানীর উপর মূল্য হারে ৩ শতাংশ ও রফতানীর উপর ৯ শতাংশ হারে শুল্ক হার নির্দিষ্ট হয় (অনুচ্ছেদ ৪)। এই ৯ শতাংশ শুল্ক হার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আরোপিত বিভিন্ন করের ক্ষতিপূরণের জন্য আরোপিত কররূপে বর্ণিত হয় এবং এইভাবে 'উছমানী সরকারের শুল্কনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। তদুপরি ইংরেজগণ সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহাদের চলাচলের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধকারী পুরাতন শর্তাবলীর বিলোপ আদায় করে (ভ্রমণ ছাড়পত্র, নিরাপদ চলাচলের প্রয়োজন ইত্যাদি) এবং একচেটিয়া ব্যবস্থাসমূহ রহিত করে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তাহারা সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত 'উছমানী নাগরিকের মর্যাদা পাইবে এবং তাহাদের ক্রয় করা পণ্য সাম্রাজ্যের যে কোনও স্থানে স্বাধীনভাবে বিক্রয় বা রফতানী করিতে পারিবে। এই চুক্তিটির পরে অন্যান্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিধারী দেশের সহিতও নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয় (Noradounghian, ২খ.)। এই সকল পরিবর্তনের ফলে যখন য়ুরোপীয় যান্ত্রিক শিল্প তাহার উৎপাদনের জন্য বহির্গমন পথ খুঁজিতেছিল তখন 'উছমানী সাম্রাজ্য একটি সম্পূর্ণ খোলা বাজারে পরিণত হয়। পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে স্থানীয় শিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় [O. C. Sarc, Ottoman Industrial Policy, in Ch. Issawi (সম্পা.), The Economic History of the Middle East, লন্ডন ও শিকাগো ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৪৬-৬০]।

ক্রিমীয় যুদ্ধের একটি মূল কারণ ছিল, পুরাতন একটি শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের অপব্যাখ্যা দ্বারা রাশিয়া এই মর্মে দাবি উত্থাপন করে যে, 'উছমানী সাম্রাজ্যের সকল অর্থোডক্স্ খৃষ্টান প্রজার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাহার। ইহার প্রতিরোধার্থে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে (১৮৮৬ খৃ.) 'আলী পাশা বক্তব্য পেশ করেন যে, যেহেতু 'উছমানী সাম্রাজ্য এখন য়ুরোপীয় রাষ্ট্র সংঘের সদস্য, ইহাকে সংঘ স্বীকৃত রাষ্ট্রের অনুরূপ ব্যবহার প্রদান করিতে হইবে এবং সেই হেতু শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ (উহূদ-ই 'আতীকা) বিলোপ করা উচিত। স্থির হয় যে, প্রশ্নটি একটি পৃথক সম্মেলনে আলোচিত হইবে। এই সম্মেলন আহ্বান করা হইবে ইস্তাম্বুলে (L.-J.-D. Feraud Giraud, De la Juridiction francaise dans les Echelles du Levant et de Barbarie, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ., পৃ. ৫৪-৮)। এই সংবাদটি ইস্তাম্বুলে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয় (আ. ফু'আদ, রিজাল-ই মুহিম্মি-ই সিয়াসিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৭০)। কিন্তু এই বৈঠক কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৬১ ও ১৮৬২ খৃ. যখন বাণিজ্য চুক্তিসমূহ নবায়ন করা হয় (Noradounghian, ২খ, ১৩০-৯১), শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ সম্পূর্ণভাবে পুনঃঅনুমোদিত হয় এবং কেবল শুল্ক হার সংক্রান্ত কয়েকটি সংশোধনী গৃহীত হয় [দ্র. মাক্স]। তান্জীমাত-এর সময়কালীন রাষ্ট্রনায়কগণ সেই সময় দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতে থাকেন যে, সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের কবল হইতে মুক্তি লাভ। এই লক্ষ্য বাস্তাবায়নের উদ্দেশে তাঁহারা প্রশাসন ও আইন ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ ও পশ্চিমীকরণের জন্য গৃহীত মৌলিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের অন্তত সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অপব্যবহারসমূহ দমনে সচেষ্ট হন। ১২৮৪/১৮৬৭ সনের এক ফরমান অনুসারে (text in Testa, ৭খ, ৭৪৫-৭; Aristarchi, ১খ, ১৯-২১; তুর্কী পাঠ দুস্তূর, ১খ, ২৩০) বিদেশী নাগরিকগণকে সম্পত্তির মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করা হইলেও এই আইন জারী করা হয় যে, ইহাদের ব্যাপারে 'উছমানী প্রজাদের ন্যায় অনুরূপ শর্ত আরোপ করা হইবে, একই প্রকার কর প্রদান করিতে হইবে এবং 'উছমানী আদালতের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। ফরাসী রাষ্ট্রদূত এই নূতন সুবিধা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইহা য়ুরোপীয় পুঁজির জন্য 'উছমানী সাম্রাজ্যের খনিজ, কৃষিজ এবং বনজ সম্পদকে অবাধভাবে ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করিয়াছে (La Turquie [সংবাদপত্র], ১৮৬৮ সনের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যা)। শক্তিসমূহ অভিযোগ করে যে, পুরাতন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণে প্রাপ্তব্য রেহাইসমূহ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শর্তাবলী স্বীকার করিয়া নেয় (পাঠ in Testa, ৭খ, ৭৩০-৩; নূতন সুবিধাবলীর প্রতি যিয়া পাশার আপত্তির জন্য দ্রষ্টব্য তান্জীমাত, ১খ, আংকারা ১৯৪০ খৃ., ৮৩৫-৬)। দলীলের শেষ পর্যায়ে তুর্কী সম্রাট সুস্পষ্ট ভাষার উল্লেখ করেন, 'উহূদ-ই 'আতীকা অর্থাৎ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ পরিবর্তন করার সর্বক্ষমতা তিনি সংরক্ষণ করেন। 'আলী পাশা এক পর্যায়ে (১৮৬৭ খৃ.) য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের আপত্তি সর্বকালের জন্য বিলোপ করার লক্ষ্যে ফরাসী দেওয়ানী কার্যবিধি গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করেন (R. Davision, Reform in the Ottoman Empire, Princeton ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৫২)। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ কালেই বিভিন্ন চরম সংস্কার ও বিশেষত ধর্মনিরপেক্ষতা আনয়নের প্রচেষ্টার মূল কারণ ছিল শর্তাধীনে আত্মসর্পণ চুক্তিসমূহ বিলোপ করার আকাঙ্ক্ষা।

১৮৬৯ খৃ. তাঁহার 'উছমানী জাতীয়তা প্রসঙ্গে প্রণয়নকৃত আইনের বলে 'আলী পাশা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের একটি গুরুতর অপব্যবহারের চূড়ান্ত সমাপ্তি সাধনের আশা করেন (তুর্কী পাঠঃ দুস্তূর, ১খ, ১৬-১৮; ফরাসী পাঠ, দ্র. Testa, ৭খ, ৫১৬-৭)। এই আইনে 'উছমানী সরকারের সম্মতি ব্যতীত যে কোনও জাতীয়তার প্রবর্তন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এই শর্তটিও বিদেশী শক্তিসমূহ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ইহার অল্পকাল পরেই বিভিন্ন শক্তির নিকট প্রচারিত এক স্মারকলিপিতে (Testa, ৭খ, ৫৪৮-৫৪) 'আলী পাশা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের (traite) বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়াও তাহাদের লক্ষ্য ইহার প্রতি আকৃষ্ট করেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তাবলীর অপব্যবহার করা হইয়াছে এবং দাবি করেন যে, এই অপব্যবহার শুধু 'জাতিসমূহের আইনে'র পরিপন্থীই নয়— ইহা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের শর্তের পরিপন্থী এবং 'উছমানী সরকার এই সকল অপব্যবহারের পরিশুদ্ধি দেখিতে চান। প্রধান অপব্যবহারসমূহ ছিল সুরক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা; 'উছমানী প্রজাদের পাওনা কর হইতে রেহাই প্রাপ্তি, বাণিজ্যদূতগণের বহির্দেশীয় ক্ষমতা; বিদেশী অপরাধীদের বিচারকার্যে সৃষ্ট অসুবিধা; বস্তুত বিদেশীরা 'উছমানী আইন ও দেওয়ানী আদালতের নিকট দায়ী ছিল না এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের নিজস্ব সরকারও স্বীকার করিত না; 'উছমানী আদালতের কার্যক্রমে বাণিজ্যদূতের আদালতের হস্তক্ষেপ; 'উছমানী বিচারকের সিদ্ধান্তে

দোভাষিগণের অংশগ্রহণের দাবি (দ্র. J. de Testa, Observations sur le memoire de la Sublime Porte relatif aux capitulations, ইস্তাম্বুল ১৮৬৯ খৃ.)। এই স্মারকলিপিটি প্রেরিত হয় বাণিজ্যদূতগণের সম্পর্কে একটি বিধিসম্মত পদ্ধতিতে (নিজামনামে), ১৮৬৩ খৃ., text in Aristarchi, ৪খ, ১৫-১৯) এবং বিদেশী অপরাধিগণের সম্পর্কে অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে একটি খসড়া (মাজবাতা), ১৮৬৭ খৃ.) প্রণয়নের পর, কিন্তু সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থা, দরবারে দোভাষিগণের অবস্থিতি, সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকে মিশন বিদ্যালয় খোলা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও পরিবর্তন অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্য চুক্তি নবায়নের সময় অনুষ্ঠিত আলোচনায় জার্মানী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের বিলোপে স্বীকৃত হইতে অন্য শক্তি-সমূহ বিশেষ অপমানিত বোধ করে। কিন্তু জার্মানী এই স্বীকৃতি কেবল অন্য শক্তিসমূহের সম্মতি সাপেক্ষে প্রদান করে। এই সময় শর্তাধীনে আত্ম-সমর্পণসমূহ আরও দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়া বসে। য়ূরোপীয় শক্তিসমূহ তাহাদের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে থাকে এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাবলী উক্ত কর্মতৎপরতায় প্রসারিত করিতে থাকে। ফলে এই সময় 'উছমানী সাম্রাজ্যের মর্যাদা একটি আধা উপনিবেশের অতিরিক্ত কিছু ছিল না। ব্যাংক, রেলপথ, খনিসমূহ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বন্দর প্রতিষ্ঠান ও টেলিফোন, প্রকৃতপক্ষে সকল গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক ব্যবস্থাই এখন সুবিধাভোগী য়ূরোপীয় কোম্পানীসমূহের কর্তৃত্বে নিপতিত হয় (দ্র. N. Verney ও G. Dambmann, Les Puissances etrangeres dans le Levant, প্যারিস ১৯০০ খৃ.; C. Morawitz, Les finances de la Turquie, প্যারিস ১৯০২ খৃ.)।

শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অপব্যবহার ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগের হুমকির কারণে শেষ পর্যন্ত তুরস্কের জনমত আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯০৮ খৃ. হইতে প্রতিটি সরকার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের অবলুপ্তি তাহাদের কার্যক্রমের প্রথম কর্তব্য বলিয়া স্থির করে (C. Bilsel, Lozan, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ., ৬৩)। ১৯৩৩ সনের মে মাসে বৃটিশ সরকারকে প্রদত্ত দুইটি স্মারকলিপিতে প্রধান মন্ত্রী হাক্কী পাশা কয়েকটি জরুরী পরিবর্তন প্রস্তাব করেন, ইহাদের মধ্যে ছিল শুল্ক হার ১৫ শতাংশে উন্নীত করা, বিদেশী ডাকঘরের অবলুপ্তি সাধন, বিদেশীদের অর্জিত লভ্যাংশের উপর কর ধার্যকরণ এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি সাধনের লক্ষ্যে আইনজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন। গ্রেট বৃটেন দাবি করে যে, ইহার জন্য সকল শক্তির মতৈক্য প্রয়োজন এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিধিসমূহ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে নয়, বরং তাহা সম্প্রতি সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের জন্য প্রযোজ্য (British document on the origins of the War, x/2, দলীল নং ৬৪, ৮০, ৯৫, ৯৭)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে 'উছমানী সরকার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিলোপ সাধনের বিষয়টি বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ সরকারের নিকট উত্থাপন করেন এবং ইহাকে যুদ্ধে তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মনোভাব নির্ধারণের প্রধান মাধ্যম বলিয়া চিহ্নিত করেন, কিন্তু মিত্র রাষ্ট্রসমূহ কোন সুস্পষ্ট অঙ্গীকার দানে ব্যর্থ হয় (Y. H. Bayur, Turk Inkilabi Tarihi, ৩/১প, আংকারা ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৫৬-৬২)। ইহার পর ১৭ শাওওয়াল, ১৩৩২/৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ সনের একটি ফরমান দ্বারা সুলতান সকল বিদ্যমান বৈদেশিক সুবিধাবলী, যথা অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক নামধারী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ অবলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এখন হইতে 'উছমানী সাম্রাজ্যে বসবাসরত বিদেশী নাগরিকগণ জাতিসমূহের সাধারণ আইনের আওতায় আছে এইরূপ বিবেচিত হইবে (Bayur, পৃ. গ্র., ৩/১খ, ১৬২: রাষ্ট্রসমূহকে প্রেরিত স্মারকলিপির পাঠ, দ্র. Bilsel, পৃ. গ্র., ৬৫-৭)।

ইহার অব্যবহিত পরে শার'ঈ আদালত ও নিজামী আদালত পৃথক করিয়া একটি প্রবিধান বিধি প্রণয়ন করা হয়। শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধা লাভকারী রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবাদ জানায় এবং ইহাকে চুক্তিবদ্ধ অধিকারের এক তরফা ও স্বেচ্ছাচারী ভিত্তিক বাতিলকরণ বলিয়া নিন্দা করে। Sevres-এর চুক্তির ফলে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ পুনরায় পরিবর্তন ছাড়াই পুনঃপ্রদান করা হয় এবং এই অধিকার অন্যান্য বিজয়ী মিত্র রাষ্ট্রের জন্য বিস্তৃত করা হয়। কিন্তু Lausanne-এর চুক্তির (২৪ জুলাই, ১৯২৩ খৃ.) ফলে মিত্র পক্ষ ইহাদের সম্পূর্ণ বিলোপ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাফিজ খানার তথ্যাদিঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'উছমানী উৎসঃ দীওয়ান-ই হুমায়ুন দেফতেরলেরি সিরিজে ১০৬টি একনেবী দেফতেরলেরী সিরিজ, ইহাতে রহিয়াছে ১১শ/১৭শ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কালে য়ূরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সম্পাদিত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত দলীলের নকল; ১১১১/১৬৯৯ হইতে নামি-ই হুমায়ুন দেফতেরলেরিতে রহিয়াছে 'আহ্‌দনামার নকল; উনবিংশ শতাব্দীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত সিরিজেঃ মুকাভেলেনামে দেফতেরলেরি, ইমতিয়ায দেফতেরলেরি, মুকতেযা দেফতেরলোর, ইয়ন-ই সেফিন দেফতেরলেরা, কিলিসি দেফতেরলরি, সেহবেন্দার দেফতেরলেরি ও গৃমরূক দেফতেরলেরি। য়ূরোপীয় মুহাফিজ খানাসমূহে এই বিষয়ে মূল 'উছমানী দলীল পাওয়া যায়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Archivio di Stato, Venice; ইহার জন্য দ্রষ্টব্য A. Bombaci, La collezione di documenti turchi dell, Archivio di Stato di Venezia, in RSO, ২৪খ, (১৯৪৯ খৃ.), ৯৫-১০৭; বৃটিশ মুহাফিজখানার জন্য দ্রষ্টব্য A. N. Kurat, Ingiliz devlet arsivinde ve Kutupha- nelerinde Turkiye tarihine ait bazi malzemeye dair, in AUDTCRD, ৭খ, (১৯৪৯ খৃ.), গুরুত্বপূর্ণ সিরিজসমূহ হইতেছে PRO Sp. ১০৫/২১৬ ও ১০৫/৩৩৪। ফরাসী মুহাফিজখানায় রক্ষিত পশ্চিমী ভাষায় লিখিত অসংখ্য উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন P. Mason, A. Vandal, Ch-Roux, E. Charriere, G. Tongas, V. Svoronos ও R. Paris. ইংরেজী ভাষায় দলীলসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন A. C. Wood, A History of the Levant Company, পুনঃপ্রকাশ ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৯-১২।

(২) **শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের মুদ্রিত পাঠ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি** ঃ (১) G. L. F. Tafel ও G. M. Thomas, Urkunden zur alteren Handels und Staatsgeschichte der Republik, Venedig..., i-iii (=Fontes Rerum Austri carum, 2nd series,

xii-xiv); (২) G. M. Thomas, Diplomatarium Veneto-Levantinum, ২খণ্ডে, ভেনিস ১৮৮০-৯ খৃ.; (৩) G. Masi, Statuti delle colonie fiorentine all'estero (secc. xv-xvi), মিলান ১৯৪১ খৃ.; (৪) I. T. Belgrano, Documenti rignardanti la colonia genovese di Pera, Genoa ১৮৮৮ খৃ.; (৫) G. Muller, Documenti sulle relazioni delle citta toscane coll. oriente cristiano e coi Turchi fino all anno 1531, পুনর্মুদ্রণ, রোম ১৯৬৬ খৃ.; (৬) Treates between Turkey and foreign powers, 1535-1855, লন্ডন (বৈদেশিক দফতর) ১৮৫৫ খৃ.; (৭) I. de. Testa, Recueil des traites de la Porte Ottomane avec les puissances etrangeres, ৮ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৬৫-৯৬ খৃ.; A. de Testa, ও L. de Testa, কর্তৃক অনুসৃত (খণ্ড ৯ ও ১০), প্যারিস ১৮৯৮-১৯০১ খৃ.; (৮) G. Noradounghian, Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, ৪ খণ্ডে, পারিস ১৮৯৭-১৯০৩ খৃ.; (৯) মু'আহিদাত মাজমূ'আসী, ৫ খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১২৯৪-৮ হি.; (১০) E. Charriere, Negociations de la Frarce dans le Levant, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪৮-৬০ খৃ.।

(৩) **স্মৃতিকথা ও বিভিন্ন গবেষণামূলক পাঠ** : (১১) Ch. Schefer (সম্পা.), De Bonnac, Memoire Historique sur l'ambassade de France a Constantinople, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.; (১২) De Saint-Priest, Memoire et journal sur l'amassade de Turquie et le commerce des Francais dans le Levant, প্যারিস ১৮৭৭ খৃ.; (১৩) J. de Gontaut Biron, Ambassade en Turquie..., 1605-10, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৮৮-৯ খৃ.; (১৪) Comte de Guilleragues, Ambassade de M. le Comte de Guilleragues et de M. de Girardin aupres du Grand Seigneur, প্যারিস ১৬৯৬ খৃ.; (১৫) F. de la Croix, Memoires du Sieur de la Croix, ci-devant secretaire de l'ambassade de Constantinople, প্যারিস ১৬৭৫ খৃ.; (১৬) L. L. d'Arvieux Memoires du Chevalier d'Arvieux, সম্পা. J.B. Labat, ৬ খণ্ডে, প্যারিস ১৭৩৫ খৃ..; (১৭) F. Savary de Breves, Relation de Voyage..., প্যরিস ১৬৩০ খৃ.; (১৮) Sir Thomas Roe, The Negotiations of Sir Thomas Roe..., 1621-1628, লন্ডন ১৭৪০ খৃ.; (১৯) Sir. A. Paget, Diplomatic and other correspondence, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৮৯৬ খৃ.; (২০) G. F. Abbott, Under the Turk in Constantinople, লন্ডন ১৯২০ খৃ.; (২১) Sir J. Porter, Observtions on the Religion, Law, Government and Manners of the Turks, লন্ডন ১৭৭১ খৃ.; (২২) L. Deshayes, Voyage de Levant..., 1621, প্যারিস ১৬২৪ খৃ.; (২৩) G. Gongas, L'ambassadeur Louis Deshayes de Cormenin, (1600-1632), প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; (২৪) H. Grenville, Observations sur L'etat actuel de l'Empire Ottoman (1765), সম্পা. A. S. Ehrenkreutz, Ann Arbor ১৯৬৫ খৃ.; (২৫) R. Davis, Aleppo and Devonshire Square, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (২৬) G. Ambrose, English traders at Aleppo, 1658-1756, in Econ. Hist. Rev. (Oct. 1931); (২৭) G. Tongas, Les relations de la France avec l'Empire Ottoman, Toulouse ১৯২৪ খৃ.; (২৮) N. H. Biegman, The Turco-Ragusan relationship, দি হেগ-প্যারিস ১৯৬৭ খৃ.।

(৪) **শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ও বাণিজ্য বিষয় সংক্রান্তঃ** (২৯) P. Masson, Histoire, du commerce Francais dans le Levant au XVII^e, siecle, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ.; (৩০) ঐ লেখক, Hist. du commerce...au XVIII^e Siecle, প্যারিস ১৯১১ খৃ.; (৩১) U. Heyd, Hist. du commerce du Levant au Moyen-Age², ২ খণ্ডে, Leipzig ১৯৩৬ খৃ.; (৩২) R. Paris, Hist. de commerce de Marseille, \ 1660-1789: Le Levant, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.; (৩৩) Fr. Ch.-Roux, Les Echelles de Syrie et de Palestine au XVIII siecle, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (৩৪) Peyssonel, Traite sur le commerce de la Mer Noire, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৭৮৭ খৃ.; (৩৫) G.-B. Depping, Hist. du commerce entre le Levant et l'Europe depuis les Croisades Jusqu'a la fondation des colonies d'amerique, প্যারিস ১৮৩০ খৃ.।

(৫) **ক্যাপিচুলেশন ও মিশনারী কর্মতৎপরতা** : (৩৬) C. Famin, Hist. de la rivalite et du Protectorat des eglises chretiennes en Orient, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ.; (৩৭) Pere H. de Barenton, La France catholique en Orient, প্যারিস ১৯০২ খৃ.; (৩৮) G. de Mun, L'establissement des Jesuites a Constantinople, in Rev. des Questions historiques, নং ৮৪ (১৯০৩ খৃ.), ১৬৩-৭২; (৩৯) M. Belin, Hist. de la Latinite de Constantinople, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.; (৪০) B. Homsy, Les Capitulations et la Protection des Chretiens au Proche-Orient, Harissa (Lebanon) ১৯৫৬ খৃ.।

(৬) **সাধারণ রচনাবলী** : (৪১) L. Mas Latrie, Traites de Paix et de commerce et documents divers, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ.; (৪২) M. Belin, Des capitulations et des traites de la France en Orient, প্যারিস ১৮৭০ খৃ.; (৪৩) G. Pelissie du Rausas, Le regime des capitulations dans l'Empire Ottoman, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৯০২-৫ খৃ.; (৪৪) F. Rey, La protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, প্যারিস ১৮৯৯ খৃ.; (৪৫) A. Benoit, Etude sur les capitulations entre

l'Empire Ottoman et la France et sur la reforme judiciaire de l'Egypte, ন্যানসী ১৮৯০ খৃ.; (৪৬) F. Abelous, L'Evolution de la Turquie dans ses rapports avec les etrangers, Toulouse ১৯২৮ খৃ.; (৪৭) N. Sousa, The capitulary regime of Turkey, Baltimore ১৯৩৩ খৃ.; (৪৮) H. J. Liebesny, The development of western judicial privileges, in Law in the Middle East, সম্পা. M. Khadduri ও H. J. Liebesny, ওয়াশিংটন ডি. সি. ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩০৯-৩৩; (৪৯) Mahmoud Essad, Du regime des capitulations ottomanes, leur charactere juridique d'apres l'histoire et les textes, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ.; (৫০) K. Lippamann, Die Konsularjurisdiction im Orient, Leipzig ১৮৯৮ খৃ.।

H. Inalcik (E.I.2)/আবদুল বাসেত

(৩) **পারস্য** ঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্যে য়ুরোপীয় বাণিজ্য চালু ছিল ব্যক্তিবিশেষ বা কোম্পানীকে প্রদত্ত শাহ-এর ফরমানের মাধ্যমে প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ। এই সকল ফরমান সময় সময় প্রদান করা হইত সাধারণ অনুমতি হিসাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে বিশেষ সুবিধা ও রেহাইসমূহও প্রদত্ত হইত। এই সকল ফরমানের জন্য আবেদনকারী ব্যবসায়ী ও এই ফরমান প্রদানকারী শাহগণ— উভয় পক্ষই সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'উছমানী সাম্রাজ্যের ফরাসী নাগরিকগণকে বহির্দেশীয় সুবিধা প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল (দ্র. J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, a Documentary Record: 1535-1914, প্রিন্সটন ১৯৫৬ খৃ.)। ১৫৬৬ ও ১৫৬৮ খৃ. শাহ তাহমাস্প Muscovy Company-কে ফরমান প্রদান করেন যাহাতে তিনি এই কোম্পানীকে শুল্ক ও টোল হইতে রেহাই, সমগ্র দেশে যে কোন স্থানে ভ্রমণের স্বাধীনতা, 'সকল দুষ্টলোক' হইতে তাহাদের বণিকগণের নিরাপত্তা, ন্যায্য ঋণের ক্ষেত্রে ইহার উদ্ধার, লুণ্ঠন হইতে সঠিক নিরাপত্তা, তাহাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য গৃহ নির্মাণ বা ক্রয়ের অনুমতি এবং পণ্য খালাসের কাজে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দান করেন (text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ৬-৭)। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা মস্কোভী কোম্পানী কর্তৃক বাণিজ্য পরিচালনার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৫৭৯-৮১ খৃ. ৬ষ্ঠ প্রচেষ্টার পর রুশ পথের মাধ্যমে বাণিজ্য পরিচালনার প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১০০৯/১৬০০ সালে অ্যানথনী শের্লে (Anthony Sherley) শাহ 'আব্বাস-এর নিকট হইতে একটি ফরমান লাভ করেন। ইহাতে সকল খৃস্টান বণিককে পারস্যে বাণিজ্যের অনুমতি দান করা হয় এবং উৎপীড়ন হইতে রক্ষা ও পারসিক আদালত হইতে তাহাদের জান ও মালের রেহাই, ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ আইনের সাহায্যে আদায়ের সুবিধা এবং টোল ও শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় (text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ১৫-১৬)।

কয়েক বৎসর পরে ১৬২৩ খৃ. শাহ 'আব্বাস ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এক ফরমান প্রদান করেন। ইহাতে তাহাদের বাণিজ্যের স্বাধীনতা, নেদারল্যান্ডস্-এ প্রেরিত তাহাদের মালামালকে পরিদর্শন হইতে রেহাই, কেবল নাজির (পরিদর্শক)-কে প্রদত্ত কর ব্যতীত সকল কর, শুল্ক ও টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। অনুচ্ছেদ ১০-এ বর্ণিত হইয়াছে, "পারস্যদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস্ জাতি ভবন কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল স্বাধীনতা ভোগ করিবে এবং পুলিস বা আদালতের লোক আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত জাতির প্রধান প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঙ্গনাদিসহ অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং যদি কেহ বলপূর্বক উক্ত এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করে, তবে নেদারল্যান্ডস্ শক্তি প্রয়োগে তাহাকে বাধা দান করিতে পারিবে।" অনুচ্ছেদ নং ১৪-এ লিখিত আছে, "যদি নেদারল্যান্ডস্ জাতির কোন সদস্য (খোদা না করুন) অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে সে যে জাতিরই হউক না কেন বা অপর কোন অপরাধ বা আইন ভঙ্গ করুক না কেন, তাহাকে পারস্য সাম্রাজ্যের কোনও বিচারে অভিযুক্ত করা যাইবে না, তাহাকে কেবল তাহার প্রেসিডেন্ট অথবা নেতা তাহাদের বিবেচনা মুতাবিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের মতানুসারে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন।' অনুচ্ছেদ নং ১৭ নেদারল্যান্ডস্ ভবনের যে কোনও দোভাষী বা অনুবাদককে নেদারল্যান্ডস্ জাতির সমান সুবিধা ও অধিকার প্রদান করিয়াছে (text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ১৬-১৮)। ১৬৪২ ও ১৬৯৪ খৃ. নূতন ফরমান প্রদান করা হয়। ১৬৩১ সনের ৭ ফেব্রুয়ারী শাহ সাফী-এর একজন ওলন্দাজ প্রতিনিধি নেদারল্যান্ডস্-এ পারস্য দেশীয় বণিকগণের জন্য বহির্দেশীয় সুবিধাবলী অর্জন করিতে সমর্থ হয়। এই দলীলটি ছিল য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে চালু সমসাময়িক ব্যবস্থার অনুরূপ ধাঁচে রচিত (text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ২০-২১)। বাস্তবিকপক্ষে ইহা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। কারণ পারস্য দেশীয় বণিকগণ নেদারল্যাণ্ডস্-এ স্থায়ীভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হয়।

১৬১৫ সনের অক্টোবর মাসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাহ 'আব্বাসের নিকট হইতে একটি সাধারণ ফরমান লাভে সমর্থ হয়। দুই বৎসর পর ১৬১৭ খৃ. এডওয়ার্ড কোনোক (Edward Conock) আরও সুনির্দিষ্টভাবে গ্রথিত শর্তাবলীর অপর একটি ফরমান লাভ করেন যাহা ১৬২৯ খৃ. শাহ সাফী অনুমোদন করেন। ইহাতে বাণিজ্য ও ধর্মবিশ্বাস ('আকীদা)- এর স্বাধীনতা এবং পারস্যবাসী বণিকগণের অনুরূপ হারে শুল্ক প্রদান করা হয়। ইংরেজ প্রজাগণ যদি কোন আইন ভঙ্গ করে তবে তাহারা তাহাদের নিজ রাজদূত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। যদি ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ইংরেজ নাগরিক ও পারস্যবাসীর মধ্যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয় এবং যদি 'এই পার্থক্য বিশ তোমাণ্ডস্ (Twenty tomands) অথবা ইহার অধিক হয়, তবে বিচারক তাহাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজদূতের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করিবেন এবং তিনি আমাদের বিচারকের উপস্থিতিতে সম্মানজনক ও মহান আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যাহা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন' (text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ১৮-২০)। এই ফরমানটি শাহ সুলায়মান কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং শাহ্ সুলতান হুসায়নের সহিত ১৬৯৭ খৃ. অথবা সমসাময়িক কালে James Bruce কর্তৃক পুনরালোচিত হয় (India Office Records, E/3/52/ 6410; আরও দ্র. R. W. Ferrier, British-Persian Relations in the 17th Century, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, কেমব্রিজ ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৪৫৫ প.। আরো দ্র. Calendar of State Papers, Colonial, vol. IV, No, 852, E/3/12/1224 এবং ঐ, No. 857. E/3/12/1296।

ফরাসীগণ ফেব্রুয়ারী ১৬৬৫ ও ডিসেম্বর ১৬৭১ খৃ.-এ ফরমান লাভ করে এবং এই সকল ফরমান দ্বারা ফরাসী বণিকগণকে ইংরেজ ও ওলন্দাজগণের অনুরূপ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করা হয়। যাহা হউক ৭ সেপ্টেম্বর, ১৭০৮ সনে শাহ সুলতান হুসায়ন ও চতুর্দশ লুই-এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তে ফরাসী বণিকগণকে পারস্যের সর্বত্র ভ্রমণ ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার কারণে তাহাদেরকে পাঁচ বৎসরের জন্য কতিপয় আমদানী শুল্ক হইতে রেহাই প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২)। তাঁহাদের নিজ বাসস্থানের জন্য গৃহ অথবা হোস্টেল ক্রয় বা নির্মাণের অনুমতি দান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৪) এবং অন্যান্য য়ূরোপীয় জাতি যেরূপ তাহাদের অট্টালিকার উপর তাহাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেইরূপ ফরাসীগণকেও তাহাদের অট্টালিকার শীর্ষে ফরাসী পতাকা উত্তোলনের অধিকার দেওয়া হয় (অনুচ্ছেদ ৫)। ফরাসী নাগরিক ও বণিক, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য য়ূরোপীয়, তাহাদের দোভাষী, গৃহভৃত্য, তাহাদের আর্মেনীয় ও ভারতীয় অনুচরবর্গ বিশজন পর্যন্ত রাজস্ব ও খারাজ প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করে (অনুচ্ছেদ ১১)। অনুচ্ছেদ নং ১৬ অনুযায়ী ফরাসী নাগিরকগণের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ ফরাসী আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে; ফরাসী ও অন্য দেশীয় নাগরিকগণের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে পারস্য দেশীয় কর্মকর্তাগণ তাহাদের বাণিজ্যদূতের উপস্থিতিতে ঘটনার প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং 'মুসলিম আইন ও সার্বজনীন সত্যের ভিত্তিতে ইহার নিষ্পত্তি করিবেন'। যে কোনও পারস্য দেশীয় বন্দরে বাণিজ্যদূত, ক্যাপটেইন অথবা কারখানাপ্রধান নিয়োগের সম্মতি দান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৩)। যদি কোনও ফরাসী নাগরিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হয় তবে বাদীকে তাহার বক্তব্য আঞ্চলিক প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি বাণিজ্যদূতের দোভাষীকে সমন করিবেন এবং তাহাকে বিবাদ মীমাংসার জন্য বাণিজ্যদূতের নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যদি বাণিজ্যদূত অন্য কার্যে ব্যস্ত থাকেন তবে যুক্তিসঙ্গত সময়কাল অপেক্ষা করার পর পারস্য কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন (অনুচ্ছেদ ২৪; text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ৩২-৮)।

১৩ আগস্ট, ১৭১৫ সনে চুক্তিটি সংশোধিত হয়। ফরাসী নাগরিকগণ আমদানী ও রফতানী কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করে (অনুচ্ছেদ ২)। সকল ফরাসী নাগিরক ও কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাহাদের ভৃত্য ও দাসগণকে মাথাপিছু দেয় কর, খারাজ ও ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের চুক্তিতে অনুচ্ছেদ ১১-তে বর্ণিত সকল কর ও রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৬)। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার তদন্ত সম্পর্কিত কিছু শর্তাবলীও পরিবর্তন করা হয়। অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিবাদ প্রসঙ্গে কোন ফরাসী নাগরিক ও অপর কোন জাতির সদস্যের মধ্যে উপস্থিত মামলা মুসলিম বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা ফরাসী জাতির বাণিজ্যদূত অথবা তাঁহার নির্বাচিত অপর যে কোনও ব্যক্তির উপস্থিতিতে তদন্ত ও বিচার হইবে। বাণিজ্যদূত অথবা ফরাসী জাতির অনুবাদক ও অপর জাতির কোন নাগরিকের মধ্যে সৃষ্ট কোন সম্ভাব্য বিবাদের ক্ষেত্রে স্বয়ং পারস্য সম্রাট এই ব্যাপারে নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত দান করিবেন। এই সকল মামলার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে উহা সম্পর্কে অবগতির স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারেন না এবং কোনও অবস্থাতেই ফরাসী নাগরিক বাস করে এমন কোনও গৃহে তাহার সরকারী সীলমোহর লাগাইতে পারিবেন না।

১৭১৫ খৃ. আপোসকৃত পৃথক অনুচ্ছেদসমূহের প্রথম অনুচ্ছেদে 'পারস্য দেশীয় বণিকগণকে খৃষ্টান সম্রাট (His Very Christian Majesty)-এর বণিক প্রজাদের অনুরূপ সুবিধা ও অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। তবে ইহাতে শর্ত ছিল যে, তাহারা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনও পণ্য ফ্রান্সে আমদানী করিবে না, তাহারা অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী পরিবহনে ফরাসী জাহাজ ব্যবহার করিবে, সকল পণ্য পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহের উৎপাদন হইতে হইবে এবং ইহা প্রমাণে তাহারা ফরাসী জাতির বাণিজ্যদূতের নিকট প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিবে'। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পারস্য বণিকগণের একজন বাণিজ্যদূত মার্সেই (Marseilles) বন্দরে নিয়োগের অধিকার লাভ করে এবং তাঁহাকে মাথাপিছু কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে তাঁহাকে পারস্যবাসিগণের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসার একক ক্ষমতা দান করা হয়, কিন্তু পারস্যবাসী ও অপর জাতির কোন ব্যক্তির মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির ভার স্থানীয় বিচারকের হস্তে সমর্পিত থাকিবে (text in Hurewitz, পৃ. গ্র., ১খ, ৪০-২)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স উভয় ক্ষেত্রেই অন্তত কাগজপত্রে (in theory) ব্যবস্থাবলীর মধ্যে কিছু পরিমাণ হইলেও ধারাবাহিকতা বজায় ছিল।

১৭২২ খৃ. আফগান আক্রমণের ফলে সাফাবী বংশের সমাপ্তি ঘটে। ইহার ফলে সৃষ্ট অরাজকতার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময়কালে তাহা কেবল ক্ষণস্থায়ী ও বিচ্ছিন্নভাবে পুনরায় আরম্ভ হয়। সাফাবী ফরমানের অধীনে য়ূরোপীয় বণিকগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী অবশেষে বাতিল হইয়া যায়।

২১ জানুয়ারী ১৭৩২/১ ফেব্রুয়ারী পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নাদির কুলী মীরযা (পরবর্তীকালে নাদির শাহ) কর্তৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সাফাবী ক্রীড়নক তাহ্‌মাসপ রুশ নাগরিকগণকে অবাধে পারস্যে বাণিজ্য করার অনুমতি দানের ব্যবস্থা করেন। রাশিয়া হইতে পারস্যে বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য আনীত পণ্যসামগ্রীর উপর হইতে কর দান রহিত করেন এবং রুশ বণিকগণকে গৃহ নির্মাণ ও তাহাদের পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণের অনুমতি দান করেন (অনুচ্ছেদ ৩)। অপরপক্ষে রুশ সম্রাজ্ঞী অঙ্গীকার করেন যে, শাহের প্রজাকুল যাহারা তাহার রাজ্যে বাণিজ্যের জন্য গমন করিবে অথবা অন্য রাষ্ট্রে গমনের জন্য তাহার রাজ্য অতিক্রম করিবে তাহাদের তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের বিধি ও রীতিনীতি অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল সুবিধা ও স্বাধীনতা দান করিবেন (অনুচ্ছেদ-৪)। উভয় পক্ষই তাহাদের মতে প্রয়োজনীয় শহরসমূহে বাণিজ্যদূত অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার প্রাপ্ত হয় (অনুচ্ছেদ-৬)। ১৭৩৬ খৃ. ইংরেজগণ তাহাদের প্রায় সকল সুবিধার নবায়নকারী একটি রাকাম লাভ করে (Selections from State Papers বোম্বাই ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৪৮), কিন্তু তাহারা বা ওলন্দাজ বা ফরাসী বণিকগণ কেহই তাহাদের সুবিধাবলীর পুনর্নবায়ন লাভে সমর্থ হয় নাই।

১৭৬৩ সনের ১২ এপ্রিল ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি বুশায়রে-এর শায়খ সা'দূন-এর সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাতে ইংরেজ বণিকগণকে আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যে শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং স্থির হয় যে, ইংরেজ বণিকগণের সহিত ক্রয় ও বিক্রয়ে নিযুক্ত বণিকগণের নিকট হইতে কেবল ৩% আদায় করা হইবে (অনুচ্ছেদ-১)। পশমী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে

ইংরেজগণের হস্তে থাকিবে (অনুচ্ছেদ-২)। কারখানা স্থাপনের জন্য ইংরেজগণকে জামিন প্রদান করা হইবে এবং ইহাতে তাহারা তাহাদের পতাকা উত্তোলন করিতে পারিবে এবং তোপধ্বনি প্রদানের জন্য একুশটি কামান রাখিতে পারিবে (অনুচ্ছেদ-৬)। যতদিন ইংরেজগণের কারখানা থাকিবে ততদিন বুশায়ারে অপর কোন য়ুরোপীয় জাতিকে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না (অনুচ্ছেদ-৩)। ইংরেজগণের সকল দালাল, দোভাষী, ভৃত্য ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণভাবে তাহাদের ছত্রছায়ায় ও কর্তৃত্বে থাকিবে (অনুচ্ছেদ-৪)। ১৯৬৩ সনের ২ জুলাই কারীম খান অনুরূপ শর্তে একটি অনুমতি প্রদান করেন। তাহাদের বুশায়ারে বা উপসাগরের অপর যে কোন বন্দরে কারখানা স্থাপনের জন্য জমি প্রাপ্তির অনুমতি দান করা হয়। ইহা ছাড়াও তাহাদেরকে পারস্য রাজ্যের যে কোন স্থানে কারখানা গৃহ স্থাপনের অনুমতি ও শায়খ সা'দুন কর্তৃক প্রদত্ত রেহাই, একচেটিয়া ক্ষমতা ও সুবিধাবলী সকলই দান করা হয় (text in C.U. Aitchison, A collection of treaties, engagements and sands relating to India and the neighbouring countries, কলিকাতা ১৯৩৩ খৃ., ১৩খ, ৪১-৪)। কারীম খানের মৃত্যুর পর পুনরায় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। তাঁহার ভাগিনেয় জা'ফার খান ইংরেজগণকে পারস্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য ও সকল শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিয়া একটি ফরমান প্রদান করেন (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫)। কিন্তু বাস্তবে ইহার মূল্য ছিল অতি নগণ্য, কারণ জা'ফার খানের আদেশ ফারস্-প্রদেশের সর্বত্র কার্যকর হইতে পারে নাই। পারস্যের অপরাপর অংশ তাই স্বভাবতই ইহার কর্তৃত্বের বাহিরে ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পারস্য ও য়ুরোপের মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়; তবে এইবার সম্পর্কের পটভূমি ছিল সাফাবী বংশের আমলের তুলনায় কতকটা ভিন্নতর। ১৮০১ খৃ. একই দিনে সম্পাদিত রাজনৈতিক চুক্তির সংযুক্তি হিসাবে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন ফাছ 'আলী শাহ ও ইংরেজ সরকারের পক্ষে Sir John Malcolm, অনুচ্ছেদ-১ চুক্তির পারস্পরিকতা বর্ণনা করিয়াছে এবং ঘোষণা করে যে, চুক্তিবদ্ধ দুই দেশের বণিকগণ উভয় দেশের যে কোন স্থানে পূর্ণ নিরাপত্তা ও আস্থার পরিস্থিতিতে ভ্রমণ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে এবং সকল নগরীর শাসক ও প্রশাসকগণ ইহাদের পশুসম্পদ ও মালামালকে যে কোনও ক্ষতি হইতে রক্ষা করা তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের অধীন ইংল্যান্ড ও হিন্দুস্থানের বণিকগণকে পারস্যে বসতি স্থাপনের অনুমতি দান করা হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে উভয় সরকারের মালিকানাধীন সম্পত্তি ও মালামালের উপর কোন প্রকার সরকারী কর, শুল্ক বা বিধিসম্মত দাবী আদায় করা যাইবে না। এই সকল পণ্যের উপর ধার্যকৃত প্রচলিত করসমূহ ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হইবে (অনুচ্ছেদ-২)। অপর একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানাগত যে সকল ক্রীত সামগ্রী, যেমন লৌহ, সীসা, ইস্পাত, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও পুতুল (Puppett) সংগৃহীত হইবে, ইহার উপর ধার্য কর ১%-এর অধিক হইবে না। এই সময় পারস্য ও ভারতে ইতিমধ্যে চালু অন্যান্য কর, আমদানী বা শুল্ক কর (অন্যান্য পণ্যে) নির্ধারিত হারে স্থির থাকিবে এবং বর্ধিত করা হইবে না। অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী যদি পারস্য সাম্রাজ্যের কোন ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের নিকট ঋণী অবস্থায় ইনতিকাল করেন তবে সেই স্থানের প্রশাসক তাহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগে অপর যে কোন পাওনাদারের পূর্বে ইংরেজ সরকারের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন। পারস্য দেশে বসবাসরত ইংরেজ সরকারের কোন কর্মচারী তাহার কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় লোক ভাড়া করিতে পারিবে এবং দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজ বিবেচনা মতে শাস্তি প্রদানের কর্তৃত্ব তাহাকে দেওয়া হইবে। তবে এই শাস্তি কোনও অবস্থায় জীবন বা অঙ্গহানির কারণ হইতে পারিবে না, সেক্ষেত্রে ঐ স্থানের শাসক বা প্রশাসক দ্বারা ইহার শাস্তি বিধান করিতে হইবে। পারস্যের যে কোনও নগর বা বন্দরে গৃহ নির্মাণ ও উহা বিক্রয় করা বা ভাড়া দেওয়ার স্বাধীনতাও প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৫) (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৫০-৩)। এই চুক্তিটি কখনও অনুমোদিত হয় নাই।

১৮০৮ সনের জানুয়ারীতে জেনারেল গারডেন (Gardane)-কে ফরাসী মিশনের প্রধান হিসাবে পারস্যে পাঠান হয় এবং তিনি ফিংকেনস্টাইন (Finkenstein)-এর চুক্তি স্বাক্ষরের (১৮০৭ খৃ.) পর একটি ফরাসী বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। ইহাতে ১৭০৮ খৃ. শাহ সুলতান হু'সায়নের ফরমান এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ফরাসী পারস্য চুক্তিমতে ফরাসীদের পক্ষে সকল ব্যবস্থা পুনঃসমর্থিত হয়।

উল্লিখিত সকল ফরমান ও চুক্তি বিদেশী নাগরিকগণের জন্য বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত প্রদান করে। ইহার কোন কোনটি তাহাদের বাণিজ্য ও করারোপের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকগণের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থান প্রদান করে এবং তাহাদের সম্পর্কিত বিবাদ বা বিতর্ক স্থানীয় আদালতের ইখতিয়ার হইতে স্থানান্তর করে। ফরমানসমূহ ছিল বৈশিষ্ট্যগতভাবে একতরফা দলীল বিশেষ। য়ুরোপে পারস্য দেশীয় বণিকগণ অতি দুর্লভ ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারা ছাড়াও চুক্তিসমূহের বাস্তবায়নে দেখা যায় যে, যেখানে চুক্তির শর্তাবলীতে ধারাবাহিকতা বর্তমান, সেখানেও কেবল এক পক্ষই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকিত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে পারস্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির উৎপত্তির মূলে ছিল এই সকল ফরমান ও চুক্তিসমূহ, বিশেষত ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ফরাসী চুক্তি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পারস্যে য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের ভোগকৃত সুবিধাবলী ও রেয়াতসমূহের সহিত এই সকল চুক্তি ও ফরমানের কতিপয় শর্তের অত্যন্ত চমকপ্রদ সাদৃশ্য রহিয়াছে। তথাপি পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের তুর্কোমানচায় (Turkomancay)-এর চুক্তি ও উক্ত চুক্তির অনুচ্ছেদ ১০-এর অধীনে একই দিনে সম্পাদিত বাণিজ্য সম্পর্কিত একটি পৃথক বিধিকে সাধারণভাবে পারস্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির উৎস বলিয়া ধরা হয়। এই দুইটি দলীলে প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত পূর্বের দলীলে প্রাপ্ত সুবিধা ও রেহাই-এর অনুরূপ সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু যেখানে ফরমানসমূহ ছিল অনুদানরূপে প্রদত্ত দান এবং প্রারম্ভিক চুক্তিসমূহ ছিল স্বাধীনভাবে আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত, সেখানে তুর্কোমানচায়-এর চুক্তি সম্পাদিত হয় একটি শোচনীয় যুদ্ধের পর চাপের মুখে এবং ইহা উত্তর পারস্যে রুশ প্রভাবকে স্থায়ী করে। এই চুক্তিতে প্রদত্ত সুবিধাবলী ও অব্যাহতিসমূহ ছিল বিদেশী আধিপত্যের ভয় ও শংকার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং প্রায়শই ইহাদের ব্যবহার আদায় করা হইয়াছে শক্তি বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। আধুনিক পারস্য ব্যবহার বিধিতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল তুর্কোমানচায়-এর চুক্তির অধীনে স্থাপিত বিভিন্ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সঠিকভাবে বলিতে গেলে এই শব্দটি উক্ত চুক্তি মুতাবিক প্রদত্ত বহির্দেশীয় ক্ষমতা এবং সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের আওতাধীনে অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য সম্প্রসারিত সুবিধাবলী বুঝায়। বাস্তবে কিন্তু এই শর্তাধীনে

আত্মসমর্পণের প্রথা বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানেও ব্যবহৃত হইত অথবা উহার সহিত সম্পর্কিত ছিল। উহার ফলে ইহা নিরাপত্তা প্রদানের প্রশ্নের সহিত গভীরভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়ে যাহা পুনরায় আশ্রয় প্রদানের সহিত জড়িত, উভয় বিষয়ই একপক্ষে পারস্য ও অপরপক্ষে গ্রেট ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বহু বিতর্কের মূল বলিয়া চিহ্নিত হয়।

বাণিজ্য সংক্রান্ত পৃথক আইনের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদত্ত রুশ নাগরিকগণ পারস্যের সর্বত্র অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করিবে। পারস্যের নাগরিকগণ তাঁহাদের পণ্য কাস্পিয়ান সাগর অথবা পারস্য ও রাশিয়ার সীমান্ত পথে আমদানী করিতে অনুমতি পাইবে এবং সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী চুক্তি, বিনিময় হুণ্ডি, জামানত এবং ইরানী ও রুশদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত আদান-প্রদানের অন্যান্য কার্যকলাপ রুশ বাণিজ্যদূত ও পারস্য গভর্নর (হাকিম)-এর সম্মুখে রেজিস্ট্রিকৃত হইবে। রুশ নাগরিকগণ কর্তৃক পারস্যে আমদানীকৃত বা পারস্য হইতে রফতানীকৃত মালামাল এবং পারস্য দেশীয় পণ্য বা রাশিয়া হইতে পারস্যের বণিকগণ কর্তৃক রফতানীকৃত রুশ পণ্য একবার আগমন বা নির্গমনকালে মাত্র ৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপিত হইবে। রাশিয়া অঙ্গীকার প্রদান করে যে, সে নূতন শুল্ক ব্যবস্থা ও কর নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও ৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করিবে না (অনুচ্ছেদ নং ৩)।

অনুচ্ছেদ ৫, ৭ ও ৮ সুনির্দিষ্টভাবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অনুচ্ছেদ নং ৫-এর বর্ণনামতে যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে চালু ব্যবস্থাধীনে পারস্যে কোন বিদেশী নাগরিকের গৃহ সন্ধান করা অথবা তাহাদের মালামালের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান বা গুদামঘরের সন্ধান ও ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, পারস্যে বসবাসরত রুশ নাগরিকগণকে তাই শুধু ভাড়ায় নয়, মালিকানার সকল ক্ষমতায়, বসবাসের জন্য গৃহ এবং তাহাদের মালামাল গুদামজাত করিবার জন্য উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করা হইতেছে। পারস্য সরকারের কোন কর্মচারী উক্ত গৃহ, গুদাম বা স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কেবল তাহারা দূতাবাস কর্মকর্তা অথবা চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা রুশ বাণিজ্যদূতের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষে তাহা করিবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে উক্ত গৃহ বা মালামাল পরিদর্শনের সময় তাহাদের প্রেরিত একজন কর্মকর্তা বা দোভাষী উপস্থিত থাকিবে।'

অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে রুশ নাগরিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ সকল মামলামোকদ্দমা কেবল রুশ বাণিজ্যদূত বা রুশ মিশনের মাধ্যমে রুশ সাম্রাজ্যের প্রথা ও আইন অনুযায়ী তদন্ত করা হইবে এবং রায় প্রদান করা হইবে। একই পদ্ধতি অনুসৃত হইবে যদি বিবাদ বা মামলার পক্ষ হয় রুশ ও অন্য কোনও দেশের নাগরিক, যদি উভয় পক্ষ এইরূপ বিচারে একমত হয়। যখনই কোন রুশ নাগরিক ও পারস্য দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ বা মামলার সূত্রপাত হইবে, উক্ত মামলা বা বিবাদ গভর্নর বা হাকিমের সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং উক্ত মামলার তদন্ত বা বিচার বাণিজ্য দূতাবাস বা মিশনের দোভাষীর উপস্থিতি ব্যতীত হইবে না। একবার বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর এই সকল বিবাদ দ্বিতীয়বার বিচারের অনুমতি দান করা যাইবে না। তথাপি যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক তবে তাহা রুশ বাণিজ্যদূত, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা দূতাবাস কর্মকর্তাকে পূর্বেই সংবাদ প্রদান ব্যতীত উহা অনুষ্ঠিত হইবে না এবং সেইক্ষেত্রে এই বিচার কেবল দফতরে আনীত ও সংঘটিত হইবে অর্থাৎ বলা যাইতে পারে, ইহা সংঘটিত হইবে তাবরীয বা তেহরানে অবস্থিত শাহ-এর সুপ্রীম কোর্টে ও তাহা পূর্বের ন্যায় রুশ বাণিজ্য দূতাবাস বা মিশনের দোভাষীর উপস্থিতিতে সংঘটিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৮-এর শর্তানুসারে রুশ নাগরিকগণের মধ্যে সংঘটিত কোন অপরাধ বা খুনের ক্ষেত্রে ইহার তদন্ত ও বিচারের একক অধিকার বর্তাইবে দূতাবাস কর্মকর্তা, চার্জ দ্য' এ্যাফেয়ারস বা রুশ বাণিজ্য দূতের উপর এবং তাঁহারা তাহাদেরকে প্রদত্ত তাহাদের দেশবাসীর বিচার কার্যের প্রাপ্ত অধিকার বলে ইহা নির্বাহ করিবেন। যদি কোন রুশ নাগরিক কোনভাবে অন্য কোন দেশীয় নাগরিকের সহিত কোন ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে, তবে উক্ত অপরাধে তাহার অংশগ্রহণের যথাযথ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে আদালতে প্রেরণ বা কোন প্রকারে শারীরিক হয়রানি করা যাইবে না এবং সেইক্ষেত্রেও সরাসরিভাবে অপরাধ প্রমাণিত কোন রুশ ব্যক্তির বিচারের ন্যায় রুশ বাণিজ্যদূতাবাস বা মিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত দেশের কোন বিচারালয়ের উক্ত বিচার নির্বাহ করার যোগ্যতা থাকিবে না। যদি অপরাধ সংঘটনের স্থানে অনুরূপ কোন রুশ প্রতিনিধি না থাকে তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধকে এমন স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যেখানে রুশ বাণিজ্য দূতাবাস বা মঞ্জুরীকৃত রুশ প্রতিনিধি বর্তমান। অপরাপর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য হাকিম ও উক্ত স্থানের বিচারক বিশ্বস্ততার সহিত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়নপূর্বক এই অবস্থায় তাহা অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের স্থানে প্রেরণ করা হইবে। এই সাক্ষ্য একটি বিচার বিভাগীয় দলীল বলিয়া বা বিচার পদ্ধতির সত্যায়িত সারসংক্ষেপরূপে বিবেচিত হইবে, যদি না উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারেন। অভিযুক্তকে সাজা প্রদান করা হইলে এবং তাহার রায় প্রকাশিত হইলে তাহাকে দূতাবাস কর্মকর্তা, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা মহামান্য সম্রাট (His Imperial Majesty)-এর বাণিজ্যদূতের নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। তাহারা অভিযুক্তকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাইবেন এবং সেখানে সে প্রদত্ত আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ২৩-৪১)।

সময় সময় শুল্ক হার প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ টোল ও সড়ক কর হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে রুশগণের অনুরূপ ব্যবস্থাধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাটি পারস্য প্রতিরোধ করে এবং ১৮৫১ খৃ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে যে, পারস্যের সহিত অতঃপর যে সকল রাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি নাই তাহাদের নাগরিকগণকে পারস্য দেশীয় বণিকগণের অনুরূপ কর প্রদান করিতে হইবে। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যে অনেক য়ুরোপীয় ও আমেরিকান রাষ্ট্র পারস্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির সুবিধা লাভ করে। ইহা সম্ভব হয় পারস্য ও এই সকল দেশের মধ্যে বর্তমান চুক্তিসমূহে বিশেষ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অথবা সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার সম্বলিত একটি দফার অন্তর্ভুক্তিতে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন উক্ত বৎসর পারস্যের সহিত স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুচ্ছেদ নং ১-এর মাধ্যমে শুল্ক ব্যবস্থার বিষয়ে সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্যারিস চুক্তির ৯ ও ১২ নং অনুচ্ছেদ ও [ফ্রান্সকে] সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার দান করে (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৬৭-৯, ৮১-৫)। ১৮৪২ খৃ. সম্পাদিত একটি বাণিজ্যচুক্তির অধীনে স্পেন সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করে (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৪২-৪৪)। অনুরূপ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অন্যান্য দেশ ছিল ফ্রান্স (১৮৫৫ খৃ.) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৮৫৬), অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক,

নরওয়ে ও সুইডেন (১৮৫৭ খৃ.), গ্রীস (১৮৬১ খৃ.), ইতালী (১৮৬২ খৃ.), জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড (১৮৭৩ খৃ.), মেক্সিকো ও আর্জেনটিনা (১৯০২ খৃ.) এবং চিলি, উরুগুয়ে ও ব্রাজিল ১৯০৩ খৃ.(দ্র. A. Matine-Daftary, La suppression des capitulations en Perse, প্যারিস ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৬৭ প.)।

পারস্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ছিল 'উছমানী সাম্রাজ্যের তুলনায় কম বিস্তারিত ও কম দুর্বহ। তথাপি ইহা দেশের জন্য ছিল এক ক্ষতিকর ব্যাপার, বিশেষত ইহার ফলে সৃষ্ট সার্বভৌমত্বের অবক্ষয় ও অপমান, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীদের প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাবলী, তাহাদের ব্যক্তিবর্গ, অনুচরও মালামালের অলংঘনীয়তা এবং পারস্য দেশীয়গণের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ যাহার ফলে ইহারা কোন একটি বিদেশী শক্তির প্রতিরক্ষা প্রাপ্তি দ্বারা পরোক্ষ আইনের ইখতিয়ারের বাহিরে চলিয়া যাইবার সুবিধা পাইত। এইগুলি দেশের জন্য ছিল অপমানজনক। এই শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করিত তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণের মেযাজের উপর।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগের অধীনে দীওয়ান-ই-মুহাকামাত-ই খারিজা নামক বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ দ্বারা গঠিত এই সকল আদালত রাজধানীতে স্থাপন করা হয় এবং ইহার মাধ্যমে পারস্য দেশীয় ও বিদেশী নাগরিকগণের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়। দেশসমূহে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ একই কার্যে গঠিত আদালতে আসীন হইতেন এবং সাধারণভাবে বিদেশী নাগরিকগণের কর্মতৎপরতার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহাদেরকে বলা হইত কারগুযার। উছমানী সাম্রাজ্যের আদালতসমূহের বিপরীতে এই সকল আদালতের বিবাদ মীমাংসার জন্য ব্যবহৃত কার্য পদ্ধতি ও আচার ছিল অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির (তু. A. C. Wratislaw, A consul in the East. লন্ডন ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৯০) বিদেশী বাণিজ্য দূতগণের কার্যত ভেটো প্রদানের ক্ষমতা ছিল; কারণ এই সকল আদালতের সিদ্ধান্ত বাণিজ্য দূতের প্রতিস্বাক্ষর ব্যতীত কার্যে পরিণত করা যাইত না (Matine-Daftary, পৃ., গ্র., পৃ. ৭৯-৮০)।

সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সর্বসময়ে সরকার ও বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বক্ষণিক দাবী-দাওয়া ও সংঘাতের পরিস্থিতি চলিতে থাকে। কিন্তু ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ না ঘটা পর্যন্ত এবং তুরস্ক কর্তৃক ১৯১৪ খৃ. একতরফাভাবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি ঘোষণা না করা পর্যন্ত পারস্যে ইহার অবলুপ্তি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয় নাই। ১৯১৮ খৃ. সামসামু'দ-দাওলার মন্ত্রীসভা ইহার একতরফা অবলুপ্তি ঘোষণা করেন। সম্ভবত ইহা ছিল কেবল তাঁহার অভিপ্রায়ের ঘোষণা এবং তাৎক্ষণিকভাবে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই। ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে পারস্য সরকার কর্তৃক ইহাদের অবলুপ্তি সাধনের পেশকৃত দাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই দাবীর সহিত সম্পর্কহীন কিছু কারণ দর্শাইয়া প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করা হয় নাই। তথাপি ২৬ জুন, ১৯১৯ সনে সোভিয়েত সরকারের সহিত রুশ বাণিজ্য কর্তৃত্বের অবলুপ্তির ব্যাপারে কতিপয় নোট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তী বৎসর ১ জুন চীনের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহাতে কোনও বহির্দেশীয় ব্যবস্থা ছিল না, যাহা পারস্য সরকারের চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা প্রদর্শন করে। ১৯২১ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারী একই বৎসর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন নূতন পারস্য সরকারের সহিত সোভিয়েত সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটি ছিল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ অবলুপ্তির পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনুচ্ছেদ ১-এর ঘোষণামতে জার-শাসিত রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। অনুচ্ছেদ ১৬, ২৬ জুন, ১৯১৯-এর স্মারকলিপি অনুযায়ী রুশ নাগরিকগণের উপর বাণিজ্যদূতের কর্তৃত্ব বিলোপের কথা পুনর্ব্যক্ত করে এবং ঘোষণা করে যে, পারস্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে পারস্যের নাগরিকগণ উক্ত দেশসমূহে স্থানীয় নাগরিকগণের সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং স্থানীয় আদালতের বিচার ইখতিয়ারভুক্ত থাকিবে (পাঠ দ্র. Aitchison পৃ. গ্র., ৮৬-৯৬; আরো দ্র. Matine Daftary, পৃ. গ্র., ১৫১-৩)।

রিদা খানের নেতৃত্বে (যিনি ১৯২৫ খৃ. রিদা শাহরূপে অধিষ্ঠিত হন) পারস্য সরকার এই সময় এক শক্তিশালী প্রচেষ্টার মাধ্যমে আধুনিকতা অবলম্বনে মনোযোগী হন। এই পরিকল্পনার অন্যতম বিষয় ছিল দেওয়ানী, বাণিজ্য ও ফৌজদারী দণ্ডবিধিসমূহ প্রণয়ন, এই সকল নূতন আইন কার্যকর করার জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি সাধন। বাণিজ্যিক নীতিমালা তিন খণ্ডে ১৯২৫ সনের ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল ও জুন মাসে প্রণয়ন করা হয় এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয় ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে। ১৯২৭ খৃ. সরকারের পুনর্গঠনের পর সকল বিচার বিভাগীয় আদালত বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং নূতন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব দাভার-কে বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিলসমূহ প্রণয়নের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এই কার্যের জন্য নিয়োজিত ও গঠিত কমিশনের প্রথম সভায় ১৯২৭ সনের ২৬ এপ্রিল রিদা শাহ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি সাধনে তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করেন (Matine-Daftary, পৃ. গ্র., পৃ. ১৮০-২১০)। ইহার পর পরই মন্ত্রীসভার সভাপতি, মুসতাওফী আল-মামালিক ৩০ এপ্রিল জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন, সরকার তাহার কার্যক্রমে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি সাধন অন্তর্ভুক্ত করিবেন (ঐ, ২১১)। একই বৎসরের শেষ দিকে দেওয়ানী কার্যবিধি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯২৮ সনের ১০ মে এই কমিশন অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করে। একই দিন অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরিত স্মারক- লিপিতে সকল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণযুক্ত চুক্তির নিন্দা করেন এবং ইহা ঘোষণা করেন যে, এই সকল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাবলী ১৯২৮ সনের ১০মে হইতে কার্যকর থাকিবে না এবং যে সকল রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকারে অনুরূপ সুবিধা ভোগ করে তাহারাও ১৯২৮ সনের ১০ মে হইতে উক্ত সুবিধাবলী হইতে বঞ্চিত হইবে। ১২ শাহরিভার ১৩০৬/৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ (ঐ, ২২২-৫) তারিখে প্রণীত আইনে কারগুযারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সকল প্রাদেশিক আদালত বাতিল ঘোষণা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য

৪. আধুনিক মিসর ঃ মিসরকে যথাসম্ভব শীঘ্র আধুনিকীকরণ ও য়ুরোপীয়করণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ 'আলী ও তাঁহার পরবর্তী শাসকগণ, বিশেষত সা'ঈদ ও ইসমা'ঈল মিসরে বিদেশিগণকে আকৃষ্ট করিতে এবং তথায় তাহাদের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় উৎসাহ প্রদানে আগ্রহী ছিলেন। উপরন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁহারা য়ুরোপীয় শক্তিসমূহকে সর্বদা সন্তুষ্ট

রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। ফলে তাঁহারা বিদেশী নাগরিকগণের প্রাপ্য সুবিধাবলী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের পাঠসমূহে যাহা বর্ণিত তাঁহার বাহিরেও অতিরিক্ত সুবিধা দানে সম্মত হন। 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় মিসরে এই সকল বিশেষ সুবিধা ব্যবহারিক দিক হইতে অনেক ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

(ক) মিসরে বিদেশী নাগরিকগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী

(১) করারোপ ঃ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অর্থবিষয়ক ধারাসমূহ মূলত পশ্চিম য়ূরোপীয় বণিকগোষ্ঠীকে জিয়্‌য়া ও অন্যান্য গুরুভার কর হইতে অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মিসরে ইহার নূতন ব্যাখ্যা দান করা হয় এবং বলা হয়, ইহা হইতেছে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাপ্রাপ্ত দেশসমূহের নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজ সরকারের পূর্ণ সম্মতি ব্যতীত কোনরূপ কর আরোপের মিসরীয় সরকারের ক্ষমতার অবলুপ্তি। এই আইনের কেবল একটি ব্যতিক্রম ছিল, ভূমি কর প্রদানের দায়িত্ব বিদেশী নাগরিকরা নিশ্চুপভাবে গ্রহণ করে এবং তাহাদের বিবেচনায় ইহা ছিল জমির মালিকানা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় একটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থামাত্র। মিসরে জমির মালিকানা লাভ সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাটি ১৮৬৭ খৃ. আইনের মাধ্যমে 'উছমানী সাম্রাজ্যে প্রচলিত হওয়ার বহু পূর্বেই বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এই একটি মাত্র কর প্রদানের ক্ষেত্রে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয় (তু. G. Baer, A history of landownership in modern Egypt. লন্ডন ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৬৫-৬)। বিদেশী নাগরিকগণের উপর আরোপিত অপর সকল কর য়ূরোপীয় শক্তিসমূহের সুস্পষ্ট সম্মতি সাপেক্ষে ধার্য হইত। শুল্ক হার নিয়ন্ত্রিত হইতে বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের মাধ্যমে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। ১৮৮৫ সালের ১৭ মার্চ লন্ডনে ছয়টি প্রধান য়ূরোপীয় শক্তির স্বাক্ষরিত সম্মেলনে ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চের গৃহকর সম্পর্কিত ডিক্রি গৃহীত হয় (কর নিরূপণ কমিশনে বিদেশিগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে গৃহীত কতিপয় পরিবর্তনসহ)। ১৮৯০ খৃ. য়ূরোপীয় শক্তিসমূহ স্বীকার করে যে, নব প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার পৌর কর্তৃপক্ষ বিদেশী নাগরিকগণের উপর পৌর কর ধার্যকরণ ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৩০ খৃ. পাহারাদারগণের বেতন প্রদানের জন্য নগর এলাকার সম্পত্তিসমূহের উপর অতিরিক্ত কর ধার্যকরণ স্বীকৃত হয়। একইভাবে ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে মোটর গাড়ীর উপর কর ও অপর কতিপয় ক্ষুদ্র কর সম্পর্কে তাহারা স্বীকৃতি দান করে। তবে ১৯৩৭ খৃ. শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শক্তিসমূহ মিসরে বহু প্রকার কর আরোপে বাধা প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে আয়করও ছিল।

(২) শুল্ক ঃ মিসরের খেদীভকে বাণিজ্যিক সমঝোতা সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদানের পূর্বে (১৮৬৭ খৃ. ও পুনরায় ১৮৭৩ খৃ.) 'উছমানী সাম্রাজ্য ও মিসরের মধ্যে শুল্ক ব্যবস্থার কোনও তারতম্য ছিল না। উক্ত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে মিসরীয় বাণিজ্যিক প্রথাসমূহ য়ূরোপীয় রাষ্ট্রের বণিকগণের জন্য 'উছমানী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাবলীর তুলনায় অধিক সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু ১৯০২ খৃ. ফ্রান্স আমদানী শুল্ক হার মূল্য ভিত্তিতে ৮ শতাংশ হ্রাস করাইতে সক্ষম হয় এবং সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের ধারার ব্যবহারের ফলে এই শুল্ক হার মিসরের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছে তেমন অপর সকল রাষ্ট্রের জন্য স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের পর হইতে সম্পাদিত সকল চুক্তি একের পর এক কার্যকারিতা হারাইতে থাকে। তবে এই সকল চুক্তির শেষটির কার্যকারিতার শেষ সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত শুল্ক হার পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। শেষ চুক্তিটি ছিল ১৯৩০ খৃ. কার্যকারিতা অবলুপ্তিপ্রাপ্ত মিসর-ইতালী চুক্তি। একই বৎসর ১৭ ফেব্রুয়ারী মিসর নূতন একটি শুল্ক বিধি প্রণয়ন করে। ইহার লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও সদ্য গঠিত স্থানীয় শিল্পকে কিছু মাত্রায় সংরক্ষণ প্রদান করা।

(৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঃ দুইটি বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মিসরে বিদেশী নাগরিকগণ 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে অধিকতর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিত। প্রথমত, কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট ও পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন গির্জা নির্মাণ বা মেরামত করা যাইবে না, এই 'উছমানী বিধি মিসরে কোনও সময় বলবৎ করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ১৮৪৪ ও ১৮৬৯ খৃ. জারিকৃত বিদেশী নাগরিকগণের স্বাধীনতার উপর 'উছমানী নিয়ন্ত্রণ মিসরীয় ব্যবস্থাপনায় কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরে আগমনকারী ভ্রমণকারিগণকে সাধারণভাবে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ কখনও ছাড়পত্রের জন্য হয়রান করিতেন না অথবা তাহাদের ভ্রমণকালে তাযকিরা [দ্র.] বহন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

(৪) স্থায়ী নিবাসের অলংঘনীয়তা ঃ স্থায়ী নিবাসের অলঙ্ঘনীয়তার নীতি মিসরে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে প্রসার লাভ করে এবং যে কোনও ব্যবসায়ের স্থান এই নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তুরস্কে পোতাশ্রয়ে আগমনকারী সকল জাহাজ শুল্ক বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করিতেন এবং সকল মাল খালাস হওয়া পর্যন্ত জাহাজে তাহাদের কর্মকর্তা বহাল রাখিতেন। অপরপক্ষে মিসরে তাহারা কেবল মাল খালাস পরিদর্শন করিতে পারিতেন এবং কোনও বেআইনী পণ্য কেবল তীরে পৌঁছাইবার পর বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন। জাহাজ তল্লাশীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অব্যাহতির এই অধিকার, এমন কি মাছ ধরা জাহাজের ক্ষেত্রেও দাবী করা হয়। এই সকল মৎস্য শিকারী জাহাজের মালিক ছিল মাল্টাবাসী, গ্রীক ও ইতালীয়গণ। ১৮৬৮ ও ১৮৭৪ খৃ. তুর্কী সুলতান ও বহিঃশক্তিসমূহের মধ্যে স্বীকৃত এই সকল সুবিধা সংকোচন মিসরের জন্য প্রযোজ্য ছিল না এবং কেবল ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে মিসর ও বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে মিসর শেষ পর্যন্ত বেআইনী মালামাল সন্ধানের জন্য জাহাজসমূহ তল্লাশী করার বাস্তব অধিকার লাভ করে।

(৫) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত অব্যাহতি ঃ যদিও তুরস্কে তান্‌জীমাত আইনসমূহ, যেমন সংবাদ সংক্রান্ত আইন, বিদেশী নাগরিকগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল (Scott, ১ পৃ. 198), মিসরে স্থানীয় আইন হইতে বিদেশীদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি ছিল। য়ূরোপীয় শক্তিসমূহের সুস্পষ্ট সম্মতি প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কোন মিসরীয় আইনই বিদেশী নাগরিকগণের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারিত না। এই নীতির ফলে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা বারবার নস্যাৎ হয় (উদাহরণ, সা'ঈদ-এর প্রস্তাবিত পুলিস বিধি; পৌর এলাকাসমূহের উন্নতিতে ইহার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে দ্র. G. Baer, The beginnings of municipal government in Egypt, in Middle Eastern Studies, ৪/২ জানুয়ারী ১৯৬৮)।

(৬) ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের পূর্বে আইনগত অধিকার ঃ আইনের স্থানিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের রূপ লাভ মিসরেই সর্বাপেক্ষা চরম রূপ প্রাপ্ত হয়। ধীরে ধীরে "actor sequitur forumrei" এই প্রবচনটি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যত্র বিদ্যমান কেবল বিভিন্ন জাতীয়তার ব্যক্তি জড়িত মামলাসমূহ ছাড়াও বিবাদীর আদালত সকল মামলার ক্ষেত্রে আইনগত অধিকার লাভ করে।

ফলে বাণিজ্যদূতের আদালতসমূহ তাহাদের কোন নাগরিক অথবা এমন কি আশ্রিত ব্যক্তি জড়িত যে কোন ফৌজদারী, বাণিজ্যিক বা দেওয়ানী মামলায় তাহাদের আইনগত অধিকার দাবী করে। উপরন্তু তুরস্কে না হইলেও মিসরে, বিভিন্ন জাতীয়তার নাগরিক জড়িত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল মামলার বিচার বিবাদী র নিজ দেশীয় বাণিজ্যদূতের আদালতে হইত। বাণিজ্যদূতগণ সাধারণত তাহার নিজ দেশের আইন প্রয়োগ করিতেন। কোনরূপ আপীলের ক্ষেত্রে তাহা বিবাদীর স্বদেশীয় আদালতে প্রেরণ করা হইত এবং ফৌজদারী মামলাসমূহে বাণিজ্যদূতের প্রদত্ত বিচারের রায়ের কার্যকারণের জন্য প্রায়ই বিদেশী অপরাধীকে তাহার স্বদেশে প্রেরণ করা হইত।

মিসরে বিদেশীদের প্রাপ্ত সুবিধাবলীর বিস্তার লাভের উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও মিসর ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যত্র বিদ্যমান পার্থক্য একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের শর্ত অনুযায়ী কোনও বিদেশী নাগরিক ও 'উছমানী প্রজার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অর্থের অধিক মূল্যবান বিশিষ্ট বিচারসমূহ রাজকীয় দীওয়ানে বিচার করা হইবে। যেহেতু মিসর হইতে ইস্তাম্বুলের ভ্রমণ ছিল সুদীর্ঘ ও ব্যয়সাধ্য, সাধারণভাবে তাই বিবাদীর আদালতে মামলা দায়ের করাই ছিল শ্রেয়তর (বারাকাত, পৃ.১৭৩)।

(খ) বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি-সমূহের অবলুপ্তি

(১) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মিশ্র আদালতসমূহ ঃ বিভিন্ন জাতীয়তার ব্যক্তি জড়িত সকল মামলার বিচার কার্যে এবং যে সমস্ত মামলার বাদী পক্ষ মিসরীয় তাহাতে বিচারকের সারিতে মিসরীয় প্রতিনিধিত্ব আনয়নের জন্য একটি সম্মিলিত বিচার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের প্রচেষ্টা তুরস্কের পূর্বে মিসরে বলবৎ করার চেষ্টা করা হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে মুহ'াম্মাদ 'আলীর প্রতিনিধি প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মুহ'াম্মাদ আল মাহ'রূকীর সভাপতিত্বে একটি মিশ্র বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয় (F. Mengin, Histoire de; l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed Aly, প্যারিস ১৮২৩ খৃ., ২খ, ৪৪১; ১২৪৩/১৮২৭-৮ সালের জন্য দ্র. আমীন সামী, তাক'বীমুন- নীল, কায়রো ১৯২৮ খৃ., ২খ, ৩৩৩)। দীর্ঘ সময়ের নিষ্ক্রিয়তার পর আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে মিশ্র বাণিজ্যিক আদালতসমূহ পুনর্গঠিত হয় এবং ১৮৬১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এই নির্দেশ অনুযায়ী একজন মিসরীয় সভাপতি এবং মিসরীয় ও বিদেশী প্রতিনিধিত্বশীল সভ্যগণের নিয়োগ ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। তবে এই সকল আদালত কখনই কার্যকরভাবে কর্মক্ষম ছিল না। কারণ যে সমস্ত মামলায় বিদেশিগণ বিবাদী থাকিত সেই সমস্ত মামলায় তাহারা এই আদালতের যোগ্যতা স্বীকার করিত না এবং কেবল বাদী হিসাবেই তাহারা এই সকল আদালতের শরণাপন্ন হইত; (Stoddart হইতে Aberdeen ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৪৫, Public Record Office, লন্ডন, F.O. ৭৮/৬২৪ ও বাণিজ্যদূত Green-এর রিপোর্ট, ২ এপ্রিল ১৮৫৬. F.O. ৭৮/১২২২)।

(২) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার ঃ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এক রিপোর্টে তৎকালীন মিসরীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী নূবার পাশা মিশ্র আদালত গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবিত এই সকল আদালত বিদেশী ব্যক্তি জড়িত সকল মামলা—দেওয়ানী, ফৌজদারী বা বাণিজ্যিক মামলায় ইখতিয়ার প্রাপ্ত থাকিবে। সুদীর্ঘ আলোচনার পর নূবার পাশা তাঁহার মূল পরিকল্পনা সংকোচন করিতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭৫ খৃ. Reglement d. Organisation Judiciaire পাস করা হয়। ১৮৭৬ খৃ. এই Reglement-এর অধীনে গঠিত আদালতসমূহের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই সকল আদালতের ইখতিয়ার ছিল বিভিন্ন জাতীয়তার বিদেশী নাগরিকগণের মধ্যে এবং মিসরীয় ও বিদেশিগণের মধ্যে সংঘটিত সকল দেওয়ানী ও বাণিজ্যিক মামলা। ইহাদের ক্ষমতা একই জাতীয়তার সকল বিদেশিগণের মধ্যে মিসরে অবস্থিত জমি সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমা ও এমনকি মিসরীয় কোন ব্যক্তি ও কোন মিসরীয় সংস্থার মধ্যে সৃষ্ট মোকদ্দমা, বিশেষত যে সমস্ত সংস্থায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বর্তমান ছিল (তথাকথিত মিশ্র স্বার্থ) তাহাদের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে মিশ্র আদালতসমূহ বিদেশী নাগরিকগণকে কেবল পুলিসী অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিল। এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মিসরীয় এক পাউন্ড জরিমানা অথবা এক সপ্তাহের কারাবাস। ইহা ছাড়াও মিশ্র আদালত প্রত্যক্ষভাবে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিল। ইহা ভিন্ন বিদেশিগণ কর্তৃক সংঘটিত সকল অপরাধের বিচার বাণিজ্যদূতের আদালতে নিষ্পত্তি হইত এবং এই আদালত বিদেশিগণের ব্যক্তিগত মর্যাদার ব্যাপারে এবং একই জাতীয়তার ব্যক্তিদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ব্যতীত অন্যান্য দেওয়ানী মামলার ব্যাপারে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ছিল।

মিশ্র আদালতের বিদেশী বিচারকগণ মিসরীয় সরকার কর্তৃক উক্ত বিচারকগণের নিজ দেশীয় বিচার বিভাগীয় মন্ত্রিগণের সহিত আলোচনার পর নিয়োজিত হইতেন এবং মিসরীয় বিচারকগণের সংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইত। তিনটি জেলা আদালত ও একটি আপীল আদালতের গঠন ছিল নিম্নরূপ (১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী) ঃ

	মিসরীয় বিচারক	বিদেশী বিচারক
আপীল আদালত, আলেকজান্দ্রিয়া	৬	১০
জেলা আদালত, কায়রো	৮	১৭
জেলা আদালত, আলেকজান্দ্রিয়া	৬	১০
জেলা আদালত, মানসূ'রা	৩	৭
মোট =	২৩	৪৪

যেহেতু মিশ্র আদালতসমূহ সকল রাষ্ট্রের নাগরিকগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, ইহাদের প্রতিষ্ঠার ফলে শর্তাধীনে সমর্পণহীন দেশের নাগরিকগণের জন্যও নূতন সুবিধাবলী প্রসারিত করিতে হইয়াছিল।

মিশ্র আদালত মিশ্রিত আইনের ভিত্তিতে বিচার পরিচালনা করিত এবং এই আইনের ভিত্তি ছিল ফরাসী আইন ও নেপোলিয়নীয় নীতিমালা। যেহেতু এই নীতিমালা পনেরটি সরকারের সর্বসম্মত সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না, ১৯১১ খৃ. তাই একটি আইনসভা প্রতিষ্ঠিত করা হয় যাহার সংযুক্তি ও পরিবর্তন সাধনের অনুমোদন দানের যোগ্যতা ছিল (তবে বিদেশী নাগরিকগণের অর্থনৈতিক অব্যাহতির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন ব্যবস্থা অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল না)।

(৩) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের ও বিদেশী নাগরিকদের বিশেষ ইখতিয়ারসমূহের অবলুপ্তি ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কী সরকার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের লুসান চুক্তির ২৮ নং অনুচ্ছেদে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসম্পন্ন শক্তিসমূহের স্বীকৃতি লাভ করে। এই চুক্তি মিসরের জন্য প্রযোজ্য হয় নাই। কারণ মিসরে তুর্কী আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব ১৯১৪ খৃ. মিসরকে একটি ব্রিটিশ আশ্রিত রাষ্ট্রের মর্যাদা দানের

মাধ্যমে সমাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে তুরস্ক লুজান (Lausanne) চুক্তির ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫ নভেম্বর ১৯১৪ হইতে তাহার পূর্ব অধিকার ত্যাগ করে। তবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা স্থির হয় যে, শীঘ্র শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ অবলুপ্ত করা হইবে, মিসর আইন প্রণয়নের সর্বময় স্বাধীনতা লাভ করিবে (অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নসহ) এবং একটি ক্রান্তিকালীন সময়ের পর বাণিজ্যদূতের আদালতের ক্ষমতাবলী হস্তান্তরের মাধ্যমে মিশ্র আদালতসমূহের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হইবে।

ইহার ফলস্বরূপ মিসরীয় সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালের ১২ এপ্রিল Montreux-এ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সুবিধাসম্পন্ন শক্তিসমূহের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের শেষ বিধিটির মূল পাঠ ১৯৩৭ সালের ৮ মে স্বাক্ষরিত হয়। শর্তাধীনে সমর্পণ চুক্তিসমূহ অবলুপ্ত করা হয় এবং একই সঙ্গে বিদেশীদের ভোগকৃত আইনগত ও অর্থনৈতিক অব্যাহতিসমূহ অবলুপ্ত হয়। ১২ বৎসরব্যাপী ক্রান্তিকালীন সময়ে (১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত) ফৌজদারী ইখতিয়ার ও বাণিজ্যদূতের আদালত দ্বারা তখনও ব্যবহৃত অন্য দেওয়ানী ইখতিয়ারসমূহ মিশ্র আদালতে হস্তান্তর করা হয় এবং বাণিজ্যদূত কেবল ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রসঙ্গে ইখতিয়ার সংরক্ষণ করেন। সাধারণভাবে মিশ্র আদালতের ইখতিয়ারভুক্ত বিদেশী নাগরিকগণ স্থানীয় আদালতে বিচার প্রার্থনার অনুমতি লাভ করে। জেলা আদালতসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সকল শূন্য পদ মিসরীয় বিচারক দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং প্রথমবারের মত মিসরীয় নাগরিকগণকে এই সকল আদালতের সভাপতি পদে অধিষ্ঠানের অনুমতি দান করা হয়। বিচারের রায় একটি য়ুরোপীয় ভাষা ছাড়াও 'আরবীতে প্রদান করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর মিশ্র আদালত ও বাণিজ্যদূতের আদালত বাতিল ঘোষণা করা হয়, সকল বিচার বিভাগীয় ইখতিয়ার জাতীয় আদালতে সমর্পিত হয় এবং আইন বিধিসমূহ পর্যালোচনা ও একীভূত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Pelissie du Rausas, Le regime des capitulations dans l'empire ottoman, প্যারিস ১৯০৫ খৃ., ২খ, ১৭৭ প., l'Egypte.; (2) J. H. Scott. The law affecting foreigners in Egypt, এডিনবার্গ ১৯০৭ খৃ.; (৩) M. Bahi ed Dine Barakat, Des privileges et immunites dont jouissent les etrangers en Egypte vis-a-vis des autorites locales, প্যারিস ১৯১২ খৃ.; (৪) মুহাম্মাদ আবদুল বারী, আল-ইমতিয়াযাতু'ল-আজনাবিয়া, কায়রো ১৯৩০ খৃ.; (৫) Le Groupe d'Etudes de l'Ilsam, L'Egypte independante, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ১১১-২৪৬; (৬) H. Beeley, in survey of International Affairs 1937, লন্ডন, ১৯৩৮ খৃ., ১খ, ৫৮১-৬০৫; (৭) Documents on International Affairs 1937, লন্ডন ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫৩৩-৫৩ (৮) J. Y. Brinton, The Mixed Courts of Egypt, সংশোধিত সংস্করণ, নিউ হ্যাভেন ১৯৬৮খৃ.।

G. Baer(E.I.[2]) আবদুল বাসেত

ইমদাদুল হক, কাজী (قاضی إمداد الحق) ঃ কাদী ইমদাদুল হ'ক্ক) খানবাহাদুর, শিক্ষাবিদ, বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী। জন্ম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর খুলনা জেলার গদাইপুর গ্রামে। পিতার নাম কাজী আতাউল হক। পিতা ছিলেন নামকরা আইন ব্যবসায়ী।

কাজী ইমদাদুল হক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলা স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে এফ. এ. এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাস্টার ডিগ্রী লাভের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগে এবং একই সঙ্গে আইন ডিগ্রী লাভের জন্য তিনি বি. এল. ক্লাসেও ভর্তি হন। যথাসময়ে তিনি উভয় ডিগ্রীই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করিবার পর তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার ছিল খুবই আকর্ষণ। চাকুরীতে থাকা কালেই তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বি. টি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কাজী ইমদাদুল হক চাকুরী জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষা বিভাগে অতিবাহিত করেন। তিনি কলিকাতা ও ঢাকা মাদরাসায় শিক্ষকতা করা ছাড়াও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময়ে তিনি ঢাকার বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এ্যান্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন-এর সেক্রেটারী ছিলেন। চাকুরী ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁহাকে প্রথমে খান সাহেব ও পরে খান বাহাদুর উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

চাকুরীর পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বৃটিশশাসিত এই দেশের গণজাগরণের জন্য প্রয়োজন মুসলিম সমাজের অশিক্ষাপ্রসূত কুসংস্কারগুলির মূলোৎপাটন। তাই তিনি তাঁহার সাহিত্য চর্চাকে মূলত সেই দিকেই পরিচালিত করেন। ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উপরও তিনি সাহিত্য রচনা করেন।

সাহিত্য চর্চায় কাজী ইমদাদুল হক বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছেন। শিশু সাহিত্যেও তাঁহার অবদান রহিয়াছে। বেশ কিছু পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও মাত্র একখানি উপন্যাসের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপন্যাসের নাম 'আবদুল্লাহ'। আবদুল্লাহ উপন্যাসখানি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি তদানীন্তন বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সার্থকতার সহিত তুলিয়া ধরেন। সেকালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার ফলে যে নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত হইতেছিল তাহারই একটি প্রতিচ্ছবি অংকিত হইয়াছে এই উপন্যাসে। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে এই গ্রন্থখানি সকল মহলের প্রশংসা লাভ করে।

কাজী ইমদাদুল হক শিশু কিশোরদের মনে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করিবার লক্ষ্যে নবী কাহিনী নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে হযরত আদাম (আ) হইতে হযরত 'ঈসা ('আ) পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নবীর জীবন কাহিনী বিধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা হইলেও ইহা বয়স্ক পাঠকদেরকেও আকৃষ্ট করে।

শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁহার রচিত 'খুতখুতে', 'সীসার মূল্য', 'সু আর কু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির

মূল উপজীব্য বিষয় মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী নৈতিক শিক্ষা। তিনি তাঁহার অধিকাংশ রচনাতেই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটাইতে সচেষ্ট ছিলেন। 'বাগদাদী গল্প' নামে তাঁহার অন্য একটি মজার গল্পসমৃদ্ধ পুস্তক রহিয়াছে। এই গ্রন্থে কাজী ইমদাদুল হক বাগদাদ নগরীর কিছু ইসলামী ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ঘটনা গল্পের আঙ্গিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। তিনি 'প্রবন্ধমালা' নামে একখানি মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তাঁহার রচিত মূল্যবান কিছু প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রবন্ধসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলঃ মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা, আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার, সুলতান সালাহুদ-দীন, আবদুর রহমানের কীর্তি, ক্রুসেড, আল-হামরা প্রভৃতি। সব প্রবন্ধই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত এবং তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণে তিনি একজন শক্তিশালী অগ্রদূত হিসাবে সাহিত্যাঙ্গনে আপন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বকীয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। মুসলিম বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় চিত্রিত হইয়াছে তাঁহার বেশ কয়েকটি গল্পে। কাজী ইমদাদুল হক প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিয়া খ্যাত হইলেও তিনি সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিলেন কবি হিসাবে। তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম 'আঁখিজল'। এই কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহার ছাত্র জীবনে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময় তাঁহার অন্য একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির নাম 'লতিফা'।

কাজী ইমদাদুল হক শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করিয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বেশ কিছু সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। যেমন ঐতিহাসিক পাঠ ১ম ভাগ, ঐতিহাসিক পাঠ ২য় ভাগ, ভূগোল শিক্ষা প্রণালী ১ম ভাগ, ভূগোল শিক্ষা প্রণালী ২য় ভাগ, সরল সাহিত্য, প্রাথমিক জ্যামিতি প্রভৃতি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কাজী ইমদাদুল হকের অবদান কম নহে। বাংলা ১৩২৭/১৯২০ খৃ. সালে তিনি 'শিক্ষক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাটির নামকরণের মধ্যেই ইহার উদ্দেশ্য- লক্ষ্য সুস্পষ্ট। 'শিক্ষক' পত্রিকাটি তৎকালীন মুসলিম যুব সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি নামে একটি সমিতিও গড়িয়া তোলেন। সেকালে মুসলমানদের পুনর্জাগণের ক্ষেত্রে এই সমিতির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

কাজী ইমদাদুল হক মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইনতিকাল করেন। কাজী সাহেবের গ্রন্থাবলী বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮ খৃ.; (২) মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রতন পাবলিশার্স, ঢাকা, তৃতীয় সং. ১৯৮১ খৃ.; (৩) এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৭৬ খৃ.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ১ম সং, পৃ. ৫৫।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

ইমদাদুল্লাহ (হ'জ্জী) (حاجي إمداد الله) ঃ (র) মুহাজিরে মাক্কী আল-হিন্দী ইবন মুহাম্মাদ আমীন আল ফারূকী, তৎকালীন ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত ধর্মীয় মনীষীর মুর্শিদ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক [তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ কাসিম নানাওতাবী, তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ফাকীহ, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত গাঙ্গোহ অধিবাসী রাশীদ আহমাদ আনসারী (মৃ. ১৩২৩/১৯০৫) ও আশরাফ 'আলী থানাবী (দ্র.) অন্যতম]। তিনি ১২৩১/১৮১৫ সনে সাহারানপুর জেলার নানাওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন এবং ফারসী, 'আরবী, ব্যাকরণ ও আইনশাস্ত্রে বেশ শিক্ষিত ছিলেন; তবে গতানুগতিক অর্থে বিখ্যাত 'আলিমরূপে পরিচিতি ছিলেন না। তিনি তাঁহার যৌবনকাল তাসাওউফ-এর উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার নিজ শহর থানা ভবন (মুযাফফার নগর হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে)-এর একটি মসজিদে নিজেকে শায়খরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন যাহা পরবর্তীকালে তৎপ্রবর্তিত তারীক'ার কেন্দ্রস্থল খানকাহ-ই ইমদাদিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৫৭ খৃ. কতিপয় স্থানীয় লোক প্রতিহিংসা বশে ইহা পোড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহা পুনর্নির্মিত হয় এবং কালক্রমে এখান হইতে আশরাফ 'আলী থানাবী-এর ন্যায় মহান ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে।

১২৬১/১৮৪৫ সালে তিনি প্রথম হজ্জ পালন করেন। তখন হইতে হ'জ্জী শব্দটি তাঁহার নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ১২৭৪/১৮৫৭ সালে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইমদাদুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গিগণও বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে থানা ভবন-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবদুর-রাহীম বিদ্রোহীদের সহিত সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। শহরে সামন্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা নিকটস্থ ছোট শহর শ্যামলী আক্রমণ করেন, কিন্তু ইংরেজগণ তাঁহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইমদাদুল্লাহ সুকৌশলে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হন কিন্তু বিদ্রোহের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেফতার হন। তবে তাঁহারা তেমন নির্যাতনের শিকার হন নাই। গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় হাজ্জী ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া যান (১২৭৬/১৮৬০) এবং সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। বহিরাগত লোক হওয়ার দরুন তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে উচ্চ মর্যাদা পান নাই এবং প্রথম কিছু দিন যাবত নিদারুণ অর্থ-কষ্টে কাটান। তিনি তাঁহার অন্যান্য কর্মসূচী ছাড়াও হারাম শারীফে জালালুদ্দীন রূমী (র)-এর মাছনাবীর উপর ভাষণ দিতেন। ক্রমান্বয়ে একজন সূফী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুদূর ভারতবর্ষ হইতে লোকজন বিশেষ করিয়া দেওবন্দের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সাগর পাড়ি দিয়া তাঁহার নিকট বায়'আত হওয়ার জন্য গিয়াছিলেন। আশরাফ 'আলী থানাবী (র) তাঁহাদের অন্যতম। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তথায় তিনটি বিবাহ করেন কিন্তু কাহারও গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই।

তাঁহার রচনাবলী ঃ (১) দি'য়াউল-কুলূব (ফার্সী ভাষায়,দিল্লী সং. ১৮৭৭ খৃ., ১২৮২/১৮৬৫ সালে চিশতিয়া (দ্র.) ত'রীক'ার আযকার ও আশগাল (যিক্‌র ও চর্চা) পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত; (২) গিযা-ই-রূহ (উর্দূ) শয়তানের ছলনার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক কৌতূহল উদ্দীপক কাহিনীসম্বলিত কবিতা; (৩) জিহাদ-ই আকবার, উর্দূ ভাষায় একটি দীর্ঘ কবিতা, ১২৬৮/১৮৫২ সালে কিতাল (যুদ্ধ)-এর বৈশিষ্ট্য ও পুরস্কার সম্পর্কে রচিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা ফার্সী ভাষায় লিখিত কয়েকটি বেনামী প্রবন্ধের অনুবাদ, যাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই তিনি জিহাদী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং অবশেষে শ্যামলিতে সামরিক অগ্রাভিযানে পরাজয় বরণ করেন; (৪) তুহফাতুল 'উশ্‌শাক' (ইহাও একটি উর্দূ মাছনাবী, রচনা কাল (১২৮১/১৮৬৪), আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আল-হাকীকা

ওয়াল-মাজায বিষয়ে রচিত; (৫) দারদ নামা-ই 'গামনাক, একটি উর্দূ কাব্য, এক পরিত্যক্ত প্রেমিকের সকরুণ বিলাপ; (৬) ইরশাদ-ই মুরশিদ (ইহাও একটি উর্দূ কাব্য, ১২৯৩/১৮৭৬ সালে রচিত), আধ্যাত্মিক রহস্যের অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার নৈতিক পরামর্শ ও নীতিবাক্য সম্বলিত; (৭) ওয়াহদাতুল-উজূদ (ফার্সীতে রচিত), ১২৯৯/১৮৮৩ সালে রচিত, একক অস্তিত্বের উপরে রচিত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, ইবনুল-'আরাবীর উপস্থাপিত আলোচনার অনুরূপ; (৮) ফায়সালা-ই হাফত মাস'আলা, সমসাময়িক কালের বিতর্কমূলক ৭টি বিষয় সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ, যেমন-সিমা', কবরের প্রশ্নোত্তর, পীর-বুযুর্গ ও সাধু জনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন ইত্যাদি, যেইগুলি তাঁহার আপন অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল; (৯) গুলযার-ই মা'রিফাত, আধ্যাত্মিক ও গুপ্ত রহস্যপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার ফার্সী ও উর্দূ কবিতার সংকলন; (১০) মাছনাবী গ্রন্থের ফার্সী হাশিয়া (পার্শ্বটীকা) (কানপুর সং, ১৩১৪-১৩২১/ ১৮৯৬-১৯০৩), লেখকের মৃত্যুর পরে আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়; (১১) মাকতূবাত-ই ইমদাদিয়া (সম্পা. আশরাফ 'আলী থানাবী, লাহোর ১৯৬৬ খৃ.), তাঁহার জীবনের শেষ দিকে মক্কা হইতে লেখা ৫০টি উর্দূ পত্রের সংকলন (সর্বশেষ পত্রের তারিখ ১৩১৭/১৮৯৯); (১২) মাক্তূবাত-ই ইমদাদিয়া, ফার্সী ভাষায় লিখিত ৬১টি পত্র, ইহা ইমদাদুল মুশতাক নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে (সম্পা. আশরাফ 'আলী থানাবী, লক্ষ্ণৌ ১৯১৫ খৃ.); (১৩) কুল্লিয়াত-ই ইমদাদিয়া, ইহা তাঁহার কবিতাবলীর একটি সঞ্চয়ন, ইহা ভারত ও পাকিস্তানে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে (সং. কানপুর, ১৩১৫/১৮৯৮, শাহকোট, জেলা শেয়খপুরা, তা. বি.)। এই সব রচনার অধিকাংশই কবিতায় লেখা, কিন্তু তিনি কখনও বড় কবি হওয়ার দাবী করেন নাই। মাছনাবীর হাশিয়া ব্যতীত তাঁহার এই সমুদয় রচনা ভারত ও পাকিস্তানে বহুবার ছাপা হইয়াছে।

৮৪ বৎসরের পরিণত বয়সে আধ্যাত্মিক জগতের মহান শিক্ষক হিসাবে বিশ্ব-নন্দিত এই মহান পুরুষ ১৩১৭/১৮৯৯ সালে মক্কায় ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিক আল-মা'লা গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এইখানেই মহানবী (স)-এর প্রথমা সহধর্মিনী খাদীজা (রা) ও চাচা আবূ তালিব-এর কবর বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশরাফ 'আলী থানাবী, ইমদাদুল-মুশতাক, থানাভবন ১৩৪৭/১৯২৯; (২) ঐ লেখক, কারামাত-ই ইমদাদিয়া, শাহকোট (জেলা, শেয়খপুরা) তা. বি.; (৩) ঐ লেখক, কামালাত-ই ইমদাদিয়া, শাহকোট, তা.বি.; (৪) ঐ লেখক, মাকতূবাত-ই ইমদাদিয়া, লাহোর ১৯৬৬ খৃ.; (৫) মুহ'াম্মাদ ইরতিদা খান ও মুহ'াম্মাদ আহসান নাগরামী, শামা'ইম-ই ইমদাদিয়া (নাফাহাত-ই মক্কিয়্যার উর্দূ অনু.) লখনৌ ১৮৯৭ খৃ.; (৬) আমীর শাহ খান, আমীরুর-রিওয়ায়াত, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব, আরওয়াহ-ই ছ'ালাছা শিরোনামে, দেওবান্দ তা. বি.; (৭) 'আশিক ইলাহী, তাযকিরাতুর-রাশীদ, ২ ও ৩খ, মীরাট ১৯০৫ খৃ.; (৮) মুহ'াম্মাদ আনওয়ারু'ল-হাসান আনওয়ার, হায়াত-ই ইমদাদ, করাচী ১৯৬৫ খৃ.; (৯) 'আযীযুর রাহমান, তাযকিরা-ই মাশাইখ-ই দেওবান্দ, করাচী ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৫৯-৯০; (১০) ইমদাদ সাবিরী, সীরাতই হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ, দিল্লী ১৯৫১ খৃ.; (১১) রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী, ইমদাদুস-সুলূক, ইহা রিসালা মাক্কিয়্যা নামক প্রবন্ধের ফার্সী অনুবাদ, শাহকোট তা. বি.; (১২) অজ্ঞাতনামা, হ'াজ্জী ইমদাদুল্লাহ, থানা ভবন তা. বি.; (১৩) হু'সায়ন আহ'মাদ মাদানী, নাক্‌শ-ই হ'ায়াত, দিল্লী ১৯৫৪ খৃ., ২খ, পৃ. ৪২-৫, ৫৩-৬৩; (১৪) মুযাফফার নগর জেলার গেজেটিয়ার; (১৫) রাহ'মান 'আলী, তাযকিরা-ই 'উলামাই হিন্দ, কানপুর ১৯১৪ খৃ., ২৮-৯; (১৬) আবদুল-হায়্যি আল-লাখনাবী, নুযহাতুল খাওয়াতি'র, হায়দরাবাদ (ভারত), ৮খ (পাণ্ডু.); (১৭) ইমদাদ স'াবিরী, ফারাঙ্গীয়ূন কা জাল, দিল্লী ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৭-১২; (১৮) নাযীর আহ'মাদ দেওবান্দী, তায'কিরাতুল 'আবিদীন ওয়া ইমদাদুল আরিফীন, দিল্লী ১৩৩৩/১৯১৫; (১৯) মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন ইব্‌ন বাখশিশ 'আলী, মাজহারু'ল-'উলামা ফী তারাজিমি'ল- 'উলামা ওয়া'ল কুমালা (১৩১৭/১৮৯৯ সালে রচিত) কাদিরিয়্যা মাদরাসা বাদাউন-এ সংরক্ষিত পাণ্ডু.; (২০) মুহ'াম্মাদ আয়্যুব কাদিরী (সম্পা.), মাকতূবাত হ'াদরাত হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, আল 'ইল্‌ম-এ, করাচী (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৪১-৯; (২১) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ মিয়া, 'উলামা-ই হাক্ক আওর উনকে মুজাহিদানাহ্ কারনামে, ১খ, দিল্লী তা. বি.; (২২) Storey, ১২খ, ১০৫৫, ১৩৪৫।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.²)/বোরহান উদ্দীন

'ইম্‌রান (عمران) ঃ হিব্রু 'আম্‌রাম, রূপান্তরিত 'আরবী নাম (তু. Horovitz, Koranische Untersuchungen 128)। উহা মুসলিম গ্রন্থকারদের লিখিত ইস্‌রাঈলী ইতিহাসে বর্ণিত দুই ব্যক্তির নাম। প্রথমটি বাইবেলে আছে কিন্তু কুরআনে নাই; দ্বিতীয়টি তাহার বিপরীত। প্রথম ব্যক্তি মূসা, হারূন ও মারয়াম (দ্র.)-এর পিতা যিনি কাহিছ (কোহাছ)-এর পুত্র, যিনি বাইবেলের বংশতালিকা অনুযায়ী লাবী (লেভি)-র পুত্র (Exodus, vi, 20), যাহা আল-য়া'কূবী অনুসরণ করিয়াছেন, ed. Houtsma, 31 (tr. G. Smit, Bijbel en legende, 39); আল-মাস'উদী, মুরূজ, i, 92, tr. Pellat, i, ss 85; অন্যেরা, উদাহরণস্বরূপঃ আত-তাবারী, ১খ., ৪৪৩ ও কিতাবু'ল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, iii, 81/83, 'ইমরান ও কাহিছের মধ্যস্থলে Yishar, যিনি বাইবেলের বর্ণনায় 'আমরাম (দ্র.)-এর ভ্রাতা ছিলেন, পিতা নহেন। Rabbinical উপাখ্যানে 'আমরাম-কে মিসরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা হইয়াছে। আল-কিসা'ঈর উপকথায় 'ইমরান ফির'আওনের উযীর ও দেহরক্ষী পদে উন্নীত হন। ফলে আল্লাহর অলৌকিক বিধানে মূসা ('আ) প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারী ফির'আওনের প্রাসাদে গর্ভস্থ হন। কুরআন (২৭ঃ ৭-৮ ও অন্যান্য আয়াত)-এর বর্ণনায় দেখা যায়, ফির'আওনের প্রাসাদে স্থান লাভের পূর্বেই মূসা ('আ) গর্ভস্থ ও ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন, ফির'আওন পরিবারের কেহ তাঁহাকে তুলিয়া প্রাসাদে আনয়ন করে এবং স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে ফির'আওন তাঁহাকে লালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে ফির'আওন কর্তৃক জারিকৃত ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তান হত্যার আদেশ হইতে তিনি রক্ষা পান।

দ্বিতীয় 'ইমরান (ঐতিহাসিকদের মতে মাছানের পুত্র) আল- কুরআনের ৩ঃ ৩৫ দৃষ্টে 'ঈসা ('আ)-এর মাতা মারয়ামের পিতা। খৃষ্টানগণ কুরআনে বর্ণিত বংশতালিকার সত্যতা অস্বীকার করেন (বিতর্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন R. Blachere, Le Coran, note to XIX, 29/28, Paris 1949, ii, 229-1957 ed., p. 331)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত বরাতগুলি ব্যতীত দ্র. (১) তাবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১৬খ, ৫০ প.; (২) ছা'লাবী, 'আরাইসু'ল-মাজালিস, কায়রো ১৩৭১/১৯৫১, ১০২, ১১৯; (৩) আল-কিসাঈ, কিসাসু'ল-আম্বিয়া', সম্পা. Eisenberg, ১৯৩-৫, ২০১; (৪) M. Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Paris ১৯৫৭ খৃ., নির্ঘন্ট Imran/Amran; (৫) য়াহূদী উপকথার জন্য দেখুন L.

Ginzberg, The Legends of the Jews, ii, ১৯১০ খৃ., ২৫৮-৬৫, ৫খ, ১৯২৫ খৃ., ৩৯০-৭।

(J. Eisenberg—[G. Vajda])
(E.I.[2])/শামসুর রহমান

'ইমরান ইব্ন 'ইসাম আদ-দাবা'ঈ (عمران بن عصام الضبعي) ঃ ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র তাঁহার পিতার এই নামই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম নূহ ইব্ন মাখালিদ অথবা মাখলাদ। তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি সাহাবী নহেন। তিনি বসরার কাদী (বিচারপতি) ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র আবূ জামরা নাসর, কাতাদা, আবু'ত-তায়্যাহ প্রমুখ রাবীগণ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-র সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার 'তা'রীখ' গ্রন্থে (৩/২খ, নং ২৮৩৭) ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৭।

মুহাম্মদ মূসা

'ইমরান ইব্ন 'উওয়ায়ম (عمران بن عويم) ঃ তাঁহার পিতার নাম 'উওয়ায়মির (عويمر) বলিয়াও উল্লেখ আছে। তিনি হুযায়ল গোত্রের লোক। তাবারানী 'উছমান ইব্ন সা'ঈদের সূত্রে ও ইব্ন মান্দা 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট দুইজন স্ত্রীলোককে হাযির করা হইল। তাহারা ছিল দুই সতীন এবং হুযায়ল গোত্রের হাম্ল ইব্ন মালিক ছিলেন তাহাদের স্বামী। তাহাদের এক সতীন অপর সতীনের গায়ে তাঁবুর খুঁটা নিক্ষেপ করে। ফলে তাহার গর্ভপাত হইয়া যায় এবং সে মৃত সন্তান প্রসব করে। খুঁটা নিক্ষেপকারিণী ছিল 'ইমরান ইব্ন 'উওয়ায়ম-এর ভগ্নী। তিনি তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে দিয়াত (দ্র.) পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমাকে কি এমন ব্যক্তির দিয়াত আদায় করিতে হইবে যে না পান করিয়াছে, না খাইয়াছে আর না চিৎকার করিয়াছে? তাহার প্রসূত সন্তানের কিসাস তো অর্থহীন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, জাহিলী যুগের কবিদের মত কবিতা আওড়াইলে চলিবে না। ইহার দিয়াত হিসাবে সন্তানের মাকে একটি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী দিতে হইবে।

'উছমান ইব্ন সা'ঈদ-এর বর্ণনায় আছে, দুই সতীনের একজন ছিল হুযায়ল গোত্রের নারী এবং অপরজন ছিল বানূ 'আমির গোত্রের নারী। হুযায়ল গোত্রের স্ত্রীলোকটি 'আমির গোত্রের স্ত্রীলোকটির উপর আঘাত হানে। এই বর্ণনায় ক্রীতদাসী শব্দের শেষে আরও আছে অথবা একটি ঘোড়া অথবা এক শত বিশটি ছাগল অথবা পাঁচ শত দিরহাম দিয়াত হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। এই বর্ণনায় 'ইমরান-এর পিতার নাম 'উওয়ায়মির উল্লেখ আছে। 'ইমরান বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! তাহার দুইটি পুত্র সন্তান আছে, তাহারা বংশের প্রভাবশালী লোক। তাহারাই তাহাদের মায়ের কৃত অপরাধের দিয়াত পরিশোধ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ না, তোমাকেই তোমার বোনের পক্ষ হইতে তাহার সতীনের দিয়াত পরিশোধ করিতে হইবে। তিনি পুনরায় বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! তাহার দিয়াত পরিশোধ করার মত সম্পদ আমার নাই। তিনি তাহাদের স্বামী ও নিহত সন্তানের পিতা হাম্ল ইব্ন মালিক-কে বলিলেন, তোমার হাতে হুযায়ল গোত্রের যেই যাকাত রহিয়াছে তাহা হইতে এক শত বিশটি ছাগল লইয়া যাও। হাম্ল এই সময় হুজায়ল গোত্রের যাকাত আদায় করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী ১২০টি ছাগল নিলেন।

আবূ বাক্র আল-হানাফীর সূত্রে তাবারানীর অপর বর্ণনায় আছে, হাম্ল ইব্ন মালিকের দুই স্ত্রী ছিল। তাহাদের একজন ছিল বানূ লিহয়ান গোত্রের নারী এবং অপরজন ছিল বানূ মু'আবিয়া গোত্রের নারী। মু'আবিয়া গোত্রের স্ত্রীলোকটি লিহয়ান গোত্রের স্ত্রীলোকটির উপর একটি পাথর তুলিয়া নিক্ষেপ করে। ফলে তাহার গর্ভপাত হইয়া যায় এবং সে একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করে। হাম্ল 'ইমরান ইব্ন 'উওয়ায়মিরকে বলিলেন, তুমি আমার স্ত্রীর দিয়াত পরিশোধ কর। কিন্তু তিনি দিয়াতের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি রায় দিলেনঃ 'আসাবা (দ্র.)-কে দিয়াত পরিশোধ করিতে হইবে। এই ঘটনাটির উল্লেখ হাদীছের প্রায় সব নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেই রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ ২৭-৮।

মুহাম্মদ মূসা

'ইমরান ইব্ন 'উমায়র (عمران بن عمير) ঃ (রা) একজন সাহাবী। 'আলী ইব্ন সা'ঈদ আল-'আসকারী তাঁহাকে একটি হাদীছের বর্ণনাকারী সাহাবীদের তালিকাভুক্ত রিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১ম সং মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, পৃ. ২৭।

মুহাম্মদ মূসা

'ইম্‌রান ইব্‌ন মূসা (عمران بن موسى) ঃ ইব্ন য়াহ্য়া ইব্ন খালিদ আল-বার্‌মাকী, 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূন-এর শাসনামলে (২১৮-২২৭/৮৩৩-৪২) সিন্ধু অঞ্চলের গভর্নর। খলীফা আল-মা'মূন (১৯৮-২১৮/৮১২-৩৩) গাস্সান ইব্ন 'আব্বাদ আল-কূফীকে ২১৩/৮২৮ সালে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং গাস্সান-এর সাহায্যকারীরূপে 'ইমরানের পিতা মূসা আল-বার্মাকী সিন্ধু আগমন করেন। মূসা সম্ভবত সপরিবারে সিন্ধু আগমন করেন এবং 'ইমরানও পিতার সঙ্গী হইয়াছিলেন। গাস্সান তিন বৎসর সিন্ধুর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ২১৬/৮৩১ সনে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করিলে খলীফা আল-মা'মূন তদস্থলে মূসা ইব্ন য়াহ্য়া আল-বার্মাকীকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন। মূসা যোগ্যতার সহিত পাঁচ বৎসর সিন্ধুর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ২২১/৮৩৫ সালে ইনতিকাল করিলে খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ 'ইমরান ইব্ন মূসাকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন। 'ইমরান তাঁহার পিতার সহিত ২১৩/৮২৮ সাল হইতেই সিন্ধুতে অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই সিন্ধুর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ জাঠ, কচ্ছ এলাকার শক্তিশালী মিদী গোত্র (Medes) ও স্থানীয় অন্যান্য মুসলিম বিরোধী যোদ্ধ সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণসমূহ তিনি যেভাবে প্রতিহত করেন তাহাতে তাঁহার দুর্জয় সাহসিকতা, রণনৈপুণ্য ও বিচক্ষণ কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা শক্তি জোরদার করিবার উদ্দেশে আল-বায়দা' (البيضاء) নামক একটি সুরক্ষিত সেনাশহর নির্মাণ করেন।

কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থান ও যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধার কারণে সিন্ধুর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় ক্ষমতালোভী কোন কোন দলীয় নেতা স্বাধীন শহর বা অঞ্চল গঠনের সুযোগ লাভ করে। বেলুচিস্তানের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত কান্দাবীল (قندابيل) নামক শহরে এই সময় মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-খালীল নামক জনৈক ব্যক্তি কেন্দ্রের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 'ইমরান আল-বারমাকী এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে প্রথমে মানসূরা আসিয়া শক্তি সংহত করেন এবং তথা হইতে কান্দাবীল গমন করেন। তিনি যুদ্ধে ইব্নু'ল-খালীলকে পরাভূত করিয়া শহর অধিকার করেন এবং তথাকার বিদ্রোহী সর্দারগণকে বন্দী করিয়া কুস্দার (قصدار) লইয়া আসেন। কুস্দার শহর কুয্দার (قزدار) নামেও অভিহিত, ইহা বেলুচিস্তানের কালাত স্টেটের বর্তমান খাস্দার। তৎকালে ইহা আফগানিস্তান, কির্মান ও ফারস অঞ্চলের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ বেলুচিস্তানের সমগ্র এলাকা সেই সময় কুসদার এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীদ বা মীদী (Medes) গোত্রের সঙ্গে এই অঞ্চল ও শহরের অধিকার লইয়া দীর্ঘকাল 'আরবদের সংগ্রাম চলে। 'ইমরান বারমাকী কুসদার শহরে সমাবেশ করিয়া মীদ সম্প্রদায়ের আগ্রাসন প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হন। এই যুদ্ধে তিন সহস্র মীদ নিহত হয়। এই স্থানে তিনি মীদের বাঁধ নামে একটি বাঁধও নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রূদ নদী (نهر الرود)-র তীরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া জাঠ সম্প্রদায়কে আনুগত্য স্বীকার ও জিয্য়া প্রদানের আহ্বান জানান। তাহারা বশ্যতা স্বীকার ও জিযয়া প্রদান করিলে তিনি জাঠ সর্দারগণসহ মীদ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান পরিচালনা করেন। 'ইমরান বারমাকী মীদদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য এবং সম্ভবত তাহাদেরকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিবার উদ্দেশে সমুদ্র হইতে একটি খাল খনন করিয়া তথাকার একটি খরস্রোতা নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। ফলে সেই অঞ্চল লোনা পানিতে প্লাবিত হইয়া যায়।

'ইমরান বারমাকী যখন সিন্ধু অঞ্চলে 'আরব শাসন সুদৃঢ় করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, তখন শী'আ ও সুন্নীদের তীব্র মতবিরোধ তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। ইরান ও য়ামানের শী'আ মতাবলম্বিগণ, বিশেষত ইসমা'ঈলীপন্থিগণ পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলে তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি ও শাসন ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সিন্ধুতে বসবাসকারী উত্তর 'আরবের নায্যারিয়্যা গোত্র সুন্নী ছিল, অপরদিকে য়ামানীগণ ছিল শী'আ। 'ইমরানের শাসনামলে শী'আদের কর্মতৎপরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই ধারণার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐতিহ্যগতভাবে বারামকীগণ শী'আদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন—এই সন্দেহ জনগণের মধ্যে প্রথম হইতেই যেন বদ্ধমূল ছিল। বাগদাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা হইতে বারমাকীগণের চিরবিদায়ের অন্যান্য কারণের ইহা ছিল অন্যতম। সিন্ধুর ঘটনা প্রবাহও অনুরূপভাবে 'ইমরানের আকস্মিক পতনের জন্য দায়ী। সুন্নী 'আরব, বিশেষত নাযযারিয়্যা গোত্রের জনগণ তখন সিন্ধুতে বসবাসকারী কুরায়শ বংশীয় নেতা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয আল-হাব্বারী (হোবারী?) [দ্র.]-এর নেতৃত্বে শীআ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হন। ফুতূহুল বুলদানের বর্ণনামতে শীআ মতানুসারী য়ামানীদের সমর্থক ইমরান আল-বারমাকী অসতর্ক অবস্থায় উমার ইব্ন আবদিল আযীয আল-কুরায়শী কর্তৃক নিহত হন। এই 'উমার আল-কুরায়শী (দ্র.) পরবর্তী কালে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ (২৩২-৪৭/ ৮৪৭-৬১)- এর শাসনামলে ২৪০/৮৬০ সালে সিন্ধুর শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ সিন্ধুর গভর্নর পদে 'ইমরানের পরে 'আনবাসা ইব্ন ইসহাক আদ-দাব্বী (عنبسة بن اسحاق الضبى)-কে নিযুক্ত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বালাযুরী, ফুতূহু'ল-বুলদান, সিন্ধু অধ্যায়, ইংরেজী অনুবাদ De Goeje, Leiden 1866; (২) শারীফ 'আবদু'ল- হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ১খ, ৫৭-৫৮; (৩) দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, আল-জামি'আতু'ল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ, হিন্দ ১৯৪৭ খৃ.; (৪) Kalich Beg, Fredun Beg, Eng. transl. of the Chach Nama, Karachi 1940; (৫) মীর মা'সূমী, তারীখ-ই সিন্দ্হ, সম্পা. দাউদ পোতা, পুনা ১৯৩৮ খৃ.; (৬) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুল্দান, সম্পা. Wustenfeld, Leipzig 1866; (৭) Cunningham, An Ancient Geography of India, ed. S. N. Majumdar, Patna 1924।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

'ইমরান ইব্ন শাহীন (عمران بن شاهين) ঃ সুবিখ্যাত দস্যু সরদারদের অন্যতম। এই দস্যু সরদারেরা বাতাইহ (দ্র.)-এর জলাভূমিতে অবস্থান করিত, সেখানে তাহারা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সেই স্থান হইতেই তাহারা বাগদাদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া চলিত এবং মাঝে মাঝে বাগদাদ কর্তৃপক্ষের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করিত। 'ইমরান ওয়াসিত ও বসরার মধ্যবর্তী একটি জায়গা আল-জামিদা-র বাসিন্দা ছিলেন। একটি অপরাধ সংঘটিত করিবার পর তিনি আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন এবং তখন হইতে দস্যুর জীবন যাপন করেন এবং যে স্থানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, দস্যুবৃত্তির জন্য তাহা বেশ উপযোগী ছিল। ইহার পর তিনি আবু'ল-কাসিম আল-বারীদীর সহিত (দ্র. আল-বারীদী) সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন, যিনি শত্রুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে জলাভূমি রক্ষা করার জন্য 'ইমরানকে কাজে লাগান। যেহেতু তাহার দস্যুদল বসরাগামী রাস্তার উপর হুমকি সৃষ্টি করিতেছিল, তাই বুওয়ায়হী বংশীয় আমীর মু'ইয্যু'দ-দাওলা তাহার বিরুদ্ধে কয়েক দফা সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। অবশ্য স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে এইসব আক্রমণ সফল হয় নাই এবং সরকারী সৈন্যরা স্বাভাবিক কারণে প্রলুব্ধ হইয়া এমন সব স্থানে প্রবেশ করে যে স্থান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত মু'ইয্যু'দ-দাওলা বাধ্য হইয়া সরকারীভাবেই 'ইমরানকে সেই এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহাও 'ইমরান ও তাহার দলবলকে দস্যুবৃত্তি হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে নাই, বরং মাঝে মধ্যেই তাহারা তাহাদের প্রলুব্ধ পেশায় লিপ্ত হইত। মু'ইয্যু'দ-দাওলা ও তাঁহার উত্তরসূরি বাখতিয়ার এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য পুনঃপুনঃ শক্তি প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাহাদের এই সকল প্রচেষ্টাও পূর্বের মত নিষ্ফল প্রমাণিত হয়, এমনকি বাখ্তিয়ার এক পর্যায়ে 'আদুদু'দ-দাওলা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য 'ইমরানের সাহায্য কামনা করেন। ৩৬৯/৯৭৯ সালে তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত এই জলাভূমির উপর তিনি তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র হুসায়নকে ইহার কর্তৃত্ব দিয়া যান। হুসায়নের সহিত 'আদুদু'দ-দাওলার একইরূপ সম্পর্ক থাকে যেইরূপ হুসায়নের পিতার সহিত তাঁহার পূর্বসূরীদের ছিল। যাহা হউক, ৩৭২/৯৮২-৮৩ সালে হুসায়ন তাঁহার ভ্রাতা আবু'ল-ফারাজ কর্তৃক নিহত হন। আবু'ল-ফারাজকেও পরবর্তী বৎসর একই ভাগ্য বরণ করিতে হয়। তাহাকে হত্যা করেন হাজিব আল- মুজাফ্ফার ইব্ন 'আলী (দ্র.) যিনি তাঁহার পিতার শাসনামলে

একজন সেনাপতি ছিলেন। অতঃপর আল-মুজাফ্ফার হুসায়নের এক নাবালক পুত্র আবু'ল-মা'আলীকে শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই তিনি বুওয়ায়হী বংশীয় আমীর সামসামু'দ-দাওলার স্বাক্ষর জাল করিয়া মিথ্যা অভিষেক সনদের ভিত্তিতে নিজেকেই আবু'ল-মা'আলীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৪১২/১০২১ সালে 'ইমরানের এক পুত্র আবু'ল-হায়জা' মুহাম্মাদ একবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি ব্যর্থ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেখুন বিশেষভাবে মিসকাওয়ায়হ ও 'আবদু'ল-মালিক আল-হামাযানী, তাকমিলা; (২) আরও দ্র. আল-বুওয়ায়হিয়্যূন প্রবন্ধ।

সম্পাদনা (E.I.2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

'ইমরান ইব্‌ন হিত্তান (عمران بن حطان) ঃ আস্-সাদূসী, আল-খারিজী, একজন 'আরব কবি ও গোঁড়া ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বানূ শায়বান ইব্‌ন যুহ্‌ল গোত্রের শাখা বানু'ল-হারিছ ইব্‌ন সাদূস-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি একজন সুন্নী ছিলেন এবং ইব্‌ন সা'দ (৭/১খ, ১১৩) তাহাকে বসরার একজন দ্বিতীয় তাবাকার তাবি'ঈ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, আবূ দাঊদ ও নাসা'ঈর হাদীছ সঙ্কলনসমূহে একজন হাদীছ বর্ণনাকারী (রাবী) হিসাবে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রী কর্তৃক খারিজীদের (দ্র.) মতবাদে দীক্ষিত হন এবং তাহাদের মধ্যমপন্থী শাখা 'সুফরিয়্যা' (দ্র.)-র নেতৃত্বে সমাসীন হন। খারিজীদের এই শাখা নির্বিচারে রাজনৈতিক হত্যার নীতি (ইস্‌তি'রাদ দ্র.) পরিত্যাগ করে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত খারিজী কখনও কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া নিজেদের ঘরে অবস্থান করিত (আল-কা'আদ), তাহাদের প্রতিও এই শাখা নমনীয় মনোভাব পোষণ করিত। তাহারা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্ন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলীতেই বেশী আগ্রহ পোষণ করিত। তাহাদের মধ্যে মুফতী ও তাহাদের মতবাদের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে 'ইমরানের সমতুল্য কেহ ছিল না। তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের রাজত্বকালে যখন খাওয়ারিজের মহাবিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তখন আল-হাজ্জাজের নির্দেশে 'ইমরান নিগৃহীত হন। ফলে বাধ্য হইয়া তিনি বসরা গমন করেন। ছদ্মনাম ধারণ করিয়া তিনি মরুভূমির বেদুঈন সর্দারদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যখনই তাহার অবস্থানের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িত, তখনই তাঁহাকে আবার পলাইয়া যাইতে হইত। তিনি এক বৎসর যাবত সিরিয়াতে খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের বিশেষ প্রিয়পাত্র 'রাওহ ইব্‌ন যিন্‌বা' আল-জুযামী'র সহিত অবস্থান করেন, যিনি অসাবধানতাবশত খলীফার নিকট তাঁহার মেহমানের পরিচিতি প্রকাশ করিয়া দেন। সুতরাং 'ইমরান সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কায়স 'আয়লান গোত্রের নেতা যুফার ইব্‌নু'ল-হারিছ আল-কিলাবীর নিকট গমন করেন। স্পষ্টত ৭১/৬৯১ সালে খলীফা কর্তৃক যুফারকে অবরোধ ও দমন করার পূর্বেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার পর 'ইমরান 'উমানে পলায়ন করেন, সেখানে আবূ বিলালের (দ্র. মিরদাস ইব্‌ন উদায়্যা) অনেক অনুসারী বসবাস করিত। তাহারা তাহাকে সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি আবার প্রতারিত হন এবং সেই স্থান হইতে পলায়ন করেন। এইবার তিনি কূফার নিকটবর্তী রূয মায়সানের আযদের নিকট গমন করেন অথবা মতান্তরে (য়াকূত, ৩খ., ৮৮৯) তিনি ওয়াসিত জেলার ফারীছ গমন করেন। সেখানে তিনি ৮৪/৭০৩ সালে ইনতিকাল করেন।

কবি হিসাবে 'ইমরানের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ফারাযদাকের মতানুসারে (আগানী[৩], ৭খ, ২৩২) তিনি যদি তাহার সমস্ত কবিতা খাওয়ারিজের সমর্থনে ও তাহাদের মতবাদের প্রতি নিবেদিত না করিতেন, তবে তিনি তাহার যুগের সর্বাপেক্ষা বড় কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাহার 'দীওয়ান' (কবিতা সঙ্কলন), যাহার কথা য়াকূত উল্লেখ করিয়াছেন (উদাবা', ৬খ, ১৩৯, ১), বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। ৬১/৬৮০ সালে যুদ্ধে নিহত আবূ বিলালের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তিনি কবিতা রচনা করেন (কামিল, ৫৫০ প্রভৃতি); হযরত 'আলী (রা)-র হত্যাকারী ইব্‌ন মুলজামের স্তুতিবাদ করিয়াও তিনি কবিতা লিখেন (আগানী[১], ১৬খ, ১৫৩ ইত্যাদি—পূর্ণ কবিতাটি আল-হামাসাতু'ল-বাসরিয়্যা'র মধ্যে এখনও বর্তমান)। ইহা ছাড়া অন্যান্য কবিতায় তিনি তাঁহার বিভিন্ন আশ্রয়দাতার প্রশংসা করেন, যেমন যুফার (কামিল, পৃ. ৫৩২ প.; আগানী[১], ১৬খ, ২৫৪), রাওহ (আগানী[১], ১৬খ, ১৫৩) ও আযদ (আগানী[১], ১৬খ, ১৫৪; আরও দেখুন য়াকূত, ১খ, ৪৫১)। তাঁহার কোন কোন কবিতায় জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারা ব্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ৭/১খ, ১১৩; (২) জাহিজ, বায়ান, ২খ. ১৩২. ১৩৬; (৩) মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫৩০-৩৮ (সুফরিয়্যা দলভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া, ৫২৭, ৭); (৪) আশ'আরী, মাকালাত, পৃ. ১২০, ৫; (৫) আগানী[১], ১৬খ, ১৫২-৫৭; (৬) আমিদী, মু'তালিফ, পৃ. ৯১; (৭) যাহাবী, মীযান, ২খ, ২৭৬; (৮) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, ৩খ, ১৭৮; (৯) ঐ লেখক, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৮খ, ১২৭ প.; (১০) 'আয়নী, মাকাসিদ, খিযানা গ্রন্থের হাশিয়া-য় লিখিত, ২খ, ২২৯ প.; (১১) সুয়ূতী, শারহ শাওয়াহিদি'ল-মুগনী, পৃ. ৩১৩; (১২) 'আবদু'ল-কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, ২খ, ৪৩৬-৪১; (১৩) মাদাইনী 'ইমরান সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (ফিহরিস্‌ত, পৃ. ১০৪, ৭; তু. আগানী[১] ১৬খ, ১৫৫)।

J. W. Fuck (E.I.2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (عمران بن حصين) ঃ (রা) একজন প্রখ্যাত সাহাবী ও হাদীছ বর্ণনাকারী, খুযা'আ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না, উপনাম আবূ নুজায়দ। তাঁহার বংশ তালিকা হইলঃ 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন খালাফ ইব্‌ন 'আবদ নুহ্‌ম ইব্‌ন খুরায়বা ইব্‌ন জাহমা ইব্‌ন গাদিরা ইব্‌ন হাবাশিয়্যা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 'আম্‌র আল-খুযা'ঈ।

ইব্‌ন সা'দ ও তাবারানীর মতে তিনি, তাঁহার পিতা ও ভগ্নি প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্‌ন হাজার, ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র প্রমুখের বর্ণনামতে আবূ হুরায়রা (রা) ও তিনি মুহার্‌রাম ৭/মে ৬২৮ সনে (খায়বার বিজয়ের বৎসর) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় গোত্রের সহিত দেশেই থাকিয়া যান। কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি মদীনায় আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে কাটাইতেন (তাবাকাত, ৭খ, ৯; আল-ইসাবা, ৩খ, ২৬)। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন খুযা'আ গোত্রের পতাকা ছিল তাঁহার হাতে। হুনায়ন ও তা'ইফ-এর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

শারী'আতের সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ। বসরা শহর আবাদ হইলে হযরত 'উমার (রা) সেখানকার অধিবাসীদেরকে দীনী 'ইল্‌ম (ফিক্‌হ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-কে প্রেরণ করেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বসরায় আগমন করেন এবং আমৃত্যু সেইখানে বসবাস

করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির তাঁহাকে বসরার কাদী নিযুক্ত করেন। অতি অল্প সময়ই তিনি কাদীর দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর তিনি পদত্যাগ করিতে চাহিলে ইব্ন 'আমির তাঁহার সেই পদত্যাগ মঞ্জুর করেন। তাঁহার পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে কোন একটি ফায়সালা দান করেন তখন সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আল্লাহ্‌র কসম! আপনি আমার উপর জুলুমমূলক ফায়সালা চাপাইয়া দিয়াছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিভাবে?" লোকটি বলিল, "আমার সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতেই আপনি ফায়সালা করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, 'তোমার উপর যে জরিমানা ধার্য করিয়াছি উহা আমার সম্পদ হইতে আদায় করিব। আর আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার এই স্থানে (কাদীর পদে) আর উপবেশন করিব না' (তাবাকাত, ৭খ, ১০)।

তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সদা আগ্রহী। তাঁহার দু'আ' কবূল হইত (উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ১৩৮)। ইব্ন সীরীন বলেন, বসরায় যত সাহাবী আগমন করিয়াছেন তন্মধ্যে 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও আবূ বাকরা (রা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। হযরত 'আলী (রা)-র খিলাফাত কালে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের (সিফফীন) সময় তিনি কোন পক্ষেই যুদ্ধ করেন নাই, বরং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি প্রায়ই রোগাক্রান্ত থাকিতেন। রোগের ফলে তাঁহার পেটে পানি জমিয়াছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত এই রোগ যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁহাকে ইহার নিরাময়ের জন্য দাগ লাগাইতে বলা হইলে তিনি উহা অস্বীকার করিতেন। অবশেষে মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ইব্ন যিয়াদের পরামর্শে তিনি দাগ লাগান। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলেন, "আমি আগুনের দ্বারা দাগ লাগাইয়াছি; কিন্তু আমার যন্ত্রণার উপশম হয় নাই এবং রোগও নিরাময় হয় নাই।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) দাগ লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আমি দাগ লাগাইয়াছি। তাহাতে আমার মঙ্গলও হয় নাই আর আমি নাজাতও পাই নাই" (তাবাকাত, ৭খ, ১১; উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ১৩৮)। তিনি আল্লাহ তা'আলার এতই প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার রোগশয্যায় ফেরেশতাগণ আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিত। দাগ লাগাইবার পর এই সালাম বন্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুর কিছু পূর্বে উহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলে ফেরেশতাদিগের পক্ষ হইতে আবার সালাম দেওয়া শুরু হয় (ঐ)।

বার্ধক্যের কারণে তাঁহার চুল-দাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা)-র শাসনামলে যিয়াদ ইব্ন আবী সুফ্য়ানের ইনতিকালের এক বৎসর পূর্বে ৫২ হি. (মতান্তরে ৫৩ হি.) তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে ওসিয়াত করিয়া যান, আমার ইনতিকালের পরে আমার খাটিয়া পাগড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দিবে; কবরস্থানে লইয়া যাওয়ার সময় দ্রুত চলিবে, য়াহূদী-নাসারাদের ন্যায় ধীর পদক্ষেপে গমন করিবে না; চীৎকার করিয়া বা বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিবে না; আমার কবরকে চতুষ্কোণাকৃতির করিবে এবং দাফন শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জন্তু কুরবানী করিয়া লোকজনকে আহার করাইবে (তাবাকাত, ৭খ, ১০-১১)।

রাসূলুল্লাহ (স) হইতে তিনি বহু হাদীছ (প্রায় ১৩০টি) বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ বুখারী-মুসলিমসহ সকল সাহীহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বসরা ও কূফার বহু সংখ্যক তাবি'ঈ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার পুত্র নুজায়দ, আবু'ল-আসওয়াদ আদ-দু'আলী, আবূ রাজা' আল-'উতারিদী; রিব'ঈ ইব্ন হিরাশ, মুতাররিফ ও য়াযীদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইবনি'শ-শিখখীর, হাকাম ইব্নু'ল-আ'রাজ, যাহদাম আল-জারামী, সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ আল-আনসারী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, হাসান আল-বাসরী, আবূ কাতাদা আল-'আদাবী, আবু'স-সিওয়ার আল-'আদাবী, আবু'ল-মুহাল্লাব আল-জারামী, যুরারা ইব্ন আবী আওফা, আবূ নাদরা আল-'আবদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য (তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৮খ, ১২৫-২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৭খ, ৯-১২, ৪খ, ২৮৭-৯১; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬-২৭, নং ৬০১০; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১৩৭-৩৮; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বারর, আল্-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১২০, নং ১৯৬৯; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৪২০, নং ৪৫৩৯; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৮খ, ১২৫-২৬, নং ২১৯; (৭) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ৮২, নং ৭২০; (৮) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৯-৩০, নং ১৪; (৯) মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৯৭৩ খৃ., ৩খ, ২৮৭-৮৮; (১০) 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আলী আল-জাতমী, সিফাতুস-সাফওয়া, দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ ১৩৮৮/১৯৬৮, ১খ, ২৮৩-৮৪; (১১) য়ূসুফ কানধলাবী, হায়াতু'স-সাহাবা, লাহোর তা. বি., ২খ, ৬১, ৩খ, ১৯৫, ২০৬, ৫০৪-৪১; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ, ৩৩২; (১৩) বুখারীর তা'রীখ, নং ২৮০৬।

ড. আবদুল জলীল

'ইমরান ইব্নুল-ফাসীল (عمران بن الفصيل) ঃ (রা), সাহাবী, ডাকনাম আবূ খালিদ, বানূ তামীম গোত্রের লোক। 'ইমরান ইব্নু'ল-ফসীল (রা) বলেন যে, তিনি তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে আদর-যত্ন করেন। তিনি বলেন, "আমি বলিলাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে নবুওয়াত দানের মাধ্যমে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে সম্মানিত করিয়াছেন! বান্দার জন্য মহামহিম আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা কি?" তিনি বলিলেন ঃ প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, তাঁহার নির্দেশ কার্যকর করার মাধ্যমে তাঁহার আনুগত্য কর, মিথ্যা পরিহার কর, সত্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কর....।" এই হাদীছে আরো আছে, "সন্দেহাতীত জিনিসগুলি গ্রহণ করার জন্য সন্দেহপূর্ণ জিনিসগুলি পরিত্যাগ কর।"

'ইমরান ইব্নু'ল-ফাসীল (রা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে ছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই তাঁহার জানাযা পড়ান এবং নিজ হাতে তাঁহাকে দাফন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১ম সং., ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৮; (২) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতু'ল-কুবরা, ৫খ, ৪৫-৬।

মুহাম্মদ মূসা

(আল) 'ইমরানী মু'ঈনুদ-দীন আল-হিন্দী (معين الدين الهندى العمرانى) ঃ দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। শায়খ 'আবদু'ল-হাক্ক মুহাদ্দিছ তাঁহাকে উস্তাদ-ই শাহর' অর্থাৎ (সমগ্র) শহরের শিক্ষক নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি কানযু'দ-

দাকাইক, আল-মানার, আল-মিফতাহ, আত-তালখীস, আল- হুসামী, তালবীহ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন (পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য দ্র. যুবায়দ আহমাদ, নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে)। মুহাম্মাদ ইব্ন তুগলাক তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন এবং কাদী 'আদুদু'দ-দীন-কে ভারতবর্ষে আসিতে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁহাকে শীরায প্রেরণ করেন। শীরাযের শাসক তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দিল্লীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ব্যাপারে কাযীকে নিরুৎসাহিত করেন। 'ইমরানী প্রথমে সূফীদের সমালোচক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ছাত্র মাওলানা খাজগী ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাসাওউফের পথে টানিয়া আনেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁহার মনে শায়খ নাসীরু'দ-দীন চিরাগ (দ্র.)-এর প্রতি ভক্তির ভাব গড়িয়া উঠে, এমনকি 'মা'আরিজু'ল-বিলায়াত'-এর গ্রন্থকারের মতে তিনি তাঁহার নিকট হইতে খিলাফাতও লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হাক্ক, আখবারু'ল-আখয়ার, দিল্লী ১৩০৯ হি., পৃ. ১৪২; (২) মুহাম্মাদ গাওছী শাত্তারী, গুল্যার-ই আবরার (পাণ্ডুলিপি As. soc. of Bengal, পত্রক ২২-২৩v); (৩) ফাকীর মুহাম্মাদ, হাদাইকু'ল-হানাফিয়্যা, নওল কিশোর ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৩০৪-৫; (৪) গুলাম মু'ঈনুদ-দীন 'আবদুল্লাহ, মা'আরিজু'ল-বিলায়াত, ব্যক্তিগত সংগ্রহভুক্ত পাণ্ডুলিপি, ১খ, ৪৫০-৫১; (৫) রাহমান আলী, তাযকিরা 'উলামা-ই হিন্দ, লখনৌ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ২২৮-৯ (কাদিরীর উর্দূ অনু., করাচী ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৪৯৯-৫০০); (৬) Elliot ও Dowson, ৬খ, ৪৮৬; (৭) গুলাম 'আলী আযাদ, মাআছিরু'ল-কিরাম, আগ্রা ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৮৪-৫; (৮) ঐ লেখক, সুব্হাতু'ল-মারজান ফী আছার হিনদুস্তান, বোম্বাই ১৮৮৬ খৃ., পৃ. ৩৭; (৯) এম. জি. যুবায়দ আহমাদ, The Contribution of India to Arabic Literature, এলাহাবাদ ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ২৬৬, ৩৯৯।

কে. এ. নিজামী (E.I.2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইম্‌রু'উল-কায়স (امرؤ القيس) ঃ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 'আরব কবি। তাঁহার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে, যেমন হুনদুজ ইব্ন হুজ্র (حندج بن حجر), মুলায়কা (مليكه) ও 'আদী (عدى) (আস-সানদূবী, ভূমিকা)। তিনি কিন্দা গোত্রের লোক ছিলেন, যাহারা য়ামান হইতে উত্তর 'আরবে হিজরত করিয়া আসেন। তাঁহার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হুজ্র (আকিলু'ল-মুরার اكل المرار) প্রায় ৪৮০ খৃ. নাজ্দে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন যাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে পতনোন্মুখ হয়। তাঁহার পিতা হুজ্র তাঁহাকে তাঁহার আনু. ২০ বৎসর বয়সে দামূন (دمون)-এ নির্বাসিত করেন এইজন্য যে, প্রেম সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে তাহার আসক্তি ছিল। এই নির্বাসনের বিশেষ কারণ ছিল তাহার একটি কবিতা, যাহাতে তিনি তাহার প্রিয়া ফাতিমা বিন্তু'ল-উবায়দ আল 'উযরিয়্যা-র প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার পিতা তাহাকে হত্যা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং এই কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাহার মাওলা (মুক্তদাস) রাবী'আ-কে। রাবী'আ একটি বন্য গাভীর বাছুর যবেহ করিয়া উহার চক্ষু হুজ্র-এর নিকট লইয়া আসে (ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র, পৃ. ৪৮, লাইন ৭-১১)। বিদ্রোহী গোত্র আবু আসাদের সঙ্গে যুদ্ধে হুজ্র মারা যান। ফলে ইম্‌রু'উল-কায়স রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হন এবং এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন (এই জন্য তাঁহাকে আল-মালিকু'দ-দিল্লীল (الملك الضليل) অর্থাৎ ভবঘুরে রাজা বলা হয়)। শত্রুরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তিনি তায়মা-র অধিপতি সামওয়াল ইব্ন 'আদিয়া-র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সামওয়াল তাঁহার আবলাক নামক দুর্গে বাস করিতেন।

প্রায় ৫৩০ খৃ. বায়যান্টাইন সম্রাট জাসটিনিয়ান সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার সামন্ত গাস্সানী মুকাদ্দাম (Phylorch)-এর পরামর্শে ইম্‌রু'উ'ল-কায়সকে কন্সটান্টিনোপল ডাকিয়া পাঠান। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগাইবেন। রাজধানী কন্সটান্টিনোপলে তিনি বেশ কিছু দিন অবস্থান করার পর সম্রাট তাঁহাকে মুকাদ্দাম উপাধি দান করেন এবং ফিলিস্তীন ও সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার পদে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন পথে আঙ্কারায় (৫৩০ ও ৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) মৃত্যুবরণ করেন (তু. Ency. Britannica-তে Noldeke-এর মু'আল্লাকাত প্রবন্ধ)। আস-নাসদূবীর গবেষণা অনুযায়ী ৫৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয় (দীওয়ান ইম্‌রু'উ'ল-কায়স, সম্পা. আস-সানদূবী, পৃ. ১১)। 'আরবী কিংবদন্তী অনুযায়ী জাসটিনিয়নের নির্দেশে বিষমিশ্রিত একটি জোব্বা তাঁহাকে দেওয়া হয়, যাহা পরিধান করিবার পর তাঁহার দেহে বিষফোঁড়া (কুরূহ) বাহির হইয়া আসে, যেই কারণে যু'ল-কুরূহ (ذو القروح) তাঁহার উপাধি হয়। এই বর্ণনাটি তাঁহারই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, ইম্‌রু'উ'ল-কায়স সম্রাটের কন্যার প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ায় সম্রাটের সম্মানহানি ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল (ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', পৃ. ৩৯)। কিন্তু এক বর্ণনায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাসটিনিয়ন অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় জাস্‌টিয়নের পরিবারে ঐ বিবরণের কোন রাজকন্যার অস্তিত্বই ছিল না। আর এক বর্ণনামতে তাঁহার বসন্ত রোগ হইয়াছিল। জাস্‌টিনিয়ন তাঁহার একটি মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া উহা তাঁহার কবরের উপর স্থাপন করেন যাহা খলীফা আল-মা'মূনের আমল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (আস-সানদূবী, পৃ. গ্র.)।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইম্‌রু'উ'ল-কায়সই প্রথম 'আরবী কবিতায় সুনির্দিষ্ট নিয়মে কাসীদা রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং কাফিয়া (অন্ত্যমিল)-এর নিয়মনীতি নির্ধারিত করেন। তিনিই প্রথমে এই ধরনের কাসীদারও প্রবর্তন করেন, যাহাতে কবি তাহার প্রিয়ার বাস্তুভিটায় দুই সাথীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রিয়ার স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করিতে অনুরোধ করেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

"দাঁড়াও বন্ধুদ্বয়, কাঁদিয়া লই, আমার প্রেমিকার প্রেমের কথা আর তাহার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার স্মরণে যে বাস্তুভিটা দাখূল ও হাওমাল-এর মধ্যবর্তী বালির টিলায় অবস্থিত"।

তিনি 'আরবী কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, কিন্তু যেইভাবে তাঁহার কবিতাসমূহ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে সেইগুলি সমস্তই তাঁহার রচিত কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। ডক্টর তাহা হুসায়ন (মৃ. ১৩৭৩/১৯৭৩)-এর সম্পষ্ট মত এই যে, ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের নাম ও তাঁহার সম্পর্কে কিছু কল্পিত কাহিনী ছাড়া দুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সঠিকভাবে আর কিছুই জানে না। তাঁহার মতে ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের উপাধি আদ-দিল্লীল এইজন্য নয় যে, তিনি 'আরবের প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বরং ইহা দাল ইব্ন কাল (ضل بن قل) প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যাহার অর্থ 'অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, যাহার অবস্থা জানা নাই'। তাহা হুসায়নের মতে

ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের জীবন ইতিহাস 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন আশ'আছ-এর জীবন ইতিহাসের অনুরূপ। কাহিনীকারগণ য়ামানী গোত্রসমূহের ইচ্ছা পূরণের জন্য এই সকল বিবরণ 'ইরাকে উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহা হুসায়ন বলেন, যে সকল কবিতা তাঁহার রচনা বলিয়া প্রচলিত উহার অধিকাংশই জাহিলী যুগের নয়, বরং ইসলামী যুগের কবিতা, 'আরব গোত্রসমূহের মধ্যে তাঁহার ঘোরাফেরা সংক্রান্ত কবিতাগুলিও পরবর্তী কালে রচিত। সামওয়াল ইব্‌ন 'আদিয়ার প্রশংসায় রচিত কাসীদাটি প্রকৃতপক্ষে সামওয়ালের পুত্র দারিম রচনা করিয়াছেন। এই প্রক্ষিপ্ত কাসীদাটিই আর একটি কাহিনী সৃষ্টির কারণ হয় অর্থাৎ ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের কন্স্টান্টিনোপল গমনের ঘটনাটি এবং এই প্রসঙ্গে কিছু কবিতা রচনার বিষয়টি সেই দীর্ঘ কাসীদা রাইয়া (অন্ত্যমিলে রা ر হরফ)-রই অনুরূপ। ঐ কবিতাগুলিও প্রক্ষিপ্ত মনে হয় যেইগুলি তিনি এশিয়া মাইনর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় জাস্টিনিয়ন কর্তৃক প্রেরিত পোশাক পরিধানের পর দেহে উহার বিষক্রিয়া অনুভব করিয়া রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাহা হুসায়নের অভিমত হইল, ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের রচিত বলিয়া কথিত অধিকাংশ কবিতার সঙ্গে ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের কোন সম্পর্ক নাই, এইগুলি অনর্থক তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে সকল কবিতা বর্ণনাকারী (রাবী) জাহিলী যুগের কবিতা সংকলন করিয়াছেন তাহাদেরই অতি উৎসাহের ফলে কতক কবিতার এইরূপ প্রক্ষেপণ ঘটিয়াছে। এই ধরনের কবিতার কতক কবি ফারাযদাক (মৃ. ১১০/৭২৮)- এর এবং কতক 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ (মৃ. ৮৩/৭০২)-র রচিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইম্‌রু'উ'ল-কায়স কর্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণিত সকল কবিতাই ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের নয়। যেমন আগানীতে উল্লেখ আছে যে, ইম্‌রুউল-কায়সের কাসীদা রাইয়া যাহা সামওয়ালের প্রশংসায় তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত, প্রকৃতপক্ষে উহা সামওয়ালের পুত্র দারিম রচনা করিয়াছেন (৮খ, ৭০)।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের ব্যক্তিত্ব শুধু একটি কল্পনা এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার সমস্ত কবিতাই পরবর্তী কালের রচনা, এমনকি তাঁহার মু'আল্লাকা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে (দ্র. শায়খ খিদির হুসায়ন, আর্-রাদ্দু 'আলা'শ- শি'রি'ল-জাহিলী)। ইম্‌রু'উ'ল-কায়স ও 'আবীদ ইব্‌নু'ল- আব্‌রাস-এর রচনাশৈলীর মধ্যে যে তুলনামূলক বিচারের উল্লেখ আছে, উহা ইহারই প্রমাণ যে, ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের মু'আল্লাকা সকল বিবেচনায় প্রামাণিক, যদিও ইম্‌রু'উ'ল-কায়স কাসীদার প্রবর্তক নন। কিন্তু স্যার চার্লস লায়ল এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, তিনি বাসীত ছন্দের এক বিশেষ আকারের ব্যবহার করিয়া মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তদুপরি তিনি হাযাজ ও মুতাকারিব ছন্দদ্বয়, যাহাদের ব্যবহার খুবই বিরল, অধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

ইম্‌রু'উ'ল-কায়স ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইতে অদৃষ্ট বাধা দিতেছে তখন তিনি তাবালা (تبالة) শহরে শুভ-অশুভ নির্ধারণের তিন তিনটি তীরকেই যু'ল-খালাসা দেবীর মাথায় ছুঁড়িয়া মারেন।

কবিতায় তাঁহার স্থান সম্পর্কে আস-সানদুবী নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন, "ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের কাব্য প্রতিভাও অন্যান্য কবি অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব এখন একটি মীমাংসিত বিষয়। উহা সম্পর্কে এত অধিক গবেষণা হইয়াছে যে, উহা লইয়া এখন আর তর্ক-বিতর্কের অবকাশ নাই।"

জুরজী যায়দান লিখিয়াছেন, ইম্‌রু'উ'ল-কায়স অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি তাঁহার কবিতায় এমন কিছু বিষয়বস্তু বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পূর্বে যাহার বর্ণনা কেহ করে নাই। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি দিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে, উহা তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ও অনেক ভ্রমণেরই ফসল। ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের দীওয়ানে যে সকল কবিতা আছে সেগুলি সম্পর্কে যায়দান বলিয়াছেন, এইগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি অশ্ব, শিকার ও বর্শার বিস্তারিত বর্ণনাদানে পারদর্শী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক নূতন ধারণা পেশ করিয়াছেন যেই সম্পর্কে তাঁহার পূর্ববর্তিগণ অবহিত ছিলেন না। তিনি এক অভিনব পদ্ধতিতে দ্রুতগামী অশ্বসমূহের বর্ণনা দিয়াছেন, সেই অশ্বগুলি দেখিতে যেন বন্য গাভীসমূহের সারিসারি তরণি, তিনি অশ্বের ক্ষীণ দেহকে সরু যষ্টির সঙ্গে এবং উহার দ্রুত ধাবনকে বাজ পক্ষীর উড্ডয়নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সমালোচকগণ উক্তি করিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় চমৎকার শব্দ নির্বাচন, অত্যুৎকৃষ্ট উপমা, রচনাশৈলীর সুমধুর প্রবাহ, মনোহর ও বৈচিত্র্যময় ছবি এবং সর্বোপরি সেই অনুভূতি যাহা যৌবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত (নিকলসন, পৃ. ১০৫)। সমালোচকগণ তাঁহার কবিতার যাদুকরী প্রভাবের কথাও স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জীবন-জ্যোতি দ্বারা প্রেমিকদের জীবন কুটিরকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি কবিতার যাদুকর। তাঁহার অভিনব রচনাশৈলী, অনিন্দ্যসুন্দর উপমা-উৎপ্রেক্ষা, অনুপম রূপক ও তেজোদ্দীপ্ত বাণীভঙ্গির যাদু কবিতায় বিকশিত।

ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের কবিতার সজীবতা আরও অম্লান। তাঁহার কবিতা 'আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিবিম্বই শুধু নহে, বরং 'আরবীয় ধ্যান-ধারণা, 'আরব ইতিহাস, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও ধারক ও বাহক। তাঁহার কবিতায় সাধারণত নাজ্‌দ অঞ্চলের আসাব গোত্রের নিদর্শনাদি ও বসতিসমূহের বিবরণ বিধৃত হইয়াছে। লাবীদ ইব্‌ন রাবী'আ (মৃ. ৪১/৬৬১)-এর ন্যায় অভিজ্ঞ কবিও ইম্‌রু'উ'ল-কায়সকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করেন (ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র)।

তাঁহার নামের অর্থ 'কায়স-এর পুরুষ ব্যক্তি' অথবা 'কায়সের বীর পুরুষ' (দ্র. সিমতু'ল-লা'আলী)। কিন্তু ইহা সঠিকভাবে বলা যায় না যে, ইহা কায়স নামক দেবীর পুরুষবাচক শব্দের রূপ অথবা দেবীর মন্দিরের নাম (Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien, সংখ্যা ২; Ph. Berger, Histoire de L'ecriture, পৃ. ২৭৪ প.; Corpus inscr. Semit, ২খ, ১৯৮; Dussuad, Hist. des Arabes avant l'Islam, পৃ. ১২৫; Wellhausen, Reste arab, Heidentums, ২য় সং, পৃ. ৬৭)।

আস-সাব'উ'ল-মু'আল্লাকাত কবিতা সঙ্কলনের প্রথম কবিতাটিই (কাসীদা) ইম্‌রু'উ'ল-কায়স রচিত। তাঁহার মু'আল্লাকাটি অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ঃ Warner, Lette সং; ইংরেজী অনু. Sir W. Jones, লন্ডন ১৭৮২ খৃ., Bolmeer Lund কর্তৃক সুইডিশ অনু., ১৮২৪ খৃ.; de Sacy কর্তৃক ফরাসী অনু., in Mem. de L' Acad. des Inscr., ১খ, ৪১১; Noldeke ও Gands কর্তৃক জার্মান অনু. (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী); কাদী জাফারু'দ-দীন কর্তৃক উর্দূ অনু., 'ইলক নাফীস, লাহোর ১৮৮৮ খৃ.; আবু'ল-হাসান, হাল্লু'ল-মুগল্লাকাত লি-সাব'ই'ল-মু'আল্লাকাত, উর্দূ ভাষ্য, ১৩০১ হি.)। আল-মু'আল্লাকাত-এর বিভিন্ন সংস্করণে ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের মু'আল্লাকার সঙ্গে সাধারণত আয-যাওযানীর ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে যাহা প্রথমবার Hengstenberg প্রকাশ করিয়াছেন (Bonn 1823)। Lette আন-নাহহাস-এর ভাষ্যের কিছু উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছেন (লাইডেন ১৭৪৮ খৃ.)। E. Frenkel উহার সম্পূর্ণ মূল পাঠ

Halle হইতে ১৮৭৬ খৃ. প্রকাশ করিয়াছেন। চার্লস লায়ল আত-তাব্‌রীযীর ভাষ্য A Commentary on Ten Ancient Arabic Poems এই নামে ১৮৯৪ খৃ. কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইম্‌রু'উ'ল- কায়সের দীওয়ান de Slane (Le Diwan d'Amro'l kais, প্যারিস ১৮৩৭ খৃ.) ও Ahlwardt (The Diwans of the Six Ancient Arabic Poets, লন্ডন ১৮৭০ খৃ., পৃ. ১১৫ প., তু. পৃ. ১৯৬ প.) প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটি ১৩১৩ হি. সনে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল পাঠ আবূ বাক্‌র 'আসিম ইব্‌ন আয়্যূব আল- বাত্‌লায়ূসী-এর ভাষ্যসহ কায়রোতে ১২৮২ হি. সনে প্রকাশিত হইয়াছে (অনন্তর কায়রো ১৩২৪/১৯০৬)। Ruckert জার্মান ভাষায় উহার একটি ভাবানুবাদ করিয়াছেন (Amrilkais der Dichter und Konig, Stuttgart ও Tubingen ১৮১৩ খৃ.)। হাসান আস্‌- সানদূবী তাঁহার দীওয়ান শাব্দিক বিশ্লেষণ ও গ্রন্থপঞ্জীসহ ১৯২০ খৃ. মিসর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। আল-'ইক্‌দু'ছ-ছামীন (Ahlwardt-এর সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈরূত ১৮৮৬ খৃ.)। গ্রন্থেও ইম্‌রু'উ'ল- কায়সের দীওয়ান অন্তর্ভুক্ত আছে (সারিম কর্তৃক উর্দূ অনুবাদ, লাহোর ১৯৬২ খৃ.)।

বাংলা ভাষায়ও মু'আল্লাকাত অনুবাদ করা হইয়াছে (বাংলা একাডেমী)। ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন "এই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার কোন কোন কবিতার অংশবিশেষ কাব্যে অনুবাদ করেন" (১৯৩৩ খৃ. মাসিক মোহাম্মদী-তে ধারাবাহিকভাবে ইহা প্রকাশিত হয়)। কবি আবদুস সাত্তারও ইহার কোন কোন অংশের কবিতায় ভাবানুবাদ করেন ('আরবী কবিতা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২৩ আষাঢ়, ১৩৭২)। মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ পূর্ণ আস-সাব'উল-মু'আল্লাকাত-এর কাব্যানুবাদ করিয়াছেন (কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের সারগর্ভ ভূমিকাসহ ১৯৭২ খৃ. ইহা প্রকাশিত হয়)। অধ্যাপক মোহম্মাদ শহীদুল্লাহ এই কবিতাগুলির, কবির জীবন কথা ও কাব্যকীর্তির আলোচনাসহ এইগুলির গদ্যানুবাদ করিয়াছেন (শিরোনাম প্রাচীন 'আরবী কবিতা, কলিকাতা ১৯৭৮ খৃ.)।

ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের কবিতায় যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলির পরিচয় ও বিস্তারিত বিবরণ ইব্‌ন বুলায়হাদ তাঁহার সাহীহ'ল-আখ্‌বার গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল স্থানের বিবরণের জন্য আরও দ্র. আল-বাক্‌রী, মু'জাম মা'সতা'জাম, আবু'ল-ফাদ্‌ল ইব্‌রাহীম, দীওয়ান ইম্‌রু'উ'ল-কায়স-এর ভাষ্য, মিসর ১৯৫৮ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আগানী, ৮খ, ৬২ প. (=দারু'ল কুতুব, কায়রো ৯খ, ৭৭); (২) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৩৭ প., উর্দূ অনু. সারিম, লাহোর ১৯৬২ খৃ.; (৩) Cheikho, Poetes arabes chretiens, পৃ. ৬-৬৯; (৪) ইব্‌ন আবি'ল-খাত্তাব, জামহারা, পৃ. ২৯-৪৭; (৫) আল-বুহ্‌তুরী, হামাসা, উদ্ধৃতিসমূহ, লিথো মুদ্রণ, লাইডেন ১৯০৯ খৃ. (সম্পা. Cheikho, ১৯১০ খৃ.), দ্র. শিরো.; (৬) F. A. Muller, Imruulkaisi Mu'allaka, Halle 1869; (৭) Noldeke, in Sitz ungsber. der K. Akad, in Wien, দর্শন ও ইতিহাস অংশে, ১৪০ খ. (১৮৯৯ খৃ.); (৮) S. Grandz, Die Muallqa des Imrulqais ubers. und erkl, in Sitzungsber der wiener Akad, দর্শন ও ইতিহাস অংশে, ১৭০খ. (১৯১৩ খৃ.); (৯) E. Griffni, Una nuova qasida attribuita ad Imru'l-Qais, Riv. di Sludi orient., ১খ, ৫৯৫ প.; (১০) R. Geyer, Imru'l alqais' Munsarih-Qasidah aufisu, in ZDMG, ৬৮খ, ৫৪৭ প., ৭২০; (১১) ইস্‌কান্দার আগা, তায্‌'ঈন নিহায়াতি'ল-'আরাব, বৈরূত ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৫৯-৬৬; (১২) Caussin de Perceval, Essai, ২খ, ৩০২-৩৩২; (১৩) Perron, Femmes Arabes, পৃ. ৯১-১০১; (১৪) Ahlwardt, Bemerkungen uber die Aechtheir der alten arab. Gedichte, Griefswald 1872, 72 প.; (১৫) ঐ লেখক, Uber Poesie und Poetik der Araber, Gotha 1856, 10 প.; (১৬) H. Derenbourg, in Etudes de critique et dhist, ৭খ., Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অংশে; (১৭) Charles Lyal, Translation of Ancient Arabian Poetry, পৃ. ১০৩-০৬; (১৮) Diwans of Abid ibn al-Abras, etc., পৃ. ৪ প (১৯) Brockelmann, I. 24; (20) Huart, litter arabe, 10 (২১) I. Pizzi, Letteratura araba, 39; (২২) R. A. Nicholson, A literary History of the Arabs, 103-07; (২৩) সালীম আল জুনদী, হায়াত 'ইমরি'ই'ল-কায়স; (২৪) মুহাম্মাদ আবূ ফারীদ, আল-মালিকুদ দিল্লীল, 'ইম্‌রুউল-কায়স (ঐতিহাসিক উপন্যাস); (২৫) আদীব লাহ্‌দ, 'ইম্‌রুউল-কায়স ওয়া'ল-ফানাতুত-তাইয়া, বৈরূত ১৯৫২ খৃ.) (ঐতিহাসিক নাটক); (২৬) মুহাম্মাদ হাদী, 'ইমরুউল-কায়স ওয়া আশ'আরুহ; (২৭) মুহাম্মাদ সালিহ সামাক, আমীরুশ-শির ফি'ল-'আসরি'ল কাদীম, মিসর ১৯৩২ খৃ.; (২৮) রা'ঈফ আল-খূরী, 'ইমরু'উল কায়স; (২৯) আল-বাগদাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, ১খ, ১৬০, ৩খ, ৬০৯ প.; (৩০) আবদুল-কায়্যুম , ফিহ্‌রিস্ত শু'আরা লিসানি'ল-'আরাব, লাহোর ১৯৩৮ খৃ.; (৩১) আল-বালাযুরী আনসাব, সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ দারু'ল-'আরিফ, মিসর ১৯৫৯ খৃ., ১খ, ২০, ৫৩৮; (৩২) ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী তাবাকাতু'শ-শু'আরা, নির্ঘন্ট; (৩৩) ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারা, সম্পা. 'আবদু'স-সালাম হারূন, মিসর ১৯৬৩ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩৪) ইব্‌ন হাবীব, আল মুহাব্বার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪২ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩৫) আল মারযুকী, শারহ দীওয়ানি'ল-হামাসা, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৩, নির্ঘন্ট; (৩৬) আল-মুজিয ফি'ল আদাবি'ল-আরাবী ওয়া তারীখিহ, মিসর তা.বি., ১খ, ১১২-১২৬; (৩৭) ইব্‌ন রাশীক, আল উমদা, সম্পা. মুহাম্মাদ মুহয়িদ্দীন আবদুল-হামীদ, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., নির্ঘন্ট (৩৮) আল-বাক্‌রী, আস্‌-সিমতু'ল-লা'আলী, মিসর ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ৩৮; (৩৯) 'আবদু'ল-আজীম 'আলী কাছাবী, আল-ওয়াফ্‌ফ ফিশ-শিরি'ল 'আরাবী, কায়রো ১৯৪৯ খৃ. ১খ,; (৪০) সায়্যিদ নাওফাল, শিরু'ত-তাবী'আ ফি'ল আদাবি'ল 'আরাবী, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (৪১) তাহা হুসায়ন, ফি'ল-আদাবি'ল জাহিলী, কায়রো ১৯৩৩ খৃ.; (৪২) উমার ফাররূখ, খামসা শু'আরা জাহিলিয়্যিন, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৫১ খৃ.; (৪৩) ঐ লেখক, তারীখুল-ফিকরি'ল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১১১; (৪৪) সাকা মুস্‌তাফা আফিন্দী, মুখতারুশ-শিরি'ল-জাহিলী, কায়রো সং. তা. বি., ১খ.; (৪৫) আল-হামাযানী, আল-মাকামাত (আল মাকামাতু'ল-কারীদিয়া); (৪৬) আয-যিরিক্‌লী, আল-আলাম, ১খ.; (৪৭) Brockelmann, 'আরাবী অনু. আবদুল-হালীম আন নাজ্জার, তারীখুল-আদাবি'ল 'আরাবী, ১খ, ৯৭-১০১,

১ম প্রকাশ, দারু'ল-মা'আরিফ, মিস্‌র ১৯৬০ খৃ., নির্ঘন্ট; (৪৮) আল-আমিদী, আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখ্‌তালিফ, সম্পা. ক্রেনকো, পৃ. ৯-১২; (৪৯) শাওকী দায়ফ, আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শিরি'ল 'আরাবী; (৫০) 'আবদু'ল-মুতা'আল আস-সা'ঈদী, যি'আমাতু'শ শিরিল-জাহিলী বায়না 'ইমরিইল-কায়স ওয়া আদী ইব্‌ন যায়দ মিস্‌র ১৯৩৪ খৃ.; (৫১) আল-বুসতানী, রাওয়া'ই, সংখ্যা ৭ বৈরূত ১৯২৭ খৃ.; (৫২) আত-তুর্ফী, মাআ'ইদু'ল-হায়স ফী ফাওয়াইদি 'ইমরিইল-কায়স (পাণ্ডু. উমুমিয়া গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুল, নং ২৩২); (৫৩) আল মারযুবানী, মু'জামু'শ-শু'আরা, সম্পা. 'আবদু'স-সাত্তার ফাররাজ, মিসর ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১১৪; (৫৪) ঐ লেখক, আল মুও'য়াশশাহ, পৃ. ৩৪ (৫৫) আস-সুয়ূতী, আল-মুয্‌হির, ২য় প্রকাশ, মিসর, ২খ, ২৫৩ প.; (৫৬) ঐ লেখক, শারহ মাওয়াহিদি'ল মুগ্‌নী, পৃ. ৬; (৫৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শারাফ আল-কায়রাওয়ানী, আলামুল-কালাম, পৃ. ২৯ (৫৮) কুদামা ইব্‌ন জা'ফার, নাকদু'শ-শি'র, পৃ. ১৪ প.; (৫৯) ইব্‌নুল-মুতায্য, তাবাকাতুশ শু'আরা; (৬০) নাসিরুদ্দীন আল-আসাদ, মাসাদিরু'শ-শি'রি'ল জাহিলী ওয়া কীমাতুহা'ত-তারীখিয়্যা, কায়রো তা. বি. (৬১); E.I.² P. 1177-8.

আবদুল-মান্নান উমার ও 'আবদু'ল-কায়্যুম এবং সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

ইমরু'উল-কায়স (امرؤ القيس) ঃ (কায়স [দেবতা] এর ক্রীতদাস), কয়েকজন 'আরব কবির ডাকনাম। আল-আমিদী তাঁহাদের দশ জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখতালিফ, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৫-৯, ফীরূযাবাদীর তালিকায় এগার জনের নাম দেখা যায় (দ্র. আল-কামূসুল-মুহীত, কায়রো ১৯১৩ খৃ., ২খ, ২৪৪), আর আস-সুয়ূতী পনর জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. মুযহির, কায়রো ১৯৮৫ খৃ., ২খ, ৪৫৬)। ইহাদের বংশপঞ্জীর মধ্যকার সকল পার্থক্য বিচার-বিবেচনা করিয়া হাসান সানদূবী একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পঁচিশ জন (দ্র. আখ্‌বারু'ল-মারাকিসা ওয়া আশ-'আরুহুম ফি'ল-জাহিলিয়া ওয়া সাদরিল-ইসলাম, ইহা শারহ দীওয়ান 'ইমরুউল-কায়স, কায়রো ১৯৫৯ খৃ.-এর পরবর্তী অংশরূপে প্রকাশিত হয়, পৃ. ২২৩-৩৬৮)। এই কবিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইতেছেন 'ইমরু'উ'ল-কায়স ইব্‌ন হুজ্‌র (পূর্ববর্তী নিবন্ধ দ্র.)। অন্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইজনও উল্লেখযোগ্য (১) 'ইমরু'উ'ল-কায়স আদী ইব্‌ন রাবী'আ আত-তাগলিবী, ইনি আল-মুহালহিল নামেই সমধিক পরিচিত। ইনি বিখ্যাত 'ইমরু'উ'ল কায়স ইব্‌ন হুজ্‌র-এর মাতুল ছিলেন এবং কাহারও কাহারও মতে ইনিই প্রাচীন কাসীদা কাব্যরীতির প্রবর্তক [দ্র. (ক) ইব্‌ন কুতায়বা, শির, পৃ.১৬৪-৬; (খ) আগানী, ৮খ, ৬৩; (গ) খিযানাতুল-আদাব, ১খ, ৩০২-৪; (ঘ) ফু'আদ বুস্তানী, রাওয়া'ই' এবং উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থনির্দেশ; (ঙ) সানদূবী, পূ. গ্র., পৃ. ২৩১-৩০৩]; (২) 'ইমরু'উ'ল-কায়স ইব্‌ন 'আবিস আল-কিন্‌দী (রা), ইনি রাসূলুল্লাহ (স) এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন (দ্র. সানদূবী, পূ. গ্র., পৃ. ৩৩৯-৪৭, এবং উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থনির্দেশ।

S. Boustany (E.I.²)/শায়খ ফজলুর রহমান

ইমরুউল-কায়স ইব্‌ন আবিস (امرؤ القيس بن عابس) ঃ (রা), ইব্‌নিল-মুনযির ইব্‌ন 'ইমরিইল-কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু'আবিয়া, একজন সাহাবী। তিনি কিনদা গোত্রের লোক ছিলেন এব কুফায় বসবাস করিতেন। বাগাবীর বর্ণনামতে 'ইমাম বুখারী (রা) প্রণীত গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীদের নামের তালিকায় 'ইম্‌রুউল কায়স ইব্‌ন আবিস-এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাগাবী, নাসা'ঈ ও আহমাদ প্রণীত হাদীছ গ্রন্থসমূহে আদী ইব্‌ন হামীরা হইতে বর্ণিত আছে যে, 'ইমরু'উ'ল-কায়স ইব্‌ন আবিস (রা) এবং হাদরামাওতের একটি লোকের মধ্যে এক খণ্ড জমি লইয়া বিবাদ ছিল। তাঁহারা উভয়ে বিষয়টি মহানবী (স)-এর গোচরে আনিলেন। মহানবী (স) হাদরামাওতের লোকটিকে বলিলেনঃ তুমি প্রমাণ দাখিল কর নতুবা এই সম্পর্কে উমরু'উ'ল-কায়স-এর হলফ গ্রহণ করা হইবে। সে বলিলঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হলফ করিলে সে আমার জমি লইয়া যাইবে। মহানবী (স) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করিয়া তাহার অন্য ভাইয়ের অধিকার ছিনাইয়া লয়, সে যখন আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইবে, তিনি তখন তাহার উপর ক্রুদ্ধ থাকিবেন। 'ইমরুউল-কায়স বলিলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে ব্যক্তি তাহার ন্যায্য অধিকার জানিয়াও ছাড়িয়া দেয় তাহার কি হইবে? তিনি বলিলেন ঃ জান্নাত 'ইমরুউল-কায়স বলিলেন আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি ইহা ছাড়িয়া দিলাম। 'ইমাম মুসলিম, আবু দাঊদ সিজিস্তানী এবং তিরমিযী তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু সেইখানে 'ইমরুউল কায়সের নাম নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। বলা হইয়াছে, কিন্‌দার এক ব্যক্তি ও হাদরামাওতের এক ব্যক্তির মধ্যে। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর-এর বর্ণনামতে হাদরামাওতের লোকটির নাম ছিল রাবী'আ ইব্‌ন 'আয়দান।

য়ারমুকের যুদ্ধে 'ইমরু'উ'ল-কায়স (রা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর বানু কিন্‌দার কতিপয় লোক মুরতাদ (দ্র.) হইয়া দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগকে সেখান অবরোধ করিয়া রাখা হয়। এই অবরোধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর মুরতাদ লোকগুলিকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনা হইলে তিনি স্বীয় পিতৃব্যকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলেন। পিতৃব্য বলিল, ধিক! আমি তোমার পিতৃব্য হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে হত্যা করিবে? তিনি বলিলেন, আপনি আমার পিতৃব্য, পক্ষান্তরে আল্লাহ আমার প্রভু। এই বলিয়া তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। মারযুবানী এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুস সাকান বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ইসলামের উপর অটল ছিলেন। 'আশ'আছ ধর্মান্তরিত হইলে তিনি তাহার সমালোচনা করেন। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ইসলামের প্রতি অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করিয়া কতিপয় কবিতা পাঠ করেন। ইব্‌ন কাহাস-ই তাঁহার কবিতার কতিপয় চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানীর বর্ণনা মতে তাঁহার প্রপিতামহের নাম ছিল 'ইমরুউল কায়স ইব্‌ন সামৃত। 'ইমরুউল-কায়স ইব্‌ন তামলিক নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তামলিক তাঁহার মাতার নাম। ইবনুল কালবীর বর্ণনামতে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ রাজা ইব্‌ন হায়া তাঁহারই বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর অন্যতম সহচর ছিলেন তাহার পিতা মহানবী (স)-এর যামানা পাইলেও তাহার সাহাবী হওয়ার বিষয়টির কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হয়ত মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইব্‌নু'ল-আছীরের বর্ণনামতে ইব্‌ন মানদা, ইব্‌ন 'আবদি'ল বার্‌র ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থে 'ইমরুউল-কায়স ইব্‌ন আবিস সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আসকালানী; ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৬৩, ক্রমিক নং ২৫০; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, ইসতী'আব (উক্ত ইসাবা, ১খ, ১০৬, হাশিয়া); (৩) যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা,

বৈরূত, তা. বি., ১খ, ২৮ ক্রমিক নং ২৪০; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১১৫।

লিয়াকত আলী

ইমরুউল-কায়স ইব্নুল আসবাগ (امرؤ القيس بن اصبغ الكلبى) ঃ আল-কালবী (রা) একজন সাহাবী। তিনি তাহার এলাকার জন্য মহানবী (স)-এর প্রতিনিধি ছিলেন। মহানবী (স) তাঁহাকে বানূ কুদাআর দায়িত্ব প্রদানের সময় বানূ কাল্‌ব-এর দায়িত্বভারও তাহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের সময় তিনি এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন। ইব্‌ন 'আবদি'ল বারর-এর ধারণামতে তিনি আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্‌ন আওফের মামা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৬৩ ক্রমিক নং ২৪৯; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল বারর ইসতীআব (উক্ত ইসাবা, ১খ, ১০৭, হাশিয়া); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১১৫; (৪) যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৮, ক্রমিক নং ২৩৯।

লিয়াকত আলী

ইমরুউ'ল-কায়স ইবনুল-ফাখির (امرؤ القيس بن الفاخر) ঃ (রা) ইবনিত -তিমাখ খাওলানী একজন সাহাবী। তাঁহার উপনাম ছিল আবূ শুরাহবীল। তিনি মিসর বিজয়ের অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ইব্‌ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন মানদা তাঁহার সাহাবী হওয়ার বিষয়ে আবূ সাঈদ ইব্‌ন য়ূনুসের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৬৪, ক্রমিক নং ২৫১; (২) যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৮, ক্রমিক নং ২৪১; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, বেরূত ১৩৭৭, হি., ১খ, ১১৬।

লিয়াকত আলী

ইমরোয (إمروز) ঃ ইজিয়ান সাগরে অবস্থিত ইমব্রস (Imbros) দ্বীপের তুর্কী নাম, গ্যালিপলি উপদ্বীপ (থ্রেসীয় উপদ্বীপ) এর দক্ষিণ প্রান্তসীমার প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে দার্দানেলিস প্রণালী (চানাক-কাল'ই বাগাযী) (দ্র.) এর প্রবেশ পথের মুখে অবস্থিত বলিয়া দ্বীপটি সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৪৪৪ খৃ. ইতালীর অন্তর্গত এ্যানকোনার অধিপতি সাইরিয়াকাস (Cyriacus of Ancona) যখন 'ইমরোয সফরে আসেন তখনও ইহা বায়যানটীয়দের অধীনে ছিল (যদিও নিকটবর্তী থাসোস ও স্যামোথ্রেস দ্বীপদ্বয় [islands of Thasos and Samothrace] গ্যাট্টিলুসীয় পরিবারের দখলেছিল)। ৮৫৭/১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের সংবাদ 'ইমরোয দ্বীপে পৌছিলে ইহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনেকেই পলায়ন করেন, কিন্তু বিশিষ্ট 'ইমব্রসীয় ঐতিহাসিক ক্রিটোবউলস (Critoboulos) তুর্কী আক্রমণের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য তুর্কী নৌ- সেনাপতি হামযার নিকট হইতে অস্থায়ী সনদপত্র সংগ্রহ করিলেন এবং ইদিরনে (Edirne) তে তুর্কী সুলতানের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ একই সময়ে সুলতানের প্রাসাদে লেসবস ও এনস-এর গ্যাট্টিলুসীয় সামন্তদের একটি প্রতিনিধিদলও অবস্থান করিতেছিল। যাহা হউক, সুলতান এনসের পালামেডি গ্যাট্টিলুসীয় (Palamede Gattilusio) কে বার্ষিক ১২০০ ডিউকাট (=৯ সি. ৪ প. মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা) রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে 'ইমব্রস দ্বীপটির ইজারা মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর ৮৬০/১৪৫৬ সালে যখন সুলতান এনস দ্বীপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ নৌ-সেনাপতি য়ূনুসকে উহার অধীনস্থ সামুদ্রিক এলাকাগুলি দখল করিতে প্রেরণ করিলেন, তখন 'ইমব্রসের গভর্নর পদে ক্রিটোবউলসকে নিয়োগ করিলেন। গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করিয়া ঐ বৎসরই হেমন্তকালে ক্রিটোবউলস পাপাল (Papal)- এর নৌ বহরের অধিনায়ককে দ্বীপটি দখল করা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। তাহারই পরামর্শে ১৪৫৮-৯ খৃ. মিস্ট্রা-এর স্বেচ্ছাচারী শাসক ডিমিট্রেয়াস প্যালিওলোগাস (Demetrius Palaeologus) তুরস্কের সুলতানের নিকট লেমনস ও 'ইমব্রস (Lemnos and Imbros) দ্বীপ দুইটির ইজারা পাইবার জন্য আবেদন করেন। ইহার ফলে ১৪৬০ খৃ. সুলতান ডিমিট্রিয়াসকে (এই সময় তিনি মোরিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন) এনস থাসোস ও স্যামোথ্রেসসহ উক্ত দ্বীপ দুইটির ইজারা ম ঞ্জুর করেন। ১৪৬৬ খৃ. ভেনিসীয়রা 'ইমব্রস (ইমরোয) দখল করিয়া লয়, কিন্তু ১৪৭০ খৃ. একটি তুর্কী নৌ-বহর উহা পুনর্দখল করে। তখন হইতে ১৯১২ খৃ. পর্যন্ত 'ইমরোজ 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম বল্কান যুদ্ধের সময় গ্রীসের নৌ-বহর ইজিয়ান সাগরের অন্যান্য দ্বীপসহ 'ইমরোজ দ্বীপটি দখল করে (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১২ খৃ.); গ্রীস দ্বপিটি নিজেদের দখলে রাখে, অতঃপর সেভারস চুক্তি (treaty of Sevres, আগস্ট, ১৯২০ খৃ.)-এর শর্ত অনুসারে দ্বীপটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রীসকে দেওয়া হয়। Lausanne চুক্তি (জুলাই, ১৯২৩ খৃ.) অনুসারে দ্বীপটি তুরস্ককে ফেরত দেওয়া হয়, তবে শর্ত থাকে যে, ইহা অসামরিকীকরণ করা হইবে এবং ইহার বিপুলসংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক বাসিন্দাগণকে প্রস্তাবিত লোক বিনিময় (মুবাদেলি) হইতে বাদ দেওয়া হইবে। দ্বীপটি বর্তমানে চানাককালে প্রদেশের অংশবিশেষ। লোক সংখ্যা (১৯৬০ খৃ.) ৫, ৭৭৬।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Pauly-Wissowa, Imbros; (2) W. Miller, The Gattilusj of Lesbos (1355-1462), in Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921 (পুনর্মুদ্রণ, Amsterdam 1946), 313-53; (৩) ঐ লেখক, The Ottoman Empire and its successors, 1801-1927[3], Cambridge 1927(পুনর্মুদ্রণ London 1966), নির্ঘন্ট; (৪) Piri Reis, Kitabi Bahriye, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৯৪-৬; (৫) I. H. Danismend, Kronoloji, ১খ ও ৪খ, নির্ঘন্ট; (৬) V. cuinet, La Turquie d Asie, i, Paris 1890, 484-7; (৭) কামূসুল-আ'লাম, ২খ, ১০৩৫; (৮) ৯২৫/১৫১৫ সালের কানুন নামে (যাহা দ্বারা এই দ্বীপের বাসিন্দাগণকে কোন কোন ব্যাপারে অব্যাহতি দেওয়া হয়), ইহার জন্য দ্র. O. L. Barkan Kanunlar, Istanbul 1943, 237-8; (৯) দ্বীপটির সাম্প্রতিক বিবরণের জন্য দ্র. Turkey (Naval Intelligence grographical handbook) 1943, i, 76; (১০) আরও দ্র. বোয্‌জাআদা, সেমেনদারিক, তাশোয ও (বিশেষত) লিমনি দ্বীপগুলি সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি, ইহাদের ইতিবৃত্তের সহিত 'ইমরোয-এর ইতিবৃত্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/শায়খ ফজলুর রহমান